

গরুড় পুরাণম্

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা	অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম—	শৌনকাদি ঋষিগণের প্রমোদন		বিংশ—	শিবোক্ত অতিগৃহ্য বিবিধ মন্ত্র ।	৫৪
	সূতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ক কথারম্ভ ।	১	একবিংশ—	পঞ্চবস্ত্র পূজন ।	৫৭
দ্বিতীয়—	ব্রহ্ম-রুদ্র সংবাদ, গুরুদেব অমৃত		দ্বাবিংশ—	শিবার্চন ।	৫৮
	আনয়ন ও মাতৃমুক্তি । গুরুত্ব কৰ্ত্ত্বক		ত্রয়োবিংশ—	শিবাদিপূজা ।	৫৯
	কল্পপের নিকট পুরাণ-ইতিবৃত্ত কথন ।	৪	চতুর্বিংশ—	গণাদির পূজা ।	৬৪
তৃতীয়—	গুরুত্বপূর্ণের সংক্ষিপ্ত বিষয় বস্ত		পঞ্চবিংশ—	আসন পূজা ।	৬৫
	বর্ণন ।	১০	ষড়্‌বিংশ—	কুজিকা পূজা ।	৬৬
চতুর্থ—	রুদ্রের প্রাণে হরি কৰ্ত্ত্বক সৃষ্টি		সপ্তবিংশ—	সর্পবিষ-হরণ ।	৬৭
	বর্ণন ।	১১	অষ্টাবিংশ—	শ্রীকৃষ্ণপূজা ।	৬৮
পঞ্চম—	ব্রহ্মার মানসপুত্রাদির বর্ণনা এবং		ঊনত্রিংশ—	মোহিনীপূজা ।	৬৯
	মক্ষকস্তা সতীর দেহভাগ ।	১৫	ত্রিংশ—	শ্রীধর-অর্চনা ।	৭০
ষষ্ঠ—	উত্তানপাদের বংশে ধ্রুব ও প্রাচৈতস-		একত্রিংশ—	বিষ্ণুর অর্চনা ।	৭২
	গণের বংশ বৃত্তান্ত কথন ।	১৮	দ্বাত্রিংশ—	পঞ্চতর্কার্চন ।	৭৬
সপ্তম—	সূর্য্যপূজা ।	২০	ত্রয়ত্রিংশ—	সুদর্শনের পূজা ।	৮০
অষ্টম—	বিষ্ণুর অর্চনার অষ্ট মণ্ডল অঙ্কন-		চতুত্রিংশ—	হয়গ্রীবের অর্চনা ।	৮২
	প্রণালী ।	২৫	পঞ্চত্রিংশ—	গায়ত্রীর ছন্দ ও শাস্ত্রাদি ।	৮৬
নবম—	দীক্ষা পদ্ধতি ।	২৭	ষট্‌ত্রিংশ—	সম্ভা-বিধি ।	৮৮
দশম—	দেবীপূজা ।	২৮	সপ্তত্রিংশ—	গায়ত্রী-মাহাত্ম্য ।	৮৯
একাদশ—	নবব্রাহ্ম অর্চনা ।	২৯	অষ্টত্রিংশ—	দুর্গা পূজা ও আচার বিধি ।	৯১
দ্বাদশ—	কার্যতত্ত্বাদি বর্ণনা ।	৩২	ঊনচত্বারিংশ—	বিষ্ণুরূপী সূর্যের অর্চনা ।	৯৩
ত্রয়োদশ—	বিষ্ণুপঞ্জরস্তোত্র ।	৩৪	চত্বারিংশ—	মহেশ্বর-পূজা ।	৯৬
চতুর্দশ—	যোগ কথন ।	৩৬	একচত্বারিংশ—	নানাবিদ্যা কথন ।	৯৯
পঞ্চদশ—	বিষ্ণুর সহস্র নাম স্তোত্র ।	৩৭	দ্বিচত্বারিংশ—	শিবের পবিত্রারোহণ বিধি ।	৯৯
ষোড়শ—	বিষ্ণুর ধ্যান বর্ণন ।	৪৬	ত্রিচত্বারিংশ—	হরির পবিত্রারোপণ ।	১০১
সপ্তদশ—	সূর্য্যার্চন ।	৪৭	চতুষ্চত্বারিংশ—	মূর্ত্তামূর্ত্তধ্যান ।	১০৫
অষ্টাদশ—	মৃত্যুঞ্জয়ার্চন ।	৫৮	পঞ্চচত্বারিংশ—	শালগ্রামের লক্ষণ ।	১০৭
ঊনবিংশ—	প্রাণেশ্বর মন্ত্র—সর্পের বিষ নাশক		ষট্‌চত্বারিংশ—	বাস্তুপূজাবিধি ।	১১০
	মন্ত্র ।	৫১	সপ্তচত্বারিংশ—	মন্দির নির্মাণ ।	১১৪

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা	অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
চতুর্দশিক শততম—পাপফল কথন ।		৩১৯	উনত্রিংশদিকশততম—প্রতিপদাদি তিথিতে		
পঞ্চাধিক শততম—প্রায়শ্চিত্ত বিবেক ।		৩২০	অন্তকথন ।		৪১১
ষড়্বিক শততম—অশৌচাদি নির্ণয় ।		৩২২	ত্রিংশদিকশততম—সপ্তমাদি ব্রত ।		৪১৫
সপ্তাধিক শততম—বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম ।		৩৩৩	একত্রিংশদিকশততম—ব্রাহ্মণ্যক্টমী ব্রত		৪১৭
অষ্টাধিকশততম—নীতিসার ।		৩৩৮	ষাট্রিংশদিকশততম—বৃধাক্টমী ব্রত ।		৪২০
নবাধিকশততম—নীতিসার ।		৩৪১	ত্রয়স্ত্রিংশদিকশততম—অশোকাক্টমী ব্রত ।		৪২১
দশাধিকশততম—নীতিসার কথন ।		৩৪২	চতুঃত্রিংশদিকশততম—মহানবমী ব্রত ।		৪২১
একদশাধিকশততম—নীতিসার কথন ।		৩৫৩	পঞ্চত্রিংশদিকশততম—মহানবমী ব্রত ।		৪২৫
দ্বাদশাধিক শততম—নীতিসার কথন ।		৩৫৮	ষট্‌ত্রিংশদিকশততম—বীরনবমী ব্রত ।		৪২৬
ত্রয়োদশাধিকশততম—নীতিসার কথন ।		৩৬১	সপ্তত্রিংশদিকশততম—দমনাপ্য নবমী ব্রত ।		৪২৬
চতুর্দশাধিকশততম—নীতিসার কথন ।		৩৬৯	অষ্টাত্রিংশদিকশততম—দিগ্‌দশমী ব্রত ।		৪২৮
পঞ্চদশাধিকশততম—নীতিসার কথন ।		৩৭৮	উনচত্বারিংশদিকশততম—অষ্টমী প্রভৃতি		
ষোড়শাধিকশততম—বিভিন্ন তিথিতে ব্রতের			ব্রত কথন ।		৪২৮
বিধান ।		৩৮৮	চত্বারিংশদিকশততম—অবগধাদশী ব্রত ।		৪২৯
সপ্তদশাধিকশততম—অনন্তত্রয়োদশী ব্রত ।		৩৯০	একচত্বারিংশদিকশততম—সর্বতিথির		
অষ্টদশাধিকশততম—অধগধাদশী ব্রত ।		৩৯০	বিধান ।		৪৩১
উনবিংশত্যাধিকশততম—অগত্যার্থ্য ব্রত ।		৩৯১	দ্বিচত্বারিংশদিকশততম—সূর্য্যবংশ বর্ণন ।		৪৩৩
বিংশত্যাধিকশততম—রক্তাত্তীয়া ব্রত ।		৩৯৪	ত্রিচত্বারিংশদিকশততম—চন্দ্রবংশ বর্ণন ।		৪৪০
একবিংশত্যাধিকশততম—চাতুর্মাস্ত ব্রত ।		৩৯৬	চতুঃচত্বারিংশদিকশততম—চন্দ্রবংশ বর্ণন ।		৪৫৭
দ্বাবিংশত্যাধিকশততম—মাসোপবাস ব্রত ।		৩৯৭	পঞ্চচত্বারিংশদিকশততম—রাজবংশ বর্ণন ।		৪৫২
ত্রয়োবিংশত্যাধিকশততম—ভীষ্মকপঞ্চক ব্রত ।		৩৯৮	ষট্‌চত্বারিংশদিকশততম—সীতা মাহাভাষ্য ।		৪৫৪
চতুর্বিংশত্যাধিকশততম—শিবরাত্রি ব্রত ।		৪০১			
পঞ্চবিংশত্যাধিকশততম—একাদশী মাহাভাষ্য		৪০২			
ষড়্বিংশত্যাধিকশততম—পূজাবিধি ।		৪০৩			
সপ্তবিংশত্যাধিকশততম—একাদশী মাহাভাষ্য ।		৪০৬			
অষ্টবিংশত্যাধিকশততম—ব্রতপরিভাষা ।		৪০৮			

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
সপ্তচত্বারিংশদধিকশততম—	রায়াবৎ বর্ণন।	৪৫৭
অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম—	হরিবৎ বর্ণন।	৪৬০
ঊনপঞ্চাশদধিকশততম—	ভারত বংশ বর্ণন।	৪৬৫
পঞ্চাশদধিকশততম—	সর্বরোগ-নিদান।	৪৭১
একপঞ্চাশদধিকশততম—	জ্বর-নিদান।	৪৭৪
দ্বিপঞ্চাশদধিকশততম—	বক্তপিত্ত-নিদান।	৪৮১
ত্রিপঞ্চাশদধিকশততম—	কাস-নিদান।	৪৮৬
চতুঃপঞ্চাশদধিকশততম—	শ্বাস-নিদান।	৪৮৮
পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততম—	হিকা-নিদান।	৪৯১
ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততম—	শঙ্খা-নিদান।	৪৯৩
সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম—	অরোচক-নিদান।	৪৯৬
অষ্টপঞ্চাশদধিকশততম—	তৃক্ষা-নিদান।	৫০৮
ঊনষষ্ঠ্যধিকশততম—	মদাত্তায়াদি-নিদান।	৫০০
ষষ্ঠ্যধিকশততম—	অর্শোনিদান।	৫০৫
একষষ্ঠ্যধিকশততম—	অতিসার গ্রহণী-নিদান।	৫১২
দ্বিষষ্ঠ্যধিকশততম—	মূত্রকৃচ্ছ-নিদান।	৫১৫
ত্রিষষ্ঠ্যধিকশততম—	প্রমেহ-নিদান।	৫২০
চতুঃষষ্ঠ্যধিকশততম—	বিপ্রবিগ্ন-নিদান।	৫২৫
পঞ্চষষ্ঠ্যধিকশততম—	উদর-নিদান।	৫২২
ষট্‌ষষ্ঠ্যধিকশততম—	পাণ্ডুরোথ-নিদান।	৫৩৭
সপ্তষষ্ঠ্যধিকশততম—	বীসর্প-নিদান।	৫৪২
অষ্টষষ্ঠ্যধিকশততম—	কূষ্ঠরোগ-নিদান।	৫৪৬
ঊনসপ্তম্যধিকশততম—	ক্রিমি-নিদান।	৫৫১
সপ্তম্যধিকশততম—	বাতব্যাধি-নিদান।	৫৫৩

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
একসপ্তম্যধিকশততম—	নিদান-হান।	৫৫৯
দ্বিসপ্তম্যধিকশততম—	বৈদ্যকশাস্ত্রে সূত্রস্থান।	৫৬৬
ত্রিসপ্তম্যধিকশততম—	অমুণানাদি-বিধান।	৫৭৩
চতুঃসপ্তম্যধিকশততম—	জ্বরাদি চিকিৎসা- কথন।	৫৮০
পঞ্চসপ্তম্যধিকশততম—	কূষ্ঠাদি চিকিৎসা।	৫৮৯
ষট্‌সপ্তম্যধিকশততম—	স্ত্রীরোগাদি চিকিৎসা।	৫৯৭
সপ্তসপ্তম্যধিকশততম—	যোগসারাদি কথন।	৬০২
অষ্টসপ্তম্যধিকশততম—	বৃত্ততৈলাদি কথন।	৬০৬
ঊনশতম্যধিকশততম—	নানা যোগাদি কথন।	৬০৯
অশতম্যধিকশততম—	নানা রোগ কথন।	৬১১
একশতম্যধিকশততম—	নানায়োগ কথন।	৬১৩
দ্ব্যশতম্যধিকশততম—	নানায়োগ কথন।	৬২২
ত্র্যশতম্যধিকশততম—	নানায়োগ কথন।	৬২৫
চতুঃশতম্যধিকশততম—	নানায়োগ কথন।	৬২৬
পঞ্চাশতম্যধিকশততম—	নানায়োগ কথন।	৬২৮
ষট্‌শতম্যধিকশততম—	নানায়োগ কথন।	৬৩৩
সপ্তাশতম্যধিকশততম—	নানায়োগ কথন।	৬৩৩
অষ্টাশতম্যধিকশততম—	বৈদ্যশাস্ত্র কথন।	৬৩৫
ঊননবত্যধিকশততম—	নানায়োগ কথন।	৬৩৯
নবত্যধিকশততম—	নানায়োগ কথন।	৬৪৪
একনবত্যধিকশততম—	নানায়োগ কথন।	৬৪৬

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা	অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
তিনবত্যধিকশততম—নানাযোগ কথন ।	৬৪৭		উনবিংশত্যধিকদ্বিশততম—তর্পণ বিধি ।	৭৪৬	
তিনবত্যধিকশততম—বৈদ্যশাস্ত্র কথন ।	৬৪৯		বিংশত্যধিক „—বৈশ্বদেববিধি ।	৭৪৯	
চতুর্নবত্যধিকশততম—নানা রোগ কথন ।	৬৫১		একবিংশত্যধিক „ —সম্ভাষা বিধি ।	৭৫০	
পঞ্চনবত্যধিকশততম—নানাযোগকথন ।	৬৫৪		দ্বাবিংশত্যধিক „ —পার্বণশ্রাদ্ধবিধি ।	৭৫২	
ষট্ঠবত্যধিক „ —নানাযোগকথন ।	৬৫৭		ত্রয়োবিংশত্যধিক „ —নিভাশ্রাদ্ধবিধি ।	৭৬২	
সপ্তনবত্যধিক „ —নানাযোগকথন ।	৬৬০		চতুর্বিংশত্যধিক „ —শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ।	৭৬৫	
অষ্টনবত্যধিক „ —নানাযোগকথন ।	৬৬২		পঞ্চবিংশত্যধিক „ —ধর্মসারলক্ষণ ।	৭৬৮	
নবনবত্যধিক „ —নানাযোগকথন ।	৬৬৭		ষড়্‌বিংশত্যধিক „ —প্রায়শ্চিত্ত কথন ।	৭৭২	
দ্বিশততম অধ্যায়—বৈষ্ণব কবচ কথন ।	৬৬৯		সপ্তবিংশত্যধিক „ —যুগধর্ম কথন ।	৭৮২	
একাধিক দ্বিশততম—সর্বকামপ্রদবিদ্যা ।	৬৭২		অষ্টবিংশত্যধিক „—নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্ত ।	৭৮৭	
দ্ব্যধিক „ —বিষ্ণুধর্মোক্তা বিদ্যা ।	৬৭৩		উনত্রিংশদধিক „—পাপপরিণাম কথন ।	৭৮৯	
ত্রাধিক „ —গারুড়ী বিদ্যা ।	৬৭৬		ত্রিংশদধিক „—অষ্টোজযোগ কথন ।	৭৯৩	
চতুরধিক „ —নিত্যক্রিয়া ত্রিপুরা জ্বালা- মুখী বিদ্যা ।	৬৮২		একত্রিংশদধিক „—ভগবদ্ভক্তি কথন ।	৭৯৯	
পঞ্চাধিক „ —ধ্বজাদি নির্ণয় ।	৬৮৪		দ্বাত্রিংশদধিক „—নারায়ণ-নমস্কার ।	৮০৪	
ষড়্‌ধিক „ —বায়ুজয়াদি কথন ।	৬৮৮		ত্রয়স্ত্রিংশদধিক „—পূজাস্ততি ।	৮০৮	
সপ্তাধিক „—অশ্বগজাঘূর্বেদ কথন ।	৬৯০		চতুস্ত্রিংশদধিক „—ধ্যানস্ততি ।	৮১০	
অষ্টাধিক „—ঔষধনাম কথন ।	৬৯৫		পঞ্চত্রিংশদধিক „—বিষ্ণুমাহাত্ম্য ।	৮১৪	
নবাধিক „—বাকরগানুশাসন ।	৭০৬		ষট্‌ত্রিংশদধিক „—নরসিংহ কবচ ।	৮১৭	
দশাধিক „ —সিদ্ধোদাহরণ ।	৭০৯		সপ্তত্রিংশদধিক „—জ্ঞানামৃত কথন ।	৮২১	
একাদশাধিক „ —চন্দ্রঃ শাস্ত্র ।	৭১২		অষ্টত্রিংশদধিক „—মৃত্যুচক্রেস্তোত্র ।	৮২৫	
দ্বাদশাধিক „ —চন্দ্রঃ শাস্ত্র ।	৭১৩		উনচত্বারিংশদধিক „—শ্রীবাসুদেবস্তোত্র ।	৮২৭	
ত্রয়োদশাধিক „ —সমবৃত্তকথন ।	৭১৫		চত্বারিংশদধিক „—ব্রহ্মবিজ্ঞান কথন ।	৮৩৫	
চতুর্দশাধিক „ —অর্জুনসমবৃত্ত কথন ।	৭২০		একচত্বারিংশদধিক „—আত্মজ্ঞান কথন ।	৮৪১	
পঞ্চদশাধিক „ —বিষম-বৃত্ত কথন ।	৭২১		দ্বিচত্বারিংশদধিক „—গীতাসার ।	৮৪৪	
ষোড়শাধিক „—চন্দ্রঃপ্রকরণ ।	৭২২		ত্রিচত্বারিংশদধিক „—বিবিধযোগ কথন ।	৮৪৬-৮৪৮	
সপ্তদশাধিক „—বর্ণাশ্রম ধর্মাদি কথন ।	৭২৩				
অষ্টাদশাধিক „ —জ্ঞানবিধি বর্ণন ।	৭৪১				

উত্তরখণ্ড

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা	অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১ অধ্যায়।	বৈকুণ্ঠে নারায়ণের প্রতি পুরুষের বিবিধ প্রশ্ন	১	২১ অঃ।	প্রোক্তলক্ষণ ও প্রোক্তবৃক্ষের উপায়	১১০
২ অঃ।	পুরুষের নিকট বিমুক্তকর্তৃক ঔরুমেহিক বিধিকথন	৬	২২ অঃ।	প্রকাটাভ্যন্তর পক্ষাশ্রোতা- পাখ্যান	১১৩
৩ অঃ।	নরকবরূপকর্তন	১৩	২৩ অঃ।	প্রোক্তবরূপনিরূপণ	১১২
৪ অঃ।	গর্ভাবস্থাকর্তন	২০	২৪ অঃ।	মনুষ্যদিগের আয়ুর্নিক্রমণ ও বালকদিগের পিতৃদানাদিকথন	১২০
৫ অঃ।	দশদানাদিকথন ও পর্ণনর- দাহবিধি	২৫	২৫ অঃ।	শৈশবাবস্থাতেদকথন ও আকৌমার বিশেষকর্তব্যতা উপদেশ	১২৪
৬ অঃ।	অশৌচলক্ষণ-কালনিরূপণাদি	৩৭	২৬ অঃ।	সমিষ্ঠীকরণবিধি	১২৭
৭ অঃ।	বৃষোৎসর্গকথন	৪৮	২৭ অঃ।	বক্রবাহেন-প্রোক্তসংবাদ	১৩২
৮ অঃ।	পক্ষাশ্রোতাপাখ্যান	৫৮	২৮ অঃ।	বিশেষজ্ঞানার্থ নারায়ণের প্রতি পুরুষের প্রশ্ন	১৫৮
৯ অঃ।	ঔরুমেহিক কর্ণেব অধিকারী কর্তৃনাদি	৬৬	২৯ অঃ।	ঔরুমেহিককৃত্যকথনারম্ভ	১৬০
১০ অঃ।	বক্রবাহেন-প্রোক্তসংবাদ	৬৮	৩০ অঃ।	দানবিধি	১৬৩
১১ অঃ।	আত্মের বিবিধ তৃপ্তিকথনকথা- কথন	৭৩	৩১ অঃ।	দানমাহাত্ম্যাদি	১৬৭
১২ অঃ।	মনুষ্যজন্মলাভাদির কারণকথন	৮০	৩২ অঃ।	জীবোৎপত্তিকথা	১৬০
১৩ অঃ।	মনুষ্যত্বকথা	৮১	৩৩ অঃ।	যমলোকবিস্তারাদিকথন	১৬৫
১৪ অঃ।	প্রোক্তলক্ষণ কর্ণকথন	৮৩	৩৪ অঃ।	যুগভেদে ধর্মকর্মব্যবস্থা, দাহক সগোত্রদিগের কর্তব্যতা	
১৫ অঃ।	আত্ম-স্ত্রিয়মাং-দানকৃত্য	৮৫		উপদেশ ও অশৌচাদিনিরূপণ	১৬৮
১৬ অঃ।	যম-নগর-পথকথা	৮৯	৩৫ অঃ।	সমিষ্ঠীকরণের বিশেষ বিধি ও শববিধি	১৬৬
১৭ অঃ।	যামাপুরাদিগমনব্যবস্থা	৯৬	৩৬ অঃ।	অনশনাদিমরণফলকথন	১৭০
১৮ অঃ।	যমমার্গনিষ্কৃতিকথন	১০০	৩৭ অঃ।	উদকুস্তপ্রদানাদিকথন	১৭৩
১৯ অঃ।	চিত্তকুস্তপূরণমাদিকথন	১০৪			
২০ অঃ।	প্রোক্তবাসস্থাননির্ধারণ	১০৬			

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা	অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩৮ অঃ।	অপমৃত্যুগ্রস্তের গতি ও তত্ত্বজ্ঞাপনোপায়নির্দেশ	১৭৯	৬২ অঃ।	আত্মঘাতীর আত্মনিবেদনাদি	১৮৬
৩৯ অঃ।	কার্ত্তিকাদি মাস ও পৌর্ণ- মাসাদিতে ব্রহ্মোৎসর্গবিধান	১৮৩	৬৩ অঃ।	বার্ষিক শ্রাদ্ধাদিকথন	১৮৮
৪০ অঃ।	পূর্বকৃতকর্মের কর্তার অনুগামিত্ব কথন ও বিশেষদানপ্রকার	১৮৪	৬৪ অঃ।	পাপভেদে চিহ্নভেদ- অঙ্গভেদকথন	১৯০
৪১ অঃ।	জলাগ্নিবহনভ্রষ্টদিগের প্রায়শ্চিত্তকথন	১৮৬	৬৫ অঃ।	গুরুত্বপূর্ণাঙ্গপাঠফলাদি কথন	১৯৭

সুচিপত্র সমাপ্ত

গরুড়পুরাণম্ ।

পূর্বখণ্ডম্ ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরৈষ্কৈব নরোত্তমম্ ।

দেবাং সরস্বতীকৈব ততো জয়মদৌরয়েৎ ॥

অজয়জরমনস্তং জ্ঞানরূপং মহাস্তম্, শিবমমলমনাদিং ভূতদেহাদিশীনম্ ।

সকলকরণহীনং সৰ্বভূতস্থিতং তম্, হরিশয়নমখ্যাদং সৰ্বগং বন্দ একম্ ॥১

নমস্তামি হরিং রুদ্রং ব্রহ্মাণক গণাধিপম্ । দেবীং সরস্বতীকৈব মনোবাৎকৰ্ম্মভিঃ সদা ॥২

সূতং পৌরাণিকং শাস্ত্রং সৰ্বশাস্ত্রবিশারদম্ । বিষ্ণুভক্তং মহাত্মানং নৈমিষারণ্যমাগতম্ ॥৩

তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে উপবিষ্টং শুভাসনে । ধ্যানস্থং বিষ্ণুমনসং তমভ্যর্চ্য স্তবম্ কবিম্ ॥৪

শৌনকাদ্যা মহাভাগা নৈমিষীয়াস্তপোধনাঃ । মুনয়ো ববিসন্ধাশাঃ শাস্তা যজ্ঞপরায়ণাঃ ॥৫

ঋষয় উচুঃ ।

সূত জ্ঞানাসি সৰ্বঃ ঙ্গ পৃচ্ছামস্ম্যমতো বয়ম্ । দেবতানাং হি কো দেব ঈশ্বরঃ পূজ্য এব কঃ ॥৬

কো ধোয়ঃ জগৎস্রষ্টা জগৎপাতি চ হস্তি কঃ । কখ্যং প্রবর্ততে ধৰ্ম্মো দুষ্টহন্তা চ কঃ স্মৃতঃ ॥৭

তস্ত দেবস্ত কিং রূপং জগৎসর্গঃ কখং মতঃ । কৈত্র তৈঃ স তু তুঃ স্ম্যং কেন যোগেন বাপ্যতে ॥৮

যিনি জন্মজরাবিহীন, অনন্ত, জ্ঞানস্বরূপ, মহৎ, নির্মল, অনাদি, পাক্‌ভৌতিকদেহশূন্য, নিরঞ্জিয়, সৰ্বভূতব্যাপী ও মায়াবিমুক্ত, সেই সৰ্বগ একমাত্র হরি ও হরকে বন্দনা করি । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, গণাধিপতি ও দেবী সরস্বতী, ইহাদিগকে মন, বাক্য এবং কৰ্ম্ম দ্বারা মতত নমস্কার করি । একদিন পুরাণবেত্তা, শাস্ত্র, সৰ্বশাস্ত্রবিশারদ, বিষ্ণুভক্ত, মহাত্মা, সূত তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইয়া শুভাসনে উপবেশন করিয়া বিষ্ণুচিন্তায় তৎপর ছিলেন ; এমত সময়ে তদ্রত তপোধন, যজ্ঞ-পরায়ণ, শাস্ত্র, সূর্যাসমতেজাঃ, মহাভাগ শৌনকাদি ঋষিগণ কবি সূত ঋষিকে অর্চনা করিয়া স্তব করিয়াছিলেন । ১—৫ ।

অনন্তর ঋষিগণ বলিলেন, হে সূত ! আপনার সৰ্বতর বিদিত আছে, এ নিমিত্ত আমরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—দেবতাদিগের দেবতা কে ? ঈশ্বরই বা কে ? কাহাকেই বা পূজ্য করা যায় ? ধ্যানের স্বার্থ পাত্র কে ? কেই বা পরিনৃপ্তমান জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতেছেন ? কোন্ ব্যক্তি হইতে সনাতন ধৰ্ম্ম প্রবর্তিত হইয়াছে ? কোন্ ব্যক্তি দুষ্টকে বিনাশ করিয়া থাকেন ? সেই দেবতার রূপ কি ? কি রূপেই বা জগৎ সৃষ্টি হইল ?

অবতারাস্ত কৈ তস্মৈ কথং বংশাদিসম্ভবঃ । বর্ণীশ্রমাদিধৰ্ম্মাণাং কঃ পাতা কঃ প্রবর্তকঃ ॥১০
এতৎ সৰ্ব্বং তদানন্তচ্চ ব্রহ্মী সূত মহামতে । নারায়ণকথাঃ সৰ্ব্বাঃ কথয়াত্মাকমুত্তমাম্ ॥১০

সূত উবাচ

পুরাণং গারুড়ং বক্ষো সারং বিষ্ণুকথাস্রয়ম্ । গরুড়োক্তং কশ্যপায় পুরা ন্যাসাচ্ছ্রুতং ময়া ॥১১
একো নারায়ণো দেবো দেবনামীশ্বরেশ্বরঃ । পরমাত্মা পরম ব্রহ্ম জগদ্রক্ষা যতো ভবেৎ ॥১২
জগতো রক্ষণার্থায় বাসুদেবোহজরোহমরঃ । স কুমারাদিক্রপেণ অবতারান্ করোত্যজঃ ॥১৩
হরিঃ স প্রথমঃ দেবঃ কোমারঃ সৰ্গমাস্থিতঃ । চচার হৃশ্চরং ব্রহ্মণ ব্রহ্মচর্য্যামখণ্ডিতম্ ॥১৪
ষিষ্ঠীযন্ত ভবায়ান্ত রসাতলগতাং মহীম্ । উদ্ধরিয়ন্তু পাদভেদে যজ্ঞেশ্বরঃ শৌকরং বপুঃ ॥১৫
তৃতীয়মুদিনিগন্তু দেবর্ষিভ্যমুপেত্য সঃ । তস্মৈ সাংখ্যতমাচষ্টে নৈদধ্যাং কৰ্ম্মণাং যতঃ ॥১৬
নরনারায়ণো ভূত্বা ভূযো তেপে তপো হরিঃ । ধৰ্ম্মসংরক্ষণার্থায় পূজিতঃ স সুরাশুরৈঃ ॥১৭
পঞ্চমঃ কপিলো নাম সিদ্ধেশ্বরঃ কালবিপ্লুতম্ । প্রোবাচাস্বরয়ে* সাংখ্যং তত্ত্বগ্রামবিনির্গমম্ ॥১৮
ষষ্ঠমত্রেয়পত্যং দত্তঃ প্রাপ্তোহননুগ্রহা । আত্মীক্ষিকীমলকীয় শ্রীহৃদাদিত্য উচিবান্ ॥১৯

কোন কোন বংশাভ্যাস করিলে তিনি সমুদ্রে থাকেন ? কোন যোগদ্বারাই বা তাঁহাকে লাভ করা যায় ? সেই জগৎকর্ত্তা কি কি রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ? কি প্রকারে তাঁহার বংশসম্ভব হয় ? এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণধৰ্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমধর্ম্মের রক্ষক কে ও প্রবর্তক কে ? হে মহামতি সূত ! আপনি অগ্রগ্রহ করিয়া আমাদিগের নিকটে এই সকল বিষয় এবং আরও অন্যান্য জ্ঞাতব্য উত্তম নারায়ণ-কথাসকল বর্ণন করুন । ৬—১০ ।

সূত কহিলেন,—আমি গরুড়পুরাণ বর্ণন করিব । এই পুরাণ সৰ্ব্বপুরাণ-প্রধান এবং বিষ্ণুকথায় পরিপূর্ণ । এই পৌরাণিক কথা পূৰ্ব্বকালে কশ্যপের নিকটে গরুড় বলিয়াছিলেন এবং আমি ব্যাসের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি । একমাত্র নারায়ণ দেব দেবতাদিগেরও ঈশ্বরেশ্বর এবং তিনিই পরমাত্মা পরম ব্রহ্ম, তাঁহা হইতেই এই জগতের সৃষ্টি-তত্ত্ব-লয় হইয়া থাকে । সেই অজরামর বাসুদেব জগদ্রক্ষণার্থ কুমারাদি নানারূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন । হরি প্রথমে কুমার অবতার হন । এই অবতারে ভগবান্ বাসুদেব কোমার অবস্থা অবলম্বন করিয়া হৃশ্চর ব্রহ্মচর্য্য অগ্রষ্ঠান করিয়াছিলেন । ১১—১৪ ।

ষিষ্ঠীয়ে সূতভাবন যজ্ঞেশ্বর হরি জগৎ রক্ষা করিবার নিমিত্ত ‘রসাতলগতা পৃথিবীকে উদ্ধার করিব’ এই অভিপ্রায়ে বরাহবপু ধারণ করেন । তৃতীয়ে দেবর্ষিভ্য পরিগ্রহ করিয়া ভগবান্ সাংখ্য তত্ত্ব বিস্তার করিয়াছেন । ঐ তত্ত্বে নিরাম কৰ্ম্মের প্রাধান্য বর্ণিত আছে । চতুর্থে নর-নারায়ণাবতার । এই অবতারে নারায়ণ ধৰ্ম্ম-রক্ষণার্থ কঠোর তপস্তা করিয়াছিলেন । তাঁহাকে সুরাশুরগণ ভর্জনা করিয়াছিল । পঞ্চমে কপিলাবতার । এই অবতারে ভগবান্ কালকৃত ধৰ্ম্মবিপ্রব নিবারণার্থ আশুরি নামক নিম্ন শিখাকে তত্ত্বসকলের নির্ণয়বিষয়ক সাংখ্য শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছিলেন । (অর্থাৎ সাংখ্য পণ্ডিতবর্গকে তত্ত্ব-নির্ণয়দ্বারা ধৰ্ম্মমার্গে আনয়ন করিয়াছিলেন ।) ষষ্ঠে দত্তাত্রেয়াবতার । নারায়ণ অত্রি কবির ঔরসে অননুগ্রহ গর্ভে দত্তাত্রেয় নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ।

* “প্রোবাচ স্বরয়ে” ইতি কচিৎ পাঠঃ ।

ততঃ সপ্তম আকৃতাং কঠোর্যচ্ছোভাক্ষায়ত । সত্যামাট্যৈঃ স্বরগণৈর্ঘট্টা স্বায়ত্ত্বাস্তরে ॥ ১০
 স যামাট্যৈর্গণৈরপাং স্বায়ত্ত্বাস্তরম্ । অষ্টমে যেক্ষদেব্যাঙ্ক নাভেজ্যত উক্ক্রমঃ ।
 দর্শয়ন্ বস্ম ধীরাণাং সর্কীশ্রমনিষেবিতম্ ॥ ১১
 ঋষিভির্থাচিতোভেজ্ঞে নবমং পার্শ্বিং বপুঃ । হৃদৈর্মহৌষধৈর্কিপ্রা-স্তেন সংজীবিতাঃ প্রজাঃ ২ ॥ ১২
 রূপং স হৃদে মাংস্তং চাক্ষুষাস্তরসংপ্রবে । নাব্যারোপ্য মহীময়ামপাটৈবন্বতং মনুম্ ॥ ১৩
 স্বরাস্তরান্মদধিং মণ্ডুতাং মনরাচলম্ । দধে কষঠরূপেণ পৃষ্ঠ একাদশে বিভূঃ ॥ ১৪
 ধাতাস্তরং দ্বাদশমং ত্রয়োদশমমেব চ । আপায়য়ং স্বরানন্তাশ্মোহিস্তা মোহয়ন্ দ্বিগা ॥ ১৫
 চতুর্দশং নারসিংহং বিদ্রুদৈতোজ্রমৃজ্জিতম্ । দদার করৈক্কুরাবেরকাং কটকৃদ্বধা ॥ ১৬
 পঞ্চদশং বামনকো ভূতগাদধরং বলেঃ । পাদত্ৰয়ং যাচমানঃ প্রতাদিহুস্ত্রিপিষ্টপম্ ॥ ১৭
 অবতারে ষোড়শমে পশুন্ ব্রহ্মক্রহো নৃপান্ । ত্রিঃপশুকৃৎ কুপিতো নিঃকক্রামকরোন্নহীম্ ॥ ১৮
 ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবতাং পরাশরাং । চক্রে বেদতরোঃ শাখাং দৃষ্টা পুংসোহিন্মমধসঃ ॥ ১৯

দশমোহধ্যায়ঃ প্রহ্লাদাদির নিমিত্ত অসর্ককে আশীক্ষিকীবিজার উপদেশ প্রদান করেন । সপ্তমে স্বায়ত্ত্ব-মনস্তরে নারায়ণ আকৃতির গর্ভে ও কচির ঔরসে যজ্ঞনামে ভগ্নগ্রহণ করিয়া অমাত্য সত্যগণ ও স্বরগণের সহিত যজ্ঞাহুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং যামাদি দেবগণের সহিত স্বায়ত্ত্ব মনস্তর রক্ষা করেন । অষ্টমাবতারে নাভির ঔরসে যেক্ষদেবীর গর্ভে উক্ক্রম নামে ভগ্ন পরিগ্রহ করিয়া সর্কীশ্রমোচিত সদাচারপ্রবর্তী প্রদর্শন করেন । নবমে নারায়ণ ঋষি-গণের প্রাৰ্থনানুসারে পৃথুনামে ভগ্নগ্রহণ করিয়া মহৌষধিরূপ হৃদ্বদ্বারা প্রজাবর্গকে জীবিত করিয়াছিলেন । ১৫—২২ ।

দশমে চাক্ষুষ-মনস্তরের মহাপ্রলয়কালে ভগবান্ মৎস্বরূপী হইয়া বৈবস্বত মনুকে যুগ্ময়ী নৌকাতে আরোপিত করিয়া রক্ষা করেন । একাদশে কুর্মাভতার । দেব ও দানবগণ যখন একত্র মিলিত হইয়া সমুদ্র মন্থন করেন, ঐ সময়ে ভগবান্ কুর্মরূপ পরিগ্রহ করিয়া পৃষ্ঠদেশে মনরাচল ধারণ করিয়াছিলেন । দ্বাদশে ধাতাস্তরাভতার । ত্রয়োদশে মোহিনী অবতার : হরি দ্ব্যস্তরিরূপে অবতীর্ণ হইয়া দেবতাদিগকে অমৃত পানে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন ; আবার তৎকালে মোহিনীরূপ ধারণ করিয়া অসুরদিগকে মোহিত করিয়াছিলেন । চতুর্দশে ভগবান্ নরসিংহরূপে অবতীর্ণ হইয়া, যেক্ষ কটকারী ব্যক্তি এরুকা (ইকড়) ভেদ করে, সেইরূপ নবদ্বারা বলদপু দৈত্যোজ্র হিরণ্যকশিপুব বন্ধঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া তাহার প্রাণসংহার করেন । পঞ্চদশে বামনাভতার । হরি বামনরূপ ধারণ করিয়া বলির যজ্ঞে গমন করেন এবং ত্রিপাদ-ভূমি প্রাৰ্থনাচ্ছলে ত্রিলোক গ্রহণ করত বলিকে দমন ও দেবতাদিগকে স্ব-স্ব-অধিকারে পুনঃস্থাপনপূর্বক রক্ষা করিয়াছিলেন । ষোড়শে ভগবান্ পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । নৃপতিগণ ব্রহ্মজ্যোহী হইয়াছে দেখিয়া তিনি কুপিত হইয়া একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃকক্রিয়া করেন । ২৩—২৮ ।

সপ্তদশে ভগবান্ সত্যবতীর গর্ভে পরাশরের ঔরসে ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হন । তিনি

১ । সর্কীশ্রমনিষেবিতম্ ।

২ । হৃদে মহৌষধীবিপ্রাশ্তেন সংপূজিতাঃ প্রজাঃ ইতি কচিং পুস্তকে পাঠঃ ।

নরদেবত্মাপন্নঃ সুরকার্যচিকীর্ষয়া । সমুদ্রনিগ্রহাদীনি চক্রে কার্য্যাণ্যতঃ পরম্ ॥ ৩০
 একোনবিংশে বিংশতিমে বৃক্ষিষু প্রাপ্য জনানী । রামকৃষ্ণাবিতি ভুবো ভগবানহরস্তরম্ ॥ ৩১
 ততঃ কলেশ্চ সঙ্ঘাস্তে সম্মোহায় হরদ্বিষাম্ । বুদ্ধো নামা জিনস্ততঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি ॥ ৩২
 অথাসৌ যুগসঙ্ঘায়াং নষ্টপ্রায়েষু রাজবু । ভবিতা বিষ্ণুশশো নামা কক্ষী জগৎপতিঃ ॥ ৩৩
 অবতারো হসংখ্যো হরেঃ সত্ত্বনিধেবিজ্ঞাঃ । মনুবেদাদিদো হ্যাহাঃ সর্কে বিষ্ণুকলাঃ শ্বতাঃ ॥ ৩৪
 তস্মাৎ সর্গাদয়ো জাতাঃ সম্পৃষ্ঠ্যাস্ত ব্রতাদিনা ॥ ৩৫
 অষ্টৌ শ্লোকসংখ্যানি তথা চাষ্টৌ শতানি চ । পুরাণং গারুড়ং ব্যাসঃ পুরাসৌ মেত্রবীদিদম্ ॥ ৩৬
 ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়াহোহধ্যায়ঃ ।

কথয় উচুঃ ।

কথং ব্যাসেন কথিতং পুরাণং গারুড়ং তব । এতৎ সর্কং সমাখ্যাহি পরং বিষ্ণুকথাশ্রয়ম্ ॥ ১
 শ্রুত উবাচ ।

অহং হি মুনিভিঃ সার্কং গতো বদরিকাশ্রয়ম্ । তত্র দৃষ্টৌ ময়া ব্যাসৌ ধ্যানময়ানঃ পরেশ্বরম্ ।

সমস্ত মনুষ্যাগণকে অল্পমেধা বিবেচনা করিয়া বেদতত্ত্বের শাখা প্রণয়ন করেন । অষ্টাদশে দেবতাদিগের কার্য্য-সাধনার্থ নরদেব-রূপে অবতীর্ণ হইয়া সমুদ্রনিগ্রহাদি কার্য্য করিয়া ছিলেন । উনবিংশতি ও বিংশতি অবতारे জনাৰ্দ্দন বৃক্ষিবেশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া রাম ও কৃষ্ণ নামে বিখ্যাত হইয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন । একবিংশতি অবতারে ভগবান্ কলিযুগের সঙ্ঘাস্তে দেবদেবীদিগের মোহনার্থ কীকটে (মগধদেশে) জিনস্ত বুদ্ধনামে আবির্ভূত হইবেন । কলিযুগে সঙ্ঘার অবসানকালে রাজবর্গ নষ্টপ্রায় হইলে, জগৎপতি কক্ষী নামে বিষ্ণুশশা নামক ব্রাহ্মণের ভবনে অবতীর্ণ হইবেন । ২৯—৩৩ ।

হে বিজগৎ ! হরির কতিপয় অবতারের কথা বর্ণিত হইল । বাস্তবিক সেই সত্ত্বনিধি জগৎপতির অবতার অসংখ্য । মনু বেদবিদ এবং প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ সকলেই বিষ্ণুর অংশস্বরূপ । সেই মতাদি হইতেই এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে, এজন্যই তাঁহারা ব্রতনিয়মাদিধারা পূজনীয় হইয়াছেন । এই গরুড়পুরাণে অষ্টশতাধিক অষ্টসংস্র সংখ্যক শ্লোক আছে । পূর্বকালে ব্যাসদেব আমার নিকটে এই গরুড়পুরাণ বলিয়া ছিলেন । ৩৪—৩৬ ।

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত । ১ ॥

দ্বিতীয়া অধ্যায়ঃ ।

কথিগণ বলিলেন,—শ্রুত ! ব্যাসদেব কি নিমিত্ত আপনার নিকটে গরুড়োক্ত বিষ্ণুকথাময় পৌরাণিক ইতিবৃত্ত বলিয়াছিলেন, তাহা আমাদিগের সমীপে প্রকাশ করুন । শ্রুত বলিলেন,—আমি একদা মুনিগণের সহিত বদরিকাশ্রমে গিয়াছিলাম । সেখানে দেখিলাম, ভগবান্

তং প্রণমোপবিষ্টোহং পৃষ্টবান্ হি মুনীশ্বরম্ ॥ ২

বাস কহি হরে কণং ভগৎসর্গাদিকং ততঃ । মন্তো ধ্যায়সি তং যথাভ্রাতৃজ্ঞানাসি তং বিভূম্ ।
এং পৃষ্টো যথা প্রাহ তথা বিপ্রা নিবোধত ॥ ৩

বাস উবাচ ।

শৃণু হুত প্রবক্ষ্যামি পুরাণং গারুড়ং তব । মহা নারদদক্ষাদৈর্দ্যাক্ষা মামুক্তবান্ যথা ॥ ৪

শূত উবাচ ।

দক্ষনারদমুৈষাস্ত মূকং ত্বাং কথমুক্তবান্ । ত্রক্ষা স্রীগারুড়ং পুণ্যং পুরাণং সারবাচকম্ ॥ ৫

বাস উবাচ ।

অহং হি নারদো দক্ষো ভৃগুশ্চাঃ প্রণিপত্য তম্ । সারং কহীতি পপ্রচ্ছ ত্রক্ষাণং ত্রক্ষলোকগম্ ॥ ৬

ত্রক্ষোবাচ ।

পুরাণং গারুড়ং সারং পুরা কুত্রক মাং যথা । হুতৈঃ মহাতরীষিষুস্তথাহং বাস বচ্মি তে ॥ ৭

বাস উবাচ ।

কথং কুত্রং হুতৈঃ সাক্ষিমত্রবীষা হরিঃ পুরা । পুরাণং গারুড়ং সারং কহি ত্রক্ষন্ মহার্ধকম্ ॥ ৮

ত্রক্ষোবাচ ।

অহং গতোহদ্রিকৈলাসমিজ্জাদৈর্দৈবতৈঃ মহা । তত্র নৃষ্টো যয়া কত্রো ধ্যায়মানঃ পরং পদম্ ॥ ৯

বাস পরমেশ্বর-ধানে তৎপর আছেন । আমি সেই মুনীশ্বরকে যথাবিধি প্রণাম করিয়া উপ-
বেশনপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলাম,—হে বাস । আপনি পরমাত্মা হরির রূপ ও ভগৎপ্রভৃতি
সবিশেষ বর্ণন করিয়া আমার অভিলাষ পরিপূর্ণ করুন । আপনি সেই পরমপুরুষ হরিকে চিন্তা
করিতেছেন ; হুতরাং তাঁহার স্বরূপ আপনার অপরিজ্ঞাত নহে । হে বিপ্রগণ ! আমি ব্যাস-
দেবের নিকট এইরূপ প্রশ্ন করিলে, তিনি যেরূপ আমাকে বলিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি
অবগ করুন । বেদব্যাস বলিলেন,—হে শূত । আমি তোমার নিকট গারুড়পুরাণ বর্ণন করিব,
অবগ কর । নারদ ও দক্ষপ্রভৃতি প্রজাপতির সমক্ষে ত্রক্ষা এই পৌরাণিক বিবরণ আমাকে
বলিয়াছিলেন । ১—৪ ।

শূত জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্ আপনি কি কারণে দক্ষ-নারদাদির সহিত মিলিত
হইয়াছিলেন এবং কেনই বা ত্রক্ষা আপনার নিকট পুণ্যকথাশ্রয় সারতর গারুড়পুরাণ
বলিয়াছিলেন ? বাস কহিলেন,—একদা আমি, নারদ, দক্ষ, ভৃগু-প্রভৃতি মুনিগণ সমবেত
হইয়া ত্রক্ষলোকে গমনপূর্বক ত্রক্ষাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, হে প্রভো !
আমাদিগের নিকট সারতর বর্ণন করুন । ত্রক্ষা বলিলেন,—হে বৎস ! গারুড়পুরাণ
সর্গপুরাণের সারসূত । পূর্বকালে ভগবান্ বিষ্ণু যে প্রকারে হরগণের সহিত আমাকে ও
কুত্রদেবকে এই সারতর পৌরাণিক কথা বলিয়াছিলেন, হে বাস ! আমিও তাহা সেইরূপেই
তোমার নিকটে বলিতেছি । পুনর্বার বাস জিজ্ঞাসা করিলেন, ত্রক্ষন্ ! কি নিমিত্ত হরি
স্বরূপের সহিত কুত্রদেবের নিকটে গারুড়পুরাণ বলিয়াছিলেন, আপনি সেই মহার্ঘমুক্ত বিষয়
আমাকে বলুন । ত্রক্ষা বলিলেন, আমি একদা ইন্দ্রাদি-দেবরূপের সহিত কৈলাস পর্বতে
গমন করিয়া দেখিলাম, কুত্রদেব পরমপদ চিন্তা করিতেছেন । আমি তাঁহাকে নমস্কার

পৃষ্ঠো নমস্তুতঃ কিং জং দেবং ধায়ামি শঙ্কর । তবো নাকং পদং দেবং জানামি ক্রতি মাং ততঃ ।
সারিং সারতরং ততঃ শ্রোতুমায়ঃ সূরৈঃ সহ ॥ ১০

কৃত্ত উবাচ ।

অহং ধায়ামি তং বিষ্ণুং পরমাশ্রয়মীশ্বরম্ । সর্গদং সনাতং সর্গং সর্গপ্রাপি-কৃদি স্থিতম্ ।

ভগ্নোদ্ধৃতিদেহস্য স্টামগুলমণ্ডিতঃ ॥ ১১

বিষ্ণোরারাদনার্থং মে ব্রতচর্য্যা পিতামহ । তমেব গতা পচ্ছামঃ সারং যং চিস্তয়াম্যহম্ ॥ ১২

বিষ্ণুং ত্রিষ্ণুং পদ্মনাতং হরিং দেহবিকল্পিতম্ । শুচিং কচিপদং হংসং তৎপাদং পরমেশ্বরম্ ।

যুক্তা সর্গাশ্রয়ানাশ্রয়ানং তং দেবং চিস্তয়াম্যহম্ ॥ ১৩

যস্মিন্ বিশ্বানি ভূতানি তিষ্ঠন্তি চ বিশতি চ । গুণভূতানি ভূতেশে সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ১৪

সহস্রাক্ষং সহস্রাজিহ্বং সহস্রোক্তং বরাননম্ । অলীহসামণীয়াংসং স্তবিত্তকং স্ববীণসাম্ ।

গরীয়মাং পরিষ্টকং শ্রেষ্ঠকং শ্রেয়সামপি ॥ ১৫

যঃ বাক্যেন্দ্রিয়াকৈশ্চ নিবৎতপনিবৎস্ত চ । গুণস্তি সত্যকর্ম্মণং সত্যং সত্যোমু সামহ ॥ ১৬

পুরাণপুরুষঃ শ্রোক্তো ব্রজা শ্রোক্তো দ্বিজাতিষু । ক্ষয়ে সন্ধর্ষণঃ শ্রোক্তস্তমুপাস্তমুপাস্থ্যহে ॥ ১৭

যস্মিন্ লোকাঃ কুরন্তীমে জলেষু শব্দলো যথা । অহমেকাক্ষরং ব্রজ যন্তং সদসতঃ পরম্ ।

অর্চয়ন্তি চ যং দেবা যক্ষরাক্ষসপুঙ্গবাঃ ॥ ১৮

করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, শঙ্কর ! আপনি কাহার চিন্তা করিতেছেন ? আমি আপনি ভিন্ন অন্য কোন দেবতাকে জানি না । যদি আপনি হইতে প্রধানতর অন্য কোন দেবতা থাকেন, তবে তাহা আমার নিকটে বলুন । সেই সারংসার বিষয় শুনিতে অমরবরের ও আমার শ্রবণস্পৃহা বলবতী হইতেছে । ৫--১০ ।

কৃত্ত বলিলেন,—আমি সেই সর্গকলপ্রদ, সর্গদ, সর্গরূপী, সর্গাস্তরক, পরমাশ্রয়, ঈশ্বর বিষ্ণুকে চিন্তা করিতেছি । হে পিতামহ ! আমি সেই ভগবাদার বিষ্ণুর আরাদনার্থ অঙ্গ ভঙ্গ লেপন ও মন্তকে স্টামগুল ধারণ করিয়া ব্রতচর্য্যায় নিরত আছি । যিনি সর্গদ্যাপী, দেহবিক্রিত, পদ্মনাত হরি, মলনাশী ও হংসরূপী, আমি সেই পরমপদস্বরূপ পরমেশ্বরকে সর্গপ্রকারে আশ্রয় সহিত যুক্ত করিয়া চিন্তা করিতেছি । বাহাতে সকল ভূত বর্তমান আছে, প্রলয়কালেও বাহাতে ঐ ভূতসমূহ প্রবেশ করে এবং যে সর্গভূতেশ্বরে সকল গুণ সূত্রগণিত মণিগণের ন্যায় আবদ্ধ আছে, যিনি সহস্রাক্ষ, সহস্রপাদ, সহস্রোক্ত, সহস্রবাক, সহস্রবদন, সূক্ষ্মতম, স্থূল হইতে স্থূলতম, গুরু হইতে গুরুতম এবং শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতম, বেদের বাক্য, ভাস্কর্য্যকে, ব্রাহ্মণকাণ্ডে, উপনিষদে, সামে যে সত্যকর্ম্ম সত্যরূপী হরির গুণ বর্ণিত আছে ; যিনি পুরাণপুরুষ এবং বাহাকে ব্রাহ্মণগণ ব্রজা বলিয়া থাকেন, যিনি ক্ষয়কালে সন্ধর্ষণ নামে উক্ত হইবেন, সেই পরমারাধ্য ব্রহ্মের উপাসনা করিতেছি । যেরূপ জলেতে শব্দ যৎস্র ডাসমান থাকে, সেইরূপ সমস্তলোক বাহাতে প্রকাশ পাইতেছে, দেব, রক্ষ, যক্ষ, রাক্ষস ও পুঙ্গবগণ যে সত্য নিত্য ক্ষয়বহিত এক ও সৎ অসৎ উভয়ের

যন্তাশ্চিরান্তং তৌমূৰ্দ্ধাৎ নাভিচরণৌ কিত্তিঃ । চন্দ্রাদিতৌ চ নয়নে তং দেবং চিস্তয়ামাহম্ ॥ ২০ ॥
 যন্ত ত্রিসোকী জঠরে যন্ত কাষ্ঠাশ্চ বাহবঃ । যন্তোচ্ছ্রাসশ্চ পবনঃ তং দেবং চিস্তয়ামাহম্ ॥ ২১ ॥
 যন্ত কেশেষু জীমূতা নহঃ সৰ্ব্বাঙ্গসন্ধিসু । কৃক্কৌ সমুদ্রান্তবাসিনঃ তং দেবং চিস্তয়ামাহম্ ॥ ২২ ॥
 পরঃ কালো পরো যজ্ঞাৎ পরঃ সঙ্গমতশ্চ যঃ । অনাদিরাদিক্ৰিয়ন্ত তং দেবং চিস্তয়ামাহম্ ॥ ২৩ ॥
 মনশ্চক্ষমা যন্ত চক্ষুষোশ্চ দিবাকরঃ । দুখাদগ্নিশ্চ সংজ্ঞে তং দেবং চিস্তয়ামাহম্ ॥ ২৪ ॥
 পশ্যাৎ যন্ত কিত্তির্জাতা শ্রোত্রাত্যাক তথা দ্বিপঃ । মূৰ্দ্ধভাগান্দিবং যন্ত তং দেবং চিস্তয়ামাহম্ ॥ ২৫ ॥
 সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশমবন্তরাণি চ । বংশানুচরিতং যন্ত তং দেবং চিস্তয়ামাহম্ ॥ ২৬ ॥
 যং ধ্যায়ামাহমেতন্মাদ্ভ্যামঃ সারমীকিতুম্ ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যাক্তেঃ ২১ঃ পুরা কৃত্তঃ শ্বেতদ্বীপনিবাসিনম্ । গতাঃ প্রণম্য তং বিষ্ণুং শ্রোতুকামাঃ কিলান্বিতাঃ ॥ ২৮ ॥
 অস্বাকং স্বধাতো কৃত্ত উবাচ পরমেশ্বরম্ । সারোঃ সারতরং বিষ্ণুং পৃষ্টবাংস্তং প্রণম্য বৈ ॥ ২৯ ॥
 যথা পপ্রচ্ছ মাং ব্যাসস্তথাসৌ ভগবান্ ততঃ । পপ্রচ্ছ বিষ্ণুং দেবান্দৈঃ শৃণ্বতো যম বৈ সহ ॥ ৩০ ॥
 কৃত্ত উবাচ ।

হরে কথয় দেবেশ দেবদেব ক ইশ্বরঃ । কো ধোঃ কশ্চ বৈ পূজ্যঃ কৈত্র তৈত্তয়্যতে পরঃ ॥ ৩১ ॥

অতীত অনির্কলনীয়া, পরব্রহ্মকে অর্চনা করে, অগ্নি বাহার মুখ, স্বর্গ বাহার মস্তক, আকাশ বাহার নাভি, পৃথিবী বাহার চরণ এবং চন্দ্র ও সূর্য্য বাহার নয়নদ্বয়, আমি সেই নারায়ণ দেবকে চিন্তা করিতেছি । ১১—২০ ।

বাহার জঠরে স্বর্গ মস্ত্য পাতাল, ত্রিলোক বর্তমান আছে, দিক্‌সকল বাহার বাহ ও পবন বাহার নিঃবাস, সেই অদ্বিতীয় নারায়ণকে চিন্তা করিতেছি । মেঘসকল বাহার কেশ, নদীসকল বাহার অঙ্গসন্ধি ও চারি সমুদ্র বাহার উদর, সেই দেবকে চিন্তা করিতেছি । যিনি কালের পরবর্তী, যজ্ঞাদি-দ্বারা অপ্রাপ্য, জগতে সং ও অসং, যে কিছু পদার্থ আছে, তৎসমুদায়েরই অতিরিক্ত এবং জগতের আদি ও বাহার আদি কিছুই নাই, সেই দেবকে চিন্তা করিতেছি । বাহার মনঃ হইতে চন্দ্র, চক্ষুঃ হইতে সূর্য্য এবং মুখ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে, সেই দেবকে চিন্তা করিতেছি । বাহার চরণদ্বয় হইতে পৃথিবী, শ্রবণ হইতে দিক্‌ এবং মস্তক হইতে স্বর্গ সৃষ্টি হইয়াছে, সেই দেবকে চিন্তা করিতেছি । যিনি জগৎ-সৃষ্টির আদি কারণ, দক্ষাদি-প্রজাপতিবর্গকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বাহা হইতে বংশ ও মনুস্তর প্রবর্তিত ও বংশানুচরিত কীৰ্ত্তিত হয়, সেই দেবকে চিন্তা করিতেছি । বাহাকে ধ্যান করি, চন্দ্র, আমরা সেই সারতর সাক্ষাৎ করিতে বাই । ব্রহ্মা বলিলেন,— কৃত্ত আমাকে এইরূপ বলিলেন । অনন্তর কৃত্ত, দেবগণ ও আমি মিলিত হইয়া শ্বেতদ্বীপনিবাসী বিষ্ণুকে প্রণতি জ্ঞতি করিয়া সারতর-প্রবণমানসে দণ্ডায়মান রহিলাম । আমাদিগের মধ্যে কৃত্ত সেই পরমেশ্বর বিষ্ণুকে প্রণামপূর্ব্বক সারতর জিজ্ঞাসা করিলেন । হে ব্যাস ! তুমি যে রূপ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, ভগবান্‌ শব্দে দেবগণের সহিত বিষ্ণুর নিকটে সেইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, আমি তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর । ২১—৩০ ।

কৃত্ত বলিলেন, হে দেবেশ হরে ! আপনি বলুন, দেবাদিদেব ইশ্বর কে ? কাহাকেই বা

অহং সাক্ষাৎ সদাচারো ধর্মোহিহং বৈকবো হ্যহম্। বর্ণাশ্রমাস্তথা চাহং তদ্বর্ণোহিহং পুরাতনঃ ॥ ৪৫
 যমোহহং নিয়মো রুদ্র ততানি বিবিধানি চ। অহং সূর্যাস্তথা চন্দ্রো মঙ্গলাদীনাহং তথা ॥ ৪৬
 পুরা মাং গরুড়ঃ পক্ষী তপসারাদয়তুবি। তুষ্টে উচে বরং কুহি মন্তো বত্রে বরং স চ ॥ ৪৭

গরুড় উবাচ।

মম যাতা চ বিনতা নানৈর্দাসীকৃতা হরে। যথাহং দৈবতান্ জিত্বা চামৃতং হ্যানয়ামি তৎ ॥ ৪৮
 দাস্যাদিমোক্ষয়িত্বামি যথাহং বাহনং তব। মহাবলো মহাবীৰ্য্যঃ সর্কজ্ঞো নাগদারণঃ।
 পুরাণসংহিতাকর্তা যথাহং স্তাং তথা কুরু ॥ ৪৯

বিষ্ণুরুবাচ।

যথা অয়োক্তং গরুড় তথা সর্কঃ ভবিষ্যতি। নাগদাস্যাত্মাতরং ত্বং বিনতাং মোক্ষয়িত্বামি ॥ ৫০
 দেবাদীন্ সকলান্ জিত্বা চামৃতং হ্যানয়িত্বামি। মহাবলো বাহনস্তং ভবিষ্যতি বিদার্দনঃ ॥ ৫১
 পুরাণং যৎপ্রসাদাচ্চ মম যাহাজ্ঞাবাচকম্। যত্নস্তং সৎস্বরূপকং তব চাবির্ভবিষ্যতি ॥ ৫২
 গারুড়ং তব দাস্য তল্লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতি। যথাহং দেবদেবানাং ক্রীঃ বাতা বিনতাহত।
 তথা খ্যাতিং পুরাণেষু গারুড়ং গরুঠৈষ্কৃতি ॥ ৫৩

সর্কজ্ঞানময় পরমায়া পরং ব্রহ্ম। আমিষ্ট ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মত্বৈ সমস্তলোক ও সর্কদেহরূপ।
 আমি সাক্ষাৎ সাদার, আমি ধর্ম, আমি বৈকব, আমি সর্কবর্ণাশ্রম এবং আমিই
 সর্কবর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম ও পুরাণপুরুষ। হে রুদ্র! আমিই যমনিয়মাদি বিবিধ ব্রত।
 আমি সূর্য, চন্দ্র এবং আমিই মঙ্গলাদিগ্রহ। পূর্বকালে পৃথিবীতে পক্ষিগাজ গরুড়
 তপস্তাদারা আমার আরাধনা করিয়াছিল। আমি ঋগুরাজের তপশ্রপে পরিতুষ্ট হইয়া
 তাহাকে বলিলাম, “আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।” তখন সে আমার নিকট
 বরপ্রার্থনে প্রবৃত্ত হইল। গরুড় বলিলেন, হে হরে! আমার যাতা বিনতাকে নাগগণ
 (ছলক্রমে) দাসী করিয়াছে। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই বর প্রদান
 করুন যে আমি যেন দেবতাদিগকে পরাজয় করিয়া অমৃত আনয়নপূর্বক জননীকে দাস্ত
 হইতে বিমোচিত করিতে পারি, আপনার বাহন হইয়া থাকি এবং মহাবল পরাক্রান্ত
 হইয়া নাগসকলকে বিদারণ করিতে পারি। আমি সর্কজ্ঞ হই, পুরাণ প্রণয়ন করিতে পারি।
 ভগবন্! আমার প্রতি কৃপা করিয়া বাহাতে আমার এই সকল অভিল্যষ পূর্ণ হয়, তাহা
 করুন ॥ ৪১—৪৯ ॥

বিষ্ণুরাজ গরুড় এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে, বিষ্ণু বলিলেন,—গরুড় তোমার কথিত
 বিষয়-সকল সফল হইবে, আমি তোমাকে অভিলষিত বর প্রদান করিলাম। তুমি
 নাগলোকগতা জননী বিনতাকে দাস্ত হইতে মোচন করিতে পারিবে। দেবগণকে জয়
 করিয়া অমৃতানয়নে তোমার ক্ষমতা ভগ্নিবে; মহাবল পরাক্রান্ত এবং আমার বাহন
 হইতে পারিবে। তোমার নাগ-বিদারণে শক্তি হইবে। হে ঋগুরাজ! তুমি আমার প্রসাদে
 পুরাণসংহিতা প্রণয়ন করিয়া আমার যাহাজ্ঞা বর্ণন করিবে। আমার যে স্বরূপ উক্ত আছে,
 সেই স্বরূপ তোমাতেও আবির্ভূত হইবে, তুমি জ্ঞাননেত্রে আমার স্বরূপ দেখিতে পাইবে।
 লোকে তোমার প্রণীত পুরাণ গরুড়পুরাণ নামে বিখ্যাত হইবে। হে বিনতাতনয়! দেবতা-

অহং সাক্ষাৎ সদাচারো ধর্মোহিহং বৈকবো হ্যহম্। বর্ণাশ্রমাস্তথা চাহং তদ্বর্ণোহিহং পুরাতনঃ ॥ ৪৫
 যমোহহং নিয়মো রুদ্র ততানি বিবিধানি চ। অহং সূর্যাস্তথা চন্দ্রো মঙ্গলাদীনাহং তথা ॥ ৪৬
 পুরা মাং গরুড়ঃ পক্ষী তপসারাদয়তুবি। তুষ্টে উচে বরং ক্রহি মন্তো বস্ত্রে বরং স চ ॥ ৪৭

গরুড় উবাচ।

মম যাতা চ বিনতা নানৈর্দাসীকৃতা হরে। যথাহং দৈবতান্ জিত্বা চামৃতং হ্যানয়ামি তৎ ॥ ৪৮
 দাস্তাদিমোক্ষয়িত্বামি যথাহং বাহনং তব। মহাবলো মহাবীৰ্য্যঃ সর্কজ্ঞো নাগদারণঃ।
 পুরাণসংহিতাকর্তা যথাহং স্তাং তথা কুরু ॥ ৪৯

বিষ্ণুরুবাচ।

যথা অয়োক্তং গরুড় তথা সর্কঃ ভবিষ্যতি। নাগদাস্তান্নাতরং ত্বং বিনতাং মোক্ষয়িত্বামি ॥ ৫০
 দেবাদীন্ সকলান্ জিত্বা চামৃতং হ্যানয়িত্বামি। মহাবলো বাহনস্তং ভবিষ্যতি বিদার্দনঃ ॥ ৫১
 পুরাণং যৎপ্রসাদাচ্চ মম যাহাজ্ঞাবাচকম্। যত্নস্তং সৎস্বরূপকং তব চাবির্ভবিষ্যতি ॥ ৫২
 গারুড়ং তব দাস্য তল্লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতি। যথাহং দেবদেবানাং ক্রীঃ বাতা বিনতাহত।
 তথা খ্যাতিং পুরাণেষু গারুড়ং গরুঠৈষ্কৃতি ॥ ৫৩

সর্কজ্ঞানময় পরমায়া পরং ব্রহ্ম। আমিষ্ট ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মত্বৈ সমস্তলোক ও সর্কদেহরূপ।
 আমি সাক্ষাৎ সাদার, আমি ধর্ম, আমি বৈকব, আমি সর্কবর্ণাশ্রম এবং আমিই
 সর্কবর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম ও পুরাণপুরুষ। হে রুদ্র! আমিই যমনিয়মাদি বিবিধ ব্রত।
 আমি সূর্য, চন্দ্র এবং আমিই মঙ্গলাদিগ্রহ। পূর্বকালে পৃথিবীতে পক্ষিগাজ গরুড়
 তপস্তাদারা আমার আরাধনা করিয়াছিল। আমি ঋগরাজের তপশ্রণে পরিতুষ্ট হইয়া
 তাহাকে বলিলাম, “আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।” তখন সে আমার নিকট
 বরপ্রার্থনে প্রবৃত্ত হইল। গরুড় বলিলেন, হে হরে! আমার যাতা বিনতাকে নাগগণ
 (ছলক্রমে) দাসী করিয়াছে। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই বর প্রদান
 করুন যে আমি যেন দেবতাদিগকে পরাজয় করিয়া অমৃত আনয়নপূর্বক জননীকে দাস্ত
 হইতে বিমোচিত করিতে পারি, আপনার বাহন হইয়া থাকি এবং মহাবল পরাক্রান্ত
 হইয়া নাগসকলকে বিদারণ করিতে পারি। আমি সর্কজ্ঞ হই, পুরাণ প্রণয়ন করিতে পারি।
 ভগবন্! আমার প্রতি কৃপা করিয়া বাহাতে আমার এই সকল অভিল্যষ পূর্ণ হয়, তাহা
 করুন ॥ ৪১—৪৯ ॥

বিষ্ণুরাজ গরুড় এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে, বিষ্ণু বলিলেন,—গরুড় তোমার কথিত
 বিষয়-সকল সফল হইবে, আমি তোমাকে অভিলষিত বর প্রদান করিলাম। তুমি
 নাগলোকগতা জননী বিনতাকে দাস্ত হইতে মোচন করিতে পারিবে। দেবগণকে জয়
 করিয়া অমৃতানয়নে তোমার ক্ষমতা ভগ্নিবে; মহাবল পরাক্রান্ত এবং আমার বাহন
 হইতে পারিবে। তোমার নাগ-বিদারণে শক্তি হইবে। হে ঋগেশ্বর! তুমি আমার প্রসাদে
 পুরাণসংহিতা প্রণয়ন করিয়া আমার যাহাজ্ঞা বর্ণন করিবে। আমার যে স্বরূপ উক্ত আছে,
 সেই স্বরূপ তোমাতেও আবির্ভূত হইবে, তুমি জ্ঞাননেত্রে আমার স্বরূপ দেখিতে পাইবে।
 লোকে তোমার প্রণীত পুরাণ গরুড়পুরাণ নামে বিখ্যাত হইবে। হে বিনতাতনয়! দেবতা-

বধাহং কীর্তনীয়েহি তথা হং গরুড়ান্ননা। মাং ধাত্বা পক্ষিমুখ্যেদং পুরাণং গদ গরুড়ম্ ৫৪
ইত্যুক্তো গরুড়ো রুদ্র কস্তপাদ্বাহ পৃচ্ছতে। কস্তপো গরুড়ং শ্রুত্বা * বৃক্ষং দত্তমজীবয়ং ৫৫
বরকাক্ষমনা ত্বয়া বিজ্ঞানাত্মজীবয়ং ৫৬

বকে ও উং বাহা জাপী বিগ্নেয়ং গারুড়ী পরা। গরুড়োক্তং গারুড়ং হি পূর্নং রুদ্র মহাস্বকম্ ৫৭
ইতি ত্রিগরুড়ে মহাপুরাণে পূর্বপাণ্ডে বিতীয়োহধ্যায়ঃ ২।

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ।

সূত্র উবাচ।

ইতি কস্তপকস্তো বিজ্ঞোঃ স্তম্ভাব ব্রহ্মণো মুনিঃ। ব্যাসো ব্যাসাদহং বকো হস্ত শৌনক নৈমিষে ১
মুনীনাং পুণ্ড্রাং মধো সর্গাক্ষং দেবপুত্রম্। তীর্থং ভূবনকোষক মনস্তরমিহোচ্যতে ২
বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্যাক্ষ দানরাজ্যাদিধর্ম্যকাঃ। ব্যবহারো ব্রতং বংশা বৈজ্ঞকং নিদানকম্ ৩
অঙ্গানি প্রজয়ো ধর্ম-কার্মার্বজ্ঞানমুত্তমম্। সপ্রপঞ্চং নিপ্রপঞ্চং কৃতং বিজ্ঞোনিপুণত্বে ৪
পুরাণে গরুড়ে সর্গং গরুড়ো ভগবান্ হরিঃ। বাহুদেবপ্রভাবেন সামর্থ্যাতিশয়েনুতঃ ৫

দ্বিগের মধো বেক্রপ আমার শ্রী বিখ্যাত আছে, সেইরূপ সর্গপুরাণের মধো গরুড়পুরাণ খ্যাতি লাভ করিবে। লোকে আমাকে বেক্রপ কীর্তন করে, ভগতে তুমিও সেইরূপ কীর্তনীক হইবে। হে পক্ষিগর্জ! তুমি আমাকে চিন্তা করিয়া পুরাণ প্রণয়ন কর, তবেই তোমার প্রদত্ত সফল হইতে পারিবে। হে রুদ্র! গরুড় এইরূপ উপদেশ পাইয়াছিল। পরে কস্তপ জিজ্ঞাসা করিলে, ঋগরাজ কস্তপকে পুরাণ-ইতিবৃত্ত বলিলেন। কস্তপ গরুড়পুরাণ শ্রবণ করিয়া যুতসজীবনী-বিজ্ঞানে একটি দত্তবৃক্ষ সজীবিত করিলেন এবং বহুং অস্ত্রযনা হইয়া বহুল যুত পদার্থ বাচাইলেন। “বকে ও উং বাহা” এইটি গরুড়োক্ত সজীবনী-মন্ত্র; এই মন্ত্র জপ করিবে। হে রুদ্র! গরুড়-রচিত পুরাণে যে যে বিষয় উক্ত হইয়াছে, সেই সমুদয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৫০—৫৭।

ত্রিগরুড়পুরাণে পূর্বপাণ্ডে বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ২।

তৃতীয়া অধ্যায়ঃ।

সূত্র বলিলেন,—ব্রহ্মা ও মহাদেব এইরূপে বিষ্ণুর নিকটে গরুড়োক্ত পৌরাণিক ইতিবৃত্ত শুনিয়াছিলেন; মুনিবর ব্যাস ব্রহ্মার সমীপে শ্রবণ করেন। হে শৌনক! এই পৌরাণিক বৃত্তান্ত আমি ব্যাসের প্রসাদে অবগত হইয়া এই নৈমিষক্ষেত্রে তোমাদের সমীপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়, দেবার্চন, তীর্থস্নানাদ্বা, ভূবনবৃত্তান্ত ও মনস্তর এইমণ কথিত হইতেছে এবং বর্ণ-ধর্ম, আশ্রম-ধর্ম, দানধর্ম, রাজধর্ম, ব্যবহার, ব্রত, বংশোচ্চরিত, চিকিৎসাশাস্ত্র, নিদানশাস্ত্র, বড়ক, প্রজা, ধর্মকার্মার্বজ্ঞান, বিষ্ণুর মূল ও সূক্ষ্মরূপ ইত্যাদি সমস্ত গরুড়পুরাণে বিবৃত্ত হইবে। গরুড় বাহুদেবের প্রসাদে ও স্বীয় সামর্থ্যের আতিশয্যাহেতু

*গরুড়ং শ্রুত্বতি বা পাঠান্তরম্।

তুয়া হরেক্ষাহনক সর্গাদীনাং কারণম্ । দেবান্ বিজিত্য গরুড়ো অমৃতাহরণং তপা । ৬
চণে ক্ষুধাহতং বশ্য ত্র্যম্বকমুদরে হরেঃ । যং দৃষ্ট্বা স্তম্ভমাত্রেণ নাগাদীনাং সংকল্পম্ । ৭
কস্তপো গাক্ষাদায়ুক্ষং নম্রং চাজীবদ্রবতঃ । গরুড়ঃ স হরিস্তেন প্রোক্তং ত্রিকশ্চপায় চ ৪ ৮
৩৭ ত্রিমক্যাকুড়ং পুণ্যং সর্গদং পঠিতং তুবা । হরীরিতক ক্রতায় শূনু শৌনক তদ্যথা । ৯

ইতি ত্রিগাকুডে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ । ৩ ।

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

কল্প উবাচ ।

সর্গক প্রতিনর্গক বংশম্বস্তরাপি চ । বংশাশ্চচরিতকৈব এতৎকৃষ্ণি জনাঙ্গন । ১

হরিকবাচ ।

শূনু কল্প প্রবক্ষ্যামি সর্গাদীন্ পাপনাশিনীম্ । সর্গস্থিতিপ্রলয়াভ্যাং বিকোঃ ক্রীড়াং পুরাতনীম্ । ২
একো নারায়ণো দেবো বাসুদেবো নিরঞ্জনঃ । পরমাত্মা পরং ব্রহ্ম প্রজঙ্ঘনি-লয়াদিকৃৎ । ৩
তদেতৎ সর্গম্ভৈবতমাত্মাত্মস্বরূপবৎ । তথা পুরুষরূপেণ কালরূপেণ চ স্থিতম্ । ৪
ব্যক্তং বিমুক্তব্যাক্তং পুরুষঃ কাল এব চ । ক্রীড়তো বালকশ্চৈব চেষ্টাকৃষ্ণ নিশাময় । ৫
অনাদিনিধনো ধাতা অনন্তঃ পুরুষোত্তমঃ । ওষাশ্চবতি চাব্যাক্তং ওষাদায়াপি জায়তে । ৬

বিষ্ণুর বাহন হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ হইয়াছিলেন এবং দেবাসুর জয় করিয়া অমৃত আহরণ করেন । যে বিশ্বস্তরের উদরে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড বর্তমান আছে, গরুড় সেই ভগবান্কেও ক্ষুধাহত করিয়াছিলেন । গরুড়কে দর্শন অথবা স্মরণ করিলে, সর্পগণ বিনাশ পায় । কস্তপ গরুড়মস্ত্রবলে দগ্ধবৃক্ষ সজীবিত করিয়াছিলেন । গরুড় প্রথমে কস্তপের নিকটে বসেন, হরি কস্তপের নিকটে শ্রাবণ করেন । শৌনক ! হরি বেক্ষে মহাদেবকে বলিয়াছিলেন, আমিও তোমাদিগের নিকটে সেইরূপ বালিতেছি, শ্রবণ কর । ১—৬ ।

গরুড়পুরাণে তৃতীয়খণ্ডে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । ৩ ।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ ।

কল্প বাজিলেন,—জনাঙ্গন ! আপনি আমার নিকটে সৃষ্টির আদিবিস্তরণ, প্রজাপতিদিগের উৎপত্তি, সেই সকল প্রজাপতি হইতে বংশবিস্তার ও মনুষ্যরূপান্তর বর্ণন করুন । হরি বাজিলেন,—কল্প ! আমি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়রূপা পাপনাশিনী বিষ্ণুর পুরাতনী ক্রীড়া বলিতেছি, শ্রবণ কর । নরনারায়ণ, কোটির্শর, পরমাত্মা, পরব্রহ্ম, দেবাদিদেব বাসুদেব এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও জয় করিতেছেন । সেই পরব্রহ্মই ব্যাক্ত ও অব্যাক্ত-নিখিল-জগৎস্বরূপ । তিনিই পুরুষরূপে এবং কালরূপে এই জগতে বিদ্যমান । সেই বিষ্ণু ব্যাক্ত পুরুষস্বরূপ ও অব্যাক্ত কালস্বরূপ । পিতৃগণ যেমন ক্রীড়াকালে নানাকার্য্য করিয়া থাকে, তিনিও যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর । সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরের আদি ও অন্ত নাই, তিনিই এ জগতের বিধাতা, অনন্ত, পুরুষোত্তম । সেই

তস্মাদ্ভূত্বানন্তরাত্ততঃ খং পবনস্ততঃ । তস্মাত্তেজস্ততঃপাততো ভূমিস্ততোহম্মজং ॥ ৭
 অণ্ডো হিরণ্যয়ো রুদ্র তস্মাস্তঃ স্বয়মেব হি । শরীরগ্রহণং পূৰ্ব্বং স্ফোৰ্থং কুরুতে প্রভুঃ ॥ ৮
 ব্রহ্মা চতুর্ভূত্বো ভূত্বা রজোমাজ্যধিকঃ সধা । শরীরগ্রহণং কৃদাহম্মজদেতচ্চরাচরম্ ॥ ৯
 অণ্ডস্তাস্তর্জগৎ সর্বং সন্দেবাহুরমাহুযম্ । স্ফোৰ্ণতি চাস্মানং বিষ্ণুঃ পাল্যক পাতি চ ॥ ১০
 উপসংহ্রিয়তে চাস্তে সংহর্তা চ স্বয়ং হরিঃ ॥ ১১
 ব্রহ্মা ভূত্বাহজবিষ্ণুর্জগৎ পাতি হরিঃ স্বয়ম্ । রুদ্ররূপী চ কল্লাস্তে জগৎ সংহরতে প্রভুঃ ॥ ১২
 ব্রহ্মা তু সৃষ্টিকালেহস্মিন্ জলমধাপত্তাং মহীম্ । ধংষ্ট্রোভরতি বো জাদ্যাবারাহীমান্বিতস্তনুম্ ॥ ১৩
 দেবাদিসর্গাদিকোহহং সংক্ষেপাক্ষুণ শঙ্কর । প্রথমো মহতঃ সর্গো বিরূপো ব্রহ্মবজ্র মঃ ॥ ১৪
 তস্মাত্ত্রাণাং দ্বিতীয়স্ত ভূতসর্গো হি ম শ্বতঃ । বৈকারিকস্তৃতীয়স্ত সর্গশ্চেঞ্জিয়কঃ শ্বতঃ ॥ ১৫
 ইত্যেব প্রাকৃতঃ সর্গঃ সস্তুতো বুদ্ধিপূর্বকঃ । মুখ্যসর্গস্ততুর্থস্ত মুখ্যো নৈ স্তাবরাঃ শ্বতঃ ॥ ১৬
 তিথ্যাক্ষোভস্ত ষঃ প্রোক্তস্তিথ্যগ্ধোক্তঃ স উচ্যতে । তদুর্জ্জ্বলোভস্যাং ষষ্ঠো দেবসর্গস্ত স শ্বতঃ ॥ ১৭
 ততোহর্লীক্সোভস্যাং সর্গঃ সপ্তমঃ স তু মাহুযঃ । অষ্টমোহম্মজঃ সর্গঃ সাত্তিকস্ত্যামসস্ত মঃ ॥ ১৮
 পঞ্চোক্তে বৈকুণ্ঠাঃ সর্গাঃ প্রাকৃতাস্ত অয়ঃ শ্বতঃ । প্রাকৃতো বৈকুণ্ঠশ্চাপি কৌমারো নবমঃ শ্বতঃ ॥ ১৯

পরমেশ্বর হইতে ব্যাক্ত ও অব্যাক্ত জগৎ ও আত্মার উৎপত্তি হইয়াছে । সেই আত্মা হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে মনঃ, মনঃ হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে জল এবং জল হইতে ভূমি উৎপন্ন হইল । হে রুদ্র ! তারপর হিরণ্যয় অণ্ড সমূহপন্ন হইল । সেই অণ্ডের মধ্যে প্রভু জগৎসৃষ্টির নিমিত্ত স্বয়ং শরীর গ্রহণ করিলেন । ১—৮ ।

অনন্তর প্রভু চতুর্ভূত ব্রহ্মরূপে প্রাকৃত হইয়া রজোত্তম আশ্রয়পূর্বক এই দৃষ্ট চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন । সেই অণ্ডমধ্যে দেবাহুরমাহুয-সমবেত চরাচর জগৎ উৎপন্ন হইল । এইরূপে ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতেছেন, স্বয়ং বিষ্ণু পালন করিতে থাকিলেন এবং অস্তময়গে হরি স্বয়ং রুদ্ররূপী হইয়া নিখিল জগৎ সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । একমাত্র স্বয়ং জগন্নাথ প্রভু ব্রহ্মরূপে সৃষ্টি, বিষ্ণুরূপে পালন এবং কল্লাবসনে রুদ্ররূপে সংহার করেন । সৃষ্টিকালে ব্রহ্মা জলমগ্না পৃথিবীকে বরাহরূপ ধারণ করিয়া দন্তদ্বারা উদ্ধার করিয়াছিলেন । শঙ্কর ! আমি দেবাধি সৃষ্টি সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর । প্রথমে পরমেশ্বর হইতে মহতবের সৃষ্টি হয় । ঐ মহত্ব ব্রহ্মের বিকাররূপ । দ্বিতীয়ে তস্মাত্ত্র-সৃষ্টি, অর্থাৎ ক্ষিত্যাদিপঞ্চভূত উৎপন্ন হইল । ইহা ভূতসৃষ্টিগমে কথিত হয় । তৃতীয়ে বৈকারিক-সৃষ্টি, অর্থাৎ ঐ ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত হইতে পঞ্চ ইঞ্জিয়ার সৃষ্টি হয় । এই সকল সৃষ্টিকেই প্রাকৃত সৃষ্টি বলা যায় । প্রাকৃত-সৃষ্টি বুদ্ধিপূর্বক । চতুর্থে মুখ্য-সৃষ্টি, অর্থাৎ পর্বত বৃক্ষাদি স্থাবর পদার্থ উৎপন্ন হইল । পঞ্চমে পশুপক্ষি প্রভৃতির উৎপত্তি হয় । উহার তিথ্যগ্ধোনি বলিয়া কথিত । ইহার নাম তিথ্যগ্ধোভঃ সৃষ্টি । ষষ্ঠে উর্জ্জ্বলোভের সৃষ্টি হয় । দেবসৃষ্টিকে উর্জ্জ্বলোভঃ-সৃষ্টি বলা যায় । সপ্তমে অর্লীক্সোভঃ-সৃষ্টি, অর্থাৎ মনুজগণ উৎপন্ন হইল । অষ্টমে অম্মজ-সৃষ্টি, অর্থাৎ সাত্তিক ও ত্যামস উভয়-স্বভাবাপন্ন অস্ত্রবিধ দেবসৃষ্টি হইল । ৯—১৮ ।

মুখ্যসৃষ্টি প্রভৃতিকে বৈকুণ্ঠ সৃষ্টি বলা যায় । এই বিকুণ্ঠসৃষ্টি পাঁচ প্রকার এবং প্রাকৃত, অর্থাৎ প্রকৃতি-স্বাধীন সৃষ্টি তিন প্রকার । কৌমার সৃষ্টিকে নবম সৃষ্টি বলা যায় । এই

স্বাধীশ্বরাঃ স্বরাজ্যান্ত প্রজা কল্প চতুর্বিধাঃ । ব্রহ্মণঃ কূর্শ্বতঃ সৃষ্টিং জজিগ্রে মানসাঃ সূতাঃ ॥২০॥
 ততো দেবাস্থরপিতৃন মামুযাংশ চতুর্দশম্ । মিতৃশ্বরভ্যাংস্তেতানি স্বমাত্মানমপূৰ্ণবৎ ॥২১॥
 যুক্তাযনন্ত মাত্ৰায়া মূর্ডকাক্ষং প্রজাপতেঃ । মিতৃকোজ্জ্বলাং পূৰ্ণমহরা জজিগ্রে ততঃ ॥২২॥
 উৎসমজ্জ্বল ততস্তান্ত তমোমাত্ৰাশ্চিকাং তনুং । তমোমাত্ৰাস্তনুশ্চকৃঃ শকরাশ্চুদিতাবরী ॥২৩॥
 মিতৃশ্বরভ্যমেহহঃ প্রীতিমান ততঃ স্বরাঃ । মর্যোত্রিকান্ত যুগতঃ সত্বতা ব্রহ্মণো হর ॥২৪॥
 সবশ্রায়া তনুহেন সস্তাকৃ সাপাশ্চুদিনম্ । ততো হি বালনো রাজ্যাবহরা দেবতা দিবা ॥২৫॥
 সবশ্রাত্যস্তরং গৃহ পিতরশ্চ ততোহভবন্ । সা চোৎসৃষ্টাভবৎ সন্ধ্যা দিননস্তাস্থরস্থিতা ॥২৬॥
 রজোমাত্ৰাস্তরং গৃহ মনুশ্চাত্তবঃস্ততঃ । সা ত্যক্তা চাতবজ্জ্যোৎস্না শ্রাক্ষসন্ধ্যা বাভিধীয়তে ॥২৭॥
 জ্যোৎস্না রাজ্যাহনী সন্ধ্যা পরীরাণি তু তন্ত বৈ । রজোমাত্ৰাস্তরং পৃথ কৃষ্ণত্বং কোপ এব চ ॥২৮॥
 কৃৎকাযানশ্চক্ষুশ্চান্ রাক্ষসান্ রক্ষণাক্ত সঃ । বক্ষাণা বক্ষণাক্ত জ্যোঃ সর্পা বৈ কেশমর্পণাং ॥২৯॥

নববিধ সৃষ্টির মধ্যে কতক প্রাকৃত ও কতক বৈকৃত । হে ব্রহ্ম ! প্রজাপতি যৎকালে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, সেই সময়ে তাঁহার ইচ্ছায় দেব, মনুষ্য, তিৰ্য্যগ্ভোনি ও জীবর এই চতুর্বিধ প্রজা সমুৎপন্ন হইল । পরে ব্রহ্মা অস্তোনাথে দেবগণ, অস্থরগণ, পিতৃগণ ও মনুষ্যগণ, এই চতুর্বিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে আভিলাষী হইয়া আশ্রিতে মনঃ সমাধান করিলেন । অনস্তর সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, পূৰ্ব্বসংস্কারগণে তমোজন তাঁহাকে আশ্রয় করিল, তন্নিমিত্ত প্রথমতঃ তাঁহার জ্বলনদেহ হইতে অস্থরগণ সমুৎপন্ন হইল । তৎপরে তিনি তমোময়তাব পরিত্যাগ করিলেন । শতর ! সেই তমোময় তাব পরিত্যক্ত হইয়া রাত্তিরূপে অবস্থান করিতে লাগিল । ১৯—২০ ।

তারপর তিনি অন্ততাব আশ্রয় করত প্রীতিমান হইয়া সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলে, তাঁহার যুগ হইতে সব-গুণাহিত দেবগণের উৎপত্তি হইল । তখন তিনি সবশ্রায়, অর্থাৎ প্রকাশাত্মকতাব পরিত্যাগ করিলে, তাহা দিবসরূপে পরিণত হইল । এই কারণে অস্থরগণ রাত্তিকালে ও দেবগণ দিবাতে প্রবল হইয়া থাকেন । অনস্তর ব্রহ্মা সাত্বিকতাব অবলম্বন করিলে, তাঁহার উভয় পার্শ্ব হইতে পিতৃগণের সৃষ্টি হইল । পরে তিনি সবতাব পরিত্যাগ করিলেন । ঐ পরিত্যক্ত সবতাব দিবা ও রাত্তির মধ্যগত সন্ধ্যারূপে পরিণত হইল । অনস্তর প্রজাপতি রজোজন আশ্রয় করিলে, রজোগুণোক্ত মনুষ্য সৃষ্ট হইল । তখন তিনি রাত্তমিকতাব পরিত্যাগ করিলেন । ঐ রাত্তমিকতাব পূৰ্ব্বসন্ধ্যা নামে বিখ্যাত হইয়া জ্যোৎস্নারূপে পরিণত হইল । জ্যোৎস্না, দিন, রাত্রি ও সন্ধ্যা এই চারিটি প্রভু ব্রহ্মার পরীক্ষণ গুণের পরিণাম । পরে ব্রহ্মা অন্তান্ত রজোজন আশ্রয় করিলেন, তাহাতেই কৃধা ও ক্রোধের উৎপত্তি হইল । তারপর ভগবান্ কৃধাতুর রাক্ষসাদি প্রাণী সৃষ্টি করিলেন । উহারঃ বক্ষণহেতু রাক্ষস নামে প্রথিত হইয়াছে । পরে বক্ষগণ সমুৎপন্ন হইল । ইহারঃ বক্ষণ হেতু বক্ষনামে প্রসিদ্ধ হইল । ব্রহ্মাব কেশমর্পণ হইতে মর্পণ করিল । তৎপরে সৃষ্টিকর্ত্ত:

ভাতাঃ কোশেন ভূতাত্মা গন্ধৰ্বা জজিরে ততঃ । পিবন্তে জজিরে বাচং গন্ধৰ্বাভ্যেন তেহনঘঃ ৩০
 অবরো বক্ষসচ্চক্রে মুখতোহস্রাঃ স সৃষ্টবান্ । সৃষ্টবান্দরান্গাশ্চ পার্বাতীক প্রজাপতিঃ ৥ ৩১
 পদ্মাক্ষবান্ স মাতঙ্গান্গর্দভোষ্টাদিকান্স্থথা । ওষধাঃ ফলমূলিক্তো রোমভাতশ্চ জজিরে ৥ ৩২
 গৌরজঃ পুরুষোমেঘঃ অবাস্তরগর্দভাঃ । এতান্ গ্রাম্যান্ পশূন্ প্রাহরারণ্যাস্চ নিবোধ মে ৥ ৩৩
 স্বাপদং দ্বিধুরং হস্তিবানরাঃ পক্ষিপক্ষ্ময়াঃ । ঔদকাঃ শলবঃ বষ্টাঃ সপ্তমাস্ত সন্নীহপাঃ ৥ ৩৪
 পূর্বাদিত্যো মূষেভ্যশ্চ অথেনাক্ষাঃ প্রজজিরে । আশ্রাঠৈব ব্রাহ্মণা জাতাবাহুভ্যাং কল্লিয়াঃ শ্বতাঃ ।
 উরুভ্যাঙ্ক বিণঃ সৃষ্টাঃ শূদ্রাঃ পদ্মামজায়ত ৥ ৩৫
 ব্রাহ্মলোকে ব্রাহ্মণানাং শাক্রঃ কল্লিয়জন্মনাম্ । মাকরক বিশাং স্থানং গান্ধৰ্বং শূদ্রজন্মনাম্ ।
 ব্রহ্মচারিব্রতস্থানাং ব্রহ্মলোকঃ প্রজায়তে । প্রজাপত্যং গৃহস্থানাং যথাবিহিতকারিণাম্ ৥ ৩৬
 স্থানং সপ্তঋষীগাক তথৈব বনবাসিনাম্ । বতীনামক্ষয়ং স্থানং বনুচ্ছাগামিনাং মহা ৥ ৩৭

ইতি ত্রিগুরুভ্যে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ৥ ৪ ৥

অস্কার কোশে ভূত গন্ধৰ্ব-প্রভৃতি প্রাণিগণ সমুৎপন্ন হইল । এই সকল প্রাণী গানপ্রিয়, এ নিমিত্ত ইহাদিগকে গন্ধৰ্ব বলা যায় । ১৯—৩০ ।

প্রজাপতি স্বীয় বক্ষঃস্থল হইতে মেঘ, মূষ হইতে ছাগ, উদর ও পার্বতেশ হইতে গো, পদবয় হইতে অশ্ব, মাতঙ্গ, গর্দভ, উষ্ট্র প্রভৃতি জীবগণ সৃষ্টি করিলেন । তাঁহার রোম হইতে ফল মূল ওষধিসকল জন্মিল । গো, অজ, মহুগ, মেঘ, অশ্ব, অবস্তর ও গর্দভ ইহারা গ্রাম্য জন্তু । আরণ্য জন্তুর বিবয় বলিতেছি, প্রবণ কর । প্রথম স্বাপদ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু ; দ্বিতীয় দ্বিধুর, বাহাদেশ্বর পুর বণ্ডিত, তৃতীয় হস্তী ; চতুর্থ বানর ; পঞ্চম পক্ষী ; বষ্ট কুম্ভাদি জলচর জীব ; সপ্তম সর্পাদি সন্নীহপ প্রাণী, ইহারা বস্ত্র জন্তু । সেই সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতির পূর্বাদি মূষ চতুষ্টয় হইতে অগ্নি বৈশ্বদেব চতুষ্টয় উৎপন্ন হয় । অস্কার মূষ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুবয় হইতে কল্লিয়, উরুবয় হইতে বৈশ্ব ও পদবয় হইতে শূদ্র জন্মিল । পরে অক্ষ ব্রাহ্মণদিগের নিমিত্ত ব্রাহ্মলোক, কল্লিয়দিগের নিমিত্ত কল্লিলোক, বৈশ্বদিগের নিমিত্ত বায়ুলোক ও শূদ্রদিগের নিমিত্ত মাকরলোক সৃষ্টি করিলেন । ব্রহ্মচর্যাবলম্বী মুনিদিগের বাসার্থ ব্রহ্মলোক ; ঋষ্যব্রত গৃহস্থদিগের নিমিত্ত প্রজাপত্যলোক এবং সপ্তর্ষি, বনবাসী ও বতিদিগের নিবাসার্থ যথোপযুক্ত অক্ষয় লোকসকল বিহিত হইল । তাঁহার ষ-ষ-ইচ্ছানুসারে অভিলষিত স্থানে বাস করিলেন । ৩১—৩৭ ।

ত্রিগুরুপুৰাণে পূর্বখণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ৥ ৪ ৥

পঞ্চম অধ্যায়ঃ ।

হরিকবাচ ।

কথেষামুদ্রসংস্থানাং প্রজাগর্ভে মানসম্ । অশ্বশৃঙ্গং প্রজাকর্ষন্ মানসাংস্তনয়ান্ প্রভুঃ ৷ ১
 ধর্ম্যং ক্রতুং মহুর্জৈব সনকং স সনাতনম্ । ভৃগুং সনৎকুমারঞ্চ কচিং শুক্লশৃঙ্গৈব চ ৷ ২
 মরীচিমত্মাশ্রিতসৌ পুন্ড্রাং পুন্ড্রং ক্রতুম্ । বশিষ্ঠং নারদকৈব পিতৃন্ বহিষদস্তথা ৷ ৩
 অগ্নিহোতাংশ্চ কব্যানানাজাপাংশ্চ যুগলিনঃ । উপহৃতংস্তথা দীপ্যাংস্তথো যুষ্টিবিবর্জিতাঃ ৷ ৪
 সমুষ্ঠয়শ্চ চত্বারোহিপ্যশুষ্ঠাদক্ষমীন্দর । বামাজুষ্ঠান্তশ্চ ভাৰ্য্যামহুত্বং পদ্মসম্ভবঃ ৷ ৫
 তস্মান জনয়ামাস দক্ষো হৃষিতরঃ শুভাঃ । দধৌ তা ত্রক্ষপুত্রৈভ্যঃ সত্যৈঃ কৃত্বান্ন দস্তবান্ ।
 কৃত্বপুত্রা বস্তুবু হি অসংখ্যাতা মহাবল্যঃ ৷ ৬
 ভৃগবে চ দধৌ খ্যাতিং রূপেনাপ্রতিমাং শুভাম্ । ভৃগোর্ধাতাবিধাতারৌ জনয়ামাস শা শুভা ৷
 ত্রিষক জনয়ামাস পত্নী নারায়ণশ্চ য়া । তস্মাৎ বৈ জনয়ামাস বলোন্মাদৌ হরিঃ স্বয়ম্ ৷ ৮
 আয়তিনিয়তিশ্চৈব মনোঃ কন্তে মহাজনঃ । ধাতাবিধাত্রোস্তে ভাৰ্য্যে ত্রয়োজ্ঞাতৌ হতাবুজৌ ।
 প্রাণশ্চয় মৃকশ্চৈব মার্কণ্ডেয়ো মৃকশুভঃ ৷ ৯
 পত্নী মরীচেঃ সন্তুতিঃ পৌর্ণমাসমহরত । বিরজঃ সর্কগশ্চৈব তস্ত পুত্রা মহাত্মনঃ ৷ ১০
 স্বতেন্দ্রাশ্রিতসঃ পুত্রাঃ প্রহতাঃ কন্তকাস্তথা । সিনীদালী কুহুশ্চৈব যাক্য চাহুমতিস্তথা ৷ ১১

পঞ্চম অধ্যায়ঃ ।

হরি বলিলেন, তখন এইরূপে ইহলোক পরলোকাদি সংস্থান করিয়া প্রজা সৃষ্টি করিতে বাসনা করিলেন । অনন্তর প্রভু প্রজাপতি মানসপুত্র সৃষ্টি করিলেন । পরে তিনি ধর্ম্য, ক্রতু, মহু, সনক, সনাতন, ভৃগু, সনৎকুমার, কচি, শুক্ল, মরীচি, অত্রি, অদিরাঃ, পুন্ড্রা, পুন্ড্রং, ক্রতু, বশিষ্ঠ, নারদ এবং বহিষদ, অগ্নিহোতা, কব্যান, আজাপ, যুগলিন, উপহৃত ও দীপ্য-নামা পিতৃগণের সৃষ্টি করিলেন । বহিষদ প্রভৃতি পিতৃগণ সপ্ত সংখ্যা । তন্মধ্যে তিনটি যুষ্টি-হীন, চারিটি যুষ্টিমান । পদ্মখোনি দক্ষিণাশুর হইতে দক্ষপ্রজাপতি এবং বামাজুষ্ঠ হইতে ত্র্যম্বক প্রভৃতি সৃষ্টি করিলেন । পরে দক্ষপ্রজাপতি স্বীয় পত্নীর গর্ভে কন্তকগুলি কন্তা উৎপাদন করিয়া, সেই কন্তাগুলিকে ধর্ম্য প্রভৃতি ত্রিষার মানসপুত্রগণকে প্রদান করেন । তান যে, সত্য নামে একটি কন্তা ক্রতুকে প্রদান করেন, তাহাতে ক্রতুর মহাবল অসংখ্য পুত্র জন্মে । অসামান্য রূপবতী খ্যাতিনামা হৃষিতাকে ভৃগুকে সমর্পণ করেন । খ্যাতি ভৃগুর ঔরসে ধাতা ও বিধাতা নামক পুত্রদ্বয় উৎপাদন করেন এবং তাহারই গর্ভে নারায়ণপত্নী লক্ষ্মীর উৎপত্তি হয় । নারায়ণ লক্ষ্মীর গর্ভে বল ও উন্মাদ নামক দুই পুত্র উৎপাদন করেন । মহাত্মা মতুর আয়তি ও নিয়তি নামী দুই কন্তা ছিলেন । ভৃগুনন্দন ধাতা আয়তিকে এবং বিধাতা নিয়তিকে পরিণয় করেন । কালক্রমে আয়তির গর্ভে প্রাণনামক এক পুত্র হয় এবং নিয়তির মৃকশু নামে এক সন্তান জন্মে । তাহার পুত্রের নাম মার্কণ্ডেয় । ১—৯ ।

দক্ষরাজের কন্তা মরীচি সন্তুতিকে বিবাহ করেন । সন্তুতি পৌর্ণমাস-নামে এক সন্তান প্রসব করেন । পৌর্ণমাসের বিরজঃ ও সর্কগনামে দুই মহাত্মা পুত্র উৎপন্ন হয় । রাজা অদিরা দক্ষকন্তা স্বাতর পাণিগ্রহণ করেন । তাহার অনেকগুলি পুত্র এবং সিনীদালী, কুহু :

অনশ্রুয়া তথৈবাজেজ্ঞে পুজানকল্পমান্ । সোমঃ দুর্কাসমটৈকব দত্তাজেয়ক যোগিনম্ ॥ ১২
 শ্রীত্যাং পুন্ড্রাভাৰ্য্যায়ঃ দস্তোলিন্তংহতোহতবৎ । বর্শনশ্চাৰ্ব্ববীৰ্য্যচ মহিকৃষ্ণ হতব্রহ্ম ॥ ১৩
 কমা তু হবুধে ভাৰ্য্যায় পুন্ড্রাভাৰ্য্যায়ঃ । কতোশ্চ ময়তিভাৰ্য্যায় বালিখিল্যানশ্রুত ॥ ১৪
 ষষ্টিং যানি মহেশানি কষীণামুর্জরেতসাম্ । অশ্রুপকর্মাভাণাঃ জলস্তান্ববর্জণাম্ ॥ ১৫
 উর্জাশ্চ বর্শনশ্চ দস্তাজেয়ক বৈ হতাঃ । রজোগাজোর্জবাহশ্চ শরণশ্চানবস্তবা ।
 হতপাঃ শুক্র ইত্যোতে সর্কো নপুংসয়ো মতাঃ ॥ ১৬
 স্বাহাং শ্রীমাং ন দক্ষোহপি মশরীরাগুরুয়ে । শ্রীমাং স্বাহা হতান্ লেভে জীহুদারৌজঃসাহর ।
 পাবকঃ পবমানক শুচিকাপি জ্ঞানশিনঃ ॥ ১৭
 পিতৃভ্যশ্চ স্বধা ভক্তে মেনাং বৈধারণে তথা । তে উভে ব্রহ্মবাদিনৌ মেনাগাতু হিমাচলম্ ॥ ১৮
 ততো ব্রহ্মারুসহস্রং পূৰ্ব্বঃ স্বায়ত্ত্বং প্রভুঃ । আত্মানমেব কৃতবান্ প্রজাপালো মতুঃ হর ॥ ১৯
 শতরূপাশ্চ তং নারীঃ তপোনিহতকল্যাম্ । স্বায়ত্ত্ববো মহর্দেবঃ পত্নীষে ভগ্নে ততঃ ॥ ২০
 তস্মাচ্চ পুরুষাদেবী শতরূপা ব্যজায়ত । প্রিয়ততোস্তানপাদৌ প্রসূত্যা কৃতি-মং জতে ॥ ২১
 দেবহুতিং মহত্যাং আকৃতিং কণ্ঠয়ে দনৌ । প্রসূতিকৈব দক্ষায় দেবহুতিক কৰ্দ্দমে ॥ ২২
 কচৈৰ্বজ্ঞো দক্ষিণাশ্চ দক্ষিণাশ্চ যজ্ঞতঃ । অভবন্ দ্বাদশ হতা যমে নাম মহাবলাঃ ॥ ২৩

১২। ও অনশ্রুতি নামে কন্যা-চতুষ্টয় উৎপন্ন হয়। দক্ষকন্যা অনশ্রুয়াকে অতিমুনি বিবাহ করেন। তাঁহাদের চন্দ্র, দুর্কাসা ও দত্তাজেয় এই তিন পুত্র জন্মে। ইহার মকলেটে নিম্পাপ এবং দত্তাজেয় পরমযোগী ছিলেন। পুন্ড্রাভাৰ্য্যায়ী শ্রীতির গর্ভে দস্তোলিনামে এক পুত্র জন্মে। প্রজাপতি পুন্ড্রাভাৰ্য্যায়ী কমা কৰ্শ্বণ, অৰ্ব্ববীৰ্য ও মহিকৃষ্ণ নামক তিন পুত্র প্রসব করেন। প্রজাপতির জ্যেষ্ঠ দক্ষকন্যা স্মৃতিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। স্মৃতি ষষ্টিমহাশক্তি বালিখিলা কষিগণকে প্রসব করেন। ঐ মুনিগণ উর্জরেতাঃ, অশ্রুপকর্মা পরিমিতমেহ এবং মহাহতাজীম দিনকর তুল্য তেজস্বী। ষষ্টিবর বশিষ্ঠের ঔরসে দক্ষকন্যা উর্জার গর্ভে হতাঃ, গাজ, উর্জবাহ, শরণ, অনব, হতপা ও শুক্র, এই সপ্তপুত্রের জন্ম হয়। ইহার মপুত্র বালিয়া বিখ্যাত। দক্ষপ্রজাপতি শরীরধারী অগ্নিকে স্বাহানারী কন্যা সমর্পণ করেন; স্বাহাদেবী অগ্নি হইতে উদারকৃতি পাবক, পবমান ও শুচি নামক তিন পুত্র প্রাপ্ত হন। দক্ষকন্যা স্বধা পিতৃগণকর্তৃক পরিণীতা হইয়া মেনা ও বৈধরী নামে দুইটি কন্যা প্রসব করেন। ঐ উভয় কন্যাই ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে মেনা হিমাচল-সঙ্গতা হন। ১০—১৮।

পরে প্রভু ব্রহ্ম আত্মশরীর হইতে পূর্বোক্তপন্ন আত্মরূপ স্বায়ত্ত্ব মন্থকে প্রজাপালন কাৰ্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ভগবান স্বায়ত্ত্ব মন্থ ভগ্ন-প্রভাবে পাপক্ষণ-পরিশুদ্ধা ব্রহ্মদেহোৎপন্ন শতরূপানারী নারীকে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর স্বায়ত্ত্ব মন্থর ঔরসে ও শতরূপার গর্ভে প্রিয়তত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং প্রসূতি, আকৃতি ও দেবহুতি-নামক কন্যাজয় জন্মগ্রহণ করেন। স্বায়ত্ত্ব মন্থ সেই কন্যাজয়ের মধ্যে রুচির সহিত আকৃতির, দক্ষের সহিত প্রসূতির এবং কৰ্দ্দমের সহিত দেবহুতির পরিণয় কাৰ্য্য সম্পাদন করিলেন। রুচি আকৃতির পাণিগ্রহণ করিলে, তাঁহাদের যজ্ঞনামে পুত্র ও দক্ষিণানারী কন্যা জন্মিল। যজ্ঞ দক্ষিণার পাণিগ্রহণ করিলেন। যজ্ঞের ঔরসে দক্ষিণার গর্ভে দ্বাদশ পুত্র জন্মগ্রহণ করিল।

চতুর্দশতি কন্যাশ্চ স্ত্রীবান্ দক্ষ-উত্তমঃ । শ্রদ্ধা লক্ষ্মীধৃতি-স্তুতিঃ পুষ্টিমোহা ক্রিয়া তথা ॥ ২৪
 বুদ্ধিলজ্জা বপুঃ শাস্তি-ঋদ্ধিঃ কীর্ত্তিঃ প্রয়োদশী । পরার্থঃ প্রতিজ্ঞাহ ধর্মো দাক্ষায়ণঃ প্রভুঃ ॥ ২৫
 খ্যাতিঃ সত্যং মনুজিতিঃ স্তুতিঃ প্রীতিঃ কমা তথা । সন্নতিশ্চাননুয়া চ উজ্জ্বা স্বাহা স্বধা তথা ॥ ২৬
 ভৃগুভবো মরীচিশ্চ তথা চৈবানুরা মনিঃ । পুলস্ত্যঃ পুলহশ্চৈব ক্রতুশ্চৈব রত্নতথা ॥ ২৭
 অত্রির্লশিষ্টো বহিষ্চ পিতৃগণ যথাক্রমম্ । খ্যাত্যান্য জগুঃ কন্যা মুনয়ো মুনিসত্তমাঃ ॥ ২৮
 শ্রদ্ধা কামং চলা দর্পং নিয়মং ধৃতিরাজস্রম্ । সন্তোষক তথা তুষ্টিলোভং পুষ্টি-রসমুদত ॥ ২৯
 মেধা শ্রুতং ক্রিয়া দণ্ডং নয়ং বিনয়মেব চ । বোধং বুদ্ধিস্তথা লজ্জা বিনয়ং বপুরাজস্রম্ ॥ ৩০
 ব্যবসায়ং প্রজ্ঞে বৈ ক্ষেমং শাস্তিরসমুদত । হৃৎস্বর্দ্ধির্ধনঃ কীর্ত্তিরিত্যেতে ধর্ম্মস্বনবঃ ॥ ৩১
 কামশ্চ চ রতির্ভাষা তৎপুত্রো হর্ষ উচ্যতে ॥ ৩২
 ঈজে কদাচিদ্যজ্ঞেন হরমেধেন দক্ষকঃ । তশ্চ জামাতরঃ সর্কো বজ্রং ভগ্নানিমিত্তিতাঃ ।
 ভাষ্যতিঃ সহিতাঃ সর্কো ক্রতুং দেবীং সতীং বিনা ॥ ৩৩
 অনাহুতা সতী প্রাপ্তা দক্ষেনৈবাবমানিতা । তাত্কা দেহং পুনর্জাতা যেনান্নাস্ত হিমালয়াং ॥ ৩৪
 শস্তোভাষ্যাতবঙ্গৌরী তশ্চাং জ্ঞে বিনায়কঃ । কুমারশ্চৈব ভৃগীশঃ ক্রুদ্ধো ক্রতুঃ প্রতাপবান্ ॥ ৩৫

এ দ্বাদশ পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত ও যম নামে বিখ্যাত হইয়াছিল । দক্ষের ঔরসে প্রসূতির গর্ভে চতুর্দশতি কন্যা উৎপন্ন হয় : তাহাদিগের নাম কীর্ত্তিত হইতেছে । শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপুঃ, শাস্তি, ঋদ্ধি ও কীর্ত্তি । দক্ষওনয় ভগবান্ ধর্ম্ম এই ত্রয়োদশ কন্যা বিবাহ করিলেন । অবশিষ্ট একাদশ কন্যার নাম,—খ্যাতি, সতী, মনুজিতি, স্তুতি, প্রীতি, কমা, সন্নতি, অননুয়া, উজ্জ্বা, স্বাহা ও স্বধা । ভৃগু, মহাদেব, মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অত্রি, বশিষ্ঠ, অগ্নি ও পিতৃগণ, ইহারা যথাক্রমে ঐ একাদশ কন্যার পানিগ্রহণ করেন, অর্থাৎ ভৃগু খ্যাতিক, মহাদেব সতীকে, মরীচি মনুজিতিকে, অত্রি স্তুতিকে, পুলস্ত্য প্রীতিকে, পুলহ কমাকে, ক্রতু সন্নতিক, অত্রি অননুয়াকে, বশিষ্ঠ উজ্জ্বাকে, অগ্নি স্বাহাকে ও পিতৃগণ স্বধাকে বিবাহ করেন । ১৯—২৮ ।

পরে শ্রদ্ধা কামনামে পুত্র, লক্ষ্মী দর্পনামে পুত্র, ধৃতি নিয়ম নামে পুত্র, তুষ্টি সান্তোষনামে পুত্র, পুষ্টি লোভনামে পুত্র, মেধা শ্রুতনামে পুত্র, ক্রিয়া দণ্ড, লয় ও বিনয়-নামে পুত্রতয় ; বুদ্ধি বোধনামে পুত্র, লজ্জা বিনয়নামে পুত্র, বপুঃ ব্যবসায়-নামে পুত্র, শাস্তি ক্ষেমনামে পুত্র, ঋদ্ধি হৃৎনামে পুত্র এবং কীর্ত্তি যশোনামে পুত্র প্রসব করেন । ধর্ম্ম হইতে তদীয় ত্রয়োদশ পত্নীর গর্ভে এই দ্বাদশ পুত্রের উৎপত্তি হয় । ধর্ম্মওনয় কামের পত্নী রতি । তাহাদের হর্ষনামে এক পুত্র হয়, অনন্তর প্রজাপতি দক্ষ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সতী ও ক্রতু তিন স্বীয় জামাতাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । জামাতারা আহুত হইয়া স্ব স্ব পত্নী সহ যজ্ঞদক্ষর্শন করিতে সমাগত হইলেন । সতী পিতৃ-নিমন্ত্রণের অপেক্ষা না করিয়া বজ্র দর্শন-মানসে গমন করিলেন । দক্ষ অনাহুতা সতীকে উপস্থিত দেখিয়া বহু তিরস্কার করিয়াছিলেন । দক্ষ-কৃত সেই অপমানে সতী স্বীয় দেহ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্জার হিমালয় হইতে যেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন । সতী হিমালয়-গৃহে গৌরী-নাম গ্রহণপূর্বক শত্ৰু গৃহিণী হন । তাহার গর্ভে গণেশ, কাঙ্কিকেশ ও ভৃগীশ, এই তিন পুত্র জন্মে । সতীর

বিধ্বংস্ত যজ্ঞং দক্ষস্ত তং শশাপ পিপাকধৃক । ঋবস্তায়মমৃতো মহুয্যক্ ভবিষ্যতি ॥ ৩৬
ইতি ত্রিগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

অষ্টোহধ্যায়ঃ ।

হরিকবাচ ।

উত্তানপাদাপভবং স্ককচ্যামৃতমঃ সূতঃ । সুনীত্যাক্ত ঋবঃ পুত্রঃ স লেভে শ্বানমৃতমম্ ॥ ১
মুনিপ্রসাদাদারাদ্য দেবদেবং জনাৰ্দ্দিনম্ । ঋবস্ত তনয়ঃ শিষ্টি-স্মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ২
তস্ত প্রাচীনবর্হি পুত্রস্তাপাদারধীঃ । দিবজয়ন্তস্ত সূত-সুত পুত্রো রিপুঃ সূতঃ ॥ ৩
রিপোঃ পুত্রস্ততঃ ত্রিমাংসচাক্ষুষঃ কীৰ্ত্তিতো মহুঃ । কুরুস্তস্ত সূতঃ ত্রিমানকস্তস্ত তথাক্রজঃ ॥ ৪
অজস্ত বেণঃ পুত্রস্ত নাস্তিকো ধর্ম্যবজ্জিতঃ । অধর্ম্যকারী বেণস্ত মুনিভিঃ কুশৈর্হতঃ ॥ ৫
উরুং সমস্তঃ পুত্রার্থং ততোহস্ত তনয়োহভবৎ । হ্রস্বোহতিমাত্রঃ কৃষ্ণাঙ্গো নিষীদেতি ততোহভবৎ ।
নিষাদস্তেন বৈ তাতো বিজ্ঞানৈলনিবাসকঃ ॥ ৬
ততোহস্ত দক্ষিণং পানিং সমস্তঃ সহস্রা বিজ্ঞাঃ । তস্মাস্তস্ত সূতো জাতো বিজ্ঞোহ্যানসরূপধৃক্ ॥ ৭
পৃথুরিত্যেব নাম । স বেণঃ পুত্রাঙ্কিৎ যযৌ । হ্রদোহ পৃথিবীং রাজা প্রজানাং জীবনায় হি ॥ ৮

দেহত্যাগকালে মহাতেজা পিনাকপানি মহাদেব কুপিত হইয়া যজ্ঞ বিনাশপূর্বক দক্ষকে, “তুমি ঋবের বংশে মহুবা হইয়া জগৎপরিগ্রহ করিবে”—এইরূপে অভিশাপ প্রদান করেন। ২৯—৩৬।

ত্রিগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

অষ্ট অধ্যায় ।

হরি কহিলেন,—উত্তানপাদের স্ককচি-নাগী ভাষ্যার গর্ভে উত্তম-নামক এবং সুনীতির গর্ভে ঋব নামক পুত্র উৎপন্ন হয়। ঋব সমগ্রি প্রসাদে দেবদেব জনাৰ্দ্দিনের আরাধনা করিয়া উত্তম শ্বান লাভ করিয়াছিলেন। ঋবের মহাবল পরাক্রান্ত শিষ্টি নামক এক পুত্র জন্মে। শিষ্টির প্রাচীনবর্হি নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। প্রাচীনবর্হির পুত্র উদারধী, তাহার পুত্র দিবজয়, দিবজয়ের পুত্র রিপু, রিপুর পুত্র চাক্ষুষ। ইনি চাক্ষুষ-মহু-নামে বিখ্যাত হন। চাক্ষুষ মহুর পুত্র কক, ককুর পুত্র অজ। অজের বেণ-নামক এক পুত্র জন্মে। বেণ নাস্তিক অর্থাৎ ঈশ্বর মানিতেন না এবং ধর্ম্যবজ্জিত ও অধর্ম্যকারী ছিলেন। মুনিগণ কুশদ্বারা তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন। পরে তাপসগণ তাঁহার পুত্রোৎপাদনার্থ উরুবেশ মন্বন করিলে, তাহা হইতে ধর্ম্যকৃতি কৃষ্ণাঙ্গ এক তনয় উৎপন্ন হইল, মুনিগণ তাহাকে “নিষীদ,” অর্থাৎ উপবেশন কর, এই কথা বলিয়াছিলেন। সেইজন্ত সে “নিষাদ” নামে খ্যাত হইল। নিষাদ বিজ্ঞা-চলে বসতি করিতে লাগিল। অমন্তর কষিগণ পুন্মরায় বেণের দক্ষিণ হস্ত মন্বন করিলেন। তাহাতে বিজ্ঞর যানসরূপধারী এক পুত্র উদ্ভূত হইল। সেই বেণতনয় পৃথু নামে বিখ্যাত হইলেন। বেণরাজ পুত্রের জন্মহেতু পুন্মায় নরক হইতে পরিভ্রাণ লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করেন। প্রজাবর্গের জীবনরক্ষার্থ পৃথুরাজ পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন। পৃথুরাজের

অস্তর্ধানঃ পুথোঃ পুত্রো হবির্ধানস্তদাশ্রয়ঃ । প্রাচীনবহিঃপুত্রঃ পৃথিব্যামেকরাড্ বভৌ ॥ ৯
 উপযেমে সমুদ্রস্ত লবণস্ত স বৈ হতাম্ । তস্মাৎ হসাব সামুদ্রী নশ প্রাচীনবহিঃ ॥ ১০
 দর্শে প্রচেতসো নাম ধর্ম্মকেন্দ্র পারণাঃ । অপৃথগ্ ধর্ম্মচরণান্তে তপ্যন্ত মহতপঃ ॥ ১১
 দশবর্ষসহস্রাণি সমুদ্রসলিলেশয়াঃ । প্রজাপতিত্বং সম্প্রাপ্য ভার্য্যা তেষাক মারিষা ॥ ১২
 অভবদ্ ভবশাপেন তস্মাৎ দক্ষোহিভবত্ততঃ । অহংগমনসা দক্ষঃ প্রজাঃ পূর্কঃ চতুর্বিধাঃ ॥ ১৩
 নাবহন্ত চ তাস্তস্ত অপধ্যাতা হরেণ তু । মৈথুনেন ততঃ সৃষ্টিং কর্তু মৈচ্ছৎ প্রজাপতিঃ ॥ ১৪
 অসিরীমাবহস্তার্য্যাং বীরণস্ত প্রজাপতেঃ । তস্ত পুত্রসহস্রক বৈরণ্যাং সমপত্ত ॥ ১৫
 নারদোক্তা ভূবশাস্তং গতী জাতুক নাগতঃ । দক্ষপুত্রসহস্রক তেষু নষ্টেষু হষ্টয়ান্ ॥ ১৬
 শবলাশ্বান্তেহপি গতা জাতৃপাং পদবীং হব । দক্ষঃ ক্রুদ্ধঃ শশাংশ নারদং জয় চাপাসি ॥ ১৭
 নারদেঃ হস্তবৎ পুত্রঃ কস্তপস্ত মূনেঃ পুনঃ । বজ্রে ধ্বজেহথ দক্ষোহপি শশাংশোত্রং মহেশ্বরম্ ॥ ১৮
 যষ্টী তামুগচ্যৈশ্চ অপশ্রক্যন্তি হি বিজাঃ । জন্মান্তরেহপি বৈরাণি ন বিনশন্তি শকর ॥ ১৯
 অসিরীম জনয়ামাস দক্ষো হুহিতরো হথ । সৃষ্টিং কস্তা রূপযুতা ধৌ চৈবাগ্নিরমে নদৌ ॥ ২০
 ধৌ প্রাদাৎ স কৃপাশ্বায় দশ ধর্ম্মায় চাপাশ্ব । ত্রয়োদশ কস্তপায় সশ্রবিশন্তথেন্দবে ॥ ২১

এক পুত্র জন্মিল ; তাঁহার নাম অস্তর্ধান । অস্তর্ধানের পুত্র হবির্ধান, হবির্ধানের পুত্র প্রাচীনবহি, ইনি পৃথিবীতে একচ্ছত্র রাজা ছিলেন । প্রাচীনবহি লবণসমুদ্র-নন্দিনী সামুদ্রীকে বিবাহ করেন । সামুদ্রী প্রাচীনবহি হইতে দশ পুত্র প্রসব করেন । ১—১০ ।

সেই প্রাচীনবহির নন্দনগণ সকলেই প্রাচেতস নামে বিখ্যাত হইয়া ধর্ম্মকেন্দ্রীয় পারণ হইয়াছিলেন । তাঁহারা একধর্ম্মাবলম্বী হইয়া তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন । প্রাচেতসগণ দশ-সহস্রবর্ষ সাগরসলিলে শয়ান থাকিয়া তপস্তা করত ঐ তপোবলে প্রজাপতিত্ব লাভ করেন এবং মারিষা নামী কস্তার পাণিগ্রহণ করেন । হরশাপগ্রস্ত দক্ষ মারিষার গর্ভে ভগ্ন পরিগ্রহ করিয়া প্রথমে চতুর্বিধ মানসপ্রজা সৃজন করিয়া ছিলেন । তারপর দক্ষ প্রজাপতি যখন দেখিলেন যে, হরশাপে তাঁহার মানস প্রজার বৃদ্ধি হইল না, তখন তিনি ত্রীপুরুষ সহযোগে প্রজা সৃষ্টি করিতে অভিলাষ করিলেন । পরে তিনি বীরণনামক প্রজাপতির অসিরী নামী কস্তাকে বিবাহ করেন । ঐ অসিরীর গর্ভে দক্ষের সহস্র পুত্র উৎপন্ন হইল । নারদের কথামুসারে তাঁহারা পৃথিবীর আশ্রিত পরিমাণ জ্ঞানার্থ গমন করিলেন, আর প্রত্যাগত হইলেন না । এইরূপে সহস্র পুত্র নষ্ট হইলে, দক্ষ পুনরায় সহস্র পুত্র সৃজন করিলেন । তাহাদিগের নাম শবলাশ্ব । তাহারাও জাতৃবর্গের পদবী অহুসরণ করিলেন । তাহাতে দক্ষ ক্রুপিত হইয়া নারদকে “তুমি মহাকালোকে জন্মগ্রহণ করিবে” এই বলিয়া অভিসম্পাত করেন । দক্ষশাপে অভিহৃত হইয়া নারদ কস্তপ মূনির পুত্ররূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিলেন । বীর যজ্ঞবিনাশের পর দক্ষ মহাদেবকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে—“মহাদেব ! যে ব্রাহ্মণগণ উপচারদ্বারা তোমার আর্চনা করিবে, তাহারা জগতে অপ্রতিষ্ঠ ও সকলের বৈরভাজন হইবে, জন্মান্তরেও তাহাদের সেই বৈর ভাব বিনষ্ট হইবে না । ১১—১৯ ।

পরে দক্ষ অসিরীর গর্ভে রূপযুতী তপশ্যালিনী সৃষ্টি কস্তা উৎপাদন করেন । ঐ কস্তাগণের মধ্যে দুই কস্তা অসিরীকে, দুই কস্তা কৃপাশ্বকে, দশকস্তা ধর্ম্মকে, ত্রয়োদশ কস্তা কস্তপকে,

প্রদদৌ বহুপুত্রান্ন সুপ্রভাং ভামিনীং তথা ॥ ২২

মনোরমাং ভাস্কমতীং বিশালীং বহুনামধ । দক্ষঃ প্রাদান্নহান্দেব চত্বেশোহরিষ্টেনেমিনে ॥ ২৩

স কৃশাংস্বাং চ প্রাদাং সুপ্রভাং তথা জয়াম্ । অরুন্ধতী বহুর্ধামী লম্বা ভাস্কর্গকবতী ॥ ২৪

সকল্লা চ মুহূর্তা চ সাধ্যা বিশ্বা চ তা নগা । ধর্মপত্নীঃ সগাংখ্যাতাঃ কশ্চপশ্চ বদামাহম্ ॥ ২৫

অদিতির্দিতির্দক্ষুঃ কালো হানাদুঃ^১ সিংহিকা মুনিঃ । কজ্রঃ প্রাদা ইরা ক্রোধা বিনতা হরতিঃ খগা ॥ ২৬

বিশ্বেদেবাস্ত বিশ্বায়াঃ সাধ্যা সাধ্যান্ ব্যজায়ত । মরুতভ্যাং মরুতস্তো বসোস্ত বসনস্তথা ॥ ২৭

ভানোস্ত ভানবো ক্রব মুহূর্তাশ্চ মুহূর্তজাঃ । লম্বায়াশ্চৈব ঘোষোহপ নাগবীথী তু যামিতঃ ॥ ২৮

পৃথিবীবিষয়ং সর্কমরুতভ্যাং ব্যজায়ত । সকল্লায়াস্ত সর্কীয়া জজ্ঞে সকল্লা এব হি ॥ ২৯

আপো ক্রবশ্চ সোমশ্চ ধরশ্চৈবানিলোহনকঃ । প্রভাসশ্চ প্রভাসশ্চ বনবো নামতিঃ শ্রুতা ॥ ৩০

আপশ্চ পুত্রো বৈতুগাঃ শ্রমঃ শ্রান্তো ধনিস্তথা । ক্রবশ্চ পুত্রো ভগবান্ কালো লোকশ্চ কালনঃ ॥

সোমশ্চ ভগবান্ বর্জা বর্জস্বী যেন জায়তে । ধরশ্চ পুত্রো ক্রহিণো হতহব্যবহস্তথা ॥ ৩২

মনোহরায়াং শিশিরঃ প্রাণোহপ রমণস্তথা । অনিলশ্চ শিবা ভার্যা তস্তাঃ পুত্রঃ পুলোমহঃ ॥ ৩৩

অবিজ্ঞাতগতিশ্চৈব ঘো পুত্রাবনিলশ্চ তু । অগ্নিপুত্রঃ কুমারস্ত শরস্তথৈব্যজায়ত ॥ ৩৪

তস্ত শাখো বিশাখশ্চ নৈগমেশ্চ^২ পৃষ্ঠজঃ । অপত্যং কৃত্তিকানাঞ্চ কাশ্তিকেশ্চ ইতি শ্রুতঃ ॥ ৩৫

সপ্তবিংশতি কন্যা চতুকে, সুপ্রভা ও ভামিনীনারী দুই কন্যা বহুপুত্রকে এবং মনোরমা, ভাস্কমতী, বিশালী ও বহুদা, এই চারি কন্যা অরিষ্টেনেমিকে প্রদান করিয়াছিলেন। কৃশাংস্বর পত্নীদিগের নাম সুপ্রভা ও জয়াম্। অরুন্ধতী, বহু, ধামী, লম্বা, ভাস্ক, মরুতভী, সকল্লা, মুহূর্তা, সাধ্যা ও বিশ্বা, ধর্ম ইহাদিগকে বিবাহ করেন, ইহারঃ ধর্মপত্নী নামে বিখ্যাত। কশ্চপপত্নী-দিগের নাম কীর্তন করিতেছি,—অদিতি, দিতি, দক্ষু, কালো, হানাদু, সিংহিকা মুনি, কজ্র, প্রাদা, ইরা, ক্রোধা, বিনতা, হরতি ও খগা। ধর্মপত্নীদিগের গর্ভে যে যে সন্তান উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদিগের নাম কীর্তিত হইতেছে। বিশ্বার গর্ভে বিশ্বদেবগণ, সাধ্যার গর্ভে সাধ্যগণ, মরুতভীর গর্ভে মরুতগণ, বহু হইতে বহুগণ, ভাস্ক হইতে ভাস্কগণ, মুহূর্তা হইতে মুহূর্তগণ, লম্বা হইতে ঘোষ ও যামী হইতে নাগবীথী জন্মিয়াছিলেন। এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সেই সমুদয়ই অরুন্ধতী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সর্কাস্ত্রা সকল্লা সকল্লানারী ধর্মপত্নীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। পূর্কোন্নিখিত বহুগণের নাম খগা,—আপ, ক্রব, সোম, ধর, অনিল, অনঙ্গ, প্রভাস ও প্রভাস, এই অষ্টবহু নিজ নিজ নামে খ্যাত আছেন। ২০-৩০।

ইহাদের মধ্যে আপের পুত্র বৈতুগা, শ্রম, শ্রান্ত ও ধনি। ক্রবের পুত্র লোকনঃহর্ষা ভগবান্ কাল। সোমের পুত্র ভগবান্ বর্জা। ইহা হইতে মরুত বর্জস্বী (কাশ্টিমঃ) হইয়া পাকে। মনোহরার গর্ভে ধরের বে পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হন, তাহাদের নাম ক্রহিণ, হতহব্যবহ, শিশির, প্রাণ ও রমণ। অনিলের ভার্যার নাম শিবা। অনিল হইতে শিবের গর্ভে পুলোমহ ও অবিজ্ঞাতগতি নামে দুই পুত্র জন্মে। অগ্নির পুত্র কুমার, ইনি শরস্তথে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার শাখ, বিশাখ ও নৈগমেশ নামে তিনটি কনিষ্ঠ ভ্রাতা

প্রত্যুষত বিষ্ণুঃ পুত্রমুখিং নাম্না তু দেবলম্ । বিশ্বকর্মা প্রভাসন্ত বিখ্যাতো দেববর্দ্ধকিঃ ॥ ৩৬

অষ্টৈকপাদহিরদ্রুতট্টা রুদ্রশ্চ বীর্য্যবান্ । ওষ্ট্ৰচাপ্যাত্মজঃ পুত্রো বিশ্বরূপো মহাতপাঃ ॥ ৩৭

হরশ্চ বহুরুপশ্চ জ্যাক্ষশ্চাপরাজিতঃ । বৃষাকশিশ্চ শত্ৰুশ্চ কপর্দী রৈবতস্তথা ॥ ৩৮

মৃগব্যাধশ্চ শরীশ্চ কপালী চ মহামুনে । একাদশৈতে কথিতা রুদ্রাশ্চিভুবনেশ্বর্য্যঃ ॥ ৩৯

সপ্তবিংশতি সৌমন্ত পুত্রো নক্ষত্রমঞ্জিতাঃ ॥ ৪০

অদিত্যাং কশ্যপাষ্টৈশ্চৈব সূর্য্য্যাদিশ জজিরে । বিষ্ণুঃ শক্রোহর্য্যমা ধাতা ওষ্ট্রা পৃষা তথৈব চ ॥ ৪১

বিবস্বান্ সবিতা চৈব মিত্রো বরুণ এব চ । অংশুমাংশ্চ ভগশ্চৈব আদিত্যা দাদিশ স্মৃতাঃ ॥ ৪২

হিরণ্যকশিপুর্দিত্যাং হিরণ্যাক্ষোহভবস্তথা । সিংহিকা চাভবৎ কশ্য বিপ্রচিহ্নি-পরিগ্রহা ॥ ৪৩

হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রাশ্চত্বারঃ পৃথুলোজসঃ । অশ্রুত্বাদিশ্চ হ্রাদশ্চ প্রহ্লাদশ্চৈব বীর্য্যবান্ ।

সংহ্রাদশ্চাভবন্তেবাং প্রহ্লাদো বিষ্ণুতৎপরঃ ॥ ৪৪

সংহ্রাদপুত্র আয়ুমান্ শিবিরীকুল এব চ । বিরোচনশ্চ প্রাহ্লাদির্বলির্জজ্ঞে বিরোচনাং ।

বলেঃ পুত্রশতং তাসীঘাগজোষ্ঠং বৃষধ্বজ ॥ ৪৫

হিরণ্যাক্ষহৃত্যশ্চামন্ শরীশ্চ মহাবলাঃ । উৎকুরঃ শকুনিশ্চৈব সূতসম্ভাপনস্তথা ।

মহানাতো মহাবাহুঃ কালনাতস্তথাপরঃ ॥ ৪৬

অভবন্ দহুপুত্রাশ্চ বিমূর্ছা শকরস্তথা । অয়োমুখঃ শকুনিরাঃ কশিলঃ লম্বরস্তথা ॥ ৪৭

উৎপন্ন হইয়াছিলেন । কুমার কস্তিকাগণের পুত্ররূপে পরিণালিত হইয়াছিলেন, এ নিমিত্ত তিনি 'কান্তিকেশ্ব' নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন । মহর্ষি দেবল প্রত্যাষের পুত্র । প্রভাসের পুত্র বিখ্যাত বিশ্বকর্মা ; ইনি দেবতাদিগের শিল্পী । বিশ্বকর্ম্মার চারি পুত্র, তাঁহাদের নাম অষ্টৈকপাদ, অহিরদ্র, ওষ্ট্রা ও রুদ্র । ইহারা সকলেই মহাবল । ইহাদের মধ্যে ওষ্ট্রা হইতে মহতপাঃ বিশ্বরূপ উৎপন্ন হইলেন । ইহারা একাদশ রুদ্র বলিয়া খ্যাত । ইহাদের নাম—হর, বহুরুপ, জ্যাক্ষ, অপরাজিত, বৃষাকপি, শত্ৰু, কপর্দী, রৈবত, মৃগব্যাধ, শরী ও কপালী ; ইহারা ত্রিভুবনের ঈশ্বর । দক্ষ চক্ষকে যে সপ্তবিংশতি কন্যা অর্পণ করেন, তাঁহারা নক্ষত্র-নামে প্রথিত হন । কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে দাদিশ সূর্য্য উৎপন্ন হন । তাঁহাদিগের নাম বিষ্ণু, শক্র, অর্য্যমা, ধাতা, ওষ্ট্রা, পৃষা, বিবস্বান্, সবিতা, মিত্র, বরুণ, অংশুমান্, ভগ । ইহারা দাদিশ আদিত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ । ৩১—৪২ ।

দিতির গর্ভে কশ্যপের ঔরসে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামক দুই পুত্র এবং সিংহিকা-নারী এক কন্যা জন্মে । বিপ্রচিহ্নি এই কন্যার পাণিগ্রহণ করে । হিরণ্যকশিপুর চারি পুত্র উৎপন্ন হয় । ইহারা সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত । এই চারি পুত্রের নাম অশ্রুত্বাদ, হ্রাদ, প্রহ্লাদ ও সংহ্রাদ । ইহাদিগের মধ্যে প্রহ্লাদ বিষ্ণুপরায়ণ ছিলেন । সংহ্রাদের তিন পুত্র উৎপন্ন হয় । তাঁহাদের নাম আয়ুমান্, শিবি ও বাঙ্কল । প্রহ্লাদের এক পুত্র জন্মে, তাহার নাম বিরোচন । বিরোচন হইতে বলির জন্ম হয় । বলির একশত পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে বাণ সকলের জ্যেষ্ঠ । হিরণ্যাক্ষের কতিপয় পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল ; তাহারা সকলেই মহাবলশালী । তাহাদের নাম,—উৎকুর, শকুনি, সূতসম্ভাপন, মহানাত, মহাবাহু ও কালনাত । ইহারা দৈত্য । দহুর অনেকগুলি পুত্র জন্মে । তাহাদের নাম বিমূর্ছা, শকর,

একচক্রো মহাবাহুস্তারকশ্চ মহাবলঃ । স্বর্ভাস্ত্রবৃষপর্কী চ পুলোমা চ মহাস্বরঃ ॥ ৪৮

এতে দনোঃ সূতা পাতা বিপ্রচিহ্নিষ্ঠ বীৰ্য্যবান্ ॥ ৪৯

স্বর্ভানোঃ সূপ্রভা কস্তা শশ্মিষ্ঠা বার্ষপর্কী । ঔপদানবী হরশিরাঃ প্রপাতা বরকস্তকাঃ ॥ ৫০

বৈশানরসূতে চোভে পুলোমা কালকা তথা । উভে তে তু মহাতাগে মারীচেষু পরিগ্রহঃ ॥ ৫১

তাত্যাং পুত্রসংস্রাবি বর্ষির্দানবসস্তমাঃ । পোলোমাঃ কালকঙ্কাস্ত মারীচতনয়াঃ সূতাঃ ॥ ৫২

সিংহিকায়াং সমুৎপন্না বিপ্রচিহ্নিসূতাস্তথা । বাংশঃ শল্যাস্ত বলবান্ নভশ্চৈব মহাবলঃ ॥ ৫৩

বাতাপির্নমুচিশ্চৈব ইবলঃ ধনমস্তথা । অঙ্ককো নরকশ্চৈব কালনাভস্তথৈব চ ।

নিবাতকবচা দৈত্য্যঃ প্রহাদস্ত কুলেহভবন্ ॥ ৫৪

স্টুহতাশ্চ মহাসমাস্ত্রায়াঃ পরিকীর্তিতাঃ । শুকী শ্বেনী চ ভাসী চ সূগ্রীবী শুচিগৃধ্রিকা ॥ ৫৫

শুকী শুকানজয়দ্রুমকী প্রভুলুককান্ । শ্বেনী শ্বেনাংস্তথা ভাসী ভাসান্ গৃধ্রাংস্ত গৃধ্রাপি ॥ ৫৬

শুচৌষকান্ পক্ষিগণান্ সূগ্রীবী তু ব্যজায়ত । অস্মাস্ত্রান্ গর্দভাংস্ত তাস্ত্রাংশঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ৫৭

বিনভারাস্ত পুত্রৌ শৌ বিখ্যাভৌ গরুড়াকরণৌ । হরমায়াঃ সংস্রব্ধ সর্পাণামমিতৌজসাম্ ॥ ৫৮

কাক্রবেয়াশ্চ ফণিনঃ সংস্রমিতৌজসঃ । তেষাং প্রধানং সূতেশ শেববাহুকিতককাঃ ॥ ৫৯

শম্বঃ শ্বেতো মহাপদ্মঃ কবলাশ্বতরৌ তথা । এলাপদ্রস্তথা নাগঃ কর্কোটক-ধনঞ্জয়ৌ ।

গণং ক্রোধবশং বিদ্ধি তে চ সর্কো চ দংষ্ট্রিনঃ ॥ ৬০

ক্রোধা তু জনয়ামাস শিশাচাংশ্চ মহাবলান্ । গাত বৈ জনয়ামাস স্মৃতির্গাহিষাংস্তথা ॥ ৬১

অস্মোমুখ, শঙ্কুশিরাঃ, কণিল, সম্বর, একচক্র, মহাবাহু, মহাবল, তারক, স্বর্ভাস্ত্রবৃষপর্কী, মহাস্বর, পুলোমা ও বিপ্রচিহ্নি। ইহারা দানব বলিয়া বিখ্যাত। এই সকল পুত্রগণের মধ্যে বিপ্রচিহ্নি বীৰ্য্যবান্। স্বর্ভাস্ত্র কস্তার নাম সূপ্রভা। বৃষপর্কীর কস্তার নাম শশ্মিষ্ঠা। এতদ্ব্যতীত বৃষপর্কীর রূপলাবণ্যবতী আরও দুইটি কস্তা ছিল; তাহাদের একটির নাম ঔপদানবী, অপর নাম হরশিরা। বৈশানরের ঘে দুইটি কস্তা জন্মিয়াছিল, তাহাদের নাম পুলোমা ও কালকা। ইহারা মহাসৌভাগ্য-শালিনী ছিলেন। মরীচিপুত্র কস্তপ এই দুইটি কস্তার পাণিগ্রহণ করেন। তাহাদের গর্ভে বর্ষিঃসংস্রব্ধ অস্মর সমুৎপন্ন হয়। এই মারীচ-মন্দনগণ অস্মর, পোলোম ও কালকঙ্ক বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিপ্রচিহ্নি-হইতে সিংহিকার গর্ভে যে সকল পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাদের নাম,— বাংশ, শল্য, বলবান্ নভ, মহাবল, বাতাপি, নমুচি, ইবল, ধনম, অঙ্কক, নরক, কালনাভ; নিবাতকবচ প্রভৃতি দৈত্য্য সকল প্রহাদকুলোৎপন্ন। ৪৩—৫৪।

তাস্ত্রার ছয়টি কস্তা জন্মিয়াছিল, তাহাদের প্রভাব অতি-আশ্চর্য্য। ইহাদের নাম শুকী, শ্বেনী, ভাসী, সূগ্রীবী, শুচি ও গৃধ্রিকা। ইহাদের মধ্যে শুকী হইতে শুকগণ, পেচকগণ ও কাকগণ; শ্বেনী হইতে শ্বেনগণ, ভাসী হইতে ভাসগণ, গৃধ্রী হইতে গৃধ্রগণ, শুচি হইতে জলচর পক্ষিগণ, সূগ্রীবী হইতে অস্র, উষ্ট্র ও গর্দভগণ উদ্ভূত হয়। ইহারা তাস্ত্রার বংশ। বিনভার গর্ভে জগদ্বিখ্যাত দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাহাদের জ্যেষ্ঠের নাম অকণ ও কনিষ্ঠের নাম গরুড়। হরমার গর্ভে অমিততেজস্বী সংস্রব্ধ সর্পের উৎপত্তি হয়। কক্রর গর্ভেও অমিততেজস্বী সংস্রব্ধ সর্প উৎপন্ন হয়। তাহাদের মধ্যে শেব, বাহুকি, তকক, শম্ব, শ্বেত, মহাপদ্ম, কবল, অশ্বতর, এলাপদ্র, কর্কোটক ও ধনঞ্জয় ইহারা প্রধান। এই সকল সর্প

ইরা বৃক্ষলতাবল্লীভৃগুজাতীশ্চ সর্লগঃ । খগা চ যক্ষরক্ষাংসি মুনিরপ্সরসন্তথা ।

অরিষ্টা তু মহাসত্বান্ গন্ধর্কান্ সমজীভনৎ ॥ ৬২

দেবা একোনপকাশনরুতো হ্যভবম্ভিত্তিঃ । একজ্যোতির্বিজ্যোতিশ্চ ত্রিচতুর্জ্যোতিরেব চ ॥ ৬৩

একশুকো দ্বিশুকশ্চ ত্রিশুকশ্চ মহাবলঃ । ঈদৃক্ চান্ধাদৃক্ সদৃক্ চ ততঃ প্রতিসদৃক্ তথা ॥ ৬৪

মিতশ্চ সমিতশ্চৈব হুমিতশ্চ মহাবলঃ । ঋতজিৎ সত্যজিৎচৈব হৃষেণঃ সেনজিৎতথা ॥ ৬৫

অতিমিত্রোহ্যমিত্রশ্চ দূরমিত্রোহ্যমিত্রিৎ ততঃ । ঋতশ্চ ঋতধর্ম্মা চ বিহষ্ঠা বরুণো ক্রবঃ ॥ ৬৬

বিধারণশ্চতুর্থেঃশয়ং গৃহমেকগণঃ শ্বতঃ । ঈদৃকশ্চ সদৃকশ্চ এতাদৃকো মিতাশনঃ ॥ ৬৭

এতনঃ প্রসদৃকশ্চ ঋষভশ্চ মহাদশাঃ । তাদৃগুগ্রোধনির্ভাসো বিমুক্তো বিক্ষিপঃ সহঃ ॥ ৬৮

দ্যুতিস্বহৃগাধুষ্যো লাভঃ কামো ভয়ী বিরাট্ । উদেষণো গণো নাম বায়ুশ্চৈব তু সপ্তমে ॥ ৬৯

এতে সর্কে হরে রুপং রাজানো দানবা হরাঃ । সূর্যাদিপরিবারেণ যদ্বাঙা ইতিরে হরিম্ ॥ ৭০

ইতি ত্রিগুরুডে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

কব্র-উবাচ ।

সূর্যাদিপূজনং ক্রহি স্বায়ম্ভুবাদিভিঃ কৃতম্ । ভুক্তিমুক্তিপ্রদং সারং ব্যাস সংক্ষেপতঃ পরম্ ॥ ১

হরিকবাচ ।

সূর্যাদিপূজাং বক্ষ্যামি ধর্ম্মকামাদি-কারিকাম্ ॥ ২

ক্রোধশরবশ ও ধংষ্ট্রী । ক্রোধা মহাবলশালী মাংসাদী পিণাচগণ উৎপাদন করেন ; আর
হরভি গোগণ ও মহিষগণ প্রসব করিয়াছিলেন । ইরা হইতে সমুদ্রয় বৃক্ষ, লতা, বল্লী ও
ভৃগু-জাতির উৎপত্তি হয় । খগানাদী কক্ষপগৃহিণী হইতে যক্ষগণ ও রাক্ষসগণ এবং মুনিনাদী
জীর গর্ভে মপ্সরোগণের উৎপত্তি হইয়াছে । অরিষ্টা মহাসত্ব গন্ধর্কগণকে প্রসব করেন ।
দ্বিতীয় গর্ভে মরুৎ নামে একোনপকাশন দেবগণের উৎপত্তি হয় । এই মরুৎগণের নাম,
—একজ্যোতিঃ, বিজ্যোতিঃ, ত্রিজ্যোতিঃ, চতুর্জ্যোতিঃ, একশুক, দ্বিশুক, ত্রিশুক, ঈদৃক,
অন্ধাদৃক, সদৃক, প্রতিসদৃক, মিত, সমিত, হুমিত, ঋতজিৎ, সত্যজিৎ, হৃষেণ, সেনজিৎ,
অতিমিত্র, অমিত্র, দূরমিত্র, অজিৎ, ঋত, ঋতধর্ম্মা, বিহষ্ঠা, বরুণ, ক্রব, বিধারণ,
ঈদৃক, সদৃক, এতাদৃক, এতন, প্রসদৃক, ঋষভ, তাদৃক, উগ্র, ধনি, ভাস, বিমুক্ত, বিক্ষিপ, সহ,
দ্যুতি, বহু, অগ্নাধুষ, লাভ, কাম, ভয়ী, বিরাট্ ও উদেষণ । এই উনপকাশন বায়ু সকলেই
হরির অংশস্বরূপ । রাজা, দানব, দেব, সূর্য্য, যমুপ্রভৃতি সকলেই পরিবারবর্গের সহিত হরির
অর্চনা করেন । ৫৫—৭০ ।

ত্রিগুরুডপুরাণে পূর্বখণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়

কব্র কহিলেন, ব্যাস ! তুমি সংক্ষেপে স্বায়ম্ভুবাদিকৃত ভুক্তিমুক্তিপ্রদ ও সকল পূজার
সারস্বত সূর্যাদিপূজা কীৰ্ত্তন কর । হরি কহিলেন,—ধর্ম্মার্থকামমোকপ্রদ সূর্যাদিপূজা

ও সূর্য্যাসনার নমঃ । ও নমঃ সূর্য্যযুগ্মে । ও হ্রাং হ্রীং সঃ সূর্য্যায় নমঃ । ও সোমায় নমঃ ।
ও মঙ্গলায় নমঃ । ও বুধায় নমঃ । ও বৃহস্পত্যে নমঃ । ও শুক্রায় নমঃ । ও শনৈশ্চরায়
নমঃ । ও রাহবে নমঃ । ও কেতবে নমঃ । ও ভেদশ্চণ্ডায় নমঃ ইতি ॥ ৩

আসনাবাহনং পাণ্ডমর্য্যমাচমনং তথা । স্নানং বস্ত্রোপবীতকং গন্ধপুষ্পকং ধূপকম্ ॥ ৪

দীপককং নমস্কারং প্রদক্ষিণবিসর্জনে । সূর্য্যাदीনাং সদা কুর্যাদিত্তি মন্ত্রৈবৃষধ্বজ ॥ ৫

ও হ্রাং শিবাসনার নমঃ । ও হ্রাং শিবযুগ্মে নমঃ । ও হ্রাং হৃদরায় নমঃ । ও হ্রীং শিরসে নমঃ ।
ও হ্রুং শিখায়ে নমঃ । ও হ্রৈং কবচায় নমঃ । ও হ্রৌং নেত্রজরায় নমঃ । ও হ্রঃ অস্ত্রায় নমঃ । ও
হ্রাং শঙ্খোক্তায় নমঃ । ও হ্রীং বামদেবায় নমঃ । ও হ্রুং অধোরায় নমঃ । ও হ্রৈং তৎপুরুষায়
নমঃ । ও হ্রৌং ঈশানায় নমঃ । ও হ্রাং গৌর্যে নমঃ । ও হ্রাং গুরুভ্যো নমঃ । ও হ্রাং
ইন্দ্রাধিত্যো নমঃ । ও হ্রাং চণ্ডায় নমঃ । * ও বাহুদেবায় নমঃ । ও বাহুদেবযুগ্মে নমঃ ।
ও অং ও নমো ভগবতে বাহুদেবায় নমঃ । ও আং ও নমো ভগবতে সঙ্কর্ষণায় নমঃ । ও অং
ও নমো ভগবতে প্রহ্লাদায় নমঃ । ও অং ও নমো ভগবতে অনিরুদ্ধায় নমঃ । ও ও নারায়ণায়
নমঃ । ও তৎসমুদ্রস্থে নমঃ । ও হ্রুং বিষ্ণবে নমঃ । ও ক্রৌং নমো ভগবতে নরসিংহায়
নমঃ । ও ক্রুঃ ও নমো ভগবতে বরাহায় নমঃ । ও কং টং পং নং বৈনতেয়ায় নমঃ । ও
জং ধং বং স্বর্ধর্পনায় নমঃ । ও খং ঠং ফং বং গদায়ে নমঃ । ও বং লং মং কং পাকজ্ঞায়
নমঃ । ও ষং চং ভং হং প্রিঠে নমঃ । ও গং ঙং ঙং সং পুঠে নমঃ । ও যং ঞং বং সং
বনমালায়ে নমঃ । ও লং ঝং লং জীবৎসায় নমঃ । ও ঠং চং ভং যং কোক্তায় নমঃ । ও
গুরুভ্যো নমঃ । ও ইন্দ্রাধিত্যো নমঃ । ও বিশ্বক্সেনায় নমঃ ॥ ৬ ॥

আলানাদীনু হরিরেতৈর্মন্ত্রৈর্দেবতাদ্বন্দ্বজ । বিষ্ণুশক্তিঃ সরস্বত্যাঃ পূজাং শৃণু স্ততঃপ্রদাম্ ॥ ৭

ও হ্রীং সরস্বত্যা নমঃ । ও হ্রাং হৃদরায় নমঃ । ও হ্রীং শিরসে নমঃ । ও হ্রুং শিখায়ে নমঃ । ও
হ্রৈং কবচায় নমঃ । ও হ্রৌং নেত্রজরায় নমঃ । ও হ্রঃ অস্ত্রায় নমঃ ॥ ৮

প্রজ্ঞা ষষ্টিঃ কলা মেধা তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ প্রজ্ঞা মতিঃ । ঈকারাচ্চা নমোহস্তান্ত সরস্বত্যাচ্চ শক্তয়ঃ ॥ ৯

ও ক্ষেত্রপালায় নমঃ । ও গুরুভ্যো নমঃ । ও পরমগুরুভ্যো নমঃ ॥ ১০

বলিব । “ও সূর্য্যায় নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে আসন, আবাহন, পাণ্ড, অর্য্য, আচমন, স্নান,
বস্ত্র, বস্ত্রোপবীত, গন্ধ, পুষ্প, ও দীপদ্বারা অর্চনাপূর্ব্বক নমস্কার ও প্রদক্ষিণ করিয়া বিসর্জন
করিবে । হে বৃষধ্বজ । এই প্রকারে উল্লিখিত মন্ত্রে সর্বদা সূর্য্যাদি দেবতার
পূজা করিতে হয় । “হ্রাং শিবাসনার নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে আসনাদি দ্বারা হরির অর্চনা
করিবে । বৃষধ্বজ । অতঃপর বিষ্ণুশক্তি সরস্বতীর পূজা বলিতেছি প্রবণ কর । এই পূজা
স্ততঃপ্রদ । “ও হ্রীং সরস্বত্যা নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে সরস্বতীর অর্চনা করিবে । সরস্বতী
দেবীর আটটি শক্তি আছে, তাহাদের নাম প্রজ্ঞা, ষষ্টি, কলা, মেধা, তুষ্টি, পুষ্টি, প্রজ্ঞা ও
মতি । প্রতিশক্তির নামের আদিতে ঈকার এবং অস্ত্রে নমঃ বোঁগ করিয়া, (ও প্রজ্ঞায়ে
নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে) এই অষ্ট শক্তির পূজা করিতে হয় । “ও ক্ষেত্রপালায় নমঃ” ইত্যাদি

* ইতঃ পরং—ও হ্রাং অধোরায় নমঃ । ইত্যাদিকং কচিং ।

পদ্মাবতীঃ সরস্বত্যা আসবাস্ত্যং প্রকল্পয়েৎ । সূর্যাদীনাং যৈকর্ষকৈঃ পবিজারোহণং তথা ॥ ১১
ইতি ত্রিগড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

হরিকবাচ ।

ভূমিষ্ঠে যত্নে স্রাব্য যত্নে বিকূর্ষয়েৎ । পঞ্চরক্ষিকবর্ণেন বজ্রনাভঃ যত্নম্ ॥ ১
ষোড়শৈঃ কোঠকৈস্ত্রয় সন্নিভং কল্প কারয়েৎ । চতুর্ধ্বপঞ্চকোণেষু সূত্রপাতঃ কারয়েৎ ॥ ২
কোণসূত্রাদ্ভ্যন্তরতঃ কোণা য়ে তত্র সংস্থিতাঃ । তেষু চৈব প্রস্থসীত সূত্রপাতং বিচক্ষণঃ ॥ ৩
তদনন্তরকোণেষু এবমেব হি কারয়েৎ । প্রথমা নাভিকক্ষিষ্টা যথো রেখাপ্রসঙ্গমে ॥ ৪
অন্তরেযু চ সর্কেষু অষ্টৌ চৈব তু নাভয়ঃ । পূর্বখণ্ড্যমভিভ্যাসয় সূত্রং ভ্রাময়েৎ ॥ ৫
অন্তরেযু বিদ্বশ্চেষ্টেঃ পাণ্ডোনং ভ্রাময়েত্তর । অনেন নাভিসূত্রং কণিকারং ভ্রাময়েচ্ছিব ॥ ৬
কণিকার্য বিভাগেন কেশরানি বিচক্ষণঃ । তদগ্ৰেণ সঙ্গা বিদ্বান্ দলান্তেব সমালিখ্যেৎ ॥ ৭

যত্নে কেন্দ্রপাল, গুরু ও পরমগুরুর অর্চনা করিবে। অতঃপর যেতকমসবাসিনী সরস্বতী-
দেবীকে আগ্নাদি উপহার দান করিবে। সূর্যাদি দেবতার স্ব স্ব যত্নে অর্চন এবং
পবিজারোহণ করা কর্তব্য। ১—১১।

ত্রিগড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়ঃ

হরি বলিলেন,—মাধক যথাবিধি আনকার্য সমাপন করিয়া ভূমিস্থিত যত্নে যত্ন
নির্মাণপূর্বক সেই যত্নে বিকূর্ষ অর্চনা করিবে। পঞ্চবর্ণ-চূর্ণাবায়া বজ্রনাভযত্ন প্রস্তুত
করিতে হইবে। কল্প! যত্ন-অনুগ্রহাণী যবা,—একহস্ত পরিমিত চতুর্ধ্ব অঙ্কিত করিয়া,
তাহাকে ষোড়শ কোঠার বিভক্ত করিবে। অনন্তর চতুর্ধ্ব ও পঞ্চকোণে সূত্রপাত করিয়া
রেখা অঙ্কিত করিবে। পরে কোণসূত্রের উত্তর পার্শ্বে যে সকল কোণ আছে, তাহাতে
সূত্রপাত করিয়া রেখা দিবে এবং তদ্বধ্যে কোষ্ঠাতে কোণসূত্রপাত করিয়া রেখা অঙ্কিত
করিবে। এইরূপ কোণসূত্রদ্বয়ের নাভিস্থলে সূত্রপাত করিয়া রেখা অঙ্কিত করিবে। এই-
রূপ সূত্রপাত ও রেখা অঙ্কিত হইলে, দেখিতে পাইবে যে, মধ্যনাভির (যে স্থলে কোণ-
সূত্রদ্বয় মিলিত হয়, সেই মিলনস্থলকে নাভি বলে) চতুর্পার্শ্বে ঐরূপ আটটি নাভি হইয়াছে।
মধ্যনাভি হইতে পূর্বনাভি পর্য্যন্ত সূত্রপাত করিয়া, সেই সূত্র ভ্রামিত করিয়া বৃত্তাকার
রেখা অঙ্কিত করিবে। হে হর! বিগ্রহের পূর্বক ঐ বৃত্তাকার হ্রদের চতুর্ধ্বাংশ পরিভাগ
করিয়া সূত্রভ্রামণপূর্বক রেখাপাত দ্বারা আর একটি বৃত্ত করিবে। এইরূপ নাভির চতুর্দিকে
সূত্রে ভ্রামিত করিয়া বৃত্তাকার কণিকাক্ষের প্রস্তুত করিবে। কণিকার বিভাগ পরিমিত
কেশরক্ষেত্র হইবে। কেশরের অগ্রে দল (পত্র) লিখিবে। হে সূত্রত! পরমতত্ত্ববেত্তা

মৰ্কটেষু নাভিক্ষেত্রেষু মানেনানেন স্ততঃ । পদ্মানি তানি কুর্কীত দেশিকঃ পরমার্থবিৎ ॥ ৮
 আদিত্যবিভাগেন দ্বারানি পরিবন্ধয়েৎ । দ্বারশোভাং তথা তত্র তদর্শনং তু কল্পয়েৎ ॥ ৯
 কণিকাং পীতবর্ণেন সিতবর্ণানিকেশরান্ । অন্তরং নীলবর্ণেন দলানি অসিতেন চ ॥ ১০
 কৃষ্ণবর্ণেন রজসী চতুরশ্রং প্রপূরয়েৎ । দ্বারানি শুক্লবর্ণেন রেখাঃ পঞ্চ চ মণ্ডলে ॥ ১১
 সিতা রক্তা তথা পীতা কৃষ্ণা চৈব যথাক্রমম্ । বৃত্তৈশ্চ মণ্ডলঞ্চান্যো ক্রাসং তত্রার্চয়েচ্ছরিম্ ॥ ১২
 হনুধ্যো তু ক্রাসেদ্বিধুঃ কণ্ঠে মঙ্কৰ্ণং তথা । প্রহ্লাদং শিরসি কৃষ্ণ শিখায়ামনিকঙ্ককম্ ॥ ১৩
 তক্ষাণং মৰ্কটগাত্রেষু করয়োঃ শ্রীধরং তথা । অহং বিষ্ণুরিতি ধ্যাওয়া কণিকায়াম্ ক্রাসেচ্ছরিম্ ॥ ১৪
 কপ্তেৎ মঙ্কৰ্ণং পূৰ্বে প্রহ্লাদকৈব দক্ষিণে । অনিকঙ্কং পশ্চিমে চ তক্ষাণকোন্তরে ক্রাসেৎ ॥ ১৫
 শ্রীধরং কঙ্ককোণেষু ইন্দ্রাদীন দিক্ষু বিভ্রাসেৎ ।
 ততোহভ্যর্চ্য চ গচ্ছাধৈঃ প্রাপ্তুয়াৎ পরমং পদম্ ॥ ১৬

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূৰ্ব্বখণ্ডে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

সাধক এইরূপ ষ্ট নাভি-স্থানে উক্ত পরিমাণে অষ্ট পদ্মক্ষেত্র অঙ্কিত করিয়া পদ্ম অঙ্কিত করিবে। তৎপরে আদি স্তম্ভের (চতুরশ্রের) বিভাগানুসারে দ্বার অঙ্কিত করিয়া, তদর্শনপরিমাণে শোভা ও উপশোভা অঙ্কিত করিবে। চতুরশ্রের চতুর্দিকেই দ্বার, শোভা ও উপশোভা করিতে হয়। ১—৯।

এইরূপে মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া, ঐ মণ্ডল পঞ্চবর্ণ চূর্ণদ্বারা শুক্ল, পীত, রক্ত, কৃষ্ণ ও শ্যামল রঞ্জিত করিবে। পীতবর্ণচূর্ণদ্বারা কণিকা রঞ্জিত করিয়া, বেশট-সবল শুক্লবর্ণ কিংবা রক্তবর্ণ করিবে। সঙ্কটান-সবল নীলবর্ণ ও পদ্মপত্রগুলি কৃষ্ণবর্ণ চিত্রিত করিবে। চতুরশ্রের অবকাশ স্থানগুলি কৃষ্ণবর্ণ এবং দ্বারগুলি শুক্লবর্ণ করিয়া মণ্ডলের বহির্ভাগে পাঁচটি রেখা অঙ্কিত করিবে। ঐ সকল রেখা যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত, পীত, কৃষ্ণ ও শ্যামলবর্ণ চূর্ণদ্বারা রঞ্জিত করিবে। এইরূপে মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া হনুধ্যো হরির চর্চনা করিবে। প্রথমে ক্রাস করিবে, সেই ক্রাসের প্রণালী এই,—হৃদয়ে ও বিম্বে নমঃ, কণ্ঠে ও মঙ্কৰ্ণায় নমঃ, মণ্ডকে ও প্রহ্লাদায় নমঃ, শিখায়ানে ও অনিকঙ্কায় নমঃ, মৰ্কটগাত্র ও তক্ষাণে নমঃ, হস্তদ্বয়ে ও শ্রীধরায় নমঃ, এইরূপে স্বীয় শরীরে ক্রাস করিয়া স্বীয় আত্মাকে হরির রূপে ধ্যান করিয়া কণিকা-স্থানে হরিকে স্থাপন করিবে। মণ্ডলের পূর্বদ্বারে মঙ্কৰ্ণ, দক্ষিণদ্বারে প্রহ্লাদ, পশ্চিমদ্বারে অনিকঙ্ক, উত্তরদ্বারে তক্ষা, ইন্দ্রানকোণে শ্রীধর, এই সকল দেবতা স্থাপনপূর্বক পূর্বদিকে ইন্দ্র, অগ্নিকোণে অগ্নি, দক্ষিণদিকে যম, তৈৰ্কটকোণে নিৰ্জতি, পশ্চিমদিকে বরুণ, বায়ুকোণে বায়ু, উত্তরদিকে কুবের, ইন্দ্রানকোণে ইন্দ্রান, এই অষ্টদিক্‌পাল স্থাপন করত গচ্ছাদি উপহারে অর্চনা করিবে। মানব এইরূপ অর্চনা করিলে পরমপদ প্রাপ্ত হয়। ১০—১৬।

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবমোহিত্যাস্তঃ ।

হরিকথাচ ।

সমগ্রী দীক্ষিতঃ শিষ্যো বহুনেত্রস্ত বাসনা । অষ্টোহতিশতং তস্ত মূলমন্ত্রেণ হোময়েৎ ॥ ১
 ত্রিগুণং পুত্রকে হোমং ত্রিগুণং সাধকে মতম্ । নির্লাণদেশিকে ক্রতু চতুর্গুণ-মুদাকৃতম্ ।
 গুরুবিকৃষিক্রীণাং হস্তা বজ্রাশ্চ দীক্ষিতৈঃ ॥ ২
 অথ দীক্ষাং প্রবক্ষ্যামি ধর্মাধর্মকল্পকরীম্ । উপবেশ্য বহিঃ শিগ্যানু ধারণাং তেষু কারয়েৎ ॥ ৩
 বায়ব্যা কলয়া ক্রতু শোণমানান্ বিচিস্তয়েৎ । আগ্নেয়া দহমানাশ্চ প্রাবিতানস্তস্য পুনঃ ॥ ৪
 তেজস্তেজসি তং জীব-মেকীকৃত্য সমাক্ষিপেৎ । প্রণবং চিস্তয়েদ্যোম্মি শরীরেহুৎ তু কারণম্ ॥ ৫
 ঐকৈকং ঘোজয়েৎ তত্র ক্ষেত্রজং দেহধারণাৎ । উৎপাতং ঘোজয়েৎ পশ্চাৎ-দৈকৈকং বুধভরণজ ॥ ৬
 মণ্ডলাদি-বশস্তস্ত কল্পয়িত্বার্চয়েচ্ছরিং । চতুর্দ্বারং ভবেচ্ছত্ৰ ত্র্যম্বকীর্থাদমুক্রমাৎ ॥ ৭
 হস্তং পদাং সমাখ্যাতং পদ্মাণ্যমূলয়ঃ স্তবীঃ । কর্ণিকাতলহস্তস্ত নখাস্তস্ত তু কেশরাঃ ॥ ৮
 তত্রার্চয়েচ্ছরিং ধ্যায়া হৃদ্যেস্থ্যাস্তুরেব চ । তং হস্তং পাতয়েন্নুর্ধ্বা শিগ্যানু তু সমাহিতঃ ॥ ৯
 হস্তে বিষ্ণুঃ স্তিতে । সম্মা-বিকৃহস্তস্ততঃপদম্ । নশস্তি স্পর্শনাত্তস্ত পাতকানুখিলানি চ ॥ ১০
 গুরুঃ শিগ্যানু সমভ্যচ্চা নেত্রে বদন্তে তু বাসনা ।

নবম অধ্যায়

হরি বলিলেন,—সমগ্রী অর্থাৎ নিয়ম-পালন-তৎপর সাধক দীক্ষিত হইয়া বস্ত্রদ্বারা নেত্র বহনপূর্বক তাহার মূলমন্ত্রে অষ্টোহতিশত আচুতি প্রদান করিয়া হোম করিবে । হে ক্রতু ! পুত্রকামী ব্যক্তির পক্ষে ত্রিগুণ (ষোড়শ শত) দেবতা সাধনে ত্রিগুণ (চতুষ্কিংশতি শত) এবং নির্লাণ-মুক্তি কামনায় চতুর্গুণ (ষাট্ৰিংশৎশত) সংখ্যক হোম নির্ধারিত আছে । গুরু, বিষ্ণু, ত্র্যম্বক ও জীলোকের হিংসাকারী নরগণ দীক্ষার অযোগ্য । অনন্তর ধর্মাধর্মবিনাশিনী দীক্ষার বিধি বলিতেছি । হে ক্রতু ! শিগ্গণকে বহির্দেশে উপবেশিত করাইয়া তাহাদের শরীরে এইরূপ চিন্তা করিবে । বায়বীয়কলা অর্থাৎ ধং বীজ দ্বারা শিগ্গণকে শোণমান, আগ্নেয়কলা অর্থাৎ রং বীজ দ্বারা দহমান এবং বাক্কণকলা অর্থাৎ বং বীজ দ্বারা প্রাব্যমান চিন্তা করিবে । পরে তেজোরাশিতে তেজঃ নিক্ষেপ করিয়া জীবাগ্না ও পরমাগ্ন্যের ঐক্যজ্ঞান করিবে । অনন্তর “ও” মন্ত্র জপ করিয়া আকাশাদি হইতে স্বশরীরে আকাশাদি গ্রহণ করিবে । এইরূপে এক এক ভূত আকর্ষণপূর্বক যোগ করিয়া নূতন শরীর নির্মাণ করিবে এবং তাহাতে আত্মা স্থাপন করিয়া নূতন দেহ চিন্তা করিবে । বুধধনজ ! যে ব্যক্তি মণ্ডলাদি নির্মাণ করিতে অক্ষম হইবে, সেই সাধক মানসিক-মণ্ডল কল্পনা করিয়া হরির অর্চনা করিবে । সেই মানসিক-মণ্ডল চতুর্দ্বারবিশিষ্ট হইবে এবং তাহাকে ত্র্যম্বকীর্থনরূপ জানিবে । ১—৭ ।

গুরু দ্বীয় হস্তকে পদাংকরূপ, অঙ্গুলিসকলকে পদ্মাকরূপ, হস্ততলকে কর্ণিকাকরূপ ও নখ-সকলকে কেশরাকরূপ জ্ঞান করিয়া, সেই হস্তপাদে হরির ধ্যান করিয়া অর্চনা করিবেন । গুরু সংযতমনে ঐ হস্ত শিষ্যের মস্তকে স্থাপন করিবেন । হস্তে থয়ং বিষ্ণু অবস্থিতি করিতেছেন, স্তবরাং ঐ হস্ত বিষ্ণুধরূপ । হস্তস্পর্শমাত্র অবিল পাতক বিনষ্ট হইয়া যায় । গুরু শিষ্যকে

দেবস্ত প্রবৃৎ কৃত্বা পুষ্পানি মোচয়েত্ততঃ । পুষ্পং নিপতিতং যত্র যুজ্যে দেবস্ত শার্জিনঃ ॥ ১১
 তন্মাস কারয়েত্তত্র ত্রীণাং নাথাক্ষিতং স্বকম্ । পুষ্পাণাং দানসংযুক্তং কারয়েত্তু বিচক্ষণঃ ॥ ১২
 ইতি ত্রিণাক্ষড়ে মহাপুরাণে পূর্বধণ্ডে নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোহধ্যায়ঃ

হরিকৃষাচ ।

দেবীপূজাং প্রবক্ষ্যামি কৃত্তিলাদিষু সিদ্ধয়ে ॥ ১ ॥ ও ত্রি মহালক্ষ্মী নমঃ ॥ ২
 প্রাং ত্রি ক্রং ত্রৈং প্রৌং অঃ ক্রমাক্ষতমক শিরঃ শিখাং কবচং নেত্রমক্ষর আসনং মুক্তিমর্চ্চয়েৎ ॥ ৩
 মণ্ডলে পদ্মগর্ভে চ চতুর্দ্বারি রজোহবিশিভে । চতুঃষষ্ঠ্যস্তষষ্ঠ্যাদি থাক্ষেখান্যাদি মণ্ডলম্ ।
 দীক্ষীন্দুর্ধ্বাগং সর্কং খাদিবেদেন্দুবর্জনাৎ ॥ ৪
 লক্ষ্মীমন্ত্রানি চৈকম্বিন্ কোণে দুর্গাং গণং গুরুম্ । ক্ষেত্রপালমখ্যায়াণৌ হোমাক্ষহাব কামতাক্ষ ॥ ৫
 ও ষং টং ভং হং ত্রিঃ মহালক্ষ্মী নমঃ ॥ ৬ ॥ অনেন পূজয়েন্নক্ষীং পূর্বোক্ত-পরিবারকৈঃ ॥ ৭
 ও সৌং সরস্বতী নমঃ । ও ত্রিঃ সৌং সরস্বতী নমঃ । ও হ্রীং বম বম বাখাদিনি স্বাহা ।
 ও হ্রীং সরস্বতী নমঃ ॥ ৮

ইতি ত্রিণাক্ষড়ে মহাপুরাণে পূর্বধণ্ডে দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

অর্চনা করিয়া বস্ত্রখারা শিখোর নেত্রদ্বয় বন্ধনপূর্বক দেবতার সম্মুখে পুষ্পাঞ্জলি পাতিত
 করিবেন । অঞ্জলিহ পুষ্প যে স্থলে পতিত হইবে, তাহাই বিষ্ণুর মন্তক । তৎপরে বিচক্ষণ
 গুরু, শিখোর নামকরণ করিবেন । ত্রাখণাদির নামে দেবশর্মাদি উপাধি, ত্রীলোকের নামে
 নিজ নিজ পতির উপাধি ও পুত্রনামে দান শব্দ যোগ করিতে হয় । ৮—১২ ।

ত্রিগরুড়পুরাণে পূর্বধণ্ডে নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়ঃ

হরি কহিলেন, লক্ষ্মীদেবীর পূজা বলিব । মন্ত্রসিদ্ধিলাভের নিমিত্ত কৃত্তিলাদিতে পূজা
 করা কর্তব্য । প্রাং ক্রমাক্ষর নমঃ, ত্রিঃ শিরসে বাহা, ক্রং শিখার ববট, ত্রৈং কবচায় হ্রং, প্রৌং
 নেত্রদ্বয়ার বোষট, অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট, এই প্রকারে করানন্তান করিয়া “ও ত্রি মহালক্ষ্মী
 নমঃ”, এই মন্ত্রে পূজা করিবে । পদ্মগর্ভ চতুর্দ্বারবিশিষ্টমণ্ডল প্রস্তুত করিয়া, সেই মণ্ডল
 পঞ্চবর্ণ চূর্ণখারা রঞ্জিত করিয়া, তাহাতে পূজা করিবে । মণ্ডলমধ্যে লক্ষ্মী ও তাঁহার অঙ্গ-
 দেবতার পূজা করত কোণে দুর্গা ও তাঁহার গণদেবতার পূজা করিবে । তৎপরে অগ্ন্যাদি
 কোণে গুরু ও ক্ষেত্রপালের পূজা করিয়া হোম করিতে হইবে । ইহা দ্বারা সর্কাতীষ্ট সম্পন্ন
 হয় । অনন্তর “ও ষং টং ভং হং ত্রিঃ মহালক্ষ্মী নমঃ” এই মন্ত্রে পরিবারগণের সহিত লক্ষ্মীর
 পূজা করিবে । পরে “ও সরস্বতী নমঃ” এই মন্ত্রে সরস্বতীদেবীর পূজা করিবে । ১—৮ ।

ত্রিগরুড়পুরাণে পূর্বধণ্ডে দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশোহাধ্যায়ঃ ।

হরিকৃষ্ণাচ ।

নব্যবৃহদ্বার্কচনং বক্ষ্যে যদ্বক্ষ্যে কপিলায় হি । জীবমুৎক্ষিপ্য বৃদ্ধানং নীত্বা যোয়ি নিবেশয়েৎ ॥ ১ ॥
ততো রমিতি বীজেন দহেভূতান্নকং বপুঃ । যমিত্যেনেন বীজেন তচ্চ সর্গং বিনাশয়েৎ ॥ ২ ॥
জমিত্যেনেন বীজেন প্রাণয়েৎ সচরাচরম্ । যমিত্যেনেন বীজেন চিত্তয়েদমৃতং ততঃ ॥ ৩ ॥
ততো বৃদ্ধমধ্যে তু পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ । অহং যতন্তথাগ্যানং ধ্যানেন পরিচিস্তয়েৎ ॥ ৪ ॥
মহত্ত্বাসং ততঃ কুর্যাৎ ত্রিবিধং করমেহয়োঃ । ষাদশাক্ষরবীজেন উক্তবীজৈরনন্তরম্ ।
ষড়ঙ্গেন ততঃ কুর্যাৎ সাক্ষাদ্ যেন হরির্ভবেৎ ॥ ৫ ॥
দক্ষিণাঙ্গুলমারভ্য মধ্যাঙ্গুলং দলে ক্রমেৎ । মধ্যে বীজদ্বয়ং ক্রান্ত ক্রমেদঙ্গং ততঃ পুনঃ ॥ ৬ ॥
হৃচ্ছিরসি শিখাবর্গ-বক্তৃক্ষাদবপুষ্ঠতঃ । বাহ্যেচ্চ করোজ্যোঃ পাদয়োশ্চাপি বিস্তরেৎ ॥ ৭ ॥
পদ্মাকারো করো কৃত্বা মধ্যেহঙ্গুলং নিবেশয়েৎ । চিত্তয়েৎ তত্র সর্কেশং পরং তত্ত্বমনাময়ম্ ॥ ৮ ॥
ক্রমাক্ষেতানি বীজানি তর্জ্জনাদিষু বিস্তরেৎ । ততো বৃদ্ধাক্ষিবক্ষেষু কণ্ঠেষু হৃদয়ে তথা ॥ ৯ ॥
নাভৌ গুহে তথা জাযোঃ পাদয়োর্লিঙ্গমেৎ ক্রমাৎ । পানোঃ ষড়ঙ্গবীজানি ক্রান্ত কায়ৈ ততো
স্তরেৎ । অঙ্গুষ্ঠাদি কনিষ্ঠান্তং বিস্তরেৎ বীজপঞ্চকম্ ॥ ১০ ॥
করমধ্যে নেত্রবীজ-মহত্ত্বাঃপ্রেহ্যয়ং ক্রমঃ । হৃদয়ে হৃদয়ং ক্রান্ত শিরঃ শিরসি বিস্তরেৎ ॥ ১১ ॥
শিখায়াক্ শিখাং ক্রান্ত কবচং সর্গবস্ত্রনো । নেত্রে নেত্রে বিধাতব্যে অঙ্গুলক করয়োজ্যোঃ ॥ ১২ ॥

একাদশ অধ্যায়ঃ

হরি বলিলেন—গুরু কল্পনের নিকট যে নব্যবৃহদ্বার্কচন বলিয়াছিল, তাহা বলিতেছি শুন ।
প্রথমতঃ জীবাণ্ডাকে মস্তকে নীত করিয়া আকাশে নিবেশিত করিবে । পরে ‘রং’ বীজ-
দ্বারা পাকভৌতিক দেহ দত্ত করিয়া, ‘ং’ বীজে সমস্ত দেহ বিনাশ করিবে । অনন্তর ‘জং’
বীজদ্বারা সমুদায় দেহ অমৃতপ্রাপ্ত করিবে, পরে ‘বং’ বীজে পুনর্বার আশনাকে সজীব
চিত্তা করিবে । তারপর হৃদয়মধ্যে আত্মাকে পীতাবর ও চতুর্ভুজ চিত্তা করত ধ্যান করিবে ।
মহত্ত্বাস, করন্তাস ও অঙ্গন্তাস, এই ত্রিবিধ ক্রান্ত করা কর্তব্য । ষাদশাক্ষর মন্ত্রের প্রত্যেক
বর্ণ-দ্বারা মহত্ত্বাস করিয়া ষড়ঙ্গক্রান্ত করিতে হয় । এই ক্রান্ত করিলে সাধক নারায়ণতুল্য
হইতে পারে । দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিতে আরম্ভ করিয়া মধ্যাঙ্গুলি পর্যন্ত ক্রান্ত করিবে ।
পরে মধ্যে বীজদ্বয় ক্রান্ত করিয়া ঐ সকল বীজ পুনর্বার অঙ্গুলিতে ক্রান্ত করিতে হইবে । তৎপরে
হৃদয়ে, মস্তকে, শিখাঙ্গানে, কবচস্থানে, মুখে, চক্ষুতে, উদরে, পৃষ্ঠে, বাহুদ্বয়ে, করদ্বয়ে,
জাহ্নবদ্বয়ে ও পদ-দ্বয়ে ন্যাস করিবে । হস্তদ্বয় পদ্মাকার করত, মধ্যে অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি নিবেশিত
করিবে । এইরূপ মুদ্রাবন্ধন করিয়া, সেই মুদ্রাতে পরমতত্ত্বময় অনাময় সর্কেশ্বর নারায়ণকে
চিত্তা করিবে । ক্রমাক্রমে ঐ সকল বীজ তর্জ্জনাদি অঙ্গুলিতে ক্রান্ত করিবে । পরে
মস্তকে, চক্ষুতে, মুখে, কণ্ঠে, হৃদয়ে, নাভিতে, গুহে, জাহ্নবদ্বয়ে ও পাদদ্বয়ে ঐ সকল বীজ ন্যাস
করিবে । হস্তদ্বয়ে কর ক্রান্ত ও ষড়ঙ্গক্রান্ত করিয়া বীজ পরীয়ে ঐ সকল বীজ ন্যাস কর্তব্য ।
অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্যন্ত পঞ্চবীজ ন্যাস করিবে, হৃদয়মধ্যে নেত্রবীজ ক্রান্ত করিবে ।
অঙ্গন্যাসেও এইরূপ বিধি জানিবে । হৃদয়ে নমঃ, মস্তকে বাহা, শিখাঙ্গানে ববট্, হুঁ, নেত্রে
বৌদট্, হস্তদ্বয়ে ফট্, এই সকল বীজদ্বারা তত্ত্বস্থানে ন্যাস করিবে । ১—১২ ।

ভেদৈব চ দিশো বজ্রা পূজাবিধি-মথারভেৎ । হৃদয়ে চিহ্নয়েৎ পূৰ্ণং যোগপীঠং সমাহিতং ॥ ১৩
 ধৰ্ম্মং জ্ঞানঞ্চ বৈরাগ্যমৈশ্বর্যঞ্চ যথাক্রমম্ । আগ্নেয়াদৌ চ পূৰ্ণাদাবধৰ্ম্মাদৌঃশ্চ বিহ্রসেৎ ॥ ১৪
 এতিঃ পরিচ্ছন্নতনুং পীঠভূতং তদাঙ্গকম্ । অনন্তং বিহ্রসেৎ পশ্চাৎ পূৰ্ণকায়োন্নতস্থিতম্ ॥ ১৫
 ততো বিদ্যাসরোজাতং দলান্ধমদিগ্-দলম্ । মিতাক্তং শতপদ্মাতাং বিশ্রকীর্ণৌদ্ধকণিকম্ ॥ ১৬
 ধাত্বা বেদাদিনা পশ্চাৎ স্বৰ্ঘ্যসোমানলাঅনাম্ । মণ্ডলানি ক্রমাদেবমুপযু্যপরি চিহ্নয়েৎ ॥ ১৭
 ততঃ পূৰ্ণাঃ দিক্‌সংস্থাঃ শক্তিীঃ কেশবগোচরাঃ । বিমলাদ্যা ন্যসেদন্তৌ নবমীং কণিকাগতাম্ ॥
 এবং ধাত্বা সমভার্তা যোগপীঠ-মনস্তরম্ । মনসা বাহু তদ্রেশং হরিং শাক্ৰং ক্রসেৎ পুনঃ ॥ ১৯
 হৃদয়াদৌনি পূৰ্ণাঃ চতুর্দিক্‌গ্-দলযোগতঃ । মধ্যে নেত্রঞ্চ কোণেষু অঙ্গমঙ্গং ক্রসেৎ ততঃ ॥ ২০
 মক্ষৰ্ণবাণি-বীজানি পূৰ্ণানিক্রম-যোগতঃ । দ্বারি পূৰ্ণা পরে চৈব বৈনতেয়াস্ত বিন্যসেৎ ॥ ২১
 সুদৰ্শনং মহেশ্বরং দক্ষিণে দ্বারি বিহ্রসেৎ । শ্রিয়ং দক্ষিণতো নাস্ত লক্ষ্মীমুত্তরতস্থতা ॥ ২২
 বায়ু্যস্তরে গদাং নাস্ত শম্ভুং কোণেষু বিহ্রসেৎ । দেবদক্ষিণতঃ শাক্ৰং বামে চৈব স্বধীর্ন্যসেৎ ॥
 তদ্বৎ খড়্গাচ্চ চৰ্ম্মা ক্রসেৎ পার্শ্বদ্বয়ে দ্বয়ম্ । ততোহস্তমৌকপালান্শ্চ হৃদিগ্-ভেদেন বিহ্রসেৎ ॥
 বজ্রাদীনামুধাৎশ্চ তথৈব বিনিবেশয়েৎ । উৰ্দ্ধং ব্রহ্ম তথানন্ত-মধশ্চ পরিচিহ্নয়েৎ ॥ ২৪
 মৰ্দ্দাং ধাত্বেতি সম্পূজা মুদ্রাঃ সন্মার্শয়েত্ততঃ । অঞ্জলিঃ প্রথমা মুদ্রা ক্রিপ্রং দেবশ্রমাদনী ॥ ২৬

ফট্ এই মন্ত্রে বিধিজন করিয়া পূজাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে । প্রথমে অনন্যমনাঃ হইয়া হৃদয়ে যোগপীঠ চিহ্না করিবে । অগ্ন্যাধিকোণে মক্ষাদি এবং পূৰ্ণাধিদিকে মধুমাণি ন্যাস করিবে, অর্থাৎ অগ্নিকোণে ঐ মক্ষায় নমঃ, নৈঋতকোণে ঐ জ্ঞানায় নমঃ, বায়ুকোণে ঐ বৈরাগ্যায় নমঃ এবং ঐশানকোণে ঐ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ, পূৰ্ণদিকে ঐ অধর্ম্মায় নমঃ, দক্ষিণদিকে ঐ অজ্ঞানায় নমঃ, পশ্চিমদিকে ঐ অবৈরাগ্যায় নমঃ এবং উত্তর দিকে ঐ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ, ন্যাস করিবে । এইরূপ ন্যাসে শুদ্ধদেহ হইয়া আপনাকে পীঠস্বরূপ জ্ঞান করত হৃদয়ে অনন্তদেবকে চিত্তা-পূৰ্ণক পূৰ্ণকায় উন্নত করিয়া উপবিষ্ট হইবে । পরে বিদ্যাসরোবরজাত, অষ্টদলবিশিষ্ট, চতুর্দিকে সমপরিমাণাবিত উৰ্দ্ধ-কণিক শতপদ্মাবিত খেতপদ্ম বিস্তীর্ণ চিত্তা করত চন্দ্র-স্বৰ্ঘা অগ্নি ময় মণ্ডলত্রয় ক্রমাক্রমে উপযু্যপরি ধ্যান করিবে । তারপর পূৰ্ণাদি অষ্টদিকে কেশবের বিমলাদি অষ্টপত্রি জ্ঞান করিয়া কণিকাতে নবমী শক্তির বিস্তার করিবে । এইরূপ যোগপীঠ ধ্যান ও পূজা করিয়া মনে মনে ঈশ্বর শাক্ৰং হরিকে আবাহন করত মণ্ডলে বিস্তার করিবে । পূৰ্ণাঃ চতুর্দিক্‌গ্-দল চতুর্দলে হৃদয়াদি জ্ঞান করিবে, অর্থাৎ পূৰ্ণদলে হৃদয়ায় নমঃ, দক্ষিণদলে নিরসে দ্বাহা, পশ্চিমে শিখারৈ বঘট্, উত্তরদলে কবচায় হুঁ, মধ্যে নেত্রজয় যৌবট্, কোণে অস্ত্রায় ফট্, এইরূপ জ্ঞান করিবে । ১৩—২০ ।

পূৰ্ণাধিদিকে যথাক্রমে মক্ষৰ্ণবাণি বীজ জ্ঞান করিবে । পূৰ্ণবারে ঐ বৈনতেয়ায় নমঃ, পশ্চিমবারে ঐ সুদৰ্শনায় নমঃ, দক্ষিণবারে ঐ মহেশ্বরায় নমঃ, ঐ শ্রীয়ে নমঃ, উত্তরবারে ঐ লক্ষ্মী নমঃ, ঐ গদায় নমঃ, কোণে ঐ শম্ভুয় নমঃ, দেবতার দক্ষিণে ও বামে ঐ শাক্ৰায় নমঃ, দক্ষিণপার্শ্বে ঐ খড়্গায় নমঃ, বামপার্শ্বে ঐ চৰ্ম্মায় নমঃ ; মণ্ডলমধ্যে পূৰ্ণাধিদিকে ইন্দ্রাদি দিক্‌পালের পূজা করিবে । এইরূপে বজ্রাদি অস্ত্রপূজা করিয়া উৰ্দ্ধে 'ঐ ব্রহ্মণে নমঃ,' অধোদেশে 'ঐ অনন্তায় নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে । উক্ত দেবতাগণের ধ্যান ও

বন্দনী হনরাশক্তা সার্বঃ দক্ষিণতোমুখা । উৰ্দ্ধাঙ্গুষ্ঠো বামমুষ্টি-দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠবন্ধনঃ ॥ ২৭
 সবাশ্র তস্ত চাঙ্গুষ্ঠো যঃ স উৰ্দ্ধঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ । তিস্রঃ সাধারণা হেতা মুষ্টিভেদেন কল্পিতাঃ ॥ ২৮
 কনিষ্ঠাদিপ্রয়োগেন অষ্টো মুদ্রা যথাক্রমম্ । অষ্টানাং পূৰ্ব্বগীতানাং ক্রমশঃপ্রবোধয়েৎ ॥ ২৯
 অঙ্গুষ্ঠেন কনিষ্ঠাস্তং নমসিঃস্মৃতিভ্রমম্ । মূদ্রেয়ং নরসিংহস্ত হ্রাজঃ কৃত্বা করপ্রমম্ ॥ ৩০
 সগহস্তং তথোত্তানং কৃতোৰ্দ্ধং ত্রায়য়েচ্ছনৈঃ । নবমীয়াং শ্রুত্বা মুদ্রা বারাহীতি মতা সদা ॥ ৩১
 মুষ্টিবদ্যমথোত্তান-মূৰ্দ্ধৈকেকেন যোচয়েৎ । কৃষ্ণয়েৎ সঙ্গমুদ্রাঞ্চ অঙ্গমুদ্রেয়-মুচ্যতে ॥ ৩২
 মুষ্টিবদ্যমথো বন্ধু এবমেবানুপূৰ্ণাঃ । দশানাং লোকপালানাং মুদ্রাঞ্চ ক্রমযোগতঃ ॥ ৩৩
 স্বরমাকং দ্বিতীয়ঞ্চ উপাশ্রয়াকাস্তমেব চ । বাহুদেবো বলঃ কামো অনিরুদ্ধো যথাক্রমম্ ॥ ৩৪
 প্রণবস্তংসদিতোত্তং হুঁ ক্ষৌ সুরিতি মন্ত্রকাঃ । নারায়ণস্তথা তক্ষা বিষ্ণুঃ সিংহো বরাহরাট্ ॥ ৩৫
 নি হারুণহরিদ্রাভা-নীলশ্রামললোহিতাঃ । মেঘাগ্রিমধুপিঙ্গাভা-বর্ণভো নবনামকাঃ ॥ ৩৬
 কং টং জং লং গকজান্ স্ত্রা-জং যং যং চ স্মদর্শনম্ ।
 কং চং ফং বং গদা দেবী বং কং মং লং চ শঙ্খকম্ ॥ ৩৭
 গং ঢং বং ভং হং ভবেচ্ছীশ্চ গং ডং বং শং চ পুটিকাঃ ।
 ধং বং চং বনমালা স্ত্রাং শ্রীংসং দং গং ভবেৎ ॥ ৩৮

পূজা করিয়া মুদ্রা প্রদর্শন করিবে । অঙ্গুলি বন্ধন করিলে, সেই প্রথম মুদ্রা হইবে । এই মুদ্রা প্রদর্শনমাত্র দেবতা প্রসন্ন হন । পূৰ্ণমুদ্রা হনরাশক্ত হইলে বন্দনী মুদ্রা হয় । এই মুদ্রা দক্ষিণভাগে কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া বামহস্তে মুষ্টিবন্ধন করিয়া অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি উৰ্দ্ধদিকে রাখিবে এবং দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠাধারা বন্ধন করিবে । পূৰ্ব্বাং মুদ্রা বন্ধন করিয়া দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ উৰ্দ্ধদিকে রাখিবে । এই সাধারণ ত্রিবিধ মুদ্রা দেবতার মুষ্টিবিশেষে কল্পনা করিতে হয় । কনিষ্ঠাদি অঙ্গুলি প্রয়োগদ্বারা ক্রমশঃ অষ্ট প্রকার মুদ্রা বন্ধন করিবে । এই মুদ্রার সহিত পূৰ্ব্বোক্ত অষ্ট বীজ মন্ত্র করিবে । ২১—২২ ।

উভয় হস্ত অধোমুখ করিয়া অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিহারঃ মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা এই অঙ্গুলিভ্রমকে নম্র করিয়া রাখিবে । ইহা নরসিংহদেবের মুদ্রা নামে কথিত । দক্ষিণ হস্ত উত্তানীকৃত করিয়া উৰ্দ্ধে পুনঃ পুনঃ লামিত করিবে । এই মুদ্রা বরাহদেবের অতিপ্রিয় । ইহা নবমী মুদ্রা । উভয় হস্তের মুষ্টি উত্তানভাবে রাখিয়া যথাক্রমে এক একটা অঙ্গুলী সরল করিয়া মুষ্টিবদ্য যোচন করিবে । পুনর্বার ত্রৈকুণে সকল অঙ্গুলীকে আকৃষ্ট করিয়া লইবে । ইহার নাম অঙ্গমুদ্রা । পূৰ্ব্বক্রমামুসারে মুষ্টিবদ্য বন্ধন করিলে ক্রমানুসারে দণ্ডিকপালের দশ দশ মুদ্রা হইবে । উক্তরূপে মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া অং বাহুদেবার নমঃ, আং বলার নমঃ, অং কামার নমঃ, অঃ অনিরুদ্ধায় নমঃ, ঔ নারায়ণায় নমঃ, তৎসং তক্ষণে নমঃ, হুঁ বিষ্ণবে নমঃ, ক্ষৌ নর-সিংহায় নমঃ, কুঃ বরাহায় নমঃ, এই সকল মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে । উক্ত নব দেবতার বর্ণ কথিত হইতেছে,—বাহুদেব স্বেতবর্ণ, বলদেব অরুণবর্ণ, কামদেব হরিদ্রাবর্ণ, অনিরুদ্ধ নীল-বর্ণ, নারায়ণ স্ত্রামলবর্ণ, তক্ষা রক্তবর্ণ, বিষ্ণু মেঘবর্ণ, নরসিংহ অগ্নিবর্ণ এবং বরাহ পিঙ্গলবর্ণ । ৩৩—৩৬ ।

কং টং জং লং শং এই মন্ত্রে গকড, কং যং বং এই মন্ত্রে স্মদর্শন, বং চং ফং বং এই মন্ত্রে গদা, বং লং মং কং এই মন্ত্রে শঙ্খ, গং ঢং বং ভং হং এই মন্ত্রে লক্ষী, গং ডং বং শং এই

হং ডং বং কোত্ততঃ কোত্তশামন্তো বহমেব চ । ইত্যাদানি যথাযোগং দেবদেবত বৈ দশ ॥ ৩৯
 গরুড়োহম্বুজসঙ্কাশো গদা চৈবাসিতাকৃতিঃ । পুষ্টিঃ শিরীষপুষ্পাতা লক্ষীঃ কাকবসন্তিতা ॥ ৪০
 পূর্ণচন্দ্রনিভঃ শম্বুঃ কোত্ততস্তরুণকৃতিঃ । চক্রং সূর্য্যসংস্রাতং ত্রিবংসঃ কুম্ভসন্তিতঃ ।
 পঞ্চবর্ণনিভা মালা হনন্তো মেঘসন্তিতঃ ॥ ৪১
 বিদ্যাক্ষপাণি চাক্ষাণি বাণি নোক্তানি বর্ণতঃ । অর্ঘ্যপাণ্যাদি বৈ দ্বত্যাং পুণ্ডরীকাক্ষচিত্রা ॥ ৪২

ইতি ত্রিগরুড়ো মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

ঈকাদশোহধ্যায়ঃ

হরিকৃবাচ ।

পূজাহুক্রমসিদ্ধার্থঃ পূজাহুক্রম উচ্যতে । ঐ নম-ইত্যাদৌ পরমাআহুসংস্কৃতিঃ ॥ ১

যং বং জং রমিতি কার্যত্বিঃ । ঐ নমঃ ইতি চতুর্ভূজাশ্ব-কার্যনির্মাণম্ ॥

তত্ত-ত্ৰিবিধাকার-কার্যবিস্তারঃ । ততো হৃদিশ-যোগপীঠপূজা ॥ ২ ॥

ঐ অনন্তায় নমঃ । ঐ ধর্ম্মায় নমঃ । ঐ জ্ঞানায় নমঃ । ঐ বৈরাগ্যায় নমঃ । ঐ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ ।
 ঐ অধর্ম্মায় নমঃ । ঐ অজ্ঞানায় নমঃ । ঐ অবৈরাগ্যায় নমঃ । ঐ অঐশ্বর্য্যায় নমঃ । ঐ পদ্মায়
 নমঃ । ঐ আদিত্যমণ্ডলায় নমঃ । চন্দ্রমণ্ডলায় নমঃ । ঐ বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ । ঐ বিমলায় নমঃ ।
 ঐ উৎকর্ষিণ্যে নমঃ । ঐ জ্ঞানায় নমঃ । ঐ ক্রিয়ায় নমঃ । ঐ অজ্ঞানায় নমঃ । ঐ অক্রিয়ায়
 নমঃ । ঐ বেগায় নমঃ । ঐ ঐশ্ব্যে নমঃ । ঐ সত্যায় নমঃ । ঐ ভৈরবায় নমঃ । ঐ
 নরকতোমুখ্যে নমঃ । ঐ লাক্ষোপায় হর-রাসনায় নমঃ । ততঃ কণিকায়াং অং বাহুদেবায়
 নমঃ । আং হৃদয়ায় নমঃ । টং শিরসে নমঃ । উং শিখায় নমঃ । ঐ কবচায় নমঃ । ঐ
 নেত্রাভায়াং নমঃ । অং কট্ অস্ত্রায় নমঃ । ঐ আং স্তন্বর্ষণায় নমঃ । ঐ আং প্রহায়ায় নমঃ ।
 ঐ অঃ অনিরুদ্ধায় নমঃ । ঐ ঐ নারায়ণায় নমঃ । ঐ হং সৎ স্রবণে নমঃ । ঐ হুং বিষ্ণবে নমঃ ।

মন্ত্রে পুষ্টি, হং বং এই মন্ত্রে বনমালা, ধং জং এই মন্ত্রে ত্রিবংস ও হং ডং বং এই মন্ত্রে
 কোত্ততের পূজা করিবে । এই সব দেবতা ও অনন্ত, এই দশটি দেবদেবের অঙ্গদেবতা ।
 অনন্ত আহারই নামান্তরমাত্র । গরুড় পদ্মকান্তি, গদা কাকবর্ণা, পুষ্টি শিরীষপুষ্পাতা, লক্ষী
 স্ববর্ণবর্ণা, শম্বু পূর্ণচন্দ্রাত, কোত্তত মবোধিত-তপনসমবর্ণ, চক্র সংস্র-সূর্য্যাত, ত্রিবংস
 কুম্ভপুষ্পসঙ্কাশ, বনমালা পঞ্চবর্ণবিশিষ্টা, অনন্ত মেঘবর্ণ এবং যে সকল অস্ত্রের বর্ণ উক্ত হইল
 না, সেই সকল অস্ত্র বিদ্যুৎপ্রভ । ইহাদিগকে পাণ্ডার্য্যাদি দ্বারা পুণ্ডরীকাক্ষ-মন্ত্রে পূজা
 করিবে । ৩৬—৪২ ।

ত্রিগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

ঈকাদশ অধ্যায়ঃ

হরি কহিলেন, পূজাহুক্রমসিদ্ধির নিমিত্ত পূজাবিধি কথিত হইতেছে । “ঐ নমঃ” মন্ত্রে
 পরমাত্মার স্মরণ করিবে । “হং বং জং” মন্ত্রে শরীরতত্ত্ব করিয়া, পুনরায় “ঐ নমঃ” মন্ত্রে

ক্ষেত্রী নরসিংহায় । সূর্য্যরায় । কং টং ঙং শং বৈনতেয়ায় । জং খং ঙং হৃদর্শনায় । ঙং চং
 ঙং ঙং গদাট্যে । ঙং ঙং নং কং পাকজন্তায় । ঙং চং ভং হং শ্রীয়ে । গং ভং ঙং শং পুট্টো ।
 ঙং ঙং বনমালাট্যে । ঙং ঙং শ্রীংসায় । চং ভং ঙং কোন্তায় । শং শাক্যায় । টং ইয়ুধি-
 ত্যায় । চং চর্ম্মণে । ঙং বজ্রায় । ঙং ইন্দ্রায় হুবাধিপত্যে । ঙং অগ্নয়ে তেজোহুধিপত্যে ।
 ঙং যমায় বর্ষাধিপত্যে । ঙং নৈঋত্যায় বর্ষাধিপত্যে । ঙং বরুণায় জলাধিপত্যে । ঙং
 বায়বে প্রাণাধিপত্যে । ঙং ধন্বায় ধনাধিপত্যে । হাং ঈশানায় দ্বিত্বাধিপত্যে । ঐ
 বজ্রায় । ঐ শট্টো । ঐ দত্তায় । ঐ বজ্রায় । ঐ শাশায় । ঐ ধন্বায় । ঐ গদাট্যে । ঐ ত্রিশূলায় ।
 ঙং অনন্তায় পাতালাধিপত্যে । ঙং ব্রহ্মণে সর্বলোকাধিপত্যে । ঐ নমো ভগবতে বাহু-
 দেবায় নমঃ । ঐ ঐ নমঃ ॥ ঐ নং নমঃ । ঐ যোং নমঃ । ঐ ভং নমঃ । ঐ গং নমঃ । ঐ ঙং
 নমঃ । ঐ তেং নমঃ । ঐ বাং নমঃ । ঐ হং নমঃ । ঐ দেং নমঃ । ঐ দাং নমঃ । ঐ ঙং নমঃ ।
 ঐ ঐ নমঃ । ঐ নং নমঃ । ঐ যোং নমঃ । ঐ নাং নমঃ । ঐ রাং নমঃ । ঐ ঙং নমঃ । ঐ ণাং
 নমঃ । ঐ ঙং নমঃ । ঐ নমো নারায়ণায় । ঐ নমঃ পুরুষোত্তমায় নমঃ ॥ ৩

নমঃ পুণ্ডরীকায় নমঃ বিশ্বতাবন । সূত্রাণ্য নমঃ স্তব্ধ মহাপুরুষ পূর্বক ॥ ৪

হোমকর্ম্মণি ষেত্রে ষাং বাগন্তমুপকরয়েৎ ॥ ৫

এবং জপ্য বিধানেন শতযট্টোত্তরস্তথা । অর্ঘ্যং যথা জিতং তেন প্রণামক পুনঃ পুনঃ ॥ ৬

ভতোহুগাবপি সংপূজ্য তং যজ্ঞেত যথাবিধি । দেবদেবং স্ববীজেন অঙ্গাধিত্যি রথাত্মম্ ॥ ৭

পূর্বমুকীণ্য চাত্যুক্ষ্য প্রণবেত তু মন্ত্রবিৎ । ভাস্মরিত্তনলং কুণ্ডে পূজয়েচ্চ তটৈঃ কটৈঃ ॥ ৮

পূর্বং তং সত্বলং ধ্যায়া মণ্ডলে মমসা জ্ঞয়েৎ । বাহুদেবাধ্যাহুেন হুয়া চাষ্টোত্তরং শতম্ ॥ ৯

সকর্ষণাদিবীজেন যজ্ঞে যট্টকং তটৈব চ । জহং ত্রয়ং তথাঙ্গানামৈককং দ্বিপতীংস্তথা ॥ ১০

পূর্ণাহতিং তটৈবাস্তে দত্তাং সম্যকপদ্ধিতঃ । বাগতীতে পরে তথৈ আঙ্গানক কয়ং নয়েৎ ॥ ১১

বীর আত্মাকে দেবতাস্বরূপ জ্ঞান করিবে । পরে আঙ্গশরীরে ত্রিবিধ স্ত্যাস করিয়া হৃদয়ে
 যোগপীঠ পূজা করিবে । “ঐ অনন্তায় নমঃ” ইত্যাদি মূলের লিখিত তববীজ উচ্চারণপূর্বক
 দেবতার নামোচ্চারণ করিয়া পূজা করিবে । উপরি-উক্ত প্রণালীতে পূজা করিয়া প্রণাম
 করিবে, হে পুণ্ডরীকাক ! তুমি জগতের কারণ, হে ব্রহ্মণ্যদেব । হে মহাপুরুষ । তুমি সকলের
 আদি, তোমাকে নমস্কার । হোমকার্য্যে উক্ত দেবতাধিগের নামের অন্তে ‘বাহা’ শব্দ যোগ
 করিয়া, আত্মতা প্রদান করিবে । এইরূপে হোমাবসানে যথাবিধি অষ্টোত্তরশত মন্ত্র জপ
 করিয়া অর্ঘ্য প্রদান পূর্বক পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিবে । পরে যথাবিধি অঙ্গুসারে স্থাপন
 করিয়া, সেই অগ্নিতে দেবতার পূজা করত হোম করিবে । বীর বীজ উচ্চারণ করিয়া
 অঙ্গদেবতার সহিত দেবদেব স্তুতান্তের হোম করিবে । ১—৭ ।

প্রথমে দেবতার উদ্দেশ্যে “ঐ” মন্ত্রে অগ্নি গ্রহণপূর্বক অকৃত্যকণ ও পরিভ্রামিত করিয়া
 কুণ্ডে অগ্নি স্থাপন করিবে এবং উক্তম ফলদারা অগ্নির পূজা করিবে । অগ্নে মণ্ডলে সকল
 দেবতার মানসিক মূর্ত্তি স্থাপনপূর্বক ধ্যান করিয়া বাহুদেব-মন্ত্রে অষ্টোত্তর শত হোম করিবে ।
 সকর্ষণাদি-বীজদ্বারা যট্টাহতি প্রদান করত অঙ্গদেবতা ও দ্বিপতীগণকে তিন তিন আত্মতা
 দিবে । হোমাস্তে দত্তারমান হইয়া পূর্ণাহতি প্রদানপূর্বক বাক্যের অতীত সেই পরমাত্মাতে

উপবিষ্ট পুনঃ স্ত্রীং দর্শয়িত্বা নমো পুনঃ। নিত্যমেবংবিধং হোমং মৈমিত্তং বিত্তং ভবেৎ ॥ ১২
 গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং যত্র দেবো নিরঞ্জনঃ। গচ্ছ দেবতাঃ সর্বাঃ স্বস্থানস্থিতিহেতবে ॥ ১৩
 স্তম্ভর্ষনঃ শ্রীহরিঃ অচ্যুতঃ স্তম্ভবিজয়ঃ। চতুর্ভুজো বাহুবলঃ স্তম্ভঃ প্রভাষ্য এব চ ॥ ১৪
 স্তম্ভর্ষনঃ পুরুষোহনববাহো দশাঙ্গকঃ। অনিরুদ্ধো বাণশাখা অত-উর্দ্ধমনস্তকঃ ॥ ১৫
 এতে একাদিশিষ্টৈরুজ্জ্বলৈঃ স্তম্ভৈঃ। চক্রাঙ্কিতৈঃ পৃষ্ঠিতৈঃ স্তম্ভগৃহরক্ষা সঙ্গা নরৈঃ
 ঐ চক্রায় স্বাহা। ঐ বিচক্রায় স্বাহা। ঐ স্তম্ভায় স্বাহা। ঐ স্তম্ভচক্রায় স্বাহা।
 ঐ অস্ত্রাস্তকং হুঁ ফট্, ঐ হুঁ স্তম্ভায় হুঁ ফট্। দ্বারকাচক্রপূজয়ঃ গৃহে রক্ষাকরী শুভা ॥ ১৭
 ইতি শ্রীগুরুপুৰাণে পূর্বখণ্ডে দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ।

চরিত্রঃ।

প্রবক্ষ্যাম্যধুনা। হে হৈমবৎ পঞ্চরং শুভম্। নমো নমস্তে গোবিন্দ চক্রং গৃহ স্তম্ভর্ষনম্ ॥ ১
 প্রোচ্যাস্তে রক্ষস মাং বিক্ষো ভ্রামহং শরণং গতঃ। গদাংকৌমোদকীং গৃহ পদ্মভাভ নমোহস্ত তে।
 বামাং রক্ষস মাং বিক্ষো ভ্রামহং শরণং গতঃ ॥ ২
 হলমাদায় সৌমন্দং নমস্তে পুরুষোত্তম। প্রোচ্যাস্তে রক্ষ মাং বিক্ষো ভ্রামহং শরণং গতঃ ॥ ৩

জীবাত্মা জয় করিবে। পরে উপবেশন করত পুনর্বার স্ত্রী প্রদর্শন পূর্বক নমস্কার করিবে। এই হোমবিধি কথিত হইল, ইহা নিত্যহোমে জানিবে; কামাহোমে নিত্যহোমের বিত্ত লংঘ্য হোম করা কর্তব্য। হে দেব! যেখানে নিম্নকার পরমাত্মা বিত্তময় আছে, সেই পরম ধামে গমন কর এবং দেবগণ অবস্থিতির নিমিত্ত স্বস্থানে প্রস্থান করুন। স্তম্ভর্ষন, শ্রীহরি, অচ্যুত, জিবিজয়, চতুর্ভুজ, বাহুবল, প্রভাষ্য, স্তম্ভর্ষন, পুরুষ ও অনিরুদ্ধ, এই দশ দেবতাকে নববাহু বলে। অতঃপর আদিভা ও অনন্ত দেবের পূজা করিতে হইবে। একাদিশিষ্টে এই সকল দেবতার অর্চনা করিবে। চক্র অঙ্কিত করিয়া উভাঙ্গির অর্চনা করিলে, রাক্ষস ও দানব ভয় ভয় থাকে না। "ঐ চক্রায় স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিবে। ইহা দ্বারকাচক্রপূজা। এই পূজা করিলে গৃহরক্ষা হইয়া থাকে। ৮—১৭।

শ্রীগুরুপুৰাণে পূর্বখণ্ডে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়ঃ।

হরি কহিলেন, এখন বিষ্ণুপঞ্চরত্নোক্ত বলিব। এই স্তোত্র শুভ। হে গোবিন্দ! তোমাকে নমস্কার, তুমি স্তম্ভর্ষন চক্র গ্রহণ করিয়া আমার পূর্বদিক রক্ষা কর। আমি তোমার শরণ লইলাম। হে পদ্মভাভ! তোমাকে নমস্কার। তুমি কৌমোদকী গদা ধারণ করত আমার দক্ষিণদিক রক্ষা কর। আমি তোমার শরণ লইলাম। হে পুরুষোত্তম! তুমি সৌমন্দ হল গ্রহণ করত আমার পশ্চিমদিক রক্ষা কর, আমি তোমার শরণ লইলাম। হে

মুদলং শাতনং গৃহ পুণ্ডরীকাক্ষ রক্ষ মাং । উত্তরস্তাং জগন্নাথ ভবন্তং শরণং গতঃ ॥ ৪
 খড়্গদ্বার চৰ্ম্মাথ অস্ত্রশস্ত্রাদিকং হরে । নমস্তে রক্ষ রক্ষোঃ ঐশাশ্চাং শরণং গতঃ ॥ ৫
 পাকগুহ্যং মণ্ডাপম্ অমুখোদক পদ্মকম্ । প্রগৃহ্য রক্ষ মাং বিক্ষো আগ্নেয়াং যজ্ঞশুকর ॥ ৬
 চন্দ্রসূর্যময়ং গৃহ্য খড়্গং চান্দ্রময়ং তথা । নৈঋত্যাং মাং রক্ষস্ব দিব্যমূর্তে নৃকেশরিন্ ॥ ৭
 বৈষ্ণবস্তীং মন্ত্রগৃহ্য স্ত্রীঃংসং কঠকূষণম্ । বায়ব্যাং রক্ষ মাং দেব হরগ্রীব নমোহস্ততে ॥ ৮
 বৈনতেয়ং মহাকৃষ্ণ বস্তুরীক্ষে জনার্দন । মাং রক্ষাযিত মহা নমস্তেহস্তপরাযিত ॥ ৯
 বিশালাক্ষং মহাকৃষ্ণ রক্ষ মাং ত্বং রসাতলে । অকুপার নমস্তভ্যং মহামীন নমোহস্ততে ॥ ১০
 করশীৰ্ষাচ্ছুলেযু মদন্তং বহুপদ্মকম্ । কৃষ্ণা রক্ষস্ব মাং বিক্ষো নমস্তে পুরুষোত্তম ॥ ১১
 এবমুতং পদ্মরায় বৈষ্ণবং পদ্মরং মহৎ । পুরা রক্ষার্থমীশান্তাঃ কাত্যায়ন্তা বৃষধ্বজ ॥ ১২
 নাপদ্যামাস সা যেন চান্দ্রয়ং মহিষাসুরম্ । দানবং রক্তবীজক অস্ত্রংচ সুরকটিকান্ ।
 এতচ্চপন্ নরো ভক্ত্যা শত্রুন্ বিজয়তে মহা ॥ ১৩

ইতি ত্রিগড়পুৰাণে পূর্বখণ্ডে অরোহণোপাখ্যানঃ ॥ ১৩ ॥

পুণ্ডরীকাক্ষ ! তুমি শাতন মুদল গ্রহণ করত উত্তরদিক্ রক্ষা কর । হে জগন্নাথ ! আমি তোমার শরণ লইলাম । হে হরে ! তোমাকে নমস্কার । তুমি খড়্গচৰ্ম্মাদি অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ করত আমার ঐশানকোণ রক্ষা কর । হে রাক্ষসনাশন ! আমি তোমার শরণ লইলাম । হে শুকররূপ বিক্ষো ! তুমি পাকগুহ্য পদ্ম ও অমুখোদক নামক পদ্ম গ্রহণ করত আমার অগ্নিকোণ রক্ষা কর । ১—৬ ।

হে দিব্যশরীর নৃসিংহ ! তুমি চন্দ্র ও সূর্য্যময় চান্দ্রময় খড়্গ গ্রহণ করত আমাকে নৈঋত-কোণে রক্ষা কর । হে হরগ্রীব ! তোমাকে নমস্কার । তুমি পতাকা ও স্ত্রীঃংস কঠকূষণ ধারণ করত আমাকে বায়ুকোণে রক্ষা কর । হে জনার্দন ! তুমি বৈনতেয় গড়দে অরোহণ করত আমাকে পৃষ্ঠপথে রক্ষা কর । হে অযিত ! তুমি আমাকে রক্ষা কর । হে অপরাযিত ! তোমাকে নমস্কার করি । হে অকুপার মহামীনরূপ ! তোমাকে নমস্কার করি, তুমি বিশালাক্ষে আরোহণ করত আমাকে রসাতলে রক্ষা কর । হে পুরুষোত্তম ! তোমাকে নমস্কার করি । তুমি হস্ত, মন্তক, অঙ্গুলি, বাহু, পদ্মর প্রভৃতি অস্ত্রপ্রত্যঙ্গবিধিষ্ট আমার দেহকে লক্ষ রক্ষা কর । হে বৃষকেতো ! এই বিষ্ণুপদ্মর স্তব পূর্বে মহাদেবের নিকট ভগবতী কাত্যায়নীর রক্ষার নিমিত্ত কথিত হইয়াছিল । কাত্যায়নী মহিষাসুর, রক্তবীজ, চান্দ্র ও অচ্যান্ত দেব-ঋক্ষ দানবগণকে এই স্তবপ্রভাবে বিনাশ করিয়াছিলেন । এই বিষ্ণুপদ্মর স্তব যে মানব পাঠ করে, সে সকল শত্রু পরাজয় করিতে পারে । ৭—১৩ ।

ত্রিগড়পুৰাণে পূর্বখণ্ডে অরোহণ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশোধ্যায়ঃ ।

হরিকবাচ ।

অথ যোগং এবম্যামি ভুক্তিমুক্তিকরং পরম্ । ধ্যায়িত্বৈঃ প্রোচ্যতে ধ্যোয়ৈ ধ্যানেন হরিরীশ্বরঃ ॥
তৎপুণ্যমহেশান সর্জনাপবিনাশনম্ । বিষ্ণু সর্জনরোহনস্তঃ পতুর্মিণরিবজ্জি ॥ ১ ২
বাসুদেবো অগ্ন্যধো ত্র্যম্বাশ্বায়াহমেব হি । দেহিদেহান্ততো নিত্যঃ সর্জনদেহাবজ্জিতঃ ॥ ৩
দেহধর্মবিহীনস্ত করাকরবিবজ্জিতঃ । বড়িধেমু স্তিতো ত্রষ্টা প্রোতা ত্রাতা হু শীঃস্রঃ ॥ ৪
তদ্বর্ষরহিতঃ ত্রষ্টা নামমোত্রবিবজ্জিতঃ । মস্তা মনঃসিতো দেবো মনসা পরিবজ্জিতঃ ॥ ৫
মনোধর্মবিহীনস্ত বিজ্ঞানং জ্ঞানমেব চ । বোদ্ধা বুদ্ধিগিতঃ সাকী সর্জজো বুদ্ধিগজ্জিতঃ ॥ ৬
বুদ্ধিধর্মবিহীনস্ত সর্জঃ সর্জগতো মনঃ । সর্জপ্রাণিবিমিশ্রুতঃ প্রাণধর্মবিবজ্জিতঃ ॥ ৭
প্রাণিপ্রাণো মহাশাস্তো ভয়েন পরিবজ্জিতঃ । অহঙ্কারাদহীনস্ত তদ্বর্ষ-বিবজ্জিতঃ ॥ ৮
তৎসাকী তদ্বিহস্তা চ পরমানন্দরূপকঃ । জাগ্রৎস্বপ্নশুশ্রুত-সাকী তদ্বিবিবজ্জিতঃ ॥ ৯
তুরীয়ঃ পরমো ধাতা দৃগ্-রূপো গুণবজ্জিতঃ । মুক্তো বুদ্ধোহঙ্কারো ব্যাপী সত্য আত্মাশ্রয়ঃ নিত্যঃ ॥
এবং যে মানবা বিজ্ঞা ধ্যায়ন্তীশং পরং পরম্ । প্রাপ্নুযুস্তে চ তদ্রূপং নাত্ম কার্য্য বিচারবা ॥ ১১
ইতি ধ্যানং সমাখ্যাতং তব শঙ্কর হৃতত । পঠেদ্য এতৎ সত্যতং বিফুলোৎসাহং স গচ্ছতি ॥ ১২
ইতি ত্রিগুরুক্ষে মহাপুরাণে পূর্বধণ্ডে চতুর্দশোধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

চতুর্দশ অধ্যায়

হরি বলিলেন, অনন্তর ভুক্তিমুক্তিপ্রদ পরম যোগ বলিব । যোগিগণ ধ্যানদ্বারা পরম
ধ্যেয় হরিকে ঈশ্বর বলিয়া থাকেন । হে মহেশ্বর ! এই যোগ শুন । এই যোগে সর্জনাপ
বিনষ্ট হয় । আমি বিষ্ণু, সকলের ঈশ্বর, অনন্ত ও পদমানহীন । আমিই বাসুদেব, অগ্ন্যধো ও
ত্র্যম্বরূপ । আমি প্রাণিবর্গের দেহস্থিত, মনাতন, আত্মা ও সর্জনদেহহীন । আমি দেহধর্মরহিত
ও চলাচলবজ্জিত । আমি বড়, বিধ প্রত্যেক ত্রষ্টা, প্রোতা, ত্রাতা ইত্যাদিরূপে বর্তমান । আমি
অতীন্দ্রিয় (চক্ষুঃ বর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের অবিকর), আমি ইন্দ্রিয়ধর্ম-জিত ও জগতের সৃষ্টিকর্তা ।
আমার কোন নাম গোত্রাদি নাই । আমি জ্ঞানের আশ্রয় এবং মনের বিষয়ীভূত দেবতা,
কিন্তু আমার মনঃ নাই । আমার মানসিক ধর্মও নাই । আমি বিজ্ঞাতা ও জ্ঞানরূপ । আমি
সমস্ত বোধের কর্তা, বোধের বিষয়ীভূত, সর্জনাকী, সর্জজ, বুদ্ধিবিহীন । ১—৬ ।

আমি বুদ্ধিধর্মবিহীন, সর্জনরূপ, সর্জগত, মনঃরূপ সর্জপ্রাণি-জিত ও প্রাণধর্মহীন ।
আমি প্রাণিগণের প্রাণরূপ দাস্তিপর ও ভয়বিহীন । আমি অহঙ্কারাৎ বজ্জিত ও অহঙ্কার-
গত ধর্মহীন । আমি জগতের সাকী, জগতের নিরস্তা ও পরমানন্দরূপ । আমি জাগ্রৎ, স্বপ্ন,
শুশ্রুতি, সকল অবস্থাতেই জগতের সাকীরূপ, অথচ আমার ভাগদ্বাদ কোন অবস্থাই নাই ।
আমিই তুরীয় ত্র্যম্ব এবং বিধাতা । আমি জগতের চক্ষুরূপ, নিঃশব্দ, আমি মুক্ত সংসারাতীত),
বুদ্ধ (নিঃপ্রাণরহিত), ভরাহীন, সর্জন্যাপী, সত্য, পরমাত্মা ও মঙ্গলরূপ । এইরূপে যে সকল
ধীমান্সর বহুত্ব পরমপদ পরমেশ্বরকে ধ্যান করে, তাহারা নিশ্চয় ঈশ্বরের সাক্ষ্য প্রাপ্ত হয় ।
হে হৃতত শঙ্কর ! এই ধ্যানযোগ কথিত হইল, যে ব্যক্তি সর্জন্য এই শুভ পাঠ করে, সে বিষ্ণু-
লোক প্রাপ্ত হয় । ৭—১২ ।

ত্রিগুরুপুরাণে পূর্বধণ্ডে চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোধ্যায়ঃ

কৃত্ত উবাচ ।

সংসার-সাগরাদ্ ঘোরান্মুগ্ধাতে কিং জপন্ প্রভো । নরত্তমো পরং জপ্যং কথয় ত্বং জনাৰ্দ্দন ॥ ১
হরিকণ্ঠ ।

ঈশ্বরঃ পরমং ব্রহ্ম পরমাত্মানমবায়ম্ । বিষ্ণুঃ নামসহস্রৈশ্চ ত্বদ্বাক্তো ভবেত্তরঃ ॥ ২
বৎ পবিজ্ঞঃ পরং জপ্যং কথয়ামি বৃষধ্বজ । শূদ্রাবহিতো ত্বয়া সৰ্বপাপবিনাশনম্ ॥ ৩
বাহুদেবো মহাবিশ্বক্স্মায়নো বাসবো বহুঃ । বাণচন্দ্রনিভো বালো বলভদ্রো বলাধিপঃ ॥ ৪
বলিবন্ধনকুশেধা বরেণ্যো বেদবিৎ কবিঃ । বেদকর্তা বেদরূপো বেদো বেদপরিপ্লুতঃ ॥ ৫
বেদাকবেত্তা বেদেশো বলাধারো বলাৰ্দ্দনঃ । অবিকারো বরেশচ বরদো বরূপাধিপঃ ॥ ৬
বীরহা চ বৃহদীশো বন্দিতঃ পরমেশ্বরঃ । আত্মা চ পরমাত্মা চ প্রত্যগাত্মা বিয়ং পরঃ ॥ ৭
পদ্মনাভঃ পদ্মনিধিঃ পদ্মহস্তো গদাধরঃ । পরমঃ পরভূতশ্চ পুরুষোত্তম ঈশ্বরঃ ॥ ৮
পদ্মভজ্যঃ পুণ্ডরীকঃ পদ্মমালাধরঃ শ্রিয়ঃ । পদ্মাক্ষঃ পদ্মগৰ্ভশ্চ পৰ্জ্জন্তুঃ পদ্মসংস্থিতঃ ॥ ৯
অপারঃ পরমার্থশ্চ পরাধাক্ষ পরঃ প্রভুঃ । পণ্ডিতঃ পণ্ডিতেভ্যশ্চ পবিজ্ঞঃ পাপমৰ্দ্দকঃ ॥ ১০
ভক্তঃ প্রকাশরূপশ্চ পবিজ্ঞঃ পরিরক্ষকঃ । পিপাসাবর্জিতঃ পাণ্ডুঃ পুরুষঃ প্রকৃতিভক্তা ॥ ১১
প্রধানং পৃথিবীপদ্মং পদ্মনাভঃ প্রিয়গ্রন্থঃ । সৰ্বেশঃ সৰ্বগঃ সৰ্বঃ সৰ্ববিৎ সৰ্বদঃ পরঃ ॥ ১২
সৰ্বশ্চ জগতো ধাম সৰ্বদর্শী চ সৰ্বভূৎ । সৰ্বানুগ্রহকৃৎকেষঃ সৰ্বভূতহৃদিস্থিতঃ ॥ ১৩
সৰ্বপঃ সৰ্বপুজ্যশ্চ সৰ্বদেবনমস্কৃতঃ । সৰ্বশ্চ জগতো মূলং সকলো নিকমোহননঃ ॥ ১৪
সৰ্বগোপ্তা সৰ্বনিষ্ঠঃ সৰ্বকারণকারণম্ । সৰ্বদোষঃ সৰ্বমজঃ সৰ্বদেবত্বরূপম্ ॥ ১৫
সৰ্বাধ্যাক্ষঃ সুরাধ্যাক্ষঃ সুরাসুরনমস্কৃতঃ । দুষ্টানাংকাতুরাণাক্ষ সৰ্বদা যাতকোহঙ্ককঃ ॥ ১৬

পঞ্চদশ অধ্যায়ঃ

কৃত্ত কহিলেন, হে প্রভো জনাৰ্দ্দন ! মহাশয় কোন মন্ত্র জপ করিলে ঘোর সংসারসাগর হইতে মুক্তি পাইতে পারে ? সেই পরম জপ্য মন্ত্র আমার নিকট কীৰ্ত্তন করুন । হরি বলিলেন, পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা, নিত্য, পরমেশ্বর বিষ্ণুকে সহস্র নাম দ্বারা জব করিলে মহাশয় ভবসাগরের পার পাইতে পারে । পবিজ্ঞ ও পরমজপ্য এই সহস্র নাম জব বলিতেছি, হে বৃষধ্বজ ! তুমি অবহিত চিন্তে শ্রবণ কর । এই জব পাঠে সৰ্বপাপ বিনষ্ট হয় । ১—৩ ।

বাহুদেব, মহাবিশ্বক্স্মায়ন, বাসব, বহু, বাণচন্দ্রনিভ, বাল, বলভদ্র, বলাধিপ, বলিবন্ধনকুৎ, বেদাঃ, বরেণ্য, বেদবৎ, কবি, বেদকর্তা, বেদরূপ, বেদো, বেদপরিপ্লুত, বেদাকবেত্তা, বেদেশ, বলাধার, বলাৰ্দ্দন, অবিকার, বরেশ, বরদ, বরূপাধিপ, বীরহা, বৃহৎ, বীর, বন্দিত, পরমেশ্বর, আত্মা, পরমাত্মা, প্রত্যগাত্মা, বিয়ং, পর, পদ্মনাভ, পদ্মনিধি, পদ্মহস্ত, গদাধর, পরম, পরভূত, পুরুষোত্তম, ঈশ্বর, পদ্মভজ্য, পুণ্ডরীক, পদ্মমালাধর, শ্রিয়, পদ্মাক্ষ, পদ্মগৰ্ভ, পৰ্জ্জন্তু, পদ্মসংস্থিত, অপার, পরমার্থ, পরঃপর, প্রভু, পণ্ডিত, পণ্ডিতেপবিজ্ঞ, পাপমৰ্দ্দক, ভক্ত, প্রকাশরূপ, পবিজ্ঞ, পরিরক্ষক, পিপাসাবর্জিত, পাণ্ডু, পুরুষ, প্রকৃতি, প্রধান, পৃথিবীপদ্ম, পদ্মনাভ, প্রিয়গ্রন্থ, সৰ্বেশ, সৰ্বগ, সৰ্ব, সৰ্ববিদ, সৰ্বদ, পর, সৰ্বজগত্ধাম, সৰ্বদর্শী, সৰ্বভূৎ, সৰ্বানুগ্রহকৃৎ, দেব, সৰ্বভূতহৃদিস্থিত, সৰ্বপ, সৰ্বপূজ্য, সৰ্বদেবনমস্কৃত, সৰ্বজগদ্মূল, সকল, নিকল, অনল, সৰ্বগোপ্তা, সৰ্বনিষ্ঠ, সৰ্বকারণকারণ, সৰ্বদোষ, সৰ্বমিজ, সৰ্বদেবত্বরূপম্, সৰ্বাধ্যাক্ষ, সুরাধ্যাক্ষ,

সত্যপালক সন্নাতঃ সিদ্ধেশঃ সিদ্ধবন্দিতঃ । সিদ্ধসাধ্যঃ সিদ্ধসিদ্ধঃ সিদ্ধসিদ্ধকদীশ্বরঃ ॥ ১৭
 শরণং জগত্শৈব প্রেরঃ কেমত্শৈব চ । শুভকৃচ্ছোভনঃ সৌমঃ সত্যঃ সত্যশ্রাক্ষমঃ ॥ ১৮
 সত্যশ্রঃ সত্যলঙ্ঘনঃ সত্যবিৎ সত্যদত্তধা । ধর্মো ধর্মী চ কর্মী চ সর্বকর্মবিবর্তিতঃ ॥ ১৯
 কর্মকর্তা চ কশ্মৈব ক্রিয়া কার্যত্শৈব চ । ত্রীপতির্নৃপতিঃ ত্রিমান্ সর্বপতিঃ পতির্কৃষ্ণঃ ॥ ২০
 ন দেবানাং পতিশ্চৈব বৃক্ষীনাং পতিরীড়িতঃ । পতির্হিরণ্যগর্তস্ত ত্রিপুরাস্তপতিস্তথা ॥ ২১
 পশুনাং পতিঃ প্রায়ো বহুনাং পতিরেব চ । পতিরাক্ষগুণেশ্চৈব বরুণস্ত পতিস্তথা ॥ ২২
 বনস্পতীনাং পতিরনিলস্ত পতিস্তথা । অনলস্ত পতিশ্চৈব যমস্ত পতিরেব চ ॥ ২৩
 কুবেরস্ত পতিশ্চৈব নক্ষত্রাণাং পতিস্তথা । ওষধীনাং পতিশ্চৈব বৃক্ষাণাং পতিস্তথা ॥ ২৪
 নাগানাং পতিরর্কস্ত দক্ষস্ত পতিরেব চ । হরুতাক পতিশ্চৈব নৃপাণাং পতিস্তথা ॥ ২৫
 গর্ভকীনাং পতিশ্চৈব অশ্বনাং পতিকৃতমঃ । পর্কতানাং পতিশ্চৈব নিমগানাং পতিস্তথা ॥ ২৬
 হরাণাং পতিঃ শ্রেষ্ঠঃ কণিষপ্ত পতিস্তথা । লতানাং পতিশ্চৈব বীক্ষণাং পতিস্তথা ॥ ২৭
 মুনীনাং পতিশ্চৈব স্বর্ঘ্যস্ত পতিকৃতমঃ । পতিশ্চক্রমসঃ শ্রেষ্ঠঃ শুক্রস্ত পতিরেব চ ॥ ২৮
 গ্রহাণাং পতিশ্চৈব যাক্ষমানাং পতিস্তথা । কিম্বরাণাং পতিশ্চৈব বিজানাং পতিকৃতমঃ ॥ ২৯
 সরিতাং পতিশ্চৈব সমুদ্রাণাং পতিস্তথা । সরস্যাং পতিশ্চৈব ভূতানাং পতিস্তথা ॥ ৩০
 বেতালানাং পতিশ্চৈব কুম্ভাণাং পতিস্তথা । পক্ষিণাং পতিঃ শ্রেষ্ঠঃ পশুনাং পতিরেব চ ॥ ৩১
 মহাত্মা মহলে মেয়ো বন্দরো বন্দরেশ্বরঃ । মেকর্ষাতা প্রমাণক মাধবো মলবন্দিতঃ ॥ ৩২
 মালাধরো মহাদেবো মহাদেবেন পূজিতঃ । মহাশাক্তো মহাতাগো মধুসূদন এব চ ॥ ৩৩
 মহাবীৰ্য্যো মহাপ্রাণো মার্কণ্ডেয়প্রবন্দিতঃ । মারাদো* মায়রা বকো মায়রা তু বিবন্দিতঃ ॥ ৩৪
 মুনিমুখো মুনির্ধৈর্যো মহানাসো মহাহুঃ । মহাবাহুর্মহানকো মরুণেন † বিবন্দিতঃ ॥ ৩৫

হরাস্ত্রনবকৃত, হুটখাতক, অহরাস্তক, সত্যপাল, সন্নাত, সিদ্ধেশ, সিদ্ধবন্দিত, সিদ্ধসাধ্য, সিদ্ধসিদ্ধ, সিদ্ধসিদ্ধ-কদীশ্বর, জগচ্ছরণ্য, প্রের, কেম, শুভকৃৎ, শোভন, সৌম্য, সত্য, সত্য-
 পরাক্রম, সত্যশ্র, সত্যলঙ্ঘন, সত্যবিৎ, সত্যদ, ধর্ম, ধর্মী, কর্মী, সর্বকর্মবিবর্তিত, কর্মকর্তা,
 কর্ম, ক্রিয়া, কার্য, ত্রীপতি, নৃপতি, ত্রিমান, সর্বপতিবর্তিত, দেবপতি, বৃক্ষপতি,
 হিরণ্যগর্তপতি ও ত্রিপুরাস্তপতি । ৪—২১ ।

পশুপতি, বহুপতি, ইন্দ্রপতি, বরুণপতি, বনস্পতিপতি, অনিলপতি, অনলপতি, যমপতি,
 কুবেরপতি, নক্ষত্রপতি, ওষধিপতি, বৃক্ষপতি, নাগপতি, অর্কপতি, দক্ষপতি, হরুতপতি,
 নৃপপতি, গর্ভকপতি, অশ্বপতি, উত্তর, পর্কতপতি, নদীপতি, দেবপতি, শ্রেষ্ঠ, কণিষপতি,
 লতাপতি, বীক্ষণপতি, মুনিপতি, স্বর্ঘ্যপতি, চক্রপতি, শুক্রপতি, গ্রহপতি, যাক্ষপতি,
 কিম্বরপতি, বিজপতি, সরিৎপতি, সমুদ্রপতি, সরোবরপতি, ভূতপতি, বেতালপতি, কুম্ভাণ-
 পতি, পক্ষিপতি, পশুপতি, মহাত্মা, মহলে, মেয়, বন্দর, বন্দরেশ্বর, মেক, মাতা, প্রমাণ, মাধব,
 মনোবর্তিত, মালাধর, মহাদেব, মহাদেবপূজিত, মহাশাক্ত, মহাতাগ ও মধুসূদন । ২২—৩৩ ।

* মারাদো মায়রা, মার্কণ্ডেয়প্রবন্দিত, মারাদ (মারাদো), মারাবক, মারাবিবর্তিত, মুনিমুখ,

† মারাদো মায়রা, মার্কণ্ডেয়প্রবন্দিত, মারাদ (মারাদো), মারাবক, মারাবিবর্তিত, মুনিমুখ,

† মরুণেন বিবন্দিতঃ ইতি বা পাঠঃ ।

মহাবক্তৃঃ । মহামাতা । মহাকারো মহোদরঃ । মহাপাদো মহাগ্রীবো মহামানী মহামনাঃ ॥ ৩৬
 মহামতি মহাকৌত্তি মহাক্রপো মহাস্রবঃ । মধুশ্চ মাধবশ্চৈব মহাদেবো মহেশ্বরঃ ॥ ৩৭
 মধেজ্যো মধরূপী চ মাননীয়ো মধেশ্বরঃ । মহাবাতো মহাতাপো মহেশোঃ ৩৮
 মানবশ্চ মনুষ্যশ্চ মানবান্যং প্রিয়করঃ । যুগশ্চ যুগপূজ্যশ্চ যুগাণ্যক পতিস্তথা ॥ ৩৯
 যুগশ্চ তু পতিশ্চৈব পতিশ্চৈব বৃহস্পতিঃ । পতিঃ শতৈশ্চৈতানি রাহোঃ কেতোঃ পতিস্তথা ॥ ৪০
 লক্ষণো লক্ষণশ্চৈব লক্ষ্যোষ্ঠো ললিতস্তথা । নানালঙ্কারসংযুক্তো নানাচন্দনচচ্চিত্তঃ ॥ ৪১
 নানারসোজ্জলবক্তৃঃ । নানাপুল্পোপশোভিতঃ । রাসো রম্যপতিশ্চৈব সত্যার্থ্যঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৪২
 রত্নদো রত্নহস্তা চ রূপী রূপবিবল্লিতঃ । মহাক্রপোঃ প্রকৃশ্চ সৌম্যক্রপশ্চৈব চ ॥ ৪৩
 নীলমেঘনিত্তঃ শুভ্রঃ কালমেঘনিত্তস্তথা । ধূস্রবর্ণঃ পীতবর্ণো নানাক্রপোঃ স্ববর্ণকঃ ॥ ৪৪
 বিরূপো রূপশ্চৈব শুভ্রবর্ণশ্চৈব চ । সর্ষগবর্ণো মহাযোগী যজ্ঞো যজ্ঞরূপশ্চৈব চ ॥ ৪৫
 স্ববর্ণো বর্ণবাংশৈশ্চৈব স্ববর্ণান্তস্তৈব চ । সর্ষগবর্ণো মহাযোগী স্ববর্ণঃ স্বর্ণমেঘনঃ ॥ ৪৬
 স্ববর্ণশ্চ প্রদাতা চ স্বর্ণাংশস্তৈব চ । স্ববর্ণশ্চ প্রিয়শ্চৈব স্ববর্ণাচ্যস্তৈব চ ॥ ৪৭
 স্ববর্ণী চ মহাপর্ণঃ স্বপর্ণশ্চ চ কারণম্ । বৈনতেষুস্তথাবিভ্য আদিরাদিকরঃ শিবঃ ॥ ৪৮
 কারণং মহতশ্চৈব পুরাণশ্চ চ কারণম্ । বুদ্ধীনাং কারণশ্চৈব কারণং মনসস্তথা ॥ ৪৯
 কারণং চেতনশ্চৈব অহঙ্কারশ্চ কারণম্ । ভূতানাং কারণং তদ্বৎ কারণক বিভাবসোঃ ॥ ৫০
 আকাশকারণং তদ্বৎ পৃথিব্যাঃ কারণং পরম্ । অগ্নিশ্চ কারণশ্চৈব প্রকৃতেঃ কারণং তথা ॥ ৫১
 দেহশ্চ কারণশ্চৈব চক্ষুশ্চৈব কারণম্ । শ্রোত্রশ্চ কারণং তদ্বৎ কারণক স্তস্তথা ॥ ৫২
 জিহ্বায়াঃ কারণশ্চৈব শ্রাবণশ্চৈব চ কারণম্ । হস্তয়োঃ কারণং তদ্বৎ পাদয়োঃ কারণস্তথা ॥ ৫৩
 বাচশ্চ কারণং তদ্বৎ পাণয়োশ্চৈব তু কারণম্ । ঈশশ্চ কারণশ্চৈব কুবেরশ্চ চ কারণম্ ॥ ৫৪

মুনি, মৈত্র, মহামান, মহাহস্ত, মহাবাহ, মহাপ্রভ, মরণবিবল্লিত, মহাবক্তৃ, মহামাতা, মহাকার, মহোদর, মহাপাক, মহাগ্রীব, মহামানী, মহামনাঃ, মহামতি, মহাকৌত্তি, মহাক্রপ, মহাস্রব, মধু, মাধব, মহাদেব, মহেশ্বর, মধেজ্য, মধরূপী, মাননীয়, মধেশ্বর, মহাবাত, মহাতাপ, মহেশ, অতীতমাত্ম, মানব, মনুষ্য, মানবপ্রিয়কর, যুগ, যুগপূজ্য, যুগপতি, যুগপতি, বৃহস্পতিপতি, শতৈশ্চৈতানি, রাহুপতি এবং কেতুপতি । ৩৬—৪০ ।

লক্ষণ, লক্ষণ, লক্ষ্যোষ্ঠ, ললিত, নানা অলঙ্কারসংযুক্ত, নানা চন্দনচচ্চিত্ত, নানারসোজ্জলবক্তৃ, নানাপুল্পোপশোভিত, রাস, রম্যপতি, সত্যার্থ্য, পরমেশ্বর, রত্নদ, রত্নহস্তা, রূপী, রূপবিবল্লিত, মহাক্রপ, উগ্রক্রপ, সৌম্যক্রপ, নীলমেঘনিত্ত, শুভ্র, কালমেঘ-
 নিত্ত, ধূস্রবর্ণ, পীতবর্ণ, নানাক্রপ, স্ববর্ণক, বিরূপ, রূপদ, শুভ্রবর্ণ, সর্ষগবর্ণ, মহাযোগী, যজ্ঞ, যজ্ঞ-
 কৃৎ, স্ববর্ণ, বর্ণবান্, স্ববর্ণান্ত, স্বর্ণাংশস্ত, সর্ষগবর্ণ, স্ববর্ণ, স্বর্ণমেঘন, স্ববর্ণপ্রদাতা, স্বর্ণাংশ, স্বর্ণপ্রিয়, স্বর্ণাচ্য, স্বর্ণী, মহাপর্ণ, স্বপর্ণকারণ, বৈনতেষু, আবিভ্য, আদি, আদিকর, শিব, মহৎকারণ, পুরাণকারণ, বুদ্ধিকারণ, মনঃকারণ, চিত্তকারণ, অহঙ্কারকারণ, ভূতকারণ, বিভাবহুকারণ, আকাশকারণ, পৃথিবীকারণ, অগ্নিকারণ, প্রকৃতিকারণ, দেহকারণ, চক্ষুকারণ, শ্রোত্রকারণ, শুক্রকারণ, জিহ্বাকারণ, শ্রাবণকারণ, হস্তদ্বয়কারণ, পাদদ্বয়কারণ, বাচ্যকারণ,

• স্ববর্ণবর্ণশৈবেতি কচিৎ পাঠঃ ।

বসন্ত কারণটেকৈব ঈশানস্ত চ কারণম্ । বক্ষাণাং কারণটেকৈব বক্ষণাং কারণং পরম্ ৫৫
 ভূষণাং কারণং শ্রেষ্ঠং ধর্ম্যৈস্তাং তু কারণম্ । জন্তুনাং কারণটেকৈব বহুনাং কারণং পরম্ ৫৬
 মনুনাং কারণটেকৈব পক্ষিণাং কারণং পরম্ । মুনীনাং কারণং শ্রেষ্ঠং যোগিনাং কারণং পরম্ ৫৭
 সিদ্ধানাং কারণটেকৈব বক্ষাণাং কারণং পরম্ । কারণং কিম্ভ্রাণাঞ্চ গচ্ছক্সাণাঞ্চ কারণম্ ৫৮
 নদানাং কারণটেকৈব নদীনাং কারণং পরম্ । কারণঞ্চ সমুদ্রাণাং বক্ষাণাং কারণং তথা ৫৯
 কারণং বীক্ণটেকৈব লোকানাং কারণং তথা । পাতালকারণটেকৈব দেবানাং কারণস্তথা ৬০
 সর্পাণাং কারণটেকৈব শ্রেয়সাং কারণস্তথা । পশুনাং কারণটেকৈব সর্ক্সেবাং কারণস্তথা ৬১
 দেহায়া চেদ্রিহায়া চ আয়া বুদ্ধিষ্ঠৈব চ । মনসস্ত তথৈবায়া চান্নাহঙ্কারচেতসোঃ ৬২
 কাগ্রাঃ বপত্তায়া মহদায়া পরস্তথা । প্রাধানস্ত পরায়া চ আকাশায়া তপাস্তথা ৬৩
 পৃথিব্যাঃ পরমায়া চ রসস্তায়া তথৈব চ । গন্ধস্ত পরমায়া চ রূপস্তায়া পরস্তথা ৬৪
 শব্দায়া চৈব বাগায়া স্পর্শায়া পুরুষস্তথা । শ্রোত্রায়া চ শ্রুগায়া চ তিস্রঃ পরমস্তথা ৬৫
 জ্ঞাণায়া চৈব হস্তায়া পাশায়া পরমস্তথা । উপনস্ত তথৈবায়া পাবায়া পরমস্তথা ৬৬
 ইন্দ্রায়া চৈব ত্রায়া রক্তায়া চ মনোস্তথা । বক্ষপ্রজাপতেয়ায়া সত্যায়া পরমস্তথা ৬৭
 ঈশায়া পরমায়া চ রৌদ্রায়া মোক্ষবিদ্ বতিঃ । বহুবাংস্ত তথা বহুচর্য্যী অঙ্গাহরাস্তকঃ ৬৮
 হ্রীপ্রবর্তনশীলস্ত বতীনাঞ্চ হিষ্ঠে রতঃ । যতিরূপী চ বোগী চ বোগিধ্যেবো হরিঃ শিতিঃ ৬৯
 সংবিস্তেধা চ কালস্ত উদ্যা বর্ষা মতিস্তথা । সংবৎসরো মোক্ষকরো মোহপ্রধঃসকস্তথা ৭০
 মোহকর্ত্তা চ দুঃখানাং মাণ্ডব্যো বহুবামুখঃ । সংবর্ত্তকঃ কালকর্ত্তা গৌতমো ভৃগুচক্ৰিরাঃ ৭১
 অজির্ক্সনিষ্ঠঃ পুন্ডহঃ পুন্ডতাঃ কুংস এব চ । বাজবহ্যো দেবলস্ত ব্যাসশ্চৈব পরাশরঃ ৭২
 শর্ম্মদশ্চৈব গাধেহো হব্যীকেশো বৃহচ্ছ্রুবাঃ । কেশবঃ কেশহস্তা চ শূকর্ণঃ কর্ণবজ্জিতঃ ৭৩

গাধাকারণ, ইন্দ্রকারণ, কুবেরকারণ, বসন্তকারণ, ঈশানকারণ, বক্ষকারণ, বক্ষসকারণ, ভূষণ-
 কারণ, ধর্ম্মকারণ, জন্তুকারণ, বহুকারণ, পরমকারণ, মনুকারণ, পক্ষিকারণ, মুনিকারণ, শ্রেষ্ঠ-
 কারণ, যোগিকারণ, সিদ্ধগণকারণ, বক্ষগণকারণ, কিম্ভ্রগণকারণ, গচ্ছক্সগণকারণ, নদকারণ,
 নদীকারণ, সমুদ্রকারণ, বক্ষগণকারণ, বীক্ণকারণ, লোককারণ, পাতালকারণ, দেবকারণ,
 সর্পগণকারণ, মনলকারণ, পশুগণকারণ ও সর্ক্সকারণ ৪১ - ৬১ ।

দেহায়া, ইন্দ্রিয়ায়া, আয়া, বুদ্ধি, মনসস্তা, অহঙ্কারায়া, চেতসোয়া, কাগ্রায়া, বপ্তায়া, মহায়া, পরায়া, প্রাধানায়া, পরমায়া, আকাশায়া, তপায়া, পৃথিব্যায়া, পরমায়া,
 রসায়া, গন্ধায়া, পরমায়া, রূপায়া, পরায়া, শব্দায়া, বাগায়া, স্পর্শায়া, পুরুষায়া,
 শ্রোত্রায়া, শ্রুগায়া, তিস্রায়া, জ্ঞাণায়া, হস্তায়া, পাশায়া, উপনাস্তায়া, পাবায়া, ইন্দ্রায়া,
 ত্রায়া, রক্তায়া, মনসোয়া, বক্ষায়া, সত্যায়া, ঈশায়া, পরমায়া, রৌদ্রায়া, মোক্ষবিদ্,
 বতি, বহুবান্, বহু, চর্য্যী, বড়গী, অহরাস্তক, হ্রীপ্রবর্তনশীল, যতিহিতরত, যতিরূপী,
 বোগী, বোগিধ্যেব, হরি, শিতি, সংবিত্, মেধা, কাল, উদ্যা, বর্ষা, মতি, সংবৎসর,
 মোক্ষকর, মোহপ্রধঃসক, দুঃখমোহকর্ত্তা, মাণ্ডব্য, বহুবামুখ, সংবর্ত্তক, কালকর্ত্তা, গৌতম,
 ভৃগু, অজিরাঃ, অজি, বসিষ্ঠ, পুন্ডহ, পুন্ডতা কুংস, বাজবহ্য, দেবল, ব্যাস, পরাশর, শর্ম্মদ,
 গাধেহ, হব্যীকেশ, বৃহচ্ছ্রুবা, কেশব, কেশহস্ত, শূকর্ণ এবং কর্ণবজ্জিত । ৬২ - ৭৩ ।

নারায়ণো মহাত্মাঃ প্রাপ্ত পতিরেব চ । অপানন্ত পতিশ্চৈব যানন্ত পতিরেব চ ॥ ৭৪
উদানন্ত পতিঃ শ্রেষ্ঠঃ সমানন্ত পতিস্তথা । নখন্ত চ পতিঃ শ্রেষ্ঠঃ স্পর্শন্ত পতিরেব চ ॥ ৭৫
রূপাণ্যন্ত পতিশ্চাত্তঃ খড়্গপাণির্হলায়ুধঃ । চক্রপাণিঃ কুণ্ডলী চ ত্রিবাংসাক্ষত্বেব চ ॥ ৭৬
প্রকৃতিঃ কোত্ততগ্রাবঃ পীতাবরধরস্তথা । হুম্বো হুম্বুশ্চৈব যুগ্মেন তু বিবজ্জিতঃ ॥ ৭৭
অনন্তোহনন্তরূপশ্চ হননঃ হরহননরঃ । অকলাপো বিকৃজ্জিকুর্ভাষিকুশ্চয়ুধীতথা ॥ ৭৮
হিরণ্যকশিঃপার্হতা হিরণ্যাকবিমর্দকঃ । নিহতা পুতনারাক্ষ ভাক্ষরাক্ষবিনাশনঃ ॥ ৭৯
কেশিনো বননশ্চৈব মৃষ্টিকন্ত বিমর্দকঃ । কংসদানবভেতা চ চাণূরন্ত প্রমর্দকঃ ॥ ৮০
অরিষ্টে নিহতা চ অকুরপ্রিয় এব চ । অকুরঃ কুররূপশ্চ অকুরপ্রিয়বানিতঃ ॥ ৮১
ভগহা ভগবান্ ভাক্ষস্তথা ভাগবতঃ খরম্ । উৎকবশ্চোৎকবশ্চোশো হ্যকবেন বিচিহ্নিতঃ ॥ ৮২
চক্রধৃক্ চক্রশ্চৈব চলাচলবিজ্জিতঃ । অহঙ্কারো মতিশ্চিহ্নঃ গগনং পৃথিবী জলম্ ॥ ৮৩
বায়ুশ্চক্ৰস্তথা প্রজ্ঞা জিহ্বা চ জ্ঞানমেব চ । বাক্ পাণিপাদো জঘনঃ পায়ুশ্চক্ৰত্বেব চ ॥ ৮৪
শঙ্করশ্চৈব খরশ্চ কাশ্চিবঃ কাশ্চিকুরঃ । ভক্তপ্রিয়স্তথা ভক্তা ভক্তিমহ্ ভক্তিবর্ধনঃ ॥ ৮৫
ভক্তস্ততো ভক্তনরঃ কীর্তিমঃ কীর্তিবর্ধনঃ । কীর্তিদীপ্তিঃ কমা কাশ্চির্ভক্তিশ্চৈব দয়া পরা ॥ ৮৬
দানং দাতা চ কৰ্ত্তা চ দেবদেবপ্রিয়ঃ শুচিঃ । শুচিমান্ হৃদয়ো মোক্ষঃ কামশ্চ'র্থঃ সহস্রপাৎ ॥ ৮৭
সহস্রশীর্ষা বৈভক্ত্য যাক্ষযাক্ষত্বেব চ । প্রজাদারং সহস্রাক্ষঃ সহস্রকর এব চ ॥ ৮৮
ভক্তশ্চ হৃকিরীটী চ হৃগীঃ কোত্ততস্তথা । প্রহ্লাদশ্চানিরুদ্ধশ্চ হরগ্রীবশ্চ শূকরঃ ॥ ৮৯
মংস্তঃ পরশুরামশ্চ প্রহ্লাদো বলিরেব চ । শরণ্যশ্চৈব নিত্যশ্চ বুদ্ধো মুক্তঃ শরীরভূৎ ॥ ৯০
খরদ্বন্দ্বহতা চ রাবণশ্চ প্রমর্দনঃ । নীতাপতিশ্চ বদ্বিকুর্ভরতশ্চ ত্বেব চ ॥ ৯১
কুন্তেজ্জিহ্নিহতা চ কুন্তকর্ণপ্রমর্দনঃ । নরাক্ষকাক্ষকশ্চৈব দেবাক্ষকবিনাশনঃ ॥ ৯২

নারায়ণ, মহাত্মা, প্রাপ্তপতি, অপানপতি, যানপতি, উদানপতি, সমানপতি, নখপতি, স্পর্শপতি, রূপপতি, কপতি, আভ, খড়্গপাণি, হলায়ুধ, চক্রপাণি, কুণ্ডলী, ত্রিবাংসাক্ষ, প্রকৃতি, কোত্ততগ্রীব, পীতাবরধর, হুম্ব, হুম্বু, যুগ্মবিবজ্জিত, অনন্ত, অনন্তরূপ, হনন, হরহননর, অকলাপ, বিকৃ, জিকু, আভিকু, ইমুধী, হিরণ্যকশিপূহতা, হিরণ্যাকবিমর্দক, পুতনানিহতা ও ভাক্ষরাক্ষবিনাশন । ৭৪—৭৯ ।

কেশিদলন, মৃষ্টিকবিমর্দক, কংসদানবভেতা, চাণূরপ্রমর্দক, অরিষ্টনিহতা, অকুর-প্রিয়, অকুর, কুররূপ, অকুরপ্রিয়বানিত, ভগহা, ভগবান্, ভাক্ষ, ভাগবত, উৎকব, উৎকবশ, উৎকবচিহ্নিত, চক্রধৃক্, চক্রল, চলাচলবিবজ্জিত, অহঙ্কার, মতি, চিহ্ন, গগন, পৃথিবী, জল, বায়ু, চক্ৰ, প্রজ্ঞা, জিহ্বা, জ্ঞান, বাক্, পাণি, পাদ, জঘন, পায়ু, উপা, শঙ্কর, খর, কাশ্চিব, কাশ্চিকুর, নর, ভক্তপ্রিয়, ভক্তা, ভক্তিমান, ভক্তিবর্ধন, ভক্তস্তত, ভক্তনর, কীর্তিম, কীর্তি-বর্ধন, কীর্তি, দীপ্তি, কমা, কাশ্চি, ভক্তি, দয়া, দান, দাতা, কৰ্ত্তা, দেবদেবপ্রিয়, শুচি, শুচিমান্, হৃদয়, মোক্ষ, কাম, অর্থ, সহস্রপাৎ, সহস্রশীর্ষা, বৈভক্ত, মোক্ষযাক্ষ, প্রজাদার, সহস্রাক্ষ, সহস্রকর, ভক্ত, হৃকিরীটী, হৃগীব, কোত্তত, প্রহ্লাদ, অনিরুদ্ধ, হরগ্রীব, শূকর, মংস্ত, পরশুরাম, প্রহ্লাদ, বলি, শরণ্য, নিত্য, বুদ্ধ, মুক্ত, শরীরভূৎ, খরদ্বন্দ্বহতা, রাবণপ্রমর্দন, নীতাপতি, বদ্বিকু, ভরত, কুন্তনিহতা, ইজ্জিহ্নিহতা, কুন্তকর্ণপ্রমর্দন, নরাক্ষকাক্ষক,

ছট্ঠাহরনিহতা চ শব্দারিত্তৈব চ । নরকস্ত নিহতা চ ত্রিশীৰ্ষস্ত বিনাশনঃ ॥ ১৩
 বহলাঙ্ঘ্রনভেষ্টা চ তপোহিতকরস্তথা । বাহিত্তৈশ্চ বাহক বুদ্ধস্ত বৈ বরপ্রদঃ ॥ ১৪
 সারঃ সারপ্রিয়ঃ সৌরঃ কালহস্তা নিকৃষ্টনঃ । অগস্তির্দেবজ্ঞৈশ্চ নারদো নারহাশ্রয়ঃ ॥ ১৫
 প্রাপোহপানস্তথা ব্যানো রজঃ সন্ধ্যা তমঃ শরৎ । উদানস্ত সমানস্ত ভেবজস্ত তদ্বক্ তথা ॥ ১৬
 কুটম্বঃ বজ্ররূপস্ত সর্কসেহবিবজ্জিতঃ । চক্ষুরিঙ্গিরহীনস্ত বাগিঙ্গিরবিবজ্জিতঃ ॥ ১৭
 হস্তেঙ্গিরহীনস্ত পাদাঙ্গ্যাক বিবজ্জিতঃ । পায়ুপঙ্গবিহীনস্ত মহাতপোবিবজ্জিতঃ ॥ ১৮
 প্রবোধেন বিহীনস্ত বুদ্ধ্যা চৈব বিবজ্জিতঃ । চেতস্যা গিগতৈশ্চ প্রাণেন চ বিবজ্জিতঃ ॥ ১৯
 অপানেন বিহীনস্ত ব্যানেন চ বিবজ্জিতঃ । উদানেন বিহীনস্ত সমানেন বিবজ্জিতঃ ॥ ১০০
 আকাশেন বিহীনস্ত বায়ুনা পরিবজ্জিতঃ । অগ্নিনা চ বিহীনস্ত উত্তকেন বিবজ্জিতঃ ॥ ১০১
 পৃথিব্যা চ বিহীনস্ত শব্দেন চ বিবজ্জিতঃ । স্পর্শেন চ বিহীনস্ত সর্করূপবিবজ্জিতঃ ॥ ১০২
 রাগেন বিগতৈশ্চ অঘেন পরিবজ্জিতঃ । শোকেন রহিতৈশ্চ বচসা পরিবজ্জিতঃ ॥ ১০৩
 রজোবিবজ্জিতৈশ্চ বিকারৈঃ বদ্ভুতিয়েব চ । কামেন বজ্জিতৈশ্চ ক্রোধেন পরিবজ্জিতঃ ॥ ১০৪
 মোহেন বিগতৈশ্চ দম্বেন চ বিবজ্জিতঃ । হৃদ্যৈশ্চ হৃদ্যস্ত সুলভ্যং সুলভতস্তথা ॥ ১০৫
 বিশারদো বলাধ্যাকঃ সর্কধ্যাকোহর্ভকস্তথা * । প্রকৃতেঃ কোত্তকৈশ্চ মহতঃ কোত্তকস্তথা ॥
 কুতানাং কোত্তকৈশ্চ বুদ্ধৈশ্চ কোত্তকস্তথা । ইঙ্গিরাপাং কোত্তকস্ত বিবরকোত্তকস্তথা ॥ ১০৭
 ব্রহ্মণঃ কোত্তকৈশ্চ রুদ্রৈশ্চ কোত্তকস্তথা । অগম্যস্তকুরাদৈশ্চ প্রোজাগম্যস্তৈব চ ॥ ১০৮
 ঘটান গম্যঃ কুর্শ্চ জিহ্বাগ্রাভ্যস্তৈব চ । ভ্রাণেঙ্গিরাগম্য এব বাচাগ্রাভ্যস্তৈব চ ॥ ১০৯
 অগম্যৈশ্চ পানিত্যাং পাদাগম্যস্তৈব চ । অগ্রোহো মনসৈশ্চ বুদ্ধ্যাগ্রোহো হরিত্তথা ॥ ১১০
 অহংবুদ্ধ্যা তথা গ্রোহৈশ্চ মনস্যাগ্রা এব চ । অঙ্গপাণিরব্যস্ত গদাপাণিত্তৈব চ ॥ ১১১

দেবাক্তকবিনাশন, ছট্ঠাহরনিহতা, শব্দারিত্ত, নরকনিহতা, ত্রিশীৰ্ষবিনাশন, বহলাঙ্ঘ্রনভেষ্টা, তপোহিতকর, বাহিত্ত, বাহক, বুদ্ধ, বরপ্রদ, সার, সারপ্রিয়, সৌর, কালহস্তা, নিকৃষ্টন, অগস্তি, দেবজ্ঞ, নারদ ও নারহাশ্রয় । ১৩—১৫ ।

প্রাণ, অপান, ব্যান, রজঃ, সন্ধ্যা, তমঃ, শরৎ, উদান, সমান, ভেবজ, তদ্বক্, কুটম্ব, বজ্ররূপ, সর্কসেহবিবজ্জিত, চক্ষুরিঙ্গিরহীন, বাগিঙ্গিরবিবজ্জিত, হস্তেঙ্গিরবিহীন, পাদাঙ্গ্য-বিবজ্জিত, পায়ুপঙ্গবিহীন, উপকবিহীন, মহাতপোবিবজ্জিত, প্রবোধবিহীন, বুদ্ধিবিবজ্জিত, চেতস্যাবিহীন, প্রাণবিবজ্জিত, অপানবিহীন, ব্যানবিবজ্জিত, উদানেবিহীন, সমানবিবজ্জিত, আকাশবিহীন, বায়ুপরিবজ্জিত, অগ্নিবিহীন, উত্তকবিবজ্জিত, পৃথিবীবিহীন, শব্দবিবজ্জিত, স্পর্শবিহীন, সর্করূপবিবজ্জিত, রাগবিগত, অঘ-পরিবজ্জিত, শোকরহিত, বচোবজ্জিত, রজো-বিবজ্জিত, বদ্ভু-বিকাররহিত, কামবিজ্জিত, ক্রোধপরিবজ্জিত, মোহবিগত, দম্বাবজ্জিত, হৃদ্য, হৃদ্যস্ত ও সুলভ্যংসুলভতর । ১৬—১০৫ ।

বিশারদ, বলাধ্যাক, সর্কাক্তক, সর্কধ্যাক, অর্ভক, প্রকৃতিকোত্তক, মহৎকোত্তক, কুত-কোত্তক, বুদ্ধকোত্তক, ইঙ্গিরকোত্তক, বিবরকোত্তক, ব্রহ্মকোত্তক, রুদ্রকোত্তক, চকুরাগম্য, প্রোজাগম্য, অগম্য, কুর্শ, জিহ্বাগ্রাভ্য, ভ্রাণেঙ্গিরাগম্য, বাচাগ্রাভ্য, হৃদ্যগ্রাগম্য,

* সর্কস্ত কোত্তকস্তথেতি কচিৎ পাঠঃ ।

শাৰ্দ্ধপাণিঞ্চ কৃষ্ণঞ্চ জ্ঞানমুষ্টিঃ পরস্তপঃ । তপস্বী জ্ঞানগম্যো হি জ্ঞানী জ্ঞানবিদেব চ ॥ ১১২
 জ্ঞেয়ঞ্চ জ্ঞেয়হীনঞ্চ জ্ঞপ্তিচৈতন্তরুপমৃক । ভাবো ভাব্যো ভবকরো ভাবনো ভবনাশনঃ ॥ ১১৩
 গোবিন্দো গোপতির্গোপঃ সর্ষগোপীহৃৎপ্রদঃ । গোপালো গোপতিষ্ঠৈব গোমতির্গোমরস্তথা ॥ ১১৪
 উপেন্দ্রঞ্চ নৃসিংহঞ্চ শৌরীশ্চৈব জনার্দনঃ । আরণেরো বৃহদ্ধাতৃর্কৃৎ হৃদীপ্তস্তথৈব চ ॥ ১১৫
 দামোদরদ্বিকালঞ্চ কালজঃ কালবজ্জিতঃ । ত্রিসঙ্ঘো দ্বাপরং ত্রেতা প্রজাধারং ত্রিবিক্রমঃ ॥ ১১৬
 বিক্রমো হওহস্তঞ্চ হেমনগ্নী ত্রিহওধৃক্ । সামভেদস্তথোপায়ঃ সামরূপী চ সামগঃ ॥ ১১৭
 সামবেদো হৃৎকর্ষা চ স্বরুতঃ স্বরুপমৃক । অথর্কবেদবিষ্ঠৈব হৃৎকর্ষাচার্য্য এব চ ॥ ১১৮
 ঋগ্‌রূপী চৈব ঋগেধ ঋগেদেষু প্রাণতিষ্ঠিতঃ । যজুর্কেষ্টা যজুর্কেষ্টো যজুর্কেষ্টবিদেকপাৎ ॥ ১১৯
 বহুপাচ্চ স্থপাঠৈচৈব তথা চৈব মহত্ৰপাৎ । চতুশ্চাচ্চ দ্বিপাঠৈচৈব নৃতির্ন্যায়ো যমো যমী ॥ ১২০
 সন্ন্যাসী চৈব সন্ন্যাসচতুরাশ্রয় এব চ । ব্রহ্মচারী গৃহস্থচ বাণপ্রস্থচ তিষ্ঠকঃ ॥ ১২১
 ব্রাহ্মণঃ কলিত্রয়ো বৈশ্বঃ পূজো বর্ণস্তথৈব চ । নীলদঃ নীলসম্পন্নো দুঃনীলশরিবজ্জিতঃ ॥ ১২২
 মোক্ষোহধ্যাত্মসমাবিষ্টঃ স্তুতিঃ স্তোতা চ পূজকঃ ।
 পূজ্যো বাক্ কল্পকৈঃ বাচ্যৈশ্চৈব তু বাচকঃ ॥ ১২৩
 বেত্তা ব্যাকরণকৈব বাচ্যকৈব চ বাচ্যবিৎ । বাচ্যগম্যতীর্থবাসী তীর্থতীর্থী চ তীর্থবিৎ ॥ ১২৪
 তীর্থাদিস্তুতঃ সাংখ্যঞ্চ নিরুক্তং অধিদৈবতম্ । প্রণবঃ প্রণবেশচ প্রণবেন প্রবক্ষিতঃ ॥ ১২৫
 প্রণবেন চ লক্ষ্যো বৈ গায়ত্রী চ গদাধরঃ । শালগ্রামনিবাসী চ শালগ্রামস্তথৈব চ ॥ ১২৬
 জলশায়ী যোগশায়ী শেবশায়ী কুশেশরঃ । মহীভক্তা চ কার্য্যক কারণং পৃথিবীধরঃ ॥ ১২৭

পাদাগম্য মনোহগ্রাহ, বৃদ্ধাগ্রাহ, হরি, অহংবুড়িগ্রাহ, চেতোগ্রাহ, শঙ্খপানি, অব্যয়, গদাপানি, শাৰ্দ্ধপানি, কৃষ্ণ, জ্ঞানমুষ্টি, পরস্তপ, তপস্বী, জ্ঞানগম্য, জ্ঞানী, জ্ঞানবিদ, জ্ঞেয়, জ্ঞেয়হীন, জ্ঞপ্তি, চৈতন্তরুপমৃক, ভাব, ভাব্য, ভবকর, ভাবন, ভবনাশন, গোবিন্দ, গোপতি, গোপ, সর্ষগোপীহৃৎপ্রদ, গোপাল, গোপতি, গোমতি, গোমর, উপেন্দ্র, নৃসিংহ, শৌরি, জনার্দন, আরণের, বৃহদ্ধাতৃ ও বৃহদীপ্ত । ১১৬—১১৫ ।

দামোদর, ত্রিকাল, কালজ, কালবজ্জিত, ত্রিসঙ্ঘা, দ্বাপর, ত্রেতা, প্রজাধার, ত্রিবিক্রম, বিক্রম, হওহস্ত, একহন্তী, ত্রিহওধৃক্, সাম, ভেদ, উপায়, সামরূপী, সামগ, সামবেদ, অথর্ক, স্বরুত, স্বরুপমৃক, অথর্কবেদবিদ, অথর্কচার্য্য, ঋগ্‌রূপী, ঋগেধ, ঋগেদপ্রতিষ্ঠিত, যজুর্কেষ্টা, যজুর্কেষ্ট, যজুর্কেষ্টবিদ, একপাৎ, বহুপাৎ, স্থপাৎ, মহত্ৰপাৎ, চতুশ্চাৎ, দ্বিপাৎ, নৃতি, ভায়, যম, যমী, সন্ন্যাসী, সন্ন্যাস, চতুরাশ্রয়, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ, তিষ্ঠক, ব্রাহ্মণ, কলিত্রয়, বৈশ্ব, পূজ, বর্ণ, নীলদ, নীলসম্পন্ন, দুঃনীলশরিবজ্জিত, মোক্ষ, অধ্যাত্মসমাবিষ্ট, স্তুতি, স্তোতা, পূজক, পূজ্য, বাক্‌কারণ, বাচা, বাচক, বেত্তা, ব্যাকরণ, বাচ্য, বাচ্যবিৎ, বাচ্যগম্য, তীর্থবাস, তীর্থ, তীর্থী, তীর্থবিৎ, তীর্থাদিস্তুত, সাংখ্য, নিরুক্ত, অধিদৈবত, প্রণব, প্রণবেশ, প্রণবপ্রবক্ষিত, প্রণবলক্ষ্য, গায়ত্রী, গদাধর, শালগ্রামনিবাসী ও শালগ্রাম । ১১৬—১২৬ ।

জলশায়ী, যোগশায়ী, শেবশায়ী, কুশেশর, মহীভক্তা, কার্য্যক, কারণ, পৃথিবীধর, প্রজাপতি,

অক্ষাপতিঃ শাখত্ কাষাঃ কাষয়িতা বিরটৈ সশ্রটৈ পূষা তথা অর্গো রথশ্বঃ সারথীরথঃ ॥ ১২৮
 ধনী ধনপ্রদো ধনো বাঘবাহাং হিতে রতঃ । অর্জুনশ্চ প্রিয়শ্চৈব অর্জুনো ভীষ্ম এব চ ॥ ১২৯
 পরাক্রমো হুর্ভিসহঃ সর্কশাস্ত্রবিশারদঃ । সারথতো মহাভীষ্মঃ পারিজাতহরস্তথা ॥ ১৩০
 অমৃতশ্চ প্রধাতা চ কীরোদঃ কীর এব চ । ইন্দ্রাস্ত্রজন্ত গোপ্তা গোবর্দ্ধনধরস্তথা ॥ ১৩১
 কংসস্ত নাশনস্তদ্বক্ষিপো হস্তিনাশনঃ । শিপিবিষ্টেঃ প্রমদশ্চ সর্কলোকার্হিনাশনঃ ॥ ১৩২
 মূকো মূঢ়াকরশ্চৈব সর্কমূঢ়াবিবক্ষিঃ । দেহী দেহস্থিতশ্চৈব দেহশ্চ চ নিরামকঃ ॥ ১৩৩
 প্রোতা প্রোক্তানয়ন্তা চ প্রোক্তব্যঃ প্রবলস্তথা । বক্ষিতশ্চ স্পর্শয়িতা স্পৃষ্টক স্পর্শনস্তথা ॥ ১৩৪
 চক্ষুঃশো রূপজটৈ চ নিরস্তা চক্ষুস্তথা । দৃষ্টকৈব তু জিহ্বাশ্চো রসজ্ঞশ্চ নিরামকঃ ॥ ১৩৫
 ভ্রাণশ্চো ভ্রাণকৃৎ ভ্রাতা ভ্রাণেন্দ্রিয়নিরামকঃ । বাকশ্চো বক্তা চ বক্তব্যো বচনং বাঙ্ নিরামকঃ ॥
 প্রাণিশ্চ শিল্পকৃচ্ছিন্নো হস্তয়োশ্চ নিরামকঃ । পদব্যটৈশ্চ গন্তা চ গন্তব্যং গমনং তথা ॥ ১৩৭
 নিরস্তা পাদয়োশ্চৈব পাদভ্যাক্ চ বিদগ্ধকৃৎ । বিসর্গশ্চ নিরস্তা চ হ্রাণশ্বতঃ স্থং তথা ॥ ১৩৮
 উপশ্বস্ত নিরস্তা চ তদানন্দকরশ্চ হ । শক্রয়ঃ কার্শ্ববীর্ষ্যশ্চ দত্তাজেয়স্তথৈব চ ॥ ১৩৯
 অলকশ্চ হিতশ্চৈব কার্শ্ববীর্ষ্যানিকুন্তনঃ । কালনেমির্নহানেমির্দেবো মেঘপতিস্তথা ॥ ১৪০
 অন্নপ্রদোহন্নরূপী চ হ্রাদোহন্নপ্রবর্তকঃ । ধূমকুৎ ধূমরূপশ্চ দেবকীপুত্র উত্তমঃ ॥ ১৪১
 দেবক্যা নন্দনো নন্দো রোহিণ্যাঃ প্রিয় এব চ । বহুদেবপ্রিয়শ্চৈব বহুদেবহৃতস্তথা ॥ ১৪২
 হৃন্দুভির্হংসরূপশ্চ পুংসহাসকুতৈব চ । অট্টহাসপ্রিয়শ্চৈব সর্কধাক্ষঃ ক্ষরোহক্ষরঃ ॥ ১৪৩
 অচ্যুতশ্চৈব সত্যোশ্চ সত্যোদ্যশ্চ প্রিয়ো বরঃ । কাম্বল্যাশ্চ পতিশ্চৈব কাম্বল্যা বরস্তথা ॥ ১৪৪
 গোপীনাং বরস্তশ্চৈব পুণ্যাক্রোশশ্চ বিশ্রুতঃ । বুধাকপির্ধমো শুভো মজলশ্চ বুধস্তথা ॥ ১৪৫
 রাহঃ কেতুগ্রহো গ্রাহো গজেন্দ্রমুখমেলকঃ । গ্রাহশ্চ বিনিহতা চ গ্রামণী রক্ষকস্তথা ॥ ১৪৬

শাখত, কাষা, কাষয়িতা, বিরট, পূষা, সশ্রট, অর্গ, রথশ্ব, সারথি, রথ, ধনী, ধনপ্রদ,
 ধনো বাঘবাহিতে রত, অর্জুনপ্রিয়, অর্জুন, ভীষ্ম, পরাক্রম, হুর্ভিসহ, সর্কশাস্ত্রবিশারদ,
 সারথত, মহাভীষ্ম, পারিজাতহর, অমৃতপ্রধাতা, কীরোদ, কীর, ইন্দ্রাস্ত্রজ, ইন্দ্রাস্ত্রজগোপ্তা,
 গোবর্দ্ধনধর, কংসনাশন, হস্তিন, হস্তিনাশন, শিপিবিষ্টে, প্রমদ, সর্কলোকার্হিনাশন, মূকো,
 মূঢ়াকর, সর্কমূঢ়াবিবক্ষি, দেহী, দেহস্থিত, দেহনিরামক, প্রোতা, প্রোক্তানয়ন্তা, প্রোক্তব্য,
 প্রবল, বক্ষিত, স্পর্শয়িতা, স্পৃষ্টক, স্পর্শন, চক্ষুঃশ, রূপজটো, চক্ষুনিরস্তা, দৃষ্ট, জিহ্বাশ্চ, রসজ্ঞ,
 নিরামক, ভ্রাণশ্চ, ভ্রাণকৃৎ, ভ্রাতা, ভ্রাণেন্দ্রিয়নিরামক, বাকশ্চ, বক্তা, বক্তব্য, বচন,
 বাঙ্ নিরামক, প্রাণিশ্চ, শিল্পকৃৎ, শিল্প, হস্তদ্বয়নিরামক, পদব্য, গন্তা, গন্তব্য, গমন,
 পাদদ্বয়নিরস্তা, পাদভ্যাক্, বিদগ্ধকৃৎ, বিসর্গনিরস্তা, উপশ্বস্ত, স্থং, উপশ্বানিরস্তা, আনন্দকর,
 শক্রয়, কার্শ্ববীর্ষ্য, দত্তাজেয়, অলকহিত, কার্শ্ববীর্ষ্যানিকুন্তন, কালনেমি, মহানেমি, মেঘ
 ও মেঘপতি । ১২৭—১৪০ ।

অন্নপ্রদ, অন্নরূপী, অন্নপ্রবর্তক, ধূমকুৎ, ধূমরূপ, দেবকীপুত্র, উত্তম, দেবকীনন্দন,
 নন্দ, রোহিণীপ্রিয়, বহুদেবপ্রিয়, বহুদেবহৃত, হৃন্দুভি, হংসরূপ, হাসরূপ, পুংসহাস, অট্টহাস,
 অট্টহাসপ্রিয়, সর্কধাক্ষ, ক্ষর, অক্ষর, অচ্যুত, সত্যোশ্চ, সত্যোদ্যপ্রিয়, বর, কাম্বলীপতি,

• রথশ্বঃ সারথীর্কলমিতি পাঠান্তরম্ ।

কিররশ্চৈব সিদ্ধশ্চ ছন্দঃ স্বচ্ছন্দ এব চ । বিশ্বরূপো বিশালাক্ষো বৈভব্যস্থল এব চ ॥ ১৪৭
 অনন্তরূপো ভূতন্তো দেবদানবসংস্থিতঃ । স্মৃতিশ্চ স্মৃতিশ্চ স্থানং স্থানান্ত এব চ ॥ ১৮
 জগৎশ্চৈব জাগর্তা স্থানং জাগরিতস্তথা । বপ্নঃ বপ্নবিৎ বপ্নঃ স্থানস্থঃ স্থ এব চ ॥ ১৪৯
 জাগ্রৎবপ্নস্মৃতিশ্চৈব বিহীনো বৈ চতুর্থকঃ । বিজ্ঞানং চৈত্বরূপশ্চ জীবো জীবয়িতা তথা ॥ ১৫০
 ভুবনাধিপতিশ্চৈব ভুবনান্নাং নিরায়কঃ । পাতালবাসী পাতালং সর্কজরবিনাশনঃ ॥ ১৫১
 পরমানন্দরূপী চ ধর্ম্যাণাঞ্চ প্রবর্তকঃ । স্থলভো দূর্লভশ্চৈব প্রাণায়ামপরস্তথা ॥ ১৫২
 প্রত্যাহারো ধারকো চ প্রত্যাহারকরস্তথা । প্রভা কাশিত্ত্বা অর্চিঃ শুভঃ ক্ষটিকসংগতঃ ॥ ১৫৩
 অগ্রাঙ্কশ্চৈব গৌরশ্চ সর্কঃ শুচিরতিষ্টুতঃ । বযট্কারো বযট্ বোবট্ বধা বাহা রতিস্তথা ॥ ১৫৪
 পক্তানন্দমিত্তোক্তোক্তো বোদ্ধা ভাবমিত্তোক্তা তথা । জ্ঞানাত্মা চৈব উহাত্মা কৃমা সর্কেশ্বরেণ ॥ ১৫৫
 নদী নদী চ নন্দীশো ভারতস্তরুণাশনঃ । চিত্রঃ* শ্রীপতিশ্চৈব নৃপশ্চ চক্রবর্তিনাম্ ॥ ১৫৬
 ঈশশ্চ সর্কঃদেবানাং দারকাসংস্থিতস্তথা । পুঙ্করঃ পুঙ্করাধ্যক্ষঃ পুঙ্করধীপ এব চ ॥ ১৫৭
 ভরতো জনকো জন্তঃ সর্কাকারবিবজ্জিতঃ । নিরাকারো নিম্নিমিত্তো নিরাতঙ্কো নিরাজ্বরঃ ॥ ১৫৮
 ইতি নাম হস্তশ্চ বৃহত্তথৈব কীৰ্ত্তিতম্ । দেবশ্চ বিষ্ণোরীশশ্চ সর্কপাপবিনাশনম্ ॥ ১৫৯
 পঠন্ বিতশ্চ তিষ্ঠুঃ* কত্রিয়ো জয়মাপ্রুয়াৎ । বৈভব্যে ধনং স্থং শূত্রো বিকৃত্তিসংবাহিতঃ ॥ ১৬০

ইতি শ্রীগুরুদে মহাপুঙ্করাণে পূর্বখণ্ডে শ্রীবিষ্ণোঃ সহস্রনামস্তোত্রঃ

নাম পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

কল্পিণীধরত, গোপীধরত, পুণ্যপ্রাক, বিজ্ঞত, ব্রহ্মকপি, যম, শুভ, মঙ্গল, বৃষ, র'হ, কেতু এহ, গ্রাহ, গভেষ্মুখমেলক, গ্রাহবিনিহস্তা, গ্রামণী, রক্ষক, কিরর, সিদ্ধ, ছন্দঃ, স্বচ্ছন্দ, বিশ্বরূপ, বিশালাক্ষ, বৈভব্যস্থল, অনন্তরূপ, ভূতন্ত, দেবদানবসংস্থিত, স্মৃতিশ্চ, স্মৃতি, স্থান, স্থানান্ত, জগৎ, জাগর্তা, স্থান, জাগরিত, বপ্ন, বপ্নবিৎ, বপ্ন, স্থানস্থ ও স্থ। ১৪১—১৪৯।

জাগ্রৎবপ্ন, স্মৃতিবিহীন, চতুর্থক, বিজ্ঞান, চৈত্বরূপ, জীব, জীবয়িতা, ভূমাধিপতি, ভুবননিরায়ক, পাতালবাসী, পাতাল, সর্কজরবিনাশন, পরমানন্দরূপী, ধর্মপ্রবর্তক, স্থলভ, দূর্লভ, প্রাণায়ামপর, প্রত্যাহার, ধারক, প্রত্যাহারকর, প্রভা, কাশিত্ত্ব, অর্চিঃ, শুভ, ক্ষটিক-সংগত, অগ্রাঙ্ক, গৌর, সর্ক, শুচি, অতিষ্টুত, বযট্কার, বযট্, বোবট্, বধা, বাহা, রতি, পক্তা, নন্দমিত্তা, তোক্তা, বোদ্ধা, ভাবমিত্তা, জ্ঞানাত্মা, উহাত্মা, কৃমা, সর্কেশ্বরেণ, নদী, নন্দী, নন্দীশ, ভারত, তরুণাশন, চিত্রপ, শ্রীপতি, চক্রবর্তিরাজা, সর্কেশ্বরেণ, দারকঃসংস্থিত, পুঙ্কর, পুঙ্করাধ্যক্ষ, পুঙ্করধীপ, ভরত, জনক, জন্ত, সর্কাকারবিবজ্জিত, নিরাকার, নিম্নিমিত্ত, নিরাতঙ্ক ও নিরাজ্বর। ১৫০—১৫৮।

হে বৃহত্তথ ! তোমার নিকট দেবদেব, জগদীশ্বর বিষ্ণুর সর্কপাপবিনাশন সহস্রনাম কীৰ্ত্তিত হইল। এই সহস্র নাম পাঠ করিলে, ব্রাহ্মণ বিষ্ণুর, কত্রির জয়, বৈভব্য ধন এবং শূত্র স্থ-লাভ করে ও বিকৃত্তি-সংবাহিত হয়। ১৫৯—১৬০।

শ্রীগুরুদে মহাপুঙ্করাণে পূর্বখণ্ডে বিষ্ণুর সহস্রনাম স্তোত্র নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫।

• চক্রপ ইতি কচিং পাঠঃ ।

শ্রোতৃশোভাধ্যায়ঃ ।

কুত্র উবাচ ।

‘পুনর্বারানং সমাচক্ষ শম্বচক্রগদাধর । বিকোরাশিত্র দেবতা শুভ্রত পরমাস্তনঃ ॥১

হরিকৃণাচ ।

‘শূণ্ণ কুত্র হরের্বারানং সংসারতরুনাশনম্ । দৃষ্টরূপমনহক সর্বব্যাপ্যভ্রমব্যয়ম্ ॥২

অক্ষরং সর্বগং নিত্যং মহদ্ব্রহ্মাঙ্গি কেবলম্ । সর্বত্র ভগতো মূলং সর্বেশং পরমেশ্বরম্ ॥৩

সর্বভূতচক্ষিৎ বৈ সর্বভূতমহেশ্বরম্ । সর্বাধারং নিরাধারং সর্বকারণকারণম্ ॥৪

অলেশকল্পতাপা মূক্তং মূক্তযোগিবিচিহ্নিতম্ । স্থলদেহবিহীনক চক্ষুবা পরিবর্জিতম্ ॥৫

জ্ঞে জ্ঞেজিয়বিহীনক জ্যোত্বধর্মবিবর্জিতম্ । জিহ্বেজিয়বিহীনক ত্বগিজিয়বিবর্জিতম্ ॥৬

জ্ঞানেজিয়বিহীনক গ্রাণিধর্মবিবর্জিতম্ ২ । বাগিজিয়বিহীনক প্রাণীজিয়বিবর্জিতম্ ।

পাদেজিয়বিহীনক বায়ুধর্মপরিবর্জিতম্ ॥৭

পায়ুপত্ববিহীনক সর্বেজিয়বিবর্জিতম্ । মনোবিরহিতং তদ্বন্ননোবধর্মবিবর্জিতম্ ॥৮

বুদ্ধা বিহীনং দেবেশং চেতসা পরিবর্জিতম্ । অহঙ্কারবিহীনং বৈ বুদ্ধিধর্মবিবর্জিতম্ ॥৯

প্রাণেন রহিতকৈব তপানেন বিবর্জিতম্ । ব্যানাদ্যাবাহুহীনং বৈ প্রাণধর্মবিবর্জিতম্ ॥১০

শ্রোতৃশ অধ্যায়ঃ ।

কুত্র বলিলেন, হে শম্বচক্রগদাধর ! পুনর্বার পরমাত্মা অগদীশ্বর দেবদেব বিষ্ণুর ধ্যান
বলুন । হরি বলিলেন, হে কুত্র ! হরির ধ্যান প্রবণ কর, এই ধ্যানে সংসারতরু বিনষ্ট হইয়া
যায় । হরি দৃষ্টরূপ, কিন্তু অনন্তরূপ । তিনি সর্বব্যাপী, সর্বত্র বিস্তারিত আছেন এবং
উৎপত্তি-বিনাশবিহীন । তিনি অক্ষর (নির-প্রকৃতি), সর্বগ, নিত্য, মহৎ, একমাত্র ব্রহ্মরূপ ।
পরমেশ্বর হরি নবম জগতের কারণ ও সকলের ঈশ্বর । সেই হরি সর্বপ্রাণীর স্বরূপমন্দিরে
বিস্তারিত আছেন । তিনি সর্বভূতের ঈশ্বর, সকলের আধার, কিন্তু তাঁহার কোন আধার
নাই । তিনি সকল কারণের আদিকারণ । হরি সর্ববিষয়ে মিলিত, সর্ববিষয় হইতে
মুক্ত ও নেত্রবিহীন । মূক্ত যোগিগণ তাঁহাকে চিন্তা করেন । তাঁহার স্থল দেহ নাই । তিনি
অলেশজিয়হীন, জ্যোত্বধর্মবিবর্জিত । এইরূপ রমনৈজিয়, ত্বগিজিয়, জ্ঞানেজিয়, বাগিজিয়
প্রভৃতি প্রাণিগণের যে সকল ইঞ্জিয় আছে, সেই সকল ইঞ্জিয়হীন । সাধারণ প্রাণিগণের
যেমন বুদ্ধীজিয়াদি আছে, তাঁহার সেইরূপ ইঞ্জিয়াদি নাই । তিনি জোজন-মৈথুনাদি-
প্রাণিধর্মবিবর্জিত এবং পায়ুপত্ব প্রভৃতি কর্মেজিয় বিহীন । হরির মন ও মানসিক কোন ধর্মই
নাই । তিনি দেবদেব । তাঁহার অহঙ্কার, চিত্ত, বুদ্ধিধর্ম জীব, প্রাণাদি বায়ু বা প্রাণধর্ম
নাই । ১—১০ ।

১ । শ্রোকোহয়ং কচিং পুস্তকে নাস্তি ।

২ । প্রাণেজিয়বিহীনক প্রাণধর্মবিবর্জিতম্ ইতি কচিং পাঠঃ । তত্র চ বাগিত্যাশ্রিত্যশ্রোতৃশোভা
নাস্তি ।

সুনঃ সূর্য্যার্চনং বক্ষ্যে বহুভুং ভুগবে পুরা ॥১১

ও খণ্ডোক্তায় নমঃ ॥ ১২ ॥ সূর্য্যস্ত মূলমন্ত্ৰোহরং তুষ্টিমুক্তিপ্রদায়কঃ ॥১৩

ও গণেশায় ত্রিদশায় নমঃ । ও বিচি ঠঠ শিরসে নমঃ । ও জ্ঞানিনে ঠঠ শিখায় নমঃ । ও লহরায় ঠঠ কবচারে নমঃ । ও সর্বভোক্তাধিপত্যে ঠঠ অস্ত্রায় নমঃ । ও জল জল প্রজল প্রজল ঠঠ নমঃ ॥১৪

অগ্নিপ্রাকারমন্ত্ৰোহরং সূর্য্যস্তাঘনিপাতনঃ ॥১৫

ও আদিত্যায় বিদ্রোহে বিশ্বতাবার ধীমহি তন্নঃ সূর্য্যঃ প্রচোদয়াৎ ॥১৬

সকলীকরণং সূর্য্যাদ্গায়ত্রীয়া তাকরন্ত চ ॥১৭

ধর্ম্মাস্ত্রেন চ পূর্ব্বম্ভনু বহারেতি চ দক্ষিণে । বহুনারকার ভূতো বৈবর্ণ্যেতি চোত্তরে ॥১৮

শ্রামণিজলমৈশান্ত্রামাগ্রিয়াং দীক্ষিতং বজ্রং । বজ্রপাণিক নৈঋত্যাং ভূভুবঃ বশচ বারবে ॥১৯

ও চন্দ্রায় নক্ষত্রাধিপত্যে নমঃ । ও অজারকার কিত্তিসুহায় নমঃ । ও বুধায় সোমপুত্রায় নমঃ । ও বাগীশ্বরায় সর্ববিজ্ঞাধিপত্যে নমঃ । ও তুক্রায় মহর্ষয়ে ভৃগুহত্যায় নমঃ । ও শনৈশ্চরায় সূর্য্যাস্ত্রজায় নমঃ । ও রাহবে নমঃ । ও কেতবে নমঃ ॥ ২০

পূর্বাদীশানপর্ষ্যস্তা এতে পূজ্যা বুধধ্বজ ॥২১

ও অনুকরায় নমঃ । ও প্রমথনাথায় নমঃ । ও বুধায় নমঃ ॥ ২২

ও ভগবন্ পরিমিতমম্বুবালিন্ সকলভগৎপতে সপ্তাশ্বাহন চতুর্ভুজ পরমসিদ্ধিশ্রব
বিশ্বলিঙ্গলিঙ্গল ভব এহেহি ইদমর্ষ্যং নমঃ শিরসি গৎ গহু গহু তেজ উগ্ররূপমম্বি জল
জল ঠঠ নমঃ ॥ ২৩ ॥

অনেনাবাক্ষ মন্ত্ৰেণ ততঃ সূর্য্যং বিশর্জয়েৎ ॥২৪

ও নমো ভগবতে আদিত্যায় মহাক্ষিরণায় গচ্ছ স্বং পুনরাগমনায়েতি ॥ ২৫

ইতি ত্রিগাংগে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বোড়শোঃধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

হরি বলিলেন—পুনর্ব্বার সূর্য্যার্চন করিতেছি,—পূর্ব্বকালে এই সূর্য্যার্চন ভুগব নিকট
কথিত হইয়াছিল। 'ও খণ্ডোক্তায় নমঃ' সূর্য্যের এই মূল মন্ত্ৰ। ইহা সাধকের তুষ্টি-
মুক্তিপ্রদ। 'ও খণ্ডোক্তায় ত্রিদশায় নমঃ' ইত্যাদি মন্ত্ৰে পূজা করিবে। সূর্য্যের এই
অগ্নিপ্রাকার মন্ত্ৰ পাপনাশন। 'ও আদিত্যায় বিদ্রোহে' ইত্যাদি সূর্য্যাদ্গায়ত্রীয়া সকলীকরণ
করিবে। পূর্ব্বদিকে "ও ধর্ম্মাস্ত্রেন নমঃ", দক্ষিণে "ও বহার নমঃ", পশ্চিমে "ও বহুনারকার নমঃ",
উত্তরে "ও বৈবর্ণ্যায় নমঃ", ঈশানকোণে "ও শ্রামণিজলায় নমঃ", অগ্নিকোণে "ও দীক্ষিতায়
নমঃ", নৈঋতকোণে "ও বজ্রপাণয়ে নমঃ", বায়ুকোণে "ও ভূভুবঃবর্ষ্যঃ", এইরূপে পূজা
করিবে। পূর্ব্বদিকে "ও চন্দ্রায় নক্ষত্রাধিপত্যে নমঃ", অগ্নিকোণে "ও অজারকার কিত্তিসুহায়
নমঃ", দক্ষিণে "ও বুধায় সোমপুত্রায় নমঃ", নৈঋতকোণে "ও বাগীশ্বরায় সর্ববিজ্ঞাধিপত্যে
নমঃ", পশ্চিমদিকে "ও তুক্রায় মহর্ষয়ে ভৃগুহত্যায় নমঃ", বায়ুকোণে "ও শনৈশ্চরায়
সূর্য্যাস্ত্রজায় নমঃ", উত্তরে "ও রাহবে নমঃ" এবং ঈশান-কোণে "ও কেতবে নমঃ" এইরূপ
মন্ত্ৰে পূজা করিবে। "ও অনুকরায় নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্ৰে অনুকর, প্রমথনাথ, এবং বুধেরও পূজা
করিবে। "ও ভগবন্ পরিমিত" ইত্যাদি মন্ত্ৰে সূর্য্যদেবের আবাহন ও অর্ঘ্যদান করিবে।
এইরূপে সূর্য্যদেবের পূর্ব্বোক্ত মন্ত্ৰে পূজা করিয়া "ও নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্ৰ পাঠ করত
বিশর্জ্য করিবে। ১১—২৫।

ত্রিগাংগপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

হরিকবাচ

পুনঃ সূর্য্যার্চনং বক্ষ্যে যজ্ঞস্তং ধনদায়কং হি । অষ্টপত্রং লিখ্যং পত্রং তুচৌ দেশে শকনিকম্ ॥১
 আবাহনীং ততো বহুঃ সূত্রায়াবাহয়েৎকরিম্ । খণ্ডোৎ কাপয়েন্নখ্যে স্রাপয়েৎ যজ্ঞকপিণম্ ॥২
 আগ্নেয়াং বিশি দেবস্ত হৃদয়ং স্রাপয়েচ্ছিব । ঐশান্যাক্ষশিরঃ স্রাপ্যং নৈঋত্যং ২।বস্ত্রমেং শিখাম্ ॥৩
 পৌরন্দর্য্যং স্তনৈর্দ্ব্যমেকাগ্রনিতমাননঃ । বায়ব্যাকৈব নেত্র্যং বারুণ্যামগ্রমেব চ ॥৪
 ঐশান্যং স্রাপয়েৎ সোমং পৌরন্দর্য্যং লোহিতম্ ।
 আগ্নেয়াং সোমতনয়ং বায়ব্যাকৈব বৃহস্পতিম্ ॥৫
 নৈঋত্যং দানবগুরুং বারুণ্যং শনৈশ্চরম্ । বায়ব্যাক্ষ তথা কেতুং তৌর্য্যোং রাহমেব চ ॥৬
 দ্বিতীয়ায়াক্ষ কক্ষারং সূর্য্যানু দাদশ পুঞ্জয়েৎ । ভগঃ সূর্য্যোহর্য্যমা চৈব যিত্রো বৈ বরুণস্তথা ॥৭
 সবিতা চৈব ষাডা চ বিবস্বাংচ মহাবলঃ । ষটো পূষা তথা চত্বো দাদশো হিষ্ণুচ্যতে ॥৮
 পূর্বাধাবর্জঃ স্তনৈর্দ্ব্যনিজ্ঞাধীন প্রভরা নরঃ । তথা চ বিজরা চৈব জয়ন্তী চাপরাভিতা ।
 শেষশ্চ বাহুকৈশ্চ নাগানিত্যাহি পূজয়েৎ ॥৯

ইতি স্রীগারুড় মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়ঃ

হরি কঠিনেন, পুনর্বার সূর্য্যার্চন বসিব । সুবেলের নিকট এই সূর্য্যার্চন কথিত হইয়াছিল । পবিত্র স্থানে কনিকায়ুক্ত অষ্টপত্র লিখিবে । পরে আবাহনী সূত্রা বন্ধন করত সূর্য্যদেবের আবাহন করিবে । ঐ পত্রবধ্যে সূর্য্যদেবকে স্রাপন করত যজ্ঞকপি দেবকে স্রাপ করাইবে । হে শিব । আগ্নেকোণে দেবের হৃদয়, ঐশান কোণে শিরঃ ও নৈঋতকোণে শিখা বিস্তার করত পুনরায় একাগ্রচিত্তে পূর্ব্বদিকে বর্ষ, বায়ুকোণে নেত্র ও পশ্চিমদিকে অস্ত্র যজ্ঞ বিস্তার করিবে । ঐশানকোণে সোম, পূর্ব্বদিকে মঙ্গল, অগ্নিকোণে বৃধ, দক্ষিণদিকে বৃহস্পতি, নৈঋতকোণে তুঙ্গ, পশ্চিমদিকে শনি, বায়ুকোণে কেতু এবং উত্তর দিকে রাহুর পূজা করিবে । দ্বিতীয় কক্ষার দাদশ সূর্য্যের অর্চনা করিবে । দাদশ সূর্য্যের নাম বধা—ভগ, সূর্য্য, অর্য্যমা, যিত্র, বরুণ, সবিতা, ষাডা, বিবস্বান, ষটো, পূষা, ইন্দ্র ও হিষ্ণু । ‘ও ভগার মমঃ’ ইত্যাহি যজ্ঞ পূজা করিবে । দানব প্রভায়ুক্ত হইয়া পূর্বাধিভিক্রমে ইন্দ্রাদিসম্মিকপালে পূজা করত তয়া, বিজরা, জয়ন্তী, অপর্য্যভিতা এবং শেষ বাহুকি প্রভৃতি নাগগণেরও পূজা করিবে । ১—৯ ।

স্রীগারুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোধ্যায়ঃ ।

হরিকবাচ ।

গরুড়োক্তং কস্তপায় বক্ষ্যে মৃত্যুশ্চাৰ্চনম্ । উদ্ধারপূৰ্ণকং পুণ্যং সৰ্বদেবময়ং মতম্ ॥১
ওদ্ধারং পূৰ্ণমুদ্ভূতা জুহুৱাং তদনন্তরম্ । সবিমৰ্গং তু তীৰং স্তায় ত্বাধারিত্রায়ৰ্চনম্ ॥২
ঈশবিকুৰ্জ্জ্বেব্যাধি-কবচং সৰ্বসাধকম্ । অমৃতেশং মহাময়ং জ্যাকরং পুৰনং সমম্ ।
অপনামৃতাহীনাঃ স্থাঃ সৰ্বপাপবিবৰ্জিতাঃ ॥৩
শতঅপ্যাবেষকলং বজ্রতীৰ্থকলং লভেৎ । অষ্টোত্তরশতং অপ্যং ত্রিসঙ্খ্যং মৃত্যুশ্চাৰ্চনম্ ॥৪
ধ্যায়েৎ সিতক পদ্মং^১ বরদকাতয়ং করে । দাত্যাকামৃতকুন্তল চিন্তয়েৎমৃতেশ্বরম্ ॥৫
তন্ত্ৰৈবাকগতাং দেবীমমৃতামৃততাবিশীম্ । কলসং দাক্ষিণ্যে হস্তে বামহস্তে সরোজম্ ॥৬
অপেদইসহস্রং বৈ ত্রিসঙ্খ্যং মালমেকতঃ । জরামৃতামহাব্যাধি-পক্ষাঃ সৰ্বজীবশান্তিধঃ ॥৭
আহ্বানং^২ স্থাপনং রোধং সরিধানং নিবেশনম্ । পাত্যমাচমনং শ্রানমৰ্যাকাকুলেশনম্ ।
দীপায়নং কৃষক নৈবেদ্যং পানজীবনম্ ॥৮

অষ্টাদশ অধ্যায়ঃ ।

হরি কহিলেন, গরুড় কস্তপের নিকট যে মৃত্যুশ্চাৰ্চন বলিয়াছিল, সেটরূপ ময়োদ্ধার-পূৰ্ণক মৃত্যুশ্চাৰ্চনের অৰ্চনা বলিতেছি । এই মৃত্যুশ্চাৰ্চন পুণ্য এবং সৰ্বদেবময় বলিয়া এসিদ্ধ অৰ্থাৎ বধাবিধি ইহার পূজা করিলে সৰ্বদেবর্চনের ফল লাভ হয় । ময়োদ্ধার বলিতেছি—প্রথমে 'ও' কার পরে 'জু' অনন্তর 'মঃ' ইহাতে 'ও জু মঃ' এই মন্ত্র হয় । এই মন্ত্র জপ করিলে সাধকের মৃত্যুভয় থাকে না এবং দারিদ্র্য বিনষ্ট হয় । ভগবান্ বিষ্ণু, মহেশ্বর, সূর্য্য এবং দেবগণের কবচ ধারণ করিলে যে ফল পাওয়া যায় এই মন্ত্র জপ করিলেও তাদৃশ ফল লাভ হয় । ইহা সৰ্বসাধক । জ্যাকর মন্ত্রের নাম অমৃতেশ মন্ত্র, এই মহামন্ত্রে পূজা করিলে মহাকল লাভ হইয়া থাকে । এই মন্ত্র জপ করিলে সাধকের মৃত্যুভয় থাকে না এবং সৰ্বপাপ বিনাশপ্রাপ্ত হয় । চতুর্কোণপাঠে, সৰ্ববজ্রস্থানে এবং সৰ্বতীৰ্থদর্শনে যে ফল হয়, এই জ্যাকর মন্ত্র শতবার জপ করিলেও সেই সফলতা প্রাপ্ত হওয়া যায় । ত্রিসঙ্খ্য অষ্টোত্তর শতবার জপ করিলে মৃত্যু বা পক্ষাভিনিত ভয় দূরীকৃত হয় । দেবকে পদ্মাপননিত ধ্যান করিবে । তাঁহার দক্ষিণ হস্তধরে বর ও অস্ত্র, বাম হস্তধরে অমৃতকুন্তল আছে । এইরূপে অমৃতেশ্বর দেবের রূপ চিন্তা করিবে । তাঁহার বামাক্ষে অমৃততাবিশী দেবী বিরাজিতা । দেবীর দক্ষিণ-হস্তে কলস এবং বামহস্তে পদ্ম আছে । হে শিব ! যে ব্যক্তি একমাস পর্য্যন্ত প্রতিমন্ত্যার অষ্টোত্তরসহস্র সংখ্যায় উক্ত জ্যাকর অমৃতেশমন্ত্র জপ করে, তাহার জরা, মৃত্যু, মহাব্যাধি, এবং পক্ষা পরাজিত হয় । এই মন্ত্র সৰ্বজীবের শান্তিপ্রদ । ১—৭ ।

আহ্বান, স্থাপন, রোধন, সরিধান ও নিবেশন এই পঞ্চবিধ আবাহন করত পাত্য, আচমনীয়, শ্রানীয়, অৰ্য্য, অঙ্কুর, দীপ, বস্ত্র, কৃষক, নৈবেদ্য এবং পানীয় জল এই সকল উপচারে পূজা

১ । ধ্যারেচ্চ সিতপদ্মবর্ণিত চ পাঠঃ । ২ । আহ্বানং ইতি পাঠান্তরম্ ।

মাত্রা মূলা ভূপো ধ্যানং দক্ষিণা চাহুতিঃ স্তুতিঃ । বাহুঃ শীতক মৃত্যুকৃত্যাসৌযোগঃ প্রদক্ষিণম্ ।
প্রণতির্মহা উভয়া চ বন্দনঞ্চ বিসর্জনম্ ॥ ১০

বড়জাধিগ্রহকারেণ পূজনন্তু ক্রমোদিতম্ । পরমেশমুখোদীর্ণং বো জানাতি ন পুত্রকঃ ॥ ১০

অর্থ্যপাত্তার্চনকাদৌ অস্ত্রেণৈব তু ভাডনম্ । শোধনং কবচেনৈব চমু নীকরণস্ততঃ ॥ ১১

পূজা চাধারশক্তাদৌ প্রাণারামং তথাসনৈঃ । পিণ্ডত্বকিঃ ততঃ কুর্য্যাজ্জোষণাভৈস্ততঃ স্মরেৎ ॥ ১২

আস্থানং দেহরূপকং করাস্কৃত্যসককরেৎ । আস্থানং পূজয়েৎ পশ্চাজ্জ্যোতীকরণং হৃৎস্ততঃ ॥ ১৩

মূর্ত্তৌ বা স্তূতিম্ বাপি কিপেৎ পুস্তকং ভাষয়ম্ । আস্থানং ধারপূজাৰ্থং পূজা চাধারশক্তিভা ॥ ১৪

সান্নিধ্যকরণং যেষে পরিবারস্ত পুজনম্ । অনবট্টকস্ত পূজাৰ্থং কর্তব্যং দিগ্বিগমতঃ ॥ ১৫

ধর্ম্মাহরন্ত শক্রাচ্চাঃ সায়ুধাঃ পরিবারকাঃ । যুগবেদমূর্ত্তাস্ত পুজয়েৎ স্তুতিমুজ্জিতম্ ॥ ১৬

মাতৃকাস্ত গণকাদৌ নন্দিস্তে চ পূজয়েৎ । মহাকালকং যমুনাং দেহকৃত্যং পূজয়েৎ পুরা ॥ ১৭

ও অমৃতেশ্বরভৈরবায় নমঃ । এবং ও হুং সঃ সূর্য্যায় নমঃ ॥ ১৮

এবং শিবায় কৃষ্ণায় ব্রহ্মণে চ গণায় চ । চণ্ডিকায়ৈ সরস্বতীয়ে মহালক্ষ্ম্যাযৈ পূজয়েৎ ॥ ১৯

ইতি ত্রিগাংগে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে অমৃতেশপূজনং নামাষ্টোদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

করিবে । মাত্রা, মূলা প্রদর্শন, মন্ত্রভঙ্গ, ধ্যান, দক্ষিণা, চোম, স্তুতিপাঠ, বাহু, শীত, মৃত্যু, কৃত্যাস, যোগ, প্রদক্ষিণ, প্রণাম, মন্ত্র, অর্চনা, বন্দন ও বিসর্জন এই সকল পূজাকার্য্য বড়জাধিগ্রহকারে কথিত ক্রমানুসারে পূজা করিবে । যিনি পরমেশ্বরমুখনিঃসৃত এই পূজাবিধি জানেন, তিনিই প্রকৃত পুত্রক । আদিতে অর্থ্য পাত্তাধিয়ারা অর্চনা করিয়া অন্ত্র (ফটে) যন্ত্রে ভাডন করিবে । তারপর কুর্ক (হুঁ) যন্ত্রে শোধন করত অন্ত্রভীকরণ, আধারশক্তাদির পূজা, প্রাণারাম, আসনোপবেশন, দেহত্বকি (বদেহের শোষণ, বহন ও আগ্রাসন করিয়া আত্মাকে দেহরূপ চিন্তা) করিবে । অনন্তর অজকৃত্যস কর্ত্তাস করিবে । পরে হৃৎরূপে জ্যোতির্ম্ময় আস্থরূপ দেবতার পূজা করিবে । অনন্তর দেবপ্রতিমাতে কিংবা স্তূতিতে সমুজ্জল পুস্ত্র নিক্ষেপ করত ধারপূজাৰ্থ আস্থার এবং আধারশক্তাদির পূজা করিবে । তারপর দেবতার সান্নিধ্যকরণ, পরিবারপূজা ও দিগ্বিভাগ অহুসারে বড়জপূজা করিবে । পরিবার ও অন্ত্রাধির সহিত ধর্ম্মাদি এবং ইন্দ্রাদির পূজা করিয়া যুগ, বেদ ও মূর্ত্ত, ইত্যাদিগের পূজা করিবে, এই পূজা সাধকের ভুক্তি-মুক্তিদায়িনী । আদিতে মাতৃকাগণ, নন্দী ও গঙ্গার পূজা করিয়া দেহলীতে মহাকাল ও যমুনার পূজা করিবে । এবং “ও অমৃতেশ্বরভৈরবায় নমঃ” ইত্যাদি যন্ত্রে পূজানন্তর শিব, কৃষ্ণ, ব্রহ্মা, গণেশ, চণ্ডিকা, সরস্বতী ও মহালক্ষ্মীর পূজা করিয়া কার্য্য সমাধা করিবে । ৮—১৯ ।

ত্রিগাংগপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে অমৃতেশপূজনং নামক অষ্টোদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

একাদশবিংশোহিত্যঃ ।

হরিকবাচ ।

প্রাণেশ্বরং গাকড়কং বিবোক্তং প্রবদামাহম্ । স্থানান্তাদৌ প্রবক্ষ্যামি নত্যাং দষ্টৌ ন জীবতি ॥১
চিৎপ্রাণীতলৈলাদৌ কুপে চ বিবরে ভরোঃ । দংশে রেণাভ্রং বস্ত্র প্রচ্ছন্নং স ন জীবতি ॥২
বষ্ট্যাক কৰ্কটে মেঘে মূলান্নেবামবাধিষু । কক্ষাভ্রোণিগলে সঙ্কৌ শম্বকর্ণোদরাধিষু ॥৩
বত্তী শত্রুধরো ভিক্ষুর্নগাদিঃ কালদূতকঃ । বক্তে বাহৌ চ গ্রীবায়াং পৃষ্ঠে চ নহি জীবতি ॥৪
পূর্কং দিনপতির্ভুক্তে অর্জবামং ততোহপরে । শেষঃ গ্রহাঃ প্রতিদিনং যদ্বৈদ্যপরিবর্তনৈঃ ॥৫
নাগতোদগঃ ক্রমো জ্যেষ্ঠো রাত্রৌ বাণবিবর্তনৈঃ । শেষোহর্কঃ কনিপশ্চত্ৰতককো ভৌম ইরিতঃ ॥৬
ককৌটো জ্যো গুরুঃ পদ্মো মহাপদ্মশ্চ ভার্গবঃ । শম্বঃ শনৈশ্চরো রাহুঃ কুলিকশ্চাহরো গ্রহাঃ ॥৭

উনবিংশ অধ্যায়ঃ ।

হরি কহিলেন, মহাদেব যে গাকড়ক প্রাণেশ্বর মন্ত্র বলিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি ।
অগ্রে স্থানমাহাখ্যা বলিব । যে ব্যক্তিকে মর্পে এই সকল স্থানে দংশন করে, সে জীবিত থাকিতে পারে না । নদীতে দংশন করিলে সে কোন মতেই বাঁচে না । শ্মশান, বন্যীক, পর্কত
আদি স্থানে, কুপ ও ভরুকোটরে, এই সকল স্থানে মর্প দংশন হইলে, এবং দংশনস্থানে
রেণাভ্র নষ্ট হইলে, সেই দংশনে কোন প্রাণী জীবিত থাকে না । বষ্টী ভিধিতে, কৰ্কট ও
মেঘ এই দুই স্থানে, মূল্য, অগ্নেবা ও মণ্ডা প্রভৃতি কুর নক্ষত্রে এবং কক্ষ স্থানে, কটাদেশে,
গলে, অঙ্গমন্ডিতে, ললাটাস্থিতে, কর্ণে, উদরে, মুখে, বাহুতে, গ্রীবাদেশে, পৃষ্ঠস্থানে মর্প দংশন
হইলে কোন প্রাণী বাঁচে না । বত্তী, শত্রুধরী, ভিক্ষু, নগ আদি ব্যক্তিগণ কালদূত-বরূপ,
অর্থাৎ উক্তরূপ ব্যক্তিসকলকে দংশনকালে দর্শন করিলে সেই দংশনে অবশ্য মৃত্যু হয় ।
১—৪ ।

বিবসের প্রথম যামার্দ্ধের অধিপতি রবিগ্রহ প্রথমযামার্দ্ধাধিপতি হইতে বড়াবৃদ্ধি গণনার
যে গ্রহ হইবে, সেই গ্রহই দ্বিতীয় যামার্দ্ধের অধিপতি । দ্বিতীয়যামার্দ্ধাধিপতি হইতে
বড়াবৃদ্ধি গণনার যে গ্রহ হইবে, সেই গ্রহ তৃতীয়যামার্দ্ধাধিপতি । এইরূপে পূর্বযামার্দ্ধা-
ধিপতি গ্রহ হইতে বড়াবৃদ্ধি গণনা করিয়া পর পর যামার্দ্ধাধিপতি স্থির করিবে; যথা,—রবি-
বার প্রথমযামার্দ্ধাধিপতি রবি, দ্বিতীয়যামার্দ্ধাধিপতি শুক্র । তৃতীয় যামার্দ্ধাধিপতি বুধ, চতুর্থ
যামার্দ্ধাধিপতি চন্দ্র, পঞ্চম যামার্দ্ধাধিপতি শনি ইত্যাদি । রাত্রিতেও দ্বিমাধিপতি গ্রহ রবিই
প্রথমযামার্দ্ধাধিপতি । প্রথমযামার্দ্ধাধিপতি হইতে পঞ্চাবৃদ্ধিগণনার যে গ্রহ তাহাই দ্বিতীয়-
যামার্দ্ধাধিপতি । এইরূপে পূর্বযামার্দ্ধাধিপতি গ্রহ হইতে পঞ্চাবৃদ্ধিগণনার পর পর যামার্দ্ধা-
ধিপতি স্থির করিবে । রবিবারের রাত্রিতে প্রথম যামার্দ্ধাধিপতি রবি । দ্বিতীয়যামার্দ্ধাধি-
পতি বৃহস্পতি, তৃতীয় যামার্দ্ধাধিপতি চন্দ্র, চতুর্থ যামার্দ্ধাধিপতি শুক্র, পঞ্চম যামার্দ্ধাধিপতি
মঙ্গল ইত্যাদি । অষ্টমাংশ অষ্টগ্রহ বরূপ, তাহার বিশেষ এই,—শেনমাগ রবি, বাহুকিমাগ
সৌম, তক্ষকমাগ মঙ্গল, ককৌটকমাগ বুধ, পদ্মমাগ বৃহস্পতি, মহাপদ্মমাগ শুক্র, শম্বমাগ
শনৈশ্চর ও কুলিকমাগ রাহু । ৫—৭ ।

স্বাভৌ দিব্যাহুঃশ্রুত্বোত্তোভোগে^১ শ্রাময়রাঙ্ককঃ । পত্নোঃ কালোদ্যাবা স্বাসঃ কুলিকেন সহ স্থিতঃ ।

যামাৰ্দ্ধাৰ্দ্ধসন্ধিসংস্বে^২ বেলাং কালবতীকরেৎ ॥ ৮

বাণদ্বিষড়্ বর্হিষাভিষুগভূবৈকভাগতঃ । দিব্য বড্বেদমেন্দ্রাজিগজজিমাভবঃশঠকঃ ॥ ৯

পাদানুষ্ঠে পাদপুষ্ঠে শুল্কে জাহ্নুনি লিঙ্গকে । নাভৌ হৃদি স্তনপুটে কর্ণে সাসাপুটে^৩স্থিবি ।

কর্ণদোশে ভ্রুবাঃ শল্কে মস্তকে প্রতিপৎকরাৎ ॥ ১০

ভিষ্ঠেচক্ষুশ্চ কীবের পুংসৌ দক্ষিণভাগকে । কায়ন্ত বামভাগে তু স্থিচা বাহুংহাং করাৎ ।

অবসৎ তৎকৃতো মোচো নিবস্তে^৪ ত চ মর্দনং ॥ ১১

আশ্বিনঃ পরমং বীজং বংশাখ্যং ক্ষুটিকামলম্ । জাহ্নবাং বিষপানস্বং বীজং তন্ত চতুর্বিধম্ ॥ ১২

বিষুগকবয়যুতমাস্তমুক্তং দ্বিতীয়কম্ । বষ্টঃকচং তৃতীয়ং শ্রাং সবিসর্গং চতুর্থকম্ ॥ ১৩

ও কুরু কুন্দে স্বাহা ॥ ১৪

বিষ্ঠা ত্রৈলোক্যরক্ষার্থং গরুড়েন গৃহা পুরা ॥ ১৫

বধেঙ্গুন্য চ নাগান্যং^৫ মূখেহথ প্রণয়ং স্তম্বেৎ । গলে কুরু স্তম্বেষ্ঠীমান্ হৃদি ষৈব বিশেষতঃ ।

কুন্দে স্বাহা শুক্লয়োঃ পাদযুগে স্তান ঈরিতঃ ॥ ১৬

গৃহেহপি লিখিতো বজ্র ৩ রাগাঃ সত্যজ্যক্তি চ । সত্যমহতপুত্র^৬ কর্ণে স্তজ্জ গৃহং তথা ॥ ১৭

দ্বিধাতে কিংবা স্রাজিতে বৃহস্পতির ভাগে সর্পদংশন হইলে, দেবতাদিগেরও সিংহার নাই । পনির অথবা রাহুর যামাৰ্দ্ধে কিংবা যামাৰ্দ্ধসন্ধিতে সর্পদংশন হইলে সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই কাল-কবলে পড়িত হইবে । রবিবারে স্রাজিতে প্রথম যামাৰ্দ্ধাধিপতি রবি, দ্বিতীয় যামাৰ্দ্ধাধিপতি বৃহস্পতি, তৃতীয় যামাৰ্দ্ধাধিপতি চন্দ্র, চতুর্থ যামাৰ্দ্ধাধিপতি শুক্র, পঞ্চম যামাৰ্দ্ধাধিপতি মঙ্গল, ষষ্ঠ যামাৰ্দ্ধাধিপতি শনি, সপ্তম যামাৰ্দ্ধাধিপতি বুধ ও অষ্টম যামাৰ্দ্ধাধিপতি রবি এবং দ্বিধাতে প্রথমাদি যামাৰ্দ্ধাধিপতি রবি, শুক্র, বুধ, চন্দ্র, শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল ও রবি । ৮—১১ ।

চন্দ্র প্রতিপৎতিথিতে মানবগণের পাদানুষ্ঠে, দ্বিতীয়াতে পাদপুষ্ঠে, তৃতীয়াতে শুল্কে, চতুর্থীতে জাহ্নুতে, পঞ্চমীতে লিঙ্গে, ষষ্টিতে নাভিতে, সপ্তমীতে হৃদয়ে, অষ্টমীতে স্তনমণ্ডলে, নবমীতে কর্ণে, দশমীতে নাসিকায়, একাদশীতে চক্ষুতে, দ্বাদশীতে কর্ণে, ত্রয়োদশীতে ভ্রুয়ে, চতুর্দশীতে ললাটস্থিতে, পঞ্চদশীতে মস্তকে অবস্থান করেন । এজন্ত ঐ সকল স্থানে এবং উক্ত তিথিতে পুরুষের দক্ষিণভাগে, রমণীদিগের বামভাগে সর্প দংশন হইলে তাহাতে নিশ্চয় মৃত্যু হয় । ঐ সকল স্থানে দংশনে হোহ করে, কিন্তু ঐ সকল স্থান মর্দন করিলেই হোহ নিবৃতি পাইয়া থাকে । ‘হংসঃ’ এই মন্ত্র আশ্বার পরম বীজ, ইহা বিস্তৃত ক্ষুটিকবৎ নিখল । এই বীজ বিঘবিকার নষ্ট করে । এই বীজ চতুর্বিধ । প্রথম বীজ বিন্দুসংযুক্ত, দ্বিতীয় পঞ্চমস্বরাস্বিত, তৃতীয় বষ্টস্বরযুক্ত এবং চতুর্থ মন্ত্র বিদগ্ধবিধি । পূর্বকালে গরুড় “ও কুরু কুন্দে স্বাহা”, এই মহামন্ত্র জিক্রুবন রক্ষার্থ প্রকাশ করিয়াছেন । নাগবধার্থী ব্যক্তি মূখে “ও” মন্ত্র বিজ্ঞান করত গলে “কুরু” এই মন্ত্র, শুল্কেদ্বয়ে “কুন্দে” এই মন্ত্র এবং পাদযুগলে “স্বাহা” এই মন্ত্র বিজ্ঞান করিবে । যে ব্যক্তি নিজ পরীয়ে এইরূপ মন্ত্র বিজ্ঞান করে, তাহার সর্পভয় থাকে না । পূর্বোক্ত মন্ত্র যে গৃহে লিখিত থাকে, সর্পসহ সেই গৃহ পরিত্যাগ করত পলায়ন করে । যে ব্যক্তি উক্ত মন্ত্রদ্বারা লক্ষ্যপ্রতিষেধিত

১। ভাসে । ২। বধেঙ্গুন্য নাগনাগান্যং ৩। সত্যমহতপুত্র অশ্বত্থ ।

যদগৃহে শর্করা অথবা ক্ষিপ্তা নাগাত্তাজ্জন্তি তন্ম । সপ্তলক্ষন্ত জপ্যাদি সিদ্ধিঃ প্রাপ্তা স্বরাহরৈঃ ॥ ১৮

ও স্ববর্ণরেখে কুকুটবিগ্রহরূপিণি বাহা ॥ ১৯

একটিদলে পদে পদে বর্ণবৃণং লিখ্যেৎ । নানৈতদ্বারিধারাতিঃ শ্রাতো দষ্টো বিষং ত্যজেৎ ॥ ২০

ও পক্ষি বাহা ॥ ২১

অঙ্গুষ্ঠাদি কনিষ্ঠান্তঃ করে স্তম্ভাথ দেহকে । কে বক্তে হৃদি লিখে চ পাদয়োঃ গুরুত্বঃ স হি ॥ ২২

নাক্রামন্তি চ তচ্ছাস্ত্রং যথেষ্টপি বিষমরূপাঃ । যন্ত লক্ষং অপেচ্চাশ্রাঃ স দৃষ্টে নাপ্নয়েদ্বিষম্ ॥ ২৩

ও হ্রোং হ্রোং হ্রীং তিরুগাটৈ বাহা ॥ ২৪

কর্ণে অথবা ত্রিযং বিজ্ঞা দষ্টে কন্ত বিষং হ'রৎ ॥ ২৫

অ আ স্তম্ভেস্তু পাদ্যাগ্রে ই ঐ ওল্কেৎ জ'হুনি ।

উ উ এ ঐ কটিতে ও নাভৌ হৃদি ঐ স্তম্ভেৎ ॥ ২৬

বক্তে অমৃতমাক্ষে অঃ স্তম্ভেচ্চ হংসংদুঃখাঃ । হংসো বিবাদি চ হরেচ্ছস্তো ধাতোহথ পুঞ্জিতঃ ॥ ২৭

পুরুষোহহমিতি ধাতো কুর্ধ্যাদিষদ্রীং ক্রিয়াম্ । হং ময়ং গাত্রবিকৃতং ত্রিবা দিহরমীত্রিতম্ ॥ ২৮

স্তম্ভ হংসং বায়করে নামামুখনিরোহকং । মন্ত্রো চরেকটেকস্ত ব্রহ্মসংসাদিগতং বিষম্ ॥ ২৯

স বায়ুনা সমাকৃষ্য দষ্টোনাং গরলং হরেৎ । তনৌ স্তম্ভেচ্চ কন্ত নীলকণ্ঠাদি সংশ্রয়েৎ ॥ ৩০

যত্র কর্ণে ধারণ করে, তাহার সর্পভয় দূর হয় । একথণ্ড শর্করা অথবা খোলা উক্ত যন্ত্রে অভিমুখিত করিয়া যে গৃহে নিক্ষেপ করা যায়, সর্পগণ সেই গৃহ পরিত্যক্ত করে । এই যন্ত্র সপ্তলক্ষ জপ করিলে সিদ্ধিলাভ হয়, স্বরাহর এই যন্ত্র জপ করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে । ১০—১৮ ।

একটি অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করত তাহার অষ্টপত্রের এক এক পত্রে “ও স্ববর্ণরেখে কুকুটবিগ্রহরূপিণি বাহা” এই মন্ত্রের দুই দুইটা বর্ণ লিখিবে । তাঁরপর সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে জলধারাবার স্নান করাইবে । ইহাতে সেই ব্যক্তির শরীরগত বিষ বিনষ্ট হয় । “ও পক্ষি বাহা”, এই যন্ত্রে অঙ্গুষ্ঠা দি কনিষ্ঠা পর্যন্ত করস্তান ও অজস্তান করিয়া যে ব্যক্তি মস্তকে, মুখে হৃদয়ে, লিঙ্গে ও পদদ্বয়ে স্তান করে, সে সাক্ষাৎ গুরুত্ব তুল্য । বিষধর সর্পগণ যথেষ্ট তাহার ছায়াও স্পর্শ করিতে পারে না । যে ব্যক্তি একলক্ষ উক্ত যন্ত্র জপ করে, সেই ব্যক্তি দর্শনমাত্র বিষ বিনাশ করিতে পারে । “ও হ্রোং হ্রোং হ্রীং তিরুগাটৈ বাহা”, সর্পদষ্ট ব্যক্তির কর্ণে এই যন্ত্র সপ্তবার জপ করিলে তাহার বিষ তৎকথাৎ নাপ পায় । অ আ পাদ্যাগ্রে, ই ঐ ওল্কে, উ উ জাহুদ্বয়ে, এ ঐ কটিতে, ও নাভিতে, ঐ হৃদয়ে, অং মুখে এবং অঃ মস্তকে, এইরূপ বর্ণ বিস্তার করিবে । বিস্তার কালে হংস মন্ত্র যুক্ত করিয়া উক্ত বর্ণসকলকে স্তান করিতে হইবে । উক্ত ‘হংসঃ’ মন্ত্রের ধ্যান-পূজা, বা জপ করিলে বিষ বিনষ্ট হয় । আপ-মাকে ‘আমই গুরুত্ব’, এইরূপ ধ্যান করিয়া বিষ-নিবারিত ক্রিয়া করিবে । “হং” এই বীজ গাজে স্তান করিলে বিবাদি বিনষ্ট হয় । “হং সঃ” এই যন্ত্র বায়করে স্তান করিলে সর্পের মামা ও মুখ রোধ হয় । এই যন্ত্রে সর্পদষ্ট ব্যক্তির চর্ম্ম ও মাংসাদিগত বিষ বিনষ্ট হয় । বায়ুদ্বারা সর্পদষ্ট ব্যক্তির বিষ আকর্ষণ করত শরীরে সংস্থাপনপূর্বক নীলকণ্ঠাদি যন্ত্র অরণ

শীতং প্রভাদিরাশূলং ততুলার্জিস্বাণহম্ । পুনর্নবাকলিনীনাং মূলং চক্রজরীমূলম্ ॥ ৩১
 মূলং শুক্রবৃহত্যাঙ্ক ককৌট্যা পৈরিকলিকম্ । অঙ্কির্ভূক্তঃ সূতোপেতং লেপোহুতং বিষমর্দিনঃ ॥ ৩২
 বিষবৃদ্ধিং ন ত্রজেচ্চ উকং পিবতি যো যুতম্ । পঞ্চানক শিরীষস্ত মূলং গুঞ্জনকম্বধা ।
 সর্কাকলেপতচ্চাপি পানাসা বিষহন্তবেৎ ॥ ৩৩

ও হ্রী গোমসাদিবিষহৎ ॥ ৩৪

ফলস্যাটবিসর্গাস্তং ধাতুং বস্তাদিরুদভবেৎ । ক্ষতং যোনৌ বশেৎ কক্কাৎ কুর্বাশ্বদভজাবিলাম্ ॥ ৩৫
 জলং সপ্তাষ্টসাহস্রং গরুড়ানিব সর্কগং । কবিঃ স্রাক্ষুতিধারী স্রাৎ বস্তাং স্রীং চ সমাপ্তম্ ॥ ৩৬
 বিষহৎ স্রাৎ কথাতকং মূনেক্যাসস্ত তে ধ্রুবম্ ॥ ৩৭

ইতি ত্রিগরুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে প্রাণেশ্বর নামকোনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

হরিকৃষাচ ।

বক্ষ্যে তৎ পরমং শুভং নিবোক্তং মন্ত্রবৃক্ষকম্ । পানং বহুশ্চ চক্রঞ্চ মূদগরং শূলপট্টম্ ।
 ঐতরেবামুদৈর্ঘ্যে যত্রৈঃ শত্রুং জয়েত্ পঃ ॥ ১
 মন্ত্রোক্তারং পদ্মপত্রো আদি পূর্বাদিকে লিখেৎ । অষ্টবর্গকাষ্টমঞ্চ ধাতুমীশানপত্রতে ॥ ২

করিয়া বিষ বিনাশ করিবে । প্রভাদিরা শূলং ততুলকল সহ পান করিলে বিষ বিনাশ
 হয় । পুনর্নবা, শ্রিয়জ, তপসবৃক্ষ, শুক্রবৃহতী, কুম্মাও ও অপরাজিতা, ইহাদিগের মূল জলের
 সহিত পেষণ করিয়া সূতমিশ্রিত করিবে । এই ঔষধ বিষপীড়িত ব্যক্তির অঙ্গে লেপন
 করিলে, তাহার দৈহিক বিষ বিনাশ পায় । ১৯—৩২ ।

বিষপীড়িত ব্যক্তি উৎকৃষ্ট পান করিলে তাহার বিষ বৃদ্ধি পাইতে পারে না ।
 সর্পদষ্ট ব্যক্তি শিরীষবৃক্ষের ফল, মূস, পত্র, পুন্না ও বহুল এবং গুঞ্জনবৃক্ষের মূল পেষণ
 করিয়া পান বা সর্কাকলে লেপন করিবে । ইহাতে বিষদোষ নিবারিত হয় । “হ্রী” এই মন্ত্র
 গোমস প্রভৃতি সর্পবিষহারী । এই মন্ত্রে উক্ত কার্য্য করিবে । “নমঃ অঃ” এই মন্ত্র
 ধ্যানমাত্র বন্ধকরণ হয় । এই মন্ত্র কোন পত্রাদিতে লিখিয়া গ্রীর বোনিদেশে স্থাপন
 করিলে সেই গ্রী বন্ধীভূত হয় এবং তাহার বোনিদেশ কামসনিলে আগুত হইয়া
 পড়ে । পূর্বোক্ত মন্ত্র সপ্ত বা অষ্টমহত্ৰ জপ করিলে সাধক গরুড়ের স্রায় সর্কগামী, কবি এবং
 স্রতিধর হইয়া থাকে । এই মন্ত্রপ্রভাবে রমণীগণ বন্ধীভূত হইয়া নারক সমীপে গিয়া
 উপনীত হয় । এই সকল ব্যাসবাক্য বিষপীড়া-নিবারক । ৩৩—৩৭ ।

ত্রিগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে প্রাণেশ্বর নামক উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

ত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

হরি কহিলেন, নিবোক্ত অতিশুভ বিবিধ মন্ত্র বলিব । এই সকল মন্ত্রের প্রভাবে পান,
 বহুঃ, চক্র, মূদগর, শূল ও পট্টম এই সকল অস্ত্রদ্বারা নৃপতিগণ যুদ্ধে জয়লাভ করিতে
 পারে । মন্ত্রোক্তার করিয়া একটি অষ্টম পদ্ম অঙ্কিত করিবে । তাহার অষ্টপদে পূর্বোক্তমন্ত্র

ওঁকারো অম্ববীজঃ স্তাং হ্রীংকারো বিষ্ণুরেব চ । হ্রুংকারশ্চ শিবঃ শূল ত্রিশাখে তু জম্বায়াম্বেৎ ॥৩

ওঁ হ্রীং হ্রুং (হ্রীং) ॥ ৪

শূলং গৃহীত্বা হস্তেন ত্রায়া চাক্ষশসমুখম্ । তদর্শনাদ্ গ্রহা নাগা দৃষ্টা বা নান্যথাপুং ॥ ৫

ধূম্রং ধতুঃ করথস্যে যুত্বা খে চিত্তরেগরঃ । দৃষ্টো নাগা গ্রহা যেষা বিনশন্তি চ রাক্ষসাঃ ।

ত্রিলোকান্ রক্ষয়েন্নত্রে মর্ত্যালোকোন্ম কথ্য কথ্য ॥ ৬

ওঁ হ্রুং (হ্রুং) হ্রুং হ্রুং কট্টে ॥ ৭

খাদিরান্ কৌলকানষ্টৌ ক্ষেত্রে সমুদ্রা বিস্তাসৎ । ন তত্র বজ্রপাতস্ত দ্বর্জধাদেকপত্রঃ ॥ ৮

গরুড়োক্তং মহামন্ত্রং কৌলকানষ্টে মন্ত্রয়েৎ । একবিংশতিবারাণি ক্ষেত্রে তু নিধনেদ্রিশি ॥ ৯

বিদ্যাস্তৃ বিকবজ্রাদিসমুপহব এব চ । হরক্ষরমলববট্টে বিন্দুযুক্তঃ সদাশিবঃ ॥ ১০

ওঁ হ্রুং সদাশিবায় নমঃ ॥ ১১

তর্জন্তা নিম্নসেৎ পিণ্ডং দাড়িমীকুহুমপ্রভম্ ॥ ১২

তুস্তৈব দর্শনাদ্ দৃষ্টা যেষাবিক্যধিবাহয়ঃ । রাক্ষস! তুতভাকিন্তঃ প্রভবন্তি বিশো দশ ॥ ১৩

ওঁ হ্রীং গণেশায় নমঃ । ওঁ হ্রীং শুভনাভিচক্রায় নমঃ । ওঁ ঐং বৌ ত্রৈলোক্যভামরায় নমঃ ॥ ১৪

ভৈরবং পিণ্ডমাখ্যাতং বিবণাপগ্রহাপহম্ । ক্ষেত্রস্ত রক্ষণং তুতরাক্ষসাদেঃ প্রমর্দনম্ ॥ ১৫

ওঁ নমঃ ॥ ১৬

অকারাদি অষ্ট বর্ণ লিখিবে, যথা—পূর্বপত্রে অকারাদি ষোড়শ স্বরবর্ণ, আয়ের পত্রে ক, খ, গ, ঘ, ঙ; দক্ষিণ পত্রে চ, ছ, জ, ঝ, ঞ; নৈঋত পত্রে ট, ঠ, ড, ঢ, ণ; পশ্চিম পত্রে ত, থ, দ, ধ, ন; বায়বীয় পত্রে প, ফ, ব, ভ, ম; উত্তর পত্রে য, র, ল, ব, এবং উপর পত্রে শ, ষ, স, হ, ঙ, ক লিখিতে হইবে। ওঁ এই বীজ অম্ববীজস্বরূপ, হ্রীং এই মন্ত্র বিষ্ণুরূপী। হ্রুং এই বীজ শিবস্বরূপ। জম্বাঃ এই বীজত্রয় অঙ্গে স্থাপন করিবে। ইহাতে “ওঁ হ্রীং হ্রুং” এই মন্ত্র হইল। সাধক দ্বীর হস্তে শূল গ্রহণ করত উক্ত মন্ত্রে আকাশে প্রামিত করিবে। সেই শূল দর্শনমাত্র গ্রহ ও নাগসমূহ বিনষ্ট হয়। ধূম্রবর্ণ ধতুঃ করে রাখিয়া আকাশে উত্তোলন করত পূর্বোক্ত মন্ত্রে ধ্যান করিবে। ইহাতে দৃষ্টে নাগ, গ্রহ, যেষ ও রাক্ষস বিনষ্ট হয়। উক্ত মন্ত্রের প্রভাবে ত্রিকুবন রক্ষিত হয়, মর্ত্যালোকের কথা কি? “ওঁ হ্রুং হ্রুং হ্রুং কট্টে” খাদিরকাঠকৃত অষ্ট কৌলক এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া ক্ষেত্রের অষ্টদিকে প্রোথিত করিয়া রাখিবে। ইহাতে সেই ক্ষেত্রে বজ্র ও বিদ্যাপাতের উপদ্রব থাকে না। গরুড়োক্ত মহামন্ত্রে অষ্টকৌলক একবিংশতিবার অভিমন্ত্রিত করিয়া রাজিকালে ক্ষেত্রমধ্যে পুতিয়া রাখিবে। ইহাতে সেই ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ, বৃষিক, বজ্রাদির ভয় থাকে না। “ওঁ হ্রুং সদাশিবায় নমঃ” এই মন্ত্রে তর্জনী অঙ্গুলীদ্বারা দাড়িমফলমুদ্রা একটি পিণ্ড প্রদর্শন করিবে। এই পিণ্ড প্রদর্শনমাত্র যেষ, বিদ্যুৎ, বিবাদি দৃষ্টে রাক্ষস, তুত ও ভাকিনী প্রভৃতি দশদিকে পলায়ন করে। ১—১৩।

“ওঁ হ্রীং গণেশায় নমঃ”, “ওঁ হ্রীং শুভনাভিচক্রায় নমঃ”, “ওঁ ঐং বৌ ত্রৈলোক্যভামরায় নমঃ”, এই সকল মন্ত্র ভৈরবপিণ্ডে বলিঙ্গা খ্যাত। উক্ত মন্ত্রনকল বিবণাপগ্রহনাশক ক্ষেত্ররক্ষক

১। হ্রীংকারক শিবঃ শূলিন্ ত্রিলিখেৎ তৎক্রমায়াম্বেৎ ।

ইন্দ্রবজ্রং করে ধ্যাওয়া দুইবেদাদিবিবারণম্ । বিষপক্ষগণা ভূতা নশ্চান্তি বজ্রমুজ্জ্বল ॥ ১৭

ওঁ স্কং নমঃ ॥ ১৮

স্বরেণ পাশং বাসহস্তে বিষভূতাদি নশ্চান্তি ॥ ১৯

ওঁ হুঁ (হ্রাং) নমঃ ॥ ২০

হরেচ্ছটারণামন্ত্রো বিবসেৎপ্রহাদিকান্ । ধ্যাওয়া কৃতান্তক দহেচ্ছেদকাত্রেণ বৈ ভগৱৎ ॥ ২১

ওঁ স্কং নমঃ ॥ ২২

ধ্যাওয়া তু তৈরবং কুর্বাদ্ গ্রহভূতাবিষাপহম্ ॥ ২৩

ওঁ লসম্বিজিহ্বাক বাহা ॥ ২৪

কেজাঘৌ গ্রহভূতাবিষপক্ষিনিবারণম্ ॥ ২৫

ওঁ কাং নমঃ ॥ ২৬

রক্তেন পটহে লিখ্য শব্দন্তেষু গ্রহাদয়ঃ ॥ ২৭

ওঁ মর মর মারম মারম বাহা । ওঁ হুঁ কট বাহা ॥ ২৮

শূলকাটনটৈর্পুত্র্য ভ্রামণাচ্ছত্রগুণম্ ॥ ২৯

উৎপত্তিনিপাতেন অবঃপত্তিঃ নিরুপরেণ । পুরকে পুরিতা মত্নাঃ কুন্তকেন হুমন্ত্রিতাঃ ॥ ৩০

এগবেনাপ্যারিতাভেন অনেন তদুদীরিতাঃ ॥ ৩১

ইতি ত্রিগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে বিংশোঃধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

এবং সুহর্যাকলাদি-নিবারক । 'ওঁ নমঃ' এই মন্ত্র ভগ্ন করিয়া বজ্রমুদ্রাধারা করমধ্যে ইন্দ্রবজ্র ধ্যান করিবে । একপ করিলে দুই বেদাদি নিবারিত হয় এবং বিষ, শত্রু ও ভূত বিনষ্ট হয় । 'ওঁ স্কং নমঃ' এই মন্ত্রে বাসহস্তমধ্যে পাশ চিত্তা করিবে । ইহাতে বিষ ও ভূতাদি বিনাশ পায় । 'ওঁ হুঁ নমঃ,' এই মন্ত্র উচ্চারণমাত্র বিষ, শত্রু, ও গ্রহ বিনষ্ট হয় । উক্ত মন্ত্র ধ্যান করিলে কৃতান্তকেও দহ করিতে পারা যায় এবং ছেদকাত্রেয়াদি ভগ্ন করে করিতে সমর্থ হয় । ১৭—২১।

'ওঁ স্কং নমঃ,' এই তৈরবংমন্ত্র চিত্তা করিলে গ্রহ, ভূত ও বিষ নষ্ট হয় । 'ওঁ লসম্বিজিহ্বাক বাহা,' এই মন্ত্র কেজাদিগত গ্রহ, ভূত, বিষ ও পক্ষী নিবারণ করে । 'ওঁ কাং নমঃ,' এই মন্ত্র রক্তধারা পটহের পার্শ্বে লিখিবে । ঐ পটহে শব্দ-উৎপাদন করিবে । এই শব্দে গ্রহাদি নিবারণ হয় । 'ওঁ মর মর' ইত্যাদি মন্ত্রে শূলমন্ত্রকে অষ্টোত্তর শতবার অতিমন্ত্রিত করিয়া সেই শূলধারা ভ্রামণ করিবে । ইহাতে শত্রুগণ বিনাশ প্রাপ্ত হয় । উৎপত্তি শক্তি নিপাত করিলে অবঃপত্তি আকৃষ্ট হয় । মন্ত্রসকল পুরকধারা পুরিত করিয়া কুন্তকধারা মন্ত্রিত করিবে । তৎপরে মন্ত্রকে প্রণব ধারা আণ্যারিত করিয়া সেই মন্ত্র ধারা তদন্ত কার্য্য করিবে । উক্ত প্রকারে আণ্যারিত মন্ত্র ভূতাবৎ কল প্রদান করে । ২২—৩১ ।

ত্রিগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশোহধ্যায়ঃ ।

হরিকবাচ ।

পঞ্চবক্তৃর্চনং বাক্যে পৃথগ্‌যজ্ঞস্তিস্তিস্তিদম্ ॥ ১ ॥

ও ত্বক্ষিকবে আদিভূতায় সর্বাধারায় মূর্তয়ে বাহা ॥ ২ ॥

সম্বোজাতন্ত চাহ্বানমনেন প্রথমকবেৎ ॥ ৩ ॥

ও হাং সম্বোজাতায়ৈব কলা হুষ্ঠৌ প্রকৌস্তিতাঃ ।

সিদ্ধিঃ ৷ বুদ্ধিঃ ৷ লক্ষ্মীঃ ৷ মেধাঃ ৷ কান্তিঃ ৷ বধাঃ ৷ স্থিতিঃ ॥ ৪ ॥

ও হাং বামদেবায়ৈব কলা হুষ্ঠ জয়োদশ । রাজা রক্ষা রতিঃ পাল্যা কান্তিস্তৃকা মতিঃ ক্রিয়া ।

কামা বুদ্ধিঃ রাজিঃ জাসিনী মোহিনী তথা ॥ ৫ ॥

মনোয়নী অঘোরা চ তথা মোহা কৃধা কলা । নিজ্রা বৃত্তা মায়া চ অষ্টমংখ্যা ভয়ঙ্করা ॥ ৬ ॥

ও হ্রৈ তৎপুরুষায়ৈব ।

নিবৃত্তিঃ প্রতিষ্ঠা চ বিজ্ঞা শান্তির্ন কেবলা ॥ ৭ ॥

ও হ্রৌ ত্রৈশানার নমোঃ নিচ্চলা চ নিরঞ্জনা । শশিনী চান্দনা চৈব মরীচির্জানিনী তথা ॥ ৮ ॥

ইতি ত্রীগুরুভে মহাপুরাণে পূর্ব্বথণ্ডে পঞ্চবক্তৃ-পূজনং নাটকবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

একবিংশ অধ্যায়ঃ ।

হরি বলিলেন, পঞ্চবক্তৃর্চন বলিতেছি । এই অর্চন ভোগাভিলাষীকে ভোগ এবং মুমুক্শু ব্যক্তিকে মুক্ত প্রদান করে । 'ও ত্বক্ষিকবে আদিভূতায় সর্বাধারায় মূর্তয়ে বাহা' এই মন্ত্রে প্রথমে সম্বোজাতদেবের আবাহন করিবে । তারপর 'ও হাং সম্বোজাতায় নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে । সম্বোজাতদেবের অষ্টমক্তি আছে । তাঁহাদের নাম বধা—সিদ্ধি, কান্তি, বুদ্ধি, লক্ষ্মী, মেধা, কান্তি, বধা ও স্থিতি । ও সিষ্টেয়া নমঃ ইত্যাদি প্রকারে উক্ত অষ্টকলার পূজা করা কর্তব্য । ও হাং বামদেবায় নমঃ, এই মন্ত্রে পূজা করিবে । বামদেবের জয়োদশ কলা ; তাহাদিগের নাম বধা,—রাজা, রক্ষা, রতি, পাল্যা, কান্তি, তৃকা, মতি, ক্রিয়া, কাম, বুদ্ধি, রাজি, জাসিনী ও মোহিনী । ও রাজাত্যে নমঃ, ইত্যাদি প্রকারে এই জয়োদশ কলার পূজা করিতে হইবে । বামদেবের অষ্ট অষ্টকলা বধা,—মনোয়নী, অঘোরা, মোহা, কৃধা, নিজ্রা, বৃত্তা, মায়া এবং ভয়ঙ্করা । পরে 'ও হ্রৈ' তৎপুরুষায় নমঃ, ও নিবৃত্তেয়া নমঃ, ও প্রতিষ্ঠাত্যে নমঃ, ও বিজ্ঞাত্যে নমঃ, ও শান্তিত্যে নমঃ, ও হ্রৌ ত্রৈশানার নমঃ, ও নিচ্চলাত্যা নমঃ, ও নিরঞ্জনাত্যা নমঃ, ও শশিত্যে নমঃ, ও অন্দনাত্যা নমঃ, ও মরীচ্যে নমঃ, ও জালিত্যে নমঃ, এই সকল দেবতার পূজা করিবে । ১—৮ ।

ত্রীগুরুভে মহাপুরাণে পূর্ব্বথণ্ডে পঞ্চবক্তৃ-পূজা নামক একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

জালিংশোঃ অধ্যায়ঃ ।

হরিকৃষ্ণাচ

শিবার্চনং প্রবক্ষ্যামি কৃতিমুক্তিকরং পরম্ । সান্তং সর্কসতং শূন্যং যাত্না দাদশকে দ্বিতম্ ।
পঞ্চাঙ্গানি হ্রদ্বানি দীর্ঘাণ্যজানি বিম্বনা ॥১

সবিসর্গং বদেদস্তং শিব উর্ধ্বং তথা পুনঃ । বঠেনাথো মহামন্ত্রো হৌমিতোবাধিনার্বদঃ ॥২

হস্তাত্যাং সংস্পৃশ্যেৎ পাদাবুর্ভুং পাদাস্তমস্তকম্ । মহামন্ত্রা হি সর্কেষাং করাকস্তাপমাচরেৎ ॥৩

ভালহস্তেন পৃষ্ঠক অস্ত্রমস্ত্রেন শোধয়েৎ । কনিষ্ঠামাদিতঃ কৃদ্ধা তর্জন্তজানি বিস্তলেৎ ॥৪

পূজনং সম্প্রবক্ষ্যামি করিকার্যাং স্তম্বভূজে । বর্ষং জ্ঞানকং বৈরাগ্যমৈশ্বর্যাদি কলার্চয়েৎ ॥৫

আবাহনং স্থাপনক পাত্তমর্ঘাং কলার্চয়েৎ । আচামং স্তপনং পূজামেকাধারপত্ন্যকাম্ ॥৬

অগ্নিকার্যবিধিং বক্ষ্যে অস্ত্রেশোভেনখনকরেৎ । বর্ষপাত্ন্যক্ষণং কার্য্যং শক্তিভাসং কৃদা চরেৎ ॥৭

কৃদি বা শক্তিগর্ভে চ প্রক্ষিপেচ্ছাতবেদসম্ । গর্তাধানাদিকং কৃদ্ধা নিষ্কৃতিকান্ত পশ্চিধ্যাম্ ॥৮

কৃদা কৃদ্ধা সর্ককর্ষ শিবং সাক্ষত হোময়েৎ । পূজয়েন্নগ্নে শত্ৰুং পদগর্ভে গবাক্ষিতম্ ॥৯

চতুঃষট্টিস্তম্বোহি ষাণ্মুখাধ্যাদিমণ্ডলম্ । ষাণ্মুখাধ্যাগং সর্কং ষাদি বেদেন্দুবর্তনাম্ ॥১০

আয়েয্যাং কারয়েৎ কুণ্ডমর্ধচন্দ্রনিভং ততম্ । অগ্নিশাস্ত্রপরশস্ত্র-কৃদ্বাদিগণোচ্যতে ¹ ।

অস্ত্রং দিশামুণ্যাস্তমু করিকার্যাং সদাশিবম্ ॥১১

দীক্ষাং বক্ষ্যে পঞ্চতবে দ্বিত্যং কৃদ্বাদিকং পরে ।

নিবৃত্তিভূঃ প্রতিষ্ঠাটয় বিবাগিঃ শাস্তিবর্জিনঃ² ॥১২

জালিংশ অধ্যায়ঃ ।

হরি বলিলেন,—শিবার্চন বলিব । এই অর্চনাতে ভোগ ও যোক্ষ লাভ হইয়া থাকে । হৌং এই মন্ত্রে শিবের অর্চনা করিবে । উক্ত যোক্ষস্ত্র সকল অর্থ প্রদান করে । উক্ত হস্তদ্বারা পদ স্পর্শ করিয়া, পদ অবধি মস্তক পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে হইবে । ইহার নাম মহামন্ত্রা । তৎপরে সর্কদেহে করাকস্তাপ করিবে । ঐ কৃৎ এই মন্ত্রে চতুঃষট্টি দ্বারা পৃষ্ঠ শোধন করিতে হইবে । কনিষ্ঠাঙ্গুলি হইতে তর্জনী অঙ্গুলি পর্য্যন্ত অঙ্গস্তাপ করিবে । অতঃপর পূজাবিধি বলিতেছি । চতুঃপদোর করিকাতে ঐ বর্ষার নমঃ, ঐ জ্ঞানার নমঃ, ঐ বৈরাগ্যার নমঃ এই সকল পূজা করিবে । তৎপরে আবাহন ও স্থাপন করিয়া পাত্ত, অর্ঘ্য, আচমনীয় ও স্নানীয় প্রভৃতি উপচারে পূজা করিবে । অনন্তর হোমবিধি বলিতেছি । কৃৎ এই মন্ত্রে কৃতিগ করিয়া হুঁ এই মন্ত্রে কৃতিলাভ্যক্ষণ করিবে । পরে শক্তি ভাস করিয়া কৃতিলে বা কুণ্ডে অগ্নি নিক্ষেপ করিবে । পরে গর্তাধানাদি অগ্নিসংকার করিয়া কৃণ্ডিকোকুল সমস্ত কার্য্য করিবে । ১—৮ ।

নমঃ এই মন্ত্রে সর্ক কার্য্য সমাধা করিয়া অস্ত্র দেবতার সহিত শিবের হোম করিবে । অনন্তর পদগর্ভ যন্ত্রে বৃষাহন শত্ৰুর অর্চনা করিবে । চতুঃষটি পদাধিত যন্ত্রে প্রস্তত করিয়া তাহাতে পূজা করিতে হইবে । অগ্নিকোণে অর্ধচন্দ্রাকার স্থপোতন কুণ্ড নির্মাণ করিবে । সেই কুণ্ডে অগ্নি ঈশ প্রভৃতি দেবগণের পূজা করিয়া যন্ত্রলবিকপ্রাণ্ডে অস্ত্র পূজা করিবে এবং করিকাতে সদাশিবের পূজা করিবে । অনন্তর পঞ্চতব দীক্ষা বলিতেছি । প্রথমতঃ কৃদ্বাদি পঞ্চতব দীক্ষা করিয়া পরে নিবৃত্ত্যাদি দেবতার পূজা করিবে । পূর্বোক্ত

১ । অগ্নিশাস্ত্রপরশস্ত্র-কৃদ্বাদিগণোচ্যতে । ২ । শাস্তিবর্জিনঃ ।

শাস্ত্যতীতং ভবেদ্ধোমে তৎপরং শাস্তমব্যয়ম্ । একৈকশ্চ শতং হোমমিত্যেবং পঞ্চ হোময়েৎ ।
পশ্চাৎ পূর্ণাহুতিং যথা প্রসাদেন শিবং যয়েৎ ॥ ১৩
প্রায়শ্চিত্তং বিত্তভ্যর্থমৈককাক্যাহুতিং ক্রমাৎ । হোময়েৎস্ববীজেন এবং দীক্ষা সমাপ্যতে ॥ ১৪
যজ্ঞব্যতিরেকেণ গোপাং সংস্কারমুত্তমম্ । এবং সংস্কারতুচ্ছশ্চ শিবম্ কায়তে ক্রবম্ ॥ ১৫

ইতি ত্রিগুরুভে মহাপুরাণে পূর্বপত্রো দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

অষ্টোবিংশোহধ্যায়ঃ ।

হরিকবাচ ।

শিবার্চনং প্রযজ্যামি ধর্মকামাদিসাধনম্ । ত্রিভির্নৈর্যোগ্যেভ্যঃ শাহাটৈঃ প্রণবাহিতৈঃ ॥ ১
ও হাং আশ্বতথায় ও বিজাতথায় হীমথ্য । ও হুঁ শিবতথায় শাহা তদা ত্যাং প্রোজবন্দনম্ ।
তদ্বন্দনং তর্পনঞ্চ ও হাং যাং শাহা সর্কসম্বন্ধকাঃ ॥ ২
সর্কো দেবাঃ সর্কমুনির্নমোহস্ত্যো বৌবড়স্ততঃ । স্বধাত্তাঃ সর্কপিতরঃ স্বধাত্তাশ্চ পিতামহাঃ ॥ ৩
ও হাং প্রপিতামহেভ্যস্তথা মাতামহাভ্যঃ । হাং নমঃ সর্কমাত্তভ্যস্ততঃ স্ত্যাং প্রাণসংযমঃ ॥ ৪
আচামং সর্কনকাথো গায়ত্রীঞ্চ জপেস্ততঃ ॥ ৫
ও হাং তদ্বহেশ্বর বিদ্যাহে বারিভক্তায় ধীমহি তন্নো ক্রজঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ৬

দেবভাগ্যের প্রত্যেকে এক এক শত হোম করিবে । এইরূপ পঞ্চশত হোম করিয়া পূর্ণাহুতি প্রদানপূর্বক সমুদ্রৈচিহ্নে মহাদেবকে অর্পণ করিবে অর্থাৎ শিবম্ (হৌ) জপ করিবে । পরে প্রায়শ্চিত্তার্থ প্রত্যেক দেবতার এক এক আহুতি প্রদান করিবে । কষ্ট মন্ত্রে হোম করিয়া দীক্ষাকার্য সমাপন করিবে । এই দীক্ষা প্রধান সংস্কার । ইহা যজ্ঞাদি কার্য বাতীত সর্কদা গোপন রাখিবে । দীক্ষাবিত্ত ব্যক্তি শিব প্রাপ্ত হয় । ১—১৫ ।

ত্রিগুরুপুরাণে পূর্বপত্রো শিবার্চন নামক দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

অষ্টোবিংশ অধ্যায়

হরি কহিলেন শিবার্চন বলিব । এই শিবার্চনে ধর্মকামাদি সিদ্ধ হয় । আশ্বতথাদি মন্ত্রের আদিতে ও, ও অস্ত্রে শাহা পদ যোগ করিয়া অর্থাৎ ও হাং আশ্বতথায় শাহা, ও হী বিজাতথায় শাহা, ও হুঁ শিবতথায় শাহা, এই মন্ত্রে আচমন করত নমঃ এই মন্ত্রে, কর্ণ স্পর্শ করিবে । তৎপরে তদ্বন্দন ও তর্পণ করিবে । এই পূজাতে ও হাং যাং শাহা এই মন্ত্রে সর্ক কর্তব্য । সকল দেব ও সকল মুনির নমোহস্ত্য ও বৌবড়স্ত মন্ত্রে এবং পিতৃপিতামহ-গণকে স্বধাত্ত মন্ত্রে তর্পণ করিবে অর্থাৎ—ও হাং প্রপিতামহেভ্যঃ স্বধা, ও হাং মাতামহেভ্যঃ স্বধা, ও হাং সর্কমাত্তভ্যো বৌবট্, ইত্যাদি প্রকারে তর্পণ করিয়া প্রাণায়াম করিবে । পরে আচমন ও আপোমাজ্জর্ন করিয়া ও হাং তদ্বহেশ্বর বিদ্যাহে ইত্যাদি গায়ত্রী জপ করিবে । ১—৬

স্বর্ঘ্যোপস্থাপনং কৃৎস্না স্বর্ঘ্যমর্চয়েৎ ॥ ৭

ওঁ হ্রাং হ্রীং হ্রুং হৈং হৌং হঃ শিবস্বর্ঘ্যায় নমঃ । ওঁ হ্রং বখোকার স্বর্ঘ্যমুর্চয়ে নমঃ ।

ওঁ হ্রাং হ্রীং সঃ স্বর্ঘ্যায় নমঃ ॥ ৮

মক্ষিণে পিকলে ত্র্যতি প্রভৃতাঙ্গি নমঃ অয়েৎ ॥ ৯

অগ্ন্যাঙ্গো বিমলেশানমারামাধা পরমং সুধম্ ।

বজ্রং পদ্মাক রাং দীপ্তাং গ্রীং স্বচ্ছাং ক্লং অগ্নাক রেং ।

ভজ্রাক রৈং বিকৃতিং রোং বিমলাং বৌমমোখিকাম্ ।

রং বিজ্ঞাতাক পূর্বাদৌ রো মধ্যং রং সর্কতোমুখীম্ ॥ ১০

অর্কাসনং স্বর্ঘ্যমুর্চয়েৎ হ্রাং হ্রুং সঃ স্বর্ঘ্যমর্চয়েৎ ।

ওঁ আং হৃদয়াকার চ শিরঃ শিখাং চ ভূভুবঃবরোং ॥ ১১

জালিনীং হ্রুং কবচং চাত্রং রাজীক বীক্ষিতাম্ ।

বজ্রং স্বর্ঘ্যাক্ষরী সর্কান্ সোং সোমক মং মঙ্গলম্ ॥ ১২

বুং বুধং বুং বৃহস্পতিং ভুং ভার্গবং শং শটেন্দ্রম্ ।

রং রাহুং কং ক্রতুং ওঁ তেজশ্চতুমর্চয়েৎ ॥ ১৩

স্বর্ঘ্যমর্চ্যাক্ষা চাচম কনিষ্ঠাতোহঙ্ককান্ ক্রমেৎ ।

হ্রাং হ্রীং শিরো হ্রুং শিখা হ্রৈ বর্ষ্য হৌং চ নেত্রকম্ ॥ ১৪

হোহ্রং শক্তিহ্রিৎ কৃৎস্না ভূতভক্তিং পুনর্নামেৎ ।

অর্ঘ্যপাণ্ডং ততঃ কৃৎস্না তদ্বক্তিঃ প্রোক্ষয়েদ্ বজ্রেৎ ॥ ১৫

আত্মানং পদ্মমংসক হৌং শিবায় ততো বহিঃ ॥ ১৬

পরে স্বর্ঘ্যোপস্থাপন করিয়া স্বর্ঘ্যমর্চয়ে স্বর্ঘ্যদেবের পূজা করিবে। যথা ওঁ হ্রাং হ্রীং হ্রুং হৈং হৌং হঃ শিবস্বর্ঘ্যায় নমঃ, ওঁ হ্রং বখোকার স্বর্ঘ্যমুর্চয়ে নমঃ, ওঁ হ্রাং হ্রীং সঃ স্বর্ঘ্যায় নমঃ, ওঁ বক্তিনে নমঃ, ওঁ পিকলার নমঃ, ওঁ অতিকৃতোত্তো নমঃ। অগ্ন্যঙ্গিকোণে ওঁ বিমলার নমঃ, ওঁ উপানার নমঃ, এইরূপে পূজা করিবে। এই পূজাতে পরম সুখ লাভ হইয়া থাকে। তৎপরে রাং পদ্মাটের নমঃ, গ্রীং দীপ্তাটের নমঃ, ক্লং স্বচ্ছাটের নমঃ, রেং অগ্নাটের নমঃ, রৈং ভজ্রাটের নমঃ, রোং বিকৃটী নমঃ, বোং বিমলাটের নমঃ, রং অমোখিকাটের নমঃ, রং বিজ্ঞাতাটের নমঃ, পূর্বাদিককে এবং মধ্যাং রং সর্কতোমুখী নমঃ, ওঁ অর্কাসনার নমঃ, ওঁ স্বর্ঘ্যমুর্চয়ে নমঃ, হ্রাং হ্রুং সঃ স্বর্ঘ্যায় নমঃ, ওঁ আং হৃদয়াকার নমঃ, ভূভুবঃবরোং শিরসে নমঃ, ভূভুবঃবঃ শিখাটের নমঃ, ওঁ হ্রুং জালিনী নমঃ, ওঁ হ্রুং কবচাটের নমঃ, ওঁ হ্রুং কবচ বীক্ষিতাটের নমঃ। ওঁ স্বর্ঘ্যায় নমঃ, সোং সোমায় নমঃ, মং মঙ্গলার নমঃ, বুং বুধায় নমঃ, বুং বৃহস্পতয়ে নমঃ, ভুং ভার্গবায় নমঃ, শং শটেন্দ্রায় নমঃ, রং রাহবে নমঃ, কং ক্রতবে নমঃ, ওঁ তেজশ্চত্রায় নমঃ। ৭—১৬।

উক্ত প্রকারে স্বর্ঘ্যদেবের অর্চনা করিয়া আচমনপূর্বক কনিষ্ঠাঙ্গি অবধি অঙ্গুলি করিবে, যথা—হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীং শিরসে বাহা, হ্রুং শিখাটের ববট, হৈং কবচায় হ্রুং, হৌং নেত্রত্রয়ায় বোবট, হঃ অস্ত্রায় হ্রুং। এইরূপে অঙ্গুলি করিয়া শক্তিহ্রিৎপূর্বক ভূতভক্তি করিতে হইবে। তারপর অর্ঘ্য স্থাপন করিয়া অর্ঘ্যোৎসবায় আগুন শরীর ও পূজোপকরণ

বারে মন্দিরহাকালো গঙ্গা চ যমুনাং ধীঃ । ত্রিংশং বাহুধিপতিং ব্রহ্মাণকং গং গুরুম্ ॥ ১৭
 পদ্মাম্বো বজ্রমধ্যে পূর্বাদৌ বর্ষকাদিকম্ । অধর্ষাভকং বহু্যাদৌ মধ্যে পদ্মস্ত কণিকে ।
 বামা জ্যোষ্ঠা চ পূর্বাদৌ রৌদ্রী কালী শিবাসিতা ॥ ১৮
 ঐ হৌ কলবিক্রিণ্যে বলবিক্রিণী ভূতঃ । বলপ্রমথিনী সর্ষভূতানাং হ্রস্বী ভূতঃ ॥ ১৯
 মমোন্ননী বজ্রদেতাঃ পীঠমধ্যে শিবাশ্রুতঃ । শিবাসনমহামুষ্টিং মূর্ত্তিমধ্যে শিবায় চ ॥ ২০
 আবাহনং স্থাপনকং সন্নিধানং নিরোধনম্ । সকলীকরণং মূর্ত্ত্যাদর্শনকার্য্যপাত্তকম্ ॥ ২১
 আচামাত্যকমূর্ধস্তং স্নানং নির্মলকরণং । বস্ত্রং বিলপনং পুষ্পং ধূপং ধীপং চক্ৰং দধেৎ ॥ ২২
 আচামং মুখ্যাসকং তাম্বুলং হস্তশোধনম্ । হস্তচামরোপবীতং পরমীকরণং চরেৎ ॥ ২৩
 রূপকল্পনৈককণ্ঠে জপো জপসমর্পণম্ । জুতির্নতির্দ্বির্দ্ব্যটচন্দ্র জ্যেষ্ঠং নামাজপূজনম্ ॥ ২৪
 অগ্নীপং রক্ষো বায়বো মধ্যে পূর্বাদিতোহঙ্গকম্ । ইজ্যাত্যং চ ব্রজচক্ৰং তন্মৈ নির্মাল্যসমর্পয়েৎ ॥
 শুভ্রাতিশুকগোষ্ঠাং গৃহাণাম্যংকৃতং জপম্ । নিধির্ভবতু মে দেব ব্রহ্মসাদাং ত্বয়ি স্থিতে ॥ ২৬
 বৎসিকিং কং হে দেব সধা হকৃতকৃতম্ । তন্মৈ শিবপদম্য হুঁ অঃ কপয় শকরঃ ॥ ২৭

ব্রহ্ম প্রোক্ষণ করিবে । অনন্তর পদমধ্যে হৌং শিবায় নমঃ, বহির্ভারে ঐ মন্দিরে নমঃ ঐ মহা-
 কালায় নমঃ, ঐ গঙ্গাট্রে নমঃ, ঐ যমুনাট্রে নমঃ, ঐ সরস্বতী নমঃ, ঐ ত্রিংশায় নমঃ, ঐ বাহু-
 পুরুষায় নমঃ, ঐ ব্রহ্মণে নমঃ, ঐ গণেশায় নমঃ, ঐ গুরবে নমঃ এই সকল মন্ত্রে পূজা করিবে ।
 পরে পদ্মমধ্যে ঐ শৈল্য নমঃ, ঐ অনন্তায় নমঃ, পূর্বদিকে ঐ ধর্ম্মায় নমঃ, দক্ষিণে ঐ জ্ঞানায়
 নমঃ, পশ্চিমে ঐ বৈরাগ্যায় নমঃ, উত্তরে ঐ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ, অগ্নিকোণে ঐ অধর্ম্মায় নমঃ,
 নৈঋতে ঐ অজ্ঞানায় নমঃ, বায়ুকোণে ঐ অটৈবরাগ্যায় নমঃ, ঈশানকোণে ঐ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ,
 পদ্মকণিকাতে ঐ বামাট্রে নমঃ, ঐ জ্যোষ্ঠাট্রে নমঃ, পূর্বাদিক্চতুর্দিকে ঐ রৌদ্রা নমঃ, ঐ
 কালী নমঃ, ঐ শিবাট্রে নমঃ, অসিতাট্রে নমঃ, এই সকল মন্ত্রে পূজা করিবে । পরে ঐ হৌ
 কলবিক্রিণ্যে নমঃ, ঐ বলবিক্রিণ্যে নমঃ, ঐ বলপ্রমথিনে নমঃ, ঐ সর্ষভূতবম্ভে নমঃ, ঐ
 মমোন্নত্রে নমঃ, পীঠমধ্যে এই সকল দেবতার পূজা করিয়া শিবাশ্রুতগে ঐ শিবাসন-
 মহামুষ্টিয়ে নমঃ, এবং মূর্ত্তিতে ঐ শিবায় নমঃ, এইরূপ পূজা করিবে । ১৫—২০ ।

তৎপর আবাহনী, স্থাপনী, সন্নিধাননী, সন্নিরোধনী ও সকলীকরণী এই পঞ্চ মূর্ত্তা
 প্রদর্শনপূর্ব্বক অর্ঘ্য পাত্তাদি নিবেদন করিবে । তারপর আচমীয় জল, অভ্যঙ্গ ব্রহ্মা, উর্ধ্বন
 ব্রহ্ম ও স্নানীয় জল প্রদান করিয়া নির্মলকরণ করিবে এবং বস্ত্র, গঙ্গাদি অমূল্যলপন, পুষ্প, ধূপ,
 ধীপ ও চক্ৰ প্রদান করিবে । পরে আচমনীয়, স্থোপবেশন, তাম্বুল, হস্তশোধন-ব্রহ্মা, হস্ত,
 চামর ও বজ্রোপবীত প্রদান করিয়া পরমীকরণ করিবে । অনন্তর আচা ও দেবতার
 একাচিন্তা করত মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ ও জপ সমর্পণ করিবে । পরে স্তব পাঠ ও নমস্কার
 করিয়া হস্তাঙ্গি বড়ঙ্গ পূজা করিবে । অগ্ন্যাঙ্গি চতুর্কোণে, মধ্যে ও পূর্বাদিক্চতুর্দিকে
 ইজ্যাদি দেবতার পূজা করিয়া ঐ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ এই মন্ত্রে চণ্ডেশ্বরের পূজা ও তাঁহাকে
 নির্মাল্য সমর্পণ করিতে হইবে এবং ঐ শুভ্রাতিশুকগোষ্ঠাং ইত্যাদি মন্ত্রে জপাদি সমর্পণ

১ । কং হুং বশকর ইতি চ কচিং পাঠঃ ।

শিবো দাতা শিবো হোক্তা শিবঃ সৰ্বমিদং জগৎ । শিবো জয়তি সৰ্বত্র যঃ শিবঃ সোহনমেষ চ ॥ ২৮ ॥
যৎ কৃতং যৎ করিষ্যামি তৎ সৰ্বং স্কৃততত্ত্বং ।

যং জাতা বিশ্বনেতা চ নাভ্যো নাথোহস্তি মে শিব ॥ ২৯ ॥

অথানন্তরং প্রকারেণ শিবপূজাং বধ্যাম্যহম্ । গণঃ সরস্বতী নন্দী মহাকালোহথ গজরা ॥ ৩০ ॥

বমুনাস্ত্রং বায়ুধিপো দ্যাবি পূৰ্ব্বাহিত্যস্মৈ । ইন্দ্রাভ্যাঃ পূজনৌরাস্ত তদ্বানি পৃথিবী জলম্ ॥ ৩১ ॥

তেজো বায়ুর্কোম গচ্ছো রসরূপে চ শম্বকঃ । স্পর্শো বাক্ পাণিশাদৌ চ পাবুপন্থঃ স্রুতিশ্চটৌ ॥ ৩২ ॥

চক্ষুঃশ্রী জ্ঞানমনোবুদ্ধিচ্চাখ্যং প্রকৃত্যপি । পুমান্ রাগো বৈষবিষ্টে কালাকাশৌ নিরত্যপি ॥ ৩৩ ॥

মায়া চ শুদ্ধবিদ্যা চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ । শক্তিঃ শিবশ্চ তান্ জাত্যা মুক্তো জ্ঞানী শিবো ভবেৎ ।

যঃ শিবঃ স হরিব্রহ্মা সোহহং ব্রহ্মাস্মি মুক্তিতঃ ॥ ৩৪ ॥

সুততুচ্ছিং প্রথক্যামি বধ্যা তবঃ শিবো ভবেৎ । হৃৎপদ্মে সঠো মন্ত্রঃ স্তাবিরুষ্টিশ্চ কলা ইড়া ।

শিবলা য়ে চ নাভ্যো চ প্রাণোহপানশ্চ মাকর্তৌ । ইন্দ্রমেহো ব্রহ্মমেহশ্চ তুরশ্চ মণ্ডলম্ ॥ ৩৫ ॥

বজ্রেন লাক্ষিতং দীপ্তমেকোদ্বাতস্তপাঃ শরাঃ । হৃৎস্থানসাত্ত্বগনঃ শতকোষ্ঠপ্রবিশ্চরম্ ॥ ৩৬ ॥

ও হ্রীং প্রতিষ্ঠায়ৈ ও হ্রং হঃ কটু । ও হ্রং বিজ্ঞায়ৈ হ্রং হঃ কটু ॥ ৩৭ ॥

চতুরশীতিকোটিমামুচ্চরং স্মৃতিতত্ত্বকম্ । তদ্বধ্যে তববৃক্ষক আত্মানক বিচিন্তয়েৎ ॥ ৩৮ ॥

অধোমুখীং ততঃ পৃথ্বীং তদ্বক্ষুঃ ভবেদ্ ঐবম্ । বামদেবী প্রতিষ্ঠা চ স্বপুত্রা কারিকা তথা ॥ ৩৯ ॥

করিবে। পরে হ্রং অঃ মন্ত্র উচ্চারণ করত হে দেব! আমি স্কৃতত হৃদত যে কিছু কৰ্ম করিয়াছি, তুমি আমার সেই সকল কৰ্ম কর, আমি সৰ্বদা শিবপদস্থ আছি। শিবই দাতা, শিবই হোক্তা, শিবই এই অধিলজগৎস্বরূপ। শিব সৰ্বত্র জয়যুক্ত হন। যে শিব সেই অৰ্ঘ্য আত্মাই শিবস্বরূপ। হে দেব! আমি বাহ্য কিছু করিয়াছি বা করিব, তৎসমুদায়ই তোমার কৃত ও কর্তব্য। হে শিব। তুমি জগতের জ্ঞানকর্তা ও বিশ্বনাথক, তুমি তিন্ন জগতের আশ্রয় কেহ নাই। ২১—২৯।

অনন্তর অন্তরূপ শিবার্চনা বলিতেছি। গণেশ, সরস্বতী, নন্দী, মহাকাল, গজা, বমুনা, অস্ত্র ও বায়ুপুত্র এই সকল দেবতাকে পূৰ্ব্বাহিত্যরচনায় পূজা করিবে। পরে ইন্দ্রাদি দেবগণের পূজা করত পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, গন্ধ, রস, রূপ, শব্দ, স্পর্শ, বাক্, পাণি, পাদ, পাবু, উপন্থ, স্রুতি, বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা, জ্ঞান, মনঃ, বুদ্ধি, অচক্ষার, প্রকৃতি, পুত্র, রাগ, বৈষ, বিজ্ঞা, কাল, অকাল, নিরতি, মায়া, শুদ্ধবিদ্যা, ঈশ্বর, সদাশিব, শক্তি ও শিব, ইহাদিগের পূজা করিবে। যে ব্যক্তি এই সকল জানে, সে মুক্ত, জ্ঞানী ও শিবস্বরূপ হয়। যিনি শিব, তিনিই হরি, তিনিই ব্রহ্মা এবং আমিও সেই হরিহর-ব্রহ্মাত্মক ব্রহ্মস্বরূপ, এই প্রকার চিন্তা করিবে। অনন্তর সুততুচ্ছি বলিতেছি, এই সুততুচ্ছি করিয়া সাধক শুদ্ধচিত্ত ও শিবস্বরূপ হইতে পারে। হৃৎপদ্ম, সঠোজাত মন্ত্র, নিবৃষ্টি, কলা, ইড়া ও শিবলা নাভী, প্রাণ ও আপন বায়ু, ইন্দ্রমেহ, ব্রহ্মমেহ, বজ্রচিহ্নিত প্রদীপ্ত চতুরশ্রমণ্ডল, একোদ্বাতস্তপ এবং শর, শতকোষ্ঠ বিস্তৃত স্থানে এই সকল চিন্তা করিয়া তদ্বধ্যে চতুরশীতি কোটি উচ্চুরবিশিষ্ট তববৃক্ষস্বরূপ আত্মাকে চিন্তা করিবে। ৩০—৩৯।

সমানোদানঃ কণৌ দেবতা বিষ্ণুকারণম্ । উদ্ভাতাশ্চ গুণং বেদাঃ শ্রেতা ধ্যানং তথৈব চ ॥ ৪১
 এবং কৃষাৎ কঠপদ্যঃ স্ত্রীস্রাখ্যমণ্ডলম্ । পদ্মাক্ষিতং বিশতকং কোটিবিস্তীর্ণমায়রম্ ॥ ৪২
 চতুর্নবভূজঃ স্রাজ্ঞানক অধোমুখম্ । তাস্থ স্থানক পদ্মক অধোরো বিস্তারিতঃ ॥ ৪৩
 মাতোষ্ঠয়া হস্তিজিহ্বা ধ্যানো নাগোহগ্নিদেবতা । রুদ্রহেতুঃ স্রীকৃষ্ণাতাশ্চ গুণা রক্তবর্ণকম্ ॥ ৪৪
 জালাকৃতে ত্রিকোণক চতুঃকোটিশতানি চ । বিস্তীর্ণক সমুৎসেবং রুদ্রতবং বিচিস্তয়েৎ ॥ ৪৫
 জলাটে ভূ তৎপুরুষঃ শক্তিঃ শাঘলং বুধাঃ । কুর্শ্চ কুরো বায়ুর্দেব ঈশ্বরকারণম্ ॥ ৪৬
 বিষ্ণুদ্বাতপ্তো ঘৌ চ বৃষং যটকোণমণ্ডলম্ । বিস্তুতকাটেকোটিবিস্তীর্ণকোচ্ছ্রয়স্তথা ।
 চতুর্দশাধিকং কোটি বায়ুতবং বিচিস্তয়েৎ ॥ ৪৭
 দাদশান্তে সরসিজে শাস্ত্রাতীতাশ্চ শ্রেয়সাঃ । কুহুচ শশ্বিনী নাভো দেবদন্তো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৪৮
 শিথৈশানকারণক সদাশিব ইতি স্বতঃ । গুণ একস্ত্রয়োদ্বাতঃ শুভক্ষতিকবং অরম্ ॥ ৪৯
 মোড়শং কোটিবিস্তীর্ণং পঞ্চবিংশতি চোচ্ছ্রয়ম্ । বর্তুলকিস্তয়েকাম ভূতভূতিকাঙ্কতা ॥ ৫০
 গণগুরুকৌজগুরুঃ শক্তানন্তো চ ধর্ম্যকঃ । জ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্যাস্ততঃ পূর্বাদ্বিগতকে ॥ ৫১
 অধোর্ম্মবদনে যে চ পদ্মকণিককেশরম্ । বায়ান্তা আশ্রয়িতা চ সদা ধ্যায়ের্শিবাপ্যকম্ ।
 ততঃ শিখাসনে যুতির্হোং হোং বিজাদেহায় নমঃ ॥ ৫২
 বহুপদ্মাসনামীনঃ সিতঃ ষোড়শবর্ষকঃ । পঞ্চবক্তৃঃ করাইগ্রঃ শৈবপতিশ্চৈব বারম্ ॥ ৫৩
 অভয়ং প্রসাদং শক্তিং শূলং যটোজমীশ্বরঃ । যকৈঃ কঠৈরর্ক্যমকৈশ্চ ভূজগকাক্ষত্বকম্ ।
 ভয়কং নীলোৎপলং বীজপূরকমুত্তমম্ ॥ ৫৪

তৎপরে অধোমুখী পৃথিবী, বায়াদেবী, প্রাণিষ্ঠা, হুয়ুয়া, ধারিকা, সমান ও উদান বায়ু, বরুণ ইত্যাদি ও অর্ধস্রাখ্যমণ্ডলরূপ পদ্মাক্ষিত বিশত কোটি বিস্তীর্ণ কঠপদ্য ভাবনা করিয়া চতুর্নবভূজকে উচ্ছ্রয়বিশিষ্ট অধোমুখ আশ্রা, তৎস্থানগত পদ্ম ও মণ্ডলিক অধোর পালক শিব চিন্তা করিবে । অনন্তর নাভি, ওষ্ঠ, হস্তিজিহ্বা, নাগ, অগ্নিদেবতা, রুদ্রহেতু, ত্রিসংখ্য উদ্ভাত, সত্ত্বরজসমঃ গুণত্রয়, রক্তবর্ণ ত্রিকোণমণ্ডল ও চতুঃকোটিশত বিস্তীর্ণ রুদ্রতব ভাবনা করিবে । তার পর জলাটে জলাটবিত্ত লিঙ্গরূপী শিব ও তৎশক্তি, কুর্শ ও কুর বায়ু, ঈশ্বরকারণ, বিষ্ণুদ্বাত অর্থাৎ সত্ত্ব ও রজোগুণ, বুধ, বিস্তুতকিত অষ্টকোটিবিস্তীর্ণ অষ্টকোটি-উচ্ছ্রয়বিশিষ্ট যটকোণাশ্রক চতুর্দশাধিক কোটি বায়ুতব চিন্তা করিবে । তৎপরে দাদশপদপদ্মে শাস্ত্রাতীতা শক্তি, ঈশ্বরাস্থা শিব, কুহু ও শশ্বিনী নাভী, দেবদন্ত ও ধনঞ্জয় বায়ু ইহাদের চিন্তা করিবে । শিখাসনে ঈশানকারণ, সদাশিবাশ্বা শিব, একোদ্বাত অর্থাৎ সত্ত্বগুণ, শুভক্ষতিকবং ষোড়শকোটিবিস্তীর্ণ পঞ্চবিংশতিউচ্ছ্রয়বিশিষ্ট বর্তুল ধায় চিন্তা করিবে । এই ভূতভূতিকাঙ্কিত হইল । ৪০—৫০ ।

উক্তরূপে ভূতভূতিকাঙ্কিত করিয়া পূর্বাদ্বি পক্ষে গণগুরু, রাজগুরু, শক্তি, অনন্ত, ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য, এই সকলের পূজা করিবে । অধঃ এবং উর্দ্ধমুখে পদ্মকণিকা, পদ্মকেশর, বায়াদি শক্তি, আশ্রয়িতা, শিবাশ্বা লিঙ্গ, এই সকলের ধ্যান করিয়া শিবাসনে তত্ত্ব ও যুতির পূজা করিয়া হোং হোং বিজাদেহায় নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিবে । পরে বহুপদ্মাসন হইয়া উপবেশন করত শুভবর্ণ, ষোড়শবর্ষীয় পঞ্চবক্তৃ শিবের ধ্যান করিবে, বধা,—পকানন দশহস্তে

ইচ্ছাচ্ছানক্রিয়াশক্তি-স্থিতিভোজ্যে চি সঙ্গাশিতঃ । এবং শিবার্চনস্থানী সর্করা কালবজ্জিতঃ ॥৫৫
 ইচ্ছাহোরাত্রচারেণ ত্রীণি বর্ষাণি জীবতি । দিনদ্বয়শ্চ চারৈণ ভৌতবর্ষবৎ নবঃ ॥ ৫৬
 দিনত্রয়শ্চ চারৈণ বর্ষসেবং স জীবতি । নাকালে নীতলে যত্নাক্ষয় চৈব তু কংরকে ॥৫৭
 ইতি ত্রিগুরুভে মহাপুরাণে পূর্বধণ্ডে শিবাদিপূজার্যাং ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

হরিকবাচ ।

বাক্য গণাধিকাঃ পূজাঃ সর্করাঃ স্বর্গদাঃ পরাঃ । গণানাম্ মঙ্গলাং যুক্তিং গণাধিপতিমর্চয়েৎ ॥ ১
 গায়াত্রি = চন্দ্রাশ্রয়ং দুর্গায়া শুকপাত্ৰকাঃ । দুর্গামনক তদ্বৃষ্টিং হ্রীং দুর্গে দুর্গে রক্ষিণীতি চ ॥
 কুহাদিকমষ্টশকো কুহচণ্ডা প্রচণ্ডা । চণ্ডোত্রা চণ্ডনাম্রিকা চণ্ডা চণ্ডবতী ক্রমাৎ ।
 চণ্ডরূপা চণ্ডিকাখ্যা দুর্গে দুর্গেইব রক্ষিণি ॥ ৩
 বজ্রংজগাদিকা মুদ্রা শিখাচা বহির্দেশতঃ । সঙ্গাশিবমহাপ্রেতপদ্মাসনমণাপি বা ॥ ৪
 ঐ ক্লীং সৌম্যপুরাটৈব নমঃ ॥ ৫
 ও হ্রীং হ্রীং কৈং কৈং ক্লীং কো রেঁ। কৈং কো । শাং পদ্মাসনক যুক্তিক ত্রিপুরাহুদয়াদিকম্ ॥ ৬

অতরাপি মুদ্রা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন । তিনি দক্ষিণ পক্ষহস্তে অস্তর বরমুদ্রা, শক্তি, শূল, খট্‌ক ; বাম পক্ষকরে সর্প, অক্ষমালা, ডমরু, নীলোৎপল ও নীলপুত্র ধারণ করিয়াছেন । ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া, এই তিন শক্তি তাঁহার তিনটি নয়ন, তিনি সদা আনন্দময় । এইরূপে শিবার্চন করিলে সাধক কালভয় হটেতে মুক্ত হটেতে পারে । এক দিবা স্নাত্তিতে উক্ত প্রকার শিবার্চন করিলে তিন বৎসর জীবিত থাকিতে পারে, ঐরূপ দুই দিবস শিবের পূজা করিলে দুই বৎসর প্রাণধারণ করিতে পারে এবং তিন দিবস উক্তরূপ পূজা করিলে নিরূপিত আয়ুষ্কাল অপেক্ষা একবৎসর অধিক জীবিত থাকিতে পারে ; এবং তাহার বকালমুদ্রা কিংবা অতিশীতল কিংবা অতিউষ্ণ স্থানেও মরণ ঘটে না । ৫১—৫৭ ।

ত্রিগরুড়পুরাণে পূর্বধণ্ডে শিবাদিপূজা নামক ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশ অধ্যায়

হরি কহিলেন,—গণাধির পূজা বলিতেছি, এই পূজা করিলে সাধকের সর্বগুণ প্রাপ্তি ও স্বর্গলাভ হয় । প্রথমে গণগণের মঙ্গলময়ী মূর্তি নির্মাণ করত গণাধিপতির মর্চনা করিবে । শাং হুদয়ায় নমঃ, গ্লীং শিরসে স্বাহা, গ্লুং শিখাটৈ বহুট, গৈং কবচায় হ্রীং, গোং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, গং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং কটু এইরূপে অভ্যঙ্গ্যাস করত ও দুর্গাওরুণাহুতায় নমঃ, ও দুর্গামনার নমঃ, ও দুর্গাযুগ্মে নমঃ, এই মন্ত্রে পূজা করিবে । তারপর হ্রীং দুর্গে দুর্গে রক্ষিণি স্বাহা হুদয়ায় নমঃ ইত্যাদি ক্রমে করাক্রম্যাস করিবে । অনন্তর “দুর্গে দুর্গে রক্ষিণি স্বাহা” এই মন্ত্রে কুহচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোত্রা, চণ্ডনাম্রিকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা ও অতিচণ্ডিকা এই অষ্টশক্তির পূজা করিবে । পরে বজ্রংজগাদি মুদ্রা প্রদর্শনপূর্বক অগ্রিকোণে শিবাদি দেবতার পূজা করিয়া ও

• প্রাণাধীতি কচিং পাঠঃ ।

পীঠাধুজে তু ব্রাহ্ম্যাদীত্র্যম্বানী চ মহেশ্বরী । কোমারী বৈষ্ণবী পূজ্য বারাহী চেন্দ্রঃস্বতী ।

চামুণ্ডা চণ্ডিকা পূজ্য। তৈরবাখ্যাংস্ততো যজ্ঞে ৷ ৭

অসিতাক্ষো রুদ্রচণ্ডঃ ক্রোধ উন্নতভৈরবঃ । কপালী ভীষণশৈলং সংহারচাটু তৈরবঃ ॥ ৮

রতিঃ প্রীতিঃ কামদেবঃ পঞ্চবাণাশ্চ যোগিনী । বটুকং দুর্গম্। বিম্বরাক্ষো শুক্লচ ক্বেত্রপঃ ॥ ৯

পদ্মগর্ভে মণ্ডলে চ ত্রিকোণে চিত্তয়েদ্ হৃদি । তুরাং বরাহকৃৎপুস্তকাত্মসম্বিতাম্ ।

লক্ষণ্যাক্ষ হোমাক্ষ ত্রিপুরা সিদ্ধিদা তথৈব ॥ ১০

ইতি শ্রীগুরুভে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে গণাদিপূজা নাম চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ।

হরিকথাচ ।

ঐ ক্রী শ্রী ফে কো অনন্তশক্তিপাঙ্কজাং পূজয়ামি নমঃ ॥ ১

ঐ হ্রী শ্রী ক্রৌ কো আধারশক্তিপাঙ্কজাং পূজয়ামি নমঃ ॥ ২

ও হ্রী কালাগ্নিকৃৎপাঙ্কজাং পূজয়ামি নমঃ ॥ ৩

ও হ্রীং হ্রং হাটকেশ্বরদেবপাঙ্কজাং পূজয়ামি নমঃ । ও হ্রী শেবভট্টারকপাঙ্কজাং পূজয়ামি নমঃ ॥ ৪

ও হ্রীং শ্রী পৃথিবী তদ্বর্ণভূবনদ্বীপসমুদ্রবিশামনস্তাধামাসনং পূজয়ামি নমঃ ॥ ৫

হ্রী শ্রী নিবৃত্ত্যাধিকলা পৃথিব্যাণিতত্ত্বমনস্তাদিভূবনমোক্ষারাবিবর্ণং হকারাদিনবাস্তকঃ
পদঃ সন্তোজাতাদিমতঃ ॥ ৭

মহাপ্রমোহাপ্রেতপদ্মাসনায় নমঃ, ঐ ক্রী সৌঃ ত্রিপুরারৈ নমঃ ইত্যাদি যন্ত্রে পূজা করিবে ।
করুণাস অকুণ্ডাস করিয়া ধ্যান পূর্বক পূজা করিবে, পরে পদ্মাসনের পূজা করিবে । ১—৬ ।

পরে পীঠপদ্মে ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কোমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী, চামুণ্ডা ও চণ্ডিকা
এই অষ্টশক্তির পূজা করিয়া অসিতাক্ষাদি অষ্ট ভৈরবের পূজা করিবে । পূজাক্রম যথা,—ও
অসিতাক্ষভৈরবায় নমঃ, ও রুদ্রভৈরবায় নমঃ, ও চণ্ডভৈরবায় নমঃ, ও ক্রোধভৈরবায় নমঃ, ও
উন্নতভৈরবায় নমঃ, ও কপালভৈরবায় নমঃ, ও ভীষণভৈরবায় নমঃ, ও সংহারভৈরবায় নমঃ ।
এই লবল পূজা করিয়া রতি, প্রীতি, কামদেব, পঞ্চবাণ, যোগিনী, বটুক, দুর্গা, বিম্বরাক্ষ, শুক্ল,
ক্বেত্রপাল, ইত্যাদিগের অর্চনা করিবে । পরে হৃদয়যথো পদ্মগর্ভমণ্ডলাস্তর্গত ত্রিকোণ চিত্তা
করিয়া তদ্বর্ণো বর অক্ষমালা পুস্তক ও অতঃপূর্বাধারিণী শুক্লবর্ণা ত্রিপুরাদেবীকে চিত্তা করত
মন্ত্র জপ করিবে । এইরূপে লক্ষসংখ্যক জপ ও হোম করিলে ত্রিপুরাদেবী সিদ্ধি দান করেন ।
৭—১০ ।

শ্রীগুরুভপুুরাণে পূর্বখণ্ডে গণাদিপূজা নামক চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়ঃ ।

হরি কহিলেন,—আসনপূজা কহিতেছি । ঐ ক্রী শ্রী ফে কো অনন্তশক্তিপাঙ্কজাং
পূজয়ামি নমঃ ইত্যাদি যন্ত্রের লিখিত যন্ত্রে পূজা করিয়া নিবৃত্তি প্রভৃতি পঞ্চশক্তিলা,
পৃথিব্যাণি তত্ত্ব, অনস্তাদি ভূবন ও হকারাদিবর্ণের পূজা করিবে । পরে সন্তোজাতাদি যন্ত্রে

হাং হৃদয়ান্তঃ । এবং মাহেশ্বরো বহুঃ সিদ্ধবিজ্ঞানকঃ পরামর্শভার্যঃ ॥ ৮

সর্বভো দিক্‌সমন্তেষু বহুসং সধাশিবার্ণবনঃপূর্ণোদধিপক্ষঃ স্রিয়ানাম্পদান্নকঃ ॥ ৯

বিভোমা পূর্ণজ্য কৰ্ত্তৃকব-লক্ষণ-জ্যোষ্ঠাক ৭৮ কৰ্ত্তৃকজ্যাকৰ্ণিকো নবশক্তি-শিবাদি-
ত্রিশূন্যমণ্ডলঃ ॥ ১০

পঞ্চদশমস্তোত্রং সমাপাদ্যকার পুত্রায় নমঃ ॥ ১১

ইতি স্রীগারুড় মহাপুরাণে পূৰ্ণখণ্ডে আসনপূজা নাম পঞ্চবিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২৫

শ্রুত্বিংশোধ্যায়ঃ ।

হরিকবাচ ।

অনন্তরং করজ্ঞানঃ বিভাকরী শুভিঃ কার্য্য। পদমুদ্রাং বহু। মন্ত্রভাসং কুৰ্য্যৎ ॥ ১

কৌং কনিষ্ঠাটের নমঃ । নৌং অনামিকাটের নমঃ । মৌং মধ্যমাটের নমঃ । তৌং
তল্‌কটের নমঃ । অং অঙ্গুষ্ঠাটের নমঃ । জাং করতলাটের নমঃ । ধাং করপৃষ্ঠাটের নমঃ ॥ ২

অথ দেহভাসঃ ।

হং কং মণিবন্ধায় নমঃ । ঐ হ্রীং স্রীং করান্দালার্য নমঃ । মহাতেজোরূপং হং হং কারেণ
করকালনং কুৰ্য্যৎ ॥ ৩

ঐ হ্রীং হ্রীং স্রীং হ্রৈং হ্রৈং নমো। ভগবতে হ্রৈং কুজিকাটের নমঃ । হ্রুং হ্রীং ক্রৌং ও ঐ ৭
মমে অধোরাশুধি হাং হ্রীং কিলি কিলি বিভোমো বাজমো হ্রীং হ্রীং স্রীং ঐ নমো ভগবতে উর্ধ্ব-
বজ্রায় নমঃ । কৌং কুজিকাটের পূৰ্ণবজ্রায় নমঃ । হ্রীং স্রীং হ্রীং ও ঐ ৭ মমে বক্ষিবজ্রায়
নমঃ । ও হ্রীং স্রীং কিলি কিলি পশ্চিবজ্রায় নমঃ । ও অধোরাশুধি উত্তরবজ্রায় নমঃ ।
ও নমো ভগবতে হৃদয়ায় নমঃ । কৌং ঐং কুজিকাটের নিরমে বাহা । হ্রীং ক্রৌং হ্রীং প্রাং ও ঐ
৭ মমে শিখাটের ববট্ট । অধোরাশুধি কবচার হ্রুং । হ্রৈং হ্রৈং কৌং মেজজরায় বৌবট্ট ।
কিলি কিলি গিভে^৫ অস্তায় কট্ট ॥ ৪

পূজা করিবে । অনন্তর হাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি একারে বড়কভাস করিয়া সতোষাতময়ে
পূজা করিবে । এই মাহেশ্বর বহু সিদ্ধবিজ্ঞানক ও পরামর্শভার্য সঙ্গ । অনন্তর দিক্‌চতুর্দশে
বড়কপূজা করিয়া পদ্মাসন পাদুকার পূজা করিবে । ১—১১ ।

স্রীগরুড়পুরাণে পূৰ্ণখণ্ডে আসনপূজা নামক পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

শ্রুত্বিংশ অধ্যায়ঃ ।

হরি বলিলেন,—অনন্তর করজ্ঞান ও কৃতশুভি করিয়া পদমুদ্রাবন্ধন করত মন্ত্রভাস
করিবে । কৌং কনিষ্ঠাটের নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে ভাস করিবে । পরে কং
মণিবন্ধায় নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে দেহভাস করিয়া মহাতেজোরূপং হ্রুং হ্রুং এই মন্ত্রে
করকালন করিবে । তৎপরে ঐ হ্রীং ইত্যাদি মন্ত্রে পুনর্বার দেহভাস করিবে । এই দেহ-

১। কং ২। কারকরায় । ৩। হ্রুং হ্রুং । ৪। বিকৌ ।

ঐং হ্রীং ঐং অগ্নয়ণ্ডলাকারমহাপ্রসন্নমণ্ডলায় নমঃ । ঐং হ্রীং ঐং বায়ুগণ্ডলায় নমঃ । ঐং হ্রীং ঐং সোমগণ্ডলায় নমঃ । ঐং হ্রীং ঐং মহাকুলবোধাবলিমণ্ডলায় নমঃ । ঐং হ্রীং ঐং মহাকৌলমণ্ডলায় নমঃ । ঐং হ্রীং ঐং গুরুমণ্ডলায় নমঃ । ঐং হ্রীং হ্রীং আভ্যামণ্ডলায়^১ নমঃ । ঐং হ্রীং ঐং সমগ্রসিদ্ধযোগিনীপীঠোপপীঠক্ষেত্রোপক্ষেত্রমন্ডানমণ্ডলায় নমঃ । এবং মণ্ডানামা দায়নকং ক্রমেণ পূজাম্ । ৫

ইতি ত্রিগুরুপুস্তকে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে কুলিকাপূজা নাম বড়বিংশোহধ্যায়ঃ । ২৬ ॥

সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ।

হরিকৃষাচ ।

ও কালবিকালকঙ্কালি চর্কিনি ভূতহারিণি কলিবিম্বিণি বিরথনারায়ণি উমে^২ দৃঢ় বহু হস্তে চণ্ডে রৌদ্র মাহেশ্বরী মহামুখি জালামুখি শঙ্করী গুরুদেও শঙ্কর হন হন সর্কনাশিনি খ খ সর্কনাশোণিতং ত্রিগুরুসি মনসা দেবি সন্মোহয় সন্মোহয় ক্রতুস্ত হৃদয়ে জাতা ক্রতুস্ত হৃদয়ে স্থিতা । ক্রতৌ রৌদ্রেণ ক্রমেণ ঐং দেবি এহি এহি রক্ষ রক্ষ মাম্ । হ্রুং মাং (হ্রুং মাং হ্রুং) ক ক ঠ ঠ কন্দমেধলাবান্ এহশক্রবিবহারি ও শালে মালা হর হর বিবোরগং^৩ হাং হাং শবরি হুং শবরি একোপবিশরে সর্কৈ বিকমেধমালে^৪ সর্কনাগাদিবিবহরণম্ । ১

ইতি ত্রিগুরুপুস্তকে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ । ২৭ ॥

জ্ঞানের মত এবং ক্রম যুগে বিশদরূপে লিখিত আছে, দৃষ্টিমাত্র বোধগম্য হইবে । পরে ঐ হ্রীং ঐং ইত্যাদি মন্ত্রে ক্রমানুসারে দায়ন মণ্ডলের পূজা করিবে । কুলিকাপূজা উক্ত হইল । ১—৫ ।

ত্রিগুরুপুস্তকে পূর্বখণ্ডে কুলিকাপূজা নামক বড়বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৬ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায়ঃ ।

হরি বলিলেন, ও কালবিকাল ইত্যাদি মন্ত্র বিব্রনিবারক । উক্ত মন্ত্রের প্রয়োগে সর্কগ্রকার সর্পবিষ ভংকণাৎ ভক্ষীভূত হর এবং নাগগণ তথা হইতে পলায়ন করিয়া থাকে । ১

পুরুপুস্তকে পূর্বখণ্ডে সর্পবিবহরণ নামক সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

হরিকৃষাচ' ।

গোপালপূজাং বক্ষ্যামি ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনীম্ । ধারে ধাতা বিধাতা চ গন্ধা যমুনা সহ । ১
 নন্দনন্দনিধী চৈব শারদাঃ শরভাঃ^১ শ্রীরা । পূর্বে ভক্তঃ স্তবজো ঘৌ দক্ষে চতুঃপ্রচণ্ডকৌ । ২
 পশ্চিমে বলপ্রবলৌ জয়ন্ত বিজয়ো যজ্ঞে । উত্তরে ত্রীশচতুর্ধারে গণেশা দুর্গা সরস্বতী । ৩
 কেন্দ্রস্তায়াদিকোণেষু দিশু নারদপূর্বকম্ । সিদ্ধো গুরুনলকুবরঃ কোণে ভাগবতঃ যজ্ঞে । ৪
 পূর্বে বিষ্ণুঃ বিষ্ণুতপো বিষ্ণুশক্তিঃ সমর্চয়েৎ । ততো বিষ্ণুপরিবারং মধ্যে শক্তিক কূর্মকম্ । ৫
 অনন্তং পৃথিবীং ধর্মং^২ জ্ঞানং বৈরাগ্যমগ্নিতঃ । ঐশ্বর্যং বায়ুপূর্বক প্রকাশাস্ত্রানমুত্তরে । ৬
 মহায় প্রকৃতাশ্বনে ব্রজসে মোহরূপিণে । তমসে পদ্মায় যজ্ঞে অহঙ্কারকতমকম্ । ৭
 বিদ্যাত্মকং পরং তমঃ সূর্য্যেন্দুবহ্নিমণ্ডলম্ । বিমলাস্তা আসনক প্রোচ্যাঃ স্ত্রীং হ্রীং সম্পূজয়েৎ ।
 গোপীজনবল্লভায় বাহাস্তো মধুকচ্যতে ॥ ৮
 বাহাস্তান্ত্রাক্ষাচক্রং বিচক্রক সূচক্রকম্^৩ । ত্রৈলোক্যারকণং চক্রমহরারিসুদর্শনম্ ॥ ৯

অষ্টাবিংশ অধ্যায়ঃ ।

হরি বলিলেন,—এইরূপ গোপালপূজা বলিব । এই গোপালপূজা সাধককে ইহকালে
 বিবিধ ভোগ ও অন্তকালে মুক্তিপদ প্রদান করে । প্রথমতঃ ঐ ধাত্রে নমঃ, ঐ বিধাত্রে নমঃ,
 ঐ গন্ধাট্রে নমঃ, ঐ যমুনাট্রে নমঃ, এই মন্ত্রে ঘারদেবে পূজা করিবে । পরে ঐ নন্দনিধয়ে
 নমঃ, ঐ নন্দনিধয়ে নমঃ, ঐ শারদায় নমঃ, ঐ শরভায় নমঃ, ঐ শ্রীট্রে নমঃ, এই সকল
 মন্ত্রে পূজা করত পূর্ব্বদ্বারে ঐ ভক্তায় নমঃ, ঐ স্তবজায় নমঃ, দক্ষিণদ্বারে ঐ চণ্ডায় নমঃ, ঐ
 প্রচণ্ডায় নমঃ, পশ্চিমদ্বারে ঐ বলায় নমঃ, ঐ প্রবলায় নমঃ, ঐ জয়ায় নমঃ, ঐ বিজয়ায় নমঃ,
 উত্তরদ্বারে ঐ ত্রীট্রে নমঃ, চতুর্ধারে ঐ গণেশায় নমঃ, ঐ দুর্গাট্রে নমঃ, ঐ সরস্বতীয়ায় নমঃ । এই
 প্রকার পূজাকেন্দ্রের অগ্নাদিকোণে ও দ্বিচ্চতুর্দ্বারে নারদ, সিদ্ধগণ, গুরু, নলকুবর ও ভাগবত
 এই সকল দেবতার পূজা করিবে । পূর্ব্বদিকে বিষ্ণু, বিষ্ণুতপ ও বিষ্ণুশক্তির পূজা করিয়া
 বিষ্ণুপরিবারের পূজা করিবে । মধ্যে ঐ আধারশক্তয়ে নমঃ, ঐ কূর্মায় নমঃ, ঐ অনন্তায় নমঃ,
 ঐ পৃথিবীয়ায় নমঃ, এই মন্ত্রে পূজা করত অগ্নিকোণে ঐ ধর্ম্মায় নমঃ, নৈঋতকোণে ঐ জ্ঞানায়
 নমঃ, বায়ুকোণে ঐ বৈরাগ্যায় নমঃ, এবং ঐশানকোণে ঐ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ । এই সকল মন্ত্রে
 পূজা করিবে । উত্তরদিকে ঐ প্রকাশাস্ত্রানে নমঃ । তারপর ঐ মহায় প্রকৃতাশ্বনে নমঃ,
 ঐ ব্রজসে মোহরূপিণে নমঃ, ঐ তমসে নমঃ, ঐ পদ্মায় নমঃ, ও অহঙ্কারতমায় নমঃ, ঐ
 বিদ্যাত্মকায় নমঃ, ঐ পরতমায় নমঃ, ঐ সূর্য্যমণ্ডলায় নমঃ, ঐ চন্দ্রমণ্ডলায় নমঃ, ঐ বহ্নিমণ্ডলায়
 নমঃ, ও বিমলাদিভ্যো নমঃ, ঐ আসনায় নমঃ, এই সকল মন্ত্রে পূজা করিবে । পরে পূর্ব্বদিকে
 হ্রীং স্ত্রীং গোপীজনবল্লভায় বাহা এই মন্ত্রে গোপালদেবের পূজা করিবে । ১—৮ ।

উক্ত গোপালপূজার করাবল্লাস এই—ঐ আচক্রায় কবচায় নমঃ, ঐ সূচক্রায় শিরসে
 বাহা, ঐ বিচক্রায় শিখাট্রে বধট্, ঐ ত্রৈলোক্যারকণচক্রায় কবচায় হ্রীং, ঐ অহরারিচক্রায়
 নেত্রজরায় বোধট্, ঐ সুদর্শনচক্রায় অস্ত্রায় কট্ । এইরূপ ঐ আচক্রায় অঙ্গুষ্ঠাত্ম্যং নমঃ

১ । স্তব উবাচ । ২ । শরভঃ । ৩ । পৃথিবীধর্ম্মঃ ।

৪ । আচক্রক সূচক্রক বিচক্রক তথৈব চ ।

কদাদিপূর্বকোণেষু অস্ত্রং শক্তিঞ্চ পূর্বতঃ । কল্পিতৈ সত্যভাষা চ সুনন্দা নাগজিত্যপি ॥১০
 লক্ষণা মিহবিদ্যা চ জাহবত্যা হুশীলয়া । শম্ভচক্রগদাপদং মূবনং শাস্ত্রমর্চ্চয়েৎ ॥১১
 খড়গং পাশাঙ্কুশং প্রাচ্যং ত্রিধংসং কোত্তভং যজ্ঞেৎ । মুকুটং বনমালাঞ্চ ইজ্ঞাভান্ ধ্বজমুখ্যকান্ ॥১২
 কুমুদাভান্ বিষক্সেনং কৃষ্ণং ত্রিষা মহার্চ্চয়েৎ ।
 জপাভ্যানাং পূজনাচ্চ সর্বান্ কামানবাশ্রুয়াৎ ॥১৩
 ইতি ত্রিগুরুভে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে ত্রিকৃষ্ণপূজনং নামাষ্টোবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

হরিকথাচ ।

জৈলোক্যমোহিনীং বক্ষ্যে পুরুষোত্তমমুখ্যকাম্ । পূজামজ্ঞান্ ত্রিধরান্যান্ ধর্মকাম্যবিধায়কান্ ॥১
 ও হ্রীং ত্রীং ক্রীং হ্রুং ও নমঃ । পুরুষোত্তম অপ্রতিরূপ লক্ষ্মীনিবাস সকলজগৎকোত্তম
 সর্বগ্রীহরবিধায়ক ত্রিভুবনমোহনাদিকর হরাস্বরহৃদয়রীজনমনামি তাপর তাপর শোবর
 শোবর মারর মারর ভক্তর ভক্তর জাংর জাবর আকর্ষর আকর্ষর ॥২
 পরমহুতগ সর্বসৌভাগ্যকর সর্বকারপ্রদ অমৃতং হন হন চক্রেণ গদয়া খড়্গেন
 সর্ববাণৈতিহি তিহি শাশেন কট্ট কট্ট অকুশেন ভাড়র ভাড়র তুহু তুহু কিং তিষ্ঠসি ? তারর
 তারর ভাবং যাবং সযীহিতং মে লিঙ্কং ভবতি হ্রুং কট্ট নমঃ ॥৩
 ও ত্রীং ত্রিধরায় জৈলোক্যমোহনার নমঃ ॥৪
 ও ক্রীং পুরুষোত্তমায় জৈলোক্যমোহনার নমঃ ॥৫
 ও হ্রুং বিষ্ণবে জৈলোক্যমোহনার নমঃ ॥৬
 ও ত্রীং হ্রীং ক্রীং জৈলোক্যমোহনার বিষ্ণবে নমঃ ॥৭

ইত্যাদি ক্রমে পূর্বাদি দিক্ অঙ্গুসারে করতাস করিবে । পরে পূর্বাদিক্রমে অস্ত্র ও শক্তি পূজা
 করিবে, যথা—ও কল্পিতৈ নমঃ, ও সত্যভাষায়ৈ নমঃ, ও সুনন্দায়ৈ নমঃ, ও নাগজিত্যৈ নমঃ,
 ও লক্ষণায়ৈ নমঃ, ও মিহবিদ্যায়ৈ নমঃ, ও জাহবত্যা নমঃ, ও হুশীলায়ৈ নমঃ, ও শম্ভায়
 নমঃ, ও চক্রায় নমঃ, ও গদায়ৈ নমঃ, ও পদায় নমঃ, ও মূবনায় নমঃ, ও শাস্ত্রায় নমঃ, ও
 খড়্গায় নমঃ, ও পাশায় নমঃ, ও অঙ্কুশায় নমঃ, ও ত্রিধংসায় নমঃ, ও কোত্তভায় নমঃ, ও
 মুকুটায় নমঃ, ও বনমালায়ৈ নমঃ, ও ইজ্ঞাদিবিদ্যাপালৈভ্যো নমঃ, ও ধ্বজমুখ্যকৈভ্যো নমঃ, ও
 কুমুদাভিত্যো নমঃ, ও বিষক্সেনায় নমঃ, ও কৃষ্ণায় নমঃ, ও ত্রিষায় নমঃ, এই সকল যন্ত্রে পূজা
 করিবে । জপ, পূজা ও ধ্যান করিলে সাধক সর্বাঙ্গীষ্ট প্রাপ্ত হয় । ১—১৩ ।

ত্রিগুরুভূপুরাণে পূর্বখণ্ডে ত্রিকৃষ্ণপূজন নামক অষ্টোবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

উনত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

হরি কহিলেন, ত্রিভুবনমোহনকারিণী পুরুষোত্তমপূজা ও ধর্মকাম্যার্ঘ্যদায়িনী ত্রিধরাদিপূজা
 বলিতেছি । মূলের লিখিত ও হ্রীং ইত্যাদি হ্রুং কট্ট নমঃ ইত্যন্ত যন্ত্রে পুরুষোত্তমের পূজা
 করিয়া ও ত্রীং ত্রিধরায় নমঃ ইত্যাদি যন্ত্রে ত্রিধরাবির পূজা করিবে । উক্ত যন্ত্র সকল জৈলোক্য-

তৈলোকাযোহনা মন্ত্রাঃ সৰ্বৈ সৰ্বার্থসাধকাঃ । সৰ্বৈ চিত্ত্যাঃ পৃথগ্গাণি ব্যাস-সংক্ষেপতোহিথবা ॥৮

আসনং যুষ্টিমন্ত্রক হোমোধ্যাক্ষযজ্ঞকম্ । চক্রং গদাঞ্চ বজ্রঞ্চ মৃদালং শঙ্খশাৰ্ঙ্গকম্ ॥৯

শরং পাশমকুশলং লক্ষ্মীপুরুষসংযুতম্ । বিষ্ণুসেনং বিত্তরাট্টা নরঃ সৰ্বমবাপুয়ান্ ॥ ১০

ইতি ত্রিগুরুভে মহাপুরাণে পূৰ্ব্বখণ্ডে যোহিনীপূজনং নামৈকোনিজিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

হরিকৃবাচ ।

বিস্তরেণ প্রবক্ষ্যামি ত্রিধরশ্চাৰ্চনং শুভম্ । পরিবারশ্চ সৰ্বেষাং সম্যো জ্ঞেয়ো হি পণ্ডিতৈঃ ॥ ১

ওঁ শ্রীং চন্দ্রায় নমঃ । ওঁ শ্রীং শিরসে স্বাহা । ওঁ শ্রীং শিখাট্যৈ বসট্ । ওঁ শ্রীং কবচায়
হুং । ওঁ শ্রীং নেত্রজায় বৌষট্ । ওঁ শ্রীং অস্ত্রায় ফট্ ইতি ॥ ২

দর্শয়েদায়নো মূর্ত্যাং শঙ্খচক্রগদাদিকাম্ । ব্যাভাত্মানং ত্রিধরাখ্যং শঙ্খ-চক্র-গদাধরম্ ॥ ৩

ভক্ত্যং পুত্রহৃদেবং হৃৎমলে বস্তুকাদিক । আসনং পুত্রহেদাহৌ দেবদেবস্ত শাৰ্ঙ্গিণঃ ।

এতিমুগ্ধমহাদেব তান্ মন্ত্রান্ শৃণু শঙ্কর ॥ ৪

ওঁ ত্রিধরাসনদেবতা আগচ্ছত । ওঁ সমস্তপরিবারায়াচাত্মানায় নমঃ । ওঁ ধাত্রে নমঃ ।
ওঁ বিধাত্রে নমঃ । ওঁ গদাট্যৈ নমঃ । ওঁ বমুনাট্যৈ নমঃ । ওঁ আধারশট্যৈ নমঃ । ওঁ কুর্মায়া

যোহনকারক ও সৰ্বার্থ-সম্পাদক । পৃথক পৃথক বা একত্রে এই সকল মন্ত্রে আরাধন করিবে ।

পূৰ্ব্বোক্ত মন্ত্রসকল দ্বারা পূজা করিয়া আসন, যুষ্টি ও অস্ত্র পূজা করিবে । পরে
হোম ও যজ্ঞ হোম এবং চক্র, গদা, বজ্র, মৃদাল, শঙ্খ, শাৰ্ঙ্গ, শর, পাশ ও অকুশ, এই
সকল অস্ত্রপূজা করত তারপর লক্ষ্মী, গরুড় ও বিষ্ণুসেন এই সকল দেবতার পূজা করিবে ।
সাধক এইরূপ পূজা করিলে সৰ্ব ভীষ্ট লাভ করে । ১—১০ ।

ত্রিগুরুপুরাণে পূৰ্ব্বখণ্ডে যোহিনীপূজন নামক উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

হরি কহিলেন,—শুভম্ ত্রিধরশ্চাৰ্চনং মনিস্তর বৰ্ণনং করিতেছি । সৰ্বদেবতার পরিবার-
পূজা এক প্রকার ; সুতরাং পরিবারপূজাপূৰ্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে করিলেই হইবে । শ্রীং
চন্দ্রায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রের লিখিত মন্ত্রে অস্ত্রভাস ও কবচভাস করিয়া শঙ্খ চক্র গদা প্রভৃতি
মূর্ত্যা প্রদর্শন করত স্বীয় আত্মাকে শঙ্খচক্রগদাপাদধারী ত্রিধররূপে ধ্যান করিবে । পরে
যুক্তিক কিংবা সৰ্বভোক্ত্রমণ্ডলে ত্রিধরদেবের পূজা করিবে । হে মহাদেব ! পশ্চাৎলিখিত
মন্ত্রে দেবানিবেদ ত্রিধরের আসনপূজা করিবে । হে শঙ্কর ! যে যে মন্ত্রে আসনপূজা
করিতে হয়, সেই সকল মন্ত্র শ্রবণ কর । ওঁ ত্রিধরাসনদেবতা আগচ্ছত এই মন্ত্রে আরাধন

নমঃ । ঐ অনন্তায় নমঃ । ঐ পৃথিব্যে নমঃ । ঐ ধর্মায় নমঃ । ঐ জ্ঞানায় নমঃ । ঐ বৈরাগ্যায় নমঃ । ঐ ঐশ্বর্যায় নমঃ । ঐ স্বর্গায় নমঃ । ঐ অজ্ঞানায় নমঃ । ঐ অবৈরাগ্যায় নমঃ । ঐ অনৈশ্বর্যায় নমঃ । ঐ কল্যায় নমঃ । ঐ নীলায় নমঃ । ঐ স্নায় নমঃ । ঐ বিষজাত্যে নমঃ । ঐ উৎকর্ষিণ্যে নমঃ । ঐ জ্ঞানাত্যে নমঃ । ঐ ক্রিয়াত্যে নমঃ । ঐ যোগাত্যে নমঃ । ঐ পুঞ্জ্যে নমঃ । ঐ প্রত্যা নমঃ । ঐ সত্যাত্যে নমঃ । ঐ কেশনাত্যে নমঃ । ঐ অল্পগতাত্যে নমঃ । ৫
অর্চয়িত্বা নমঃ কৃত্ব হরিমাবাহু সংযজ্ঞেৎ । মত্রেয়ৈর্মহাপ্রাণৈঃ সর্কপাপপ্রণাশনৈঃ ॥ ৬

ঐ ত্রিঃ ত্রিধরায় ত্রৈলোক্যমোহনায় বিকবে নমঃ ॥ ৭

ঐ ত্রিঃ নমঃ । ঐ প্রাঃ হৃদয়ায় নমঃ । ঐ ত্রিঃ শিরসে নমঃ । ঐ প্রাঃ শিখায় নমঃ । ঐ ত্রিঃ কবচায় নমঃ । ঐ শ্রোঃ নেত্রজয়ায় নমঃ । ঐ প্রাঃ অস্ত্রায় নমঃ । ঐ শ্রোঃ শঙ্খায় নমঃ । ঐ পদ্মায় নমঃ । ঐ চক্রায় নমঃ । ঐ গদ্যাত্যে নমঃ । ঐ ত্রিঃসারায় নমঃ । ঐ কোকটায় নমঃ । ঐ বনমালায় নমঃ । ঐ পীতাম্বরায় নমঃ । ঐ ত্র্যম্বকে নমঃ । ঐ নারদায় নমঃ । ঐ ভক্ততোয়া নমঃ । ঐ ইন্দ্রায় নমঃ । ঐ অগ্নয়ে নমঃ । ঐ বসুধায় নমঃ । ঐ নিখত্রে নমঃ । ঐ বরুণায় নমঃ । ঐ বায়বে নমঃ । ঐ সোমায় নমঃ । ঐ কেশনায় নমঃ । ঐ অনন্তায় নমঃ । ঐ ত্র্যম্বকে নমঃ । ঐ সত্যায় নমঃ । ঐ রক্তসে নমঃ । ঐ তমসে নমঃ । ঐ বিশ্বক্সেয়ায় নমঃ ইতি ॥ ৮
অভিবেকং তথা বস্ত্রং ততো যজ্ঞোপবীতকম্ । গন্ধং পুষ্পং তথা ধূপং দীপমগ্নং প্রদক্ষিণম্ ॥ ৯
হৃদ্যৈর্মহাপ্রাণৈঃ সমাপ্যাত্মং তপেন্দ্রিয়ম্ । শতমট্টোত্তরকানি জপ্য হৃদ্য সমর্পয়েৎ ॥ ১০
ততো মূর্ত্ত্যেতচ্ছ্রদ্ধা ধ্যানেদেবং হৃদ্বাহিতম্ । শুক্লফটিকসঙ্কাশং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্ ॥ ১১
প্রসন্নবদনং সৌখ্যং সুরম্যকরকুণ্ডলম্ । কিরীটিনমুদারাকং বনমালাদম্বিতম্ ।
পরং ত্র্যম্বকরূপক ত্রিধরং চিস্তয়েৎ স্থধীঃ ॥ ১২

অনেন চৈব স্তোত্রেণ স্তবীত পরমেশ্বরম্ । ত্রিনিবাসায় দেবায় নমঃ ত্রিপত্যে নমঃ ॥ ১৩

ত্রিধরায় সশাল্যায় ত্রিপ্রদায় নমো নমঃ । ত্রিগুণভায় শাস্ত্রায় ত্রিভূতে চ নমো নমঃ ॥ ১৪

করিত্বা ঐ সমস্তপারবার চূড়ামনায় নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে পূজা করিবে । হে কৃত্ব । পূর্বোক্ত দেবতাগণের পূজা করিয়া হরির আবাহনপূর্বক অর্চনা করিবে । ঐ ত্রিঃ ত্রিধরায় নমঃ ইত্যাদি সর্কপাপনাশক মন্ত্রে ত্রিধরদেবের পূজা করিবে । পরে ঐ ত্রিঃ নমঃ এই মন্ত্রে লক্ষীর অর্চনা করিয়া ঐ প্রাঃ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে ষড়ঙ্গপূজা করত ও শঙ্খায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে মূলের লিখিত অস্ত্র পূজা ও পরিবারপূজা করিবে । ১—৮ ।

অনন্তর ত্রিধরদেবের অভিবেক করত বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও অন্ন নিবেদনপূর্বক প্রদক্ষিণ করিবে । পূর্বোক্ত মন্ত্রে ত্র্যম্বকমন্ত্রে নিবেদন করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিবে । অট্টোত্তরশত মন্ত্র জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবে । পরে এক মূর্ত্ত পর্য্যন্ত বহুদয়ে বিগুণ ফটিকের জার কাঙ্কিসম্পন্ন, কোটিহর্যাসদৃশ তেজোময়, প্রসন্নবদন, শাস্ত্রযুক্তি, উজ্জল-মকরাকারকুণ্ডলবিশিষ্ট, মুকুটধারী, স্তম্ভরাজ ও বনমালাদম্বিত পরত্র্যম্বকরূপ ত্রিধরদেবকে ধ্যান করিবে । তারপর স্তোত্রপাঠে শুদ্ধ করিবে । বখা—হে দেব । তুমি লক্ষীর নিবাস-স্থান ও ত্রিপতি, তোমাকে নমস্কার । তুমি ত্রিধর, শাল্যপানি এবং সাধকের ত্রিপ্রদ, তোমাকে

শ্রীপৰ্বতনিগাহায় নমঃ শ্রেয়স্কারায় চ । শ্রেয়সাং পতয়ে চৈব জ্ঞানমায় নমো নমঃ ॥ ১৫
 নমঃ শ্রেয়ঃবক্তায় শ্রীকরায় নমো নমঃ । পরমায় বরেন্দ্রায় নমো কুরো নমো নমঃ ॥ ১৬
 স্তোত্রং কৃৎস্না নমস্তুতা দেবদেবং বিসম্ভরেৎ । ইতি কৃত্ত সমাখ্যাতা পূজা বিকোশিতাশ্রয়ঃ ॥ ১৭
 যঃ কুরোতি মহাসক্ত্যা ন বাতি পরমং পদম্ । ইমং যঃ পঠতে হৃদ্যায়ং বিষ্ণুপূজাপ্রকাশকম্ ।
 ন বিধুয়েত পাপানি বাতি বিকোঃ পরং পদম্ ॥ ১৮

ইতি শ্রীগরুড় মহাপুরাণে পূর্বধণ্ডে ত্রিংশোহধ্যায়ঃ । ৩০ ।

একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

কৃত্ত উবাচ ।

কৃত্ত এব জগন্নাথ পূজাং কথয় মে শ্রুতো । যত্র তবেরং সংসারমাগরং কৃতিচুস্তম্ ॥ ১

হরিকবাচ ।

অৰ্চনং বিষ্ণুদেবস্ত বক্ষ্যামি বুযতধ্বজ । তচ্চগুণ মহাত্মগ ভুক্তিমুক্তিপ্রদং শুভম্ ॥ ২
 কৃৎস্না খানং ততঃ সন্ধ্যাং ভতো বাগগৃহং ত্রজেৎ । প্রকাল্য পানী পানৌ চ আচম্য চ বিশেষতঃ ॥ ৩
 মূলমন্ত্রং সমস্তং হস্তদোৰ্ব্যাপকং ক্রমেৎ । মূলমন্ত্রক দেবস্ত শৃণু কৃত্ত বক্ষ্যামি তে ॥ ৪
 ও শ্রীঃ শ্রীধরায় বিকবে নমঃ । অরং যত্রঃ সুরেন্দ্র বিকোশীশস্ত বাচকঃ ॥ ৫
 সৰ্বব্যাহিতরৈশ্চৈব সৰ্বগ্রহহরস্তথা । সৰ্বপাপহরৈশ্চ ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কঃ ॥ ৬

নমস্কার । তুমি শ্রীব্রহ্মত, শাক্তমূর্তি ও শ্রীমান, তোমাকে নমস্কার । তুমি শ্রীপৰ্বতে বসতি কর এবং সকলের মঙ্গল প্রদান কর, তোমাকে নমস্কার । তুমি সৰ্বগ্রহকার মঙ্গলের অধিপতি ও সৰ্বমঙ্গলাধর, তোমাকে নমস্কার । তুমি মঙ্গলব্রহ্মণ ও মঙ্গলকর, তোমাকে নমস্কার । তুমি সকলের আশ্রয় ও সৰ্বশ্রেষ্ঠ, তোমাকে বরংবার নমস্কার । হে কৃত্ত । এইরূপে তব ও নমস্কার করিয়া দেবদেব শ্রীধরকে বিসম্ভর করিবে । মহাত্মা শ্রীধরদেবের পূজাবিধি কথিত হইল । যে ব্যক্তি এই বিধি অহুসারে ভক্তিসহকারে শ্রীধরদেবের অৰ্চনা করে, সে অন্তকালে পরম পদ লাভ করে । যে ব্যক্তি বিষ্ণুপূজাপ্রকাশ করে ও এই গরুড়পুরাণের ত্রিংশ অধ্যায় পাঠ করে, সে সৰ্বপাপ পরিহার করিয়া অম্বে বিষ্ণুদ প্রাপ্ত হয় । ১—১৮ ।

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বধণ্ডে ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩০ ।

একত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

কৃত্ত কহিলেন,—শ্রুতো ! যে পূজাঘারা অতি দুস্তর সংসারমাগর হইতে পরিজ্ঞান পাইতে পারি, পূমর্কায় আরার নিকট জগন্নাথের সেই পূজাবিধি বলুন । হরি কহিলেন,—হে বুয-
 বাহন ! আমি বিষ্ণুদেবের অৰ্চনাবিধি বলিতেছি । মহাত্মন । সেই ভুক্তিমুক্তিপ্রদ শুভকর পূজাবিধি তুমি শ্রবণ কর । অগ্রে নিত্যকর্তব্য জ্ঞান ও সন্ধ্যাবন্দন করিয়া বাগমণ্ডপে প্রবেশ করত হস্ত পদ প্রকালনপূর্বক আচমন করিয়া মূলমন্ত্রে উত্তর হস্তদোৰ্ব্য ব্যাপকভাস করিবে । হে কৃত্ত । আমি তোমায় নিকট মূলমন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর । ও শ্রীঃ শ্রীঃ শ্রীধরায় বিকবে

অনন্তাসং ততঃ কুৰ্ব্বাদ্বেতিমৈশ্চ শঙ্করঃ ১৭

ওঁ হাং হৃদয়ায় নমঃ । ওঁ হীং শিরসে স্ফাঃ । ওঁ হ্রঃ শিরসে বসট্ । ওঁ হৈং কবচারে হ্রঃ । ওঁ হৌং
নেত্রজয়ায় বৌবট্ । ওঁ হঃ অস্তায় ফট্ ৥৮

ইতি যজ্ঞঃ সমাখ্যাতো যস্য তে প্রভবিষ্ণুনা । জ্ঞাসং কৃত্বান্নো মুক্তাং দর্শয়েভিক্ষিতাশ্চবান্ ৥৯

ততো ধ্যায়েন্ পরং বিষ্ণুং চতুঃকোটরসমাপ্তিতম্ । শঙ্খচক্রগদাযুক্তং কল্মষদূষকং হরিম্ ৥১০

স্রীংসকৌন্তভূতং বনমাল্যসমস্বিতম্ । বরুহারকিরীটেন সংযুক্তং পরমেশ্বরম্ ।

অহং বিষ্ণুরিতি ধ্যানা কৃত্বা বৈ শোধনান্নিকম্ ৥১১

যং কং রমিতি বীটৈশ্চ কঠিনীকৃত্য লম্বিতঃ ১ । অণ্ডমুণ্ডপাশ্চ চ ততঃ প্রণবৈনৈব ভেদয়েৎ ৥১২

তত্র পূর্বোক্তরূপং ভাবয়িত্বা বৃষধ্বজ । আত্মপূজাং ততঃ কুৰ্ব্বাদ্ গঙ্গপুষ্পাদিভিঃ শুভৈঃ ৥১৩

আবাহ পূজয়েৎ সর্বা দেবতা আসনস্ত যঃ ২ । যত্নৈরেতিমহাদেব তদ্বজ্রং শৃণু শঙ্কর ৥১৪

ওঁ বিষ্ণুসনদেবতা আগচ্ছত । ওঁ সমস্ত-পরিবারাগ্রাচুতায় নমঃ । ওঁ ধাত্রে নমঃ । ওঁ বিধাত্রে

নমঃ । ওঁ ষ্ঠাত্রে নমঃ । ওঁ যমুনাত্রে নমঃ । ওঁ শঙ্খনিধয়ে নমঃ । ওঁ পদ্মনিধয়ে নমঃ । ওঁ চণ্ডায়

নমঃ । ওঁ প্রচণ্ডায় নমঃ । ওঁ দ্বারপ্রি়ে নমঃ । ওঁ আধারশক্তি নমঃ । ওঁ কুর্মায়ে নমঃ । ওঁ

অনন্তায় নমঃ । ওঁ প্রি়ে নমঃ । ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ । ওঁ জ্ঞানায় নমঃ । ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ । ওঁ

ঐশ্বর্য্যায় নমঃ । ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ । ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ । ওঁ অট্টরাগ্যায় নমঃ । ওঁ অনৈশ্বর্য্যায়

নমঃ । ওঁ সং সত্যায় নমঃ । ওঁ রং রজসে নমঃ । ওঁ তং তমসে নমঃ । ওঁ কং কল্মষায় ৩ নমঃ । ওঁ

সং নীলায় নমঃ । ওঁ জাং ৪ পদ্মায় নমঃ । ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় নমঃ । ওঁ উং ৫ সোমমণ্ডলায় নমঃ ।

নমঃ, সুরেশ্বর বিষ্ণুর এই যজ্ঞ উপর্য্যাপক । এই যজ্ঞে দেবের আরাধনা করিলে সর্বরোগ বিনষ্ট
হয় ও সর্বগ্রহদোষ শাস্ত পাইয়া থাকে । উক্ত যজ্ঞ সাধককে সর্বপ্রকার পাপহরণপূর্বক ভুক্তি
ভুক্তি প্রদান করে । শঙ্কর ! হাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি যজ্ঞে অনন্তাস ও ভরুভাস করিবে ।
এই অনন্তাস যজ্ঞ ভোমার নিকট কহিলাম, বিজিতেজির সাধক জ্ঞানাদি সমাপনান্তে স্ত্রী
প্রদর্শন করিবে । ১—২ ।

অনন্তর সাধক ব্রহ্মদেবে বিষ্ণুর ধ্যান করিবে । যথা—হরি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী কৃষ্ণকুহর
ও ইন্দ্রমণ্ডলবৎ শুভ্রবর্ণ, তাঁহার বক্ষঃস্থলে স্রীংসকিহ ও কৌন্তভূমি বিরাজিত এবং গলদেশে
বনমাল্য ও বরুহার লঙ্ঘমান রহিয়াছে । শিরোধেয়ে মুকুট শোভা পাইতেছে । বিষ্ণুরূপী
পরমেশ্বরকে এইভাবে স্বীয় আত্মরূপ চিন্তা করত জব্যাদি শোধন করিবে । যং কং রং এই
বীজজয়ধারা স্বীয় নামে কঠিনীকৃত পিণ্ড উৎপাদন করিয়া ওঁ এই যজ্ঞে উক্ত পিণ্ড ভেদ
করিবে । হে বৃষধ্বজ ! উক্ত পিণ্ডে পূর্বোক্তরূপ দেবের মূর্তি ধ্যান করিয়া উত্তম গঙ্গপুষ্পাদি-
ধারা আত্মপূজা করিবে । অনন্তর আবাহন করিয়া আসনদেবতার পূজা করিবে । শঙ্কর ! যে
যে যজ্ঞে আসন দেবতার পূজা করিবে, সেই সকল যজ্ঞ প্রবণ কর : ওঁ বিষ্ণুসনদেবতা আগচ্ছত

১ । বিচক্ৰণ ইতি বা পাঠান্তরম্ । ২ । নামভিঃ ।

৩ । কল্মষায় । ৪ । জাং । ৫ । ওঁ সং ।

ও বং^১ বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ । ও বিমলাটয় নমঃ । ও উৎকর্ষিণ্য নমঃ । ও জ্ঞানাটয় নমঃ । ও
ক্রিয়াটয় নমঃ । ও যোগাটয়^২ নমঃ । ও প্রতীক্ষ্য নমঃ । ও মত্যাটয়^৩ নমঃ । ও ঈশানাটয় নমঃ ।
ও অমৃতগ্রহাটয় নমঃ ॥ ১৫ ॥

গন্ধপুষ্পাদিভিঃ স্তুটে^৪ মঠৈবেতানি পূজয়েৎ । পূজয়িত্বা ততো বিষ্ণুং সৃষ্টিসংহারকারিণম্ ॥ ১৬ ॥
আবাহ্য মণ্ডলে কৃত্ব পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্ । অনেন বিধিনা কৃত্ব সৰ্বপাপহরং হরম্ ॥ ১৭ ॥
যথাস্থানি তথা দেবেভ্যঃ স্তাসং কুরুত চাদিতঃ । মুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ পশ্চাদৰ্ঘ্যাদি দর্শয়েৎ ততঃ ॥ ১৮ ॥
গানং কুর্যাৎ ততো বস্ত্রং দস্তাচাচমনং ততঃ । গন্ধপুষ্পং তথা ধূপং দ্বীপং দস্তাচচক্ৰং ততঃ ॥ ১৯ ॥
প্রদক্ষিণং ততো জপং ততঃ স্তম্ভিন্ সমর্পয়েৎ । অজানানাম্ সমষ্টৈশ্চ পূজাং কুরুত সাধকঃ ॥ ২০ ॥
যেবেশ মূলমন্ত্রেণ হীতি বি^৫ত্ব বৃষস্বজ । মন্ত্রান্ শৃণু জিনেত্র তং কথ্যমানান্ মমাদুনা ॥ ২১ ॥

ও হাং কদম্বায় নমঃ । ও হীং শিরসে নমঃ । ও হ্রং শিখাটয় নমঃ । ও হৌং কণ্ঠায় নমঃ ।
ও হৌং নেত্রদ্বয়ায় নমঃ । ও হঃ অন্তায় নমঃ ॥ ২২ ॥

ও জিহ্বে নমঃ । ও পিত্তায় নমঃ । ও পদ্মায় নমঃ । ও চক্রায় নমঃ । ও গদাটয় নমঃ ।
ও শ্রীবৎসায় নমঃ । ও কোন্তভায় নমঃ । ও বম্বালাটয় নমঃ । ও পীতাম্বরায় নমঃ । ও
বড়গায় নমঃ । ও মূষকায় নমঃ । ও পাণায় নমঃ । ও অকুণ্ডায় নমঃ । ও শার্ঙ্গায় নমঃ ।
ও শরায় নমঃ । ও ব্রহ্মণে নমঃ । ও নারদায় নমঃ । ও সৰ্বলিঙ্গেভ্যো নমঃ । ও ভাগবতেভ্যো
নমঃ । ও গুরুভ্যো নমঃ । ও পরমগুরুভ্যো নমঃ । ও ইন্দ্রায় সুরাধিপত্যে সবাহনপরিবারায়
নমঃ । ও অগ্নয়ে তেজোহুধিপত্যে সবাহনপরিবারায় নমঃ । ও বসুদেব প্রোত্ৰাধিপত্যে সবাহন-
পরিবারায় নমঃ । ও নিরুত্রে ব্রহ্মোহুধিপত্যে সবাহনপরিবারায় নমঃ । ও বক্রবাস
জলাধিপত্যে সবাহনপরিবারায় নমঃ । ও বাহবে প্রাণাধিপত্যে সবাহনপরিবারায় নমঃ ।
ও সোমায় নক্ষত্রাধিপত্যে সবাহনপরিবারায় নমঃ । ও কুবেরায় ষষ্ঠাধিপত্যে সবাহন-
পরিবারায় নমঃ । ও ঈশানায় বিজ্ঞাধিপত্যে সবাহনপরিবারায় নমঃ । ও অনন্তায়

এই মন্ত্রে আবাহন করিয়া ও সমস্ত পরিবারাত্ম্যভাসনায় নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে
পূজা করিবে । গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দ্বীপ ও নৈবেদ্য এই পঞ্চোপচারে উক্ত আসনবেত্তার পূজা
করিয়া সৃষ্টিশক্তিপ্রদায়কারী বিষ্ণুর অর্চনা করিবে । হে কৃত্ত্ব ! মণ্ডলমধ্যে দেবের আবাহন
করিয়া বিষ্ণুৰূপী পরমেশ্বরের পূজা করিবে । এই প্রকার অর্চনা করিলে সাধকের সৰ্বপাপ
নাশ হয় । ১০—১৭ ।

প্রথমে বেক্রমে আত্মশরীরে স্তান করিবে, সেইরূপ দেবশরীরেও স্তান করিবে । তারপর
মুদ্রাপ্রদর্শন ও অৰ্ঘ্যাদিপ্রদান করিবে । তৎপরে গানীয়, বস্ত্র, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ,
দ্বীপ দিয়া চক্ৰ অর্পণ করিবে এবং প্রদক্ষিণ করিয়া মূলমন্ত্র জপ করত দেবতাকে জপ সমর্পণ
করিবে । তদনন্তর সাধক যত্ন মন্ত্রে অঙ্গাঙ্গি পূজা করিবে । হে বৃষস্বজ ! দেবের মূলমন্ত্রে
পূজা করিবে । অধুনা অন্তান্ত মন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর । ও হাং কদম্বায় নমঃ ইত্যাদি
মন্ত্রে অঙ্গপূজা করিয়া ও জিহ্বে নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে পূজা করিবে । হে শঙ্কর !

বাগাধিপত্যে সবাহনপরিবারায় নমঃ । ঐ ত্র্যম্বে সৰ্বলোকাধিপত্যে সবাহনপরিবারায়
নমঃ । ঐ বজ্রায় হুঁ ফটু নমঃ । ঐ শঠৈক্যায় হুঁ ফটু নমঃ । ঐ দণ্ডায় হুঁ ফটু নমঃ । ঐ খড়্গায় হুঁ ফটু
নমঃ । ঐ পাশায় হুঁ ফটু নমঃ । ঐ ধ্বজায় হুঁ ফটু নমঃ । ঐ গদাটোয় হুঁ ফটু নমঃ । ঐ ত্রিশূলায় হুঁ
ফটু নমঃ । ঐ চক্রায় হুঁ ফটু নমঃ । ঐ পদ্মায় হুঁ ফটু নমঃ । ঐ বৌং বিশ্বক্সেনায় নমঃ ॥ ২৩ ॥

অস্তিমৈত্র্যহাদেব পূজ্য। অজাদয়ো নরৈঃ ॥ ২৪ ॥

পূজারিত্বা মহাশ্রীমং ত্রিফলং ত্র্যম্বকপিতৃণাম্ । জ্ববীত চানরা স্তত্যা পরমাত্মানমবাচম্ ॥ ২৫ ॥
বিষ্ণুবে দেবদেবায় নমো বৈ প্রভবিষ্ণুবে । বিষ্ণুবে বাহুদেবায় নমঃ স্থিতিকরায় চ ॥ ২৬ ॥
গ্রন্থিষ্ণুবে নমঃশিব নমঃ প্রলয়শাসিনে । দেবানাং প্রভবে চৈব যজ্ঞানাং প্রভবে নমঃ ॥ ২৭ ॥
মুনীনাং প্রভবে নিত্যং যক্ষণাং প্রভবিষ্ণুবে । জিষ্ণুবে সৰ্বদেবানাং সৰ্বগায় মহাত্মনে ॥ ২৮ ॥
ত্র্যম্বককল্পবন্দ্যায় সৰ্বেশায় নমো নমঃ । সৰ্বলোকহিতার্থায় সৰ্বারাধ্যায়^১ বৈ নমঃ ২৯ ॥
সৰ্বগোপ্তে সৰ্বকল্লে সৰ্বহৃষ্টেবিনাশিনে । বরপ্রদায় শান্তায় বরেণ্যায় নমো নমঃ ।

শরণায় স্বরূপায় ধৰ্ম্যকামার্থদায়িনে ॥ ৩০ ॥

স্তত্যা ধ্যায়েন্ন বহুদয়ে ত্র্যম্বকপিতৃণমবাচম্ । এবম্ পূজয়েদ্বিষ্ণুং মূলমস্ত্রেন শকর ।

মূলমস্ত্রং জপেদ্যপি যঃ স বাক্তি নরো হরিম্ ॥ ৩১ ॥

এতৎ তে কথিতং কৃত্ত বিষ্ণোরর্চনমুত্তমম্ । রহস্ত্যং পরমং পূণ্যং^২ ভুক্তিমুক্তিপদং পরমম্ ॥ ৩২ ॥

এতদ্ বশচ পঠেদ্বিতান্ বিষ্ণুচক্ৰঃ পুমান্ হর । শৃণুয়াক্রাবরেদ্যপি বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৩৩ ॥

ইতি ত্রিগুরুডে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

পূর্বোক্ত যন্ত্রে সাধক অস্ত্রদেবতাদিগের অর্চনা করিয়া ত্র্যম্বকপিতৃণাম্ অব্যয় পরমাত্মা পরমেশ্বর
বিষ্ণুকে স্তব করিবে । যথা—হে বাহুদেব ! তুমি স্বয়ং বিষ্ণু, দেবাদিদেব ও জগতের প্রভু,
তোমাকে নমস্কার । তুমি বহুদেবতনয় ও জগৎ পালন করিতেছ, তোমাকে নমস্কার । তুমি
অস্ত্রময়সময়ে জগৎ গ্রাস কর এবং প্রলয়কালে শয়ান থাক, তোমাকে নমস্কার । তুমি দেবতা-
দিগেরও প্রভু এবং যজ্ঞাদির কারণ, তোমাকে নমস্কার করি । তুমি মুনিগণ ও যক্ষবর্গের প্রভু
সৰ্বদেবজয়ী ও সৰ্বগ । হে মহাত্মন ! তোমাকে নমস্কার । তুমি ত্র্যম্বা, ইন্দ্র ও মহেশ্বরের বন্দ্যনীর
এবং সকলের ঈশ্বর, তোমাকে নমস্কার । তুমি সৰ্বদা জগতের হিতসাধন করিতেছ, তুমি
জিহুবনের কর্তা, তোমাকে নমস্কার । তুমি সকলের রক্ষা করিতেছ, তুমি জগৎকর্তা, তুমি
সৰ্বহৃষ্টে বিনাশ কর, তুমি বরপ্রদ, শান্তশীল ও সৰ্বশ্রেষ্ঠ, তোমাকে নমস্কার । তুমি সকলের
আত্মরক্ষক এবং ধৰ্ম্যকামার্থ প্রদান কর, তোমাকে নমস্কার । ১৮—৩০ ।

হে শকর ! এইরূপে বহুদয়ে ত্র্যম্বকপিতৃণাম্ অব্যয় বিষ্ণুর ধ্যান করত স্তব করিবে । এই প্রকার
মূলমস্ত্রে বিষ্ণুর অর্চনা করিতে হইবে । যে ব্যক্তি হরির মূলমস্ত্র জপ করে, সে অন্তকালে
হরিপদ প্রাপ্ত হয় । কৃত্ত । তোমার নিকট বিষ্ণুপূজা বলিলাম । এই বিষ্ণুপূজা অতি
গোপনীয় ও ভুক্তিমুক্তিপদ । হে শকর ! যে বিষ্ণুচক্ৰ সাধক এই বিষ্ণুস্তব পাঠ করে বা শ্রবণ
করে, কিংবা শ্রবণ করায়, সেই মনুষ্য অন্তকালে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয় । ৩১—৩৩ ।

ত্রিগুরুডপুরাণে পূর্বখণ্ডে একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

ছাত্রিশোধ্যায়াঃ ।

মহেশ্বর উবাচ ।

পঞ্চতর্কচর্চনং হ্রি শঙ্খ-চক্র-গদাধর । বেন বিজ্ঞানমাজ্ঞেয় নরো যাতি পরং পদম্ ॥ ১

হরিকবাচ ।

পঞ্চতর্কচর্চনং বক্ষ্যে তব শঙ্কর স্তবত । মঙ্গল্যং মঙ্গলং দিব্যং ব্রহ্মত্বং কামদং পরম্ ।

তৎপূর্ব্বমহাদেব পবিত্রং কলিনাশনম্ ॥ ২

এক এবাব্যয়ঃ শঙ্কঃ পরমাত্মা সনাতনঃ । বাহুদেবো ঋবঃ শুভঃ সর্ব্বদ্যাপী নিরঞ্জনঃ ॥ ৩

স এব শ্রীমহা দেব পঞ্চা সংজিতো হরিঃ । লোকাহুগ্রচকৃষ্ণিষ্ণুঃ সর্ব্বহৃষ্টেবিনাশনঃ ॥ ৪

বাহুদেবশ্রুপেণ তথা সত্ত্বর্ষণেন চ । তথা প্রহ্লাদরূপেণানিরুদ্ধাধোন চ স্থিতঃ ।

নারায়ণরূপেণ পঞ্চা চ ক্ষয়ং স্থিতঃ ॥ ৫

এতেষাং বাচকান্ মজ্জানেন্তান্ শৃণু বৃষধজ । ঐ অং বাহুদেবার্জুনমঃ । ঐ আং সত্ত্বর্ষণার নমঃ ।

ঐ অং প্রহ্লাদার নমঃ । ঐ ঋং অনিরুদ্ধার নমঃ । ঐ ঐ নারায়ণার নমঃ ॥ ৬

পঞ্চ মজ্জাঃ সমাখ্যাতা বৈদ্যনাং বাচকাস্তব । সর্ব্বপাপহরাঃ পুণ্যাঃ সর্ব্বরোগবিনাশনাঃ ॥ ৭

অধুনা সম্ভ্রবন্ত্যসি পঞ্চতর্কচর্চনং শুভম্ । বিধিনা বেন কর্তব্যং দৈর্ঘ্য মট্টক শঙ্কর ॥ ৮

আদৌ গ্রামং প্রকুর্সীত গ্রামা মজ্জাং সমাচরেৎ । অর্চনাগারমাসাত্ত প্রাকাল্যাত্ম্যাদিকং তথা ॥ ৯

ছাত্রিশোধ্যায়াঃ

মহেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে শঙ্খচক্র-গদাধর ! তুমি আমার নিকট পঞ্চতর্কচর্চন বল । এই পঞ্চতর্কচর্চন জানিতে পারিলে মহেশ্বর পরমপদ লাভ করিয়া থাকে । হরি কহিলেন, হে মহাত্মা শঙ্কর ! আমি পঞ্চতর্কচর্চন বলিতেছি । এই দিব্য পঞ্চতর্কচর্চন ব্রহ্ম-প্রহ্লাদ, মঙ্গলবরূপ, অতি গোপনীয় এবং সাধকের অতীষ্টকলপ্রহ । মহেশ্বর ! পবিত্র ও কলিহোববিনাশক পঞ্চতর্কচর্চন শ্রবণ কর । সেই অমিতীয়, অব্যয়, শাস্তনীয়, পরমাত্মা, সনাতন, বাহুদেবত্বের বিষ্ণু নিশ্চয়, শুদ্ধবস্ত্র, সর্ব্বদ্যাপী ও জেজোময় । হে মহাদেব ! সেই এক বিষ্ণু ত্রিকুব্জের হিতসাধমার্থ নিজমারা দ্বারা পঞ্চরূপ আশ্রয় করিয়াছেন । তিনি সকলের প্রতি করুণা প্রকাশ করেন এবং সর্ব্বদোষ নিবারণ করেন । এক বিষ্ণু বাহুদেব-রূপে, সত্ত্বর্ষণরূপে, প্রহ্লাদরূপে, অনিরুদ্ধরূপে ও নারায়ণরূপে বিতস্ত হইয়াছেন । তাঁহার এই পূর্ব্বোক্ত পঞ্চরূপ আছে । বৃষধজ ! উক্ত পঞ্চরূপী কনার্জনের পঞ্চময় শ্রবণ কর । ঐ বাহুদেবার্জুনমঃ ইত্যাদি পঞ্চময়ে উক্ত পঞ্চরূপী নারায়ণের পূজা করিবে । এই পঞ্চময় পঞ্চদেব আর বাচক । উক্ত পঞ্চময় অরণে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হইয়া পুণ্যসকল হয় এবং সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ পায় । ১—৭ ।

শঙ্কর ! এইক্ষণ বেরূপ বিধানে ও যে সকল মন্ত্রে পঞ্চতর্কচর্চন করিতে হয়, সেই প্রণালী ও মন্ত্রাদি বলিতেছি শ্রবণ কর । প্রথমতঃ যথাবিধি গ্রাম ও মজ্জাবন্দনা দি সমাপন করত

আচম্যোপবিশেৎ প্রাক্তো বজ্রাননমভীলিতম্ ।

শোষণাদি ততঃ কুর্যাৎ অং ক্রৌঁ রমিতি মন্ত্রকৈঃ ॥ ১০

সামান্তকঠিনীকৃত্য চাণ্ডমুৎশাদয়েৎ ততঃ । বিভিষ্টাণ্ডং ততো হৃৎ ভাবয়েৎ পরমেশ্বরম্ ॥ ১১

বাহুদেবং অগ্নাখং পীতকৌষেয়বাসসম্ । সহস্রাদিত্যসঙ্কাশং সুরমকরকুণ্ডলম্ ॥ ১২

আম্বনো হৃদি পদ্মে তু ভাবয়িত্বা পরেশ্বরম্ । ততঃ সঙ্কৰ্ষণং দেবমাম্বানং চিন্তয়েৎ প্রভুম্ ।

প্রহায়নিরুদ্ধক শ্রীমন্নারায়ণং ততঃ ॥ ১৩

ইন্দ্রাদীংশ্চ হরাংস্ত্র্যাদেবদেবাং সমুখিতান্ । চিন্তয়েচ্চ ততো জ্ঞানং কুর্যাট্চ করয়োর্বয়োঃ ॥

ব্যাপকং মূলমস্ত্রেণ চাক্ষতানং ততঃ পরম্ । অকমতৈর্মহাদেব তন্নয়ান্ শৃণু হরত ॥ ১৪

ওঁ আং হৃদয়ায় নমঃ । ওঁ উং শিরসে নমঃ । ওঁ উং নিধাতৈ নমঃ । ওঁ ঐং কবচায় নমঃ । ওঁ ঐং নেত্রজয়ায় নমঃ । ওঁ অং অস্ত্রায় কই ॥ ১৬

ওঁ সমস্তপরিবারাচ্যুতায় নমঃ । ওঁ ধাত্রে নমঃ । ওঁ বিধাত্রে নমঃ । ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ ।

ওঁ কুর্মায়ে নমঃ । ওঁ অনন্তায় নমঃ । ওঁ পৃথিবীয়ে নমঃ । ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ । ওঁ জ্ঞানায় নমঃ । ওঁ

বৈরাগ্যায় নমঃ । ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ । ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ । ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ । ওঁ অবৈরাগ্যায়

নমঃ । ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ । ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় নমঃ । ওঁ সৌং সৌম্যমণ্ডলায় নমঃ । ওঁ যং

বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ ১ । ওঁ অং বাহুদেবার পরমব্রহ্মণে শিবায় তেজোরূপায় ব্যাপিনে

সর্গদেবাধিদেবার নমঃ । ওঁ পাকজন্মায় নমঃ । ওঁ সুদর্শনায় নমঃ । ওঁ গদাত্রে নমঃ । ওঁ পদ্মায়

নমঃ । ওঁ স্মিত্রে নমঃ । ওঁ ক্রিয়াট্রে নমঃ । ওঁ পুট্টে নমঃ । ওঁ কীট্টে নমঃ । ওঁ শট্টে নমঃ । ওঁ

শ্রীট্টে নমঃ । ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ । ওঁ অগ্নয়ে নমঃ । ওঁ যমায় নমঃ । ওঁ নৈশ্চ'ত্রে নমঃ । ওঁ বক্রণায়

নমঃ । ওঁ বায়বে নমঃ । ওঁ সোমায় নমঃ । ওঁ ঈশানায় নমঃ । ওঁ অনন্তায় নমঃ । ওঁ ব্রহ্মণে

নমঃ । ওঁ বিশ্বক্সেনায় নমঃ । ওঁ পদ্মায় নমঃ ইতি ॥ ১৭

পূজালয়ে প্রবেশপূর্বক করচরণাদি প্রাকালন করিবে । প্রাক্ত সাধক অগ্রে আচমনপূর্বক বজ্রপদ্মাসনে উপবেশন করত অং ক্রৌঁ ওঁ রং এই মন্ত্রে শোষণাদি দ্বারা সূতভূতি করিবে, শোষণাদির দ্বারা শরীর বিনাশ করিয়া দৃঢ় অণ্ডাকার দেহ উৎপাদন করত ঐ অণ্ড ভেদ করিয়া ঐ অণ্ডমধ্যে পরমেশ্বররূপ চিন্তা করিবে । দেবের ধ্যান, যথা—অগ্ন্যংকর্তা বাহু-দেবতনয় বিষ্ণু পীতবর্ণ কৌষেয়বস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন, সহস্র রবিকিরণের দ্বারা তাঁহার দেহকান্দি, কর্ণদেশ সমুজ্জল মকরাকৃতি কুণ্ডল দ্বারা শোভিত । স্বীয় হৃৎপদ্মে আত্মাকে এই-রূপ বাহুদেবরূপী চিন্তা করিবে । এইরূপে স্বীয় আত্মাকে সঙ্কৰ্ষণ, প্রহায়, অনিরুদ্ধ ও নারায়ণ স্বরূপ ধ্যান করিবে । পরে ঐ সকল মূর্ত্তি হইতে সমুৎপন্ন ইন্দ্রাদি-দেবগণকে চিন্তা করিয়া পরে করজ্ঞাস করিবে । পরে মূলমন্ত্রে ব্যাপকজ্ঞাস করিয়া অকমন্ত্রে অকজ্ঞাস করিবে । হে শঙ্কর । সেই সকল অকমন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর । এই সকল মন্ত্র মূলে জটব্য । তৎপরে ওঁ আং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে অকজ্ঞাস করিবে । এই সকল মন্ত্রকে অকমন্ত্র :

১ । ধ্যানেতু পরমেশ্বরং । ২ । উং সৌম্যমণ্ডলায় নমঃ । যং বহ্নি-মণ্ডলায় নমঃ ইতি বা পাঠঃ ।

এতে যজ্ঞাঃ সমাখ্যাতান্তব কৃত্ত সমাসতঃ । পূজা তৈব প্রকর্তব্য। মণ্ডলে স্থিতিকাদিকে । ১৮
 অসক্তাসক কৃত্ত। তু মুজাঃ সর্গঃ প্রবর্শয়েৎ । আত্মানং বাহুদেবক ধ্যানা তৈব পরেশ্বরম্ । ১৯
 আসনং পূজয়েৎ পশ্চাদ্ধায়াৎ বিধিঃশরঃ । দ্বারে বাতুবিধাতুশ্চ পূজা কার্য্যা বৃষস্বজ । ২০
 গরুড়ং পূজয়েদগ্রে বাহুদেবশ্চ শকর । শঙ্খাদিপদপৰ্য্যন্তং যথাধেনে অপূজয়েৎ । ২১
 ধর্ম্মং জ্ঞানক বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং পূর্ক্বেশতঃ । আরোহাদিবর্জ্জয়েদৈ অধর্ম্মাদি চতুঃশরম্ । ২২
 মণ্ডলমধ্যমধ্যে তু কৌন্তিতা স্থাপনস্থিতিঃ । পূর্ক্বাদিপদপদ্রেয়ু পূজ্যাঃ সত্বর্ধনাধরঃ । ২৩
 কণিকার্য্যং বাহুদেবং পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্ । পাকজস্তাদরঃ পূজা ঐশানাদিষু সংস্থিতাঃ । ২৪
 শক্তগঠৈশ্চ পূর্ক্বাদৌ দেবদেবশ্চ শকর । ইন্দ্রাদয়ো লোকপালাঃ পূজ্যাঃ পূর্ক্বাদিষু স্থিতাঃ । ২৫
 অথো নাপং তথোক্তিত্ত্বে ব্রহ্মাণং পূজয়েৎ স্থধীঃ । ইতি স্থানক্রমো জ্ঞেয়ো মণ্ডলে শকর ত্রয়া । ২৬
 আবাহ মণ্ডলে দেবং কৃত্ত। স্তাসক তন্ত চ । মুজাং প্রদর্শ্য পাতাদীন দদ্যাম্মুজেন শকর । ২৭
 জ্ঞানং বস্তুং তথাচামং গন্ধং পুষ্পক ধূপকম্ । দীপং নৈবেদ্যমাচামং নমস্কারং প্রদক্ষিণম্ ।
 কুর্য্যাদ্ধকর মূলেন জপকাপি সমর্পয়েৎ ॥ ২৮

বলে । অনন্তর ঐ সমস্তপরিবারায় অচ্যুতাসনার নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে স্তাস ও পূজাদি করিবে । ৮—১৭ ।

কৃত্ত ! এই সমস্ত যজ্ঞ সংক্ষেপে তোমার নিকট বলিলাম । শক্তিক ও সর্গতোত্তরমণ্ডল প্রস্তুত করিয়া উক্ত মন্ত্রে পূজা করিবে । পরে অসক্তাস করিয়া মুজা সকল প্রদর্শন করিবে । তারপর খৌর আত্মাকে পরমেশ্বর বাহুদেবরূপ চিন্তা করত আসনপূজা করিবে । বৃষস্বজ ! সাধক মানব যথাবিধি আবাহনপূর্ক্ক ঐ দ্বায়ে নমঃ, ও বিধায়ে নমঃ, এই মন্ত্রে দ্বারদেশে পূজা করিবে । হে শকর ! পরে বাহুদেবের অগ্রভাগে ঐ গরুড়ায় নমঃ, মণ্ডলমধ্যে ঐ শঙ্খায় নমঃ, ঐ চক্রায় নমঃ, ঐ পদাট্টে নমঃ, ঐ পদায় নমঃ, এই সকল অর্চনা করিবে । মণ্ডলের পূর্ক্কদিকে ঐ ধর্ম্মায় নমঃ, দক্ষিণদিকে ঐ জ্ঞানায় নমঃ, পশ্চিমদিকে ঐ বৈরাগ্যায় নমঃ, উত্তরদিকে ঐ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ, অগ্নিকোণে ঐ অধর্ম্মায় নমঃ, নৈঋত্বেকোণে ঐ অজ্ঞানায় নমঃ, বায়ুকোণে ঐ অবৈরাগ্যায় নমঃ, উশানেকোণে ঐ অটনৈশ্বর্য্যায় নমঃ, এই সকল পূজা করিবে । উত্তরমণ্ডলমধ্যে দেবতার আসন স্থাপন করিয়া পদের পূর্ক্কাদিপদ্রে সত্বর্ধনাদি দেবতার পূজা করিবে । পদের কণিকাতে পরাংপর বাহুদেবের পূজা করত ঐশানাদিকোণে পাকজস্তাদির পূজা করিবে । শকর ! মণ্ডলের পূর্ক্কাদিদিকে দেবদেব বাহুদেবের শক্তি পূজা করিয়া ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালের পূজা করিবে । সাধক মণ্ডলের উর্ক্ভাগে ব্রহ্মায় ও অথোদেশে অনন্তের পূজা করিবে । হে শকর ! এই প্রকার মণ্ডলে পূজাহান নিশ্চয় করিবে । মণ্ডলে বাহুদেবের আবাহন ও যথোক্তবিধানে স্তাসাদি করত মুজা প্রদর্শনপূর্ক্ক মূলমন্ত্রে পাধ্যাদি নিবেদন করিয়া জ্ঞানীয়, বস্তু ও আচমনীয় বা গন্ধপুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও আচমনীয় প্রদানপূর্ক্ক প্রদক্ষিণ করিয়া নমস্কার করিবে । হে শকর ! পরে যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিয়া পূজা সমর্পণ করিবে । ১৮—২৮ ।

ইদং ভোক্তং অপেং পশ্চাৎ বাহুদেবমহময়ন । ঐ নমো বাহুদেবায় নমঃ সৰ্ব্বপায় চ ॥ ২৯
 প্রহ্মারাদিহেবায়া-কৃত্যয় নমো নমঃ । নমো নারায়ণায়ৈব নরায়ণ পত্রে নমঃ ॥ ৩০
 নরপূজ্যায় কীৰ্ত্ত্যায় শুভায় বরদায় চ । অনাহিনিধনায়ৈঃ পুরাণায় নমো নমঃ ॥ ৩১
 পটিনংহাৰকজ্জৈ চ ব্রহ্মণঃ পত্রে নমঃ । নমো বৈ বেদবেদ্যায় শম্ভচক্ৰদায় চ ॥ ৩২
 কলিকলম্বজাজ্জৈ চ^১ হুৰেশায় নমো নমঃ । সংসারবৃক্ষজ্জৈ চ দ্বারাজ্জৈ নমো নমঃ ॥ ৩৩
 বহুপায় তীৰ্থায় ত্ৰিগুণায়াম্ভায় চ^২ । ব্রহ্ম-বিষ্ণুশরণায় যোক্ষদায় নমো নমঃ ॥ ৩৪
 যোক্ষদায়ায় ধৰ্ম্মায় নীৰ্ণায় নমো নমঃ । সৰ্ব্বকামপ্রদায়ৈব পরব্রহ্মবরপিত্রে ॥ ৩৫
 সংসারসাগরে ঘোরে নিমগ্নঃ স্বাং সমুদ্র ।
 অহন্তো নাতি দেবদেবেশ নাতি জাতা অগং প্রভো ॥ ৩৬
 আবেব সৰ্ব্বগং বিষ্ণুং পতোহহং শরণং ততঃ । জ্ঞানদীপপ্রদানেন তমোমুক্তং প্রকাশয় ॥ ৩৭
 এবং শুভীত দেবেণ সৰ্ব্বক্লেশবিনাশনম্ । অষ্টৈশ্চ বৈদিকৈঃ স্তোত্রৈঃ শুবা বা নীলমোহিতা ॥ ৩৮
 পকতবনমায়ুক্তং ধ্যায়ৈবিষ্ণুং নরো হৃদি । বিনম্ভয়েৎ ততো দেবমিতি পূজা একীৰ্ত্তিতা ॥ ৩৯

পরে বাহুদেবকে অরণ করিতে করিতে শুভ পাঠ করিবে । বধা—হে বাহুদেব ! হে সৰ্ব্বপ । তোমাকে নমস্কার । হে প্রহ্মায় ! হে আদিদেব অনিৰুদ্ধ ! তোমাকে নমস্কার । হে নারায়ণ ! হে নরপতে ! তোমাকে নমস্কার । হে প্রভো ! তুমি মহত্ত্ববর্ণের পূজনীয় ও ত্রিকুবনে কীৰ্ত্তনীয় । তোমাকে দেবগণও শুভ করিয়া থাকেন, তুমি সকলের বরদ ; তোমার আহি অভ নাট ; তুমি পুরাণপুরুষ ; তোমাকে নমস্কার । তুমি সমস্ত জগতের সৃষ্টি ও সংহারকর্তা ; তুমি ব্রহ্মায় ও অধিপতি ; তুমি বেদপ্রতিপাদ্য এবং শম্ভচক্ৰধারী ; তোমাকে নমস্কার । তুমি কলিকৃত পাপ হইতে মানবগণকে জ্ঞান কর, তুমি দেবগণের ঈশ্বর, তোমাকে নমস্কার । তুমি সংসার-তরুর ছেদনকর্তা ; তুমি শুভদায়ী-বিনাশকারী ; তোমাকে নমস্কার । তুমি অমৃতকলী তীৰ্থবরণ ত্ৰিগুণ ও অগণময়, তোমাকে নমস্কার । ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই দেবতায় তোমার রূপভেদ মাত্র, তোমার প্রসাদে মনুষ্য মুক্তিলাভ করে, তোমাকে নমস্কার । তুমি মুক্তির দায়বরণ, তুমিই একমাত্র ধৰ্ম্ম, তুমিই নীৰ্ণ মুক্তিবরণ তোমাকে নমস্কার । তুমি সাধক-বর্ণের সৰ্ব্বাভিলাষপূৰ্ণ কর ; তুমিই সাক্ষাৎ ব্রহ্মবরণ ; তোমাকে নমস্কার করি । হে নারায়ণ ! আমি ঘোর সংসারসাগরে নিমগ্ন, আমাকে উদ্ধার কর । হে দেবেশ ! তুমি ভিন্ন জ্ঞানকর্তা আর কেহ নাই । তুমি সৰ্ব্বগ বিষ্ণু ; আমি তোমার শরণাগত হইলাম ; তুমি আমার জ্ঞানদীপ সমুজ্জ্বল করিয়া মোহাঙ্ককার বিনাশ কর । সাধক এইরূপে সৰ্ব্বক্লেশবিনাশন দেবেশ বাহুদেবকে শুভ করিবে । হে মহেশ্বর ! অন্ত্যস্ত বৈদিক শুভদায়ী বাহুদেবকে শুভ করিয়া পকতবনমায়ুক্ত বিষ্ণুকে শীর হৃদয়ে ধ্যান করত দেবদেব বাহুদেবকে বিনম্ভন করিবে । পকতবনমায়ুক্ত বিষ্ণু পূজা এই কথিত হইল । হে শঙ্কর ! বাহুদেবের উক্ত প্রকারে অৰ্চনা

সৰ্বকামপ্রদা শ্রেষ্ঠা বাহুদেবন্ত শঙ্কর । এতৎ পুত্ৰনমাজ্জেন কৃতকৃত্যো ভবেয়রঃ ॥ ৪০
 ইহক যঃ পঠেজ্জগ পঞ্চতর্কচর্চনং নরঃ । শৃণুয্যচ্ছ্রায়েষাণি বিষ্ণুলাভং স গচ্ছতি ॥
 ইতি শ্রীগরুড়ে মহাপুরাণে পূর্বপাণ্ডে ষাট্টিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

অষ্টাঙ্গিংশোহধ্যায়ঃ ।

কৃত্ত উবাচ ।

সুদর্শনস্ত পূজাং যে বদ শঙ্করদাধর । গ্রহরোগাদিকং মদ্যঃ যৎ কৃত্বা নাশয়েতি ১ ॥

হরিকৃবাচ ।

সুদর্শনস্ত চক্ৰস্ত শৃণু পূজাং বুধধর । জ্ঞানমাদৌ প্রকলীত পুত্রেচ্চ হরিং ততঃ ॥ ২

মূলমন্ত্রেণ বৈ জ্ঞাসং মূলমন্ত্রং শৃণু, চ । মন্ত্রস্মারং হুং ফট্ট নমো মন্ত্রঃ প্রণবপূর্বকঃ ।

কথিতঃ সৰ্বহৃষ্টানাং নাশকো মন্ত্রভেদকঃ ॥ ৩

যায়েৎ সুদর্শনং দেবং হৃদি পদ্মেহ্মলে শুভে । শঙ্খচক্ৰগদাপদধারং সৌম্যং কিরীটিনম্ ॥ ৪

আবাহু মণ্ডলে দেবং পূর্বোক্তবিধিনা হর । পুত্রেণ গন্ধপুষ্পাদৈক নচাটৈর্মহেশ্বর ॥ ৫

পুত্ৰিয়থা অপেরম্ভং শতমট্টোত্তরং নরঃ । এবং যঃ কৃত্তে কৃত্ত চক্ৰস্ত চর্চনমুত্তমম্ ॥ ৬

সৰ্বরোগবিনিশ্চুক্ষেণ বিষ্ণুসোকং সমাপ্নুয়াৎ । এতৎ স্তোত্রং জপেৎ পশ্চাৎ

সৰ্বগাধিনিশ্চয়ম্ ৩৭

করিলে সাধকের সৰ্বাভিলাষ পূর্ণ হয় । এই পূজা সৰ্বপুকার শ্রেষ্ঠ । এইরূপে বিষ্ণুর পূজা করিলে মানবগণ কৃতার্থ হয় । কৃত্ত ! যে সাধক এই পঞ্চতর্কচর্চন করিয়া উক্ত স্তব পাঠ বা জপ করিবে কিংবা শ্রোতৃবর্গকে জপ করায়, সে অন্তকালে বিষ্ণুসোক প্রাপ্ত হয় । ২১—৪১ ।

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বপাণ্ডে ষাট্টিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

অষ্টাঙ্গিংশ অধ্যায়ঃ ।

মহেশ্বর ভিজাগিলেন,—হে গদাধর ! তুমি আমার নিকট সুদর্শনপূজা বল । এই সুদর্শন-পূজা করিলে গ্রহদোষ ও রোগাদি বিনাশ পায় । হরি কহিলেন, হে বুধধর ! সুদর্শনপূজা বলিতেছি, জপ কর । প্রথমতঃ জ্ঞান করিয়া পরে হরির অর্চনা করিবে । কৃত্ত ! মূলমন্ত্র জ্ঞান করিবে । মূলমন্ত্র জপ কর । ওঁ অং হুং ফট্ট নমঃ এই সুদর্শনদেবের মূলমন্ত্র কথিত হইল । উক্ত মন্ত্র সৰ্বহৃষ্টোৎকর্ষক । সাধক শ্রীমৎ নির্মল হৃদয়পদ্মে শঙ্খচক্ৰগদাপদধারী, সৌম্যমূর্তি কিরীটধারী সুদর্শনদেবকে ধ্যান করিবে । তারপর মণ্ডলমধ্যে সুদর্শনদেবকে আবাহন করত পূর্বোক্তবিধানে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ প্রভৃতি বিবিধ উপচারে পূজা করিবে । সাধক পূজান্তে মূলমন্ত্র অট্টোত্তরশত জপ করিবে । হে কৃত্ত ! যে সাধক এই প্রকারে সুদর্শনচক্ৰের পূজা করে, সে ইহকালে সৰ্বরোগ দহিতে মুক্ত হয় এবং পরকালে বিষ্ণুলাভ লাভ করিয়া থাকে । পূজান্তে পশ্চাৎ স্তব পাঠ করিবে, এই স্তব পাঠে সাধকের সৰ্বপ্রকার বাধি বিনাশ পায় : ১—১ ।

নমঃ স্তম্ভনাট্যৈব মহাস্থানিত্যবর্জনে : জালামালাগ্রহীপার মহাস্থার চক্রমঃ ।
 সর্ষদ্বৈবিনাশায় সর্ষপাতকমর্দিনে : স্চক্রায় বিচক্রায় সর্ষমন্ত্রবিভেদিনে ॥ ৯
 প্রমবিত্রে জগদ্ধাত্রে জগদ্বিনশিনে নমঃ । সর্ষদ্বায় চ দেবানাং • দুষ্টাশ্রবিনাশিনে ॥ ১০
 উগ্রায় চৈব সৌম্যায় চণ্ডায় চ নমো নমঃ । নমস্তস্তুঃস্বরূপায় সংসারভয়ভেদিনে ॥ ১১
 মায়াপম্বরভেদ্রে চ শিবায় চ নমো নমঃ । গ্রহাতিগ্রহরূপায় গ্রহাণাং পতয়ে নমঃ ॥ ১২
 কালায় মৃত্যবে চৈব ভীমায় চ নমো নমঃ । ভক্তাহুগ্রহদাত্রে চ ভক্তগোপ্তে নমো নমঃ ॥ ১৩
 বিষ্ণুরূপায় শাস্ত্রায় চামুখানাং ধরায় চ । বিষ্ণুশ্রায় চক্রায় নমো ত্বয়ো নমো নমঃ ॥ ১৪
 ইতি স্তোত্রং মহাপুণ্যং চক্রম্ভব কীর্তিতম্ । যঃ পঠেৎ পরমা ভক্ত্যা বিমূলোকং স গচ্ছতি ॥
 চক্রপূজাবিধিঃ স্বচ্ছ পঠেজ্জপ্ত জিতেজ্জিহ্বঃ : স পাপং ভয়নাং কৃৎস্না বিমূলোকায় কল্পতে ॥ ১৬

ইতি ত্রীগুপ্তে মহাপুরাণে পূর্বপণ্ডিত ত্রয়স্বিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

মহাস্থ-স্বর্ষভূক্ত্য তেজোবিশিষ্টে স্তম্ভনচক্রকে নমস্কার । স্তম্ভন : তোমার শরীর কিরণ-
 জালে দিগন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে । তুমি মহাস্থ স্বরবিশিষ্ট ও চক্রঃস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার । হে
 স্তম্ভনচক্র ! তুমি সর্ষদ্বৈবিনাশ করিয়া বিবিধ পাপ নিদারণ কর । তুমি স্চক্র ও বিচক্র-
 স্বরূপ, তোমা হইতে সর্ষগ্রকার মন্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে । তুমি জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়
 করিতেছ, তোমাকে নমস্কার । তুমি লোকপালনার্থ দুষ্ট অশ্রুদ্বিগকে বিনাশ কর । তুমি
 দুষ্ট দৈত্যদ্বিগের পক্ষে উগ্রমূর্ত্তি ও শাস্ত্রলীল দেবগণের পক্ষে সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ ।
 তুমি চণ্ডমূর্ত্তি, জগতের চক্রঃস্বরূপ ও সংসারভয়-বিনাশকারী তোমাকে নমস্কার । ৮—১১ ।

তুমি মায়াপম্বর ভেদ কর, তুমি শিবস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার । তুমি গ্রহদ্বিগের ও
 গ্রহস্বরূপ এবং গ্রহাধিপতি ; তোমাকে নমস্কার । তুমি কালস্বরূপ, মৃত্যুস্বরূপ ও ভীমরূপী,
 তোমাকে নমস্কার । তুমি ভক্তবৃন্দের প্রতি অহুগ্রহদানে তাহাদ্বিগকে রক্ষা করিয়া
 থাক, তোমাকে নমস্কার । তুমি বিষ্ণুরূপী, শাস্ত্রলীল ও মাহুধারী ; তুমি বিষ্ণুর প্রধান
 শত্রু ; তোমাকে বারংবার নমস্কার । ১২—১৪ ।

হে শত্রু ! তোমার নিকট এই মহাপুণ্যগ্রন্থ শুভ কথিত হইল । যে সাধক পরম-ভক্তি-
 সহকারে এই শুভ পাঠ করে, সে অন্তকালে বিমূলোক প্রাপ্ত হয় । হে ক্রতু ! যে মানব
 জিতেজ্জিহ্ব হইয়া এই চক্রপূজাবিধি পাঠ করে, সে সর্ষপাত ভদ্রীভূত করিয়া বিমূলোকে
 গমন করে । ১৫—১৬ ।

ত্রীগুপ্তপুরাণে পূর্বপণ্ডিত ত্রয়স্বিংশ অধ্যায় নামান্ত ॥ ৩৩ ॥

• পালনার্থায় লোকানামিতি পাঠান্তরম্ ।

চতুঃসংশোধনঃ ।

কৃত্ত উবাচ ।

পুনর্দেবার্চনং কৃতি হৃদীকেশ গদাধর । পুণ্যত্রী নাতি তুষ্টিমৈ গদাভর পূজনম্ ১

হরিকৃবাচ ।

হরগ্রীবস্ত দেবস্ত পূজনং কথয়ামি তে । তচ্ছ্রবতঃ সঙ্গ্রাহো যেন বিষ্ণুঃ প্রভুবাতি ২
মূলমন্ত্রং মহাদেব হরগ্রীবস্ত বাচকম্ । প্রণয়ামি পরং পুণ্যং তদাচৌ শূণ্ শঙ্কর ৩
ও হোং ক্রৌং শিরসে নমঃ ইতি প্রণবসংযুক্তঃ । অম্বং নবাকরো মন্ত্রঃ সর্ববিঘ্নাপহারকঃ ৪
অস্ত্রাণি মহাদেব শূণ্ তানি বৃষধ্বজ । ও ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ । ও ক্রীং শিরসে বাহাবুজ
শিরঃ প্রোক্তং ক্রুং ববটু তথা ৫
ওকারবুজা দেবস্ত শিখা জেয়া বৃষধ্বজ । ও ক্রৈং কবচায় হুং বৈ কবচং পরিকীর্তিতম্ ৬
ও ক্রৌং নেত্রত্রয়ায় বোমটু নেত্রং চেন্দ্র কীর্তিতম্ ।
ও ক্রুঃ অস্ত্রায় কটু অম্বং দেবস্ত কীর্তিতম্ ৭
পূজাবিধিং প্রবক্ষ্যামি তস্মৈ নিগদতঃ শূণ্ । আচৌ স্নাত্বা তথাচয়া ততো বাগগৃহং ত্রয়ে ৮
ততঃ প্রবিষ্ট বিধিবৎ কুর্যাদৈব শৌষণাদিকম্ । যং ক্রৌং সমিতি বীজৈশ্চ কঠিনীকৃত্য সমিতি ৯
অণ্ডমুণ্ডাচ্চ চ ততঃ ওঙ্কারেণৈব ভেদয়েৎ । অণ্ডমধ্যে হরগ্রীবমাক্তানং পরিচিহ্নয়েৎ ১০

চতুঃসংশোধনঃ ।

মহেশ্বর কহিলেন, হে হৃদীকেশ । হে গদাধর । পুনর্বার দেবার্চন বল । আমি তোমার
নিকট দেবার্চন বিষয় পুনঃপুনঃ প্রণয় করিয়া ও তুষ্টিলাভ করিতে পারি না । হরি কহিলেন
—হরগ্রীব দেবের পূজা বলিতেছি, শ্রবণ কর । এই শঙ্কতিক্রমে পূজা করিলে অগ্নয় য় পরিভূত
হন । হে শঙ্কর । পুণ্যগ্রহ হরগ্রীব মন্ত্র বলিব, শ্রবণ কর । এই মূলমন্ত্র হরগ্রীব বাচক ।
ও ও হোং ক্রৌং শিরসে নমঃ । এট প্রণবসংযুক্ত নবাকর মন্ত্র সর্ববিঘ্নানিহিতম্ । এই
মন্ত্রে আরাধনা করিলে সর্বমন্ত্র সিদ্ধির কাম হয় । হে মহেশ্বর । উক্ত মন্ত্রের অঙ্গস্তান মন্ত্র
শ্রবণ কর । ও ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ, ও ক্রীং শিরসে বাহা, ও ক্রুং শিখারৈ ববটু, ও ক্রৈং
কবচায় হুং, ও ক্রৌং নেত্রত্রয়ায় বোমটু ও ক্রুঃ অস্ত্রায় কটু । এট সকল মন্ত্র দ্বারা অঙ্গস্তান
ও ভবস্তান করিবে । এক্ষণে পূজাবিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর । প্রণবত আন করত আচমন
পূর্বক পূজাগৃহে প্রবেশ করিবে । স্নানাদি আশনে উপবেশন করিয়া দেহশৌষণাদিক্রমে
তুঃতুষ্টি করিবে । যং ক্রৌং ও রং ওঃ বীজত্রয় দ্বারা শৌষণাদিক্রমে তুঃতুষ্টি সমাপনান্তে
জং মন্ত্রে শরীর স্পৃষ্ট চিন্তা করিবে । ১—৯ ।

পরে মনে মনে একটি অণ্ড উপাদান করিয়া ও এই মন্ত্রে সেই অণ্ড ভেদ করিবে । এই
অণ্ডমধ্যে শরীর আকারে হরগ্রীবমাক্তান চিন্তা করিবে । হরগ্রীব দেবের ধ্যান যথা—হরগ্রীব

১ । হ্রীং ইতি বহুপুস্তকীরঃ পাঠঃ হ্রীমিতি কেচিৎ ।

২ । হঃ ইতি বহুপুস্তকীরঃ পাঠঃ ।

শঙ্খকুশ্মেন্দুধবলং যুগাৎ রক্তত প্রভম্ । গোক্ষীরমল্লং তথং স্বর্ষ্যকোটিমব প্রভম্ ॥ ১১
 শঙ্খং চক্রং গদাং পদ্মং ধারয়ন্তং চতুর্ভুজম্ । কিরীটিনং কুণ্ডলিনং বনমালাসমধিতম্ ॥ ১২
 হৃৎকুণ্ডলং হৃৎকপোলক পীতাঙ্ঘরধরং বিভূম্ । ভাবয়িত্বা মহাত্মানং সর্বদেবৈঃ সমধিতম্ ॥ ১৩
 অজমষ্টৈস্ততো ভাসং মূলমন্ত্রেণ বৈ তথা । ততশ্চ স্মরয়েন্মুদ্রাং শঙ্খপদ্ম দ্বিত্বাং শুভাম্ ॥ ১৪
 ধ্যায়েক্ষ্যত্বাচ্চরেদ্বিকুণ্ডলমন্ত্রেণ শঙ্করঃ । ততশ্চাবাহরেজ্জম্ দেবতা আসনশ্চ য়াঃ ॥ ১৫
 ঐ হরগ্রীবাসনশ্চ আগচ্ছত চ দেবতাঃ । আবাহ্য মণ্ডলে তাস্ত পূজয়েৎ যন্তিকাদিকে ॥ ১৬
 ধারে ধাতুর্বিধাতৃশ্চ পূজা কার্য্য। বুযধজঃ । সমস্তপরিবারায় অচ্যুতায় নমো নমঃ ॥ ১৭
 মন্ত্র মধ্যোচ্চর্চনং কার্য্যং ধারে গজাশ্চ পূজয়েৎ । যমুনাশ্চ মহাদেবীং শঙ্খপদ্মনিধী তথা ॥ ১৮
 গজুড়ং পূজয়েদ্মগ্রে মধ্যো যন্তিক পূজয়েৎ । আধারশ্যং মহাদেব ততঃ কুর্ষ্যৎ সমর্চয়েৎ ॥ ১৯
 অনন্তং পৃথিবীং পশ্চাৎ স্মর্য্যজ্ঞানৌ ততোঃ চর্চয়েৎ । বৈরাগ্যমথ চৈশ্বর্য্যমাশ্রয়াদিমু পূজয়েৎ ॥ ২০
 অধর্ম্মাজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্বর্য্যাদীংস্ত পূর্বতঃ । সতং ব্রহ্মসমষ্টৈশ্চ মধ্যমেনেশ্চ পূজয়েৎ ॥ ২১
 মলং নালক পদ্মক মধ্যো চৈব প্রপূজয়েৎ । অর্কলোমার্গিসংজ্ঞানাত্ মণ্ডলানাং হি পূজনম্ ।
 মধ্যমেনৈ প্রকর্তব্যমিতি কত্র প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ২২

শঙ্খ, কুশ্মপুষ্প ও চক্রমণ্ডলবৎ ধবলবর্ণ, তাঁহার দেহকান্তি যুগল ও রক্ততের স্তায়, অথচ গোক্ষীর মল্ল এবং কোটিস্থধাসমুজ্জল । তিনি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, চতুর্ভুজ । তদীয় শিরোদেশে রক্তমুকুট, কর্ণে স্বর্ণকুণ্ডল এবং কণ্ঠদেশে বনমালা বিলম্বিত আছে । ইহার কপোলদেশে ঐষং ব্রজ্যভাবিণিষ্ট, পরিধান পীতাঙ্ঘর । এইরূপে সর্বদেবসমধিত মহাত্মা হরগ্রীবদেবকে ধ্যান করিয়া পূর্বোক্ত অজমন্ত্রে অজ্ঞানাদি করিবে । পরে মূলমন্ত্র স্মরণ করত শঙ্খপদ্মাদি মুদ্রা প্রদর্শন করিবে । ১০—১৪ ।

এইরূপে হরগ্রীবরূপী বিকূর ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্রে পূজা করিবে । কত্র ! অনন্তর হরগ্রীবদেবের আসনদেবতা সকলের আবাহন করিবে । যথা—‘ঐ হরগ্রীবশ্চ আসন-দেবতাঃ আগচ্ছত’ এই মন্ত্রে যন্তিক বা সর্বতোমুদ্রামণ্ডলে আসনদেবতার আবাহন পূর্বক পূজা করিবে : হে বুযধজ ! ধারদেশে ঐ ধাত্রে নমঃ, ঐ বিধাত্রে নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিবে । পরে মণ্ডলমধ্যে ‘সমস্তপরিবারায় অচ্যুতায় নমঃ’ মন্ত্রে অর্চনা করিয়া ধারদেশে ঐ গজাশ্চ নমঃ, ঐ যমুনায় নমঃ, ঐ মহাদেবী নমঃ, ঐ শঙ্খনিধয়ে নমঃ, ঐ পদ্মনিধয়ে নমঃ, এবং অগ্রভাগে ঐ গজুড়ায় নমঃ, এই সকল পূজাপূর্বক মধ্যো আধারশক্তির পূজা করিবে । তারপর ঐ কুর্ষ্যায় নমঃ, ঐ অমৃতায় নমঃ, ঐ পৃথিবী নমঃ, এই সকল মন্ত্রে পূজা করিয়া অধিকোণে ঐ ধর্ম্মায় নমঃ, মৈত্র্যকোণে ঐ জ্ঞানায় নমঃ, বায়ুকোণে ঐ বৈরাগ্যায় নমঃ, ঈশানকোণে ঐ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ, পূর্বদিকে ঐ অধর্ম্মায় নমঃ, দক্ষিণদিকে ঐ অজ্ঞানায় নমঃ, পশ্চিমদিকে ঐ অবৈরাগ্যায় নমঃ, উত্তরদিকে ঐ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ, এই সকল মন্ত্রে পূজা করত মণ্ডলমধ্যে ঐ সত্যায় নমঃ, ঐ ব্রহ্মণে নমঃ, ঐ অমলৈ নমঃ, ঐ বন্দ্যায় নমঃ, ঐ নালায় নমঃ, ঐ পদ্মায় নমঃ, ঐ অর্কমণ্ডলায় নমঃ, ঐ লোমমণ্ডলায় নমঃ, হু অগ্নিমণ্ডলায় নমঃ এই সকল পূজা করিবে । ১৫—২২ ।

১ । পংকিরিয়ং ম সর্বত্র ।

২ । কলং যীলক ।

বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানাক্রিয়াযোগাঃ বুধধ্বজ । গ্রহসী সত্যাত্মেশানামুগ্রহাঃ শক্তয়ো হৃদয়ঃ ॥ ২৩ ॥
 পূর্বাদিষু চ শত্রেষু পূজ্যাস্ত বিমলাধরঃ । অমুগ্রহা কণিকায়াং পূজ্যা প্রয়োহর্ধিভির্নরৈঃ ॥ ২৪ ॥
 প্রণবানৈর্নামোহৈশ্বর্যচতুর্থাট্টক নামতিঃ । মট্রেরেটৈর্মহাদেব আসনং পরিপূজয়েৎ ॥ ২৫ ॥
 জ্ঞানগন্ধপ্রদানেন পুষ্পধূপপ্রদানতঃ । দীপনৈবেদ্যদানেন আসনশার্চনং শুভম্ ॥ ২৬ ॥
 কর্তব্যং বিধিনামেন ইতি তে হর কীর্তিতম্ । ততশ্চাবাহায়েদেবং হৃদগ্রীবং হরেশ্বরম্ ॥ ২৭ ॥
 বামনাসাপুটে নৈব আগচ্ছন্তং বিচিন্তয়েৎ । আগচ্ছতঃ প্রয়োগেন মূলমন্ত্রেণ শঙ্কর ॥ ২৮ ॥
 আবাহনং প্রকর্তব্যং দেবদেবস্ত শাশ্বিনঃ । আবাহ্য মণ্ডলে তস্ত স্তানঃ কুর্যাদভ্যঙ্গিতঃ ॥ ২৯ ॥
 স্তানঃ কৃত্বা চ তত্রস্থং চিন্তয়েৎ পরমেশ্বরম্ । হৃদগ্রীবং মহাদেবং হরাস্বরনমস্কৃতম্ ॥ ৩০ ॥
 ইচ্ছাদিলোকপাট্টকং সংযুক্তং বিষ্ণুমবাসম্ । ধ্যানা প্রদর্শয়েন্মুদ্রাঃ শঙ্খচক্রাদিকাঃ শুভাঃ ॥ ৩১ ॥
 পাণ্ডার্যাচমনীয়ানি ততো দত্ত্বাচ্চ বিষ্ণবে । আপ্নয়েচ্চ ততো দেবং পদ্মনাভমনাম্বরম্ ॥ ৩২ ॥
 দেবং সংস্থাপ্য বিধিবদন্তং দত্ত্বাদ্ বুধধ্বজ । ততো হাচমনং দত্ত্বাহপবীতং ততঃ শুভম্ ॥ ৩৩ ॥
 ততশ্চ মণ্ডলে কৃত্বা ধ্যানেদেবং পরেশ্বরম্ । ধ্যানা পাণ্ডারিকং কুর্যে দত্ত্বাদেবায় শঙ্কর ॥ ৩৪ ॥
 দত্ত্বাকি বরদেবায়^১ মূলমন্ত্রেণ শঙ্কর । ঐ ক্রাং হৃদয়ার নমঃ অনেন হৃদয়ং যজ্ঞেৎ ॥ ৩৫ ॥

হে কৃত্ত ! পরে মঙ্গলাকাক্ষী সাধক পূর্বাদিপক্ষে ঐ বিমলাট্টক নমঃ, ঐ উৎকর্ষিণী নমঃ, ঐ জ্ঞানট্টক নমঃ, ঐ ক্রিয়াট্টক নমঃ, ঐ যোগট্টক নমঃ, ঐ প্রহ্লাদা নমঃ, ঐ সত্যট্টক নমঃ, ঐ ঈশানাট্টক নমঃ এবং পদ্মকণিকাতে ঐ অমুগ্রহাট্টক নমঃ এই সকল পূজা করিবে । দেবতার নামের আদিত্তে ঐকার এবং অম্বে নমঃ শব্দ যোগ করত তত্ত্ব নামে চতুর্দশ বিভক্তি যোগ করিয়া সেই মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে । জ্ঞানীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য প্রদানপূর্বক আসনদেবতার অর্চনা করিবে । হে শঙ্কর ! তৎপরে যথোক্তবিধানে হরেশ্বর হৃদগ্রীবদেবের আবাহন করিবে । ২৩—২৭ ।

বামনাসাপুটে শাস আকর্ষণ করিয়া হৃদগ্রীবদেবকে আগমনলীল চিন্তা করিবে । হে কৃত্ত ! মূলমন্ত্রে শঙ্খধারী হৃদগ্রীবদেবের আবাহন করা কর্তব্য । এইরূপে মণ্ডলমধ্যে হৃদগ্রীবদেবের আবাহন করিয়া সাবধানে স্তান করিবে । যথাবিধি স্তান করিয়া মণ্ডলমধ্যে দেবাস্বর-নমস্কৃত দেবাদিদেব হৃদগ্রীবকে ধ্যান করিবে । হৃদগ্রীবদেব ইচ্ছা প্রভৃতি দশদিকপালে পরিবেষ্টিত আছেন । সনাতন বিষ্ণুরূপী হৃদগ্রীবদেবকে এইরূপ ধ্যান করত শঙ্খ-চক্রাদি মূদ্রা প্রদর্শন করিবে । পাণ্ডা, অর্ঘ্য, আচমনীয়, প্রদান করিয়া পদ্মনাভ হৃদগ্রীবদেবকে স্তান করাইবে । হে বুধধ্বজ ! যথাবিধি হৃদগ্রীব-দেবকে শাপনপূর্বক বস্ত্র নিবেদন করিয়া দিবে । পরে আচমন ও উত্তম বজ্রোপবীত প্রদান করিবে । কৃত্ত ! পরে মণ্ডলমধ্যে পরমেশ্বর হৃদগ্রীবদেবকে ধ্যান করিবে । হে শঙ্কর ! তৎপরে পুনর্বার ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্রে পাণ্ডাদি উপচারে পূজা করিবে । হে শিব ! পাণ্ডাদি প্রদান করিয়া ঐ ক্রাং হৃদয়ার নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে বড়ম্পূজা করিবে । পূর্বদিকে ঐ ক্রাং

১ । ক্রিয়াযোগে । ২ । ইতি হর প্রকীর্তিতম্ ।

৩ । কৃত্তং । ৪ । দত্ত্বাদ্ তৈরবদেবার ।

ও ক্রীঃ শিরসে নমস্ শিরসঃ পূজনং ভবেৎ । ও ক্রীঃ শিখায়ৈ নমস্ শিখায়ৈ নমঃ পূজয়েৎ ॥ ৩৬
ও ক্রীঃ কবচারে নমঃ কবচং পরিপূজয়েৎ । ও ক্রীঃ নেত্রায় নমস্ নেত্রকানেন পূজয়েৎ ॥ ৩৭
ও ক্রীঃ অস্ত্রায় নমঃ ইত্যস্তকানেন পূজয়েৎ । হৃদয়ঞ্চ শিরশ্চৈব শিখাঞ্চ কবচং তথা ॥ ৩৮
পূর্বাদিষু প্রদেশেষু হেতাস্ত পরিপূজয়েৎ । কোণেষু যজ্ঞে যজ্ঞে নেত্রং মধ্যো প্রপূজয়েৎ ॥ ৩৯
পূজয়েৎ পরমাং দেবীং লক্ষ্মীং লক্ষ্মীপ্রদাং শুভাম্ ।

শঙ্খঃ পদ্মঃ তথা চক্রং গদাং পূর্বাদিতোহর্চয়েৎ ॥ ৪০

বজ্রঞ্চ মুবলং পাশমঙ্কুশং সশরং ধনুঃ । পূজয়েৎ পূর্বতো ক্রতু এতিমৈহৈঃ হনাম্যৈকৈঃ ॥ ৪১
স্ত্রিংসং কোস্তভং মালাং তথা পীতাম্বরং শুভম্ । পূজয়েৎ পূর্বতো ক্রতু শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ ৪২
ব্রহ্মাণং নারদং সিদ্ধং গুরুং পরগুরুং তথা । উরোশ্চ পাদুকে তথ্যং পরমশ্চ গুরোস্তথা ॥ ৪৩
ইন্দ্রং সর্বাঙ্গং বাধ পরিবারয়ন্তং তথা । অগ্নিং বসং নিখতিঞ্চ বরুণং বায়ুমেব চ ॥ ৪৪
সোমমীশাননাগঞ্চ ব্রহ্মাণং পরিপূজয়েৎ । পূর্বাদি চৌর্ধ্বপর্যন্তং পূজয়েদ্ ব্যবধনজ ॥ ৪৫
বজ্রং শক্তিং তথা দণ্ডং বজ্রং পাশং ধ্বজং গদাম্ । ত্রিশূলং চক্রপদ্মে চ আয়ুধান্তপ পূজয়েৎ ॥ ৪৬
বিষক্সেনং ততো দেবমৈশান্ত্যং দ্বিগুণ পূজয়েৎ । এতিমৈহৈর্মোহৈহৈশ্চ প্রণবাতৈর্ব্যবধজ ॥ ৪৭
পূজা কার্য্যা মহাদেব অনন্তস্ত ব্যবধজ । দেবস্ত মূলমন্ত্রেণ পূজা কার্য্যা ব্যবধজ ।
গজং পুংসং তথা ধূপং দীপং নৈবেদ্যমেব চ ॥ ৪৮

হৃদয়ায় নমঃ, দক্ষিণদিকে ও ক্রীঃ শিরসে নমঃ, পশ্চিমদিকে ও ক্রীঃ শিখায়ৈ নমঃ, উত্তরদিকে ও ক্রীঃ কবচারে নমঃ, কোণে ও ক্রীঃ নেত্রায় নমঃ, মধ্যো ও ক্রীঃ অস্ত্রায় নমঃ । এইক্রমে পূজা করিবে । ২৮—৩৯ ।

তারপর শুভদায়িনী সম্প্রদায় পরমাদেবী লক্ষ্মীর পূজা করিয়া পূর্বদিকে ও শঙ্খায় নমঃ, দক্ষিণদিকে ও পদ্মায় নমঃ, পশ্চিমদিকে ও চক্রায় নমঃ, উত্তরদিকে ও গদায়ৈ নমঃ এই ক্রমে অর্চনা করিবে । পুনরায় পূর্বদিকে ও বজ্রায় নমঃ, দক্ষিণদিকে ও মুবলায় নমঃ, পশ্চিমদিকে ও পাশায় নমঃ, উত্তরদিকে ও অঙ্কুশায় নমঃ, মধ্যো ও সশরায় ধনুসে নমঃ । হে ক্রতু ! এইরূপে স্ব স্ব নামে পূজা করিবে । হে ক্রতু ! পুনর্বার পূর্বাদি দিক্চতুষ্টয়ে স্ত্রিংসং, কোস্তভ, বনমালা ও পীতাম্বর এই সকলের পূজা করত শঙ্খচক্রগদাধর হৃদয়ীবদেবের অর্চনা করিবে । পরে ও ব্রহ্মাণে নমঃ, ও নারদায় নমঃ, ও সিদ্ধায় নমঃ, ও গুরুভ্যো নমঃ, ও পরম-গুরুভ্যো নমঃ এবং ও গুরুপাদুকাভ্যো নমঃ, ও পরমগুরুপাদুকাভ্যো নমঃ, এই সকল পূজা করিবে । তারপর ও সর্বাঙ্গপরিবারায় ইন্দ্রায় নমঃ । এই ক্রমে ও সর্বাঙ্গপরিবারায় অগ্নয়ে, বসায়, নৈখতিয়, বরুণায়, বায়বে, সোমায়, ঈশানায়, অনন্তায়, ব্রহ্মাণে—আদিতো 'ও' অস্ত্রে 'নমঃ' যোগ করিয়া এই সকলের পূজা করিবে । ব্যবধজ ! পূর্বাদি চৌর্ধ্বপর্যন্ত দিক্চতুষ্টয়ে এই সকল পূজা করিবে । অনন্তর ও বজ্রায় নমঃ, ও শক্তয়ে নমঃ, ও দণ্ডায় নমঃ, ও ধ্বজায় নমঃ, ও পাশায় নমঃ, ও ধ্রুজায় নমঃ, ও গদায়ৈ নমঃ ও ত্রিশূলায় নমঃ, ও চক্রায় নমঃ, ও পদ্মায় নমঃ এই সকল মন্ত্রে অস্ত্রপূজা করিবে । ঈশানকোণে ও বিষক্সেনায় নমঃ, এই মন্ত্রে পূজাপূর্বাঙ্ক প্রণবাদি নমোহস্ত মন্ত্রে আয়ুধ-দেবতার পূজা করিবে । হে ব্যবধকতন ! মূল-মন্ত্রে এইরূপে গজ, পুংস, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যদ্বারা অনন্তদেবের পূজা করা কর্তব্য । তারপর

প্রদক্ষিণং নমস্কারং জপাং তেষাং সমর্পণম্^১ । স্তবীত চানরা স্তব্যাঃ স্তববাটৈস্তব্ধম্^২ ॥ ৪৯
 ঐ নমো হৃদয়শিরসে বিভাষ্যাকায় তৈঃ নমঃ । নমো বিভাষ্যরূপায় বিভাষ্যাত্রে নমো নমঃ ॥ ৫০
 নমঃ শাস্ত্রায় দেবায় নমঃ শান্ততরায় চ^৩ । সুরাসুরনিহন্ত্রে চ সর্বদুষ্টবিনাশিনে ॥ ৫১
 সর্বলোকাধিপত্যে ব্রহ্মরূপায় বৈ নমঃ । নমস্তেচরংমহায়াঃ শম্ভচক্রধারায় চ ॥ ৫২
 নম আভাষ দান্তায় সর্বসহিতায় চ । ত্রিগুণঃসাগুণ্যৈব ব্রহ্মবিষ্ণুশরুণিণে ।
 কর্ত্তে কর্ত্তে সুরেশ্বায় সর্বগায় নমো নমঃ ॥ ৫৩
 ইত্যেবং সংস্তুবং কৃত্বা দেবদেবং বিচিন্তয়েৎ । স্তবপদে বিমলে কৃত্ব শম্ভচক্রগদাধরম্ ॥ ৫৪
 স্বৰ্য্যকোটীপ্রতীকাশং সর্বাংবয়বহুন্দরম্ । হৃদগ্রীবং যঃশেষঃ পরমাত্মানমবাস্তম^৪ ॥ ৫৫
 ইতি তে কথিতা পূজা হৃদগ্রীবস্ত শক্তর । যঃ পঠেৎ পরমাত্মনাম গচ্ছেৎ পরমং পদম্ ॥ ৫৬
 ইতি ত্রিগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে চতুস্তিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

হরিকবাচঃ ।

স্তাসাদিভ্যং প্রদক্ষিণাং গায়ত্রীচক্রং এষ চ । বিশ্বামিত্র কথিতৈশ্চ স বিতা চাধ দেবতা ॥ ১
 ব্রহ্মশীর্ষা ব্রহ্মশিখা বিকোহর্জসংশ্রিতা । বিনিয়োগৈকনবনাম কাত্যায়নসংগোক্তজা ॥ ২

হৃদগ্রীবদেবকে প্রদক্ষিণ করত নমস্কারপূর্বক বর্ণাশক্তি জপ ও জপসমর্পণ করিবে । তারপর
 পঞ্চাঙ্গিধিত স্তুতি পাঠ করিয়া দেবদেব হৃদগ্রীবদেবকে সজ্ঞ করিবে । স্তব যথা—সর্ববিজ্ঞা-
 ধিপতি হৃদগ্রীবদেবকে নমস্কার । হৃদগ্রীবদেব বিভাষ্যরূপ ও বিভাষ্যপ্রদানকর্ত্তা, তাঁহাকে
 নমস্কার । তিনি শাস্ত্র, শান্ততর আশ্রয়রূপ সেই হৃদগ্রীবদেবকে নমস্কার । দেবাসুর-
 নিগ্রহকর্ত্তা ও সর্বদুষ্টসংহর্ত্তা হৃদগ্রীবদেবকে নমস্কার । যিনি সর্বলোকাধিপতি ও ব্রহ্মরূপ
 হৃদগ্রীবদেব তাঁহাকে নমস্কার । ঈশ্বর মহাদেব যে শম্ভচক্রধারী হৃদগ্রীবদেবকে বন্দনা
 করেন, তাঁহাকে নমস্কার । আদিদেব, দান্ত, সর্বাশ্রয়িত হিতসাধনতৎপর হৃদগ্রীবদেবকে
 নমস্কার । যিনি ত্রিগুণ ও নিগুণ এবং ব্রহ্মবিষ্ণুরূপ, সেই হৃদগ্রীবদেবকে নমস্কার ।
 জগৎকর্ত্তা, সর্বহর্ত্তা, সুরেশ্বর, সর্বগ হৃদগ্রীবদেবকে নমস্কার । এইপ্রকার স্তব করিয়া স্বীয়
 স্তবপদযো দেবদেব শম্ভচক্রগদাধর হৃদগ্রীবদেবকে চিন্তা করিবে । হৃদগ্রীবদেব কোটীস্বর্য্যবৎ
 আভাবিশিষ্ট, সর্বাদ্ভুন্দর, সনাতন, পরমাত্মা, ব্রহ্মরূপ । হে শক্তর ! হৃদগ্রীবপূজা কথিত
 হইল । যে মানব ভক্তিসহকারে উক্তপ্রণালীতে পূজা করিয়া স্তব পাঠ করে, সেই সাধক
 পরমপদ প্রাপ্ত হয় । ৪০—৫৬ ।

ত্রিগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে চতুস্তিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

হরি বলিলেন,—গায়ত্রীর চক্রঃ ও স্তাসাদি বক্তিতৈঃ । গায়ত্রীমন্ত্রের বিশ্বামিত্র কথি

১ । সমর্পয়েৎ । ২ । নিগুণ্যাত্মানে নমঃ ইতি কচিং পাঠঃ ।

৩ । হৃদগ্রীবোহমীশেষঃ পরমাত্মাহমব্যয়ঃ ইতি কচিং পাঠঃ ।

তৈলোকাচরণা জেরা পৃথিবীকৃষিসংস্থিতা : এবং জাহা তু গায়ত্রীং অপেক্ষাদশমলককম্ ॥ ৩
 ত্রিপদাষ্টাকরা জেরা চতুশ্চন্দ্রা বড়করা । অপে চ ত্রিপদা প্রোক্তা অর্চনে চ চতুশ্চন্দ্রা ॥ ৪
 ভাসে অপে তথা ধ্যানে অগ্নিকাৰ্য্যে তথাক্ষণে । গায়ত্রীং ত্রিভুগৈরিহাং সর্কপাপপ্রণাশিনীম্ ॥ ৫
 শাধাকৃষ্টে গুল্কমধো ভজ্যোবিদ্ধি জাহ্ননোঃ । উর্কোত্তরে চ গৃধ্রে নাভ্যাং নাভৌ তনুধরে ॥ ৬
 জনয়োহর্জা কঠৌঠমুখে তালুনি বাংসরোঃ । নেত্রৈঃ ক্রবোল্লাসাতে চ পূর্বভাং দক্ষিণোত্তরে ।
 পশ্চিমে মূর্ধ্না চাকারং ক্রমেঘর্ষান্ বদামাহম্ ॥ ৭
 ইন্দ্রনীলক বারুক পীতং শ্যামক কপিলম্ । শ্বেতং বিদ্যুৎপ্রভং তারং রক্তং রক্তং ক্রমেণ তং ॥ ৮
 শ্যামং শুভ্রং তথা পীতং শ্বেতং বৈ পদ্মরাগবৎ । শম্ববর্ণং পাণ্ডরক রক্তকামসম্মিতম্ ।
 অর্কবর্ণসমং সৌম্যং শম্বাতং শ্বেতমেব চ ॥ ৯
 বদ্বৎ স্পৃশতি হস্তেন বক পশ্চাদ্ চক্ষুবা । পূর্বঃ ভগতি তং সর্কং গায়ত্রা ন পবং বিহঃ ॥ ১০

ইতি ত্রিগুরুপুস্তকে পূর্বখণ্ডে পঞ্চত্রিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

সমিতা হেতুত্বা : গায়ত্রী ত্রিভুগৈরিহাং সর্কপাপপ্রণাশিনীম্ ॥ ৩
 স্তলে আশ্রয় করিয়া আছেন । ত্রিভুগৈরিহাং সর্কপাপপ্রণাশিনীম্ ॥ ৩
 তাত্যায়নগোত্রসমুত্তা : অর্গাভিভূতানত্র ইহার চরণত্রয়, পৃথিবী ইহার উদরস্বরূপ । এইক্রমে
 গায়ত্রীর স্বয়ং পূজিত হইয়া বাদশমলক রূপ করিবে । গায়ত্রীকে ত্রিপদা করিলে
 প্রত্যেক পাদে অষ্টাকর, এবং চতুশ্চন্দ্রা করিলে এক এক পাদে বড়কর করিয়া বিবেচনা
 করিবে । তপকালে ত্রিপদা এবং অর্চনকালে চতুশ্চন্দ্রা করিয়া কার্য্য করিবে । শ্যামকাৰ্য্যে,
 অপে, ধ্যানে, ভোমে এবং পূজাকাৰ্য্যে সর্কদা সর্কপাপপ্রণাশিনী গায়ত্রী স্তাম করিবে ।
 ১—৫ ।

পাধাকৃষ্টে, গুল্কমধো, ভজ্যোবিদ্ধি, জাহ্ননোঃ, উর্কোত্তরে, কোষে, নাভীতে, নাভিতে,
 সর্কোত্তরে, উদরে, জনধরে, হৃদয়ে, কঠে, ঠে, মূপে, তালুতে, বড়ধরে, নেত্রধরে, ক্রবুল্লাসে,
 ললাটে, পূর্ব দক্ষিণ উত্তর ও পশ্চিম এই দিক্চতুষ্টয়ে এবং মস্তকে গায়ত্রী-বর্ণসকল স্তাম
 করিবে । গায়ত্রীর বর্ণ সকল স্বা—ইন্দ্রনীলমণিপ্রভ, অগ্নিবর্ণ, পীত, শ্যামল, কপিল, শ্বেত,
 বিদ্যুৎপ্রভ, তারকবর্ণ, রক্ত, রক্ত, শ্যাম, শুভ্র, পীত, শুভ্র, পদ্মরাগ-মণিপ্রভ, শম্ববর্ণ, পাণ্ডর,
 রক্ত, আমবতুল্য, সূর্য্যবর্ণ সম, সৌম্য, শম্বাত ও শ্বেত । গায়ত্রী-পাঠপূর্বক হস্তদ্বারা যে যে
 বস্ত স্পর্শ করে এবং চক্ষুর্দ্বারা যে যে বস্ত অবলোকন করে, গায়ত্রীর প্রদানে সেই সেই বস্ত
 পরম পবিত্রতা প্রাপ্ত হয় । ৬—১০ ।

ত্রিগুরুপুস্তকে পূর্বখণ্ডে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশোঃ অধ্যায়ঃ ।

হরিকবাচ ।

সঙ্ঘাবিধিং প্রবক্ষ্যামি শৃণু কৃত্রিমতাপনম্ । প্রাণায়ামজয়ং কৃৎস্না সঙ্ঘাভানমুপকমেৎ ॥ ১ ॥
সঙ্গণবাং সব্যাকৃতিং গায়ত্রীং শিরসা সহ । ত্রিঃ পঠেদায়তপ্রাণঃ প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে ॥ ২ ॥
মনোবাক্যায়জং দোষং প্রাণায়ামৈর্দর্শয়েদ্বিঃ । তস্যাং সর্কেষু কালেষু প্রাণায়ামপনো ভবেৎ ॥ ৩ ॥
সায়মগ্নিচ য়েতাক্ষ্য প্রাতঃ সূর্যোদয়ঃ পিবেৎ । আপঃ পুনস্ত মধ্যাহ্নে উপস্পৃশ্ত যথাবিধি ॥ ৪ ॥
আপো হি তেত্যাচা কুর্য্যামার্জনন্ত কুশোদকৈঃ । প্রণবেন তু সংযুক্তং ক্রিপেদ্বারি পদে পদে ॥ ৫ ॥
রজতসঃসমোহোথান্ জাগ্রৎসপ্তমুশুপ্তজান্ । বায়নঃকর্মজান্ দোষান্ নবৈতান্ সযতির্গৃহেৎ ॥ ৬ ॥
সমুদ্রতোদকং পাণৌ জগুঃ চ ক্ষণমাং ক্রিপেৎ । ত্রিযড়টৌ বায়শ্চা বর্জয়েদমর্ষণম্ ॥ ৭ ॥
উদৃত্যং চিত্রমিত্যাত্যামুপতিষ্ঠেদ্বিকরম্ । দিব্যায়াজৌ চ যৎ পাপং সর্কং নশ্রুতি তৎক্ষণাৎ চ
পূর্বসঙ্ঘাং জপংতিষ্ঠনঃ পশ্চিমামুপবিশ্য চ । মহাব্যাকৃতিমংযুক্তাং গায়ত্রীং প্রণয়ান্বিতাম্ ॥ ৮ ॥
মণ্ডিতকল্পজনিভং শতেন তু পুরাকৃতম্ । ত্রিযুগন্ত মহত্বেণ গায়ত্রী হস্তি দ্রুতম্ ॥ ১০ ॥

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

হরি বলিলেন,—হে কল্প ! সঙ্ঘাবিধি বলিও, শ্রবণ কর । অগ্রে তিনবার প্রাণাচার করিয়া সঙ্ঘাভান করিবে । প্রাণবায়ু সংযম করিয়া ঐকার ও ব্যাকৃতি অর্থাৎ সূর্যঃ স্বঃ যুক্ত এবং বাহা শব্দ সহিত গায়ত্রী তিনবার পাঠ করিলে প্রাণায়াম হয় । ত্র্যম্বক উক্তরূপে প্রাণায়াম করিলে মানসিক, কারিক ও বাচনিক এই ত্রিবিধ পাপ কল্পীকৃত হয় । অতএব ত্র্যম্বক সর্ককাল প্রাণায়ামপন হইয়া থাকিবেন । সায়ংকালে অগ্নিচ যামহ্যচ ইত্যাদি, প্রাতঃকালে সূর্য্যচ যামহ্যচ ইত্যাদি এবং মধ্যাহ্নে আপঃ পুনস্ত ইত্যাদি মন্ত্রে জলপান করিয়া যথাবিধি আচমন করিবে । পরে আপো হিষ্টা ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়ে কুশজলদ্বারা আপোমার্জন করিবে । আপোমার্জনে সময়ে পূর্বোক্ত মন্ত্রগুলির সহিত ঐকার যোগ করিয়া পাদদেশে জলক্ষেপ করিবে । তিনবার প্রাণায়াম, তিনবার আচমন এবং তিনবার আপোমার্জন, এই নবকার্য্য দ্বারা রজোগুণোৎপন্ন, তমোগুণোদ্ভূত, মোহকৃত, জাগ্রদবস্থা (জ্ঞান) কৃত, নিদ্রাবস্থা (অজ্ঞান) জনিত, অযুগলকালসমুৎ কারিক, মানসিক ও বাচনিক, এই নববিধ পাপ বিনাশ পায় । ১—৬ ।

বকীয়হস্তে জলগ্রহণ করিয়া ক্ষণদ্বাদিব ইত্যাদি মন্ত্রে জলক্ষেপ করিবে । এইরূপ তিনবার, ছয়বার, অষ্টবার কিংবা দ্বাদশবার জলক্ষেপ করিবে । ইহাকে অমর্ষণ বলে । পরে উদৃত্যং ইত্যাদি এবং চিত্রং দেবানাং ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্যোপস্ধান করিবে । এইরূপ সঙ্ঘা করিলে দিবাকৃত ও রাত্রিকৃত পাপসকল নষ্ট হইয়া যায় । রাত্রিকৃত পাপ প্রাতঃসঙ্ঘা এবং দিবাকৃতপাপ সায়ংসঙ্ঘার বিনাশ পায় । দণ্ডায়মান হইয়া প্রাতঃসঙ্ঘা এবং উপবেশন করিয়া সায়ংসঙ্ঘা করিবে । ঐকার ও মহাব্যাকৃতি অর্থাৎ সূর্যঃ স্বঃ সংযুক্ত গায়ত্রী শতবার জপ করিলে পূর্ব দশ ভয়াঙ্কিত এবং মহত্ববার জপ করিলে যুগজয়কৃত পাপ বিনাশ পায় । ৭—১০ ।

রক্তা তবতি গায়ত্রী সাবিজী শুক্লবর্ণিকা । কৃষ্ণা সরস্বতী জেদ্যা সঙ্ঘ্যাজয়মুদাহৃতম্ ॥ ১১
 ঐ ত্বিষ্টান্ত কদরে ঐ ভুবঃ শিরসি স্তম্বে ॥ ঐ শ্রুতি শিখায়াক গায়ত্র্যাঃ প্রথমং পদম্ ॥ ১২
 বিষ্ণুসেং কবচে বিদ্বান্ দ্বিতীয়ং নেত্রয়োর্ন্যসেং ॥ তৃতীয়েনাঙ্গবিদ্বান্ চতুর্থং সর্কতো স্তম্বে ॥
 সঙ্ঘ্যাকালে তু বিষ্ণু জপেই বেদমাতরম্ ॥ শিবস্ত্যাস্ত সর্কালে প্রাণায়ামপরং স্তম্বে ॥ ১৪
 ত্রিপদা বা তু গায়ত্রী ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরী ॥ বিনিয়োগস্থিৎ ছন্দো জায়া তু জপমারভেৎ ॥
 সর্কপাপবিনিমুক্তে ব্রহ্মলোকমবাগ্নুয়াৎ ॥ ১৫
 পরোরহসি সারং তং তুরীয়পদমীরিতম্ ॥ তং হস্তি স্বর্ঘ্যঃ সঙ্ঘ্যায়ং নোপাতিং কুরুতে তু হঃ ১৬
 তুরীয়স্ত পদস্তাপি স্ববির্নির্মল উরিতঃ ১ ॥ ছন্দস্ত দেবী গায়ত্রী পরমাত্মা চ দেবতা ॥ ১৭

ইতি শ্রীগুরুভে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে সঙ্ঘ্যা-বিধির্নাম বটত্রিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

হরিকথাচ ।

গায়ত্রী পরমা দেবী ভুক্তিমুক্তিপ্রদা চ-তাম্ ॥ যো জপেৎ তস্ত-পাপানি বিনশন্তি মহাস্তাপি ॥

প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল, সারংকাল এই তিনকালে তিনরূপে ধ্যান করিবে । প্রাতঃকালে রক্তবর্ণা গায়ত্রী, মধ্যাহ্নকালে শুক্লবর্ণা সাবিজী এবং সারংকালে কৃষ্ণবর্ণা সরস্বতীরূপে ধ্যান করিয়া সঙ্ঘ্যাজয় করিবে । গায়ত্রীর বড়স্ফটাস বখা—ঐ ভূঃ কদম্বায় নমঃ, ঐ ভুবঃ শিরসে ষাভা, ঐ হঃ শিখায়ৈ বযট্, ঐ তংসবিতুর্করেন্যং কবচার হ, ঐ ভর্গো দেবশ্চ ধীমহি নেত্রজম্বায় বোষট্, ঐ ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ করতলপৃষ্ঠাত্যাং ফট্ । এই ক্রমে বড়স্ফটাস করিয়া সর্কালে সমস্ত গায়ত্রী স্তাস করিবে । সঙ্ঘ্যার সময়ে উক্ত রূপে স্তাস করিয়া প্রাণায়ামপূর্বক বেদমাতা গায়ত্রী মস্ত্র জপ করিলে সর্কাক্ষীণ কুশল হয় । ত্রিপদা গায়ত্রী ব্রহ্মবিষ্ণুশিবরূপা । ইহার স্ববি ছন্দঃ ও বিনিয়োগ সম্যক পরিজাত হইয়া জপ করিলে সাধক সর্কপাপনিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে । যে ব্যক্তি সঙ্ঘ্যা উপাসনা করে না, তাহাকে রক্তোপাভীত তুরীয় ব্রহ্ম স্বর্ঘ্যদেব বিনষ্ট করেন । তুরীয় ব্রহ্মমন্ত্রের স্ববি নির্মল, ছন্দ গায়ত্রী দেবী, এবং দেবতা পরমাত্মা । ১১—১৮ ।

শ্রীগুরুভপুৰাণে পূর্বখণ্ডে সঙ্ঘ্যাবিধি নামক বটত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

হরি বলিলেন, যে সাধক ভুক্তিমুক্তিপ্রদা পরমা দেবী গায়ত্রী জপ করে, তাহার মহাপাপ সকল বিনাশ পায় । এক্ষণে গায়ত্রীপ্রকরণ বলিতেছি । এই গায়ত্রীপ্রকরণাত্মসারে

গায়ত্রীকল্পমাখ্যান্তে তুষ্টিমুক্তিশ্রবক উৎ । অষ্টোত্তরং সহস্রং বা অথবাষ্টশতং কপেৎ ।

ত্রিসঙ্খ্যং ত্র্যম্বকী স্তাচ্ছতমপুং কলং শিবেৎ ॥ ২

সঙ্খ্যায়াম্ সর্কপাপত্রীং দেবীমাবাহ পূজয়েৎ । কুর্ভূবঃ স্বঃ স্বমন্ত্ৰেণ যুতাং দাদশনামতিঃ ॥ ৩

গায়ত্রৈ নমঃ সাবিষ্টৈয়া সরস্বতৈ নমো মমঃ । বেদমন্ত্রে চ সাক্ষতৈ ত্র্যম্বকী কোশিকী ক্রমাৎ ৩

সাতৈষ্য সর্কার্থসাধিতৈঃ সহস্রাষ্টক্য চ কুর্ভূবঃ । পরেব কুচয়াদধৌ সমিধাজ্যং হবিষাকম্ ॥ ৪

অষ্টোত্তরসহস্রং বাপাথবাষ্টশতং যুতম্ । ধর্মকামাদিনিকর্ষং ক্ষুদ্রাং সর্ককল্প ৩ ৬

প্রতিম্যং চন্দনবর্ণ-নির্মিতাং প্রতিপূজ্য চ । যথালক্ষ্যং কপবাং পশোমূলকলাশনৈঃ ।

অযুতবরহোষেন সর্কজানবাপু স্মারং ॥ ৭

উত্তরে শিগরে ক্ষাতা ত্বয়াং পর্কতবানিনী^১ । ত্র্যম্বকা মমসুক্ষাতা গচ্ছ দেবি যথাস্ববম্ ॥ ৮

ইতি ত্রিগাংকড় মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে গায়ত্রী-মাহাত্ম্যাবর্ণনং

নাম সপ্তত্রিংশ'অধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

কার্য্য করিলে সাধকের ইহকালে বিবিধ ভোগ ও পরকালে মুক্তিলাভ হয়। ত্রিসঙ্খ্য অষ্টোত্তর-সহস্র অথবা অষ্টোত্তরশত গায়ত্রী কপ করিবে গায়ত্রীদ্বারা কল শতাভিমুখিত করিয়া পান করিবে। ইহাতে সাধক ত্র্যম্বককে গমন করিতে পারে। সঙ্খ্যাকালে সর্কপাপ-বিনাশিনী গায়ত্রী দেবীর আরাহন করত কুর্ভূবঃ স্বঃ এই বকীর মন্ত্রে দ্বাদশনাম উল্লেখ করিয়া পূজা করিবে। ১—৩।

ও গায়ত্রৈ নমঃ, ও সাবিষ্টৈয়া নমঃ, ও সরস্বতৈ নমঃ, ও বেদমন্ত্রে নমঃ, ও সাক্ষতৈ নমঃ, ও ত্র্যম্বকৈ নমঃ, ও কোশিকৈ নমঃ, ও সাতৈষ্য নমঃ, ও সর্কার্থসাধিতৈ নমঃ, ও সহস্রাষ্টক্য নমঃ, এই সকল মন্ত্রে পূজা ও কুর্ভূবঃ স্বঃ এই মন্ত্রে মমসুতসমিধ দ্বারা অগ্নিতে হোম করিবে। সাধক ধর্মকামাদি সাধনার্থ অগ্নিতে অষ্টোত্তরসহস্র বা অষ্টোত্তরশত সংখ্যায় যুতহোম করিবে। সর্কবিধ কার্য্যে এইরূপ হোম করিলে সেই সেই কার্য্য সিদ্ধ হয়। চন্দন ও বর্ণদ্বারা প্রতিমানির্মাণ করিয়া যথাবিধি পূজা করিবে এবং চুঙ্ক, কল ও মূল ভক্ষণ করিয়া লক্ষ্যপূর্ণ এবং বিংশতি সহস্র হোম করিবে, ইহাতে সর্কপ্রকার কামনা পরিপূর্ণ হয়। হে দেবি! তুমি উত্তরশিখরে কল্প পরিগ্রহ করিয়া ভূমিতে ও পর্কতে বাস করিতেছ, এক্ষণে ত্র্যম্বক আজ্ঞাভূমারে অতিলম্বিত স্থানে গমন কর—বলিয়া গায়ত্রীকে বিসর্জন করিবে। ৪—৮।

ত্রিগাংকড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে গায়ত্রী মাহাত্ম্যাবর্ণন নামক সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশোঃধ্যায়ঃ ।

চরিত্রবাচ ।

নবম্যাধৌ যজেন্ দুর্গাং হ্রীং দুর্গে রক্ষিণীতি চ । যাতুমাতবরে দুর্গে সৰ্বকামার্থসাধনে ।

অনেন বলিদানেন সৰ্বকামান্ প্রযচ্চ মে ॥ ১

গৌরী কালী উমা দুর্গা ভদ্রা কান্তিঃ সরস্বতী । মঙ্গলা বিজয়া লক্ষ্মীঃ শিবা নারায়ণী ক্রমাৎ ।

মার্গতৃতীয়ামারভ্য পূজয়েন্ন বিরোগভাক্ ॥ ২

অষ্টাদশভূজাং খেটকং ঘণ্টাং দৰ্পণং তর্জনীম্ । ধনুঃশূলং ডমরুকং পরশুং পাশমেব চ ॥ ৩

শক্তিযুগলশূলানি^১ কপালবজ্রকাক্ষণান্ । শরং চক্রং শলাকাঞ্চ অষ্টাদশভূজাং যয়েৎ ॥ ৪

মন্ত্ৰৈঃ স্ত্রীভগবত্য্যচ্চ প্রবক্ষ্যামি অপাদিকম্ ॥ ৫

ও নমো ভগবতি চামুণ্ডে স্বশানবাসিনি কপালহস্তে মহাপ্রেমময়াজ্জট মহাবিমানমালাকুলে
কালরাজি বহুগণপরিবৃত্তে মহামুখে বহুভূষে ঘণ্টাডমরুকি^২কৌকে অট্টাট্টহাসে কিলি কিলি হুং
(দংষ্ট্রাঘোরাঙ্ককারিণি) সৰ্বনাশশবভলে পজচৰ্ম্মপ্রাবৃতশরীরে কধিরমাংসদ্বিষ্টে লেলিহানোগ্র-
জিহ্বে^৩ মহারাক্ষসি রোদ্রদংষ্ট্রাকরালে ভীমঃট্টাট্টহাসে ক্ষুদ্রিতবিদ্রাংসমপ্রভে চল চল করাল-
নেত্রে হিলি হিলি নলং প্রবেশয় হুং জিহ্বে ত্রিঃ তুকুটিমুখি ঐকারভঙ্গ্যমানে^৪কপালমালাবেষ্টিতে
জটামুকুটশাঙ্কধারিণি অট্টাট্টহাসে কিলি কিলি হুং হুং দংষ্ট্রাঘোরাঙ্ককারিণি সৰ্ববিষ-
বিনাশিনি ইদং কৰ্ম্ম সাধয় সাধয় শীঘ্রং কুরু কুরু কট কট^৫ অকুশেন সমস্তপ্রবেশয় রজ রজ^৬
কম্পয় কম্পয় চল চল চালয় চালয় কধিরমাংসমস্ত্রাশ্রিয়ে হন হন কুট কুট ছিছি ছিছি যারয়

অষ্টত্রিংশা অধ্যায়ঃ ।

হরি কহিলেন,— নবম্যাধি তিথিতে 'হ্রীং দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী যাহ' এই মন্ত্রে দুর্গার পূজা
করিবে । যাতঃ ! দুর্গে ! তুমি সৰ্বকামার্থ সাধন কর । তুমি এই বলিদানে পরিতুষ্ট হইয়া
আমার সৰ্বাভিলাষ পূর্ণ কর । এইরূপ প্রার্থনা করিবে । অগ্রহাৰণ্য মাসের তৃতীয়াতে “ও
গৌরীয়া নমঃ, ও কালীয়া নমঃ, ও উমাতৈ নমঃ, ও দুর্গাতৈ নমঃ, ও ভদ্রাতৈ নমঃ, ও কান্তীয়া
নমঃ, ও সরস্বতীয়া নমঃ, ও মঙ্গলাতৈ নমঃ, ও বিজয়াতৈ নমঃ, ও লক্ষ্মীয়া নমঃ, ও শিবাটৈ নমঃ,
ও নারায়ণীয়া নমঃ,” এই সকল মন্ত্রে পূজা আরম্ভ করিবে । সাধক এইরূপ পূজা করলে
বিরোগভাগী হয় না । দেবীর অষ্টাদশ হস্তে খেটক, ঘণ্টা, দৰ্পণ, তর্জনীমুদ্রা, ধনুঃ, ধনুঃ,
ডমরু, পরশু, পাশ, শক্তি, যুগল, শূল, নরকপাল, বজ্র, অকুশ, শর, চক্র ও শলাকা এই সকল
অস্ত্র আছে । এই সকল অস্ত্রধারিণী দুর্গাদেবীকে চিন্তা করিয়া পূজা করিবে : ১—৪ ।

ভগবতীর পূজা ও অপাদি যে মন্ত্রে করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি । ও নমো ভগবতি
চামুণ্ডে ইত্যাদি বিচ্ছেদ^১ কট যাহা ইত্যন্ত অটোত্তর শতপদ মন্ত্রে অগ্নি পূজাদি করিবে ।

১ । মার্গে...বিরোগভাক্ । ২ । শক্তিযুগলশূলানি ।

৩ । লোলাগ্রজিহ্বে ইতি কচিং পাঠঃ । ৪ । মৃত্যুমনে । ৫ । কহ কহ । ৬ । রজ রজ ।

সারস অকুক্রমঃ অকুক্রম বজ্রশরীরঃ সাধর সাধর ত্রৈলোক্যগতমপি কুটং বা গৃহীতমগৃহীতং বা
 আবেশর আবেশর ক্রামর ক্রামর নৃত্য নৃত্য বহু বহু বহু বহু কোটরাঙ্কি উর্দ্ধকেশি উলুকবদনে
 করকিষ্কিণি করকমালাধারিণি দহ দহ পচ পচ গৃহ গৃহ মংগলমধ্যে প্রবেশর প্রবেশর কিং
 বিলম্বসি ব্রহ্মসন্তান বিষ্ণুসন্তান রুদ্রসন্তান ঋষিসন্তান আবেশর আবেশর কিলি কিলি খিলি
 খিলি মিলি মিলি চিলি চিলি বিকটকণধারিণি কৃষ্ণভৃঙ্গসংবেষ্টিতশরীরে সর্কগ্রহাবেশিণি
 প্রলম্বোষ্ঠি ভ্রতধনাসিকে বিকটমুখি কপিলভটে ব্রাহ্মি ভগ্ন ভগ্ন জল জল কালমুখি খল
 খল পাতর পাতর রক্তাঙ্কি ঘূর্ণর ঘূর্ণাশর ভূমিং পাতর পাতর শিরো গৃহ গৃহ চক্ষুর্মীলয় মীলয়
 ভগ্ন ভগ্ন হস্তপাদৌ গৃহ গৃহ মুখাং ফোটয় ফোটয় হুং হুং ফট বিদারয় বিদারয় ত্রিশূলে
 ভেদয় ভেদয় বজ্রেন হন হন দণ্ডেন তাড়য় তাড়য় চক্রেণ ছেদয় ছেদয় শক্তিণা ভেদয় ভেদয়
 দণ্ডেয়া দণ্ডয় দণ্ডয় কীলকেন কীলয় কীলয় কর্তৃকয়া পাটয় পাটয় অকুশেন গৃহ গৃহ শিরোস্তি-
 জরমৈকাহিকং ব্যাহিকং ত্র্যাহিকং চাতুর্ভিকং ডাকিনীকন-গ্রহান্ মুক্যাপয় মুক্যাপয় জন জন
 উত্থাপয় উত্থাপয় ভূমিং পাতর পাতর গৃহ গৃহ ব্রহ্মাণি এহি এহি মাহেশ্বরি এহি এহি
 কোষারি এহি এহি বারাহি এহি এহি ব্রহ্মি এহি এহি চামুণ্ডে এহি এহি বৈষ্ণবি এহি এহি
 নারসিংহি এহি এহি শিবদূতি এহি এহি কপালিণি এহি এহি মহাকালি এহি এহি রেবতি
 এহি এহি শুকরেবতি এহি এহি আকাশরেবতি এহি এহি হিমবন্তচারিণি এহি এহি
 কৈলাসচারিণি এহি এহি পরমহংসি হিষ্কি হিষ্কি কিলি কিলি বিচ্ছেৎ অঘোরে ঘোরকণিণি
 চামুণ্ডে কুরুক্রোধাঙ্কবিনিঃসৃতে অম্বরক্ষয়কবি আকাশগামিণি পাশেন বহু বহু কটু কটু সময়ং
 তিষ্ঠে তিষ্ঠে মণ্ডলং প্রবেশয় প্রবেশয় পাতর পাতর গৃহ গৃহ মুখং বহু বহু চক্ষুর্বহু বহু
 কদয়ং বহু বহু হস্তপাদৌ বহু বহু দুঃগ্রহান্ সর্কান্ বহু বহু দিশাং বহু বহু বিদিশাং বহু বহু
 উর্দ্ধং বহু বহু (অধস্তাং বহু বহু) ভূম্যনা পানীয়েন যুক্তিকয়া সর্বপৈকা আবেশর আবেশর
 পাতর পাতর চামুণ্ডে কিলি কিলি (বিচ্ছেৎ) হুং ফট বাহ্য ॥ ৯

অষ্টোত্তরপদানাং হি মালামব্রময়ী তপা ॥ ৭

একৈকপদমষ্টসহস্রা ত্রিমধুরাকৃতিলাষ্ট-সহস্রাহোমঃ । মহাভাংসেন ত্রিমধুরাক্তেন ॥ ৮

অষ্টোত্তরসহস্রক একৈকক পদং তপেৎ । তিলাং ত্রিমধুরাক্তাংস্চ সহস্রাষ্টক হোময়েৎ ॥ ৯

মহাভাংসং ত্রিমধুরাদপবা সর্ককর্মকুৎ । বারিসর্বপতন্যাদি-ক্ষেপাদ্ যুদ্ধাদিকে জগঃ ॥ ১০

অষ্টাবিংশভূজা ধোরা অষ্টাদশভূজাধবা । দ্বাদশাষ্টভূজা বাপি ঘোয়া বাপি চতুর্ভূজা ॥ ১১

ইহার প্রত্যেকপদে অষ্টোত্তর সহস্র সংখ্যার অভিমন্ত্রিত স্বঃ শর্করা ও মধু এই ত্রিমধুযুক্ত তিল
 দ্বারা অষ্টোত্তরসহস্র বার হোম করিবে । কিংবা ত্রিমধুমিশ্রিতমহাভাং দ্বারা হোম
 করিবে এবং উক্ত এক এক পদ অষ্টোত্তর সহস্রবার তপ করিবে । এইরূপ হোম ও তপ
 করিলে সর্ককার্য্য সিদ্ধি হয় । উক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত জল, সর্বপ, তন্য প্রভৃতি বিপক্ষদল-
 মধ্যে নিক্ষেপ করিলে যুদ্ধে জয় লাভ হয় । ৮—১০ ।

অষ্টাবিংশতিভূজা, অষ্টাদশভূজা, দ্বাদশভূজা, অষ্টভূজা, অথবা চতুর্ভূজা দ্বর্গাদেবীর ধ্যান

১ । অকুক্রম । ২ । বিচ্ছেৎ ।

অসিবেটাবিতে) হস্তে) গদাধণ্ডযুতো পরো । শরচাপযুতো চাক্তো) খড়্গমুদগরসংযুতো । ১২
 শঙ্খঘটাবিতে) চাক্তো) ধ্বজধণ্ডযুতো পরো । অস্ত্রো) পরশুচক্রাটো) ভৃগুদর্পণাবিতে) । ১৩
 শক্তিহস্তাবিতে) চাক্তো) নটকী মূষলাবিতে) ১ । পাশতোমরসংযুক্তো) চক্রাপণবসংযুতো । ১৪
 তক্ষশস্ত্রী পরেণৈব অন্তঃ কলকলধনিঃ ২ । অভয়শস্ত্রিকাটো) চ মহিষগ্রী চ সিংহগ্রী । ১৫
 জরং কামভূতেশে সর্ষভূতসমাবৃতে । রক্ষ মাং নিজভূতভোয়া বলিং গুহু নমোহিস্ত তে । ১৬
 ইতি ত্রিগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বগণ্ডে আচারগণ্ডে অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ । ৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

কৃত্ত উবাচ ।

পুনর্দেবার্চনং ক্রুহি সংক্ষেপেণ জনাধিন । স্বর্ঘ্যস্ত বিষ্ণুরূপস্ত ভুক্তিমুক্তিপ্ৰদায়কম্ । ১
 হরিকণ্ঠাচ ।

শৃণু স্বর্ঘ্যস্ত কৃত্ত ত্বং পুনর্বকামি পুত্রনম্ । ২

ও উচ্চৈঃশ্রবসে নমঃ । ও অরুণায় নমঃ । ও দণ্ডিনে নমঃ । ও পিঙ্গলায় নমঃ । ৩

এতে দ্বারে প্রপূজ্য। বৈ প্রতিমৈর্দেবৈঃ । ৪

ও অং ভূতায় নমঃ । ৫

করিয়া পূর্বোক্ত যত্রে উক্ত প্রকারে পূজা করিবে : অষ্টত্রিংশতিভূতা দেবীর হস্তে অসি, খেটক, গদা, ধণ্ড, শর, চাপ, খড়্গ, মুদগর, শঙ্খ, ঘট, ধ্বজ, ধণ্ড, পরশু, চক্র, ভৃগু, দর্পণ, শক্তি, মূষল, পাশ, তোমর, চক্র, পণব, এই সকল অস্ত্রাদি আছে । দেবী এক হস্তদ্বারা শক্রগণকে তক্ষশ এবং অন্য হস্তে কলকল ধনি করিতেছেন, তাঁহার অন্ত সকল হস্তে অভয়, শস্ত্রিকাধি মুদ্রা রহিয়াছে । ও জরং কামভূতেশে ইত্যাদি যুলোক্ত যত্রে সিংহবাহিনী মহিষমর্দিনী দেবীর বলি প্রদানপূর্বক পূজা সমাপন করিবে । ১১—১৬ ।

ত্রিগারুড়পুরাণে পূর্বগণ্ডে আচারগণ্ডে অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

উনচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ।

কৃত্ত কহিলেন, হে হরে ! সংক্ষেপে পুনরায় দেবার্চন বল । বিষ্ণুরূপী স্বর্ঘ্যদেবের পূজা করিলে ইহকালে ভোগ ও পরকালে মুক্তি লাভ হয় । আমরা সেই স্বর্ঘ্যপূজা অবশ্যে অতিলাব হইয়াছে । বাসুদেব বলিলেন, হে কৃত্ত ! পুনর্বার স্বর্ঘ্যার্চন বলিতেছি, শ্রবণ কর । পূর্বদ্বারে ও উচ্চৈঃশ্রবসে নমঃ, দক্ষিণদ্বারে ও অরুণায় নমঃ, পশ্চিমদ্বারে ও দণ্ডিনে নমঃ, উত্তরদ্বারে ও পিঙ্গলায় নমঃ । হে বৃষধ্বজ ! এইপ্রকারে দ্বারদেবতার পূজা করিয়া মধ্যে ও অং ভূতায় নমঃ,

১ । শক্তিহস্তাবিতে) নটকী চাক্তো) মূষলাবিতে) । ২ । হস্তং কলকলধনিম্ ।

ইমঞ্চ পূজয়েন্নম্বে প্রভুতামঙ্গলকম্ ॥ ৬

ওঁ অং বিমলায় নমঃ । ওঁ অং সারায় নমঃ । ওঁ অং আধারায় নমঃ । ওঁ অং পরমস্থখাট্যে নমঃ ॥ ৭

ইত্যাগ্নেয়াদিকোণেষু পূজ্যা বৈ বিমলাদয়ঃ ॥ ৮

ওঁ পদ্মায় নমঃ । ওঁ কালিকাট্যে নমঃ ॥ ৯

মধ্যে তু পূজয়েন্নম্বে পূর্বাদিবু তথৈব চ । দীপ্যাতাঃ পূজয়েন্নম্বে পূজয়েৎ সর্কতোমুখীম্ ॥ ১০

ওঁ বাং দীপ্যাত্যে নমঃ । ওঁ বীং হৃদ্যাট্যে নমঃ । ওঁ বৃং ভদ্রাট্যে নমঃ । ওঁ বৈং জয়াট্যে নমঃ । ওঁ

বৌং বিহুট্যে নমঃ । ওঁ বং অধোরাট্যে নমঃ । ওঁ বং বিদ্যাত্যে নমঃ । ওঁ বং বিজয়াট্যে নমঃ ।

ওঁ সর্কতোমুখীম্ নমঃ । ওঁ অর্কাসনায় নমঃ । ওঁ হ্রাং সূর্য্যামুর্ভয়ে নমঃ ॥ ১১

এতান্ত পূজয়েন্নম্বে হ্রস্বান্ শৃণু শঙ্কর ॥ ১২

ওঁ হং মং ষং ষোড়শায় ক্রাং ক্রীং সঃ স্বাহা । সূর্য্যামুর্ভয়ে নমঃ ॥ ১৩

অনেনাবাহনং কুর্বাৎ স্থাপনং সন্নিধানকম্ । সন্নিরোধনমন্ত্রেণ সকলীকরণং হৃৎ ॥

মুজার্য্য দর্শনং ক্রম মূলমন্ত্রেণ পূজয়েৎ ॥ ১৪

ভেজোহ্রস্বং রক্তবর্ণং সিতপদ্মোপরি স্থিতম্ । একচক্ররথাক্রমং বিবাহং ধৃতপদ্মজম্ ॥ ১৫

এবং ধ্যানেৎ সদা সূর্য্যং মূলমন্ত্রেণ শৃণু চ ॥ ১৬

ওঁ হ্রাং হ্রীং সঃ সূর্য্যায় নমঃ ॥ ১৭

অগ্নিকোণে ওঁ অং বিমলায় নমঃ, নৈর্ঋত্বকোণে ওঁ অং সারায় নমঃ, বায়ুকোণে ওঁ অং আধারায় নমঃ, ঈশানকোণে ওঁ অং পরমস্থখাট্যে নমঃ, মধ্যে ওঁ পদ্মায় নমঃ, ওঁ কালিকাট্যে নমঃ এইরূপে পূজা কার্য্য পূর্বাং দিকে দীপ্যাতা প্রভৃতি এবং মধ্যে সর্কতোমুখী দেবতার পূজা করিবে । ১—১০

তাহার ক্রম স্বরা—পূর্বাদিকে ওঁ বাং দীপ্যাত্যে নমঃ, অগ্নিকোণে ওঁ বীং হৃদ্যাট্যে নমঃ, দক্ষিণ দিকে ওঁ বৃং ভদ্রাট্যে নমঃ, নৈর্ঋত্বকোণে ওঁ বৈং জয়াট্যে নমঃ, পশ্চিমাংকে ওঁ বৌং বিহুট্যে নমঃ, বায়ুকোণে ওঁ বং অধোরাট্যে নমঃ, উত্তরাংকে ওঁ বং বিদ্যাত্যে নমঃ, ঈশানকোণে ওঁ বং বিজয়াট্যে নমঃ, মধ্যে ওঁ সর্কতোমুখীম্ নমঃ এবং ওঁ অর্কাসনায় নমঃ, ওঁ হ্রাং সূর্য্যামুর্ভয়ে নমঃ, মধ্যভাগে এই কুই দেবতার পূজা করিবে । হে শঙ্কর ! আবাহনমন্ত্র প্রণয়ন কর । ওঁ হং মং ষং ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন, স্থাপন, সন্নিধান, সন্নিরোধন ও সকলীকরণ করিবে । তৎপরে মুজা দর্শন করিয়া মূলমন্ত্রে পূজা করিবে । পরে দেবতার ধ্যান করিবে : সূর্য্যদেবের ধ্যান—তিনি ভেজোহ্রস্ব, রক্তবর্ণ, স্নেহপদ্মের উপরি উপবিষ্ট, একচক্র রথে আকৃষ্ট, বিহস্তবিশিষ্ট ও পদ্মজবাহরী । হে ক্রম ! উক্ত প্রকারে সূর্য্যদেবের ধ্যান করিবে । এক্ষণে মূলমন্ত্র প্রণয়ন কর । ১১—১৬ ।

ওঁ হ্রীং হ্রীং সঃ সূর্য্যায় নমঃ, এই মন্ত্রে সূর্য্যের পূজা করিবে । তারপর বারম্বার পদ্মানি

১ । ওঁ কালিকাট্যে নম ইতি বা পাঠ্যঃ ।

বারজয়ং পদ্মমুখাং বিশ্বমুখাং বর্ষয়েৎ ॥ ১৮

ওঁ মাং হৃদয়ায় নমঃ । ওঁ অং অর্কায় শিরসে স্বাহা । ওঁ অঃ ভূভূবঃ স্বরোমু জালিনি শিখাটয়
ববট । ওঁ হং কবচায় হং । ওঁ ভাং নেত্রাত্যাং বোবট । ওঁ বঃ অস্ত্রায় ফড়িতি ॥ ১৯

আগ্নেয়াঃ মথৈবশাক্তাঃ নৈর্ধৃত্যামর্চয়েৎ ৷ ২০

দিক্শ্বং পূজয়েৎ সোমক্বেতবর্ণকম্ । মলে পূর্বেচ্ছয়েচ্ছ্বং চামীকরপ্রভম্ ॥ ২১

দক্ষিণে পূজয়েচ্ছ্বং পীতবর্ণং শুক্লং বভ্রুং । পশ্চিমে চৈব ভূতশমুদ্রে ভার্গবং সিতম্ ॥ ২২

রক্তমকারকৈব আগ্নেয়ে পূজয়েৎ ৷ শটৈশ্চরং কৃষ্ণবর্ণং নৈর্ধৃত্যামর্চয়েৎ ॥ ২৩

রাহুং বায়বঃদেশে ভূম্ভাবান্তনিভং হর । ঐশান্যাম্ ধূম্রবর্ণক্ কেতুং সম্প্রতিপূজয়েৎ ।

এতিমৈত্রৈবশাক্তে বজ্রপুং চ শকর ॥ ২৪

ওঁ সোং সোমায় নমঃ । ওঁ বুং বুধায় নমঃ । ওঁ বৃং বৃহস্পত্যয়ে নমঃ । ওঁ ভং ভার্গবায় নমঃ । ওঁ

অং অকারকায় নমঃ । ওঁ শং শটৈশ্চরায় নমঃ । ওঁ রং রাহবে নমঃ । ওঁ কং কেতবে নমঃ

ইতি ॥ ২৫

পাতাদীন্ মূলমন্ত্রেণ দ্বা হব্যায় শকর । নৈবেদ্যাক্তে ধেনুমুখাং বর্ষয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ২৬

অথ চাষ্টমহম্ভ তচ্চ তৈম সমর্পয়েৎ । ঐশান্যাম্ দিশি ভূতেশ তেজশ্চক্চ পূজয়েৎ ॥ ২৭

ওঁ তেজশ্চক্চ হং কটু স্বধা স্বাহা বোবট । নির্মালাকার্পয়েৎ তৈম স্বর্ঘ্যং দত্তাং ততো হর ॥ ২৮

সিতভূমসংযুক্তং রক্তচন্দনচর্চিতম্ । গচ্ছাদকেন সম্মিশ্র্য পুষ্পপূপসমম্বিতম্ ॥ ২৯

কৃষা শিরসি তৎপাত্রং জাহ্নত্যাশ্বলির্জিতঃ । স্বর্ঘ্যায় হ্রস্বম্ভেণ বৃষধ্বজ ॥ ৩০

গণং শুক্লং প্রপূজ্যাস্ব সর্গান্ দেবান্ প্রপূজয়েৎ । ওঁ গং গণপত্যয়ে নমঃ । ওঁ অং শুক্লভ্যো নমঃ ।

মুখাপ্রদর্শনপূর্বক ওঁ মাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে বজ্রপূজা করিবে ।
বজ্রপূজাক্রম এই—অগ্নিকোণে ওঁ মাং হৃদয়ায় নমঃ, ঐশানকোণে ওঁ অর্কায় শিরসে স্বাহা,
নৈর্ধৃত্যাকোণে ওঁ অঃ ভূভূবঃ স্বঃ জালিনি শিখাটয় ববট, বায়ুকোণে ওঁ হং কবচায় হং, মধ্য ওঁ
ভাং নেত্রাত্যাং বোবট, দিক্শ্বভূমিতে ওঁ বঃ অস্ত্রায় ফট । এই সকল পূজা করিয়া পূর্বদলে
শ্বেতবর্ণ সোম, দক্ষিণদলে স্ববর্ণবর্ণ বুধ, পশ্চিমদলে পীতবর্ণ বৃহস্পতি, উত্তরদলে শ্বেতবর্ণ
শুক্ল, অগ্নিকোণে রক্তবর্ণ মঙ্গল, নৈর্ধৃত্যাকোণে কৃষ্ণবর্ণ শটৈশ্চর, বায়ুকোণে ভগ্নপুষ্পের স্তায়
শুক্লবর্ণ রাহু এবং ঐশানকোণে ধূম্রবর্ণ কেতুর পূজা করিবে । শকর । উক্ত দেবগণের যে যে
মন্ত্রে পূজা করিতে হয় সেই সকল মন্ত্র জ্ঞাৎ কর । ১৭—২৪

ওঁ সোং সোমায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে পাতাদিধারা পূজা করিবে । ক্রম । সাধক
মূলমন্ত্রধারা স্বর্ঘ্যদেবকে পাতাদি ও নৈবেদ্যাক্ত উপচার প্রদান করত ধেনুমুখাপ্রদর্শন করিবে ।
অনন্তর অষ্টোত্তরসহস্র মূলমন্ত্র জপপূর্বক জপসমর্পণ করিবে । পরে ঐশানকোণে ওঁ
তেজশ্চক্চ হং কটু স্বধা স্বাহা বোবট, এই মন্ত্রে পূজা করিয়া তাহাতে নির্মালা সমর্পণ করত
অর্ঘ্যপ্রদান করিবে । সিতভূমসংযুক্ত, রক্ত চন্দনযুক্ত গচ্ছাদকমিশ্রিত এবং পুষ্পপূপসমম্বিত
অর্ঘ্যপাত্র মন্ত্রকে ধারণপূর্বক জাহ্নদ্বারা সূত্রি অবলম্বন করিয়া স্বর্ঘ্যায় নমঃ, এই মন্ত্রে স্বর্ঘ্য-
দেবকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে । তারপর গণপতি, শুক্লগণ এবং অস্ত্রাক্ত সমস্ত দেবতার পূজা
করিয়া পূজা সমাপন করিবে । ওঁ গং গণপত্যয়ে নমঃ, এই মন্ত্রে গণপতির এবং ওঁ অং

সূর্য্যপূজা কথিতা পূজা কুণ্ডেভ্যং বিমূলোকভাক ॥ ৩১

ইতি ত্রিগারুড়ে মহাপুরাণে পূৰ্ব্বখণ্ডে একোনচছারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

চক্ষান্নিংশোহধ্যায়ঃ ।

শঙ্কর উবাচ ।

মাহেশ্বরীং পূজাং বহু শাস্ত্রগদাধর । যাং জায়া মানবাঃ সিদ্ধিং গচ্ছন্তি পরমেশ্বর ॥ ১

হরিকৃবাচ ।

শূনু মাহেশ্বরীং পূজাং কথ্যমানাং বৃষস্বজ । আদৌ শ্রদ্ধা তথাচম্য হাসনে চোপবিষ্ঠা চ ॥ ২

জ্ঞানং কৃৎস্না মণ্ডলে বৈ পূজয়েচ্চ মহেশ্বরম্ । মন্দিরোত্তরৈর্ঘণেশান পরিবারযুতং হরম্ ॥ ৩

ও হাং শিবাসনদেবতা আগচ্ছত ইতি ॥ ৪

অনেনাবাহরেচ্ছদ্র দেবতা আগনন্ত যাঃ ॥ ৫

ও হাং গণপত্যয়ে নমঃ । ও হাং সরস্বত্যা নমঃ । ও হাং নন্দিনে নমঃ । ও হাং মহাকালায় নমঃ । ও হাং গজাটায় নমঃ । ও হাং মট্টায় নমঃ । ও হাং অশ্বায় নম ইতি ॥ ৬

এতে ঘারে প্রপূজ্য্য বৈ শ্রানগচ্ছাদিতির্হর ॥ ৭

ও হাং ব্রহ্মণে বাস্তুধিপত্যয়ে নমঃ । ও হাং গুরুভ্যো নমঃ । ও হাং আধারশট্টো নমঃ । ও হাং অনন্তায় নমঃ । ও হাং ধর্ম্মায় নমঃ । ও হাং জ্ঞানায় নমঃ । ও হাং বৈরাগ্যায় নমঃ । ও হাং ঐশ্বর্য্যায় নমঃ । ও হাং অধর্ম্মায় নমঃ । ও হাং অজ্ঞানায় নমঃ । ও হাং অবৈরাগ্যায় নমঃ । ও হাং অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ । ও হাং উর্দ্ধঙ্কনায় নমঃ । ও হাং অবচ্ছন্দায় নমঃ । ও হাং পদ্মায় নমঃ । ও হাং কর্ণিকাটায় নমঃ । ও হাং বায়াটায় নমঃ । ও হাং জোষ্ঠাটায় নমঃ । ও হাং রৌদ্রো নমঃ । ও হাং কাটো নমঃ । ও হাং বলবিক্রিষ্টো নমঃ । ও হাং বলপ্রমথিষ্টো নমঃ । ও হাং সর্কভূতদধষ্টো নমঃ । ও হাং মনোমুগ্ধো নমঃ । ও হাং মণ্ডলজিতায় নমঃ । ও

গুরুভ্যো নমঃ এই মন্ত্রে গুরুর পূজা করিবে । এই সূর্য্যপূজা কথিত হইল । শাস্ত্র এই বিধানানুসারে সূর্য্যপূজা করিলে বিমূলোকে গমন করিতে পারে । ২৫—৩২ ।

ত্রিগরুড়পুরাণে পূৰ্ব্বখণ্ডে উনচছারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

চক্ষান্নিংশ অধ্যায়ঃ ।

শঙ্কর কহিলেন,—হে বিষ্ণো ! মহেশ্বরপূজা কীৰ্ত্তন করুন । এই পূজা পরিজাত হইলে, শাস্ত্রের সর্ব্বকাৰ্য্যে সিদ্ধি লাভ করে । হরি কহিলেন,—বৃষস্বজ । মহেশ্বরের পূজা বলিতেছি, শ্রবণ কর । প্রথমতঃ বথাবিধি শ্রানআচমনপূর্ব্বক বিত্তদ্ব্য আসনে উপবেশন করিয়া বখোক্ত জ্ঞানকরণানন্তর মণ্ডলে মহেশ্বরের পূজা করিবে । পরে বক্যমাণ মন্ত্রে পরিবারসহ মহাদেবের অর্চনা করিবে এবং ও হাং শিবাসনদেবতা আগচ্ছত এই মন্ত্রে আগনদেবতার আবাহন

হাং হৌং হং নিবমুৰ্ত্তয়ে নমঃ । ঐ হাং বিদ্যাধিপত্যয়ে নমঃ । ঐ হাং হৌং হৌং শিবায়ে নমঃ ।
ঐ হাং কৃষ্ণায় নমঃ । ঐ হৌং শিবসৈ নমঃ । ঐ হুং শিবাটৈ নমঃ । ঐ হৈং কবচায় নমঃ ।
ঐ হৌং নেত্রদ্বয়ায় নমঃ । ঐ হঃ অজ্ঞায় নমঃ । ঐ হাং মন্ত্ৰোচ্চাতায় নমঃ ॥ ৮

ঐ হাং সিদ্ধেয় নমঃ । ঐ হাং স্টেয় নমঃ । ঐ হাং দ্ব্যস্তয়ে নমঃ । ঐ হাং মট্টেয় নমঃ । ঐ হাং
গোপটৈ নমঃ । ঐ হাং কাটোয় নমঃ । ঐ হাং বদ্যটৈ নমঃ । ঐ হাং প্রভটৈ নমঃ ॥ ৯

মন্ত্ৰোচ্চাতৌ কলা জ্যোত্স্নঃ পূৰ্ণপূৰ্ণাবিধু দ্বিতাঃ ॥ ১০

ঐ হাং বায়বদেবায় নমঃ । ঐ হাং বজ্রসৈ নমঃ । ঐ হাং বজ্রটৈ নমঃ । ঐ হাং বট্টেয় নমঃ । ঐ
হাং কন্ডটৈ নমঃ । ঐ হাং কাষটৈ নমঃ । ঐ হাং কনটৈ নমঃ । ঐ হাং ক্ৰিষ্টটৈ নমঃ । ঐ
হাং বৃষ্টেয় নমঃ । ঐ হাং কাৰ্ঘ্যটৈ নমঃ । ঐ হাং ব্রাষ্টেয় নমঃ । ঐ হাং জাষ্টেয় নমঃ । ঐ হাং
মোহিষ্টেয় নমঃ । ঐ হাং জ্বাষ্টেয় নমঃ ॥ ১১

বায়বদেবকলা জ্যোত্স্নয়োদিশ বৃষভজ ॥ ১২

ঐ হাং তৎপুরুষায় নমঃ । ঐ হাং নিবৃষ্টেয় নমঃ । ঐ হাং প্রতিষ্ঠাটৈ নমঃ । ঐ হাং বিষ্ঠাটৈ
নমঃ । ঐ হাং শাষ্টেয় নমঃ ॥ ১৩

জ্যোত্স্নপুরুষটো চতুশ্চৈ বৃষভজ ॥ ১৪

ঐ হাং অঘোরায় নমঃ । ঐ হাং উষাটৈ নমঃ । ঐ হাং কষাটৈ নমঃ । ঐ হাং উষাটৈ নমঃ । ঐ
হাং কষাটৈ নমঃ । ঐ হাং নিজাটৈ নমঃ । ঐ হাং ব্যাষ্টেয় নমঃ । ঐ হাং কৃষাটৈ নমঃ । ঐ হাং
তৃকাটৈ নমঃ ॥ ১৫

কলাবট্টকং কৃষ্ণোদন্ত বিজ্ঞানং তৈত্তর্যং হর ॥ ১৬

ঐ হাং ঈশানায় নমঃ । ঐ হাং সমিষ্টেয় নমঃ । ঐ হাং অকনাটৈ নমঃ । ঐ হাং কৃকাটৈ নমঃ ।
ঐ হাং মারীটো নমঃ । ঐ হাং জালাটৈ নমঃ ॥ ১৭

করিবে । হে কব্জ ! হাং গণপত্যয়ে নমঃ ইত্যাদি যত্নে স্বাক্ষরেন শ্রানীয় ও গচ্ছাদিঘায়া পূজা
করিবে । অনন্তর হাং ব্রহ্মণে নমঃ ইত্যাদি যত্নে লিখিত সেনাপত্নের পূজা করিবে ।
১—৮ ।

নিখিপ্রভৃতি মহাদেবতা মহোদর অষ্টশক্তি । এই সকল দেবতা পূৰ্ণাদি অষ্টদিকে আচেন
এ নিখিপ্র পূৰ্ণাদি অষ্টদিকে ঐ সিদ্ধেয় নমঃ, ইত্যাদি রূপ যত্নে ঐ অষ্টশক্তির পূজা করিবে । হে
বৃষবাহন ! পরে ঐ হাং বায়বদেবায় নমঃ এই যত্নে বায়বদেবের পূজা করিয়া ঐ হাং বজ্রসৈ নমঃ
ইত্যাদি রূপ যত্নে বায়বদেবের জ্যোত্স্নকলার পূজা করিবে । পরে ঐ হাং তৎপুরুষায় নমঃ
—এই যত্নে পূজা করিয়া ঐ হাং বৃষ্টেয় নমঃ ইত্যাদি যত্নে তৎপুরুষদেবের কলাচতুর্দশের পূজা
করিবে । ৯—১৪ ।

অনন্তর ঐ হাং অঘোরায় নমঃ, এই যত্নে অঘোরদেবের পূজা করিয়া, ঐ হাং উষাটৈ নমঃ
ইত্যাদি যত্নে অঘোরদেবের বট্টকলার পূজা করিবে । হে বৃষভজ ! ঐ হাং ঈশানায় নমঃ
এই যত্নে ঈশানদেবের পূজা করত ঐ হাং সমিষ্টেয় নমঃ ইত্যাদি যত্নে ঈশানদেবের পঞ্চ কলার

ঐশান্য কলাঃ শক জ্ঞানীতি বৃষভপুত্র ॥ ১৮

ওঁ হাং শিবপরিবারেভ্যো নমঃ । ওঁ হাং ইন্দ্রায় সুরাধিপত্যে নমঃ । ওঁ হাং অরয়ে তেজোহি-
পত্যে নমঃ । ওঁ হাং যমায় প্রেতাধিপত্যে নমঃ । ওঁ হাং নিখাতয়ে রক্ষোহিপত্যে নমঃ ।
ওঁ হাং বরুণায় জলাধিপত্যে নমঃ । ওঁ হাং বায়বে প্রাণাধিপত্যে নমঃ । ওঁ হাং সোমায়
নক্ষত্রাধিপত্যে নমঃ । ওঁ হাং ঈশানায় সর্কবিজাধিপত্যে নমঃ । ওঁ হাং অনন্তায় নাদাধি-
পত্যে নমঃ । ওঁ হাং ব্রহ্মণে সর্কলোকাধিপত্যে নমঃ । ওঁ হাং ধূলিচণ্ডেশ্বরায় নম ইতি ॥ ১৯
আবাহনং কাপনঞ্চ সন্নিধানঞ্চ শঙ্কর । সন্নিরোধং তথা কুর্য্যাৎ সকলীকরণং তথা ॥ ২০
তৎকৃত্যসঞ্চ মুদ্রায়া দর্শনং ধ্যানমেব চ । পাণ্ডুমাচমনং স্বর্গ্যং পুষ্পাণ্যভ্যঙ্গদানঞ্চ ॥ ২১
তত উত্তরনং স্নানং স্তম্ভকাঙ্কুলেপনম্ । বস্ত্রালঙ্কারভোগাঞ্চ যজ্ঞকাসঞ্চ ধূপকম্ ॥ ২২
দীপং নৈবেদ্যদানঞ্চ হস্তোত্তরনমেব চ । পাণ্ডুমাচমনং গন্ধং তাম্বুলং গীতবাননম্ ॥ ২৩
নৃত্যং ছত্রাদিকরণং মুদ্রাণাং দর্শনং তথা । ক্রুং ধ্যানং জপকাথ একবস্ত্রাব এব চ ॥ ২৪
মূলমন্ত্রেণ বৈ কুর্য্যাৎ জপপূজাসমর্পণম্ । বাহেনী কথিতা পূজা ক্রু পাণবিনাশিনী ॥ ২৫

ইতি ত্রিগন্ধে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

পূজা করিবে । পরে ওঁ হাং শিবপরিবারেভ্যো নমঃ, এই মন্ত্রে পূজাপূর্বক ওঁ হাং ইন্দ্রায়
সুরাধিপত্যে নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে দশদিক্‌শালের পূজা করিবে । হে ক্রু !
তারপর ওঁ হাং ধূলিচণ্ডেশ্বরায় নমঃ, এই মন্ত্রে পূজাপূর্বক মহেশ্বরের আবাহন, কাপন, সন্নি-
ধান, সন্নিরোধন ও সকলীকরণ করিয়া তৎকৃত্যসপূর্বক মুদ্রাপ্রদর্শন ও ধ্যান করিবে । ১৫-২০

পরে পাণ্ডু ও আচমনীয় জল, অর্ঘ্য, পুষ্প, অভ্যঙ্গার্থ তৈল, উত্তরনদ্রব্য, স্নানীয় দ্রব্য,
চন্দনাদি স্তম্ভকি অঙ্কুলেপন, বস্ত্র, অলঙ্কার, ভোজ্যদ্রব্য, অন্ন-রাগদ্রব্য, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও
হস্তোত্তরন দ্রব্য প্রধানপূর্বক পুনর্বার পাণ্ডু, অর্ঘ্য, আচমনীয়, গন্ধ ও তাম্বুল নিবেদন
করিয়া গীতবাক্ত করিবে । তারপর নৃত্য প্রদর্শন ও ছত্রাদি নিবেদন করতঃ মুদ্রা প্রদর্শন
করিবে । বেষতা, ধ্যান ও মন্ত্রের ঐক্যজ্ঞানে মূলমন্ত্রে পূজা ও জপ করিয়া জপসমর্পণ করিবে ।
ক্রু । মহেশ্বরপূজা এই কথিত হইল । এই পূজা করিলে সাধকের সর্কপাপ নষ্ট হয় ।
২১—২৫ ।

ঐগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

হরিকবাচ ।

ও বিশ্বাবহুর্নাম গন্ধর্ব্বঃ কল্যানামধিপতির্নামিত্যে । কল্যাণং সমুৎপাদ্য হৈম বিশ্বাবসবে বাহা ॥ ১ ॥

ত্ৰীলাভো যজ্ঞপ্যাচ্চ কালরাজীং বহাম্যহম্ ॥ ২ ॥

ও নমো ভগবতি স্বককর্ণি চতুর্ভুজে উর্দ্ধকেশি ত্রিনয়নে কালরাজি বাহুবাণাং বসাকধির-
ভোজনে অমুক্তস্ত প্রাপ্তকালস্ত যুতাপ্রদে ২ কট্ট হন হন হহ দহ মাংসকধিরং পচ পচ স্বকপত্তি
বাহা ॥ ৩ ॥

ন তত্ধির্ন চ নক্ষত্রং নোপবাসো বিধীয়তে ॥ ৪ ॥

ক্রুদ্ধো রক্তেন সমার্ক্য্য করো তাত্যাং প্রগৃহ্য চ । প্রদোষে সংজপেৎ লিঙ্গদামপাতক মারয়েৎ ॥ ৫ ॥

ও নমঃ সর্কতো যজ্ঞাণ্যোতদ্বধা জন্তনি মোহনি সর্কশক্রবিজ্রাবিণি ১ রক্ত রক্ত মাংসমুকম্ সর্ক-
ভয়োপদ্রবেভাঃ বাহা ॥ ৬ ॥

ভুক্তে নষ্টে মগাদেব বক্ষ্যেহহং দ্বিজপাদিহ ॥ ৭ ॥

ইতি ত্রীগুরুডে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নানাবিচা নামৈকচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

হরিকবাচ ।

পবিত্রারোহণং বক্ষ্যে শিবস্তানিবনাশনম্ । আচার্য্যঃ সাধকঃ কুর্য্যাৎ পুজকঃ নমসী ১ হর ॥ ১ ॥

সংবৎসরকৃত্যং পূজাং বিয়েশো হরতেহন্তথা । আযাচ্চ প্রাবণে মাঘে কুর্য্যাচ্ছাভপদেহপি বা ॥ ২ ॥

একচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ।

হরি কহিলেন, ও বিশ্বাবহুর্নাম গন্ধর্ব্ব ইত্যাদি যজ্ঞ জপ করিলে ত্রীলাভ হইয়া থাকে ।
অতঃপর কালরাজি যজ্ঞ বলিতেছি । ও নমো ভগবতি স্বককর্ণি ইত্যাদি যজ্ঞকে কালরাজি
যজ্ঞ বলে । এই যজ্ঞ দ্বারা কার্য্য করিতে ত্রিপি ও নক্ষত্রবিচার অনাবশ্যক । সকল ত্রিপি ও
সকল নক্ষত্রেই এই কার্য্য করিতে পাওয়া যায় এবং এই অকুষ্ঠানে উপবাস করিতে হয় না ।
কি তুচ্ছ, কি অভুচ্ছ সকল অবস্থাতেই এই কার্য্য করা বিধেয় । সাধক প্রদোষকালে ক্রুদ্ধ
হইয়া রক্ত দ্বারা হস্তদ্বয় মাঙ্কন করিয়া উভয় হস্তদ্বারা লিঙ্গ ধারণপূর্ব্বক ও নমঃ সর্কতো
যজ্ঞাণ্যোতদ্ব যথা ইত্যাদি যজ্ঞ জপ করিবে । ১—৭ ।

ত্রীগুরুডপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নানাবিচা নামক একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ।

হরি কহিলেন,—শিবের পবিত্রারোহণ বলিব । এই পবিত্রারোহণে সর্কপ্রকার অমঙ্গল
নাশ হয় । আচার্য্য সাধক সমুদ্বিগ্নেই এই কার্য্য করিবে । এক বৎসর পর্য্যন্ত এই কার্য্য
করিতে হয়, অন্তথা বিয়েশ্বর এই পূজাকল হরণ করেন । আযাচ্চ, প্রাবণ, মাঘ কিংবা ভাদ্র-

১ । বিদ্যারিণি । ২ । নমসো ।

নিমন্ত্র্যানেন তিষ্ঠেতু কুর্কনু গীতাদিকং নিশি । মন্ত্ৰিতানি পবিত্রানি স্থাপয়েদেবপার্বতঃ ॥ ১৬
 রাধাদিত্যং চতুর্দশং প্রাগ্, কৃত্বক প্রপূজয়েৎ । ললাটস্থং বিদুৰ্জপং ধ্যানাদ্যানং প্রপূজয়েৎ ॥
 পশ্চৎ প্রোক্ষিতান্তেবং চক্রেনার্জিতাক্ষধ । সংহিতামান্তান্তেব ধূপিতানি সমৰ্পয়েৎ ॥ ১৭
 নিমন্ত্র্যাক্ষকং চাহৌ বিদ্যাত্ত্বাক্ষকং ততঃ । আশ্রুতত্বাক্ষকং পশ্চাদ্বেবকাখ্যাং ততোহর্চয়েৎ ॥ ১৮

ও হৌং নিবৃত্ত্যায় নমঃ । ও হৌং বিদ্যাত্ত্বায় নমঃ । ও হাং আশ্রুতত্বায় নমঃ । ও হাং
 ত্বাং হুং কোং সৰ্ব্বত্বায় নমঃ ॥ ২০

ও কলাম্বনা জয়া দেব বদন্তঃ মামকে বিধৌ । কৃতং ক্রিষ্টং সমুৎকৃষ্টং কৃতং শুশ্রূষং কৃতম্ ।
 সর্গাস্ত্রনাম্বনা শক্তো পবিত্রেণ বদিক্ষমা ॥ ২১

ও পূরয় পূরয় মণ্ডিতং ত্রিবিমেষরায় সর্গত্বাক্ষকায় সর্গকারণপালিতায় ও হাং হৌং হুং
 হৈঃ হৌং শিবায় নমঃ ॥ ২২

পূর্করনেব হৌ সন্তাং পবিত্রাণাং চতুর্দশম্ । বহা বক্রেঃ পবিত্রক গুরো দক্ষিণাং বিশেৎ ।
 বনিনহা বিজানু চোজা চতুঃ প্রাৰ্জি বিসর্জয়েৎ ॥ ২৩

ইতি ত্রিগকুণ্ডে মহাপুরাণে পূর্বপণ্ডিত শিবের পবিত্রারোহণ নাম ত্রিচছারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪২ ॥

ত্রিচছারিংশোহধ্যায়ঃ ।

হরিকবাচ ।

পবিত্রারোহণং বক্ষ্যে কৃষ্ণমুক্তিপ্রদং হরে । পুরা দেবাত্মরে যুগে ব্রহ্মাভ্যাসঃ শরণং যযুঃ ॥ ১
 বিকুণ্ঠ তেবাং দেবানাং স্তবঃ ত্রৈলোক্যকং নদৌ ॥ ২

এই প্রকারে নিমন্ত্রণ করিয়া গীতবাদ্যাদি করত রাজিহাসন করিবে । তৎপরে নিমন্ত্রিত
 পবিত্র দেবপার্বত স্থাপন করিবে । চতুর্দশী তিথিতে স্নান করিয়া প্রথমত সূর্য্যপূজা করিয়া
 কৃতপূজা করিবে । তারপর ললাটে বিদুৰ্জপ দেবের ধ্যান করিয়া পূজা করিবে । পরে কটু মস্তে
 প্রোক্ষণ করিয়া নমঃ মস্তে অর্চনা করিবে এবং কটু নমঃ মস্তে পবিত্র ধূপিত করিয়া সমৰ্পণ
 করিবে । আদিত্যে নিবৃত্ত্য, তৎপরে বিদ্যাত্ত্ব ও শ্বেবে আশ্রুতত্ব এবং দেবত্ব এই তত্ত্বচতুষ্টয়ের
 পূজা করিবে । তৎপূজার প্রণামী মূলে ব্রহ্মবা । অনন্তর ও হৌ হৌ কো সৰ্ব্বত্বায় নমঃ,
 এই মস্তে পূজা করত “ও কলাম্বনা জয়া দেব” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া পবিত্র নিবেদন
 করিবে । পূর্কোক্ত প্রকারে পবিত্রচতুষ্টয় নিবেদনপূর্বক বজ্রিহবকে পবিত্র প্রদান করিয়া
 শুক্লক দক্ষিণা দিবে । তারপর বলিপ্রদান করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইবে এবং চণ্ডেশ্বরের
 অর্চনান্তে বিসর্জন করিবে । ১০—২৩ ।

ত্রিগকুণ্ডপুরাণে পূর্বপণ্ডিত শিবের পবিত্রারোহণ নাম ত্রিচছারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

ত্রিচছারিংশ অধ্যায়ঃ ।

হরি কহিলেন, এক্ষণে হরির পবিত্রারোহণ বলিতেছি । এই কার্য্যে ইহকালে বিবিধ-
 ভোগ ও পরকালে মুক্তিলাভ হয় । পূর্বকালে দেবাত্মরূপে সময়ে ব্রহ্মাদি দেবগণ বিকুর
 শরণাপন্ন হইয়াছিলেন । তাহাতে বিকু সেকি দেবগণকে গ্রীবাভূষণ এবং একটা শস্ত প্রদান

এতৌ দৃষ্ট, বিলম্বাতি দানবান্ হতবীজয়িঃ । বিকৃত্তে হতবীজাগো বাহুকেরুজ্জগদা ॥ ৩
বৃত্তীত চ পবিজ্ঞাখ্যঃ বরকেদং বৃক্ষজঃ । গৈবেয়ং হরিদন্তং মদ্যরা খ্যাতিমেবাতি ।

ইত্যুক্তে তেন দেবাংস্তারান্ চ তদ্বৎ দদৌ ॥ ৪

প্রাবৃষ্টকালে তু যে মর্ত্য্যানার্জিত্যস্তি পবিজ্ঞকৈঃ । তেবাং সাংবৎসরী পূজা বিফলা চ ভবিষ্যতি ।
তন্মাং সর্কেষু হেবেষু পবিজ্ঞারোহণং ক্রমাৎ ॥ ২

প্রতিপদপূর্ণিমাশুভা যন্ত যা তিথিরচ্যতে : বাদস্তাং বিফবে কার্ধ্যাং শুক্রে কক্ষেহপবা হয় ॥ ৬
ব্যতীপাতেহয়নে চৈব চজ্জহ্বাএহে শিব । বিফবে বৃদ্ধিকার্যো চ গুরোরাগমনে তথা ।

নিত্যং পবিজ্ঞমুদ্বিষ্টং প্রাবৃষ্টকালে অবশ্যকম্ ॥ ৭

কৌষেয়ং পট্টহুত্রং বা কার্পাসং কোমমেব বা : কুশশুভ্রং দিকান্নাং স্তাজ্জাজ্জাং কৌষেয়পট্টকম্ ॥ ৮
বৈশ্যানাকৌর্ণকং কোমং পূজাণাং নবংকৃতম্ । কার্পাসং পদ্মজকৈব সর্কেবাং শস্ত্রমীশ্বর ॥ ৯

ব্রাহ্মণ্য কচ্ছিতং শূত্রং ত্রিগুণং ত্রিগুণীকৃতম্ । ওঙ্কারোহণ শিঃ সোমো হুগ্নিত্রিমা গলী বহিঃ ॥

বিয়েশো বিষ্ণুরিত্যেতে স্থিতান্তস্তমু দেবতাঃ । ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ত্রিশূত্রে দেবতাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১১

সৌবর্ণে রাজতে তাস্মৈ বৈগণে যুগ্ময়ে জসেৎ । অগ্নুষ্ঠেন চতুষ্টিঃ শ্রেষ্ঠং মধ্যং তদধ্বতঃ ॥ ১২

তদধ্বা তু কনিষ্ঠা স্তাং শূত্রমট্টোত্তরং শতম্ । উত্তমং মধ্যমকৈব কল্পসং পূর্ববৎ ক্রমাৎ ॥ ১৩

করেন, দানবগণ তাহা দেখিয়া সেই গ্রীবাভূষণ ও ধ্বজ গ্রহণ করিতে উৎসুক হইলে, হরি তাহাদ্বিগকে কহিলেন, তোমরা পবিজ্ঞাখ্য বর প্রার্থনা কর : তখন বাহুকির অমুজ নাগ বলিল, হরিদন্ত গ্রীবাভূষণ আমার নামে বিখ্যাত হইবে । সেই নাগ এই কথা বলিলে, বিষ্ণু “তথাস্তু” বলিয়া তাহাকে বরপ্রদান করিলেন । যে সকল মানব বর্ষাকালে পবিজ্ঞার্চন না করে, তাহাদ্বিগের সাংবৎসরকৃত পূজা বিফল ; এ নিমিত্ত ক্রমাত্মসারে সকল দেবতার পবিজ্ঞারোহণ করা কর্তব্য । প্রতিপদাদি পূর্ণিমাশু যে যে তিথিতে যে যে দেবতার পবিজ্ঞারোহণ বিহিত আছে, সেই সেই তিথিতে সেই সেই দেবতার পবিজ্ঞারোহণ করিতে হইবে । হে কল্প ! শুক্ক কিংবা কৃষ্ণপক্ষীয় ষাটশীতিথিতে বিষ্ণুর পবিজ্ঞারোহণ করা বিধেয় । ব্যতীপাত-
যোগে, উত্তরায়ণ কিংবা দক্ষিণায়ন সংক্রান্তিতে, চজ্জহ্বা বা সূর্য্যগ্রহণকালেও বিষ্ণুর পবিজ্ঞারোহণ করিলে সমধিক পুণ্য হয় । বিবাহাদি মঙ্গল কার্য্যে ও গুরুদেবের আগমনে পবিজ্ঞারোহণ করিবে । বিশেষতঃ বর্ষাকালে পবিজ্ঞারোহণ কর্তব্য । ব্রাহ্মণের পবিজ্ঞ কৌষেয়শূত্র, পট্টশূত্র, কার্পাসশূত্র, কোমশূত্র অথবা কুশশূত্রদ্বারা নির্মিত ; ক্ষত্রিয়ের পবিজ্ঞ কৌষেয়শূত্র ও পট্টশূত্ররচিত ; বৈশ্যের পবিজ্ঞ নববকলশূত্রকৃতই প্রশস্ত । কার্পাসশূত্র ও পদ্মশূত্ররচিত পবিজ্ঞ সর্কেবর্ণের পক্ষেই বিহিত । ১—৯ ।

ব্রাহ্মণীকর্তৃক রচিত শূত্র ত্রিগুণিত করিয়া পুনরায় ঐ ত্রিগুণীকৃত শূত্রে ত্রিগুণ করিয়া পবিজ্ঞ করিবে । ওঙ্কার, শিব, চজ্জমা, অগ্নি, ব্রহ্মা, অনন্ত, সূর্য্য, গণেশ ও বিষ্ণু, ইহার প্রধ্বনিত দেবতা । ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই দেবতায় ত্রিগুণিত শূত্রে অধিষ্ঠিত আছেন । সূর্য্যময়, রৌপ্যরচিত, তাম্রনির্মিত, বংশপ্রস্তুত অথবা মৃদয় পাত্রে পবিজ্ঞ স্থাপন করিবে : অগ্নুষ্ঠদ্বারা, উৎকৃষ্টপবিজে চতুষ্টি, মধ্যমপবিজে দ্বিজিৎপৎ ও কনিষ্ঠপবিজে ষোড়শ এত্ৰি

১ । বিনম্র্যস্তি দানবা ।

উত্তমোহুষ্ঠমানেন মধ্যমো মধ্যমেন তু । কল্পে চ কনিষ্ঠেন অঙ্গুলা গ্রহয়ঃ শ্রুতাঃ ।

বিমানেন শুভিলে তৈব এতৎ সামন্তলক্ষণম্ ॥ ১৪

নিরোদগঃ পবিত্রস্ত প্রতিমায়াঃ কারয়েৎ । হস্তাতিরুমানেন আভ্যাসবলধিনী । ১৫

অষ্টোত্তরসহস্রেন চত্বারো গ্রহয়ঃ শ্রুতাঃ । বটজিংগচ্চ চতুর্বিংশদংশ গ্রহয়োহথবা ॥ ১৬

উত্তমাধিষু বিজ্ঞেয়াঃ পর্বতির্কো পবিত্রতম্ । চচ্চিতং কুঙ্কুমেনৈব হরিত্রাচমনেন বা । ১৭

সোপবাঃ পবিত্রস্ত পাত্রমধিবাসয়েৎ । অশ্বখপত্রপুটকে অষ্টদিক্ নিবেশিতম্ ॥ ১৮

দণ্ডকাষ্ঠং কুশাগ্রক পূর্বে সঙ্কর্ষণেন তু । রোচমাকুঙ্কুমেনৈব প্রজ্ঞায়েন তু দক্ষিণে ॥ ১৯

বুদ্ধার্থী কলসিদ্ধার্থমনিরুদ্ধেন পশ্চিমে । চন্দনং নীলযুক্তক তিলভণ্ডাকং তথা ।

আগ্নেগাদিষু কোণেষু জিহাদীনাং ক্রমাস্তাদেৎ ॥ ২০

পবিত্রং বাহুদেবেন অভিমন্ত্য সঙ্কং সঙ্কং । দৃষ্ট্বা পুনঃ প্রপূজ্যাপ বস্ত্রোচ্ছাদ্য যত্নতঃ ॥ ২১

দেবস্ত পুরতঃ স্থাপ্য প্রতিমামুলস্তু বা । পশ্চিমে দক্ষিণে তৈব উত্তরে পূর্বে ক্রমাৎ ॥ ২২

ব্রাহ্মণাধীঃ স সংস্থাপ্য কলসকাথ পূজয়েৎ । অস্ত্রেন যণ্ডলং কুড়া নৈবেদ্যক দম্পয়েৎ ॥ ২৩

অধিবাস্ত পবিত্রস্ত ত্রিহস্তঃ নবমেব বা । বেদিকাং বেটুগিহা তু আত্মানং কলসং যুতম্ ॥ ২৪

অগ্নিকুণ্ডং বিমানক যণ্ডপং গৃহমেব চ । শূজমেতচ্চ সংগৃহ্য হস্ত্যাদেবস্ত যুজ্জনি ॥ ২৫

দেবে । মতান্তর এই যে, প্রেষ্ঠ পবিত্রে অষ্টোত্তরপত্র, মধ্যমে চতুঃপঞ্চাশৎ ও কনিষ্ঠপবিত্রে সপ্তবিংশতি গ্রহি দিতে হয় । উত্তম পবিত্রে অঙ্গুষ্ঠপ্রমানে, মধ্যম পবিত্রে মধ্যমাঙ্গুলিপ্রমাণে এবং কনিষ্ঠপবিত্রে কনিষ্ঠাঙ্গুলিপ্রমাণে গ্রহি দিতে হইবে । ইহাই পবিত্রের সামান্ত লক্ষণ ; বিশেষ লক্ষণ পরে বর্ণিত হইবে । প্রতিমাতলে মন্তকপরিমিত পবিত্র করিবে । অস্ত্রতলে হস্ত, নাভি, উরু ও জাহ্নু পরিমিত পবিত্র করিতে হইবে । অষ্টোত্তরসহস্র মন্ত্র জপ করিয়া পবিত্রে চারিটি গ্রহিবন্ধন করিবে, অথবা বটজিংগা, চতুর্বিংশতি ও ষাটপ গ্রহি দিয়া পবিত্র বন্ধন করিবে । উত্তমাধি পবিত্রে বথানিয়মে পূর্বে পূর্বে গ্রহিবন্ধন করিয়া কুঙ্কুম, হরিত্রা বা চন্দনদ্বারা রঞ্জিত করিবে । পরে সাধক উপবাসী থাকিয়া পূর্বোক্ত পাত্রে পবিত্র সংস্থাপন করত পট্টাদি দ্বারা পবিত্রের অধিবাস করিবে । তারপর অশ্বখপত্ররচিত পুটদ্বারা দণ্ডকাষ্ঠ ও কুশাগ্র স্থাপন করিয়া অষ্টদিকে বিস্তৃত করিবে । পুটক স্থাপনের ক্রম এই—পূর্বদিকে সঙ্কর্ষণ-মন্ত্রে, দক্ষিণদিকে গোয়োচনা ও কুঙ্কুমের সহিত প্রজ্ঞায়মন্ত্রে, পশ্চিমদিকে কল ও সর্বপের সহিত অনিরুদ্ধমন্ত্রে, অগ্ন্যদিকোণে চন্দন, নীল তিল, ভণ্ড ও তণ্ডুলের সহিত ক্রমাক্রমে লক্ষী প্রস্তুতি মন্ত্রে ঐ পুটক স্থাপন করিবে । ১০—২০ ।

পরে বাহুদেবমন্ত্রে পবিত্র অভিমন্ত্রিত করিয়া পুনর্বার দর্শন, পূজা ও বস্ত্রাধারা আচ্ছাদন করিয়া দেবপ্রতিমার পূর্বে স্থাপন করিবে এবং পূর্ববৎ ক্রমাক্রমে পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তরে স্থাপন করিতে হইবে । পরে কলস স্থাপনপূর্বক ব্রাহ্মণাদির পূজা করিবে এবং অস্ত্র দ্বারা যণ্ডল করিয়া নৈবেদ্য নিবেদন করিবে । পূর্বোক্তরূপে পবিত্রের অধিবাস করিয়া নৃত্যম শূজায় দ্বারা বেটী বেটন করিয়া সাধক স্বীয় শরীর, কলস, অগ্নিকুণ্ড, বিমান, যণ্ডপ ও গৃহ এই সকলে শূজাদ্বারা বেটন করিবে এবং একগাছি হস্ত্র লইয়া দেবতার মন্তকে দিবে । ২১—২৫ ।

অণু ১' গঠেদিমঃ বহু পুঙ্খনিদা নহেঅনয় । আবাহিতোহদি বেবেদ পুঙ্খাৰ্ণঃ পরমেশ্বর ।

ଉତ୍କଳଜାତେଷ୍ଠସିଦ୍ଧାନ୍ତମାଧ୍ୟାୟାଂ ନମିତ୍ତଃ । ୨୦

একরাজ্যে জিরাডং বা অধিবাস্ত পৰিভ্রমকম্ । রাজ্যে ষাঙ্গরং কৃষা শ্রোতঃ সঙ্গুজ্য কেশবম্ । ২৭

আরোপের ক্রমেইব কোঠমধ্যবনীয়াসম । ধূপরিয়া পবিজ্ঞান যজ্ঞেইবাতিবজ্ঞের ॥ ২৮

ঐক্যগণিতকৈব পূজয়েৎ কুস্থমাদিতি: । শাস্ত্রা চাচ্চিৎ তেন দেবং সম্পূজ্য দাপয়েৎ ॥ ২৯

নমঃ পূজকলত্রৈঃ সুভগুচ্ছং ধারয়েৎ । বিত্তভোগাদিকং সন্ধ্যাং মহাপাতকনাশনম্ ।

ନର୍କିନାମକହଃ ଏବଂ ତଦାଞ୍ଚେ ହାରହାସାୟ ॥ ୩୦

এবং ধূপাদিনাত্যর্ক্য বধ্যযাদীন সমর্পণেৎ । পবিত্রং ত্রৈলোক্যং তেজঃ সর্বপাতকনাশনম্ ।

ধর্মকামার্ঘসিদ্ধার্থে যতস্তে দ্বারপ্রাশ্নয়ঃ ॥ ৩১

বনমালাং সমভ্যর্চ্য খেন মস্ত্রেণ দাপঃস্বয়ং । নৈবেদ্যং বিবিধং দত্ত্বা কুসুমাদেবলিং হরেৎ ॥ ৩২

অগ্নিঃ সৰ্জন্য তজ্জাপি স্বাৰশাস্ত্ৰ-মহানতঃ । অষ্টোত্তরশতেনৈব দদ্যাৎকେচপবিত্রকম ॥ ৩৩

আবৌ দ্বার্বাযাদিঃ তা তজ চৈকং পবিত্রকর । বিধেয়ং ততঃ প্রচী । শুকদ্বাযাদিতিইয় ।

বেদান্তো নষ্টেহং কৃতাক্সিপুটচিত্তঃ । ৩৪

জানতোহজামতো বাপি পূজনাহি কৃতং যয়া । তং নরকং পূর্ণমেবাত স্বংগ্রনাতাং অরোখন ॥৩৭

দেবতার যন্তকে সূত্র প্রদানপূর্বক মহেশ্বরের পূজান্তে আবাহিতোহসি দেবেশ ইত্যাদি
 যুক্ত হইয়া পাঠ করিবে । “হে শরেশ্বর । আমি তোমাকে পূজা করিবার নিমিত্ত আবাহন
 করিতেছি । প্রাতঃকালে তোমার পূজা করিব । তুমি সেই পূজোপকরণসমিধানে আবহুঁত
 হও ।” এইরূপে একরাত্র বা তিরাত্র পবিত্রের অধিবাস করিয়া রাত্রি আগমন করত প্রাতঃ-
 কালে কেশবের পূজা করিয়া স্যোম মধ্যম ও কনিষ্ঠ ক্রমে পবিত্রাহোহণ করিবে । ঐ পবিত্র
 ধূপিত করিয়া পূর্বোক্তমন্ত্রে অতিমন্ত্রিত করিবে । অনন্তর পবিত্রগ্রাহিতে অপ করিয়া পুষ্পাদি-
 দ্বারা পূজা করিবে । পরে গায়ত্রীমন্ত্রে পবিত্রের পূজা করিয়া সেই অতিষ্ঠ পবিত্র দ্বারা দেবতার
 পূজান্তে দেবতাকে সেই পবিত্র প্রদান করিবে । পরে বিষ্ণুসমীপে প্রার্থনা করিবে । ২০—২১।

“আমি পুত্রকমজাদির সহিত পবিত্র ধারণ করিতেছি। হে দেব। আমি বিত্তহীন, রক্ষণহীন, মহাপাতক-বিনাশকারী ও নরকপাপকরকারক এই পবিত্র তোমার সমীপে ধারণ করিতেছি।” প্রথম পবিত্র ধারণ করিয়া ধূপাদি দ্বারা অর্চনপূর্বক এই ক্রমে মধ্যমাহি পবিত্র ও বিকৃত সমর্পণ করিবে। “সর্বপাপবিনাশকুশল বিকৃত ভোজ্যবস্ত্র পবিত্র আমি ধর্মকার্যার্থসম্ভার্য হৌর্য কর্তে ধারণ করিতেছি,” এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া বিকৃতসমীপে স্ততি পাঠ করিবে। পরে বনমালার অর্চনা করিয়া বথোক্ত মন্ত্রে নিবেদন করিবে এবং বিবিধ নৈবেদ্যাদি উপহার নিবেদন করিয়া কুহুমাদি বলি প্রদান করিবে। তারপর অগ্নিদেবতাপূর্বক সেই অগ্নিতে দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত একটি পবিত্র অটোস্তরশতবার অতিমন্ত্রিত করিয়া প্রদান করিবে। প্রথমতঃ সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া একটা পবিত্র প্রদান করিবে; অনন্তর বিশ্বকর্মেদেবের পূজা করিয়া অর্ঘ্যাদি দ্বারা গুরুত্ব করিবে এবং দেবের মধ্যে কৃত্য-কলিপুটে অবস্থান করত পশ্চাত্ত্বক “জানতোহজানতো বাপি” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে।

মণিবিজয়মালাভিষেকানুষ্ঠানাদিতিঃ । ইয়ং সাংবৎসরী পূজা তবাত্ত গুরুত্বজ্ঞা ॥ ৩৬
 বনমালা যথা দেব কৌন্তলং সততং হুহি । তবৎ পবিজ্ঞং তন্তুনাং মালাং হুং হুদয়ে ধর ॥ ৩৭
 এবং প্রার্থ্য বিজানুভোজ্য দ্বাভ্যেত্যন্ত দক্ষিণাম্ । বিসর্জয়েৎ তু ভেদৈব সায়াহ্নে তপয়েৎহুহনি ॥
 সাংবৎসরীমযাং পূজাং সম্পাদ্য বিধিবদ্যতী । তজ পবিজ্ঞকেদানীং বিকুলোকং বিসর্জিতঃ ॥ ৩৮

ইতি ত্রিগুরুপুস্তকে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে ত্রিচহারিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

চতুস্তহারিংশোধ্যায়ঃ ।

হরিকথাচ ।

পূজয়িত্বা পবিজ্ঞাটোত্রাৎ ধ্যায়া হরিকথং । ত্রয়ধ্যানং প্রদক্ষ্যাস মায়াযত্র প্রমর্দকম্ ॥ ১
 যজ্ঞেদ্বাযনস্য প্রাজ্ঞস্তং যজ্ঞক্ জ্ঞানমায়নি । জ্ঞানং মহতি সংযজ্ঞেদ্ব ইজ্ঞেত্ জ্ঞানমায়নি ॥ ২
 দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি-প্রাণাৎকারবর্জিতম্ । বর্জিতং কৃততয়াটৌ-ওঁ নঃশাসনাদিতিঃ ॥ ৩

“হে দেবেশ ! আমি জ্ঞানত বা অজ্ঞানত যে পূজা করিয়াছি, যদি তাহার কোন অঙ্গত্বাদি
 দোষ হইয়া থাকে, তবে তোমার প্রসাদে আমার পুণ্যর সেই সমস্ত দোষ নিবৃত্ত হউক—
 পূজা সকল হউক ।” ৩০—৩৪ ।

“হে গুরুত্বাহন ! মণি ও বিজয়মালা ও খন্ডাদির কুহুমদ্বারা কৃত তোমার এই বার্ষিকী
 পূজা সকল হউক । হে দেব ! তোমার হৃদয়ে যেমন কৌন্তল ও বনমালা সতত বিজ্ঞান্যমান,
 তেমনই এই পূজময় পবিজ্ঞও হৃদয়ে ধারণ কর ।” এ প্রকার প্রার্থনা করিয়া ত্রাঙ্কণ
 ভোজন করাইবে এবং তাঁহাদিগকে দক্ষিণা প্রদান করিবে । পরদিন সাংসকালে বিসর্জন
 করিবে । “হে পবিজ্ঞ ! আমি বিধিপূর্বক এই বার্ষিকীপূজা সম্পাদন করিয়া তোমাকে
 বিসর্জন করিলাম । তুমি বিকুলোকে গমন কর ।” ব্লোকত এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পূজা দাখ
 করিবে । ৩৫—৩৯ ।

ত্রিগুরুপুস্তকে পূর্বখণ্ডে ত্রিচহারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

চতুস্তহারিংশ অধ্যায়ঃ ।

হরি কহিলেন, সাধক এইরূপে পবিজ্ঞবারা পূজা করিয়া ত্রাঙ্কণ ধ্যান করিলে বিকুণ্ঠ
 জাত করিতে পারে । এক্ষণে সেই ত্রয়ধ্যান বলিতেছি । এই ধ্যানপ্রভাবে সাধকগণ সংসার-
 মায় হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে । মন ও বাক্য দ্বারা সেই ত্রাঙ্কণ অর্চনা করিলে তিনি
 সাধককে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন । যে মানব ঈশ্বরজ্ঞান অতিলাষ করে, তাহাকে তৎকালীন
 দিয়া থাকেন । সেই ত্রাঙ্কণ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রাণ ও অহঙ্কার বিছুই নাষ্ট । তিনি

ব্রহ্মকাশং নিরাকারং সদানন্দময়নাদি বৎ । নিত্যং শুদ্ধং বুদ্ধয়ুগং সত্যানন্দময়ম্ ॥ ৪
 তুরীয়মকরং ব্রহ্ম অহমখি পরং পদম্ । অহং ব্রহ্মতাবদানং সমাধিরপি গীততে ॥ ৫
 আত্মানং রপিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু । বুদ্ধিঃ সারথিঃ বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥ ৬
 ইন্দ্রিয়ানি চয়ানাঙ্কবিন্যাসেষু গোচরাঃ । আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তো ভোক্তৃত্যাহর্ননীষিণঃ ॥ ৭
 যন্ত বিজ্ঞানবানাত্মা যুক্তেন মনসী সত্বা ॥ ৮ স তু তৎপদমাপ্নোতি স হি কুর্যো ন কাশতে ॥ ৮
 বিজ্ঞানসারার্থিযন্ত মনঃপ্রগ্রহবানবঃ । অধুঁক্তাঃ পারম্যাপ্নোতি তদ্বিকোঃ পরমং পদম্ ॥ ৯
 অহিংসাদি বমঃ প্রোক্তঃ শৌচাদি নিয়মঃ স্মৃতঃ । পদ্মাস্ত্রাক্তমানসক প্রাণায়ামো মকঙ্করঃ ॥ ১০
 প্রত্যাহারো জয়ঃ প্রোক্তো ধ্যানমীশ্বরচিন্তনম্ । মনোযুক্তির্ধারণা স্ত্রাং সমাধির্ব্রহ্মাণি তিতিঃ ॥
 অযুক্তৌ চেৎসে স্ত্রাং তু ততো বুদ্ধিঃ বিচিন্তয়েৎ । হৃৎপদ্মকর্ণিকামধ্যে শব্দচক্রগদাধরঃ ॥ ১২
 ত্রিংশকোত্তভবুতো বনমালাধিয়া যুতঃ । নিত্যঃ শুদ্ধো বুদ্ধিযুক্তঃ সত্যানন্দাহ্বরঃ পরঃ ॥ ১৩
 আত্মাহং পরমং ব্রহ্ম পরমজ্যোতিরেব তু । চতুর্লিংগতিমুষ্টিঃ স শালগ্রামশিলাস্থিতঃ ॥ ১৪

ভৌতিক মনুষ্কহীন, নির্ভুল, অজ্ঞ ও অশনাদি রহিত । ব্রহ্ম অহং প্রকাশমান, নিরাকার, সদানন্দ, অনাদি, সনাতন, নির্মল, কেবল বুদ্ধির বিষয়ীভূত, ঐশ্বর্যযুক্ত, সত্য, আনন্দরূপ এবং অমিত্যীয় । “আমিই সেই তুরীয় অকর পরমপদ ব্রহ্ম”, এইরূপ ধ্যানাবস্থাকে সমাধি বলে । এই সমাধি প্রভাভেই “অহং ব্রহ্ম” এইরূপ দৃঢ় জ্ঞান হইয়া থাকে । খীর আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি, মনকে প্রগ্রহ (জাগাম) এবং ইন্দ্রিয়গণকে অশ্বরূপ জ্ঞান কর । এইরূপ রথচর্যা প্রভাবে বিষয়জ্ঞান লাভ হয় । আত্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মনঃসংযুক্ত পুরুষকে ভোক্তা বলিয়া থাকেন । বিজ্ঞানই পূর্বোক্ত রূপের সারথি । যে ব্যক্তি বিজ্ঞান বাহিত ও মনের সহিত সংযুক্ত হইয়া সত্য বিচরণ করে (আত্মতত্ত্ব-সন্ধান বাহার মনঃ সর্জন্য অহরন্তু থাকে), সেই পুরুষ জনারামে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয় । তাহার পুনর্জন্ম সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না । ১—৮ ।

যে ব্যক্তি বিজ্ঞানকে সারথি ও মনকে প্রগ্রহ করিয়া তত্ত্বাস্থলানার্থ বিচরণ করে, সে ব্যক্তি স্বর্গনদীর পার প্রাপ্ত হয় এবং বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করিতে পারে । হিংসাদিনিবৃত্তিকে সংযম, সদাচার প্রতিপালনকে নিয়ম, পদ্মাস্ত্রকে আসন, বায়ুনিরোধকে প্রাণায়াম, বায়ু-পরাক্রমকে প্রত্যাহার, ঈশ্বরচিন্তাকে ধ্যান, মানসিক বেগ নিবারণকে ধৃতি এবং ব্রহ্ম মনঃস্থাপনকে সমাধি বলে । নিরাকার ঈশ্বরে মনঃস্থাপন করিয়া চিন্তা করা অতি দুষ্কর ব্যাপার ; অতএব যুক্তি কল্পনা করিয়া চিন্তা করিবে । হৃৎপদ্ম কর্ণিকামধ্যে শব্দচক্রগদাধর, বক্ষঃস্থলে ত্রিংশ ও কোত্তভ দ্বারা শোভিত বনমালাধারী লক্ষ্মীসহ বিরাজিত, সনাতন, নির্মল, নিত্য-জ্ঞানরূপ, সত্যানন্দময়, পরমপুরুষ, সত্বা, পরমব্রহ্ম, পরমজ্যোতির্ময় চতুর্লিংগতিমুষ্টিবিশিষ্ট,

দ্বারকাহিলাসংস্থা ধ্যেয়ঃ পুণ্ড্রোহপি বা হরিঃ ।

মনসোহভীপিতং প্রাপ্য দেবো বৈমানিকে। ভবেৎ ।

নিকামো মুক্তিরাপ্নোতি যুক্তিং ধ্যায়ন্ স্তবন্ ভপন্ ॥ ১৫

ইতি ত্রিগড়পুরাণে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে যুক্তায়ুক্তধ্যানং নাম চতুশ্চক্রারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচক্রারিংশোহধ্যায়ঃ ।

হরিকথাচ ।

প্রমথ্যঃ কথয়িষ্যামি শালগ্রামস্ত মক্ষণম্ । শালগ্রামশিলাস্পর্শাৎ কোটিজন্মাবশ্যনম্ ॥ ১

শঙ্খচক্রগদাপদ্মৌ কেশবাখ্যৌ গদাধরঃ । সাক্ষকৌমোদকৌচক্র-শঙ্খী নারায়ণৌ বিভূঃ ॥ ২

সচক্রশঙ্খাজগদৌ মাধবঃ ত্রিগদাধরঃ । গদাজশঙ্খচক্রী বা গোবিন্দোহর্জ্যো গদাধরঃ ॥ ৩

পদ্মশঙ্খারিসহিনে • বিষ্ণুরূপায় তে নমঃ । শঙ্খাজ-গদা-চক্র-মধুসূদনযুগ্ময়ে ॥ ৪

নমো গদারিশঙ্খাজ-যুক্তিভ্রৈবিক্রমায় চ : সাক্ষিকৌমোদকৌপদ্ম-শঙ্খায়নযুগ্ময়ে ॥ ৫

চক্রাজশঙ্খগহিনে নমঃ ত্রিধরযুগ্ময়ে । হৃষীকেশারাজগদা-শঙ্খিনে চক্রিণে নমঃ ॥ ৬

সাক্ষচক্রগদাশঙ্খ-পদ্মনাতবরূপিণে । দ্ব্যমোদর শঙ্খচক্র-গদাপদ্মিন্ নমো নমঃ ॥ ৭

শালগ্রামশিলাধিষ্ঠিত এবং দ্বারকাহি শিলাতে অবস্থিত নারায়ণকে যে ব্যক্তি আত্মস্বরূপ ধ্যান করিয়া পূজা করে, সেট ব্যক্তি মনোহতিলবিত বিষয়ভোগে বিভক্ত হইয়া বিমানচর দেবতুল্য হয় । নিকাম হইয়া হরিকে ধ্যান, স্তব এবং তদীয় মন্ত্র জপ করিলে তাহার মুক্তি লাভ হয় । ১—১৫ ।

ত্রিগড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে যুক্তায়ুক্ত ধ্যান নামক চতুশ্চক্রারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচক্রারিংশ অধ্যায়ঃ ।

হরি কহিলেন,—প্রমথতঃ শালগ্রামলক্ষণ বলিব । একবার শালগ্রামশিলা স্পর্শ করিলে কোটিজন্মাক্তিত পাপ বিনষ্ট হয় । যে শালগ্রাম শিলাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম এই চতুর্বিধ চিহ্ন বর্তমান আছে, তাহার নাম কেশব । যে শিলাতে পদ্ম, গদা, চক্র ও শঙ্খাকার চিহ্ন থাকে, তাহাকে নারায়ণ বলে । চক্র, শঙ্খ, পদ্ম ও গদাচিহ্নযুক্ত শিলার নাম মাধব । গদা, পদ্ম, শঙ্খ, ও চক্রাবিত শালগ্রাম শিলাকে গোবিন্দ বলা যায় । বাহাতে পদ্ম, শঙ্খ, চক্র ও গদা চিহ্ন আছে, তাহার নাম বিষ্ণু । শঙ্খ, পদ্ম, গদা ও চক্রযুক্ত শিলার নাম মধুসূদন । গদা চক্র, শঙ্খ ও পদ্মচিহ্নাবিত শিলার নাম ত্রিধিক্রম । চক্র, গদা, পদ্ম ও শঙ্খাক্তিত শিলার নাম বামন । চক্র, পদ্ম, শঙ্খ ও গদাচিহ্নিত শিলাকে ত্রিধর ও পদ্ম, গদা, শঙ্খ ও চক্রযুক্ত শালগ্রামকে হৃষীকেশ বলে । পদ্ম, চক্র, গদা ও শঙ্খচিহ্নাবিত শিলাকে পদ্মনাত ; শঙ্খ, চক্র,

• পদ্মশঙ্খাজগহিনে ইতি বা পাঠঃ ।

গজাস্তম্ভ গণঃ কন্যঃ যম্মুখোহনেকথাগণঃ । এতেহচ্ছিতাঃ স্থানিতাস্ত প্রাসাদে বাস্তপূজিতে ।

ধর্মার্থকামমোক্ষাভ্যাঃ প্রাপ্যন্তে পুরুষেণ চ । ৩৩

ইতি ত্রিগুরুপুত্রো মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে বাসুদেবযুক্তিকথনং নাম পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

ষট্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

হরিকথাচ ।

বাস্তব সংক্ষেপতো বক্ষ্যে গৃহাদৌ বিগ্রন'ননম্ । ঈশানকোণাদারভ্য ত্বেকশীতিপদে যজ্ঞে ॥ ১
ঈশানে চ শিরঃ পাদৌ নৈঋতেহগ্রানিলে করৌ । আবাসবাসবেশ্বাদৌ পুরে গ্রামে বণিকপথে ॥ ২
প্রাসাদারামদুর্গেষু দেবালয়মঠেষু চ । ষাণ্ডিনং তু স্বরান্ বাহু তদন্তস্ত্রয়োদশ ॥ ৩
ঈশৈশ্বায পর্জন্তো জয়ন্তঃ কুলিশাযুধঃ । সূর্য্যঃ সত্যো ভৃগুশ্চৈব আকাশো বায়ুরেব চ ॥ ৪
পূষা চ বিতথশ্চৈব গ্রহক্ষেত্রমাবুভৌ । গন্ধর্ব্বো ভৃগুরাজস্ত যুগঃ পিতৃগণস্তথা ॥ ৫
দৌবারিকোহথ সূর্য্যোবঃ পুষ্পদন্তো গণাধিপঃ । অহরঃ শেযপাদৌ চ যোগোহহিমুখ্য এব চ ॥
ভল্লাটঃ সোমসর্পৌ চ অদিতিস্ত দিতিস্তথা । বহির্বাহ্মিংশক্ষেবে তু তদন্তস্তুরঃ শৃগু ॥ ৬

সরস্বতী, মহালক্ষ্মী, মাতৃগণ, পদ্মধর দিবাকর, গজানন গণপতি ও বড়ানন স্বরূপ, এই সকল দেবতাকেও সেই বাস্তপূজিত প্রাসাদে অর্চনা করিবে। ইহারা অচ্ছিত হইলে সেই প্রাসাদে অধিষ্ঠিত হন। যে মানব বাস্তপূজা করে, সে ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষাদি প্রাপ্ত হয়। ৩১—৩৩।

ত্রিগুরুপুত্রো পূর্বখণ্ডে বাসুদেবযুক্তি কথনং নামক পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ।

হরি কহিলেন,—সংক্ষেপে বাস্তপূজাবিধি বলিতেছি। গৃহারম্ভের পূর্বে বাস্তবোপ করিলে সেই গৃহে কোন বিঘ্ন হয় না। একশীতিপদ বাস্তবগুল করিয়া ঈশানকোণ হইতে পূজা আরম্ভ করিবে। ঐ মণ্ডলের ঈশানকোণে বাস্তবদেবের মন্তক, নৈঋতকোণে পাদধর এবং বাহু ও অগ্নিকোণে হস্তধর করনা করিয়া বাস্তব পূজা করিবে। আবাসগৃহ, বাসবাটী, পুর, গ্রাম, বাণিজ্যস্থান, প্রাসাদ, উপবন, দুর্গ, দেবালয় এবং মঠের আরম্ভকালে বাস্তবোপ করিবে। প্রথমতঃ মণ্ডলের বহির্ভাগে ষাণ্ডিনং দেবতার আবাহন ও পূজা করিয়া তাহার মধ্যে ত্রয়োদশ দেবতার আবাহনপূর্বক পূজা করিবে। ষাণ্ডিনং দেবতার নাম এই—ঈশান, পর্জন্ত, জয়ন্ত, ইন্দ্র, সূর্য্য, সত্য ভৃগু, আকাশ, বায়ু, পূষা, বিতথ, গ্রহক্ষেত্র, যম, গন্ধর্ব্ব, ভৃগু, রাজা, যুগ, পিতৃগণ, দৌবারিক, সূর্য্যোব, পুষ্পদন্ত, গণাধিপ, অহর, শেয, পাদ, যোগ, অহিমুখ্য, ভল্লাট, সোম, সর্প, অদিতি ও দিতি। মণ্ডলের বহির্ভাগে এই ষাণ্ডিনং দেবতার পূজা

ঈশানাদিচতুর্কোণ-সংস্থিতান্ পূজয়েদুখঃ । আপঠৈবাপ সাবিত্রো জয়ো কজজথৈব চ ॥ ৮
মধ্যে নবপদে ত্রয়ো ত্রয়োচৌ চ সমীপগান্ । দেবানেকোত্তরানেন্তান্ পূর্বাদৌ নামতঃ শৃণু ॥ ৯
অর্থ্যমা সবিতা চৈব বিবস্বান্ বিবুধাধিপঃ । মিত্রোহথ রাজবান্ ॥ ৮ তথা পৃথ্বীধরঃ ক্রমাৎ ।
অষ্টমশ্চাপবৎসশ্চ পরিতো ত্রয়োঃ শূভাঃ ॥ ১০

ঈশানকোণাদারভ্য দুর্গে চ বৎস উচ্যতে । আরেককোণাদারভ্য বংশো ভবতি দুর্ধরঃ ॥ ১১
অদিতিং হিমবন্তঞ্চ জয়ন্তঞ্চ ইদং ত্রয়ম্ । নারিক্য কালিকা^১ নাম শক্রাদ্ গন্ধর্ব্বগাঃ পুনঃ ।
বাস্তদেবান্ পূজয়িত্বা গৃহপ্রাসাদকৃৎসবেৎ ॥ ১২

সুরেক্যঃ পুরতঃ কার্ধ্যো দিত্রায়েধ্যাং মহানসম্ । কার্যনির্গমনে^২ যেন পূর্বতঃ সজ্জমগুপম্ ॥ ১৩
গজপুংগুহং কার্য্যৈমশান্তাং পট্টমংযুতম্ । ভাগ্যগারঞ্চ কোদেধ্যাং গোষ্ঠাগারঞ্চ বায়বে ॥ ১৪
উদগারঞ্চ বাকধ্যাং বাতায়নসমস্থিতম্ । সমিৎকুশেদ্ধনস্থানহায়ুধানাঞ্চ নৈঋতে ॥ ১৫
অভ্যাগতালয়ং রম্যং সমাধ্যাসনপাটুকম্ । তৌরাগ্নিদীপসম্ভূতৈশু^৩ ভুংক্ষিপতো ভবেৎ ॥ ১৬
গৃহান্তরাপি সর্বাণি সজ্জলৈঃ কমলীগৃহৈঃ । পঞ্চবর্গৈশ্চ কুহুমৈঃ শোভিতানি প্রকল্পয়েৎ ॥ ১৭

করিবে । তৎপরে মণ্ডলমধ্যে যে চারি দেবতার পূজা করিতে হইবে, তাহা প্রবণ কর । আপঃ
ঈশানকোণে, সাবিত্র অগ্নিকোণে, জয় নৈঋতকোণে ও কজ বায়ুকোণে ইহাদিগের পূজা
করিবে । মধ্যস্থ নবপদের মধ্যে ত্রয়ো পূজা করিয়া তৎসমীপে মণ্ডলাকার অষ্টদেবতার
পূজা করিবে । পূর্বাদিকোণে একাদিক্রমে যে অষ্টদেবতার পূজা করিতে হইবে, তাহাদের
নাম বলিতেছি প্রবণ কর । ১—৯ ।

অর্থ্যমা, সবিতা, বিবস্বান্, বিবুধাধিপ, মিত্র, রাজবান্, পৃথ্বীধর ও অপবৎস । পূর্বদিকে ঐ
অর্থ্যমে নমঃ, অগ্নিকোণে ঐ সাবিত্রে নমঃ, দক্ষিণদিকে ঐ বিবস্বতে নমঃ, নৈঋতকোণে ঐ
বিবুধাধিপায় নমঃ, পশ্চিমদিকে ঐ মিত্রায় নমঃ, বায়ুকোণে ঐ রাজবান্বে নমঃ, উত্তরদিকে ঐ
পৃথ্বীধরায় নমঃ ও ঈশানকোণে ঐ অপবৎসায় নমঃ, এই সকল মন্ত্রে ইহাদিগের পূজা করিবে ।
এই দেবগণ ত্রয়ো পরিবার । দুর্গ নির্মাণ করিতে হইলে গৃহাদিনির্মাণের ভায় এই একা-
লীতিপদ বাস্তমণ্ডলই করিতে হইবে । তাহাতে কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে, যথা বাস্তমণ্ডলের ঈশান-
কোণ হইতে নৈঋতকোণ পর্য্যন্ত এবং অগ্নিকোণ হইতে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত সূত্রপাত করত দুইটা
রেখা অঙ্কিত করিবে । এই রেখার নাম ‘৫৭’ । একালীতিপদ বাস্তমণ্ডলের বহির্ভাগস্থ ষাট্টিংশ-
পদের মধ্যে যে পঞ্চপদে অদিতি, দিতি, ঈশ, পঞ্চভূ ও জয়ন্ত এই পঞ্চদেবতা আছে, দুর্গের
একালীতিপদ বাস্তমণ্ডলে সেই পঞ্চপদে ঐ পঞ্চদেবতার স্থলে অদিতি, হিমবান্, জয়ন্ত, নারিক্য
ও কালিকা, এই পঞ্চদেবতা বিস্তৃত হইবে । অপর সপ্তবিংশতিপদে গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি হইতে
লক্ষরাজ পর্য্যন্ত যে সপ্তবিংশতি দেবতা তৎস্থলে অল্প কোন দেবতার নাম পরিবর্তিত
হইবে না । গৃহ ও প্রাসাদ নির্মাণে এই ষাট্টিংশ বাস্তদেবতার পূজা করিবে । ১০—১২ ।

বাস্তর সম্মুখভাগে দেবালয়, অগ্নিকোণে পাকশালা, পূর্বদিকে প্রবেশ-নির্গম-পথ ও বাস-
মণ্ডপ, ঈশানকোণে পট্টবস্ত্রযুক্ত গজপুংগালয়, উত্তরদিকে ভাগ্যগার, বায়ুকোণে গোশালা,
পশ্চিমদিকে বাতায়নযুক্ত জলাগার, নৈঋতকোণে সমিৎকুশ কাষ্ঠাদির গৃহ ও অশ্রুশালা,
আর দক্ষিণদিকে মনোরম অতিথিশালা প্রস্তুত করিবে । ঐ গৃহে শয্যা, আশন, পাটুকা,

প্রাকারস্তব্ধহির্দিত্যং পঞ্চহস্তপ্রমাণতঃ । এবং বিষ্ণুজ্ঞানং কুর্যাদ্বৈশ্ণবৈশ্চ্যপবনৈর্ভূতম্ ॥ ১৮
 চতুঃষষ্টিপদো বাস্তবঃ প্রামাণ্যাদনৌ প্রপূজিতঃ । যথো চতুঃপদো ব্রহ্মা বিপদাস্তৃণ্যমাদয়ঃ ॥ ১৯
 কর্ণে চৈবাপি শিখ্যাভ্যন্তর্যাদেবাঃ প্রকীর্তিতাঃ । তেভ্যোহ্যভ্যন্তর্যঃ সার্বদাক্ষেহপি বিপদাঃ সুরাঃ ।
 চতুঃষষ্টিপদা দেবা ইত্যেব পরিকীর্তিতাঃ ॥ ২০
 চরকী চ বিদারী চ পূতনা পাপরাক্ষসী । ঈশানাভ্যন্তর্যো বাহু দেবাণা হেতুকাদয়ঃ ॥ ২১
 হেতুকস্ত্রিপুত্রাস্ত্র্যশ্চ অগ্নিবেতালকো যমঃ । অগ্নিঃ জলঃ কালকচ্চ করালো হেতুপাদকঃ ॥ ২২
 ঈশানাং তীমরপস্ত পাতালে প্রেতনাথকঃ ।
 আকাশে গন্ধমালী স্ত্যং ক্ষেত্রপালাস্ততো বজ্রেন ॥ ২৩
 বিস্তারান্তিহতং দৈর্ঘ্যং রাশিং বাস্তোস্ত কারয়েৎ । কৃত্বা চ বহুভির্ভাগং শেষকৈবায়মানিশেন ॥ ২৪
 পুনঃ স্তনিতমষ্টাতিশয়কভাগস্ত ভাজয়েৎ । যচ্ছেষস্তম্বেদৃকং ভাগৈর্গুণৈর্ভা ব্যয়স্তবেৎ ॥ ২৫
 স্বকং চতুঃপদং কৃত্বা নবভির্ভাগহারিতম্ । শেষমংশং বিজানীয়াৎসেবনস্ত মতং যথা ॥ ২৬

কল, অগ্নি, দীপ এবং যোগ্য ভূত্যা রাখিবে । গৃহ সকলের সমস্ত অবকাশ-স্থান সমস্ত কদলী-
 বৃক্ষ ও পঞ্চবর্ষ কুহুম দ্বারা স্তোত্রোক্ত করিতে হইবে । বাস্তবগুলের বহির্ভাগে চতুর্দিকে
 প্রাকার নির্মাণ করিবে । ইহা উর্দ্ধে পঞ্চহস্ত পরিমিত হইবে । এইরূপে বিষ্ণুগৃহও নির্মাণ
 করিবে । ইহার চতুঃপার্শ্ব বন ও উপবন দ্বারা শোভিত করিবে । ১৩—১৮ ।

প্রামাণ্যাদি নির্মাণে চতুঃষষ্টিপদ বাস্তবগুল করিয়া তাহাতে বাস্তবদেবের পূজা করিবে । ঐ
 মগুলের মধ্যগত পদ-চতুঃপদে ব্রহ্মা ও তৎসমীপস্থ প্রতি পদদ্বয়ে স্বর্ঘ্যাদিদেবের অর্চনা
 করিবে । ঐ বাস্তবগুলের ঈশানাং চারিকোণ গত চারিটি পদে এক একটি কর্ণরেখা পাতল-
 দ্বারা অর্ধ অর্ধভাগে বিভক্ত করত প্রতিকোণে দুইটি করিয়া খাটটি পদ করিবে । ঐ খাট-
 পদে ঈশানাং কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া পিনী প্রভৃতি দেবতা স্থাপিত করিবে । ঐ পিনী
 প্রভৃতি দেবগণ এবং তাহার উত্তরপার্শ্ব প্রতিপদদ্বয়ে অস্তান্ত দেবগণের পূজা করিবে । এই-
 রূপে চতুঃষষ্টিপদ বাস্তবগুল করিতে হয় । এই বাস্তবগুলের ঈশানাং চারিকোণে চরকী,
 বিদারী, পূতনা ও পাপরাক্ষসী, এই চারিদেবতা পূজা করিবে । পরে বহির্ভাগে ঈশানাং
 ও হেতুকাং দেবের পূজা করিবে । হেতুকাংগণ যথা—হেতুক, ত্রিপুত্রাস্ত্র্য, অগ্নি, বেতাল,
 যম, অগ্নিভিষ্ম, কালক, করাল ও একপাদ । ইহাদিগের পূজান্তে ঈশানকোণে তীমরপ,
 পাতালে প্রেতনাথক ও আকাশে গন্ধমালী ও ক্ষেত্রপাল, এই সকলদেবতার পূজা করিবে ।
 বাস্তব বিস্তার পরিমাণদ্বারা দৈর্ঘ্যপরিমাণকে গুণ করিবে । এই গুণফলই “বাস্তবরাশি”
 (বাস্তবক্ষেত্র ফল) হইবে । এই বাস্তব-রাশিকে আট দ্বারা ভাগ করিবে । উহার ভাগ-শেষকে
 “আয়” বলে । পুনর্বার ঐ বাস্তবরাশিকে আট দিয়া গুণ করত যে গুণফল হইবে, তাহাকে
 সাতাইশ দ্বারা ভাগ করিবে । ঐ শেষকে “বাস্তবক্ষত্ররাশি” বলে । ঐ ভাগশেষ বাস্তবক্ষত্র
 রাশিকে আট দ্বারা হরণ করিবে । উহার স্তম্ভশেষকে “ব্যয়” কহে । ঐ বাস্তবক্ষত্ররাশিকে
 চারি দ্বারা গুণ করিবে । ঐ গুণফলকে নয় দ্বারা হরণ করিবে । উহাতে যে শেষক থাকিবে,
 তাহার নাম “ভিত্তি” । এই ভিত্তি অঙ্ক দ্বারা ঐ বাস্তবগুলের অংশ নির্ণীত হইবে । এই
 দেবল স্তম্ভের মত । ১৯—২৬ ।

অষ্টাভিগুণিতং পিতং যতিভির্ভাগহারিতম্ । যজ্ঞেযং তদ্ ভবেজ্জীবং মরণং কৃতহারিতম্ ॥২৭
বাস্তুকোড়ে গৃহং কুর্য্যাম পৃষ্ঠে মানবঃ সদা । বামপার্শ্বেন যপিতি নাত্র কার্য্য বিচারনা ॥ ২৮
সিংহকন্যাভুলায়াক্ষা দ্বারং ভদ্রোদখোভরম্ । এবক বৃষ্টিকাদৌ স্তাং পূর্বদক্ষিণপশ্চিমম্ ॥ ২৯
দ্বারং দীর্ঘার্জবিস্তারং দ্বারাণাকৌ স্মৃতানি চ ॥ ৩০

যত্নে প্রবনীচক্ৰং শয়ানং সূত্রভাজনম্ । পুত্রহীনস্ত রোজ্জেশ বীৰ্য্যায়ং দক্ষিণে তথা ॥ ৩১
যজ্ঞৌ বহুশ্চ বায়ো চ পুত্রলাভঃ সূতৃপ্তিদঃ । ধনদে নৃপপীড়াদং বন্ধনং রোগদং জলে ॥ ৩২
নৃপভীতিমুতাপত্যং জনপত্যাক্ষ বৈরিদম্ । অর্থদে চার্ঘ্যহানিস্ত দোষদং পুত্রমুতাদম্ ।
দ্বারাণ্যন্তরসংজ্ঞানি পূর্বদ্বারাণি বচ্যাহম্ ॥ ৩৩

উক্ত বাস্তুরাশিকে আট দ্বারা গুণ করিলে যে অঙ্ক হইবে, তাহাকে “পিতাক্ষ” বলে । ঐ পিতাক্ষকে ৬৪ চৌষটি দ্বারা ভাগ করিলে যে অঙ্ক অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারা গৃহস্বামীর জীবন এবং ঐ পিতাক্ষকে ৫ পাঁচ দ্বারা ভাগ করিলে তাহা ভাগশেষ থাকিবে, তাহা দ্বারা গৃহস্বামীর মরণ নির্ণয় করিবে । এই ক্রমে আয়, ব্যয়, স্থিতি, জীবন ও মরণ নির্ণীত হয় । বাস্তুর কোড়ে গৃহ করিবে, কিন্তু পৃষ্ঠে গৃহ করিবে না । বাস্তুদেব সর্পাকারে পতিত ও বামপার্শ্বে শয়ান থাকেন, ইহার অন্তথা হয় না । গৃহ এবং প্রাসাদের দ্বারকরণের নিয়ম যথা—সিংহ, কন্যা, ভূলা রাশিতে (ভাদ্র, আশ্বিন, কা্তিক এই তিন মাসে) পূর্বদিকে মস্তক, উত্তরদিকে পৃষ্ঠ, দক্ষিণদিকে কোড় ও পশ্চিমদিকে চরণ রাখিয়া বাস্তুনাগ শায়িত থাকেন । ঐ তিন মাসে দক্ষিণদিকে উত্তরদ্বারী গৃহ করিবে । বৃষিক, ধনুঃ, মকর রাশিতে অর্থাৎ (অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ এই তিন মাসে) বাস্তুনাগের শিরঃ দক্ষিণে, পৃষ্ঠ পূর্বে, কোড় পশ্চিমে ও পাদ উত্তরে থাকে, এ নিমিত্ত ঐ সময়ে পশ্চিমদিকে পূর্বদ্বারী গৃহ করিবে । কৃত্তিক, মীন, মেঘ রাশিতে (ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ এই তিন মাসে) বাস্তুনাগের পশ্চিমে মস্তক, দক্ষিণে পৃষ্ঠ, উত্তরে কোড়ে ও পূর্বে পদ থাকে । এই কালে উত্তরদিকে দক্ষিণদ্বারী গৃহ করিবে । বৃষ, মিথুন, কর্কট রাশিতে (জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ মাসে) বাস্তুনাগের মস্তক উত্তরে, পৃষ্ঠ পশ্চিমে, কোড় পূর্বে এবং পদ দক্ষিণে থাকে । এইকালে পূর্বদিকে পশ্চিমদ্বারী গৃহ করিবে । ২৭—২৯

গৃহের দ্বার যে পরিমাণে দীর্ঘ হইবে, তাহারে অর্দ্ধ পরিমাণে দ্বারের বিস্তার করিবে । এইরূপ অষ্টদ্বারবিশিষ্ট গৃহ নির্মাণ করা কর্তব্য । বাস্তুনাগ যে মাসে যে দিকে পৃষ্ঠ করিয়া শায়িত থাকে, সেই মাসে সেই দিকে প্রব অর্থাৎ (জল গড়াইয়া যাইতে পারে এরূপ) নিষ্ক করিয়া গৃহের অঙ্গনভূমি নির্মাণ করিবে । বাটীর ঈশানকোণ প্রব হইলে পুত্রহানি হয়, এইরূপ দক্ষিণ প্রব হইলে বীৰ্য্যহীনতা, অগ্নিকোণ প্রব হইলে বন্ধন, বায়ুকোণ প্রব হইলে পুত্র ও সূতৃপ্তি লাভ, উত্তর প্রব হইলে রাজভর এবং পশ্চিম প্রব হইলে পীড়া, বন্ধন ইত্যাদি

অগ্নিভীতির্বহুকতা ধনসম্মানকং পদম্ । রাজস্বং রোগদং পূর্বে কলতো ঘোরমীরিতম্ । ৩৪

ঈশানাদৌ ভবেৎ পূর্বমাপ্নেয়াদৌ তু দক্ষিণম্ ।

নৈঋত্যাদৌ পশ্চিমং স্যাম্বাহব্যাদৌ তু চোত্তরম্ ।

অষ্টভাগে কৃতে ভাগে ঘরাণাক ফলাফলম্ । ৩৫

অশ্বখ-প্লক্ষ-শ্রোগ্রোথাঃ পূর্বাদৌ স্যাহুদুশ্বরঃ । গৃহ্য শোভনঃ প্রোক্ত ঈশানে চৈব শাল্লিঃ ।

পুষ্টিতো বিয়হারী স্তাৎ প্রাসাদস্য গৃহস্য চ । ৩৬

ইতি শ্রীগরুড়পুৰাণে পূর্বখণ্ডে বাস্তুমানলক্ষণং নাম ষট্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ । ৪৬ ।

সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ ।

প্রাসাদানাং লক্ষণকং বক্ষ্যে শৌনক ভৃগু । চতুঃষষ্টিপদং কৃৎবা সিদ্ধিদ্ভিক্ষুপলক্ষিতম্ । ১

চতুষ্কোণং চতুর্ভিচ্চ ঘরাণি সূর্যাসংখ্যয়া । চত্বারিংশাক্টিভিচ্চৈব ভিত্তীনাং কল্পনা ভবেৎ । ২

রূপ ফল হইয়া থাকে । গৃহের উত্তরদিকে দ্বার করিলে, রাজভয়, সম্মানবিনাশ, সম্মতিহীনতা, শত্রুবৃদ্ধি, ধনহানি, কলঙ্ক, পুত্রবিনাশ প্রভৃতি নানাবিধ অশুভ ফল ঘটিয়া থাকে । এক্ষণে পূর্বঘারী গৃহের ফল বলিতেছি । ৩০—৩৩

গৃহের পূর্বদিকে দ্বার করিলে অগ্নিদাহভয়, বহু কষ্টালাভ, ধনপ্রাপ্তি, মানবৃদ্ধি, পদোন্নতি, রাজবিনাশ, রোগ প্রভৃতি ফল হইয়া থাকে । গৃহদ্বারনির্ণয়-বিষয়ে ঈশান অবধি পূর্ব পর্যন্ত দিক্‌ভাগে পূর্বদিক্, অগ্নি হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত দক্ষিণদিক্, নৈঋত অবধি পশ্চিম পর্যন্ত পশ্চিমদিক্ এবং বায়ু হইতে উত্তরপর্যন্ত উত্তরদিক্ নামে নির্দিষ্ট হয় । বাটীর চারিদিক্ অষ্টভাগ করিয়া দ্বার প্রস্তুত করিবার ফলাফল জানিতে পারিবে । বাটীর পূর্বদিকে অশ্বখ, দক্ষিণে প্লক্ষ, পশ্চিমে শ্রোগ্রোথ, উত্তরে উদুশ্বর এবং ঈশানকোণে শাল্লি বৃক্ষ রোপণ করিবে । গৃহের চতুর্দিকে এইরূপে শোভা সম্পাদন করিবে । এই বিধি অনুসারে গৃহ ও প্রাসাদনির্মাণে বাস্তবদেব অর্চিত হইলে সমস্ত বিঘ্ন বিনষ্ট হইয়া যায় । ৩৪—৩৬

শ্রীগরুড়পুরাণে বাস্তুমানলক্ষণ নামক ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৬ ।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়

সূত কহিলেন,—হে শৌনক । দেবপ্রাসাদের লক্ষণ ও তদ্বিনির্মাণ প্রণালী বলিতেছি, শ্রবণ কর । যেখানে প্রাসাদ নির্মাণ করিতে হবে, সেই স্থানকে সমচতুষ্কোণ এবং

উর্দ্ধক্ষেত্রসমা জজ্বা তদুর্দ্ধে দ্বিগুণঃ ভবেৎ । গর্ভবিস্তারবিস্তোর্ণা শুকাঙ্ঘ্রিঃ ৬ বিধীয়তে । ৩
 তস্ত্রিমার্গেণ^১ কৰ্ত্তব্যঃ পঞ্চভাগেন বা পুনঃ । নির্গমস্ত শুকাঙ্ঘ্রিঃ ৬ উচ্চায়ঃ শিখরার্দ্ধগঃ । ৪
 চতুর্দ্ধা শিখরং কুহা ত্রিভাগে বেদিবহ্ননম্ । চতুর্থে পুনরষ্টৈব কণ্ঠমামূলসাধনম্ । ৫
 অথবাপি সমং বাস্ত কুহা ষোড়শভাগিকম্ । তস্য মধ্যে চতুর্ভাগমাদৌ গর্ভস্ত কারয়েৎ । ৬
 ভাগবাদনিকাং ভিত্তিং ততস্ত পরিকল্পয়েৎ । চতুর্ভাগেন ভিত্তীনামুচ্চায়ঃ স্তাৎ প্রমাণতঃ । ৭
 দ্বিগুণঃ শিখরোচ্চায়ো ভিত্ত্যুচ্চায়োচ মানতঃ । শিখরার্দ্ধস্ত চার্দ্ধেন বিধেয়াস্ত প্রদক্ষিণাঃ । ৮
 চতুর্দিক্ কুহা জ্যেষ্ঠো নির্গমস্ত তথা বৃধৈঃ । পঞ্চভাগেন সন্তজ্য গর্ভমানং বিচক্ষণঃ । ৯
 ভাগমেকং গৃহীত্বা তু নির্গমং কল্পয়েৎ পুনঃ । গর্ভসূত্রসমো ভাগাদগ্ৰতো মূখমণ্ডপঃ ।
 এতৎ সামান্তমুদ্দিক্টং প্রাসাদস্ত হি লক্ষণম্ । ১০

সমচতুরস্র করিয়া তাহাকে চতুঃষষ্টিভাগে বিভক্ত করিবে । এমন ভাবে ভাগ করিতে হইবে যে, বিভক্ত স্থানগুলিও যেন সমচতুষ্কোণ হয় । ইহাতে ঐ ক্ষেত্রটি চতুঃষষ্টিপদবিশিষ্ট হইবে । দেবপ্রাসাদের চতুর্দিকে সমচতুরস্র ষাদশটি দ্বার করিবে । চতুঃষষ্টিপদবিভক্ত ক্ষেত্রের বহির্ভাগস্থ অষ্টাবিংশতি পদ ও তদন্তর্বর্তী বিংশতি পদ, এই অষ্টচত্বারিংশ পদে মন্দিরের ভিত্তি নির্মাণ করিবে । ১—২

মন্দিরের উচ্চতার পরিমাণ কহিতেছি । ভূমি হইতে গৃহতল পর্যন্ত যে উচ্চতা তাহাকে জজ্বা (পৌতা) কহে । প্রাসাদের উচ্চতার পরিমাণ জজ্বার উচ্চতার পরিমাণ যত তদুর্দ্ধে, তাহার দ্বিগুণ হইবে । এবং প্রাসাদগর্ভের অর্ধাৎ মেকের বিস্তারঃপরিমাণ যত, তৎপরিমাণে শিখরের অর্ধাৎ চূড়ার মূল বুনিন্মাদ করিবে । এইরূপ পরিমাণ একচূড় মন্দিরস্থলেই জানিবে । ত্রিচূড় কিংবা পঞ্চচূড় মন্দির নির্মাণে গর্ভবিস্তার পরিমাণের ত্রিভাগ বা পঞ্চভাগপরিমাণে চূড়ার বুনিন্মাদ করিতে হয় । শিখরদেশে যে দ্বার করিবে, শিখরপরিমাণের অর্দ্ধ পরিমাণে তাহার উচ্চতা হইবে । শিখরের উচ্চতার পরিমাণকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার তিনভাগে শিখরের বেদি ও চতুর্থাংশে কণ্ঠ নির্মাণ করিবে । ৩—৫

প্রাসাদনির্মাণপ্রণালী প্রকারান্তর যথা—বাস্তুক্ষেত্রকে ষোড়শভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার মধ্যগত চতুর্ভাগ মন্দিরের গর্ভ করিবে । বাহিরের ষাদশভাগে ভিত্তি কল্পনা করিবে । ক্ষেত্রের চতুর্ভাগের যত পরিমাণ, ভিত্তির উচ্চতার পরিমাণও তত হইবে । ভিত্তির উচ্চতা-পরিমাণের দ্বিগুণ শিখরের উচ্চতা করিবে । মন্দিরের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণার্থ শিখরের উচ্চতার চতুর্থাংশ পরিমাণে বিস্তৃত রক্ রাখিবে । দেবপ্রাসাদের চতুর্দিকেই প্রবেশ ও নিগমার্ধ দ্বার করিবে । মন্দিরমধ্যে চারিভাগ ও সম্মুখে একভাগ এই পঞ্চভাগকে গর্ভমান বলে । বিচক্ষণ ব্যক্তি এইক্রমে ভাগ করিয়া পুনর্বার একভাগ গ্রহণ করত নির্গমার্ধ দ্বার করিবে । গর্ভস্থানের সমসূত্রে অগ্রভাগ মণ্ডপের সম্মুখস্থান হইবে । এই যে প্রাসাদলক্ষণ কথিত হইল, ইহা সামান্ত

লিঙ্গমানমথো বক্ষ্যে পীঠো লিঙ্গসমো ভবেৎ । দ্বিগুণেন ভবেদগর্ভঃ সমস্তাচ্ছৌনক ঋবম্ ।
তদ্বিধা চ ভবেত্তিত্তির্জ্যো ভবিত্ত্বার্জগা ॥ ১১

দ্বিগুণং লিখরং প্রোক্তং জজ্ঞাম্যষ্টৈশ্চ শৌনক । পীঠগর্ভাবয়ং কৰ্ম তস্মানেন শুকাঙ্ঘ্রি কাম্ ॥১২
নির্গমস্ত সমাখ্যাতঃ শেষং পূর্ববদেব তু । লিঙ্গমানঃ স্মৃতো হ্যেষ দ্বারমানমথোচ্যতে ॥ ১৩
কল্পাষ্টং বেদবৎ কৃতা দ্বারং ভাগাষ্টমং ভবেৎ । বিস্তরেণ সমাখ্যাতং দ্বিগুণং য়েচ্ছয়া ভবেৎ ॥১৪
দ্বারবৎ পীঠমথ্যে তু শেষং তদ্বিরকং ভবেৎ । পাদিকং শেষিকং তিত্তি-বর্ণারাজেন পরিগ্রহাৎ ॥১৫
তদ্বিস্তারসমা জজ্ঞাম্য লিখরং দ্বিগুণং ভবেৎ । শুকাঙ্ঘ্রিঃ পূর্ববজ্ জ্ঞেয়া নির্গমোচ্ছায়কং ভবেৎ ।
উক্তং মন্তুপমানস্ত স্বরূপকাপরং বদে^১ ॥ ১৬

ত্রেবেদং কারয়েৎ ক্ষেত্রং যত্র তিত্তি দেবতাঃ । ইথং কৃতেন মানেন বাহু-ভাগবিনির্গতম্ ॥১৭
নেমিঃ পাদেন বিস্তীর্ণা প্রাসাদস্য সমস্ততঃ । গর্ভস্ত দ্বিগুণং কুর্য্যাম্মেয়া মানং ভবেদিহ ।
স এব ভিস্তেকুংসেধো দ্বিগুণক শিরো মন্তম্^২ ॥ ১৮

লক্ষণ বলিয়া জানিবে । ইহা ভিন্ন যেকোনাসারে মঠ রথাদি নানাবিধ আকারে দেবমন্দির
করিতে পারে । ৬—১০

অনন্তর লিঙ্গ পরিমাণ বলিতেছি । লিঙ্গের যত পরিমাণ পীঠের পরিমাণও ততই
হইবে । শৌনক । পীঠপরিমাণের দ্বিগুণ করিয়া চতুর্দিকে পীঠগর্ভ করিবে । পীঠগর্ভের
যে পরিমাণ, সেই পরিমাণেই তিত্তি এবং বিস্তারের অর্ধ পরিমাণে জজ্ঞা করিবে । জজ্ঞার
দ্বিগুণ পরিমাণে লিখর করিবে । হে শৌনক । পীঠ ও গর্ভ এতদ্ব্যভয়ের অন্তর পরিমাণ
যত হইবে, তৎপরিমাণে লিখরের বনিয়াদ করা উচিত । দ্বারপরিমাণ পূর্ববৎ করিবে ।
লিঙ্গপরিমাণ এই কথিত হইল, এক্ষণে দ্বারপরিমাণ কহিতেছি । প্রাসাদসীমার হস্তচতুষ্টয়
অন্তরে বাস্তুকক্ষেত্রের অষ্টমভাগে বহির্দ্বার হইবে । বনিয়াদ প্রভৃতির বিষয় প্রাসাদদর্শনস্থলে
সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে । ১১—১৪

বহির্দ্বার মন্দিরদ্বারের দ্বিগুণ, ইচ্ছানুসারে যথাযোগ্য পরিমাণবিশিষ্ট করিবে ।
বহির্দ্বারের পীঠ (কবাট) সচ্ছিন্ন করা বিধেয় । দ্বারের অর্ধ পরিমাণে দ্বারের শেষতিত্তি
করিতে হয় । বহির্দ্বারের বিস্তার পরিমাণ যত, তাহার জজ্ঞাও তত পরিমাণবিশিষ্ট করা
আবশ্যক । জজ্ঞা যত উচ্চ, লিখর তাহার দ্বিগুণ উচ্চ হইবে । প্রাসাদলিখরের বনিয়াদ ও
দ্বারের উচ্চতাদি যেকোন কথিত হইয়াছে, দ্বারলিখরের বনিয়াদ ও উচ্চতাদিও তদ্রূপই
করিবে । মন্তুপের পরিমাণাদি কথিত হইল, এক্ষণে তাহার স্বরূপান্তর বলিতেছি । প্রাসাদ-
ক্ষেত্রের বহির্ভাগের বিবরণ কহিতেছি । দেবপ্রাসাদে সর্বদা দেবগণ বিদ্যমান থাকেন ।
পূর্বোক্ত প্রকারে দেবমন্দির নির্মাণ করিয়া নিয়োক্ত প্রণালীতে বাহুভাগ নির্মাণ করিবে ।

প্রাসাদানাক বক্ষ্যামি যানং যোনিক নামতঃ । বৈরাজঃ পুষ্পকাখ্যচ্চ কৈলাসো মালিকাখ্যঃ ।

ত্রিপিষ্টপক পঠিতে প্রাসাদাঃ সৰ্ব্বযোনয়ঃ ॥ ১৯

প্রথমচ্চতুরস্রো হি দ্বিতীয়স্ত তদায়তঃ । বৃত্তো বৃত্তায়তশ্চাত্তোহষ্টোদশশ্চেহ চ পঞ্চমঃ ॥ ২০

এভেভা এব সমুভাঃ প্রাসাদাঃ সূমনোহরাঃ । সৰ্ব্বপ্রকৃতিভূতেভ্য-শ্চত্বারিংশচ্চ এব চ ॥ ২১

মেরুশ্চ মন্দরশ্চৈব বিমানশ্চ তথাপরঃ । ভদ্রকঃ সৰ্ব্বতোভদ্রো ক্রচকো নন্দনস্তথা ॥ ২২

নন্দিবর্জনসংজ্ঞশ্চ শ্রীবৎসশ্চ নবেভ্যমী । চতুরস্রাঃ সমুভতা বৈরাজাদিতি গম্যতাম্ ॥ ২৩

বড়ভী^১ গৃহরাজশ্চ শালাগৃহশ্চ মন্দিরম্ । বিমানক তথা ব্রহ্ম-মন্দিরং ভবনং তথা ।

উত্তমঃ শিবিকাবেশ্য নবৈতে পুষ্পকোদন্তবাঃ ॥ ২৪

বলয়ো হৃন্দুভিঃ পদ্মো মহাপদ্ম-স্তথাপরঃ । মুকুলো চাক্র উক্ষীষী শঙ্খশ্চ কলসস্তথা ।

গুবাবৃক্ষস্তথাস্তশ্চ বৃত্তাঃ^২ কৈলাসসমুভবাঃ ॥ ২৫

গজোহথ বৃষভো হংসো গরুড়ঃ সিংহনামকঃ । ভূমুখো ভূধরশ্চৈব শ্রীজয়ঃ পৃথিবীধরঃ ।

বৃত্তায়তাঃ সমুভতা নবৈতে মালিকাখ্যয়াং ॥ ২৬

বজ্রং চক্রং তথান্যচ্চ মুষ্টিঃ^৩ বক্রসংজ্ঞিতম্ । বক্রঃ বস্তিক-খড়্গো চ গদা শ্রীবৃক্ষ এব চ ।

বিজয়ো নামতঃ শ্বেত-ত্রিপিষ্টপ-সমুভবাঃ ॥ ২৭

প্রাসাদের চতুর্দিকে তাহার চতুর্থাংশ বিস্তীর্ণ নেমি (জলনির্গমার্থ পরঃপ্রণালী) করিবে ।

এ নেমি বৃত্তাকার হইবে । নেমির গর্ভপরিমাণ বিস্তারের দ্বিগুণ করা কর্তব্য । গর্ভ-পরিমাণ বৃত্ত, নেমির ভিত্তি পরিমাণও তত হইবে এবং শিখরভাগের পরিমাণ তাহার দ্বিগুণ করা বিধেয় । ১৫—১৮

একণে প্রাসাদের নাম এবং নামভেদে বিশেষ লক্ষণ বলিতেছি । দেবমন্দির পঞ্চবিধ, তাহার নাম যথা—বৈরাজ, পুষ্পক, কৈলাস, মালক ও ত্রিপিষ্টপ । এই পঞ্চ মন্দির সৰ্ব্বদেবতার আশ্রয় । বৈরাজ দেবালয় মন্দির সমচতুরস্র । পুষ্পক আয়ত অর্থাৎ (বিস্তার হইতে অধিক দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট) । কৈলাস মন্দির বৃত্তাকৃতি । মালক মন্দির বৃত্তায়ত (ডিম্বাকার) এবং ত্রিপিষ্টপ নামক দেবপ্রাসাদ অষ্টোদ্র (অষ্টভুজবিশিষ্ট) । সমস্ত প্রাসাদের প্রকৃতিরূপ এই পঞ্চ প্রাসাদ হইতেই চত্বারিংশৎপ্রকার মনোরম প্রাসাদ উদ্ভূত হয় । ১৯—২১

মেরু, মন্দর, বিমান, ভদ্রক, সৰ্ব্বতোভদ্র, ক্রচক, নন্দন, নন্দিবর্জন, শ্রীবৎস, এই নবসংখ্য মন্দির চতুরস্র, এবং বৈরাজ মন্দির হইতে উৎপন্ন । বড়ভী, গৃহরাজ, শালাগৃহ, মন্দির, বিমান, ব্রহ্মমন্দির, ভবন, উত্তম, শিবিকাবেশ্য, এই নবমন্দির পুষ্পমন্দির হইতে সমুৎপন্ন । বলয়, হৃন্দুভি, পদ্ম, মহাপদ্ম, মুকুলী, উক্ষীষী, শঙ্খ, কলস ও গুবাবৃক্ষ নামক মন্দির বৃত্তাকার ; এবং কৈলাস মন্দির হইতে উদ্ভূত হইয়াছে । গজ, বৃষভ, হংস, গরুড়, সিংহ, ভূমুখ, ভূধর, শ্রীজয় ও পৃথিবীধর, এই নবমন্দির বৃত্তায়ত (ডিম্বাকার) । এই নবমন্দির

ত্রিকোণং পদ্মমর্দু-শতভূজোণং দ্বিরষ্টকম্ । যত্র তত্র বিধাতব্যং সংস্থানং মণ্ডপম্ তু ॥ ২৮
 রাজ্যঞ্চ বিভবৈশ্বং জায়ুর্ধনমেব চ । পুত্রলাভঃ শ্রিয়ঃ পুষ্টি-ত্রিকোণাদি-ক্রমাস্তবেৎ ॥ ২৯
 কুর্যাদ্ ধনাদিকং ব্যাভা দারি গর্ভগৃহং তথা । মণ্ডপঃ সমসংখ্যাভি-ত্পিতঃ সূত্রতস্তথা ॥ ৩০
 মণ্ডপম্ চতুর্ধাংশান্ত্রঃ কার্যো বিজ্ঞানতা । সার্কগবাক্কোপেতে নির্গবাক্কোহথবা ভবেৎ ॥ ৩১
 সার্কভিত্তিপ্রমাণেন ভিত্তিমানেন বা পুনঃ । ভিত্তৈর্দ্বৈত্যাভ্যো বাপি কর্তব্যো মণ্ডপাঃ কচিং ॥ ৩২
 প্রাসাদে মঞ্জরী কার্যো চিত্রা বিষমভূমিকা । পরিমাণবিরোধেন রেখা বৈষম্যভূমিতা ॥ ৩৩
 আধারম্ চতুর্ধার-শতদুর্মণ্ডপশোভিতঃ । শতশৃঙ্গসমায়ুক্তো মেরুঃ প্রাসাদ উত্তমঃ ॥ ৩৪
 মণ্ডপান্ত্য কর্তব্যো ভৈরবভিত্তিরলঙ্কতাঃ । গঠনাকার-মানানাং ভিন্নাভিন্না ভবন্তি তে ॥ ৩৫
 কিম্বতো বেষু চাধারা নিরাধারান্ত কেচন । প্রতিচ্ছন্দকভেদেন প্রাসাদাঃ সন্তবন্তি তে ॥ ৩৬
 অগ্নোত্তসংস্কারাং ভেষাং গঠনানামভেদতঃ । দেবতানাং বিশেষায় প্রাসাদা বহবঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৭

মালকনামক মন্দির হইতে উৎপন্ন হয় । বজ্র, মালচক্র, মুক্তিক, বক্র, বক্র, দ্বন্দ্বিক, খড়্গ, গদা, শ্রীবৃক, বিজয়, যেত এই সকল মন্দির ত্রিপিষ্টক নামক আদি মন্দির হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে । ২২—২৭

পূর্বোক্তপ্রকারে কতিপয় মন্দির বর্ণিত হইল, এইক্ষণ যেরূপ ত্রিকোণ, পদ্মমধ্য, অর্ধচন্দ্র, চতুর্ভুজ, অষ্টকোণ ও ষোড়শকোণ মণ্ডপ করিতে হয় এবং ঐ সকল মন্দিরের বাহা ফল, তাহা বর্ণিত হইতেছে । সর্বস্থানেই মণ্ডপ স্থাপন করিতে পারে । ত্রিকোণাকার মণ্ডপ নির্মাণ করিয়া তাহাতে দেবতা স্থাপন করিলে রাজ্যলাভ, পদ্মমধ্যে দেবপ্রাসাদে সর্বত্র বিজয় ও সম্প্রাপ্তি, অর্ধচন্দ্র ও চতুর্ভুজমন্দিরে দেবতা প্রতিষ্ঠা করিলে পরমায়ুর্ভি, অষ্টকোণ মণ্ডপ নির্মাণ করত দেবতা স্থাপন করিলে পুত্রলাভ এবং ষোড়শকোণ মন্দিরে দেবপ্রতিষ্ঠাতে শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে । গ্রামদেশে ধন্যাদিসহ গর্ভগৃহ করিবে । সূত্রদ্বারা পরিমাণ করত বাহাতে মণ্ডপের কোণগুলি সমসংখ্যা বিশিষ্ট হয় এইরূপ মণ্ডপ নির্মাণ করিতে হয় । বিচ্ছিন্ন মানব মণ্ডপের চতুর্ধাংশ পরিমাণে ভদ্রগৃহ নির্মাণ করিবে । ঐ গৃহ অর্ধ-গবাক্কবিশিষ্ট বা গবাক্কবিহীন করিবে । ২৮—৩১

কখন বা ভিত্তির সমপরিমাণে এবং সময়বিশেষে ভিত্তির দ্বিগুণ পরিমাণে মণ্ডপ প্রস্তুত করিবে । প্রাসাদের গাত্রে সমস্থানে বিবিধ বর্ণে লতা চিত্রিত করিবে, ঐ লতার বিশেষ কোন পরিমাণ নাই । বাহাতে সূক্ষ্ম হয় সেইরূপ চিত্রিত করিয়া বিষমরেখায় ভূষিত করিবে । মণ্ডপের আধারস্থানের চারিদিকে চারিদ্বার ; ঐ চারিদ্বারে চারি গৃহ নির্মাণ করিবে । মেরুপ্রাসাদ শতশৃঙ্গ সংযুক্ত করিবে, মেরুমণ্ডপের প্রান্তভাগে ভদ্রঘরে শোভিত কতিপয় মণ্ডপ করিবে । গঠনাকার ও পরিমাণ ভেদে মন্দির নানাপ্রকার । কতিপয় মণ্ডপ আধারযুক্ত এবং কতিপয় মন্দির আধারহীন করিবে । প্রতিভূতির ভিন্নতাহেতু প্রাসাদ

প্রাসাদে নিয়মো নাস্তি দেবতানাং স্বয়ম্ভুবাং । তানেব দেবতানাং পূর্বমানেন কারয়েৎ ॥ ৩৮
চতুরশ্রয়তাস্তত্র চতুষ্কোণসমম্বিতাঃ । চন্দ্রশালাবিশিষ্টাঃ কার্য্যা ভেরীশিখরসংযুতাঃ ॥ ৩৯
পুয়তো বাহনানাং কৰ্ত্তব্য্য লঘুমণ্ডপাঃ । নাট্যশালা চ কৰ্ত্তব্য্য দ্বারদেশসমাপ্রয়া ॥ ৪০
প্রাসাদে দেবতানাং কার্য্যা দিক্ বিদিক্ পি । দ্বারপালাশ্চ কৰ্ত্তব্য্য মুখ্যা গতা পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪১
কিকিদ্ দূরতঃ কার্য্যা মঠা-স্তম্ভোপজীবিনাম্ । প্রাবৃতা জগতী কার্য্যা ফলপুষ্পকলাবিতা ॥ ৪২

প্রাসাদেহু সূর্য্যান্ স্থাপ্যান্ পূজাভিঃ পূজয়েন্নরঃ ।

বাসুদেবঃ সৰ্বদেবঃ সৰ্বভাক্ তদগৃহাদিকং ॥ ৪৩

ইতি ঐগরুড় মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে প্রাসাদকীর্তনং নাম সপ্তচত্বারিংশোঃধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

নানাক্রমে নিৰ্ম্মিত হয় । দেবপ্রাসাদের গঠন, নাম ও সংস্কারের ভিন্নতাবশতঃ দেবপ্রাসাদ
নানাবিধ নিৰ্ম্মিত হইতে পারে । দেবতা ও কার্য্যের ভেদে মণ্ডপও বিভিন্ন রূপ হইয়া
থাকে । ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি স্বয়ম্ভুদেবগণের মন্দিরের বিশেষ কোন নিয়ম নাই । উক্ত
দেবগণের মন্দির পূর্বোক্ত প্রণালী অবলম্বনে প্রস্তুত করিবে । ৩২—৩৮

প্রায় সমস্ত মণ্ডপই চতুরশ্র ও সম-চতুষ্কোণ করিয়া নির্মাণ করিতে হয় । দেবমন্দিরসকল
চন্দ্রশালাবিশিষ্ট ও শিখরদেশে ভেরীযুক্ত করিবে । দেবপ্রাসাদের অগ্রভাগে সেই সেই
দেবতার বাহন স্থাপন নিৰ্ম্মিত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মন্দির নির্মাণ করিবে । দেবপ্রাসাদে দ্বার-
প্রদেশে নাট্যশালা প্রস্তুত করিবে । উহার পূর্বাদি চতুর্দিকে এবং ঈশানাং চতুষ্কোণে পৃথক্
পৃথক্ দ্বারপালগণের মন্দির করিবে ; ঐ সকল গৃহে দ্বারপালগণের প্রতিষ্ঠা করিতে হয় ।
দেবালয়স্থ উপজীবিনের আবাসার্থ দেবপ্রাসাদের কিকিৎ দূরে মঠ নির্মাণ করিবে ।
দেবমন্দিরের চতুর্দিক্ ফল, পুষ্প, জলসম্বিত ও-লতাপ্রভানবিশিষ্ট প্রাবরণদ্বারা বেষ্টিত
করিতে হয় । দেবমন্দিরে দেবপ্রতিষ্ঠা করিয়া বিবিধ উপচারে পূজা করিবে । বাসুদেব
সৰ্বদেবময় । যে মানব মন্দির নির্মাণ করিয়া তদ্বাধ্যে বাসুদেবমূর্ত্তি স্থাপনপূর্বক পূজা
করে, সে সৰ্বদেবপ্রতিষ্ঠার ফলভোগী হয় । ৩৯—৪৩

ঐগরুড়পুরাণে মন্দির-নিৰ্ম্মাণ নামক সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশোধ্যায়ঃ

সূত উবাচ ।

প্রতিষ্ঠাং সৰ্বদেবানাং সংক্ষেপেণ বদাম্যহম্ । সূতিখাদৌ সুরম্যাক প্রতিষ্ঠাং কারয়েদ্ গুরুঃ । ১
ঋত্বিগৃভিঃ সহ চাচার্য্যং বরয়েন্মধ্যদেশগম্ । যথাযথোক্ত-বিধানেন অথবা প্রণবেন তু । ২
পঞ্চভির্বহুভির্বাথ কুর্য্যাৎ পাদ্যার্থ্যমেব চ । মুদ্রিকাভিস্থখা বৈজ্ঞ-গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ ।
মন্ত্রস্তাসং গুরুঃ কৃত্বা ততঃ কৰ্ম সমারভেৎ । ৩
প্রাসাদস্তাশ্রিতঃ কুর্য্যান্তপং দশহস্তকম্ । কুর্য্যান্দাদশহস্তং বা শুভৈঃ যোড়শভিহুতম্ ।
ধ্বজাষ্টকৈশ্চতুর্হস্তাং মধ্যে বেদিক কারয়েৎ । ৪
নদীসঙ্গমভীরোখাং বালুকাং তত্র দাপয়েৎ । চতুরস্রং কার্ম্মকাতং বর্তুলাং কমলাকৃতিঃ । ৫
পূর্বাদিতঃ সমারভ্য কর্তব্যং কুণ্ডপঞ্চকম্ । অথবা চতুরস্রানি সৰ্বাণ্যেতানি কারয়েৎ । ৬
শান্তিকৰ্ম্মবিধানেন সৰ্বকামার্থসিদ্ধয়ে । শিরঃস্থানে তু দেবস্ত আচার্য্যো হোমমাচরেৎ ।
ঐশান্য্যং কোচদিচ্ছতি উপলিপ্যাবনীং শুভাম্ । ৭
দ্বারানি চৈব চত্বারি কৃত্বা বৈ তোরণান্তিকে । শৃঙ্গোদ্যোদ্ধুরাস্থখ-বৈষ্ণ-পালশ-খাদিরাঃ । ৮
তোরণাঃ পঞ্চহস্তাশ্চ বস্ত্রপুষ্পাদলঙ্কৃতাঃ । নিখনেচ্ছস্তমেককং চত্বারশ্চতুরো দিশঃ । ৯

সূত কহিলেন,—একণে সংক্ষেপে সৰ্বদেবতাপ্রতিষ্ঠা বলিতেছি। প্রথম তিথি, নক্ষত্রাদিতে গুরু বিধানানুসারে উত্তমরূপে দেবপ্রতিষ্ঠা করিবেন। দেবপ্রতিষ্ঠা কার্য্যে কর্তা যবেদোক্ত বিধি অনুসারে ঋত্বিগ্বর্ণের সহিত মধ্যদেশগত আচার্য্যকে বরণ করিবেন। গুরু পাদ অৰ্ঘ্যাণি পঞ্চ উপচার অথবা বহুবিধ উপচার দ্বারা যথোক্ত মুদ্রাসহ বস্ত্র, গন্ধ, মালা ও অনুলেপনাদি প্রদানে পূজা করিয়া মন্ত্রস্তাসপূৰ্ব্বক প্রকৃত কৰ্ম আরম্ভ করিবেন। দেবপ্রাসাদের সম্মুখে দশ হস্ত অথবা দ্বাদশহস্ত পরিমাণ যোড়শ-স্তম্ভযুক্ত ও অষ্টধ্বজোপ-শোভিত মণ্ডপ করিয়া তন্মধ্যে চারি হস্ত পরিমিত বেদী নির্মাণ করিবেন । ১—৪

বেদীর উপরিভাগে নদীসঙ্গম-স্থলের বালুকা আকৃত করিয়া তদুপরি :পূৰ্ব্বদিকে চতুরস্র, দক্ষিণে ধনুরাকৃতি, পশ্চিমে বর্তুলা ও উত্তরে পদ্মাকার কুণ্ড নির্মাণ করিবেন কিম্বা সকল কুণ্ডই চতুরস্র করিয়া নির্মাণ করিবেন। আচার্য্য সৰ্বকামার্থ সিদ্ধি নিমিত্ত শান্তিকার্য্যোক্ত বিধানে দেবতার শিরঃস্থানে হোম করিবেন। ঐশানকোণের ভূভাগ লেপন করিয়া সেই স্থানেও কোন কোন আচার্য্য হোম ইচ্ছা করেন। মণ্ডপের তোরণসমীপে দ্বারচতুষ্টয় করিবেন। বট, উড়ুঘর, অশ্বখ, বিষ্ণু, পলাশ অথবা খদির কাষ্ঠ দ্বারা তোরণস্তম্ভ নির্মাণ করিবেন। তোরণস্তম্ভগুলি পঞ্চহস্ত পরিমিত হওয়া কর্তব্য। তাহার এক হস্ত ভূমিতে প্রোথিত করিয়া চারিহস্ত উপরে রাখিবেন। ঐ সকল স্তম্ভ পুষ্পাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া মণ্ডপের চতুর্দিকে স্থাপন করিবেন । ৫—৯

পূর্বদ্বারে যুগেন্দ্র হররাজত্ব দক্ষিণে । পশ্চিমে গোপতির্নাম সুরশার্দূলমুত্তরে । ১০
অগ্নিমীলেতি মন্ত্রেণ প্রথমং পূর্বতো যমেৎ । ইবে তেতি চ মন্ত্রেণ দক্ষিণস্তাং দ্বিতীয়কম্ । ১১
অগ্ন আয়াহি মন্ত্রেণ পশ্চিমস্তাং তৃতীয়কম্ । শমো দেবীতি মন্ত্রেণ উত্তরস্তাং চতুর্থকম্ । ১২

পূর্বে অশ্বদবং কার্য্যা আশ্বেয়াং ধুমকুপিণী ।

যাম্যাং বৈ কৃষ্ণরূপা তু নৈঋত্যাং ধূসরা ভবেৎ । ১৩

বাকুপ্যাং পাণ্ডরা জেরা বায়ব্যাং পীতবর্ণিকা । উত্তরে রক্তবর্ণা তু ভৈরবী চ পতাকিকা ।
বহুরূপা তথা মধ্যো ইন্দ্রবিনোতি পূক্ষিকা । ১৪

অগ্নিং সংসৃপ্তিমন্ত্রেণ যমো নাগেতি দক্ষিণা । পূজ্যা রক্ষোহনাবেতি পশ্চিমে উত্তরেহপি চ । ১৫
বাত ইত্যভিষিচ্যাথ আপ্যায়স্বেতি চোত্তরে । তমীশানমতশ্চৈব বিম্বলোকোতি মধ্যমা । ১৬
কলসৌ তু ততো ঘো ঘো নিবেশ্যোত্তোরণান্তিকে । বস্ত্রযুগ্মসমায়ুক্তা-চন্দনাদিঃ স্বলঙ্কতাঃ । ১৭
পুষ্পৈর্ষিভানৈর্বহ্নৈ-বাদিবর্ণাভিমন্त्रিতাঃ । দিকৃপালাশ্চ ততঃ পূজ্যাঃ শাস্ত্রদৃষ্টেন কৰ্মণা । ১৮
জাতারমিল্লমন্ত্রেণ অগ্নির্দুর্জেতি চাপরে । অগ্নিন্ বৃক্ষ ইতশ্চৈব প্রচারীতি পরা স্মৃতা । ১৯
কিকেদধাতু আচ ভা ভিন্না দেবীতি সপ্তমী । ইমা রুদ্রেতি দিকৃপালান্ পূজয়িত্বা বিচক্ষণঃ ।
হোমপ্রব্যাণি বায়ব্যা কুর্যাৎ সোপস্করাণি চ । ২০

পূর্ব-তোরণের নাম যুগেন্দ্র, দক্ষিণ তোরণের নাম হররাজ, পশ্চিম তোরণের নাম গোপতি, উত্তর তোরণের নাম সুরশার্দূল । “অগ্নিমীলে” ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্বদিকে প্রথম তোরণ, “ইবে ঘোর্যে” ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণে দ্বিতীয় তোরণ, “অগ্ন আয়াহি” ইত্যাদি মন্ত্রে পশ্চিমে তৃতীয় তোরণ, “শমো দেবী” ইত্যাদি মন্ত্রে উত্তরে চতুর্থ তোরণ বিস্তার করিতে হয় । প্রতিষ্ঠামণ্ডপের পূর্বদিকে মেঘবর্ণ, অগ্নিকোণে ধূত্রবর্ণ, দক্ষিণদিকে কৃষ্ণবর্ণ, নৈঋত-কোণে ধূসরবর্ণ, পশ্চিমে পাণ্ডরবর্ণ, বায়ুকোণে পীতবর্ণ, উত্তরে রক্তবর্ণ, ঈশানকোণে শুক্লবর্ণ এবং মধ্যো নানাবর্ণ পতাকা দ্বারা মণ্ডপকে সুশোভিত করিবেন । এই সকল পতাকাতে পূর্বাদিক্রমে ইন্দ্রাদির পূজা করিতে হয় । ১০—১৪

পূর্বে ও অগ্নিং সংসৃপ্তি ইত্যাদি মন্ত্রে ইন্দ্রের, দক্ষিণে ও যমো নাগ ইত্যাদি মন্ত্রে যমের এবং পশ্চিমে ও রক্ষোহনো বহ্নহন ইত্যাদি মন্ত্রে বরুণের পূজা করিয়া, বাত আবাত ইত্যাদি মন্ত্রে অভিষেক করত উত্তরে ও বিম্বলোক ইত্যাদি মন্ত্রে বিম্বর পূজা করিবেন । তোরণ-সীমণে প্রতিঘারে, বস্ত্রযুগ্মাদিত চন্দনাদিচর্চিত দুই দুইটী কলসী স্থাপন করিবেন । প্রতিষ্ঠামণ্ডপকে পুষ্প-চন্দ্রাতপাদি বিবিধ ভূষণে সজ্জিত করিয়া পদ্ধতিলিখিত প্রণালীতে ইন্দ্রাদি দশদিকৃপালের পূজা করিবে । ১৫—১৮

ও জাতারমিল্ল ইত্যাদি মন্ত্রে ইন্দ্রের, ও অগ্নির্দুর্জা ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নির, ও অগ্নিন্ বৃক্ষ ইত্যাদি মন্ত্রে যমের, ও প্রচারিত ইত্যাদি মন্ত্রে নিঋতির, ও কিকেদধাতু ইত্যাদি মন্ত্রে বরুণের,

১ । শ্যামলেতি বা পাঠঃ ।

শব্দান্ শান্তোদিতান্ শ্বেতান্ নেত্রাভ্যাং বিকসেদ গুরুঃ ।

আলোকনেন দ্রব্যানি তদ্বিং যাতি ন সংশয়ঃ ॥ ২১

ক্ষদ্রাদীনি চাক্রানি ব্যাহতিপ্রণবেন চ । অস্ত্রৈকৈব সমস্তানাং শ্রাসোহিহ সর্বকামিকঃ ॥ ২২

অক্ষতান্ বিষ্ণুরৈকৈব অস্ত্রৈণৈবাভিমন্ত্রিতান্ । বিষ্ণুরেণ স্পৃশেদ্রুবান্ যাগমগুপ-সংযুতান্ ।

অক্ষতান্ বিকিরেৎ পশ্চাদস্তপুতান্ সমস্ততঃ ॥ ২৩

শাক্রীং দিশমথারভ্য যাবদীশানগোচরম্ । অবকীর্যাক্ষতান্ সর্কান্ লেপয়েন্নগুপং ততঃ ॥ ২৪

গছানৈকৈর্ব্যপাত্রে চ মন্ত্রপ্রায়ং শ্রসেদ গুরুঃ । তেনার্য্যপাত্রেভ্যেণ প্রোক্ষয়েদ্ যাগমগুপম্ ॥ ২৫

প্রতিষ্ঠা যস্য দেবস্য তদাখ্যং কলসং শ্রসেৎ । ঐশান্য্যং পূজয়েদ্ যাম্যে অস্ত্রৈণৈব চ বর্জনীম্ ।

কলসং বর্জনীকৈব গ্রহান্ বাস্তোপ্পতিং তথা ॥ ২৬

আসনে তানি সর্কানি প্রণবাখ্যং জপেদ গুরুঃ । সূত্রগ্রীবং রত্নগর্ভং বস্ত্রমুগ্মেন^১ বেষ্টিতম্ ।

সর্কৌষধি-গন্ধলিপ্তং পূজয়েৎ কলসং গুরুঃ ॥ ২৭

ওঁ আচ ভা ইত্যাদি মন্ত্রে কুবেরের এবং ওঁ ইমা রুদ্র ইত্যাদি মন্ত্রে শিবের পূজা করিবেন । বিচক্ষণ আচার্য্য এইক্রমে দিক্‌পালগণের পূজা করিতে বায়ুকোণে হোমদ্রব্য ও প্রতিষ্ঠাবিধির অন্ত্য উপকরণ সম্ভার সংস্থাপন করিয়া রাখিবেন । গুরু সূলক্ষণাক্রান্ত শ্বেতবর্ণ শব্দ স্থাপন করিয়া নেত্রদ্বয়দ্বারা পূজাদ্রব্য সমস্ত অবলোকন করিবেন ; ইহাতে ঐ সকল দ্রব্য বিস্তৃত হয় । ১১—২১

গুরু ক্ষদ্রাদি ষড়ঙ্গনাস করিবেন । যথা—ওঁ ক্ষদ্রায় নমঃ, ভুঃ শিবসে যাহা, ভুবঃ শিখারৈ বমট্, বঃ কবচার হ্, ভূর্ভুবঃ বঃ নেত্রদ্বয়ায় বৌমট্, ভূর্ভুবঃ বঃ করভলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এইক্রমে শ্রাস করিলে সর্বকাম সিদ্ধ হয় । পরে অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্রে তত্তুল ও বিষ্ণুরদ্বারা যাগদ্রব্য এবং যাগমগুপ স্পর্শ করিবেন ও ঐ মন্ত্রে চতুর্দিকে তত্তুল বিকিরণ করিবেন । পূর্বদিক্ হইতে দক্ষিণাদিক্রমে ঐশানকোণ পর্যন্ত অষ্ট দিকে তত্তুল বিক্ষেপ করিয়া যাগমগুপ লেপন করিতে হয় । গুরু তৎপরে গছাদিদ্বারা অর্ঘ্যপাত্র পূজাপূর্বক অর্ঘ্যপাত্রে মন্ত্রশ্রাস এবং অর্ঘ্যপাত্রস্থ জলদ্বারা যাগমগুপ প্রোক্ষণ করিবেন । যে দেবতার প্রতিষ্ঠা হইবে, সেই দেবতার নামে ঐশানকোণে কুন্ত ও দক্ষিণদিকে অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্রে বর্জনী স্থাপন করিবেন । কুন্ত, বর্জনী, আদিভ্যাং নবগ্রহ, বাস্তপুরুষ এই সকলের পূজা করিবেন । ২২—২৬

গুরু বিস্তৃত আসনে উপবেশনপূর্বক প্রণব (ওঁ) জপ করিবেন । কুন্তের গলদেশে সূত্রদ্বারা বেষ্টিত করিয়া গর্ভে পঙ্করত্ন নিক্ষেপ করিবেন এবং কুন্তকে বস্ত্রমুগ্ম দ্বারা আচ্ছাদন পূর্বক সর্কৌষধি ও সুগন্ধি চন্দনাদি অনুলিপ্ত করিয়া কুন্তের পূজা করিবেন । কলসে

দেবস্ত কলসে পূজ্যা বর্জিতা বস্ত্রমুক্তমম্ । বর্জিতা তু সমামুক্তং কলসং ত্র্যময়েদনু ॥ ২৮

বর্জনীধারয়া সিক্তমগ্নাতো ধারয়েৎ ততঃ । অভ্যর্চ্য বর্জনীং কুন্তং হৃদিলে দেবমর্চয়েৎ ॥ ২৯

ঘটকাবাহু বায়ব্যাং গণানান্তেতি সঙ্গণম্ । দেবমীশানকোণে তু অপেদ্যাস্তপতিং বুধঃ ।

বাস্তোম্পতীতি মন্ত্ৰেণ বাস্তদোষোপশান্তয়ে ॥ ৩০

কুন্তস্ত পূর্বতো ভূতং গণদেবং বলিঃ হরেৎ । পঠেৎষেতি চ বিদ্যাশ্চ কুর্যাদালম্বনং বুধঃ ॥ ৩১

যোগাযোগেতি^১ মন্ত্ৰেণ সংস্করনু জলনৈঃ কুশৈঃ ।

আচার্য্য ঋত্বিজৈঃ সার্কং স্নানপীঠে হরন্তথা ॥ ৩২

বিবিধৈর্দ্রাক্ষণ্যৈশ্চ পুণ্যাহজয়মঙ্গলৈঃ । কৃত্বা ব্রহ্মরথো দেবং প্রতিষ্ঠতি ভূতো বিজাঃ ॥ ৩৩

ঐশান্যামানয়েৎ পীঠং মণ্ডপে বিস্তসেদ্ গুরুঃ । উদ্রং কর্ণেত্যথ স্নাত্বা সূত্রবন্ধনজেন তু ।

সংস্থাপ্য লক্ষণে ধারং কুর্যাদ্ তুর্য্যভিবাদনৈঃ^২ ॥ ৩৪

মধুসর্পিঃসমামুক্তং কাংস্তে বা তাম্রভাজনে । অক্ষিপী চাঞ্জয়েচ্চাস্ত্য সুবর্ণস্ত শলাকয়া ॥ ৩৫

অগ্নির্জ্যোতীতি মন্ত্ৰেণ নেত্রোদঘাটন কারয়েৎ ।

লক্ষণে ক্রিয়মাণে তু নাট্মকং স্থাপকো বদেৎ ॥ ৩৬

ইমং মে গজে মন্ত্ৰেণ^৩ নেত্রয়োঃ শীতলক্রিয়া । অগ্নিমূর্ধ্বৈতি মন্ত্ৰেণ দদ্যাদক্ষীকমৃত্তিকাম্ ॥ ৩৭

প্রতিষ্ঠেয় দেবতার পূজা করিয়া বস্ত্রদ্বারা বর্জনী আচ্ছাদন করিবেন । পরে বর্জনীসহ কলস ত্র্যমিত করিবেন । বর্জনীর জলধারায় কুন্ত সিক্তন করত অগ্ন্যভাগে বর্জনী স্থাপন করিবেন, তারপর বর্জনী ও কুন্তের অর্চনা করিয়া হৃদিলে মূল দেবতার পূজা করিবেন । বায়ুকোণে একটি ঘট স্থাপন করিয়া সেই গণপতির আবাহন পূর্বক ঐ গণানাস্ত্র ইত্যাদি মন্ত্ৰে গণপতির পূজা করিয়া ঐশানকোণে ঘটস্থাপন করত বাস্তোম্পতীত্যাदि মন্ত্ৰে বাস্তদোষোপশমনার্থ বাস্তদেবের অর্চনা করিবেন । ২৭—৩০

কুন্তের পূর্বভাগে ভূত এবং গণদেবের বলিপ্রদান করত বেদধ্বনিগুরুঃসহ বেদিকালম্বন করিবেন । পরে যোগাযোগ ইত্যাদি মন্ত্ৰে প্রজ্জলিত কুশদ্বারা আন্তর্য্য করিয়া আচার্য্য অস্ত্রাণ্ড ঋত্বিগ্বর্ণের সহিত স্নানপীঠে দেবতাস্থাপনপূর্বক নানাবিধ ত্র্যমঘোষ, পুণ্যাহবাচন ও জয়মঙ্গলধ্বনি করিয়া দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিবেন । ৩১—৩৩

পরে পীঠ সহ দেবমূর্ত্তি মণ্ডপে আনয়নপূর্বক ঐশানকোণে সংস্থাপন করিয়া, উদ্রং কর্ণেভিঃ ইত্যাদি মন্ত্ৰে স্নান করাইয়া দেবতাকে সর্বলক্ষণ-লক্ষিত করত দূরে অভিবাদন করিবেন । কাংস্তপাত্রে বা তাম্রপাত্রে ঘৃত মধু মিশ্রিত করিয়া সুবর্ণ-শলাকা দ্বারা দেবপ্রতিমার চক্ষুদ্বয় অঙ্কিত করিবেন । অগ্নির্জ্যোতিঃ ইত্যাদি মন্ত্ৰে নেত্রোদঘাটন করিবেন । এইরূপে দেবমূর্ত্তি সর্বলক্ষণলক্ষিত হইলে প্রতিষ্ঠাতা মানব সেই দেবতার একটি নামকরণ করিবেন । ইমং মে গজে ইত্যাদি দেবতার নেত্রে শীতলক্রিয়া সম্পাদন করিয়া অগ্নিমূর্ধ্বা ইত্যাদি মন্ত্ৰে

১ । যোগে যোগেতি । ২ । দুরাভিবাদনৈঃ । ৩ । গাজমন্ত্ৰেণ ।

বিনোদুৎসবমশ্বখং বটং পালিশমেব চ । যজ্ঞাযজ্ঞেতি যন্ত্রেণ দক্ষাং পঞ্চকষায়কম্ । ৩৮

পঞ্চগবৈঃ স্নাপয়েচ্চ সহদেব্যাণিভিষ্কৃতঃ । সহদেবী বলা চৈব শতমূলী শতাবরী ।

কুমারী চ শুভ্রচৌ চ সিংহী ব্যাঘ্রী তথৈব চ । ৩৯

যা ওষধীতি যন্ত্রেণ স্নানমোষধিমজ্জলৈঃ । যা ফলিনীতি যন্ত্রেণ ফলস্নানং বিধীয়তে । ৪০

ক্রপদাদিবেতি যন্ত্রেণ কার্যামুদ্বর্তনং বুধৈঃ । কঙ্গসেবু চ বিস্তৃত্য উত্তরাধিষনুক্রমাৎ ।

রত্নানি চৈব ধাত্বানি ওষধীঃ শতপুষ্পিকাম্ । ৪১

সমুদ্রাংশ্চৈব বিস্তৃত্য চতুরশ্চতুরো দিশঃ । ক্ষীরং দধি ক্ষীরোদস্ত ঘৃতোদন্তেতি বা পুনঃ । ৪২

আপ্যায়স্ব দধিক্রাব্ণো যা ওষধীরিত্যতি চ । তেজোহসীতি যন্ত্রেণ কুন্তকৈবাভিমন্ত্রয়েৎ ।

সমুদ্রাংশ্চৈব চতুর্ভিষ্চ স্নাপয়েৎ কলসৈঃ পুনঃ । ৪৩

স্নাত্তৈশ্চৈব সুবেশচ্চ ধূপো দেয়চ্চ শুগুগলুঃ । অভিষেকায় কুন্তেযু তন্তুতীর্থানি বিস্তসেৎ । ৪৪

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সরিতঃ সাগরাস্তথা । যা ওষধীতি যন্ত্রেণ কুন্তকৈবাভিমন্ত্রয়েৎ ।

স্তেন ভোয়েন যঃ স্নায়্যাৎ স মৃত্যেৎ সর্বপাতকৈঃ । ৪৫

অভিষিচ্য সমুদ্রেণ চার্ঘ্যাং দক্ষাং ভক্তঃ পুনঃ । গন্ধদ্বারেতি গন্ধক কাসং বৈ বেদমন্ত্রকৈঃ । ৪৬

দেবমূর্ত্তিকে বল্লীক যুক্তিকাধারা স্নান করাইবেন । বিষ্ণু, উড়ুৎসব, অশ্বখ, বট ও পলাশ এই পঞ্চ কষায়ধারা যজ্ঞাযজ্ঞে ইত্যাদি যন্ত্রে স্নান করাইবেন । তারপর পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করাইয়া, সহদেবী, বলা (বেড়েল), শতমূলী, শতাবরী, দ্বতকুমারী, শুভ্রচৌ, বৃহতী, কন্টকারী এই সকল দ্রব্যের কষায়ধারা স্নান করাইবেন এবং যা ওষধি ইত্যাদি যন্ত্রে সর্বৌষধি মিশ্রিত জলদ্বারা এবং যাঃ ফলিনী ইত্যাদি যন্ত্রে ফলোদকদ্বারা স্নান করাইবেন । তারপর ক্রপদাদিব যুগ্মচান ইত্যাদি যন্ত্রে উদ্বর্তন করিয়া উত্তরাধিক্রমে কলসচতুষ্টির স্থাপন-পূর্ব্বক তন্মধ্যে পঞ্চরত্ন, ধাতু, সর্বৌষধি ও শুস্কফা নিক্ষেপ করিয়া সেই সেই কলসস্থ জলদ্বারা স্নান করাইবেন । ৩৪—৪৬

তৎপরে চতুর্দিকে চারিটি কুন্ত বিস্তার করত তাহার প্রথম কুন্তকে ক্ষীরসমুদ্র, দ্বিতীয় কুন্তকে দধিসমুদ্র, তৃতীয় কুন্তকে জলসমুদ্র এবং চতুর্থ কুন্তকে ঘৃতসমুদ্ররূপ করণা করিয়া আপ্যায়স্ব ইত্যাদি যন্ত্রে প্রথম কুন্তকে, দধিক্রাব্ণো ইত্যাদি যন্ত্রে দ্বিতীয় কুন্তকে, যা ওষধি ইত্যাদি যন্ত্রে তৃতীয় কুন্তকে, এবং তেজোহসি ইত্যাদি যন্ত্রে চতুর্থ কুন্তকে, অভিষিক্ত করিয়া সমুদ্রাশ্বক সেই কলসচতুষ্টির দ্বারা দেবমূর্ত্তিকে স্নান করাইবেন । এই প্রকার স্নান ও বেশভূষাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া শুগুগলু ধূপ প্রদান করিবেন । পুনরায় পূর্ব্বোক্ত অভিষিক্ত কুন্তচতুষ্টির সরিৎ, সাগর ও পৃথিবীস্থ যাবতীয় তীর্থ বিস্তার করিয়া যা ওষধি ইত্যাদি যন্ত্রে কুন্তচতুষ্টিকে অভিষিক্ত করিবেন । এই সকল কুন্তস্থ জলদ্বারা যে ব্যক্তি স্নান করে সে সর্বপাপ হইতে মুক্তি পায় । দেবতার উচ্চরূপে অভিষেকক্রিয়া সম্পাদন করিয়া অর্বাচনানপূর্ব্বক গন্ধদ্বারাঃ ইত্যাদি বৈদিক যন্ত্রে সুগন্ধি চন্দন দ্বারা অনুলেপন

শশস্ত্রবিহিতৈঃ প্রাণৈশ্চরিতমং মন্ত্রেতি বস্তকম্ । কবিহাবিতি মন্ত্রেণ আনয়ন্তপং শুভম্ । ৪৭
 শস্ত্রবায়ৈতি মন্ত্রেণ শয্যাস্তাং বিনিবেশয়েৎ । বিশ্বতশ্চক্ষুর্মন্ত্রেণ কুর্য্যাৎ সকলনিব্বলম্ । ৪৮
 হিহা চৈব পরে তস্মৈ মন্ত্রস্তাসত্ত্ব কারয়েৎ । শশস্ত্রবিহিতৈঃ মন্ত্রেণ স্তাসস্ত্রাংস্তথোদিতঃ । ৪৯
 বস্ত্রোচ্ছাদয়িত্বা তু পূজনীয়ঃ স্বভাবতঃ । যথাশাস্ত্রং নিবেদ্যানি পাদমূলে তু দাপয়েৎ । ৫০
 অথ প্রণবসংযুক্তং বস্ত্রযুগ্মেন বেষ্টিতম্ । কলসং সহিরণ্যঞ্চ শিরঃস্থানে নিবেদয়েৎ । ৫১
 হিহা কুণ্ডসমীপেহথ অগ্নেঃ স্থাপনমাচরেৎ । শশস্ত্রবিহিতৈর্মন্ত্রে-বেদোক্তৈর্বাথবা গুরুঃ । ৫২
 ত্রীমুক্তং পাবমানঞ্চ বাসং দাক্ষ্যং সহাজিনম্ । ব্রহ্মাকপিক মিত্রঞ্চ বহুচঃ পূর্বতো অপেৎ । ৫৩
 রুদ্রং পুরুষসূক্তঞ্চ স্রোতাকাব্যঞ্চ সূক্তিয়ঃ । ব্রহ্মাণং পিতৃমৈত্রঞ্চ অক্ষর্যদ্যুর্দক্ষিণে অপেৎ । ৫৪
 বেদব্রতং বাসদেবাং জ্যেষ্ঠসামরথন্তরম্ । ভেদুগানি চ সামানি ছন্দোগঃ পশ্চিমে অপেৎ । ৫৫
 অথর্কশিরসশ্চৈব কুন্তসূক্তমথর্কণঃ । নীলরুদ্রাংশ্চ মৈত্রঞ্চ অথর্কশ্চোত্তরে অপেৎ । ৫৬
 কুণ্ডকাস্ত্রেণ সন্প্রোক্তা আচার্যাস্তা বিশেষতঃ । ভাস্ত্রপাত্রে শরাবে বা যথাবিভবতোহপি বা ।
 ভাস্ত্রবেদং সমানীয়ে অগ্রতস্ত্রনিবেশয়েৎ । ৫৭
 অস্ত্রেণ জালয়েদ্বহ্নিং কবচেন তু বেষ্টিয়েৎ । অমৃতীকৃত্যন্তং পশ্চাত্ত্রৈঃ সর্কৈশ্চ দেশিকঃ । ৫৮

করিবেন । এইরূপে স্ববেদবিহিত মন্ত্রে সমুদয় দ্রব্য নিবেদন করিয়া প্রদান করিবেন । পরে দেবপ্রতিমা মণ্ডপে আনয়ন করিয়া শস্ত্রবায় ইত্যাদি মন্ত্রে শয্যাতে নিবেশিত করিবেন । তৎপরে বিশ্বতশ্চক্ষুঃ ইত্যাদি মন্ত্রে দেবমূর্তির যে যে অঙ্গ বিকল থাকিবে, সেই সেই অঙ্গ পরিপূরণ করিবেন । পরে পরম তত্ত্ব ধ্যান করিয়া মন্ত্রস্তাস করিবে এবং প্রতিষ্ঠিত দেবতার পূজাপদ্ধতির লিখিত সমস্ত স্তাস করিয়া বস্ত্র দ্বারা দেবমূর্তি আচ্ছাদনপূর্বক স্বীয় বিভবানুসারে পূজা করিবেন । শাস্ত্রোক্ত বিধানে উপকরণ দ্রব্য সকল নিবেদন করিয়া নিবেদিত দ্রব্যছাত্ত দেবতার পাদমূলে প্রদান করিবেন । ৪২—৫০

তারপর কলসকে প্রণবসংযুক্ত বস্ত্রযুগ্মদ্বারা আচ্ছাদিত এবং হিরণ্যাসম্মিত করিয়া দেবতার শিরঃসমীপে স্থাপন করিবেন । পরে গুরু কুণ্ডসমীপে উপবেশন করিয়া স্ববেদোক্ত মন্ত্রে অগ্নি স্থাপন করিবেন । অগ্নেদবিদ্ আচার্য্য পূর্বদিগ্ধি-কুণ্ডসমীপে উপবিষ্ট হইয়া ত্রীমুক্ত, পাবমানীমুক্ত, রুদ্রমুক্ত, বিষ্ণুমুক্ত এবং সূর্য্যমুক্ত পাঠ করিবেন । যজুর্বেদবিদ্ আচার্য্য দক্ষিণদিকস্থিত কুণ্ডসমীপে বসিয়া পুরুষসূক্ত, স্রোতাকাব্য, ব্রহ্মসংহিতা, পিতৃসংহিতা ও সূর্য্যসংহিতা পাঠ করিবেন । সামবেদবিদ্ আচার্য্য পশ্চিম কুণ্ডসমীপে উপবিষ্ট হইয়া বেদব্রতসূক্ত, বাসদেব্য গান, জ্যেষ্ঠসাম, রথন্তরসংহিতা, ভারুণ্ড মন্ত্র প্রভৃতি সামবেদ পাঠ করিবেন । অথর্কবেদবিদ্ আচার্য্য উত্তর কুণ্ডসমীপে উপবেশন করিয়া অথর্কবেদোক্ত কুন্তসূক্ত, নীলরুদ্রসংহিতা ও সূর্য্যসূক্ত পাঠ করিবেন । গুরু ফটে এই মন্ত্রে কুণ্ড প্রোক্ষণ করিয়া বিভবানুসারে ভাস্ত্রপাত্রে, শরাবে বা অন্য কোন ধাতুনির্মিত পাত্রে অগ্নি আনয়ন-

পাত্রং গৃহ্য করাভ্যাক কুণ্ডং ভ্রাম্য ততঃ পুনঃ ।

বৈকবেন তু যোগেন পরং ভৈজন্ত নিষ্কিপেৎ । ৫৯

দক্ষিণে স্থাপয়েদ্ ব্রহ্ম প্রণীতাকোত্তরেণ তু । সাধারণেন যন্ত্রেণ যশাস্ত্রবিহিতেন বা ।

দিক্ষু দিক্ষু ভূতো দদ্যাৎ পরিধিং বিষ্ঠৈরৈঃ সহ । ৬০

ব্রহ্ম-বিষ্ণু-হরেশানাঃ পূজ্যাঃ সাধারণেন তু । দর্ভেষু স্থাপয়েদ্বহ্নিং দর্ভৈশ্চ পরিবেষ্টিতম্ ।

দর্ভতোয়েন সংস্পৃষ্টো মন্ত্রহীনোহপি তথ্যতি । ৬১

প্রাগৈগ্রকদমগ্নৈশ্চ প্রত্যগ্নৈরখতিতৈঃ । বিততৈর্বেষ্টিতোবহ্নিঃ স্নয়ং সান্নিধ্যতাং ব্রজেৎ । ৬২

অগ্নৈস্ত ব্রহ্মণার্বায় যজ্ঞং কৰ্ম যজ্ঞবিৎ । আচার্যাঃ কেচিদিচ্ছন্তি জাতকৰ্মাদনন্তরম্ । ৬৩

পবিত্রস্ত ততঃ কৃতা কুর্যাদাজ্যস্ত সংকৃতিম্ ।

আচার্য্যোহথ নিরাক্ষাপি নীরাক্ষমভিমন্তিতম্ । ৬৪

আজ্যভাগ্যভিধারান্ত-মবেকেভ্যাজ্যসিদ্ধয়ে । পক্ষ পক্ষাহতীহঁত্বা আখ্যান উদনস্তরম্ । ৬৫

দর্ভাধানাদিতঃস্তাবদ্ যাবপ্নোদানিকং ভবেৎ । যশাস্ত্রবিহিতৈর্মন্ত্রৈঃ প্রণবেনাথ হোময়েৎ । ৬৬

ততঃ পূর্ণাহুতিং দত্ত্বা পূর্ণাং পূর্ণমনোরথঃ । এবমুৎপাদিতো বহ্নিঃ সৰ্বকৰ্মসু সিদ্ধিনঃ । ৬৭

পূজয়িত্বা ভূতো বহ্নিং কুণ্ডেষু বিহরেৎ তথা । ইক্ষাদীনাং স্নমন্ত্রেণ্চ অথাহুতিশতং শতম্ । ৬৮

পূর্বক আশ্বসম্মুখে স্থাপন করিবেন ; পরে ফটু মন্ত্রে বহ্নি প্রজ্বালিত করিয় হুঁ মন্ত্রে অগ্নিবেষ্টন করিবেন এবং অমৃতীকরণ করিয়া মন্ত্র পাঠপূর্বক উত্তর হস্তে অগ্নি গ্রহণ করিয়া কুণ্ড পরিভ্রামণানন্তর বৈকবযোগে জাজ্বল্যমান অগ্নি কুণ্ডমধ্যে নিক্ষেপ করিবেন । অগ্নির দক্ষিণে ব্রহ্মা এবং উত্তরে প্রণীতাপাত্র করিয়া চতুর্দিকে যবেদোক্ত সাধারণ পদ্ধতির লিখিত মন্ত্রে বিষ্ঠারের সহিত পরিধি পরিস্তরণ করিবেন । ৫৯--৬০

তারপর গুরু ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের পূজা করিয়া দর্ভোপরি অগ্নি স্থাপন করিবেন । ঐ অগ্নিকে দর্ভদ্বারা বেষ্টন করত দর্ভোদকদ্বারা প্রোক্ষণ করিবেন । এইরূপ করিলে গুরু, অগ্নি ও পূজোপকরণ সামগ্রী বিস্তৃত হয় । পরে পূর্বাগ্র, উত্তরাগ্র, পশ্চিমাগ্র ও দক্ষিণাগ্র অথবা দর্ভদ্বারা অগ্নিকে পরিবেষ্টন করিবেন, ইহাতে সেই স্থানে অগ্নিদেবের সান্নিধ্য হয় । কোন কোন আচার্য্য বলেন, অগ্নিরক্ষার্থ যে সকল কৰ্ম উক্ত আছে, জাতকর্মের পর সেই সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে । অনন্তর আচার্য্য পবিত্র ছেদন করিয়া আজ্যসংস্কার করিবেন । ঐ আজ্য অবলোকন করত মন্ত্র পাঠপূর্বক আজ্যভিমন্ত্রণ করা কর্তব্য । তৎপরে আজ্য-শোধনার্থ আজ্যদ্বারা আঘারাহুতি প্রদানপূর্বক পাঁচ পাঁচ আহুতি প্রদান করিবেন । তারপর অগ্নির জাতকর্মাদি বিবাহান্ত দশ সংস্কার করিয়া যশাখোক্ত সপ্রণব মন্ত্রে হোম করিবেন । তৎপরে পূর্ণাহুতি দিবেন । পূর্ণাহুতি প্রদানে যজ্ঞমানের মনোরথ পূর্ণ হইয়া থাকে । এই প্রকারে সমুৎপন্ন বহ্নি সর্বকার্য্যে সিদ্ধি প্রদান করে । অনন্তর কুণ্ডস্থ বহ্নির অর্চনা করিয়া স্ব স্ব মন্ত্রে ইক্ষাদি দেবতার প্রত্যেকে শত সংখ্যক আহুতি দিবেন । এইরূপে

পূর্ণাহতিং শতযান্তে সর্বেষাংকৈব হোময়েৎ ।

স্বাহাহতিমধাক্ষ্যেয়ু হোতা তৎকলসে স্তসেৎ ॥ ৬৯

দেবতাশ্চৈব মন্ত্রাংশ্চ তথৈব জাতবেদসম্ । আখ্যানমেকতঃ কৃত্বা ততঃ পূর্ণাং প্রদাপয়েৎ ॥ ৭০

নিষ্কৃত্য বহিরাচার্যো দিক্‌পালানাং বলিং হরেৎ ।

ভূতানাকৈব দেবানাং নাগানাক প্রয়োগতঃ ॥ ৭১

ভিলাশ্চ সমিধশ্চৈব হোমদ্রব্যং দ্বয়ং শ্রুতম্ ।

আজ্যং তয়োঃ সহকারি তৎপ্রধানং যদক্ষয়োঃ^১ ॥ ৭২

পুরুষসূক্তং পূর্বেণৈব রুদ্রকৈব তু দক্ষিণে । জ্যেষ্ঠসাম চ ভারুণং তন্ন যামীতি পশ্চিমে ॥ ৭৩

নীলরুদ্রো মহামন্ত্রঃ কুন্তসূক্তমথর্কণঃ । হুত্বা সহস্রমেকৈকং দেবং শিরসি কল্পয়েৎ ॥ ৭৪

এবং মধ্যে তথা পাদে পূর্ণাহত্যা তথা পুনঃ । শিরঃস্থানেষু জুহুয়াদবিশেষাদনুক্রমাৎ^২ ॥ ৭৫

দেবানামাদিমস্তৈর্বা মস্তৈর্বা অথবা পুনঃ । যশাস্ত্রবিহিতৈর্বাপি গায়ত্র্যা বাথ তে দ্বিজাঃ ।

গায়ত্র্যা বাথবাচার্যো ব্যাহতিপ্রণবেন তু ॥ ৭৬

এবং হোমবিধিং কৃত্বা স্তসেন্নম্রাংস্ত দৈশিকঃ ।

চরণাবগ্নিমীলে তু ঈষে ত্বো গুল্কর্যোঃ স্থিতাঃ ॥ ৭৭

অগ্ন আয়াহি জজ্যে ঘে শম্নো দেবীতি জানুনী । বৃহস্পথন্তরে উরু উদরেদ্যাতিলো স্তসেৎ ॥ ৭৮

শতাহতি প্রদান করিয়া পূর্ণাহতি প্রদানপূর্বক অশ্রান্ত দেবতাকে এক এক আহতি দিতে হয় । হোতা মূল দেবতাকে যে আহতি দিবেন, তাহার প্রত্যাাহতি কলসে নিক্ষেপ করিবেন । দেবতা মন্ত্র, অগ্নি ও আত্মাকে অভেদ জ্ঞান করিয়া পূর্ণাহতি দিতে হয় । ৬৯—৭০

তারপর আচার্য্য বহির্গমনপূর্বক দিক্‌পালগণের বলি প্রদান করিয়া বিধানানুসারে ভূত, দেবতা ও নাগদিগকে বলি প্রদান করিবেন । এই কার্য্যে ভিল ও সমিধ এই দ্বিবিধ হোমদ্রব্যের প্রয়োজন । যুতসংযোগে উক্ত দুই দ্রব্যদ্বারা হোম করিতে হইবে । উক্ত কার্য্যে এই হোমই প্রধান হোম বলিয়া খ্যাত ; পুরুষসূক্তদ্বারা পূর্বকুণ্ডে, রুদ্রসূক্তদ্বারা দক্ষিণকুণ্ডে, জ্যেষ্ঠসাম ও ভারুণসংহিতাদ্বারা পশ্চিমকুণ্ডে, আর নীলরুদ্রসূক্ত ও অথর্কোক্ত কুন্তসূক্তদ্বারা উত্তরকুণ্ডে হোম করিবেন । উক্তক্রমে প্রতিকুণ্ডে এক এক সহস্র হোম করিয়া দেবমূর্তি মন্তকে ধারণ করিবেন । এই হোমের মধ্যে পুনঃপুনঃ পূর্ণাহতি দিতে হয় । পুনরায় শিরঃস্থিত কুণ্ডে হোম করিয়া ক্রমানুসারে মণ্ডপে প্রবেশ করিবে । দেবগণের আদি মন্ত্রে কিংবা যশাস্ত্রলিখিত মন্ত্রে, গায়ত্রী মন্ত্রে অথবা প্রণবসংযুক্ত ব্যাহতি মন্ত্রে হোম করিবে । এইরূপে হোম সমাপন করত দেবশরীরে মন্ত্রাশ্রয় করিতে হয় । যথা,—অগ্নিমীলে ইত্যাদি মন্ত্র চরণদ্বয়ে, ঈষে ত্বোৰ্যে ত্বা ইত্যাদি মন্ত্র গুল্কদ্বয়ে, অগ্ন আয়াহি ইত্যাদি মন্ত্র জজ্যাদ্বয়ে, শম্নো দেবীরভীষ্ঠয়ে ইত্যাদি মন্ত্র জানুদ্বয়ে, বৃহস্পথন্তর মন্ত্র উরুদ্বয়ে, আভিল ইত্যাদি মন্ত্র

১। যদক্ষয়োঃ ।

২। জুহুয়াদাবিশেষে অনুক্রমাৎ ।

দীর্ঘায়ুষ্কায় হৃদয়ে জীশ্চ ত্তে গলকে শ্বসেৎ । জাতারমিক্সং বক্ষে চ নেত্রাভ্যাস্ত্রিযুগ্মকম্ ।

মূর্ধ্ণা ভবং তথা মূর্ধ্নি আঃ লগ্নাক্ষোমমাচরেৎ । ৭৯

উদ্বাপয়েৎ ততো দেবমূর্তিষ্ঠ ব্রহ্মণঃ পতে । বেদপুণ্যাহশকেন প্রাসাদানাং প্রদক্ষিণম্ । ৮০

পিণ্ডিকালভনং কৃত্বা দেবস্য ত্তেতি মন্ত্রবিৎ । দিক্‌পালান্ সহ রত্নৈশ্চ ধাতুনৌষধমুত্তমা ।

লৌহবীজানি সিদ্ধানি পশ্চাদ্‌দেবস্ত বিশ্বসেৎ । ৮১

ন গর্ভে স্থাপয়েদেবং ন গর্ভস্ত পরিভ্যজেৎ । ঈশ্নাধঃ পরিভ্যজ্য ততো দোষাপনস্ত ভৎ । ৮২

ভিলম্ভ তু সমাভ্রস্ত উত্তরং কিঞ্চিদানয়েৎ । ঐ হিরো ভব শিবো ভব প্রজাভ্যাস্ত্রনমো নমঃ । ৮৩

দেবস্ত ত্বা সবিতুর্বঃ ষড়্‌ভ্যো বৈ বিশ্বসেদ্ গুরুঃ । তত্ত্ববর্ণকলামাত্রং প্রজানি ভুবনাত্মজৈঃ । ৮৪

ষড়্‌ভ্যো বিশ্বস্ত সিদ্ধার্থং ধ্রুবার্থৈরভিমন্ত্রেৎ । সম্পাতকলসেনৈব স্নাপয়েৎ সুপ্রতিষ্ঠিতম্ । ৮৫

দীপ-ধূপ-সুগন্ধৈশ্চ নৈবদ্যৈশ্চ প্রপূজয়েৎ । অর্ঘ্যং দত্ত্বা নমস্কৃত্য ততো দেবং কমাপয়েৎ । ৮৬

পাত্রং বস্ত্রমুগং ছত্রং তথা দিব্যাকুরীয়কম্ । ঋত্বিগ্ভ্যশ্চ প্রদাতব্য্য দক্ষিণা চৈব শক্তিতঃ । ৮৭

চতুর্থীং জুহুয়াং পশ্চাদ্‌ যজমানঃ সমাহিতঃ ।

আহুতীনাং শতং ছত্ৰা ততঃ পূর্ণাং প্রদাপয়েৎ । ৮৮

নিজ্রম্য বহিরাচার্যো দিক্‌পালানাং বালিং হরেৎ ।

আচার্য্যঃ পুষ্পহস্তস্ত ক্রময়েতি বিসর্জয়েৎ । ৮৯

উদরে, দীর্ঘায়ুষ্কায় ইত্যাদি মন্ত্র হৃদয়ে, জীশ্চ ত্তে লগ্নাশ্চ পত্ন্যা ইত্যাদি মন্ত্র, গলদেশে, জাতারমিক্স ইত্যাদি মন্ত্র বক্ষঃস্থলে, ত্রিযুগ্ম মন্ত্র নেত্রস্থরে মূর্ধ্ণা ভব ইত্যাদি মন্ত্র মস্তকে শ্বাস করিয়া পুনরায় হোম করিতে হয়। পরে উত্তীর্ণ ব্রহ্মণস্পতে ইত্যাদি মন্ত্রে দেবমূর্তি উদ্বাপন করত বেদধ্বনি ও পুণ্যাহ শব্দ উচ্চারণপূর্বক মণ্ডপ এবং প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করিবে। দেবস্ত ত্বা ইত্যাদি মন্ত্রে পিণ্ডিকালভন করিয়া দিক্‌পালগণের পূজাপূর্বক রত্ন, ধাতু, ওষধি প্রভৃতি দেবের পশ্চাত্তাপে বিশ্বস্ত করিবে। মন্দিরের গর্ভভাগে দেবস্থাপন করিবে না, অথচ গর্ভভাগ পরিভ্যাগও করিবে না, পরন্তু কিঞ্চিদাভাগ পরিভ্যাগ করিয়া দেবস্থাপন করিবে, তাহাতে কার্যের দোষনাশি হয়। ভিলপ্রমাণে কিঞ্চিৎ উত্তরভাগে দেবপ্রতিমা স্থাপন করত গুরু “ঐ হিরো ভব! ইত্যাদি মন্ত্রে এবং “দেবস্ত ত্বা” ইত্যাদি ছয়টি মন্ত্রে দেবমূর্তি বিস্তার করিবে। ধ্রুবার্থ ষট্‌মন্ত্রে দেবতাকে অভিমন্ত্রিত করিয়া পরে পূর্বস্থাপিত কলসদ্বারা দেবমূর্তিকে স্নান করাইয়া প্রতিষ্ঠিত করিবে। দীপ, সুগন্ধি ধূপ ও নৈবেদ্যদ্বারা দেবের পূজা, অর্ঘ্যপ্রদান ও নমস্কার করিয়া দেবতার সমীপে স্তুতিপাঠ পূর্বক ক্রমা প্রার্থনা করিবে। যজমান স্বীয় শক্তির অনুরূপ বস্ত্রমুগ, ছত্র, অকুরীয়ক এই সকল দ্রব্য পুরোহিত-বর্ণকে দক্ষিণা স্বরূপ প্রদান করিবে। পরে যজমান সংযত হইয়া চতুর্থীহোম করিবে। চতুর্থীহোমে শত আহুতি প্রদান করিয়া পূর্ণাহুতি দিবে। অনন্তর আচার্য্য বহির্দলে

মাগান্তে কপিলাং দদাদাচার্য্যায় চ চামরম্ । মুকুটং কুণ্ডলং হস্তং কেশবরং কটিসূত্রকম্ ।

বাজনং গ্রামবস্ত্রাদীন্ সোপঙ্কারং সমগুপম্ ১ । ২০

ভোজনমহং কুর্য্যাৎ কৃতকৃত্যোপকারভেৎ ২ । যজমানো বিমুক্তঃ শ্যাং স্থাপকস্ত প্রসাদতঃ ৩ । ২১

ইতি শ্রীগুরুভে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে প্রতিষ্ঠাপ্রকরণং নামাষ্টচত্বারিংশোধ্যায়ঃ । ৪৮ ।

একোনপঞ্চাশোধ্যায়ঃ

অম্বোবাচ ।

সর্গাদিকৃষ্ণরিশৈব পূজাঃ শ্রায়জুবাদিভিঃ । বিপ্রাটকঃ শ্বেন ধর্ম্মেণ তত্বম্বং ব্যাস বৈ শূ ১

যজ্ঞনং যাজ্ঞনং দানং ব্রাহ্মণস্য প্রতিগ্রহঃ । অধ্যাপনকাধ্যয়নং যট্ কৰ্ম্মানি দ্বিজোত্তম ২

দানমধ্যয়নং যজ্ঞো ধর্ম্মঃ কত্রিয়-বৈশ্যয়োঃ । দত্তস্তথা কত্রিয়স্য কৃষিবৈশ্যস্য শম্যতে ৩

তত্রৈব দ্বিজাতীনাং শূদ্রাণাং ধর্ম্মসাধনম্ । কারুকর্ম্ম তথা জীবঃ পাকযজ্ঞোহপি ৪ ধর্ম্মতঃ ৪

ভিক্ষাচর্যাথ গুরুশ্রবা তরোঃ শ্রাদ্ধায় এব চ । সন্ন্যাসকর্ম্মান্নিকর্ম্মাণ্যধ ধর্ম্মোহয়ং ব্রহ্মচারিণঃ ৫

গমনপূর্ব্বক দিক্‌পালগণকে বলিপ্রদান করিয়া পুষ্পহস্ত হইয়া “কমস্ব” এই বাক্যে বিসর্জন করিবে । যজ্ঞ সমাপনাতে আচার্যকে কপিলা ধেনু, চামর, মুকুট, কুণ্ডল, হস্ত, কেশবর, কটিসূত্র, বাজন ও সমস্তল সুসজ্জিত গ্রাম এই সকল দ্রব্য দক্ষিণা দিবে । তারপর আচার্য্য, পুরোহিতদিগকে ভোজন করাইয়া যজ্ঞ ভোজন করিবেন । যজ্ঞমান এইরূপে প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পাদন করিলে কৃতকৃত্য হইয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে । ১০—১১

শ্রীগুরুপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে প্রতিষ্ঠাপ্রকরণ নামক অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৮ ।

উনপঞ্চাশ অধ্যায়

অম্বা বলিলেন,—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী হরিকে শ্রায়জুবাদি মনু ও ব্রাহ্মণাদি বর্ণ য য ধর্ম্মানুসারে অর্চনা করিয়াছিলেন । হে ব্যাস ! ব্রাহ্মণাদি বর্ণের সেই য য ধর্ম্ম বলিতেছি, শ্রবণ কর । যজ্ঞন, যাজ্ঞন, দান, প্রতিগ্রহ, অধ্যয়ন, অধ্যাপন ব্রাহ্মণের এই যট্ কৰ্ম্ম যধর্ম্ম । দান অধ্যয়ন যজ্ঞ এই কৰ্ম্মত্রয় কত্রিয় ও বৈশ্যের সাধারণ ধর্ম্ম ; তন্মধ্যে কত্রিয়ের রাজ্যশাসন এবং বৈশ্যের কৃষিকার্য্য বিশেষ ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত । ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের গুরুশ্রবাই শূদ্রজাতির প্রশস্ত ধর্ম্ম । শিল্পকার্য্য শূদ্রবর্ণের জীবিকা । তাহারা ধর্ম্মোদ্দেশে অপাক যজ্ঞ করিতে পারে । ভিক্ষাচরণ, গুরুশ্রবা, শ্রাদ্ধায়, সন্ন্যাস ও অগ্নিক্রিয়া এই

১। সমগুপম্ । ২। কৃতকৃত্যোপকারভেৎ । ৩। তথা জীবোহপাকযজ্ঞোহপি ।

সর্বস্যামাশ্রমাণাম্ ত্রৈবিধ্যস্ত চতুর্বিধম্ । ব্রহ্মচার্য্যাপকুর্বাণো নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মতপস্বিনঃ ॥ ৩
 যোহধীত্য বিধিবদেদান্ গৃহস্থাস্রমমাত্রজেৎ । উপকুর্বাণকো জ্ঞেয়ো নৈষ্ঠিকো মরণান্তিকঃ ॥ ৭
 অগ্নয়োহতিথিস্তজ্ঞয়া যজ্ঞো দানং সুরার্চনম্ । গৃহস্থস্য সমাসেন ধর্ম্মোহয়ং দ্বিজসন্তম ॥ ৮
 উদাসীনঃ সাধকশ্চ গৃহস্থো বিবিধো ভবেৎ । কুটুম্বরূপে মুক্তঃ সাধকোহসৌ গৃহী ভবেৎ ॥ ৯

অপানি জীর্ণ্যাপাকৃত্য ত্যক্ত্য ভাৰ্য্যাধনাদিকম্ ।

একাকী যন্ত বিচরেদুদাসীনঃ স মৌক্ষিকঃ ॥ ১০

ভূমৌ মূলকলাশিত্বং স্বাধ্যায়স্তপ এব চ । সংবিভাগো যথাশ্রায়ং ধর্ম্মোহয়ং বনবাসিনঃ ॥ ১১

তপস্তপ্যতি যোহরণ্যে যজ্ঞেদেবান্ জুহোতি চ ।

স্বাধ্যায়ে চৈব নিরতো বনস্থস্তাপসোত্তমঃ ॥ ১২

তপসা কশিতোহত্যর্থং যন্ত ধ্যানপরো ভবেৎ ।

সন্ন্যাসী স হি বিজ্ঞেয়ো বানপ্রস্থাস্রমে স্থিতঃ ॥ ১৩

যোগাভ্যাসরতো নিত্যমাকুরুজ্জিহতেজস্বিনঃ ।

জানায় বর্ততে ভিক্ষুঃ শ্রোচাত্তে পারমৈষ্ঠিকঃ ॥ ১৪

যজ্ঞাশ্রতিরেব স্তান্নিত্যতৃপ্তো মহানুনিঃ । সম্যক্ চ দমসম্পন্নঃ স যোগী ভিক্ষুরুচাত্তে ॥ ১৫

সকল ব্রহ্মচারীদিগের কর্তব্য কর্ম্ম । এই যে সকল আশ্রমধর্ম্ম কথিত হইল, ইহাদের প্রত্যেকেরই প্রকারভেদ আছে । কোন কোন আশ্রমধর্ম্ম ত্রিবিধ এবং কোন কোন আশ্রম-ধর্ম্ম চতুর্বিধ ; উন্মধ্যে ব্রহ্মচারী, উপকুর্বাণ, নৈষ্ঠিক এবং ব্রততপস্বিন এই কয়টি প্রধান । বিধিপূর্ব্বক বেদপাঠ করিয়া যাহারা গৃহস্থাস্রমে প্রবেশ করে, তাহারা উপকুর্বাণ ; আর যাহারা আজীবন বেদ অধ্যয়ন করে, তাহারা নৈষ্ঠিক বলিয়া খ্যাত । অগ্নিকার্য্য, অতিথিসেবা, যজ্ঞ, দান, দেবার্চন এই সকল গৃহস্থদিগের সংক্ষিপ্ত ধর্ম্ম । গৃহস্থ বিবিধ,— উদাসীন এবং সাধক । যে গৃহস্থ ব্যক্তি নিজ কুটুম্ববর্গের ভরণপোষণে তপস্বিন থাকে, সেই সাধক । ১—৯

যে গৃহী ব্যক্তি পিতৃঋণ, ঋষিঋণ, ও দেবঋণ এই ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইয়া পত্নীধনাদি সংসার পরিত্যাগ করত একাকী ধর্ম্মাচরণ করে, তাহাকে মৌক্ষিকামী উদাসীন বলা যায় । কলমূল্যাহারী, বেদাদি অধ্যয়ন, তপস্তা ও যথোচিত সংবিভাগ এই সমস্ত বনবাসীর ধর্ম্ম । যে মানুষ বনবাসী হইয়া তপস্তাচরণ, দেবার্চন ও হোম করত স্বাধ্যায় কার্য্যে নিমুক্ত থাকেন, তিনি বনস্থ তপস্বীদিগের প্রধান । যিনি তপস্তাচরণ দ্বারা অত্যন্ত ক্লিষ্টদেহ হইয়া সর্বদা ঈশ্বরধ্যানে তপস্বিন থাকেন, তাহাকে বানপ্রস্থাস্রমী সন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে । যে ভিক্ষুক অভ্যাসদ্বারা প্রাণাদি বায়ু নিরোধপূর্ব্বক তিতেজস্ব হইয়া সর্বদা যোগাভ্যাসে রত থাকেন, বা ব্রহ্মতত্ত্ব অনুসন্ধান করেন, তাহাকে পারমৈষ্ঠিক বলে । যে মানব সর্বদা আশ্রতত্বানুসন্ধানে পরিতৃপ্ত এবং দমসম্পন্ন থাকেন, তাহাকে ভিক্ষুক বলা যায় । ১০—১৫

ভৈরব্যং ক্রতক মৌনিভ্যং তপো ধ্যানং বিশেষতঃ ।

সমাক্ চ জ্ঞানবৈরাগ্যং ধর্মোহয়ং ভিক্ষুকে মতঃ । ১৬

জ্ঞানসন্ন্যাসিনঃ কেচিৎসেনসন্ন্যাসিনোহপরে । কর্মসন্ন্যাসিনঃ কেচিৎ ত্রিবিধঃ পারমৈষ্ঠিকঃ । ১৭

যোগী চ ত্রিবিধো জ্ঞেয়ো ভৌতিকো মোক্ষ এব চ ।

তৃতীয়োহন্ত্যাত্মী প্রোক্তো যোগমূর্ত্তি-সমাপ্তিভঃ । ১৮

প্রথম্য ভাবনা পূর্বে মোক্ষে ত্বক্ষণভাবনা । তৃতীয়ে চান্তিমা প্রোক্তা ভাবনা পারমেশ্বরী । ১৯

ধর্ম্যং সজায়তে মোক্ষো জর্ঘ্যং কামোহভিজায়তে । ২০

প্রবৃত্তক নিবৃত্তক ত্রিবিধং কর্ম বৈদিকম্ । জ্ঞানপূর্ব্বং নিবৃত্তং স্তাং প্রবৃত্তকাগ্নিবেদকম্ । ২১

কমা দমো দম্বা দানমলোভোহভ্যাস এব চ । আর্জবজ্ঞানসূত্রা চ তীর্থানুসরণং তথা । ২২

সত্যং সন্তোষ আন্তিক্যং তথ্য চল্লিষনিগ্রহঃ ।

দেবতাভার্চনং পূজা ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ । ২৩

অহিংসা প্রিয়বাদিত্বমপৈশুণ্যমক্লেশতা । এতে আত্মমিকা ধর্ম্মাশ্চাতুর্কর্ণ্যং ব্রবীম্যতঃ । ২৪

প্রাজাপত্যং ব্রাহ্মণানাং স্মৃতং স্থানং ক্রিয়াবতাম্ ।

স্থানমৈশ্বর্যং ক্ষত্রিয়াণাং সংগ্রামেষপলায়িনাম্ । ২৫

বৈজ্ঞান্যং মারুতং স্থানং স্বধর্ম্মমনুবর্ত্ততাম্ । দাক্ষর্ক্যং শূদ্রজাতীনাং পরিচারে চ বর্ত্ততাম্ । ২৬

ভিক্ষাচরণ, বেদপাঠ, মৌনাবলম্বন, তপস্যা, ঈশ্বরচিন্তন, জ্ঞানানুসন্ধান, সংসারবৈরাগ্য এই দশমস্ত ভিক্ষুকের ধর্ম্ম । পারমৈষ্ঠিক ত্রিবিধ—প্রথম কতকগুলি জ্ঞানসন্ন্যাসী, দ্বিতীয় কতিপয় বেদসন্ন্যাসী ও তৃতীয় কতকগুলি কর্মসন্ন্যাসী । যোগী ত্রিবিধ,—প্রথম ভৌতিক যোগী, দ্বিতীয় মোক্ষযোগী ও তৃতীয় বানপ্রস্থাত্মী ; প্রথম ভাবনা, মধ্য ভাবনা ও তৃতীয় ভাবনা । মনুষ্যজাতিরই প্রথমে সংসারভাবনা হইয়া থাকে । তৎপরে মোক্ষভাবনা ; এই ভাবনা অতি দুষ্কর । অন্তিমে পরমেশ্বরচিন্তা ; ইহাকেই তৃতীয় ভাবনা বলে । ধর্ম্মাচরণ করিলে মোক্ষপদ লাভ হয়, অর্ধোপার্জনে ঐহিক অভিলাষ পূর্ণ হইয়া থাকে । বৈদিক কর্ম ত্রিবিধ,—প্রবৃত্তিজনক ও নিবৃত্তিসাধক । জ্ঞানপূর্ব্বক যে কার্য্য তাহা প্রবৃত্তিজনক ও দেবাগ্নি সম্বন্ধীয় যে কার্য্য তাহা নিবৃত্তিসাধক । ১৬—২১

কমা, দম, দম্বা, দান, অলোভ, বেদাভ্যাস, সরলতা, অহিংসা, তীর্থপর্য্যটন, সত্যপালন, সন্তোষ, আন্তিকতা, ইল্লিষনিগ্রহ, দেবার্চন ও পূজা এই সকল ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম । অহিংসা, প্রিয়বাদিতা, খলভাপরিহার, ক্লেশভাববর্জন এই সকল সর্বাশ্রমবিহিত ধর্ম্ম । অতঃপর চতুর্কর্ণের ধর্ম্ম বলিতেছি । ব্রাহ্মণ পূর্ব্বোক্ত আশ্রমধর্ম্ম পালন করিলে অস্তে প্রাজাপত্য স্থান প্রাপ্ত হয় । যে সকল ক্ষত্রিয় সংগ্রামভীরু নহে, অথচ স্বধর্ম্মতৎপর, তাহারা ইন্দ্রলোক লাভ করে । বৈজ্ঞান্য স্বধর্ম্মানুরক্ত হইলে অন্তকালে তাহাদিগের বায়ুলোকে গমন হয় ; শূদ্রগণ ব্রাহ্মণাদি চতুর্কর্ণের পরিচর্য্যায় রত থাকিলে অন্তিমে গন্ধর্ব্বলোক প্রাপ্ত হয় ।

অষ্টাশীতিসহস্রাণামৃণামৃদ্ধিরেতসাম্ । শ্বতং তেষাং যং হানং তদেব গুরুবাসিনাম্ ॥ ২৭
 সপ্তর্ষীপাতং যং হানং হানং তদৈব বনৌকসাম্ ॥ ২৮
 যন্তীনাং যতচিত্তানাং কাসিনামৃদ্ধিরেতসাম্ । আনন্দং ব্রহ্মাভং হানং যস্মাদ্ভাবতে মুনিঃ ॥ ২৯
 যোগিনামমৃতহানং ব্যোমাখ্যং পরমকরম্ । আনন্দমৈশ্বরং যস্মাদ্ভুক্তো নাবর্ততে নরঃ ॥ ৩০
 যুক্তিরক্টাঙ্গবিজ্ঞানাং সংক্ষেপাং তদেব শূণ্ণ । যমাঃ পঞ্চ ভূতহিংসাসাঃ অহিংসা প্রাণাহিংসনম্ ॥ ৩১
 সত্যং ভূতহিতং বাক্যমন্তেষং যোগ্রহং পরম্ । অমৈথুনং ব্রহ্মচর্য্যং সর্বভোগোপরিগ্রহঃ ॥ ৩২
 নিরমাঃ পঞ্চ সত্যাসাঃ বাহুমাভ্যন্তরং দ্বিধা । শৌচং সত্যঞ্চ সন্তোষস্তপশ্চেক্ষিয়নিগ্রহঃ ॥ ৩৩
 স্বাধ্যায়ঃ স্তান্মন্ত্রজপঃ প্রণিধানং হর্যেযজিঃ । আসনং পদ্মকাস্ত্যস্তং প্রাণায়ামো মরুজ্জয়ঃ ॥ ৩৪
 মন্ত্রধ্যানযুক্তো গর্ভো বিপরীতো হৃগর্ভকঃ । অগর্ভো হু সগর্ভস্থঃ প্রাণায়ামন্ততোহধিকঃ ॥ ৩৫
 এবং দ্বিধা ত্রিধাযুক্তং পূরণং পূরকঃ স চ । কুস্তকো নিশ্চলভ্রাক্ষ রেচনাজেচকস্ত্রিধা ॥ ৩৬
 লঘুর্দীপশযাত্রঃ ক্রাক্ষতুর্বিংশতিকঃ পরঃ । ষট্‌ত্রিংশদাত্মিকঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রত্যাহারশ্চ রোঘনম্ ॥ ৩৭

অষ্টাশীতি সহস্র ঋষিগণ স্বীয় তপঃপ্রভাবে যে যে স্থান লাভ করেন, গুরুগৃহবাসী মানব সেই সেই স্থান প্রাপ্ত হয় । ২২—২৭

মরীচি, অত্রি প্রভৃতি সপ্তর্ষিগণ স্বীয় তপস্তাবলে যে স্থান লাভ করেন, বনবাসী তপস্বিগণও সেই স্থান প্রাপ্ত হন; সংযমচিত্ত, যতি এবং উদ্ধিরেতা সন্ন্যাসিগণ নিত্যানন্দময় ব্রহ্মধাম লাভ করেন । মুনিগণের সেই স্থান হইতে পুনরায় সংসারে আগমন হয় না । বাহারা সত্য যোগানুসন্ধানে রত থাকেন, তাঁহাদিগের ব্যোমাখ্য অক্ষর যোক্ষপদ লাভ হয় । যুক্ত ব্যক্তির কখনও সংসারাহুতি হয় না । অষ্টাঙ্গযোগ পরিজ্ঞানে মানবগণের যুক্তি হইয়া থাকে । এক্ষণে সংক্ষেপে সেই অষ্টাঙ্গ যোগ বলিতেছি, শ্রবণ কর । সংযম, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অমৈথুন, ব্রহ্মচর্য্য, সর্বভোগ ও অপরিগ্রহ ইহানিগকে অষ্টাঙ্গযোগ বলে । পঞ্চেক্ষিয়ের নিগ্রহকে সংযম, প্রাণিমাত্রের হিংসাতাবকে অহিংসা, সর্বভূতের হিতবাক্যকে সত্য, পরম্ভব্য গ্রহণাতাবকে অস্তেয়, মৈথুনাভাবকে ব্রহ্মচর্য্য ও সর্বভোগকে অপরিগ্রহ বলে । ২৮—৩২

সত্যাদি পাঁচটীকে নিয়ম বলে; সেই নিয়ম আবার দ্বিবিধ, বাহ্য ও আভ্যন্তরিক । সত্যকে শৌচ, পরতুষ্টি সাধনকে সন্তোষ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহকে তপস্যা, মন্ত্রজপকে স্বাধ্যায়, হরির অর্চনাকে প্রণিধান, পদ্মাদিকে আসন ও বায়ুনিরোধকে প্রাণায়াম বলে । প্রাণায়াম দ্বিবিধ, সগর্ভ ও অগর্ভ । মন্ত্র ও ধ্যানযুক্ত প্রাণায়ামকে সগর্ভ ও ভূত্বিপরীত (মন্ত্রধ্যানবিহীন) প্রাণায়ামকে অগর্ভ বলে । অগর্ভ অপেক্ষা সগর্ভ প্রাণায়াম শ্রেষ্ঠ । ঐ প্রাণায়ামের অবাস্তর প্রভেদ ত্রিবিধ । যথা—পূরক, কুস্তক ও রেচক । বায়ুপূরণকে পূরক, বায়ুনিরোধ করত দেহেক্ষিয়ের স্থিরীভাবকে কুস্তক এবং বায়ুরেচনকে রেচক কহে । দ্বাদশবার জপে যে প্রাণায়াম হয়, তাহা লঘু, চতুর্বিংশতি বার জপে মধ্যম এবং ষট্‌ত্রিংশবার জপে শ্রেষ্ঠ

ব্রহ্মাচ্চিন্তা ধ্যানং স্তাব্ধারণা মনসো ধৃতিঃ । অহং ব্রহ্মেত্যবস্থানং সমাধিব্রহ্মণঃ স্থিতিঃ ॥ ৩৮
 অহংমায়া পরং ব্রহ্ম সত্যং জ্ঞানমনন্তকম্ । ব্রহ্ম বিজ্ঞানমানন্দঃ স তত্ত্বমসি কেবলম্ ॥ ৩৯
 অহং ব্রহ্মান্ম্যহং ব্রহ্ম অশরীরমনিশ্চিন্তম্ । অহং মনো-বুদ্ধি-মরুদহঙ্কারাদিবর্জিতম্ ॥ ৪০
 জাগ্রৎস্বপ্নসূষুপ্তাদিমুক্তং জ্যোতিস্তদীরকম্ । নিত্যং শুদ্ধং বুদ্ধিমুক্তং সত্যমানন্দময়ম্ ॥ ৪১
 মোহসাবাদিত্যপুরুষঃ মোহসাবহমধতিতম্ । ইতি ধ্যানং বিশ্বচোক্ত ব্রাহ্মণো ভববন্ধনাং ॥ ৪২
 ইতি শ্রীগুরুভে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে অষ্টোদ্বাধ্যায়ে নাটমকোনপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ ।

অহংহনি যঃ কুর্যাৎ ক্রিয়াং স জ্ঞানমাপ্নুয়াৎ । ব্রহ্মে মুহূর্তে চোখায় ধর্মমর্ষণ চিন্তয়েৎ ॥ ১
 চিন্তয়েদ্ হৃদিপদ্মস্থ-মানন্দমজ্বরং হরিম্ । উষঃকালে তু সম্প্রাপ্তে কৃত্বা চাবশ্যকং বুধঃ ॥ ২
 স্নানান্নদীষু শুদ্ধাসু শৌচং কৃত্বা যথাবিধি । প্রাতঃস্নানেন পৃথগ্বে যেহপি পাপকৃতো জনাঃ ॥ ৩
 তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন প্রাতঃস্নানং সমাচরেৎ । প্রাতঃস্নানং প্রশংসন্তি দৃষ্টোদৃষ্টকরং হি তৎ ॥ ৪

প্রাণায়াম হয় । বায়ুনিরোধ হইলেই প্রত্যাহার হয় । ব্রহ্মের সহিত আত্মার অভেদ চিন্তাই ধ্যান, মনের বৈখ্যাবলম্বনই ধারণা ; অহং ব্রহ্ম (আমিই ব্রহ্ম) এইরূপ অভেদ জ্ঞানে যে ব্রহ্মতে চিন্তস্থাপন তাহাই সমাধি । “আমিই পরমাআ পরং ব্রহ্ম” এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান হইলে কদাচ সেই নিত্য জ্ঞানের বিনাশ হয় না । ব্রহ্মবিজ্ঞানই পরমানন্দ, আত্মাই ব্রহ্মরূপ । আমি ব্রহ্ম, আমি অশরীরী, ইন্দ্রিয়বিহীন ব্রহ্ম, আমি মনঃ, বায়ু, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাদি-বর্জিত । আমি জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সূষুপ্তাদি অবস্থারহিত ব্রহ্মতেজঃরূপ ; আমি নিত্যশুদ্ধ, বুদ্ধিমুক্ত, অধিতীর, আনন্দরূপ ; তেজঃরূপ যে আদিত্য পুরুষ, তাহাও আমি । যে ব্রাহ্মণ এইরূপ ধ্যান করে, সে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইবে । ৩৩—৪২

শ্রীগুরুপুুরাণে পূর্বখণ্ডে অষ্টোদ্বাধ্যায়ে নামক উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশ অধ্যায়

ব্রহ্মা বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন নিত্য ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করে, সে দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হয় । নিত্যক্রিয়া-প্রণালী যথা—ব্রহ্ম মুহূর্তে গাজোখান করিয়া ধর্ম ও অর্থ চিন্তা করিবে । বিজ্ঞাতিগণ প্রাতঃকাল উপস্থিত হইলে, হৃৎপদ্মমধ্যে সনাতন হরিকে ধ্যান করিবে । তারপর শৌচাদিক্রিয়া সমাপনান্তে যথাবিধি আচমনপূর্বক পুষ্যসলিলা নদীতে

সুখাং সুপ্তস্য সততং লালান্নাঃ সংশ্রবন্তি হি । অতো নৈবাচরেৎ কৰ্ম্মাণ্যকৃত্বা স্নানমাদিতঃ । ৫
অলক্ষীঃ কালকৰ্ণী চ হৃৎস্পন্দং হৃৎকিচিচ্ছিতম্ । প্রাতঃস্নানেন পাপানি ধূমন্তে নাত্ৰ সংশয়ঃ । ৬
ন চ স্নানং বিনা পুংসাং শ্রাশস্ত্যং কৰ্ম্ম সংকৃতম্ ।

হোমে অপ্যে বিশেষেণ তস্মাৎ স্নানং সমাচরেৎ । ৭

অশক্তাবশিরুদ্ধস্ত স্নানমন্ত বিধীয়তে । আর্দ্রেণ বাসসা বাপি মার্জ্জনং কার্যিকং শ্রুতম্ । ৮
ব্রাহ্মমাগ্নেয়মুদ্ভিষ্টং বায়ব্যাং দিব্যমেব চ । বারুণং যৌগিকং তদ্বৎ ষড়ঙ্গং স্নানমাচরেৎ । ৯
ব্রাহ্মস্ত মার্জ্জনং যত্রৈঃ কুশৈঃ সোদকবিন্দুভিঃ । আগ্নেয়ং তস্মিনা পাদমস্তকাদ্বেহধূননম্ । ১০
গবাং হি ব্রজসা শ্রোক্তং বায়ব্যাং স্নানমুত্তমম্ । যৎ তু সাতপবর্ষেণ স্নানং তদ্বিবামৃচ্যতে । ১১
বারুণকাবগাহস্ত মানসস্ত্যাবেননম্ । যৌগিকং স্নানমাখ্যাতং যোগেন হরিচিন্তনম্^১ ।
আখ্যাতীর্থমিতি খ্যাতং সেবিতং ব্রহ্মবাদিভিঃ । ১২

কীরবৃক্ষসমুদ্ভুতং মালতীসমুৎপদং শুভম্ । অপামার্গকাং বিজ্ঞকাং করবীরকাং ধাবনে^২ । ১৩

উদযুধো প্রাযুধো বা ভক্তয়েদন্তদধাবনম্ । প্রক্ষাল্য ভুক্ত্য তজ্জহাংকুচৌ দেশে সমাহিতঃ । ১৪

স্নান করিয়া শুদ্ধদেহ হইবে । প্রাতঃস্নান করিলে পাপাখ্যা ব্যক্তিও পবিত্র হইতে পারে ।
অতএব সর্বপ্রযত্নে প্রাতঃস্নান করিবে । প্রাতঃস্নান ঐহিক ও পারত্রিক ফলপ্রদান করে, এ
নিমিত্ত সকলেই প্রাতঃস্নানকে প্রশংসা করিয়া থাকেন । ব্রাহ্মিতে সুখসুপ্ত মানবের লালান্না
হয় বলিয়া সকলেরই দেহ অপবিত্র হয় । অতএব প্রথমে স্নান না করিয়া সন্ত্যাবন্দনাদি
কোন কার্য করিবে না । প্রাতঃস্নান করিলে অলক্ষী, পিলাচাদির দৃষ্টি ও হৃৎস্পন্দ-হৃৎকিচা
প্রভৃতি পাপ নিঃসন্দেহে ধোত হইয়া যায় । স্নানব্যতীত মনুষ্যকৃত অপহোমাদি কোন কৰ্ম্মের
প্রশস্ততা হয় না, অপহোমাদি সর্বকৰ্ম্মের প্রারম্ভে বিশেষরূপে স্নান করিবে । ১—৭

অবগাহন স্নানে যাহারা অশক্ত, তাহাদিগের পক্ষে অশিরুদ্ধ স্নান বিধি । আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা
শরীর মার্জ্জন করিলেই তাহাদিগের স্নান সিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহাকেই কার্যিক স্নান বলে ;
স্নান হয় প্রকার যথা—ব্রাহ্ম, আগ্নেয়, বায়ব্যা, দিব্যা, বারুণ ও যৌগিক । পাত্রবিশেষে এই
ষট্প্রকার স্নানের অন্ততম স্নানের ব্যবস্থা হইয়া থাকে । মন্ত্রপাঠ করত কুশদ্বারা অঙ্গে জলসেক
করিয়া অঙ্গমার্জ্জন করিলেই ব্রাহ্মস্নান হয় । মস্তক হইতে পাদপর্যন্ত ভস্মদ্বারা অঙ্গমার্জ্জনকে
আগ্নেয়স্নান, গোময়দ্বারা অঙ্গমার্জ্জনকে বায়ব্যা স্নান, আতপ সেবন অর্থাৎ সর্বাঙ্গে রৌদ্র
লাগান দিব্য স্নান, জলে অবগাহনকে বারুণস্নান, আর ঈশ্বরে আত্মনিবেদনকে যৌগিক
স্নান বলে । যোগাবলম্বন করিয়া ক্রীহরিকে ধ্যান করিলেই যৌগিক স্নান সিদ্ধ হয় ।
ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ আত্মাকে তীর্থ বলিয়া সেবা করিয়া থাকেন । ৮—১২

কীরিবৃক্ষ, উড়ুদ্বরাদিকাঠ, মালতীকাঠ, অপামার্গকাঠ, করবীরকাঠ অথবা বিজ্ঞকাঠদ্বারা
উত্তরমুখে বা পূর্বমুখে দন্তধাবন করিতে হয় । দন্তধাবনের পর সংযত হইয়া মুখপ্রক্ষালন

গায়ত্রী সন্তপ্নয়েদেবানৃষীন্ পিতৃগণাংস্তথা । আচম্য বিধিবল্লিতাং পুনরাচম্য বাগ্ধতঃ ॥ ১৫

সম্যাক্ষ্য মন্ত্রৈরাশ্বানং কুশৈঃ সোদকবিন্দুভিঃ ।

আপো হি ঠা ব্যাহতিভিঃ সাবিজ্যা বাকুণৈঃ শুভৈঃ ॥ ১৬

জ্ঞানবাহ্যতিযুতাং গায়ত্রীং বেদমাতরম্ । জপ্ত্বা জলাঞ্জলিং দক্কাস্তান্বয়ং প্রতি তন্মনাঃ ॥ ১৭

প্রাক্লেপ্য ততঃ স্থিত্বা দর্ভেবু সূসমাহিতঃ । প্রাণবায়মত্রয়ং কৃৎবা ধ্যায়ৈৎ সঙ্খ্যামিতি ঋতিঃ ॥ ১৮

স্যা সঙ্খ্যা সা জগৎসৃষ্টির্মায়াভীতা হি নিষ্কলা । ঐশ্বরী কেবলা শক্তি-স্বরূপসমুদ্ভবা ॥ ১৯

ধ্যাত্বা বক্তাং সিতাং কৃৎবাং গায়ত্রীং বৈ অপেঘুদুধঃ ।

প্রাশ্বুখঃ সততং বিপ্রঃ সঙ্খ্যোপাসনমাচরেৎ ॥ ২০

সঙ্খ্যাহীনোহতচিন্তিত্যমনর্হঃ সর্বকর্মসু । যদকুৎ কুরুতে কিঞ্চিন্ন তস্য ফলভাগ্ ভবেৎ ॥ ২১

অনন্তচেতসঃ শাস্তা ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ । উপাস্তবিরহিৎ সঙ্খ্যাং প্রাপ্তাঃ পূর্বৈ পরাং গতিম্ ॥ ২২

যোহিত্য কুরুতে যত্নং ধর্মকার্যে বিজ্ঞানমঃ । বিহায় সঙ্খ্যাপ্রগতিং স য়াতি নরকাবৃতম্ ॥ ২৩

তন্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন সঙ্খ্যোপাসনমাচরেৎ । উপাসিতো ভবেৎ তেন দেবো যোগতনুঃ পরঃ ॥ ২৪

সহস্রপরমাং নিত্যং শতমধ্যাং দশাপরাম্ । গায়ত্রীং বৈ অপেঘিহান্ প্রাশ্বুখঃ প্রযতঃ শুচিঃ ॥ ২৫

করত শুদ্ধস্থানে দন্তকাষ্ঠ নিক্ষেপ করিবে । পরে স্নান করিয়া দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করিবে । অনন্তর সংযতবাক্ হইয়া বিধিপূর্বক আচমন করত পুনরায় আচমন করিবে । তারপর কুশদ্বারা জলসেক করিয়া অন্নমার্জ্জন করিবে । আপো হি ঠা ময়ো কৃৎবা ইত্যাদি মন্ত্রে আপোমার্জ্জন করিয়া ঠকার ও ব্যাহতি (ভূভুবঃস্বঃ) সংযুক্ত বেদমাতা গায়ত্রী জপ করিবে । গায়ত্রী জপান্তে অনন্তচিত্ত হইয়া সূর্যাদেবের উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিবে । স্নানান্তে কূলে উঠিয়া কুলাসনে উপবিষ্ট হইয়া সংযতচিত্তে প্রাণায়াম করিয়া সাবিজীর ধ্যান করিবে, ইহাই সঙ্খ্যা বলিয়া ঋতিতে প্রসিদ্ধ আছে । সঙ্খ্যা মায়াভীতা, নিষ্কলা, জগৎসৃষ্টিরূপা; এই সঙ্খ্যা সত্ব, রজঃ তমঃ তত্ত্বত্রয়সমুদ্ভবা ঐশ্বরী শক্তি । ব্রাহ্মণগণ পূর্বমুখ হইয়া প্রাতঃকালে বক্তবর্ণা, মধ্যাহ্নে কৃষ্ণবর্ণা এবং সায়াহ্নে শুক্লবর্ণা গায়ত্রীর ধ্যান করিয়া সঙ্খ্যা উপাসনা করিবে । ১৩—২০

সঙ্খ্যাহীন ব্রাহ্মণ সর্বদা অশুচি, তাহার কোন কার্য্যেই অধিকার নাই । সে যে কিছু কার্য্য করে, তাহার ফললাভ করিতে পারে না । পূর্বকালে প্রশান্তচিত্ত বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ অনন্তমনে যথাবিধি সঙ্খ্যোপাসনা করিয়া উত্তম গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন । যে ব্রাহ্মণ সঙ্খ্যোপাসনাকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অশাস্ত ধর্মকার্য্যে রত হয়, সে অমৃত নরকভোগ করে । অতএব সর্বপ্রযত্নে সঙ্খ্যোপাসনা করিবে, তাহাতে উপাসকের প্রতি দেবগণ প্রসন্ন থাকেন । বিদ্বান ব্রাহ্মণ পূর্বমুখে উপবেশন করিয়া সংযতভাবে বিত্তদ্বাস্তঃকরণে সহস্র, শত অথবা দশবার গায়ত্রী জপ করিবে । উক্তরূপে সহস্র জপ করিলে উৎকৃষ্ট ফল, শতজপে

১। প্রাতঃকালে ততঃ । ২। প্রাণবায়মত্রয়ঃ । ৩। সঙ্খ্যা । ৪। পূর্বপরাং ।

অথোপভিষ্ঠেদাদিত্য-মুদয়ঃ সমাহিতঃ । মন্ত্রৈস্ত বিবিধৈঃ সার্বৈশ্চ গৃহজুঃসামসংজ্ঞিতৈঃ ॥২৬
উপহাস্য মহামোগং দেবদেবং দিবাকরম্ । কুবীত প্রণতিং ভূমৌ মূর্ত্তানমস্তিমন্তিতঃ ॥ ২৭
ও অথোদ্ধার শাস্ত্রায় কারণজয়হেতবে । নিবেদয়ামি চাক্ষানং নমস্তে জ্ঞানরূপিণে । ২৮
তমেব ব্রহ্ম পরমমাপো জ্যোতী রসোহমৃতম্ । ভূৰ্ভুবঃস্ব-স্বমোদ্ধারঃ সৰ্ব্বো কল্পঃ সনাতনঃ ॥২৯
এতৈঃ সূর্য্যাহুদয়ং জপ্ত্বা শুবনমুত্তমম্ । প্রাতঃকালে চ মধ্যাহ্নে নমস্কুর্য্যাদিদিবাকরম্ । ৩০
অথাগম্য গৃহং বিপ্রঃ সমাচম্য যথাবিধি । প্রজ্জ্বাল্য বহ্নিং বিধিবদ্ধুহরাজ্জাতবেদসম্ । ৩১
কদ্বিক্ পুজোহথ পত্নী বা শিষ্যো বাপি সহোদরঃ । প্রাপ্যানুজ্ঞাং বিশেষেণ জুহুয়াচ্চা যথাবিধি ।
বিনা তান্ কারয়েৎ কৰ্ম্ম^১ নামুজ্জৈহ ফলপ্রদম্ ॥ ৩২

দৈবতানি নমস্কুর্য্যাহুপহারান্ নিবেদয়েৎ । গুরুকৈবাপ্যুপাসীত হিতফাশ্চ সমাচরেৎ ॥ ৩৩

বেদাভ্যাসং ততঃ কুর্য্যৎ প্রমজ্জচ্ছিত্তিতো বিজঃ ।

জপেদধ্যাপয়েচ্ছিত্তান্ ধারয়েচ্চা বিচারয়েৎ ॥ ৩৪

অবেক্ষেত চ শাস্ত্রানি ধৰ্ম্মাদীনি বিজ্ঞোত্তমঃ । বৈদিকাংষ্টকৈব নিগমান্ বেদাজ্ঞানি চ সৰ্ব্বশঃ ॥৩৫
উপেন্দ্ৰাদীশ্বরকৈব যোগক্ষেমপ্রসিদ্ধয়ে । সাধয়েদ্বিবিধানর্থান্ কুটুম্বার্থং ততো বিজঃ ॥ ৩৬

মধ্যম ফল ও দশবার জপ করিলে অধম ফল হইয়া থাকে । অনন্তর সংযতচিত্ত হইয়া
কপ্-মজুঃ-সাম-বেদান্তর্গত বিবিধ মন্ত্রে উদয়কালীন সূর্য্যদেবের উপাসনা করিবে । এইরূপ
সৰ্ব্বযোগময় দেবাদিদেব দিবাকরের আরাধনা করিয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ভূমিতে মন্তক অবনত
করত নমস্কার করিবে । হে সূর্য্যদেব ! তুমি প্রণতমূর্ত্তি ও কারণজয়ের কারণ । তুমি
জ্ঞানরূপী ; তোমাকে নমস্কার করিয়া আত্মসমর্পণ করিলাম । হে দিবাকর ! তুমি পরম
ব্রহ্ম, তুমি আপ্, জ্যোতিঃ রস ও অমৃতধরূপ, তুমি ভূৰ্ভুবঃস্বঃ এই ব্যাভূতি-মন্ত্র-রূপী, তুমি
ওদ্ধারধরূপ ; তুমি একাদশ কল্পরূপী ; তুমি সনাতন । এই সূর্য্যাহুদয় নামক শুভ পাঠপূর্ব্বক
প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে সূর্য্যদেবকে নমস্কার করিবে । ২১—২০

ব্রাহ্মণগণ এইরূপে যথাবিধি সন্ধ্যোপাসনা সমাপন করত গৃহে গমন করিয়া পুনর্বার
বিধানক্রমে আচমন করিবে । পরে যথাবিধি বহ্নি প্রজ্জ্বালনপূর্ব্বক হোম করিবে । হোম-
কার্য্যে স্বয়ং অশক্ত হইলে পুরোহিত, পুত্র, পত্নী, শিষ্য বা সহোদর ইহারা কর্তার অনুজ্ঞা
গ্রহণপূর্ব্বক যথাবিধি হোম করিতে পারে । বিধিবিহীন কোন কৰ্ম্মই ইহকাল বা পরকাল
কোন কালেই ফলপ্রদ হয় না । তৎপরে বেবতাদিগকে নমস্কার করত বিবিধ উপহার
নিবেদন করিবে এবং গুরুদেবের উপাসনা করিয়া তাঁহার হিত সাধনে প্রবৃত্ত হইবে । তৎপরে
বিপ্রগণ যত্নপূর্ব্বক বেদপাঠ ও ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া শিল্পবর্গের অধ্যাপনাকার্য্যে নিযুক্ত
হইবে । তারপর ব্রাহ্মণ ধৰ্ম্মশাস্ত্রাদি দর্শন করিয়া বৈদিক, নিগম ও বেদাদি শাস্ত্র অবলোকন
করিবে । এবং ইন্দ্ররচিত্তা করিয়া কুটুম্ববর্গের যোগক্ষেম অর্থাৎ ভরণপোষণার্থ অর্থোপার্জন

ভতো মধ্যাহ্নসময়ে স্নানার্থং যদমাহরেৎ । পুষ্পাকতান্ তিলকুশান্ গোময়ং শুদ্ধমেব চ । ৩৭
নদীষু দেবখাতেষু তড়াণেষু সরঃসু চ । স্নানং সমাচরেন্নৈব পরকীর্ত্তে কদাচন ।

পঞ্চ পিণ্ডাননুষ্ঠাত্য স্নানং দৃষ্টান্তি নিত্যশঃ । ৩৮

যুক্তিকয়া^১ শিরঃ কাল্যাং দ্বাভ্যাং নাভেস্তুথোপরি ।

অবশ্য তিসৃতিঃ কাল্যাং পাদৌ যজ্জুতিস্তথৈব চ । ৩৯

যুক্তিকা চ সমুদ্বিক্টা বৃদ্ধামলকমাত্রিকা । গোময়স্য প্রমাণত্ব তেনাক্ষং লেপয়েৎ ততঃ । ৪০
প্রক্ষাল্যচম্য বিধিবৎ ততঃ স্নানং সমাহিতঃ । লেপবিহ্বা তু তীরস্থ-স্তম্বিকৈরেব মন্ত্রতঃ । ৪১
অভিমন্ত্র্য জলং মন্ত্রে-বালিষ্টৈর্বারুণৈঃ শুভৈঃ । স্নানকালে স্মরেদ্বিষ্ণুমাংসো নারায়ণো যতঃ । ৪২
প্রেক্ষ্য সোঙ্কারমাদিত্যং^২ ত্রির্নিমজ্জজ্জলাশয়ে । আচান্তঃ পুনরাচামেন্নস্ত্রেণানেন মন্ত্রবিৎ । ৪৩
অন্তশ্চরসি ভূতেশু শুভায়াং বিশ্বতোমুখঃ । ত্বং যজ্ঞত্বং বমট্কার আপো জ্যোতী বসোহমৃতম্ । ৪৪
ক্রপদাং বা ত্রিরত্যন্তেষ্যাহুতিপ্রণবাব্রিতাম্ । সাবিজীং বা অপেরিহ্যংস্তথা চৈবামর্মণম্ । ৪৫
ততঃ সম্মার্জনং কুর্ধ্যাদাপো হি ঠা ময়ো ভুবঃ । ইদমাপঃ প্রবহত ব্যাহুতিভিস্তথৈব চ । ৪৬

করিবে । তৎপর মধ্যাহ্ন সময়ে স্নানার্থ শুদ্ধ যুক্তিকা, পুষ্প, অক্ষত, তিল, কুশ, গোময় প্রভৃতি দ্রব্য আহরণ করিবে । নদী, দেবখাত, হ্রদ ও সরোবরে স্নান করিবে, কদাচ পরকীর্ত্ত খাতে স্নান করিবে না । পরকীর্ত্ত খাতে স্নান করিতে হইলে উহা হইতে পঞ্চযুক্তিকাপিণ্ড উদ্ধৃত করিয়া স্নান করিতে হইবে । পাঁচটি যুগপিণ্ড উদ্ধৃত না করিয়া পরকীর্ত্ত খাতে অবগাহন করিলে সেই স্নান বিত্ত্ব হইবে না । স্নানকালে যে, যুক্তিকাঘারা অঙ্গ কালন করিবে, তাহার নিয়ম যথা—মস্তকে একবার, ও তাহার উপরিভাগে দুইবার, নাভির আধোদেশে তিনবার এবং পাদদ্বয়ে ছয়বার যুক্তিকা লেপন করিয়া ধৌত করিবে । একটি পরিপক আমলকী তুল্য যুক্তিকা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য । ঐ পরিমাণে গোময়াদি লইয়া তাহা দ্বারা অঙ্গলেপন করত গাত্র কালনপূর্বক যথাবিধি স্নান করিবে । মন্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণ স্নানান্তর ভীরে উঠিয়া পুনরায় যুক্তিকাঘারা অঙ্গলেপনপূর্বক বারুণ মন্ত্রে জল অভিযন্ত্রিত করিয়া সেই জলদ্বারা গাত্র ধৌত করিবে । স্নানকালে জলকে বিষ্ণুরূপে স্মরণ করিবে, যেহেতু জল স্বয়ং নারায়ণ-স্বরূপ । ৩৯—৪২

তারপর মন্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণ ঐকার উচ্চারণপূর্বক সূর্য্যদর্শন করিয়া জলাশয়ে তিনবার নিমগ্ন হইয়া ‘অন্তশ্চরসি’ ইত্যাদি মন্ত্রে আচমনান্তে পুনর্বার আচমন করিবে । হে জল । তুমি সর্ব্বভূতের অন্তররূপ শুভামধ্যে অবস্থিত আছ, সর্ব্বত্রই তোমার দ্রুতি আছে, তুমি যজ্ঞ এবং তুমিই বমট্কার মন্ত্রস্বরূপ, জ্যোতির্গ্নয় ও তুমি সর্ব্বরসের আধার । তৎপরে ঐ ক্রপদাদিব সুমুচান ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া ঐকার ও ব্যাহুতি (ভূ ভুবঃ স্বঃ) সংযুক্ত গায়ত্রী জপ করিবে । অঘর্ম্মণ করিয়া আপো হি ঠা ময়ো ভুবঃ ইত্যাদি মন্ত্রে আপোমার্জন

ভতোহতিমস্ত্রিতং ভোয়মাপো হি ঠাদিমস্ত্রিতৈঃ । অন্তর্জগদবাস্ত্রয়ো জপে ত্রিষমর্ষণম্ । ৪৭
 ক্রপদাং বাধ সাধিত্র্যৈঃ তদ্বিক্ষোঃ পরমং পবম্ । আবর্জয়েদ্বা প্রপবং দেবদেবং স্মরেদ্ধরিম্ । ৪৮

আপঃ পাপো সমাদায় জপ্ত্বা বৈ মার্জ্জনে কৃতে ।

বিস্তৃত্য মূর্ধ্নি তৎ তোমং মুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ । ৪৯

সম্ব্যাদুপাস্য চাচম্য সংস্মরেন্নিত্যমীশ্বরম্ । অথোপতিষ্ঠেদাদিত্যমূর্দ্ধং পুষ্পাঘিতাজলৈঃ । ৫০

প্রক্ষিপ্যালোকয়েদেবমুদয়ন্তং ন শম্যতে । উদৃত্যং চিত্রমিত্যেব তচ্চক্ষুরিতি মন্ত্রতঃ । ৫১

হংসঃ শুচিসদেভেনং সাধিত্র্য চ বিশেষতঃ । অশ্বৈঃ সৌরৈর্বৈদিকৈশ্চ গায়ত্রীকৃতভো জপেৎ । ৫২

মন্ত্রাংশ্চ বিবিধান্ পশ্চাৎ প্রাক্কূলে চ কুশাসনে ।

তিষ্ঠাংশ্চ বীক্ষামাপোহর্কং জপং কুর্য্যাদ্ সমাহিতঃ । ৫৩

ক্ষটিকাক্ষাঙ্ক-রুদ্রাটকৈঃ পুষ্পজীব-সমুদ্ভবৈঃ । কর্তব্য্য তক্ষমালা স্যাদন্তরা তত্র সা শ্রুতা । ৫৪

যদি স্যৎ ক্লিন্নবাসা বৈ বারিমধ্যপতশ্চরেৎ । অশ্রুত্যা চ শুচৌ ভূম্যাং দর্ভেযু চ সমাহিতঃ । ৫৫

প্রক্ষিপৎ সমাবৃত্য নমস্কুর্য্যাদ্ ততঃ ক্ষিতৌ । আচম্য চ যথাসাধ্যং শক্ত্যা স্বাধ্যায়মাচরেৎ । ৫৬

করিবে। পুনরায় ইদমাপঃ প্রবহত ইত্যাদি ভূর্ভুবঃ এই মন্ত্রবয়দ্বারা জল অভিষিক্ত করিয়া ও আপো হি ঠা ময়ো ভুবঃ ইত্যাদি মন্ত্রে আপোমার্জ্জন করিবে। অনন্তর মৌনভাবে তিনবার অবমর্ষণ করিয়া ক্রপদাদিব মুমুচান ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক গায়ত্রী ও তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদং ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক দেবদেব হরিকে স্মরণ করিবে। পরে হস্তে জল লইয়া তদ্বপরি গায়ত্রী জপ করিয়া সেই জল মস্তকে নিক্ষেপ করিবে। একপ করিলে ত্রাশ্রণ সর্ব পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। বিজ্ঞাতিগণ এইরূপে প্রতিদিন সন্ধ্যার উপাসনা করিয়া আচমনপূর্ব্বক ইন্দ্রদেবকে চিন্তা করিবে। তৎপরে উদ্ধাহস্তে কৃতাজলি হইয়া সূর্য্যদেবের উপাসনা করিবে। সূর্য্যোপস্থানকালে দিবাকরের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়, কিন্তু উদয়কালে সূর্য্যাবলোকন করিবে না। উদৃত্যং জাতবেদসং ইত্যাদি, চিত্রং দেবানামিত্যাদি, তচ্চক্ষুর্দেবহিতমিত্যাদি এবং হংসঃ শুচিঃ ইত্যাদি সূর্য্যোপস্থান মন্ত্রে সূর্য্যোপস্থান করিতে হয়; আর অশ্রুত সূর্য্যোপাসন বৈদিক মন্ত্রে সূর্য্যদেবের আরাধনা করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে। ৪৭—৫২

তারপর কুশাসনোপরি পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিয়া সংযতচিত্তে আদিত্যদেবকে দর্শন করত বিবিধ মন্ত্র পাঠ করিয়া জপ করিবে। ক্ষটিক, পদ্মাঙ্ক, রুদ্রাঙ্ক, কিংবা জীবপুত্রক দ্বারা জপমালা প্রস্তুত করত গায়ত্রী জপ করিবে। প্রত্যেক মালার পরে এক একটি গ্রন্থি দিয়া মালাগুলি পৃথক্ পৃথক্ বিস্তার করিবে। সাধকের বস্ত্র যদি আর্দ্র থাকে, তাহা হইলে জলমধ্যস্থ হইয়া অশ্রুত্যা পবিত্র স্থানে দর্ভাসনে উপবিষ্ট হইয়া সংযতচিত্তে জপাদি কার্য্য করিবে। পরে সাধক ভাস্করদেবের উদ্দেশে প্রক্ষিপপূর্ব্বক দণ্ডবৎ হইয়া ভূমিতে নমস্কার করত

ততঃ সস্তপস্বৈন্দেবানুযীন্ পিতৃগণাংস্তথা । আদাবোক্তারমুচ্চার্য্য নমোহন্তে তপস্যামি চ ৫৭
 দেবান্ ব্রহ্মঋষীংশ্চৈব তপস্বৈদক্ষতোদকৈঃ । পিতৃন্ দেবান্ মুনীন্ ভক্ত্যা যসূজ্যোক্তবিধানতঃ ।
 দেবর্ষীংশ্চতুর্দশৈকীমানুদকাঞ্জলিভিঃ পিতৃন্ ৫৮
 যজ্ঞোপবীতী দেবানাং নিবীতী ঋষিতপসে । প্রাচীনাবীতী পিত্রে তু তেন তীর্থেন ভাবতঃ ৫৯
 নিষ্পীড়্য স্নানবস্ত্রং বৈ সমাচম্য চ বাগ্ধৃতঃ । শ্বৈর্মত্বৈরর্চয়েন্দেবান্ পুষ্পৈঃ পত্রৈস্তথাশ্রুভিঃ ৬০
 ব্রহ্মাণং শঙ্করং সূর্য্যং তথৈব যধুসূদনম্ । অশ্বাংশ্চাভিমতান্ দেবান্ ভক্ত্যা চাক্রোধানোহধরঃ ৬১
 প্রদদ্যাৎপ্রাথ পুষ্পাদি সূক্তেন পুরুষেণ তু । আপো বা দৈবতাঃ সর্কাস্তেন সম্যক্ সমর্চিতাঃ ৬২
 ধ্যাওয়া প্রণবপূর্ব্বং বৈ দেবং পরিসমাহিতঃ । নমস্কারেণ পুষ্পাদি বিম্বসেধৈ পৃথক্ পৃথক্ ৬৩
 মর্ন্তে হারাদনাং পুণ্যং বিদ্যতে কৰ্ম্ম বৈদিকম্ । তস্মাৎ তজ্জাদিমধ্যান্তে চেতসা ধারয়েদ্ধরিম্ ৬৪
 তদ্বিক্ষোড়িতি মন্ত্রেণ সূক্তেন পুরুষেণ তু । নিবেদয়েচ্চ আত্মানং বিম্ববেহমলতেজসে ৬৫
 তদা ধ্যাওতমনাঃ শান্ত-স্তদ্বিক্ষোড়িতি মন্ত্রতঃ ৬৬ । অপ্রোতমসি বাবেতি যজ্ঞেদ্বা পুষ্পকে হরিম্ ৬৬

যথান্যস্ত আচমনান্তে স্বীয় শক্তি অনুসারে বেদপাঠাদি স্বাধার কৰ্ম্মে নিযুক্ত হইবে । তারপর দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করিবে । “ওঁ নমঃ পিতৃন্ তপস্যামি, ওঁ নমো দেবাংশ্চতুর্দশৈকীমানুদকাঞ্জলিভিঃ পিতৃন্” ইত্যাদি বাক্যে তর্পণ করা কর্তব্য । অক্ষতযুক্ত জলদ্বারা দেবতর্পণ ও ব্রহ্মর্ষিতর্পণ কর্তব্য । স্বশাখোক্ত সূক্ত বিধানে ভক্তিপূর্ব্বক দেবতর্পণ, পিতৃতর্পণ ও মুনিতর্পণ করিবে । একাঞ্জলি জলদ্বারা দেবতর্পণ ও ঋষিতর্পণ এবং তিন অঞ্জলি জলদ্বারা পিতৃতর্পণ কর্তব্য । দেবতর্পণ, বামহস্তে যজ্ঞোপবীত রাখিয়া, ঋষিতর্পণ যজ্ঞোপবীতকে মালাবৎ কণ্ঠলব্ধিত করিয়া এবং পিতৃতর্পণ দক্ষিণহস্তে যজ্ঞোপবীত রাখিয়া করিতে হয় । দৈবতীর্থে অর্থাৎ অঙ্গুলীর অগ্রভাগে দেবতর্পণ, পিতৃতীর্থে অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জীর মধ্যপ্রদেশে পিতৃতর্পণ এবং কাস্তীর্থে অর্থাৎ কনিষ্ঠাঙ্গুলীর মূলে ঋষিতর্পণ করিবে । এইরূপে দেবাদি-তর্পণান্তে স্নানবস্ত্র নিষ্পীড়নপূর্ব্বক সেই বস্ত্র-নিষ্পীড়িত জলদ্বারা তর্পণ করিয়া সংযতবাক্ হইয়া আচমন করত যদ্ব্যমন্ত্রে পুষ্প, পত্র ও জল দ্বারা দেবার্চন করিবে । হে ব্রহ্ম ! ভক্তিযুক্ত ও ক্রোধহীন হইয়া ব্রহ্মা, শঙ্কর, সূর্য্য, বিষ্ণু ও অশ্বাশ্ব অভীষ্ট দেবগণের অর্চনা করিবে । তারপর পুরুষসূক্ত মন্ত্রে পুষ্প প্রদান করিবে । জল সর্বদেবময়, অতএব সকলেই জলের আদর করিয়া থাকেন । ৫০—৬২

সংযত হইয়া জলে দেবতার ধ্যান করিয়া ওঁকার উচ্চারণপূর্ব্বক পূজা করিবে ও নমস্কারান্তে সর্বদেবতাকে পৃথক্ পৃথক্ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে । দেবারাধনা ব্যতীত যেদোক্ত কোন পুণ্যজনক কৰ্ম্ম নাই । অতএব আদি, মধ্য ও অন্তে স্বীয় চিত্তে হরিকে ধ্যান করিবে । তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদম্ ইত্যাদি মন্ত্র ও পুরুষসূক্ত মন্ত্রদ্বারা অমলতেজস্বী বিষ্ণুকে আত্মসমর্পণ করিতে হয় । সাধক বিষ্ণুধ্যানপরায়ণ ও ‘তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদম্’ ইত্যাদি মন্ত্রে

১ । চাক্রোধানোহধরঃ । ২ । মন্ত্রিতঃ । ৩ । অসং পাঠঃ ন সর্বত্র দৃশ্যতে ।

দেবযজ্ঞঃ ভূতযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞঃ তথৈব চ ।^১ মানুষ্যং ব্রাহ্মযজ্ঞঞ্চ পঞ্চ যজ্ঞান্ সমাচরেৎ ॥ ৬৭
 যদি কাং তর্পণাদর্ক্যাং ব্রাহ্মযজ্ঞঃ কৃতো ভবেৎ । কৃতা মানুষ্যযজ্ঞঃ বৈ ভূতঃ স্বাধ্যায়মাচরেৎ ॥ ৬৮
 বৈশ্বদেবস্ত কৰ্ত্তব্যো দেবযজ্ঞঃ স তু শ্রুতঃ । ভূতযজ্ঞঃ স বৈ জ্ঞেয়ো ভূতেভ্যো যজ্ঞরং বলিঃ ॥ ৬৯
 শ্রত্যশ্চ যুগচেভ্যশ্চ পতিতাদিত্য এব চ । দদ্যাত্তমো বহিঃস্রবং পক্ষিভ্যশ্চ বিজ্ঞোত্তমঃ ॥ ৭০
 একস্ত ভোজয়েদ্বিপ্রং পিতৃনৃদ্ভিশ্চ সত্তমঃ । নিত্যশ্রাদ্ধং তদুদ্ভিষ্টং পিতৃযজ্ঞো গতিপ্রদঃ ॥ ৭১
 উদ্ধৃত্য বা যথাশক্তি কিয়দমং সমাহিতঃ । বেদভস্মার্থবিহুষে বিজ্ঞাতৈর্বোপপাদয়েৎ ॥ ৭২
 পূজয়েদতিথিং নিত্যং নমস্কেন্দর্ক্যেন্দ্ৰিজম্ । মনোবাক্কর্মাভিঃ শান্তং স্বাগতৈঃ স্বগৃহং ভূতঃ ॥ ৭৩
 ভিক্ষামাহর্গীসমাত্রয়মং তস্য চতুর্ভুগম্ । পুষ্পলং হস্তমাত্রস্ত তচ্চতুর্ভুগমুচ্যতে ॥ ৭৪
 গোদোহমাত্রকালং^২ বৈ প্রত্যেকেন্দ্ৰতিথিঃ স্বয়ম্ । অভ্যাগতান্ যথাশক্তি পূজয়েদতিথিং তথা ॥ ৭৫
 ভিক্ষাং বৈ ভিক্ষবে দদ্যাদ্বিধিবদ্ ব্রহ্মচারিণে । দদ্যাদমং যথাশক্ত্যাতিথিভ্যো^৩ লোভবজ্জিতঃ ।
 ভূতভি বন্ধুভিঃ সার্কং বাগ্ধৃতোহন্নমকুংসরন্ ॥ ৭৬

অথবা অপ্রোক্তমসি ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত হইয়া, কিংবা একটি পুষ্প অভিমন্ত্রিত করিয়া তাহা যারণপূর্বক প্রতিদিন দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, মানুষ্যযজ্ঞ ও ব্রাহ্মযজ্ঞ এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। তর্পণান্তে মানুষ্যযজ্ঞ করিলে ব্রাহ্মযজ্ঞ হইতে পারে না; সুতরাং প্রথমে ব্রাহ্মযজ্ঞ করিয়া পরে মানুষ্যযজ্ঞ সমাপনাতে বেদপাঠাদি স্বাধ্যায় কর্মের অনুষ্ঠান করিবে। ব্রাহ্মণ বৈশ্বদেবকে অবশ্য বলি প্রদান করিবে। বৈশ্বদেবের বলি প্রদানকে দেবযজ্ঞ বলে। প্রাণিগণকে যে বলি প্রদান করা যায়, তাহাই ভূতযজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত। আত্মীয় স্বজন ও চণ্ডালাদি পতিতকে ভোজনদ্রব্য নিবেদন করিয়া বহির্দেশে ভূমিতে পক্ষিগণকে আহার প্রদান করিবে, ইহাই ভূতবলি। পিতৃলোকের উদ্দেশে প্রতিদিন একটি করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, আর প্রত্যহ পিতৃগণকে উদ্দেশ করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে; তাহা হইলেই পিতৃযজ্ঞ সম্পন্ন হয়, এই পিতৃযজ্ঞ পরকালে উৎকৃষ্ট গতি প্রদান করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ একাগ্রচিত্ত হইয়া অন্ন উদ্ধৃত করিয়া বেদভস্মার্থবিদ্ ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। প্রতিদিন অতিথি সংকার করিয়া নমস্কারপূর্বক কারম্মনোবাক্যে স্বগৃহাগত সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণকে অর্চনা করিবে। ভিক্ষা-প্রদানকালে একগ্রাস অন্ন দিবে। চারিগ্রাস অন্ন প্রদান করিলেই পুষ্পল ভিক্ষা প্রদান করা হয়। কিংবা একমুষ্টি পরিমিত তুণাদি প্রদান করিলেও ভিক্ষাদান সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৬৩—৭৬

কোন অতিথি উপস্থিত হইয়া একটি গোদোহন কালমাত্র অপেক্ষা করিবে। গৃহস্থ ব্যক্তি আপন শক্তি অনুসারে অভ্যাগত ব্যক্তির অর্চনা করিবে। গৃহী মানব ব্রহ্মচারী ভিক্ষার্থীকে যথাবিধি ভিক্ষা প্রদান করিয়া নির্লোভচিত্তে অতিথিদিগকে যথাশক্তি অন্নপ্রদান করিবে, তার পর মৌনী হইয়া বন্ধুবর্গের সহিত ভোজন করিবে। ভোজনকালে অন্নাদি

অকৃত্বা তু দ্বিজঃ পঞ্চ মহাযজ্ঞান্ দ্বিজোক্তমঃ ।

ভুক্তং স হি বিমৃঢ়ায়া তিৰ্য্যগ্গোনিঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৭৭

বেদাভ্যাসোহব্রহ্ম শক্ত্যা মহাযজ্ঞ-ক্রিয়াক্রমাঃ । নাশয়ন্ত্যন্ত পাপানি দেবানামর্চনং তথা ॥ ৭৮
যো মোহাদবলম্ভাদকৃত্বা দেবভার্জনম্ । ভুক্তং স যাতি নরকান্ শূকরেষেব^১ জায়তে ॥ ৭৯
অশৌচং সম্প্রবক্ষ্যামি অন্তচিঃ পাতকী সদা । অশৌচৈকৈব সংসর্গাচ্ছৃতিঃ সংসর্গবর্জনাং ॥ ৮০
দশাহং প্রাহরশৌচং সপিত্তেষু বিপশ্চিতঃ^২ । মৃতেষু বাথ জাতেষু ব্রাহ্মণানাং দ্বিজোক্তমাঃ ॥ ৮১
আ দন্তজননাং সন্ম আ চূড়াদেকরাত্রকম্ । ত্রিরাত্রমৌপনয়নাদশরাত্রমন্তঃ পরম্ ॥ ৮২
কত্রিয়ৌ দ্বাদশাহেন দশভিঃ পঞ্চভিঃ^৩ । ত্র্যেয়াসেন বৈ শূদ্রো যতীনাং নাস্তি পাতকম্ ।
রাত্রিভির্মাসতুল্যাতিগর্ভপ্রাবেষশৌচকম্^৩ ॥ ৮৩

ইতি শ্রীগুরুভে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে আচারবিধানং নাম পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫০ ॥

আহারীয় দ্রব্যকে নিন্দা করিবে না । এই সমস্ত কার্য্য করিলেই পঞ্চ মহাযজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় । যে ব্রাহ্মণ পঞ্চ মহাযজ্ঞ না করিয়া ভোজন করে, সেই মৃঢ়ায়া অন্তকালে তিৰ্য্যগ্গোনিতে জন্মগ্রহণ করে । যে ব্রাহ্মণ পঞ্চমহাযজ্ঞে নিবৃত্ত থাকিয়া প্রতিদিন বেদ পাঠ করে, সেই বিপ্র পাপরাশি বিনাশিত করিয়া নিখিল দেবার্চনার ফলভাগী হয় । যে বিপ্র অজ্ঞান অথবা আলস্যবশতঃ দেবার্চনাদি না করিয়া ভোজন করে, সেই ব্রাহ্মণ নরকভোগ করিয়া শূকরযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে । ৭৫—৭৯

অতঃপর অশৌচবিবরণ বলিব । দেহের শৌচাশৌচ বিবেচনা করিয়া বৈদিক কার্য্য করা কর্তব্য । অন্তচি ব্যক্তি সর্বদা পাতকী থাকে । অন্তচি ব্যক্তির সংসর্গেও নিজের অশৌচ হয় এবং অন্তচির সংসর্গ পরিত্যাগ করিলে নিজ দেহ পবিত্র থাকে । ব্রাহ্মণের জন্ম-মরণে জাতিবর্গের দশাহ অশৌচ হয় । প্রাচীন পণ্ডিতগণ ইহা বলিয়া থাকেন । মরণশৌচের বিশেষ নিয়ম যথা—যখন বালকের দন্তোৎপত্তির পূর্বে মরণ হইলে জাতিবর্গের সন্মঃ অশৌচ পরিত্যাগ হয়, দন্তজননের পর চূড়াকালের পূর্বে কোন শিশুর মৃত্যু হইলে, জাতিগণের একরাত্রি অশৌচ হয় । চূড়াকালের পর উপনয়ন কাল পর্য্যন্ত ত্রিরাত্র অশৌচ এবং উপনয়নের পর মৃত্যু হইলে দশরাত্র অশৌচ হয় । কত্রিয়ের জননমরণে জাতিগণের দ্বাদশাহ, বৈশ্যের পঞ্চদশাহ এবং শূদ্রজাতির একমাস অশৌচ হয় । যতী ও বানপ্রস্থদিগের জাতির জনন বা মরণ হইলে অশৌচ নাই । গর্ভপ্রাবে মাসসমসংখ্যক দিনে অশৌচ নিবৃতি হয় অর্থাৎ একমাসে এক রাত্রি, দুইমাসে দুই রাত্রি এবং তিনমাসে গর্ভপ্রাব হইলে তিনরাত্রি অশৌচ হয় । এইরূপে চতুর্থাদি মাসের ব্যবস্থা জানিবে । ৮০—৮৩

শ্রীগুরুভুপুরাণে পূর্বখণ্ডে আচারবিধান নামক পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

১। শূকরাদেব । ২। সর্কে বিপ্রা বিপশ্চিতঃ । ৩। প্রাবেষ শৌচকম্ ।

একপঞ্চাশোধ্যায়ঃ

অশ্লোকাচ ।

অথাভঃ সম্প্রবক্ষ্যামি দানধর্মমনুস্তমম্ । অর্থানামুচিতে পাতে অক্ষরা প্রতিপাদনম্ । ১
দানঞ্চ কথিতং তজ্জ্ঞৈঃ ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্ । শ্রায়েনোপার্জয়েদ্বিস্তং দানভোগফলঞ্চ তৎ । ২
অধ্যাপনং যাজ্ঞনঞ্চ বৃত্তমাহঃ প্রতিগ্রহম্ । কুসীদং কৃষি-বাণিজ্যং ক্ষত্রবৃত্তোহথবার্জয়েৎ । ৩

যদ্যপ্যতে তু পাতেভ্যাস্তদানং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ।

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং বিমলং দানমীরিতম্ । ৪

অহমহনি যৎ কিঞ্চিদীয়তেহনুপকারিণে । অনুদ্বিষ্ট ফলং তস্মাদ্ ব্রাহ্মণায় তু নিত্যকম্^১ । ৫
যৎ তু পাপোপশান্ত্যৈ চ দীযতে বিদুষাং করে । নৈমিত্তিকং তদ্বিষ্টং দানং সস্তিরনুষ্ঠিতম্ । ৬
অপত্য-বিজয়ৈশ্বর্য্য-স্বর্গার্থং যৎ প্রদীয়তে । দানং তৎ কাম্যমাব্যাত-মুখিতির্ধর্মচিন্তকৈঃ । ৭
ঈশ্বরপ্রীণনার্থায় অশ্রবিৎসু প্রদীয়তে । চেতসা সত্ববৃত্তেন দানং তদ্বিমলং শিবম্ । ৮
ইক্ষুতিঃ সন্ততাং ভূমিং যবগোধূম-শালিনীম্ । দদাতি বেদবিদুষে স ন ভূয়োহভিজায়তে । ৯

ব্রহ্মা বলিয়াছেন, অতঃপর সর্বোত্তম দানধর্ম বলিব। শ্রদ্ধাপূর্বক উপযুক্ত পাতে অর্থ সমর্পণ করাকে দানধর্মবিশিষ্ট পণ্ডিতগণ দান বলিয়া থাকেন। দানধর্মদ্বারা দাতার ইহকালে ভোগ ও অন্তকালে মোক্ষপদ লাভ হয়। সহপায়ে ধন উপার্জন করিয়া সেই ধনের দান ও ভোগ করিলেই তাহা সফল হয়। অধ্যাপন, যাজ্ঞন ও প্রতিগ্রহ, এই বৃত্তিভেদে ব্রাহ্মণের ধর্ম। ইহা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ না হইলে ক্ষত্রিয়বৃত্তি অর্থাৎ যুদ্ধাদি এবং কুসীদ (সুদ্রগ্রহণ), কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য প্রভৃতি বৃত্তি অর্থাৎ যাহা বৈশ্যজাতির বৃত্তি বলিয়া নির্দ্ধারিত আছে, তাহা অবলম্বন করিয়াও অর্থ উপার্জন করিতে পারে। সংপাত উদ্দেশ্য করিয়া যে দান করা যায়, সেই দানকে সাংস্কিক দান বলে। সাংস্কিক দান চতুর্বিধ,—নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, বিমল। কোন উপকারের প্রত্যাশা অথবা কোন ফলাভিলাষ না করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রতিদিন যাহা কিছু দান করা যায়, সেই দানই নিত্য দান বলিয়া খ্যাত। কোন প্রকার পাপশাস্তির নিমিত্ত বিদ্বান্গণের করে যে দান করা যায়, সেই দানকে সাধুব্যক্তির। নৈমিত্তিক দান বলিয়া কীর্ত্তন করেন। সন্তান, বিজয়, ঐশ্বর্য্য ও স্বর্গ কামনার যে দান করা যায়, দানধর্মবিদ মনোযোগে সেই দানকে কাম্যদান বলেন। ঈশ্বরপ্রীতি উদ্দেশ্যে সত্ববৃত্তিতে ব্রহ্মবিদ ব্রাহ্মণকে যে দান করা যায়, সেই দানকে বিমল দান বলা যায়। মনুজগণের এই দান মঙ্গলপ্রদ। বেদবিদ ব্রাহ্মণকে যে ব্যক্তি ইক্ষু, যব, গোধূমাদি

বারিদতৃপ্তিপ্রাপ্তি সূৰ্যমক্ষয়াময়দঃ । তিলপ্রদঃ প্রজামিষ্টাং দীপদক্ষকৃতমম্ । ২১
 ভূমিদঃ সৰ্ব্বমাপ্রাপ্তি দীৰ্ঘমায়ুর্হিরণ্যদঃ । গৃহদোহপ্রাপ্তি বিশ্বানি রূপাদো রূপমুত্তমম্ । ২২
 বাসোদক্ষস্নানালোক্য-মন্দিরালোক্যমমদঃ । অনড়দঃ ত্রিষং পুষ্ঠাং গোদো ব্রহ্মস্ত পিষ্টপম্ । ২৩
 যানশয্যাপ্রদো ভাৰ্য্যামৈশ্বর্য্যমভয়প্রদঃ । ধান্যদঃ শাস্ততং সৌখ্যং ব্রহ্মদো ব্রহ্ম শাস্ততম্ । ২৪
 বেদবিৎসু দদজ্জ্ঞানং স্বৰ্গলোকে মহীষতে । গবাং ঘাসপ্রদানেন সৰ্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।
 ইক্ষনানাং প্রদানেন দীপ্তাগ্নির্জায়তে নরঃ । ২৫
 ঔষধং স্নেহমাহারং রোগিরোগপ্রশান্তয়ে । দদানো রোগরহিতঃ সুখী দীৰ্ঘায়ুরেব চ । ২৬
 অসিপত্নবনং যার্গং ক্ষুরধারাসমন্বিতম্ । ভীক্ষুভপক্ষ তরতি হস্তোপানংপ্রদানতঃ । ২৭
 যদ্ যদিক্ষেতমং লোকে যচ্চাস্ত দয়িতং গৃহে । তৎ তদ্ গুণবতে দেয়ং তদেবাক্ষয়মিচ্ছতা । ২৮
 অয়নে বিম্ববে চৈব গ্রহণে চন্দ্র-সূর্য্যয়োঃ । সংক্রান্তাদিষু কালেষু দত্তং ভবতি চাক্ষয়ম্ । ২৯
 প্রয়াগাদিষু তীর্থেষু গম্যায়াক বিশেষতঃ । দানধৰ্ম্মাং পরো ধৰ্ম্মো ভূতানাং নেহ বিদ্যতে । ৩০
 স্বৰ্গাদচ্যুতিকামেন দেবং পাপোপশান্তয়ে । দীযমানস্ত যো মোহাদ গো-বিপ্রাণি-সুরেষু চ ।
 নিবারয়তি পাপাণ্য তিৰ্য্যগ্ৰেহানিং ব্রজেন্নরঃ । ৩১

বলকামনায় বায়ুর এবং সংসারমুক্তিকামনায় যত্নসহকারে হরির আরাধনা করিবে । নিষ্কামী
 অথবা সৰ্ব্বকামী ব্যক্তি গদাধর নারায়ণের অর্চনা করিবে । জলপ্রদানে তৃপ্তিলাভ,
 অন্নপ্রদানে অক্ষয় স্বৰ্গ, তিলপ্রদানে অভীষ্টে প্রজা, দীপপ্রদানে উত্তম নেত্র, ভূমিদানে
 সৰ্ব্বাভিলষিত দ্রব্যভোগ, হিরণ্যদানে দীৰ্ঘায়ুঃ, গৃহপ্রদানে উৎকৃষ্ট লোক এবং রৌপ্যপ্রদানে
 উত্তম রূপ লাভ হয় । ১১—২২

ব্রহ্ম প্রদান করিলে চন্দ্রলোকে গতি, অম্বদানে অশ্বিনীকুমারলোকপ্রাপ্তি, বৃষদানে বিপুল
 সম্পত্তিলাভ, গোদানে সূর্যালোকপ্রাপ্তি, যান ও শয্যাদানে ভাৰ্য্যালাভ, অভয়দানে ঐশ্বর্য্যলাভ,
 ধান্যদানে নিত্য সুখ প্রাপ্তি, বেদদানে নিত্য ব্রহ্মলোকগমন, বেদবিদ্ ব্রাহ্মণদিগকে
 জ্ঞানোপদেশ করিলে স্বৰ্গলাভ, গোপণকে ঘাস প্রদান করিলে সৰ্ব্বপাপমুক্তি এবং কাষ্ঠদানে
 উদরাগ্নির উদ্দীপন হয় । রোগী ব্যক্তির রোগ শান্তির নিমিত্ত ঔষধ, তৈল ও সুপথ্য খাদ্য
 প্রদান করিলে দাতা নীরোগ, সুখী ও দীৰ্ঘায়ুঃ হইয়া থাকে । ছত্র ও পাশুকা দান করিলে
 ক্ষুরধারায়ুক্ত অসিপত্নবন ও ভীক্ষুরোদ্র সমন্বিত পদ্মা নামক নরকধ্বং হইতে পরিজ্ঞান পায় ।
 যাহার যে যে বস্তু প্রিয়, সেই মানব সেই সেই দ্রব্য গুণশালী ব্রাহ্মণকে দান করিবে ।
 ইহাতে পরজন্মে নিজ নিজ অভিলষিত বস্তু লাভ হইয়া থাকে । উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ণ,
 মহাবিষুবাদি সংক্রান্তিতে এবং চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণকালে দান করিলে সেই দানে অক্ষয় ফল লাভ
 হয় । প্রয়াগাদি মহাতীর্থে ও গম্যাক্ষেত্রে দান করিলে যে পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে, তাহা
 হইতে পুণ্য এ জগতে আর নাই । ২৩—৩০

কোন মানব স্বৰ্গচ্যুতি-নিবারণ ও সৰ্ব্বপাপশান্তির নিমিত্ত যজ্ঞাদি করিয়া গো, বিপ্র,

১। মোহাধিপ্রাণিধধবরেষু চ ।

যত্বং হৃদিকবেলায়ামস্মাৎ ন প্রযচ্ছতি । ত্রিমাণেশু বিপ্রেশু ব্রহ্মহা স তু নহিতঃ । ৩২

ইতি শ্রীগুরুডে মহাপুরাণে পূর্ববর্ত্তে দানধর্মো নাম একপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ । ৫১ ।

দ্বিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ ।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি প্রারম্ভিত্তবিধিং দ্বিজাঃ । ব্রহ্মহা চ সুরাপচ তেজী চ গুরুতমসঃ । ১
পঞ্চ পাতকিনশ্চুভে তৎসংযোদী চ পঞ্চমঃ । উপপাপানি গোহত্যা-প্রভৃতীনি সুরা অতঃ । ২
ব্রহ্মহা দাদশাঙ্গানি কুর্জিৎ কৃতা বনে বসেৎ । কুর্বাদনশনং বাথ ভূগোঃ পতনমেব চ ।
জলভ্য বা বিশেদগ্নিং অসং বা প্রবিশেৎ স্বয়ম্ । ৩

ব্রাহ্মপার্থে গবার্থে বা সম্যক্ প্রাণান্ পরিত্যজেৎ ।

দত্তা চারক বিহুষে ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি । ৪

অগ্নি কিংবা দেবতা উদ্দেশে দান করিতেছে এমন সময়ে যদি কোন পাপাত্মা মোহবশতঃ
হাতাকে নিবারণ করে, তবে সেই পাপিষ্ঠ তির্যাক্-যোনি প্রাপ্ত হয় । হৃদিককালে আহারা-
ভাবে কোন ব্রাহ্মণের প্রাণবিরোগ হইতেছে, একপ দেখিয়াও যদি কোন নরাধম সেই
ত্রিমাণ বিপ্রকে অন্ন আদি প্রদান না করে, তবে সে ব্রহ্মবধ জনিত পাপভাগী
হয় । ৩১—৩২

শ্রীগুরুপুুরাণে দানধর্ম নামক একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫১ ।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়

ব্রহ্মা বলিলেন—বিপ্রগণ । অতঃপর প্রারম্ভিত্তবিধি বলিব । ব্রহ্মবধকারী, মদপারী,
চোর ও গুর্বজনাপারী ইহারা পাতকী ; আর যে অপর ইহাদিগের সংসর্গ করে, তাহাকেও
পাতকী বলিয়া জানিবে । উক্ত পঞ্চ পাতকী প্রারম্ভিত্তাই । দেবগণ গোহত্যা প্রভৃতি
পাপকে উপপাতক কহিয়াছেন । ব্রহ্মবধকারী ব্যক্তি বসে পর্বকূটের নির্মাণ করিয়া
দাদশবর্ষ বাস করিবে । অনশনে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে । ভৃগু (উচ্চরান) হইতে পতিত
হইয়া জীবন বিসর্জন দিবে । প্রহ্লিত হতাননে দেহ নিক্ষেপ করিবে । জলে প্রবেশ
করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে । ব্রাহ্মণ অথবা গোবধজনিত পাপে লিপ্ত হইলে উক্ত অততম

অশ্রমেণাবভূত্বকে রাজা বা মুচ্যতে বিজঃ । সৰ্বস্বং বা বেদবিদে ব্রাহ্মণায় প্রদাপয়েৎ ৷ ৫

সরস্বত্যন্তরঙ্গিয়াঃ সঙ্গমে লোকবিক্ষতে ।

তথ্যে ত্রিসবনশ্রাত-স্তিরাভ্যোপোষিতো বিজঃ ৷ ৬

সেতুবন্ধে নরঃ রাজা মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যায়া । কপালমোচনে রাজা বারানশ্রাৎ তথৈব চ ৷ ৭

সুরাপত্ত সুরাং পীড়া অগ্নিবর্ণাং বিজোত্তমঃ ।

পরো যুতং বা গোমূত্রং তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ৷ ৮

স্বর্ণস্তেদী চ মুক্তঃ স্তান্মুখলেন হতো নৃপৈঃ । চীরবাসা বিজোহরণ্যে চরেদ্ ব্রহ্মহণো ব্রতম্ ৷ ৯

গুরুভার্যাং সমাক্রুত ব্রাহ্মণঃ কামমোহিতঃ ।

অবগৃহেৎ স্ত্রিয়ং তপ্তাং দীপ্তাং কাঞ্চীদসীকৃতাম্ ৷ ১০

গুরুভূনাগামিনশ্চ চরেয়ুর্ ব্রহ্মহতম্ । চাত্তারানি বা কুর্যাৎ পঞ্চ চত্বারি বা পুনঃ ৷ ১১

পতিভেন চ সংসর্গে কুরুতে যন্ত বৈ বিজঃ । স তৎপাপাপনোদার্থং তথৈব ব্রতমাচরেৎ ৷ ১২

তপ্তকৃচ্ছং চরেদ্বাধ সংবৎসরমতল্লিতঃ । সৰ্বস্বদানং বিধিবৎ সৰ্বপাপবিশোধনম্ ৷ ১৩

কল্প অবলম্বন করিলে সেই পাপ হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে । বেদবিদ ব্রাহ্মণকে অন্নদান করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হয় । ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপের অল্প প্রায়শ্চিত্ত যথা—ব্রহ্মণ ব্যক্তি অশ্রমেণ যজ্ঞ করিয়া তদন্তে স্নানোচরণ করিলে মুক্তিলাভ করে । বেদবিদ-ব্রাহ্মণকে সৰ্বস্ব দান করিলেও ব্রহ্মবধোৎপন্ন পাপ বিনাশ পায় । গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই নদীত্রয় যে স্থলে মিলিত হইয়াছে, লোকবিক্ষত পবিত্র সেই মহাতীর্থে ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া প্রতিদিন ত্রিসঙ্খ্যায় স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপের মোচন হয় । সেতুবন্ধতীর্থে স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ বিনাশ পায় । কপালমোচনতীর্থে কিংবা বারানসীতে স্নান করিলেও ব্রহ্মবধজনিত পাপ হইতে মুক্তি হয় । মদপানী মানব অগ্নিবর্ণ উত্তপ্ত সুরা পান করিয়া যুদ্ধ, যুত বা গোমূত্র পান করিলে মদপানজনিত পাপ হইতে পরিভ্রাণ পায় । স্বর্ণচোর ব্রাহ্মণকে রাজা মুখলদ্বারা আধাত করিবেন, পরে ঐ ব্রাহ্মণ ত্রিসবনধারী হইয়া ব্রহ্মহনন ব্রত (পৰ্ণকুটীর নির্মাণ) করিয়া ষাটশ বৎসর বনে বাস করিবে । এইরূপ কঠোর ব্রত আচরণ করিলে স্বর্ণচোরের প্রায়শ্চিত্ত হয় । যে ব্রাহ্মণ কামমোহিত হইয়া গুরুপত্নী গমনে দৃষ্ট হইয়াছে, সে লোহময়ী ত্রীপ্রতিমাকে অগ্নিবৎ উত্তপ্ত ও প্রদীপ্ত করিয়া আলিঙ্গন করিবে । গুরুপত্নীগামী মানব এইরূপ কঠোর ব্রত আচরণ করিয়া পূর্ববৎ ব্রহ্মবধোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিলে, অথবা পাঁচ বা চারিবার চাত্তারণ ব্রত আচরণ করিলে গুরুদ্রুহিণী-দমনজনিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে । ১—১১

যে ব্রাহ্মণ পূর্বোক্ত পঞ্চপাতকীর সংসর্গে পাপিষ্ঠ হইয়াছে, সে যীর পাপ বিনোদার্থ যেরূপ পাপীর সংসর্গে দৃষ্ট হইয়াছে, সেই সেই পাপের যথোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তৃপ্ত হইবে, অথবা পতিভসংসর্গী ব্যক্তি সংবৎসর কাল তপ্তকৃচ্ছ ব্রত আচরণ করিবে, কিংবা সৰ্বপাপ-

চান্দ্রায়ণক বিধিনা কৃচ্ছকৈবাতিকৃচ্ছকম্ । পুণ্যক্ষেত্রে গয়াদৌ চ গমনং পাপনাশনম্ ॥ ১৪

অমাবস্ত্যাং তিথিং প্রাপ্য যঃ সমারাম্যেন্তবম্ ।

ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা তু সৰ্বপাতৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৫

উপোষিতশ্চতুর্দশ্যাং কৃষ্ণপক্ষে সমাহিতঃ । যমায় বর্ষরাজায় যুত্যাং চান্দ্রকায় চ ।

বৈবস্বত্যায় কালায় সৰ্বভূতক্ষয়ায় চ ॥ ১৬

প্রত্যেকং তিলসংযুক্তান্ দদ্যাৎ সপ্ত জলাঞ্জলীন্ ।

স্রাক্ষা নদ্যাং পূর্বাঙ্কে মুচ্যতে সৰ্বপাতকৈঃ ॥ ১৭

ব্রহ্মচর্যামথঃশয্যামুপবাসং বিজার্চনম্ । ব্রতেষু তেষু কুবীত শান্তঃ সংযতমানসঃ ॥ ১৮

যষ্ঠ্যামুপোষিতে দেবং তুষ্ণপক্ষে সমাহিতঃ । সপ্তম্যামৰ্কয়েদ্ ভানুং মুচ্যতে সৰ্বপাতকৈঃ ॥ ১৯

একাদশ্যাং নিরাহারঃ সমভার্চ্য জনাৰ্দ্ধনম্ । দ্বাদশ্যাং তুষ্ণপক্ষস্ত মহাপাতৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২০

তপো জপতীর্থসেবা বেদব্রাহ্মণপূজনম্ । গ্রহণাদিষু কালেষু মহাপাতক-নাশনম্ ॥ ২১

যঃ সৰ্বপাপযুক্তোহপি পুণ্যতীর্থেষু মানবঃ । নিয়মেন ত্যজেৎ প্রাণামুচ্যতে সৰ্বপাতকৈঃ ॥ ২২

ব্রহ্মহত্যং বা কৃতঘ্নং বা মহাপাতক-দূষিতম্ । ভর্তারমুত্তরেমারী প্রবিষ্টো সহ পাবকম্ ॥ ২৩

বিনাশার্থ যথাসর্বত্র দান করিয়া বিধিপূর্বক চান্দ্রায়ণব্রতচরণান্তে অতিকৃচ্ছ ব্রত আচরণপূর্বক গয়াদি পুণ্যক্ষেত্রে গমনাদিগারা সেই হৃদ্ধতি হইতে মুক্তি লাভ করিবে। যে মানব অমাবস্ত্যা তিথিতে মহাদেবের অর্চনা করিয়া ব্রাহ্মণকে ভোজন করায় সে সর্ববিধ পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। যে নর কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশীতে উপবাস করিয়া সংযতচিত্তে ঐ যমায় নমঃ, ঐ বর্ষরাজায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে সম, বর্ষরাজ, যুত্যা, অন্তক, বৈবস্বত, কাল ও সৰ্বভূতক্ষয় ইহাদিগের তর্পণ করিয়া দিবসের প্রথমভাগে নদীতে স্নান করিবে, সে সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তি পায়। এই তর্পণে প্রত্যেককে তিলোদকদ্বারা সপ্ত-জলাঞ্জলি প্রদান করিতে হয়। পূর্বাঙ্কে নদীতে স্নান করিয়া সর্ববিধ পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। পূর্বোক্ত ব্রতচরণ কালে ব্রতী শান্ত ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া ব্রহ্মচর্য, ভূমিতে শয়ন, উপবাস ও বিজপূজা এই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিবে। সংযতমানসে তুষ্ণপক্ষের যষ্ঠী তিথিতে উপবাস করিয়া সপ্তমীতে সূর্য্যদেবের অর্চনা করিলে সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। তুষ্ণপক্ষীয় একাদশীতিথিতে উপবাসী থাকিয়া দ্বাদশীতে জনাৰ্দ্ধনের অর্চনা করিলে মহাপাপ হইতে মুক্ত হয়। ১২—২০

চক্ষুঃসূর্য্যগ্রহণকালে ইষ্টমন্ত্র জপ, তীর্থসেবা, দেবার্চন ও ব্রাহ্মণ পূজা করিলে মহাপাতক-সকল বিনষ্ট হয়। কোন মানব সর্বপ্রকার পাপে সংযুক্ত হইয়াও যদি নিয়মসহকারে পুণ্যতীর্থে প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তাহা হইলে সে অস্তে সর্বপ্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পুণ্যধামে বাস করে। যদি কোন রমণী স্বামীর পতির সহিত অগ্নিপ্রবেশ করিতে পারে তাহা হইলে সে তাহার পতি ব্রহ্মহত্যাকারী কৃতঘ্ন ও মহাপাতকদূষিত হইলেও তাহাকে

পতিব্রতা তু বা নারী ভৰ্ত্ত্বঃ শুক্রযণোংসুকা । ন ভয়া বিদ্যতে পাপমিহ লোকে পরজ চ ॥ ২৪
যথা বামস্ত সূতগা সীতা ত্রৈলোক্যবিক্রতা । পত্নী দামরথের্দেবী বিজিগ্যে রাক্ষসেশ্বরম্ ॥ ২৫
কন্তুতীর্থানিষু স্নাতঃ সৰ্বাচারফলং লভেৎ । ইত্যাহ ভগবান্ বিষ্ণুঃ পুরা মম যতব্রতাঃ ॥ ২৬

ইতি শ্রীগরুড়ে মহাপুরাণে পূৰ্ব্ববর্ত্তে প্রারম্ভিক্তবিধিনাম ত্রিপকাশোঃখ্যায়ঃ ॥ ৫২ ॥

ত্রিপকাশোঃখ্যায়ঃ

সূত উবাচ ।

এবং ব্রহ্মাবতীচ্ছ্রুত্বা হরেরবন্তিনিধোংস্তথা । তত্র পদ্মমহাপদ্মৌ তথা মকরকচ্ছপৌ ॥ ১
মুকুন্দনন্দৌ নীলশ্চ শঙ্খশ্চৈবাপরৌ নিধিঃ । সত্যাবৃদ্ধৌ ভবভ্যেতে স্বরূপং কথয়ামাহম্ ॥ ২
পদ্মেন লক্ষিতশ্চৈব সাত্ত্বিকে। জায়তে নরঃ । দাক্ষিণ্যসারঃ পুরুষঃ সুবর্ণাদিক-সংগ্রহম্ ॥ ৩
রূপাদি কুর্যাদ্ভ্যাস্তাং তু যতিনেবাদি-যজ্ঞনাম্ । মহাপদ্মাক্রিতে। দম্ভাভ্যাস্তাং ধাত্ত্বিকায় চ ॥ ৪

উদ্ধার করিয়া বর্ণলাভ করিতে পারে । যে পতিব্রতা নারী ঔৎসুক্য সহকারে ভৰ্ত্তার শুক্রযা কার্যে ব্রতা থাকে, তাহার ইহকালে কিংবা পরকালে কোন প্রকার পাপভোগ করিতে হয় না । দামরথনন্দন শ্রীরামের পত্নী জগদ্বিখ্যাতা সতী সীতাদেবী যেরূপ রাক্ষসাদিপতি বনাননকে বিনাশ করিয়াছিলেন তদ্রূপ পতিপরায়ণা রমণী পাপরাশি বিনাশ করিতে পারে । কন্তু প্রভৃতি তীর্থের জলে স্নান করিলে সর্বপ্রকার আচারজনিত ফল লাভ করিতে পারে । হে সংশ্লিষ্টব্রত অধিগণ । ভগবান বিষ্ণু পুরাকালে আমার নিকটে এই সকল ব্রতচরণের ফল নির্দেশ করিয়াছিলেন । ২১—২৬

শ্রীগরুড়পুরাণে প্রারম্ভিক্তবিধি নামক ত্রিপকাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

ত্রিপকাশ অধ্যায়

সূত কহিলেন—হরির নিকটে অষ্টনিধির ফল অবগ করিয়া ব্রহ্মা তাহা বর্ণন করিয়াছেন, আমি তাহা অবগ করিয়াছি, এক্ষণে তাহা বলিতেছি । পদ্ম, মহাপদ্ম, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, নন্দ, নীল ও শঙ্খ এই অষ্টনিধির নাম কথিত হইল, এক্ষণে তাহাদিগের স্বরূপ বলিতেছি । পদ্মটিহে চিহ্নিত নর অত্যন্ত সাত্ত্বিক ও সকলের সহায় হয় । সে মানব সুবর্ণ রজতাদি সংগ্রহ করিয়া যতি, দেবতা ও দাক্ষিক্যদিকে দান করে । মহাপদ্মটিহে লক্ষিত পুরুষ

নিধৌ পদ্ম-মহাপদ্মৌ সাত্ত্বিকৌ পুরুষৌ শ্মৃতা । মকরেনাগ্নিতঃ খড়্গবাণকুস্তাদিসংগ্রহী । ৫

দদ্যচ্ছূতায় মৈত্রীক য়াতি নিত্যক রাজভিঃ ।

দ্রব্যার্থঃ শত্রুণা নাশং সংগ্রামে চাপি সংক্লেবঃ । ৬

মকরঃ কচ্ছপশ্চৈব তামসৌ তু নিধৌ শ্মৃতা । কচ্ছপৌ বিশ্বসেনৈব ন ভুঙ্ক্বে ন দদাতি চ । ৭

নিধানমূৰ্খ্যাং কুরুতে নিধিঃ সৌহৃদ্যকপুরুষঃ । রাজসেন মুকুন্দেন লক্ষিতো রাজ্যসংগ্রহী । ৮

মুক্তভোগো গায়নেভ্যো দদ্যাদেষ্টাদিকাসু চ । রজন্তমো মহানন্দৌ আধারঃ স্তাৎ কুলস্থ চ । ৯

স্তুতঃ প্রীতো ভবতি বৈ বহুভার্য্য ভবতি চ ।

পূৰ্বমিত্রেষু শৈথিলং প্রীতিমগ্নৈঃ করোতি চ । ১০

নীলেন চাক্রিতঃ সস্ব-তেজসো সংযুতো ভবেৎ । বস্ত্রধানাদি-সংগ্রাহী তড়াগাদি করোতি চ । ১১

ত্রিপৌরুষো নিধিশ্চৈব আশ্রায়াদি কারয়েৎ । ১২

একস্ত স্ত্যগ্নিধিঃ শত্ৰুঃ স্বয়ং ভুঙ্ক্বে ধনাত্তকম্ । কদম্বভূক্ পরিজনো ন চ শোভনবস্ত্রধৃক্ । ১৩

সপোষণপরঃ শত্ৰৌ দদ্যৎ পরনরে বৃথা । মিশ্রাবলোকনান্মিশ্রে বভাবফলদায়িনঃ । ১৪

ধর্মপরাধম মনুষ্যদিগকে ধনাদি দান করিয়া থাকে । যদি কোন মানবের শরীরে পদ্ম বা মহাপদ্ম চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে সে অতীব সাত্ত্বিক হয় । মকর লক্ষণে চিহ্নিত মনুষ্য খড়্গ বাণ, কুস্ত, আদি অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া বেদবিদ ব্রাহ্মণকে দান করে এবং রাজার সহিত তাহার সর্বদা মিত্রতা হইয়া থাকে । মকর ও কচ্ছপ এই উভয় নিধিই তামস । যাহার শরীরে এই উভয় চিহ্ন থাকে, সেই নর তামাসিক কার্য্যে তৎপর হয় । সে সর্বদা সংগ্রামে যায়, তাহাতে নানাবিধ দ্রব্য ও শত্রুবর্গের বিনাশ হয় । কচ্ছপ চিহ্নে অঙ্কিত মানব কোন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করে না, স্বয়ং ভোজন করে না, আর কিঞ্চিন্নাত্রও দান করে না ; কেবল ধনসঞ্চয় করে এবং সেইধন স্বস্তিকার মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখে । মুকুন্দচিহ্নে লক্ষিত পুরুষ রজোগুণাবৃত্ত হয় ; সে রাজ্য সংগ্রহ করিতে পারে । সে নিজে কোন বস্তু ভোগ করে না, পরন্তু গায়ক ও বেষ্টা প্রভৃতিকে দান করিতে ভালবাসে । নন্দচিহ্নে চিহ্নিত মানব রাজস ও তামস কার্য্যে বৃত্ত থাকে ; সে কুলশ্রেষ্ঠ ও সকলের মাননীয় হয় এবং বহু কন্যা বিবাহ করিয়া প্রসন্নচিত্তে কালযাপন করে । তাহার পূর্ব বহুগণের সহিত মিত্রতার লাঘব হইয়া যায়, কিন্তু অপরের সহিত বদ্দ্বতা জন্মে । ১—১০

নীল চিহ্নে অঙ্কিত মনুষ্য সস্বগুণাবৃত্ত হয় ; সে বস্ত্র ধানাদি সংগ্রহ করিতে থাকে এবং নীধিকা প্রভৃতি জলাশয় ও আশ্রয়কানন নির্মাণ করিতে ভালবাসে । শত্ৰুচিহ্নাঙ্কিত ব্যক্তি স্বয়ং ধন সঞ্চয় করিয়া স্বয়ংই সমস্ত ধন ভোগ করে । তাহার পরিবারবর্গ কদম্ব আহার ও কুৎসিত বস্ত্র পরিধান করিতে পার। শত্ৰু-চিহ্নাঙ্কিত পুরুষ নিজের পোষণেই তৎপর থাকে ; অপর মনুষ্যদিগকে কিঞ্চিন্নাত্রও দান করিতে পারে না । মিশ্রচিহ্ন থাকিলে

নিবীনাং রূপমুক্তস্ত হরিণাশ্চ হরাদিকে । হরিভূবনকোষাদি যথোবাচ তথা বদে ॥ ১৫

ইতি শ্রীগরুড়ে মহাপুরাণে পূর্বধত্তে নিবীনাং কলকথনং নাম ত্রিপকাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপকাশোহধ্যায়ঃ

হরিরুবাচ ।

অগ্নীশ্চান্নিবাহুশ্চ বপুশ্চান্ দ্যুতিমান্তথা । মেধা মেধাতিথির্ভবাঃ শবলঃ পুত্র এব চ ॥ ১
জ্যোতিশ্চান্ দশমো জাতঃ পুত্রা ছেতে প্রিয়ব্রতাং । মেধান্নিবাহুপুত্রান্ত জযৌ যোগপরাম্বনাঃ ।
জাতিশ্চরা মহাত্মা ন রাজ্যায় মনো দধুঃ ॥ ২
বিতজ্য সপ্ত দীপানি সপ্তানাং প্রদদৌ নৃপঃ ॥ ৩
যোজনানাং প্রমাণেন পকাশংকোটিরাপ্ততা । জলোপরি মহী যাতা নৌরিবাস্তে সরিষ্মলে ॥ ৪
জম্বুগন্ধারৌঃ দীপৌ শালগচ্চাপরৌ হর । কুলঃ ক্রৌঞ্চস্তথা শাকঃ পুষ্করশ্চৈব সপ্তমঃ ॥ ৫
এতে দীপাঃ সমুদ্রেস্ত সপ্ত-সপ্তভিরাবৃতাঃ । লবণেশু-সুরা-সর্পি-র্দধি-দুগ্ধ-জলাভকাঃ ॥ ৬

মিশ্রকল হয় । হরি, হরপ্রভৃতিকে যে সকল নিধির ফলাদি বলিয়াছেন, সেই সকল কথিত হইল ; অনন্তর হরি ভুবনকোষাদি যেরূপ বলিয়াছেন, তাহা বলিতেছি । ১১—১৫

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বধত্তে নিষিচ্ছাদির কলকথন নামক ত্রিপকাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপকাশ অধ্যায়

হরি কহিলেন,—রাজা প্রিয়ব্রতের দশ পুত্র জন্মে, তাহাদের নাম যথা—অগ্নীশ, অন্নিবাহু, বপুশ্চান, দ্যুতিমান, মেধস, মেধাতিথি, ভবা, শবল, পুত্র ও জ্যোতিশ্চান । পূর্বোক্ত দশ পুত্রের মধ্যে মেধস, অন্নিবাহু ও পুত্র এই তিন জন যোগসাধনে রত হইলেন, ইহারা পূর্ব পূর্ব জন্মবৃত্তান্ত বিস্মৃত হন নাই । ইহারা সকলেই মহাভাগ্যবর, রাজ্যগ্রহণে ইহাদিগের অভিলাষ ছিল না । রাজা প্রিয়ব্রত স্বীয় রাজ্য সপ্তভাগে বিভক্ত করিয়া আগনার সপ্ত পুত্রকে প্রদান করিলেন । কালক্রমে পকাশংকোটি যোজন বিস্তীর্ণ পৃথিবী জলে আত্মতা হইয়া নদীজলে ভাসমানা নৌকার স্থায় ভাসিতেছিল । পরে জম্বু, গন্ধ, শালজল, কুল, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর এই সপ্তদীপ সমুৎপন্ন হইল । এই সপ্তদীপ লবণ, ইক্ষু,

দ্বীপাৎ তু বিগুণো দ্বীপঃ সমুদ্রশ্চ বৃষধ্বজ । অশ্বদ্বীপে স্থিতো মেরু-লক্ষযোজনবিস্তৃতঃ ॥ ৭
চতুরশীতিসাহস্রৈ-র্যোজনৈরশ্য চোজ্জ্বলঃ । প্রবিষ্টঃ ষোড়শাধস্তাং দ্বাদ্বিংশত্বি বিস্তৃতঃ ॥ ৮
অথঃ ষোড়শসাহস্রঃ কর্ণিকাকার-সংস্থিতঃ । হিমবান্ হেমকূটশ্চ নিষধশ্চাস্ত দক্ষিণে ।
নীলঃ শ্বেতশ্চ শৃঙ্গী চ উত্তরে বর্ষপর্বতাঃ ॥ ৯
গন্ধাদিষু নরা কুত্র যে বসন্তি সনাতন্যঃ । সঙ্করোহথ^১ ন তেষান্তি যুগাবস্থা কথঞ্চন ॥ ১০
অশ্বদ্বীপেশ্বর্য্যে পুত্রা হুগ্নীদ্রাদভবন্ নব । নাভিঃ কিম্পুরুষশ্চৈব হরিবর্ষ ইলাবৃতঃ ॥ ১১
রম্যো হিরণ্যান্ বঠশ্চ কুরুভদ্রাশ্চ এব চ । কেতুমালো নৃপশ্বেভ্য-স্তংসংজ্ঞান্ খণ্ডকান্ দদৌ ॥ ১২
নাভেস্ত মেরুদেব্যাশ্চ পুত্রোহভূদৃষভো হর । তংপুত্রো ভরতো নাম শালগ্রামে স্থিতো ব্রতী ॥ ১৩
সুমতির্ভরতস্তাত্ত্বং তংপুত্রশ্চৈবসোহভবৎ । ইন্দ্রহাঙ্গশ্চ তংপুত্রঃ পরমেষ্ঠী ততঃ শ্বতঃ ।
প্রতীহারশ্চ তংপুত্রঃ প্রতিহর্তা তদাশ্বজঃ ॥ ১৪
সূতস্তশ্বাদথো জাতঃ প্রস্তার-স্তংসুতো বিভূঃ । পৃথুশ্চ তংসুতো নক্তো নক্তস্তাপি পরঃ শ্বতঃ ॥ ১৫

সূরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ ও জল এই সপ্ত সমুদ্রদ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছে । হে বৃষধ্বজ । অশ্ব প্রভৃতি সপ্ত দ্বীপ এবং লবণাদি সপ্ত সমুদ্র পরস্পর পরস্পর হইতে দ্বিগুণ পরিমাণে বিস্তৃত । অশ্বদ্বীপের মধ্যভাগে লক্ষযোজন বিস্তৃত সুমেরু পর্বত রহিয়াছে । উক্ত সুমেরুর উচ্চতার পরিমাণ চতুরশীতিসহস্র যোজন । উহার অধোভাগ ষোড়শসহস্র যোজন নিম্নে প্রবিষ্ট হইয়াছে ও শিখরদেশ দ্বাদ্বিংশৎসহস্র যোজন বিস্তৃত আছে । ইহার অধোদেশের বিস্তারও ষোড়শসহস্র যোজন । সুমেরু পর্বত পৃথিবীরূপ পদ্যের কর্ণিকাকারে অবস্থিত রহিয়াছে । সুমেরুর দক্ষিণে হিমালয়, হেমকূট ও নিষধ, এই তিনটী বর্ষপর্বত বিদ্যমান রহিয়াছে । সুমেরুর উত্তরে নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান্ এই তিনটী বর্ষপর্বত বিদ্যমান আছে । গন্ধ প্রভৃতি দ্বীপে যে সকল মানব বসতি করে তাহাদিগের পক্ষে কোনরূপ যুগভেদ ব্যবস্থা আদরণীয় নহে । ১—১০

অশ্বদ্বীপাধিপতি অগ্নীশ্বের নয় পুত্র জন্মে ; তাহাদের নাম যথা—নাভি, কিম্পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্য, হিরণ্যান্, কুরু, ভদ্রাশ্চ ও কেতুমাল । রাজা ইহাদিগকে এক এক কুখণ্ড প্রদান করে । উক্ত নাভি প্রভৃতির নামানুসারেই সেই সকল ভূমিভাগের নাভিবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ ইত্যাদি রূপ নাম হইয়াছে । নাভির ঔরসে মেরুদেবীর গর্ভে এক পুত্র হয়, তাহার নাম স্বমতি । স্বমতির পুত্র ভরত ; ইনি ব্রতচরণপূর্বক শালগ্রাম তীর্থে বাস করেন । ভরতের এক পুত্র জন্মে, তাহার নাম সুমতি ; সুমতির পুত্র তেজস, তেজসের পুত্র ইন্দ্রহাঙ্গ, ইন্দ্রহাঙ্গের পুত্র পরমেষ্ঠী, পরমেষ্ঠীর পুত্র প্রতীহার, প্রতীহারের পুত্র প্রতিহর্তা ; প্রতিহর্তার পুত্র প্রস্তার, প্রস্তারের পুত্র বিভূ, বিভূর পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র নক্ত, নক্তের পুত্র

নরো গরুড় তনয়-সুতপুত্রো বুদ্ধিরাট্ ততঃ । ততো ধীমান্ মহাতেজা ভৌবনস্ত্য চান্দ্রজঃ ॥১৬
 ত্বষ্টা ত্বষ্টীশ্চ বিরজা রজস্তম্বাপ্যভুৎ সূতঃ । শতজিহ্বজসস্ত্য বিশ্বগৃজ্যোতিঃ সূতঃ স্মৃতঃ ॥ ১৭
 ইতি ঐশ্বাকুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে ভুবনকোষবর্ণনে চতুঃপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ

হরিরুবাচ ।

মধ্যে ত্রিলাবতো বর্ষো ভদ্রাশ্বঃ পূর্বভো ভবেৎ । পূর্বদক্ষিণভো বর্ষো হিরণ্যন্ বৃষভধ্বজ ॥ ১
 ততঃ কিম্পুরুষো বর্ষো মেরোদক্ষিণতঃ স্মৃতঃ । ভারতো দক্ষিণে প্রোক্তো হরিদক্ষিণপশ্চিমে ॥২
 পশ্চিমে কেতুমালশ্চ রম্যকঃ পশ্চিমোত্তরে । উত্তরে চ কুরোর্বর্ষঃ কল্পবৃক্ষসমাবৃতঃ ॥ ৩
 সিদ্ধিঃ শান্তাবিকী রুদ্র বর্জগ্নিভা তু ভারতম্ । ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেক্রমাং-স্তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্ ॥ ৪
 নাগদ্বীপঃ কটাহ্ণ সিংহলো বাক্রনস্তথা । অম্বস্ত নবমন্ত্রেমাং দ্বীপঃ সাগর-সংবৃতঃ ॥ ৫
 পূর্বে কিরাভান্তস্তান্তে পশ্চিমে যবনাঃ স্থিতাঃ । অস্ত্রা দক্ষিণতো রুদ্র তুরুকাত্বপি চোত্তরে ।
 আশ্বপাঃ কজিরা বৈশ্বাঃ শূদ্রাশ্চান্তরবাসিনঃ ॥ ৬

গরু. গরুর পুত্র নর, নরের পুত্র বুদ্ধিরাট্, বুদ্ধিরাটের পুত্র মহাতেজাঃ ধীমান্ ভৌবন, ভৌবনের পুত্র ত্বষ্টা, ত্বষ্টার পুত্র বিরজা, বিরজার পুত্র রজস্, রজসের পুত্র শতজিহ্ব ও শতজিহ্বের পুত্র বিশ্বগৃজ্যোতিঃ । ১১—১৭

ঐশ্বাকুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে ভুবনকোষ বর্ণনা নামক চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়

হরি কহিলেন,—অম্বদ্বীপের মধ্যভাগে ইলাবৃত্ত বর্ষ । এই বর্ষেই সূমেরু পর্বত অবস্থিত আছে । সূমেরুর পূর্বভাগে ভদ্রাশ্ববর্ষ, পূর্বদক্ষিণভাগে হিরণ্যন্ বর্ষ, দক্ষিণে কিম্পুরুষবর্ষ ও ভারতবর্ষ, দক্ষিণপশ্চিমে হরিবর্ষ, পশ্চিমে কেতুমাল বর্ষ, পশ্চিমোত্তরে রম্যক বর্ষ এবং উত্তরে কুরুবর্ষ । এই সকল ভূভাগ কল্পবৃক্ষসমূহে সমাবৃত্ত আছে । ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য সকল বর্ষেই শান্তাবিকী সিদ্ধি হইয়া থাকে । ভারতবর্ষ নবভাগে বিভক্ত হইয়াছে, তাহাদের নাম যথা—ইন্দ্রদ্বীপ, কশেক্রমান্, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ, কটাহ্ণ, সিংহল ও বাক্রন । নবম ভাগের নাম সাগর দ্বীপ, ইহা প্রায়শঃ সাগরদ্বারা বেষ্টিত । ভারতবর্ষের পূর্বভাগে কিরাভদিগের বসতি, পশ্চিমে যবন, দক্ষিণে অস্ত্রজাতি এবং উত্তরে তুরুক জাতি বাস করে । ইহার মধ্যভাগে আশ্বপ, কজির, বৈশ্ব ও শূদ্র এই চারি জাতি অবস্থান করে ।

মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহঃ শুভিমান্ কপর্বতঃ । বিজ্যাশ্চ পারিভদ্রশ্চ সপ্তাজ্জ কুলপর্বতাঃ । ৭
বেদশ্রুতির্নর্মদা চ বরদা সুরসা শিবা । তাপী পরোক্ষী সরযুঃ কাবেরী গোমতী তথা । ৮
গোদাবরী ভীমরথী কৃষ্ণবেণী^১ মহানদী । কেতুমাল্য ভাস্করপর্ণী চন্দ্রভাগা সরস্বতী । ৯
ঋষিকুল্যা চ কাবেরী মর্ত্যগঙ্গা^২ পরশ্বিনী । বিদর্ভা চ শতদ্রুশ্চ নদ্যঃ পাপহরাঃ শুভাঃ ।
জাসাং পিবন্তি সজিলং মধ্যদেশাদয়ো জনাঃ । ১০

পাঞ্চালাঃ কুরবো মৎস্তা যৌধেয়াঃ সপটচ্চরাঃ ।

কুন্তয়ঃ শূরসেনাশ্চ মধ্যদেশজনাঃ শ্রুতাঃ । ১১

বৃষস্কজ জনাঃ পান্মাঃ সুভ-মাগধ-চেদরঃ । কাষায়াশ্চ বিদেহাশ্চ পূর্বম্ভাং কোশলাস্তথা । ১২
কলিঙ্গ-বঙ্গ-পুণ্ড্রা^৩ জা বেদর্ভা মূলকান্তথা । বিজ্যাশ্চ নিলয়া দেশাঃ পূর্বদক্ষিণভঃ শ্রুতাঃ । ১৩
পুলিন্দাশ্চ অশ্বকজীমূত-নয়রাষ্ট্রনিবাসিনঃ । কর্ণাটোঃ কন্বোজঘট্টা^৪ দক্ষিণাপথবাসিনঃ । ১৪

অশ্বঠা দ্রবিড়া লাটাঃ কাষোজাঃ ত্রীমুখাঃ শকাঃ ।

আনর্ভবাসিনশ্চৈব জৈয়া দক্ষিণপশ্চিমে । ১৫

ত্রেইরাজ্যাঃ সৈন্ধবা গ্লেচ্ছা নাস্তিকা যবনান্তথা ।

পশ্চিমে চ বিজ্জেরা মাথুরা নৈমিষেঃ সহ । ১৬

মাণ্ড্যাক্ষ তুয়ারাশ্চ মূলিকাশ্চ মূষাঃ খলাঃ । মহাকেশা মহানাদা দেশান্তরপশ্চিমে । ১৭

মহেন্দ্র, মলয়, সহ, শুভিমান্, কপর্ব, বিজ্যা ও পারিভদ্র এই সাতটি কুলপর্বত । বেদশ্রুতি, নর্মদা, বরদা, সুরসা, শিবা, তাপী, পরোক্ষী, সরযু, কাবেরী, গোমতী, গোদাবরী, ভীমরথী কৃষ্ণবেণী, মহানদী, কেতুমাল্য, ভাস্করপর্ণী, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, ঋষিকুল্যা, কাবেরী, মর্ত্যগঙ্গা, পরশ্বিনী, বিদর্ভা ও শতদ্রু এই সকল নদী সর্ববিধ পাপ হরণ করে । মধ্যপ্রভৃতি দেশবাসী নরগণ এই সকল নদীর জল পান করিয়া থাকে । ১—১০

পাঞ্চাল, কুরু, মৎস্ত, যৌধেয়, পটচ্চর, কুন্তি, শূরসেন, এই সকল দেশ ভারতবর্ষের মধ্যভাগে অবস্থিত আছে । ইহাদের একটি সাধারণ নাম মধ্যদেশ । হে কুরু । পদ্ম, সুভ, মাগধ, চেদি, কাষায়, বিদেহ ও কোশল এই সকল দেশ ভারতবর্ষের পূর্বভাগে অবস্থিত । কলিঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, অঙ্গ, বিদর্ভ ও মূলক এই সকল দেশ আর বিজ্ঞাপর্বতের অন্তর্গত দেশ সকল ভারতবর্ষের পূর্বদক্ষিণভাগে অবস্থিত । পুলিন্দ, অশ্বক, জীমূত, নয়রাষ্ট্র, কর্ণাট, কাষোজ, ঘাট, দক্ষিণাপথ, অশ্বঠ, দ্রবিড়, লাট, কন্বোজ, ত্রীমুখ, শক, আনর্ভ এই সকল দেশ ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত । ত্রেইরাজ্য, সিন্ধু, এবং গ্লেচ্ছ নাস্তিক ও যবনগণের দেশ আর মাথুর ও নিমিষ এই সকল দেশ ভারতবর্ষের পশ্চিমভাগে অবস্থিত আছে । মাণ্ড্যাক্ষ, তুয়ার, মূলিক, মূষ, খল, মহাকেশ ও মহানাদ এই সকল দেশ ভারতবর্ষের উত্তর-

লহাকাঃ স্তননাগাশ্চ মাজ্জগাকারবাহ্লিকাঃ ।

হিমাচলানয়া শ্লেচ্ছা উদীচীং দিশমাজ্জিতাঃ ॥ ১৮

ত্রিগর্ভ-নীল-কোলাভ-ব্রহ্মপুত্রাঃ সটঙ্করাঃ ।

অভীবাহাঃ সকাশ্মীরা উদকপূর্বেণ কীর্তিতাঃ ॥ ১৯

ইতি শ্রীগরুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে ইলাহুতাদিবর্ষ-বর্ণনং নাম পঞ্চ-পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৫ ॥

ষট্‌পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ

হরিরুবাচ ।

সপ্ত মেধাতিথেঃ পুত্রাঃ প্রকধীপেশ্বরস্ত চ । জ্যেষ্ঠঃ শান্তভবো^১ নাম নিশিরস্তদনন্তরঃ ॥ ১

সুখোদয়স্তথা নন্দঃ শিবঃ ক্ষেমক এব চ । ধ্রুবশ্চ সপ্তমস্তেষাং প্রকধীপেশ্বরো হি তে ॥ ২

গোমেদশ্চৈব চক্ৰশ্চ নারদো হৃন্দুভিস্তথা । সোমকঃ সূর্যনাঃ শৈলো বৈভ্রাজশ্চাত্ত সপ্তমঃ ॥ ৩

অনুতপ্তা শিখী চৈব বিপাশা ত্রিদিবা ক্রমুঃ । অম্বতা সূকতা চৈব সপ্তৈতাস্তত্র নিয়গাঃ ॥ ৪

পশ্চিমে অবস্থিত । লহক, স্তন, নাগ, যদ্র, গাক্কার ও বাহ্লিক এই সকল দেশ আর হিমাচলানয়া শ্লেচ্ছগণের দেশ ভারতবর্ষের উত্তরভাগে অবস্থিত । ত্রিগর্ভ, নীল, কোলাভ, ব্রহ্মপুত্রের সমিহিত দেশ, টঙ্কর, অভীবাহ এবং কাশ্মীর এই সকল দেশ ভারতবর্ষের পূর্বোত্তরভাগে অবস্থিত আছে । ১১—১৯

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে ইলাহুতাদি বর্ষ বর্ণন নামক পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়

হরি কহিলেন,—প্রকধীপাদিপতি মেধাতিথির সাত পুত্র জন্মে । তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শান্তভব, দ্বিতীয় নিশির, তৃতীয় সুখোদয়, চতুর্থ নন্দ, পঞ্চম শিব, ষষ্ঠ ক্ষেমক ও সপ্তম ধ্রুব । ইহারা সকলেই প্রকধীপের অধিপতি । গোমেদ, চক্ৰ, নারদ, হৃন্দুভি, সোমক, সূর্যনাঃ ও বৈভ্রাজ এই সাতটি পর্বত প্রকধীপে বিদ্যমান আছে । সেই প্রকধীপে অনুতপ্তা, শিখী, বিপাশা, ত্রিদিবা, ক্রমু, অম্বতা ও সূকতা এই সাত নদী বর্তমান রহিতাছে ।

১। শান্তভব ইতি বিষ্ণুপুরাণসম্বৃতঃ পাঠঃ ।

বপুশ্চান্ শাল্লগদ্বীপে স্তংসুতা বর্ষনামকাঃ । শ্বেতোহথ হরিতশ্চৈব জীমূতো রোহিতস্তথা ।
বৈছাতো মানসশ্চৈব সুপ্রভশ্চাপি সপ্তমঃ ॥ ৫

কুমুদশ্চোন্নতো দ্রোণো মহিবোহথ বলাহকঃ ।

কক্কঃ ককুদ্যান্^১ শ্বেতে বৈ গিরয়ঃ সরিতস্ত্রিমাঃ ॥ ৬

যোনিস্তোয়া বিতুক্ষা চ চন্দ্রা শুক্রা বিমোচনী ।

বিধৃতিঃ সপ্তমী ভাসাং স্মৃতাঃ পাপপ্রশান্তিদাঃ ॥ ৭

জ্যোতিষ্মতঃ কুশদ্বীপে সপ্ত পুত্রাঃ শৃণু তান্ । উদ্ভিদো বেণুমানশ্চৈব বৈরথো লবনো ধৃতিঃ ।
প্রভাকরোহথ কপিল-স্ত্রামা বর্ষপদ্ধতিঃ ॥ ৮

বিক্রমো হেমশৈলশ্চ দ্যুতিমান্ পুষ্পবাংস্তথা । কুশেশয়ো হরিশ্চৈব সপ্তমো মন্দরাচলঃ ॥ ৯

ধৃতপাপা শিবা চৈব পবিত্রা সন্মতিস্তথা । বিদ্যাদস্তা মহীকাশা সর্বপাহরাস্ত্রিমাঃ ॥ ১০

ক্রৌঞ্চদ্বীপে দ্যুতিমতঃ পুত্রাঃ সপ্ত মহাশ্বনঃ । কুশলো মল্লগশ্চোক্ষঃ পীথরোহথাক্ষকারকঃ ।

মুনিশ্চ হ্রস্বুতিশ্চৈব সপ্তমো তৎসুতা হর ॥ ১১

ক্রৌঞ্চশ্চ বামনশ্চৈব তৃতীয়শ্চাক্ষকারকঃ । দেবাবৃচ্চ মহাশৈলো হ্রস্বুতিঃ পুণ্ডরীকবান্ ॥ ১২

বপুশ্চান্ শাল্লগদ্বীপের অধীশ্বর হইয়াছিলেন । তাঁহার সাত পুত্রের নামানুসারে শাল্লগদ্বীপস্থ সাতবর্ষের নাম হইয়াছে । ঐ সাত পুত্রের নাম যথা—শ্বেত, হরিত, জীমূত, রোহিত, বৈছাত, মানস ও সুপ্রভ । ১—৫

এই দ্বীপে সাতটি বর্ষপর্বত আছে । প্রথমের নাম কুমুদ, দ্বিতীয় উন্নত, তৃতীয় দ্রোণ, চতুর্থ মহিব, পঞ্চম বলাহক, ষষ্ঠ কক্ক, সপ্তম ককুদ্যান্ । উক্ত দ্বীপে যে সাতটি নদী আছে তাহাদিগের নাম যথা—যোনি, তোয়া, বিতুক্ষা, চন্দ্রা, শুক্রা, বিমোচনী ও বিধৃতি । এই সকল নদী সর্বপ্রকার পাপনাশিনী । জ্যোতিষ্মান্ কুশদ্বীপের অধীশ্বর হইয়াছিলেন । তাঁহার সাত পুত্র জন্মিয়াছিল, ঐ সকল পুত্রের নাম শ্রবণ কর । উদ্ভিদ, বেণুমান, বৈরথ, লবন, ধৃতি, প্রভাকর ও কপিল । ইহাদিগের নামানুসারে কুশদ্বীপস্থ সাত বর্ষের নামকরণ হইয়াছে । উক্ত কুশদ্বীপে সাত বর্ষপর্বত আছে ; তাহাদের নাম যথা—বিক্রম, হেমশৈল, দ্যুতিমান, পুষ্পবান, কুশেশ্বর, হরি ও মন্দরাচল । ৬—১২

উক্ত কুশদ্বীপে সাতটি নদী আছে, তাহাদিগের নাম যথা—ধৃতপাপা, শিবা, পবিত্রা, সন্মতি, বিদ্যাদস্তা, মহী ও কাশা । এই নদীগুলি সর্ববিধ পাপ বিনাশ করে । হে হর । ক্রৌঞ্চদ্বীপাধিপতি মহাশ্বা দ্যুতিমানের সাত পুত্র জন্মে, তাহাদিগের নাম যথা—কুশল, মল্লগ, উক্ষ, পীথর, অক্ষকারক, মুনি এবং হ্রস্বুতি । ঐ সাত পুত্রের নামানুসারে ত্র্যম্বক সাত বর্ষের নামকরণ হইয়াছে । ঐ সাত বর্ষে যে সাতটি বর্ষাচল আছে, তাহাদিগের নাম কীৰ্ত্তিত হইতেছে । যথা—ক্রৌঞ্চ, বামন, অক্ষকারক, দেবাবৃচ্চ, মহাশৈল, হ্রস্বুতি ও পুণ্ডরীকবান্ ।

গৌরী কুম্বতী চৈব সঙ্খ্যা রাজির্মনোজবা । খ্যাতিশ্চ পুণ্ডরীক। চ সঠৈস্তা বর্ষনিয়গাঃ । ১৩
শাকদ্বীপেহরাস্তব্য্যং সপ্ত পুত্রাঃ প্রজজিরে । জলদশ্চ কুমারশ্চ সুকুমারো মনীচকঃ ।

কুমুমোদঃ সমোদার্কিঃ সপ্তমশ্চ মহাক্রমঃ । ১৪

সুকুমারী কুমারী চ নলিনী ধেনুকা চ য়া । ইক্ষুশ্চ বেণুকা চৈব গভস্তী সপ্তমী তথা । ১৫

শবলাং পুত্রেশ্যচ্চ মহাবীরশ্চ ধাতকিঃ । অভূর্ষধরশ্চৈব মানসোত্তরপর্বতঃ । ১৬

যোজনানানাং সহস্রাণি উর্দ্ধং পকাশহচ্ছিতঃ । তাবচৈব চ বিস্তীর্ণঃ সর্বতঃ পরিমণ্ডলঃ । ১৭

ব্রাদুদকেনোদধিনা পুত্রঃ পরিবেষ্টিতঃ । ব্রাদুদকশ্চ পুরতো দৃশ্যতে লোকসংস্থিতিঃ । ১৮

ভিগুণা কাঞ্চনী ভূমিঃ সর্বকন্তুবিবজ্জিতা । ১৯

লোকালোকন্ততঃ শৈলো যোজনায়ুতবিস্তৃতঃ ।

তমসা পর্বতো ব্যাপ্ত-স্তমোহিপ্যণ্ডকটাহতঃ । ২০

ইতি ত্রীগরুড়ো মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে মেধাতিথেঃ বংশবর্ণনং নাম ষট্‌পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ । ৫৩ ।

এই দ্বীপে সাতটি প্রধান নদী আছে, তাহাদিগের নাম যথা—গৌরী, কুম্বতী, সঙ্খ্যা, রাজি, মনোজবা, খ্যাতি ও পুণ্ডরীক। এই সাতটি নদী বর্ষ-নদী নামে খ্যাত । ১০—১৩

শাকদ্বীপের অধিপতি ভব্য; তাহার সাত পুত্র জন্মিয়াছিল। জলদ, কুমার, সুকুমার, মনীচক, কুমুমোদ, মোদার্কি ও মহাক্রম; এই সাত পুত্রের নামানুসারে উক্ত সাত বর্ষের নাম হইয়াছে। এই সকল বর্ষে সাতটি নদী আছে, তাহাদিগের নাম যথা—সুকুমারী, কুমারী, নলিনী, ধেনুকা, ইক্ষু, বেণুকা ও গভস্তী এই সাত নদী এই দ্বীপের বর্ষ-নদী। পুত্র দ্বীপের অধিপতি শবল, তাহার দুইটি পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহাদের একের নাম মহাবীর ও অপরের নাম ধাতকি। এই পুত্রের নামানুসারে উক্ত দ্বীপে মহাবীর-বর্ষ ও ধাতকি-বর্ষ নামে দুইটি বর্ষ হইয়াছে। উক্ত দ্বীপে এক মাত্র বর্ষপর্বত আছে, তাহার নাম মানসোত্তর গিরি। ১৪—১৬

এই পর্বত পকাশংসহস্র যোজন উচ্চ এবং ঐ পরিমাণে চতুর্দিকে মণ্ডলাকারে বিস্তৃত। এই পুত্রদ্বীপ ব্রাদুদক নামক সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। ঐ সমুদ্রের জল অতি স্বাদু। ঐ স্বাদুসলিলপূর্ণ সাগরের পুরোভাগে লোকের বসতি আছে। ঐ সমুদ্রপ্রান্তে সমুদ্রের ভিগুণপরিমাণে বিস্তৃত কাঞ্চনী ভূমি আছে। উহা কাঞ্চনময়ী। সেই কাঞ্চনী ভূমিতে কোন প্রকার অস্তর আবাস নাই। ঐ কাঞ্চনময়ী ভূমির প্রান্তে বশসহস্র যোজন চতুর্দিকে বল্লরাকারে বিস্তৃত লোকালোক পর্বত বিদ্যমান আছে। সেই গিরির অন্তর্পার্শ্বে চতুর্দিকেই নিবিড় অন্ধকারময় স্থান সুবিস্তৃত রহিয়াছে। ঐ তিমিরাবৃত স্থান অণ্ডকটাহ দ্বারা চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত আছে। ১৭—২০

ত্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে মেধাতিথির বংশবর্ণন নামক ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৬ ।

১। মনীচকঃ ।

সপ্তপঞ্চাশোধ্যায়ঃ

হরিকৃবাচ ।

সপ্ততিস্ত সহস্রাণি ভূম্যাচ্ছারোহপি কথ্যতে । দশসাহস্রমেকৈকং পাতালং বৃষভক্ষক ॥ ১
অতলং বিভলকৈব নিতলঞ্চ গভস্তিমং । মহাখ্যং সুতলক্ষায়াং পাতালকাপি সপ্তমম্ ॥ ২
কৃকা তল্লক্ষণা পীতা শর্করা শৈলকাকনা । ভূমবস্ত্রং দৈতেয়া বসন্তি চ ভূজঙ্গমাঃ ॥ ৩
রৌদ্রে তু পুষ্করঘোপে নরকাঃ সন্তি তান্ শৃণু । রৌরবঃ শূকরো রোধ তালো বিশসনস্তথা ॥ ৪
মহাছাল-স্তম্বকুস্তো লবণোহথ বিমোহিতঃ । কুধিরায়ো বৈতরণী কুমীলঃ কুমিভোজনঃ ॥ ৫
অসিপত্রবনং কৃক্ষো লালাতক্কন্ট^১ দাক্ষণঃ । তথা পূরবহঃ পাপো বহ্নিছালো অধঃশিরাঃ^২ ॥ ৬
সন্দংশঃ কৃকসূত্রক^৩ ভমশ্চাবীচিরেব চ । স্বভোজনোহথাপ্রতিষ্ঠো-অবীচির্নরকাঃ শূতাঃ ।
পাপিনস্তেষু পচ্যন্তে বিষলজ্জাগ্নিদায়িনঃ ॥ ৭

উপমূর্ষ্যপরি বৈ লোকা রুদ্র ভূতাদয়ঃ হিতাঃ ।

বারিবহ্ন্যানিলাকানৈ-বৃত্তং^৪ ভূতামিনা চ তৎ ॥ ৮

হরি কহিলেন,—পৃথিবীর উচ্চতা সপ্ততি সহস্র যোজন কথিত আছে । হে রুদ্র । পৃথিবীর অধোভাগে সপ্ত পাতাল আছে, সেই সেই সপ্ত পাতালের অন্তর্গত এক একটি পাতাল দশসহস্র যোজন বিস্তৃত । এই সপ্তপাতালের নাম যথা—অতল, বিভল, নিতল, গভস্তিমং, মহাতল, সুতল ও পাতাল । এই সকল পাতালে যথাক্রমে কৃকবর্ণা, তল্লবর্ণা, রক্তবর্ণা, পীতবর্ণা, শর্করাময়ী, শৈলময়ী ও কাকনময়ী ভূমি আছে । এই সপ্ত পাতালে দৈত্য ও ভূজঙ্গগণ বাস করে । গুরুতর পুষ্করঘোপে যে সকল নরক আছে ; তাহার বিবরণ জ্ঞাপন কর । সেই ঘোপে রৌরব, শূকর, রোধ, তাল, বিশসন, মহাছাল, স্তম্বকুস্ত, লবণ, বিমোহিত, কুধিরায়, বৈতরণী, কুমীল, কুমিভোজন, অসিপত্রবন, কৃক, লালাতক্কন্ট, দাক্ষণ, পূরবহ, পাপ, বহ্নিছাল, অধঃশিরা, সন্দংশ, কৃকসূত্র, ভমঃ, অবীচি, স্বভোজন, অপ্রতিষ্ঠ ও উকবীচি নামে অনেকগুলি নরক আছে । যে সমস্ত পাপী বিষ, অগ্নি ও অস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা অকারণে জীবহিংসা করে, তাহারাই এই সকল নরকে পতিত হইয়া থাকে । ১—৭

হে হর । পৃথিবীর উচ্চতায় ভূতাদিগণের লোকসকল যথাক্রমে উপমূর্ষ্যপরি অবস্থিত আছে । এই চতুর্দশ ভূবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড উচ্চ, অধঃ ও পার্শ্বে চতুর্দিকে অণুকটাহ দ্বারা পরিবৃত্ত রহিয়াছে । হে রুদ্র । এই অণুকটাহ চতুর্দিকে জল দ্বারা বেষ্টিত ; এই জলাবরণও

১ । অসিপত্রবনঃ কৃক্ষো নানাতক্কন্ট । ২ । বহ্নিছালোলভবোহশিরাঃ ।

৩ । কালসূত্রকোক্তি কচিং পাঠঃ । ৪ । বারিবহ্ন্যানিলাকানৈ বৃত্তং ।

ভদ্রং মহতা ক্রত প্রযানেন চ বেষ্টিতম্ । অতঃ^১ দশগুণং ব্যাপ্তং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ । ১

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে নরকবর্ণনং নাম সপ্ত-পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ । ৫৭ ।

অষ্টপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ

হরিকৃবাচ ।

বক্ষ্যে প্রমাণসংস্থানে সূর্যাদীনাম্ শৃণু মে । যোজনানাম্ সহস্রাণি ভাস্কর্য্য বর্ণো নব । ১

ঈষাদন্ত-স্তম্ভে বায়ু দ্বিগুণো বৃষভধ্বজ । সার্বকোটিকথা সপ্ত নিম্নতান্তরিকানি চ ।

যোজনানাম্ তস্তাক-স্তত্র চক্রং প্রতিষ্ঠিতম্ । ২

ত্রিনাভিমতি পঞ্চারে^২ যগ্নে মিত্রকরায়কে । সংবৎসরময়ে কুংসং কালচক্রং প্রতিষ্ঠিতম্ । ৩

আবার চতুর্দিকে অগ্নি দ্বারা আবৃত আছে। এই প্রকার অগ্নি বায়ু দ্বারা, বায়ু আকাশ দ্বারা ও আকাশ ভূতাদি (তামস) অহঙ্কার দ্বারা পরিবৃত্ত আছে, সেই অহঙ্কারও মহত্ত্ব দ্বারা পরিবৃত্ত আছে। এই সপ্ত আবরণের পরিমাণ প্রত্যেকেই পরস্পরের দশগুণ (অন্তকটাহের দশগুণ পরিমিত জলাবরণ, জলের দশগুণ পরিমিত অনলাবরণ ইত্যাদিরূপ)। সর্বশেষে ঐ মহত্ত্বও আবার প্রধান (প্রকৃতি) দ্বারা পরিবৃত্ত রহিয়াছে। সেই প্রধান আবরণ অপরিমিত। এই ব্রহ্মাণ্ডের স্তর অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সেই প্রধান অবস্থিত আছে। ঐ প্রধান সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর কর্তৃক ব্যাপ্ত আছে। ৮—৯

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে নরকবর্ণন নামক সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৭ ।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়

হরি কহিলেন,—একণ্ঠে সূর্যাদি গ্রহের পরিমাণ ও সংস্থান বলিতেছি, শ্রবণ কর । সূর্যের বর্ণের পরিমাণ নয়সহস্র যোজন, তাহার ঈষাদণ্ডের (বাহাতে অক্ষয়ুগের সন্ধি হয়) পরিমাণ বৃষপরিমাণের দ্বিগুণ (অষ্টাদশসহস্র যোজন)। তাহার অক্ষের পরিমাণ দেড়কোটি সাতনিম্বৃত (দুইকোটি বিংশতি লক্ষ) যোজন, তাহাতেই চক্র প্রতিষ্ঠিত আছে। সেই চক্রের পূর্বাঙ্ক, মধ্যাঙ্ক ও অপরাঙ্ক স্বরূপ তিনটী নাভি আছে; সংবৎসর পরিবৎসরাবি পঁচটি অর (চক্রশলাকা) এবং ছয় ঋতুরূপ ছয়টি নেমি (চক্রের প্রান্তবলয়) আছে। ইহা অক্ষর ও সংবৎসরময়; সুতরাং ইহাতেই সমগ্র কালচক্র প্রতিষ্ঠিত আছে। দিনকরের বর্ণের

চত্বারিংশৎসহস্রাণি দ্বিতীয়াহংকো বিবরন্তঃ । পঞ্চাশতানি তু সার্দ্ধানি স্তননন্ত বৃষধ্বজ ॥ ৪

অকপ্রমাণমুভয়োঃ প্রমাণস্ত বৃগার্দ্ধয়োঃ । ত্রয়োহংক-স্তদ্বৃগার্দ্ধিক ক্রবাধারং বরন্ত বৈ ।

দ্বিতীয়েহংকে তু তচ্চক্রং সংস্থিতং মানসাতলে ॥ ৫

গায়ত্রী সবৃহত্যাফিগ্-জগতী ত্রিষ্টুবেব চ ।

অনুষ্টুপ্ পঙক্তি-রিত্যাশ্চা-শ্চন্দাংসি হরয়ো ববেঃ ॥ ৬

ধাতা ক্রতুহলা চৈব পুলস্ত্যা বাসুকিস্তথা । বথকৃৎগ্রামণীর্হেতি-স্তদ্বৃকশ্চৈত্রমাসকে ॥ ৭

অর্যমা পুলহশ্চৈব রথোজাঃ পুঞ্জিকাহলা । প্রহেতিঃ কচ্ছনীরশ্চ নারদশ্চৈব মাধবে ॥ ৮

মিত্রোহজিতককো বক্ষঃ পৌরুষেয়োহথ মেনকা ।

হাহা বথবনশ্চৈব জ্যৈষ্ঠে ভানো রথে স্থিতাঃ ॥ ৯

বরুণো বসিষ্ঠো বভ্রা চ সহজতা বৃহবুধঃ ১ । বথচিহ্নস্তথা তক্রো বসন্তাষাঢ়সংজ্ঞিতে ॥ ১০

ইজ্যো বিশ্বাবসুঃ শ্রোত এলাপত্র-স্তথা জিরাঃ । প্রমোচা চ নভস্তেতে সর্পাশ্চার্কে তু সন্তি বৈ ॥ ১১

বিবদানুগ্রসেনশ্চ ভৃগুপূরণস্তথা । অনুমোচা শম্বপালো ব্যাঘ্রো ভাস্পপদে তথা ॥ ১২

দ্বিতীয় অঙ্কের পরিমাণ চত্বারিংশৎসহস্র যোজন । হে বৃষধ্বজ । অষ্টাশ অঙ্কের পরিমাণ সার্দ্ধ পঞ্চসহস্র যোজন । অঙ্কের পরিমাণ যত দুইপার্শ্বস্থ দুই বৃগার্দ্ধের পরিমাণও সেইরূপ । পূর্বোক্ত ক্ষুদ্র অক্ষ ঐ বৃগার্দ্ধের সহিত বায়ুরাশিতে নিবদ্ধ হইয়া ক্রবাধাররূপে বর্তমান রহিয়াছে । দ্বিতীয় অক্ষ ও তাহার চক্র মানসাতলে সংস্থিত আছে । তাহাতে ঐ ববিরথ সংস্থাপিত আছে । ১—৫

সপ্ত দ্বন্দ্বঃ দিবাকরের সপ্ত অঙ্গ, তাহাদিগের নাম যথা—গায়ত্রী, বৃহতা, উকিক্, জগতী, ত্রিষ্টুপ, অনুষ্টুপ্ ও পঙক্তি । মাসবিশেষে সূর্য্যরথ যে সকল দেবাদিকর্তৃক অধিষ্ঠিত হয়, তাহা বিবৃত হইতেছে । চৈত্র মাসে ধাতা, ক্রতুহলা, পুলস্ত্য নামক প্রধান রাক্ষস বাসুকি বথকৃৎ নামক যক্ষ, হেতি ও তদ্বৃক এই সাত জন সূর্য্যরথে বাস করে । বৈশাখ মাসে অর্যমা, পুলহ নামক যক্ষ, রথোজাঃ পুঞ্জিকাহলা নামক রাক্ষস, প্রহেতি, কচ্ছনীর ও নারদ ইহারা সূর্য্যরথে অবস্থিত থাকে । জ্যৈষ্ঠমাসে মিত্র, অজি, তক্ষক নামক নাগ, পৌরুষেয় নামক রাক্ষস, মেনকা, হাহা ও বথবন ইহারা আদিত্যরথে অধিষ্ঠান করে । ৬—৯

আষাঢ়মাসে বরুণ, বসিষ্ঠ, বভ্রা, সহজতা, বৃহবুধ, চিহ্নরথ ও তক্র এই সাতজন ববিরথে বাস করিয়া থাকে । শ্রাবণমাসে ইজ্য, বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব, শ্রোতঃ, এলাপত্র, অজিরা প্রমোচা ও সর্প ইহারা সূর্য্যরথে অধিষ্ঠান করে । ভাদ্রমাসে বিবদানু, উগ্রসেন নামক গন্ধর্ব, ভৃগু, আপূরণ নামক যক্ষ, অনুমোচা, শম্বপাল ও ব্যাঘ্র নামে রাক্ষস, এই সকল আদিত্যরথে

১ । বৃহবুধঃ ।

২ । ইয়ান্ডের অগ্রভাগে বক্রভাবে অঙ্গ বক্রনার্থ যে দণ্ড নিবদ্ধ থাকে, তাহার নাম যুগ ।

পূষা চ সুরুচির্ধাতো গৌতমোহথ ধনঞ্জয়ঃ । সুষেণোহন্তো যুতাচী চ বসন্ত্যাম্বুজে রবৌ ॥ ১৩
 বিশ্বাবসু-উরধাজঃ পর্জন্তৈরাবতো তদা । বিশ্বাচী সেনজিচ্চাপঃ কাশ্তিকে চাধিকারিণঃ ॥ ১৪
 অংক্তকান্তপ-তাক্কান্দ^১ মহাপদ্ম-স্তথোর্কশী । চিত্রসেনস্তথা বিহ্যাম্মার্গনারাধিকারিণঃ ॥ ১৫
 ক্রতুর্ভর্গস্তথোর্ণায়ুঃ ক্ষুর্জঃ কর্কোটকস্তথা । অরিস্টোনেমিসৈবান্তা পূর্বাচিষ্টিবরাঙ্গরাঃ ।
 পৌষমাসে বসন্ত্যন্তে সপ্ত ভাস্করমণ্ডলে ॥ ১৬

জ্যৈষ্ঠাধ জমদগ্নিস্ত কবলোহথ তিলোত্তমা । বজ্রাপেতোহথ ঋতজিদ্ ধৃতরাষ্ট্রস্ত সপ্তমঃ ।

মাঘমাসে বসন্ত্যন্তে সপ্ত ভাস্করমণ্ডলে ॥ ১৭

বিষ্ণুরনন্তরো রজ্জা সূর্যাবর্চান্দ^২ সত্যজিৎ । বিশ্বামিত্রস্তথা বজ্রো যজ্ঞাপেতো^৩ হি কাশ্তনে ॥ ১৮
 সবিতুর্মণ্ডলে বক্ষন্ বিষ্ণুশঙ্খ্যাপবুংহিতাঃ । স্তবন্তি মুনয়ঃ সূর্য্যং দক্ষর্কগৌরতে পুরঃ ॥ ১৯
 ব্রহ্মান্ত্যোহঙ্গরসো যান্তি সূর্য্যস্থানু নিশাচরাঃ । বহন্তি পন্নগা যটকঃ ক্রিয়তেহভীহুসংগ্রহঃ ॥ ২০
 বালিখিল্যাতথৈবৈনং পরিবার্য্য সমাসতে ॥ ২১

রথশ্চিত্র সোমতঃ কুন্দাভাস্তয়া বাজিনঃ । বামদক্ষিণতো বৃজা দশ তেন চরত্যাসৌ ॥ ২২

অবস্থান করে । আশ্বিনমাসে পূষা, সুরুচি, বাত, গৌতম, ধনঞ্জয়, সুষেণ ও যুতাচী এই সাতজন সূর্য্যরথে অবস্থিতি করে । কাশ্তিক মাসে বিশ্বাবসু, উরধাজ, পর্জন্ত, ঐরাবত, বিশ্বাচী, সেনজিৎ ও চাপ নামে রাক্ষস ইহারা সূর্য্যরথের অধিকারী । অগ্রহায়ণ মাসে অংক্ত, কান্তপ, তাক্কান্দ ও মহাপদ্ম নামে নাগ, উর্কশী, চিত্রসেন নামে গন্ধর্ব্ব ও বিহ্যাম্ম নামে রাক্ষস ইহারা সূর্য্যরথের অধিষ্ঠাতা । পৌষ মাসে ক্রতু, ভর্গ, উর্ণায়ুঃ নামক গন্ধর্ব্ব, ক্ষুর্জ নামক রাক্ষস, কর্কোটক নামক সর্প, অরিস্টো-নেমি নামক যক্ষ ও পূর্বাচিষ্টি নামে প্রধান অঙ্গরা এই সাতজন রবিমণ্ডলে অবস্থান করে । ১০—১৬

মাঘ মাসে জ্যৈষ্ঠা, জমদগ্নি কবল, তিলোত্তমা বজ্রাপেত নামক রাক্ষস, ঋতজিৎ নামক যক্ষ ও ধৃতরাষ্ট্র নামে গন্ধর্ব্ব এই সাতজন দিবাকরমণ্ডলে অবস্থিতি করিয়া থাকে । কাশ্তন মাসে বিষ্ণু, অন্তর নামক সর্প, রজ্জা, সূর্য্যবর্চাঃ নামে গন্ধর্ব্ব, সত্যজিৎ নামক যক্ষ, বিশ্বামিত্র এবং যজ্ঞাপেত নামক রাক্ষস ইহারা সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থান করিয়া থাকে । হে বক্ষন্ । উক্ত সপ্ত সপ্তগণ চৈত্রাদি দ্বাদশ মাসে বিষ্ণু শক্তি দ্বারা পরিবর্তিত হইয়া সূর্য্যমণ্ডলে অধিষ্ঠান করিয়া থাকে । সু্যোর গমনকালে মূনিগণ সূর্য্যদেবের স্তব করেন, গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার সম্মুখে গান করিতে থাকে ; অঙ্গরোগণ বৃতা এবং রাক্ষসগণ তাঁহার অনুগমন করিয়া থাকে । সর্পগণ তাঁহাকে বহন করিয়া থাকে এবং যক্ষগণ অস্তরঙ্গি সংযোজন করিয়া দেয় । বালিখিল্য নামক যক্ষিসহস্র মূনি সূর্য্যদেবের গমনকালে চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকেন । ১৭—২২

চত্বের রথ চিত্র, তাহার অশ্ব দশটি । সেই অশ্বগুলি কুন্দপুষ্পের দ্বারা আবল ; তাহার

১। অংক্তঃ কান্তপতাক্কান্দ । ২। সূর্য্যাবর্চাধ । ৩। যজ্ঞাপেতো ।

বায়ুগ্নিস্রবাসভূতো রথশ্চন্দ্রসুতয় চ । পিশঙ্গৈস্তরুণৈর্গুপ্তঃ সোহ্যোভি-বায়ুবেগিভিঃ ॥ ২৩
সবরুথঃ সানুকর্ষো যুক্তো ভূমিভবৈর্হৈঃ । সোপাসঙ্গ-পতাকস্ত শুভ্রায়াপি রথো মহান্ ॥ ২৪
রথো ভূমিসুতয়াপি তপ্তকাকনসন্নিভঃ । অ্যোহঃ কাকনঃ স্রীমান্ ভৌময়াপি রথো মহান্ ।
পদ্মরাগারুণৈরথৈঃ সংযুক্তো বহ্নিসমুভবৈঃ ॥ ২৫

অ্যোভিঃ পাণ্ডুর্যুতৈস্ত-বাজিভিঃ কাকনে রথে ।

ভিষ্ঠংস্তিষ্ঠতি বর্ষং বৈ রাশৌ রাশৌ বৃহস্পতিঃ ॥ ২৬

আকাশসমুভবৈরথৈঃ শব্দৈঃ শৃঙ্গনং যুতম্ । সমাক্রুত্ব শনৈর্যাতি মঙ্গগামী শনৈশ্চরঃ ॥ ২৭
যর্ভানোস্তরগা হ্য্যো ভূঙ্গাভা ধূসরং রথম্ । সকৃদযুক্তান্ত ভূতেশ বহন্তাবিরতং সদা ॥ ২৮
তথা কেতুরথয়াহা অ্যো ভে বাতরংহসঃ । পলালধূমবর্ণাভা লাক্ষারসনিভারুণাঃ ॥ ২৯
দীপনম্রজ্যদবস্তো ভুবনানি হরেস্তনুঃ ॥ ৩০

ইতি শ্রীগুরুভে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে ভুবনকোষো নামাষ্টপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৮ ॥

বাম ও দক্ষিণ উভয় পার্শ্বে সংযোজিত আছে । চক্ষু সেই সকল অশ্ব দ্বারা গমন করিতেছেন । চক্ষুতনয় বৃথের রথ বায়ু ও অগ্নি এই দুই দ্রব্য দ্বারা নির্মিত । সেই রথে বায়ুতুল্য বেগগামী পিঙ্গলবর্ণ অষ্ট অশ্ব যোজিত আছে । শুক্রের রথ অত্যন্ত বৃহৎপ্রমাণ, সেই রথের অশ্বগুলি ভূমিসমুত, তাহাতে বরুথ (রথগুলি—যদ্বারা রথাক্রম ব্যক্তি তিরোহিত হইয়া থাকিতে পারে) এবং অনুকর্ষ (রথের অধঃস্থিত কাঠ) ও পতাকার সহিত উপাসঙ্গ (রথচূড়াস্থিত কাঠ) বিদ্যমান আছে । ভূমিনন্দন মঙ্গলের রথ প্রতপ্ত কাকনবৎ সমুজ্জ্বল । এই রথ অতি বৃহৎ ও সুদৃশ্য । উক্ত রথে কাকনময় অষ্ট অশ্ব যোজিত আছে । ঐ অশ্বগুলি পদ্মরাগ মণির স্থায় অরুণ বর্ণ । সেই অশ্বসকল অগ্নি হইতে সজ্জত হইয়াছে । ২০—২৫

বৃহস্পতির রথ সুবর্ণরচিত, এই রথে পাণ্ডুরবর্ণ অষ্ট অশ্ব সংযোজিত আছে । বৃহস্পতি এই রথে আরোহণ করিয়া প্রতিবৎসর এক এক রাশিতে ভ্রমণ করেন । মঙ্গগামী শনৈশ্চর যে রথে আরোহণ করিয়া গমন করেন, তাহা আকাশ-সমুত কক্ষুরবর্ণ অশ্বদ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে । হে ভূতনাথ ! রাহুর রথে আটটি অশ্ব সংযুক্ত আছে । সেই অশ্বগুলি ভ্রমরের স্থায় কৃষ্ণবর্ণ । রাহুর রথ ধূসর বর্ণ, ঐ সকল অশ্ব একবার মাত্র যোজিত হইয়াই চিরকাল রথ বহন করিতেছে । কেতুগ্রহের রথে আটটি অশ্ব যোজিত আছে, তাহারা বায়ুতুল্য বেগগামী । সেই সকল অশ্ব পাললধূমের স্থায় ধূস্রবর্ণ ও লাক্ষারসের স্থায় অরুণবর্ণ । দীপ, নদী, পর্বত সমুদ্রাদি সমন্বিত সমগ্র ভুবনমণ্ডল হরির শরীর স্বরূপ । ২৬—৩০

শ্রীগুরুভে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে ভুবনকোষ নামক অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

একোনষষ্টিতমোঃধ্যায়ঃ

সূত উবাচ ।

জ্যোতিষ্কত্রং ভুবো মানসুজ্জ্বা প্রোবাচ কেশবঃ ।

চতুর্লক্ষং জ্যোতিষস্ত সারং কুজায় সর্বদঃ ॥ ১

হরিরুবাচ ।

কৃত্তিকাকৃত্তিমিদৈবত্যা রোহিণ্যাঃ জ্ঞানঃ স্মৃতাঃ । ইন্দ্রাঃ সোমদৈবত্যা রৌদ্রকার্দ্দমদাহতম্ ॥ ২
পুনর্কসুতখাদিত্যা-গ্নিষ্ক ওরুদৈবতঃ । অশ্বেষাঃ সর্পদৈবত্যা মঘাশ্চ পিতৃদৈবতাঃ ॥ ৩
ভাদ্রাশ্চ পূর্বফল্গুন আর্য্যমাশ্চ তথোত্তরাঃ । সাবিত্রী চ তথা হস্তা চিত্রা ত্বষ্টি প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৪
স্বাতী চ বায়ুদৈবত্যাং নক্ষত্রং পরিকীর্তিতম্ । ইজ্জাগ্নিদৈবতা প্রোক্তা বিশাখা বৃষভধ্বজ ॥ ৫
মৈত্রয়ক্ষমনুরাধা জ্যেষ্ঠা শক্রং প্রকীর্তিতম্ । তথা নিকর্তিদৈবত্যা মূলস্তক্ কৈকরদাহতঃ ॥ ৬
আপ্যাত্তাষাঢ়পূর্বাস্ত উত্তরা বৈশ্বদৈবতাঃ । ব্রাহ্মী চৈবাভিজিৎ প্রোক্তা জ্বলা বৈকবী স্মৃতা ॥ ৭
বাসবস্ত তথা স্বকং ধনিষ্ঠা প্রোচ্যতে বৃধেঃ । তথা শতভিষা প্রোক্তং নক্ষত্রং বারুণং শিব ॥ ৮
অজ্যং ভাদ্রপদা পূর্বা আহিব্রহ্ম তথোত্তরা । পৌষক রেবতী স্বকমশ্বমুক চান্দ্রদৈবতম্ ।
ভরণ্যশ্চ তথা যাম্যাঃ* প্রোক্তান্তা স্বকদৈবতাঃ ॥ ৯
ব্রহ্মাণী সংস্থিতা পূর্বে প্রতিপন্নবমীতিথৌ । মাহেশ্বরী চোত্তরে চ দ্বিতীয়াদশমীতিথৌ ॥ ১০

সূত কহিলেন—সর্বপ্রদাতা কেশব জ্যোতিষ্কত্র ও পৃথিবীর পরিমাণ বলিয়া জ্যোতির্মণ্ডলের সারভূত চতুর্লক্ষ জ্যোতিষ্কের বিষয় শিবের নিকট বিবৃত করিয়াছেন । হরি বলিলেন—একপে নক্ষত্রগণের দেবতা কথিত হইতেছে । কৃত্তিকা নক্ষত্রের দেবতা অগ্নি, রোহিণী নক্ষত্রের দেবতা ব্রহ্মা, স্বগশিরা নক্ষত্রের দেবতা চন্দ্র, আর্দ্রা নক্ষত্রের দেবতা শিব । এইরূপ—পুনর্কসু নক্ষত্রের আদিতা, পুষ্যার ওরু, অশ্বেষার সর্প, মঘার পিতৃদৈবগণ, পূর্বফল্গুনীর ভগ, উত্তরফল্গুনীর অর্য্যমা, হস্তার সবিতা, চিত্রার ত্বষ্টি, স্বাতীর বায়ু, বিশাখার ইজ্জাগ্নি, অমুরাধার মিত্র, জ্যেষ্ঠার শক্র, মূলার নিকর্তি, পূর্বাষাঢ়ার অণু, উত্তরাষাঢ়ার বিশ্বদেব, অভিজিৎ নামক নক্ষত্রের ব্রহ্মা, জ্বলার বিষ্ণু, ধনিষ্ঠার বাসব, শতভিষার বরুণ, পূর্বভাদ্রপদের অজ, উত্তরভাদ্রপদের আহিব্রহ্ম, রেবতার পূষা, অশ্বিনীর অশ্ব এবং ভরণীনক্ষত্রের দেবতা যম । নক্ষত্রগণের এইরূপ দেবতা জানিয়া কার্য্য করিবে । ১—৯

একপে যোগিনীস্থিতি নির্ণয় বর্ণিত হইতেছে । ব্রহ্মাণী প্রকৃতি অষ্ট যোগিনী নির্দিষ্ট আছে ; স্থিতিবিশেষে ঐ অষ্ট যোগিনীর অষ্টদিকে অবস্থান হইয়া থাকে । প্রতিপৎ ও

১। অর্য্যমা চ তথোত্তরঃ । ২। প্রোক্তঃ জ্বলা বৈকবঃ স্মৃতাঃ । ৩। যাম্যাং ।

স্থিতাশ্বেষে চ কোমারী তৃতীয়েকাদশীতিথৌ । নারায়ণী চ নৈঋতাং চতুর্থীষাদশীতিথৌ ॥ ১১
পঞ্চমীঞ্চ ত্রয়োদশ্যাং বারাহী দক্ষিণে স্থিতা । ষষ্ঠ্যাটেকব চতুর্দশ্যামিচ্ছানী পশ্চিমে স্থিতা ॥ ১২
সপ্তম্যাং পূর্ণমাস্যাঞ্চ চামৃত্য বায়ুগোচরে । অষ্টম্যামাবাস্যয়োচ্চ মহালক্ষ্মীগোচরে ॥ ১৩
যোগিনীসম্মুখে নৈব গমনাদি প্রকারয়েৎ ॥ ১৪

অগ্নিনোটৈমজ-রেবত্যো যুগমূল্য পুনর্বসুঃ । পুষ্যা হস্তা তথা জ্যেষ্ঠা প্রহানশ্চেষ্টমুচ্যতে ॥ ১৫
হস্তাদি পঞ্চ ঋক্ষানি উত্তরাত্রয়মেব চ । অগ্নিনী রোহিণী পুষ্যা ধনিষ্ঠা চ পুনর্বসুঃ ।
বস্ত্রপ্রাবরণে শ্রেষ্ঠো নক্ষত্রাণাং গণঃ স্মৃতঃ ॥ ১৬

কৃত্তিকা ভরণ্যশ্লেষা মঘা মূলবিশাখয়োঃ ।

জ্যৈষ্ঠা পূর্বা তথা চৈব অধোবস্ত্রাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ১৭

এষ বাপী-তড়াগাদি-কুপ-ভূমি-তৃণানি চ । দেবানারম্য খননং নিপানখননং তথা ॥ ১৮
গণিতং জ্যোতিষারম্ভং খনিবিলপ্রবেশনম্ । কুর্যাদধোগতাণ্যেব অগ্নানি চ বুধধ্বজ ॥ ১৯

নবমী তিথিতে ব্রহ্মাণী যোগিনী পূর্বদিকে অবস্থিতি করেন । দ্বিতীয়া ও দশমী তিথিতে
মাহেশ্বরী যোগিনী উত্তরদিকে, তৃতীয়া ও একাদশী তিথিতে কোমারী যোগিনী অগ্নিকোণে,
চতুর্দশী ও ষাদশী তিথিতে নারায়ণী যোগিনী নৈঋত কোণে, পঞ্চমী ও ত্রয়োদশী তিথিতে
বারাহী যোগিনী দক্ষিণদিকে, ষষ্ঠী ও চতুর্দশী তিথিতে ইচ্ছাণী যোগিনী পশ্চিমদিকে,
সপ্তমী ও পূর্ণিমা তিথিতে চামৃত্য যোগিনী বায়ুদিকে, অষ্টমী ও অমাবস্যা তিথিতে মহালক্ষ্মী
যোগিনী ইশানকোণে, একাদশী ও তৃতীয়া তিথিতে বৈষ্ণবী যোগিনী অগ্নিকোণে এবং
ষাদশী ও চতুর্থী তিথিতে কোমারী যোগিনী নৈঋতকোণে অবস্থিতি করিয়া থাকেন । এই
সকল যোগিনীর স্থিতিনির্ণয় করিয়া যাত্রাদি কার্য্য করিতে হয় । যোগিনী সম্মুখে থাকিলে
গমন করিবে না, গমনকালে বিবেচনা করিয়া দেখিবে যে যোগিনী কোন্ দিক আছে ।
পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে যদি গন্তব্যদিকে যোগিনীর স্থিতি বোধ হয়, তাহা হইলে সেই
তিথিতে সেইদিকে গমন করিবে না । ১০—১৪

অগ্নিনী, অনুরাধা, রেবতী, যুগলিরা, মূল্য, পুনর্বসু, পুষ্যা, হস্তা ও জ্যেষ্ঠা এই সকল
নক্ষত্র যাত্রার প্রশস্ত । হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া,
উত্তরভাদ্রপদ, অগ্নিনী, রোহিণী, পুষ্যা, ধনিষ্ঠা ও পুনর্বসু এই সকল নক্ষত্র নব-বস্ত্রাদি
পরিধানে প্রশস্ত । কৃত্তিকা, ভরণী, অশ্লেষা, মঘা, মূল্য, বিশাখা, পূর্বফল্গুনী, পূর্বাষাঢ়া
ও পূর্বভাদ্রপদ এই সকল নক্ষত্র অধোমুখগণ বসিয়া কীৰ্ত্তিত । অধোমুখগণোক্ত নক্ষত্রে
পুন্ড্রিণী, সরোবর, কুপ ও ভূমি খননাদি আরম্ভ করিলে শুভদায়ক হয় । বায়ুতৃণাদি
স্বেদন, দেবালয়ারম্ভ, নিধিখনন প্রভৃতি কার্য্যও উক্ত অধোমুখ নক্ষত্রে শুভকর হইয়া
থাকে । হে বুধবাহন ! জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনারম্ভ ও খনি বিল প্রবেশ কার্য্য এই
অধোমুখগণোক্ত নক্ষত্র প্রশস্ত । ১৫—১৯

রেবতী চাশ্বিনী চিত্রা স্বাতী হস্তা পুনর্কম্বুঃ ।

অনুরাধা যুগো জ্যেষ্ঠা এতে পার্শ্বমুখাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২০

পজোষ্টাশ্রবণীবর্দ-দমনং মহিষা চ । বীজানাং বপনং কুর্যাদ্ গমনাগমনাদিকম্ ॥ ২১

চক্র-যজ্ঞ-রথানাঞ্চ নাবাদীনাং প্রবাহনম্ । পবাং দমনকর্ম্মাণি কুর্যাদেতেষু ভাগ্মপি ॥ ২২

রোহিণ্যার্দ্রা তথা পুষ্যা ধনিষ্ঠা চোত্তরাত্তরম্ । বারুণং শ্রবণঞ্চৈব নব চোদ্ধমুখাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৩

এষ রাজ্যাভিষেকঞ্চ পট্টবন্ধঞ্চ কারয়েৎ । উদ্ধমুখান্যুক্তিতানি সর্বাণ্যেতেষু কারয়েৎ ॥ ২৪

চতুর্থী চাতুর্থা বীজী অষ্টমী নবমী তথা । অমাবস্তা পূর্ণিমা চ দ্বাদশী চ চতুর্দশী ॥ ২৫

অশ্বিনা প্রতিপক্ষেষ্ঠা দ্বিতীয়া চন্দ্রসূনুনা । তৃতীয়া ভূমিপূজ্ঞে চতুর্থী চ শনৈশ্চরে ॥ ২৬

গুরো গুভা পঞ্চমী স্থাং বীজী মঙ্গলগুরুযোঃ । সপ্তমী সোমপূজ্ঞে অষ্টমী কুজভাকরো ॥ ২৭

নবমী চন্দ্রবारेण दशमी तु गुरो गুभा । एकदश्यां गुरुः शुक्रो द्वादश्यां पुनर्वसुः ॥ ২৮

ত্রয়োদশী শুক্রভোমৌ শনৌ শ্রেষ্ঠা চতুর্দশী । পৌর্ণমাস্তপ্যমাবাস্তা শ্রেষ্ঠা স্তাচ বৃহস্পতি ॥ ২৯

দ্বাদশীং দহতে ভানুঃ শনী চৈকাদশীং দহেৎ । কুজো দহেচ্চ দশমীং নবমীঞ্চ বুধো দহেৎ ॥ ৩০

অষ্টমীং দহতে জীবঃ সপ্তমীং ভার্গবো দহেৎ ।

সূর্য্যপূজ্ঞো দহেৎ বীজীং গমনং ভাসু নাস্তি বৈ ॥ ৩১

রেবতী, অশ্বিনী, চিত্রা, স্বাতী, হস্তা, পুনর্কম্বু, অনুরাধা, যুগলিরা ও জ্যেষ্ঠা এই সকল নক্ষত্র পার্শ্বমুখগণ বলিয়া খ্যাত । এই পার্শ্বমুখগণোক্ত নক্ষত্রে গজ, অশ্ব, উষ্ট্র, বৃষ ও মহিষাদি হুই জন্তুর দমনাদি কার্য্য আরম্ভ করিলে তাহাদের শুভ ফল হইয়া থাকে । বীজবপন, গমনাগমন এবং চক্র, চন্দ্র, রথ, নৌকা প্রভৃতির কার্য্যারম্ভ, এই সকল কার্য্য উক্ত পার্শ্বমুখ নক্ষত্রে করা প্রশস্ত । আর এই সকল নক্ষত্রে গো প্রভৃতি পশুদমন কার্য্য করিলেও সকল হইয়া থাকে । রোহিণী, আর্দ্রা, পুষ্যা, ধনিষ্ঠা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, শতভিষা ও শ্রবণা এই নয়টি নক্ষত্র উদ্ধমুখ বলিয়া খ্যাত । উদ্ধমুখ নক্ষত্রে রাজ্যাভিষেক ও পট্টবন্ধ প্রভৃতি শুভ কার্য্য করিলে শুভফল হইয়া থাকে । এই সকল নক্ষত্র সর্বকার্য্যেই প্রশস্ত । চতুর্থী, বীজী, অষ্টমী, নবমী, অমাবস্তা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী ও চতুর্দশী, এই সকল তিথি অন্তঃকারিণী, এই সকল তিথিতে কোনও শুভকার্য্য করিবে না । শুক্রা প্রতিপদ রাজ্যকার্য্যে বর্জনীয় । কুজাপ্রতিপদে যাত্রা করিলে সেই যাত্রা শুভ ফল প্রদান করে । বুধবারে দ্বিতীয়া, মঙ্গলবারে তৃতীয়া, শনিবারে চতুর্থী, বৃহস্পতিবারে পঞ্চমী, মঙ্গল ও শুক্রবারে বীজী, বুধবারে সপ্তমী, মঙ্গল ও রবিবারে অষ্টমী, সোমবারে নবমী, বৃহস্পতিবারে দশমী ও একাদশী, বুধবারে দ্বাদশী, শুক্র ও মঙ্গলবারে ত্রয়োদশী, শনিবারে চতুর্দশী ও বৃহস্পতিবারে পূর্ণিমা কি অমাবস্তা তিথি হইলে শুভযোগ হয় । ২০—২১

এক্ষণে দিনদ্বয় কথিত হইতেছে । রবিবারে দ্বাদশী, সোমবারে একাদশী, মঙ্গলবারে দশমী, বুধবারে নবমী, বৃহস্পতিবারে অষ্টমী, শুক্রবারে সপ্তমী ও শনিবারে বীজীতিথি হইলে

প্রতিপন্নবমীষেব চতুর্দশ্যষ্টমীহু চ । বুধবারে চ প্রশ্নানং দূরতঃ পরিবর্জয়েৎ ॥ ৫২
মেঘে কর্কটকে ষষ্ঠী কস্তুরাং মিথুনেহষ্টমী । বুধে কুন্তে চতুর্থী চ দ্বাদশী মকরে তুলে ॥ ৫৩
দশমী বৃশ্চিকে সিংহে ধনুর্মীনে চতুর্দশী । এতা দক্ষা ন গন্তব্যং কিল জীবাদিমানবৈঃ ॥ ৫৪
বিশাখাত্রয়মাদিত্যে পূর্বাষাঢ়াত্রে শনী । ধনিষ্ঠাদিত্রয়ং ভোমে বুধে বৈ রেবতীজয়ম্ ॥ ৫৫
রোহিণ্যাদিত্রয়ং জীবৈ শুক্রে পুষ্যাত্রয়ং শিব । শনিবারে বর্জয়েচ্চ উত্তরাক্ষত্নীজয়ম্ ।
এষ ঔৎপাতিকো যোনা মৃত্যুরোগাদিকং ভবেৎ ॥ ৫৬

মৃগেশ্বরকঃ শ্রবণে চন্দ্রঃ প্রাঠপহাস্তরে কুজঃ । কৃত্তিকাসু বুধশ্চৈব শুরৌ রুদ্র পুনর্বসুঃ ॥ ৫৭
পূর্বফল্গুনী শুক্রে চ য়াতিশ্চৈব শনৈশ্চরে । এতে চামৃতযোগাঃ সূ্যঃ সর্বকার্যপ্রসাধকাঃ ॥ ৫৮

বিষ্ণুস্তে ষটিকাঃ পঞ্চ শূলে সপ্ত প্রকীর্তিতাঃ ।

ষড়্গণ্ডে চাতিগণ্ডে চ নব ব্যাঘাত-বজ্রযোগে ॥ ৫৯

ব্যতীপাতে পরীষে চ বৈধৃতী চ দিনং তথা ১ । এতে মৃত্যুক ২ হেতু সর্বকর্মানি বর্জয়েৎ ॥ ৬০

হস্তেশ্বরশ্চ শুক্রে পুষ্টে অনুরাধা বুধে শুভা ।

রোহিণী চ শনৌ শ্রেষ্ঠা সৌমং সোমেন বৈ শুভম্ ॥ ৬১

শুক্রে চ রেবতী শ্রেষ্ঠা অশ্বিনী মঙ্গলে শুভা । এতেষু সিদ্ধিযোগা বৈ সর্বদোষ-বিনাশনাঃ ॥ ৬২

দিনদক্ষ দোষ হয় । দক্ষদিনে যাত্রাদি শুভ কার্য করিবে না । শুক্রা প্রতিপৎ, নবমী, চতুর্দশী ও অষ্টমী এই সকল তিথি ও বুধবারে যাত্রা কার্য নিষিদ্ধ । বৈশাখ ও আশ্বিনমাসে ষষ্ঠী, আশ্বিন ও আষাঢ় মাসে অষ্টমী, জ্যৈষ্ঠ ও ফাল্গুনমাসে চতুর্থী, মাঘ ও কার্তিকমাসে দ্বাদশী, অগ্রহায়ণ ও ভাদ্রমাসে দশমী এবং পৌষ ও চৈত্রমাসে চতুর্দশী তিথি দক্ষদোষে দূষিত হয় । দক্ষদোষে কদাচ গমন করিবে না । রবিবারে বিশাখা, অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠা ; সোমবারে পূর্বাষাঢ়া ও শ্রবণা ; মঙ্গলবারে ধনিষ্ঠা, শতভিষা ও পূর্বভাদ্রপদ, বুধবারে রেবতী, অশ্বিনী ও শুরনী ; বৃহস্পতিবারে রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা ; শুক্রবারে পুষ্যা, অশ্লেষা ও মঘা এবং শনিবারে উত্তরফাল্গুনী, হস্তা ও চিত্রানক্ষত্র হইলে ঔৎপাতিক যোগ ঘটা যায় । এই যোগে গমন করিলে মৃত্যু কিংবা রোগাদি হইয়া থাকে । রবিবারে মূলানক্ষত্র, সোমবারে শ্রবণা নক্ষত্র, মঙ্গলবারে উত্তরভাদ্রপদ, বুধবারে কৃত্তিকা, বৃহস্পতিবারে পুনর্বসু, শুক্রবারে পূর্বফল্গুনী ও শনিবারে য়াতি নক্ষত্র হইলে অমৃতযোগ হয় । এই অমৃতযোগ সর্বকার্যে প্রশস্ত । ৩০—৩৮

বিষ্ণুস্তাদি ২৭ সাতাইশটি যোগের মধ্যে বিষ্ণুস্ত যোগের প্রথম ৩ পাঁচদণ্ড, শূলযোগের ৭ দণ্ড দণ্ড, গণ্ডযোগের ও অতিগণ্ডযোগের ৬ হয় দণ্ড, ব্যাঘাত ও বজ্রযোগের ৯ নয় দণ্ড এবং ব্যতীপাত, পরিঘ ও বৈধৃতি যোগের সমস্ত দিন বর্জন করিবে । এই সকল দৃষ্ট সময়ে কোন কার্য আরম্ভ করিলে কঠোর মৃত্যু হইয়া থাকে । রবিবারে হস্তা নক্ষত্র, বৃহস্পতিবারে

১ । বৈধৃতে চ দিনে দিনে । ২ । মৃত্যুমৃত্যু ।

ভার্গবে ভরণী চৈব সোমে চিত্রা বৃষস্বজ । ভৌমে চৈবোত্তরাষাঢ়া ধনিষ্ঠা চ বুধে হর । ৪৩
 শুক্লো শতভিষা রুদ্র শুক্রে বৈ রোহিণী তথা ।

শনৌ চ রেবতী শস্তো বিষযোগাঃ প্রকীর্তিতাঃ । ৪৪

পুষ্টাঃ পুনর্কসুশ্চৈব রেবতী চিত্রয়া সহ । শ্রবণা চ ধনিষ্ঠা চ হস্তাশ্বিনী যুগলতথা ।

কূর্ম্যাক্ষতভিষাভাঙ্ক জাতকর্মাণি মানবঃ । ৪৫

বিশাখা চোত্তরা জীশি মঘার্জা ভরণী তথা । অশ্লেষা কৃত্তিকা রুদ্র প্রস্থানে মরণপ্রদাঃ । ৪৬

ইতি শ্রীগরুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নক্ষত্রবিচারণা নাম একোনষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ । ৫১ ।

ষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ

হরিকুবাচ ।

বড়াদিত্যে দশা জ্যেষ্ঠা সোমে পঞ্চদশ স্মৃতাঃ । অষ্টাবজ্জারকে চৈব বুধে সপ্তদশ স্মৃতাঃ । ১
 শনৈশ্চরে দশ জ্যেষ্ঠা শুক্রোরেকোনবিংশতিঃ । রাহোঘাদশবর্ষাণি একবিংশতি ভার্গবে । ২

পুষ্টা নক্ষত্র, বুধবারে অনুরাধা, শনিবারে রোহিণী, সোমবারে যুগলিরা, শুক্রবারে রেবতী ও মঙ্গলবারে অশ্বিনী নক্ষত্র হইলে সিদ্ধিযোগ হয় । এই সিদ্ধিযোগ হইলে সর্ব্বদোষ বিনাশ পাইয়া থাকে । আরক কার্য্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় । শুক্রবারে ভরণী, সোমবারে চিত্রা, মঙ্গলবারে উত্তরাষাঢ়া, বুধবারে ধনিষ্ঠা, বৃহস্পতিবারে শতভিষা, শুক্রবারে রোহিণী ও শনিবারে রেবতী নক্ষত্র হইলে বিষযোগ হয় । পুষ্টা, পুনর্কসু, রেবতী, চিত্রা, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, হস্তা, অশ্বিনী, যুগলিরা এবং শতভিষা এই সকল নক্ষত্র জাতকর্মাণি কার্য্যে প্রশস্ত । হে শঙ্কর ! বিশাখা, উত্তরফাল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, মঘা, আর্দ্রা, ভরণী, অশ্লেষা ও কৃত্তিকা এই সকল নক্ষত্রে যাত্রা করিলে কর্তার মৃত্যু হইয়া থাকে । ২১—৫৫

শ্রীগরুড় মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নক্ষত্র বিচার নামক ঊনষষ্ঠিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৫১ ।

ষষ্ঠিতম অধ্যায়

হরি কহিলেন,—রবির দশাকাল ৬ ছয় বৎসর, চন্দের ১৫ পঞ্চদশ বৎসর, মঙ্গলের ৮ আট বৎসর, বুধের ১৭ সপ্তদশ বৎসর, শনির ১০ দশ বৎসর, বৃহস্পতির ১১ ঊনবিংশ বৎসর, রাহুর ১২ দ্বাদশ বৎসর ও শুক্রের একবিংশ বৎসর দশা ভোগের কাল নিরূপিত আছে ।

রবেদশা হুঃখদা স্যাহুঃপনুপনাশকঃ । বিভূতিদা সোমদশা সুখমিষ্টোন্নদা তথা । ৩
 হুঃখপ্রদা কুজদশা রাজ্যাদেঃ স্যাদিনাশিনী । দিব্যাত্মীদা বুধদশা রাজ্যদা কোষবৃদ্ধিদা । ৪
 শনেদশা রাজ্যনাশ-বন্ধুহুঃখকরী ভবেৎ । শুক্রোদশা রাজ্যদা স্যৎ সুখধর্মাদি-দায়িনী । ৫
 রাহোদশা রাজ্যনাশ-বাধিদা হুঃখদা ভবেৎ । হস্ত্যশ্বদা শুক্রদশা রাজ্যাত্মীলাভদা ভবেৎ । ৬
 মেঘতুঙ্গারকক্ষেত্রং বৃষঃ শুক্রস্য কীর্তিতঃ^১ । বুধস্য মিথুনং জ্যেষ্ঠং সোমস্য কর্কটস্তথা । ৭

সূর্য্যক্ষেত্রং ভবেৎ সিংহঃ কন্যা ক্ষেত্রং বুধস্য চ ।

ভার্গবস্য তুলা ক্ষেত্রং বৃশ্চিকোহঙ্গারকস্য চ । ৮

ধনুঃ সুরশরোষ্টৈশ্চ শনের্মকর-কুন্তকৌ । মীনঃ সুরশরোষ্টৈশ্চ গ্রহক্ষেত্রং প্রকীর্তিতম্ । ৯

পৌর্ণমাস্তা তস্য যত্র পূর্বাষাঢ়াভয়ং ভবেৎ ।

ধিরাষাঢ়ঃ স বিজ্ঞেযো বিষ্ণুঃ যপিভি কর্কটে । ১০

অশ্বিনী রেবতী চিত্রা ধনিষ্ঠা স্যাদঙ্গতো । ১১

শুগাংহি-কপি-মার্জ্জার-স্থানঃ শূকর-পক্ষিণঃ । নকুলো মৃষিকষ্টৈশ্চ যাত্রাস্তাং দক্ষিণে শুভাঃ । ১২

বিপ্রকন্যা শবঃ রুদ্র শঙ্খ-ভেরী-বসুন্ধরাঃ । বেণুস্ত্রীপূর্ণকুন্তানাং যাত্রাস্তাং দর্শনং শুভম্ । ১৩

জম্বুকোষ্ঠৈশ্চরাস্তাশ্চ যাত্রাস্তাং বামকে শুভাঃ । ১৪

কার্পাসৌষধিতৈলক পঙ্কজারভূজঙ্গমাঃ । মুক্তকেশী রক্তমালাং নগাদশুভমীকৃতম্ । ১৫

রবির দশাতে মানবের নানাপ্রকার হুঃখ, উদ্বেগ ও রাজ্য বিনাশ হইয়া থাকে । চন্ড্রের দশাকালে বিবিধ সম্পত্তি ও মিষ্টোন্ন লাভ হয় । মঙ্গলের দশায় হুঃখভোগ ও রাজ্যাদির বিনাশ হয় । বুধের দশাতে স্ত্রীলাভ, রাজ্যপ্রাপ্তি এবং কোষবৃদ্ধি হইয়া থাকে । শনির দশাতে রাজ্যনাশ ও বন্ধুর হুঃখ ঘটয়া থাকে । বৃহস্পতির দশাতে রাজ্য লাভ, সুখ ও ধর্মবৃদ্ধি হয় । রাহুর দশায় রাজ্যনাশ, পীড়া ও হুঃখ ভোগ হইয়া থাকে । শুক্রের দশাতে হস্তী, অশ্ব, রাজ্য ও স্ত্রী লাভ হইয়া থাকে । মেঘরাশি মঙ্গলের ক্ষেত্র, বৃষরাশি শুক্রের, মিথুন বুধের, কর্কট চন্ড্রের, সিংহ রবির, কন্যা বুধের, তুলা শুক্রের, বৃশ্চিক মঙ্গলের, ধনু বৃহস্পতির, মকর ও কুন্ত শনির এবং মীনরাশি বৃহস্পতির ক্ষেত্রে হয় । ১—৯

পূর্ণিমা ও পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্র যে মাসে দুইবার পতিত হয়, সেই মাসকে “ধিরাষাঢ়” বলে । যে বর্ষে ধিরাষাঢ় হয়, বিষ্ণু সেই বর্ষে জীবন মাসে শয়ন করেন । অশ্বিনী, রেবতী, চিত্রা ও ধনিষ্ঠা এই সকল নক্ষত্র অলঙ্কারাদি পরিধানে প্রস্তুত । যাত্রাকালে শূগ, সর্প, বানর, মার্জ্জার, কুকুর, শূকর, পক্ষী, নকুল ও মৃষিক এই সকল জীব দক্ষিণভাগে দৃষ্ট হইলে, সেই যাত্রায় শুভফল হইয়া থাকে । যাত্রাকালে স্নানপঙ্কজা, শব, শঙ্খ, ভেরী, বসুন্ধরা, বেণু ও পূর্ণকুন্তারিত্তা স্ত্রী দর্শন করিলে, সেই যাত্রায় শুভফল হয় । যাত্রাসময়ে বামভাগে শূগাল, উষ্ট্র, গর্দভ আদি দর্শন করিলে উত্তম ফল জানিবে । যাত্রাসময়ে যদি কার্পাস, ঔষধ, তৈল,

হিকায়ী লক্ষণং বক্ষ্যে লভেৎ পূর্বে মহাফলম্ ।

আগ্নেয়ে শোক-সন্তাপৌ দক্ষিণে হানিমাশ্রুয়াৎ ॥ ১৬

নৈঋতৌ শোক-সন্তাপৌ মিষ্টান্নভোজ্যে পশ্চিমে ।

অর্থং প্রাপ্নোতি বায়বো উত্তরে কলহো ভবেৎ ।

ঈশানে মরণং প্রোক্তং হিকায়াম্চ ফলাফলম্ ॥ ১৭

লিখাতে রবিচক্রস্ত ভাঙ্করো নরসমিহঃ । যশ্মিন্শ্বে বসেস্তানু-স্তদাদি জ্যৈষি মন্তকে ॥ ১৮

জয়ং বস্ত্রে প্রদাতব্যামৈককং স্বক্কয়োর্ন্যাসেৎ ।

এককং বাহুযুগ্মে তু এককং হস্তয়োর্দ্বয়োঃ ॥ ১৯

হৃদয়ে পঞ্চ ঞ্জানি একং নাভৌ প্রদাপয়েৎ ।

ঞ্জমেকং শ্রমেদ্ গুহ্বে এককং জ্ঞানুকে শ্রমেৎ ॥ ২০

নক্ষত্রানি চ শেযানি রবিপাদে নিয়োজয়েৎ । চরণেহেন ঞ্জক্ষেণ অজ্ঞায়ুর্জায়তে নরঃ ॥ ২১

বিদেশগমনং জানৌ গুহ্বেহে পরদারবান্ । নাভিহেনাঙ্গমন্ত্যৌ হৃৎহেন স্তান্নহেশ্বরঃ ॥ ২২

পানিহেন ভবেচৌরঃ স্থানজ্যেষ্ঠো ভবেত্তুজে । স্বক্কস্থিতে ধনপতিযুগ্মে মিষ্টান্নমাশ্রুয়াৎ ।

মন্তকে পট্টবস্ত্রং নক্ষত্রং স্তাদ্ যদি স্থিতম্ ॥ ২৩

ইতি শ্রীগরুড়পু্রাণে পূর্বখণ্ডে যাত্রাকালে শুভাশুভকথনং নাম ষষ্টিতমোऽধ্যায়ঃ ॥ ৬০ ॥

দৃষ্ট অঙ্গার, সর্প, মুক্তকেশী স্ত্রী, বজ্রমালা, উলঙ্গ পুরুষ প্রভৃতি দর্শন করে, তাহা হইলে সেই যাত্রার শুভ ফল হইয়া থাকে । অনন্তর হিকা শ্রবণ করিলে মহাফল হয় ; অগ্নিকোণে শোক ও সন্তাপ, দক্ষিণে হানি, নৈঋতকোণে শোক ও সন্তাপ, পশ্চিমে মিষ্টান্নভোজন, বায়ুকোণে অর্থপ্রাপ্তি, উত্তরে কলহ ও ঈশানকোণে হিকাধ্বনি শ্রবণে মরণ হয় । অতঃপর রবিচক্র কথিত হইতেছে । সূর্য্যের একটি নরাকার চক্র অঙ্কিত করিয়া তাহার অঙ্গে বক্ষ্যমাণ প্রকারে নক্ষত্র স্থাপন করিবে । যথা—জন্মকালে যে নক্ষত্রে রবি অবস্থিতি করেন, সেই নক্ষত্র হইতে তিন নক্ষত্র মন্তকে, তৎপরবর্ত্তী তিন নক্ষত্র যুগ্মে, এক একটি স্বক্কয়গ্রে, এক একটি বাহুযুগ্মে, এক একটি হস্তযুগ্মে, পাঁচটি নক্ষত্র হৃদয়ে, একটি নাভিতে, একটি গুহ্বে এবং এক একটি জ্ঞানুঘ্রে লিখিয়া অবশিষ্ট নক্ষত্র সকল রবিচক্রের পাদঘ্রে লিখিবে । এইরূপে নক্ষত্রাঙ্গ বিস্তার করিয়া শুভাশুভ ফল নির্ণয় করিবে । রবিচক্রের চরণে যাত্রার জন্মনক্ষত্র পতিত হয়, সেই ব্যক্তি অজ্ঞায়ুঃ হইয়া থাকে । এইরূপ—জ্ঞানুতে বিদেশগমন, গুহ্বে পরদারবৃত্তি, নাভিতে অঙ্গ সন্তোষ, হৃদয়ে মহৈশ্বর্য্য, হস্তে চৌর্য্য, ভুজে স্থানচ্যুতি, স্বক্কে ধনলাভ, যুগ্মে মিষ্টান্নপ্রাপ্তি এবং মন্তকে জন্ম-নক্ষত্র দৃষ্ট হইলে পট্টবস্ত্র লাভ হইয়া থাকে । ১০—২৩

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে যাত্রাকালে শুভ ও অশুভ নিক্রপণ নামক

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥

একষষ্ঠিতমোঃধ্যায়ঃ

হরিকৃবাচ ।

সপ্তমোপচরাদ্যহ-শ্লোকঃ সর্বত্র শোভনঃ । তুরপক্ষে দ্বিতীয়স্ত পঞ্চমো নবমস্তথা ॥ ১

সম্পূজ্যমানো গোঠৈকস্ত গুরুবদন্ততে শশী ॥ ২

চন্দ্রস্য দ্বাদশাবস্থা ভবন্তি শূণ্ডা অপি । ত্রিষু ত্রিষু চ ঋক্ষসু অশ্বিনাদি বদামাহম্ ॥ ৩

প্রবাসস্থং পুনর্নষ্টং মৃত্যাবস্থং জয়াবস্থম্ । হাস্যাবস্থং ক্রৌড়াবস্থং প্রমোদাবস্থমেব চ ॥ ৪

বিষাদাবস্থভোগস্থে জরাবস্থং বাবস্থিতম্ । কম্পাবস্থং সুহাবস্থং দ্বাদশাবস্থং ভবেৎ ॥ ৫

প্রবাসো হানিমৃত্যু চ জয়ো হাসো রুতিঃ সুখম্ ।

শোকো ভোগো জরঃ কম্পঃ সুহাবস্থা ক্রমাৎ ফলম্ ॥ ৬

জন্মস্থঃ কুরুতে তুষ্টিং দ্বিতীয়ে নাস্তি নিবৃতিঃ । তৃতীয়ে রাজসম্মানং চতুর্থে কলহাগমঃ ॥ ৭

পঞ্চমেন যুগান্তেন জ্ঞীলাভো বৈ তথা ভবেৎ । ষষ্ঠে রুতিঃ পূজা চ সপ্তমে ॥ ৮

অষ্টমে প্রাণসংকটো নবমে কোষসংকটঃ । দশমে কার্যনিষ্পত্তি-ক্লবমেবাদশে জয়ঃ ।

দ্বাদশেন শশীকেন মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ ॥ ৯

হরি কহিলেন,—চন্দ্রচন্দ্রির বিবরণ কথিত হইতেছে। চন্দ্র জন্মরাশি হইতে সপ্তম, তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম অথবা একাদশ রাশিস্থিত কিংবা জন্মরাশিস্থিত হইলে, উভয়পক্ষেই চন্দ্র-
গতি জানিবে। তুরপক্ষে উক্ত সপ্তমাদি রাশিস্থিত এবং দ্বিতীয় পঞ্চম কিংবা নবম রাশিতে
গত হইলেও চন্দ্রগতি হইয়া থাকে। যাত্রানি কার্য্যে চন্দ্রগতি না থাকিলে, চন্দ্রের অর্চনা
করিয়া চন্দ্রকে গুরুবৎ অবলোকন করিবে; তাহাতে চন্দ্রাতিজনিত দোষ বিগত হয়।
চন্দ্রের দ্বাদশ অবস্থা নির্দিষ্ট আছে; হে শঙ্কর। ঐ দ্বাদশ অবস্থা ও তাহার শুভাশুভ ফল
বলিতেছি শ্রবণ কর। অশ্বিনী আদি তিন তিন নক্ষত্রে এক একটী অবস্থা হইয়া থাকে।
দ্বাদশ অবস্থা; যথা—প্রবাসাবস্থা, নষ্টাবস্থা, মৃত্যাবস্থা, জয়াবস্থা, হাস্যাবস্থা, ক্রৌড়াবস্থা,
প্রমোদাবস্থা, বিষাদাবস্থা, ভোগাবস্থা, জরাবস্থা, কম্পাবস্থা ও সুহাবস্থা, চন্দ্রের এই
দ্বাদশপ্রকার অবস্থা হইয়া থাকে। সে সময়ে চন্দ্র যে অবস্থায় অবস্থিত থাকেন, সে সময়ে
মনুষ্যের তদনুরূপ ফল হয়। তাহার বিশেষ যথা—প্রবাসাবস্থায় প্রবাস, নষ্টাবস্থায়
হানি, মৃত্যাবস্থায় মৃত্যু, জয়াবস্থায় জয়, হাস্যাবস্থায় হাস, ক্রৌড়াবস্থায় রুতি, প্রমোদাবস্থায়
সুখ, বিষাদাবস্থায় শোক, ভোগাবস্থায় ভোগ, জরাবস্থায় জর, কম্পাবস্থায় কম্প ও
সুহাবস্থায় স্বাস্থ্যলাভ হইয়া থাকে। চন্দ্র জন্মরাশিস্থিত হইলে সন্তোষ লাভ হয়, দ্বিতীয়
চন্দ্রে অর্থের অনটন, তৃতীয় চন্দ্রে রাজসম্মান, চতুর্থ চন্দ্রে কলহ, পঞ্চম চন্দ্রে জ্ঞীলাভ, ষষ্ঠ
চন্দ্রে ধনধানাগম, সপ্তম চন্দ্রে রুতি ও সম্মান, অষ্টম চন্দ্রে প্রাণসংকট, নবম চন্দ্রে ধনহ্রাস্তি,
দশম চন্দ্রে কার্য্যসিদ্ধি, একাদশ চন্দ্রে জয় ও দ্বাদশ চন্দ্রে নিশ্চয়ই মৃত্যু হইয়া থাকে। ১—৯

কৃত্তিকাদৌ চ পূৰ্বেণ সপ্তৰাশি চ বৈ ভজেৎ । যযাদৌ দক্ষিণে গচ্ছেন্নুবাধাদি পশ্চিমে ॥ ১০
 প্রশস্তা চোত্তরে যাত্রা ধনিষ্ঠাদিষু সপ্তমু । অশ্বিনী রেবতী চিত্রা ধনিষ্ঠা সমলকৃতৌ ॥ ১১
 যুগাশ্চিচিত্রাপুচ্চাশ্চ মূল্য হস্তা শুভাঃ সদা । কন্যাপ্রদানে যাত্রায়াং প্রতিষ্ঠাদিষু নৰ্হসু ॥ ১২
 শুক্রচন্দ্রৌ জন্মসংস্থৌ শুভদৌ চ দ্বিতীয়কৌ । শনি-জ-শুক্র-জীবাস্চ বাশৌ চাথ তৃতীয়কৈঃ ॥ ১৩
 ভৌমমন্মশশাকার্ক্যৌ বুধঃ শ্রেষ্ঠশ্চতুর্থকৈঃ । শুক্রজীবৌ পঞ্চমৌ চ শ্রেষ্ঠৌ সন্তিরুদাহৃতৌ ॥ ১৪
 মন্যার্কেন্দু-কুজাঃ* বর্ষে শুক্র-চন্দ্রৌ চ সপ্তমে । জ-শুক্রাবষ্টমে শ্রেষ্ঠৌ নবমস্থৌ শুক্রঃ শুভঃ ॥ ১৫
 অর্কার্কিচন্দ্রা দশমে একাদশেহখিলা গ্রহাঃ । বুধোহথ দ্বাদশে চৈব ভার্গবঃ সুখদৌ ভবেৎ ॥ ১৬
 সিংহেন মকরোহশ্রেষ্ঠঃ মেঘশ্চ কন্যাধমঃ* । তুলয়া সহ মীনস্ত কুন্তেন সহ কর্কটঃ ॥ ১৭
 ধনুবা বৃষভোহশ্রেষ্ঠে* মিথুনেন চ বৃশ্চিকঃ । এতৎ বড়ষ্টকং রিষ্টৌ* ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ১৮
 ইতি শ্রীগারুড় মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে চন্দ্রতত্ত্ব-বিবরণং নামক একষষ্টিতমোঃধ্যায়ঃ ॥ ৬১ ॥

কৃত্তিকাদি (কৃত্তিকা, রোহিণী, যুগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্বসু, পুচ্চা ও অশ্লেষা এই) সপ্ত
 নক্ষত্রে পূর্বদিকে গমন করিবে । যযা, পূর্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী ও বিশাখা
 এই সপ্ত নক্ষত্রে দক্ষিণদিকে গমন প্রশস্ত । অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূল্য, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া,
 জ্বিনা ও অভিজিৎ এই সপ্ত নক্ষত্রে পশ্চিমদিকে গমন করিলে শুভ হয় । ধনিষ্ঠা, শতভিষা,
 পূর্বভাদ্রপদ, রেবতী, অশ্বিনী ও ভরণী এই সপ্ত নক্ষত্রে উত্তর দিকে যাত্রা করিবে । অশ্বিনী,
 রেবতী, চিত্রা ও ধনিষ্ঠা এই সকল নক্ষত্র অলঙ্কারাদি ধারণে প্রশস্ত । যুগশিরা, অশ্বিনী,
 চিত্রা, পুচ্চা, মূল্য ও হস্তা এই সকল নক্ষত্র কন্যাদান, যাত্রা, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কার্যে শুভপ্রদ
 হয়, শুক্র ও চন্দ্র জন্মরাশিস্থিত হইলে শুভপ্রদান করে । এইরূপ দ্বিতীয় রাশিতে চন্দ্র, বুধ,
 শুক্র ও বৃহস্পতি ; তৃতীয় রাশিতে মঙ্গল, শনি, ও সূর্য্য ; চতুর্থ রাশিতে বুধ ; পঞ্চম স্থানে
 শুক্র, বৃহস্পতি, চন্দ্র ও কেতু , বর্ষে শনি, রবি ও মঙ্গল ; সপ্তমে বৃহস্পতি ও চন্দ্র ; অষ্টমে
 বুধ ও শুক্র ; নবমস্থানে বৃহস্পতি ; দশম রাশিতে রবি, শনি ও চন্দ্র অবস্থিত হইলে শুভ ফল
 প্রদান করে । একাদশস্থানে সকল গ্রহই শুভকর হইয়া থাকে । দ্বাদশ স্থানে বুধ ও শুক্র
 অবস্থিতি করিলে উত্তম ফল প্রদান করে । কন্যার জন্মরাশি সিংহ, বরের জন্মরাশি মকর ,
 কন্যার রাশি মেঘ, বরের রাশি কন্যা ; কন্যার রাশি তুলা, বরের রাশি মীন ; কন্যার রাশি
 কুন্ত, বরের রাশি কর্কট ; কন্যার রাশি ধনুঃ, বরের রাশি বৃষ ; কন্যার রাশি মিথুন এবং
 বরের রাশি বৃশ্চিক হইলে, বড়ষ্টকযোগ হয়, এই যোগ বিবাহে বিচারণীয় । বিবাহকালে
 বরকন্যার জন্মরাশি লইয়া উক্তরূপে বিচারপূর্বক বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিলে, সেই বিবাহে
 শ্রীপুরুষের অভিশয় প্রণয় হইয়া থাকে । ১০—১৮

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে চন্দ্রতত্ত্ব বিচার নামক একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

- ১। তৃতীয়কৌ । ২। পঞ্চমে চ চন্দ্রকেতু-সমাহিতৌ । ৩। মন্যার্কৌ চ কুজাঃ ।
 ৪। সিংহেন মকরঃ শ্রেষ্ঠঃ কন্যা মেঘ উত্তমঃ । ৫। বৃষভঃ শ্রেষ্ঠঃ । ৬। প্রীতৌ ।

দ্বিষষ্টিতমোঃধ্যায়ঃ

হরিকৃবাচ ।

উদয়াৎ তু সমারভ্য রাশৌ ভানুঃ স্থিতো হব ।

স্বরাশ্চাটৌর্জ্জ্বেদহি যজ্জ্ভিঃ যজ্জ্ভিস্তথা নিশাম্ ॥ ১

মীনে মেঘ চ পঞ্চ স্যুচ্চতস্রো বৃষকৃষ্ণয়োঃ । মকরে মিথুনে তিস্রঃ পঞ্চ চাপে চ কর্কটে ॥ ২

সিংহে চ বৃশ্চিকে যট্ট চ সপ্ত কন্যাভূলে তথা । এতা লগ্নপ্রমাণেন ঘটিকাঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৩

রসপূর্বাবসানেষু রসাক্ষিরিসাপরাঃ । লঙ্কোদয়া হি তদ্বৎ তু লগ্না মেঘাদয়োঃখবা ॥ ৪

মেঘলগ্নে ভবেদ্বজ্জ্যা বৃষে ভবতি কামিনী । মিথুনে সূভগা কন্যা বেশ্যা ভবতি কর্কটে ॥ ৫

সিংহে চৈবাজপুত্রা চ কন্যাস্তাং রূপসংযুতা । তুলাস্তাং রূপমৈশ্বর্যং বৃশ্চিকে কর্কশা ভবেৎ ॥ ৬

সৌভাগ্যং ধনুশি স্মাচ্চ মকরে নৌচগামিনী । কুন্তে চৈবাজপুত্রা স্মান্মীনে বৈরাগ্যসংযুতা ॥ ৭

তুলা কর্কটকো মেঘো মকরশ্চৈব রাশয়ঃ । চরকার্য্যাণি কুর্যাচ্চ স্থিরকার্য্যাণি চৈব হি ॥ ৮

পঞ্চাননো বৃষঃ কুন্তো বৃশ্চিকঃ স্যুঃ স্থিরাপি হি । কন্যা ধনুশ্চ মীনশ্চ মিথুনঃ দ্বিস্তভাবতঃ ॥ ৯

দ্বিস্তভাবানি কৰ্ম্মাণি কুর্যাদেষু বিচক্ষণঃ । যাত্রা চরেণ কর্তব্যা প্রবেষ্টব্যং স্থিরেণ তু ।

দেবস্থাপনবৈবাহং দ্বিস্তভাবেন কারয়েৎ ॥ ১০

হরি কহিতেছেন,—উদয়রাশি হইতে আরম্ভ করিয়ঃ সূর্য্যদেব প্রতিরাশিতে ভ্রমণ করেন । দিবাতে উদয়রাশি হইতে ৬ ছয়রাশি এবং রাত্রিতে ৬ ছয়রাশি ভ্রমণ করেন । এক্ষণে ষাদশরাশির পরিমাণ কথিত হইতেছে । মীন ও মেঘরাশির পরিমাণ ৫ পাঁচদণ্ড, বৃষ ও কুন্তরাশির পরিমাণ ৪ চারিদণ্ড, মকর ও মিথুনলগ্নের পরিমাণ ৩ তিনদণ্ড, ধনুঃ ও কর্কটের পরিমাণ ৫ পাঁচদণ্ড, সিংহ ও বৃশ্চিকের পরিমাণ ৬ ছয়দণ্ড এবং কন্যা ও তুলার পরিমাণ ৭ সাতদণ্ড ; এইরূপে লগ্ন পরিমাণ নির্ণয় করিয়া কার্য্য করিবে । মতান্তরে মীন ও মেঘের পরিমাণ ৬ ছয়দণ্ড, বৃষ ও কুন্তের পরিমাণ ৬ ছয়দণ্ড, মকর ও মিথুনের ৪ চারিদণ্ড, ধনুঃ ও কর্কটের ৫ পাঁচদণ্ড, বৃশ্চিক ও সিংহের পরিমাণ ৬ ছয়দণ্ড এবং কন্যা ও তুলার পরিমাণ ৭ সাতদণ্ড । এই লগ্ন-পরিমাণকে লঙ্কোদয় পরিমাণ বলিয়া জানিবে । ১—৪

মেঘলগ্নে বজ্রা, বৃষলগ্নে সূন্দরী, মিথুনে সৌভাগ্যশালিনী, কর্কটে বেশ্যা, সিংহে অজপুত্রা, কন্যাতে রূপবতী, তুলাতে সৌন্দর্য্যশালিনী ও বিভববতী, বৃশ্চিকে কর্কশা, ধনুতে সৌভাগ্যবতী, মকরে নৌচগামিনী, কুন্তে অজপুত্রা ও মীনরাশিতে বিবাহ হইলে বৈরাগ্যযুক্ত হইবে । তুলা, কর্কট, মেঘ ও মকর এই সকল চররাশি । উক্ত চারিলগ্নে যাত্রাদি চরকার্য্য করিবে । সিংহ, বৃষ, কুন্ত ও বৃশ্চিক এইগুলি স্থিররাশি । কন্যা, ধনুঃ, মীন ও মিথুন এই চারিরাশি দ্ব্যাক্ষক । চরলগ্নে চরকার্য্য, স্থিরলগ্নে স্থিরকার্য্য ও দ্ব্যাক্ষকলগ্নে দ্বিস্তভাব কার্য্যসকল করিবে । চরলগ্নে যাত্রা, স্থিরলগ্নে গৃহপ্রবেশ এবং দ্ব্যাক্ষকলগ্নে দেবস্থাপন ও বিবাহ কার্য্য করিবে । ৫—১০

প্রতিপদাথ যষ্ঠী চ নন্দা চৈকাদশী স্মৃতা । দ্বিতীয়া সপ্তমী উদ্রা দ্বাদশী বৃষভক্ষয় ॥ ১১
 জয়াষ্টমী তৃতীয়া চ স্মৃতা ব্রহ্ম জয়োদশী । চতুর্থী নবমী বিজ্ঞা সা বর্জ্যাত্ম চতুর্দশী ।
 পঞ্চমী দশমী পূর্ণা পূর্ণিমা চ শুভাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১২

চরঃ সোমো গুরুঃ ক্ষিপ্ৰো ব্রহ্মঃ শুক্রো বহিষ্কবঃ ।

শনিশ্চ দারুণো জ্যৈষো ভৌম উগ্রঃ শশী সমঃ ॥ ১৩

চরক্ষিপ্ৰঃ প্রয়াভব্যঃ প্রবেষ্টব্যঃ বৃহক্ষৈবঃ । দারুণোঽগ্নৈশ্চ যোদ্ধব্যঃ ক্ষত্রিযৈর্জয়কাক্ষিত্বিঃ ।
 নৃপাভিষেকোহগ্নিকার্য্যং সূর্য্যবারে প্রশস্তে ॥ ১৪

সোমে তুলে প্রয়াগক কূর্য্যাট্টেব গৃহাদিকম্ ।

সৈন্যপত্যাং শৌর্য্যযুদ্ধং যজ্ঞাভ্যাসঃ কুজে স্মৃতা ॥ ১৫

সিদ্ধিকার্য্যক মন্ত্রশ্চ যাত্রা চৈব বৃধে স্মৃতা । পঠনং দেবপূজা চ বজ্রাদ্যাভরণং শুভৌ ॥ ১৬

কন্যাদানং গজারোহঃ শুক্রো স্তাং সময়ঃ স্ত্রিয়াঃ । স্বাপ্যং গৃহপ্রবেশশ্চ গজবহ্নঃ শনৌ শুভঃ ॥ ১৭

ইতি শ্রীপার্বত্যে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে রাজাদীনাং পরিমাণ-নির্ণয়ঃ নাম

দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬২ ॥

প্রতিপদ, যষ্ঠী, একাদশী এই তিন তিথি নন্দা । দ্বিতীয়া, সপ্তমী, দ্বাদশী এই তিন তিথি উদ্রা । হে হর ! তৃতীয়া, অষ্টমী, জয়োদশী এই তিন তিথি জয়া । চতুর্থী, নবমী, চতুর্দশী এই তিন তিথি বিজ্ঞা এবং পঞ্চমী, দশমী, পূর্ণিমা এই তিন তিথি পূর্ণা । বৃষ বৃহস্পতি ক্ষিপ্ৰনামা, চরসংজ্ঞক, শুক্র বৃহগ্রহ, রবি ধ্রুবসংজ্ঞক, শনি দারুণগ্রহ, মঙ্গল উগ্র ও চক্ষু সমগ্রহ । বৃষ ও বৃহস্পতিবারে যাত্রা আর শুক্র ও রবিবারে গৃহপ্রবেশ করিবে । শনি ও মঙ্গলবারে জয়াকাক্ষী ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধযাত্রা করিবে । সোমবারে রাজ্যাভিষেক ও যজ্ঞাদি অগ্নিকার্য্য প্রশস্ত । সোমবারে তুলারোহণ এবং গৃহকার্য্য করিবে । মঙ্গলবারে সৈন্যপতিপদে অভিষেক, শৌর্য্য, যুদ্ধ ও অস্ত্রশিক্ষা এই সমস্ত কার্য্য আরম্ভ করিলে শুভফল হয় । বৃষবারে সিদ্ধিকার্য্য, মন্ত্রণা এবং যাত্রা প্রশস্ত । বৃহস্পতিবারে বেদপাঠ, দেবপূজা, বস্ত্রপরিধান ও আভরণধারণ এই সমস্ত কার্য্য করিবে । শুক্রবারে কন্যাদান, গজারোহণ ও স্ত্রীসহবাস এই সমস্ত কার্য্য শুভপ্রদ হয় । শনিবারে গৃহারম্ভ, গৃহপ্রবেশ ও গজবহ্নন এই সমস্ত কার্য্য প্রশস্ত । ১১—১৭

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে রাজাদি বাশির পরিমাণ কথন নামক

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ

হরিরুবাচ ।

নরস্ত্রীলক্ষণং বক্ষ্যে সংক্ষেপাচ্ছৃণু শকর । ১

অরেন্দিনৌ মৃদুতলৌ কমলোদরসন্নিভৌ । স্নিষ্টাঙ্গুলী ভাত্রনখৌ মৃণালফৌ শিরয়োজ্জ্বলিতৌ ।
কুর্শ্মোন্নতৌ চ চরণৌ স্যাতাং নৃপবরস্য হি । ২

বিক্রমপাণ্ডুরনখৌ বক্রৌ চৈব শিরাবিতৌ^১ । শূৰ্পাকারৌ চ চরণৌ সংস্কর্শৌ বিরলাঙ্গুলী^২ ।
দ্ব্যধদারিদ্ভাদৌ স্যাতাং নাত্র কার্য্য বিচারণা । ৩

অঙ্গরোমযুতা শ্রেষ্ঠা জজ্বা হস্তিকরোপমা । রোমৈকৈকং কুপকে স্যাদ্ভূপানাত্ত মহাশ্যনাম্ । ৪
দ্বৈ দ্বৈ রোমে পতিতানাং শ্রোত্রিরাণাং ভুধৈব চ ।

রোমত্রয়ং দরিদ্রাণাং রোগী নির্মাংসজানুকঃ । ৫

অঙ্গলিঙ্গৈ চ ধনবান্ স্যাত্ত পুত্রাদিবর্জিতঃ । স্তূললিঙ্গো দরিদ্রঃ স্তাদ্ভূঃখ্যেকবৃষণো ভবেৎ । ৬
বিষমে স্ত্রীচঞ্চলো বৈ নৃপঃ স্যাদ্ভূষণে সমে । প্রলম্ববৃষণোহজামু-নির্জব্যঃ কুমণিভবেৎ ।
পাণ্ডুরৈর্মলিনৈশ্চৈব মণিভিচ্চ সূখী নরঃ । ৭

হরি কহিলেন,—হে রুদ্র ! নরলক্ষণ ও স্ত্রীলক্ষণ সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর । যাহার চরণদ্বয়ের তলভাগ কোমল, পদমধ্যবৎ মৃদু হইবে, আর তাহাতে যদি ঘর্ষ না হয় ; অঙ্গুলি-গুলি পরস্পর সংযোজিত, উপরিভাগ কুর্শ্মপৃষ্ঠের স্থায় উন্নত, নখ ভাত্রবর্ণ, গুলফ সুন্দর ও চরণ শিরাস্থ, সেই মানব রাজা হইয়া থাকে । যেনবের করচরণের নখগুলি ক্রক ও পাণ্ডুরবর্ণ, মুখের শিরাসকল উন্নত ; পাদদ্বয় শূৰ্পবৎ বিস্তৃত ও পাদদ্বয়ের অঙ্গুলিসকল তুচ্ছ, সেই নিশ্চয়ই দারিদ্র্য ও দ্ব্যধভোগ করে । যাহার জজ্বা হস্তিওত্তের স্থায় সুগোল ও অঙ্গ রোমযুক্ত এবং রোমকূপে একএকটি রোম থাকে, সেই মানব রাজা হইয়া থাকে । যাহার এক এক রোমকূপে দুই দুইটি করিয়া রোম থাকে, সেই ব্যক্তি শ্রোত্রির বা পতিত হয় । যাহার এক এক রোমকূপে তিনটি করিয়া রোম দৃষ্ট হয়, সে দরিদ্র হয় । যাহার জামুযুগ অতিকূল, সেই মানব চিরকাল রোগভোগ করে । যাহার লিঙ্গ ক্ষুদ্র সেই নর ধনবান্ হয়, কিন্তু তাহার সন্তান জন্মে না । যাহার লিঙ্গ অতি স্তূল, সেই মনুষ্য দরিদ্র এবং যাহার একটিমাত্র কোষ থাকে, সেই মানব চিরকাল দ্ব্যধভোগ করে । যাহার কোষদ্বয় বিষম অর্থাৎ একটি ছোট ও একটি বড় তাহার স্ত্রী চঞ্চলা হয় এবং যাহার কোষ দুইটি সমানাকার, সেই নর রাজা হইয়া থাকে । যাহার কোষদ্বয় প্রলম্বিত, সে অজামুঃ হয় । লিঙ্গমণি কুদৃশ

নিঃস্রাঃ^১ সশকমুদ্রাঃ সূক্ষ্মা^২ নিঃশকধাররা^৩ । ভোগাঢ্যাঃ সমজঠরা নিঃস্রাঃ সুর্ধটসমিতাঃ ॥ ৮

সর্পোদরা দরিদ্রাঃ সূ রেখাভিশ্চাম্বুচাতে ॥ ৯

ললাটে যস্য দৃষ্টতে তিস্রো রেখাঃ সমাহিতাঃ । সুখী পুত্রসমাম্বুজঃ স যক্তিং জীবতে নরঃ ॥ ১০

চত্বারিংশচ্চ বর্ষাণি ত্রিরেখাদর্শনায়তনঃ । বিংশত্যন্যেকরেখা আকর্ণান্তা গতাযুযঃ ॥ ১১

আকর্ণান্তবিত্তা রেখা-ত্ৰিংশচ্চ সূয়াঃ শতায়ুযঃ । সপ্তত্যাম্বুজিরেখা তু যক্তিং যুক্তিসৃতির্ভবেৎ ॥ ১২

ব্যস্তাব্যস্তান্তো রেখাভি-বিংশত্যাম্বুজিরেখাঃ । চত্বারিংশচ্চ বর্ষাণি হীনরেখস্ত জীবতি ।

ভিন্নাভিশ্চৈব রেখাভি-রপম্বুজান্নরস্য হি ॥ ১৩

ত্রিশূলং পট্টিশং বাপি ললাটে যস্য দৃষ্টতে । ধনপুত্রসমাম্বুজঃ স জীবোচ্ছরদঃ শতম্ ॥ ১৪

তর্জ্জনা মধ্যমাজুল্যা আয়ুরেখা তু মধ্যতঃ । সম্প্রাপ্তা যা ভবেচ্ছরদঃ স জীবোচ্ছরদঃ শতম্ ॥ ১৫

প্রথমা জ্ঞানরেখা তু অঙ্কুষ্ঠাদনুবর্ততে^৩ । মধ্যমাসূক্ষ্মা রেখা আয়ুরেখা অতঃ পরম ॥ ১৬

হইলে মানব জ্বাহীন হয় । বাহার লিঙ্গমণি পাত্তবর্ণ অথবা মলিন, সেই নর সুখী হইয়া থাকে । বাহার মূত্র শক করিয়া পতিত হয়, সে দরিদ্র হয় । বাহার মূত্রত্যাগকালে অধিক শক না হয়, সেই মনুষ্য ভূপতি হয় । বাহার উপর সমানাকার, সেই নর ভোগবান্ ; আর বাহার জঠর কুন্তের শ্যায়, সেই মানব নির্ধন হইয়া থাকে । বাহার উপর সর্পোদরের শ্যায়, সেই নর দরিদ্র হয় । রেখাধারা আয়ুঃ নির্ণয় হইয়া থাকে । বাহার ললাটে সমানাকার তিনটি রেখা দৃষ্টি হয়, সেই মানব সুখী ও পুত্রাদিমুক্ত হইয়া যক্তিবর্ষ জীবিত থাকে । ১—১০

বাহার ললাটে দুইটি রেখা দৃষ্ট হয়, তাহার চ'ল্লিশ বৎসর পরমায়ু হয় । বাহার কপালে একটি খাত্ত রেখা থাকে, সে মানব বিংশতিবর্ষ জীবিত থাকে । বাহার কপালস্থ একটি রেখা আকর্ণ বিস্তৃত, সেই মানব অতি অজ্ঞায়ুঃ হয় । বাহার কপালে আকর্ণান্ত বিস্তৃত তিনটি রেখা থাকে, সে শত বৎসর জীবিত থাকে । বাহার ললাটে দুইটি রেখা থাকে, তাহার সপ্ততিবৎসর এবং বাহার তিনটি রেখা তাহার যক্তিবৎসর পরমায়ু জানিবে । বাহার কপালস্থ রেখাগুলির কতক অংশ ব্যস্ত ও কতক অংশ অব্যস্ত থাকে, সেই নর বিংশতি বৎসরের অধিক জীবিত থাকে না । বাহার কপালে একটিও রেখা দৃষ্টি হয় না, সে মানব চ'ল্লিশ বৎসর জীবিত থাকে এবং বাহার কপালস্থিত রেখা হিন্ন-ভিন্ন দৃষ্ট হয়, তাহার অপমৃত্যু ঘটিয়া থাকে । বাহার কপালে ত্রিশূল অথবা পট্টিশাকার চিহ্ন থাকে, সেই মানব ধনপুত্রসমমিত হইয়া শত বৎসর জীবিত থাকে । হে হয় । বাহার আয়ুরেখা তর্জ্জনী ও মধ্যমাজুলীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত, সেই নর শত বৎসর জীবিত থাকে । ভঙ্কুঠের মূল হইতে যে রেখা প্রথম নির্গত হইয়াছে, তাহার নাম জ্ঞানরেখা । যে রেখা মধ্যমাজুলীর

১। নিঃস্রাঃ । ২। নিঃশকধাররাঃ ।

৩। কুলরেখা তু প্রথমা অঙ্কুষ্ঠাদনুবর্ততে ইতি পাঠান্তরম্ ।

কনিষ্ঠিকাঃ সমাপ্তিত্য আয়ুরেখা সমাবিশেৎ ।

অচ্ছিন্না বা বিভক্তা বা স জীবৈচ্ছরনঃ শতম্ । ১৭

যন্ত পানিতমে .৫৫। আয়ুঃশত প্রকাশয়েৎ । শতং বর্ষাণি জীবৈচ্ছ ভোগী ক্রদ্র ন সংশয়ঃ । ১৮

কনিষ্ঠিকাঃ সমাপ্তিত্য মধ্যমায়ুপাগতা । বৃদ্ধিবর্ষায়ুষং কুর্যাদায়ুরেখা তু মানবম্ । ১৯

ইতি জীগকৃৎ মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে নরস্ত্রীলক্ষণং নাম ত্রিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ । ৬৩ ।

চতুঃষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ

হরিকুবাচ ।

যস্যান্ত কৃকিতাঃ কেনা মুখক পরিমণ্ডলম্ । নাভিঃ দক্ষিণাবর্তঃ সা কন্যা কুলবন্ধিনী । ১
যা চ কাকনবর্ণাভা বক্তহস্তমরোক্তা । সহস্রাণ্যন্ত নারীগাং ভাবৎ সাপ পাত্তব্রতা । ২
বক্রকণা চ যা কণা মণ্ডলাকা চ যা ভবেৎ । ভর্তা চ দ্বিত্যে তম্মা নিরতঃ দ্বঃখভাগিনী । ৩
পূর্ণচন্দ্রমুখী কন্যা বালসূর্যাসমপ্রভা । বিশালনেত্রা বিব্রোজী সা কন্যা লভতে সুখম্ । ৪

মূলগত, তাহাকে আয়ুরেখা বলে । এই রেখা কানষ্ঠাকুলীর মূল হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে ।
যাহার আয়ুরেখা বিচ্ছিন্ন বা বিভক্ত নহে, সেই মানবের শতবর্ষ পরমায়ু হয় । হে শঙ্কর ।
যাহার পানিতগত আয়ুরেখা সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়, সেই মানবের শতবর্ষ কাল আয়ু হইয়া
থাকে । ইহাতে কোন সংশয় নাই । যাহার আয়ুরেখা কনিষ্ঠাকুলীর মূল হইতে মধ্যাকুলীর
মূল পর্যন্ত বিস্তৃত, সেই মানব বৃদ্ধিবর্ষ জীবিত থাকে । ১১—১৯

জীগকৃৎপুরাণে পূর্বখণ্ডে নর ও নারীর লক্ষণ-বিচার নামক

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৩ ।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়

হরি কহিলেন, যে রমণীর কেন আকৃতি, মুখ মণ্ডলাকার এবং নাভি দক্ষিণাবর্ত, সেই
নারী কুলবন্ধিনী হয় । যে রমণীর দেহকাতি সুবর্ণের স্তার, সে পাত্তব্রতা ও সহস্রনারীর
প্রধানী হইয়া থাকে । যে স্ত্রীর কেন বক্র ও চন্দ্রঃ মণ্ডলাকার, সেই নারীর ভর্তার অচিরে
মরণ হয় এবং সেই স্ত্রী চিরকাল দ্বঃখভোগ করে । যে কন্যার মুখ পূর্ণচন্দ্রের স্তায় সুদৃষ্ট,
দেহপ্রভা নবোদিত সূর্যের স্তায় রক্তিম, নেত্রের বিশাল এবং গুঠ বিষফলের স্তায় বক্তবর্ণ,

১। কনিষ্ঠায়াং ।

রেখাভিবহতিঃ কেশং যজ্ঞাভির্ধনহীনতা ।

বক্তাভিঃ সুখমাপ্নোতি কৃষ্ণাভিঃ শ্রেয়স্ত্যং ব্রজেৎ ॥ ৫

কার্যোহপি মন্ত্রী পত্নী স্ত্রীয়াং সখী স্ত্রীয়াং করণেষু চ ।

স্নেহেষু ভাৰ্য্যা মাতা স্ত্রীয়াং চ শয়নে শুভা ॥ ৬

অঙ্কুশং কুণ্ডলং চক্রং যজ্ঞাঃ পানিতলে ভবেৎ ।

পুত্রং প্রসূয়তে নারী নরেন্দ্রং লভতে পতিম্ ॥ ৭

যজ্ঞান্তু রোমশো পার্শ্বো রোমশো চ পরোমরো ।

উন্নতো চাধরোষ্ঠী চ ক্ষিপ্ৰং মারয়তে পতিম্ ॥ ৮

যজ্ঞাঃ পানিতলে রেখা প্রাকারভোরণং ভবেৎ ।

অপি দাসকূলে জাতা রাজ্ঞীত্বমুপগচ্ছতি ॥ ৯

উক্তা কপিল। যজ্ঞা রোমরাজী নিরন্তরম্ । অপি রাজকূলে জাতা দাসীত্বমুপগচ্ছতি ॥ ১০

যজ্ঞা অনামিকাঙ্গুষ্ঠৌ পৃথিব্যাং নৈব তিষ্ঠতঃ । পতিং মারয়তে ক্ষিপ্ৰং যজ্ঞাচারেণ বর্ততে ॥ ১১

যজ্ঞা গমনমাত্রেন ভূমিকম্পঃ প্রজায়তে । পতিং মারয়তে ক্ষিপ্ৰং যজ্ঞাচারেণ বর্ততে ॥ ১২

চক্ষুঃস্নেহেন সৌভাগ্যং দন্তস্নেহেন ভোজনম্ । হৃৎ স্নেহেন শয্যাঞ্চ পাদস্নেহেন বাহনম্ ॥ ১৩

সে চিরকাল সুখভোগ করে । যাহার করতলে বহল রেখা দৃষ্ট হয়, সে ক্রম ভোগ করে ; যাহার করতলে অতি অল্পমাত্র রেখা থাকে, সে ধনহীন হয় ; যাহার পানিতলগত রেখা বক্তবর্ণ, সে সুখভোগ করে ; আর করতলগত রেখা কৃষ্ণবর্ণ হইলে, সেই নর দাসবৃত্তি অবলম্বন করত জীবিকা নির্বাহ করে । যে সতী পত্নী হয়, সে ভর্তার বিষয়কার্য্যে মন্ত্রী ও প্রিয়সঙ্ঘাষণে সখীস্বরূপা হইয়া ব্যবহার করে, মাতার স্নেহ করে এবং শয়নকালে বেস্তা-বৎ সুখ বর্জন করিয়া থাকে । যে নারীর পানিতলে অঙ্কুশ, কুণ্ডল ও চক্রাকার চিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেই কামিনী রাজপত্নী ও রাজমাতা হয়, যে রমণীর পার্শ্বদ্বয় ও স্তনদ্বয়ল রোমাবৃত্ত এবং ওষ্ঠ ও অধর সমুন্নত, সেই নারীর পতির শীঘ্র মরণ হইয়া থাকে । যে রমণীর করতলে প্রাকার ও ভোরণাকার রেখা দৃষ্ট হয়, সে দাসবংশে জন্মিয়াও রাজপত্নী হইয়া থাকে । যে নারীর রোমাবলী নাভিদেশ হইতে অবিচ্ছিন্নভাবে উদগত হইয়াছে এবং সেই রোমরাজী যদি কপিলবর্ণ ও উর্দ্ধদিকে বৃত্তাকার হয়, তাহা হইলে সেই রমণী রাজকন্যা হইলেও দাসীবৃত্তি আশ্রয় করে । ১—১০

যে রমণীর গমনকালে পাদদ্বয়ের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি মৃত্তিকা স্পর্শ করে না, সে সত্ত্বর পতিকে বিনাশ করিয়া স্বাধীনবৃত্তি আশ্রয় করিয়া থাকে । যে রমণীর গমনকালে পদভরে ভূভাগ কম্পিত হয়, সে বিধবা হইয়া স্নেহের আচার গ্রহণ করে । যাহার চক্ষুঃ সমুজ্জ্বল, সে সৌভাগ্যশালী হইয়া থাকে । যাহার দন্ত চাক্‌চিক্যশালী, তাহার উত্তম ভোজন লাভ হয় ; যাহার নাকচর্খ উজ্জ্বল, সে উত্তম শয্যা ভোগ করে, আর যাহার পাদদ্বয় স্নেহযুক্ত

শিখোন্নতো ভাস্ত্রনখো নার্যাশ্চ চরণৌ ভভৌ ॥ ১৪

মংখ্যাক্ষণাজ্জিহ্বৌ চ চক্রসাগললক্ষিতৌ । অশ্বেনিনৌ যুগ্মতলৌ প্রশস্তৌ চরণৌ স্ত্রিয়াঃ ॥ ১৫

ভভে জজ্বে বিরোমে চ উরু হস্তিকরোপমৌ । অশ্বখপত্রসদৃশং বিপুলং গুহ্মযুগ্মম্ ॥ ১৬

নাভিঃ প্রশস্তা গন্তীরা দক্ষিণাবর্তিকা ভভা ।

অরোমা ত্রিবলী নার্যা হৃৎস্তনৌ রোমবজ্জিতৌ ॥ ১৭

ইতি ঐগরুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে চতুঃষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চমস্তিতমোহধ্যায়ঃ

হরিকথাচ ।

সমুদ্রোক্তঃ প্রবক্ষ্যামি নবস্ত্রীলক্ষণং ভূতম্ । যেন বিজ্ঞাতমাত্রেণ অস্তীতানাগতপ্রমা ॥ ১

অশ্বেনিনৌ যুগ্মতলৌ কমলোদয়সন্নিভৌ । শিখোন্নতৌ ভাস্ত্রনখৌ পাদাবুক্ষৌ শিরোজ্জ্বিতৌ ।

কূর্ণোন্নতো গুহ্মলক্ষৌ সুপাক্ষী নৃপভেঃ স্মৃতৌ ॥ ২

সে উত্তম বাহন াপ্ত হয় । কামিনীর চরণবয় সমুন্নত ও শিখ, নখ ভাস্ত্রবর্ণ এবং তাহাতে মংখ, অক্ষণ, পদ্য, চক্র ও সাগল-চিহ্নদৃষ্ট হইলে, তাহাকে শুভলক্ষণা বলিয়া জানিবে । নারীগণের চরণতল কোমল ও স্নেদশূণ্য হইলে প্রশস্ত হয় । জজ্বে ও উরুযুগল রোমশূণ্য এবং হস্তিভেদের স্থায় সুবৃত্ত, গুহ্মদেশ অশ্বখপত্রের স্থায় বিস্তৃত, নাভি গন্তীর ও দক্ষিণাবর্ত, উদরে রোমশূণ্য ত্রিবলী আর হৃৎস্তন ও স্তনযুগল রোমশূণ্য হইলে সেই রমণীকে শুভলক্ষণা বলিয়া জানিবে । ১১—১৭

ঐগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চমস্তিতম অধ্যায়

হরি কহিলেন,—অতঃপর সামুদ্রোক্ত স্ত্রী ও পুরুষের শুভাশুভ লক্ষণ বলিতেছি । এই সামুদ্রিক শাস্ত্র অবগত হওয়ামাত্র ভূত ও ভবিষ্যৎ আদি বিষয় প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হয় । বাহ্যিক পানতলে কদাচ ঘর্ষ হয় না এবং উহা যদি কোমল ও পদ্যগর্ভ তুল্য হয়, অক্ষুণ্ণি সকল সংযুক্ত, নখ ভাস্ত্র বর্ণ, পাদবয় উক্ষ ও শিরোবিহীন, আর পাদবয়ের উপরিভাগ কূর্ণপৃষ্ঠের স্থায় সমুন্নত, গুহ্মদেশ গুহ্ম ও পাক্ষিযুগল সুবর্ত্তল, সেই মানবকে রাজলক্ষণলক্ষিত বলিয়া

শূৰ্পাকারো বিকটকো চ বক্রো পাদৌ শিরাশকৌ ।

সংস্তম্ভা পাণ্ডুরনখৌ নিঃস্রস্ব বিরলাঙ্গুলীঃ ৷ ৩

যাগ্যায়োংকটকৌ পাদৌ কষায়সদৃশৌ তথা । বিচ্ছিন্নিতৌ চ বংশস্ত ব্রহ্মস্রো শঙ্কুসম্মিতৌ ৷ ৪

যুগ্মস্বাস্ততনে তুল্যা জজ্ঞ্যা বিরলরোমিকা । যুগ্মরোমা সমা জজ্ঞ্যা তথা করিকরপ্রভা ৷ ৫

উরবো জ্ঞানবন্তল্যা নৃপশ্যোপচিতাঃ শৃতাঃ । নিঃস্রস্ব শৃগালজজ্ঞ্যা রোমৈকৈকক কূপকৈ ৷ ৬

নৃপাশাং শ্রোত্রিয়াশাক্ষে হে হে শ্রিয়ৈ চ ধীমতাম্ ।

ত্র্যাদৈর্নিঃস্রা মানবাঃ সূহৃৎখভাজশ্চ নিম্নিতাঃ ৷ ৭

কেশাশ্চৈব কুক্ষিতাক্ষ প্রবাসে স্রিয়তে নরঃ ৷ ৮

নির্দ্রাসজ্ঞানুঃ সৌভাগ্যান্ধৈর্নিয়ৈ রতঃ স্রিয়াম্ । বিকটৈশ্চ দরিদ্রাঃ সূ্যঃ সমাংসৈ রাজ্যমেব চ ৷ ৯

মহস্তির্বাঘুরাখ্যাতং হৃজ্জলিজ্ঞো ধনৌ নরঃ । অপত্যরহিতশ্চৈব স্তূললিজ্ঞো ধনোজ্জ্বলিতঃ ৷ ১০

মেঢ়ে বামনতে চৈব সূতাপ্ররহিতো ভবেৎ । বক্রৈহস্তথা পুত্রবান্ স্তান্দ্ররিদ্র্যং বিনতে গুণঃ ৷ ১১

অজ্ঞে তু ভ্রমরো লিজ্ঞে শিরালেহথ সুখী নরঃ । স্তূলগ্রহিযুক্তে লিজ্ঞে ভবেৎ পুত্রাদিসংযুতঃ ৷ ১২

জানিবে । যাহার পদদ্বয় শূৰ্পাকার, বক্র, শিরাবিশিষ্ট ও শুষ্ক এবং নবসকল পাণ্ডুর বর্ণ, আর অঙ্গুলীসকল বিরল, সেই ব্যক্তি নির্ধন হইয়া থাকে । যাহার গমনকালে পাদযুগল বিষমভাবে পতিত হয় এবং চরণ রক্ত ও পীতমিশ্রিত, সেই ব্যক্তির বংশ থাকে না । যাহার চরণশঙ্কুর শায়, সেই মানব ব্রহ্মহত্যাকারী হয় । যাহার জজ্ঞ্যা যুগের (জোয়ালের) শায় অস্বস্ত সমানাকার অথবা হস্তিভণ্ডের শায় সুগোল এবং বিরল ও কোমল রোমবিশিষ্ট, সেই মানব রাজা হইয়া থাকে । উরুস্থল ও জ্ঞানুদেশ সমানাকৃতি হইলেও মনুষ্য রাজা হয় । যাহার জজ্ঞ্যা শৃগালজজ্ঞ্যা তুল্য এবং এক এক রোমকূপে একটি করিয়া রোম থাকে, সেই নর নির্ধন এবং যাহার এক এক রোমকূপে দুইটি করিয়া রোম দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি রাজা, শ্রোত্রিয় ধীমান্ ও ক্রীমান্ হয় । যাহার প্রতিরোমকূপে তিনটি বা ততোহধিক রোম দৃষ্ট হয়, সে নির্ধন, দুঃখী ও নিম্নিত হইয়া থাকে । যে মানবের কেশ অকৃক্ষিত তাহার বিদেশে যত্ন হয় । যাহার জ্ঞানুযুগল কৃশ, সে ভাগ্যবান্ এবং যাহার জ্ঞানু অতি ধর্ম, সে মানব নিত্য স্ত্রী-রত থাকে । যে পুরুষের জ্ঞানু বিকটাকার, সে দরিদ্র ও যাহার জ্ঞানু স্তূল, সেই মানব রাজা হয় । যাহার লিঙ্গ বৃহৎ, সে মানব দীর্ঘায়ুঃ এবং যাহার লিঙ্গ লঘু, সে ধনবান্ হয় । যাহার লিঙ্গ অতি স্তূল, সে মানব সন্তানহীন দরিদ্র হইয়া থাকে । ১—১০

যাহার লিঙ্গ বামনত সে নরের সন্তান জন্মে না ও অর্থ সংগ্রহ হয় না । যাহার লিঙ্গ বক্র, সে পুত্রবান্ হয় এবং যাহার লিঙ্গ অধোনত, তাহার ধন থাকে না । যাহার লিঙ্গ লঘু, সেট নরের অনেক সন্তান উৎপন্ন হয়, আর যাহার লিঙ্গ শিরাল, সেই মনুষ্য সুখী হইয়া থাকে ।

১। বিপুলাঙ্গুলী ইতি বা পাঠঃ ।

কোষগুণে নৃপো দীর্ঘৈর্ভূতৈশ্চ ধনবর্জিতঃ । বলবান্ মুকশীলশ্চ লঘুশেফঃ স এব চ । ১৩

দুর্বলস্ত্রেকবৃষণো বিষমাত্মাং চলঃ স্ত্রিমাশ্চ ।

সমাত্মাং ক্ষিতিপঃ প্রোক্তঃ প্রলয়েন লভ্যকবান্ । ১৪

উর্দ্ধং দ্বাত্মাং বহুযায়ু রতৈর্মনিভিরীশ্বর্যঃ । পাণ্ডুরৈর্মনিভিনিঃস্রা মলিনৈঃ সুখভাগিনঃ । ১৫

সশকনিঃশব্দমুদ্রাঃ সূর্দরিদ্রাশ্চ মানবঃ । একদ্বিত্রিচতুঃপঞ্চ-ষড়্ভারানিভিরেব চ । ১৬

দক্ষিণাবর্তচলিতমুদ্রাভিষ্চ নৃপাং শ্রুতাঃ । বিকীর্ণমুদ্রা নিঃস্রাশ্চ প্রধানসুখদাস্তিকাঃ । ১৭

একধারাশ্চ বনিতাঃ স্নৈতৈর্মনিভিক্রমতৈঃ । সঠৈঃ স্ত্রীরত্নধনিনো মধ্যো নিম্নৈশ্চ কণ্ঠকাঃ । ১৮

তুর্জনিঃস্রা বিত্তৈশ্চ দুর্ভিক্ষাশ্চ প্রকীর্ণিতাঃ । পুষ্পগন্ধে নৃপাঃ শুক্রে মধুগন্ধে ধনং বহু । ১৯

পুদ্রাঃ শুক্রে মৎস্যগন্ধে তনুশুক্রে চ কণ্ঠকাঃ । মহাভোগী মাংসগন্ধে যজ্ঞা যান্মাংসগন্ধিনি । ২০

দরিদ্রাঃ ক্ষারগন্ধে চ দীর্ঘায়ুঃ শীঘ্রমৈথুনী । অশীঘ্রমৈথুন্যজায়ুঃ স্থগক্ষিক্ শাস্ত্রনোক্তকিতঃ । ২১

যাহার লিঙ্গ স্থগ অথচ গ্রন্থিযুক্ত, সে পুত্রবান্ হয় । যাহার কোষ গূঢ়, সে রাজা এবং যাহার কোষ দার্ড ও ভূগ, সে নর বনহীন হইয়া থাকে । যাহার লিঙ্গ লঘু, সে বলবান্ ও মুকশীল হইয়া থাকে । যে মানবের কোষ একটি সে দুর্বল হয়, যাহার কোষদ্বয়ের মধ্যে একটি ছোট ও অপরটি বড়, তাহার স্ত্রী চঞ্চলা হইয়া থাকে । যাহার কোষদ্বয় সমান সেই নর রাজা ও যাহার কোষ লঘুমান, সে শতবর্ষ জীবিত থাকে । যাহার অণ্ডরয় কোষাধারের উর্দ্ধভাগে অবস্থিত, সেই নর দীর্ঘায়ু হয় । যাহার লিঙ্গমণি ক্রক সে ধনবান্, পাণ্ডুরবর্ণ মণি বিশিষ্ট মানব নির্ধন এবং মলিনমণিযুক্ত নর সুখী হইয়া থাকে । যে সকল মানবের মৃত্যুভাগকালে অধিক শব্দ হয়, বা কিঞ্চিৎশব্দও শব্দ হয় না, তাহার দরিদ্র হয় । যাহার মূত্র এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ কিংবা ছয় ধারায়ুক্ত হইয়া দক্ষিণাবর্তে ভূমিতে পতিত হয়, সেই নর রাজা হইয়া থাকে । যাহাদিগের মূত্র বিকীর্ণ হইয়া ভূমিতে পতিত হয়, তাহার দরিদ্র ও হাংসভোগী হইয়া থাকে । নারীর মূত্র একধারে ভূমিতে নিপতিত হইলে, সে সুখভাগিনী হয় । লিঙ্গমণি স্নিগ্ধ ও উন্নত হইলে, সেই পুরুষ ধনশালী ও শুভলক্ষণাক্রান্ত হয় । যাহার লিঙ্গমণি সম অর্থাৎ নিম্ন বা উন্নত নহে, সেই মনুষ্য স্ত্রী ও রত্নাদি ধনশালী হইয়া থাকে । স্ত্রীর মণি মধ্যানিয় হইলে সে শুভলক্ষণবতী হয় । যাহাদিগের শুক্র শুষ্ক, তাহার দরিদ্র ও ভাগ্যহীন হইয়া থাকে । শুক্রে পুষ্পগন্ধ অনুভূত হইলে, সেই মানব রাজা এবং যাহার শুক্রে মধুবৎ গন্ধ প্রভূত হয়, তাহার বহু ধন হইয়া থাকে । যাহার শুক্রে মৎস্যগন্ধ আছে, তাহার পুত্র জন্মে এবং শুক্রে মৎস্যগন্ধ না থাকিলে, সেই নরের কণ্ঠা হয় । যাহার শুক্র মাংসবৎ গন্ধবিশিষ্ট সেই মানব মহাভোগী ও যাহার শুক্র মাংসগন্ধযুক্ত, সেই মানব রত্নশীল হয় । ১১—২০

শুক্রে ক্ষারগন্ধযুক্ত হইলে, দরিদ্র হয় । যে নরের শীঘ্র মৈথুনক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সে

১ । ধনবঃস্তা যুদ্ধবন্ত ইতি বা পাঠঃ ।

মাংসলক্ষিক্ সুখী স্তাচ্চ সিংহশিগ্ ভূপতিঃ স্মৃতঃ ।

ভবেৎ সিংহকটী রাজ্য নিঃস্বঃ কপিকটিনরঃ ॥ ২২

সর্পোদরা দরিদ্রাঃ স্নাঃ পিঠৈরশ্চ ঘটৈঃ সমাঃ ।

ধনিনো বিকটৈঃ পার্শ্বনিঃস্বা বক্রৈশ্চ নিম্নগৈঃ ॥ ২৩

সমকক্ষাশ্চ ভোগাঢ্যা নিরুক্ষা ধনোক্ত্যমিতাঃ । নৃপাশ্চোন্নতকক্ষাঃ সৃজিমাঃ বিষমকক্ষাঃ ॥ ২৪

মৎস্তোদরা বহুধনা নাভিভিঃ সুখিনঃ স্মৃতাঃ ।

বিস্তীর্ণাভির্বর্জুলাভি নিম্নাভিঃ ক্লেশভাগিনঃ ॥ ২৫

বলিম্বাগতা নাভিঃ শূলবাধাং করোতি হি । বামাবর্জশ্চ সাধাং বৈ মেধাং দক্ষিণতন্তথা ॥ ২৬

পার্শ্বাঘতা চিরাযুঃ স্তাত্ত্বপরিষ্টোদ্ধনেশ্বরম্ । অথো পবাচ্যং কুর্যাচ্চ নৃপত্বং পদ্মকর্ণিকা ॥ ২৭

একবলিঃ শতায়ুঃ স্তাচ্ছ্রীভোগী ত্রিবলিঃ স্মৃতঃ । ত্রিবলিঃ স্তাপ আচার্য্য বহুভির্বলিভিঃ সুখী ।

অগম্যাগামী জিম্ববলির্জুলাঃ পার্শ্বৈশ্চ মাংসলৈঃ ॥ ২৮

বহুভিঃ সুষমৈশ্চৈব দক্ষিণাবর্জরোমভিঃ । বিপরীতৈঃ পরপ্রেক্ষা নির্ভব্যাঃ সুবজ্জিতাঃ ॥ ২৯

দীর্ঘজীবী ও বাহার মৈথুনকার্য্যে আবশ্যক সময় অতিপাত্ত হয়, সে অল্পকাল জীবিত থাকে । বাহার নিত্যর ভুল, সেই পুরুষ ধনহীন হইয়া থাকে । এবং বাহার নিত্যর মাংসল সে সুখী হয় । বাহার নিত্যর সিংহের স্তায় সে পুরুষ রাজ্য আর বাহার কটদেশ সিংহকটির স্তায়, সে মানব ভূপতি হইয়া থাকে । বাহার কটি বানরকটির তুল্য সে নর নির্ধন হয় । বাহার উদর সর্পোদর বা হালীবৎ বিস্তৃত কিংবা ঘটাকার, সে দরিদ্র হয় । বাহার পার্শ্বদেশ নিম্নল, সেই মানব ধনী ও বাহার পার্শ্ব নিম্ন ও বক্রবর্ন, সে নির্ধন হইয়া থাকে । বাহার কক্ষ সমান, সে নর ভোগী এবং বাহার কক্ষপ্রদেশ নিম্ন, সে ধনহীন হয় । বাহার কক্ষ উন্নত, সে রাজ্য, আর বাহার কক্ষ বিষম সে মানব খল হয় । বাহাদিগের উদর মৎস্তের উদরবৎ তাড়াতাড়ি বহু ধনবান্ হয় । বাহার নাভি বিস্তীর্ণ সেই নর সুখী এবং বাহার নাভি নিম্ন, সে ক্লেশভাগী হইয়া থাকে । বাহার নাভি বলিম্বাগত, সেই মানবের শূলরোগ হয় । নাভি বামাবর্জচিহ্নিত হইলে শক্তিসম্পন্ন, দক্ষিণাবর্জ রেখাবৃত্ত হইলে মেধাবী, পার্শ্বদেশে বিস্তৃত হইলে চিরজীবী, উন্নত হইলে ঐশ্বর্য্যশালী, অথোমুখ হইলে গোবনসম্বলিত, আর পদোর অভ্যন্তরভাগের স্তায় গভীর ও মনোরম হইলে সেই মানব ভূপতি হইয়া থাকে । যে মানবের উদরে একটিমাত্র বলি দৃষ্ট হয়, সে শতবর্ষ জীবিত থাকে । এইরূপ—ত্রিবলিবিধিষ্ট পুরুষ স্ত্রীসম্পন্ন এবং ত্রিবলিযুক্ত মনুষ্য রাজ্য অথবা অধ্যাপক হইয়া থাকে । ঐ সকল বলি সরল হইলে সেই মানব সুখী হয় । বাহার উদরস্থ বলি বক্র থাকে, সে অগম্যাগামী হয় এবং বাহাদিগের পার্শ্বস্থ শূল সেই মানব রাজ্য হইয়া থাকে । বাহার উদরে কোমল, সুন্দর ও দক্ষিণাবর্জ রোমরাজি থাকে, সেই ব্যক্তি রাজ্য হয় ; ইহার বিপরীত (উদরস্থ রোমসকল কর্কশ, কুৎসিত ও বামাবর্জ) হইলে সেই মানব পরের ভৃত্য, নিধন ও ধনী হইয়া থাকে । যে পুরুষের

অশ্বতৈশ্চক্ৰৈকশ্চ ভবন্তি স্তম্ভা নরাঃ । নির্ধনা বিষমৈর্নীর্যৈঃ পোতোপচিতকৈর্নৃপাঃ ॥ ৩০

সমোন্নতকঃ হৃদয়মকম্পং মাংসলং পুথু । নৃপাণামধমানাক্ষং বরবোমশিরালকম্ ॥ ৩১

অর্থবান্ সমবক্ষাঃ স্তাং পৌনৈর্কক্ষোভিক্রজ্জিতঃ ।

বক্ষোভিবিষমৈর্নিঃস্রাঃ শস্ত্রেণ নির্ধনাস্তথা ॥ ৩২

বিষমৈর্জক্রতির্নিঃস্রা অস্থিনৈশ্চ মানবাঃ । উন্নতৈর্ভোগিনো নিয়ৈর্নিঃস্রাঃ পৌনৈর্ধনাব্রিতাঃ ॥ ৩৩

নিঃস্রপিটকঠঃ স্তাঙ্ঘিরাশুভগলঃ সুখী । শূরঃ স্তান্নাশ্বিগ্রাবঃ শস্ত্রান্তো যুগকঠকঃ ॥ ৩৪

কম্পগ্রীবশ্চ নৃপতির্লব্ধকঠোহতিভক্ষকঃ । অরোমশো ভুগপৃষ্ঠং শুভলভমস্তথা ॥ ৩৫

কক্ষা চান্দবলা শ্রেষ্ঠা সুগন্ধিযুগরোমিকা । অস্তথা ত্বর্ধহীনানাং দারিদ্র্যস্ত চ কারণম্ ॥ ৩৬

সমাংসো চৈব ভুগাজো শ্লিষ্টো চ বিপুলো ভুজো । আজানুগমিতো বাহুবভৌ পীনৌ নৃপেশ্বরে ।

নিঃস্রানাং রোমশো ভুজো শ্রেষ্ঠো কবিকরপ্রভৌ ॥ ৩৭

হস্তাঙ্গুলর এব সুর্বাযুধারনিভাঃ শুভাঃ । মেধাবিনাক নৃক্ষাঃ সুর্ভুজানাং চিপিটাঃ স্তুতা ।

স্থলাঙ্গুলোভির্নিঃস্রাঃ সূর্নভাঃ সুঃ সুক্শৈস্তদা ॥ ৩৮

তনের অগ্রভাগ উন্নত নহে, সে সৌভাগ্যবান্ হইয়া থাকে এবং যাহার শুভঘরের অগ্রভাগ বিষম ও দীর্ঘ সে নির্ধন এবং পীতবর্ণ, স্থূল ও বিকৃত হইলে সে ব্যক্তি রাজা হয় । ২১—৩০

যাহার হৃদয় সম (বন্ধুর নহে) উন্নত, মাংসল, বিকৃত ও অকম্প (কোন প্রকার বিভীষিকা দর্শনে কম্পিত হয় না), সেই নর রাজা হইয়া থাকে । যাহার হৃদয়ের রোমরাজি কর্কশ ও শিরাসকল সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়, সে দরিদ্র হয় । যাহার বক্ষঃস্থল সমতল সেই নর, অর্থবান্, যাহার বক্ষঃস্থল সেই বলশালী, যাহার বক্ষঃস্থল বিষম (বন্ধুর) সে নির্ধন এবং তাহার অস্ত্রাঘাতে নিধন হইয়া থাকে । অক্ষ (ক্রকস্কি) অসমান ও অস্থিসংলগ্ন হইলে দরিদ্র, উন্নত হইলে ভোগী, নিয় হইলে দ্রব্যহীন এবং স্থূল হইলে সেই মানব ধনী হইয়া থাকে । যাহার কঠ চিপিটাকার সে নির্ধন ; যাহার গলদেশ শুভ ও শিরাতুলি উন্নত সেই মানব সুখী ; যাহার গ্রীবা মহিষগ্রীবার ন্যায় সে বলবান্, আর যাহার কঠদেশ যুগকঠধং সেই মানব বিবিধ শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া থাকে । যাহার গ্রীবাদেশ শস্ত্রের ন্যায়, সেই মানব রাজা হইয়া থাকে ; যাহার কঠদেশ লম্বমান সে ভিক্ষার্থিত্ত্বারা জীবিকা নির্বাহ করে । পৃষ্ঠদেশ রোমশ বা ভুগ না হইলে শুভলক্ষণ বলিয়া জানিবে । ইহার বিপরীত (পৃষ্ঠদেশ রোমযুক্ত ও ভুগ) হইলে তাহাকে অশুভ লক্ষণ বলিয়া নির্ণয় করিবে । কক্ষদেশ অশ্বখপত্রের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, সুগন্ধযুক্ত ও যুগরোমের ন্যায় রোমযুক্ত হইলে তাহা অতিশয় প্রশস্ত । ইহার বিপরীত হইলে অশুভ লক্ষণ বলিয়া জানিবে । যাহার বাহুযুগল মাংসল, কিঞ্চিৎ বক্ষ, সুমিলিত, বিশাল, জানুপর্যন্ত লম্বিত, সুগোল ও স্থূল সেই মানব সম্রাট হয় । যাহার বাহুযুগল রোমশ ও খর্ব সে নির্ধন হয় । বাহুযুগল হস্তিওত্তরং সূর্য হইলে তাহা শুভচিহ্ন জানিবে । যাহার হস্তাঙ্গুলির অগ্রভাগ সূক্ষ্ম, সে মানব মেধাবী, যাহার হস্তাঙ্গুলি চিপিটাকার

কপিভূত্যকরা নিঃশা ব্যাঘ্রভূত্যকরৈর্ধনম্ । পিতৃবিস্তবিনাশক নিয়াং করতলাগ্নরাঃ । ৩৯
 মণিবন্ধৈর্নিগূঢ়ৈশ্চ মুগ্ধৈশ্চৈঃ শুভগচ্ছিত্তিঃ । নৃপা হীনৈঃ করচ্ছৈনৈঃ সশব্দৈর্ধনবজ্জিতাঃ । ৪০
 সংবৃত্তৈশ্চৈব নিয়ৈশ্চ ধনিনঃ পরিকৌস্তিতাঃ । প্রোত্তানকর-দাতারো বিষমৈর্বিষমা নরাঃ । ৪১
 কঠৈঃ করতলৈশ্চৈব লাক্ষাভৈরীশ্বরঃ স্তনৈঃ । পরদারবতা প্রীতৈঃ ক্লষ্টৈর্নিঃশা নরা যতাঃ । ৪২
 ভূষভূত্যানখাঃ ক্রীবাঃ কুটিলৈঃ ক্ষুটীতৈর্নরাঃ । নিঃশাশ্চক্রনৈবস্তদ্বিধিবর্গৈঃ পরতর্ককাঃ । ৪৩
 ভাষ্ট্রৈর্ভূপা ধনাঢ্যাস্চ অঙ্কুঠৈঃ সম্বৈবস্তথা । অঙ্কুঠমূলজৈঃ পুস্ত্রী স্তাদীর্ঘাঙ্গুলিপর্বকঃ । ৪৪
 দীর্ঘাঙ্গুঃ শুভগশ্চৈব নির্ধনো বিরলাঙ্গুলিঃ । ধনাঙ্গুলিশ্চ সমনস্তিস্রো রেখাশ্চ যস্য বৈ ।
 নৃপতেঃ করতলাগা মণিবন্ধাঃ সমুখিতাঃ । ৪৫

যুগমীনাঙ্কিতকরো ভবেৎ সত্রপ্রদো নরঃ । বজ্রাকারাস্চ ধনিনাং যস্যপুচ্ছনিভা বুধে । ৪৬
 শঙ্খাতপত্রনিবিকা-গজ-পদ্মোপমা রূপে । কুস্তাকুশপতাকাভা যুগলাভা নিমীশ্বরে । ৪৭
 দামাডাস্চ গবাঢ্যানাং স্বস্তিকাতা নৃপেশ্বরে । চক্রাসিতোমরধনুঃ কুস্তাভা নৃপতেঃ করে । ৪৮

সে ভূতা হয়, যাহার হস্তাঙ্গুলি স্থূল সে নির্ধন ও যাহার হস্তাঙ্গুলি কৃশ সে বিনয়ী হইয়া থাকে । যাহার কর বানরকরবৎ সেই নর নির্ধন, যাহার হস্ত ব্যাঘ্রহস্তবৎ সে বলবান্, আর যাহার করতল নিম্ন তাহার পিতৃবিস্ত বিনাশ পাইয়া থাকে । যাহাদিগের মণিবন্ধ নিগূঢ় মুগ্ধঠিত ও মুগ্ধবৃক্ষ সেই সকল মানব ভূপতি হয় । যাহার মণিবন্ধ শঙ্কবৃক্ষ ও হস্তে ছেদ থাকে, সে অধম ও নির্ধন হয় । ৩৯—৪০

যাহারা করতল সংবৃত্ত অথচ নিম্ন সেই ধনশালী হইয়া থাকে । যাহার করতল উন্নত, সেই নর দাতা হয় । করতল বিষম হইলে তাহা অশুভচিহ্ন বলিয়া জানিবে । যাহার কর, করতল ও স্তন লাক্ষাবৎ বর্ণবিশিষ্ট, সেই মানব ধনবান্ হয় । করতল পীতবর্ণ হইলে পরতর্কীরত এবং ক্লষ্ট হইলে সেই মানব নির্ধন হইয়া থাকে । যাহার নখসকল তুষের স্তায় অতিলঘু, সেই নর ক্রীব এবং যাহার নখ বক্র ক্ষুটিত সেই মানব নির্ধন হয় । কুনখী ও বিবর্ণনখবিশিষ্ট নর পরতর্ককারী হইয়া থাকে । যাহার অঙ্কুঠ রক্তবর্ণ এবং অঙ্কুঠমূল যবচিহ্ন-বৃক্ষ, সেই মানব রাজা বা ধনাঢ্য হয় । যাহার অঙ্গুলির পর্বগুলি দীর্ঘ, সে পুত্রবান্ হইয়া থাকে । যাহার অঙ্গুলিসকল বিরল সে দীর্ঘজীবী ও পুত্রপৌত্রাদি সৌভাগ্যশালী হয়, কিন্তু নির্ধন হইয়া থাকে । যাহার অঙ্গুলিসকল ঘন, সেই মানব ধনবান্ হয়, আর যাহার মণিবন্ধ হইতে তিনটি রেখা সমুখিত হইয়া করতলে বিস্তৃত থাকে, সেই মানব রাজা হইয়া থাকে । যাহার করতলে যুগ (জোয়াল) বা নংস্কের স্তায় চিহ্ন দৃষ্ট হয়, সে যজ্ঞশীল হইয়া থাকে । যাহার হস্তে বজ্রাকার চিহ্ন থাকে, সে ধনী, আর যাহার করতলে মীনপুচ্ছাকার চিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেই মানব পণ্ডিত হইয়া থাকে । করতলে শঙ্খ, হস্ত, শিবিকা, গজ ও পদ্মাকার চিহ্ন দৃষ্ট হইলে সেই নর রাজা হইবে । আর যাহার হস্তে কুস্ত, অঙ্কুশ, পতাকা ও যুগলবৎ চিহ্ন থাকে, সে অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হইয়া থাকে । যে মনুষ্যের করতলে বজ্রভূত্য চিহ্ন

উদ্বলিতা বজ্জাত্যে বেনোভাশ্চাশ্চিহ্নাশ্চিহ্নি । বাপোদেবকুসুমাত্মাশ্চ ত্ৰিকোণাশ্চ ধাৰ্ম্মিকে । ৪৯
অকুষ্ঠমূলগা রেখা পুৰাশ্চ সুবদ্যকাঃ । প্রদেশিনী গতা রেখা কনিষ্ঠামূলগামিনী ।
শতায়ুৰ্দ্ধ কুরুতে হিমাচ্চ ভরুতো ভয়ম্ । ৫০

নিঃশাশ্চ বহুরেখাঃ স্যু-নির্ভব্যাস্চিবুকৈঃ কুলঃ ।

মাংসলৈশ্চ ধনোপেতা আৰৈশ্চ-১ বহরৈর্নৃপাঃ । ৫১

বিশ্বোপমৈশ্চ স্মৃতিতৈ-রোঠৈ ক্লেশ্চ খণ্ডিতৈঃ ।

বিবৰ্ধৈ-ধনহীনাশ্চ দত্তাঃ শিদ্ধা ঘনাঃ শুভাঃ । ৫২

ভীক্ষা দত্তাঃ সমাঃ শ্রেষ্ঠা জিহ্বা বক্তা সমাঃ শুভাঃ ।

শুদ্ধা দীৰ্ঘা চ বিজ্ঞেয়া তালুঃ শ্বেতো ধনক্ষয়ে । ৫৩

কৃষ্ণা চ পুরুষা বক্তাঃ সমাঃ সৌম্যক সংবৃতম্ ।

ভূপানামমলং শুদ্ধং বিপরীতক হৃৎখিনাম্ । ৫৪

মহাদ্ধঃখং হৃৎগাণাং শ্ৰীমুখং পদ্মাপ্রদ্যম্ ।

আঢ্যানাং বৰ্জুলং বক্তাঃ নির্ভব্যাপাঞ্চ দীৰ্ঘকম্ । ৫৫

লক্ষিত হয়, সে বহু গোপনের অধিকারী হয় । যাহার হস্তে স্বস্তিক চিহ্ন থাকে, সেই মানব চক্রবর্তী রাজা হয় ; আর করতলে চক্র, অসি, তোমর, বনুঃ ও বাণ চিহ্ন দৃষ্ট হইলে, সে রাজা হইয়া থাকে । যাহার হস্তে উদ্বলিতাকার চিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেই মানব যজ্ঞশীল হয়, আর যাহার করতলে বেনোবৎ চিহ্ন দেখা যায়, সে অগ্নিহোত্র যজ্ঞে নিযুক্ত থাকে । যাহার করতলে পুষ্করিণী, দেবনদী এবং ত্ৰিকোণার চিহ্ন লক্ষিত হয়, সে অতি ধাৰ্ম্মিক হইয়া থাকে । যাহার অকুষ্ঠামূল্যের মূলে রেখা দৃষ্ট হয়, সেই মানব পুত্রদ্বারা মুখভোগ করে । যাহার কনিষ্ঠামূল্যের মূলগত রেখা তর্জনির মূল পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে, সে নর শতবর্ষ জীবিত থাকে । ঐ রেখা যদি কোন স্থানে ছিন্ন থাকে, তাহা হইলে সেই নরের বৃদ্ধ হইতে পতনভয় থাকে । ৪৯—৫০

যাহার করতলে বহু রেখা দৃষ্ট হয়, সেই মানব নির্ধন হয়, আর যাহার চিবুক কুল, সে পুরুষ দ্রব্যহীন হইয়া থাকে । যাহার অধর সুল তাহার ধনসম্পত্তি হয় । যাহার অধর বিষবৎ ঈষৎ রক্তবর্ণ সেই মনুষ্য রাজা হয় । যাহার ওষ্ঠ, বিষম, স্মৃতিত, ক্লেশ ও খণ্ডিত, সে মানব নির্ধন হয় । দন্ত যদি শিথিল ও ঘন হয়, তাহা হইলে উহা শুভ লক্ষণ বলিয়া জানিবে । দন্ত-সকল ভীক্ষু ও সমানাকার হইলে মানব অনেকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয় । জিহ্বা সমতল, রক্তবর্ণ সূক্ষ্ম ও দীৰ্ঘ হইলে শুভ লক্ষণ বলিয়া নির্ণয় করিবে । তালু শ্বেতবর্ণ, সেই মানবের ধনক্ষয় হইয়া থাকে । যাহার মুখ স্ফামবর্ণ, অকর্কশ, সম, শান্ত ও সংবৃত সেই নর রাজা হয়, আর যাহার বদন মলমুক্ত, সূক্ষ্ম ও পূর্ণোক্ত লক্ষণের বিপরীত সেই মানব মহাদ্ধঃখী হইয়া থাকে । যাহাদের মুখ শ্ৰীমুখাকার তাহারা পুত্রসম্পন্ন হয় । যাহাদের মুখ বৰ্জুল, তাহারা সম্পত্তিশালী

১। অবৈজ্ঞেয়িত্তি কচিং পাঠঃ ।

ভীকৃৎসু : পাপকৰ্ম্মা ধূর্তানাং চতুৰশ্চকম্ ।

নিয়ং বস্তু মগ্নজাণাং কৃপাণানাঞ্চ ব্রহ্মকম্ ॥ ৫৬

সম্পূৰ্ণং ভোগিনাং কাঙ্ক্ষং শ্রদ্ধং স্নিগ্ধং শুভং যুহ ।

সংহতকামশ্চুটিভাণ্ডং রক্তশ্রদ্ধাশ্চ চৌরকঃ ॥ ৫৭

রক্তান্নপক্কশ্রদ্ধাশ্চ কৰ্ণাঃ সূয়াঃ পাপমৃত্যবঃ ।

নিৰ্ম্মাংসৈশ্চিপিটৈর্ভোগাঃ কৃপণা ব্রহ্মকৰ্ম্মকাঃ ॥ ৫৮

শব্দকৰ্ণাশ্চ রাজানো রোমকৰ্ণাঃ লভাযুযঃ ।

বৃহৎকৰ্ণাশ্চ বানিনো রাজানঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৫৯

কৰ্ণৈঃ স্নিগ্ধৈরনৈকৈশ্চ ব্যালবৈৰ্ম্মাংসলৈর্নৃপাঃ । ভোগী বৈ নিয়গতঃ স্তান্মগ্নো সম্পূৰ্ণগতকঃ ॥ ৬০

শুকনাসঃ সুখী স্তাত শুকনালোহিতীজীবনঃ । হিমাশ্রকৃপনাসঃ স্তাদগম্যাগমনে রতঃ ॥ ৬১

দীৰ্ঘনাসে চ সৌভাগ্যং চৌরশ্চাকুক্ষিতেজস্বিনঃ ।

যজ্ঞশ্চিপিটনাসঃ স্তাত্তীনভাগ্যবত্যাং ভবেৎ ॥ ৬২

হইয়া থাকে। বাহাদের মুখ দীৰ্ঘ, তাহাদের কোনরূপ শ্রব্য সংস্থান হয় না। যে সকল মানবের মুখ দেখিলে তাহাদিগকে ভীকৃৎ বলিয়া বোধ হয়, তাহারা নিশ্চয়ই পাপকৰ্ম্মা হইয়া থাকে। যে মানবের মুখ চতুৰঙ্গ, তাহাকে ধূর্ত বলিয়া জানিবে। বাহাৰ মুখ নিয় তাহারা অপূত্র হয়। বাহাদিগের মুখ শব্দ, তাহারা অতিশয় কৃপণ হইয়া থাকে। বাহাদিগের শ্রদ্ধা সম্পূর্ণ, স্নিগ্ধ, কোমল ও অতিশয় সুন্দর, পরস্পর মিলিত ও অগ্রভাগে ক্ষুটিত নহে, সেই সকল মানবেরা মহাতোলে কালযাপন করে; আর বাহাৰ শ্রদ্ধা রক্তবর্ণ সেই ব্যক্তি চোর হয়। বাহাদিগের শ্রদ্ধা ও কেশ রক্তবর্ণ, বিরল ও কৰ্কশ, তাহাদিগের পাপকার্য্যে যত্না যত্নিয়া থাকে। যে সকল মানবের কৰ্ণ চিপিটাকার ও অধিক মাংসযুক্ত নহে তাহারা ভোগী হইয়া থাকে। বাহাদের কৰ্ণ অতিশয় ছোট তাহারা অতীব কৃপণ হয়। বাহাদের কৰ্ণ শব্দের শ্রব তাহারা রাজা হইয়া থাকে; আর বাহাৰ কৰ্ণে অধিক রোম দৃষ্ট হয় সে মানব অজায়ুঃ হয়। যে সকল মানবের কৰ্ণ বৃহৎ, তাহারা মনশালী অথবা রাজা হয়। কৰ্ণের স্নিগ্ধ, বিকৃত, মাংসল ও লক্ষ্যমান হইলে তাহা রাজচিহ্ন বলিয়া নিশ্চয় করিবে। গণপ্রদেশ নিয় হইলে মনুষ্য ভোগী ও পূর্ণ হইলে মন্ত্রী হয় ॥ ৫১—৬০

যে নারীর নাসিকা সমান (নিয়োগিত নহে), নাসারক্তদ্বয় সমান ও লাবণ্যপূর্ণ সেই নারী ভাগ্যবতী হয়। যে পুরুষের নাসিকা শুকনাসার স্তায় সেই ব্যক্তি অতি সুখী এবং বাহাৰ নাসিকা শুক সে অজায়ুঃ হইয়া থাকে। বাহাৰ নাসিকার অগ্রভাগ হিন্ন ও নাসারক্তদ্বয় কৃপবৎ গভীর বোধ হয় সে অগম্যা প্রাগমনে রত থাকে। বাহাৰ নাসিকা দীৰ্ঘ সে ভাগ্যবান্ ও বাহাৰ নাসিকা বক্র সেই পুরুষ চৌর্য্যকার্য্যে রত হয়। পুরুষের নাসা চিপিটাকার হইলে, প্রীতিযোগ হইয়া থাকে, আর সুন্দরাকার হইলে সে পুরুষ ভোগী হয়। বাহাৰ

বজ্রচ্ছিন্না চ সুপুটঃ অকৃত্য চ নৃপেশ্বরে । কুরে দক্ষিণবক্রা যাবতিনাক কৃতং সফং । ৬০
যাবতিনিপ্পাতিতং হ্রাদা সানুনাঙ্গ জীবকং । ৬১

বক্রাটৈঃ পদ্যপত্রাটৈ-লোচনৈঃ সুখভাগিনঃ ।

মার্জারলোচনৈঃ পাপা হ্রাদা মধুপিঙ্গলৈঃ । ৬২

কুরাঃ কেকরনেত্রাশ্চ হরিভাঙ্গাঃ সকল্যধাঃ ।

জিহ্মৈশ্চ লোচনৈঃ শূরাঃ সেনাগো গজলোচনাঃ । ৬৩

গভীরাক্ষা ইশ্বরীঃ সূর্যমুখিণঃ শূলচক্ষুৰ্ভাঃ

নীলোৎপলাক্ষা বিভাংসঃ সৌভাগ্যঃ শ্যামচক্ষুযাম্ ৬৪

স্তাং কৃষ্ণতারকাক্ষা-মহামুৎপাটনং কিল ।

মণ্ডলাক্ষাশ্চ পাপাঃ স্য-নিঃশাঃ স্যদীনলোচনাঃ । ৬৫

বিশালোন্নতাঃ সুখিনো দরিদ্রা বিষমক্রবঃ । ৬৬

ধনৌ দীর্ঘাসংসজ্জ-বালেন্দুগুণ্ডমুককঃ । আচো নিঃশ্চ বশুজর্মণ্যে চ বিষমক্রবঃ ।

ক্রীহগম্যাসক্তাঃ স্যুঃ সৌভাগ্যপরিবর্জিতাঃ । ৬৭

নাসিকার ছিন্ন সূক্ষ্ম, সুগোল ও অবক্র সেই মানব রাজচক্রবর্তী হইয়া থাকে । যাহার নাসিকা দক্ষিণভাগে বক্র সে কুর হয় । যে মানবের এক সময়ে একটিমাত্র হাঁচি হয়, সে বলবান্ হইয়া থাকে । যাহার এককালে অনেক হাঁচি হয়, সে সন্তুষ্টচিত্ত ও যাহার কথা সানুনাঙ্গিক উচ্চারিত হয়, সে দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে । যাহাদিগের নেত্রের প্রান্তবর্ষ ইশ্বরাক্ষ ও চক্ষুঃ পদ্যপত্রবৎ বিস্তৃত, তাহারা সুখভোগী হয় । যাহার চক্ষুঃ মার্জারচক্ষুবৎ, সেই ব্যক্তি পাপায়া ও যাহার চক্ষুঃ পিঙ্গলবর্ণ সে অতিশয় দুঃখী হইয়া থাকে । যাহার চক্ষুঃ কেকর (টোরা) সে অতিশয়, কুর হয় । যাহার চক্ষুঃ হরিবর্ণ সে নহ পাপায়া, যাহার লোচন বক্র, সে অতি বলবান্, আর যাহার নেত্রযুগল গজনেত্রের স্থায় সে সেনাপতি হইয়া থাকে । যাহাদিগের চক্ষুঃ গভীর তাহারা অনেকের প্রভু, যাহাদিগের নেত্র শূল তাহারা সুমন্ত্রী, যাহাদিগের নয়ন নীলোৎপলের স্থায় তাহারা বিভান্ ; আর যাহাদিগের চক্ষুঃ শ্যামবর্ণ তাহারা সৌভাগ্যশালী হইয়া থাকে । যে সকল মানবের চক্ষুর তারকা কৃষ্ণবর্ণ তাহাদিগের চক্ষু উৎপাটিত হয়, যাহার চক্ষুঃ মণ্ডলাকার সে পুরুষ পাপিষ্ঠ, আর যাহার নেত্র দীনভাবাপন্ন সেই মানব নির্ধন হইয়া থাকে । যাহার দেহচর্ম স্নিগ্ধ তাহার বিপুল ভোগ হয়, আর যাহার নাভি উন্নত সেই মানব অজ্ঞান্যুঃ হইয়া থাকে । যাহাদিগের ক্রয়ুগল বিশাল ও উন্নত তাহারা সুখী, আর যাহাদিগের ক্রয়ুগল বিষম তাহারা দরিদ্র ; যাহাদিগের ক্রয়ুগল দীর্ঘ, অসংলগ্ন ও বালচক্রবৎ সুদৃশ্য ও উন্নত তাহারা পনবান্ হইয়া থাকে । যাহার ক্র মধ্যভাগে ছিন্ন সে নির্ধন এবং যাহার ক্রয়ুগল অবনত, সেই মানব অগন্যাত্ম্যে আসক্ত থাকে এবং সৌভাগ্য-বিহীন হয় । ৬১—৭০

উন্নতৈবিপুলৈঃ শট্ঠৈর্ললাটৈবিষমৈস্তথা । নির্ধনা ধনবন্তশ্চ অর্ধেন্দ্রসদৃশৈর্নরাঃ ॥ ৭১

আচার্যাঃ শুভিবিশালৈঃ শিরালৈঃ পাপকারিণঃ ।

উন্নতাভিঃ শিরাভিষ্চ যন্তিকাভি-ধনেশ্বর্যঃ ॥ ৭২

নিম্নৈর্ললাটৈর্বর্ধার্বাঃ ক্রুরকর্ম্মরতাस्तথা । সংবৃত্তৈশ্চ ললাটৈশ্চ কৃপণা উন্নতৈর্নৃপাঃ ॥ ৭৩

অনজ্ঞানিহ্মকৃদিত-মদীনমস্তভং নৃণাম্ । প্রচুরাঙ্কযুতং দীনং কৃদিতঞ্চ সুখাবহম্ ॥ ৭৪

অকম্পং হসিতং শ্রেষ্ঠং নিম্নীলিতমখাবহম্ । অসকৃদ্মিতং যুগং সোমাদয়্য হুনেকধা ॥ ৭৫

ললাটোপসৃতাস্তিত্রয়ো রেখাঃ সূ্যঃ শতবাণিণাম্ । নৃপভুং শ্যাত্ততমৃভি-রাযুঃ পঞ্চনবভাষ ॥ ৭৬

অবৈধেণায়ুর্নবভি-বিচ্ছিন্নাভিষ্চ পুংশ্চলোঃ ।

কেশান্তোপগতাভিষ্চ অশীত্য়ায়ুর্নরো ভবেৎ ॥ ৭৭

পঞ্চভিঃ সপ্তভিঃ যড়ভিঃ পঞ্চাশত্ত্বিভিস্তথা । চত্বারিংশচ্চ বক্রাভি-স্ত্রিংশদ্রুজলগ্নগামিভিঃ ।

বিংশতির্বামবক্রাভি-রাযুঃ ক্ষুদ্রাভিরল্পকম্ ॥ ৭৮

যে মানবের ললাটাত্ম উন্নত ও বিশাল এবং কপাল উচ্চনীচ অথবা অর্ধচন্দ্রাকৃতি হয়, সে নির্ধন হইলেও পরে বিভবশালী হইয়া থাকে । যাহার কপাল কিন্নকের স্থায় আকার-বিশিষ্ট এবং বিপুলায়ত হয় সে অধ্যাপক হইয়া থাকে । ললাটদেশ বড় শিরাবিশিষ্ট হইলে সেই মানব পাপী হয় । যাহার কপালে যন্তিক (যাঙ্গল্য জব্যবিশেষ) তুল্য চিহ্ন দৃষ্ট হয় এবং উহা যদি উন্নত শিরাসমূহে পারব্যাপ্ত থাকে, তাহা হইলে সেই নর মহাধনবান্ হয় । ললাটদেশ নিম্ন হইলে মানব বনযোগ্য ও নির্ধুর কাষ্যে রত হয় । ললাট আবৃত হইলে কৃপণ এবং উন্নত হইলে মনুষ্য রাজ্য হইয়া থাকে । যাহাদিগের ক্রন্দনকালে অঙ্গপাত হয় না, আর ক্রন্দনশ্রবণে শোকপ্রকাশ পায় না, সেই সকল ব্যক্তি ভাগ্যহীন হয় এবং যাহার রোদিনকালে অধিক অঙ্গপাত হয় ও রোদিন তনিলে শোকের উদ্দীপনা হয়, সেই মানব ভাগ্যবান্ হইয়া থাকে । হস্তকালে মস্তকাদি কম্পিত না হইলে তাহা শুভলক্ষণ বলিয়া স্থির করিবে । যাহার হস্ত ল্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় না, তাহার অন্তঃকরণে কোন দুরভিসন্ধি আছে ইহা জানা যায়, আর যে মানব পুনঃপুনঃ হস্ত করে তাহাকে অতিদুষ্ট অথবা উন্নত বলিয়া জানিবে । ললাটে তিনটি রেখা থাকিলে মানব একশতবর্ষ-জীবী, চারিটি রেখা থাকিলে পঞ্চনবভিবৎসরজীবী এবং রাজ্য হয় । যাহার ললাটে রেখা দৃষ্ট হয় না, সেই নর নবভিবৎসর জীবিত থাকে ; যাহার ললাটরেখা বিচ্ছিন্ন, সেই পুরুষ লম্পট হয় ; আর যাহার ললাটরেখা কেশের প্রান্তভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত সেই মানব অশীতিবর্ষ জীবিত থাকে । যাহার ললাটে পঁচটি, ছয়টি, সাতটি বা আনকগুলি রেখা থাকে, তাহার পঞ্চাশবৎসর পরমায়ু হয় । ললাটে তত্ত্ববর্ণ রেখা দৃষ্ট হইলে তাহার আয়ুঃ চত্বিশবৎসর স্থির করিবে । ললাটরেখা ক্রুতলপর্যন্ত আবৃত হইলে সেই মানবের পরমায়ুঃ ত্রিংশদ্বর্ষ হয় । যাহার ললাটরেখা বামদিকে বক্র হইয়া অন্ধিত, তাহার বিংশতি বৎসর পরমায়ুঃ জানিবে ।

হস্তাকাঠৈঃ নিরোভিত্ত নৃপঃ শিবময়ো ধনী । চিপিটৈশ্চ পিতৃমৃত্যু-ধনাঢ্যঃ^১ পরিমণ্ডলৈঃ ।
ঘটমূৰ্ছা পাপকুটি-ধনাত্মকঃ পরিবজ্জিতঃ ॥ ৭৯

কৃষ্ণবাকুলিতৈঃ কেশৈঃ স্নিগ্ধৈরেকৈকসমুদৈঃ ।

অভিন্নাটৈশ্চ মূৰ্ছিতৈর্চাতিবহুভিন্ৰূপাঃ ॥ ৮০

বহুমূলৈশ্চ বিশালৈঃ স্কৃণাটৈঃ কপিলৈস্তথা । নিঃস্রাটৈশ্চাতিকুটিলৈ-ধনৈরসিতমূৰ্ছিতৈঃ ॥ ৮১

যদ্ যদ্ গাত্রং মহাকৃষ্ণং শিরালং মাংসবজ্জিতম্ ।

তৎ তৎ স্তাদন্তঃ সৰ্বং শুভং সৰ্বং ভূতোহন্তথা ॥ ৮২

বিপুলস্ত্রিষু গম্ভীরো দীৰ্ঘঃ সূক্ষ্মশ্চ পঞ্চমু । যদুন্নতাশ্চতুহ্রস্বা রক্তাঃ সপ্ত নৃপৈঃ সমঃ ॥ ৮৩

নাভিঃ স্বরশ্চ বুদ্ধিশ্চ ত্রয়ং গম্ভীরমোরিতম্ । পুংসঃ স্তাদতিবিস্তীর্ণং ললাটং বদনম্ উরঃ ॥ ৮৪

চক্ষুঃকক্ষনস্তনাসাঃ ষট্ সূক্ষ্মখকুকাটিকাঃ । উন্নতানি চ হ্রস্বানি জজ্ঞা গ্রীবা চ লিঙ্গকম্ ॥ ৮৫

পৃষ্ঠং চত্বারি রক্তানি করতালধরা নথাঃ । নেত্রাস্তপাদজিহ্বাষ্ঠাঃ পঞ্চ সূক্ষ্মাণি সন্তি বৈ ॥ ৮৬

দশনাঙ্গুলিপৰ্ব্বানি নখ-কেশ-ভূতঃ শুভাঃ । দীৰ্ঘাঃ স্তনাস্তরং বাহু-দন্ত-লোচন-নাসিকাঃ ॥ ৮৭

নরাণাং লক্ষণং প্রোক্তং বনামি স্ত্রীষু লক্ষণম্ ॥ ৮৮

এই সকল রেখা ক্ষুদ্র হইলে পরমায়ুর পরিমাণ অল্প হইয়া থাকে । যাহার মস্তক হস্তাকার সেট মানব রাজা, ধনী ও সর্বপ্রকার সম্ভ্রমশালী হয় । যাহার মস্তক চিপিটাকার তাহার পত্নীর মৃত্যু হইয়া থাকে । যাহার মস্তক সূগোল সেই নর ধনাঢ্য ও যাহার মস্তক ঘটাকার সেই মানব পাপাশ্রয় এবং নির্ধন হইয়া থাকে । যে সকল মানবের কেশরাশি কৃষ্ণবর্ণ, আকুলিত, স্নিগ্ধ, এক একটি কেশ পৃথক্ উৎপন্ন কোমল প্রত্যেকের অগ্রভাগ অভিন্ন এবং যদি সেই কেশ অতিবহুল না হয় তাহা হইলে সে রাজা হইয়া থাকে । ৭৯—৮০;

কেশগুলি বহুমূল দুই তিনটি কেশ একত্র উৎপন্ন, বিষম, স্কৃণাট্র, কপিলবর্ণ, নিয়, অসীম কুটিল, ঘন বা অসিত হইলে তাহা অশুভ চিহ্ন জানিবে । মনুষ্যদিগের যে যে অঙ্গ মহাকৃষ্ণ, শিরাবিশিষ্ট ও মাংসবিহীন হয়, সেই সেই অঙ্গ অশুভসূচক বলিয়া স্থির করিবে । ইহার বিপরীত (অঙ্গসকল স্নিগ্ধ, নিয়শির ও মাংসল) হইলে তাহাকে শুভলক্ষণ বলিয়া জানিবে । পুরুষের সমস্ত শরীরের মধ্যে তিনটি অঙ্গ বিশাল ও গম্ভীর, পাঁচটি অঙ্গ দীৰ্ঘ ও সূক্ষ্ম, ছয়টি অঙ্গ উন্নত, চারটি অঙ্গ হ্রস্ব এবং সাতটি অঙ্গ রক্তবর্ণ হইলে সে নরপতি তুল্য হয় । মনুষ্যদিগের নাভি, কণ্ঠস্বর, বুদ্ধি এই তিনটি গম্ভীর হইলে উত্তম ও প্রশস্ত লক্ষণ জানিবে । পুরুষের কপাল, মুখ ও বক্ষঃস্থল এই তিনটি বিশাল হইলে শুভদায়ক হয় । চক্ষুঃ, কক্ষ, দন্ত, নাসিকা, মূখ ও ঘাড় এই ছয়টি অঙ্গ উন্নত হইলে তাহা শুভচিহ্ন । জজ্ঞা, গ্রীবা, লিঙ্গ ও পৃষ্ঠ এই চার অঙ্গ হ্রস্ব হইলে মানব সম্মান প্রাপ্ত হয় । করতল, তালু, ওষ্ঠ, অধর, নখ, ময়নপ্রান্ত, চরণতল এবং জিহ্বা এই অষ্ট অঙ্গ রক্তবর্ণ হইলে শুভজনক হয় । দন্ত, অঙ্গুলি-

রাজ্যাঃ স্নিগ্ধো সমো পাদনৌ তলৌ ভাত্তৌ নখৌ তথা ।

স্নিগ্ধাঙ্গুলৌ চোন্নভাত্তৌ তাং প্রাপ্য নৃপতির্ভবেৎ ॥ ৮৯

নিগ্ধগুল্ফোপচিহ্নৌ পদ্যকাঙ্কিতলৌ ভূভৌ । অশ্বেনিনৌ মূহুতলৌ মংস্তাক-মকরাংকতো ।

বজ্রাজ্জহলচিহ্নৌ চ দাস্তাঃ পাদনৌ ততোহন্থথা ॥ ৯০

অক্কে চ রোমরহিতে সূর্য্যে বিশিষে ভূভে । অনুবণং সন্ধিদেশং সমং জানুঘরং ভূভম্ ॥ ৯১

উরু করিকরাকারা-বরোমৌ চ সমৌ ভূভৌ । অশ্বখপত্রসদৃশং বিপুলং গুহুমুত্তমম্ ॥ ৯২

জ্যোতীললাটকং স্ত্রীণামুরঃ কুর্শ্যোন্নতং ভূভম্ । গৃঢ়ো মণিচ্চ ভূভদৌ নিভম্শ্চ গুরুঃ ভূভঃ ॥ ৯৩

বিস্তীর্ণা মাংসোপচিতা পদৌরা বিপুল্য ভূভা ।

নাভিঃ প্রদক্ষিপ্যবর্ত্তা মধ্যং ত্রিবলিশোভিতম্ ॥ ৯৪

অরোমশৌ স্তনৌ পীনৌ ঘনাববিধমৌ ভূভৌ । কঠিনা রোমশা শস্তা মূহুজীবী চ কদ্বভা ॥ ৯৫

আবজ্ঞাবধরৌ শ্রেষ্ঠৌ মাংসলং বর্ত্তুলং মূখম্ । কন্দপুষ্পসমা দন্ত্য ভামিতং কোকিলাসমম্ ॥ ৯৬

পর্ব্ব, নখ, কেশ ও চর্ম্ম এই পঞ্চ অঙ্গ সুন্দর হইলে শুভকর । স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগ, বাহুঘর, দন্তপংক্তি, নয়নঘর ও নাসিকা এই পঞ্চ অঙ্গ দীর্ঘ হইলে তাহা শুভলক্ষণ বলিয়া জানিবে । ইতঃপূর্বে পুরুষগণের করচরণাদি অবয়বের শুভাশুভচিহ্ন ও তাহার ফল বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণে নারীদিগের এই সমস্ত অঙ্গের শুভাশুভ লক্ষণ ও তাহার ফল কথিত হইতেছে । যে নারীর চরণদ্বয় স্নিগ্ধ ও সমান, পদতল ও নখ ভাঙ্গবর্ণ, অঙ্গুলিগুলি পরস্পর মিলিত এবং পদের অগ্রভাগ উন্নত, সেই নারী রাজপত্নী হয়, কিংবা তাহাকে যে বিবাহ করে সেই পুরুষ রাজা হইয়া থাকে । বাহার গুল্ফপ্রদেশ গুঢ় ও প্রশস্ত, পাদতলে পদের চার মনোরম, কোমল ও রোমবিহীন হয় ; আর তাহাতে যদি মংস্ত, মকর, বজ্র, পদ্য ও হলচিহ্ন অঙ্কিত থাকে, তাহা হইলে সেই নারী রাজপত্নী হইয়া থাকে । এই সকল চিহ্ন না থাকিলে সেই রমণী রাজপত্নী হইতে পারে না, পরন্তু সে দাসী হইয়া থাকে । ৮১—৯০

অজ্জা রোমশূণ্য, শিরাবিহীন, সরল, সুগোল ও সমান আর জানুঘর সমানাকার ও তাহার সন্ধিস্থান অনুচ্চ হইলে তাহা শুভলক্ষণ বলিয়া জানিবে । নারীগণের উরুদ্বয় হস্তিগুণবৎ সুগোল, রোমবিহীন ও সমান হইলে তাহা শুভচিহ্ন ; আর গুহুদেশ অশ্বখপত্রবৎ বিস্তৃত হইলে তাহা প্রশস্ত । স্ত্রীদিগের নিভম্, ললাট ও বক্ষঃস্থল কুর্শ্বপৃষ্ঠবৎ উন্নত হইলে তাহা শুভলক্ষণ । নারীর মণি গুঢ় এবং নিভম্ গুরুতর হইলে তাহা শুভচিহ্ন বলিয়া জানিবে । যে রমণীর নাভি বিস্তৃত, মাংসল, পভাব, বিপুল, দক্ষিপ্যবর্ত্ত ও মধ্যভাগে ত্রিবলিবেষ্টিত সেই রমণাকে শুভলক্ষণা বলিয়া নির্ণয় করিবে । নারীগণের ওনদ্বয় রোমশূণ্য, স্থূল, ঘন এবং অবিষম (একটি ছোট ও অপরটি বড় নহে) হইলে শুভচিহ্ন বলিয়া জানিবে । আর রমণীদিগের গ্রীবাদেশ, কঠিন, লোমশূণ্য, মূহু (সুখস্পর্শ) ও শব্দবৎ হইলে তাহা শুভলক্ষণ । রমণীর অধর দ্বিবৎ রক্তবর্ণ, মুখ মাংসল ও বর্ত্তুল, দন্ত কন্দপুষ্পবৎ সুদৃশ্য, বাক্য কোকিলা-

দাক্ষিণ্যযুক্তমশঠং হংসনকসুখাবহম্ । নাসা সমা সমপুটা জীপান্ত কচিরা শুভা । ১৭

নীলোৎপলনিভা চক্ষুর্নাসলগ্না শুভাবহম্ । ১৮

ন পৃথু বালেন্দ্রনিভে ভ্রূবো চাথ ললাটকম্ । শুভমর্জ্জুসংস্থান-মতুলং স্তানলোমকম্ । ১৯

অমাংসলং কর্ণযুগং সমং যুহু সমাহিতম্ । স্নিগ্ধনীলাশ্চ যুববো মূর্দ্ধিকাঃ কুক্ষিতাঃ শুভাঃ । ১০০

জীপাং সমং নিরঃ শ্রেষ্ঠং পাদে পানিতলেহথবা । বাজিকুঞ্জরজীবৃক্ষ-যুগেযু-যব-ভোমরৈঃ । ১০১

ধ্বজ-চামর-মালাভিঃ শৈল-কুণ্ডলবেদিভিঃ । শঙ্খাতপত্রপদ্মৈশ্চ মংস্ত-মৃত্তিক-সম্রথৈঃ ।

লক্ষণৈরঙ্কুশাষ্টৈশ্চ স্ত্রিয়ঃ স্যু রাজবল্লভাঃ । ১০২

নিগূঢ়মণিবন্ধো চ পদ্যগর্ভোপমৌ করৌ । ন নিম্নং নোরতং জীপাং ভবেৎ করতলং শুভম্ । ১০৩

রেখাশ্চিত্তান্ত্রবিধবাং কুর্যাৎ সন্তোগিনীং স্ত্রিয়ম্ ।

রেখা যা মণিবন্ধোখা গতা মধ্যমাঙ্গুলীং করে । ১০৪

গতা পানিতলে যা চ যাক্ষিপাদতলে^১ স্থিতা ।

জীপাং পুংসাং তথা সা স্তাদ্রাজ্যায় চ সুখায় চ ১০৫

কনিষ্ঠিকামূলভবা রেখা কুর্যাচ্ছতায়ুযম্ । প্রদেশিনীমধ্যমাত্মা-মন্তরালগতা সন্তী । ১০৬

কাকলী ভুগা সুমধুর, দাক্ষিণ্যযুক্ত, অকপট কিংবা হংসনকবৎ সুশ্রাব্য, নাসিকা ও নাসাপুট সমান ও সুন্দর হইলে তাহা শুভচিহ্ন বলিয়া স্থির করিবে । জীদিগের চক্ষুঃ নীলোৎপলবৎ এবং নাসিকালগ্ন হইলে তাহা শুভচিহ্ন বলিয়া জানিবে । জয়ুগল বালচন্দ্রবৎ ও অতিশয় বিস্তৃত না হইলে আর ললাট অর্ধচন্দ্রবৎ অনুষ্ঠ ও লোমবিহীন হইলে তাহা শুভলক্ষণ । যে মারীর কর্ণধর অতি স্থূল নহে, অথচ সমানাকার ও কোমল তাহাকে শুভলক্ষণা বলিয়া জানিবে । কেশপাশ স্নিগ্ধ, নালবর্ণ কোমল ও আকৃষিত হইলে শুভলক্ষণ হয় । ১১—১০০

রমণীর মন্তক সমান হইলে তাহা প্রশস্ত ; আর করতলে বা পদতলে অশ্ব, হস্তী, জীবৃক্ষ, যুগ, বাণ, যব, ভোমর, ধ্বজ, চামর, মালা, পর্ক, কুণ্ডল, বেদী, শঙ্খ, হস্ত, পদ্ম, মংস্ত, মৃত্তিক, রথ, অঙ্কুশ প্রভৃতি চিহ্ন থাকিলে সেই কামিনী রাজপত্নী হইয়া থাকে । জীদিগের মণিবন্ধ নিগূঢ়, হস্তধর পদ্মের শাখা, করতল নিম্ন ও উন্নত না হইলে তাহা শুভচিহ্ন বলিয়া জানিবে । জীদিগের করতলে অধিক রেখা দৃষ্ট হইলে সেই রমণী যাবজ্জীবন সধবা থাকিরা বিবিধভোগে কালযাপন করিতে থাকে । করতলে যে রেখা মণিবন্ধ হইতে উদ্গত হইয়া মধ্যমাঙ্গুলির মূলপর্যন্ত গমন করে, তাহার নাম উর্দ্ধরেখা । জী কিংবা পুরুষ যাহারই করতলে অথবা পদতলে ঐরূপ উর্দ্ধরেখা দৃষ্ট হয়, সেই জী বা পুরুষ রাজ্যলাভ করিয়া সুখভোগে কালযাপন করে । যাহার করতলে আয়ুরেখা কনিষ্ঠাঙ্গুলীর মূল হইতে উৎপন্ন হইয়া উর্দ্ধনী ও মধ্যমাঙ্গুলীর মধ্যস্থান পর্যন্ত গমন করিয়াছে, সেই মানব শতবর্ষ জীবিত থাকে । উর্দ্ধনী ও মধ্যমাঙ্গুলীর মধ্যভাগ হইতে যাহার আয়ুরেখা যে পরিমাণে ন্যূন থাকে, তাহার পরমায়ুর

উন্য উন্যমুখং কুর্খ্যাজ্জৈখা চাক্ষুষ্ঠমূলগা ।

বৃহতাঃ পূজ্যাস্তাঃ কীপাঃ প্রমদাঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ১০৭

যজ্ঞায়ুষো বহুজিহ্বা দীর্ঘাজিহ্বা মহামুখঃ ।

শুভস্ত লক্ষণং জ্ঞাপাং প্রোক্তত্ত্বশুভমকথা ॥ ১০৮

কনিষ্ঠিকানামিকা বা যস্তা ন স্পৃশতে মহীম্ ।

অক্ষুষ্ঠং বা গতাভীত্যা তর্জুনী কুলটা চ সা ॥ ১০৯

উদ্ধং ঘাত্যাং পিণ্ডিকাভ্যাং জজ্জৈ চাতিশিরালকে ।

রোমশে চাতিমাংসে চ কুণ্ডাকারং ভ্রুধোদরম্ ।

বামাবর্তং নিয়মজ্জং হৃৎখিষ্টানাক শুভকম্ ॥ ১১০

গ্রীবয়া হৃদয়া নিঃশা দীর্ঘয়া চ কুলক্ষয়ঃ । পৃথুলয়া প্রচণ্ডাশ্চ স্ত্রিয়ঃ সূর্নাজ সংশয়ঃ ॥ ১১১

কেকরে পিঙ্গলে নেত্রে শ্রাবো লোললক্ষণাসভী ।

শ্মিতে কূপে গণ্ডরোশ্চ সা ধ্রুবং ব্যভিচারিণী ॥ ১১২

প্রলম্বিনি ললাটে তু দেবরং হস্তি চাঙ্গনা ।

উদরে শস্তরং হস্তি পতিং হস্তি শ্রিচোদরোঃ ॥ ১১৩

যা তু রোমোত্তরোত্তী স্ত্যন্ন শুভা ভর্তুরেব হি ।

স্তনৌ সরোমাবত্তভৌ কর্ণৌ চ বিষমৌ তথা ॥ ১১৪

পরিমাণও সেই পরিমাণে নূন হয় । আয়ুরেখা সুল থাকে, তাহার অনেক পুত্র ; আর যাহার ঐ রেখা কীণ হয় তাহার অনেক কন্যা জন্মে । যাহাদের আয়ুরেখা স্থানে স্থানে ছিন্ন থাকে তাহারা অল্পকালজীবী এবং যাহাদিগের আয়ুরেখা অচ্ছিন্ন ও দীর্ঘ তাহারা দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে । যে সকল শুভলক্ষণ কথিত হইল, ইহার বিপরীত হইলে অশুভলক্ষণ বলিয়া জানিবে । গমনকালে যে যে নারীর কনিষ্ঠা কিংবা অনামিকাক্ষুণী ভূমি স্পর্শ করে না এবং পাদদ্বয়ের তর্জুনী অক্ষুষ্ঠা হইতে বৃহৎ, সে বৈশ্য হইয়া থাকে । যে সকল রমণীর পিণ্ডিকাদ্বয় জজ্জার উদ্ধভাগে অবস্থিত, জজ্জাদ্বয় শিরাল, রোমশ ও মাংসল, উদর কুণ্ডবৎ, শুভদেশ বামাবর্ত ও কিকিৎ নিয় ; সেই সকল নারী হৃৎখিষ্টাগিনী । ১০১—১১০

যে রমণীর গ্রীবা স্বর্ক, সে ধনহীন ও যাহার গ্রীবা অতিদীর্ঘ, সেই নারী কুলক্ষয়কারিণী ; আর যাহার গ্রীবা বিস্তৃত, সে নিশ্চয়ই প্রচণ্ডা হইয়া থাকে । যে নারীর নয়ন কেকর (ট্যারা), পিঙ্গলবর্ণ, শ্রামলবর্ণ বা চঞ্চল সে নিশ্চয়ই অসভী হয় । যাহার হাস্তকালে গণ্ডদ্বয়ে কূপ দৃষ্ট হয়, সেই রমণী ব্যভিচারিণী হইয়া থাকে । যে নারীর ললাটে লম্বমান রেখা থাকে, তাহার দেবর নষ্ট হয় । কামিনীর-উদরে ঐরূপ রেখা দৃষ্ট হইলে তাহার শস্তর এবং যাহার নিভদ্বয়ে উচ্চরূপ রেখা থাকে, তাহার পতি বিনষ্ট হয় । যে স্ত্রীর অধরে রোম দৃষ্ট হয়, সে কদাপি স্বামীর সুখবর্জন করিতে পারে না । জ্ঞাদিগের স্তনদ্বয় রোমযুক্ত হইলে তাহা

করালা বিষয়া দন্তাঃ ক্লেশায় চ ভয়ায় চ ।

চৌর্যায় কৃষ্ণমাংসান্চ দীর্ঘা ভর্জুশ্চ যুতাবে । ১১৫

অবাদকটপহৈশ্চ বৃককাকাদিসন্নিভৈঃ । শিরালৈবিষমৈঃ কৈকৈবিশ্বহীনা ভবন্তি হি ।

সমুন্নতোত্তরোষ্ঠী য়া কলহে কৃষ্ণভাষিণী । ১১৬

স্ত্রীষু দোষা বিরূপাসু যত্রাকারো গুণাস্ততঃ ।

নরস্ত্রীলক্ষণং প্রোক্তং বাক্যে তু জ্ঞানদায়কম্ । ১১৭

ইতি শ্রীগুরুভে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে নরস্ত্রীলক্ষণং নাম পঞ্চষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ । ৬৫ ।

ষট্‌ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ

হারিকৃষাচ ।

নির্লক্ষণা শুভা শ্যচ্চ চক্রাঙ্কিত-শিলাচর্চনাং । আদৌ সুদর্শনো মূর্ত্তি-লক্ষ্মীনারায়ণঃ পরঃ । ১

ত্রিচক্রোহসাবহুতঃ শ্যচ্চ হৃৎকৃষ্ণহৃদুদঃ । বাসুদেবশ্চ প্রহায়ন্ততঃ সঙ্কর্ষণঃ শ্বতঃ । ২

অন্তর্ভুক্তি বসিয়া জ্ঞানবে ; আর কর্ণবদন বিষম হইলে সেই স্ত্রীকে অন্তঃলক্ষণা জানিয়া পরিহার করিবে । যে স্ত্রীর দন্ত করালা ও বিষম সে যাবজ্জীবন ক্লেশভাগিনী হয় । যাহার দন্তমাংস কৃষ্ণবর্ণ, সে চৌর্য্যবৃত্তি আশ্রয় করে । যাহার দন্ত দীর্ঘ সে রমণী পতিঘাতিনী হয় । হস্ত রাক্ষস, ত্র্যায় অথবা কাকাদির হস্তের ন্যায়, শিরাবিশিষ্ট, বিষম ও শুষ্ক তাহারা নির্জন হয় । যে স্ত্রীর উত্তরোষ্ঠ সমুন্নত, সে সর্বনাশ লোকের সহিত কলহ করিয়া কৃষ্ণবাক্য প্রয়োগ করে । যে সকল নারীর আকার কুৎসিত, তাহানিগের স্বভাবেও অনেক দোষ থাকে ; আর যাহানিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল মূলক্ষণাক্রান্ত তাহানিগের চরিত্রও বিকৃত জানিবে । “গুণসকল রূপের অনুগামী” এই মহাবাক্য প্রসিদ্ধ আছে । এই নর-স্ত্রী-লক্ষণ কথিত হইল ; এই সকল লক্ষণ পরিজ্ঞাত থাকিলে মনুষ্যের পরচরিত্র বিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মে । ১১২—১১৭

শ্রীগুরুভে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে নরস্ত্রীলক্ষণ নামক পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়ঃ । ৬৫ ।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়

হরি কহিলেন,—যদি কোন স্ত্রীর শরীরলক্ষণ অতিশয় নিন্দিত হয়, তাহা হইলে শাল-গ্রামশিলোপরি বিষ্ণুর অর্চনা করিলে শুভফল হইয়া থাকে । সুদর্শন, লক্ষ্মীনারায়ণ, ত্রিচক্র,

১। ভবন্তি তে ।

পুরুষোত্তমশ্চাষ্টমঃ স্যাদববৃহো দশাষ্টকঃ । একাদশোহনিক্রকঃ স্তাদাদশো দ্বাদশাষ্টকঃ ॥ ৩
 অস্ত উক্তমনন্তঃ স্যাজ্জক্রে রেখাদিকৈঃ ক্রমাৎ । সুদর্শনা লক্ষিতাশ্চ পূজিতাঃ সর্বকামদাঃ ॥ ৪
 শালগ্রামশিলা যত্র দেবো দ্বারাবতীভবঃ । উভয়োঃ সঙ্গমো যত্র তত্র মুক্তির্ন সংশয়ঃ ॥ ৫
 শালগ্রামে দ্বারকা চ নৈমিষং পুষ্করং গয়া । বারাণসী প্রয়াগঞ্চ কুরুক্ষেত্রঞ্চ শূকরম্ ॥ ৬
 পদ্মা চ নর্মদা গোদা চম্পভাগা সরসভী । শ্রীক্ষেত্রঞ্চ মহাকাল-স্তীর্থান্বেতানি শঙ্কর ।
 সর্বপাপহরণো য় ভুক্তিমুক্তিপ্রদানি বৈ ॥ ৭

প্রভবো বিভবঃ শুক্রঃ প্রমোদোহথ প্রজাপতিঃ । অশ্বিরাঃ শ্রীমুখো ভাবী পুষা ধাতা তথৈব চ ॥ ৮
 ঈশ্বরো বহুধাশ্চ প্রমাথী বিক্রমো বৃষঃ । চিত্তভানুঃ সুভানুশ্চ দারুণঃ পার্থিবোহব্যয়ঃ ॥ ৯
 সর্বজিৎ সর্বধারী চ বিরোধী বিকৃতঃ খরঃ ॥ নন্দনো বিজয়শ্চৈব জয়ো মন্যথঃশূৰ্থো ॥ ১০
 হেমলম্বো বিলম্বশ্চ বিকারী শর্করী প্লবঃ । শুভকৃচ্ছোভনঃ ক্রোধো বিশ্বাবসুঃ পরাভবঃ ॥ ১১
 প্লবঙ্গঃ কীলকঃ সৌম্যঃ সাধারণ-বিরোধকৃৎ । পরিধাবো^১ প্রমাদী চ আনন্দো রাক্ষসো নলঃ ॥ ১২
 পিজলঃ কামসিদ্ধার্থী^২ হৃদ্যতিঃ সুমতিস্তথা । হৃদুস্তী রুধিরোদগারী রক্তাকঃ ক্রোধনোহক্ষয়ঃ ।
 শোভনশোভনা জেয়া নায়ৈবৈতে হি বৎসরাঃ ॥ ১৩

অচ্যুত, চতুশ্চক্র, চতুর্ভুজ, বাসুদেব, প্রহ্লাদ, সর্কষণ, পুরুষোত্তম একস্থানে এই দশ চক্র সমাবেশিত হইলে নববৃহ হয় । একাদশ অনিক্রক, দ্বাদশ দ্বাদশাষ্টক চক্র ও ত্রয়োদশ অনন্তচক্র । রেখাদি লক্ষণদ্বারা চক্রসকল নির্ণীত হইয়া থাকে । উক্ত চক্রসকল বিলোকন করত অর্চনা করিলে সর্বকামনা পরিপূর্ণ হয় । যে স্থানে শালগ্রামশিলা ও দ্বারকাশিলা এতদ্ব্যতয়ের সঙ্গম হয়, সেই স্থান মহাতীর্থ, সেই সেই মহাতীর্থে মনুষ্যের নিশ্চয় মুক্তিলাভ হইয়া থাকে । হে শিব ! শালগ্রাম, দ্বারকা, নৈমিষ, পুষ্কর, গয়া, বারাণসী, প্রয়াগ, কুরুক্ষেত্র, শূকরগঙ্গা, নর্মদা, গোদা, চম্পভাগা, সরসভী, শ্রীক্ষেত্র ও মহাকাল এই সকল স্থান পুণ্যতীর্থ । উক্ত পুণ্যতীর্থ দর্শন করিলে সর্ববিধ পাপ নষ্ট হয় এবং ভুক্তি ও মুক্তি লাভ হইয়া থাকে । ১—৭

অনন্তর বর্ষনাম কথিত হইতেছে । প্রভব, বিভব, শুক্র, প্রমোদ, প্রজাপতি, অশ্বিরাঃ, শ্রীমুখ, ভাব, পুষা, ধাতা, ঈশ্বর, বহুধাশ্চ, প্রমাথী, বিক্রম, বৃষ, চিত্তভানু, ভানু, দারুণ, পার্থিব, ব্যয়, সর্বজিৎ, সর্বধারী, বিরোধী, বিকৃত, খর, নন্দন, বিজয়, জয়, মন্যথ, শূৰ্থ, হেমলম্ব, বিলম্ব, বিকারী, শর্কর, প্লব, শুভকৃৎ, শোভন, ক্রোধ, বিশ্বাবসু, পরাভব, প্লবঙ্গ, কীলক, সৌম্য, সাধারণ, বিরোধকৃৎ, পরিধারী, প্রমাদী, আনন্দ, রাক্ষস, নল, পিজল, কাল, সিদ্ধার্থ, রোজ, হৃদ্যতি, হৃদুস্তি, রুধিরোদগারী, রক্তাক, ক্রোধন এবং অক্ষয় এই সকল নামে বর্ষসকল খ্যাত হয় । নামানুসারে উক্ত বর্ষসমূহের শুভাশুভ ফল নির্ণীত হইয়া থাকে । ৮—১৩

১। পুরুষোত্তমো । ২। পার্থিবো ব্যয়ঃ । ৩। খরঃ । ৪। পরিধারী ।

৫। কামসিদ্ধার্থী ।

কালং বক্ষ্যামি সংসিদ্ধ্যৈ কুঙ্গ পঞ্চমরোদয়াং । রাজা সাজা উদাসা চ পীড়া যুত্যান্তথৈব চ ॥ ১৪

আ ই উ ঐ ও স্বরানি চ লিখ্যে পঞ্চাঙ্গিকোষ্ঠকে ।

উর্দ্ধতির্ঘাগ্নতৈ রেথৈঃ ষড়্‌বহ্নিক্রমমাগতৈঃ ॥ ১৫

তিথী একাঙ্গিকোষ্ঠেষু জ্যো রাজাথ সাজয়াঃ ।

উদাসপীড়ায়ুত্যাশ্চ কুঙ্গঃ সোমসুতঃ ক্রমাং ॥ ১৬

কুঙ্গতক্রশনৈশ্চরা রবিচন্দ্রৌ যথোদিতম্ । রেবত্যাশ্চ শিবান্তাশ্চ ঋক্ষে চ প্রথমা কলা ॥ ১৭

পঞ্চ পঞ্চাঙ্গত্র ভানি চৈত্রান্ত উদয়স্তথা । ধানশাহো দ্বিমাসৈশ্চ নাস্ত্র আদ্যক্ষরং তথা ॥ ১৮

কলালিঙ্গা চ যা তিষ্ঠেৎ পঞ্চমস্তস্য বৈ যুতিঃ । কলাতিথিস্তথা বারো নক্ষত্রং মাসমেব চ ।

নামোদয়স্য পূর্বকং তথা ভবতি নাস্তথা ॥ ১৯

ও ক্ষৌঃ শিবায় নমঃ ॥ ২০

কামান্যজং শিরসি ক্ষাংঃ বিষগ্রহমতেহর । ত্রৈলোক্যমোহনং বীজং নৃসিংহস্ত তু পদ্মপদ্ম ॥ ২১

হে শঙ্কর । লোকের শুভাভুত নির্ণয়ার্থ পঞ্চমবার উদয়কাল নিরূপিত হইতেছে । রাজা; সাজা, উদাসা, পীড়া ও যুত্যা—পঞ্চমবার এই পঞ্চ নাম নির্দিষ্ট আছে । আ, ই, উ, ঐ, ও এই পাঁচটি স্বর লইয়া এই পঞ্চমবারমতে গণনা করিবে । উর্দ্ধে ছয় রেখা এবং তির্ঘাগ্নভাবে চারিটি রেখা অঙ্কিত করিয়া পঞ্চদশ কোষ্ঠীয় বিভক্ত একটি চক্র অঙ্কিত করিবে । তাহাতে আ, ই, উ, ঐ, ও, এই পঞ্চম্বর ; রাজা-সাজাদি পাঁচ নাম ; নন্দা, উদ্রা, জয়া, রিক্তা, পূর্ণা এই সকল তিথি ; আর মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রবি, সোম এই সকল বার লিখিবে । অ-স্বরে রেবতী হইতে আর্দ্রা পর্যন্ত সাত নক্ষত্র, ই-স্বরে পুনর্বসু হইতে উত্তরঃ ফল্গুনী পর্যন্ত পাঁচ নক্ষত্র, উ-স্বরে উত্তরফল্গুনী হইতে বিশাখা পর্যন্ত পাঁচ নক্ষত্র, এ-স্বরে অনুরাধা হইতে উত্তরাষাঢ়া পর্যন্ত পাঁচ নক্ষত্র আর ও-স্বরে জ্ববা হইতে উত্তরভাদ্রপদ পর্যন্ত পাঁচ নক্ষত্র অঙ্কিত করিবে । ১৪ ১৭

চৈত্রমাস হইতে দুই মাস বার দিন করিয়া এক এক স্বরের উদয় হয় । অ স্বরে—খা, কা, ছা, ডা, বা, ভা, বা ; ই স্বরে—ই, খি, জি, টি, নি, মি, শি ; উ স্বরে—উ, ও, য়, তু; পু, য়, য় ; এ স্বরে—এ, ঘে, টে, থে, কে, রে, সে ; ও স্বরে—ও, চো, ঠো, দো, বো, লো; হো ; এই প্রকারে বর্ষ বিঘাস করিয়া নামের আদ্যক্ষর অনুসারে স্বর নির্ণয় করিবে । ইহার পাঁচ প্রকার স্বরনির্ণয় করিয়া শুভাভুত গণনা নির্ণয় করিবে । যাহার নামের আদি বর্ণ যে কোষ্ঠাতে দৃষ্ট হইবে, সেই কোষ্ঠার লিখিত মাস বার তিথি নক্ষত্রাদিতে শুভাভুত ফল নিশ্চয় করিবে । রাজ্যস্বরে বিজয়, সাজা-স্বরে লাভ, উদাসা-স্বরে কার্যসিদ্ধি, পীড়া-স্বরে রোগ এবং যুত্যা-স্বরে যুত্যা হইয়া থাকে । ও ক্ষৌঃ শিবায় নমঃ, এই মন্ত্র তুর্দ্ধপক্ষে

১ । কামান্যজশিবামীক্ষা ।

যত্যাঙ্করো গণো লক্ষী রোচনামৈন্দ্র লেখিতাঃ ।

ভূর্জো তু ধারিতাঃ কণ্ঠে বাহৌ চেতি জম্বাদিপাঃ । ২২

ইতি শ্রীগরুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে জ্যোতিঃশাস্ত্রং নাম যট্টযজ্ঞিতমোহধ্যায়ঃ । ৬৬ ।

সপ্তযজ্ঞিতমোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

হরঃ ক্রত্বা হরো গৌরীং দেহস্থং জ্ঞানমববৌৎ ।

কুজো বহ্নী রবিঃ পৃথ্বী শৌরিরাপঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ । ১

বায়ুসংহঃ স্থিতো রাহর্দক্ষরজ্জাযভাসকঃ । শুক্রঃ শুক্রতথা সৌম্য-শল্লশ্চৈব চতুর্থকঃ । ২

বামনাজ্যাস্ত মধ্যস্থান্ কারয়েদাশ্বনস্তথা । যদা চার ইড়াযুক্তস্তদা কর্ণ সমাচরেৎ । ৩

স্থানসেবাং তথা ধ্যানং বাণিজ্যং রাজদর্শনম্ । অশ্বানি শুভকর্মানি কারয়েত প্রযত্নতঃ । ৪

দক্ষনাড়ীপ্রবাহে তু শনির্ভৌমশ্চ সৈংহিকঃ । ইনশ্চৈব তথাপোব পাপানামুদয়ো ভবেৎ । ৫

শুভাশুভবিবেকো হি জায়তে তু স্বরোদয়াৎ । ৬

গোরোচনা দ্বারা লিখিয়া বাহুতে কিংবা কণ্ঠে ধারণ করিলে সর্বস্থানে বিজয়লাভ হয় ।

অথবা ঐরূপে নৃসিংহবীজ ধারণ করিলে ত্রিভুবন মোহিত করিতে পারে । ১৮-২২

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে জ্যোতিঃশাস্ত্র নামক যট্টযজ্ঞিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৬ ।

সপ্তযজ্ঞিতম অধ্যায়

সূত কহিলেন, মহাদেব হরির নিকট যে দেহনির্ণায়ক স্বরোদয়শাস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি তাহা পার্শ্বভীকে বলিতে লাগিলেন । পিকলা নাড়ীতে (দক্ষিণ নাসিকাতে) শ্বাস-বহনকালে মঙ্গল অগ্নিতত্ত্বের অধিপতি, সূর্য পৃথিবীতত্ত্বের অধিপতি, শনি জলতত্ত্বের অধিপতি এবং রাহু বায়ুতত্ত্বের অধিপতি হয় । ইড়া নাড়ীতে (বামনাসিকাতে) শ্বাসবহন-কালে বৃহস্পতি, শুক্র, বুধ ও চন্দ্র এই চারি গ্রহ যথাক্রমে উক্ত চারি তত্ত্বের অধিপতি হইয়া থাকে । যখন ইড়া নাড়ীতে (বামনাসাপুটে) শ্বাস প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন স্থানসেবা (ভীর্ষমাজাদি), ধ্যান, বাণিজ্য, রাজদর্শন ও অশ্বাশু শুভকর্ম্ম অতি যত্নের সহিত করিবে । পিকলানাড়ীতে (দক্ষিণনাসাপুটে) শ্বাস প্রবহনকালে শনি, মঙ্গল, রাহু ও সূর্য এই চারি পাপগ্রহের উদয় হইয়া থাকে । এই স্বরোদয় শাস্ত্র শিখা করিলে, সমুদয় শুভ কর্ম্মের জ্ঞান জন্মে । শুভগ্রহ শুভকার্য্যের ফল প্রদান করে । এ নিমিত্ত শুভকার্য্য করিতে হইলে, যখন

দেহমধ্যে স্থিতা নাড়ীয়া বহুরূপাঃ সুবিস্তরাঃ । নাড়েরধন্তাদ্ যঃ কন্দ' অমুরাত্তজ নির্গতাঃ । ৭
বিসপ্ততিসহস্রাণি নাড়িমধ্যে ব্যবস্থিতাঃ । চক্রবচ্ স্থিতাস্তান্ত সর্বাঃ প্রাণহরাঃ শ্বতাঃ । ৮
তাসাং মধ্যে জয়ঃ শ্রেষ্ঠা বাম-দক্ষিণ-মধ্যমাঃ । ৯

বামা সোমাদিক্য প্রোক্তা দক্ষিণা রবিসম্ভিতা ।

মধ্যমা চ ভবেদগ্নিঃ ফলভ্যাং কালরূপিনী । ১০

বামা হৃদয়রূপা চ জগদাণ্যায়নে স্থিতা । দক্ষিণা রৌদ্রভাগেন জগদ্ধোময়তে সদা । ১১

জ্যোত্বাহে তু শ্বতাঃ স্তাং সর্ষকার্যাবিনাশিনী ।

নির্গমে তু ভবেদ্বামা প্রবেশে দক্ষিণা শ্বতা । ১২

ইড়াচারে তথা সোম্য চন্দ্রসূর্য্যগতস্তথা । কারয়েৎ কুরকর্ম্মাণি প্রাণে পিত্তলসংস্থিতে । ১৩

যাজ্ঞায়াং সর্ষকার্যেযু বিষাপহরণে ইড়া ।

ভোজনে মৈথুনে যুদ্ধে পিত্তলা সিদ্ধিদায়িকা । ১৪

উচ্চাটমারণান্তেষু কর্ম্মস্বৈতেষু পিত্তলা । মৈথুনে চৈব সংগ্রামে ভোজনে সিদ্ধিদায়িকা । ১৫

শোভনেষু চ কার্যেযু যাজ্ঞায়াং বিষকর্ম্মণি ।

শান্তিমুক্ত্যর্থসিদ্ধৌ চ ইড়া যোজ্যা নরাধিপৈঃ । ১৬

বামনাসাতে শ্বাস প্রবাহিত হইবে তখন করিবে ; আর অণ্ডকর্ষ্য করিতে হইলে, যখন দক্ষিণনাসাতে শ্বাস বহন হইবে, তখন করিবে । শরীরের মধ্যে বিবিধ আকারে অনেকগুলি সুবিস্তৃত নাড়ী আছে । এই সকল নাড়ী নাড়ির নিয়ে মূলকন্দ (মূলধার) হইতে নির্গত হইয়াছে । সর্ষসমেত নাড়ীর সংখ্যা বাহ্যন্তর হাজার । ইহারা বক্রবৎ অবস্থিতি করিতেছে । এই সকল নাড়ীর মধ্যে বাম (ইড়া), দক্ষিণ (পিত্তলা) ও মধ্যম (সূর্য্য) এই তিনটি নাড়ীই প্রধান । ইড়া নাড়ী চন্দ্র, পিত্তলা সূর্য্য ও সূর্য্য অগ্নি তুল্য । এই সূর্য্য নাড়ীই কালরূপিনী । ১-১০

বামদিকের নাড়ী সূর্য্যস্বরূপা ; জগতের তৃপ্তি সাধনই ইহার কার্য্য । দক্ষিণদিকের নাড়ীতে পিত্তলা শ্বাস বহনকালে মহাতাপ প্রকাশ পায় ; জগতের শোষণ করাই ইহার কার্য্য । আর উভয় নাসাপুটে (সূর্য্যতে) শ্বাসবহনকালে শ্বতা এবং সর্ষকর্ম্ম ধ্বংস হয় । পিত্তলানাড়ীতে (দক্ষিণনাসাবহনকালে) কুরকর্ম্মসকল করিবে । আর ইড়ানাড়ীতে (বামনাসাবহনসময়ে) শুভ কার্য্যসকল করিবে, তাহাতে শুভ ফল হইবে । ইড়ানাড়ীতে (বামনাসাবহনকালে) যাজ্ঞা ও বিষহরণ, আর পিত্তলাতে (দক্ষিণনাসাবহনকালে) ভোজন, যুদ্ধ, শৃঙ্গার ইত্যাদি কার্য্য করিবে । পিত্তলানাড়ীতে বায়ুবহনকালে উচ্চাটন, মারণ, মৈথুন, সংগ্রাম প্রভৃতি কর্ম্ম করিলে, সিদ্ধি হইবে । ইড়ানাড়ীতে (বামনাসাবহনকালে) শুভকাযা, যাজ্ঞা, বিষপ্রয়োগ, শান্তিকার্য্য, মুক্তি এবং অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্ম করিলে শুভদায়ক

দ্বাদশাষ্টকং প্রবাহে চ কুরসৌম্যবিবৰ্জনে । বিম্বং তন্ত জানীয়াৎ সংস্রবৎ তু বিচক্ষণঃ ॥ ১৭
সৌম্যাদি-শুভকার্যেষু লাভাদি-জয়জীবিতে । গমনাগমনে চৈব বাম্য সৰ্বত্র পূজিতা ॥ ১৮
যুদ্ধাভিভোজনে' বাতে ত্রীশাষ্টকং তু সঙ্গমে । প্রশস্তা দক্ষিণা নাড়ী প্রবেশে ক্ষুদ্রকৰ্ম্মণি ॥ ১৯

শুভাশুভানি কার্য্যানি লাভালাভৌ জয়াজয়ো ।

জীবৌ জীবায় যৎ পূচ্ছেৎ ন সিধ্যতি চ মধ্যমা ॥ ২০

বামাচারেহথবা দক্ষে প্রত্যয়ে যত্র নায়কঃ । তত্রহঃ পূচ্ছেৎ যন্ত তত্র সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ ॥ ২১
বৈচ্ছন্দ্যে বামদেবন্ত যদা বহতি চান্মনি । তত্র ভাগে হিতঃ পূচ্ছেৎ সিদ্ধির্ভবতি নিশ্ফলা ॥ ২২
বামে বা দক্ষিণে বাপি যত্র সংক্রমতে লিবা ।

ঘোরে ঘোরানি কার্য্যানি সৌম্যে বৈ মধ্যমানি চ ॥ ২৩

প্রস্থিতে ভাগভৌ হংসে দ্বাদশং বৈ সৰ্ব্ববাহিনি ।

তদা যুজ্যং বিজানীয়াৎ যোগী যোগবিশারদঃ ॥ ২৪

যত্র যত্র হিতঃ পূচ্ছে-দ্বামদক্ষিণসম্মুখঃ । তত্র তত্র সমং দিক্কাহাতকোদয়নং সদা ॥ ২৫
অগ্নভৌ বামিকা প্রেষ্ঠা পৃষ্ঠভৌ দক্ষিণা শুভা । বামেন বামিকা প্রোক্তা দক্ষিণে দক্ষিণা শুভা ॥ ২৬
জীবৌ জীবতি জীবেন যচ্ছৃণুং স যত্রো ভবেৎ ॥ ২৭
যৎ কিক্রিৎ কার্য্যমুদ্ভিষ্টং জয়ানিশুভলক্ষণম্ । তৎ সৰ্বং পূর্ণনাভ্যাস্ত জারতে নির্বিকল্পতঃ ॥ ২৮

হইবে । সুমুগ্ধা নাড়ীতে (উভয়নাসাবহনকালে) শুভ কিংবা অশুভ কোন কার্য্যই করিবে না ; বিচক্ষণ ব্যক্তি সুমুগ্ধা-নাড়ী-বহনকালে সৰ্ব্বকার্য্যই পরিহার করিবে । লাভ, বিজয়, শুভ, আয়ুজরকার্য্য, গমন, আগমন ইত্যাদি বিষয়ে ইড়ানাড়ীই প্রশস্ত । যুদ্ধ, ভোজন, গ্রহণ, ত্রীসঙ্গম, প্রবেশ, ক্ষুদ্রকার্য্য (যাদুকরণ প্রভৃতি) দক্ষিণনাসিকা-বহনকালে করিলে, সুসিদ্ধ হইবে । সুমুগ্ধানাড়ী বহনকালে শুভ ও অশুভ যে কোন কার্য্য, লাভ, অলাভ, জয়, পরাজয়, ইত্যাদি সিদ্ধ হয় না ; আর জীবসম্বন্ধীয় প্রশ্নেরও শুভ হয় না । বামনাসাতে অথবা দক্ষিণনাসাতে শ্বাস-প্রবেশসময়ে যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রশ্ন করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে কার্য্য সুসিদ্ধ হইবে । ইহার বিপরীতে, অর্থাৎ শ্বাস নির্গমকালে ও যে নাসাতে শ্বাসবহন হয়, সেই দিক্ হইতে কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করিলে, তাহা নিফল হইবে । ১১-২২

বাম নাসা অথবা দক্ষিণনাসাতে বায়ুবহনকালে বিবেচনা সহকারে কুরের উপরে কুরকার্য্য এবং শুভের উপরে শুভকার্য্য করিবে । আর সুমুগ্ধার বহনে যুজ্য হইয়া থাকে, ইহা যোগবিশারদ যোগিব্যক্তি জ্ঞাত আছেন । প্রশ্নকর্ত্তা বাম, দক্ষিণ কিংবা সম্মুখে অবস্থিত হইয়া যখন প্রশ্ন করিবে, তখন কোন নাড়ীতে বায়ুর বহন হইতেছে, বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবে । যদি বামনাসা বহনকালে সম্মুখ বা বামদিক্ হইতে আর দক্ষিণনাসা-বহনকালে পশ্চাত্তাপ বা দক্ষিণদিক্ হইতে প্রশ্ন হয়, তাহা হইলে শুভ হইবে । পূর্ণনাড়ী বহনকালে জয়াদি শুভ কার্য্য

১ । যুদ্ধাদৌ ভোজনে ।

অগ্ন্যাদিপৰ্য্যন্তং পক্ষত্রয়মুদাহৃতম্ । যাবৎ বতীক পূজ্যন্তাং পূর্ণ্যন্তাং প্রথমো জয়েৎ ।

বিত্ত্যন্তাং দ্বিতীয়ন্ত কথয়েৎ তদলঙ্কিতঃ ॥ ২৯

বামাচারসমো বায়ুর্জায়তে কর্মসিদ্ধিঃ । প্রযুক্তে দক্ষিণে মার্গে বিষমে বিষমাকরম্ ॥ ৩০

অগ্নত্র বামবাহে তু নাম বৈ বিষমাকরম্ । তদাসৌ জয়মাপ্নোতি যোধঃ সংগ্রামমধ্যতঃ ॥ ৩১

দক্ষবাতপ্রবাহে তু যদি নাম সমাকরম্ । জায়তে নাত্র সন্দেহো নাভীমধ্যে তু লক্ষয়েৎ ॥ ৩২

পিঙ্গলাভর্গতে প্রাণে শমনীয়াহবং জয়েৎ । যাবন্নাভ্যোদয়ং চারন্তাং দিশং যাবদাপরয়েৎ ।

ন দাতুং জায়তে সোহপি নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥ ৩৩

অথ সংগ্রামমধ্যে তু যত্র নাভী সদা বহেৎ । সা দিশা জয়মাপ্নোতি যুদ্ধে ভজং যিনির্দিশেৎ ॥ ৩৪

জাতচারে জয়ং বিন্যাস্তৃতকে যুতমাদিশেৎ । জয়ং পরাজয়কৈব যো জানাতি স পত্তিঃ ॥ ৩৫

বামে বা দক্ষিণে বাপি যত্র সঙ্করন্তে লিবম্ । কৃদ্ধা তৎ পানমাদৌ তু যাত্রা সন্ততশোভনা ॥ ৩৬

লমিসূর্য্যপ্রবাহে তু সতি যুদ্ধং সমাচরেৎ । তত্রস্থঃ পৃচ্ছতে যন্ত স সাধুর্জয়তে ঋবম্ ॥ ৩৭

উদ্দেশ্য করিয়া প্রশ্ন কিরূপ কার্য্য করিলে, নিঃসন্দেহ সফল হইবে । পূর্ণা কিংবা বিত্ত্য নাভীতে প্রায় হইলে উক্ত জয়াদি শুভকার্য্য সম্পন্ন হইবার পক্ষে তিন পক্ষ পর্য্যন্ত সময় স্বরোদয়শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে । নাসাপুট স্বরপূর্ণ থাকিলে, তাহাকে পূর্ণা নাভী এবং শ্বাসশূন্য থাকিলে বিত্ত্য নাভী কহে । পূর্ণানাভীর হৃদভাগ শ্বাসপূর্ণ এবং দলভাগ শ্বাসশূন্য হইয়াছে, এমন সময়ে জয়াদি প্রশ্ন হইলে, ঐ পক্ষত্রয়ের প্রথমভাগেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে, আর বিত্ত্যানাভীর সময়ে ঐক্লপ প্রশ্ন হইলে পক্ষত্রয়ের শেষভাগে কার্য্যসিদ্ধি হইবে, জানা যায় । বামনাসা-বহনকালে প্রায়-অক্ষর গণনার যদি যুগ্ম হয়, তাহা হইলে কর্মসিদ্ধি হইবে । দক্ষিণনাসায় অথবা বামনাসায় বহনসময়ে যদি অযুগ্ম অক্ষরে প্রায় হয়, তাহা হইলে যোদ্ধা যুদ্ধে জয়প্রাপ্ত হইবে । দক্ষিণনাসা বহনকালে যদি প্রায় কিংবা নাম সমান অক্ষরে হয়, তাহা হইলে সন্ধির যোগ্য যুদ্ধও জয় হইবে । প্রথমে যে দিকের নাসাপুটে স্বরের উদয় হয়, ঠিক সেই সময়ে সেই দিকে অবস্থিত হইয়া জয়াদি প্রশ্ন করিলে, সে যুদ্ধে অবশ্য জয় হইবে । সে রাজা কদাপিও বিপকের হস্তে স্বীয় রাজ্য বা আত্মা সমর্পণ করিবে না । ২৩-৩৩

যুদ্ধপ্রশ্নসময়ে যে দিকের নাভী প্রবাহিত থাকিবে ; সেই দিকেই জয় হইবে, আর তাহার অন্তরিকে যুদ্ধ ভঙ্গ বুঝাইবে । ইড়া বা পিঙ্গলা, যে কোন নাভীতে বায়ু বহমান থাকিলে, প্রাণের উল্লিখিত মতে জয় এবং সুসূক্ষ্মা নাভী বহমান থাকিলে যুত্ব বুঝাইবে । যে ব্যক্তি এই জয়পরাজয়বিবরণ জ্ঞাত আছেন, তিনিই পত্তিত । যাত্রাকালে বাম অথবা দক্ষিণ, যে নাসাতে বায়ু বহিবে সেই দিকের পা অগ্রে ফেলিয়া যদি কোন ব্যক্তি গমন করে, তাহা হইলে অবশ্য শুভ হইবে । ইড়া বা পিঙ্গলানাভীতে বায়ু বহনসময়ে যুদ্ধ করিবে, আর যে যে নাসাতে বায়ুবহন হইবে সেই দিকে থাকিয়া প্রশ্ন করিলে সেইদিকের জয় হইবে । যে নাসাতে বায়ু প্রবাহিত হইবে, সেই দিকে স্থিত হইয়া যদি কেহ প্রশ্ন করে, তাহা হইলে যদি

বাং দিশং বহন্তে বায়ুভ্যাং দিশং বাবদাজয়েৎ । অবন্তে নাত্র সন্নেহ ইন্দ্রো যদগ্রতঃ স্থিতঃ ॥৩৮
 মেঘাদ্যা দশ যা নাভ্যো দক্ষিণা বায়সংস্থিতাঃ । চরস্থিরস্থিয়ার্গে তা-স্তাদৃশে তাদৃশঃ ক্রমাৎ ॥৩৯
 নির্গমে নির্গমং যান্তি সংগ্রহে সংগ্রহং বিহুঃ । প্রচ্ছকস্য বচঃ ক্ষুদ্রা ঘর্টাকারেণ লক্ষয়েৎ ॥ ৪০
 বামে বা দক্ষিণে বাপি পঞ্চতত্ত্বস্থিতঃ শিবে । উর্দ্ধেহগ্নিরথ আপন্ন তির্ধ্যাক্ সংস্থঃ প্রভঞ্জনঃ ।
 মধ্যে তু পৃথিবী কোয়া নভঃ সর্বত্র সর্বদা ॥ ৪১

উর্দ্ধে যুত্বারথঃ শান্তিঃ^১ তির্ধ্যাক্ চোচ্চাটয়েৎ সুধীঃ ।

মধ্যে শুভং বিজানীষাৎশোকঃ সর্বত্র সর্বদে ॥ ৪২

ইতি জীগাক্ষুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে পবনবিজয়াদিনীম সপ্তষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৭ ॥

ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ হয়, তাহাতেও নিঃসন্দেহ জয় বুঝাইবে। বাম এবং দক্ষিণদিকের দশটি নাভীতে মেঘ-আদি রাশি ও তাহাদের চর, স্থির ও ঘাতক সংজ্ঞাদি বিচার করিয়া প্রথের ফলাফল বলিবে। বাসনির্গমসময়ে প্রথ হইলে সেই প্রথের অন্তত এবং বাস প্রবেশকালে প্রথ হইলে সেই প্রথের শুভ জানা যাইবে। বাম এবং দক্ষিণ, উত্তর নাসিকাতেই পঞ্চ তত্ত্ব উদ্ভিত হইয়া থাকে। যখন নাসাপুটের উর্দ্ধদেশ স্পর্শ করিয়া বাস প্রবাহিত হয় তখন অগ্নিতত্ত্বের উদয়, নাসাপুটের নিম্নদেশ স্পর্শ করিয়া বহিলে জলতত্ত্ব, পার্শ্বদেশ স্পর্শ করিয়া বহিলে বায়ুতত্ত্ব, মধ্যস্থান দিয়া বহিলে পৃথিবীতত্ত্ব এবং সর্বত্র স্পর্শ করিয়া ঘূর্ণিত হইয়া বহিলে, আকাশতত্ত্বের উদয় বুঝিবে। অগ্নিতত্ত্বের উদয়ে মারণ, জলতত্ত্বের উদয়ে শান্তি, বায়ুতত্ত্বের উদয়ে উচ্চাটন, পৃথিবীতত্ত্বের উদয়ে শুভন ও আকাশতত্ত্বের উদয়ে মোক্ষ, এই সমস্ত কার্য্য করিবে। ৩৪-৪২

জীগাক্ষুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে পবনবিজয় নামক সপ্তষষ্ঠিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৭ ॥

অষ্টষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

পরীক্ষাং বচু মি রত্নানাং বলো নামাসুরোহভবৎ ।

ইন্দ্রাদ্যা নির্জিতান্তেন নিজেতুং তৈর্ন শক্যতে ॥ ১

বরব্যাঞ্জেন পশুতাং যাচিতঃ স সূরৈর্মধে । বলো দদৌ স্বপশুতামভিসম্বো যথৈ হতঃ ॥ ২

পশুবৎ প্রাবিশৎ স্তম্ভে স্ববাকাশনিযন্ত্রিতঃ ।

বলো লোকোপকারায় দেবানাং হিতকাম্যয়া ॥ ৩

ভৃশ সর্কবিভক্তস্য বিভক্তেন চ কর্শণা । কান্সস্তাবয়বাঃ সর্কৈ রত্নবীজত্বমায়বুঃ ॥ ৪

দেবানামথ যক্ষাণাং সিদ্ধানাং পবনালিনাম্ । রত্নবীজময়ং গ্রাহঃ সূমহানভবৎ তদা ॥ ৫

তেবাস্ত পততাং বেগাদ্রিমানেন বিহায়সা । যদ্যৎ পশাত রত্নানাং বীজং কচন কিঞ্চন ॥ ৬

মহোদধৌ সরিতি বা পর্কতে কাননেচপি বা । ভক্তদাকরতাং যাতং স্থানমাধেয়গৌরবাৎ ॥ ৭

তেষু রক্ষো-বিষ-ব্যাল-ব্যাধিগ্নান্ভুগহানি চ । প্রাহুর্ভবন্তি রত্নানি তথৈব বিভূতানি চ ॥ ৮

বজ্রঞ্চ যুক্তা যথঃ সপদ্মরাগা মরকতাঃ প্রোক্তাঃ ।

অপি চৈন্দ্রনীলমণিবরবৈদূর্যাশ্চ পুষ্পরাগাশ্চ ॥ ৯

সূত কহিলেন, রত্নসকলের পরীক্ষাপ্রণালী বলিব। পূর্বকালে বলনামক এক অসুর ছিল; সে ইন্দ্রাদিদেবগণকে পরাজিত করিয়াছিল। কেহই সেই বলাসুরকে জয় করিতে পারেন নাই। তখন দেবগণ অশ্রু কোন উপায়ে তাহাকে বিনাশ করিতে না পারিয়া হ্রস্বপূর্বক একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন এবং সেই বলাসুরের নিকট উপস্থিত হইয়া যজ্ঞীয় পশুরূপে বলের শরীর ভিক্ষা করিয়া লইলেন। বলাসুর দেবগণের নিকটে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়া যজ্ঞীয়পশুরূপে দ্বীপশরীর প্রদান করত পশুবৎ স্তম্ভসমীপে গমনপূর্বক দেবতাদিগের হিতসাধনার্থ দ্বীপ শরীর বিসর্জন করিয়া দেবলোকে গমন করিল। এইরূপ উৎকট পুণ্যপ্রভাবে সেই মহাবল পরাক্রান্ত বলাসুরের শরীরের অবয়বসকল রত্নের বীজরূপ হইল। ১-৪

রত্নের উৎকটরূপে উৎপত্তি হওয়াতে দেব, যক্ষ, সিদ্ধ, নাগ প্রভৃতি সকলেরই মহান উপকার সাধিত হইল। দেবগণ বিমানে আরোহণ করত বলাসুরের মৃতদেহ লইয়া আকাশমার্গে গমন করিলেন। তাহাদিগের গমনবেগে ঐ দেহ বিমান হইতে খণ্ড খণ্ড হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইতে লাগিল। বলাসুরের দেহখণ্ড সমুদ্র, নদী, পর্বত, কানন প্রভৃতি যে যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে এক একটি রত্নের আকর হইল। ঐ সমস্ত আকরে বিবিধ রত্ন উৎপন্ন হইতে লাগিল। তাহার মধ্যে কতিপয় রত্ন বিষপীড়াদিনাশক, রাক্ষস-সর্পাদি ভয়নিবারক ও পাপহারক, তবে কতকগুলি নিষ্ঠুর। রত্নগুণাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ

কর্কেতনং সপুলকং রুধিরাখ্যসমযুক্তং তথা ক্ষুটিকম্ ।

বিক্রমমণিশ্চ বজ্রাহুদ্বিষ্টং সংগ্রহে ভজ্ঞতৈঃ । ১০

আকারবর্ণো' প্রথমং ভূপদোষৌ ভংকলং পরীক্ষ্য চ ।

মূল্যকং রত্নকুশলৈ-বিজ্ঞেয়ং সর্বশাস্ত্রাণাম্ । ১১

কুলগ্নেয়পদ্যারভে যানি চোপহতেহহনি । দোষৈস্তানুগমুখ্যভে হীরভে ভূপসম্পদা । ১২

পরীক্ষাপরিত্তদানাং রত্নানাং পৃথিবীভূজা ।

ধারণং সংগ্রহো বাপি কার্য্যঃ শ্রিয়মভীলভা । ১৩

শাস্ত্রজ্ঞাঃ কুলশাস্ত্রাণি রত্নভাজঃ পরীক্ষকাঃ । ত এব মূল্যমাত্রায় বেত্তারঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ । ১৪

মহাপ্রভাবং বিবুধৈর্ঘন্যায়জ্ঞমুদাহৃতম্ ।

বজ্রপূর্বা পরীক্ষেয়ং ততোহন্যভিঃ প্রকীৰ্ত্ত্যতে । ১৫

ভজ্ঞাহিলেশো নিপতাত যেষু ভুবঃ প্রদেশেষু কথঞ্চিদেব ।

বজ্রাণি বজ্রায়ুধনিজ্জিগীষোভবন্তি নানাকৃতিমন্তি তেষু । ১৬

হৈম-মাতঙ্গ-সৌরাষ্ট্রাঃ পুণ্ড্র-কালিঙ্গ-কোশলাঃ ।

বেগ্নাতটাঃ সসৌবীরা বজ্রশাস্ত্রবিহারকাঃ । ১৭

আভাত্রা হিমশৈলজাশ্চ শশিভা বেগ্নাতটীয়াঃ শ্রুতাঃ,

সৌবীরে হুসিতাজ্জমেঘসদৃশা-স্তাত্রাশ্চ সৌরাষ্ট্রজাঃ ।

কালিজাঃ কনকাবদাত-কুচিরাঃ পীতপ্রভাঃ কোশলে ।

স্তামাঃ পুণ্ড্রভবা মতঙ্গবিষয়ে নাভ্যন্তপীতপ্রভাঃ । ১৮

এ সকল আকার হইতে বজ্র, মুক্তা, মণি, পদ্মরাগ, মরকত, ইন্দ্রনীল, বৈদূর্য্য, পুষ্পরাগ, কর্কেতন, পুলক, রুধির, ক্ষুটিক, প্রবাল প্রভৃতি নানাবিধ রত্ন সংগ্রহ করিতে লাগিলেন । ১০-১০

রত্নশাস্ত্রে পারদর্শী বমুগ্ধ প্রথমতঃ এই সকল রত্নের আকার, বর্ণ, ভূগ, দোষ ও কল পরীক্ষা করত মূল্য নির্ণয় করিবেন । এক্ষণে রত্নপরীক্ষা কথিত হইতেছে । কুলগ্নে ও অন্তত দিনে যে সমস্ত রত্নের উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই সকল রত্ন দোষমুক্ত ও ভূগহীন । শুভাভিলাষী রাজা রত্নের পরীক্ষা করিয়া ধারণ ও সংগ্রহ করিবেন । যাঁহারা মূল্যক পরীক্ষক, তাঁহারা হই রত্নের মূল্যের পরিমাণ করিতে পারেন । যে মণির প্রভা অতি সমৃদ্ধ, তাহাকে পণ্ডিতগণ বজ্র (হীরক) বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । অন্তএব প্রথমতঃ বজ্রপরীক্ষা কথিত হইতেছে । ইন্দ্রবিজয়ী বলাসুরের অগ্নিকণা পৃথিবীর যে যে প্রদেশে পতিত হইয়াছিল, সেই সকল স্থানে বিবিধবর্ণ হীরকের উৎপত্তি হয় । হিমালয়, মাতঙ্গ পর্বত, সুরাষ্ট্র, পুণ্ড্র, কালিঙ্গ, কোশল, বেগ্নাতট ও সৌবীর দেশ, এই অষ্টস্থান হীরকের আকার । হিমগিরিজাত হীরক ইমংতাঙ্গবর্ণ, বেগ্নাতটজাত হীরক শশিপ্রভ, সৌবীরদেশজ হীরক নীলপদ্ম ও মেঘের জার আভাসমান, সুরাষ্ট্রদেশোৎপন্ন হীরক তাম্রবর্ণ, কালিঙ্গদেশজ হীরক সুবর্ণবর্ণ মনোহর

অত্যর্থং লঘু বর্ণভঙ্গ গুণবৎ পার্শ্বেষু সমাক্ সমম্ ।

রেখাবিন্দু-কলঙ্ক-কাকপদক-ক্রাসাদিভি-বজ্জিতম্ ।

লোকেহস্মিন্ পরমাণু-মাত্রমপি যদবজ্জং কচিদ্ভুক্তে ।

ভস্মিন্ দেবসমাত্রয়ো হুবিভক্তং ভীক্ষুগ্র-ধারণং যদি ॥ ১৯

বজ্জেযু বর্ণযুক্ত্যা দেবানামপি বিগ্রহঃ প্রোক্তঃ । বর্ণেভ্যশ্চ বিভাগঃ কার্যো বর্ণাশ্রয়াদেব ॥ ২০

হরিৎ শ্বেতপীতপিঙ্গলাম-ভাস্রাঃ স্বভাবতো রুচিরাঃ ।

হরিবরুণকৃষ্ণহস্তবহ-পিতৃপতিমরুত্যাং স্বকা বর্ণাঃ ॥ ২১

বিপ্রশ্চ শঙ্খকুমুদশ্চটিকাবদাতঃ, শ্যাম্ কজ্জিহ্বশ্চ শশবক্রবিলোচনাতঃ ।

বৈশ্ণবশ্চ কান্তকদলীদলসম্মিকাশঃ, শূদ্রশ্চ ধৌতকরবালসমানদীপ্তিঃ ॥ ২২

যো বজ্রবর্ণো পৃথিবীপতীনাং, সন্তিঃ প্রদীক্ষ্যো ন তু সার্কজল্যো ।

যঃ শ্যাজ্জবাবিক্রমভঙ্গশোণো, যো বা হরিদ্রারসসম্মিকাশঃ ॥ ২৩

ঈশত্বাৎ সার্কবর্ণানাং গুণবৎ সার্কবর্ণিকম্ । কামতো ধারয়েদ্রাজা ন ততোহিহঃ কথঞ্জন ॥ ২৪

অধরোত্তরবৃত্তো হি যাদৃক্ শ্যাম্বর্ণসঙ্করঃ । ভুতঃ কষ্টভরো বজ্রী বর্ণানাং সঙ্করো মতঃ ॥ ২৫

ন চ মার্গবিভাগমাত্রমুত্যা, বিদুষাং বজ্রপরিগ্রহো বিধেয়ঃ ।

গুণবদ্গুণসম্পদাং বিভূতি বিপরীতো ব্যাসনোদয়শ্চ হেতুঃ ॥ ২৬

কান্তিবিশিষ্ট, কোশলদেশীয় হীরক পীতবর্ণ, পুণ্ড্রদেশজ হীরক শ্যামবর্ণ, যন্তজদেশজ হীরক ইবং পীতপ্রভ । যে হীরক অপেক্ষাকৃত লঘু, সমুজ্জল, পার্শ্বদেশে সমান, রেখা-বিন্দু কলঙ্কাদি-চিহ্নবিহীন এবং ক্রাসাদি-মণিদোষবজ্জিত তাদৃশ ভীক্ষুধার হীরক পরমাণু পরিমাণ যে স্থানে দৃষ্ট হয়, সেই স্থানে দেবগণের অধিষ্ঠান নিশ্চয় হইয়া থাকে । হীরকের বর্ণানুসারে দেবাধিষ্ঠান নিশ্চয় করিবে, আর ঐ বর্ণদৃষ্টেই হীরকের জাতি বিভাগ হয় । ১১-২০

হরিবর্ণ হীরকে হরি, শ্বেতবর্ণে বরুণ, পীতবর্ণে ইন্দ্র, পিঙ্গলবর্ণে অগ্নি, শ্যামবর্ণে যম ও ভাস্রবর্ণে হীরকে বায়ুর অধিষ্ঠান আছে । ক্রাস্রণের পক্ষে শঙ্খ, কুমুদ ও শ্চটিক তুল্য শুভ্রবর্ণ, কজ্জিহ্বের শশক ও নকুল নেত্রবৎ বর্ণবিশিষ্ট ; বৈশ্ণবের কদলীপত্রবৎ কান্তিযুক্ত এবং শূদ্রের পক্ষে শাপিত করবালের দ্যায় আভাবিশিষ্ট হীরক প্রশস্ত । পণ্ডিতগণ রাজার পক্ষে দ্বিবিধ হীরকের প্রশস্ততা বলিয়াছেন ; জবাপুষ্প ও প্রবালবৎ রক্তবর্ণ ও হরিদ্রারস তুল্য পীতবর্ণ, এই দ্বিবিধ হীরক কেবল রাজার পক্ষেই প্রশস্ত ; অশ্বেত নহে । রাজা সার্কবর্ণের অধীশ্বর ; অতএব তিনি ইচ্ছা করিলে সার্কবর্ণ ও সার্কগুণসংযুক্ত হীরক ধারণ করিতে পারেন ; কিন্তু অন্ত বর্ণের এই অধিকার নাই । যে হীরকের পূর্বাপরভাগ বৃত্তাকার ও নানাবর্ণ বিশিষ্ট সেই হীরক ইন্দ্রেরও ক্রেশপ্রদ হয়, অতএব কেহই উক্তরূপ হীরক ধারণ করিবে না । পণ্ডিতগণ কেবল হীরকের মাত্রাবিভাগানুসারে ধারণের ব্যবস্থা নির্ণয় করিবেন না, তাহার গুণদোষ বিচার করিয়া ধারণের বিশেষ ব্যবস্থা করিবেন । গুণসম্পন্ন হীরক সম্পৎ প্রদান

একমপি যস্য শৃঙ্গং বিদলিতমবলোক্যতে বিশীর্ণং বা ।

তপস্বদপি তস্য ধার্ম্যং বজ্রং শ্রেয়োহর্থিভির্ভবনে ॥ ২৭

ক্ষুটিভাগিবিশীর্ণশৃঙ্গদেশং মলবর্ধৈঃ পৃথৈতরুপেভ্যমধ্যম্ ।

ন হি বজ্রভূতোহপি বজ্রমাস্ত্র প্রিয়মস্ত্রাশ্রয়লালসাং ন কুর্য্যৎ ॥ ২৮

যশৈকদেশঃ ক্ষতজাবভাসো যস্য ভবেল্লোহিতবর্ণচিহ্নম্ ।

ন তজ্জ কুর্য্যাদ্ প্রিয়মাণমাস্ত্র স্বচ্ছনমৃত্যোরপি জীবিতাস্তম্ ॥ ২৯

কোটাঃ পার্শ্বানি ধার্য্যশ্চ যট্টকৌ ভাদশেতি চ । উত্তরঙ্গসমতীক্ষ্ণা বজ্রস্তাকরজা ওণাঃ ॥ ৩০

যট্টকোটিক্রমমলং ক্ষুটিভীক্ষ্ণধারং, বর্ণাবিতং লঘু সুপার্শ্বমপেভ্যদেয়ম্ ।

ইচ্ছামুখাংতু বিসৃতিচ্ছুরিতাস্তরীক্ষ-মেবংবিধং ভূবি ভবেৎ সুলভং ন বজ্রম্ ॥ ৩১

ভীক্ষ্ণাং বিমলমপেভ্যসর্বদোষং, যন্তে যঃ প্রযতন্তনুঃ সনৈব বজ্রম্ ।

বুদ্ধিস্তং প্রতিদিনমেতি যাবদাযুঃ, স্ত্রী-সম্পৎসূত-ধন-বাস্ত-গো-পশূনাম্ ॥ ৩২

ব্যাল-বহ্নি-বিষ-ব্যাঘ্র-তঙ্করাশ্বভয়ানি চ । দূরাং তস্য নিবর্তন্তে কৰ্ম্মাণ্যধৰ্ম্মণানি চ ॥ ৩৩

যদি বজ্রমপেভ্যসর্বদোষং, বিদূরাং ততুলবিশ্ৰুতিং গুরুত্বৈ ।

মণিশাস্ত্রবিদো বদন্তি তস্য দ্বিগুণং রূপকলক্ষণক মূল্যম্ ১ ॥ ৩৪

ত্রিভাগহীনাক্ষতদর্শনেশং ত্রয়োদশং ত্রিংশদতোহর্দ্ধভাগাঃ ।

অশীতিভাগোহথ শতাংশভাগঃ সহস্রভাগোহঙ্গসমানযোগঃ ॥ ৩৫

করে, কিন্তু দুই হীরক দুঃখের কারণ হয় । যে হীরকের একটিমাত্র শৃঙ্গ আছে এবং ঐ শৃঙ্গ যদি বিশীর্ণ বা বিদলিত দুই হয়, তবে সেই হীরক তপসম্পন্ন হইলেও তাহা মঙ্গলার্থী পুরুষ ধারণ করিবে না । যে হীরকের শৃঙ্গ ক্ষুটিত, অগ্নিদগ্ধ অথবা মধ্যভাগে মলিন, কিংবা যাহাতে বিন্দুচিহ্ন দুই হয় সেই হীরক ধারণে ইচ্ছাও ত্রীভুত হইয়া থাকেন । যে হীরক একদেশে রক্তবর্ণ বা রক্তবর্ণে চিত্রিত, সেই হীরক ধারণ করিলে ইচ্ছামুক্ত্য ব্যক্তিরও জীবন নষ্ট হয় । যট্টকোণ, অষ্টকোণ, দ্বাদশকোণ, যট্টপার্শ্ব, অষ্টপার্শ্ব, দ্বাদশপার্শ্ব যজ্ঞধার, অষ্টধার, দ্বাদশধার, উত্তরঙ্গ, সমতীক্ষ্ণ, সমানাগ্র প্রভৃতি নানাবিধ হীরক আছে । ঐ সকল হীরকের আকরজাত ৩৭ । আকরভেদে হীরকের আকারগত ভিন্নতা হইয়া থাকে । ২১-৩০

যে হীরক যট্টকোণ, বিস্তৃত, নির্মল, ভীক্ষ্ণধার, প্রশস্তবর্ণ বিশিষ্ট, লঘু, শোভনপার্শ্ব এবং দোষশূন্য ; আর যাহার প্রভায়াপি ইচ্ছামুখবৎ আকাশমার্গে প্রতিফলিত হয়, তাদৃশ হীরক পৃথিবীতে অতি দুর্লভ । যে হীরক ভীক্ষ্ণাং, নির্মল ও দোষশূন্য তাহা যে ব্যক্তি ধারণ করে, তাহার প্রতিদিন আযুঃ, সম্পৎ, স্ত্রী, পুত্র, ধন, বাস্ত, গো, পশু প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সর্প, অগ্নি, বিষ, ব্যাঘ্র, জল, তঙ্করাদির ভয় ও শত্রুকৃত অতিচার দূরীভূত হয় । যে হীরক সর্বদোষহীন ও গুরুত্ব বিশিষ্টতুল্য পরিমিত, মণিশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত তাহার মূল্য

যন্ততুলৈর্দশভিঃ কৃতস্ত বহুস্ত মূল্যং প্রথমং প্রদিক্ষ্যে ।

ভাভ্যাং ক্রমাত্তানিগুণাগন্তস্ত ত্বেকাবসানস্ত বিনিশ্চয়োহিয়ম্ । ৩৬

ন চাপি তত্তুলৈরেব বহুভ্যাং ধারণক্রমঃ । অষ্টাভিঃ সর্বপৈগৌরৈস্তুলং পরিকল্পয়েৎ । ৩৭

যৎ তু সর্বগুণৈর্মুক্তং বহুং তত্ত্বিতি বারিণি । রত্নবর্ণে সমস্তেহপি তস্ত ধারণমিচ্ছতে । ৩৮

অল্পেনাপি হি দোষেণ লক্ষ্যলক্ষ্যেণ দূষিতম্ । স্বমূল্যাদ্ভঙ্গমং ভাগং বহুং লভতি মানবঃ । ৩৯

একটোনেকদোষস্ত বহুস্ত মহতোহপি বা । স্বমূল্যচ্ছতশো ভাগো বহুস্ত ন বিধীয়তে । ৪০

স্পৃষ্টদোষমলঙ্কারে বহুং যদপি দৃশ্যতে । রত্নানাং পরিকল্পার্থং মূল্যং তস্য ভবেদ্বদু । ৪১

প্রথমং গুণসম্পদাভূপেতং, প্রতিবন্ধং সমুপৈতি যচ্চ দোষম্ ।

অলমভরণেন তস্য রাষ্ট্রো, গুণহীনোহপি মণির্ন ভূষণায় । ৪২

নার্যা বহুসংখ্যং গুণবদপি সূতপ্রসূতিমিচ্ছন্তা । অগ্নত্র দীর্ঘচিপিটহ্রাদ্ গুণৈর্বিমুক্তাক । ৪৩

অয়সা পুষ্পরাগেণ তথা গোমেদকেন চ । বৈদূর্য্যাকটিকাভাঙ্ক কাটৈচ্চাপি পৃথগ্বিধৈঃ । ৪৪

প্রতিক্রপাণি কুর্কান্তি বহুস্ত কুশলা জনাঃ । পরীক্ষা তেষু কর্তব্যা বিদ্বদ্ভিঃ সুপরীক্ষকৈঃ ।

কারোলেখনশালাভি-স্তেযাং কার্যং পরীক্ষণম্ । ৪৫

পরিমাণ অথ হীরকের দিগুণ নির্ণয় করিয়া থাকেন । পূর্বোক্ত পরিমাণের ত্রিভাগ, অর্ধ, চতুর্থাংশ, ঈষাদশাংশ, ত্রিংশাংশ, বহুভিঃমাংশ, অশীভিঃমাংশ, শতভিঃমাংশ বা সহস্রভিঃমাংশ ন্যূন কিংবা অধিক হইলে মূল্যও সেই সেই পরিমাণে ন্যূন বা অধিক হইবে । ঈষাদশতুল পরিমিত হীরক হইতেই হীরকের মূল্য প্রথমনির্দিষ্ট হয় । পরে হই ততুল পরিমাণ নানাধিক্যে মূল্যের ভারভম্ব হইয়া থাকে । সাক্ষাৎ ততুলদ্বারা হীরকের পরিমাণ করিবে না, কিন্তু অষ্টসংখ্যক শ্বেতসর্বপে এক ততুল কল্পনা করিয়া ওজন করিবে । মণিশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতের মতে অষ্টসংখ্যক শ্বেতসর্বপের পারিভাষিক ততুলসংজ্ঞা নিশ্চিত আছে । যে হীরক সর্বগুণমুক্ত ও জলে নিক্ষেপ করিলে নিমগ্ন হয় না, সেই হীরকই সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহাই ধারণ করিবে । যে হীরক অল্প বা লক্ষ্য কিংবা অলক্ষ্য কোন দোষে দূষিত হয়, স্বাভাবিক মূল্য অপেক্ষা দশ ভাগের এক ভাগ তাহার মূল্য হইয়া থাকে । যে হীরকে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ দূষ-মান অনেক দোষ থাকে, স্বাভাবিক মূল্যের শতাংশও সেই হীরকের মূল্য হয় না । ৩১—৪০

আলঙ্কারিক হীরকে যদি কোনরূপ স্পর্শদোষ লক্ষিত হয়, তাহা হইলে সেই হীরকের মূল্য অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়া থাকে । কোন কোন হীরক প্রথমতঃ সর্বগুণমুক্ত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু পরে তাহার দোষ প্রকটিত হইয়া থাকে, তাদৃশ হীরকে রাজা গ্রহণ করিবেন না । গুণহীন মণি ভূষণের শোভা বর্জন করিতে পারে না । সন্তানাভিলাষিণী রমণী দীর্ঘ, চিপিটাকার, হ্রস্ব ও গুণহীন হীরকভিন্ন অথ গুণবৎ হীরক ধারণ করিবেন না । মণিশাস্ত্র-কুশল ব্যক্তিগণ অয়স্কান্ত, পুষ্পরাগ, গোমেদ, বৈদূর্য্য, স্ফটিক ও অথ্য বিবিধ বর্ণের কাচদ্বারা হীরকের প্রতিক্রপ করিয়া থাকেন । পণ্ডিতগণ হীরক পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিবেন

পৃথিব্যাং যানি রত্নানি যে চাশ্চে লোহাভবঃ ।

সৰ্ব্বানি বিলিখ্যেৎ তচ্চ তৈ ন বিলিখ্যতে ॥ ৪৬

গুরুত্বা সৰ্ব্বরত্নানাং গৌরবান্বয়কারণম্ । বজ্রে তাং বৈশ্বরীভ্যেন সূরয়ঃ পরিচক্রে ॥ ৪৭

জাতিরজাতিং বিলিখতি জাতিং বিলিখন্তি বজ্রকুবিন্দাঃ ।

বজ্রৈর্বজ্রং বিলিখন্তি নান্যেন বিলিখ্যতে বজ্রম্ ॥ ৪৮

বজ্রাণি যুক্তান্বয়ো যে চ কেচন জাতয়ঃ । ন তেবাং প্রতিবন্ধানাং ভা ভবত্যাঙ্কগামিনী ॥ ৪৯

ভিৰ্য্যক্কত্বাং কেবাঙ্কিং কথঞ্চিদ্ যদি দৃশ্যতে ।

ভিৰ্য্যগালিখ্যমানানাং স পার্শ্বেহু বিহস্ততে ॥ ৫০

যদপি বিশীর্ণকোটিঃ সৰিন্দুরেখান্বিতো বিবর্ণো বা ।

তদপি ধনবান্ধপুত্রান্ করোতি সেন্ধ্যায়ুধো বজ্রঃ ॥ ৫১

সৌদামিনীবিন্দুরিত্তাভিরামং, রাজ্য মধোক্তং কুলিশং দধানঃ ।

পরাক্রমাক্রান্তপরপ্রতাপঃ, সমস্তসামন্তভুবং ভূনক্তি ॥ ৫২

ইতি শ্রীগরুড়পুৰাণে পূৰ্ব্বখণ্ডে বজ্রপরীক্ষা নামাষ্টমষ্টিতমোহিধ্যায়ঃ ॥ ৬৮ ॥

কারুণ্যদ্বারা উল্লেখন করিয়া হীরকের পরীক্ষা করিতে হয় । পৃথিবীতে যত প্রকার রত্ন ও লৌহ প্রভৃতি ধাতু আছে, হীরক সেই সমস্তকেই বিলেনন করিতে পারে, কিন্তু অন্য কোন রত্ন বা ধাতু হীরককে বিলেনন করিতে পারে না । সর্বপ্রকার রত্নের গুরুত্বাই গৌরবের কারণ ; কিন্তু পণ্ডিতগণ হীরকসময়ে তাহার বৈশ্বরীত্ব নির্দেশ করিয়া থাকেন । অন্যান্য রত্ন যত গুরু হয়, ততই তাহার গৌরব বৃদ্ধি হয় ; কিন্তু হীরক যত লঘু হইবে ততই তাহার প্রাধান্ত জানা যাইবে । পদ্মরাগ ও হীরক অন্যান্য সকল মণিকেই কঠিন করিতে পারে । হীরককে কেবল হীরকদ্বারাই কঠিন করা যায়, অন্য ধাতু দ্বারা তাহাকে কাটিতে পারা যায় না । হীরক, মণি, মুক্তাদি যত প্রকার রত্ন আছে তন্মধ্যে প্রতিবন্ধ কোন রত্নেরই কিরণ উৎপন্ন হয় না । কোন হীরক যদি বক্রভাবে উৎপন্ন হয়, অথবা বক্রাকার রেখা তাহাতে থাকে, তাহা হইলে সেই হীরকের পার্শ্বভাগে দীপ্তি থাকে না । হীরকের প্রান্তভাগ যদি বিশীর্ণ হয় এবং তাহাতে বিন্দুযুক্ত রেখা থাকে, অথবা ঐ হীরক মলিন হয়, তাহা হইলেও সেই হীরক ধন, ধাতু ও লক্ষ্মী প্রদান করে । কোন রাজা বিদ্যাতের দ্বারা সমুজ্জ্বল ও সূক্ষ্মদৃশিত হীরক ধারণ করিলে, তিনি স্বীয় প্রতাপে শত্রুগণকে দমন করিয়া এবং সামন্তগণকে বশবর্তী করিয়া সসাগরা ধরা ভোগ করিতে পারেন । ৪৬-৫২

শ্রীগরুড়পুরাণে হীরকপরীক্ষা নামক অষ্টমষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৮ ॥

একোনসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

দ্বিজেন্দ্র জীমূত-বরাহ-শঙ্খ-মংস্তাঃ পিতৃভ্যস্তববেণুজানি ।

মুক্তাফলানি প্রথিতানি লোকে তেষাঞ্চ শুভ্রাভবমেব তুরি । ১

তত্রৈব চৈকম্ হি মূলমাত্রা নিবিশ্যতে রত্নপরম্ জাতু ।

বেদ্যস্ত শুভ্রাভবমেব তেষাং শেখাণ্যবেদ্যানি বদন্তি তজ্জাঃ । ২

ত্বক্সারনাগেন্দ্রতিমিপ্রসূতং যচ্ছঙ্খং যচ্চ বরাহজাতম্ ।

প্রারো বিমুক্তানি ভবন্তি ভাসা শস্তানি মাজল্যভরা তথাপি । ৩

যা মৌক্তিকানামিহ জাতবোহকৌ প্রকীৰ্ত্তিতা রত্নবিনিশ্চয়জৈঃ ।

কম্বুস্তবং তেজঃমং প্রদিক্ষেৎপদ্যতে যচ্চ পদ্যেন্দ্রকুম্ভাৎ । ৪

স্বয়োনিমধ্যচ্ছবিতুল্যবৈশাখ্যং^১ বৃহৎকোণপলপ্রমাণম্ ।

উৎপদ্যতে বারনকুম্ভমধ্যাদাপীতবর্ণং প্রভয়া বিহীনম্ । ৫

যে কম্ববঃ শাক্ষ-মুখাবমর্ষ-পীতস্ত শঙ্খপ্রবরম্ গোত্রে ।

মতঙ্গজাশ্চাপি বিত্তম্বংশজা-স্তে মৌক্তিকানাঃ প্রবরাঃ প্রদিক্ষাঃ ।

উৎপদ্যতে মৌক্তিকমেষু বৃত্তমাপীতবর্ণং প্রভয়া বিহীনম্ । ৬

পাণ্ডীনপৃষ্ঠম্ সমানবর্ণং মীনাং সুবৃত্তং লঘু চাতিসূক্ষ্মম্ ।

উৎপদ্যতে বারিচরাননেষু মংস্তাশ্চ তে মধ্যচরাঃ পরোধেঃ । ৭

সূত কহিলেন,—হস্তী, মেঘ, শূকর, শঙ্খ, মংস্ত, সর্প, তক্তি ও বেণু (বাঁশ), এই সকল জন্মে মুক্তা উৎপন্ন হয় । এই সকল মুক্তার মধ্যে তক্তিজাত মুক্তাই প্রধান । মুক্তাশাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিতগণ বলেন, যত প্রকার মুক্তা আছে, তাহার মধ্যে কেবল তক্তিজ মুক্তাকেই বেধ করিতে পারা যায়, অন্য মুক্তাকে বিদ্ধ করা যায় না । বংশ, হস্তী, মংস্ত, শঙ্খ এবং বরাহজাত মুক্তা অপেক্ষাকৃত ঔজ্জ্বল্যহীন, তথাপি এই সকল মুক্তাই মজলকার্য্যে প্রশস্ত । রত্নশাস্ত্রপারদর্শী পণ্ডিতগণ যে অষ্টবিধ মুক্তা নির্ণীত করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে গজমুক্তা ও শঙ্খজাত মুক্তাই নিকৃষ্ট । শঙ্খ হইতে যে মুক্তা উৎপন্ন হয়, তাহা যীর উৎপত্তিস্থানের মধ্যভাগের দ্বারা, বৃহৎকোণবিশিষ্ট ও ফলপ্রমাণ হইয়া থাকে । করিকুম্ভ হইতে উৎপন্ন মুক্তা ইবংপীতবর্ণ ও আভাহীন । যে সকল মুক্তা শঙ্খজ, তাহারা প্রায়ই পীতশঙ্খপ্রভাব, আর যে সকল গজ বিত্তম্বংশজাত, তাহাদেরই কুম্ভদেশে মুক্তা উৎপন্ন হইয়া থাকে । মৌক্তিকহস্তী অতিপ্রধান । গজমুক্তা বৃত্তাকার, ইবং পীতবর্ণ ও প্রভাহীন । ১-৬

মংস্তজ মুক্তা পাণ্ডীন মংস্তের পৃষ্ঠবংশবর্ণবিশিষ্ট, সুবৃত্ত, অতিসূক্ষ্ম ও অতিলঘু । যে সকল

বরাহদংষ্ট্রাপ্রভবং প্রদিক্টং তদৈব দংষ্ট্রাক্ষরতুল্যবর্ণম্ ।
 কচিং কথকিং স ভুবঃ প্রদেশে প্রজায়তে শূকরবর্ণিলিষ্টে ॥ ৮
 বর্ষোপলানাং সমবর্ষশোভং বৃক্সারপর্বপ্রভবং প্রদিক্টম্ ।
 ভে বেণবো দিব্যজনোপভোগ্যো^১ স্থানে প্ররোহন্তি ন সার্কজন্তে ॥ ৯
 ভৌজঙ্গমং যীনবিশুদ্ধরক্তং সংস্থানতো^২তুজ্জলবর্ণশোভম্ ।
 নিভান্তধৌতপ্রবিকম্পমান-নিজ্জিৎসধারাসমবর্ণকান্তি ॥ ১০
 প্রাপ্যাত্তিরক্তানি মহাপ্রভাণি রাজ্যং জিহ্বং বা মহতীং দুরাণাম্ ।
 পাত্রং হি নাপ্রণাকৃতো^৩ ভবন্তি মুক্তাফলম্বাহিনিরোডবম্ব ॥ ১১
 জিহ্বাসম্ভা রক্তধনং বিধিষ্টৈঃ শুভে মুহূর্তে প্রমতৈঃ প্রমত্তাং ।
 রক্তাবিধানং সুমহাবিধায় হর্ষোপরিষ্ঠং জিহ্বতে যদা তৎ ॥ ১২
 তদা মহাদুর্ভুভিমস্ত্রঘোষৈ-বিদ্যুজ্জ্বলভাবিস্ফুরিতান্তরায়ৈঃ ।
 পরোধরাক্রান্তিবিলম্বিনস্ত্রৈ-ধনৈর্ধনৈরাভিন্নতে^৪ন্তরীক্ষম্ ॥ ১৩
 ন তং ভুজঙ্গা ন চ জাতুধানা ন ব্যাধরো নাপ্যপসর্গদোষাঃ ।
 হিংসন্তি যম্বাহিনিরঃসমুখং মুক্তাফলং তিষ্ঠন্তি কোষমধ্যে ॥ ১৪
 নাভ্যন্তি মেঘপ্রভবং ধ্বিজীং বিরক্তগতং তদ্বিবুধা হরন্তি ।
 অজিঃপ্রভানাবৃতদিগ্ভিভাগ-মাদিত্যবন্ধুঃখবিভাব্যবিস্বম্ ॥ ১৫

মৎস্তে মুক্তা উৎপন্ন হয়, তাহারা সাগরের মধ্যভাগে বিচরণ করে । বরাহের দন্তে যে মুক্তা
 জন্মে, তাহা অতি প্রশস্ত ও বরাহের নবোদ্গত দন্তের স্থায় আভাবিশিষ্ট । সকলসময়ে বা
 সর্বদেশজাত বরাহে মুক্তা জন্মে না, পরন্তু কখন কখন কোন কোন দেশজাত অতিপ্রাচীন
 বরাহেই মুক্তা হইয়া থাকে । বংশপর্বপ্রভব মুক্তা বর্ষোপলের স্থায় বর্ণবিশিষ্ট ও অতিশোভন ।
 এই মুক্তা মহাজনদিগেরই উপভোগ্য ; ইহারা স্থানবিশেষে উৎপন্ন হয়, এই মুক্তা সকল স্থানে
 জন্মে না । সর্পমুক্তা মৎস্তমুক্তার স্থায় বিশুদ্ধ ও বর্ডুলাকার । স্থানবিশেষে ইহা অতি
 সমৃদ্ধ ও শোভান্বিত হয়, ইহা শাপিত খড়্গের ধারভাগের স্থায় কান্তিবিশিষ্ট । ৭-১০

সর্পশিরোজাত মুক্তা ধারণ করিলে মানব মহাপ্রভাবিত রক্ত, রাজ্য ও হুপ্রাপ্য মহাসম্পত্তি
 লাভ করিয়া অতি প্রভাপশালী ও পুণ্যাত্মা হয় । রক্তের শুণাশুণ জ্বলিতে হইলে বিশুদ্ধ
 রক্তশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতদ্বারা যতপূর্বক শুভলগ্নে প্রাসাদোপরি স্থাপনপূর্বক রক্তের পরীক্ষা
 করিবে । সর্পমুক্তা এইরূপে প্রাসাদোপরি সংস্থাপন করিলে আকাশে মহা দুর্ভুভি বাদ্য
 হইতে থাকে, বিদ্যুৎ স্ফুরিত হয়, আর প্রগাঢ় মেঘজালে নভোমণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়া থাকে ।
 বাহার কোষাগারে সর্পমুক্তা থাকে, সর্প বা রাক্ষসগণ তাহাকে হিংসা পারে না, তাহার
 অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয় না । মেঘজাত মুক্তা পৃথিবীর অলভ্য, দেবগণ আকাশ হইতে

ভেজন্তিরকৃত্য হতানেন্দু-নক্ষত্রতারাশ্রবং সমগ্রম্ ।
 দিবা যথা দীপ্তিকরং তথৈব তমোহবগাচাষপি ভগ্নিশাসু । ১৬
 বিচিত্রবহুহাতিচাক্রতোয়-চতুঃসমুদ্রা ভবনান্তিরামা ।
 মূল্যং ন বা স্যাদিতি নিশ্চয়ো মে, কংসো মহী তস্য সুবর্ণপূর্ণা । ১৭
 হীনোহপি যন্তলভতে কদাচিদ্, বিপাকযোগান্নহতঃ শুভম্ ।
 সপত্নহীনাং স মহীং সমগ্রাং, ভুঞ্জন্তি তৎ তিষ্ঠতি যাবসেব । ১৮
 ন কেবলং তচ্ছুভকুমরম্,^১ ভাটগ্যঃ প্রজানামপি তস্য জন্ম ।
 তদ্যোজনানাং পবিত্রঃ সহস্রং, সর্কাননর্থান্ বিমুখীকরোতি । ১৯
 নক্ষত্রমালৈব দিবো বিশীর্ণা দন্তাবলী তস্য মহাসুরম্ ।
 বিচিত্রবর্ণৈব বিগুহবর্ণা পরঃসু পত্যাঃ পরসাং পপাত । ২০
 সম্পূর্ণচক্ষাংসুকলাপকান্তে-র্মপিপ্রবেকস্য মহাশুণম্ ।
 তচ্ছুক্তিমংসু স্থিতিমাপ বীজ-মাসন্ পুরাপ্যগ্ভবানি যানি । ২১
 যস্মিন্ প্রদেশেহস্থনিধৌ পপাত, সূচাক্রমুস্তামপি-বহুবীজম্ ।
 তস্মিন্ পরন্তোরধরাবকীর্ণং, তন্তৌ স্থিতং যৌক্তিকতামবাপ । ২২
 সৈংহলিক-পারলৌকিক-সৌরাক্তিক-ভাস্পপর্ণ-পারশবাঃ ।
 কৌবের-পাণ্ড্য-হাটক-হেমকা ইত্যাকরান্তুষ্ঠৌ । ২৩

তাহা হরণ করেন । তাহার প্রভাষ দিগ্ভাঙ্গল আলোকিত হইয়া থাকে, সূর্যের স্তায় তাহার প্রতি অভিকর্ষে লক্ষ্য করা যায় । হতানন, শলী, নক্ষত্র ও তারাগণের সমস্ত আলোক তিরোহিত করিয়া মেঘজাত মণি প্রকাশ পায় । দিবাভাগে যেরূপ ইহার উজ্জ্বল আলোক থাকে, মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকারাবৃত্ত রজনীতেও তাহার অন্তথা হয় না । যাহার গৃহে মেঘজাত অমূল্যমুক্তা বিদ্যমান আছে, সে মানব এই বিচিত্র বহুশোভিতা সুবর্ণপরিপূর্ণা চতুঃসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া থাকে । দরিদ্র মানবও যদি মহাপুণ্যের পরিণামস্বরূপ উক্ত মণি লাভ করে, তাহা হইলে ঐ মণি তাহার গৃহে যাবৎ থাকে, সে তাবৎ নিঃকটকে সমস্ত পৃথিবী ভোগ করিতে সমর্থ হয় । এই মণি যে, কেবল রাজার শুভপ্রদ এমত নহে, কিন্তু প্রজাবর্গের সৌভাগ্যবশত রাজ্যমধ্যে উক্ত মণির জন্ম হয় । যে স্থানে এই মণি থাকে, তাহার সহস্র যোজনপর্যন্ত কোন প্রকার অমঙ্গল হয় না । বলনামা সেই মহাসূরের বিগুহবর্ণ দন্তাবলী শর্গজ্যেষ্ঠ নক্ষত্রমালাবৎ সমুদ্রের বিচিত্রবর্ণ জলে পতিত হইয়াছিল । ১৬-২০

পূর্ণ চন্দ্রের কিরণজালের স্তায় উজ্জ্বল মণিতুল্য প্রভাবিশিষ্ট সমুদ্রজলে পূর্বে যে সকল মণি ছিল, আর ঐ পতিত দন্তাবলী, এই সকলই শুভিপ্রভব মুক্তার কারণ হইল । সমুদ্রের যে জলভাগে ঐ মুক্তা-মণি-বহুদির কারণীভূত বলাসূরের সেই দন্তাবলী পতিত হইয়াছিল,

ওজ্যান্তবং নাতিনিকৃষ্টবর্ণং, প্রমাণসংস্থানগুণপ্রভাভিঃ ।
 উৎপত্ততে বর্জনপারসীক-পাতাললোকান্তরসিংহলেবু ॥ ২৪
 চিত্তা ন তস্মাকরজা বিশেষা রূপে প্রমাণে চ যতেত বিদ্বান্ ।
 ন চ বাবহাস্তি ওণাগুণেবু সর্বত্র সর্বাকৃতয়ো ভবন্তি ॥ ২৫
 একস্ত ওস্তিপ্রভবস্ত মুক্তা-ফলস্ত শাণেন সমুন্মিতস্ত ।
 মূল্যং সহস্রাণি তু রূপকাণাং ত্রিভিঃ শতৈরপ্যধিকানি পঞ্চ ॥ ২৬
 যন্মাষকার্জেন ততো বিহীনং তৎপঞ্চভাগদ্বয়হীনমূল্যম্ ।
 যন্মাষকাংস্ত্রীন্ বিড়মাং সহস্রে দ্বৈ তস্য মূল্যং পরমং প্রদিক্টম্ ॥ ২৭
 অর্দ্ধাধিকৌ বহতোহস্ত মূল্যং ত্রিভিঃ শতৈরপ্যধিকং সহস্রম্ ।
 বিমাষকোন্মাপিতগৌরবস্ত শতানি চাটৌ কথিতানি মূল্যম্ ॥ ২৮
 অর্দ্ধাধিকং মাষকমুন্মিতস্ত স পঞ্চবিংশৎ ত্রিতয়ং শতানাম্ ।
 শুক্লাশ্চ বড়্ ধারবতঃ শতে দ্বৈ মূল্যং পরং তস্য বদন্তি তজ্জ্ঞাঃ ।
 অর্দ্ধাধিকমুন্মাপকৃতং শতং স্থান্দূল্যং শুণৈস্তস্য সমুন্মিতস্ত ॥ ২৯
 যদি ঘোড়শভির্ভবেদনুনং ধরণং তৎ প্রবদন্তি দার্বিকাস্থাম্ ।
 অধিকং দশভিঃ শতস্ত মূল্যং সমবাপ্নোত্যপি বালিশস্ত হস্তাৎ ॥ ৩০
 দ্বিগুণৈর্দশভির্ভবেদনুনং ধরণং তন্তবকং বদন্তি তজ্জ্ঞা ।
 নবসপ্ততিমাণ্ডুয়াং সমূল্যং যদি ন স্মাদ্ ওণসম্পদা বিহীনম্ ॥ ৩১

সেই বিভাগস্থ জল ওস্তিমধ্যে প্রবেশ করিয়া মুক্তার বীজরূপ হইল। সিংহল, পারাক, সৌরাষ্ট্র, তাম্রপর্ণ, পারশব, কৌবের, পাত্য, হাটক, হেমক (বিরাট) এই অষ্ট দেশ মুক্তার আকর। এই সকল দেশের নিকটস্থ নদীতে মুক্তা জন্মে। পুণ্ড্রবর্জন, পারসীক, পাতাললোক ও সিংহল এই সকল স্থানে যে মুক্তা জন্মে প্রমাণ, আকৃতি, গুণ ও প্রভায় তাহা অন্যান্য ওস্তিজাত মুক্তা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। মুক্তার আকরজাত ওণ এবং দোষ বিচার করিবে না; কেবল তাহার রূপ ও প্রমাণ বিষয়ে স বিশেষ যত্ন করিবে। মুক্তার দোষ ও গুণের কোন স্থিরত্তর বানহা নাই, সকল আকরেই সকল প্রকার মুক্তা জন্মিয়া থাকে। যে মুক্তার গুরুত্ব পরিমাণ শাণ (অর্দ্ধতোলা) তাহার মূল্য ১০০৫ মুদ্রা। যাহার অর্দ্ধমাষনূন তোলকার্জ তাহার মূল্য উক্ত মূল্যের পঞ্চভাগের দ্বিভাগনূন অর্থাৎ ৭৮৩ মুদ্রা। যে মুক্তার গুরুত্ব পরিমাণ তিনমাষ, তাহার মূল্য ১০০০ মুদ্রা। যাহার পরিমাণ সার্দ্ধ দুই মাষ তাহার মূল্য ১৩০০ মুদ্রা। যে মুক্তার গুরুত্ব দুইমাষ, তাহার মূল্য ৮০০ মুদ্রা। যে মুক্তার পরিমাণ অর্দ্ধ মাষ তাহার মূল্য ৩২৫ মুদ্রা। মুক্তা বড়-ওণা পরিমিত হইলে পণ্ডিতগণ তাহার মূল্য ২০০ মুদ্রা নির্দিষ্ট করিয়াছেন। বাহা ত্রিওণা পরিমিত, তাহার মূল্য ১০০ মুদ্রা। বাহা উক্ত পরিমাণের ঘোড়শাংশ সেই মুক্তা দার্বিকাথ্য বলিয়া কথিত হয়। ঐ মুক্তার মূল্য ১১০ মুদ্রা। ২১—৩০ যে মুক্তার পরিমাণ বিংশতি ভাগের একভাগ, তাহাকে ভবক বলা যায়, ঐ মুক্তা যদি ওণহীন না হয় তাহা হইলে

ত্রিংশতা ধরণং পূর্ণং শিকার তস্যোতি কীর্ত্যতে ।

চত্বারিংশস্তবেং তস্তাঃ পরো মূল্যবিশিষ্টম্ ১ । ৩২

চত্বারিংশস্তবেচ্ছিক্বেণা ত্রিংশদ্বাং লভেত সা ।

যষ্টির্নিকরশীর্ষং স্যাৎ তস্য মূল্যং চতুর্দশ ২ । ৩৩

অশীতির্নবতিষ্ঠৈব কুপ্যতি পরিকীর্ণিতা ।

একাদশ স্তায়ব চ তয়োর্মূল্যমনুক্রমাৎ ৩ । ৩৪

আদার তৎ সকলমেব ততোহগ্রভাণ্ডং, অশীতিভাণ্ডসমযোজনয়া বিপকম্ ।

দৃষ্টং ততো মূহতনুকৃতপিণ্ডমূলৈঃ, কুর্ঘাদ্ব্যথেষ্টমনুমৌক্তিকমাত্ত বিদ্বম্ ৪ । ৩৫

মুল্লিপ্তমংস্তপুটমধাগতস্ত কৃত্য, পশ্চাৎ পচেৎ তন্ম ততশ্চ বিতানপত্যা ।

দৃষ্টে ততঃ পরসি তৎ বিপচেৎ সূর্য্যায়ং, পকং ততোহপি পরসা ত্চিচিকণেন ৫ । ৩৬

তদ্বৎ ততো বিমলবস্ত্রনির্ঘর্ষণেন, স্তায়ৌক্তিকং বিপুলসদৃশকান্তিমুক্তম্ ।

ব্যাড়ির্জগাদ অগতাং হি মহাপ্রভাব-সিদ্ধৌ বিদগ্ধহিততৎপরয়া দরালুঃ ৬ । ৩৭

শ্বেতকাচসমং ভারং হেমাংশলভযোজিতম্ ।

রসমধ্যে প্রধার্যেত মৌক্তিকং দেহভূষণম্ ।

এবং হি সিংহলে দেশে কুর্কান্তি কুশলা জনাঃ ৭ । ৩৮

উহার মূল্য ৯৭, মুদ্রা হইয়া থাকে । বাহার পরিমাণ ত্রিংশ ভাগের এক ভাগ, তাহাকে শিক্য বলে, উহার মূল্য ৫০'০০ মুদ্রা । যে মুক্তা চত্বারিংশাংশ পরিমিত, তাহা শিক্ধ বলিয়া উক্ত হয়, উহার মূল্য ৩০'০০ মুদ্রা । যে মুক্তা যষ্টিতমাংশ পরিমিত তাহাকে নিকরশীর্ষ বলে, তাহার মূল্য ১৪'০০ মুদ্রা । অশীতিতমাংশ ও নবতিতমাংশ পরিমিত মুক্তা কুপ্য বলিয়া উক্ত হয়, তাহাদিগের মূল্য যথাক্রমে ১১'০০ ও ৯'০০ মুদ্রা । মুক্তাসকল বিত্ত্ব করিতে হইলে তাহাদিগকে অন্নপাত্রে রাখিয়া অশীররসের সহিত পাক করিবে । তৎপরে ভেলার মূলে ঘর্ষণ করিলেই মুক্তা বিত্ত্ব হইয়া সমুজ্জল হইবে । পরে আপন ইচ্ছানুসারে ঐ মুক্তাতে বেধ করিবে । কোন মংস্যের উদরমধ্যে মুক্তা রাখিয়া ঐ মংস্যকে যুতিকাদ্বারা লেপন করিয়া দগ্ধ করিবে । পরে ঐ মুক্তা বাহির করিয়া দৃষ্টে, জলে ও সূর্য্যমধ্যে পাক করিবে । তারপর জলে ধৌত করিলেই সূচিকণ হইয়া থাকে । অনন্তর ঐ সকল মুক্তা পরিষ্কৃত বস্ত্রে ঘর্ষণ করিলেই উজ্জল কান্তিমুক্ত হয় । দরালু মহাপণ্ডিত ব্যাড়ি নামক মুনি এইরূপ মুক্তাভিহি আবিষ্কার করিয়াছেন । ৩১-৩৭

কাচের স্তায় শ্বেতবর্ণ ও তারকাবৎ সমুজ্জল মুক্তা সুবর্ণধন সহ যোজিত করিয়া রসমধ্যে স্থাপন করিবে । এইরূপ প্রকারে পরিষ্কৃত মুক্তা দেহভূষণ হইয়া থাকে । সিংহলদেশস্থ রত্ন-সংস্কার-কুশল জনগণ এইরূপ মুক্তার ব্যবহার করিয়া থাকেন । যদি

যন্নি কৃত্রিমসন্দেহঃ কচিৎকবতি মৌক্তিকে ।

উক্ষে সলবধে স্নেহে নিলাং তদাসরেজ্জলে ॥ ৩৯

স্নীহির্ভির্মর্দনীয়ং বা শুদ্ধবস্ত্রোপবেষ্টিতম্ ।

যৎ তু নায়াতি বৈবৰ্ণ্যং বিজ্ঞেয়ং তদকৃত্রিমম্ ॥ ৪০

সিতং প্রমাণবৎ স্নিগ্ধং গুরু স্বচ্ছং সুনির্মলম্ ।

ভেজোহধিকং সুবৃন্তক মৌক্তিকং গুণবৎ স্মৃতম্ ॥ ৪১

প্রমাণবদগৌরবরশ্মিযুক্তং, সিতং সুবৃন্তং সমসুন্দরবেশম্ ।

অক্রেতুরপ্যাবহতি প্রমোদং, যন্মৌক্তিকং তদগুণবৎ প্রদীপ্যম্ ॥ ৪২

এবং সমন্তেন গুণোদয়েন, যন্মৌক্তিকং যোগমুপাগতং স্ম্যৎ ।

ন তস্ম ভূতান্নমনর্থজাত, একোহপি কশ্চিৎ সমুপৈতি দোষঃ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীগুরুদে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে মুক্তাফলপরীক্ষা নামৈকোনসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬১ ॥

কোন মুক্তা কৃত্রিম বলিয়া সন্দেহ হয়, তবে ঐ মুক্তাকে লবণমিশ্রিত জলে একরাতি রাখিবে। তারপর ধানের সহিত মর্দন করিয়া শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা বেটন করিয়া রাখিবে। এই প্রকার করিলে যে মুক্তা বিবর্ণ হয় না, সেই মুক্তা অকৃত্রিম জানিবে। ৩৮-৪০

যে মুক্তা যেতবর্ণ, বৃহৎপ্রমাণ, স্নিগ্ধ, গুরু, স্বচ্ছ, সুনির্মল অধিক সমুজ্জল এবং সুবৃন্ত, সেই মুক্তাই সমধিক গৌরবান্বিত। যে মুক্তা বৃহৎপ্রমাণ, গুরু, চাকচিক্যশালী, যেতবর্ণ, সুবৃন্ত ও সমসুন্দর হিঙ্গুযুক্ত এবং যাহাকে মর্দন করিলে সকলেরই আমোদ করে, সেই মুক্তাই প্রশস্ত। যে মুক্তা পূর্বোক্ত সমস্ত গুণসম্পন্ন তাহার স্বামীকে কোন প্রকার অনর্থকনিহিত দোষে আক্রমণ করিতে পারে না। ৪১-৪৩

শ্রীগুরুদে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে মুক্তাফলপরীক্ষা নামক ঊনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

দিবাকরস্তস্য মহামহিমো মহামুরশ্যোত্তমরত্নবীজম্ ।

অসৃগ্গৃহীত্বা চরিত্বং প্রভস্বে নিস্ত্রিং শনীলেন নভস্তলেন ॥ ১

জ্যেষ্ঠা সুরাণাং সমরেসজস্রং বীৰ্য্যাবলেপোদ্ধতমানসেন ।

লঙ্কাধিপেনার্দ্ধপথং সমেত্য স্বর্ভানুনেব প্রসভং নিরুদ্ধঃ ॥ ২

ভং সিংহলোচাক্লান্তহৃদ্বিশ্ব-বিক্ষোভিতাগাধমহাহুদারাম্ ।

পুগক্রমাবন্ততটদ্বারাম্, মূমোচ সূর্য্যঃ সরিহস্তমায়াম্ ॥ ৩

ততঃ প্রভৃতি সা গঙ্গা ত্বলাপুণ্যফলোদয়া । নান্না রাবণগজৈতি প্রধিমানযুগাপতা ॥ ৪

ততঃ প্রভৃত্যেব চ শর্করৌষু, কুলানি রত্নৈর্নিচিভানি তস্তাঃ ।

সূবর্ণনারাচশতৈরিবাস্ত-বহিঃপ্রদীপ্তৈর্নিশি ভানি ভাসি ॥ ৫

ভস্মান্তটেযুজ্জ্বলচাকরাগা, ভবন্তি তোয়েষু চ পদ্মরাগাঃ ।

সৌগন্ধিকোথাঃ কুরুবিন্দজাশ্চ, মহাগুণাঃ স্ফটিকসম্প্রসূতাঃ ॥ ৬

বহুকণ্ডকাসকলেস্ত্রগোপ-জবাসমাসুক্‌সমবর্ণশোভাঃ ।

অগ্নিষ্ণবো দাড়িমবীজবর্ণা-স্তথাপরে কিংকপুপ্পভাসাঃ ॥ ৭

সূত কহিলেন, দিবাকর মহাবল পরাক্রান্ত বলাসুরের মহারত্নের কারণরূপ শোণিত লইয়া নীলবর্ণ নভোমণ্ডল দিয়া প্রস্থান করিতেছিলেন। এমন সময়ে সর্ব্যামরবিজয়ী লঙ্কেশ্বর রাবণ বলদর্পে গর্বিত হইয়া অর্দ্ধপথে রাহুর শ্যাম সূর্য্যকে নিরোধ করিলেন। দিবাকর তখন সিংহলদেশীয় কোনও সুবিখ্যাত নদীতে সেই বলাসুরের রক্ত নিক্ষেপ করিলেন। সেই নদী অতিমনোহরা, তাহার জল সত্তত সিংহল-রমণীগণের জল-কেলিকালীন বিপুলনিত্যের আশ্রয়নে বিক্ষোভিত হইয়া আলোলিত হইতেছে। তাহার উত্তর কূলে পুগক্রমশ্রেণী শোভা পাইতেছে। সেইদিন হইতেই ঐ নদী গঙ্গার শ্যাম পুণ্য-এনারিনী, রাবণগঙ্গা নামে বিখ্যাত হইল। ১-৪

সেইদিন হইতেই নিশাযোগে ঐ নদী-তটে রত্নরাশি সঞ্চিত হইতে থাকিলে ঐ সমস্ত রত্নরাশি কনকময় নারাচ-(অত্রবিশেষ) রাশির শ্যাম রাজিকালে দীপ্ত প্রভাকালে উদ্ভাসিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। সেই নদীর জলে পদ্মরাগ, সৌগন্ধিক, কুরুবিন্দ, স্ফটিক প্রভৃতি মহাগুণসম্পন্ন হইতে লাগিল। সেই রত্নসকলের সূচক প্রভাপটলে নদীর তট সত্তত আলোকিত থাকিত। পদ্মরাগমণি বিবিধ; তন্মধ্যে কতিপয় বহুক (বাঁধুলি) কুসুমসন্নিভ, অপর কতকগুলি শুভ্রবর্ণ, অত কতিপয় জবাপুপ্পসম কাতিমুক্ত, অপর কতকগুলি রক্তবৎ বর্ণবিশিষ্ট; কতকগুলি দাড়িমবীজাত,-

সিন্দুর-পদ্মোৎপল-কুমুমানাং, লাক্ষারসস্ত্যাপি সমানবর্ণাঃ ।

সান্তোহপি রাগে প্রভয়া যৈব, ভাস্তি স্বলক্ষ্য্য ফটিকমধ্যশোভাঃ ॥ ৮

ভানোচ্চ ভাসামনুবোধযোগ-মাসাদ্য রশ্মিপ্রকরেণ দূরম্ ।

পার্শ্বানি সৰ্ব্বাণ্যনুরঞ্জয়ন্তি, গুণোপপন্ন্যঃ ফটিকপ্রসূতাঃ ॥ ৯

কুমুদনৌলম্যতিমিশ্ররাগ-প্রভাঃরক্তাঙ্গুলতুল্যভাসঃ ।

তথাপরেহরুদ্রকণ্টকারী-পুষ্পত্রিবে। হিঙ্গুলবস্ত্রিযোহস্তে ॥ ১০

চকোর পুংস্কাকিল-সারাসানার, নেত্রাবভাসচ্চ ভবন্তি কেচিৎ ।

অন্তে পুনর্নাতিবিপুষ্পিতানাং, তুল্যত্রিযঃ কোকনদোত্তমানাম্ ॥ ১১

প্রভাব-কাঠিন্ত-গুরুত্বোপৈঃ, প্রায়ঃ সমান্যঃ ফটিকোত্তমানাম্ ।

আনৌলরক্তোৎপলচাক্রভাসঃ, মৌগন্ধিকোথা মনয়ো ভবন্তি ॥ ১২

কামস্ত রাগঃ কুরুবিন্দজেহু, স মৈব যাদৃক্ ফটিকোত্তবেহু ।

নিরুজিযোহস্তর্বহলা ভবন্তি, প্রভাববস্তোহপি ন তৈঃ সমতৈঃ ॥ ১৩

যে তু রাবণগজায়াং জায়ন্তে কুরুবিন্দকাঃ ।

পদ্মরাগঘনং রাগং বিভাণাঃ ফটিকাত্রিযঃ ॥ ১৪

বর্ণানুযায়িনস্তেযামক্রদেশে তথাপরে । ন জায়ন্তে হি যে কেচিদ্গ্লাম্বলেশমবাধুযুঃ ॥ ১৫

আবার অন্য কতকগুলি পদ্মরাগ পলাশপুষ্পসমকাতি । সমস্ত পদ্মরাগই অতিশয় সমুজ্জল, সিন্দুর, পদ্ম, উৎপল, কুমুম ও লাক্ষারস সদৃশ পদ্মরাগ আছে, পদ্মরাগের বর্ণ ঘনীভূত হইলে তাহার স্বীয় প্রভার সে বর্ণ সম্যক্ শোভিত হইয়া থাকে । গুণসম্পন্ন ফটিক যদি সূর্য্যকিরণে সমুজ্জল হইয়া স্বীয় রশ্মিনিকরে পার্শ্বস্থ দ্রব্য সমুদায় আলোকিত করে । কতিপয় পদ্মরাগ রক্তনৌলমিশ্র বর্ণবিশিষ্ট, অপর কতকগুলি পদ্মরাগ রক্তপদ্মসম দীপ্তিশালী, অন্য পদ্মরাগ ভ্রাতাক ও কণ্টকারী কুমুমবৎ, আবার কোনকোন পদ্মরাগহিঙ্গুল তুল্য শোভাসম্পন্ন । ৪-১০

কোন কোন পদ্মরাগমণি কপোত, কোকিল ও সারস পক্ষীর নয়ন তুল্য বর্ণযুক্ত । অন্য কতকগুলি পদ্মরাগ কোকনদ সদৃশ কাতিসম্পন্ন । ফটিক যদি প্রভাব, কাঠিন্ত ও গুরুত্বে অন্য সকল মণির প্রায় সমান । মৌগন্ধিকজ যদি ইহৎ নীলের আভাবিশিষ্ট ও রক্তোৎপলবৎ বর্ণযুক্ত । ফটিক মণিতে যেক্রপ উজ্জলতা দৃষ্ট হয়, কুরুবিন্দ মণিতে তাদৃশ প্রভা থাকে না । তাহার প্রভা অন্তর্গত । কোন কোন কুরুবিন্দমণি অধিক প্রভাবিশিষ্ট হয় বটে, কিন্তু ফটিক মণির তায় নহে । রাবণ গজাতে যে সকল কুরুবিন্দ মণি উৎপন্ন হয়, তাহার পদ্মরাগমণির তায় উজ্জলতা ধারণ করে । ১১-১৪

অক্রদেশে যে সকল মণি উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের বর্ণানুসারে কোন কোন মণির মূল্যের তারতম্য কিঞ্চিদাত্ত হয় না ; কিন্তু গুণানুসারেই মূল্যের তারতম্য দৃষ্টিতে হয় ।

১ । অন্তে পুনঃ সতি চ পুষ্পিতানাং ।

ভূমিষ স্ফটিকোথানাং দেশে তুষ্ণুরুসংজ্ঞকে ।

সধর্ম্মাণঃ প্রজ্ঞাবন্তে স্বল্পমূল্যা হি তে স্মৃতাঃ ॥ ১৬

বর্ণাধিকাং গুরুত্বক স্নিগ্ধতা সমতাচ্ছতা । অর্জিত্যতা মহত্তা চ মণীনাং গুণসংগ্রহঃ ॥ ১৭

যে কর্করচ্ছিন্নমলোপদিচ্ছাঃ, প্রভাবিমুক্তাঃ পরুষা বিবর্ণাঃ ।

ন তে প্রণস্তা মণয়ো ভবন্তি, সমানতো জাতিগুণৈঃ সমন্তৈঃ ॥ ১৮

দোষোপসৃষ্টে মণিমপ্রবোধ-বিভক্তি যঃ কশ্চন ককিমেব ।

তং শোকচিহ্নাময়মুত্থাবিত্ত নাশাদয়ো দোষগণা ভজন্তি ॥ ১৯

কামং চাক্রতরাঃ সন্তি জাতীনাং প্রতিকল্পকাঃ ।

বিজাতরঃ প্রযতেন বিজ্ঞান্তানুপলক্ষয়েৎ ॥ ২০

কলসপুরোস্তব-সিংহল-তুষ্ণুরুদেশোথমুক্তপানীরাঃ ।

শ্রীপূর্ণকাস্ত সদৃশা, বিজাতরঃ পদ্মরাগাণাম্ ॥ ২১

তুষোপসর্গাৎ কলসাত্তিধান-মাত্তাত্তবাবাদপি তুষ্ণুরুখম্ ।

কাঞ্চ্যাং তথা সিংহলদেশজাতং, মুক্তাতিধানং নভসঃ স্বভাবাৎ ॥ ২২

শ্রীপূর্ণকং দীপ্তিবিলাকৃতত্বাদ্, বিজাতিলিঙ্গাশ্রয় এষ ভেদঃ ।

যজ্ঞাত্তিকাং পুষ্পতি পদ্মরাগো, যোগাৎ তুষাণামিব পূর্ণমধ্যাঃ ॥ ২৩

তুষ্ণুরু দেশে যে সকল স্ফটিক মণি উৎপন্ন হয়, তাহারা প্রায় স্ফটিকের ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া থাকে । ঐ সকল মণি স্বল্পমূল্য হয় । বর্ণাধিকা, গুরুত্ব, স্নিগ্ধতা, সমবতুলতা, নির্মলতা, তেজস্বিতা ও মহত্তা এই সকল মণির গুণ । যে সকল মণিতে উক্ত গুণরাশি বিদ্যমান থাকে, তাহাই জনসমাজে আদরণীয় হয় । একজাতীয় মণি সমানগুণ-সম্পন্ন হইলেও যদি সচ্ছিন্ন, উজ্জলতাপূর, মসৃণতাহীন বা বিবর্ণ হয়, তাহা হইলে :সেই সকল মণি প্রশস্ত নহে । কোন ব্যক্তি যদি অজ্ঞানবশতঃ দোষযুক্ত মণি ধারণ করে, তাহা হইলে তাহার শোক, চিন্তাচাকল্য, রোগ, মৃত্যু, বিস্ত্রনাশাদি বিশেষ বিপদ ঘটয়া থাকে । মণিজাতি দশবিধ, তন্মধ্যে পঞ্চজাতি উৎকৃষ্ট এবং পঞ্চজাতি নিকৃষ্ট । মণিশাস্ত্রকুশল পণ্ডিতগণ ইহা পরীক্ষা করিয়া লইবেন । ১৫-২০

কলসপুরজ, সিংহলজ, মরুদেশজ, মুক্তপানীর ও শ্রীপূর্ণক এই পঞ্চবিধ পদ্মরাগ বিজাতীয় । কলসপুরজ মণি তুষোপসর্গে, তুষ্ণুরুদেশজ পদ্মরাগ ঈষৎ তাম্রবর্ণপ্রভার, সিংহলদেশজ মণি কৃষ্ণবর্ণপ্রভার, মুক্তপানীর পদ্মরাগ নীলিমাদোষে এবং শ্রীপূর্ণক পদ্মরাগ দীপ্তিহীনতাবশতঃ নিকৃষ্ট । অন্যান্য পদ্মরাগ অপেক্ষা কেবলমাত্র এই সকল দোষেই উক্ত পঞ্চবিধ পদ্মরাগ বিজাতীয় ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যে পদ্মরাগ পদ্মসংযোগে তাম্রবর্ণ হয়, সেই পদ্মরাগমণি

স্নেহপ্রদিক্ প্রভিভাতি বক্ষ, যো বা প্রমুখঃ^১ প্রজহাতি দীপ্তিম্ ।

আক্রান্তমূৰ্দ্ধা চ তথাঙ্গুলিভ্যাং, যঃ কালিকাং পার্শ্বগতাং বিভতি । ২৪

সম্প্রাপ্য চোৎক্ষেপপথানুবৃত্তিঃ,^২ বিভতি যঃ সৰ্ব্বগুণানভীষ ।

তুল্যপ্রমাণস্ত চ তুল্যজাতে-যো বা গুরুত্বেন ভবেৎ তু তুল্যঃ ।

প্রাপ্যাপি বজ্রাকরজাং স্বজাতিং, লক্ষ্যেৎ গুরুত্বেন গুণেন বিদ্বান্ । ২৫

অপ্রণস্ততি সন্দেহে লালিয়াং পরিলেখয়েৎ । স্বজাতকসমুৎপন্ন লিখিত্যপি পরস্পরম্ । ২৬

বজ্রং বা কুরুবিন্দং বা বিমুচ্যানেন কেনচিৎ ।

নাশকাং লেখনং কর্ত্ত্বং পদ্যরাগেস্প্রনীলময়োঃ । ২৭

জাতস্য সর্ব্বেষুপি মণের্ন জাতু,^৩ বিজাতয়ঃ সন্তি সমানবর্ণাঃ ।

তথাপি নামাকরণার্থমেব, ভেদপ্রকারঃ পরমঃ প্রদিক্ । ২৮

গুণোপপন্নেন সহাববদ্ধো, মণিত্ত্ব^৪ বার্য্যো বিগুণোহপি জাত্যঃ ।

ন কৌন্তুভেনাপি সহাববদ্ধং, বিদ্বান্ বিজাতিং বিচ্ছ্যৎ কদাচিৎ । ২৯

চণ্ডাল একোহপি যথা বিজাতীন্, সমেতা ভূরীনপি হস্তাযুতাং ।

তথা মণীন্ ভূরিগুণোপপন্নান্, শক্নোতি বিপ্রাবস্নিতুং বিজাতিঃ^৫ । ৩০

সপত্নমধোহপি কৃত্তাবিবাসং, প্রমাদবৃত্তাবপি বর্ত্তমানম্ ।

ন পদ্যরাগস্ত মহাগুণস্ত, ভর্ত্তারমাপৎ স্পৃশতীহ কাচিৎ । ৩১

পূৰ্ণমধ্য । তৈলাদি স্নেহদ্রব্যাদ্বারা মার্জন করিলে যে মণি প্রদীপ্ত হয় কিন্তু স্পর্শ করিলেই দীপ্তিহীন হয়, অথবা যে মণি উৰ্দ্ধাধোভাগে অঙ্গুলিঘর্ষ দ্বারা আক্রান্ত হইলে পার্শ্বদেশে ক্ষয়বর্ণ হয়, যে মণি প্রাপ্তিমাতেই উক্ত^১ ক্ষেপণ করিলে সর্ব্ববর্ণবিশিষ্ট হয় ইত্যাদি ভেদে এবং যে যে মণি একজাতীয়, তুল্যপরিমাণ এবং গুরুত্বও তুল্য, পণ্ডিতগণ সেই সকল মণি পাইয়া তাহার আকরজাত দোষ গুণ বিবেচনাপূর্ব্বক পরীক্ষা করিবেন । ২১-২৫

মণিতে সন্দেহ বিদূরিত না হইলে তৎসজাতীয় অন্য মণি আনয়নপূর্ব্বক পরস্পর ঘর্ষণ করিবে । বজ্র বা কুরুবিন্দ মণিতে অন্য মণিদ্বারা লেখন হয়, কিন্তু পদ্যরাগ মণি বা ইন্দ্র নীলমণিতে অন্য মণিদ্বারা লেখন হয় না । একজাতীয় মণি সকলেই পরস্পর সমান, তাহাদিগের কখন কোন বৈজাত্য দৃষ্ট হয় না, তথাপি পৃথক পৃথক নামকরণার্থ তাহাদিগের প্রকারভেদ কথিত হইয়াছে । গুণসম্পন্ন মণির সহিত গুণহীন ও বিজাতীয় মণি ধারণ করিবে না । বিদ্বান্ ব্যক্তি কখন কি কৌন্তুভ মণিরাজের সহিত অন্য কোন বিজাতীয় ও বিগুণ কাচাদি মণি ধারণ করিরা থাকেন ? এক চণ্ডালসংসর্গে যেমন অনেক ব্রাহ্মণ পতিত হয়, একটি বিজাতীয় বিগুণ মণিও তেমনি অনেক উৎকৃষ্ট মণির গৌরব বিনাশ

১। প্রমুখঃ । ২। চোৎক্ষিপ্য যথানুবৃত্তিঃ । ৩। মণেষু যাদৃশ্ ।

৪। মণির্ন । ৫। বিজাত্যঃ ।

দোষোপসর্গপ্রভবান্ধবে তে, নোপদ্রবাস্তং সমভিদ্রবন্তি ।

তুগৈঃ সমুত্তেজিতচারুবাং, যঃ পদ্মরাগং প্রযতো বিভক্তি । ৩২

বজ্রস্য যৎ তত্বসংখ্যারোক্তং, মূল্যং সমুৎপাদিতগৌরবম্ ।

তৎ পদ্মরাগস্য মহাওৎসব, তন্মাসকস্যাকলিতস্য মূল্যম্ । ৩৩

বর্ধদীপ্তাপপন্নং হি মণিরত্নং প্রশস্ত্যতে ।

ভাভামীষদপি ত্রয়ং মণিমূল্যাং প্রহীয়তে । ৩৪

ইতি শ্রীগুরুডে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে পদ্মরাগপরীক্ষা নাম সপ্ততিতমোহ্যায়ঃ । ৭০ ।

করে । যে মানব পদ্মরাগমণি ধারণ করে, সে যদি অনেক শত্রুমধ্যে বাস করে, কিংবা কোন সঙ্কটে পতিত হয়, তথাপি তাহাকে কোনও বিপদ স্পর্শ করিতে পারে না । যে নর মূলকপাশ্রিত সমুজ্জ্বল পদ্মরাগমণি যতপূর্বক ধারণ করে, দোষ ও উপসর্গ অনিত কোনও উপদ্রব তাহার কোন বাধা জন্মাইতে পারে না । তত্বস দ্বারা পরিমাণ করিয়া ওকতানুসারে হীরকের মেরুপ পরিমাণ নির্ণয় করিতে হয়, পদ্মরাগমণিরও ওকতের তারতম্যে সেইরূপ মূল্যের নুনাধিক্য নিশ্চয় করিবে । যে সকল মণি ও রত্ন উত্তমবর্ণবৃন্ত ও অতিশয় উজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্ট, সেই সকল মণি ও রত্ন প্রশস্ত । বর্ধ এবং উজ্জ্বলতার দ্বারা হইলেই মণির মূল্যের ত্রাস হইয়া থাকে । ২৬-৩৪

শ্রীগুরুডপুরাণে পদ্মরাগপরীক্ষা নামক সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭০ ।

একসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

দানবাবিপতেঃ পিতৃমাদায় ভুজগাবিপঃ ।

দ্বিধা কুর্কস্মিব যোম সত্ত্বরং বাসুকিৰ্যযৌ ॥ ১

স তদা শিরোরক্ত-প্রভাদীপ্তে নভোহস্থযৌ ।

রাজতঃ স মহানেকঃ খণ্ডসেতুরিবাবভৌ ॥ ২

ততঃ পক্ষনিপাতেন সংহরস্মিব যোদসী ।

পরুদ্যান্ পরগেজ্ঞস্ব প্রহর্ষমুপচক্রমে ॥ ৩

সহসৈব যুগ্মোচ তং কণীজঃ, সুরসাহস্রভুজরূপাদপার্যাম্ ¹ ।

নলিকাখনগন্ধবাসিতার্যং, বরমানিক্যাগিরেক্ষপত্যাকার্যাম্ ॥ ৪

তদ্ব্য প্রপাতসমনন্তরকালমেব, তৎপরালয়মভীভা রম্যসমীপে ।

স্থানং কিত্তেক্ষপপরোনিবিড়ীরলেখং, তৎপ্রভায়াশ্রয়কভাকরভাং অগাম ॥ ৫

তত্রৈব কিকিৎ পতন্তস্ত পিত্তা-হৃপেভ্য জগ্ৰাহ ততো পরুদ্যান্ ।

মূর্ছাপরীতঃ সহসৈব যোণা-রক্তধ্বয়েন প্রযুগ্মোচ সর্বম্ ॥ ৬

ভদ্রাকঠোরশুককঠ-শিরীষপুষ্প-খণ্ডোভপৃষ্ঠচরশাঘলশৈবলানাম্ ।

কঙ্কাল-শল্লক-ভুজরূপাক পত্র-প্রাপ্তদ্বিধো মরকতাঃ² ততদা ভবতি ॥ ৭

সূত কহিলেন,—ভুজঙ্গরাজ বাসুকি দানবপতি বলাসুরের পিত্ত গ্রহণপূর্বক সত্ত্বরগমনে নভোমণ্ডল যেন দ্বিধা বিভক্ত করত প্রস্থান করিতেছিলেন; গমনকালে তদীয় শিরোরক্ত-প্রভার প্রদীপ্ত গগনমাগরে যেন একটি বিস্তৃত রক্ত-সেতু হইয়াছিল। সহসা পক্ষিরাজ পরুড় পক্ষ বিস্তারপূর্বক স্বর্ণমর্ত্য নিরোধ করত পরগরাজ বাসুকির পতিরোধ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সেই পিত্ত অপহরণ করিবার উপক্রম করিলেন। কপিরাজ বাসুকি ঋগপতির আক্রমণে চকিত হইয়া বলাসুরের সেই পিত্ত তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিলেন। সেই পিত্ত, রসাল শিলাবন-পাদপে সুশোভিত ও নালিকা-(গন্ধদ্রব্য বিশেষ) বন-বাসিত মানিক্য-শিরির উপত্যকা দেশে পতিত হইল। সেই স্থানে পতিত হইবামাত্রই ঐ পিত্ত সে স্থান পরিত্যাগপূর্বক পরোবিড়ীতে লক্ষ্মীসমীপে উপস্থিত হইল। এ নিমিত্ত সেই দিন হইতে ঐ মাগর মরকতমণির আকর হইল। কপিপতি বাসুকি যে সময় পিত্ত পরিত্যাগ করেন, তখন সেই পিত্তের কিকিৎ অংশ পরুড় গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে ঋগপতি মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন, এবং ঐ পিত্ত তাঁহার নাসারক্ত দ্বারা ভূমিতে পতিত হইল। ১-৬

পূর্ণবয়স্ক শুকপক্ষীর কঠ, শিরীষপুষ্প, খণ্ডোভের পৃষ্ঠদেশ, ভৃগুজ, শৈবল, কঙ্কাল,

১। সুরসাহস্র-। ২। পত্র-প্রাপ্তদ্বিধো।

তদ্বৎ ভোগীন্দ্রভূজাভিমুক্তং,^১ পপাত পিত্তং দিতিজাধিপত্য ।

ভুজাকরম্যভিত্তরাং স দেশো, হৃৎখোপলভ্যচ্চ গুণৈশ্চ যুক্তঃ । ৮

তস্মিন্ মরকতস্থানে যৎ কিকিৎপজায়তে ।

তৎ সর্বং বিষরোগাণাং প্রশমায় প্রকীৰ্ত্ত্যতে । ৯

সর্বমন্ত্রৌষধিগণৈর্যন্ন লকাং চিকিৎসিতুম্ । মহাহিনঃ স্ত্রীপ্রভবং বিষং তৎ তেন শাম্যতি । ১০

অন্যদপ্যাকরে তত্র যদ্যোষৈরুপবজ্জিতম্ ।

জায়তে তৎ পবিত্রাণামুক্তমং পরিকীৰ্ত্তিতম্ । ১১

অত্যন্তহরিতবর্ণং কোমলমচ্চিবিভেদম্ভটিলক ।

কাকনচূর্ণম্যভঃ পূর্ণমিব লক্ষ্যতে যচ্চ । ১২

যুক্তং সংস্থানতৈঃ সমরানং গৌরবেণ (চাহীনম্) ।

সবিতুঃ করসংস্পর্শাচ্ছুরতি সর্ক্সাম্রমং^২ দীপ্ত্য । ১৩

হিহা চ হরিতভাসং^৩ যস্তাণ্ডবিনিহিতা ভবেদীপ্তিঃ ।

অচিরপ্রভাপ্রভাহত-শাখলসম্মিতা^৪ ভাতি । ১৪

মৃতনখাস ও ভুজঙ্গম এই সকল পদার্থে যে যে বর্ণ দৃষ্ট হয়, মরকতমণিতে সেই সকল বর্ণ আছে। এই প্রকার মরকতমণি শুভপ্রদ। ভুজঙ্গভূক্ গরুড় যে যে স্থলে বৈভূত্যাপতি-পিত্ত নিপাতিত করিয়াছিলেন সেই সেই স্থলে মরকতমণি উৎপন্ন হইতে লাগিল। সেই সকল দেশ সর্বগুণশালী হইল, পরন্তু যে সকল স্থান মরকতমণির আকর তাহা অতি দুর্লভ। মরকতমণির আকরে যে সকল উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, সেই সেই দ্রব্য বিষরোগের মহৌষধ। সেই সকল উদ্ভিদ সেবন করিলে বিষপীড়ার শান্তি হইয়া থাকে। কোন মহাসর্প দংশন করিলে যে বিষপীড়াসমূহ সমুৎপন্ন হয়, অস্ত্র কোন ঔষধে তাহা নিবৃতি না পাইলেও মরকতমণির আকরজাত উদ্ভিদ সেবন করিলে সেই বিষরোগ নিশ্চরই প্রশান্ত হইয়া থাকে। ৭-১০

মরকতমণির আকরে অশ্রুত যে সমস্ত দ্রব্য সমুৎপন্ন হয়, তৎসমুদাহই পবিত্র। তাহা-দিগের স্পর্শে দেহ বিত্তক হইয়া থাকে। মরকতমণি হরিতবর্ণ ও কোমল বলিয়া বোধ হয়; উহার উজ্জ্বলতা বক্ররেখার স্থায় দৃষ্ট হয়, এবং তাহা অন্তর্গত সূবর্ণচূর্ণে পরিপূর্ণ বলিয়া প্রতীত হয়। উৎকৃষ্ট মরকতমণি সুগঠিত, সর্ক্সগুণযুক্ত সর্বত্র সমান উজ্জ্বল, লঘু এবং সূর্য্যাকিরণস্পর্শে প্রদীপ্ত হইয়া সমস্ত স্থান আলোকিত করে। ঐ মণি হরিতপ্রভা পরিত্যাগ করত অচিরোপগত অন্তর্গত কাণ্ডিয়ারা তৃণপূর্ণক্ষেত্রের আভা তিরোহিত করিয়া দীপ্তি

১। ভোগীন্দ্রভূজাভিমুক্তং। ২। সর্ক্সাম্রমং। ৩। হরিতভাবং।

৪। শাখল-সমম্মিতা।

যচ্চ মনসঃ প্রসাদং বিদধাতি নিরীক্ষিতমতিমাত্রম্ ।
 তদ্বরকতং মহাগুণমিতি বজ্রাবিদাং মনোবৃত্তিঃ । ১৫
 বর্ণস্ফাতিবহুতাদ্ যচ্চাতিঃ স্বচ্ছকিরণপরিধানম্ ।
 সাল্লসিদ্ধবিশুদ্ধং কোমলবহিপ্রভাদিসমকাস্তি । ১৬
 বর্ণোজ্জলয়া কাষ্ঠ্য সাল্লস্ফাকারো বিভাসয়া ভাতি ।
 তদপি ন গুণবৎ সংজ্ঞামাপ্নোতি হি বাত্মনীং পূৰ্ব্বকম্ । ১৭
 শবলকঠোরমলিনং ক্লৃপং পাষণকর্করোপেতম্ ।
 দিগ্ধক শিলাজতুনা মরকতমেবংবিধং বিশৃণম্ । ১৮

যৎসন্ধিশেষিতং বহুগুণমরকতাস্তবেৎ । শ্রেয়স্কাঠৈর্মণ তদ্বার্যং ক্রেতব্যং বা কথঞ্চন । ১৯
 ভল্লাতকীপুল্লিকা চ তদ্বর্ণসমযোগতঃ । মণের্মরকতমৈতে লক্ষণীয়া বিজাতরঃ । ২০

কৌমোণ বাসসা মৃচ্চা দীপ্তিং ভাজতি পুল্লিকা ।
 লাঘবেনৈব কাচস্য শক্যা কৰ্ত্ত্বং বিভাবনা । ২১
 কস্যচিদনেকরূপৈর্মরকতম্নুগচ্ছতোহপি গুণবর্ধৈঃ ।
 ভল্লাতকশ্যানিলৈকৈর্বৈষম্যমুপৈতি বর্ণম্ ॥ ২২
 বহুাণি মুক্তাঃ সস্তান্তে যে চ কেচিবিজাতরঃ ।
 তেষাং সাপ্রতিবন্ধানাং ভা ভবত্বাঙ্কগামিনী । ২৩

পাইয়া থাকে । যে মরকতমণি দর্শন করিলে সাধারণের মনে ভৎসনাৎ প্রসন্নতা হয়, সেই মণিকেই বহুবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতগণ সর্বগুণসম্পন্ন জ্ঞান করেন । ১৯-২০

বর্ণের প্রগাঢ়তা হেতু যে মরকতমণির অন্তর্গত নির্মল কিরণ পরিক্ষিপ্ত হয়, যাহার কাতি ঘনীভূত, স্নিগ্ধ, বিশুদ্ধ ও কোমল ময়ূরকণ্ঠের স্তায় শোভাসম্পন্ন হইয়া থাকে এবং যে মরকতমণি বর্ণের উজ্জ্বল-কাতিতে গাঢ় আভাযুক্ত হইয়া দীপ্তি পায়, সেই মণিই উৎকৃষ্ট-মণিমধ্যে পরিগণিত । যে মরকতমণি কর্কর, অমৃণ, মলিন, ক্লৃপ, পাষণ ও কর্করযুক্ত, অথবা শিলাজতু-সংসৃষ্ট, সেই মণি নিম্ন (নিকৃষ্ট) মণিমধ্যে গণ্য । মরকতমণির সন্ধিশেষে যদি অশু কোন বস্তু দৃষ্ট হয়, তবে সেই মণি কেহ ধারণ বা ক্রয় করিবে না । এই মণি ধারণ বিক্রয় করিলে তাহার অমঙ্গল ঘটয়া থাকে । যদি মরকতমণিতে ভল্লাতকফলের স্তায় আভা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই মণি বিজাতীয়লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া জানিবে । ২১-২৩

যদি কোন কৌমবস্ত্রে সার্কজন করিলে মণিদীপ্তির লাঘব হয়, তবে কাচপাत्रে এই মণির প্রতিবিম্ব পাতিত করিয়া উহার মূল্য নিরূপণ করিবে । কোন কোন মরকতমণির প্রায় সমস্ত গুণ-বর্ণই এই প্রকারে দৃষ্ট হয় ; অতএব এই প্রণালীতেই বিশেষ পরীক্ষা করিয়া লইবে । কৃত্রিম মণিতে ভল্লাতকপত্রের বাতাস দিলে বর্ণের বৈষম্য ঘটয়া থাকে । অনেকবিধ বহু, মণি ও মুক্তা আছে, এই সকল মণি যদি কোন আচ্ছাদনে আবৃত না থাকে,

বজ্রাট্টেব কেবাক্রিঃ কথক্ৰিপজ্ঞায়তে । তিৰ্য্যগালোচ্যমানানাং সদাশ্চৈব প্রপত্ততি । ২৪

জানাচমনজপোয়ু রক্ষামন্ত্রক্রিয়াবিধৌ । দদন্তিঃগোহিরণ্যানি কুর্কন্তিঃ সাধনানি চ । ২৫

দৈবপৈত্র্যতিথেষু গুরুসম্পূজনেষু চ ।

বাধ্যামানেষু বিবিধৈর্দোষজাভৈক্সিযোন্তৈঃ । ২৬

দোষৈহীনঃ গুণৈযুক্তঃ কাঞ্চনপ্রতিষোজিতম্ ।

সংগ্রামে বিচরন্তিঃ ধার্য্যঃ মরকতঃ বৃষৈঃ । ২৭

ভুল্লগা পদ্মরাগস্ত হম্মলামুপজায়তে । লভতেহভাদিকং ভস্মাদ্ গুণৈর্মরকতঃ যুতম্ । ২৮

তথা চ পদ্মরাগাণাং দোষৈর্মূল্যং প্রহীয়তে ।

ভস্মাদপাধিকা হানিদোষৈর্মরকতে ভবেৎ । ২৯

ইতি শ্রীগুরুডে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে মরকতপরীক্ষা

নামৈকসত্ততিতমোহ্যায়ঃ । ৭১ ।

ভাহা হইলে ভাহাদিগের প্রভা উজ্জগামিনী হয় । প্রায় সকল মণির দীপ্তি সরলভাবে এবং কোন কোন মণির প্রভা বক্রভাবে বহির্গত হয় । যে সকল মণির দীপ্তি তিৰ্য্যগভাবে পতিত হয়, ভাহাদিগের তেজ চিরকাল থাকে না, শীঘ্র শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া যায় । ২১-২৪

জ্ঞান, আচমন, জপ ও রক্ষামন্ত্রপাঠ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ সমাপন করত গোহিরণ্যাদি প্রদানপূর্বক অন্ত্যস্ত সাধনকার্য্য সমাপনান্তে, দেবকার্য্য, পিতৃতর্পণ, অতিথিসেবা ও গুরুপূজাদি করিয়া নির্দোষ ও গুণসম্পন্ন, মরকতমণি সুবর্ণসহযোগে ধারণ করিতে হয় । এই মণি ধারণ করিলে বিবপীড়াদি উপদ্রব দূরীভূত হইয়া যায় ও সংগ্রামে জয়লাভ হয় । যেরূপ পরিমাণ বিশিষ্ট পদ্মরাগমণির মূল্য হয়, সেইরূপ পরিমিত গুণ মরকত মণির মূল্য তদপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে । পদ্মরাগের যেরূপ দোষানুসারে মূল্যের হানি হয়, সদোষ মরকত মণির মূল্য তদপেক্ষাও অধিক পরিমাণে (হারে) নূন হইয়া থাকে । ২৫-২৯

শ্রীগুরুপুৰাণে পূর্বখণ্ডে মরকতপরীক্ষা নামক একসত্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭১ ।

দ্বিসপ্ততিতমোঃধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

তত্ৰৈব সিংহলনধূকরপল্লাবাগ-বালুনবাললবলীকুমুমপ্রবালে ।

দেলে পপাত দিতিজয়া নিভাসকাস্তং, প্রোংফুল্লনীরজসমহৃতি নেত্রযুগ্মম্ ॥ ১

তৎপ্রভাসাদভয়শোভনবীচিভাসা, বিস্তারিণী জলনিধেকপকচ্ছুমিঃ ।

প্রোস্থিতকেকতকবলপ্রতিবন্ধলেখা, সান্ত্বেন্দ্রনীলমণিরত্নবতী বিভাতি ॥ ২

ভদ্রাসিতাজ-হলভঙ্গসনাসি^১-ভঙ্গ-শাঙ্গ^২মুখাঙ্গ-চরকঠ-কষার^৩শৈল্যঃ ।

ভদ্রেতরৈশ্চ কুমুৈগিরিকণিকারী-স্তম্ভাস্তবন্তি মণয়ঃ সদৃশাবভাসঃ ॥ ৩

অন্যে প্রসন্নপয়সঃ পরমাং নিধাতু-বহুভিষঃ শিখিগল^৪প্রতিমাস্তথাহে ।

নীলীরসপ্রভববৃদ্ধদম্ভাস্চ কেচিৎ, কেচিৎ তথা সমদকোকিলকঠভাসঃ ॥ ৪

একপ্রকারা বিস্পষ্ট-বর্ণশোভাবভাসিনঃ । জায়ন্তে মণয়স্তন্নিম্নিলনীলা মহাগুণাঃ ॥ ৫

মুৎ-পাষাণ-শিলা-রক্ত-কর্করা-জাসসংযুতাঃ । অবজ্রিকাপটলচ্ছায়াবর্ণদোষৈশ্চ দূষিতাঃ ॥ ৬

ভদ্র এব হি জায়ন্তে মণয়স্তত্র ভূরয়ঃ । শাস্ত্রসম্বোধিতধির-স্তান্ প্রশংসন্তি সুরয়ঃ ॥ ৭

বার্ধ্যমাণস্ত যে দৃষ্টাঃ পদ্মরাগমণেণ^৫গাঃ । ধারণাদিল্লনীলস্ত তানেবাপ্রোতি মানবঃ ॥ ৮

যথা চ পদ্মরাগাণাং জাতকত্রিতয়ং ভবেৎ । ইল্লনীলেষুপি তথা দ্রষ্টব্যমবিশেষতঃ ॥ ৯

সূত কহিলেন, যখন সিংহলকামিনীগণ দ্বীপ হস্তে লবলীকুমুম-পল্লব ছেদন করিতেছিল, সেই সময়ে তাহাদিগের সমক্ষে প্রফুল্ল কমলকান্তিবিশিষ্ট বলাসুরের নরনয়ন পতিত হইয়াছিল। সমুদ্রের তীরভূমিতে ঐ নেত্র পতিত হইয়াছিল। ভদ্রমালার বিশদ প্রভার সুশোভিত সাগরতটভূমি বলাসুরের নেত্রপাতহেতু ইল্লনীলমণির আকর হইয়া সমধিক সমৃদ্ধ হইল। সেই স্থলে নীলপদ্ম, ভঙ্গ, হরকঠ ও অপরাঞ্জিতা পুষ্পবৎ কান্তিযুক্ত ইল্লনীল মণি সমুৎপন্ন হইল। সেই স্থলে অনেক প্রকার ইল্লনীল মণি জন্মিল, তাহাদিগের মধ্যে অনেকগুলি জলধিজলপ্রতিম, কতিপয় ময়ূরকঠবৎ প্রভা বিশিষ্ট, অপর কতকগুলি নীলীরস-বহুদসমকান্তিসম্পন্ন, অত্র কতিপয় প্রমত্ত-কোকিলকঠ-ভূলা হবিসমদ্বিত। ১-৪

যে সকল ইল্লনীলমণি উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাদিগের সকলগুলিই বিস্পষ্ট বর্ণ, শোভা-সম্পন্ন, সমানাকার ও মহাগুণশালী। যে সকল ইল্লনীলমণি যুক্তিকা ও পাষাণসংযুক্ত, শিরাল, সরক্ত, ও কর্করাবৃত্ত এবং মেঘমালার স্তায় প্রভাবিশিষ্ট সেই সকল মণি দূষিত। সেই স্থানে যে প্রভূত ইল্লনীলমণি সমুৎপন্ন হইতে লাগিল, মণিশাস্ত্রকুশল পণ্ডিতগণ সেই সকল মণির কুরসী প্রশংসা করিয়া থাকেন। পদ্মরাগ মণি ধারণের যে সকল গুণ কীর্তিত আছে, ইল্লনীলমণি ধারণ করিলেও সেই সেই গুণ হইয়া থাকে। পদ্মরাগমণির যেমন ত্রিবিধ জাতি আছে, ইল্লনীলমণিরও সেইরূপ অনেক জাতি অনুমিত হইবে। যে যে উপায়ে

পরীক্ষাপ্রত্যায়ৈশ্চ পদ্মরাগঃ পরীক্ষ্যতে । তদৈব প্রত্যয়া দৃষ্টা ইন্দ্রনীলমণেরপি । ১০
যাবন্তঃ চত্ৰুমেদগ্নিঃ পদ্মরাগোপযোগতঃ । ইন্দ্রনীলমণিস্তস্মাৎ ক্রমেত সুমহত্তরম্ । ১১
তথাপি ন পরীক্ষার্থং গুণানামভিব্যক্তয়ে । মণিরগ্নৌ সমাধেয়ঃ কথঞ্চিদপি কশ্চন । ১২
অগ্নিমায়াপরিচ্ছাদনে দাহদোষৈশ্চ দূষিতঃ । সোহনর্থায় ভবেত্তত্ত্বঃ কৰ্ত্ত্বুঃ কারয়িতুস্তথা । ১৩

কাচোৎপলকরবীর-স্ফটিকায়া ইহ বুদ্ধৈঃ সর্বৈদূর্য্যাঃ ।

কথিতা বিজ্ঞাতর ইমে, সদৃশা মণিনেজ্জনীলেন । ১৪

গুরুভাব-কঠিনভাবাবেত্তেয়াং নিভামেব বিজ্ঞেয়ৌ ।

কাচাদ্ যথাবহুত্তরবিবৰ্দ্ধমানৌ বিশেষণ । ১৫

ইন্দ্রনীলো যথা কশ্চিদিভৰ্ত্তাতাত্ত্ববর্ণতাম্ । রক্ষণীয়ে তথা তাত্ত্বৌ করবীরোৎপলাদুভৌ । ১৬

যস্য মধ্যগতা ভাতি নীলশ্চেন্দ্রাযুধপ্রভা । তমিন্দ্রনীলমিত্যাহর্মহার্হং ভুবি হর্লভম্ । ১৭

যন্ত বর্ণস্য ভূমন্তাৎ ক্ষীরে শতগুণে স্থিতঃ । নীলতাং ভগ্নরেৎ সর্বং মহানীলঃ স উচ্যতে । ১৮

যৎ পদ্মরাগস্য মহাগুণস্য, মূল্যং ভবেন্নাযসমদ্বিত্য ।

তদিন্দ্রনীলস্য মহাগুণস্য, বর্ণস্য সংখ্যাকুলিতস্য মূল্যম্ । ১৯

ইতি জীগরুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে ইন্দ্রনীলপরীক্ষা নাম বিসপ্ততিতমোহ্যায়ঃ । ৭২ ।

পদ্মরাগমণির পরীক্ষা হইয়া থাকে, ইন্দ্রনীলমণিরও সেই সেই উপায় আশ্রয় করিয়া পরীক্ষা করিবে । ৫-১০

পদ্মরাগের সহ যেরূপ অগ্নি আক্রান্ত হয়, ইন্দ্রনীলমণির উপযোগে ততোধিক অগ্নি আক্রান্ত হইয়া থাকে । তথাপি পরীক্ষাকরণার্থ বা গুণসম্বৰ্দ্ধনার্থ কদাচ কোনরূপ মণি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে না । অজ্ঞানবশতঃ যদি কোন ব্যক্তি মণিকে অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে মণিহানীর অনর্থ সংঘটিত হয় এবং যে ব্যক্তি এই ক্রিয়ার প্রযোজক হয়, তাহারও অমঙ্গল ঘটয়া থাকে । কাচ, উৎপল, করবীর, স্ফটিক, বৈদূর্য্য এই সমস্ত অনেকাংশে ইন্দ্রনীলমণির সদৃশ হইলেও মণিশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে রত্নের বিজাতীয় বলিয়া নির্দিষ্ট করেন । পূর্বোক্ত মণিসকলের গুরুত্ব ও কাঠিন্য অবশ্য পরীক্ষা করিবে । সর্ববিধ মণি কাচ হইতে অধিক গৌরবান্বিত । যেমন কোন ইন্দ্রনীল মণি দীপ্ততাবর্ণ হইলে তাহা যত্নপূর্বক রক্ষা করিবে, তদ্রূপ তাবর্ণ করবীর ও উৎপলকেও আদর করিয়া রাখিবে । যে ইন্দ্রনীলমণির মধ্যে আয়ুগাকার নীলবর্ণ রেখা দৃষ্ট হয়, সেই ইন্দ্রনীলমণি মহামূল্য ও ভুতলে অতি হর্লভ । যে ইন্দ্রনীলমণি প্রগাঢ় বর্ণবিশিষ্ট, তাহা শতগুণ হৃদয়মধ্যে রাখিলে ঐ সকল হৃদয় নীলবর্ণ হইয়া যায় ; সেই মণিকে মহানীল মণি বলে । মাষাদি পরিমাণানুসারে মহাগুণ পদ্মরাগমণির যেরূপ মূল্য নিরূপিত হইয়া থাকে, ইন্দ্রনীলমণিরও সেইরূপ মাষাদি পরিমাণে মূল্য নির্দ্ধারিত করিতে হয় । ১১-১৯

জীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে ইন্দ্রনীলপরীক্ষানামক বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭২ ।

ত্রিসপ্ততিতমোঃধ্যায়ঃ

সূক্ত উবাচ

বৈদূর্য্যপুষ্পরাগাণাং কর্কেত-ভীমকে বদে । পরীক্ষাং ব্রহ্মণা প্রোক্তাং ব্যাসেন কথিতাং বিজ ॥ ১

কল্লাভকালকুণ্ডিতাশ্বরাশে-নিহ্নাদকল্লাদ্বিতিকস্য নাদাং ।

বৈদূর্য্যমুৎপন্নমনেকবর্ণং, শোভাভিরামহাতিবর্ণবীজম্ ॥ ২

অবিদূরে বিদূর্য্য গিরেকৃত্ত্বঙ্গরোধসঃ । কামভূতিকসীমানমন্ উস্তাকরো ভবেৎ ॥ ৩

তত্ নাদসমুৎপাদাকরঃ^১ সুমহাশুণঃ । অভূত্তুরিভো লোকে লোকত্রয়বিভূষণঃ ॥ ৪

ভস্মৈব দানবপতেনিনদানুরূপাঃ, প্রাহুটপয়োদবরদণিতচাকুরূপাঃ ।

বৈদূর্য্যবৃত্তমপন্নো বিবিধাবভাস-স্তম্ভাং স্কুলিজনিবহা ইব সম্ভূবুঃ ॥ ৫

পদ্মরাগমুশাদায় মণিবর্ণা হি যে ক্রিতৌ । সর্বাংস্তান্ বর্ণশোভাভিবৈদূর্য্যমনুগচ্ছতি ॥ ৬

ভেষাং প্রধানং শিখিকণ্ঠনৌলং, যদ্বা ভবেৎপুণ্ডলপ্রকাশম্ ।

চাষাগ্রপক্ষপ্রতিমঞ্জিরো যে, ন তে প্রশস্তা মণিশাত্তবিত্তিঃ ॥ ৭

শুণবান্ বৈদূর্য্যমণি-র্যোজয়তি স্বামিনং বরভাগৈঃ ।

দোষৈর্বৃক্টো দোষৈ-স্তম্ভাদ্ যদ্বাং পরীক্ষেত ॥ ৮

গিরিকাচশিঙপালৌ কাচক্ষটিকাশ্চ ধূমনিভিন্নাঃ ।

বৈদূর্য্যমণেয়েতে বিজ্ঞাতরঃ সন্নিভাঃ সন্নি ॥ ৯

সূক্ত কহিলেন, বিজবর । ব্রহ্মা ব্যাসের নিকটে বৈদূর্য্য, পুষ্পরাগ প্রভৃতি মণির যে পরীক্ষা বলিয়াছিলেন, সেই পরীক্ষা প্রকরণ কথিত হইতেছে । কল্লাবসানকালে জলবি কোণ্ডিত হইয়া যেক্রপ গভীর নাদে গর্জন করিয়া থাকে, দ্বিত্তি-ভমর বলাসুর প্রাণবিসর্জনকালে উক্ত্রপ মহাগর্জন করিয়াছিল । অতিশোভাসম্পন্ন, সমুজ্জল, বিচিত্র পুষ্পরাগ-মণি সেই গর্জন হইতেই সমুৎপন্ন হয় । অতি উত্ত্বঙ্গনিধর বিদূর পর্ব্বতের অনতিদূরে কামভূতিক সীমার প্রান্তভাগে বৈদূর্য্যমণির আকর হইল । বলাসুরের নিনদোদ্ভূত সেই আকর মহাশুণসম্পন্ন ও ত্রিলোকের ভূষণধারণ হইয়াছিল । সেই আকরে বলাসুরের নিনাদানুকারী বর্ষাকালীন জলধরাশিবৎ চাকুরদর্শন, অগ্নিস্কুলিজসম সমুজ্জল, বিচিত্রবর্ণ বৈদূর্য্য মণি সমুৎপন্ন হইতে লাগিল । তুতলে পদ্মরাগ প্রভৃতি যে সকল মণি ও বস্তু বিদ্যমান আছে, বৈদূর্য্যমণি ঐ সমস্তমণির শোভার অনুকরণ করে । ১-৬

বৈদূর্য্যমণি পদ্মরাগাদি সকল মণির প্রধান ; উহা ময়ূরকণ্ঠবৎ বর্ণবিশিষ্ট কিংবা বংশপত্রবৎ সমুজ্জল । যে সকল বৈদূর্য্যমণি চাষপক্ষীর পক্ষের স্তায় বর্ণশালী, মণিশাত্তবিত্তি পণ্ডিতগণ সেই সমস্ত মণিকে অপ্রশস্ত মণিমধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন । বৈদূর্য্যমণি শুণবান হইলে তাহার স্বামীর শোভাশা বৃদ্ধি করে ; কিন্তু দোষযুক্ত বৈদূর্য্য দ্বীপ প্রভুর অবদল করে ।

১। কাকভালীরসীমাতে মণীনামাকরো ভবেদিত্তি কুমারসম্ভবটীকারাং মল্লিনাথেন পঠিতম্ । ২। নামসমুৎপাদাকরঃ ।

লিখ্যাভাবাৎ কাচং লঘুভাবাচ্ছিত্তপালকং বিচাৎ ।

গিরিকাচমদাপ্তিমস্তাৎ, ক্ষটিকং বর্ণোজ্জ্বলভেদন ॥ ১০

যদিহীনীলস্ত মহাশুণ্ডা, সুবর্ণসংখ্যাকলিতস্ত মূল্যম্ ।

তদেব বৈদূর্য্যমণেঃ প্রদিক্ষেৎ, পলদ্বয়োল্লাপিতগৌরবস্ত ॥ ১১

জাতাস্য সর্কেহপি মণেস্ত বাদৃগ্, বিজাতীয়ঃ সন্তি সমানবর্ণাঃ ।

তথাপি নানাকরণানুমেয়-ভেদপ্রকারঃ পরমঃ প্রদিক্ষেৎ ॥ ১২

সুখোপলক্ষ্যশ্চ সদা বিচার্য্যো, হুয়ং প্রভেদো বিদ্যা নরেন ।

স্নেহপ্রভেদো লঘুতা বৃহত্ত্বং, বিজাতিজিহ্বং খলু সার্বজন্যম্ ॥ ১৩

কুশলাকুশলৈঃ প্রপূর্য্যমাণাঃ, প্রতিবন্ধাঃ প্রতिसংক্রিয়াপ্রয়োগৈঃ ।

শুণদোষসমুদ্ভবং লভন্তে, মণয়োহর্থাস্তরমূল্যমেব ভিন্নাঃ ॥ ১৪

ক্রমশঃ সমতীতবর্তমানাঃ, প্রতিবন্ধা মণিবন্ধকেন যত্নাৎ ।

যদি নাম ভবন্তি দোষহীনা, মণয়ঃ যত্-শুণমাগ্নুবন্তি মূল্যম্ ॥ ১৫

জাকারান্ সমতীতানমুদধেশ্বরসম্মিধো । মূল্যমেতৎ মণীনাস্ত ন সর্বত্র মহীতলে ॥ ১৬

সুবর্ণো মনুনা যস্ত প্রোক্তঃ ষোড়শমাষকঃ । তস্ত সপ্ততমো ভাগঃ সংজ্ঞাক্রপং করিষ্যতি ॥ ১৭

অতএব সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া মণি ধারণ করিবে । গিরিকাচ, শিতপাল, কাচ ও ক্ষটিক এই চতুর্বিধ দ্রব্য বৈদূর্য্য মণির বিজাতীয় । কাচে কোনরূপ লেখন হয় না, শিতপাল অতিলঘু, গিরিকাচ দীপ্তিবিহীন, ক্ষটিক সমধিক উজ্জ্বল । এই সকল প্রভেদ শুণ বর্ণনে গিরিকাচাদি নির্ণয় করিবে । ৭-১০

মহাশুণ্ডালী ইল্লনীল মণির পরিমাণানুসারে যেমন মূল্য নিরূপিত হইয়াছে, মাষদ্বয় পরিমিত বৈদূর্য্যমণির মূল্যও সেইরূপ নিরূপিত হইবে । একজাতীয় ও সমানশুণসম্পন্ন মণি যেমন প্রকারভেদে অনেক আছে, সেইরূপ বিজাতীয় মণির অনেক প্রকার ভেদ হইয়া থাকে । তাহাদিগের নামানুসারে মূল্য স্থিরীকৃত হয় । মণিশাস্ত্রবিদগণ সুধীগণ এইরূপে দৃষ্টি বিচারপূর্বক বৈদূর্য্যমণির জাতি ও বিজাতি নিরূপণ করিবেন । যে সকল মণি লঘু ও বৃহৎ তাহার বিজাতীয় বলিয়া স্থির করিবেন । বিশেষ পরীক্ষা করিয়া মণির দোষ শুণ বিবেচনাপূর্বক তদনুসারে মূল্য নির্ণয় করিবেন । যে মণিতে যেমন দোষ শুণ লক্ষিত হয়, সেই মণির সেইরূপ মূল্যের তারতম্য হইয়া থাকে । ব্রহ্মশাস্ত্রপারদর্শী পণ্ডিত কয়েকদিন মণির পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন । যদি মণির পূর্বাৱস্থা ও বর্তমানাবস্থার কোন বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে সেই মণির মূল্য যত্-শুণ হইয়া থাকে । আকরোৎপন্ন মণির যে মূল্য উক্ত হইয়াছে সমুদ্রতীরসম্মিধানেও ঐরূপ মূল্য হইয়া থাকে ; কিন্তু পৃথিবীর অন্তর্গত সকল স্থানে ঐরূপ মূল্যের ব্যবস্থা হয় না । ষোড়শ মাষায় এক সুবর্ণ হয়, তাহার সপ্তম ভাগ দ্বারা বৈদূর্য্যের পরিমাণ করিবে । চারি মাষায় এক শাপ পরিমাণ হয়, পঞ্চ মাষায়

দ্বাপদুর্ভাবমানো মাযকঃ পঞ্চকুফলঃ । পশস্য দশমো ভাগো ধরণঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।

ইতি মণিবিধিঃ প্রোক্তো রত্নানাং মূল্যনিষ্ঠয়ে ॥ ১৮

ইতি শ্রীগরুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে বৈদূর্য্যপরীক্ষা নাম ত্রিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭০ ॥

চতুঃসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ

মৃত উবাচ

পতিতা যা হিমাদ্রৌ তু ত্বেতস্য সুরবিষঃ । প্রাহুর্ভবন্তি তাত্যস্ত পুষ্পরাগা মহাভগাঃ । ১

আপীতপাতুর্ভূতৈঃ পাষণঃ পুষ্পরাগসংজ্ঞকঃ ।

কৌরুককনায়া স্তাৎ স এব যদি লোহিতাপীতঃ ॥ ২

আলোহিতস্ত পীতঃ যজ্ঞঃ কাষায়কঃ স এবোক্তঃ । আনীলভরুণঃ সিন্ধুঃ সোমানকঃ সত্ত্বগঃ ॥ ৩

অত্যন্তলোহিতো যঃ স এব বলু পদ্মরাগসংজ্ঞকঃ স্তাৎ ।

অপি চেল্লনীলসংজ্ঞকঃ স এব কথিতঃ মুনীশঃ সন্ ॥ ৪

মূল্যং বৈদূর্য্যমণেরিব প্রদিতং হস্ত রত্নশাস্ত্রবিদা ।

ধারণকলক তদ্বৎ কিত্ত ত্রীণাং মৃতপ্রদো ভবতি ॥ ৫

ইতি শ্রীগরুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে পুষ্পরাগপরীক্ষা নাম চতুঃসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৪ ॥

এক কুফল ; আর পলের দশভাগে এক ধরণ হইয়া থাকে । মণিপরিমাণ সময়ে এইরূপ হইয়া কার্য্য করিবে । ১১-১৮

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে বৈদূর্য্যপরীক্ষা নামক ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭০ ।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়

মৃত কহিলেন, বলাসুরের যে সকল চর্ম্ম হিমালয় পর্বতে পতিত হইয়াছিল, ঐ সকল চর্ম্ম হইতে মহাভগবান্ পুষ্পরাগ মণির উৎপত্তি হয় । এই মণির জাতি নানাবিধ আছে । যে মণি ইষৎ পীতবর্ণ, তাহার নাম পুষ্পরাগ । ঐ মণি যদি পীত-আভ্যাস্ত লোহিতবর্ণ হয়, তবে তাহাকে কৌরুক বলে । যে মণি লোহিত-আভ্যাস্ত পীতবর্ণ ও যজ্ঞ, তাহার নাম কাষায় । যে মণি নীল-আভ্যাস্ত ভরুণ, তাহাকে সোমানক মণি বলে । যে মণি অতিশয় লোহিতবর্ণ তাহার নাম পদ্মরাগ, আর অতিনীলবর্ণ মণিকে ইন্দ্রনীল বলা যায় । মণিশাস্ত্র-কুশল পণ্ডিতবর্গ বৈদূর্য্যমণির মূল্যের নিয়ম যেভাবে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, পুষ্পরাগমণির মূল্যও সেই নিয়মে নিরূপিত করিবেন । বৈদূর্য্যমণি ধারণে যেমন ফল কথিত আছে, এই পুষ্পরাগ মণি ধারণেও তদ্রূপ ফল হইয়া থাকে । বিশেষতঃ এই মণিধারণে নারীগণ পুত্র প্রসব করে । ১-৫

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে পুষ্পরাগপরীক্ষা নামক চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭৪ ।

১ । লোহিতস্ত পীতঃ ।

পঞ্চসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

বায়ুর্নখান্ দৈত্যপতের্গৃহীত্বা, চিক্কেপ সৎপদ্যবনেষু দ্রষ্টেঃ ।
 ততঃ প্রসূতং পবনোপপন্নং, কর্কেতনং পূজাতমং পৃথিব্যাম্ ॥ ১
 বর্ণেন তক্রধির-সোম-মধুপ্রকাশ-মাতান্ত্রপীতদহনোজ্জ্বলিতং বিভাতি ।
 নীলং পুনঃ খলু সিতং পুরুষং বিভিন্নং, বেধাদিদোষকরণে ন চ তদ্বিভাতি ॥ ২
 স্নিগ্ধা বিস্তৃতাঃ সমরাগিণশ্চ, আপীতবর্ণা গুরবো বিচিহ্নাঃ ।
 ত্রাসত্রণব্যালবিবজ্জিতাশ্চ, কর্কেতনাস্তে পরমং পবিত্রাঃ ॥ ৩
 পাত্রেণ কাঞ্চনময়েন তু বেষ্টিয়িত্বা, তপ্তং যদা হৃতবহ্নৈর্ভবতি প্রকাশম্ ।
 রোগপ্রণাশনকরং কলিনাশনং ত-দায়ুধকরং কুলকরঞ্চ সুখপ্রদঞ্চ ॥ ৪
 এবংবিধং বহুগুণং মণিম্যবহতি, কর্কেতনং শুভমলঙ্কৃতয়ে নরা যৈ ।
 তে পূজিতা বহুধনা বহুবান্ধবাশ্চ, নিত্যোজ্জ্বলাঃ প্রমুদিতা অপি তে ভবন্তি ॥ ৫
 একেহপনহ বিকৃতাকুলনীলভাসঃ, প্রম্মানরাগলুলিতাঃ কল্পয়া বিকৃপাঃ ।
 ভেজোহতিদীপ্তিকুলপুষ্টিবিহীনবর্ণাঃ, কর্কেতনস্য সদৃশং বপুরুষহন্তি ॥ ৬

সূত কহিলেন, দৈত্যপতি বলাসুরের নখসকল পবনদেব গ্রহণ করিয়া প্রদ্রষ্টমনে পদ্যবনে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, এ নিমিত্ত সেই পদ্যবনে সর্বোৎকৃষ্ট কর্কেতন মণি সমুৎপন্ন হইল। কর্কেতন মণি নানাবর্ণে বিভক্ত, যথা—ক্রধিরবর্ণ, চন্দ্রপ্রভ, মধুসমবর্ণ, ইষস্ত্রবর্ণ, পীতান্ত, অগ্নি সদৃশ সমুজ্জ্বল, নীলবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ। এই মণি যদি পুরুষ, ভিন্ন অথবা বিচ্ছিন্ন হয় তবে ইহার দীপ্তি থাকে না। যে কর্কেতন মণি স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ, সমানবর্ণ, ইষৎ পীতান্ত, গুরু, বিচিহ্ন ও ত্রাস ত্রণ ব্যাল প্রভৃতি মণিদোষ হীন, সেই কর্কেতনমণিই প্রশস্ত ও পবিত্র। সুবর্ণপাত্রদ্বারা বেষ্টিত করিয়া অগ্নিতে প্রদগ্ধ করিলে কর্কেতনমণির উজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়; এই মণি ধারণ করিলে রোগ বিনাশ পায়, কলিদোষনাশি আয়ুর্বৃদ্ধি, কুলরক্ষা এবং সর্বপ্রকার সুখসম্পত্তি বৃদ্ধি হয়। ১-৪

এই প্রকার বহুগুণসম্বিত কর্কেতন মণি ধারণ করিয়া যাহারা শরীর অলঙ্কৃত করে, তাহারা ভূতলে সর্বজন-পূজ্য, ধনধান্যাদি বহুরত্নশালী, বহুবান্ধব-পরিবৃত, নিত্যোৎসব-সম্পন্ন হইয়া সন্তুষ্টিচিন্তে কাল অতিবাহিত করে। অন্য কতিপয় মণি আছে, তাহারাও কর্কেতন মণিভূল্য, কিন্তু তাহাদিগের বর্ণ কর্কেতনমণির স্থায় সমুজ্জ্বল নহে এবং সেই সকল মণি দীপ্তি, পুষ্টি ও বর্ণহীন, মলিন ও বিকৃপ। পরীক্ষিত উৎকৃষ্ট কর্কেতন মণি

কর্কেতনং যদি পরীক্ষিতবর্ণরূপং, প্রত্য্যভাস্বরদিবাকরসুপ্রকাশম্ ।

তস্যোক্তমস্য মণিশাস্ত্রবিদা মহিমা, তুল্যত্ব মূল্যমুদিতং তুলিতস্ত কার্যম্ । ৭

ইতি শ্রীগরুড়ো মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে কর্কেতনপরীক্ষা নাম পঞ্চসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ । ৭৫ ।

ষট্‌সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ

সূক্ত উবাচ

হিমবত্ভাগস্বরে দেশে বীৰ্য্যং পতিতং সুরবিষন্তস্ত ।

সম্প্রাপ্তবৃত্তমানামাকরতাং ভীষ্মরত্নানাম্ । ১

তুলাঃ শঙ্খাঙ্কনিভাঃ শ্যোনাংকসম্ভিতাঃ প্রভাবতঃ ।

প্রভবন্তি ততস্তরুণা বজ্রনিভা ভীষ্মপাশাণাঃ ॥ ২

হেমাদিপ্রতিবন্ধাঃ শুভ্রমপি অন্ধরা বিধন্তে যঃ ।

ভীষ্মমপিং গ্রীবাদিষু সমস্পদং সর্বদা লাভতে । ৩

মিরীক্ষ্য পলায়ন্তে যে তমরণানিবাসিনঃ সমীপেহপি ।

দীপি-বৃক-শরভকুঞ্জর-সিংহব্যাঘ্রাদিরো হিংস্রাঃ । ৪

মধ্যাহ্নকালীন দিনকরবৎ সমুজ্জ্বল । মণিশাস্ত্রপারদর্শী পতিত উক্তম কর্কেতনমণির বাহাঙ্গা
বিবেচনানুসারে পরিমাণ করিয়া মূল্য নিরূপিত করিবেন । ৫-৭

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে কর্কেতনপরীক্ষা নামক পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭৫ ।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়

সূক্ত কহিলেন, সুরারি বলাসুরের বীৰ্য্য হিমালয় পর্বতের উত্তর প্রদেশে পতিত হইয়াছিল,
এইজন্য সেই স্থানে ভীষ্মক নামক উক্তম মহামণির আকর হইল । সেই আকরে শঙ্খ ও
শ্বেতপদ্ম সদৃশ তরুবর্ণ এবং তরুণাদিত্যের প্রভাসম্পন্ন ভীষ্মকমণি প্রাপ্ত হইতে লাগিল ।
যে মামব অঙ্কাসহকারে সুবর্ণাদি দ্বারা সজ্জ করিয়া বিত্তহ ভীষ্মকমণি কঠে ধারণ করে, সে
সর্বসম্পত্তি লাভ করিতে পারে । যে নর উক্ত ভীষ্মকমণি ধারণ করে, তাহাকে দর্শন
করিয়া অরণ্যচারী দীপী, বৃক, শরভ, কুঞ্জর, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্রজন্তুগণ তৎকণাৎ
পলায়ন করে । ১-৪

ততোংকবলিতকৃতিনো, ভবতি ভরং ন চাপি সযুগস্থিতম্ ।
 ভীষ্মমণিওঁণযুক্তঃ, সম্যক্ প্রাপ্তোহঙ্গুলীকলত্রম্ । ৫
 পিতৃতর্পণাপি পিতৃণাং তৃপ্তিবহুবাহিকৌ ভবতি ।
 শাম্যন্ত্যভুতান্তপি সর্পাত্তজাবৃষ্টিকবিষাপি । ৬
 সলিলাগ্নি-বৈরি-ভঙ্কর-ভয়ানি ভীমানি নশন্তি ।
 শৈবলবলাহকাভং পুরুষং পীতপ্রভং প্রভাহীনম্ । ৭
 মলিনহৃতি চ বিবর্ণং দূরাং পরিবর্জয়েৎ প্রাজঃ ।
 মূল্যং প্রকল্যামেবাং বিবৃথবরৈর্দেশকালবিজ্ঞানাং ।
 দূরে ভূতানাং বহু কিঞ্চিন্নিকটপ্রসূতানাম্ । ৮

ইতি ঐগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে বৈদূর্য্যপরীকা নাম ষট্ সপ্ততিতমোহ্যায়ঃ । ৭৬ ।

অঙ্গুলীকৃত রত্নরূপে ভীষ্মকমণি ধারণ করিলে তাহার কোনরূপ ভয় থাকে না । এই মণি হস্তে ধারণ করত পিতৃতর্পণ করিলে পিতৃলোকের বহুবাহিকৌ তৃপ্তি হইয়া থাকে এবং এই রত্নের ধারণপ্রভাবে সর্পবিধ ভৌতিক উপদ্রব শান্তি হয় । সর্প প্রভৃতি অশুভ জন্তু, ইন্দুর ও বৃষ্টিকাদির বিষ নিবারিত হইয়া থাকে এবং জল, ভঙ্কর, শত্রু প্রভৃতির ভয়ও বিদূরিত হয় । যে ভীষ্মকমণি, শৈবাল ও মেঘের স্তার বর্ণবিশিষ্ট, পুরুষ, পীতবর্ণ, প্রভামুগ্ধ, মলিন অথবা বিবর্ণ, প্রাজ ব্যক্তি সেই ভীষ্মকমণিকে দূর হইতে পরিহার করিবেন । পণ্ডিতগণ দেশকালভেদে এই সকল মণির মূল্য নিরূপণ করিবেন । আকরের দূরবর্তীস্থানে মূল্যের আধিক্য এবং সন্নিহিতদেশে অল্পতা হইয়া থাকে । । ৫-৮

ঐগারুড়পুরাণে বৈদূর্য্যপরীকা নামক ষট্ সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭৬ ।

सप्तसप्ततितमोऽध्यायः

সুত উবাচ

পুণ্যেযু পৰ্বতবৰেযু চ নিয়গাসু, স্থানান্তরেযু চ তথোক্তরদেশগাসু ।

সংস্থাপিতাশ্চ নথরা ভূজগৈঃ প্রকাশঃ, সম্পূজ্য দানবপতিং প্রথিতে প্রদেশে ১২

ମାର୍ଗାର୍ଥବାମନବୟେକକଳକାଳମାନୋ, ଶୁଦ୍ଧାଞ୍ଜନକୋଞ୍ଚୟମାଳବର୍ଣ୍ଣା: ।

গদ্যবৈজ্ঞানিকদলীসদৃশাবতাসা, এতে প্রশস্তা: পুস্তকা: প্রসূতা: । ২

नन्वाङ्गुलार्कविचित्रभङ्गाः, मृद्वैर्वापेताः परमाः पवित्राः ।

मङ्गलानुष्ठानं बह्वर्चस्त्रिंशद्भिः, वृद्धिप्रदानाय पुनर्नमो भवति । ७

काक-श-रामउ-शुभाण-वृकोदररूपे-मृदैः समानमरुधिरार्द्रमुद्येकरूपताः ।

মৃত্যুপ্রদায়ক বিদ্যা পরিবর্জনীয়, মৃত্যু পলায় কথিতঃ শতানি পদ ॥ ৪

इति श्रीगण्डे महापुराणे पूर्वखण्डे पुलकशीका नाम सप्तसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥

সূত্ৰ কহিলেন, পুণ্য পৰ্ব্বত, পবিত্ৰ নদী প্রভৃতি উপরদিগ্বিভাগের বিখ্যাত প্রদেশে
দানবাধিপতি বলাসূরের নখসকল সর্পগণ লইয়া গিয়া স্থাপন করিয়াছিল। যে যে স্থানে
দানবগতির নখসকল পতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে নামাবর্ষে চিত্রিত ও সমুজ্জ্বল
মণি উৎপন্ন হয়, সেই সকল প্রসক্ত মণিকে পুলক বলে। দাশার্ণ, বাগদব, মেকল ও কাল-
গাদি প্রদেশে যে সকল পুলকমণি আছে সেই সমস্ত মণি শুভ্রা, অঙ্গন, যমু ও যুগাল তুলা,
কচিং অগ্নি অথবা পক কদলী ফল সঙ্গত বর্ণ বিশিষ্ট হয়। ঐ সকল মণিই প্রসক্ত। ১-২

আর কোন কোন পুষ্করমণি লব্ধ, পদ্ম, ভুজ বা সূর্য্যের পাতার বর্ণসম্পন্ন । সেই সকল পদ্মমণি সূত্রসংযোগে ধারণ করিলে সর্ববিষয়ে মঙ্গল ও বিশিষ্ট বুদ্ধি লাভ হয় । যে সকল মণি কাক, কুক্কর, গর্দভ, শূগাল, ব্যাভ্রাদি বিকটাকার জন্তু ও মাংসকুখিরার্জমুখ পুষ্করমণে পরিবেষ্টিত সেই সকল মণি যত্নপ্রদ, অস্ত্রএব পণ্ডিতগণ ঐ সকল মণিকে বর্জন করিবেন । এই পুষ্করমণির মূল্য নিরূপণের নিয়ম বখা—একপল পরিমিত পুষ্করমণির মূল্য পঞ্চাশতমুদ্রা নির্দিষ্ট আছে । ৩-৪

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ପ୍ରାଣେ ପୂର୍ବଧୈ ମୁଖକମରୀକା ନାମକ ସଂସ୍କୃତିତମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ॥ ୧୧ ॥

অষ্টসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ

সূক্ত উবাচ

হুতভূত্প্রদাদায় দানবস্ত যথেলিভম্ । নম্রদায়ানি নিচিক্ষেপ কিকিঙ্কীনাশি ভূমিষু ॥ ১

তত্রৈল্লগোপকলিতং শুকবক্তৃ বর্ণং, সংস্থানতঃ প্রকটপীলুসমানমাত্মম্ ॥

নানাপ্রকারবিহিতং রুধিরাখ্যরক্ত-মুক্ত্য তস্য খলু সর্বসমানমেব ॥ ২

মধোন্মপাতুরমতীৰ বিত্তবর্ণং, তচ্চেত্সনীলসদৃশং পটলং তুলে স্মাৎ ॥

সৈশ্বর্য্যভূতাজননং কথিতং তদৈব, পকঞ্চ তং কিল ভবেৎ সুরবজ্রবর্ণম্ ॥ ৩

ইতি ঈগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে রুধিরাখ্যপরীক্ষা নামাষ্টসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৮ ॥

একোনাশীতিতমোহধ্যায়ঃ

সূক্ত উবাচ

কাবের-বিজ্যা-যবন-চীননেপালভূমিষু । লাল্ললী ব্যকিরন্মোদো দানবস্ত প্রমত্ততঃ ॥ ১

আকাশভক্তং তৈলাখ্যমুৎপন্নং স্ফটিকং ততঃ । যুগলশঙ্খধবলং কিকিঙ্করানুরাশিতম্ ॥ ২

সূক্ত কহিলেন, দানবপতি বলাসুরের রূপ গ্রহণ করিয়া অগ্নিদেব নম্রদাপ্রদেশের নিম্ন-ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। যে যে স্থানে দানবপতির রূপ পতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে ইল্লগোপ মণি সমুৎপন্ন হইল। এই মণি শুকপক্ষীর মুখের স্থায় বর্ণসম্মিশ্রিত ও পীপুলের স্থায় আকৃতিযুক্ত। এই সকল স্থানে নানাপ্রকারে রচিত পূর্বেণ্ড ইল্লগোপমণির সমানাকার রুধিরাখ্য মণিও জন্মিয়াছিল। এই মণির মধ্যভাগ চত্বের স্থায় পাতুরবর্ণ, অতিবিস্তৃত এবং ইল্লনীলমণির সমানাকৃতি। এই মণি ঐশ্বর্য্য ও ভূত্যাগ্রদ। এই মণি পরিপক হইলে সুরবজ্রসদৃশ বর্ণলালী হয়। ১-৩

ঈগারুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে রুধিরাখ্যপরীক্ষা নামক অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৮ ॥

উনাশীতিতম অধ্যায়

সূক্ত কহিলেন, কাবের, বিজ্যা, যাবন, চীন ও নেপাল দেশে বলাসুরের মেদঃ বলরাম লইয়া গিয়া নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। যে যে প্রদেশে বলাসুরের মেদঃ নিপতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে তৈলস্ফটিক নামক মহামণি সমুৎপন্ন হইল। এই মণি যুগল ও শঙ্খসম

ন তন্তুল্যং হি রত্নক অথবা পাপনাশনম্ ।

সংস্কৃতং শিল্পিনা সন্তো মূল্যং কিকিলভেৎ ততঃ । ৩

ইতি ঐগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে শ্ৰুটিক-পরীক্ষা নামৈকোনানীতিতমোহধ্যায়ঃ । ৭৯০

অনীতিতমোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

অদীর শেবস্তম্ভাঃ বলস্ত কেবলাদিবু । চিক্কেপ তত্র কার্যন্তে বিক্রমাঃ সুমহাশুণাঃ । ১

তত্র প্রধানং শলোহিতাভং, শুভ্রাজবাপুষ্পনিভং প্রদীয়ম্ ।

মুনীলকং দেবকরোমকক, স্থানানি তেষু প্রভবং সুরাগম্ । ২

অন্যত্র জাতকং ন তৎ প্রধানং, মূল্যং ভবেচ্ছিল্পিবিশেষযোগাৎ । ৩

প্রসন্নং কোমলং স্নিগ্ধং সুরাগং বিক্রমং হি তৎ ।

ধনধাত্তকরং লোকে বিখ্যাত্তিভয়নাশনম্ । ৪

পরীক্ষা পুলকস্তোক্তা কুখিরাখ্যস্ত বৈ মণেঃ । শ্ৰুটিকস্য বিক্রমস্য রত্নজ্ঞানায় শৌনক । ৫

ইতি ঐগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে রত্নপরীক্ষা নামানীতিতমোহধ্যায়ঃ । ৮০ ।

ববলবর্ণ । কোন কোনটি বা কিকিং অন্যবর্ণ হইয়া থাকে । এই মণির তুল্য সর্বপাপনাশন মণি আর নাই । শিল্পকার দ্বারা এই মণির সংস্কার করিলে মূল্য নিরূপিত হইতে থাকে । ১-৩

ঐগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে শ্ৰুটিক পরীক্ষা নামক উনানীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭৯ ।

অনীতিতম অধ্যায়

সূত কহিলেন, বলাসুরের অস্ত্র লইয়া অনন্তদেব কেবলাদি দেশে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন । বলাসুরের অস্ত্র যে যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থলে মহাশুণসম্পন্ন বিক্রমমণি উৎপন্ন হইল । এই মণি যদি জবাপুষ্প কিংবা শুভ্রাকলের স্থায় অত্যন্ত লোহিত বর্ণ হয়, তবেই তাহা সর্বপ্রধান হয় । রোমক ও দেবক দেশে যে বিক্রমমণি সমুৎপন্ন হয়, তাহা অতীব নীলবর্ণ । উক্ত কেবলাদি দেশে যে সকল বিক্রমমণি জন্মে, সে সকলই প্রধান, অন্তদেশজাত বিক্রম উৎকৃষ্ট নহে । যে বিক্রম প্রসন্ন, কোমলস্পর্শ, স্নিগ্ধ ও গাঢ়রক্তবর্ণ, তাহা ধারণ করিলে ধনধাত্তাদি লাভ হইয়া থাকে এবং শত্রুনাশ হয় । পুলকমণি পরীক্ষার নিয়মানুসারে কুখির, শ্ৰুটিক ও বিক্রমমণির পরীক্ষা করিবে । ১-৫

ঐগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে রত্নপরীক্ষা নামক অনীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮০ ।

একাদশীতিতমোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

সর্বভীর্ধানি বক্ষ্যামি গঙ্গা তীর্থোত্তমোত্তমা । সর্বত্র সুলভা গঙ্গা ত্রিষু স্থানেষু হ্রলভা ॥ ১

হরিদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে । প্রয়াগং পরমং তীর্থং যতান্যং ভুক্তিমুক্তিদম্ ॥ ২

সেবনাং কৃতপিতৃনাং পাপভিঃ^১ কামদং নৃণাম্ ।

বারাণসী পরং তীর্থং বিশ্বেশো যত্র কেশবঃ ॥ ৩

কুরুক্ষেত্রং পরং তীর্থং দানানৈর্ভুক্তিমুক্তিদম্ ।

প্রভাসং পরমং তীর্থং সোমনাথো হি তত্র চ ॥ ৪

বারকা চ পুরী রম্যা ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িকা । প্রাচী সরস্বতী পূর্ণা সপ্তসারস্বতং পরম্ ॥ ৫

কেদারং সর্বপাপহরং শঙ্কলগ্রাম উত্তমম্ । নরনারায়ণং তীর্থং^২ যুৈষ্ঠ্য বদরিকান্ত্রমম্ ॥ ৬

শ্বেতদ্বীপং পুরী যাত্রা নৈমিষং পুন্ডরং পরম্ । অযোধ্যা চার্য্যতীর্থস্ত চিত্রকূটক গোমতী ॥ ৭

বৈনারকং মহাতীর্থং রামগির্য্যাক্রমং পরম্ । কাঙ্কীপুরী তুঙ্গভদ্রা জীশৈলং সেতুবন্ধনম্ ॥ ৮

রামেশ্বরং পরং তীর্থং কাঙ্কিকেশরং তথোত্তমম্ । ভৃগুভৃগুং কামতীর্থং চামরকন্টকং^৩ তথা ॥ ৯

সূত কহিলেন, আমি তীর্থসকলের যাহাখ্যাতি বলিব। পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে, তন্মধ্যে গঙ্গাই সর্বভীর্ধের প্রধানভূতা। গঙ্গা সকল স্থানেই সুলভা, কেবল হরিদ্বার, প্রয়াগ ও গঙ্গাসাগরসঙ্গম এই তিন স্থানে হ্রলভা। প্রয়াগ অতি পরমতীর্থ; এই স্থানে যাহারা দেহপাত করে, তাহাদিগের মুক্তিলাভ হয়। এই মহাতীর্থে স্নানপূর্বক যাহারা পিতৃলোকের উদ্দেশে পিতৃ দান করে, তাহারা সর্বপাপ বিনাশ করত সর্ববিধ অভীষ্ট লাভ করে। বারাণসী অতি পরমতীর্থ; এই তীর্থে বিশ্বেশ্বর ও কেশব সত্তত বিরাজমান আছেন। কুরুক্ষেত্র অতি মহাতীর্থ; এই তীর্থে দানাদি করিলে সাধক ভুক্তিমুক্তি উভয়ই লাভ করে। প্রভাস অতি পুণ্যস্থান; এই তীর্থে সোমনাথ দেব বিরাজমান আছেন। বারকাপুরী বিখ্যাত পুণ্যভূমি; এই পুরী দর্শনে সাধক ইহকালে বিবিধ ভোগ করত অন্তে মুক্তিলাভ করে। সরস্বতী অতি পুণ্যপ্রদ তীর্থ; এই তীর্থে স্নানাদি করিলে সর্ববিধ বিদ্যা লাভ হয়। ১-৫

শঙ্কলগ্রামে কেদার তীর্থ আছে; এই তীর্থ সর্ববিধ পাপ বিনাশ করে। বদরিকান্ত্রম নারায়ণ তীর্থ; এই তীর্থদর্শনে মুক্তি লাভ হয়। শ্বেতদ্বীপ, যাত্রাপুরী, নৈমিষারণ্য, পুন্ডর, অযোধ্যা, চিত্রকূট, গোমতী, বিনারকতীর্থ, রামগিরি, কাঙ্কীপুরী, তুঙ্গভদ্রা, জীশৈল, সেতুবন্ধ, রামেশ্বর, কাঙ্কিকেশরতীর্থ, ভৃগুভৃগু, কামতীর্থ, অমরকন্টক,

১। পাপভিঃ। ২। নারায়ণং মহাতীর্থং। ৩। কামরং কটকং।

উজ্জয়িনীয়াং মহাকালঃ কুজ্জকে জীধরো হরিঃ ।

কুজ্জাত্রকং মহাতীর্থং কালসর্পিচ কামদম্ । ১০

মহাকেশী চ কাবেরী চম্পভাগা বিপাশয়া । একাত্রক তথা তীর্থং ত্রাঙ্কেশং^১ দেবকোটকম্ । ১১

মধুরা চ পুরী রম্যা শোমশৈব মহানদঃ । জম্বুদ্বীপো মহাতীর্থং তানি তীর্থানি বিষ্টি চ । ১২

সূর্য্যঃ শিবো গণো দেবী হরির্যজ চ তিষ্ঠতি । এতেষু চ তথাত্মেযু স্নানদানং জপস্তপঃ । ১৩

পূজা শ্রাদ্ধং পিণ্ডদানং সর্ব্বং ভবতি চাক্ষরম্ ।

শালগ্রামং সর্ব্বদং স্থাং তীর্থং পাতপতেঃ পরম্ । ১৪

কোকামুখঞ্চ বারাহং ভাতীরং স্বামিসংস্কৃতম্ । মোহনগুপ্তে মহাবিশ্বক্স্মন্দারে মধুসূদনঃ ॥ ১৫

কামরূপং মহাতীর্থং কামাখ্যা যত্র তিষ্ঠতি । পুণ্ড্রবর্দ্ধনকং তীর্থং কাঙ্টিকেশম্ যত্র চ । ১৬

বিরাজন্ত মহাতীর্থং তীর্থং জীপুরুষোত্তমম্ । মহেশ্বরপর্ব্বতস্তীর্থং কাবেরী চ নদী পরা । ১৭

গোদাবরী মহাতীর্থং পরোক্ষী বরদা নদী । বিজ্যাঃ পাপহারং তীর্থং নন্দদাভেদ উত্তমঃ । ১৮

গোকর্ণং পরমং তীর্থং তীর্থং মাহিম্বতী পুরী । কালজ্বরং মহাতীর্থং শুক্রতীর্থমুত্তমম্ । ১৯

কৃতশৌচং মুক্তিদঞ্চ শালগ্রামী চ দণ্ডকে^২ । বিরজং সর্ব্বদং তীর্থং স্বর্ণাকং তীর্থমুত্তমম্ । ২০

নন্দিতীর্থং মুক্তিদঞ্চ কোটিতীর্থফলপ্রদম্ । নাসিকাক্ষ মহাতীর্থং গোবর্দ্ধনমতঃ পরম্ । ২১

উজ্জয়িনীয়াং মহাকালতীর্থ, কুজ্জকে জীধরতীর্থ, হরিতীর্থ, কুজ্জাত্রকতীর্থ, কালসর্পি, মহাকেশী, কাবেরী, চম্পভাগা, বিপাশা, একাত্রকানন, ত্রাঙ্কেশকেত্র, দেবকোটক, মধুরাপুরী, সোমনাথ, মহানদ ও জম্বুদ্বীপ এই সমস্ত মহাতীর্থ উক্ত হইল । ৬-১২

এই সকল তীর্থে সর্ব্বদা সূর্য্য, শিব, গণপতি, দেবী পর্ব্বতনন্দিনী ও হরি অবস্থিতি করিয়া থাকেন । পূর্ব্বকথিত তীর্থনিচয়ে ও অন্যান্য তীর্থস্থলে স্নান, দান, জপ, তপ, পূজা, শ্রাদ্ধ এবং পিণ্ডদানাদি কার্য্য করিলে সেই সকল অক্ষয় ফল প্রদান করে । শালগ্রামতীর্থ ও পাতপততীর্থ এই উভয়তীর্থই সর্ব্বফলপ্রদ । কোকামুখ, বারাহ, ভাতীর, স্বামীতীর্থ এই সকল মহাতীর্থ বলিয়া খ্যাত আছে । মোহনগুপ্তনামক মহাতীর্থে মহাবিশ্ব ও মন্দারতীর্থে মধুসূদন অবস্থিত আছেন । কামরূপ অতীব প্রধান তীর্থ, এই স্থানে কামাখ্যা দেবী সর্ব্বদা বিরাজমানা আছেন । পুণ্ড্রবর্দ্ধন মহাতীর্থে কাঙ্টিকেশ দেব সতত অবস্থিতি করিতেছেন । বিরাজতীর্থ, জীপুরুষোত্তম, মহেশ্বরপর্ব্বত, সরিষরা কাবেরী, গোদাবরী, পরোক্ষী এবং বরদা নদী এই সমস্তও মহাতীর্থ । বিজ্যা নামক যে মহাতীর্থ আছে, তাহা সর্ব্ববিধ-পাপহারক । গোকর্ণ, মাহিম্বতী, কালজ্বর, শুক্রতীর্থ ও কৃতশৌচ এই সমস্ত মহাতীর্থে স্নানাদি করিয়া শুদ্ধদেহ হইলে বিষ্ণু তাহাদিগকে অন্তকালে মুক্তিপ্রদান করেন । বিরজ ও স্বর্ণাক এই মহাতীর্থদুগল সর্ব্বফলপ্রদ ও সর্ব্বতীর্থোত্তম । ১৩-২০

নন্দিতীর্থ মুক্তিপ্রদ ; এই স্থানে স্নানাদি ক্রিয়া করিলে কোটিতীর্থের ফল লাভ হয় ।

১। ত্রাঙ্কেশং । ২। তদন্তিকে ।

कृष्णं वेणीं डीमरुधां गङ्गां च त्रिरावती । डीर्घं विन्दुसरः पुनारं विष्णुपादोदकं परम् ॥२२॥

ब्रह्मस्थानं परं तीर्थं तीर्थमिन्द्रियनिग्रहः । दमस्तीर्थस्तु परमं भावगुह्यं परं यत्नात् ॥ २३

জানহুদে ধ্যানজলে রাগবেশমলাপহে । যঃ স্নানতি মানসে তীর্থে স য়াতি পরমাং পতিম্ ॥২৪

ইদং তীর্থমিদং নোতি স্বে নরা ভেদদর্শিনঃ । তেষাং বিধীকৃতো তীর্থগমনং তৎকলম্ যৎ ।

सर्वस्य ब्रह्मेति बोधैवेति नातीर्षः तस्य किञ्चन ॥ २७

এতেষু গ্ৰানমানানি ভ্ৰাতৃঃ পিতৃমথাকল্পম্ । সৰ্বা নতুঃ সৰ্ববৈশল্যাস্তীৰ্থং দেবানিসেবিতম্ ॥ ২৬

শ্রীরামঃ হরেন্তীর্থং তাপী শ্রেষ্ঠা মহানদী । সমুদ্রগোদাবরং তীর্থং তীর্থং কোণগিরিঃ পরম ॥ ২৭

মহানন্দীর্ঘজ দেবী প্রণীতা পরমা ননী । সজ্জাজ্জো দেবদেবেশ একবীরঃ সুরেশ্বরী ॥ ২৮

মঙ্গাঘারে কুশাবর্তে বিদ্যাকে নীলপর্যন্তে । স্নাত্তা কনধলে তীর্থে স ভবেয় পুনর্ভবে ॥ ২৯

মুণ্ড উবাচ

এতানুষ্ঠানি ভীর্থানি স্নানাটোঃ সর্বদানি হি । অষ্টাবধৌদ্ধরেব'ক্ষা ব্যাসং দক্ষাদিসংযুতম ॥৩০

নাসিকা, গোবর্জন, কৃষ্ণবেণী, ভীমরথা, গণ্ডকী, ইরাবতী ও বিষ্ণুর পাদোদকস্বরূপে বিন্দুসর, এই সকল মহাপুণ্যজনক তীর্থ। মহীমণ্ডলে বহুপ্রকার তীর্থ আছে, পরন্তু ব্রহ্মধ্যান ও ইন্ড্রিয়নিগ্রহই মহাতীর্থ। ব্রহ্মধ্যানরূপ মহাতীর্থে মানবগণের আশাতিরিক্ত ফল হইয়া থাকে। ভাবতুই উক্ত তীর্থের সরোবর, জ্ঞান-তাহার হ্রদ, উক্ত হ্রদের রাগদেবাসিক্রপ মলনাশক ধ্যানস্বরূপ জলে যে মানব স্নান করিতে পারে, সে ব্রহ্মপদপ্রাপ্তিরূপ পরমা পতি লাভ করে। “এইটী মহাতীর্থ ও এইটি তীর্থ নহে” যাহারা এইরূপ ভেদ জ্ঞান করে, তাহাদিগের পক্ষেই তীর্থগমন এবং সেই সেই তীর্থের যথোক্ত ফলভোগ বিধেয়, পরন্তু যাহারা সর্বত্রই ব্রহ্মময় তীর্থ বলিয়া জ্ঞান করে, তাহাদিগের পক্ষে কোন প্রকার তীর্থেরই প্রয়োজন নাই। পূর্বকথিত তীর্থসকলে স্নান, দান, ত্রাহু ও পিণ্ডদানাদি কার্য্য করিলে অক্ষয়কল লাভ হইয়া থাকে। সর্ব পর্বত ও সর্ব নদীই তীর্থ, কারণ পর্বত ও নদী উভয়স্থানই দেবসেবিত। যে সকল স্থান দেবগণের পরিষেবিত, তাহাই তীর্থ বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। ২১-২৬

শ্রীরঙ্গপত্তন একটি মহাতীর্থ, যেহেতু এই স্থানে হরি অবস্থিতি করেন। তাপী, মহামদী, সপ্তগোদাবর তীর্থ এবং কোণগিরি এই সকলই মহাতীর্থ স্থান। কোণগিরি তীর্থে স্বরূপ লক্ষ্মীদেবী নদীরূপে বিরাজমানা আছেন। সমুদ্র পর্বতে একবীর নামে মহাতীর্থ আছে, সেই স্থানেই ঐ দেবী বাস করেন। গঙ্গাছার, কুশাবর্ত্ত, বিদ্যাপর্বত, কনকল ও নীলগিরি এই সকল মহাতীর্থে যে ব্যক্তি স্নান করে, তাহার আর সংসারে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না। যে সকল তীর্থ কথিত হইল, এতস্তিন্ন আরও অনেক তীর্থ আছে; সেই সকল তীর্থে স্নানাদি করিলে সর্ব শুভফল লাভ হয়; ব্রহ্মা হরির নিকট এই সকল বাক্য শ্রবণপূর্বক

এতান্যুক্তাঃ ৫ তীর্থানি পুনর্ভীর্থোক্তমোক্তমম্ । গঙ্গাধাং প্রাহ সর্বকামকল্পং ব্রহ্মলোকদম্ ৷ ৩১ ৷

ইতি শ্রীগরুড়ো মহাপুরাণে পূর্বধত্তে সর্বভীর্থমাহাখ্যায় নামৈকানীতিতমোহধ্যায়ঃ ৷ ৮১ ৷

ব্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

সার্বাং সারভরং ব্যাস গয়ামাহাখ্যামুক্তমম্ । প্রবক্ষ্যামি সমাসেন ভুক্তিমুক্তিপ্রদং শৃণু ৷ ১ ৷
গঙ্গাসুরোহভবৎ পূর্বং বীৰ্য্যবান্ পরমঃ স চ । ভূপোহভপান্নাহাবোরং সর্বভূতোপতাপনম্ ৷ ২ ৷
ভূতপতাপিতা দেবাস্তত্ত্বার্থং হরিং শ্রুতাঃ । শরণং হরিরুচে তান্ ভবিতব্যং শিবান্ধিত্তিঃ ।
পাতিতেহস্ত মহাদেহে তথৈত্য়াহুঃ সুরা হরিম্ ৷ ৩ ৷

কদাচিচ্ছিবপূজার্থং কীরাত্তেঃ কমলানি চ । আনীর কীকটে দেশে শরনঞ্চাকরোষসী ৷ ৪ ৷

দক্ষাধি সমন্বিত ব্যাসকে বলিগ্রাহিলেন । এইরূপে সর্বভীর্থের বিবরণ कहিয়া পুনর্বার সর্বভীর্থোক্তম গঙ্গাভীর্থ বলিতেছেন । এই গঙ্গাভীর্থ ব্রহ্মলোকপ্রদ । এই স্থানে যে সমস্ত পুণ্য উপার্জিত হয়, তাহা অক্ষয় ব্রহ্মলোকপ্রদ থাকে । ১৭-৩১

শ্রীগরুড়পুরাণে সর্বভীর্থমাহাখ্যায় নামক একানীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ৷ ৮১ ৷

ব্যশীতিতম অধ্যায়

ব্রহ্মা कहিলেন—ব্যাস । আমি সর্বভীর্থের সার্বাংসারভূত গয়ামাহাখ্যায় বলিতেছি, তুমি ভুক্তিমুক্তিপ্রদ সেই গয়ামাহাখ্যায় শ্রবণ কর । পূর্বকালে গঙ্গাসুর নামে মহাবলপরাক্রান্ত এক দৈত্য অগ্নিগ্রাহিল ; ঐ দৈত্য এমন উৎকট ভপক্ষ্য করিতে প্রবৃত্ত হইল যে, তদ্বারা সকল প্রাণীর উপতাপ হইতে লাগিল । দেবগণ তাহার ভপক্ষ্যায় সন্তপ্ত হইয়া সত্তরচিত্তে তাহার বিনাশসাধন-মানসে হরিসমীপে উপস্থিত হইলেন । তাহার হরির নিকটে গঙ্গাসুরমৃত্যুভয় বর্ণন করিলে হরি তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, ইহার দেহ পতিত করিলে এই অসুর শিবভূপদ লাভ করিবে । অনন্তর দেবগণ বলিলেন, এ অসুর মরণান্তে শিবভূ পাইলে সৃষ্টি রক্ষা হইবে, কিন্তু এক্ষণে ইহাকে বিনাশ না করিলে সৃষ্টি লোপ হইবার সম্ভাবনা ; অতএব আপনি ইহাকে বিনাশ করুন । তখন ভগবান্ হরি সেই দেবগণকে আজ্ঞা তাহাই হইবে বলিয়া অভয় দান করিলেন । ১-৩

কিছুকাল পরে একদা মহাবল গয়াসুর শিবপূজার্থ কীরসাগর হইতে কমল আনয়নপূর্বক কীকটদেশে শরন করিয়াছিল, বিষ্ণু তাহাকে শীঘ্র মারায় বিমোহিত করিয়া গদাঘাতি

বিষ্ণুস্নানবিমূঢ়োহসৌ গদয়া বিষ্ণুনা হতঃ । অতো গদাধরো বিষ্ণুর্গয়ায়াং যুক্তিদঃ স্থিতঃ । ৫
তস্ত দেহে শিবরূপী স্থিতঃ তদে পিতামহঃ । জনার্দিনশ্চ কালেশস্তথাত্তঃ প্রপিতামহঃ । ৬
বিষ্ণুরাহাধ মর্যাদাং পুণ্যক্ষেত্রং ভবিষ্যতি । ৭

যজ্ঞং শ্রাদ্ধং পিতৃদানং স্নানাদি কুরুতে নরঃ । স স্বর্গং ব্রহ্মলোকঞ্চ গচ্ছের নরকং নরঃ । ৮
গয়াভীর্ষং পরং জাভা যাগং চক্রে পিতামহঃ । ব্রাহ্মণান্ পূজয়ামাস ঋত্বিগর্থমুপাগতান্ । ৯
মহানদীং রসবহাং সৃষ্টা বাপাদিকং তথা । ভক্ষ্যভোজ্যফলাদীংশ্চ কামধেনুং তথাসৃজৎ ।
পঞ্চক্রোশং গয়াক্ষেত্রং ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ প্রভুঃ । ১০

ধর্মযাগেষু লোভাৎ তু প্রতিগৃহ্য ধনাদিকম্ ।

স্থিতা বিপ্রাস্তদা শস্তা গয়ায়াং ব্রাহ্মণান্ততঃ । ১১

মা ভূং ত্রৈপুরুষী বিদ্যা মা ভূং ত্রৈপুরুষং ধনম্ ।

মুখ্যাকং স্যাধারিবহা নদী পাষাণপর্কতঃ । ১২

শৈলৈস্ত প্রার্থিতো ব্রহ্মানুগ্রহং কৃতবান্ প্রভুঃ ।

লোকাঃ পুণ্যা গয়ায়াং হি জাভিনো ব্রহ্মলোকগাঃ ।

বৃক্ষান্ যে পূজয়িষ্যন্তি তৈরহং পূজিতঃ সদা । ১৩

হত করিলেন । সেই দিন হইতে গদাধর বিষ্ণু গয়াতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । তিনিই
অনন্ত জীবের যুক্তিপ্রদান করেন । ঐ গয়াসুয়ের মহাদেহ শিবরূপী হইয়া অগতের
তৃপ্তিসম্পাদন করিতে লাগিলেন । বিষ্ণু বলিলেন, অতঃ হইতে এই স্থান পুণ্যক্ষেত্র হইল ।
যে মানব এই পুণ্যক্ষেত্রে যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ, পিতৃদান ও স্নানাদি করে, সে সর্বদা স্বর্গলোকে ও
ব্রহ্মলোকে গমন করে, কদাচ তাহার নরকে গতি হয় না । পিতামহ সেই গয়াক্ষেত্রকে
পরমভীর্ষ জানে তথায় যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং পৌরোহিত্য কার্যার্থ সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে
পূজা করিয়াছিলেন । তিনি তথায় চতুর্দিক্ ব্যাপ্ত রসবতী মহানদী এবং ভক্ষ্য, ভোজ্য,
ফলাদি ও কামধেনু সৃষ্টি করিলেন ; আর পঞ্চক্রোশপরিমিত সেই গয়াক্ষেত্র সেই ব্রাহ্মণ-
গণকে দান করিয়াছিলেন । ৪-১০

প্রশস্ত ব্রাহ্মণগণ লোভপরতন্ত্র হইয়া সেই সকল যজ্ঞীয় ধনগ্রহণ করিয়া সেই স্থানে
গয়াভীর্ষে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ; এ নিমিত্ত ব্রহ্মা সেই সকল ব্রাহ্মণকে অভিশাপ
প্রদান করিলেন যে, হে দ্বিজগণ । তোমাদিগের ত্রৈপুরুষী বিদ্যা ও ত্রৈপুরুষ ধন থাকিবে
না, কেবল এই পাষাণ-পর্কতবহা নদীই তোমাদিগের চিরকাল থাকিবে । ব্রাহ্মণগণ
পিতামহকর্তৃক এইরূপ অভিশাপগ্রস্ত হইয়া বিনয়সহকারে শাপবিমুক্তি প্রার্থনা করিলে
ভগবান্ কমলযোনি তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া শাপবিমোচনপূর্বক বলিলেন যে,
যে সকল পুণ্যাখী ব্রহ্মলোকগামী নর শ্রাদ্ধাভিষ্ঠাষে এই গয়াক্ষেত্রে আগমন করিবে,
তাহারা তোমাদিগের অর্চনা করিবে, এবং সেই অর্চনাধারা আমিও পূজিত হইব ।

ব্রহ্মজ্ঞানং গয়াশ্রাদ্ধং গোগৃহে মরণং তথা ।

বাসঃ পুংসাং কুরুক্ষেত্রে মৃত্তিরেষা চতুর্বিধা ॥ ১৪

সমুদ্রাঃ সন্নিভঃ সর্ক্বা বাপীকূপত্বদানি চ । স্নাতুকামা গয়াতীর্থং ব্যাস যান্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১৫

ব্রহ্মহত্যা সূরাপানং ভেদ্যং গুরুপত্নীগমনজ পাপং ভৎসনজং সর্ক্বং গয়াশ্রাদ্ধাধিনশ্রুতি ॥ ১৬

অসংকৃতা মৃত্তা যে চ পত্তচৌরহতাস্তে যে । সর্পদন্ডো গয়াশ্রাদ্ধাস্থত্যাঃ স্বর্গং ব্রজতি তে ॥ ১৭

গয়ায়াং পিতৃদানেন তং ফলং লভতে নরঃ । ন ভঙ্ক্যং যন্না বজ্রং বর্ষকোটিশতৈরপি ॥ ১৮

ইতি শ্রীগরুড় মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে গয়ামাহাত্ম্যে দ্ব্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮২ ॥

ব্রহ্মজ্ঞান, গয়াশ্রাদ্ধ, গোগৃহে মরণ ও কুরুক্ষেত্রে বাস মানবগণের এই চতুর্বিধ মৃত্তির কারণ
নিরূপিত আছে । ১১-১৪

হে ব্যাস । সমুদ্রমুদ্র সর্ক্ব নদী ও বাপী কূপ তড়াগাদি যে সমস্ত মহাতীর্থ
পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে, বাহারা সেই সকল মহাতীর্থে স্নান কামনা করে, তাহারা
গয়াতীর্থে আগমন করিয়া থাকে । গয়াতীর্থ দর্শন করিয়া শ্রাদ্ধাদি করিলে উক্ত
তীর্থসকলে স্নানাদিজনিত পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে । গয়াতীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে ব্রহ্মহত্যা,
সূরাপান, ভেদ্য ও গুরুপত্নীগমনজ পাপ এবং ব্রহ্মহত্যাডিকারীর সংসর্গজনিত পাপ-
সকল বিনাশ পায় । বাহারা অসংকৃত অবস্থার মরিয়াছে, কিম্বা বাহারা পত্ত ও
চৌরকর্তৃক নিহত, অথবা বাহারা সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, সেই সমস্ত পাপীও
গয়াশ্রাদ্ধে মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকে । মানবগণ গয়াতীর্থে পিতৃলোকের
পিতৃদান করিলে যেরূপ পুণ্য লাভ করে, আমি শতকোটি বৎসরেও সেই সকল পুণ্য কীর্তন
করিয়া শেষ করতে পারি না । ১৫-১৮

শ্রীগরুড় পুরাণে পূর্বখণ্ডে গয়ামাহাত্ম্যে নামক দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮২ ।

ত্ৰাশীতিতমোহধ্যায়ঃ

অশ্বোবাচ

কৌকটেষু গয়া পুণ্য পুণ্যং রাজগৃহং বনম্ । বিষম্ভাৰণঃ পুণ্যো নদীনাঞ্চ পুনঃপুনঃ ॥ ১
 মুক্তপৃষ্ঠন্ত পূৰ্ব্বস্মিন্ পশ্চিমে দক্ষিণোত্তরে । সার্বক্ৰোশধ্বজং মানং গয়ায়াং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ২
 পক্ষক্ৰোশং গয়াক্ষেত্ৰং ক্ৰোশমেবং গয়াশিৱঃ । তত্র পিতৃপ্ৰদানেন তৃপ্তিৰ্ভবতি শাস্বতীঃ ॥ ৩
 নাগাজ্জনান্দিনাঈষেব কৃপাচ্ছোভমানসাহ ॥ এতদগয়াশিৱঃ শ্ৰোত্ৰং কল্পতীৰ্থং উচ্যতে ॥ ৪
 তত্রপিতৃপ্ৰদানেন পিতৃণাং পরমা গতিঃ । গয়াগমনমাত্ৰেণ পিতৃণামনুণো ভবেৎ ॥ ৫
 গয়ায়াং পিতৃৰূপেণ দেবদেবো জনান্দিনঃ । তৎ দৃষ্ট্বা পুণ্ডরীকাকং মুচ্যতে বৈ ঋণজয়াং ॥ ৬
 রথমার্গং গয়াতীৰ্থে দৃষ্ট্বা কল্পপদাধিকে ২ । কালেশ্বরক কেদারং পিতৃণামনুণো ভবেৎ ॥ ৭
 দৃষ্ট্বা পিতামহং দেবং সৰ্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে । লোকস্থনাময়ং যাতি দৃষ্ট্বা চ প্রপিতামহম্ ॥ ৮
 তথা গদাধরং দেবং মাধবং পুরুষোত্তমম্ । তৎ প্রথমা প্রযত্নেন ন ভূয়ো জায়তে নরঃ ॥ ৯
 মৌনাদিত্যং মহাআনং কনকাকং বিশেষতঃ । দৃষ্ট্বা মৌনেন বিপ্রার্থে পিতৃণামনুণো ভবেৎ ॥ ১০

অশ্বা বলিলেন, কৌকটেদেশে গয়াক্ষেত্ৰ মহাপুণ্য স্থান, এই দেশে রাজগৃহ ও বননামক আর
 দুইটি মহাতীৰ্থ আছে । চাৰুণদেশ মহাপুণ্যপ্রদ, এই দেশে যে সকল নদী আছে, তাহারাও
 অক্ষয় পুণ্য প্রদান করে । গয়াক্ষেত্ৰের প্রান্তে চতুর্দিকে সার্বক্ৰোশধ্বজ ব্যাপিরা মুক্তপৃষ্ঠ তীৰ্থ
 আছে, এই মুক্ত মহাতীৰ্থ বলিরা পরিগণিত । গয়াক্ষেত্ৰ পক্ষক্ৰোশবাণী ; তন্মধ্যে গয়াশিৱ
 একক্ৰোশ ব্যাপিরা আছে । এই গয়াশিৱে পিতৃদান করিলে পিতৃলোকের শাস্বতী গতি
 লাভ হয় । জনান্দিন-নাগ হইতে মানসোত্তর কৃপা পর্যন্ত স্থানই গয়াশিৱ বলিরা উক্ত হয় ।
 এই স্থানকেই কল্প তীৰ্থ বলা যায় । সেই কল্প তীৰ্থে পিতৃলোকের পিতৃদান করিলে পরম
 গতি লাভ হয় । যে মানব গয়াতীৰ্থে গমন করে, যে তৎক্ষণাৎ পিতৃগণ হইতে মুক্ত হইরা
 থাকে । ১-৫

গয়াক্ষেত্রে জনান্দিন পিতৃদেৱৰূপে বিৰাজমান আছেন, সেই পুণ্ডরীকাককে দৰ্শন
 করিলে মানব ঋণজয় হইতে মুক্ত হইতে পারে । গয়াতীৰ্থে রথমার্গ, কালেশ্বর ও কেদারমূর্তি
 দৰ্শন করিলে নরগণ পিতৃগণ হইতে মুক্ত হইরা থাকে । মানবগণ কৈলাস পৰ্বত অপেক্ষা
 অধিক কলপ্রদ অশ্বাকে দৰ্শন করিলে সৰ্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইরা থাকে । প্রপিতামহ
 কালেশ্বর দেৱকে দৰ্শন করিলে মানব অনাময়স্থানে গমন করে । এইরূপ পুরুষোত্তম রমাপতি
 গদাধরকে দেখিলে সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হইরা থাকে । সেই বিষ্ণুকে যত্নসহকারে সমষ্কার
 করিলে তাহার পুনৰ্জন্ম হয় না । গয়াতে মৌনাদিত্য ও কনকাক নামে দেৱতা আছে ; যে
 মানব মৌনাবলম্বন করত উক্ত দেৱকে দৰ্শন করে, সে পিতৃগণ হইতে মুক্ত হইরা থাকে । ৬-১০

১। পিতৃণাং পরমা গতিঃ । ২। কল্পং পদাধিকে ।

অশ্বাণং পূজয়িত্বা চ অশ্বলোকমবাপ্নুয়াৎ । ১১

গায়ত্রীং প্রাতঃকৃত্বা যন্ত পশ্যতি মানবঃ । সন্ধ্যাং কৃত্বা প্রযতেন সৰ্ববেদফলং লভেৎ । ১২

সাবিত্রীতৈকব মধ্যাহ্নে দৃষ্ট্য়া যজ্ঞফলং ভবেৎ । সরস্বতীঞ্চ সায়াহ্নে দৃষ্ট্য়া দানফলং লভেৎ । ১৩

নগহমীশ্বরং দৃষ্ট্য়া পিতৃণামনুগো ভবেৎ । ধৰ্ম্মারণ্যং ধৰ্ম্মমীশং দৃষ্ট্য়া স্তাদৃগনাশনম্ । ১৪

দেবং গৃধ্রেশ্বরং দৃষ্ট্য়া কো ন মুচ্যেত বহুনাং । ধেনুং দৃষ্ট্য়া ধেনুবনে অশ্বলোকং নয়েৎ পিতৃন ।

প্রভাসেশং প্রভাসে চ দৃষ্ট্য়া যতি পরাং গতিম্ । ১৫

কোটিশ্বরকান্ধমেধং দৃষ্ট্য়া স্তাদৃগনাশনম্ । স্বৰ্গধারেশ্বরং দৃষ্ট্য়া মুচ্যেত ভববহুনাং । ১৬

রাবৈশ্বরং গদালোলং দৃষ্ট্য়া স্বৰ্গমবাপ্নুয়াৎ । অশ্বেশ্বরং তথা দৃষ্ট্য়া মুচ্যেত অশ্বহত্যয়া । ১৭

মুণ্ডপৃষ্ঠে মহাচণ্ডীং দৃষ্ট্য়া কামানবাপ্নুয়াৎ । ১৮

কল্যাণং কল্মাশীঞ্চ গৌরীং দৃষ্ট্য়া চ মঙ্গলাম্ ।

গোমকং গোপতিং দেবং পিতৃণামনুগো ভবেৎ । ১৯

অজারেশঞ্চ সিদ্ধেশং গয়াদিত্যং গজং তথা ।

মার্কণ্ডেশ্বরং দৃষ্ট্য়া পিতৃণামনুগো ভবেৎ । ২০

গয়াক্ষেত্রে অশ্বার অর্চনা করিলে অশ্বলোকে বসতি হইয়া থাকে । গয়াতে গায়ত্রী, সাবিত্রী ও সরস্বতী নামে যে তিনটি তীর্থ আছে, মানব প্রাতঃকালে গাত্ৰোত্থানপূর্বক সেই গায়ত্রীতীর্থ দর্শন করিয়া যত্নসহকারে সেই তীর্থে প্রাতঃকালীন সন্ধ্যা করিলে তাহার সৰ্ববেদোক্ত ফল লাভ হয় । মধ্যাহ্নকালে সাবিত্রী তীর্থ দর্শন করিয়া যথাবিধি সেই তীর্থে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা করিলে সৰ্বযজ্ঞফল লাভ হয় এবং সায়াংকালে সরস্বতী তীর্থদর্শন করিয়া তথায় সায়াংকালীন সন্ধ্যা করিলে সৰ্বদান অশ্রু ফললাভ করিতে পারে । পর্বতস্থ শিবমূর্তি দর্শন করিলে পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে ; ধৰ্ম্মারণ্যস্থ ধৰ্ম্মমূর্তি দর্শন করিলে ঋণত্যাগ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে । গৃধ্রেশ্বর দেবকে দর্শন করিলে কোন ব্যক্তি ভববহন হইতে মুক্ত না হয় ? ধেনুবননামক মহাতীর্থে ধেনু দর্শন করিলে সেই মানবের পিতৃলোক অশ্বলোকে গমন করে । প্রভাসতীর্থে প্রভাসেশ্বরকে বিলোকন করিয়া উত্তমা গতি পাইয়া থাকে । ১১-১৫

যে নর কোটিশ্বর ও অগ্ন্যেধ শিবলিঙ্গ দর্শন করে, সে ঋণত্যাগ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে । যে মানব স্বৰ্গধারেশ্বরকে বিলোকন করে, সে আর সংসারমারির বন্ধ হয় না । সেতুবন্ধস্থানে রাবৈশ্বরকে নিরীক্ষণ করিলে নর স্বৰ্গলাভ করিতে পারে । অশ্বেশ্বর শিবলিঙ্গ দেখিলে অশ্বহত্যাজাত পাপ হইতে পরিত্রাণ পায় । মুণ্ডপৃষ্ঠে মহাচণ্ডীদেবীকে দর্শন করিলে সৰ্ব-প্রকার কামনা পরিপূর্ণ হয় । কল্যাণেশ্বর, কল্মাশী, গৌরী, মঙ্গলা, গোমক ও গোপতি দেবকে অবলোকন করিলে মানব পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারে । অজারেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, গয়াদিত্য, গণদেব এবং মার্কণ্ডেশ্বর ; এই সকল দেবমূর্তি বিলোকন করিলে মানব পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে । ১৬-২০

ফল্গুতীর্থে নরঃ^১ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা দেবং গদাধরম্ ।

এতেন কিং ন পর্যাগুং নৃণাং সৃষ্টিকারিণাম্ ।

অঙ্গলোকং প্রসাস্তীহ পুরুষা একবিংশতিঃ^২ ॥ ২১

পৃথিব্যা যানি তীর্থানি যে সমুদ্রাঃ সরাসি চ ।

ফল্গুতীর্থং গমিস্বস্তি বার্ষিকং দিনে দিনে ॥ ২২

পৃথিব্যাক্ গঙ্গা পূণ্যা গঙ্গারাক্ গঙ্গাশিরঃ । অেষ্ঠং তথা ফল্গুতীর্থং তদ্ব্যধক্ সূর্য্য হি ॥ ২৩

উদীচি কনকা নদ্যা নাভিতীর্থস্ত মধ্যতঃ ।

পূণ্যং অঙ্গসদন্তীর্থং স্নানাং স্নাদ্ অঙ্গলোকদম্^৩ ॥ ২৪

কূপে পিতৃদিকং কৃত্বা পিতৃণামনুগো ভবেৎ ।

তথাক্ষয়বটে স্নাত্বা^৪ অঙ্গলোকং নরেন পিতৃ ন ॥ ২৫

হংসতীর্থে নরঃ স্নাত্বা সর্বপাটৈঃ প্রমুচ্যতে । কোটিতীর্থে গদালোলে বৈভরণ্যাক্ গোমকে ।

অঙ্গলোকং নরেন্দ্রাস্তী পুরুষানেকবিংশতিম্ ॥ ২৬

অঙ্গতীর্থে রামতীর্থে আগ্নেয়ে সোমতীর্থকে ।

স্নাত্বা রামহ্রদে অঙ্গলোকং পিতৃকুলং নরেন ॥ ২৭

উত্তরে মানসে স্নাত্বা ন ভুরো জায়তে নরঃ ।

দক্ষিণে মানসে স্নাত্বা অঙ্গলোকং নরেন পিতৃ ন ॥ ২৮

ফল্গুতীর্থে স্নানপূর্বক গদাধর দেবকে দর্শন করিলে সৃষ্টিকামী মানবের কোন অভিসাধ পরিপূর্ণ না হয়? তাহার পূর্ব একবিংশতি পুরুষ অঙ্গলোকে প্রস্থান করে। কৃতলে যে সকল মহাতীর্থ, সমুদ্র ও সরোবর আছে, সমস্ত প্রতিদিন একবার করিয়া ফল্গুতীর্থে আগমন করিয়া থাকে। পৃথিবীতে যে সকল মহাতীর্থ আছে, তাহাদিগের মধ্যে গঙ্গাতীর্থই প্রথম। গঙ্গাক্ষেত্রমধ্যে আবার গঙ্গাশিরঃ সর্বপুণ্যপ্রদ; কিন্তু ফল্গুতীর্থ সর্বপ্রধান, এই পরম স্থানটি দেবগণের মুখ্যরূপ। উত্তরদিকে কনকা নদী এবং মধ্যস্থলে নাভিতীর্থ, এই দুই অঙ্গতীর্থ মহাপুণ্যপ্রদ। এই সমস্ত তীর্থে স্নান করিলে তৎকণাং অঙ্গকূপে পিতৃপ্রদান করিলে পিতৃগণ হইতে বিমুক্তি হয় এবং অক্ষয়বটে স্নাত্ব করিলেও পিতৃলোকের অঙ্গলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ২১-২৮

মানবগণ হংসতীর্থে স্নান করিলে সর্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। কোটিতীর্থে, গদালোল ক্ষেত্রে, বৈভরিণীতে ও গোমকতীর্থে, পিতৃলোকের স্নাত্ব করিলে পূর্বতম একবিংশতি পুরুষের অঙ্গলোকপ্রাপ্তি হয়। উত্তরমানসে স্নাত্ব করিলে তাহার জন্ম হয়

১। সরঃ। ২। পুরুষানেকবিংশতিম্। ৩। অঙ্গলোকদঃ।

৪। স্নাত্বমিতি বা পাঠঃ।

স্বর্গস্বার্থাং নরঃ শ্রাদ্ধী অশ্রলোকং নয়েৎ পিতৃন্ । ভীষ্মতর্পণকৃত্যকূটে^১ ভারসতে পিতৃন্ ॥২৯

গৃধ্রেস্বরে তথা শ্রাদ্ধী পিতৃণামনুণো ভবেৎ ॥ ৩০

শ্রাদ্ধী চ ধেনুকারণো অশ্রলোকং পিতৃন্ নয়েৎ ।

তিলধেনুপ্রদঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা ধেনুং ন সংশয়ঃ ॥ ৩১

ঐশ্রো বা নরতীর্থে চ বাসবে বৈষ্ণবে তথা ।

মহানদীং কৃতশ্রাদ্ধো অশ্রলোকং নয়েৎ পিতৃন্ ॥ ৩২

গায়ত্রে চৈব সাবিত্রে তীর্থে সারস্বতে তথা । স্নানসম্মাতর্পণকৃত্যশ্রাদ্ধী চৈকোত্তরং শতম্ ।

পিতৃণাম্ভ কুলং অশ্রলোকং নয়তি মানবঃ ॥ ৩৩

অশ্রযোনিং বিনির্গচ্ছেৎ প্রযতঃ পিতৃমানসঃ ।

তর্পয়িত্বা পিতৃন্ দেবান্ ন বিশেদ্ যোনিমকূটে ॥ ৩৪

তর্পণে কাকজজ্বারাং পিতৃণাং তৃপ্তিরক্ষরা ।

বস্মারিণ্যে মতঙ্গস্ত বাপ্যাং শ্রাদ্ধাদ্ধিবং^২ অজং ॥ ৩৫

ধর্ম্মযুগে চ কুপে চ পিতৃণামনুণো ভবেৎ । প্রমাণং দেবতাঃ সন্ত লোকপালাশ্চ সাক্ষিণঃ ।

মহাগত্য মতঙ্গেন্নিন্ পিতৃণাং নিরুতিঃ^৩ কৃত্বা ॥ ৩৬

না ; সাক্ষিণ মানসে পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোকের অশ্রলোক লাভ হয় । নর স্বর্গস্বার্থ তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোকের অশ্রলভ হয় । উক্ত তীর্থস্বরের সঙ্গমস্থলে ভীষ্মদেবের উদ্দেশে তর্পণ করিলে পিতৃগণকে জ্ঞান করিতে পারে । গৃধ্রেস্বরে পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে মানব পিতৃগণ হইতে মুক্তি পায় । ২৬-৩০

ধেনুকারণ্যে পিতৃশ্রাদ্ধ করত স্নান ও তিলধেনু দানপূর্বক ধেনু দর্শন করিলে পিতৃলোকের অশ্রলভ হয় । মানবগণ ঐশ্রতীর্থে, বাসবতীর্থে, রামতীর্থে, বৈষ্ণবতীর্থে ও মহানদীতে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোককে অশ্রলোকে মরন কঠিতে পারে । গায়ত্রীতীর্থ, সাবিত্রীতীর্থ ও সারস্বতীতীর্থে স্নান, সন্ধ্যা, তর্পণ ও শ্রাদ্ধ করিলে একাবিক শত পুরুষ পর্যন্ত পিতৃলোক অশ্রলোকে গমন করে । যদি মানব সংযত হইয়া পিতৃগণের উদ্দেশে অশ্রযোনিতে গমন করত পিতৃতর্পণ ও দেবতর্পণ করে, সে আর গর্ভবস্ত্রণা ভোগ করে না । কাকজজ্বারাতীর্থে তর্পণ করিলে পিতৃলোকের অক্ষয় তৃপ্তি লাভ হয় । বস্মারিণ্যে ও মতঙ্গ-সরোবরে পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে মানব স্বর্গ লোকে গমন করিয়া থাকে । বস্মারিণ্যতীর্থে স্নানাদি করিলে নরগণ পিতৃগণ হইতে মুক্ত হয় । উক্ত তীর্থে স্নান সমাপন করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে । যথা হে দেবগণ । হে দিক্‌পালগণ । তোমরা আমার এই কার্য্যের সাক্ষী रहিলে, আমি পিতৃলোকের নিরুতি সাধন করিলাম । ৩১-৩৬

১। ভীষ্মতর্পণকৃত্য কূটে । ২। শ্রাদ্ধী দিবং । ৩। নিরুতিঃ ।

স্বামভীর্থে নরঃ স্নাত্বা আত্মং কৃৎ প্রভাসকে ।

শিলায়াং প্রেতভাবাৎ তু^১ মৃত্যুতাঃ পিতৃগণাঃ কিল ॥ ৩৭

আত্মকৃচ্চ বপুষ্টীয়াং ত্রিঃসপ্তকুলমুদ্বরেৎ । আত্মকৃচ্চপৃষ্ঠাদৌ অঙ্গলোকং নয়েৎ পিতৃন্ ॥ ৩৮

গয়ায়াং ন হি তৎ স্থানং যত্র ভীর্থে ন বিদ্যতে ।

পঞ্চক্রোশে গয়াংক্ষেত্রে যত্র তত্র তু পিতৃদঃ ।

অকরং ফলমাপ্নোতি অঙ্গলোকং নয়েৎ পিতৃন্ ॥ ৩৯

অনার্দীনস্ত হন্তে তু পিতৃং দদ্যৎ স্বকং নরঃ ।

এব পিতৌ মরো দত্তস্তব হন্তে অনার্দিন ॥ ৪০

পরলোকং গতে যোক্ষমক্ষয়মুপতিষ্ঠতাম্ ।

অঙ্গলোকমবাপ্নোতি পিতৃভিঃ সহ নিশ্চিতম্ ॥ ৪১

গয়ায়াং বশ্মপৃষ্ঠে চ সরসি অঙ্গণস্তথা ।

গয়াশীর্থে অকরবটে পিতৃণাং দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ৪২

বশ্মারণ্যং বশ্মপৃষ্ঠং ধেনুকারণ্যমেব চ ।

দৃষ্টে তানি পিতৃংস্কার্যাবংশান্ বিংশতিমুদ্বরেৎ ॥ ৪৩

অঙ্গারণ্যং মহানদ্যাঃ পশ্চিমো ভাগ উচ্যতে । পূর্বো অঙ্গসদৌ ভাগো নাগাদির্ভরতাক্রমঃ ॥ ৪৪

ভরতাক্রমে আত্মী যতঃস্তু পদে ভবেৎ ॥ ৪৫

মানব স্বামভীর্থে প্রভাসে ও প্রেতশিলাতে স্নান করত পিতৃস্নাত্ত করিলে প্রেতভাবাপন্ন পিতৃলোক মুক্ত হইয়া থাকেন । বপুষ্টীভীর্থে স্নাত্ত করিলে একবিংশতিকুল উদ্ধার করিতে পারা যায় । মৃত-পৃষ্ঠাদিভীর্থে স্নাত্ত করিলে পিতৃলোকের অঙ্গলোকে গতি হয় । পঞ্চক্রোশপরিমিত গয়াংক্ষেত্রে এমন একবিন্দু স্থান নাই যেখানে ভীর্থে নাই, অতএব গয়াংক্ষেত্র-মধ্যে সকলস্থানে পিতৃ প্রদান করিবে । ইহাতে পিতৃগণ অকরফল প্রাপ্ত হইয়া অঙ্গসদনে গমন করেন । মানব অনার্দিন ! আমি তোমার হন্তে পিতৃ প্রদান করিলাম, আমি যখন পরলোকে গমন করিব, তখন যেন এই পিতৃদানপ্রভাবে পিতৃলোকের সহিত অকর ফল ভোগ করিতে পারি । এই প্রকারে জীবিত অবস্থায় আপনার পরিজ্ঞার্থ পিতৃদান করিলে মানব পিতৃলোকের সহিত অঙ্গলোকে গমন করিতে পারে । ৩৭-৪১

গয়াভীর্থে, বশ্মপৃষ্ঠে, অঙ্গসরোবরে, গয়াশীর্থে ও অকরবটে পিতৃলোকের উদ্দেশে স্নাত্তাদি করিলে তাহার ফলে পিতৃলোকের অকর স্বর্গ ভোগ হইয়া থাকে । বশ্মারণ্য, বশ্মপৃষ্ঠ ও ধেনুকারণ্য এই সকল ভীর্থে দর্শন করিয়া আর্য্যবংশীয় পিতৃলোকের একবিংশতিপুরুষ পর্য্যন্ত পরিজ্ঞান পায় । মহানদীর পশ্চিমভাগ অঙ্গারণ্য নামে খ্যাত ; মহাভীর্থে অঙ্গসদঃ ক্ষেত্রের পূর্বভাগ নাগাদি নামে বিখ্যাত ; উত্তর ভরতাক্রম ও যতনাক্রম নামে ভীর্থে

১। প্রেতভাবাঃ সুমৃত্যুতাঃ ।

গয়াশীর্ষাদক্ষিণভেঃ মহানদ্যাচ্চ পশ্চিমে । তৎ স্মৃতং চম্পকবনং তত্র পাণ্ডুশিলাস্তি হি ॥ ৪৬
 শ্রাদ্ধী তত্র তৃতীয়ায়াং নিশ্চিরায়াচ্চ মণ্ডলে । মহাহ্রদে চ কৌলিক্যামকরং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৭
 বৈতরণ্যাস্চোত্তরততৃতীয়ায়াং জলাশয়ঃ । পদানি তত্র ক্রৌঞ্চস্য শ্রাদ্ধী বর্গং নয়েৎ পিতৃন ॥ ৪৮
 ক্রৌঞ্চপাদাংস্তরতো নিশ্চিরায়েয়া জলাশয়ঃ । স কৃৎ গয়াভিগমনং স কৃৎ পিতৃপ্রপাতনম্ ।
 হর্ষভং কিং পুনর্নিভ্যমগ্নিস্তেব ব্যবস্থিতিঃ ১ ॥ ৪৯
 মহানদ্যামপঃ স্পৃষ্ট তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ । অকরান্ প্রাপ্নুয়ান্নোকান্ কুলকপি সমুদ্বরেৎ ॥ ৫০
 সাবিজ্ঞে পঠ্যতে সদ্ধ্যা কৃত্য স্তাদ্ধাদশাঙ্গিকী ॥ ৫১
 গুরুকৃৎকাবুভো পক্ষৌ গয়ায়াং যো বসেন্নরঃ । পুণ্যাত্যাসপ্তমকৈব কুলং নাস্তাত্ সংশয়ঃ ॥ ৫২
 গয়ায়াং যুগপৃষ্ঠক অরবিন্দক পর্বতম্ । তৃতীয়াং ক্রৌঞ্চপাদক দৃষ্ট্য়া পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৫৩
 মকরে বর্তমানে চ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ । হর্ষভং ত্রিযু লোকেষু গয়ায়াং পিতৃপাতনম্ ॥ ৫৪
 মহাহ্রদে চ কৌলিক্যং মূলক্ষেত্রে বিশেষতঃ । শুভায়াং গৃধ্রকূটস্য শ্রাদ্ধং দত্তং মহাকলম্ ॥ ৫৫
 যত্র মাহেশ্বরী ধারা শ্রাদ্ধী তত্রানুগো ভবেৎ । পুণ্যং বিশালামাসাদ্য নদীং ত্রৈলোক্যবিক্রম্য ॥
 অগ্নিকৌময়বাগ্নোতি শ্রাদ্ধী প্রায়াদ্বিবং নরঃ ॥ ৫৬

আছে, এই সকল তীর্থে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিবে । গয়াশীর্ষের দক্ষিণে মহানদীর পশ্চিমে চম্পকবন নামে এক তীর্থ আছে, তথায় পাণ্ডুশিলা বিদ্যমান রহিয়াছে ; মানব তৃতীয়াতে এই তীর্থে, নিশ্চিরামণ্ডলে, মহাহ্রদে এবং কৌলিকীতীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে অকরফল লাভ করিয়া থাকে । ৪২-৪৭

বৈতরণী নদীর উত্তর প্রান্তে তৃতীয়াখ্য জলাশয় আছে, সেই জলাশয়ে ক্রৌঞ্চপদ নামে মহাতীর্থ বর্তমান রহিয়াছে । ক্রৌঞ্চপদের উত্তরে নিশ্চিরাখ্য জলাশয় আছে, ইহাও একটি মহাতীর্থ । যে মানব একবার গয়াতে গমন করে, কিংবা একবারমাত্রও পিতৃদান করে, ইহলোকে তাহার কিছুই হর্ষভ থাকে না । মহানদীর জলস্পর্শ করিয়া পিতৃদেবতার তর্পণ করিলে পিতৃগণ অকরলোকপ্রাপ্ত হন এবং তাহার কুলের উদ্ধার হইয়া থাকে । ৪৮-৫০

সাবিজ্ঞী তীর্থে সদ্ধ্যা করিলে দ্বাদশ বৎসর সদ্ধ্যা করার ফল হয় । কৃষ্ণ বা গুরুপক্ষ গয়াতীর্থে বাস করিলে তাহার সপ্তকুল নিশ্চয়ই পবিত্র হইয়া থাকে । গয়াতে যুগপৃষ্ঠ, অরবিন্দ পর্বত ও ক্রৌঞ্চপাদতীর্থ দর্শন করিলে সেই মানব সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তি পাইয়া থাকে । মকররাশিতে সূর্য্যের অবস্থিতিকালে এবং চন্দ্র কিংবা সূর্যগ্রহণ সময়ে গয়াতে পিতৃদান করিলে বর্গ, মর্ত্য, পাতাল—ত্রিলোকে তাহার কিছুই হর্ষভ থাকে না । মহাহ্রদে, কৌলিকীতীর্থে, মূলক্ষেত্রে ও গৃধ্রকূটপর্বতের শুভাতে শ্রাদ্ধ করিলেও মহাপুণ্যসকর হয় । যে স্থানে মাহেশ্বরের শিরোদেশ হইতে গঙ্গার ধারা পতিত হইয়াছিল, সেই স্থলে পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ হইতে মুক্তিলাভ হয় । ত্রিলোকবিক্রম্য পুণ্যপ্রদা বিশালা নদীতে গমন করিয়া শ্রাদ্ধ করিলে অগ্নিকৌম বাগের ফল লাভ করিয়া বর্গলোকে গমন করে । ৫১-৫৬

শ্রাদ্ধী মাসপদে^১ শ্রাদ্ধা বাজপেয়কলং লভেৎ । বরিপাদে পিতৃদানং পতিভোজ্যকলং ভবেৎ ॥৫৭॥
যো গয়াস্হো দদাত্যন্নং পিতরন্তেন পুস্ত্রিণঃ । কাঙ্ক্ষন্তে পিতরঃ পুস্ত্রান্ নরকাস্তয়ভীরবঃ ।
গয়াং যাস্ততি যঃ কশ্চিৎ সোহম্মান্ সন্তারয়িস্ততি ॥ ৫৮

গয়াপ্রাপ্তং সূতং দৃষ্ট্ৱা পিতৃশামুংসবো ভবেৎ ।

পস্ত্যামপি জলং স্পৃষ্ট্ৱা অম্মভ্যং কিল লাস্ততি ॥ ৫৯

আত্মজো বা তথাত্মো বা গয়াকূপে যদা তদা । যন্নায়া পাতয়েৎ পিতুং তন্নয়েদ্ ব্রহ্ম শাস্তম্ ॥৬০॥
পুত্তরীকং বিষ্ণুলোকং প্রাপ্নুয়াৎ কোটিতীর্থগঃ । যা সা বৈতরণী নাম ত্রিষূলোকেষু বিষ্ণুতা ।
সাবতীর্ণা গয়াক্ষেত্রে পিতৃণাং তারণায় হি ॥ ৬১

শ্রাদ্ধদঃ পিতৃদত্তজ গোপ্রদানং কৰোতি যঃ । একবিংশতিবংশান্ স তারয়েন্নাজ সংশয়ঃ ॥ ৬২

যদি পুস্ত্রো গয়াং গচ্ছেৎ কদাচিৎ কালপর্য্যয়ে ।

তানৈব ভোজয়েদ্বিপ্রান্ ব্রহ্মণা যে প্রকল্পিতাঃ ॥ ৬৩

ভেষাং ব্রহ্মসদঃ স্থানং সোমপানং ভৈধে চ । ব্রহ্মপ্রকল্পিতং স্থানং বিপ্রা ব্রহ্মপ্রকল্পিতাঃ ।

পূজিতৈঃ পূজিতাঃ সৰ্বের পিতৃভিঃ সহ দেবতাঃ ॥ ৬৪

মাসপদতীর্থে স্থান করিয়া শ্রাদ্ধ করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয় । বরিপাদনামক মহাতীর্থে পিতৃদান করিলে পতিভগণের উদ্ধার হইয়া থাকে । যে মানব গয়াতীর্থে গমন করিয়া পিতৃলোককে অন্নপ্রদান করে, তাহা দ্বারাই পিতৃলোককে পূজবান্ বলা যায় ; সেই ব্যক্তিই স্বার্থ পূজকদের বাচ্য ; “আমাদিগের বংশের যে কেহ গয়াতে গমন করিবে, সে আমাদিগকে পরিজ্ঞাপ করিবে”, এই নিমিত্ত নরকভীরু পিতৃগণ পূজকামনা করিয়া থাকেন । এই প্রত্যাশায়ই স্বীয় সন্তানকে গয়াতে উপস্থিত দর্শন করিলে পিতৃগণের উৎসব হইয়া থাকে । “যদি বংশের সন্তান অথবা অন্য কোন ব্যক্তি গয়াক্ষেত্রে গমন করত পাদদ্বারা জলস্পর্শ করিয়াও আমাদিগকে পিতৃ প্রদান করে”, পিতৃগণ এইরূপ আশা করিয়া থাকেন । সেখানে যাহার নামে পিতৃদান করে, তাহার ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় সন্দেহ নাই । ৫৭-৬০

গয়াতীর্থগামী নর কোটি তীর্থের ফললাভ করিয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয় । বৈতরণী নামে ত্রিলোকবিষ্ণুতা যে নদী আছে, পিতৃলোকের পরিজ্ঞাপার্থ সেই নদী গয়াক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছে । যে মানব সেই বৈতরণীতীর্থে শ্রাদ্ধ, পিতৃদান অথবা গোদান করে, সে নিঃসংশয় একবিংশতি পুরুষকে পরিজ্ঞাপ করিতে পারে । যদি কোন নর কোনকালে গয়াতে গমন করিতে পারে, তবে সে সেই সকল ব্রহ্মকল্পিত ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে । সেই ব্রহ্মকল্পিত ব্রাহ্মণকে যাহারা পূজা করে, তাহাদিগের ব্রহ্মলোকে বাস হয় ; তাহারা সোমপানের ফল লাভ করিয়া থাকেন । ঐ পূজাতে সমস্ত দেব ও পিতৃগণ পুণ্ডিত হইয়া

তপস্বীং তু গরাবিপ্রান্ হব্যকট্যৈবিধানতঃ । স্থানং দেহপরিভ্যাগে গরায়াস্ত বিধীয়তে ॥ ৬৫

যঃ করোতি বৃষোৎসর্গং গরাংক্ষেত্রে ক্ষুণ্ণমে ।

অগ্নিষ্টোমশতং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬৬

আয়নোহপি মহাবুদ্ধির্গরায়াস্ত তিলৈর্বিলা । পিণ্ডনির্বাণং কুর্যাদশ্বেষামপি মানবঃ ॥ ৬৭

যাবন্তো জাতয়ঃ পিত্রা বাহবাঃ সুহৃদন্তথা ।

ভেঙো ব্যাস গরাভূমৌ পিণ্ডো দেবো বিধানতঃ ॥ ৬৮

রামভীর্থে নরঃ স্নাত্বা গোশতশ্চাপ্নুয়াৎ কলম্ ।

যতঙ্গবাণ্যং স্নাত্বা চ গোসহস্রফলং লভেৎ ॥ ৬৯

নিষ্কিরাসক্রমে স্নাত্বা ত্র্যম্বলোকং নরেন পিতৃনৃ । বসিষ্ঠশ্রমে স্নাত্বা বাজপেয়কং বিন্ধতি ।

মহাকৌষ্ঠাং সমাবাসাদম্বমেধফলং লভেৎ ॥ ৭০

পিতামহস্য সরসঃ প্রসূতা লোকপাবনী । সমীপে ত্রিধারেতি বিজ্ঞাতা কপিলা হি সা ।

অগ্নিষ্টোমফলং শ্রাদ্ধী স্নাত্বাজ কৃতকৃত্যতা ॥ ৭১

শ্রাদ্ধী কুমারধারাসম্বমেধফলং লভেৎ । কুমারমভিগম্যাথ নত্বা মুক্তিমবাণ্নুয়াৎ ॥ ৭২

সোমকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা সোমলোককং গচ্ছতি ।

সংবর্ত্তস্ত নরো বাণ্যং সুভগঃ স্নাত্ব পিতৃদঃ ॥ ৭৩

থাকেন । গরাতে গরাই আশ্রয়গণের হব্যকবাধ্যরা বিধানক্রমে তৃপ্তিসাধন করিবে । গরাংক্ষেত্র দেহপরিভ্যাগের প্রশস্ত স্থান বলিয়া কীর্তিত হয় । ৬১-৬৫

যে মানব সর্বোত্তমক্ষেত্র গরাধামে বৃষোৎসর্গ করে, সে শত অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করিতে পারে, তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই । মহাবুদ্ধি ব্যক্তি গরাংক্ষেত্রে আপনার উদ্দেশ্যেও পিণ্ডদান করিবে, কিন্তু ঘর পিণ্ডদানে তিল ব্যবহার করিবে না । সে সকল ব্যক্তিরেকে পিণ্ড দান করিবে । যাবতীয় পিতৃজাতি, পিতৃবাহব ও পিতৃগৃহস্থ আছে, তাহাদিগকেও গরাভীর্থে যথাবিধানে পিণ্ডদান করিতে পারে, তাহা হইলে সে শত গোদানের ফল লাভ করিয়া থাকে । যতঙ্গসরোবরে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয় । কোন মানব নিষ্কিরাসক্রমস্থলে স্নান করিলে তাহার পিতৃলোক ত্র্যম্বলোক গমন করে । বসিষ্ঠশ্রমে স্নান করিলে সেই মানব বাজপেয় যজ্ঞের ফলভোগী হয় । মহাকৌষ্ঠীভীর্থে এক বৎসর বাস করিলে অম্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ হয় । ৬৬-৭০

অঙ্গসরোবর হইতে লোকপাবনী সর্বলোকবিজ্ঞাতা অগ্নিধারানায়ী যে নদী প্রবাহিতা হইয়াছে, তাহাকে কপিলা বলে, ঐ নদীতে স্নানপূর্বক শ্রাদ্ধ করিলে অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফল লাভ করিয়া মানবজন্মের সাফল্য পাইয়া থাকে । কুমারধারা নদীতে শ্রাদ্ধ করিলে অম্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয় । মানবগণ কুমারভীর্থে গমন করিলে মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । সোমকুণ্ডে স্নান করিলে মনুষ্য চন্দ্রলোকে গমন করিতে পারে । মানব সংবর্ত্তসরোবরে

মৌতপাণো নরো যাতি প্রেতকুণ্ডে চ পিতৃদঃ । দেবনদ্যাং লেলিহানে মথনে জাম্বুগর্ভকে ৷৭৪
এবমাদিসু তীর্থেষু পিতৃদস্তারয়েৎ পিতৃন । নত্বা দেবান্ বসিষ্ঠেন প্রভৃতীনৃপসংকরম্ ৷ ৭৫

ইতি শ্রীগুরুডে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে গয়ামাহাত্ম্যে ত্র্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ৷ ৮০ ৷

চতুর্থশীতিতমোহধ্যায়ঃ

অন্বোবাচ

উদন্তস্ত গয়াং গন্তং শ্রদ্ধং কৃত্বা বিধানতঃ । বিধায় কাপটং^১ বেশং গ্রামস্তাপি প্রদক্ষিণম্ ৷ ১

ভৃত্তো গ্রামান্তরং গত্বা শ্রাদ্ধশেষত ভোজনম্ ।

কৃত্বা প্রদক্ষিণং গচ্ছেৎ প্রতিগ্রহবিবর্জিতঃ ৷ ২

গৃহাকলিতমাত্রস্ত গয়ায়াং গমনং প্রতি । স্বর্গারোহণসোপানং পিতৃদাস্ত পদে পদে ৷ ৩

মুণ্ডনকোণবাসস্ত সর্বতীর্থেষ্বয়ং বিধিঃ । বর্জয়িত্বা কুরুক্ষেত্রং বিশালাং বিরজাং গয়াম্ ৷ ৪

জান করিয়া পিতৃলোকের পিতৃপ্রদান করিলে সে মহা-সৌভাগ্যশালী হয় । প্রেতকুণ্ডে পিতৃলোকের পিতৃপ্রদান করিলে মনুষ্য সর্বপাপ বিধৌত করিয়া পরমা গতি প্রাপ্ত হয় । মানবগণ দেবনদী, লেলিহানতীর্থ, মথনতীর্থ ও জাম্বুগর্ভ প্রভৃতি মহাতীর্থে পিতৃদান করিলে পিতৃলোকের পরিজ্ঞাপ করিতে পারে । এই সমস্ত তীর্থের অধীশ্বর দেবতাকে নমস্কার করিলে সর্বপাপ হইতে মুক্তি পায় । ৭১-৭৫

শ্রীগুরুডপুরাণে পূর্বখণ্ডে গয়ামাহাত্ম্যে ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ৷ ৮০ ৷

চতুর্থশীতিতম অধ্যায়

অক্ষা কহিলেন, গয়াগমনে উদ্যত ব্যক্তি বিধানক্রমে শ্রাদ্ধ করিয়া কাপট (সন্ন্যাসী) বেশে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিবে, পরে গ্রামান্তরে গমন করত শ্রাদ্ধশেষ ভোজনপূর্বক প্রদক্ষিণ করিয়া গমন করিবে, কিন্তু কোনরূপ প্রতিগ্রহ করিবে না । গয়াগমনমানসে গৃহ হইতে চলিত হইয়া যত পদ গমন করে, পরকালে সেই সেই পদসংখ্যায় পিতৃলোকের স্বর্গারোহণের সোপান কল্পিত হইয়া থাকে । তীর্থমাত্র উপস্থিত হইয়াই মুণ্ডন ও উপবাস করিবে, কিন্তু কুরুক্ষেত্র, বিশালা, বিরজা ও গয়াতে তাহা করিবে না । ইহাই শাস্ত্রীমবিধি ।

১ । বসিষ্ঠেন প্রভৃত্যনৃপসংকরম্ । ২ । কাপটং ।

দিবা চ সৰ্বদা স্নাত্বা পয়স্যাং শ্রাদ্ধকৃত্তবেৎ । বারাপস্তাং কৃত্তং শ্রাদ্ধং তীৰ্থে শোণনদে তথা ।
পুনঃ পুনর্মহানদ্যাং শ্রাদ্ধৌ স্বৰ্গং পিতৃন্ নয়েৎ ॥ ৫ ॥

উত্তরং মানসং গতা সিদ্ধিং প্রাপ্নোত্যনুত্তমাম্ । তন্মিন্ নিবর্তয়েচ্ছ্রাদ্ধং স্নানকৈব নিবর্তয়েৎ ।
কামান্ স লভতে দিব্যান্ মোক্ষোপায়ঞ্চ সৰ্বশঃ ॥ ৬ ॥

দক্ষিণং মানসং গতা যোনৌ পিতৃাদি কারয়েৎ । ঋণত্যাগাপকরণং লভেদক্ষিণমানসে ॥ ৭ ॥

সিদ্ধানাং প্রীতিজননৈঃ পাপানাম্ ভয়কটৈঃ ।

লেলিহানৈর্মহাঘোরৈরকটৈঃ পন্নমোত্তমৈঃ ॥ ৮ ॥

নাম্না কনখলং তীৰ্থং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্ । উদীচ্যাং মৃগপৃষ্ঠাং দেবর্ষিগণসেবিতম্ ॥ ৯ ॥

ভক্ত স্নাত্বা দিবং যাক্তি শ্রাদ্ধং দত্তমথাক্ষয়ম্ ।

সূর্য্যং নত্বা ত্রিদং কুর্য্যাং কৃতপিতৃাদিসংক্রিয়ঃ ॥ ১০ ॥

কব্যবাহাস্তথা সোমো যমশ্চব্যাসা তথা । অগ্নিহোতা বহিষদঃ সোমপাঃ পিতৃদেবতাঃ ॥ ১১ ॥

আগচ্ছন্ত মহাভাগা যুগ্মাভী রক্ষিতস্ত্রিহ । মদীরাঃ পিতরো যে চ কূলে জাতাঃ সনাভয়ঃ ।

তেষাং পিতৃপ্রদাতাহমাগতোহস্মি গয়ামিহ ॥ ১২ ॥

কৃতপিতৃঃ ক্ষত্ৰতীৰ্থে পশ্চেদেবং পিতামহম্ ।

গদাধরং ভক্তঃ পশ্চেৎ পিতৃণামনুণো ভবেৎ ॥ ১৩ ॥

গয়াতে সৰ্বকালেই শ্রাদ্ধ করিতে পারে । বারাপসী, শোণনদ ও মহানদীতে পুনঃপুনঃ শ্রাদ্ধ করিলে মানবগণ পিতৃলোককে স্বৰ্গলোকে প্রস্থাপিত করিতে পারে । ১-৫

উত্তরমানসতীৰ্থে গমন করিলেই মানবের অভীষ্ট সিদ্ধি হয়, তাহাতে স্নান কিংবা শ্রাদ্ধ কিছুই করিতে হয় না । তথাপি সেই মানব সৰ্বকামনা লাভ করিয়া মোক্ষপদ পাইয়া থাকে । দক্ষিণমানসে গমন করত যোনভাবে পিতৃনানাদি করিবে । দক্ষিণমানসে এইরূপে শ্রাদ্ধাদি করিলে দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ এই ঋণত্রয় হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে । কনখলনামে একটি মহাতীর্থ আছে, সেই তীৰ্থে লোলজিহ্বা মহাভয়ঙ্কর সৰ্পগণ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা দর্শন করিলে সিদ্ধপুরুষের প্রীতি ও পাপিগণের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয় । সৰ্বলোকবিশ্রুত মৃগপৃষ্ঠনামক মহাতীর্থের উত্তরদিকে ঐ তীর্থ অবস্থিত, দেবর্ষিগণ সৰ্বদা ঐ তীর্থ সেবা করিয়া থাকেন । মানব উক্ত কনখলতীৰ্থে স্নান করিলে স্বৰ্গলোকে গমন করে এবং শ্রাদ্ধাদি করিলে তাহা অক্ষয়ফলপ্রদ হয় । সূর্য্যদেবকে নমস্কার করিয়া পিতৃদানাদি সংক্রিয়া করিবে । ৬-১০

সোম, যম, অর্য্যমা, অগ্নিহোতা, বহিষদ ও সোমপ ইহারা পিতৃদেবতা ; ইহারা কব্য অর্থাৎ শ্রাদ্ধীয় জব্য ভোজন করেন । গয়াশ্রাদ্ধকালে এই সকল পিতৃদেবতাদিগকে প্রার্থনা করিবে, যথা—হে মহাভাগ পিতৃদেবগণ । আপনারা আগমন করিয়া আমাকে রক্ষা করুন বাহারা আমার কূলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া পিতৃলোকে গমন করিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগের

ফল্গুতীর্থে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা দেবং গদাধরম্ ।

আস্থানং তারয়েৎ সন্ধ্যা দশ পূর্বান্ দশাবরান্ ১৪

প্রথমেহহি বিধিঃ প্রোক্তো দ্বিতীয়দিবসে যজ্ঞেৎ ।

ধর্ম্মারণ্যং মন্ত্রসম্বৎ বাপ্য্যং পিতৃাদিকৃদ্ ভবেৎ ১৫

ধর্ম্মারণ্যং সমাসাদি বাজপেয়ফলং লভেৎ । রাজসূরাস্থমেঘাভ্যাং ফলং স্তাদ্ ব্রহ্মতীর্থেকে ১৬

শ্রাদ্ধং পিতৃদানকং কার্য্যং মধ্যে বৈ কুপযুপয়োঃ ।

কুপোদকেন তৎ কার্য্যং পিতৃণাং দত্তমক্ষয়ম্ ১৭

তৃতীয়েহহি ব্রহ্মসন্ধ্যা গতা স্নাত্বাথ তর্পণম্ ।

কৃত্বা শ্রাদ্ধাদিকং পিতৃঃ মধ্যে বৈ যুপকুপয়োঃ ১৮

গোপ্রচারসমীপস্থা আব্রহ্ম ব্রহ্মকল্পিতাঃ । তেষাং সেবনমাত্রেণ পিতরো যোক্ষণামিনঃ ।

যুপং প্রদক্ষিণীকৃত্য বাজপেয়ফলং লভেৎ ১৯

ফল্গুতীর্থে চতুর্থেহহি স্নাত্বা দেবাদিতর্পণম্ । কৃত্বা শ্রাদ্ধং গর্রাণীর্থে কুর্য্যাক্রত্বপদাদিযু ২০

পিতৃান্ দেহি মুখে বাস পঞ্চাশৌ চ পদত্রেয়ৈ । সূর্য্যোন্মুক্তাভিকেরেষু কৃতং শ্রাদ্ধং তথাক্ষয়ম্ ।

শ্রাদ্ধস্ত নবদৈবত্যং কুর্য্যাদ্ভাদশদৈবতম্ ২১

পিতৃ দানার্থ গর্রাণীর্থে আগমন করিরাহি । ফল্গুতীর্থে পিতৃপ্রদানপূর্বক পিতামহদেবকে দর্শন করিবে । তৎপরে গদাধরকে অবলোকন করিলে মানব পিতৃগণ হইতে মুক্ত হইতে পারে । ফল্গুতীর্থে স্নান করিয়া গদাধরদেবকে দর্শন করিলে নর পূর্বতন দশপুরুষ ও অশ্বত্থন দশপুরুষ স্বয়ং এই একবংশতি পুরুষকে জ্ঞান করিতে পারে । তীর্থযাত্রার প্রথম দিবস যথাবিধি সংবত থাকিয়া দ্বিতীয় দিবস তীর্থে গমন করিবে । ধর্ম্মারণ্য ও মন্ত্রসম্বৎসরোত্তরে গমন করিয়া পিতৃদান করিবে । ধর্ম্মারণ্যে গমন করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয় । ব্রহ্মতীর্থে স্নানাদি করিলে রাজসূর ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় । ১১-১৬

কুপতীর্থ ও যুপতীর্থের মধ্যে পিতৃদান ও শ্রাদ্ধ করিবে । কুপতীর্থের জল দ্বারা পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিলে তাহা অক্ষয়ফলপ্রদ হয় । তৃতীয় দিবসে ব্রহ্মতীর্থে গমন করিয়া শ্রাদ্ধ ও তর্পণকার্য্য করিবে । শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিয়া কুপতীর্থ ও যুপতীর্থের মধ্যে পিতৃদান করিবে । গোপ্রচার-সমীপস্থ ব্রহ্মকল্পিত ব্রাহ্মণের অর্চনা করিলে পিতৃগণ যোক্ষণামে গমন করেন । যুপতীর্থ প্রদক্ষিণ করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল হয় । চতুর্থ দিবসে ফল্গুতীর্থে স্নান করিয়া দেবাদির তর্পণ করিবে এবং শ্রাদ্ধকার্য্য সমাপন করিয়া গর্রাণীর্থে ও ক্রত্বপদাদিতে পিতৃদান করিবে । ১৭-২০

ব্রহ্মা বাসকে বলিয়াছেন, হে বাস ! প্রথমে পঞ্চাশিতে ও পদত্রেয়ে পিতৃদান করিবে । কার্ত্তিক সংক্রমণ দিনে শ্রাদ্ধ করিলে সেই শ্রাদ্ধ অক্ষয়ফল প্রদান করে । গর্রাতে নবদৈবত

অশ্বষ্টকাসু বৃদ্ধৌ চ গয়ায়াং যুতবাসরে । অত্র মাতুঃ পৃথক্ শ্রাদ্ধমশ্রুত পতিনা সহ । ২২

স্নাত্বা দশাশ্বমেধে তু দৃষ্টৌ দেবং পিতামহম্ । রুদ্রপাদং নরঃ স্পৃষ্টৌ ন চেহাবর্ত্ততে পুনঃ । ২৩

ত্রিবিম্বপূর্ণাং পৃথিবীং দত্ত্বা যৎ ফলমাপ্নুয়াৎ ।

স তৎ ফলম্বাপ্নোতি কৃত্বা শ্রাদ্ধং গয়াশিরে । ২৪

শমীপত্রপ্রমাণেন পিতুঃ দত্ত্বা গয়াশিরে । পিতরো যান্তি দেবত্বং নাত্র কার্য্য বিচারণা । ২৫

যুগপুষ্ঠে পদং দত্ত্বা মহাদেবেন ধীমতা । অল্পেন ভূপসা তত্র মহাপুণ্যম্বাপ্নুয়াৎ । ২৬

গয়াশীর্ষে তু যঃ পিতৃণাং যাসাং যেষাম্ভ্যঃ^১ নির্ঝপেৎ ।

নরকস্থা দিবং যান্তি স্বর্গস্থা মোক্ষম্বাপ্নুযুঃ । ২৭

পঞ্চমেহি গদালোলো স্নাত্বা বটভূলে ভূতঃ ।

পিতৃণাং দদাতু পিতৃণাম্ভ্যঃ সকলং ভাবয়েৎ কুলম্ । ২৮

বটমূলং সমাসাদ্য শাকেনোচ্ছাদকেন চ ।

একস্মিন্ ভোজিতে বিপ্রো কোটির্ভবতি ভোজিতা । ২৯

কৃতে শ্রাদ্ধেহক্ষরবটে দৃষ্টৌ চ প্রপিতামহম্ । অক্ষরান্নভূতে লোকান্ কুলানামুদ্বরেচ্ছতম্ । ৩০

এষ্টব্য্য বহবঃ পুত্রা যদ্যোক্তোহপি গয়াং ত্রয়েৎ । যজ্ঞেহা অশ্বমেধেন নীলং বা বুধমুৎসৃজেৎ । ৩১

ও জাদশদৈবত শ্রাদ্ধ করিবে। অষ্টকাতে, বৃদ্ধিদিনে, গয়াতে ও যুতবাসরে মাতার পৃথক্ শ্রাদ্ধ করিবে। এতস্তিন্ন অন্যত্র পিতার সহিত মাতৃশ্রাদ্ধ করিবে। মানবগণ দশাশ্বমেধে স্নান করিয়া পিতামহদেবকে দর্শনপূর্ব্বক রুদ্রপাদস্পর্শ করিলে যুক্ত হইয়া যার ; তাহাদিগের পুনর্জন্ম হয় না। বিবিধ বিম্বপূর্ণ পৃথিবীমণ্ডল তিনবার প্রদান করিলে যে ফল হয়, গয়াশিরে একবার পিতৃপ্রদান করিলে সেই ফল হইয়া থাকে। যদি গয়াশিরে শমীপত্র-প্রমাণ পিতৃদান করে, তবে ইহাতেও পিতৃগণের দেবত্ব প্রাপ্তি হয়, তাহার সন্দেহ নাই। ২১-২৪

ধীমান্ মহাদেব কহিয়াছেন, যুগপুষ্ঠ ভীর্ষে গমন করিলে অল্পপুণ্য ব্যক্তিও মহাভপঙ্কার ফল পাইয়া থাকে। যাহাদিগের নাম উল্লেখপূর্ব্বক গয়াশীর্ষে পিতৃপ্রদান করা যায়, তাহারা নরকস্থ থাকিলেও স্বর্গলোকে গমন করে ; আর স্বর্গস্থ পিতৃগণ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন। পঞ্চম দিবসে স্নান করিয়া অক্ষরবটমূলে পিতৃদান করিলে সমস্ত পিতৃকুল পরিজ্ঞান পায়। অক্ষরবটমূলে গমন করত কেবল শাক উচ্ছজলদ্বারা একটি ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেও কোটি ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল পাওয়া যায়। অক্ষরবটে শ্রাদ্ধ করিয়া প্রপিতামহদেবকে দর্শন করিলে অক্ষরস্বর্গ লাভ হয় এবং নিজ শতকুল উদ্ধার করিতে পারে। ২৫-৩০

পুত্রগণের মধ্যে কেহ গয়াতে গমন করিবে, কেহ বা অশ্বমেধযজ্ঞ কিংবা নীল বুধ উৎসর্গ করিবে, এই আশাতেই লোকে বহুপুত্র ইচ্ছা করিয়া থাকে। গয়ামাশাখ্য বর্ণনসম্বন্ধে

প্রেতঃ কশ্চিৎ সমুদ্ভিক্ত বণিকং কক্ষিমব্রবীৎ । মম নান্না গয়াশীর্ষে পিতৃনির্ব্বপণং কুরু ।

প্রেতভাবাবিমুক্তঃ স্যাৎ স্বর্গদো দাতুরেব চ ॥ ৩২

কক্ষি বণিক্ গয়াশীর্ষে প্রেতরাজায় পিতৃকম্ । প্রদদাবনুজৈঃ সার্কিং যপিভূভ্যস্ততো দদৌ ॥ ৩৩

সর্কং মুক্তা বিশালোহপি সপ্তলোহভূত পিতৃদঃ ।

বিশালান্নাং বিশালোহভূতান্নপুল্লোহব্রবীদ্ধিহান্ ॥ ৩৪

কথং পুল্লাদয়ঃ স্যু মৈ বিপ্রাশ্চোহু বিশালকম্ । গয়ায়াং পিতৃদানেন তব সর্কং ভবিষ্যতি ।

বিশালোহথ গয়াশীর্ষে পিতৃদোহভূত পুল্লবান্ ॥ ৩৫

দৃষ্ট্বাকাশে সিতং রক্তং কৃষ্ণং পুরুষমব্রবীৎ ।

কে যুয়ং তেবু চৈবৈকঃ সিতঃ প্রোচে বিশালকম্ ॥ ৩৬

অহং সিতন্তে জনক ইন্দ্রলোকঃ পুতঃ শুভাৎ । মম পুল্ল পিতা রক্তো ব্রহ্মহা পাপকৃৎ পরঃ ॥ ৩৭

অস্বং পিতামহঃ কৃষ্ণ ঋষয়োহনেন ঘাতিভাঃ ।

অবীচিং নরকং প্রাপ্তৌ মুক্তৌ জাতৌ চ পিতৃতঃ ॥ ৩৮

প্রাচীন একটি ইতিহাস আছে, যথা—কোন প্রেতভাবাপন্ন ব্যক্তি গয়াগামী বিশাল নামক কোন বণিকের নিকট বলিয়াছিল যে, হে বণিক্ । তুমি আমার নামে গয়াশীর্ষে পিতৃপ্রদান করিও, প্রেতের উদ্দেশে গয়াতে পিতৃদান করিলে সেই প্রেত মুক্তি পায়, আর সেই পিতৃদাতাও স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকে । বণিক্ এই কথা শুনিয়া গয়াতে গমন করত অগ্রে সেই প্রেতের উদ্দেশে পিতৃদান করিয়া, পরে নিজ পিতৃপিতামহের উদ্দেশে পিতৃপ্রদান করিল । বণিকের পিতৃপ্রদানফলে সেই প্রেত ও বণিকের পিতৃপিতামহাদি এবং তাহার বহু-বান্ধব সকলেই মুক্ত হইল ; আর উক্ত বিশালনামক বণিকও পুল্ল লাভ করিয়াছিল । কালান্তরে সেই বণিক্ বিশাল দেশের রাজপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন । ৩১-৩৮

সেই রাজপুত্র কিয়ৎকাল পরে ব্রহ্মগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কি কার্য্য করিলে আমার পুল্লাদি সম্পদ লাভ হইতে পারে । তখন ব্রাহ্মগণ কহিলেন, তুমি গয়াতে পিতৃদান কর, তাহা হইলেই সেই পুণ্যপ্রভাবে তুমি পুল্লাদি সম্পদ লাভ করিতে পারিবে । অনন্তর বিশালনামক সেই বণিক্ গয়াতে পিতৃদান করিয়া পুল্লবান হইয়াছিল । তারপর সেই বিশাল একদিন আকাশে শ্বেত, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ কতিপয় পুরুষকে দেখিয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নভোমণ্ডলে নানারূপে অবস্থিতি করিতেছ, তোমরা কে ? আমি তাহা জানিতে ইচ্ছা করি । তখন সেই সমস্ত পুরুষদিগের মধ্যে শুভ্রকায় এক ব্যক্তি বিশালকে বলিলেন, আমি তোমার পিতা, পিতৃদানজন্য মুক্তিফলে এই তরু দেহে ইন্দ্রলোকে বাস করিতেছি । হে পুল্ল । এই যে রক্তবর্ণ পুরুষ দেখিতেছ, ইনি আমার পিতা, তোমার পিতামহ ; ইনি ব্রহ্মবধকারী । সেট পাপে লিপ্ত ছিলেন, অপর এই যে কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ দেখিতেছে, ইনি আমার পিতামহ, ইনি ঋষিবধজনিত পাপে পতিত

মৃত্যুকৃতান্ততঃ সৰ্বৈঃ ব্রজাশ্বঃ স্বৰ্গমুক্তমম্ ।

কৃতকৃত্যো বিশালোহপি রাজ্যং কৃত্য দিবং যযৌ ॥ ৩৯

যেহ্মংকুলে তু পিতরো লুপ্তপিতৃদানকক্রিয়াঃ ।

যে চাপ্যকৃতকৃত্যন্ত যে চ গৰ্ভাধিনিঃসৃতাঃ ॥ ৪০

যেষাং দাহো ন ক্রিয়তে যেহ্মিদদ্ধান্তথাপরে ।

ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্ত তৃপ্তা যান্ত পরাং গতিম্ ॥ ৪১

পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ । মাতা পিতামহী চৈব তথৈব প্রপিতামহী ॥ ৪২

তথা মাতামহশ্চৈব প্রমাতামহ এব চ । বৃদ্ধপ্রমাতামহস্তথা তথা মাতামহী মম^১ ॥ ৪৩

প্রমাতামহী চ তথা বৃদ্ধপ্রমাতামহীতি বৈ । অন্তেষাংকৈব পিতোহন্নমক্ষয়ামুপতিষ্ঠতাম্ ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমার্কণ্ডে মহাপুরাণে পূৰ্ব্বখণ্ডে গরামাহায্যো চতুৰ্শাতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৪ ॥

ছিলেন ইহারা উভয়েই চিরকাল নরক-ভোগ করিতেছিলেন, এক্ষণে ভোমার পিতৃদানকলে মুক্তি পাইয়াছেন । তুমি আমাদিগের সকলকেই মুক্ত করিয়াছ । সেই জন্য আমরা স্বর্গে বাস করিতেছি । এই কথা শুনিয়া বিশাল কৃতকৃত্য বোধে স্বর্গতঃ রাজ্যপালনপূর্বক স্বর্গধামে গমন করিয়াছিলেন । ৩৬-৩৯

পর্যাতে পিতৃদানকালে প্রথমে পিতৃপিতামহাদি পরিজাত জনগণের প্রত্যেকের নামোল্লেখপূর্বক পিতৃদান করিয়া পরে সাধারণতঃ এই মন্ত্র পাঠে পিতৃদান করিবে । যথা—আমাদিগের কুলের যে সকল পিতৃপুরুষ পিতৃদানকদানাদি শ্রান্তক্রিয়াবিহীন হইয়া আছেন, যাহারা অকৃতকৃত্যবস্থায় দেহ পাতন করিয়াছেন, যাহারা গৰ্ভ হইতে বিনিঃসৃত হইয়াই পঞ্চাশ পাইয়াছেন, যাহাদিগের দাহাদি সংস্কার হয় নাই, আর যাহারা অগ্নিদাহে, অন্ত্যাপণ করিয়াছেন, তাহারা ভূমিতে প্রদত্ত এই পিতৃদানের কলে পরিতৃপ্ত হইয়া পরমা গতি লাভ করুন । পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধ প্রমাতামহী এবং অন্যান্য সূর্যদগণ সকলকেই বৎপ্রদত্ত এই পিতৃ দানের অক্ষয়ফল লাভ করুন । ৪০-৪৪

শ্রীগরুড়পুরাণে পূৰ্ব্বখণ্ডে গরামাহায্যো চতুৰ্শাতিতমোহধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৪ ॥

পঞ্চাশীতিতমোহধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

স্নাতা প্রেতশিলানৌ তু বরুণান্বায়ুতেন চ । পিতুং দদাম্যহমৈর্মমৈগ্নৈরাবাহু চ পিতৃন্ পরান্ ॥ ১
অশ্রুৎকুলে যুতা য়ে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে । তেষামাবাহুযিষ্ঠানি দৰ্ভপৃষ্ঠে^১ তিলোদকৈঃ ॥ ২
পিতৃবংশে যুতা য়ে চ মাতৃবংশে চ য়ে যুতাঃ । তেষামুদ্বরণার্থান ইমং পিতুং দদাম্যহম্ ॥ ৩
মাতামহকুলে য়ে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে । তেষামুদ্বরণার্থান ইমং পিতুং দদাম্যহম্ ॥ ৪
অজাতদন্তা য়ে কেচিদ্ য়ে চ গৰ্ভে প্রপীড়িতাঃ । তেষামুদ্বরণার্থান ইমং পিতুং দদাম্যহম্ ॥ ৫
বন্ধুবর্গাশ্চ য়ে কেচিন্নামগোত্রবিবৰ্জিতাঃ । স্বগোত্রে পরগোত্রে বা গতির্যেষাং ন বিদ্যতে^২ ।

তেষামুদ্বরণার্থান ইমং পিতুং দদাম্যহম্ ॥ ৬

উদ্বহ্ননযুতা য়ে চ বিষশস্ত্রহতাশ্চ য়ে । আশ্রোপঘাতিনো য়ে চ তেভ্যঃ পিতুং দদাম্যহম্ ॥ ৭

অগ্নিদাহে যুতা য়ে চ সিংহবাস্ত্রহতাশ্চ য়ে ।

দংষ্টিভিঃ শৃঙ্গিভির্বাপি তেভ্যঃ পিতুং দদাম্যহম্ ॥ ৮

ব্রহ্মা কহিলেন, প্রেতশিলাদি মহাতীর্থে স্নান করিয়া পিতৃলোকের আবাহনপূর্বক বরুণানদীর জলদ্বারা বক্ষ্যমাণ মন্ত্রপাঠসহকারে পিতৃলোকের উদ্দেশে পিতৃদান করিবে । যাহারা আমাদিগের কুলে অশ্রুগ্রহণ করিয়া পকড় পাইয়াছেন এবং যাহাদের অন্য গতি নাই, এই গৰ্ভপৃষ্ঠোপরি তিলোদক দান দ্বারা আমি তাঁহাদিগকে আবাহন করিতেছি । যাহারা আমাদিগের পিতৃকুলে মরিয়াছেন, আর যে সকল ব্যক্তি আমাদিগের মাতৃবংশে সমুৎপন্ন হইয়া পরলোকে গত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের উদ্ধার বাসনায় এই পিতৃ দান করিতেছি । মাতামহকুলে উৎপন্ন যাহারা গতিবিহীন হইয়া নরকে পতিত আছেন, তাঁহাদিগের উদ্ধার কামনায় এই পিতৃ দান করিলাম । যাহারা দন্তোদগমের পূর্বে যুত্মুখে পতিত হইয়াছেন, আর যাহারা মাতৃগৰ্ভ থাকিয়াই পরলোক লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের উদ্ধারার্থ আমি এই পিতৃদান করিতেছি । যাহারা আমাদিগের বন্ধুকুলে জন্মিয়াছেন, যাহাদিগের কোন সংকার (নামকরণাদি) হয় নাই এবং যাহারা আমাদিগের স্বগোত্রে উৎপন্ন হইয়া পকড় পাইয়াছেন এবং যাহাদিগের গতি নাই তাঁহাদিগের উদ্ধারার্থ এই পিতৃ দত্ত হইল । ১-৬

উদ্বহ্ননে, বিষপ্রয়োগে অথবা শস্ত্রাঘাতে যাহারা দেহ বিসর্জন করিয়াছেন এবং যাহারা আশ্রোপঘাতী, তাঁহাদিগের পরিজ্ঞাপার্থ আমি এই পিতৃদান করিলাম । যাহাদিগের অগ্নিদাহে যুত্ম হইয়াছে, সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুগণ যাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছে, দংষ্টিজন্তুর দন্তাঘাতে কিংবা শৃঙ্গজন্তুর শৃঙ্গপ্রহারে যাহাদিগের যুত্ম হইয়াছে, তাহাদিগের উদ্ধারার্থ এই

অগ্নিদ্ব্যস্তি যে কেচিৎপ্ৰাণিদ্ব্যস্তথাপরে । বিদ্যাচৌরহতা যে চ ভেষাং পিতৃং দদামাহম্ ॥ ৯
 রোরবে চাক্তামিষ্মে কালসূত্রে চ যে গতাঃ । ভেষামুদ্বরণার্থায় ইমং পিতৃং দদামাহম্ ॥ ১০
 অসিপত্রবনে ঘোরে কুন্তীপাকে চ যে গতাঃ । ভেষামুদ্বরণার্থায় ইমং পিতৃং দদামাহম্ ॥ ১১
 অন্তেষাং যাতনাস্থানাং প্রেতলোক-নিবাসিনাম্ । ভেষামুদ্বরণার্থায় ইমং পিতৃং দদামাহম্ ॥ ১২
 পণ্ডযোনিং গতা যে চ পক্ষি-কীট-সরীসৃপাঃ । অথবা বৃক্ষযোনিহাস্তেভ্য পিতৃং দদামাহম্ ॥ ১৩
 অসংখ্যযাতনাসংস্থা যে নীতা যমশাসনে । ভেষামুদ্বরণার্থায় ইমং পিতৃং দদামাহম্ ॥ ১৪
 জাত্যন্তরসহস্রেষু ভ্রমন্তে যেন কর্মণা । মানুষ্যং ত্বর্লভং যেষাং ভেষ্যঃ পিতৃং দদামাহম্ ॥ ১৫
 যে বাহুবাবাহুবা বা যেষুজ্জন্মনি বাহুবাঃ । তে সর্বৈ তৃপ্তিমায়ান্ত পিতৃদানেন সর্বদা ॥ ১৬
 যে কেচিৎ প্রেতরূপেণ বর্তন্তে পিতরো যম । তে সর্বৈ তৃপ্তিমায়ান্ত পিতৃদানেন সর্বদা ॥ ১৭
 যে মে পিতৃকূলে জাতাঃ কূলে মাতৃস্থথৈব চ । গুরু-শুভর-বন্ধুনাং যে চান্তে বাহুবা যুতাঃ ॥ ১৮
 যে মে কূলে লুপ্তপিতৃাঃ পুত্রদারবিবজ্জিতাঃ । ক্রিয়ালোপগতা যে চ জাতাঙ্ঘাঃ পঙ্গবতথা ॥ ১৯

পিতৃদান করিলাম । যাহারা অগ্নিদ্ব্য হইয়া মরিয়াছে, বাহাদিগের মরণান্তে অগ্নিসংস্কার হয় নাই, যাহাদিগের বিদ্যাংপাতে পক্ষত্ব ঘটিয়াছে এবং যাহারা চৌরদ্বারা হত হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছে, তাহাদিগের পরলোকে সদৃগতিলাভার্থ আমি এই পিতৃদান করিলাম । যাহারা অহুতামিষ্ম নরকে পতিত আছে, কিম্বা যাহারা মরিয়া কালসূত্রে পতিত হইয়াছে, তাহাদিগের উদ্ধারার্থ আমি এই পিতৃদান করিলাম । ৭-১০

যাহারা অসিপত্রবন নামক ঘোর নরকে অথবা কুন্তীপাক নরকে পতিত আছেন, তাহাদিগের উদ্ধারার্থ আমি এই পিতৃদান করিলাম । যাহারা প্রেতলোকে বাস করিয়া নানাবিধ যাতনা ভোগ করিতেছেন, তাহাদিগের উদ্ধার করণার্থ আমি এই পিতৃদান করিলাম । যাহারা পণ্ডযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন কিংবা পক্ষী, কীট ও সরীসৃপ যোনিতে জন্মিয়াছেন, অথবা বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাদিগের উদ্ধারার্থ আমি এই পিতৃদান করিলাম । যাহারা যমশাসনে নীত হইয়া পাপকর্মের পরিণাম স্বরূপ অসংখ্য যাতনাভোগ করিতেছে, তাহাদিগের উদ্ধারার্থ এই পিতৃদান করিলাম । যাহারা যীম কর্মবশে সহস্র সহস্র জন্ম পরিভ্রমণ করিতেছে, তথাপি যাহাদিগের ভাগ্যে মনুষ্য জন্ম ঘটে না, তাহাদিগের উদ্ধারার্থ এই পিতৃদান করিলাম । যাহারা আমাদিগের বন্ধু বা শত্রুবর্গের মধ্যে পরিগণিত ছিল কিংবা জন্মান্তরেও যাহারা আমাদিগের সহিত বন্ধুত্ববন্ধনে বদ্ধ ছিল, এই পিতৃদান দ্বারা তাহারা সর্বদা পরিতৃপ্ত থাকুক । ১১-১৬

আমার পিতৃসংস্রমে যাহারা প্রেতলোকে বর্তমান আছে, তাহারা এই পিতৃদান কূলে সদা তৃপ্তিলাভ করুক । আমার পিতৃকূলে অথবা মাতৃকূলে যাহারা জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, আমার গুরুকূলে, শুভরকূলে, বন্ধুকূলে কিংবা বাহুবন্ধকূলে যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহারা আমার কূলে উৎপন্ন হইয়া পুত্রদারহীনতাবশতঃ পিতৃ ও

বিক্রপা আমগর্ভা যে জাতাজাতাঃ কুলে মম । তেষাং পিতৃং ময়া দত্তমক্ষয়ামুপতিষ্ঠতাম্ । ২০
সাক্ষিণঃ সন্ত মে দেবা ব্রহ্মেশানাদয়স্তথা । ময়া গয়াং সমাসান পিতৃণাং নিষ্কৃতিঃ কৃত্য । ২১
আগতোহহং গয়াং দেব পিতৃকার্যে গদাধর । তন্মে সাক্ষী ভবদাদি অনূণোহহমুপজয়াং । ২২

মহানদী ব্রহ্মসদোহক্ষরো^১ বটঃ, প্রভাসমুদ্রমহো গয়াশিরঃ ।

সরস্বতী-ধর্মক-ধেনুপৃষ্ঠা, এতে কুরুক্ষেত্রগতা গয়ায়াম্ । ২৩

ইতি ঈগরুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে গয়ামাহাত্ম্যে পঞ্চাশীতিতমোহধ্যায়ঃ । ৮৫ ।

উদকক্রিয়া বঞ্চিত হইয়া আছে, যাহারা ক্রিয়ালোপ হওয়ার দুর্গতিভোগ করিতেছে, যাহারা অগ্ন্যাহুতা হেতু সর্কক্রিয়ার অযোগ্য হইয়া নরকে বাস করিতেছে, যাহারা পশুক্রমে জন্মিয়া ক্রিয়াহীনতা হেতু নরকে পতিত আছে, যাহারা বিকৃতরূপে উৎপন্ন হইয়া সর্ককন্ডে^২ অনবিকারবশতঃ নিরয়ভোগ করিতেছে, যাহারা অপক গর্ভাবস্থায় জন্মিয়া নরকে পতিত আছে, আর আমার কুলে জাত যে সকল ব্যক্তিকে আমি জানি এবং যাহারা আমার কুলে জাত হইয়াও আমার পরিজাত নহে, আমি সেই সকলের উদ্ধারার্থ পিতৃদান করিলাম । এই পিতৃদানফল তাঁহাদিগের পক্ষে অক্ষয় হউক । ব্রহ্মা ও ইশান প্রভৃতি দেবগণ । আপনারা আমার এই কার্যের সাক্ষী থাকুন, আমি গয়াতে আগমনপূর্বক পিতৃলোকের নিষ্কৃতিসাধন করিলাম । হে গদাধর । পিতৃকার্য সম্পাদনার্থ আমি গয়াতে আগমন করিয়াছি, তুমি অন্ত আমার এই কার্যের সাক্ষী হও, আমি ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইলাম । মহানদী, ব্রহ্মসরোবর, অক্ষরবট ও প্রভাস এই সকল তীর্থ গয়াশিরঃ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, আর কুরুক্ষেত্রস্থিত সরস্বতী, ধর্মতীর্থ ও ধেনুপৃষ্ঠ, এই সকল মহাতীর্থও গয়াতে বিদ্যমান আছে । ১৭-২৩

ঈগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে গয়ামাহাত্ম্যে নামক পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮৫ ।

ষড়শীতিতমোহধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

যেহং প্রেতশিলা খাতা গয়ায়াং সা ত্রিধা স্থিতা ।
 প্রভাসে প্রেতকুণ্ডে চ গয়াসূরশিরস্তপি । ১
 ধর্ম্যেণ ধারিতা ভূতৈঃ সর্বদেবময়ী শিলা ।
 প্রেতকং যে গত। নৃপাং মিত্রান্য বাহুবানসঃ ।
 তেষামুদ্বরণার্থায় যতঃ প্রেতশিলা ভূতঃ । ২
 অতোহত্র যুনরো ভূপা রাজপত্ন্যানসঃ সদা ।
 তন্মাং শিলায়াং জাহ্নাদি-কর্তারো ব্রহ্মলোকগাঃ । ৩
 গয়াসূরস্ত যন্তুণ্ডং ভূত পৃষ্ঠে শিলা যতঃ ।
 যুগপৃষ্ঠো গিরিস্তন্মাং সর্বদেবময়ো হৃদয়ম্ । ৪
 যুগপৃষ্ঠস্ত পাদেষু যতো ব্রহ্মসরোমুখাঃ ।
 অরবিন্দং বনং তেষু ভেন চৈবোপলক্ষিতঃ । ৫
 অরবিন্দো গিরির্নাম ক্রৌঞ্চপাদাক্রিতো যতঃ ।
 তন্মাদ্ গিরিঃ ক্রৌঞ্চপাদঃ পিতৃণাং ব্রহ্মলোকদঃ । ৬
 গদাধরাবরো দেবা আন্য আন্যো ব্যবস্থিতাঃ ।
 শিলারূপেণ চাব্যক্তা-স্তন্মাংদেবময়ী শিলা । ৭

ব্রহ্মা কহিলেন,—গয়াতে প্রেতশিলা নামে যে ত্রিলোকবিখ্যাত তীর্থ আছে, তাহা তিন-
 ভাগে বিভক্ত হইয়া তিন স্থানে বিরাজ করিতেছে । প্রভাস, প্রেতকুণ্ড ও গয়াসূরের যন্তক
 এই তিন স্থানেই মহাতীর্থ প্রেতশিলা বিদ্যমান রহিয়াছে । ধর্ম্য যুগ্ম স্বীয় মাহাত্ম্য প্রকাশ
 করণার্থ এই সর্বদেবময়ী শিলা ধারণপূর্বক বহন করিতেছেন । মানবদিগের বহুবাহুবের
 মধ্যে বাহারা প্রেতভাবাপন্ন হইয়া আছে, তাহাদিগের উদ্ধারার্থ প্রেতশিলার পিণ্ডদান
 করিবে । রাজা ও রাজপত্নী প্রভৃতি সকলেই প্রেতশিলার আচ্ছ করিবে । ইহাতে
 তাহাদিগের ব্রহ্মলোক লাভ হয় । গয়াসূরের যুগের পৃষ্ঠভাগে যে শিলা আছে, তাহার নাম
 যুগপৃষ্ঠগিরি ; ঐ গিরি সর্বদেবময়, অতএব উহা মহাতীর্থ বলিয়া খ্যাত । যুগপৃষ্ঠগিরির
 পাদদেশে ব্রহ্মসরঃ প্রভৃতি যে সকল তীর্থ আছে, তাহাদিগের মধ্যে অরবিন্দবন নামক
 তীর্থ অতিপুণ্যপ্রদ । ১-৫

অরবিন্দগিরি ক্রৌঞ্চপক্ষীর পদচিহ্নধারা অঙ্কিত, এ নিমিত্ত উহাকে ক্রৌঞ্চপাদতীর্থ-
 বলা যায় । এই তীর্থে পিতৃলোকের উদ্ধেগে জাহ্নাদি কার্য্য করিলে তাহাদিগের
 ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় । গদাধর প্রভৃতি আদি দেবগণ এই শিলাতে অবস্থিত ছিলেন

গয়াশিখরান্নিহা ঙ্গুদাদান্নিহা শিলা ।

কালান্তরেণ ব্যক্তশ্চ হিত আদিগদাধরঃ ॥ ৮

মহারুদ্রাদিদেবৈস্ত অনাদিনিধনো হরিঃ ।

ধর্মসংরক্ষণার্থায় অধর্মাদিভিনষ্টয়ে ॥ ৯

দৈত্যরাক্ষসনাশার্থং যন্তঃ পূর্বং যথাতথং ।

কুর্মে বরাহো নৃসিংহমনো রাম উজ্জিতঃ ॥ ১০

যথা দাশরথী রামঃ কৃষ্ণো বুদ্ধোহথ কঙ্কাপি ।

তথা ব্যক্তোহব্যক্তরূপো আসীদানো গদাধরঃ ॥ ১১

আদিরানো পূজিতোহত্র দেবৈর্ভ্রাতৃভির্ভিতঃ ।

পাদার্থ্যগন্ধপুষ্পানৈরুত আদিগদাধরঃ ॥ ১২

গদাধরং সূরৈঃ সার্কিয়ান্যং গদা দদাতি যঃ । অর্ঘ্যপাত্রক পাদক গন্ধপুষ্পক ধূপকম্ ॥ ১৩

দীপং নৈবেদ্যমুৎকৃষ্টং মাল্যানি বিধানানি চ ।

বস্ত্রাণি মুকুটং ঘণ্টাং চামরং প্রেক্ষনীয়কম্ ॥ ১৪

অলঙ্কারাদিকং পিণ্ডমন্নদানাদিকং তথা । তেষাং তাবদ্ধনং ধাতু-মায়ুরারোগ্যসম্পদঃ ॥ ১৫

পুত্রাদিসমৃদ্ধিঃ শ্রেয়ো বিলম্বার্থং কাম ইচ্ছিতঃ ।

ভার্য্যা স্বর্গাদিবাসশ্চ স্বর্গাদাগত্য রাজ্যকম্ ॥ ১৬

কুলীনঃ সন্তসম্পন্নো বশে মদ্বিক্তশাত্রবঃ । বধবদ্ধবিনির্মুক্ত-শ্রান্তে মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৭

বলিয়া সেই দেবময়ী শিলা অব্যক্ত ছিল। ঐ শিলা গয়াসূরের মস্তক আচ্ছাদন করিয়া বর্তমান ছিল, কালান্তরে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। যে শিলাতে গদাধর অবস্থিতি করিয়াছিলেন, সেই শিলাই মহাতীর্থরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। যেমন অনাদিনিধন হরি ধর্মরক্ষা, অধর্মনাশ, দৈত্য-রাক্ষসগণের সংহারার্থে মহারুদ্রাদিদেবগণ সহ যন্ত, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, রামন, ভার্গব পরশুরাম, দশরথনন্দন ঐরাম, বলরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কঙ্কীরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, সেইরূপ লোকপরিজ্ঞানার্থে অব্যক্ত গদাধর গয়াতে ব্যক্তরূপে আবির্ভূত হইয়া রহিয়াছেন। ৬-১১

যেহেতু ব্রহ্মাদি দেবগণ পূর্বকালে পাদ, অর্ঘ্য ও গন্ধাদি উপহারে গদাধরদেবকে অর্চনা করিয়াছিলেন, এই জন্য ইনি আদি গদাধর নামে খ্যাত হইয়াছেন। যে মানব গয়াতে গমন করিয়া অগ্রে দেবগণ সহ গদাধরদেবকে পাত্রসম্বিত অর্ঘ্য, পাদ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, উৎকৃষ্ট নৈবেদ্য, বিবিধ মাল্য, বস্ত্র, মুকুট, ঘণ্টা, চামর, দর্পণ, অলঙ্কার ও অন্যান্য দান করে; তাহার ধন, ধাতু, আয়ুঃ, আরোগ্য, সম্পদ, পুত্রাদি সমৃদ্ধি, যজ্ঞ, বিদ্যা, অর্থ, প্রভৃতি বাঞ্ছিত সম্পদ, ভার্য্যা ও রাজ্য ও স্বর্গবাস লাভ হইয়া থাকে। সেই মানবই কুলীন হইয়া লজ্জা বিমর্দন করিতে পারে এবং বধ বদ্ধনাদি হইতে নির্মুক্ত হইয়া অন্তকালে

জ্ঞাতপিতৃদাদিকর্তারঃ পিতৃভিত্ত্বান্নলোকগাঃ ॥ ১৮

অগ্নিগ্নাং যেহর্চয়তি সূতম্ভাং বলভদ্রকম্ ।

জ্ঞানং প্রাপ্য ত্রিগ্নং পুত্রান্ ভবতি পুরুষোত্তমম্ ॥ ১৯

পুরুষোত্তমরাজস্ব সূর্য্যস্ত চ গণস্ব চ । পুরতন্তত্র পিতৃদাদি পিতৃগ্নাং ত্র্যল্লোকদঃ ॥ ২০

মহা কপদ্বিবিদ্রোহং সর্ববিদ্রোহঃ প্রমুচ্যতে । কার্ত্তিকেরং পুজয়িত্বা ত্র্যল্লোকমবাগ্নুয়াং ॥ ২১

বাদশাদিত্যমভ্যর্চ্য সর্বরোহৈঃ প্রমুচ্যতে । বৈশ্বানরং সমভ্যর্চ্য উত্তমাং বীতিমাগ্নুয়াং ॥ ২২

রেবতং পুজয়িত্বা অশ্বানাপ্রোভ্যনুত্তমান্ ।

অভ্যর্চ্যোজ্জং মহৈশ্বর্য্যং গৌরীং সৌভাগ্যমাগ্নুয়াং ॥ ২৩

বিদ্যাং সরসভীং প্রাচ্য লক্ষ্মীং সম্পূজ্য চ ত্রিগ্নম্ ।

গরুড়ক সমভ্যর্চ্য বিদ্বৎক্লাং প্রমুচ্যতে ॥ ২৪

ক্ষেত্রপালং সমভ্যর্চ্য গ্রহবৃন্দৈঃ প্রমুচ্যতে । যুগপৃষ্ঠং সমভ্যর্চ্য সর্বকামমবাগ্নুয়াং ॥ ২৫

নাগার্চকং সমভ্যর্চ্য নাগদষ্টৌ বিমুচ্যতে । ত্র্যম্বকং পুজয়িত্বা চ ত্র্যল্লোকমবাগ্নুয়াং ॥ ২৬

বলভদ্রং সমভ্যর্চ্য বলারোগ্যমবাগ্নুয়াং । সূতম্ভাং পুজয়িত্বা তু সৌভাগ্যং পরমাগ্নুয়াং ॥ ২৭

স্বর্গলোকে বাস করে । যে নর পর্যাতে জ্ঞাত ও পিতৃদাদি করে, সে মানব পিতৃগণের সহিত ত্র্যল্লোকে গমন করে । যে মানব সূতম্ভার সহিত বলভদ্রদেবের অর্চনা করে, সে পুত্র সম্পত্তি প্রভৃতি বিবিধ ঐহিক সুখভোগ করিয়া অতকালে জ্ঞানলাভ করত পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হয় । পুরুষোত্তমকেই গমনপূর্ব্বক জীপুরুষোত্তম, সূর্য্য ও গণপতিদেবের অঙ্গে পিতৃলোকের উদ্দেশে পিতৃদান করিলে তাহাদিগের ত্র্যল্লোক লাভ হয় । ১২-২০

ঐ স্থানে মহাদেব ও বিদ্রোহরকে সমভ্যর্চ্য করিলে সর্বপ্রকার বিদ্রোহ হইতে মুক্তি পায় । কার্ত্তিকের দেবের পূজা করিলে ত্র্যল্লোক লাভ হয় । পুরুষোত্তমকেই বাদশাদিত্যের অর্চনা করিলে সর্বরোগ হইতে মুক্তি পায় । ঐ স্থানে অগ্নিদেবের পূজা করিলে উত্তম বীতিলাভ হইয়া থাকে । তথায় রেবতদেবের অর্চনা করিলে সর্বোত্তম অশ্বলাভ হয় এবং ইন্দ্রদেবের পূজাতে মহা ঐশ্বর্য্য ও গৌরীদেবীর অর্চনাতে সৌভাগ্য প্রাপ্তি হইয়া থাকে । সরসভীদেবীর পূজা করিলে বিদ্যা ও লক্ষ্মীর পূজা করিলে সম্পদ প্রাপ্ত হয় । গরুড়ের পূজা করিলে সম্পদ প্রাপ্ত হয় । গরুড়ের পূজা করিলে সর্বপ্রকার বিদ্রোহ হইতে মুক্তি পায় । ২১-২৪

ক্ষেত্রপালের পূজা করিলে সর্বগ্রহদোষনাশি এবং যুগপৃষ্ঠা দেবীর অর্চনা করিলে সর্বপ্রকার কামনা পূরণ হইয়া থাকে । অষ্টনাগের পূজা করিলে নাগদষ্ট ব্যক্তি বিমুক্তি পায় এবং ত্র্যম্বকের অর্চনা করিলে ত্র্যল্লোকে গমন হয় । বলভদ্রদেবের পূজা করিলে বল ও আরোগ্য প্রাপ্ত হয় এবং সূতম্ভার পূজা করিলে পরম সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে । পুরুষোত্তমদেবকে জীপুরুষোত্তমদেবকে অর্চনা করিলে সর্বপ্রকার অতিলাভ সম্পূর্ণ হয় এবং নারায়ণের পূজা

সর্বান্ কামানবাপ্রোতি সম্পূজ্য পুরুষোত্তমম্ । নারায়ণন্ত সম্পূজ্য নরাণামধিপো ভবেৎ ৷ ২৮ ৷
স্পৃষ্টে, ১ নত্বা নারসিংহং সংগ্রামে বিজয়ী ভবেৎ । বরাহং পূজয়িত্বা তু ভূমিস্বাক্ষ্যমবাপ্রুয়াৎ ৷ ২৯ ৷
মালা-বিদ্যাধরৌ স্পৃষ্টে, ১ বিদ্যাধরপদং ভবেৎ ৷

সর্বান্ কামানবাপ্রোতি সম্পূজ্যাদিগদাধরম্ ॥ ৩০

সোমনাথং সমভ্যর্চ্য শিবলোকমবাপ্রুয়াৎ । রুদ্রেশ্বরং নমস্কৃত্য রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ৩১ ৷
রামেশ্বরং নরো নত্বা রামবৎ সুপ্রিয়ো ভবেৎ । অশ্বেশ্বরং নরঃ স্তব্ধা ব্রহ্মলোকায় কল্পতে ॥ ৩২ ৷
কালেশ্বরং সমভ্যর্চ্য নরঃ কালজয়ো ভবেৎ ॥ ৩৩ ৷

কেদারং পূজয়িত্বা তু শিবলোকে মহীয়তে । সিদ্ধেশ্বরক সম্পূজ্য সিদ্ধো ব্রহ্মপুরং ব্রজেৎ ॥ ৩৪ ৷
আদৌ রুদ্রাদিভিঃ সার্কং দৃষ্টে, ১ হাদিগদাধরম্ । কুলানাং শতমুদ্রিত্য নরেন্দ্র ব্রহ্মপুরং নরঃ ॥ ৩৫ ৷
ধর্মার্থী প্রাপ্নুয়াক্ষম্যর্থার্থী চার্থমাপ্রুয়াৎ ।

কামানবাপ্রুয়াৎ কামী মোক্ষার্থী মোক্ষমাপ্রুয়াৎ ॥ ৩৬

রাজ্যার্থী রাজ্যমাপ্রোতি শান্ত্যার্থী শান্তিমাপ্রুয়াৎ ।

সর্বার্থী সর্বমাপ্রোতি সম্পূজ্যাদিগদাধরম্ ॥ ৩৭

পুত্রান্ পুত্রাধিনী জ্ঞী চ সৌভাগ্যক তদধিনী ।

বংশাধিনী চ বংশবৃদ্ধং প্রাপ্তার্চ্যাদিগদাধরম্ ॥ ৩৮

করিলে সকল মনুষ্যের অধিপতি হইতে পারে । নরসিংহদেবকে স্পর্শ ও নমস্কার করিলে সংগ্রামে বিজয়ী হয় এবং বরাহদেবকে পূজা করিলে ভূমিসম্পত্তি প্রাপ্তি হয় । মানব মালা-বিদ্যাধরের পূজা করিলে বিদ্যাধরপদ-লাভ এবং আদি গদাধরের অর্চনা করিলে সর্বপ্রকার মনোরথ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ২৪-৩০

সোমনাথদেবকে পূজা করিলে শিবলোক প্রাপ্তি হয় এবং রুদ্রেশ্বরকে নমস্কার করিলে রুদ্রলোকে বাস করে । মনুষ্য রামেশ্বর শিবকে নমস্কার করিলে রামের তুল্য সর্বলোকের প্রিয়পাত্র হইতে পারে ; অশ্বেশ্বরের স্তব করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় । মনুষ্য কালেশ্বর-শিবের অর্চনা করিলে কালকে জয় করিতে পারে এবং কেদারেশ্বরের পূজা করিলে শিবলোক প্রাপ্ত হয় । সিদ্ধেশ্বর শিবের অর্চনা করিলে মানব সিদ্ধ হইয়া ব্রহ্মপুরে গমন করে । রুদ্রাদি আদ্য দেবগণের সহিত আদি গদাধরকে দর্শন করিলে নরগণ শত কুল উদ্ধার করিয়া ব্রহ্মপুর লাভ করে । ৩১-৩৪

আদি গদাধরকে অর্চনা করিয়া যে বাহা কামনা করে, তাহার সেই কামনাই সফল হইয়া থাকে । আর ধর্মার্থী মানব ধর্ম, ধনার্থী ধন, কামার্থী কাম, মোক্ষার্থী মোক্ষ, রাজ্যার্থী রাজ্য, শান্তিকামী শান্তি লাভ করে । আর পুত্রাধিনী কামিনী পুত্র, সৌভাগ্যাভিলাষিনী সৌভাগ্য ও বংশাধিনী নারীর বংশবৃদ্ধি হয় । মানবগণ আদি

১ । যো বা বিদ্যাধরৌ স্পৃষ্টে, ১ বিদ্যাধরপদং লভেৎ । ২ । বংশান্ বৈ ।

শ্রাদ্ধেন পিতৃদানেন অন্নদানেন বারিদঃ । ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি সম্পূজ্যাদিগদাধরম্ । ৩৯
পৃথিব্যাং সৰ্ব্বভীর্থেভ্যো যথা শ্রেষ্ঠা গঙ্গা পুরী । তথা শিলাদিক্রপশ্চ শ্রেষ্ঠ আদিগদাধরঃ^১ ।
তস্মিন্ দৃষ্টে শিলা দৃষ্টা যতঃ সৰ্ব্বং গদাধরঃ । ৪০

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে গঙ্গামাহাত্ম্য নাম ষড়শীতিতমোহধ্যায়ঃ । ৮৬ ।

সপ্তাশীতিতমোহধ্যায়ঃ

হরিকৃষাচ

চতুর্দশ মনু বাক্যে উৎসৃতাঃ স্ত সুরাদিকান্ । মনুঃ ষায়জুবঃ পূর্বমগ্নীগ্রাদ্যশ্চ উৎসৃতাঃ । ১
মহীচিরদ্র্যাসিসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ । বসিষ্ঠশ্চ মহাতেজা ঋষয়ঃ সপ্ত কীর্তিতাঃ । ২
অশ্বিনাশ্চমিত্রাশ্চাক্ষো যামান্তথৈব চ । গণা দাদশকান্চেতি চত্বারঃ সোমপার্বিনঃ । ৩
বিশ্বভূতামদেবেভ্যো বাক্ললিতদরি হৃৎকুং । স হতো বিষ্ণুনা দৈত্য-শ্চক্রেণ সুমহাশ্বনা । ৪

গদাধরদেবকে পূজা করিয়া শ্রাদ্ধ, পিতৃদান, অন্নদান ও অলদান করিলে ব্রহ্মলোকে গমন করে । পৃথিবীর মধ্যে গঙ্গাক্ষেত্র যেমন সর্বপ্রধান ভীর্থ, সেইরূপ শিলাকূপী দেবগণের মধ্যে আদি গদাধরদেবই সর্বপ্রধান । অতএব সেই গদাধরদেবকে দর্শন করিলেই সর্বদেব-দর্শনের ফল হইয়া থাকে । ৩৬-৪০

শ্রীগরুড়পুরাণে গঙ্গামাহাত্ম্য নামক ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮৬ ।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়

হরি কহিলেন, চতুর্দশ মনু ও তাহাদিগের পুত্রগণের বিবরণ বলিব । পূর্বকালে ষায়জুব নামে মনু ছিলেন । অগ্নীশ্ব প্রভৃতি তাঁহার কতিপয় পুত্র হইল । মহীচি, অজি, অমিত্রা, পুলস্ত্য, পুলহ ও বসিষ্ঠ এই মহাতেজা সপ্ত ঋষি কীর্তিত আছে । এই সপ্ত ঋষি অগ্নিগ্রাদির সন্তান । উক্ত সপ্তঋষি হইতে অন্ন, অমিত, ক্রতু ও যম নামে সোমপার্বিচতুষ্টয়ের উৎপত্তি হয় । কালান্তরে ইহাদিগের সন্তান দাদশগণে বিভক্ত হইয়াছিলেন । অনন্তর বিশ্বভূক, বামদেব ও ইক্কের উৎপত্তি হয়, এক দৈত্য তাহাদিগের প্রবল বিপু ছিল, তাহার নাম বাক্লি । মহাত্মা বিষ্ণু চক্র দ্বারা সেই বাক্লিকে বিনাশ করেন । ষায়জুব মনুর অবিকারকালের পর

১। শ্রেষ্ঠৈশ্চ গদাধরঃ ।

মনুঃ যারোচিষশ্চাথ তৎপুত্রা মণ্ডলেশ্বরঃ । চিত্রকো বিনতশ্চৈব^১ কর্ণাতো বিদ্যাতো রবিঃ ।
 বৃহদগণো নভশ্চৈব মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ৫
 উর্জ্জ্বলস্তথা প্রাণ ঋষভো নিশ্চরস্তথা । দন্তোলিষ্ঠাৰ্করীবাংশ্চ ঋষয়ঃ সপ্ত কীৰ্ত্তিতাঃ^২ ॥ ৬
 তুমিতা ঋদশ প্রোক্তাস্থথা পারাবতাস্চ যে ॥ ৭
 ইন্দ্রো বিপশ্চিদেবানাং তদ্রিপুঃ পুরুকংসরঃ । জঘান হস্তিরূপেণ ভগবান্ মধুসূদনঃ ॥ ৮
 ঔত্তমস্ত মনোঃ পুত্রা আজশ্চ পরস্তথা । বিনীতশ্চ সুকেতুশ্চ সুমিত্রঃ সুবলঃ তচিঃ ॥ ৯
 দেবো দেবানুধো রুদ্র মহোৎসাহাজিতস্তথা । রথোজা উর্জ্জ্বাহশ্চ শরণশ্চানঘো যুনিঃ ।
 সূতপাঃ শঙ্কুরিত্যেতে ঋষয়ঃ সপ্ত কীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ১০
 বশবর্ত্তিঃ স্বধামানঃ শিবাঃ সত্যাঃ প্রতর্দনাঃ । পঞ্চ দেবগণাঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বো ঋদশকালো হে ॥ ১১
 ইন্দ্রঃ সূন্যাতিলচ্ছত্রঃ প্রলম্বো নাম দানবঃ । মৎস্যরূপী হরিবিষ্ণু-স্তং জঘান চ দানবম্ ॥ ১২
 তামসস্ত মনোঃ পুত্রা জানুজন্ত্যোহথ নির্ভয়ঃ । নরঃ খ্যাতির্নয়শ্চৈব প্রিয়ভৃত্যো বিবিক্ষিপঃ ।
 দৃঢ়েযুধিঃ প্রস্তলাক্ষঃ কৃতবন্ধুঃ কৃতস্তথা ॥ ১৩

যারোচিষ মনুর আবির্ভাব হয় । তাঁহার পুত্রগণ সকলেই মণ্ডলেশ্বর হইরাছিলেন । ঐ সকল পুত্রের নাম যথা,—বিনত, কর্ণাত, বিদ্যাত, রবি, বৃহদগণ ও নভ, ইহারা সকলেই মহাবল ও পরাক্রান্ত । ১-৫

চিত্রকাদি হইতে উর্জ্জ্ব, স্বর, প্রাণ, ঋষভ, নিশ্চল, দন্তোলি ও অৰ্করীবান্ এই সপ্ত মহর্ষির উৎপত্তি হয় । পূর্বে ঋদশ-সংখ্যক তুমিতগণ ও পারাবতগণের উক্ত হইরাছিল । অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র সমুৎপন্ন হন । পুরুকংসর নামে এক প্রবল দৈত্য তাঁহার শত্রুতা আচরণ করে ; মধুসূদন হস্তিরূপ ধারণ করত তাহাকে বিনাশ করেন । হে রুদ্র । যারোচিষ মনুর অধিকারান্তে ঔত্তম নামে মনুর উৎপত্তি হয় । সেই ঔত্তম মনুর কতিপয় পুত্র জন্মে, তাঁহাদিগের নাম যথা—আজ, পরশু, বিনীত, সুকেতু, সুমিত্র, সুবল, তচি, দেব, দেবানুধ, মহোৎসাহ, অজিত, রথোজা, উর্জ্জ্বাহ, শরণ, অনঘ, যুনি, সূতপাঃ ও শঙ্কু । ইহাদিগের মধ্যে রথোজা প্রভৃতি সাতজন সপ্ত-ঋষি । ৬-১০

পরে বশবর্ত্তী, স্বধামা, শিব, সত্য ও প্রতর্দন এই পঞ্চ দেবগণের উক্ত হইয়াছে, ইহাদিগের প্রত্যেকেরই ঋদশ সংখ্যক আছে । সেই সময়ে প্রলম্ব নামে এক দানব ইন্দ্রের শত্রু হইরাছিল, ভগবান বিষ্ণু মৎস্যরূপী হইয়া তাহাকে বিনাশ করেন । তারপর তামস মনুর আবির্ভাব হয় ; তাঁহার অনেকগুলি পুত্র জন্মে, তাহাদিগের নাম যথা—জানু, জন্ত, নির্ভয়, নর, খ্যাতি, নর, প্রিয়ভৃত্য, বিবিক্ষিপ, দৃঢ়েযুধি, প্রস্তলাক্ষ, কৃতবন্ধু, কৃত,

১। চৈত্রঃ কিম্পুরুষশ্চৈবেতি পাঠান্তরম্ ।

২। নিশ্চর ইত্যত্র নিশ্চলঃ, দন্তোলিরিত্যত্র দন্তোলিঃ, অৰ্করীবানিত্যত্র অৰ্করীষ ইতি বহুদ্রুততে পুরাণান্তরবিসংবাদিতয়া চোপেক্ষিতম্ ।

জ্যোতির্জামা পুথুঃ কাব্যশ্চৈত্রশ্চেতাগ্নিহেমকাঃ^১ । ১৪

মুনয়ঃ কীর্তিতাঃ সপ্ত সুরাণাঃ^২ সুধিস্তথা । হরয়ো দেবতানাক চত্বারঃ সপ্তবিংশকাঃ^৩ । ১৫

নপা ইন্দ্রঃ শিবিস্তথ শক্রভীমরথাঃ শ্বতাঃ । হরিণা কুর্মরূপেণ হতো ভীমরথোহসুরঃ । ১৬

রৈবতশ্চ মনোঃ পুত্রা মহাপ্রাণশ্চ সাধকঃ । বলবন্ধুনিরমিত্রঃ প্রতাপঃ পরহা শুচিঃ । ১৭

দৃঢ়ভতঃ কেতুশ্চ ক্ষয়স্তথ বর্ণ্যতে । বেদজী^৪ বেদবাহুশ্চ উর্জবাহুশ্চৈব চ ।

হিরণ্যরোমা পর্জন্তঃ সত্যনেত্রঃ সুধাম চ । ১৮

অভূতরজসশ্চৈব তথা দেবাঃ সুমেধসঃ । বৈকুণ্ঠশ্চামৃতশ্চৈব চত্বারো দেবতাগণাঃ । ১৯

গণে চতুর্দশ সুরা বিষ্ণুরিভ্রঃ প্রতাপবান্ ।

শান্তঃ শক্রহতো দৈত্যো হংসরূপেণ বিষ্ণুনা । ২০

চাক্ষুষশ্চ মনোঃ পুত্রা উরুঃ পুরুষমহাবলঃ । শতহ্যরন্তপশৌ চ সভাবাক্যঃ কৃতিস্তথা । ২১

অগ্নিহুস্তিরাত্রশ্চ সুহ্যশ্চ তথা নরঃ । হবিষ্মানুত্তমঃ^৫ শ্রীমান্ সুধামা বিরজাস্তথা ।

অভিমানঃ সহিষ্ণুশ্চ মধুজীর্ষয়ঃ শ্বতাঃ । ২২

জ্যোতির্জামা, পুথু, কাব্য, চৈত্র, চেতাগ্নি ও হেমক ; ইহারা সকলেই সুরপালক ও সমৃদ্ধিশালী । ইহাদিগের মধ্যে সপ্তজন ঋষি বলিয়া কীর্তিত হন । সেই মনুর অধিকার সময়ে শিবি নামে কোন ঋষি ইন্দ্রকে পাইরাছিলেন ; ভীমরথ নামে এক অসুর তাঁহার শক্র হইলে হরি কুর্মরূপ ধারণপূর্বক সেই ভীমরথকে নিপাতিত করিয়াছিলেন । ১১-১৬

অনন্তর রৈবত মনু আবির্ভূত হইলেন ; তাঁহার বহুসংখ্যক পুত্র জন্মে, তাহাদিগের নাম যথা—মহাপ্রাণ, সাধক, বলবন্ধু, নিরমিত্র, প্রতাপ, পরহা, শুচি, দৃঢ়ভত ও কেতুশ্চ । ইহার বংশে দেবজী, দেববাহু, উর্জবাহু, হিরণ্যরোমা, পর্জন্ত, সত্য ও সুধাম এই সপ্ত ঋষির উৎপত্তি হয় । উক্ত সপ্ত ঋষি হইতে অভূতরজঃ, সুমেধা, বৈকুণ্ঠ ও অমৃত এই চারি দেবগণ সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন । পূর্বোক্ত দেবতারা চতুর্দশগণে বিভক্ত । বিষ্ণু নামা কোন প্রতাপবান্ সিদ্ধ ইন্দ্র হইয়াছিলেন ; শান্ত নামে কোন দৈত্য তাঁহার শক্র হইল ; বিষ্ণু হংসরূপে তাহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন । ১৭-২০

চাক্ষুষ মনুর অনেক পুত্র জন্মে : তাহাদিগের নাম যথা—উরু, পুরু, মহাবল, শতহ্যর, তপশী, সভাবাক্য, কৃতি, অগ্নিহু, অতিরাত্র, সুহ্য, হবিষ্মান, উত্তম, শ্রীমান, সুধামা, বিরজ,

১। জ্যোতির্জামা ধৃউকাব্যশ্চৈত্রঃ চেতাগ্নি-হেমকাবিত্যেতাৎপরে পাঠে ঋষীণাং সপ্তসংখ্যাপপত্তিঃ । জ্যোতির্জামা পুথুঃ কাব্যশ্চৈত্রোহগ্নিবনপীবরা ইতি পাঠো বিষ্ণু-পুরাণাদিসম্মতঃ ।

২। সুরূপা ইতি পুরাণান্তরসংবাদী পাঠঃ ।

৩। সপ্তবিংশকা ইতি পাঠস্ত স সমীচীনঃ ।

৪। দেবজীরিতি পাঠান্তরম্ ।

৫। হবিষ্মান্ মৃতমুরিতি পাঠান্তরম্ ।

আর্য্য প্রভৃতা ভাব্যন্ত লেখ্যন্ত পৃথুকান্তথা ।

অষ্টকস্ত গণাঃ পঞ্চ তথা প্রোক্তা দিবৌকসাম্ । ২৩

ইন্দ্রো মনোজবঃ শক্রমহাশানো মহাভুজঃ । অশ্বরূপেণ স হতো হরিণা লোকধারিণা । ২৪

মনোবৈবস্বতশ্চৈতে পুত্রা বিষ্ণুপরায়ণাঃ । ইক্ষাকুরথ নাভাগো ধৃষ্টঃ শর্যাতিরেব চ । ২৫

নরিষ্ণুস্তথা প্রাংতুর্নভো নেদিষ্ঠ এব চ । কক্ৰুষন্ত পৃষঙ্গ সূহ্যায়ন্ত মনোঃ সূতাঃ । ২৬

অত্রির্বসিষ্ঠো ভগবান্ জমদগ্নিঃ কশ্যপঃ । গৌতমশ্চ ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রোহথ সন্তমঃ । ২৭

তথা হ্যেকোনপকাশশ্রুতঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ । আদিত্যা বসবঃ সাধা গণা ঘাদশকাস্তয়ঃ । ২৮

একাদশ তথা ক্রদ্রা বসবোহর্কো প্রকীৰ্ত্তিতাঃ । দ্বাবশ্বিনো বিনির্দিক্টৌ বিশ্বদেবাস্তথা দশ ।

দশৈবাজিরসো দেবী নব দেবগণানি চ^১ । ২৯

তেজস্বী নাম বৈ শক্রো হিরণ্যাক্ষো রিপুঃ স্মৃতঃ ।

হতো বরাহরূপেণ হিরণ্যাক্ষোহথ বিষ্ণুনা । ৩০

বক্ষ্যে মনোভবিষ্যন্ত সাবর্ণাখ্যন্ত বৈ সূতান্ ।

বিরজাশ্চার্করীবাংশ্চ^২ নির্মোহঃ^৩ সত্যবাক্ কৃতিঃ ।

বরিষ্ঠশ্চ গরিষ্ঠশ্চ বাচঃ সগতিরেব চ^৪ । ৩১

অশ্বখামা কূপো ব্যাসো গালবো দীপ্তিমানথ ।

ঋতশৃঙ্গস্তথা রাম ঋষয়ঃ সপ্ত কীৰ্ত্তিতাঃ । ৩২

অভিমান, সহিষ্ণু, ও মধুশ্রী, ইহারা সকলেই ঋষি । আর্য্য, প্রভুত, ভাব্য, লেখ ও পৃথক এই পঞ্চ দেবগণ । ইহারা প্রত্যেকে অষ্টসংখ্যাবিশিষ্ট । সেই সময়ে ভূজবীৰ্য্যশালী মহাশান নামে এক দৈত্য ইন্দ্রশত্রু হইরাছিল, লোকপালক হরি অশ্বরূপ ধারণ করত তাহাকে বিনাশ করেন । বৈবস্বত মনুর কতিপয় পুত্র জন্মে, ইহারা সকলেই বিষ্ণুপরায়ণ ছিলেন । তাঁহাদিগের নাম যথা—ইক্ষাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্যাতি, নরিষ্ণু, প্রাংতু, নভ, নেদিষ্ঠ, কক্ৰুষ, পৃষঙ্গ, সূহ্যায় । বৈবস্বত মনুর শাসন সময়ে অত্রি, বসিষ্ঠ, জমদগ্নি, কশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ ও বিশ্বামিত্র এই সপ্ত ঋষি প্রাহ্লভ^১ হন । সেই সময়ে একোনপকাশ^২ দেবগণ, একাদশ ক্রদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, দশ বিশ্বদেব, দশ আজিরস ও নব দেবগণ আবির্ভূত হইরাছিলেন । তখন মহাবল পরাক্রান্ত ইন্দ্ররিপু অমিততেজা হিরণ্যাক্ষ দৈত্য প্রাহ্লভ^৩ হন ; বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করত তাহাকে বিনাশ করেন । ২১-৩০

অনন্তর সাবর্ণিক মনুর পুত্রগণের বিবরণ বলিতেছি । বিরজ, অর্করীবান্, নির্মোহ, সত্যবাক্, কৃতি, বরিষ্ঠ, গরিষ্ঠ, বাচ ও সগতি, ইহারা সাবর্ণিক মনুর পুত্র । অশ্বখামা, কূপ,

১। দেবগণান্তথা । ২। বিরজাশ্চার্করীবাংশ্চেতি কৃচিং পাঠঃ । ৩। নির্মোহঃ ।

৪। সগতিরেব চ ।

সুতপা অমৃতভাষ্যে মুখ্যাস্তাপি তথা সুরাঃ ।

ভেষাং পঞ্চস্ত দেবানামৈকৈকো বিংশকঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৩

বিরোচনমৃতভেষাং বলিরিল্পো ভবিষ্যতি । দন্তেষাং যাচমানান্ন বিক্ষবে যঃ পদভ্রমঃ ।

অক্ষিল্পপদং হিত্বা ততঃ সিদ্ধিমবাশ্র্যতি ॥ ৩৪

বারুর্ণেদক্ষসাবর্ণেদবমস্ত সুতান্ শৃণু । ধৃতিকেতুর্দীপ্তিকেতুঃ পক্ষহন্তো নিরাময়ঃ^১ ।

পৃথুশ্রবা বৃহদ্রাশ্ব ঋচীকো বৃহতো গুণঃ ॥ ৩৫

মেধাতিথি-হৃত্যতিশৈব শবলো বসুরেব চ । জ্যোতিমান্ হব্যকব্যো চ^২ অযরো বিভুরীশ্বরঃ ॥ ৩৬

পারো মরীচিগর্ভাশ্চ^৩ সুধর্ম্মাশ্চ ভে ত্রয়ঃ । ভবিষ্যন্তি তথা দেবা এতৈকৈকো দ্বাদশো গণঃ ॥ ৩৭

ভেষামিল্পো মহাবীর্যো ভবিষ্যত্যমৃতো হর^৪ ।

দেবশত্রুঃ কালকাক্ষস্তদন্তা পদ্মনাভকঃ ॥ ৩৮

ধর্ম্মপুত্রস্য পুত্রাংস্ত দশমস্য মনোঃ শৃণু । সূক্ষ্মেতশ্চোত্তমোজাশ্চ তুরিজেণ্যশ্চ বীর্যাবান্ ॥ ৩৯

শতানীকো নিরমিত্রো বৃষসেনো অয়দ্রথঃ ।

তুরিহায়ঃ সুবর্চাশ্চ শান্তিরিল্পঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪০

বাস, গালব, দীপ্তিমান্, অক্ষশ্রব ও রাম ; সাবর্ণিক মনুর শাসনকালে ইহারা সপ্তঋষি ছিলেন ; এই মনুর বংশে সুতপা, অমৃতভ, মুখ্য এই সকল অসুরগণ উৎপন্ন হয় ; ইহাদিগের প্রত্যেক গণের মধ্যে বিংশতি সংখ্যক অসুর আছে । এই সাবর্ণিক মনুর বংশে বিরোচনমৃত বলি ইন্দ্রকে লাভকামনার স্বপ্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই স্বপ্নে বামনরূপ ধারণ করিয়া বলিরাজের নিকটে পাদভ্রমপরিমিত ভূমি প্রার্থনা করিলে বলি উৎকণ্ঠায় বিষ্ণুকে সেই প্রার্থিত পাদভ্রম পরিমিত ভূমি দান করিয়া সমুদ্র ইন্দ্রতপদ পরিহারপূর্বক সিদ্ধিলাভ করেন । ৩১-৩৪

অনন্তর নবম মনু দক্ষসাবর্ণি বারুণির পুত্রগণের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর । ধৃতিকেতু, দীপ্তিকেতু, পক্ষহন্ত, নিরাময়, পৃথুশ্রবা, বৃহদ্রাশ্ব ঋচীক, বৃহদন্ত এই সকল বারুণি মনুর সন্তান । বারুণি মনুর বংশমধ্যে মেধাতিথি, হৃত্যতি, শবল, বসু, জ্যোতিমান্, হব্য ও কব্য এই সপ্ত ঋষি, ঈশ্বর-ভূম্য বিভুতশালী । এই মনুর বংশে আরও তিনটি ঋষি ছিলেন, তাঁহাদের নাম—পার, মরীচি-গর্ভ ও সুধর্ম্ম । ইহাদিগের প্রত্যেকেই দ্বাদশগণে বিভক্ত । হে হর । সেই সময়ে অন্ততনামা মহাবীর্য ইন্দ্র হইয়াছিলেন । কালকাক্ষ নামে প্রবল দৈত্য ইন্দ্রশত্রু হয়, পদ্মনাভ বিষ্ণু তাহাকে বিনাশ করেন । অনন্তর ধর্ম্মপুত্র দশম মনুর পুত্রগণের বিবরণ শ্রবণ কর । সূক্ষ্মেত, উত্তমোজা, তুরিজেণ্য, বীর্যাবান, শতানীক, নিরমিত্র, বৃষসেন, অয়দ্রথ, তুরিহায়, সুবর্চা, শান্তি ও ইন্দ্র ইহারা দশম মনুর পুত্র । ইহারা সকলেই প্রতাপশালী । ৩৫-৪০

১। ধৃতিকেতুঃ...নিরাকৃতিব্রিতি পাঠঃ কাচিংকঃ ।

২। মেধাধৃতিব্রিতি ভবাসত্যাভিতি চ পুরাণান্তরসংবাদী পাঠঃ ।

৩। পারো মরীচি গর্ভাশ্চ । ৪। ইদং পাদচতুষ্টয়ং বহুত্ব পুস্তকেষু নোপলভ্যতে ।

অয়োমুষ্টিং হবিষ্যাংশ্চ মুকুতিশ্চাব্যায়ন্তথা । নাভাগোহপ্রতিমৌজাশ্চ^১ সৌরভঃ ঋষন্তথা ॥ ৪১
 প্রাণাখ্যাঃ শতসংখ্যাস্ত দেবতানাং গণন্তথা । তেষামিচ্ছন্ত ভবিতা শান্তিনাম মহাবলঃ^২ ।
 বলিঃ শক্রন্তং হরিশ্চ নদয়া যাতস্মিচ্ছতি ॥ ৪২
 ক্রমপুত্রস্ত তে পুত্রান্ বক্ষ্যাম্যেকাদশম্ তু । সর্বজগঃ সুশর্ম্মা চ দেবানীকঃ পুরুষকঃ ॥ ৪৩
 ক্ষেত্রবর্ণো দৃঢ়েষু আর্দ্রকঃ পুত্রকন্তথা । হবিষ্যাংশ্চ হবিষ্যন্ত বপুশ্চান্ বিষ্ণুবাকুনিঃ^৩ ॥ ৪৪
 নিশ্চরশ্চাগ্নিতেজাশ্চ ঋষয়ঃ সপ্ত কৌন্তিতাঃ । বিহঙ্গমাঃ কামগমা নির্খাপকচরন্তথা ॥ ৪৫
 একৈকস্মিন্শকন্তেষাং গণশ্চেষ্টশ্চ^৪ : বৈ বৃষঃ । দশগ্রীবো রিপুন্তস্য ঐকুপী যাতস্মিচ্ছতি ॥ ৪৬
 মনোস্ত দক্ষপুত্রস্ত ষাদশস্তাশ্চান্যান্ মনু । দেববানুপদেবশ্চ দেবশ্চেষ্টো বিদূরথঃ ॥ ৪৭
 মিত্রবান্ মিত্রদেবশ্চ মিত্রবিন্দশ্চ ঐর্ধ্যবান্ । মিত্রবাহঃ সুবর্জাশ্চ দক্ষপুত্রমনোঃ সূতাঃ ॥ ৪৮
 তপস্বী সূতপাটৈশ্চ তপোমুষ্টিশ্চৈপারতিঃ । তপোধৃতির্হ্যতিশ্চাপ্তঃ সপ্তমশ্চ তপোধনঃ ॥ ৪৯
 সুশর্ম্মাপঃ সূতপসো হরিতা রোহিত্যন্তথা । তরোষ্টৈশ্চ গণাঃ পক প্রত্যেকং দশকো গণঃ ॥ ৫০
 ঋতধামা চ তজ্জেষ্টস্তারকো নাম তদ্রিপুঃ । হরির্নপুংসকো ভূত্বা যাতস্মিচ্ছতি শক্রব ॥ ৫১
 জয়োদশস্ত রৌচ্যস্ত মনোঃ পুত্রান্ নিবোধ মে ॥ ৫২

অয়োমুষ্টি, হবিষ্যান্, মুকুতি, অব্যয়, নাভাগ, প্রতিম ও সৌরভ ইহারা সপ্তঋষি হইয়াছিলেন। এই বংশে প্রাণাখ্য শতসংখ্যক দেবগণ জন্মিয়াছিলেন। ঐ সময়ে শান্তি নামে মহাবল ইন্দ্র হন। বলিনামে এক প্রবল দৈত্য ইন্দ্রের শক্র হইয়া উঠে, হরি নদাঘাতে তাহাকে বিনাশ করেন। অনন্তর ক্রমপুত্র একাদশ মনুর সন্তানগণের বিবরণ শ্রবণ কর। সর্বজগ, সুশর্ম্মা, দেবানীক, পুরুষ, গুরু, ক্ষেত্রবর্ণ, দৃঢ়েষু, আর্দ্রক ইহারা একাদশ মনুর পুত্র। ঐ মনুতরে হবিষ্যান্, হবিষ্য, বপুশ্চান্, বিষ্ণু, বাকুনি, নিশ্চর ও অগ্নিতেজা এই সপ্ত ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। এই মনুর অবিস্কারকালে কামগামী বিহঙ্গমগণ উৎপন্ন হয়, উহারা অভিশয় মনোহর দেহবিশিষ্ট; তাহাদিগের শ্রেণীভেদে একত্রিংশগণে বিভক্ত। ৪১-৪৫

ঐসময়ে বৃষ নামে ইন্দ্র উৎপন্ন হন; দশগ্রীব নামে এক রাক্ষস ঐ সময়ে ইন্দ্রশক্র হয়, ঐকুপী বিষ্ণু তাহাকে বিনাশ করেন। অনন্তর দক্ষতনয় ষাদশ মনুর পুত্রগণের বিবরণ শ্রবণ কর। দেব, উপদেব, দেবশ্চেষ্ট, বিদূরথ, মিত্রবান্, মিত্রদেব, মিত্রবিন্দ, মিত্রবাহ, সুবর্জা এই সমস্ত ষাদশ মনুর পুত্র। ষাদশ মনুতরে, তপস্বী, সূতপা, তপোমুষ্টি, তপোধৃতি, ত্যতি ও তপোধন এই সপ্ত ঋষি প্রসিদ্ধ হন। ইহারা সকলেই তপোধন। এই মনুতরে সুশর্ম্মা, সূতপা, হরিত, রোহিত ও তারা এই গণপঞ্চক দেবশক্ররূপে উৎপন্ন হয়, ইহাদিগের প্রত্যেকে দশসংখ্যাবিশিষ্ট। ৪৬-৫০

এই মনুতরে ঋতধামা ইন্দ্র উৎপন্ন হন। তারক নামে এক দৈত্য দেবশক্র হইয়াছিল; হরি নপুংসকরূপী হইয়া তাহাকে বিনাশ করেন। অনন্তর রুচিভনয় জয়োদশ মনুর পুত্র-

১। নাভাগোহপ্রতিমশ্চৈব। ২। মোকার্জমেতৎসহ পুত্রকেষু নোপলভাতে।

৩। বিশ্ববিন্দয়ো।

চিত্রসেনো বিচিত্রশ্চ তপোবর্ষরতো ধৃতিঃ । সুনৈজঃ ক্ষেত্রবৃষ্টিশ্চ সুনরো বর্ষপো দৃঢ়ঃ ৷ ৫৩
 ধৃতিমানব্যরশ্চৈব নিশাক্রাপা^১ নিরুৎসুকঃ । নির্মোহশুভদর্শী চ ঋষয়ঃ সুতপাসুখা ৷ ৫৪
 সুরোমাণঃ সুবর্ষাণঃ সুকর্ষাণস্তথামরাঃ । ত্রয়স্বিংশধিভেদোক্তে দেবানাং তত্র বৈ গণাঃ ৷ ৫৫
 ইন্দ্রো দিবস্পতিঃ শক্রশ্চিটভো নাম দানবঃ । মায়ুরেণ চ রূপেণ যাতয়িত্যতি মায়বঃ ৷ ৫৬
 চতুর্দশশ্চ ভৌত্যশ্চ শৃণু পুস্তান্ মনোর্মম । উরুগর্ভীরো ধৃষ্টশ্চ তরশী গ্রহ এব চ ৷ ৫৭
 অভিমানী প্রবীরশ্চ জিহুঃ সংক্রন্দনস্তথা । ভেজশী দুর্লভশ্চৈব ভৌত্যৈস্তুতে মনোঃ সূতাঃ ৷ ৫৮
 অগ্নীত্রিশ্চাগ্নিবাহশ্চ যাগধশ্চ তথা তুচিঃ । অজিতো মুক্তভক্তো চ ঋষয়ঃ সন্ত কীর্তিতাঃ ৷ ৫৯
 চাক্ষুযাঃ কশ্ম^২নিষ্ঠাশ্চ^৩ পবিত্রা ভ্রাজিনস্তথা । বাচোবৃদ্ধা^৪ দেবগণাঃ পঞ্চ প্রোক্তান্ত সপ্তকাঃ ৷ ৬০
 তুচিরিন্দ্রো মহাদৈত্যো বিপূহতা হরিঃ ব্রহ্ম । একো দেবশ্চতুর্ভা তু ব্যাসরূপেণ বিষ্ণুনা ৷ ৬১
 কৃতজ্ঞতঃ পুরাণানি বিদ্যাশ্চাষ্টাদশৈব তু । অজানি চতুরো বেদা মীমাংসা স্তারবিস্তরঃ ৷ ৬২
 পুরাণং বশ্ম^৫শাস্ত্রঞ্চ আয়ুর্বেদার্থশাস্ত্রকম্ । ধনুর্বেদশ্চ গান্ধর্বো বিদ্যা ছষ্টাদশৈব তাঃ ৷ ৬৩

ইতি ঈগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে মন্বন্তরনির্ণয়ে সপ্তাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ৷ ৮৭ ৷

গণের বিবরণ শ্রবণ কর । চিত্রসেন, বিচিত্র, তপো বর্ষরত, ধৃতি, সুমিত্র, ক্ষেত্রবৃষ্টি ও সুনর ইহারা ত্রয়োদশ মনুর অপত্য । এই মনুর সন্তানবর্গের মধ্যে বর্ষপ, ধৃতিমান, অব্যর, নিশাক্রপ, নিরুৎসুক, নির্মোহ, শুভদর্শী ও সুতপ এই সপ্তজন সপ্তঋষিরূপে অবলম্বন করেন এবং সুরোমা, সুবর্ষা ও সুকর্ষা এই গণত্রয় উল্লভ হয়, উহারা প্রত্যেকে ত্রিংশৎ সংখ্যাবিশিষ্ট । এই সময়ে দিবস্পতি ইন্দ্র হন এবং চিটভ নামে এক দানব তাঁহার সহিত শক্রভার প্রবৃত্ত হয় । মায়ব মায়ুররূপ ধারণ করত তাহাকে বিনাশ করে ৷ ৫১-৫৬

অনন্তর চতুর্দশ মনুর সন্তানগণের বিবরণ শ্রবণ কর । উরু, গর্ভীর, ধৃষ্ট, তরশী, গ্রহ, অভিমানী, প্রবীর, জিহু, সংক্রন্দন, ভেজশী, দুর্লভ ইহারা চতুর্দশ মনুর তনয় । অগ্নীত্র, অগ্নিবাহ, যাগধ, অতুচি, অজিত, মুক্ত ও ভক্ত, এই সাতজন সপ্তঋষিরূপে আবির্ভূত হইলেন । এই সময়ে চাক্ষুয, কশ্ম^২নিষ্ঠ, পবিত্র, ভ্রাজী ও বাচোবৃদ্ধ এই পঞ্চগণ উৎপন্ন হয়, এই পঞ্চগণ প্রত্যেক সপ্ত সংখ্যাবিশিষ্ট । এই মন্বন্তরে তুচি নামে ইন্দ্র এবং মহাদৈত্য নামে কোনও দৈত্য ইন্দ্রশত্রু হইলে হরি ব্রহ্ম তাহাকে বিনাশ করেন । এই সময়েই ব্যাসরূপধারী হরি, এক বেদকে চতুর্ভা বিভক্ত করিয়া অষ্টাদশ পুরাণ ও অষ্টাদশ বিদ্যা প্রণয়ন করেন । বজ্রবিষ অঙ্গ শাস্ত্র (শিলা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ), চারিবেদ, মীমাংসা, স্তার, পুরাণ, বশ্ম^৫শাস্ত্র, ধনুর্বেদ ও গান্ধর্বশাস্ত্র ইহাদিগকে অষ্টাদশ বিদ্যা বলা যায় ৷ ৫৭-৬৩

ঈগারুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে মন্বন্তর নির্ণয় নামক সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ৷ ৮৭ ৷

১ । নিম্প্রকল্প ইতি পুরাণান্তরসংবাদী পাঠঃ ।

২ । চাক্ষুযাশ্চ কনিষ্ঠাশ্চৈতি পুরাণান্তরসংবাদী পাঠঃ । ৩ । বাচাবৃদ্ধা ।

অষ্টাশীতিতমোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

হরির্মহত্তরাণ্যাহ ব্রহ্মাদিত্যো হরায় চ । মার্কণ্ডেয়ঃ পিতৃস্তোত্রং ক্রৌঞ্চদুর্কিং প্রাহ তচ্ছ্রুত্ব ॥ ১

মার্কণ্ডেয় উবাচ

রুচিঃ প্রজাপতিঃ পূর্বং নিশ্বাসো নিরহরুচিঃ । অত্রস্তো মিতশায়ী^১ চ চ্চার পৃথিবীমিমাম্ ॥ ২

অনগ্নিমনিকৈতং তমেকাহারমনাশ্রয়ম্ । বিমুক্তসঙ্গং তং দৃষ্ট্বা প্রোচুঃ স্বপিতরো মুনীম্ ॥ ৩

পিতর উচুঃ

বৎস কন্যাং ত্বয়া পুণ্যো ন কৃতো দারসংগ্রহঃ । স্বর্গাপবর্গহেতুভ্যাম্বস্তেনানিশং^২ বিনা ॥ ৪

গৃহী সমস্তদেবানাং পিতৃগণা তথার্হণম্ । স্বর্গীণামধিনাটৈব কুর্ক্বন্ লোকানবাগ্নুয়াং ॥ ৫

স্বাহোচ্চারণতো দেবান্ স্বহোচ্চারণতঃ পিতৃন্ । বিভক্তভ্রমদানেন ভূতাদানতিথীনপি ॥ ৬

স ত্বং দৈবাদৃশাৎকৃমিমমস্বদৃশাদপি । অবাণ্ডোহসি মনুষ্যর্ষে ভূতেভ্যশ্চ দিনে দিনে ॥ ৭

অনুৎপাদ্য সূতান্ দেবানসম্পূর্ণ্য পিতৃংস্তথা । অকৃত্বা চ কথং যৌত্যাং বর্গভিং গন্তুমিচ্ছসি ॥ ৮

ক্লেশবোধৈককং পুত্র অশ্রায়েন ভবেৎ তব । মৃতস্ত নরকং ত্যক্ত্বা ক্লেশ এবান্তজন্মনি ॥ ৯

সূত কহিলেন,—হরি যে ব্রহ্মাদি দেবগণের সহিত ত্রিলোচনের নিকটে চতুর্দশ মহত্তরের বিবরণ বলিয়াছিলেন, তাহা কহিলাম, এক্ষণে ক্রৌঞ্চদুর্কির নিকটে মার্কণ্ডেয় যে পিতৃস্তোত্র বলিয়াছিলেন তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর । মার্কণ্ডেয় বলিয়াছিলেন, পূর্বকালে রুচি নামে মহামুনি সংসারমায়া পরিহার করিয়া নিরহরুচিতে পৃথিবী অয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তিনি অগ্নিসেবা ও গৃহাবস্থান পরিহার করিলেন । তিনি একবারমাত্র এক দিব্যরাত্রিমধ্যে কলম্বুলাদি স্বকিকিৎস আহার করিতেন, কখনও কোন আশ্রমে অবস্থিতি করিতেন না । ১-৩

তাহার পিতৃদেবগণ রুচিকে এইরূপ সর্বকর্মবিহীন দেখিয়া কহিলেন,—বৎস । তুমি কি নিমিত্ত দারসংগ্রহ করিতেছ না? দারগ্রহণ মহাপুণ্যজনক, তাহা তুমি অবশ্যই অবগত আছ । দারসংগ্রহ দ্বারাই লোক স্বর্গ-মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে । গৃহী মানব দেবগণ, পিতৃগণ, ঋষিগণ ও অর্ষাদিগের অর্চনা করিবে, তাহা হইলেই সে পরকালে সদগতি লাভ করিতে পারে । দেবগণকে ‘স্বাহা’ শব্দ উচ্চারণ দ্বারা, পিতৃগণকে ‘স্বধা’ শব্দ দ্বারা এবং অতিথি ও ভূতবর্গকে অন্নদান দ্বারা পরিতুষ্ট করিবে । তুমি সর্বকর্ম পরিত্যাগ করিয়াছ, সূতরাং তোমাকে দেবগণ ও পিতৃগণে বদ্ধ থাকিতে হইবে । মনুষ্য, ঋষি ও ভূতবর্গের নিকটে তুমি দিন দিন খণী হইতেছ । তুমি পুত্রোৎপাদন, দেবপূজা ও পিতৃতর্পণ না করিয়া স্বর্গলাভ ইচ্ছা করিতেছ । হে পুত্র । তুমি বৃথা ক্লেশ স্বীকার করিতেছ মাত্র, ইহাতে তোমার সুখভোগের সম্ভাবনা নাই । যে ইহকালে মৃতপিতৃগণের নরকোদ্ধার না করে, তাহার পরজন্মে কেবল ক্লেশভোগই হইয়া থাকে । ৪-৯

১ । যজ্ঞাস্তমিতশায়ী ।

২ । স্তেনামিষং বিনা ।

কুচিক্রবাচ

পরিগ্রহোহিতিহঃখার পাপায়াধোগতেতথা ।

ভবত্যতো যয়া পূৰ্ব্বং ন কৃতো দারসংগ্রহঃ । ১০

আত্মনঃ সংযমোপারঃ ক্রিয়তে কলমত্ৰণাৎ । সমুজ্জিহেতু ন ভবত্যাসাবপি পরিগ্রহাৎ । ১১

প্রকাল্যাতেহনুদিবসঃ য আত্মা নিম্পরিগ্রহঃ ।

যমত্ৰপঙ্কদিছোহপি বিদ্যাভ্যোভির্বরং হি তৎ । ১২

অনেকভবসমুত্ত-কন্ম'পঙ্কাক্রিতো বৃধৈঃ ।

আত্মা সধাসনাতোঠৈঃ প্রকাল্যো নিয়তেল্লিটৈঃ । ১৩

পিতর উচুঃ

বৃদ্ধং প্রকালনং কৰ্ত্তুমাখানোহপি যন্তেল্লিটৈঃ ।

কিন্ত নোপারমার্গোহরং বতন্তুং পুত্র বর্তসে । ১৪

পক্ষযৈজ্ঞতপোবানৈবত্তত্তং নুদত্তত্তব । কলাভিসম্বিহিতৈঃ পূৰ্ব্বকন্ম' ততাততৈঃ । ১৫

এবং ন বদ্ধো ভবতি কুৰ্ব্বতঃ করুণাখকম্ । ন চ বদ্ধার তৎ কন্ম' ভবত্যানভিসংহিতম্ । ১৬

পূৰ্ব্বকন্ম' কৃতং ভোগৈঃ ক্ষীরতে হুনিশং তথা ।

সুখহঃখাখকৈর্বৎস পুণ্যাপুণ্যখকং নৃণাম্ । ১৭

কুচি কহিলেন—দারপরিগ্রহ করিলে তাহার হঃখভোগ, পাপসঞ্চর ও অন্তকালে অধোগতি হইয়া থাকে । এই বিবেচনা করিয়া আমি এতকাল দারপরিগ্রহ করি নাই । শ্রী হইতে কলকাল মধ্যে আত্মসংশয় উপস্থিত হয়, অতএব সেই শ্রী কখনও মুক্তির হেতু হইতে পারে না, বরং সৰ্ব্বদাই ক্রেশের সম্ভব আছে । যে মানব নিম্পরিগ্রহ, তাহার আত্মা যমতাক্রপ পক্ষে দূষিত হইলেও বিদ্যাবারিধারা সৰ্ব্বদা ধৌত করিয়া আত্মাকে পবিত্র রাখিতে পারে । অতএব দারপরিগ্রহ করিয়া আত্মার পঙ্কিলতা সাধন হইতে জ্ঞানোপার্জন দ্বারা আত্মোৎকর্ষ সম্পাদন প্রেরকর । বারংবার জন্মপরিগ্রহ করিলে আত্মা কন্ম'রূপ পক্ষে পঙ্কিল হয় । জিতেন্দ্রিয় পণ্ডিতগণ তত্ত্বজ্ঞানরূপ সলিলদ্বারা সেই পঙ্কিল আত্মাকে ধৌত করিয়া পবিত্র করেন । ১০-১৩

পিতৃগণ কহিলেন, বৎস ! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য । জিতেন্দ্রিয় হইয়া আত্মার মলিনতা শোধন বিধের বটে, কিন্তু তদ্বিরয়ে তুমি যে পন্থা অবলম্বন করিতেছ, তাহা উৎকৃষ্ট নহে । তুমি যদি অন্তত নিবারণ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে কলবাসনারহিত হইয়া পক্ষযজ্ঞ, তপস্যা ও দানাদি কন্ম' আচরণ কর । এইরূপ কার্য্য করিলে তোমার কোনরূপ অনিষ্ট হইবে না । কলাভিসম্বি পরিহার করিয়া কন্ম' করিলে সে কন্ম' কখনও সাধককে সংসারে বদ্ধ করিতে পারে না । বৎস ! মনুষ্যের পূৰ্ব্বসঞ্চিত পুণ্যাপুণ্য কন্ম'সকল

১ । আত্মনঃ সংযমোপারঃ ক্রিয়তে সুনিরত্ৰণাদিতি পাঠান্তরম্ । ২ । তত্ত্বজ্ঞানতোঠৈঃ ।

এবং প্রকাল্যতে প্রাণৈরাখ্যা বক্রাচ্চ বক্র্যতে । বক্র্যচ্চ সবিবেকৈকর্ন পাপপঙ্কন দহতে । ১৮

কুচিকুবাচ

অবিদ্যা পঠ্যন্তে বেদে কন্ম'মার্গাঃ পিতামহাঃ ।

তৎ কথং কন্ম'ণো মার্গে ভবন্তো যোজয়ন্তি মাম্ । ১৯

পিতর উচুঃ

অবিদ্যা সত্যম্বেতৎ কন্ম' নৈতন্ম'য়া বচঃ ।

কিন্তু বিদ্যাপরিব্যাপ্তো হেতুঃ কন্ম' ন সংশয়ঃ । ২০

বিহিতাকরণাৎ পুঞ্জিরসন্তিঃ ক্রিয়তে তু যঃ ।

সংযমো মুক্তয়ে সোহন্তে প্রত্যুত্থাপত্তিপ্রদঃ । ২১

প্রকালরামীতি ভবান্ মদেতন্ম'হন্তে বরম্ । বিহিতাকরণোন্তুতৈঃ পাপৈশ্চমসি দহসে । ২২

অবিদ্যাপ্যপকারায় বিষবজ্জায়তে নৃণাম্ ।

অনুষ্ঠানাত্মপারেন বহুযোগ্যাপি নো হি সা । ২৩

তন্ম'হংস কুরুত্ব ত্বং বিবিবদ্যারসংগ্ৰহম্ । মা জন্ম বিফলং তেহন্তু অসম্প্রাপ্যাত্মলৌকিকম্ । ২৪

সুখ-দুঃখাদি ভোগদ্বারা কন্ম হয়ইয়া থাকে । ভোগ না হইলে কদাচ সেইসকল কন্ম প্রাপ্ত হয় না । প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপে কন্ম করিয়া আত্মাকে বিমুক্ত করিবে, তাহাতে সে ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত হয় । যাহারা বিবেকশক্তিহারা রক্ষিত হয়, তাহাদিগের আত্মা কদাচ পাপপঙ্ক মগ্ন হয় না । ১৪-১৮

কুচি কহিলেন, হে পিতৃগণ । বেদপ্রমাণে জানা যায় যে কন্ম'কাণ্ড অবিদ্যাসম্মত ; সুতরাং যাহারা কন্ম'মার্গী ও অতত্ত্বদর্শী, তাহারা সংসারে পতিত থাকে । তবে কেন আপনারা আমাকে কন্ম'মার্গে নিরোজিত করিতেছেন । পিতৃগণ কহিলেন, কন্ম'দ্বারা কেবল যে অবিদ্যা সঞ্চিত হয় এ কথা মিথ্যা, পরন্তু কন্ম'ই জ্ঞানোৎপত্তির কারণ, তাহার সংশয় নাই । কন্ম' ব্যতিরেকে কখনও জ্ঞানোৎপত্তি হয় নাই । ১৯-২০

মুক্তি লাভার্থ বিহিত কার্যের অনুষ্ঠান না করিয়া সে সকল নির্বোধ ব্যক্তি কঠোর সংযম, ক্রেশকর গুরুতর উপবাসাদি এবং বিষয় ত্যাগাদি দ্বারা প্রাণের কর্ণন করে, তাহাদিগের সেই কন্ম' মুক্তির হেতু হয় না, প্রত্যুত অধোগতিপ্রদই হইয়া থাকে । তুমি যে “বিবেকবারি দ্বারা প্রকালন করা জেরঃ” এইরূপ মনে করিতেছ, তাহা ভাল নহে ; যেহেতু তুমি বিহিতকার্যের অননুষ্ঠানজনিত পাপরাশিদ্বারা দহ হইতেছ । অবস্থাবিশেষে বিষয় যেমন লোকের উপকার সাধন করে, সেইরূপ অবিদ্যাও কখন কখন উপকার করিয়া থাকে, কার্য্যানুষ্ঠানের প্রণালীভেদে অবিদ্যাও সংসারবন্ধনের কারণ না হইয়া মুক্তির হেতু হইতে পারে । হে বৎস ! তুমি যথাবিধি দানপরিগ্রহ কর, যদি তুমি জন্ম পরিগ্রহ করিয়া পরলোকের কোন কার্যই না করিলে, তবে তোমার এই জন্ম নিষ্ফল হইল । ২১-২৪

কচিকুবাচ

বৃদ্ধোহহং সাম্প্রভং কো যে পিতরঃ সম্প্রদাস্ততি ।

ভার্য্যাং তথা দরিদ্রস্য হৃদরো দারসংগ্রহঃ ॥ ২৫

পিতর উচুঃ

অশ্মাকং পতনং বৎস ভবন্তুসাপ্যধোগতিঃ ।

নুনং ভাবি ভবিষ্যী চ নাভিনশসি নো বচঃ ॥ ২৬

ইত্যুক্তা পিতরন্তস্য পশ্যতো মুনিসত্তম । বহুবুঃ সহসাদৃশ্যাদীপা বাতহতা ইব ॥ ২৭

মুনিঃ ক্রৌঞ্চকয়ে' প্রাহ মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ ।

কচিবৃত্তান্তমখিলং পিতৃসংবাদলক্ষণম্ ॥ ২৮

ইতি শ্রীগরুড়পুৰাণে পূৰ্ব্বখণ্ডে কচিস্তোত্রং নাম অষ্টাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৮ ॥

কচি কহিলেন, হে পিতৃগণ। আমি এখন বৃদ্ধ হইরাছি, এ অবস্থায় কে আমাকে ভার্য্যা প্রদান করিবে। বিশেষতঃ আমি দরিদ্র, দরিদ্রের দারসংগ্রহ অতি হৃদয় ব্যাপার। পিতৃগণ বলিলেন, বৎস। তুমি দারপরিগ্রহ করিয়া সন্তান উৎপাদনদ্বারা পিতৃলোকের জলপ্রত্যাশার উপায় বিধান না করিলে আমাদের পতন এবং ভোমারও নিশ্চিত অধোগতি হইবে। অতএব তুমি আমাদের বাক্যের অভিনন্দনপূর্বক দারগ্রহণ কর। পিতৃগণ এইরূপে কচিকে উপদেশ প্রদান করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমক্ষেই বাতাহত প্রদীপবৎ সহস্রা অদৃশ হইলেন। মহাতপা মার্কণ্ডেয় মুনি এইরূপে ক্রৌঞ্চকিকে কচির পিতৃসংবাদ-সম্বন্ধিত বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন। ২৫-২৮

শ্রীগরুড়পুৰাণে পূৰ্ব্বখণ্ডে কচিস্তোত্র নামক অষ্টাশীতিতম-অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৮ ॥

একোনবতীতমোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

পৃষ্ঠঃ ক্রৌঞ্চিকিনোবাচ মার্কণ্ডেয়ঃ পুনশ্চ তম্ । স তেন পিতৃবাক্যেন ভূশমুদ্বিগ্নমানসঃ ।

কণ্ঠাভিলাষী বিপ্রমিঃ পরিব্রজ্য য়েদিনীম্ ॥ ১

কণ্ঠামলভমানোহসৌ পিতৃবাক্যাগ্নিদীপিতঃ । চিন্তামবাপ মহতীমতীবোদ্বিগ্নমানসঃ ॥ ২

কিং করোমি কং গচ্ছামি কথং য়ে দারসংগ্রহঃ । কিং ভবেন্মপিতৃণাঞ্চ মধাভাদয়কাকম্ ॥ ৩

ইতি চিন্তয়ন্তস্তস্য মতির্জ্ঞাতা মহাত্মনঃ । তপসারাম্ভায়ামোনং ব্রহ্মাণং কমলোদ্ববম্ ॥ ৪

ভতো বর্ষপতং দিব্যং তপস্তপে মহামনাঃ । তত্র স্থিতশ্চিরং কালং বনেষু নিয়মস্থিতঃ ॥ ৫

আরাধনায় স তদা পয়ং নিয়মমস্থিতঃ ॥ ৬

ভূতঃ স্বং দর্শয়ামাস ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ । উবাচাথ প্রসন্নোহস্মীত্যুচ্যাতামভিবাঙ্কিতম্ ॥ ৭

ভতোহসৌ প্রণিপত্যাহ ব্রহ্মাণং জগতো গতিম্ ।

পিতৃণাং বচনাং তেন যং কর্তৃমভিবাঙ্কিতম্ ॥ ৮

সূত কহিলেন,—ক্রৌঞ্চিকি পুনর্বার মার্কণ্ডেয় মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাত্মন।
অতঃপর রুচির বিবরণ সবিস্তর বর্ণন করুন। তখন মার্কণ্ডেয় কহিলেন, বিপ্রমি রুচি পিতৃ-
বাক্যে উদ্বিগ্ন হইয়া দারপরিগ্রহার্থ কণ্ঠাভিলাষে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।
পৃথিবীর সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া কুত্রাপি কণ্ঠা লাভ করিতে পারিলেন না এবং
পিতৃবাক্যাগ্নিতে সন্তপ্ত হইয়া উদ্বিগ্নচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এক্ষণে কি করি,
কোথায় যাই, কিরূপেই বা দারসংগ্রহ করিতে পারিব এবং কোন উপায় অবলম্বন করিলে
সমস্ত আমার ও পিতৃদেবগণের অভ্যাদয় হইতে পারে? এইপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে
মহাত্মা রুচি মনে মনে স্থির করিলেন যে, দেবারাধনা বাতিরেকে অভীষ্টসিদ্ধির আর উপায়
নাই। তবে এক্ষণে তপস্যাধারা কমলযোনি ব্রহ্মার আরাধনা করি, তাহা হইলেই আমার
কামনা সফল হইতে পারে। পরে মহামনা রুচি দিব্য পরিমাণে শতবর্ষ তপস্তা করিলেন
এবং অনশনাদি নিয়ম অবলম্বন করত বনে বনে অবস্থিতি করিয়া কমলযোনির আরাধনায়
ভংপর রহিলেন। ১-৬

তারপর ব্রহ্মা রুচির প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইলেন এবং
কহিলেন, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, আমার নিকট তোমার অভিলষিত বিষয়
প্রকাশ করিয়া বল, আমি তোমার মনোরথ সফল করিব। অনন্তর রুচি জগতের আশ্রয়
ব্রহ্মাকে প্রণিপাত করত বলিলেন, পিতৃগণ আমাকে দারপরিগ্রহপূর্বক সন্তান উৎপাদন
দ্বারা তাঁহাদিগের উদ্ধার সাধনের উপায় করিতে আদেশ করিয়াছেন। অতএব আমি
দারপরিগ্রহ করিব। ইহাই আমার কামনা। আপনি প্রসন্ন হইয়া বরপ্রদানপূর্বক আমার

ব্রহ্মোবাচ

প্রজাপতিত্বং ভবিতা শ্রষ্টব্য। ভবতা প্রজাঃ ।

সৃষ্টে। প্রজাঃ সন্তান্ বিপ্র সমুৎপাদ ক্রিয়ান্তথা । ৯

কৃতা কৃত্যবিকারত্বং ততঃ সিদ্ধিমবাপ্যসি ।

স ত্বং যথোক্তং পিতৃভিঃ কুরু দারপরিগ্রহম্ । ১০

কামক্লেমমভিভ্যার ক্রিয়তাং পিতৃপূজনম্ । ত এব তুষ্টাঃ পিতরঃ প্রদায়াতি তবেশিতম্ ।

পত্নীং সূতাংশ্চ সন্তুষ্টাঃ কিং ন দধ্যাঃ পিতামহাঃ । ১১

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইত্যবিবচনং কৃত্বা ব্রহ্মণোহবাস্তবজ্ঞানঃ । নদ্যা বিবিঞ্জে পুলিনে চকার পিতৃতর্পণম্ । ১২

তুষ্টাব চ পিতৃন্ বিপ্র-ভবৈরেতিরথাদৃতঃ । একাগ্রঃ প্রযতো কৃতা ভক্তিনম্রাযককরঃ । ১৩

রুচিক্রবাচ

নমস্কোহহং পিতৃন্ ভক্ত্যা যে বসন্ত্যবিদেবতাঃ ।

দেবৈরপি হি তর্প্যন্তে যে ভ্রাত্তেহু যথোক্তরৈঃ । ১৪

নমস্কোহহং পিতৃন্ বর্গে যে তর্প্যন্তে মহর্ষিভিঃ ।

আতৈর্দ্বর্মনোমরৈর্ভক্ত্যা ভূক্তিমুক্তিমভীপ্সুভিঃ । ১৫

নমস্কোহহং পিতৃন্ বর্গে দিত্বাঃ সন্তর্পয়ন্তি যান্ ।

ভ্রাত্তেহু দিষ্টাঃ সকলৈরুপহাটৈরনুভূতৈঃ । ১৬

অভিলাষ পূর্ণ করুন। ব্রহ্মা কহিলেন, তোমাকে আমি বরপ্রদান করিলাম, তুমি প্রজাপতি হইয়া অসংখ্য প্রজা উৎপাদন করিতে পারিবে। তুমি প্রজা সৃষ্টি করিয়া সন্তান উৎপাদন করত পিতৃকার্য্য করিয়া সর্বত্র অধিকার স্থাপনপূর্ব্বক অস্তে সিদ্ধিলাভ করিবে। পিতৃগণ তোমাকে দারপরিগ্রহ করিতে আদেশ করিয়াছেন, তুমি তাহাই কর। ৭-১০

তুমি আপন মনোরথসিদ্ধি কামনার পিতৃপূজা কর, তাহা হইলেই পিতৃগণ তুষ্ট হইয়া তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন। তোমার অর্চনারা পিতৃগণ তুষ্ট হইলে কি তাঁহারা তোমাকে পত্নী ও পুত্র প্রদান করিবেন না? মার্কণ্ডেয় কহিলেন, বিপ্রর্ষি রুচি অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করত বিজন পুলিন স্থানে পিতৃতর্পণ করিলেন। তিনি ভক্তি সহকারে নম্রবদন হইয়া একাএটিতে পিতৃগণের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রুচি কহিলেন, যাহারা অবিদেবরূপে বাস করিতেছেন এবং দেবগণও আত্মকালে যথা শক প্রয়োগদ্বারা যাহাদিগের তর্পণ করিয়া থাকেন, আমি সেই পিতৃগণকে সম্ভাষ করি। বর্গে মহর্ষিবর্গ ভূক্তি-মুক্তিকামনার মনোমর আত্ম করিয়া যে পিতৃগণের অর্চনা করিয়া থাকেন, আমি সেই পিতৃলোককে সম্ভাষ করি। ১১-১৬

বর্গে পিতৃগণ আত্মকালে বর্গীর বিবিধ অনুপম উপহার দ্বারা যে পিতৃদেবগণের তর্পণ

নমস্কৃত্বং পিতৃন্ ভক্ত্যা যেষুর্চ্যন্তে শুভকৈর্দেবি ।

ভগ্নরত্নেন বাহুস্তিক্ৰিয়ামাত্যন্তিকীং পরাম্ ॥ ১৭

নমস্কৃত্বং পিতৃন্ মঠৈর্যজ্ঞানেন ভূবি যে সদা । শ্রাদ্ধেযু শ্রদ্ধাভীষ্ট-লোকপুষ্টিপ্রদায়িনঃ ॥ ১৮

নমস্কৃত্বং পিতৃন্ বিপ্রৈর্যজ্ঞানেন ভূবি যে সদা । বাহুস্তিক্ৰিয়ামাত্যন্তিকীং প্রজাপতিপ্রদায়িনঃ ॥ ১৯

নমস্কৃত্বং পিতৃন্ যে বৈ তপ্যন্তেহরণ্যবাসিভিঃ ।

বৈশ্বঃ শ্রাদ্ধৈর্যজ্ঞানেনৈবৈশ্বপোনির্ভূতকল্মষৈঃ ॥ ২০

নমস্কৃত্বং পিতৃন্ বিপ্রৈর্নৈষ্ঠিকৈর্ধর্মচারিভিঃ ।

যে সংযতাবিভিন্তাং সপ্তর্ষ্যন্তে সমাধিভিঃ ॥ ২১

নমস্কৃত্বং পিতৃন্ শ্রাদ্ধে রাজ্ঞ্যন্তর্পয়ন্তি যান্ ।

কঠোরশেষৈববিধিবল্লোকভয়ফলপ্রদান্ ॥ ২২

নমস্কৃত্বং পিতৃন্ বৈশ্বৈর্যজ্ঞানেন ভূবি যে সদা ।

স্বকর্ম্মাভিরতৈর্নিত্যং পুষ্পধূপান্নবারিভিঃ ॥ ২৩

নমস্কৃত্বং পিতৃন্ শ্রাদ্ধে শূদ্রৈরপি চ ভক্তিতঃ ।

সপ্তর্ষ্যন্তে জগত্যাঃ নান্যথাভাঃ সুকালিনঃ ॥ ২৪

করিয়া থাকেন, আমি সেই পিতৃদেবগণকে নমস্কার করি । স্বর্গলোকে শুভকগণ পরমসম্পৎকামনার ভক্তিপূর্বক যে পিতৃদেবগণের অর্চনা করেন, আমি সেই পিতৃগণকে নমস্কার করি । পৃথিবীতে মানবগণ যে পিতৃগণের অর্চনা করেন, আমি সেই পিতৃগণকে নমস্কার করি । শ্রাদ্ধকালে ভক্তিপূর্বক অর্চিত হইয়া যে পিতৃগণ লোক সকলের বাহিত পুষ্টিদান করেন, পৃথিবীতে বিপ্রগণ অভীষ্টলাভ ও প্রজাপতিভূলাভ কামনার যে পিতৃগণের অর্চনা করেন, আমি সেই প্রজাপতিগদদাতা পিতৃগণকে নমস্কার করি । অরণ্যবাসী মুনিগণ তপতা দ্বারা সমস্ত পাপ বিদূরিত করত সংযতাহার হইয়া বনজাত শ্রাদ্ধীয় জ্বাছারা যে পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করেন, আমি সেই পিতৃদেবতাদিগকে নমস্কার করি । ১৬-২০

নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মচারী বিপ্রবর্গ সুসংযত হইয়া সর্বদা সমাধি অবলম্বনে যে পিতৃগণের তর্পণ করিয়া থাকেন, আমি সেই পিতৃগণকে নমস্কার করি । রাজত্ববর্গ বিবিধ কব্যশ্রাদ্ধ দ্বারা বিধিপূর্বক যে পিতৃগণের তৃপ্তি সম্পাদন করিয়া, তাহাদিগের নিজ নিজ ঐহিক ও পারত্রিক উত্তরবিধ কলভোগ করেন, আমি সেই পিতৃদেবতাদিগকে নমস্কার করি । স্বকর্তব্য কার্যো অভিরত বৈশ্বগণ পৃথিবীতে পুষ্প, ধূপ, অন্ন ও জলদ্বারা যে পিতৃদেবদিগের অর্চনা করেন, আমি তাহাদিগকে নমস্কার করি । শূদ্রগণ ভক্তিপূর্বক যে পিতৃদেবদিগের অর্চনা করিয়া থাকে, যে অর্চনাতে অধিল ব্রহ্মাণ্ড পরিভূত হয় এবং বাহারা সুকালিন নামে

নমস্কোহং পিতৃন্ আক্ষে পাতালে যে মহাসুরৈঃ । সন্তপ্যন্তে স্বধাহারঃ-ভোজনস্তমৈঃ সদা । ২৫

নমস্কোহং পিতৃন্ আকৈরর্চ্যন্তে যে রসাতলে ।

ভোগৈরশেষৈববিবিধভোগৈঃ কামানভীপ্সুভিঃ । ২৬

নমস্কোহং পিতৃন্ আক্ষে সর্পৈঃ সন্তপিতান্ সদা ।

তত্রৈব বিবিধশস্ত্র-ভোগসম্পৎসমগ্রিতৈঃ । ২৭

পিতৃন্ নমস্কো নিবসন্তি সাক্ষাদ্, যে দেবলোকেহথ মহীতলে বা ।

তথাস্তরীক্ষে চ সুরারিপুঞ্জা-স্তে মে প্রতীচ্ছন্ত যয়োপনৈতম্ । ২৮

পিতৃন্ নমস্কো পরমাণুভূতা^১, যে বৈ বিমানেন নিবসন্তামূর্তাঃ ।

যজন্তি ধানস্তমলৈর্মনোভি-যোগীশ্বর্যঃ ক্লেশবিমুক্তিহেতুন্ । ২৯

পিতৃন্ নমস্কো দিবি যে চ মূর্তাঃ, স্বধাভুজঃ কাম্যফলাভিসঙ্কৌ ।

প্রদানশক্তাঃ সকলেন্সিতানাং, বিমুক্তিদা যেহনভিসংহিতেষু । ৩০

তুপ্যন্ত ভেহ্মিন্ পিতরঃ সমস্তা, ইচ্ছাবতাং যে প্রদিশন্তি কামান্ ।

সুরভিমিত্তমতোহমিকং বা, গন্ধাশ-রত্নানি মহাগৃহাণি । ৩১

বিখ্যাত, আমি সেই সকল পিতৃদেবকে নমস্কার করি। পাতালে মহাসুরসকল দস্ত ও মত্ততা পরিহার করিয়া সুধাহারে পরিতৃপ্ত যে পিতৃগণের তর্পণ করেন, আমি সেই পিতৃগণকে নমস্কার করি। ২১-২৫

রসাতলে নাগগণ অভীষ্টলাভার্থ আশ্বার বিবিধ ভোগ্যবস্তু দ্বারা যে পিতৃলোকের তর্পণ করিয়া থাকেন, আমি সেই পিতৃদেবগণকে নমস্কার করি। নাগলোকে সর্পগণ মহাবিভব-সম্পন্ন বিবিধ ভোগ্যবস্তু দ্বারা সন্তপাঠপূর্ব্বক যে পিতৃলোকের তর্পণ করিয়া থাকেন, আমি সেই পিতৃদেবগণের চরণে প্রণত হই। যে পিতৃদেবগণ দেবলোকে মহীতলে ও অন্তরীক্ষে সর্ব্বদা বসতি করেন, সুরাসুরগণ সকলেই যাহাঁদিগের অর্চনা করেন, আমি সেই পিতৃদেবগণের চরণে নমস্কার করি। তাঁহারা যৎপ্রদত্ত উপহার গ্রহণ করুন। যে পিতৃগণ পরমাণুভূত হইয়া অমূর্ত্তরূপে বিমানেন বসতি করিতেছেন, যোগিগণ নির্মলান্তঃকরণে যাহাঁদিগের অর্চনা করেন, যাহারা সাংসারিক ক্লেশ হইতে মুক্তির কারণ, আমি সেইসকল পিতৃগণকে নমস্কার করি। যে পিতৃদেবগণ বর্গলোকে মুক্তিমান দেবরূপে বাস করেন, যাহারা স্বধাশক উচ্চারণে ভোজন-মুখ অনুভব করেন, যাহারা সকাম জনগণের কাম্যফল ও নিকামদিগের মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন, আমি সেই পিতৃদেবগণকে নমস্কার করি। ২৬-৩০

যে জন বাহা অভিলাষ করিয়া থাকে, পিতৃগণ তাহাদিগের অভিলাষানুসারে সুবস্তু, ইচ্ছাক বা গন্ধ, অশ্ব, রত্ন ও গৃহাদি (বাহিত) প্রদান করেন, সেই সকল পিতৃগণ আমার এই

১। পরমার্থভূতা।

সোমস্ত যে রশ্মিযু বৈহৰ্কবিশ্বে, তুহু বিমানেন চ সদা বসন্তি ।
 তৃপ্যন্ত ভেহ্মিন্ পিতরোহন্নতোহৈ-ৰ্গজাদিনা পুষ্টিমিতো ব্রহ্ম । ৩২
 যেমাং হতেহগ্নৌ হবিষা চ তৃপ্তি-ৰ্যে ভুঞ্জতে বিপ্রশরীরসংস্থাঃ ।
 যে পিতৃদানেন মুদং প্রয়াতি, তৃপ্যন্ত ভেহ্মিন্ পিতরোহন্নতোহৈঃ । ৩৩
 যে ঋজুমাংসেন সূতৈরভ্যধৈঃ, কঠৈকল্লিষ্টৈর্দেবামনোহরৈশ্চ ।
 কালেন শাকেন মহর্ষিবৈধৈঃ, সম্প্রোণিতান্তে মুদমজ্জ যাত্ত্ব । ৩৪
 কব্যাভ্যশেষাণি চ যান্তীষ্টা-শ্রুতীৰ যেযামমরাচ্চিত্তানাম্^১ ।
 তেষাঞ্চ সান্নিধ্যমিহান্ত পুষ্প-গন্ধাধ্বাভোজ্যামু ময়া কৃতেন্ । ৩৫
 দিনে দিনে যে প্রতিগৃহ্ণতেহর্চ্যং, মাসান্তপূজ্যা ভূবি বৈহৃৎকাসু ।
 যে বৎসরান্তেহভ্যাদয়ে চ পূজ্যাঃ, প্রয়াস্ত তে মে পিতরোহন্ন তৃপ্তিম্^২ । ৩৬
 পূজ্যাঃ বিজানাত কুমুদেন্দুভাসো, যে কত্রিরাণাং জগন্যর্কবর্ণাঃ ।
 তথা বিশাং যে কনকাবল্যাতা, নীলোনিভাঃ শূদ্রজনস্য যে চ । ৩৭
 ভেহ্মিন্ সমস্তা মম পুষ্পগন্ধ-ধূপাধ্বাভোজ্যাধিনিবেদনেন ।
 তথাগ্নিহোমেন চ যাত্ত্ব^৩ তৃপ্তিং, সদা পিতৃভাঃ প্রণতোহ্মি তেষাঃ । ৩৮

অৰ্চনা দ্বারা তৃপ্তি লাভ করুন। আমি যে পিতৃগণকে নমস্কার করি, যাহারা চন্দ্রকিরণে, সূর্য-প্রতিবিম্বে ও গুরুবিমানেন বাস করেন, তাঁহারা এই অৰ্চনা দ্বারা তৃপ্তি লাভ করুন, যৎপ্রদত্ত এই গজাদি দ্বারা তাঁহাদিগের পুষ্টিগাথন হউক। যাহাদিগের উদ্দেশে আজ্যদ্বারা অগ্নিতে হোম করিলে, সেই সকল পিতৃদেব বিপ্রদেহস্থিত হইয়া হৃত দ্রব্যসমস্ত ভোজন করেন, আর যাহারা পিতৃদান করিলে হর্ষলাভ করেন, তাঁহারা এই আত্মে প্রদত্ত অন্নজনদ্বারা তৃপ্তি লাভ করুন। সুরগণ অতীষ্ট ঋজুমাংস ও মনোহর দিবা কুমুদভিলষায়া যে পিতৃগণের অৰ্চনা করিয়া থাকেন, যে পিতৃগণ মহর্ষিবর্গের প্রদত্ত শাকদ্বারা পরিভূত হন, তাঁহারা মৎকৃত এই আত্মে সন্তুষ্ট থাকুন। আমি যে পিতৃগণের অৰ্চনা করিলাম, বিবিধ কব্য যাহাদিগের অতীষ্ট, আমার প্রদত্ত পুষ্প, গন্ধ, জল ও ভোজ্যদ্রব্যে তাঁহাদিগের সান্নিধ্য হউক। ৩১-৩৫

যে পিতৃগণ প্রতিদিন অৰ্চনা গ্রহণ করেন, অমাবস্যা ও অষ্টকাতে যাহাদিগের সন্নিবেশ অৰ্চনা করিতে হয়, সংবৎসরান্তে যাহাদিগের অৰ্চনা করা অবশ্য বিধেয়, আর বিবাহাদি মঙ্গলকার্যে যাহাদিগের অৰ্চনা নিতান্ত কর্তব্য, সেই পিতৃগণ আমার এই আত্মে তৃপ্তি লাভ করুন। পিতৃগণ আশ্রয়ের পক্ষে কুমুদ ও চন্দ্রের দ্বায় তত্ত্ব গুরুবর্ণ, কত্রিদিগের পক্ষে অগ্নি ও দিবাকরের দ্বায় অতিশয় সমুজ্জল, বৈশ্বের পক্ষে কনকবৎ বর্ণবিশিষ্ট এবং শূদ্রের পক্ষে নীলবর্ণ। আশ্রণাদি বর্ণসকল এইরূপে ধাম করিয়া যে পিতৃদেবগণের অৰ্চনা করিলে অতীষ্ট লাভ করিতে পারে; সেই সকল পিতৃদেব আমার এই অৰ্চনাতে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ,

১। তেষাং মম পুজিতানাম্। ২। তৃপ্তিম্। ৩। যাত্ত্ব।

যে দেবপূৰ্ব্বাণ্যভিত্তিহেতো-বহ্নি কবানি ততাস্তানি ।

তুগাং যে ভূতিসৃজো ভবতি, তুগাং তেহস্মিন্ প্রণতোহস্মি তেভাঃ । ৩১

রক্ষাসি তুতাস্তসুৰাংস্তথোগ্রান্, নির্নাশন্তুত্বশিবং প্রজানাম্ ।

আম্যাঃ সুৰাণামমরেশপুৰুষা-স্তপাস্ত তেহস্মিন্ প্রণতোহস্মি তেভাঃ । ৪০

অগ্নিহোতা বহ্নিষদ আজ্যপাঃ সোমপাস্থা ।

অকণ্ড তুপিং শ্রাভেহস্মিন্ পিতরস্তপিতা মহা । ৪১

অগ্নিহোতাঃ পিতৃগণাঃ প্রাচীং রক্ষন্ত মে দিশম্ । তথা বহ্নিষদঃ পাস্ত যাম্যাং নে পিতরঃ সদা ।

প্রাচীচীমাক্যপাস্তবহ্নীচীমপি সোমপাঃ । ৪২

রক্ষো-ভূত-শিশাচেভ্য-স্তথৈবানুরদোহতঃ । সৰ্ব্বতঃ পিতরো রক্ষাং কুৰ্ব্বন্ত মম নিত্যশঃ । ৪৩

বিশ্বো বিশ্বভূগারাব্যো বর্ষো বকঃ ততাসনঃ । ভূতিদো ভূতিকৃষ্ণুতিঃ পিতৃগাং যে গণা নব । ৪৪

কল্যাণঃ কল্যাদঃ কল্যাভরঃ কল্যাভরাশ্রয়ঃ । কল্যাভাহেতুরনঘঃ বড়িমে তে গণাঃ স্মৃতাঃ । ৪৫

বরো বরেশ্যোঃ বরদ-ভূতিদঃ পুষ্টিদস্তথা । বিশ্বপাতা তথা ধাতা সটৌতে চ গণাঃ স্মৃতাঃ । ৪৬

মহান্ মহাশ্রা মহিতো মহিমাবান্ মহাবলঃ । গণাঃ পঞ্চ তথৈবৈতে পিতৃগাং পাপনাশনাঃ । ৪৭

সুখদো ধনদস্তাশো ধর্মদোহন্তস্ত ভূতিদঃ । পিতৃগাং কথ্যতে চৈব তথা গণচতুষ্টয়ম্ । ৪৮

অল, ভোজ্য ও নিবেদিত অগ্ন্যাগ্ন দ্রব্য এবং অগ্নি হোমদ্বারা তৃপ্তিলাভ করুন ; আমি তাঁহাদিগকে বারংবার প্রণাম করি । যে পিতৃগণ শ্রাদ্ধকালে দৈবশ্রাদ্ধের পরে কব্য ভোজন করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন এবং পরিভূত হইয়া মানবগণকে সম্পদপ্রদান করেন, তাঁহারা আমার কৃত এই শ্রাদ্ধে তৃপ্তিলাভ করুন, আমি তাঁহাদিগকে প্রণাম করি । পিতৃগণ সত্তত উগ্রবভাব রাক্ষস ভূত ও অদুরদিগকে বিনাশ করিয়া প্রজাপুঞ্জের অন্তত সংহার করিয়া থাকেন । তাঁহারা দেবগণেরও আশ্রয় এবং দেবেশ্বরেরও পূজ্য । সেই সকল পিতৃদেব আমার এই শ্রাদ্ধে তৃপ্তিলাভ করুন, আমি তাঁহাদিগকে প্রণাম করি । ৩৬-৪০

অগ্নিহোতা, বহ্নিষদ, আজ্যপ ও সোমপ প্রভৃতি পিতৃদেবগণ এই শ্রাদ্ধে তৃপ্তিলাভ করুন । আমি তাঁহাদিগের তর্পণ করিলাম । অগ্নিহোতা পিতৃগণ আমার পূর্বদিক রক্ষা করুন, বহ্নিষদ সংজ্ঞক পিতৃদেবগণ আমার দক্ষিণদিক, আজ্যপ পিতৃগণ পশ্চিমদিক এবং সোমপা পিতৃগণ উত্তরদিক রক্ষা করুন । পিতৃগণ আমাকে রাক্ষস, ভূত, শিশাচ ও অদুরগণের উপদ্রব হইতে সর্বদা ও সর্বত্র রক্ষা করুন ; বিশ্ব, বিশ্বভূক, আরাধ্য, বর্ষ, বক, ততাসন, ভূতিদ, ভূতিকৃৎ ও ভূতি এই নবপ্রকার এবং কল্যাণ, কল্যাদ কল্যাভর, কল্যাভরাশ্রয়, কল্যাভাহেতু ও অনঘ এই বড়্‌বিশ পিতৃগণ কীৰ্ত্তিত আছেন । ৪১-৪৫

বর, বরেশ্য, বরদ, ভূতিদ, পুষ্টিদ, বিশ্বপাতা ও ধাতা এইসকল সপ্ত পিতৃগণমধ্যে কথিত । মহান্, মহাশ্রা, মহিত, মহিমাবান্ ও মহাবল এই সকল পঞ্চ পিতৃগণমধ্যে বিখ্যাত । ইহারা সকলেই পাপনাশ করিয়া থাকেন । সুখদ, ধনদ, ধর্মদ ও ভূতিদ

একত্রিংশং পিতৃগণা যৈৰ্ব্যাপ্তমখিলং জগৎ । তে মেহত্র তৃপ্তাস্থ্যাস্ত দিশস্ত চ সদা হিতম্ ১ । ৪৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ

এবম্ স্তবতস্তস্মৈ তেজসো রাশিরুচ্ছিতঃ । প্রাহুৰ্ভুব সহসা গগনব্যাপ্তিকারকঃ । ৫০

তদ্রূপে, সুমহৎ তেজঃ সমাচ্ছাদ্য স্থিতং জগৎ ।

জানুভ্যামবনীং গচ্ছা কুচিঃ স্তোত্রমিদং জনো । ৫১

কচিরুবাচ

অর্জিতানাং মূর্তানাং পিতৃণাং দীপ্ততেজসাম্ ।

নমস্ত্যামি সদা তেষাং ধ্যানিনাং দিব্যচক্ষুষাম্ । ৫২

ইন্দ্রাদীনাঞ্চ নেতারো দক্ষ-মারীচনোক্তথা ।

সপ্তর্ষীগাং তথাশ্বেষাং তান্ নমস্ত্যামি কামদান্ । ৫৩

মরাদীনাঞ্চ নেতারঃ সূর্য্যচন্দ্রমসোসুতথা ।

তান্ নমস্ত্যাম্যহং সর্বান্ পিতৃনপূদধাবপি ২ । ৫৪

নক্ষত্রাণাং গ্রহাণাঞ্চ বায়ুগ্ধোৰ্নভসুতথা ।

দ্যাবাপৃথিব্যাশ্চ তথা নমস্ত্যামি কৃতাজলিঃ । ৫৫

দেবর্ষীগাং জনিতুং চ সর্বলোকনমস্কৃতান্ ।

অভয়স্মৈ সদা দাতৃন্ নমস্ত্যামি কৃতাজলিঃ । ৫৬

ইহাদিগকে গণচতুষ্টয়মধ্যে গণনা করা যায়, সমুদায় এই একত্রিংশং পিতৃগণ । ইহারা এই সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন । সেই একত্রিংশং পিতৃগণ আমার এই আক্ষে সমাহৃত বস্ত্রজাত দ্বারা তৃপ্তিলাভ করত সর্বদা আমার হিতসাধন করুন । ৪৬-৪৯

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, কুচি এইরূপে পিতৃগণের স্তব করিতে থাকিলে তাঁহার দেহ হইতে তেজোরাশি সমুদ্ভূত হইয়া সমস্ত গগন পরিব্যাপ্ত করিল । তখন মহাতেজা কুচি সেই তেজোরাশিধারা সমাচ্ছাদিত দেখিয়া জানুধারা ভূমি অবলম্বনপূর্বক পুনর্বার পিতৃগণের স্তব করিয়াছিলেন । কুচি কহিলেন,—আমি অর্জিত, অমূর্ত, দীপ্ততেজা, ধ্যাননিষ্ঠ ও দিব্যচক্ষুবিশিষ্ট পিতৃগণের চরণে নমস্কার করি । যে ইন্দ্রাদি দেবগণ, দক্ষমরীচিপ্রভৃতি গ্রহাপতিবর্গ এবং সপ্তর্ষিগণের যে পিতৃগণ অভিনায়ক, তাঁহাদিগকে নমস্কার করি । তাঁহারা সাধকের সর্বপ্রকার কামনা পূর্ণ করেন । যে পিতৃগণ মনুপ্রভৃতি ধর্মসংস্থাপকগণের অধিনায়ক এবং চন্দ্র ও সূর্যের প্রকাশক, সেই সকল পিতৃদেবকে নমস্কার করি । যে পিতৃগণ নক্ষত্র, গ্রহ, বায়ু, আকাশ, স্বর্গ, পৃথিবী, জল ও সাগরাদির অধিনায়ক, আমি কৃতাজলিপুটে সেই সকল পিতৃগণকে নমস্কার করি । ৫০-৫৬

যে পিতৃগণ দেবর্ষিগণেরও জননিতা, সমস্ত ভুবনমণ্ডলদ্বারা যীহারা নমস্কৃত, যীহারা

১ । তে এবাত্র পিতৃগণাস্থপ্যস্ত চ সদাহিতম্ । ২ । পিতৃনপূদধাব সঃ ।

প্রজাপতেঃ কল্পপায় সোমায় বরুণায় চ । যোগেশ্বরেভ্যশ্চ সদা নমস্ত্যামি কৃতাজলিঃ । ৫৭
 নমো গণেশ্যঃ সপ্তভ্যস্তথা লোকেশ্ব সপ্তম্ । স্বরভূবে নমস্ত্যামি ভ্রম্মণে যোগচক্ষুবে । ৫৮
 সোমাদারান্ পিতৃগণান্ যোগমূর্ত্তিধরাংস্তথা । নমস্ত্যামি তথা সোমং পিতরং অগভামহম্ । ৫৯
 অগ্নিরূপাংস্তথৈবাত্মান্ নমস্ত্যামি পিতৃনহম্ । অগ্নীষোমমরং বিশ্বং যত এতদশেষতঃ । ৬০
 যে চ ভেজসি যে চৈতে সোমসূর্য্যায়িমূর্ত্তয়ঃ । অগ্নেয়রূপিনশ্চৈব তথা ভ্রম্মহরূপিনঃ । ৬১
 ভেভ্যোহখিলেভ্যো যোগিত্যঃ পিতৃভ্যো যতমানসঃ ।

নমো নমো নমস্তে মে^১ প্রসীদন্ত স্বধাতুজঃ । ৬২

মার্কণ্ডের উবাচ

এবং উতান্ততন্তেন ভেজসো যুনিসন্তম্যঃ । নিশ্চক্রমুত্তে পিতরো ভাসরন্তো দিশো দশ । ৬৩
 নিবেদিতক্ব যং ভেন পুষ্পগন্ধানুলেপনম্ । তদ্বিভিতানথ স তান্ দদুশে পুরতঃ হিতান্ । ৬৪
 প্রণিপত্য কুচির্ভক্ত্যা পুনরেব কৃতাজলিঃ । নমস্তভ্যং নমস্তভ্যামিত্যাহ পৃথগাদৃতঃ । ৬৫
 ততঃ প্রসম্যঃ পিতরস্তমূহু^২নিসন্তমম্ । বরং বৃণীষেতি স তানুবাচানতকঙ্করঃ । ৬৬

কচিক্রবাচ

প্রজানাম্ সর্গকর্তৃভূতাদিকৈঃ ভ্রম্মণা যম । সোহিহং পরীমভীক্ষ্যামি যত্নাং দিব্যাং প্রজাবতীম্ । ৬৭

সত্তত অভয় নাম করেন, আমি সেই সকল পিতৃগণকে নমস্কার করি। প্রজাপতি, কল্প, সোম, বরুণ ও যোগেশ্বর ইহাদিগকে কৃতাজলিপুটে সর্বদা নমস্কার করি। আমি সপ্তলোকস্থিত সপ্তগণকে নমস্কার করি, আর যোগচক্ষুঃ স্বরভূ ভ্রম্মাকেও নমস্কার করি। যোগাধার যোগমূর্ত্তিধর পিতৃগণকেও নমস্কার করি। আর অগভের পিতৃরূপ সোমরূপী পিতৃগণকেও নমস্কার করি। অগ্নীষোমমর এই অখিলবিশ্ব যে পিতৃগণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আমি সেই অগ্নিরূপ পিতৃগণকে নমস্কার করি। ৫৬-৬০

যে পিতৃগণ ভেজঃস্বরূপ, সোম, সূর্য্য ও অগ্নিমূর্ত্তি, ইহারা ভ্রম্মরূপী, আমি সংযতচিত্তে সেই পিতৃদেবগণকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। তাঁহারা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। মার্কণ্ডের যুনি কহিলেন,—কৃতি এইরূপে শুভ করিলে পিতৃগণ ভেজোরূপে দশদিক্ সমুজ্জল করিয়া সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন। কৃতি পিতৃগণকে পুষ্প, গন্ধ ও অমুলেপনাদি যে সকল উপহার নিবেদন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে সেই সকল উপহারে বিদূষিত হইয়া সম্মুখে উপস্থিত দেখিতে পাইলেন। তখন কৃতি পুনরায় কৃতাজলি হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে পিতৃগণ। আমি তোমাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ নমস্কার করি। ৬১-৬৫

অনন্তর কচির ভবে পরিতুষ্ট হইয়া সেই পিতৃগণ তাহাকে কহিলেন,—আমরা তোমার প্রতি প্রসন্ন হইরাছি, তুমি আমাদিগের নিকট অতিশয়িত বর প্রার্থনা কর। কৃতি তখন মন্ত্রনিরাঃ হইয়া পিতৃগণকে কহিলেন, জ্ঞাতা আমাকে প্রজাসৃষ্টি করিতে আদেশ করিয়াছেন,

পিতর উচুঃ

অত্রৈব সন্তঃ পত্নী তে ভবত্বতিমনোরমা । ভক্ত্যং পুত্রো ভবিতা ভবতো মনুকৃতমঃ^১ ॥ ৬৮
মমন্তরাধিপো বীমাংস্ত্রুগ্নায়ৈবোপলক্ষিতঃ । ক্রুচে রৌচ্য ইতি খ্যাতিং প্রযাশ্চতি জগদ্রয়ে ॥ ৬৯
ভক্ত্যপি বহবঃ পুত্রা মহাবলপরাক্রমাঃ । ভবিষ্যন্তি মহাশ্বানঃ পৃথিবীপরিপালকাঃ ॥ ৭০
কক প্রজাপতিভূত্বা প্রজাঃ সৃষ্ট্বা চতুর্বিধাঃ । ক্ষীণাধিকারো ধর্মজন্তুভঃ সিদ্ধিমবাপ্তসি ॥ ৭১

স্তোত্রোপাঙ্গানেন চ নরো যোহস্মাংস্তোয়তি ভক্তিতঃ ।

ভক্ত ভূক্তা বয়ং ভোগানাত্মজং জ্ঞানমুক্তমম্^২ ॥ ৭২

আয়ুরারোগ্যমর্থক পুত্রপৌত্রাদিকং তথা ।

বাহুস্তিঃ সন্ততং স্তব্যাঃ স্তোত্রোপাঙ্গানেন বৈ যতঃ ॥ ৭৩

শ্রীক্রেয় ইমং ভক্ত্যা অস্মৎপ্রীতিকরং স্তবম্ ।

পঠিষ্যতি বিজ্ঞাত্যাগং ভুক্ততাং পুরতঃ স্থিতঃ ॥ ৭৪

স্তোত্রশ্রবণসম্প্রীত্যা সন্নিধানে পরে কৃতে । অস্মাভিরক্ষয়ং শ্রাদ্ধং ভক্তবিষয়্যসংশয়ম্ ॥ ৭৫

যদ্যপ্যশ্রোত্রিয়ং শ্রাদ্ধং যদ্যপ্যুপহৃতং ভবেৎ । অগ্ন্যভোপান্তবিস্তেন যদি বা কৃতমস্তথা ॥ ৭৬

অশ্রাদ্ধাইরুপহৃতৈ-রুপহারৈস্তথা কৃতম্ । অকালেহপাথবা দেশে বিধিহীনমথাপি বা ॥ ৭৭

অতএব আমি কিরূপে সন্তানজননিত্রী মনোরমা পত্নী লাভ করিতে পারি । তাহার উপায় নির্দেশ করুন । পিতৃগণ कहিলেন, তুমি এখনই মনোরমা পত্নীলাভ করিতে পারিবে । হে মুনিবর । সেই পত্নীতে তোমার পুত্র উৎপন্ন হইবে ; তোমার সেই পুত্র মমন্তরের অধিপতি হইয়া ত্রিজগতে রৌচ্য নামে খ্যাতি লাভ করিবে । কালক্রমে রৌচ্যম্নর মহাবলপরাক্রান্ত বহুপুত্র উৎপন্ন হইবে, তাহারা সকলেই পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করিবে । ৬৬-৭০

তুমি প্রজাপতি হইয়া চতুর্বিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে পারিবে এবং পরে লোকবর্গের অধিকার পরিভাগপূর্বক মোক্ষসিদ্ধি লাভ করিবে । যে মানব ভক্তিপূর্বক এই স্তোত্রপাঠ দ্বারা আমাদিগকে স্তব করিবে, আমরা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বিবিধ ভোগ্যবস্তু, সন্তান ও ধ্যানযোগ প্রদান করিব । যাহারা আয়ুঃ, আরোগ্য, অর্থ, পুত্র, পৌত্রাদি কামনা করে, তাহারা সর্বদা এই স্তোত্রপাঠ করিয়া আমাদিগকে স্তব করিবে । যে মানব পিতৃশ্রাদ্ধ দিবসে জাগ্রৎভোজনকালে তাহাদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া ভক্তিপূর্বক আমাদিগের তৃপ্তিসাধক এই স্তব পাঠ করিবে, তাহার সেই স্তোত্র শ্রবণে আমরা প্রীতিলাভ করত সেই স্থানে সমুপস্থিত হইব ; আমাদিগের সন্নিধান হইলেই সেই শ্রাদ্ধে অক্ষয়ফল লাভ হইবে । ৭১-৭৫

যে সকল শ্রাদ্ধ শ্রাদ্ধযোগ্য শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণবিহীন, যে শ্রাদ্ধ অস্ত্যায় উপায়ে উপার্জিত অর্থদ্বারা সম্পাদিত অথবা অশু কোন কারণে উপহৃত হয়, যে শ্রাদ্ধ অনিয়মে সাধিত, যে শ্রাদ্ধ অনুপযুক্ত উপহারে নিষ্পন্ন অথবা বিগর্হিত দ্রব্য দ্বারা সম্পাদিত, যে শ্রাদ্ধ অসময়ে ও অনুচিত

অশ্রদ্ধয়া বা পুরুষৈর্দত্তমাত্রিত্য যৎ কৃতম্ । অশ্রাকং তু পুণ্যে শ্রাদ্ধং তথাপ্যেতদুদীরণাৎ ॥ ৭৮

যত্রৈতৎ পঠাতে শ্রাদ্ধে স্তোত্রমশ্রুৎসুখাবহম্ ।

অশ্রাকং জায়তে তুষ্টিস্তত্র দাদশবার্ষিকী ॥ ৭৯

হেমন্তে দাদশাকানি তুষ্টিমেতৎ প্রযচ্ছতি ।

শিশিরে দ্বিগুণাকানি তুষ্টিং স্তোত্রমিদং শুভম্ ॥ ৮০

বসন্তে ষোড়শসমা-শ্রুতয়ে শ্রাদ্ধকর্মণি । গ্রীষ্মে চ ষোড়শৈবৈতৎ পঠিতং তুষ্টিকারকম্ ॥ ৮১

বিকলেহপি কৃতে শ্রাদ্ধে স্তোত্রোপানেন সাধিতে । বর্ষাসু তুষ্টিরশ্রাকমকরা জায়তে কৃতে ॥ ৮২

শরৎকালেহপি পঠিতং শ্রাদ্ধকালে প্রযচ্ছতি ।

অশ্রাকমেতৎ পুরুষৈস্তুষ্টিং পঞ্চদশাঙ্গিকীম্ ॥ ৮৩

যস্মিন্ গেহে চ লিখিতমেতৎ তিষ্ঠতি নিত্যদা ।

সন্নিধানং কৃতে শ্রাদ্ধে তত্রাশ্রাকং ভবিষ্যতি ॥ ৮৪

তন্মাদেতৎ কুরা শ্রাদ্ধে বিপ্রাণাং ভুঞ্জতাং পুরঃ ।

শ্রাবণীরং মহাভাগ অশ্রাকং পুষ্টিকারকম্ ॥ ৮৫

ইতি শ্রীগরুড়ো মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে পিতৃস্তোত্রে কৃতিস্তোত্রঃ

নামৈকোনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৯ ॥

স্থানে আচরিত বা বিধিবিহীন, আর যে শ্রাদ্ধ দত্ত আশ্রয় করিয়া অনিচ্ছাপূর্বক সাধিত হইয়াছে, সেই সকল দুষিত শ্রাদ্ধও এই স্তোত্রপাঠে নির্দোষ হইয়া আমাদিগের তুষ্টিসাধন করিয়া থাকে । আমাদিগের সুখাবহ এই স্তোত্র যে শ্রাদ্ধে পাঠ করে, সেই শ্রাদ্ধে আমাদিগের দাদশবার্ষিকী তুষ্টি হয় । হেমন্তকালে শ্রাদ্ধ করিয়া এই স্তোত্রপাঠ করিলে দাদশবার্ষিকী তুষ্টি হয় । শিশির কালে শ্রাদ্ধ করিয়া এই স্তোত্র পাঠ করিলে চতুর্বিংশতিবার্ষিকী তুষ্টি প্রদান করে । ৭৬-৮০

বসন্তকালে এই স্তোত্র পাঠ করিয়া শ্রাদ্ধ করিলে, তাহাতে ষোড়শবার্ষিকী তুষ্টি হয়, আর গ্রীষ্মকালে শ্রাদ্ধকালে এই স্তোত্র পাঠ করিলে ষোড়শবর্ষ পর্যন্ত পিতৃলোকের তুষ্টি হইয়া থাকে । কোন কারণ বশতঃ শ্রাদ্ধ বিকল হইলে যদি এই স্তোত্র পাঠ করে, তাহা হইলে সেই বৈকল্যদোষ নিবারিত হয় । কৃতে । বর্ষাকালে শ্রাদ্ধ করিয়া এই স্তব পাঠ করিলে আমাদিগের পঞ্চদশবার্ষিকী তুষ্টি লাভ হয় । এই স্তব লিখিয়া সর্বত্র যে গৃহেতে সংস্থাপন করা যায়, সেই গৃহেতে আমাদিগের সন্নিধান থাকে, তাহাতে শ্রাদ্ধ করিলে আমাদিগের অক্ষয়তুষ্টি হয় । অতএব শ্রাদ্ধদিবসে শ্রাদ্ধপতোজনকালে তাঁহাদিগের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া এই স্তব জবণ করাইবে, তাহাতে আমাদিগের পুষ্টিসাধন হইবে । ৮১-৮৫

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে পিতৃস্তোত্রে কৃতিস্তোত্র নামক ঊননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮৯ ।

নবতিতমোহধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ততস্তস্মাদসদীমধ্যাং সমুত্তমো মনোরমা । প্রমোচা নাম তদ্বক্ষী তৎসমীপে বরাঙ্গরাঃ ॥ ১
স চোবাচ মহাশ্বানং কুচিং সুমধুরাক্ষরম্ । প্রসাদমাসাদ ভুয়ঃ প্রমোচা চ বরাঙ্গরাঃ ॥ ২
অতীব কুপিণী কণ্ঠা মৎপ্রসূতা^১ বরাঙ্গরা । জাতা বরুণপুত্রেন পুত্রেন মহাশ্বনা ॥ ৩
তাং গৃহাণ ময়া দত্তাং ভাৰ্য্যার্থে বরবণিনীম্ । মনুর্মহামতিস্ততাং সমুৎপত্ততি তে সূতঃ ॥ ৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ

তথেষ্তি তেন সাগুজ্জা তস্মাৎ তোমাংসপুত্রতীম্ ।
উদ্ধার ততঃ কণ্ঠাং মানিনীং নাম নামতঃ ॥ ৫
মদ্যন্ত পুলিনে তস্মিন্ স মুনির্মুণিসত্তমঃ^২ । অগ্রাহ পানিং বিধিবৎ সমানীম মহামুনিঃ ॥ ৬
তস্মাৎ তস্য সূতো জজ্ঞে মন্যবীৰ্য্যো মহাত্মাতিঃ ।
কুচে রৌচ্য ইতি খ্যাতো যো ময়া পূৰ্ব্বমীৰিতঃ ॥ ৭

ইতি শ্রীমার্কণ্ডে মহাপুরাণে পূৰ্ব্বখণ্ডে পিতৃস্তোত্রং নাম নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—কুচি এইরূপে পিতৃদেবগণের স্তব করিলে, সেই নদী হইতে প্রমোচা নামে মনোরমা শোভনাজী এক অঙ্গরা কুচির সমীপে আবির্ভূত হইলেন। সেই প্রমোচা মহাত্মা কুচিকে সুমধুরবাক্যে প্রসন্ন করিয়া কহিতে লাগিলেন,—আমার প্রসাদে মহাত্মা বরুণভনয় পুত্র একটা সান্তিশয় রূপলাবণ্যবতী কণ্ঠা সমুৎপাদন করিয়াছেন, আমি তোমাকে সে কণ্ঠা প্রদান করিতেছি, তুমি সেই বরবণিনীকে ভাৰ্য্যারূপে গ্রহণ কর। সেই কণ্ঠাতে তোমার পুত্র মহামতি মনু সমুৎপন্ন হইবেন। ১-৪

মার্কণ্ডেয় কহিলেন—কুচি প্রমোচার বাক্যে সন্মত হইয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়া কণ্ঠাগ্রহণবিষয়ে প্রতিক্রমিত হইলে প্রমোচা তখন সেই নদীর জল হইতে মানিনী নামে একটা কণ্ঠা উদ্ধার করিলেন। অনন্তর মহামুনি কুচি সেই নদীর পুলিনভূমিতে বধ্যবিধি সেই কণ্ঠার পানিগ্রহণ করিলেন। কালক্রমে কুচির সেই পত্নীতে মহাদলপরাক্রান্ত মহাতেজা রৌচ্য নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল; সেই রৌচ্যমনুর কথা আমি পূৰ্ব্বেই কহিয়াছি। ৫-৭

শ্রীমার্কণ্ডপুরাণে পূৰ্ব্বখণ্ডে পিতৃস্তোত্রং নামক নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০

একনবতিতমোহধ্যায়ঃ

হরিকৃবাচ

স্বাস্থ্যবাস্তা মনবো হরিং ধ্যায়তি কাম্যগাঃ^১ ।
 জ্ঞাতার্থার্চনাধ্যান-স্ততিজপ্যপরাধনাঃ । ১
 দেহেজ্জিহ্ব-মনে-বুদ্ধি-প্রাণাহঙ্কারবজ্জিতম্ ।
 আকাশেন বিহীনং বৈ তেজসা পরিবজ্জিতম্ । ২
 উদকেন বিহীনং বৈ তদ্ব্য-পরিবজ্জিতম্ ।
 পৃথিবীরহিতকৈব সর্বভূতবিবজ্জিতম্ । ৩
 ভূতাদ্যকং তথা বুদ্ধং নিরন্তরং প্রভুং বিভূম্ ।
 চৈতন্যরূপভারূপং সর্বাধ্যাকং নিরঞ্জনম্ । ৪
 মুক্তসঙ্গং মহেশানং সর্বদেব-প্রপূজিতম্ ।
 তেজোরূপমসংস্কৃতং তমসা পরিবজ্জিতম্ । ৫
 রহিতং রজসা নিত্যং বাতিরিক্তং শুণৈস্তিভিঃ ।
 সর্বরূপবিহীনং বৈ কর্তৃত্বাদিবিবজ্জিতম্ । ৬
 বাসনারহিতং শুদ্ধং সর্বদোষবিবজ্জিতম্ ।
 পিপাসাবজ্জিতং তদ্বচ্ছোকমোহবিবজ্জিতম্ । ৭
 অরামরূপহীনং বৈ কূটস্থং মোহবজ্জিতম্ ।
 উৎপত্তিরহিতকৈব প্রলয়েন বিবজ্জিতম্ । ৮

হরি কহিলেন—স্বাস্থ্যবাদি মূনিগণ জ্ঞাত, নিরম, অর্চনা, ধ্যান, স্ততি ও জপকার্যে তৎপর হইয়া হরিকে ধ্যান করিয়া থাকেন । সেই হরি দেহ, ইজ্জিহ্ব, মনঃ, বুদ্ধি ও অহঙ্কারহীন । তাঁহার দেহ অলৌকিক, তাহাতে আকাশ, তেজঃ, উদক, বায়ু ও পৃথিবী এই পঞ্চভূতের কোনও সংশ্লেষ নাই । সেই হরিতে আকাশাদি পঞ্চভূত ও পার্শ্বভৌতিক ধর্ম কিছুই নাই । তিনি সর্বভূতের কর্তা এবং সর্বজ্ঞ । তাঁহারই নিরম্যে বাধ্য হইয়া এই পঞ্চভূত সর্বদা অগ্নং কার্যাসম্পাদন করিতেছে । তিনি চৈতন্যময় সর্বকর্তা ও নিরঞ্জন (সর্ববিষয়ে নির্মিত) । সেই হরি সর্বসঙ্গহীন ও মহেশ্বর ; দেবগণ তাঁহারই অর্চনা করিয়া থাকেন । তিনি তেজোময় ও সংস্কৃত ; তাঁহার কোনরূপ তপস্তাচরণ নাই । ১-৫

তাঁহার কোন বিষয়ে অজ্ঞান নাই এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রণ্ডর হইতেও তিনি পৃথকরূপে বিরাজমান । তিনি সর্ববিধ রূপহীন ও কর্তৃত্বাদিবিবজ্জিত । তিনি সর্বপ্রকার বাসনাহীন, বিভূতসমুদয়রূপ ও সর্বদোষবিবজ্জিত, তাঁহার কোন রূপ পিপাসা শোক মোহাদি নাই । সেই হরি অরামরূপহীন কূটস্থচৈতন্যরূপ ও মোহবিবজ্জিত । তাঁহার উৎপত্তি বা প্রলয়

স্থিত্য চ রহিতং^১ সত্যং নিম্নলং পরমেশ্বরম্ ।

জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যাদি-বজ্জিতম্ নামবজ্জিতম্ ॥ ৯

অব্যক্তং জাগ্রদাদীনাং শান্তরূপং সুরেশ্বরম্ ।

জাগ্রদাদিস্থিতং নিত্যং কার্য্যকারণবজ্জিতম্ ॥ ১০

সৰ্বদৃষ্টং তথামূৰ্ত্তং সূক্ষ্মং সূক্ষ্মতরং পরম্ ।

জ্ঞানদৃষ্ শ্রোত্রবিজ্ঞানং পরমানন্দরূপকম্ ॥ ১১

বিশ্বেন রহিতং তদ্বৎ তৈজসেন বিবজ্জিতম্ ।

প্রাজ্ঞেন রহিতকৈব তুরীয়ং পরমাক্ষরম্ ॥ ১২

সৰ্বগোপ্তৃ সৰ্বহন্তৃ সৰ্বভূতাত্মরূপি চ । বুদ্ধিধৰ্ম্মবিহীনং বৈ নিরাধারং শিবং হরিম্ ॥ ১৩

বিক্রিয়ারহিতকৈব বেদান্তৈর্বেদ্যমেব চ ।

বেদরূপং পরং ভূতমিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরম্ শুভম্ ॥ ১৪

শব্দেন বজ্জিতকৈব রসেন চ বিবজ্জিতম্ ।

স্পর্শেন রহিতং দেবং রূপমাত্রবিবজ্জিতম্ ॥ ১৫

রূপেন রহিতকৈব গন্ধেন পরিবজ্জিতম্ ।

অনাদি চ ধ্রুবং শান্তমহং ব্রহ্মাস্মি কেবলম্ ॥ ১৬

এবং জ্ঞাতা মহাদেব ধ্যানং কুর্য্যাজ্জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

ধ্যানং যঃ কুরুতে হ্যেবং স ভবেদ্ ব্রহ্ম মানবঃ ॥ ১৭

কিছুই নাই । তিনি সর্ববিধ স্থিতি (সীমা) হীন, সত্যরূপ, নিম্নল ও পরমেশ্বর ; তাঁহার জাগ্রৎ, স্বপ্ন বা সুষুপ্তি অবস্থা নাই ; তিনি নামহীন । সেই হরি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্তরের সাক্ষিরূপ, শান্তরূপ ও সর্বদেবের ঈশ্বর । তিনি জাগ্রদাদি অবস্থার বিদ্যমান থাকেন । তিনি নিত্য ও কার্য্যকারণবজ্জিত । ৬-১০

হরি সকলের বাহনীয়, মূর্ত্তিহীন এবং সূক্ষ্মতর । জ্ঞানদৃষ্টি ভিন্ন তাঁহাকে দর্শন করিতে পারা যায় না । শ্রবণ দ্বারাই তাঁহাকে জানা যায়, তিনি পরমানন্দরূপী । বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ ইহার কিছুই তিনি নহেন, কিন্তু তুরীয়ব্রহ্মরূপ পরমাক্ষররূপী । তিনি সকলের বজ্জিতা, সকলের হন্তা এবং সকলের আত্মায়রূপ । তাঁহার বুদ্ধি নাই, ধর্ম্ম নাই, আধার নাই, অংশও নাই । সেই হরি বিকারহীন, বেদান্তবেদ্য ও চতুর্কোণরূপ ; তিনি পরমব্রহ্ম, ইন্দ্রিয়গণের অতীত ও সর্বশুভপ্রদ । তিনি সর্বপ্রকার শব্দবজ্জিত অর্থাৎ তাঁহাকে কোনরূপ শব্দদ্বারা প্রকাশ করিতে পারা যায় না, অথবা তাঁহার কোনরূপ শব্দ নাই । সেই অনাদিনিধন শান্ত হরি—রূপ ও গন্ধহীন, কেবল “অহং ব্রহ্মাস্মি” এইরূপ জ্ঞানরূপ । জিতেন্দ্রিয় সাধকগণ এইরূপে হরিকে জানিয়া তাঁহার ধ্যান করিবে । যে মানব এইরূপে

ইতি ধ্যানং সমাখ্যাতমীশ্বরক মনো ভব । অধুনা কথয়াব্যক্তং কিং ভদ্রং হি বৃক্ষজ । ১৮

ইতি জীগুরুভে মহাপুত্রাণে পূর্বগতে ঈশ্বরধ্যানং নামৈক-নবতিতমোহধ্যায়ঃ । ১১ ।

দিনবতিতমোহধ্যায়ঃ

রুদ্র উবাচ

বিক্ষোধ্যানং পুনর্জাহি শঙ্খ-চক্র-পদাধর । যেন বিজাতমাত্রেণ কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ । ১

হরিকবাচ

প্রেক্ষ্যামি হরেশ্যানং যাতাতন্ত্রবিমর্শকম্ । মূর্ত্যামূর্ত্যামিভেদেন ভজ্যানং দ্বিবিধং তর । ২
অমূর্তং রুদ্র কথিতং হন্ত মূর্তং জবীমাহম্ । সূর্য্যকোটীপ্রভৌকাশো জিমুজ্জীমিমুজ্জকতঃ । ৩
কুন্দগোক্ষীরধবলো হরির্ধ্যায়ো মুমুক্শুভিঃ । বিশালেন সুসৌদামান শঙ্খেন চ সমন্বিতঃ । ৪
সহস্রাদিত্যভূজেন জ্বালামালোগ্রকপিণা । চক্রেণ চাব্রিতঃ শাভো পদাহন্তঃ ভজাননঃ । ৫

ধ্যান করে, সে সাফাং জগৎ হইয়া থাকে । ঈশ্বররূপী হরির ধ্যান এই ভোমার নিকট
কহিসাম । হে বৃক্ষজ ! আর কি বলিব, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া
বল । ১১-১৮

জীগুরুপুত্রাণে পূর্বগতে ঈশ্বরধ্যান নামক একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১ ।

দিনবতিতম অধ্যায়

রুদ্র কহিলেন, হে শঙ্খচক্রপদাধর । এক্ষণে বিমূর্ত ধ্যান বল । যে ধ্যান জামিবায়াজ
মমুহু কৃতকৃত্য হইতে পারে । হরি কহিলেন, হে শঙ্কর । সর্বযাত্রাবিনাশন বিমূর্ত ধ্যান
বলিতেছি । বিমূর্ত ধ্যান দ্বিবিধ—মূর্ত ও অমূর্ত । হে রুদ্র ! অমূর্ত ধ্যান পূর্বেই বলিয়াছি,
এক্ষণে বিমূর্ত মূর্ত ধ্যান বলিতেছি । বিমূর্ত কোটি-সূর্য্যবৎ সমুজ্জ্বল, সর্বত্র জরাজীর্ণ এবং
কুন্দকুমুদ ও চন্দের তার ধবলবর্ণ । মুমুক্শু মুনিগণ হরিকে এইরূপে ধ্যান করিয়া থাকেন ।
তাঁহার হস্তে অতিশুলোভন শঙ্খ বিস্তারিত আছে । বিমূর্ত সহস্রসূর্য্য সদুল দেদীপমান ;
উজ্জ্বল চক্র, বিপুল পদা এবং বাহ্যে ধ্যানি সমগ্র জগৎগুলে ব্যাপ্ত হইয়া এমন উৎকৃষ্ট শঙ্খ
ও মনোহর পদা ধারণ করিয়া আছেন, অথচ অতিশান্তমূর্তি ও প্রসন্নমুখকমল । ১-৫

কিরীটেন মহার্হেণ রত্নপ্রজলিতেন চ । সাযুধঃ সৰ্ব্বপো দেবঃ সরোজহরতথা ॥ ৬
 বনমালাধরঃ শুভ্রঃ সমাংসো হেমভূষণঃ । সুবস্ত্রঃ শুভদেহশ্চ সূৰ্ণঃ পদ্মসংস্থিতঃ ॥ ৭
 হিরণ্ময়শরীরশ্চ চাক্রহারী শুভাজনঃ । কেয়ুরেণ সমাযুক্তো বনমালাসমস্থিতঃ ॥ ৮
 শ্রীবৎসকৌস্তভমূতো লক্ষ্মীবন্দ্যোক্ষণাম্বিতঃ । অগ্নিমাণ্ডিপৈশ্বৰ্য্যভূক্তঃ সৃষ্টিসংহারকারকঃ ॥ ৯
 মুনিৰ্যোয়োহসুরৰ্যোয়ো দেবৰ্যোয়োহতিসুন্দরঃ । ব্রহ্মাদিস্তত্ত্বপর্য্যন্ত-ভূতজাতহৃদি স্থিতঃ ॥ ১০
 সনাতনোহব্যয়ো মেধ্যঃ সৰ্ব্বানুগ্রহকৃৎ প্রভুঃ । নারায়ণো মহাদেবঃ ক্ষুরশ্যকরকুণ্ডলঃ ॥ ১১
 সন্তাপনাশনোহন্ত্যর্চো মঙ্গলো হৃষ্টনাশনঃ । সৰ্ব্বাত্মা সৰ্ব্বরূপশ্চ সৰ্ব্বগো গ্রহনাশনঃ ॥ ১২
 চার্বকুলীরসংযুক্ত-সুদীপ্তনখ^১ এব চ । শরণ্যঃ সুখকারী চ সৌম্যরূপো যথেশ্বরঃ ॥ ১৩
 সৰ্ব্বালঙ্কারসংযুক্ত-শ্চাক্রচন্দনচর্চিতঃ । সৰ্বদেবসমাযুক্তঃ সৰ্বদেবপ্রিয়ঙ্করঃ ॥ ১৪

সৰ্বলোকহিতৈষী চ সৰ্বেশঃ সৰ্বভাবনঃ ।

আদিত্যমণ্ডলে সংস্থো অগ্নিস্থো^২ বারিসংস্থিতঃ ॥ ১৫

তাঁহার শিরোদেশ রত্নখচিত ও মহাইশ্বকুটে সুশোভিত । তিনি বনমালাধারী, স্বচ্ছ শুভ্র, সুলকার, স্বর্ণভূষণে ভূষিত, শুভবস্ত্র-পরিহিত ; তদীয় কর্ণযুগল অতীব মনোহর । তিনি পদ্মোপরি সমাসীন । তাঁহার শরীর হিরণ্ময় এবং সূচাক্রহার ও সুশোভন অঙ্গদযুগলে ভূষিত । বিষ্ণুদেব কেয়ুর এবং বনমালাগারা সুসজ্জিত । তদীয় বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসচিহ্ন ও কৌস্তভমণি দ্বারা ভূষিত, নেত্রযুগল শোভাসম্পন্ন, অগ্নিমাণ্ডি অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য সন্তত তাঁহার অনুগত আছে ; তিনিই এই জগতের সৃষ্টি সংহারাণি করিতেছেন । মুনিগণ, অসুরগণ ও দেবগণ নিরন্তর তাঁহাকেই ধ্যান করিতেছে, তাঁহার দ্বায় সুন্দরমূর্তি আর নাই । তিনিই ব্রহ্মাদি স্তত্ত্ব পর্যন্ত সৰ্বভূতের হৃদয়ে অবস্থান করেন । ৬-১০

তিনি সনাতন, অব্যয়, পবিত্র এবং তিনিই জগতের প্রাণিবর্গের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া থাকেন । তিনিই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিতীয় কর্তা । তিনি সৰ্বদেবশ্রেষ্ঠ নারায়ণ ; তাঁহার কর্ণযুগল মকরাকৃতিকুণ্ডলে শোভিত । তিনি সকলের সন্তাপ নাশ করেন, তিনিই সকলের অর্চনীয়, তিনিই হৃষ্টবিনাশন মঙ্গলময় । তিনিই সকলের আত্মা সৰ্বরূপী, সৰ্বগ ও সৰ্ববিধ গ্রহদোষ বিনাশ করেন । তাঁহার নখ সতিশয় সমুজ্জ্বল এবং সূচাক্র অঙ্গুরীয়দ্বারা সুশোভিত ; তিনি জগতের আশ্রয়, সুখদ ও সৌম্যমূর্তি : তিনিই সকল যজ্ঞের ঈশ্বর । সৰ্বপ্রকার অলঙ্কারে তাঁহার দেহ ভূষিত ও চাক্রচন্দনে লিপ্ত । দেবগণ সেই বিষ্ণুর সহচরভাবে বর্তমান আছেন ; তিনি দেবগণের প্রিয়কার্য্যে সৰ্বদা তৎপর রহিয়াছেন । ১১-১৪

তিনি সৰ্বলোকের হিতৈষী, সকলের ঈশ্বর ও সৃষ্টিকর্তা । তিনিই আদিত্য-মণ্ডলস্থিত পরমজ্যোতিঃস্বরূপ ; তিনিই অগ্নিতে ভেজোরূপে এবং জলে শীতলতারূপে

১। চার্বকুলীরসংযুক্তঃ সুদীপ্তনখ । ২। অগ্নিস্থো ।

বাসুদেবো জনকাতা ধ্যেয়ো বিষ্ণুর্ভুক্তিঃ ।

বাসুদেবোহমম্মীতি আত্মা ধ্যেয়ো হরির্হর । ১৬

ধ্যায়ন্ত্যেবম্ যে বিষ্ণুং তে যান্তি পরমাং গতিম্ ।

যাজ্ঞবল্ক্যঃ পুরা স্বেযং ধ্যায়া বিষ্ণুং সুরেশ্বরম্ ।

ধর্মোপদেশকর্তৃত্বং সম্প্রাপ্যাগাং পরং পদম্ । ১৭

তন্মাং ত্বমপি দেবেশং বিষ্ণুং চিত্তয় শকর ।

বিষ্ণুধ্যানং পঠেদ্ যন্ত প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ । ১৮

ইতি শ্রীগারুড় মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে বিষ্ণুধ্যানং নাম ত্রিনবতিতমোহধ্যায়ঃ । ১২ ।

ত্রিনবতিতমোহধ্যায়ঃ

মহেশ্বর উবাচ

যাজ্ঞবল্ক্যান বৈ পূর্বং ধর্মঃ প্রোক্তঃ কথং হরে । তপ্তে কথম্ কেশির যথা তত্ত্বেন মাধব । ১

হরিরুবাচ

যাজ্ঞবল্ক্যং নমস্কৃত্য মিথিলারায় সমাহিতম্ । অপূজন্ কথরো গচ্ছা ধর্মধর্ম্মানশেষতঃ ।

ভেদ্যঃ স কথয়ামাস বিষ্ণুং ধ্যায়া জিতেন্দ্রিয়ঃ । ২

বিস্ময়ান আছেন । সেই বাসুদেব জনকের খাতা এবং যুযুত্স জনগণ তাঁহাকেই ধ্যান করিয়া থাকে । তাহার “আমিই বাসুদেব” এইরূপে আত্মাকে হরিরূপ চিত্তা করে । এই প্রকার যে মানব হরিকে চিত্তা করে, সে পরমগতি লাভ করে । যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি এইরূপে সুরেশ্বর বিষ্ণুর ধ্যানপ্রভাবে ধর্মোপদেশকর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া যুক্তিপদ লাভ করিয়াছেন । হে দেবেশ শকর । অতএব তুমিও বিষ্ণুকে উক্তরূপে চিত্তা কর । যে মানব বিষ্ণুর এই ধ্যান পাঠ করে, সে মুক্ত হইয়া থাকে । ১৫-১৮

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে বিষ্ণুধ্যান নামক ত্রিনবতিতমো অধ্যায় সমাপ্ত । ১২ ।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়

মহেশ্বর কহিলেন,—হে হরে । পূর্বকালে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি কিরূপ ধর্ম কহিয়াছেন, হে কেশিবিনাশন মাধব । তাহা যথার্থরূপে আমার নিকট বল । হরি কহিলেন, ঋষিগণ মিথিলাস্থিত যাজ্ঞবল্ক্যকে নমস্কারপূর্বক সকল প্রকার ধর্ম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া সেই সকল সমাগত মুনিদিগকে সমস্ত ধর্ম বিবরণ

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ

যস্মিন্ দেশে যুগঃ কৃষ্ণ-ভূমিন্ ধর্মং নিবোধত ।

পুরাণ ত্যার-মীমাংসা-ধর্মশাস্ত্রার্থমিচ্ছিতাঃ ১ ৩

বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্মাস্ত চ চতুর্দশ ।

যজ্ঞারো ধর্মশাস্ত্রাণাং মনুবিষ্ণুধর্মমোহজিরাঃ ৪

বসিষ্ঠ-মরু-সংবর্ত-শাতাতপ-পরশরাঃ । আপস্তম্বোশনোব্যাসাঃ কাত্যায়ন-বৃহস্পতি ৫

গৌতমঃ শঙ্খলিখিতো হারীতোহজিরহং তথা ।

এতে বিষ্ণুং সমারাধ্য জাভা ধর্মোপদেশকাঃ ৬

দেশকাল উপায়েন জব্যং জ্ঞানসমব্রিতম্ । পাত্রে প্রদীয়তে যৎ তৎ সকলং ধর্মলক্ষণম্ ৭

ইজ্যাতারো দমোহহিংসা দানং বাধ্যায়কম্ চ ।

অরুণ পরমো ধর্মো বদ্যোগেনোদ্যদর্শনম্ ৮

চত্বারো বেদধর্মজ্ঞাঃ পরাশ্রিতবিদমেব বা ।

স ক্রতে যৎ স ধর্মঃ কাদেকো বাধ্যায়বিস্তমঃ ৯

জ্ঞান-কজির-বিটু-শূদ্রা বর্ণাশ্রাদ্ধাত্ময়ো বিজাঃ ।

নিষেকাভাঃ শ্রাণানাতা-ভেষজাং বৈ মন্ত্রতঃ জিরা ১০

কহিয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, যে দেশে কৃষ্ণ (কৃষ্ণসার) যুগ বিচরণ করে, সেই দেশের ধর্ম বলিতেছি শ্রবণ কর। পুরাণ, ত্যার ও মীমাংসা এই সকল ধর্মশাস্ত্র, বেদ ও চতুর্দশ বিদ্যাই ধর্মের আভার। মনু, বিষ্ণু, বম, অজিরা, বসিষ্ঠ, মরু, সংবর্ত, শাতাতপ, পরশর, আপস্তম্ব, উশনা, ব্যাস, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, গৌতম, শঙ্খ, লিখিত, হারীত, অজি ও আমি (যাজ্ঞবল্ক্য) আমরা ধর্মবক্তা। ইহারা সকলেই বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া ধর্মোপদেশক হইয়াছেন। ১-৪

জ্ঞানযুক্ত হইয়া দেশ ও কালবিশেষ বিবেচনাপূর্বক যোগ্য পাত্রে কোন জব্য প্রদান করাই ধর্মের লক্ষণ বলিয়া কথিত হয়। যজ্ঞ, বিহিত আচার, দম, অহিংসা, দান ও বাধ্যায় এই সকলই পরমধর্ম, এই সকল ধর্মচরণফলে আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞান হয়। পূর্বোক্ত ধর্মোপদেশকদিগের মধ্যে প্রথমোক্ত চারিজন বেদ-ধর্মজ্ঞ, অপর সকলেই ত্রিবিধ-বিদ্যাভিজ্ঞ। ইহারা এবং অধ্যায়বিৎ (ভট্টজ্ঞানী) মানব যাহা উপদেশ করেন, তাহাই ধর্ম। জ্ঞান, কজির, বৈত ও শূদ্র এই চারি প্রকার জাতি আছে; তাহাদিগের মধ্যে প্রথমোক্ত তিন জাতির বিজ-সংজ্ঞা। বিজদিগের নিষেক হইতে অভ্যস্তিক্রিয়া পর্যন্ত সমস্ত কর্মই সমস্তক করিবে। ৫-১০

১। আপস্তম্বোশনসৌ ব্যাসাঃ । ২। হারীতোহজিরবিস্তথা ।

৩। ইজ্যাতারো । ৪। সক্রতে যৎধর্মঃ কাদেকো বাধ্যায়বিস্তমঃ ।

গর্ভাধানমুত্তো পুংসঃ সর্বনং স্পন্দনাং পুরা । যষ্ঠেহষ্টমে বা সীমন্তঃ প্রসবে জাতকর্ণ চ ॥ ১১
 অহ্নেকাদশে নাম চতুর্থে মাসি নিষ্ক্রমঃ । যষ্ঠেহন্নপ্রাশনং মাসি চূড়াং কুর্যাদ্ যথা কুলম্ ॥ ১২
 এবমেতঃ শমং যাতি বীজগর্ভসমুদ্ভবম্ । তৃকোমেতাঃ ক্রিয়াঃ ত্রীণাং বিবাহস্ত সমস্তকঃ ॥ ১৩

ইতি ত্রীগরুড়ে মহাপুরাণে পূর্ববর্ত্তে বর্ণনম্ । নাম ত্রিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্নবতিতমোহধ্যায়ঃ

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ

গর্ভাষ্টমেহষ্টমে বাক্যে ত্রাশ্রয়স্তোপনায়নম্ ।
 স্নানামেকাদশে সৈকে বিশ্রামেকৈ যথা কুলম্ ॥ ১
 উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং মহাব্যাহতিপূর্ব্বকম্ ।
 বেসমধ্যাপয়েদেনং শৌচাচারান্ চ শিক্ষয়েৎ ॥ ২

স্ত্রীনিগের অতু উপস্থিত হইলে গর্ভাধান, গর্ভস্পন্দনের পূর্ব্বে পুংসবন, গর্ভাধান হইলে তাহার যষ্ঠ কিংবা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন, সন্তান প্রসব হইলে জাতকর্ণ, সন্তানপ্রসবের পর একাদশ দিবসে স্নানকরণ, চতুর্থমাসে নিষ্ক্রমণ এবং যষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন করিতে হয় । পরে আপন কৌলিক নিয়মানুসারে চূড়াকার্য্য করা বিধেয় । এইরূপে যথ বিহিত কার্য্যের যথোক্ত সময়ে সেই সেই কার্য্য করিলে গর্ভসমুদ্ভূত সমস্ত পাপ হইতে নিষ্কৃতি পায় । স্ত্রী-নিগের পক্ষে উক্ত সমস্ত কার্য্যই অমস্তক করিবে । কোন কার্য্যই স্ত্রী স্বয়ং মন্ত্র পাঠ করিবে না, কেবল বিবাহকার্য্য স্ত্রীও সমস্তক করিতে হয় । ১১-১৩

ত্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্ববর্ত্তে বর্ণনম্ নামক ত্রিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্নবতিতম অধ্যায়

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, গর্ভাবধি অষ্টম অথবা জনनावধি অষ্টম বৎসরে ত্রাশ্রয়ের উপনয়ন ক্রিয়া করিবে । ক্ষত্রিয়ের একাদশ বর্ষে ও বৈশ্যের ষোড়শবর্ষে উপনয়ন সংকার জানিবে । এ বিষয়ে অন্য কোন ঘৃণি বলেন—যাহার যেমন কৌলিক নিয়ম আছে, তদনুসারে উপনয়ন করাইবে, বৎসরের নিয়ম অপেক্ষণীয় নহে । গুরু মহাব্যাহতি পাঠপূর্ব্বক উপনয়ন করাইরা শিক্তকে বেস অধ্যয়ন করাইবে এবং শৌচাচার (অর্থাৎ যথ বর্ণের বিহিত কর্তব্য কর্ম্মসকল)

দিবা সন্ধ্যাসু কর্ণম্ব-ব্রহ্মসূত্র উদযুধঃ । কুর্য্যান্নুত্পরীষে তু রাজৌ চেন্দক্ষিণামুখঃ ॥ ৩
গৃহীতশিরশ্চোখায় যুস্তিরভ্যুত্থৈতৈর্জলৈঃ । গচ্ছলেপক্ষয়করং শৌচং কুর্য্যান্নহাব্রতাঃ ॥ ৪

অন্তর্জানুঃ শুচৌ দেশ উপবিষ্ট উদযুধঃ ।

প্রাণা আক্ষেপণ তীর্ধেন দ্বিজো নিত্যমুপস্পৃশেৎ ॥ ৫

কনিষ্ঠাদেনিকৃষ্টমূলানুগ্রহং করম্ভ চ । প্রজাপতি-পিতৃ ব্রহ্ম দৈবতীর্ধানুক্রমাৎ ॥ ৬

ত্রিঃ প্রাক্ষাপো বিরুদ্ব্যং বাগ্ভক্তিঃ সমুপস্পৃশেৎ ¹ ।

অস্তিস্ত প্রকৃতিহাতি-হীনভিঃ ফেনবৃদ্ভুদৈঃ ॥ ৭

হৃৎকণ্ঠভালুনাভিস্ত যথাসংখ্যং দ্বিজাতয়ঃ । তথোরনু ত্রী চ শূদ্রশ্চ সত্বস্পৃষ্ঠাভিরন্ততঃ ॥ ৮

স্নানমদৈবতৈর্মৈত্রৈ²-মার্জ্জনং প্রাণসংযমঃ । সূর্যাস্ত চাপ্নাপহানং গায়ত্রীঃ প্রত্যহং জপঃ ॥ ৯

গায়ত্রীং শিরসা সার্কং অপেদ্ব্যাহুতিপূর্বিকাম্ ।

প্রতিপ্রণবসংযুক্তাং ত্রিরসং³ প্রাণসংযমঃ ॥ ১০

প্রাণারামস্ত সংতুদ্বি-দ্ব্যচেনাদৈবতেন তু⁴ ।

অপেন্নাসীত সাবিজীং প্রভাগাতারকোদয়াৎ ॥ ১১

শিক্ষা প্রদান করিবেন । দ্বিজাতিগণ দক্ষিণকর্ণে যজ্ঞসূত্র সংস্থাপন করিয়া দিবা ও সন্ধ্যা সময়ে উত্তরাভিমুখে এবং রাজিতে দক্ষিণাভিমুখে মলমূত্র পরিত্যাগ করিবে; পরে শুদ্ধাচার আক্ষেপ উপব্রহ্মহণপূর্বক উঠিয়া উদ্ধতজল ও যুস্তিকা দ্বারা হৃৎকণ্ঠ দূরীকরণার্থ হস্তমার্জ্জন ও শৌচ করিবে । ১-৫

আক্ষেপণ জানুয়ারের মধ্যে শরীর রাখিয়া পবিত্র স্থানে উপবেশন করত উত্তর অথবা পূর্বমুখ হইয়া আক্ষতীর্ধ (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূল স্থান) দ্বারা আচমন করিবে । কনিষ্ঠাঙ্গুলি-মূল প্রজাপতি-তীর্ধ, তর্জ্জনীমূল পিতৃতীর্ধ, অঙ্গুষ্ঠমূল আক্ষতীর্ধ এবং সর্বাঙ্গুলির অগ্রভাগ দৈবতীর্ধ জানিবে । পূর্বোক্ত আক্ষতীর্ধ দ্বারা বারতর কিঞ্চিৎ জলপানপূর্বক বারতর ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিয়া ফেন ও বৃদ্ভুদরহিত বিত্তক জলদ্বারা হৃদয়, কণ্ঠ, ভালু ও নাভিদেশ ক্রমে স্পর্শ করিবে । ত্রী এবং শূদ্র ওষ্ঠে জল স্পর্শ করিয়া হৃদয়াদি স্পর্শ করিলেই তাহাদিগের আচমন হইবে । প্রত্যহ জলদৈবত মন্ত্র দ্বারা স্নান, আপোমার্জ্জন প্রাণারাম ও সূর্যোপহাসন করিবে । তদনন্তর প্রথমে প্রণব স্তব করিয়া মহাব্যাহতি (ও তুঃ তুবঃ স্বঃ) সহিত গায়ত্রী জপদ্বারা তিনবার প্রাণারাম করিবে । ৬-১০

সেই দেবতার মন্ত্রজয়দ্বারা প্রাণারামের শুদ্ধিতা হইয়া থাকে, সায়ংসন্ধ্যার পর নক্ষত্রদর্শন পর্যন্ত গায়ত্রী জপ করিবে এবং প্রাতঃসন্ধ্যার পরে সূর্যোদয় যাবৎ জপকরণান্তর উত্তর লঙ্কা কালে নিত্য যজ্ঞসম্পাদনপূর্বক “এই আমি প্রণত হইতেছি” বলিয়া তদ্রত্য বৃদ্ধগণকে

১। সূর্য্যভক্তিচ্চ সংস্পৃশেৎ । ২। স্নানং তদৈবতৈর্মৈত্রৈঃ ।

৩। ত্রিবারং । ৪। দ্ব্যচা তদৈবতেন চ ।

সঙ্ঘাৎ প্রাক্ প্রাতঃকালং হি তিষ্ঠন্নাসূর্য্যাদর্শনাৎ ।

অগ্নিকার্য্যং ততঃ কুর্য্যাৎ সঙ্ঘায়োকৃতমোরপি ॥ ১২

ততোহস্তিবাৎসরেন্দু বৃদ্ধানসাবহমিতি ক্রবন্ । গুরুতৈকবাণ্যাপাসীত স্বাধ্যায়ার্থং সমাহিতঃ ॥ ১৩
আব্রুতশ্চাপ্যবীরীভ সর্বকান্যৈ নিবেদয়েৎ । হিতকাশ্যচরেগ্নিতাং মনোবাক্যকর্ম্মভিঃ ॥ ১৪
দত্তাভিনোপবীতানি মেঘলাকৈব ধারয়েৎ । বিজেষু চারয়েতৈক্য-মনিন্দোদ্যায়বৃত্তয়ে ॥ ১৫
আদিমধ্যাবসানেষু ভবচ্ছন্দোপলক্ষিতাঃ । ব্রাহ্মণ-কজ্রিয়-বিশাং তৈকচর্য্যা যথাক্রমম্ ॥ ১৬
কৃত্যগ্নিকার্য্যো ভুক্তো ভিনীতো গুরুনুজয়া । আপোশানক্রিয়াপূর্ব্বং সংকৃত্যামমকুংসয়ন্ ॥

ব্রহ্মচর্য্যাহিতোহনৈক-ময়মনাদনাপদি ॥ ১৭

ব্রাহ্মণঃ কামমগ্নীরাঙ্কুতে অতমপীড়য়ন্ । মধু মাংসং তথা বিস্মমিত্যাদি পরিবর্জয়েৎ ॥ ১৮
স গুরুর্য়ঃ ক্রিয়াঃ কৃত্বা বেদমতৈ প্রযচ্ছতি । উপনীর নদাতোয়ন-মাচার্য্যঃ স প্রকীর্তিতঃ ॥ ১৯
একদেশ উপাধ্যায় ঋষিগ্ৰন্থকৃত্ত্বচাতে । এতে মায়া যথাপূর্ব্বমেত্যে মাতা গরীমসী ॥ ২০
প্রতিবেদং ব্রহ্মচর্য্যং ভাদশাখ্যানি পঞ্চ বা । গ্রহণাতিকমিত্যেকে কেন্যন্তৈশ্চ যোড়শে ॥ ২১

প্রণাম করিবে । পরে অধ্যয়নার্থ সমাহিত হইয়া গুরুর সন্নিহিত হইবে । অধ্যয়নার্থ
আব্রুত হইয়া অধ্যয়ন করিবে ও বাক্য মনঃ এবং কর্ম্মদ্বারা গুরুর হিতে তৎপর হইবে । দত্ত,
অভিন, উপবীত ও মেঘলা ধারণ করিবে এবং নিজের জীবিকানির্ব্বাহার্থ অনিন্দিত (স্নাতক
পাটকাবি ভিন্ন) বিদ্য হইতে ভিক্ষা করিবে । তাহাতেও এই নিয়ম রাখা করিতে হইবে যে,
প্রথমে ব্রাহ্মণের নিকট, মধ্য কজ্রিয়ের নিকট, অর্ন্তে বৈশ্যের নিকট উপস্থিত হইয়া “আমাকে
ভিক্ষাপ্রদান করুন” বলিয়া ভিক্ষা করিবে । পরে অগ্নিকার্য্য সমাধানপূর্ব্বক গুরুকর্ত্তক
অনুষ্ঠাত হইয়া ভোজনের আদিতে ও অন্তে আপোশান মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক (জল পান)
ক্রিয়াপূর্ব্বক অন্নসংস্কার অর্থাৎ পাতে যথানিয়মে স্থাপন ও ভূষাদি অপনয়ন করত অন্নের
নিন্দা না করিয়া ভোজন করিবে । ব্রহ্মচর্য্যানিয়মে নিরাপদে অবস্থিত হওয়া আবশ্যক,
এজন্য ব্রাহ্মণ অধিক আহার করিবে না । ব্রাহ্মণ স্বকীয় অতোপঘাত না হই, আত্মবিষয়ে
একপ যদুচ্ছাক্রমে ভোজন করিবে, কিন্তু মদ্য, মাংস ও বিস্ম অর্থাৎ পর্য্যাসিতার ইত্যাদি
বর্জন করিবে । ১২-১৮

যিনি বিবিসহকারে বেদাধ্যয়ন করান তিনি গুরু, যিনি উপনয়ন প্রদানপূর্ব্বক
বেদলিঙ্গা দেন তিনি আচার্য্য, যিনি ক্রিয়দংশ অধ্যয়ন করান, তিনি উপাধ্যায়, আর
যিনি যজ্ঞকর্ত্তা তিনি ঋষিক্ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন । ইহারা সকলেই আনুপূর্ব্বিক
মাননীয় ; এই সকল হইলেও কিন্তু মাতাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতরা । প্রতিদিন বেদাধ্যয়ন
করিবে, অথবা ভাদশ বৎসর, কিম্বা পঞ্চবর্ষ ব্রহ্মচর্য্যানিয়মে অবস্থিত হইবে । কোন মুনি
বলেন, বেদাধ্যয়ন সমাপ্তি পর্য্যন্ত, অপর কোন মুনি বলেন, কেনচ্ছন্দন সংস্কার পর্য্যন্ত

১। ভবেচ্ছন্দোপলক্ষিতাঃ ।

অথ বোড়শাদ্বিংশাচ্চ চতুর্বিংশাচ্চ বৎসরাং ।

ব্রাহ্ম-কজ-বিশাং কাল উপনয়নিকঃ পরঃ । ২২

অত উক্তং পডন্তোন্তে সর্বধর্মবিবজ্জিতাঃ ।

সাবিত্রীপতিভা ভাত্যা ভাত্যন্তোমাদৃতে ভ্রাতোঃ । ২৩

মাতৃদগ্রে জ্ঞানন্তে দ্বিতীয়ং যৌজিবন্ধনম্ । ব্রাহ্মণ-কজিয়-বিশ-স্তম্মাদেতে দ্বিজাতয়ঃ । ২৪

যজ্ঞানাং তপসাকৈব শুভানাকৈব কর্মণাম্ ।

বেদ এব দ্বিজাতীনাং নিঃশ্রেয়সকরঃ পরঃ । ২৫

মধুনা পয়সা চৈব স দেবাংস্তর্পয়েদ্বিজঃ ।

পিতৃন্ মধু-ঘৃতাদ্যাক্ষ ঋচোহঘীতে হি যোহন্নহম্ । ২৬

যজুঃ সাম পঠেৎ তদধ্বর্ষাক্ষিরসং দ্বিজঃ ।

সস্তর্পয়েৎ পিতৃন্ দেবান্ সোহন্নহং হি ঘৃতামৃতেঃ । ২৭

বেদবাক্যং পুরাণক নব্রাহ্মসীচ্চ পাথিকাঃ ।

ইতিহাসংস্তথা বেদান্ যোহঘীতে শক্তিতোহন্নহম্ । ২৮

সস্তর্পয়েৎ পিতৃন্ দেবান্ মাংস-ক্ষীরোদনাদিভিঃ ।

তে তৃপ্তাস্তর্পয়ন্তোনং সর্বকামফলৈঃ শুভৈঃ । ২৯

যং যং কৃতুমধীতে চ তন্ত তস্তাপ্তদ্যং কলম্ । ভূমিদানন্ত তপসঃ দ্বাধ্যায়ফলভাগুদ্বিজঃ । ৩০

ব্রাহ্মচর্য্য ধারণ করিবে । ব্রাহ্মণের বোড়শ বৎসর, কজিয়ের দ্বাবিংশতিবৎসর এবং বৈশ্যের চতুর্বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত উপনয়নের চরমকাল, এই সময়ের মধ্যে উপনয়ন না হইলে ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণই পতিত হয় ; তখন তাহাদিগের কোন ধর্মকর্মে অধিকার থাকে না । ভাত্যাপ্রারম্ভিত আচরণ না করিলে তাহার সাবিত্রীপতিত হইয়া থাকে । মাতার উদর হইতে জাত হইয়া দ্বিতীয়বার যৌজিবন্ধন (উপনয়নসংস্কার) দ্বারা অন্যান্তর গ্রহণ হয়, এই হেতু ব্রাহ্মণ, কজিয় ও বৈশ্য ইহারা দ্বিজাতি বলিয়া অভিহিত । ১৯-২৪

যজ্ঞ, তপস্যা ও শুভকর্ম এই সকল কার্য্যের মূলকারণ বেদ, অতএব একমাত্র বেদই দ্বিজাতিদিগের পরম শ্রেয়ঃসাধক । যে দ্বিজ প্রতিদিন ঋক্ অধ্যয়ন করে, সে হুঙ্ ও মধু দ্বারা দেবগণের তর্পণ করিলে এবং মধু ও ঘৃত দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিলে যে ফল সেই ফল প্রাপ্ত হয় । যে দ্বিজ প্রতিদিন যজুর্বেদ, সামবেদ ও অধ্বর্ষবেদের আজিরস আখ্যান পাঠ করে, তৎকর্তৃক ঘৃতোদক দ্বারা পিতৃগণকে ও অমৃত (যজ্ঞের আহুতি) দ্বারা দেবগণকে পরিতৃপ্ত করা হয় । যে দ্বিজ প্রতিদিন বৈদিক অধ্যায়, পুরাণ ও শুভবার্তা সমন্বিত পুরাতন ঘৃতোদ ইতিহাস ও বেদ (প্রত্যহ গায়ত্রী) পাঠ করে তৎকর্তৃক পিতৃদেবকে মাংস, ক্ষীরাদি ও ঘৃতোদকদ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয় অর্থাৎ পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে শ্রেয়ঙ্কর সর্বাভিলষিত ফলপ্রদানদ্বারা কৃতার্থ করিয়া থাকেন ; ইহাতে যে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত এবং যে

নৈষ্ঠিকে। ব্রহ্মচারী তু বসেদাচার্য্যাসমিধৌ । তদভাবেহস্ত তসরে শত্ৰাং বৈদ্বানবেহপি বা । ৩১
অনেন বিধিনা দেহং সাধয়েদ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
ব্রহ্মলোকমবাগ্নোতি ন চেহ আরতে পুনঃ । ৩২

ইতি শ্রীগরুড় মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে বর্ণধর্ম্যো নাম চতুর্নবতিতমোহধ্যায়ঃ । ১৪ ।

পঞ্চনবতিতমোহধ্যায়ঃ

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ

শ্রুত্ব মুনয়ো ধর্মান্ গৃহস্থস্ত যত্নবতাঃ । গুরুবে চ ধনং দত্ত্বা স্তাত্তা চ তদনুজ্ঞয়া । ১
অবিগ্নদেহব্রহ্মচর্য্যো লক্ষণাং ত্রিরসুবহেং । অনন্তপুষ্কিকাং কাশ্যামসপিত্তাং যবীরসীম্ । ২
অরোগিনীং ত্রাতুমতী-অসমান্যগোত্রজাম্ । পঞ্চমাং সপ্তমাদৃক্ষং মাতৃতঃ পিতৃতত্বখা । ৩

যজ্ঞাদি পঠিত হই, আত্মকর্ত্তা তাহার সম্যক্ ফল লাভ করিবেম । কর্ত্তব্যানিষ্ঠ ব্রহ্মচারী সেই সেই ক্রিয়া দ্বারা ভূমিধান ও তপস্তার ফলভোগ করতঃ আচার্য্যাসমীপ বাস করিবে । আচার্য্য না থাকিলে আচার্য্যপুত্র, তদভাবে আচার্য্যপত্নী, অথবা যথাবিধি সংস্কৃতান্নি সন্নিধানে সম্যক্ অবস্থিত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য নিষ্পাদন করিবে । যে ব্রাহ্মণ পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে সংজিতেন্দ্রিয় হইয়া নিজ শরীর ও যজ্ঞাবকে ধর্ম্মকর্ম্মের সাধন করে, সে ব্রহ্মলোকবাসী হয়, তাহাকে পুনর্বার ইহলোকে জন্ম ধারণ করিতে হয় না । ২৫-৩২

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে বর্ণধর্ম্য নামক চতুর্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪ ।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—হে ব্রহ্মচার্য্যগণ! এক্ষণে গৃহস্থধর্ম্ম কহিতেছি শ্রবণ কর । নিত্য গুরুকে দক্ষিণা প্রদান ও গুরুর অনুজ্ঞাগ্রহণ পূর্বক বিধি সহকারে দান করত ব্রহ্মচর্য্য সমাপনাতে মূলক্ষণ। অনন্তপূর্ব্বা (যে কস্তার সহিত পূর্ব্বক অস্ত্র কাহারও বিবাহাবধারণ হয় নাই এমন), কমলীয়া, অসপিত্তা, সপ্তমজাতা, গুণজা, অরোগিনী, সত্রাতুকা (বাহার সহোদর আছে), অসমানগোত্রা ও অধিবংশীয়া কস্তা বিবাহ করিবে । মাতামহ হইতে পঞ্চম ও পিতামহ হইতে সপ্তম পুরুষ পরিত্যাগ করিয়া কস্তা পরিগ্রহ করিবে ।

শিশুকনববিখ্যাতাং শ্রোত্রিয়াণাং মহাকুলাং ।

সবর্ণঃ শ্রোত্রিয়ো বিদ্বান্ বরো দোষাবিহিতো ন চ ১ ৪

যত্নচাত্তে বিজাতীনাং শূদ্রাদারোপসংগ্রহঃ । ন তন্মম মতং যস্মাৎ ভদ্রায়ং জায়তে বরম্ । ৫
তিস্তো বর্ণানুপূর্বকেন যে ভৈথকা যথাক্রমম্ । ব্রাহ্মণ-কজ্রিয়-বিশাং ভাৰ্য্যাং বা শূদ্রমগ্নমঃ । ৬
ব্রাহ্মো বিবাহ আহুয় দীয়েতে শত্ৰুতাকৃত্য । তজ্জঃ পুনাত্যুভয়তঃ পুরুষানেকবংশতিম্ । ৭
যজ্ঞহরিত্তিকৈ দৈবমাদার্য্যন্ত গোযুগম্ । চতুর্দশ প্রথমজঃ পুনাত্যুভয়তঃ বহু ৮

ইত্যুক্ত্য চরতাং বর্ষং সহ বা দীয়েতেহধিনে ।

সকারঃ পাবয়েৎ তজ্জঃ যজ্ঞবংশানাত্মনা সহ । ৯

আসুরো দ্রবিণাদানাদ্ গাছক্যঃ সমগ্নান্নিধঃ ।

বাকসো যুক্তহরণাং পৈশাচঃ কণ্ডকাচ্ছলাং । ১০

শ্রোত্রিয়-কুলোদ্ভূত, সমানবর্ণ, বিদ্বান্, শ্রোত্রিয় ও দোষবিহিত বরকেই বিবাহকার্য্যে মনোনীত করিবে। কোন কোন মূনি যে “শূদ্রকন্যাকে ব্রাহ্মণ বিবাহ করিতে পারে” বলিয়া থাকেন, তাহা আমার মত নহে; কারণ এই শূদ্রা স্ত্রীতে আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, অতএব ব্রাহ্মণের শূদ্রকন্যা বিবাহ অকর্তব্য । ১-৫

বিজ্ঞাতির শূদ্রাবিবাহ আমার অভিমত নহে; অতএব ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণকন্যা, কজ্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যা এই তিনটি; কজ্রিয় কজ্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যা এই দুইটি এবং বৈশ্য কেবল বৈশ্যকন্যামাত্র বিবাহ করিতে পারে। শূদ্র কেবল শূদ্রকন্যাই বিবাহ করিবে। বরকে যথাবিধানে আহ্বান করিয়া শত্ৰুনুরূপ অলঙ্কৃত কন্যা প্রদান করিবে, এইপ্রকার বিবাহকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলিয়া থাকে। সেই ব্রাহ্মবিবাহে বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র পিতৃ মাতৃ উভয় কুলের একবংশতি পুরুষকে পাপ ও নরক হইতে পরিজ্ঞান করিয়া থাকে। যজ্ঞহিত পুরোহিতের নিকট কন্যাসমর্পণকে দৈববিবাহ বলে। বর হইতে দুইটী গো গ্রহণ করিয়া সেই গোজন্মের সহিত কন্যাদানকে আৰ্য্য বিবাহ বলে। দৈববিবাহে কন্যার গর্ভজাত সন্তান উভয়কুলের চতুর্দশপুরুষ এবং আৰ্য্য বিবাহে বিবাহিতা কন্যার গর্ভোৎপন্ন পুত্র উভয়কুলের বহু পুরুষ পর্য্যন্ত পবিত্র করিয়া থাকে । ৬-৮

“তুমি এই কন্যার সহিত মিলিত হইয়া ধর্মাচরণ কর” এই নিয়মপূর্বক কন্যা সমর্পণকে প্রাজাপত্যবিবাহ বলে। প্রাজাপত্যবিবাহে পরিণীতা কন্যার গর্ভজাত পুত্র নিজের সহিত উভয় কুলের বহু পুরুষ উদ্ধার করে। ধনগ্রহণপূর্বক কন্যাদান করিলে সেই বিবাহকে আসুর-বিবাহ বলে। বরকন্যা পরম্পরের অনুরাগবশতঃ যে বিবাহ সম্পন্ন হয়, তাহাকে গাছক্যবিবাহ বলে। যুক্তকৈত্র হইতে বলপূর্বক কন্যা হরণ করিয়া আনিয়া বিবাহ করিলে তাহাকে বাকসবিবাহ বলা যায়। হল দ্বারা (নিষিদ্ধতা, উন্নততা কিংবা নির্জনস্থানগতা) বালিকাকে অনিচ্ছাপূর্বক গ্রহণ করিয়া বিবাহ করিলে, তাহাকে পৈশাচবিবাহ কহে । ৯-১০

চত্বারো ব্রাহ্মণকৃতা কথ্য গাছক-ব্রাহ্মণো । ব্রাহ্মণকথ্যমুদ্যো বৈশ্যে শূদ্রে চাত্ত্বক গহিতঃ । ১১

পাণিগ্রাহঃ সূৰ্য্যাস্ত গৃহীত কজিরা শরম্ । বৈশ্যো প্রত্যোদয়াদিন্দ্রোদনে চাগ্রজন্মনঃ । ১২

পিতা পিতামহো জাতা সকুলো জননী তথা ।

কন্যাশ্রমঃ পূৰ্ব্বনাশে প্রকৃতিঃ পরঃ পরঃ । ১৩

অশ্রমজন্ম সমাপ্রোতি জনহত্যাযুক্তাহতৌ । এষামভাবে দাতৃণাং কন্যা কুর্যাৎ শরৎ বরম্ । ১৪

সকং প্রদীয়েত কন্যা হরংস্তাং চৌরদণ্ডতাক্ ।

অদৃষ্টো হি ত্যজন্ম দাতাঃ সূদৃষ্টোহপি পরিত্যজেৎ । ১৫

অপুত্রাঃ সূৰ্য্যস্তুজাতো দেবরঃ পুত্রকাম্যয়া ।

সপিত্তো বা সগোত্রো বা যুক্তাত্মক ঋতাবিযাৎ । ১৬

আগর্ভসম্ভবং গচ্ছেৎ পতিতশ্রুতথা ভবেৎ ।

অনেন বিধিনা জাতঃ কেত্রপত ভবেৎ সূতঃ । ১৭

কৃতাবিকার্যঃ মলিনাং পিতৃমাত্রোপসেবিনীম্ ।

পরিভূতামধ্যমযাং বাসয়েৎ ব্যভিচারিণীম্ । ১৮

ব্রাহ্ম, দৈব, আৰ্য, প্রাজাপত্য এই চতুর্বিধ বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত । গাছক ও ব্রাহ্মণ এই বিবিধ বিবাহ কজিরের, আশুর বিবাহ বৈশ্যের এবং গহিত গৈশ্যচবিবাহ শূদ্র জাতির পক্ষে জানিবে । বিবাহকালে ব্রাহ্মণকন্যা কেবল বরের হস্তগ্রহণ করিবে, কজিরকন্যা শর, বৈশ্যবালিকা প্রত্যোদ (অশ্রমের উদ্ভবদণ্ড) গ্রহণ করিবে । কন্যাদানবিষয়ে প্রথমতঃ পিতা, পরে পিতামহ, জাতা, সকুল্য (দশমপুরুষপর্যন্ত জাতি) ও মাতা ইহারা ই অধিকারী । ইহাদের মধ্যে যাহারা প্রকৃতিঃ (পাণ্ডিত্যবিনোদরহিত) ভ্রমরো পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব অধিকারীর অভাবে পরবর্তী ব্যক্তিকে কন্যাদানের অধিকারী জানিবে । উক্ত কন্যাদানাদিকারিগণের মধ্যে যদি কেহ বিহিত সময়মধ্যে কন্যাদান না করে, তবে ঐ কন্যার প্রতি ঋতুতেই তাহার জগহত্যাজনিত পাপভাগী হইবে । পূৰ্ব্বোক্ত কন্যাদানাদিকারিগণের মধ্যে কেহই না থাকিলে কন্যা শরৎ বর গ্রহণ করিবে, সেই বিবাহিত কন্যা যদি কেহ হরণ করে, তবে সে চৌর্যদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে । যদি কোন ব্যক্তি অদৃষ্টা নারীকে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সেই পতিও দণ্ডনীয় হইবে । তবে অত্যন্ত দৃষ্টা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারে । ১১-১৫

যদি অপুত্রা স্ত্রী পুত্রাভিলাষিনী হয়, তবে যত্নবান গুরুজনের আজ্ঞাগ্রহণপূর্বক যত্নসহা অত্যন্ত দেহ দেবর অথবা সপিণ্ডদ্বারা পুত্রোৎপাদন করিবে । যে পর্যন্ত গর্ভসঞ্চার হয়, সেই পর্যন্ত ঋতুকালে গমস করিবে ; ইহার অন্তথা করিলে সে পাপী হইবে ; উক্ত নিয়মানুসারে যে পুত্র উৎপাদিত হয়, সেই পুত্র কেত্রপতির (স্বামীর) হইবে । যদি কোন স্ত্রী নিজ ইচ্ছাবশতঃ ব্যভিচারিণী হয়, তবে তাহাকে মলিন বস্ত্রাদি ও অন্নমাত্র দান করিয়া নিজ গৃহেই ভূমিশয্যায়

১। পিতৃমাত্রোপসেবিনীমিতি সংহিতাসম্বতঃ পাঠঃ ।

সোমঃ শৌচং দদৌ ভাসাং গন্ধর্ব্বস্ত তুভ্যং গিরম্ ।

পাবকঃ সর্ব্বমেধ্যত্বং যেষা বৈ যোষিতো হুতঃ ॥ ১৯

ব্যভিচারাদৃতো তদ্বিগর্ভে ভ্যাগো বিধীয়তে^১ । গর্ভভূত্ববাদৌ চ তথা মহতি পাতকে ॥ ২০

সূরাপী ব্যাধিতা ধূর্তা বদ্যর্থপ্রিয়ংবদা^২ । স্ত্রীপ্রসূচাবিবেস্তব্যা পুরুষেষ্মিণী তথা ।

অধিবিদ্যা তু ভূতব্যা মহদেনোহিন্তথা ভবেৎ ॥ ২১

যজ্ঞাবিরোধঃ সম্পত্যোস্ত্রিবর্গস্তত্র বর্জ্যে ॥ ২২

যুতে জীবতি বা পত্যৌ বা নাত্মশূন্যগচ্ছতি । সেহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি মোদতে চোমরা সহ ॥ ২৩

তুভ্যং তাকংস্তুভীরাংশং দদ্যাদাভরণং স্ত্রিয়াঃ । স্ত্রীতিভূত্বচঃ কার্য্যামেষ ধর্ম্মঃ পরঃ স্ত্রিয়াঃ ॥ ২৪

ষোড়শভূতানি শাঃ স্ত্রীণাং ভাসু যুগ্মাসু সংবিশেৎ । ব্রহ্মচারী চ পর্ক্যাপাত্যাক্ততমস্ত বর্জ্যয়েৎ ॥ ২৫

এবং গচ্ছন্ স্ত্রিয়ং কামাং যথাং মূলকং বর্জ্যয়েৎ ।

লক্ষণ্যং জনয়েদেবং পুত্রং যোগবিবর্জিতম্ ॥ ২৬

বাস করাইবে । স্ত্রীগণ স্বভাবতঃই শুদ্ধা ; যেহেতু চন্দ্র তাহাদিগকে পবিত্রতা, গন্ধর্ব্ব মধুর বাক্য এবং অগ্নি নিয়ত পবিত্রতা প্রদান করিয়াছেন ; এজন্য ব্যভিচারাদি দোষরহিতা রমণীগণকে স্বভাবতঃই শুদ্ধা জানিবে । রমণীগণের ব্যভিচার দোষ ঘটিলে ঋতু বারা তদ্বি হয়, কিন্তু ব্যভিচারবশত গর্ভ হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করাই বিধি । আর যদি সেই গর্ভ বিনষ্ট করে পতিকে বিনাশ করে, কিংবা মহাপাতক (ব্রহ্মহত্যা সূরাপানাদি) করে, কিংবা স্ত্রী যদি ধূর্তা, বদ্যা, অনিষ্টকারিণী, অপ্রিয়বাদিনী হয় ; অথবা পতির বা অগ্ন্যস্ত পরিজনের ঘেষিণীও হয়, তথাপি তাহাকে সমুচিত ভরণপোষণ করিবে । হে ঋষিগণ ! অন্তথা স্বামীকে মহাপাতকী হইতে হইবে । ১৬-২১

যে গৃহে স্বামী ও স্ত্রীর কলহ না থাকে, সেই গৃহে ধর্ম্ম ও অর্থ বর্দ্ধিত এবং মনোবাসনা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে । যে রমণী স্বামীর বরণান্তে জীবিত থাকিয়া ইন্দ্রিয়চরিতার্থ হেতু অশু পুরুষকে আশ্রয় না করে, সে ইহলোকে যশস্বিনী হইয়া পরলোকে উমাদেবীর সহিত ক্রীড়া করিবে । শুদ্ধা সদগুণসম্পন্ন, পতিব্রতা স্ত্রীকে যদি স্বামী পরিত্যাগ করে, তবে ঐ স্ত্রীর ভরণ-পোষণের নিমিত্ত স্বামীকে দারী হইতে হইবে । সর্ব্বদা পতির বাক্য রক্ষা করাই নারীগণের পরম ধর্ম্ম । ঋতুর প্রথম দিবস হইতে ষোড়শরাত্র স্ত্রীদিগের ঋতুকাল, পুত্রকামী স্বামী তন্মধ্যে যুগ্মদিনে স্ত্রীসংসর্গ করিবে । যাহারা ব্রহ্মচর্য্য আশ্রয় করিবে, তাহারা পর্ক (চতুর্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি এই সকল) দিবসে আরোপভোগ করিবে না এবং ব্রহ্মচারীর পক্ষে ঋতুর আদি ঋত্টিচতুর্কীর অত্যন্ত নিষিদ্ধ । ঋতুকালে পত্নীসন্তোগে যথানকত্র ও মূল্য নকত্র পরিহার করিবে । এই নিয়মে উৎপাদিত সন্তান সুন্দর, সবল ও ব্যাধিরহিত হইবে । ২২-২৬

১ । ব্যভিচারাদৃতেহতদ্বিগর্ভভ্যাগং করোতি বা । ২ । যেষ্মি বিহৃতব্যা প্রিয়ংবদা ।

যথা কাম্যী ভবেদ্যপি ত্রীণাং স্মরম্ স্মরন । স্বদারনিরতশ্চৈব স্ত্রিয়ো রক্ষ্যা যতন্ততঃ । ২৭
 ভর্তৃ-ভাতৃ-পিতৃ-জাতি-স্বজ্ঞ-স্বতর-দেবতৈঃ । বহুভিষ্ঠ স্ত্রিয়ঃ পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশতৈঃ । ২৮
 সংযতোপকরা দক্ষা হস্তী ব্যরপরাযুধী । স্বজ্ঞ-স্বতরোঃ কুর্যাৎ পাদমোর্বন্দনং সদা । ২৯
 ক্রীড়া-শরীরসংস্কার-সমাজোৎসবদর্শনম্ । হাশ্যং পরগৃহে শানং ভ্যঞ্জেৎ প্রোষিতভর্তৃক । ৩০

রক্ষেৎ কন্যাং পিতা বাল্যে যৌবনে পতিরেষ ভাম্ ।

বার্দ্ধক্যে রকতে পুত্রো যুগ্মথা জাতরকথা । ৩১

পতিং বিনা ন ভিষ্ঠেত দিবা বা যদি বা নিশি ।

জ্যোষ্ঠাং বর্ষবিধৌ কুর্য্যন্ন কনিষ্ঠাং কদাচন । ৩২

দাহয়িত্বান্নিহোজেৎ স্ত্রিয়ং বৃত্তবতীং পতিঃ । আহরেষিষিষকারানগ্নিতৈঃ বা বিলম্বিতঃ ।

হিতা ভর্তৃদ্বিবং গচ্ছেদিহ কৌষ্ঠীরবাণ্য চ । ৩৩

ইতি ত্রীগরুড় মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে গৃহস্থবর্ণননির্ণয়ো নাম পঞ্চনবতিতমোহধ্যায়ঃ । ১৭ ।

আর ত্রী যদি সন্তোষেচ্ছা প্রকাশ করে, তবে স্বস্তীতে অনুরক্ত পতি, পূর্বোক্ত
 যুগ্মরাজি ও নক্ষত্রবিচার পরিত্যাগ করিতে পারে। সর্বত্রই ত্রীগণকে পতি, জাতি, পিতা,
 জাতি, স্বতর ও দেবর রক্ষা করিবে এবং অলঙ্কার, বস্ত্র ও উত্তম ভোজনাদিদ্বারা সর্বদা
 স্ত্রীদিগের পরিভোষসাধন করিবে। আর নারীগণও প্রতিদিন স্বতর ও স্বজ্ঞকে নমস্কার
 করিবে এবং গৃহোপকরণ সামগ্রীসকল সাজ্জনাদি সংস্কারপূর্বক যথাবৎ সুপ্রণালীতে রক্ষা
 করিবে। আর অত্যন্ত ব্যয়ে পরাযুধী (মিতব্যয়ে স্বতবতী) হইবে এবং ভর্তা প্রবাসগমন
 করিলে পত্নী দ্বাতক্রীড়া, শরীরসংস্কার (বেশভূষার পারিপাট্য) সাধন পরিত্যাগ করিবে
 এবং শীতবাতাদির সত্তা ও বহুলোকসঙ্কর্ষণ উৎবাদিবিশিষ্ট কোন স্থানে বাইবে না। তখন
 হাশ্য পরিহাস ও পরগৃহে গমন ও শরনাদি সর্বথা পরিত্যাগ করিবে। ২৭-৩০

নারীগণ বাল্যকালে পিতা, যৌবনাবস্থায় স্বামী, বৃদ্ধাবস্থায় সন্তান এবং এ সমস্ত ন।
 থাকিলে অন্ততঃ জাতিগণকর্তৃক শাসিত হইয়া থাকিবে। রমণীগণ স্বামীর অসমভিব্যাহারে
 নিবা অথবা স্বস্তিতে অন্তস্থানে থাকিবে না। স্বামীও আবার স্বীয় পত্নীকে বর্ষকর্মাদিতে
 প্রশস্ত করিবে। কোনমতেই পতিব্রতা ত্রীর প্রতি অবজ্ঞা করিবে না এবং পত্নীর স্বত্ব
 হইলে অগ্নিহোত্র যজ্ঞানলদ্বারা ত্রীকে দাহ করিবে; তারপর পুনর্ব্বার যথাবিধি অবিলম্বে
 দারদ্রহণ ও অগ্ন্যাধান করিবে। ভর্তার হিতৈষিনী পত্নী ইহলোকে কৌষ্ঠি ও পরলোকে
 বর্গদামিনী হইয়া থাকে। ৩১-৩৩

ত্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে গৃহস্থবর্ণন নির্ণয় নামক পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫ ।

যজ্ঞবল্ক্য উবাচ

যজ্ঞবল্ক্য উবাচ

বন্ধো সঙ্করজাত্যাধি-গৃহস্থাদিবিধিং পরম্ ॥ ১

বিপ্রান্দুর্দ্ধাভিযিক্তো হি কজ্জিরায়াং বিশঃ জ্জিরায্ ॥

জাতোহবর্ষস্ত শূদ্রায়াং নিষাদঃ পর্বতোহপি বা ॥ ২

মহিষ্যঃ কজ্জিরাজ্জাতো বৈশ্ভায়াং স্নেহসংজ্ঞিতঃ ॥

মাহিষ্যোগ্রো প্রজায়ন্তে বিটুশূদ্রাঙ্গনয়োর্বৃপাং ॥ ৩

শূদ্রায়াং করণো বৈশ্ভাধিযানেষ বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ জ্ঞানপাং কজ্জিরাং সূতো বৈশ্ভাঐদেহকস্তথা ॥

শূদ্রাজ্জাতস্ত চাতালঃ সর্বধর্মবিগর্হিতঃ ॥ ৪

কজ্জিরা মাগধঃ বৈশ্ভাজ্জুমা কস্তারমেব চ ॥ শূদ্রানাং যোগবৎ বৈশ্ভা জনয়ামাস বৈ সূতম্ ॥ ৫

মাহিষ্যেণ করণ্যাস্ত রথকারঃ প্রজায়ন্তে ॥ অসংস্কৃত্য বিজেরাঃ প্রতিলোমানুলোমজাঃ ॥ ৬

জাত্যংকর্ষো যুগে^১ জেরঃ সপ্তমে পঞ্চমেহপি বা ॥

ব্যত্যয়ে কর্মণাং সাম্যং পূর্ববচোক্তরাবরম্ ॥ ৭

কর্ম্ম স্মার্ত্তং বিবাহাগ্রো কুর্ক্বীত প্রত্যহং গৃহী ॥

দানকালকৃতেনাপি^৩ শ্রোতং বৈবাহিকাগ্নিযু ॥ ৮

যজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—যতঃপর সঙ্কর জাতির উৎপত্তি ও গৃহস্থাদিদের প্রকৃতধর্ম বলিতেছি । বিপ্র হইতে কজ্জিরাতে মূর্দ্ধাভিযিক্ত, বৈশ্ককশাতে অবর্ষ, আর শূদ্রাতে নিষাদ অথবা পর্বতনামক জাতি বিশেষ জন্মিয়াছে । কজ্জির হইতে বৈশ্ভাতে মাহিষ্য এবং শূদ্রাতে উগ্র নামক স্নেহ জন্মিয়াছে । বৈশ্ভ হইতে শূদ্রাতে করণ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে । জ্ঞানপীতে কজ্জির হইতে সূত, বৈশ্ভ হইতে ঐদেহ ও শূদ্র হইতে সর্বধর্মবিহীন চাতাল উৎপন্ন হইয়াছে । বৈশ্ভ হইতে কজ্জিরাতে মাগধ ও শূদ্রাতে কস্তা জাতির উৎপত্তি । বৈশ্ভাতে শূদ্রকর্তৃক অযোগব নামে জাতিবিশেষ উৎপন্ন হইয়াছে, আর মাহিষ্য কর্তৃক করণ জাতীয় স্ত্রীতে রথকার (দ্রুতর) জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার। অপকৃষ্ট জাতিমধ্যে গণ্য হইয়া থাকে ১-৫

কর্ম্মের উৎকর্ষাপকর্ষে জাতিগত উৎকর্ষাপকর্ষ হইয়া থাকে । অতএব বিজ্ঞাতিগণই সকলের প্রধান । যে উৎকৃষ্ট কর্ম্ম করে, তাহার উত্তম কুলে, আর যে নিকৃষ্ট কর্ম্ম করে তাহার অপকৃষ্ট কুলে জন্ম হয় । তবে এতদ্ব্যতীত দ্বিতীয়, সপ্তম ও পঞ্চম অর্থাৎ অবর্ষ, সূত ও মাহিষ্য ইহারা অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ । গৃহিণী বিবাহদিবসীয় সংস্কৃত অগ্নিকে রক্ষা করত তাহাতে শূদ্রাস্ত নিত্য হোম করিবে । এবং বিশেষ অনুষ্ঠান কালে সেই অগ্নিতে ক্ষত্বাস্ত

১। অসংস্কৃত্য বৈ জেরাঃ । ২। জাত্যংকর্ষাদ্ বিজো জেরঃ ।

৩। দানকালানুত্তে বাপি ।

শরীরচিত্তাং নির্বর্ত্য কৃতশৌচবিধিবিধিঃ । প্রাতঃসন্ধ্যাভ্যুপাসীত দন্তধাবনপূর্বকম্ । ৯

হৃদ্যাগ্নৌ সূর্য্যাদৈবভ্যাম্ অপেন্নম্নান্ সমাহিতঃ ।

বেদার্থানবিগচ্ছেচ্চ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ । ১০

যোগক্ষেমাভিসিদ্ধ্যর্থমুপেক্ষাদীশ্বরং গৃহী । স্নাত্বা দেবান্ পিতৃঃশৈলৈশ্চ তর্পয়েদর্চয়েৎ তথা । ১১

বেদামথ পুরাণানি সেতিহাসানি শক্তিতঃ ।

অপ-যজ্ঞানুসিদ্ধ্যর্থং বিদ্যাভ্যাধ্যাত্মিকীং অপেৎ । ১২

বলিকর্ষ-বধাহোম-স্বাধ্যাত্যতিথিসংক্রিয়াঃ । ভূত-পিতৃমর-ব্রহ্ম-মনুষ্যাণাং মহামথাঃ । ১৩

দেবেভ্যস্ত হৃদকাগ্নৌ ক্ষিপেৎ ভূতবলিং হরেৎ ।

অন্নং ভূমৌ চ চাতাল-বার্হমেভ্যশ্চ নিক্ষিপেৎ । ১৪

অন্নং পিতৃমনুষ্যেভ্যো দেবমপ্যবহং জলম্ । স্বাধ্যায়মবহং কুর্য্যন্ন পচেচ্চান্নমাশ্বনে । ১৫

বাল-বাসিনী^১-বৃদ্ধ-গতিপ্যাভূর-কন্যকাঃ ।

সন্তোজ্যাতিথিভূত্যাংশ্চ মন্মতোয়াঃ শেষভোজনম্ । ১৬

প্রাণাগ্নিহোমবিধিনাশ্রীন্নাদন্নমকুৎসয়ন্ । মিতং বিপকঞ্চ হিতং ভক্ষ্যং বালাদিপূর্বকম্ । ১৭

আপোশ্বানেনোপরিষ্ঠাদধস্তাষ্টৈশ্চ ভূজতাং । অনগ্রমমৃতকৈব কার্য্যমন্নং বিজ্ঞম্ভনা । ১৮

হোমও নির্বাহ করিবে। ব্রাহ্মণ প্রত্যুষে গাজোখান করিয়া আগামী দিবসের শরীরচিত্তা নিষ্পাদন করত শৌচাদি ক্রিয়া সমাপনান্তে দন্তধাবন করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা উপাসনা করিবে। তৎপরে সূর্য্যাদি দেবতার হোম করিয়া মন্ত্র অপ করিবে এবং বেদাদি বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিবে। ৯-১০

তারপর যোগসাধনের মঙ্গলার্থ ঈশ্বরের উপাসনা করিবে। অন্তর মধ্যাহ্ন সময়ে স্নান করিয়া পিতৃভূতপণ, স্নাত্ব, বেদ, পুরাণ, ইতিহাস ও অপযজ্ঞাদি সিদ্ধির নিমিত্ত আধ্যাত্মিকী বিদ্যা অপ করিবে, এবং বলিকর্ষকর্ষ, অধ্যয়ন, হোম, অতিথিসংকার ও পিতৃমন্দিরপণ করিবে। ভূতগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, ব্রাহ্মণগণ ও মনুষ্যগণের প্রীতিজনক কার্য্যভার্য্য দিনাতিপাত করিবে, আর অগ্নিতে দেবতার উদ্দেশে হোম করিয়া প্রাণিগণের তৃপ্ত্যর্থ বলি-প্রদান করিবে। তারপর কাক ও চাতালগণের নিমিত্ত ভূমিতে অন্নক্ষেপ করিবে। এইরূপে প্রত্যহই পিতৃভ্রাতৃ, মনুষ্যদিগকে অন্নদান ও জলদান করিতে হয়। প্রতিদিন অধ্যয়ন করিবে, কিন্তু আপনার আহারার্থ অন্নপাক করিতে নাই। ১১-১৫

বালক, বৃদ্ধ, গতিপী ও পীড়িত ব্যক্তিদিগকে অগ্রে ভোজন করাইয়া গৃহস্থামী ও পত্নী সর্ব্বশেষে ভোজন করিবে। ভোজনের পূর্বে পক্ষপ্রাণকে পক্ষাহতি প্রদানপূর্ব্বক ভোজনীয় অন্নবাক্কনের নিন্দা না করিয়া ভোজন করিবে। পরিমিত ও সুখে জীর্ণ হই এমন ভক্ষ্যবস্ত্ত সন্তান সন্ততিকে অগ্রে ভোজন করাইয়া নিজে ভোজন করিবে। ভোজনের পূর্বে ও

অতিথিভ্যস্ত বর্ণেভ্যো দেয়ং শস্যানুপূর্বকঃ ।

অপ্রণোমোহতিথিঃ সোহয়মপি নাত্র বিচারণা । ১৯

সংকুতা ভিক্ষবে ভিক্ষা দাতব্য্য সুভভায় চ ।

আগতান্ ভোজয়েৎ সর্বান্ মহোক্ষং শ্রোত্রিয়ায় চ । ২০

প্রতিসংবৎসরকৃত্যঃ স্নাতকাচার্য্য-পাথিবাঃ ।

প্রিয়ো বিবাহশ্চ তথা যজ্ঞং প্রত্যাহ্বজঃ^১ পুনঃ । ২১

অধ্বনীনোহতিথিঃ শ্রোত্রঃ শ্রোত্রিয়ো বৈদপারগঃ ।

মাণ্ডাবেভৌ গৃহস্থস্ত ব্রহ্মলোকমভীক্সতঃ ॥ ২২

পরপাককুর্চির্ন স্যাদনিন্দ্যামস্ত্যাদৃতে । বাকু-পাদি-পাদচাপলাং বর্জয়েচ্ছাতিভোজনম্ । ২৩

শ্রোত্রিয়ঃ বাতিথিঃ তপ্ত-মাসীমান্তাদনুব্রজেৎ । অহঃশেষং সহাসীত শিষ্টৈরিষ্টৈশ্চ বহুভিঃ ॥ ২৪

উপাস্ত পশ্চিমাং সন্ধ্যাং হত্যাগ্নৌ ভোজনং ততঃ ।

কুর্ধ্যাদ্ ভূত্যৈঃ সমাযুক্তশ্চিত্তয়েদাখ্যনো হিতম্ । ২৫

ব্রাহ্মে মূহূর্তে চোখায় মাত্রে বিপ্রো ধনাদিভিঃ ।

বৃদ্ধাৰ্ত্তানাং সমাদেয়ঃ পত্না বৈ ভারবাহিনাম্ ॥ ২৬

ভোজনাতে আপোনান কর্ম করিবে । ব্রাহ্মণগণ অন্নপাক করিয়া কোন পাত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে । সর্ববর্ণ আগন্তুক অতিথিকে যথাশক্তি অন্নপ্রদান করিবে । অতিথি যদি অনমস্কণ্ড হয়, তথাপি সে অতিথি-বিধায় মাননীয়, ইহাতে সন্দেহমাজ্ঞও করিবে না । গৃহস্থ যদি দরিদ্রও হয়, তথাপি আহরণ করিয়াও সাধুশীল ভিক্ষুকে ভিক্ষা প্রদান করিবে । শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ অতিথিরূপে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে ভোজনার্থ মহোক্ষ প্রদান করিবে । ১৬-২০

স্নাতক, আচার্য্য, রাজা, মুহূর্ত, বৈবাহিক ও বিপন্নব্যক্তিদ্বিগকে প্রতিবৎসর ভোজনাদি দ্বারা প্রীত করা বিধেয় । বৈদপারগ ব্রাহ্মণকে শ্রোত্রিয়, আর পথিককে অতিথি বলে । শ্রোত্রিয় ও অতিথি উভয়েই ব্রহ্মলোকাকাজকী গৃহস্থের মাননীয় জানিবে । সাধুশীল ব্যক্তির নিমন্ত্রণ ভিন্ন পরকীর পাকায় ভোজনে প্রবৃত্ত হইবে না । বাকু, হস্ত ও পাদ এ সকলের চাকল্য (বৃথা প্রয়োগ), এবং অতি ভোজন বর্জন করিবে । শ্রোত্রিয় কিংবা অতিথির প্রীতর্থে তাঁহার প্রতিগমন সময়ে পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাটীর সীমা পর্যন্ত গমন করিবে । শান্তশীল কুটুম্বাদিসহ একত্র সুখোপবেশনে দিবার শেষভাগ অতিক্রম করিয়া সায়ংসন্ধ্যা উপাসনান্তর হোমকার্য্য সমাধান করিবে । পরে ভূত্যগণের সহিত নিজের হিতার্থ পরামর্শ করিবে । ২১-২৫

ব্রাহ্মমূহূর্তে নিদ্রা হইতে উখিত হইয়া ধনদানাদি দ্বারা ব্রাহ্মণকে তুষ্ট করিবে এবং বৃদ্ধের রীতি (পুখ্যানুপুখ্য বিবেচনা) ও আর্তের রীতি (ঈশ্বরভক্তি) অবলম্বনপূর্বক ভারবাহী

১। তথা যঃ প্রত্যাহ্বজঃ পুনঃ ।

ইথাধ্যায়ন-দানাদি বৈশ্বস্ত কজিয়ন্ত চ ।

প্রতিগ্রহোহথিকো বিপ্রো যাজনাধ্যাপনে তথা । ২৭

প্রধানং কজিয়ে বর্ষঃ প্রজানাং প্রতিপালনম্ ।

কুসীদ-কৃষি-বাণিজ্যং পশুপাল্যং বিশঃ শ্রুতম্ । ২৮

শূদ্রস্ত দ্বিজতজ্জবা দ্বিজো যজ্ঞং ন হাপয়েৎ ।

অহিংসা সত্যমন্তেষু শৌচমিচ্ছিয়সংযমঃ । ২৯

দমঃ কমার্জিবং দানং সর্কেষাং বর্ষসাধনম্ ।

আচরেৎ সপুণীং বৃত্তিমজিন্দ্ৰামলঠাং তথা । ৩০

জৈবামিকামিকারো বঃ স সোমং পাতুমর্হতি ।

স্তানয়ৎ বার্ষিকং যন্ত কুর্যাৎ প্রাক্সোমিকীং জিন্নায় । ৩১

প্রতিসংবৎসরং সোমঃ পশুপ্রত্যয়নং তথা । কর্তব্যাগ্রহণেষ্টি চাতুর্মাস্যানি যত্নতঃ । ৩২

এবামসম্ভবে কুর্যাদিষ্টিং বৈশ্বানরীং বিশঃ । হীনজবাং ন কুর্ন্বীত সতি দ্রব্যোহকলপ্রদম্ । ৩৩

চাণালো জারতে যজ্ঞকরণাক্ষুদ্রভিক্তিতাৎ ।

যজ্ঞার্থলব্ধমদনভাসঃ^১ কাকোহপি বা ভবেৎ । ৩৪

স্রীতি (ক্রতুগমনাদি পারিভ্রমিক কার্য) অনুষ্ঠান করিবে । যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যায়ন ও দানাদি কার্যসকল কজিয় বৈশ্বস্তও কর্তব্য কর্ম । যজ্ঞ, অধ্যায়ন, দান, প্রতিগ্রহ, যাজন ও অধ্যাপন এই সকল কর্ম জ্ঞানগের বর্ষ । প্রজাপালনই কজিয়ের প্রধান বর্ষ । কুসীদ (শূদ্রগ্রহণ), কৃষিকার্য, বাণিজ্য, পশুপালন এই সকল বৈশ্বজাতির নিত্যকর্ম । শূদ্রগণ কেবল দ্বিজজাতির ওজ্জ্বা করিবে, ইহাই তাহাদিগের প্রাপ্ত বর্ষ । দ্বিজগণ প্রতিদিবসীর কর্তব্য যজ্ঞ পরিত্যাগ করিবে না । অহিংসা, সত্য, অন্তেষ, শৌচ, ইচ্ছিয়সংযম, দম, কমা, সন্তলতা ও দান এই সকল সর্কবর্ণের বিহিত বর্ষ । সকল বর্ষই স্ব স্ব জাতীয় বৃত্তি আচরণ করিবে, তখন তাহাতে শঠতা ও দর্প পরিহার করিতে হইবে । ২৬-৩০

যে ব্যক্তির বর্ষত্রয়ের উপবোধী অন্ন সঞ্চিত আছে, সে সোমবৎসপানের উপযুক্ত পাত্র । আর যে ব্যক্তির একবর্ষের অন্ন সঞ্চিত আছে, সে সোমপানের পূর্বকর্তব্য কার্যের অধিকারী । সোমযাগ, পশুযাগ, গ্রহণেষ্টি ও চাতুর্মাস্য ত্রুত এই সকল কার্য প্রতিবৎসর করিতে হয় । এক বৎসরের মধ্যে পূর্বোক্ত কার্যসকল করিতে না পারিলেও অগ্নিহোত্র যজ্ঞ অবশ্য করিবে । অঙ্গীর দ্রব্যসকলের সম্ভাবে কোনরূপেও অঙ্গহীন কার্য করিবে না, তাহা হইলেই সেই কার্য ফল প্রদান করিতে পারে । শূদ্রের নিকট হইতে ভিক্ষা করত সেই ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য দ্বারা কোন যজ্ঞ করিলে সেই যজ্ঞকর্তা চণালযোনি প্রাপ্ত হয় । যজ্ঞার্থ সমাহৃত দ্রব্য ভক্ষণ করিলে সেই ব্যক্তি কাকরূপে জন্মগ্রহণ করে । যাহার কোষপূর্ণ যাজ

কুশলকুষ্ঠী ধাতো বা ত্বেহিকোহন্থনোহপি বা ।
 জীবেষাপি শিলোহেন জেয়ানেষাং পরঃ পরঃ । ৩৫
 ন যাব্যাবিরোধার্থমীহেতু ন যতন্ততঃ ।
 রাজ্যান্তেবাসিগোত্রেভ্যঃ সীদগ্নিজেহনং ক্ষুধা । ৩৬
 দন্তহেতুক-পাষতি-বকবৃত্তীংশ্চ বর্জয়েৎ ।
 তুলায়রধরো নীচঃ^১ কেশ-শরঙ্গ-নথঃ শুচিঃ । ৩৭
 ন ভার্ঘ্যাদর্শনেহগ্নীয়াং নগ্নবাসা ন সংহিতঃ ।
 অগ্নিযজ্ঞ বদেজ্জাতু ব্রহ্মসূত্রী বিনীতবান্ । ৩৮
 দেবাদীন্ দক্ষিণান্ কুর্যাদ্ যজিমান্ স কমনলুঃ ।
 ন তু মেহেয়দীক্ষারাতশ্চগোষ্ঠাশ্চবর্জ্যম্ । ন প্রত্যগ্ন্যর্কণোসোম-সম্ভ্যাবৃত্তীবিজ্ঞানাম্ । ৩৯
 নেক্ষেভার্কং ন নগ্নাং^২ জ্ঞীং ন চ সংসৃষ্টমৈথুনাম্ ।
 ন চ মূত্রং পূরীষং যপেৎ প্রত্যাক্শিরা ন চ । ৪০
 প্লিবনাসুক্শকৃৎস্ব-বিষাণ্যপ্লু ন সংক্ষিপেৎ ।
 পাদৌ প্রতাপয়েন্নাপৌ ন চৈনমভিলজ্যয়েৎ । ৪১

আছে, দিনত্রয়ের আহারোপযোগী শস্ত সঞ্চিত রহিয়াছে কিংবা যাহার কেবল আগামী দিবসের আহারীয় দ্রব্যের সংগ্রহ আছে, আর যে ব্যক্তি উক্তবৃত্তি অবলম্বন করিয়া প্রতিদিনের আহারীয় দ্রব্য সংগ্রহ করে, এই সকলের পরপর সুখের তারতম্য হইয়া থাকে ।
 ৩১-৩৫

বাহাতে ব্রাহ্ম্যায়ের ব্যাঘাত হয়, একপ বৃত্তি অবলম্বন করিবে না । যদি অগ্ন্যভাবে ক্ষুধা-জনিত ক্লেশ উপস্থিত হয়, তবে রাজা, ছাত্র কিংবা স্বজাতীয় হইতেও অর্থ প্রার্থনা করিতে পারে । দান্তিকবৃত্তি (দন্ত করিয়া অর্থোপার্জন), হেতুক (ভক্ততপস্বী) ও পাষতবৃত্তি আশ্রয় করা কর্তব্য নহে । সর্বদা শুভবস্ত্র পরিধান, কেশ, শরঙ্গ ও পবিত্র নথধারণ করিবে, ভার্ঘ্যার সম্মুখে বা একবস্ত্রধারী হইয়া ভোজন করিবে না । অপরাপরের প্রতি অপ্রিয়বাক্য কখনও প্রয়োগ করিবে না ; সর্বদা ব্রহ্মসূত্রধারী ও বিনীত হওয়া কর্তব্য । যজি ও কমনলুধারী হইয়া দেবাদির প্রদক্ষিণ করা বিধেয় । নদীতে, বৃক্ষাদির ছায়ায়, ভস্মে, গোষ্ঠে, জলে ও পথে মূত্রত্যাগ করিবে না । অগ্নি, অর্ক, গো, চন্দ্র, পূর্ব ও পশ্চিমদিক্, জল, জ্ঞী ও আশ্রয়ের সম্মুখীন হইয়া মূত্র পরিত্যাগ বিধেয় নহে । উদয় ও অস্তোমুখ সূর্যাদর্শন অবিধেয় এবং নগ্না কিংবা মৈথুনাসক্তা জ্ঞী, আর মূত্র ও পূরীষ কদাচ অবলোকন করিবে না ; আর পশ্চিমলীর্ষ হইয়া শয়ন সর্বদা নিষিদ্ধ । ৩৬-৪০

নিষ্ঠীবন (খু খু), ব্রজ, বিষ্ঠা, মূত্র ও বিষ জলে নিক্ষেপ করা নিতান্ত অকর্তব্য । পাদযজ্ঞ

১ । নিত্যং । ২ । নেক্ষেভাগ্ন্যর্কনগ্নাং ।

নিবেদ্যাজলিনা তোয়ং ন শয়ামং প্রবোধয়েৎ ।

নাটকঃ ক্রীড়েচ্চ কিতবৈৰ্ব্যাপিঠৈতচ্চ ন সংবিশেৎ ॥ ৪২

বিক্রম্ভং বর্জয়েৎ কর্ণ প্রেতধূমং নদীতটম্ । কেশভস্মভূষাঙ্গারং কপালেষু চ সংস্থিতিম্ । ৪৩

নাচক্ষীত ধরতীং গাং নাভাবেনাবিশেৎ কটিং ।

ন রাজঃ প্রতিগৃহীয়াস্ত কস্তোচ্ছাদ্যবস্তিনঃ ॥ ৪৪

অধ্যায়ানমুপাকৰ্ম্ম আবণাং অবণে ন চ ।

হস্তে চৌষধিভাবে বা পঞ্চম্যাং আবণস্ত চ ॥ ৪৫

পৌষমাসস্ত রোহিণ্যামষ্টকায়ামথাপি বা ।

জলান্তে হৃদয়াং কুর্য্যাৎসংসর্গং বিধিবদ্বিহঃ ॥ ৪৬

ভ্রাহং প্রেতেধনধ্যায়ঃ শিষ্টান্তিগুণকুবজুৰু । উপাকৰ্ম্মণি চৌৎসর্গে স্বশাখশ্রোত্রিয়ে যুতে ॥ ৪৭

সঙ্ক্ৰাণ্ণজ্জিতনির্ধাত-ভুকম্পোচ্ছাদ্যনিপাতনাং । সমাপ্য বেদং ত্বনিশমারণ্যকমবীত্যা চ ॥ ৪৮

পঞ্চদশাং চতুর্দশাং চৈতম্যাং রাহুসূতকে । ঋতুসঙ্ঘিষ্ম ভুক্ত, বা আদিকং প্রতিগৃহ্য চ ॥ ৪৯

পশুযজ্ঞকনকুল-সাহিমার্জ্জবশুকরৈঃ । কৃত্তেহন্তরে অহোরাত্রং শক্রপাতে ভবেচ্ছুরে ॥ ৫০

স্বক্ৰোষ্ঠীগর্দভোলুক-সামবালার্ভুনিঃস্রব্ধে । অমেধ্যশবশূদ্রাভ-শ্রশানপতিভাতিকৈ ॥ ৫১

দেশেহুচচৌ বর্জ্য নি চ বিদ্যাংস্তনিতসংগ্ৰবে । ভুক্ত,ার্ভুপাণিরন্তোভ-বর্জ্যরাজেহুতিমাক্রতে ॥ ৫২

অগ্নিতে ভাপন, অগ্নিউল্লঙ্ঘন, অঞ্জলিহার্য জলপান, নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগরিতকরণ, ধূর্ত-ব্যক্তির সহিত পাশাক্রীড়া ও ব্যাহিত ব্যক্তির সহিত একত্র সংসর্গ কর্তব্য নহে । প্রেতদেহের ধূমগ্রহণ ও নদীতীরে বাস নিত্যন্ত বিরুদ্ধবিধায় বর্জন করিবে । হিন্নকেশ, ভস্ম, ভূষ, অঙ্গার ও নুকপালে অবস্থান করিবে না । জলপানাসক্ত গোকৈ নিবারণ করিবে না এবং ঘর ব্যতীত অগ্ন্যস্থান দিয়া গৃহাদিতে প্রবেশ করা উচিত নহে । শাশ্রলঙ্ঘনকারী ও লুক্করাজার নিকট ধন প্রার্থনা করিবে না । আবণাপূর্ণিমা, অবণানকত্র, হস্তানকত্র, আবণপঞ্চমী, পৌষমাসের রোহিণী এবং অষ্টকাষিতে উপাকৰ্ম্ম (সংস্কারপূর্বক বেদপাঠ) করিবে না এবং গুরুর বহির্ভাগে জলসমীপে বিধিপূর্বক যুত্র পুরোহোৎসর্গ করিবে । ৪১-৪৬

শিষ্ট, পুরোহিত, গুরু ও বন্ধুর মরণে জিরাত্র অনধ্যায় জানিবে ; উপাকৰ্ম্ম সম্পূর্ণ হইলে ; স্বশাখশ্রোত্রির মরণে, সঙ্ক্ৰাণ্ণজ্জনে, নির্ধাত ও ভুকম্পন হইলে, উচ্ছাপাতে, বেদসমাপ্তিতে ও আরণ্যকোপনিষদ অধ্যয়নাতে, অনধ্যায় গণ্য করিবে । পূর্ণিমা, অমাবস্যা, চতুর্দশী, অষ্টমী, চন্দ্রসূর্যাগ্রহণে, ঋতুসঙ্ঘিষ্মে ভোজনান্তে এবং শ্রাদ্ধীয়দ্রব্য গ্রহণের পর অধ্যয়ন করিবে না ; আর পশু, যজ্ঞুক, নকুল, কুকুর, সর্প, মার্জ্জার ও শূকর যদি পাঠকালে গুরুনিষেধ মধ্য দিয়া গমন করে, তাহা হইলে এবং বজ্রপাতান্তে অহোরাত্র অনধ্যায় জানিবে । ৪৭-৫০

কুকুর, শূগল, গর্দভ, পেচক, বালক ও পীড়িত ব্যক্তির আর্ভরবে এবং অপবিজ্ঞ শব, শূদ্র, নীচ ও পতিত ব্যক্তি নিকটবর্তী হইলে অনধ্যায় হইবে । অশুচি স্থানে, পথে, বিদ্যাদগ্ধজনে,

দিগ্‌দাহে পাণ্ডবর্ষে সন্ধ্যানীহারভীতিষু । ধাবতঃ পুষ্টিগচ্চে চ শিষ্টে চ গৃহমাগতে ॥ ৫৩
 ধরোঈবানহন্ত্যন-নৌবৃক্ষগিরিরোহণে । সন্তজিংশদনধ্যান্না-নেতাংস্তাংকালিকান্ বিদ্যুঃ ॥ ৫৪
 বেদত্বিক্‌স্নাতকাচার্য্য-রাজাং ছায়াং পরত্নিয়া ।
 নাক্রাসেমন্তকবিগ্নুজ-ঈবনোষর্জনানি চ ॥ ৫৫
 বিপ্রাহিক্‌জিয়াশ্বানো নাবজেষ্য কদাচন । দূরাহ্‌চ্ছিষ্টবিগ্নুজ-পাদান্তাংসি সমুৎসৃজেৎ ॥ ৫৬
 অতিশূভ্রাস্তমাচারং কুর্য্যান্মর্শনি ন স্পৃশেৎ ।
 ন নিশ্চাতাডনে কুর্য্যাৎ মৃতং শিষ্যক্‌ জাডয়েৎ ॥ ৫৭
 আচরেৎ সর্বদা ধর্ম্যং তদ্বিরুদ্ধস্ত নাচরেৎ । যাতাপিতৃতিথীক্‌ট্যাট্ট-কিবাদং নাচরেদ্‌ গৃহী ॥ ৫৮
 পক্ষপিত্তাননুজ্ঞাত্য ন স্নান্নাং পরবারিষু । স্নান্নান্নদীপ্রশ্রবণদেবখাতহৃদেষু চ ॥ ৫৯
 বর্জয়েৎ পরশয্যাং ন চান্নোষাদনাদপি । কদর্য্যবত্‌বৈরাগাং তথা চান্নগ্রিকস্ত চ ॥ ৬০
 বৈশাভিশস্তবর্জুস্ত-গনিকাগনদীক্ষিণাম্ । পাত্যন্তরচিকিৎসানাং ক্রৌবরঙ্গোপজীবিনাম্ ॥ ৬১
 কুরোগ্রপতিত-ব্রাত্য-দাভিকোচ্ছিষ্টভোজিনাম্ ।
 শাস্ত্রবিজ্ঞপ্তৈশ্চৈব জীজিভগ্রামযাজিনাম্ ॥ ৬২

ভোজনান্তে, আর্জহন্তে, জলমধ্যে, অর্দ্ধরাত্রে, বজ্রাবাতপ্রবাহে, দিগ্‌দাহে, ধূলিঘর্ষণে, সন্ধ্যা-
 সময়ে এবং হিমপাতে (কুয়াসার) অধ্যয়ন নিষিদ্ধ । কদাচ ধাবমান উপাধ্যায়ের নিকট
 অধ্যয়ন করিবে না ; আর সাধু ব্যক্তি যগৃহে সমাগত হইলে বেদাধ্যয়নের বিরাম করিবে ।
 গর্ভভ, উষ্ট্র, যান, হস্তী, অশ্ব, বৃক্ষ, নৌকা ও পর্বতারোহণে অনধ্যায় জানিবে । যে সকল
 উক্ত হইল, ইহা কেবল তৎকালিক অনধ্যায় বলিয়া গণ্য হইবে । বেদোদিত কার্য্য ঋত্বিক্‌,
 স্নাতক, আচার্য্য ও রাজা, ইহাদিগের ছায়া, পরত্নী, রক্ত, বিষ্ঠা মূত্র, নিপ্তিবন ও তৈলাদি,
 উষর্জন সামগ্রী উল্লঙ্ঘন করিতে নাই । ব্রাহ্মণ, রাজা, সর্প ও জীবনকে কোনক্রমে অবজ্ঞা
 করিবে না ; উচ্ছিষ্ট, বিষ্ঠা ও মূত্র দূর হইতেই অস্পৃশ্যজ্ঞানে পরিহার করিবে । বেদ ও
 শূভ্রাস্ত আচার পালন করত অন্তরে কোন অনুতাপ অনুভব করিবে না এবং উক্ত আচারের
 নিশ্চাবাদও করিবে না । শাসনার্থ গুহ ও শিষ্যকে তাড়না করিবে । ৫১-৫৭

সর্বদা স্বধর্ম্মাচরণ বিধেয়, অধর্ম্মাচরণ উচিত নহে । যাতা, পিতা, অতিথি ও ধনী
 ব্যক্তির সহিত হেতুসত্ত্বেও অতিশয় বিবাদ করা অকর্তব্য । পরকীর জলাশয়ে পক্ষ যুৎপিও
 উদ্ধার না করিয়া স্নান বিধেয় নহে, কিন্তু নদী, পর্বত, প্রশ্রবণ, দেবখাত ও হৃদে উক্ত
 নিয়ম পালন না করিলেও দোষ নাই । কদাচ পরশয্যা শয়ন করিবে না এবং বিপদগ্রস্ত
 না হইলে কদর্য্য অন্ন, শক্রর অন্ন ও নিরগ্নিক ভ্রাতৃগণের অন্ন ভোজন কদাচ করিবে না ।
 বেণুবাণজীবী, পরদোষঘোষণাকারী, বর্জ্যবিক (সুদখোর), বেস্তাগণের দীক্ষাদাতা ব্রাহ্মণ,
 চিকিৎসক, নপুংসক, ব্রহ্মজীব, হৃষ্টাশ্রয়, উগ্ররভাব, ব্রাত্য (যথাকালে যাহাদিগের
 উপদয়ন হয় নাই), দাভিক, উচ্ছিষ্টভোজী, শাস্ত্রবিজ্ঞরী, জীবন্ত, গ্রামযাজী, প্রজাপীড়ক

বৃশংস-রাজরজক-কৃত্র-বধজীবিনাম্ । শিঙনানুভিনোষ্টৈব সোমবিক্রমিগন্তথা ॥ ৬০
 বন্ধিনাং স্বর্ণকারাগাময়মেবাং কদাচন । ন ভোক্তব্যং বৃথায়াংসং কেশকীটসমমিতম্ ॥ ৬১

ভক্তং পশুংসিতোচ্ছিষ্টং শৃঙ্গুষ্ঠং পতিভেক্ষিতম্ ।

উদক্যা স্পৃষ্টংসংঘৃষ্টং পৰ্য্যায়াক বর্জয়েৎ ।

গোস্ত্রাতং শকুনোচ্ছিষ্টং পানস্পৃষ্টক কামতঃ ॥ ৬২

শূদ্রেহু দাসগোপাল-কুলমিজার্জগীরিণঃ ।

ভোজ্যারো নাপিতশ্চৈব যশ্চান্নানং নিবেদয়েৎ ॥ ৬৩

অন্নং পশুংসিতং ভোজ্যং স্নেহাক্তং চিরসঙ্কৃতম্ ।

অন্নোহা অপি গোমূষ-যব-গোবিসমিক্রিয়াঃ ॥ ৬৪

সন্ধিতনির্দশাবংসমোঃ পরঃ পরিবর্জয়েৎ । উষ্ট্রৈকশফং স্ত্রীণাং পরশ্চ পরিবর্জয়েৎ ॥ ৬৫

ক্রব্যাপকিদাক্যাহ-তুকমাংসানি বর্জয়েৎ । সারসৈকশফান্ হংসান্ বলাকবকটিট্টিতান্ ॥ ৬৬

বৃথা কুম্বরসংযাব-পায়সাপুপসঙ্কলীঃ । কুররং জালপাদক খঞ্জরীটমুগদ্বিজান্ ॥ ৬৭

চাখান্ মৎস্তানরক্তপাদান্ জঙ্ঘ, বৈ কামতো নরঃ ।

বক্করং কামতো জঙ্ঘ, সোপবাসস্ত্রাহং ভবেৎ ॥ ৬৮

বৃশংস, রাজরজক, কৃত্র, বধজীবী, খল, মিথ্যাভাবী, সোমবিক্রয়ী, বন্দী ও স্বর্ণকারগণের অন্ন কদাচ ভক্ষণীয় নহে। বৃথা (দেবাদির অনিবেদিত) মাংস ও কেশকীটাদি সংযুক্ত অন্ন কদাপি ভোজন কর্তব্য নহে। ৬০-৬১

পশুংসিত (বাসি) ও উচ্ছিষ্ট অন্ন, কুক্করস্পৃষ্ট, পতিভব্যতিকর্তৃক দৃষ্ট, রজস্বলাস্পৃষ্ট, অস্তকর্তৃক ত্রক্ষিত, অনিশ্চিত বহুলোকের অন্ন প্রস্তুত অর্থাৎ হোটেল ও মহোৎসবাদির অন্ন, পোকতৃক আশ্রিত, পক্ষীর উচ্ছিষ্ট এবং ইচ্ছাপূর্বক চরণদ্বারা স্পৃষ্ট অন্নাদি পরিভোজন করিবে, কদাচ তাহা ভোজন করিবে না। শূদ্রের অন্ন সর্বদা বর্জনীয়; তদ্রূপে কিন্তু দাস, গোপ, কুলমিজ, অর্জগীরী, নাপিত এবং আত্মসমর্পণকারী শূদ্রের অন্ন ভোজন করিতে পারে। যে অন্নাদি পশুংসিত ও চিরপক, তাহাও বৃত্তসিদ্ধ করিয়া রাখিলে ভোজনে দোষ নাই এবং দৃঢ়শূক হইলেও যব ও গোমূষ আর হৃদ্বিকার বিশেষ দ্রব্য ভোজন করিতে পারে। যে গাভী গর্ভ গ্রহণ কর্তৃক কামুকী হইরাছে, উষ্ট্র এবং যে পশুর ক্ষুর অথবা, তাহার ও স্ত্রীলোকের হৃদ্বপান বিধের নহে। মাংসভোজী পক্ষী, দাতাহ (তাহক), তুক, সারস, একশফ, হংস, কুম্ববর্ণ বক, টিট্ট, এই সকলের মাংস ভোজন অবিধের আনিবে। ৬০-৬৮

দেব বা অতিথির অনিবেদিত কুম্বর (ভিলতুল), মিশ্রিত ভোজ্য দ্রব্য, যবাগ, মিষ্টান্ন, অপুপ, পিষ্টক ও সঙ্কলী (পিষ্টকবিশেষ), ভোজন করিবে না। কুরর-পক্ষী, রাজহংস, খঞ্জন ও কুক্করমাংস অখাদ্য। চাখ (সোপাচড়ই), তুকপক্ষী ও হংস ইচ্ছাপূর্বক (ঔষধার্থ বিনা)

পলাতুলভনাদীনি জঙ্ঘা চাত্মায়নকরেৎ ।

জাচ্ছে দেবান্ পিতৃন্ প্রাৰ্চ্য ঋদেগ্নাংসং ন দোষতাক্ । ৭২

যসেং স নরকে ঘোরে দিনানি পত্তরোমভিঃ । সন্মিতানি ত্বরাচারো যো হত্যাবিধিনা পশুন্ । ৭৩

মাংসং সন্ত্যজ্য সম্প্রাপ্য কামান্ যাতি ততো হরিম্ । ৭৪

ইতি শ্রীগুরুক্ষে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে গৃহহবিধি নাম ষপ্তবর্তিতমোহধ্যায়ঃ । ১৬ ।

সপ্তমবর্তিতমোহধ্যায়ঃ

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ

ঋতুজিৎ প্রবক্ষ্যামি তান্নিবোধত সত্তমাঃ । সৌবর্ণরাজতাজানং শাকরজ্জাদিচৰ্ম্মণাম্^১ ।

পাত্রাশাঞ্চাসনানাঞ্চ বারিণা শুদ্ধিরিচ্ছতে । ১

উকবাতিঃ কৃকৃবরোরীকানং প্রোকণেন চ ।

তকপাকাকৃকৃদেধৈকপাত্রস্ত মার্জনাং । ২

ভোজন করিলে দিনত্রয় উপবাসে নিম্পাপ হইবে ; পলাতুল ও ভনাদি ভোজন করিলে চাত্মায়ন করিতে হয় । শ্রাদ্ধাদিতে দেবতা ও পিতৃলোকদিগকে নিবেদন করিয়া মাংস ভোজন করিলে দোষ হয় না । কিন্তু অবৈধ পত্তহত্যাকারী ব্যক্তির সেই নিহত পত্তর রোমপরিমিত কাল ভয়ঙ্কর নরকে বাস করিতে হয় ; পরে নরকভোগান্তে মাংস পরিত্যাগ-পূর্বক “হে ভগবন্ । আর আমি বুঝা পত্তহনন করিব না” এইরূপ সম্যক প্রার্থনা করত ভগ্নীয় কৃপার পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে । ৭০-৭৪

শ্রীগুরুপুরাণে পূর্বখণ্ডে গৃহহবিধি নামক ষপ্তবর্তিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬ ।

সপ্তমবর্তিতম অধ্যায়

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—অনন্তর ঋতুজিৎ বলিতেছি, হে বিজগৎ । সেই ঋতুজিৎপ্রণালী জ্ঞাপন কর । সুবর্ণ, রজত, শঙ্খ, কঙ্ক, চৰ্ম্মনির্মিত পাত্র ও আসন সাধারণ জলদ্বারা প্রক্ষালন করিলেই শুদ্ধ হয় । কৃকৃ, কৃব ও বাত এই সকল দ্রব্য উকজল দ্বারা প্রক্ষালন করিলেই শুদ্ধ হইয়া থাকে । কাষ্ঠ ও শৃঙ্গনির্মিত দ্রব্যসকল অপবিত্র হইলে তাহাদিগের কিঞ্চিৎ অংশ কৰ্ত্তন করিয়া ফেলিলে অতুচ্ছিদোষ বিনাশ পায় । যজ্ঞীয় দ্রব্যসকল মার্জন করিলেই পবিত্র হইয়া

১ । শাকরজ্জাদিচৰ্ম্মণাম্ ।

সোমৈকরুদকগোমূত্রৈঃ শুক্লাত্যাবিককৌষিকম্ ।

ভৈক্ষ্যং যোষিষ্মখং পুণ্যং পুনঃ পাকান্নহীময়ম্ ॥ ৩

গোমূত্রাভ্যেহৈ তথা কেশমক্ষিকাকীটদূষিতে । ভক্ষ্যপাতিভুজিঃ স্তাৎ ভুক্তির্থাার্জনাদিনা ॥ ৪

ত্ৰপুসীসকভাত্রাণাং কারায়োদকব্যাবিভিঃ । ভক্ষ্যাস্তির্লৌহকাংস্থানা-মজ্জাতক সদা শুচি ॥ ৫

অমেধ্যাজস্য যুক্তোদৈর্গজলেপাপকর্ষণাৎ ॥ ৬

শুচি গোমূত্রাদি তোরং প্রকৃতিস্বং মহাপতম্ । তথা মাংসং চাণ্ডাল-ক্রব্যাদাদি-নিপাতিতম্ ॥ ৭

রশ্মিরশ্মিরজচ্ছায়া গোবিশ্বো বসুধানিলঃ । বিপ্রযো মক্ষিকা মেধা-স্তথাচমনবিন্দবঃ ॥ ৮

স্নাত্বা পীত্বা ক্ষুতে সূপে ভুক্ত্বা রথ্যাশ্রমপণে । আচাতঃ পুনরাচাত্মেৎ বাসোহস্তৎ পরিধায় চ ॥ ৯

ক্ষুতে নিষ্ঠীবনে স্বাপে পরিধানেন্দ্ৰপাতনে । পঞ্চয়েতেষু নাচামেকক্ষিণং শ্রবণং স্পৃশেৎ ।

ভিষ্ঠত্যগ্নাদন্নো দেবা বিপ্রকর্ণে তু দক্ষিণে ॥ ১০

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে দ্রব্যভুক্তির্নাম সপ্তনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

থাকে । উক্কজল ও উক্ক গোমূত্র দ্বারা ধোত করিলে কবল ও কোবের বস্ত্রের ভুক্তি সম্পাদিত হয় । ভিক্ষালব্ধ ভক্ষ্যাদি এবং স্ত্রীমুখ সদাই শুচি । যুগ্মচ পাত্র পুনর্বার দধ্ব করিলেই পবিত্র হইয়া থাকে । অন্ন গোকর্ভক আশ্রাত বা কেশ, মক্ষিকা কিংবা কাটাদি দ্বারা দূষিত হইলে তাহাতে ভক্ষ্যপ্রক্ষেপ করিলে শুচি হয় । ভূমি মার্জন দ্বারা পবিত্র হইয়া থাকে । ১-৬

পিত্তল, সীস ও তাম্রপাত্র আর ও অন্নোদকদ্বারা, আর কাংস্ত ও লৌহপাত্র ভক্ষ্যোদকদ্বারা ধোত করিলে শুদ্ধ হইয়া থাকে । অজ্ঞাত দ্রব্য সর্বদাই শুচি থাকে । কোন দ্রব্য অতদ্বস্ত্র স্পৃষ্ট হইলে মৃত্তিকামিশ্রিত জলদ্বারা কালন করিয়া সুগন্ধ অনুলেপনদ্বারা অনুলিপ্ত করিলে তাহার শুচি হয় । পৃথিবীস্থ স্বাভাবিক জল গোমূত্রপ্রদ হইলেই শুদ্ধ অর্থাৎ খাদ্যনিহিত জলে কোনরূপ অতদ্বস্ত্রের সংস্রব হইলে তাহা হইতে গোসকল জলশান করিলেই সেই জল পবিত্র হয় । বৈধমাংস কুকুর, চাণ্ডাল ও মাংসাদ নিকৃষ্টজীব দ্বারা নিপাতিত হইলেও তাহা অপবিত্র হয় না । রশ্মি, অগ্নি, অজচ্ছায়া, গো, অশ্ব, পৃথিবী, বায়ু, অশ্মবিন্দু ও মক্ষিকা ইহারা অপবিত্র নহে । এই সকল দ্রব্য সর্বদাই শুদ্ধ থাকে । স্নানাবসানে, পানান্তে, ক্ষুতে, শয়নান্তে, ভোজনাবসানে ও পথপর্যটনের পর আচমনান্তে পুনর্বার আচমন করিয়া পরিধেয়বস্ত্র পরিভ্যাগ ও অন্য বস্ত্র পরিধান করিবে । ক্ষুত (হাঁচি), নিষ্ঠীবন (থুথু), শয়ন, বস্ত্রপরিধান ও অজ্ঞপাত এই পঞ্চ কন্মের আচমন করিবে না, দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিলেই শুদ্ধ হইতে পারিবে । ভাগ্নের দক্ষিণ কর্ণে অগ্ন্যাদি দেবতা সর্কদা বসতি করেন । ৬-১০

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে দ্রব্যভুক্তি নামক সপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টনবতিতমোহধ্যায়ঃ

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ

অথ দানবিধিং বক্ষ্যে তস্মৈ শৃণুত সূত্রতাঃ ।

অন্তেষ্যে ভিক্ষণাঃ শ্রেষ্ঠা-স্তেষ্যৈশ্চৈব ক্রিয়াপরাঃ ॥ ১

অন্নবেত্তা চ তেষ্যোহপি পাত্ৰং বিদ্যাতপোহব্রিতঃ ।

গোভূষাশ্চহিরণ্যাদি পাত্রে দাতব্যমর্চিতম্ ॥ ২

বিদ্যাতপোভ্যাং হানেন ন তু গ্রাহঃ প্রতিগ্রহঃ । গৃহ্নন্ প্রদাতারমথো নন্নত্যাখ্যানমেব চ ॥ ৩

দাতব্যং প্রত্যাহং পাত্রে নিমিত্তেষু বিশেষতঃ । যাচিতেনাপি দাতব্যং অদ্যাপুতন্ত নক্তিতঃ ॥ ৪

হেমশৃঙ্গী শকৈ রৌপ্যঃ সুনীলা বস্ত্রসংযুতা ।

সকাংস্তপাত্ৰা দাতব্যা কীরিণী গোঃ সদক্ষিণা ॥ ৫

দশসৌবর্ণকং শৃঙ্গং^১ শফং সপ্তপলৈঃ কৃতম্ ।

পঞ্চাশৎপলিকং পাত্ৰং কাংস্তং বৎসস্ত কীর্ত্যতে ॥ ৬

শ্রবণিগ্নলপাত্রেণ বৎসো বা বৎসিকাপি বা । অস্তা অপি চ দাতব্যমপত্যং রোগবর্জিতম্ ॥ ৭

দাতা শ্রবণমবাপ্নোতি বৎসরান্ রোমসস্মিতান্ ।

কপিলা চেত্তারয়তে ভূরশ্চাসপ্তমং কুলম্ ॥ ৮

যাবৎ বৎসস্ত ঘো পাদৌ মুখং যোস্তাং প্রদৃশতে ।

তাবৎ গোঃ পৃথিবী জেয়া যাবদগর্ভং ন মুকতি ॥ ৯

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—হে সূত্রত মুনিগণ! অনন্তর দানবিধান বলিতেছি, শ্রবণ কর, অস্তান্ত বর্ণ হইতে ভিক্ষণ শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে যাহারা ক্রিয়াবিত্ত তাহারা ই প্রধান, তন্মধ্যেও আবার যাহারা অন্নভক্ষক, বিদ্বান্ ও তপস্তানিষ্ঠ তাহারা ই সৎপাত্ৰ বলিয়া পরিগণিত। গো, ভূমি, ধাতু এবং সুবর্ণাদি অর্চনাপূর্বক সৎপাত্রে প্রদান করাই শ্রেয়স্কর। বিদ্যা ও তপস্তাশ্রিত ব্যক্তি প্রতিগ্রহ স্বীকার করিবে না। যদি প্রতিগ্রহ করে, তবে আপনাকে ও দাতাকে অধোগামী করে। প্রত্যহ অথবা কোন নিমিত্ত উপস্থিত হইলে সৎপাত্রে অবশ্যই দান করিবে, আর কোন ব্যক্তি প্রার্থনা করিলে অদ্যাবিত্ত হইয়া আপন শক্ত্যানুসারে দান করা বিধেয়। হেমশৃঙ্গ, রৌপ্য শুর, বস্ত্র ও কাংস্তপাত্রে সহিত বৃদ্ধবতী সদক্ষিণা গাভী দান করিবে। ১-৫

দশপল সুবর্ণদ্বারা শৃঙ্গ, সপ্তপল রৌপ্যদ্বারা শুর এবং পঞ্চাশৎ পল কাংস্ত দ্বারা পাত্ৰ নিৰ্ম্মাণ করিবে; উক্ত গাভীর সহিত একটি বৎসও দিতে হইবে। ঐ গাভীর সহিত শ্রবণপাত্ৰযুক্ত একটি বৎস অথবা বৎসিকা দান কর্তব্য, সেই বৎসটি রোগহীন হওয়া আবশ্যক। এই প্রকার রীতি অনুসারে দান করিলে দাতা গোরোম-সমসংখ্যক বৎসর স্বর্গলোকে বসতি করিতে পারে। যদি ঐ ধেনু কপিলা হয়, তবে দাতার সপ্তকুল নরক হইতে উদ্ধার পায়। যে সময় গাভীর বোনিপথে উদরস্থ বৎসের মুখ ও পদদ্বয় পরিস্কৃতমান

যথা কথঞ্চিদ্বা গাং ধেনুং বা ধেনুমেব বা । অরোগামপরিষ্কৃষ্টাং দাতা যর্গে মহীমতে । ১০

জ্ঞাতসংবাহনং রোগি-পরিচর্যা সুরার্চনম্ ।

পাদশোচং বিজোজ্জ্বল-মার্জনং গোপ্রদানবৎ । ১১

বিজায় বদভীষ্টে^১ দত্তা যর্গমবাপ্নুয়াৎ । ভূদীপাংস্তান্নবজ্রাণি সর্পির্দত্তা জ্ঞেৎ ত্রিরম্ । ১২

গৃহখাতজ্বরমালা-বৃকবানঘৃতং জলম্ । শয়ানুলেপনং দত্তা যর্গলোকে মহীমতে । ১৩

ব্রহ্মদাতা ব্রহ্মলোকং প্রাপ্নোতি সূরহর্ষভম্ । বেদার্থযজ্ঞশাস্ত্রাণি ধর্মশাস্ত্রাণি চৈব হি ।

মূলোনাপি লিখিতাপি ব্রহ্মলোকমবাপ্নুয়াৎ । ১৪

এতদ্ভুলং ভগদবশ্যাদমৃজং পূর্বমীশ্বরঃ । তস্মাৎ সর্বপ্রবর্ত্তন কার্যো বেদার্থসংগ্রহঃ । ১৫

ইতিহাসং পুরাণং বা লিখিতা যঃ প্রযচ্ছতি ।

ব্রহ্মদানসমং পুণ্যং প্রাপ্নোতি চিত্তশোভিতম্ । ১৬

লোকায়তং কুতর্কক প্রাকৃতং দ্রোহভাবিতম্ ।

ন জ্যোতবাং বিজেনৈতদধো মরুতি তং বিজম্ । ১৭

সমর্থো যো ন গৃহীরাঙ্কাভুলোকানবাপ্নুয়াৎ ।

কুশাঃ শাকং পয়ো গন্ধাঃ প্রত্যাধোয়া ন বারি চ । ১৮

হয়, (যে পর্যন্ত গর্ভমোচন না হয় তদবস্থায়) সেই গো পৃথিবীরূপিণী অর্থাৎ সেই অর্ধপ্রসূতা গো-দান আর পৃথিবী দান এই দুই ফল কলপ্রদ হইবে। ধেনু হটক বা ধেনুভিন্নই হটক যে কোনরূপ অপরিষ্কৃষ্টা ও রোগবর্জিত গো দান করিলে দাতা যর্গলোকে গমন করে। ৬-১০

জ্ঞাতকনের সংবাহন (শরীরমর্জন), রোগীর পরিচর্যা, দেবতার অর্চনা, ব্রাহ্মণের পদপ্রক্ষালন ও উজ্জ্বল-মার্জন এই সমস্ত কার্য করিলে গোদানজনিত ফল লাভ হয়। ব্রাহ্মণকে বাঞ্ছিত দ্রব্য প্রদান করিলে যর্গলাভ হয়। ভূমি, প্রদীপ, অন্ন, বস্ত্র ও ঘৃত দান করিলে জীলাভ হইয়া থাকে। গৃহ, খাত, হস্ত, মালা, কলবান্ হৃক, যান, ঘৃত, জল, শয্যা ও অনুলেপন, এই সমস্ত দ্রব্য প্রদান করিলে যর্গলোকে গমন করে। যে নর বেদপ্রদান করে, সেই ব্যক্তি দেবহর্ষভ ব্রহ্মলোক লাভ করে। বেদার্থ, যজ্ঞশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্র যদি মূল্য গ্রহণ করিয়াও কেহ লিখিতা প্রদান করে, তাহা হইলেও সে ব্রহ্মলোক লাভ করে।

১১-১৪

ঈশ্বর বেদকে মূল করিয়াই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব ইতিহাস ও পুরাণশাস্ত্র লিখিতা যে প্রদান করে, সে ব্রহ্মদানসম পুণ্য ও চিত্তশোভিত লাভ করে। ব্রাহ্মণ লৌকিক অনিষ্ট শক, কুতর্ক, প্রাকৃত ও দ্রোহভাবা কদাচ গ্রহণ করিবে না। এই সকল শক অবশ্যে ব্রাহ্মণের ঐশ্বর্যশোভিত হয়। যে নর সমর্থ হইয়াও প্রতিগ্রহ করে না, সে দাতার অনুরূপ পুণ্যলাভ করে; পরন্তু কুশা, শাক, হস্ত, গন্ধ ও জল এই সকল বস্তু উপহিত হইলে কদাচ তাহা

১। বদভীষ্টং তু।

অবাচিত্তাহতং গ্রাহমপি হৃদ্ধতকর্ণণঃ । অগ্নজ কুলটাব্যপতিভেদ্যো বিষমথা । ১৯

দেবাতিথ্যর্চনকৃতে পিতৃতৃপ্যার্থমেব চ । সর্বতঃ প্রতিগৃহীন্নাদাতৃপ্যার্থমেব চ । ২০

ইতি শ্রীগুরুভে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে দানধর্মো নামাষ্টনবতিতমোহধ্যায়ঃ । ১৮ ।

নবনবতিতমোহধ্যায়ঃ

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ

অথ আত্মবিধিং বক্ষ্যে সর্বপাপপ্রণাশনম্ । অমাবস্ত্যাকারুহি-কৃষ্ণপক্ষায়নঘরম্ । ১

ম্রব্যভ্রান্নগসম্পত্তি-বিবুধংসূর্য্যসংক্রমঃ । ব্যতীপাতো গজচ্ছারা গ্রহণং চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ।

আত্মং প্রতি কুচিষ্টৈশ্চ আত্মকালঃ প্রকীর্তিতঃ । ২

অগ্নোঃ যঃ সর্ববেদেষু শ্রোত্রিয়ো বেদবিদ্ যুবা । বেদার্থবিজ্ঞোষ্ঠসাম্য জিমধুস্তিসুপর্ণিকঃ । ৩

মস্ত্রোত্তমস্তিগ্জামাতাচার্য্য-শ্বশুর-মাতুল্যঃ । ত্রিণাটিকৈত-দৌহিত্র-শিষ্য-সম্বন্ধি-বান্ধবঃ । ৪

প্রত্যাখ্যান করিতে নাই । যদি কেহ ঐ সকল বস্তু দান করিতে চাহে, তাহা অবশ্য গ্রহণ করিবে । প্রার্থনা না করিলে যদি কোন হৃদ্ধমর্গ ব্যক্তিও কিছু দিতে অভিলাষ করে, তাহা গ্রহণ করিতে কোনও দোষ নাই ; কিন্তু কুলটা, ক্লীব, পতিত ও শত্রুর নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিবে না । দেবার্চন, অতিথিসংকার ও পিতৃকৃত্যসাধনার্থ পতিতাদির নিকট প্রতিগ্রহ করিতে পারে । আত্মরক্ষার্থ সাধারণের নিকট প্রতিগ্রহে কোন দোষ হইতে পারে না । ১৯-২০

শ্রীগুরুপুুরাণে পূর্বখণ্ডে দানধর্ম্য নামক অষ্টনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮ ।

নবনবতিতম অধ্যায়

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—অতঃপর সর্বপাপনাশকারী আত্মবিধি কহিতেছি । অমাবস্তা, অষ্টকা, হুহি (বিবাহাদি সংস্কার উপলক্ষ্যে নান্দীমুখআত্ম), প্রেতপক্ষ, দক্ষিণায়ন, উত্তরায়ণ এবং উৎকৃষ্ট দ্রব্য উপস্থিত হইলে, যোগ্য ভ্রান্নগসম্পত্তি (বেদপারগ বিবিধ ভ্রান্নগ সমাগত) হইলে, বিবুধঘর, রবিসংক্রমণ, ব্যতীপাতযোগ, গজচ্ছারা (মঘাজন্মোদনী), চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণ ও যখন আত্ম করিতে বিশেষ প্রবৃত্তি হয়, এই সমস্তই আত্মকাল জানিবে । সর্ববেদপারগ, শ্রোত্রিয়, বেদার্থবিদ, জ্যোষ্ঠসামজ, জিমধু, ত্রিসুপর্ণ, ভাগিনের, পুরোহিত, জামাতা, আচার্য্য, শ্বশুর, মাতুল, ত্রিণাটিকৈত, দৌহিত্র, শিষ্য, সম্বন্ধী, বান্ধব এবং যে ভ্রান্নগ

১ । ভিখিজানে চ কুশলঃ জিমধুস্তিসুপর্ণিকঃ ।

কর্মনিষ্ঠান্তপোনিষ্ঠাঃ পঞ্চাশিঃস্বচারিণঃ । পিতৃমাতৃপরাশ্চৈব জ্ঞানদেবতাঃ ৷ ৫
 রোগী হীনাত্তিরিক্তাজঃ কাণঃ পোনর্ভবস্তথা । অবকীর্ণাদরো যে চ যে চাচারবিবজ্জিতাঃ ৷ ৬
 অবৈকবাক্ষ যে সর্বে জ্ঞানার্থী ন কদাচন । নিমগ্নয়েজ পূর্বেহ্য-দ্বিভৈর্ভাব্যক সংযতৈঃ ৷ ৭
 আচারশ্চৈব পূর্বাহ্নে আসনেযুপবেশয়েৎ । যুগ্মানু দৈবে তথা পিত্র্যে সুপ্রদেশেষু শক্তিতঃ ৷ ৮

যৌ দৈবে প্রান্তরক পিত্র্যে জীতৈকং চোত্তরোঃ পৃথক্ ।

মাতামহানামশ্যেবং তদ্বৎ বা বৈশ্বদেবিকম্ ৷ ৯

হস্তপ্রক্ষালনং দত্তা বিকীর্যার্থে কুশানপি । আবাহ্য তদনুজাতো বিদ্রে দেবাস ইত্যচাৎ ৷ ১০

যবৈবরুৎ বিকীর্য্যথ ভাজনে সপবিত্রকে ।

শম্নো দেব্যা পন্নঃ কিস্ত, যবোহসীতি যবান্তথা ৷ ১১

যা দিব্যা ইতি মন্ত্রেন হস্তেদর্ঘ্যং বিনির্ম্মিপেৎ ।

গন্ধোদকে তথা ধূপং মালাং বাসঃ প্রদীপকম্ ৷ ১২

অপসব্যং ততঃ কৃত্বা পিতৃপামপ্রদক্ষিণম্ ।

বিভগাংস্ত কুশানু দত্তা উশতস্তেভ্যচা পিতৃন্ ৷ ১৩

আবাহ্য তদনুজাতো অপেনায়াস্ত নস্ততঃ । যবার্হন্ত তিলৈঃ কার্য্যঃ কুর্যাদর্ঘ্যাদি পূর্ববৎ ৷ ১৪

ক্রিয়ানিষ্ঠ, তপোরত অগ্নিহোত্রযাজী, স্বাক্ষচারী, কিংবা পিতৃমাতৃপরায়ণ ভাদ্রশ্র জ্ঞানকে
 জ্ঞানকার্য্যে পাত্রীর জ্ঞানরূপে কল্পনা করিবে । ১-৫

রোগী, অজহীন, অধিকাজ, কাণ, পোনর্ভব অর্থাৎ যে দ্বী দ্বিতীয় পতিকে আশ্রয়
 করিয়াছে তদগর্ভজাত পুত্র, সম্বন্ধিত জ্ঞাত হইতে বিচ্যুত, আচারভ্রষ্ট ও বিমুক্তভিত্তিহীন
 ইহার। জ্ঞানীর আশ্রয় হইতে পারে না। যে দিন জ্ঞান করিবে, তৎপূর্বদিবস প্রভুত
 গুণসম্পন্ন জ্ঞানকে অন্য জ্ঞানজাত্য নিমন্ত্রণ করিয়া জ্ঞানে নিরোপন করিবে। জ্ঞানের
 সময়ে কৃতান্তমন জ্ঞানকর্তা প্রথমতঃ কৃতান্তলিপূর্বক আহুত জ্ঞানদিগকে আসনে উপ-
 বেশিত করাইয়া দেবপাত্রেরে দুই জ্ঞান পূর্বাভিমুখে, পিতৃপাত্রেরে তিন জ্ঞান উত্তরাভিমুখে
 পৃথক্ পৃথক্ স্থাপন করিবে, এই প্রকার মাতামহ পাত্রেরে জানিবে। পরে হস্তপ্রক্ষালনার্থ
 জল ও উপবেশনার্থ কুশাগম প্রদান করিয়া 'বিদ্রেদেবাস' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করত
 জ্ঞানকর্তৃক অনুজাত হইরা পবিত্রযুক্ত পাত্রেরে যবদ্বারা বিকীর্ণ করিবে। অনন্তর 'শম্নো
 দেবী' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা জল, 'যবোহসি' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা যব ও 'যা দিব্যা' ইত্যাদি মন্ত্র-
 দ্বারা জ্ঞান-হস্তে অর্ঘ্য দান করিবে এবং গন্ধ, জল, ধূপ, মালা, বস্ত্র, ও দীপ প্রদান
 করিবে । ৬-১২

পরে অপসব্য হস্তে বামাবর্ত্তক্রমে 'উশতস্তা' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা পিতৃগণের আবাহন করত
 তাঁহাদিগের অনুজাত হইরা 'আরান্ত নঃ পিতরঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। অর্ঘ্যানিতে

১। কর্মনিষ্ঠা দ্বিজাঃ কেচিৎ ।

২। বিদ্রেদেবা মহানুচা ।

দক্ষার্থং সংশ্রবং হেবাং পাত্রে কৃৎস্না বিধানতঃ ।

পিতৃভ্যঃ স্থানমসীতি ন্যাজং পাত্রং করোত্যধঃ ॥ ১৫

অগ্নৌ করিষ্য আদার পৃচ্ছত্যন্নং দৃতপ্লুতম্ ।

কুরুষেতি তথোক্তোহগ্নৌ হৃতাসৌ পিতৃষজ্জবৎ ॥ ১৬

হৃতশেষং প্রদদ্যাক্ত ভাজনেষু সমাহিতঃ । যথালভোপপন্নেষু রৌপ্যেযু চ বিশেষতঃ ॥ ১৭

দক্ষান্নং পৃথিবী পাত্রমিতি পাত্রাভিমন্ত্রণম্ । কৃৎস্নং বিষ্ণুরিত্যগ্নে দ্বিজাজুষ্ঠং নিবেশয়েৎ ॥ ১৮

সব্যাক্রান্তিকং গায়ত্রীং মধুবাতেত্যুচঃ তথা ।

অগ্নৌ যথাসুখং বাচ্যং ভূজীরন্তেহপি বাগ্‌মতঃ ॥ ১৯

অন্নমিচ্ছং হবিষ্যকং দদ্যাদক্ৰোধনোহতরঃ । আ তুপ্তেষু পবিত্রানি অগ্নৌ পূর্বজপং তথা ॥ ২০

অন্নমাদার তৃপ্তাঃ হ শেষকৈবানুমতা চ^১ । তদন্নং বিকিরেভুমৌ দদ্যাক্তাপিঃ^২ সকুং সকুং ॥ ২১

সর্বমন্নমুপাদার সত্তিলং দক্ষিণামুখঃ । উচ্ছিক্তসন্নিধৌ পিতৃন প্রদদ্যৎ পিতৃষজ্জবৎ ॥ ২২

মাতামহানামপোবং দদ্যাক্তাচমনং ততঃ । যন্তি বাচ্য ততো^৩ দদ্যাদক্কয়োদকমেব চ ॥ ২৩

যথের কার্য্য তিল দ্বারা করিবে ; যথাবিধি পাত্রে অর্ঘ্যপ্রদানপূর্বক পিতৃগণকে স্মরণ করিবে । তারপর “পিতৃভ্যঃ স্থানমসি” এই মন্ত্র দ্বারা ন্যাজীকৃত পাত্রকে অধঃস্থিত করিয়া দৃতপ্লুত অন্ন গ্রহণ পূর্বক “অগ্নৌ করিষ্যে” এইরূপ প্রশ্ন করিবে । ব্রাহ্মণ (পুরোহিত) ‘কুরুষ্’ এইরূপ অনুমতি দিলে পিতৃষজ্জবৎ অগ্নিতে হোম করিয়া সমাহিত চিত্তে পাত্রে হৃতশেষ প্রদান করিবে । পিতৃকার্য্যে রৌপ্যপাত্রই প্রশস্ত । তবে যাহার যেমন শক্তি, যে যেমন পাত্র সংগ্রহ করিতে পারে, সে তেমন পাত্রই দিবে । ১৫-১৭

পরে “পৃথিবী তে পাত্রং” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্বক নিমন্ত্রণ করিয়া “ইদং বিষ্ণুরিত্যগ্নে” ইত্যাদি পাঠ করত সেই পাত্রে অজুষ্ঠ নিক্ষেপ করিবে । তারপর ব্যাক্রান্তি সহ গায়ত্রী ও ‘মধুবাচ্য’ ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে । পরে “যথাসুখং বাগ্‌মতঃ স্বদ” এই মন্ত্র পাঠপূর্বক কিয়ৎকাল নিঃশব্দ হইয়া থাকিবে ; পিতৃগণ এই সময়ে সেই অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন । ব্রাহ্মকর্তা অকপটচিত্তে অভীষ্ট হবিষ্যন্ন প্রদান করিবে । পিতৃলোকের তৃপ্তি পর্য্যন্ত পবিত্র হরিন্যাসাদি জপ করিয়া পূর্ববৎ ‘মধুবাচ্য’ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে । ১৮-২০

অন্ন গ্রহণ করিয়া “ও তৃপ্তাঃ হ” এই মন্ত্র পাঠান্তে “শেষমন্নং ক দেয়ং” এইরূপ প্রশ্ন করিবে । ব্রাহ্মণ “কুরুষ্” এইরূপ অনুমতি দিলে সেই অন্ন ভূমিতে বিকিরণ করিবে । অনন্তর দক্ষিণাভিমুখ হইয়া সত্তিল অন্ন গ্রহণপূর্বক উচ্ছিক্তপাত্র সন্নিধানে পিতৃপ্রদান করিবে । এইরূপে পিতৃ পিতামহাদির পিতৃপ্রদান করিয়া মাতামহাদির উদ্দেশে পিতৃ দান করিবে । তারপর আচমনীয় প্রদান করিতে হইবে । সকল কার্য্যেই ব্রাহ্মণ ‘যন্তি’ শব্দ উচ্চারণ

দক্ষা চ দক্ষিণাং শক্ত্যা স্বধাকারমুদাহরেৎ ॥ ২৪

বাচ্যামিত্যানুজ্ঞাতঃ পিতৃভ্যশ্চ স্বধোচ্যাতাম্ ।

বিশ্বেশ্বরস্ত স্বধেভ্যস্তেভ্য ভূমৌ নিকটে ততো জলম্ ॥ ২৫

প্রায়শ্চিত্তমিতি চাহৈবং বিশ্বেদেবা জলং দদৎ । দাতারো নোহভিবর্জিতাঃ বেদাঃ সন্ততিরেব চ ॥ ২৬

অথ চ নো বা ব্যগমমহু দেবক নোহস্তিতি ।

ইত্যুক্তাপি প্রিয়ং বাচং প্রণিপত্য বিসর্জয়েৎ ॥ ২৭

বাজে বাজে প্রীত্যা পিতৃপূর্বং বিসর্জনম্ । স্বম্মিৎস্তে সংগ্রহাঃ পূর্বমর্ঘ্যপাত্রে নিপাতিতঃ ।

পিতৃপাত্রে উদ্বৃত্তানং কৃত্বা বিপ্রান্ বিসর্জয়েৎ ॥ ২৮

প্রদক্ষিণমমুদ্রজ্য^১ ভূমৌ পিতৃশেষিতম্ । ব্রহ্মচারী ভবেৎ তাস্ত রজনীং ভার্য্যা সহ ॥ ২৯

এবং প্রদক্ষিণং কৃত্বা^২ বৃদ্ধৌ নান্দীমুখানপি । যজ্ঞেত দধি-কর্ব্বকুমিভ্যাঃ পিতা মথৈঃ পিতাঃ ॥ ৩০

একোদ্বিষ্টং দৈবহীনমেকাগ্নৈকপবিত্রকম্ । আবাহনান্নীকরণরহিতং হুপসব্যবৎ ॥ ৩১

করিবে। তৎপরে অক্ষয়া দান করিয়া স্বীকৃত শক্তি অনুসারে দক্ষিণা দিবে। অনন্তর “স্বধাং বাচয়িস্যে” এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণের নিকট প্রার্থনা করিলে ব্রাহ্মণ “বাচ্যাতাম্” এই বাক্যে অনুজ্ঞা প্রদান করিবে। ব্রাহ্মণ কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া “পিতৃভ্যঃ স্বধোচ্যাতাম্” এই মন্ত্রে পূর্বপ্রদত্ত পবিত্র সোচন করিবে। পরে “ও অস্ত্ব স্বধা” এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণ কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া ভূমিতে জল সিকন করিবে। অনন্তর জলপ্রদান করিয়া “বিশ্বে দেবাঃ প্রীয়তাং” এই বাক্য উচ্চারণপূর্বক “দাতারো নোহভিবর্জিতাম্” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিলে ব্রাহ্মণ “ও অস্ত্ব” এই বাক্যে ব্রাহ্মণকে অনুজ্ঞা করিবে। ব্রাহ্মণকারী ব্যক্তি তখন প্রিয়বাক্য প্রণিপাত করিয়া ব্রাহ্মণ বিসর্জন করিবে। ২৪-২৭

“বাজে বাজে” ইত্যাদি মন্ত্রে পিতৃাদিক্রমে ব্রাহ্মণ বিসর্জন করিতে হইবে। পূর্বে যে পিতৃপাত্র দ্বারা অর্ঘ্যপাত্রস্থ সংগ্রহ জল আচ্ছাদন করিয়া স্থাপন করা হইয়াছিল, এক্ষণে সেই আচ্ছাদিতপাত্র উন্মোচন করিয়া তাহা হইতে কিঞ্চিৎ জল মন্তকে ধারণপূর্বক ব্রাহ্মণ বিসর্জন করিতে হয়। অনন্তর প্রদক্ষিণ ও নমস্কারপূর্বক ব্রাহ্মণের ভোজন করিবে এবং রজনীমোগে স্বীয় ভার্য্যার সহিত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিবে। এইরূপে বিবাহাদি শুভ কার্য্যেও সদক্ষিণ শ্রাদ্ধ করিবে। তাহাতে বিশেষ এই যে, পিতৃাদির নামোল্লেখের পূর্বে “নান্দীমুখ” শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে। আর বদরীকলসংযুক্ত পিতৃদান করিবে; এই শ্রাদ্ধের নাম নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ। একোদ্বিষ্ট শ্রাদ্ধে দৈবপক্ষ করিবে না; আর এক পাত্র অন্ন ও একপত্রক (একগাছা) পবিত্র দিতে হইবে। এই শ্রাদ্ধে আবাহন ও অগ্নিকরণ করিতে হয় না। ইহার সমস্ত কার্য্য অপসব্যক্রমে (দক্ষিণ দিকে উত্তরীয় রাখিয়া) করিবে। ২৮-৩১

১। বেদ ইতি রঘুনন্দনভট্টাচার্য্যসম্বতঃ পাঠঃ। ২। প্রদক্ষিণমমুদ্রজ্য।

৩। সদক্ষিণং কুর্যাদ্।

উপতিষ্ঠতামিত্যাক্ষয়স্থানে বিপ্রান্ বিসজ্জয়েৎ ।

অভিরম্যতাং প্রজ্ঞাদ্ জ্ঞাদভিরতোহস্মি সঃ । ৩২

গন্ধোদকভিলৈর্মিশ্রং কুর্য্যাৎ পাত্ৰচতুষ্টয়ম্ । অৰ্ঘ্যার্থং পিতৃপাত্রেব প্রেতপাত্রে প্রসেচয়েৎ । ৩৩

যে সমানঃ ইতি জাত্যাং শেষং পূর্ববদাচরেৎ ।

এতৎ সাপিত্তীকরণমেকোদ্ধিষ্টং স্থিরা অপি । ৩৪

অৰ্ঘ্যাক্ সাপিত্তীকরণং যস্য সংবৎসরান্তবেৎ । তস্মাপ্যগ্নং সোদকুন্তং দদ্যাৎ সংবৎসরং দ্বিজৈঃ ।

পিতৃশ্চ গোহজবিপ্রৈভ্যো দদ্যাদগ্নৌ জলেহপি বা । ৩৫

হবিষ্ঠায়ৈন বৈ মাসং পার্শ্বসেন তু বৎসরম্ । মংস্ত-হারিণ-ঔরভ্র-শাকুন-ছাগ-পার্ষদৈঃ । ৩৬

ঐশ-রৌরব-বারাহ-শাটৈ-শ্মাংসৈর্যথাক্রমম্ । মাসবৃদ্ধ্যপি তুষ্যতি দৈত্বরিহ পিতামহাঃ । ৩৭

দদ্যাদগ্নয়োদিশ্যাং যথাসু চ ন সংশয়ঃ । প্রতিপৎপ্রভৃতিষেবং কন্যাদীন্ শ্রাদ্ধদো লভেৎ । ৩৮

লগ্নেণ নিহতানান্ত চতুর্দশাং প্রদীকতে । স্বর্গং হৃপত্যমোক্ষশ্চ শৌর্য্যং ক্ষেত্রং বলং তথা । ৩৯

একোদ্ধিষ্ট শ্রাদ্ধের অক্ষয়্য দানকালে “উপতিষ্ঠতাং” এই বাক্য প্রয়োগ করা বিশেষ, আর ব্রাহ্মণ-বিসজ্জ-নকালে “অভিরম্যতাং” এই বাক্য উচ্চারণ করিলে ব্রাহ্মণ “অভিরতোহস্মি” এই বাক্য প্রয়োগ করিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিবেন । একোদ্ধিষ্ট শ্রাদ্ধে এইমাত্র বিশেষ, আর সমস্ত কার্যই পূর্ববৎ করিতে হয় । সাপিত্তীকরণ শ্রাদ্ধে বিশেষ এই যে, অৰ্ঘ্যপ্রদান সময়ে গন্ধোদক ও তিলমিশ্রিত পাত্ৰচতুষ্টয় স্থাপন করিয়া তন্মধ্যে একটি পাত্ৰকে প্রেতপাত্ৰ-রূপে কল্পনা করিবে । তারপর “যে সমানঃ” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠপূর্বক প্রেতার্ঘ্য বিভাগ করিয়া পিতামহাদি পাত্ৰের সহিত সংমিশ্রণ করিবে । সাপিত্তীকরণের অন্ত্যস্ত কার্য পূর্বোক্ত নিয়মেই করিবে । অৰ্ঘ্যমিশ্রণের তার পিতৃমিশ্রণও করিতে হইবে । একোদ্ধিষ্ট ও পার্শ্বণ এই উভয়বিধ শ্রাদ্ধের নাম সাপিত্তীকরণ । এক বৎসরের মধ্যে মাহার সাপিত্তীকরণ হয়, তাহার বৎসর পূর্ণ হওয়ার দিবসে জলপূর্ণ কুন্ডের সহিত অগ্ন প্রদান করিতে হইবে । ৩২-৩৫

শ্রাদ্ধ কার্যের অবসানে গো, অজ অথবা ব্রাহ্মণকে পিতৃপ্রদান করিবে, কিম্বা অগ্নিতে বা জলে পিতৃ নিক্ষেপ করিবে । হবিষ্ঠায় দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে একমাস ও পার্শ্বসদ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে, এক বৎসর পর্যন্ত পিতৃগণ পরিতৃপ্ত থাকেন । মংস্ত, হরিণমাংস, মেঘমাংস, শকুল মংস্ত, ছাগমাংস, পৃষত (যুগবিশেষ) মাংস, ঐশ (হরিণবিশেষ) মাংস, কুরু (হরিণবিশেষ) মাংস, বরাহমাংস ও ললমাংসদ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ ক্রমশঃ এক একমাস অধিক পরিতৃপ্ত থাকেন । প্রতিবৎসর যথোক্তরোদিশীতে শ্রাদ্ধ করিবে । প্রেতগণের প্রতিপৎ হইতে অমাবস্যপর্যন্ত প্রতিদিন পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধকর্তা কন্যাদি লাভ করে । মাহারা লগ্নদ্বারা আহুত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, চতুর্দশী তিথিতে তাহাদিগের শ্রাদ্ধ করিবে । তাহাতে সুবর্ণ, সন্তান, শৌর্য্য, ক্ষেত্র ও বল লাভ হয় । ৩৬-৩৯

১। প্রোচুন্তেভিরতাঃ স্বহ । ২। সংবৎসরে দ্বিজঃ ।

পুত্রান্ ঐষ্ঠ্যক সৌভাগ্যং সযুজিৎ সুখ্যভাং শুভম্ । এবম্ভুচক্রভাকৈব বাণিজ্যপ্রকৃতীনপি ।
 আরোগিকং যশো বীজশোকভাং পরমাং গতিম্ ॥ ৪০

ধনং বিদ্যাং ভিবক্ সিদ্ধিং^১ কুপ্যং গো অশ্বজাবিকম্ ।

অন্নানামৃশ্চ বিবিবদ্ বঃ জ্ঞাতং তৎ প্রযচ্ছতি^২ ॥ ৪১

কৃত্তিকাদিত্তরণ্যভং কামী প্রাপ্নুয়াদিমান্ ।

আতিকাঃ প্রীণয়ন্তেব^৩ নবং জ্ঞাতং কৃত্তং বিজাঃ ॥ ৪২

আয়ুঃ প্রজাং ধনং বিদ্যাং বর্গং মোক্ষং সুখানি চ ।

প্রযচ্ছতি তথা রাজ্যং প্রীত্যা নিত্যং পিতৃমহাঃ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীগরুড়ো মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে জ্ঞাতবিধিনাম নবনবভিতমোহধ্যায়ঃ । ১১ ।

বিবিপূর্বক পিতৃগণের জ্ঞাতক্রিয়া সাধন করিলে জ্ঞাতকর্তা পুত্র, ঐষ্ঠ্যক, সৌভাগ্য, সযুজি, রাজ্য, আরোগ্য, ব-সমাজে প্রাধান্য, বাণিজ্যে সর্বিশেষ লাভ ও বিবিধ শুভফল প্রাপ্ত হয়; আর শোকবহিত ও যশোভাজন হইয়া পরমাগতি লাভ করে। তাহার ধন, বিদ্যা, বাক্‌সিদ্ধি, ভাস্মাদিষাৎ, গো, অশ্ব ও অন্নাদিসম্পদ লাভ হয় এবং আয়ুঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সকাম ব্যক্তি কৃত্তিকাদি ত্তরণী পর্যন্ত প্রতিদিকত্রে জ্ঞাত করিলেও উক্তরূপ সম্পদলাভ করে। আত্মিক জ্ঞানন নবায় ও নবোদক জ্ঞাত করিলে, তাহার পিতৃগণ পরিভূক্ত হইয়া তাহাকে আয়ুঃ, প্রজা, ধন, বিদ্যা, বর্গ, মোক্ষ-সুখ ও রাজ্য প্রদান করেন। ৪০-৪৩

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে জ্ঞাতবিধি নামক নবনবভিত অধ্যায় সমাপ্ত । ১১ ।

শততমোহধ্যায়ঃ

১১৬

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ

বিনায়কোপসৃষ্টে লক্ষণানি নিবোধত । যপ্রহবগাহতেহত্যর্থং জলং যুগাংশ্চ পশ্যতি ॥ ১
বিমনা বিকলারম্ভঃ সংসীদত্যনিমিত্ততঃ । রাজা রাজ্যং কুমারী চ পতিং পুত্রঞ্চ শুক্লিণী ॥ ২
নাশ্রুয়াৎ স্বপনং ভুত পুণ্যেহহি বিধিপূর্বকম্ । গৌরসর্ষপকঙ্কেন সাজ্যেনোৎসারিতম্ তু ॥ ৩
সর্কৌষধিঃ সর্কগন্ধৈর্বিলিপ্তশিরসস্তথা । ভদ্রাসনোপবিষ্টম্ বস্তু বাচ্য বিজান্ তদান্ ॥ ৪

যুক্তিকাং রোচনাং গন্ধান্ শুগ্ণশুক্লাঙ্গু নিষ্কিপেৎ ।

বা আহুতা ছেকবর্ধৈশ্চতুর্ভিঃ কলসৈর্হৃদাৎ ॥ ৫

চর্মণ্যানুহে^১ রক্তে স্থাপ্য ভদ্রাসনং তথা ॥ ৬

সহস্রাকং শতধারযুযিভিঃ পারণং কৃতম্ । তেন ত্র্যমভিষিক্যামি পাবমান্যঃ পুনস্ত তে ॥ ৭
ভগং তে বরুণো রাজা ভগং সূর্যো বৃহস্পতিঃ । ভগমিত্যশ্চ বায়ুশ্চ ভগং সপ্তর্ষয়ো দদুঃ ॥ ৮
যং তে কেশেবু দৌর্ভাগ্যং সৌমন্তে যচ্চ মূর্ধনি । ললাটে কর্ণয়োঃ কোরাপশ্চদৃ যচ্চ তে সদা^২ ॥ ৯

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—যাহার উপর বিনায়কের আবির্ভাব হয়, তাহার লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর । বিনায়কাতীত ব্যক্তি স্বপ্রাবস্থায় জলাবগাহন, জল ও যুগ দর্শন করে । যাহার প্রতি বিনায়কের দৃষ্টি হয়, সেই ব্যক্তি কখন বিমর্ষভাবে থাকে, কখন বা নিশ্চিন্তভাবে কাঁধে করে, আর কখনও অকারণে হৃৎথে নিমগ্ন হয় । বিনায়কাবিষ্ঠান হইলে রাজা রাজ্য, কুমারী পতি, ও শুক্লিণী পুত্রলাভ করিতে পারে না । ইহার শাস্তির নিমিত্ত পুণ্যতিথিতে যথাবিধি স্নান করাইবে । শ্বেতসর্ষপকঙ্ক ও ছুত দ্বারা বিনায়কাবিষ্ঠিত ব্যক্তির মস্তক অনুলিপ্ত করিয়া স্নান করাইতে হইবে । সর্কৌষধি ও সর্কপ্রকার অনুলেপন দ্রব্যাদ্বারা তাহার মস্তক বিলিপ্ত করিবে । অনন্তর সেই ব্যক্তিকে কোন বৃষচর্মের আসনে উপবিষ্ট করাইয়া আশ্রয়গণ বস্তুবাচন করিবেন । পরে কোন হৃদ হইতে একবর্ণ চারিটা কুন্তে জল আনিয়া সেই জলে যুক্তিকা, গোত্রোচনা, গন্ধ ও শুগ্ণশুক্লাঙ্গু নিষ্কিপপূর্বক সেই জলদ্বারা বিনায়কভূতাবিষ্ট ব্যক্তিকে স্নান করাইবে । ১-৬

আশ্রয়গণ স্নানকালে এই সকল মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করাইবে । যথা—কষিগণ যে জলদ্বারা পারণ করিয়া থাকেন, সেই জলদ্বারা তোমার অভিব্যেক করি, পাবমানীশক্তি তোমাকে পবিত্র করুন । বরুণ রাজা, সূর্য্য, বৃহস্পতি, ইন্দ্র, বায়ু ও সপ্তর্ষিবর্গ তোমাকে দ্বাদশ প্রদান করুন । তোমার কেশে, সৌমন্তে, মস্তকে, ললাটে, কর্ণদ্বয়ে ও নেত্রদ্বয়ে যে দৌর্ভাগ্য চিহ্ন বর্তমান আছে, তাহা এই জলাভিব্যেকে বিনষ্ট হউক । ভূতাবিষ্ট ব্যক্তিকে

১। চর্মণ্যানুহেহে । ২। নানং তদযাতু তে সদা ।

স্নাতস্ত সার্বপং তৈলং স্রবণৌড়বরেণ তু^১ । কুহরন্বৈর্জনি কুশান্ সর্বান পরিগৃহ চ^২ । ১০

মিতচ্চ সন্মিতশ্চৈব তথা শালকটকটৌ । কুশাণ্ডো রাজপুত্রশ্চেত্যন্তে বাহাসমব্রিতৈঃ । ১১

দন্তাচ্চতুষ্পাথে শূর্ণে কুশানাত্তীৰ্য্য সৰ্বশঃ । কৃতাকৃতং তথা চৈব পললৌদনমেব চ । ১২

পুষ্পং চিত্রং মৃগকক মূরাক জিবিধামপি । মূলকং পুরিকাশ্চপান্তথৈবৌগুরকা যজঃ ।

দধিপানসমরক শুভপিষ্টং সমোদকম্ । ১৩

এতান্ সৰ্ব্বানুপাকৃত্য ভূমৌ কুত্বা ততঃ শিরঃ । অগ্নিকামুপতিষ্ঠেচ্চ দন্তাদর্শাং^৩ কৃতাজলিঃ । ১৪

দূৰ্ব্বা-সৰ্বপ-পুষ্পৈশ্চ পুত্রজন্মভিরন্ততঃ । কৃতবস্ত্রায়নকৈব প্রার্থয়েদগ্নিকাং সতীম্ । ১৫

রূপং দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভবতি দেহি মে ।

পুত্রান্ দেহি ত্রিয়ং দেহি সখ্যান্ কামাংশ্চ দেহি মে । ১৬

তান্নগাংস্তোষয়েৎ পশ্চাচ্ছুরুবস্ত্রানুলেপনৈঃ । বস্ত্রমুগ্মং গুরোদিকাং সম্পূজ্যচ্চ গ্রহস্তথা ।

শ্রেয়ঃ কৰ্ম্মকসং বিশ্লেৎ সূর্য্যার্চনব্রতস্তথা । ১৭

ইতি শ্রীগরুড়ো মহাপুরাণে পূৰ্ব্বখণ্ডে বিনায়কোপসৃষ্টলক্ষণং নাম শততমোহধ্যায়ঃ । ১০০ ।

এইরূপে স্নান করাইয়া তাহার মস্তকে, উড়ুঘরনির্ম্মিত স্রব বাস হস্তে গইয়া তাহাতে সার্বপতৈল দ্বারা সমুত্ত কুশপত্রের হোম করিতে হইবে । ৭-১০

মিত, সন্মিত, কুশাণ্ড ও রাজপুত্রকে বাহান্ত মন্ত্রে হোম করিবে । অনন্তর চতুষ্পাথে কুশাক্তরণ করিরা শূর্ণোপরি পক ও অপক মাংসোদন, বিচিত্র গন্ধপুষ্প, মালা, জিবিধ মূরা, মূলক, পুরিকা, বিবিধ পিষ্টক, দধি, পান্নস, অন্ন, দৃত, শুভ ও মোদক এই সকল দ্রব্য একত্র করিরা কৃতাজলিপুটে অগ্নিকার আরাধনাপূর্ব্বক সেই সকল বলিদ্রব্য নিবেদন করিবে । পরে দূৰ্ব্বা, সৰ্বপ ও পুষ্প দ্বারা অগ্নিকাদেবীর অর্চনা করিবে । এইরূপে বস্ত্রায়ন করিরা অগ্নিকাদেবীর নিকটে প্রার্থনা করিবে : যথা—ভগবতি ! আমাকে রূপ ও যশঃ প্রদান করুন । হে দেবি । আপনি পুত্র সৌভাগ্য প্রদান করিরা আমার কামনা পরিপূর্ণ করুন । তারপর শুক্রবস্ত্র ও শুক্র অনুলেপন দ্বারা তান্নগদিগকে সন্তুষ্ট করিবে এবং শুক্রকে বস্ত্রমুগ্ম প্রদান করিরা গ্রহপথের বিশেষতঃ সূর্য্যাদেবের অর্চনা করিবে, তাহা হইলেই অতীর্থে ফল প্রাপ্ত হইবে । ১১-১৭

শ্রীগরুড়পুরাণে পূৰ্ব্বখণ্ডে বিনায়কোপসৃষ্ট লক্ষণ নামক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০০ ।

একাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ

শ্রীকামঃ শান্তিকামো বা গ্রহদৃষ্টিভিচারবান্ ।

গ্রহবাগং সমং কুর্যাদ্ গ্রহাষ্টকৈতে বৃধৈঃ শ্রুতাঃ ॥ ১

সূর্য্যঃ সোমো মঙ্গলশ্চ বৃধৈশ্চৈব বৃহস্পতিঃ । শুক্রঃ শনৈশ্চরো রাহুঃ কেতুগ্রহগণাঃ শ্রুতাঃ ॥ ২

তাস্ত্র-কাংস্থ-শ্রুটিকাচ্চ ব্রহ্মচন্দন-স্বর্ণকাং । ব্রহ্মতাদয়সঃ সীসাং কাংস্ত্যাকৃতিঃ প্রশাম্যতি ॥ ৩

ব্রহ্মঃ শুক্রস্তথা ব্রহ্মঃ পীতঃ পীতঃ সিতোহসিতঃ ।

কৃষ্ণঃ কৃষ্ণঃ ক্রম্যবর্ণাঃ স্রব্যানি মুনয়ন্ততঃ ॥ ৪

স্থাপয়েদ্গ্রহবর্ণানি হোমার্থং প্রলিখ্যেৎ পটে^১ । সর্বানি প্রদেয়ানি বাসাংসি কুসুমানি চ ॥ ৫

গন্ধাদিবলবৃষ্টৈশ্চ ধূপো দেয়শ্চ গুগ্গলুঃ । কর্তব্যাস্তত্র মন্ত্রৈশ্চ চরবঃ প্রতিদৈবতম্^২ ॥ ৬

আকৃষ্ণেন ইমং দেবা অগ্নিমূর্দ্ধা দিবঃ ককুং । উদ্‌ধ্বায়েতি জুহুয়াদৃগ্‌ভিরেব যথাক্রমম্ ॥ ৭

বৃহস্পতে পরিদীয়েতি অগ্নাং পরিশ্রতো বসম্ ।

শম্নো দেবী কয়ানশ্চ কেতুং কুশ্মিতি ক্রমাং ॥ ৮

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—শ্রীকামী, শান্তিকামী অথবা গ্রহদৃষ্টিতে অভিভূত ব্যক্তির শান্তি নিমিত্ত গ্রহবাগ করিবে। পণ্ডিতগণ গ্রহদিগের এই সকল নামকরণ করিয়া থাকেন। সূর্য্য, সোম, মঙ্গল, বৃধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনৈশ্চর, রাহু ও কেতু, এই সকলই গ্রহ। গ্রহদৃষ্টি হইলে রব্যাদিগ্রহের দোষ শান্ত্যর্থ তাস্ত্রাদিস্রব্য ধারণ করিবে। রবির দৃষ্টিতে তাস্ত্র ধারণ করিবে। এইরূপ—চন্দের কাংস্থ, মঙ্গলের শ্রুটিক, বৃধের ব্রহ্মচন্দন, বৃহস্পতির স্বর্ণ, শুক্রের ব্রহ্মত, শনির লৌহ, রাহুর সীস এবং কেতুর দোষশান্তির জন্য কাংস্ত ধারণ করিবে, ইহাতে গ্রহদোষ শান্তি হয়। ১-৩

হে মুনীগণ। অনন্তর গ্রহবর্ণ শ্রবণ কর; রবি ব্রহ্মবর্ণ, চন্দ্র শুক্রবর্ণ, মঙ্গল ব্রহ্মবর্ণ, বৃধ ও বৃহস্পতি পীতবর্ণ, শুক্র শ্বেতবর্ণ, শনৈশ্চর অসিতবর্ণ, রাহু ও কেতু কৃষ্ণবর্ণ। মুনীগণ। গ্রহদৃষ্টি ব্যক্তির শান্তির জন্য সেই সেই গ্রহের হোমার্থ উল্লিখিত স্রব্য সকল স্থাপন করিবে এবং পটে সেই গ্রহের বর্ণ চিত্রিত করিবে। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য এই সকল উপহারে অর্চনা করিতে হইবে। গ্রহদেবতার পূজাতে গুগ্গলুদ্বারা ধূপ দিবে। বস মন্ত্রে গ্রহগণের পূজা করিয়া প্রত্যেক গ্রহের জন্য মন্ত্র দ্বারা চক্র প্রদান করিবে। ৪-৬

“আকৃষ্ণেন ব্রহ্মসী” ইত্যাদি মন্ত্রে রবির, “ইমং দেবা,” ইত্যাদি মন্ত্রে চন্দের, “অগ্নিমূর্দ্ধা” ইত্যাদি মন্ত্রে মঙ্গলের, “উদ্‌ধ্বায়ে” ইত্যাদি মন্ত্রে বৃধের, “বৃহস্পতে” ইত্যাদি মন্ত্রে বৃহস্পতির, “শুক্রস্তেহশ্রুৎ” ইত্যাদি মন্ত্রে শুক্রের, “শম্নো দেবীরভীর্হরে” ইত্যাদি মন্ত্রে শনির, “কয়ানশ্চিত্রা” ইত্যাদি মন্ত্রে রাহুর এবং “কেতুং কুশ্ম” ইত্যাদি মন্ত্রে কেতুর অর্চনা

১। স্থাপয়েদ্যোময়েচ্চৈব গ্রহজটৈর্বাধিধানতঃ । ২। অধিপ্রত্যাদিদৈবতৈঃ ।

অর্কঃ পলাশঃ ঋদিরত্নপামার্গৌহিষ পিঙ্গলঃ । উডুহরঃ শমী দুর্বা কুশাশ্চ সমিধঃ ক্রমাৎ ।

হোতব্য্যাম্বুসর্গিত্যং বহ্না চৈব সমন্বিতাঃ । ৯

ততোদনমৌ পারসকং হবিষ্যং কীরবতিকম্ । দধোদনং হবিঃ পূপান্ মাংসং চিচ্চারমেব চ । ১০

দদ্যাদ্ গ্রহক্রমাদেতান্^১ দ্বিজৈস্তো ভোজনং ভতঃ ।

ধেনুঃ শম্বন্তধানত্,ান্ হেম বাসো হরন্তথা । ১১

কৃষ্ণা গৌরারসং হাগ এতা বৈ দক্ষিণাঃ ক্রমাৎ ।

গ্রহাঃ পূজ্যাঃ সদা বস্মায়াজ্যাদি^২ প্রাপ্যতে ফলম্ । ১২

ইতি শ্রীগরুড় মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে গ্রহশান্তিনামৈকাদিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১০১ ।

ও হোম করিতে হয় । গ্রহের হোমীয় দ্রব্য যথা—রবির আকন্দ, মঙ্গলের পলাশ, বুধের ঋদির, বৃহস্পতির অপামার্গ, শুক্রের অম্বু, শনির পিঙ্গল, রাহুর শমী ও কেতুর দুর্বা হোমীয় দ্রব্য । এই সকল হোমীয় দ্রব্যের সহিত দধি, মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া হোম করিতে হইবে । ৭-৯

গ্রহদিগের বলিদ্রব্য যথা—রবির শুভ ও অন্ন, শুক্রের পারস, মঙ্গলের হবিষ্য, বুধের কীরাম, বৃহস্পতির দধি ও অন্ন, শুক্রের ঘৃত, শনির পিষ্টক, রাহুর মাংস এবং কেতুর বিচিত্র অন্ন বলিদ্রব্য জানিবে । পূর্বোক্ত দ্রব্যসকল গ্রহদিগের ক্রমানুসারে ভোজনীয় দ্রব্যরূপে প্রদান করিবে । গ্রহ-যোগের দক্ষিণাদ্রব্য কথিত হইতেছে । রবির ধেনু, শুক্রের শম্ব, মঙ্গলের হর, বুধের ঘণ, বৃহস্পতির বহ্ন, শুক্রের অম্ব, শনির কৃষ্ণগো, রাহুর লৌহ এবং কেতুর বাগে হাগ দক্ষিণা দিবে । এইরূপে গ্রহদিগের অর্চনা করিলে তাহার সমুচিত ফলরূপ রাজ্যাদি লাভ হইয়া থাকে । ১০-১২

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে গ্রহশান্তি নামক একাদিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০১ ।

দ্ব্যধিকশততমোঃধ্যায়ঃ

বাজবল্য উবাচ

বানপ্রস্থাস্ত্রমং বক্ষ্যে তচ্ছ্রুত্ব মহর্ষয়ঃ । পুত্রৈশ্চ ভাৰ্য্যাং নিষ্কিন্য বনং গচ্ছেৎ সত্ৰৈব বা ॥ ১
বানপ্রস্থো ব্রহ্মচারী সান্নিঃ শমদমকমী । অৰ্চয়েৎ সান্নিকান্ বিপ্রান্ পিতৃদেবাতিথীংস্তথা ॥ ২
ভূত্যাংস্ত ভৰ্পয়েৎ শ্রদ্ধাক্ষটী-লোমভূদান্ববান্ ।
দাত্তিস্রিসবনং স্নানং নিবৃত্তশ্চ প্রতিগ্রহাৎ ॥ ৩
দ্বাধারবান্ দ্বানশীলঃ সৰ্বভূতহিতৈ রতঃ । অহো মাসস্ত যত্র বা কুর্যাদানপরিগ্রহম্ ॥ ৪
কৃতং ত্যজ্যেদান্বযুজে নয়েৎ কালং ব্রতাদিনা ।
নিরাশ্রয়ং যপেতুমো কৰ্ম কুর্যাদ কলাদিনা ॥ ৫
ঐন্দ্রে পক্কাগ্নিমবাহো বর্ষানু হুতিলেশয়ঃ ।
আর্জবাসান্ত হেমন্তে যোগাভ্যাসাদিনং নয়েৎ ॥ ৬
যঃ কণ্টকৈর্বিভূদতি চন্দনৈর্ঘণ্ট লিঙ্গতি । অক্লুতঃ পরিভূষ্টশ্চ সমস্তস্ত চ তস্ত চ ॥ ৭
ইতি শ্রীমারুতে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে বানপ্রস্থধর্মো নাম দ্ব্যধিক-শততমোঃধ্যায়ঃ ॥ ১০২ ॥

বাজবল্য কহিলেন,—বানপ্রস্থ ধর্ম বলিব, হে মহর্ষিগণ । এই বানপ্রস্থ ধর্ম শ্রবণ করুন । পুত্রের হস্তে ভাৰ্য্যাকে সমর্পণ করিয়া অথবা ভাৰ্য্যা সমভিব্যাহারেই বনে গমন করিবে । বানপ্রস্থ ধর্ম আশ্রয় করিলে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া প্রতিদিন হোম করিতে হয় । শান্ত, দাত্ত ও কমাশীল হইয়া থাকিবে এবং সান্নিক ভোজন, পিতৃগণ ও অতিথির অর্চনা করিবে । আশ্রয়ভঙ্গপরায়ণ বানপ্রস্থ ধর্মাবলম্বী মানব শ্রদ্ধাক্ষটাদি ধারণ করিয়া ভূতাবর্গের সন্তোষ সাধন করিবে এবং ত্রিসন্ধ্যা দান ও স্নান করিবে । কোনপ্রকার দানগ্রহণ করিবে না । বানপ্রস্থ ধর্ম আশ্রয় করিলে, দ্বাধারনিবৃত্ত ও দ্বানশীল হইয়া সৰ্বভূতের হিতকর কার্যে তৎপর হইয়া থাকিবে । দিবসমধ্যে অথবা মাসমধ্যে দ্বার্থ সংগ্রহ করিবে । ১-৪

আশ্বিনমাসে পকায় পরিত্যাগ করিবে । ব্রতনিয়মাদি দ্বারাই কাল অতিবাহিত করিবে । কৃষিতে নিরাশ্রয়ে শয়ন করিয়া থাকিবে । ফলাদি দ্বারা কর্মসমূহ নির্বাহ করিবে । ঐন্দ্রকালে পক্কাগ্নিসম্ব্যে ও বর্ষাকালে হুতিলে শয়ন করিবে । হেমন্ত ঋতুতে আর্জবস্ত্রে থাকিতা যোগাভ্যাসদ্বারা দিনযাপন করিবে । কেহ কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ করিলে কিংবা কেহ চন্দন দ্বারা অনুলিপ্ত করিলেও সর্বদা অক্লুত ও পরিভূষ্ট থাকিবে । ৫-৭

শ্রীমারুতপুরাণে পূর্বখণ্ডে বানপ্রস্থ ধর্ম নামক দ্ব্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০২ ॥

ত্ৰ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ

ভিক্ষার্থীঃ প্রবক্ষ্যামি তং নিবোধত সন্তপাঃ ।

বনাং প্রবৃত্ত্য কৃৎসেতি সর্ববেদসদক্ষিণম্ ॥ ১

প্রাঙ্গাপত্যং তদন্তেহপি অগ্নিমারোপ্য চাখ্যনি । সর্বকৃতহিতঃ শান্ত-ত্রিদত্তী সকমতলুঃ ।

সর্বান্নামঃ পরিভক্ষ্য ভিক্ষার্থী গ্রামমাভ্যয়েৎ ॥ ২

অপ্রমত্তশরৈস্তৈক্ষ্যং সান্নাহং নাভিলক্ষিতঃ ।

রহিতে ভিক্ষুকৈর্গ্ৰামে যাজ্ঞামাজমলোলুপঃ ॥ ৩

ভবেৎ পরমহংসো বা একদত্তী যমাদিকৃৎ । সিদ্ধযোগস্ত্যজন্ দেহমমৃতকামিহাপ্রদূরাৎ ॥ ৪

যোগমভ্যাস্য মিতলুক্ পরাং সিদ্ধিমবাগ্নদূরাৎ ।

দাতাভিখিপ্রিয়ো জ্ঞানী গৃহী জ্ঞান্বেহপি মূঢ়তে ॥ ৫

ইতি জীপারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে ভিক্ষুধর্মকথনং

নাম ত্ৰ্যধিক-শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৩ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—এখনে ভিক্ষুধর্ম বলিব, হে উপোধনগণ । তাহা শ্রবণ কর । বন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সর্ববেদ-দক্ষিণক যজ্ঞ সমাধান করত অগ্নিান্নপূর্বক প্রাঙ্গাপত্য যজ্ঞ করিবে । অনন্তর সর্বকৃতের হিতসাধনে ভৎসর, শান্ত ও ত্রিদত্তবাসী হইয়া কমতলু গ্রহণ-পূর্বক সমানন্দ চিত্তে ভিক্ষার্থ গ্রাম আভ্যয় করিবে । ভিক্ষুধর্মাবলম্বী মানব অপ্রমত্ত হইয়া অল্প ভিক্ষুক বেখানে উপস্থিত নাই, এমন গ্রামে যাইয়া ভিক্ষাচরণ করিবে ; কিন্তু সান্নাহ-কালে ভিক্ষার বাইবে না, কিংবা লোভপরতন্ত্র হইবে না । কেবলমাত্র মিষ্টের জীবিকা (সেই দিনের খাদ্য) নির্বাহ হইতে পারে এমন ভিক্ষা করিবে । ভিক্ষু ব্যক্তি যমনিরমাদি অবলম্বন করিয়া ত্রিদত্তী হইয়া পরমহংস হইবে । অনন্তর যোগসিদ্ধি হইলেই দেহ ত্যাগ করিয়া মুক্তিপদ পায় । মিতাহারী হইয়া যোগাভ্যাস করিলে উত্তম গতি লাভ করিতে পারে । গৃহী মানব দাতা, অভিখিপ্রিয় ও জ্ঞানী হইলে মুক্ত হইয়া থাকে । ১-৫

জীপারুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে ভিক্ষুধর্ম কথন নামক ত্ৰ্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৩ ॥

চতুরধিকশততমোহধ্যায়ঃ

বাক্যবল্য উবাচ

নরকাৎ পাতকোদ্ভূতাং পাপস্ত কৰ্মণঃ কৰাৎ ।

অশ্বহা স্বা ধরোষ্ট্রঃ স্তাভ্যেকোলূকাঃ সুরাপ্যপি ১ ।

স্বর্ণচৌরঃ কুমিঃ কীটভূগাদিভুক্তজগঃ । ১

কররোগী শ্রাবদন্তঃ কুনখী শিপিবিক্রকঃ । অশ্বহত্যাক্রমাৎ সূচক ভৎ সর্কং বা শিশোৰ্ভবেৎ । ২

অশ্বহতা স্বানরাবী মুকো বাগপহারকঃ ২ । বাস্তমিত্রোহতিরিক্তাক্রঃ শিতনঃ পুতিনাসিকঃ । ৩

তৈলহারী তৈলপারী পুতিবক্রস্ত সূচকঃ । অশ্বহত্যাশ্রমার্থে বনে সাদ্ অশ্বরাক্ষসঃ । ৪

রক্তহস্তীনজাতিঃ স্তাৎ পত্রশাকহরঃ শিখী । গন্ধাংহুদুন্দুবিহ্রতা ধ্যানহুদুখিকো ভবেৎ । ৫

ফলং কপিঃ পশুং হস্তা অজা কাকঃ পরন্তথা ।

মাংসং গৃধ্রঃ পটং শ্বিত্রী চৌরী লবণহারকঃ । ৬

অধাকর্ম ফলং প্রাপ্য তিৰ্য্যাক্তং কালপর্য্যয়াৎ । জারন্তে লক্ষণভেষ্টা দরিদ্রাঃ পুরুষাধমাঃ । ৭

বাক্যবল্য কহিলেন—পাপী ব্যক্তির নরভোগের পর শেষ পাপকর্ম পর্য্যন্ত হীন যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে । অশ্বহত্যাকারী ব্যক্তি নরভোগের পর ক্রমশঃ কুকুর, উষ্ট্র, গর্দভ ও ভেকযোনি প্রাপ্ত হয় এবং পরিশেষে পেচক হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করে । যে ব্যক্তি স্বর্ণচৌর, সে কুমি ও কীটযোনি প্রাপ্ত হয়, আর যে ব্যক্তি গুরুপত্নীগামী, তাহার ভূগাদি-রূপে জন্ম হয় । অশ্বহত্যাকারী কররোগী, স্বর্ণচৌর ব্যক্তি শ্রাবদন্ত এবং গুরুপত্নীগামী কুনখী হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি ইহজন্মে জন্ম গ্রহণ করে, সে পরজন্মে কপ্ত হয় অর্থাৎ জাহারে বঞ্চিত থাকে । আর যে ব্যক্তি বাক্যহরণ করে (মিথ্যা কথা বলে) সে মুক হয় । বাস্তপহারী ব্যক্তি অধিকার হয় এবং ধলব্যক্তির নাসিকাতে অতি দুর্গন্ধ হইয়া থাকে । ১-৪

তৈলপহারী ব্যক্তি তৈলপারী কীট হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং সূচক ব্যক্তির মুখে অতিশয় দুর্গন্ধ হইয়া থাকে । অশ্ব কিংবা কচ্ছা হরণ করিলে অশ্বরাক্ষস হইয়া বনে বাস করে । রক্তহতা হীনজাতি হইয়া জন্মগ্রহণ করে । পত্র শাক প্রভৃতি স্রব্য হরণ করিলে ময়ূর, গন্ধ হরণ করিলে দুন্দুভরী (হুঁচো), বাস্তহারী মূষিক, ফলহরণকারী বানর এবং পশু হরণ করিলে হাগরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হয় । এইরূপ—দুগ্ধহারী কাক, মাংসহারী গৃধ্র, বস্ত্রহতা শ্বিত্ররোগী হইয়া জন্মলাভ করে । লবণ হরণ করিলে পরজন্মে তাহার ভাগ্যে হিন্ন বস্ত্র বাতীত অচ্ছিন্ন বসন কুটিয়া উঠে না । যে যেমন কর্ম করে সে কালক্রমে তাহার তেমনই ফলরূপ তিৰ্য্যগ্ যোনি প্রকৃতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া শাস্তি পায় । সেই সকল কর্ম ভোগান্তে তাহার লক্ষণভেষ্ট,

১। স্তান্দুকশান্তে ভবিষ্যতি ।

২। বাস্তহতা মূহনাহারী কো বাগপহারকঃ ।

ভতো দিক্শবীকৃত্যঃ কুলে মহতি যোনিঃ । আয়ত্তে লক্ষণোপেতা ধনবাত্তসমস্থিতাঃ । ৮

ইতি জীগাক্ষে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে পাণকলকখনং নাম

চতুরধিক-শততমোহধ্যায়ঃ । ১০৪ ।

পঞ্চাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ

বিহিত্তাননুষ্ঠানান্নিন্মিত্ত্য চ সেবনাং । অনিগ্রহাচ্চেন্দিয়াণাং নরঃ পতনমুচ্ছতি । ১

তস্মাদ্ যত্নেন কর্তব্যং প্রায়শ্চিত্তং বিত্তদ্বয়ে । এবমকাতরাখ্যা চ লোকৈশ্চৈব প্রসীদতি । ২

প্রায়শ্চিত্তমকুর্বাণাঃ পশ্চাত্তাপবিবজ্জিতাঃ ।

নরকান্ যাতি পাণা বৈ মহারৌরব-রৌরবান্ । ৩

তামিহ লোহনমুক পুতিগন্ধসমাকুলম্ । সজ্বাতং লোহিতোদক সজীবনমহাপথম্ । ৪

মহানরককাকোল-মহতামিহতাপনম্ । অবীচীঃ কুন্তাপাকক যাতি পাণারিতা নরাঃ । ৫

মরিত্ত ও পুরুষাধম হইয়া অন্নগ্রহণ করে । অনন্তর তাহারা নিম্পাপ হইয়া স্নেহ যোগিকুলে
অন্ন গ্রহণ করে এবং সুলক্ষণাবিত্ত ও ধন-ধাত্তশালী হইয়া থাকে । ৫-৮

জীগাক্ষে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে পাণের কলকখন নামক চতুরধিক শততম

অধ্যায় সমাপ্ত । ১০৪ ।

পঞ্চাধিক শততম অধ্যায়

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—বিহিত কর্মের আচরণ না করিয়া নিম্নিত কর্মের সেবন করিলে,
আর ইন্দিরসংযম করিতে না পারিলে মনুষ্যগণ নরকে পতিত হয় । পাণাখ্যা যামব নরকে
পতিত হয়, এ নিমিত্ত দেহভক্তির অল্প সর্বপ্রথমে প্রায়শ্চিত্ত করিবে । প্রায়শ্চিত্ত করিলে
অকাতরাখ্যা পবিত্র হয়, তাহার প্রতি মনুষ্যগণ প্রসন্ন হইয়া থাকে । যে সকল পাণী ব্যক্তি
প্রায়শ্চিত্তাচরণ করে না ও পরে অনুতাপ করে না, তাহারামহাভকারবর লোহকীলকারিত্ত
পুতিগন্ধমুক্ত রৌরবে পতিত হয় । সজ্বাত, লোহিতোদক সজীবন, মহাপথ, মহানিলয়,
কাকোল, অহতামিহ, ভীষণ, প্রভৃতি নানাধকার নরক আছে ; পাণিগণ পাণবিশেষে
এই সকল নরকে পতিত হয় । ১-৫

ব্রহ্মহা মন্থনঃ ক্ষেত্রী সংযোগী গুরুতরগঃ । গুরুনিন্দা বেদনিন্দা ব্রহ্মহত্যাসম্যে হ্যভে ॥ ৬
 নিষিদ্ধভক্ষণং জিহ্মাক্রিয়াচরণম্বেব চ । ব্রহ্মহত্যামুখ্যাদঃ সূরাপানসম্যানি তু ॥ ৭
 অশ্বরত্নাদিহরণং জ্ঞেয়ং সুবর্ণস্তেজসশ্চিতম্ ॥ ৮
 নবিভার্যাকুমারীষু যযোনিস্ত্যজাদিষু । সগোত্রাসু তথা স্ত্রীষু গুরুতরসমং শ্রুতম্ ॥ ৯
 পিতৃঃ স্বসারং মাতৃশ্চ মাতুলানীং স্নুধ্যামপি । মাতুঃ সপত্নীং ভগিনীমাচার্য্যাতনরীং তথা ॥ ১০
 আচার্য্যপত্নীং স্নুত্যাং গচ্ছন্ত গুরুতরগঃ । হিহ্মা লিঙ্গং বধস্তশ্চ সকামারীঃ স্ত্রিয়ান্তথা ॥ ১১
 গোবধো ব্রাত্যতা শ্বেয়মুপানাক পুরিক্রিয়া । অনাহিতাগ্নিতা পণ্যবিক্রয়ঃ পরিবেদনম্ ॥ ১২
 কৃত্যাদধ্যয়নাদানং কৃতকাধ্যাপনং তথা । পারদার্য্যং পারিবিভক্ত্যং বার্ষ্যং লবণক্রিয়া ॥ ১৩
 স্ত্রীশূদ্রবিট্টকত্রবধো নিন্দিতার্থোপজীবিতা । নাস্তিক্যং ব্রতলোপশ্চ মূলং^১ গোশ্চৈব বিক্রয়ঃ ॥ ১৪
 পিতৃ-মাতৃ-স্নুত্যাগ-স্ত্রীগারামবিক্রয়ঃ । কস্তারা দুষণকৈবং পরিবিন্দকমাজনম্ ॥ ১৫
 কস্তাপ্রদানং ভৈষ্টেব কৌটিল্যং ব্রতলোপনম্ । আত্মনোহর্থে ক্রিয়ারন্তো মন্থপত্নানিষেবণম্ ॥ ১৬
 বাধ্যারাগ্নিসুতভ্যাগো বাহুবভ্যাগ এব চ । অসচ্ছাত্রাভিগমনং ভার্য্যাশ্চপরিবিক্রয়ঃ ।
 উপপাপানি চোক্তানি প্রায়শ্চিত্তং নিবোধত ॥ ১৭

ব্রহ্মহত্যাকারী, মন্থাপারী, অগম্যাগামী ও গুরুজনাগামী, এই সকল পাপীরা পূর্বোক্ত
 মন্থকভোগ করিয়া থাকে । গুরুনিন্দা ও বেদনিন্দা এই উভয় কার্য্যে ব্রহ্মহত্যা তুল্য পাপ
 হয় । নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ, কুৎসিতক্রিয়া আচরণ ও ব্রহ্মহত্যা নারীর মুখচূষন এই সমস্ত কার্য্যে
 সূরাপান তুল্য পাপ হইয়া থাকে । অশ্বরত্নাদি হরণে সুবর্ণস্তেজসশ্চিত পাপ হয় । বহুপত্নী,
 কস্তা, ভগিনী, অস্ত্যজাতীর স্ত্রী ও সগোত্রভার্য্যা-গমনে গুরুপত্নীগমন তুল্য পাপ হইয়া থাকে ।
 পিতৃহসা, মাতৃহসা, মাতুলানী, ভগিনী, বিমাতা, আচার্য্য-কস্তা, আচার্য্যপত্নী, কস্তা ও
 গুরুজনগমন করিলে, সেই সকল ব্যক্তির লিঙ্গচ্ছেদ করিয়া বধ করিবে । স্ত্রীও যদি
 ইচ্ছাবশতঃ কোন পুরুষকে উপভোগ করে, তাহারও উক্তরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে । ৬-১১

ব্রহ্মহত্যা, গোবধ, ঋণপরিক্রিয়া (ঋণগ্রহণ করিয়া তাহা পরিশোধ না করা),
 উপময়াদি সংস্কারহীনতা, পণ্যবিক্রয়, পরিবেদন, মূল্য (যেমন) দিয়া অধ্যয়ন, দানগ্রহণ
 যেমনভোগী হইয়া অধ্যাপন, পরদার, পারিবিভক্তা (জ্যেষ্ঠ সহোদরের বিবাহের পূর্বে কনিষ্ঠ
 সহোদরের বিবাহ), সূদগ্রহণ, লবণবিক্রয়, স্ত্রী, শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়বধ, নিন্দিত কার্য্যাদি
 উপজীবিকা, নাস্তিকতা, ব্রতভঙ্গ, মূলকর্ম্ম (অভিচারাদি), গোবিক্রয়, পিতা, মাতা, ও বহু
 পরিভ্যাগ, সরোবর ও উদ্যানবিক্রয়, কস্তাদূষণ, পরিবিন্দক (জ্যেষ্ঠ সহোদরের বিবাহের
 পূর্বে পরিণয়কারীকে) যাজন, পরিবিন্দকের নিকট কস্তাপ্রদান, কুটিলতা, ব্রতলোপ,
 আত্মার্থে ক্রিয়ারন্ত, মন্থপান, পরস্ত্রীনিষেবণ, বাধ্যারভ্যাগ, অগ্নিভ্যাগ, পুত্রভ্যাগ, বাহুবভ্যাগ,
 অসৎ শাস্ত্রাধ্যয়ন, ভার্য্যাবিক্রয় ও পুত্রবিক্রয়, এই সমস্ত উপপাতক কথিত হইল । ১২-১৭

১। মূল্যং । ২। কুশলানাক ।

শিরঃকপালধ্বজবান্ ভিক্ষাণী কর্ণ বেদনন্ । ব্রহ্মহা ছাদশসমা মিতভুক্ শুদ্ধিমাশ্রুয়াৎ ॥ ১৮
লোমভ্যঃ গ্রাহেভ্যেবং লোম প্রভৃতি বৈ তনুম্^১ । মজ্জান্তং^২ কুহ্ময়াষাপি মৈত্রৈরেভির্ঘণাক্রমম্ ॥ ১৯

শুদ্ধিঃ সাদ্ ব্রাহ্মণজ্ঞাণাৎ কুত্বেবং শুদ্ধিরেব চ ।

নিরাতঙ্কং দ্বিকং গাঞ্চ ব্রাহ্মণার্থে হতোহপি বা ॥ ২০

অরণ্যে নিয়তোঃ জপ্তা ত্রিঃকুণ্ডে বেদসংহিতাম্ । সরস্বতীং বা সংসেব্য ধনং পাত্রে সমর্প্য বা ॥ ২১

যাগস্থকজবিড্ বাতে চরেদ্ ব্রহ্মহনো ব্রতম্ ॥ ২২

গর্ভহা বা যথাবর্ণং তথা ত্রয়োদশীনি সূদনঃ^৩ । চরেদ্ ব্রতমহতাপি যাতার্থকেশুপাগতঃ ॥ ২৩

দ্বিগুণং সর্বনস্থে তু ব্রাহ্মণে ব্রতমাচরেৎ । সূরাশ্বদুতগোমূত্রং পীত্বা শুদ্ধিঃ সূরাপিণঃ ॥ ২৪

অগ্নিবর্ণং যুতে বাপি চীরবাসা জটী ভবেৎ । ব্রতং ব্রহ্মহণং কুর্য্যাৎ পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥ ২৫

রেতোবিগ্নদুতপানাত সূরাণা ব্রাহ্মণী তথা । পতিলোকপরিভ্রষ্টা গৃধ্রী শ্যাক্ককরী শুনী ॥ ২৬

বর্ণহারী দ্বিজো রাজো নত্বা তু যুযলং তথা । কর্ণণঃ খ্যাপনং কৃত্বা হতো যুক্তোহপি বা শুচিঃ ।

আত্মতুলাং সুবর্ণং বা নত্বা শুদ্ধিমিত্রাদ্বিকঃ ॥ ২৭

এইসকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত অবশ্য কর । পূর্বোক্ত পাপে পাপীজনগণ ভিক্ষাপাত্রধারণ করিয়া ভিক্ষাদ্বারা আহার কার্য্য নির্বাহ করিবে । পূর্বোক্তরূপে ছাদশ বৎসর মিতাহারী হইয়া থাকিলে পাপ হইতে মুক্তি পায় । অথবা ‘লোমভ্যঃ গ্রাহা’ ইত্যাদিরূপ মন্ত্রে শরীরের লোমাদি মজ্জান্ত সর্কাবয়ব হোম করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্তি পাইবে । নির্ভীক পক্ষী ও ব্রাহ্মণার্থে গো হনন করিলেও নিষত্ত অরণ্যে বাস করিয়া, ত্রিবেদসংহিত সমুদার যত্র জপ করিলে শুদ্ধি হইয়া থাকে । অথবা সরস্বতী দেবীর সেবা করিয়া সংপাত্রে ধন দান করিবে । যাগস্থ কজিহ্বা ও বৈশ্য হনন করিলে ব্রহ্মবধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় । গর্ভহত্যা করিলে যে বর্ণের গর্ভ হনন করিবে, সেই বর্ণবধের প্রায়শ্চিত্ত করিলে শুদ্ধ হয়, আর যে মানব হননার্থ উদযুক্ত হয়, সে হনন না করিলেও বধজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করিবে । কোন ব্রাহ্মণ যজ্ঞ সমাপন করিয়া স্নান করিতেছে, এমন সময়ে তাহাকে বধ করিলে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে । সূরাপানী ব্রাহ্মণ সূরা, জল, দুত ও গোমূত্র উত্তাপদ্বারা অগ্নিবর্ণ করিয়া পান করত দেহ বিসর্জন করিলে পাপ বিনষ্ট হয়, আর অগ্নিবর্ণ সূরাদি পান করিলেও যদি তাহাতে মরণ না হয়, তাহা হইলে চীরবাস ও জটধারণ করিয়া ব্রহ্মবধের প্রায়শ্চিত্ত করিবে । ১৮-২৫

এই প্রকার প্রায়শ্চিত্তদ্বারা বিগ্নদেহ হইলে পুনরায় সমস্ত সংস্কার করিতে হইবে । ব্রাহ্মণী যদি রেতঃ, বিষ্ঠা, মূত্র ও সূরা পান করে, তবে পতিলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া গৃধ্রী, শ্যাক্কী ও কুকুরী হইয়া অনগ্রহণ করিবে । বর্ণচোর ব্রাহ্মণ একটি যুযল প্রাপ্ত

১। সোমেভ্যঃ গ্রাহেতি চ বা লোমবান্ বিভূরাতনুম্ ।

২। গ্রহাংশ্চ । ৩। তথা ত্রয়োদশীনি সূদনম্ ।

ভগ্নেশ্বরঃশরনে সার্কীয়স্কা^১ যোষিতা যপেৎ ।

উচ্ছেষ্ট লিঙ্গং বৃষণং নৈর্ধৃত্যামৃষ্ণেং তনুহু । ২৮

প্রাজাপত্যং চরেৎ কৃচ্ছ্রং সমা বা^২ গুরুভরুগঃ ।

চান্দ্রায়ণং বা জীম্বাসানভ্যাসেদু বেদসংহিতাম্ । ২৯

এভিস্ত সংবসেদু বো বৈ বৎসরং সোহপি তৎসমঃ । ৩০

পঞ্চগব্যং পিবেদগোয়ো মাসমাসীত সংযতঃ ।

গোষ্ঠেশরো গোহনুগামী গোপ্রদানেন শুধ্যতি । ৩১

উপপাতকত্বিঃ স্যাজ্জান্নায়ণব্রতেন চ । পরস্মা বাপি মাসেন পরাক্ষেপাণি বা পুনঃ । ৩২

অথভৈকং সহস্রং দ্বা দশাং কচ্ছবধে পুমান্ । ব্রহ্মহত্যাব্রতং বাপি বৎসরজিতরং চরেৎ । ৩৩

বৈশ্বহাব্যং চরেদেতদ্রুদ্যাক্ষকশতং গবাম্ । যজ্ঞাসান্ শূদ্রহা চৈতদ্রুদ্যাক্ষেনুর্দশাণি বা^৩ ।

অপ্রহৃত্যং দ্বিরং হস্তা শূদ্রহত্যাব্রতং চরেৎ । ৩৪

করিয়া রাজাকে উহা দিয়া সেই চৌরকর্ম নিবেদন করিবে ; রাজা সেই যুগলদ্বারা স্বর্ণচৌর জালপকে আঘাত করিয়া বিনাশ করিবেন ; এইরূপ করিলেই স্বর্ণচৌর্যজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইবে । অথবা স্বর্ণচৌর্যপাপে লিপ্ত ব্যক্তি আত্মপরিমিত সূবর্ণ প্রদান করিলেও মুক্ত হইয়া থাকে । কোন স্ত্রীর নিদ্রাকালে যদি কোন পুরুষ সেই স্ত্রীর সন্তোপাভিলাষে তাহার সহিত শয়ন করে, তাহা হইলে সেই পাপিষ্ঠ তাহার লিঙ্গ ও অণ্ড ছেদন করিয়া নৈর্ধৃত্যদিকে নিক্ষেপ, অথবা উত্তপ্ত লৌহ স্ত্রীপ্রতিমা আলিঙ্গন করিয়া দেহ বিসর্জন করিলে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় । গুরুপত্নী গমন করিলে কৃচ্ছ্রপ্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিবে । অথবা তিনমাস পর্যন্ত চান্দ্রায়ণব্রত আচরণ করিয়া বেদসংহিতা পাঠ করিবে । এই সকল পাপীর যাহারা সহবাস করে, তাহারাও সেই পাপীর দ্বারা পাপযুক্ত হয় । গোবধজনিত পাপে পাপিষ্ঠ মানব পঞ্চগব্যভোজন করিয়া গোষ্ঠে শয়ন করিয়া থাকিবে এবং সর্বদা গোপণের অনুগমন করিবে । এইরূপে সংযত হইয়া এক মাস থাকিলে গোবধজনিত পাপ হইতে মুক্তি পায় । ২৬-৩০

জান্নায়ণব্রত আচরণ করিলে উপপাতকের বিমুক্তি হয়, অথবা একমাস কেবল হৃদ্যপান করিলে কিংবা পরাক্ষত আচরণ করিলে উপপাতক হইতে মুক্ত হইতে পারে । কচ্ছিবধজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে পানী মানব একটি বৃষ ও সহস্র ধেনু প্রদান করিবে, অথবা তিন বৎসর ব্রহ্মহত্যাপ্রায়শ্চিত্তব্যক ব্রতানুষ্ঠান করিবে । বৈশ্বহাব্য নর এক বৎসর ব্রহ্মহত্যাব্রত আচরণ করিবে, অথবা একশত ধেনু দান করিবে । শূদ্রহা মানব দ্বয়মাস পূর্বোক্ত ব্রত আচরণ করিবে ; অথবা দশ ধেনু প্রদান করিলে প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে । অহৃত্য স্ত্রীকে বধ করিলে শূদ্রবধবিহিত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গুতি লাভ করিতে পারে ।

১। শরনে ক্রীড়মাসস্ত যোষিতং । ২। হরাখ্যা । ৩। চৈতদ্রুদ্যাক্ষা ধেনবো দশ ।

মার্জার-গোমা-নকুল-পত-মতুক-যাতনাং ।

পিবৎ কীরং জ্যহৎ পাণী কৃচ্ছং বাণ্যধিকং চরেৎ ॥ ৩৫

পক্ষে নীলান্ বুঝান্ পক্ষ তুকে বৎসো বিহারসঃ^১ ।

খরাজমেঘেবু বুঝো দেসঃ ক্রৌকে জিহারসঃ ॥ ৩৬

বৃক-শুভ্র-লতা-বীক্লেদনে অপ্যমুকুলতম্ । অবকীর্ণী ভবেদগচ্ছা ব্রহ্মচারী^২ চ যোষিতম্ ॥ ৩৭

গর্দভং পত্নমালভ্য নৈর্ধাতক বিত্তাতি । মধুমাংসাদনে কার্য্যঃ কৃচ্ছঃ শেঘব্রতানি চ^৩ ॥ ৩৮

প্রতিকূলং ভরোঃ কৃচ্ছা প্রসাদৈব বিত্তাতি । কৃচ্ছমরং গুরুঃ কুর্য্যান্মি শ্রেত প্রহিতো যদি ॥ ৩৯

ক্রিয়মাণোপকারে চ যুতে বিশ্রে ন পাতকম্ ॥ ৪০

মহাপাপোপপাপাত্যাং যোহুতিবৎসেদুয়া পরম্^৪ ।

অব্ভক্যো মাসমাগীত সজাগী^৫ নিরতেজিরঃ ॥ ৪১

অনিযুক্তো ভ্রাতৃত্বার্থ্যাং পক্ষং চাভ্যারণং চরেৎ । জিহাজাত্তে দ্রুতং প্রাপ্ত গহোদক্যাং তু চির্ভবেৎ ॥ ৪২

মার্জার, গোমা, নকুল, সাধারণ পত ও মতুকহত্যা করিলে পাণী ব্যক্তি জিহাজ কেবল হত্যাগণ করিয়া থাকিলে পাপ বিনষ্ট হয় ; অথবা কৃচ্ছব্রত আচরণ করিবে । ৩৫-৩৬

পক্ষহত্যাকারী মানব নীলবর্ণ পক্ষ বুঝ ও গুরুবর্ণ বিবর্ধবরু একটি বৎস দান করিলে তাহার পাপ মোচন হয় । গর্দভ, হাগ ও মেঘ হত্যা করিলে সেই সকল পাপ বিত্ততির নিমিত্ত একটি বুঝ দান করিবে । বকহিংসক মানব বীর পাপের প্রারম্ভিতরূপ তিনবর্ষ-বরু বুঝ দান করিলে তাহার সেই পাপ বিনষ্ট হয় । বৃক, শুভ্র ও লতা প্রভৃতি হেদন করিলে শতবার গারজী জপ করিলেই পাপশান্তি হইয়া থাকে । ব্রহ্মচারী মানব স্ত্রীসংসর্গে অবকীর্ণপাপে লিপ্ত হয়, তাহাকে অবকীর্ণী বলা যায় । একটি গর্দভ দান করিলে অবকীর্ণ পাপ হইতে পরিণাম পায় । মধু ও মাংস ভক্ষণদ্বারা কৃচ্ছব্রতের শেঘ কার্য্য সমাপন করিবে । গুরুর প্রতিকূল কার্য্য করিলে গুরুকে সাক্ষনা করিলেই সেই পাপের প্রারম্ভিত হয় । কোন ব্যক্তিকে হানাতার প্রেরণ করিলে যদি সেই প্রহিত ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তাহা হইলে প্রেরক ব্যক্তি কৃচ্ছব্রত প্রারম্ভিত করিবে । (কোন পত্ন ব্যক্তির প্রতিকূল কর্ম করিলে তাহাকে বাজাদি প্রদান দ্বারা কিংবা সরোহবচনে সান্ত করিলেই পাপ মোচন হয়) । উপকারী ব্যক্তির অনিষ্টাচরণ করিলে তাহার মরণাত প্রারম্ভিত কথিত আছে । ৩৫-৪০

যে মানব মিথ্যাবাক্য উচ্চারণ করে, সেই ব্যক্তি মহাপাপ ও উপপাপ ভাগী হয় । এই পাপের প্রারম্ভিত করিতে হইলে সেই পাণী সংযত হইয়া একমাস কোন নির্জনস্থানে ইষ্ট মন্ত্রাদি জপ করিবে । আহারার্থ বাজা করিবে না । যেনর নিয়োগ ব্যক্তিরকে ভ্রাতৃত্বার্থ্যাগমন করে, সে চাভ্যারণ ব্রত অনুষ্ঠান করিলে পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে ।

১। গুরুবৎসং বিহারসম্ ।

২। কার্য্যং কৃচ্ছব্রতং ব্রতানি চ ।

৩। যো বদেত বুঝাতি ।

৪। অবাচী ।

গোষ্ঠে বসন্ত ব্রহ্মচারী যাস্যৈকং পয়োব্রতী । গায়ত্রীজপ্যনিরতো মৃত্যতেহসংপ্রতিগ্রহাৎ । ৪৩

ত্রিঃ কৃচ্ছ্রমাচরেদ্ ভাত্যে যাজকোহভিচরন্নপি ।

পঠেদেদং যথাশক্তি তাস্ত্১ চ শরণাগতান্ ॥ ৪৪

প্রাণারামত্রয়ং কুর্যাৎ ধরজানোঋষানগঃ । নগঃ স্নাত্বা চ ভূধ্যত গজা চৈব দিবা ত্রিরম্ ॥ ৪৫

গুরুং বৃদ্ধতা হৃদ্ধতা বিপ্রং নির্জিত্য বাদতঃ ।

বদ্ধা বা বাসসা ক্ষিপ্রং প্রসাদোপবসেদ্দিনম্^১ ॥ ৪৬

বিপ্রো দন্তোদ্যমে কৃচ্ছ্রমতিকৃচ্ছ্রং নিপাতনে ॥ ৪৭

দেশং কালং বয়ঃ শক্তিং পাপজাবেক্ষ্য যত্নতঃ ।

প্রারম্ভিতপ্রকল্পঃ স্তাদ্ যত্র চোক্তা ন নিষ্কৃতিঃ ॥ ৪৮

গর্ভভ্যাগো ভর্তৃনিকা স্ত্রীণাং পতনকারণম্ । বাসো গৃহান্তিকে দেয়মন্নং বাসঃ সরস্বতীম্^২ ॥ ৪৯

বিখ্যাতদোষঃ কুর্কীত পর্ষদোহনুমতঃ ব্রতম্ । অসংবিখ্যাতদোষস্ত বহুতং ব্রতমাচরেৎ ॥ ৫০

ব্রহ্মচরী স্ত্রীতে অভিগমন করিলে, ত্রিরাত্র উপবাসের পর ঘৃতপান করিয়া শুদ্ধ হইতে পারিবে । অসংপ্রতিগ্রহজনিত পাপ হইতে নিষ্কৃতির কামনা করিলে একমাস ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করত গরোব্রত ধারণ করিয়া গোষ্ঠে বাসপূর্বক গায়ত্রী জপ করিবে, তাহা হইলেই অসংপ্রতিগ্রহজনিত পাপ হইতে মুক্তি পায় । ভাত্যাপাণে (যথাকালে উপনয়নাদি সংস্কারের অভাবে) কৃচ্ছ্রত্রয় প্রারম্ভিত করিতে হয় । ঐ ব্রতপতিত ব্যক্তির যাজন করিলে সেই যাজকও পতিত হইয়া থাকে । এ নিমিত্ত তাহাকেও কৃচ্ছ্রত্রয় ব্রত পালন করিতে হইবে । যে নর শরণাগত ব্যক্তিকে পরিভ্যাগ করে, সে যথাশক্তি বেদপাঠ করিলে শুদ্ধ হইতে পারে । ৪১-৪৪

ধরমান ও ঋক্বেদানে গমন করিলে যে পাপ হয়, তিনবার প্রাণারাম করিলে সেই সকল পাপ নাশ পায় । দিবাতে স্ত্রীসঙ্গ করিলে বহু পরিভ্যাগপূর্বক স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে । গুরু প্রতি হকার (ধমক) ও বৃদ্ধার (ভূমি) প্রয়োগ করিলে কিংবা ব্রাহ্মণকে বাক্যদ্বারা নির্জিত করিলে তাঁহাদিগকে সাস্তুনা করিয়া এক দিবস উপবাস করিবে, তাহা হইলেই সেই পাপ হইতে মুক্তি পায় । ব্রাহ্মণকে প্রহারার্থ—দন্তোদ্যম করিলে কৃচ্ছ্রব্রত এবং ভাঙন করিলে অতিকৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিবে । দেশ, কাল, বয়স, শক্তি ও পাপ এই সকল বিবেচনাপূর্বক প্রারম্ভিতের ব্যবস্থা নির্ণয় করিবে, তাহা হইলেই পাপের নিষ্কৃতি হয় । গর্ভপাত ও ভর্তার নিকা করিলে স্ত্রী পতিতা হয় । যে স্ত্রীর উক্ত প্রকার দোষ থাকে, তাহাকে নিকট গৃহে বাস করাইবে এবং নিকট অন্ন-বস্ত্র দিয়া রক্ষা করিবে । বিখ্যাত পাপী ব্যক্তি সামাজিকগণের যতানুসারে প্রারম্ভিত করিবে । অপ্রকাশ্য পাপে শুণ্ডভাবে প্রারম্ভিত করিবে । ৪৫-৫০

১ । প্রসাদে তত্র মুনয়ন্ততো হ্যপবসেদ্দিনম্ ।

২ । এব গ্রহান্তিকে দোষঃ উদ্ভাতাঃ পুরতন্ত্যজ্ঞেৎ ।

ত্রিরাত্রোপোষণো ব্রহ্ম, ব্রহ্মহা ত্রয়মর্থনম্ ।

অন্তর্জলে বিভ্রাজ্যে দত্তা নাক পরশ্বিনীম্ । ৫১

লোমভ্যঃ বাহেতি অচা দিবসং মাকুতাননঃ । জলে স্থিতা তু জুহুয়াচ্চচারিংশদ্ যুতাহতিঃ ।

ত্রিরাত্রোপোষণো হতা কুশ্মাভীভিমুখং তুচিঃ । ৫২

সুরাপঃ বর্ণহারী চ রুদ্রজাপী জলে স্থিতঃ । সহস্রশীর্ষ্যজপেন মুচ্যতে গুরুভয়গঃ । ৫৩

অজ্ঞানকৃতপাপস্য নানঃ সন্ত্যাজয়ে কুতে । রুদ্রৈকাদশকপ্যাদি পাপনাশো ভবেদ্বিজাঃ । ৫৪

প্রাণারামসত্তং কুর্য্যৎ সর্বপাপাপনুত্তরে । ৫৫

ওঙ্কারাভিমুখং সোমসলিলং পাবনং পিবেৎ ।

কৃতোপবাসং রেতোবিগ্নদ্রাণাং প্রাশনে ঘিকঃ । ৫৬

বেদাভ্যাসরতং শান্তং পঞ্চযজ্ঞক্ৰিয়াপরম্ । ন স্পৃশন্তি হি পাপানি মহাপাতকজাশ্বপি । ৫৭

বায়ুভকো দিবা তিষ্ঠন্ রাজিঃ নীত্বাপ্লু সূর্যাদৃক্ ।

ব্রহ্ম, সহস্রগাবজীং তুচির্ব্রহ্মহণাদৃতে । ৫৮

ব্রহ্মচর্য্যং দত্তা কাশির্ধ্যানং সত্যমকল্পতাৎ ।

অহিংসাস্তেজ-মাধুর্য্য-দমাস্টেচতে যমাঃ শ্বতাঃ । ৫৯

ব্রহ্মহা ব্যক্তি ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া বিভ্রাজ্যে অবস্থিত হইয়া অত্রয়মর্থনম্ জপ করিবে, আর ব্রাহ্মণকে পরশ্বিনী গাভী দান করিবে; অনন্তর দিবসত্রয় বায়ুভকপূর্ব্বক জলে অবস্থিতি হইয়া ‘ও লোমভ্যঃ বাহা’ এই মন্ত্রে চচারিংশৎ বার যুতাহতি প্রদান করিবে। ইহাতে ব্রহ্মবধ জন্ম পাপ নষ্ট হয়। সুরাপী ও বর্ণগহারী ব্যক্তি ত্রিরাত্র জল মধ্যে উপবাসী থাকিয়া রুদ্রমন্ত্র জপ করিবে, পরে যুত অশন করিয়া কুশ্মাভ মন্ত্রে হোম করিলে শুদ্ধি হইবে। ব্রাহ্মণ নিম্নত ত্রিসত্ব্য করিলে অজ্ঞানকৃত পাপ বিনাশ হয়। গুরুপত্নীগমন করিলে, “সহস্রশীর্ষ্য” ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিলে তৎপাপ হইতে মুক্তি পায়, আর একাদশ বার রুদ্রাখ্যায় জপ করিলেও উক্ত পাপ বিনাশ পাইয়া থাকে। শতবার প্রাণারাম করিলে সর্ববিধ পাপ হইতে নিষ্কৃতি হইয়া থাকে। ৫১-৫৫

৫৬. রেতঃ, বিষ্ঠা ও মূত্র ভক্ষণ করিলে উপবাস করিয়া সায়ংকালে ওঙ্কারমন্ত্রে অভিষিক্ত সোম কিংবা জল পান করিবে। এইরূপ প্রাশনিক্ত দ্বারা পাপ নাশিত হয়। যে মানব বেদাভ্যাসরত, শান্তিপরাঙ্গণ ও পঞ্চযজ্ঞাধিত সেই ব্যক্তিকে কোনপ্রকার এমন কি মহাপাতকজনিত পাপও স্পর্শ করিতে পারে না। সমস্ত রাজি জলে বাস করিয়া পত্রদিনে দিবাভাগে বায়ুভাজ ভক্ষণ (উপবাস) করিয়া সূর্য্যোভিমুখে দণ্ডারমান থাকিয়া এক সহস্র গাবজী জপ করিলে ব্রহ্মহত্যা ব্যতীত অন্য সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। ব্রহ্মচর্য্য, দত্তা, কমা, ধ্যান, সত্য, অকপটতা, অহিংসা, অস্তেজ, মধুরবাক্য ও দম এই

১। সায়ং সলিলপ্রাশনাদৃচিঃ । ২। সত্যমকল্পতাৎ ।

ज्ञानमौनोपवासमभ्या-वाध्यायेज्जिह्वनिग्रहाः ।

ভগ্নোহক্ৰোধো গুরোৰ্ত্তিত্তিঃ শোচক নিয়মাঃ স্মৃতাঃ । ৬০

পক্ষগব্যন্ত গোক্ষীরং দধিমূত্রশকৃদধৃতম্ । অহ্না পরেহ্নাশবসেৎ কচ্ছুং সান্তপনং চরম্ । ৬১

পৃথক্ সান্তপনৈর্ভট্টৈঃ বড়হঃ সোপবাসিকঃ । সপ্তাহেন তু কৃষ্ণোন্নয়ং মহাসান্তপনঃ শ্রুতঃ । ৬২

পণ্ডিত-রাজীব-বিষপত্র-কুশোদকৈঃ । প্রত্যেকং প্রত্যাহঃ পীঠৈঃ^২ পৰ্বকল্প উদাহৃতঃ । ৬৩

उपश्रुत्वा तान्नामैकैकं प्रत्याहं निवेष्टुं । एकत्रात्रोपवासश्च उपश्रुत्वा पावनः । ७७

একভক্তেন নক্তেন তথৈবামাচিত্তেন চ । উপবাসেন চৈকেন পাদকৃচ্ছ উদাহৃতঃ । ৬৫

যথাকথকিং ত্রিভুজঃ প্রাকপত্তোহবমুচ্যতে ।

अथ यथाधिकृतः सां पानिपुत्रावद्वेष्टावना ॥ ६६

कृत्वातिकृत्तुः परमा दिवसानेकविंशतिम् । आनशाहोपवातैस्तु पराकः अमुदाहृतः । ७९

पिण्याकाचायतक्रान्-शङ्कनां प्रतिवासवत् ।

এটৈককমূপবাসন কচ্ছ: সৌম্যোহবমুচ্যতে । ৬৮

সকলকে সংযম বলে। স্নান, যৌন, উপবাস, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, ইন্দিয়নিগ্রহ, ভগবৎ, অজ্ঞোথ, গুরুভক্তি ও শৌচ এইগুলিকে নিয়ম বলিয়া থাকে। ৫৬-৬০

গব্য দুগ্ধ, গব্য দধি, গব্য ঘৃত, গোমূত্র ও গোময় এই সকলের নাম পঞ্চ গব্য । পূর্ব-
দিবস কেবল পঞ্চ গব্য ভক্ষণ করিরা পরদিন উপবাস করিবে, ইহার নাম কৃচ্ছ্রসান্তপন ব্রত ।
প্রথম দিবসে দুগ্ধ, দ্বিতীয় দিবসে দধি, তৃতীয় দিবসে গোমূত্র, চতুর্থ দিবসে গোময় এবং
পঞ্চম দিবসে ঘৃত ভক্ষণ করিরা থাকিবে ; ষষ্ঠ দিবসে উপবাস করিরা সপ্তম দিবসে কৃচ্ছ্রব্রত
আচরণ করিবে । এইরূপে সপ্তাহসাধ্য ব্রতের নাম মহাসান্তপন ব্রত । পর্ণ, উদ্‌হরণপত্র,
পদ্মপত্র, বিষ্ণুপত্র ও কুশোদক, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক এক দিবস ভোজন করিবে ।
এইরূপে পঞ্চাহ কেবল পঞ্চ দ্রব্য মাত্র ভক্ষণ করিলেই পর্ণকৃচ্ছ্রব্রত হয় । ৫১-৬৩

প্রথম দিনে তপ্ত হুত, দ্বিতীয় দিবসে তপ্তঘৃত এবং তৃতীয় দিবসে কেবল তপ্ত জলপান করিয়া চতুর্থ দিবসে উপবাসী থাকিবে, এইরূপ করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত হয়। এই ব্রত সর্ববিধ পাপ বিনাশ করে। প্রথম দিন রাজিভে একবার মাত্র যৎকিঞ্চিৎ আহার করিবে, দ্বিতীয় দিবসে অম্বাচিডাহার এবং তৃতীয় দিনে উপবাস করিয়া থাকিবে। ইহার নাম পানকৃচ্ছ্র। পূর্বোক্ত ব্রতের মধ্যে যে কোন ব্রতের দ্বিগুণ ব্রত আচরণ করিলেই প্রাপ্যপুণ্য ব্রত হয়। এই ব্রতে এক অঞ্জলি করিয়া জলপান করিলে অতিকৃচ্ছ্রব্রত হয়। একবিংশতি দিবস কেবলমাত্র জল পান করিয়া থাকিলে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রব্রত হয়। দ্বাদশ উপবাসে এক পরাকব্রত হইয়া থাকে। প্রথম দিবসে পিণ্ডাক ভক্ষণ, দ্বিতীয় দিবসে উপবাস, তৃতীয় দিবসে তক্রভক্ষণ, চতুর্থ দিবসে উপবাস, পঞ্চম দিবসে লঙ্ক ভক্ষণ, ষষ্ঠ দিবসে উপবাস

১। পরেজ্ঞাপনসেং । ২। প্রভাহাচ্যুতৈঃ । ৩। পানিপূর্ণান্বভোজনাতঃ ।

এবাং ত্রিরাত্রমভ্যাসাদৈককং স্তাদ্ যথাক্রমাৎ ।

তুলাপুরুষ ইত্যেব জ্ঞেয়ঃ পঞ্চদশাহিকঃ । ৬৯

তিথিবৃদ্ধ্যাংকরেং পিতান্ তত্রে শিখাওসম্মিতান্ ।

একৈকং দ্বাসয়েং কৃকে পিতং চাত্মারণং চরন্ । ৭০

যথাকথকিং পিতামাং চত্বারিংশচ্ছত্তমম্ । মাসেনৈবোপভুক্তো চাত্মারণমথাপরম্ । ৭১

কুর্থাৎ ত্রিষবৎ গ্রামং কৃচ্ছ্রং চাত্মারণং চরেং ।

পবিত্রাণি জনেং পিতান্ গারজ্যা চাভিমন্ত্রয়েং । ৭২

অনাদৃষ্টেহু পাপেহু তদ্বিশ্চাত্মারণেন তু । ধর্মার্থী যন্তরেদেভং চত্ৰৈশ্চিতি সলোকতাম্ ।

কৃচ্ছ্রকৃচ্ছ্রকামস্ত মহতীং ত্রিষবমুদে । ৭৩

ইতি শ্রীগরুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে প্রারম্ভিতবিবেকো নাম

পঞ্চাধিক-শততমোহধ্যায়ঃ । ১০৫ ।

এইরূপ করিলে সোম্যকৃচ্ছ্র ব্রত হয়। প্রথম দিবসে পিণ্ড্যক (খোল), দ্বিতীয় দিবসে তক্র এবং তৃতীয় দিবসে শক্ত-ভক্ষণ করিবে, এইক্রমে পঞ্চদশাহ ব্রতচরণ করিলে তুলাপুরুষ ব্রত হয়। ৬৪-৬৯

তুলাপুরুষ তিথিবৃদ্ধিক্রমে বৃদ্ধি করিয়া কৃচ্ছ্রটীওপ্রমাণ পিত ভক্ষণ করিবে এবং কৃচ্ছ্রপক্ষে এক একটি দ্বাস করিয়া ভক্ষণ করিবে অর্থাৎ তুলাপুরুষের প্রতিপৎ তিথিতে এক পিত, দ্বিতীয়াতে দুই পিত, তৃতীয়াতে তিন পিত, এইরূপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়া পূর্ণিমাতিথিতে পঞ্চদশ পিত অন্ন ভক্ষণ করিবে এবং কৃচ্ছ্রপক্ষের প্রতিপৎ হইতে প্রতি তিথিতে এক একটি দ্বাস করিয়া অমাবস্যাতে এক পিতমাত্র ভক্ষণ করিবে। এইপ্রকার মাসসাধ্য ব্রতের নাম চাত্মারণ ব্রত। অপর প্রকার চাত্মারণ ব্রত, যথা—যে কোনরূপেই হউক, এক মাসের মধ্যে কেবলমাত্র দুইশত চল্লিশ গ্রাসমাত্র অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকিতে পারিলেই চাত্মারণ ব্রত হয়। ত্রিসঙ্খ্যা গ্রাস করিয়া কৃচ্ছ্রচাত্মারণব্রত আচরণ করিবে এবং পবিত্র মন্ত্র জপ করিয়া গারজীয়ারা অভিমন্ত্রিত অন্ন ভক্ষণ করিবে। এইরূপ কার্য্য করিলে জাতাজাত সর্বপ্রকার পাপ নষ্ট হইয়া যার ও দেহ পবিত্র হয়। যে ব্যক্তি ধর্মার্থী হইয়া চাত্মারণ ব্রত আচরণ করে, সেই মানব চত্ৰলোকে গমন করিয়া থাকে। ধর্মকামার্থী ব্যক্তি কৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিলে মহতী জীলাভ করে। ৭০-৭৩

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে প্রারম্ভিতবিবেক নামক পঞ্চাধিক-শততম

অধ্যায় সমাপ্ত । ১০৫ ।

ষড়্বিকশততমোহধ্যায়ঃ

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ

প্রৈভাশৌচং প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণুধ্বং যত্নব্রতাঃ । উনঘিবর্ষং নিখনেং ন কুর্যাদ্ধনকং ততঃ ॥ ১
আ শ্রাণানাদনুব্রজ্য ইতরো^১ জ্ঞাতিভিষু^২তঃ । যমসূক্তং তথা অপ্যং অপস্তিলো^৩কিকাগ্নিনা ॥ ২
স দধ্ব্য উপেতশ্চৈদাহিতাগ্ন্যাবৃতার্থবৎ । সপ্তমাক্ষমাখ্যাপি জ্ঞাতয়োহভ্যাপরন্ত্যপঃ ॥ ৩
অপ নঃ শৌভচদঘমনেন পিতৃদিযুধাঃ । এবং মাতামহাচার্য্য-পত্নীনাকৌদকক্রিয়াঃ ॥ ৪

কামোদকাঃ সখিপ্রস্তা-বস্ত্রীয়স্বতরুর্জিহ্বাঃ ।

নামগোজ্ঞেণ হ্যধকং সকুং সিকন্তি বাগ্ধতাঃ ॥ ৫

পাষণ্ডপতিতানাস্ত ন কুর্^৪কদকক্রিয়াঃ । ন ব্রহ্মচারিনো ভাত্যা যোমিতঃ কামগাস্থথা ।

সুরাপাঃ স্বাখ্যাভিত্যো নানোচৌদকভাজনাঃ ॥ ৬

কতোদকান্ সমুত্তীর্ণান্ যুহশাঘলসংস্থিতান্ । স্নাতানপবদেযুস্তানিতিহাসৈঃ পুরাতনৈঃ ॥ ৭

মানুস্বে কদলীস্তম্ভে নিঃসারে সারমার্গণম্ । যঃ কতোতি স সন্মুদো জলবুদ্ধবুদ্ধসন্নিভে ॥ ৮

পঞ্চথা সন্মতঃ কারো যদি পঞ্চভুমাগতঃ । কর্ণভিঃ বশরীরোথৈস্তত্র কা পন্নিদেবনা ॥ ৯

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—মুনিগণ । অনন্তর প্রৈভকৃত্য বলিতেছি, শ্রবণ কর । অপূর্ণ-বৎসরতর
বালকের যুত্ব হইলে দাহ না করিয়া যুতিকাতে পুতিয়া রাখিবে, তাহার উদকক্রিয়া বা
কোনপ্রকার শ্রাদ্ধ করিবে না । এই বৎসরের অধিক-বয়স্ক বালকের যুত্ব হইলে, তাহাকে
জ্ঞাতিগণ সমবেত হইয়া শ্রাণানে লইয়া যাইবে এতৎ যমসূক্ত অপ করিতে করিতে তাহার
দাহক্রিয়া সমাপন করিবে । সপ্তম ও দশম পুরুষান্তর্গত জ্ঞাতিগণ ‘অপ নঃ শৌভচদঘং’
ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণাভিমুখ হইয়া উদকক্রিয়া করিবে । উক্তরূপে মাতামহ ও আচার্য্যপত্নীর
উদকক্রিয়া করিতে হইবে । বন্ধু, পুত্র, ভাগিনের ও স্বস্তর ইহাদিগের নাম ও গোত্র উল্লেখ
করিয়া সংযতবাক্যে এক এক জলাঞ্জলি প্রদান করিবে । ইহাদিগের উদকক্রিয়া ইচ্ছাধীন,
না করিলেও প্রত্যাবায় হয় না । পাষণ্ড ও পতিতাদির উদকক্রিয়া করিবে না এবং
ব্রহ্মচারীরও উদকক্রিয়া নিষিদ্ধ জানিবে । ব্রতপতিত রমণীর উদককার্য্য ইচ্ছা হইলে করিবে
এবং ইচ্ছা না হইলে করিবে না । যক্ষপাত্রী ও স্বাখ্যাভাতীর জন্ত শোক করিবে না এবং
উদকক্রিয়াও করিবে না । ১-৬

প্রৈভের তর্পণ করিয়া সকলে পুনর্বার স্নান করিবে । পরে তীরে উঠিয়া যুহ শাঘলের
উপর উপবিষ্ট হইলে পুরাতন ইতিহাসাদি কীর্তনধারা তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিবে
এবং বক্ষ্যমাণরূপ উপদেশ দিবে । মানবদেহ কদলীস্তম্ভ সদৃশ নিভাস্ত নিঃসার ;
উহার সারাদ্বেষণ করিতে যাওয়া নিভাস্তই মূঢ়ের কর্ম ; যনুজ জীবন জলবুদ্ধদবৎ
কণহারী । পঞ্চভূতের সন্মিলনে উৎপন্ন দেহী যে পঞ্চভূ পার, তাহা তাহার স্বকীয় পূর্ব-

গজী বসুমতী নাশমুদধির্দৈবতানি চ । কেনপ্রথাঃ কথং নাশং মর্ত্যলোকো ন যাস্ততি ॥ ১০

শ্বেতাক্ষ বাহুবৈমুৰ্দ্ধং প্রেতো ভুঙ্কন্তে যতোহিবশঃ ।

ভতো ন রোদিতব্যং হি ভূমিত্যা জীবসংস্থিতিঃ ॥ ১১

ক্রিয়া কার্য্য। যথানক্তি ভতো গচ্ছেদ্ গৃহান্ প্রতি ।

বিদন্ত নিরুপজ্ঞানি নিরতা হারি বেষ্মনঃ ॥ ১২

আচমনাধারিমুদকং গোময়ং গৌরসর্ষপান্ ।

প্রবিশেষুঃ সমালভ্য কৃত্যশ্রুনি পদং শনৈঃ ॥ ১৩

প্রবেশনাদিকং কৰ্ম্ম প্রেতসংস্পর্শিনামপি ।

ইচ্ছতাং তৎকণাক্রুতিঃ পরেবাং যানসংযমাৎ ॥ ১৪

ক্রীতলকাশনা ভূমৌ যপেদুস্তে পৃথক্ পৃথক্ ।

পিণ্ডযজ্ঞাবৃতা দেবং প্রেতারায়ং দিনত্রয়ম্ ॥ ১৫

অলমেকাহমাকাশে স্থাপ্যং কীর্ত্তম্ যুগ্মরে ।

বৈতানোপাসনাঃ কার্য্যাঃ ক্রিয়ান্ত্ৰ ক্রতিচোদিতাঃ ॥ ১৬

আ দন্তজন্মনঃ সন্ম আচুড়ং নৈশিকী স্মৃতা । ত্রিরাত্রা ত্র্যস্তাদেশাদশরাত্রমতঃ পরম্ ॥ ১৭

অমৃত কৰ্ম্মেরই ফল ; সুতরাং তাহারি অন্ত শোক করা কেন ? এই বসুমতীও যখন একদিন নাশ পাইবে, দেবতাসকলও যখন কোন দিন নাশ পাইবে, তখন “মমুচ্ছ লোক নাশ পায় কেন ?” এবিষয়ের বিচারে কে প্রবৃত্ত হয় ? বাহুবল শ্বেতা ও অক্ষ পরিত্যাগ করিলে যুগ্ত বাহু যত্নের পর নিভাত পরাধীন বলিয়া তাহাই ভক্ষণ করে ; অতএব তাহাদিগের নিমিত্ত রোদন করাও অবিবেক । যথানক্তি প্রেতকার্য্য করিয়া গৃহেতে প্রতিগমন করিবে এবং গৃহদ্বারে নিরুপজ্ঞান করিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে । গৃহপ্রবেশ সময়ে আচমনপূর্বক অগ্নি, জল, গোময় ও য়েতসর্ষপ স্পর্শ করিয়া শিলাতে পাদস্থাসপূর্বক গৃহেতে প্রবেশ করিবে । ৭-১৩

যাহারা যুতদেহ স্পর্শ করে, তাহারা সকলেই গৃহপ্রবেশোক্ত কার্য্যসকল করিবে । আর যাহারা যুতদেহ দর্শন করে, তাহাদিগের তৎকণাৎ শুদ্ধি হয় এবং জাতিবর্ণের জ্ঞান ও সংযম দ্বারা শুদ্ধি হইরা থাকে । পূর্বোক্ত প্রেতক্রিয়া সমাপনাতে গৃহপ্রবেশ করিয়া ভোজনাদি ব্যাপার সম্পাদনপূর্বক পৃথক্ পৃথক্ ভূমিতে শয়ন করিয়া থাকিবে । পরে দিনত্রয় পর্য্যন্ত প্রেতের উদ্দেশে অন্নদান পিণ্ডপ্রদান করিতে হইবে এবং আকাশে যুগ্মরপাতে জল ও হুঙ্কাপন করিয়া রাখিবে । তারপর ক্রতিবিহিত প্রেতের ঔর্জদেহিক জ্ঞাদি করিবে । জন্মের পর দন্তজন্মন সময়ের মধ্যে মরণ হইলে সন্মঃশুদ্ধি হয়, দন্তজন্মনের পর চূড়াকালপর্য্যন্ত একরাত্রি, চূড়াকালের পর উপনয়নকাল পর্য্যন্ত ত্রিরাত্র এবং উপনয়নের পর দশরাত্র অশৌচ হইরা থাকে । ১৪-১৭

ত্রিরাত্রং দশরাত্রং বা শাবমশৌচমুচ্যতে । উনঘিবর্ষমুভয়োঃ সূতকং মাতুরেব হি ।

অন্তরা অশ্রমরূপে শেবাহোভিবিভূত্যাতি । ১৮

দশ ছাদশ বর্ণানাম্ তথা পঞ্চদশৈব চ । ত্রিংশদ্দিনানি চ তথা ভবন্তি প্রেতসূতকম্ । ১৯

অহত্বদন্তকন্তাসু বালেষু চ বিশোধনম্ । শুক্লস্তেবাস্তনুচান-মাতুল-শ্রোত্রিযেষু চ । ২০

অনোরসেবু পুস্ত্রেবু ভাষ্যাবশ্যগতাসু চ ।

নিবাসরাজনি প্রেতে তদহঃ শুদ্ধিকারকম্ । ২১

হতানাম্ নৃপ-গো-বিতৈশ্রবককাখ্যাতিনাম্ ।

বিষাটৈশ্চ হতানাক্ নাশৌচং পৃথিবীপতেঃ । ২২

সজ্জি-জ্জি-ব্রহ্মচারি-দাতৃ-ব্রহ্মবিদাম্ তথা ।

দানে বিবাহে যজ্ঞে চ সংগ্রামে দেশবিপ্লবে । ২৩

আপদাপি চ কষ্টোন্নাম্ সন্ধ্যশৌচং বিধীয়তে ।

কালোহগ্নিকর্ষয়দ্বাদু-র্যনোজ্ঞানং তপো জলম্ । ২৪

পশ্চাত্তাপ্তো নিরাহারঃ সর্কেহমী শুদ্ধিহেতবঃ ।

অকার্য্যকারিণাম্ দানং বেদো নস্তাস্ত শুদ্ধিকৃৎ । ২৫

সপিতাদি ভেদে ত্রিরাত্র কিংবা দশরাত্র অশৌচ হয়, অর্থাৎ সপিতের দশরাত্র ও অন্তের ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে । দুই বৎসর বয়সের মধ্যে পুত্র অথবা কন্তার মরণ হইলে কেবল মাতার অশৌচ থাকিবে, অন্তের সন্ধ্যশৌচ জানিবে । প্রথমশৌচের মধ্যে দ্বিতীয় অশৌচ সম্ভব হইলে, প্রথমশৌচের অবশিষ্ট দিনে অশৌচনিবৃত্তি হইয়া থাকে । জাতির জন্ম কিংবা মরণ হইলে, ব্রাহ্মণের দশাহ, কজিয়ার দ্বাদশাহ, বৈশ্যের পঞ্চদশাহ এবং শূদ্রের ত্রিংশৎ দিনে অশৌচের নিবৃত্তি হয় । অদন্ত কন্তা ও বালকের মরণে একাহে শুদ্ধি হইয়া থাকে । গুরু, শিষ্য, অনুচান অর্থাৎ যে ব্যক্তি সাক্ষবেদ অব্যয়ন করিয়াছে, মাতুল, শ্রোত্রি, ঔরসভিন্ন পুত্র ও ব্যভিচারিণী পত্নী এবং রাজার মরণে একাহে অশৌচের শুদ্ধি হয় । ১৮-২১

রাজা, গো ও বিপ্রকর্তৃক আহত অথবা আত্মঘাতী ব্যক্তির অশৌচ জাতিগণ গ্রহণ করিবে না, আর যাহারা বিষপ্রয়োগে দেহ বিসর্জন করিয়াছে, তাহাদিগেরও অশৌচ অগ্রাহ্য । যাহারা যজ্ঞশীল, ব্রতপরায়ণ, ব্রহ্মচারী, দানব্রতে দীক্ষিত ও ব্রহ্মজ্ঞানবান্, তাহাদিগের মরণে সন্ধ্যশৌচ হইয়া থাকে । দানকালে, বিবাহ সময়ে, যুজ্ঞে, দেশবিপ্লবে, ক্রেশকর আপদে (দুর্ভিক্ষাদিতে), পতিত হইয়া যাহাদিগের মরণ হয়, তাহাদিগের জাতিগণের সন্ধ্যশৌচ হয় । কাল, অগ্নি, কর্ণ, যুক্তিকা, বাদু, জ্ঞান, তপঃ, জল, অনুতাপ ও নিরাহার এই সকলই সর্ববিধ শুদ্ধির কারণ এবং পানী ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত ও নদীর বেগ শুদ্ধির কারণ হয় । ২২-২৫

কাজেণ কর্ণবা জীবৈখিলাং বাপ্যাপনি বিজঃ ।

কল-সোম-কৌম-বীৰুদধিকীরং দৃভং জলম্ । ২৬

ভিলৌদন-রস-কার মধু-লাকাশ্চ বহিঃ^১ । বস্ত্রোপলাসবং পুষ্পং শাকমুচৰ্ণপাটকম্ । ২৭

এণ্ডচক কোষেরং লবণং মাংসমেব চ । পিণ্যাকপত্নগছাংশে বৈশ্ববৃন্তো ন বিক্রয়েৎ । ২৮

ধর্মার্থং বিক্রয়ং মেয়া তিলা বাভেন ভৎসমাঃ^২ ।

লবণাদি ন বিক্রীয়াৎ তথা চাপদগতো বিজঃ । ২৯

আপদগতঃ সস্ত্রগৃহ্ন লিপ্যাতে নার্কবজ্রিজঃ । কুর্ঘ্যাৎ কুর্ঘ্যানিকং ভগ্নদবিক্রেয়া হ্রাস্তথা । ৩০

বৃদ্ধকিত্ত্রাহং হিহা দৃষ্টা বৃত্তিবিবজ্জিতম্ ।

রাজা ধর্ম্মান্ প্রকুর্ক্বীত বৃত্তিং বিপ্রাদিকস্ত চ । ৩১

ইতি জীগরুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে অনৌচাদিনির্ণয়ে নাম

ষড়্বিক-শততমোহধ্যায়ঃ । ১০৬ ।

জ্ঞান্ধ্র আপদে পতিত হইলে কাজিরবৃত্তি অথবা বৈশ্ববৃত্তি আশ্রয় করিয়াও জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে । ভগ্নদ্বো বিশেষ এই—কল, কর্পূর, রেশম, পক্ষী, দধি, কীর, দৃভ, জল, তিল, ওদন, পারদ, কারদ্রব্য, মধু, লাকা, কুশা, বস্ত্র, পাশাণ, মল, পুষ্প, শাক, বৃত্তিকা, চৰ্ণপাটকা, হরিণচৰ্ণ, কোষেরবস্ত্র, লবণ, মাংস, পিণ্যাক (খোল), পত্ন, পদ্রব্যা—এই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিবে না । ধর্ম্মার্থ হইলে মূল্য লইয়া তিল বিক্রয় করিবে না, পরন্তু তিলের সমপরিমাণে খাল লইয়া তবে বিক্রয় করিতে পারে । জ্ঞান্ধ্র আপদগত হইলেও লবণাদি বিক্রয় করিবে না । আপদকালে এই বিধান পালনপূর্ব্বক বৈশ্ববৃত্তি অর্থাৎ বাণিজ্য অবলম্বন করিরা সূর্য্যের স্তার পাপে লিপ্ত হয় না । কৃষিবৃত্তিও আশ্রয় করিতে পারে । কিন্তু কলাচ অন্ন বিক্রয় করিবে না । জ্ঞান্ধ্রের সর্ব্বপ্রকার বৃত্তির অভাব হইলে, কুর্ঘাৰ্ত্ত হইয়া জিরাতি উপবাসের পর রাজা বেরূপ বৃত্তি নিরূপণ করিরা দিবেন, সেই বৃত্তি আশ্রয় করিতে পারে । ২৬-৩১

জীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে অনৌচাদি বিধান নামক ষড়্বিক শততম

অধ্যায় সমাপ্ত । ১০৬ ।

সপ্তাধিকশততমোঃধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

পরশরোহিব্রহ্মবীজ্যাসং ধর্মং বর্ণাশ্রমাদিকম্ ।

কল্পে কল্পে কয়োংপতিঃ কীর্ত্তে ন হৃদ্যবয়ঃ ॥ ১

জতিঃ শ্রুতিঃ সদাচারো যঃ কশ্চিৎকেনকর্ত্তকঃ ।

বেদাঃ শ্রুতা ব্রহ্মণাদৌ ধর্মো মদ্বাদিভিঃ সদা ॥ ২

দানং কলিযুগে ধর্মঃ কর্ত্তারক্য কলৌ ত্যজ্যেৎ ।

পাপকৃত্যস্ত তত্রৈব শাপঃ ফলতি বর্ষতঃ ॥ ৩

আচার্য্যং প্রাপদ্যুয়ং সর্বং বটকর্ম্মাণি দিনে দিনে ।

সঙ্ঘ্যো যানং অপো হোমো দেবতিথ্যাদিপূজনম্ ॥ ৪

অপূর্ব্বঃ সূত্রভী বিশ্রো হৃপূর্ব্বোহতিথয়স্তদা । কজ্জিবঃ পরসৈন্তানি জিত্বা পৃথ্বীং প্রপালয়েৎ ।

বপিক্ কৃতাং বিবেশে স্তাদ্ বিজভক্তিঞ্চ শূদ্রকে ॥ ৫

অভক্ষ্যভক্ষণাচ্চৌর্য্যাদগম্যাগমনাং পতেৎ ।

কৃষিং কূর্ব্বন্ বিজঃ শ্রান্তং বলীবর্দ্ধং ন বাহয়েৎ ॥ ৬

দিনার্দ্ধং স্নানযোগাদি-কারী বিপ্রাংচ্চ ভোজয়েৎ ।

নির্ব্বপেৎ পক্ষযজ্ঞানি ক্রতুদীক্ষাক কারয়েৎ ॥ ৭

সূত কহিলেন,—মহর্ষি পরশর বেদব্যাসের নিকট বর্ণ-ধর্ম আশ্রমধর্ম প্রভৃতি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। প্রতিকল্পেই পৃথিবীর প্রলয় হইতেছে। কিন্তু বিষ্ণু প্রভৃতির ক্ষয় নাই। জতি, শ্রুতি ও সদাচার এ সমুদায় বেদে উক্ত আছে। সর্বপ্রথমে ব্রহ্মা বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তৎপরে মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ ধর্মশাস্ত্র প্রকাশ করেন। একমাত্র দানই কলি-যুগের ধর্ম; অন্য ধর্ম কলিযুগে তিরোহিত হইবে, সমুদায় মনুত পাপকার্য্যে মিলিত হইবে, এক বৎসরে শাপের ফল হইবে। কলিযুগে বিপ্রজাচারে থাকিলেই সমুদায় ধর্মকর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হওয়া বাইবে, দিনে দিনে বটকর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবে। সঙ্ঘ্য, স্নান, অগ্নি, দেবতা ও অতিথির পূজা এই সমুদায়ই কলিযুগে ধর্মের সোপান। ব্রতপরায়ণ অতিথিসেবাকারী বিপ্র কলিযুগে দুর্লভ ও সর্বপূজ্য। কজ্জিবগণ পরসৈন্ত পরাজয়পূর্ব্বক পৃথিবী পালন করিবেন। বৈশ্বগণ বাণিজ্য ও কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবে, শূদ্র ভক্তিসহকারে বিজগত্জায়া করিবে। ১-৫

যদি কেহ অভক্ষ্য ভক্ষণ, চৌর্য্য অথবা অগম্যাগমন করে, তবে সে পতিত হইবে। বিজগণ যদি কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হইবেন, তাহা হইলে শ্রান্ত বলীবর্দ্ধকে হলে নিযুক্ত করিবেন না। তাঁহারা বিপ্রহরের সময় স্নান করত যোগসাধন প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম সাধন করিরা পক্ষযজ্ঞ

১। কুরে নিন্দাক কারয়েৎ ।

ভিলা রসা ন বিক্রয়া বিক্রয়া ধান্ততঃ সমাঃ ।

রাজো দত্তা তু বহুভাগং দেবতানাকং বিংশতিম্ ॥ ৮

অষ্টদ্বিংশত্যং বিপ্রাণাং কৃষিকর্তা ন লিপ্যতে । কর্ণকাঃ কজবিহীশূদ্রাঃ খলদত্তা তু চৌরকাঃ ॥ ৯

দিনত্রয়েণ তথোক্ত ব্রাহ্মণঃ প্রেতসূতকে । কজো দশাহাট্টৈশ্চ শ্রুতাদশাঙ্গানি শূদ্রকঃ ॥ ১০

জাতিবিপ্রো দশাহাতু কজো দ্বাদশকাদু দিনাং ।

পঞ্চদশাহাট্টৈশ্চ শূদ্রো মাসেন তথ্যতি ॥ ১১

একপিণ্ডান্ত দারাদাঃ পৃথগ্দারনিকেতনাঃ ।

অন্ননা চ বিপত্তৌ চ ভবেত্তেষাঞ্চ সূতকম্ ॥ ১২

চতুর্থে দশরাজস্য যম্মিশা পুংসি পঞ্চমে । যষ্ঠে চতুরহাঙ্কুঃ সপ্তমে চ দিনত্রয়ম্ ॥ ১৩

দেশান্তরে যুতে বালে সন্তঃ শুদ্ধিবিধীয়তে । অজাতবন্তা য়ে বাল। য়ে চ গর্তাঘিনিঃসূতাঃ ।

ন ভেবামগ্নিসংস্কারো ন পিতৃং নোদকক্রিয়া ॥ ১৪

অ। দত্তজননাং সন্ত আ চূড়ান্তাদহনিদম্ ।

অ। অতঃপাং জিরায়েণ তদুচ্চং দশভিদ্ধিনৈঃ ॥ ১৫

এবং যজ্ঞ দীক্ষাগ্রহণ করিবেন ও ব্রাহ্মণভোজন করাইবেন । দ্বিজগণ ভিল ও (ভরল) দ্রব্য মূল্য লইয়া বিক্রয় করিবেন না । এই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইলে তাহার সমপরিমাণে ধানগ্রহণ-পূর্বক বিক্রয় করিবেন । কৃষিকর্তা বিপ্র রাজাকে বহুভাগ, দেবতাদিগকে বিংশতিভাগ ভাগ এবং ব্রাহ্মণগণকে অষ্টদ্বিংশত্যভাগ, প্রদান করিলে পাপে লিপ্ত হইবে না । কৃষিকর্মকারী কজিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কৃষিকার্যের নিদ্ধিষ্টভাগ প্রদান না করিলে চৌরমধ্যে পরিগণিত হইবে । ৬-৯

অশ্ববিং ব্রাহ্মণ প্রেতানোচ ও অন্ননানোচ হইলে তিনদিনে শুদ্ধিলাভ করিবেন । এইরূপ অশ্ববিং কজিয় দশদিনে, অশ্ববিং বৈশ্য দ্বাদশদিনে এবং ঐরূপ শূদ্র একমাসে শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে । যিনি জাতিমাত্রে বিপ্র তিনি দশদিনে, যিনি জাতিমাত্রে কজিয় তিনি দশদিনে, যিনি জাতিমাত্রে বৈশ্য তিনি পঞ্চদশ দিনে, আর জাতিমাত্রে শূদ্র একমাসে শুদ্ধ হইবে । সপিণ্ড জাতিগণ পৃথক্ অন্ন ও পৃথক্ ভবনে থাকিলেও তাহাদের অন্ননানোচ ও বরণানোচ সম্পূর্ণ হইবে । পরে চতুর্থ পুরুষে দশরাজি, পঞ্চমপুরুষে দ্বাররাজি, ষষ্ঠপুরুষে চারিরাজি, সপ্তম পুরুষে তিনদিনে শুদ্ধিলাভ করিবে । দেশান্তরে কোন বালক মরিলে তৎকণাং শুদ্ধিলাভ হইবে । যে সমস্ত বালকের দন্ত উদগত হয় নাই, যে বালক গর্ত হইতে নিঃসৃত হইয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তাহাদিগের অগ্নিসংস্কার নাই, পিতৃ দান নাই এবং ভরণও নাই । যদি গর্তমধ্যেই সন্তানের মৃত্যু হয়, অথবা যদি নারীর গর্তস্থান হয়, তবে যত মাসের গর্ত, তত দিন অনোচ হইবে । ১০-১৫

১। আনামকরণাং ।

যদি গর্ভো বিপদেভ্যে শ্রবতে বাপি যোষিতঃ ।

বাবস্ত্যাসান্ স্থিতো গর্ভ-স্তাবদ্দিনানি সূতকম্ ॥ ১৬

আ চতুর্থাৎ ভবেৎ শ্রাবঃ পাতঃ পঞ্চমযষ্ঠরোঃ । ব্রহ্মচর্যাদগ্নিহোত্রান্নাভ্যুদ্বিঃ সঙ্গবর্জনান্ ॥ ১৭

শিল্পিনঃ কারবেণ বৈদ্যা দাসী দাসাশ্চ ভৃত্যকাঃ ।

অগ্নিমান্ শ্রোত্রিয়ো রাজা সন্তঃশৌচাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ১৮

দশাহাচ্ছুধ্যতে যাতা স্নানান্ সূতে পিতা শুচিঃ ।

সঙ্গান্ সূতো সূতকং স্নাত্বপশ্পৃশ্য পিতা শুচিঃ ॥ ১৯

বিবাহোৎসবযজ্ঞেহু অন্তরা যুতসূতকে । পূর্বসঙ্কল্পিতাদন্ত-বর্জনক বিধীয়তে ॥ ২০

যুতেন শুধ্যতে সূতী যুতকং যুতকান্তরাৎ^১ । গোহ্রহাদৌ বিপন্নানামেকবাত্রিস্ত সূতকম্ ॥ ২১

অনাথপ্রভবহনাং প্রাণায়ামেন শুধ্যতি । প্রেতশূদ্রস্ত বহনাং ত্রিরাত্রিমশুচির্ভবেৎ ॥ ২২

আত্মঘাতিবিবোধস্থ-কৃমিদষ্টে ন সংস্কৃতিঃ ।

গোহতং কৃমিদষ্টকং স্পৃশ্যেৎ কৃচ্ছ্রেণ শুধ্যতি ॥ ২৩

যে পর্য্যন্ত নামকরণ না হয়, সে পর্য্যন্ত সন্তঃশৌচ এবং যে পর্য্যন্ত চূড়াকরণ না হয়, তাৎকাল এক দিবারাত্রি অশৌচ, যে পর্য্যন্ত উপনয়নক্রতোপদেশ না হয়, সে পর্য্যন্ত ত্রিরাত্রি অশৌচ হয়, তাহার পর সম্পূর্ণ দশরাত্রি অশৌচ হইয়া থাকে। চারি মাসের মধ্যে গর্ভ নষ্ট হইলে তাহাকে গর্ভশ্রাব বলা যায়, আর পঞ্চম বা ষষ্ঠ মাসে গর্ভ নষ্ট হইলে তাহাকে গর্ভপাত বলা হইয়া থাকে। ব্রহ্মচারী বা অগ্নিহোত্রী হইলে তিনি সর্বসঙ্গবিহীন বিধায় তাহার কোনরূপ অশৌচ হয় না। শিল্পকার, কারুকার, বৈদ্য, দাস, দাসী, ভৃত্য, অগ্নিহোত্রী, শ্রোত্রিয়, রাজা তাহাদিগের অশৌচ নাই। সূতকাশৌচ হইলে দশ দিন পরে যাতা, আর পিতা স্নানমাত্রে শুদ্ধ হইবেন। বিবাহ, যজ্ঞ ও উৎসবের সময় যদি মরণাশৌচ বা জননাশৌচ হয় তাহা হইলে পূর্বসঙ্কল্পিত ভিন্ন অন্য কার্য্য পরিত্যাগ করিবে। ১৬৪,৩

যদি সন্তান অগ্নিমা অশৌচের মধ্যে যত্নসূত্রে পতিত হয়, তাহা হইলে প্রসূতি সেই মরণ দ্বারাই উভয় অশৌচ হইতে শুদ্ধিলাভ করেন। একটী মরণাশৌচের মধ্যে অন্য মরণাশৌচ হইলে পূর্বশৌচের সহিত শেষোক্ত অশৌচ অপনীত হয়। গোশালাদিতে যত্ন হইলে এক রাত্রি অশৌচ হইবে। অনাথ ব্যক্তিকে সহন বহন করিলে প্রাণায়াম দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। কেহ যদি শূদ্রের যুতদেহ বহন করে, তাহা হইলে ত্রিরাত্রি অশৌচ হইবে। যে নর আত্মহত্যা করে, যে ব্যক্তি উষ্মকন দ্বারা অথবা বিষপানদ্বারা জীবন ত্যাগ করে, আর যে ব্যক্তি কৃমিদংশনে যত্নসূত্রে পতিত হয়, তাহাদের অগ্নিসংস্কার হইতে পারে না। গোহত বা কৃমিদংশনে যুত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে কৃচ্ছ্রেণোজ্জায়ণ দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।

১। যুতকং জাতকং বসৌ ।

অদৃষ্টামপতিতাং ভাৰ্য্যাং যৌবনে যঃ পরিত্যজেৎ ।

সপ্তজন্ম ভবেৎ স্ত্রীভং বৈবৰ্য্যক পুনঃ পুনঃ ॥ ২৪

বালহত্যা তুগমনাদৃতৌ চ স্ত্রী তু শূকরী ।

অগম্যা অতকারিণ্যা ভ্রষ্টপানোদকক্রিয়াঃ ॥ ২৫

ঔরসঃ ক্ষেত্রজঃ পুত্রঃ পিতৃভো পিতৃদো পিতৃঃ ।

পরিবিত্তে কৃচ্ছ্রং স্তাৎ কণ্ঠায়াঃ কৃচ্ছ্রমেব চ ।

অতিকৃচ্ছ্রং চরেদাতা হোতা চাক্ষায়ণকরেৎ ॥ ২৬

কৃচ্ছ্রবামনযন্তেযু গদগদেযু জন্তেযু চ । আত্মহবধিরে যুকে ন দোষঃ পরিবেদনে ॥ ২৭

নষ্টে যুতে প্রত্নজিতে স্ত্রীবে চ পতিতে পতে ।

পক্ষাপংসু নারীণাং পতিরহো বিধীয়তে^১ ॥ ২৮

ভক্তা সহ যুতা নারী বোমাখানি বসেদ্বিধি । যদিদৃষ্টে গারজা অপাঙ্কুহো ভবেন্নরঃ ॥ ২৯

দাহো লোকাগ্নিনা বিপ্র-স্চাতালাদৈর্হতোহগ্নিমান্ ।

কীরৈঃ প্রক্ষালা তদ্যাবি বাগ্নিনা যজ্ঞতো নহেৎ ॥ ৩০

যে মানব অদৃষ্টা ও অপতিতা যুবতী ভাৰ্য্যা পরিত্যাগ করে, সে সপ্তজন্ম স্ত্রীভাবে অনগ্রহণ-পূৰ্ব্বক বিধবা হইয়া থাকে । অতুকাগে ভাৰ্য্যাগমন না করিলে পুরুষের বালহত্যার পাতক হয়, নারীও অনাতরে শূকরী হইয়া থাকে । যদি অতুকাগে তুগমনে বিরক্ত হইয়া বেদবিহিত রূতাদির অনুষ্ঠান করে, তবে তাহার জলপান ও উদকক্রিয়া রহিত হয় । ২৪-২৫

ঔরস পুত্র ও ক্ষেত্রজ পুত্র পিতার ক্ষেত্রে জাত, সূতরাং ইহারা পিতার পিতৃদান করিতে পারিবে । যিনি কোষ্ঠ ভাতার বিবাহের পূর্বে আপনি বিবাহ করিবেন, তাঁহাকে ও কণ্ঠাকে কৃচ্ছ্রভ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে । যিনি কণ্ঠাদান করিবেন, তাঁহাকে অতিকৃচ্ছ্র ভাত, আর চাক্ষায়ণ ভাত আচরণ করিতে হইবে । কোষ্ঠ সহোদর কৃচ্ছ্র, বামন, যন্ত, গদগদ, জত, আত্মহ, বধির বা মূক হইলে কনিষ্ঠ আগে বিবাহ করিলে কোন দোষ নাই । যামী যদি নিরুদ্ধেশ হয়, যুতামুখে পতিত হয়, প্রত্নজা অবলম্বন করে, স্ত্রীভ হয় অথবা পতিত হয় এই পাঁচপ্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে অগ্নি পাত্রে সহিত কণ্ঠার বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে । যে স্ত্রী পতির সহিত অনুযুতা হয়, তাহার শরীরে যতগুলি লোম আছে, ততকাল সে পতির সহিত বর্গে বাস করে । যদি কাহাকেও কৃচ্ছ্র প্রভৃতি সংলম্ব করে, তবে গারজা অপ করিয়া তক্ষিলাত করিতে পারিবে । আগ্নেয় যুত হইলে তাহাকে লৌকিক অগ্নিধারা দত্ত করিবে । চাতালাদি কর্তৃক যদি কোন সান্নিক জ্ঞান লিহত হইবে, তাহা হইলে তাহাকে লৌকিক অগ্নিধারা দত্ত করিয়া তাহার অগ্নি-কীরদ্বারা প্রক্ষালনপূর্ব্বক যথাবিহিত যজ্ঞপাঠ করিয়া দাহ করিতে হইবে । ২৬-৩০

১ । পতিরহো ন বিদ্যতে ।

অষ্টাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

নীতিসারং প্রবক্ষ্যামি অৰ্ঘশাস্ত্রাদিসংশ্লিষ্টম্ ।

রাজাদিভ্যো হিতং পুণ্যমায়ুঃ স্বর্গাদিদায়কম্ ॥ ১

সক্তিঃ সঙ্গং প্রকুর্ষীত সিদ্ধিকামঃ সদা নরঃ । নাসত্তিরিহ লোকায় পরলোকায় বাহিতম্ ॥ ২

বর্জয়েৎ ক্ষুদ্রসংবাদমহুষ্ঠম্ তু দর্শনম্ । বিরোধং সহ মিত্রেন সম্প্রীতিং শত্রুসেবিনা ॥ ৩

মূৰ্খশিষ্যোপদেশেন হুষ্ঠীভীরুণেন চ । হুষ্ঠীনাং সম্প্ররোপেন পত্তিতোহপ্যবসীদতি ॥ ৪

ব্রাহ্মণং বালিশং ক্ষত্রমযোদ্ধারং বিশং জড়ম্ । শূদ্রমক্ষরসংযুক্তং দূরতঃ পরিবর্জয়েৎ ॥ ৫

কালেন বিপুণা সক্তিঃ কালে মিত্রেন বিগ্রহঃ ।

কার্যাকারণমাত্ৰিতা কালং ক্ষিপতি পত্তিতঃ ॥ ৬

কালঃ পচতি ভুতানি কালঃ সংহরতে প্রজাঃ ।

কালঃ মুণ্ডেতু জাগতি কালো হি হরতিক্রমঃ ॥ ৭

কালেষু চরতে বীৰ্য্যং কালে গর্ভে চ বর্জিতে ।

কালো জনয়তে সৃষ্টিং পুনঃ কালোহপি সংহরেৎ ॥ ৮

সূত কহিলেন, অৰ্ঘশাস্ত্র ও সমস্ত নীতিশাস্ত্র বসিভেটি, এই পবিত্র শাস্ত্র শ্রবণ করিলে রাজগণ ও অগাধ সকলের হিতসাধন হইয়া থাকে, ইহা হইতে ইহকালে আয়ুর্ভূতি আর পরকালে স্বর্গাদি লাভ হয় । যিনি অপামান্য সিদ্ধিকামনা করেন, তাঁহার পক্ষে সাধুসঙ্গ সর্বদা সর্বতোভাবে কর্তব্য, অসাধুগণের সহিত সহবাস ইন্দ্রলোক বা পরলোকের হিতকর হয় না । ক্ষুদ্রলোকের সহিত কথোপকথন এবং অত্যন্ত হুষ্ঠ ব্যক্তির মূখদর্শন করিবে না । যে সামান্য শত্রুপক্ষের আশ্রিত, তাহার সহিত প্রণয় এবং মিত্রের সহিত বিরোধ পরিহার করিবে । মূৰ্খ শিষ্যের প্রতি উপদেশ প্রদান করিলে, হুষ্ঠা দ্বার ভরণপোষণ করিলে এবং হুষ্ঠের অনুকূলে কোন কার্য করিলে পত্তিত ব্যক্তিও অযোগ্যমী হইবে । ব্রাহ্মণ যদি মূৰ্খ হয়, ক্ষত্রিয় যদি মুদ্রপরাধ, বৈশ্য যদি জড় হয়, আর শূদ্র যদি বেদাকর উচ্চারণ করে, তাহা হইলে দূর হইতে তাহাদিগকে পরিভ্রাণ করিবে । ১-৫

সংসার বুদ্ধিরা শত্রুর সহিত সক্তি এবং মিত্রের সহিত বিবাদ করিবে । পত্তিত ব্যক্তি কার্যাকারণ আশ্রয় করিরাই কালক্ষেপ করেন । কাল সমুদায় ব্যক্তিকেই পরিণত ও বর্জমান করিতেছে, আবার কালই সকলকে সংহার করিতেছে ; সকলে নিরাগত হইলেও কাল জাগরিত থাকে, অতএব কালকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না । কাল হইতেই বালক গর্ভমধ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কালই সকলের বলবীৰ্য্য বৃদ্ধি করে, কালই সকলকে সৃষ্টি করিতেছে, আবার কালই সকলকে সংহার করিয়া থাকে । কালের গতি

কালঃ সূক্ষ্মগতির্নিত্যং দ্বিবিধশ্চেহ ভাব্যতে । সূক্ষ্মসংগ্রহচারেণ সূক্ষ্মাচারাত্তরেণ চ । ৯

নীতিসারং সুরেন্দ্রায় ইমমুচে বৃহস্পতিঃ ।

সর্বজ্ঞো যেন চেল্লোহুদৈত্যান্ হস্তাপুত্রাদিবম্ । ১০

রাজবিত্তাক্রমৈঃ কার্যং দেববিপ্রাদিপূজনম্ । অশ্রমেধেন যজ্ঞেব্যং মহাপাতকনাশনম্ । ১১

উক্তমৈঃ সহ সাক্ষতাং পত্তিতৈঃ সহ সংকথাম্ ।

অনুজৈঃ সহ মিত্রত্বং কুর্বাণো নাবসীদতি । ১২

পরদারং পরার্থক পরিহাস্তং পরজিরা । পরবেশ্মনি বাসক ন কুর্বাতি কদাচন । ১৩

পরোহপি হিতবান্ বন্ধুর্কুরুরপ্যাহিতঃ পরঃ ।

অহিতো দেহজো ব্যাবিহিতমারণ্যমৌষধম্ । ১৪

স বন্ধুর্যো হিতে যুক্তঃ স পিতা যন্ত পোষকঃ ।

তন্নিজং যত্র বিশ্বাসঃ স দেশো যত্র জীব্যতে । ১৫

স ভৃত্যো যো বিধেয়স্ত তদ্বিজং যং প্ররোহতি ।

স্যা ভার্য্যা য় প্রিয়ং ক্রতে স পুত্রো যন্ত জীবতি । ১৬

ন জীবতি ভগ্না যন্ত ধর্মো যন্ত স জীবতি । ৩৭-বর্ষবিহোনো যো নিষ্ফলং তন্ত জীবনম্ । ১৭

অতীব হৃৎকান্ধা, কাল দুই প্রকার, সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম ; কাল কোথাও সূক্ষ্মরূপে, কোথাও বা সূক্ষ্ম-রূপে সঞ্চারিত হইতেছে । বৃহস্পতি দেবরাজকে এই নীতিসার উপদেশ করিয়াছিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র এই নীতিসার পাঠপূর্বক সর্বজ্ঞ হইয়া দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়া দেবলোকের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ৬-১০

জ্ঞান ও রাজবিশ্বাসের কর্তব্য এই যে তাঁহারা দেবতা ও জ্ঞানগণের পূজা করিবেন এবং মহাপাতক-নাশের নিমিত্ত অশ্রমযজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন যিনি উক্তমের সহিত সহবাস, পত্তিতের সহিত কথোপকথন ও অনুজ্ঞনের সহিত মিত্রতা করেন, তিনি কখনও অবসন্ন হইবেন না । পরদারগমন, পরজ্ঞাগ্রহণ, পরজীর সহিত পরিহাস, এবং পরগৃহে বাস, এই সবুদার কখনও করিবে না । শত্রু ব্যক্তিও যদি হিতকারী হয়, তাহা হইলে তাহাকে বন্ধু বলা বাইতে পারে ; বন্ধু ব্যক্তি যদি অনিষ্টাচরণ করে তাহাকে শত্রু বলা যায় । শত্রুরসদৃশ ব্যাবি মনুষ্যের শত্রু এবং অরণ্যজাত ভীষণ মনুষ্যের হিতকারী হইয়া থাকে । যিনি হিতানুষ্ঠান করেন, তিনিই বন্ধু, যিনি ভরণপোষণ করেন, তিনিই পিতা, যিনি বিশ্বাসভাজন, তিনিই মিত্র, যেখানে জীবিকানির্ভার হইতে পারে, তাহাই নিজদেশ বলিয়া জানিবে । ১১-১৬

যে ব্যক্তি বশীভূত, তাহাকেই প্রকৃত ভৃত্য বলা যায় ; বাহা অকুরিত হয়, তাহাই প্রকৃত বীজ ; যিনি প্রিয়বাক্য বলেন, তিনিই প্রকৃত ভার্য্যা ; যে দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে তাহাকে প্রকৃত পুত্র বলা যায় । যিনি ভগবান্ ও ধার্মিক তাঁহার জীবনই সার্থক, যে ব্যক্তি

স। ভাৰ্য্যা য। গৃহে দক্ষা স। ভাৰ্য্যা য। প্রিয়বদনা ।

স। ভাৰ্য্যা য। প্রিয়প্রাণা স। ভাৰ্য্যা য। পতিব্রতা । ১৮

হিত। স্নাতা সুগন্ধা চ নিত্যঞ্চ প্রিয়বাদিনী । অন্নভক্ষ্যাদভাবী চ সততং মঙ্গলৈবুতা । ১৯

সততং ধর্মবহনা সততঞ্চ পতিপ্রিয়া । সততং প্রিয়বক্ত্রী চ সততন্তু কামিনী । ২০

পিতৃদেবক্ৰিয়ামুতা সর্বসৌভাগ্যবর্তিনী ।

যন্তেদৃশী ভবেস্তাৰ্য্যা দেবেভ্যো ন স মানুষঃ ॥ ২১

যন্ত ভাৰ্য্যা বিরূপাক্ষী কন্দলা বলহপ্রিয়া ।

উত্তরোত্তরবাদা তাং^১ স। জরা ন জরা জরা । ২২

যন্ত ভাৰ্য্যাশ্চিত্তাশ্চ পরবেশ্যাভিকাজিনী ।

কুক্রিয়া ভ্যস্তলম্বা চ স। জরা ন জরা জরা । ২৩

যন্ত ভাৰ্য্যা গুণজা চ ভর্তারমদুগামিনী ।

অজ্ঞানেন^২ তু সততং স। প্রিয়া ন প্রিয়া প্রিয়া । ২৪

দৃষ্টা ভাৰ্য্যা শঠং যিহ্নং কৃত্যশ্চোত্তরদায়কঃ । সসর্পে চ গৃহে বাসো যত্নায়েব ন সংশয়ঃ ॥ ২৫

ভ্যজ হর্জুনসংসর্গং ভজ সাধুসমাগমম্ । কুরু পুণ্যমহোরাত্রং শ্রম নিত্যমনিভাতাম্ ॥ ২৬

গৃহস্থী ও অধ্যাত্মিক তাহার জীবন নিয়ন্ত্রণ। যিনি গৃহকার্য্যে দক্ষা, তিনিই প্রকৃত ভাৰ্য্যা ; যিনি প্রিয়বাদিনী তিনিই প্রকৃত ভাৰ্য্যা, যিনি পতিগতপ্রাণা ও পতিব্রতা তিনিই প্রকৃত ভাৰ্য্যা। যিনি প্রতিদিন স্নানপূর্ব্বক সুগন্ধশালিনী থাকেন, যিনি নিয়ত প্রিয়বাক্য বলেন, যিনি মিথ্যাহারা ও যিত্তভাবিনী, যিনি সর্বদা মাতুলিক কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, যিনি পতিপ্রণয়িনী হইয়া সতত ধর্মসকল করেন, যিনি সর্বদাই প্রিয়বাক্য বলেন, যিনি বহুফল-কামনা করেন, তিনিই প্রকৃত ভাৰ্য্যা। ১৬-২০

যে রমণী পিতৃক্রিয়া-দেবক্রিয়াদিতে উৎসাহবতী সে সর্বসৌভাগ্যবর্তিনী হইয়া থাকে । যাহার এরূপ ভাৰ্য্যা আছে, তিনি দেবরাজ—মনুষ্য নহেন । যে ভাৰ্য্যা বিরূপাক্ষী, কন্দলা, বলহপ্রিয়া এবং সমান উত্তরাদায়িনী হয়, সেই নারীই গুরুষের জরা, বার্জক্যাবস্থা জরা মতে । যে ভাৰ্য্যা অশ্চিত্তা, পরবেশ্যাভিকাজিনী, কুক্রিয়াসক্তা ও মিলজ্ঞা তাহাকেই জরা বলা যায়, বার্জক্যাবস্থা জরা মতে । যে ভাৰ্য্যা গুণপ্রাধিনী পতির অনুগামিনী ও অজ্ঞেই পরিতৃপ্তা, তাহাকেই প্রিয়া বলা যায় ; একান্তিহীন অস্ত কামিনীকে প্রিয়া বলা যায় না । ভাৰ্য্যা যদি দৃষ্টা হয়, যিহ্ন যদি শঠ হয় ও কৃত্য যদি উত্তরদায়ক হয় এবং সসর্পগৃহে যদি বাস করা যায়, তাহা হইলে তাহার যত্না বিঘ্নের সন্দেহ নাই । ২১-২৬

হর্জুনসংসর্গ পরিভ্যাগ কর, সর্বদা সাধুসমাগমে প্রকৃত হও, দিবারাত্র পুণ্যসকল কর এবং সর্বদা এই জগতের অনিভাতা শ্রমণ করিয়া রাখ । যে স্ত্রী সর্পিনী হইতে এবং

ব্যালী কঠপ্রদেখানপি চ ফণভূতো ভীষণা বা চ রৌদ্রী,
 যা কৃষ্ণা ব্যাকুলান্ধী কৃধিরনয়নসংব্যাকুল্য ব্যাঘ্রকল্পা ।
 ক্রোধেনৈবোদ্রবন্ত । ক্ষুরদনলশিখা কাকজিহ্বা করালী,
 সেব্য্য ন স্ত্রী বিদকৈঃ পরপূরণমনা ভ্রান্তচিত্তা বিরক্তা ॥ ২৭
 ভূজঙ্গমে বেশ্মনি দৃষ্টিদৃষ্টে, ব্যাধৌ চিকিৎসাবিনিবর্তিতে চ ।
 দেহে চ বালাদিবরোহস্মিতে চ, কালাবৃত্তোহসৌ লভতে দৃষ্টিং কঃ ॥ ২৮

ইতি শ্রীগুরুভে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে নীতিসারেহষ্টাধিক-শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৮ ॥

নবাবিকশততমোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

আপদর্থে ধনং রক্ষেক্ষারান্ রক্ষেক্ষতেনরপি ।
 আত্মানং সততং রক্ষেক্ষারৈরপি ধনৈরপি ॥ ১
 ভ্যাজেনেকং কুলস্বার্থে গ্রামস্বার্থে কুলং ভ্যাজেৎ ।
 গ্রামং জনপদস্বার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ভ্যাজেৎ ॥ ২

সর্পিণীর কঠপ্রদেখ হইতেও ভীষণা ও রৌদ্ররূপা, যে রমণী কৃষ্ণবর্ণা, চক্ৰা, বজ্রনয়না, ব্যাকুলা ও ব্যাঘ্রীর স্থায় ভয়ংকরী, যাহার মুখ সর্বদা ক্রোধভরে উগ্র, যে কামিনী কাকজিহ্বা ও করালী, যে রমণী অনলশিখার স্থায় ভীষণাকৃতি, যে রমণী পরপূরণামিনী, ভ্রান্তচিন্তা ও বিরক্তা, পণ্ডিত ব্যক্তির তাহাকে কখনই আশ্রয় করিবেন না। যাহার গৃহে ভূজঙ্গম দৃষ্ট হইয়াছে, যাহার ব্যাধি অচিকিৎস হইয়া উঠিয়াছে, যাহার শরীরে বালা-বৌবন-বার্জিকা অবস্থা ভোগ হইয়াছে, সে কালকর্তৃক আক্রান্ত সন্দেহ নাই। এমন অবস্থার কে নিশ্চিত থাকিতে পারে? ২৬-২৮

শ্রীগুরুপুরাণে পূর্বখণ্ডে নীতিসারে অষ্টাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৮ ॥

নবাবিক শততম অধ্যায়

সূত কহিলেন,—আপদের নিমিত্ত ধনরক্ষা করিবে, ধন ব্যয় করিমাও গ্রীরক্ষা করিবে, ধনদ্বারাই হউক অথবা স্ত্রী দ্বারাই হউক আপনাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিতে হইবে। কুলরক্ষার নিমিত্ত এক ব্যক্তিকে ত্যাগ করিবে, গ্রামরক্ষার নিমিত্ত কুলও ত্যাগ করিতে পারে, জনপদ রক্ষার নিমিত্ত গ্রাম ত্যাগ করিবে, আর আত্মরক্ষার নিমিত্ত সমুদয় পৃথিবীও

বরং হি নরকে বাসো ন তু দৃশ্যতে গৃহে ।
 নরকাৎ কীর্ত্তে পাপং কুগৃহাৎ নিবর্ত্ততে । ৩
 চলতোকেন পাদেন তিষ্ঠতোকেন বুদ্ধিমান্ ।
 ন পরীক্ষ্য পরং স্থানং পূৰ্ব্বমায়তনং ত্যজেৎ । ৪
 ত্যজেন্দ্রেশ্বরসদৃশং বাসং সোপক্রমং ত্যজেৎ ।
 ত্যজেৎ কৃপণরাজানং মিত্রং মারাময়ং ত্যজেৎ । ৫
 অৰ্থেন কিং কৃপণহস্তগতেন পুংসাং, জ্ঞানেন কিং বহুশঠাকুলসঙ্কুলেন ।
 রূপেন কিং শুণপরাক্রমবজ্জিতেন, মিত্রেণ কিং বাসনকালপরায়ুধেন । ৬
 অদৃষ্টপূৰ্ব্বা বহবঃ সহায়ঃ, সৰ্ব্বে পদস্থস্ত ভবন্তি মিত্রাঃ ।
 অৰ্থবিহীনস্ত পদচ্যুতস্ত, ভবত্যকালে বজ্রনোহপি শত্রুঃ । ৭
 আপংসু মিত্রং জামীরাং রূপে শূরং বহুঃ শুচিम् ।
 ভাৰ্য্যাক্ষ বিভবে কীর্ত্তে দৃষ্টিক্ ৫ প্রিয়াতিথিम् । ৮
 বৃক্ষং কীপকলং তাজন্তি বিহগাঃ শুক্লং সতঃ সারিসাঃ,
 নির্জবং পুরুষং তাজন্তি বনিভ্য অষ্টং নৃপং মস্ত্রিণঃ ।
 পুষ্পং পশুবিভং তাজন্তি মধুপা দত্তং বনাভং যুগাঃ,
 সৰ্ব্বঃ কার্য্যবশাজ্ঞানো হি রমতে কস্মাপি কো বহুভঃ । ৯

ভাগ্য করিতে পারিবে। নরকে বাস করাও শ্রেয়ঃ, তথাপি দৃশ্যতে গৃহে বাস করা
 কর্ত্তব্য নহে; নরকে বাস করিলে পাপকর্য্যতে পুনরাবুত্তি হইতে পারে, পরন্তু কুগৃহ হইতে
 পুনরাবুত্তি হয় না। বুদ্ধিমান্ মামিব একপদে আশ্রয় করিয়া গমনের নিমিত্ত অপর পদ
 উত্তোলন করেন; অতএব পরবত্তিহীন পরীক্ষা না করিয়া পূৰ্ব্বস্থান পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য
 নহে। যে দেশ অসচ্চরিত্র জমগণে পরিপূর্ণ সেই দেশ পরিত্যাগ করিবে, আর যেখানে
 উপদ্রব আছে, তাহাশ বাসস্থান পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য; কৃপণ রাজাকে পরিত্যাগ করা
 উচিত, মারাবী মিত্রকে পরিত্যাগ করিবে। ১-৫

কৃপণহস্তগত ধনে কল কি? শঠতাপূর্ণ জানেই বা প্রয়োজন কি? শুণ ও পরাক্রম বিরহিত
 রূপেই বা কি ফল? যে ব্যক্তি বাসনকালে পরায়ুধ হয় তাহাশ মিত্রেই বা কি প্রয়োজন?
 যখন কোন ব্যক্তি উচ্চপদে আরুঢ় হইলেন, তখন তাহার অদৃষ্টানুসারে অনেক সহায় ঘটে;
 আর সকলেই সেই পদস্থ ব্যক্তির মিত্র হয়; আবার যখন সেই ব্যক্তি পদচ্যুত হইয়া অর্থহীন
 হয়, তখন আত্মপরিবারবর্গও তাহার সহিত শত্রুবৎ আচরণ করে। বিপদকালে মিত্রের
 পরীক্ষা হয়, বুদ্ধকালে বীরের বীরত্ব জানা যায়, নির্জমস্থানে অবস্থিতি করিলে সাধুদিগের
 চরিত্রের পরীক্ষা হইয়া থাকে, ঐশ্বর্য্যকীর্ণ হইলে ভাৰ্য্যার বভাব জানা যায় এবং দৃষ্টিক
 উপস্থিত হইলে অতিথিপ্রিয়তা শুণ প্রকাশ পায়। বিহঙ্গমগণ নিষ্ফল বৃক্ষসকল পরিত্যাগ

মুখ্যার্থপ্রদানেন স্নাত্যমকলিকর্ষণা । মুখ্যং হৃদ্যানুভূত্যা চ বাখ্যাতথ্যেন পণ্ডিতম্ । ১০

সম্ভাবেন হি তুচ্ছস্তি দেবাঃ সংপুরুষা বিজ্ঞাঃ ।

ইতরে খাদ্যপানেন বাক্যপ্রদানেন পণ্ডিতাঃ । ১১

উত্তমং প্রণিপাতেন শঠং ভেদেন যোজয়েৎ ।

নীচং বজ্রপ্রদানেন সমং তুল্যপরাক্রমৈঃ । ১২

যস্য যস্য হি যো ভাবন্তস্য তস্য হি তং বদন্ ।

অনুপ্রবিষ্ট মেধাবী কিপ্রমাণবশং নয়েৎ । ১৩

মবিনাঞ্চ নবীনাঞ্চ শৃঙ্গিণাং শত্রুপাণিনাম্ । বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ । ১৪

অর্থনাশং মনস্তাপং গৃহে দৃশ্বরিতানি চ । বকনক্কাপমানঞ্চ মতিমান্ ন প্রকাশয়েৎ । ১৫

হীনদুর্জয়নসংসর্গদত্যন্তবিরহাদরঃ । শ্রেহোহন্যগেহবাসশ্চ নারীসঙ্কীর্ণনাশনম্ । ১৬

কস্য দোষঃ কূলে নাস্তি ব্যাধিনা কো ন পীড়িতঃ ।

কেন ন বাসনং প্রাপ্তং জিহ্বাঃ কস্য নিরন্তরাঃ । ১৭

করে, শুদ্ধ সরোবর হইলে, তদ্রূপ সারসপক্ষীরা তাহা পরিত্যাগ করে, রমণীগণ নির্ধন স্বামীকে এবং যন্ত্রিগণ রাজ্যচ্যুত রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া যায়। ভ্রমরনিকর পশু'মিতপুষ্প বর্জন করে, শূণ্যকল মঞ্চবন ছাড়িয়া যায়, সকলেই স্বার্থ-সিদ্ধির নিমিত্ত স্থানে স্থানে বিহার করে, বাস্তবিক কেহ কাহারও প্রিয় নহে। লোভী ব্যক্তিকে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিলেই সে বশীভূত হয়, পবিত্র ব্যক্তিকে কৃতজ্ঞানি প্রণিপাত করিলেই বশীভূত করা যায়, মুখ্যকে তাহার অভিমত কার্য্যদ্বারা এবং পণ্ডিতকে স্বার্থ আচরণ দ্বারা বাধ্য করা বাইতে পারে। ৬-১০

দেবতা, সংপুরুষ ও স্নাত্য ই'হাদিগের নিকট সম্ভাব প্রকাশ করিলে তাঁহারা সম্ভাবলাভ করেন, সাধারণ জনগণ খাদ্য ও পানীয়দ্বারা এবং পণ্ডিতগণ সম্ভাব্যদ্বারা সন্তুষ্ট হইবেন। উত্তম ব্যক্তিকে প্রণিপাত এবং শঠের সহিত শঠতা করিয়া তাহাদিগকে বাধ্য করা যায়। নীচাশয়কে কিঞ্চিৎ ধন দিলেই সে বশীভূত হয় এবং সমকক্ষ ব্যক্তিকে তুল্যরূপ পরাক্রম প্রদর্শন করিলে বাধ্য করা যায়। যাহার যেরূপ মনোগতভাব, তাহাদিগের নিকট সেইরূপ হিতবাক্য বলিয়া তাহাদিগের চিত্তে প্রবেশ করিতে পারিলেই পণ্ডিতগণ সত্ত্বর তাহাদিগকে বশীভূত করিতে পারেন। নদী, নথদুস্ত ও শৃঙ্গী জন্ত, অস্ত্রধারী, স্ত্রী ও রাজা ইহাদিগকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না। বুদ্ধিমান ব্যক্তি অর্থনাশ, মনস্তাপ, গৃহজিহ্ম, বকনা ও অপমান কখনও এই সকল প্রকাশ করিবে না। ১১-১৬

নীচ ও দুষ্ঠাশয় লোকের সংসর্গ, বিরহকাতরতা, অতিশয় শ্রেহ ও পরগৃহে বসতি এই সকল স্ত্রীদিগের শূলোভা বিনাশ করে। কাহার কূলেই বা দোষ নাই? কোন

১। অকুল্যাগেহবাসশ্চোক্তি পাঠান্তরম্ ।

কোইর্থং প্রাপ্য ন গর্বিতো ভুবি নরঃ কস্তাপদোহন্তং যত্নাঃ^১,

জীতিঃ কস্ত ন যতিতং ভুবি মনঃ কো নাম রাজাঃ প্রিয়ঃ ।

কঃ কালস্ত ন গোচরান্তরগতঃ কোইর্থী গতো গৌরবং,

কো বা হর্জ্জনবাস্তুরানিপতিতঃ কেদেব যাতঃ পূমান্ ॥ ১৮

মুহুৎ স্বজনবন্ধুর্ন বুদ্ধির্যস্ত ন চাশ্রয়ি । যশ্মিন্ কর্ণনি সিংহেহপি ন দৃশ্যেত ফলোদরঃ ।

বিপত্তৌ চ মহদুঃখং তদুৎস্বঃ কথমাচরেৎ ॥ ১৯

যশ্মিন্ দেশে ন সম্মানঃ ন প্রীতির্ন চ বান্ধবাঃ ।

ন চ বিদ্যাগমঃ কশ্চিৎ তং দেশং পরিবর্জয়েৎ ॥ ২০

ধনস্ত যস্ত রাজভ্যো ভরং নাশ্চি ন চৌরভঃ । যুক্তক যন্ন যুচোত সমর্জ্জরং তত্বনম্ ॥ ২১

যদর্জ্জিতং প্রাপহরৈঃ পরিশ্রমৈ-যু-ভস্ত তদৈ বিভজতি রিকৃধিনঃ ।

কৃতক যদুৎস্বচমর্থলিপ্সয়া, তদেব দোষাপহতস্ত যৌতুকম্ ॥ ২২

সঞ্চিতং নিহিতং দ্রব্যং পরামৃশ্যৎ মুহুর্মুহঃ । আধোরিব কদর্যাস্ত ধনং হুঃখায় কেবলম্ ॥ ২৩

ব্যক্তিই বা রোগদ্বারা পীড়িত হয় না? কেই বা হুঃখে পতিত হয় নাই? আর কাহারই বা সর্বদা সম্পৎ থাকে? ভূমিতলে কোন ব্যক্তি অর্থ পাইয়া গর্বিত হয় না? কাহারই বা আপদ্ বিনষ্ট হইয়াছে? জীর্ণক কাহার মন আকর্ষণ করে না? কোন ব্যক্তিই বা রাজার প্রিয়পাত্র? কোন ব্যক্তি কালের করালকবলে কবলিত হয় না? কোন যাচকের গৌরব বৃদ্ধি পাইয়া থাকে? কোন ব্যক্তিই বা হর্জ্জনেত্ৰ যত্নমত্রে পতিত হয় না? এবং কেই বা সর্বদা কুশলে কাল কাটাইতে পারে? বাহ্যিক বন্ধু ও স্বজন নাই অথচ নিজের বুদ্ধিরও প্রখরতা নাই, সেই ব্যক্তি বিপদে পতিত হইয়া মহা-হুঃখভোগ করিয়া থাকে। সে পতিত হইলেও তাহার কোন প্রতিকার করিতে পারে না। যে দেশে সম্মান নাই, প্রণয় নাই, বন্ধু নাই এবং কোনরূপ বিদ্যালিক্ষার উপায় নাই, ধীমান্ মানব সেইদেশে পরিভ্রমণ করিবে। ১৮-২০

যে ধন রাজা বা ভক্তর অপহরণ করিতে পারে না আর যে ধন যুক্ত ব্যক্তিকেও পরিভ্রমণ করে না, সেইরূপ ধন উপার্জন কর। প্রাণান্তিক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া যে ধন উপার্জন করা যায়, যরণান্তে সেই ধন উত্তরাধিকারীরা বিভাগ করিয়া নেয়, অতএব যে মুঢ় ধনলালসায় হৃদয় করে, তাহার চিত্ত দূষিত হইয়া থাকে, ইহাই তাহার পুরস্কার। হৃদয় করিয়া ধন উপার্জন করিলে উপার্জকের কেবল পাপমাত্রই লাভ। যে মানব ধন উপার্জন করিয়া লক্ষ্য করিয়া রাখে, কখনও সেই ধনের কিছু ব্যয় করে না, তাহার সেই ধন কেবল হুঃখপ্রদান করে, তাহাতে উপার্জনকর্তার কিঞ্চিদ্রাভও মুখ হয় না। কেবল সর্বদা সেই ধনের রক্ষণের জন্য বারবার রোশ পাইতে হয়। মুখিক যেমন অর্থসংগ্রহ করিয়া রাখে, সেই অর্থ ভোগ

১। কস্তাপদো নাগত্যাঃ ।

নগ্না বাসনিনো রুক্ষাঃ কপালাঙ্কিতপাণয়ঃ ।

দর্শয়ন্তীহ লোকস্ত অমাত্যুঃ কলমীদৃশম্ ॥ ২৪

শিকরন্তি চ বাচন্তি দেহীতি কৃপণা জনাঃ । অবস্থেরমদানস্য মা ভূদেবং ভবানপি ॥ ২৫

সঞ্চিতং ক্রতুশভেন হুজ্যতে, যাচিভং গুণবতে ন দীয়তে ।

ভং কদর্যাপরিরক্ষিতং ধনং, চৌরপাণ্ডিবগৃহে প্রমুজ্যতে ॥ ২৬

ন দেবেভ্যো ন বিপ্রৈভ্যো বহুভ্যো নৈব চান্মনি ।

কদর্যস্য ধনং যাতি অগ্নি-ভক্ষর-রাজসু ॥ ২৭

অতিক্রেশেন যেষপার্থা ধর্ম্যাতিক্রমেণ চ । অরেক্ষা প্রমিপাতেন মা ভুবংশে কদাচন ॥ ২৮

বিদ্যাঘাত্যো হনন্ত্যাসঃ স্ত্রীণাং^১ যাতঃ কুচেলতা ।

ব্যাধীনাং ভোজনাজীর্ণং শত্রোর্ধাতঃ প্রপঞ্চতা ॥ ২৯

ভক্ষরস্ত বধো দত্তঃ কুমিত্তস্তান্নভাষণম্ । পৃথক্ শয্যা তু নারীণাং বস্ত্রগন্যানিমন্ত্রণম্ ॥ ৩০

করিতে পারে না, তাহার রক্ষণের নিমিত্ত রেশ পাইয়া থাকে, সেইরূপ কৃপণ ব্যক্তিও ধনের জগৎ নানাপ্রকার চুঃখভোগ করে । কৃপণ ব্যক্তির সঞ্চিত ধন নষ্ট হইলে তাহার নগ্ন ও রুক্ষ হইয়া কপালে করাঘাত করিয়া লোককে ইহাই দেখায় যে, তাহার ধন বাস না করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখে, তাহাদিগের এইরূপ দশাই হয় । সেই কৃপণ ব্যক্তি পুনর্বার যেহি দেহি বলিয়া লোকের নিকট যাক্কা করিয়া সাধারণকে এই শিক্ষা দেয় যে, তাহার ধন দান না করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখে তাহাদিগের এইরূপ অবস্থাই ঘটে ; অতএব তোমরা কেহ এইরূপ হইও না । ২১-২৫

যে মানব ধন দান না করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখে কৃপণের সেই ধন কোন যজ্ঞাদি সংকার্য্যে ব্যয়িত হয় না এবং গুণবান্ ব্যক্তি প্রার্থনা করিলেও তাহা প্রদান করে না । কৃপণ ব্যক্তি এইরূপে ধন সঞ্চয় করিয়া রাখে, অবশেষে কিন্তু সেই ধন ভক্ষরে অপহরণ করে, কিংবা রাজগৃহে স্থাপিত হয় । কৃপণের ধন দেবার্জন্য লাগে না, বিপ্রকে প্রদান করে না, ভক্ষরা বহুদিগের কোন উপকার দর্শে না অথবা সে আপনিও ভোগ করে না ; পরন্তু অবশেষে রাজা, অগ্নি কিংবা ভক্ষর ঐ ধন গ্রহণ করে । অর্থ উপার্জন করিতে সাতিশর রেশ স্বীকার করিতে হয়, যে অর্থ উপার্জনে ধর্ম নষ্ট হয় অথবা শত্রু ব্যক্তির উপাসনা করিয়া যে অর্থের উপার্জন করা যায়, সেই অর্থে প্রয়োজন নাই । শাস্ত্রের চর্চা না করিলে বিদ্যা থাকে না, স্ত্রীদিগের বস্ত্র অপকৃষ্ট হইলে তাহাদিগের শোভা হয় না, ভোজনান্তে আহারীয় দ্রব্য জীর্ণ হইলেই ব্যাধির বিনাশ হয়, আর প্রপল্লভতাই শত্রুর পরাভব করে । ভক্ষরের গ্রহণ, কুমিত্তের সহিত অন্ন আলাপ, নারীর পৃথক্ শয্যা এবং স্ত্রীদিগের অনিমন্ত্রণ এই সকল তাহাদিগের স্বভাবতুল্য । ২৬-৩০

তুৰ্জনাঃ শিখিনো দাসা তুষ্ঠান্ত পটহাঃ স্ত্রিণঃ ।

তাড়িতা মর্দিবং বাতি ন তে সংকারভাজনম্ ॥ ৩১

জানীয়াৎ প্রেয়শে ভুজ্যান্ বাহুবান্ বাসমাগমে ।

মিত্রকণপদি কালে চ ভাৰ্য্যাক বিভবন্ধরে ॥ ৩২

স্ত্রীণাং বিগুণ আহারঃ প্রজা চৈব চতুৰ্গুণা । বহুগুণো বাহবসাম্ভব কামশাষ্টগুণঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৩

ন বশেন অয়েমিষ্টাং ন কামেন স্ত্রিণং ভবেৎ ।

ন চেতনৈর্জবেচ্ছিতং ন মনোন ভুবাং ভবেৎ ॥ ৩৪

সমাংসৈর্ভোজনৈঃ স্নিগ্ধৈর্মটৈঃ সাধুদূরানুতৈঃ ১

বহুৈর্মনোরমৈর্মামৈলাঃ কামঃ স্ত্রীষু বিজুহতে ॥ ৩৫

ব্রহ্মচর্যোহপি বক্তব্যং প্রাপ্তং মন্থথচেতিভম্ ।

ভুজ্যং হি পুরুষং দৃষ্ট্বা যোনিঃ প্রক্লিষ্টতে স্ত্রিণাঃ ॥ ৩৬

সুবেশং পুরুষং দৃষ্ট্বা আভবৎ যদি বা স্মৃতম্ ।

যোনিঃ ক্লিষ্টতি নারীণাং সত্যং সত্যং হি শৌনক ।

ভুজ্যং বা ভিক্ষুকং বাচ্যমিচ্ছতি সত্ততং স্ত্রিণঃ ॥ ৩৭

নদাশ্চ নার্যাশ্চ সমবভাবাঃ স্বভবভাবে গমনানিকক ।

ভোতৈশ্চ নোতৈশ্চ নিপাতয়তি, নন্তো হি কুলানি কুলানি নার্যাঃ ॥ ৩৮

তুৰ্জন, শিখাজীবী, দাস, তুষ্ঠ ব্যক্তি, টকা ও স্ত্রী ইহাদিগকে তাড়ন করিলেই মঙ্গল হইয়া থাকে, পরন্তু ইহারা সংকারের পাত্র নহে। কোন কার্য্যে প্রেয়শ করিলে ভুজ্যের স্বভাব জানা যায়, বাসনসময়ে বহুবাহুদের পরীক্ষা হয়, আপেক্ষাকালে মিত্রের স্বভাব পরিজ্ঞাত হয়, আর সম্পত্তির বিনাশ হইলে ভাৰ্য্যার ভাব জানা যায়। স্ত্রীদিগের আহার পুরুষ অপেক্ষা বিগুণ, অর্থাৎ একজন পুরুষ সাধারণতঃ একবারে যে পরিমাণে আহার করিতে পারে একজন স্ত্রীলোক প্রায় তাহার বিগুণ পরিমাণে ভোজন করে। তাহাদিগের বুদ্ধি চতুৰ্গুণ, স্ত্রীর অধ্যবসায় বহুগুণ এবং তাহাদিগের কাম পুরুষের অপেক্ষা অষ্টগুণ অধিক। মিত্রাসেবাধারা মিত্রা, কামের চরিতার্থতা ধারা স্ত্রী, কাঠ দারা অগ্নি এবং মদ্যপান দারা তৃষ্ণা জয় করিতে পারে না। মাংসাদি বিবিধ স্নিগ্ধকর ভোজনীয় জ্বা, নানাপ্রকার মদ্য, মনোহর বস্ত্র ও সুশোভন মাল্যাদি স্ত্রীলোকের কাম প্রকাশ পায়। ৩১-৩৫

ব্রহ্মচর্য্য অবস্থাতেও পুরুষের কামচেষ্ঠা প্রকাশ পায়, মনোহর পুরুষ দর্শন করিলে স্ত্রীলোকের যোনি আর্দ্র হইয়া থাকে। পিতা প্রভৃতি কোন গুরুজনই হউক কিম্বা কোন ভিক্ষুকই হউক—অথবা কোন সুবেশ ধনবান্ ব্যক্তিই হউক দেখিলেই স্ত্রীদিগের কামপ্রবৃত্তি হয়। হে শৌনক! এই কথা সত্য সত্য জানিবে। নদী ও নারী ইহাদিগের স্বভাব সমান,

নদী পাতয়তে কুলং নারী পাতয়তে কুলম্ । নারীগণং নদীনাং যচ্ছন্দা ললিতা পতিঃ । ৩৯
নাগ্নিত্বপ্যতি কাষ্ঠানাং নাপমানাং মহোদবিঃ ।

নাভকঃ সর্বভূতানাং ন পুংসাং বামলোচনা । ৪০

ন তৃপ্তিরতি শিষ্টো নামিষ্টোনাং প্রিয়বাদিনাম্ । সুখানাং সূতানাং জীবিতস্য বরম্ ৫ । ৪১
রাজা ন তৃপ্তো ধনসঞ্চয়েন, ন সাগরতৃপ্তিমগাজ্জলেন ।

ন পণ্ডিতস্তপ্যতি ভাবিতেন, তৃপ্তং ন চক্ষুর্নৃপদর্শনেন । ৪২

স্বকর্মধর্মাজ্জিতজীবিতানাং, শাস্ত্রেষু দারেষু সদা রতানাম্ ।

জিতেজ্জিরাণামতিথিপ্রিয়াণাং, গৃহেষু মোক্ষঃ পুরুষোত্তমানাম্ । ৪৩

মনোহনুকূলাঃ প্রমদা রূপবত্যাঃ বলকৃতাঃ ।

বাসঃ প্রাসাদপৃষ্ঠেষু স্বর্গঃ স্যাচ্ছুভকস্মরণঃ । ৪৪

ন দানেন ন মানেন নারজ্জবেন ন সেবয়া ।

ন শাস্ত্রেণ ন শাস্ত্রেণ সর্বথা বিষয়াঃ স্থিরঃ । ৪৫

কিন্তু গমনাদি বস্তুর । নদী কুল নিপাতিত করে এবং নারীও কুল নিপাতিত করিয়া থাকে ।
নদী কুল পাতিত করে এবং নারীও কুল পাতিত করিয়া থাকে, এই উভয়েরই গতি অতি
ললিত ও যচ্ছন্দা । অগ্নি কখনও কাষ্ঠদ্বারা তৃপ্তিলাভ করে না, তাহাতে যত কাষ্ঠ কেন
প্রদান কর না সকলই ভস্মীভূত হইয়া যাইবে আরও কাষ্ঠের প্রয়োজন হয়, সমুদ্রেতে যত নদী
পতিত হউক না কেন, কিছুতেই সেই সমুদ্র বিড়ম্বিত হয় না, শমন সর্বভূত সংহার করিলেও
তাহার তৃপ্তি হয় না, আর নারীগণের অনন্তপুরুষ সম্বোগেও অকাক্ষার নিবৃত্তি হয় না ।
৩৬-৪০

শিষ্টব্যক্তির সহিত আলাপ করিয়া কেহ বিড়ম্বিত হইতে পারে না, সাধু ব্যক্তির সহিত
যতই আলাপ করা যার ততই আলাপস্বহা বলবতী হইতে থাকে । অভিলষিত সুখ ও
প্রিয়বাদী পুত্রদ্বারা কেহ পরিভূত হয় না, আর আপন জীবনে কাহারও তৃপ্তি হয় না । যে
ব্যক্তি অনেক কাল বাঁচিয়া থাকে, তাহার আরও বাঁচিতে ইচ্ছা হয় । রাজা ধন দ্বারা,
মহাসাগর জলরাশি দ্বারা, পণ্ডিত ব্যক্তি সংকথা দ্বারা তাহার ক্রমে এবং চক্ষুঃ নৃপ-দর্শন
দ্বারা কদাচ পরিভূত হয় না । যাহারা স্বীয় ধর্ম ও কর্মেতে অনুরক্ত, শাস্ত্র ও দ্বারাতে
নিরত, জিতেজ্জিরা ও অতিথিপ্রিয় তাহারাই পুরুষসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; তাহার গৃহে
বসিয়াও মোক্ষপদ পায় । যাহারা সংকর্মা তাহার আপন অনুকূলা রূপবতী অলকৃতা
বনিতা পাইয়া প্রাসাদপৃষ্ঠে বাস করত স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া থাকে । নারীগণ সর্বদাই
বিষম, তাহাদিগকে কেহ দান ও সম্মান দ্বারা পরিভূষ্ট করিতে পারে না, সরল ব্যবহার ও
সেবা দ্বারা বাধ্য করা যায় না, অস্ত্রপ্রদর্শন বা শাস্ত্রোপদেশদ্বারা শাসন করিতে পারে না ।

শনৈবিত্য শনৈবর্থাঃ শনৈঃ পর্বতমাক্রহেৎ ।

শনৈঃ কামক ধর্মক পট্টকতানি শনৈঃ শনৈঃ । ৪৬

শান্ততঃ দেবপূজাদি বিপ্রদানক শাস্ত্রতম্ । শান্ততঃ সত্তপা বিদ্যা মুহুর্নিদ্রক শান্ততম্ । ৪৭

যে বালভাবায় পঠতি বিদ্যাং, যে যৌবনহা জ্ঞানান্দাদায়াঃ ।

তে শোচনোরা ইহ জীবলোকে, মনুষ্করূপেণ যুগান্তরতি । ৪৮

ভোজনে' ভোজনং চিত্তং ন কুর্য্যাচ্ছাস্ত্রসেবকঃ ।

স দূরমপি' বিদ্যার্থী জ্ঞেদু গরুড়বেগবান্ । ৪৯

যে বালভাবায় পঠতি বিদ্যাং, কামাতুরা যৌবননষ্টচিত্তাঃ ।

তে বৃদ্ধকালে পরিত্যক্তমানাঃ, সম্ভ্রম্যমানাঃ শিশিরে যথাক্রম্ । ৫০

তর্কোহপ্রতিষ্ঠঃ ক্ষতয়ো বিজিগীষাঃ, নাসাবুর্বিষয় মত্তং ন ভিন্নম্ ।

ধর্মস্ত তত্ত্বং নিহিতং শুভারায়, মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ । ৫১

আকট্টৈরিরিজিতৈর্গত্যা চেটুরা ভাবিতেন তু ।

নেত্র-বক্তৃবিকারভ্যাং লক্ষ্যভেদৈর্গতং মনঃ । ৫২

ক্রমে ক্রমেই বিদ্যা লাভ হয়, ক্রমে ক্রমেই ধনাপন্ন হয়, ক্রমে ক্রমেই পর্বতারোহণ হয়, ক্রমে ক্রমেই কামনা পূরণ হয়, আর ক্রমে ক্রমেই ধর্ম উপার্জন হয়, এই পঞ্চ কার্যই ক্রমে ক্রমে হইয়া থাকে । দেবপূজাদি করিলে অক্ষয়পুণ্য হয়, জ্ঞানপক্ষে ধনদান করিলে তাহাতে অনন্তফল জন্মে, সত্তপ বিদ্যা ও মুহুর্ নিদ্রা ব্যক্তি অক্ষয় মুখ প্রদান করে । বাহারি বাল্যকালে বিদ্যালিঙ্গা করে না, এবং যাহারা যৌবনে দারা ও ধনরক্ষা করে না, তাহারি ইহকালে অশেষ শোকে পতিত হয় ; তাহারি মর্ত্যলোকে পণ্ডবৎ বিচরণ করে । যাহারা বিদ্যার্থী তাহারি ভোজন দ্রব্যে অতিলাষ করিবে না ; পরন্তু বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত গরুড়বৎ বেগে অতি দূরদেশেও গমন করিবে । যাহারা বাল্যকালে বিদ্যা অভ্যাস করে না ও যৌবনকালে কামাতুর হইয়া চিত্তকে কলুষিত করে, তাহারি বৃদ্ধকালে পরিত্যক্ত হইয়া শিশিরকালীন পদ্মের দ্বার শীর্ণ হয় । ৪৬-৫০

চিরকাল হইতেই ধর্মবিষয়ে তর্ক চলিতেছে এবং তদ্বিষয়ে অনেক প্রকার ক্রটিও আছে, তথাপি ধর্মের তত্ত্ব শুভাঙ্কিত নিধির দ্বার অতিওপ্ত রহিয়াছে ; তাহা কেহই খির করিতে পারে না ; অতএব মহাজনগণ যেক্রমে পন্থা অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন, সেই পন্থা আশ্রয় করিয়া ধর্মাচারণ করিবে । আকার, ইঞ্জিত, গমন, চেট্টা, বাক্য ও মুখ-নেত্রাদির ভঙ্গী এই সকলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মানবের মনোগত ভাব জানা যাইতে পারে । মনোগতভাব বাক্যদ্বারা প্রকাশ না করিলেও বিজ্ঞজনগণ আকার-ইঞ্জিতদ্বারা তাহা বুঝিতে পারেন । বেহেতু পদের ইঞ্জিত-পরিজ্ঞানই বুঝির কার্য্য ।

অনুজ্ঞমপ্যাহতি পতিতো জনঃ, পরেন্নিতজ্ঞানকলা হি বুদ্ধয়ঃ ।

উদীরিতার্থঃ পত্তনাপি গৃহ্যতে, হস্তাশ্চ নাগাশ্চ বহন্তি দেশিতম্ । ৫৩

অর্থাদ্রষ্টৃকীর্ত্তীর্থযাত্রান্ত গচ্ছের, সত্যাদ্ অষ্টৌ রৌরবং বৈ ব্রজেচ্চ ।

যোগাদ্ অষ্টৌ সত্যধৃতিক গচ্ছেন্, রাজ্যাদ্ অষ্টৌ যুগয়াং বৈ ব্রজেচ্চ । ৫৪

ইতি ঈগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে নীতিসারে নবাধিক-শততমোঃধ্যায়ঃ । ১০১ ।

দশাধিকশততমোঃধ্যায়ঃ

মৃত উবাচ

যো ঋণাপি পরিত্যজ্য অক্ৰবাণি নিষেবতে । ঋণাপি তস্য নশন্তি অক্ৰবং নষ্টমেব চ । ১

প্রাগ্জ্ঞানহীনস্য^১ নরস্য বিদ্যা, শত্রুং যথা কাপুরুষস্য হন্তে ।

ন তুষ্টিমুৎপাদয়তে শরীরে, অদ্ব্য দারা ইব দর্শনীয়াঃ । ২

ভোজ্যং ভোজনশক্তিঞ্চ রতিশক্তির্করাঃ স্ত্রিয়ঃ । বিভবো দানশক্তিঞ্চ নারায়ণ উপসং ফলম্ । ৩

বুদ্ধিহারা অনুজ্ঞ বিষয়ও জানা যায় । যাহা সর্বত্র প্রকাশিত আছে, তাহা ত পত্তনাও বুঝিয়া থাকে । হস্তী ও অশ্ব ইহারাও অনায়াসে প্রভুর ইসারা বুঝিয়া কার্য্য করিয়া থাকে । ধনহীন মানব ভীর্ণস্থানে গমন করিয়া আপনার জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকিবে, তাহার সংসারে কোনপ্রকার সুখের আশা নাই । সত্যদ্রষ্ট নর রৌরবনরকে গমন করিয়া থাকে । যোগদ্রষ্ট ব্যক্তি সত্য ও বৈধ্য অবলম্বন করিয়া থাকিবে, আর রাজ্যদ্রষ্ট ব্যক্তি যুগয়াতে গমন করিবে । ৫১-৫৪

ঈগারুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে নীতিসার নামক নবাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০১ ।

দশাধিক শততম অধ্যায়

মৃত কহিলেন,—যে ব্যক্তি আপনার হিরতর উপায় পরিত্যাগ করিয়া অনবস্থিত লাভের আশার ধাবমান হয়, তাহার হিরতর উপায় নষ্ট হইয়া যায়, অনিশ্চিত উপায় ত নষ্ট আছেই । কাপুরুষের হন্তে যেমন অস্ত্র থাকিলে সেই অস্ত্রে কোন কল দর্শে না, সেইরূপ প্রাগ্জ্ঞানহীন মনুষ্যের বিদ্যাবারা কোন উপকার হয় না । অতিশয় রূপলাবণ্যবতী কামিনী অজ্ঞানের কোনরূপ তুষ্টিসাধন করিতে পারে না । উত্তম ভোজনদ্রব্য, ভোজনশক্তি, রতিশক্তি, উত্তমা কামিনী, অতুলসম্পত্তি ও দানশক্তি এই সকল সামান্য উপকার ফল নহে ।

১ । বাগ্জ্ঞানহীনত্ব ।

অগ্নিহোত্রকলা বেদাঃ শীলবৃত্তিকলং ক্রতুম্ । বতিপুত্রকলা দাত্রা দত্তভুক্তকলং ধনম্ । ৪

বরহেং কুলজাং গ্রাজ্ঞো বিরূপামপি কণ্ডকাং ।

বিরূপক সুনীতং বৈ শ্রাম্ভণং সদৃশং বরম্ ।

সুরূপাং সুনিতম্বাক নাকুলীনাং কদাচন । ৫

অর্থেনাপি হি কিং তেন যত্যানর্থো তু সঙ্গতিঃ ।

কে। হি নাম শিখাকাতং পরগম্য মণিং হরেৎ । ৬

হবির্দেবকুলান্দ্র গ্রাহ্যং বালাদপি সুভামিতম্ । বিষাদপামৃতং গ্রাহ্যং অমেধ্যাদপি কাঞ্চনম্ ।

সীতাদপ্পাস্তমাং বিক্কাং ত্রীরত্বং চক্ষুলাদপি । ৭

ন রাজা সহ মিত্রত্বং ন সর্পো নির্বিষঃ কচিৎ ।

ন কুলং নির্মলতত্ত্ব ত্রীজনো যত্র জায়তে । ৮

কূলে নিষোজয়েদ্ ভক্তং পুত্রং বিদ্যাসু যোজয়েৎ ।

বাসনে যোজয়েচ্ছত্রমিষ্টং ধর্মো নিষোজয়েৎ । ৯

স্থানেষেব প্রয়োক্তব্যো ভৃত্যান্তান্তরণানি চ ।

ন হি চূড়ামণিঃ পাদে প্রভবামীতি বুধ্যতে^১ । ১০

স্বাহার অগ্ন্যস্তরীণ সমধিক সুকৃতি সঞ্চিত আছে, সেই ব্যক্তিরই এই সকল ঘটনা থাকে । বেদাধ্যয়নের অধিকারই অগ্নিহোত্র যজ্ঞের কল, শাস্ত্রজ্ঞানই সচ্চরিত্রতার কল, বতিপুত্রোপ ও পুত্রলাভ ইহাই দাত্রপরিগ্রহের কল এবং দান আর ভোগ ইহাই ধনলাভের কল । গ্রাজ্ঞ শ্রাম্ভণ সংকুলজাত কণ্ডা কুংসিতা হইলেও সেই কণ্ডাকে বিবাহ করিবে । খোঁয়া কুলোৎপন্ন সুনিকিত বর যদি বিরূপও হয়, তথাপি তাহাকে কণ্ডা দান করিবে । কিন্তু অসংকুলজাত কণ্ডা সুরূপা ও সুনিতম্বা হইলেও তাহাকে গ্রহণ করিবে না । ১-৫

স্বাহার অর্থগ্রহণ করিলে অনর্থ সংঘটন হইতে পারে, তাহার সেই অর্থ লালসা করিবে না । কোন ব্যক্তি কুলজের শিখাহ মণি আহরণ করিতে ইচ্ছা করে ? দেবকুল হইতেও হবিঃ গ্রহণ করিতে পারে, বালাকের নিকট সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিবে, বিষ হইতেও অমৃত গ্রহণ করিবে, অপবিত্র স্থান হইতে কাঞ্চন গ্রহণ করিবে, সীতজাতি হইতে উত্তম বিদ্যা গ্রহণ করিবে, আর চক্ষুলা হইতেও ত্রীরত্ব গ্রহণ করিতে পারে । কদাচ রাজার সহিত মিত্রতা করিবে না, কখনও সর্প নির্বিষ হয় না । কখনও কোন কুল নির্মলত্ব থাকে না, যেহেতু সেই কুলেতেই ত্রীলোকের জন্ম হয় । ভক্ত ব্যক্তিকে কূলে নিষোজিত করিবে, পুত্রকে বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত করিবে, পত্ন ব্যক্তিকে বাসনকার্থে রত করিবে এবং আপন ইষ্ট বস্তুর ধর্মো নিষোজিত করিবে । ভৃত্য ও আন্তর্য্য বধান্বানে প্রয়োগ করিবে । কেহ কখনও পদে চূড়ামণি ধারণ করে না, আর ভৃত্য কখনও আপনাকে প্রভু বলিয়া জ্ঞান করে না । ৬-১০

১। হবি চূড়াকুলান্দ্র । ২। শোভতে বৈ কদাচন ।

চূড়ামণিঃ সমুদ্রোহ্নির্মলোলাখতমবরম্^১ ।

অথবা পৃথিবীপালো মূর্ধ্নি পাদঃ^২ প্রমাদজঃ ॥ ১১

কুমুমস্তবকস্তেব যে বৃত্তী তু মনস্বিনঃ । মূর্ধ্নি বা সর্বলোকানাং বিশৌর্যোক্ত বনেহথবা^৩ ॥ ১২

কনকভূষণসংগ্রহণোচিতো, যদি মণিস্থপুণি প্রতিবধ্যতে ।

ন বিরোতি ন চাপি শোভতে, ভবতি যোজয়িতুর্কচনীরতা ॥ ১৩

বাজিবারণলৌহানাং কাষ্ঠপাষাণবাসসাম্ ।

নারীপুরুষভোগানামন্তরং মহদন্তরম্ ॥ ১৪

কদর্থিতস্তাপি হি বৈধ্যবৃন্তে ন শকাৎ সর্বতণপ্রমাথঃ ।

অথঃ খলেনাপি কৃত্য বহু-নাথঃ শিখা যাতি কদাচিদেব ॥ ১৫

ন সদম্বঃ কষাঘাতং সিংহো ন গজগর্জিতম্ ।

বীরো বা পরনির্দ্বিষ্টে ন সহন্তৌমনিঃস্বনঃ ॥ ১৬

যদি বিভববিহীনঃ প্রচ্যুতো বাত দৈবাৎ,

ন তু খলজনসেবাং প্রার্থয়েন্নৈব নীচম্ ।

ন তৃণমদতি সিংহঃ স ক্ষুধার্ভোহপি কালে,

পিবতি ক্রধিরমুঞ্চং প্রাণশঃ কুঞ্জরাণাম্ ॥ ১৭

চূড়ামণি, ইন্দ্রধনুঃ, আকাশ, সমুদ্র, অগ্নি ও রাজা ইহাদিগের মস্তকে স্থিতিই স্বভাব, কদাচ পাদদ্বারা স্পর্শ করিবে না। কুমুমস্তবকের স্থান মনস্বী ব্যক্তিদিগেরও হইলি অবস্থা। এইরা থাকে, হয় ত মস্তকে অবস্থান, না হয় ত বনেই পতন হয়। যে মণিকে স্বর্ণভূষণের অধ্যাক্ষত করিয়া উত্তমাক্ষে ধারণ করা উচিত তাহাকে যদি কেহ নিকট সীসকের সহিত প্রাণন করে তাহাতে সে মণি শোভাও পায় না, কিংবা রোদনও করে না; পরন্তু যে ব্যক্তি সেই মণিকে ঐরূপ বোজন্য করে, তাহাকেই লোকে নিন্দা করিয়া থাকে। অশ্ব, হস্তী, লৌহ, কাষ্ঠ, পাষাণ, বজ্র, স্রী, পুরুষ ও জল ইহাদিগের পরস্পর মহান্ অন্তর জন্মা যায়। বৈধ্যশীল সাধুব্যক্তি ভিরকৃত হইলেও তাহার গুণের ব্যতিক্রম হয় না। অগ্নিকে অধোদেশে স্থাপন করিলেও তাহার উর্দ্ধজলন শক্তির অগ্ৰথা হয় না; অগ্নির শিখা সর্বদা উর্দ্ধমুখেই থাকে। ১১-১৬

উত্তম অথ কষাঘাত সহিতে পারে না, সিংহ করিগর্জন সহ করে না এবং বীরপুরুষ জগন্মের ভীমবাদ শুনিতে পারে না। উচ্চাশ্রয় ব্যক্তি দৈবগতিবশতঃ হঠাৎ বিভবহীন হইলেও খলের সেবা করে না, নীচজনের নিকট প্রার্থনা করে না। সিংহ অতিশয় ক্ষুধার্ত হইলেও সে কদাচিৎ তৃণভক্ষণ করে না, পরন্তু উচ্চ গজকৃষিরই পান করিয়া থাকে। কোন মিত্রের সহিত একবার শত্রুতা হইলে সেই মিত্রকে আর গ্রহণ করিবে না। সেই মিত্র সাক্ষাৎ

১। মূর্ধ্বা চাখতমবরম্ । ২। পাদে । ৩। শীর্ষঃ পতিতো বনে ।

সকৃদৃষ্টক যন্নিজ্ঞং পুনঃ সজ্জাতুমিচ্ছতি ।

স যত্নায়েব গৃহীত্বান্ গৰ্ভমশ্বতরী বধা ॥ ১৮

শত্রোরপত্যানি প্রিয়ংবদানি, নাপেক্ষিতয্যানি বৃধৈর্মনুষ্যৈঃ ।

ভাণ্ডেব কালেষু বিপৎকরানি, বিষয়া পাত্যাপ্যপি দারুণানি ॥ ১৯

উপকারগৃহীভেন শত্রুণা শত্রুমুত্তরেৎ । পানলগ্নং করহ্মেন কণ্টকেনৈব কণ্টকম্ ॥ ২০

অপকারিবু যান্নান্নাং চিত্তয়েন্ন কদাচন ।

যয়মেব পতিবাস্তি কুলজাতা ইব ক্রমাঃ ॥ ২১

অনর্থা হর্ষক্লেপেণ অর্থাশ্চানর্থকপিণঃ ।

ভবন্তি তে বিনাশায় দৈবাৎ তত্ত্বস্ত বোচতে ॥ ২২

কার্যকালোচিতা পাপৈপ-র্মতিবুদ্ধিবিহীষতে ।

সানুকূলা তু বৈ দেবাঃ পুংসঃ সর্বত্র জায়তে ॥ ২৩

ধনপ্ররোপকার্যো^১ চ তথা বিদ্যাগমেষু চ । আহারে ব্যবহারে চ ত্যক্তলজ্জঃ সদা ভবেৎ ॥ ২৪

ধনিমঃ শ্রোত্রিয়ো রাজা নদী বৈদ্যস্ত পঞ্চমঃ ।

পঞ্চ যত্র ন বিদ্যন্তে ন কুর্যাৎ তত্র সংহিতম্ ॥ ২৫

যত্নাক্রম জানিবে । যেমন অশ্বতরী গর্ভ গ্রহণ করিলে তাহার যত্ন হয়, সেইরূপ ছুই মিত্রকে গ্রহণ করিলে তাহার যত্ন হইয়া থাকে । শত্রুব্যক্তির সন্তানগণ প্রিয়বাক্য বলিলেও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে, কখনও শত্রুসন্তানকে বিশ্বাস করিবে না । কারণ তাহারাই অবশ্যই সময় পাইলে বিপৎপাতের চেষ্টা করে । যেমন বিষের পাত্রও অনিষ্টকর হয়, সেইরূপ শত্রুর সন্তানও অনিষ্টসাধন করিয়া থাকে । শত্রুকে উপকার দ্বারা বাধ্য করিয়া তাহা দ্বারা অশ্বতরী উচ্ছেদসাধন করিবে । যেমন পাদতলে কণ্টক বিদ্ধ হইলে অপর কণ্টকদ্বারা সেই পাদবিদ্ধ কণ্টকের উৎখাত করিতে হয়, সেইরূপ এক শত্রু দ্বারা অশ্বতরী বিনাশসাধন করিবে । ১৮-২০

যে মর পরের অপকার করিয়া থাকে, তাহার বিনাশের জন্য কোন উপায় চিন্তা করিতে হয় না । সেই পরাণকারী ব্যক্তি মদীকুলজাত বৃকের দ্বারা আপনিই পতিত হইয়া থাকে । যখন দৈবচক্ষিপাক উপস্থিত হয়, তখন অহিতকে হিত ও হিতকে অহিত বলিয়া বোধ হয় এবং সেই সকল কার্য্যেই অভিরুচি হইয়া থাকে ; আর উক্ত কার্য্যসকল কর্তাকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হয় । যখন দৈব অনুকূল হয় তখন কার্য্যকালে অহিত বুদ্ধি বিনাশ পায় । আর সৌভাগ্যবান্ পুরুষের সৎবুদ্ধি উৎপন্ন হয় । ধনপ্ররোপ-সময়ে, বিদ্যাগমকালে, আহার-সময়ে ও ব্যবহারকালে সর্বথা লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া কার্য্য করিবে । যে দেশে ধনী, জ্ঞানপ, রাজা, মদী ও চিকিৎসক নাই, সেই দেশে অবস্থান করিবে না । ২১-২৫

১ । ধনপ্ররোপে চেতি পাঠান্তরম্ ।

লোকযাত্রা ভয়ং লজ্জা দাক্ষিণ্যং দানশীলতা । পঞ্চ যত্র ন বিদ্যতে ন ভদ্র দিবসং বনেৎ ॥ ২৬

কালবিচ্ছেদ্যত্রয়ো রাজ্য নদী সাধুশ্চ পঞ্চমঃ ।

এতে যত্র ন বিদ্যতে ভদ্র বাসং ন কারয়েৎ ॥ ২৭

নৈকত্র পরিনিষ্ঠান্তি জ্ঞানন্ত কিল শৌনক ।

সর্বঃ সর্বং ন জানাতি সর্বজ্ঞো নান্তি কুত্রচিৎ ॥ ২৮

ন সর্ববিৎ কশ্চিদ্বিহাতি লোকে, নাভ্যন্তমূৰ্খা কুবি চাপি কশ্চিৎ ।

জ্ঞানেন নীচোত্তমমধ্যমেন, বোহয়ং বিজানাতি স তেন বিদ্বান্ ॥ ২৯

ইতি শ্রীমারুতে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে নীতিসারে দশাধিক-শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১০ ॥

একাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

পাৰ্থিবস্ত তু বক্ষ্যামি ভূত্যানাকৈব লক্ষণম্ ।

সৰ্বানি যো মহীপালঃ সম্যক্ত-নিত্যং পরীক্ষয়েৎ ॥ ১

রাজ্যং পালয়েত নিত্যং সত্যধর্মপরায়ণঃ ।

নিজ্জিত্য পরসৈন্তানি ক্রিতিং ধর্ম্যেণ পালয়েৎ ॥ ২

যে দেশে লোকযাত্রা নাই এবং ভিক্ষণবাসী লোকদিগের ভয়, লজ্জা, দরা ও দানশক্তি নাই, সেই দেশে একদিবসও বাস করিবে না। যে দেশে কালজ, ভ্রাক্ষণ, রাজ্য, নদী ও সাধুর অবস্থিতি নাই, সেই দেশে কদাচ বাস করিবে না। হে শৌনক। কখনও এক ব্যক্তিতে সকল জ্ঞানের সমাবেশ হয় না, কারণ সকল ব্যক্তি সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ হইতে পারে না, কোন স্থলেও সর্বজ্ঞ ব্যক্তি নাই। জগতে কেহই সর্বজ্ঞ নহে এবং কিছুই জানে না এমন মূর্খও কেহ নাই। কাহার বা জ্ঞানের আধিক্য আছে, কোন ব্যক্তির জ্ঞান মধ্যবিধ, কেহ বা অল্পজ্ঞানসম্পন্ন। যে যে বিষয়ের বাহা কিছু জানে, তাহাকে সেই জ্ঞান দ্বারাই জ্ঞানবান্ বলা যায়। ২৬-২৯

শ্রীমারুতপুরাণে পূর্বখণ্ডে নীতিসার নামক দশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১০ ॥

একাদশাধিক শততম অধ্যায়

সূত কহিলেন,—এক্ষণে রাজ্য ও ভূতোর লক্ষণ বসিতেছি। রাজ্য সর্বদা সম্যকরূপে সেই সমস্ত ভূতোর লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া কার্য্য করিবেন। সত্যধর্মপরায়ণ রাজ্য সর্বদা রাজ্যপালন করিবেন; আর পরসৈন্ত জয় করিয়া ধর্মরক্ষাপূর্বক পৃথিবীকে পালন করিবেন।

পুষ্পাং পুষ্পাং বিচিন্ত্যাস্তলজ্জেনং ন কারয়েৎ । মালাকার ইবারণো ন যথাকারিকারকঃ । ৩
দোন্ধারঃ কীরত্বজানা বিকৃতং তন্ন ভুঞ্জতে । পররাষ্ট্রং মহীপালৈর্ভোক্তব্যং ন চ দৃশয়েৎ । ৪

নোবশ্চিন্ত্যাত্ত্ব যো যোঃ কীরার্থী লভতে পরঃ ।

এবং রাষ্ট্রং প্রয়োগেন পীড়্যমানং ন বর্জয়েৎ । ৫

ভৃত্যাং সর্বপ্রযত্নে পৃথিবীমঙ্গলয়েৎ । পালকস্ত ভবেদ্ ভূমিঃ কীর্তিরাশ্বর্যলো বলম্ । ৬

অভ্যর্চ্য বিষ্ণুং ধর্ম্যাত্মা গোত্রান্নহিতে রতঃ ।

প্রজাঃ পালয়িতুং শক্তঃ পার্থিবো বিজিতেশ্বরঃ । ৭

ঐশ্বর্যমক্রবং প্রাপ্য রাজা ধর্মো যতিং চরেৎ ।

কপেন বিভবো নশ্বেয়াখ্যাত্ত্বং ধনাদিকম্ । ৮

সত্যং মনোরমাঃ কামাঃ সত্যং রম্যা বিভূতরঃ ।

কিঞ্চ বৈ বনিতাপাশ্রয়লোভলোভং হি জীবিতম্ । ৯

ব্যাঘ্রীং তিষ্ঠতি জরা অপি তর্জয়ন্তী, রোগাশ্চ শত্রব ইব প্রভবন্তি গাত্রৈ ।

আত্মঃ পরিস্রবন্তি ভিন্নঘট্যানিবাত্তো, লোকো ন চাখ্যহিতমাচরন্তীহ কশ্চিৎ । ১০

মালাকার যেমন অরণ্যে পুষ্পবৃক্ষ হইতে পুষ্পগ্রহণ করে, কিন্তু সেই বৃক্ষের মূল উচ্ছেদ করে না, রাজাও সেইরূপ প্রজাদিগের নিকট এইরূপে করগ্রহণ করিবেন, যাহাতে প্রজার অনিষ্ট না হয় । অকারকারী যেমন বৃক্ষের সমূলে হেমন করে, রাজা তদ্রূপ প্রজার সর্বশাস্ত করিয়া কর আদায় করিবেন না । দোন্ধা পুষ্কর যেমন হৃদ্যপান করে, কিন্তু তা বিকৃত করিয়া পান করে না, রাজাও তেমনি রাজ্যাভোগ করিবেন, কিন্তু রাজ্যকে অত্যাচারাদি দোষে দূষিত করিবেন না । যেমন হৃদ্যার্থী ব্যক্তি গাতীর ত্বম নিষ্পীড়ন করিয়া হৃদ্যগ্রহণ করে, কিন্তু কখনও ধেনুর ত্বম হেদন করে না, তদ্রূপ রাজা উপায় প্রয়োগ করিয়া পররাজ্যকে আপন শাসনে রাখিবেন, কদাচ সেই রাজ্যের উচ্ছেদসাধন করিবেন না । ১-৫

রাজা সর্বপ্রযত্নে পৃথিবী পালন করিবেন, তাহাতে রাজ্যপালকের ভূমি লাভ হয়, আর কীর্তি, আত্মা, বল ও বল হুঁকি পায় । যে ধার্মিক রাজা বিষ্ণুর অর্চনা করিয়া গো এবং জাগণের হিতসাধনে তৎপর থাকেন, তিনিই সম্যকরূপে প্রজাপালন করিতে সক্ষম । রাজার বিজিতেশ্বরতা আবশ্যক । রাজা অস্থির ঐশ্বর্য পাইয়া তাহাতে মত্ত হইবেন না, পরন্তু ধর্ম্যচরণ করিবেন । বিভব কণ্ডভূর, ধনাদি লৌকিকসম্পদ আপনার অধীন নহে । মমোহর কাম সত্য, আর রম্য ঐশ্বর্যও সত্য, কিন্তু এই জীবন বনিতার অপাশ্রয়লোভা অতিশয় চঞ্চল ; জীবনেহে ব্যাঘ্রীর শায় করা অবস্থিতি করিতেছে ; সে সর্বদাই তর্জন করিতেছে ; রোগসকল শরীরের প্রভু হইয়া শত্রবৎ শরীরকে অধিকার করিয়া রাখিয়াছে । যেমন ভগ্নঘট হইতে জল নিঃসৃত হইয়া যায়, তদ্রূপ আত্মা সর্বদা গমন করিতেছে, তথাপি কোম লোক আপনার বিচিঞ্চি করে না । ৬-১০

নিঃশঙ্কঃ কিং মনুষ্যাঃ কুরুন্ত পরহিতৈ বৃন্তমস্ত্রে হিতং য-

শ্রোদধঃ কামিনীভির্মদনশরহতা মন্দমন্দাতিদৃষ্টাঃ ।

মা পাপং সঙ্করুধঃ বিজহরিপরমাঃ সন্তজ্ঞঃ সদৈব,

আনুনিঃশেষমেতি স্থলতি জলঘটীভূতমুত্তাচ্ছলেন ॥ ১১

মাতৃবৎ পরদারেবু পরদ্রব্যেবু লোষ্ট্রবৎ । আশ্রবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ ॥ ১২

এতদর্থং হি বিপ্রেজ্ঞা রাজ্যমিচ্ছন্তি ভূতৃতঃ ।

যদেবাঃ সর্বকার্যেষু বচো ন প্রতিহন্ততে ॥ ১৩

এতদর্থং প্রকুর্কন্তি রাজানো ধনসঞ্চয়ম্ । রক্ষবিজ্ঞা তু চাখ্যানং যতনং তদ্বিজাতয়ে ॥ ১৪

ওদ্ধারশক্যো বিপ্রাণাঃ যেন রাষ্ট্রং প্রবর্দ্ধতে ।

স রাজা বর্দ্ধতে যোগাধ্যাক্ষিভিষ্ঠ ন বিধ্যতে ১ ॥ ১৫

অসমর্থাস্ত কুর্কন্তি মুনয়ো দ্রব্যসঞ্চয়ম্ । কিং পুনস্ত মহীপালঃ পুত্রবৎ পালয়েৎ ২ প্রজাঃ ॥ ১৬

যস্যার্থান্তস্ত মিত্রাণি যস্যার্থান্তস্ত বান্ধবাঃ ।

যস্যার্থাঃ স পুমান্ লোকে যস্যার্থাঃ স চ পণ্ডিতঃ ॥ ১৭

হে মানব! তোমরা সর্বদা নিঃশঙ্কভাবে কি করিতেছ? কেন মদনবাণে পরিহৃত হইয়া মন্দ মন্দ হাস্তপূর্ণ দৃষ্টিধারা কামিনীদিগের সহিত আদ্যোদ-প্রমোদে ব্যাপৃত আছ? পরকালের পক্ষা কিছুই ত দেখিতেছ না। পরকালের কি উপায় করিলে? আর পাপ-কার্য্য করিও না, দেবব্রাহ্মণের প্রতি অনুরক্ত হইয়া সর্বদা শুভনা কর। তোমার পরমাত্ম প্রতিকর্মেই কর পাইতেছে, ধর্ম্মবহু-স্বরূপ যত্ন সর্বদা বিদ্যমান আছে। যে মানব পরদারকে মাতৃবৎ জ্ঞান করে, পরদ্রব্যকে লোষ্ট্র (টিল) তুল্য পরিত্যাগ করে এবং সর্ব-প্রাণীকে আশ্রবৎ জ্ঞান করে, সেই ব্যক্তিকে যথার্থদর্শী বলা যায়। কখনও রাজাদিগের বাক্য প্রতিহত হয় না, এইজন্যই রাজগণ রাজ্যকামনা করিয়া থাকেন। রাজগণ ধনদ্বারা আপনাকে রক্ষা করিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকে, সেই ধন ব্রাহ্মণকে দান করেন, এইরূপে আশ্রয়ক। ও বিজাতিগণকে ভরণপোষণার্থ রাজারা ধনসঞ্চয় করিয়া রাখেন। ব্রাহ্মণগণ ওদ্ধার শক্তি উচ্চারণ করিবেন; কারণ ওদ্ধারই ব্রাহ্মণের শক্তি। এই ওদ্ধারের উপাসনাদ্বারা ব্রাহ্মণ রাজার রাজ্য বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন এবং রাজগণও সেই ওদ্ধার শক্তির যোগে হুতি লাভ করেন, রাজা এই ওদ্ধারের যোগসাধন করিতে পারিলে তাঁহাকে কোনরূপ ব্যাধিতে আক্রমণ করিতে পারে না। ১১-১৬

মুনিগণ সর্বদা অর্ধোপার্জনে অক্ষম, অতএব তাঁহারাও ধনসঞ্চয় করিয়া রাখেন, কিন্তু রাজারা প্রজাদিগকে পুত্রবৎ পালন করিবেন, এজন্য তাহাদিগের ধনসঞ্চয় করা অবশ্য কর্তব্য। যাহার অর্থ আছে, তাহার অনেক মিত্র আছে, যাহার অর্থ আছে, তাহার

ভ্যজতি মিত্রানি ধনৈর্বিহীনং, পুত্রাশ্চ দারাস্চ মুহুৰ্জনাশ্চ ।

ভে চার্ধবন্তং পুনরাশ্রয়তি, অর্থো হি লোকে পুরুষস্য বহুঃ ॥ ১৮

অহো হি রাজা ভবতি বন্ত শাস্ত্রবিবজ্জিতঃ । অহঃ পশ্যতি চারৈশ্চ শাস্ত্রহীনো ন পশ্যতি ॥ ১৯

বন্ত পুত্রাশ্চ ভৃত্যাশ্চ মন্ত্ৰিণশ্চ পুরোহিতাঃ । ইঞ্জিয়াণি প্রপুত্ৰানি তন্ত রাজ্যং চিরং মহী ॥ ২০

যেনাঞ্জিতাস্ত্যোহপোতে পুত্রা ভৃত্যাশ্চ বাহবাঃ ।

জিতা তেন সময়ং কুটমশ্চকুরকিৰ্মমুদ্রা ॥ ২১

লজ্জয়েচ্ছাস্ত্রযুক্তানি হেতুযুক্তানি যানি চ । স হি নশ্যতি বৈ রাজা ইহ লোকে পরজ চ ॥ ২২

মনস্তাপং ন কুৰ্বীত আপদং প্রাপ্য পার্শ্বিকঃ ।

সমবুদ্ভিঃ প্রসন্নাত্মা মুখদঃখে সমো ভবেৎ ॥ ২৩

ধীরাঃ কটমশ্চাপ্রাপ্য ন ভবন্তি বিবাদিনঃ ।

প্রবিশ্ব বদনং রাহোঃ কিং নোদেতি পুনঃ শশা ॥ ২৪

ধিক্ ধিক্ শরীরমুখলালিতলালিতেষু*, মা খেয়রেণলক্ষণং কটকং কটেন*

সৌদাস-ব্রাহ্ম-নল-পাণ্ডুদ্বিতাঃ ক্ষতান্তে, হঃখং বিহার পুনরেব মুখং প্রপন্নঃ ॥ ২৫

গন্ধর্ববিদ্যামালোকা বাহো চ গনিকাগণাঃ । ধনুর্কৈদার্ষশাস্ত্রাণি প্রজা রক্ষেচ্চ ভূপতিঃ ॥ ২৬

অনেক বহু আছে, যাহার অর্থ আছে, তিনিই লোকে পুরুষ বলিয়া খ্যাত এবং যাহার অর্থ আছে, তিনিই পতিত । বনহীন হইলে পুত্র, কলত্র, বহু, বাহুব সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করে, আর যখন আবার সেই পুরুষের বনসঞ্চয় হয়, তখন আসিয়া অনেক বহুবাহুব উপস্থিত হয় । সুতরাং অর্থই পুরুষের বহু, পুত্রকলত্রাদি কেহই বহু নহে । যে রাজা শাস্ত্রজ্ঞানহীন, সেই রাজা অন্ধবৎ । অন্ধব্যক্তি চারদ্বারা জানিতে পারে, শাস্ত্রজ্ঞানহীন রাজা কিছুই জানিতে পারেন না । যে রাজার পুত্র, ভৃত্য, মন্ত্রী ও পুরোহিত ইহারা প্রমত্ত (অসতর্ক), আর যাহার ইঞ্জিরগণও মকম নহে, সেই রাজার রাজ্য দীর্ঘকাল থাকে না । যাহার পুত্র, মিত্র, ভৃত্য ইত্যাদি বংশে থাকে, সে সমাগরা ধরা জয় করিতে পারে । ১৮-২১

যে রাজা শাস্ত্রসম্বন্ধ সমুজ্জিক মত অতিক্রম করেন, তিনি ইহকালে ও পরকালে বিনষ্ট হইবেন । রাজার কোনরূপ বিপদ উপস্থিত হইলে, তিনি মনস্তাপ করবেন না । রাজা মুখদঃখে সমভাবে থাকিবেন, ইহাই রাজার কর্তব্য কার্য্য । পতিতগণের ক্রোধ উপস্থিত হইলে তাহাতে বিমগ্ন হইবেন না । সময়ে অবশ্যই তাহার সেই বিপদের অবসান হয় । চন্দ্রকে রাহু গ্রাস করে বটে, পুনর্বার সেই চন্দ্রের কি উদয় হয় না ? যাহারা নিরস্ত শরীরকে লাগল করেন, তাহাদিগের প্রতি ধিক্ ! শরীর কোন কারণে কৃশ হইলেও তাহাতে খেদ করিবে না । ইহা সকলেই জানিয়াছেন যে, পাণ্ডবগণ সপরিবারে বিপদে পতিত হইয়াও পুনর্বার সম্পদ পাইয়াছেন । রাজা গন্ধর্ববিদ্যা দর্শন করিয়া

১ । কটমশ্চাপ্রাপ্য । ২ । মুখলালিতমানবেষু । ৩ । ধনকুশলং হি শরীরম্বেব ।

কারণেন বিনা ভূতে। যন্ত কুপাতি পার্থিবঃ । স গৃহাতি বিষোন্মাদং কৃষ্ণসর্পং প্রদধিতিঃ । ২৭

চাপলাধারয়েদৃষ্টিং মিথ্যাবাক্যং ন চাত্তবীং ।

মানবে শ্রোত্রিয়ে চৈব ভূতাবর্গে সুখায়তে* । ২৮

লীলাং কুরোতি যো রাজা ভূতাসঙ্জনগর্ষিতঃ* ।

সংবাদে বিগ্রহে কিপ্রং বিপুড়িঃ পরিত্যজতে । ২৯

হুঙ্কারং ভুকৃষ্টিং নৈব সদা কুর্কীত পার্থিবঃ ।

বিনা দোষেণ যো ভূতান্ রাজা ধর্মেণ পালয়েৎ । ৩০

লীলামুখানি ভোগ্যানি ভাষেদিহ মহীপতিঃ ।

সুখপ্রবৃত্তাঃ সাধ্যন্তে শাস্ত্রৈববিগ্রহে স্থিতৈঃ । ৩১

উদ্যোগং সাহসং ধৈর্যং বুদ্ধিঃ শক্তিঃ পরাক্রমঃ ।

যত্বেবিধো যস্য উৎসাহস্তস্য দেবোহপি শক্যতে । ৩২

উদ্যোগেন কৃতে কার্যো সিদ্ধির্যস্য ন বিদ্যতে ।

দৈবং তস্য প্রমাণং হি কর্তব্যং পৌরুষং সদা । ৩৩

ই ত শ্রীগুরুভে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে নীতিসারে একাদশাবিক-শততমোহধ্যায়ঃ । ১১১ ।

পনিকানিগকে, আর ধনুর্বেদ ও অর্ধশাস্ত্রদ্বারা প্রজাবর্গকে রক্ষা করিবেন । যে রাজা অকারণে ভূতাবর্গের প্রতি ক্রোধ করেন, তিনি বিষপ্ররোগাদি দ্বারা বিপদাপন্ন হইয়া থাকেন । ২২-২৭

রাজা চাপলা পরিভাগ করিবেন, কদাচ মিথ্যা বাক্য বলিবেন না । প্রজা, জ্ঞান ও ভূতাবর্গের প্রতি সতত সুপ্রসন্ন থাকিবেন । যে রাজা ভূতাবর্গ ও স্বজনদ্বারা গর্ষিত হইয়া আয়োদে মত্ত হইয়া থাকেন, সেই রাজাকে শীঘ্রই শত্রুগণ পরাভূত করিয়া থাকে । রাজা সর্বদাই হুঙ্কার ও ভুকৃষ্টি করিবেন না । তিনি ভূতানিগকে রাজধর্ম দ্বারা পালন করিবেন । রাজা লীলামুখভোগে আসক্ত থাকিবেন না, সুখপ্রবৃত্ত রাজাকে শত্রুগণ পরাভূত করিয়া থাকে । উদ্যোগ, সাহস, ধৈর্য, বুদ্ধি, শক্তি ও পরাক্রম এই যত্বেবিধ কার্যো বাহার উৎসাহ আছে, দেবগণও তাহাকে শক্তি করেন । যদি দেখা যায় যে, কোন কারণে উদ্যোগ করিলেও কার্য সিদ্ধি হয় না, তখন সেই কর্তার দৈব প্রতিকূল জানিবে ; কিন্তু পুরুষকার সর্বদাট করা কর্তব্য । ২৮-৩৩

শ্রীগুরুপুরাণে পূর্বখণ্ডে নীতিসার নামক একাদশাবিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১১ ।

দ্বাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

সূত্র উবাচ

ভৃত্যঃ বহুবিধা জ্ঞেয়া উত্তমামধ্যমামাঃ । নিখোক্তব্য্য যথার্থেযু ত্রিবিধেষুেব কর্ণসু ॥ ১

ভৃত্যো পরীক্ষণং বক্ষ্যে যস্ত যস্ত হি যো গুণঃ ।

তমিমং সম্প্রদক্ষ্যামি যদ্বদা কথিতানি চ ॥ ২

যথা চতুর্ভিঃ কনকং পরীক্ষাতে, নির্ঘর্ষণ-চ্ছেদন-তাপ-তাড়নৈঃ ।

তথা চতুর্ভির্ভূতকং পরীক্ষয়েদ, ততেন শীলেন কুলেন কর্ণণা ॥ ৩

কুল-শীল-গুণোপেতঃ সত্যধর্মপরায়ণঃ । রূপবান্ সুপ্রসন্নচ্চ রাজাধ্যাক্ষো বিধীয়তে ॥ ৪

মূল্য-রূপপরীক্ষাকৃত্তবেদ্রতপরীক্ষকঃ । বলাবলপরিজাতা সেনাধ্যাক্ষো বিধীয়তে ॥ ৫

ইঙ্গিতাকারতত্ত্বজ্ঞো বলবান্ প্রিয়দর্শনঃ । অপ্রমাদী প্রমাথী চ প্রতীহার স উচ্যতে ॥ ৬

যেধাবী বাক্যপটুঃ প্রাজ্ঞঃ সত্যবাদী জিতেজ্জিয়ঃ ।

সর্বশাস্ত্রসমালোকী জ্ঞেয় সাধুঃ স লেখকঃ ॥ ৭

বুদ্ধিমান্ মতিমাংশ্চৈব পরচিত্তোপলক্ষকঃ । কুরো যথোক্তবাদী চ এষ দূতো বিধীয়তে ॥ ৮

সমস্তকৃতশাস্ত্রজ্ঞঃ পণ্ডিতোহথ জিতেজ্জিয়ঃ ।

শৌর্য্য-বীর্য্যগুণোপেতো ধর্ম্যাধ্যাক্ষো বিধীয়তে ॥ ৯

সূত্র কহিলেন,—উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে ভৃত্য নামাধিকার আছে, তাহাদিগের মধ্যে যে ভৃত্য যে কার্যের উপযুক্ত, তাহাকে সেইরূপ কার্যে নিযুক্ত করিবে। পরীক্ষা করিয়া ভৃত্য নিযুক্ত করিতে হয়। যে যে ভৃত্যে যে যে গুণ থাকি আবশ্যক উক্ত আছে, তাহা এক্ষণে বলিব। ভৃত্যের পরীক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্তব্য। ঘর্ষণ, ছেদন, তাপন ও তাড়নদ্বারা যেমন সুবর্ণের পরীক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ ব্যবহার, স্বভাব, কুল ও কর্ণদ্বারা ভৃত্যের পরীক্ষা করিবে। যে ব্যক্তি সংকুলজাত, সংযতাব, গুণশীল, সত্যবাদী, ধর্মপরায়ণ, রূপবান্ ও প্রসন্নাকা, তাহাকে রাজা অধ্যাক্ষপদে নিযুক্ত করিবেন। যে ব্যক্তি সকল শ্রব্যের মূল পরীক্ষা করিতে পারেন, রত্নপরীক্ষা জ্ঞাত আছেন এবং বলাবল পরীক্ষায় পারদর্শী, তিনি সৈন্যধ্যাক্ষ-পদের যোগ্য। ১-৫

যে ব্যক্তি ইঙ্গিত দ্বারা প্রকুর অভিপ্রায় জানিতে পারে, অথচ বলবান্, সুন্দরাক, সাবধান ও প্রমাথী (যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ), তাহাকে দারবানের কার্যে নিযুক্ত করিবে। যে ব্যক্তি যেধাবী, বাক্যরচনাপটু, সত্যবাদী, জিতেজ্জিয় এবং সর্বশাস্ত্রে সাহায্য অধিকার আছে, সেই সাধু ব্যক্তিকে লেখকতা কার্যে নিযুক্ত করিবেন। যিনি বুদ্ধিমান্, অভিজ্ঞ, পরচিত্তপরিজাতা, কুর, উচিত বক্তা এইরূপ ব্যক্তি দূতকর্মের যোগ্যপাত্র। যে ব্যক্তি সমস্ত শাস্ত্রের নন্দ্র জ্ঞাত আছেন, পণ্ডিত, জিতেজ্জিয় ও শৌর্য্যবীর্য্যাদিগুণশালী, তাহাকে

পিতৃপৈতামহো দক্ষঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ সত্যবাদকঃ । শৌচযুক্তঃ সদাচারী সুপকারঃ স উচ্যতে ॥ ১০

আয়ুর্কেদকৃতাত্ম্যাসঃ সর্বেষাং প্রিয়দর্শনঃ ।

আয়ুঃশীলশূন্যোপেতো বৈশ্য এষ বিধীয়তে ॥ ১১

বেদবেদান্ততত্ত্বজ্ঞো অপহোমপরায়ণঃ । আশীর্বাদপরো নিত্যমেব রাজপুৰোহিতঃ ॥ ১২

লেখকঃ পাঠকশ্চৈব গণকঃ প্রতিবোধকঃ । গ্রহগ্রামপরো রাজা কর্ণণো বর্জয়েৎ সদা ॥ ১৩

ষিদ্ধিহুমুদগকরং ক্রুরমেকাভিদাকরণম্ । খলস্তাহেচ্চ বদনমপকারায় কেবলম্ ॥ ১৪

দুর্জয়নঃ পরিহৃতব্যো বিদ্যয়ালকৃতো যদি । মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ ॥ ১৫

অকারণাবিকৃতকোপধারিণঃ, খলান্তরং কস্য ন নাম জায়তে ।

বিষং মহাহে ক্রিয়মস্ত দুর্বচঃ, সুহঃসহঃ সন্নিপতেৎ সদা মুখে ॥ ১৬

তুল্যার্থং তুল্যসামর্থ্যং মর্শজং ব্যবসাদিনম্ ।

অর্করাজ্যহরং ভূত্যং যো হস্তাং স ন হস্ততে ॥ ১৭

শৌভীৰ্য্যযুক্তা যুহুমন্দবাক্যা, জিতেন্দ্রিয়াঃ সত্যপরাক্রমাশ্চ ।

প্রাপ্তেব পশ্চাৎপিপরীভরূপা, যে তে তু ভূত্যা ন হিতা ভবন্তি ॥ ১৮

ধর্মব্যাখ্যাতা প্রদান করিবেন । তিনি পিতৃপিতামহাদি পূর্বপুরুষের ইতিবৃত্ত অবগত
আছেন, অথচ শাস্ত্রজ্ঞ, সত্যবাদী, শুচি ও সদাচার সম্পন্ন সে পাচকতাকার্যের উপযুক্ত
পাত্র । ৬-১০

যে ব্যক্তি আয়ুর্কেদশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, যিনি সকলের সমক্ষে
প্রিয়দর্শন, আর আয়ুঃ ও স্বভাব পরিজ্ঞাত আছেন, তাহাকে বৈশ্য (চিকিৎসক) কার্যের
পাত্র বলিয়া জানিবে । যিনি বেদবেদান্তাদিশাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ, অপহোমপরায়ণ এবং
আশীর্বাদতৎপর (রাজার হিতকামনা করেন), তিনি রাজপুৰোহিতের যোগ্য । লেখক,
পাঠক, গণক, প্রতিবোধক প্রভৃতি রাজকর্মকারকগণ যদি স্ব স্ব কর্তব্য কার্যে আলস্য করে,
তাহা হইলে রাজা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন । খলের বদন ও সর্পের বদন সর্বদাই
পরের অপকার করে, এই উভয়েরই বদন ষিদ্ধিহুমুদগকারী, ক্রুর, ও পরমদাক্ষণ ।
পর্যাপকার তিন্ন ইহাদিগের অন্য কার্যই নাই । দুর্জয়ন ব্যক্তি বিদ্বান্ হইলেও তাহাকে
পরিত্যাগ করিবে, যেহেতু দুঃশীল ব্যক্তি সর্বদাই অপরের অপকার করিয়া থাকে । সর্পকে
মণিঘরা বিভূষিত করিলেও সেই সর্প কি ভয় উৎপাদন করে না ? ১১-১৫

খলেরা বিনা কারণে কোপপ্রকাশ করিয়া থাকে, অতএব খলের নিকট কাহার লাভের
সম্ভব আছে ? খলের মুখ হইতে সর্বদা কৃকসর্পের বিষের মত দুঃসহ বাক্য নির্গত হয় ।
যাহারা সমান ধনশালী, তুল্য সামর্থ্যবান, মর্শজ, বাসনো ও রাজার রাজ্যহরণ করিতে
ইচ্ছুক, সেই সকল ভূতাকে রাজা বিনাশ করিবেন । তাহা হইলে রাজা কখনও বিনষ্ট
হয়েন না । যাহারা বীৰ্য্যযুক্ত, যুহুমন্দবাক্য, জিতেন্দ্রিয়, সত্যপরাক্রম, কিন্তু পূর্বে যেরূপ

নিবাসতাঃ সুসত্ততাঃ সুবদ্বাঃ প্রতিবোধকাঃ ।

সুখহঃখসমা ধীরা ভূত্যা লোকেষু হর্গতাঃ । ১১

কাতিসত্যবিহীনশ্চ ক্রুরবুদ্ধিশ্চ নিম্নকঃ । বাস্তিকঃ পেটুকশ্চৈব শঠশ্চ স্পৃহস্বাদিতঃ ।

অশক্তো ভয়ভীতশ্চ রাজা ভ্যস্তব্য এব সঃ । ১০

সুসক্তানানি চার্ধানি^১ শাস্ত্রানি বিবিধানি চ ।

হর্গে প্রবেশিতব্যানি নিত্যং শত্রুং নিপাতয়েৎ । ২১

বশ্যাসমথ বর্ষং বা সন্ধিং কুর্য্যাদ্রথাবিপঃ ।

পশুন্ সন্ধিতমাখ্যানং পুনঃ শত্রুং নিপাতয়েৎ । ২২

মুখ্যনিবোধয়েদ্ যন্ত অরোহণোভে মহীপতেঃ । অবশশার্ধানাশ্চ নরকে চৈব পাতনম্ । ২৩

বৎ কিঞ্চিং কুরুতে কশ্ম^২ শুভং বা যদি বা শুভম্ ।

ভেন ন বর্জতে রাজা মুস্কৃতশ্চৈব দুঃখতম্ । ২৪

ভয়াভুমীধরঃ প্রাজ্ঞঃ ধর্মকামার্থসাধনে । নিবোধয়েচ্চ সত্ততং গোত্রান্ধনহিতায় বৈ । ২৫

ইতি শ্রীগরুড়ো মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে নীতিসারে দ্বাদশাধিক-শততমোহধ্যায়ঃ । ১১২ ।

যতাব ছিল, পরে সেই যতাবের বৈপরীত্য হইয়াছে, এমন সকল ভূত রাজার হিতকারী হয় না । আলস্যহীন, সন্তুষ্টচিত্ত, সুনিদ্র, শীঘ্রচেতন, সুখহঃখে অচঞ্চল অথচ ধীর এইরূপ ভূত এই জগতে অতি হর্গত । বাহার কমাগুন নাই, যিনি সত্যধর্মবিহীন, ক্রুরবুদ্ধি, নিম্নক, দাস্তিক, পেটুক, শঠ, লোভী, কার্যকরণে অক্ষম ও ভয়কাতর সেইরূপ ব্যক্তিকে রাজা পরিত্যাগ করিবেন, উক্তরূপ ব্যক্তিকে রাজার কোন কার্যে নিযুক্ত করা কর্তব্য নহে । ১০-২০

রাজা নিজ হর্গমধ্যে সুসক্তানে অর্ধ ও অস্ত্র সকল নিবেশিত করিয়া রাখিবেন, তাহা হইলেই সেই রাজা শত্রুনিপাত করিতে পারেন । রাজা শত্রুকর্তৃক পরাভূত হইলে হস্তমাস অথবা সংবৎসরের অস্ত্র সন্ধি করিবেন, পুনর্বীর আপনি সমর্থ হইয়া শত্রুবর্গকে নিপাতন করিতে পারেন । যে রাজা মুখকে আপনার কোন কার্যে নিযুক্ত করেন, তিনি অবশ, অর্ধনাশ ও নরকপতন এই তিনটি লাভ করেন । শুভ বা অশুভ বাহা কিছু কশ্ম করেন, সেই কশ্মদ্বারা তিনি বহিত হইবেন । শুভকশ্ম করিলে শুভভোগ আর অশুভ কশ্মদ্বারা অশুভভোগ করেন । অতএব মুস্করূপে বিবেচনা করিয়া সকল কার্য করিবেন । রাজা গো এবং বান্ধবের হিতার্থ ধর্মকামার্থসাধনকার্যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকেই সর্বদা নিয়োজিত করিবেন । ২১-২৫

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে নীতিসার নামক দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১২ ।

ত্রয়োদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

ভগবন্তং নিযুক্তোত্তমগুণহীনং বিবৰ্জয়েৎ । পণ্ডিতস্ত গুণাঃ সৰ্ব্বৈ যুৰ্বে দোষান্চ কেবলাঃ ॥ ১

সন্তিরামোত্তমত্তত্তং সন্তিঃ কুৰ্ব্বীত সন্ততিম্ । সন্তিকিৰ্বাদং মৈত্রীক নাসন্তিঃ কিকিৰাচরেৎ ॥ ২

পণ্ডিতৈশ্চ বিনৌতৈশ্চ ধন্যতৈঃ সত্যবাদিভিঃ ।

বন্ধনহোহপি তিষ্ঠেত্ত ন তু রাজ্যং খলৈঃ সহ ॥ ৩

সাবশেষাণি কার্যাণি কুৰ্ব্বন্নর্থৈশ্চ যুজ্যতে । তন্ম্যং সৰ্বাণি কার্যাণি কুৰ্ব্বন্নর্থৈশ্চ যুজ্যতে ॥ ৪

ভগ্নাং সৰ্বাণি কার্যাণি সাবশেষাণি কারয়েৎ ॥ ৫

মধুহেব হৃহেদ্রাষ্ট্রং কুসুমকং ন দাতয়েৎ ।

বৎসাপেক্ষী হৃহেৎ কীরং ভূমিং গাটৈকং পাধিবঃ ॥ ৬

যথাক্রমেণ পুষ্পেভ্যশ্চিনুতে মধু যট্টপদঃ । তথা বিত্তমুপাদায় রাজা কুৰ্ব্বীত সত্তরম্ ॥ ৭

বল্লীকং মধুজালকং শুক্লপক্ষে তু চল্লমাঃ । রাজদ্রব্যাকং ভৈক্ষ্যকং ভোক্তব্যাকেন বৰ্জতে ॥ ৮

অজ্ঞানস্ত কল্পং দৃষ্ট্ৱা বল্লীকস্ত তু সত্তরম্ । অবজ্ঞাং দিবসং কুর্যাদানাদায়নকর্মসু ॥ ৯

সূত কহিলেন,—রাজা গুণশীল ব্যক্তিকে কার্যে নিযুক্ত করিবেন, গুণহীনকে পরিভ্রাণ করিবেন । পণ্ডিতে সর্বপ্রকার গুণ আছে এবং যুৰ্বেতে সকলই দোষ দেখা যায় । সর্বদা সজ্ঞানের সহিত বাস করিবে এবং মৈত্রী অথবা বিবাদ করিতে হইলে সজ্ঞানের সহিত করা উচিত, কদাচ অসজ্ঞানের সহিত কিছুই করিবে না । পণ্ডিত, বিনোদ, বর্ষজ্ঞ ও সত্যবাদী লোকদিগের সহিত বন্ধনদশাতে থাকিও শ্রেয়স্কর, কিন্তু খলের সহিত রাজ্যভোগ করাও শ্রেয়ঃ নহে । যে ব্যক্তি যখন যে কার্য্য করিবে, সে সেই কার্য্যের শেষ না রাখিয়া সম্পূর্ণরূপে কার্য্যসাধন করিবে, তাহা হইলেই সে অর্থশালী হইতে পারে । অতএব সকলকার্য্যই নিঃশেষ করিয়া করিবে । ১-৫

মধুকর যেমন পুষ্প হইতে মধু আহরণ করে, কিন্তু সেই পুষ্প নষ্ট করে না, আর যেমন দোহা ব্যক্তি বৎসের জন্ত কিঞ্চিৎ রাখিয়া গো দোহন করে, রাজাও সেইরূপ প্রজাবর্গকে রক্ষা করিয়া করগ্রহণ করিবেন । মধুমক্ষিকাগণ যেমন বিন্দু বিন্দু করিয়া মধু আহরণ পূর্বক সত্তর করে, সেইরূপ রাজাও ক্রমশঃ ধনসত্তর করিবেন । যেমন বল্লীক, মধুচক্র ও শুক্লপক্ষের শশী প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়া বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ রাজ্য ও ভোজ্য ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত করিলেই রাজ্যকোষ পরিপূর্ণ হয় । কালির ক্ষয় ও বল্লীকের বৃদ্ধি দর্শন করিয়া প্রতিদিনই কিছু কিছু দান ও অধ্যয়ন করিবে । লোকে যেমন প্রথমে অল্প-মাত্রায় কালি ব্যয় করে, তাহাতে অল্পমাত্র কালিতেও অনেকদিন কার্য্য চলে, সেইরূপ অতি

১ । সাবশেষাণি কারয়েৎ ।

বনেহপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাশিণাং, গৃহেহপি পক্ষ্মিগ্নিনিগ্রহস্তপঃ ।

অকুংসিতে কর্ণাণি যঃ প্রবর্ততে, নিবৃত্তরাগস্ত গৃহং তপোবনম্ । ৯

সত্যেন রক্ষাতে ধর্মো বিদ্যা যোগেন রক্ষাতে ।

যজ্ঞয়া রক্ষাতে পাত্রং কুলং শীলেন রক্ষাতে । ১০

বরং বিদ্যাটব্যোঃ নিবসনমুচ্ছ্রয় মরণং, বরং সর্পাকীর্ণে শয়নমথ কূপে নিপতনম্ ।

বরং ভ্রাতৃবর্জিতং সত্ত্বজলমথো প্রবেশনং, ন তু বীয়ে পক্ষে মৃদনমনুদেহীতি কথনম্ । ১১

ভাগ্যকরেষু কীর্ত্তে নোপভোগেন সম্পদঃ ।

পূর্বজাঙ্কিতানি সত্যত্র মুকুতানি চ হৃদতম্ । ১২

বিপ্রাণাং ভূষণং বিদ্যা পৃথিব্যা ভূষণং নৃপঃ ।

নভসো ভূষণং চন্দ্রঃ শীলং সর্বস্ত ভূষণম্ । ১৩

এতে তে চন্দ্রভূলাঃ ক্ষিতিপতিভূতয়া ভীমসেনাঙ্কুনাভাঃ,

শূরাঃ সত্যপ্রতিজ্ঞা দিনকরবপুষঃ কেশবেনোপগৃহাঃ ।

তে বৈ পত্রাগ্রহস্তাঃ কৃপণবলগতা ভৈক্ষ্যচর্যাঃ প্রহাভাঃ,

কো বা কস্মিন্ সমর্থো ভবতি বিধিবশাদ্ জামহেং কর্মবেখা । ১৪

অল্প পরিমাণে প্রতিদিন দান করিলেও অল্পধনেই বহুকালের দানকার্য্য চলিতে পারে । বাহারা বিষয়ানুরাগী, তাহারা বনে বাস করিলেও নানাবিধ দোষ ঘটিয়া থাকে এবং বাহারা ইচ্ছিন্নগণকে বাধ্য করিতে পারিয়াছেন, তাহারা গৃহে বসিয়াও উপস্থাপন করিতে পারেন ; অতএব বাহাদিগের অন্তঃকরণ হইতে বিষয়ানুরাগ দূরীভূত হইয়াছে, তাহাদিগের পক্ষে গৃহই তপোবন । সত্যপালন করিলেই ধর্মরক্ষা হয়, সর্বদা অভ্যাগ্ন রাখিলে বিদ্যারক্ষা হয়, মার্জনদ্বারা পাত্র রক্ষা হয়, আর সংরক্ষণদ্বারা কুলরক্ষা হয় । ৬-১০

বিদ্যারপো বসতি, অনাহারে মরণ, সর্পাকীর্ণ গৃহেশয়ন, কূপমধ্যে পতন কিংবা মহাবর্ত্তাকুল জলমধ্যে প্রবেশ, এই সকল কার্য্যও ভ্রমর, তথাপি আত্মীয়ের নিকট ধনপ্রার্থনা করা বিধেয় নহে । ভাগ্য যখন ক্ষীণ হয়, তখনই বিভব ক্ষয় পায় ; উপভোগে সম্পত্তি নষ্ট হয় না . যেহেতু পূর্বজজাঙ্কিত মুকুত ও হৃদত উভয়েই বিদ্যমান থাকে, যাবৎ মুকুতির ক্ষয় না হয়, ভাগ্য তাবৎ প্রসন্ন থাকে এবং মুকুতি নষ্ট হইলেই ব্রতভাগ্য উপস্থিত হয় । ভাগ্যের ভূষণ বিদ্যা, পৃথিবীর ভূষণ রাজ্য, আকাশের ভূষণ শশবর এবং সকলেরই ভূষণ সুশীলতা । ভীমসেন ও অর্জুনাদি যে সকল রাজপুত্র ছিলেন, তাহারা সকলেই চন্দ্রভূলা শোভাসম্পন্ন বলবান্ সত্যপ্রতিজ্ঞ ও সূর্য্যের স্তায় প্রতাপশালী, আর যয়ং কেশব ইহাদিগকে পালন করিতেন, তথাপি সেই সকল রাজপুত্রেরাও কালেতে হর্জনের বশীভূত হইয়া পত্রপুটে ভিক্ষাচরণদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়াছেন, অতএব কোন ব্যক্তি স্বাধীন হইয়া চলিতে পারে ? সকলকেই কর্ম বশীভূত করিয়া ভ্রমণ করাইতেছে । ১১-১৪

ব্রহ্মা যেন কুলালবগ্নিরমিতো ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরে,
 বিষ্ণুর্যেন দশাবতারগহনে কিস্তো মহাসঙ্কটে ।
 রুদ্রো যেন কপালপাণিরমরো ভিক্ষাটনং কারিতঃ,
 সূর্যো ভ্রাম্যতি নিভামেব গগনে তস্মৈ নমঃ কৰ্মণে ॥ ১৫
 দাতা বলির্যাচনকো মুরারির্দানং মহী বিপ্রমুখস্ত মধো ।
 দত্তা বলং বদ্ধনমেব লক্কং নমোহস্ত তে দৈব যথেষ্টকারিন্ ॥ ১৬
 যাতা যদি ভবেন্নক্ষীঃ পিতা সাক্ষাৎ জনার্দিনঃ ।
 কিং বুদ্ধিপ্রতিপত্তিঃ ক্তাং তদন্তং যং কৃতং পুরা ॥ ১৭
 যেন যেন যথা যদ্ যং পুরা কৰ্ম সুনিশ্চিতম্ ।
 তং তদেবাশ্রয় ভুক্ত্যে স্বয়মাহিতমাশ্বনঃ ॥ ১৮
 আশ্বনা বিহিতং হঃখমাশ্বনা বিহিতং সুখম্ ।
 গৰ্ভশয্যামুপাদায় ভুক্ত্যে বৈ পৌৰ্ব্বদেহিকম্ ॥ ১৯
 ন চান্তরীক্ষে ন সমুদ্রমধো, ন পার্বত্যানাং বিবরপ্রদেশে ।
 ন মাতৃগর্ভে প্রদত্তস্তথাহু, ত্যক্তং কামঃ কৰ্ম কৃতং নরো হি ॥ ২০

ব্রহ্মা যে কর্মের বশীভূত হইয়া কুলালচক্রের দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে নিয়মিত হইয়া
 আছেন, বিষ্ণু কর্মের বলে মহাসঙ্কট দশাবতাররূপ গ্রহণে পরিকল্পিত হইয়াছেন, দেবদেব রুদ্র
 যে কর্মের অধীন থাকিয়া হস্তে কপালধারণপূর্বক ভিক্ষাচরণার্থ পর্যটন করিতেছেন সূর্য
 যে কর্মবলে নিয়ত আকাশমার্গে ভ্রমণ করিতেছেন, সেই কর্মকে নমস্কার করি । ১৫

বলিরাজ দাতা, দানের পাত্র বিষ্ণু, দানীয় বস্তু পৃথিবী, আর ব্রাহ্মণ সাক্ষী ; এমন
 অবস্থাতেও সেইদানে বলিরাজের বদ্ধনরূপ ফলভোগ হইল । বলিরাজা বিষ্ণুকে পৃথিবী
 প্রদান করিয়া পাতালে বদ্ধ থাকিলেন । অতএব দৈব । তোমাকে নমস্কার করি । তুমি
 মানবগণের যথেষ্ট উপকার সাধন কর । বলিরাজা এইরূপ অসাধারণ দান করিয়াও
 কর্মবশতঃ পাতালে বদ্ধ থাকিলেন । যাহার মাতা লক্ষী, পিতা স্বয়ং জনার্দিন, তাহার
 আর বুদ্ধির প্রতিপত্তি কি ? তাহার যে উন্নতি ইহা পূর্বেই নির্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে ।
 পূর্বকালে যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম করে, সে সেই কর্মানুযায়ী ফলভোগ করিয়া থাকে ।
 অতএব আপনিই আপনার ফলভোগের বিষাতা । আপনিই আপনার সুখ ও দুঃখের
 বিধানকর্তা, যেহেতু গর্ভশয্যাতে শয়ন থাকিয়াও জীব আপনার পূর্বসঞ্চিত কর্মের
 ফলভোগ করে । আকাশে, সমুদ্রমধ্যে, পার্বত্যীয় সঙ্কটপ্রদেশে, মাতৃগর্ভে, অথবা জননীর
 কোড়ে যেখানে থাকুন না কেন, কেহই পূর্বকৃত কর্মের হস্ত হইতে পরিভ্রাণ পাইতে
 পারেন না । ১৬-২০

১ । কুবুদ্ধিপ্রতিপত্তিচ্ছেদকণ্ডং বিধৃতং সদা ।

দুর্গত্ৰিকূটঃ পরিখা সমুদ্রো রক্ষাংসি যোধাঃ পরমা চ বৃষ্টিঃ ।

শাস্ত্রক নীতিশাসনসা সমগ্রং স রাবণঃ কালবশাধিনষ্ঠঃ । ২১

যস্মিন্ বয়সি যৎকালে যদ্বিবা যচ্চ বা নিশি ।

যদ্ব্যহুর্ভে কণে বাপি ভৎ তথা ন ভদন্তথা । ২২

গচ্ছতি চাকরীকে বা প্রবিশতি মহীতলে । যাবয়তি দিশঃ সর্বা নাদন্তমূলভ্যন্তে । ২৩

পুরাধীতা চ বা বিদ্যা পুরা দত্তক বন্ধনম্ ।

পুরা কৃতানি কৰ্ম্মাণি অগ্রে ধাবন্তি ধাবতঃ । ২৪

কৰ্ম্মাণাম্ প্রধানানি সমাগৃক্ষে ভভগ্রহে । বসিষ্ঠদন্তে লব্ধেহপি জানকী হৃৎখণ্ডাজনম্ । ২৫

শূলভজ্ঞে বা বদা রামঃ শকগামী চ লক্ষ্মণঃ । যনকেশী বদা সীতা ভ্রমন্তে হৃৎখণ্ডাজনম্ । ২৬

ন পিতৃঃ কৰ্ম্মণা পুত্রঃ পিতা বা পুত্রকৰ্ম্মণা ।

যয়ং কৃতেন গচ্ছন্তি যয়ং বদ্ধাঃ স্বকৰ্ম্মণা । ২৭

কৰ্ম্ম ভক্তশরীরেষু রোগাঃ শারীরযানসাঃ । শরা ইব পতন্তীহ বিমুক্তা দৃঢ়মদ্বিভিঃ । ২৮

অন্তথা শাস্ত্রগতিয়া দিরা ধীরোহর্থমীহতে । যামিবং প্রাক্তনং কৰ্ম্ম বিদধান্তি ভদন্তথা । ২৯

যে রাবণের দুর্গ ত্রিকূট, দুর্গের পরিখা সমুদ্র, রাক্ষসগণ যোদ্ধা এবং যয়ং ওজ্রাচার্য্য বাহাকে সমগ্র নীতিশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন, সেই রাবণও কালবশে নষ্ট হইয়াছেন। যে বয়সে যে কালে, যে দিনে, যে রাত্রিতে, যে যুহুর্ভে বা যেকণে যে যে কৰ্ম্মে নিরত আছে, সেই বয়সে, সেই কালে, সেই দিনে, সেই রাত্রিতে, সেই যুহুর্ভে ও সেইকণে সেই সকল কৰ্ম্ম অবশ্য ঘটিয়া থাকে, তাহার অন্যথা হয় না। অন্তরীক্ষে বা ভূগর্ভে প্রবেশ করিতে পারে, অথবা সকলদিকে ধাবন করিতে পারে, তথাপি যাহা পূর্বে প্রদত্ত হয় নাই তেমন বস্তু লাভ করিতে পারে না। পূর্বাধীত বিদ্যা, পূর্বদত্ত ধন এবং পূর্বকৃত কৰ্ম্ম ধাবমান ব্যক্তির অগ্রে অগ্রে ধাবিত হয়। পূর্বজন্মে, যে বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছেন, বেক্রপ দান করিয়াছেন, আর বেক্রপ কৰ্ম্ম করিয়াছেন, পরজন্মে সে সেই বিদ্যা, সেই দানাদি কৰ্ম্মের সেইরূপ ফল পাষ্টয়া থাকেন। কন্মুই সকলের প্রধান, গ্রহনক্ষত্রাদি শুভ খাঙ্কিলে মনুষ্য কন্মুনিযায়ী ফলভোগ করিয়া থাকে; জানকীর বিবাহকালে যয়ং বসিষ্ঠ ঋষি লগ্ন বিবেচনা করিয়াছেন, তথাপি জানকী আপন কন্মুফলে চিরকাল হৃৎখণ্ডভোগ করিলেন। ২১-২৫

রাম শূলভজ্ঞ, লক্ষ্মণ শকগামী ও সীতা যনকেশী ছিলেন, তথাপি ইহারা ভিন্নজন্মে নানাপ্রকার ক্রেশভোগ করিয়াছেন। (শূলভজ্ঞাদি শুভ লক্ষণ সত্ত্বেও কন্মুফলেই ভীষণদিগের ভাদৃশ হৃৎখণ্ডভোগ হইয়াছিল)। পুত্র পিতার কন্মুদ্বারা কিবা পিতাও পুত্রের কন্মুদ্বারা বদ্ধ বা মুক্ত হইতে পারেন না, পরন্তু সকলেই নিজ নিজ কৃতকৰ্ম্মেরই ফলে বদ্ধ বা মুক্ত হইয়া থাকে। দৃঢ়ধর্মী ব্যক্তির যেরূপ অতি দ্রুতবেগে শর নিক্ষেপ করিলে সেই শর লক্ষিত স্থলেই পতিত হয়, সেইরূপ কন্মুফলস্বরূপ এই শরীরে সকলেই আপন

বালো যুবা চ যুৱশ্চ যঃ করোতি শুভাশুভম্ ।

ভৃগুঃ তস্তামবস্থায়ঃ ভুক্ত্যে জন্মনি জন্মনি ॥ ৩০

অনিচ্ছমানোহপি নরো বিদেশস্থোহপি মানবঃ ।

স্বকর্মপোত্তবাত্তেন নীরতে যত্র তৎ ফলম্ ॥ ৩১

প্রাপ্তব্যমর্থং লভতে মনুষ্যো, দেবোহপি তং বারয়িতুং ন শক্তঃ ।

অতো ন শোচামি ন বিস্ময়ো মে, ললাটলেখো ন পুনঃ প্রচাতি^১ ॥ ৩২

সর্পঃ কূপে গজঃ হৃদ্রে আখ্যবিগতঃ ধাবতি নরঃ শীঘ্রতরাং দেব কর্মণঃ কঃ পসারয়তি ॥ ৩৩

কিঞ্চিদ্রুয়তি সন্ধিয়া দীপ্যমানাপি বর্জতে । কৃপস্বমিব পানীয়াং ভবত্যেব বহুদকম্ ॥ ৩৪

যেহর্ষা ধর্মেন তে সত্যা য়ে ধর্মেন গতাস্ত্রিষঃ ।

ধর্মার্থী যন্তো লোকে তৎ স্মৃত্যু ফলকারণাৎ ॥ ৩৫

অম্মার্থো^২ যানি হুঃখানি করোতি কৃপণো জনঃ ।

তাংগেব যদি ধর্মার্থী ন ভুয়ঃ ক্লেশভাজনম্ ॥ ৩৬

সর্বেষামেব শোচানামশোচং বিশিষ্টতে । যোহম্মার্থেবশুচিঃ শোচাম যুগা বারিণা শুচিঃ ॥ ৩৭

কর্মীন্দুসারে শারীরিক ও মানসিক সুখদুঃখভোগ করিয়া থাকেন । বাল্য, বার্দ্ধক্য অথবা যৌবন প্রকৃতি যে যে অবস্থাতে শুভাশুভ কর্ম করা যায়, সেই সেই অবস্থাতেই জন্মভঙ্গে সেই কর্মের ফলভোগ হইয়া থাকে । ২৬-৩০

অনিচ্ছুক ও বিদেশস্থ ব্যক্তিকেও স্বীয় কর্মবাত্তে কর্মক্ষেত্রে লইয়া যায় । কর্মফল ভোগে ইচ্ছা না থাকিলেও সেই কর্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, কোন প্রকারে তাহার অন্তথা হয় না । সকলকেই প্রারম্ভকর্মের ফলভোগ করিতে হয়, দেবগণও তাহা নিবারণ করিতে পারেন না । অতএব স্বকর্ম ফলভোগ বিষয়ে আমি শোক বা আশ্চর্য্য জ্ঞান করি না ; ললাটলেখো কেহই বারণ করিতে পারে না । সর্প কূপে, গজ স্বীয় কটকে ও মূষিক আপন গর্ভে পলায়ন করে, কিন্তু নর শীঘ্রগামী হইয়াও কর্মের নিকট হইতে কোথায় পলায়ন করিবে । সন্ধিয়া কি কখন দান করিলে কমে ? বরং দানদ্বারা তাহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে ; যেমন কূপ হইতে জল ব্যয় করিলেই সেই কূপে পুনর্ব্বার বহু জলসঞ্চয় হয়, সেইরূপ সন্ধিয়া দান করিলেও তাহা বদ্ধিত হইয়া থাকে । ধর্মপালন করিয়া যে অর্থ উপার্জন করা যায়, সেই অর্থই স্বার্থ অর্থ এবং যে সম্পদ ধর্ম উপার্জিত হয়, সেই সম্পদই প্রকৃত সম্পদ, অতএব ধর্ম চিন্তা করিয়াই অর্থ উপার্জন করিবে । ৩১-৩৬

কৃপণ ব্যক্তি অম্মার্থী হইয়া যে দুঃখভোগ করে, যদি ধর্ম উপার্জনের নিমিত্ত সেইরূপ দুঃখ সহ্য করিত, তাহা হইলে আর তাহাদিগের কখনও দুঃখভোগ হইত না । সর্বপ্রকার শোচের মধ্যে অম্মশোচই প্রধান । যে মানব অর্থে ও অম্মে অশুচি হইয়াছে, মৃত্তিকার কথা

১ । যদম্মদীয়াং ন তু তৎ পরেষামিতি কচিং পঠাতে । ২ । অম্মার্থী ।

সত্যং শৌচং মনঃশৌচং শৌচমিচ্ছিন্ননিগ্রহঃ ।

সৰ্বভূতে দয়া শৌচং জলশৌচক পঞ্চমম্ । ৩৮

যত সত্যক শৌচক ততঃ বর্ণো ন হ্রস্বতঃ । সত্যং হি বচনং যত সোহম্মমেবাধিশিখ্যতে । ৩৯
যুক্তিকানাং সহস্রেন উদকানাং শতেন চ । ন তথ্যতি হুয়াচারো ভাবোপহৃতচেতসঃ । ৪০
যত হস্তো চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতম্ । বিদ্যা তপস্চ কীর্তিঞ্চ স তীর্থকলমগ্নভূতে । ৪১
ন প্রহৃয়তি সন্মানেন নাবমানেন কুপাতি । ন ক্রুদ্ধঃ পুরুষঃ ক্রুরাদেভ্যঃ সাধোক্ত লক্ষণম্ । ৪২
দরিদ্রস্য মনুষ্যস্য প্রাজস্য যথুরস্য চ । কালে ক্ষত্বা হিতং বাক্যং ন কশ্চিৎ প্রতিপদ্যতে । ৪৩
ন যত্নবলবীর্যেণ প্রজয়া পৌরুষেণ চ । অলভ্যং লভতে মর্ত্যস্তত্র কা পরিবেদনা । ৪৪
অবাচিতো মদ্য লকৃত্যং প্রেমিতঃ পুনর্গতঃ । যত্রাগতস্তত্র গতস্তত্র কা পরিবেদনা । ৪৫
একবাক্যে যদা বাজো নানাপক্ষিসমাগমঃ । প্রাতর্দশ দিশো যান্তি কা তত্র পরিবেদনা । ৪৬
একবার্ষিকপ্রযাতানাং সৰ্ব্বেষাং তত্রগামিনাম্ । যনোকল্পুরিতো যান্তি কা তত্র পরিবেদনা । ৪৭
অবাক্তাদানি ভূতানি ব্যক্তমহানি শৌনক । অবাক্তনিধনাশ্চৈব কা তত্র পরিবেদনা । ৪৮

জলধারা সেই ব্যক্তি শুচি হইতে পারে না। সত্যব্রতপালন, মনঃশুদ্ধি, ইচ্ছিন্ননিগ্রহ, সৰ্বভূতে দয়াপ্রকাশ ও জল এই পঞ্চবিধ শৌচ শাস্ত্রে কথিত আছে। যে মানব সত্যপরায়ণ ও শুচি, তাহার বর্ণ হ্রস্ব হইতে পারে না। যে মনুষ্য সত্যবচন বলে, সে অশ্রমে যজ্ঞকারী হইতেও শ্রেষ্ঠ। ধীমান্ হুয়াচার এবং বাহার চিত্ত হুঃখীলভাধারা কল্পবিত হইয়াছে, সে সহস্র যুক্তিকা কিংবা শতপ্রকার জলধারাও শুচি হইতে পারে না। ৩৮-৪০

বাহার হস্ত, পাদ ও মনঃ সুসংযত আর বিদ্যা, তপস্যা ও কীর্তি আছে, সেই ব্যক্তি সৰ্বভীৰ্বাধগাহনের ফলভোগ করেন, যে মানব সন্মানে হ্রস্ব হইতে পারে না, অপমানে কোপ করে না এবং ক্রুদ্ধ হইয়া কৰ্কশবাক্য বলে না, সেই ব্যক্তি প্রকৃত সাধু। দরিদ্র যদি প্রাজ কিংবা মধুরভাবীও হয়, তথাপি তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কেহ কখন প্রীতিলভ করে না। কোন ব্যক্তি মদ্য, বল, বীৰ্য্য ও প্রজাধারা অলভ্য বস্তু লাভ করিতে পারে না। বাহার যে বস্তু লাভের অদৃষ্ট নাই, তাহার সেই বস্তু লাভ না হইলেও কোনপ্রকার মমতাপ করিবে না। কোন সময় বাচ্ছ্য না করিয়াও লাভ করা যায়, কখন বা প্রার্থনা করিয়াও লাভ হয় না। যে বস্তু যে স্থানে থাকা উচিত, সেই বস্তু সেই স্থানেই গমন করে। অতএব ইহাতে আর হুঃখের বিষয় কি? ৪১-৪৮

রাত্রিকালে এক যুক্তিতে লানাপ্রকার পক্ষী বাস করে, কিন্তু প্রাতঃকালে সেই সকল পক্ষী নিগূমিগতরে গমন করে, তাহাতে কাহারই বা হুঃখ হইতে পারে। এক বস্তুর তত্ত্ব অসেক ব্যক্তি গ্রহণ করিলে যদি তাহাদিগের মধ্যে কেহ তদ্বিত গমনে সৰ্ব্বাপেক্ষে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে পারে, তাহাতে অগের হুঃখ করা উচিত নহে। হে শৌনক! বাৎসরিক বস্তু ব্যক্ত ও অব্যক্তভাবে আছে এবং তাহাদিগের বিশালও ব্যক্ত ও অব্যক্তভাবে

নাকালে ত্রিগতে ক্ষতিবিদ্ধঃ শরণতৈরিপি । কুশাগ্রেণ তু সংস্পৃষ্টঃ প্রাপ্তকালো ন জীবতি ৪৪৯
লক্ষবান্ধব লভতে গন্তব্যান্ধব পচ্ছতি । প্রাপ্তবান্ধব প্রাপ্তোতি হঃখানি চ সুখানি চ ৪৫০
ভুতঃ প্রাপ্তোতি পুরুষঃ কিং প্রলাপং করিষ্যতি । অচোদমানানি যথা পুষ্পানি চ ফলানি চ ।
সকালং নাতিবর্তন্তে তথা কৰ্ম পুরাকৃতম্ ৪৫১

শীলং কুলং নৈব ন চৈব বিদ্যা, জ্ঞানং জ্ঞানং নৈব ন বীজভূমিঃ ।

ভাগ্যানি পূৰ্ব্বং তপসাকিতানি, কালে ফলন্তি পুরুষস্য যথৈব বৃক্ষাঃ । ৪৫২

যত্র যত্নার্থভো হস্তা যত্র শ্রীর্থত্র সম্পদঃ । ভুত ভুত স্বয়ং যতি প্রেয়মাণঃ স্বকৰ্মভিঃ । ৪৫৩
ভুতপূৰ্ব্বং কৃতং কৰ্ম কৰ্ত্তারমনুভিষ্ঠতি । যথা ধেনুসহস্রেষু বৎসো বিলম্বতি যাতরম্ ৪৫৪
এবং পূৰ্ব্বকৃতং কৰ্ম কৰ্ত্তারমনুভিষ্ঠতি । সুকৃতং ভুক্ষ, চান্দ্রায়ং মৃতঃ কিং পরিতপাসে । ৪৫৫
যথা পূৰ্ব্বকৃতং কৰ্ম কৰ্ত্তারমনুভিষ্ঠতি । এবং পূৰ্ব্বকৃতং কৰ্ম ভুতং বা যদি বাতভম্ ৪৫৬

হইতেছে ; তাহাতে আর হঃখ কি ? যাহার কাল পূর্ণ হয় নাই সেই ব্যক্তিকে শত শত
বিদ্ধ করিলেও মরে না কিন্তু যাহার কালপূর্ণ হইয়াছে, সে কুশাগ্রধারা বিদ্ধ হইয়াও প্রাণ-
ত্যাগ করে । যে দ্রব্য পাওয়ার যোগ্য, লোকে তাহাই লাভ করিয়া থাকে, যে স্থান গন্তব্য
মনুষ্য সেই স্থানেই গমন করে, আর যে সকল সুখ ও হঃখ পাওয়া সম্ভাবিত লোকে তাহাই
পাইয়া থাকে । মনুষ্য আপন প্রাপ্য বস্তু পাইয়া থাকে, তাহাতে প্রার্থনা বাক্য কি করিতে
পারে ? ৪৬-৫০

বৃক্ষের নিকট যেমন কেহ কখন প্রার্থনা করে না, তথাপি সেই বৃক্ষ, ফল ও পুষ্পপ্রদান
করে । সেইরূপ পূর্বকৃত কৰ্ম কেহ অতিক্রম করিতে পারে না । যখন যে বস্তু প্রাপ্য
তখন সেই দ্রব্য পাওয়া যায় । যে ব্যক্তি পূর্বকালে যেমন কৰ্ম করিয়াছে, সেই ব্যক্তি
সেইরূপ ফল পাইবে । শীল, কুল, বিদ্যা, জ্ঞান ও জ্ঞান ইহারা কিছুই করিতে পারে না,
কেবলমাত্র ভাগ্যই পুরুষের ফলপ্রদান করে । যেমন বৃক্ষ সাধারণকেই পুষ্প ও ফলপ্রদান
করে, সেইরূপ ভাগ্য শীলাদি অপেক্ষা না করিয়া পূর্বজন্মসঞ্চিত তপস্যানুসারে ফলপ্রদান
করে । যাহার যেখানে যত্ন, যাতক, শ্রী ও সম্পদ নিরত আছে ; সেই ব্যক্তি কৰ্মকৰ্ত্তৃক
প্রেরিত হইয়া স্বয়ং সেই স্থানে গমন করিয়া থাকে । পূর্বকালে যে ব্যক্তি যে কৰ্ম করিয়াছে,
সেই কৰ্ম কৰ্ত্তার অনুসরণ করে । সহস্র সহস্র ধেনু ও বৎস একস্থানে বাস করে বটে, কিন্তু
বৃক্ষপানকালে বৎসগণ নিজ নিজ মাতাকে লাভ করিয়া থাকে । পূর্বজন্মে যে ব্যক্তি যেমন
কৰ্ম করিয়াছে, পরজন্মেও সেই ব্যক্তি সেই রূপ কৰ্মফল ভোগ করে ; পূর্বকৃত সুকৃত
সঞ্চিত থাকিলে ইহকালে ভুতফল ভোগ হয়, আর পূর্বকালে বৃদ্ধত সঞ্চিত থাকিলে
ইহকালে হঃখভোগ হয়, এইজন্ত মূঢ় ব্যক্তিরা কেন বৃথা শোক করে ? ৫১-৫৫

কৰ্ত্তা পূৰ্ব্বাৰ্জিত কৰ্মের ফলভোগ করে, বলিয়া ইহকালে কেহ সুখভোগ করে, কেহ বা

১ । অনুগচ্ছতীতি পাঠান্তরম্ ।

নীচঃ সৰ্বপমাত্ৰাণি পরচ্ছিন্নাণি পশুতি । আত্মনো বিষমাত্ৰাণি-পশুন্নপি ন পশুতি ॥ ৫৭

রাগ-বেষাদিবৃদ্ধানাং ন সুখং কুজচ্ছিন্নম্ ।

বিচার্যা যদু পশ্যামি তৎ সুখং যত্র নিবৃতিঃ ॥ ৫৮

যত্র স্নেহো ভয়ং ভত্র স্নেহো দুঃখস্য ভাজনম্ ।

স্নেহমূলানি দুঃখানি তস্মিন্ভ্যাক্তে মহৎ সুখম্ ॥ ৫৯

শরীরেষু বাস্তবনং দুঃখস্য চ সুখস্য চ । জীবিতক শরীরক জাতিভ্যব সহ জাবতে ॥ ৬০

সর্বত্র পদবলং দুঃখং সর্বমাশ্রয়ণং সুখম্ । এতদ্বিত্যং সমাসেন লক্ষণং সুখ-দুঃখয়োঃ ॥ ৬১

সুখস্তানন্তরং দুঃখং দুঃখস্তানন্তরং সুখম্ । সুখং দুঃখং মনুষ্যাণাং চক্রবৎ পরিবর্ততে ॥ ৬২

যদ্যতঃ ভদতিক্রান্তং যদি যত্র তত দূরতঃ ।

বর্তমানেন বর্তেত ন স শোকেন ব্যাধাতে ॥ ৬৩

ইতি শ্রীগরুড়ো মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে নীতিসারে

ত্রয়োদশাধিক-শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৩ ॥

দুঃখভোগ করিয়া থাকে । নীচাত্মক ব্যক্তির পরের সর্বপমাত্র ছিন্ন দেখিলেও তাহা অনুসন্ধান করিয়া প্রকাশ করে, কিন্তু নিম্নের বিষয়প্রমাণ ছিন্ন থাকিলেও তাহা দেখিয়াও দেখে না । নীচাত্মক ব্যক্তির আপন দোষ চক্ষে দেখে না, কেবল পরের দোষ অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায় । বাহ্যরাগবেষাদি দ্বারা অভিভূত, কুজাপি তাহাদিগের সুখ হয় না । হে শৌনক ! আমি বিচার করিয়া দেখিলাম, বাহার অন্তঃকরণ শান্তিগুণে ভূষিত, তাহারই প্রকৃত সুখভোগ হইয়া থাকে । বাহার সমধিক স্নেহ আছে, তাহারই সর্বদা ভয় হইয়া থাকে ; যেহেতু স্নেহই দুঃখের ভাজন আর স্নেহই দুঃখের মূল কারণ । এ নিমিত্ত স্নেহ পরিত্যাগ করিলেই মহৎ সুখ হয় । এই শরীর সুখ ও দুঃখের আশ্রয়ন । অতএব শরীরের সহিতই সুখ ও দুঃখ উৎপন্ন হয় । ৫৬-৬০

পরের বলে থাকিয়া যাহা কিছু ভোগ করা যায়, তৎসমস্তই দুঃখ এবং স্বাধীন থাকিয়া দুঃখ পাইলেও তাহা সুখ বলিয়া বোধ হয় । সামান্যতঃ ইহাই প্রকৃত সুখদুঃখের লক্ষণ জানিবে । সুখভোগের শেষ হইলে দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং দুঃখের শেষ হইলে সুখভোগ হয় । মনুষ্যের সুখ ও দুঃখ চক্রবৎ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে । যে মানব অত্যন্ত বিষয়কে অতিক্রান্ত বলিয়া জ্ঞান করে, ভবিষ্যদ্বিষয়ও অনেক দূরে আছে, ইহাই মনে ধরে ; আর বর্তমান বিষয়েও অনুরক্ত হয় না, সে কোনপ্রকার শোকে অভিভূত হয় না । ৬১-৬৩

শ্রীগরুড়পুরাণে নীতিসার নামক ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১৩ ।

চতুর্দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

সূক্ত উবাচ

ন কশ্চিৎ কস্যচিন্মিত্রং ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্রিপুঃ । কারণাদেষ জ্ঞানন্তে মিত্রাণি বিশবন্তথা ॥ ১

শোকত্ৰাণং ভয়ত্ৰাণং প্রীতিবিশ্বাসভাজনম্ । কেন বহুমিদং সৃষ্টং মিত্রমিত্যাকরহরম্ ॥ ২

সকৃৎকরিষ্যং যেন হরিরিত্যাকরহরম্ । বন্ধুঃ পরিকরন্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি ॥ ৩

ন মাতরি ন দারেষু ন সোদর্যে ন চাশ্বজৈ ।

বিশ্বাসস্তাদৃশঃ পুংসাং বাদৃশ্বিত্রে যতাবজৈ ॥ ৪

যদৌচ্ছেচ্ছাস্বভীং প্রীতিং জীণি দোষাণি বর্জয়েৎ ।

দ্যুতমর্থপ্রয়োগক পরোক্ষে দারদর্শনম্ ॥ ৫

মাত্ৰা যত্রা হৃদিয়া বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ ।

বলবানিচ্ছিন্নগ্রামো বিশ্বাসমপি কৰ্ষতি ॥ ৬

বিপরীতবৃত্তিঃ কামঃ স্বারন্তেষু ন বিদ্যতে । যত্রাপ্যরো বধো দণ্ডন্ত্রৈব হনুবর্ততে ॥ ৭

অপি বহ্মানিলকৈব তুরগস্য মহোদধেঃ । শকাতে প্রসরো রোহুং নানুরক্তস্য^১ চেতসঃ ॥ ৮

ক্ষণং নাস্তি রহো নাস্তি নাস্তি চাপি নিমগ্নকঃ^২ ।

ভেন শোনক নারীণাং সতীত্বমুপজায়তে ॥ ৯

সূক্ত কহিলেন,—কেহই কাহারও মিত্র বা শত্রু নহে, কেবল আচরণদ্বারা শত্রু ও মিত্র জানা যায়। বন্ধু ব্যক্তি শোক হইতে পরিত্ৰাণ করেন, ভয় হইতে রক্ষা করেন এবং প্রীতি ও বিশ্বাসের ভাজন। এই মিত্ররত্নটী কোন্ ব্যক্তি সৃষ্টি করিয়াছেন? যে ব্যক্তি একবারমাত্র “হরি” এই অক্ষরদ্বয় উচ্চারণ করে, সে মুক্তিলভের জন্য বন্ধুপরিকর হইয়া অগ্রসর হইয়াছে। অকৃত্রিম মিত্র স্বরূপ বিশ্বাসের ভাজন, মাতা, জ্ঞী, সহোদর ও পুত্র ইহারা কেহই সেইরূপ বিশ্বাসের পাত্র নহে। যদি কাহারও সহিত অকৃত্রিম প্রণয় ইচ্ছা কর, তবে তাহার সহিত দ্যুতক্রীড়া, অর্থপ্রয়োগ কিংবা পরোক্ষে জ্ঞীদর্শন করিও না। ১-৫

নির্জ্ঞান স্থানে মাতা, ভগিনী অথবা কন্যা ইহাদিগের সহিত একাসনে বাস করিবে না। মনুষ্যমাত্রেই ইচ্ছিয় বলবান্; পণ্ডিত ব্যক্তিকেও ইচ্ছিয়গণ আকর্ষণ করিতে পারে। আপনার অধীন ব্যক্তির প্রতি বিপরীত অনুরাগ অথবা স্বার্থপর হইবে না। যাহার প্রতি যাদি দণ্ডপ্রয়োগ করা যায়, তাহার অনুবর্তন করা কর্তব্য। অনিলের গতি, তুরঙ্গের বেগ কিংবা মহাসাগরের গভীরতাও বরং নির্ণয় করা যাইতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি অনুরক্ত তাহার চিত্ত পরিভ্রান্ত হইতে পারে না। হে শোনক! যদি সময় না থাকে, নির্জ্ঞান স্থানের অসম্ভাব হয় অথবা উপযাচক কেহ না থাকে, তাহা হইলেই নারীদিগের সতীত্ব রক্ষা

১। ন হরক্তম্ ।

২। প্রার্থয়িতা জনঃ ।

অশ্বং বাভ্যন্তমাকীর্জয়ন্তং চেতসি রোচতে^১ । পুরুষাণামলাভেন তেন নারী পতিব্রতা ॥ ১০
 জননী যানি কুরুতে বহুশ্চ মদনাতুরা । সূতৈস্তানি বিভাব্যন্তে শীলবিশ্রুতিপতিভিঃ ॥ ১১
 পরাধীন্য নিদ্রা পরহৃদয়কৃত্যানুসরণং, যুগ্মা হালাহাশ্চ নিয়তমপি লোকেন রোহিতম্ ।
 পণে শ্রুতঃ কায়ঃ করজনখরৈর্দারিতগলো^২, বহুংকঠাহুতির্জগতি গলিকায়্য বহুমতঃ ॥ ১২

অগ্নিরাপস্ত্রিরো মূর্খাঃ সর্পা রাজকুলানি চ ।

নিত্যং পরোপসেব্যানি সন্তঃ প্রাণহরাণি বটু ॥ ১৩

কিং চিত্রং যদি শকশাস্ত্রকুশলো বিপ্রো ভবেৎ পতিভ্যঃ,

কিং চিত্রং যদি দণ্ডনীতিকুশলো রাজা ভবেদ্ধান্নিকঃ ।

কিং চিত্রং যদি রূপযৌবনবতী বোধিস্য সাক্ষী ভবেৎ,

কিং চিত্রং যদি নির্জনোহপি পুরুষঃ পাপং ন কুর্যাৎ কচিৎ ॥ ১৪

নাশ্চিহ্নং পরে দণ্ডাচ্চিহ্নাচ্চিহ্নং পরশ্চ চ । গৃহেৎ কুশল^৩ ইবাঙ্গানি পরভাবক লক্ষ্যেৎ ॥ ১৫

পাতালতলবাসিণো বারপ্রাকারনির্মিতাঃ^৪ ।

যদি নো চিকুরোন্তেনঃ স্ত্রিয়ঃ কোনোপলভ্যতে ॥ ১৬

পাইতে পারে। স্ত্রী ও পুরুষের চিত্ত যদি পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত থাকে, তাহা হইলেই স্ত্রীকে পতিব্রতা বলা যাইতে পারে। ৬-১০

মাতা যদি কামাতুরা হইয়া কোমরুপ বহুশ্চ কার্য করেন, পুত্রগণ আপন সূশীলতাহেতু তাহা মনে মনেই চিত্তা করিবে, কদাচ জননীর বহুশ্চ কার্য প্রকাশ করিবে না। গলিকায়নের নিদ্রা পরাধীন, পরচিত্তের অনুবর্তনই তাহাদিগের কার্য, অন্তঃকরণে কোন রকম শোক থাকিলেও হৃদয়পরিহাসদ্বারা তাহা গোপন করিয়া রাখে, তাহাদিগের শরীর পণ্যগ্রহণে বিক্রীত ও নানাপ্রকার উৎকর্ষ গলিকায়নের চিত্তে বিদ্যমান থাকে। অবশেষে কাহারও নথদ্বারা গলদেশে বিদারিত হইয়া প্রাণপরিত্যাগ করিতে হয়। ইহাই তাহার বহুজান করে। অগ্নি, জল, স্ত্রী, মূর্খ, সর্প ও রাজকুল এই সকল পরোপসেব্য হইলে যদি তাহা আবার কেহ সেবা করে, তবে সদাই তাহার প্রাণনাশ হয়। শকশাস্ত্রকুশল ব্যক্তি যদি পতিভ্যঃ হয়, তাহা আশ্চর্য্য নহে; যে রাজা দণ্ডনীতিকুশল, তিনি ধান্নিক হইলে তাহা বিশ্বাসের বিষয় নহে; রূপযৌবনসম্পন্ন স্ত্রী যদি সতী না হয়, আর নির্জন ব্যক্তিও যদি পাপাচরণ না করে তাহাই বা আশ্চর্য্য কি? অপরের নিকট কদাচ আশ্চিহ্ন প্রকাশ করিবে না, কিন্তু পরের হিঙ্গ অবশ্য জানিবে। কুশল^৩ যেমন আপন শরীর গোপন করিয়া রাখে, সেইরূপ আশ্চর্য্যভব গোপন করিয়া রাখিবে। ১১-১৫

পাতালতলে প্রাকারবেষ্টিত স্থানে বাস করিলেও স্ত্রীদিগের যদি চিকুরোন্তেন না হয়,

১। একো বৈ সেবতে নিত্যমশ্বং চেতসি রোচতে ।

২। বিটজনখরৈর্দারিতগলঃ। ৩। উচ্চপ্রাকারহানিতাঃ।

সমধৰ্ম্মা চ ধৰ্ম্মজ্ঞস্তীক্ষ্ণঃ স্বজনকণ্টকঃ । ন তথা বাধতে শত্রুঃ কৃতবৈরোহপি শৌনক ॥ ১৭

স পত্তিতো যো হনুরঞ্জয়েঐষ, সাত্ত্বেন বালান্ বিনয়েন শিষ্টম্ ।

অৰ্থেন নারীং তপসা হি দেবান্, সৰ্ব্বাংশ্চ লোকাংশ্চ সুসংগ্ৰহেণ ॥ ১৮

শাঠোন মিত্ৰং কলুষেণ ধৰ্ম্মং, পরোপতাপেন সমৃদ্ধিভাবম্ ।

সুধেন বিদ্যাং পৰুষেণ নারীং, বাহুস্তি যে বৈ ন চ পত্তিতান্তে ॥ ১৯

ফলাধী কলিনং বৃক্ষং যচ্ছিন্দ্যাৎ হৰ্ম্মতিৰ্নরঃ ।

ন জিন্দ্যাৎ তস্য তন্মূলং মহতো দোষমাপন্নম্ ॥ ২০

সধনশ্চ তপস্বী চ দূৰতশ্চ কৃত্যত্ৰয়ঃ । মদ্যপা ত্ৰী সতীভ্যোবং বিপ্র ন ব্রহ্মধাম্যহম্ ॥ ২১

ন বিশ্বসেদবিশ্বন্তে মিত্ৰস্তাপি ন বিশ্বসেৎ ।

কদাচিৎ কুপিতং মিত্ৰং সৰ্ব্বং গুহ্যং প্রকাশয়েৎ ॥ ২২

সৰ্ব্বভূতেষু বিশ্বাসঃ সৰ্ব্বভূতেষু সাত্ত্বিকঃ । স্বভাবমাশ্রয়্য গুহ্যং পরাপরস্য লক্ষণম্ ॥ ২৩

ন তু কশ্চিৎ কৃত্যে কাৰ্য্যে কৰ্ত্তারমনুবৰ্ত্ততে ।

সৰ্ব্বথা বৰ্ত্তমানোহপি ধৈৰ্য্যবুদ্ধিত্ কায়রেৎ ॥ ২৪

তবে সেই স্ত্রীকে কে লাভ কৰিতে পারে। হে শৌনক। সমধৰ্ম্মী ব্যক্তি উগ্র হইলে স্বজনবৰ্গের যেকোন অনিষ্টসাধন কৰিতে পারে, শত্রু ব্যক্তি বৈরসাধনপর হইলেও সেইরূপ অনিষ্ট কৰিতে পারে না। যে মনুষ্য বালকদিগকে মধুর বচনে আকৃত্ত কৰিতে পারেন, শিষ্ট ব্যক্তিদগকে বিনয়ব্যবহারে বশীভূত কৰিতে পারেন, নারীদিগকে অৰ্ঘ্যদ্বারা বাধ্য কৰিতে পারেন, তপস্বীদ্বারা দেবগণকে সুপ্রসন্ন কৰিতে পারেন, এবং সাধাৰণ লোকদিগকে সদব্যবহার দ্বারা আকৃত্ত কৰিতে পারেন তিনিই পত্তিত। যাঁহারা বলপ্রয়োগে মিত্ৰকে বশীভূত করেন, কুৎসিত কাৰ্য্যদ্বারা ধৰ্ম্মসঞ্চয় করেন, অপৰকে ক্ৰোধ দিয়া ধন সংগ্ৰহ করেন, ভোগবিলাসে থাকিয়া বিদ্যালাভ কৰিতে চাহেন আর পৰুষব্যবহারদ্বারা নারীদিগকে বশীভূত কামনা করেন, তাঁহারা পত্তিত নহেন। যাঁহারা ফলাধী হইয়া বৃক্ষের মূলচ্ছেদন করে, তাঁহারা অতি হৰ্ম্মতি। অতএব কদাচ ফলবান্ বৃক্ষের মূলচ্ছেদন কৰিবে না; তাঁহাতে মহান্ দোষ হইয়া থাকে। ১৬-২০

ধনবান্ তপস্বী আর মদ্যপানিনী রমণী সতী, হে বিজ্ঞ শৌনক। ইহা আমি বিশ্বাস কৰি না; বস্তুতঃ এই কথা কদাচ বিশ্বাসযোগ্য নহে। অবিদ্বন্ত ব্যক্তিকে বিশ্বাস কৰিবে না, আর আপন বন্ধুজনকেও সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস কৰিবে না। অবিদ্বন্ত বন্ধুও কুপিত হইলে সকল গুহ্য কথা প্রকাশ কৰিতে পারে। সকল প্রাণীর প্রতি বিশ্বাস, সৰ্ব্বভূতে সাত্ত্বিকভাব, আর আপনি আপনার স্বভাব গোপন করা এই সকল মহাপুরুষের লক্ষণ। যে কোন কাৰ্য্যই করা হয়, কৰ্ত্তাই তাঁহার গুণাভূত ফলভাগী, অতএব কোন কাৰ্য্য কৰিতে হইলে ধৈৰ্য্যাবলম্বন

বৃদ্ধাঃ স্ত্রিণো নবং যদ্যং শুকমাংসং ত্রিমূলকম্ ।

রাজ্ঞৌ দধি দিবাঃ স্বপ্নং বিধান্ যট্ পরিবর্জয়েৎ ॥ ২৫

বিষং গোষ্ঠী দরিদ্রস্য বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম্ ।

বিষং কুশিকিতা বিদ্যা অজীর্ণে ভোজনম্ বিষম্ ॥ ২৬

প্রিয়ং দানমকুষ্ঠস্য নীচস্তোচ্ছাসনং প্রিয়ম্ । প্রিয়ং দানং দরিদ্রস্য বৃদ্ধস্য তরুণী প্রিয়া ॥ ২৭

অত্যম্লপানং কঠিনাশমকং, ধাতুকরো বেগবিধারণকং ।

দিবানন্তো জাগরণক রাজ্ঞৌ, যড়্ ভিন্নরাণাং নিবসন্তি রোগাঃ ॥ ২৮

বালাতপশ্চাপ্যতিমৈথুনকং, শলানম্ভূমঃ করতাপনকং ।

রজ্জ্বলাবস্ত নিরীক্ষণক সুদীর্ঘমায়ুস্তপি কর্হবেচ্চ ॥ ২৯

শুকমাংসং স্ত্রিণো বৃদ্ধা বালার্কস্তরুণং দধি ।

প্রভাতে মৈথুনং মিষ্টা সন্ধ্যাঃ প্রাণহরাণি যট্ ॥ ৩০

সন্ধ্যাঃ পকৃষ্ডং দ্রাক্ষা বাল্যী স্ত্রী কীরভোজনম্ ।

উক্ষোদকং তরুচ্ছায়্য সন্ধ্যাঃ প্রাণকরাণি যট্ ॥ ৩১

কূপোদকং বটচ্ছায়্য শ্যামা স্ত্রী চেষ্টকালয়ঃ । শীতকালে ভবেদৃক্ষদৃক্ষকালে চ শীতলম্ ॥ ৩২

সন্ধ্যাবলকরাস্ত্রীণি বালাভ্যাম্ভোভোজনম্ । সন্ধ্যাবলহরাস্ত্রীণি অক্সা চ মৈথুনং জ্বরঃ ॥ ৩৩

পূর্বক বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবে । বিধান্ ব্যক্তি বৃদ্ধা স্ত্রী, নুতন যদ্যং, শুক মাংস, ত্রিমূলক, রাজিতে দধি এবং দিবাতে মিষ্টা, এই ছয়টি পরিত্যাগ করিবে । দরিদ্রের পক্ষে সন্ধ্যা, বৃদ্ধের পক্ষে যুবতী স্ত্রী, কুশিকিতা বিদ্যা, অজীর্ণে ভোজন এইসকল বিষয়রূপ । ২১-২৬

ধনব্যয়ে বাহারা কুণ্ঠিত নহে, তাহাদিগের পক্ষে দান করা প্রিয় কার্য্য, নীচ ব্যক্তির উন্নতি প্রিয়, দরিদ্রের দান প্রিয় ; আর বাহারা বৃদ্ধ, তাহাদিগের পক্ষে যুবতী নারী প্রিয় । অধিক জলপান, কঠিন স্রবা ভোজন, ধাতুকর, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ, দিবাতে মিষ্টা, আর রাজিতে জাগরণ এই ছয়টি কার্য্য দ্বারা মানবশরীরে রোগসকল বাস করে । বালাতপ (প্রাতঃকালের রোজ), অতিমৈথুন, শলানম্ভূম, করতাপ ও রজ্জ্বলাবস্তা স্ত্রীর মুখনিরীক্ষণ এই অতিদীর্ঘ আয়ুও কয় করে । শুকমাংস, বৃদ্ধা স্ত্রী, বালার্ক, তরুণ দধি, প্রাতঃকালে মৈথুন ও মিষ্টা ইহারা সন্ধ্যাঃ প্রাণ হরণ করে । ২৭-৩০

সন্ধ্যাঃপকৃষ্ড, দ্রাক্ষা, বাল্যী স্ত্রী, কীরভোজন, উক্ষোদক এবং তরুচ্ছায়্য এই সকল সেবন করিলে শরীরে বলাধান হয় । কূপোদক, বটচ্ছায়্য, শ্যামা স্ত্রী, ইষ্টকালয় এই সকল শীতলকালে উষ্ণ এবং গ্রীষ্মকালে শীতল থাকে । বাল্যী স্ত্রী, তৈলমর্দন ও সুশোভন ভোজন এই সকল সন্ধ্যাঃ বল প্রদান করে । পঞ্চপর্ষাটম, মৈথুন ও জ্বর ইহারা সন্ধ্যাঃ প্রাণ হরণ করিয়া

১। যুনক্ ।

• তপ্তকাঞ্চনবর্ণা সুন্দরী যুবতি স্ত্রীকে শ্যামা বলে ।

ভুক্তং মাংসং পয়ো নিত্যং ভাৰ্য্যামিত্ৰৈঃ সহৈব তু ।
 ন ভোক্তব্যং নৃপৈঃ সার্দ্ধং বিয়োগং কুরুতে ক্ৰণাৎ । ৩৪
 কুচেলিনং দন্তমলোপধারিণং, বহ্মাশিনং নিষ্ঠুরবাক্যভাষিণম্ ।
 সূর্য্যোদয়ে হস্তময়েহপি শারিনং, বিমুক্ততি ত্রীরপি চক্রপাণিনম্ । ৩৫
 নিত্যং হেদন্তুগানং ক্ষিতিনখলিখনং পদয়োচ্চাপমাতি-
 দন্তানামপ্যশোচং মলিনবসনতা ক্লকতা মূৰ্ছজানাম্ ।
 যে সঙ্ক্ষে চাপি নিদ্রা নিবসনশয়নং গ্রাসহাসাতিরেকঃ,
 যাজ্ঞে পৌঠে চ বান্ধং হরতি ধনপতেঃ কেশবস্ত্যাপি লক্ষ্মীম্ । ৩৬
 শিরঃ সুধৌভং চরণৌ সুমার্জ্জিতৌ, বরাঙ্গনাসেবনযজ্ঞভোজনম্ ।
 অনগ্নশায়িত্বমপৰ্জ্বমৈথুনং, চিরপ্রনষ্টাং শ্রিয়মানয়ন্তি যট্ । ৩৭

যস্য তস্য তু পুষ্পস্য পাণ্ডুরস্য বিশেষতঃ । শিরসা ধার্য্যমাণস্য অলক্ষ্মীঃ প্রতিহন্ততে । ৩৮
 দীপস্য পশ্চিম্য চ্ছায়া ছায়া শয্যাসনস্য চ । রজকস্য তু যৎ তীৰ্থমলক্ষ্মীভুজ্য তিষ্ঠতি । ৩৯
 বালাতপঃ প্রেতধূমঃ স্ত্রী বৃদ্ধা তরুণং দধি ।
 আবৃদ্ধামো ন সেবেত তথা সম্মার্কজনীরজঃ । ৪০

থাকে । ভুক্ত মাংস কিম্বা দুগ্ধ একত্র ভোজন করিবে না, বন্ধু ও ভাৰ্য্যার সহিত একত্র ভোজন করাও নিষিদ্ধ এবং রাজার সহিত ভোজন করাও উচিত নহে । কারণ, ইহাদিগের সহিত একত্র ভোজন করিলে হঠাৎ বিয়োগ হইতে পারে । যে ব্যক্তি কুৎসিত বস্ত্র পরিধান করে, দন্তের মল পরিষ্কার করে না, বহু ভোজন করে, কটুবাক্য বলে, আবার সূর্য্যোদয়-কালে ও সন্ধ্যা সময়ে শয়ন করিয়া থাকে, সে বিমুক্তত্যা হইলেও লক্ষ্মী তাহাকে পরিত্যাগ করেন । ৩১-৩৫

যে ব্যক্তি সৰ্ব্বদা নখদ্বারা তৃণচ্ছেদ করে, ভূমিতে লিখন করে, পাদদ্বয় মার্জ্জনা করে না, দন্তমল দূর করে না, মলিন বসন পরিধান করে, কেশসংস্কার করে না, প্রভাতকালে ও সূর্য্যাস্ত সময়ে নিদ্রা যায়, নগ্ন হইয়া শয়ন করিয়া থাকে, বৃহৎ বৃহৎ গ্রাসে ভোজন করে, সৰ্ব্বদা অধিক হাস্য করে, স্বীয় শরীরে অথবা আসনে বান্ধ করে, সেই ব্যক্তি চক্রবর-সদৃশ হইলেও তাহার লক্ষ্মী অন্তর্দীন পাইয়া থাকেন । যে ব্যক্তি সৰ্ব্বদা মস্তক ও চরণদ্বয় পরিষ্কৃত রাখে, উত্তমা ত্রীর সহবাস করে, অন্ন ভোজন করে, নগ্ন হইয়া শয়ন করে না, আর পৰ্ব্বদিনে মৈথুন পরিত্যাগ করে, তাহার চিরপ্রনষ্টা লক্ষ্মীও আগমন করেন । যে পুষ্পই হউক না কেন, বিশেষতঃ পাণ্ডুরবর্ণ পুষ্প মস্তকে ধারণ করিলে অলক্ষ্মী ভংকণাৎ বিনষ্ট হয় । গ্রন্থোপের পশ্চাভাগবর্তী ছায়া, শয্যাচ্ছায়া, আসনচ্ছায়া ও রজকের বস্ত্রধাবন স্থান এই সকল স্থানে অলক্ষ্মী বাস করেন । আবৃদ্ধায ব্যক্তি বালাতপ, শয়ানধূম, বৃদ্ধা স্ত্রী, তরুণ দধি ও সম্মার্কজনীর ধূলি এই সকল সেবা করিবে না । ২৬-৪০

গজাশ্ব-রথ-ধাতান্যং গবাদৈকং রজঃ শুভম্ ।

অশ্বভক বিজানীয়াৎ ধরোত্তীজাবিকেষু চ ॥ ৪১

গবাদং রজো ধাতুরজঃ পূজ্যাত্তম্যং রজঃ । এতদ্রজো মহাপাতকনাশনম্ ॥ ৪২

অজারজঃ ধরুরজো যৎ তু সন্মার্জনীরজঃ ।

এতদ্রজো মহাপাপং মহাকিঞ্চিৎকারকম্ ॥ ৪৩

শূৰ্পবাতো নখাগ্রাশু সানবজ্রঘটৌদকম্ ।

মার্জনীরেণুঃ কেশাশু হস্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥ ৪৪

যৌ বিপ্রৌ বিপ্রবহ্ন্যাশ্চ দম্পত্যোঃ স্বামিনোস্তুথা ।

অন্তরেণ ন গন্তব্যং হরন্ত যুযুভন্ত চ ॥ ৪৫

জীমু রাজাগ্নিসর্পেযু স্বাখ্যায়ে শক্রসেবনে ।

ভোগাবাদেযু বিশ্বাসং ক প্রাজঃ কৰ্ত্তুমর্হতি ॥ ৪৬

ন বিশ্বসেদ্বিশ্বন্তং বিশ্বন্তে নাতিবিশ্বসেৎ । বিশ্বাসান্তরমুৎপন্নং মৃণাদপি নিকৃন্ততি ॥ ৪৭

বৈরিণা সহ সদ্ধার বিশ্বন্তো যদি তিষ্ঠতি ।

স বৃক্ষাগ্রে প্রসূতোহপি পতিতঃ প্রতিবুধাতে ॥ ৪৮

নাভ্যন্তং যুহনা ভাব্যং নাভ্যন্তং কুরকশ্মণা । যুহনৈব যুহং হস্তি দারুণেনৈব দারুণম্ ॥ ৪৯

নাভ্যন্তং সরলৈর্ভাব্যং নাভ্যন্তং যুহনা তথা । সরলান্ত্র হিগন্তে কুজান্তিষ্ঠতি পাদপাঃ ॥ ৫০

শ্বশ্রু, অশ্ব, ধাতু ও গো ইহাদিগের রজঃ শুভপ্রদান করে, কিন্তু গর্দভ, উষ্ট্র, হাগ ও ঘেব ইহাদিগের রজঃ অশুভকর । গোরজঃ, ধাতুরজঃ ও পুত্রের অঙ্গসংলগ্ন রজঃ এই সকল শুভকর ও মহাপাতকনাশক । হাগরজঃ, গর্দভরজঃ এবং সন্মার্জনীরজঃ ইহারা পাপঘরূপ পাপজনক । শূৰ্পবাত, নখান্দ্রষ্ট জল, ধূলি ও কেশগলিত জল এই সমস্ত স্পর্শ করিলে পূর্বকৃত পুণ্য নষ্ট হয় । দুইজন আশ্রমের মধ্যে, বিপ্র ও অগ্নির মধ্যে, স্বামী ও জীমু মধ্যে এবং অশ্ব ও বৃষের মধ্যে কদাচ গমন করিবে না । ৪১-৪৫

জীমু, রাজা, অগ্নি, সর্প, অধারন, শক্রসেবা, ভোগ ও আশ্রাদন প্রাজব্যক্তি এই সকল বিষয়ে বিশ্বাস করিতে পারেন না, বিশ্বন্তকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিবে না । অধিক বিশ্বাস ভুলের কারণ এবং সেই বিশ্বন্ত ব্যক্তিও সমূলে বিনাশ করিতে পারে । যে মানব শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া বিশ্বন্তভাবে থাকে, সেই ব্যক্তি বৃক্ষাগ্রে প্রসূত হইয়া পতনের পর প্রবোধিত হয় । অতি যুহ হইবে ন, এবং অতিশয় কুরকশ্মণীও হইবে না । পরন্তু যুহ উপায়দ্বারা যুহকে এবং দারুণ উপায়দ্বারা দারুণ ব্যক্তিকে নির্যাতন করিবে । কোন ব্যক্তিই অতিশয় সরল অথবা অত্যন্ত যুহ হইবে না । সকলেই সরল বৃক্ষকে ছেদন করে, কিন্তু বক্রবৃক্ষ সর্বদাই বর্তমান থাকে । ৪৬-৫০

সমস্তি ফলিনো বৃক্ষা নমস্তি গুণিনো জনাঃ । শুদ্ধবৃক্ষাশ্চ মূর্খাশ্চ ভিদ্ভন্তে ন নমস্তি চ । ৫১

অপ্রার্থিতানি হৃৎখানি যথৈবান্ধান্তি যান্তি চ ।

মার্জার ইব লুপ্তস্ত তথা প্রার্থয়ন্তে নরঃ । ৫২

পূর্বং পশ্চাচ্চৈবদার্য্যো সदैব বহুসম্পদঃ । বিপরীতমনার্য্যেযু যথেষ্টমি তথা চর । ৫৩

ষট্ কর্ণো ভিদ্ভন্তে মস্তৃকতুঃ কর্ণশ্চ ধার্য্যতে ।

দ্বিকর্ণস্য তু মস্তৃক ব্রহ্মাপ্যেকো ন বুধ্যতে । ৫৪

ভয়া গবা কিং ক্রিয়তে যা দোদ্ধ্রী ন গভিণী ।

কোহর্থঃ পুত্রেন জাতেন যো ন বিদ্বান্ ন ধার্ম্মিকঃ । ৫৫

একেনাপি সুপুত্রেন বিদ্যায়ুক্তেন ধীমতা । কুলং পুরুষসিংহেন চত্রেণ গগনং যথা । ৫৬

একেনাপি সুবৃক্ষেণ পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা । বনং সুবাসিতং সর্বং সুপুত্রেন কুলং যথা । ৫৭

একো হি গুণবান্ পুত্রো নিগূর্ণেন শতেন কিম্ ।

চত্রে হস্তি ভয়াংস্ত্রেকো ন চ জ্যোতিঃ সহস্রশঃ । ৫৮

লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষানি দশ বর্ষানি তাড়য়েৎ ।

প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ । ৫৯

কলবান্ বৃক্ষ ও গুণবান্ মনুষ্য ইহারা নম্রভাবে থাকে । শুদ্ধবৃক্ষ ও মূর্খমনুষ্য ইহারা ভগ্ন হয়, তথাপি নম্র হয় না । সুখ ও দুঃখ প্রার্থনা না করিলেও আসিয়া উপস্থিত হয় এবং পরিত্যাগের ইচ্ছা না থাকিলেও গ্রহণ করে, তথাপি মানবগণ মার্জারের শায় লক্ষ্যপ্রদান করিয়া সর্বদা সুখপ্রার্থনা করে । সাধুব্যক্তির সম্মুখে ও পশ্চাত্তাপে সর্বদা সম্পদ বিচরণ করে এবং যাহারা অসাধু তাহাদের পক্ষে উহা বিপরীত হয় ; অতএব তুমি যাহা ভাল বিবেচনা কর তাহাই করিতে থাক । সাধুর শায় আচরণ করিবে, কি অসাধুবদ্ ব্যবহার করিবে তাহা তুমিই বুঝিতেছ । কোন গুপ্ত মন্ত্রণা ষট্ কর্ণগত হইলে তাহা প্রকাশিত হইতে পারে । চারিকর্ণগত মন্ত্রণা স্থির থাকে এবং দ্বিকর্ণগত মন্ত্রণা ব্রহ্মাও জানিতে পারেন না । যে গাভী দুগ্ধবতী বা গভিণী হয় না, সেই গাভীদ্বারা প্রয়োজন কি ? যে পুত্র বিদ্বান্ বা ধার্ম্মিক নহে, সেই পুত্র জন্মিলে কি ফল আছে ? ৫১-৫৫

যেমন একমাত্র চন্দ্র আকাশমণ্ডল সুশোভিত করে, সেইরূপ ধীশক্তিসম্পন্ন বিদ্বান্ পুরুষশ্রেষ্ঠ একমাত্র সুপুত্র ও কুল সমুজ্জ্বল করিতে পারে । বনমধ্যে যেমন সুপুষ্পিত ও সুগন্ধযুক্ত এমটিমাত্র সুবৃক্ষ থাকিলেই সমুদয় বন সুবাসিত হয়, সেইরূপ একমাত্র সুপুত্র সকল কুল সমুজ্জ্বল করিয়া থাকে । গুণবান্ একমাত্র পুত্র ও বরং ভাল, পরে নিগূর্ণ বহুপুত্রে কোন প্রয়োজন নাই, এক চন্দ্র গগন আলোকিত করে, কিন্তু সহস্র সহস্র জ্যোতিষ্ক (তারা) আকাশ আলোকিত করিতে পারে না । পুত্রকে পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত লালন করিবে, দশবর্ষ পর্য্যন্ত তাড়ন করিবে, কিন্তু পুত্র ষোড়শবর্ষ বয়স্ক হইলে তাহাকে মিত্রের শায় জ্ঞান করিবে ।

জায়মানো হরেন্দারান্ বর্জমানো হরেন্দনম্ ।

জিয়মাণো হরেণ প্রাণান্ নাতি পুত্রসমো রিপুঃ ॥ ৬০

কেচিৎস্মৃগমুখা ব্যাঘ্রাঃ কেচিৎস্মৃগমুখা যুগাঃ । তৎস্বরূপবিপর্যাসে বিশ্বাসস্ত পদে পদে ॥ ৬১

একঃ কমাযতাং দোষো দ্বিতীয়ে নোপপদ্যতে । যদেনং কময়া যুক্তমশক্তং মন্ততে জনঃ ॥ ৬২

এতদেবানুবর্তেত^১ ভোগা হি ক্ষণভজিনঃ । স্নিগ্ধেযু বিবিদক্ষোহিয^২ পতয়ে যন্ন মন্ততে ॥ ৬৩

জ্যেষ্ঠঃ পিতৃসমো জাতা যুতে পিতরি শৌনক ।

সর্বেষাং স পিতা হি স্তাং সর্বেষামনুপালকঃ ॥ ৬৪

কনিষ্ঠাত্তজ সর্বৈহপি^৩ সমত্বেনানুবর্ততে । সমোপভোগজীবেষু যথৈব তন্নয়ন্তথা ॥ ৬৫

বহুনামলসারাগাং সমুদারো হি দারুণম্ । তুণৈরাবেষ্টিতা রজ্জুন্তথা নাগোহপি বধ্যতে ॥ ৬৬

অপহৃত্য পরসং হি যন্ত দানং প্রযচ্ছতি । স দাতা নরকং য়তি যস্যার্থন্তস্য তৎ ফলম্ ॥ ৬৭

দেবদ্রব্যবিনাশায় ব্রহ্মহরণায় চ । কুলান্তকুলতাং য়তি ব্রাহ্মণতিক্রমেণ চ ॥ ৬৮

ব্রহ্মণে চ সুরাগে চ চৌরে ভগ্নততে তথা । নিষ্কৃতিবিহিতা সন্তিঃ কৃত্যে নাতি নিষ্কৃতিঃ ॥ ৬৯

পুত্র জন্মমাত্র স্ত্রীর যৌবন হরণ করে, বরঃপ্রাপ্ত হইলে ধনহরণ করে, আর জিয়মাণ হইলে প্রাণ হরণ করে, অতএব পুত্রসম রিপু আর নাই । ৬০-৬০

কখন হরিণাকার ব্যাঘ্র এবং ব্যাঘ্রাকার হরিণ দেখা যায়, ইহাদিগের স্বভাব পরিজ্ঞান বিষয়ে বিশ্বাসই কারণ । কেবল আকার দ্বারা কোন বিষয় নির্ণয় করা যায় না । কারণ স্বভাব জানিয়া কে কোন পদার্থ তাহা নিরূপণ করিতে হয় । কমালীল ব্যক্তির একটিমাত্র দোষ আছে, কিন্তু তাহার দ্বিতীয় দোষ লক্ষিত হয় না । দোষটী এই যে, কমাবান্ ব্যক্তিকে লোকে অশক্ত বলিয়া জ্ঞান করে । ভোগসকল ক্ষণভঙ্গুর ইহাই সকলে মনে করিবে । অতএব স্নিগ্ধ ব্যক্তির প্রতি সন্নিবেশ রেহ করিবে না । হে শৌনক । জ্যেষ্ঠ জাতাকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করিবে, যেহেতু পিতার মরণের পর সেই জ্যেষ্ঠ জাতাই সকলকে প্রতিপালন করেন । কনিষ্ঠ জাতৃগণ সেই জ্যেষ্ঠের প্রতি অনুরক্ত থাকিবে, আর জ্যেষ্ঠ জাতাও আপন তনয়ের স্থায় কনিষ্ঠ সকলকে প্রতিপালন করিবেন । ৬১-৬৫

অনেক অসার বস্তুও যদি একত্র মিলিত হয়, তাহা হইলে সেই অসারবস্তুরাশিও দারুণ হইয়া উঠে, তুচ্ছ তণ্ডুলা রজ্জু নির্মাণ করিলে সেই রজ্জু দ্বারা হস্তীকেও বান্ধিয়া রাখিতে পারা যায় । যে ব্যক্তি পরস্ব অপহরণ করিয়া দান করে, সেই দাতা নরকে গমন করে এবং যাহার অর্থ, সেই ব্যক্তিরই স্বর্গ হইয়া থাকে । দেবদ্রব্য বিনাশ, ব্রহ্মহরণ এবং ব্রাহ্মণের অপমান এই সকল কার্য করিলে তাহার কুল নিপাত হয় । যাহারা ব্রহ্মহা, সুরাপী, চোর ও ভ্রতঘাতক, সঘাত্তিরা এইসকল পাপীদিগের নিষ্কৃতির উপায় বিধান করিয়াছেন, কিন্তু যাহারা কৃত্য, তাহাদিগের নিষ্কৃতির

১। এতদেবানুবর্তেত । ২। চ বিদক্ষত । ৩। কনিষ্ঠেষু চ সর্বেষু ।

নাশ্ৰুতি পিতরো দেবাঃ পুত্রস্ত বৃষলীপভেঃ ।

ভার্য্যাজিতস্ত নাশ্ৰুতি সম্যাকোপপত্তির্গৃহে । ৭০

অকৃতজ্ঞমনার্য্যাক দীর্ঘরোষমনার্জ্জবম্ । চতুরো বিদ্ধি চাণ্ডালান্ জাত্যা জারেত পঞ্চমঃ । ৭১

নোপেক্ষিতব্যো দূর্বুদ্ধিঃ শত্রুরলোহপ্যবজ্জয়া ।

বহিরলোহপ্যসংগ্রাহঃ কুরুতে ভস্মসাজ্জগৎ । ৭২

নবে বয়সি যঃ শান্তঃ স শান্ত ইতি মে মতিঃ । ধাতুযু ক্ষীরমাণেষু শমঃ কস্য ন জায়তে । ৭৩

পস্থান ইব বিপ্রৈস্তঃ সর্বসাধারণাঃ স্ত্রিয়ঃ^১ ।

ভস্মাৎ ত্বং নান্নবদ্যেথা নাস্তীত্যভবনাশ্চ তাঃ^২ । ৭৪

চিত্তায়ত্তং ধাতুবস্তং শরীরং, চিত্তে নষ্ঠে ধাতবো যান্তি নাশম্ ।

ভস্মাচ্চিত্তং সর্বদা রক্ষণীয়ং, যস্মৈ চিত্তে বুদ্ধরঃ^৩ সম্ভবতি । ৭৫

ইতি ঐগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে নীতিসারে চতুর্দশাধিক-শততমোহ্যায়ঃ । ১১৪ ।

কোন উপায় নাই । পিতৃগণ ও দেবগণ বরং ক্ষুদ্রাশয় বৃষলীপতির প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু যে নারী গৃহে উপপত্তি রাখিয়া আপন স্বামীকে ভয় করিয়াছে, সেই স্ত্রীজিত ব্যক্তির প্রদত্ত দ্রব্য কেহ গ্রহণ করেন না । ৬৬-৭০

যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন, যে সর্বদা কুৎসিত কার্য্য করে, যে নিভান্ত রোষপরবশ, যাহার অন্তঃকরণ সরল নহে, এই চারিপ্রকার মনুষ্যকে চাণ্ডাল বলিয়া জ্ঞান করিবে । যে ব্যক্তি জাতিতে চাণ্ডাল, তাহাকে পঞ্চমচাণ্ডাল বলিয়া গণ্য করিবে । দুইটীয়া অল্প শত্রুকেও বিশ্বাস করিবে না । যেহেতু অল্পমাত্র অগ্নিও জগৎ ভস্মীভূত করিতে পারে । যে ব্যক্তি নব্যবস্তুসে শান্ত হয়, তাহাকেই প্রকৃত শান্ত বলা যায় । ধাতুকীর্ণ হইয়া শরীর দুর্বল হইলে শান্তি কাহার না হইয়া থাকে ? পথে যেমন সর্বসাধারণের অধিকার, সেইরূপ সাধারণ স্ত্রীতেও সকলের সমান অধিকার আছে, অতএব সেই সকল স্ত্রীকে নিন্দা করিবে না । ধাতুজন্ত শরীর চিত্তের অধীন, চিত্ত বিনষ্ট হইলে ধাতু ক্ষয় হইয়া শরীর বিনষ্ট হয় ; অতএব সর্বদা সর্বপ্রযত্নে চিত্তকে রক্ষা করিবে । চিত্তের স্বাস্থ্য থাকিলেই বুদ্ধি সামর্থ্য বৃদ্ধি পায় । ৭১-৭৫

ঐগারুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে নীতিসার নামক চতুর্দশাধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১৪ ।

পঞ্চদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

কুভার্যাঞ্চ কুমিত্রঞ্চ কুরাজানং কুসৌহৃদম্^১ । কুবন্ধুঞ্চ^২ কুদেশঞ্চ দূরতঃ পদ্বিবর্জয়েৎ ॥ ১

ধম্মঃ প্রব্রজিতস্তপঃ প্রচলিতং সত্যঞ্চ দূরং গত্যং,

পৃথ্বী মন্যফলা জনাঃ কপটিনো লোলো স্থিতা ভ্রামরাণাঃ ।

মর্ত্যাঃ স্ত্রীবশগাঃ স্ত্রিয়শ্চ চপলা নীচা জনা উন্নতা,

হা কষ্টং খলু জীবিতং কলিযুগে ধন্য জনা যে যুতাঃ ॥ ২

ধন্যাস্তে যে ন পশ্যন্তি দেশভজং কুলক্ষয়ম্ ।

পরচিত্তগতান্ দারান্ পুত্রং কুবাসনে স্থিতম্ ॥ ৩

কুপুত্রে নিকর্ষতির্নাস্তি কুভার্যাম্নাং কুতো রতিঃ ।

কুমিত্রে নাস্তি বিশ্বাসঃ কুরাজো নাস্তি জীতিবম্ ॥ ৩

পরায়ঞ্চ পরমঞ্চ পরশয্যাঃ পরিত্রিয়ঃ । পরবেশ্যানি বাসশ্চ শক্রাদপি হরেচ্ছিরম্ ॥ ৫

আলাপাদ্ গাত্রসংস্পর্শাং নিশ্বাসাং^৩ সহভোজনানং ।

আসনাচ্ছয়নাদ্ যানানং পাপং সংক্রমতে নৃণাম্ ॥ ৬

স্ত্রিয়ো নশ্যন্তি রূপেণ ভগ্নঃ ক্রোধেন নশ্যতি । গাবো দূরপ্রচারেণ শূদ্রায়েন বিজ্যোত্তমঃ ॥ ৭

সূত কহিলেন,—কুভার্যা, কুমিত্র, কুরাজা, কুসৌহৃদ, কুবন্ধু এবং কুদেশ এই সকল দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে । কলিকালে ধম্ম পলায়িত, তপস্যা চলিত এবং সত্য বিদূরিত হইয়াছে ; পৃথিবীতে ফল জন্মে না, মানবগণ কপটচারী, ভ্রামরগণ লোলী, মনুষ্যগণ স্ত্রীর বশীভূত, নারীগণ পাপাচরণে নিরত এবং নীচ ব্যক্তিরাই উন্নত পদারূঢ় হয়, এইরূপ যের কলিকালে যাহারা বাঁচিয়া থাকে, তাহাদিগেরই নিতান্ত ক্লেশ, পরন্তু যাহারা মরিয়াছেন, তাহারাি ধন্য । যাহারা দেশভজ, কুলক্ষয়, পর-পুরুষাসক্ত স্ত্রী ও বাসনাসক্ত কুপুত্র দর্শন করেন না, তাহারাি ধন্য । যাহার পুত্র হৃষ্টরিজ, কখনও তাহার চিত্তের স্থিরতা নাই, যাহার পত্নী পরপুরুষগামিনী তাহার রতিসুখ কোথায় ? মিত্র দুঃখীল হইলে তাহাতে বিশ্বাস নাই, আর কুরাজোতে জীবনের ভরসা নাই । সর্বদা পরায়ভোজন, পরশযায় শয়ন, পরধনগ্রহণ, পরস্ত্রীতে রতি এবং পরগৃহে বসতি করিলে ইন্দ্রও স্ত্রীভ্রষ্ট হয়েন । ১-৫

সর্বদা আলাপ, গাত্রস্পর্শ, সংসর্গ, একত্র ভোজন, একাসনে বাস, একশয্যায় শয়ন এবং একখানে গমন করিলে মনুষ্যগণের পাপ সংক্রামিত হয় । যাহার সহিত আলাপাদি করা যায়, তাহার পাপের ভাগী হইতে হয় । অতিশয় রূপ থাকিলেই স্ত্রীর স্বভাব কলুষিত হওয়ার সম্ভাবনা, অধিক ক্রোধ তপস্বীর তপসা নাশ করে, অতিদূর গমনে গোসকল নষ্ট

আসনাদেকশয্যায়া ভোজনাং পণ্ডিতসঙ্করাং ।

উত্তঃ সংক্রমতে পাপং ঘটাদৃ ঘট ইবোদকম্ ॥ ৮

লালনে বহবো দোষান্তাভনে বহবো গুণাঃ । তস্মাচ্ছিত্ত্বঞ্চ পুত্রঞ্চ তাভয়েন্ন তু লালয়েৎ ॥ ৯

অধ্বা জরা দেহবতাং পর্বতানাং জলং জরা ।

অসন্তোগচ্চ নারীণাং বস্ত্রাণামাতপো জরা ॥ ১০

অধমাঃ কসিমিচ্ছন্তি সন্ধিমিচ্ছন্তি মধ্যমাঃ । উত্তমা মানমিচ্ছন্তি মানো হি মহতাং ধনম্ ॥ ১১

মানো হি মূলমর্থস্য মানে সন্তি ধনেন কিম্ । প্রতর্ক্যমানদর্পস্য কিং ধনেন কিমাম্বুধা ॥ ১২

অধমা ধনমিচ্ছন্তি ধনমানো হি মধ্যমাঃ । উত্তমা মানমিচ্ছন্তি মানো হি মহতাং ধনম্ ॥ ১৩

বনেহপি সিংহা ন নমন্তি কঙ্ক, বৃদ্ধকিতা মাংসনিরীক্ষণক ।

ধনৈর্বিহীনাঃ সূক্লেষু জাতা, ন নীচকর্ণাণি সমারভন্তি ॥ ১৪

হয়, আর শূদ্রায়তারা ভ্রাম্মণস্থ নাশ পায় । পাপীর সহিত একাসনে উপবেশন, একশয্যায় শয়ন ও একপণ্ডিতে ভোজন করিলে পাপ সংক্রামিত হয় । যেমন এক ঘট হইতে অন্য ঘটে জল যায়, তেমনি এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিতে পাপ সঞ্চারিত হইয়া থাকে । আপন সম্ভানগণকে সর্বদা লালন করিলে অনেক দোষ হইতে পারে, কিন্তু তাহাদিগকে তাড়ন করিয়া সুশাসনে রাখিলে সর্বপ্রকার গুণের আবির্ভাব হয়, অতএব শিষ্য ও পুত্রকে তাড়ন করিবে, লালন করিবে না । দেহধারিষ্যাজের পথপর্যটনই জরায়রূপ । পথপর্যটনে শরীর ক্ষীণ হয় । পর্বতের জরা জল (পর্বতের অধিক জল সঞ্চিত থাকিলেই কালক্রমে সেই পর্বত বিদীর্ণ করিয়া জল বহির্গত হয়), অসন্তোগই নারীর জরা (স্ত্রীগণের সন্তোগ না হইলে শীঘ্র শরীর জীর্ণ হয়), আর আতপই বস্ত্রের জরা (বস্ত্র সর্বদা রোদ্রে থাকিলে সেই বস্ত্র শীঘ্র বিনাশ পায়) । ৬-১০

অধম জনগণ কলহ ইচ্ছা করে, মধ্যবিধলোকসকল সন্ধি কামনা করে এবং যাহারা উত্তম মানব তাহারা মান প্রার্থনা করে ; যেহেতু মানই মহাত্মাদিগের ধন, মানই অর্থের মূল, যাহার মান আছে তাহারই ধন হইয়া থাকে ; অতএব যাহার মান আছে, তার ধনে প্রয়োজন কি ? যাহার মান ও দর্প নষ্ট হইয়াছে, তাহার ধনে ও জীবনে কোন ফল নাই । মানহীন মানবের মরণই শ্রেয়ঃকল্প । অধম ব্যক্তিয়া কেবল ধন ইচ্ছা করে, মানাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, যে রকমেই হউক, তাহাদিগের অর্থ উপার্জন হইলেই হয়, তাহারা সম্মান চাহে না । মধ্যবিধ ব্যক্তিয়া মান ও ধন এই উভয়ই প্রার্থনা করিয়া থাকে । যাহারা উত্তম প্রকৃতির লোক, তাহারা কেবল সম্মানই ইচ্ছা করেন, যেহেতু মহাত্মাদিগের মানই ধন । ধনবাসী সিংহ ক্ষুধার্ত হইলেও কাহারও নিকট নত হইয়া খাদ্য প্রার্থনা করে না, কিংবা মস্তক অবনত করিয়া আপন বাহমূল নিরীক্ষণ করে না । উত্তম কুলজাত ব্যক্তি ধনহীন হইলেও

নাভিষেকো ন সংস্কারঃ সিংহস্য ক্রিয়তে বনে ।

নিভ্যমুজ্জিতসংস্রস্য স্বয়মেব যুগেন্দ্ৰত্যা । ১৫

বণিক্ প্রমাদী ভূতকন্ঠ মানী, ভিক্ষুবিলাসী অধনশ্চ কামী ।

বরাজনা চাপ্রিয়বাসিনী চ, ন তে চ কৰ্ম্মাণি সমারভন্তি । ১৬

দাতা দরিদ্রঃ কৃপণোহর্থযুক্তঃ, পুত্রোহবিধেয়ঃ কুজনস্য সেবা ।

পরাপকারেহু নরস্য যত্নঃ, প্রজারতে হৃচ্চরিতানি পঞ্চ । ১৭

কাস্তাবিরোগঃ স্বজনাপমান-যুগস্য শেষঃ কুজনস্য সেবা ।

দরিদ্রভাবাদ্বিমুখাশ্চ মিত্রা, বিনাগ্নিনা পঞ্চ দহন্তি ভীত্বাঃ । ১৮

চিন্তাসংস্রাণি বহুনি মধ্যা-চিন্তাশ্চত্বোহপ্যসিদ্ধারতুল্যাঃ ।

নীচাপমানঃ ক্ষুধিতং কলত্রং, ভাৰ্য্যা বিরক্তা সহজোপরোধঃ । ১৯

বস্তশ্চ পুত্রোহর্থকরী চ বিদ্যা, অরোগিতা সজ্জনসঙ্গতিশ্চ ।

ইক্ষো চ ভাৰ্য্যা বশবর্তিনী চ, হৃৎসস্য যুলোদ্ধরণানি পঞ্চ । ২০

কুরঙ্গ-মাতঙ্গ-পতঙ্গ-ভৃঙ্গা যীন্য হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ ।

এক প্রমাথী স কথং ন যাতেত্য, যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ । ২১

অধীরঃ কর্কশঃ শুক্লঃ কুচেলঃ স্বয়মাগতঃ ।

পঞ্চ বিপ্রা ন পূজ্যন্তে বৃহস্পতিসমা যদি । ২২

নীচ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না । সিংহ বনে বাস করে, তাহার অভিষেক ও কোনরূপ সংস্কার কেহই করে না, তথাপি সেই ভেজীরান্ সিংহ পশুরাজ হইরাছে । ১১-১৫

বণিক্ অবিশ্বস্ত, ভৃত্য অভিমানী, ভিক্ষুক বিলাসী ও বরাজনা কটুভাষিনী হইলে, স্বয়ং কার্য সাধন করিতে পারে না । দাতা ব্যক্তি দরিদ্র, কৃপণ ব্যক্তি ধনবান্, পুত্র অবাধ্য, কুজনের সেবা এবং সর্বদা পরের অপকার এই সকল কর্ম্ম সজ্জনের পক্ষে যত্নস্বরূপ । কাস্তাবিরোগ, স্বজনের অপমান, ঋণের শেষ, কুজনের সেবা এবং দারিদ্র্যাদোষে মিত্রের বৈমুখ্য এইগুলি অগ্নিব্যক্তিরেকেও মনুষ্যকে দগ্ধ করে । মনুষ্যের সহস্র সহস্র চিন্তা আছে, তন্মধ্যে চারিটি চিন্তাই খড়্গধারাবৎ ক্লেশপ্রদান করে । নীচজন কর্তৃক অপমান, ক্ষুধিত ভাৰ্য্যা, স্ত্রীর বিরক্তি, আর সহোদর কর্তৃক উপরোধ এইগুলি সমধিক কষ্টপ্রদ । বৈশ্য পুত্র, অর্থকরী বিদ্যা, আরোগ্য, আর সর্বদা সজ্জনের সহবাস এবং বশবর্তিনী ভাৰ্য্যা এই সকল সমূলে হৃৎসনাশ করে । ১৬-২০

কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, পতঙ্গ, ভৃঙ্গ ও যীন এই পঞ্চই পরস্পরের খাতক । মনুষ্য এই পঞ্চকে হত্যা করে, তাহাকে কেন না ঐ পঞ্চপ্রাণী হিংসা করিবে, মনুষ্য হিংসাবশতঃ সকল প্রাণীকেই হিংসা করে, সেইজন্য মনুষ্যকেও সকলে হিংসা করিয়া থাকে । চকল, কর্কশভাষী, শুক্ল, কুবেশ ও অনাহুত এই পঞ্চবিধ ভ্রাতৃগণ বৃহস্পতিতুল্য হইলেও কেহ আদর করে না ।

আয়ুঃ কশ্ম' চ বিত্তঞ্চ বিদ্যা নিধনমেব চ । পট্টৈস্তানি বিবিচ্যন্তে জাবমানস্য দেহিনঃ' ২০

পৰ্বতারোহণে ভোয়ে গোকুলে স্থানবিগ্রহে ।

পতিস্তস্য সমুখানে শস্তাঃ পঞ্চ গুণাঃ স্তুতাঃ ২৪

অব্রহ্মাণ্না খলপ্রীতিঃ পরনারীসু সজ্জতিঃ । পট্টৈস্তে অস্থিরা ভাবা যৌবনানি ধনানি চ ২০

অস্থিরং জীবিতং লোকে অস্থিরং ধনযৌবনম্ ।

অস্থিরং পুত্রদারাদ্যং ধর্মঃ কীর্তির্ঘণঃ স্থিরম্ ২৬

শতং জীবিতমত্যন্তং রাজিস্তস্মাচ্ছাহসিণী ।

ব্যাধি-শোক-জরাস্রাসৈরর্জং তদপি নিষ্ফলম্ ২৭

আয়ুর্বর্ষশতং নৃণাং পরিমিতং রাজৌ তদর্জং হতং,

তস্মাচ্ছাং স্থিতকিঞ্চিদর্জমধিকং বালস্য কালে হতম্ ।

কিঞ্চিদ্রুবিয়োগহঃখকরংৈতু'পালসেবাগতং,

শেষং ব্যস্তিতরঙ্গগর্ভচপলং মানেন কিং মানিনাম্ ২৮

অহোরাত্রময়ো লোকে জরাক্রপেণ সঞ্চারেৎ ।

মৃত্যুগ্রাসতি ভূতানি পবনং পন্নগো যথা ২৯

গচ্ছত্বেতিষ্ঠতো বাপি জাগ্রতঃ স্বপতো নরেৎ । সর্বসমুহিতার্থায় পশোরিব বিচেষ্টিতম্ ৩০

আপন আয়ুঃ, কৰ্ত্তব্য কাৰ্য্য, আপন চরিত্র, বিদ্যা এবং নিধন, প্রাণিগণ এইসকল সৰ্বদা চিন্তা করিবে। পৰ্বতে আরোহণ, জলসত্তরণ, গোধন স্থানে গমন, স্থানবিগ্রহ অর্থাৎ দেশবাসাদি রক্ষার নিমিত্ত যুদ্ধাদি কার্য্য ও পতিত ব্যক্তিকে সমুখাপন এই সকল কার্য্যে বাহাদিগের ক্রমতা আছে, তাহারা প্রশস্ত মনুষ্য। মেঘের ছায়া, খেলের সহিত প্রণয়, পরনারী-সজ্জতি, যৌবন ও ধন এই পঞ্চ অস্থির। ২১-২৫

জীবন, ধন, যৌবন, পুত্রকল্যাণাদি এই সকলই অস্থির; কিন্তু ধর্ম, কীর্ত্তি ও যশঃ ইহারা চিরস্থায়ী। শতবর্ষ পরিমিত আয়ুঃও অতি অল্প বলিয়া বোধ হয়, যেহেতু, পরিমিত আয়ুর অর্ধ রাজিতে গত হয়, অবশিষ্ট অর্ধাংশ ব্যাধি, শোক, জরা প্রভৃতি নিষ্ফল করিয়া রাখে। মনুষ্যের শতবর্ষ পরিমিত আয়ুঃ নির্ধারিত আছে; ঐ শতবর্ষের অর্ধ নিশ্বাতে গত হয়। অবশিষ্ট অংশের কতক বাল্যভাবে, কতক বহুনিয়োগহঃখে এবং কতক সময় রাজসেবাতে ব্যয়িত হয়, পরে যে কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহাও জলতরঙ্গের ন্যায় চঞ্চল, অতএব মনুষ্যের মান ও ধনদ্বারা প্রয়োজন কি? অহোরাত্রময় এই মনুষ্যলোক জরাক্রপে সৰ্বত্র বিচরণ করিতেছে; পন্নগ যেমন বায়ুকে গ্রাস করে, সেইরূপ মৃত্যু সৰ্বভূতকে গ্রাস করিতেছে। অবস্থিতিসময়ে, গমনকালে, জাগ্রদবস্থায় ও স্বপ্নকালে সৰ্বদা সৰ্বপ্রাণীর হিতসাধনार्থ যত্ন করিবে, পতুর ন্যায় কেবল স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে কার্য্য করিবে না। ২৬-৩০

১। পট্টৈস্তানি সূচ্যন্তে গর্ভস্থসৈব দেহিন ইতি পাঠান্তরং কচিদ্রুশতে ।

অহিতহিতবিচারশূন্যবুদ্ধেঃ, জ্ঞতিসমনে বহাভিন্দিতমৃত্যুঃ ।

উদরভরণমাত্রভুক্তবুদ্ধেঃ, পুরুষপশোঃ পশোশ্চ কো বিশেষঃ ॥ ৩১

শৌর্যো তপসি দানে চ যস্য ন প্রথিতং যশঃ ।

বিদ্যায়ামর্থলাভে বা মাতুরুচ্চার এব সঃ ॥ ৩২

সজ্জীবিতং স্তপমপি প্রথিতং মনুষ্যৈ-বিজ্ঞান-বিক্রম-যশোভিরভগ্নমাতনৈঃ ।

তন্মাম জীবিতমিতি প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ, কাকোহপি জীবতি চিরঞ্চ বলিঞ্চ ভুঙ্জে ॥ ৩৩

কিং জীবিতেন ধন-মানবিসংজ্ঞিতেন, মিজেণ কিং ভবতি তেন সশক্তিতেন ।

সিংহভুতং চরত গচ্ছত মা বিষাদং, কাকোহপি জীবতি চিরঞ্চ বলিঞ্চ ভুঙ্জে ॥ ৩৪

যো বাস্মনীহ ন গুরো ন চ ভৃত্যবর্গে, দীনে দয়াং ন কুরুতে ন চ মিত্রকার্যো ।

কিং তস্য জীবিতফলেন মনুষ্যলোকে, কাকোহপি জীবতি চিরঞ্চ বলিঞ্চ ভুঙ্জে ॥ ৩৫

যস্ত ত্রিবর্গশূন্যানি দিনান্ধ্যায়ান্তি যান্তি চ । স লৌহকারভগ্নেব স্তপমপি ন জীবতি ॥ ৩৬

স্বাধীনবৃত্তেঃ সাক্ষাৎ ন পরাধীনবৃত্তিতা ।

যে পরাধীনকর্মাণো জীবন্তোহপি চ তে মৃত্যুঃ ॥ ৩৭

সুপূরা বৈ কাপুরুষাঃ সুপূরো মুষিকাঞ্জলিঃ । অসম্বন্ধঃ কাপুরুষঃ স্বল্পকেনাপি ভুঙ্জে ॥ ৩৮

যাহার হিতাহিত বিবেচনার শক্তি নাই এবং যে স্বীয় উদরের পোষণমাত্রেই সন্তুষ্ট হয়, সেই পুরুষপক্ষ ও বস্তৃপক্ষর প্রভেদ কি? শৌর্য্যো, তপস্যাতে, দানে, বিদ্যাতে ও অর্থলাভে যাহার প্রখ্যাত যশঃ নাই, সেই ব্যক্তি মাতার মলবরূপ। যাহারা বিজ্ঞান, বিক্রম ও যশোবারা প্রখ্যাতনামা হইয়াছে, সেই ধনু; আর যে মনুষ্য কেবল আপন উদরমাত্র পরিপোষণ করিয়াই নিবৃত্ত থাকে, সেই মনুষ্য মনুষ্যই নহে। কাকও বলিভোজন করিয়া জীবিত থাকে। যে জীবনে ধন অথবা মান নাই, সেই জীবন নিষ্ফল, যে মিত্র ভয়শঙ্কিত, সেই মিত্রে কোন প্রয়োজন নাই; অতএব সিংহের স্থায় বিক্রমশালী হও, বিষাদ করিও না। কারণ কাকও বলিভোজন করিয়া চিরকাল জীবিত থাকে। আত্মাতে, গুরুতে, ভৃত্যবর্গে ও দীনের প্রতি যে ব্যক্তি দয়া করে না, আর কোনপ্রকার মিত্রের কার্য্যও করে না, তাহার জীবনে ফল কি? কাকও বলিভোজন করিয়া জীবিত থাকে। ৩১-৩৫

যাহার দিন কেবল নিরর্থক যাতায়াত করিতেছে, পরস্তু ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গসাধন হয় না, সেই ব্যক্তি জীবিত থাকিয়াও মৃত্যুর স্থায়। তাহার স্থান প্রয়াস কেবল লৌহকারের ভ্রাতার তুল্য। স্বাধীনবৃত্তিই সফল, পরাধীনবৃত্তির সফলতা নাই। যাহারা পরাধীনবৃত্তি আশ্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহার জীবিত থাকিয়াও মৃততুল্য। আত্মোদরমাত্র পরিপূর্ণ করিয়াই যাহারা সন্তুষ্ট থাকে, তাহার কাপুরুষ। মুষিকও আপনার অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া থাকে। যাহারা সর্বদা অসন্তুষ্ট থাকে, তাহারও

অত্রচ্ছায়া তৃণাদগ্নিনীচসেবা পথে জলম্ ।

বেশ্যারাগঃ খলে প্রীতিঃ যভেতে বুদ্ধদোষমাতাঃ ॥ ৭৯

বাচা বিহিতসার্থেন লোকো ন চ সুখায়তে ।

জীবিতং মানমূলং হি মানে মানে কুতঃ সুখম্ ॥ ৮০

অবলস্য বলং রাজা বালস্য কুদিতং বলম্ । বলং মূৰ্খস্য মোহিতং তদ্ব্যবহৃতং বলম্ ॥ ৮১

যথা যথা হি পুরুষঃ শাস্ত্রং সমধিপচ্ছতি । তথা তথাস্থ মেধা স্যাদ্বিজ্ঞানকাস্ত রোচতে ॥ ৮২

যথা যথা হি পুরুষঃ কলাগে কুরুতে মতিম্ । তথা তথা হি সৰ্বত্র লিখতে লোকমুপ্রিয়ঃ ॥ ৮৩

লোভ-প্রমাদ-বিশ্বাসৈঃ পুরুষো নশ্যতি ত্রিভিঃ ।

তস্মাজ্জোভো ন কৰ্তব্যঃ প্রমাদো নো ন বিশ্বসেৎ ॥ ৮৪

ভাবন্তরস্য ভেদব্যং স্বাবন্তরমনাগতম্ । উৎপন্নৈ তু ভবে ভীতৈ হ্যাতব্যং ভৈরভীতবৎ ॥ ৮৫

অগ্নিশেষকাগ্নিশেষং শত্রুশেষং তথৈব চ । পুনঃ পুনঃ প্রবৰ্দ্ধন্তে তস্মাজ্জেষং ন কারয়েৎ ॥ ৮৬

কুতে প্রতিকৃতং কুর্য্যৎ হিংসিতে প্রতিহিংসিতম্ ।

ন তত্র দোষং পশ্যামি হৃষ্টে দোষং সমাচরেৎ ॥ ৮৭

পরোক্ষে কার্য্যাহতারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্ ।

বৰ্জয়েৎ তাদৃশং মিথং মায়ামগ্নমরিং তথা ॥ ৮৮

কাপুরুষের মধ্যে পরিগণিত । সদাশয়ব্যক্তির অল্পেই সন্তুষ্ট থাকেন । মেঘের ছায়া, তৃণের অগ্নি, নীচসেবা, পথের জল, বেশ্যার অনুরাগ ও খলের প্রণয় ইহারা জলবুদ্ধদের জ্ঞান কণ্ডজ্বর । লোকে যাহার সম্মান আছে, যাহার যশঃ কীর্তন করে, সেই ব্যক্তিই সুখী । যেহেতু সম্মানই জীবনের মূল । যাহার মান নাই, তাহার সুখ কোথায় ? ৩৬-৪০

দ্রবলের পক্ষে রাজাই বল, বালকের বল রোদন, মোহভাব মূৰ্খের বল ; আর মিথ্যা-বাক্যই তদ্বরের বল । মানব যে যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে, সেই সেই শাস্ত্রে দৃঢ় অভ্যাস করিয়া সংস্কার উৎপাদন করিবে । তবেই শাস্ত্রে প্রকৃত জ্ঞান জন্মে । মনুষ্য যে যে স্থানে অবস্থান করিবে, সর্বত্রই নিজ মঙ্গলসাধনে উৎপন্ন থাকিবে, আর তদ্রূপ লোক সকলের লিখিত সৰ্বদা সন্মিলন রাখিয়া তাহাদিগের প্রিয়পাত্র হইবে । লোভ, প্রমাদ ও বিশ্বাস-যারা লোক বিনষ্ট হয় । অতএব লোভ ত্যাগ করিবে, সর্বদা সাবধানে থাকিবে এবং সাধারণের প্রতি বিশ্বাস করিবে না । যাবৎ ভয় উপস্থিত না হয়, তাবৎ ভীত হইয়া কার্য্য করিবে । ভীত ভয় উপস্থিত হইলেও নির্ভরচিত্তের জ্ঞান ব্যবহার করিবে । ৪১-৪৫

অগ্নিশেষ, অগ্নিশেষ ও শত্রুশেষ রাখিবে না । এই সকলের অবশেষ থাকিলে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া পুনরবার অনিষ্টসাধন করিতে পারে । উপকারীর প্রতি উপকার করিবে, হিংস্রকের প্রতি হিংসা ও হৃষ্টের প্রতি হৃষ্টব্যবহার করিলে কোন দোষ হইতে পারে না । যে জন পরোক্ষে কার্য্য নষ্ট করে এবং সমক্ষে প্রিয় বাক্য বলে, সেই শত্রুরূপী কণ্ঠ

দুৰ্জ্জনস্য হি সঙ্গেন মুক্তনোহপি বিনশতি । প্রসন্নং জলমিত্যাহঃ^১ কর্দমৈঃ কলুষীকৃতম্ ॥ ৪৯

সত্ত্বভুক্তো যদ্ বিজ্ঞো ভুক্তো সমলেশবিনিক্রপণম্ ।

তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্বেন বিজ্ঞঃ পূজ্যঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৫০

ভুক্তজ্ঞাতে যদ্বিজভুক্তশেষং, স বুদ্ধিমান্ যো ন কৰোতি পাপম্ ।

তৎসৌহৃদং যৎ ক্রিয়তে পরোক্ষে, দষ্টেবিদ্যা যঃ ক্রিয়তে স ধর্মঃ ॥ ৫১

ন সা সভা যত্র ন সতি বৃদ্ধা, বৃদ্ধা ন তে যে ন বদন্তি ধর্মম্ ।

ধর্মঃ স নো যত্র ন সত্যমস্তি, নৈতৎ সত্যং যচ্ছলেনানুবিকৃতম্ ॥ ৫২

ব্রাহ্মণোহপি মনুষ্যাণামাদিত্যষ্টৈশ্চ ভেজসাম্ ।

শিরোহপি সর্বগাভ্যাং ত্রতানাং সভাসুত্তমম্ ॥ ৫৩

ভগ্নজলং যত্র মনঃ প্রসন্নং, ভজীবনং যত্র পরম্ সেবা ।

ভদ্রজিহ্বং যৎ যজনেন ভুক্তং, ভদ্রজিহ্বং যৎ সমরে রিপুণাম্ ॥ ৫৪

সা স্ত্রী যা ন মদং কুর্থাৎ, স সুখী তৃষ্ণাযোজ্যতঃ ।

ভগ্নিত্রং যত্র বিশ্বাসঃ, পুরুষঃ স জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫৫

যত্র মুক্তাদরয়েহো বিমুগ্ধং তত্র সৌহৃদম্ । ভদেব কেবলং ব্রাহ্মণ্যং যত্রাখ্যা ক্রিয়তে স্তুতো ॥ ৫৬

মিত্রকে যত্নপূর্বক পরিভ্যাগ করিবে। দুৰ্জ্জনের সহবাসে মুক্তনেরও চরিত্র দূষিত হয়। যেমন অতি নির্মল জলও কর্দমের সংসর্গে মলিন হইয়া যায়। ব্রাহ্মণগণ যাহা কিছু ভোগ করেন, তাহাই সন্তোষমধ্যে পরিগণিত হয়, অতএব যত্নপূর্বক ব্রাহ্মণকে অর্চনা করিবে।

৪৬-৫০

বিজ্ঞভুক্তাবশিষ্ট ভোজনই প্রকৃত ভোজন। যে ব্যক্তি পাপাচরণ না করে, সেই বুদ্ধিমান; যে বন্ধু পরোক্ষে উপকারসাধন করে, সেই প্রকৃত বন্ধু, আর দস্ত না করিয়া যে ধর্ম উপার্জন করা যায়, তাহাই প্রকৃত ধর্ম। যে সভাতে বৃদ্ধ নাই, সেই সভা সভাই নহে; যে বৃদ্ধ ধর্মোপদেশ করে না, সেই বৃদ্ধ বৃদ্ধই নহে; যে ধর্ম সত্য নাই, সেই ধর্মকে প্রকৃত ধর্ম বলা যায় না। নরগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, তেজস্বীদিগের মধ্যে আদিত্য, শরীরের মধ্যে মস্তক এবং ত্রতের মধ্যে সত্য ত্রত প্রধান। যাহাতে মনঃ প্রসন্ন হয়, তাহাই মঙ্গল, যে জীবনে পরসেবা করে নাট, সেই জীবনই মার্কক; যে উপাজ্জিত দ্রব্য যজনগণ ভোগ করে, তাহাকেই যথার্থ উপাজ্জিত বলা যায়, আর যথাক্রমে যাহা শত্রুগণ পরিভ্যাগ করিয়াছে, তাহাই বজ্জিত। যে নারী কখনও মত্ততা প্রকাশ করে নাই, সেই প্রশস্তা স্ত্রী; যাহার কোন বিষয়ে তৃষ্ণা নাই, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত সুখী; যে ব্যক্তি বিশ্বস্ত, তাহাকেই মিত্র বলা যায়; যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত পুরুষ। ৫১-৫৫

যে জন কেবল আশ্রয়প্রার্থী ও আশ্রয়প্রদান করে, তাহাকে আশ্রয় বা রেহ করা উচিত

১। প্রসন্নমপি পানীয়ং ।

নদীনাংগ্নিহোত্রাণাং ভারতস্য কুলস্য চ । মূলান্নমো ন কর্তব্যো মূলান্নোষণেহ হোত্রে ॥ ৫৭
লবণজলাস্তা নদঃ স্ত্রীভেদান্তক মৈথুনম্ । পৈণ্ডস্যঃ জনবার্তান্তং বিত্তং হৃৎখত্রয়ান্তকম্ ॥ ৫৮

রাজ্যস্ত্রীর্জ্ঞাপান্তা হালাস্তং^১ ব্রহ্মবর্চসম্ ।

আচারং ঘোষবাসান্তং কুলস্তান্তং স্ত্রিয়শ্চলাঃ ॥ ৫৯

সর্বের^২ ক্রান্তা নিচয়াঃ^৩ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রায়াঃ ।

সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তং হি জীবিতম্ ॥ ৬০

যদীচ্ছৎ পুনরাগন্তং নাতিদূরমনুজ্ঞেৎ ।

উদকান্তামিবর্ষেত স্নিগ্ধবর্ণীচ্চ পাদপাৎ ॥ ৬১

অনারকে ন বস্তব্যং বস্তব্যং বহনান্নকে । স্ত্রীনান্নকে ন বস্তব্যং বস্তব্যং^৪ বালনান্নকে ॥ ৬২

পিতা রক্ষতি কোমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে ।

পুত্রস্ত হবিরে কালে ন স্ত্রী যাতব্যাহতি ॥ ৬৩

ত্যজ্যবছ্যামষ্টমেষেক নবমে তু যুতপ্রজাম্ ।

একাদশে স্ত্রীজননৌ সন্তশ্চাপ্রিয়বাদিনীম্ ॥ ৬৪

অনর্ধিতান্নানুষ্ঠাণাং ভিন্না পরিজনস্য চ । অর্থাদপেতমর্যাদাত্তরন্তিষ্ঠতি ভর্তৃবু ॥ ৬৫

নহে এবং তাহার সহিত মিত্রতাও করিবে না । নদী, অগ্নিহোত্র বজ্র, ভারত ও কুল ইহানিগের মূল অনুসন্ধান করিবে না, যেহেতু মূল অন্বেষণ করিলে দোষ হইতে পারে । নদীর সীমা সমুদ্র, মৈথুনের সীমা স্ত্রীর হৃৎকরিজতা, খলতার সীমা জনরব ও বিত্তের সীমা হৃৎখ । ব্রহ্মলাপ হইলেই রাজ্যস্ত্রীর অবসান হয়, মদ্যপান করিলেই ব্রহ্মভেজের অন্ত হয়, গোপপত্নীতে বাস করিলেই আচারের শেষ হয় এবং স্ত্রী চলা হইলেই কুলের বিনাশ হয় । সঙ্ঘের অন্ত কর, উচ্চতার অন্ত পতন, সংযোগের অন্ত বিয়োগ, আর জীবনের অন্ত মরণ । ৫৫-৬০

যদি পুনরায় আগমন বিষয়ে ইচ্ছা থাকে, তবে বহুদূর গমন করিবে না । জল পর্যন্ত গমন করিয়া কিবা স্নিগ্ধ পাদপের নিকট হইতে নিবর্তিত হইবে । যে দেশে মারক নাই অথবা যে দেশে বহনান্নক, স্ত্রীনান্নক কিবা বালনান্নক সেই রাজ্যে বাস করিবে না । স্ত্রীদিগকে বাল্য অবস্থাতে পিতা পালন করেন, যৌবনকালে স্বামী, আর হবিরাবস্থাতে পুত্র রক্ষা করে । কদাচ তাহারা স্বাধীন হইয়া থাকিতে পারে না । বহ্মা স্ত্রীকে অষ্টবর্ষ পর্যন্ত প্রভীকা করিয়া পরিত্যাগ করিতে পারে, যুতবৎসা স্ত্রীকে নববর্ষের পরে বর্জন করিতে পারে এবং যে স্ত্রী কেবল কণ্ঠ্য প্রসব করে, তাহাকে একাদশ বর্ষে পরিত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু যে স্ত্রী অপ্রিয়বাদিনী তাহাকে সন্তঃ বর্জন করা কর্তব্য । যে ব্যক্তি সচ্চরিত্র এবং সাধারণের ভর্তা, তাহার নিকট স্বাচকের প্রার্থনা বিফল হয় না, সর্বদা পরিজন প্রতিপালনের ভর থাকে, আর কখনও অর্থের নিমিত্ত তাহার সম্মান নষ্ট হয় না । ৬১-৬৫

১। পাপান্তং । ২। নিলয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রায়াঃ । ৩। তথা চ ।

অশ্বং শ্রান্তং গজং মত্তং দাবঃ প্রথমসূতিকাঃ ।

অনুদকে চ মণ্ডুকান্ প্রাক্ষ্যো দূবেণ বজ্রং বেৎ ॥ ৬৬

অর্থাভূরাণাং ন সুখং বন্ধুঃ, কামাভূরাণাং ন ভয়ং ন লজ্জা ।

চিহ্নাভূরাণাং ন সুখং ন নিদ্রা, ক্ষুধাভূরাণাং ন বলং ন তেজঃ ॥ ৬৭

কুতো নিদ্রা দরিদ্রস্য পরপ্রেক্ষকরস্য চ । পরনারীপ্রসক্তস্য পরদ্রব্যাহরস্য চ ॥ ৬৮

সুখং ন পিতৃভ্রাতৃবান্ ব্যাধিমুক্তশ্চ যো নরঃ ।

সাবকাশস্ত যো ভুঙ্তে যস্ত দাটৈর্ন সঙ্গতঃ ॥ ৬৯

অস্তমঃ পরিমাপেন উন্নতং কমলং ভবেৎ । স্বয়ামিনা বলবতা ভূত্যা ভবতি গবিতঃ ॥ ৭০

স্থানস্থিতস্য পদস্য মিত্রো বরুণভাক্তরো । স্থানচ্যুতস্য ভট্টেব ক্লেশশোষণকারকো ॥ ৭১

পদে স্থিতস্য মিত্রা যে তে তস্য রিপুতাং গতাঃ ।

ভানোঃ পদে জলে প্রীতিঃ স্থলোদ্ধরণশোষণঃ ॥ ৭২

স্থানস্থিতানি পূজ্যন্তে পূজ্যন্তে চ পদে স্থিতাঃ ।

স্থানভ্রষ্টা ন পূজ্যন্তে কেশদন্তা নখা নরাঃ ॥ ৭৩

আচারঃ কুলমাখ্যাতি দেশমাখ্যাতি ভাবিতম্ ।

সম্রমঃ স্নেহমাখ্যাতি বপুর্মাখ্যাতি ভোজনম্ ॥ ৭৪

পরিশ্রান্ত অশ্ব, মদমত্ত হস্তী, প্রথম প্রসূতিকা গাভী এবং অনুদকই মণ্ডুক, প্রাক্ষ্যবাস্তি এই সমস্ত দূরে পরিহার করিবে । অর্থকূল্য ব্যক্তির সুখদ ও বন্ধুবিবেচনা মাই, চিহ্নাক্রিষ্ট ব্যক্তির সুখ ও নিদ্রা নাই এবং ক্ষুধাতুর ব্যক্তির বল-বীৰ্য্য থাকে না । যে ব্যক্তি দরিদ্র, পরের প্রেক্ষ, পরনারীপ্রসক্ত ও পরদ্রব্যাহারক, তাহার নিদ্রা কোথায় ? (কোনরূপেই হইতে পারে না ।) যে ব্যক্তি ঋণশূন্য, রোগমুক্ত, কোন কার্য্যেতে ও শ্রীজনে অনুরক্ত নহে, সেই ব্যক্তি সুখে নিদ্রাভোগ করিতে পারে । জলের পরিমাণানুসারে কমলনাগ উন্নত হইয়া থাকে এবং আপন প্রকৃত বলানুসারে ভূত্যা বর্ণও গবিত হইয়া থাকে । ৬৬-৭০

যখন পদ আপন আশাস্থান জলে অবস্থিত থাকে, তখন বরুণ ও ভাক্তর তাহার পক্ষে বন্ধুব্যবহার করেন, পরে যখন ঐ পদ স্থানভ্রষ্ট হইয়া স্থলে অবস্থিতি করে, তখন বরুণ সেই পদকে ক্লিন্ন ও ভাক্তর তাহাকে শোষণ করিতে থাকেন । পদই অবস্থাতে বাহারা বন্ধ থাকে, তাহারাই অপদই অবস্থার লক্ষ হয় । পদ যখন জলে থাকে, তখন তাহাতে ভানু প্রীতিপ্রকাশ করেন এবং যখন ঐ পদ উদ্ধৃত করিয়া স্থলে নিক্ষেপ করে, তখন সেই ভাক্তর ঐ পদকে শোষণ করিয়া নষ্ট করেন । আপন স্থলে ও আপন পদে অবস্থিত হইলেই তাহাকে লোকে পূজা করিয়া থাকে, কিন্তু স্থানভ্রষ্ট হইলে তাহাকে কেহ আদর করে না । নখ, দন্ত, কেশ ও মনুষ্য ইহারা স্থানচ্যুত হইলে লোকে নিতান্ত ঘৃণা করে । আচার কুল প্রকাশ করে, তাহা দেশ বলিয়া দেয় । সম্রম রেহ জানায়, আর শরীর ভোজন বিজ্ঞাপন

বুধা বৃষ্টি সমুদ্রস্ত তৃণস্ত ভোজনং বুধা । বুধা দানং সমুদ্রস্ত নীচস্ত সুকৃতং বুধা ॥ ৭৩
দূরহোহপি সমীপহো যো যস্ত হৃদয়ে স্থিতঃ । হৃদয়াদপি নিজ্জাতঃ সমীপহোহপি দূরতঃ ॥ ৭৬

মুখভঙ্গঃ স্বরো দীনো গাত্রবেদো মহন্তরম্ ।

মরণে যানি চিহ্নানি তানি চিহ্নানি যাচতঃ ॥ ৭৭

কুজস্ত কীটঘাতস্ত বাতাসিদ্ধাসিতস্ত চ । শিখরে বসন্তস্ত বরং জন্ম ন যাচিতম্ ॥ ৭৮

জগৎপতির্হি যাচিত্বা বিষ্ণুর্কামনতাং গতঃ ।

কোহন্তোহধিকতরন্তস্ত যোহর্থী যাতি ন লাঘবম্ ॥ ৭৯

মাতা বৈরী পিতা শত্রুর্বালো যেন ন পাঠিতঃ । দূরতঃ শোভতে মূর্খো লব্ধশটিপটাবৃতঃ ।

শোভতে ন সভামধ্যে হংসমধ্যে বকো যথা ॥ ৮০

বিদ্যা নাম কুরুপুরুপমমিকং বিদ্যাতিশুপ্তং ধনং,

বিদ্যা সাধুকরী জনপ্রিয়করী বিদ্যা গুরুণাং গুরুঃ ।

বিদ্যা বন্ধুজনান্তিনাশনকরী বিদ্যা পরং দৈবতং,

বিদ্যা রাজসু পূজিতা চ ধনিনাং বিদ্যাবিহীনঃ পতঃ ॥ ৮১

করে, অর্থাৎ আচার দেখিলেই সংকূলে জাত কি অসংকূলে উৎপন্ন ? তাহা জানা যায় ।
ভাষা শুনিলেই সেই ব্যক্তির কোন্ দেশে জন্ম, তাহা বুঝিতে পারা যায় ; সমস্ত দর্শন
করিলেই স্নেহ প্রকাশ পায়, আর শরীর দর্শন করিলেই সেই ব্যক্তি কিরূপ ভোজন করে,
তাহা বোধ হয় । সমুদ্রে বৃষ্টি বুধা, তৃণব্যক্তির ভোজন নিম্প্রয়োজন, যে ব্যক্তি ধনশালী
তাহাকে দান করায় কোন ফল নাই, আর যে ব্যক্তি নীচাত্মা তাহার সুকৃত বুধা । ৭১-৭৫

যে ব্যক্তি যাহার হৃদয়বর্তী, সে দূরস্থ হইলেও তাহার নিকটস্থ, আর যে বাহার অপ্রিয়,
সেই ব্যক্তি নিকটস্থ হইলেও তাহার দূরস্থ । যাচক ব্যক্তির যাচনকালে মুখবৈকুণ্ঠা, স্বরভঙ্গ,
গাত্রবেদ ও মহাভয়, এই সকল মরণচিহ্ন হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি উচ্চপদস্থ, তাহাকে যদি
কীটে ভক্ষণ করে, সে কুজ হইয়া থাকে, বাতপীড়িত হয়, অথবা দেহভাগ করিয়া পুনরায়
জন্মপরিগ্রহ করাও সে ভাল জ্ঞান করে, কিন্তু তথাপি তাহার যাক্ষা করা সহ হয় না । যিনি
জগৎপতি বিষ্ণু, তিনিও বলিরাজের যজ্ঞে যাক্ষা করিয়া ধ্বংস হইয়াছিলেন, অতএব সেই
বিষ্ণু হইতে অধিক কে আছে যে, যাচনাতে লাঘব না পায় ? যে মাতা ও পিতা বালককে
অধাপনা করেন না, সেই মাতা ও পিতা শত্রুরূপ, সেই বালক উত্তম সাজ সজ্জায় ভূষিত
হইয়া দূর হইতেই শোভা পায়, পরন্তু হংসশ্রেণীর মধ্যে বকের দ্বারা সভামধ্যে শোভা পায়
না । ৭৬-৮০

বিদ্যা কুরুপ ব্যক্তিনিগের রূপ, বিদ্যা শুপ্ত ধন, বিদ্যা অসাধুকে সাধু এবং অপ্রিয়কে প্রিয়
করে । বিদ্যা গুরুর গুরু, বিদ্যা বন্ধুজনের পীড়নালিনী, বিদ্যা পরম দেবতারূপ, বিদ্যা

১। হি মনুজো ।

গৃহে চাভ্যন্তরে স্রব্যং লগ্নকৈব তু দৃশ্যতে । অশেষং হরণীয়ঞ্চ বিদ্যা ন হ্রিয়তে পরৈঃ ॥ ৮২

শৌনকারং নীতিসারো বিষ্ণুঃ সৰ্ব্বব্রতানি চ ।

হরীরিত্তো হরাদেবো অজাধ্যাসাচ্ছ তঃ স্মৃতঃ ॥ ৮৩

ইতি ঈশ্বারকৃৎ মহাপুরাণে পূৰ্ব্বখণ্ডে নীতিসারসমাপ্তিনাম

পঞ্চদশাধিক-শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১১ ॥

ষোড়শাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

ব্রতানি ব্যাস বক্ষ্যামি হরির্থৈঃ সৰ্ব্বদো ভবেৎ । সৰ্ব্বমাসক-তিথিষু বাবোষু হরিরুচ্চিতঃ ॥ ১

একভক্তেন নক্তেন উপবাসফলাদিনা । দদাতি ধনধাত্তানি পুত্ররাজ্যজরাদিকম্ ॥ ২

বৈশ্বানরঃ প্রতিপদি কুবেরঃ পুষ্কিতোহৰ্থদঃ ।

উপোষ্য ব্রহ্মা প্রতিপদচ্চিতঃ স্রীভগাবিনীম্ ॥ ৩

ব্রাহ্মপুত্রাধিকারিনী, বিদ্যাই ধনীৰ ধন । যে ব্যক্তি বিদ্যাবিহীন, সে পশুতুল্য । গৃহের অভ্যন্তরে যে সকল স্রব্য থাকে, তদ্বৎ তাহা অনারামে অপহরণ করিতে পারে, কিন্তু বিদ্যা কেহ হরণ করিতে পারে না । হে শৌনক । এইরূপে বিষ্ণু হরকে নীতিসার বলিয়াছেন, হরিকথিত বাক্য সেই মহাদেব শ্রবণ করেন, মহাদেবের নিকট ব্যাসদেব অনিরাহিলেন, আর ব্যাসের নিকট এই শুভগ্রন্থ নীতিসার আমরা শ্রবণ করিয়াছি । ৮১-৮৩

ঈশ্বরকৃৎপুরাণে পূৰ্ব্বখণ্ডে নীতিসার নামক পঞ্চদশাধিক-শততম

অধ্যায় সমাপ্ত । ১১৫ ।

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায়

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে ব্যাস । এক্ষণে ব্রতবিধি বলিব, এই বিধি অনুসারে ব্রতচরণ করিলে হরি তাহার পক্ষে সৰ্ব্বপ্রদাতা হবেন । সৰ্ব্ব মাস, সকল মঙ্গল ও সকল তিথিতে হরিকে অর্চনা করিবে । সাধক একাহারী, মন্ত্ৰভোজী, উপবাসী বা ফলমূলাহারী হইয়া পুত্রলাভ ও রাজ্যজয়ের উদ্দেশ্যে হরিকে উদ্দেশ্য করিয়া ধনধাত্তানি দান করিবে । প্রতিপদ তিথিতে বৈশ্বানর ও কুবেরের অর্চনা করিলে তাহার অর্থপ্রদান করেন । উপবাস করিয়া

দ্বিতীয়ায়াং যমো লক্ষ্মীনারায়ণ ইহাৰ্ঘদঃ ।

তৃতীয়ায়াং ত্রিদেবাংশ্চ গোবী-বিদ্যেশ-শঙ্করান্ । ৪

চতুর্থ্যাঞ্চ চতুৰ্ব্বাহঃ পঞ্চম্যামৰ্জিতে হরিঃ ।

কার্ত্তিকেশো রবিঃ ষষ্ঠ্যাং সপ্তম্যাং ভাস্করোহৰ্ঘদঃ । ৫

দুর্গাষ্টম্যাং নবম্যাঞ্চ মাতুরোহিষ দিশোহৰ্ঘদঃ । দশম্যাঞ্চ যমশ্চল্ল একাদশ্যাম্ববীন্ যজ্ঞে । ৬

দ্বাদশ্যাঞ্চ হরিঃ কামস্ত্রয়োদশ্যাং মহেশ্বরঃ । চতুর্দশ্যাং পঞ্চদশ্যাং ব্রহ্মা চ পিতুরোহৰ্ঘদাঃ । ৭

অমাবস্ত্যাং পূজনোদা বারা বৈ ভাস্করাদয়ঃ । নক্ষত্রানি চ যোগাশ্চ পূজিতা সৰ্বদায়িকাঃ । ৮

ইতি শ্রীগুরুভে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে তিথ্যাদিব্রতে বোড়শাবিক-

শততমোহ্যায়ঃ । ১১৬ ।

ব্রহ্মার পূজা করিলে ব্রহ্মা তাহাকে শ্রী ও ঘোটকী প্রদান করেন । দ্বিতীয়াতে যম, লক্ষ্মী ও নারায়ণের পূজা করিলে তাঁহারা সাধককে অৰ্ঘ্যদান করিয়া থাকেন ; তৃতীয়াতে গোবী, বিদ্যনাশন ও শঙ্কর এই দেবত্রয়ের পূজা করিতে হয় । চতুর্থীতে চতুৰ্ব্বাহ, পঞ্চমীতে নারায়ণ, ষষ্ঠীতে কার্ত্তিকেশ ও রবি এবং সপ্তমীতে ভাস্করের অর্চনা করিলে তাঁহারা অৰ্ঘ্যপ্রদান করেন । ১-৫

দুর্গাষ্টমী ও নবমীতে মাতৃগণ ও দিকপালগণের পূজা করিলে তাঁহারা সাধককে অৰ্ঘ্যদান করিয়া থাকেন । দশমীতে যম ও চল্ল এবং একাদশীতে ঋষিগণের অর্চনা করিবে । দ্বাদশীতে হরি, ত্রয়োদশীতে কাম ও চতুর্দশীতে মহেশ্বরের অর্চনা করিবে । পঞ্চদশীতে ব্রহ্মা ও পিতৃগণের অর্চনা করিলে তাঁহারা অৰ্ঘ্যপ্রদান করেন । অমাবস্তাতে রবি, চল্ল, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি এই সপ্ত বার এবং অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র ও বিহুত প্রভৃতি যোগের অর্চনা করিলে তাঁহারা সৰ্ব্বজ্ঞব্য প্রদান করিয়া থাকেন । ৬-৮

শ্রীগুরুভপুৰাণে বিভিন্ন তিথিতে ব্রতের বিধান নামক বোড়শাবিক শততম

অধ্যায় সমাপ্ত । ১১৬ ।

সপ্তদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ত্রয়োবাচ

মার্গশীর্ষে সিঙে পক্ষে বাসানজত্রয়োদশী । মল্লিকাজং দন্তকাষ্ঠং ধুতুরৈঃ পূজয়েচ্ছিবম্ । ১
অনজায়েতি নৈবেদ্যৈর্মধু প্রাশ্যথ পোষকে । যোগেশ্বরং পূজয়েচ্চ বিম্বপটৈঃ কদম্বজম্ ।
দন্তকাষ্ঠং চন্দনাদি নৈবেদ্যং কুশরাদিকম্ ॥ ২

মাঘে নটেশ্বরার্চার্য্য কুশৈর্মৌক্তিকমালায়া । প্রক্ষেপ দন্তকাষ্ঠঞ্চ নৈবেদ্যং পুরিকা মূনে । ৩
বীরেশ্বরং ফাঙ্কনে তু পূজয়েৎ তু মরুবটৈকৈঃ । শর্করা-শাক-মণ্ডাংশচ চূতজং দন্তধাবনম্ । ৪
চৈত্রে যজ্ঞে মুরূপায় কর্পুরং প্রাশয়েন্নিমি । দন্তধাবনং বটজং নৈবেদ্যং শঙ্কুজীং দদেৎ । ৫

পূজা চ মোদকৈঃ শঙ্খা বৈশাখেহশোকপুষ্পটৈকৈঃ ।

মহারূপায় নৈবেদ্যং শুভ্রভক্তং হাড়ম্বরম্ । ৬

দন্তকাষ্ঠং প্রাশয়েচ্চ দদেজ্জাতীফলং তথা । প্রহ্মায় পূজয়েজ্জ্যেষ্ঠে চন্দ্রকৈবিল্বজং দশেৎ । ৭
লবঙ্গাশতধাষাঢ়ে উমাত্রেহতিশাসনঃ । অগুরুং দন্তকাষ্ঠঞ্চ তমপামার্গটৈকৈর্যজ্ঞেৎ । ৮
জ্যৈশ্বে করবীটৈশ্চ শঙ্কবে শূলপাণয়ে । গন্ধাশনো ঘৃতাদৈশ্চ করবীরজশোধনম্ । ৯

অশ্বা কহিলেন, হে ব্যাস । অগ্রহায়ণমাসের শুক্লপক্ষে অনজত্রয়োদশীতে মল্লিকা বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ নিবেদন করিয়া ধুতুরপুষ্পদ্বারা শিবের পূজা করিবে । পোষ মাসে মধুপ্রাশন করিয়া বিবিধ নৈবেদ্য অনজদেবকে নিবেদন করিয়া বিম্বপত্রদ্বারা যোগেশ্বরের অর্চনা-পূর্বক কদম্ববৃক্ষসম্ভূত দন্তকাষ্ঠ, চন্দন, নৈবেদ্য, শঙ্কুজী (পিষ্টকবিশেষ) নিবেদন করিবে । হে মুনিবর । মাঘমাসে কুশপুষ্প ও মৌক্তিকমালাদ্বারা নটেশ্বরের অর্চনাপূর্বক প্রক্ষবৃক্ষসম্ভূত দন্তকাষ্ঠ, নৈবেদ্য পুরিকা নিবেদন করিবে । ফাঙ্কনমাসে মরুবক পুষ্পদ্বারা বীরেশ্বরের পূজা করত শর্করা, শাক এবং মণ্ডা নিবেদনপূর্বক চূতবৃক্ষসম্ভূত দন্তধাবনকাষ্ঠ প্রদান করিবে । ১-৪

চৈত্রমাসে কর্পূর প্রাশনপূর্বক মুরূপ দেবের পূজা করিবে ; বটবৃক্ষসম্ভূত দন্তকাষ্ঠ, শঙ্কুজী ও নৈবেদ্য নিবেদন করিবে । বৈশাখমাসে মোদক ও অশোকপুষ্প দ্বারা শঙ্কুর পূজা করিবে ; 'মহারূপায় নমঃ' এই মন্ত্রে নৈবেদ্য ও শুভ্রা নিবেদন করিয়া উড়ুঘর বৃক্ষসম্ভূত দন্তকাষ্ঠ ও জাতীফল নিবেদন করিয়া দিবে । জ্যৈষ্ঠমাসে চন্দ্রক পুষ্পদ্বারা প্রহ্মাদেবের অর্চনা করিয়া বিম্ববৃক্ষসম্ভূত দন্তকাষ্ঠ নিবেদন করিবে । সাধক লবঙ্গাশী হইয়া আষাঢ় মাসে অগুরুকাষ্ঠসম্ভূত দন্তধাবন কাষ্ঠ নিবেদনপূর্বক অণামার্গপুষ্প দ্বারা 'উমাত্রায় নমঃ' এই মন্ত্রে অর্চনা করিবে । ৫-৮

জ্যৈশ্বমাসে 'শূলপাণয়ে শঙ্কবে নমঃ' এই মন্ত্রে পূজাপূর্বক করবীর পুষ্প, ঘৃতাদি উপহার

সদোজাতং ভাদ্রপদে বকুলৈঃ পুষ্পকৈর্যজৈঃ । গন্ধর্ব্বাণো মদনজমাশ্বিনে চ সুরাধিপম্ ॥ ১০
চম্পকৈঃ স্বর্ণবার্য্যাণো যজ্ঞেন্দ্রাদিকসম্প্রদঃ । খাদিরং দন্তকাঠঞ্চ কার্ত্তিকে রুদ্রমর্চয়েৎ ॥ ১১
বদর্যা দন্তকাঠঞ্চ কুশলো দশমাশনঃ । ক্ষীরশাকপ্রদঃ পট্টপরাশস্তে শিবমর্চয়েৎ ॥ ১২
রতিমুক্তমনজঞ্চ স্বর্ণমণ্ডলসংহিতম্ । গছাদিনৈর্দশসাহস্রং তিলব্রীহাদি হোময়েৎ ॥ ১৩
জাগরং গীতবাদিত্রং প্রভাতেহভ্যর্চ্য বেদয়েৎ । বিজায় শয্যাং পাত্রঞ্চ ছত্রং বস্ত্রমুপানহো ।
গা বিজং ভোজয়েত্তুভ্যা কৃতকৃত্য ভবেন্নরঃ ॥ ১৪
এতদ্দৃশাপনং সর্ব্ব-ব্রতেষু জ্ঞেয়মীদৃশম্ । ফলঞ্চ স্ত্রীমুতারোগ্য-সৌভাগ্যসর্ব্বভাগ্ ভবেৎ ॥ ১৫

ইতি শ্রীমারুতে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে অনঙ্গত্রয়োদশী-ব্রতং নাম

সপ্তদশাধিক-শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৭ ॥

এবং করবীকাঠ-সম্ভূত দন্তধাবন নিবেদন করিবে । ভাদ্রমাসে বকুলপুষ্প ও পিণ্ডক দ্বারা 'সদোজাতায় নমঃ' এই মন্ত্রে পূজাপূর্ব্বক মদনবৃক্ষসম্ভূত দন্তকাঠ নিবেদন করিবে । আশ্বিন-মাসে চম্পকপুষ্প দ্বারা সুরাধিপের পূজাপূর্ব্বক যোদক নিবেদন করিয়া খাদির বৃক্ষসম্ভূত দন্তকাঠ নিবেদন করিবে । কার্ত্তিক মাসে বদরীবৃক্ষসম্ভূত দন্তকাঠ নিবেদন করিয়া রুদ্র-দেবের অর্চনা করিবে । আর ক্ষীর ও শাক প্রদান করিয়া বৎসরান্তে পদ্মপুষ্প দ্বারা শিবের পূজা করিবে । ৯-১২

গছাদি উপচার দ্বারা স্বর্ণমণ্ডলহিত রতি-সমন্বিত অনঙ্গ দেবের পূজা করিবে এবং তিল ও ব্রীহি দ্বারা দশসহস্র হোম করিবে । অনন্তর রাজিতে জাগরণ করিয়া গীত-বাদ্যাদি দ্বারা নিশা যাপন করিবে । পরে প্রাতঃকালে পুনর্ব্বার অর্চনা করিয়া ব্রাহ্মণকে শয্যা, পাত্র, ছত্র, বস্ত্র ও উপানহস্ত প্রদান করিবে । তারপর গো এবং ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া জ্ঞাতী আপনাকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিবে । এইরূপে এক বৎসর যাবৎ ব্রতানুষ্ঠান করিয়া বৎসরান্তে ব্রত উদ্‌যাপন করিবে । এই ব্রতের নাম মদনত্রয়োদশী ব্রত ; এই ব্রত করিলে স্ত্রী, পুত্র, আরোগ্য ও সৌভাগ্যাদি লাভ হয় । ১৩-১৫

শ্রীমারুতপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে অনঙ্গত্রয়োদশী ব্রতবিধান নামক সপ্তদশাধিক শততম

অধ্যায় সমাপ্ত । ১১৭ ।

অষ্টাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

অন্যোবাচ

ব্রতং বৈকল্যমমীমখণ্ডবাদশীং বদে । মার্গশীর্ষে সিংহে পক্ষে গব্যানী সমুপোষিতঃ ॥ ১
বাদশীং পূজয়েদ্বিষ্ণুং দক্ষাস্ত্রাসচতুষ্টয়ম্ । পঞ্চব্রীহিযুক্তং পাত্রং বিপ্রায়ৈদমুদাহরেৎ ॥ ২
সপ্তজন্মানি যৎ কিঞ্চিদগ্ন্যখণ্ডব্রতং কৃতম্ । ভগবৎস্বপ্নপ্রসাদেন ভদ্রখণ্ডমিহান্ত মে ॥ ৩
যথাখণ্ডং জগৎ সর্বং ত্বমেব পুরুষোত্তমঃ । তথাখিলাস্তখণ্ডানি ব্রতানি নম সম্ভ্যাত ॥ ৪
শস্ত্রপাত্রাণি চৈত্রাদৌ জাবণাদৌ যুতানিতান্ । ব্রতকং ব্রতপূর্ণস্ত জীপূজয়র্গতান্ ভবেৎ ॥ ৫

ইতি জীগাকুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে অখণ্ডবাদশীব্রতং

নামাষ্টাদশাধিক-শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৮ ॥

অন্য কহিলেন,—অনন্তর কৈবল্যপ্রদ অখণ্ড বাদশী ব্রত কহিতেছি । অগ্রহায়ণ মাসের শুরু পক্ষে কেবল পঞ্চগব্য ভোজন করিয়া থাকিবে, পরে বাদশীতে উপবাসী থাকিয়া বিধিপূর্বক বিষ্ণুর পূজা করিবে । তৎপরে অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও কাশ্বিন এই চারি মাস পর্যন্ত ব্রাহ্মণকে পঞ্চব্রীহিযুক্ত পাত্র প্রদান করিবে । “হে ভগবন্! আমি সপ্ত জন্ম পর্যন্ত যে কিছু সূকৃত করিয়াছি, তোমার প্রসাদে আমার সেই সকল সূকৃত অখণ্ড হউক ।” যেমন এই জগৎ অখণ্ড, আর তুমি পুরুষোত্তম, অতএব আমার সমস্ত ব্রত অখণ্ড হউক ।” বিষ্ণুর নিকট এইরূপে প্রার্থনা করিবে । পরে চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, ও আষাঢ় এই চারি মাসে পূর্ববৎ বিষ্ণুর পূজা করিয়া ব্রাহ্মণকে শস্ত্রপূর্ণ পাত্র প্রদান করিবে । তারপর জাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই মাসচতুষ্টয়ে ব্রাহ্মণকে পূর্ববৎ যুতপূর্ণ পাত্র প্রদান করিতে হইবে ; এইরূপ এক বৎসর পর্যন্ত ব্রত করিলে অখণ্ড বাদশীব্রত হয় । এই ব্রত করিলে ব্রতী মানব ইহকালে জীপূজাদি মুখসম্পত্তি লাভ করিতা অন্তকালে স্বর্গলোকে গমন করিতে পারে । ১-৫

জীগাকুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে অখণ্ডবাদশীব্রত নামক অষ্টাদশাধিক শততম

অধ্যায় সমাপ্ত । ১১৮ ।

একোবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

অগ্ন্যার্বাচ

অগ্ন্যার্বাচতং বক্ষ্যে ত্বুস্তিযুক্তিপ্রদায়কম্ ।

অগ্ন্যে ভাস্করে কণ্ঠাং সজ্জিতাগ্নিভিদিদৈঃ ॥ ১

অর্ঘ্যং দদ্যাদগ্ন্যায় মৃতিং সম্পূজ্য বৈ যুনে । কাশপুষ্পময়ীং কুন্তে প্রদোষে কৃতজাগরঃ ॥ ২
দধাক্তাতৈঃ সম্পূজ্য উপোস্ত ফলপুষ্পকৈঃ । পঞ্চরত্নসমায়ুক্তং হেমরৌপ্যসমম্বিতম্ ॥ ৩
সপ্তধান্যযুক্তং পাত্রং দধিচন্দনচর্চিতম্ । অগ্ন্যায় নম ইতি মন্ত্ৰেণাৰ্ঘ্যং প্রদাপয়েৎ ॥ ৪
কাশপুষ্পপ্রতীকাশ অগ্নিমারুতসম্ভব । মিত্রাবরুণয়োঃ পুত্র কুন্তযোনে নমোহস্ত তে ॥ ৫
শুভ্রজ্যাদিরনেনৈব ভোজ্যেচ্ছান্তং ফলং রসম্ । দদ্যাদ্ভিষাক্তয়ে কুন্তং সহিরণ্যং সদক্ষিণম্ ।
ভোজয়েচ্চ দ্বিজান্ সপ্ত বর্ষান্ কৃত্বা তু সর্বভাক্ ॥ ৬

ইতি শ্রীগুরুভে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে অগ্ন্যার্বাচতং নামৈকোবিংশত্যধিক-

শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১১ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন,—অনন্তর অগ্ন্যার্বাচত বলিতেছি । এই ব্রত ত্বুস্তিযুক্তিপ্রদ । ভাস্কর কণ্ঠা রাশিতে গভ না হইলে (ভাস্রমাসে) শেষ তৃতীয় ভাগে তিন দিন পর্য্যন্ত এই ব্রত করিবে । কুন্তমধ্যে কাশপুষ্পময়ী অগ্ন্যপ্রতিমূর্তি করিয়া প্রদোষ সময়ে পূজা করিবে । তারপর অগ্ন্যাদেবকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া বাজিতে জাগরণ করিবে । ব্রতী মানব উপবাস করিয়া দধি, অকুত, ফল, পুষ্পাদি নানাবিধ উপহারে অগ্ন্যের অর্চনা করিয়া অর্ঘ্যপ্রদান করিবে । অর্ঘ্যপাত্র পঞ্চবিধ যুক্তপ্রবালাদি রত্নসংযুক্ত, স্বর্ণরৌপ্য সমম্বিত, সপ্তধান্য যুক্ত ও দধিচন্দনচর্চিত করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে অর্ঘ্য প্রদান করিবে । হে অগ্ন্য । তুমি কাশপুষ্পের দ্বারা আভাষিষ্টি, অগ্নিমারুতসম্ভূত, মিত্রাবরুণের পুত্র ও কুন্তযোনি, তোমাকে নমস্কার করি । এই মন্ত্রে অর্ঘ্য প্রদান করিবে । শুভ্র এবং ত্রীলোকেয়া এইরূপে ব্রতানুষ্ঠান করিতে পারে । এই ব্রতানুষ্ঠানকালে ব্রতী ধান্য, ফল ও রস পরিহার করিবে, আর ব্রাহ্মণকে সুবর্ণদক্ষিণার সহিত কুন্তদান করিবে । তারপর ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া ব্রত সাক্ষ করিবে । এইরূপে সপ্তবর্ষ বাধং ব্রত করিলে ব্রতী সর্ব সম্পত্তি লাভ করিতে পারে । ১-৬

শ্রীগুরুপুরাণে পূর্বখণ্ডে অগ্ন্যার্বাচতং নামক ঊনবিংশত্যধিক শততম

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১১ ॥

১। পঞ্চবর্ণসমায়ুক্তং ।

বিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ব্রহ্মবাচ

ব্রহ্মাতৃভীরাং বক্ষ্যে চ সৌভাগ্যস্মৃত্যাদিদাম্ ।

মার্গণীর্ষে সিংহে পক্ষে তৃতীয়ায়ামুপোষিতঃ ॥ ১

গৌরীং যজ্ঞেদ্বিপত্নৈঃ কুশোদককরস্তুদঃ^১ । কদম্বদো গিরিসূতাং পৌষে মরুবকৈর্যজ্ঞেৎ ॥ ২

কর্পূরাদঃ কুশরদো মল্লিকাদন্তকাঠকং । মাঘে সুভদ্রাং কঙ্কটৈর্ঘৃতাশো মণ্ডকপ্রদঃ ॥ ৩

নীতিময়ং দন্তকাঠং ফাল্গুনে গোমতীং যজ্ঞেৎ ।

কুন্দেরঃ কৃত্তা দন্তকাঠং জীবানঃ শঙ্কুপীপ্রদঃ ॥ ৪

বিশালান্ধীং মদনকৈশ্চৈত্র্যে কুশরসম্প্রদঃ । দ্বিপ্রাশো দন্তকাঠং ভগবৎ স্মৃখীং যজ্ঞেৎ ।

বৈশাখে কর্ণিকারৈশ্চ অশোকশো বটপ্রদঃ^৩ ॥ ৫

জ্যৈষ্ঠে নারায়ণীমর্চয়ে শতপত্নৈশ্চ যজ্ঞদঃ ।

জবজাশো ভবেদেব আষাঢ়ে মাধবীং যজ্ঞেৎ ॥ ৬

ভিলানো বিদ্রপত্নৈশ্চ ক্ষীরায়বটকপ্রদঃ ।

ঔড়ম্বরং দন্তকাঠং ভগব্যাঃ শ্রাবণে শ্রিয়ম্ ॥ ৭

ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর ব্রহ্মাতৃভীরা ব্রত বলিতেছি : এই ব্রত করিলে মানব সৌভাগ্য, জ্ঞী এবং স্মৃত্যাদি লাভ করিতে পারে । অগ্রহায়ণমাসের শুক্লপক্ষে তৃতীয়া তিথিতে উপবাস করিয়া কুশা, জল, করস্তু ও বিদ্রপজ্বারা গৌরীর অর্চনা করিয়া কদম্ববৃক্ষসমুৎ দন্তকাঠ নিবেদন করিবে । পৌষমাসে গিরিরাজনন্দিনীকে মরুবক পুষ্প দ্বারা পূজাপূর্বক কর্পূরাশী হইয়া কুশর প্রদান করিবে ; আর মল্লিকাকাঠের দন্তধাবন দিতে হইবে । মাঘমাসে কঙ্কটপুষ্প দ্বারা সুভদ্রা দেবীর পূজা করিয়া ঘৃতপ্রাশনপূর্বক দেবীকে মণ্ড প্রদান করত নীতিময় দন্তকাঠ প্রদান করিবে । ফাল্গুন মাসে গোমতীর পূজাপূর্বক কুন্দেরকাঠ দ্বারা দন্তধাবন নিবেদন করিবে এবং যবাগু ভক্ষণ করিয়া দেবীকে শঙ্কুপী প্রদান করিবে । চৈত্রমাসে মদনপুষ্প দ্বারা বিশালান্ধীর পূজা করিয়া কুশরা প্রদানপূর্বক দ্বিপ্রাশন করত ভগবৎকাঠের দন্তধাবন নিবেদন করিবে । বৈশাখ মাসে কর্ণিকার পুষ্প দ্বারা স্মৃখী দেবীর অর্চনাপূর্বক অশোককলিকা ভক্ষণ করিবে, আর অশোক কাঠ দ্বারা দন্তধাবন নিবেদন করিবে । ১-৫

জ্যৈষ্ঠমাসে পদ্মপুষ্প দ্বারা নারায়ণী দেবীর পূজাপূর্বক শুভপ্রদান করিয়া জবজপ্রাশন করিয়া থাকিবে । আষাঢ়মাসে বিদ্রপজ্বা দ্বারা মাধবী দেবীর অর্চনা করিবে । শ্রাবণমাসে ভিলানী হইয়া ভগবৎ পুষ্প দ্বারা লক্ষ্মী দেবীর পূজা করিয়া ক্ষীরায়বটক প্রদানপূর্বক

১। কুশোদককরস্তুদঃ । ২। নীতিময়ং । ৩। বটপ্রদঃ ।

দন্তকাষ্ঠং মল্লিকায়া কীরদো হ্যস্তমাসে যজ্ঞেৎ ।

পট্টমর্যজেষ্টাম্রপদে শৃঙ্গদালো শুভাদিদঃ ॥ ৮

রাজপুত্রীকাম্রযুজে জবাপুষ্পৈশ্চ জীরকম্ ।

প্রাশয়েম্মিহি নৈবেদ্যৈঃ কৃশরৈঃ কার্ত্তিকে যজ্ঞেৎ ॥ ৯

জাতীপুষ্পৈঃ পদ্মজাঞ্চ পঞ্চগব্যামনো যজ্ঞেৎ ।

ঘৃতোদনঞ্চ বর্ষান্তে সপত্নীকান্ বিজান্ যজ্ঞেৎ ॥ ১০

উমামহেশ্বরং পূজ্য প্রদন্যচ্চ শুভাদিকম্ । বস্ত্রচ্ছত্রসুবর্ণাদি রাত্রৌ চ কৃতজাগরঃ ।

গীতবাদৈর্দদেৎ প্রাতঃপূজাং সর্বমাপ্নুয়াৎ ॥ ১১

ইতি শ্রীগুরুভে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে রত্নাত্তীরাব্রতং নাম বিংশত্যাধিক-
শততমোহ্যায়ঃ ॥ ১২০ ॥

উৎসব বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ নিবেদন করিবে । ভাদ্রমাসে মল্লিকাবৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ প্রদানপূর্বক পদ্মপুষ্প দ্বারা উত্তমা দেবীর পূজা করিয়া শুভাদি প্রদান করিতে হইবে । আশ্বিনমাসে জবাপুষ্প দ্বারা রাজপুত্রীর অর্চনাপূর্বক রাত্রিতে জীরক ভক্ষণ করিবে । কার্ত্তিকমাসে কৃশরা, নৈবেদ্য ও জাতীপুষ্পদ্বারা পদ্মজা দেবীর পূজা করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ করিয়া থাকিবে । এই নিয়মে একবৎসর পর্যন্ত ব্রত করিয়া বৎসরান্তে ঘৃতোদন প্রদান করিবে ও বিজদম্পতীর পূজা করিবে । অনন্তর উমামহেশ্বরের পূজা করিয়া ব্রাহ্মণকে বস্ত্র, ছত্র, সুবর্ণাদি প্রদানপূর্বক গীত বাদ্যাদি দ্বারা রাত্রিতে জাগরণ করিতে হইবে । প্রাতঃকালে গবাদি দান করিবে । এই ব্রত করিলে সর্বাভিলষিত দ্রব্য লাভ হইয়া থাকে । ৬-১১

শ্রীগুরুপুুরাণে পূর্বখণ্ডে রত্নাত্তীরা ব্রত নামক বিংশত্যাধিক শততম

অধ্যায় সমাপ্ত । ১২০ ।

একবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

অষ্টোবাচ

চাতুর্মাস্যব্রতানুচে একাদশ্যাং সমাচরেৎ ।

আষাঢ়্যাং পৌর্ণমাস্যাং বা সর্ব্বেষাং হরিসম্বৎ ৫ ॥ ১

ইদং ব্রতং যস্মা দেব গৃহীতং শ্রুততত্ত্বতঃ । নিক্ষিপং সিদ্ধিমাগ্নোতু প্রসন্নো হুগ্নি কেশব ॥ ২

গৃহীতেহগ্নিন্ ব্রতে দেব যদ্যপূর্ণে ত্রিমাস্যাহম্ । তন্মে ভবতু সম্পূর্ণং স্বপ্রসাদাচ্ছনার্দিন ॥ ৩

এবমভ্যর্চ্য গৃহীয়াৎ ব্রতার্চনজপাদিকম্ ।

সর্ব্বাঘক্ষ ক্ষয়ং যাতি চিকীর্ষেদ্যো হরেব্রতম্ ॥ ৪

স্নাত্বা যচ্চতুরো মাসানেকভক্তেন পূজয়েৎ ।

বিষ্ণুং স যাতি বিষ্ণোর্বৈ লোকং মলবিবজ্জিতম্ ॥ ৫

যদ্যমাংসমুরাত্যাগী বেদবিজ্ঞরিপূজনাং ।

তৈলবজ্জী বিষ্ণুলোকং বিষ্ণুভাক্ কৃষ্ণপাদকং ॥ ৬

একরাত্রোপবাসাচ্চ দেবো বৈমানিকো ভবেৎ ।

শ্বেতদ্বীপং ত্রিরাত্রাতু ব্রজেৎ যষ্ঠাস্ক্রমরঃ ॥ ৭

চাত্বারণাতরেজ্যম লভেদ্বৃষ্টিমবাচিতাম্ ।

প্রাজাপত্যং বিষ্ণুলোকং পরাকব্রতকৃদ্রিম্ ॥ ৮

অষ্টা বলিলেন,—একগে চাতুর্মাস্যব্রত বলিতেছি । আষাঢ় মাসের একাদশীতে অথবা পূর্ণিমাতে এই ব্রত আরম্ভ করিবে । ব্রতারম্ভকালে হরির পূজা করিতে হয় । ব্রতারম্ভ-কালে এই মন্ত্রত্রয় পাঠ করিবে । যথা—হে কেশব । আমি তোমার নিকট এই ব্রত গ্রহণ করিলাম, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেই আমার এই ব্রত নিক্ষিপে সিদ্ধ হইতে পারে । হে দেব । আমি এই ব্রত গ্রহণ করিলাম, যদি ব্রত সম্পূর্ণ না হইতেই আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তোমার প্রসাদে যেন আমার এই ব্রত সম্পূর্ণ হয়, ইহাই আমার প্রার্থনা । এই প্রকারে ব্রত গ্রহণ করিয়া অর্চনা জপাদি করিবে । যে মানব এইরূপ চাতুর্মাস্য ব্রত করে, তাহার সর্ব্বপাপ ক্ষয় পায় । যে নর আষাঢ়, আশ্বিন, ভাদ্র, আশ্বিন এই চারি মাস স্নান করিয়া একাহারী হইয়া বিষ্ণুর অর্চনা করে, সে বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারে । ১-৫

বেদবিদ ব্যক্তি মদ্য, মাংস, মুরা ও তৈল পরিত্যাগপূর্ব্বক হরির অর্চনা করত এই ব্রতানুষ্ঠান করিলে সে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া সামুদ্রা লাভ করে । একমাত্র উপবাস করিলেই সেই ব্যক্তি দেবত্ব প্রাপ্ত হয়, আর ত্রিরাত্র উপবাস করিলে শ্বেতদ্বীপে গমন করে । এই চাতুর্মাস্য ব্রতমধ্যে চাত্বারণ করিলে অবাচিত মৃষ্টি লাভ হইয়া থাকে । প্রাজাপত্য ব্রত করিলে বিষ্ণুলোকে গমন হয়, আর পরাক ব্রত করিলে হরিকে প্রাপ্ত হয় । এই ব্রতে

শত্ৰু-সাবকভিক্কাশী পরোদধিভুতাননঃ । গোমূত্রসাবকাহারঃ পক্ষগব্যভুতাননঃ ।
শাকমূলফলভ্যাগী রসবর্জী চ বিষ্ণুভাক্ ॥ ৯

ইতি শ্রীগুরুভে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে চাতুর্দশাশ্রিতং নামৈকবিংশত্যধিক-
শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২১ ॥

দ্বাবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

ব্রতং মাসোপবাসাখ্যং সর্বোৎকৃষ্টং বদামি তে ।

বানপ্রস্থে। যতির্নারী কুর্য্যান্মাসোপবাসকম্ ॥ ১

আশ্বিনস্ত সিতে পক্ষে একাদশানুগোষিতঃ ।

ব্রতমেতত্তদ্ গৃহীত্বাদ্ সাবত্রিংশদিনানি তু ॥ ২

অন্যগ্রভূত্যাং বিকো। সাবচুখানকং তব । অর্চয়ে ত্বামনশ্চান্ত দিনানি ত্রিংশদেব তু ॥ ৩

কার্ত্তিকশ্বিনয়োর্বিকো। দ্বাদশোঃ শুক্লরোরহম্ ।

ত্বিরে যদন্তরালে তু ব্রতভঙ্গে। ন মে ভবেৎ ॥ ৪

শত্ৰু, সাবক, দধি, হৃদ্ধ অথবা দুগ্ধ ভক্ষণ করিরা থাকিবে অথবা ভিক্ষালব্ধ অন্ন দ্বারা
জীবিকা নির্বাহ করিবে । কিংবা গোমূত্র, সাবক, পক্ষগব্য ভোজন করিবে । শাক, মূল,
ফল ও রস বর্জন করিবে । এইরূপ ব্রত করিলে বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি হয় । ৬-৯

শ্রীগুরুপুরাণে পূর্বখণ্ডে চাতুর্দশাশ্রিতং নামক একবিংশত্যধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত । ১২১ ।

দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়

ব্রহ্মা কহিলেন,—সর্বব্রতের প্রধান মাসোপবাসাখ্য ব্রত বলিতেছি । বানপ্রস্থ, যতি ও
নারী ইহারা এই মাসোপবাসাখ্য ব্রত করিবে । আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীতে
উপবাস করিরা এই ব্রত গ্রহণ করিবে । একমাস (ত্রিশ দিন) পর্যন্ত এই ব্রত করিতে
হয় । ব্রতান্তকালে এইরূপে বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করিবে । যথা—হে বিকো। আমি
অন্য হইতে তোমার উত্থানদিন পর্যন্ত উপবাসী থাকিরা তোমার অর্চনা করিব । হে বিকো।
আমি আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশী হইতে কার্ত্তিকমাসের শুক্লদ্বাদশী পর্যন্ত ব্রত করিব,

হরিং যজ্ঞে ত্রিবর্ণযাত্রী গন্ধাদিভির্ভূতী । গাত্রাভ্যঙ্গং পঙ্কলেপং দেবতায়তনে ভ্যাজেৎ । ৫
 ভাদশ্যামধ সম্পূজ্য প্রদক্ষাদ্বজভোজনম্ । ততঃ পরং কুর্যাদ্ধরেমাসোপবাসকুং । ৬

হুঙ্কাদি প্রাশনং কুর্য্যাৎ ততঃস্থে মূর্ছিতোহস্তরা ।

হুঙ্কাদৈর্দ্যনং ততঃ নশেদুত্তিমুক্তিমবাশ্রয়াৎ । ৭

ইতি শ্রীগরুড়ে মহাপুরাণে পূর্বধত্তে মাসোপবাসাধ্যাত্ততং নাম

দ্বাবিংশত্যাধিক-শততমোহধ্যায়ঃ । ১২২ ।

ত্রয়োবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

অন্বোবাচ

ব্রতানি কাষ্ঠিকৈ বক্ষ্যে যাত্রা বিমুখং প্রপূজয়েৎ । একভক্তেন নক্তেন মাসং বাষাচিতেন বা । ১
 হুঙ্কশাকফলাটৈর্কর্ষা উপবাসেন বা পুনঃ । সর্বপাপবিনিমুক্তঃ প্রাপ্তকামো হরিং ভ্যজেৎ । ২

যদি ইহার মধ্যে আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলেও যেন আমার ব্রতভঙ্গ না হয়, ইহাই আমার প্রার্থনা । ব্রতী ত্রিসত্বে স্নান করিয়া গন্ধাদি দ্বারা হরির পূজা করিবে । এই ব্রতকালে গায়ে তৈল সেবন ও গন্ধাদিধারণ পরিভ্যাগ করিবে । ১-৫

আশ্বিনমাসের তুলা একাদশী হইতে কাষ্ঠিকমাসের তুলা একাদশী পর্যন্ত একমাস উপবাস ও হরির পূজা করিয়া দ্বাদশীদিনে ভ্রাঙ্কণ ভোজন করাইয়া পারণ করিবে । এইরূপ একমাস নিয়ম পালন করিয়া হরির পূজা ও উপবাস করিলেই মাসোপবাসাধ্যাত্ত হইয়া থাকে । ব্রতী মানব একমাস পর্যন্ত উপবাসে অসমর্থ হইলে হুঙ্কাদি পান করিতে পারে, তাহাতে ব্রতভঙ্গ দোষ হয় না । ব্রত করিলে ইহকালে নানাপ্রকার সুখভোগ করিয়া অত্যন্ত মুক্তিপদ পায় । ৬-৭

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বধত্তে মাসোপবাসাধ্যাত্ত নামক দ্বাবিংশত্যাধিক-শততম

অধ্যায় সমাপ্ত । ১২২ ।

ত্রয়োবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায়

ব্রহ্মা কহিলেন,—অনন্তর কাষ্ঠিকমাসে যে সকল ব্রত বিহিত আছে, সেই সকল ব্রত বলিতেছি । কাষ্ঠিকমাসে প্রাতঃস্নান করিয়া বিমুকে অর্চনা করিবে । কাষ্ঠিকমাসে একমাস পর্যন্ত একাহারী বা নভাহারী হইয়া ব্রত করিবে ; অথবা অষাচিত্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া থাকিবে । কাষ্ঠিকমাসে কেবল হুঙ্ক, শাক ও ফলাহার কিংবা উপবাস করিয়া

সদা হরব্রতং শ্রেষ্ঠং ততঃ শ্যাদক্ষিণায়নে ।

চাতুর্মাস্যে ততস্ত্রয়াং কাৰ্ত্তিকে ভীষ্মপঞ্চকম্ ॥ ৩

ততঃ শ্রেষ্ঠব্রতং শুক্ল একাদশ্যাং সমাচরেৎ ।

স্নানান্তিকালং পিতৃাদীনৃ যবানৈবর্জয়েৎ হরিম্ ॥ ৪

যজ্ঞেন্মোনী যুতানৈশ্চ পঞ্চগব্যান বারিভিঃ । স্নাপয়িত্বাথ কর্পূরমুশৈবানুলেপয়েৎ ॥ ৫

যুতাক্তগুণলৈধূপং বিজঃ পঞ্চদিনং দহেৎ । নৈবেদ্যং পরমায়ত্ত অপেদ্যৌত্তরং শতম্ ॥ ৬

ওঁ নমো বাসুদেবার্য যুতত্ৰীহিভিলাদিকম্ । অষ্টাঙ্করেন যজ্ঞেণ স্বাহান্তেন তু হোময়েৎ ॥ ৭

প্রথমেহহি হরেঃ পাদৌ যজ্ঞে পদৈর্বিভীষ্মকে ।

বিস্বপত্রের্জানুদেশং নাভিং গজেন চাপরে ॥ ৮

কৃচ্ছৌ বিস্বজবাভিষ্চ পঞ্চমেহহি শিরোহর্জয়েৎ ।

মাংসত্যা ভূমিশায়ী স্তাদঙ্গায়মং প্রাপয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ৯

গোমূত্রং ক্ষীরমপি চ পঞ্চমে পঞ্চগব্যাকম্ । নক্তং কুর্ঘ্যাৎ পঞ্চদশ্যাং ব্রতী শাস্তিস্থিত্তিভাব্ ॥ ১০

ব্রতচরণ করিলে সেই ব্রতী সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া নিজ কাম্য জব্য প্রাপ্ত হয় এবং অন্তকালে হরিকে লাভ করিতে পারে । সর্বদাই হরির ব্রতের শ্রেষ্ঠতা আছে । বিশেষতঃ দক্ষিণায়নে হরির ব্রত প্রশস্ত । সর্ববিধ বার্ষিক ব্রতের মধ্যে চাতুর্মাস্য ব্রত প্রধান, আর চাতুর্মাস্য ব্রত অপেক্ষা ভীষ্মপঞ্চক ব্রত সর্বপ্রধান । কাৰ্ত্তিকমাসের শুক্লপক্ষের একাদশীতে এই ব্রত আচরণ করিবে ; ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিয়া যবাদি দ্বারা পিতৃলোকের অর্চনা করিবে । ব্রতী যোনী হইয়া যুতাদি, পঞ্চগব্য ও শুদ্ধ জল দ্বারা বিষ্ণুকে স্নান করাইয়া কর্পূরাদি সুগন্ধি অনুলেপন জব্য দ্বারা দেবতার অঙ্গ অনুলিপ্ত করিবে । ১-৫

তারপর একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত পঞ্চদিন যুতাক্ত গুণলু দ্বারা ধূপ প্রদান করিবে । আর নৈবেদ্য ও পরমায় নিবেদন করিয়া অষ্টৌত্তরশত মূলমন্ত্র জপ করিবে । ‘ওঁ নমো বাসুদেবার্য’ এই অষ্টাঙ্কর যজ্ঞে পূজা করিয়া ‘ওঁ নমো বাসুদেবার্য স্বাহা’ এই যজ্ঞে সযুত ত্রীহি ও তিলাদি হোম করিবে । প্রথম দিনে পদ্মপুষ্প দ্বারা হরির পাদদ্বয়ে পূজা করিবে, দ্বিতীয় দিবসে বিস্বপত্র দ্বারা হরির জানুদেশে পূজা করিবে, তৃতীয় দিবসে গজদ্বারা নাভিদেশে অর্চনা করিবে, চতুর্থদিবসে বিস্বপত্র ও জবাপুষ্প দ্বারা বিষ্ণুর কৃচ্ছদেশে অর্চনা করিবে, পঞ্চম দিবসে মাংসতীপুষ্পদ্বারা নারায়ণের শিরোদেশে পূজা করিবে । এই ব্রতে ভূমিতে শয়ন করিয়া থাকিতে হয় । পঞ্চমদিনে ক্রমশঃ গোময়াদি পঞ্চজব্য ভক্ষণ করিবে । প্রথমদিনে গোময়, দ্বিতীয় দিনে গোমূত্র, তৃতীয়দিবসে হুঙ্ক, চতুর্থ দিবসে দধি ও পঞ্চমদিবসে রাজিতে পঞ্চগব্য আহার করিয়া থাকিবে । যে মানব এইরূপ ব্রতচরণ করে, ইহকালে বিবিধ কাম্যজব্য ভোগ করিয়া অস্তে মুক্তি লাভ করিতে পারে । ৬-১০

একাদশীব্রতং নিত্যং তৎ কুর্য্যাৎ পক্ষয়োর্বসোঃ ।

অযৌঘনরকং হস্তাৎ সৰ্বদং বিমুক্তলোকদম্ ॥ ১১

একাদশী ব্রাদশী চ নিশান্তে চ ব্রয়োদশী । নিত্যমেকাদশী যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ ॥ ১২
দশম্যেকাদশী যত্র তত্রহাশ্চানুরাদয়ঃ । ব্রাদশ্যাং পারণং কুর্য্যাৎ সূক্তকে যুক্তকে চরেৎ ॥ ১৩
চতুর্দশী প্রতিপদি পূৰ্বমিচ্ছামুপাবসেৎ । পৌৰ্ণমাস্যামমাষায়াং প্রতিপন্নিজিতাং মূনে ॥ ১৪
দ্বিতীয়াং তৃতীয়ামিচ্ছাং তৃতীয়াং পূর্ণাবসেৎ । চতুর্থ্যা সঙ্গতাং নিত্যং চতুর্থীকানয়া যুতাম্ ।
পক্ষম্যা সংযুতাং যষ্ঠীং যষ্ঠ্যা যুক্তাঞ্চ পক্ষমীম্ ॥ ১৫

ইতি শ্রীগরুড়পুৰাণে পূৰ্বখণ্ডে ভীষ্মপঞ্চকাদিব্রতবিধিনাম

ত্রয়োবিংশত্যাধিক-শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২৩ ॥

একাদশী ব্রত নিত্য, এনিমিত্ত কখনও একাদশী লঙ্ঘন করিবে না । শুক্ল ও কৃষ্ণ এই উভয় পক্ষেই একাদশী ব্রত করিবে । একাদশী ব্রত করিলে ভগবান্ বিষ্ণু ব্রতীর সর্বপ্রকার পাপরাশি বিনাশ করিয়া সর্বপ্রকার অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করেন এবং অত্ৰকালে মুক্তি দিয়া থাকেন । একাদশীতে উপবাস করিয়া ব্রাদশীতে পারণ করিবে, আর নিশাবসানে ব্রয়োদশীতে যথাবৎ ব্যবহার করিবে । যে মানব নিত্য একাদশী ব্রত করে, বিষ্ণু সৰ্বদা তাহার সন্নিহিত থাকেন । যে দিনে দশমী ও একাদশী সংযুক্ত হয়, সেই দিনে উপবাস করিলে আনুগ্ৰিক উপবাস হয়, অতএব দশমীযুক্ত একাদশীতে উপবাস করা কৰ্ত্তব্য নহে । একাদশীতে উপবাস করিয়া ব্রাদশীতে পারণ করিবে । অশৌচাদিতে একাদশী ব্রতের বাধা হয় না । চতুর্দশী ও প্রতিপৎ এই দুই তিথি যদি পূৰ্বতিথিযুক্ত (চতুর্দশী ব্রয়োদশী-যুক্ত, অমাবস্তা বা পূর্ণিমা প্রতিপৎযুক্ত) হয় তবে তাহাতে উপবাস করিবে । পূর্ণিমা ও অমাবস্তা এই দুই তিথিও প্রতিপৎ তিথির সহিত যে দিন যুক্ত হইবে, সেই দিনই উপবাস কৰ্ত্তব্য । তৃতীয়াযুক্ত দ্বিতীয়াতে উপবাস করা বিধেয়, আর চতুর্থীযুক্ত তৃতীয়া উপবাস ব্রতাদিতে আদরণীয় ; তৃতীয়াযুক্ত চতুর্থীতে এবং পক্ষমীযুক্ত যষ্ঠীতে, ও যষ্ঠীযুক্ত পক্ষমীতেই উপবাসাদি করিতে হইবে । ১১-১৫

শ্রীগরুড়পুৰাণে পূৰ্বখণ্ডে ভীষ্মপঞ্চকাদি ব্রতবিধি নামক ত্রয়োবিংশত্যাধিক

শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৩ ॥

চতুর্বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

শিবরাত্রিভ্রতং বন্ধো কথাক্ষ সর্বকামদম্ । যথা চ গৌরী ভূতেশং পূজতি স্ম পরং ব্রতম্ । ১

ঈশ্বর উবাচ

মাঘকাস্তনরোর্মধ্যে কৃষ্ণা যা তু চতুর্দশী । তস্যাং জাগরণাক্রমঃ পূজিতো ভূক্তিমুক্তিদঃ । ২

কামমুক্তো হরঃ পূজ্যো দ্বাদশামিব কেশবঃ । উপোষিতঃ পূজিতঃ সন্নরকাত্তারয়েত্তথা । ৩

নিষাদশার্দ্ধদে^১ রাজা পাপী সুন্দরসেনকঃ ।

স কুকুরৈঃ সমাবৃত্তো যুগান্ হন্তং বনং গতঃ । ৪

যুগাদিকমসম্প্রাপ্য ক্ষুণ্ণপিপাসাদ্বিতো গিরৌ । রাজ্যৌ ভড়াগভীরেণ নিকুঞ্জে কাশ্মদাহিতঃ । ৫

ভজাতি লিঙ্গং সংরক্ষয়ী রক্ষাক্ষিপত্ততঃ । পর্ণানি চাপভন্ মুগ্ধি লিঙ্গস্তেব ন জানতঃ । ৬

ভেন ধূলিনিরোধায় ক্ষিপ্তং নীরক লিঙ্গকে । শরঃ প্রমাদেনৈকস্ত প্রচুতঃ করপল্পবাৎ । ৭

জানুভ্যামবনীং গত্বা লিঙ্গং স্পৃষ্ট, গৃহীতবান্ ।

এবং স্নানং স্পর্শনঞ্চ পূজনং জাগরোহিতবৎ । ৮

ব্রহ্মা কহিলেন,—অনন্তর শিবরাত্রি ব্রত ও তাহার কথা বলিতেছি । এই ব্রত করিলে সর্ব কামনা পরিপূর্ণ হয় । গৌরী পূর্বকালে মহেশ্বরকে এই শিবরাত্রি ব্রত লিঙ্গাসা করিয়াছিলেন । মহেশ্বর বলিয়াছিলেন, মাঘ ও কাস্তন মাসের মধ্যে যে কৃষ্ণাচতুর্দশী, তাহাতে উপবাস ও জাগরণ করিলে মহাদেব পূজিত হইয়া ভূক্তিমুক্তি প্রদান করেন । যেমন একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া দ্বাদশীতে বিষ্ণুর অর্চনা করিলে সর্বপ্রকার কামনা সিদ্ধি হয়, সেইরূপ শিবরাত্রিব্রত করিলে মহাদেব ব্রতীকে নরক হইতে জ্ঞান করেন । পুরাকালে অর্দ্ধদেবে^১ নিষাদরাজ বাস করিত । একদা ঐ নিষাদরাজ একটি কুকুরকে সঙ্গে লইয়া যুগসার্থ বনে গিয়াছিল । দৈবযোগবশতঃ সেই ব্যাধ যুগাদি কোন পশুই পাইল না । ক্ষুধা ও পিপাসাতে সমধিক কাতর হইয়া পড়িল । ক্রমে রাত্রি উপস্থিত হইলে সেই নিষাদ উপায়াস্তর না দেখিয়া পর্বতোপরি আরোহণ করিয়া কোন সরোবরতীরে নিকুঞ্জ মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল । ১-৫

সেই নিকুঞ্জ মধ্যে একটি বিলবৃক্ষ ও তাহার তলদেশে শিবলিঙ্গ ছিল । ব্যাধ নিজ শরীর রক্ষার্থ সেই নিকুঞ্জ মধ্যে বাস করিতে লাগিল ; তাহাতে সেই শিবলিঙ্গের উপর বিলপত্র-লকল পতিত হইয়াছিল । ব্যাধ তাহা কিছুই জানিত না । সেই নিকুঞ্জ মধ্যে কতকগুলি ধূলি ছিল, ব্যাধ সেই ধূলি পরিষ্কার করণমানসে জলদ্বারা ধোত করিল । প্রমাদবশতঃ ব্যাধের হস্ত হইতে একটি বাণ ভূমিতে পতিত হইল ; ব্যাধ জানুয়ারা ভূতলে নত হইয়া

প্রাতঃপ্রহাগতো ভাৰ্যাদস্তানং ভুক্তবান্ স চ ।

কালে মৃতো যমভট্টৈঃ পাতৈশৰ্ককা ভূ নীয়তে ॥ ৯

তদা যম গণৈর্মুদৈ জিত্বা মৃতীকৃতঃ স চ ।

কুকুরেণ সহৈবাত্মদ্ গণো মৎপার্শ্বগোহমলঃ ॥ ১০

এবমজ্ঞানতঃ পুণ্যং জ্ঞানং পুণমথাক্ষয়ম্ ।

ত্রয়োদশাং শিবং পূজ্য কুর্যাত্তদ নিয়মং ব্রতী ॥ ১১

প্রাতঃদেব চতুর্দশাং আগরিয়ায়াহং নিমি ।

পূজ্যং দানং তপো হোমং করিষ্যামাশক্তিভঃ ॥ ১২

চতুর্দশাং নিরাহারো ভূত্বা শস্তো পরেহহনি ।

ভোকেহহং ভুক্তিমুক্ত্যর্থং শরণং মে ভবেদ্বর ॥ ১৩

পঞ্চগব্যামৃতৈঃ শ্রাপ্য অন্তকালে গুরুং শ্রিতঃ ।

ঐ নমো নমঃ শিবায় গচ্ছাটৈঃ পূজয়েদ্বরম্ ॥ ১৪

তিলতণুলত্ৰীহীংস জ্বহরাং সমুত্তং চক্ৰম্ । হত্বা পূৰ্ণাহতিং নত্বা শূণ্ণাদ্ গীতসংকথাম্ ॥ ১৫

সেই লিঙ্গ স্পর্শ করিয়া সেই বাণ গ্রহণ করিল; ইহাতে ব্যাধের শিবলিঙ্গ স্পর্শ হইল; এই সকল কারণে সেই দিনে ব্যাধের স্নান, পূজন ও আগরণ সিদ্ধ হইল। অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে ব্যাধ আগন আবাসে গমন করিয়া ভাৰ্য্যাপ্রদত্ত অন্ন ভক্ষণ করিল। ব্যাধের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলে যমদূত আসিয়া ব্যাধকে পাশদ্বারা বন্ধনপূর্বক যমপুরে নরনার্থ প্রস্থান করিল। এমন সময় আমার দূত যাইয়া যমদূতকে জ্ঞর করিয়া ব্যাধকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিল। পরে সেই ব্যাধ কুকুরের সহিত মদীয় পুরে আগমন করিয়া আমার পার্শ্বচরণমধ্যে নিবিষ্ট হইয়া রহিল। ৬-১০

ব্যাধ এইরূপে অজ্ঞানতঃ উপবাস করিয়াও এইরূপ ফল পাইল, যাহারা জ্ঞানতঃ এই শিবরাত্রিভক্ত করে, তাহাদের সর্ববিধ পাপক্ষয় হইয়া থাকে। এই ব্রতানুষ্ঠানে ত্রয়োদশী-দিনে ব্রতী শিবের অর্চনা করিয়া সংযত ভাবে থাকিবে। চতুর্দশীদিনে প্রাতঃকালে এইরূপে সঙ্কল্প করিবে।—হে মহেশ্বর। আমি অসু চতুর্দশী রাত্রিতে উপবাসপূর্বক আগরণ করিয়া শক্তি অনুসারে পূজা, দান, তপ ও হোম করিব। চতুর্দশীদিনে উপবাস করিয়া পরাহে পারণ করিবে। পারণ সময়ে এইরূপে মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করিবে। যথা—হে মহেশ্বর। আমি ভোজন করি, তুমি আমার ভুক্তিমুক্ত্যর্থ আশ্রয় হও। পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত দ্বারা শিবলিঙ্গ স্নান করাইয়া পরে গুরুদেবের আশ্রয় লইবে অর্থাৎ গুরুদেবের নিকট যন্ত্র ও তাহার পূজাপ্রণালী শিক্ষা করিবে। ‘ঐ নমঃ শিবায়’ এই মন্ত্রে গচ্ছাদি দ্বারা পূজা করিয়া তিলতণুল, ত্রীহি ও সমুত্তচক্ৰ দ্বারা হোম করিবে। অন্তঃপর পূৰ্ণাহতি প্রদান করিয়া কথা শ্রবণ করিবে। ১১-১৫

অর্জুনায়ে ত্রিষামে চ চতুর্থে চ পুনর্যজ্ঞে । মূলমন্ত্রং তথা জপ্ত্বা প্রভাতে তু ক্রমাপ্নয়েৎ । ১৬
অবিপ্লেন ব্রতং দেব ত্বংপ্রসাদান্নম্নাচ্চিত্তম্ । ক্রমস্ব জগতাং নাথ ত্রৈলোক্যাধিপতে হর । ১৭
যদ্ব্যস্মাদ্ কৃতং পুণ্যং তদ্রতস্য নিবেদিতম্ । ত্বংপ্রসাদান্নম্না দেব ব্রতমদ্য সমর্পিতম্ । ১৮
প্রসন্নো ভব মে শ্রীমন্ গৃহং প্রতি চ গম্যতাম্ । ত্বদালোকনমাত্রেন পবিত্রোহস্মি ন সংশয়ঃ ।
ভোজয়েজ্জাননিষ্ঠাংশ্চ বস্ত্রহুতাদিকং দদেৎ । ১৯

দেবাদিদেব ভূতেশ লোকান্ গ্রহকারক । যদ্ব্যস্মাদ্ ব্রতং প্রীয়তাং তেন মে প্রভুঃ । ২০

ইতি ক্রমাপ্য চ ব্রতী কুর্যাদ্ দ্বাদশবার্ষিকম্ ।

কীৰ্ত্তিপ্রীত্বরাজ্যাদি প্রাপ্য শৈবং পুৰং ব্রজ্যেৎ । ২১

দ্বাদশেহপি মাসেষু প্রকুর্যাদিহ জাগরম্ । যতীন্ দ্বাদশ সন্তোজ্য দীপদঃ স্বর্গমাপ্নুয়াৎ । ২২

ইতি শ্রীগুরুভে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে শিবব্রতব্রতং নাম

চতুর্বিংশত্যাধিক-শততমোহধ্যায়ঃ । ১২৪ ।

প্রদোষসময়ে, অর্জুনায়ে, তৃতীয়মায়ে ও চতুর্থপ্রহরে পূজা করিতে হইবে । পূজাতে মূলমন্ত্র জপ করিয়া প্রাতঃকালে দেবতার নিকটে ক্রম্য প্রার্থনা করিবে । যথা,—
হে হর ! তোমার প্রসাদে আমার এই ব্রত নির্বিশেষে সাধিত হইল তুমি ত্রিভুবনের অধীশ্বর আমার প্রতি ক্রম্য কর । আমি পূর্বে যাহা কিছু পুণ্য করিয়াছি, তদ্ব্যস্মাদ্ ক্রম্যকে তাহা নিবেদন করিয়াছি । হে দেবদেব ! অদ্য আমি আপনার অনুগ্রহে আমার ব্রতাদি কার্য সমস্ত আপনাকে অর্পণ করিলাম । হে শ্রীমান্ হর ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমি তোমাকে আবাহন করিয়াছিলাম, এক্ষণে তুমি যদ্ব্যস্মাদ্ গ্রহণ কর । আমি তোমাকে দর্শন করিয়া পবিত্র হইলাম । এইরূপে মহাদেবকে বিসর্জনপূর্বক দ্বাদশনিষ্ঠ ব্রতগণকে ভোজন করাইয়া বস্ত্র হুতাদি প্রদান করিবে । ১৬-১৯

হে দেবাদিদেব ! হে ভূতেশ ! আপনি লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, আমি ব্রতাপুরঃসর যাহা কিছু দিয়াছি, তদ্ব্যস্মাদ্ আপনি প্রীত হউন । এইরূপ প্রার্থনা সহকারে বিসর্জন করিয়া দ্বাদশবার্ষিক ব্রত করিবে । ইহাতে ব্রতী ইহকালে কীৰ্ত্তি, সম্পদ ও রাজ্যাদি লাভ করিয়া অন্তকালে শিবপুরে গমন করিতে পারে । দ্বাদশ মাসে এইরূপে পূজা, উপবাস ও জাগরণ করিবে । তারপর দ্বাদশজন ব্রতীকে ভোজন করাইয়া দীপ প্রদান করিবে ; তাহাতে ব্রতী স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকে । ২০-২২

শ্রীগুরুভে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে শিবব্রত ব্রত বিধান নামক চতুর্বিংশত্যাধিক

শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১২৪ ।

১ । সমাপিতং । ২ । ইতি সমাপ্য চ ব্রতী । ৩ । ব্রতী ।

পঞ্চবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

অষ্টোবাচ

মাছাত্তা চক্রবর্ত্যাসীদুপোষ্টৈকাদশীং নৃপঃ । একাদশ্যাং ন ভুক্তৌত পক্ষয়োক্তভরোরপি । ১
দশম্যেকাদশীমিত্রা গাক্ষার্যা সমুপোষিতা । তত্ভাঃ পূজ্যতং নষ্টং তন্মাত্তাং পরিবর্জয়েৎ । ২
দশম্যেকাদশী যজ্ঞ ভজ্ঞ সন্নিহিতোহসুরঃ । ষাদশ্যেকাদশী যজ্ঞ ভজ্ঞ সন্নিহিতো হরিঃ । ৩
বহুবাক্যবিরোধেন সন্দেহো জায়তে যদা । ষাদশী তু তদা গ্রাহ্যা ত্রয়োদশ্যাং পারণম্ । ৪
একাদশী কলাপি স্ফাটুপোষ্টা ষাদশী তদা । ৫
একাদশী ষাদশী চ বিশেষেণ ত্রয়োদশী । ত্রিমিত্রা সা তিথিগ্রাহ্যা সর্বপাপহরা তত্ভা । ৬
একাদশীমুপোষ্টৈব ষাদশীমথবা বিজ্ঞ । ত্রিমিত্রাটৈকব কুর্ক্বীত ন দশম্যা যুক্তাং কচিৎ । ৭
স্বাজ্ঞৌ জাগরণং কুর্ক্বন পুরাণজবণং নৃপঃ । গদাধরং পূজয়ন্ত উপোষ্টৈকাদশীধরম্ ।
কৃষ্ণাজদো যযৌ মোক্ষমণ্ডে চৈকাদশীজতম্ । ৮

ইতি শ্রীমদ্রুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে একাদশীমাহাত্ম্যং নাম

পঞ্চবিংশত্যাধিক-শততমোহধ্যায়ঃ । ১২৫ ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—পূর্বকালে মাছাত্তানামে এক রাজা ছিলেন ; তিনি এই একাদশীতে উপবাস করিয়া সমাগরা ধরার একমাত্র অধীশ্বর হইয়াছিলেন ; অতএব তরু ও কৃকপক্ষের একাদশীতে কেহই ভোজন করিবে না । গাক্ষারী দশমীসংযুক্তা একাদশীতে উপবাস করিয়াছিলেন, এ জন্ম গাক্ষারীর শত পুত্র বিনষ্ট হইল ; অতএব দশমীযুক্তা একাদশী বর্জন করিবে । তাহাতে কেহ উপবাস করিবে না । দশমীযুক্তা একাদশীতে অসুর সন্নিহিত থাকে, ষাদশীযুক্তা একাদশীতে হরি সন্নিহিত থাকেন ; তবে নামাবিধ শাস্ত্রের বাক্যবিরোধ-দৃষ্টে সন্দেহ উপস্থিত হইলে, অর্থাৎ একদিনেই যদি দশমী, একাদশী ও ষাদশীর যোগ হয়, তবে তখন ষাদশীতে উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে । যদি ষাদশীদিনে এক কলা একাদশীও থাকে, তথাপি ষাদশী দিনেই উপবাস করা কর্তব্য । ১-৫

যেদিনে একাদশী, ষাদশী ও ত্রয়োদশী এই তিথিত্রয়ের মিলন হয়, সেই দিনে উপবাস করিলে সর্বপ্রকার পাপ নাশ হয় । যে দিনে শুক্ল একাদশী থাকে, সেই দিনেই উপবাস করা কর্তব্য, কিংবা ষাদশাযুক্ত একাদশীতেও উপবাস করিতে পারে ; অথবা যদি একদিনে একাদশী, ষাদশী ও ত্রয়োদশী এই তিথিত্রয়ের মিলন হয়, তবে উপবাস করিবে, পরন্তু কদাচ দশমীযুক্তা একাদশীতে উপবাস করিবে না । স্বাজ্ঞিতে জাগরণ, পুরাণজবণ ও গদাধরের অর্চনা করিয়া একাদশীর উপবাস করিবে ; কৃষ্ণাজদ রাজা এইরূপে একাদশীর উপবাস করিয়া মোক্ষপদ পাইয়াছিলেন । ৬-৮

শ্রীমদ্রুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে একাদশী মাহাত্ম্য নামক পঞ্চবিংশত্যাধিক শততম

অধ্যায় সমাপ্ত । ১২৫ ।

ষড়্বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

যেনার্চনেন বৈ লোকে জগাম পরমাং গতিম্ । তমর্চনং প্রবক্ষ্যামি ভূক্তিমুক্তিকরং পরম্ ॥ ১
সামান্যমণ্ডলে শস্য বাতীরং দ্বারদেশতঃ । বিধাতীরং তথা গজাং যমুনাঞ্চ মহানদীম্ ॥ ২
দ্বারপ্রিয়ঞ্চ দণ্ডঞ্চ প্রচণ্ডং বাস্তপুরুষম্ । যথো চাধারশক্তিঞ্চ কুর্শ্চানন্তমর্চয়েৎ ॥ ৩
ভূমিং ধর্ম্যং তথা জ্ঞানং বৈরাগ্যাদ্বৈরাগ্যম্ চ । অধর্ম্যাদীংশ্চ চতুরং কন্দনালঞ্চ পঙ্কজম্ ॥ ৪
কণিকাং কেশরং সত্ত্বং রাজসং তামসং গুণম্ । সূর্যাদিমণ্ডলাশ্চৈব বিমলাশ্চ শক্তয়ঃ ॥ ৫
দুর্গাং গণং সরস্বতীং ক্ষেত্রপালঞ্চ কোণকে । আসনং মৃত্তিমভ্যর্চ্য বাসুদেবং বলং শ্রবম্ ॥ ৬
অনিরুদ্ধং মহাশ্মানং নারায়ণমথার্চয়েৎ । হৃদয়াদীনি চাক্রানি শঙ্খাদীশ্চায়ুধানি চ ॥ ৭
প্রিয়ং পুষ্টিঞ্চ গরুড়ং গুরুং পরগুরুং যজ্ঞেৎ । ইন্দ্রাদীন্ দিক্ক্ষণো নাগমূর্ত্তং ব্রহ্মাণমর্চয়েৎ ॥ ৮

বিষক্সেনমধৈশাশ্বাং প্রাক্তং পূজনমাগমে ।

সকৃদভ্যর্চিতে দেবো যেনৈতং বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৯

ন তস্য সন্ততো ভূয়ঃ সংসারেহশ্মিন্মহাশ্মনঃ । পুণ্ডরীকায় সম্পূজ্য ব্রহ্মাণঞ্চ গদাধরম্ ॥ ১০

ইতি শ্রীগুরুভে মহাপুরাণে পূর্ব্বধত্তে পূজাবিধি নাম ষড়্বিংশত্যধিক-

শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৬ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন,—যাহা দ্বারা মানবগণ পরমগতি লাভ করিতে পারে, সেই ভূক্তিমুক্তি-প্রদ অর্চনা বলিতেছি । প্রথমতঃ দ্বারদেশে সামান্য মণ্ডল করিয়া তাহাতে বাতা, বিধাতা, গজা, যমুনা ও মহানদীর পূজা করিবে । পরে সেই মণ্ডলের দ্বারদেশে শ্রী, দণ্ড, প্রচণ্ড ও বাস্তপুরুষের পূজা করিয়া যথো কুর্শ, আধারশক্তি ও অনন্ত ইহাদিগের পূজা করিবে । তারপর ভূমি, ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য, অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য, কন্দ, নাল ও পঙ্কজ ইহাদিগের অর্চনা করিবে । অতঃপর কণিকা, কেশর, সত্ত্ব রাজসঃ তমসঃ এই গুণত্রয়, সূর্য্যমণ্ডল, চন্দ্রমণ্ডল, বহ্নিমণ্ডল ও বিমলা প্রভৃতি শক্তির পূজা করিতে হইবে । পরে দুর্গা, গণেশ, সরস্বতী ও ক্ষেত্রপাল কোণচতুর্দিকে এই চারিদেবতার পূজা করিবে । অনন্তর আসন ও মৃত্তির পূজা করিয়া বাসুদেব, বলভদ্র ও শ্রবের পূজা করিতে হইবে । ১-৬

তারপর অনিরুদ্ধ ও মহাশ্মা নারায়ণের পূজা করিয়া হৃদয়াদি ষড়্ভুজ ও শঙ্খ-চক্রাদির পূজা করিতে হইবে । তৎপরে শ্রী, পুষ্টি, গরুড় ও পরমগুরুর অর্চনা করিয়া অষ্টদিকে ইন্দ্রাদি অষ্টদিকপাল, অধোদেশে অনন্ত এবং উর্ধ্বে ব্রহ্মার পূজা করিবে । অনন্তর ঈশান-কোণে বিষক্সেনের পূজা করিতে হইবে । এই পূজাবিধি কথিত হইল । যে মানব এইরূপ বিধি অনুসারে একবারমাত্র পূজা করে, সে মহাশ্মা ; এই সংসারে তাহার পুনর্জন্ম হয় না । এই পূজাতে পুণ্ডরীক ব্রহ্মা ও গদাধরের পূজা করিতে হইবে । ৭-১০

শ্রীগুরুভে মহাপুরাণে পূর্ব্বধত্তে পূজাবিধি নামক ষড়্বিংশত্যধিক শততম

অধ্যায় সমাপ্ত । ১২৬ ।

সপ্তবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

মাঘমাসে গুরুপক্ষে সূর্য্যাক্ষেণ যুতা পুরা । একাদশী তথা চৈকা ভীমেন সমুপোষিতা ॥ ১
আশ্বিন্যন্ত ব্রতং কৃৎস্না পিতৃণামনুপোহভবৎ । ভীমবাদশী বিখ্যাতা প্রাণিনাং পুণ্যবর্দ্ধিনী ॥ ২
নক্ষত্রেণ বিনাশ্যেযা ব্রহ্মহত্যাং নশয়েৎ । বিনিহন্তি মহাপাপং কুনৃপো বিষয়ং যথা ॥ ৩
কুপুত্রস্ত কুলং যয়ং কুভার্য্যা চ পতিং যথা । অধর্ম্মকং যথা ধর্ম্মঃ কুমন্ত্রী চ যথা নৃপম্ ॥ ৪
অজ্ঞানেন যথা জ্ঞানং শোচতাশোচতাং যথা । অজ্ঞকরা যথা জ্ঞানং সত্যটেকবানুভৈর্যথা ॥ ৫
হিমং যথোকমাহিতাদনর্থং চার্ষসঞ্চয়ঃ । যথা প্রকীর্ত্তনাদানং ভূপো বৈ বিষয়াদ্ যথা ॥ ৬
অশিক্ষরা যথা পুত্রো গাবো দূরগভৈর্যথা । ক্রোধেন চ যথা শান্তির্যথা বিত্তমবর্দ্ধনাং ॥ ৭
জ্ঞানেনৈব যথাবিদ্যা শিক্ষামেণ যথা ফলম্ । ভৈরব পাপনাশায় প্রোক্তেহং বাদশী শুভা ॥ ৮
ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং শ্বেদ্যং গুর্ব্বজনাগমঃ । যুগপদ্রুপজাতানি ন নিহন্তি ত্রিপুঙ্করম্ ॥ ৯

ব্রহ্মা কহিলেন,—মাঘমাসের গুরুপক্ষযুক্তা হস্তানক্ষত্রে একাদশীতে ভীম উপবাস করিয়া-
ছিলেন, এনিমিত্ত এই একাদশীর নাম ভৈরবী একাদশী হইরাছে । ভীমসেন এই একাদশীর
উপবাসরূপ আশ্বিন্যন্ত ব্রত করিয়া পিতৃক্লম হইতে মুক্ত হইলেন । ভীমবাদশী নামে বিখ্যাত এই
ব্রত সর্ব্বলোকের পুণ্যবর্দ্ধন করে । যে ব্যক্তি এই একাদশীতে উপবাস করিয়া ষাদশীতে পারণ
করে, তাহার পুণ্যবর্দ্ধন হইয়া থাকে । উক্ত নক্ষত্রের যোগ না হইলেও কেবল একাদশীতেই
উপবাস করিবে । তাহাতেও ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ নাশ পায় । রাজা যেমন কুমারগামী
হইলে আপন বিষয় নাশ করে, সেইরূপ এই একাদশী সকলপ্রকার মহাপাপ নাশ করিয়া
থাকে । ১-৩

যেমন কুপুত্র কুল নষ্ট করে, কুভার্য্যা পতিকে পাত্তিত করে, ধর্ম্ম অধর্ম্মকে ক্ষয়
করে এবং কুমন্ত্রী রাজাকে নাশ করে ; যেমন অজ্ঞান জ্ঞানের বিনাশ করে, শুচিতা অশোচ
নষ্ট করে, অজ্ঞান ব্রহ্ম বিনাশ করে, সত্য অসত্যকে নষ্ট করে, গ্রীষ্ম হিমের বিনাশ করে,
অসদাচরণ সঙ্কিত ধন বিনাশ করে, যেমন বাক্যদ্বারা কীর্ত্তন করিলে দানজন্য ফল বিনষ্ট
হয়, বিষয়ানুরাগে ভূপত্যা বিনাশ পায়, শিক্ষাদানব্যতিরেক গুল্ল নষ্ট হয়, দূরগমনে গোসকল
নাশ পায় ; যেমন ক্রোধদ্বারা শান্তিগুণের নাশ হয়, বুদ্ধির উপায় না করিলে বিত্ত নষ্ট
হইয়া থাকে, জ্ঞানদ্বারা অবিদ্যা বিনাশ পায় এবং কামনা না থাকিলে কর্ম্মের ফল নষ্ট হয়,
সেইরূপ এই ষাদশী পাপ নাশ করে । ৪-৮

ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্বর্ণশ্বেদ্য ও গুরুপত্নীগমন এই সকল পাপ একদা সমুৎপন্ন হইলে
তাহা এই একাদশীব্রত ভিন্ন অন্য কোনও কার্য্যে নাশ পায় না । ত্রিপুঙ্করা যেমন
কুল বিনাশ করিতে পারে, তেমন একাদশী এই সকল পাপ বিনাশ করিতে পারে ।

ন চাপি নৈমিষং ক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রং প্রভাসকম্ ।

কালিন্দী যমুনা গঙ্গা ন রেবা ন সরস্বতী ॥ ১০

ন চৈব সর্বভৌতানি একাদশাঃ সমা নহি ।

ন দানং ন জপো হোমো ন চান্যং সুকৃতং কচিৎ ॥ ১১

একতঃ পৃথিবীদানমেকতো হরিবাসরঃ । ততোহপ্যেকা মহাপূণ্যা ইম্মেকাদশী বরা ॥ ১২

অগ্নিন্ বরাহপুরুষং কৃত্বা দেবজ্ঞ হাটকম্ ।

ঘটোপরি নবে পাতে কৃত্বা বৈ ভাস্কভাজনে ॥ ১৩

সর্ববীজভূতো বিপ্রাঃ সিতবস্ত্রাবগুষ্টিভে । সহিব্রণ্যপ্রদীপাদৈঃ কৃত্বা পূজাং প্রযত্নতঃ ॥ ১৪

বরাহায় নমঃ পাদৌ ক্রোড়াকৃতে নমঃ কটিম্ ।

নাভিং গভীরঘোষায় উরঃ স্ত্রীবৎসধারিণে ॥ ১৫

বাহুং সহস্রশিরসে গ্রীবাং সর্বেশ্বরায় চ । মুখং সর্ক্বাখ্যানে পূজ্য ললাটে প্রভবায় চ ।

কেশাঃ শতমুখায় পূজ্যা দেবস্ম চক্রিণঃ ॥ ১৬

বিধিনা পূজয়িত্বা তু কৃত্বা জাগরণং নিশি । শ্রুত্বা পুরাণং দেবস্ম মাহাত্ম্যপ্রতিপাদকম্ ॥ ১৭

প্রাতঃবিপ্রায় দত্ত্বা চ বাচকায় শুভায় তৎ । কনকক্রোড়সহিতং সন্নিবেদ্য পরিচ্ছদম্ ॥ ১৮

নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র, প্রভাসভৌত, কালিন্দী, যমুনা, গঙ্গা, রেবা ও সরস্বতী এই সকল মহাভৌত উক্ত পাপসকল নাশ করিতে পারে না, কেবল ভৈরবী একাদশীই সকল প্রকার পাপ বিনাশ করিতে পারে । ৯-১০

সর্ববিধ ভৌতসেবা, দান, জপ, হোম ও অন্যান্য সুকৃত কিছুই একাদশীর তুল্য নহে । একাদশীদিনে উপবাস করিলে যেসকল ফল সাধন হয়, অন্য কোন কার্যেই সেই রূপ ফলের প্রত্যাশা নাই । সমস্ত পৃথিবীদান ও একাদশী ত্রুত তুলনা করিলে একাদশীত্রুতই প্রধান বলিয়া বোধ হয় । এই উপবাসত্রুতে বরাহদেবের স্বর্ণময় প্রতিমূর্ত্তি করিয়া ঘটোপরি নূতন ভাস্কপাতে স্থাপনপূর্ব্বক পূজা করিতে হইবে । ঐ প্রতিমূর্ত্তি শ্বেতবস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া স্বর্ণপ্রদীপাদি নানাবিধ উপচারে পূজা করিতে হইবে । ১১-১৪

“বরাহায় নমঃ” এই মন্ত্রে সেই প্রতিমূর্ত্তির পাদদ্বয় পূজা করিয়া “ক্রোড়াকৃতে নমঃ” এই মন্ত্রে কটিদেশের এবং “গভীর-ঘোষায় নমঃ” এই মন্ত্রে নাভিতে পূজা করিবে । তারপর “স্ত্রীবৎসধারিণে নমঃ” এই মন্ত্রে বক্ষঃস্থলে পূজা করিতে হইবে । “সহস্রশিরসে নমঃ” এই মন্ত্রে বাহুতে, “সর্বেশ্বরায় নমঃ” এই মন্ত্রে গ্রীবাতে, “সর্ক্বাখ্যানে নমঃ” এই মন্ত্রে মুখে, “প্রভবায় নমঃ” এই মন্ত্রে ললাটে অর্চনা করিবে । “শতমুখায় নমঃ” এই মন্ত্রে কেশে পূজা করিয়া বিধানপূর্ব্বক বরাহদেবের পূজা ও ব্রাহ্মিতে জাগরণ করিতে হইবে । পরে বরাহদেবের মাহাত্ম্য-প্রকাশক পুরাণোক্ত সংকথা শ্রবণ করিয়া প্রাতঃকালে পাঠক জাগরণকে সুবর্ণময় পরিচ্ছদ প্রদানপূর্ব্বক ত্রুতী স্বয়ং পারণ করিবে । পারণে অধিক

পশ্চাৎ তু পার্শ্বং কুৰ্ম্যাম্নাতিতপ্তঃ স কৃদব্রতঃ ।

এবং কৃতা নরো বিদ্বান্ ন ভুয়ঃ স্তনপো ভবেৎ ॥ ১৯

উপোষ্যেকাদশীং পুণ্যাং মৃচাতে বৈ স্বগজরাং ।

মনোহন্তিলমিতাবাপ্তিঃ কৃতা সৰ্বব্রতাদিকম্ ॥ ২০

ইতি ত্রীগরুড়ে মহাপুরাণে পূৰ্ব্বখণ্ডে একাদশীমাহাত্ম্যং নাম সপ্তবিংশত্যাধিক-
শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২৭ ॥

অষ্টাবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

ব্রতানি বাস বক্ষ্যামি যৈস্তুষ্টৈঃ সৰ্বমো হরি ।

শাস্ত্রোদিতো হি নিয়মো ব্রতং শুভ উপো মতম্ ॥ ১

নিয়মাস্ত বিশেষাঃ সূত্রতত্ত্বস্য সমাদয়ঃ । নিত্যং ত্রিসৰণং স্মারাদধঃশাস্ত্রী জিতেন্দ্ৰিয়ঃ ॥ ২

স্ত্রীশূদ্রপতিভানাস্ত বর্জয়েদভিভাষণম্ । পবিত্রানি পঠেচ্চৈব জুহুয়ৈচ্চৈব শক্তিভঃ ॥ ৩

ভোজন করিবে না। একবার যাত্র অল্পপরিমাণে ভোজন করিবে। বিদ্বান্ ব্যক্তি উক্তরূপে ব্রত করিলে তাহার পুনর্জন্ম হয় না। পুণ্যদারিনী একাদশীর উপবাস করিলে বর্জধারণস্বল্প্য হইতে মুক্ত হইতে পারে, আর সর্বপ্রকার অভিলষিত প্রাপ্য লাভ হয়। এই ব্রত সর্বব্রতকল প্রদান করে। ১৫-২০

ত্রীগরুড়পুরাণে পূৰ্ব্বখণ্ডে ভৈম একাদশীর মাহাত্ম্য নামক সপ্তাবিংশত্যাধিক

শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৭ ॥

অষ্টাবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায়

ব্রহ্মা কহিলেন,—একদে নানাপ্রকার ব্রত বলিতেছি, এইসকল ব্রত করিলে হরি সন্তুষ্ট হইয়া সর্বপ্রাপ্য প্রদান করেন। শাস্ত্রোক্ত নিয়ম পালনের নামই ব্রত। ইহাই মহাতপস্বী। ব্রতস্থ ব্যক্তির সংযমসি বিশেষ বিশেষ নিয়ম পালন করিতে হইবে। ব্রতী ব্যক্তি প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিয়া ইন্দ্ৰিয় সংযমপূৰ্ব্বক ভূমিতে শয়ন করিয়া থাকিবে। ব্রতাচরণ সময়ে স্ত্রী, শূদ্র ও পতিত ব্যক্তির সহিত আলাপ করিবে না। আপন শক্তি অনুসারে পক্ষ পবিত্র

কৃচ্ছ্রাণ্যেভানি সর্বাণি চরেৎ সূকৃতবান্নরঃ । কেশানাং রক্ষণার্থস্ত দ্বিত্বং ব্রতমাচরেৎ ॥ ৪

কাংস্তং মাংসং মসুরঞ্চ চণকং কোরদৃষকম্ । শাকং মধু পরান্নঞ্চ বর্জয়েৎপবাসবান্ ॥ ৫

পুষ্পালঙ্কারবস্ত্রাণি ধূপগন্ধানুলেপনম্ । উপবাসেন হৃদয়েতদ্ দন্তধাবনমঙ্গনম্ ।

দন্তকাষ্ঠঃ পঞ্চগব্যং কৃত্বা প্রাত্তর্জয়করেৎ ॥ ৬

অসকৃজ্জলপানঞ্চ^১ তাম্বুলঞ্চ চ ভক্ষণাৎ । উপবাসঃ প্রহৃদয়েত দিবান্নপ্নাকমৈথুনাৎ ॥ ৭

কমা সত্যং দয়া দানং শৌচমিচ্ছিন্ননিগ্রহঃ । দেবপূজাগ্নিহবনে সন্তোষান্তেষুমেব চ ॥ ৮

সর্কত্রস্তেষুৎকং বর্ষ্যঃ সামান্তো দশধা স্মৃতঃ । নকত্রদর্শনারক্তমনক্তং নিশি ভোজনম্ ॥ ৯

গোমূত্রঞ্চ ফলং দদ্যাদর্জাক্ষুষ্ঠন্ত গোময়ম্ । কীরং সপ্তপলং দদ্যাদ্ধুশৈব পলত্রয়ম্ ।

ঘৃতমেকপলং দদ্যৎ ফলমেকং কুলোদকম্ ॥ ১০

গায়ত্র্যা চৈব গন্ধেতি আপ্যায়নং দধিগ্রহঃ ।

ভেজোহসীতি চ দেবস্য ব্রহ্মকৃচ্ছ্রব্রতং^২ চরেৎ ॥ ১১

অগ্ন্যাধানং প্রতিষ্ঠাঞ্চ যজ্ঞ-দান-ব্রতানি চ । দেবব্রতব্রহ্মোৎসর্গ-চূড়াকরণমেখলাঃ ।

মাংসল্যমভিষেকঞ্চ মলমাসে বিবর্জয়েৎ ॥ ১২

দ্বারা হোম করিবে । ব্রতের পূর্বাফলাভিলাষী ব্যক্তি পূর্বোক্ত কৃচ্ছ্র নিয়ম পালন করিবে । ব্রতকালে ক্লেশচ্ছেদন করিতে হয়, যদি কেহ কেশ রক্ষা করিতে চাহে, তবে তাহার দ্বিত্ব ব্রতচরণ করা বিধেয় ; উপবাস-ব্রত-পরায়ণ ব্যক্তি পরদিনে কাংস্তপাত্রে ভোজন করিবে না এবং মাংস, মসুর, চণক, কোরদৃষক (ধাতু বিশেষ), শাক, মধু ও পরান্ন বর্জন করিবে । আর পুষ্প, অলঙ্কার, নৃতন বস্ত্র, অনুলেপন, দন্তধাবন ও অঙ্গন এইসকল পরিহার করিবে । ১-৫

উপবাস করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে পঞ্চগব্য দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করিবে । পরদিন পুনঃপুন জলপান, তাম্বুল ভক্ষণ, দিবানিদ্ৰা ও মৈথুন করিলে উপবাসের ফল বিনষ্ট হয় । কমা, সত্য, দয়া, দান, শৌচ, ইচ্ছিন্নসংযম, দেবপূজা, হোম, সন্তোষ ও অস্তেষু সর্ববিধ ব্রতে এই দশবিধ সামান্ত নিয়ম পালন করিতে হইবে । নকত্রদর্শনাতে যে ভোজন তাহাই নক্ত-ভোজন, ইতিতে ভোজনকে নক্তভোজন বলা যায় না । একপল (৮ তোলা) গোমূত্র, অর্জাক্ষুষ্ঠপ্রমাণ গোময়, সপ্তপল ঘৃত, তিনপল দধি, একপল ঘৃত ও একপল কুলোদক পঞ্চগব্যের এইরূপ পরিমাণ জানিবে । মন্ত্রপাঠপূর্বক প্রত্যেক পঞ্চগব্য শোধন করিয়া ব্যবহার করিবে । গায়ত্রী দ্বারা গোমূত্র, গন্ধদ্বারা ইত্যাদি মন্ত্রে গোময়, আপ্যায়ন ইত্যাদি মন্ত্রে ঘৃত, দধি দ্বারা ইত্যাদি মন্ত্রে দধি, ভেজোহসি ইত্যাদি মন্ত্রে ঘৃত এবং দেবযাত্না ইত্যাদি মন্ত্রে কুলোদক শোধন করিয়া ব্রহ্মকৃচ্ছ্র ব্রতচরণ করিবে । ৬-১১

অগ্ন্যাধান, প্রতিষ্ঠা, যজ্ঞ, দান, ব্রত, বেদ অধ্যয়ন, ব্রহ্মোৎসর্গ, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও

দর্শাদর্শক চাত্তঃ স্তাৎ ত্রিংশাহোত্তিত্ত সাবনঃ ।

রবিসংক্রমণাৎ সৌরো নাক্তত্রঃ সপ্তবিংশতঃ^১ ॥ ১৩

সৌরো মাসো বিবাহার যজ্ঞাদৌ সাবনঃ শ্রুতঃ^২ ।

আদিকে পিতৃকৃতো চ চাত্তো মাসঃ প্রপকৃতো ॥ ১৪

যুগ্মান্বিকৃতকৃতানি যগ্নদ্বৈতবসুরজ্ঞয়োঃ । কল্পেণ ঘাদশী যুক্তা চতুর্দশাথ পূর্ণিমা ॥ ১৫

প্রতিপদাপ্যমবস্তা তিথ্যাম্বুগ্নং মহাফলম্ ।

এতদ্যন্তং মহাঘোরং হস্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥ ১৬

নরেন্দ্র-সত্রি-ত্রিভিনাং বিবাহোপপ্লবাদিযু । সদাঃশোচং সমাখ্যাতং কাষ্ঠান্নানসর্পতি ॥ ১৭

প্রারকৃতপসাং স্ত্রীণাং রজো হস্তাদ্ ব্রতং ন হি ।

অন্যো দানদিকং কুর্ঘ্যাৎ কারিকং যযমেব চ ॥ ১৮

ক্রোধাৎ প্রমাদান্নোভায়া ব্রতভঙ্গে ভবেদ্ যদি ।

দিনত্রয়ং ন ভুঞ্জীত শিরসো যুগ্মনং ভবেৎ ॥ ১৯

যাজ্ঞল্য অভিষেক এই সমস্ত কার্য্য মলমাসে করিবে না। এক অমাবস্তা হইতে পরবর্তী অমাবস্তা পর্য্যন্ত যে ত্রিশদিন হয়, তাহাকেই সাবনমাস বলা যায়। রবির এক রাশিতে গমন হইতে অপর রাশিতে গমন পর্য্যন্ত কালকে সৌরমাস বলিয়া থাকে; আর অগ্নিনী-নক্সের ভুক্ত কাল হইতে রেবতীর ভুক্তকাল পর্য্যন্ত সপ্তবিংশতি দিনে নাক্তত্রিক মাস হয়। বিবাহাদি কার্য্যে সৌরমাস, যজ্ঞাদিতে সাবনমাস আর সাংবাসরিক পিতৃকার্য্যে চাত্তমাস উল্লেখ করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। দ্বিতীয়ার সহিত তৃতীয়ার, চতুর্থীর সহিত পঞ্চমীর, ষষ্ঠীর সহিত সপ্তমীর, অষ্টমীর সহিত নবমীর, একাদশীর সহিত ঘাদশীর এবং চতুর্দশীর সহিত পূর্ণিমার আর প্রতিপদের সহিত অমাবস্তার যুগ্মাদয় জানিবে। ১২-১৫

উক্ত যুগ্মাদয় অনুসারে তিথিবিহিত সমস্ত কার্য্যের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। উভয় দিনে তিথি প্রাপ্ত হইলে যে দিনে যুগ্মাদয়টক তিথির সহিত মিলন হয়, সেই দিনেই সেই তিথি-বিহিত কার্য্য হইয়া থাকে। যুগ্মাদয় গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিলে সেই কার্য্য মহাফল উৎপাদন করে। যদি কেহ যুগ্মাদয় অনাদয় করিয়া কার্য্য করে, তাহা হইলে কার্য্যের কোন ফল হয় না, শরত্বে তাহার পূর্বকৃত পুণ্য বিনষ্ট হইয়া যায়। রাজা, যজ্ঞে প্রবৃত্ত ও ব্রতী ইহাদিগের বন হইতে প্রত্যাবর্তন কালে, বিবাহ কালে কিম্বা কোন বিপৎপাতহেতু অশোচ হইলে সদাই শুদ্ধি হইয়া থাকে। রমণীরা সঙ্কল্প করিয়া ব্রত আরম্ভ করিলে পর যদি সেই সঙ্কল্পিত ব্রত সম্পূর্ণ না হইতেই তাহার রজোযোগ হয়, তাহাতে সেই আরক কর্ম্ম নষ্ট হয় না। দানপূজাদি কার্য্য অন্ত্যধারা করিয়া ব্রান উপবাসাদি কার্য্যকর্তব্য কার্য্য যয়ং করিবে। ক্রোধ, অনবধানতা বা লোভবশতঃ যদি আরকব্রত ভঙ্গ হয়, তাহা হইলে ব্রতী দিনত্রয় উপবাস

অসামর্থ্যে শরীরস্ত পুজাদীন্ কারয়েদ্ ব্রতম্ ।

ব্রতহং মৃচ্ছিতং বিপ্রং জলাকীনমুপায়য়েৎ ১ ২০

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে ব্রতপরিভাষা নামাষ্টবিংশত্যধিক-
শততমোহধ্যায়ঃ । ১২৮ ।

একোনত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

যক্ষ্যে প্রতিপদাদীনি ব্রতানি বাস শৃণুথ । বৈশ্বানরপদং যাতি শিথিব্রতমিদং শ্রুতম্ । ১
প্রতিপদেকতস্তাশী সমাপ্তে কপিলাপ্রদঃ । চৈত্রাদৌ কারয়েচ্চৈব ব্রহ্মপূজাং যথাবিধি । ২
গঙ্ঘপুষ্পার্চনৈর্দানৈর্দ্রাক্ষাদিভির্মনোরমৈঃ ।
সহোমৈঃ পূজয়েদ্ধবং সর্বান্ কামানবাগ্নুরাৎ । ৩
কার্ত্তিকে তু সিতেহৃষ্টয়াং পুষ্পাহারেণ বৎসরম্ ।
পুষ্পাদিদাতা রূপেচ্ছ ক্রপভাগী ভবেন্নরঃ । ৪

করিয়া শিরোমুগুন করিবে । ব্রতী ব্যক্তি শরীরের অসমর্থতা নিবন্ধন কার্যসাধনে অশক্ত হইলে পুজাদিকে প্রতিনিধি করনা করিয়া সেই কার্য করাইবে । ব্রতী যদি উপবাসাদিতে কাতর হইয়া মৃচ্ছিত হয় তবে জলপান করিতে পারে, তাহাতে ব্রতভঙ্গ হয় না । ১৬-২০

ঐগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে ব্রতপরিভাষা নামক অষ্টাবিংশত্যাধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত । ১২৮ ।

উনত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে বাস ! প্রতিপদাদি তিথিতে যে প্রকার ব্রত করিতে হয়, তাহা বলিতেছি । প্রতিপদ তিথিতে একাহার করিয়া থাকিবে, তৎপর কপিলাপ্রদান করিয়া ব্রত সমাপ্ত করিতে হইবে । এই ব্রত করিলে বৈশ্বানরপদ লাভ হয়, ইহার নাম শিথিব্রত । চৈত্রমাস হইতে এই ব্রত আরম্ভ করিবে । গঙ্ঘপুষ্প ও মনোহর মালা দ্বারা বিধিপূর্বক ব্রহ্মার অর্চনা করিবে । অনন্তর হোম করিয়া ব্রত সাক্ষ করিতে হইবে । কার্ত্তিকমাসের তরা বসিতে পুষ্পমালা ও পুষ্পদান করিবে । এইরূপে একবৎসর যাবৎ প্রতিবসীতে পুষ্প-

১ । জলানি চানুপায়য়েৎ ।

কৃষ্ণপক্ষে তৃতীয়ায়াং শ্রাবণে শ্রীধরং শ্রিয়া ।
 ত্রতী সবজ্ঞাং শয্যাঞ্চ ফলং দদ্যাদ্ বিজাতয়ে । ৫
 শয্যাং দত্ত্বা প্রার্থয়েচ্চ শ্রীধরান্ নমঃ শ্রিয়ে ।
 উমাং শিবং হৃত্যশক্য তৃতীয়ায়াঞ্চ পূজয়েৎ । ৬
 হবিষ্কমলং নৈবেদ্যং দেয়ং দমনকং তথা ।
 চৈত্র্যমৌ ফলমাপ্নোতি উময়া মে প্রভামিভম্ । ৭
 ফাল্গুনাদিতৃতীয়ায়াং লবণং বস্ত্র বর্জয়েৎ ।
 সমাপ্তে শরনং দদ্যাদ্ গৃহকোপস্করান্নিতম্ । ৮
 সম্পূজ্য বিপ্রমিথুনং ভবানি প্রীততামিতি ।
 গৌরীলোকে বসেন্নিতাং সৌভাগ্যকরমুক্তমম্ । ৯

গৌরী কালী উমা ভদ্রা দুর্গা কান্তিঃ সরস্বতী । মঙ্গলা বৈষ্ণবী লক্ষ্মীঃ শিবা নারায়ণী ক্রমাৎ ।
 মার্গতৃতীয়ায়াং অবিযোগাদি চাপ্তুর্মাৎ । ১০

চতুর্থ্যাং সিতমাষাদৌ নিরাহারো ব্রতামিভঃ ।
 দত্ত্বা তিলাংস্ত বিপ্রায় শরং ভুক্ত্যে তিলোদকম্ ।
 বর্ষস্বরে সমাপ্তিস্ত নিষ্কিণাদি সমাপ্তুর্মাৎ । ১১

দান করিলে, সেই ব্যক্তি রূপবান্ হইয়া থাকে । শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়াতে
 লক্ষ্মীর সহিত শ্রীধরের অর্চনা করিয়া ত্রতী ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে বস্ত্র, শয্যা ও ফল দান করিবে ।
 ১-৫

শয্যাপ্রদান করিয়া 'শ্রীধরায় নমঃ' এবং 'শ্রিয়ে নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা করিবে । তারপর
 উমা, শিব ও হৃত্যশনের পূজা করিতে হইবে । ত্রতী হবিষ্কমল ভক্ষণ করিয়া নৈবেদ্য ও
 দমনক পুষ্প নিবেদন করিবে । চৈত্রমাসে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করিলে, ত্রতী অভিলষিত
 ফল পাইতে পারে । ফাল্গুনমাসের তৃতীয়াতে আরম্ভ করিয়া একবৎসর যাবৎ লবণ পরিভোগ
 করিবে । বৎসর পূর্ণ হইলে ব্রাহ্মণকে লবণ এবং সোপকরণ গৃহ প্রদান করিলে ব্রত সম্পূর্ণ
 হয় । অনন্তর বিজয়দশমীকে অর্চনা করিয়া, প্রার্থনা করিবে ; যথা,—হে ভবানি ! আপনি
 প্রীতা হউন । এইরূপে ব্রতচরণ করিলে, সেই ত্রতী গৌরীলোকে বাস করে ; তাহার
 সর্ববিষয়ে সৌভাগ্যবৃদ্ধি হয় । অগ্রহায়ণ মাসের তৃতীয়াতে আরম্ভ করিয়া একবৎসর যাবৎ
 প্রতিমাসের তৃতীয়াতে যথাক্রমে গৌরী, কালী, উমা, ভদ্রা, দুর্গা, কান্তি, সরস্বতী, মঙ্গলা,
 বৈষ্ণবী, লক্ষ্মী, শিবা ও নারায়ণী এই সকলের পূজা করিবে । এই ব্রত করিলে কখনও
 তাহার বিরোগঃখ হয় না । ৬-১০

মাঘমাসের শুক্লচতুর্থীতে ব্রতপরায়ণ ব্যক্তি নিরাহার থাকিয়া ব্রাহ্মণকে তিলপ্রদান
 করিবে ও তিলোদক ভক্ষণ করিবে । এইরূপে প্রতিমাসের চতুর্থীতে ব্রত করিতে হইবে ।

গঃ স্বাহা মূলমন্ত্রোহরং প্রণবেন সমন্বিতঃ ।

ম্রোং গ্রাং হ্রদয়ে গাং গীং গুং ত্রুং ত্রীং ত্রীং শিরঃ শিখা ॥ ১২

গুং বর্ষ গোক গোং নেত্রং গোক আবাহনাদিসু ।

আগচ্ছোক্তায় গচ্ছোক্তঃ পুষ্পোক্তধূপকোক্তকঃ ।

দীপোক্তায় মহোক্তায় বলিষ্ঠাথ বিসর্জনম্ ।

সিদ্ধোক্তায় চ গায়ত্রীষ্ঠাসোহুষ্ঠাদিরীরিতঃ ॥ ১৩

ও মহাকর্ণায় বিদ্যাহে বক্রভুজায় ধীমহি তন্নো দত্তী প্রচোদয়াৎ ॥ ১৪

পূজয়েৎ তিলহোমৈশ্চ এতে পূজ্যা গণাতথা । গণায় গণপত্যয়ে স্বাহা কুম্বাণ্ডকায় চ ।

অমোঘোক্তাবৈকদন্তায় ত্রিপুরাস্তকরূপিণে ॥ ১৫

ও শ্যামদন্তবিকরালাস্তাহবেশায় বৈ নমঃ । পদ্মদংষ্ট্রায় স্বাহান্তমুদ্রা বৈ নর্তনং গণে ।

হস্ততালশ্চ হসনং সৌভাগ্যাদি ফলং ভবেৎ ॥ ১৬

মার্গশীর্ষে তথা তুঙ্গ-চতুর্থাং পূজয়েদ্ গণম্ ।

অকং প্রাপ্নোতি বিদ্যাং শ্রীকীর্ত্যায়ুঃপূজসন্ততিম্ ।

সোমবারে চতুর্থাংক সমুপোষ্টার্চয়েদ্ গণম্ ।

জপন্ কুহ্মং শ্ববন্ নিত্যং স্বর্গং নিষ্কিন্নতাং ব্রজেৎ ॥ ১৭

এই প্রকারে দুই বৎসর ব্রত করিয়া ব্রতসমাপন করিবে । এই ব্রত করিলে কোন বিঘ্ন হয় না । ‘ও গঃ স্বাহা’ এই মন্ত্রে অর্চনা করিবে । এই পূজার অঙ্গশাস যথা—“ম্রোং গ্রাং হ্রদয়ায় নমঃ, গাং গীং গুং শিরসে স্বাহা, ত্রুং ত্রীং ত্রীং শিখায়ৈ বষট্, গুং গোং কবচারে হুং, গোং নেত্রজায় বৌষট্, গঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্” এইরূপে অঙ্গশাস করিয়া ‘গাং’ এই মন্ত্রে আবাহন করিতে হইবে । অনন্তর “আগচ্ছোক্তায় অহুষ্ঠাভ্যং নমঃ, গচ্ছোক্তায় তুর্জনীভ্যং স্বাহা, পুষ্পোক্তায় মধ্যমাভ্যং বষট্, ধূপোক্তায় অনামিকাভ্যং হুং, দীপোক্তায় কনিষ্ঠাভ্যং বৌষট্, মহোক্তায় অস্ত্রায় ফট্” এইরূপে শাস করিয়া ‘সিদ্ধোক্তায়’ এই মন্ত্রে বলি প্রদান ও বিসর্জন করিবে । পরে “মহাকর্ণায় বিদ্যাহে” ইত্যাদি গায়ত্রী জপ করিতে হইবে । এই প্রকারে পূজা করিয়া তিল হোম করিবে । অতঃপর গণপতিগণের পূজা করিতে হইবে । গণ, গণপতি, কুম্বাণ্ডক, অমোঘোক্ত, একদন্ত ও ত্রিপুরাস্তরূপী ইহারাই গণপতিগণ । ১১-১৫

তারপর শ্যামদন্ত, বিকরালাস্ত, আহবেশ ও পদ্মদংষ্ট্র, স্বাহান্ত মন্ত্রে এই সকলের পূজা করিবে । পরে মুদ্রাপ্রদর্শন, নর্তন, হস্ততাল ও হাস্য করিবে । এইরূপ পূজা করিলে সৌভাগ্যাদি ফললাভ হইয়া থাকে । অগ্রহায়ণ মাসের তুঙ্গচতুর্থীতে গণদেবের

১। গবাং গোং গ্রাক গাং গীং ত্রাং ত্রাং ত্রীং শিরস্তথা ।

তুঙ্গ বর্ষ গোক গোং নেত্রং গোহস্তমাবাহনাদিসু । ইতি পাঠান্তরং কচিদ্রুদ্রে ।

যজ্ঞেচ্ছুরুচতুৰ্থাং যঃ স্বস্ত-লডডুক-মোদকৈঃ।

বিদ্যার্চনেন সৰ্বান্ বৈ কামান্ সৌভাগ্যাপ্নুয়াৎ ।

পুত্ৰাদিকং যদনটেকর্মদনাখ্যা চতুৰ্থাপি । ১৮

ঐ গণপতয়ে চতুৰ্থান্তং নমঃ এবং যজ্ঞেদ্ গণম্ ।

মাসে তু যন্মিন্ কন্মিংশ্চিচ্ছুরুচতুৰ্থাং অপেৎ সুরেৎ ।

সৰ্বান্ কামানবাগ্ৰোতি সৰ্ববিঘ্নবিনাশনম্ । ১৯

বিনায়কং মূৰ্ত্তিকাম্যং যজ্ঞেদেভিষ্ঠ নামভিঃ ।

সোহপি সদগতিয়াগ্ৰোতি স্বৰ্গমোক্ষমুখানি চ । ২০

গণপূজা একদন্তী বক্রতুণ্ড জ্যৈষ্ঠকঃ । নীলগ্রীবো লম্বোদরো বিকটো বিঘ্নরাজকঃ ।

ধূম্রবর্ণো বালচন্দ্রো দশমস্তু বিনায়কঃ । ২১

গণপতির্হস্তিমুখো দ্বাদশ বৈ যজ্ঞেদ্ গণম্ ।

পৃথক্ সমস্তং মেধাবী সৰ্বান্ কামানবাগ্ৰুয়াৎ । ২২

শ্রাবণে চান্বিনে ভাদ্রে পঞ্চম্যাং কাৰ্ত্তিকে শুভে ।

বাসুকিস্তম্বকশ্চৈব কালিরো মণিভদ্রকঃ । ২৩

ঐরাবতো ধৃতরাষ্ট্রঃ কর্কোটক-ধনঞ্জয়ো । যুতানৈঃ স্নাপিতা ছেতে আয়ুরারোগ্যস্বৰ্গদাঃ । ২৪

অনন্তঃ বাসুকিঃ শঙ্খঃ পদ্মঃ কব্জলমেব চ । তথা কর্কোটকং নাগং ধৃতরাষ্ট্রক শঙ্খকম্ । ২৫

অর্চনা করিবে । এইরূপে একবৎসর অর্চনা করিলে বিদ্যা, শ্রী, কীৰ্ত্তি, আয়ুঃ ও পুত্ৰাদি-
সম্পত্তি লাভ হয় । সোমবারে চতুর্থী তিথিতে উপবাস করিয়া গণেশের পূজা করিবে ।
এইরূপ অর্চনা করিয়া জপ, হোম ও দেবতার নাম স্মরণ করিলে ইহলোকে সর্ববিধ বিঘ্ন
নিবারিত হইয়া অন্তকালে স্বৰ্গলাভ হইয়া থাকে । গুরুচতুর্থীতে শর্করা, লডডুক ও মোদক-
দ্বারা বিঘ্নেশ্বরের পূজা করিলে সর্বকামনাসিদ্ধি ও সৌভাগ্যলাভ হইয়া থাকে । যদনকদ্বারা
পূজা করিলে পুত্ৰাদি লাভ হয় । ইহাকে যদনচতুর্থী বলে । যে কোন মাসে 'ঐ গণপত্যে
নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা করিয়া হোম নামস্মরণ ও মন্ত্র জপ করিলে, সর্ববিঘ্ন বারণ হয় এবং
সর্বকামনাসিদ্ধি হইয়া থাকে । সর্বদেবাদিদেব বিনায়কদেবের অর্চনা করিলে, সেই
বাস্তবিক সদগতি স্বৰ্গ, মুখ ও মোক্ষ লাভ হইবে । ১৬-২০

একদন্তী, বক্র তুণ্ড, জ্যৈষ্ঠক, নীলগ্রীব, লম্বোদর, বিকট, বিঘ্নরাজ, ধূম্রবর্ণ, বালচন্দ্র,
বিনায়ক, গণপতি ও হস্তিমুখ, এই দ্বাদশ গণপতিগণের পূজা করিতে হয় । পৃথক্ পৃথক্
কিছু একত্র উক্ত দেবগণের পূজা করিলে তাহার সর্বকামনা পূর্ণ হয় । শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন
অথবা কাৰ্ত্তিক মাসের গুরুপঞ্চমীতে বাসুকি, তম্বক, কালির, মণিভদ্র, ঐরাবত, ধৃতরাষ্ট্র,
কর্কোটক, ধনঞ্জয়, এই সমস্ত নাগকে ঘৃতাদি দ্বারা স্নান করাইয়া পূজা করিলে আয়ুঃ,
আরোগ্য স্বৰ্গলাভ হয় । অনন্ত, বাসুকি, শঙ্খ, পদ্ম, কব্জল, কর্কোটক, ধৃতরাষ্ট্র, শঙ্খক,

কালিঃ তক্ষকক্কাপি পিঙ্গলঃ মাসি মাসি চ ।

বজ্রেন্দ্রে সিতে নাগানকৌ মুক্তা দিবং যজ্ঞে ॥ ২৬

দ্বারকোভয়তো লেখ্য্য ভবণে তু সিতে যজ্ঞে ।

পঞ্চম্যাং পূজয়েন্নাগাননন্দাদান্ মহোরগান্ ॥ ২৭

ক্ষীরং সর্পিষ্ঠ নৈবেদ্যং দেয়ং সর্ববিষাপহম্ । নাগা অভয়হস্তাশ্চ দক্টৌদ্ধরণপঞ্চমী ॥ ২৮

ইতি ত্রিগুরুভে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে প্রতিপদাদি-ব্রতকথনং নামৈকোনত্রিংশদধিক-

শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২৯ ॥

ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

ষষ্ঠ্যাং^১ ভাদ্রপদে মাসি কার্ত্তিকেয়ং প্রপূজয়েৎ । স্নানদানাদিকং সর্বমস্ত্যমক্ষ্যামুচতে ॥ ১

সপ্তম্যাং প্রাশয়েচ্চাপি ভোজ্যং বিপ্রান্ রবিং যজ্ঞে ।

ঐ ঋষোক্তায়ামুত্থং প্রিয়সঙ্গমো ভব সদা স্বাহা ।

অষ্টম্যাং পারণং কুর্য্যানুরীচং^২ প্রাশ্য স্বর্গভাক্ ॥ ২

ইতি যরীচসপ্তমী ।

কালিঃ, তক্ষক ও পিঙ্গল, প্রতিমাসে এই সকল নাগের অর্চনা করিবে। বিশেষতঃ ভাদ্র মাসে এই অষ্টনাগের পূজা করিলে সাধক দেহত্যাগান্তে স্বর্গলোকে গমন করে। ভ্রাবণ মাসের তরুণকের পঞ্চমী তিথিতে ঘরের উত্তরপার্শ্বে নাগগণের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া অনন্তাদি মহানাগের অর্চনা করিবে। ক্ষীর, সর্পি, নৈবেদ্য প্রদান করিলে সর্ববিধ বিষভয় লাভি হয় ; নাগগণ তাহাকে অভয় প্রদান করেন। ইহার নাম দক্টৌদ্ধরণ পঞ্চমী। ২১-২৮

ত্রিগুরুভে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে প্রতিপদাদি তিথিতে ব্রতকথনং নামক উনত্রিংশদধিক

শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১২৯ ।

ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়

ব্রহ্মা কহিলেন,—ভাদ্রমাসে কার্ত্তিকেয়ের পূজা করিবে এবং স্নানদানাদি যে কিছু কার্য্য করা যায়, সমস্তই অক্ষর ফলপ্রদান করে। সপ্তমী তিথিতে ভ্রাক্ষণভোজন করাইয়া “ঐ ঋষোক্তায় নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে রবির অর্চনা করিবে। তারপর অষ্টমীদিনে যরীচভোজন করিয়া পারণ করিবে। এই ব্রত করিলে স্বর্গলাভ হয়। ইহার নাম যরীচসপ্তমী। ১-২

১। এবং । ২। যরীচং ।

সপ্তম্যাং নিরতঃ স্নাত্বা পূজয়িত্বা দিবাকরম্ ।

দদ্যাৎ ফলানি বিপ্রভো! মার্ত্তণ্ডঃ প্রীরতামিতি । ৩

বজ্রুং নারিকেলং বা প্রাশয়েন্নাতুল্যকম্ । সৰ্ব্বং ভবন্তু সফলা যম কামাঃ সমন্ততঃ । ৪

ইতি ফলসপ্তমী ।

সম্পূজ্য দেবং সপ্তম্যাং পার্শ্বসেনাথ ভোজয়েৎ ।

বিপ্রাংশ্চ দক্ষিণাং দত্ত্বা বরফাথ পরঃ পিবেৎ । ৫

ভক্ষ্যং চোষ্যং তথা লেছ্যমোদনেতি প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।

ধনপুত্রাদিকামস্ত ভোজেদেত্তদনোদনঃ । ৬

ইত্যনোদনসপ্তমী ।

বায়ুশী বিজয়েচ্ছুশ্চ কুৰ্ম্মা বিজয়সপ্তমীম্ । অন্যান্যকক কামেচ্ছুরূপবাসেস্ত কামনম্ । ৭

গোধূম-মাম-যব-যষ্টিক-কাংসপাত্রং, পাষাণপিষ্ট-মধু-মৈথুন-মল-মাংসম্ ।

অভ্যঞ্জনাজনতিলাংশ্চ বিসর্জয়েদ্ য-স্তস্যোষিতং ভবতি নপ্তমু সপ্তমীর । ৮

ইতি বিজয়সপ্তমী ।

ইতি জীগাকুড়ে মহাপুরাণে পূৰ্ব্বখণ্ডে সপ্তম্যাং-ব্রতং নাম ত্রিংশদধিক-

শততমোহধ্যায়ঃ । ১৩০ ।

সপ্তমীতে সংযত হইয়া স্নানচরণপূৰ্ব্বক দিবাকরের পূজা করিবে । আর “সূৰ্য্য আমার প্রতি প্রসন্ন হউন” এই উদ্দেশ্য করিয়া ভ্রাত্মগকে ফলপ্রদান করিবে । বজ্রুং, নারিকেল ও মাতুলিক (বাতাবী লেবু) এই সকল ফল ভ্রাত্মগকে ভোজন করাইবে । অনন্তর “আমার কামনা সকল সফল হউক” এই প্রকার প্রার্থনা করিবে । এই ব্রতের নাম ফলসপ্তমী । ৩-৪

সপ্তমীতে সূৰ্য্যদেবের পূজা করিয়া পরে পার্শ্ব দ্বারা ভ্রাত্মগভোজন করাইবে এবং ভ্রাত্মগকে দক্ষিণা প্রদানপূৰ্ব্বক স্বয়ং জলপান করিবে । চৰ্ম্ম্য, চোষ্য, লেছ প্রভৃতি ভোজন-দ্রব্যকে ওদন বলে । ধনপুত্রাদিকামী দ্রতী মানব ওদনসম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া অনোদন ভোজন করিবে । ইহার নাম অনোদনসপ্তমী । ৫-৬

বিজয়কামী ব্যক্তি বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া সপ্তমী ব্রত করিবে । কামী ব্যক্তি অর্কপত্র ভোজন করিয়া উপবাসী থাকিবে । এই ব্রত করিলে সৰ্ব্বকামনা পূর্ণ হয় । এই ব্রতে গোধূম, মাম, যব, যষ্টিধান্ত, কাংসপাত্র, পাষাণপাত্র, পিষ্টক, মধু, মৈথুন, মল, মাংস, তৈলমর্দন, অঞ্জন, এই সকল পরিবর্জন করিবে । এইরূপ ব্রত করিলে তাহার সৰ্ব্বাভিলাষ সিদ্ধ হয় । ৭-৮

জীগরুড়পুরাণে পূৰ্ব্বখণ্ডে সপ্তম্যাং-তিথিতে ব্রত নামক ত্রিংশদধিক শততম

অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩০ ।

একত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

ব্রহ্মন্ ভাস্ত্রপদে মাগি তুষ্ণাক্ষম্যামুপোষিতঃ ।

দুৰ্দ্ধাং গোৱীং গণেশক ফলাকারং^১ শিবং যজ্ঞেং । ১

ফলদ্রীহাদিকরুণৈঃ শত্বে নমঃ শিবায় চ । ত্বং দুৰ্কেহম্বুতজগ্নাসি হ্যক্ৰমী সৰ্বকামভাক্ ।
অগ্নিপকমগ্নীরাশ্বচাত্তে ব্রহ্মহত্যয়া । ২ ইতি দুৰ্দ্ধাক্ৰমী ।

কৃষ্ণাক্ষম্যাক রোহিণ্যামর্জরাত্রেহর্চনং হরেঃ ।

কাৰ্য্য্য বিদ্ধাপি সন্তম্য্য হতি পাশং ত্রিজগ্নকম্ ।

উপোষিতোহর্চরেন্মত্রেস্তিথিতান্তে চ পারশম্ । ৩

যোগায় যোগেশ্বরায় যোগপত্রে যোগসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ । ৪

ইতি স্তানমস্তঃ ।

যজ্ঞায় যজ্ঞেশ্বরায় যজ্ঞপত্রে যজ্ঞসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ । ৫

ইত্যর্চনম্ ।

বিদ্বায় বিদ্বেশ্বরায় বিদ্বপত্রে বিদ্বসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ । ৬

ইতি শরনম্ ।

সৰ্ব্বায় সৰ্ব্বেশ্বরায় সৰ্ব্বপত্রে সৰ্ব্বসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ । ৭

ইতি পারশম্ ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! ভাস্ত্রমাসের তুষ্ণপক্ষের অক্ৰমীতে উপবাসী থাকিয়া ফল ও পুষ্পদ্বারা দুৰ্দ্ধা, গোৱী, গণেশ ও শিবের অর্চনা করিবে । তার পর ফল ও দ্রীহি প্রভৃতি উপকরণদ্বারা “ও শত্বে নমঃ, ও শিবায় নমঃ” এই মন্ত্রে পূজা করিবে । তৎপরে “ত্বং দুৰ্কেহম্বুতজগ্নাসি” ইত্যাদি মন্ত্রে দুৰ্দ্ধার আরাধনা করিতে হইবে । এইরূপে দুৰ্দ্ধাক্ৰমী ব্রত করিলে, সেই মানব সৰ্বকামভাগী হয় । এই ব্রতে অগ্নিপক কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিতে নাই । ইহার ফলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে । ১-২

ভাস্ত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের রোহিণীনক্ষত্রমুক্তা অক্ৰমীকে রোহিণ্যাক্ৰমী বলে । এই অক্ৰমীর অর্জরাত্রে হরির অর্চনা করিবে । সন্তমীর সহিত অক্ৰমীর যে দিনে সংযোগ থাকে, সেই দিনেই অক্ৰমীর ব্রত করিবে । এই ব্রত করিলে ত্রিজগৎ পাপ বিনষ্ট হয় । অক্ৰমীতে উপবাস করিয়া পূজা করিবে এবং তিথি ও নক্ষত্রের অবসানে পারশ করিতে হইবে । “ও যোগায়” ইত্যাদি মন্ত্রে হরির স্তান করাইবে । “যজ্ঞায়” ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিবে এবং “বিদ্বায়” ইত্যাদিমন্ত্রে দেবতাকে শরন করাইবে । “সৰ্ব্বায়” ইত্যাদি মন্ত্রে হতিতে চাত্তের

১। ফলপুটৈঃ । ২। পৰ্বতায় ।

হস্তিলে পূজয়েদেবং সচল্যাং রোহিণীং তথা । শশ্বে ভোরং সমাদার সপুষ্প-কল-চন্দনম্ ।
জানুভ্যামবনীং পদ্মা চত্বারীর্থাং নিবেদয়েৎ ॥ ৮

কীরোদার্পণসমুত্ত অত্রিনেত্রসমুত্তম্ । গৃহাণার্থাং শশাঙ্কেদং^১ রোহিণ্যা সহিতো মম । ৯
ত্রিষ্টৈ চ বসুদেবার নন্দার চ বলার চ । যশোদাষ্টৈ ভক্তো দত্তাদর্ঘ্যাং কলসময়িতম্ । ১০
অনঘং বামনং শোরিং বৈকুণ্ঠং পুরুষোত্তমম্ । বাসুদেবং হৃষীকেশং মাধবং মধুসূদনম্ ॥ ১১

বরাহং পুণ্ডরীকাকং নৃসিংহং দৈত্যাসূদনম্ ।

দামোদরং পদ্মনাভং কেশবং গরুড়ধ্বজম্ ॥ ১২

গোবিন্দমচ্যুতং দেবমনন্তমপরাজিতম্ । অধোকজং অগদীজং বর্গস্থিত্যভকারকম্ ॥ ১৩

অনাদিনিধনং বিষ্ণুং ত্রিলোকেশং ত্রিবিক্রমম্ ।

নারায়ণং চতুর্ভুজং শঙ্খ-চক্র-দধাধরম্ ॥ ১৪

পীতাম্বরধরং ধিবাং বনমালাবিকৃষিতম্ ।

শ্রীবৎসাক্ষং অগস্ত্যম শ্রীপতিং শ্রীধরং হরিম্ ॥ ১৫

মং দেবং দেবকী দেবী বসুদেবাদজীজনকং ।

ভোমস্ব রত্নপো শুভৈশ্চ ভট্টৈশ্চ ব্রহ্মাশ্রমে নমঃ ॥ ১৬

সহিত রোহিণীর অর্চনা করিবে । তৎপরে শশ্বে জল, পুষ্প, কল ও চন্দন লইয়া জানুভায়া ভূমিতলে উপবেশন করিয়া চত্বকে অর্ঘ্যপ্রদান করিবে । হে শশাঙ্ক ! কীরোদ ভোমার উৎপত্তি স্থান ; তুমি অত্রিমূনির নেত্র হইতে আবির্ভূত হইয়াছ ; আমি এই অর্ঘ্যপ্রদান করিতেছি ; তুমি রোহিণীর সহিত এই অর্ঘ্যগ্রহণ কর । এই মন্ত্র পাঠপূর্বক অর্ঘ্যপ্রদান করিবে । ৩-১০

পরে শ্রী, বসুদেব, নন্দ, বলদেব ও যশোদা, ইহাদিগকে কলসময়িত অর্ঘ্য প্রদান করিবে । তারপর তুমি অনঘ (পাপসম্পর্ক-রহিত), তুমি বামনরূপী, তুমি শোরী, তুমি বৈকুণ্ঠনাথ, তুমি পুরুষোত্তম, তুমি বসুদেবজনর, তুমি হৃষীকেশ, তুমি মাধব, তুমি মধুসূদন, তুমি বরাহরূপী, তুমি পুণ্ডরীকাক, তুমি নৃসিংহ, তুমি দৈত্যানিসূদন, তুমি পদ্মনাভ, তুমি কেশব, তুমি গরুড়বাহন, তুমি গোবিন্দ, তুমি অচ্যুত, তুমি অপরাজিত, তুমি অগস্ত্যের কারণ, তুমি সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের হেতু, তুমি উৎপত্তিবিনাশহীন, তুমি ত্রিলোকের অধিপতি, বর্গ, মণ্ড, পাভাল এই তিন লোকেই ভোমার পাদশাস রহিয়াছে । তুমি নারায়ণ, তুমি চতুর্ভুজ, তুমি শঙ্খচক্রদণ্ডাগ্রধারী, তুমি পীতাম্বরধর, তুমি বনমালাকৃষিত । ভোমার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস-চিহ্ন বিদ্যমান আছে । তুমি অগস্ত্যের আশ্রয়, তুমি শ্রীপতি ও শ্রীধর । ১১-১৫

বসুদেব হইতে দেবকী যে দেবকে উৎপাদন করিয়াছেন, পৃথিবী ও ব্রাহ্মণগণের রক্ষার্থ অবতীর্ণ তুমিই সেই ব্রহ্মরূপ, ভোমাকে নমস্কার করি । এই সকল নাম সঙ্কীর্ণন করিয়া

নামান্তেভ্যানি সঙ্কীৰ্ত্ত্য গভ্যৰ্থং প্রার্থয়েৎ পুনঃ ।

জাহি মাং দেবদেবেশ হরে সংসারসাগরাৎ ১৭

জাহি মাং সৰ্বপাপহৃৎ শোকসাগরাৎ প্রভো । দেবকীনন্দন শ্রীশ হরে সংসারসাগরাৎ ১৮

দুৰ্বৃত্তাংস্ত্রাসসে বিষ্ণো যে শ্রবন্তি সত্বং সত্বং ।

সোহহং দেবাভিহুৰ্বৃত্তজাহি মাং শোকসাগরাৎ ১৯

পুষ্করাস্ক নিমগ্নোহহং মাত্মবিজ্ঞানসাগরে ২০

জাহি মাং দেবদেবেশ তুষ্টো নন্তোহন্তি স্বাক্ষতা ২০

বৃন্দবাসুদেবারং গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ । জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ।

শান্তিরস্ত শিবকান্ত ইত্যুক্ত্য তান্ বিসৰ্জয়েৎ ২১

ইতি শ্রীগুরুভে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে রোহিণ্যষ্টমোব্রতং নাম একত্রিংশদধিক-
শততমোহ্যায়ঃ । ১৩১ ।

সদৃশতির নিমিত্ত প্রার্থনা করিবে। যথা—হে দেব দেবেশ্বর! সংসারসাগর হইতে আমাকে জ্ঞান কর। হে হরে! তুমি সর্বপ্রকার পাপ বিনাশ করিয়া থাক। তুমি আমাকে হৃৎক-শোকসাগর হইতে পরিজ্ঞান কর। হে দেবকীনন্দন! যে সকল দুৰ্বৃত্ত মানব তোমাকে একবার মাত্র শ্রবণ করে, তুমি তাহাদিগকে সংসারসাগর হইতে জ্ঞান করিতেছ। হে দেব! আমিও অভিহুৰ্বৃত্ত, আমাকে শোকসাগর হইতে জ্ঞান কর। হে পদ্মলোচন! আমি মহান্ অজ্ঞানসাগরে নিমগ্ন আছি, হে দেবেশ্বর! আমাকে পরিজ্ঞান কর, তুমি ভিন্ন আমার জ্ঞানকর্তা আর কেহই নাই। তুমি বসুদেব হইতে আপন জন্ম স্বীকার করিয়া বাসুদেব নামে খ্যাত হইয়াছ, তুমি গো এবং ব্রাহ্মণের হিতসাধন কর, তুমি অনন্ত জগতের কল্যাণ করিতেছ, তুমি কৃষ্ণ ও গোবিন্দ, তোমাকে নমস্কার করি। আমার শান্তি হউক, আমার মঙ্গল হউক, আমি ধন, কীৰ্ত্তি ও রাজ্যভোগী হই। এই বলিয়া বিসৰ্জন করিবে। ১৩-২২

শ্রীগুরুপুরাণে পূর্বখণ্ডে রোহিণ্যষ্টমো ব্রত নামক একত্রিংশদধিক
শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩১ ।

দ্বাত্রিংশদ্বিকশততমোহধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

নভাশী অষ্টমীং যন্ত্যাবধীন্তে চৈব ধেনুদঃ । পৌরন্দরপদং যতি সঙ্গতিব্রহ্মহৃদা^১ । ১

তুলাষ্টম্যাং পৌষমাসে মহাক্রম্নেতি সাধু বৈ । মংপ্রীতয়ে ব্রতকৃতং শতসাহস্রিকং ফলম্ । ২

অষ্টমী বুধবারেণ পক্ষয়োরুভয়োর্মদা । শুবিযতি তদা তস্তাং ব্রতমেতৎ কথা পুরা ।

তস্তাং নিয়মকর্তারো ন স্যাঃ শ্রুতিতসম্পদঃ । ৩

তুলাষ্টমীমুখীনাং বর্জয়িত্বাকুলিভয়ম্ । ভক্তং সন্ততি-ব্রহ্মাভ্যাং কামনাবৃত্তমানবঃ^২ । ৪

আত্মপত্রপুটে কৃত্য যো ভুক্তস্তে কুশবেষ্টিতে ।

কলহিকামিকোপেতং^৩ কাম্যং তস্য ফলং ভবেৎ । ৫

বুধং পক্ষোপচারেণ পূজয়িত্বা জলাশয়ে । শক্তিতে দক্ষিণাং দদ্যাৎ কর্করীং তুলাস্থিতাম্ । ৬

বুং বুধায়েতি বীজং স্তাং বাহান্তং কমলাদিকম্ ।

বাণ-চাপধরং স্তাম্যং দলে চাক্রানি মধ্যতঃ । ৭

বুধাষ্টমীকথা পুণ্যা শ্রোতব্যা কৃতিভির্ধ্রুবম্ ।

পুরে পাটলিপুত্রাখো বীরো নাম ত্রিজোত্তমঃ । ৮

ব্রহ্মা কহিলেন,—অষ্টমী তিথিতে নভাশোভা হইয়া ব্রত করিবে । যে ব্যক্তি এক বৎসর যাবৎ প্রতি অষ্টমীতে যথাবিধি এইরূপ ব্রত করিয়া বর্ষান্তে ধেনুপ্রদান করে, সেই ব্যক্তি অসদাচার পাপী হইলেও ইন্দ্রপদ পাইয়া থাকে । ইহার নাম সঙ্গতিব্রত । পৌষ মাসের তুলাপক্ষীয় অষ্টমীতে উত্তমরূপে ব্রত করিবে, এই ব্রতের নাম মহাক্রম্নব্রত । মংপ্রীতার্থ এই ব্রত করিলে শতসহস্রগুণ ফল হইয়া থাকে । তুলাপক্ষ বা কৃষ্ণপক্ষে যদি বুধবারে অষ্টমী তিথি লাভ হয়, তাহা হইলে সেই দিনে ব্রত করিবে । যাহারা উক্ত অষ্টমীতে নিয়মসহকারে ব্রত করে, কখনও তাহাদিগের সম্পদ নষ্ট হয় না । এইটি অকুলি পরিত্যাগ করিয়া মুক্তি বন্ধন করিলে সেই মুক্তিও যত পরিমাণ তুলা গ্রহণ করা যাইতে পারে, সেই পরিমাণে অষ্টমুখি তুলা লইয়া মুক্তিকামী মানব ভক্তিব্রহ্মসম্বিত হইয়া সেই তুলার অন্ন ভক্ষণ করিবে । যে নর কুশবেষ্টিত আত্মপত্রপুটে কলহিকা ও ত্রিভিড়ীযুক্ত অন্ন ভক্ষণ করে, তাহার কাম্যফল লাভ হয় । পরে জলাশয়ে পক্ষোপচারে বুধের পূজা করিয়া কর্করী (কারী) ও তুলার সহিত যথালজ্জি দক্ষিণাপ্রদান করিবে । ঐঐবুং বুধার বাহা, এই মন্ত্রে ধনুর্কোণধারী শ্যামবর্ণ বুধের পূজা করিবে । ১-৭

পরে ব্রতী মানব বুধাষ্টমীর পবিত্র কথা শ্রবণ করিবে । পুরাকালে পাটলিপুত্র নগরে

১। সঙ্গতিব্রত ব্রতঃসূত্র । ২। মুক্তিকামী হি মানবঃ ।

৩। কলহিকামিকোপেতং ।

রত্না ভাৰ্য্যা তস্ত চাসীং কৌশিকঃ পুত্র উত্তমঃ । হুহিতা বিজয়ানাম্নী ধনপালো বৃষোহুত্তমঃ । ৯

গৃহীতা কৌশিকস্তক ঐশে গঙ্গাং গন্তোহুত্তমঃ ।

গোপালকৈবৃষকৌটৈঃ ক্রীড়নপশুভো বলাং । ১০

গঙ্গাতঃ স চ উখায় বনং বজ্রায় হুঃখিতঃ ।

জলার্ঘং বিজয়া চাগাদ্ ভ্রাতা সাক্ষিক সাপাগাং । ১১

শিলাসিতো যুগলাখী আগন্তোহুথ সরোবরম্ ।

দিব্যস্ত্রীণাঞ্চ পূজাদিন্ দৃষ্ট্বা চাপ্যথ বিস্মিতঃ । ১২

স ত্ভা গঙ্গা যথাচাম্রং সানুজোহুহং বুদ্ধকিতঃ ।

স্ত্রিয়োহুক্রবন্ ততং কর্তুং দাস্তায়শ্চ কুরু ততম্ । ১৩

পত্যার্ঘং ধনপালার্ঘং পূজয়ামাসতুর্বুধম্ ।

পুটব্রহ্মং গৃহীত্বাশ্চ বুদ্ধজাতে প্রদত্তকম্ । ১৪

স্ত্রিয়ো গন্তো চ ধনদো ধনপালমপশুতাম্ ।

চৌরৈর্দত্তং গৃহীত্বাথ প্রদোষে প্রাপ্তবান্ গৃহম্ । ১৫

যীর নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিত । তাহার ভাৰ্য্যার নাম রত্না, তাঁহার কৌশিক নামে পুত্র, বিজয়নাম্নী কন্যা ও ধনপাল নামে একটি বৃষ ছিল । একদিন ঐশ্ব্যতিশয়শ্রবুজ ব্রাহ্মণপুত্র কৌশিক সেই বৃষটি লহয়া গঙ্গাতীরে গমনপূর্বক জলমধ্যে ক্রীড়া করিতেছিল, এমন সময়ে গোপালগণ আগমন করিয়া বলপূর্বক সেই ধনপালকে অপহরণ করিয়া লইয়া গেল । তারপর কৌশিক জল হইতে উঠিয়া ধনপালকে দেখিতে না পাইয়া হুঃখিতাতঃকরণে ধনপালের উদ্ধেগে অমণ করিতে লাগিল । কৌশিকের ভগিনী বিজয়া দৈবাৎ সেই সময়ে গঙ্গাতে জল আনিতে গিয়াছিল । তাহার ভ্রাতাকে অমণ করিতে দেখিয়া সেও তাহার সঙ্গে বনভ্রমণে প্রবৃত্ত হইল । কিয়ংকাল অমণ করিতে করিতে তাহারা জলশিপাসার কান্তর হইয়া যুগল আনয়নার্থ সরোবরে গমন করিল । সরোবরের তীরে গিয়া দেখিতে পাইল যে, অনেকগুলি স্ত্রী সমবেত হইয়া পূজাদি করিতেছে । তাহা দেখিয়া ভ্রাতা ও ভগিনী উভয়ে বিস্মিত হইল । পরে তাহারা সে ব্রতপরায়ণা স্ত্রীদিগের নিকট গমন করিয়া অন্ন প্রার্থনা-পূর্বক বলিল, আমরা উভয়ে ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি, তোমরা আমাদের কিঞ্চিৎ অন্ন প্রদান কর । তখন সেই স্ত্রীগণ বলিল, আমরা তোমাদিগকে ব্রতোপযুক্ত সমুদায় উপকরণস্বা প্রদান করিতেছি, তোমরা এই স্থানে ব্রতচরণ কর । তখন কৌশিক ধনপালের প্রাপ্তি-কামনার, আর বিজয়া পতিকামনার বৃথের অর্জনা করিয়া উভয়ে আশ্রপতপুটে অন্ন ভক্ষণ করিল । ৮-১৪

এইরূপে ব্রত করিয়া স্ত্রীগণও স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিল ; কৌশিক এবং বিজয়াও সেই স্থান হইলে চলিয়া গেল । কিয়দ্দূর গমন করিলে কৌশিক ধনপালকে দেখিতে পাইল ।

বীরক হৃঃষিতং নরা রাজ্যৌ মুক্তা যথাসুখম্ ।
 কস্তাক যুবতীং দৃষ্টা কশৈ দেবী সূতা মরা ॥ ১৬
 সমায়েতাত্রবীন্দ্রঃখাং সাচারাদ্ ত্রতসংকলাং ।
 স্বর্গং গতো চ পিতরৌ ত্রতং রাজ্যায় কৌশিকঃ ॥ ১৭
 চক্রেহযোধ্যামহারাজ্যং যদ্বা চ ভগিনীং যমে ।
 যমোহপি বিজয়ামাহ গৃহস্থা ভব মে পুরে ॥ ১৮
 অপস্তম্যাতরং স্বাং সা পাশযাতনরা স্থিতাম্ ।
 অখোষিগা চ বিজয়া জাত্বা বিমুক্তিদং ত্রতম্ ॥ ১৯
 চক্রে চ সা ততো মুক্তা মাতা তস্তান্ধরদ্রতম্ ।
 ত্রতপুণ্যপ্রভাবেণ স্বর্গং গত্বাবসং সুখম্ ॥ ২০

ইতি শ্রীগরুড়ো মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে বুধাষ্টমীত্রতং নাম
 ষাট্ৰিংশদধিক-শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০২ ॥

তখন চৌরগণ প্রাণিপাতসহকারে কৌশিকের নিকট ধনপালকে প্রদান করিল। কৌশিক ও বিজয়া উভয়ে ধনপালকে লইয়া সায়ংসময়ে আপন ভবনে উপস্থিত হইল। যিহোত্তম বীর পুত্র-কস্তার অবদর্শনে হৃঃষিত হইরাছিলেন; কৌশিক তাঁহাকে নমস্কার করিয়া সুখভোগে রাজ্যস্থাপন করিলেন। বীর জনরাকে যুবতী দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—আমার এই কস্তার বিবাহকাল উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে ইহাকে কাতার হস্তে সমর্পণ করি? বিজয়া তখন হৃঃষিত হইরা বলিল, আমাকে যমের হস্তে সমর্পণ করুন। কিছুদিন পরে কৌশিকের পিতা মাতা স্বর্গে গমন করিলে কৌশিক রাজ্যের অধিপতি হইলেন। তিনি অযোধ্যায় রাজ্যস্থাপন করেন। বিজয়ার ত্রতফলে যম আগমন করিলেন। কৌশিকও বিজয়াকে যমের হস্তে প্রদান করিলেন। যমরাজ বিজয়াকে বলিলেন, তুমি আমার পুরে গৃহস্থামিনী হইরা থাকিবে চল। বিজয়া তাহাতে সন্মত হইলেন। তারপর বিজয়া যমপুরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি মাতাকে পাশযাতনার পরিক্রিষ্ট দেখিয়া মাতার মুক্তির নিমিত্ত বুধাষ্টমীত্রত করিয়াছিলেন। সেই ত্রতের ফলে বিজয়ার মাতা মুক্তি পাইয়া পুনরায় ত্রতাচরণ করিলেন এবং তাহার প্রভাবে স্বর্গে গমন করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন। ১৫-২০

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে বুধাষ্টমীত্রত নামক ষাট্ৰিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশদাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

অশোককলিকা ছ্যেষ্ঠা যে পিবন্তি পুনর্ব্বসো ।

চৈত্রে মাসি সিংহাষ্টম্যাং ন তে শোকমবাশ্রয়ুঃ । ১

মামশোক হরাভীষ্ট মধুমােসমযুক্তব ।

পিবামি শোকসমুত্তো মামশোকং সদা কুরু । ২

ইতি ঐশ্বর্যকৃৎ মহাপুরাণে পূর্ব্বথগে অশোকাষ্টমীততকথনং নাম

ত্রয়স্ত্রিংশদাধিক-শততমোহধ্যায়ঃ । ১০০ ।

চতুস্ত্রিংশদাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

তুলাষ্টমায়াশ্রয়ুজে উত্তরাষাঢ়য়া যুতা । সা মহানবমীতু্যজ্ঞা স্নানদানাদি চাক্ষরম্ । ১

নবমী কেবলা চাপি দুর্গাকৈব তু পূজয়েৎ । মহাত্তমং মহাপুণ্যং শঙ্করাদৈবনুষ্ঠিতম্ । ২

অবাচিতাদি বচনাদৌ রাজশক্রজয়ার চ । জপ-হোমসমা যুক্তঃ কন্থাং বা ভোজয়েৎ সদা । ৩

ব্রহ্মা কহিলেন,—যাহারা চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষীর পুনর্ব্বসু নক্ষত্রযুক্ত অষ্টমী তিথিতে আটটি অশোককলিকা ভক্ষণ করে, তাহারা কদাচ শোকভাগী হয় না । হে অশোক ! তুমি হরের প্রিয়, চৈত্র মাসে তোমার উদ্ভব হয়, শোকসমুত্ত আমি তোমাকে পান করিতেছি, তুমি আমাকে শোকহীন কর । এই মন্ত্রে অশোককলিকা ভক্ষণ করিবে । ১-২

ঐশ্বর্যকৃৎপুরাণে পূর্ব্বথগে অশোকাষ্টমীতত কথনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশদাধিক শততম

অধ্যায় সমাপ্ত । ১০০ ।

চতুস্ত্রিংশদাধিক শততম অধ্যায়

ব্রহ্মা কহিলেন,—আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রযুক্ত নবমীকে মহানবমী বলে । উক্ত মহানবমীতে স্নানদানাদি কার্য্য করিলে অক্ষয়পুণ্য লাভ হইয়া থাকে । এই নবমীতে দুর্গার পূজা করিলে অতি পুণ্যপ্রদ মহাত্তম অনুষ্ঠিত হয় । হরাদি দেবগণ এই তত্ত্বের অনুষ্ঠান করিয়াছেন । রাজা শক্রনাশনার্থ বচনাদিতে অবাচিত ব্রত করিয়া নবমীতে জপ-

১ । রাজা শক্রজয়ার চ ।

দুর্গে দুর্গে রক্ষিণি বাহা মন্ত্রোহরং পূজনাধিব্ ।
 দীর্ঘাকার্যভির্মাজাভির্নব দেব্যো নমোহস্তিকাঃ ॥ ৪
 ষড়্ভিঃ পদৈর্নমঃ বাহা বম্বাদি ছন্দাদিকম্ ।
 অঙ্কুঠাদি-কনিষ্ঠান্তং বিস্তৃত পূজয়েচ্ছিবাম্ ॥ ৫
 অষ্টম্যাং নবগেহানি দারুজান্তেকমেব বা ।
 ভগ্নিন্ দেবী প্রকর্তব্য্য হৈমা বা রাজভাগি বা ॥ ৬
 শূলে খড়্গে পুস্তকে বা পটে বা মণ্ডলে যজ্ঞে ।
 কপালং খেটকং ঘণ্টাং দর্পণং তর্জনীং বনুঃ ॥ ৭

ধ্বজং ডমরুকং পালং বামহস্তেযু বিজ্ঞতী । শক্তিঞ্চ যুগলং শূলং বজ্রং শঙ্খং তথাহুণম্ ॥ ৮
 শবং চক্রং শলাকাঞ্চ তুর্গামাহুংসংযুতাম্ । শেখাঃ বোড়শহস্তাঃ সূর্যজনং ডমরুং বিনা ॥ ৯
 উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনারিকা । চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা ॥ ১০
 মবদী চোগ্রচণ্ডা চ মধ্যহারিপ্রভাকৃতিঃ । রোচনা অরুণা কৃষ্ণা নীলা বৃদ্ধা চ তরুকা ॥ ১১
 পীতা চ পাণ্ডরা প্রোক্তা আলীচেন হরিহিতাঃ । মহিবোধসখঙ্খাণ্ড-প্রকচগ্রহবৃত্তিকা ॥ ১২

হোম সমাপনপূর্বক কুমারীদিগকে ভোজন করাইবেন । দুর্গে দুর্গে রক্ষিণি বাহা, এই মন্ত্রে পূজাদি করিবে । দীর্ঘরম্বুজ মন্ত্রে শ্রাস করিতে হয় । নমঃ, বাহা, বম্বট্টে, হুঁ, বৌবট্টে ও কট্টে, এই ষট্‌পদদ্বারা হৃদয়াদিতে শ্রাস করিবে । তারপর অঙ্কুঠাদি কনিষ্ঠান্ত শ্রাস করিয়া তুর্গার পূজা করিবে । ১-৫

অষ্টমীতে দারুনির্মিত মূর্তন গৃহ প্রদত্ত করিয়া ভঙ্গধো মূৰ্ধ বা রজতনির্মিত দেবীর প্রতিমা স্থাপন করিবে । শূলে, খড়্গে, পুস্তকে, পটে বা মণ্ডলেতে দেবীর স্থান করিয়া পূজা করিবে । দেবীর বামহস্তে কপাল, খেটক, ঘণ্টা, দর্পণ, তর্জনী, বনুঃ, ধ্বজ, ডমরু ও পাল এই সকল অস্ত্র আছে । দেবীর দক্ষিণহস্তে শক্তি, যুগল, শূল, বজ্র, খড়্গ, অঙ্কুশ, শব, চক্র, শলাকা এই সমুদায় অস্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে ।— এই সমস্ত অস্ত্রধারিণী তুর্গাদেবীর পূজা করিতে হইবে । অবশিষ্ট দেবীগণ শলাকা ও ডমরু ভিন্ন বোড়শহস্ত বিশিষ্টা । উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনারিকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা ও অতিচণ্ডিকা এই সমস্ত দেবীগণের পূজা করিবে । উক্ত অষ্টদেবীর পূজা করিয়া মধ্যাহ্ন অগ্নিপ্রভাকৃতি উগ্রচণ্ডার পূজা করিবে । উগ্রচণ্ডা রোচনাবর্ণা, প্রচণ্ডা অরুণবর্ণা, চণ্ডোগ্রা কৃষ্ণবর্ণা, চণ্ডনারিকা নীলবর্ণা, চণ্ডা বৃদ্ধবর্ণা, চণ্ডবতী তরুবর্ণা, চণ্ডরূপা পীতবর্ণা, অতিচণ্ডিকা পাণ্ডুবর্ণা । ইহারা সকলেই সিংহাকৃতা, আলীচনদে (বামপদ অগ্রে রাখিয়া) অবস্থিত আছেন । এই সমস্ত দেবীর অগ্রে সখঙ্গ মহিষ বিদ্যমান রহিয়াছে । দেবীরা সকলেই মূর্তিগ্রহণ করিয়াছেন । ৬-১২

১। মহিবোধসখঙ্গাণ্ডে ।

অথ, দশাকরীং বিদ্যাং ত্রিশূলক ভক্তো যজ্ঞে ।
 লিঙ্গহাং পূজয়েছাপি পাত্ৰকেহথ জলেহপি বা ।
 বিচিত্রাং রচয়েৎ পূজামষ্টম্যাং উপবাসয়েৎ ॥ ১৩
 পঞ্চাকং মহিবং শতং ত্রাজিংশেকং ঘাতয়েৎ ।
 বিধিবৎ কালি কালীতি^১ তদ্বৎকুরিরাণিকম্ ॥ ১৪
 নৈৰ্জাত্যং পুতনাতৈব^২ বারব্যাং গাপরাকসীম্ ।
 চত্বিকাতৈ^৩ তদৈবনাশ্যামায়েছ্যাক বিদারিকাম্ ॥ ১৫

ইতি ঐগরুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে মহানবমীঅতঃ নাম
 চতুত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

মহাকৌশিকমব্রুত কথ্যন্তেহত্র মহাকলঃ ॥ ১

মহাকৌশিকমব্রুতঃ—ওঁ মহাকৌশিকায় নমঃ । ওঁ হুং হুং প্রক্ষুর লল লল কুশ কুশ চুশ
 চুশ খল খল মুশ মুশ ওশ ওশ তুশ তুশ পূজ পূজ ধূশ ধূশ ধুম ধুম ধম ধম মারয় মারয় ধক ধক
 বজাপর বজাপর বিদারয় বিদারয় কম্প কম্প কম্পর কম্পর পুরয় পুরয় আবেশয় আবেশয়
 ও হ্রৌং ওঁ হ্রৌং হং বং বং হুং তট তট মদ মদ হ্রৌং ওঁ হুং নৈৰ্জাতায় নমঃ । নিৰ্জাতয়ে দ্যাক্তবাম্ ।
 মহাকৌশিকমব্রুতেন মন্ত্রিতং বলিমৰ্পয়েৎ ॥ ২

এই সমস্ত দেবতার পূজা করিয়া দশাকর মন্ত্র জপ করিবে । তৎপরে ত্রিশূলের
 পূজা করিবে । লিঙ্গে, পাত্ৰকাতে অথবা জলে দেবীর পূজা করিয়া অষ্টমীতে
 উপবাস করিয়া থাকিবে । নিজ বিত্তবানুসারে পূজা করিতে হইবে । এই পূজাতে
 পঞ্চবর্ষীয় মহিব ও ছাগ ত্রাজিতে বলিপ্রদান করিবে । তারপর কালি কালি ইত্যাদি মন্ত্রে
 বিধিপূর্বক সেই রুধির নিবেদন করিবে । নৈৰ্জাতভাগে পুতনা, বারুকোণে গাপরাকসী,
 ইশানকোণে চত্বিকা ও অগ্নিকোণে বিদারিকাকে সেই রুধির নিবেদন করিবে । ১৩-১৫

ঐগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে মহানবমী অতঃ নামক চতুত্রিংশদধিক শততম

অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩৪ ।

পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়

ব্রহ্মা কহিলেন,—অনন্তর মহাকলপ্রদ কৌশিকমব্রুত বলিতেছি । “ওঁ মহাকৌশিকায়

১। কালিকী নীতিঃ । ২। পুতনাতৈব । ৩। চত্বিকাক ।

ততঃশতং নৃপঃ সাত্বাৎ শত্ৰুং কৃত্বা চ পৈঠকম্ ।
 খড়্গেন বাতসিদ্ধা তু দম্যাৎ হৃদ-বিশাখরোঃ ॥ ৩
 মাতৃশাকৈব দেবীনাং পূজা কার্য্যা তথা নিশি ।
 ব্রহ্মাণী চৈব মাহেশী কোমারী বৈষ্ণবী তথা ।
 বারাহী চৈব মাহেশী চাম্বুতা চতিকা তথা ॥ ৪
 জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী ।
 হুর্গা শিবা কমা ধাত্রী রাহা যথা নমোহস্ত তে ॥ ৫
 কীরাদৈঃ সপেয়েন্দ্রবীঃ কন্তকাঃ প্রমদান্তথা ।
 ত্রিজাদীনথ পাবণানন্দদানেন^১ পূজয়েৎ ॥ ৬
 ধ্বজ-চ্ছত্র-পতাকাটৈদাথযাজ্ঞানুব্রতকৈঃ^২ ।
 মহানবম্যাং পূজয়েৎ জয়রাজ্যাদিদানিক ॥ ৭

ইতি শ্রীগরুড় মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে মহানবমীব্রতং নাম
 পঞ্চত্রিংশদধিক-শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৫ ॥

নমঃ" ইত্যাদি মহাকৌলিক মন্ত্রে বালি নিবেদন করিবে । তারপর রাজা স্নান করিবে এবং
 পিঠকম্বর শত্রু-প্রতিকৃতি করিয়া তাহাকে খড়্গদ্বারা ছেদন করিয়া হৃদ ও বিশাখদেবকে
 প্রদান করিবে । তারপর নিশাভাগে মাতৃকাগণের পূজা করিবে । ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী,
 কোমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, মাহেশী, চাম্বুতা, চতিকা, জয়ন্তী, মঙ্গলা, কালী, ভদ্রকালী,
 কপালিনী, হুর্গা, শিবা, কমা, ধাত্রী, রাহা ও যথা, এই সমস্ত দেবতার পূজা করিবে ।
 দেবীকে দুগ্ধাদি দ্বারা স্নান করাইয়া কুমারী ও নারী সকলের অর্চনা করিবে ; আর ব্রাহ্মণাদি
 ও পাবণদিগকে অন্নদানাদি দ্বারা পূজা করিবে । ধ্বজ, পতাকা, রথ, বস্ত্রাদি দ্বারা
 মহানবমীতে দেবীর অর্চনা করিবে । এই পূজা করিলে তাহার ফলে সাধক সর্বত্র জয়ী
 হইয়া রাজ্যাদি লাভ করিতে পারে । ১-৭

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে মহানবমী ব্রত নামক পঞ্চত্রিংশদধিক শততম
 অধ্যায় সমাপ্ত । ১০৫ ।

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততমোঃধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

নবম্যামাশ্বিনে তুহ্নে একভক্তেন পূজয়েৎ ।

দেবীং বিপ্রান্ লক্ষ্মেকং অপৌজ্য ব্রতী' নরঃ । ১

ইতি শ্রীগুরুভ্যে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে বীরনবমী-ব্রতং নাম

ষট্‌ত্রিংশদধিক-শততমোঃধ্যায়ঃ । ১০৬ ।

সপ্তত্রিংশদধিকশততমোঃধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

চৈত্রে তুহ্ননবম্যাং দেবীং দমনকৈর্যজ়েৎ ।

আয়ুরারোগ্যসৌভাগ্যং শত্রুভিষ্ঠাপরাধিতঃ । ১

ইতি শ্রীগুরুভ্যে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে দমনাখ্যনবমীব্রতকথনং নাম

সপ্তত্রিংশদধিক-শততমোঃধ্যায়ঃ । ১০৭ ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—আশ্বিন মাসের তুহ্নপক্ষের নবমীতে একাহারী হইয়া দেবীর ও ব্রাহ্মণের
অর্চনা করিরা ব্রতী মানব মূলমন্ত্র একলক্ষ জপ করিবে । এই ব্রতের নাম বীরনবমীব্রত । ১

শ্রীগুরুপুত্রাণে পূর্বখণ্ডে বীরনবমী ব্রত নামক ষট্‌ত্রিংশদধিক শততম

অধ্যায় সমাপ্ত । ১০৬ ।

সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়

ব্রহ্মা কহিলেন,—চৈত্র মাসের তুহ্নপক্ষের নবমী তিথিতে দেবীকে দমনকপুষ্প দ্বারা
অর্চনা করিবে । এই ব্রত করিলে আয়ুঃ আরোগ্য ও সৌভাগ্য লাভ হয় আর সেই ব্যক্তিকে
লক্ষগণ পরাজয় করিতে পারে না । ইহার নাম দমনাখ্য নবমী । ১

শ্রীগুরুপুত্রাণে পূর্বখণ্ডে দমনাখ্য নবমী ব্রত কথন নামক সপ্তত্রিংশদধিক

শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০৭ ।

অষ্টাত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

অন্যোবাচ

দশম্যামেকতস্তানী সমান্তে দশধেনুসঃ ।

দিশন্ত্যাকাশনীৰ্জতা অশ্বাত্তাধিপতিৰ্ভবেৎ । ১

ইতিঐগরুড়পুরাণে পূৰ্ব্বখণ্ডে দিগ্‌দশমীব্রতকথনং

নামাষ্ট্রিংশদধিক-শততমোহধ্যায়ঃ । ১৩৮ ।

একোদশত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

অন্যোবাচ

একাদশ্যাবিপূজা কার্য্য। সৰ্ব্বোপকারিকা ।

ধনবান্ পুত্রবান্ দাত্ত^১ কবিলোকে মহীষতে । ১

মরীচিৰজ্যজিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ । প্রচেতাস্ত বসিষ্ঠস্ত ভৃগুনীরদ এব চ । ২

অশ্বা কহিলেন,—দশমীতে একাহারী হইয়া চুর্ণাদেবীর অর্চনা করিবে । এইরূপ এক বৎসরকাল যাবৎ প্রতিমাসের দশমীতে ব্রত করিয়া বৎসরান্তে দশ ধেনু এবং কাশ্মির দিকপতিগণের মূর্তি প্রদান করিবে । এই ব্রত করিলে, অশ্বাত্তের অধিপতি হইতে পারা যায় । ইহার নাম দিগ্‌দশমী ব্রত । ১

ঐগরুড়পুরাণে পূৰ্ব্বখণ্ডে দিগ্‌দশমী ব্রত নামক অষ্টত্রিংশদধিক

শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩৮ ।

উনচত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়

অশ্বা কহিলেন,—একাদশীতে সৰ্ব্ববিধ উপচার দ্বারা কবিগণের পূজা করিবে । এই ব্রত করিলে ইহকালে ধনবান্ ও পুত্রবান্ হইয়া মরণান্তে কবিলোকে বাস করে । মরীচি, অত্রি, অজিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতাঃ, বসিষ্ঠ, ভৃগু ও নীরদ,

১। পুত্রবাংলাতে ।

চৈত্রাদৌ কারয়েৎ পূজাং মাতৈল্যন্ত দমনোক্তবৈঃ
অশোকাখ্যাক্টমী প্রোক্তা বীরখ্যা নবমী তথা ।
দমনাখ্যা দিগ্দ্দশমী নবম্যোকাশমী তথা । ৩

ইতি শ্রীগুরুভ্যে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে অষ্টমাদিব্রতকথনং
নামৈকোদশচত্বারিংশদধিক-শততমোহধ্যায়ঃ । ১৩৯ ।

চত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

অবগমাদশীং বক্ষ্যে ভুক্তি-মুক্তিপ্রদারিনীম্ । একাদশী ষাদশী চ শ্রবণেন চ সংবৃত্তা ।
বিজয়া সা তিথিঃ প্রোক্তা হরিপূজাদি চাকরম্ । ১
একভক্তেন নক্তেন তথৈবাহাচিভ্তেন চ । উপবাসেন দানেন নৈবাত্মাদশিকো ভবেৎ । ২
কাংস্যং মাংসং তথা ক্ষৌদ্রং লোভং বিতথভাষণম্ ।
ব্যারামঞ্চ ব্যারামঞ্চ দিব্যপ্রমথাজনম্ ।
শিলাপিষ্টং মসুরঞ্চ ষাদস্তাং বর্জয়েন্নরঃ । ৩

চৈত্র মাস হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিমাসে দমনক পুষ্পমালাদি দ্বারা এই সকল ঋষির পূজা
করিবে । এইরূপে অশোকাষ্টমী, বীরনবমী, দমনাখ্যানবমী ও দিগ্দ্দশমী ব্রত করিবে ।
অত্যন্ত নবমী দশমীব্রতও কথিত হইয়াছে । ১-৩

শ্রীগুরুভ্যো মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে অষ্টমী প্রভৃতি ব্রতকথা নামক ঊনচত্বারিংশদধিক
শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩৯ ।

চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়

ব্রহ্মা কহিলেন,—অনন্তর অবগমাদশী বলিব । এই অবগমাদশী ব্রত করিলে ভুক্তি মুক্তি
লাভ হয় । একাদশী ও ষাদশী উভয়ই যদি শ্রবণানকত্রবৃত্ত হয়, তবে তাহাকে বিজয়া
বলে । এই তিথিতে হরির পূজাদি করিলে অকরপুণ্য হইয়া থাকে । একাহার, নক্তভোজন,
অহাচিভাশন ও উপবাস ইহার কোন একপ্রকার আচরণ করিলেই ব্রত রক্ষা হয় ।
একাহারাদি দ্বারা ব্রত ভঙ্গ হয় না । ব্রতদিনে কিঞ্চিৎ দান করা কর্তব্য । কংসপাত্র, মাংস,
মধু, লোভ, অসত্যভাষণ, ব্যারাম, ক্রীসভোগ, দিব্যানিদ্ৰা, অজ্ঞান, শিলাপিষ্টদ্রব্য ও মসুর,

১। তৈক্যেণেতি বা পাঠঃ ।

মাসি ভাস্কপদে শুক্লবাদনী জবন্যবিভা । মহতী বাদনী জেয়া উপবাসে মহাকলা ।

সময়ে সহিতাং স্নানে বৃষযুক্তা মহাকলা ॥ ৪

কুন্তে সরস্তুে সজলে বক্ষেঃ স্বর্ণে তু বামনম্ । সিতবস্ত্রমুগলম্ হ্রয়োপনিদ্রুগাদিতম্ ॥ ৫

ওঁ নমো বাসুদেব্যায় পিরঃ সম্পূজয়েৎ ভুতঃ । শ্রীধরায় মুখং ভবং কণ্ঠং কৃষ্ণায় বৈ নমঃ ॥ ৬

নমঃ শ্রীপতয়ে বক্ষেঃ তুঙ্কৌ সর্বাঙ্গধারিণে ।

ব্যাপকায় নমঃ কুঙ্কৌ কেশবাস্তোপহরং বৃধঃ ॥ ৭

ত্রৈলোক্যপতয়ে মেটুং জজ্ঞে সর্বপতে নমঃ ।

সর্বাঙ্গে নমঃ পাদৌ নৈবেদ্যং দ্বুতপায়সম্ ॥ ৮

কুন্তান্তে মোদকান্ দন্তাঙ্গ্যাপরং কারয়েন্নিসি ।

স্নাত্বা প্রীতোহর্চয়িত্বা তু কৃতপুষ্পাঞ্জলির্বদেৎ ॥ ৯

নমো নমন্তে গোবিন্দ বৃষ জবনসংজক । অযৌষসজ্ঞকং কৃৎস্না সর্বসৌখ্যপ্রদো ভব ॥ ১০

প্রীরতাং দেবদেবেশো বিপ্রেশ্যঃ কলসান্ দদেৎ ।

নদ্যন্তীরেহথবা কূর্ষাং সর্বান্ কামানবাগ্নুয়াৎ ॥ ১১

ইতি শ্রীমারুতে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে জবনবাদনীভূতং নাম

চত্বারিংশদধিক-শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪০ ॥

জবনবাদনী ভূতে এই সমস্ত পরিভ্যাগ করিবে । ভাস্কমাসের শুক্লপক্ষে জবনানকত্রযুক্তা বে বাদনী ভাস্কাকে মহাবাদনী বলা যায় । এই বাদনীতে উপবাস করিলে মহাপুণ্য হইয়া থাকে । শুভ বস্ত্রমুগলদ্বারা সমাধার ও পাঙ্ক-মুগল-সমবৃত্ত জলপূর্ণ স্বর্ণকুন্তে রত্ননিকৈপ পূর্বক ভাস্কাতে বামনদেবের পূজা করিবে । ১-৫

“ওঁ নমো বাসুদেব্যায়” এই মন্ত্রে মন্তকে পূজা করিবে, এইরূপ শ্রীধরায় নমঃ এই মন্ত্রে মুখ, কৃষ্ণায় নমঃ এই মন্ত্রে কণ্ঠ, শ্রীপতয়ে নমঃ এই মন্ত্রে বক্ষেঃ, সর্বাঙ্গধারিণে নমঃ এই মন্ত্রে ভূজয়, ব্যাপকায় নমঃ এই মন্ত্রে কক্ষ, কেশবায় নমঃ এই মন্ত্রে উদর, ত্রৈলোক্যপতয়ে নমঃ এই মন্ত্রে মেটু, সর্বপতয়ে নমঃ এই মন্ত্রে জজ্ঞে, সর্বাঙ্গে নমঃ এই মন্ত্রে পাদদ্বয়, পূজা করিয়া দ্বুত-পায়স দ্বারা নৈবেদ্য প্রদান করিবে । অস্তঃপর কুন্ত ও মোদক প্রদান করিয়া রাজিতে জাগরণ করিবে এবং স্নান ও পীতবস্ত্রাদি পরিধান করত পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া বলিবে,—হে গোবিন্দ । তোমাকে বারংবার নমস্কার করি । তুমি আমার পাপরাশি সংকল্প করিয়া সর্বমুখ প্রদান কর । আমার প্রতি দেবদেবেশ্বর প্রসন্ন হউন, এই কামনার জ্ঞানদিগকে কলসপ্রদান করিবে । এইরূপে নদীর তীরে অথবা অন্য কোন পবিত্র স্থানে ভূত করিলে সর্বকামনা পূর্ণ হয় । ৫-১১

শ্রীমারুতপুরাণে পূর্বখণ্ডে জবনবাদনীভূত নামক চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪০ ।

একচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ত্রয়োবাচ

কামদেবস্ত্রয়োদশাং পূজ্যো দমনকাপিডিঃ ।

রতিপ্রীতিসমাবৃক্তো হৃদ্যো কো মানভূষিতঃ । ১

ইতি দমনত্রয়োদশীব্রতম্ ।

চতুর্দশাং তথাষ্টম্যাং পক্ষরোঃ শুক্ল-কৃষ্ণরোঃ ।

মোহনমেকং ন কুর্ভীত ভুক্তিতাক্ শিবপূজনাং ।

ইতি চতুর্দশষ্টমীব্রতম্ ।

ত্রিরাত্রোপোষিতো দশাং কাৰ্ত্তিক্যাং ভবনং শুভ ।

সূর্যালোকমবাগ্নোতি ধামব্রতমিদং শুভম্ । ৩

অমাবস্তাং পিতৃণাম্ দত্তং জলাদি চাক্ষরম্ ।

নভাভাশী বারনায়া যজন্ বারিণি সৰ্বভ্যাক্ । ৪

ইতি বারব্রতানি ।

বাদশকাপি বিপ্রার্শে প্রতিমাসস্ত যানি বৈ ।

ভদ্রায় চাহুতং তেবু সম্যক্ সম্পূজয়েন্নরঃ । ৫

ব্রহ্মা কহিলেন,—ত্রয়োদশীতে দমনকপুষ্পাদিদ্বারা কামদেবের পূজা করিবে। ইহাতে সাধক, রতিপ্রীতিযুক্ত হইয়া সৰ্ব্বপ্রকার সম্মান লাভ করে। ইহার নাম দমনত্রয়োদশী ব্রত । ১

শুক্ল কৃষ্ণ উভয় পক্ষের চতুর্দশী ও অষ্টমীতে উপবাসী থাকিয়া শিবের পূজা করিবে। এইরূপে এক বৎসর ব্রত করিলে সাধক সৰ্ব্বপ্রকার ভোগ লাভ করিতে পারে; ইহার নাম চতুর্দশষ্টমী ব্রত । ২

সাধক ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া কাৰ্ত্তিক মাসের পূর্ণিমাতে শোভনগৃহ প্রদান করিবে। এই ব্রতের ফলে সাধকের সূর্যালোক প্রাপ্তি হয়। ইহার নাম ধামব্রত । ৩

অমাবস্তাতে পিতৃলোকের উদ্দেশে জল প্রদান করিলে অক্ষয়কল হইয়া থাকে। এই ব্রতে দিবাভোজন পরিহার করিয়া রাত্ৰিতে ভোজন করিবে। এইরূপ বার-নাম উল্লেখ করিয়া জলে পিতৃব্জন করিলে, সেই মানব সৰ্ব্বসম্পদাশী হইতে পারে। ইহার নাম বারব্রত । ৪

বাদশ মাসে যে যে নক্ষত্র উত্তম আছে, সেই সমস্ত নক্ষত্রের নাম উল্লেখপূর্বক সন্মান করিয়া প্রতিমাসে সেই সেই নক্ষত্রযুক্ত দিনে বিষ্ণুর পূজা করিবে যথা—অগ্রহায়ণ মাসে

কেশবং মার্গশীর্ষে তু ইত্যাদৌ কৃত্তিকানিকে । দ্বতহোমং চতুর্দশং কৃৎসনক নিবেদয়েৎ । ৬

আষাঢ়াধৌ পারসস্তু বিশ্রাংস্তেনৈব ভোজয়েৎ ।

পঞ্চগব্যজলে স্নানং নৈবেদ্যৈর্নস্তমাচরেৎ । ৭

অর্ক্যাদিসর্জনাঙ্কু ব্যং নৈবেদ্যং সর্বমুচ্যতে ।

বিসর্জিতে জগন্নাথে নির্মাল্যং ভবতি কণাৎ । ৮

পঞ্চরাত্রবিদো যুখ্যা নৈবদ্যং ভুক্ততে বরম্ ।

এবং সংবৎসরস্তান্তে বিশেষেণ প্রপূজয়েৎ । ৯

নমো নমস্তেহ্যুত সজ্জয়োহস্ত, পাপস্ত বৃদ্ধিং সমুৎপত্তি পুণ্যম্ ।

ঐশ্বর্য্যবিভাদিসদাক্ষরং মে, তথাস্ত মে সন্ততিরক্ষকৈব । ১০

যথাচ্যুতঃ সঃ পরতঃ পরশ্রাৎ, স ত্রক্ষভূতঃ পরতঃ পরশ্রাৎ ।

তথাচ্যুতং মে কুরু বাহিতং ত-ন্যয়া কৃতং পাপহতাশ্রমেহ । ১১

অচ্যুতানন্দ গোবিন্দ প্রসাদ যদভীপ্সিতম্ । তদক্ষরমমেয়াখন্ কুরুষ পুরুষোত্তম । ১২

যুগলিগানকত্রযুক্ত দিনে কেশবের পূজা করিতে হইবে । পৌষমাসে পুস্তানকত্রযুক্ত দিনে নারায়ণের, মাঘমাসে মদানকত্রে মাঘবের, ফাল্গুনমাসে পূর্বফল্গুনীনকত্রে গোবিন্দের, চৈত্রমাসে চিত্রানকত্রে বিষ্ণুর, বৈশাখমাসে বিশাখানকত্রে মধুসূদনের, জ্যৈষ্ঠমাসে জ্যোষ্ঠা-নকত্রে ত্রিবিক্রমের, আষাঢ়মাসে পূর্বাষাঢ়ানকত্রে বামনের, জ্যৈষ্ঠমাসে শ্রবণানকত্রে শ্রীধরের, ভাদ্রমাসে পূর্বভাদ্রপদ নকত্রে কৃষীকেশের, আশ্বিন মাসে অশ্বিনীনকত্রে দিনে পদ্মনাভের এবং কার্ত্তিকমাসে কৃত্তিকানকত্রযুক্ত দিনে দামোদরের পূজা করিবে । চারি মাস পর্যন্ত দ্বতহোম করিয়া কৃৎসন নিবেদন করিবে । ৫-৬

আষাঢ়াদি মাসে পারস নিবেদন করিয়া সেই পারসদ্বারা জাগ্রপভোজন করাইতে হয় ; আর পঞ্চগব্য জলদ্বারা দেবতাকে স্নান করাইয়া রাজিতে নৈবেদ্য দ্বারা পূজা করিবে । দেবতার বিসর্জনের পূর্বে সর্বদ্রবাই নৈবেদ্য থাকে, পরন্তু দেবতার বিসর্জন করিলে তৎকণাৎ সমস্ত দ্রবাই নির্মাল্য হইয়া যায় । যাহারা পঞ্চরাত্রবিধানজ্ঞ, তাঁহাদিগকে উক্ত নৈবেদ্য ভক্ষণ করিতে দিবে । এইরূপে একবৎসর ত্রুত করিয়া বৎসরান্তে সবিশেষ পূজা করিবে । ত্রুত সম্পূর্ণ হইলে ত্রুতা মানব বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করিবে, যথা—হে অচ্যুত ! আমি তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি । আমার পাপক্ষর হইয়া গুণের বৃদ্ধি হউক, সর্বদা ঐশ্বর্য্যবিভাদি ও সন্ততি অক্ষর হইয়া থাকুক । হে অচ্যুত ! তুমি পরাংপর পরব্রহ্ম, আমার বাহিত ফল অক্ষর কর । হে অপ্রমের ! আমি যে সকল পাপ করিয়াছি, তুমি সেই সকল পাপের নাপ কর । ৭-১১

হে অচ্যুত ! হে অনন্ত ! হে গোবিন্দ ! হে অমেয়াখন্ ! হে পুরুষোত্তম ! তুমি

১। বাহিতং সদা যয়া কৃতং পাপহতাশ্রমেহ ।

কুর্যাদৈঃ সপ্ত বর্ষানি আয়ুঃশ্রীমুক্তিং^১ নরঃ ।

উপোষ্টৈকাদশীমকমষ্টমীক চতুর্দশীম্ । ১৩

সপ্তমীং পূজয়েদ্বিষ্ণুং দুর্গাং শঙ্করং রবিং ক্রমাৎ ।

ভেবাং লোকং সমাপ্রোতি সর্বকামাংস্ত নিশ্চলঃ । ১৪

একভক্তেন নক্তেন তথৈবাবাচিতেন চ ।

উপবাসেন শাকাদৈঃ পূজয়ন্ সর্বদেবতাঃ । ১৫

সর্বঃ সর্বাসু তিথিষু ভুক্তিমুক্তিমবাধুরাৎ । ১৬

ধনদোহগ্নিঃ প্রতিপদি নাসত্যো দশ অজিতঃ ।

শ্রীর্যমশ্চ দ্বিতীয়ায়াং পঞ্চম্যাং পার্বতী শ্রিয়া । ১৭

নাগাঃ বর্জ্যাং কান্তিকেরঃ সপ্তম্যাং ভাস্করোহর্ষদঃ ।

দুর্গাষ্টম্যাং মাতরশ্চ^২ নবম্যামথ ভক্তকঃ । ১৮

দশম্যামিল্লো ধনদ একাদশ্যাং মুনীশ্বরঃ । দ্বাদশ্যাং হরিঃ কামদ্রয়োদশ্যাং মহেশ্বরঃ ।

চতুর্দশ্যাং পঞ্চদশ্যাং অশ্বা চ পিতরোহপরে । ১৯

ইতি শ্রীগুরুভে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে সর্বতিথিব্রতানি নামৈকচত্বারিংশদধিক-

শততমোহ্যায়ঃ । ১৪১ ।

আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার অভিলষিত বিষয় অঙ্কর কর । আয়ুঃ, শ্রী ও সঙ্গতিকার্য্য মানব সপ্তবর্ষ উত্তরূপে ব্রতচরণ করিবে । উপবাসী থাকিয়া একাদশীতে বিষ্ণুর, অষ্টমীতে দুর্গার, চতুর্দশীতে শঙ্কর ও সপ্তমীতে সূর্য্যের পূজা করিবে । এইরূপ একবৎসর ব্রত করিবে । এই ব্রতের পূণ্যফলে দেবলোকে ধনন, সর্বপাপ মোচন ও সর্বকাম সম্পূর্ণ হইয়া থাকে । একাদশী, নক্তভোজী, অবাচিতাশী বা উপবাসী হইয়া শাকাদি যথাসম্ভব উপচারে দেবতা-দিগের পূজা করিবে, এইরূপে সকল তিথিতে সকল দেবতার পূজা করিলে ভুক্তিমুক্তি লাভ করিতে পারে । প্রতিপৎ তিথিতে কুবের, অগ্নি, অশ্বিনীকুমার এই সমস্ত দেবতার পূজা করিবে । এইরূপ দ্বিতীয়াতে শ্রী ও বম, পঞ্চমীতে পার্বতী, বর্জীতে নাগগণ, সপ্তমীতে ভাস্কর ও দুর্গা, অষ্টমীতে মাতৃগণ, নবমীতে ভক্তক, দশমীতে ইন্দ্র ও কুবের, একাদশীতে মুনীগণ, দ্বাদশীতে হরি, ত্রয়োদশীতে কামদেব, চতুর্দশীতে মহেশ্বর, পূর্ণিমাতে অশ্বা ও অমাবস্যাতে পিতৃগণের অর্চনা করিবে । ১২-১৯

শ্রীগুরুপুুরাণে পূর্বখণ্ডে সর্বতিথির ব্রতবিধান নামক একচত্বারিংশদধিক

শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪১ ।

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

৪৩৪

রাজ্ঞাং বংশান্ প্রবক্ষ্যামি বংশানুচরিতানি চ
 বিষ্ণুনাভাজ্ঞেতা ব্রহ্মা মক্ষোহুষ্ঠাচ্চ তন্ত বৈ । ১
 ভতোহদিতিবিস্বাংশ্চ ভতো বিবস্বতঃ সূতঃ ।
 মনুদিক্কাকুঃ শর্যাস্তিনুগো ধৃষ্টেঃ পৃথকঃ ।
 নরিচ্ছন্তশ্চ নাভাগো দিষ্টেঃ কক্লবঃ^১ এব চ । ২
 মনোরাণীদিতা কণ্ঠা সূতায়োহিত্য সূতোহভবৎ ।
 ইলায়ান্ত বৃধাজ্ঞাতো রাজা^২ কল্পপুরুষাঃ ।
 সূতাজ্ঞরশ্চ সূতায়াহংকলো বিনভো গরঃ । ৩
 অঙ্কুরো গোবধাৎ তু পৃথক্চ মনোঃ সূতঃ ।
 কক্লবাৎ কজিয়া জাতা কারুবা ইতি বিজ্ঞতাঃ । ৪

দিষ্টপুত্রস্ত নাভাগো বৈশ্বতায়গমঃ স চ । তস্মাদ্ ভলক্ষনঃ পুত্রো বৎসপ্রীতিভলক্ষনাৎ । ৫
 ভতঃ প্রান্তঃ খনিয়োহুৎ^৩ কৃপন্তস্মাত্ততঃ সূপঃ ।
 কৃপাষিংশোহভবদ্ পুত্রো বিংশাজ্ঞাতো বিবংশকঃ । ৬
 বিবিশ্ণাচ্চ খনীনেত্রো বিতৃণ্ডিস্তৎসূতঃ সূতঃ ।
 করুহমো বিতৃণ্ডেস্ত ভতো জাতো হুবিজিতঃ । ৭

হরি কহিলেন,—অনন্তর রাজাদিগের বংশ ও বংশানুচরিত বলিতেছি । বিষ্ণুর নাভি-
 কয়ল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয় । ব্রহ্মার অস্থি হইতে মক্ষের উৎপত্তি হইয়াছিল । মক্ষ
 হইতে অদিতি ও অদিতি হইতে সূর্য্যের জন্ম হয় । সূর্য্য হইতে মনু, মনু হইতে ইকাকু,
 শর্যাস্তি, নুগ, ধৃষ্টে, পৃথক, নরিচ্ছন্ত, নাভাগ, দিষ্টে এবং কক্লব উৎপন্ন হন । সূর্য্যপুত্র মনুর
 ইলা নামে একটা কণ্ঠা হয়, কালক্রমে এই ইলাই সূতায় নামে খ্যাত হইয়াছিলেন । চক্ৰতনুর
 বুধের সহিত ইলার সঙ্গম হইলে বুধের ঔরসে ইলার গর্ভে রজঃ, কল্প ও পুরুষাঃ এই তিন
 পুত্র জন্মে ; আর সূতায় হইতে উৎকল, বিনভ ও গর, এই তিন পুত্র উৎপন্ন হয় । মনুর পুত্র
 পৃথক গোবধ করিয়াছিলেন, তিনি সেই পাশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন । অনন্তর কক্লব হইতে
 যে সকল কজিয়া জাতির উৎপত্তি হয়, তাহার কাৰুবা নামে খ্যাত হইয়াছে । মনুতনুর
 দিষ্টের নাভাগ নামে এক পুত্র জন্মে, ঐ নাভাগ বৈশ্বত্ব প্রাপ্ত হইলেন । নাভাগের এক পুত্র
 হয়, তাহার নাম ভলক্ষন এবং ভলক্ষনের যে পুত্র জন্মে, তাহার নাম বৎসপ্রীতি । ১-৫

ভলক্ষনের পান্ত ও খনিজ নামে দুই পুত্র জন্মে । খনিজের এক পুত্র জন্মে, তাহার নাম
 সূপ । সূপের পুত্র বিংশ, বিংশের পুত্রের নাম বিবংশ, বিবিশ হইতে খনীনেত্র নামে এক

মরুস্তোহবিচ্ছিতস্তাপি নরিস্তত্তত্তঃ স্মৃতঃ । নরিস্তত্তাক্রমো^১ জাতস্ততোহভূম্মাজবর্জনাঃ । ৮
রাজবর্জাং সুধৃতিশ্চ নরোহভূৎ সুধৃতেঃ স্মৃতঃ । নরাজ কেবলঃ পুত্রঃ কেবলান্দ ধুক্কুমানপি । ৯
ধুক্কুমতো বেগবাংশ বুষো বেগবতঃ স্মৃতঃ । তৃণবিন্দুবৃ^২ধাজ্জাতঃ কস্তা তৈলবিলা তথা । ১০
বিশালং জনয়ামাস তৃণবিন্দোহলম্বুধা । বিশালাহেমচক্সোহভূৎহেমচক্সাজ চক্সকঃ । ১১

ধূম্রাশ্বশ্চৈব চক্সাং তু ধূম্রাশ্বাং সৃঞ্জয়ন্তথা ।

সৃঞ্জয়াং সহদেবোহভূৎ কৃশাশ্বস্তংসুতোহভবৎ । ১২

কৃশাশ্বাং সোমদত্তস্ত ততোহভূজ্জনমেজয়ঃ । তংপুত্রশ্চ সুমতিশ্চ^৩ এতে বৈশালক্য নৃপাঃ । ১৩
শর্যাত্তেস্ত সুকস্তাভূৎ সা ভার্য্যা চাবনস্ত তু । আনর্তো নাম শর্যাত্তেরানর্তাদ্বেবতোহভবৎ^৪ । ১৪
রৈবতো রৈবতস্তাপি রৈবতাদ্বেবতৌ সূতা । ধৃষ্টক্য ধার্টক্য^৫ কত্রং বৈশ্যক্য তদভূব হ । ১৫

নাভাগপুত্রো নেদিঠো অশ্বরীষোহপি তৎস্মৃতঃ ।

অশ্বরীষাধিক্রপোহভূৎ পৃষদশ্বো বিরূপতঃ । ১৬

পুত্রের জন্য হয়, তাহার পুত্রের নাম বিভূতি ; বিভূতির যে পুত্র জন্মে, তাহার নাম করছম ;
করছম হইতে অবিক্ত নামে পুত্রের জন্য হইয়াছিল । অবিক্তের যে পুত্র হয়, তাহার
নাম মরুস্ত ; মরুস্ত হইতে নরিস্তত্তের জন্য হয় । নরিস্তত্ত হইতে দমনামে পুত্র জন্মে এবং দম
হইতে রাজবর্জনা নামে পুত্রের উৎপত্তি হয় । রাজবর্জনের পুত্রের নাম সুধৃতি, সুধৃতি হইতে
নর নামে এক পুত্র জন্মে । নরের যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহার নাম কেবল ; কেবলের পুত্রের
নাম ধুক্কুমান । ধুক্কুমানের এক পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহার নাম বেগবান্ ; বেগবানের বুষ
নামে পুত্র জন্মে । বুষ হইতে তৃণবিন্দু নামে পুত্র ও তৈলবিলা কস্তার উৎপত্তি হয় । ৬-১০

তৃণবিন্দুর ঔরসে অলম্বুধা বিশাল নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন । বিশাল হইতে
হেমচক্স নামে পুত্রের উৎপত্তি হয় ; হেমচক্স হইতে চক্স নামে পুত্র জন্মে । চক্স হইতে
ধূম্রাশ্বের জন্য হয় । ধূম্রাশ্বের যে পুত্র জন্মে, তাহার নাম সৃঞ্জয় । সৃঞ্জয় হইতে সহদেব
নামে এক পুত্র জন্মে ; সহদেবের পুত্রের নাম কৃশাশ্ব । কৃশাশ্বের পুত্রের নাম সোমদত্ত ।
সোমদত্তের পুত্রের নাম জনমেজয় । জনমেজয়ের যে পুত্র জন্মে, তাহার নাম সুমতি ।
এই সমুদায় রাজগণ বিশালা নগরীর অধিপতি । শর্যাত্তির এক কস্তা জন্মে, তাহাকে
ভাষন কবি বিবাহ করেন । শর্যাত্তির যে পুত্র জন্মে, তাহার নাম আনর্ত ; আনর্ত হইতে দেবক
ও রৈবত এই দুই পুত্রের উৎপত্তি হয় । রৈবতের এক পুত্র হয়, তাহার নাম রৈবতক, তাহার
কস্তার নাম রৈবতী । মনুতনয় ধৃষ্টক্যের যে পুত্র জন্মে, তাহার নাম ধার্টক্য । এই ধার্টক্য
কত্রির হইয়া বৈশ্যবর্ষ আশ্রয় করেন । মনুপুত্র নাভাগের নেদিঠ নামে এক পুত্র জন্মে,
সেই নেদিঠের যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহার নাম অশ্বরীষ । ১১-১৫

অশ্বরীষের যে পুত্র জন্মে, তাহার নাম বিরূপ, বিরূপের পুত্রের নাম পৃষদশ্ব । পৃষদশ্ব

১। তমো । ২। সুমতিশ্চ । ৩। দেবকোহভবৎ ।

রথীতরশ্চ তৎপুত্রো বাসুদেবপরাস্রবঃ । ইক্ষাকোত্তরঃ পুত্রা বিকৃষ্ণি-নিমি-দণ্ডকাঃ । ১৭
 ইক্ষাকুতো বিকৃষ্ণিস্ত শশাদঃ শশভক্ষণাৎ । পুরঞ্জয়ঃ শশানীচ্চ ককুৎস্থাত্মোহভবৎ সূতঃ । ১৮
 অনেনাস্ত ককুৎস্থাস্ত পৃথুঃ পুত্রস্ত্রুতেনমসঃ । বিশ্বরাতঃ পৃথোঃ পুত্র আর্জোহভু বিশ্বরাততঃ । ১৯
 সুবনাশ্চোহভবচ্চার্জাৎ শ্রাবস্তো সুবনাস্রতঃ । বৃহদশ্বস্ত শ্রাবস্তাৎ তৎপুত্রঃ কুবলাশ্বকঃ । ২০

শুঙ্কমারো হি বিখ্যাতো দৃঢ়াশ্বশ্চ ততোহভবৎ ।

চক্ষাশ্বঃ কপিলশ্বশ্চ হর্যাস্বশ্চ দৃঢ়াশ্বতঃ । ২১

হর্যাস্বাস্ত নিকৃষ্টোহভু দ্বিজিতাশ্বশ্চ নিকৃষ্টতঃ । পূজাশ্বশ্চ হিতাশ্বাস্ত তৎপুত্রো সুবনাস্বকঃ । ২২
 সুবনাস্বাস্ত মাজ্জাতা বিন্দুমশ্বস্ততোহভবৎ । মুচুকন্দোহব্রতীশ্বশ্চ পুরুকুৎসস্ত্রয়ঃ সূতাঃ ।
 পঞ্চাশৎ কস্তকাশ্চৈব ভার্যাস্তাঃ সৌভরিমুনেঃ ॥ ২৩
 সুবনাশ্চোহব্রতীশ্বাস্ত হরিতো সুবনাস্রতঃ । পুরুকুৎসাস্ত্রয়দার্যাঃ ত্রসদস্যুভূৎ সূতঃ । ২৪
 অনরণ্যস্ততো আতো হর্যাস্বোহপানরণ্যতঃ । তৎপুত্রোহভু বসুমনাশ্রিধরা তস্য চাশ্বজঃ । ২৫

হইতে রথীতর নামে এক পুত্র জন্মে, এই রথীতর বাসুদেবের ভক্ত ছিলেন। ইক্ষাকুর যে তিনটি পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের প্রথমের নাম বিকৃষ্ণি, দ্বিতীয়ের নাম নিমি, তৃতীয়ের নাম দণ্ডক। ইক্ষাকুতনয় বিকৃষ্ণি যজ্ঞীয় শলক ভক্ষণ করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত তিনি শশাদ নামে বিখ্যাত হইলেন। এই শশাদেব এক পুত্র হয়, তাহার নাম পুরঞ্জয়, পুরঞ্জয়ের পুত্রের নাম ককুৎস্থ। ককুৎস্থ হইতে অনেনা নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়; অনেনার যে পুত্র জন্মে, তাহার নাম পৃথু। পৃথু হইতে বিশ্বরাত নামে পুত্রের উৎপত্তি হয়, বিশ্বরাত হইতে আর্জ নামে এক পুত্র জন্মে। আর্জের পুত্রের নাম সুবনাস্ব, সুবনাস্বের যে পুত্র হয়, তাহার নাম শ্রাবস্ত। শ্রাবস্তের এক পুত্র হয়, তাহার নাম বৃহদশ্ব, বৃহদশ্ব হইতে কুবলাশ্বের জন্ম হয়। ১৬-২০

এই কুবলাশ্ব হইতে দৃঢ়াশ্ব নামে এক পুত্র জন্মে। এই দৃঢ়াশ্ব শুঙ্কমার নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। দৃঢ়াশ্বের তিন পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের মধ্যে প্রথম চক্ষাশ্ব, দ্বিতীয় কপিলশ্ব, তৃতীয় হর্যাস্ব। দৃঢ়াশ্ব-তনয় হর্যাস্ব হইতে নিকৃষ্ট নামে এক পুত্র জন্মে; নিকৃষ্ট হইতে হিতাশ্ব নামে পুত্রের উৎপত্তি হয়। হিতাশ্বের পূজাশ্ব নামে এক পুত্র হয়, পূজাশ্বের যে পুত্র জন্মে, তাহার নাম সুবনাস্ব। সুবনাস্বের পুত্রের নাম মাজ্জাতা, মাজ্জাতার পুত্রের নাম বিন্দুমশ্ব। বিন্দুমশ্বের পুত্র মুচুকন্দ, অব্রতীশ্ব ও পুরুকুৎস। ঐ বিন্দুমশ্বের পঞ্চাশটি কস্তা জন্মে, তাহারা সকলেই সৌভরিমুনির ভার্য্যা। অব্রতীশ্বের পুত্র সুবনাস্ব, সুবনাস্বের পুত্র হরিত। পুরুকুৎসের ঔরসে নর্যদার গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহার নাম ত্রসদস্যু। ত্রসদস্যুর তনয় অনরণ্য, অনরণ্যের পুত্র হর্যাস্ব, হর্যাস্বের পুত্র বসুমনাঃ; বসুমনার পুত্র জ্রিধরা। ২১-২৫

১। রথীনশ্চ।

অয্যাক্ষতনয় পুত্রতনয় সত্যবতঃ^১ সূতঃ । যজ্ঞিশঙ্কুঃ সমাখ্যাতো হরিশ্চন্দ্রোহিভবৎ ততঃ । ২৬
 হরিশ্চন্দ্রোহিতাশ্বো হরিতো রোহিতাশ্বতঃ ।
 হরিতশ্চ সূতশ্চক্ৰশ্চোশ্চ বিজয়ঃ সূতঃ । ২৭
 বিজয়াক্রককো অজ্ঞে কুরুকো তু বুকঃ সূতঃ ।
 বৃকাধাহনু^২পোহভুজ বাহোস্ত সগরঃ সূতঃ । ২৮
 বৃষ্টিপুত্রসহস্রাণি সূমত্যাং সগরোস্তবঃ । কেশিনীমেক এবাসাবসমঞ্জসসংজ্ঞকঃ । ২৯
 তস্মাৎসুমান্ সূতো বিধান্ দিলীপশ্চেন্দ্রোহিভবৎ ।
 ভগীরথো দিলীপাচ্চ যো গজামানয়ভুবন্ । ৩০
 ভ্রাতো ভগীরথসূতো নাভাগশ্চ ভ্রাতাং কিল ।
 নাভাগদম্বরীষোহভুৎ সিদ্ধদীপোহম্বরীষতঃ । ৩১
 সিদ্ধদীপস্তাবুতামুখ^৩তুপর্ণস্তদাখ্যজঃ । ঋতুপর্ণাং সর্বকামঃ সুদাসোহভুৎ তদাখ্যজঃ । ৩২
 সুদাসশ্চ চ সৌদাসো নাম্না মিত্রসহঃ সূতঃ । কল্যাণপাদসংজ্ঞশ্চ মদমন্ত্যাং^৪ তদাখ্যজঃ । ৩৩
 অশ্বকাখ্যোহিভবৎ^৫ পুত্রো অশ্বকামূলকোহিভবৎ ।
 ভ্রাতো দম্বরথো রাজা তস্য ঐলবিলঃ সূতঃ । ৩৪
 তত বিম্বসহঃ পুত্রঃ ঋটাক্ষশ্চ তদাখ্যজঃ । ঋটাক্ষাদীর্ঘবাহশ্চ দীর্ঘবাহোহীজঃ সূতঃ । ৩৫
 তত পুত্রো দম্বরথশ্চচারিত্তৎসূতাঃ সূতাঃ । রাম-লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্ন-ভরতাস্চ মহাবলাঃ । ৩৬

ত্রিচরিত্রিশ তনয় অয্যাক্ষ, অয্যাক্ষের তনয় সত্যবত, এই সত্যবত ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত
 হইলেন । ত্রিশঙ্কুতনয়ের নাম হরিশ্চন্দ্র । হরিশ্চন্দ্রের তনয়ের নাম রোহিতাশ্ব, রোহিতাশ্বের
 পুত্র হরিত, হরিতের তনয় চক্ৰ, চক্ৰের তনয় বিজয়, বিজয়ের তনয় কুরুক, কুরুকের তনয়
 বুক, বুকের তনয় বাহু, ইনি রাজা হইয়াছিলেন । বাহুর তনয় সগর । সগরের সূমতিনাম্নী
 পত্নীতে বৃষ্টিসহস্র তনয় এবং কেশিনীনাম্নী ভাৰ্য্যাতে একমাত্র তনয় হয়, তাহার নাম
 অসমঞ্জস । অসমঞ্জসের তনয় অংসুমান্, অংসুমানের তনয় দিলীপ, দিলীপের তনয় ভগীরথ,
 এই ভগীরথ গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনয়ন করেন । ২৬-৩০

ভগীরথের তনয় ভ্রাত, ভ্রাতের তনয় নাভাগ, নাভাগের তনয় অম্বরীষ, অম্বরীষের তনয়
 সিদ্ধদীপ, সিদ্ধদীপের তনয় অমুতামুঃ, অমুতামুর তনয় ঋতুপর্ণ । ঋতুপর্ণের তনয় সর্বকাম,
 সর্বকামের তনয় সুদাস, সুদাসের তনয় সৌদাস, ইনি মিত্রসহ নামে বিখ্যাত হইলেন ।
 সুদাসের মদমন্তী নামে স্ত্রীতে কল্যাণপাদ নামে এক তনয় জন্মে । কল্যাণপাদের তনয়
 অশ্বক, অশ্বকের তনয় মূলক, মূলকের তনয় দম্বরথ, দম্বরথের তনয় ঐলবিল, ঐলবিলের
 তনয়ের নাম বিম্বসহ, বিম্বসহের তনয় ঋটাক্ষ, ঋটাক্ষের তনয় দীর্ঘবাহু, দীর্ঘবাহুর তনয়
 অজ ; অজের তনয় দম্বরথ ; দম্বরথের চারি তনয় জন্মে,—প্রথম রাম, দ্বিতীয় ভরত,

রায়াং কুল-লবো জাতো ভরতাং তাক'-পুত্রো । চিত্রাসদশক্কেতুর্লক্ষণাং সহভুবতুঃ । ৩৭
 সুবাহু-শুরসেনো চ শক্রয়াং সহভুবতুঃ । কুলস্য চাতিথিঃ পুত্রো নিবধো ক্রুতিথ্যে: সূতঃ । ৩৮
 নিবধস্ত নলঃ পুত্রঃ নলস্ত চ নভাঃ সূতঃ । নভসঃ পুত্ররীকস্ত কেমধরা তদাশ্রয়ঃ । ৩৯

দেবানীকস্তস্য পুত্রো দেবানীকাদহীনকঃ ।

অহীনকাক্রকর্কজে পারিপাত্রো রুরো: সূতঃ । ৪০

পারিপাত্রাদ্রলো জজ্ঞে দলপুত্রস্থলঃ সূতঃ । হলানুকথস্তত উক্খাশ্রনাভস্ততো গণঃ । ৪১

উখিতাশ্রো' গণাজ্ঞেস্ততো বিশ্বসহোভবঃ ।

হিরণ্যানাভস্তংপুত্র-স্তংপুত্রঃ পুষ্পকঃ সূতঃ । ৪২

ক্রবসন্ধিরত্বং পুষ্পাং ক্রবসদ্যে: সুদর্শনঃ । সুদর্শনাদগ্নিবর্ণঃ পদ্মবর্ণোহগ্নিবর্ণতঃ । ৪৩

শীতস্ত পদ্মবর্ণাং তু শীত্যাং পুত্রো মরুত্বত্বং । মরো: প্রমুজতঃ পুত্রস্তত চোদাবসু: সূতঃ । ৪৪

উদাবসোন্ন'দ্বিবর্জনোহত্বং সুকেতুর্ন'দ্বিবর্জনাং ।

সুকেতোর্দেবরাতোভুদ বৃহদুকথস্ততঃ সূতঃ । ৪৫

বৃহদুকথাসহাবীর্য্যঃ সুধৃতিস্তত চাশ্রয়ঃ । সুধৃতেধু'কৈকেতুস্ত হর্য্যাসো ধৃকৈকেতুতঃ । ৪৬

হর্য্যাসাং তু মরুজ'াতো মরো: প্রতীক্ষকোহভবঃ ।

প্রতীক্ষকাং কৃতিরথো দেবমীচস্তদাশ্রয়ঃ । ৪৭

তৃতীয় লক্ষণ, চতুর্থ শক্রয় । ইহার। সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত । রামের তনয় কুল ও লব । ভরতের তনয় তাক' ও পুত্রল । লক্ষণের তনয় চিত্রাসদ ও চক্রেতু । শক্রয়ের তনয় সুবাহু ও শুরসেন । কুলের অতিথি নামে তনয় জন্মে ; অতিথির তনয়ের নাম নিবধ ; নিবধের তনয় নল ; নলের তনয় নভস । নভসের তনয় পুত্ররীক ; পুত্ররীকের তনয় কেমধরা । কেমধরার তনয় দেবানীক ; দেবানীকের তনয় অহীনক । অহীনকের ক্রক নামে এক তনয় জন্মে ; ক্রকর যে তনয় হয়, তাহার নাম পারিপাত্র । ৩১-৪০

পারিপাত্রের তনয় দল । দলের তনয় হল । হলের তনয়ের নাম বুদ্ধ । বুদ্ধের তনয়ের নাম বজ্রনাভ । বজ্রনাভের তনয়ের নাম গণ । গণের তনয় উখিতাশ্র । উখিতাশ্রের তনয়ের নাম বিশ্বসহ । বিশ্বসহের যে তনয় জন্মে, তাহার নাম হিরণ্যানাভ । হিরণ্যানাভের তনয় পুষ্পক । পুষ্পকের তনয় ক্রবসন্ধি । ক্রবসন্ধির তনয় সুদর্শন । সুদর্শন হইতে অগ্নিবর্ণের জন্ম হয় । অগ্নিবর্ণের তনয় পদ্মবর্ণ । পদ্মবর্ণের তনয় শীত ; শীতের তনয়ের নাম মরু ; মরুর তনয় প্রমুজত ; প্রমুজতের তনয় উদাবসু । উদাবসুর তনয় নদ্বিবর্জন, নদ্বিবর্জনের তনয় সুকেতু, সুকেতুর তনয় দেবরাত, দেবরাতের তনয়ের নাম বৃহদুকথ । ৪১-৪৫

বৃহদুকথের তনয় মহাবীর্য্য, মহাবীর্য্যের তনয় সুধৃতি, সুধৃতির তনয় ধৃকৈকেতু, ধৃকৈকেতুর তনয় হর্য্যাস, হর্য্যাসের তনয় মরু, মরুর তনয় প্রতীক্ষক, প্রতীক্ষকের তনয় কৃতিরথ, কৃতিরথের

বিবুধো দেবমীচাত্ত্ব বিবুধাত্ত্ব মহাধৃতিঃ । মহাধৃতেঃ কৃতিরাভো মহোরোমা তদাখ্যজঃ । ৪৮
মহোরোমঃ বর্ণরোমা হ্ররোমা তদাখ্যজঃ । সীরধ্বজো হ্ররোমাত্ত্ব সীতাভবৎ সূতা । ৪৯
জাতি কুশধ্বজাত্ত্ব সীরধ্বজাত্ত্ব ভানুমান্ । শতহ্যয়ো ভানুমতঃ শতহ্যয়াঙ্কুচিঃ শ্বতঃ । ৫০
উর্জনায়া তচেঃ পুত্রঃ সনধ্যাজাত্ত্বদাখ্যজঃ । সনধ্যাজাৎ কুলির্জাতোহিনজনস্ত কুলেঃ সূতঃ । ৫১
অনজনাত্ত্ব কুলজিৎ তস্তাপি চাধিনেমিকঃ । ঋতায়ুস্তস্ত পুত্রোহিভুৎ সুপার্ষস্ত তদাখ্যজঃ । ৫২
সুপার্ষাৎ সূত্রয়ো জাতঃ কেমারিঃ সূত্রয়াৎ শ্বতঃ । কেমারিত্ত্বনেনাশ্চ তস্য রামরথঃ শ্বতঃ । ৫৩
সত্যরথো রামরথাত্ত্বস্মাদ্ধপগুরুঃ শ্বতঃ । উপগুরোকপগুপ্তঃ যাগতশ্চোপগুপ্ততঃ । ৫৪
ধনরঃ^১ যাগতাত্ত্বজ্ঞে সুবর্চাত্ত্ব চাখ্যজঃ । সুবর্চসঃ সুপার্ষস্ত সূত্রতশ্চ সুপার্ষতঃ । ৫৫
অয়স্ত সূত্রতাত্ত্বজ্ঞে অয়াত্ত্ব বিজয়োহিভবৎ । বিজয়স্য শ্বতঃ পুত্রঃ যতস্ত্ব সুনয়ঃ সূতঃ । ৫৬
সুনরাষীতহব্যস্ত বীতহব্যাকৃতিঃ শ্বতঃ । বহলাশ্বো ধৃতেঃ পুত্রো বহলাশ্বাৎ কৃতিঃ শ্বতঃ । ৫৭
জনকস্ত ত্বরং^২ বংশ উক্তো যোগসমাপ্তয়ঃ । ৫৮

ইতি শ্রীগুরুডে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে সূর্য্যবংশবর্ণনং নাম বিচকারিংশদধিকঃ
শততমোহবারঃ । ১৪২ ।

জনর দেবমীচ, দেবমীচের জনর বিবুধ, বিবুধের জনর মহাধৃতি, মহাধৃতির জনর কৃতিরাভ, কৃতিরাভের জনর মহোরোমা, মহোরোমার জনর বর্ণরোমা, বর্ণরোমার জনরের নাম হ্ররোমা, হ্ররোমার জনর সীরধ্বজ । এই সীরধ্বজের এক কন্তা জন্মে, তাহার নাম সীতা । সীরধ্বজের জাতি কুশধ্বজ । সীরধ্বজের এক জনর হয়, তাহার নাম ভানুমান্ । ভানুমানের জনর শতহ্যয় ; শতহ্যয়ের জনরের নাম শুচি । ৪৮-৫০

শুচির জনর উর্জ, উর্জের জনর সনধ্যাজ, সনধ্যাজের জনর কুলি, কুলির জনর অনজন, অনজনের জনর কুলজিৎ, কুলজিতের জনর অধিনেমি, অধিনেমির জনর ঋতায়ু, ঋতায়ুর জনর সুপার্ষ । সুপার্ষের জনর সূত্রয়, সূত্রয়ের জনরের নাম কেমারি । কেমারির জনর অনেনাঃ ; অনেনার জনর রামরথ । রামরথের জনর সত্যরথ । সত্যরথের জনর উপগুরু । উপগুরুর জনর উপগুপ্ত । উপগুপ্তের জনরের নাম সুবর্চা । সুবর্চার জনর সুপার্ষ, সুপার্ষের জনর সূত্রত, সূত্রতের জনর অয়, অয়ের জনর বিজয় ; বিজয়ের জনর শ্বত, শ্বতের জনর সুনয়, সুনয়ের জনর বীতহব্য, বীতহব্যের জনর ধৃতি, ধৃতির জনর বহলাশ্ব, বহলাশ্বের জনর কৃতি । জনকের দুই বংশ কথিত হইয়াছে, সেই দুই বংশই যোগপরায়ণ ছিল । ৫১-৫৮

শ্রীগুরুডপুরাণে পূর্বখণ্ডে সূর্য্যবংশ বর্ণন নামক বিচকারিংশদধিক
শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪২ ।

হরিকবাচ

সূর্যাস্ত কথিতো যৎসঃ সোমযৎসঃ শৃণু মে । নারায়ণমুতো ব্রহ্মা ব্রহ্মণোহত্রেঃ সমুত্তমঃ ॥ ১

অত্রেঃ সোমস্তম ভাৰ্য্যা ভাৰা মুরত্তরোঃ প্রিরা ।

সোমাতারা বৃধঃ জন্মে বৃধপুত্রঃ পুরুষাঃ ॥ ২

বৃধপুত্রানথোৰ্দ্ধ্বাং যই পুত্রান্ত জ্ঞাতাশ্বকঃ । বিশ্বাবসুঃ শতামৃচ্ আয়ুর্ভীমাননাবসুঃ ॥ ৩

অমাবসোভীমনামা ভীমপুত্রশ্চ কাঞ্চনঃ । কাঞ্চনস্ত সুহোত্রোহুজ্জ্বলুশ্চাত্ত্বং সুহোত্রতঃ ॥ ৪

জহোঃ সূমত্তরভবং সূমত্তোরুপরাজকঃ । বলাকান্ধস্ত পুত্রো বলাকান্ধাং কুশঃ শ্বতঃ ॥ ৫

কুশাশ্বঃ কুশনাভশ্চামৃর্তরয়ো বসুঃ কুশাং । গাধিঃ কুশান্ধাং সজ্জন্মে বিশ্বামিত্রস্তদাশ্বকঃ ॥ ৬

কশ্চা সত্যবতী দস্তা ঞ্চীকায় ঞ্চীকায় সা । ঞ্চীকাজমদগ্নিস্ত রামস্তস্তাভবং মৃতঃ ॥ ৭

বিশ্বামিত্রাদেবরাত-মধুজ্ঞানদরঃ সূতাঃ । আয়ুবো নহবস্তশ্বাদনেনা রজিরজকো ॥ ৮

কত্রবৃত্তঃ কত্রবৃত্তাং সুহোত্রশ্চাভবন্নপঃ । কান্তকাশগুৎসমদাঃ সুহোত্রাদভবন্ত্রয়ঃ ॥ ৯

গুৎসমদাজ্জোনকোহুজ্জ্বলুশ্চাত্ত্বাং কাশাদীর্ঘতমাস্তথা ।

বৈনো ধরত্তরিতশ্বাং কেতুমাংস্ত উদাশ্বজঃ ॥ ১০

হরি কহিলেন,—সূর্য্যবংশ উক্ত হইল, একপে চত্ববংশ জবণ কর । নারায়ণতনয় ব্রহ্মা হইতে অত্রির উৎপত্তি হয় । অত্রি হইতে চত্বের উৎপত্তি হয় । মুরত্তর বৃহস্পতির প্রিয়পত্নী ভাৰা চত্ব হইতে বৃধ নামে তনয় উৎপাদন করেন ; বৃধের এক তনয় জন্মে, ভাৰ্য্যার নাম পুরুষা । বৃধতনয় পুরুষবার ওরসে উৰ্দ্ধশীর্ষ গর্ভে জ্ঞাতাশ্বক, বিশ্বাবসু, শতামৃ, আয়ুঃ, ভীমান্ ও অমাবসু, এই সকল পুত্রের জন্ম হয় । অমাবসুর তনয় ভীম, ভীমের তনয় কাঞ্চন, কাঞ্চনের তনয় সুহোত্র, সুহোত্রের তনয় জহু, জহুর তনয়ের নাম সূমত্ত, সূমত্তর তনয় উপরাজক, উপরাজকের তনয় বলাকান্ধ, বলাকান্ধের তনয়ের নাম কুশ । ১-৫

কুশের চারি তনয় জন্মে, ভাৰ্য্যাদিগের মধ্যে প্রথম কুশাশ্ব, দ্বিতীয় কুশনাভ, তৃতীয় অমৃর্তরয়, চতুর্থ বসু । কুশতনয় কুশাশ্বের তনয়ের নাম গাধি, গাধির তনয় বিশ্বামিত্র । গাধির সত্যবতী নামে এক কশ্চা জন্মে, তিনি ঐ কশ্চা ঞ্চীক নুনিকে প্রদান করেন । ঞ্চীকের তনয়ের নাম জমদগ্নি, জমদগ্নির তনয় রাম (পরত্তরাম) । বিশ্বামিত্র হইতে দেবরাত, মধুজ্ঞান প্রভৃতি অনেক তনয় উৎপন্ন হয় । বৃহত্তনয় আয়ুর নহব নামে এক তনয় জন্মে । নহবের চারি তনয়, ভাৰ্য্যাদিগের মধ্যে প্রথম অনেনা, দ্বিতীয় রজি, তৃতীয় রজ্জক, চতুর্থ কত্রবৃত্ত । কত্রবৃত্তের তনয়ের নাম তনয়ের নাম সুহোত্র । সুহোত্রের কান্ত, কাশ ও গুৎসমদ এই তিন তনয় জন্মে । গুৎসমদের তনয় শোনক । কাশের তনয় দীর্ঘতমা । দীর্ঘতমার তনয় ধরত্তরি ; ইনি বৈশ্ব-ব্যবসারী ছিলেন । ধরত্তরি হইতে কেতুমান্ নামে এক তনয় জন্মে । ৬-১০

ভীমরথঃ কেতুমত্তো দিবোদাসস্তদাশ্বজঃ । প্রতর্দনো দিবোদাসাজ্জক্রজিৎসেহিত্র বিজ্ঞতঃ । ১১

অতঃপর পুত্রো অলকঃ স্বতঃস্বাক্ষরঃ । অলকঃ সন্নতির্জজ্ঞে সুনীতঃ সন্নতেঃ সূতঃ । ১২

সত্যকেতুঃ সুনীতস্ত সত্যকেতোবিক্রুঃ সূতঃ ।

বিভোক্ত সূবিভুঃ পুত্রঃ সূবিভোঃ সুকুমারকঃ । ১৩

সুকুমারাক্রুতকেতুর্কৌতিহোত্রস্তদাশ্বজঃ । বীতিহোত্রস্ত ভর্গেহিত্তর্গভূমিত্তদাশ্বজঃ । ১৪

বৈকবাঃ সূর্যহাশ্বান ইত্যোক্তে কাশরো নৃপাঃ ।

পঞ্চপুত্রশতাসিন্ রজৈঃ শক্রেণ সংহতাঃ । ১৫

প্রতিক্রতঃ কত্রবৃত্তাঃ সঞ্জয়ন্ত তদাশ্বজঃ । বিজয়ঃ সঞ্জয়ন্তাপি বিজয়ন্ত কৃতঃ সূতঃ । ১৬

কৃতাদ্বর্ষবর্জনশ্চ সহদেবস্তদাশ্বজঃ । সহদেবাদদীনোহিত্ত্বং জয়ংসেনোহিপ্যদীনতঃ । ১৭

জয়ংসেনাং সংকৃতিশ্চ কত্রধর্ম্য চ সংকৃতেঃ ।

যতির্মযাতিরাযাতির্বিয়তিঃ সংযতিঃ কৃতিঃ^১ । ১৮

নহবন্ত সূতাঃ ধাতা যযাতেনুপতেন্তথা । যত্নং তুর্কসুতৈব দেবযানী বাজারত ।

ক্রহাকানুক পুরুষ শশিষ্ঠা বার্যপার্কণী । ১৯

সহস্রজিৎ ক্রৌঞ্চীনলো^২ রঘুশ্চৈব যদোঃ সূতঃ । ২০

সহস্রজিতঃ শতজিতশ্চাতৈব হরহৈহরো । অমরণ্যো হর্যং পুত্রো ধর্ম্যো হৈহরতোহভবৎ । ২১

কেতুমানের তনয় ভীমরথ, ভীমরথের তনয় দিবোদাস, দিবোদাসের তনয় প্রতর্দন ; এই প্রতর্দন শক্রজিৎ নামে বিখ্যাত হইলেন । প্রতর্দনের তনয় অতঃপর, অতঃপরের তনয় অলক, অলকের তনয় সন্নতি, সন্নতির তনয় সুনীত, সুনীতের তনয় সত্যকেতু, সত্যকেতুর তনয় বিক্রু, বিক্রুর তনয় সূবিভু, সূবিভুর তনয় সুকুমার, সুকুমারের তনয় ধুষ্ঠকেতু, ধুষ্ঠকেতুর তনয় বীতিহোত্র, বীতিহোত্রের তনয় ভর্গ, ভর্গের তনয় ভর্গভূমি । ইহারা সকলেই বিষ্ণুপরায়ণ ও মহাশ্মা । নহবতনয় রজির পঞ্চশত তনয় জন্মে, তাহাদিগকে ইন্দ্র বিনাশ করেন । নহব-তনয় কত্রবৃত্তের অস্ত তনয়ের নাম প্রতিক্রত, প্রতিক্রতের তনয় সঞ্জয়, সঞ্জয়ের তনয় বিজয়, বিজয়ের কৃত নামে এক তনয় জন্মে । ১১-১৬

কৃতির তনয় হর্ষবর্জন, হর্ষবর্জনের তনয় সহদেব, সহদেবের তনয় অদীন, অদীনের তনয় জয়ংসেন, জয়ংসেনের তনয় সংকৃতি, সংকৃতির তনয় কত্রধর্ম্য^৩ । যতি, যযাতি, আযাতি, বিয়তি ও কৃতি, নহবের অপর এই পঞ্চ তনয় জন্মে ; তাহাদিগের মধ্যে রাজ্য যযাতির ঔরসে দেবযানীর গর্ভে যত্ন ও তুর্কসু নামে দুই তনয় হয় ; আর যযাতির অস্ত ভাৰ্য্যা শশিষ্ঠার গর্ভে ক্রহা, অনু ও পুরু এই তিন তনয় জন্মে । যযাতি-তনয় যত্ন চারি তনয় জন্মে, তন্মধ্যে প্রথম সহস্রজিৎ, দ্বিতীয় ক্রৌঞ্চী, তৃতীয় নল এবং চতুর্থ রঘু । সহস্রজিতের তনয় শতজিৎ ; শতজিতের তনয় হর ও হৈহর । হরের তনয় ধর্ম্য^৪ । ১৭-২১

১। হর্ষধনশ্চাত্ত্বৎ ।

২। সংযাতিরযাতির্ভৈ কৃতিঃ ক্রমাৎ ।

৩। ক্রৌঞ্চীনল ।

বর্ষস্ত বর্ষনেত্রোহভুৎ কৃতির্ধৈ বর্ষনেত্রতঃ । কৃতের্বভুৎ সাহজির্মহিম্যাস্তে তদাশ্রয়ঃ ।

ভদ্রশ্রেণ্যস্ত পুত্রো ভদ্রশ্রেণ্যস্ত দুর্দমঃ । ২২

ধনকো দুর্দমাতৈব কৃতবীৰ্য্যাস্তে ধানকঃ^১ । কৃতানিঃ কৃতকর্ম্মা চ কৃতোজাঃ সূমহাবলাঃ । ২৩

কৃতবীৰ্য্যাস্তে নোহভুৎ নোহভুৎ নোহভুৎ নোহভুৎ নোহভুৎ ।

অশ্বকো মধুঃ সুরো বৃষগঃ পক্ষ সূত্রতাঃ । ২৪

অশ্বকো ভাগজ্ঞো ভরতভাগজ্ঞতঃ । বৃষগস্ত মধুঃ পুত্রো মধোবৃক্ষাদিবংশকঃ । ২৫

ক্রোড়োবৃক্ষনিবান্^২ পুত্রঃ সাহিত্য^৩ মহাশয়নঃ ।

সাহিত্যকঃ সক্রোড়ো চিত্রবধঃ সূতঃ । ২৬

শশবিন্দুশিত্রবধাৎ পত্ন্যা^৪ লক্ষ্মণ উক্ত হ । শশলক্ষ্মণ পুত্রাণাং পৃথুকীর্তাদয়ো বরাঃ । ২৭

পৃথুকীর্তিঃ পৃথুজয়ঃ পৃথুদানঃ পৃথুপ্রবাঃ । পৃথুপ্রবাসোহভুৎ তম উশনাস্তমসোহভবৎ । ২৮

ভৎপুত্রঃ শিত্তকর্ণায় ত্রিকল্পকবচস্ততঃ । কল্পেব^৫ পৃথুকল্পস্ত জ্যামঘঃ পালিতো হরিঃ । ২৯

ত্রিকল্পকবচৈস্তে বিদর্ভে জ্যামঘাৎ তথা ।

ভাষ্যাত্মকৈব শৈব্যায়াৎ বিদর্ভাৎ ক্রথ-কৌলিকৌ । ৩০

রোমপাদো রোমপাদাধিক্রব্রোহিত্যতিতথ্য ।

কৌলিকস্ত বচিঃ পুত্রস্ততশ্চৈকো নৃপঃ কিম । ৩১

বর্ষের তম বর্ষনেত্র এবং বর্ষনেত্রের তম কৃতি, কৃতির তম সাহজি, সাহজির তম মহিম্যান্, মহিম্যানের তম ভদ্রশ্রেণ্য, ভদ্রশ্রেণ্যের তম দুর্দম, দুর্দমের তম ধনক, ধনকের তম কৃতবীৰ্য্য, কৃতানি, কৃতকর্ম্মা ও কৃতোজা। ইহারা সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত ছিলেন। কৃতবীৰ্য্যের তম অর্জুন; অর্জুনের তম ব্রহ্মসেন, অশ্বক, মধু, সুর ও বৃষগ। কৃতবীৰ্য্যের এই পঞ্চতম অস্ত্রী ব্রহ্মসেন ছিলেন। অশ্বকের তম ভাগজ্ঞ, ভাগজ্ঞের তম ভরত। বৃষগের তম মধু; মধু হইতে বৃক্ষবংশের উৎপত্তি হয়। বৃহন্নলন ক্রোড়ের তম সাহি; মহাত্মা সাহির তম উশঙ্ক, উশঙ্কর তম চিত্রবধ। চিত্রবধের তম শশবিন্দু। শশবিন্দুর এক লক্ষ পত্নী ছিল, তাহাদিগের গর্ভে পৃথুকীর্তি প্রভৃতি দশলক্ষ তম উৎপন্ন হয়। পৃথুকীর্তির পৃথুজয়, পৃথুদান ও পৃথুপ্রবা এই তিন তম হয়। পৃথুপ্রবার তম তম। তমের তম উশনা। উশনার তম শীতল। শীতলর তম কল্পকবচ। কল্পকবচের তম কল্পেব, পৃথুকল্প, জ্যামঘ, পালিত ও হরি। জ্যামঘের তম বিদর্ভ; বিদর্ভের পত্নীর নাম শৈব্যা। বিদর্ভের গর্ভে শৈব্যার গর্ভে ক্রথ, কৌলিক ও রোমপাদের জন্ম হয়। রোমপাদের তম বক্র। বক্রর তম বচি। কৌলিকের যে পুত্র হইয়াছিল, তাহার নাম বচি; বচির পুত্র চৈক। ২২-৩১

১। 'ধানকিঃ' ২। 'বিজনিবান্' ৩। 'সাহিত্য' ৪। 'পত্ন্যাঃ' ৫। 'কল্পকবচি পাঠান্তরম্'।

কুন্তিঃ কিলান্ত পুত্রোহভূৎ কুন্তেবৃক্ষিঃ সূতঃ সূতঃ ।

বৃক্ষেণ নিবৃতিঃ পুত্রো দশার্হো নিবৃতিস্তথা । ৩২

দশার্হস্য সূতো বোম্য জীমূতশ্চ তদাশ্বজঃ । জীমূতাধিকৃতিজ্ঞৈঃ ততো ভীমরথোহভবৎ । ৩৩

ভতো মধুরথো জ্ঞে শকুনিস্তস্য চাশ্বজঃ । করন্তিঃ শকুনেঃ পুত্রস্তস্য দেবমন্তঃ সূতঃ । ৩৪

দেবকজ্ঞো দেবমন্তো দেবকজ্ঞাপুঃ সূতঃ ।

কুরুবংশো মধোঃ পুত্রো হনুশ্চ কুরুবংশতঃ । ৩৫

পুরুহোজ্ঞো হনোঃ পুত্রো অংগশ্চ পুরুহোজ্ঞতঃ ।

সত্ত্বশ্চ সূতশ্চাংশোস্ততো বৈ সাত্ততো নৃপঃ । ৩৬

ভোজিনো ভজমানশ্চ সাত্ততাদম্বকঃ সূতঃ ।

মহাভোজো বৃক্তিদিব্যাদম্বো দেবাবৃথোহভবৎ । ৩৭

নিমিবৃকৌ ভজমানাদম্বতাজিৎ তথৈব চ । শতজিহ্ম সহস্রজিহ্মক্রদেবাবৃথাদম্বুৎ । ৩৮

মহাভোজান্তু ভোজোহভূদ্ বৃক্ষেশ্চৈব সুমিত্রকঃ ।

যুধাজিৎ সংজ্ঞকস্তশ্মাদনমিত্র-শিনী তথা । ৩৯

অনমিত্রস্য নিরোহভূমিরাঙ্কজাজিতোহভবৎ ।

প্রসেনশ্চাপরঃ খ্যাতো হনমিত্রাজিনিস্তথা । ৪০

শিনেস্ত সত্যকঃ পুত্রঃ সত্যকাং সাত্যকিস্তথা ।

সাত্যকেঃ সঞ্জয়ঃ পুত্রঃ কুলিশ্চৈব তদাশ্বজঃ । ৪১

কুলেয়ুগন্ধরঃ পুত্রস্তে শৈনেয়াঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ । অনমিত্রায়ৈ পুশ্নিঃ শ্বকন্তশ্চিত্রকঃ সূতঃ । ৪২

চৈতের পুত্র কুন্তি, কুন্তির পুত্র বৃক্ষি, বৃক্ষির পুত্র নিবৃতি, নিবৃতির পুত্র, দশার্হ, দশার্হের তনয় বোম্যার পুত্র জীমূত, জীমূতের পুত্র বিকৃত, বিকৃতির পুত্র ভীমরথ, ভীমরথের পুত্র মধুরথ, মধুরথের পুত্র শকুনি । শকুনির পুত্র করন্তি, করন্তির পুত্র দেবমন্ত । দেবমন্তের পুত্র দেবকজ্ঞ । দেবকজ্ঞের পুত্র মধু, মধুর পুত্র কুরুবংশ, কুরুবংশের পুত্র অনু, অনুর পুত্র পুরুহোজ, পুরুহোজের পুত্র অংগ, অংগের পুত্র সত্ত্বজ্ঞত, সত্ত্বজ্ঞতের পুত্র সাত্তত । সাত্ততের পুত্র ভজিন, ভজমান, অম্বক, মহাভোজ, বৃক্তি, দিব্য, অরশ্য ও দেবাবৃথ । ভজমানের তনয় নিমি, বৃক্তি, অম্বতাজিৎ, সহস্রাজিৎ । দেবাবৃথের পুত্র বভ্র । মহাভোজের তনয় ভোজ । বৃক্ষির তনয় সুমিত্র । সুমিত্রের পুত্র যুধাজিৎ । যুধাজিতের পুত্র অনমিত্র ও শিনি । অনমিত্রের তনয় মিত্র । নিরোর তনয় শতজিৎ । অনমিত্রের অপর দুই তনয়ের নাম প্রসেন ও শিনি । ৩২-৪০

শিনির পুত্র সত্যক, সত্যকের তনয় সাত্যকি, সাত্যকির পুত্র সঞ্জয়, সঞ্জয়ের তনয় কুলি, কুলির তনয় যুগন্ধর । ইহারা সকলেই শৈনের বলিরা খ্যাত ছিলেন । অনমিত্রের বংশে

১ । সত্ত্বজ্ঞতঃ । ২ । বৃক্তিদিব্যাদম্বো । ৩ । দেবো বৃহস্পতিঃ ।

৪ । যুধাজিৎ ।

শকন্তাইতৈব গান্ধিকামকুরো বৈষ্ণবোহভবৎ ।

উপমদন্তরথাকুরান্নদরাদ্যন্ততঃ^১ শ্রুতাঃ । ৪০

দেববানুপদেবশ্চ অকুরস্য শ্রুতৌ শ্রুতৌ । পুথুবিপুথুশ্চিত্তস্য অঙ্ককন্ত ত্ৰিঃ শ্রুতঃ । ৪৪

কুকুরো ভজমানস্ত^২ তথা কবলবহিষঃ । ধৃষ্টন্ত কুকুরাজ্জজে তস্মাৎ কাপোতরোমকঃ । ৪৫

ভদ্রাশ্রমে বিলোমা চ বিলোয়ন্তত্বকঃ শ্রুতঃ । তস্মাচ্চ হনুভির্জজে পুনর্কসুরতঃ শ্রুতঃ । ৪৬

ভক্তাহকশাহকী চ কস্তা চৈবাহকস্য তু । দেবকশোভাসেনশ্চ দেবকাং দেবকী ত্বেতৎ । ৪৭

বৃকদেবোপদেবা চ সহদেবা সুরক্ষিতা । শ্রীদেবী শান্তিদেবী চ বসুদেব উবাহ তাতঃ । ৪৮

দেবশানুপদেবশ্চ সহদেবাস্রুতৌ শ্রুতৌ । উগ্রসেনশ্চ কংসোহভুৎ সুনামা চেষ্টাদয়ঃ । ৪৯

বিদুরথো ভজমানাচ্ছুরশাভূদ্ভিদুরথঃ । বিদুরথশ্রুতস্তাথ শ্রুতস্যাপি শমী শ্রুতঃ । ৫০

প্রতিজ্ঞত্বশ্চ শমিনঃ ব্রহ্মভোজস্তদাশ্রয়ঃ । হৃদিকশ্চ ব্রহ্মভোজাৎ কৃতবর্ণা তদাশ্রয়ঃ । ৫১

দেবঃ শতধনুশ্চৈব শুরাশ্চৈব দেবমীচুহঃ । দশ পুত্রা মারিষায়াং বসুদেবাবরোহভবন্ । ৫২

পৃথা চ ঋতদেবী চ ঋতকীর্তিঃ ঋতজ্ঞবাঃ । রাজ্যাবিদেবী শুরাচ্চ পৃথাং কুন্তেঃ শ্রুতামদাৎ । ৫৩

বৃক্ষি, বৃকন্ত ও চিত্রক নামে তিন পুত্র জন্মে। শকন্তের ঔরসে গান্ধিনীর গর্ভে অকুরের জন্ম হয়। এই অকুর বিধ্বস্ত হইলেন। অকুরের পুত্র উপমদন্ত। উপমদন্তের তনয় দেবশোভ। অকুরের অপর দুই পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাদের একের নাম দেববানু, অপরটির নাম উপদেব। অনমিত্রবংশোৎপন্ন চিত্রকের পুত্র পুথু ও বিপুথু। মাত্তনন্দন অঙ্ককের পুত্র ত্রি। ভজমানের তনয় কুকুর ও কবলবহিষ। কুকুরের ধৃষ্ট নামে এক পুত্র জন্মে; সেই ধৃষ্টের তনয় কাপোতরোমক। ৪১-৪৫

কাপোতরোমকের তনয় বিলোমা। বিলোমার তনয় ত্বক। ত্বকুর তনয় হনুভি; হনুভির তনয় পুনর্কসু। পুনর্কসুর এক পুত্র ও কস্তা জন্মে, পুত্রের নাম আহক আর কস্তার নাম আহকী। আহকের তনয় দেবক ও উগ্রসেন। দেবকের কস্তা দেবকী, বৃকদেবা, উপদেবা, সহদেবা, সুরক্ষিতা, শ্রীদেবা ও শান্তিদেবী। দেবকের এই সমস্ত কস্তাকেই বসুদেব বিবাহ করেন। দেবকনন্দিনী সহদেবার দুই পুত্র হয়, তাহাদিগের একের নাম দেব ও অপরটির নাম উপদেব। দেবকপুত্র উগ্রসেনের কংস, সুনামা ও চেষ্টাদি কতিপয় তনয় জন্মে। অঙ্কনন্দন ভজমানের পুত্র বিদুরথ। বিদুরথের তনয় শ্রী। বিদুরথনন্দন শ্রীর পুত্র শমী। ৪৬-৫০

শমীর তনয় প্রতিজ্ঞ, প্রতিজ্ঞের তনয় ব্রহ্মভোজ, ব্রহ্মভোজের পুত্র হৃদিক, হৃদিকের তনয় কৃতবর্ণা। বিদুরথনন্দন শ্রীর তনয় দেব, শতধনু ও দেবমীচুহ। শ্রীর মারিষা নামে অন্য এক পত্নী ছিল, তাহার গর্ভে বসুদেবাদি দশ পুত্র ও পৃথা, ঋতদেবী, ঋতকীর্তি, ঋতজ্ঞবা, রাজ্যাবিদেবী এই পঞ্চ কস্তা জন্মে। শ্রী, পৃথানাদী কস্তাকে দত্তককস্তারূপে

স। দত্তা কুন্তিনা পাণ্ডোন্তস্তাং ধৰ্ম্মানিলেক্ষকৈঃ ।

বুধিষ্ঠিরো ভীম-পাৰ্থো নকুলঃ সহদেবকঃ । ৫৪

মাত্ৰ্যাং নাসত্য-দম্ভাভ্যাং কুন্ত্যাং কর্ণঃ পুরাভবৎ ।

ঋতদেব্যাং দম্ভবক্রো জজ্ঞে বৈ বৃদ্ধত্বৰ্দ্ধনঃ । ৫৫

সন্তর্জনাদয়ঃ পঞ্চ ঋতকীৰ্ত্তীক কৈকয়াং । রাজাবিদেব্যাং বিম্বশ্চ অনুবিম্বশ্চ জজিহ্নে । ৫৬

ঋতজ্ঞবা দমঘোষাং প্রজজ্ঞে শিউপালকম্ ।

পৌরবী রোহিণী ভাৰ্য্যা মহিৰানকত্বনুভেঃ । ৫৭

দেবকীপ্রমুখা ভদ্রা রোহিণ্যাং বলভদ্রকঃ । সারণাঢ্যাঃ শঠশ্চৈব রেবত্যাং বলভদ্রভঃ । ৫৮

নিশঠশ্চোন্মুকো জাতো দেবক্যাং যট্ চ জজিহ্নে ।

কৌন্তিমাংশ্চ সুবেশশ্চ উদার্যো ভুজসেনকঃ । ৫৯

কঙ্কনাসো ভদ্রদেবঃ কংস এবাবধীত তান্ । সঙ্কৰ্শণঃ সপ্তমোহভূদন্তমঃ কৃষ্ণ এব চ । ৬০

ষোড়শস্ত্রীসহস্রাণি ভাৰ্য্যাণাকান্তবন্ হরেঃ । কুন্তিনী সত্যভামা চ লক্ষ্মণা চাকুহাসিনী । ৬১

শ্ৰেষ্ঠা জাম্ববতী চাৰ্য্যো জজিহ্নে তাঃ সূতান্ বহূন্ ।

প্রদ্যাম্ভাৰুদেফল প্রধানাঃ শত্রু এব চ । ৬২

কুন্তিৰাজকে প্রদান করেন । কুন্তিৰাজ পাণ্ডুর সহিত সেই কস্তার বিবাহ দিয়াছিলেন :
পৃথার গর্ভে ধর্ম্মের ঔরসে বুধিষ্ঠির, বাহুর ঔরসে ভীমসেন, ইন্ডের ঔরসে অর্জুনের জন্ম
হয় । পাণ্ডুর মাত্রী নামে আর এক পত্নী ছিল, তাহার গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মধ্যে
নাসত্যের ঔরসে নকুল ও দম্ভের ঔরসে সহদেবের জন্ম হয় । পূর্ব কুন্তীর কন্তকাবহার এক
পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার নাম কর্ণ । ঋতদেবীর গর্ভে দম্ভবক্র নামে পুত্র জন্মে ; ইনি
অতিশয় বৃদ্ধত্বর্দ্ধন ছিলেন । ৫১-৫৫

কেকয় রাজার ঔরসে ঋতকীন্তির গর্ভে সন্তর্জনাদি পঞ্চ পুত্র জন্মিয়াছিল । রাজাবিদেবীর
দুই ভ্রমর হয়, তাহাদিগের নাম বিম্ব ও অনুবিম্ব । ঋতজ্ঞবার গর্ভে দমঘোষের ঔরসে
শিউপালের জন্ম হয় । বসুদেবের পৌরবী, রোহিণী, যদিহা, দেবকী প্রভৃতি কতিপয়
ভাৰ্য্যা ছিল, তাহাদিগের মধ্যে রোহিণীর গর্ভে বলভদ্রের জন্ম হয় । রেবতীর গর্ভে
বলভদ্রের ঔরসে সারণ, শঠ, নিশঠ, উন্মুক প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে । দেবকীর প্রথমত
জমজী পুত্র জন্মে, তাহাদিগের নাম—কৌন্তিমান্, সুবেশ, উদার্য্য, ভুজসেন, কঙ্কনাস ও
ভদ্রদেব । এই ছয় পুত্রকেই কংসরাজ বিনাশ করেন । দেবকীর সপ্তম পুত্র সঙ্কৰ্শণ (বলরাম)
এবং অষ্টম ভ্রমর কৃষ্ণ । ৫৬-৬০

কুন্তের ষোড়শসহস্র পত্নী ছিল, তাহাদিগের মধ্যে কুন্তিনী, সত্যভামা, লক্ষ্মণা,
চাকুহাসিনী, জাম্ববতী প্রভৃতি অষ্ট রমণী প্রধান ছিলেন । ইহাদিগের অনেক পুত্র জন্মে ।

১। সন্তর্জনাদয়ঃ ।

প্রহ্লাদানিরুদ্ধোহুৎ ককুশিষ্ঠাং মহাবলঃ ।

অনিরুদ্ধাং সুভদ্রায়াং বজ্রো নাম নৃপোহুভবৎ । ৬৩

প্রতিবাহুবল্লমুত্তম্চারুস্তম্য সুতোহুভবৎ ।

বহিস্ত তুর্কসোর্বংশে বহুর্ভার্গোহুভবৎ সূতঃ । ৬৪

ভার্গাস্তানুরহুৎ পুত্রো ভানোঃ পুত্রঃ করহ্মমঃ ।

করহ্মমস্ত মরুতো ঋহোর্বংশং নিবোধ মে । ৬৫

ঋহোস্ত তনয়ঃ সেতুরারহ্মস্ত তনাব্যজঃ ।

আরহ্মশ্চৈব গাঙ্ঘারো ঘর্শো গাঙ্ঘারতোহুভবৎ । ৬৬

বৃহত্ত বর্ষপুত্রোহুৎকুর্গমশ্চ যুত্তম্য তু । প্রচেতা হুর্গমশ্চৈব অনোর্বংশং শৃণু মে । ৬৭

অনোঃ সভানরঃ পুস্তস্তম্যং কালঞ্জরোহুভবৎ ।

কালঞ্জরাং সৃঞ্জরোহুৎ সৃঞ্জরাস্ত পুরঞ্জরঃ । ৬৮

জনমেজয়স্ত তৎপুত্রো মহাশালস্তদাব্যজঃ । মহামনা মহাশালাংশীনর ইহ সূতঃ । ৬৯

উশীনরাচ্ছিবির্জজে বৃষদর্ভঃ শিবেঃ সূতঃ ।

মহামনোজাং তিতিক্ষোঃ পুত্রোহুৎক কৃষদ্রথঃ । ৭০

হেমো কৃষদ্রথাজ্জজে সূতপা হেমতোহুভবৎ ।

বলিঃ সূতপমো জজে অজ-বজ-কলিজকাঃ । ৭১

অজঃ পৌণ্ড্রশ্চ বালৈয়া অনপালস্তথাঙ্গতঃ । অনপালাদ্বিবিরথজতো বর্ষরথোহুভবৎ । ৭২

রোমপাদো বর্ষরথাজ্জতুরজস্তদাব্যজঃ । পৃথুলাকস্তম্য পুস্তম্পোহুৎ পৃথলাকতঃ । ৭৩

তদ্রথো প্রহ্লাদের ঔরসে রতির গর্ভে মহাবল অনিরুদ্ধের জন্ম হয় । অনিরুদ্ধের সুভদ্রা নামী স্ত্রীয়ার গর্ভে বজ্র নামে তনয় উৎপন্ন হয় । বজ্রের পুত্র প্রতিবাহ । প্রতিবাহের তনয় চারু । তুর্কসুর বংশে বহিন্যমে এক পুত্র জন্মে ; বহির তনয় ভার্গ, ভার্গের পুত্র ভানু, ভানুর তনয় করহ্মম, করহ্মমের তনয় মরুত । অনন্তর ঋহুর বংশ প্রবণ কর । ৬১-৬৫

ঋহুর তনয় সেতু, সেতুর পুত্র আরহ্ম, আরহ্মের তনয় গাঙ্ঘার, গাঙ্ঘারের তনয় ঘর্ষ, ঘর্ষের পুত্র যুত, যুতের তনয় হুর্গম, হুর্গমের তনয় প্রচেতা । অনন্তর অনুর বংশ প্রবণ কর । অনুর পুত্র সভানর । সভানরের তনয় কালানল, কালানলের তনয় সৃঞ্জ, সৃঞ্জের তনয় পুরঞ্জ, পুরঞ্জের পুত্র জনমেজয়, জনমেজয়ের তনয় মহাশাল, মহাশালের তনয় মহামনা ; ইনি উশীনর নামে খ্যাত ছিলেন । উশীনরের তনয় শিবি, শিবির পুত্র বৃষদর্ভ । মহামনার তিতিক্ষু নামে এক পুত্র ছিল, তাঁহার পুত্র কৃষদ্রথ । ৬৬-৭০

কৃষদ্রথের পুত্র হেম, হেমের তনয় সূতপা, সূতপার তনয় বলি । এই বলির অজ, বজ, কলিজ, অজ ও পৌণ্ড্র এই কয়েকটি পুত্র জন্মে । অজের তনয় অনপাল, অনপালের পুত্র দিবিরথ, দিবিরথের তনয় বর্ষরথ, বর্ষরথের পুত্র রোমপাদ, রোমপাদের তনয় চতুরজ,

চম্পপুত্রস্ত হর্যাক্ষস্ত ভ্রমরথঃ সূত । বৃহৎকর্ণা সূতস্তস্ত বৃহত্তানুস্ততোহিভবৎ । ৭৪
বৃহন্ননা বৃহত্তানোস্তস্ত পুত্রো জয়দ্রথঃ । জয়দ্রথস্ত বিজয়ো বিজয়স্য ধৃতিঃ সূতঃ । ৭৫
ধৃতেধৃতব্রতঃ পুত্রঃ সত্যধর্ম্য ধৃতব্রতাৎ । তস্য পুত্রস্তুধিরথঃ কর্ণস্তস্ত সূতোহিভবৎ ।
বৃষসেনস্ত কর্ণস্ত পুরুবংশান শৃণু মে ০ ৭৬

ইতি ঐগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে চম্পবংশবর্ণনং নাম ত্রিচ্ছত্রিংশদধিক-
শততমোহধ্যায়ঃ । ১৪৩ ।

চতুচ্ছত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

হরিকবাচ

জনমেজয়ঃ পুরোস্তাভুৎ প্রতিবান্ জনমেজয়াৎ । প্রতিব্রতঃ প্রবীরস্ত মনস্ব্যস্ত প্রবীরতঃ । ১
তস্ত পুত্রস্তাভয়দঃ সমুচ্চাভয়দাপভুৎ । সম্ভোর্বহ্মগবঃ পুত্রঃ সজ্জাতিস্তস্ত চাখ্যকঃ । ২
বৎসজ্জাতিস্ত সজ্জাতে রৌদ্রাখ্যস্ত তদাখ্যকঃ । ঋতেয়ুঃ হৃতিলেয়ুস্ত ককেয়ুস্ত কৃতেয়ুকঃ । ৩
জলেয়ুঃ সত্ততেয়ুস্ত রৌদ্রাখ্যস্ত সূতা বরাঃ । রতিনার ঋতেয়োস্ত তস্তাপ্রতিরথঃ সূতঃ । ৪

চতুর্ভুজের পুত্র পৃথুলাক্ষ, পৃথুলাক্ষের তনয় চম্প, চম্পের তনয় হর্যাক্ষ । হর্যাক্ষের পুত্র ভ্রমরথ, ভ্রমরথের তনয়—বৃহৎকর্ণা, বৃহৎকর্ণার তনয় বৃহত্তানু, বৃহত্তানুর পুত্র বৃহন্ননা, বৃহন্ননার তনয় জয়দ্রথ । জয়দ্রথের পুত্র বিজয়, বিজয়ের তনয় ধৃতি, ধৃতির পুত্র ধৃতব্রত, ধৃতব্রতের তনয় সত্যধর্ম্য, সত্যধর্ম্যার পুত্র অধিরথ, অধিরথের তনয় কর্ণ, কর্ণের পুত্র বৃষসেন । অনন্তর পুরুবংশ বলিতেছি শ্রবণ কর । ৭১-৭৬

ঐগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে চম্পবংশবর্ণন নামক ত্রিচ্ছত্রিংশদধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪৩ ।

চতুচ্ছত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়

হরি কহিলেন,—পুরুব তনয় জনমেজয় । জনমেজয়ের পুত্র প্রতিবান্, তাহার পুত্র প্রবীর, প্রবীরের পুত্র মনস্ব্য, মনস্ব্যর তনয় অভয়দ, অভয়দের পুত্র সমু, সমুর তনয় বহ্মগতি, বহ্মগতির পুত্র সজ্জাতি, সজ্জাতির তনয় বৎসজ্জাতি, বৎসজ্জাতির তনয় রৌদ্রাখ্য, রৌদ্রাখ্যের কতিপয় পুত্র ঋতে, তাহাদিগের নাম ঋতেয়ু, হৃতিলেয়ু, ককেয়ু, জলেয়ু, সত্ততেয়ু । ইহাদিগের মধ্যে ঋতেয়ুর পুত্রের নাম রতিনার, রতিনারের তনয় প্রতিরথ, প্রতিরথের তনয়

ভস্য মেধাতিথিঃ পুত্রস্তৎপুত্রশ্চৈনিলঃ স্মৃতঃ । ঐনিলস্য তু হৃদ্যস্তো ভরতস্তস্য চাশ্বজঃ । ৫

শকুন্তলায়াং সঞ্জ্ঞে বিভথো ভরতাদভুৎ ।

বিভথস্য মন্যুঃ পুত্রো মন্যোশ্চৈব নরঃ স্মৃতঃ । ৬

নরস্য সঙ্কতিঃ পুত্রো গর্গো হি সঙ্কতেঃ স্মৃতঃ ।

গর্গাদমন্যুঃ পুত্রো বৈ শিনিঃ পুত্রো ব্যাক্ষিত । ৭

মন্যুপুত্রাস্তমহাবীৰ্য্যাক্ষয়ঃ সুভোহভবৎ । উরুক্ষয়ঃ ত্রয়্যাক্ষণিবৃহৎক্ষত্রো মন্যুজাৎ । ৮

সুহোত্রস্য হস্তী চ অজমীঢ়-ষিমীঢ়কৌ । হস্তিতঃ পুরুমীঢ়ঃ কণ্ঠোহভূদজমীঢ়তঃ । ৯

কণ্ঠোমেধাতিথির্জ্ঞে যতঃ কাশ্যপণা ষিজাঃ । অজমীঢ়াদবৃহদিবৃতৎপুত্রশ্চ বৃহৎকনুঃ । ১০

বৃহৎকনুঃ ভাস্ত্র পুত্রস্তস্য পুত্রো জয়ব্রথঃ । জয়ব্রথাবিশ্বজিত সেনজিত উদ্যজ্ঞঃ । ১১

কচিরাক্ষঃ সেনজিতঃ পৃথুসেনস্তদ্যজ্ঞঃ ।

পারস্ত পৃথুসেনস্ত পারাশ্রীপোহভবত্ৰপঃ । ১২

নীপস্ত সমরঃ পুত্রঃ পারশ্চ সমরাস্ততঃ । পারস্ত তু পৃথুঃ পুত্রঃ সৃকৃতিশ্চ পৃথোঃ স্মৃতঃ । ১৩

বিজ্ঞাজঃ সৃকৃতেঃ পুত্রো বিজ্ঞাজাদমহোহভবৎ ।

কৃত্যোঃ কৃত্যাদ্ ভগ্নদন্তো বিশ্বক্সেনস্তদ্যজ্ঞঃ । ১৪

যবীনর্য ষিমীঢ়স্ত ধৃতিমাংশ্চ যবীনরাৎ । সত্যধৃতির্ধৃতিমন্তো দৃঢ়নেমিস্তদ্যজ্ঞঃ । ১৫

মেধাতিথি । মেধাতিথির তনয় ঐনিল, ঐনিলের তনয় হৃদ্যস্ত, হৃদ্যস্তের ঔরসে ও শকুন্তলার গর্ভে ভরত নামে এক পুত্র জন্মে । ১-৫

ভরতের তনয় বিভথ । বিভথের তনয় মন্যু, মন্যুর তনয় নর, নরের তনয় সঙ্কতি, সঙ্কতির তনয় গর্গ । গর্গের তনয় অমন্যু, অমন্যুর তনয় শিনি । মন্যুপুত্র মহাবীৰ্য্য নরের উরুক্ষয়নামে এক তনয় হয় । উরুক্ষয়ের পুত্র ত্রয়্যাক্ষণি, ত্রয়্যাক্ষণির তনয় বৃহৎক্ষত্র, বৃহৎক্ষত্রের তনয় সুহোত্র, সুহোত্রের তনয় হস্তী, অজমীঢ় ও ষিমীঢ় । হস্তীর তনয় পুরুমীঢ় । অজমীঢ়ের তনয় কণ্ঠ । কণ্ঠ হইতে মেধাতিথির জন্ম হয় । এই কণ্ঠ হইতেই কাশ্যপনগোত্র প্রাপ্ত হইয়াছিল । অজমীঢ়ের অপর এক পুত্র ছিল, তাহার নাম বৃহদিবৃ ; বৃহদিবৃর তনয়ের নাম বৃহৎকনু । ৬-১০

বৃহৎকনুর পুত্র বৃহৎকনু, বৃহৎকনুর তনয় জয়ব্রথ, জয়ব্রথের তনয় বিশ্বজিৎ, বিশ্বজিৎের সেনজিৎ, সেনজিৎের পুত্র কচিরাক্ষ; কচিরাক্ষের তনয় পৃথুসেন, পৃথুসেনের পুত্র পার, পারের তনয় নীপ, নীপের তনয় সমর, সমরের পুত্র পার, পারের পুত্র পৃথু ও সৃকৃতি । পৃথুর পুত্র বিজ্ঞাজ, বিজ্ঞাজের তনয় অশ্বহ । অশ্বহ হইতে কৃতির গর্ভে ভগ্নদন্তনামে এক পুত্র জন্মে । ভগ্নদন্তের তনয় বিশ্বক্সেন । সুহোত্রের তনয় ষিমীঢ়ের যবীনর নামে এক পুত্র জন্মে । যবীনরের পুত্র ধৃতিমান, ধৃতিমানের পুত্র সত্যধৃতি, সত্যধৃতির তনয় দৃঢ়নেমি ।

দৃষ্টনেমিঃ সুপার্ষোহভূৎ সুপার্ষাৎ সন্নতিস্তথা । কৃতস্ত সন্নতেঃ পুত্রঃ কৃতাহ্ণাদ্যুধোহভবৎ । ১৬
উগ্রায়ুধাচ্চ কেমোহভূৎ সুধীরস্ত তদাশ্রয়ঃ । পুরজয়ঃ সুধীরাজ তস্য পুত্রো বিদুরথঃ । ১৭
অজমীঢ়ানলিন্যাক নীলো নাম নৃপোহভবৎ । নীলাচ্ছান্তিরভূৎ পুত্রঃ সুশান্তিস্তস্য চাশ্রয়ঃ । ১৮

সুশান্তে'চ পুরুর্জাতো অর্কস্তস্য সুতোহভবৎ ।

অর্কস্ত চৈব হর্যাস্থো হর্যাস্থাদ্যুদগলোহভবৎ^১ । ১৯

যবীনরো বৃহস্তানুঃ কশ্মিরঃ সৃজয়স্তথা । পাকলাশ্বদগলাচ্ছজে বৃহস্তো^২ বৈষ্ণবো মহান্ । ২০
দিবোদাসো হুহল্যা চ অহল্যার্নাৎ শরধত্তঃ । শতানন্দোহভবৎ পুত্রস্তস্য সত্যধৃতিঃ সুতঃ । ২১
কৃপঃ কৃপী সত্যধৃতেকুর্কশা বীৰ্য্যহানিতঃ । দ্রোণপত্নী কৃপী জজ্ঞে অশ্বখামানমুত্তমম্ । ২২
দিবোদাসান্নিত্রয়ুশ্চ মিত্রয়োশ্চ্যবনোহভবৎ । সুদাসশ্চ্যবনাচ্ছজে সৌদাসস্তস্য চাশ্রয়ঃ । ২৩
সহদেবস্তস্য পুত্রঃ সহদেবাশ্চ সোমকঃ । অস্তস্ত সোমকাচ্ছজে পৃষতশ্চাপরো মহান্ । ২৪
পৃষতাৎ ঋপদো জজ্ঞে ধৃষ্টদ্যায়স্ততোহভবৎ । ধৃষ্টদ্যায়ান্ ধৃষ্টকেতুর্ককোহভূদজমীড়তঃ । ২৫
অকাৎ সংবরণো জজ্ঞে কুরুঃ সংবরণাদভূৎ । সুধনুশ্চ পরিক্ষিচ্চ অহনুশ্চৈব কুরোঃ সুতাঃ । ২৬

সুধনুযঃ সুহোত্রোহভূৎ চ্যবনোহভূৎ সুহোত্রতঃ ।

চ্যবনাৎ কৃতকো জজ্ঞে অথোপরিচরো বসুঃ । ২৭

দৃষ্টনেমির তনয় সুপার্ষ, সুপার্ষের তনয় সন্নতি, সন্নতির তনয় কৃত, কৃতের তনয় উগ্রায়ুধ, উগ্রায়ুধের পুত্র কেম্য, কেম্যের তনয় সুধীর, সুধীরের তনয় পুরজয়, পুরজয়ের তনয় বিদুরথ । অজমীড়ের নলিনী নামে এক পত্নী ছিল । তাহার গর্ভে নীলরাজার জন্ম হয় । নীলের তনয় শান্তি, শান্তির তনয় সুশান্তি, সুশান্তির পুত্র পুরু, পুরুর তনয় অর্ক, অর্কের তনয় হর্যাস্থ, হর্যাস্থের তনয় যুদগল ; যুদগল পাকলাদেশের অধীশ্বর ছিলেন । ইহার যবীনর, বৃহস্তানু, কশ্মির, সৃজয় ও বৃহস্ত নামে পঞ্চ তনয় জন্মে । এই বৃহস্ত পরম বৈষ্ণব ছিলেন । ১৬-২০

তাহার দিবোদাস নামে পুত্র ও অহল্যানাম্নী কন্যা জন্মে । অহল্যার গর্ভে শরজানের উরসে শতানন্দ নামে এক পুত্র হইয়াছিল । শতানন্দের পুত্র সত্যধৃতি । উর্কশীপর্শনে বীৰ্য্যপাত হওয়াতে সত্যধৃতির কৃপ নামে এক পুত্র ও কৃপী নামে এক কন্যা হইয়াছিল । দ্রোণাচার্যের সহিত কৃপীর বিবাহ হয় । দ্রোণাচার্য্য হইতে কৃপীর গর্ভে অশ্বখামার জন্ম হইয়াছিল । দিবোদাসের পুত্র মিত্রয়ু, মিত্রয়ুর পুত্র চ্যবন, চ্যবনের তনয় সুদাস, সুদাসের তনয় সৌদাস, সৌদাসের তনয় সহদেব, সহদেবের তনয় সোমক, সোমকের পুত্র অস্ত ও পৃষত । পৃষতের পুত্র ঋপদ হইতে ধৃষ্টদ্যায়ের উৎপত্তি হয় । ধৃষ্টদ্যায়ের তনয় ধৃষ্টকেতু । পূর্বেকাত অজমীড় হইতে অশ্বখামা নামে এক পুত্রের জন্ম হয় । ২১-২৫

অর্কের তনয় সংবরণ ; সংবরণের তনয় কুরু, সুধনু, পরিক্ষিৎ ও অহনু । সুধনুর পুত্র সুহোত্র, সুহোত্রের তনয় চ্যবন । চ্যবন হইতে কৃতক রাজার জন্ম হয় । কৃতকের তনয়

বৃহদ্রথঃ প্রভ্যগ্রঃ সত্যাক্ষঃ ধমোঃ সুতাঃ । বৃহদ্রথঃ কুলাগ্রঃ কুলাগ্রাবৃত্তোঃ ২৩৮

অমৃত্যং পুষ্পবান্ধবঃ অমৃত্যং সত্যাহিতো নৃপঃ ।

সত্যাহিতাঃ সুব্রাহ্মণ্যঃ অমৃত্যৈব সুব্রহ্মণ্যঃ । ২৯

বৃহদ্রথাজ্ঞরাসদ্ব্যঃ সহদেবশ্রুতান্বিতঃ । সহদেবাক্ষ সোমাপিঃ সোমাপিঃ অমৃত্যান্ সুতাঃ । ৩০

ভীমসেনোগ্রসেনো চ অমৃত্যেনোঃ পরাজিতঃ ।

অনমেজয়স্তাতোঃ কৃত্যজ্ঞোঃ সুব্রহ্মণ্যঃ ৩১

বিদুরথঃ সুব্রহ্মণ্যঃ সার্বভৌমো বিদুরথঃ । অমৃত্যেনঃ^১ সার্বভৌমাদারাবীতঃ চাক্ষুঃ^২ । ৩২

অমৃত্যায়ুস্ততঃ পুত্রস্ততঃ চাক্ষুঃ^৩ নৃপঃ । অমৃত্যেনোঃ অতিথিঃ অমৃত্যৈব^৪ অমৃত্যৈব^৫ নৃপঃ । ৩৩

অমৃত্যৈব ভীমসেনোঃ কৃত্যজ্ঞোঃ ভীমসেনঃ ।

প্রভীপোঃ কৃত্যজ্ঞোঃ দেবাপিত্ত প্রভীপতঃ । ৩৪

শান্তনুশ্চৈব বাহ্লীকঃ কৃত্যজ্ঞোঃ জাতনো নৃপাঃ ।

বাহ্লীকোঃ সোমদত্তোঃ কৃত্যজ্ঞোঃ কৃত্যজ্ঞোঃ ৩৫

শলঃ শান্তনোভীকো গজাননঃ শান্তনোঃ ৩৬

চিত্রাঙ্গ-বিচিত্রো তু সত্যবত্যান্ত শান্তনোঃ । ৩৬

বিচিত্রবীৰ্য্যভার্যো তু অমৃত্যেনোঃ তনোঃ । ধৃতরাষ্ট্রঃ পাত্তুঃ তদাক্ষাঃ বিদুরঃ তথা । ৩৭

উপরিচরনামা বসু । উপরিচর বসু হইতে বৃহদ্রথ, প্রভ্যগ্র, সত্য প্রভৃতি পুত্র উৎপন্ন হয় । বৃহদ্রথের তনয় কুলাগ্র । কুলাগ্রের তনয় অমৃত্য, অমৃত্যের তনয় পুষ্পবান্ধব, পুষ্পবান্ধব হইতে সত্যাহিত রাজার জন্ম হয় । সত্যাহিতের তনয় সুব্রাহ্মণ্য, সুব্রাহ্মণ্যের পুত্র অমৃত্য । উক্ত বৃহদ্রথ হইতে অরাসদ্ব্য রাজার জন্ম হইয়াছিল । অরাসদ্ব্যের তনয় সহদেব, সহদেবের তনয় সোমাপি, সোমাপি হইতে অমৃত্যান্, ভীমসেন, উগ্রসেন, অমৃত্যেন ও অনমেজয়ের জন্ম হইয়াছিল । উক্ত অমৃত্য হইতে সুব্রহ্মণ্য রাজার উৎপত্তি হয় । ২৬-৩১

সুব্রহ্মণ্যের তনয় বিদুরথ, বিদুরথের পুত্র সার্বভৌম, সার্বভৌমের তনয় অমৃত্যেন, অমৃত্যেনের পুত্র আরাবী, আরাবীর পুত্র অমৃত্যায়ু, অমৃত্যায়ুর নন্দন অমৃত্যেন, অমৃত্যেনের তনয় অতিথি, অতিথির তনয় অমৃত্য, অমৃত্যের পুত্র ভীমসেন, ভীমসেনের তনয় দিলীপ, দিলীপের পুত্র প্রভীপ, প্রভীপের পুত্র দেবাপী, শান্তনু ও বাহ্লীক । বাহ্লীক হইতে সোমদত্তের জন্ম হইয়াছিল । সোমদত্তের পুত্র ভূতি, ভূতির তনয় ভূতিজ্ঞা ও শল । শান্তনুর ঔরসে গজানন গর্ভে ভীমের জন্ম হয় । এই ভীম মহাবীর্য্যিক ছিলেন । শান্তনুর অপর দুই পুত্র অমৃত্য, তাহারিণের নাম চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীৰ্য্য । বিচিত্রবীৰ্য্যের দুই পত্নী ছিল, তাহারিণের একের নাম অমৃত্য, অমৃত্যের নাম অমৃত্যিকা । বাসদেব অমৃত্যের গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র, অমৃত্যিকার গর্ভে পাত্তু ও আরাবীর গর্ভে বিদুর নামে পুত্র উৎপাদন করেন । ৩২-৩৭

বাস উৎপাদয়ামাস গান্ধার্যাং^১ ধৃতরাষ্ট্রতঃ ।

দুর্যোধনান্নক শতং^২ পাণ্ডোঃ পঞ্চ প্রজজিহ্নে । ৩৮

প্রতিবিজ্ঞাঃ শ্রুতসোমঃ শ্রুতকীৰ্ত্তিঃ চান্দ্রনাং ।

শতানীকঃ শ্রুতকৰ্ম্মা দ্রৌপদাং পঞ্চ বৈ ক্রমাং । ৩৯

যোধেয়ী চ হিড়িম্বা চ কোণী চৈব সুভদ্রিকা ।

বিজয়ী বৈ রেণুমতী পঞ্চভাস্ত্র সুভাঃ ক্রমাং । ৪০

দেবকো বটৌৎকচঃ অভিমন্যুঃ সৰ্ব্বগঃ । সুহোত্রো নিরমিত্রঃ পরীক্ষিতভিমন্যুজঃ ।

জানমেজয়েহিহ ভাতো ভবিষ্যাৎ নৃপান্ শৃণু । ৪১

ইতি ঐগরুড় মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে চন্দ্রবংশবর্ণনং নাম

চতুষ্ছত্রিংশদধিক-শততমোহধ্যায়ঃ । ১৪৪ ।

ধৃতরাষ্ট্র হইতে গান্ধারীর গর্ভে দুর্যোধনাদি শতপুত্র হয় । পাণ্ডুর সুধিষ্টিরাণি পঞ্চ পুত্র জন্মে । দ্রৌপদীর গর্ভে সুধিষ্টির হইতে প্রতিবিজ্ঞা, ভীমসেন হইতে শ্রুতসোম, অর্জুন হইতে শ্রুতকীৰ্ত্তি, নকুল হইতে শতানীক ও সহদেব হইতে শ্রুতকৰ্ম্মা নামক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল । সুধিষ্টিরাণি পঞ্চভাস্ত্রা যোধেয়ী, হিড়িম্বা, কোণী, সুভদ্রা, বিজয়া ও রেণুমতী এই কয়েকটি পত্নী ছিল । তাহাদিগের গর্ভে দেবক, বটৌৎকচ, অভিমন্যু, সৰ্ব্বগ, সুহোত্র ও নিরমিত্র এই কয়েকটি পুত্র জন্মে । অভিমন্যু হইতে পরীক্ষিতের জন্ম হয় । পরীক্ষিতের পুত্র জানমেজয় । অতঃপর যে সকল রাজার জন্ম হইবে, সেই ভবিষ্য রাজগণের জন্মবিবরণ ও নাম জবণ কর । ৩৮-৪১

ঐগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে চন্দ্রবংশ বর্ণন নামক চতুষ্ছত্রিংশদধিক

শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪৪ ।

হরিরুবাচ

শতানীকো অশ্বমেধ-দত্তশাপ্যধিসীমকঃ । কৃক্ষো নিচক্রশ্যাপ্যকস্ততশ্চিহ্নরথো নৃপঃ । ১
 উচিরথো বৃক্ষিমাংশ্চ সুবেশ্চ সুনীথকঃ । অচস্তস্তাভবৎপুত্রো নৃচক্ষুশ্চ সুধাবলঃ ২
 পারিগ্রবশ্চ সুনরো মেধাবী চ নৃপঞ্জরঃ । যুহুস্তিগ্নো বৃহদ্রথঃ শতানীকঃ সুদানকঃ । ৩
 উদানোহহিনরশ্চৈব দত্তপাণিনিমিত্তকঃ । ক্ষেমকশ্চ ততঃ শূদ্রঃ শিতা পূর্বস্তুতঃ সূতঃ । ৪
 বৃহৎলাভু কথ্যন্তে নৃপাশ্চৈকাকুবংশজাঃ । বৃহৎলাভুরুক্ষয়ো বৎসবাহস্ততঃ পরঃ ।
 প্রতিবোমস্ততঃ সূর্য্যঃ সহদেবস্ততঃ পরঃ । ৫
 বৃহদ্রথো ভানুরথঃ প্রভীবাশ্চ প্রভীতকঃ । মনুদেবঃ সুনক্ষত্রঃ কিম্বরশ্চান্তরীক্ষকঃ । ৬
 সুপর্ণঃ শতজিহ্বেষ বৃহদ্রাজশ্চ বার্মিকঃ । কৃতজয়ো বনজয়ঃ সজয়ঃ শাক্য এব চ । ৭
 তক্ষোদনো বাহুলশ্চ সেনজিৎ কুদ্রকস্তথা । সমিত্রঃ কৃতবশ্চাতঃ ২ সুমিত্রো মগধান্ শূদ্রঃ ৮
 জরাসন্ধঃ সহদেবঃ সোমাপিশ্চ ঋতশ্রবাঃ । অনুভায়ুর্নিরমিত্রঃ সুক্ষেত্রো বহুকর্ম্মকঃ । ৯

হরি কহিলেন,—শতানীকের তনয় অশ্বমেধদত্ত । অশ্বমেধদত্তের তনয় অধিসীমক ।
 অধিসীমকের পুত্র কৃক্ষ । কৃক্ষের তনয় অনিরুদ্ধ । অনিরুদ্ধের পুত্র উক্ষ । উক্ষের তনয় চিহ্নরথ ।
 চিহ্নরথের তনয় উচিরথ । উচিরথের পুত্র বৃক্ষিমান । বৃক্ষিমানের তনয় সুবেশ । সুবেশের
 তনয় সুনীথ । সুনীথের তনয় অচ । অচের পুত্র নৃচক্ষু । নৃচক্ষুর তনয় সুধাবল । সুধাবলের
 তনয় পারিগ্রব । পারিগ্রবের পুত্র সুনর । সুনরের তনয় মেধাবী । মেধাবীর তনয় নৃপঞ্জর ।
 নৃপঞ্জরের তনয় যুহু । যুহুর পুত্র তিগ্ন । তিগ্নের তনয় বৃহদ্রথ । বৃহদ্রথের তনয় শতানীক ।
 শতানীকের পুত্র অহিনর । অহিনরের পুত্র দত্তপাণি । দত্তপাণির তনয় নিমিত্তক ।
 নিমিত্তকের পুত্র ক্ষেমক । ক্ষেমকের তনয় শূদ্র । এক্ষণে ইক্ষাকুবংশীয় বৃহৎলাভের ভবিতবংশ
 কীৰ্ত্তন করিতেছি । বৃহৎলাভ হইতে উরুক্ষয় । উরুক্ষয় হইতে বৎসবাহ । বৎসবাহ হইতে
 প্রতিবোম, তৎপুত্র সূর্য্য, সূর্য্য হইতে সহদেব, সহদেব হইতে বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথ হইতে ভানুরথ,
 ভানুরথ হইতে প্রভীবা, প্রভীবা হইতে প্রভীতক, প্রভীতক হইতে মনুদেব, মনুদেব হইতে
 সুনক্ষত্র, সুনক্ষত্র হইতে কিম্বর, কিম্বর হইতে অন্তরীক্ষক । ১-৬

অন্তরীক্ষক হইতে সুপর্ণ, সুপর্ণ হইতে কৃতজিৎ, কৃতজিৎ হইতে বার্মিক বৃহদ্রাজ
 জন্মগ্রহণ করিবে । বৃহদ্রাজ হইতে কৃতজয়, কৃতজয় হইতে বনজয়, বনজয় হইতে শাক্য,
 শাক্য হইতে তক্ষোদন, তক্ষোদন হইতে বাহুল, বাহুল হইতে সেনজিৎ, সেনজিৎ হইতে
 কুদ্রক, কুদ্রক হইতে সমিত্র, সমিত্র হইতে কৃতব, এবং কৃতব হইতে সুমিত্র জন্ম গ্রহণ
 করিবে । অনন্তর মগধবংশীয় রাজাদিগের ভবিতবংশাবলী কহিতেছি, শ্রবণ কর ।
 মগধবংশীয় জরাসন্ধের পুত্র সোমাপি, সোমাপির তনয় ঋতশ্রবার পুত্র অনুভায়ু ।

১ । নৃচক্ষুশ্চ সুধাবলো মেধাবী চ নৃপঞ্জরঃ । ২ । কৃতবশ্চাতঃ ।

ক্ষতজয়ঃ সেনজিচ্ছ ভুরিচ্ছৈব তুচ্ছিত্বা । ক্ষেমাশ্চ সূত্রতো ধর্ম্যঃ সূত্রমো দৃঢ়সেনকঃ । ১০
সুমতিঃ সুবলো নীতো সত্যজিৎশিখজিত্বা । ইয়ুজয়শ্চ ইতোতে নৃপা বাইদ্রথাঃ শ্রুতাঃ । ১১
অধর্ম্মিষ্ঠাশ্চ শূদ্রাশ্চ ভবিষ্যন্তি নৃপান্ততঃ । স্বর্গাদিকৃষ্টি ভগবান্ সাক্ষারায়ণোহব্যয়ঃ । ১২

নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকস্তথৈবাত্মান্তিকো লয়ঃ ।

যাতি ভূঃ প্রলয়কাণ্ডে আপত্তেজসি পাবকঃ । ১৩

বায়ৌ বায়ুশ্চ বিয়তি আকাশং যাত্যহংকৃতৌ ।

অহং বুদ্ধৌ যতিজীবে জীবোহব্যাক্তে তদাশ্রয়নি । ১৪

আত্মা পরেশ্বরো বিষ্ণুরেকো নারায়ণো নরঃ ।

অবিনাশপরং সর্বং জগৎ সর্গাদি নানি হি । ১৫

নৃপাদয়ো গতা নাশমন্তঃ পাপং বিসর্জয়েৎ ।

ধর্ম্মং কুর্য্যাৎ স্থিরং যেন পাপং হিত্বা হরিং ব্রজেৎ । ১৬

ইতি শ্রীগুরুভে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে রাজবংশবর্ণনং নাম

পঞ্চচত্বারিংশদধিক-শততমোহধ্যায়ঃ । ১৪৫ ।

অনুভাষুর পুত্র নিরমিত্র । নিরমিত্রের তনয় স্বক্কেত্র । স্বক্কেত্রের পুত্র কর্মক । কর্মকের পুত্র সেনজিৎ । সেনজিতের পুত্র ভুরি । ভুরির তনয় তুচ্চি । তুচ্চির তনয় ক্ষেমা । ক্ষেমোর তনয় সূত্রত । সূত্রতের পুত্র ধর্ম্ম । ধর্ম্মের তনয় সূত্রম । সূত্রমের তনয় দৃঢ়সেনকের পুত্র সুমতি । সুমতির তনয় সুবল । সুবলের তনয় নীত । নীতের তনয় সত্যজিৎ । সত্যজিতের তনয় শিখজিৎ । শিখজিতের তনয় ইয়ুজয় । ইহার। সকলে বৃহদ্রথবংশীয় রাজা । ৭-১১

অনন্তর অধর্ম্মনিষ্ঠ শূদ্রগণ রাজসিংহাসনে আরোহণ করিবে । অব্যয় ভগবান্ নারায়ণই সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয়কর্তা । প্রলয় তিনপ্রকার যথা—নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক ও আত্মান্তিক । পৃথিবী জলে, জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ অহঙ্কারভুক্তে, অহঙ্কারভুক্ত বুদ্ধিত্ত্বতে, বুদ্ধিত্ত্ব জীবে এবং জীব অব্যাক্ত পরম ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয় । সর্বাত্মা পরমেশ্বর নর-নারায়ণরূপী বিষ্ণুই একমাত্র নিত্য, অন্ত সমুদায় জগৎই নশ্বর । এই ভূমণ্ডলে শত শত রাজা জন্মিয়া বিনষ্ট হইয়াছেন, অতএব পাপকর্ম্ম পরিহারপূর্বক সর্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে । পাপকর্ম্ম পরিহার করিলে হরিকে প্রাপ্ত হইতে পারিবে । ১২-১৬

শ্রীগুরুভপুুরাণে পূর্বখণ্ডে রাজবংশ বর্ণন নামক পঞ্চচত্বারিংশদধিক

শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪৫ ।

ভ্রুকোবাচ

বংশাদীন্ পালয়ামাস অবতীর্ণো হরিঃ প্রভুঃ ।

দৈত্যধর্মস্ত নাসার্থং দেবধর্মাদিগুপ্তয়ে । ১

মৎস্যাদিকরূপেণ অবতারং করোত্যজঃ ।

মৎস্যো ভূতা হরগ্ৰীবাং দৈত্যং হত্বাজিকটকম্ । ২

দেবানানীহ মদাদীন্ পালয়ামাস কেশবঃ । মন্দরং ধারয়ামাস কৃশোণ ভূতা হিতায় চ । ৩
 ক্ষীরোদমথনে বৈন্যো দেবো ধনন্তরিত্বভূৎ । বিভ্রং কমন্তলুং পূর্ণমম্বতেন সমুদ্রিতঃ । ৪
 আদুর্বেদমথাষ্টোক্তং সুক্রতায় স উক্তবান্ । অমৃতং পালয়ামাস গ্রীকপী চ সুদান্ হরিঃ । ৫
 অবতীর্ণো বরাহোহথ হিরণ্যাকং জঘান চ । পৃথিবীং ধারয়ামাস পালয়ামাস দেবতাঃ । ৬
 নরসিংহোহবতীর্ণোহথ হিরণ্যকশিপুং রিপুন্ । দৈত্যান্ নিহন্তবান্ বেদধর্মাদীনত্যাপালয়ৎ । ৭
 ভভঃ পরশুরামোহভূচ্ছমদগ্নেজ্জগৎপ্রভুঃ । ত্রিঃশতকৃতঃ পৃথিবীং চক্রে নিঃকজ্রিয়াং হরিঃ । ৮
 কার্ত্তবীর্য্যং জঘানাকৌ কশ্যপাং মহীং মদৌ । বাগং কৃত্বা মহাবাহুর্মহেন্দ্রে পর্বতে স্থিতঃ । ৯
 ভক্তো হ্যমোহভবদ্বিকৃচ্ছতুর্ধা দুষ্টমর্দনঃ । পুত্রো দশরথাজ্জ্যেষ্ঠে তামশ্চ ভবতোহনুজঃ ।
 লক্ষ্মণশ্চাথ শত্রুঘ্নো রামভার্য্যা চ জানকী । ১০

ভ্রুকা বলিলেন,—প্রভু হরি দৈত্যগণের আধিপত্য বিনাশ ও বৈদিকধর্ম রক্ষার নিমিত্ত
 ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া আর্য্যবংশ পালন করিয়া আসিতেছেন । তিনি সময়ে সময়ে মৎস্যাদি-
 রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । হরি প্রথমতঃ মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া সমরতর্ক হরগ্ৰীবকে
 বিনাশ করত বেদ উদ্ধার করিয়া মনুপ্রভৃতি রাজগণকে পালন করিয়াছিলেন । তিনি
 সমুদ্রমন্থন সময়ে জগতের হিতসাধনার্থ কৃশাণরূপে অবতীর্ণ হইয়া মন্দরপর্বতে ধারণ করেন ।
 হরি ক্ষীরোদমথনের সমর বৈদ্য ধনন্তরিরূপে অবতীর্ণ হইয়া অমৃতপূর্ণ কমন্তলু ধারণপূর্বক
 উদ্রিত হইয়াছিলেন । এই ধনন্তরিনেব সুক্রতায়কে শিল্পকে অষ্টোক্ত আদুর্বেদ উপদেশ
 করিয়াছিলেন । ভগবান্ হরি যোহিনী রমণীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেবগণকে অমৃত পান
 করাইয়াছিলেন । ১-১০

অনন্তর তিনি বরাহরূপে অবতীর্ণ হইয়া হিরণ্যাক নামক দৈত্যকে বিনাশ করত
 পৃথিবী ধারণ করিয়াছিলেন ও দেবগণকে পালন করেন । অন্তঃপর হরি নরসিংহরূপে
 অবতীর্ণ হইয়া হিরণ্যকশিপু ও অনাগ্য দুষ্ট দৈত্যগণের বিনাশসাধনপূর্বক বৈদিক ধর্ম রক্ষা
 করিয়াছিলেন । অনন্তর তিনি জমদগ্নির ঔরসে পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীকে
 একবিংশতিবার নিঃকজ্রিয় করিয়াছিলেন । পরশুরাম সংগ্রামে কার্ত্তবীর্য্যকে বিনাশ করত
 বজ্রানুষ্ঠানপূর্বক কশ্যপকে সমগ্র মহীমণ্ডল প্রদান করিয়া মহেন্দ্রপর্বতে অবস্থান করেন ।
 অনন্তর বিষ্ণু দুষ্টদমনার্থ চারি অংশে বিভক্ত হইয়া দশরথের ঔরসে লক্ষ্মণরূপপূর্বক রাম,
 লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । রামচন্দ্রের ভার্য্যা জানকী । ৬-১০

তামিচ্ছ পিতৃসন্ত্যাপ্যঃ মাতৃভ্যো হিতমাচরন্ । শৃঙ্গকেন্দ্ৰং চিত্রকূটং দত্তকারণ্যমাগতঃ । ১১
 নাস্যৈ শূৰ্পণখায়াচ্চ হিত্বাথ খরদুষণম্ । হস্তা ম রাক্ষসং সীতাপহারি-রজনীচরম্ । ১২
 রাবণজানুজং নশ্ব লক্ষাপূৰ্ণাং বিভীষণম্ । রক্ষোবাজোন সংস্থাপ্য সূগ্ৰীবহনুমুখৈঃ । ১৩
 আরুহ্য পুষ্পকং সার্কিং সীতয়া পতিভক্তয়া ।
 সুমহাপতিব্রতয়া মোহমোহায়াং স্বপুৰীং গতঃ । ১৪
 রাজ্যাককার দেবাদীন্ পালয়ামাস স প্রজাঃ ।
 ধর্মসংরক্ষণং চক্রে অশ্বমেবাদিকান্ ক্রতুন্ । ১৫
 সুমহাপতিব্রতয়া রেমে রামো যথাসুখম্ । রাবণস্য গৃহে সীতা হিত্বাপি ন হি রাবণম্ । ১৬
 কর্ণণা মনসা বাচা সা গতা রাবণং বিনা । পতিব্রতা তু সা সীতা অনসূয়া যথৈব তু । ১৭
 পতিব্রতারাঃ সীতারা যাহাওয়া কথয়ায়াহম্ ।
 কৌশিকো ব্রাহ্মণঃ কুষ্ঠী প্রতিষ্ঠানেভবৎ পুরা । ১৮
 তং তদা ব্যাবিভং ভার্য্যা পতিং দেবমিবার্চয়ৎ ।
 নির্ভংসিতাপি ভর্তারং ভ্রমমগত দৈবতম্ । ১৯

রামচন্দ্র পিতৃ সন্ত্যাপন এবং মাতা কৈকেয়ীর হিতানুষ্ঠান করিবার মানসে রাজ্য পরিভ্রাম্যপূর্বক ক্রমশঃ শৃঙ্গবেরপুর, চিত্রকূটপর্বত ও দত্তকারণ্যে গমন করেন। তিনি শূৰ্পণখার নাসাচ্ছেদপূর্বক খরদুষণাদি রাক্ষসবীর ও সীতাপহারী রাক্ষসরাজ রাবণকে বিনাশ করিয়া রাবণানুজ বিভীষণকে লক্ষাপুরীতে রাক্ষসরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তারপর তিনি সূগ্ৰীব হনুমান্ প্রভৃতি অনুচরগণ এবং পরমপতিব্রতা পতিভক্তিমতী সীতার সহিত পুষ্পক-বিমানে আরোহণ করিয়া নিজ রাজধানী অযোধ্যাপুরীতে আগমন করেন। তৎপরে তিনি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া দেবগণকে ও ভূমণ্ডলস্থ মানবগণকে পালন করিতে লাগিলেন। ১১-১৫

এইরূপে ধর্মরক্ষা করিয়া অশ্বমেধ প্রভৃতি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্বক পতিব্রতা সীতার সহিত পরমসুখে বিহার করিয়াছিলেন। সীতা যদিও বহুদিন রাবণগৃহে ছিলেন, তথাপি কর্ণদ্বারা, বাক্যদ্বারা ও মনোদ্বারা রামচন্দ্র ব্যতীত অন্য পুরুষকে গ্রহণ করেন নাই। অনসূয়া যেমন পতিব্রতা, সীতাও সেইরূপ পতিব্রতা ছিলেন। এক্ষণে পতিব্রতা সীতার যাহাওয়া বলিতেছি। পূর্বকালে প্রতিষ্ঠানগরে কৌশিক নামে কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পতিব্রতা পত্নী তাঁহাকে দেবতার শায় ভক্তিসহকারে সেবাসুজ্ঞা করিতেন; ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া কিঞ্চিদ্ভাত্তও ঘৃণা করিতেন না। কৌশিক তাঁহাকে সর্বদাই তিরস্কার করিতেন, তথাপি তিনি ভর্তাকে দেবতাবোধে ভজনা করিতে কিছুমাত্র ক্রটি করিতেন না। ১৬-১৯

ভদ্রে'তি। মানবযেষ্ঠাং গুরুমানার চাশিকম্ । পথি শূলে তদা প্রোতমচৌরং চৌরপক্ষয়া । ২০
 মাণ্ডব্যমতিহঃখার্তমহকারেহথ স দ্বিজঃ । পত্নীকৃত্তসমাকৃত্তচালরামাস কৌশিকঃ । ২১
 পাদাবমর্ষণাং কৃদ্ধো মাণ্ডব্যস্তম্বাচ হ । সূর্য্যোদয়ে যুজিতস্ত যেনাহং চালিতঃ পদা । ২২
 তচ্ছ্রুত্বা গ্রাহ তন্ত্যার্য্য সূর্য্যো নোদয়মেততি । ততঃ সূর্য্যোদয়াভাবাদভবৎ সততং নিশা । ২৩
 বহুত্বকপ্রমাণানি ভক্তো দেবা ভয়ং যতুঃ । ব্রহ্মাণং শরণং জগদ্ব্যক্তানুচে পদ্মসম্ভবঃ । ২৪
 প্রশাম্যতে ভেজসৈব তপন্তেজস্ব তেন বৈ' । পতিব্রতয়া মাহাশ্মারোগোপাচ্ছতি দিবা কয়ঃ । ২৫
 তস্য চানুদয়াফানির্ভর্ত্যানাং ভবতাং তথা । তস্মাৎ পতিব্রতায়ত্নেরনসূর্যাং তপস্বিনীম্ । ২৬
 প্রসাদকৃত্ত বৈ পত্নীং তানোরুদয়কাময়া । তৈঃ সা প্রসাদিতা পত্নী জনসূর্যা পতিব্রতা । ২৭
 কৃত্তাদিত্যোদয়ং সা চ তৎ স্তম্ভারমজীবয়ৎ । পতিব্রতানসূর্যাঃ সীতাকুন্দরিকা কিল । ২৮

ইতি জীগরুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে সীতামাহাশ্মা নাম ষট্চত্বারিংশদধিক-
 শততমোহধ্যায়ঃ । ১৪৬ ।

একদিন তিনি স্তম্ভার বাক্যানুসারে বহুধন লইয়া স্বামীকে সঙ্গে করত বেস্তানগরে চলিলেন। পথিমধ্যে মাণ্ডব্যনামক কোন ব্রাহ্মণ চোর না হইলেও চৌরাপবাদে কলঙ্কিত হইয়া শূলে আবোপিত ছিলেন। মাণ্ডব্য অহঙ্কারে হঃখার্ত্তহৃদয়ে শূলে অবস্থান করিতেছেন, এমন সময়ে পত্নীকৃত্ত সমাকৃত্ত কৌশিকের স্পর্শে তিনি পরিচালিত হইলেন। সেই মাণ্ডব্য যুনি পদচালননিবন্ধন কৃত্ত হইয়া কহিলেন,—“বে আমাকে পদহার্য্য চালিত করিয়াছে, সূর্য্যোদয় হইলেই তাহার মৃত্যু হইবে।” এই অভিসম্পাত শ্রবণে কৌশিকপত্নী কহিলেন, “অতঃপর আর সূর্য্যোদয় হইবে না।” সেই পতিব্রতায় বাক্যে সূর্য্যোদয় হইল না; নিরন্তর রাত্রিকালই চলিতে লাগিল। বহুবৎসর দিবস না হওয়াতে দেবগণ ভীত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ২০-২৪

ব্রহ্মা দেবগণকে কহিলেন,—এক্ষণে পতিব্রতায় ভেজঃপ্রভাবে তপন্তেজ প্রকাশ হইয়াছে। পতিব্রতায় মাহাশ্মা দিনকর উদ্ভিত হইতেছেন না। সূর্য্যোদয় না হওয়াতে মানবগণের ও ভোমাদিগের বিশেষ হানি হইতেছে, সন্দেহ নাই। অতএব ভোমরা সূর্য্যোদয়-কামনার পতিব্রতা তপস্বিনী অত্রিভী অনসূরাকে প্রসন্ন কর। তারপর দেবগণ পতিপরাঙ্গনা অনসূরার নিকটে গমনপূর্ব্বক তাহাকে প্রসন্ন করিলেন। অনসূরাও সূর্য্যোদয় করিয়া কৌশিক ব্রাহ্মণকেও বাঁচাইয়া দিলেন। পতিব্রতায় মাহাশ্মা এই কহিলাম; কিন্তু সীতা অনসূরা হইতেও সমধিক পতিব্রতা ছিলেন। ২৫-২৮

জীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে সীতামাহাশ্মা নামক ষট্চত্বারিংশদধিক শততম
 অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪৬ ।

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

রামায়ণমতো বক্ষ্যে ক্রতং পাপবিনাশনম্ ।
 বিষ্ণুনাভ্যাজতো ব্রহ্মা মরীচিস্তৎসূতোহভবৎ । ১
 মরীচেঃ কস্তপস্তন্মাদ্ রবিস্তস্যাননুঃ স্মৃতঃ ।
 যনোরিক্তাকুরস্তাভুৎ বংশে রাজা রঘুঃ স্মৃতঃ । ২
 রঘোরজস্ততো জাতো রাজা দশরথো বলী ।
 তস্ত পুত্রান্ত চত্বারো মহাবলপরাক্রমাঃ । ৩
 কোশল্যারামভৃদ্রামো ভরতঃ কৈকয়ীসুতঃ ।
 সুতো লক্ষ্মণলক্ষ্মণো সুমিত্রারাম বভূবুতুঃ । ৪
 রামো ভক্তঃ পিতৃর্মাভূষিষ্যামিত্রাদবাপ্তবান্ ।
 অগ্ন্যগ্নামং ভতো বক্ষীং ভাড়কাং প্রজয়ান হ । ৫
 বিশ্বামিত্রস্ত যজ্ঞে বৈ সুবাহুং শুবধীমলী ।
 জনকস্ত ক্রতুং গতা উপবেশমেহখ জানকীম্ । ৬
 উর্ষিলাং লক্ষ্মণো বীরো ভরতো মাণ্ডবীং সুতাম্ ।
 শত্রুঘ্নো বৈ কীৰ্ত্তিমতীং কুশল্লজসূতে উভে । ৭

ব্রহ্মা বলিলেন,—একশ্রেণে রামায়ণ বলিতেছি, ইহা শ্রবণ করিলে সমস্ত পাপক্ষয় হয় ।
 বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন । ব্রহ্মার পুত্র মরীচি । মরীচির তনয়
 কস্তপ । কস্তপের নন্দন সূর্য্য । সূর্য্যের তনয় বৈবস্বতমনু । মনুর তনয় ইক্ষাকু । ইক্ষাকুবংশে
 মহারাজ রঘু জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । রঘুর পুত্র অজ । অজের পুত্র মহাবল মহারাজ
 দশরথ । দশরথের মহাবল পরাক্রান্ত চারি পুত্র হইয়াছিল । তন্মধ্যে কোশল্যার গর্ভে
 রামচন্দ্র, কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত, সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করেন । পিতৃ-
 মাতৃভক্ত রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের নিকট বিবিধ অগ্ন্যগ্ন শিলা করিয়া ভাড়কানাম্নী বক্ষীকে
 বিনাশ করিয়াছিলেন । ১-৫

বিশ্বামিত্রের যজ্ঞানুষ্ঠান কালে রামচন্দ্র সুবাহুনামক ব্রাহ্মসভা বিনাশ করেন ।
 পরে তিনি জনকরাজের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া জানকীর পাণিগ্রহণ করেন । এই
 সময়ে মহাবীর লক্ষ্মণ উর্ষিলাকে, ভরত কুশল্লজসূতা মাণ্ডবীকে, আর শত্রুঘ্ন কুশল্লজ-
 লক্ষ্মণী কীৰ্ত্তিমতীকে বিবাহ করেন । অতঃপর রামচন্দ্র প্রভৃতি চারি ভ্রাতা, দশরথ
 ও অমাত্যাদির সহিত অযোধ্যায় গমন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন । এই সময়ে

১। ক্রতুকীৰ্ত্তিমিতি রামায়ণানুসারী পাঠঃ ।

পিতৃহিতার্থকমোদোদ্যায়ং নত্যাঃ কৃত্তিকায়ঃ স্খিতাঃ ।

কৃত্তিকায়ঃ স্খিতাঃ কৃত্তিকায়ঃ স্খিতাঃ । ৮

কৃত্তিকায়ঃ স্খিতাঃ কৃত্তিকায়ঃ স্খিতাঃ ।

রামায় তৎপুত্রায় কৈকেয়ী প্রাথিতঃ তদা ।

চতুর্দশময়া বাসো বনে রামায় বাহিতঃ । ৯

রামঃ পিতৃহিতার্থক সঙ্গ্রহেন চ সীতয়া ।

রাজ্যক তুণবৎ ভ্যক্ত্য পূজবেদপুত্রং গডঃ । ১০

বথং ভ্যক্ত্য প্রয়াগত চিত্রকূটগিরিং গডঃ ।

রামায় তু বিয়োগেন রাজা স্বর্গং সমাপ্রিতঃ । ১১

সংকৃত্য ভরতশ্যাপাশ্রমমাহ বলান্বিতঃ ।

অযোধ্যায় সমাগত্য রাজ্যং কুরু মহামতে । ১২

স নৈচ্ছৎ পাত্কে নত্যা রাজ্যায় ভরতায় তু ।

বিসম্মিতোহথ ভরতো রামরাজ্যমপালয়ৎ । ১৩

নক্ষিত্রাথে স্থিতো ভক্তো অযোধ্যায় নাবিশদ্ ব্রতী ।

রামোহপি চিত্রকূটায় অত্রোদ্যমমায়যৌ । ১৪

নত্যা মুর্তীকৃৎগায়ঃ নত্যাঃ কৃত্তিকায়ঃ । ভক্ত্য পূজয়া নত্যাঃ কৃত্তিকায়ঃ । ১৫

ভরত শত্রুঘ্নসহ মুখার্জিৎ নামক নিজ মাতুলের আবাসে গমন করিলেন । ভরত ও শত্রুঘ্ন মাতুলালয়ে গমন করিলে মহারাজ দশরথ নুপুত্র রামচন্দ্রকে রাজ্যপাল করিতে উদ্যত হইলেন । তখন কৈকেয়ী এই অতীত বর প্রার্থনা করিলেন যে রামচন্দ্র চতুর্দশ বর্ষ বনে বাস করুন । রামচন্দ্র পিতার হিতানুষ্ঠান নিমিত্ত তুণবৎ রাজ্য পরিহার করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত শূজবেদপুরে গমন করিলেন । তৎপরে তিনি বথ পরিত্যাগপূর্বক প্রয়াগে গমন করিয়া তথা হইতে চিত্রকূট পর্বতে গমনপূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন । এদিকে মহারাজ দশরথ রামচন্দ্রের বিরোগে শরীর পরিহারপূর্বক স্বর্গে গমন করিলেন । ৮-১১

রাজকুমার ভরত দশরথের সংকার করিয়া প্রভূত বলবাহনের সহিত রামচন্দ্রের সমীপে গমন করিলেন । তিনি রামচন্দ্রকে কহিলেন, মহামতে । অযোধ্যায় আগমন করিয়া আপনি রাজ্যশাসন করুন । রামচন্দ্র ভরতের প্রার্থনায় সঙ্গত হইলেন না, পরন্তু তিনি পাত্কাশুগল দিয়া ভরতকে বিদায় করিলে ভরত ভাস্কররূপ সেই রামরাজ্য পালন করিতে লাগিলেন । রামচন্দ্রের প্রতি ভরতের অসীম উক্তি ছিল, তন্নিমিত্ত তিনি অযোধ্যায় প্রবেশ না করিয়া রামচন্দ্রের স্থায় ব্রতধারণপূর্বক নক্ষিত্রাথেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । এদিকে রামচন্দ্র চিত্রকূট পর্বত পরিত্যাগ করিয়া মহর্ষি অত্রিয়ার আশ্রমে গমন করিলেন । তারপর তিনি মহর্ষি মুর্তীকৃৎ ও অগস্ত্যকে প্রণামপূর্বক নত্যাঃ কৃত্তিকায়ঃ প্রবিশ্যি হইলেন । সেই

নিকৃতা কণী নাসে চ রামেনাথাপরাহিতা ।

উৎপ্রেসিতঃ খরশাগাদ্ বনস্থিশিরাস্থথা ॥ ১৩

চতুর্দশসহস্রৈব রাক্ষসান্ত বলেন চ । রামোহপি প্রেষয়ামাস যদ্বৈদেহীকৃতং তান্ ॥ ১৪

রাক্ষসা প্রেরিতোহভোগান্নাবণো হরণান্ন হি ।

যুগরূপঃ স মারীচঃ কৃত্যত্রেহথ ত্রিদশধক্ ॥ ১৫

সীতয়া প্রেরিতো রামো মারীচং নিষধান হ ।

ত্রিংশমাণঃ স চ প্রাহ হা সীতে লক্ষ্মণেতি চ ॥ ১৬

সীতাক্রো লক্ষ্মণোহথাগান্নামশ্চানু দর্শন শুয্ ।

উবাচ রাক্ষসীমায়া নুনং সীতা ক্রতেতি সা ॥ ১৭

রাবণোহস্তরমাসাদ্য অহেনাদান্ন জানকীম্ ।

জটায়ুযং বিনির্জিত্য যযৌ লঙ্কাং ততো বলৌ ॥ ১৮

অশোকবৃক্ষচ্ছায়ায়াং বৃক্ষিতাং তামধারয়ৎ ।

আগতা রামঃ শূকাক পৰ্ণশালাং দর্শন হ ॥ ১৯

শোকং কৃত্যথ জানক্যা মার্গণং কৃত্বানু প্রভুঃ ।

জটায়ুযক সংকৃত্য তদ্রক্তো দক্ষিণাং দিশম্ ॥ ২০

১২-১৬
হানে শূর্ণপখানায়ী রাক্ষসী সীতাকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত আগমন করিল। রামচন্দ্র তাহার নাসিকা ও কর্ণ ছেদনপূর্বক নিরাকৃত করিয়া দিলেন। তারপর শূর্ণপখার বাক্যানুসারে, খর দুষণ ও ত্রিশিরা, চতুর্দশসহস্র রাক্ষস সৈন্যের সহিত রামচন্দ্রকে আক্রমণ করিল ;

১৭-২০
রামচন্দ্র খর শরনিকরধারা তাহাদিগকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। তারপর শূর্ণপখা কর্তৃক উত্তেজিত রাক্ষসরাজ রাবণ সীতাকে হরণ করিবার জন্য যুগরূপধারী মারীচকে সীতার সম্মুখে পাঠাইয়া যযৎ ত্রিদশধারী হইয়া দণ্ডকারণ্যে গমন করিল। এদিকে সীতার বাক্যানুসারে রামচন্দ্র মারীচের অনুবর্তী হইয়া তাহাকে সংহার করিলেন। মারীচ প্রাণত্যাগকালে “হা সীতে । হা লক্ষ্মণ ।” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তারপর সীতার বাক্যানুসারে লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের অনুসঙ্গানে গমন করিলেন। রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে দেখিয়া কহিলেন, এ সমুদায় রাক্ষসীমায়া, এক্ষণে রাক্ষসেরা সীতাকে হরণ করিয়াছে, সন্দেহ নাই । ১৭-২০

এদিকে মহাবল রাবণ অবকাশ পাইয়া সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া জটায়ুকে সংহারপূর্বক লঙ্কায় গমন করিল। রাক্ষসরাজ দশানন সীতাকে অশোকবৃক্ষতলে রাখিয়া দিল এবং রাক্ষসীদিগকে তাহার রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করিল। এদিকে রামচন্দ্র আসিয়া দেখিলেন, পর্ণশালা শূন্য, জানকী নাই। তিনি বহুক্ষণ শোকসস্তাপ করিয়া বৈদেহীর অনুসঙ্গানে

গতা সখ্যং ততশ্চক্রে সূগ্ৰীবেণ চ বাঘবঃ ।
 সপ্ত ভাটান্ বিনিৰ্ভিদ্দ শরণানতপৰ্জ্বণা । ২৪
 বালিনক বিনিৰ্ভিদ্দ কিঙ্কিফায়ান্ হরীশ্বরম্ ।
 সূগ্ৰীবঃ কৃদবান্ রাম খণ্ডমৃকে বহ্নং স্থিতঃ । ২৫
 সূগ্ৰীবঃ প্রেষয়ামাস বানরান্ পৰ্বতোপমান্ ।
 সীতারামাৰ্গণং কৰ্ত্ত্বং পূৰ্ব্বানৈঃ সূমহাবলান্ । ২৬
 প্রতীচীমুত্তরাং প্রাচীং দিশং গতা সমাগতাঃ ।
 দক্ষিণাভ দিশং যে চ মার্গব্রজোহথ জানকীম্ । ২৭
 বনানি পৰ্বতান্ দ্বীপান্ নদীনাং পুলিনানি চ ।
 জানকীং তে চপশ্চক্ৰো মরণে কৃতনিশ্চরাঃ । ২৮
 সম্পাতিবচনাজ্জাতা হনুমান্ কপিকুঞ্জরঃ ।
 শতযোজনবিশ্তীৰ্ণং পুষ্পবে মকরালয়ম্ । ২৯
 অপশ্চজ্ঞানকীং তত্র অশোকবনিকাবিভাষ্য
 তৎসিতাং রাক্ষসীভিষ্চ বাবণেন চ বক্ষসা । ৩০

ভব ভাৰ্য্যোতি বনতা চিত্তবৰ্ত্তীক বাঘবম্ । অঙ্গুরীয়ং কপির্দত্তা সীতাং কোশল্যমববীং । ৩১

প্রবৃত্ত হইলেন । তৎপরে জটায়ুর সংকার করিয়া জটায়ুর বাক্যানুসারে দক্ষিণদিকে গমন
 করিতে লাগিলেন । অনন্তর সূগ্ৰীবের সহিত সখা সংস্থাপনপূর্বক সূতীক বাণ দ্বারা সপ্ত
 ভাট ভেদ করিলেন । তিনি বালীকে বিনাশপূর্বক সূগ্ৰীবকে কিঙ্কিফায় বানররাজ্যের
 অধীশ্বর করিয়া বহ্নং খণ্ডমৃকপৰ্বতে অবস্থান করিতে লাগিলেন । ২১-২৫

এই সময়ে বানররাজ সূগ্ৰীব সীতার অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত পৰ্বতপ্রমাণ বানরগণকে
 চতুর্দিকে প্রেরণ করিলেন । যে সমস্ত বানর পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিমদিকে গমন করিয়াছিল,
 তাহারা সকলেই প্রতিনিবৃত্ত হইল । যে সকল বানর দক্ষিণদিকে জানকীর অনুসন্ধান
 করিতেছিল, তাহারা বন, পৰ্বত, দ্বীপ, নদীপুলিন প্রভৃতি সমুদায় স্থান তন্নতন্ন করিয়া দেখিল
 কিন্তু কোন স্থানেও জানকীর সন্ধান পাইল না । তখন তাহারা একান্ত নিকুণ্য হইয়া নিজ
 নিজ জীবনভাগে কৃতনিশ্চয় হইল । তারপর সম্পাতির বচনানুসারে জানকীর অনুসন্ধান
 হইলে বানরবীর হনুমান্ লক্ষপ্রদানপূর্বক শতযোজনবিশ্তীৰ্ণ সমুদ্রপারে উপস্থিত হইলেন ।
 তিনি লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, অশোকবনমধ্যে সীতাদেবী অবস্থান করিতেছেন ও
 রাক্ষসীরা সীতাকে নিয়ত ভৎসন্য করিতেছে এবং রাক্ষসরাজ বাবণ তাঁহাকে “ভাৰ্য্যা হও”,
 “ভাৰ্য্যা হও” এইরূপ বাক্যে উৎপীড়ন করিতেছে । পরন্তু সীতা দেবী তাহাতে কৰ্ণপাতও
 না করিয়া একমাত্র রামচন্দ্রকেই ধ্যান করিতেছেন । অনন্তর হনুমান্ একটু অবকাশ পাইয়া
 সীতাকে রামচন্দ্রের অঙ্গুরীয়ক প্রদানপূর্বক কুশলবার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিলেন । ২৬-৩১

রামস্ত তস্য দূতোহহং শোকং মা কুরু মৈথিলি ।
 যান্তিজনক মে দেহি যেন রামঃ স্মরিস্যতি ॥ ৩২
 তচ্ছ্রুত্বা প্রদদৌ সীতা বৈশীরত্বং হনুমতে ।
 যথা রামো নযেচ্ছীত্রং তথা বাচ্যং ত্বয়া গতে ॥ ৩৩
 তথেষুত্বা তু হনুমান্ বনং দিবাং বভঙ্ক তৎ ।
 হতাকং রাক্ষসাংশ্চাক্তান্ বহ্ননং স্বয়মাগতঃ ॥ ৩৪
 সর্কৈরিল্লজ্জিতো বাণৈর্দৃষ্টো রাবণমব্রবীৎ ।
 রামদূতোহস্মি হনুমান্ দেহি রামায় মৈথিলীম্ ॥ ৩৫
 এতচ্ছ্রুত্বা প্রকুপিতো দীপরামাস পুচ্ছকম্ ।
 কপির্জ্বলিতলাঙ্গুলো লঙ্কাং দেহে মহাবলঃ ॥ ৩৬
 দহ্ম লঙ্কাং সমারাতো রামপাশ্ব্যং স বানরঃ ।
 জহ্ম ফলং মধুবনে দৃষ্টো সীতেভাবেনস্বয়ং ॥ ৩৭
 বৈশীরত্বক রামায় রামো লঙ্কাপুরীং যযৌ ।
 সমুদ্রীবঃ সহনুমান্ সাক্ষদান্তঃ সলঙ্গণঃ ॥ ৩৮
 বিভীষণোহপি সম্প্রাপ্তঃ শরণং রাবণং প্রতি ।
 লক্শ্মণমুদ্যত্যধিকদ্রামস্তং রাবণানুজম্ ॥ ৩৯

তারপর কহিলেন, মৈথিলি । আপনি শোকসম্ভাপ করিবেন না, আমি রামচন্দ্রের দূত, আপনি এক্ষণে এমন কোন অভিজ্ঞান প্রদান করুন, যাহা দেখিয়া রামচন্দ্র চিনিতে পারেন । সীতা দেবী এই বাক্য শ্রবণ করত হনুমানের হস্তে বৈশীরত্ব প্রদান করিলেন, আর কহিলেন, রামচন্দ্র বাহাতে আমাকে শীঘ্র উদ্ধার করিয়া লইয়া যান, তুমি গিয়া সেইরূপ বলিও । তখন হনুমান্ তথাস্ত বলিয়া স্বীকারপূর্বক রাবণের দিব্য প্রমোদবন ভঞ্জন করিলেন । তৎপরে তিনি কুমার অক্ষ ও অমৃত্য রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়া ইল্লজিতের রক্তাঙ্গে স্বয়ং বদ্ধ হইলেন । তিনি রাবণের নিকট নীত হইয়া রাবণপ্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক কহিলেন, আমি রামচন্দ্রের দূত, আমার নাম হনুমান্ । এক্ষণে তুমি রামচন্দ্রের নিকট সীতাকে সমর্পণ কর । ৩২-৩৫

রাক্ষসরাজ দশানন এই বাক্য শ্রবণে কুপিত হইয়া তাঁহার লাঙ্গুলে অগ্নি প্রদান করিলেন । জ্বলিতলাঙ্গুল-বহ্নি দ্বারা মহাবল হনুমান্ সমগ্র লঙ্কাপুরী দহন করিয়া ফেলিলেন । পবনমল্লন এইরূপে লঙ্কাদাহপূর্বক মধুবনে অমৃতফল ভক্ষণ করিয়া রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন ও কহিলেন,—আমি সীতাকে দেখিয়া আসিয়াছি । তারপর তিনি বৈশীরত্ব প্রদান করিলে রামচন্দ্র, লঙ্গণ হনুমান্ ও সুদ্রীব প্রভৃতির সহিত লঙ্কাপুরীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন । এই সময়ে রাবণানুজ বিভীষণ রামচন্দ্রের শরণাগত হইলেন ।

রামো নলেন সেতুঞ্চ কৃত্বাত্তৌ চোত্তর তম্ ।
 সুবেলাবস্থিতৈশ্চৈব পুরীং লঙ্কাং দদর্শ হ । ৪০
 অথ তে বানরা বীরা নীলাঙ্গদ-নলাদয়ঃ ।
 ধূম্র-ধূম্রাক্ষ-বীরৈস্তা জাহবৎপ্রমুখাতদা । ৪১
 মৈন্দ-দ্বিবিদমুখ্যাক্ষ পুরীং লঙ্কাং বভক্ষিরে । ৪২
 রাক্ষসাস্ত মহাকায়ান্ কালাজনচরোপমান্ ।
 রামঃ সলক্ষণো চত্বা সকপিঃ সর্ষরাক্ষসান্ । ৪৩
 বিহাজ্জিহ্বক ধূম্রাক্ষঃ দেবাস্তক-নরাস্তকৌ ।
 মহোদর-মহাপাশ্চাভিতকারঃ মহাবলম্ । ৪৪
 কুন্তঃ নিকুন্তঃ মত্তক মকরাক্ষঃ হুকম্পনম্ ।
 প্রহস্তঃ বীরমুদ্রস্তঃ কুন্তকর্ণঃ মহাবলম্ । ৪৫
 রাবণিং লক্ষণশিহ্বা হস্তাটৌ রাঘবো বলৌ ।
 নিকৃত্য বাহচক্রানি রাবণস্ত বাপান্তরং । ৪৬
 সীতাং শুদ্ধাং গৃহীত্বাথ বিমানৈ পদ্মপকে স্থিতঃ ।
 সনানরঃ সমারাত্তৌ অমোঘ্যং প্রবরাং পদ্রুম্ । ৪৭
 তত্র রাজ্যং চকারাথ পদ্মপ্রবৎ পালয়ন্ প্রজাঃ ।
 দশাননমেধানাক্রুতা গয়াশিরসি পাভনম্ । ৪৮

রামচন্দ্র তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ লঙ্কাগাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন । অনন্তর রামচন্দ্র বানরবীর
 নলের দ্বারা সমুদ্রে সেতুবন্ধনপূর্বক সমুদায় বানর সৈন্তের সহিত সমুদ্র উত্তীর্ণ হইলেন । তিনি
 সেই সুবেল পর্বতে অবস্থানপূর্বক লঙ্কাপুরী দর্শন করিলেন । ৪৬-৪০

পরদিন নীল, অঙ্গদ, নল, ধূম্র, ধূম্রাক্ষ, জাহবান্, মৈন্দ, দ্বিবিদ প্রভৃতি বানরবীর
 যুদ্ধপতিগণ, লঙ্কাপুরী পরিমন্দিত করিতে আরম্ভ করিল । তাহারা কালাজনসদৃশ মহাকায়
 রাক্ষসগণকে সংহার করিতে লাগিল । মহাবীর রামচন্দ্র ও লক্ষণ বানরবীরগণের সহিত
 সমবেত্ত হইয়া বিহাজ্জিহ্ব, ধূম্রাক্ষ, দেবাস্তক, নরাস্তক, মহোদর, মহাপাশ, অতিকায়, কুন্ত,
 নিকুন্ত, মত্ত, মকরাক্ষ, অকম্পন, প্রহস্ত, উদ্রস্ত, কুন্তকর্ণ ও অস্তান্ত মহাবীর মহাবল
 রাক্ষসগণকে বিনাশ করিলেন । পরে লক্ষণ, ইন্দ্রজিতকে সংহার করিলেন । রঘুবংশাবতংস
 মহাবল রামচন্দ্র রাবণের বাহসমূহ হেদনপূর্বক তাহাকে সংগ্রামভূমিতে সিংহাতিত
 করিলেন । ৪১-৪৬

তৎপরে অধিধারা সীতা পরীক্ষিত হইলে, রামচন্দ্র তাঁহাকে লইয়া বানরগণ সহ
 পুষ্পকবিমানে আরোহণপূর্বক অমোঘ্যাপুরীতে প্রত্যাগমন করিলেন । তিনি রাজসিংহাসনে
 উপবেশনপূর্বক প্রজাদিগকে সুত্ননির্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন । তিনি দশটি অশ্বমেধ

পিণ্ডানাং বিধিবৎ কৃত্বা দত্ত্বা দানানি হৃদয়ঃ ।
 পুত্রো কুশলবো সৃষ্টঃ^১ তৌ চ রাজ্যোহভ্যবেচয়ৎ ॥ ৪৯
 একাদশসহস্রাণি রামো রাজ্যমকারয়ৎ ।
 শক্রয়ো লবণং হৃদ্যং শৈল্যং* ভরতঃ স্থিতঃ ॥ ৫০
 অগস্ত্যাধীন মুনীমত্বা অংগোপপত্তিক বক্ষসাম্ ।
 স্বর্গং গতো জনৈঃ সার্ভিমহোদ্যাতৈঃ কৃতার্থকঃ ॥ ৫১

ইতি শ্রীগুরুভে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে রামায়ণবর্ণনং নাম সপ্তচত্বারিংশদধিক-
 শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

অনুবাদ

হরিবংশং প্রবক্ষ্যামি কৃষ্ণমাহাত্ম্যমুত্তমম্ । বসুদেবাত্ম দেবক্যাং বাসুদেবো বলোহভবৎ ॥ ১
 অর্থাধিরক্ষণার্থং অর্থাদিবিবিনষ্টয়ে । কৃষ্ণঃ শীত্বা শুনৌ গাঢ়ং পুতনামনয়ৎ কথম্ ॥ ২

যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া পরাক্রমে পরাসূরমন্তকে যথাবিধি পিণ্ডপ্রদানপূর্বক আশ্বপদকে
 কুবিপ্রমাণে ধন দান করিলেন । তিনি কুল ও লবণামক পুত্ররয় উৎপাদনপূর্বক তাহাদিগকে
 রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন । তিনি একাদশসহস্র বৎসর রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন ।
 তাহার রাজত্বকালে শক্রয় লবণামক দৈত্যকে বিনাশ করেন । এই সময়ে ভরতনামক
 কোন নাট্যাচার্য্য নাটক অভিনয় করিয়াছিলেন । তারপর রামচন্দ্র অগস্ত্য প্রভৃতি মুনিগণকে
 প্রণামপূর্বক তাহাদিগের নিকট বাক্সদিগের উৎপত্তিবিবরণ শ্রবণ করিলেন । তিনি এইরূপে
 দেবকার্য্য সমাধানপূর্বক অযোধ্যাবাসী জনগণের সহিত স্বর্গে আকৃষ্ট হইলেন । ৪৭-৫১

শ্রীগুরুপুরাণে পূর্বখণ্ডে রামায়ণবর্ণনং নাম সপ্তচত্বারিংশদধিক শততম
 অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪৭ ।

অষ্টচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়

ব্রহ্মা বলিলেন,—এক্ষণে হরিবংশ কীর্তন করিতেছি, ইহাতে কৃষ্ণমাহাত্ম্য উত্তমরূপে
 প্রকাশিত আছে । বসুদেবর শুরসে দেবকীর গর্ভে বাসুদেব কৃষ্ণ ও বলদেবের জন্ম হয় ।
 কুমতলে অর্ধনিরসনপূর্বক বর্ধনসংস্থাপনের নিমিত্তই ইহারা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । কৃষ্ণ

১। দৃষ্ট। ২। জয়ে। ৩। শৈল্যে।

শকটঃ পরিবৃত্তোহথ ভগ্নো চ যমলার্জুনো ।
 দমিত্তঃ কালিরো নাগো ধেনুকো বিনিপাতিতঃ । ৩
 ধৃতো গোবর্জনঃ শৈল ইন্দ্রেন পরিপুঞ্জিতঃ ।
 ভারাবতরণং চক্রে প্রতিজ্ঞাং কৃত্বান্ হরিঃ । ৪
 রক্ষণার্যার্জুনাদেৱচ অরিক্টোনিপাতিতঃ ।
 কেশী বিনিহতো দৈত্যো গোপাদ্যাঃ পরিতোষিতাঃ । ৫
 চাগুরো যুট্টিকো মল্লঃ কংসো মক্ষারিপাতিতঃ ।
 কৃষ্ণশীমত্যাভামাত্য অক্টৌ পত্ন্যো হরেঃ পরাঃ । ৬
 বোড়শত্রীসহস্রাণি অস্ত্রাস্তাসন্ মহাত্মনঃ ।
 ভাসাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাদ্যাঃ শতশোহথ সহস্রশঃ । ৭
 কৃষ্ণশ্যাকৈব প্রহ্যয়ো শুবধীঃ শবরক যঃ ।
 তথ পুত্রোহনিকৃতোহকুণ্ডুযাবাণমুতাপতিঃ । ৮
 হরিশঙ্করয়োর্মজ্জ মহাব্রতং বভূব হ ।
 বাণবাহসহস্রক ভিন্নং বাহুধরো হৃদুঃ । ৯
 মরকো নিহতো যেন পারিজাতং জহার যঃ ।
 বলশ্চ শিতপালশ্চ হস্তশ্চ বিবিদঃ কপিঃ । ১০

গাঢ়রূপে জনপান করত পুতনাকে যমসদনে প্রেরণ করিয়াছিলেন । মহাবল কৃষ্ণ শকট পরিবর্তন ও যমলার্জুন ভঞ্জন করিয়া কালির নাগকে দমন করিয়াছিলেন । তাঁহার হস্তে ধেনুকনামক দৈত্য হত হইয়াছিল । এক সময়ে তিনি গোবর্জনপর্বত ধারণ করত দেবরাজকর্তৃক পুজিত হইয়াছিলেন । তিনি অবতীর্ণ হইয়া ভূভারহরণ করেন । তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া অর্জুনাদি পঞ্চ আত্মাকে রক্ষা করিয়াছিলেন । তাঁহার হস্তে অরিক্ট প্রভৃতি দৃষ্টদৈত্যগণ নিহত হইয়াছিল । তিনি কেশিনামক দৈত্যকে সংহার করিয়া গোপগোপীদিগকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন । ১-৫

তিনি চাগুর, যুট্টিক মল্লকে সংহারপূর্বক কংসকেও মক-হইতে বিনিপাতিত করিয়া সংহার করিয়াছিলেন । তাঁহার কৃষ্ণশী, সত্যভামা প্রভৃতি আটটি প্রধান মহিষী ছিল । এতব্যতীত সেই মহাত্মা কৃষ্ণের আরও বোড়শসহস্র ভাৰ্য্যা ছিল । এই সমুদায় ভাৰ্য্যাদিগের গর্ভে তাঁহার শতসহস্র পুত্রপৌত্র অন্তর্পরিগ্রহ করে । তন্মধ্যে কৃষ্ণশী গর্ভে প্রহায অন্তর্পরিগ্রহ করিয়া শবরনামক দৈত্যকে সংহার করিয়াছিলেন । প্রহাযের পুত্রের নাম অমিক্ত ; বাণভমরা উষা তাঁহার ভাৰ্য্যা হইয়াছিল । এই উষাহরণ সময়ে কৃষ্ণ ও শবরের তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল । কৃষ্ণ বাণরাজার বাহসহস্রের মধ্যে বাহুধরমাত্র রাখিয়া আর সমুদায় ছেদন করিয়াছিলেন । কৃষ্ণ এক সময়ে মরকানুরকে বধ এবং পারিজাত হরণ

অনিকৃত্যাদৃশ্যঃ স চ রাজা গতে হরৌ । সান্দীপনিং গুরুকক্ষে সপুত্রং বাসবাবিপম্ ।
মথুরায়াকোত্রসেনং পালনঞ্চ দিবৌকসাম্ ॥ ১১

ইতি ঐগরুড় মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে হরিবংশবর্ণনং নাম
অষ্টচত্বারিংশদধিক-শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

ভারতং সন্ত্রবক্ষ্যামি ভারাবতরণং ভুবঃ । চক্রে কৃকো মূধ্যমানঃ পাণ্ডবাদিনিমিত্ততঃ ॥ ১
বিষ্ণুনাভ্যজতো ব্রহ্মপুত্রোহজিরজিতঃ । সোমস্ততো বৃধস্তম্মাৎকৃত্যাক পুরুষাঃ ॥ ২
ভক্তাঘুতত্র বংশেহুদ্ বধাতির্ভরতঃ কুরুঃ । শান্তনুস্তত্র বংশেহুদ্ গঙ্গায়াং শান্তনোঃ সূতঃ ।
ভীষ্মঃ সর্কণৈর্গুতো ব্রহ্মবৈবর্তপারগঃ ॥ ৩
শান্তনোঃ সত্যবত্যাঞ্চ ধৌ পুত্রৌ সমভূবতুঃ । চিত্রাঙ্গদস্ত গন্ধর্ব্বঃ পুত্রং চিত্রাঙ্গদোহবধীং ॥ ৪

করেন । ইনি বল, শিশুপাল ও দ্বিবিদনামক বানরকে সংহার করিয়াছিলেন । অনিরুদ্ধের
পুত্রের নাম বজ্র, কৃষ্ণ যখন স্বর্গারোহণ করেন, এই বজ্রই তখন মথুরায় রাজ্য হইয়াছিলেন ।
মথুরাবাসী কৃষ্ণ সান্দীপনিনামক গুরুকে তদীয় যুতপুত্র আনিয়া দিয়াছিলেন । তিনি
মথুরাতে উগ্রসেনকে রাজ্য করিয়া দেবগণকে পালন করিয়াছিলেন । ৬-১১

ঐগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে হরিবংশবর্ণনং নাম অষ্টচত্বারিংশদধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪৮ ।

উনপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়

ব্রহ্মা বলিলেন,—একপে মহাভারত বলিতেছি, শ্রবণ কর । ভগবান্ কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের
নিমিত্ত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া ভূভাংহরণ করিয়াছিলেন, এজন্য ইহা ভারত নামে বিখ্যাত
হইয়াছে । বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছিল । ব্রহ্মার পুত্র অত্রি ; অত্রির
পুত্র চক্রে ; চক্রে পুত্র বৃষ ; বৃষের পুত্র পুরুষা, পুরুষার ঔরসে উর্কশীর গর্ভে আগুর জন্ম
হইয়াছিল । আগুর বংশে যধাতি, ভরত, কুরু ও শান্তনুর জন্ম হয় । ব্রহ্মবিদ্যাপারদর্শী
সর্কণসম্পন্ন ভীষ্ম শান্তনুর ঔরসে গঙ্গার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন । শান্তনুর ঔরসে সত্যবতীর
গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীৰ্য্য নামে দুইটি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল । চিত্রাঙ্গদনামক এক গন্ধর্ব্ব

১ । সপুত্রক চকার সঃ । ২ । শান্তনোঃ ।

অন্যো বিচিত্রবীর্যোঃ ২৬ কানীরাজমুতাপতিঃ ৥ ৫

বিচিত্রবীর্যে স্বর্ঘ্যতে বাসান্তঃকরতোহভবৎ ।

ধৃতরাষ্ট্রোহধিকাপুত্রঃ পাণ্ডুরখালিকামুতঃ ৥ ৬

ভুক্তিয়ারাক্ত বিদুরো গান্ধার্যাং ধৃতরাষ্ট্রতঃ । দুর্যোধনপ্রধানাস্ত শতসংখ্যা মহাবলাঃ ৥ ৭

পাণ্ডোঃ কুন্ত্যাক মাদ্র্যাক পঞ্চ পুত্রাঃ প্রজজিরে ।

যুধিষ্ঠিরো ভীমসেনো অর্জুনো নকুলস্তথা ৥ ৮

সহদেবশ্চ পঞ্চৈতে মহাবলপরাক্রমাঃ । কুরুপাণ্ডবয়োর্বৈররং দৈবযোগাঘড়ুব হি ৥ ৯

দুর্যোধনেনাবীরেণ পাণ্ডবাঃ সমুপক্রতাঃ ।

দৃঢ়া অভ্যুগ্ধে বীর্যেণ যুক্তা স্বধিয়ামলাঃ ৥ ১০

ততস্তদেকচক্রায়াং ভ্রাম্মণস্য নিবেশনে । বিপ্রবেশ্য মহাখানো নিহত্য বকরাশসম্ ৥ ১১

ততঃ পাকালবিষয়ে দ্রৌপদ্যাস্তে স্বয়ম্বরম্ । বিজ্ঞায় বীর্যশক্ত্যন্তঃ পাণ্ডবা উপবেশিরে ৥ ১২

দ্রোণভীমানুমত্যা তু ধৃতরাষ্ট্রঃ সমানয়ৎ ।

অর্জরাজ্যং ততঃ প্রাপ্তা ইন্দ্রপ্রস্থে পুরোত্তমে ৥ ১৩

রাজসূয়ং ততশ্চক্ৰুঃ সভাং কৃতা যত্নতঃ ৥ ১৪

চিত্রাঙ্গদনামক পুত্রকে সংগ্রামে সংহার করে । বিচিত্রবীর্যনামা দ্বিতীয় পুত্র কানীরাজভনরা অধিকা ও অখালিকাকে বিবাহ করিয়াছিলেন । ১-১

বিচিত্রবীর্য স্বর্গারোহণ করিলে মহর্ষি বেদব্যান হইতে তদীয় কৈত্রে পুত্র উৎপন্ন হয় । অধিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের, অখালিকার গর্ভে পাণ্ডুর, আর কানীরাজ গর্ভে বিদুরের জন্ম হইয়াছিল । ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভে দুর্যোধন প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত শতপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । পাণ্ডুর কৈত্রে কুন্তী ও মাদ্রীর গর্ভে পঞ্চপুত্র উৎপন্ন হয় ; এই পঞ্চপুত্রের নাম—যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেব । ইহারা সকলেই মহাবলঃ পরাক্রম ছিলেন । দৈবনিবন্ধন কুরু-পাণ্ডবদিগের পরস্পর শত্রুতা জন্মিয়াছিল । ৬-৯

অব্যবস্থিতচিত্ত দুর্যোধন পাণ্ডবগণের প্রতি অভিযাত্রা করিতে আরম্ভ করে । দুর্যোধন নির্দোষ মহাবীর পাণ্ডবগণকে অভ্যুগ্ধে দৃঢ় করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা নিজ বুদ্ধিবলে তাহা হইতে পরিজ্ঞান লাভ করেন । তাঁহারা একচক্রা নগরীতে ভ্রাম্মণবেশ ধারণপূর্বক কোন ভ্রাম্মণের ভবনে বাস করিতে লাগিলেন । এই সময়ে তাঁহারা বকনামক রাজসকে সংহার করেন । পরে তাঁহারা অনিলেন যে, পাকালনগরে বীর্যশক্তা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর হইবে ; তখন তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া লক্ষ্যভেদপূর্বক দ্রৌপদীকে বিবাহ করিলেন । এদিকে দ্রুতরাষ্ট্র, ভীম ও দ্রোণের অনুমতি অনুসারে তাঁহাদিগকে লইয়া গিয়া অর্জরাজ্য প্রদান করিলেন । তাঁহারা ইন্দ্রপ্রস্থনামক নগরীতে অবস্থান করিয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন । তাঁহারা উৎকৃষ্ট সভা নির্মাণ করিয়া রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান

অঙ্কু'নো ঘোরবভ্যাস্ত নৃভক্ষ্যং প্রাপ্তবান্ প্রিয়াম্ ।

বাসুদেবস্য ভগিনীং মিত্রং দেবকীনন্দনম্ ॥ ১৫

নন্দিবোধঃ স্বথং দিব্যমগ্নেধনুন্নুত্তমম্ । গাভীবং নাম ভদ্রিবাং ত্রিষু লোকেষু বিজ্ঞতম্ ।

অক্ষয়ান্ সারকাংষ্টকং তথাভেষজং নংশনম্ ॥ ১৬

স তেন ধনুষা বীরঃ পাণ্ডবো জ্ঞাতবেদসম্ ।

কৃষ্ণাধিতীয়ে। বীভৎসুরতর্পয়ত বীর্য্যবান্ ॥ ১৭

নৃপান্ দিগ্বিজয়ে জিত্ব। রক্তাক্তাদায় বৈ দদৌ ।

মুখিষ্ঠিরায় মহতে ভ্রাত্রে নীতিবেদে মুদা ॥ ১৮

মুখিষ্ঠিরোহপি ধর্ম্মাশ্রা ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ । জিতো দুর্য্যোধনেনৈব যান্নাদ্যুতেন পাণিনা ।

কর্ণ-দুঃশাসনমতে স্থিতেন শকুনের্মতে ॥ ১৯

অথ ষাদশ বর্ষানি বনে ভ্রুপূর্মহৎ তপঃ ।

সধৌম্যা জ্যোপদীষষ্ঠা মুনিবৃন্দাভিসংবৃত্তাঃ ॥ ২০

যযুবিরাটনগরং শুপুরুপেৎ সংশ্রিতাঃ । বর্ষমেকং মহাপ্রাজ্ঞা গোগ্রহাদিমপালয়ন্ ॥ ২১

ভ্রাতো জ্ঞাত্ব। স্বকং রাষ্ট্রং প্রার্থয়ামাসুবাদৃত্তাঃ ।

পঞ্চ গ্রামানর্জরাজ্যং^১ বীরা দুর্য্যোধনং নৃপম্ ॥ ২২

করিলেন । মহাবীর অঙ্কু'ন ঘোরকার গমন-পূর্বক বাসুদেব কৃষ্ণের সহিত সখ্য বন্ধন করিয়া তাঁহার ভগিনী প্রিয়তমা নৃভক্ষ্যকে প্রাপ্ত হইলেন । ১০-১৩

তিনি হস্তাশনের নিকট নন্দিবোধনামক দিব্য স্বথ, গাভীবনামক ত্রিলোকবিখ্যাত দিব্য ধনুঃ, অক্ষয় তুণীর ও অভেষজ কবচ প্রাপ্ত হইলেন । মহাবীর পাণ্ডুনন্দন অঙ্কু'ন, কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া সেই দিব্য শরাসনদ্বারাই অগ্নির তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন । তিনি দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া সমুদায় রাজগণকে পরাজয়পূর্বক বহু বস্তু আহরণ করিয়া পরম প্রীতহৃদয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নীতিশাস্ত্রবিশারদ মুখিষ্ঠিরকে প্রদান করিলেন । ধর্ম্মপুত্র মুখিষ্ঠির জ্ঞাতৃগণে পরিবারিত হইয়া পাণ্ডব। দুর্য্যোধনকর্তৃক কপট দ্বাভে পরাজিত হইলেন । কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনিই দুর্য্যোধনকে এই কুপরামর্শ দিয়াছিল । মহাবীরা পাণ্ডবগণ বনে ষাদশ বৎসর পর্য্যন্ত কঠোর তপস্যা করেন । তৎপরে সেই পঞ্চভ্রাতা পুরোহিত ধৌম্যকে ও জ্যোপদীকে সমভিষাহারে লইয়া বিরাটনগরে গমনপূর্বক শুপুরুভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন । মহাপ্রাজ্ঞ পাণ্ডবগণ এইরূপে এক বৎসরকাল থাকিয়া গোগ্রহ প্রভৃতি রক্ষণ করিয়াছিলেন । ১২-২১

তারপর তাঁহারা অজ্ঞাতবাসের সময় অতীত হইয়াছে জানিয়া, সবিনয়ে দুর্য্যোধনের নিকট নিজরাজ্য প্রার্থনা করিলেন । মহারাজ দুর্য্যোধনের নিকট মহাবীর পাণ্ডবগণ যখন

নাশুযন্তঃ কুরুক্ষেত্রে হৃৎ চতুর্বলারিতাঃ ।

অকৌহিনীভির্দিব্যভিঃ সপ্তভিঃ পরিবারিতাঃ ॥ ২৩

একাদশভিকৃদ্ভুজা হুজা হৃয়োধনাদরঃ । আসীদ্ হৃৎ স্বর্গমার্গঃ দেবাসুররথোপমম্ ॥ ২৪

ভীমঃ সেনাপতিবৃদ্ধদামৌ দৌর্যোধনে বলে । পাণ্ডবানাং শিখতী চ তরোহৃৎ যতুৰ্হ ॥

শত্রাশস্ত্রি মহাঘোরং দশরাজং শরাশরি ॥ ২৫

শিখতাঙ্কু'নবাগৈশ্চ ভীমঃ শরশতৈর্হুতঃ ।

উত্তরায়ণমীক্যথ ব্যাঘ্রা দেবং নদাধরম্ ॥ ২৬

উক্তা ধর্ম্মান্ বহুবিধাংস্তর্পিত্বা পিতৃন্ বহুন্ ।

আনন্দে তু পদে জীনো বিমলে মুক্তকিষবে ॥ ২৭

ভভো দ্রোণো যযৌ যোদ্ধুঃ ধৃষ্টদ্যায়েন বার্য্যবান্ ।

দিনানি পঞ্চ তদ্বৃদ্ধমাসীৎ পরমদারুণম্ ॥ ২৮

যত্র তে পৃথিবীপালা হতাঃ পার্শ্বতসাগরে ।

লোকসাগরমাসাদি দ্রোণোহপি স্বর্গমাপ্তবান্ ॥ ২৯

ততঃ কর্ণো যযৌ যোদ্ধুঃকু'নেন মহাঘনো । দিনত্রয়ং মহাযুদ্ধং কৃতা পার্শ্বাত্সাগরে ॥ ৩০

অর্জুনাব্য বা পঞ্চগ্রামও প্রাপ্ত হইলেন না, তখন তাঁহারা সৈন্তসামন্ত সংগ্রহপূর্বক কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থ প্রবৃত্ত হইলেন। পাণ্ডবগণের পক্ষে সপ্ত অকৌহিনী সৈন্ত সংগৃহীত হইরাছিল। আর একাদশ অকৌহিনী সৈন্ত হৃয়োধনের পক্ষ হইরা যুদ্ধোদ্যোগ করে। তখন দেবাসুর-সংগ্রামের স্থায়ী মহা সংগ্রাম আরম্ভ হইল। অনেকানেক বীরগণ প্রাণ পরিত্যাগ করত স্বর্গে গমন করিল। হৃয়োধনের সেনাসমূহ মধ্যে ভীমই প্রথমতঃ সেনাপতি হইরাছিলেন। পাণ্ডবদিগের পক্ষে শিখতী সেনাপতি হইলেন। দশরাজি পর্য্যন্ত শত্রাশস্ত্রি, শত্রাশরি, ঘোরভর যুদ্ধ হইল। ২২-২৫

পরে শিখতী ও অঙ্কু'নের শরসমূহদ্বারা ভীমের শরীর পরিব্যাপ্ত হওয়াতে তিনি সংগ্রামভূমিতে শরশযায় শয়ন করিলেন। তিনি শ্রুষ্টিরূকে বহুবিধ ধর্ম্মোপদেশ দিয়া যখন দেখিলেন যে, উত্তরায়ণ হইয়াছে, তখন পিতৃলোকের তর্পণপূর্বক দেব নদাধরকে ধ্যান করিয়া পাপস্পর্শশূন্য আনন্দময় পরমপদে জীন হইলেন। অনন্তর মহাবীর্য্য দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যায়ের সহিত সংগ্রাম করিতে গমন করিলেন। পাঁচদিন পর্য্যন্ত পরম দারুণ লোমহর্ষন যুদ্ধ হইল। এই সংগ্রামে অসংখ্য রাজগণ বনভূমিতে শয়ন করিয়াছিল। দ্রোণাচার্য্যও হুঃসহ পুত্রশোক প্রাপ্ত হইরা স্বর্গে গমন করিলেন। ২৬-২৯

পরে কর্ণ, মহাঘা অঙ্কু'নের সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। তিনি দুই দিন পর্য্যন্ত বীর্যবলে মহাযুদ্ধ করিয়া অঙ্কু'নের অন্তসাগরে নিমগ্ন হইরা সূর্যালোক প্রাপ্ত

১। স্বর্গমার্ম্মিতি সঙ্কসক ইতি চ পাঠঃ ।

নিমগ্নঃ সূৰ্য্যালোকতঃ ততঃ শ্ৰোণ স বীৰ্য্যবান্ ।

ততঃ শল্যা যযৌ যোদ্ধুং বশ্মরাজেন বীৰত্যা ।

দিনাৰ্দ্ধেন হতঃ শল্যা বাণৈৰ্জলনসন্নিভৈঃ ॥ ৩১

দুর্যোধনোহথ বেগেন গদামাদার বীৰ্য্যবান্ । অভ্যধাবত বৈ ভীমঃ কালান্তকযমোপমঃ ।

অথ ভীমেন বীরেন গদয়া বিনিপাতিতঃ ॥ ৩২

অশ্বখামা গন্তো দ্রোণিঃ সুপুটৈস্কাং ততো নিনি ॥ ৩৩

জঘান বাহুবীৰ্য্যেণ পিতৃবধমনুশরন্ ।

ধৃষ্টদ্যুম্নং জঘানথ দ্রোপদেয়াংশ্চ বীৰ্য্যবান্ ॥ ৩৪

দ্রোপত্যং রোদমানারামশ্চাশ্বায়ঃ শিরোমণিম্ ।

ঐষিকান্ত্রেণ তং জিত্বা অগ্রাহার্জুন উত্তমম্ ॥ ৩৫

যুধিষ্ঠিরঃ সমাশ্বাস্ত্রী জননং শোকসঙ্কুলম্ ।

স্নাত্বা সস্তপ্য দেবাংশ্চ পিতৃনথ পিতামহান্ ॥ ৩৬

আশ্বাসিতোহথ ভীষ্মেণ^১ রাজ্যটিকবাকরোমহং ।

বিষ্ণুমীজেহশ্বমেধেন বিবিবদ্ভক্তিগাবতী ॥ ৩৭

রাজ্যে পরীক্ষিতং হাপ্য যাদবানাং বিনাশনম্ । স্নাত্বা তু যৌবলে রাজা অশ্বা^২ নামসহস্রকম্ ।

বিকোঃ স্বর্গং জগামাথ ভীমাত্মৈর্ভ্রাতৃত্বযুতঃ ॥ ৩৮

হইলেন । তারপর শল্য, বীমান বশ্মরাজের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত রাজা করিলেন । তিনি দিনাৰ্দ্ধমাত্র সংগ্রাম করিয়া বশ্মরাজের জলনসম শরনিকরদ্বারা নিহত হইলেন । পরে কালান্তক যমসদৃশ মহাবীর দুর্যোধন গদাগ্রহণপূৰ্ব্বক মহাবীর ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল । মহাবীর ভীমসেন গদাঘাতে তাহাকে সংগ্রামশায়ী করিলেন । তারপর দ্রোণভনর মহাবীর অশ্বখামা নিশাকালে নিদ্রিত পাতুবসৈন্ত আক্রমণ করিলেন । তিনি পিতৃবধ শরণপূৰ্ব্বক নিজ ভুলবীৰ্য্য প্রভাবে ধৃষ্টদ্যুম্নকে ও দ্রোপদীর পুত্রগণকে বিনাশ করিলেন । অনন্তর দ্রোপদী রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলে মহাবীর অৰ্জুন ঐষিক অস্ত্রদ্বারা অশ্বখামাকে পরাজয় করত তাঁহার নিরোরত হরণ করিলেন । ৩০-৩৫

যুধিষ্ঠির শোকসমাকুল রাজমহাবীৰ্য্যগণকে আশ্বাসিত করিয়া স্নানপূৰ্ব্বক পিতৃপিতামহ ও দেবগণের তর্পণ করিলেন । তারপর ভীষ্ম আশ্বাসপ্রদান করিলে তিনি রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন । তিনি যথাবিধি দক্ষিণা দান সহকারে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করত যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা করিয়াছেন । তৎপরে তিনি যখন তনিলেন যে, যুযুৎসু হইতে যুধবংশ ক্ষয় হইয়াছে, তখন পরীক্ষিতকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভীম প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের সহিত বিষ্ণুর সহস্রনাম পাঠপূৰ্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন । ৩৬-৩৮

বাসুদেবঃ পুনবু'জঃ স মোহায় সুরধিষাম্ ।

দেবাদীনাং রক্ষণায় অধর্মহরণায় চ । ৩৯

কন্ধ্যী বিষ্ণুশ্চ ভবিতা শঙ্কলগ্রামকে পুনঃ ।

অম্বারুচোহখিলান্ লোকাংস্তদা ভীতান্ করিষ্যতি । ৪০

৪১ স ভগবান্ ব্যাস-ধর্ম-সংরক্ষণায় চ । দৃষ্টোনাঞ্চ বধার্থায় অবতারং করিষ্যতি । ৪১

যথা ধ্বস্তরিবিংশে জাতঃ কীরোদমধুনে ।

দেবাদীনাং জীবনায় আয়ুর্কোদমুবাচ হ । ৪২

বিশ্বামিত্রসূতায়ৈব সুশ্রুতায় মহাত্মনে ।

ভারতাংশ্চাবতারান্শ্চ জ্ঞাতা স্বর্গং ব্রহ্মেশ্বরঃ । ৪৩

ইতি শ্রীমদ্রুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে ভারতবর্ণনং

নামৈকোদশাশ্লোক-শততমোহধ্যায়ঃ । ১৪১ ।

অতঃপর বাসুদেব, অসুরগণের মোহন, দেবগণের রক্ষা ও অধর্ম নিবারণের নিমিত্ত বৃদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তারপর সেই ভগবান্ শঙ্কলগ্রামে বিষ্ণুধন্য নামক ব্রাহ্মণের ভবনে কন্ধ্যী নামে অবতীর্ণ হইয়া অম্বারোহণপূর্বক অখিল পান্ডুকুলের শুকতি উপাঙ্গন করিবেন। হে ব্যাস। সেই ভগবান্ এইরূপ ধর্মসংস্থাপন ও দৃষ্টদিগের সংহারার্থ সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তিনি বিংশমহন্তরে কীরোদমধুনের সময় ধ্বস্তরিরূপে অবতীর্ণ হইয়া দেবগণের ও ধার্মিকদিগের জীবনরক্ষার্থে বিশ্বামিত্রভূতনর মহাত্মা সুশ্রুতের নিকট আয়ুর্কোদ কীর্তন করিয়াছিলেন। এই ভারতবিবরণ ও বিষ্ণুর অবতার শ্রবণ করিলে মানবগণ স্বর্গে গমন করিতে পারে। ৩৯-৪৩

শ্রীমদ্রুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে ভারতবর্ণন নামক উদশাশ্লোক শততম

অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪১ ।

পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ধনুতরিক্রবাচ

সর্বরোগনিদানঞ্চ বক্ষ্যে শুক্রত উক্ততঃ । আত্মেরাতৈর্গুনিবৈরৈর্থথা পূর্বমুদীরিতম্ । ১

রোগঃ পাণ্ডা জ্বরো ব্যাধিবিকারো দৃষ্টমাময়ঃ ।

যক্ষ্মাতঙ্কগদাবাধাঃ শক্কাঃ পর্যায়বাচিনঃ । ২

নিদানং পূর্বরূপাণি রূপাণ্যুপশয়ন্তথা ।

সম্প্রাপ্তিশ্চেতি বিজ্ঞানং রোগাণাং পঞ্চবা শ্রুতম্ । ৩

নিমিত্ত-হেতুায়ত্তন-প্রত্যরোগান-কারণৈঃ ।

নিদানমাত্তঃ পর্যায়ৈঃ প্রাচ্যুপং যেন লক্ষ্যতে । ৪

উৎপিৎসুরাময়ো দোষ-বিশেষণানধিষ্ঠিতঃ । লিঙ্গমব্যক্তমল্লভাভ্যাধীনাং তদ্ব্যবহম্ । ৫

তদেব ব্যক্ততাং যাত্তং রূপমিত্যভিধীয়তে ।

সংস্থানং ব্যঞ্জনং লিঙ্গং লক্ষণং চিহ্নমাকৃতিঃ । ৬

হেতুব্যাধিবিপর্যায়-বিপর্যায়ার্থকারিণাম্ । ঔষধায়বিহারিণামুপযোগং সুখাবহম্ । ৭

বিস্তাৎপশয়ং ব্যাধেঃ স হি সাধ্যমিতি শ্রুতঃ ।

বিপরীতোহনুপশয়ো ব্যাধ্যসাধ্যোতি সংজ্ঞিতঃ । ৮

ধনুতরি কহিষেন,—শুক্রত । এক্ষণে সর্বরোগ-নিদান যথাযথরূপে বলিতেছি । পূর্ব-কালে আত্মের প্রভৃতি মুনিগণ ইহা কীর্তন করিয়াছিলেন । রোগ, পাণ্ডা, জ্বর, ব্যাধি, বিকার, দৃষ্ট, আময়, যক্ষ্মা, আতঙ্ক, গদ, আবাহা এই সমস্ত শব্দই রোগবাচক । নিদান, পূর্বরূপ, রূপ, উপশয়, সম্প্রাপ্তি রোগবিজ্ঞান এই পাঁচপ্রকার । নিমিত্ত, হেতু, আয়ত্তন, প্রত্যয়, উত্তান ও কারণ এই সকল শব্দ নিদানবাচক । যাহাযারা রোগের পূর্বলক্ষণ জানা যায়, তাহার নাম নিদান । যেহলে রোগ উৎপন্ন হইবে, এইরূপ নিশ্চয় হইয়াছে, কিন্তু যাতাদি কোন দোষ বিশেষভাবে প্রকাশ পায় নাই, কেবল রোগের অলমাত্র যথাযথ চিহ্ন অব্যক্তরূপে লক্ষিত হইতেছে, তাহাকে পূর্বরূপ বলে । ১-৪

এই পূর্বরূপ যদি ব্যক্ত হইয়া উঠে তবে তাহাকে রূপ বলা যায় । সংস্থান, ব্যঞ্জন, লিঙ্গ, লক্ষণ, চিহ্ন, আকৃতি এই সকল শব্দ রূপবাচক । হেতুবিপরীত, ব্যাধিবিপরীত, হেতুব্যাধি উত্তর-বিপরীত আর হেতু সম্বন্ধী হইয়া হেতুবিপরীত কার্যকারী, ব্যাধি-সম্বন্ধী হইয়া ব্যাধি-বিপরীত, কার্যকারী ; হেতু ব্যাধি উত্তরের সম্বন্ধী হইয়া হেতু ব্যাধি উত্তরের বিপরীত কার্যকারী । ঔষধ, অন্ন ও আচরণাদি রোগের সম্যকরূপ শান্তির নাম উপশয় । ইহাকেই সাধ্য বলে । ঐ সকল ঔষধ ও অন্নাদির বিপরীত কার্যকে অনুপশয় বলা যায়, ইহার অপর নাম ব্যাধি ও অসাধ্য । প্রাকৃত বা বৈকৃত দোষ-

যথা চুর্কেন দোষেণ যথা চানুবিসর্পতা ।
 নিবৃন্তিরামিহস্তাসৌ সম্প্রাপ্তির্জাতিরাগতিঃ । ৯
 সংখ্যা-বিকল্প-প্রাধান্ত-বল-কালবিশেষতঃ ।
 সা ভিষ্যতে যথাতৈব বক্ষ্যতেহর্কো ছরা ইতি । ১০
 দোষাণাং সমবেতানাং বিকল্পোহংশকল্পনা ।
 যাতন্য-পারতন্যাত্যাং ব্যাধেঃ প্রাধান্তমাদিশেৎ । ১১
 হেত্বাদিকাংশ্র'্যাবহুতৈ বলাবলবিশেষণম্ ।
 নস্তং দিনর্ভুতৃত্তাংশৈ ব্যাধিকালো যথামলম্ । ১২
 ইতি প্রোক্তো নিদানার্থঃ স ব্যাসেনোপদেক্যতে ।
 সর্কেষামেব রোগাণাং নিদানং কুপিতা মলাঃ । ১৩
 তৎপ্রকোপস্ত তু প্রোক্তং বিবিধাহিতসেবনম্ ।
 অহিতত্ৰিবিধো যোগস্ত্রয়াণাং প্রোক্তদ্ব্যস্ততঃ । ১৪
 তিস্তোষণকষায়ান্ন-রুক্ষাপ্রমিতভোজনৈঃ ।
 ধাবনোদীরণনিশা-জাগরাত্যুচ্চতায়নৈঃ । ১৫
 ক্রিয়াভিযোগ-ভী-শোক-চিত্তা-ব্যায়াম-মৈথুনৈঃ ।
 গ্রীষ্মাহোরাত্রভুত্যাশ্চে প্রকৃপ্যতি সমীরণঃ । ১৬

প্রভাবে বায়ু, পিত্ত ও কফ দূষিত হইয়া উঠে, অথঃ কিংবা তিষ্ঠাকৃ গতিদ্বারা রোগ উৎপাদনের নাম সম্প্রাপ্তি । ইহার অপর নাম জাতি ও আগতি । সংখ্যা, বিকল্প, প্রাধান্ত, বল, কালবিশেষে উক্ত সম্প্রাপ্তি ভিন্নভিন্নরূপ হইয়া থাকে ; যেমন বাতাদিদোষত্রয়ের ন্যূনাধিক্য-বশতঃ অর আটপ্রকার কথিত হইবে । ৬-১০

রোগের প্রকার-ভেদের নাম সংখ্যা । মিলিত দোষসমূহের মধ্যে যে অংশাংশ কল্পনা (ন্যূনাধিক্য নিরূপণ), তাহার নাম বিকল্প । বাতাদিদোষত্রয়ের যাতন্যাতা ও পারতন্যাতা দ্বারা ব্যাধির প্রাধান্ত নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । নিদানাদি সমস্ত অবস্থাব্যবহারে রোগের বলাবল নিরূপিত হইয়া থাকে । রাত্রি, দিবা, ঋতু কিংবা ভোজনের পূর্বে বা পরে কোন্ সময়ে পীড়ার আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা পরিজ্ঞানের নাম কালনিরূপণ । সংক্ষেপে নিদানার্থ এই কথিত হইল, ইহা বিস্তাররূপে পশ্চাৎ কীর্ত্তন করিব । কুপিত বাত-পিত্ত-কফই সর্বরোগের নিদান । বিবিধ অহিত আচরণদ্বারা বায়ু, পিত্ত ও কফ ইহাদিগের প্রকোপ হইয়া থাকে । অহিতাচরণ তিন প্রকার, তাহা পূর্বে কথিত হইয়াছে । তিস্ত, কটু, কষায়, অন্ন, রুক্ষ ও অপরিমিত ভোজনদ্বারা এবং ধাবন, উদীরণ, নিশাজাগরণ, অত্যাচ্চতায়ন, দৃঢ় অধাবসায় সহকারে কার্য্যপ্রযুক্তি, ভয়, শোক, চিন্তা, ব্যায়াম, মৈথুন প্রভৃতি দ্বারা, গ্রীষ্মকালে দিবা কিংবা রাত্রিতে ভোজনের অন্তে বায়ু কুপিত হয় । ১১-১৬

পিত্তং কটু, মলভীক্ৰোক্ষ-কটুক্ৰোধবিদাহিভিঃ । শরৎঋতুজ্বরাভ্যর্ধ্ব-বিদাহসময়েষু চ ॥ ১৭
 বায়ুসর্বশ্লিষ্ণু-গুরুভিষ্যন্নিশীতলৈঃ । আশ্বাঋতুসূক্ষ্মজীর্ণ-দিবাসপ্রাদিবৃংহণৈঃ ॥ ১৮
 প্রজ্বলনাদ্যযোগেন জ্বরমাত্র-বসন্তয়োঃ । পূৰ্ব্বাহ্নে পূৰ্ব্বরাত্রে চ স্নেহা বক্ষ্যামি সঙ্করান্ ॥ ১৯
 মিশ্রীভাবাৎ সমস্তানাং সন্নিপাতস্তথা পুনঃ । সঙ্কীর্ণাজীর্ণবিষম-বিকৃতাক্তশনাদিভিঃ ॥ ২০
 ব্যাপন্ন-মলপানীর-গুস্তশাকামূলকৈঃ । পিপ্যাকমৃত্যবসর-পুতিগুস্তকৃশামিবৈঃ ॥ ২১
 দোষত্রয়কটৈরৈত্তৈস্ত-স্তথান্নপরিবর্ততঃ । বাতৌর্দৃষ্টোৎপূরো বাতাদিগ্রহাবেশবিপ্রবাৎ ॥ ২২
 দৃষ্টোমাত্মৈরতিস্নেহ-গ্রহৈর্জ্বল্যক'পীড়নাৎ । মিথ্যায়োগাচ্চ বিবিধাৎ পাপানাক্ত নিষেবণাৎ ॥
 জীর্ণাৎ প্রসববৈষম্যাৎ তথা মিশ্রোপচারভঃ ॥ ২৩
 প্রতিরোগমিতি কুত্বা রোগবিদ্যানুগামিনঃ । বসন্তনং প্রপদ্যাত্ত দোষা দেহে বিকূৰ্বতে ॥ ২৪

ইতি শ্রীগুরুডে মহাপুরাণে পূৰ্ব্বখণ্ডে সর্বরোগনিদানং নাম

পঞ্চাশদধিক-শততমোহ্যায়ঃ ॥ ১৫০ ॥

কটু, অন্ন, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, দুৰ্গন্ধদ্রব্য ও গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণ এবং ক্রোধদ্বারা আর
 শরৎকালে, অর্ধরাত্রিকালে, ঋতুজ্বরকালে ও বিদাহকালে পিত্ত কুপিত হয় । বাত, অন্ন,
 লবণ, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, তরলদ্রব্য ও শীতলদ্রব্য সেবনদ্বারা এবং বহুক্ষণ এক স্থানে
 উপবেশন, অতিনিদ্রা, নিবনিদ্রা ও অজীর্ণ এই সমস্তের আতিশয্যদ্বারা ; আর বসন্তকালে
 পূৰ্ব্বাহ্নে বা শেষরাত্রে ভোজনদ্বারা ও বমন প্রভৃতি দ্বারা স্নেহা কুপিত হইয়া থাকে ।
 এক্ষণে দোষসত্ত্ব বলিতেছি । সমস্ত দোষের মিশ্রীভাবকে সন্নিপাত বলে । সঙ্কীর্ণ,
 গুরুপাক, বিষম, বিকৃতপ্রভৃতি দ্রব্য ভোজন, বিকৃতমল, বিকৃত পানীর, গুস্তশাক,
 আমূলক, পিপ্যাক, স্বয়ংমৃত দুৰ্গন্ধ গুস্ত কৃশ মংস্তাদি ভক্ষণ, হটাৎ খাদ্যপরিবর্তন,
 অতুদোষ, পূৰ্ব্ববায়ু সেবন, সহসা শারীরিক কার্যাবৈপরীত্য, দূষিত আহার ভোজন,
 স্নেহাবেশ, লবনক্ষত্রপীড়ন, মিথ্যা ব্যবহার, পাপকার্যের অনুষ্ঠান, নারীদিগের
 প্রসববৈষম্য ও মিথ্যোপচারদ্বারা দোষসত্ত্ব বর্টিয়া থাকে । প্রত্যেক রোগেই রোগানুগামী
 বাতাদি দোষসকল কুপিত হইয়া রাসায়নিক সম্বন্ধপ্রাপ্তিপূর্বক দেহে নানাপ্রকার বিকার
 উৎপাদন করে । ১৭-২৪

শ্রীগুরুডপূরাণে পূৰ্ব্বখণ্ডে সর্বরোগনিদান নামক পঞ্চাশদধিক

শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫০ ।

একপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ধনুস্তরিক্রবাচ

বক্ষ্যে হরনিদানং হি সৰ্ব্বহরবিবৃক্রে । হরো রোগপতিঃ পাণ্ডা যত্নাক্রোহনোহন্তকঃ ।
কৃৎসনকাঙ্ক্ষরক্ষংসি-কৃৎসনিঃশ্বাসসন্তবঃ^১ । ১

ভংসস্তাপো মোহময়ঃ সস্তাপাত্মাপচারজঃ । বিবিধৈর্নামভিঃ কুরো নানাবোনিম্ব বর্জতে । ২
পাকলো গজেষু ভিত্তাপো বাজিহলকঃ কুকুরেষু ।

ইন্দ্রমদো অলজেষু^২ নীলকা জ্যোতিরোবধীম্ব^৩ । ৩

হস্তাসম্পর্কনং কাসঃ শুভঃ শৈত্যং তৃণাদিম্ব । অজেষু চ সমুদ্ভূতাঃ পীড়কাস্ত ককোস্তবে । ৪
কালে যথায় সর্বেষাং প্রযুক্তির্বৃদ্ধিরেব বা । নিদানোক্তানুশয়ে বিপরীতা যথাপি বা^৪ । ৫
অকৃচ্ছাবিপাকস্ত শুভমালম্বেব চ । হৃদাহস্ত বিপাকস্ত তজ্জা চালম্বেব চ ।
বস্তিবিমর্দাবনরা দোষাণামপ্রবর্তনম্ । ৬

লালাপ্রসেকো হস্তাসঃ ক্ষুধাশো রসদং মুখম্ । ব্রহ্মমুকুটমুকু গাত্রাণাং বহুমুজতা ।
ন বিজীর্ণং ন চান্নিষ্ট^৫ হরস্যামস্ত লক্ষণম্ । ৭

ক্ষুৎক্ষামতা লঘুত্বক গাত্রাণাং হরমর্দবম্ । দোষপ্রযুক্তির্যটাহারিরাশ্বহরলক্ষণম্ ।
যথা বলিগ্রং সংসর্গে হরসংসর্গকোহপি বা । ৮

ধনুস্তরি বলিলেন,—এখানে সর্ববিধ হরবিজ্ঞানের নিমিত্ত হরনিদান বলিতেছি। হর
রোগপতি, পাণ্ডা, যত্নাক্র, অশন, অন্তক, দক্ষাঙ্ক্ষরক্ষংসি, কৃৎসনিঃশ্বাস-সন্তব, সস্তাপ,
মোহময়, সস্তাপাত্মা ও অপচারজ এইরূপে নানাবিধ নাম ধারণপূর্বক কুর হর নানাবিধ
শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে। এই হর মাতঙ্গশরীরে পাকল নামে, তুরঙ্গদেহে অভিভাপ
নামে, কুকুরকারে অলকনামে, মেঘে ইন্দ্রমদনামে, সলিলে নীলিকানামে, ওষধিসমূহে
জ্যোতি নামে এবং ভূমিতে উষর নামে খ্যাত হয়। ককসমুদ্ভূত হরে হিকা, বমন, কাস,
শুকতা, চর্ম্মাদির শীতলতা ও অজে পীড়কা হইয়া থাকে। যেদ্রুপ সর্ব জীবের যথাকালে
উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও বিনাশ হয়, তদ্রূপ নিদানোক্ত উপশয় বা উপশয়াভাবও যথাকালে প্রযুক্ত
হইয়া থাকে : ১-৪

অকৃচ্ছা, অগরিপাক, শুকতা, আলস্য, হৃদাহ, অবস্থাপরিবর্তন, তজ্জা, অলসতা,
বস্তিবিমর্দ, বাতাদি দোষের অপ্রযুক্তি, লালাপ্রসেক, হিকা, ক্ষুধানাশ, মুখের সরসতা,
শরীরের অগুরুতা, এই সমস্ত হরের লক্ষণ। ক্ষুৎক্ষামতা, গাত্রের লঘুতা, হরের মৃদুতা,
অট্টাহ পরে দোষপ্রযুক্তি এই সমুদায় নিরাম্বহরের লক্ষণ। দোষের পৃথক্ পৃথক্ যে যে

১। কৃৎসোর্জুনরনোস্তব ইতি বহুপুস্তকানুগতঃ পাঠঃ । ২। অলদেহপদং ।

৩। ভূম্যাম্বুরো নাম ইত্যধিকো দৃশ্যতে । ৪। ন চ গ্লানিঃ ।

শিরোহৃতি-মূৰ্ছা-বমি-দেহদাহ-কঠাস্থশোষা অপি পৰ্য্যভেদাঃ ।

উন্মিষতা-সম্ভ্রম-রোমহর্ষা, জ্বস্তাতিবাক্ত্বং পবনাং সপিপাতাং । ১

তাপহান্যরুচিপৰ্য্যশিরোরুক্, ১ শ্বাস-কাস-মলরোধ-বিবৰ্ণাঃ ২ ।

শীত-জাডা-তিমির-ভ্রমি-তল্লাঃ, শ্লেষ্মবাতজনিতজ্বরসিদ্ধম্ । ১০

শীত-স্তম্ভ-ঘেদ-দাহাব্যবস্থা-তৃষ্ণা কাসঃ শ্লেষ্ম-পিত্ত-প্রবৃতিঃ ।

মোহস্তল্লা লিপ্ততিক্তাস্ততা চ, জ্বেরং রূপং শ্লেষ্ম-পিত্তজ্বরম্ । ১১

সৰ্বকৈৰ্জকৈঃ সৰ্বৈৰ্ দাহোহত্র চ মুহমুহঃ ।

তদ্বচ্ছীতং তিমিনিদ্রা ৩ দিবা জাগরণং নিশি । ১২

সদা বা নৈব বা নিদ্রা মহাঘেদো হি নৈব বা ।

গীত-নৰ্ত্তন-হাস্যাধিঃ প্রকৃতেহাপ্রবৰ্ত্তনম্ । ১৩

সাজ্জগী কলুষে রক্তে ভূগ্নে লুলিতপক্ষণী । অক্ষিণী পিণ্ডিকা-পার্শ্ব-শিরঃপৰ্য্যাস্থিকৃগ্ভ্রমঃ । ১৪

সদ্বনো সৰুজ্ঞো কণৌ মহাশীতো হি নৈব বা ।

পরিদক্ষা ধরা জিহ্বা গুরুজ্ঞানসঙ্কিতা । ১৫

জীবনং রক্তপিত্তম্ লোটনং শিরসোহতিতৃট্ ।

কোঠানাং স্তাবরস্তানাং মণ্ডলানাঞ্চ দৰ্শনম্ । ১৬

লক্ষণ উক্ত আছে, মিশ্রজ্বরেও সেই সেই লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে । শিরঃপীড়া, মূৰ্ছা, বমি, শরীরে দাহ, কঠ ও মুখের শোষ, সন্ধিস্থানে বেদনা, নিদ্রানাশ, শ্বাস, রোমহর্ষ, জ্বস্তন ও প্রলাপ, বাতপৈত্তিক জ্বরে এই সকল লক্ষণ প্রাহুর্ভূত হইয়া থাকে । তাপের অঙ্গতা, অরুচি, সন্ধিস্থানে বেদনা, শিরঃপীড়া, শ্বাসের ক্ষীণতা, কাস, মলরোধ এবং বিবৰ্ণতা বাতশ্লেষ্মজ্বরের এই সকল লক্ষণ । ৬-১০

অনিয়ত শীত, স্তম্ভতা, ঘর্ম্ম, দাহ, তৃষ্ণা, কাস, শ্লেষ্মা ও পিত্তবমন, মোহ, তল্লা, মুখের লিপ্ততা ও তিক্ততা এই সমস্ত পিত্তশ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ জানিবে । ত্রিদোষজ (সন্নিপাত) জ্বরে পূর্বোক্ত সৰ্ব্বপ্রকার লক্ষণ হইয়া থাকে । এতদ্ব্যতীত ক্ষণে ক্ষণে শীত, ক্ষণে দাহ, অঙ্গকারদৰ্শন, দিবানিদ্রা, নিশি জাগরণ, অথবা সৰ্বদা নিদ্রা কিংবা একেবারে নিদ্রা না হওয়া, অতিশয় ঘর্ম্ম কিংবা ঘর্ম্মাভাব, গীত, নৰ্ত্তন, হাস্য, স্বাভাবিক কার্যের অনিচ্ছা ও চক্ষুর্দৃষ্ণ অক্ষুণ্ণ, সমল, রক্তবর্ণ ও ভূগ্ন, চক্ষুর পক্ষণ লুলিত হয় । ১১-১৪

ইহা ব্যতীত পিণ্ডিকা, পার্শ্ব, সন্ধিস্থান, শিরঃ অস্থিতে বেদনা, ভ্রমি, কর্ণে শব্দ এবং বেদনা, মহাশীত, কিংবা শীতাতাব, অঙ্গারের স্তায় জিহ্বার কৃষ্ণবর্ণতা, গোজিহ্বার স্তায় ধবস্পর্শ, সন্ধিস্থানের গুরুত্ব ও লিখিলতা, রক্ত পিত্তের নিষ্ঠীবন, মণ্ডকলুঠন, অতিশয় তৃষ্ণা, শরীরে লিঙ্গলবর্ণ চক্রাকার চিহ্ন, মণ্ডলাকার দৰ্শন, হৃদয়ে ব্যথা, একদা অধিক মলপ্রবৃতি,

শিরোহৃতি-মূৰ্ছা-বমি-দেহদাহ-কঠাস্থশোষা অপি পৰ্য্যভেদাঃ ।

উন্মিষতা-সম্ভ্রম-রোমহর্ষা, জ্বস্তাতিবাক্ত্বং পবনাং সপিপাতাং । ১

তাপহান্যরুচিপৰ্য্যশিরোরুক্, ১ শ্বাস-কাস-মলরোধ-বিবৰ্ণাঃ ২ ।

শীত-জাডা-তিমির-ভ্রমি-তল্লাঃ, শ্লেষ্মবাতজনিতজ্বরসিদ্ধম্ । ১০

শীত-স্তম্ভ-ঘেদ-দাহাব্যবস্থা-তৃষ্ণা কাসঃ শ্লেষ্ম-পিত্ত-প্রবৃতিঃ ।

মোহস্তল্লা লিপ্ততিক্তাস্ততা চ, জ্বেরং রূপং শ্লেষ্ম-পিত্তজ্বরম্ । ১১

সৰ্বকৈৰ্জকৈঃ সৰ্বৈৰ্ দাহোহত্র চ মুহুমুহুঃ ।

তদ্বচ্ছীতং তিমিনিদ্রা ৩ দিবা জাগরণং নিশি । ১২

সদা বা নৈব বা নিদ্রা মহাঘেদো হি নৈব বা ।

গীত-নৰ্ত্তন-হাস্যাণিঃ প্রকৃতেহাপ্রবৰ্ত্তনম্ । ১৩

সাজ্জণী কলুষে রক্তে ভূগ্নে লুলিতপক্ষণী । অক্ষিণী পিণ্ডিকা-পার্শ্ব-শিরঃপৰ্য্যাস্থিকৃগ্ভ্রমঃ । ১৪

সদ্বনো সৰুজ্ঞো কণৌ মহাশীতো হি নৈব বা ।

পরিদক্ষা ধরা জিহ্বা গুরুজ্ঞানসঙ্কিতা । ১৫

জীবনং রক্তপিত্তম্ লোটনং শিরসোহতিতৃট্ ।

কোঠানাং স্তাবরস্তানাং মণ্ডলানাঞ্চ দৰ্শনম্ । ১৬

লক্ষণ উক্ত আছে, মিশ্রজ্বরেও সেই সেই লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে । শিরঃপীড়া, মূৰ্ছা, বমি, শরীরে দাহ, কঠ ও মুখের শোষ, সন্ধিস্থানে বেদনা, নিদ্রানাশ, শ্বাস, রোমহর্ষ, জ্বস্তন ও প্রলাপ, বাতপৈত্তিক জ্বরে এই সকল লক্ষণ প্রাহুর্ভূত হইয়া থাকে । তাপের অঙ্গতা, অরুচি, সন্ধিস্থানে বেদনা, শিরঃপীড়া, শ্বাসের ক্ষীণতা, কাস, মলরোধ এবং বিবৰ্ণতা বাতশ্লেষ্মজ্বরের এই সকল লক্ষণ । ৬-১০

অনিয়ত শীত, স্তম্ভতা, ঘর্ম্ম, দাহ, তৃষ্ণা, কাস, শ্লেষ্মা ও পিত্তবমন, মোহ, তল্লা, মুখের লিপ্ততা ও তিক্ততা এই সমস্ত পিত্তশ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ জানিবে । ত্রিদোষজ (সন্নিপাত) জ্বরে পূর্বোক্ত সৰ্ব্বপ্রকার লক্ষণ হইয়া থাকে । এতদ্ভাষীত ক্ষণে ক্ষণে শীত, ক্ষণে দাহ, অঙ্গকারদৰ্শন, দিবানিদ্রা, নিশি জাগরণ, অথবা সৰ্বদা নিদ্রা কিংবা একেবারে নিদ্রা না হওয়া, অতিশয় ঘর্ম্ম কিংবা ঘর্ম্মাভাব, গীত, নৰ্ত্তন, হাস্য, স্বাভাবিক কার্যের অনিচ্ছা ও চক্ষুর্দৃষ্ণ অক্ষুণ্ণ, সমল, রক্তবর্ণ ও ভূগ্ন, চক্ষুর পক্ষণ লুলিত হয় । ১১-১৪

ইহা বাতীত পিণ্ডিকা, পার্শ্ব, সন্ধিস্থান, শিরঃ অস্থিতে বেদনা, ভ্রমি, কর্ণে শব্দ এবং বেদনা, মহাশীত, কিংবা শীতাভাব, অঙ্গারের স্তায় জিহ্বার কৃষ্ণবর্ণতা, গোজিহ্বার স্তায় ধবস্পর্শ, সন্ধিস্থানের গুরুত্ব ও লিখিলতা, রক্ত পিত্তের নিষ্ঠীবন, মণ্ডকলুঠন, অতিশয় তৃষ্ণা, শরীরে লিঙ্গলবর্ণ চক্রাকার চিহ্ন, মণ্ডলাকার দৰ্শন, হৃদয়ে ব্যথা, একদা অধিক মলপ্রবৃতি,

অথবা মলসংসর্গঃ প্রকৃতিবিকলশোভিত্বাৎ । স্নিগ্ধাত্তা বলত্রাণঃ বরলাদঃ প্রলাপিতঃ । ১৭
 দোষপাকশিরঃ তজ্জা প্রভক্তং কঠকৃৎনম্ । সন্নিপাতমভিগ্ধাসং তং ক্ৰমাজ মহৌজসম্^১ । ১৮
 বায়ুনা কঠকৃৎনেন পিত্তমত্তঃ স্পীড়িতম্ । ব্যাব্যিহাজ সৌখ্যাজ বহির্মার্গং প্রগলভে ।
 তেন হারিহ্রনেত্রং সন্নিপাতোস্তবে হরে । ১৯

দোষে বিবৃদ্ধে নষ্টেহয়ো সৰ্ব্বসম্পূর্ণলক্ষণঃ ।

সান্নিপাতজরোহসাধাঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যাত্তোহশুখা । ২০

অগ্নজ সন্নিপাতোখং যত্র পিত্তং পৃথক্ স্থিতম্ ।

ঝড়ি কোষ্ঠে চ বা দাহং বিদধাত্তি পুরোহথ বা^২ । ২১

ভগ্নদাত-কফে শীতং দাহাদিহ^৩ স্তরস্তরোঃ ।

শীতাদৌ তত্র পিত্তেন কফে স্থানিতশোষিতে । ২২

পিত্তে লাভেহথ বৈ মূৰ্ছা মদন্তুকা চ জায়তে ।

দাহাদৌ পুনরন্তেষু তজ্জালয়ে বমিঃ ক্রমাৎ । ২৩

আগন্তরভিঘাতাতি-বজ্রশাপাতিচারতঃ । চতুর্ধা তু কৃতঃ যেনো দাহাষ্টৈরভিঘাতজঃ । ২৪

ক্রমাজ তস্মিন্ পবনঃ প্রায়ো রক্তং প্রদূষয়ন্ । সব্যথাশোকটৈববর্ণ্যং সৰুজং কুরুতে হরম্ । ২৫

অথবা বারংবার অল্প অল্প মলনিঃসারণ, মুখের স্নিগ্ধতা, বলত্রাণ, বরভঙ্গ, প্রলাপ, দোষের পাক, চিরকাল তজ্জা, কঠে অব্যক্ত শব্দ, এই সকল লক্ষণাবিহীন হইলে সান্নিপাতিক অভিজ্ঞাস বলে। এই জরে শারীরিক বলবীৰ্য্য বিনষ্ট হয়। সান্নিপাতিক জরে বায়ু ও কঠ রোধ করিয়া রাখে এবং অভ্যন্তরে পিত্ত পীড়ন করিতে থাকে। ইহাতে ব্যাব্যী বা মুখসেবী হইলে সেই পিত্ত বহির্দিশে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে নেত্রদ্বয় হরিদ্রা বর্ণ হইয়া থাকে। ১৫-২০

বাতাদি দোষত্রয় বৃদ্ধি পাইয়া ঔদরিক অগ্নি বিনষ্ট করিলে যদি বথোক্ত লক্ষণ সকল সম্পূর্ণ হয়, তাহা হইলে সেই জরকে অসাধা জানিবে। ইহার অন্তথা হইলে তাহাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য বলা যায়। অন্য প্রকার সান্নিপাতিক জরে পৃথক্ৰূপে পিত্ত কুণ্ডিত হইলে পূর্বে বা পরে চর্ণে ও কোষ্ঠে দাহ হইয়া থাকে। এইরূপ বায়ু ও কফ প্রকুণ্ডিত হইলে শীত ও দাহাদি হয়, এই শীত ও দাহ অতিঃসাধ্য। পিত্তকঠক শীতাদি হইলে কফ প্রাবৃত্ত ও শোষিত হয়। পিত্তজর জরের নিবৃদ্ধি হইলে মূৰ্ছা, মদ ও তুফা জন্মে এবং পিত্তজর দাহের আদিতে ও অন্তে ক্রমশঃ তজ্জা, আলস্য ও বমি হইয়া থাকে। অতিঘাত, অভিবজ্র, শাপ ও অভিচার এই চারি কারণে যে জর জন্মে, তাহাকে আগন্ত জর বলা যায়। বর্ণ ও দাহাদি দ্বারা উৎপন্ন জরকে জতিঘাতজ জর বলে। অধিক পরিশ্রম করিলে বায়ু প্রকুণ্ডিত হইয়া রক্ত দূষিত করিয়া জর সমুৎপাদন করে, এই জরে ব্যথা, শোক, শরীরের বিবর্ণতা ও শরীর ভঙ্গ হইয়া থাকে। ২১-২৫

১। হতোজসম্ । ২। পুরোহনু বা ।

গ্রহাবেশৌষধি-বিষ-ক্রোধ-ভী-শোক-কামজঃ ।

অতিব্রজগ্রহোহপ্যগ্নিরকন্মাদাস-রোদনে । ২৬

ঔষধীগন্ধজৈ মূর্ছা শিরোরুক্ণমথুঃ কথঃ* । বিষামূর্ছাতিসারশ্চ জ্বাবতা দাহকৃৎপ্রমঃ । ২৭

ক্রোধাৎ কম্পঃ শিরোরুক্ণ চ প্রলাপো ভয়শোকজৈ ।

কামাদ্ প্রমোহকৃচ্চিদাহো হ্রীনিদ্রা-ভী-ধৃতিক্ষয়ঃ । ২৮

গ্রহাদৌ সন্নিপাতশ্চ ক্রূপাণৌ মরুতভয়োঃ ।

কোপাৎ কোপেহপি পিত্তশ্চ যৌ তু শাপাভিচারজৌ । ২৯

সন্নিপাতজ্বরৌ ঘোরৌ ভাবসম্ভ্রতমৌ মর্তৌ ।

ভ্রাতাভিচারিকৈর্মন্ত্রৈ হুঁরমানশ্চ ভূপাতে । ৩০

পূর্বক্লেতস্ততো দেহস্ততো বিস্ফোটদিগ্ভ্রমৈঃ ।

সদাহমূর্ছাগ্রস্তস্ত প্রত্যাহং বর্দ্ধতে জ্বরঃ । ৩১

ইতি জ্বরোহৃষ্টবা দৃষ্টঃ সমাসান্দিবিধস্ত সঃ ।

শারীরো মানসঃ সৌম্য-ভীক্ষোহন্তর্বহিরাশ্রয়ঃ । ৩২

প্রাকৃতো বৈকৃতঃ সাব্যোহসাব্যঃ সামো নিরামকঃ ।

পূর্বং শরীরে শারীরে তাপো মনসি মানসে । ৩৩

গ্রহাবেশ, ঔষধি, বিষপ্রয়োগ, ক্রোধ, ভয়, শোক ও কামজন্য জ্বরকে অতিব্রজ জ্বর বলা যায়। এই জ্বরে রোগী অকন্মাৎ হস্ত ও রোদন করিয়া থাকে। ঔষধীগন্ধজন্য জ্বরে মূর্ছা, শিরঃপীড়া, বমি ও ক্রম এই সকল লক্ষণ হয়। বিষজন্য জ্বরে মূর্ছা, অতিসার, শরীর পিঙ্গলবর্ণ, দাহ ও ভ্রম এই সকল চিহ্ন হইয়া থাকে। ক্রোধজন্য জ্বরে কম্প, শিরঃপীড়া, ভয় এবং শোকজন্য জ্বরে প্রলাপ আর কামপ্রভব জ্বরে অকৃতি, দাহ, লজ্জা, নিদ্রা, বুদ্ধি ও বৈর্যাক্রম এই সকল চিহ্ন হইয়া থাকে। গ্রহাবেশজন্য জ্বর ও সান্নিপাতিক জ্বর এই উভয় জ্বরে বায়ুর প্রকোপবশত পিত্তও প্রকৃপিত হইয়া থাকে। শাপাভিভব ও অভিচারজন্য সান্নিপাতিক জ্বর অতি ঘোরতর হয়। উক্ত বিবিধ জ্বরই অসংখ্য। অভিচারজন্য জ্বরে আতিচারিক মন্ত্রে হোম করিয়া সেই হোমাগ্নির তাপ লইবে। ২৬-৩০

উক্ত বিবিধ জ্বরের পূর্ক্যাবস্থায় ইতস্তত দেহ সঞ্চালন করে, পরে বিস্ফোট ও দিগ্ভ্রম হইয়া থাকে এবং রোগী দাহ ও মূর্ছাগ্রস্ত হয় এবং প্রত্যাহ জ্বরের বৃদ্ধি হইতে থাকে। লক্ষ্যপত এইরূপে আটপ্রকার জ্বর দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু এই আট প্রকার জ্বরের আবার অন্তর বিভাগ অনেক আছে। শারীর, মানস, সৌম্য, ভীক্ষ, অন্তর্গত, বহির্গত, প্রাকৃত, বৈকৃত, সাব্য, অসাব্য, সাম ও নিরাম ইত্যাদি বিবিধ জ্বর হইয়া থাকে। শারীর জ্বরে প্রথমতঃ শরীরে এবং মানস জ্বরে অগ্রে মনে সজ্ঞাপ জন্মে। দৈন্যিক জ্বরে বায়ুর যোগ

পৰনৈৰ্যোগবাহিত্বাচ্ছীতং শ্লেষ্মযুতে ভবেৎ ।

দাহঃ পিত্তযুতে মিশ্রং শিজেহুঃসংশয়ে পুনঃ । ৩৪

জ্বরেহধিকবিকারাঃ স্মারন্তক্ষোভো মলগ্রহঃ ।

বহিরেব বহির্কোণে তাপোহপি চ সুসাধিতঃ । ৩৫

বর্ষাশরৎসময়েষু বাতাদৈঃ প্রাকৃতঃ ক্রমাৎ ।

বৈকুণ্ঠোহন্যঃ স হৃঃসাধাঃ প্রায়শ্চ প্রাকৃতোহনিলান্ । ৩৬

বর্ষাস্থ মারুতো হৃষ্টঃ পিত্তশ্লেষ্মান্নিতং জ্বরম্ ।

কুর্য়াক্ষ পিত্তং শরদি তস্য চানুবলঃ কফঃ । ৩৭

তৎপ্রকৃত্যা বিসর্গাক্ষ তত্র নানশনাস্তরম্ । কক্ষো বসন্তে তমপি বাতপিত্তং ভবেদনু । ৩৮

বলবৎ স্বল্পদোষেষু জ্বরঃ সাধ্যোহনুপন্নবঃ । সর্বথা বিকৃতিজ্ঞানে প্রায়সাধা উপদ্রুতঃ । ৩৯

জ্বরোপদ্রবতীক্ষ্ণ-মন্দাগ্নিবহুমুত্রতাঃ । ন প্রভৃতির্ন বিজীর্ণা ন ক্ষুৎ সামঞ্জ্যরাকৃতিঃ । ৪০

জ্বরবেগোহধিকস্তৃক্ষা প্রলাপঃ শ্বসনং অমঃ । মলপ্রভৃতিক্রুরূপঃ পচ্যমানস্য লক্ষণম্ । ৪১

জীর্ণতামবিপর্যাসাৎ সপ্তরাত্রক লজ্বনম্ । জ্বরঃ পঞ্চবিধঃ প্রোক্তো মলকালযলাবলাৎ । ৪২

প্রায়শঃ সন্নিপাতেন জ্বরস্যনুপদিশ্যতে । সন্ততঃ সন্ততোহন্তেহ্যজ্বতীরক-চতুর্থকৌ । ৪৩

খাকিলে শীত এবং পিত্তের যোগ থাকিলে দাহ হইয়া থাকে । সান্নিপাতিক জ্বরে মিশ্রলক্ষণ প্রকাশপূর্বক অন্তঃক্ষোভ ও মলপ্রভৃতি প্রকৃতি নানাবিধ বিকার হয় । আর বহির্কোণেতে বাহ্যে তাপাদি হইয়া থাকে । ৩১-৩৫

বর্ষাকালে বাতিক জ্বর, শরৎকালে পৈত্তিক জ্বর এবং বসন্তকালে শ্লেষ্মিক জ্বর হইলে তাহাদিগকে প্রাকৃত জ্বর বলা যায় । বৈকুণ্ঠ জ্বর হৃঃসাধ্য । প্রাকৃত জ্বর প্রায়শঃ বায়ুর প্রাবল্যবশতই হইয়া থাকে । বর্ষাকালে বায়ু হৃষ্ট হইয়া পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর উৎপাদন করে এবং শরৎকালে পিত্ত কুপিত হইয়া জ্বর সমুৎপাদন করে, কিন্তু কফ তাহার অনুগামী হয় । উক্ত জ্বর পিত্তশ্লেষ্মপ্রকৃতি হেতুক, তাহাতে লজ্বনে কোন ভয় নাই (লজ্বনই বাবস্থা) । বসন্তকালে কফ কুপিত হইয়া জ্বর জন্মায় এবং বায়ু ও পিত্ত তাহার অনুবল থাকে । বলবান্ বাজির অল্প দোষোৎপন্ন এবং উপদ্রববহিত জ্বর সুসাধ্য জানিবে । জ্বরে সর্ববিধ বিকার হইলে মূনিগণ তাহাকে অসাধ্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন । বিবিধ উপদ্রব, তীক্ষ্ণতা, অগ্নমান্য, বহুমুত্রতা, তাহারে অপ্রভৃতি, অজীর্ণ ও অক্ষুধা এই সকল আশঙ্ক্যের লক্ষণ । ৩৬-৪৩

জ্বরের অতিশয় বেগ, নিপাসা, প্রলাপ, শ্বাস, ত্রিবি, মলপ্রভৃতি ও উপস্থিত বমনের দ্বারা শারীরিক ভাব, এই সমস্ত পচ্যমান জ্বরের লক্ষণ । জীর্ণতা ও অপকতার বৈপরীত্য হইলে সপ্তরাত্র লজ্বন দিবে । মল, কাল ও বলাবল বিশেষে সান্নিপাতিক জ্বর পঞ্চবিধ উক্ত হইয়াছে । যথা,—সন্তত, সন্তত, অন্তেহ্য, ত্তীরক ও চতুর্থক । জ্বরকালে বায়ু পিত্ত ও

ধাতু-মূত্র-শক্ৰবাহি-শ্রোতসাং ব্যাপিনো মলাঃ ।

তাপরক্তস্তনুং সৰ্বাং তুল্যদৃষ্ঠ্যাদিবহ্নিতাঃ ॥ ৪৪

বলিনো জ্বরবস্তৃষ্ণাবিশেষেণ রসামৃত্যঃ^১ । সততং নিশ্চতিহস্তা জ্বরং কুর্যুঃ সূহঃসহম্ ॥ ৪৫

মলং জ্বরোক্ষধাতুন্ বা স শীঘ্রং কপয়েৎ ততঃ ।

সৰ্বাংকারং রসাদীনাং শুক্ল্যাক্ত্যাপি বা ক্রমাৎ ॥ ৪৬

বাত-পিত্ত-কফৈঃ সপ্ত-দশ-দ্বাদশবাসরাৎ ।

প্রয়োহনুযাতি মর্যাদাং মোক্ষায় চ বধায় চ ॥ ৪৭

ইত্যগ্নিবেশস্ত মতং হারীতশ্চ পুনঃ স্মৃতিঃ । দ্বিত্বা সপ্তমী যা চ নবম্যেকাদশী তথা ।

এষঃ ত্রিদোষমর্যাদা মোক্ষায় চ বধায় চ ॥ ৪৮

শুক্ল্যাক্ত্য জ্বরং কালং দীৰ্ঘমপ্যত্র বৰ্ত্ততে ।

কৃশানাং ব্যাধিস্থক্তানাং মিথ্যাশারাদিসেবিনাম্ ॥ ৪৯

অজ্ঞোহপি দোষো দৃষ্টাদেৰ্লজ্ঞাত্ততঃ ততো বলম্^২ ।

সপ্রত্যনীকো বিষমং যন্মাদ্ বৃদ্ধিকর্যাব্রিতঃ ।

সবিক্ষেপো জ্বরং কুর্য্যাদ্বিষমকম্বৃদ্ধিতাক্ ॥ ৫০

দোষঃ প্রবৰ্ত্ততে তেষাং যে কালে জ্বরয়ন্ বলী ।

নিবৰ্ত্ততে পুনশ্চৈব প্রত্যনীকবলাবলঃ ॥ ৫১

কক্ষ এই মলজ্বর ধাতু, মূত্র-শক্ৰবাহী শ্রোতোব্যাপী ও তুল্য দোষে দূষিত হইয়া সৰ্ব্বশরীর সতাপিত করিতে থাকে । পরে রস বিকৃত, শুষ্ক, বলবান্ ও অপ্রতিহত হইয়া দ্বঃসহ জ্বর উৎপাদন করে । এই জ্বর সৰ্বদাই ভোগ করিতে থাকে ॥ ৪২-৪৬

ত্রিদোষজ জ্বরে সপ্তদশ দিনে বা দ্বাদশ দিনে রসাদি সমুদায় ধাতু সৰ্বতোভাবে শুষ্ক হইয়া রোগ মুক্ত হইবে, না হয় সৰ্ব্বপ্রকারে অন্তক হইয়া রোগীকে বিনাশ করিবে । এই পীড়ার সীমা এই পর্য্যন্ত জানিবে । অগ্নিবেশ মুনির এই মত । হারীতের মতানুসারে সপ্তম দিনে, নবম দিনে, একাদশ দিনে, চতুর্দশ দিনে, অষ্টাদশ দিনে অথবা দ্বাবিংশতি দিনে ত্রিদোষ জ্বর হয় রোগীকে পরিত্যাগ করে, না হয় রোগীকে সংহার করে । ধাতুর ত্বষ্টি ও অত্বষ্টি অনুসারে কোথায় দীৰ্ঘকাল, কোথায় বা অল্পকাল জ্বরের ভোগ হয় । যাহারা কৃশ, ব্যাধিস্থক্ত ও অপথ্যাদিসেবী তাহাদিগের অল্প দোষও অল্প দোষের নিকট বল প্রাপ্ত হইয়া বিষম বিকৃত হইয়া উঠে এবং তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া জ্বরের হেতু হয় । সেই দোষ বিষমকম্ববর্দ্ধনপূৰ্ব্বক অপ্রতিবিধের জ্বর আনিয়ন করে । তাহরপর এই দোষ বলবান্ হইয়া যথাসময়ে রোগীকে জীর্ণ করিয়া ফেলে । পরন্তু ঔষধাদির বলে যদি ঐ দোষ হীনবল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে রোগ নিবৃতি হইয়া যায় এবং দোষ কম্ব হইলে অল্পমাত্র জ্বর

কৌণদোষে জ্বরঃ সূক্ষ্মো রসাদিহেব জীরতে ।

লীনত্বাৎ কাশ্যঃ-বৈবৰ্ণ্য-জাড্যাদীনাং দধাতি সঃ । ৫২

আসন্নবিনুতাকৃতাং শ্রোতসাং রসবাহিনাম্ ।

আতু সৰ্ব্বস্য বপুষো ব্যাপ্তিদোষো ন জীরতে । ৫৩

সত্ততঃ সত্ততন্তেন বিপরীতো বিপর্যয়াৎ । বিষমো বিষমারুতঃ কপাকালেন সম্ভবান্ । ৫৪

দোষো রক্তাশ্রয়ঃ প্রায়ঃ কৰোতি সত্ততং জ্বরম্ ।

অহোরাত্রয় সন্ধিঃ^১ স্যাদ্ সত্বদন্তেহ্যরাশ্রিতঃ । ৫৫

ভগ্নিন্ মাংসবহা নাড়ী মেদোনাড়ী তৃতীরকে ।

গ্রাহী পিত্তানিলাস্কর্কশ্লিকস্য কফপিত্ততঃ । ৫৬

সপৃষ্ঠস্থানিলকফাং স চৈকাহান্তরঃ স্মৃতঃ । চতুর্থকো মলৈর্মেনো-মজ্জাহ্যাতরে^২ স্থিতঃ । ৫৭

মজ্জাহ্ এব জপতঃ প্রভাবমুদর্শয়েৎ । ত্রিধা কফোপি-জজ্বাভ্যাং সপূর্বশিরসানিলাৎ । ৫৮

অস্থি-মজ্জারূপপতে চতুর্থকবিপর্যয়ঃ । ত্রিধা জ্বাহ্ জ্বরযতি দিনমেকস্ত যুক্ততি । ৫৯

বলাবলেন দোষাণামভ্যচেট্টাদিজননাম্ । পকানামবির্যাসাং সপ্তরাত্রক লক্ষয়েৎ । ৬০

রসাদিতে লয়প্রাপ্ত হয় । জ্বর রসাদিতে লয়প্রাপ্ত হইলে শরীরের কশতা, বৈবৰ্ণ্য, জড়তা প্রভৃতিও লয় পাইতে থাকে । ৪৭-৫২

এই সময় রসবাহী শ্রোতের বিপরীত গতির নিবৃত্তি হওয়ারান্তে সর্বশরীরব্যাপী দোষও অবিলম্বে নিবৃত্ত হইয়া যায় । সত্তত জ্বর নিরন্তর ভোগ করে । যে জ্বরের অবিশ্রান্ত ভোগ হয় না, তাহাকে বিষম জ্বর বলা যায় । বিষম জ্বর রাত্রিকালে ঘোররূপে আক্রমণ করিয়া থাকে । দোষ রক্তাশ্রিত প্রায়শঃ সত্তত জ্বর উৎপাদন করে । অগ্নেহাঃ নামক জ্বর অহোরাত্রয়ের সন্ধিকালে উপস্থিত হইয়া থাকে । তৃতীরক জ্বর উপস্থিত হইলে মাংসবহা নাড়ী ও মেদোবহা নাড়ী দোষাশ্রিতা হয় । এই জ্বরে বায়ুপিত্ত কুপিত হইলে মস্তকে, কফপিত্ত কুপিত হইলে পৃষ্ঠবংশের নিম্ন অংশে এবং বায়ু ও কফ কুপিত হইলে সমুদায় পৃষ্ঠদেশে দোষ লক্ষিত হইতে থাকে । ৫৩-৫৭

একাহান্তরিত জ্বরেও এইরূপ হইয়া থাকে । মল, মেঘঃ, মজ্জা ও অস্থি ইহার অন্ততম স্থান দোষাশ্রিত হইলে সেই জ্বরকে চতুর্থক জ্বর বলা যায় । আর এক প্রকার মজ্জাহ্ জ্বরে বায়ু কুপিত হইলে ত্রিধা প্রকাশ পায় । ইহার প্রথম প্রকার কফোপি ও জজ্বা এবং দ্বিতীয় প্রকারে কফোপি ও মস্তক আশ্রয় করে । ঐ জ্বা অস্থি ও মজ্জা উভয়গত হইলে তাহাকে চতুর্থক জ্বর বলা যায় । এই জ্বর ক্রমশ দিনে তিনবার আক্রমণ করে, একদিন বিজ্ঞান হয় । রোগীর অহিতাচরণ জ্ঞাত দোষের বলাবল নিবন্ধন এই জ্বরে দোষ সকল পরিণত হইয়া নিঃসারিত হয় না । অতএব সপ্তরাত্র লক্ষন দিবে । ৫৮-৬০

১। সন্ধী । ২। মজ্জাহ্যাতরে ।

অরঃ স্থাপনসম্বৎ কৰ্মণশ্চ তদা তদা । গন্তীরখাতুচারিত্বাং সন্নিপাতেন সম্বৎ ।

তুলোচ্ছারাত দোষাণাং হৃষ্টিকিংস্তত্বত্বকঃ । ৬১

সূক্ষ্মাং সূক্ষ্মতরেষু^১ দূরাধ্ৱতরেষু চ । দোষো রক্তাদিসার্গেষু শনৈরজ্জিহ্নেণ যৎ । ৬২

যাতি দেহক নাশেষঃ সস্তাপাদীন্ করোত্যাতঃ ।

ক্রমাদ্ যত্তেন বিচ্ছিন্নঃ সস্তাপো লক্ষ্যতে অরঃ ।

বিষমো বিষমারম্ভঃ কপাকালানুসারবান্ । ৬৩

যথোক্তরং মন্দগতির্মন্দশক্তিৰ্যথাযথম্ ।

কালেনাগ্নোতি সূক্ষ্মান্ সরসাদীংস্তথা তথা । ৬৪

দোষো জ্বর্যতি কুক্ষিচিরাচ্চিরতরেণ চ ।

ভূমৌ স্থিতঃ অলৈঃ সিক্তঃ কালমেব^২ প্রতীকতে ।

অজ্বরায় যথা বীজং দোষবীজং ভবেৎ তথা । ৬৫

বেগং কৃতা বিষং যদনাশয়ে নীরতে বলম্ ।

কুপাত্যাণ্ডবঙ্গং ভূয়ঃ কালে দোষবিষং^৩ তথা । ৬৬

এবং জ্বরঃ প্রবর্ত্তন্তে বিষমাঃ সন্ততাদয়ঃ ।

উৎক্লেশো গৌরবং দৈন্তং ভ্রমোহঙ্গানাং বিজ্ঞপ্তম্

অরোচকো বমিঃ শ্বাসঃ সৰ্ব্বাঙ্গিন্ রসগে জ্বরে । ৬৭

এই চতুর্থক জ্বরে মন ও কৰ্ম এই উভয়ও জ্বরাক্রান্ত হয় । গন্তীরখাতুচারিত্বা ও সন্নিপাতসম্বৎনিবন্ধন, দোষ সমুদায়ের সমানরূপ প্রবলতা-হেতু এই চতুর্থক জ্বর হৃষ্টিকিংস্ত হইয়া পড়ে । ইহাতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তাদিস্কারমার্গে এবং দূরস্থিত রক্তাদিস্কারমার্গে ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প দোষ জন্মিতে থাকে । ইহাতে দেহ শুষ্ক হয় না, শরীরে সস্তাপ অনুভূত হইতে থাকে । এ অবস্থায় যদি যতপূর্বক চিকিৎসা না করা হয়, তাহা হইলে রাত্ৰিকালানুসারী সস্তাপ সহিত বিষম জ্বর বিষম আড়ম্বরে উপস্থিত হইয়া থাকে । ইহাতে রোগী যে পরিমাণে হীনবল হইতে থাকে, জ্বরও সেই পরিমাণে ক্রমে ক্রমে রসপ্রভৃতি সমুদায় খাতু আক্রমণ করে । তারপর কিছুকাল বিলম্বে ঐ দোষ কুপিত হইয়া রোগীকে জীর্ণ করিয়া তুলে । যেৰূপ ভূমিতে বীজ স্থাপনপূর্বক জলসেক করিলে তাহা হইতে অজ্বর উৎপন্ন হয়, দোষবীজও অবিকল সেইরূপ হয় । ৬১-৬৫

বিষ যেৰূপ বেগপূর্বক পক্তাশয়ে নীত হইলে পক্ষাৎ তাহা বলপ্রাপ্ত হইয়া যথাকালে কুপিত হয়, দোষরূপ বিষও অবিকল সেইরূপ । সন্তত প্রভৃতি সমুদায় জ্বরই উপেক্ষিত হইলে কালক্রমে বিষম জ্বর হইয়া উঠে । উৎক্লেশ, শরীরের গুরুতা, দৈন্ত, অঙ্গভঙ্গ, ভ্রমণ, অরুচি, বমি, শ্বাস, রসগত সমস্ত জ্বরেই এই সকল লক্ষণ প্রকাশ হইয়া থাকে । অর

১। সূক্ষ্মজ্বরেষু । ২। কালং নৈব । ৩। কালদোষবিষং ।

রক্তনিষ্ঠীবনং তৃক্ষা রক্তোক্ষাঃ শীতকোদমঃ ।

দাহ-রাগ-ভ্রম-মদ-প্রলাপো রক্তসংশ্রিতে ৬৮

তৃক্ষানিঃ স্পৃষ্টবর্জমস্তদাহো ভ্রমস্তমঃ ।

দৌর্ভাগ্যঃ^১ গাত্রবিক্ষেপো মাংসগ্ধে মেদসি স্থিতে ৬৯

যেনোহতিতৃক্ষা বমনং দৌর্গন্ধাং বাসহিমুতা ।

প্রলাপো গ্লানিরকৃচিরস্থিগে কৃষ্ণিত্তেদনম্ ৭০

দোষপ্রবৃত্তিকর্কষঃ^২ শ্বাসাঙ্গক্ষেপকুজনম্ ।

অস্তদাহো বহিঃশৈত্যং শ্বাসো হিষ্কা হি মজ্জগে ৭১

ভ্রমসো দর্শনং মর্শ্ব-ক্ষেপনং শুকমেচুতা ।

শুক্রপ্রবৃত্তিমুহুর্ত আরুতে শুক্রসংশ্রয়ে ৭২

উত্তরোত্তরহঃসাধাঃ পক্ষান্তে তু বিপর্যয়ে । প্রলিম্পগ্নিব গাত্রানি স্নেহশা গোব্রবেণ চ ।

মন্দজ্বরঃ প্রলাপস্ত সশীতঃ শ্বাং প্রলেপকঃ ৭৩

নিত্যং মন্দজ্বরো রক্তঃ শীতকৃচ্ছ্রেণ গচ্ছতি ।

শুকাজঃ স্নেহমুগ্নিষ্ঠো ভবেদঙ্গবলাঙ্গকঃ^৩ ৭৪

হরিদ্রাভেদবর্ণাভস্তত্ত্বল্লপং প্রমেহতি । স বৈ হারিদ্রাকো নাম জ্বরভেদোহন্তকঃ শ্বতঃ ৭৫

রক্তসংশ্রিত হইলে রক্তনিষ্ঠীবন, তৃক্ষা, রক্ত ও উষ্ণ পিত্তকা, দাহ, শরীরের রক্তিতা, ভ্রম, মত্ততা ও প্রলাপ এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে। জ্বর মাংসগত ও মেদোগত হইলে তৃক্ষা, গ্লানি, রেতোনির্গম, অস্তদাহ, ভ্রম, অঙ্গকার দর্শন, দূর্গন্ধ অনুভব ও গাত্রবিক্ষেপ এই সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হয়। জ্বর অস্থিগত হইলে মর্শ্ব, অতিতৃক্ষা, বমন, দূর্গন্ধতা, অসহিমুতা, প্রলাপ, গ্লানি, অকৃচি ও অস্থিভেদ এই সমুদয় উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে। ৬৬-৭০

জ্বর মজ্জাগত হইলে উর্দ্ধাধঃ দোষপ্রবৃত্তি, শ্বাস, অঙ্গবিক্ষেপ, অবাস্তবানি, অস্তদাহ, বহিঃশৈত্য, শ্বাস ও হিষ্কা এই সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে। জ্বর শুক্রগত হইলে অঙ্গকারদর্শন, মর্শ্বভেদ, শুকমেচুতা, শুক্রপ্রবৃত্তি ও মুহুর্ত এই সমস্ত দোষ উৎপাদন করিয়া থাকে। রসগত, রক্তগত, মাংসগত, মেদোগত ও অস্থিগত এই পঞ্চবিধ জ্বর উপরোক্তর হঃসাধা। মজ্জাগত ও শুক্রগত জ্বর একান্ত অসাধা। প্রলেপক জ্বর উপস্থিত হইলে রোগীর বোধ হয় যেন স্নেহা ও গুরুতা দ্বারা সমুদায় অঙ্গ প্রলিপ্ত হইয়াছে। ইহাতে জ্বরের কোপ অঙ্গ ও শীত অধিক হয়। অঙ্গবলাঙ্গক জ্বর সর্বদা মন্দমন্দ ভাবে থাকে। এই জ্বরে রক্ততা, শীত, শুকাজতা ও স্নেহের আধিক্য হয়। যে জ্বরে রোগীর শরীর হরিদ্রাবর্ণ হয় এবং প্রস্রাবও হরিদ্রাক্ত হইয়া থাকে, তাহার নাম হারিদ্রা জ্বর। এই জ্বর যমসদৃশ। ৭১-৭৫

১। দৌর্ভাগ্যঃ । ২। রক্তবোধঃ । ৩। বলাঙ্গকঃ ।

কক-বাতৌ সমৌ যত্র হীনপিত্তস্ত দেহিনঃ ।
 তীক্ষ্ণোহথবা দিবা মন্দো জ্বরতে রাত্রিজো জ্বরঃ । ৭৬
 দিবাকরাপিত্তবলে ব্যায়ামাজে বিশোধিতে ।
 শরীরে নিয়তং বাতাজ্বরঃ স্থাৎ পৌর্করাত্রিকঃ । ৭৭
 আমাশয়ে যদাশ্বে শ্লেষ্মাপিত্তে হৃৎস্থঃ স্থিতে ।
 তদর্দ্ধং শীতলং দেহে অর্ধকোষ্ণং প্রকারতে । ৭৮
 কায়ে পিত্তং মদা স্তম্ভং শ্লেষ্মা চান্তে ব্যবস্থিতঃ ।
 উষ্ণত্বং তেন দেহস্ত শীতত্বং করপাদয়োঃ । ৭৯
 রস-রক্তাশ্রয়ঃ সাধো মাংস-মেদোগতস্ত বঃ ।
 অস্থি-মজ্জাগতঃ কৃচ্ছ্রৈশ্চৈতৈঃ ষাট্শহঁতপ্রভঃ । ৮০

বিসংজ্ঞা জ্বরবেগার্ভঃ সংক্রোধ ইব বীক্যতে । সদোষমুক্তক মদা শক্নুত্বতি বেগবৎ । ৮১
 দেহো লঘুৰ্যাপনতরুণ-মোহ-তাপঃ, পাকো মুখে করণমৌষ্ঠবমব্যবস্থম্ ।
 যেদা করঃ প্রকৃতিযোগি মনোহরলিপ্সা, কণ্ঠস্থ মূত্রি বিপত্তজ্বরলক্ষণানি । ৮২

ইতি শ্রীগুরুভে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে জ্বরনিদানং নামৈক-
 পঞ্চাশদধিক-শততমোহধ্যায়ঃ । ১০১ ।

বাতিক জ্বরে রোগীর কক ও বায়ু সমভাবে থাকে এবং পিত্ত তদপেক্ষা মন্দীভূত হয় । এই জ্বরের বেগ দিবাতে মন্দ ও রাত্রিতে প্রবল হয় । ব্যায়ামহেতু দিবাকর বল গ্রহণ করাতে রোগী তৃষ্ণ হইলে বাতাদিক্য বশতঃ রোগীর শরীরে নিয়ত জ্বর থাকে । ইহাকে পৌর্করাত্রিক জ্বর বলে । এই জ্বরে আমাশয় স্থানস্থ ও পিত্ত অবস্থিত হইলে রোগীর অর্দ্ধশরীর শীতল ও অর্দ্ধাঙ্গ উষ্ণ হইয়া থাকে । জ্বরকালে রোগীর শরীরের উর্দ্ধভাগে পিত্ত পরিব্যাপ্ত হয় এবং শ্লেষ্মা অধোভাগে অবস্থিতি করে, এই জন্ত তাহার দেহ উষ্ণ এবং হস্তপদ শীতল হয় । রসরক্তাশ্রিত ও মাংসমেদোগত জ্বর সাধা এবং অস্থিমজ্জাগত জ্বর কৃচ্ছ্রসাধ্য । জ্বর যে যে অঙ্গের অস্থি ও মজ্জাকে আশ্রয় করে, সেই সেই অঙ্গ হীনপ্রভ হইয়া থাকে । অস্থিমজ্জাগত জ্বরে রোগীকে সংজ্ঞাহীন, জ্বরবেগার্ভ ও সংক্রোধ লক্ষিত হয় । আর রোগী সর্বদা দোষাশ্রিত উষ্ণ মল বেগে পরিত্যাগ করে । জ্বর বিপত্ত হইলে শরীরের লঘুতা, ক্রেশের শান্তি, মোহ ও তাপের অপগম, মুখের পাক, ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা, বাতাপগম, ঘর্ম্ম, ক্ষুধা, মনের স্বাভাৱ্য অন্নলিপ্সা, মস্তকের কণ্ঠ, এই সমস্ত লক্ষণ হইয়া থাকে । ৭৬-৮২

শ্রীগুরুপুরাণে পূর্বখণ্ডে জ্বরনিদান নামক একপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়সমাপ্ত । ১০১ ।

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ধনুস্তরিক্রবাচ

অথাতো রক্তপিত্তস্য নিদানং প্রবদাম্যাহম্ । ভূশাকতিকটু, ম্ল-সবণাদিবিদ্যাহিতিঃ । ১

কোম্বোদ্যালকৈশ্চাঠৈস্তৃষ্ণৈস্তরুতিসেবিতৈঃ ।

কুপিতং পৈত্তিকৈঃ পিত্তং স্রবং রক্তঞ্চ মূচ্ছ^১তি^২ ॥ ২

তৈন্নিখন্তল্যরূপত্বমাগম্য ব্যাপ্তবৎস্তনুম্ । পিত্তরক্তস্য বিকৃতেঃ সংসর্গাদ্ভ্রমণাদপি ৩

গন্ধবর্ণানুবৃত্তেষু রক্তেন ব্যপদিশ্রুতে । প্রভবন্ত্যসৃগন্তথাশ্মাৎ^৩ প্রীহতো যকৃতশ্চ তৎ ৪

শিরোগুরুত্বমকচিঃ শীতৈচ্ছাধূমকোঃস্লকঃ ।

হৃদিতশ্ছৃদিতৈবভংগ্যং কাসঃ শ্বাসো ভ্রমঃ ক্রমঃ ৫

লোহিতো লোহিতো^৪ মৎস্যগন্ধাস্তত্র বিজ্ঞরঃ^৫ । রক্তহারিস্রহরিত-বর্ণতা নয়নাদিষু ৬

নীললোহিত-পীতানাং বর্ণানামবিচেষ্টনম্ । স্বপ্নে উন্মাদ-ধম্মিতং ভবত্যশ্মিন্ ভবিষ্যতি ৭

উর্দ্ধং নাসাকিকর্ণাঠৈশ্চর্মৈশ্চ যোনিগুদৈরথঃ । কুপিতং রোমকুপৈশ্চ সমস্তৈস্তৎ প্রবর্ততে ৮

উর্দ্ধমাধাং কফাদ্ বশ্মাৎ তদ্বিরেচনসাধিতম্ । কণ্ঠোষধস্য পিত্তস্য বিরেকো হি বরৌষধম্ ৯

ধনুস্তরি বলিলেন,—অনন্তর রক্তপিত্তনিদান বলিতেছি । অতিশয় উষ্ণ, তিক্ত, কটু, অম্ল, সবণ, গুরুপাকজবা, কোম্বব, উদ্দালক প্রভৃতি দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে সেবন করিলে ঐ সমুদায় পিত্ত ও দ্রব্য দ্বারা কুপিত হয় । উহা পিত্তরসের সহিত মিশ্রিত হইয়া রক্ত দূষিত করে । তার পর ঐ রস ও পিত্ত তুল্যরূপ হইয়া সর্বশরীরব্যাপী হয় । পরে এই পিত্তমিশ্রিত রক্তের বিকৃতি-সংসর্গ ও ঘোষবশতঃ এবং গন্ধ ও বর্ণের অনুরূপতানিবন্ধন ঐ পিত্তই রক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে । এইরূপে রক্তাকারে পরিণত পিত্ত রক্তাশয় প্রীহা ও যকৃত স্থান হইতে আবির্ভূত হইয়া থাকে । এই রক্তপিত্ত রোগ জন্মিবার পূর্বে মস্তকের গুরুতা, অকচি, শীতল দ্রব্য সেবনে ইচ্ছা, ধূমদর্শন, মুখে অগ্নরসাধাদ, বমনপ্রবৃত্তি, বমন, বৈভংগ, কাস, শ্বাস, ভ্রাস্তি, ক্রান্তি, শরীরের রক্তবর্ণতা, মুখে মৎস্যগন্ধ ও রক্তবর্ণতা, জ্বরভাব, নেত্রাদিতে রক্তবর্ণ, হরিত্রাবর্ণ অথবা হরিদ্রর্ণ, নীল লোহিত ও পীতবর্ণের অভেদজ্ঞান এবং স্বপ্নে উন্মাদধম্মিকতা এই সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে । ১-৭

উর্দ্ধে, নাসিকা, নয়ন, কর্ণ ও মুখদ্বারা, অথোভাগে গুহ, যোনি ও মেটুদ্বারা কিংবা রোমকূপ দ্বারা এই কুপিত রক্তপিত্ত প্রকাশ পাইয়া থাকে । উর্দ্ধগত রক্ত-পিত্ত সাধা, কারণ কফ তাহার সহকারী, বিরেচন দ্বারা ঐ কফ নষ্ট হইয়া যায় । পিত্তের বহুকারক ঔষধ হইতে তাহার বিরেচন ঔষধই শ্রেষ্ঠ । বিশেষতঃ ইহা দ্বারা

১। পিত্তলৈঃ...মূচ্ছ^১য়েনিত্তি কচিৎ পাঠঃ ।

২। অসৃজঃ স্থানাদিত্তি বহু পুস্তকেষু দৃশ্যতে । ৩। লোহিতো । ৪। বিজ্ঞরে ।

অনুবদ্ধী কফো যত্র ভত্র তস্তাপি শুদ্ধিকৃৎ ।

কাষায়াঃ স্বাদবো যস্য বিত্ত্বো লেখ্যলোহিতঃ^১ ॥ ১০

কটুতিক্তকষায়া বা যে নিসর্গাঃ কফাবহাঃ । অথো বাপ্যক্কা নাযুশ্মাংস্তংপ্রচ্ছদনসাধকম্ ॥ ১১

অম্লোবধক পিত্তস্য বমনং নবমৌষধম্ । অনুবদ্ধিবলো যস্য শান্তিপিত্তনরম্ চ ॥ ১২

কষায়শ্চ হিতস্তম্ মধুরা এব কেবলম্ । ককমাক্রান্তসংস্পৃষ্টমসাধ্যমুপনামনম্ ॥ ১৩

অসহ্যং প্রতিলোমভাদসাধ্যাদৌষধম্ চ ।

ন হি সংশোধনং কিক্লিবস্ত চ প্রতিলোমিনঃ ॥ ১৪

শোধনং প্রতিলোমক রক্তপিত্তেহতিসঞ্জিতম্^২ ।

এবমেবোপশমনং সংশোধনমিহৈচ্ছতে ॥ ১৫

সংসৃষ্টেযু হি দোষেযু সর্বথা চর্দনং হিতম্ । যত্র দোষোহত্র গমনং শিবাত্র ইব লক্ষ্যতে ।

উপশ্রবান্চ বিকৃতিং ফলতঃস্তেযু সাধিতম্ ॥ ১৬

ইতি শ্রীগুরুডে মহাপুরাণে পূর্ববর্ত্তে রক্তপিত্তনিদানং নাম

দ্বিপকাশদ্বিক-শততমোহ্যায়ঃ । ১৫২ ।

অনুবদ্ধী কফেবও শোধনং হয় । ইহাদিগের শোধনবিষয়ে কষায়, স্বাদু ও লেখ্যল বস্ত হিতকারী । কটু, তিক্ত, কষায় অথবা যে সমস্ত বস্ত কফাবহ, সেই সমস্তও এতৎশোধন-বিষয়ে হিতকর । অধোগত রক্তপিত্ত ব্যাপ্য হয় । কিন্তু রোগীকে অজ্ঞায় করে ; ইহাতে বমন হিতকর । যে ব্যক্তির পিত্ত নিত্য দূষিত হয় নাই, আর বাহ্য শরীরে বল আছে, তাদৃশ রোগীর পক্ষে পিত্তবিরেচন ও অল্পপরিমাণে নূতন ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয় । ইদৃশ রোগীর পক্ষে কেবল মধুর ও কষায় দ্রব্য হিতকারী । ৮-১২

যে রোগীর কফ ও বায়ু উভয় কুপিত হইয়া পিত্তের সহিত যোগ দিয়াছে, তাহাকে আয়োজ্য করা দুঃসাধ্য । এই রোগ যদি প্রতিলোমগত হয়, তবে তাহা অসহ্য ও ঔষধের অসাধ্য । প্রতিলোমগত রক্তপিত্তের কোনরূপেই প্রতিকার করা যাইতে পারে না । রক্তপিত্তের প্রতিলোমপ্রক্রিয়াই তাহার শোধন । এইরূপ শোধন হইলেই উপশম হইতে পারে । যে স্থলে দোষসকল পরস্পর সংসৃষ্ট, তাদৃশ স্থলে বমনই হিতকারক । এই রক্তপিত্তে দোষসকল শিবাত্রের জায় যত্ন-নিদান । বস্ততঃ ইহাতে বিকাররূপ বহুবিধ উপশ্রব উপস্থিত হয় । ১৩-১৬

শ্রীগুরুডপুরাণে পূর্ববর্ত্তে রক্তপিত্তনিদান নামক দ্বিপকাশদ্বিক

শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫২ ।

ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

বয়স্তুকিবাচ

আতকারী যতঃ কাসঃ স এবাতঃ প্রচক্ষতে ।

পক কাসাঃ শ্বতা বাত-পিত্তশ্লেষ্মকতকৈঃ । ১

কন্মায়োপেক্ষিতাঃ সর্কো বলিনশ্চোত্তরোত্তরম্ ।

তেষাং ভবিত্তাং রূপং কঠে কতুরোচকঃ । ২

তুষ্ককর্ণাশ্বকঠং তুচ্ছাধোবিহিতোহনিলঃ ।

উর্দ্ধগ্রহস্তঃ প্রাপ্যোরস্ত্রিশ্বিনু কঠে চ সংসৃজন্ । ৩

শিরাত্মোত্তাংসি সম্পূর্যা ততোহমান্যাক্ষিপতি চ ।

ক্ষিপয়িত্বাশ্বিনী ক্লিষ্ট-বর পার্শ্ব চ পীড়য়ন্ । ৪

প্রবর্ততে স বজ্রেন শিরকাংস্তোপমধ্বনিঃ । হৃৎপার্শ্বোক্ষশিরঃশূল-মোহশ্চোত্তরকক্ষান্ । ৫

করোতি তুষ্ককাসঞ্চ মহাবেগকক্ষায়নম্ ।

সোহনহরী কক্ষং তুষ্কং কৃচ্ছাস্তুচ্ছাশ্বিতাং বজ্রেন । ৬

পিত্তাং পীতাক্ষিকতা চ তিত্তাশ্বত্বং জ্বরো ভ্রমঃ ।

পিত্তাস্থমনং তুষ্কা বৈষ্মর্যাং ধূমকো মদঃ । ৭

শ্রুতভং কাসবেগে চ জ্যোতিষামিব দর্শনম্ । কক্ষাহুরোহনকৃচ্ছাশ্বিত্ত্বং শ্ববরং তিমিত্তং তুষ্ক । ৮

বয়স্তুকি বলিনেন,—কাসরোগ আতকারী, এইজন্য এই স্থলে তাহাই নিরূপিত হইতেছে । কাসরোগ পাঁচপ্রকার,—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, কতজ, কন্মজ । এই পঞ্চ প্রকার কাস যদি উপেক্ষিত হয়, তাহা হইলে উত্তরোত্তর বলবান্ হইয়া কক্ষকাসে পরিণত হয় । এই রোগ জন্মিবাব পূর্বে কঠে কতু ও অরুচি হয় । বাতজ কাসে তুষ্ককর্ণতা, মুখশোথ, কঠতুষ্কতা এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় । অথঃহ বায়ু উর্দ্ধগামী হইয়া বক্ষঃস্থলে গমনপূর্বক কঠে অভিঘাত হইয়া থাকে । ঐ বায়ু শিরাত্মোত্ত পরিপূরিত করিয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উৎক্লিষ্ট করিতে থাকে । তখন বোম হয়, মেত্রঘর যেন উৎক্লিষ্ট হইতেছে । ইহাতে পার্শ্বপীড়া ও বর কৌণ্ডল হয় । এই রোগে মুখে ও কঠে তুষ্ককাসের স্থায় ধ্বনি প্রবর্তিত হইতে থাকে । এই বাতজ রোগে হৃৎপার্শ্বশূল, উরঃশূল, শিরঃশূল, মোহ, কোভ, বরক্ষয় এবং মহাবেগে বেঘনায় ও শব্দে সহিত তুষ্ক কাস হইয়া থাকে ; আর রোমাক সহকারে অতিকঠে তুষ্ক কক্ষ নিঃসারিত করিলে কঠের কিঞ্চিং লাঘব হয় । ১-৬

পিত্তজ কাসরোগ হইলে চক্ষু পীড়বর্ণ, মুখে তিত্তাশ্বাদ, জ্বর, ভ্রম, পিত্তবমন, রক্তবমন, তুষ্কা, বরভক্ষ, ধূমদর্শন, মত্ততা, এই সমস্ত লক্ষণ আবির্ভূত হয় । এই রোগে রোগী যখন কাসিতে থাকে, তখন তাহার কাসের বেগে জ্যোতিঃপদার্থের স্থায় দর্শন হয় । কক্ষজনিত

কণ্ঠে প্রলেপমদনং পীনসচ্ছদ্যরোচকাঃ । রোমহর্ষো ঘনশ্লিষ্ণু-শ্লেষ্মাশাঞ্চ প্রবর্তনম্ ॥ ১

যুজ্ঞাটোঃ সাহসৈস্তৈস্তৈঃ সেবিভৈরযথাবলম্ । উরস্তুভঃ কতো বায়ুঃ পিত্তেনানুগতো বলী ॥ ১০

কুপিতঃ কুরুতে কাসং কফং তেন সংশানিতম্ ।

পীতং শ্যাবকং শুষ্কঞ্চ গ্রথিতং কুপিতং বহু ॥ ১১

ঈবেৎ কণ্ঠেন কৃচ্ছতা বিভিন্নেনৈব চোরসা । সূচীভিরিব তীক্ষ্ণাভিস্তপ্যমানেন শূলিনা ॥ ১২

হৃৎসম্পর্শেন শূলেন মদপীড়া^১ হি তাপিনা । পর্বভেদ-জ্বর-শ্বাস-তৃষ্ণা-বৈশ্বর্যা-কম্পবান্ ॥ ১৩

পারাবত ইবোৎকৃষ্টান্ পার্শ্বশূলী ততোহিহ চ । কাসাটোর্মদনং পশ্চি-বল-বর্ধশ্চ হীরতে ॥ ১৪

ক্ষীণস্ত সাসৃজ্যত্রুৎ শ্বাসপৃষ্ঠকটিগ্রহঃ । বায়ুপ্রধানাঃ কুপিতা যাতবো রাজযক্ষ্মণঃ ॥ ১৫

কুর্কান্তি যক্ষ্মারতনে কাসং ঈবেৎ কফং ততঃ ।

পুতিপুয়োপমং বীতং^২ মিশ্রং হরিতলোহিতম্ ॥ ১৬

মুপ্যাতে তুদন্ত ইব হৃদয়ং পচতীর চ । অকস্মাদ্ভক্ষণীতেচ্ছা বহ্বাশিতং বলক্ষয়ঃ ॥ ১৭

শ্লিষ্ণুপ্রসন্নবস্ত্রং তুং ক্রীমদর্শনেনৈত্রতা । ততোহন্ত ক্ষয়রূপাণি সর্কান্যাবির্ভবন্তি চ ॥ ১৮

কাসরোগ উপস্থিত হইলে বক্ষঃস্থলে অন্নবেদনা, মস্তকে ও হৃদয়ে শুষ্কতা ও শুষ্কতা হইয়া থাকে । কণ্ঠে কোন বস্তু লিপ্ত আছে, এইরূপ বোধ হয় । এই রোগে পীনস, বমন, অরুচি, লোমাক্ষ, ঘন ও শ্লিষ্ণু শ্লেষ্মনির্গম, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় । যুজ্ঞাদি অতিসাহসিক কস্মে^৩ অযথা প্রবৃত্ত হইলে বক্ষঃস্থলের মধ্যে ক্ষত হয় ; তাহাতে বায়ু পিত্তের সহিত মিলিত বলবান্ ও কুপিত হইয়া কাস উৎপাদন করে । তাহাতে রক্তের সহিত শ্লেষ্মা নির্গত হয় । কাসসময়ে রোগী নিশ্চিবন করিলে ঐ কাস পীতবর্ণ, পিঙ্গলবর্ণ, শুষ্ক, গ্রথিত ও কুপিত দেখা যায় । ৭-১১

কাসনিঃসারণ কালে কণ্ঠে পীড়া হয় এবং যেন কণ্ঠ বিদীর্ণ হইতেছে, এবং তীক্ষ্ণ সূচীদ্বারা মর্দনস্থল যেন বিদ্ধ করিতেছে, হৃৎসম্পর্শ শূলদ্বারা হৃদয় যেন ভিন্ন, পীড়িত ও তাপিত হইয়া উঠিতেছে বলিয়া বোধ হয় । এই রোগে পর্বভেদ, জ্বর, শ্বাস, তৃষ্ণা, ঘরভঙ্গ ও কম্প এই সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হয় । পরিশেষে রোগী পারাবতের শায় ক্ষীণধরে কথা কহিতে থাকে । এই সময়ে তাহার পার্শ্বশূল উপস্থিত হয়, কফাদিবশতঃ বমনও চইতে থাকে, পশ্চিপাকশক্তি, বল ও বর্ধ ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে । রাজযক্ষ্মারোগে রোগী শীঘ্র ক্ষীণ হইয়া পড়ে ; তাহার রক্তশ্রাব, শ্বাস, কটি ও পৃষ্ঠবেদনা হয়, আর বায়ুপ্রধান হইয়া যাতুকে কুপিত করে । যক্ষ্মারোগী দুর্গন্ধ পুথের শায় হরিত ও রক্তবর্ণমিশ্রিত কাস নিশ্চিবন করে । যক্ষ্মারোগী সর্বদা প্রায় বাধিত হইয়া শয়ন করিয়া থাকে । ১২-১৬

আর তাহার বোধ হয় যেন কেহ তাহার হৃদয় পাক করিতেছে এবং হঠাৎ উক্ষবোধ, শীতেচ্ছা, বহুভোজনাভিলাষ, বলক্ষয়, মুখের শ্লিষ্ণুতা ও প্রসন্নতা, দন্তের চাক্‌টিকা, নেত্রের

ইত্যেয কক্লজঃ কাসঃ ক্কাপনাং দেহনাশনঃ ।
 যাপ্যো বা বলিনাং তবৎ কতজোহপি মবৌ তু ভৌ ॥ ১৯
 সিধ্যোভ্যমপি সামর্থ্যাৎ সাধ্যাদৌ চ পৃথক্ ক্রমঃ ।
 মিশ্রা যাপ্যাশ্চ যে সর্বেষ জ্বরসঃ স্বেবিরক্ত চ ॥ ২০
 কাস-শ্বাস-কক্ল-জ্জ্ব-স্বরসাদাদয়ো গদাঃ ।
 ভবন্ত্যপেক্ষয়া যন্তাং তন্তাং তাত্ত্বরয়া জয়েৎ ॥ ২১

ইতি শ্রীগরুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে কাসনিদানং নাম ত্রিপঞ্চাশদধিক-
 শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫০ ॥

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ধনুস্তরিক্রবাচ

অথাভঃ শ্বাসরোগস্ত নিদানং প্রবদামাহম্ ।

কাসবৃক্ষা ভবেচ্ছ্বাসঃ পূর্বেকবা দোষকোপনৈঃ ॥ ১

আমাতিসার-বম্বু-বিষ-পাণ্ডু জ্বেরপি । রজোদুমানিলৈর্মধ্ব-যাতাদপি হিমানুনা ॥ ২

শ্রী এই সকল উপদ্রব হইয়া থাকে । অনন্তর তাহার সর্ববিধ কক্লজকণ আবির্ভূত হয় । এইরূপ কক্লকাস ক্কাপ ব্যক্তির দেহ নাশ করে । রোগী বলবান্ হইলে ঐ কাস যাপ্য থাকে । কতজ ও কক্লজ উভয়বিধ কাসের প্রথমাবস্থায় চিকিৎসা করিলে যাপ্য হইয়া থাকে । বলবান্ ব্যক্তির কাস সাধ্য । কক্লজ ও কতজ উভয়প্রকার কাসই প্রথমাবস্থায় প্রতিকারচেষ্টা করিলে সাধ্য হয়, আর রোগীর সামর্থ্যসত্ত্বে প্রথম অবস্থায় পৃথক্ পৃথক্ নিয়মানুসারে চিকিৎসা করিলে সকল রোগই সাধ্য হইয়া থাকে । যে সকল মিশ্ররোগ যাপ্য, সেই সকল রোগ এবং বৃদ্ধের পক্ষে সাধারণ রোগও উপেক্ষা করিলে শ্বাস, কাস, কক্ল, সন্ধি, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে ; অতএব সকল রোগেরই শীঘ্র প্রতিকার করিবে । ১৭-২১

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে কাসনিদান নামক ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫০ ।

চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়

ধনুস্তরি কহিলেন,—অনন্তর শ্বাসরোগনিদান বলিতেছি । কাসের বৃদ্ধাবস্থায় শ্বাসরোগ জন্মিয়া থাকে কিংবা বায়ু পিত্ত কফ দূষিত হইয়াও শ্বাস উৎপাদন করে । আমাতিসার, বম্বি, বিষপ্রয়োগ, পাণ্ডু, জ্বর, মূলি ও ধূমগ্রহণ, অধিক বায়ুসেবন, হৃদয়ের মর্দনহলে আঘাত

ক্ষুদ্রকণ্ডমকচ্ছিন্নো মহানুর্দ্ধশ পঞ্চমঃ । কফোপরুদ্ধগমন-পবনো বিশ্বগাহিতঃ^১ । ৩
প্রাণোপকামবাহীনি দৃষ্টেন্নোতাংসি দুষয়ন্ । উবঃস্থঃ কুরুতে শ্বাসমামাশয়সমুত্তবম্ । ৪

প্রাগুরুপং তস্য হৃৎপার্শ্ব-শূলং প্রাণবিলোমতা ।

অনানাহঃ শ্বাসভেদশ্চ তজ্জায়াসোহতিভোজনঃ^২ । ৫

প্রেরিতঃ প্রেরয়ন্ ক্ষুদ্রং বয়ং সমমলং^৩ মক্ৰং ।

প্রতিলোমং শিরা গচ্ছেদুদীর্য পবনঃ কফম্ । ৬

পরিগৃহ্য শিরোগ্রীবদুরঃপার্শ্বে চ পীড়য়ন্ । কাসং দ্বুব্বরকং মোহ-রুচিরং পীনসং ভূষম্ । ৭

করোতি ত্রৈবেণক শ্বাসং প্রাণোপতাপিনম্ ।

প্রশাম্যে তস্য বেগেন জীবনাশ্তে ক্ষণং সুখী । ৮

কঙ্কাচ্ছন্নানঃ স্বসতি নিমগ্নঃ স্বাস্ত্যমর্হতি । উজ্জ্বলান্নো ললাটেন দ্বিততা ভূষমাস্তিমান্ । ৯

বিতঙ্কাস্ত্যো মুহঃ শ্বাসঃ কাক্ষত্বাকং সবেপথুঃ ।

মেঘবৃশীতপ্রাণাটৈঃ স্নেহলৈশ্চ বিবর্জিতে । ১০

স যাপান্তমকঃ সাধো নরস্য বলিনো ভবেৎ । অরমূর্ছাবতঃ শীতৈর্ন শাম্যেৎ প্রথমস্ত সঃ । ১১

ও হিমসেবনদ্বারা শ্বাসরোগ উৎপন্ন হয় । শ্বাস পাঁচ প্রকার ; যথা—ক্ষুদ্র, তমক, ছিন্ন, মহা ও উর্দ্ধশ্বাস । কফকর্তৃক সর্বব্যাপী বায়ুর গমন রুদ্ধ হইলে ঐ বায়ু প্রাণবাহী, উদকবাহী, অন্নবাহী, স্রোতাসকল দূষিত করিয়া বক্ষঃস্থলে অবস্থিত হয় এবং আমাশয়ে শ্বাস উৎপাদন করে । শ্বাসরোগ জন্মিবার পূর্বে হৃদয় ও পার্শ্বে শূল অনুভব হয় এবং প্রাণবায়ুর প্রতিলোমতা, শ্বাসের দৈর্ঘ্য ও ললাটস্থিতে বেদনা বোধ হয় । অধিক পরিশ্রম ও অতিশয় ভোজনদ্বারা বায়ু বয়ং প্রেরিত হইয়া কফকে দূষিত ও প্রেরিত করত প্রতিলোম-ভাবে শিরাগামী হয়, তাহাতেই ক্ষুদ্রশ্বাস জন্মিয়া থাকে । ১-৬

বায়ু কফের উদ্গম করিয়া মস্তক, গ্রীবা ও বক্ষঃস্থল আশ্রয়পূর্বক পার্শ্বে পীড়া উৎপাদন করিতে থাকে । তাহাতে কঠিনক সহকারে কাস, মোহ ও পীনস এই সমস্ত উপদ্রব জন্মে । বায়ু প্রবল হইলে শ্বাসের বৃদ্ধি করিয়া অত্যন্ত কষ্টপ্রদান করে ও কাসের বেগ অত্যধিক হইয়া থাকে । এই রোগে অল্প পরিমাণে কাস নিঃসৃত হইলেও রোগী অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্য অনুভব করে । শ্বাসরোগে আক্রান্ত মানব শরীর উপবেশন অতিকষ্টে করিয়া থাকিলেই কথঞ্চিৎ স্বাস্থ্য বোধ হয় । এই রোগে চক্ষুগ্ন উজ্জ্বল ও ললাটে ঘর্ম্ম হইয়া থাকে । ইহাতে রোগী অত্যন্ত কাতর হয় । শ্বাসরোগে মুহমূর্ছ শ্বাসবহন হওয়াতে রোগীর মুখ শুষ্ক হয় এবং ঐ রোগীর উষ্ণদ্রব্য সেবনে ইচ্ছা হইয়া থাকে । মেঘবারি, শীত, পূর্ববায়ু ও স্নেহবর্জক দ্রব্য সেবন করিলে শ্বাসরোগ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । ৭-১০

বলবান্ বাস্তির তমকশ্বাস যাপ্য ও সাধা, কিন্তু রোগীর অরমূর্ছা শীত প্রভৃতি উপসর্গ

১। বিশ্বগাহিতঃ । ২। অতিভোজনৈঃ । ৩। স সমলং ।

কাসশ্বাসিতবক্ষীর্ণ-মর্শ্জ্জেন্দরুজাঙ্কিতঃ । সবেদমূর্ছঃ সানাহো বস্তিদাহবিবোধবান্ ॥ ১২
 অধোদৃষ্টিঃ প্লুতাক্ত স্নিগ্ধপ্রৈক্তকলোচনঃ । শুষ্কামঃ প্রলপন্ দীনো নম্বেচ্ছায়ো বিচেতনঃ ॥ ১৩
 মহতা মহতা দীনো নাদেন শ্বসিতি কথন্ । উদ্ধ্বসমানঃ সংরক্তো মত্তর্ষভ ইবানিশম্ ॥ ১৪
 প্রনষ্টজ্ঞানবিজ্ঞানো বিভ্রান্তনয়নাননঃ । অক্ষং সমাক্ষিপন্ বন্ধ-মুত্রবর্জা বিশীর্ণবাক্ ॥ ১৫
 শুষ্ককণ্ঠো মুহুর্নৈব বর্ষশশিরাহতিকৃক্ । যো দীর্ঘমুচ্ছৃষিত্যুর্দ্ধ্বং ন চ প্রত্যাহরত্যধঃ ॥ ১৬
 স্নেহাবৃত্তমুখশ্রোত্রঃ ক্লৃণগন্ধবহাদিতঃ । উর্দ্ধ্বদিগীক্যতে ভ্রান্তমক্ষিপৌ পরিতঃ ক্ষিপন্ ॥ ১৭
 মর্শম্ জ্বিগ্মমানেষু পরিদেবৌ নিকৃৎনবাক্ । এতে সিদ্ধেশ্বরব্যক্তা ব্যক্তাঃ প্রাণহরা ধ্রুবম্ ॥ ১৮

ইতি শ্রীগরুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে শ্বাসনিদানং নাম চতুঃপঞ্চাশদধিক-

শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫৪ ॥

হইলে শ্বাসরোগ সহসা নিবৃতি হয় না । ভ্রমকশ্বাসে কাস শ্বাসের গুরুত্বাদি উপদ্রব হয়, ইহাতে রোগী শীর্ণ ও মর্শ্জ্জেন্দর হইয়া ব্যথা অনুভব করে । এই রোগে ঘর্ম, মূর্ছা, আনাহ এই সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হইলে রোগী বোধ করে, যেন তাহার বস্তিদেশ দাহ হইতেছে । ভ্রমকশ্বাসে রোগীর অধোদৃষ্টি হয় ; নেত্রের ক্ষোভ, স্নিগ্ধ ও রক্তবর্ণ হইয়া থাকে ; রোগী শুষ্ককণ্ঠ হইয়া অতি কাতরভাবে কথা কহিতে পারে এবং সময়ে সময়ে অচেতন হইয়া পড়ে । মহাশ্বাসে রোগী মত্তবৃত্তের দ্যায় উর্দ্ধ্বদিকে শ্বাস পরিভ্রাণ করে ; এইরূপ সর্বদা শ্বাস হওয়াতে রোগী অত্যন্ত কাতর হয় । ১২-১৪

মহাশ্বাসে রোগীর জ্ঞান বিনষ্ট ও নয়ন বিভ্রান্ত হয়, ইন্দ্রিয় সমস্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়, মুত্র ও পুত্রীষ বন্ধ থাকে এবং বাক্যও অতি বিশীর্ণ হয় । মহাশ্বাসে রোগীর কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া বারংবার শ্বাস বহির্গত হয়, ললাটে ও মস্তকে বেদনা অনুভব হইতে থাকে । এইরূপে তাহার কিছুকাল দীর্ঘ ও উর্দ্ধ্বশ্বাস হয়, সে সেই শ্বাসকে অধোগত করিতে পারে না । এই মহাশ্বাসে রোগীর মুখ ও কর্ণ স্নেহদ্বারা আবৃত থাকে, আর বায়ু কুপিত হইয়া রোগীকে অতিশয় নীড়িত করে ; ইহাতে রোগী ভ্রান্তের দ্যায় ইতস্ততঃ চক্ষুঃ বিক্ষেপপূর্বক উর্দ্ধ্বদিকে দৃষ্টি করিতে থাকে । এইরোগে রোগী মর্শ্জ্জান যেন হিন্ন হইতেছে এইরূপ অনুভব করে, ইহাতে করুণায় ক্রিয়াকাল বিলাপ করিয়া অবশেষে বাকুরোধ হইয়া যায় । শ্বাসরোগ যাবৎ সমস্তলক্ষণাক্রান্ত হইয়া ব্যক্ত না হয়, তাবৎকাল চিকিৎসা করিলে ইহার প্রতিকার হইতে পারে ; কিন্তু যখন এই রোগের সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হয়, তখন উহা চিকিৎসার অসাধ্য ; তাহাতেই রোগীর প্রাণ বিনষ্ট হইয়া যায় । ১৫-১৮

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে শ্বাসনিদান নামক চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়-সমাপ্ত । ১৫৪ ।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ধ্বস্তরিক্রবাচ

হিকারোগনিদানঞ্চ বক্ষ্যে সূক্ষত উচ্ছৃণু । স্বাসৈকহেতু প্রাগ্ৰূপং সংখ্যা প্রকৃতিসংগ্রহা ॥ ১

হিকা ভক্ষ্যাক্তবা ক্ষুদ্রা যমলা মহতীতি চ ।

গস্তীরা চ মরুৎ তত্র ভরসা যুক্তিসেবিতৈঃ ॥ ২

ক্লমকতীক্ষ্ণ-ধরাশাঠৈরুন্নপানৈঃ প্রপীড়িতঃ । করোতি হিকাং মকতো মন্দং কাং ক্ষুধানুগাম্ ।
সমং সঙ্ঘ্যাপানেন বা প্রয়াতি চ সান্নদ্য ॥ ৩

আয়াসাৎ পবনঃ ক্রুদ্ধঃ ক্ষুদ্রাং হিকাং প্রবর্তয়েৎ । জক্রমুলাং পরিসৃতা মন্দবেগবতী হি সা ॥ ৪
বৃদ্ধিমায়াসতো যাতি ভুক্তমাত্রে চ মর্দবম্ । চিরেণ সমলৈর্বেগৈর্ঘা হিকা সম্প্রবর্ততে ॥ ৫

কম্পন্নতী শিরোগ্রীবং যমলাং তত্র বিনির্দ্দেশেৎ ॥ ৬

প্রলাপ-জ্বর্জ্বতীসার-নেত্রবিপ্লবজ্জ্বিতা । যমলা বেগিনী হিকা পরিণামবতী চ সা ॥ ৭

ধ্বস্তক্রমজ্বগন্ত জ্বতিবিপ্লবচক্ষুযঃ । শুভ্রস্তী তনুং বাচং শ্বতিং সংজ্ঞাক্ষ মুকতী ॥ ৮

তুদন্তী মার্গমাণস্ত কুর্ক্বতী মর্ষবটুনম্ । পৃষ্ঠতো নমনং সার্ব্য মহাহিকা প্রবর্ততে ॥ ৯

ধ্বস্তরি বলিলেন,—হে সূক্ষত । অনন্তর হিকারোগনিদান বলিতেছি, শ্রবণ কর । যে যে কারণে শ্বাসরোগ জন্মিয়া থাকে, হিকারোগও সেই সেই কারণেই উৎপন্ন হয় । ইহার পূর্বরূপ সংখ্যা প্রকৃতিও শ্বাসরোগের স্থায় আনিবে । হিকা পাঁচ প্রকার ; যথা—অন্নজা, ক্ষুদ্রা, যমলা, মহতী ও গস্তীরা । শীঘ্র বা অনিয়মে ভোজন, ক্রুদ্ধ, তীক্ষ্ণ, বর ও অস্বাস্থ্যকর অন্নপানাদি সেবনদ্বারা বায়ু কুপিত হইয়া অন্নজা হিকা উৎপাদন করে । এই হিকাতে অধিক শব্দ হয় না, পরন্তু অতি মন্দ মন্দ শব্দ হয় । অন্নপানাদির অনিয়মে হিকা উৎপন্ন হয় বলিয়া উহাকে অন্নজা হিকা বলে । অধিক পরিশ্রম করিলে বায়ু কুপিত হইয়া ক্ষুদ্রিকা হিকা উৎপাদন করে । এই হিকা গ্রীবার মূলদেশ হইতে প্রবৃত্ত হইয়া মন্দ মন্দবেগে বহির্গত হয় । পরিশ্রম করিলেই ক্ষুদ্রিকা হিকা বৃদ্ধি পায় এবং ভোজনাতে মৃদু হইয়া থাকে । যমলা নামে যে হিকা তাহার লক্ষণ এই যে, কালবিলম্বে একদা দুইটি হিকা প্রবর্তিত হয় । এই হিকা প্রথমাবস্থায় যাপ্য থাকে, পরিণামে বৃদ্ধি পায় এবং মস্তক ও গ্রীবা কম্পিত করে । ১-৭

যমলাহিকা পরিণামপ্রাপ্ত হইলে প্রলাপ, হৃদি, অতিসার, নেত্রবিকৃতি, জ্বন্তন এই সমস্ত উপদ্রব হয় । মহাহিকাতে জ্বগল ও ললাটাহি বিধ্বস্ত হয়, চক্ষুঃ ও কর্ণ বিকৃত হয়, শরীর ও বাক্য শুভিত হয়, শ্বতি ও জ্ঞান লুপ্ত হয়, সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারে পীড়া, মর্ষস্থানে বাথা এবং পৃষ্ঠদেশ নম্র হয়, সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হইলেই তাহাকে মহাহিকা বলা যায় । এই হিকা

১। ভরসাঃ যুক্তিসেবিতৈঃ ।

২। পরিণামা মুখে বৃদ্ধিং পরিণামে চ গচ্ছতি—ইত্যাদিকঃ পাঠঃ দৃষ্টতে ।

মহানৃলা^১ মহালক্ষা মহাবেগা মহাবলা । পকাশয়াজ্ঞ নাভেৰ্বা পূৰ্ব্ববৎ সা প্রবর্ততে । ১০
 ভক্তপা সা মহৎ কুর্যাৎ অস্তথাগপ্রসারণম্ । পশ্চাৎ নিনাদেন গন্তীরা তু সুসাবরেৎ । ১১
 আদ্যে হে বর্জয়েদশ্চৈব সর্বলিঙ্গাক্ষ বেগিনীম্ । সর্বস্য সক্তিভামস্ত্য হবিরস্ত্য ব্যাধিনঃ । ১২
 ব্যাধিভিঃ ক্ষীণদেহস্য ভক্তচ্ছেদকশস্ত চ । সর্বৈহপি রোগা নাশায় ন ত্বেবং শীঘ্রকারিণঃ ।
 হিলা শ্বাসৌ যথা তৌ হি মৃত্যুকালে কৃতালরৌ । ১৩

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে হিকানিধানং নাম পঞ্চপঞ্চাশদধিক-
 শততমোহধ্যায়ঃ । ১৫৫ ।

মহানৃল, মহালক্ষা, মহাবেগ ও মহাবল সহকারে পকাশয় অথবা নাভি হইতে প্রবর্তিত
 হয় । ৮-১০

এই হিকাতে অস্ত্র ও অস্ত্রবিক্ষেপ ইহা থাকে । ইহা অতি গভীর কারণে সমুৎপন্ন হয় ;
 অতএব গভীররূপেই তাহার চিকিৎসা করা বিধেয় । হিকার সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশিত হইলে
 সূচিকিৎসক তাহা বর্জন করিবেন ; অন্যথা তাহার চিকিৎসা করিবেন । পরন্তু চিরসঞ্চিত
 হিকা সকলের পক্ষেই বর্জনীয় । বিশেষতঃ বৃদ্ধ, অতিমৈথুনাসক্ত, অথবা ব্যাধিগ্রস্তা ক্ষীণদেহ
 ও অল্পে অনভিলাষী ব্যক্তির সর্বতোভাবে বর্জনীয় । সকল রোগই মমুস্মগপক্ষে বিনাশ
 করিতে পারে, কিন্তু হিকা যেকোন শীঘ্র ক্ষয় করে, অগাধ রোগ সেরূপ আত্ম রোগীকে
 বিনাশ করিতে পারে না । হিকা ও শ্বাস এই রোগদ্বয় রোগীকে মৃত্যুকালে আশ্রয় করিয়া
 থাকে । ১১-১৩

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে হিকানিধান নামক পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম
 অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫৫ ।

ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ধনুস্তরিকুবাচ

অখাতো যক্ষ্মরোগস্ত নিদানং প্রবদাম্যহম্ । অনেকরোগানুগতো বহুরোগপুরোগমঃ ।

রাজযক্ষ্মা ক্ষয়ঃ শোষো রোগরাড়িতি কথ্যতে ॥ ১

মক্ষত্রাণাং বিজ্ঞানাক্ষ রাজ্যেহিহুদ্ যদয়ং পুরা । যচ্চ রাজ্য চ যক্ষ্মা চ রাজযক্ষ্মা ততো মতঃ ॥ ২

দেহৌষধক্ষয়কৃতেঃ ক্ষয়স্তঃ^১ সন্তবেচ্চ সঃ । রসাদিশোষণাচ্ছোষো রোগরাড়িতি রাজ্যবান্ ॥ ৩

সাহসং বেগসংরোধঃ শুক্রোজঃস্নেহসংক্ষয়ঃ । অন্নপানবিধিত্যাগশ্চত্বরিস্তস্য হেতবঃ ॥ ৪

ভৈরুদীর্ঘোহনিলঃ পিত্তং কফকোদীর্ঘা^২ সর্ষভঃ ।

শরীরসঙ্ঘিমাং বিস্তৃত্য তাঃ শিরাঃ প্রতিপীড়য়ন্ ॥ ৫

মুখানি শ্রোতসাং কৃদ্ধা তথৈবাতিবিসৃজ্য বা । যথামূর্ধ্নমবস্তীৰ্য্যথ্যাং সঞ্জলয়েদ্ হৃদঃ ॥ ৬

ক্ষপং ভবিষ্যত্তস্য প্রবিষ্ঠাপো^৩ ভৃশং ক্ষয়ঃ । প্রসেকো মুখমাধুর্য্যং মার্দবং বহির্দেহয়োঃ ॥ ৭

লৌল্যমার্গাম্পানাদৌ^৪ শুচ্যবৃষ্টিবীক্ষণঃ । মক্ষিকাতৃণকেশাদিপাতঃ প্রায়োহন্নপানয়োঃ ॥ ৮

অন্নাসজ্জ্বলিরকৃচিরন্নাতোহপি বলক্ষয়ঃ । ক্রিয়াক্ষয়করতাল যক্ষ ইত্যুচ্যতে বৃথৈঃ ।

পাণ্যোক্রবক্ষঃপাদাস্ত কৃক্ষাক্ষোচ্চাতিশুক্ততা ॥ ৯

ধনুস্তরি বলিলেন,—অনন্তর যক্ষ্মারোগনিদান বলিতেছি । এই রোগ অনেক রোগের পরে উৎপন্ন হয় এবং এই রোগ জন্মিয়া অন্যান্য বহুবিধ রোগ উৎপাদন করে । রাজযক্ষ্মা, ক্ষয়, শোষ ও রোগরাজ, এই সকল শব্দ যক্ষ্মারোগের বাচক । এই রোগ পূর্বকালে আকাশবিহারী বিজ্ঞরাজ চন্দ্রের হইয়াছিল, অতএব ইহাকে রাজযক্ষ্মা বলে । এই রোগের উৎপত্তি হইলে দেহ ও ঔষধের ক্ষয় হয়, এ নিমিত্ত এই রোগকে ক্ষয়, এই রোগ রসাদিশোষণ করে, এ নিমিত্ত শোষ এবং উক্ত রোগ সর্ষ্বরোগপ্রধান, এ নিমিত্ত ইহা রোগরাজ বলিয়া অভিহিত হয় । সমধিক সাহসিক কার্য্য, মলমূত্রাদির বেগরোধ, শুক্র, বল ও স্নেহ ক্ষয় আর নিয়মের লঙ্ঘন এই চারি প্রকার কারণে রাজযক্ষ্মারোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে । পূর্বোক্ত কারণে বায়ু কুপিত হইয়া পিত্ত ও কফকে সর্ষব পরিব্যাপিত করিয়া শরীরসঙ্ঘিতে প্রবেশ-পূর্বক শিরা সকল পীড়িত ও শরীরস্থ শ্রোতঃ সকলের মুখ বন্ধ কিংবা বিস্তৃত করিয়া জগয়ের উর্দ্ধে, অধঃ ও পার্শ্বে ব্যথা উৎপাদন করে । ১-৬

রাজযক্ষ্মারোগ জন্মিবার পূর্বে অভিশয় ক্ষয়, মুখশ্রাব, মুখের মধুরতা, অগ্নি ও দেহের ঘৃহতা, অন্নপানাদিতে স্পৃহা, শুচি বস্তুরে অশুচি জ্ঞান, এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয় । আর রোগীর বোধ হয় যেন, অন্নপানাদিতে মক্ষিকাতৃণকেশাদি পতিত হইয়াছে । শ্বাস, হৃদ্ধি, অকৃচি, স্নানের পূর্বে বলক্ষয় ও হস্ত, উরু, বক্ষঃস্থল, পাদ, মুখ, কৃকি ও চক্ষুঃ এই

১। ক্ষয়তে । ২। বার্ষকোদীর্ঘা । ৩। প্রবিষ্ঠায়ো ।

বাহ্যোঃ প্রত্যোদং জিহ্বায়াঃ কারে বৈভবসদৰ্শনম্ ।

স্ত্রীমদ্যমাংসপ্রিয়তা ঘৃণিতা মুৰ্ছগুণনম্ ॥ ১০

নখকেশাঙ্গিবৃদ্ধিষ্চ স্বপ্নে চাভিভবো ভবেৎ । পতনং কৃকলাসাহিকপিগ্রাণদপক্ষিভিঃ ॥ ১১

কেশাঙ্গিতুষভক্ষাদি-তরৌ সমধিরোহণম্ । শৃগানাং গ্রামদেশানাং দর্শনং শুভ্রতোহস্তসঃ ।

জ্যোতির্গিরীগন্ধ তথা জলভাক মহৌরুহাম্ ॥ ১২

পীনসশ্বাসকাসক বরমূৰ্ছকজোহরুচিঃ । উৰ্দ্ধনিশ্বাসসংশোষা বহুহৃদিষ্চ কোষ্ঠগে ॥ ১৩

হৃিতে পার্শ্বে চ কুথোষে সঙ্ঘিহে ভবতি হরঃ ।

রূপাণ্যেকাদশৈতানি জায়ন্তে রাজযক্ষ্মণঃ ॥ ১৪

ভেষামুপজ্ঞবান্ বিদ্যাৎ কঠধ্বংসকরো ক্রমঃ । জ্ঞাতাজমর্দনিজীব-বহ্নিমান্দ্যাস্তপুতিভা ॥ ১৫

ভজ বাতাচ্ছিরঃপার্শ্বশূলনং সাজমর্দনম্ । কঠরোধঃ বরভ্রংশো পিত্তাৎ পদাংসপাণিযু ॥ ১৬

দাহোহতিসারোহসৃক্হৃদিমূবগজো জরো মদঃ ।

ককাদরোচকচ্ছদিকাসাবর্দ্ধাজগৌরবম্ ॥ ১৭

প্রাসেকঃ পীনসঃ শ্বাসঃ বরভ্রমোহস্তবহ্নিতা ।

দোষৈর্দগ্ধানলভ্বেন শোথিলেপকফোঘনৈঃ ॥ ১৮

সমস্তের শুক্রবর্ণতা, রাজযক্ষ্মারোগে এই সমুদয় উপজব হয় । বাহ্যের ও জিহ্বার বেদনা, শরীরে ঘৃণাবোধ, স্ত্রী, মদ্য ও মাংসে অভিলাষ, শিরোধূর্নন, এই সমস্ত রাজযক্ষ্মারোগের বিশেষ উপস্রব । ৭-১০

এই রোগে কেশ, অঙ্গ ও নখের বৃদ্ধি আর শরনকালে নানাবিধ বিকৃতিরূপ দর্শন হয়, রোগী তাহাতে নিতান্ত অভিভূত হয় । তাহার বোধ হয়, যেন কোন উচ্চস্থান হইতে পতিত হইতেছে এবং কৃকলাস, সর্প, বাসর, শ্বাপদ জন্তু, পক্ষী, কেশ, অঙ্গ, ঔষধ ও ভৃশ্মদর্শন করিয়া থাকে । বৃক্ষাগ্রে অধিরোহণ, গ্রাম ও দেশের শূণ্যতা, জলের শুষ্কতা, আকাশস্থ পদার্থের জ্যোতিঃ ও দাবদাহ, যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত ব্যক্তির যত্নকালে এই সমুদায়ও দর্শন হয় । রাজযক্ষ্মারোগীর পীনস, শ্বাস, কাস, বরভ্রম, মস্তকব্যথা, অরুচি, উৰ্দ্ধনিশ্বাস, শরীরের শুষ্কতা, হৃদি, পার্শ্বস্থ সঙ্ঘিহে বেদনা ও হর এই একাদশ প্রকার উপসর্গ হইয়া থাকে । রাজযক্ষ্মারোগের পর পর উপস্রব কথিত হইতেছে । সেই রোগে কঠদেশ এমন বেদনা হয়, বোধ হয় যেন কঠদেশ বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে ; আর জ্ঞান, অজমর্দন, নিজীবন, অগ্নিমান্দ্য ও মুখে হর্গজ হইয়া থাকে । বাতজ রাজযক্ষ্মারোগে নিরঃপীড়া, পার্শ্বশূল, অজমর্দন, কঠরোধ, বরভ্রম, এই সমস্ত আবির্ভূত হয় । ১১-১৬

পিত্তজ রাজযক্ষ্মাতে পান, কষ ও হস্তে দাহ, অতিসার, বস্তবমন, মুখের হর্গজতা, জ্বর ও মত্ততা এই লক্ষণ দৃষ্ট হয় । কফজ রাজযক্ষ্মারোগে অরুচি, হৃদি, কাস, অর্জাজের শুষ্কতা, মুখজ্বায, পীনস, শ্বাস, বরভ্রম ও অগ্নিমান্দ্য, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

জ্যোতীষ্মখেযু কুন্তেষু ধাতুযু স্বল্পকেযু চ । বিদাহো মনসঃ স্থানে ভবন্ত্যন্তে হ্যাপন্নবাঃ ।

কৃদ্বা হৃদ্বিক বহুশ্চিক্যোক্তিক প্রধাবান্তি । ১৯

পত্নাতে কোষ্ঠ এবাম্ময়ুতৈস্তে বসৈষুতম্ । প্রাণোহস্ত ক্ষয়তাপানাত্ নৈবাম্ চানুপুষ্টয়েৎ । ২০

রসো হস্ত ন রক্তাশ মাংসায় কুরুতে তু তৎ ।

উপশ্লকঃ সমকৃত্য কেবলং বর্জ্যতে ক্ষয়ী । ২১

লিঙ্গেষজ্জৈহতিকীর্ণং ব্যাধৌ ষট্ করপক্ষয়ম্ ।

বর্জয়েৎ সাধয়েদেব সর্কেষপি ততোহনুতথা । ২২

দোষৈর্ক্যৈস্তেঃ সমষ্টৈশ্চ ক্ষয়ঃ সর্পশ্চ^১ মেদসাম্ ।

স্বরভেদো ভবেত্তস্য কামো কক্ষশ্লঃ স্বরঃ । ২৩

শুকপর্ণাভকণ্ঠঃ স্নিগ্ধাকোপশমোহনিতাৎ ।

পিণ্ডান্তালুগলে দাহঃ শোষ উক্তাবসূনয়ম্^২ । ২৪

লিম্পমিব কঠৈঃ কণ্ঠঃ মুখং ঘূরঘুরাবতে ।

স্বয়ং বিকটৈঃ সর্কেষস্ত সর্কলিতৈঃ ক্ষয়ো ভবেৎ । ২৫

এই রাজযক্ষ্মারোগে বায়ু, পিত্ত ও কফ দূষিত হইয়া অগ্নিমান্দ্যাহেতু শোথ উৎপাদন করে এবং কক্ষের প্রাবল্যবশতঃ মুখ প্রলিপ্তবৎ বোধ হয় । এই রোগে রসরক্তবাহী শ্রোতের মুখ রুদ্ধ হইয়া ধাতুর লায়ব হইলে হৃদ্বাহ প্রভৃতি নানাবিধ উপদ্রব জন্মে এবং মুহুর্শু বমি ও হিকা হইতে থাকে । এই রোগে পকাশন হইতে এক প্রকার অন্নরস উৎপন্ন হয়, তাহার সহিত অন্ন পাক হয় বলিয়া শ্রাণ সর্বদাই শরীরের তাপের হানি হইতে থাকে । খাদ্যরস পরিপাক হইয়া শরীরের পুষ্টিসাধন করিতে পারে না । যক্ষ্মারোগীর ভুতায় রস রক্ত কিম্বা মাংস উৎপাদন করিতে পারে না, সুতরাং শরীরের বৃদ্ধি হয় না, কেবল ক্ষয়ই হইতে থাকে । ১৭-২০

যক্ষ্মারোগের কতিপয় লক্ষণ প্রকাশিত হইলে যদি রোগী কীর্ণ ও তাহার ইন্দ্রিয়সকল দুর্বল হইয়া পড়ে, তবে সেই রোগীকে পরিত্যাগ করিবে ; যাবৎ সম্পূর্ণ লক্ষণ লক্ষিত না হয়, রোগী বলবান্ ও ইন্দ্রিয়সকল সন্তোষ থাকে, তাবৎ উক্ত রোগের চিকিৎসা করিলে সাধ্যায়ত্ত হইতে পারে । উক্ত রোগের দোষসকল পৃথক্ পৃথক্ বা একত্র প্রকাশিত হইলে লক্ষণেরই মেদক্ষয়প্রযুক্ত স্বরভেদ, স্বরের কীর্ণতা বা কক্ষতা হইয়া থাকে । বাতজ রাজযক্ষ্মারোগে রোগীর কণ্ঠ শুকশিষ্যোপত্রের ন্যায় কর্কশ হয় এবং শরীরের স্নিগ্ধতা ও উষ্ণতা লুপ্ত হইয়া যায় । পিত্তজ রাজযক্ষ্মারোগে তালু ও গলদেশে দাহ ও শোষ হইয়া থাকে । কক্ষজ রাজযক্ষ্মারোগে রোগীর কণ্ঠ ও মুখ লিপ্তবৎ বদ্ধ হয় এবং সর্বদা কণ্ঠে ঘূরঘূর শব্দ হইয়া থাকে । এই রোগে রোগী অপখাদ্যেবী হইয়া থাকে, পরন্তু অবিলম্বে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত

১। সর্কশ্চ । ২। শেযো ভবতি সন্ততম্ ।

ধূমায়তীব চাত্তার্থমুদেতি য়েদ্রবক্ষণম্ ।

কৃচ্ছসাধ্যাঃ ক্ষয়ান্ধাত্ সর্করসংক বর্জয়েৎ ॥ ২৬

ইতি শ্রীগরুড় মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে যন্ত্রানিধানং নাম ষট্‌পঞ্চাশদধিক-

শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ধ্বন্তরিকথাচ

অরোচকনিধানং ভে বক্ষ্যেহহং সূক্ষ্মতাপুনা ।

অরোচকে ভবেদ্বোদৈর্জিহ্বা-শ্রদয়সংগ্রয়ৈঃ ॥ ১

সন্নিপাতেন মনসঃ সন্তাপেন চ পঞ্চমঃ ।

কষায়-তিক্ত-মধুরং বাতাদিষু মুখং ক্রমাৎ ॥ ২

বীতসর্করসং শোক-ক্রোধাদিষু বথা মনঃ ।

হৃদ্বিদোষৈঃ পৃথক্ সর্করহৃদৈবৈবৈশ্চ পঞ্চমী ॥ ৩

হইলে রোগীর শীত্ৰই কর হইয়া থাকে । উক্ত রোগে রোগীর সর্বদা ধূমদর্শন হয়, আর য়েদ্র-
বক্ষণ প্রকাশিত হয় । এই কষরোগ কৃচ্ছসাধ্য ; ইহার সর্ববিধলক্ষণ অল্প অল্প প্রকাশিত
হইলেও বৈদ্য তাহাকে পরিভ্যাগ করিবেন । ২১-২৬

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে যন্ত্রানিধান নামক ষট্‌পঞ্চাশদধিক শততম

অধ্যায় সমাপ্ত । ১০৬ ।

সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়

ধ্বন্তরি বলিলেন, হে সূক্ষ্মত । এক্ষণে অরোচকনিধান বলিব । বাতপিত্তাদি দোষ-
সকল জিহ্বা ও শ্রদয়কে আশ্রয় করিলে অরোচকরোগ উৎপন্ন হয় । উক্ত রোগ পাঁচ
প্রকার ;—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ, ও মনঃসন্তাপজ । বাতজ অরোচকে রোগীর
মুখ কষায়, পিত্তজ অরোচকে তিক্ত এবং কফজ অরোচকে মধুর হইয়া থাকে । উক্ত রোগে
রোগী কোন দ্রব্যের আশ্রয় পায় না, যেমন শোক ও ক্রোধ উপস্থিত হইলে অস্থির হয়,
তদ্রূপ অরোচকরোগে সর্বদ্রব্যই রোগীর অগ্রাহ্য হইয়া থাকে । অরোচকরোগ পঞ্চবিধ ;

১ । সর্কর বীতরসং ।

উদানে বিকৃতান্^১ দোষান্ সৰ্ব্বং সঙ্কল্পমস্মতি ।

অতি-ক্ৰোশোহস্ত লাবণ্য-প্রসেকাক্রুরোপমাঃ ॥ ৬

নাভিপৃষ্ঠং ক্লমভ্যাশু পার্শ্বে চাহারমুৎকিণেৎ । ততো বিচ্ছিন্নমজ্জা-কষায়ং ফেনিলং বমেৎ ॥ ৫
শযোনীগারমৃতঃ কচ্ছন্নকৃচ্ছ্ণেণ বেগবৎ । কাসাস্যশোষকং বাতাৎ স্বরপীড়াসমব্রিতম্ ॥ ৬
পিত্তাৎ ক্ষারোদকনিভং ধূত্রং হরিতপীতকম্ । সাসৃগম্নং কটু তিক্তং তৃণদুর্ছাদাহপাকবৎ ॥ ৭
কফাৎ স্নিগ্ধং ঘনং পীতং স্লেষ্মাতন্তুমবাক্ষিতম্^২ । মধুরং লবণং ভূরি প্রসক্তং লোমহর্ষণম্ ॥ ৮
মুখশয়ধূমাদুর্ঘা-তস্ত্রীহজ্জাসকাসবান্ । সৰ্বলিঙ্গং যত্নৈঃ সৰ্বৈবিত্ত্বাক্ষ সভাং তাজেৎ^৩ ॥ ৯
সৰ্ব্বং তস্মৈ চ বিদ্বিষ্টং দর্শন-শ্রবণাদিভিঃ । বাতাদিনৈব প্রমুখো কৃমিহৃষ্টায়জ্ঞানিতি^৪ ।
শূলবেগধূহজ্জাসৈবিলেখাৎ কৃমিজ্ঞানুদেৎ^৫ ॥ ১০

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে পূৰ্বখণ্ডে অরোচকনিদানং নাম সপ্তপঞ্চাশদধিক-

শততমোহধ্যায়ঃ । ১৫৭ ॥

—হৃদিক, বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও সন্নিপাতজ । উদানবায়ু দূষিত হইয়া সৰ্ববিধ দোষ উৎকিণ্ড করে । ইহাতে রোগীর হঠাৎ ক্ৰেশ উপস্থিত হইয়া মুখ লবণাক্ত, মুখশ্রাব ও অরুচি উপস্থিত হয় । এই রোগে সহসা নাভি ও পৃষ্ঠে বেদনা হইয়া থাকে, আহারীয় দ্রব্য পার্শ্বে উৎকিণ্ড হয় ; তাহাতে রোগীর কষায় ও ফেনিল অন্ন অন্ন বমন হইতে থাকে । ১-৫

বাতজ অরোচকরোগে অতিকষ্টে শব্দযুক্ত উদ্গার হয় । অতিকষ্টে ও অধিকবেগে বমন হইতে থাকে । আর কাস, মুখশোষ ও স্বরভঙ্গ প্রভৃতি উপদ্রব হইয়া থাকে । পিত্তজ অরোচক-রোগে ক্ষারোদকের স্থায় ধূত্র, হরিত, পীত, কটু, তিক্ত ও রক্তযুক্ত অন্নবমন হয় ; তৃক্ষা, দুর্ছা, দাহ প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয় । কফজ অরোচকরোগে স্নিগ্ধ, ঘন, পীতবর্ণ, মধুর ও লবণ স্লেষ্মা উদ্গীরণ হয়, এই রোগে অধিক মুখশ্রাব ও শরীর লোমাক্ষিত হইয়া থাকে । অরোচকরোগে মুখশোষ, মুখমাদুর্ঘ্য, তস্ত্রা, নিষ্ঠীবন, কাস, এই সমস্ত উপদ্রব হয় । অরোচক-রোগ সৰ্বলক্ষণাক্রান্ত হইলে কোন বিষয়ই রোগীর প্রিয় বলিয়া বোধ হয় না ; এমন কি, মনোরঞ্জনসভাও তাহার পক্ষে বিরক্তিকর হয় । অরোচকরোগীর সৰ্ববিষয়ই বিদ্বিষ্ট থাকে, দর্শনশ্রবণাদিদ্বারাও তাহার ভুক্তি বোধ হয় না । এই রোগ বাতাদিদ্বারা বৃদ্ধি পায়, কৃমি ও হৃষ্টায়মসেবনজনিত অরোচকরোগে শূল, কল্ম, হজ্জাস প্রভৃতি উপদ্রব হইয়া থাকে । ৬-১০

ঐগরুড়পুরাণে পূৰ্বখণ্ডে অরোচকনিদান নামক সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম

অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫৭ ।

- ১। উদানেহবিকৃতান্ ।
- ২। স্লেষ্মাতন্তুমবাক্ষিকম্ ।
- ৩। সৰ্বৈলিঙ্গৈঃ সমাগমুস্ত্যাজ্যো ভবতি সৰ্বথা ।
- ৪। সংকুদ্ভাঃ কৃমিহৃষ্টায়মে গদে ।
- ৫। কৃমিজে ভবেৎ ।

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ধ্বংসবিরূপাচ

হৃদ্রোগানিনিদানং ভে বকোহহং সুক্ষতাদুনা ।

কৃমিহৃদ্রোগলিঙ্গৈশ্চ শ্বতাঃ পক্ষ তু হৃদ্রোগতাঃ । ১

বাতেন শ্বতাত্যর্থং তুজাতো বোদিভীতি চ । ভিন্যতে তত্বেতে শুষ্কং হৃদয়ং শ্বততা ত্রমঃ । ২

অকম্পাদীনতা শোকো ভয়ং শব্দোহসহিষ্ণুতা ।

বেশপুর্বেপনামোহ-শ্বাসরোধোহনিদ্রতা । ৩

পিত্তাং তৃক্ষা ত্রমো দাহো বেনোহন্নকক্লমঃ ক্রমঃ^১ । হর্দনকায়পিত্তস্য ধূমক্লিভতা^২ হরঃ । ৪

শ্লেষ্মণা হৃদয়ং শুক্লমগ্নিমান্মাশ্ববৈকৃতম্ । কাসাহিসানিষ্টীব-নিদ্রালস্তারুচিহর্যঃ । ৫

সর্কলিঙ্গৈশ্চিতির্দোষৈঃ ক্রিমিভিঃ শ্চাবনেত্রতা ।

ভ্রমঃপ্রবেশো হৃদ্রাসঃ শোথঃ কণ্ডুঃ কক্লমভিঃ । ৬

হৃদয়ং প্রত্যন্তকাজ^৩ ক্রকচেনেব দীর্ঘাতে । চিকিৎসেদাময়ং যোরং তজ্জীৱ্য শীঘ্রকারিণম্^৪ । ৭

বাতাং পিত্তাং কফাং তৃক্ষা সন্নিপাত্তাহবক্ষরঃ^৫ ।

যদী শ্বাত্তপসর্গাজ বাতপিত্তে চ কারণম্ । ৮

ধ্বংসবিরূপাচ, — হে সুক্ষত । এক্ষণে তোমার নিকট হৃদ্রোগনিদান বলিতেছি । হৃদ্রোগ পঞ্চবিধ ; কৃমিজ, বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও সন্নিপাত্তজ । বাতজ হৃদ্রোগে হৃদয়ের শ্বততা বোধ হয় ; রোগী অধিক ভোজন করিতে পারে, এবং কখন কখন বোদন করিয়া থাকে । এই রোগে রোগীর হৃদয় বিদীর্ণ, শুষ্ক, শুষ্ক, শ্বশ্ববোধ হয় আর ত্রম, অকম্পাৎ দীনতা, শোক, ভয়, শব্দশ্রবণে অসহিষ্ণুতা, কন্প, মোহ, শ্বাসরোধ ও অনিদ্রা এই সমস্ত লক্ষণ আবির্ভূত হয় । পিত্তজ হৃদ্রোগে, তৃক্ষা, ত্রম, দাহ, ঘর্ষ, অন্নউল্কার, হৃদয়ে বাধা, অন্নপিত্ত বমন ও হর এই সমস্ত উপসর্গ হইয়া থাকে । কফজ হৃদ্রোগে হৃদয়শ্বততা, অগ্নিমান্দ্য, মুখবিকৃতি, কাস, অস্থিবেদনা, কফশ্রাব, আলস্য, অরুচি ও হর এই সমস্ত উপসর্গ হয় । সন্নিপাত্তিক হৃদ্রোগে পূর্কোক্ত ত্রিবিধ হৃদ্রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে । ক্রিমিজ হৃদ্রোগে রোগীর নেত্রঘন পিঙ্গলবর্ণ, অন্ধকারদর্শন, কক্লমাব, শোথ, হৃদ্রাস ও গাজকণ্ডু, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় । ১-৬

হৃদ্রোগে রোগীর বোধ হয় বেন, তাহার হৃদয় ক্রকচ যার। বিদীর্ণ হইতেছে । এই রোগ রোগীকে শীঘ্র বিনাশ করে, অতএব রোগের প্রথমাবস্থাতেই চিকিৎসা করা কর্তব্য । বাত, পিত্ত, কফ, তৃক্ষা, সন্নিপাত্ত ও উপসর্গ এই ষড়্‌বিধ হেতুতেও হৃদ্রোগ উৎপন্ন হইয়া

১। ক্রমঃ । ২। ধূমক্লিভকো । ৩। হৃদ্রোগে হি ।

৪। শীঘ্রকারিণম্ । ৫। বলক্ষরঃ ।

সর্বাসু ভৎপ্রকোপো হি সমাগ্ধাতুপ্রশোষণাৎ ।

সর্বদেহভ্রমোৎকম্প-ভাপ-হৃদাহ-মোহকৃৎ ॥ ৯

জিহ্বামূল-গল-ক্লোম-ভালু-ভোহবহাঃ শিরাঃ ।

সংশোভ ত্বকা জায়ন্তে ভাসাং সামান্তলক্ষণম্ ॥ ১০

মুখশোষো জলাতুণ্ডিরয়ং বরক্ষয়ঃ । কঠোষ্ঠভালুকাক্ষজিহ্বানিক্রমণে ক্লমঃ ।

প্রলাপশ্চিভ্রমবিভ্রমশনোদগারাত্তস্তথাময়ঃ ॥ ১১

যাকৃত্যং কামতা দৈন্ত্যং শঙ্কভেদঃ শিরোভ্রমঃ । গজাজানাস্তবৈরম্ভ-জ্ঞপ্তিনিদ্রা বলক্ষণাঃ ॥ ১২

শীতান্নকেনবৃদ্ধিচ্চ^১ পিত্তান্নমূর্ছাস্তভিজ্ঞতা ॥ ১৩

রক্তেক্ষণত্বং সত্ততং শোষো দাহোহিভিম্বকঃ ।

কফো কৃপঙ্খি কুপিতভোহবাহিষ্ম যাকৃতম্ ॥ ১৪

শ্রোতব্দ সৰ্বকণ্ডেন^২ পঙ্কবচ্ছোভতে ত্বপঃ^৩ । শূকৈরিবাচিতঃ কঠো নিদ্রা মধুরবক্তৃতা ॥ ১৫

আত্মনঃ^৪ শিরসো জাভ্যং স্তৈমিত্যহৃদারোচকাঃ ।

আলম্ব্যমবিপাকব্দ যঃ স স্তাং সর্বলক্ষণঃ ॥ ১৬

থাকে, কিন্তু সর্ববিধ হ্রস্বোগেই বায়ু ও পিত্তের কারণতা আছে। সর্ববিধ হ্রস্বোগেই সম্যকরূপে ধাতুর শোষ হয়, এই নিমিত্ত বায়ু ও পিত্ত কুপিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এই রোগে দেহভ্রমি, হৃৎকম্প, ভাপ, হৃদাহ ও মোহ এই সমস্ত উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। হ্রস্বোগ জিহ্বামূল, গলদেশ, ফুসফুস, ভালু ও জলবাহিনী নাড়ী তত্ত্ব করিয়া অতিত্বকা উৎপাদন করে। এই হ্রস্বোগের সামান্ত লক্ষণ ৭-১০

উক্ত রোগে এইরূপ মুখশোষ হয় যে, রোগী অধিক জলপান করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারে না। বিশেষতঃ বরভঙ্গ হয় এবং কঠ, ওষ্ঠ, ভালু ও জিহ্বার কৰ্কশতা বশতঃ জিহ্বা নিক্রমণে ক্লেশ বোধ হয়। প্রলাপ, চিত্তভ্রম, উদগার, শরীরের ক্ষীণতা, দৈন্ত্য, ললাটস্থিভেদ ও শিরোভ্রমি ব্যতিক্রমরোগে এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। পৈত্তিক-হ্রস্বোগে রোগীর গন্ধ গ্রহণশক্তি থাকে না, আর মুখের বিকৃতি, শ্রবণশক্তির অপগম, নিদ্রানিশ ও বলক্ষয় হয়। বিশেষতঃ অন্ন বৃদ্ধি হয় বলিয়া সর্বদা মুখ ভিজ্ঞ থাকে, রোগীর মুখে কেনোগম ও মধো মধো মূর্ছা হয়। কফজ হ্রস্বোগে রোগীর চক্ষু রক্তবর্ণ থাকে একং সর্বদা শোষ, দাহ ও ধূমদর্শন হয়, আর কফ কুপিত হইয়া জলবাহী শিরাসমূহে বায়ুর প্রতিরোধ করে। কফজ হ্রস্বোগে রোগীর অন্তরস্থ শ্রোতঃসমূহে কফ সংলগ্ন হইয়া তত্ত্ব পঙ্কের স্থায় আবদ্ধ থাকে; রোগীর কণ্ঠদেশে শূলবেধের স্থায় বোধ হয়। এই রোগে অধিক নিদ্রা, মুখের মাধুর্য্য প্রভৃতি উপসর্গ হয়। ১১-১৫

মস্তকেব লক্ষণা ও আর্জভাব, ববি, অরুচি, আলম্ব্য ও মন্দাগ্নি উপস্থিত হইলেই

১। অন্নান্নকেন বৃদ্ধিচ্চ। ২। সৰ্বকণ্ডেন। ৩। ততঃ। ৪। সর্বথা।

আমোন্তবাত্ত রক্তস্ত সংরোধাবাত্তপিত্তত। উষ্ণাক্রান্তস্ত সহস্রা শীতো ভবতি হৃৎসহঃ ॥ ১৭

তৃক্ষাক্রান্তো গতঃ কোষ্ঠং কুর্য্যাৎ তু পিত্তজৈব সা ।

যা চ পানতিপানোথা ভীক্ষ্যায়ে স্নেহপাকজা ॥ ১৮

শিথ-কটু-ক্ল-লবণ-ভোজনে ককোন্তবা । তৃক্ষা রসক্ষয়োক্তেন লক্ষণেন ক্ষয়ান্বিতা ॥ ১৯

শোষ-মোহ-জ্বরান্ম-দীর্ঘরোগোপসর্গতঃ । যা তৃক্ষা জায়তে ভীত্বা সোপসর্গান্বিতা নৃত্যত ॥ ২০

ইতি শ্রীগরুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে তৃক্ষানিধানঃ

নামাষ্টপকাশদধিক-শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৮ ॥

একোনিষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ধনুস্তরিক্রবাচ

বক্ষ্যে মদাত্মরান্দেচ নিধানং মুনিভাবিতম্ । ভীক্ষান্ন-ক্ল-সৃক্ষাদি-ব্যবায়াক্তকরং লঘু ॥ ১

বিকানি বিষদং মদে মেদসোহস্মাদ্বিপর্যায়ঃ ।

ভীক্ষাদয়শ্চ^১ দিগ্ভৃক্ষাশ্চিস্তোপজাপিনো গুণাঃ ॥ ২

হ্রস্বোগকে সর্বলক্ষণাক্রান্ত বলা যায়। এই রোগে আমোন্তব ও রক্তসংরোধ বশতঃ বাতপিত্ত কুপিত হয়; রোগীর শরীর অধিক উষ্ণ হইয়া হৃৎসহ শীত উপস্থিত হয়। তৃক্ষাবশতঃ পিত্ত রক্ত হইয়া কোষ্ঠে গমনপূর্বক যে হ্রস্বোগ উৎপাদন করে, তাহাই পিত্তজ হ্রস্বোগ। অধিক জলাদি পান করিলে শারীরিক স্নেহভাগের পরিপাক হইয়া হৃদ্যব্যা উৎপন্ন হয়। কটু, অন্ন ও লবণম্রব্য ভোজনে কক্ষজ তৃক্ষা উপস্থিত হয়। রসক্ষয়োক্ত লক্ষণে লক্ষিত যে তৃক্ষা উপস্থিত হয়, তাহা ক্ষয়ান্বিতা। শোষ মোহ জ্বরান্মরোগের উপসর্গরূপে যে তৃক্ষা জন্মে, ঐ তৃক্ষা অতিপ্রবলভাবে রোগীকে আক্রমণ করিলে তাহাকে উপসর্গান্বিতা তৃক্ষা বলে। ১৬-২০

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে তৃক্ষানিধান নামক অষ্টপকাশদধিক শততম

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৮ ॥

উনষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায়

ধনুস্তরি বলিলেন,—এক্ষণে মুনিভাবিত মদাত্মরানিধান কহিতেছি। মদ ভীক্ষ, ক্ল, ক্ল, ব্যবায়কারী, লঘু ও বিপৎকর। মদপানে সহস্রা মেনের বিপর্যয় হয়। ভীক্ষতা

১। ভীক্ষাদয়শ্চ।

জীবিতান্তাঃ প্রজারন্তে বিশেষোৎকর্ষবর্তিনঃ । ৩

ভীক্ষাদিভিঃ শৈথিল্যৈর্বলবীৰ্য্যং বিহন্ততে ।

দশেল্লিরাপি সংকোভা চেতো নরুতি বিক্রিয়াম্ । ৪

আগ্রে মনো দ্বিতীয়েহপি প্রমদায়তনে স্থিতৈঃ । দুৰ্ব্বিকল্পহতৈর্মুঢ়ৈঃ সুখমিত্যেবমুচ্যতে । ৫

মদ্যমত্তং মত্তির্যস্য প্রাপ্য রাজাসনং মদঃ^১ । নিরঙ্কুশ ইব ব্যালো ন কিঞ্চিদাচরেৎ স চ^২ । ৬

ইহং ভূমিরব্যাচানাত্ দৌঃশীলস্বেদমাস্পদম্ । একোহয়ং বহুমার্গায় দূর্গতেদৌষকঃ^৩ পরম্ ।

নিশ্চেষ্টাং সত্ততং বাহুং তৃতীয়েহত্র মদে স্থিতঃ । ৭

মরণানপি পাপাত্মা গন্তঃ পাপভরাং দশাম্ ।

ধর্ম্মাধর্ম্মং সুখং দুঃখং মানামানং হিতাহিতম্ । ৮

ন বেতি শোকমোহার্ত্তঃ শোকমোহাদিসংযুতঃ ।

সম্মোহ-ভ্রম-মূচ্ছায়াং সাপস্মারঃ পততাধঃ ।

নাভিমানন্তি বলিনঃ কৃতাহারা মহাশনাঃ । ৯

বাতাং পিত্তাং কফাদন্তান্তবেদ্রোণো মহাত্মারঃ ।

সামান্যলক্ষণং তেষাং প্রমোহো হৃদয়ব্যথা । ১০

প্রভৃতি মনের যে সকল গুণ উক্ত আছে, সকলই চিত্তের উপতাপ বৃদ্ধি করে। অধিক মদ্যপান করিলে জীবনান্ত হইয়া থাকে। যে মদ্য ভীক্ষাদি গুণবিশিষ্ট, তাহা বলবীৰ্য্যের হানিকারক। ইচ্ছিন্নসকল সংকেভিত করিয়া চিত্তের বিক্রিয়া উৎপাদন করে। প্রথম বা দ্বিতীয় মদ্যপানেও বিপৎপাতের সম্ভাবনা আছে। যাহারা দূরদৃষ্ট হইত, তাহারা ই মদ্যপানকে মুখের হেতু বলিয়া থাকে। ১-৫

মদ্যপানে যাহার অভিলাষ হয়, সে রাজাসন লাভ করিয়াও মত্ত হইয়া থাকে। মদ্যপায়ী ব্যক্তি নিরঙ্কুশ সর্পের স্থায় সর্বদা চঞ্চল থাকে, কোন কার্য্য করিতেই তাহার শক্তি হয় না। মদ্যপান করিলে তাহার অবাচ্য কিছুই থাকে না। সর্বপ্রকার দৌঃশীলতাই তাহাকে আশ্রয় করে। এক মদ্যপানই জনগণের বহুবিধ দুর্গতি ভোগের এবং সর্বদোষের আস্পদ হয়। তৃতীয় মদ্যপানে সর্বদা নিশ্চেষ্ট থাকিতে ইচ্ছা হয়। পাপাত্মা ব্যক্তি মদ্যপান করিয়া মরণাধিক দুর্গতিভোগ করে। মদ্যপায়ীর ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুখদুঃখ, মান অপমান, হিত অহিত, কিছুই বোধ থাকে না। মদ্যপায়ী ব্যক্তি কখন শোকে অভিভূত হয়, কখন বা মোহার্ত্ত হইয়া পড়ে, কখন বা তাহার শোথ উপস্থিত হইয়া থাকে, কখন বা আমোদ করে, কখন বা ভ্রম ও মূচ্ছা^৪ বশতঃ সহসা অধঃপতিত হয়। যাহারা বলবান্ এবং উত্তমরূপ ভোজন করিতে পারে, তাহারা মদ্যপান করিলে অধিক মত্ত হয় না। ৬-১০

বাত, পিত্ত, কফ ও সন্নিপাত হইতেও মদাত্মক রোগ সমুৎপন্ন হয়। মোহ, হৃদয়ব্যথা,

১। মদৈঃ। ২। ভুতঃ। ৩। দর্শকঃ।

বিভেদঃ সমস্তং তৃক্ষাসৌম্যং মানিক্যবোহকৃচিঃ ।

পূর্বোবিবক্ষ্যন্তিমিরং কাসঃ শ্বাসঃ প্রজাগরঃ ॥ ১১

যেদোহতিমাত্রং বিষ্টভং স্বপ্নস্থিত্ত্ববিভ্রমঃ । স্বপ্নে ভ্রমস্ত ভবতি^১ ন চোক্তঞ্চ সম্ভবতে ॥ ১২

পিত্তাদাহজ্বরঃ বেদো মোহো নিভ্রাণ্ড হৃদভ্রমঃ ।

শ্লেষ্মণশ্চক্ষিহ্রাসোসো নিভ্রা চোদরগোরবদ্ ॥ ১৩

সর্বজ্ঞে সর্বলিঙ্গত্বং জ্ঞাত্বা মদ্যং পিবেৎ তু যঃ ।

সর্বত্র কৃচিরক্ষায়া মতিধ্বংসকবিক্রিয়ে ॥ ১৪

ভবেতাং পায়িনাং কাষ্ঠাদ্রব্যো চোভে বিশেষতঃ^২ ।

হাকৃত্যং শ্লেষ্মনিষ্ঠীবঃ কষ্ঠশোবোহতিনিভ্রতা ॥ ১৫

শকাসহত্বং ভক্তিত্ব-বিক্ষেপোহক্লে হি বাতরূক্ ।

হৃৎকষ্ঠরোগ-সন্মোহ-শ্বাস-তৃক্ষা-বমি-জ্বরঃ ॥ ১৬

নিবর্ত্তেৎ যন্ত মদ্যেভ্যো জিতায়া বুদ্ধিপূর্বকম্ ।

বিকারৈঃ ক্লিষ্টতে জাতু ন স শারীরমানসৈঃ ॥ ১৭

ব্রজোমোহাহিতাহার-পরন্ত ম্যুক্তরো গদাঃ । বসাস্কক্লেশদনাবাহি-শ্রোতোরোবসমুদ্ভবাঃ ॥ ১৮

অসংগ্রহ, তৃক্ষা, অসমাবস্থা, মানি, জ্বর, অকৃচি, সম্মুখে গাঢ় অঙ্ককারদর্শন, কাস, শ্বাস, অনিভ্রা, অতিশয়, বিষ্টভ, শোথ, চিত্তবিভ্রম, এই সমস্ত মদাত্মরোগের সামান্য লক্ষণ । মদপানী সর্বদা স্বপ্নাভিভূতবৎ বর্তমান থাকে, তাহাকে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিলেও সে সর্বদা অধিক কথা কহে । পিত্তজ মদাত্মরোগে দাহ, জ্বর, বর্ম, মোহ, চিত্তবিভ্রম এই সমস্ত উপদ্রব হয় । শ্লেষ্মজ মদাত্মরোগে বমি, হ্রাস, নিভ্রা ও উদরের গুরুতা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায় । সায়িপাত্তিক মদাত্মরোগে পূর্বোক্ত সর্ববিধ লক্ষণ আবির্ভূত হয় । এই সকল দোষ জানিয়া বিবেচনাপূর্বক যে ব্যক্তি মদপান করে, তাহার সকলই কৃচিকর হয় । ফলতঃ মদপানে মানুষের শারীরিক অবস্থা ও মনের পরিমাণ এই দুইটির ভারতম্য কাহারও বা পরমানন্দ লাভ হয়, আর কাহারও বা চরম যাতনা ভোগ হয় । ১০-১৪

দেশ কাল পাত্র বিচারপূর্বক দ্রব্যের মাত্রা নির্বাচন করিতে হয় । বাস্তবিক মদাত্মরোগে শ্লেষ্মনিষ্ঠীবন, কষ্ঠশোথ, অতিনিভ্রা, শকাসহত্ব, চিত্তবিক্ষেপ, অগ্নে বাতাদ্রয়, হৃদ্রোগ, কষ্ঠরোগ, মোহ, শ্বাস, তৃক্ষা, বমি, জ্বর এই সমস্ত উপদ্রব হইয়া থাকে । যে জিতেজিয় মদের দোষ বিবেচনা করিয়া মদপান হইতে নিবৃত্ত হয়, কখনও তাহাকে শারীরিক বা মানসিক বিকার কোনরূপ ক্লেশ দিতে পারে না । রাগাভিভূত, মোহিত ও অহিতাহার-পরায়ণ ব্যক্তির রস, রক্ত ও ক্লেশবাহী শ্রোত সমস্ত ক্লান্ত হইয়া বিবিধ রোগ উপদ্রব হয় ।

১। স্বপ্নেনেবাভিভবতি । ২। কাষ্ঠে দ্রব্যে ভক্ষ্যবিশেষতঃ ।

মদমূর্ছোপসম্যাসা যথোক্তরবলোভাঃ । মদেহজ দোষৈঃ সর্কেষু রক্তমদবিষয়পি । ১৯

রক্তাভ্যাসুতাভাস-কলচ্ছলনবেষ্টিতঃ^১ । রক্তাভ্যাসুতাভাস-রক্তো বাতোস্তবে ভবেৎ । ২০

পিত্তেন ক্রোধনো রক্তপীতাভঃ কলহপ্রিয়ঃ । স্বপ্নাসম্বন্ধবাচ্যাদিঃ কফাভ্যানপরো ন গঃ । ২১

সর্বথা সন্নিপাতেন রক্তস্তম্বাসদৃশম্ । পিত্তলিঙ্গমন্ডেন বিকৃতেহ-ব্রহ্মজ্ঞতা । ২২

বিশেৎ কম্পোহতিনিদ্রা চ সর্কেষুভ্যোহভ্যধিকঃ শ্রমঃ ।

লক্ষণৈরক্ষণোৎকর্ষাধাতাদীন্ লক্ষণাদিযু । ২৩

অরুণং নীলকৃষ্ণং বা খমাপশ্যন্ বিশেৎ তমঃ । শীঘ্রক প্রতিবৃষ্যত ক্ষুণ্ণীড়া বেষথুর্জমঃ । ২৪

কাসঃ শ্রাবাক্ষাচ্ছায়া মূর্ছা চ মারুস্তাশ্রিকা ।

পিত্তেন রক্তং পীতং বা নভঃ পশ্যন্ বিশেৎ তমঃ । ২৫

বিবৃষ্যত চ সবেদো দাহতৃক্ষোপপীড়িতঃ । ভিন্নবৎ পীতনীলাভো রক্ত-পিত্তাক্রণেক্ষণঃ । ২৬

কফেন^২ মেঘসঙ্কাশং পশ্যত্যাকাশমাবিশেৎ । তমশ্চিরাক্ত বৃষ্যত স্তম্বাসঃ সূত্রসেকবান্ । ২৭

মদ, মূর্ছা ও উপসম্যাস এই সমস্ত রোগ উত্তরোত্তর বলোৎপন্ন । রক্ত, মদ ও বিষপ্রভৃতি সর্ববিধ দোষে মদাত্মরোগে জন্মিতে পারে । বাতজ মদাত্মরোগে রক্তের অল্পতাপ্রযুক্ত রোগী শ্রীড্রষ্ট, চক্ষু ও হৃদযন্ত্রে তৎপর হয়, তাহার শরীর রক্ত, পিত্তলবণ অথবা অরুণবর্ণ হইয়া থাকে । ১৫-২০

পিত্তজ মদাত্মরে অভিশয় ক্রোধ বৃদ্ধি হয় এবং রোগীর শরীর রক্তপীতাভ ও সেই ব্যক্তি কলহপ্রিয় হইয়া থাকে । পৈত্তিক মদাত্মরে স্বপ্ন, অসম্বন্ধবাক্য প্রভৃতি উপদর্গ হয় এবং সেই ব্যক্তি সর্বদাই ধ্যানপরায়ণ হইয়া থাকে । সান্নিপাতিক মদাত্মরে রোগী পূর্বোক্ত সর্ববিধ লক্ষণাক্রান্ত হয় ; তাহার রক্তস্তম্ব ও অরুণস্তম্বাদি দোষ ঘটিয়া থাকে । মদাত্মরোগে প্রায়ই পিত্তচিহ্ন প্রকাশিত হয়, সেই ব্যক্তি বিকৃতচেষ্ঠে হইয়া থাকে ; পরিচিত ব্যক্তিরও স্বর শুনিয়া চিনিতে পারে না । উক্ত রোগে সর্বশেষ কম্প, অতিনিদ্রা, অধিক পরিশ্রম বোধ হইয়া থাকে । পূর্বোক্ত লক্ষণসকল সর্বশেষ অনুধাবন করিয়া বাতিকাদি মদাত্মর নিরূপণ করিবে । মদাত্মর রোগী আকাশকে অরুণবর্ণ, নীলবর্ণ কিংবা কৃষ্ণবর্ণ দর্শন করে এবং সহসা অজানাজ্ঞান হইয়া পতিত হয় । ক্ষণকাল পরেই প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে । পরন্তু ক্ষুণ্ণীড়া, কম্প ও ভ্রম নিবৃতি হয় না । কাস, পিত্তলবণ বা অরুণবর্ণ ছায়াদর্শন এবং মূর্ছা-বাতিক মদাত্মরে এই সমস্ত লক্ষণ হয় । পিত্তজ মদাত্মরে রোগী আকাশকে রক্তবর্ণ বা পীতবর্ণ দর্শন করিয়া হঠাৎ মোহিত হইয়া পড়ে এবং ঘর্ম, দাহ ও তৃষ্ণাতে পীড়িত হইয়া সচেতন হইয়া থাকে । ২১-২৬

তাহার শরীর ভিন্নবৎ বোধ হয়, পীত ও নীলচ্ছায়া দর্শন হইয়া থাকে । সেই ব্যক্তি অধিক কথা কহে ; তাহার চক্ষুঃ পীত ও রক্তবর্ণ হয় । কফজ মদাত্মরে রোগী

গুরুভিত্তিমিত্তৈরকৈ রাজধৰ্মানুবদ্ধবান্ । সৰ্ব্বাকৃতিব্রিতির্দোষৈরপশ্মার ইবাণবঃ ॥ ২৮
 পাভয়ভ্যাণ্ড নিশ্চেষ্টে বিনা বীভৎসচেষ্টিতৈঃ । দোষেষু মদমূর্ছারায় কৃতবেগেষু দেহিনাম্ ॥ ২৯
 স্বয়মেবোপশামঃস্তি সম্যাসে নৌষধৈবিনা । বাগ্বেদমনসাং চেষ্টাযাক্ষিপাতিবলাননাঃ ॥ ৩০
 সমস্যাসং নিপতিতাঃ প্রাণঘাতেন সংশয়াঃ । ভবন্তি তেন পুরুষাঃ কাষ্ঠভূতা মৃতোপমাঃ ॥ ৩১
 স্মিয়েত শীঘ্রং শীঘ্রং চেষ্টিকিংস্য ন প্রযুক্ত্যতে । অগাণে গ্রাহবহ্নে সলিলৌঘ ইবার্ণবে ॥ ৩২
 সম্যাসে বিনিমজ্জন্তং নরমাত্ত নিবর্তয়েৎ । মদমানো রোষতোষণঃ লভেদ্যুরিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৩৩
 যুক্ত্য যুক্তক বিমুক্তিহেতবে, মদ্যযুক্তং নরকাদেঃ সাংখ্যং ।
 প্রকৃতিসহায়মথ বধ্যংসি কুরুতে, প্রবিবিচ্য তনুং রূপং পিবতি ততঃ পিবতামৃতম্ ॥ ৩৪

ইতি শ্রীগরুড় মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে মদাত্মরোগনিদানং নামৈকাদশোধ্যায়িক-

শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫৯ ॥

আকাশকে মেঘাচ্ছন্ন দর্শন করিয়া অজ্ঞানভিত্ত হইয়া পড়ে এবং অধিক বিপদে প্রবৃত্ত হয় । তাহার জ্ঞান ও মূখপ্রেসক প্রভৃতি উপশম হয় । শরীরের গুরুতা ও অজ্ঞানহেতু মদাত্মরোগী রাজধর্মাক্রান্ত (অলস) হয় । ত্রিদোষোৎপন্ন ও রাজধর্মাক্রান্ত মদাত্মরোগ অশস্যের রোগের তুল্য হয় । মদাত্মজনিত মূর্ছাতে দোষের প্রাবল্যহেতু কোন নির্দিষ্ট কার্য না করিলেও সহসা নিশ্চেষ্ট হইয়া পতিত হয় । কোন ঔষধ প্রয়োগ না করিলেও মদাত্মজনিত মূর্ছা স্বয়ং উপশম পাইয়া থাকে । মদাত্মরোগ রোগীর বাক্য, দেহ ও মনের চেষ্টা বিকৃত করিয়া তাহাকে বলবান্ ও বিমনস্ক করিয়া ফেলে । ২৬-৩০

মদাত্মরোগাক্রান্ত ব্যক্তি প্রাণে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া কাষ্ঠবৎ ভূতলে পতিত হয়, তাহাতে মৃত্যুও হইতে পারে । এই রোগে যদি রোগীর সহসা মৃত্যুলক্ষণ উপস্থিত হয়, তবে তাহাকে চিকিৎসা করিলে কোনও ফল দর্শে না । অতি-গভীর-গ্রাহাদিসম্মূল জলরাশি পূর্ণ মদাত্ম-সাগরে নিমগ্ন মনুষ্যকে আশ্রয় নিবারণ করিবে । মদাত্মরোগী কখন রোষ, কখনও মত্তোহ প্রাপ্ত হয়, ইহাই নির্দিষ্ট আছে । ইতিপূর্বে মদোর যে সমস্ত দোষ উক্ত হইল, অবিশিষ্টপূর্বক মদপানেই সমস্ত ঐ দোষ ঘটিয়া থাকে, উহাতেই মনুষ্যের নরকাদি ভোগ হয় । বিধিসহকারে মদপান মুক্তির হেতু হয়, উহা শরীরের শক্তি, সাংখ্য, কান্তি বৃদ্ধি করে । ইহা যৌবনস্থাপক । এই বিবেচনা করিয়া যে মদ পান করে, তাহার সেই মদপান অমৃতপান তুল্য হয় । ৩১-৩৪

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে মদাত্মনিদান নামক ঊনষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫৯ ।

ষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ধনুস্তরিকৃৎবাচ

অর্শস্যাং নিদানঞ্চ বাখ্যাস্থিচ সূক্ষত ।

অবির্শাং প্রাণিনাং মাংসে কীলকাঃ প্রভবন্তি যৎ ১ ।

অর্শাসি তন্মাত্রচ্যুতে শুদমার্গনিরোধনাং । দোষস্তুহ্মাংসমজ্জাহ্নি সন্দৃষ্ট বিবিধাকৃভীন্ ২ ।

মাংসাকুরানপানানৌ কুর্কন্তুর্শাংসি তান্ অণ্ডঃ ।

সহজস্বাস্তরোথেন ভেদো বেষা সমাসতঃ ৩ ।

শুক্রাগ্রা বা ৩ বিভেদাচ্চ শুদহ্মানানুসংশ্রয়াঃ ।

অর্ধপক্ষাকুলিঅস্থিত্ত্রোহ্মার্দ্ধাকুলিস্থিতাঃ ৪ ।

রক্তপ্রবাহিনী তাসামন্ত্রমধ্যে বিসজ্জিনী । বাহ্যাসংবরণে তস্তা শুদানৌ বহির্কুলে ৫ ।

সার্দ্ধাকুলপ্রমাণেন রোমাণ্যজ ততঃপরম্ ।

তত চেতুঃ সহোথনাং বালো জীবোপতপ্ততা ৬ ।

অর্শস্যাং বীজসৃষ্টিস্ত মাভাপিত্রোপচারতঃ ।

দেবাস্ত ভাভাং কোপো হি সান্নিপাতস্ত চান্নতঃ ৭ ।

ধনুস্তরি বলিলেন,—হে সূক্ষত । অর্শরোগনিদান বর্ণন করিব । অবিরত প্রাণিগণের মাংসে কীলক প্রাপ্তকৃত হইতেছে । শুষ্কতারের মার্গনিরোধ করিয়া যে সমস্ত কীলক উৎপন্ন হয়, তাহাই অর্শঃ নামে অভিহিত হইয়া থাকে । বাতপিত্তাদি দোষসকল ডক্, মাংস, মেদ প্রভৃতি দূষিত করিয়া নানাকৃতি মাংসাকুর উৎপাদন করে । নিদানজ্ঞ পণ্ডিতগণ ঐ মাংসাকুরকে অর্শঃ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন । অর্শঃ সংক্ষেপতঃ দুইপ্রকার ;—সহজ ও জন্মাতরজ । শুষ্কহ্মান আশ্রয় করিয়া শুক্রাগ্র বা বিভিন্নাগ্র মাংস প্ররোহ উৎপন্ন হয় । শুষ্কহ্মান সার্দ্ধপক্ষাকুল, তন্মধ্যে সার্দ্ধ তিন আকুলি স্থানে অর্শরোগ জন্মিয়া থাকে । ঐ সমস্ত মাংসাকুরের মধ্যে যে রক্তপ্রবাহিনী শিরা আছে, তাহা দ্বারা রক্তস্রাব হইয়া থাকে । ইহাই আভ্যন্তরিক অর্শঃ । ১-৫

বাহ্যঅর্শে শুষ্কাবরণের একাকুলের মধ্যে অকুর উৎপন্ন হয় । অন্য প্রকার অর্শরোগে সার্দ্ধাকুল প্রমাণ স্থানে অকুর উৎপন্ন হয় । ইহার বহির্ভাগে রোম জন্মিয়া থাকে । বাল্যাবস্থার অতিশয় উপতাপভোগ করিলে যে অর্শরোগ সমুৎপন্ন হয়, তাহাকে সহোথ অর্শঃ বলে । মাভাপিতার দোষেই অর্শরোগের বীজ জন্মে । দেবতার প্রতি কোপ ও কদমভোজনে সান্নিপাতিক অর্শরোগ জন্মে । যে সমস্ত রোগ কুলক্রমাগত, সেই

১। সর্বদা । ২। যে । ৩। শুক্রাগ্রা ।

৪। দেবতানাং একোপে হি সান্নিপাতো হি চান্নতঃ ।

অসাধ্যা এবমাখ্যাতাঃ সৰ্বরোগাঃ কুলোন্তবাঃ । সহস্রানি বিশেষেণ ক্লক্লদ্বর্দনানি তু ।

অন্তর্দুখানি পাণ্ডুনি দারুণোপদ্রবাণি চ ॥ ৮

ষোড়শাংসি পৃথগ্‌দোষসংসর্গনিষ্করতঃ । শুক্লাণি বাতহেম্মাভ্যামার্দ্রাণি তস্য পিত্ততঃ ॥ ৯

দোষপ্রকোপহেতুস্ত প্রাণক্লান্তনসাদিনি । অগ্নৌ মলোত্তিগচ্ছিত্তে পুনঃপ্ৰতিব্যবহরতঃ ॥ ১০

পানসংকোভ-বিষম-কঠিন-ক্ষুদ্রকাশনাং । বস্তি-নেত্র-গলোষ্ঠোথ-ভলভেদাদিঘটনাং ॥ ১১

ভৃশশীতান্বাসংস্পর্শ-প্রত্যুত্তাপপ্রবাহনাং । গতগূতশক্বেগ-হারণাং তদদীরণাং ॥ ১২

জ্বগ্‌প্ৰাণীসারমেব গ্রহণী সৌহৃদ্যপদ্রবঃ ।

কর্মণাধিরমাদেশ^১ চেক্টোভোষোষিতাং পুনঃ ॥ ১৩

আমগর্ভপ্রপত্তনাদগর্ভবৃদ্ধিপ্রপীড়নাং । ঈদৃশৈশ্চাপরৈর্বায়ুরপানঃ কুপিতো মলঃ ॥ ১৪

পায়োর্বলীযু সংবৃদ্ধিভাবতিঃ^২ পর্বমুত্তিযু ।

জায়ন্তেহর্শাংসি তৎপূর্বং লক্ষণং বহ্নিমলতা ॥ ১৫

বিষ্টম্ভঃ সান্বিসদনং পিত্তিকোদ্বেষ্টেনো ভ্রমঃ ।

সঙ্গাহো নেত্রযোঃ শোথঃ শক্বেদোহথ বা গ্রহঃ ॥ ১৬

মারুতঃ পুরতো মূঢ়ঃ প্রাক্ষৌ নাভেরধশ্চরন্ । সরস্তঃ পরিব্যস্তশ্চ কচ্ছাতিগচ্ছতি শ্বসন্ ॥ ১৭

সমস্ত রোগই অসাধ্য । যে সকল অর্শ সহোথ, সেই সমস্ত বিশেষরূপে ক্লক্ল, দুর্দর্শন, অন্তর্দুখি ও পাণ্ডুবর্ণ । এইরূপ অর্শরোগে দারুণ উপদ্রব হয় । অর্শরোগ ছয় প্রকার ;—বাতিক, পৈতিক, স্নৈয়িক, বাতপৈতিক, বাতস্নৈয়িক ও পৈত্স্নৈয়িক । বাতপিত্তজ্ব অর্শোরোগের বলাী শুষ্ক এবং পিত্তার্শের বলাী আর্দ্র । অর্শোরোগের দোষপ্রকোপের কারণ পূর্বেই কথিত হইয়াছে, উত্তিন্ন অগ্নিমান্দ্য, মলসঞ্চয় ও অধিকব্যবহারকর্মেও অর্শোরোগ জন্মিত থাকে । ৬-১০

পানসংকোভ (অতিপান, অল্পপান ও অনিয়মপান এই ত্রিবিধ পানদোষ), বিষম কঠিন ক্লক্লদ্রব্য ভক্ষণ, বস্তি, নেত্র, গল, ওষ্ঠাদিতে দৃঢ়রূপে অবমর্দন এই সমস্ত কারণেও অর্শরোগ জন্মে । অধিকপরিমাণে হিমাশ্বসংস্পর্শ, নিরন্তর ঘোটকাদি যানে গমন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, বেগে মলনিঃসারণ, এই সমস্তও অর্শোরোগের কারণ । সর্বদা ধূপা, অতীসার ও গ্রহণী এই সকল অর্শোরোগের উপদ্রব । বিষমদন্তর আকর্ষণেও অর্শোরোগ উৎপন্ন হয় । আমগর্ভপাত ও গর্ভবৃদ্ধির পীড়া এই সমস্ত কারণে স্ত্রীলোকের অর্শোরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে । উক্ত কারণে অপানবায়ু কুপিত হয় বলিয়া মল পায়ুহানের বলাীতে ক্লক্ল হইয়া থাকে ; দেখে পর্বমুহলে সন্তাপ উৎপাদনপূর্বক অর্শোরোগ প্রকাশ পায় । ১১-১৫

অগ্নিমান্দ্য, বিষ্টম্ভ, অস্থিভেদ, পীড়কার উৎপত্তি, ভ্রম, নেত্রদাহ, শোথ, মলভেদ ও কলগ্রহ এই সমস্ত অর্শরোগের পূর্বলক্ষণ । অর্শরোগে শরীরের পুরোভাগে বায়ু প্রমূঢ় থাকে এবং প্রায়

অত্র কুজনমাটোপঃ কারিভোদগারভুরিতা । প্রভূতমূত্রমজ্জিৎকৃত্যধূতকোহম্লকঃ ॥ ১৮
শিরঃপৃষ্ঠোরসাং শূলমালস্যং ভিন্নবর্ণতা । ইন্দ্রিয়ার্থেষু লৌল্যক জ্ঞোষো দুঃখোপচারতঃ ॥ ১৯
আশঙ্ক্য গ্রহণী-শোষ-পাত্তুত্তলোদরাপি চ । এতান্বেব বিবর্ত্তন্তে জাতেষহতনামসু ॥ ২০

নিবর্ত্তমানো মানোঃ^১ হি তৈরর্থোমার্গবোধতঃ ।

কোডয়েদনিলানন্তান্ সর্কেল্লিয়শরীরগান্ ॥ ২১

তথা মূত্রশকুংপিত্ত-বক্ষস্থানানি শোষণন্ । গৃহ্যতাগ্নিং ততঃ সর্কে ভবন্তি প্রারম্ভোহর্ষসঃ ॥ ২২

কৃশো ভৃশং কৃশোংসাহো দীনঃ কামোহিথ নিশ্চতঃ ।

অসারো বিগতজ্জ্বাষো অস্তদন্ত ইব ক্রমঃ ॥ ২৩

কৃষ্টৈরুপদ্রবৈর্জ্ঞো যন্তোইন্দ্রমর্ষপীড়নৈঃ ।

তথা কাস-পিপাসাশ-বৈরশ-শ্বাসপীনসৈঃ ॥ ২৪

হৃদয়ভঙ্গ-বমথু-ক্ষবথু-শ্বসথু-ভরৈঃ । ক্লেবা-বাধির্থা-স্তেমিত্য-শর্করাপ্রপীড়িতঃ ॥ ২৫

কামো ভিন্নবরো ধ্যানন্ মুহঃ জীবন্নরোচকী । সর্ক-মর্ষাশ্বি^২-হৃদাভি-পানুবজ্জশূলবান্ ।

ভূদেন দ্রবতা পিত্তং পললোদকসম্মিশ্রম্ ॥ ২৬

বিশুদ্ধকৈব মুক্তাগ্রং পকবাচান্তবাস্তবম্ ।

পিত্তাং পীতাং হরিদ্রাজং বিচ্ছিন্নকোপবিশ্রুতে ॥ ২৭

সর্বদাই নাড়ীর অধোভাগে সঞ্চরণ করত অতিক্রমে বৃক্ষের সহিত নির্গত হয় । এই রোগে অব্যক্তশক, আটোপ, কারবৃক্ত উপগার, প্রভূত মূত্রস্রাব, অজ্ঞবিষ্ঠানির্গম, ঘৃণা, অলোদগার, ধূমদর্শন, শিরঃপীড়া, পৃষ্ঠবেদনা, বক্ষঃশূল, আলস্য, ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষ, অজ্ঞহঃখে জ্ঞোষ, সর্বদা আশঙ্কা, গ্রহণী, শোষ, পাত্তু, তল ও উদরাময় এই সমস্ত উপদ্রব হইয়া থাকে । ১৬-২০

অনিয়মে অর্শোরোগের নিবৃত্তির চেষ্টা করিলে উহা নিবর্ত্তিত না হইয়া অধোমার্গ নিরোধপূর্বক সর্কেল্লিয় ও সর্বশরীরগত বায়ুকে বিক্ষোভিত করে । বায়ু মূত্রাশয়, মলশয় ও পিত্তস্থান শোষণ করিয়া অগ্নিগ্রহণ করে, তাহাতেই সর্ববিধ অর্শরোগ জন্মিয়া থাকে । অর্শোরোগে রোগী দৃঢ় ক্রমের দ্বারা অতিশয় কৃশ, উৎসাহহীন, দীন, ক্ষীণ, নিশ্চত, অসার ও কাণ্ডিহীন হয় । অর্শোরোগে রোগী বিবিধ কৃচ্ছ, উপদ্রব এবং যন্ত্রারোগোক্ত মর্ষপীড়নে পীড়িত হয় ; আর কাস, পিপাসা, মূত্রবৈকৃত্য, শ্বাস ও পীনস প্রভৃতি রোগপ্রসূত হয় । আর ক্রমবোধ, অজ্ঞভঙ্গ, বমি, হাঁচি, শোথ, জ্বর, বিকলতা, বধিরতা, স্তেমিত্য, শর্করাপ্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে । ২১-২৫

এই রোগে ক্ষেপতা, বরভঙ্গ, চিন্তা, পুনঃপুনঃ নিদ্রীবন, অরুচি ও অস্থি, হৃদয়, নাড়ী, পানু ও বজ্জগহানে শূল হইয়া থাকে । অর্শোরোগে রোগীর গুহদ্বার দিয়া মাংস-কালিতজলময় পিত্ত প্রাবিত হয় । কোন কোন অর্শঃ বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকে, কখন

১। নিবর্ত্তমানোহপানো । ২। পর্ক্যাহীতি বা পাঠঃ ।

ওমাস্থরা বহ্নিনিলাঃ শুষ্কান্টিমচিমাংহিতাঃ ।

হ্রান্নাঃ শ্রাবারুণাঃ শুকা বিমদাঃ^১ পরুমাঃ ধরাঃ ॥ ২৮

মিথো বিসদৃশা বজ্রাস্তীক্কা বিকুটিভাননাঃ । বিশ্ব-ধৰ্জুরকৰ্ককু-কাৰ্পাসফলসন্নিভাঃ ॥ ২৯

কেচিৎ কদম্বপুষ্পাভাঃ কেচিৎ সিদ্ধার্থকোপমাঃ ।

শিরঃপার্শ্বাংসজজ্জ্বারু-বজ্রপাদাধিকব্যথাঃ ॥ ৩০

কামৃকগারবিষ্টৈস্ত হৃদগ্রহরোচকপ্রদাঃ । কাসশ্বাসাগ্নিবৈষম্য-কর্ণনাদভ্রমাবহাঃ ॥ ৩১

তৈরার্ভো গ্রথিতং স্তোকং সশব্দং সপ্রবাহিকম্ ।

কৃকফেনপিচ্ছানুগতং বিবদ্ধমুপবেশ্যতে ॥ ৩২

কৃকফত্বনখবিন্ধুর-নেত্রবজ্রক জায়তে । ওল্লান্নীহোদরাণ্ঠীলাসম্ভবস্তত এব চ ॥ ৩৩

পিত্তোত্তরা নীলমুখা রক্তপীতাসিতপ্রভাঃ । ত্বরজ্জ্বাবিশো বিজ্ঞান্তনবো মৃদবঃ ভ্রূবাঃ ॥ ৩৪

তুকলিহ্মায়কৃৎখণ্ড-জলোকাবজ্র সন্নিভাঃ । দাহপাকস্তরয়েদ-তুর্দ্ধাকুচিমোহনাঃ ॥ ৩৫

কখন পক্ষ হইয়া তাহার অগ্রভাগ মুক্ত হয় । পিত্তজন্ম অর্শ পীতবর্ণ এবং তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া হরিদ্রাক্ত রক্ত নিঃসারিত হইয়া থাকে । যাহার বাতপ্রকোপজ্ব অর্শোরোগ জন্মে, তাহার মলমূত্রের বসিতে যে সমস্ত মাংসাকুর উৎপন্ন হয়, সেগুলি প্রায় প্রাবল্যহিত, ও অল্প অল্প বেদনামুক্ত । এই সমস্ত মাংসাকুর অধিকবৃদ্ধি পায় না, উহারা পিচ্ছল বা রক্তবর্ণ কঠিন, অপিচ্ছিল, কৰ্কশ, ধরম্পর্শ, পরস্পর অসমানমুখ ও সূক্ষ্মাণ্ড । এই সকল মাংসাকুরের মুখ শুষ্কিভ থাকে । বাতজ্ব অর্শোরোগের বলীসকল বিশ্বকস, বদরীফল, ধৰ্জুরকল ও কাৰ্পাসবীজের তুল্য । ২৬-২৯

কোন কোন অর্শোরোগে মাংসাকুরগুলি কদম্বপুষ্পের তায়, আর কোন কোনটা সর্ষপাকার হয় । এই রোগে শিরঃ, পার্শ্ব, অংস, জজ্বা, উরু, এই সকল স্থানে অধিক বেদনা হয় ও নিশ্চিবন, উদগার, বিষ্টৈস্ত, হৃদগ্রহ, অকুচি, কাস, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য, কর্ণনাদ ও অম এই সমস্ত উপদ্রব হইয়া থাকে । অর্শোরোগে পীড়িত ব্যক্তি শব্দ, বেদনা ও কুহনের সহিত কঠিন গ্রন্থিল, পিচ্ছিল, পাষণবৎ বিবদ্ধ মল অল্প পরিমাণে ত্যাগ করে । রোগীর চর্ম, নখ, বিষ্ঠা, মূত্র, চক্ষুঃ ও মুখ কৃষ্ণবর্ণ হয় । বাতার্শোমুক্ত রোগীর গুল্ম, প্রীহা উদরাময় ও অণ্ঠীলা, এই সমস্ত উপদ্রব হয় । যাহার পিত্ত কুপিত হইয়া অর্শোরোগ উৎপাদন করে, তাহার গুহদেশের বলীস্থিত মাংসাকুরের মুখ নীলবর্ণ বা রক্তপীত ও কৃষ্ণের আভামুক্ত হয় ; ঐ মাংসাকুরের মুখ হইতে তরল রক্তস্রাব হইয়া থাকে, আর ঐ মাংসাকুর আমগন্ধমুক্ত, অল্লকোমল ও লবমান হইয়া থাকে । কোন কোন মাংসাকুর তুকপক্ষীর লিহ্মাসদৃশ সূক্ষ্ম, কোন কোনগুলি যকৃৎপিণ্ডবৎ, কতকগুলি জলোকার মুখের দ্বার আভামুক্ত হয় । এতদ্ভিন্ন দাহ, শুষ্কতা, খর্শ, অকুচি এবং ঘোহ এই সমস্ত উপদ্রব জন্মে । ৩০-৩৫

সোম্যাপো ভ্রবনীলোক-পীতবক্তামবর্চসঃ । যবমধ্যা হরিংপীত-হারিপ্রভঙ্কনখাদয়ঃ ॥ ৩৬
মোমোষণা মহামূল্য যনা মন্দরুদ্রঃ সিভাঃ । উৎসন্নাপচিতস্নিগ্ধ-তকবৃত্তগুরুস্থিরাঃ ॥ ৩৭
পিচ্ছিলাঃ স্তিমিতাঃ শঙ্কাঃ কত্বাঢ্যাঃ স্পর্শনপ্রিয়াঃ ।

করীরপনসাহ্য্যভাস্তথা গোন্তনসমিভাঃ ॥ ৩৮

যক্ষণানাহিনঃ পায়ু-বস্তিনাভিবিকর্ষণঃ । সকাশ-শ্বাসহ্রগাস-প্রসেকাকৃচিপীনসাঃ ॥ ৩৯
মেহকৃচ্ছ-শিরোজাডা-শিলিরক্ষারকারিণঃ । ক্লেব্যাগ্নিমার্দবচ্ছদ্বিরামপ্রায়বিকারদাঃ ॥ ৪০
যশাভসকফপ্রাজ্ঞ-পূরীষাঃ সপ্তবাহিকাঃ । ন ভ্রবন্তি ন ভিদ্যন্তে পাণ্ডুস্নিগ্ধবদনয়ঃ ॥ ৪১
সংসৃষ্টলিঙ্গাঃ সংসর্গ-নিচোঃ সর্বলক্ষণাঃ ।

রক্তোষণা গুদে কীলাঃ পিত্তাকৃতিসমস্বতাঃ ॥ ৪২

যটপ্ররোহসদৃশা গুজাবিক্রমসমিভাঃ । ভেদ্যার্থং দৃষ্টমুঞ্চয় গাঢ়বিট্টকপ্রপীড়িতাঃ ॥ ৪৩
ভ্রবন্তি সহসা রক্তং তস্য চ্যতিপ্রবৃত্তিতঃ । ভেকাভঃ পীডাতে হুঃখৈঃ শোণিতক্ষয়সম্ভবৈঃ ॥ ৪৪

সেই রোগী কখন কখন নীলবর্ণ কখন বা পীতবর্ণ, কখন বা রক্তবর্ণ পিণ্ডের সহিত অপক অথচ উষ্ণ মল পরিভ্যাগ করে । উক্ত মাংসাকুর যবের স্থায় মধ্যে স্থূল হয় আর রোগীর চর্ম, নখ, বিষ্ঠা, মূত্র হরিভ, পীত ও হরিভ্রাবর্ণ হইয়া থাকে । যাহার স্নেয়াধিকাবলতঃ অর্শোরোগ জন্মে, তাহার গুহদেশস্থিত মাংসাকুরের মূলদেশ অভিবিন্দীর্ণ, ঘন, অল্প অল্প বেদনায়ুক্ত, গুরুবর্ণ, দীর্ঘ, স্থূল, স্নেহ, অনশ্ব, বর্তুলাকার, গুরুপ্রব্যবৎ বহুভারবোধক, অচল, অকর্কশ, অর্জাবস্থাবৃত, মণিবৎ মসৃণ, বহুকণ্ডমুক্ত ও কোমলস্পর্শ হয় । ঐ মাংসাকুরসকল কোনটী বংশাকুরের স্থায়, কোনটী কণ্টকীকলবীজতুল্য, কোনটী বা গো-স্তনসদৃশ হইয়া থাকে । অর্শোরোগপীড়িত ব্যক্তির উরুর উপরিস্থিত সন্ধিগুহে বহনবৎ পীড়া এবং কোন কোন রোগীর মলহার, বস্তি ও নাভি, এই সমস্তস্থানে আকর্ষণবৎ পীড়া জন্মে । সেই রোগী শ্বাস, কাস, বেগবমন, মাংসাকুরের মুখদ্বারা জলস্রাব, অরুচি, নাসাস্রাব, মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, শিরঃ-পীড়া, জাড্য, শীত, জ্বর, ক্রীমিস্তে উৎসাহ, অগ্নির মৃদুতা, বমি, আমরোগ, এই সকল উপদ্রবে অভিভূত হইয়া থাকে । ৩৬-৪০

উক্তরোগীর বসার স্থায় আভাযুক্ত কফের সহিত কুশুনাবৃত্ত বহু মল প্রবৃত্ত হয় ও মাংসাকুরের মুখ হইতে ক্রেন বা রক্তাদিস্রাব হয় না । দৃঢ়মলাদির পীড়নেও তাহার মুখ হয় না, আর তাহার চর্মাদি পাণ্ডুবর্ণ ও স্নিগ্ধ হয় । যাহার ত্রিদোষজন্য অর্শোরোগ জন্মে, তাহার পূর্বোক্ত ত্রিদোষক লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে । যাহার রক্তাধিকাগ্রমুক্ত অর্শোরোগ জন্মে, তাহার মলধারে মাংসাকুরগুলি পিত্তজ অর্শোরোগের লক্ষণযুক্ত হয়, বিশেষতঃ যটপ্ররোহ, গুজাকল ও প্রবালসদৃশ হয় । সেই সকল মাংসাকুর অভ্যন্ত কঠিন মলদ্বারা পরিপীড়িত হয় এবং মাংসাকুর হইতে হঠাৎ উষ্ণ ও দৃষ্ট রক্তস্রাব হইয়া থাকে ; অধিক

হীনবর্ণবলোৎসাহো হতৌজাঃ কলুষেজ্জিহ্বঃ । মুদগ-কোম্রব-জরীর-করীর-চণকাদিভিঃ । ৪১

কৃষ্ণৈঃ সংজ্ঞাহিতির্বাযুবিট্স্থানে কুপিতো বলী ।

অধোবহানি দ্রোণাংসি সংকুখাধঃ প্রণোষয়ন্ । ৪২

পুত্রীযং বাতবিগ্নজ-সঙ্গং কুক্ষীত দারুণম্ ।

ভেন তীব্রা কৃক্কা কোষ্ঠ-পৃষ্ঠজংপার্শ্বগা ভবেৎ । ৪৩

আত্মানমুদরো^১ বিষ্ঠা হস্তাসপরিবর্তনম্ । বস্তো চ মূত্ররাং শূলো গণ্ডয়মুপস্কবঃ । ৪৪

পথনকোষ্ঠগামিভ্যং ততশ্চন্দ্রাকৃতিজরাঃ । হ্রস্বোগ্রহণীদোষ-মূত্রসঙ্গপ্রবাহিকাঃ । ৪৫

বাধির্ঘাতিশিরঃশ্বাস-শিরোরুক্কাসপীনসাঃ । মলবিকারতৃকাসূক্^২ পিত্তভ্রমোদরানরঃ । ৪৬

এতে চ বাতজা রোগা জায়ন্তে দারুণাঃ স্মৃতাঃ । দুর্নামা মৃত্যুদাবর্ত-পরমোহমুপস্রবঃ । ৪৭

বাতাভিভূতকোষ্ঠানাং তৈবিনাপি বিজায়ন্তে । সহজানি তু দোষানি যানি চাত্যন্তরে বলৌ ।

স্থিতানি তান্তসাধ্যানি যাপ্যন্তেহগ্নিবলানিভিঃ । ৪৮

ঋশ্বজানি দ্বিতীয়ায়াং বলৌ বাতাল্লিতানি চ ।

কৃচ্ছ্রসাধ্যানি তাত্যাহঃ পরিসংবৎসরাণি চ । ৪৯

রক্তজাবমুক্ত রোগীর শরীর ভেদবৎ পীতবর্ণ হয়, রোগী রক্তকরমুক্ত হুঃখে পীড়িত হইয়া থাকে । অর্শোরোগে পীড়িত ব্যক্তি বিবর্ণশরীর, কৃশ, উৎসাহহীন, দুর্বল ও বিকলেজ্জিহ্ব হয় । ৪১-৪৬

মুদগ, কোম্রব, জরীর, বংশাজ্বর, চণকপ্রভৃতি কৃক্কদ্রব্যসেবন করিলে বায়ু কুপিত ও প্রবল হইয়া বিট্স্থান আক্রমণপূর্বক অধোগত দ্রোণঃসকল সংকুচিত করিয়া মূত্র ও পুত্রীয শোষণকরত অভিশয় কঠিন করিয়া রাখে । তাহাতে কোষ্ঠ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও হ্রদরে দারুণ পীড়া জন্মে । অর্শোরোগ হইলে আত্মান, উদররোগ, মলরোধ, মুখজাব, বস্তিপ্রদেশে শূল এবং গণ্ডহলে শোধ হইয়া থাকে । এই রোগে বায়ু উর্দ্ধগামী হইলে হৃদি, অকৃটি, জ্বর, হ্রস্বোগ, গ্রহণী, মূত্রদোষ, প্রবাহিকা, বাধিরতা, শিরঃপীড়া, শ্বাস, শিরোঘূর্ণন, কাস, পীনস, মলবিকার, তৃকা, রক্তবমন, শুশ্র, উদরাময় এবং বিবিধ সুদারুণ বাতজরোগ জন্মিয়া থাকে । দুর্নামা, মৃত্যু ও উদাবর্ত এই সমস্ত অর্শোরোগের পরম উপদ্রব । ৪১-৪৭

বায়ুকর্জক বাহাদিগের কোষ্ঠদেশ আক্রান্ত হইয়াছে, তাহাদিগের পূর্বোক্ত কারণ ব্যতিরেকেও অর্শোরোগ জন্মিতে পারে । যে সমস্ত অর্শোরোগ সহজ ও অভ্যন্তরবলীতে উৎপন্ন হয়, সেই সমস্ত অর্শঃ কিছুদিন পরেই চিকিৎসার অসাধ্য হইয়া পড়ে ; রোগীর অগ্নি ও বলের আধিক্য হইয়া পড়ে ; রোগীর অগ্নি ও বলের আধিক্য থাকিলে ঐ রোগ কথঞ্চিৎ যাপ্য হইয়া থাকে । ঋশ্বজ অর্শোরোগ দ্বিতীয়বলীকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইলে যদি বৎসরের মধ্যে চিকিৎসা না করা হয়, তাহা হইলে উহা কৃচ্ছ্রসাধ্য বলিয়া জানিবে ।

১। আত্মানমুদরে । ২। তৃকাসু ।

বাহ্যায়ান্ত বলৌ জাতান্তেকদোষোষণানি চ ।

অর্শাংসি মুখসাধ্যানি ন চিরোৎপত্তিকানি চ । ৫৪

মেট্রাদিষপি বক্ষান্তে বথায়ং নাভিজানি তু । গতুপদস্ত^১ কৃণাপি পিচ্ছিলানি যদুনি চ । ৫৫

ব্যানো গৃহীত্বা স্লেষ্মাণং করোত্যর্শদ্ব্যচো^২ বহিঃ ।

কৌলোপমং স্থিরধরং চর্মকীলকং তং বিহঃ । ৫৬

বাতেন তৌদপাকস্তং পিত্তাদসিতবক্তৃত্বা । স্লেষ্মণা স্নিগ্ধতা তস্য গ্রথিত্বং সর্বপতা । ৫৭

অর্শস্যং প্রথমে বহুমাণ্ড কুর্কীত বুদ্ধিমান্ । ভাণ্ডাত্ত হি পদং কার্য্যং কুর্কীকর্ত্তব্যদোদরম্ । ৫৮

ইতি শ্রীগুরুভে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে অর্শোনিদানং নাম যষ্ঠাধিক-

শততমোহধ্যায়ঃ । ১৬০ ।

বাহ্যবলৌতে অর্শোরোগ জন্মিলে তাহা যদি একদোষক ও অচিরোৎপন্ন হয়, তাহা হইলেই চিকিৎসাধারা নিষারিত হইতে পারে। ৫২-৫৪

মেট্রাদিষ ও নাভিজ অর্শোরোগের অঙ্গুর কিঞ্চিলুকের (কেটোর) মুখের দ্বার পিচ্ছিল ও কোমল; উহা বাতাদিষ অর্শোরোগের সমানলক্ষণবৃত্ত হয়। সর্বশরীরস্থ শ্বাসবায়ু স্লেষ্মাগ্রহণপূর্বক চর্মের বহির্দেশে কীলকবৎ অচল ও কর্কশ যে মাংসাক্কুর উৎপাদন করে, তাহাকে চর্মকীলক বলিয়া থাকে। বাতজ চর্মকীলকরোগ হইলে সূচীবেষণ বোধনাত্মক ও কর্কশ মাংসকীলক জন্মে। পিত্তাধিক্য জন্ত চর্মকীলকরোগ হইলে মাংসাক্কুরের মুখ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। কফজ চর্মকীলকযোগে মাংসাক্কুরগুলি স্নিগ্ধ, গ্রথিত এবং গাঢ়সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট হয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অর্শোরোগ উপস্থিত হইলে আত্ম তাহার প্রতীকার বিষয়ে যত্ন করিবে, নচেৎ নানাবিধ জ্বররোগ ও উদররোগ জন্মিয়া থাকে। ৫৫-৫৮

শ্রীগুরুপুুরাণে পূর্বখণ্ডে অর্শোনিদান নামক যষ্ঠাধিক শততম

অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬০ ।

একষষ্ঠ্যধিকশততমোঃধ্যায়ঃ

ধনুস্তরিক্রবাচ

অভীসার-গ্রহণ্যোশ্চ নিদানং বচ্মি সুশ্রুত ।

দোষৈর্বাতৈস্তঃ সমস্তৈশ্চ ভয়াজ্জোকাচ্চ শড়্ বিধঃ ॥ ১

অভীসারঃ স সূত্রাং জায়তেহত্যাদ্ব্যপানতঃ । বিস্তৃঙ্কান্ন-বস্যা-স্নেহ-তিলপিষ্টেবিকটকৈঃ ॥ ২
মলকৃষ্ণাক্তিমাত্ৰাদি-দিবসাদিশরিভ্রমাং । ক্রিমিভ্যো বেগরোধাচ্চ তথৈধৈঃ কুপিতানিলৈঃ^১ ॥ ৩
বিস্রংসন্নজ্যধো রক্তং হৃদা ভেনৈব চানলম্ । বাপ্যায়ান্নকৃৎকোষ্ঠ-পূরীষদ্রবতাদয়ঃ ॥ ৪
প্রকল্পতেহতিসারস্য লক্ষণং তস্য ভাবিনঃ । ভেদো হৃদগুদকোষ্ঠেব গাত্রযেদো মলগ্রহঃ ॥ ৫
আত্মানবিপাকশ্চ তত্র বাভেন বিজ্ঞরম্ । শৃঙ্খলং শলশৃঙ্খাঢ্যং বিকটমুপসেব্যতে^২ ॥ ৬
কৃষ্ণং সফেনমশ্বচ্ছং গ্রথিতং বা মুহূৰ্দ্ধ্বঃ । তথা দক্ষা গুদাভ্যাসং^৩ পিচ্ছিলং পরিকটবন্ ।
সওজ্জকৈপায়ুশ্চ হৃদরোমা বিনিঃসরন্ ॥ ৭
পিত্তেন পীতমসিতং হারিষ্যং শাখলপ্রভম্ । সৰ্গজমতিদুর্গন্ধং তৃণদুর্চ্ছা-শ্বেদ-দাহবান্ ॥ ৮
সশূলপায়ুসস্তাপ-পাকবান্ শ্লেষ্মণা ঘনম্ । পিচ্ছিলং তত্রানুসারমজ্জান্নং সপ্রবাহিকম্^৪ ॥ ৯

ধনুস্তরি বলিলেন,—হে সুশ্রুত । এক্ষণে অভীসার ও গ্রহণীনিদান বলিব । অভীসার হয় প্রকার : বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, সান্নিপাতিক, ভয়োৎপন্ন ও শোকজ । অধিক জলপান, শুষ্কান্নভক্ষণ, স্নেহ, বস্যা, তিলপিষ্ট, মল ও কৃষ্ণব্যাধি অধিক পরিমাণে সেবন করিলে অভীসাররোগ জন্মে । দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, ক্রিমিদোষ, মলমূত্রাদির বেগরোধ প্রভৃতি কারণে বায়ু কুণ্ডিত হইয়া কোষ্ঠগত অগ্নি নির্বাণপূর্বক শরীরের রক্ত অধোদিকে আনিয়ন করে । বায়ু অন্ন ও শকৃৎকোষ্ঠ আশ্রয় করিলে পুরীষের দ্রবতাদি ঘটিয়া অভীসার-রোগ উপস্থিত হয় । হৃদয় ও গুদ ও কোষ্ঠে ভয়বৎ পীড়া, গাত্রের অবসন্নতা ও মলগ্রহ এই সমস্ত অভীসাররোগের পূর্বলক্ষণ । ১-৫

বাতজ অভীসাররোগে আত্মান, অবিপাক, নিঃশব্দে অন্ন অন্ন বিনিঃসরণ, সফেন অশ্বচ্ছ মলনিঃসরণ কিংবা বারম্বার গ্রথিত মলভেদ হইয়া থাকে । এই রোগে মলদ্বারে প্রদাহ ও কর্জনবৎ পীড়া অসুভব হয় এবং মলও পিচ্ছিল হইয়া থাকে । বাতিক অভীসারে রোগীর জ্বর হয় না । এই রোগে মলদ্বার শুষ্ক ও জষ্ট হয় এবং রোগীর রোমাক ও শ্বাস হইতে থাকে । পিত্তজ অভীসাররোগে পীতবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, হরিদ্রাভ, হরিদ্বর্ণ, রক্তমুক্ত বা দুর্গন্ধ মলনিঃসরণ হয় । এই রোগে রোগীর তৃষ্ণা, মুচ্ছা, ঘর্ম ও দাহ এই সমস্ত উপদ্রব হইয়া থাকে । শ্লেষ্মজ অভীসাররোগে মলদ্বারে শূল ও সস্তাপ হয় এবং ঘন, পিচ্ছিল, প্রবাহযুক্ত, অন্ন অন্ন মলনিঃসরণ হয় । ত্রিদোষজ অভীসাররোগে

১। কুপিতানিলঃ । ২। মুপসেব্যতে । ৩। গুদাভ্যাসং । ৪। সপ্রবাহিকম্ ।

সরোমর্ষঃ সোংক্লেশো গুরুবস্তিওদোদরঃ । কৃতেহপাকৃতসংজ্ঞচ্চ সর্বাণ্যাম সর্বাণ্যক্ষয়ঃ । ১০

ভায়ন কুভিতে চিত্তে শরিতে প্রাণেয়ং শকুৎ ।

বায়ুহতো নিবার্যেত ক্ষিঃশুষ্কং প্রবিপ্লবম্ । ১১

বাতপিত্তে সমং লিঙ্গমভূৎ তদ্বচ্চ শোকতঃ । অতীসারঃ সমাসেন বেধা সামো নিরাসকঃ । ১২

শকুদ্দুর্গন্ধমাটোপ বিষ্টজ্ঞাত্তিবিষেকিণঃ ।

বিপরীতো নিরাসস্ত কফাৎ কোহপি ন মজ্জতি । ১৩

অতীসারেযু যো নাতি-যত্বান্ গ্রহণীগমঃ ।

তস্য স্তান্মির্নির্ব্যণ-কঠৈব্রিত্ত্যানুসেবিতৈঃ । ১৪

সামং শকুন্নিরামং বা জীর্ণং যেনাতিসার্যতে । সোহতীসারোহতিসরণাদিত্যকারী যতাবতঃ ।

সামলীর্ণমজীর্ণেন জীর্ণে পক্কত্ব নৈব চ । ১৫

চিরকৃদ্ গ্রহণীদোষঃ সঞ্চয়কোপবেশয়েৎ ।

স চতুর্কি পৃথগ্দোষৈঃ সন্নিপাতাচ্চ জায়তে । ১৬

প্রাক্-পাক্তস্য সদনং চরাৎ পবনমল্লকঃ । প্রাসেকো বত্তুবৈবশ্যমকুচিস্তুট্টেসমো ভয়ঃ । ১৭

পূর্বোক্তা ত্রিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পায়, বিশেষতঃ রোমর্ষ, উৎক্লেশ, বসি, মগধার ও উদরের গুরুতা হইয়া থাকে । এই রোগে রোগীর সংজ্ঞা থাকে না, কৃতকর্ম ও অকৃত বলিয়া বোধ হয় । ৬-১০

ভয়ে চিত্ত ক্ষুণ্ণিত হইলে বায়ু কুপিত হইয়া মল প্রবীড়িত করে ও তৎকরণে উচ্চমল-নিঃসারিত করিতে থাকে । বাহ্যৈপিত্তিক অতীসারে বাতিক ও পৈত্তিক অতীসারেরই লক্ষণ প্রকাশ পায় । শোকজন অতীসারেও ভয়জনিত অতীসারের স্তায় লক্ষণ হইয়া থাকে । সাধারণত অতীসার ত্রিবিধ :—সাম ও নিরাম । সামাভীসারে মলে অতিশয় দুর্গন্ধ হয়, আর আটোপ, বিষ্টজ্ঞ, প্রাসেকপ্রভৃতি উপদ্রব হয় । ইহার বিপরীত হইলেই তাহাকে নিরাম অতীসার বলিয়া থাকে । অতীসাররোগে কফের প্রাবল্য থাকিলে কোন্ ব্যক্তি তাহাতে নিমগ্ন না হয় ? অতীসাররোগের প্রতীকার বিষয়ে যত্নশীল না হইলে গ্রহণীরোগ উপস্থিত হয় । অগ্নিমির্ব্যণকারক দ্রব্য অধিক সেবন করিলে উদরস্থ অজীর্ণ নিঃসারিত না হইলে সাম অতীসার হয় । অধিক মলনিঃসরণ হয় বলিয়াই ইহাকে অতীসার বলে । এই রোগ যতাবতঃই রোগীকে আত্ম বিনাশ করে । অজীর্ণবিস্তার আমাভীসার উপস্থিত হয়, পাক্যবিস্তার উক্ত অতীসার জন্মে না । ১১-১৫

অতীসার দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলেই গ্রহণীরোগ জন্মে । গ্রহণীরোগ চতুর্বিধ :—বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও সন্নিপাতজ । এই রোগ হইবার পূর্বে অঙ্গের অবসাদ এবং দীর্ঘকাল অন্ন অন্ন বায়ু নিঃসারিত হয় । মুখদ্রাব, মুখের বিরসতা, অরুচি, তৃষ্ণা, জ্বর,

আনন্দোদরতা হৃদিঃ কর্ণকেহপানুকুলকম্ । সামান্তলক্ষণং কার্শ্যং ধূমকন্তমকো নরঃ ॥ ১৮

মূচ্ছা নিরোরুবিষ্টভঃ শ্বস্তুঃ কর-পাদরোঃ ।

তস্ত্রানিলাং তালুশোথ-স্তিমিরং কর্ণরোঃ শ্বনঃ ।

পার্শ্বোত্তরবক্ষঃপ্রাণা-কৃচ্ছা তীক্ষ্ণবিসূচিকা ॥ ১৯

কণ্ঠেহু বৃষ্টিঃ সর্করু ক্ষুদ্রকপরিহস্তিকা ।

জীর্ণে জীর্ণ্যতি চাশ্বানং ভূক্তে স্বাহাং সমশ্রুতে ॥ ২০

বাতাদ্ হস্তোগন্ত্যার্শ্বঃ-প্রীহপাণ্ডুসংজিতা । চিরাদ্ধুঃখং শ্ববং শুকং তুন্দারং শকফেনবৎ ।

পুনঃ পুনঃ স্বেদবর্চঃ পানুকুল্যাসকাসবান্ ॥ ২১

পীতেন পীতনীলাভং পীতাঃ সৃজতি শ্ববম্ । অত্যন্তোদগারশ্বংকঠং দাহাকৃচিৎকৃদিতঃ ॥ ২২

শ্লেষ্মণা পচাতে হৃৎথে মলশ্চন্দ্রিররোচকঃ । আশ্বোপদাহনিষ্ঠীব-কাসহস্তাসপীনসঃ ॥ ২৩

হৃদয়ং মন্ততে শ্বানমূদরং স্তিমিতং শুকম্ । উপগারো বৃষ্টমধুরং সদনং সপ্রহর্ষনম্ ॥ ২৪

সস্তিরশ্লেষ্মসংক্রিষ্ট-শুকবর্চঃ প্রবর্তনম্ । অকৃশতাপি পৌর্কল্যং সর্করু সর্কদর্শনম্ ॥ ২৫

বিভাগেহুগম্য যে চোক্তা বিবমান্যস্ত্রয়ো মতাঃ ।

ভেদপ্যস্ত গ্রহণীদোষাঃ সমস্তেষুশ্চি কারণম্ ॥ ২৬

উদরবেদনা, হৃদি, কর্ণে অব্যক্ত শ্বস্রবণ, এই সমস্ত গ্রহণীরোগের সাধারণ লক্ষণ। কৃশতা, ধূমোদগার, শ্বাস, জ্বর, মূচ্ছা, নিরঃশীড়া ও বক্ষঃস্থলে বিষ্টভ, হস্তপদে শোথ, তস্ত্রা, তালুশোথ, অজ্ঞকারদর্শন, কর্ণশ্বন, পার্শ্ব উত্তর বক্ষঃ ও প্রাণাভে বেদনা, বিসূচিকা, এই সমস্ত উপশ্রব হয়। কৃশব্যাতিবহু পূর্বোক্ত উপশ্রবের বৃদ্ধি হয়। এই রোগে রোগী ক্ষুধাতৃষ্ণার অতিকাতর হইয়া থাকে। গ্রহণীরোগে জীর্ণাবস্থায় উদর স্ফীত হয়, কিন্তু ভোজনান্তে কথঞ্চিৎ স্বাস্থ্যানুভব হইয়া থাকে। ১৬-২০

বাতজ্বর গ্রহণীরোগে হস্তোগ, শুষ্ক, অর্শ্বঃ, প্রীহা, পানু, সংজানান এই সমস্ত উপশ্রব হইয়া থাকে। এই রোগে কখন বা মলের শ্ববতা, কখন বা শুষ্কতা হয়, আর কখন বা মলক সফেন পুনঃপুনঃ মলনির্গম হইতে থাকে। রোগী ইহাতে মলহারের বেদনা, শ্বাস ও কাসরোগে পরিণীড়িত হইয়া পড়ে। পিত্তজ গ্রহণীরোগে পীতনীলাভ অথবা পীতাভ তরল মল নির্গম হয়। এই রোগে অগ্নোদগার, হৃদয়ে কঠে দাহ, অকৃচি ও তৃষ্ণাদারা রোগী অত্যন্ত পীড়িত হয়। শ্লেষ্মজ গ্রহণীরোগে হৃৎথে মলনিঃসারণ, বমি, অকৃচি, মুখদাহ, মুখশ্বাব, কাস, বমনবেগ, পীনস এই সমস্ত লক্ষণ হইয়া থাকে। এই রোগে রোগী, হৃদয় স্ফীত এবং উদর তড়িত ও শুষ্ক অনুভব করে; মধুর উপগার, শরীরের অবসন্নতা ও রোমাক এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। উক্তরোগে শ্লেষ্মবৃদ্ধ ও শুষ্ক মলনির্গম হয়, রোগী কৃশ না হইলেও অত্যন্ত দুর্বল হইয়া থাকে। ত্রিদোষজ গ্রহণীরোগে ত্রিবিধ লক্ষণই প্রকাশ পায়। পূর্বে পৃথক পৃথক গ্রহণীতে যে সমস্ত লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, সারিপাতিক গ্রহণীতে সেই সমস্ত

বাতব্যাধিশ্রী-কৃষ্ঠ-মোহোদর-ভগন্দরাঃ ।

অর্শাংসি গ্রহণীত্যাকৌ মহারোগাঃ সুহৃদরাঃ । ২৭

ইতি শ্রীগুরুভে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে অতিসার-গ্রহণীনিদানং নামৈকষষ্ঠ্যধিক-

শততমোহধ্যায়ঃ । ১৬১ ।

দ্বিষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ধনুঃবিষ্ণুবাচ

অথাভো মূত্রবাতস্য নিদানং শৃণু সুশ্রুত । বন্তি-বন্তিশিরা-মেচ-কটী-বৃষণশামু চ । ১

একসংবরণাঃ প্রোক্তা শুদাহিবিবরাশ্রয়াঃ । অথোমুখোহপি বন্তিহি মূত্রবাহিশিরামুখৈঃ । ২

পার্শ্বৈঃ পূর্বাভে সূক্ষ্মাঃ স্তম্ভমানৈবনারতম্ ।

ভৈষ্টৈরেব প্রবিষ্টেনং দোষাঃ কুর্কন্তি বিংশতিম্ । ৩

মূত্রাঘাতঃ প্রমেহশ্চ কৃচ্ছ্রান্নাশ্চ সমাশ্রয়েৎ । বন্তি-বজ্রণ-মেচ-কটি-বৃষণমগ্নং মুহূর্ষুহঃ । ৪

লক্ষণই উপস্থিত হয় । পৃথক পৃথক গ্রহণীরোগে যে সমস্ত উক্ত আছে, সমস্ত গ্রহণীরোগে সেই সকল দোষই কারণ । বাতব্যাধি, অশ্রী, কৃষ্ঠ, মেহ, উদরী, ভগন্দর, গ্রহণী ও অর্শ এই সকল মহারোগ বলিয়া খ্যাত, এইসকল রোগ হইতে পরিজ্ঞান পাওয়া কঠিন । ২১-২৭

শ্রীগুরুপুুরাণে পূর্বখণ্ডে অতিসার-গ্রহণীনিদান নামক একষষ্ঠ্যধিক শততম

অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬১ ।

দ্বিষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায়

ধনুঃবিষ্ণু বলিলেন,—হে সুশ্রুত । এক্ষণে মূত্রাঘাতনিদান বলিতেছি, শ্রবণ কর । বন্তি, বন্তিশিরা, মেচ, কটি, বৃষণ ও শামু ইহারা সকলেই একসংবরণে সংবৃত্ত হইয়া শুষ্কদেশের অধিক্ত্র আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে । বন্তিদেহ অথোমুখ হইয়াও মূত্রবাহী শিরামুখদ্বারা পার্শ্ব হইতে সমাগত সূক্ষ্ম স্তম্ভমান শিরাদ্বারা নিয়ত পরিপূর্ণ হইতেছে । বায়ুপিত্তাদি দোষ-সকল সেই সেই শিরামুখে প্রবিষ্ট হইয়া বিংশতিপ্রকার রোগ উৎপাদন করে । মূত্রাঘাত ও প্রমেহ এই দুই রোগ মর্শ্বহীন আশ্রয় করে, অতএব ইহা কৃচ্ছ্রসাধ্য । ইহাতে বন্তি, বজ্রণ মেচ ও অর্শ আশ্রয় করিয়া মুহূর্ষুহ অন্ন অন্ন মূত্রনিঃসরণ হয় । বাতজ মূত্রাঘাতরোগে

মূত্রাণি বাতে কৃষ্ণায় পিত্তে পীড়ং সদাহরুৎ । রক্তং বা কফজং বন্তি-মেচুগৌরবশোষবান্ ॥ ৫
সপিচ্ছলং পিত্তলক্ষ্যং সর্করঃ সর্করাশ্রকং মূলেঃ । যদা বায়ুর্মুখং বন্তের্ব্যাবর্তা পরিশোষয়ন্ ॥ ৬

মূত্রং সপিপ্তং সক্রফং সশুক্রং বা তদা ক্রমাৎ ।

সজ্জায়তেহশ্মরী ঘোরা পিত্তাশ্মিব রোচনাঃ ॥ ৭

শ্লেষ্মাশ্মরী চ সর্করা শ্মাদখাশ্মাঃ পূর্বলক্ষণম্ ।

যন্ত্যাশ্মানং তদাসন্ন-দেশে হি পরিতোহতিক্রম্ ॥ ৮

বন্তৌ চ মূত্রসলিহং মূত্রকৃষ্ণং জ্বরোহরুচিঃ । সামান্তলিহং কৃষ্ণনাভি-সীবনীবন্তিমূর্ধসু ॥ ৯

বিস্তীর্ণাশ্মাসমূত্রং শ্মাৎ তদা মার্গবিরোধনং ।

বধাৎ বাধামুখং মেহেনচ্ছং গোমেদকোপমম্ ॥ ১০

ভংসকোষ্ঠান্তবেৎ সাসৃম্মাংসমশ্মনি কৃপু ভবেৎ ।

তত্র বাতাভিমূত্রার্ভৌ দন্তান্ খাদতি বেপথে ॥ ১১

গৃহাতি মেহনং নাভিঃ পীড়য়ত্যতিক্রমম্ । সানিলং মুকৃতি শকৃশ্চহর্মেহতি বিম্বশঃ ॥ ১২

শ্যামকৃষ্ণাশ্মরী চান্ত শ্মাচ্ছিতা কণ্টকৈরিব । পিত্তেন দহতে বন্তিঃ পচ্যমান ইবোক্ষবান্ ॥ ১৩

অতিক্রমে মূত্রনিঃসরণ হইয়া থাকে । পিত্তজ মূত্রাঘাতে পীড়ন মূত্রস্রাব হয় এবং মূত্রাঘাতে
হাঁহ ও বেদনা অনুভূত হইতে থাকে । কফজ মূত্রাঘাতে রক্তস্রাব, বন্তি ও মেচুর গুরুতা
এবং শোথ এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় । ১-৫

ত্রিদোষজ মূত্রাঘাতে পিচ্ছল ও পিত্তলবণ মূত্রস্রাব হয় । বায়ু কুপিত হইয়া মূত্রাঘাত
রোগ উৎপাদন করিলে, তখন রোগীর মুখ শুষ্ক হয় । মূত্রাঘাতরোগে বাতাশ্মির প্রাবল্য-
বশতঃ সপিপ্ত, সক্রফ ও শুক্র মূত্রস্রাব হইয়া থাকে । পিত্তের অল্প যেমন গোচরোচনা
তেমনি মূত্রাঘাতরোগের অলীকৃত ঘোরতর অশ্মরীরোগ উৎপন্ন হয় । সর্করবিধ অশ্মরীরোগ
শ্লেষ্মা আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে । বন্তিদেহে আশ্মান ও তাহার আসন্নদেশের
চতুর্দিকে অধিকবেদনা, এই সমস্ত অশ্মরীরোগের পূর্বলক্ষণ । বন্তিদেহে মূত্রসংসর্গ, মূত্রকৃষ্ণ,
জ্বর ও অরুচি এই সমস্ত অশ্মরীরোগের সামান্ত লক্ষণ । অশ্মরীরোগে নাভি, সীবনী, বন্তি
ও মস্তক এই সকল স্থানে বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে । অশ্মরীরোগ জন্মিলে মূত্রমার্গ নিরোধ
হয়, মূত্রপরিষ্কারগে অত্যন্ত ক্লেশ হয় এবং গোমেদসদৃশ নির্মল মূত্রস্রাব হইয়া থাকে । ৬-১০

অশ্মরীরোগে মূত্রসংকোভ হইলে রক্তস্রাব ও মূত্রমার্গে সমধিক বেদনা হয় । বাতজ
মূত্ররোগে পীড়িত ব্যক্তি দন্তে দন্তে নিষ্পীড়ন করে, আর সর্বদা তাহার শরীর কাপিতে
থাকে । এই রোগে মূত্ররোধ হইলে, সেই মূত্র নাভি আশ্রয় করিয়া অত্যন্ত পীড়াপ্রদান
করে । মূত্ররোগে পীড়িত ব্যক্তির বায়ুর সহিত উষ্ণ মলনির্গম হয় এবং পুনঃপুনঃ বিন্দু
বিন্দু স্রাব হইতে থাকে । বাতজ অশ্মরী শ্যামবর্ণ, কৃষ্ণ ও কণ্টকাকৃতি । পিত্তজ অশ্মরী-

ভস্মাতকাহ্নিসংস্থানা রক্তা পীত্বা সিভাশ্মরী । বস্তিনিস্তম্যত ইব স্নেহণা শীতলা গুরুঃ ॥ ১৪
অশ্মরী মহতী রক্তা মধুবর্ণাথবা সিভা । এত্যা ভবন্তি বালানাম্ তেষামেব চ ক্ষুদ্রসাম্ ॥ ১৫
আশ্মোপচরাজ্জ্বাদ্ গ্রহণাহরণে সুখী । শুক্রাশ্মরী তু মহতী জায়তে শুক্রধারিণী ॥ ১৬
হাসিচ্যুতমক্ষুঃ বা অশ্মোরস্তরেহনিলঃ । শোষয়তাপসংগৃহ্য শুক্রং শুক্রমশ্মরী ॥ ১৭
বস্তিরকৃ কক্ষুদ্রজং শুক্রাঃ স্বচক্ষুধারিণী । তস্যামুৎপন্নমাজ্যায়ং শুক্রমেতা বিলীয়তে ॥ ১৮
পীড়িতে জ্বরকাসেহ্মিন্নিশ্মর্য্যঃ চ শর্করা । অসৌ বা বায়ুনা ভিন্না সা তন্নিম্নলোমগে ।
দিসেতি সহ মূত্রেণ প্রতিলোমে বিপচাতে ॥ ১৯

মূত্রসঃ স্রাবিণং কুর্য্যাদ্ কুন্তো বস্তৈর্মুগং মরুৎ ।

মূত্রদলং রক্তং কুর্য্যাদ্ কদাচিত্তে রথাসতঃ ॥ ২০

প্রাক্ষাদ্য বস্তিযুক্তা গর্ভান্তং স্থলবিপ্লবাম্ ।

করোতি তত্র রুগ্মাহং স্পন্দনোদ্বেষ্টনানি চ ॥ ২১

বিন্দুশল্য এবর্জেত মূত্রং বস্তৌ তু পীড়িতে । ধারাবরোধশ্চাপ্যেখ বাতবস্তিরিতি শ্লুতঃ ॥ ২২
হস্তরো হস্তরতরো দ্বিতরঃ প্রবলোহনিলঃ । শক্ল্যার্গস্ত বস্তেচ্চ বায়ুশ্চাতরমাস্তিতঃ ॥ ২৩

যোগে আক্রান্ত ব্যক্তির আতপে পচ্যমান ব্যক্তির স্থায় বস্তিদেশে প্রদাহ হইতে থাকে । উক্ত
অশ্মরী ভস্মাতকের অস্থিৎ আকারবিশিষ্ট, রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ বা স্বেতবর্ণ হইয়া থাকে ।
স্নেহণ অশ্মরীরোগে বস্তিদেশে অধিকবেদনা অনুভূত হয় ; উক্ত অশ্মরী শীতল ও গুরু । এই
অশ্মরী গুরু, ক্ষুদ্র, মধুবর্ণ অথবা শুক্রবর্ণ হয় । এইরূপ অশ্মরী প্রায়ই বালকদিগেরই হইয়া
থাকে । ১১-১৫

অশ্মরীর আশয়ে সম্যকরূপে উপচর না হইতেই তাহা গ্রহণপূর্বক আহরণ করিলে
পীড়িত হয় । শুক্রের বেগধারণ করিলে মহতী শুক্রাশ্মরী জন্মে । শুক্র হানিচ্যুত হইলে যদি
তাহা নির্গত না হয়, তাহা হইলে বায়ু ঐ শুক্র অতঃপর অত্যন্তরে লইয়া শুক্র করিয়া রাখে,
তাহাতেই শুক্রাশ্মরী উৎপন্ন হয় । শুক্রাশ্মরী বস্তিদেশে বেদনা, মূত্রত্যাগে ক্লেশ ও শোথ
উৎপাদন করে । শুক্রাশ্মরী উৎপন্ন হইলে তৎকালে শুক্র শুদ্ধ হইয়া লয়প্রাপ্ত হয় । অশ্মরী-
যোগে রোগী জ্বরকাসাদিতে পীড়িত হইলে ক্রমে উহা শর্করারোগে পরিণত হয় । এই শর্করা
বাহুকর্ষক ভিন্ন ভিন্ন হইলে অনুলোমে মূত্রের সহিত নির্গত হয় । বায়ুর প্রতিলোমগতি
হইলে তাহা পক হইয়া থাকে । বায়ু কুপিত হইয়া বস্তির মুখ মূত্রপ্রাবী করে, অথচ মূত্রপ্রায়ে
মূত্র সঞ্চিত হইয়া বেদনা জন্মায় । ১৬-২০

তারপর ঐ বায়ু বস্তি আচ্ছাদন করত শুক্রপরি গর্ভাশয়ে গমন করে ; উহাতে উদর ক্ষীণ
হইয়া থাকে । বেদনা, দাহ, স্পন্দন, উদ্বেষ্টন প্রভৃতি উপদ্রব হয় । বায়ু বস্তিদেশ পীড়িত
করিলে বিন্দু বিন্দু প্রস্রাব হয় ; কখন ধারাবাহিক প্রস্রাব হয় না, ইহার নাম বাতবস্তি ।
উক্তরোগ হস্তর, ইহাতে বায়ুর প্রাবল্য থাকিলে অতিদুস্তর হইয়া উঠে । বায়ু যলমার্গ ও

অপীলাভং ঘনং গ্রন্থিং করোত্যচসমুন্নতম্ । বাতাঙ্গীলেন্তি সান্ধানং বিগ্নুত্রানি চ সর্গকৃৎ ॥ ২৪
 বিগ্নুঃ কুণ্ডলীভূতো বস্তো ভীতব্যাথানিলঃ । অবধামূত্রং ভ্রমতি সংস্রুস্তো হেউগৌরবম্ ॥ ২৫
 মূত্রমজ্জামথবা বিমুক্ততি সর্গং সর্গং । বাতকুণ্ডলিকেন্তোষ শুক্রে তু বিরজে চিরে ॥ ২৬

ন নিরেতি নিকৃৎ বা মুত্রাভীতং ভ্রমল্লকৃৎ ।

বিধারণাং প্রতিহতে বাতান্যবস্থিতং যদা ॥ ২৭

নাভেরধস্তাভ্রদরং মূত্রমাপুরয়েৎ তদা । কুর্ম্যাক্তি রূপনাগ্নানমশক্তিমলসংগ্রহম্ ॥ ২৮

ভ্রদ্রং আঠরং হিঙ্গুং বৈগুণ্যনানিলেন বা ।

আক্টিপ্তমজ্জমূত্রস্য বস্তো নাভৌ চ বা মলে ॥ ২৯

হিঙ্গুং স্রবেচ্ছনৈঃ পশ্চাৎ সর্গজং বাধবাক্রমম্ ।

মূত্রোৎসর্গমবিচ্ছিন্নং তচ্ছেষং গুরুশোষবৎ ॥ ৩০

অন্তর্কতিমুখে বৃত্তঃ স্থিরোহিঙ্গঃ^১ সহসা ভবেৎ । অশ্রীতুল্যাকৃৎ গ্রন্থিমূত্রগ্রন্থিঃ স উচ্যতে ॥ ৩১

মূত্রিতস্য ত্রিগ্নং বাতো বায়ুনা শুক্লদৃকৃতম্ । স্থানাক্রান্তং মূত্রমতঃ প্রাক্ পশ্চাদ্ভা প্রবর্ততে ॥ ৩২

বস্তির অভ্যন্তর আশ্রয় করিয়া অপীলাভ, ঘন, গ্রন্থিমূত্র, উন্নত অশ্রী উৎপাদন করে, ইহার নাম বাতাঙ্গীলা । এই রোগে মলমূত্রনিঃসরণ হইয়া থাকে । এই রোগে বায়ু কুপিত হইয়া কুণ্ডলীভূত হয়, তাহাতে বস্তিদেশে ভীত বেদনা অনুভূত থাকে । এইরূপ অবস্থাতে মূত্র-নির্গমণের বাধা না হয় ; পরন্তু রোগীর ভ্রম, সংস্রুস্ত, উদ্বেজন ও শরীরের শুষ্কতা হইয়া থাকে । ২১-২৫

এই রোগে যদি মূহর্ষুৎ অল্প অল্প মূত্রনির্গম হয়, তবে তাহাকে বাতকুণ্ডিকা বলে । দীর্ঘকাল শুক্রে বৈগুণ্য করিলেই এই রোগ অনুভূত থাকে । উক্ত রোগে মূত্র নির্গত না হইয়া নিকৃৎ হইলে মূত্রদ্বারে অল্প অল্প বেদনা উপস্থিত হয় । মূত্রবেগ ধারণ করিলে উহা যখন বায়ুকর্তৃক আবদ্ধিত হইয়া প্রতিহত হয়, তখন সেই মূত্র নাভির অধোভাগে উদর পরিপূরিত করিয়া ভীতব্যাথা, আশ্রান, মলপ্রবৃত্তি এই সমস্ত উপদ্রব জন্মায় । এইরূপ রোগে বায়ু কুপিত হইয়া সেই মূত্র জঠরে নিক্ষিপ্ত করে, তাহাতেই রোগীর মূত্রের অল্পতা হয় । ঐ বায়ু বস্তিদেশে নাভিতে কিংবা মলকোষ্ঠে অবস্থান করে, তাহাতেই মূহর্ষুৎ প্রভাব হইয়া থাকে । আর প্রস্রাবের পরে কখন কখন বেদনা অনুভূত হয় । এই রোগে কখন কখন বেদনা অবিচ্ছিন্ন মূত্রপ্রাব হয়, কিন্তু অবশিষ্ট মূত্র অণুকোষ আশ্রয় করিয়া থাকে । তাহাতে কোষের শুষ্কতা হয় । ২৬-৩০

ঐ রোগে কখন কখন বস্তির অভ্যন্তরে অল্প অল্প মূত্র সঞ্চিত হইয়া অশ্রীবৎ গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, ইহাকে মূত্রগ্রন্থ বলে । মূত্ররোগে ক্রীসজন্ম করিলে বায়ুকর্তৃক শুক্ল উদ্ভূত ও স্থানভ্রষ্ট হইয়া প্রস্রাবের অগ্রেই হটক বা পরেই হটক ক্ষরিত হয় ; ঐ শুক্ল

অশ্লোদকপ্রতীকাশং মূত্রভুক্তং ভূত্যাভে । রক্তহর্ষলযোর্ব্যভেনোদাবর্ত্তং শকৃদ্ যদা ॥ ৫৩
মূত্রভ্রোতোহনুপদেত সংসৃষ্টং শকৃতা তদা । মূত্রবিন্দুস্তলাগচ্ছী স্ত্যাহ্বিতং তদা বিশেষঃ ॥ ৫৪
পিত্তব্যারামভীক্কায়-ভোজনাগ্নানকাবিভিঃ । প্রবৃদ্ধবায়ুনা মূত্রে বস্তুনৈ চৈব দাহকং ॥ ৫৫
মূত্রং বর্ত্ততে পূর্বং সবর্ত্তং রক্তমেব বা । উষ্ণং পুনঃ পুনঃ কৃচ্ছ্রাশ্রুতং বদন্তি তন্ম ॥ ৫৬
রক্তম্ ক্রান্তদেহস্ত বস্তুনৌ পিত্ত-মাকুতো । মূত্রক্ষয়ং সরুদাহং জনয়েতাং তদাহ্বয়ম্ ॥ ৫৭

পিত্তং কক্ষো দ্যাবপি বা হস্তেতে চানিলেন চেৎ ।

কৃচ্ছ্রামূত্রং তদা পীতং রক্তং শ্বেতং ঘনং সূজং ॥ ৫৮

সদাহং রোচনাশঙ্খ-চূর্ণবর্ণং ভবেচ্চ তৎ । শুক্লং সমস্তবর্ণং বা মূত্রসাদং বদন্তি তন্ম ।

ইতি বিস্তারতঃ প্রোক্তা রোগা মূত্রপ্রবৃত্তিভাঃ ॥ ৫৯

ইতি শ্রীগরুড়পু্রাণে পূর্বখণ্ডে মূত্রাঘাতমূত্রকৃচ্ছ্রনিদানং নাম

দ্বিষষ্ঠাধিক-শততমোহধ্যায়ঃ । ১৬২ ।

ভ্রম্মবোত জলের স্রাব নির্গত হইয়া থাকে । এই রোগকে মূত্রভুক্ত বলে । এই রোগে রোগী
রক্ত ও হর্ষল হইলে, যখন বায়ুদ্বারা মল পকাশয় হইতে মূত্রভ্রোতে নীত হইলে মলভেদ
হইতে থাকে, সেই সময় তাহার উদাবর্ত্ত রোগ জন্মে এবং তুলাগন্ধি বিন্দু বিন্দু মূত্র নিঃসারিত
হইয়া থাকে ; ইহাকে মূত্রবিঘাত বলে । ৫১-৫৪

ব্যারাম, পিত্ত বর্ধকপ্রবা, ভীক্ক ও অন্ন প্রবা ভোজন, আগ্নান প্রভৃতি দ্বারা বায়ু
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বস্তুতে মূত্র স্থাপিত করে, তাহাতে বস্তুদেশে অধিক প্রদাহ উপস্থিত হয় ।
প্রথমে মূত্রপ্রাব হইয়া তৎপরে রক্ত অথবা সবর্ত্ত অন্ন অন্ন উষ্ণ মূত্র অতিক্রমে বারংবার
স্রাবিত হইয়া থাকে ; ইহাকে উষ্ণবানরোগ বলে । রক্ত ও কৌশল্য ব্যক্তির পিত্ত ও
বায়ু বস্তুতে অবস্থিত হইয়া বেদনা প্রদাহের সহিত মূত্রক্ষয় করে, ইহার নাম মূত্রক্ষয়
রোগ । যদি পিত্ত ও কফ বায়ু কর্ত্তক পরাভূত হয়, তাহা হইলে অতিক্রমে পীত, রক্ত
কিংবা শ্বেতবর্ণ ও ঘন মূত্রপ্রাব হয় । ইহাতে মূত্রদ্বারে জ্বালা অনুভব হইয়া থাকে । এই
মূত্র পোরোচনা অথবা শঙ্খচূর্ণের স্রাব বর্ণবিশিষ্ট হয় । সময়ে সময়ে বায়ু কর্ত্তক মূত্র
ভুক্ত হইয়া যায়, কখন বা নানাবর্ণের মূত্রপ্রাব হয় ; ইহাকে মূত্রদাদ বলে । এই মূত্রপ্রবৃত্তির
জন্ম নানাবিধ রোগ সন্নিহিত বর্ণিত হইল । ৫৫-৫৯

শ্রীগরুড়পু্রাণে পূর্বখণ্ডে মূত্রাঘাতমূত্রকৃচ্ছ্রনিদানং নামক দ্বিষষ্ঠাধিক

শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬২ ।

ত্রিষষ্ঠ্যধিকশততমোঃধ্যায়ঃ

ধনুস্তরিকৃবাচ

প্রমেহাণাং নিদানং তে বক্ষ্যাহং শৃণু সূক্ষত । প্রমেহা বিংশতিস্তত্র স্নেহপো দশ পিত্ততঃ ।

যটু চত্বারোহনিতাং তেষাং মেদোমুত্রকফাবহাঃ ॥ ১

হারিস্রমেহী কটুকং হরিস্রাস'স্রভং শকুং । বিস্রং যাক্ষিষ্ঠমেহেন যাক্ষিষ্ঠাসলিলোপমম্ ॥ ২

মিষ্ণুফং সলবণং রক্তাভং রক্তমেহতঃ । বসামেহী বসামিষ্ণুং বসাতং মুত্রহেদুহঃ ॥ ৩

মজ্জাতং মজ্জমিষ্ণুং বা মজ্জমেহী মুহুশ্চু'হঃ । হস্তী মস্ত ইবামস্তং মুত্রং বেগবিবজ্জিতম্ ॥ ৪

সলসীকং বিবহকং হস্তিমেহী প্রমেহতি । মধুমেহী মধুসমং জায়তে স কিল বিধা ॥ ৫

কুন্ডে বাতুকরায়ারৌ দোষাবৃতপথে বদা ।

আবৃত্তো ঘোষলিঙ্গানি সোহনিমিত্তং প্রদর্শয়েৎ ॥ ৬

কণাং কীপঃ কণাং পূর্ণো ভজতে কৃচ্ছসাধ্যতাম্ ।

কালেনোপেক্ষিতঃ সর্কো হ্যায়তি মধুমেহতাম্ ॥ ৭

মধুরং বচ মেহেষু প্রায়ো মধিব মেহতি । সর্কো তে মধুমেহাখ্যা মধুর্য্যাক্ত তনোর্য্যতঃ ॥ ৮

ধনুস্তরি বলিলেন,—সূক্ষত । প্রমেহরোগের নিদান বলিব, শ্রবণ কর । প্রমেহরোগ সাধারণতঃ বিংশতিপ্রকার ; তন্মধ্যে স্নেহজ, দশপ্রকার, পিত্তজ, ছয়প্রকার এবং বাত-জ, চারিপ্রকার । শুক্র, মেদ ও মুত্র কফাবহ হইয়া প্রমেহরোগ উৎপাদন করে । হারিস্রমেহী ব্যক্তির কটুরসমুত্ত ও হরিস্রাসদৃশ শুক্র ও মলনিঃসারণ হয় । যাক্ষিষ্ঠমেহরোগীর মুত্র যাক্ষিষ্ঠাজলের স্থায় বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে । রক্তমেহে উফ, লবণমুক্ত ও রক্তাভ মেহ কারিত হয় । বসামেহী রোগীর বসামিশ্রিত অথবা বসার স্থায় বর্ণবিশিষ্ট মুত্র নির্গত হয় । মজ্জামেহী ব্যক্তির বাঃস্থার মজ্জার স্থায় বর্ণবিশিষ্ট অথবা মজ্জামিশ্র প্রস্রাব হইয়া থাকে । মস্তহস্তীর যেমন সর্কদা মুত্রবেগ থাকে না, অথচ অধিক প্রস্রাব হয়, সেইরূপ মজ্জামেহী রোগীরও মুত্রবেগ হয় না, কিন্তু অধিক প্রস্রাব হয় । হস্তিমেহী ব্যক্তি অধিক পরিমাণে লালানুস্ত প্রস্রাব করে । মধুমেহী ব্যক্তি মধুর স্থায় প্রস্রাব করিয়া থাকে । ১-৫

প্রমেহরোগে সমধিক বাতুকর হয়, এই নিমিত্ত বায়ু কুপিত হইয়া মধুমেহ উৎপাদন করে । বিশেষতঃ পিত্ত ও কফদ্বারা বায়ুস্রোতঃ ক্লান্ত হইলে উক্তরোগ জন্মিয়া থাকে । যে দোষের প্রবলতা-বশতঃ রোগ উৎপন্ন হয়, সেই সেই দোষের লক্ষণপ্রকাশ পায় । বিনা কারণেও প্রমেহ-রোগের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে । প্রমেহরোগ কখন বা কীপ, কখন বা প্রবৃদ্ধ হয়, ইহা অতিকৃচ্ছসাধ্য । মেহরোগ উপেক্ষা করিলে কালান্তরে সর্কবিধ মেহই মধুমেহরূপে পরিণত হয় । মধুমেহরোগে প্রায়শঃ মধুর স্থায় মিষ্ট প্রস্রাব হয় । যে যে মেহরোগে শরীরে মধুরতা

অবিপাকোহরুচিহৃদ্বিনিম্না কাসঃ সপীনসঃ ।

উপশ্রবঃ প্রজারসস্তে মেহানাং কফজগ্নানাম্ ॥ ৯

বস্তি-মেহনস্তোভোদো মুচ্ছাবদরণং জ্বরঃ ।

দাহতৃষ্ণাশ্লক্য মূৰ্ছা বিড়্ভেদঃ পিত্তজগ্নানাম্ ॥ ১০

বাতিকানাশ্রুদাবর্তঃ কাম্পহৃদগ্রহলোলতাঃ । শূলমূশ্রিতা শোষঃ শ্বাসঃ কাসশ্চ জায়তে ॥ ১১

শরাবিকা কচ্ছপিকা জালিনী বিনতালজী । মসূরিকা সর্ষাপিকা পুশ্পিণী সবিদারিকা ।

বিম্ববিশ্লেতি পীড়কাঃ প্রমেহোপেক্ষা দশ ॥ ১২

অন্নক কফসংল্লেখ্যে প্রায়ত্ত্ব প্রবর্তনম্ । বায়ু-লবণ-স্নিগ্ধ-গুরু-পিচ্ছিল-শীতলম্ ॥ ১৩

মবং ধাতুং সূরা-সূপ-মাংসেক্ষু-ওড়-গোরসম্ । একস্থানাপনবস্তি শরনং বিনিবর্তনম্ ॥ ১৪

বস্তিমাশ্রিত্য কুরুতে প্রমেহান্ দূষিতঃ কফঃ ।

দূষয়িত্বা বপুঃ ক্লেশং বেদমেদোবসামিষম্ ॥ ১৫

শিত্তং রক্তমতিক্রীণে কফাদো মূত্রসংশ্রয়ম্ । বাতুং বস্তিযুপানীর তৎকরে চৈব যাক্রুতঃ ॥ ১৬

সাধ্যাসাধ্যপ্রতীত্যাশ্চ মেহান্তেনৈব তন্তবাঃ । সমে সমকৃত্য দোষে পরমতান্নতাপি চ ॥ ১৭

অগ্নে, সেই সেই মেহ হইবে মধুমেহ বলিয়া খ্যাত হয় । অবিপাক, অরুচি, হৃদ্বি, নিম্না, কাস, পীনস, কফজ মেহরোগের এই সকল উপশ্রব অগ্নে । পিত্তজ মেহরোগে বস্তি ও মূত্রাশয়ে বেদনা, অণুকোষের বিদীর্ণতা, জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, অন্নোদগার, মূৰ্ছা এবং মলভেদ এই সমস্ত উপশ্রব হয় । ৬-১০

বাতজ প্রমেহরোগে উদাবর্ত, কাম্প, হৃদয়ে বেদনা, কটু তিত্ত কষায় রসযুক্ত প্রবাতক্কে ইচ্ছা, শূল, অনিম্না, শোষ, শ্বাস ও কাস এই সকল উপশ্রব বলিয়া থাকে । প্রমেহরোগ উপেক্ষা করিলে শরাবিকা, কচ্ছপিকা, জালিনী, বিনতা, অলজী, মসূরিকা, সর্ষাপিকা, পুশ্পিণী, বিদারিকা ও বিম্ববি এই দশবিধ পীড়কা (ত্রণবশেষ) অগ্নে । তুষ্ণ অন্ন কফসংশ্লিষ্ট হইলে প্রায়শঃ প্রমেহরোগে প্রবর্তিত হয় । প্রমেহরোগী মধুর, অন্ন লবণযুক্ত, স্নিগ্ধ, গুরু, পিচ্ছিল ও শীতল প্রভাব করে । নুতন অন্ন, সূরা, সূপ, মাংস, ইক্ষু, ওড় ও দ্রু এই সমস্ত প্রমেহরোগের কারণ । প্রমেহরোগীর সহিত একাধানে অবস্থান বা শরন করিলেও প্রমেহরোগ উৎপন্ন হয় । দূষিত কফ বস্তিদেশ ও অশ্রয়স্থান দূষিত করিয়া প্রমেহরোগ উৎপাদন করে এবং শরীর দূষিত করিয়া মেদ, বসী ও মাংস স্তম্ভ করিয়া থাকে । ১১-১৫

কফাদি ক্রীণ হইলে বায়ু মূত্রাশ্রয়স্থিত রক্ত, পিত্ত ও বাতু বস্তিদেহে আনয়নপূর্বক মেহরোগ উৎপাদন করে । মেহরোগের উৎপাদক দোষসমূহ বিবেচনা করিয়া তাহা সাধা কি অসাধা নিরূপণ করিবে । বায়ুপিত্তাদিদোষের সাম্যাবস্থা থাকিলে রোগ সাধ্য হয় ; ইহাদিগের বিষমাবস্থায় রোগও বিষম হইয়া থাকে । সর্ববিধ মেহরোগে কৰ্দ্ধমামিশ্র জলের জার মলিন ও অধিক-পরিমাণে প্রভাব হইয়া থাকে ; মেহরোগের ইহা সাধারণ লক্ষণ ।

সামান্যলক্ষণং তেষাং প্রকৃতিবিলম্বিতা । পোষদৃশ্য বিশেষেহপি তৎসংযোগবিশেষতঃ ।

মূত্রবর্ণানিভেদেন ভেদো মেহেষু কল্পতে ॥ ১৮

অজ্ঞং বহুসিতং শীতং নির্গন্ধমূনকোণমম্ । মেহভূতকমেহেন কিকিণাবিশিষ্টম্ ॥ ১৯

ইক্ষো রসমিবাভার্বঃ মধুরক্লেদুঃসহতঃ । সাল্মীভবেৎ পশু্যবিতং সাল্মমেহেন মেহতি ॥ ২০

সূর্যমেহী সূর্যভূতামূর্ণ্যাজঘণোঘনম্ । সংক্লেটরোমা পিষ্টেন পিষ্টবহুসং সিতম্ ॥ ২১

গুক্রাভঃ গুক্রমিষ্টাং বা গুক্রমেহী প্রমেহতি ।

মূর্ত্তাপুন সিকতামেহী সিকতাকুপিণো মলান্ ॥ ২২

শীতমেহী সুবহশো মধুরং তৃণশীতলম্ । শনৈঃ শনৈঃ শনৈর্মেহী মন্দং মন্দং প্রমেহতি ।

লালাভন্তমুতং মূত্রং লালামেহেন পিচ্ছিলম্ ॥ ২৩

পঙ্ক-বর্ণ-রস-স্পর্শৈঃ কারেণ কারভোরবৎ ।

নীলমেহেন নীলাভং কালমেহী মণীনিতম্ ॥ ২৪

যেমন শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ ও লোহিতাদি বর্ণের সংযোগে শিঙলপাটলাদি বিবিধবর্ণ উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ বায়ু, পিত্ত ও কফ দূষিত হইয়া যেনোমাংসাদির যোগে মূত্রের বর্ণ প্রকৃতিও নানা-প্রকার হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত একদোষজ প্রমেহরোগ নানাপ্রকারে কল্পিত হয় । কফজ মেহরোগ দশপ্রকার ; —উনকমেহ, ইক্ষুমেহ, সাল্মমেহ, সূর্যমেহ, পিষ্টমেহ, গুক্রমেহ, সিকতামেহ, শীতমেহ, শনৈর্মেহ ও লালামেহ । এক্ষণে ক্রমশঃ এই দশপ্রকার মেহের লক্ষণ কথিত হইতেছে । উনকমেহে নির্মল, শ্বেতবর্ণ, শীতল গন্ধহীন, আবিলা, পিচ্ছিল ও অলবৎ বহুপরিমাণে প্রস্রাব হয় । ইক্ষুমেহে ইক্ষুরসের স্তার অতীব মধুর প্রস্রাব হইয়া থাকে । সাল্মমেহে পশু্যবিত অন্নমত্তবৎ গাঢ় প্রস্রাব হয় । ১৮-২০

সূর্যমেহে সূর্যের তুল্য প্রস্রাব হয়, ঐ প্রস্রাব কোন পাত্রে রাখিলে তাহার উপরের অংশ তরল ও নীচের অংশ গাঢ় বলিয়া লক্ষিত হয় । পিষ্টমেহে তুণদূর্ণমিশ্রিত জলের স্তার প্রস্রাব হয়, রোগীর শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে । গুক্রমেহে রোগী তুক্রের স্তার বর্ণ বিশিষ্ট অথবা গুক্রমিশ্রিত প্রস্রাব করে । সিকতামেহে বালুকাবৎ সূক্ষ্ম ও কঠিন কণামুক্ত অপরিষ্কার প্রস্রাব হয় । শীতমেহরোগীর অধিক পরিমাণে প্রস্রাব হয় ; ঐ মূত্র গুরু, মধুর ও অত্যন্ত শীতল হইয়া থাকে । শনৈর্মেহগ্রস্ত ব্যক্তি বারংবার অল্পপরিমাণে প্রস্রাব করে । লালামেহে মুখস্থিত লালার স্তার তত্ত্বুক্ত ও পিচ্ছিল প্রস্রাব হয় । পূর্বে যে উক্ত হইয়াছে, পিত্তজ মেহ দশপ্রকার তাহা কথিত হইতেছে, যথা— হারিষ্মমেহ, মাক্টিষ্ঠমেহ, রক্তমেহ, নীলমেহ, কৃষ্ণমেহ ও কারমেহ । এক্ষণে হারিষ্মমেহ, মাক্টিষ্ঠমেহ ও রক্তমেহ পূর্বেই কথিত হইয়াছে ; এক্ষণে নীলমেহ, কৃষ্ণমেহ ও কারমেহ কথিত হইতেছে । কারমেহে কারদোষ জলের স্তার পঙ্ক, বর্ণ ও রসযুক্ত প্রস্রাব হয়, আর কারজলস্পর্শ করিলে যেমন পিচ্ছিল বোঝ হয়, কারমেহের প্রস্রাব স্পর্শ করিলেও সেইরূপ

মহিমর্ষসু জারন্তে মাংসলেশু চ ধামসু । অস্তোম্রতা মধ্যনিয়া অক্লেশমকুতাহিতা ।
শরাবমানসংস্থানা পীড়কা শ্যাং শরাবিকা ॥ ২৫

সদাহা কুর্ষসংস্থানা জেয়া কচ্ছপিকা বৃধৈঃ ।

মহতী পীড়কা নীলা বিনতা নাম সা শ্মৃতা ॥ ২৬

বহতি হৃৎস্থানে জালিনী কষ্টদায়িনী । রক্তা সিতা স্ফেটচীতা দারুণা ভুলঙ্ঘী ভবেৎ ॥ ২৭
মসুরাকৃতিসংস্থানা বিজেয়া তু মসুরিকা । সর্ষপমানসংস্থানা জিহ্বাপাকমহাকুজা ॥ ২৮
পুঞ্জিনী মহতী চাজ্জা সুদৃশ্যা পীড়কা শ্মৃতা । বিদারীকন্দবৃন্তা কঠিনা চ বিদারিকা ॥ ২৯
বিদ্রবেলকপৈয়ুস্তা জেয়া বিদ্রবিকা তু সা । পুঞ্জিনী চ বিদারী চ হৃঃসহা বহুমেদসঃ ॥ ৩০
সদাঃ পিত্তোজপাক্কাঃ সস্তবস্তাজ্জমেদসঃ । তাস্তা মেহবশাচ্চ শ্যাদ্ধোমোদ্রেকো বথাবধম্ ॥ ৩১
প্রমেহেণ বিনাপোতা জারন্তে হৃৎমেদসঃ । ভাবচ্চ নোপলক্ষান্তে যাবদ্বর্ণক বজ্জিতম্ ॥ ৩২

পিচ্ছিলতা অনুভব হইয়া থাকে । নীলমেহী ব্যক্তি নীলবর্ণ আর কৃষ্ণমেহী ব্যক্তি কৃষ্ণবর্ণ প্রভাব করিয়া থাকে । প্রমেহরোগ উপেক্ষা করিলে পরিণামে মজ্জি, মর্ষ ও মাংসল স্থানে শরাবিকাদি দশবিধ পীড়কা উৎপন্ন হয় । ২২-২৫

একণে সেই সকলের লক্ষণ কথিত হইতেছে । যে পীড়কার অন্তভাগ উন্নত, মধ্যভাগ নিম্ন ও শরাবের স্থায় বেটনযুক্ত এবং ক্রেশ ও বেদনান্বিত, তাহার নাম শরাবিকা । যে পীড়কা কচ্ছপের পৃষ্ঠের স্থায় উন্নত ও জালাবিশিষ্ট তাহাকে কচ্ছপিকা বলে । যে পীড়কা নীলবর্ণ, কিঞ্চিং বৃহদাকার, তাহার নাম বিনতা । যে পীড়কার উৎপত্তিকালে চর্ম্মে প্রদাহ অনুভব হয় তাহার নাম জালিনী ; এই পীড়কা অত্যন্ত কষ্টপ্রদান করে । যে পীড়কা রক্তবর্ণ অথবা স্নেহবর্ণ ও স্ফোটকের স্থায় বড় হয়, তাহাকে অসঙ্খী পীড়কা বলা যায় । যে পীড়কার আকার ও বর্ণ মসুরের স্থায়, তাহার নাম মসুরিকা, আর বাহার আকার ও বর্ণ সর্ষপের স্থায়, তাহাকে সর্ষপিকা বলে ; এই পীড়কা জিহ্বাতে জন্মে, এই পীড়কা জন্মিলে জিহ্বার পাক ও অত্যন্ত বেদনা উৎপাদন করে । যে পীড়কা অধিকস্থান ব্যাপিয়া উৎপন্ন হয়, অথচ অধিক উন্নত হয় না, তাহার নাম পুঞ্জিনী । যে পীড়কা কৃমিকৃগ্মান্তের মূলের স্থায় বৃন্তাকার ও কঠিন তাহাকে বিদারিকা বলা যায় । বিদ্রবী পীড়কার লক্ষণ বিদ্রবিনিদানে কথিত আছে । পুঞ্জিনী এবং বিদারী পীড়কা হৃঃসহ, বহু মেদোযুক্ত হয় । ২৬-৩০

প্রমেহরোগে পিত্তের আধিক্য থাকিলে অল্প মেদোযুক্ত অশ্রাচ্ছ নানাবিধ পীড়কা উৎপন্ন হয় । এইরূপ যখন যে দোষের প্রবলতা থাকে, তখন সেই সেই দোষের লক্ষণযুক্ত পীড়কা উৎপন্ন হয় । যে ব্যক্তির মেদ হৃৎ হইয়াছে, তাহার প্রমেহরোগ ব্যক্তিরেকেও উক্ত পীড়কা জন্মিয়া থাকে । যাবৎ কালের মধ্যে পীড়কার বর্ণপ্রকাশ পায় না, তাবৎ তাহার লক্ষণ

১ । তাস্তাশ্চাপি পিড়কাঃ ।

হারিদ্ভারজবর্ণঃ বা মেহপ্রাক্কপবজ্জিতম্ । যো মূত্রয়েন্ন ভ্রমোহং রক্তপিত্তস্ত তদ্বিহঃ । ৩৩
 ব্রহ্মোহিঙ্গপদ্বঃ লিখিলত্বগন্ধে, শব্দাশনমুদ্রসুখাভিষঙ্গঃ ।
 হ্রস্বেত্র-জিহ্বা-শ্রবণোপদাহা, বনাগ্রতা কেশ-নখাভিবৃদ্ধিঃ । ৩৪
 শীতপ্রিয়ত্বং গল-তাগ্নুশোষণো, মাধুর্য্যমাস্তে কর-পাদদাহঃ ।
 ভবিষ্যতো মেহগণস্ত রূপং, মূত্রেহপি বাবন্তি পিপীলিকাস্ত ॥ ৩৫
 তৃক্ষাগ্রমেহে মধুরং প্রপিচ্ছন্, মেহে মধৌ^১ কাষিবিধো বিকারঃ ।
 সম্পূর্ণাষা কফসত্ত্বঃ স্যাৎ, ক্ষীণেষু মোহেষু নিলাত্বকো বা । ৩৬
 সম্পূর্ণরূপাঃ কফ-পিত্তঃ সমাহাঃ, ক্রমেণ যে বৈ রতিসম্ভবাশ্চ ।
 সংক্রামতে পিত্তকৃতান্ত যাপ্যাঃ, সাধ্যোহস্তি মেহো যদি নাতি দ্রিষ্টম্ । ৩৭

ইতি ঈগরুড়ে পূর্ব্বখণ্ডে মহাপুরাণে ব্রহ্মহনিন্দানং নাম
 ত্রিষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৬৩ ।

নির্দিষ্ট হইতে পারে না। যে ব্যক্তির মূত্র হরিদ্ভাভ কিংবা রক্তবর্ণ অথচ পূর্ব্বোক্ত
 ব্রহ্মোহিঙ্গপদ্বজ্জিত, তাহাকে রক্তপিত্ত বলে। বর্ণ, গাত্রগন্ধ, অঙ্গের লিখিলতা, শব্দে,
 ভোজনে ও নিদ্রাসুখে আসক্তি, হ্রস্ব নেত্র জিহ্বা ও কর্ণে দাহ, কেশ ও নখের বৃদ্ধি,
 শীতপ্রিয়তা, গলশোষ ও তাগ্নুশোষ, মুখে মধুরতা এবং হস্তপদে প্রদাহ, এই সমস্ত
 মেহরোগের পূর্ব্বলক্ষণ। মেহরোগ উৎপত্তির পূর্ব্ব প্রস্তাব করিলে তাহাতে পিপীলিকাসকল
 বাবিত হয়। তৃক্ষাগ্রমেহরোগে প্রস্তাবে মধুরতা ও পিচ্ছিসতা হয়। মধুমেহে বিবিধ বিকার
 হইরা থাকে। কফজ মেহে কফ জার। সর্ব্বশরীর ব্যাণ্ড হয়। বাতিক ব্রহ্মোহিঙ্গ
 বাতুকীর্ণতা জন্মে। কফজ ও পিত্তজ মেহ সম্পূর্ণলক্ষণাক্রান্ত হয়। যে সকল মেহরোগ
 রতিজন্ম, সেই সকল মেহ সংক্রামিত হইরা থাকে। পিত্তকৃত মেহ যাপ্যঃ যে মেহ সম্পূর্ণ
 উৎপন্ন হয় নাই, সেই মেহ সাধ্য। ৩১-৩৭

ঈগরুড়পুরাণে ব্রহ্মহনিন্দানং নামক ত্রিষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬৩।

চতুঃষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ধনুতরিক্রবাচ

মিধানং বিজ্ঞেয়ং কো ওল্লম্ব শূন্য সূক্ষত । ভট্টৈঃ পশু্যবিভাভ্যক্ষ-ভক্ষ-কক্ষ-বিদাহিতিঃ ॥ ১

জিহ্মশয্যাবিচেষ্ঠাভিতৈষ্ঠৈষ্ঠশাস্কপ্রদুষণৈঃ । হৃষ্টৈষ্ঠ্যাসমেদোহহিমদামৃকৌদরাশ্রয়ঃ ॥ ২

বঃ শোথো বহিরন্ত মাহাশূলো মহাকৃষ্ণঃ ।

বৃন্তঃ স্তাদায়তো ঘো বা শ্মতো রোগঃ স বিপ্রধিঃ ॥ ৩

দোঠৈঃ পৃথক্ সমুদিতৈঃ শোণিতেন স্রুতেন চ ।

বাছে তে ভত্র ভত্রাঙ্গে দাক্ষণে গ্রথিতোহক্ষতঃ ॥ ৪

অতরো দাক্ষণশ্চৈব গভীরো ওল্লবদধনঃ । বল্লকবৎ সমুৎস্রাবী অগ্নিমান্দ্যাক আয়ত্তে ॥ ৫

নাভি-বন্তি-মকৃৎ-প্রোহ-ক্লোম-হৃৎকৃক্ষি-বক্ষণে ।

হৃদয়ে বেপমানে তু ভত্র ভত্রাভিত্তীকৃষ্ণ ॥ ৬

শ্যামাকর্ণনিরোথানপাকো বিষমসংস্থিতিঃ । সংজ্ঞাজ্জৈদ্রমানাহ-সুন্দসর্পণশবান্ ॥ ৭

বক্তভাষ্যাসিতঃ পিত্তাং তুণ্মোহ-ভ্র-দাহবান্ । ক্ষিপ্তোথানপ্রপাকশ্চ পাকুঃ কণ্ডুভূতঃ কফাৎ ॥ ৮

ধনুতরি বলিলেন,—হে সূক্ষত । এক্ষণে বিপ্রধি ও ওল্লম্বনাম বলিব । পশু্যবিভ, ভটিউক্ষ, ভক্ষ, কক্ষ ও বিদাহী অন্ন ভোজন করিলে বিপ্রধি ও ওল্লরোগ উৎপন্ন হয় । কদর্যা শয্যায় শয়ন বা বিগাহিত কার্যের অনুষ্ঠান দ্বারা রক্ত দূষিত হইয়া বৃক্, মাংস, মেদ, অহি দূষিত করত উদর অবলম্বন করে । হৃষ্টরক্ত উদর আশ্রয় করিলে শরীরের বাছে অথবা অভ্যন্তরে মহাশূলান্বিত ও মহাপীড়াসংযুক্ত বৃন্তাকার যে শোথ জন্মে, আয়ুর্কেন্দ্রবিৎ পণ্ডিতগণ তাহাকে বিপ্রধি বলিয়া মিত্রপণ করিয়াছেন । বায়ুপিত্তাদি পৃথক্ পৃথক্ক্রমে ও মিলিতরূপে দূষিত হইলে বিপ্রবিরোগ জন্মে । ইহাতে যে অন্ন হইতে অধিক রক্ত প্রাণিত হয়, সেই সেই অঙ্গে গ্রথিতাকার বিপ্রধিরোগ জন্মিয়া থাকে । অন্তর্গত বিপ্রধি অতি দাক্ষণ, গভীর ও ওল্লব স্তায় বন ; উহা বল্লকবৎ সঙ্কীর্ণ হয়, ঐ সকল হিঙ্গবারা সর্কণা রক্তাদি প্রাণিত হইতে থাকে । ইহাতে রোগীর উদরাগ্নি মন্দীভূত হইয়া যায় । ১-৫

নাভি, বন্তি, মকৃৎ, প্রোহা, ক্লোম, হৃদয়, কৃক্ষি এই সমস্ত স্থানে বিপ্রধিরোগ জন্মে । বিপ্রধিরোগ জন্মিলে সর্কণা রোগীর হৃদয় কাঁপিতে থাকে ; বিপ্রধিস্থানে তীব্র বেদনা অনুভূত হয় । বিপ্রধির শোথ ক্রামবর্ণ অথবা অরুণবর্ণ হয়, ইহার উপরিভাগ উন্নত থাকে, কিন্তু কালান্তরে উহার পাক জন্মিয়া বিষমাকার হয় । বিপ্রধিরোগে সংজ্ঞানাম, ভ্রম, আনাম, রক্তপ্রাব ও অন্যান্য লক্ষ হইয়া থাকে । পিত্তজ বিপ্রধি রক্ত, তাম্র অথবা কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং কৃক্ষা, মোহ, ভ্র, দাহ, এই সমস্ত উপদ্রব হয় । কফজ বিপ্রধি বিকিণ্ড, উন্নত এবং পাক ও

সংক্লেপ-শীতক-স্তম্ভ-জ্বস্তারোচক-গৌরবাঃ ।

চিরোথানোহবিপাকশ্চ সঙ্কীর্ণঃ সন্নিপাতকঃ । ৯

সামর্থ্যচ্ছাত্র বিড়্ভেদো বাহ্যভ্যন্তরলক্ষণম্ ।

কৃষ্ণঃ শ্বেতাটাবৃতঃ শ্যামস্ত্রীকদাহকৃষ্ণাজ্বরঃ । ১০

পিত্তলিঙ্গোহসৃজা বাহ্যঃ স্ত্রীণামেব তথাস্তরম্ ।

শক্তাদৈব্যভিঘাতোথ-রক্তৈশ্চ^১ রোগকারণম্ । ১১

কতোথো বায়ুনা কিথুঃ স রক্তঃ পিত্তমীরসম্ ।

পিত্তাসৃগ্লক্ষণং কুর্ধ্যাদিষ্মধিঃ ভূয়দুপশ্রবম্ । ১২

ভেনোপশ্রবভেদশ্চ শ্বতোহধিষ্ঠানভেদতঃ । নাভৌ হিতা তু^২ চেদ্বন্তৌ মূত্রকল্লুফা জায়তে । ১৩

শ্বাস-প্রশ্বাসরোধশ্চ প্রাহারামপি তু^৩ পদম্ । গলরোধশ্চ ক্লোমি শ্বাসে সর্বাসপ্রকল্লো হবি ।

প্রমেহস্তমকঃ কাসো হ্রস্বরোদ্বট্টনং তথা^৪ । ১৪

কুক্ষিপার্শ্বান্তরে চৈব কুক্ষৌ দোষোপজন্ম চ । তথা চেদুরুসঙ্কৌ চ বজ্রপে কটি-পৃষ্ঠয়োঃ ।

পার্শ্বয়োশ্চ বাথা পায়ৌ পবনস্ত নিরোধনম্ । ১৫

কতুযুক্ত হয় । এই রোগ হইলে পাণ্ডুরোগও জন্মিয়া থাকে । সন্নিপাতক বিষ্মবিভে সংক্লেপ, শীত, স্তম্ভ, জ্বস্ত, অরুচি, শরীরের শুষ্কতা এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় । সন্নিপাতিক বিষ্মি চিরকালে উৎপন্ন হয় এবং কখন উহার শাক জন্মে না । বাহ্য ও আভ্যন্তরিক বিষ্মবিভে সমধিক মলভেদ হয় । সন্নিপাতিক বিষ্মি কৃষ্ণবর্ণ, শ্বেতাটাবৃত ও শ্যামবর্ণ । ইহাতে রোগীর অতিশয় দাহ, বিষ্মিহানে বাথা ও জ্বর হইয়া থাকে । ৬-১০

বাহ্য বিষ্মি প্রায়ই পিত্তজ ও রক্তজ ; এই বিষ্মি স্ত্রীদিগের হইয়া থাকে । শক্তাদির অভিঘাত কত অধিক রক্ত স্রাবিত হইলেও বিষ্মিরোগ জন্মে । কোন স্থান ক্ষত হইলে যে সমস্ত রক্ত বায়ুকর্তৃক পরিচালিত হয়, তাহা নিঃশেষরূপে স্রাবিত না হইলে ঐ রক্ত পিত্তের সহিত যুক্ত হইয়া বিষ্মিরোগ উৎপাদন করে । ইহাকে রক্তপিত্তজ বিষ্মি বলে । এই রোগে অনেকপ্রকার উপশ্রব হয় । পূর্বোক্ত উপশ্রবসমূহ স্থানভেদে নানারূপ হইয়া থাকে । নাভিতে বিষ্মি জন্মিলে প্রদাহ হইয়া থাকে ; বস্তিতে বিষ্মি হইলে মূত্রভাগে সমধিক ক্লেশ হয় । প্রাহারানে বিষ্মি হইলে শ্বাসপ্রশ্বাসরোধ ও অত্যন্ত পিপাসা হয়, ক্লোমস্থানে বিষ্মি জন্মিলে গলরোধ হয় । হ্রস্বে বিষ্মি জন্মিলে সর্কালে বেদনা অনুভব হইতে থাকে । কুক্ষি ও পার্শ্বের অভ্যন্তরে বিষ্মি জন্মিলে মোহ, তমকশ্বাস, কাস ও হ্রস্বের শূণ্যতা বোধ হয় । হ্রস্বগত বিষ্মিতে অশেষ দোষ জন্মিয়া থাকে । উরুসন্ধি, বজ্রপ, কটি, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব, পায়ু এই সমস্ত স্থানে বিষ্মি জন্মিলে বায়ুর অবরোধ হইয়া অত্যন্ত বেদনা অনুভব হইতে থাকে । ১১-১৫

আম-পক-বিসম্ভ্রুং ভেদাং শোধবদানিশেৎ । নাভের্কৃষ্ণমুখাং পকাং প্রস্রবস্তাপরে শুদাৎ ॥ ১৬

শুদাশ্চনাভিতো^১ বিদ্যাদ্ধোমং ক্লেদাচ্চ বিস্ক্রমো ।

কুরুতে স্বাধিষ্ঠানস্ত বিবর্তং সন্নিপাতজঃ^২ ॥ ১৭

পকো হি নাভিবস্তিস্থো ভিন্নোহন্তর্কহিরেব বা ।

পাকচ্চাতঃ প্রবৃদ্ধস্ত ক্ষীণস্তোপস্রবাদ্ধিতঃ ॥ ১৮

বিদ্রবিস্ত ভবেৎ তত্র পাপানাম্ পাপবোধিতাম্ ।

যুক্তে ভু গর্ভগে চৈব সন্তবেৎ শ্বশ্বত্বনঃ ॥ ১৯

শুনে সমুথে দ্বঃখং বা বাহুবিস্ত্রাধিলক্ষণম্ ।

নারীণাং সূক্ষ্মরক্তদ্বাং কস্তায়াস্ত ন জায়তে ॥ ২০

কৃচ্ছো কৃচ্ছগতির্বাযুঃ শেফমূলকরো হি সঃ । মুক-বজ্রপতঃ প্রাপ্য ফলকোষাতিবাহিনীম্ ॥ ২১

আপীডা ধমনীবৃদ্ধিং করোতি ফল-কোষরোঃ ।

দোষো মেদেবু মূত্রান্তে^৩ সৃষ্টিঃ সপ্তমা গদঃ ॥ ২২

মূত্রং ভরোরপ্যনিলান্বাহে বাতাসরে তথা ।

বাতপূর্ণঃ খরম্পর্শো কৃষ্ণো বাতাস্ত দাহকুৎ ॥ ২৩

পকোহগ্নরসজ্জাশঃ পিত্তাদ্ধাহোমপাকবান্ ।

কফাত্তোত্রো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ কণ্ডুমান্ কঠিনান্নরুক্ ॥ ২৪

অশ্লান্দ শোধের দ্বার বিদ্রবির শোধেও পরিপাকাদি হইয়া থাকে । বিদ্রবির মুখ নাভির উর্দ্ধগত হইলে তাহা পক ও বিদীর্ণ হইয়া শুষ্কদেশ দিয়া প্রাবিত হয় । শুষ্ক, মুখ ও নাভিজ বিদ্রবি ক্রিয় হইলে তাহা সমধিক দোষাবহ জানিবে । সন্নিপাতজ বিদ্রবি বর স্থানে নানাবিধ বিবর্ত করিয়া থাকে । নাভি ও বস্তিহ বিদ্রবি অন্তর্গত বা বাহ্যগত যেকোনই হউক, তাহা অবশ্যই পরিপক হইয়া বিদীর্ণ হয় । অন্তর্গত বিদ্রবি প্রবৃদ্ধ হইলে তাহার পরিপাক হয় ; ঐ বিদ্রবি ক্ষীণ হইলেই মানাপ্রকার উপস্রব ঘটয়া থাকে । কুচরিজা জীদিগের গর্ভগত সন্তান নষ্ট হইলে গর্ভে শোধ উৎপন্ন হয় । জীদিগের শুনেতে যে বিদ্রবি জন্মে, তাহাই তাহাদিগের বাহু বিদ্রবি । এই বিদ্রবি অতীব দ্বঃখপ্রদ, জীদিগের রক্ত অতিসূক্ষ্ম, এজন্য কষ্টকাবহার বিদ্রবিরোগ জন্মে না । ১৬-২০

বায়ুর গতিরোধ হইলে কৃচ্ছ হইয়া সেই বায়ু লিঙ্গমূলে শোধ উৎপাদন করে এবং মুক ও বজ্রপত শিরাসমূহ পীড়িত করিয়া কোষগত ধমনীর বৃদ্ধি করিতে থাকে ; ইহাতে মেদেতে দোষ জন্মে । ইহার নাম বৃদ্ধিরোগ । এই রোগ সাত প্রকার হইয়া থাকে । বাহু ও আন্ত্যন্তরিক বিদ্রবিতে বায়ুর প্রাবল্য থাকিলে অধিক প্রজাব হয় । বাতিক বিদ্রবি খরম্পর্শ লক্ষ ও দাহকারী । পিত্তজ বিদ্রবি পক উত্ত্বরণের দ্বার আত্মাবিলিষ্ট, দাহ ও পাকযুক্ত ।

১। নাভিতে । ২। মোকোহিতং কঠিন লক্ষ্যতে । ৩। তদান্তে ।

কৃষ্ণঃ ক্ষেপ্টাবৃত্তঃ পিত্তো বৃদ্ধিগিগ্ধস্ত রক্ততঃ । কফবল্লভস্যৈব বৃদ্ধিমুদ্রতালফলোপমঃ ॥ ২৫
 মূত্রধারণীলম্ব মূত্রজন্তু গচ্ছতঃ । অলোভঃ পূর্ণবৃদ্ধিমান্ কোভঃ স্যতি সরন্ মৃৎ ॥ ২৬
 মূত্রকৃচ্ছমবস্ত্রাজ বলয়ঃ কপ-কোষায়াঃ । বাতকোপিভিত্তাহাট্টৈঃ শীততোয়াবগাশনৈঃ ॥ ২৭

বিগ্নদ্রব্যারণাট্টৈব বিষমাস্ত্রবিচেষ্টনৈঃ ।

কোভিত্তৈঃ কোভিত্তৌজস্ক ক্ষীণাতঃ শরীরো যদা ॥ ২৮

পবনো বিগ্নগীভূম শোণিতং ভদ্রমো নয়েৎ ।

কুর্য়্যাৎ তৎকনসন্ধিহো গ্রন্থাভঃ স্বরথুস্তথা ॥ ২৯

উপেক্ষ্যমাণস্য চ ওল্লবৃদ্ধি-মাধ্যানকুঠৈ বিবিধাস্ত রোগাঃ ।

মুপাভিত্তোহস্তঃ সনবান্ প্রযাতি, প্রদ্যাপয়ন্তেতি পুনশ্চ মৃদ্রঃ ॥ ৩০

শোথবৃদ্ধিঃ সন্মাতোহস্তঃ বাতবৃদ্ধিঃ সমাকৃতিঃ । কৃষ্ণকৃষ্ণাকৃগণিরা উর্ধ্বাবৃত্তগব্যাক্ষ৭ৎ ॥ ৩১

বাতোহস্তো পৃথগ্গদোষৈঃ সংস্পৃষ্টেষ্টিনিচয়ঃ গতঃ ।

আস্তবস্ত চ দোষেণ নাদৌপাৎ জাযতেহস্তমঃ ॥ ৩২

স্বরমূর্ছাতিসারৈশ্চ বমনাদৈশ্চ কৰ্ম্মভিঃ । কৰ্ণিতো বলবান্ স্যতি শীতান্ত্রৈশ্চ বৃদ্ধিক্রিতঃ ॥ ৩৩

যে বিদ্রবী কফজ, তাহা ভাঙ্গ, শুষ্ক, স্নিগ্ধ, কণ্ডুযুক্ত ; ইহাতে অন্ন বাধা থাকে । রক্তজ বিদ্রবী কৃষ্ণবর্ণ, ক্ষেপ্টাবৃত্ত, পিত্তবৎ ও বৃদ্ধিসম্পন্নযুক্ত । কফবৎ যেনো বৃদ্ধি হইয়া মৃদু ও তালফলোপম বিদ্রবীরোগ জন্মে । ২২-২৫

যাহারা মূত্রবেগ ধারণ করে, তাহাদিগের মূত্রজ বিদ্রবী জন্মে । মূত্রজ বিদ্রবীরোগে রোগী পোচহীন ও বৈর্যবান হয় এবং কখন কখন বা ক্ষুধিত হইয়া থাকে । এই বিদ্রবী হইতে রক্তাণ নিঃসৃত হইলে উহা অতিশয় মৃদু হয় । এই রোগে বায়ুপ্রকোপকারক আহার ও শাতল জলে অবগাহন করিলে কোষের অধোভাগে বলয়াকার শোথ জন্মে । তাহাতে মূত্রকৃচ্ছ হইয়া থাকে । মলমূত্রাদির বেগধারণ ও বিষম অঙ্গচালনা দ্বারা রোগীর শক্তিয়ানি হইলে স্বল্প আন্তরিক অবসরসকল অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হয়, তখন বায়ু প্রকূপিত হইয়া অধোদিকে রক্ত আনয়ন করে, তৎকর্তৃ সাংক্ৰিয়নে গ্রন্থি৭ৎ শোথ উৎপন্ন হয় । ২৬-২৯

বিদ্রবীরোগ উপেক্ষা করিলে ওল্ল, বৃদ্ধি, মাধ্যান প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া থাকে, রোগী অত্যন্ত পীড়িত হয়, অত্যন্তরে শয়ন হইতে থাকে ও বায়ু শিরঃপ্রবেশে গমন করিয়া থাকে । রক্তজ বৃদ্ধিযোগ অসাধ্য । বাতিক বৃদ্ধিরোগ সামান্যবহুয় থাকে । উক্ত রোগে শিরাসমূহ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ হয় । গব্যাক্ষরার যেমন উর্ধ্বাঙ্গে আবৃত্ত হয়, বিদ্রবীরোগে শিরাসকল সেইরূপ হইয়া থাকে । উক্ত রোগ অন্তপ্রকার ; বাতিক, পৈত্তিক, মৈত্রিক, বাতপৈত্তিক, বাতমৈত্রিক, পিত্তমৈত্রিক ও সারিপাতিক । স্ত্রীদিগের ঋতুদোষজ যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাই অষ্টম । উক্ত রোগে রোগী বলবান্ হইলেও স্বর, মূর্ছা, অতীসার ও বমনাদি দ্বারা

১। রক্তবৃদ্ধি-

যঃ শিবত্যাগপানানি লজ্জনপ্লবনাদিকম্ । সেবতে হীনসংজ্ঞাভিরুদ্ধিতঃ সমুদীরয়ন্ । ৩৪

য়েহয়েদাবনভ্যস্ত শোষণং বা নিষেবয়েৎ ।

ভক্ষো বা তুষ্টিহানির্বা ভজেত স্তম্ভনানি বা । ৩৫

বাতোদ্বগাত্তস্য মলাঃ পৃথক্ চৈব হি তেহথবা ।

সর্কেবা রক্তমূতো বাতাদ্বেহস্রোতোহনুসারিণঃ । ৩৬

উর্দ্ধাধোমার্গমাহৃত্য বায়ুঃ শূলং কৰোতি বৈ ।

স্পর্শোপলভ্যং গুল্মোথমুষ্ণং গ্রহ্মিয়রূপিণম্ । ৩৭

কৰ্শনাং কফবিড়্ বাতৈর্মার্গস্তাবরণেন বা ।

বায়ুঃ কৃতান্তরঃ কোষ্ঠে রৌক্ষ্যাং কাঠিন্যমাণতঃ । ৩৮

যতঃ শাশ্রয়ে হৃৎকঃ পরতঃ পরাশ্রয়ে । ততঃ পিত্তিতবৎ স্নেহা মলসংসৃষ্টে এব চ ।

৩৯ ইত্যাচাতে বস্তি-নাভি-স্রংপার্শ্বসংশ্রয়ঃ । ৩৯

বাতজস্যে শিরঃশূল-জ্বর-প্লীহান্নকৃজনম্ ।

বেধঃ সূচ্যেব বিড়্ভ্রংশঃ কৃচ্ছ্রে মূত্রং প্রবর্ততে । ৪০

পাত্রে মুখে পদে শোথঃ অগ্নিমান্দ্যঃ তথৈব চ ।

ক্লক্কৃষ্ণকৃষ্ণাদিত্তং চলত্বাদনিলম্ চ । ৪১

শ্লিষ্ট, শীতার্ভ ও বৃদ্ধক্লিত হয় । উক্তরোগে যদি অন্নভোজন কিংবা পানীয় দ্রব্য পান করে, অথবা লজ্জন ও স্তানাদি আচরণ করে, তবে সে সংজ্ঞাহীন হইয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে । উক্ত রোগে স্নেহকার্য্য ও বেদ আচরণ না করিয়া শোষণকার্য্য করিবে । শুষ্কশরীরেই হউক, বা অত্যন্ত শরীরেই হউক, স্তম্ভনকার্য্য করিবে । ৩০-৩৫

বাতিক বিড়্ভিষ্টে বাতমুক্ত মলনিঃসরণ হয়, কখন বা পৃথকরূপে বায়ু ও মলনিঃসরণ হইয়া থাকে । বায়ু কুপিত হইয়া শারীরিক স্রোতের অনুসরণ করে, তাহাতে রক্তমুক্ত মলনিঃসরণ হয় । উক্তরোগে বায়ু কুপিত হইলে উর্দ্ধ, ও অধোগত মার্গ রুদ্ধ হয়, তাহাতে দাক্ষণ শূল হইয়া থাকে । গুল্মরোগ স্পর্শোপলভ্য, উষ্ণ ও গ্রহ্মিয়রূপ । কফ শারীরিক মার্গ আবরণ করিলে বায়ু কুপিত হইয়া কোষ্ঠ আশ্রয় করে ; তাহাতে কফমুক্ত মল কঠিন হইয়া গুল্মরোগ উৎপাদন করে । বায়ু দূষিত হইয়া বীর আশ্রয়ে থাকিলে যতঃ এবং পরাশ্রয়ে পরতঃ হয় । তাহাতে মলসংসৃষ্ট স্নেহা পিত্তবৎ হইয়া বস্তি, নাভি, স্রম্ব বা পার্শ্ব আশ্রয় করে, ইহাকে গুল্মরোগ বলে । বাতজ গুল্মে শিরঃশূল, জ্বর, প্লীহা, অন্ত্রকৃজন, দৃঢ়ীবেধবৎ বেদনা, মলভেদ, এই সমস্ত উপদ্রব হয় এবং অতিকষ্টে প্রস্রাবাদি হইয়া থাকে । ৩৬-৪০

উক্তরোগে বায়ু চালিত হইয়া পাত্রে, মুখে, পদে শোথ এবং অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপদ্রব জন্মায় ; বিশেষতঃ শরীরে চর্ম্ম ক্লক্ক ও কৃষ্ণবর্ণ হয় । গুল্মরোগের কোন নির্দিষ্ট স্থান নাই ।

অনিরূপিতসংস্থানো বিচক্ষুঃচক্ষুরাত্তম্ । পিপীলিকাখ্যাপ্ত ইব গুল্মাঃ ক্ষুরতি নৃন্যতে ॥ ৪২

গিত্তাদ্ধাহায়কো মূর্ছা বিড়্ভেদাঃ বেদভৃৎভবাঃ ।

হারিষ্যং সর্বগাভ্যেব গুল্মাচ্ছোথস্ত দর্শনম্ ॥ ৪৩

হীমতে দীপ্যন্তে স্নেহা স্বস্থানং দহতীব চ ।

কফাঃ শৈমিত্যমরুচিঃ সদনং শিরসি ক্ষরঃ ॥ ৪৪

গীনমানস্ত হস্তাসঃ শুক্লকৃকৃৎগাদিতা ।

গুল্মোহিবগাঢ়ঃ^১ কঠিনো গুরুঃ স্বপ্নঃ স্থিরাকরুক্ ॥ ৪৫

স্বদোষস্থানধামানস্ত এবাভ মারকাঃ । প্রায়স্ত যে চ গুল্মোখা গুল্মাঃ সংসৃষ্টলক্ষণাঃ^২ ॥ ৪৬

সর্বজন্তীকরুদৃগাহঃ^৩ শীঘ্রপাকী মনোমতঃ ।

সোহসাধো^৪ রক্তগুল্মস্ত স্থিরা এব প্রজায়তে ॥ ৪৭

খতো বা চৈব শূলার্ভা যদি বা বোনিরোগিনী ।

সেবতে বানিলানি স্ত্রী কুণ্ডলস্তাঃ সমীরণঃ ॥ ৪৮

নিরুজ্জ্বাণ্যার্ভবং যোগ্যং প্রতিমাসং ব্যবহিতম্ ।

কৃষ্ণিং কয়োতি ভদ্রার্ভে লিঙ্গমাবিকরোতি চ ॥ ৪৯

এই রোগে চক্ষু বিজ্ঞত হয়, কিন্তু তাহার দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া থাকে । গুল্ম পিপীলিকা পরিব্যাপ্তের তার হইলে তাহা বিনারিত ও চলিত হয় । পিত্তজ গুল্মরোগে দাহ, অগ্নোদগার, মূর্ছা, মলভেদ, স্বপ্ন, ভুক্ষা এই সমস্ত উপদ্রব হয় ; সর্বগাভ্যে হরিষ্যাবর্ণ হইয়া থাকে । এই রোগে কখন কখন শোথও দেখা যায় । কফজ গুল্ম রোগে কখন কখন কফ মন্দীভূত থাকে, কখন বা প্রদীপ্ত হইয়া যেন স্বস্থান দগ্ধ করিতে থাকে । কফজ গুল্মরোগে শৈমিত্য, অরুচি, শিরঃপীড়া ও অবসন্নতা এই সকল উপদ্রব হয় । উক্ত রোগে শরীরে শূলতা, হস্তাস ও চর্ম শুক্ল বা কৃষ্ণবর্ণ হয় । গুল্ম অতিকঠিন, গভীর ও গুরু হয়, নিদ্রার কালের স্থিরতা থাকে না ; কখন অতি নিদ্রা কখন বা অল্পনিদ্রা হইয়া থাকে । ৪০-৪৫

উক্ত রোগে রক্তপিত্তাদি দোষ-সমূহ স্ব স্ব স্থান আশ্রয় করিয়া থাকে এবং ঐ সকলই রোগীর পক্ষে মারক হইয়া উঠে । প্রায়ই দোষবহুর একোপে গুল্মরোগ জন্মে ; অনিয়মিত মৈথুনও উক্তরোগের কারণ হয় । ত্রিদোষজ গুল্মে তীব্রবেদনা ও অতিশয় দাহ হইয়া থাকে । ইহা অতীব উন্নত ও ঘন হইয়া শীঘ্র পাকিয়া উঠে । রক্তজ গুল্ম অসাধ্য । ইহা স্ত্রীদিগেরই হইয়া থাকে । যে স্ত্রীর ঋতুকালে অধিক বেদনা অথবা কোন প্রকার বোনিরোগ থাকে, সে অধিক বায়ু সেবন করিলে বায়ু কুপিত হইয়া ঋতুবার অবরোধ করে ; প্রতিমাসীয় নিরূপিত ঋতু অবরুদ্ধ থাকায় উপরমধ্যে শোণিত সঞ্চয়হেতু সম্পূর্ণ গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পায় । ৪৬-৪৯

১। গুল্মো গভীরঃ । ২। সংসৃষ্টমৈথুনাঃ । ৩। কৃগৃদাহঃ ।

হস্তাস-দৌর্ভেদ-স্তম্ভদর্শনং কামচারিতা ।

ক্রমেণ বায়োঃ সংসর্গাৎ পিত্তং যোনিবু সঞ্চয়ম্ ॥ ৫০

রক্তম্ কুরুতে তস্মা বাতপিত্তোক্তগুণজান্ । গর্ভাশয়ে চ সূত্রাং শূলানৈবাসৃগাশ্রয়ে ॥ ৫১

যোনিস্রাবশ্চ দৌর্গন্ধাৎ তোরনিসংকটবেদনে ।

কদাপি গর্ভবদ্ গুণাঃ সর্বৈঃ স্তে রতিসম্ভবাঃ ॥ ৫২

পাকং চিরেণ ভজতে নৈবতে বিস্রমিঃ পুনঃ । পাচ্যতে শীঘ্রমত্যর্থং দৃষ্টবক্তাশ্রয়ন্ত সঃ ॥ ৫৩

অতঃ শীঘ্রং বিদাহিত্বাবিস্রমিঃ সোহভিধীয়তে । গুণান্তরাশ্রয়ে বস্তিদাহশ্চ গ্নীহবেদনা ॥ ৫৪

অগ্নি-বর্ণ-বলভ্রংশো বেগানাং বা প্রবর্তনম্ ।

অতো বিপর্যয়ে বাহুং কোষ্ঠাজেবু চ নাতিরুদ্ ॥ ৫৫

বৈবর্ণ্যমথবা কাসো বহিঃস্রবস্তাধিকম্ । সাটোপমত্যাগ্রকামাশ্রানমুদরে ভ্রমম্ ॥ ৫৬

উর্দ্ধাধো বাতরোধেন তমানাহং প্রচকতে ।

ঘনচ্চাষ্টাণমো গ্রন্থিলোহজীলোহপি^১ সমুন্নতঃ ॥ ৫৭

সমস্তলিঙ্গসংযুক্তঃ প্রত্যঙ্গীলা তদাকৃতিঃ । পকাশয়োস্তবোহপ্যেবং বায়ুস্তীক্ষ্ণকামাশ্রয়াৎ ॥ ৫৮

এই রোগে হস্তাস, বিবিধ স্রবাতোজনে ইচ্ছা, স্তনে কীর দর্শন, কামচারিতা প্রভৃতি লক্ষণপ্রকাশ পায়। বায়ুর সংসর্গবশতঃ পিত্ত যোনিতে শোণিত সঞ্চয় করে; ইহাতে বাতপিত্তোক্ত গুণজ লক্ষণসকল প্রকাশ পায়। শোণিত গর্ভাশয় আশ্রয় করিলে গর্ভাশয়ে সমধিক শূল হইয়া থাকে। উক্তরোগে যোনিস্রাব, দর্গভ, তোরনিসংকট, বেদনা, এই সমস্ত উপস্রব হয়। গুণরোগে কখন কখন সম্পূর্ণ গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। সর্ববিধ গুণরোগই রতিসম্ভূত। গুণরোগে আহারীয় বস্তু দীর্ঘকালে পরিপাক হয়, গুণরোগ জন্মিলে পর বিস্রমির আর বৃদ্ধি হয় না। ইহাতে দৃষ্ট বক্তাশ্রয় বিস্রমি শীঘ্র পরিপাক পায়। গুণরোগের কোন কোন লক্ষণ প্রকাশ হইলেও তাহাতে যদি অধিক দাহ উপস্থিত হয়, তবে তাহাকে বিস্রমি বলিয়া জানিবে। গুণরোগ অন্তরাশ্রয় করিলে বস্তিদেহে প্রদাহ এবং গ্নীহার দ্বায় বেদনা অনুভূত হয়। ৫০-৫৪

উক্তরোগে অগ্নি, বল ও বর্ণের নাশ হয়; মলমূত্রাদির বেগ থাকে না; কিন্তু ইহার বিপর্যায় হইলে বাহুলক্ষণ প্রকাশ পায়; কোষ্ঠে ও অঙ্গে অঙ্গ অঙ্গ বেদনা। উক্তরোগে শরীর-বিবর্ণতা ও কাস হয়; উদরের বহির্ভাগ সমধিক উন্নত হইয়া থাকে। আটোপ, উদরে উগ্রবেদনা, আশ্রান প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়। উক্তরোগে যদি উর্দ্ধ ও অধোগত বায়ুর দ্বোধ হয়, তবে তাহাকে আনাহরোগ বলে। গুণরোগ অগ্নির দ্বায় ঘন, গ্রন্থিবৎ উন্নত হইলে তাহাকে অঞ্জীলা বলে। পূর্বোক্ত লক্ষণ সমস্ত প্রকাশ পাইলে লকাশয়স্থ বায়ু যদি অধিক বেদনা উৎপাদন করে, তবে প্রত্যঙ্গীলা বলিয়া জানিবে।

উদারবাহন্য^১ পুরীষবহ্না-ভ্যস্ত্রিরহ্না^২ বিকৃদনানি ।

অটোপমাশ্বানমপত্তিশক্তিঃ, সর্বস্ত গুণস্য^৩ ভবেচ্চ চিহ্নম্ ॥ ৫২

ইতি শ্রীমারুতে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে বিদ্রবিশুদ্যানিধানং নাম

চতুঃষষ্ঠ্যধিক-শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬৪ ॥

পঞ্চষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ধরতরিকবাচ

উদরাণাং নিধানকং বক্ষ্যে মুখ্যতমং ॥ রোগাঃ সর্বেষাশি মঙ্গাগ্নৌ মূতরামূদরাশি তু ॥ ১
অজীর্ণা অনিলাশ্চান্তে^৪ কারন্তে মলসঞ্চয়াং । উর্দ্ধা^৫ বায়বো রুদ্রা ব্যাকুলীব প্রবাহিনী ॥ ২
প্রাণা অপানান্ সম্বহ্য^৬ কুর্য্যন্তান্নাংসসন্ধিগান্ । আশ্বাণ্য কুক্ষিমূদরমইধা তস্য ভিত্তিতে ॥ ৩
পৃথগ্দোষৈঃ সমন্তৈশ্চ গ্রীহবজ্রকতোদকৈঃ ।
ভেনার্ভাঃ শুকতালোষ্ঠাঃ সর্বপাদকরোদরাঃ ॥ ৪

উদরহোল্য, পুরীষবহ্ন, ইস্ত্রিরশক্তির হ্রাস, অত্রকৃদন, আটোপ, আশ্বান ও পরিণাকশক্তির
হানি—সর্বপ্রকার গুণরোগে এই সমস্ত চিহ্ন প্রকাশ পায় । ৫৫-৫৯

শ্রীমারুতপুরাণে পূর্বখণ্ডে বিদ্রবিশুদ্যানিধান নামক চতুঃষষ্ঠ্যধিক-
শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬৪ ।

পঞ্চষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায়

ধরতরি বলিলেন,—মুখ্যতম । অনন্তর উদররোগের নিধান বলিব, প্রবণ কর । মঙ্গাগ্নি
হটলে সর্ববিধ রোগ উৎপন্ন হয়, অতএব উদররোগই সর্বরোগের কারণ । উদরে মলসঞ্চয়
হইলে অজীর্ণাদি অগাধ রোগ আর উর্দ্ধ ও অধোগত বায়ু অবরুদ্ধ হয় বলিয়া প্রবাহিনী
নাড়ী ন্যস্ত অকর্ষণ্য হইয়া পড়ে । প্রাণবায়ু অপানাদি বায়ুকে দূষিত করিয়া তাহাদিগকে
মাংসসন্ধিপত করে, তাহাতে কুক্ষিদেহ অবরুদ্ধ হইয়া উদররোগ উৎপন্ন হয় । উক্ত উদররোগ
আটপ্রকার ; যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ, বজ্রপজ, গ্রীহজ, কতজ ও উদকজ ।
এই আটপ্রকার উদররোগ নির্দিষ্ট আছে । উদররোগে পীড়িত ব্যক্তির ভালু ও ওষ্ঠ শুষ্ক
হয় । উদররোগী ব্যক্তির কোনরূপ কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে না ; সে আহার করিতে

১। উদারবাহন্য । ২। ভূতাক্রমভাষ্য । ৩। আসন্নগুণ্যম্ ।

৪। অজীর্ণামহাশ্চাণ্যন্তে । সংদৃষ্ট ।

নষ্টচেষ্ঠাবসাহারাঃ কৃতপ্রস্রাতকৃৎসনঃ । পুরুষাঃ সূ্যঃ প্রেতরূপা ভাবিনস্তস্য লক্ষণম্ । ৫

ক্ষুণ্ণাশোহরুচিবৎ সর্বং সবিদাহক পচ্যতে ।

জীর্ণান্নং যো ন জানাতি স পথ্যং^১ সেবতে নরঃ । ৬

কস্মিন্তে বলমহন্ত শ্বসিত্যজ্ঞোহপি চেষ্টিতঃ ।

বিষরাবৃন্তিবৃন্তিচ্চ শোকশোষাদয়োহপি চ । ৭

কণ্ঠস্তিস্ফোটো সততং নবজ্জভোজনৈরপি । জ্বরাজীর্ণো বলভ্রংশো ভবেচ্ছঠররোগিণঃ । ৮

যতন্তজ্জ্বালসতা মলসর্গোহন্নবহিতা । দাহঃ শ্বশ্বুরাখ্যানমস্ত্রে সজিলসম্ভবে । ৯

সর্ষত্র ভোরে মরণং শোচনস্তত্র নিষ্ফলম্ । গবাক্ষবজ্জিহ্বাজ্জালৈরুদরং শুভ্ৰশুভ্রায়তে । ১০

নাভিমস্তক বিষ্টতা বেগং কৃতা প্রশস্তি । মারুতে হ্রৎকটিনাভিপায়ুবজ্জপবেদনাঃ । ১১

সলকো নিঃসরেখাশূর্ষহতে মূত্রমজ্জকম্ । নাতিমাত্রং ভবেল্লোল্যং নরস্য বিরসং মুখম্ । ১২

তত্র বাতোদরে শোথঃ পানিপানমুখাক্ষিহু^২ ।

কৃষ্ণিপার্শ্বোদরকটিপৃষ্ঠকৃপক্ৰভেদনম্ । ১৩

তুষ্ণকাসাজমর্দ্যধোশুষ্ণতা মলসংগ্রহঃ । জ্বামারূপতৃণাদিতং মুখে চ রসবৃদ্ধিতা । ১৪

পারে না, তথাপি সর্বদা উদর ক্ষীণ থাকে । উক্ত রোগগ্রস্ত ব্যক্তির আকার প্রেতের স্থায় বিকৃত হয় । ১-৫

উক্তরোগের পূর্বলক্ষণ, যথা ক্ষুধানাহ, অরুচি, পাককালে দাহ, উদররোগের পূর্বে এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় । যে ব্যক্তি অল্পের জীর্ণতা অনুভব করিতে পারে না, পথ্যসেবার তৎপর থাকিবে । উদররোগে বলক্ষয় হয়, সুতরাং রোগী অল্প কোন কার্য্য করিলেও তাহার আরাম উপস্থিত হইয়া থাকে ; এবং তাহার কোনবিধে বৃদ্ধিপ্রবেশ করে না ; কিন্তু শোক ও শোষ হইয়া থাকে । উদররোগী ব্যক্তি অল্পভোজন করিলেও বৃদ্ধিসন্ধিতে পীড়া অনুভূত হয় । সর্ববিধ উদররোগেই রোগী জ্বরাজীর্ণ হইয়া থাকে ; তাহার বলহানি হয় । তন্দ্রা, অলসতা, মলবেগ, মন্দাগ্নি, দাহ, শোথ ও আখ্যান জ্বলোদররোগে এই সমস্ত লক্ষণ হয় । সর্ববিধ জ্বলোদররোগে রোগীর মরণ হয়, তাহাতে শোক করা নিষ্প্রয়োজন । উদররোগে রোগীর উদর শিরাজালে ব্যাপ্ত হয়, তাহাতে সর্বদা ওষু ওষু শল হইতে থাকে । ৬-১০

উক্ত রোগে নাভি ও অল্প বিষ্টক হয় এবং মলনির্গমাদির বেগ হইয়াই নষ্ট হইয়া যায় । বায়ুজ উদররোগে শ্রদয়, কটি, নাভি, পায়ু, বক্ষণ এই সকল স্থানে ব্যথা হয় । উক্তরোগে সলকে বায়ুনিঃসরণ হইতে থাকে এবং অল্পপরিমাণে প্রস্রাব হয় । তাহার কোন বিষয়েই অধিক স্পৃহা থাকে না ; মুখ সর্বদা বিরস থাকে । বাতোদরে হস্ত, পদ ও মুখে শোথ হয় ; উদর, পার্শ্ব, কটি, পৃষ্ঠাদি স্থানে ভেদবৎ পীড়া অনুভূত হইয়া থাকে । তুষ্ণ কাস, গাত্রবেদনা,

সন্তোদভেদমুদরং নীলকৃষ্ণশিরাত্তম্ । আত্মাত্মুদরে শকমভুতং বা করোতি সঃ ॥ ১৫
 বায়ুশ্চাত্ত সৰুক্ষকং বিধস্তে সৰ্বথাগতিঃ । পিত্তোদরে জ্বরো মূৰ্ছা দাহিত্বং কটুকাস্ততা ॥ ১৬
 ভ্রমোহতিসারঃ পীতভং তৃণাদাবুদরং হরিৎ ।
 পীতভাত্তশিরাদিত্তং সযেদং সোম্য দহন্তে ॥ ১৭
 ধূমায়তি মূহম্পর্শং কিপ্রপাকং প্রদৃষতে । স্নেহোদরেষু সদনং য়েদশ্বরথুগৌরবম্ ॥ ১৮
 নিম্না ক্লেশোহরুচিঃ শ্বাসঃ কাসঃ শুক্লতৃণাদিত্তা ।
 উদরং তিমিরং শ্লিষ্ণং শুক্লকৃষ্ণশিরাত্তম্ ॥ ১৯
 নীলাতিবৃক্ষো কঠিনং শীতস্পর্শং শুক্ল হিরম্ ।
 ত্রিদোষকোপনে ভৈত্তৈত্তিত্তিদোষজনিভৈশ্চৈলৈঃ ॥ ২০
 সৰ্বদূষণহৃষ্টাশ্চ সৰুজাঃ সন্ধিতা মলাঃ । কোষ্ঠং প্রাপ্য বিকূৰ্ণাণাঃ শোষমূৰ্ছাভয়াশ্রিতম্ ॥ ২১
 কূৰ্ব্বাশ্লিলিমুদরং শীতশাকং সুদারুণম্ । বর্জন্তে শুভ্র সুতরাং শীতবাতপ্রদর্শনে ॥ ২২
 অভ্যশনাত্ত সন্তোভাত্ত যানপানাদিচেতিভৈঃ ।
 অত্যাচরিত্ত পানাদৌর্ভয়মনব্যাহিকর্ষণৈঃ ॥ ২৩

অধোভাগের শুক্লতা, মলসংগ্রহ, গাত্রের ক্রামবর্ণ কিংবা অক্লমবর্ণতা এবং সমস্ত সময়ে মুখে
 নানারস অনুভূত হয় । উক্তরোগে উদরের বেদনা, উদরভেদ ও উদর নীল কৃষ্ণবর্ণ শিরাজালে
 ব্যাপ্ত হয় । উদরাধান, উদরে নানাবিধ শক এই সকল উপদ্রব হয় । ১১-১৫

উক্তরোগে বায়ু সর্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া অভ্যন্তরে নানাক্রম শক উৎপাদন করে । পিত্তজ
 উদররোগে জ্বর, মূৰ্ছা, দাহ, মুখের কটুতা, ভ্রম, অতীসার, চর্ম্মাদির পীতবর্ণত্ব, উদরের
 হরিবর্ণতা এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় । এই রোগে সর্বশরীরে পীতবর্ণ কিংবা ভাত্তবর্ণ
 শিরাসকল ব্যক্ত হয় ; সর্বশরীরে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইয়া থাকে । শরীর অত্যন্ত উষ্ণ হয় ও বোধ
 হয় যেন সর্বদা শরীর দগ্ধ হইতেছে । এই রোগে সর্বদা ধূমদর্শন হয়, আর উদর মূহম্পর্শ
 হইয়া থাকে । ইহাতে অতি সত্তর পাক হয় বটে, কিন্তু পাককালে উদরে দাহ জন্মে । স্নেহজ
 উদররোগে শরীরের অবসন্নতা, ঘর্ম্ম, শোথ, শরীরের শুক্লতা, নিম্নাকালে কেশ, অরুচি,
 শ্বাস, কাস, গাত্রের শুক্লবর্ণতা এই সমস্ত লক্ষণপ্রকাশ পায় । উক্তরোগে উদর শ্লিষ্ণ, শুক্ল বা
 কৃষ্ণবর্ণ শিরাজালে আবৃত্ত হয় । অলোদরে অধিক জলবৃদ্ধি হইলে উদর কঠিন, শীতস্পর্শ
 শুক্ল ও হির হয় । ত্রিদোষজ উদররোগে দোষত্রয়ের লক্ষণপ্রকাশ পায় । ১৬-২০

সর্বপ্রকার দোষে দূষিত উদররোগে রক্ত ও মল কোষ্ঠে সন্ধিত থাকিয়া বিকৃত হয়,
 তাহাতে মূৰ্ছা ও ভ্রমাদি উপদ্রব সমন্বিত উদররোগ জন্মে । ইহাতে সর্ববিধ দোষের
 লক্ষণপ্রকাশ পায় । ইহা অতি দারুণ রোগ । অঙ্গদিনের মধ্যেই ইহা পাকিয়া উঠে ।
 শীত বাতের প্রযুক্তি সময়ে এই রোগের বৃদ্ধি হয় । অধিক ভোজন, সংকোভ, অধিক

বামপার্শ্বস্থিতগ্ৰীহা দ্যুতস্থানা বিবৃদ্ধিতে^১ । শোণিতায়া বসাদিভ্যো বিবৃদ্ধক বিবৃদ্ধয়েৎ । ২৪
সোহপীলোভিকঠিনঃ প্রোন্নতঃ কুর্শপৃষ্ঠবৎ । ক্রমেণ বর্দ্ধমানশ্চ কুক্ষৌ ব্যাভতিমাহরেৎ । ২৫

শ্বাসকাসপিপাসাস্রাবৈরস্থানকঙ্করৈঃ ।

পাত্তদ্বত্-মূর্ছা হৃদিশ্চ দাহমোহৈশ্চ সংযুতঃ । ২৬

অরুণাভং বিচিত্রাভং নীলহারিঙ্গরাজিমৎ । উদাবর্তেন চানাহমোহশ্রদ্ধহনকরৈঃ । ২৭

গৌরবারুচিকাঠিশ্চ-ক্লিষাত্ত্রমসংক্রমাৎ ।

গ্ৰীহবদ্ দক্ষিণাৎ পার্শ্বাৎ কুর্যাদ্ যকৃদপি দ্যুতম্ । ২৮

পক্ষে ভূতে যকৃতি চ তদা যক্রে মলে গুণে । হৃনামভিক্রদাবতৈরুত্তরৈর্কো পীড়িতো ভবেৎ । ২৯

বর্চ্চঃপিত্তকফান্ বজ্জান্ করোতি কুপিতোহনিলঃ ।

অপানো জঠরে তেন সংকুন্তো জ্বরকুণ্ঠবঃ । ৩০

কাসঃ শ্বাসোহবসদনং^২ শিরোহঙ্গ-নাভিপার্শ্বরকৃ ।

মলাসর্গোহরুচিশ্ছদিক্রদবৎ মূলমারুতম্ । ৩১

হিরনীলারুণশিরা-জালৈরুদরমাবৃতম্ । নাভেরুপরি চ প্রাঘো গোপুচ্ছাকৃতি জায়তে । ৩২

অস্থাদিশলৈরুত্তরৈশ্চ বিদ্ধে চৈবোদরে তথা ।

পচ্যাতে যকৃদাদিশ্চ তচ্ছিত্তৈশ্চ সরন্ বহিঃ । ৩৩

যানারোহণ, অধিক পান ও অধিক বহনজনিত ক্লেণবশতঃ বামপার্শ্বস্থ গ্ৰীহা স্থানদ্যুত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে । শোণিত বা বসাদি হইতে গ্ৰীহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে । উহা অতি কঠিন ও কুর্শপৃষ্ঠের স্থায় উন্নত হইলে তাহাকে অপীলা বলা যায় । ইহা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া সমুদায় উদর পরিব্যাপ্ত করে । ২১-২৫

এই রোগে শ্বাস, কাস, পিপাসা, আশ্বান, জ্বর, চন্দ্রের পাতুবর্ণতা, মূর্ছা, বমি, দাহ, মোহ, এই সমস্ত উপদ্রব হয় । উদররোগীর উদর অরুণবর্ণ, বিচিত্রবর্ণ, নীলবর্ণ কিংবা হরিজ্রাবর্ণ হয় । ইহাতে উদাবর্ত, আনাহ, মোহ, হৃদয়সঙ্গাপ ও জ্বর এই সমস্ত রোগ জন্মিয়া থাকে । শরীরের গুরুতা, অরুচি, কঠিনতা, বেগবিঘাত ও ত্রমসংক্রমপ্রযুক্ত গ্ৰীহার স্থায় দক্ষিণপার্শ্ব হইতে যকৃৎ স্থানভ্রষ্ট হয় । যকৃৎ পক্ষ হইলে শুভ্রদেশে মল কঠিনরূপে আবদ্ধ থাকে, তাহাতে রোগীর হৃণমা, উদাবর্তপ্রভৃতি অগাধ রোগ উপস্থিত হয় । যকৃৎরোগে বায়ু কুপিত হইয়া মল, কফ ও পিত্তকে আবদ্ধ করিয়া রাখে, সেই হেতু জঠরে আপনবায়ু রুদ্ধ হইয়া জ্বররোগ উৎপাদন করে । ২৬-৩০

কাস, শ্বাস, অবসাদ, শির, অঙ্গ, নাভি ও পার্শ্ব বেদনা, মলের অগ্রবৃদ্ধি, অরুচি, বমি এই সমস্ত উপদ্রব হয় । যত রকম উদররোগ আছে, বায়ুই সকলের মূলকারণ । উদররোগে হির, নীল বা অরুণবর্ণ শিরাসকল উদরে পরিব্যাপ্ত হয়, এবং প্রায়ই নাভির

আম এব শুদাদেতি ততোহজারঃ শক্দ্ভসঃ ।

স তু বিকৃতগন্ধোহপি শিচ্ছিলঃ পীতলোহিতঃ ॥ ৩৪

শেষচাপূৰ্ণ্য জঠরং ঘোরমারুতভে ততঃ । বর্জতে তদধো নাভেরাক্ষ চৈতি জলান্ধতাম্ ॥ ৩৫

উজ্জ্বলে দোদরূপে চ ব্যাপ্তে চ শ্বাসতৃষ্ণমৈঃ ।

হিম্রোদরমিদং গ্রাহঃ পরিভ্রাবীতি চাপরে ॥ ৩৬

প্রবৃত্তঃ স্নেহপানাদিঃ সহসানন্দপানিনঃ । অভ্যঙ্গুগানানন্দমাগ্নেঃ ক্ষীণকাতিক্রমশ্চ ॥ ৩৭

কৃৎস্নমার্গাননিলঃ কফশ্চ জলমুচ্ছিতঃ । বর্জতে তু তদেবান্ন তন্মাজ্জাভিন্দুরাপিতঃ ॥ ৩৮

তৎকোপাত্তদরং তৃক্ষা-শুদ্রুতিরুজ্জ্বলিতম্ ।

কাসশ্বাসারুচিবৃত্তং নানাবর্ণশিরাততম্ ॥ ৩৯

ভোরপূর্ণান্নহৃৎস্পর্শাৎ সদৃশং কোভবেগথুঃ ।

বকোদরং^১ হিরং শিঙ্কং নাড়ীমাবৃত্য জায়তে ॥ ৪০

উপেক্ষারাক সর্বেবাং বহানাং পরিচালিতাঃ ।

পাক। ম্বা স্রবীকুর্ষ্যুঃ সন্ধিমোতোমুখাশ্চপি ॥ ৪১

উপরিভাগে গোপুচ্ছাকার চিহ্ন দৃষ্ট হয়। অস্থি প্রভৃতি শলা কিম্বা অন্য কোন কারণে উদর বিদ্ধ হইলে বহুৎ প্রভৃতি উপরগত রোগ পক হয়। সেই হিম্র দিয়া অন্ন অন্ন রস প্রাবিত হইতে থাকে। এই সহস্র রস অতিদুর্গন্ধ, শিচ্ছিল, পীত বা লোহিতবর্ণ হয়। ঐ সমস্ত রস সম্পূর্ণরূপে নিঃসৃত না হইলে উদর পূর্ণ করিয়া ঘোরতর রোগের উৎপত্তি হয়। এইরূপে নাভির অধোভাগে জলসঞ্চয় হইয়া জলোদরী জন্মে। ৩১-৪৫

রোগী পূর্বোক্ত লক্ষণাবিত এবং শ্বাস, পিপাসা ও ভ্রমশীড়িত হইলে তাহাকে হিম্রোদর বলা যায়। কেহ কেহ ইহাকে পরিভ্রাবী বলিয়া থাকে। যাহারা সর্বদা স্নেহপানাদিতে প্রবৃত্ত, তাহারা অধিক জলপান করিলে তাহাদিগের মন্দাগ্নি জন্মে, তাহাতে রোগী দুর্বল ও কৃশ হইলে এই রোগ জন্মিয়া থাকে। কফ ও বায়ু অন্নমার্গ রোধ করিলে অর্ধাৎ অন্ন পরিপাক না হইলে উদরে অধিক জল সঞ্চিত হয়, ক্রমশঃ তাহা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই রোগের অধিক প্রকোপ হইলে রোগী তৃক্ষা, শুদ্রাব, কাস, শ্বাস, অরুচি প্রভৃতি উপদ্রবে আক্রান্ত হয়। ইহাতে উদর নানাবর্ণ শিরাতারা ব্যাপ্ত হয়। জলোদরে উদর জলপূর্ণ ও যুহৃৎস্পর্শ হয়; ইহাতে রোগীর কোভ ও কন্ম হইতে থাকে। উদররোগীর উদর কখন কখন বকোদরের স্থায় শিঙ্ক ও হির দেখা যায়। উদরস্থ নাড়ীসকল আশ্রয় করিয়া এই রোগ জন্মে। ৩৬-৪০

সর্ববিধ উদররোগ উপেক্ষা করিলে উহারা বহান হইতে চালিত হইয়া শক এবং স্রবীভূত হয়; তখন সন্ধি, মোত্ত ও মুখ বিকৃত করে। শরীরের বর্ষরোধ হইলে অন্তর্গত মোত্ত:-

সংক্রান্তে চৈব তু ঘেদে মূর্চ্ছিতাশ্চাত্তরস্থিতাঃ । তদেবোদরমাপূর্য্য কুর্য্যাৎ তদোদরাময়ম্ ॥ ৪২
 গুরুদরং স্থিতং বৃন্তমাহতকং ন শক্যকং । হীনবলং তথা ঘোরং নাভ্যাং স্পৃষ্টকং সর্পতি ॥ ৪৩
 শিরাস্তর্জানমুদরে সর্বলক্ষণমুচ্যতে । বাত-পিত্ত-কফ-শ্লীহ-সান্নিপাতোদকোদরম্ ॥ ৪৪
 পক্ষাচ্ছ জাতসলিলং বিষ্টেভ্যোপদ্রবান্বিতম্ । জন্মেনৈবোদরং সর্বং প্রাচঃ কৃচ্ছ্রতমং মৃতম্ ॥ ৪৫

ইতি শ্রীগুরুভে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে উদরনিদানং নাম পঞ্চষষ্ঠ্যধিকং
 শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ধনন্তরিক্রবাচ

পাণ্ডুনোথনিদানকং শৃণু সুকৃত বচস্মি তে । পিত্তপ্রধানাঃ কুপিতা বথোষ্টৈঃ কোণনৈর্মলাঃ ॥ ১
 তত্র নীভেন বলিনা কিণ্ডাকিণ্ডং হৃদি স্থিতাঃ ১ ।
 ধমনীর্দশমীঃ প্রাপ্য ব্যাপ্তবন্ সকলাং তনুম্ ॥ ২

সকলও অবরুদ্ধ হয় । তাহাতে উদর পরিপূর্ণ হইয়া উদররোগ জন্মে । কোন কোন উদর-
 রোগে উদরে অভিশয় জল সঞ্চিত হয় বলিয়া তাহা বর্জুলাকার হয়; কিন্তু তাহাতে কোনরূপ
 শক্তি হয় না । এই রোগে রোগী ক্রমশঃ হর্বল হইয়া পড়ে । এই রোগ নাড়ীপর্য্যন্ত
 আক্রমণ করিলে ঘোরতর হয় । উদররোগে যখন উদরগত শিরাসমস্ত অন্তর্হিত হয়, তখন
 সেই রোগকে সর্বলক্ষণাক্রান্ত বলা যায় । বাতোদর, পিত্তোদর, কফোদর, শ্লেষ্মোদর,
 শ্লীহোদর, সান্নিপাতোদর ও জলোদর, ইহারা উত্তরোত্তর কৃচ্ছ্রসাধ্য । উদররোগ একপক্ষ
 উত্তীর্ণ হইলেই অসাধ্য হয় । জলোদর সর্ববিধ বিষ্টেভ্যোপদ্রবসমন্বিত হইলে তাহা কৃচ্ছ্রসাধ্য
 জানিবে । জন্মের অব্যবহিত পরে যে সমস্ত উদররোগ জন্মে, তৎসমুদায়ই অতিকৃচ্ছ্রসাধ্য ।

৪১-৪৫

শ্রীগুরুপু্রাণে পূর্বখণ্ডে উদরনিদান নামক পঞ্চষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬৫ ।

ষট্‌ষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায়

ধনন্তরি বলিলেন,—সুকৃত । তোমার নিকট পাণ্ডু ও শোথরোগের নিদান বলিতেছি,
 শ্রবণ কর । পিত্তের অধিক প্রকোপ হইলে বায়ু এবং শ্লেষ্মাও কুপিত হইয়া থাকে । তখন
 বায়ু বলবান হইয়া পিত্তকে ক্ষদ্রে স্থাপন করে । ঐ পিত্ত ধমনীসকল পরিব্যাপ্ত করিয়া

১। স্থিতম্ ।

শ্লেষ্মহৃৎস্রাব্যংসানি প্রদুস্তস্তোষমাত্রিতম্ । ত্বয়াংসয়োস্ত কুরুতে ত্ৰিচি বর্ণাঃ পৃথগ্বিধাঃ । ৩

যন্তং হরিত্রাশরিভ্রং পাণ্ডুং তেজ চাধিকম্ ।

যতোহয়ং প্রাহরিত্যন্তঃ স রোগন্তেন গৌরবম্ । ৪

ধাতুনাং স্পর্শশৈথিল্যামজস্চ গুণক্ষয়ঃ ।

ততোহজরস্তমেদোহস্থি-নিঃসারঃ স্তাৎ স্তথেষ্মিয়ঃ । ৫

শীর্ণ্যমাত্রৈরিবাত্রৈস্ত স্রবতা হৃদয়েন চ । শূলাক্ষিকুটবদনতৈমিত্যং তত্র লালয়া । ৬

হীনত্বৈ শিশিরেষু শীর্ণলোমো হতানলঃ । সমশক্তিহরী শ্বাসী কর্ণশূলী ভ্রমী ভ্রমী । ৭

স পক্ষ্যা পৃথগ্দ্দোষৈঃ সমতৈমুদ্রিকাদনাৎ । শ্রাগ্রুপমস্ত হৃদয়-স্ফন্দনং কক্ষতা ত্ৰিচি । ৮

অকৃচিঃ পীতমুজ্জ্বলং বেদাভাবোহজমুজ্জতা ।

মদঃ সমামিলাৎ তত্র গাঢ়রূপ ক্রেদগাজতা । ৯

কৃষ্ণকৃষ্ণাঙ্গশিরা নখবিগ্নদ্রুতনেত্রতা ।

শোথো নাসাস্রাবৈরস্তং বিট্টেশোবঃ পার্শ্বমূর্ছনা । ১০

পিপ্তে হরিতপিত্তাভঃ শিরাশিহ্ন জ্বরস্তমঃ ।

তট্টেশোবমূর্ছাদোগ্ধ্যং শীতেচ্ছা কটুবক্ততা । ১১

সকল শরীর ব্যাণ্ড করে । এই পিত্ত সর্বশরীর আশ্রয় করিয়া শ্লেষ্মা, চৰ্ম, রক্ত, শ্বাসপ্রভৃতি দূষিত করিয়া থাকে ; ইহাতে চৰ্মের বর্ণ নানাবিধ হয় । হরিত্রা যেমন পীতবর্ণ, পাণ্ডুরোগে শরীর ততোধিক পীতবর্ণ হয় । এ নিমিত্ত উক্তরোগকে পাণ্ডুরোগ বলিয়া থাকে । এই রোগে ধাতুর গুরুত্ব ও শিথিলস্পর্শ হয় । আমল পাণ্ডুরোগে শরীরের সর্ববিধ গুণক্ষয় হয় । ইহাতে শরীরের রক্ত ক্রমশঃ অল্প হইতে থাকে, মেদ ও অস্থি নিঃসারিত হয়, আর ইন্দ্রিয়সকলও ক্ষয় হইয়া থাকে । ১-৫

এই রোগে অঙ্গসকল শীর্ণ হয়, হৃদয়ে অভ্যন্ত বর্ণোদয় দেখা যায় এবং শূল, চক্ষুর জ্বালা ও বদন লালাত্ত হয় । এই রোগে রোগী তৃকানুভূত, শিশিরেষু, শিরঃপীড়া রোমাক ও মল্যগ্নিবিশিষ্ট হয় এবং জ্বর, শ্বাস, কর্ণশূল ও ভ্রমি এই সমস্ত উপদ্রব হইয়া থাকে । পাণ্ডুরোগ পঞ্চপ্রকার ;—বাতজ, পিত্তজ, কক্ষজ, সন্নিপাতজ এবং মূত্রিকা-ভক্ষণজ । হৃদয়ে বর্ণোদয়, চৰ্মের কক্ষতা, অকৃচি, মূত্রের পীতবর্ণতা ও অল্পতা, বর্ণাভাব, এই সমস্ত পাণ্ডুরোগের পূর্বরূপ । বায়ুজ পাণ্ডুরোগে মত্ততা, ভীকবেদনা, শরীরের ক্লিষ্টতা এই সকল প্রকাশ পায় । এই রোগে শিরা, নখ, বিষ্ঠা, মূত্র ও নেত্র কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণ কিম্বা অকৃষ্ণবর্ণ হয় । ইহাতে শোথ, নাসিকা ও মুখের বিরসতা, মলের তুচ্ছতা ও পার্শ্ববেদনা এই সমস্ত উপদ্রব হইয়া থাকে । ৬-১০

পিত্তজ পাণ্ডুরোগে শিরাশি হরিত্বর্ণ অথবা পীতবর্ণ হয় এবং জ্বর, অন্ধকারদর্শন, শিলাসা, শোথ, মূর্ছা, দুর্গন্ধ, শৈত্যবেদনেচ্ছা ও মুখের কটুতা, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

নীড়া রুদ্রগতিষ্ঠৈর্হি কুর্য্যাৎ ত্রয়াংসসংশ্রয়ম্ ।

উৎসেধং সংহতং শোথং তমাহ্নিচরাদিতঃ । ২১

সর্বং হেতুবিশেষৈস্ত ক্রপভেদায়বাক্যকম্ ।

দোষৈঃ পৃথগ্‌ন্যৈঃ সর্বৈরভিঘাতাদিষাদপি । ২৩

তদেব নিজমাগন্ত্য সর্বাক্রে কামজন্ত তৎ । পৃথুতাগ্রাথিত্য বিশেষৈশ্চ ত্রিধা বিভঃ । ২৪

সামান্যহেতুঃ শোথানাং দোষজাতা বিশেষতঃ ।

ব্যাধিকর্ষণোপবাসাদি-ক্লীণস্ত ভবতি দ্রুতম্ । ২৫

অভিঘাতং যথাক্রম গুরুবস্ত্যন্তশীতলম্ । লবণ-কার-ভীক্কাল-শাকাস্থ-বপুজাগরম্ । ২৬

রোমো বেগন্ত বহুদ্রমকৌর্ধ্রমমৈথুনম্ । পচাতে মার্গগমনং যানেন কোভিণাপি বা । ২৭

শ্বাস-কাসাভিসারার্শো-অঠর-প্রদর-জ্বরঃ । বিষ্টভ্যালসক-জ্বর্দি-হিকাবীসর্প-পাণ্ডু চ । ২৮

উর্দ্ধশোথমধো বন্তো মধো কুর্ষ্বন্তি মধ্যগাঃ । সর্বাক্রমাঃ সর্বগতঃ প্রভাগেতি তদাশ্রয়ঃ । ২৯

তৎপূর্বরূপং দবধুঃ শিরাসামজগৌরবম্ ।

বাতাজ্জোথশ্চলো রুদ্ধঃ খররোমাক্রণোহসিতঃ । ৩০

গতিরোধ করিয়া ত্বক্ ও মাংস আশ্রয় করিলে ঐ ত্বক্ ও মাংস উচ্চ ও দৃঢ় হয় ; ইহাকে শোথ বলা যায় । সর্ববিধ শোথই বিশেষ বিশেষ কারণে রূপভেদবশতঃ নয় প্রকার, যথা—বাতিক, পৈত্তিক, স্নৈগ্নিক, বাতপৈত্তিক, বাতস্নৈগ্নিক, পিত্তস্নৈগ্নিক, সান্নিপাতিক, অভিঘাতজ, বিষজ ও কামজ ; এই কামজ শোথ সর্বব্যাপী হয়, ইহাকে আগন্তকশোথ বলে । বিসৃত, উন্নতাগ্র ও গ্রাথিত, শোথরোগের এই তিন প্রকার অবাস্তরভেদ আছে । কুপিত বাতপিত্তাদি বিশেষ শোথের সামান্য হেতু । মাহ্নিগের শরীর ব্যাধি, কৰ্শ ও উপবাসাদি দ্বারা ক্লীণ হইয়াছে, তাহাদিগেরই শোথরোগ হইয়া থাকে । ২১-২২

গুরু, শীতল, লবণ, কারদ্রবা, ভীক্কবস্ত, অন্ন, শাক ও জল এই দ্রব্য অধিক পরিমাণে সেবন করিলে আর অতি নিদ্রা অথবা অতি জাগরণে শোথরোগ জন্মে । মলমূত্রাদির বেগধারণ, ত্বকমাংস ও গুরুপক বস্ত্তভোজন অধিক পরিশ্রম ও মৈথুনবশতঃ শিরাত্বোতের গতিরোধ হয় বলিয়া শোথরোগ জন্মে ; সর্বদা যানগমনও শোথরোগের হেতু । শ্বাস, কাস, অস্তীসার অর্শ, উদরি, প্রদর, জ্বর, বিষ্টভ, অলসক, বমি, হিকা, পাণ্ডু ও বিসর্প ; এই সমস্ত শোথরোগের উপদ্রব । উর্দ্ধ, অধঃ, মধ্য ও বন্তি মথনদ্বয়ে স্থানে দোষ আশ্রয় করে, সেই স্থানেই শোথ উৎপন্ন হইয়া থাকে । ঐ সকল দোষ সর্বাক্রমগত হইতে সকল শরীরেই শোথ জন্মে । শোথ জন্মিবার পূর্বে শরীরের উষ্ণা, শিরাসমূহে প্রসারণবৎ পীড়া ও শরীরের গুরুতা হইয়া থাকে । বাতজ শোথ চঞ্চল, রুদ্ধ, অরুণবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ হয় আর শোথমূলের রোমগুলি প্রখর হইয়া থাকে । ২৬-৩০

১। নিজমাগন্ত ।

শঙ্খবস্ত্রভূশাঙ্কি-ভেদী ভেদাপ্রসুপ্তমান্ ।

বাঁতোস্তানঃ সত্ শীঘ্রমুন্নমেৎ পীড়িতস্তনুঃ^১ । ৩১

স্নিগ্ধস্ত মর্দনৈঃ শামোদ্রাজ্যবল্লো দিবা মহান্ ।

তুচ্চি সর্বপলিপ্তে চ স্তম্ভিচ্চিমিচিয়ারতে । ৩২

পীতবস্ত্রাসিতাভাসঃ পিত্তজাতশ্চ শোষকৃৎ ।

শীঘ্রং নাসৌ বা প্রশমেয়যো প্রাগ্দহন্তে তনুঃ । ৩৩

সতৃষ্ণাহস্তরয়েদো ভ্রমক্লেশমদভ্রমাঃ । সান্তিলাবী শক্ভেন্দী গন্ধঃ স্পর্শসহো যুহঃ । ৩৪

কণ্ডুমান্ পাণ্ডুরোমা কুঠিনঃ শীতলো গুরুঃ ।

স্নিগ্ধঃ স্নগ্ধঃ স্থিরঃ শূলোহনিদ্রাচ্ছদ্যগ্নিমান্যকৃৎ । ৩৫

আঘাতেন চ শস্ত্রাদিচ্ছেদ-ভেদ-ক্ষতাদিভিঃ । হিম্যানিলৈর্দধানিলৈর্ভল্লাভ-কপিকচ্ছভৈঃ । ৩৬

রসঃ শূকশ্চ সংস্পর্শাশ্রয়থুঃ^২ স্থাদিসর্পবান্ ।

ভূশোণা লোহিতো ভাসঃ প্রায়শঃ পিত্তলক্ষণঃ । ৩৭

বিষজঃ সবিষপ্রাণি-পরিসর্পণমুত্রণাৎ । দংশ্ট্রাদন্তনখাদাতাদবিষপ্রাণিনামপি । ৩৮

বিষ্মূত্রক্ৰোপহৃত-মলবহস্ত্রসঙ্করাৎ । বিষবৃক্ষানিলস্পর্শান্দরযোগাবচূর্ণনাৎ । ৩৯

উক্ত শোথে ললাটাহি, বস্তি, অগ্র এই সকল স্থানে পীড়া অনুভব হয় ; এবং রোগীর ভালরূপ নিদ্রা হয় না । বায়ুজ শোথ সত্ত্বর উন্নত হয় এবং অঙ্গুলিঘারা পীড়ন করিলে নিম্ন হইয়া থাকে । উক্ত শোথ স্নিগ্ধ ; মর্দন করিলে শান্ত হয় ও ইহা বাত্রে মন্দীভূত থাকে, দিবাতে বৃদ্ধি পায় । এই শোথে সর্বপাদিঘারা লেপন করিলে চিমিচিমি বেদনা অনুভব হইয়া থাকে । পিত্তজ শোথ পীতবর্ণ কৃকবর্ণ অথবা রক্তবর্ণ হয় এবং এই শোথ শোষকাণ্ডী জানিবে । ইহা শীঘ্র শান্ত হয় না ; এই শোথ জন্মিবার পূর্বে শরীরে প্রদাহ হয় । তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, ঘর্ম, ভ্রম, ক্লেশ, মত্ততা এই সমস্ত উপদ্রব হয় । এই রোগে রোগীর নানাবিধয়ে অভিলাষ হয় ; মলভেদ হইতে থাকে । ইহা হর্গন্ধ, স্পর্শসহ, যুহ, কণ্ডুযুক্ত পাণ্ডুরোমা, কঠিনচর্ম, শীতল, গুরু, স্নিগ্ধ, কোমল, স্থির ও শূলযুক্ত হয় । উক্ত শোথে নিদ্রা, বমি, মন্দাগ্নি এই সকল উপদ্রব হইয়া থাকে । ৩১-৩৯

আঘাত, অস্ত্রশস্ত্রাদিকৃত ছেদভেদজনিত ক্ষতাদি, শীতল বায়ু, সমুদ্রবায়ু ও ভেলার রস সেন্সন করিলে এবং শূকশিখীর রোমস্পর্শ হইলে শোথ উৎপন্ন হয় ; অস্তিশয় গমনশীল ব্যক্তির শোথরোগ জন্মে । এই শোথে প্রায় সর্ববিধ পিত্তলক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে । বিষধর প্রাণী কোন অঙ্গের উপর দিয়া গমন করিলে কিংবা কোন অঙ্গে প্রভাব করিলে অথবা দন্ত ও নখদ্বারা আঘাত করিলে সেই স্থানে যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাই বিষজ শোথ । এতদ্ভিন্ন বিষধর প্রাণীর বিষ্ঠা, মূত্র, শুক্র ও মলমুক্তবস্ত্রসংস্পর্শ, বিষবৃক্ষের

১। পাড়িতা তনুঃ । ২। রসৈঃ শূকৈশ্চ সংস্পর্শাৎ শ্রয়থুঃ ।

স্বচ্ছলোহবলদ্বী চ শীত্ৰো দাহকজাকরঃ ।

নবোহম্পদ্রবঃ শোথঃ সাধোহিসাধ্যঃ পুরৈষিতঃ । ৪০

ইতি শ্রীগরুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে পাণ্ডুনোথনিদানং নাম ষট্‌ষষ্ঠ্যধিক-
শততমোহধ্যায়ঃ । ১৬৬ ।

সপ্তষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ধনুস্তরিক্রবাচ

বীসর্পাদিনিদানং তে বন্ধ্যে সূক্ষ্মত উচ্ছ্রে ।

তাঘীসর্পো বিঘাতাং তু দোষদ্ব্যৈকৈক শোথবৎ । ১

অধিষ্ঠানক তৎ প্রাহ্ব্যাহ্বং তত্র ভয়াজ্জমাৎ । যথোক্তরক হঃসাধাস্তত্র দোষো যথাবধ্যম্ । ২

প্রকোপনৈঃ প্রকুপিতা বিশেষেণ বিদাহিতিঃ ।

দেহে শীত্ৰং বিসর্পতি তেহন্তরে হি স্থিতা বহিঃ । ৩

তৃকাভিযোগাধেয়ানাং বিষমাক্ত প্রযুক্তনাং । আত চান্নিবলজ্ঞানাদতো বাহুং বিসর্পয়েৎ । ৪

বায়ুসেবন ও বিষবৃক্ষবস্ত শরীরে লেপন করিলে বিষজশোথ জন্মে । বিষজশোথ কোমল, চলনশীল ও শরীরের নিম্নবেগগামী হয় । নব এবং উপদ্রবরহিত শোথ সাধ্য, ইহার বিপরীত হইলে তাহাকে অসাধ্য বলিয়া জানিবে । ৩৬-৪০

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে পাণ্ডুনোথনিদান নামক ষট্‌ষষ্ঠ্যধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬৬ ।

সপ্তষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায়

ধনুস্তরি বলিলেন,—সূক্ষ্মত । এক্ষণে তোমার নিকট বিসর্পাদিরোগের নিদান বলিতেছি; শ্রবণ কর । মলমূত্রাদির বেগধারণ করিলে বাতাদিদোষ সমস্ত ধ্বংস হইয়া লোথের দ্বারা বিসর্প উৎপাদন করে । মলমূত্রাদির বেগধারণই বিসর্পরোগের বাহ্য অধিষ্ঠান । ভুক্তির ভয় বা অত্যধিক পরিশ্রমেও বিসর্পরোগ জন্মিয়া থাকে । দোষের বলাবল অনুসারে বিসর্পরোগ উক্তরোক্তর হঃসাধ্য হয় । বিত্ত্ব আহার ব্যবহার করায় বাতাদিদোষ সকল প্রকুপিত হয় ; বিদাহী দ্রব্যসেবনে উহারা বিশেষ প্রকুপিত হইয়া অন্তরে ও বাহ্যে অবস্থিতি করে । তৃকা ও মলমূত্রাদির বেগরোধ করিলে বাতাদি দোষসকল বিষমরূপে প্রযুক্ত হইয়া

তত্র বাতাং স বীসর্পো বাতজ্বরসমবাধঃ । শোথক্ষুরণনিজোদ-মেদায়াসান্তিহর্ষবান্ ॥ ৫

পিত্তাদ্ ভ্রতগতিঃ পিত্তজ্বরলিঙ্গোহতিমোহিতঃ ।

কফাৎ কণ্ডুযুক্তঃ স্নিগ্ধঃ ককজ্বরসমানরূপ্ ॥ ৬

সন্নিপাতসমুৎপন্ন সর্বলিঙ্গসমব্রিতঃ ।

সদোষলিঙ্গৈশ্চীর্ণন্তে সর্কৈঃ স্ফোটৈরুপেক্ষিতঃ ॥ ৭

বাতপিত্তজ্বরচ্ছন্ধি-মূর্ছাভীসারতৃষ্ণামৈঃ । গ্রস্থিভেদাশ্লিশমন-তমকারোচকৈবৃত্তৈঃ ॥ ৮

করোতি সর্বমঙ্গল দীপ্তাঙ্গারাবকৌর্গবৎ ।

স্বঃ স্বঃ দেশঃ বিসর্পশ্চ বিসর্পতি ভবেৎ স সঃ ॥ ৯

শান্তাঙ্গারাসিতো নীলো রক্তো বাত চ চীর্ণন্তে ।

অগ্নিদগ্ধ ইব স্ফোটৈঃ শীঘ্রগতাদ্ ভ্রতং স চ ॥ ১০

মর্থানুসারী বীসর্পঃ স্ফাণ্ডাতোহতিবলন্ততঃ ।

বাথতেহজং হস্তেং সংজ্ঞাং নিজ্ঞাক শ্বাসমীরয়েৎ ॥ ১১

হিকাক স গতোহবস্থামীদৃশীং লভতে ন না ।

কচিচ্ছর্মারতিগ্রস্তো-২ ভূমিশয়াসনাদিষু ॥ ১২

আত অগ্নি ও বলভ্রংশ করত বাছে বিসর্পণ করে । বাতজ্বর বিসর্পরোগে বাতিকজ্বরের স্তায় শীড়া অনুভব হয় ; স্ফোটকস্থান স্পন্দিত হইতে থাকে ; শরীরে নানাপ্রকার বেদনা ও রোমহর্ষ হয় এবং বিনা পরিশ্রমেও আয়াস বোধ হইতে থাকে । পিত্তজ্বর বিসর্প লোহিতবর্ণ এবং একস্থান হইতে স্থানান্তরে সরিয়া যায় ; তাহাতে রোগীর পিত্তজ্বর হইয়া থাকে । ককজ্বর বিসর্পের রূপ স্নিগ্ধ ও কণ্ডুযুক্ত হয়, উহাতে ককজ্বর জ্বরেরও বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে । সান্নিপাতিক বিসর্পরোগে বাতাদিত্রিদোষজ লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়, এবং বিসর্পের রূপসকলও ত্রিদোষলক্ষণাক্রান্ত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে । ১-৭

বাতপিত্তজ্বর বিসর্প (অগ্নি বিসর্প) রোগে রোগীর, জ্বর, বমি, মূর্ছা, অতিসার, পিপাসা, শ্রম, সন্ধিস্থানে দারুণ বেদনা, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি ও তমকশ্বাস উপস্থিত হয় । ইহাতে রোগীর সর্বদেহের প্রস্থলিত অঙ্গারাবৃত্তের স্তায় বোধ হয়, যে যে স্থানে বিসর্পের রূপ জন্মে, সেই সেই স্থান নির্ঝাপিত অঙ্গারবৎ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে, নচেৎ নীলবর্ণ কিম্বা রক্তবর্ণ হয় । স্ফোটকযুক্ত স্থান অগ্নিদগ্ধস্থানের স্তায় স্ফীত হইয়া উঠে ; পরে মজ্জাদিমধ্যস্থানে প্রবেশ করে । তত্রত্য বায়ু প্রবল হইয়া সেই স্থানে বেদনা উৎপাদন করে, রোগী তাহাতে মূচ্ছিত হইয়া পড়ে । এই রোগে অনিদ্রা, মূর্ছা, শ্বাস, হিকা উপস্থিত হইয়া রোগীকে অত্যন্ত যাতনাপ্রদান করে । রোগী যাতনায় অস্থির হইয়া কখন ভূতলে শয়ন, কখন বা উপবেশন করিয়াও স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারে না । এই রোগে রোগী যাতনায় অধীর হইয়া নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে

চেষ্টমানস্ততঃ ক্লিষ্টো মনোদেহপ্রমোহবান্ ।

চন্দ্রবোধোহশ্রুতে নিদ্রাং মোহগ্নিবীসর্প উচ্যতে ॥ ১৩

কফেন কৃদ্ধঃ পবনো ভিত্তা তং বহুধা কফম্ । রক্তং বা বৃদ্ধরক্তম্ তৃক্শিরাস্নায়ুমাংসগম্ ॥ ১৪

দৃষস্নিহা তু দীর্ঘানু-বৃন্তমূলখরাস্থিকাম্ ।

গ্রন্থীনাং কুরুতে মালাং সরজ্ঞাং ভীতকৃগৃহরাম্ ॥ ১৫

শ্বাসকাসাতিসারাস্ত-শোথহিকাযমিঅমৈঃ । মোহৈববর্ণ্যমূর্ছাক-ভঙ্গান্নিসদনৈর্মৃত্যাম্ ।

ইত্যন্যং গ্রন্থিবীসর্পঃ কফ-মারুতকোপজঃ ॥ ১৬

কফপিত্তাশ্মরঃ শুষ্ঠো নিদ্রা তজ্জা শিরোরুজা ।

অঙ্গাবসাদ-বিক্ষেপো প্রলাপারোচকজ্রমাঃ ॥ ১৭

মূর্ছাগ্নিহানিভেদোহশ্রুতং পিপাসেস্জিহ্মগোরবম্ ।

আমোপবেশনং লেপঃ শ্রোতসা^১ স চ সর্পতি ॥ ১৮

প্রায়েণামাশয়ং গৃহ্নেৎকদেশং স চাতিরুক্ । পীড়কৈরবকীর্ণাভিশীত-লোহিত-পাতুদৈঃ ॥ ১৯

স্নিগ্ধোহসিতো যেচকাভো মলিনঃ শোথবান্ গুরুঃ ।

গন্তীরপাকো বাহ্যোহশ্রুতঃ ক্লিষ্টোহবদীর্ঘাতে ॥ ২০

থাকে, কোন প্রকারে নিবৃত্তি পায় না), সুতরাং বাতনার অস্থির হইয়া মুচ্ছিত হয় এবং অচিরেই চিরনিদ্রার আশ্রয় লইয়া সর্বসত্তাপবিনাশ করে। এইরূপ বিসর্পকে অগ্নিবিসর্প বলিয়া থাকে। ৮-১৩

বায়ু কফকর্ষক অবরুদ্ধ হইলে এই বায়ুকর্ষক কফ অনেক অংশে বিরক্ত হইয়া বায়ুর সহিত মিলিত হয়; তাহাতে রক্তাধিক ব্যক্তির চন্দ্র, শিরা, স্নায়ু ও মাংসসহিত রক্ত দূষিত করিয়া যে দীর্ঘ, গোলাকার, বেদনামুক্ত, স্থূল ও ঋষ্পর্শ গ্রন্থিমালা উৎপাদন করে, তাহাকে গ্রন্থিবিসর্প বলে। ইহাতে রোগীর জ্বর, শ্বাস, কাস, অতিসার, মুখশোথ, হিকা, বমি, অম, মোহ, মূর্ছা, শরীরের বিবর্ণতা, শত্রুবেদনা ও অগ্নিমান্দ্য এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই রোগ কফ ও বায়ুর একোপে উৎপন্ন হয়। কৰ্দ্দম বিসর্প কফপিত্তজ; এই রোগে রোগীর জ্বর, শরীরের শুষ্কতা, নিদ্রা, তজ্জা, শিরঃপীড়া, দৌর্বল্য, অঙ্গবিক্ষেপ, অরুচি, অম, মূর্ছা, অগ্নিমান্দ্য, অস্থিবেদনা, পিপাসা, জড়তা, অপক মলনিঃসরণ এবং শ্রোতঃসকল কফলিপ্ত হইয়া থাকে। আমাশয়ই কফ ও পিত্তের স্থান, এনিমিত্ত আমাশয়েই বিসর্পরোগ উৎপন্ন হইয়া শরীরের একদেশব্যাপী হয়, ইহাতে সমধিক বেদনা হয় না। ইহা পীড়, লোহিত ও পাতুদর্ণ পীড়কাচার্য্য পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে। এই বিসর্প স্নিগ্ধ, কৃষ্ণবর্ণ কিম্বা ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, রক্ত, বিমিশ্রবর্ণ, মলমুক্ত, গুরু, উষ্ণ, শোথ ও ক্লেদযুক্ত হয়। অভ্যন্তরে থাকিয়া থাকে। বিসর্পবর্ণ বিদীর্ণ হইলে অতিদুর্গন্ধ হয়। ১৪-২০

১। শ্রোতসাং ।

শবদ্বীর্ণমাংসস্ত স্পষ্টৈরায়ুশিরাগণঃ । শবগত্বা চ বীসর্পঃ কৰ্দ্দমাখ্যায়ুশক্তি তম্ । ২১

বায়ুহেতোঃ কভাৎ কৃত্তঃ স রক্তপিত্তমোরয়ন্ ।

বীসর্পঃ মারুতঃ কুর্যাৎ কুলখসদৃশৈশ্চিত্তম্ । ২২

ফোটৈঃ শোধকরুজা-সাহাচ্যং স্তাবণোপিতম্ ।

পৃথগ্দ্দোষৈস্তরঃ সাধ্যা ওন্দ্রজান্চানুপল্লবাঃ । ২৩

অসাধ্যাঃ কৃত্তসর্কোখাঃ সর্কো চাক্রান্তমর্ষণঃ ।

দীর্ণায়ুশিরামাংসাঃ ক্লিন্নাস্ত শবগতরঃ । ২৪

ইতি শ্রীগুরুভে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে বীসর্পনিদানং নাম

সপ্তষষ্ঠাধিক-শততমোহ্যায়ঃ । ১৬৭ ।

বিসর্প থাকিলে উহা হঠাৎ মাংস খসিয়া পড়ে, তখন শিরা ও স্নায়ু লক্ষিত হয় । এই বিসর্প অত্যন্ত ক্লেশযুক্ত হয় । ইহাকে কৰ্দ্দমবিসর্প বলে । শল্যবাতাদি দ্বারা শরীরের কোন স্থান ক্ষত হইলে ঐ ক্ষতদোষে বায়ু দূষিত হয়, ঐ দুষ্ট বায়ু, রক্ত পিত্ত সঞ্চালিত করিয়া কুলখকলায়ের দ্বারা ফোটকবৃত্ত যে বিসর্প উৎপাদন করে, তাহাকে কভজ বিসর্প বলা যায় । এই বিসর্পে অত্যন্ত জ্বালা ও বেদনা আছে ; রোগীর জ্বর ও রক্ত শ্বাসবর্ণ বা কৃষ্ণপীতমিশ্র বর্ণ হইয়া থাকে । যে সমস্ত বিসর্প একদোষজ তাহা সাধ্য বলিয়া জানিবে । ত্রিদোষজ বিসর্পে কোন উপশ্রব না থাকিলে তাহা চিকিৎসার আশ্রয় হয় । যে সমস্ত বিসর্প ত্রিদোষজ, যাহা মর্ষণস্থান আক্রমণ করিয়াছে, আর স্নায়ু, শিরা, মাংসপ্রভৃতি দীর্ণ হইয়া ক্লিন্ন ও শবের দ্বারা দুর্গন্ধযুক্ত হইয়াছে, তাহা অসাধ্য সন্দেহ নাই । ২১-২৪

শ্রীগুরুপুরাণে পূর্বখণ্ডে বীসর্পনিদান নামক সপ্তষষ্ঠাধিক-শততম

অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬৭ ।

অষ্টমষ্টাধিকশততমোহ্যায়ঃ

ধনুস্তরিকুবাচ

মিথ্যাাহারবিহারেণ বিশেষেণ বিরোধিনা । সাধুনিম্মাবধাদ্ মুত্‌হরণাষ্টৈশ্চ সেবিতৈঃ । ১

পাপ্যুভিঃ কৰ্ম্মভিঃ সন্ধ্যাঃ প্রাক্তনৈঃ প্রেরিতা মলাঃ ।

শিরাঃ প্রপদ্য তৈশ্চুৎকাত্ত্বগ্ৰসারস্তমামিবম্ । ২

দুৰ্য্যভি শুকীকৃত্য নিশ্চরন্তস্ততো বহিঃ । হৃৎ কুৰ্ক্‌ভি বৈবৰ্ণ্যং শিষ্ঠাঃ কুষ্ঠমুশতি তম্ । ৩

কালেনোপেক্ষিতং যৎ স্তাৎ সৰ্কং কুষ্ঠানি শুভপুঃ ।

প্রপদ্য বাতুন বাহ্যন্তঃ সৰ্কান্ সংক্লেদ্য চাবহেৎ । ৪

সৰ্বেদক্লেদসঙ্কোচান্ ক্রিমীন্ সূক্ষ্মাংশ্চ দারুণান্ ।

লোমস্তক্‌স্নায়ুধমনীরাক্রামতি যথাক্রমাৎ । ৫

ভগ্নাচ্ছাদিতবৎ কুৰ্য্যাৎ বাহ্যং কুষ্ঠমুদাহৃতম্ ।

কুষ্ঠানি সপ্তদা দোষৈঃ পৃথগ্‌দৈশ্চ সমাগতৈঃ । ৬

সৰ্কেষুপি ত্রিদোষেষু ব্যপদেশোহধিকন্ততঃ ।

বাতেন কুষ্ঠং কাপালং পিত্তেনোড়্বরং ককং । ৭

মণ্ডলাখ্যং বিচর্চী চ খট্‌খাখ্যং বাতপিত্তজম্ ।

চন্দ্রকুষ্ঠং কিটিমং সিদ্ধালসবিপাদিকাঃ । ৮

ধনুস্তরি বলিলেন,—অনুচিত আহার বিহার বিরোধিত্বাৎ সেবন, সাধুনিগের নিম্মা, মুত্‌, চৌর্য্য প্রভৃতি পাপকর্মাচরণদ্বারা বায়ুপিত্তাদি কুণ্ডিত হইয়া শিরাসকল আক্রমণ করে, তাহা-
নিগের সহিত মুত্‌ হইয়া চর্ম্ম, বসা, রক্ত ও মাংস দূষিত ও শুষ্ক করত মাংসের বহির্ভাগে
বিচরণ করিতে থাকে এবং চর্ম্মের বিবর্ণতাও করে। আয়ুর্ক্‌দবিৎ পণ্ডিতগণ ইহাকেই
কুষ্ঠরোগ বলিয়া নির্দেশ করেন। কুষ্ঠরোগের উৎপত্তির পর উপেক্ষা করিয়া চিকিৎসা না
করিলে কিংকালান্তরে উহা সৰ্কশরীর আক্রমণ করিয়া বাহ্য ও আন্তরিক বাত্‌সকল ক্রিয়
করে। এই রোগে কোন কোন স্থানে বস্মোদগম, কোন কোন স্থান ক্রিম, আর কোন
কোন স্থান সঙ্কচিত হয়। তারপর ঐ ক্রিম স্থানে সূক্ষ্ম ও সূদারুণ কৃমিসকল উৎপন্ন হইয়া
যথাক্রমে লোম, ত্বক্‌, স্নায়ু ও শিরা এই সকল আক্রমণ করে। ১-৫

যে কুষ্ঠরোগে শরীর ভগ্নাচ্ছাদিতের দ্যায় হয়, তাহাকে বাহ্যকুষ্ঠ বলে। কুষ্ঠ সাত
প্রকার; যথা—বাতজ, পিত্তজ, ককজ, বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ, পিত্তশ্লেষ্মজ ও সন্নিপাতজ।
সর্ববিধ কুষ্ঠেই বাতপিত্তাদি দোষত্রয়ের সম্বন্ধ আছে। বাতজ কুষ্ঠের নাম কাপাল, পিত্তজ
কুষ্ঠের নাম ওড়্বর, ককজ কুষ্ঠের নাম মণ্ডল। বিচর্চিকা, খট্‌জিহ্বা, এই দ্বিবিধ কুষ্ঠ
বাতপিত্তজ। চন্দ্রকুষ্ঠ, কিটিম, সিদ্ধ, অলস, বিপাদিকা এই সকল কুষ্ঠ বাতশ্লেষ্মজ।

বাতস্লেম্বোত্ত্বা স্লেম্বপিত্তাদক্ষশতাক্রম্য । পুণ্ডরীকং সবিস্ফোটং পামা চন্দ্রদলং তথা ॥ ৯

সৰ্কেভাঃ কারণং পূৰ্বত্রিকং দক্ষ সকাঞ্চনম্ ।

পুণ্ডরীকর্ষাজিহ্বে চ মহাকূষ্ঠানি সপ্ত তু ॥ ১০

অতিরিক্তধরস্পর্শবেদনাবেদবিবর্ণতাঃ । দাহঃ কণ্ডুভুতি স্বাপত্তোদঃ কাচেষভিস্তমঃ ॥ ১১

ব্রণানামধিকং শূলং শীঘ্রোৎপত্তিশ্চিরস্থিতিঃ ।

কূষ্ঠানামপি ক্লক্ণং নিমিত্তেহ্নেহ্নতিকোপনম্ ॥ ১২

রোমহর্ষোহসৃজঃ কাকর্ষ্যং কূষ্ঠলক্ষণমগ্ৰজম্ । কৃষ্ণাকর্ণকপালাভং বক্রকং পুরুষং তমু ॥ ১৩

বিস্তৃতাকৃতিপর্যন্তং দূষিতৈর্লোমভিস্চিত্তম্ ।

কাপালং তৌদবহুলং তং কূষ্ঠং বিষমং স্মৃতম্ ॥ ১৪

উড়্বরকলাভাসং কূষ্ঠমৌড়্বরং বদেৎ । বর্জুলং বহুলক্রেদযুক্তং দাহজাধিকম্ ॥ ১৫

অসংস্রমদরণং কৃমিবৎ স্তাণ্ডুড়্বরম্ ॥ ১৬

হিরং ত্যানং গুরু স্লিষ্ণং শ্বেতরক্তং মলাবিশ্রম্ । অগোষ্ঠাসক্তমুচ্ছ্বলবহুকণ্ডুভুতিক্রিমি ।

লক্ষণপীতাভসংযুক্তং মণ্ডলং পরিকীর্ণিতম্ ॥ ১৭

দক্ষ, শতাক্রম, পুণ্ডরীক, বিস্ফোট, পামা ও চন্দ্রদল এই সকল কূষ্ঠ পিত্তস্লেম্বজ । সর্ববিধ কূষ্ঠের মধ্যে দক্ষ ও কাকর্ণ এই বিবিধ কূষ্ঠই প্রথম । পুণ্ডরীক প্রভৃতি সপ্তকূষ্ঠকে মহাকূষ্ঠ বলে । ৯-১০

কূষ্ঠ কোমল, ধরস্পর্শ, বেদযুক্ত কিন্তু অবেদ ও বিবর্ণ হয় । এই রোগ উৎপত্তির পূর্বে কণ্ডু, জ্বালা ও চন্দ্রের স্পর্শশক্তি লোপ হয় এবং সেই স্থান সঙ্কচিত হইয়া যায় ; রোগীর মনে অন্ধকারদর্শন হইয়া থাকে । কূষ্ঠরোগে অতি অল্পকালমধ্যে অধিক ব্রণ উৎপন্ন হয় ; সেই সকল ব্রণ চিরস্থায়ী হইয়া থাকে ; তাহাকে সর্বদা শূল অনুভূত হয় । সেই সকল ব্রণ ক্লক্ণ দেখা যায় । ইহাতে অল্পকারণেও দোষের অধিক প্রকোপ হয় । রোমহর্ষ, রক্তের ক্ষীণতা এই দুইটাই কূষ্ঠরোগের প্রধান পূর্বলক্ষণ ; ভুক্তির কূষ্ঠরোগের পূর্বে কপালদেশ কৃষ্ণবর্ণ বা অকর্ণবর্ণ, ক্লক্ণ, কর্কশ ও কীর্ণ হইয়া থাকে । যে কূষ্ঠরোগে কোন স্থানে লোমব্যাণ্ড বিস্তৃত চিহ্নদর্শন হয় ; ঐ স্থানে অধিকবেদনা অনুভূত হইতে থাকে ; তাহাকে কাপালকূষ্ঠ বলে । এই কূষ্ঠ অতিবিষম । যাহাতে শরীরে উড়্বরকলের স্থায় ব্রণ উৎপন্ন হয়, তাহাকে উড়্বরকূষ্ঠ বলে । এই কূষ্ঠে শরীরে বহুলক্রেদযুক্ত বর্জুলাকার ব্রণ উৎপন্ন হয়, তাহাতে অধিক বেদনা ও দাহ থাকে । ১১-১৫

উড়্বরকূষ্ঠের ব্রণ বিনোদিত হয় না, অথচ তাহার মধ্যে কৃমি উৎপন্ন হয় । যে কূষ্ঠরোগের ব্রণ হির, বস, গুরু, স্লিষ্ণ, শ্বেত বা রক্তবর্ণ ও অধিক মলযুক্ত থাকে, যাহা পরস্পর অসক্ত, উচ্চ, কণ্ডু, স্রাব ও কৃমিযুক্ত, কোষল, পীত আভাযুক্ত তাহাকে মণ্ডলকূষ্ঠ বলা যায় ।

সকণ্ডপীড়কা শ্রাবা সন্দেশা চ বিচচ্চিকা । পঙ্কবস্ত্র রক্তান্তমস্তঃ^১ শ্রামং সমুন্নতম্ ॥ ১৮
 ঋষ্যজিহ্বাকৃতি প্রোক্তং ঋষ্যজিহ্বাং বহুক্রিমি । হস্তিচৰ্ম্মখরস্পর্শং চৰ্ম্মাখ্যং কুষ্ঠমুচ্যতে ॥ ১৯
 অবেদকং যৎশলক্ৰসম্মিডং কিটিমং পুনঃ । কৃষ্ণাগ্নিবর্ণং হৃৎস্পর্শং কণ্ডুমং পঙ্কমাসিতম্ ॥ ২০
 অন্তরুক্ষং বহিঃসিদ্ধমন্তর্দৃষ্টং রক্তং কিরেৎ । মল্লস্পর্শং তনু সিদ্ধাৎ^২ স্বচ্ছমবেদপুষ্পবৎ ॥ ২১

প্রায়েণ চৌর্দ্ধকাশ্যক কুঠৈঃ কণ্ডুপটৈশ্চিতম্ ।

বটৈশ্চয়লংভক্য পানিপাদে কুর্ম্যাঘিপাদিকা ॥ ২২

ভীত্বাৰ্দ্ধগাঢ়কণ্ডুক সরাগপীড়কাচিতম্ । দীর্ঘপ্রজ্ঞানদূর্ব্বাবদতসীকুসুমচ্ছবি ॥ ২৩
 উচ্ছন্নমন্তলো দক্ষঃ কণ্ডুমানিতি কথ্যতে । স্থূলমূলং সদাহান্তি রক্তদ্রাবং বহুব্রণম্ ॥ ২৪
 সদাহকক্রেদরুক্ষং প্রায়শঃ সর্ব্বজন্ম চ । রক্তান্তমন্তলং পাণ্ডু কণ্ডুদাহরুজাঘ্রিতম্ ॥ ২৫

সোৎসেধমাচিতং বটৈঃ পৰ্ণপত্রমিবাশ্রুতিঃ ।

পুণ্ডরীকং ভবেৎ ভদ্রি চিতং ফোটৈঃ সিতাকুঠৈঃ ॥ ২৬

বিশ্ফোটপিটকা পামা কণ্ডুরেদকুজাঘ্রিতা ।

মূন্না শ্রামাক্রণা কৃষ্ণা প্রায়ঃ শ্লিষ্ণুপানিকূর্ণবে ॥ ২৭

কণ্ডু ও পীড়কা যুক্ত শ্রামবর্ণ, ক্রেদসম্মিড কুঠকে বিচচ্চিকা বলা যায়। বিচচ্চিকাকুষ্ঠ কৰ্কশ, তাহার অভ্যন্তর রক্তবর্ণ, উপরিভাগ শ্রামবর্ণ এবং কিঞ্চিং সমুন্নত হয়। শরীরে ঋষ্যজিহ্বাকৃতি যে চিহ্ন উৎপন্ন হয়, সেই কুঠের নাম ঋষ্যজিহ্বা। ইহাতে অনেক ক্রিমি থাকে। শরীরের চৰ্ম্ম হস্তিচৰ্ম্মের ক্রায় খরস্পর্শ হইলে তাহাকে চৰ্ম্মকুষ্ঠ বলা হয়। বেদহীন, যৎশলক্ৰের শ্রায় যে চিহ্ন উৎপন্ন হয়, তাহাকে কিটিমকুষ্ঠ বলে। ইহা কৃষ্ণ, অগ্নিবর্ণ বা অসিতবর্ণ, হৃৎস্পর্শ ও কণ্ডুযুক্ত হইয়া থাকে। ১৮-২০

সিদ্ধ কুষ্ঠ অভ্যন্তরে কৃষ্ণ বহির্ভাগে স্নিগ্ধ হয়, এই কুষ্ঠস্থান যদিও হইলে রক্তদ্রাব হয়। এই কুষ্ঠস্থান কখন কখন কোমলস্পর্শ অতিক্রীণ ও স্বচ্ছ হইয়া থাকে। যে কুষ্ঠত্রণের উর্দ্ধদেশে কৃষ্ণ এবং কুণ্ডাকার, কণ্ডুযুক্ত ও রক্তবর্ণ চিহ্নে পরিব্যাপ্ত, তাহার নাম বিপাদিকা। এই কুষ্ঠ প্রায়ই হস্তে ও পদে হইয়া থাকে। কোন কোন কুষ্ঠ ভীতবেদনামুক্ত, অতিশয় কণ্ডুসম্মিড, রক্তবর্ণ পীড়কাব্যাপ্ত, দীর্ঘ, বিস্তৃত, অতসৌপুষ্পের শ্রায় বর্ণবিশিষ্ট ও হর্কাদুরাকার হয়। দক্ষ ও কুষ্ঠ মনো পরিগণিত; ইহাতে মন্তলাকারে ঈষৎমুগ কণ্ডুযুক্ত ব্রণ হয়। ত্রিদোষজ কুষ্ঠ স্থূলমূল, দাহ ও বেদনাবিহীন, রক্তদ্রাবসম্মিড এবং বহুব্রণ। এই রোগে কুষ্ঠস্থানে দাহ, ক্রেদ ও বেদনা থাকে। কখন কখন শরীরে রক্তান্ত, মন্তলাকার, পাণ্ডুবর্ণ চিহ্ন উৎপন্ন হয়। ইহাতে কণ্ডু দাহ ও বেদনা থাকে। ২১-২৫

কিঞ্চিং উন্নত, রক্তান্ত, পৰ্ণপত্রাকৃতি কুষ্ঠকে পুণ্ডরীক বলে। ইহা শ্বেতবর্ণ ও রক্তবর্ণ ফোটকবর্ণা ব্যাপ্ত থাকে। কণ্ডু, ক্রেদ ও বেদনামুক্ত শ্রামবর্ণ বা অরুণবর্ণ, কৃষ্ণ বিশ্ফোটক

সশ্ফোটসংস্পৰ্শসহঃ কণ্ডুৰক্তাতিদাহবৎ । রক্তমলং চৰ্মদলং কাকণং ভীৰুদাহরকৃ ॥ ২৮

পূৰ্বরক্তকৃষ্ণকৃষ্ণ কাকণং ত্রিকলোপমম্ । কুষ্ঠলিঙ্গৈর্মুঠৈঃ সর্কৈঃ স্বকারণভো ভবেৎ ॥ ২৯

দোষভেদায় বিহিতৈরাদিশৈল্লিঙ্গকর্মভিঃ । কুষ্ঠং যদোষানুগতং সর্বদোষগতং ত্যজেৎ ॥ ৩০

কুষ্ঠোক্তং যচ্চ যচ্চাহি-মজ্জা ওক্ত-সমাপ্তম্ ।

কুষ্ঠং মেদোগতকৈব বাপ্যং সাধ্যাহিমাংসগম্ ॥ ৩১

অকুষ্ঠং কফবাতোথং ভৃগুগতভ্রমলকৃ যৎ । তত্র ত্ৰিচি স্থিতে কুষ্ঠে কারে বৈবৰ্ণ্যরুক্ষতা ॥ ৩২

শ্বেদ-ভাপ-শ্বস্বথবঃ শোণিতে পিশিতে পুনঃ ।

পাণিপাদাশ্রিতাঃ শ্ফোটাঃ ক্লেশাৎ সন্ধিস্থ চাধিকম্ ॥ ৩৩

দোষস্তাভীক্ষ্যযোগেন দলনং স্যাচ্চ মেদসি । নাসাভ্রমচ্চ মজ্জাহিমেদবেগস্বরক্ষয়ঃ ॥ ৩৪

কতে চ ক্রিমিভিঃ ওক্তে যদাবাপত্যবানম্ ।

যথা পূৰ্বানি সর্বানি শ্লিঙ্গানি যুগাদিস্থ ॥ ৩৫

কুষ্ঠৈকসম্ভবং শ্লিঙ্গং কিলাসং দারুণং ভবেৎ । নির্দিষ্টমপরিভ্রাণি ত্রিধাতৃত্তবসংশ্রয়ম্ ॥ ৩৬

ও পৌড়কাযুক্ত যে কুষ্ঠ উৎপন্ন হয়, তাহাকে পামাকুষ্ঠ বলে । ইহা নিতম্ব, কূর্ণর (কনুই) এই সকল স্থানেই হইয়া থাকে । রক্তমল, চৰ্মদল, কাকণ প্রভৃতি কুষ্ঠে ভীৰুদাহ ও সমধিক বেদনা থাকে । ইহার। শ্ফোটযুক্ত, স্পর্শসহ, কণ্ডুযুক্ত ও রক্তসম্মিশ্রিত হয় । কাকণকুষ্ঠ প্রথমে রক্তবর্ণ থাকে, পরে কৃষ্ণবর্ণ হয় ; ইহার আকার ত্রিকোণের স্থায় । কুষ্ঠরোগে স্ব স্ব কারণবশতঃ সর্ববিধ চিহ্নই প্রকাশ পাইয়া থাকে । চিহ্ন এবং কার্যদ্বারা কুষ্ঠরোগের দোষ বিবেচনা করিবে । যদোষানুগত কুষ্ঠরোগে বিহিত চিকিৎসা করিবে, কিন্তু সর্বদোষসম্মিশ্রিত হইলে তাহা পরিত্যাগ করিবে । একদোষোৎপন্ন কুষ্ঠে যদি ত্রিদোষসঙ্কল লক্ষিত হয়, তবে তাহাও অসাধ্য । ২৬-৩০

যে যে প্রকার কুষ্ঠ উক্ত হইল, তাহা অস্থি, মজ্জা ও ভৃগুগত হইলে কৃচ্ছসাধ্য জানিবে ; মেদোগত কুষ্ঠ বাপ্য হইয়া থাকে ; অস্থি ও মাংসগত কুষ্ঠ সাধ্য । যে কুষ্ঠ কফবাতজ ভৃগুগত ও মলবিহীন, তাহা সুসাধ্য । চৰ্মগত কুষ্ঠে কেবলমাত্র শরীরের বৈবৰ্ণ্য ও রুক্ষতা হয় । রক্তগত ও মাংসগত কুষ্ঠে হস্ত পদে শ্বেদ, ভাপ ও শোথ হয়, আর সন্ধিস্থানে অধিক শ্ফোটক উৎপন্ন হইয়া থাকে । ইহাতে রোগীর নিত্য ক্লেশ হয় । কুষ্ঠরোগে দোষের আধিক্য থাকিলে মেদসকল শ্বেদ বিদলিত হয় । ইহাতে নাসাভ্রম, মজ্জা, অস্থি নেত্রবেগ ও স্বরক্ষয় হয় । কুষ্ঠরোগে ক্রিমি কর্তৃক ওক্তক্ষয় হয় । তাহাতে সন্ধানোৎপাদনশক্তি থাকে না । পূৰ্বোক্ত প্রকার কুষ্ঠরোগের চিহ্নদ্বারা স্ব স্ব দোষ নির্ণয় করিবে । এই রোগ যুগাদি গোপীকও হইয়া থাকে । ৩১-৩৫

শ্লিঙ্গরোগও কুষ্ঠরোগের অন্তর্গত । কিলাসনামক কুষ্ঠ অতি দারুণ ; উক্ত দ্বিবিধ কুষ্ঠে

১। নাতিসংজ্ঞান্তি । ২। সংকরম্ ।

বাতাজ্জকাকরণং পিত্তাশ্মাশ্চ কৰ্মপত্রবৎ ।

সদাহং রোমবিধংসি ককাজ্জ শ্বেতং ঘনং শুক্লং । ৩৭

সকশুকং ক্রমাস্তক্তমাংসমেদঃসু চানিশেৎ ।

যর্ণেনৈবেদুগুভয়ং কৃচ্ছ্রং উত্তরোত্তরম । ৩৮

অতুক্রয়োমবহলমসংল্লিক্টিমিথো বনম্ । অনগ্নিদ্বিজং সাধ্যং শ্লিতং বর্জ্যমতোহুতম । ৩৯

শুষ্কপানিকলৌঠেবু জাতমপাচিরত্নম । বর্জ্যনীরং বিশেষেণ কিলাসং সিদ্ধিমিচ্ছতা । ৪০

স্পর্শৈকাহারসঙ্গাদিসেবনাং প্রায়শো গদাঃ । একশয্যাসনাচ্চৈব বস্ত্রমাণ্যানুলেপনাং । ৪১

ইতি শ্রীগরুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে কূটরোগ-নিদানং

নামাষ্টবষ্টাধিক-শততমোহধ্যায়ঃ । ১৬৮ ।

রক্তাদি প্রাবিত্ত হয় না, উহার জ্বিঘোষক । বাতজ শ্লিত রক্ত ও অরুণবর্ণ ; পিত্তজ শ্লিত ভাস্কবর্ণ ও পদ্মপত্রাকার, ককজ শ্লিতরোগ শ্বেতবর্ণ, ঘন ও শুক্ল । ইহাতে সর্বদা প্রদাহ থাকে এবং শ্লিতস্থানে রোম থাকে না । শ্লিতরোগ প্রথমতঃ চর্ণে উৎপন্ন হয় ; ক্রমে ক্রমে রক্ত, মাংস ও মেদ আশ্রয় করে । শ্লিত ও কিলাস এই উভয় রোগই তুল্যরূপ জানিবে । ইহার উত্তরোত্তর সাধ্য, কৃচ্ছ্রসাধ্য ও অসাধ্য । কেবল রক্তগত হইলে সাধ্য, মাংসগত হইলে কৃচ্ছ্রসাধ্য, আর মেদোগত হইলে অসাধ্য হইয়া থাকে । শ্লিতরোগে যে পর্য্যন্ত রোমগুলি শুক্লবর্ণ হয় নাই, পৃথক পৃথক শ্লিত অসংল্লিষ্ট ভাবে রহিয়াছে, এইরূপ অতিনব শ্লিতরোগ সাধ্য । ইহার বিপরীত হইলে তাহা অসাধ্য জানিবে । অগ্নিদাহজ শ্লিত সর্বদা অসাধ্য । শুষ্ক, কবতল ও গুঠ এই সকল স্থানে শ্লিতরোগ জন্মিলে তাহাও অসাধ্য জানিবে । এই সকল স্থানে শ্লিতরোগ জন্মিলে তাহা অচিরজাত হইলেও চিকিৎসার আশ্রয় নহে । যশোলিপদ্ চিকিৎসক উক্তপ্রকার শ্লিত ও কিলাসরোগীকে পরিত্যাগ করিবেন । প্রায় সকল রোগই সংক্রামক । রোগীকে স্পর্শ, তাহার সহিত একত্র আহারাদি সংসর্গ করিলে রোগ সংক্রামিত হয় । রোগীর সহিত একশয্যায় শয়ন, একাসনে উপবেশন, একবস্ত্র পরিধান এবং রোগীর মাণ্যানুলেপনাদি ধারণ করিলে সুস্থ ব্যক্তিও সেই সকল রোগে অভিভূত হইয়া থাকে । ৩৬-৪১

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে কূট-রোগ-নিদান নামক অষ্টবষ্টাধিক শততম

অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬৮ ।

একোনসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ধ্বস্তরিক্রবাচ

ক্রিময়শ্চ দ্বিধা প্রোক্তা বাহ্যভ্যন্তরভেদতঃ । বহির্মলককাসৃগৃবিষ্টজন্যভেদাচ্চতুর্বিধাঃ । ১
নামতো বিংশতিবিধা বাহ্যাস্তত্র মলোন্তবাঃ । তিলপ্রমাণসংস্থানবর্ণাঃ কেশাঘরাঞ্জরাঃ । ২
বহুপাদাশ্চ সূক্ষ্মাশ্চ যুকা লিখ্যাশ্চ নামতঃ ।

দ্বিধা তে কোঠপীড়কাঃ কণ্ডুগণ্ডান্ প্রকূর্বতে । ৩

কূঠৈকহেতবোহন্তর্জ্ঞাঃ স্নেহজ্ঞা বাহ্যসন্তবাঃ । মধুরান্ন-শুভ্র ক্ষীর-দধি-মৎস্য-নবোদনৈঃ । ৪
ককাদামাশরে জাতা বৃদ্ধাঃ সর্পন্তি সর্বতঃ । পৃথুত্বপ্রতিভাঃ কেচিৎ কেচিৎকণ্ডুশদোপমাঃ । ৫
ক্লৃৎশাস্ত্রাকুরাকারান্তনুদীর্ঘাস্তথাগবঃ । শ্বেতাস্ত্রাভ্রাবভাসাশ্চ নামতঃ সপ্তধা তু তে । ৬
অভ্রাদা উদরাবেষ্টা হৃদয়দা মহাওদাঃ । চারবো দর্ভকুসুমাঃ সুগন্ধাস্তে চ কূর্বতে । ৭
হস্তাসমাশ্রবণমবিপাকমরোচকম্ । মূর্ছাহৃদ্বিজরানাহকাস্ত্যকবধুপীনসান্ । ৮
রক্তবাহিনিরাহান-রক্তজা অন্তবোহনবঃ । অপদাঃ বৃন্তভ্রাস্ত্রাশ্চ সৌম্ভ্যাঃ কেচিদমর্শনাঃ । ৯

ধ্বস্তরি বলিলেন,—ক্রিমিরোগ সামান্ততঃ দুইপ্রকার ; বাহ্য ও আভ্যন্তরিক । বাহ্য মল, কক, রক্ত ও বিষ্ঠা এই চারিপ্রকার বস্তু হইতে ক্রিমি উৎপন্ন হয় ; অতএব দ্বিবিধ ক্রিমিই চতুর্বিধ । ক্রিমিসকলের বিংশতিপ্রকার নাম আছে । যেদানি বাহ্যমল হইতে যে সকল ক্রিমি উৎপন্ন হয়, তাহার বাহ্যক্রিমি । বাহ্যক্রিমি সমস্ত তিলের গায় বর্ণ ও আকৃতিবিশিষ্ট । এই সমস্ত ক্রিমি কেশ ও বস্ত্র আশ্রয় করিয়া থাকে । বাহ্যক্রিমি বহুপাদবিশিষ্ট ও সূক্ষ্ম ; ইহাদিগকে যুকা ও লিখ্যা বলে । ইহারা কোঠ, পীড়কা, কণ্ডু ও গণ্ডরোগ উৎপাদন করে । স্নেহজ ক্রিমি প্রায়ই বাহ্যজাত । অন্তর্জাত ক্রিমিই কূঠরোগের একমাত্র হেতু । মধুর অন্ন, শুভ্র, ক্ষীর, দধি, মৎস্য ও নবান্ন ভোজনে ক্রিমি উৎপন্ন হয় । ১-৪

ককজ ক্রিমি আমাশরে উৎপন্ন হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং সঞ্চারণ করিতে থাকে । ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি বিস্তৃত সূর্য্যামণ্ডলবৎ গোলাকার ; কতকগুলি কিকিলুকবৎ আকারবিশিষ্ট ; কোন কোন ক্রিমি ধাত্তাকুরের গায় সূক্ষ্ম কতকগুলি ক্ষুদ্রাকুরবৎ ও নির্খল । ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি শ্বেত আভ্যাক্ত ; কতকগুলি বা ভাস্র আভ্যাক্ত ; ইহারা নামভেদে সপ্তবিধ । যথা,—অভ্রাদ, উদরাবেষ্টা, হৃদয়দা, মহাওদা, চারু, দর্ভকুসুম ও সুগন্ধ ; এই সপ্তবিধ ক্রিমির নাম উক্ত আছে ; ইহারা মনুষ্যের হস্তাস, অরুচি, মূর্ছা, হৃদ্বি, জ্বর, আনাহ, ক্লশতা, হাঁচি ও নাসান্ন্যাব প্রভৃতি উপশ্রব অন্বায় । ৫-৮

রক্তবাহী পিরাহ রক্ত হইতে যে সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ক্রিমি জন্মে, তাহার পাদহীন, গোলাকার ও ভাস্রবর্ণ হয় ; ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি এত সূক্ষ্ম যে, দৃষ্টির গোচর হয় না ; উক্ত

কেশাধা রোমবিধ্বংসা রোমঘীণা উডুহরাঃ ।

যটু ভে কঠৈককর্ণাণঃ^১ সহসৌরসমাতরঃ । ১০

পকাশরে পুরীযোথা কারন্তেহধোবিসপিনঃ ।

বৃত্তান্তে স্মার্তবেদ্যন্ত ভে যদামাশয়োদুখাঃ । ১১

ভদ্রাকোণদ্বারনিঃসাস-বিভ্গদ্যসুবিধায়িনঃ । পৃথুব্রহ্মতমুহুলাঃ ভাবনীতসিতাসিতাঃ । ১২

ভে পঞ্চ নার্যা ক্রিময়ঃ ককেকুকমকেককাঃ ।

সৌসূরাদাঃ সশূলাখ্যা লেলিহা জনয়ন্তি হি । ১৩

বিভ্ভেদ-শূল-বিষ্টভ-কার্ণা-পাকৃষ্ণ-পাকৃত্যঃ । রোমহর্ষান্নিসদনং ভদ্রকণ্ঠবিমার্গগাঃ । ১৪

ইতি শ্রীগরুড়ো মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে ক্রিমিনিদানং নামৈকোনসপ্তত্বাদিক-

শততমোহধ্যায়ঃ । ১৬৯ ।

ক্রিমিসমূহ ছয়প্রকার, তাহাদিগের নাম যথা—কেশাদ, রোমবিধ্বংস, রোমঘীণ, উডুহর, সৌরস ও মাড় । এই সমস্ত ক্রিমি কুষ্ঠরোগ উৎপাদন করে । যে সমস্ত ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া পকাশরের অধোদেশে বিচরণ করে, তাহারা বৃদ্ধ হইয়া সে সময়ে আশাশয়স্থলে থমন করিতে উদ্যত হয়, সেই সময়ে রোগীর উদগার ও নিশ্বাসে বিষ্ঠাবৎ দুর্গন্ধ অনুভূত হয় । ঐ সমস্ত ক্রিমির মধ্যে কতকগুলি বিষ্টভ ; কতকগুলি বৃত্তাকার, কতকগুলি সূক্ষ্ম, কতকগুলি শূল, কতকগুলি শ্রামবর্ণ, কতকগুলি পীতবর্ণ, কতকগুলি শুভ্রবর্ণ আর কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ । এই সমস্ত ক্রিমি পঞ্চপ্রকার । তাহাদিগের নাম যথা—ককেকুক, মকেকুক, সৌসূরাদ, সশূলাখ্যা ও লেলিহ । ইহারা বিপথগামী হইলে মলভেদ, শূল, উদরের বিষ্টভতা, দেহের কৃশতা, কর্কশতা, পাকৃষ্ণতা, রোমহর্ষ, অগ্নিমান্দ্য ও মলদ্বারে কণ্ডা উৎপাদন করে । ৯-১৪

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে ক্রিমিনিদান নামক ঊনসপ্তত্বাদিক শততম

অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬৯ ।

সপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ধনুতরিক্রবাচ

বাতব্যাধিনিদানং তে বক্ষ্যে সূক্ষ্মত উচ্চগু । সর্বধানর্থকথনে বিদ্ব এব চ কারণম্ ॥ ১
অদৃষ্টদৃষ্টপবন-শরীরমবিশেষতঃ । স বিশ্বকর্মা বিশ্বাত্মা বিশ্বরূপঃ প্রজাপতিঃ ॥ ২
অষ্টা ধাতা বিভূবিম্বুঃ সংহর্তা যত্ন্যরন্তকঃ । তদ্বহ্তক যত্নেন যতিতবামতঃ সদা ॥ ৩
ভ্রোতোস্তে দোষবিজ্ঞানে কর্ম প্রাকৃত-বৈকৃতম্ । সমাস-বাসতো দোষভেদানামবগায় চ ॥ ৪
প্রত্যেকং পঞ্চা বীরো ব্যাপারশ্চেহ বৈকৃতঃ । ভ্রোতাচ্যতে বিভাগেন সনিদানং সলক্ষণম্ ॥ ৫
ধাতুকরকরৈবায়ুঃ ক্রোধো নাতিনিষেধ্যতে । চতুঃশ্রোতোহবকাশেষু ভ্রুস্তাশ্চেব পূরয়েৎ ॥ ৬
ভ্রোতান্ত দোষপূর্ণেভ্যঃ প্রচ্ছাদ্য বিবরং ততঃ । উক্ত বায়ুঃ সক্ষং ক্রুদ্ধঃ শূলানাহারিকুজনম্ ॥ ৭
মলরোধঃ ঘ্রদ্রংগঃ দৃষ্টিপৃষ্ঠকটিগ্রহম্ । করোত্যেব পুনঃ কারে কৃচ্ছানশানুপদ্রবান্ ॥ ৮
আমাশস্ত্রেণো বমশু-শ্বাস-কাস-বিসৃচিকাঃ । কঠোপরোধবর্ষাদি^১-ব্যাধীনৃদ্ধং নাভিতঃ ॥ ৯
শ্রোতাদিহিঞ্জিয়াবাবৎ^২ ভ্ৰুচি শ্ফোটনক্রকতা । চক্রে ভীতকৃজাশ্বাস-গরাময়বিবর্ণতাঃ ॥ ১০

ধনুতরি বলিলেন,—হে সূক্ষ্মত ! বাতব্যাধিনিদান বলিতেছি, শ্রবণ কর । শারীরিক বিদ্বই সকল অনর্থের কারণ । অদৃষ্টবশে শরীরে বায়ুর দোষ জন্মিলে শরীর অকর্মণ্য হইয়া পড়ে । বিশ্বকর্মা, বিশ্বাত্মা, বিশ্বরূপী, প্রজাপতি, অষ্টা, ধাতা, বিভূ, বিম্বু, সংহর্তা, যত্ন্য ও অহ্তক ইহারা যেমন শরীররক্ষার্থ যত্ন করিয়াছেন, সেইরূপ সর্বদা শরীর রক্ষার নিমিত্ত অযত্ন যত্নপরায়ণ হইবে । রোগের দোষপরিজ্ঞানার্থ প্রাকৃত ও বৈকৃত কর্ম আবশ্যক । সামান্তরূপে ও বিশেষরূপে দোষাদোষ জানিয়া রোগনির্ণয় করিতে হয় । পঞ্চ কর্মদ্বারা পৃথক পৃথক যে রোগ নির্ণয় করা যায়, তাহাই প্রাকৃতকর্ম । প্রাকৃতকর্ম পরিজ্ঞানার্থ বাতব্যাধির কারণ ও লক্ষণ কথিত হইতেছে । ১-৩

ধাতুকরকর দ্রব্যের দোষে বায়ু দূষিত হয় বলিয়া তাহা কদাচিৎ সেবনীয় নহে । ঐ বায়ু শিরাত্মোতঃ সকল রোধ করত পুনর্বার তাহা পরিপূরিত করিয়া রাখে । শিরাত্মোতঃ সমস্ত দোষপূর্ণ হইলে বায়ু কুপিত হইয়া চর্মবিবর সকল আচ্ছাদন করে । তাহাতে শূল, আনাহ, অত্রকুজন, মলরোধ, ঘ্রদ্রংগ, চক্ষুর দৃষ্টিরোধ, পৃষ্ঠ ও কটিগ্রহ এই সমস্ত উপগ্রহ জন্মায় ; পরে আবার শরীর দূষিত করিয়া ক্রেশজনক নানাবিধ উপদ্রব উপস্থিত করে । আমাশয়ে বাতব্যাধিরোগ উৎপন্ন হইলে বমন, শ্বাস, কাস, বিসৃচিকা, কঠোপরোধ এবং নাতির উর্দ্ধভাগে নানাবিধ ব্যাধি জন্মে । শারীরিক শ্রোতোরোধ, ইঞ্জিয়পীড়া, চর্মশ্ফোটন, চর্মক্রকতা, প্রবল বেদনা, শ্বাস, গরাময় ও বিবর্ণতা প্রভৃতি বাতব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পায় । ৬-১০

অন্তস্তাশ্চ বিষ্টমরুচিং কৃশতাং ভ্রমম্ । মাংস-মেদোগতগ্রহিৎ চৰ্মাদাবুপকর্ষণম্ । ১১
 ত্বৰ্জসং তুলাভেদত্যাগং দণ্ডমুচ্চিহন্তং যথা । অস্থিহঃ সন্ধিমত্যাশ্বিশূলং তীব্রক লক্ষয়েৎ । ১২

মজ্জাহোহস্থিহসোঃ^১ শৈথ্যামবগ্নং যং তদা কুজাম্ ।

তুক্রস্য শীঘ্রমুৎসন্ন-সর্গান্ বিকৃতিমেব বা । ১৩

তত্তদগর্ভস্থতুক্রহঃ শিরশ্চান্ধানবিটকতাম্ ।

তত্র স্থানস্থিতঃ কুখ্যোঃ কুহঃ স্বয়থুক্চ্ছতাম্ । ১৪

জলপূর্ণদৃতিস্পর্শং শোথং সন্ধিগতোহনিলঃ । সর্কাজসংক্রমস্তোদ-ভেদ-শূরণ-তত্তনম্ । ১৫

তত্তনাক্ষেপণং যথঃ সন্ধিভঞ্জন-কম্পনম্ । যদা তু ধমনীঃ সর্কাজঃ কুক্রোহভোতি মুহমূর্ছঃ ।

তদাক্ষমাক্ষিপত্যেব বায়ুবিরাক্ষেপণঃ স্মৃতঃ । ১৬

অথঃপ্রতিহতো বায়ুর্ভেদুর্দ্ধঃ তদা পুনঃ । তদাবর্জতা হৃদয়ং শিরঃশাখো চ পীড়য়েৎ । ১৭

স ক্রিপেৎ পরিভো গাত্রং হনুং বা চাশ্চ নাময়েৎ ।

কুচ্ছাদুচ্ছসিতিতুলা নিমীলয়ন্নয়নম্ । ১৮

কপোত ইব কুচ্ছত নিঃসন্নঃ সোপত্তত্তকঃ । স এব বামনাসায়াং যুক্তস্ত মরুতা হৃদি । ১৯

অন্তবিষ্টম্, অরুচি, ভ্রম, মাংস ও মেদোগত গ্রহি এবং চৰ্মাদির কর্কশতা এই সমস্ত উপস্রব হইয়া থাকে । এই রোগে শরীর অতি গুরু বোধ হয়, শরীরে দণ্ডাঘাত বা মুষ্টিপ্রহার করিলে যেমন বেদনা হয়, এই রোগেও তুক্রণ বেদনা অনুভূত হইতে থাকে । অস্থি, মজ্জা, জাদু প্রভৃতিতে অতিশয় শূল লক্ষিত হয় । বাতব্যাধিরোগে মজ্জা ও অস্থিতে এই প্রকার বেদনা হয় যে, কোনরূপেই রোগীর প্রাণ সুস্থ থাকে না এবং নিদ্রাকর্ষণ হয় না । আর শীঘ্র তুক্রভ্যাগাদি বিকৃতি করে । গর্ভস্থ ও তুক্রস্থ বাতব্যাধি শিরঃপীড়া ও মলের কঠিনতা উৎপাদন করে, বাতব্যাধিরোগ প্রথমতঃ যে স্থান আক্রমণ করে, সেই স্থানে শোথ উৎপাদন করিয়া থাকে ; সেই শোথ রোগীকে অত্যন্ত ক্লেশপ্রদান করে । এইরোগে রোগীর শরীর জলপূর্ণ দৃতিস্পর্শের দ্বারা স্পর্শবিশিষ্ট হয় । বায়ু শরীরের সন্ধিতে প্রবেশ করিয়া শোথ উৎপাদন করে । পুনরায় বায়ু সর্কাজ আশ্রয় করে, তখন গায়ে বেদনা, ভেদনং পীড়া শূরণ, সন্ধিভঞ্জন, তত্তন, আক্ষেপণ, যথ ও কম্পন এই সমস্ত উপস্রব হয় । ১১-১৬

যখন বায়ু সকল ধমনী আক্রমণ করে, তখন কুপিত হইয়া বারংবার সর্কালরীয়ে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয় । তাহাতে অস্ত্রবিক্ষেপ হইতে থাকে, ইহাকে অক্ষেপণব্যাধি বলে । যখন বায়ু অধোদিকে প্রতিহত হইয়া পুনরায় উর্দ্ধে গমন করে, তখন হৃদয় আক্রমণপূর্বক শিরঃ ও ললাটাস্থি পরিপীড়ন করে । সেই বায়ু সর্কালরীর বিক্ষিপ্ত করে ; ইহাতে হনুতন্ত ও মুখের নম্রতা এই রোগ উপস্থিত হইলে রোগী অতি কষ্টে শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করে এবং চক্ষুদ্বয় নিমীলিত হইয়া থাকে । এই রোগে রোগী কপোতের দ্বায় অবাস্ত শব্দ করে, ইহাতে

১। মজ্জাহোহস্থি চাশ্বৈধ্যম্ ।

প্রাপ্নোতি চ মুহঃ স্বাস্থ্যং মুহুরস্বাস্থ্যবান্ ভবেৎ ।

অভিঘাতসমুৎপাদিত্তিকিকিৎসাতমো মন্তঃ । ২০

যেদন্তত্বতদা তন্ত বায়ুস্থিগতনূর্যদা । ব্যাপ্নোতি সকলং দেহং যত্র চার্মাম্যতে পুনঃ । ২১

অন্তর্গাতুগতশ্চৈব বেগতন্তক নেত্রয়োঃ । করোতি কৃন্তাং সদনং কখনানাং হতোদমম্ । ২২

পার্শ্বরোকেধনাং বাহ্যং হনু-পৃষ্ঠ-শিরোগ্রহম্ ।

দেহস্ত বহিরায়ামং পৃষ্ঠতো হৃদয়ে শিরঃ । ২৩

উরশ্চোংকিপ্যাতে তত্র কঙ্কো বা নাম্যতে তদা ।

দন্তেদ্যন্তে চ বৈবৰ্ণ্যমবেদন্তত্র গাত্রতঃ । ২৪

বাহ্যায়াম-হনুস্তন্তং ক্রবতে বাতরোগিশম্ । বিগ্নুজমসৃজং প্রাপ্য সমসীরসমীরণাঃ । ২৫

আবচ্ছতি ভনোদৌবাঃ সর্বমাপাদমন্তকম্ । তিষ্ঠতঃ পাণ্ডুমাত্রস্য ত্রণায়ামঃ স বর্জিতঃ^১ । ২৬

গাত্রো^২ বেগে ভবেৎ স্বাস্থ্যং সর্কেদ্যাক্ষেপণেন তৎ ।

জিহ্বাবিলেখনাদৃক্ষ-ভক্ষণাদতিমানতঃ । ২৭

কুপিতো হনুমূলহঃ স্তম্ভস্টিভানিলো হনুম্ । করোতি বিবৃতাশ্তত্বমথবা সংবৃতাশ্ততাম্ ।

হনুস্তন্তঃ স তেন স্তাৎ কৃচ্ছ্রাজ্জর্কণ-ভাষণম্ । ২৮

জ্ঞানের অভাব হয়, ইহাকে অপভ্রক রোগ বলে । অপভ্রকরোগ বায়নাসা ও হৃদয়ে উপস্থিত হয় । উক্ত অপভ্রকরোগ উপস্থিত হইলে রোগী কখন কখন মুহুতা, কখন বা অতিশয় অমুহুতা বোধ করে । অভিঘাতক বাতব্যাধিরোগ ত্তিকিকিৎস ও অসাধ্য । ১৬-২০

এই রোগে যখন বায়ু সর্বশরীর আচ্ছাদন করে, রোগীর শরীরে তখন ঘর্ম হয় না এবং ঘর্ম দেখিবে, রোগীর সর্বশরীর অবসন্ন হইতেছে, তখন বায়ু সর্বশরীর আক্রমণ করিয়াছে জানিবে । যখন বায়ু অন্তর্গাতুগত হয়, তখন বেগতন্ত, নেত্ররোধ, জ্বন্ত, দন্তের মলিনতা, উৎসাহহীনতা প্রভৃতি উপসর্গ জন্মে । এই রোগে পার্শ্ববেদনা, হনুগ্রহ, পৃষ্ঠরোধ, শিরঃপীড়া, শরীরের বাহ্যভাগের অবনতি, পৃষ্ঠ ও হৃদয়ে গুরুতাপ্রভৃতি নানাবিধ উপদ্রব জন্মে । এই রোগে সর্বদা মন্তক দুরিতে থাকে, স্তম্ভ অবনত হয়, দন্ত ও মুখ বিবর্ণ হয় এবং শরীরের কোন স্থানেও ঘর্মোদ্গম হয় না । শরীরের বহির্ভাগের অবনতি ও হনুস্তন্ত হইলেই সেই রোগীকে বাতরোগী বলিয়া নিশ্চয় করিবে । সেইরোগে মল, মূত্র ও রক্ত আশ্রয় করিয়া সর্বত্র বিচরণ করে । ২১-২৫

বাতব্যাধিরোগ উপস্থিত হইলে দোষসমস্ত আপাদমন্তক সর্বশরীর আচ্ছাদন করে এবং শরীরের পাণ্ডুতা, ত্রণ, আয়াস বর্জিত হয় । সর্ববিধ আক্ষেপকরোগে শরীর-পরিচালনা করিলে কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্যবোধ হয় । অধিক পরিমাণে জিহ্বাবিলেখনে কিংবা উল্লেখ্যভাবে বায়ু কুপিত হইয়া হনুস্তন্ত করিয়া থাকে । ইহাতে মুখ বিবৃত বা সংবৃত

বাঘাহিনীশিরাস্তস্তো জিহ্বাং শুভ্রবভেদনিলঃ ।

জিহ্বাস্তস্তঃ স ভেনায়-পান-বাক্যেবনীশতা । ২৯

শিরসা ভারহরণাদতিহাস্তপ্রভাষণাৎ । ৩০

বিষমাত্তপধানাচ্চ কঠিনানাঞ্চ চৰ্ষণাৎ । বায়ুবিবৰ্দ্ধতে তৈশ্চ বাতলৈরুৰ্দ্ধ, মাহিতঃ । ৩১

বক্রীকরোতি বক্তৃক উচ্চৈর্হসিতমীক্ষিতম্ ।

ভতোহস্য কুরুতে যুগ্মাং বাক্শক্তিং শুক্লেনৈবতাম্ । ৩২

দন্তচালঃ স্বরভাংশঃ ক্ষুতিহানীক্ষিতগ্রহো ।

গদ্যজ্ঞানং শ্রুতিধ্বংসস্তাসিঃ শ্বাসক্চ জ্বরতে । ৩৩

নিষ্ঠীবঃ পার্শ্বভোদশ একস্রাক্ষো নিমীলনম্ ।

অজোরুৰ্দ্ধং রুজস্তীক্ষাঃ শরীরার্দ্ধধরোহপি বা । ৩৪

ভমাহরদিতং কেচিদেকাগ্রমথ চাপরে ।

রক্তমাত্রিত্য চ শিরাঃ কূৰ্য্যান্মূৰ্দ্ধ, ধরাঃ শিরাঃ । ৩৫

রুক্ষঃ সবেদনঃ কৃষ্ণঃ সোহসাধাঃ কাক্ষিরোগহঃ ।

ভনুং গৃহীতা বায়ুশ্চ শিরান্নান্মুস্তথৈব চ ।

পক্ষমস্তুরং হস্তি পক্ষাঘাতঃ সঃ উচ্যতে । ৩৬

হয় । অতি প্রবৃত্তে চৰ্ষণ বা অত্যাচ্চ ভাষণদ্বারা কুণ্ঠিত বায়ু বাঘাহিনী শিরা শুষ্কিত করিয়া জিহ্বাস্তস্তন করে, তাহাতেই হনুস্তস্ত হইয়া থাকে । জিহ্বাস্তস্তন হইলে অন্নভোজন, জলপান ও বাক্যকথন বিষয়ে শক্তি থাকে না । মস্তকে অধিক ভারবহন, অত্যাচ্চ হাস, বিষম উপাধানে শয়ন, কঠিন দ্রব্য চৰ্ষণ, উচ্চৈঃস্বরে বাক্য কথনে বায়ু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া দেহের উৰ্দ্ধভাগ আশ্রয় করে । ২৬-৩১

অতি উচ্চহাস্য করিলে এবং নেত্র সবলে অতিশয় বিস্তারিত করিয়া দর্শন করিলে মূখ বক্র হইয়া যায় । ইহাতে বাক্শক্তির হানি ও নেত্রের শুকতা হইয়া থাকে । বাতব্যাধিরোগ জন্মিলে, দন্তচালন ও স্বরভাংশ হয়, শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তির হ্রাস, গুরুগ্রহণে অসমর্থতা, শ্রবণশক্তির ক্ষীণতা, জ্বাস, শ্বাস এই সকল উপদ্রব জন্মে । এই রোগে নিষ্ঠীবন, পার্শ্ববেদনা, চক্ষুর নিমীলন, অক্ষর উৰ্দ্ধভাগে প্রবল বেদনা এবং অৰ্দ্ধশরীরের অবসন্নতা এই সমস্ত উপসর্গ উপস্থিত হয় । পূর্বোক্ত রোগকে কেহ কেহ অদ্বিত, অপর কেহ বা একাজব্যাধি বলিয়া থাকেন । বায়ু রক্ত আশ্রয় করিয়া শিরা অবরোধ করিলে মূৰ্দ্ধগত শিরাসকল অকর্ণণ্য হইয়া পড়ে এবং মস্তকের অবসন্নতা বোধ হয় । বায়ুকৰ্দ্ধক শিরা পরিগৃহীত হইলে যদি শিরা রুক্ষ, বেদনামুক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ হয়, তবে সেই রোগ অস্পষ্ট বলিয়া নিশ্চয় করিবে । বায়ু ভনুগ্রহণ করিয়া পরে শিরা ও বায়ু অবরোধ করে ; অনন্তর শরীরের এক পক্ষ (ভাগ) আক্রমণ করে । ইহাকে পক্ষাঘাতরোগ বলে । ৩২-৩৬

কুৎসস্ত কারিতার্থং স্তাদকশ্মণ্যমচেতনম্ । একাক্ষরোগভ্যাং কেচিদন্তে কক্ষরাজো বিদ্যুঃ । ৩৭
সর্বাক্ষরোধঃ শুভ্রশ্চ সর্বকারাশ্রিতেহনিলে । শুভ্রবাতকৃতঃ পক্ষঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যতমো মতঃ । ৩৮

কৃচ্ছ্রমন্তেন সংসৃষ্টো বিদ্যুঃ ক্ষয়হেতুকঃ । ৩৯

আমবচ্ছায়নঃ কুর্ঘ্যাৎ সংশ্চ্যাক্ষর্য কফাশ্রিতঃ ।

অসাধ্য এবং সর্বোহি ভবেদ্বগাপতানকঃ । ৪০

অসমূলোশ্রিতো^১ বায়ুঃ শিরাঃ সঙ্কুচ্য তদ্রাগঃ । বহিঃ প্রত্যক্ষিতহরং জনয়তোব বাহকম্ । ৪১

শূলং প্রত্যঙ্গুলীনাং ধাঃ কণ্ডুরা বাহপৃষ্ঠতঃ ।

বাহ্যোঃ কক্ষক্ষয়করো বিদ্যাচৌ বোভি সোচ্যতে । ৪২

বায়ুঃ কট্যাশ্রিতঃ সক্ষুঃ কণ্ডুরাশ্রিতপেদুঃ শব্দাঃ ।

তদা যজ্ঞো ভবেজ্জন্তুঃ পক্ষুঃ সক্ষুঃ শ্রীয়ের্বধাৎ । ৪৩

কম্পতে গমনারম্ভে যজ্ঞমিব চ গচ্ছতি । কলারম্ভঃ তং বিদ্যান্মুক্তসদ্বিপ্ৰবন্ধনম্ । ৪৪

শীতোষ্ণ-দ্রব-সংকট-গুরু-শ্লিষ্টৈশ্চ সেবিতৈঃ ।

জীর্ণাজীর্ণৈ তথায়াম-ক্ষোভশ্লিষ্টপ্রজাগরঃ^২ । ৪৫

ইহাতে সমস্ত শরীরের অর্দ্ধাংশ অকশ্মণ্য অচেতন হয় । ইহাকে কেহ একাক্ষরোগ, কেহ বা পক্ষরোগ বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন । যদি বায়ু সর্বশরীরে শুভিত করে, তবে এই রোগ সর্বাক্ষরোধ নামে অভিহিত হয় । শুভ্র বায়ুজ পক্ষাঘাতরোগ সাধ্য বলিয়া জানিবে । ঐ রোগ যদি বিদোষজ হয়, তাহা হইলে উহা কৃচ্ছ্রসাধ্য এবং ঐ রোগ সম্যক্-একার বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে তাহা অসাধ্য বলিয়া পরিগণিত হয় ; আর ঐ রোগই রোগীকে ক্ষয় করিয়া থাকে । বায়ু যদি কক্ষের সহিত যুক্ত হয় এবং আমকর্ষক তাহার গতিরোধ হয়, তবে সর্বাক্ষ অবসন্ন হইয়া পড়ে । এই রোগ নিশ্চয় অসাধ্য । ইহাকে দগাপতানক বলে । ৩৭-৪০

শিরাগত বায়ু সমস্ত শিরা সঙ্কুচিত করিয়া যক্ষ্মরোধপূর্বক যে বাতব্যাধিরোগ উৎপাদন করে, তাহার নাম অববাহক । যে কণ্ডুরা বাহপৃষ্ঠ হইতে হস্তের উপরদিক দিয়া অঙ্গুলি-প্রান্তে শেষ হইয়াছে, যে রোগে সেই কণ্ডুরা পৃথিত হইলে হস্তের কার্য্য আকুঞ্চনপ্রসারণাদি লোপ হয়, সেই রোগের নাম বিদ্যাচৌ । যে রোগে কটিস্থিত বায়ু কোন এক জজ্বার কণ্ডুরা আকর্ষণপূর্বক জজ্বার শক্তিলোপ করে, সেই রোগের নাম যজ্ঞ । আর যে রোগে উভয় জজ্বার শক্তিলোপ হয়, তাহাকে পক্ষুরোগ বলা যায় । যে বাতব্যাধিতে রোগী গমন করিবার সময় কাঁপিতে কাঁপিতে বিকলভাবে গমন করে, তাহার পদের সন্ধিবন্ধন শিথিল হইয়া যায়, তাহার নাম কলারম্ভ । ৪১-৪৪

শীতল, উষ্ণ, দ্রব, শুষ্ক, গুরু ও শ্লিষ্ট দ্রব্য সমধিক-পরিমাণে সেবন করিলে, জীর্ণ

১। অসমূলোশ্রিতো । ২। প্রজাগরৈঃ ।

সন্ধ্যামেদঃ সময়ে পরমভার্যসজ্জিতম্ । অভিকুরেত্তরং দোষং শরীরং প্রতিপদ্যতে । ৪৬

সন্ধ্যাহীমি প্রপূর্য্যাস্তঃ স্নেহশা শুভ্রিতেন তৎ ।

তদা তরাতিমূলোহ শীতায়তে তথা ভভৌ ।

পরকীর্য্যাবিব গুরু শ্যাতামভিত্ত্বশব্যথৌ । ৪৭

স্তামালমঙ্গলৈস্তমিত্য-তল্লা-মূর্ছাকুচি-জ্বরৈঃ ।

তমূকুস্তমিত্যাহ বাহুবাতমথাপরে । ৪৮

বাতশোণিতসংশোধৌ জ্বানুমধ্যে মহাকুজঃ ।

জ্জেরঃ ক্রোড়ৈকশীর্ষস্ত তুলক্রোড়ৈকশীর্ষবৎ । ৪৯

কৃকপাদবিষমস্তন্তে স্নানাতা জায়ন্তে বদা ।

বাতেন গুল্ফমাপ্রিতা তমাহর্বাতকন্ঠকম্ । ৫০

পাক্ষিপ্রত্যঙ্গুলীনাভৌ কণ্ঠে বা মারুতান্বিতে ।

সাত্তিকৈপং নিগৃহাতি গৃধ্রসীং তাং প্রচক্ষতে । ৫১

কৃষ্ণেতে চরণৌ যন্ত ভবেতাক্ষাপি মৃগকৌ ।

পাদকর্ষঃ স বিজেরঃ কক-মারুতকোপজঃ । ৫২

কিংবা অজীর্ণাবস্থার অধিক পরিশ্রম বা অধিক জাগরণ করিলে অথবা কোনরূপ ক্ষোভ-প্রাপ্ত হইলে মেদ স্নেহায়ুক্ত হইয়া সজ্জিত হইতে থাকে ; আর স্নেহা অন্য দোষসকলকে অভিকৃত্ত করিয়া সমস্ত শরীর ব্যাপিত্ত করে । স্নেহা জজ্বার অহিসকল প্রপূরিত করিয়া শুভ্রিত করে, ইহাতে সেই অহি অবসন্ন হইয়া পড়ে, ক্রমে উরুদেশও নাভিমূল অভ্যন্ত শীতল হয় । রোগীর বোধ হয় যেন, উরুভর তাহার নহে, পরকীর্য্য ; উরুতে দারুণ বেদনা ও সমধিক গুরুতা বোধ হয় । তখন তাহার শরীর স্তামবর্ণ, অঙ্গের তৈমিত্য, তল্লা, মূর্ছা, অকুচি ও জ্বর হইয়া থাকে । এই রোগকে কেহ কেহ উরুস্তম, কেহ বা বাহুবাত বলিয়া থাকেন । বায়ু ও শোণিত দ্বারা উরু ও জজ্বার সন্ধির মধ্যে যে অত্যধিক ব্যাধায়ুক্ত শোথ উৎপন্ন হয়, সেই শোথকে ক্রোড়ৈকশীর্ষ বলিয়া থাকে । বিধিলজ্বন পূর্ব্বক পাদস্থাপন করিলে অথবা পদপর্ষ্যটনাদিতে সমধিক পরিশ্রম হইলে, বায়ু কুপিত হইয়া গুল্ফস্থানে বেদনা জন্মায় । এই বেদনাবিশিষ্ট রোগের নাম বাতকন্ঠক । ৪৬-৫০

যে রোগে ক্রমশঃ পাক্ষি, অঙ্গুলি, নাভি ও কণ্ঠ এই সমস্ত স্থান বায়ুকর্তৃক পীড়িত হইলে অধিক বেদনা জন্মে, তাহাকে গৃধ্রসীরোগ বলে । যে রোগে বায়ু ও কক দূষিত হইয়া পাদদ্বয়কে অসার (স্পর্শশক্তিহীন) করে, পদদ্বয়ে নখাঘাত করিলেও বেদনা বোধ হয় না, পরন্তু রোমাঞ্চ হইবার সময় শরীরের যেমন অবস্থা হয়, পাদদ্বয়ে সেইরূপ চিহ্ন হইয়া থাকে, ইহাকে পাদহর্ষরোগ বলে । যে রোগে বায়ু ও পিত্ত রক্তের সহিত মিলিত হইয়া

পানয়োঃ কুরুতে দাহং পিত্তাস্কসহিতোহনিলঃ ।

বিশেষতশ্চক্রমতঃ পানদাহং তমাদিশেৎ ১ ৫০

ইতি ঐগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে বাতব্যাধিনিদানং নাম

সপ্তত্যাধিক-শততমোহধ্যায়ঃ । ১৭০ ।

একসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ধনুস্তরিক্রবাচ

বাতরক্তনিদানং চে বক্ষ্যে সুশ্রুত উচ্চগ্ন । বিরুদ্ধাভ্যশন-ক্রোধ-দিবায়ত্তপ্রকাশনৈঃ । ১

প্রাশনঃ সূক্ষ্মায়াণাং মিথ্যাহারাবহারিণাম্ ২

স্থলানাং সুখিনাঞ্চাপি কুপ্যাতে বাতশোণিতম্ । ২

অভিবাভাদভেষ্টে নৃণামসৃজি দৃষিতে । বাতলৈঃ শীতলৈর্বাধ বৃদ্ধঃ ক্রুদ্ধো বিমার্গগঃ । ৩

ভাদৃশৈর্বাসৃজা ক্রুদ্ধঃ প্রাক্ ভদেব প্রদৃশয়েৎ ।

আনং বাতং শুদং বাতং বলাসং বাতশোণিতম্ । ৪

পানে জ্বালা জন্মায় এবং চলিয়া বেড়াইলেই ঐ জ্বালা কিছু কম বোধ হইয়া থাকে, ইহাকে পানদাহরোগ বলে । ৫১-৫৩

ঐগারুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে বাতব্যাধিনিদান নামক সপ্তত্যাধিক শততম

অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭০ ।

একসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায়

ধনুস্তরি বলিলেন,—সুশ্রুত । অনন্তর বাতরক্ত নিদান বলিতেছি, শ্রবণ কর । বিরুদ্ধ অশন, অভিশয় ক্রোধ প্রকাশ, দিবানিশ্রাও অধিক জাগরণ দ্বারা বায়ু ও রক্ত কুণ্ঠিত হইয়া বাতরক্ত রোগ উৎপাদন করে । যাহাদের শরীর অতিকোমল বা অতিস্থূল, যাহারা অভিশয় সুখী, তাহাদিগেরই এই রোগ জন্মিয়া থাকে । মিথ্যা আহার বিহারাদি করিলে বাতরক্ত কুণ্ঠিত হয় । শরীরে কোন প্রকার আঘাত প্রাপ্ত হইলে কিংবা শরীরের রক্ত দূষিত হইলে অথবা বায়ুবর্জক ও অভিশয় শীতল দ্রব্য সেবন করিলে বায়ু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও কুণ্ঠিত হইয়া বিমার্গগামী হয় । সেই বায়ুকর্তৃক শারীরিক রক্ত দূষিত হইয়া বায়ুর পথ ক্রম

১। তমাদিশেৎ । ২। বিহারিণাম্ ।

তদা ধূনামভিঃ স্বকং পূৰ্বশ্যাদৌ প্রধাবতি ।

বিশেষাঘ্ননাদৈশ্চ প্রলম্বস্তস্য লক্ষণম্ । ৫

ভবিষ্যতঃ কুষ্ঠময়ং তথা সান্থদসংজ্ঞকম্ ।

জানু-জজ্ঞো-কটাংস-হস্ত-পাদান্জসঙ্ঘিযু । ৬

কণ্ডু-ক্ষুরণ-নিভোদ-ভেদ-গোরব-সুপ্ততাঃ । ভূতা ভূতা প্রশাম্যন্তি কদা বাবির্ভবন্তি চ । ৭

পাদয়োর্মূলমাহার কদাচিক্তস্তয়োরাপি ।

আখোরিব বিষং ক্লেশঃ কৃৎসং দেহং বিধাবতি । ৮

স্বাংসান্জরমুত্তানং তৎপূৰ্বং জায়তে ততঃ । কালান্তরেণ গন্তীরং সর্বধাতুনলিম্বেৎ । ৯

কটাদিসংযতস্থানে বক্তাস্ত্রস্তাবলোহিতাঃ । স্বরথুর্জাখিতঃ পাকঃ স বায়ুশ্চান্ধ-মজ্জসু । ১০

হিঙ্গাগ্নিব চরন্ত্যন্তশুকী কূর্বংশ বেগবান্ ।

করোতি ধঞ্জং পঙ্গুং বা শরীরং সর্বতশ্চরন্ । ১১

বাতাধিকেহধিকং তত্র শূল-ক্ষুরণ-ভঞ্জনম্ ।

শোথস্ত রৌক্ষ্যং কক্ষত্বং শ্যাবতা-বৃদ্ধি-হানয়ঃ । ১২

করে, এ নিমিত্ত এই রোগ জন্মে । বাতরক্তরোগ খাদ্যবাতাদি নামে উক্ত হয় । এই রোগের প্রথমাবস্থায় ধূনামা প্রভৃতি কতিপয় রোগ জন্মে । বিশেষতঃ বমনাদি দ্বারা শরীর প্রলম্বিত হয়, উহাই প্রলম্বনামক বাতরক্তরোগের লক্ষণ । ১-৫

কুষ্ঠরোগ জন্মিবার পূর্বে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, বাতরক্ত রোগেও সেই সমস্ত লক্ষণ দেখা যায় । উক্ত রোগে জানু, জজ্ঞা, উরু, কটি, হৃক, হস্ত, পাদ ও অঙ্গসঙ্ঘি এই সকল স্থানে কণ্ডু ক্ষুরণ, সূচীভেদবৎ বেদনা, প্রদাহ, শুকতা ও অসারতা হইয়া থাকে । এই রোগ জন্মিয়া কখন কখন প্রশান্ত হয় এবং পুনরায় আবির্ভূত হইয়া থাকে । বাতরক্তরোগ কখন কখন পাদদ্বয়ের মূল, কখন কখন বা হস্তদ্বয়ের মূল আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয় । মূষিকবিষ যেরূপ সর্বশরীর-ব্যাপী হয়, সেইরূপ বাতরক্তরোগও সর্বশরীরে সঞ্চার করে । বাতরক্তরোগ প্রথমতঃ চর্ম, অনন্তর মাংস আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, কালান্তরে ঐ রোগ অতি গন্তীর হইয়া সর্ববিধ ধাতুকে আক্রমণ করিয়া থাকে । এই রোগে কটি প্রভৃতি সংযত স্থানের চর্ম তাত্র, শ্যাব বা লোহিতবর্ণ হয়, ঐ সকল স্থানে গ্রথিত শোথ উৎপন্ন হইয়া পাকপ্রাপ্ত হয় । তারপর সেই অস্থি ও মজ্জাতে প্রবেশ করে । ৬-১০

এই রোগে বোধ হয় যেন, বেগবান্ বায়ু অস্থি প্রভৃতি ছেদ করিয়া অত্যন্তরে চক্রাকারে বিচরণ করে । অনন্তর ঐ বায়ু সর্বশরীরব্যাপী হইলে রোগীকে ধঞ্জ বা পঙ্গু করিয়া থাকে । বাতাদিকাপ্রযুক্ত বাতরোগ জন্মিলে অত্যন্ত শরীরকম্পন, ভঞ্জনবৎ বেদনা, পাদস্থিত শোথের রুদ্ধতা, কৃষ্ণ-বর্ণতা অথবা শ্যামবর্ণতা হইয়া থাকে । উক্ত রোগ কখন কখন অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং কখন কখন লঘু হইয়া থাকে । বায়ুজ বাত-রক্তরোগে অক্লিসঙ্ঘির ধমনী

ধমশূলিসঙ্ঘীনাং সঙ্কোচোহজগ্রহোহভিরূক্ । শীতবেদ্যানুপশরৌ^১ শুভ্র-বেপথু-সুপ্তয়ঃ । ১৩

রক্তে শোথোহভিরূক্কৃতোদস্তাশ্চিচিমিচিমান্তে ।

রিদ্ধকক্ষৈঃ সমং^২ নৈত্তি কণ্ডুঃ ক্রৈদসমদ্বিতঃ । ১৪

পিত্তে বিদাহঃ সন্মোহঃ হেনো মূৰ্ছা মদন্তুবা ।

স্পর্শাসহস্রং কণ্ঠাবঃ শোথঃ পাকো ভ্রুশোমতা । ১৫

কক্ষৈ স্তৈমিত্য-গুরুতা-মৃপ্তি-রিদ্ধত-শীততাঃ ।

কণ্ডূর্মক্ষা চ কণ্ডুশূলং সর্বলিঙ্গক সঙ্ঘরাৎ । ১৬

একদোষক সংসাধ্যং যাপ্যাকৈব ত্রিদোষজম্ ।

ত্রিদোষজং তাজ্জেনাত রক্তপিত্তং সুদারুণম্ । ১৭

রক্তমার্গঃ^৩ নিহন্তাত শাখাসন্ধিযু সাক্রতঃ । নিবেস্তানোক্তমাবাধ্য বেদনাভির্হৃত্যসূন্ । ১৮

বায়ে পক্ষাঘ্নকে প্রাণে রৌক্ষ্যাকাপল্য-লজ্বনৈঃ ।

অভ্যাহারাভিঘাতাচ্চ বেগোদীরণ-চারণৈঃ । ১৯

কুপিতশ্চক্ষুরাদীনামুপঘাতং প্রকল্পয়েৎ । পীনসো দাহ-ভূট-কাস-শ্বাসাদিশ্চৈব জায়তে । ২০

সঙ্কোচিত করিয়া অত্যন্ত বেদনা জন্মায় । শীতবেদ, অনুপশর, শুভ্র, বেপথু ও শরীরের অসারতা হইয়া থাকে । উক্ত রোগে রোগীর শীতলদ্রব্য-সেবনে অভিনাব জন্মে, কিন্তু শীতলদ্রব্যসেবনে ঐ রোগের বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । রক্তাধিক বাতরক্তরোগে শোথ, কখন অত্যন্ত বেদনা, কখন সূচীবেদন বেদনা, কণ্ডু, অবসাদ, শরীরের ভাববর্ণতা হয় । যি^১কিবাও শরীর আক্রমণ করে ; তখন রিদ্ধ ও রুক্ষ ক্রিয়াতে রোগের শান্তি হয় না এবং শরীর কণ্ডু ও ক্রৈদযুক্ত হয় । ১৩-১৪

পিত্তজ বাতরক্তরোগে দাহ, মোহ, হেন, মূৰ্ছা, মদ, তৃকা, শোথ, পাক এই সমস্ত উপদ্রব হয় এবং ব্রণস্থানে অধিক তাপ হইয়া থাকে ; লোমস্পর্শ করিলে হ্রঃসহ বোধ হয় । কফজ বাতরক্তযোগে স্তৈমিত্য, গুরুতা, রিদ্ধতা, শৈতা, অন্ন অন্ন কণ্ডু এই সকল উপদ্রব হয় । স্নায়ুজ বাতরক্তে বিবিধ লক্ষণ এবং ত্রিদোষজ বাতরক্তে সর্বপ্রকার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে । একদোষজ বাতরক্ত সাধ্য ; ঐ রোগ ত্রিদোষজ হইলে চিকিৎসা দ্বারা যাপ্য হইয়া থাকে ; ত্রিদোষজ বাতরক্ত অতি দারুণ, তাহার চিকিৎসাতে কোন ফল হয় না ; অতএব সুদক্ষ চিকিৎসক উক্তরোগীকে পরিহার করিবেন । বাতরক্তরোগে বায়ু শরীরস্থ রক্ত বিনাশ করিয়া অঙ্গসন্ধিতে প্রবেশ করে, পরে পিত্ত ও স্নেহাকে আবরণ করিয়া সমধিক বেদনা উৎপাদনপূর্বক প্রাণবিনাশ করিয়া থাকে । পক্ষবিধ বায়ু রুক্ষতা, কাপল্য, লজ্বন, অভ্যাহার, অভিঘাত ও বেগরোধাদি দ্বারা কুপিত হইয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্రిয়ের উপঘাত করে । তাহাতে পীনস, দাহ, তৃকা, কাস, শ্বাস এই সমস্ত উপদ্রব জন্মে । ১৫-২০

১। শীতবেদ্যানুপশরৌ । ২। শম । ৩। রক্তমার্গে ।

কঠরোষো মলজংশ-জর্যারোচক-পীনসান্ । কুর্য্যাক্ গলগতাদীংস্তান্ অক্রমূর্ধসংশয়ঃ ॥ ২১
 ব্যানোহতিগমন-গ্নান-ক্রোড়া-বিষয়চেষ্টিতৈঃ । বিরুদ্ধ-ক্লম্ব-ভৌ-হর্ষ-বিষাদাদৈশ্চ দূষিতঃ ॥ ২২

পুংস্তোংসাহ-বলজংশ-শোক-চিহ্নপ্রব-জরান্ ।

সর্বাঙ্গাঙ্গাদি-নিস্তোদ-রোমহর্ষঃ সুসুপ্ততাম্ ॥ ২৩

কূষ্ঠং বীষপ্ৰমত্তক্ কুর্য্যাক্ সর্বাঙ্গসাদনম্ । সমানো বিষমাজীর্ণ-শীতসঙ্কীর্ণভোজনৈঃ ॥ ২৪
 করোতাকালশয়ন-জাগরাদৈশ্চ দূষিতঃ । শূলশূলগ্রহণাদীন্ বহুং কামাঙ্গয়ান্ গদান্ ॥ ২৫
 অপানো ক্লম্বগুর্কম-বেগাঘাতাতিবাহনঃ^১ । যান-পান^২-সমুত্থান-চক্ৰ মৈশ্চাতিসেবিতৈঃ ॥ ২৬

কুপিতঃ কুরুতে বেগান্ কৃচ্ছান্ পকাশয়াত্রয়ান্ ।

মূত্র-তুক্রপ্রদোষার্শো-গুদজংশাদিকান্ বহুন্ ॥ ২৭

সর্বাঙ্গমাততং সামন্তজ্ঞাতৈমিত্যগৌরবৈঃ । স্নিগ্ধতাদ্বোধকালক-শৈত্যশোথাগ্নিহানয়ঃ ॥ ২৮
 কণ্ডূক্লম্বাতিনাশেন তরিশোপশমেণ চ । মুক্তিং বিদ্যাগ্নিরামং তৎ তজ্ঞাদীনাং বিপর্যয়াৎ ॥ ২৯
 বায়োরাবরণং যাতো বহুভেদং প্রচকতে । পিত্তলিজাহ্বতে দাহতৃক্ষা শূলং ভ্রমন্তমঃ ।
 কটুকোক্ষায়ুলবণৈবিদাহঃ শীতকামতা ॥ ৩০

এই রোগে বায়ু অক্রম ও মূর্ধস্থান আশ্রয় করিয়া কঠরোষ, মলজংশ, বমি, অরুচি, পীনস এবং গলগতাদি মানাবিষ উপদ্রব জন্মায় । অতিদূরগমন, অধিক গ্নান, অত্যন্তক্রোড়া ও সমধিক বিষয়চেষ্টি, বিরুদ্ধ বা ক্লম্ব ব্যবহার, ভয়, হর্ষ ও বিষাদাদিঘাৱা ব্যানবায়ু দূষিত হইয়া পুংস্ত, উংসাহ ও বল বিনাশ করে ; আর শোক, চিহ্নবিভ্রম, জর, অজবেদনা, রোমহর্ষ, সুসুপ্ততা (স্পর্শজ্ঞানাত্যাব), কূষ্ঠ, বিসর্প, অজাবসাদ প্রভৃতি উপদ্রব উৎপাদন করে । বিষম, অজীর্ণ, শীত ও সঙ্কীর্ণ দ্রব্য ভোজনাদি, অকালশয়ন ও জাগরণাদি দ্বারা সমানবায়ু দূষিত হইলে শূল, গুল্ম, গ্রহণী, অর্শ, বহুং প্রভৃতি রোগসমূহ উৎপাদন করে । ২১-২৫

ক্লম্ব ও গুল্ম অন্নভোজন, বেগবিঘাত, অতিবাহন, যানগমন প্রভৃতিদ্বারা অপানবায়ু কুপিত হইয়া পকাশরূপে আশ্রয় করে ; তাহাতে মলমূত্রাদির বেগে সমধিক ক্লেশবোধ হয়, আর মূত্রদোষ, তুক্রদোষ, অর্শ, গুদজংশাদি বহুবিধ রোগ জন্মে ; উক্ত রোগের আয়াবহার তজ্ঞা ও তৈমিত্য দ্বারা সর্বাঙ্গ ব্যাপ্ত হয়, সর্বশরীর গৌরবহুস্ত বোধ হইয়া থাকে ও সর্বশরীরের স্নিগ্ধতাবশতঃ বুদ্ধি চঞ্চল হয়, শৈত্য, শোথ ও মন্দাগ্নি হইয়া থাকে । যখন শরীরের কণ্ডু ও বৃক্ষতা প্রভৃতি এবং তদ্বিধ অত্যন্ত উপসর্গেরও নিবৃতি হয়, আর তজ্ঞাদির বিপর্যয় হইয়া থাকে, তখন সেই রোগীকে নির্ক্ষ্যাবি বলা যায় । বায়ুর আৱরণভেদে এই রোগ বহুবিধ কথিত আছে । শৈতিক চিহ্নসকল দেহ আৱৃত করিলে দাহ, তৃক্ষা, শূল, ভ্রম, অজকারদর্শন, এই সমস্ত উপদ্রব হয় ; কখন কটু, কখন উষ্ণ, কখন অন্ন, কখন বা লবণ, কখন শীতলদ্রব্যে অতিলাব হইয়া থাকে । ২৬-৩০

১। বাহনৈঃ । ২। যান-।

শৈত্যগৌরবশূলান্নি-কট্যাজ্ঞাশরসোহধিকম্ । লজ্জনারাসকক্ষোক্ষকামতা চ কফাবৃত্তে । ৩১

কফাবৃত্তেহজমর্দঃ শ্যাদ্ হস্তাসো শুক্লভারুচিঃ ।

রক্তাবৃত্তে সদাহান্তিস্তৃষ্ণাংসাজ্ঞায়তী ভূশম্ । ৩২

ভবেৎ সরাগঃ শ্বশ্রুজ্ঞাবৃত্তে মণ্ডলানি চ । শোথো মাংসেন কঠিনো হস্তাস-পিটকাস্থখা । ৩৩

চললগ্নো মূহঃ শীতঃ শোথে গাত্রেষরোচকঃ ।

আঢ্যবাত ইব জেরঃ স কুচ্ছো মেদসাবৃত্তঃ । ৩৪

স্পর্শ আচ্ছাদিতেহতুফঃ শীতলশ্চ তনাবৃত্তে । মজ্জাবৃত্তে তু বিষমং ভৃঙ্গণং পরিবেষ্টনম্ ।

শূলক পীড়ামানে চ পাণিভ্যাং লভতে মুখম্ । ৩৫

জ্ঞাবৃত্তে তু শোথে বৈ চাতিবেগো ন বিদ্যতে ।

ভূক্ষে কৃক্ষৌ রুজাজীর্ণে নিবৃতির্ভবতি ধ্রুবম্ । ৩৬

মূত্রপ্রবৃতিরাগ্নানং বন্তেমুজ্ঞাবৃত্তে ভবেৎ । হিম্নাবৃত্তে বিবছোহথ স্বহানং পরিকৃত্তি । ৩৭

পতত্যাশ্চ হরাক্রান্তো ভূক্ষে চ লভতে নরঃ । সর্কং পীড়িতমগ্নেন দৃষ্টং জ্ঞং চির্যং সৃজেৎ । ৩৮

সর্কধাত্বাবৃত্তে বায়ো জ্ঞোদিবজ্ঞপৃষ্ঠকৃক্ । বিলোমে মাক্রতে চৈব হৃদয়ং পরিপীড়্যতে । ৩৯

কফচিহ্নে দেহ আবরণ করিলে শৈত্য, গৌরব, শূল, মন্মাস্নি প্রভৃতি উপদ্রব হয়, অধিক জলপানে ইচ্ছা হয়, লজ্জনে অতিশয় অমবোধ হয় এবং রুক্ষ ও উষ্ণদ্রব্যে অভিলাষ হইয়া থাকে । কফাবৃত্ত বাতরক্তে অজমর্দ, হস্তাস, শুক্লভা, অকচি, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় । রক্তাবৃত্ত বাতরক্তে তৃষ্ণ, মাংসপ্রভৃতিতে অত্যন্ত বেদনা অনুভূত হয় । এই রোগে রক্তবর্ণ শোথ এবং শরীরে মণ্ডলাকার চিহ্ন দেখা যায় । উক্ত শোথ মাংস আশ্রয় করিলে অতিকঠিন হয় এবং হস্তাস ও পীড়কা প্রভৃতি উপদ্রব হইয়া থাকে । এই রোগে গাত্রে যে শোথ উপদ্রব হয়, তাহা সচল কিংবা একস্থানস্থিত, মূহ ও শীতলস্পর্শ হইয়া থাকে ; ইহাকে আঢ্যবাত বলে । উক্ত শোথ মেনোমুক্ত ও অতিকষ্টপ্রদ । উক্ত শোথ স্পর্শ বা আচ্ছাদন করিলে অতি উষ্ণ হইয়া থাকে এবং অনাবৃত্ত অবস্থায় শীতলবোধ হয় । মজ্জাবৃত্ত শোথে পূর্বোক্ত প্রকারের বিপরীত হয় । ইহাতে ভৃঙ্গণ ও অধিক শূল অনুভূত হইয়া থাকে । হস্তদ্বারা পীড়ন করিলে কক্ষিকং মুখবোধ হয় । ৩১-৩৬

কিঞ্চ জীর্ণ হইলে সেই বেদনার নিবৃতি হইয়া থাকে । বাতরক্ত মূত্রাশয় আশ্রয় করিলে মূত্রপ্রবৃতি, আগ্নান, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় । বাতরক্তরোগে পারীক্ষিক হিম্র সমস্ত আবৃত্ত হইলে বিবছ ও স্বহানে কর্তনবৎ পীড়া অনুভূত হয় । বাতরক্ত পীড়িত ব্যক্তি সহসা হরাক্রান্ত হইয়া পতিত হয়, ভোজনান্তে পীড়া অনুভূত হইয়া থাকে । তাহার চিরকালে দৃষ্ট জ্ঞ নিঃসারিত হয় । বায়ু সর্কধাতু আবৃত্ত করিলে কটি, বজ্রণ ও পৃষ্ঠে বেদনা উপস্থিত হয় । তখন বায়ু বিলোমভাবে হৃদয়কে পরিপীড়িত করে । পিত্ত গ্রাসবায়ু আবৃত্ত করিলে

১ । শোথো গাত্রেযু রোচকঃ ।

ভ্রমো মূৰ্ছা কৃষ্ণা দাহঃ পিত্তেন প্রাণ আবৃত্তে ।

কৃষ্ণা ভল্লা স্বরভ্রংশো দাহো ব্যানে তু সর্বশঃ । ৪০

ক্রমোহজচেষ্ঠাভঙ্গশ্চ সত্তাপঃ সহবেদনঃ ।

সমান উন্মোহহতিঃ সবেদোপরতিঃ সূত্বে । ৪১

দাহশ্চ সাদিপানে তু মলে হারিষ্যবর্ণতা । রজোবৃদ্ধিতাপনক তথা চানাহমেহনম্ । ৪২

শ্লেষ্মণা প্রাবৃত্তে প্রাণে নাদঃ স্রোতোহবরোধনম্ ।

জীবনকৈব সবেদ-শ্বাসনিশ্বাসসংগ্রহঃ । ৪৩

উদানে গুরুগাজ্জ্বমকুচির্বাঙ্কুরগ্রহঃ । বলবর্ণপ্রণালশ্চ ব্যানে পৰ্বাহিসংগ্রহঃ । ৪৪

গুরুতাজ্জ্ব সর্কেষু স্থূলত্বকাগতং ভূলম্ । সমানেহতিক্রিয়াজ্জ্বমবেদো মন্দবহ্নিতা । ৪৫

অপানে সৰুক্ষং মূত্রং শকৃতঃ স্তাৎ প্রবর্ত্তনম্ ।

ইতি হাবিংশতিবিধং বাতরক্তাময়ং বিদুঃ । ৪৬

প্রাণাদিহস্তৃধাতোহ্যং সমাক্রান্তা যথাক্রমম্ ।

সর্কেষুপি-বিংশতিবিধং বিদ্যাদাবরণকং যৎ । ৪৭

হস্তাসোচ্ছ্বাসসংরোধঃ প্রতিশ্যায়ঃ শিরোগ্রহঃ ।

হ্রস্বোগো মূখশোষশ্চ প্রাণেনাপান আবৃত্তে । ৪৮

উদানেনাবৃত্তে প্রাণে ভবেতি বলসঙ্করঃ । বিচারংগেম বিভজ্যে সর্কস্যাবরণং ভিষক্ । ৪৯

ভ্রমি, মূৰ্ছা, বেদনা, দাহ এই সমস্ত উপদ্রব হয় । এই পিত্ত ব্যানবায়ু আবরণ করিলে বেদনা, ভল্লা, স্বরভ্রংশ ও সর্বশরীরে প্রদাহ হইয়া থাকে । ৩৬-৪০

সমান বায়ু আক্রান্ত হইলে অজচেষ্ঠা, অজভঙ্গ, সত্তাপ, বেদনা, শারীরিক তাপনান, বর্মরোধ, তৃক্ষা, দাহ এই সমস্ত উপদ্রব হয় । অপানবায়ু আক্রান্ত হইলে মলের হারিষ্যবর্ণতা, রজোবৃদ্ধি, তাপ, আনাহ ও মেহ এই সমস্ত উপসর্গ হইয়া থাকে । বাতরক্তরোগে শ্লেষ্মা, প্রাণবায়ু আবৃত্ত করিলে নাদস্রোত রুদ্ধ হয় ; জীবন, বর্ম, শ্বাসপ্রশ্বাসরোধ প্রভৃতি উপদ্রব হইয়া থাকে । শ্লেষ্মা উদানবায়ু আক্রমণ করিলে দেহের গুরুতা, অকুচি, বাক্যরোধ, বলবর্ণ, প্রণাল, এই সমস্ত উপসর্গ হয় । প্রাণবায়ু আক্রান্ত হইলে পর্ক ও অস্থিবেদনা, নাজের গুরুতা এবং শরীর অধিক স্থূল হয় । সমানবায়ু আক্রান্ত হইলে কোনরূপ শারীরিক ক্রিয়ার জ্ঞান থাকে না, বেদ নির্গত হয় না, আগ্নিমাত্র উপস্থিত হয় । ৪১-৪৫

অপানবায়ু আক্রান্ত হইলে কক্ষসংযুক্ত মলমূত্র নিঃসৃত হইতে থাকে । এই বাতরক্ত রোগ হাবিংশতি প্রকার কথিত হইল । প্রাণাদিবায়ু পরস্পর আক্রান্ত হইলে এই রোগ বিংশতি প্রকার হইয়া থাকে, ঐরূপ আবরণও বিংশতি প্রকার হয় । প্রাণবায়ু অপানবায়ুকে আবরণ করিলে হস্তাস, শ্বাসরোধ, প্রতিশ্যায়, শিরোগ্রহ, হ্রস্বোগ ও মূখশোষ এই সমস্ত উপদ্রব ঘটে । উদান বায়ু প্রাণবায়ুকে আবৃত্ত করিলে বলক্ষয় হইয়া থাকে । এইরূপ বিচার দ্বারা সর্ববিধ

স্থানান্তপেক্ষা বাতানাং বৃদ্ধিহাসঞ্চ কর্ণধাম ।

প্রাণাদীনাঞ্চ পক্ষানাং পিত্তমাবরণং মিথঃ । ৫০

পিত্তাদীনাং মাবসতিমিশ্রাণাং মিশ্রিতৈশ্চ তৈঃ ।

মিশ্রৈঃ পিত্তাদিভিস্তদ্বন্নিশ্রাণ্যপি অনেকা । ৫১

ভান্ লক্ষ্যেনৈবহিতো যথা স্বলক্ষণোদয়াৎ । শনৈঃ শনৈশ্চোপশয়ং দৃঢ়ানপি বৃহদ্বৃহঃ । ৫২

বিশেষাঙ্কীভিতং প্রাণ উদানো বলমুচ্যতে । স্তাৎ ভয়োঃ পীড়নাত্তানিরাশ্বস্চ বলম্ চ । ৫৩

আবৃত্তা বারবোহজাতো জাতাঃ স্বস্থানবিচ্যুতাঃ ।

প্রযত্নেনাপি হুঃসাধ্যা ভবেয়ূর্বানুপম্বাঃ । ৫৪

বিষ্মদি-প্লীহ-হ্রস্বোগ-গুল্মাগ্নিসদনাদয়ঃ । ভবন্তাপম্ববাস্তেয়াং মাকৃতানামুপেক্ষয়া । ৫৫

নিদানং সূক্ষ্মত যয়া আত্রেয়োক্তং সমীৰিতম্ । সৰ্বরোগবিবেকায় নরান্যায়ুঃপ্রবৃদ্ধয়ে । ৫৬

এবং বিজ্ঞায় রোগাদীংশ্চিকিৎসামধবা চরেৎ । ত্রিফলা সৰ্বরোগায়ী যক্ষ্মাজ্যগুড়সংযুতা । ৫৭

সযোযা ত্রিফলা বাপি সৰ্বরোগপ্রমর্দিনী । শতাবরীশুভ্ৰুচ্যগ্নিবিড়ঙ্গেন যুতাত্বা । ৫৮

শতাবরী শুভ্ৰুচ্যগ্নি শুভ্রী মুষলিকা বলা । পুনর্নবা চ বৃহতী নিষতী নিষপত্রকম্ । ৫৯

আবরণ নিশ্চয় করিয়া রোগ বিভাগ করিতে হয় । বাতাদির স্থান অস্থান বিবেচনা করিয়া কর্ণের হ্রাস বৃদ্ধি অনুমান করিবে । পিত্তই প্রাণাদি পক্ষবাহুর আবরণ স্বরূপ ; পিত্তাদি মিশ্রিত হইলে তাহাদিগের আবাসস্থানও মিশ্রিত হয় । পিত্তাদি মিশ্রিত হইলে যেমন নানাবিধ রূপ ধারণ করে, তদ্রূপ মিশ্রিত পিত্তাদিজনিত রোগও অনেক প্রকার হয় । ৫০-৫১

বিজ্ঞ চিকিৎসক অবহিত হইয়া স্ব স্ব লক্ষণ দ্বারা রোগ নিশ্চয় করিবে । রোগসমূহ অতি-দৃঢ় হইলেও তাহা অল্পে অল্পে উপশম করিতে হয় । প্রাণবায়ু জীবন, উদানবায়ু বল ; এই বায়ুদ্বয়ের পীড়ন হইলে আশু ও বলের হানি হইয়া থাকে ; অতএব ঘাহাতে উক্ত বায়ুদ্বয়ের হানি না হয়, সাবধানে তদ্রূপ চিকিৎসা করিতে হইবে । যখন দেখিবে বায়ুসকল আবৃত হইয়াছে, অথবা ঐ সকল বায়ু স্থানচ্যুত হইয়াছে, তখন সেই রোগ উপশবহীন হইলেও তাহা হাস্যসাধ্য হইয়া থাকে । সমধিক প্রযত্ন করিলেও তাহা সাধ্যায়ত্ত হয় না । বাতরক্ত রোগ উপেক্ষিত হইলে যদি সর্বত্র আবৃত হয়, তবে বিষ্মদি, প্লীহা, হ্রস্বোগ, গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য, বেদনা, এই সমস্ত উপশব হইয়া থাকে । ৫২-৫৫

হে সূক্ষ্মত ! আত্রেয়োক্ত নিদান তোমার নিকট বলিলাম, ইহা দ্বারা সৰ্বরোগপরিজ্ঞান হইয়া থাকে ; তাহা হইলেই উপযুক্ত ব্যবহার দ্বারা মনুষ্যাদির আয়ুর্বৃদ্ধি পায় । পূর্বোক্ত প্রকারে রোগাদি জানিয়া চিকিৎসা করিতে হয় । ত্রিফলা অর্থাৎ হরীতকী, আমলকী ও বেহুড়া, যষ্টি, ঘৃত অথবা গুড়সহযোগে সেবন করিলে সৰ্বরোগ নাশ পায় । শতমূলী, শুভ্রী, ত্রিফলা বা বিড়ঙ্গ ইহাদিগের সহিত ত্রিফলা ও ত্রিকটু সেবন করিলে সর্বপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয় । শতমূলী, শুভ্রী, চিতা, শুভ্রী, তালমূলী, বেড়েলা, পুনর্নবা, বৃহতী, নিসিন্দা, নিষপত্র,

ভূমরাজশ্যামলকং বাসকশুভ্রসেন বা । ভাবিতা ত্রিকলা সপ্তবারমেকযথাপি বা । ৬০
 পূর্বোক্তান্ত যথালভং যুক্তাশ্চূর্ণক মোদকঃ । বটিকা ঘৃততৈলং বা কদাচো শোণরোগিনুৎ ।
 পলং পলার্ককং বাপি কর্ষং কর্ষার্জমেব বা । ৬১

ইতি শ্রীগরুড়ো মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে নিদানস্থানং নামৈকসপ্তত্যাধিক-
 শততমোহধ্যায়ঃ । ১৭১ ।

দ্বিসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ধনুত্তরিকুবাচ

সর্বরোগহরং সিদ্ধং যোগসারং বদাম্যহম্ ।

শুণু শুভ্রত সঙ্কেপাৎ প্রাণিনাং জীবহেতবে । ১

কষায়কটুতিক্তার-রুক্ষাহারাদিভোজনাৎ । চিত্তাব্যবায়ব্যায়াম-ভয়শোকপ্রজাপরাৎ । ২

উচ্চৈষ্ঠাযান্তিভারাক্ত কর্ষযোগাতিকর্ষণাৎ ।

বায়ুঃ কুপ্যাতি পর্জন্তো জীর্ণায়ে দিনসঙ্করে । ৩

ভূমরাজ, আমলকী ও বাসক, ইহাদিগের রসে ত্রিকলা সপ্তবার বা একবার ভাবনা দিয়া পূর্বোক্ত শতমূলী প্রভৃতি চূর্ণ করিয়া মোদক, বটিকা, ঘৃত কিংবা তৈল প্রস্তুত করিবে অথবা উক্ত ত্রয়া সকলের কাথ পান করিবে। ইহাতে সর্বরোগ নষ্ট পায়। একপল (৮ তোলা), পলার্ক, কর্ষ (দুই তোলা) কিংবা অর্জকর্ষ পরিমাণে উক্ত কষায় সেবন করিতে হয়। ৫৬-৬১

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে নিদানস্থান নামক একসপ্তত্যাধিক শততম
 অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭১ ।

দ্বিসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায়

ধনুত্তরি বলিলেন—হে সুভ্রত । সর্বপ্রাণীর জীবনের নিমিত্ত বিবিধ রোগাপহারক ঔষধ যোগ সংক্ষেপে তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর। কষায়, কটু, তিক্ত, অন্ন ও রুক্ষত্রয়া ভোজন, চিত্তা, ব্যায়, ব্যায়াম, ভয়, শোক, আগ্রহ, অত্যাচ্ছাদন, অতিশয় ভারবহন কর্ণে অতিশয় অভিনিবেশ এই সমস্ত হেতুতে, বর্ষাকালে, ভূতদ্রব্যের জীর্ণ সময়ে

উষ্ণাশ্ল-লবণ-ক্ষার-কটুকাজীর্ণভোজনাৎ । ভীক্ষাতপাগ্নিসত্তাপ-মদ্যক্রোধনিষেবণাৎ ॥ ৪

বিদাহকালে ভুক্তশ্চ মধ্যাহ্নে জলদাত্যয়ে ।

গ্রীষ্মকালেহর্দ্ররাজ্বেহপি পিত্তং কুপ্যাতি দেহিনঃ ॥ ৫

শাণ্ডিল্ললবণশ্লিষ্ণ-গুরুশীতাভিভোজনাৎ । নবায়পিচ্ছিলানুপ-মাংসাদিসেবনাদপি ॥ ৬

অব্যায়ামদিবাবগ্ন-শয্যাসনসুখাদিভিঃ । কক্ষঃ প্রদোষে ভুক্তে চ বসন্তে চ প্রকুপ্যাতি ॥ ৭

পাকৃষ্ণমূলসঙ্কোচ^১-ভোদবিষ্টস্তকাদয়ঃ । ঋতুং নৃপ্ততা রোমহর্ষস্তন্তনশোষণম্ ॥ ৮

স্তাবত্বমজবিষ্মে^২-বলমায়াসবর্দ্ধনম্ । বারোলিঙ্গানি তৈষ্মুক্তং রোগং বাতাস্থকং বদেৎ ॥ ৯

দাহোন্মপানসংক্লেদ-কোণরাগপরিশ্রবাঃ^৩ । কটুশ্ললবণবৈগজ্য-ষেদমূর্ছাতিতৃচ্ছমাঃ ।

হারিদ্ধ্যং হরিভঙ্গক পিত্তলিঙ্গানি তৈর্নরঃ^৪ ॥ ১০

শ্লিষ্ণকং দেহমাধুৰ্য্য-চিরকারিত্ববদ্ধনম্ । তৈষ্মিত্যতৃপ্তিসজ্জাত-শোথশীতলগোরবম্ ॥ ১১

কণ্ডুনিদ্রাভিযোগশ্চ লক্ষণং কক্ষসম্ভবম্ । হেতুলক্ষণসংসর্গাদিত্যাখ্যাবিং দ্বিদোষজম্ ॥ ১২

ও দিবসের অবসানকালে বায়ু কুপিত হয় । উষ্ণ, অন্ন, লবণ, ক্ষার, কটু ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, ভীক্ষু আতপ ও অগ্নিসত্তাপগ্রহণ, মদ্যপান ও ক্রোধের বেগসংবরণ করিলে, ভুক্তদ্রব্যের বিদাহকালে, বর্ষার অবসানে, গ্রীষ্মকালে, মধ্যাহ্ন সময়ে অথবা অর্দ্ররাত্রি সময়ে পিত্ত কুপিত হয় । ১-৫

শাণ্ড, অন্ন, লবণ, অশ্লিষ্ণ, গুরু ও শীতল দ্রব্য অধিক ভোজন ; নবায়, পিচ্ছিল দ্রব্য, সজলহলজাত গুণের মাংস সেবন, একেবারে ব্যায়াম পরিহার করিলে, দিবালয়ন ও শয্যাসনাদি সুখভোগে, বসন্তকালে ও ভোজনাতে কক্ষ প্রকুপিত হয় । শরীরের কর্কশতা, সঙ্কোচ, বেদনা, বিষ্টস্ত, স্পর্শাতাবজ্ঞান, রোমহর্ষ, স্তন্তন, শোষণ, শরীরের পিজলবর্ধতা, অজবিষ্মে, বলবৃদ্ধি ও আয়াস এই সমস্ত বায়ু প্রকোপের চিহ্ন । যে যে রোগে উক্ত লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়, তাহাকে বায়ুরোগ বলিয়া নির্ণয় করিবে । শরীরে, দাহ ও তাপ, পদে ঘর্ম্ম, অতিশয় ক্রোধ, বিবিধ বিষয়ে অনুরাগ, লাল্য বর্ণাদির অত্যধিক ক্ষরণ, মুখে কটু ও অন্নরসায়ান, শবের শব্দ হর্গজবোধ, ষেদ, মূর্ছা, তৃক্ষা, ত্রম, হরিদ্রাবর্ণ বা হরিদ্রবর্ণদর্শন, এই সমস্ত পিত্তপ্রকোপের চিহ্ন । যে রোগে উক্তলক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাকে পিত্তরোগ বলিয়া জানিবে । ৬-১০

শরীরের শ্লিষ্ণতা, মুখের মাধুর্য্য, কার্য্যে চিরকারিত্ব, শরীরে বদ্ধনবৎ পীড়া, শরীরের আর্দ্রতা, তৃপ্তিসজ্জাত, শোথ, শরীরের শীতলতা ও গুরুতা, অজকণ্ড, নিদ্রার অধিকা এই সকল কক্ষপ্রকোপের লক্ষণ । ব্যাধির লক্ষণ, হেতু ও সংসর্গাদি দ্বারা কক্ষপিত্তাদির প্রাবল্যতা-নিরূপণ করিবে । রোগীর লক্ষণ বিবেচনা করিলেই সেই রোগটি একদোষজ কি দ্বিদোষজ

১। দেহপাকৃষ্ণসংকোচঃ । ২। শ্যামত্ব- । ৩। পরিশ্রমাঃ ।

৪। লিঙ্গাঘিতৈর্নরঃ ।

সর্বহেতুসমুৎপন্নং ত্রিলিঙ্গং সান্নিপাতিকম্ । দোষধাতুমলাধারো দেহিনাং দেহ উচ্যতে । ১৩
তেষাং সমত্বমারোগ্যং ক্ষয়বৃদ্ধৌ বিপর্যায়ঃ । বসাসৃষ্টাংসমেদোহস্থিমজ্জাতক্কাপি ধাতবঃ । ১৪

বাতপিত্তকফা দোষা বিদ্যুজ্বালা মলাঃ স্মৃতাঃ ।

বায়ুঃ শীতো লঘুঃ সূক্ষ্মঃ ধরো রূক্ষোহস্থিরো^১ বলী ॥ ১৫

পিত্তমল্লকটু^২ক্ষক পিত্তোজ্বো^৩রোগকারণম্ ।

মধুরো লবণঃ স্নিগ্ধো^৪ ওকঃ স্নো^৫ঘাতিপিচ্ছিলঃ ॥ ১৬

ভদ্রশ্রোণ্যাশ্রয়ো বায়ুঃ পিত্তং পকাশয়নস্থিতম্ । কফতামাশয়ঃ স্থানং কঠো বা মূৰ্জসম্বরঃ । ১৭

কটু-তিক্ত-কষায়ান্ধ কোপহন্তি সমীরণম্ । কটু^৬মলবণাঃ পিত্তং স্নানুক্ষলবণাঃ কফম্ ॥ ১৮

এত এব বিপর্যয়ন্তাঃ শম্যন্তৈরমাং প্রমোজিতাঃ ।

ভবন্তি রোগিণাং শাঠ্যে সূহানি^৭ সূখহেতবঃ ॥ ১৯

চক্ষুস্তো মধুরো জ্বরো রসধাতুবিবর্জনঃ । অন্নোহুতুলো^৮ মনোহ্রদন্তথা দীপন-পাচনঃ । ২০

শোষণঃ পাচনঃ ক্রেন্দী লবণঃ শিথিল-সূহরং । হৌল্যা^৯লস্যবিষয়শ্চ কটুদীপন-পাচনঃ ॥ ২১

ইত্যাদি বুঝিতে পারিবে। যে রোগে বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিনের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাকে ত্রিলিঙ্গ বা সান্নিপাতিক রোগ বলে। দেহাদিগের দেহ দোষ, ধাতু ও মলের আধার। যখন বায়ুপিত্তাদি দোষের সমতা থাকে তখনই রোগীকে আরোগ্যবান্ বলা যায়। আরোগ্যাবস্থায় ক্ষয় বা বৃদ্ধি হয় না। আয়ুর্বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ বস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সমস্ত পদার্থকে ধাতু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনের নাম দোষ, আর বিষ্ঠা মূত্র প্রভৃতিকে মল বলা যায়। বায়ু শীতল, লঘু, সূক্ষ্ম, রূক্ষ, স্থির ও বলবান্। ১১-১৫

পিত্ত, অন্ন ও কটুরসযুক্ত এবং উষ্ণ; ইহার দ্বারা পরিপাক কার্য ও ওজোবাতুর পুষ্টি হয়। এই পিত্ত বিকৃত হইয়াই রোগের কারণ হয়। স্নেহা মধুর ও লবণরসযুক্ত এবং স্নিগ্ধ, ওক ও অতিশয় পিচ্ছিল। বায়ু শুষ্কদেশ ও কটি আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে; পিত্ত পকাশয় অবস্থিত চয়; আমাশয়, কঠ, মস্তক ও সন্ধি এই সমস্ত কফের অবস্থিতি-স্থান। কটু, তিক্ত ও কষায় এই সমস্ত দ্রব্য বায়ুকে প্রকুপিত করে, কটু, অন্ন ও লবণদ্রব্য পিত্তকে এবং স্নাহ, উষ্ণ ও লবণদ্রব্য কফকে প্রকুপিত করিয়া থাকে। উষ্ণ দ্রব্যসমস্ত বিপরীতরূপ প্রযুক্ত হইলে বায়ুপিত্তপ্রভৃতি শান্ত হইয়া স্বস্থানস্থ হইলে রোগীদিগেরও সুখলাভি লাভ হয়। মধুরদ্রব্য, চক্ষুস্ত এবং রস ও ধাতু বর্ধনকারী। মধুর দ্রব্য অন্নমিশ্রিত হইলে মনের তৃপ্তিজনক হয়। উহা অগ্নির উদ্বীপক ও পাচক হইয়া থাকে। ১৬-২০

লবণরস শোষণকারী, পাচক, ক্রেন্দজনক, দেহের শিথিলতা সম্পাদক এবং ইহা সূহদের দ্বারা জীবন ধারণের সহায়। কটু রস অগ্নিদীপক পাচক এবং সুলভ^{১০}, আলস্য ও বিষদোষ-

১। স্বরনাশী স্থিরো। ২। কাপস্তিক। ৩। স্বস্থানং। ৪। অন্নোত্তরো।

দীপনো জ্বরতৃষ্ণাপ্রলিভঃ শোধনরোচনঃ^১ ।

পিত্তলো লেখনঃ শুষ্ঠী কষায়ো গ্রাহিশোষণঃ ॥ ২২

রসবীৰ্য্যবিপাকানাশ্রয়ো দ্রব্যমুত্তমম্ । রসঃ পাকান্তরহারা দ্রব্যাব্যব্যাপাশ্রয়ঃ ॥ ২৩

শীতোষ্ণলবণং বীৰ্য্যমথবা শক্তিরিচ্ছতে ।

রসানাং দ্বিবিধঃ পাকো মধুরঃ কটুরেব চ ॥ ২৪

ভিষগ্ভেষজরোগার্জ-পরিচারকসম্পদঃ । চিকিৎসাকানি চত্বারি বিপরীতান্তসিদ্ধয়ে ॥ ২৫

দেশ-কাল-বয়সো-বহি-সাম্য-প্রকৃতি-ভেষজম্ ।

দেহসত্ত্ববলব্যাধীন্ বুক্ষা কৰ্ম্ম সমারভেৎ ॥ ২৬

বহুদকনগো রূপঃ কফমাক্রান্তবেগবান্ । জ্ঞানলোভরশাখী চ রক্তপিত্তপ্রবর্তকঃ ॥ ২৭

সংসৃষ্টলক্ষণোপেতো দেশঃ সাধারণঃ স্মৃতঃ ।

বাল অা ষোড়শাব্দ্যঃ সপ্তভেদবৃদ্ধ ইত্যতঃ ॥ ২৮

কফপিত্তানিলাঃ প্রায়ো যথাক্রমমুদীরিতাঃ ।

কারাগ্নিশস্ত্ররহিতা বালপ্রবয়সোঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২৯

কৃশস্ত বৃংহণং কাৰ্য্যং স্থূলদেহস্য কৰ্ম্মনম্ । রক্ষণং মধ্যকায়স্ত দেহভেদাশ্রয়ো যত্যাঃ ॥ ৩০

নাশক । তিত্তরস অগ্নির উদ্দীপক, জ্বর ও তৃষ্ণানাশক, শোধন ও শোষণকারক । কষায়দ্রব্য পিত্তবর্জনকারী, লেখন, শুষ্ঠীকারক, গ্রাহী ও শোষণ । যে দ্রব্য রস ও বীৰ্য্যের বিপাকান্তর তাহা উত্তম বলিয়া জানিবে । আর রসপাকান্তরহারা দ্রব্য সমস্তদ্রব্যের আশ্রয়রূপ । শৈত্য, উষ্ণতা ও লবণতা এই সমস্ত দ্রব্যের বীৰ্য্য অথবা শক্তি । রসের পাক দ্বিবিধ হয় : মধুর ও কটু । চিকিৎসক, ঔষধ, রোগীর পরিচারক ও সম্পত্তি এই চারিটি চিকিৎসার অঙ্গ । এই অঙ্গচতুষ্টয় উত্তম হইলে শীঘ্রই রোগী আরোগ্যলাভ করিতে পারে, কিন্তু উহাদিগের দোষ থাকিলে বিপরীত ফল হয় । দেশ, কাল, রোগীর বয়স, অগ্নি, প্রকৃতি, ঔষধ, দৈহিক বল ও ব্যাধি এই সকল পরিজ্ঞাত হইয়া চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে । ২১-২৬

দেশবিশেষে রোগের ইত্তরবিশেষ হইয়া থাকে, অতএব চিকিৎসাব্যাপারে দেশই সাধারণ কারণ । বহুধূলবিশিষ্ট স্থান ও পর্বত ইহারা বাতরোগ্যবর্জক । জ্ঞানল, দেশ ও বুক্ষাশ্র বা পর্বতশিখর এই সমস্ত স্থান রক্তপিত্তপ্রবর্তক হইয়া থাকে । মনুষ্যের ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত বাল্যকাল, ষোড়শবর্ষের পর সপ্ততিবর্ষপর্যন্ত মধ্যকাল, সপ্ততিবর্ষের পর আত্মীয়ন বৃদ্ধকাল বলিয়া জানিতে হইবে । কফ, পিত্ত ও বায়ু ইহারা ক্রমশঃ উদীরিত হয় । রোগীর বলক্ষীণ হইলে কিংবা বৃদ্ধাবস্থাতে কারক্রিয়া, অগ্নিচিকিৎসা ও অস্ত্রপ্রক্রিয়া করিবে না । কৃশ ব্যক্তির পক্ষে বৃংহণ ও স্থূলদেহ ব্যক্তির পক্ষে কৰ্ম্মনক্রিয়া কর্তব্য । যাহার শরীর মধ্যবিধ, তাহার শরীররক্ষা করিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে । এইরূপে শরীরের ত্রৈবিধ্য বিবেচনা করিয়া

হৈর্য্যব্যাস্তামসন্তোষৈর্বৌদ্ধব্যং যত্নতো বলম্ ।

অধিকারী মহোৎসাহো মহাসাহসিকো নরঃ ॥ ৩১

পানাহারাদয়ো যন্ত বিরুদ্ধাঃ প্রস্তুতেরপি ।

সুখদারোপকল্যন্তে তৎ সাম্যমিতি কথ্যতে ॥ ৩২

গৰ্ভিণীঃ শ্লেষ্মলৈর্ভট্টকৈঃ শ্লেষ্মিকো জায়তে নরঃ ।

বাতলৈঃ পিত্তলৈস্তথৎ সমধাতুর্হিতাশনাৎ ॥ ৩৩

কৃশো রুক্ষোহক্লেশশ্চ চলচ্চিত্তো নরঃ স্থিতঃ । বহুবাক্যতঃ যথৈ বাতপ্রকৃতিকো নরঃ ॥ ৩৪

অকালপলিতো গৌরঃ শ্বেদনী কোপনো বৃধঃ ।

যথৈহপি দীপ্তিমৎপ্রেক্ষী পিত্তপ্রকৃতিকৃত্যতে ॥ ৩৫

স্থিরচিত্তঃ স্বরঃ সূক্ষ্মঃ প্রসন্নঃ শিথলমূৰ্দ্ধজঃ । যথৈ জলশিলালোকী শ্লেষ্মপ্রকৃতিকো নরঃ ॥ ৩৬

সমিশ্রলক্ষণৈর্জৈর্য্য দ্বিত্বিদোষাবস্থা নরাঃ । দোষস্তোভবসম্ভাবৈহিকপ্রকৃতিঃ শূভাঃ ॥ ৩৭

মনস্তীক্ষ্ণোহথ বিষমঃ সমশ্চেতি চত্বিধঃ ।

কফপিত্তানিলাধিক্যাৎ তৎসাম্যাজ্জাঠরোহনলঃ ॥ ৩৮

সমস্য পালনং কার্য্যং বিষমে বাতনিগ্রহঃ ।

ভীক্ষে পিত্তপ্রতীকারো মন্দে শ্লেষ্মবিশোধনম্ ॥ ৩৯

চিকিৎসা করা কর্তব্য । হৈর্য্য, ব্যাস্তাম ও সন্তোষ ইহাদিগের দ্বারা রোগীর বল বিবেচনা করিবে । যে ব্যক্তি অধিকারী, মহা উৎসাহশীল ও সাহসিক, সেই মানবই বলবান্ । ২৭-৩১

পানীয় ও ভক্ষ্য দ্রব্য প্রকৃতির বিরুদ্ধ হইলেও বাহার সুখসাধন হইয়া থাকে, তাহাকে সমপ্রকৃতি বলে । গৰ্ভিণী শ্লেষ্মিক দ্রব্য ভক্ষণ করিলে তাহার সন্তানও শ্লেষ্মপ্রকৃতি হয় । এইরূপ বায়ুজনক দ্রব্য ভক্ষণে বায়ুপ্রকৃতি এবং পিত্তজনক দ্রব্যসেবনে পিত্তপ্রকৃতি হইয়া থাকে । বাহার কেশ রুক্ষ ও অল্প, যে ব্যক্তি চলচ্চিত্ত, কৃশ ও নিদ্রাবস্থায় বহুতায়ণ করে, তাহাকে বায়ুপ্রকৃতি বলিয়া নিশ্চয় করিবে । বাহার কেশের অকালে পকতা ও শরীর নিখিল হয়, বাহার শরীর গৌরবর্ণ, সর্বদা শরীরে ঘর্ম্ম হয়, যে ব্যক্তি কোপনবৃত্তাব এবং যথ সময়ে সমুজ্জলপ্রভা দেখিতে পায়, তাহাকে পিত্তপ্রকৃতি বুঝে । বাহার চিত্ত স্থির, চিত্ত সূক্ষ্ম, কেশ স্নিগ্ধ এবং যথ সময়ে জল ও শিলা অবলোকন করে, সেই ব্যক্তি শ্লেষ্মপ্রকৃতি মনুষ্য । ৩২-৩৬

যে ব্যক্তি মিশ্রলক্ষণাবিত, তাহাকে মিশ্রপ্রকৃতি বলে ; মনুষ্য এইরূপে ত্রিপ্রকৃতিক ও ত্রিপ্রকৃতিক হইয়া থাকে । বায়ুপিত্তাদি সকলেরই লক্ষণ প্রকাশিত থাকিলে বাহার আধিক্য দৃষ্ট হইবে, তাহাকে সেই প্রকৃতি বলিয়াই নিশ্চয় করিবে । কফ, পিত্ত ও বায়ু ইহাদিগের মন্দ, ভীক্ষ, বিষম ও সম এই চারিপ্রকার অবস্থা হইয়া থাকে । কফপিত্তাদির আধিক্য ও সাম্যবশতঃ জঠরাগ্নিরও প্রকারভেদ হয়; জঠরাগ্নির সর্বদা সমতা রক্ষা করিবে । জঠরাগ্নির

প্রভবঃ সর্বরোগাণ্যামজীর্ণকাগ্নিনাশনম্ । অমায়রসবিষ্ঠিত-লক্ষণং তত্চতুর্বিধম্ ॥ ৪০

আমাবিসৃটিকা-ক্লেশ-হস্তাসালস্তকাদয়ঃ । বচালবণতোয়েন হৃদনং তত্র কারয়েৎ ॥ ৪১

তক্রাভাবো অমো মূৰ্ছা তর্কোহিহ্নাৎ সম্প্রবর্ততে ।

অপকং তত্র শীতানুপানং বাতনিষেধনম্ ॥ ৪২

গাত্রভঙ্গশিরোজাড্য-ভক্তদেবাদয়ো রসাত্ ॥

ভগ্নিন্ স্বাপো দিবা কার্যো লজ্জনং বারিবজ্জ'নম্ ॥ ৪৩

শূলান্নগ্রহিবিশ্লুজ-স্ততা বিষ্ঠিতসূচকাঃ । বিধেয়ং খেদনং তত্র পানীয়ং লবণোদকম্ ॥ ৪৪

আমময়কং বিষ্ঠকং কফপিত্তানিলৈঃ ক্রমাৎ ॥

আলিপ্য জঠরং প্রাজ্জো হিকৃত্যশনসৈছটৈবঃ ॥ ৪৫

দিবারুপং প্রকূর্কীত সর্কাজীর্ণবিনাশনম্ ।

অহিতামৈ রোগরাশিরহিতায়ং ততস্ত্যজেৎ ॥ ৪৬

উষ্ণানু বায়ুপানকং মাক্ষিকৈঃ পাচনং ভবেৎ ।

করীরদধিমৎসৈশ্চ প্রায়ঃ ক্ষীরং বিরূধ্যতে ॥ ৪৭

বিষ-শোণাক-গাভারী-পাটলা-গণিকারিকাঃ । দীপনং কফবাতপ্লং পঞ্চমূলমিদং মহৎ ॥ ৪৮

বিষম অবস্থা হইলে বায়ু নিগ্রহ করা কর্তব্য । ভাঙ্গাবস্থাতে পিত্তপ্রতিকার ও মন্দ্যাবস্থায় স্নেহাবিশোধন করিবে । অজীর্ণ ও মন্দ্যগ্নি ইহারাই সর্বরোগের কারণ । মন্দ্যগ্নি চতুর্বিধ ; আম, অন্ন, রস ও বিষ্ঠিত । ৩৭-৪০

আমাবস্থায় বিসৃটিকা এবং দেহের ক্লিন্নতাব, বমনবেগ ও অলসতা প্রভৃতি হইয়া থাকে । এই অবস্থায় বচ ও লবণের সহিত জলপান করিয়া বমন করিবে । অগ্নাধিকা হইলে তক্রাভাব, ভ্রম, মূৰ্ছা, তৃষ্ণা প্রভৃতি উপসর্গ হইয়া থাকে । এই অবস্থায় অপক শীতল জল পান কিংবা বায়ু সেবন করিবে । রসাধিক্য হইলে, গাত্রভঙ্গ, শিরোগুরুতা, ভোজনে অনিচ্ছা, এই সকল উপদ্রব হয় । এই অবস্থাতে দিবাভাগে নিদ্রা যাইবে এবং লজ্জন করিবে । বিষ্ঠিতাবস্থায় শূল, অরুচি মলমূত্রের শুকতা প্রভৃতি উপসর্গ জন্মে । ইহাতে উষ্ণ জলের সেক এবং লবণোদক পান করা বিধেয় । কফদোষে আম, পিত্তদোষে অন্ন এবং বায়ুদোষে বিষ্ঠিত জন্মে । এই সমস্ত প্রতীকারের জন্য হিকু, ত্রিকটু ও সৈন্ধবদ্বারা উদরলেপন করিয়া দিবাতে নিদ্রা যাইবে ; ইহাতে সর্ববিধ অজীর্ণ বিনাশ পায় । ৪১-৪৫

অহিতভোজন দ্বারা নানাবিধ রোগ জন্মে ; অতএব অহিতান্ন পরিহার করিবে । মধুর সহিত উষ্ণ জল পান করিলে উদরে পরিপাক হয় ; যংশাদূর, দধি, মৎস্য ও ক্ষীর এই সমস্ত দ্রব্য শীঘ্র পরিপাক পায় না । বিষ, শোণাল, গাভারী, পারুলী, গণিকারী, এই পঞ্চমূলের মূলকে মহৎ পঞ্চমূল বলে । এই পঞ্চমূল অগ্নির উদ্বীপন এবং কফ ও বাত নাশ করিয়া

শালপর্নী পুষ্টিপর্নী বৃহত্তীক্ষণগোক্ষুরম্ ।

বাতপিত্তহরং বৃহৎ কনীম্নঃ পঞ্চমূলকম্ ॥ ৪৯

উভয়ং দশমূলং স্তাৎ সান্নিপাতজ্বরাপহম্ ।

কাসে শ্বাসে চ ভ্রাজিয়াং পার্শ্বশূলে চ দৃশ্যতে ॥ ৫০

এতৈস্তৈলানি সর্পীংযি প্রালেপ্যশূলকান্ জয়েৎ ।

কাথাকুণ্ডলং বারি পানস্থং স্তাকুণ্ডলং ॥ ৫১

স্নেহক তৎসমং ক্ষীরং কক্কশ স্নেহপাদকঃ । সংবত্তিতৌষধঃ^১ পাকো বন্তৌ পানে ভবেৎ সমঃ ।

ধরোহিত্যজে মূদ্রনশ্চে সামাশ্বেয়ং প্রকল্পনা ॥ ৫২

স্থূলমেহেস্ত্রিরাশিষ্ঠ্যা প্রকৃতির্ধা ত্রিষ্টিষ্ঠা ।

আরোগ্যমিতি তং বিদ্যাদাম্বুজভৃগুপাচরেৎ ॥ ৫৩

যো গৃহ্যতীজ্জিরৈবর্থাং বিপরীতান্ স মৃত্যুভাক্ ।

ভিষক্তৃমিত্তকুরুষেযী প্রিয়রাতিষ্ঠ যো ভবেৎ ॥ ৫৪

শূলকজামূললাটক হনুর্গণ্ডপ্ৰৈথব চ ।

অষ্টং স্থানচ্যুতং বস্ত স জহাত্যচিরাদমূন্ ॥ ৫৫

থাকে । শালপানি, পাঠানী, বৃহত্তী, কক্ককারি ও গোক্ষুর এই পঞ্চমূলকে মজা পঞ্চমূল বলা যায় । ইহা শরীরের পোষণসাধন করে এবং বাতপিত্ত হরণ করিয়া থাকে । পূর্বেোক্ত মহৎ পঞ্চমূল ও লঘু পঞ্চমূল এই উভয়কে দশমূল বলে । এই দশমূল সান্নিপাতিক জ্বর বিনাশ করিয়া থাকে । কাস, শ্বাস, ভ্রাজা, পার্শ্বশূল, প্রভৃতি রোগে পূর্বেোক্ত দশমূল প্রশস্ত । ৪৯-৫০

পূর্বেোক্ত দশমূলের কাথের সহিত তৈল কিংবা ঘৃত পাক করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে অলকানামক রোগ পরাজয় করা যায় । কাথ প্রস্তুত করিতে হইলে কাথাম্রব্যে চতুর্গণ জল দিয়া জাল দিতে হয় ; যখন সেই জল চতুর্থাংশমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, তখন সেই কাথের চতুর্থাংশে স্নেহম্রব্য পাক করিবে । তৈলাদি পাকের সময় দ্রবের পরিমাণ তৈলাদির সমান জানিবে । কক্কম্রব্য তৈলাদির চতুর্থাংশ পরিমাণে দিতে হয় । যে ঔষধ বস্তিকার্য্য ও পানার্থ প্রস্তুত করিবে, সেই ঔষধকে সমপাকে পাক করিতে হয় । অভ্যঙ্গার্থ ঔষধে ধরণ্যক এবং নস্তার্থ ঔষধে ঘৃণ্যপাক করিবে । ইহা সাধারণ ব্যবস্থা । শরীরের পুষ্টি, ইজিরের প্রবলতা প্রভৃতি প্রাকৃতিক অবস্থাকেই আরোগ্য বলা যায় । এইরূপ আরোগ্যবান্ ব্যক্তি আয়ুমান্ হয় । যে ব্যক্তি ইজিরদ্বারা বিপরীতার্থ গ্রহণ করে, তাহাকে আসন্নমৃত্যু বলিয়া জানিবে । যে ব্যক্তি চিকিৎসক, মিত্র ও গুরুকে বিশেষ করে, কিংবা শত্রুকে প্রিয়জান করে, আর শূলক, জাম্বু, ললাট, হনু, গণ্ড, এই সকল বাহার অষ্ট ও স্থানচ্যুত হয়,

১। সংবত্তিতৌষধৈঃ ।

পূর্বখণ্ডঃ । ত্রিসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

বামাক্ষিমস্তনং জিহ্বা স্তাম্য নাসা বিকারিণী ।

কৃক্ষো হানচ্যুভৌ চোষ্ঠৌ পুত্যাশ্চ^১ যন্ত তং ভ্যাজেৎ । ৫৬

ইতি শ্রীমারুতে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে বৈদক্যশাস্ত্রে সূত্রস্থানং নাম
ত্রিসপ্তত্যধিক-শততমোহধ্যায়ঃ । ১৭২ ।

ত্রিসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ধনুস্তরিক্রবাচ

হিতাহিতবিবেকার^২ অনুপানবিধিং বদে । রক্তশালিঙ্গিনো যদ্বস্তৃক্ষাথেদনিবারণঃ^৩ । ১

মহাশালিঃ পরং বৃহৎ কলমঃ স্নেহপিত্তহা । শীতো গুরুত্বিদোষয়ঃ প্রাশশো গৌরবক্তিকঃ । ২

স্তাম্যকঃ শোষণো কৃক্ষো বাতলঃ স্নেহপিত্তহা ।

তথ্যে প্রিয়দু-নীবার-কোরদোষাঃ প্রকৌস্তিতাঃ । ৩

বহুবাতঃ স্কৃক্ষীতঃ স্নেহপিত্তহরো যবঃ । বৃহৎ শীতো গুরুঃ স্নান্ধুর্গোধূমো বাতনাশনঃ । ৪

কক্ষপিত্তাস্রজিহ্বাঙ্গাঃ কষায়ো মধুরো লঘুঃ । মাষো বহুবলো বৃহৎ পিত্তস্নেহকরো^৪ গুরুঃ । ৫

সেই ব্যক্তি অচিরে প্রাণ পরিত্যাগ করে । বাহার বামনরন নিয়ন্ত, জিহ্বা স্তাম্যবর্ণ এবং
নাসা বিকারপ্রাপ্ত হয়, আর ওষ্ঠদ্বয় হানচ্যুত ও মুখে দুর্গন্ধ হয়, সেই ব্যক্তিকে বৈদ্য অবশ্য
পরিচ্যোগ করিবে । ৫১-৫৬

শ্রীমারুতপুরাণে পূর্বখণ্ডে বৈদক্যশাস্ত্রে সূত্রস্থান নামক ত্রিসপ্তত্যধিক
শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭২ ।

ত্রিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়

ধনুস্তরি বলিলেন,—এক্ষণে হিতাহিতবিবেকের নিমিত্ত অনুপানবিধি বলিতেছি । দ্রব্যের
গুণাগুণ জানিয়া অনুপানের ব্যবস্থা করিতে হয় ; অতএব দ্রব্যের গুণাগুণবিবেক আবশ্যক ।
রক্তশালি জিদোষ ও মেদোনিবারক করে । মহাশালি পরম বলকারক, কলম দ্বাদ
স্নেহপিত্তবিনাশক ; গৌরবর্ণ বক্তিদ্বাদ শীতবীৰ্য্য, গুরু ও জিদোষয় । স্তাম্যক শোষণকারী,
কৃক্ষ, বায়ুবৃদ্ধিকর এবং স্নেহপিত্তয় । প্রিয়দু, নীবার, কোরদোষ ইহারাও পূর্বোক্ত-
গুণসম্পন্ন । বহুবাত শীতবীৰ্য্য । যব স্নেহপিত্তহারী । গোধূম বলকারক, শীতবীৰ্য্য গুরু,
স্নান্ধু ও বাতনাশক । মূল, কক্ষ, পিত্ত ও রক্তনিবারক, কষায়, মধুর ও লঘু । মাষ অত্যন্ত
বলকারক, পুষ্টিসাধক, পিত্তস্নেহনিবারক ও গুরু । ১-৫

১। কৃক্ষাশ্চ । ২। বিবেকার । ৩। মেদোনিবারকঃ । ৪। হরো ।

অবুধ্যঃ স্নেহপিত্তয়োঃ রাজমাষোহনিলান্তিবুৎ । কুলখঃ শ্বাসহিকাহং কফগুণ্যানিলাপহঃ । ৬
 রক্তপিত্তজ্বরোন্মাদী শীতো গ্রাহী স্কুঠকঃ । পুংস্ত্রাসৃকফপিত্তরক্তচকো বাতলঃ শ্বতঃ । ৭
 মসুরো মধুরঃ শীতঃ সংগ্রাহী কফপিত্তহা । সঠীনৈশ্বয়ুদ্ধিকটঃ কলায়শ্চাতিবাতলঃ । ৮
 আঢ়কী কফপিত্তরী শুক্রলা কপিকঙ্কলা । অতসী পিত্তলা জেরা সিদ্ধার্থঃ কফবাতজিৎ । ৯
 সঙ্কারমধুরস্নিগ্ধো বলোকপিত্তকং তিলঃ । বলয়া রুক্ষলাঃ শীতা বিবিধাঃ শস্তজাতবঃ । ১০
 চিত্রকেতুদিনালীকাঃ পিঙ্গলীমধুশিগ্রবঃ । চব্যাচরণনিওঁতীতর্কায়ীকাসমর্দকাঃ । ১১

সবিন্দাঃ কফপিত্তয়াঃ ক্রিমিগ্রা লঘুদীপকাঃ ।

বর্ষাক্তমার্করৌ বাতকফয়ো দোষনাশনৌ । ১২

ভিত্তঃ রসঃ স্তাদেবগুঃ কাকমাটী ত্রিদোষহরঃ ।

চাজেরী কফবাতরী সর্ষপং সর্বদোষনম্ । ১৩

ভগদেব চ কৌস্তুভং রাজিকা বাতপিত্তলা । নাড়ীচঃ কফপিত্তরক্তকুর্মধুরশীতলঃ । ১৪

দোষহরং পদ্মপত্রকং ত্রিপুটং বাতকফং পরম্ ।

কাকারঃ সর্বদোষয়ো বাতকো রোচনঃ পরঃ । ১৫

ভতুলীয়ো বিষহরঃ পালঙ্ক্য চেল্লিকা তথা । মূলকং দোষকৃচ্ছায়ং বিন্নং বাতকফাপহম্ । ১৬

রাজমাষ পুষ্টিনাশক, পিত্তশ্লেষ্মনিবারক ও বায়ুরোগহারক । কুলখ কলায় শ্বাস, হিকা, কফ, গুণ্য ও বায়ুরোগ নাশ করে । বনমুগ রক্তপিত্ত ও জ্বরবিনাশী, শীতবীৰ্য্য এবং গ্রাহী । চপক গুরুষড়নাশক এবং রক্তপিত্ত ও কফর ; বিশেষতঃ ইহার বাতবৃদ্ধিকারিকা শক্তিও আছে । মসুর মধুর রসযুক্ত, শীতবীৰ্য্য, সংগ্রাহী ও কফপিত্তহারী । কলাই পূর্বোক্ত গুণসম্পন্ন, বিশেষতঃ বাতবৃদ্ধিকারক । অরহর কফপিত্তবিনাশ এবং শুক্রবৃদ্ধি করিয়া থাকে । তিসি পিত্তবৃদ্ধিকারী । সর্ষপ কফ ও বায়ুনিবারক । তিল কার ও মধুররসযুক্ত, স্নিগ্ধ, বলকারক, উষ্ণবীৰ্য্য ও পিত্তবৃদ্ধিকর । অস্তান্ত শস্যসকল বলয়, রুক্ষ ও শীতবীৰ্য্য জ্ঞানিয়ে । ৬-১০

চিত্রক, ইজুদি ফল, পদ্মমাল, পিঙ্গলী, মধু, সজিনা, চৈ-মূল, নিবিন্দা, জরভী, কালকাসন্দা ও বিষ্ণু এই সকল দ্রব্য কফ, পিত্ত ও ক্রিমি নাশ করে ; ইহারা অতিশয় লঘু ও দীপক । পুনর্নবা ও মার্কর (ওষধিবিশেষ) ইহারা বায়ু ও শ্লেষ্মদোষ নাশ করে । এরও তিত্তরসযুক্ত । কাকমাটী ত্রিদোষ নাশ করে । আমরুল কফ ও বায়ু বিনাশ করে । সর্ষপ সর্বদোষপ্রদ । কুসুম সর্বদোষপ্রদ । রাজিকা বাত ও পিত্তবৃদ্ধিকর । নালিতা কফ ও পিত্তবিনাশ করে । ওষধীলাক মধুরসযুক্ত ও শীতবীৰ্য্য । পদ্মের কোমলপত্র সর্বদোষহর । খেসারী বাত-বৃদ্ধিকারক । বাতক (বেতোলাক) লবণযুক্ত হইলে সর্বদোষহর ও রুচিকারক হয় । ১১-১৫

সঠেলাক বিষদোষ হরণ করে । পালঙ্ক ইজিকা প্রকৃতি থাকেও একগুণ ওণ আছে ।

১। ভগৎ সর্বগুণাঢ্যঃ । ২। সঙ্কারঃ ।

সর্বদোষহরং হৃদং কঠ্যং তৎপকমিচ্ছতে ।

কর্কোটকং সবার্ভাকং পটোলং কারবেদকম্ ॥ ১৭

কুষ্ঠ-মেহ-জ্বর-শ্বাস-কাস-পিত্ত-কফাপহম্ ।

সর্বদোষহরং হৃদং কুশ্মাণ্ডং বস্তিশোধনম্ ॥ ১৮

কলিঙ্গালাবুনী পিত্তনাশিনী বাতকারিণী । অপুষ্পেবাকুলে বাতশ্লেশ্মানে পিত্তবার্ধণে ॥ ১৯

বৃক্ষাশ্বং কফবাতঘ্নং জম্বীরং কফবাতনুৎ । বাতঘ্নং দাড়িমং গ্রাহি নাগরজকলং গুরু ॥ ২০

কেসরং মাতুলুঙ্গং দীপনং কফবাতনুৎ । বাতপিত্তহরং মাষং ত্বক্শ্লিফোক্ষানিলাপহম্ ॥ ২১

সর্বদোষহরং হৃদং মধুরং হৃদময়ম্ । ভুক্ষপ্ররোচকং পুণ্যং হরীতকামৃতোপমা ॥ ২২

সংসনী কফবাতঘ্নী অক্ষং তথশ্লিদোষজিৎ । বাতশ্লেশ্মহরং ত্বগ্নং সংসনং তিত্তিভীফলম্ ॥ ২৩

দোষলং লকুচং শাণ্ডং বকুলং কফবাতজিৎ । গুল্মবাতকফশ্বাস-কাসঘ্নং বীজপূরকম্ ॥ ২৪

কপিথং গ্রাহি দোষঘ্নং পকং গুরু বিষাপহম্ । কফপিত্তকরং বালমাপূর্ণং পিত্তবর্ধনম্ ॥ ২৫

পক্ষাঘ্নং বাতকুশ্মাণ্ড-ভুক্ষবর্ণবলপ্রদম্ । বাতলং কফপিত্তঘ্নং গ্রাহি বিষ্ঠিষ্ঠি জাববম্ ॥ ২৬

তিন্দুকং কফবাতঘ্নং বদরং বাতপিত্তহরং । বিষ্ঠিষ্ঠি বাতলং বিষং পিত্তালং পবনাপহম্ ॥ ২৭

মূলক আয়বহার সর্বদোষকর, উহা সিন্ন হইলে বাত ও কফ নাশ করে; উত্তমরূপ পরিপক হইলে সর্বদোষ হরণ করে এবং অতি সুস্বাদু হয়। কাকরোল, বেগুন, পটল, করলা এই সমস্ত দ্রব্য কুষ্ঠ, মেহ, জ্বর, শ্বাস, কাস, পিত্ত ও কফ নাশ করিয়া থাকে। কুশ্মাণ্ড সর্বদোষ হরণ করে, উহা অতি সুস্বাদু। কুশ্মাণ্ডদ্বারা বস্তিশোধন হইয়া থাকে। ইক্ষয়ব ও অলাবু ইহার। পিত্তনাশ ও বাতবৃদ্ধি করে। শসা ও ফুটি এই উভয় দ্রব্য বায়ু ও শ্লেশ্মার বৃদ্ধি করে, কিন্তু ইহাদিগের পিত্তনাশকতা শক্তি আছে। বৃক্ষাশ্ব ও জম্বীর এই উভয়ই কফ ও বাত বিনাশ করে। দাড়িম বাতঘ্ন ও গ্রাহী। নাগরজকল অতি গুরুপাক। ১৬-২০

কেসর, মাতুলুঙ্গ (গোড়ালেবু), এই উভয় দ্রব্য কফবাতঘ্ন ও অগ্নিদীপক। মাষ বাতপিত্তহর, উহা সেবনে চন্দ্রের স্নিগ্ধতা সাধিত হয় এবং বায়ুরোগ নাশ পায়। আমলকী বলকারক, মধুর, রুচিকারক ও অন্নরসযুক্ত। হরীতকী রুচিকারক, পুণ্যপ্রদ, অমৃতভূলা, বিরেচক ও কফবাতনাশক। তিত্তিভী কফবাতনাশিনী শক্তি আছে; উহা বিরেচক ও শ্লিদোষজিৎ, আর বাতশ্লেশ্ম হরণ করে, উহা অন্নরসযুক্ত। লকুচকল সর্বদোষের আকর, কিন্তু সুস্বাদু। বকুলকল কফ ও বাতপিত্ত নাশ করে। বীজপূর (বাতাবীলেবু), গুল্ম, বাত, কফ, শ্বাস, কাস এই সকল নাশ করে। কপিথ (কন্বেল) গ্রাহী ও সর্বদোষহর, উহা পরিপক হইলে অতি গুরুপাক হয়, কিন্তু বিষদোষ নষ্ট করিয়া থাকে। কপিথকল বাল্য-বহার কফপিত্ত বৃদ্ধি করে, পূর্ণাবস্থায় পিত্ত বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ২১-২৫

পক আত্রকল বাতকর; মাংস, ত্বক, বল, ও বর্ণ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। জামকল বাতবৃদ্ধিকর, কফপিত্তঘ্ন, গ্রাহী ও বিষ্ঠিষ্ঠী। জাবকল কফবাতঘ্ন। বদরীকল বাতপিত্তঘ্ন।

ভালং রাজাদনং যোচং পানসং নারিকেলম্ ।

তুক্রমাংসকরাগ্ৰাহঃ বাত্ৰিষ্মণ্ডলি ৮ । ২৮

শ্রাকান্ধুকখৰ্জুরং কুঙ্কমং বাতরক্তজিৎ । মাপধী মধুরা পকা শ্বাসপিণ্ডহরা পরা । ২৯

আর্জকং যোচকং বৃহৎ দীপনং কফবাতহরং ।

তুষ্ণীমরিচপিপ্পল্যাঃ কফবাতজিভো মতাঃ । ৩০

অবৃহৎ মরিচং বিদ্যাদিতরে বৃহৎসম্মতে । ওল্লমূলবিবন্ধয়ং হিহু বাতকফাপহম্ । ৩১

যমানীধক্তকাষাজেহা বাতশ্লেষ্মানুদঃ পরম্ । চক্ষুহং সৈন্ধবং বৃহৎ ত্রিদোষশমনং শ্বতম্ । ৩২

সৌবর্চলং বিবন্ধয়ুফং হৃচ্ছলনাশনম্ । উফং শূলহরং তীক্ষ্ণং বিড়কং বাতনাশনম্ । ৩৩

রোমকং বাতনুং বাত্ৰি যোচনং ক্রেননং গুরু ।

জংপাণ্ডুলজ্যোৎস্নয়ং যবক্ষারোহগ্নিদীপনঃ । ৩৪

দহনো দীপনতীক্ষ্ণঃ সজ্জিকারো বিদারকঃ ।

দোষয়ং নাভসং বারি লঘু হৃদং বিষাপহম্ । ৩৫

নাভেয়ং বাতলং কৃষ্ণং সারসং মধুরং লঘু ।

বাতশ্লেষ্মহরং বাপ্যং ভাড়াগং বাতলং শ্বতম্ । ৩৬

রৌচ্যমগ্নিকরং কৃষ্ণং কফয়ং লঘু নৈষ্করম্ ।

দীপনং পিত্তলং কোণমৌস্তিদং পিত্তনাশনম্ । ৩৭

বিষফল বাতবৃদ্ধিকর ও বিষ্টেষ্ঠী । পিন্নালফল বাতহারী । ভাল, পিয়ালফল, কদলীফল, পনসফল ও নারিকেল ফল এই সকল তুক্র ও মাংস বৃদ্ধি করে ; ইহারা ত্রিষ ও তুক্রপাক, কিত্ত সূষাহ । শ্রাক, মধুকফল, খৰ্জুর ও কুঙ্কম ইহারা বাতরক্ত নাশক । সুপক পিপ্পলী মধুর এবং শ্বাস ও পিত্ত নিবারণ করে । আদা কুটিকর, বলকারক, অগ্নিদীপক ও কফ-বাতহারী । তুষ্ণী, মরিচ ও পিপ্পলী, ইহারা কফ ও বাত জয় করিয়া থাকে ; তুষ্ণাযো মরিচ অবৃহৎ, তুষ্ণী ও পিপ্পলী বৃহৎ বলিয়া উক্ত আছে । ইহারা ওল, শূল ও বিবন্ধ নাশ করে । হিহু কফ ও বাতবিনাশক । যমানী, বনিয়া, জীরা এই সকল দ্রব্য বাতশ্লেষ্ম নাশ করিয়া থাকে । সৈন্ধব চক্ষুর ভেজোবৃদ্ধিকারক, বলবৃদ্ধিকর ও ত্রিদোষনাশক । সৌবর্চল উফপলাশী, বিবন্ধ ও হৃচ্ছলনাশক । বিড়ক উফ, শূলোপহারী, তীক্ষ্ণ ও বাতনাশক । রোমক লবণ বাতবৃদ্ধিকর, বাত্ৰি, কুটিকারক ও গুরু । ইহা হৃজোগ, পাণ্ডু ও গলরোগ নাশ করে । যবক্ষার অগ্নিদীপন করিয়া থাকে । ২৮-৩৭

সজ্জিকার (সাজিমাটী) পাচন, অগ্নিদীপন, তীক্ষ্ণ ও বিদারণ । নাভস বারি (হুটির জল) ত্রিদোষয়, লঘু, সূষাহ ও বিষাপহ । নদীজল, বাতবৃদ্ধিকর ও কৃষ্ণ । সরোবরজল মধুর ও লঘু । বাপীজল বাতশ্লেষ্মহর । ভাড়াগের জল বাতবৃদ্ধিকর । খরগার জল কুটিকর, অগ্নিদীপক, কৃষ্ণ, কফয় ও লঘু । কুপজল অগ্নিদীপক ও পিত্তবৃদ্ধিকর । উত্তিদকল পিত্ত-

দিবার্ককিরণৈর্জ্বলিতং রাত্রৌ চৈবেন্দুরশ্মিভিঃ ।

সর্বদোষবিনিমূৰ্চ্চিতং তত্তুল্যং গগনাদ্বনা ॥ ৩৮

উষ্ণং বারি জ্বরাসমেদোহনিলকফাপহম্ । শূতশীতং ত্রিদোষমুখিতং তচ্চ দোষলম্ ॥ ৩৯

গোক্ষীরং বাতপিত্তয়ং স্নিগ্ধং গুরু রসায়নম্ ।

গব্যাদ্ গুরুতরং স্নিগ্ধং মাহিষ্যং বহ্নিনাশনম্ ॥ ৪০

জাপাং রক্তাতিসারয়ং কাসশ্বাসকফাপহম্ ।

চক্ষুযং জীবনং স্ত্রীণাং রক্তপিত্তে চ লাবণম্ ॥ ৪১

বল্যং^১ বাতহরং বৃষ্যং পিত্তশ্লৈশ্মকরং দধি ।

দোষয়ং মহুজাতম্ মস্ত্র প্রোতোবিলোধানম্ ॥ ৪২

গ্রহণার্শোহুদিতাতিয়ং নবনীতং নবোক্তম্ ।

বিকারান্ত কিলটাট্যা গুরবঃ কুষ্ঠহেতবঃ ॥ ৪৩

গরগ্রহণীশোথার্শঃপাত্ত্ৱ, তীসারগুলানুৎ । ত্রিদোষশমনং তচ্চ কথিতং পূর্বস্মৃতিভিঃ ॥ ৪৪

বৃষ্যক মধুরং সর্পির্কাতপিত্তকফাপহম্ ।

গব্যং মেধাক চক্ষুযং সংস্কারাচ্চ ত্রিদোষজিৎ ॥ ৪৫

অগস্ত্যারগদোন্মাদমূৰ্ছায়ং সংকৃতং ঘৃতম্ । অজাদীনাঞ্চ সর্পীংষি বিস্তাং সন্ধীরসদুত্তৈঃ ।

কফবাতহরং মূত্রসর্বকৃমিবিষাপহম্ ॥ ৪৬

মাণক । যে অল দিবাভাগে সূর্য্যকিরণে রুদ্ধ হইয়া রাত্রিতে চন্দ্ররশ্মিতে শীতল হয়, তাহাতে কোন প্রকার দোষ থাকে না; উহা গগনবারি তুল্য । উষ্ণজল জ্বর, শ্বাস, মেদোরোগ, বায়ুদোষ ও কফ বিনাশ করে; অল পাক করিয়া শীতল করিলে উহা ত্রিদোষর, কিন্তু ঐ অল পদার্থযুক্ত হইলে চুষ্টে হইয়া থাকে । গব্যাহু বাত-পিত্তর, স্নিগ্ধ, গুরুপাক ও গোষক । মাহিষ্যহু গব্যাহু হইতে গুরু, স্নিগ্ধ এবং অগ্নিমান্যকারী । ৩৮-৪০

জাপহু রক্তাতিসারর এবং কাস, শ্বাস ও কফাপহারী । স্ত্রীহু চক্ষুর তেজোবৃদ্ধিকর, জীবনপ্রদ, রক্তপিত্তর ও লবণরসযুক্ত । দধি বলকর, বাতহর, পুষ্টিপ্রদ ও পিত্তশ্লৈশ্মকারক । দধির মস্ত (মাং) ত্রিদোষর ও শিরাত্রোতের শোধনকারক । নবোক্ত নবনীত গ্রহণী, অর্শ ও অদিতাদিরোগর । কিলটাট প্রভৃতি (কীরবিকৃতি) গুরু ও কুষ্ঠজনক । উক্তত্রেহ তচ্চ (ঘোল) গ্রহণী, অর্শঃ, শোথ, পাত্ত্ৱ, অতিসার ও গুল্য নাশ করে এবং ত্রিদোষ নিবারণ করিয়া থাকে । ঘৃত মধুর ও বাত-পিত্ত-কফনাশক । গব্যঘৃত মেধাবৃদ্ধিকর ও চক্ষুর তেজোবৃদ্ধি করে । উহার সংস্কার (অগ্নিতাপে নির্দোষ) হইলে ত্রিদোষ নাশ করিয়া থাকে । ৪১-৪৬

ঘৃত-পুরাতন হইলে অগস্ত্যার, উন্মাদ, মূৰ্ছা প্রভৃতি রোগ নাশ করিয়া থাকে ।

১। পরং ।

পাণ্ডুরোদরকুষ্ঠার্শঃশোথশূলপ্রমেহনৃৎ ।

বাতশ্লেষ্মহরং বল্যাং তৈলং কৈশ্যং তিলোন্তবম্ । ৪৭

সার্ষপং ক্রিমিপাণ্ডুরং কফমেদোহনিলাপহম্ । কৌমং তৈলমচক্ষুঃ পিত্তহরাতনাশনম্ । ৪৮

অক্ষকং কফপিত্তহরং কৈশ্যং তৃকশ্রোত্রোত্তপম্ ।

ত্রিদোষহরং মধু প্রোক্তং বাতলক্ষ্য প্রকীৰ্ত্তিতম্ । ৪৯

হিকাস্বাসক্রিমিচ্ছর্দি-মেহভৃক্ষাবিষাপহম্ । ইক্ষুবো রক্তপিত্তহরা বল্যা বৃক্ষা কফপ্রদাঃ । ৫০

ফাণিতং পিত্তলং তীক্ষ্ণং সিতামংফাণিকাস লঘুঃ ।

খণ্ডং বৃক্ষং তথ্য স্নিগ্ধং স্বাদুসূক্ষ্মপিত্তহরভিঃ । ৫১

বাতপিত্তহরে বৃক্ষো বাতহরঃ কফকৃৎগুড়ঃ ।

স পিত্তহরঃ পরঃ পথ্যঃ পুরাণোহসূক্ষ্মপ্রসাদনঃ । ৫২

রক্তপিত্তহরা বৃক্ষা সপ্রেহা গুড়লক্ষরঃ । সর্করং পিত্তহরং মন্যম্ভূতং কফহরভিঃ । ৫৩

রক্তপিত্তহরাস্তীক্ষ্ণাভুত্যা সৌবীরজাতহরঃ ।

পাচনো দীপনঃ পথ্যো মণ্ডঃ শ্যাদ্ভূততুলঃ । ৫৪

বাতানুলোমনী লঘু পেরা বস্তিবিদোদনী ।

সত্তরুদাড়িমব্যোষা সওড়াংলপিপ্পলী । ৫৫

হাগমেঘাদির ঘূতেও পূর্বেোক্ত গুণসকল আছে, বিশেষতঃ উহা কফবাতহর ও বৃক্কদোষ, ক্রিমিদোষ এবং বিষদোষ নাশ করে । তিলতৈল পাণ্ডুতা, উদররোগ, কুষ্ঠ, অর্শঃ, শোথ, শূল, প্রমেহ ও বাতশ্লেষ্মবিকার বিনাশ করে; উহা বলপ্রদ ও কেশের উজ্জ্বলতাসাধক । সার্ষপতৈল ক্রিমি ও পাণ্ডুরোগ, কফ, মেদ ও বায়ুনাশক । মসিনাতৈল চক্ষুর তেলো-হানিকর; পিত্ত, বাতরোগ ও স্রোতোগনাশক । বহেড়াফলের তৈল, কফপিত্তহর, কেশবর্দ্ধক, চর্ম ও কর্ণের উৎকর্ষসাধক, মধুর ও ত্রিদোষহর; কিন্তু বাতবৃদ্ধিকর এবং হিকা, শ্বাস, ক্রিমি, চর্দি, মেদ, ভৃক্ষা ও বিষদোষনাশক । ইক্ষু রক্তপিত্তহর, বলকারক, পুষ্টিসাধক ও কফবৃদ্ধি-কারক । ৪৬-৫০

ফাণিত (কেশী বাতাসা) পিত্তকারক ও তীক্ষ্ণ । চিনি মিছরি লঘুপাক । বাতাসা বলকারক, স্নিগ্ধ, স্বাদু এবং রক্তপিত্ত ও বাতনাশক । গুড় পিত্তহর, কফ, বাতহর ও কফকর । পুরাতন গুড় পিত্তহর, পথ্য এবং রক্তশোধনকারক । শ্লেহমুক্ত গুড়লক্ষরঃ রক্তপিত্তহর ও বলকর । সর্করবিধ মন্য পিত্তকর; উহাতে অন্নগুণ থাকিতে কফবাত অন্ন করে । কঁাড়ি রক্তপিত্তকর ও তীক্ষ্ণ । ভূততুল ও মণ্ড পাচন অগ্নিদীপন এবং পথ্য । পেরা বায়ুর অনুলোমতা সাধন করে, উহা ঋতি লঘুপাক । তরু, দাড়িম, ত্রিকটু, গুড়, মধু ও পিপ্পলী-মুক্ত পেরা বস্তিঃসাধক । ৫১-৫৫

হৃদীয়ং সুকৃতা পেরা কাসখাসপ্রবাহিকাঃ । পায়সঃ কফহৃৎকায়ঃ কৃশরা বাতনাশিনী । ৫৬

সুখোতঃ প্রস্তুতঃ স্নিগ্ধঃ সুখোক্ষো লঘুরোচনঃ ।

কন্দমূলফলস্নেহৈঃ সাধিতো বৃহৎপো গুরুঃ । ৫৭

ঈষদ্রক্ষসেবনাক্ত লঘুঃ সূপঃ সুসাধিতঃ ।

বিষমং নিলীড়িতং শাকং হিতং শ্লেহাদিসংকৃতম্ । ৫৮

দাড়িমামলকৈর্ষ্বো বহ্নিকৃদ্বাতপিত্তহাঃ । খাসকাসপ্রতিশ্চায়ককরো মূলকৈঃ কৃতঃ । ৫৯

যবকোলকুলখানাং যুধঃ কঠোহনিলাপহঃ ।

মূলগামলকজো গ্রাহী শ্লেহপিত্তবিনাশনঃ । ৬০

সগুড়ং দধি বাতঘ্নং শক্তবো রুক্ষবাতলাঃ ।

ঘৃতপূর্ণোহগ্নিকারী স্মাদ্ বৃদ্ধা গুর্বী চ শঙ্কলী । ৬১

বৃংহণা সামিষা ভক্ষ্যাঃ পিষ্টকা গুরুবঃ স্মৃতাঃ ।

তৈলকৃতান্চ দৃষ্টিহান্তোরবিষান্চ দুর্জরাঃ । ৬২

অত্যাফ্রমগুকাঃ পথ্যাঃ শীতলা গুরুবো যত্নাঃ । ৬৩

অনুপানক পানীয়ং শ্রমতৃফাদিনাশনম্ । অনুপানাদিরক্ষাকৃৎ স্মাতিষাত্ত্রোগবর্জিতঃ । ৬৪

পেরা সুসাধিত হইলে কাস, খাস ও প্রবাহিকা বিনাশ করে। পায়স কফবাতহর ও বলকর। কৃশরা (বিচুরা) বাতনাশক। সূপ উত্তমরূপে খোঁজ করিয়া সিদ্ধ করিবে, পরে উহা বস্ত্র গালিত করিয়া লইবে। এইরূপ সূপ ঈষদ্রক্ষ থাকিতে ভক্ষণ করিলে উহা লঘুপাক ও রুচিকর হয়। ঐ সূপ ফলমূলানির সহিত সাধিত হইলে গুরুপাক ও বৃংহণকর হয়। ঐ সূপ উত্তমরূপে পাক করিয়া ঈষদ্রক্ষ থাকিতে সেবন করিলে অল্পকালে পরিপাক পায়। শাক সিদ্ধ করিয়া নিলীড়নপূর্বক ঘৃততৈলানির সহিত পাক করিবে ; এইরূপ শাক হিতকর। দাড়িম ও আমলকীর সহিত যুধ পাক করিলে সেই যুধ অগ্নিবৃদ্ধি ও বাতপিত্ত নাশ করে। মূলকের সহিত যুধ প্রস্তুত করিলে সেই যুধ খাস, কাস, প্রতিশ্চায় ও কফরোগ বিনাশ করিয়া থাকে। যব, বদরী, কুলখ ইহাদিগের যুধ মুখপ্রিয় ও বাতনাশী। মূল ও আমলকীর যুধ গ্রাহী ও শ্লেহপিত্তনাশক। ৫৬-৬০

গুড়মিশ্রিত দধি বাতনাশক ; শক্ত রুক্ষ এবং বাতপ্রতিকর ; শঙ্কলী (পিষ্টক বিশেষ) ঘৃতপাক হইলে অগ্নি ও বলবৃদ্ধি করে, কিন্তু উহা গুরুপাক শদার্থ। সামিষমা এই শারীরিক পোষণসাধন করে, সর্ববিধ পিষ্টক গুরুপাক। তৈলপক পিষ্টক দৃষ্টিহানি করে, অলসিদ্ধ গুরুপাক হয়। অত্যাফ্রমগুই পথ্য, উহা শীতল হলে গুরুপাক হয়। উত্তরূপে প্রবাসকলের গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া অনুপানের ব্যবস্থা করিবে। অনুপানের সহিত ঔষধ সেবন করিলে শ্রম ও তৃফা নাশ পায়। অনুপান মনুষ্যকে বিষাদি হইতে রক্ষা করিয়া রোগহীন

১। তৈলে কৃতান্চ ।

অনুষ্ণঃ শিথিকষ্ঠাভো বিষষ্টেষু বিবৰ্ণকঃ । গন্ধস্পর্শরসাস্তীৰ্ণা ভোজদুষ্ণ স্তান্ননোবাধা ॥ ৬৫

আত্মাণে চাক্ষিরোগঃ স্তাদসাধাশ্চ ভিষগুদৈঃ ।

বেপথুচুর্ভণালঃ স্তাবিষষ্টেষুতৎ তু লক্ষণম্ ॥ ৬৬

ইতি শ্রীগরুড় মহাপুরাণে পূৰ্ব্বখণ্ডে অনুপানাদিবিধিকথনং নাম

ত্রিসপ্তত্যধিক-শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭৩ ॥

চতুঃসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ধনুস্তরিক্রবাচ

জ্বরোহষ্টধা পৃথক্ধনুসজ্জাতাগজজঃ স্মৃতঃ । মুস্তপৰ্পটকোণীর-চন্দ্রনোদীচানাগরৈঃ ।

শূভশীতং জলং দন্ত্যং পিপাসাজ্বরশাধরে ॥ ১

নাগরং দেবকাষ্ঠকং ধন্যকং বৃহতীধরম্ । দন্ত্যং পাচনকং পূৰ্ব্বং জ্বরিতার জ্বরপহম্ ॥ ২

আরগ্ধখাভরানৃশ্চ'-ভিত্তা-গ্রন্থিকনিশ্চিতঃ । কষায়ঃ পাচনো সাত্মে সমূলে চ জ্বরে হিতঃ ॥ ৩

করে । বিষ অনুষ্ণ, শিথিকষ্ঠাভ এবং বিবৰ্ণকর ; ইহার গন্ধ, স্পর্শ, রস সকলই তীব্র ; এই বিষ ভক্ষণ করিলে শারীরিক ও মনসিক যন্ত্রণা হইয়া থাকে । বিষ আত্মাণ করিলে চিকিৎসার অসাধ্য চক্ষুরোগ জন্মে এবং গাত্রকম্প ও জ্বৰ্জ্বণ হইয়া থাকে, এই সকলই বিষের লক্ষণ । ৬১-৬৬

শ্রীগরুড়পুরাণে পূৰ্ব্বখণ্ডে অনুপানাদিবিধিকথন নামক ত্রিসপ্তত্যধিক-

শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৩ ॥

চতুঃসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়

ধনুস্তরি বলিলেন,—জ্বর আটপ্রকার,—যাতিক, মৈথ্রিক, পৈথিক, বাতপৈথিক, বাতমৈথ্রিক, পিত্তমৈথ্রিক, সান্নিপাতিক ও আগন্তজ । মুখা, ক্ষেপাপ্ড়া, বেনার মূল, রক্তচন্দন, বালা ও তুষ্ণী এই সমস্ত ঔষধের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে জ্বরার্ত্ত ব্যক্তির পিপাসা-লাতির নিমিত্ত পান করিতে দিবে । তুষ্ণী, দেবদারু, ধনিয়া, বৃহতী, কণ্টকারি, এই সমস্ত ঔষধের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে সেই পাচন পান করিলে জ্বর পিপাসা লাভি হয় । সোণাল, হরীতকী, মুখা, ইন্দ্রযব, পিঙ্গলীমূল এই সমস্ত ঔষধের কষায় পান করিলে তরুণজ্বরী ব্যক্তির গাত্রবেদনা ও জ্বর নাশ পায় এবং রসের পরিণাক হইয়া থাকে । যতিমধু,

মধুকসারসিদ্ধু-বচোষণকণাঃ সন্ধ্যাঃ । শ্লক্ষুঃ পিষ্টোক্তসান্যং কুর্ঘ্যাৎ সংজ্ঞাপ্রবোধনম্ ॥
 ত্রিহুশিলাত্রিফলাকটুকারণৈঃ কৃতঃ । সক্ষারো ভেদনঃ কাথঃ পেষঃ সৰ্বজ্বরপঃ ॥ ৫
 মহৌষধামৃতামৃত-চন্দনোশীৰধান্ধকৈঃ । কাথতৃতীয়কং হস্তি শর্করামধু যোজিতঃ ॥ ৬
 অপামার্গজট। কট্যাং লোহিতৈঃ সপ্ততন্ত্রভিঃ । বদ্ধঃ বাগ্নে রবেনু^১নং জ্বরং হস্তি তৃতীয়কম্ ॥ ৭
 গঙ্গার। উত্তরে কুলে অপুত্রস্তাপসো যুতঃ । তৈশ্চ তিলোদকং দদ্যান্মুঞ্চৈতঃ কাহিকো জ্বরঃ ॥ ৮
 শুড়ুচীঃ কাথকক্ষাত্যাং ত্রিফলার। যুষ্ম চ^২ । মৃদীকায়া বলা^৩১৮ সিকাঃ শ্লেহা জ্বরহৃদঃ ॥ ৯
 ধাতীশিবাকণাবহ্নিক্রাথঃ সৰ্বজ্বরাস্তকঃ । জ্বরান্তিসারহরণমৌষধং প্রবদামহে ॥ ১০
 পুশ্ণিপলী^৪বলাবিষ-নাগরোংপলধান্ধকৈঃ । পাঠৈল্লযবভূনিম্বমৃতপৰ্পটকাঃ^৫ শূতাঃ ।
 জ্বরভ্যামমতীসারং সজ্বরং সমহৌষধাঃ ॥ ১১
 নাগরাতিবিষামৃতভূনিম্বামৃতবৎসকৈঃ । সৰ্বজ্বরহরঃ কাথঃ সৰ্বাতীসারনাশনঃ ॥ ১২
 মৃতপল্লটকোদিচ্যপ্লবঃ^৬বরশূতাঃ^৭ পয়ঃ । শালপলী পুশ্ণিপলী বৃহতী কণ্টকারিকা ॥ ১৩
 বলাশ্বদংষ্ট্রাবিঘ্নানি^৮ পাঠানাগরবশ্তকম্ । এতদাহারসংযোগে হিতং সৰ্বাত্তিসারিণাম্ ॥ ১৪

সৈন্ধব, মরিচ, পিঙ্গলী এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে পেষণ করিবে, পরে উহা জলের সহিত গুলিয়া ন্যাগ্রহণ করিলে জ্বররোগে অটুতন্ত্র বা স্তিমিত প্রবোধ হয় । তেউড়ী, গোরক্ষকর্কটী, ত্রিফলা, কটুকী, সৌদাল এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ করিয়া যবক্ষাতের সহিত পান করিলে উপরের সারক হইয়া সৰ্ববিধ জ্বরের শান্তি হইয়া থাকে । ১-৫

গুটী, শুড়ুচী, মুখা, রক্তচন্দন, বেণার মূল, ধনিয়া, এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ করিয়া মধু ও শর্করার সহিত পান করিলে তৃতীয়ক জ্বর নাশ পায় । রবিবারে অপামার্গের মূল উত্তোলন করত সপ্ত রক্তসূত্রধারা কটিতে বদ্ধন করিলে ত্র্যাহিকজ্বর নাশ পায় । গঙ্গার উত্তরকুলে অপুত্র তাপস মরিয়াছে, তাহাকে তিলোদক প্রদান করিবে, ইহাতে ঐকাহিক জ্বর নষ্ট হয় । শুড়ুচী, ত্রিফলা, বাসক, স্রাক্ষা, বেড়েলা ইহাদিগের প্রত্যেকের কাথ ও কন্ধকারা যুত কিংবা তৈল পাক করিয়া সেবন করিলে জ্বর নাশ হয় । আমলকী, হরীতকী, পিঙ্গলী, চিতা এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ পান করিলে সৰ্বজ্বর নাশ পায় । অতঃপর জ্বরান্তিসারনাশক ঔষধ বলিতেছি । ৬-১০

পুশ্ণিপলী, বেড়েলা, বিষ, গুটী, উৎপল, ধনিয়া, আকুনাди, ইল্লযব, চিরতা, মুখা, ক্ষেপাপড়া এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ করিয়া গুটীচূর্ণের সহিত পান করিলে জ্বর ও আমাতি-সার বিনষ্ট হয় । গুটী, আতিষ, মুখা, চিরতা, শুড়ুচী, ইল্লযব এই সকল দ্রব্যের কাথ পান করিলে সৰ্ববিধ জ্বর ও অতিসার নাশ পায় । মুখা, ক্ষেপাপড়া, হরীতকী, আদা, শালপাণি, পুশ্ণিপলী, বৃহতী, কণ্টকারী, বেড়েলা, গোক্ষুর, বিঘাদিগণ, আকুনাди গুটী,

১। ত্রিফলাবাসকম্ চ । ২। পৰ্পটকৈঃ । ৩। পৰ্পটকৈঃ বিঘা ।

৪। বিঘাদি ।

বিষচূতানির্ঘৃহীতং^১ মধ্বতিসারনুং । অতীসারে হিতা ত্বং কুটজত্বক্ কণামুতা । ১৫

বৎসকান্তিবিষাবিল-কণাকম্বকবায়কঃ । প্রযুক্তশ্যামশূল্যাতো হৃতীসারে সলোণিতে । ১৬

চিকিৎসাথ গ্রহণান্ত গ্রহণী চাগ্নিনাশিনী । চিত্রককাথকক্কাভাং গ্রহণীয়ং শূভং হবিঃ ।

গুল-শোথোদর-প্লীহ-শূল্যার্শোয়ং প্রদীপনম্ । ১৭

সৌবর্জলং সৈন্ধবঞ্চ বিড়ম্বোত্তিদমেব চ । সামুদ্রেন সমং পঞ্চ লবণান্তত্র যোজয়েৎ । ১৮

ভেষজং শস্ত্রকারাগ্নি চতুর্জা^২ চার্শসাং হরম্ । বিত্তি তচ্চার্শসোন্নত তক্রং নবোদ্ধৃতঞ্চ যৎ । ১৯

সত্ত্বাং^৩ পিঙ্গলীমূল্যামভ্রাং বৃত্তভজ্জিতাম্ । ত্রিবদর্শোবিনাশার্থং ভক্ষয়েদন্নলোণিকাম্ । ২০

তিলেশ্বরসসংযোগচার্শঃ কুষ্ঠবিনাশনঃ । পঞ্চকোলং সমরিচং সক্রাষণমথাগ্নিকৃৎ । ২১

হরীতকী ভক্ষ্যমাণা নাগরেণ শুভেন বা । সৈন্ধবোপহিতা বাপি সাততোনাগ্নিদীপনী । ২২

ফলত্রিকামুতা-বাসা-তিক্তা-ভূনিম্ব-নিম্বজঃ ।

কাথঃ ক্রৌঞ্চযুতো হত্যং পাতুরোগং সকামলম্ । ২৩

ত্রিবৃতা-ত্রিফলা-শ্যামা-পিঙ্গলী-শর্করা মধু ।

মোদকঃ সন্নিপাতাত্তো রক্তপিত্ত-জ্বরাপহঃ । ২৪

বনিয়া এই সমস্ত দ্রব্যসেবন করিলে অতিসাররোগীর বিশেষ উপকার হয় । বিষ ও আমের আঁঠির কাথ মধু ও শর্করার সহিত পান করিলে অতিসার নিবারিত হয় । আর কুরচির ছাল পিঙ্গলীর সহিত সেবন করিলে অতিসার উপশম হয় । ইন্দ্রযব, আতিষ, বিষ, পিঙ্গলীমূল এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ করিয়া পান করিলে আমশূলযুক্ত দরুণ অতিসার বিনষ্ট হয় । ১১-১৬

অতঃপর গ্রহণীচিকিৎসা কথিত হইতেছে । গ্রহণী উপরাগ্নি বিনষ্ট করে । চিত্রক কাথ ও কক্কাবরা ঘৃতপাক করিয়া সেবন করিলে গ্রহণী, গুল, শোথ, উদরী, প্লীহা, শূল ও অর্শ এই সমস্ত রোগ নাশ পায় এবং অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে । সৌবর্জল, সৈন্ধব, বিট, উত্তিৎ ও কুরকচ এই পঞ্চ লবণ পূর্বোক্ত ঘৃতে যোগ করিতে হইবে । ঔষধ, অস্ত্র, ক্ষার ও অগ্নি এই চতুর্বিধ প্রক্রিয়া অর্শোরোগ নাশ করে । নবোদ্ধৃত তক্র অর্শোরোগ বিনাশ করিয়া থাকে । শুভ্রী, পিঙ্গলী ও হরীতকী ঘৃতভজ্জিত করিয়া ভক্ষণ করিলে কিংবা ভেউড়ী ও আমকুল ভক্ষণ করিলে অর্শোরোগ নাশ পায় । ১৭-২০

তিল ও ইক্ষুরস একত্র ভক্ষণ করিলে অর্শ ও কুষ্ঠরোগ নাশ পায় । পঞ্চকোল (পিঙ্গলী, পিঙ্গলীমূল, চৈ, চিত্রা ও শুষ্ঠী) মরিচ ও ত্রিকটুর সহিত সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে । শুষ্ঠী, শুভ্র ও সৈন্ধবের সহিত হরীতকী ভক্ষণ করিলে উদরাগ্নির উদ্দীপন হয় । ত্রিফলা, শুভ্রী, বাসক, ইন্দ্রযব, চিরতা ও নিম্ব এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ করিয়া মধুর সহিত পান করিলে কামলা ও পাতুরোগ নাশ পায় । ভেউড়ী, ত্রিফলা, প্রিয়ঙ্গু, পিঙ্গলী, শর্করা ও

১। বিষচূতানির্ঘৃহীতং যতঃ । ২। ত্রিধা বৈ । ৩। শুভ্রীং ।

বাসায়্যৈ বিদ্যমানায়্য-মানায়্যৈ জীবিতস্ত চ ।
 রক্তপিত্তী করৌ কাসী কিমর্থমবসীদতি । ২৫
 অটকবক-মুখীকা-পথ্যাকাথঃ-সশর্করঃ ।
 কৌজাণঃ কাসন-শ্বাস-রক্তপিত্তনিবহনঃ । ২৬
 বাসারসঃ খণ্ডমধুযুতঃ পীতোহথ রক্তজিহ্ব ।
 মল্লকী-বদরী-জাম্বু-পিন্নালান্তার্জুনঃ ধবঃ ।
 পীতাঃ কীরেণ মক্ষাণাঃ পৃথক্শোণিতবারিণাঃ । ২৭
 সমূলকলপজারী নিওঁত্যাঃ স্বরসৈৰ্ব্যুতম্ ।
 সিদ্ধং পীত্বা করকোণো নির্বাধির্ভাতি দেববৎ । ২৮
 হরীতকী-কণা-গুটী-মরিচঃ শুড়সংযুতম্ ।
 কাসরো মোদকঃ প্রোক্ত-তৃক্ষারোচকনাশনঃ । ২৯
 কর্ককারীশুড়চীভ্যাং পৃথক্ ত্রিশপলে রসে ।
 প্রস্থং সিদ্ধং ঘৃতং শ্যাম কাসনুহফ্রিদীপনম্ । ৩০
 তৃক্ষা ধাত্বী সিতা গুটী হিকারৌ মধুসংযুতা ।
 হিকারাসী পিবেস্তাগীং সবিদ্যামুক্তবারিণা । ৩১

মধু এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া মোদক করিবে, এই মোদক সন্নিপাতের যমস্বরূপ ; ইহা রক্তপিত্ত এবং জ্বরপহারী । বাসক বিদ্যমানেই জীবনের আশা ; রক্তপিত্তরোগী, কর-
 রোগবান্ ও কাসগ্রস্ত ব্যক্তির কৈন প্রাপ্তভয়ে অবসন্ন হয় ? অর্থাৎ বাসকদ্বারা ইহাদিগের
 রোগ বিনাশ পাইতে পারে । ২২-২৫

বহেকা, জাফা ও হরীতকীর কাথ করিয়া শর্করা ও মধুর সহিত পান করিলে কাস, শ্বাস
 ও রক্তপিত্তরোগ নাশ পায় । বাসকের রস শর্করা ও মধুযুক্ত করিয়া পান করিলে রক্ত-
 পিত্তরোগ নষ্ট হয় । বাবলা, বদরী, জাম্বু, পিন্নাল, অর্জুন ও বট এই সমস্ত বৃক্ষের ফলের
 মধুসংযোগে পান করিলে রক্তদোষ নিবারণ হয় । নিসিন্দার মূল, ফল ও পত্রের স্বরসে
 ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে কররোগে ক্ষীণ ব্যক্তি বাধিবিহীন দেবতার স্থায় হইয়া
 থাকে । হরীতকী, পিন্নলী, গুটী, মরিচ ও শুড় এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া মোদক
 করিবে, এই মোদক সেবনে কাস, তৃক্ষা ও অরুচি বিনষ্ট হয় । প্রথমে ত্রিশ পল
 কর্ককারীর রসের সহিত একপ্রস্থ ঘৃত পাক করিয়া পুনরায় ঐ ঘৃত ত্রিশ পল পরিমিত শুড়চীর
 রসে পাক করিবে । এই ঘৃত সেবন করিলে কাসরোগ নাশ পায় ; ইহা দ্বারা অগ্নির উদ্যোপন
 হয় । ২৬-৩০

জাফা, আমলকী, শর্করা, গুটী এই সমস্ত দ্রব্য মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিলে হিকারোগ
 নাশ পায় ; হিকারোগী ও শ্বাসরোগী ব্রহ্মযজ্ঞি (বামনহাটী) ও গুটী এই দুই দ্রব্য উষ্ণজলের

তৈলাক্তং ঘূরভেদী বা খাদিরং খারভেদ্যুখে ।

পথ্যং পিঙ্গলিসংযুক্তং সংযুক্তং নাগরেণ বা । ৩২

বিড়ঙ্গা-ত্রিফলা-বিষ-চূর্ণং হৃদ্বিং কয়েন্নধু^১ । আত্মতথ্যকষায়ং বা শিবেন্নাক্ষিকসংযুক্তম্ । ৩৩
 হৃদ্বিং সর্ষপং প্রণুদতি তৃফাঈক্বাপকর্ষতি । ত্রিফলা ভ্রমর্মূর্ছাহ্রং পরসাম্ মধুনাপি বা । ৩৪
 পঞ্চগব্যং হিতং পানাদপশ্মারগ্রহামিনুং । কুম্মাণ্ডকরসো বাজ্যঃ সযক্ষীকং তদর্থকং । ৩৫
 ব্রাক্ষীরস-বচা-কুষ্ঠ-শঙ্খপুষ্পীভিরেব চ । পুরাণং সেবামুশ্মাদ-গ্রহাপশ্মারিনুদ্ যুক্তম্ । ৩৬
 অশ্বগন্ধাকষায়ৈ চ কঙ্ক জীরচতুর্গুণে । ঘৃতং পকত্ত্ব বাতরং বৃক্ষং মাংসায় পুস্তকং । ৩৭
 নীলীম্বুতীদিকার্চুণং মধু-মপিঃসমম্রিতম্ । ছিন্নাক্ষাং পিবন্ হস্তি বাতরক্তং মুহুর্তম্ । ৩৮
 সত্ত্বাঃ পঞ্চ পথ্যাস্তে কুষ্ঠবাতার্শসাদনাঃ । শুভ্রচীষরসং কঙ্ক চূর্ণং বা কাথমেব বা । ৩৯
 বাতরক্তান্তকং কালাজুড়চীকাথকঙ্কতঃ । ঘৃতং শৃতং সহৃদ্বং স্যাথাভোয়ানিলকুষ্ঠজিং^২ । ৪০
 ত্রিফলাগুগুণ্ডমূর্বাত-রক্তমূর্ছাপহারকঃ । উরুশস্ত্রবিনাশায় গোমূত্রৈশ্চ গুগুণ্ডমুঃ । ৪১

সহিত পান করিবে । ঘূরভেদরোগী তৈলাক্ত খদির মুখে রাখিবে কিংবা হরীতকী ও পিঙ্গলী
 অথবা হরীতকী ও শুষ্ঠী ভক্ষণ করিবে । বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা ও শুষ্ঠী এই সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করিয়া
 মধুর সহিত ভক্ষণ করিলে বিষরোগ পরাজিত হয় । বিষরোগী আত্ম ও জামের কাথ
 করিয়া মধুসংযোগে পান করিবে । পূর্বোক্ত কাথ সর্ষপের বিষি ও তৃফান্যাস করে ।
 ত্রিফলার কাথ মধুসংযোগে পান করিলে ভ্রম ও মূর্ছারোগ নাশ পায় । পঞ্চগব্য পান
 করিলে অপশ্মারাদি রোগ নাশ পায় । কুম্মাণ্ডরস, ঘৃত ও যক্ষিমধু এই সমস্ত ভক্ষণ করিলেও
 মূর্ছারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে । ৩ - ৫

ব্রাক্ষীরস, বচ, কুষ্ঠ ও শঙ্খপুষ্পী ইহাদের সহিত পুরাতনঘৃত সেবন করিলে উশ্মাদ,
 গ্রহদোষ ও অপশ্মাররোগ নাশ পাইয়া থাকে । অশ্বগন্ধার কাথ ও কঙ্ক করিয়া তাহাতে
 চতুর্গুণ ঘূরের সহিত ঘৃত পাক করিবে । এই ঘৃত সেবনে বাতরোগ নাশ পায়, বল, মাংস
 এবং পুজোৎপাদনশক্তি বৃদ্ধি পায় । নীলবৃক্ষ ও মুড়মুড়েলতা এই দুই দ্রব্য চূর্ণ করিয়া
 মধু ও ঘৃত সহকারে সেবন করিলে কিংবা শুভ্রচীর কাথ পান করিলে মুহুর্ত বাতরক্ত-
 রোগ নাশ পায় । শুভ্রের সহিত পাঁচটি হরীতকী ভক্ষণ করিলে কুষ্ঠ, বাত ও অর্শোরোগ
 নষ্ট হয় । শুভ্রচীর রস, কঙ্ক, চূর্ণ, কিংবা কাথ সেবন করিলে বাতরক্তরোগ বিনষ্ট হয় ।
 কঙ্কভেউড়ী ও শুভ্রচী ইহাদিগের কাথ ও কঙ্কের সহিত ঘৃতপাক করিয়া সেবন করিলে
 কুষ্ঠরোগ নাশ পায় । এই ঘূতের পাককালে হৃদ্ব দিতে হয় । ত্রিফলা ও গুগুণ্ডল সেবনে
 বাতরক্ত, মূর্ছা প্রভৃতি রোগ নাশ পায় । গোমূত্রের সহিত গুগুণ্ডল সেবন করিলে উরুশস্ত্র
 নাশ পায় । ৩৬-৪১

১। বিড়ঙ্গত্রিফলাচূর্ণং হৃদ্বিশ্চন্মধুনা সহ । ২। পীত্বা সা ।

৩। কুষ্ঠব্রণাদিনাশনম্ ।

গুণী-গোক্ষুরককাথঃ সামবাতান্তিগূলনঃ । দশমূল্যমুত্তৈরও-বাস্তানাগরসারুভিঃ ॥ ৬২

ক্ৰাথো হস্তি মহাশোথং মরীচওড়সংযুতঃ ।

কাসরো মোদকঃ প্রোক্ত-কৃষ্ণারোচকনাশনঃ ॥ ৬৩

কণ্টকারীওড়চীভ্যাং পৃথক্ ত্রিংশৎপলে রসে । ঐশ্বসিদ্ধং ঘৃতকৈব কাসনৃক্ষদি দীপনঃ ॥ ৬৪

কৃষ্ণাধাত্রীসিতা-গুণী মরীচং সৈন্ধবাবৃত্তঃ । ক্ৰাথ এরওতৈলেন সামং হস্তানিলং গুরুম্ ॥ ৬৫

বলা-পুনর্নবৈরও-বৃহতীঘর-গোক্ষুরৈঃ । সহিষ্ণুসবণং পীতং বাতশূলবিমর্দনম্ ॥ ৬৬

ত্রিফলা-নিম্ব-যষ্টিক-কটুকারণ্যৈঃ শৃতম্ । পার্ষয়েনধুনা মিশ্রং দাচশূলোপশান্তয়ে ॥ ৬৭

ত্রিফলাপং সমষ্টীকং পরিণামান্তিহৃদম্ । গোমূত্রগুহ্মমণ্ডুরং ত্রিফলাচূর্ণসংযুতম্ ।

বিলিহনং মধুসপিভ্যাং শূলং হস্তি ত্রিদোষজম্ ॥ ৬৮

ত্রিবৃক্ষফারীতকো দ্বিচতুঃপঞ্চভাগিকাঃ । শুড়িকা ওড়তুল্যাস্তা বিড়-বিবদ্ধগদাপহাঃ ॥ ৬৯

হরীতকী-ববকার-পিপ্পলী-ত্রিবৃতা তথা । ঘূতৈশ্চূর্ণমিদং পেষমুদাবর্ত্ত বিনাশনম্ ॥ ৭০

ত্রিবৃক্ষরীতকীভ্যামাঃ ঘূহীক্ষীরেণ ভাবিতাঃ ।

বটিকা মূত্রপীড়াভ্যাং শ্রেষ্ঠাশ্চানাহভেদিকাঃ ॥ ৭১

গুণী ও গোক্ষুরের ক্ৰাথ পান করিলে আমবাত ও শূলরোগ নষ্ট হয় । দশমূল, ওড়চী, এরও, বাস্তা, গুণী, দারুহরিদ্রা এই সমস্ত দ্রব্যের ক্ৰাথ করিয়া মরিচ ও ওড়সহযোগে পান করিলে মহাশোথ নাশ হয় । পূর্বোক্ত দ্রব্য দ্বারা মোদক প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে কাস, কৃষ্ণা ও অকুচি নাশ পায় । কণ্টকারীর রস ত্রিশপল, ওড়চীর রস ত্রিশপল, পৃথক্ পৃথক্ পাক করিয়া পরে তৎসহ একপ্রস্থ ঘৃত পাক করিবে । এই ঘৃত সেবন করিলে কাসরোগ নাশ পায় ; ইহাতে মন প্রফুল্ল হয় । দ্রাক্ষা, আমলকী, গুণী, শর্করা, মরিচ ও সৈন্ধব এই সমস্তের ক্ৰাথ এরও তৈলের সহিত আঁমদোষ ও প্রবল বায়ুরোগ নাশ পায় । ৬২-৬৫

বেড়েলা, পুনর্নবা, এরও, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর এই সমস্ত ক্ৰাথ হিঙ্গু ও লবণের সহিত পান করিলে বাতশূল বিনষ্ট হয় । ত্রিফলা, নিম্ব, যষ্টিমধু, কটুকী ও মোদল এই সমস্ত দ্রব্যের ক্ৰাথ মধুসহযোগে পান করিলে দাচশূল শান্ত হয় । ত্রিফলার ক্ৰাথ যষ্টিমধুর সহিত পান করিলে পরিণামশূল নাশ পায় । গোমূত্রগুহ্ম মণ্ডুর ও ত্রিফলাচূর্ণ একত্র করিয়া ঘূত-সহযোগে লেহন করিলে ত্রিদোষজ শূল নষ্ট হয় । তেউড়ী দুইভাগ, দ্রাক্ষা চারিভাগ, হরীতকী পাঁচভাগ এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া সর্বদ্রব্য সমান শুড়ের সহিত শুড়িকা প্রস্তুত করিবে ; এই শুড়িকা সেবন করিলে বিবদ্ধ (মলের কঠিনতা) নিবারণ হয় । হরীতকী, ববকার, পিপ্পলী ও তেউড়ী এই সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করিয়া ঘূতের সহিত পান করিলে উদাবর্ত্ত-রোগ নষ্ট হয় । ৬৬-৭০

তেউড়ী, হরীতকী ও প্রিয়ঙ্গু এই সকল দ্রব্য সিংহের ক্ষীরে ভাবনা দিয়া বটিকা করিয়া

১ । পরিণামান্তিনাশনম্ ।

ত্রিফল-ত্রিফলা-বহু-বিড়ঙ্গ-চৰা-চৈত্রকৈঃ ।

কক্কীকটৈষ্ঠকৃতঃ সিকং সক্ষারং বাতজ্ঞানুঃ ॥ ৫১

মূলং নাগবলানীতং সক্ষীরং হৃদয়ান্তিনুঃ ।

সৌবর্জলং তদধ্বজ শিখানাক ঘৃতং নিবেৎ ॥ ৫২

কণা-পাষাণভৈললা-শিলাজতুকচূর্ণকম্ । তত্ত্বসান্তিওঁধেনাপি মূত্রকৃচ্ছান্তিকীবতি ॥ ৫৩

অমৃত-নাগরী-ধাতী-বাজিগছা-ত্রিকণ্টকান্ ।

প্রণিবেদ্যাতরোগার্ভঃ শূলী মূত্রকৃচ্ছবান্ ॥ ৫৪

সিতাতুল্যা যবক্ষারঃ সর্বকৃচ্ছনিবারণঃ ।

নির্মিদ্ধগারসো বাপি সক্ষৌদ্রঃ কৃচ্ছনাশনঃ ॥ ৫৫

লবণং ত্রিফলাকটৈষ্ঠকৃতং জায়াতহরং শ্লুতম্ । মূত্রে বিকট্বে কপূরচূর্ণং লিঙ্গে প্রবেশয়েৎ ॥ ৫৬

কাথঞ্চ শিগ্রমুলোথঃ কবোক্ষোহশ্রবিপাতনঃ* ।

সর্বমেহহরো ধাত্যা রসঃ ক্ষৌদ্রনিশাবৃতঃ ॥ ৫৭

ত্রিফলা-দারু-দার্বাজকথঃ ক্ষৌদ্রেণ মেহহা ॥ ৫৮

অরপ্পক বাবারক ব্যারামং চিত্তনানি চ । ভৌল্যমিচ্ছন্ পুষ্টিভ্যক্তুঃ ক্রমেণাতিপ্রবর্তয়েৎ ॥ ৬০

গোমূত্রের সহিত পান করিলে অনাহারোগ নাশ পায় । ত্রিকটু, ত্রিফলা, ধনিয়া, চৈ, চিতা এই সমস্ত দ্রব্যের কথ করিয়া তাহার সহিত ঘৃত পাক করিবে ; এই ঘৃত সেবনে বাতজ্বর নষ্ট হয় । শুষ্ঠীচূর্ণ হৃৎকের সহিত পান করিলে হৃদয়পীড়া নাশ পায় । সৌবর্জল, লবণ তদধ্বজ হরীতকী ও ঘৃত পান করিলেও হৃৎপীড়ার শান্তি হইয়া থাকে । শিগ্রমূল, পাষাণ-ভৈলী ও শিলাজতু এই সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করিয়া তুলোলোক ও শুভের সহিত পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ রোগ নষ্ট হয় । শুভ্রী, শুষ্ঠী, আমলকী, অম্বগছা গোক্ষুর এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ করিয়া পান করিলে বাতরোগ, শূল ও মূত্রকৃচ্ছ রোগ নাশ পায় । ৫১-৫৯

শর্করা ও যবক্ষার এই দুই দ্রব্য তুল্যপরিমাণে লইয়া ভক্ষণ করিলে সর্ববিধ মূত্রকৃচ্ছ নিবারণ হয় । কণ্টকারীর রস মধুসংযোগে পান করিলেও কৃচ্ছদোষের শান্তি হয় । ত্রিফলা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া লবণের সহিত ভক্ষণ করিলে মূত্রাঘাতরোগের শান্তি হয় । মূত্রবদ্ধ হইলে লিঙ্গমধ্যে কপূরচূর্ণ প্রবেশিত করিলে দোষের শান্তি হয় । ইবহু সজিনামূলের কাথ পান করিলে শারীরিক উষ্ণ নিবৃত্ত হয় । আমলকীর রস মধু ও হরিদ্রার সহিত পান করিলে সর্বপ্রকার মেহরোগের নিবৃত্তি হয় । ত্রিফলা, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, পদ্মমূল এই কাথ করিয়া মধুসংযোগে পান করিলে মেহরোগের শান্তি হইয়া থাকে । বাহ্যে শরীরের সুসত্তা কামনা করে, তাহার অনিষ্টা, বাবার, ব্যারাম ও চিত্তা পরিত্যাগ করিবে । ৬০-৬০

১। নাগবলানীতং । ২। ভৈলী । ৩। উষপাতনঃ ।

যব-শ্যামাকভোজী স্মাৎ স্থূলো মধুরবারিণঃ । উষ্ণময়ং সমগ্ৰং বা পিবন্ কৃশতনুর্ভবেৎ ॥ ৬১

সচোজীরকং ব্যোম্বা হিঙ্গুসৌবর্জল্যমলাঃ ।

মধুনা শক্তবঃ পীতা মেদোদ্রাঃ সর্বদীপনাঃ ॥ ৬২

চতুর্গুণে জলে মূত্রৈর্দ্বিগুণে চিত্রাকংপলে ।

কঙ্কঃ সিদ্ধঃ ঘৃতপ্রস্তুঃ সর্কীরং ভঠরী পিবেৎ ॥ ৬৩

ক্রমবদ্ধা দশাহানি দশ পৈপ্ললিকং দিনম্ ।

বর্জয়েৎ পয়সা সার্কং তুথৈব্যপানয়েৎ পুনঃ ॥ ৬৪

কীরতটিকভোজী স্মাদেবং কৃষ্ণাসহস্রকম্ । বৃংহণং স্বর্গামাযুষ্ঠাং প্রীহোদকবিনাশনম্ ॥ ৬৫

পুনর্নবাক্রাথকঙ্কঃ সিদ্ধং শোথহরং ঘৃতম্ ।

গবাং মূত্রেণ সংসেবাং পিপ্ললীং বা পয়োহুহিতাম্ ।

শুভেন বাতর্যাং তুলাং বিদ্বং বা শোথরোগিণা ॥ ৬৬

তৈলমেরুগুঃ পীতা বনানিদ্ধং পয়োহুহিতম্ । আশ্বানশূলোপচিতামবুভুধিঃ জরেন্নরঃ ॥ ৬৭

কৃষ্ণোদকতৈলেন কঙ্কঃ পথ্যাসমুদ্ভবঃ । কৃষ্ণাসৈন্ধবসংযুক্তো বৃদ্ধিরোগহরঃ পরঃ ॥ ৬৮

যব ও শ্যামাক ভোজন করিলে স্থূল হইতে পারে এবং মধুর সহিত জলপান করিলেও শরীর স্থূল হয় । সমস্ত উষ্ণ অন্ন ভোজন করিলে মানব কৃশকায় হইতে পারে । চৈ, জীরা, ত্রিকটু, হিঙ্গু, সৌবর্জল এই সকল দ্রব্য মেদোরোগ নাশ করে; মধুর সহিত শক্তদুগ্ধ ভক্ষণ করিলে মেদোরোগ নাশ পায় এবং অদীপন হয় । ঘৃত একপ্রস্থ, জল চতুর্গুণ, গোমূত্র ত্রিগুণ ও তুক্ষ একত্র পাক করিবে; পাককালে চিত্রা ও উৎপল এই দুই দ্রব্যের কঙ্ক দিবে । উদররোগীর এই ঘৃত সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে । প্রথম দিবস একটি পিপ্ললী তুণ্ডের সহিত ভক্ষণ করিবে, পরে যথাক্রমে এক এক দিনে এক একটি করিয়া বৃদ্ধি করিয়া দশম দিবসে দশটি ভক্ষণ করিতে হইবে । পরে এক একটি করিয়া হ্রাস করিয়া শেষ দিবসে একটি মাত্র পিপ্ললী ভক্ষণ করিবে । এই ঔষধ সেবনকালে তুণ্ডের সহিত যষ্টিমধু ভোজন করা বিধেয়; আর ইহার মধ্যে এক সহস্র দ্রাক্ষা ভক্ষণ করিতে হইবে । এই সময়ে যুগের ঘৃত সেবন করা উচিত । ইহাতে শরীরে বলাধান হয়, আমূর্ক, ক্টি পায় এবং প্রীহ ও উদররোগ ক্ষয় পাইয়া থাকে । ৬১-৬৪

পুনর্নবার ক্রাথ ও কঙ্কের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে শোথ নাশ পায় । গো-মূত্রের সহিত পিপ্ললী বা তুক্ষযুক্ত পিপ্ললী সেবন করিয়া তুলা পরিমাণে গুড় ও হরীতকী দ্বারা গুড় ও গুড়ী ভক্ষণ করিবে; ইহাতে শোথরোগ নষ্ট হয় । এরণ্ডতৈল পানপূর্বক বেতলাব সহিত পকু তুক্ষ পান করিলে, ইহাতে উদরাধান, শূল, অপাক, অস্ত্রবৃদ্ধি এই সমস্ত রোগ পরাজিত হয় । ভজ্জিত এরণ্ডতৈল হরীতকীর কঙ্ক, দ্রাক্ষা ও সৈন্ধবের

১। কঙ্কঃ ।

২। মৃদগমামুষ্ঠাং ।

৩। ভঠৈরুদকতৈলেন ।

নিওঁতীমূলনস্তেন গণমালা বিনশতি । স্নুহোগৌরিকাষেদো নাশয়েদর্কুদানি চ । ৬৯
 হস্তিকর্ণপলাশস্ত গলগণ্ড লেপতঃ । ধূতুরৈরও-নিওঁতী-বর্ষাভূ-শিগ্রু-সর্ষপৈঃ । ৭০
 প্রলেপঃ শ্লীপদং হস্তি চিরোথমতিদারুণম্ । শোভাজনক-সিদ্ধ-হিঙ্গু-বিপ্রধিনাগনম্ । ৭১
 শরপুখা মধুযুক্তা স্তাং সর্বত্রণরোপণা । নিম্বপত্রস্ত বা লেপঃ সপটুত্রণশোষণঃ^১ । ৭২

ত্রিফলা যদিহো দাক্ষী ত্রয়োহো ত্রণশোধানঃ ।

সদ্যঃকৃতং ত্রণং বৈদ্যঃ সমূলং পরিষেচয়েৎ ॥ ৭৩

যষ্টিমধুকম্বুজেন কিঞ্চিৎফেন সপিষা ।

বুদ্ধাগন্তুত্ৰণান্ বৈদ্যো নাশয়েৎ সম্প্রলেপনাৎ । ৭৪

শীতাং ক্রিয়াং প্রযুক্তীত পিত্তরক্তোন্ননাশিনীম্ ।

কাথো বংশতপেরও-শ্রুতংক্রীণাক্ত সমধুঃ । ৭৫

সহিঙ্গুসৈন্ধবং পীতঃ কোষ্ঠস্থং স্রাবয়েদমৃক্ ।

যব-কোল-কুলখানাং নিঃস্রেহেন^২ রসেন বা ॥ ৭৬

ভুজীতায়ং যবাগ্নুঃ বা পিবেৎ সৈন্ধবসংযুতম্ ।

করঞ্জারিষ্টেনিওঁতীরসো হনাদ্ ত্রণং ক্রিমান্ ॥ ৭৭

ত্রিফলাচূর্ণসংযুক্তো ওগ্-ওগুর্ভটকৌকৃতঃ । নির্যন্ত্রণেঃ বিবদ্ধয়ে। ত্রণশোষণশোধানঃ । ৭৮

সহিত পাক করিয়া সেবন করিলে হৃদ্রোগ নাশ পায় । নিসিন্ধার মূল ঝাড়া ময়গ্ৰহণ করিলে গণমালা নাশ পায় । স্নুহো ও গৌরিকার বেদপ্রদান করিলে অর্কুদ বিনষ্ট হয় । হস্তিকর্ণপলাশের প্রলেপ দিলে গলগণ্ড নাশ পায় । ধূতুরবীজ, এরও, নিসিন্ধা, পুনর্নবা, সর্ষপ এই সকল দ্রব্যদ্বারা প্রলেপ দিলে চিরজাত দারুণ শ্লীপদ-রোগ নষ্ট হয় । সজিনা, সৈন্ধব ও হিঙ্গু এই সকল দ্রব্য বিপ্রধি নাশ করে । ৬৬-৭১

শরপুখা মধুযুক্ত করিয়া লেপন করিলে ত্রণরোপণ হয় । নিম্বপত্র পেষণ করিয়া ত্রণ লেপ দিলে ত্রণ শুষ্ক হইয়া যায় । ত্রিফলা, অশ্বের, দাক্ষহরিদ্রা ও বট এই সমস্ত দ্রব্য ত্রণশোধন করে । সদ্যঃকৃত ত্রণে ঐ সমস্ত ঔষধ দিলে তৎক্ষণাৎ বেদনা নিবৃত্ত হইয়া কৃত শুষ্ক হয় । যষ্টিমধু ও ঘৃত কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া মধুসংযোগে ত্রণে লেপন করিলে আগন্তুক ত্রণ বিনষ্ট হয় । শীতক্রিয়া করিলে পিত্তরক্তজন্য শারীরিক উত্তাপ নাশ পায় । বংশতক্, এরও, গোক্ষুর ইহাদিগের কাথ মধু, সৈন্ধব ও হিঙ্গুসংযুক্ত করিয়া পান করিলে কোষ্ঠস্থ দৃষ্ট রক্ত স্রাবিত হয় । যব, বদরী ও কুলখ ইহাদিগের রসের সহিত অন্ন বা সৈন্ধবসংযুক্ত যবাগ্নু ভক্ষণ করিবে ; ইহাতে পূর্বেক্ষিত রোগ নিবৃত্ত হয় । করঞ্জা, নিম্ব ও নিসিন্ধা ইহাদিগের রস ত্রণগত ক্রিমি নাশ করে । ত্রিফলার চূর্ণ ওগু ওগুর সহিত মিশ্রিত করিয়া বটিকা করিবে । এই বটিকা বিবদ্ধ নাশ ও ত্রণ শোধন করিয়া থাকে ; ইহাতে কোন যত্ননা হয় না ।

পূর্বান্নরসসিদ্ধং বা তৈলং কম্পিষ্টকেন বা । দাক্ষীণ্যচক্ষু কঙ্কেন প্রধানং ত্রণরোপণম্ । ৭৯

ইতি শ্রীগুরুভে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে জ্বরাদিচিকিৎসাকথনং নাম

চতুঃসপ্তত্যধিক-শততমোহ্যায়ঃ । ১৭৫

পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোহ্যায়ঃ

ধনুস্তরিকৃবাচ

নাড়ীত্রণানিরোগাণাং চিকিৎসাং শূণ্ড সূক্ষত ।

নাড়ীং শত্রেণ সম্পাট্য নাড়ীনাং ত্রণবৎ ক্রিয়া । ১

গুগ্গলুত্রিফলাবোথৈঃ সমাংশৈরাজ্যোজিতৈঃ ।

নাড়ীদ্ব্যস্ত্রণং শূলং ভগন্দরমথো জয়েৎ । ২

মিও'তীরসতৈলং নাড়ীদ্ব্যস্ত্রণাপহম্ । হিতং পামাময়ীনাং পানাত্যজননস্তকৈঃ । ৩

গুগ্গলুত্রিফলাকৃষ্ণাতিপকৈকাসংযোজিতা ।

ওড়িকা শোফগুণ্যার্শোভগন্দরবভাং হিতা । ৪

পূর্বান্ন রস, করমটা ও দাক্ষহরিদ্রার সহিত তৈল পাক করিয়া ত্রণে লেপন করিলে
ত্রণরোপণ হয় । ৭২-৭৯

শ্রীগুরুপুুরাণে পূর্বখণ্ডে জ্বরাদিচিকিৎসাকথন নামক চতুঃসপ্তত্যধিক শততম

অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭৫ ।

পঞ্চসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়

ধনুস্তরি বলিলেন,—সূক্ষত ! এক্ষণে নাড়ীত্রণাদি চিকিৎসা বলিতেছি, শ্রবণ কর । নাড়ী
(নালী বা) অগ্রদ্বারা কাটিয়া ত্রণের কাণ্ড চিকিৎসা করিবে । গুগ্গলু, ত্রিফলা, ত্রিকটু
এই সমস্ত ত্রণ সমপরিমাণে দ্বুতসহযোগে সেবন করিলে নাড়ী, দ্ব্যস্ত্রণ, শূল ও ভগন্দর রোগ
নাশ পায় । নিসিন্দার রসের সহিত তৈল পাক করিয়া লেপন করিলে নাড়ী ও দ্ব্যস্ত্রণ
নাশ হয় ; ইহার পান, অভ্যঞ্জন ও নস্তগ্রহণ করিলে পামা প্রভৃতি রোগের প্রতিকার হয় ।
ত্রিফলা তিস্তাগ, গুগ্গলু পাঁচভাগ, দ্রাক্ষা একভাগ এই সকল একত্র করিয়া ওড়িকা
করিবে ; এই ওড়িকা শোথ, অর্শ ও ভগন্দরের পক্ষে বিশেষ হিতকর । শিষ্যের মতো

শিরাবেধে ধ্বজমধ্যে বিত্তিক্রিপদংশকে ।

পাকো বক্ষাঃ প্রবর্তেন শিখাক্ষয়করো হি সঃ ১৫

পটোলনিম্বগুড়চৌমরোচ্য কাথমাপিবেৎ । সগুগ্গলুং সখদিরম্পদংশো বিনশতি ৬

দহেৎ কটাহে ত্রিফলাং সা মলী মধুসংযুতা ।

উপদংশে প্রলেপোহরং সন্ধ্যো রোপয়ন্তে ত্রণম্ ৭

ত্রিফলানিষড়্ভুনিষ-করজখদিরাতিভিঃ । কটৈঃ কাথৈর্ঘৃতং পকম্পদংশহরং পরম্ ৮

আদ্যো ভগ্নং বিদিত্বা তু সেচয়েচ্ছৌভলাগুনা ।

পঙ্কনালেপনং কাথ্যং বহ্ননঞ্চ কুশাদিতম্ ৯

মাষং মাংসরসঃ সপিঃ ক্ষারং ঘৃষং সতীনজঃ ।

বৃংহণং চাম্পানং স্ফাংদেয়ং ভগ্নায় আনতাম্ ১০

স্রসোনমধুলাজাসু সিদ্ধাক্ষয়ং সমমুতাম্ । হিঙ্গতিরুচ্যাত্মনোং সন্ধানমচিরাদ্ ভবেৎ ১১

অশ্বখত্রিফলাব্যোষাঃ সর্কৈরভিঃ সমীকৃতৈঃ । তুলো গুণ্ডলো যোজ্যস্ত ভগ্নসন্ধিপ্রসাদকঃ ১২

সর্ককুঠেষু বমনং রেচনং রক্তমোক্ষণম্ । বচাবাসপটোলানাং শিখর কলিনীভুচঃ* ১৩

শিরাবেধ করিলে উপদংশ রোগের শান্তি হয় । এই রোগে ত্রণসকল যাহাতে না পাকে, এইরূপ করা বিধেয়, উক্তরোগ শিশুর ক্ষয় সাধন করে । ১-৫

পটোল, নিম্ব, গুড়চৌ ও মরিচ ইহাদের কাথ করিয়া গুগ্গলু ও খদিরের সহিত পান করিলে উপদংশ রোগ নাশ পায় । একটি কটাহ মধ্যে ত্রিফলা দধি করিয়া সেই ভগ্ন মধুর সহিত মিলিত করিয়া প্রলেপ দিলে উপদংশের রণরোপণ হয় । ত্রিফলা, চিরতা, নিম্ব, করজা ও খদির এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ ও কস্তুরা ঘৃত পাক করিয়া উপদংশে লেপন করিলেও ঐ রোগ নাশ পায় । কোন স্থান ভগ্ন হইলে প্রথমতঃ শীতল জলদ্বারা সেক করিয়া কুশাদ্বারা বহ্নন করিবে, উহা পক হইলে লেপন করিবে । ভগ্ন রোগীকে মাষ কলাই, ঘৃত, হুফ এবং কলায়ের ঘৃষ এই সকল পথ্য প্রদান করিবে । ইহাতে ভগ্ন রোগীর ভগ্নস্থান পোষিত হয় । ৬ ১০

রসুন, মধু, খৈ ও শর্করা এই সমস্ত একত্র পেষণ করিয়া ভক্ষণ করিলে অস্থি যদি হিঙ্গ ভিন্নও হইয়া থাকে, তথাপি তাহা অবিলম্বে পূর্ণ হয় (যোড়া লাগে) । অশ্বখ, ত্রিফলা, ত্রিকটু এই সমস্ত দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া তাহাদিগের সহিত সমপরিমাণ গুগ্গলু মিশ্রিত করিবে । এই ঔষধ ভগ্নাধিষোজক । সর্কবিধ কুঠরোগে বিরেচন, বমন ও রক্তমোক্ষণ বিধেয় । বচ, বাসক, পটোল, নিম্ব ও বহেড়া এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ করিয়া মধুর সহিত পান করিলে বাতরোগ নাশ পায় ; ইহাতে বলাধান হইয়া থাকে । বাতরোগে তেউড়ী,

১। ত্রিফলা গুড়চৌতি পাঠঃ কটিকৃন্ততে । ২। তু ভগ্নরোগিনে ।

৩। চ কলিভুচঃ ।

কষায়ো মধুনা পীতো বাতহৃৎহণঃ পরঃ ।

বিরচেনং প্রাযোক্তব্যং ত্রিধৃদ্বীকলত্রিকৈঃ । ১৪

মনঃশিলামরীচৈস্তৈলং কুষ্ঠবিনাশনম্ ।

সর্বকুষ্ঠে বিলেপোহয়ং শিবাপঙ্কজডোদনম্ । ১৫

করঞ্জতগরৌ কুষ্ঠং গোমূত্রেণ প্রলেপতঃ । করবীরোওর্ডনক তৈলাজ্ঞস্ত চ কুষ্ঠহং । ১৬

হরিদ্রা মলয়ঃ রাস্না শুভ্রা তগরকথা । আরথঃ করঞ্জশ্চ লেপঃ কুষ্ঠহঃ পরঃ । ১৭

মনঃশিলাবিড়ঙ্গানি বাওর্জী সর্ষপস্তথা ।

করঞ্জো মূত্রপিষ্টোহয়ং লেপঃ কুষ্ঠহরোহর্কবৎ । ১৮

বিড়ঙ্গৈরগজাকুষ্ঠ-নিশাসিদ্ধং সর্ষপৈঃ ।

মূত্রাপিষ্টো গোপোহয়ং দক্ষকুষ্ঠবিনাশনঃ । ১৯

প্রপুমাড়কবীজানি ধাতাসর্জরসস্নহৌ ।

সৌধীরপিষ্টং দক্ষণ্যমেতৎওর্ডনং পরম্ । ২০

আরথঃ পত্রাণি আরনালেন পেষয়েৎ ।

দক্ষকিট্রিয়কুষ্ঠানি হস্তি সিংহানমেব চ । ২১

উফা পীতা বাওর্জী চ কুষ্ঠজিং ক্ষীরভোজিনঃ । তিলাজ্ঞা ত্রিকলাক্ষৌদ্র-বোমতল্লাতশর্করাঃ ।

বুড়াঃ সপ্ত সমা মেধাঃ কুষ্ঠহাঃ কামচারিণঃ । ২২

মতী ও ত্রিকলা এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ পান করিয়া বিরচন করিবে । মনঃশিলা ও মরিচ ইহাদের সহিত তৈলপাক করিয়া সেবন করিলে কুষ্ঠরোগ নাশ পায় । সর্ববিধ কুষ্ঠরোগে লীলাটি হরীতকী, শুভ্র ও শুভ্রুল এই সমস্ত দ্রব্য পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে । ১১-১৫

করঞ্জা, তগরকাষ্ঠ ও কুড় এই সমস্ত দ্রব্য গোমূত্রে সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠরোগের প্রতীকার হয় । কুষ্ঠরোগী শরীরে তৈলমর্দন করিয়া করবীমূল পেষণ করিয়া উষ্মতা উৎপন্ন করিবে । একপ করিলে কুষ্ঠরোগ নাশ পায় । হরিদ্রা, রক্তচন্দন, রাস্না, শুভ্রা, তগর, সৌদাল ও করঞ্জা এই সমস্ত দ্রব্যের প্রলেপ কুষ্ঠরোগ হরণ করে । মনঃশিলা, বিড়ঙ্গ, সোমরাজী, সর্ষপ, করঞ্জা ও উহরকরঞ্জা এই সমস্ত দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠরোগ নাশ পায় । বিড়ঙ্গ, বনএলাচ, কুড়, হরিদ্রা ও সর্ষপ এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া লেপন করিলে দক্ষকুষ্ঠ বিনষ্ট হয় । চাকন্দবীজ, আমলকী, ধূপ, মিজ, এই সমস্ত দ্রব্য কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে দক্ষ নাশ পায় । ১৬-২০

সৌদালপাতা কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে দক্ষ, কিট্রিয়, কুষ্ঠ ও সিংহ এই সকল রোগ নষ্ট হয় । উফা সোমরাজী ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধাপান করিলে কুষ্ঠরোগ পরাজিত হয় । তিল, গুহ, ত্রিকলা, মধু, ত্রিকটু, ডেলা, শর্করা এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণ মিলিত করিয়া ভক্ষণ করিলে কুষ্ঠরোগ নিবারিত হইয়া থাকে, শরীরে বলাধান হয় ; শরীর

বিড়ঙ্গত্রিফলাকৃষ্ণাচূর্ণং লীঢ়ং সমাশ্লিকম্ ।

হস্তি কূষ্ঠকমৌমেহ-নাড়ীজগন্ডগন্দরান্ ॥ ২০

যঃ খাদ্যেনভয়াবিষ্টঃ তথা চামলকানিশাঃ ।

স জয়েৎ সর্বকুষ্ঠানি মাসাদুৰ্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ২১

মহ্যমানন্দ্রুতঃ কুণ্ডে তৎসমং খনিরাঙ্কুরঃ ।

সাক্ষাৎপ্রস্রবণমকৌশ্লেয়া হস্তাৎ কূষ্ঠং রসায়নম্ ॥ ২২

খাদীখনিরয়োঃ কাথং গীত্বা বাঙজিসংযুতম্ ।

শল্যেন্দ্রবলং স্থিত্ব হস্তি তুর্ণং ন সংশয়ঃ ॥ ২৩

গীত্বা ভল্লাভকং তৈলং মাসাদ্ ব্যাধিৎ জয়েন্নরঃ ।

সেবিতং খানিরং বারি পানাত্মৈঃ কূষ্ঠজিদ্ ভবেৎ ॥ ২৪

বাসা শুক্লচী ত্রিফলা পটোলক করঞ্জকম্ । নিরাণমং কৃষ্ণবেত্রং কাথকন্ধেন যদযুতম্ ।

বজ্রকং তন্তবেৎ কূষ্ঠং শতবর্ষাণি জীবতি ॥ ২৫

স্বরসেন চ দুর্ঝায়াঃ পট্টৈস্তপঃ চতুর্ভুজম্ ।

কঙ্কুবিচচ্চিকা পামা অভ্যঙ্গদেব নশ্যতি ॥ ২৬

ক্ষমদ্বগর্ককুষ্ঠানি লবণানি চ যুজ্যকম্ ।

গণ্ডীৱিকাং চিত্রকৈস্তৈলং কূষ্ঠত্রয়াদিনুৎ ॥ ২৭

কামতুলা কাথিসম্পন্ন হয় । বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা ও ড্রাক্সা এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া মধুসংযোগে সেহন করিলে কূষ্ঠ, জিহ্মি, মেহ, নাড়ীজগ ও ডগন্দর এই সকল রোগ নাশ পায় । যে ব্যক্তি হরিতকী, নিম্ব, আমলকী ও হরিদ্রা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া সেবন করে, একমাসের মধ্যে তাহার কূষ্ঠরোগ নিশ্চয় পরাজিত হয় । একটী কলসীর মধ্যে আয়ের আঠি দগ্ধ করিয়া তৎসহ খনিরাঙ্কুর, বহেড়া, আমলকীর রস ও মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কূষ্ঠরোগ নাশ পায় । এই ঔষধ রসায়নের কার্য্য করে । ২০-২৫

আমলকী ও খনিরকাষ্ঠ ইহাদের কাথ করিয়া সেম্বরাঞ্জীর সহিত পান করিলে শল্য ও চন্ডের দ্বারা ধবলবর্ণ স্থিতরোগও শীঘ্র নাশ পায় । ভেলার তৈল পান করিলে এক মাসমধ্যে কূষ্ঠব্যাধিকে জয় করিতে পারে । খনিরকাষ্ঠের কাথ পানে কূষ্ঠরোগ পরাজিত হয় । শুক্লচী, ত্রিফলা, পটোল, করঞ্জা, নিম্ব, অশনকাষ্ঠ ও কৃষ্ণবেত্র এই সমস্তের কাথ ও কন্ধের সহিত ঘৃতপাক করিবে ; ইহার নাম বজ্রকঘৃত । এই ঘৃত পান করিলে কূষ্ঠরোগ নিবারণ হয় ; শতবর্ষ জীবিত থাকিতে পারে । দুর্ঝার স্বরসের সহিত চতুর্ভুজ তৈল পাক করিয়া সেবন করিলে কঙ্কু বিচচ্চিকা পামা প্রভৃতি রোগ নাশ পায় । পারিতক্স বৃক্ষের বকুল, অকিলমূল, কৃক, পঞ্চলবন, গোমুত্র, গণ্ডীৱিকা ও চিতা এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া সেবন করিলে কূষ্ঠত্রয়াদি বিনষ্ট হয় । ২৬-৩০

বাত্রীনিম্বফলং ভবৎ গোমূত্রেন চ চিত্রকম্ । বাসামৃতাপৰ্পটিকা-নিম্বত্বনিম্বমার্কটৈঃ ।

ত্রিকলাকুলথৈঃ কাথঃ সঞ্চোদ্রশ্চান্নপিত্তহা । ৩১

ফলত্রিকং পটোলক তিত্তা কাথঃ সিতামৃতঃ ।

পীতো ময়ীমধুযুতো জ্বরচ্ছন্দান্নপিত্তজিৎ । ৩২

বাসামৃতং তিত্তবৃতং পিঙ্গলীদৃতমেব চ । অন্নপিত্তে প্রয়োক্তব্যং শুদ্ধকুশ্মাণ্ডকত্থা । ৩৩

পিঙ্গলী মধুসংযুক্তা অন্নপিত্তবিনাশিনী ।

স্নেহাগ্নিমান্দ্যানুং পথাপিঙ্গলীশুভমোদকঃ । ৩৪

পিষ্টাজাকীঃ সমভ্রাকং ঘৃতপ্রস্থং বিণাচরেৎ । কফপিত্তাকুচিহরং মন্দানিলবমিৎ হরেৎ । ৩৫

পিঙ্গল্যমৃতত্বনিম্ববাসকারিষ্ঠপৰ্পটৈঃ । খদিরারিষ্ঠকৈঃ কাথো বিস্ফোটান্তিহরাপহঃ । ৩৬

ত্রিকলারসসংযুক্তং সর্পিস্ত্রিবৃত্তয়া সহ । প্রয়োক্তব্যং বিরেকার্থং বীসৰ্পজ্বরশান্তয়ে । ৩৭

খদিরত্রিকলারিষ্ঠপটোলামৃতবাসকৈঃ । কাথোহষ্টকাথো জয়ন্তি রোমাণ্ডিকমসূরিকাঃ । ৩৮

কুষ্ঠবীসৰ্পবিস্ফোটকত্বাদীনাং বিঘাতকঃ । লণ্ডনানান্ত চূর্ণস্ত ঘর্ষে মশকনাশনঃ । ৩৯

চৰ্ম্মকীলং জন্তুমালাং মশকাংশ্চিলকালকান্ । উৎকৃতা শস্ত্রেণ দহেৎ কাব্যাগ্নিজ্যামশেষতঃ । ৪০

আমলকী, নিম্বফল, গোমূত্র, চিত্রা, বাসক, শুদ্ধচী, ক্ষেতপাপড়া, চিরতা, নিম্ব, কুলরাজ, ত্রিকলা ও কুলথ এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ করিয়া মধুর সহিত পান করিলে অন্নপিত্তরোগ নষ্ট হয় । ত্রিকলা, পটোল, কটুকী ইহাদিগের কাথ, শর্করা ও ময়ীমধুসহ পান করিলে জ্বর, বমি, অন্নপিত্ত প্রভৃতি রোগ পরাজিত হয় । বাসামৃত, তিত্তবৃত্ত, পিঙ্গলীদৃত ও শুদ্ধকুশ্মাণ্ড এই সমস্ত ঔষধ অন্নপিত্তরোগে প্রয়োগ করিবে । শুদ্ধকুশ্ম পিঙ্গলী ভক্ষণ করিলে অন্নপিত্ত নাশ পায় । হরীতকী, পিঙ্গলী ও শুদ্ধ একত্র করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে ; এই মোদক ভক্ষণে স্নেহা ও অগ্নিমান্দ্য দূরীভূত হয় । কৃষ্ণজিরা ও ধনিয়া একত্র পেষণ করিয়া তাহার সহিত একপ্রস্থ ঘৃত পাক করিবে ; এই ঘৃত সেবনে কফ, পিত্ত, অরুচি, মন্দাগ্নি, ও বমিপ্রভৃতি রোগ নাশ পায় । ৩১-৩৪

পিঙ্গলী, শুদ্ধচী, চিরতা, বাসক, নিম্ব, ক্ষেত-পাপড়া, খদিরকাষ্ঠ, রসোন, এই সমস্ত কাথ পান করিলে বিস্ফোট ও জ্বররোগ নষ্ট হয় । বিসৰ্প ও জ্বরশান্তির নিমিত্ত ত্রিকলার কাথ ও শুদ্ধচী ইহাদিগের সহিত ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে । ইহাতে বিরেকন হইয়া উক্ত দুই রোগের শান্তি হয় । খদিরকাষ্ঠ, ত্রিকলা, নিম্ব, পটোল, শুদ্ধচী, বাসক এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ পান করিলে রোমাণ্ডিক মসূরিকারোগ নাশ পায় । রসোন চূর্ণ করিয়া ঘর্ষণ করিলে কুষ্ঠ, বিসৰ্প, বিস্ফোট ও কত্ প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয় ; সেই ব্যক্তির নিকট হইতে মশক পলায়ন করে । চৰ্ম্মকীল, মশক, তিলকালকাদি রোগে হস্তদ্বারা উৎকর্ষণ করিয়া কার ও অগ্নিদ্বারা দহন করিবে । ৩৫-৪০

১। জীৰ্যমাণং ।

পটোলনীলীলেশঃ স্ফাঙ্কালগর্দভরোগমুৎ । ভজাকলৈঃ শৃতং তৈলং ভৃঙ্গরাজরসেন তু ।
কণ্ঠনারণকং কুষ্ঠকাপালকুষ্ঠনাশনম্ । ৪১

আম্রাস্থিমজ্জাতিফলানীলৈশ্চ ভৃঙ্গরাজকৈঃ ।

কন্দুপাকলৌহচূর্ণঃ^১ কাঞ্চিকং কৃষ্ণকেশকং । ৪২

কীরীশার্কপর্ণরসবিপ্রহ্নে মধুকাপলে । তৈলশ্চ কুড়বাং পকং বার্ডকাপলিতাপহম্ । ৪৩
মুখরোগে তু ত্রিফলাগণ্ডূবপরিবারণম্ । গৃহধূম-ববকার-পাঠা-বোম-রসাজনম্ । ৪৪
সলোম্বং ত্রিফলাচূর্ণং তথা চিত্রকচূর্ণিতম্ । সন্ধ্যোম্বং ধারয়েৎ স্তোত্রীযাদন্তস্ত রোগমুৎ । ৪৫
পটোল-নিম্ব-জয়ীর আম্র-মালতিপল্লাবাঃ । পকপল্লবকঃ শ্লেষ্ঠঃ কষারো মুখধারণে । ৪৬
অমুনার্দ্ধকপিণ্ডাং পারুল্যা মূলকশ্চ চ । কদল্যাশ্চ রসঃ শ্লেষ্ঠঃ কঙ্কঃ কর্ণপূরণে । ৪৭
ভীষ্মলোভরে কর্ণে সন্দোহে হ্রদবাহিনি । স্নেহীপত্ররসং কোফং সৈন্ধবেনাবচূর্ণিতম্ । ৪৮
জাভীপত্ররসে তৈলং বিপকং কর্ণশূলজিৎ^২ ।

তুণ্ডীতৈলং সার্ষপঞ্চ কোফং স্তাং কর্ণশূলমুৎ । ৪৯

পকমূলীশৃতং কীরং স্ফাঙ্কিত্রকহরীডকী । সপিণ্ড^৩ঃ বড়ঙ্গ^৪ যুঃ পীনসশাভিরে । ৫০

পটোল ও নীল পেয়ণ করিয়া প্রলেপ দিলে জালগর্দভরোগ নাশ পায় । ভজাকল ও ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত তৈল পাক করিয়া অঙ্গে মর্দন করিলে কণ্ঠ, কুষ্ঠ ও কাপালকুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ নাশ পায় । আমের আঠির মজ্জা, ত্রিফলা, নীল, ভৃঙ্গরাজ ও কঁাচি ইহাদের সহিত লৌহচূর্ণ পাক করিয়া সেবন করিলে শুভ্রকেশ কৃষ্ণবর্ণ হয় । কীরীশবৃক্ষ ও আকনের রস দুইপ্রহ্ন, যক্টিমধু একপল, ইহাদের সহিত ত্র্যম্বকং তৈলক পরিমিত তৈল পাক করিয়া সেবন করিলে মাংসের লোভ্য প্রভৃতি বৃদ্ধলক্ষণ দূরীভূত হয় । ত্রিফলার কাথ করিয়া গণ্ডূব করিলে মুখরোগ নাশ পায় । গৃহধূম, ববকার, আকনাদি, ত্রিকটু, রসাজন, ত্রিফলা, লোম্ব, চিত্রা এই সমস্ত চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মুখে ধারণ করিলে দন্তরোগ ও বাতরোগ নষ্ট হয় । ৪১-৪৫

পটোল, নিম্ব, জয়ীর, আম্র ও মালতী এই সমস্ত বৃক্ষের নবপল্লবের কাথ করিয়া মুখে ধারণ করিলে মুখরোগ মিথারিত হয় । রসোন, আম্রা, সজিনা, পারুলীর মূল এবং কদলী ইহাদের রস কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণরোগ দূরীভূত হয় । কর্ণে অত্যন্ত বেদনা, শব্দ ও পুষ বিনির্গত হইলে সৈন্ধবচূর্ণে সহ সিজপত্রের রস কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া কর্ণে দিবে । জাভীপত্রের রসে তৈল পাক করিয়া কর্ণে দিলে কর্ণের বেদনা মিথারিত হয় । সর্ষপ তৈল তুণ্ডীর সহিত পাক করিয়া স্নেহবৃক্ষ থাকিলে কর্ণপূরণ করিলে কর্ণশূল নষ্ট হইয়া যায় । পকমূলের সহিত পক বৃত, চিত্রক, হরীডকী, সপিণ্ডক ও বড়ঙ্গযু এই সমস্ত ঔষধ পীনসশাভির উৎকৃষ্ট উপায় । ৪৬-৫০

১। মূলকং লৌহচূর্ণং । ২। পুতিকর্ণজিহিতি কৃটিং পাঠঃ ।

অক্ষিকৃষ্ণিভবা রোগাঃ প্রতিজ্ঞার-ব্রণ-জ্বরঃ ।

পট্টকতে পঞ্চরাত্রেন প্রশমং বাস্তি লভ্যনাং । ৫১

ধাতীরসানাঞ্চ দৃশঃ কোপং হরতি পুরণাং ।

সকৌশ্লেসৈছবং বাপি শিগ্রুদ্যাকীরসাজ্ঞনম্ । ৫২

হরিদ্রা-দারু-সিদ্ধ-ধরসাজ্ঞনৈঃ সগৈরিটৈকঃ ।

পিট্টৈর্দন্তো বহির্গেপো নেত্রব্যাধিনিবারকঃ । ৫৩

যুতভূতীভয়ালেপাং ত্রিফলা কীরসংযুতা । শুষ্কনিম্বদলৈঃ পিট্টৈঃ সুখোট্টৈঃ বজ্রসৈছবৈঃ ।

ধার্ম্যচক্ষুবি বিক্ষেপাচ্ছোথকশূক্ৰজাপহঃ । ৫৪

অভয়াখ্যায়ুতট্টক-চিচুভূতগিকং যুতম্ । মধ্বাজ্যলীঢ়ং কাথো বা সর্বনেত্ররূপধিনঃ । ৫৫

চন্দন-ত্রিফলা-পুগ-পলাশ-তরুমূলকৈঃ । জলপিট্টৈরিত্তং বর্জিতশেষতিমিরাপহা । ৫৬

বধা নিম্বকুমরিচং রাজ্যাক্ষাপহমজ্ঞনম্ । ত্রিফলাকাথ-কঙ্কাভ্যাং সপল্লভং শূতং যুতম্ ।

তিমিরাণ্যচিরাত্ততং পীতমেতদগ্নিশাস্থ্যে । ৫৭

পিপ্পলীত্রিফলাম্রাকা^১ লোহচূর্ণং সৈছবম্ । ভৃঙ্গরাজরসৈম্বকৈঃ শুড়িকাজ্ঞনমিত্ততে ।

অৰ্শঃ সতিমিত্তং কোষ্ঠং হস্ত্যাক্ষায়েত্ররোগকান্ । ৫৮

চক্ষুরোগ, উদররোগ, প্রতিজ্ঞার, ব্রণ ও জ্বর পঞ্চরাত্রি উপবাস করিলে উক্ত পঞ্চবিধ রোগ শান্ত হয়। আমলকীর রস চক্ষুতে দিলে নেত্ররোগ নাশ পায়। মধু ও সৈছবের সহিত সজিনা ও দারুহরিদ্রার রসদ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিলেও চক্ষুরোগের শান্তি হইয়া থাকে। হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সৈছব, রসাজ্ঞন ও গৈরিক এই পঞ্চদ্রব্য পেষণ করিয়া বর্জিত করিবে; উক্ত বর্জিত ঘষিয়া চক্ষুর বাহিরে লেপ দিলে নেত্রব্যাধি নিবারণ হয়। হরীতকী যুতে ভাজিয়া তদ্বারা লেপ দিলে, হৃৎকের সহিত ত্রিফলা পেষণ করিয়া চক্ষুতে নিক্ষেপ করিলে এবং সৈছব ও নিম্বপত্রের সহিত শুষ্কী পেষণ ও কিকিৎসক করিয়া চক্ষুতে প্রলেপ দিলে শোথ, কণ্ডু ও বেদনা নাশ পায়। হরীতকী হইভাগ ও শুড়ুচী চারিভাগ একত্র মধু ও যুতের সহিত লেহন করিলে কিংবা কাথ করিয়া পান করিলে সর্ববিধ নেত্ররোগ নিবারিত হয়। ৫১-৫৪

চন্দন, ত্রিফলা, তপারি ও পলাশবৃক্ষের মূল এই সমস্ত দ্রব্য জলে পেষণ করিয়া বর্জিত করিবে। এই বর্জিত তিমির রোগ নাশ করে। দধির সহিত মরিচ ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন করিলে রাজ্যাক্ষদোষ বিনষ্ট হয়। ত্রিফলার কাথ ও কঙ্ক এবং হৃৎ ইত্যাদিগের সহিত যুত পাক করিয়া সেই যুত সারংকালে পান করিলে রাজ্যাক্ষদোষ নাশ পায়। পিপ্পলী ও ত্রিফলার ক্ষার করিয়া লোহচূর্ণ, সৈছব ও ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত ঘর্ষণ করিয়া তদ্বারা অঞ্জন করিলে অৰ্শঃ, তিমির, কোষ্ঠ ও অন্ত্যন্ত নেত্ররোগ নাশ পায়।

১। কারেতি লাক্ষেতি চ কৃষ্ণি পাঠঃ।

ত্রিকটু ত্রিকলা চৈব সৈন্ধবক মনঃশিলা । কেতকং শঙ্খনাভিচ্ছ জাতীপুষ্পাণি নিম্বকম্ । ৫৯
রসাজনং কৃষ্ণরাজং ঘৃতং মধু পরিত্থয়া । এতৎ পিষ্ট্বা চ বটিকা সৰ্ব্বনেত্ররোগহিনী । ৬০

হৃদয়ৈরগ্নকং মূলং লেপাৎ কাঙ্কিকপেযিতম্ ।

শিরোহস্তিং নাশয়ত্যাগু পুষ্পং বা মুচুকুন্দজম্ ॥ ৬১

শতাতৈরগ্নমূলোক্তা-চক্রব্যাজীপলৈঃ শৃতম্ ।

তৈলং নম্রং ময়ূরশ্লেষ-তিমিরোজ্জগদাপহম্ ॥ ৬২

লবণং সত্ত্বং বিম্বং পিঙ্গলী বা সৈন্ধবা । ভূজশুভাদিরোগেষু সৰ্ব্বৈব্জগদেষু চ ॥ ৬৩

সূর্য্যাবৰ্ত্তে বিধাতবাং নম্রকৰ্ম্মাদিভেদজম্ । দশমূলকযারক্ত সপিঃসৈন্ধবসংযুতম্ ।

নম্রমজবিভেদম্রং সূর্য্যাবৰ্ত্তশিরোহস্তিনুং ॥ ৬৪

দরা সৌবৰ্জ্জলাজাকী-মধুকং নীলমুৎপলম্ ।

শিবেৎ কৌজবৃত্তং নারঃ বাতাসৃগন্দরপীড়িতা ॥ ৬৫

বাসকম্বরসং পৈতে শুক্লচোঃ রসমেধ বা । জলেনামলকীবীজং শর্করা-মধুসংযুতম্ ॥ ৬৬

আমলক্যা রসং মধু মূলং কার্পাসমেব বা । পাণ্ডুপ্রদরশাত্যর্থং শিবেৎ শুক্লবারিণা ॥ ৬৭

শুক্লগীরকমূলত্ব সঙ্কৌজং সরসাজনম্ ।

শুক্ললোদকসম্পীড়ং সৰ্ব্বাংশাসৃগন্দরান্ অরোং ॥ ৬৮

একটু ত্রিকলা, সৈন্ধব, মনঃশিলা, কেতকী, শঙ্খনাভি, জাতীপুষ্প, নিম্বপত্র, রসাজন, কৃষ্ণরাজ, ঘৃত, মধু ও হৃদ এই সমস্ত একত্র করিয়া পেষণ করত বটিকা প্রস্তুত করিবে ; এই বটিকা সৰ্ব্ববিধ নেত্ররোগ নাশ করে । ৫৯-৬০

এরগ্নমূল দ্রব করিয়া কাঁজির সহিত পেষণপূর্ব্বক মস্তকে লেপ দিলে অথবা মুচুকুন্দপুষ্প দ্বারা শিরোলোপন করিলে শিরঃপীড়া নিবৃত্ত হয় । শতমূলী, এরগ্নমূল, নাগরমুখা ও কণ্টকারী এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেক একপল পরিমাণে লইয়া তৈল পাক করিবে, এই তৈলের নম্রগ্রহণ করিলে বাতশ্লেষজনিত উজ্জগতরোগ এবং তিমিররোগ বিনাশ পায় । লবণ, শুক্ল ও শুষ্ঠী অথবা পিঙ্গলী ও সৈন্ধব ভূজশুভাদি সৰ্ব্ববিধ উজ্জগতরোগে সেবন করিবে । সূর্য্যাবৰ্ত্তরোগে নম্রকৰ্ম্মাদি বিধেয় । দশমূলের কাথের সহিত ঘৃত পাক করিবে । এই ঘৃত সৈন্ধবসহযোগে নম্রগ্রহণ করিলে অজ্ঞভেদ, সূর্য্যাবৰ্ত্ত ও শিরঃশূল নাশ পায় । ৬১-৬৪

সৌবৰ্জ্জল, কৃষ্ণজীরা, বটিমধু ও নীলোৎপল এই সমস্ত দ্রব্য দধির সহিত পেষণ করিয়া মধুসহযোগে পান করিলে নারীদিগের বাতজ অসৃগন্দরোগ নাশ পায় । পৈত্তিকরোগে বাসকের ঘরস অথবা শুক্লচোর রস ব্যবহেয় । আমলকীর বীজ জলে পেষণ করিয়া মধু ও শর্করার সহিত সেবন করিলে কিম্বা আমলকীর রস, কার্পাসবীজ ও মধু শুক্লবারি (চোলঘোরা জলের) সহিত পান করিলে, পাণ্ডু এবং প্রদর রোগের শান্তি হয় । নটেশাকের

কুলমূলং ততুলান্তিঃ পীতকাসৃগদরান্ অয়েৎ । ৬১

ইতি জীগরুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে কুষ্ঠাদিচিকিৎসাকথনং নাম
পঞ্চসপ্তত্যাধিক-শততমোহ্যায়ঃ । ১৭৫ ।

ষট্‌সপ্তত্যাধিকশততমোহ্যায়ঃ

ধনুস্তরিকুবাচ

স্ত্রীরোগাদিচিকিৎসাক বক্ষ্যে সুক্লৃত উচ্চুগ্ন । যোনিব্যাপৎসু ভূয়িষ্ঠং শস্ততে কৰ্ম বাতজিৎ । ১

বচোপকৃষ্টিকাজাতী-কৃষ্ণাবাসকসৈন্ধবম্

অজমোদা^১ যবক্ষারং চিত্রকং শর্করান্বিতম্ । ২

পিষ্টাণ্ডোলোড্য অলাদৈশ্চ খাদয়েদ্ যত্‌ভজিতম্ ।

যোনিপার্শ্বাঙ্গিহ্রদ্রোগ-ওলার্শো^২ বিনিবর্তয়েৎ । ৩

বদরীপত্রসংলপাদ্ যোনিভিগ্না প্রশাম্যতি ।

লোম্বভূষীকলালেপাৎ যোনেদাঢ্যং কয়োতি চ । ৪

মূল, রসাকন ও মধু ততুলবারির সহিত পান করিলে, সর্বপ্রকার অসৃগদরোগ নাশ পায় ।

কুলমূল ততুলবারির সহিত পান করিলেও অসৃগদরোগ পরাজিত হয় । ৬৫-৬৯

জীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে কুষ্ঠাদিচিকিৎসাকথন নামক পঞ্চসপ্তত্যাধিক

শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭৫ ।

ষট্‌সপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায়

ধনুস্তরি বলিলেন,—যে সুক্লৃত । এক্ষণে স্ত্রীরোগাদিচিকিৎসা বলিতেছি, শ্রবণ কর ।
যোনিব্যাপৎরোগে বাহ্যভে বাতের পরাজয় হয়, এমনভাবে চিকিৎসাই প্রশস্ত । বচ, কৃষ্ণ-
জীরা, জাতীপত্র, তুলসী, বাসক, সৈন্ধব, জীরা, যবক্ষার, চিত্রা ও শর্করা এই সমস্ত দ্রব্যই
পেষণ করিয়া জল আলোড়নপূর্বক ঘূতে সস্তার দিয়া পান করিবে । ইহাতে যোনিমূল,
পার্শ্বমূল, হ্রদ্রোগ, ওল্য ও অর্শরোগ নষ্ট হয় । বদরীপত্র পেষণ করিয়া যোনিতে লেপ
দিলে যোনিবেদনা দূর হয় । লোম্ব ও লাউ একত্র পেষণ করিয়া লেপ দিলে যোনির দৃঢ়তা

১ । অজাঙ্গী চ ।

পঞ্চপল্লব-যষ্টির্ক-মালতীকুমুদৈর্মধুতম্ । রবিপকমস্কারা^১ যোনিগন্ধবিনাশম্ । ৫

সকাক্ষিকং জবাপুষ্পং গ্রন্থং জ্যোতিষভীদলম্ ।

দূর্বাপিষ্টক সস্ত্রাশ্চ চিত্রকং শর্করাযুক্তম্ । ৬

ধাত্যক্ষনাভরাত্রুর্ণং ভোয়গীভং রঞ্জনং হরেৎ ।

সহস্রা লক্ষণা পীতা নক্যায়া পুত্রদাত্তাত্তো^২ । ৭

চন্দ্রস্যাচ্ছাঁড়ককাজাম্বজক্কা চ পুত্রদা । বহ্যা পুত্রং লভেৎ পীত্বা যুতেন বোয়-কেশরম্ । ৮

কুশকাম্বোজবুকাণাং মূলৈর্গোক্ষুরকশ্চ চ । শূভং হৃদং সিভামুত্তং গভিণ্যাঃ শূলনুং পরম্ । ৯

পাঠালানলাপামাগৈগুথ্য চ কুটৈজঃ পৃথক্ ।

নাভি-বন্তি-ভগালেপাং সুখং নারী প্রসূয়েতে । ১০

সূতায়্য হৃচ্ছিরোবন্তি-শূলং বৈ মন্দসংজ্ঞিতম্ ।

যবক্ষারং শিবেৎ তত্র মন্তু কোক্ষোদকেন বা । ১১

দশমূলীকৃতঃ কাথঃ সাজ্যঃ সূতিরুক্ষাপহঃ । শালিতণ্ডুলচূর্ণস্ত সহস্রং হৃদকৃন্তবেৎ । ১২

বিদারীকুমুমরসং মূলং কার্পাসজং তথা । ধাতীশুক্রবিষ্তদ্বার্থং মূলগযুধো রসায়নঃ । ১৩

সাধিত হইয়া থাকে। বটে অল্পখ কাঁঠাল বকুল ও আত্র এই পঞ্চবৃক্ষের পল্লব, যষ্টিমধু, আকন্দ ও মালতীপুষ্প এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত যুত রৌদ্রপক করিয়া সেবন করিলে অসুন্দর ও যোনিগন্ধ নাশ পায়। ১-৫

কাঁজি, জবাপুষ্প, জ্যোতিষভীদলতার পত্র, দূর্ব্বা ও চিত্রা সমস্ত দ্রব্য পেষণ করিয়া শর্করার সহিত পান করিলে যোনিরোগ বিনষ্ট হয়। আমলকী, রসাজন ও হরীতকী এই সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করিয়া জলের সহিত পান করিলে রক্তোদোষ নাশ হয়। লক্ষণামূল হৃৎকের সহিত পান করিলে কিছ্রা নশ্র গ্রহণ করিলে, নারীর পুত্রলাভ হয়। হৃদ্র, অর্জ আচক যুত ও অম্বজক একত্র পাক করিবে; ইহা ঋতুকালে সেবন করিলে পুত্রলাভ হয়। যুতের সহিত ত্রিকটু ও নাসকেশর ভক্ষণ করিলে বহ্যা নারীও পুত্র প্রসব করিয়া থাকে। কুশ, কাম, এরণ্ড ও গোক্ষুর ইহাদিগের সহিত হৃদ্র পাক করিয়া শর্করা-সহযোগে সেবন করিলে গভিণীর শূল নাশ পায়। আকন্দাদি, লাজলিহা, অপামার্গ ও কুটজ ইহাদের মূল এতদ্যেক পৃথক্ পৃথক্ পেষণ করিয়া গভিণীর নাভি, বন্তি ও যোনিতে লেপ দিলে সেই গভিণীর সুখপ্রসব হয়। ৬-১০

নারীর প্রসবের পর যদি তাহার হৃদয়, মস্তক অথবা বস্তিতে বেদনা থাকে, তবে দধিত মাভ বা উকজলের সহিত আকন্দমূল ও যবক্ষার পান করিবে। দশমূল কাথের সহিত যুত পাক করিয়া সেবনে প্রসূতির গাত্রের বেদনা নাশ পায়। শালিতণ্ডুলের চূর্ণ হৃৎকের সহিত পান করিলে প্রসূতির স্তনে হৃদ্রসঞ্চার হয়। ভূমিকুম্মণ্ডের গুল্মের রস ও কার্পাসের মূল সেবনে

১। অসুন্দর। ২। পুত্রদেতাত্তো।

কুষ্ঠা বচাভয়া ভ্রাক্ষী মধুকং কোম্রসপিষী ।
 বর্ণাধুঃকাতিজননং লেহ্যং বালস্য দাপয়েৎ ॥ ১৪
 শুক্লাভাবে পরশ্ছাগ্যং গবাং বা তদুগ্ধং পিবেৎ ।
 য়েদেন নাভিশোখাতেত্ । যুদা শ্যাদগ্নিত্তত্তয়া ॥ ১৫
 লৌহযুক্তকাতিবিষা বমি-কাসজ্বরে পিবেৎ ।
 মূত-তৃষ্ণী-বিষাক্রণ-কুটজশ্চাতিসারনুৎ ॥ ১৬
 বোম্বং মধু মাতুলুঙ্গং হিকাচ্ছর্দিনিবারণম্ ॥ ১৭
 কুষ্ঠেজ্জ্বরবিসিদ্ধার্থো নিশা দুর্ঝা চ কুষ্ঠজিৎ ।
 মহামুক্তিতিকোদীচ্যকাঠৈঃ স্নানং গ্রহাপহম্ ॥ ১৮

সপ্তছন্দামরনিশা-চন্দনৈচ্চানুলেপনম্ । শঙ্খাঙ্কবীজ-কুম্ভাক-বচা-লৌহাদিধারণম্ ॥ ১৯

ওঁ কং টং পং নং বৈনতেয়ায় নমঃ ওঁ হৌং হাং হঃ ।

মন্ত্রেণ শান্তির্বালানাং মার্ক্সনাভলিধানতঃ ॥ ২০

ওঁ হ্রীং বালগ্রহা বলিং গৃহীত বালং মুক্তত মুক্তত যাহা ॥ ২১

ততুলোমিঃ নিরীষয় মূলং পীতং বিষাপহম্ । ততুলোমিঃ বর্ষাভুঃ শুক্লায়াঃ সর্পদংশনুৎ ॥ ২২

দধাজাং ততুলোমিঃ গৃহধূমো নিশা তথা ।

পিষ্টং পামং তথা কোম্রং সিদ্ধং স্য বিষান্তকম্ ॥ ২৩

প্রসূতির শুভ্র শোধন হয় । মূগের যুষ প্রসূতির পক্ষে রসায়নের কার্য্য করে । কুড়, বচ, হরীতকী, ভ্রাক্ষীশাক, ঘটিমধু, মধু ও ঘৃত এই সমস্ত দ্রব্য বালককে লেহন করাইলে তাহার বর্ণ, আয়ু ও কাতি বৃদ্ধি পায় । শুক্লভাব অভাবে ছাগসদৃশ বা গব্যসদৃশ পান করিবে । বালকের নাভিতে শোধ হইলে অগ্নিতে যুস্তিকা স্নেহদ্রব্য করিয়া য়েদ দিবে । ১১-১৫

লৌহ, মূখা, আতিষ, এই সকল বমি, কাস ও জ্বররোগে পান করিবে । মূখা, শুষ্ঠী, আতিষ, কুম্ভম ও কুটজ এই সমস্ত অতিসার নাশ করে । ত্রিকটু, মধু, লেবু এই সকল হিকা ও বমি নিবারণ করে । কুড়, ইজ্জয়ব, সর্ষপ, হরিত্রা ও দুর্ঝা এই সমস্ত ঔষধ কুষ্ঠরোগ পরাজয় করে । মহামুক্তিতিকা ও বাল্য ইহাদের কাথ করিয়া শুদ্ধায়া স্নান করিলে গ্রহদোষ নাশিত হয় । গ্রহদোষে ছাতিম, কুড়, হরিত্রা ও চন্দন এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া অঙ্গে অমুলেপন করিতে হয় । শঙ্খ, শঙ্খবীজ, কুম্ভাক, বচ ও লৌহ-ধারণ করিলে গ্রহদোষ নিবারণ হয় । “ওঁ কং টং পং নং বৈনতেয়ায় নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে গ্রহশান্তি কার্য্য করিতে হয় । ১৬-২১

ততুলোমকসহ নিরীষয়কের মূল পান করিলে বিষদোষ নিবারণ হয় । শ্বেতপুনর্নবার মূল ততুলোমকসহ পান করিলে সর্পবিষ নাশ পায় । দধি, ঘৃত, নটেশাক, গৃহধূম, হরিত্রা,

অষ্টোষ্ঠমূলনিকাথঃ সাজাঃ পীতো বিষাক্তকঃ ।

যজ্ঞরাব্যাবিবিধংসি ভেষজং ভ্রাসায়নম্ । ২৪

সিদ্ধা-শর্করা-গুণ্ডী-কণা-মধু-গুড়ৈঃ ক্রমাৎ । বর্ষাদিষভরা সেব্যো ব্রসায়নভৈষিণা । ২৫

স্বরয্যাস্তেহভরা চৈক্য প্রভুভুজ্যে ধৈ বিভীতকে ।

ভুক্তা মধ্বাজ্যধাতীনাং চতুষ্কং শতবর্ষকং । ২৬

পীতান্নগন্ধা পরস্য ঘৃতেনাশেযরোগনুৎ । ২৭

মধুকর্ণ্যাঃ বরসো বিদার্যাশ্চামৃতোত্তমবঃ ।

ভিলধাতীভুজ্যাজ্যে জড়্য বর্ষশতী ভবেৎ । ২৮

ত্রিকটু ত্রিকলা বহিঃস্ফুটী চ শতাবরী । বিড়ঙ্গলোহচূর্ণস্ত মধুনা সহ রোগনুৎ । ২৯

ত্রিকলা চ কণা গুণ্ডী গুড়চী চ শতাবরী । বিড়ঙ্গভুজ্যাজ্যাদি-ভাবিতং সর্বরোগনুৎ । ৩০

চূর্ণং বিদার্যা মধ্বাজ্যং লীচ, দশ দ্বিরো জজ্ঞেৎ । ঘৃতং শতাবরীকটৈঃ কৌরৈ দশভৈঃ পচেৎ ।

শর্করাপিপ্পলীকোদ্র-মুজং বা জারকং বিদুঃ । ৩১

প্রতিমর্ষোহবপীড়শ্চ নশ্তং প্রবপনং তথা । শিরোবিরেচনকোতি পঞ্চকর্ণ চ কথ্যতে । ৩২

মধু ও সৈন্ধব এই সমস্ত দ্রব্য পেয়ণ করিয়া পান করিলে বিষদোষ নাশ হয় । আকোড়বৃক্ষের মূলের কাথ করিয়া ঘৃতের সহিত পান করিলে বিষদোষ নিবারিত হয় । যে ঔষধ জরাব্যাবি বিনাশ করে, সেই ঔষধকে ব্রসায়ন বলা যায় । ব্রসায়নাভিলাষী ব্যক্তির বর্ষাকালে সৈন্ধবের সহিত, শরৎকালে শর্করার সহিত, হেমন্তকালে গুণ্ডীর সহিত, শীতকালে পিপ্পলীর সহিত, বসন্তকালে মধুর সহিত এবং গ্রীষ্মকালে গুড়ের সহিত হরীতকী ভক্ষণ করিবে ।

২২-২৫

জরের অস্তে একটি হরীতকী ও দুইটি বহেড়া ভক্ষণ করিবে । প্রতিদিন মধু ও ঘৃতের সহিত চারিটি আমলকী ভক্ষণ করিলে সেই মানব শতবর্ষ জীবিত থাকিতে পারে । হৃদ ও ঘৃতের সহিত অঙ্গগন্ধা সেবন করিলে অশেযরোগ নাশ পায় । থুলকুড়ি ও ভূমিকুশ্মাণ্ডের রস সেবন করিলে অমৃতপানের শ্রায় ফল হয় । ভিল, আমলকী ও ভুজরাজ এই সমস্ত ভক্ষণ করিয়া শতবর্ষ জীবিত থাকিতে পারে । ত্রিকটু, ত্রিকলা, চিতা, গুড়চী, শতমূলী, বিড়ঙ্গ ও লোহচূর্ণ এই সমস্ত দ্রব্য মধুর সহিত ভক্ষণ করিলে রোগসকল বিনষ্ট হয় । ত্রিকলা, পিপ্পলী, গুণ্ডী, গুড়চী, শতমূলী, এই সকল দ্রব্য বিড়ঙ্গ ও ভুজরাজের রসে জল দিয়া ভক্ষণ করিলে সমস্ত রোগ জয় করে । ২৬-৩০

ভূমিকুশ্মাণ্ডের চূর্ণ, মধু ও ঘৃতসংযোগে লেহন করিলে এক পুরুষ দশ ব্রী সম্ভোগ করিতে পারে । শতমূলীর কঙ্ক ও দশগুণ হৃদ্রের সহিত ঘৃত পাক করিয়া শর্করা, পিপ্পলী ও মধু-সংযোগে সেবন করিলে শরীরের পুষ্টি ও বীৰ্য্যবৃদ্ধি হয় । প্রতিমর্ষ, অবপীড়শ, নশ, প্রবপন

১। ক্ষামৃতোত্তমঃ ।

২। প্রবপনং ।

মাসৈর্বিসংখ্যেয়ায্যৈঃ ক্রমাৎ ষড়্ভবঃ সূক্তাঃ ।

অগ্নিসেবামধুকীর-বিকৃতীঃ পরিষেবয়েৎ । ৫৩

স্ত্রীযুক্তঃ শিশিরে ভদ্রসন্তে ন দিবা যপেৎ ।

ভাভেদ্ব্যাসু স্বপ্নাদীন্ শরদীন্দোশ্চ বশ্যয়ঃ । ৫৪

পথ্যানি শালয়ো যুগা বর্ষাতঃ^১ কথিতং পরঃ ।

নিহাতসীকুসুম্ভানাং শিগ্রু-সর্ষপয়োস্তথা । ৫৫

জ্যোতিষ্তী-মূলকানাং তৈলানি চ হরতি হি ।

ক্রিমি-কুষ্ঠ-প্রমেহাংশ্চ বাতশ্লেগ্নশিরোরুজঃ । ৫৬

নাড়িমামলকী-কোল-করমর্দ-পিয়ালকম্ । জহীরং নাগরজ্জক আত্মাতক-কপিথকম্ । ৫৭

শিতলাতুলিলয়ানি কফক্লেশকরাণি চ । কালজীমূতকেফাকু-কুটজাকৃতবোধনম্^২ । ৫৮

হাণ্যার্গবশ্চ সংযোজ্যাঃ সর্বথা বমনেষু^৩ । পূর্বাহ্নে বমনৈরৈতে মদনেস্তবো বচা । ৫৯

মৃদুকোষ্ঠল পিত্তেন খরো বাতকফাশ্রয়াৎ ।

মধামঃ সমদোষে স্যাৎ ত্রিভূৎ পিত্তে বিরেচনম্ । ৬০

শর্করা-মধুসংযুক্তং সৈদ্ধবং নাগরং ত্রিভূৎ । হরীতকীবিড়ঙ্গানি গোমূত্রেণ বিরেচনম্ । ৬১

এরুতৈলং ত্রিফলাক্রাথশ্চ দ্বিগুণস্তথা । বাতোদগ্নেযু দোষেষু ভোজয়িত্বাথ বাময়েৎ । ৬২

এবং শিরোবিরেচন ইহাদিগকে পঞ্চকর্ম বলা যায় । বৎসরের মধ্যে মাঘ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া চুই চুই মাসে এক এক ঋতু হয়, বৎসরে এইরূপ ছয় ঋতু হইয়া থাকে । ঐ সকল ঋতুতে অগ্নিসেবা, মধু ও ক্ষীরাদি ব্যবহার করিবে । শিশির ঋতুতে স্ত্রীযুক্ত হইয়া থাকিবে । বসন্তকালে দিবানিদ্ৰা পরিহার করিবে । বর্ষাকালে অবিহিত নিদ্ৰা এবং শরৎকালে চন্দ্ররশ্মি সেবা করিবে না । শালিতণ্ডুল, যুগ, এই সকল শরৎকালে পথ্য । পূর্নর্নবার ক্রাথ, জল এবং নিম্ব, অন্তসী, কুসুম্ভ, সজিনা, সর্ষপ, জ্যোতিষ্মতীলতা ও মূলক, এই সকল তৈল ক্রিমি, কুষ্ঠ, প্রমেহ, বাতশ্লেগ্ন ও শিরঃপীড়া সংহরণ করে । ৩১-৫৬

নাড়িহ, আমলকী, বদরী, করমর্দ, পিয়াল, জহীর, নাগরজ্জ, আমড়া, কদবেল এই সমস্ত দ্রব্য পিত্তকারী, বায়ুর ও কফবর্জক । ঘোষালতা, তিতলাউ, কুটজ ও অপামার্গ এই সকল দ্রব্যের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া বমনকার্য্যে প্রয়োগ করিবে । পূর্বাহ্নে বমনের নিমিত্ত মদন-কল, ইলুযব ও বচ এই সমস্ত ঔষধ ব্যবহার করিতে হয় । পিত্তাধিক্যে মৃদু, বাতকফাশ্রয়ে মৃদু এবং সমদোষে সমবিরেচন ব্যবহৃত্য । পিত্তাধিক্যে তেউড়ীদ্বারা বিরেচন দিতে হয় । কুটী, তেউড়ী, হরিতকী, বিড়ঙ্গ এই সমস্ত গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া শর্করা, মধু ও সৈদ্ধবসংযোগে বিরেচনার্থ প্রয়োগ করিবে । ৩৭-৬০

বায়ু উত্তপ্ত হইলে এরুতৈল ও তাহার দ্বিগুণ ত্রিফলার ক্রাথ পান করিয়া বমন করা

বংশাদিনেত্রং কুক্ষীত বড়ট্টদাদশাঙ্গুলম্ । কর্ককুলবজ্রিত্রং বস্তিরুত্তানশাশ্বিনে ॥ ৪৩
 নিরুহদানেহপি বিধিরম্যমেবমুদীকৃতঃ । অর্কত্রিষট্‌পলে মাত্ৰা লঘুমধ্যোস্তমক্রমাৎ ॥ ৪৪
 পথ্যাকথাত্ৰ্য একষিচতুর্ভাগা কগর্দনাঃ । শতাবর্যমুতাড়কসিদ্ধবারানিষ্ঠাবিত্তা ॥ ৪৫

ইতি শ্রীগরুড়ো মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে স্ত্রীরোগাদিচিকিৎসাকথনং নাম

ষট্‌সপ্তত্যাধিক-শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭৬ ॥

সপ্তসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ধনন্তরিকুবাচ

স্রব্যানি মধুরাদীনি বক্ষ্যে রোগহরাণ্যহম্ । শালিযতিকগোধুমক্ষীরং ঘৃতং তথা মধু ॥ ১
 মজ্জানুজাটকযবকশেখিকারুগোক্ষুরম্ । গান্তারী পৌষ্করং বীজং দ্রাক্ষা খর্জুরকং বলা ॥ ২

নারিকেলেক্ষাশুভ্রা বিনারী চ পিন্নালকম্ ।

মধুকং তালকুশাভিঃ মুখ্যোহয়ং মধুরো গগঃ ॥ ৩

বিবেচ্য । হর, অঙ্গুল, অষ্টাঙ্গুল অথবা দাদশাঙ্গুল বংশযতিতে বদরীফল প্রমাণ সম-
 বর্ত্তুল হিঙ্গ্র করিবে । রোগীকে উত্তানভাবে লয়ন করাইয়া উক্ত বংশযতি দ্বারা বস্তি-
 শোধন করিবে । নিরুহদানেও এইরূপ করাই বিধি । যে সমস্ত ঔষধ দ্বারা বস্তি শোধন ও
 নিরুহণ করিতে হয়, তাহার পরিমাণ অর্কপল, তিলপল অথবা ষট্‌পল জামিবে । ঐ
 পরিমাণই ক্রমানুসারে লঘু, মধ্যম ও উত্তম পরিমাণ । হরীতকী একভাগ, বহেড়া দুইভাগ,
 আমলকী চারিভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য, শতমূলী, গুড়ুচী, ভৃঙ্গরাজ, সিদ্ধবার, এই সমস্ত স্বরূপে
 ভাবনা দিয়া বস্তিশোধনাদিকার্য্যে প্রয়োগ করিবে । ৪১-৪৫

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে স্ত্রীরোগাদি চিকিৎসা নামক ষট্‌সপ্তত্যাধিক

শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৬ ॥

সপ্তসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায়

ধনন্তরি বলিলেন,—সর্বরোগহারক মধুরাদিগণ বলিতেছি । শালিধান্ত, বস্তিধান্ত, গোমুখ,
 ক্ষীর, ঘৃত, রস, মধু, মজ্জা, পানিফল, যব, কেতক, ফুটি, গোক্ষুর, গান্তারী, পুষ্করবীজ,
 দ্রাক্ষা, খর্জুর, বেড়েলা, নারিকেল, ইক্ষু, তালকুশিলতা, ভূমিকুশাভ, পিন্নালকল, বস্তিমধু,

মূৰ্ছাদাহপ্রশমনঃ ষড়্ভিঙ্গিরপ্রসাদনঃ ।

ক্রিমিকৃৎ কককৃচ্চৈব একোহত্যর্থঃ নিবেষিতঃ । ৪

শ্বাসকাসাস্থমাধূর্য্য-স্বরঘাতাৰ্কদানি চ । গলগণ্ড গ্রীপদানি শুড়লেপাদি কারয়েৎ । ৫

দাড়িমামলকাস্তক কপিথকরমর্দকৌ । মাতুলুঙ্গাস্তকক বদরং ভিষ্ণুভীকলম্ । ৬

দধি তক্রং কাঞ্জিকক লকুচং চান্নবেতসম্ । অন্নো লোণঃ শুষ্টিবৃক্তো জ্বরঃ পাচনো রসঃ । ৭

ক্লেননো বাতকৃদ্বৃষ্যো বিদাহী চানুলোমনঃ ।

অন্নোহত্যর্থঃ সেব্যমানঃ কুর্যাটৈষ দন্তহর্ষকম্ । ৮

শরীরস্য চ শৈথিল্যং স্বরকষ্ঠাস্থহৃদহেৎ । হিন্নভিন্নরূপানি পাচয়ত্যগ্নিতাবিতঃ । ৯

লবণানি যবক্ষারসজ্জিকাদিশ্চ লাবণঃ । শোধনঃ পাচনঃ ক্লেনী বিস্লেষসর্পণাদিকৃৎ । ১০

মার্গরোধী মার্দবকৃৎ স একঃ পরিবেষিতঃ । গাজকণ্ঠকোষ্ঠশোধ-বৈবর্ণ্যং জনবেতসমঃ ।

রক্তবাতং পিত্তরক্তং পুংস্ত্বেল্লিরকৃৎাদিকম্ । ১১

যোমশিগ্রদমূলকক দেবদারু চ কুষ্ঠকম্ । লতনং বল্লভীফলং মুস্তাশুগ্ধলু লাজলী । ১২

কটুকো দীপনঃ শোধী কুষ্ঠকণ্ঠককাস্তকৃৎ । হৌল্যালস্তক্রিমিহরঃ শুক্রমেদোবিরোধনঃ ।

একোহত্যর্থঃ সেব্যমানো ভ্রমদাহানিকৃন্তবেৎ । ১৩

ভাল, কুম্মাণ্ড, ইহাদিগকে মধুরগণ বলিয়া ভৈষজ্যবিদ্যাপারদশী পণ্ডিতগণ নিশ্চয় করিয়াছেন । এই মধুরগণ মূৰ্ছা ও দাহরোগশান্তিকারক এবং সর্বেভিঙ্গিরপ্রসাদক । ইহার কোন একটি যত্ন অধিকপরিমাণে সেবন করিলে ক্রিমি ও ককবৃদ্ধি হয় । এই মধুরাদিগণগুলিকা সেবন কিম্বা লেপন করিলে শ্বাস, কাস, স্খমাধূর্য্য, স্বরঘাত, অৰ্কদ, গলগণ্ড, গ্রীপদানি রোগ নাশ পায় । ১-৫

দাড়িম, আমলকী, আস্ত্র, কদবেল, করমর্দক, মাতুলুঙ্গ, আমড়া, বদরী, তেঁতুল, দধি, তক্র, কাঁজি, ডহক, আমরুল, অন্নবেতস, শুষ্টি, এই সকল ঔষধ জ্বর, পাচক, ক্লেনজনক বাতবৃদ্ধিকর, অগ্নিবৃদ্ধিকারী ও বিদাহী ; পরন্তু ইহারা বাতাদির অনুলোমসাধন করে । অতিরিক্ত অন্নপ্রত্য সেবনে দন্তহর্ষ হইয়া থাকে । উক্ত ঔষধসকল শরীরের শৈথিল্যসাধন করে ; স্বর, কষ্ঠ, আশ্র, হৃদয়, এই সমস্ত স্থানে জ্বালা উৎপাদন করে ; চিত্তার রসে ভাবনা দিয়া সেবন করিলে হিন্নভিন্ন রূপাদির পাকসাধন করে । পঞ্চলবণ, যবক্ষার, মাজিমাটি, এই সমস্ত লাবণ্যগণ । ইহারা শরীরের শোধন, পাচন, ক্লেনন ও অস্থিবিস্লেষাদির সংযোজন করে । ১-১০

ইহার কোন একটি দ্রব্য অধিক পরিমাণে সেবনে মার্গরোধ, শরীরের মূহতা, গাজকণ্ঠ, কোষ্ঠশোধ ও শরীরের বৈবর্ণ্য অন্নে, আর বাতরক্ত, পুংস্ত্রোপঘাত ও ইঞ্জিরসমূহের বিকার উৎপাদন করে । ত্রিকটু, লজ্জিনা, মূলক, দেবদারু, কুড়, রসোন, সোমরাজি, মুখা, শুগ্ধলু লাজলীয়া, কটুকী, এই সমস্ত দ্রব্য অগ্নিদীপক ; শরীরলোধক, কুষ্ঠ, কণ্ঠ, কক, হৌলা,

কৃতমালঃ করীরাণি হরিদ্রেজববাত্থা । যাদু-কণ্টক-বেজাণি বৃহতীশ্বর-শাখিনী । ১৪

শুভ্রী চ দ্রবতী চ ত্রিভুজকর্ণাণি । কারবেলক-বার্তাক-করবীরক-বাসকাঃ । ১৫

রোহিণী শঙ্খপুষ্পী চ কর্কোটো বৈ অরুণিকা ।

জাতী বক্রকং নিম্বো জ্যোতিষতী পুনর্নবা । ১৬

ভিক্ষো রসশ্বেদনঃ শ্যামোচনো দীপনস্তথা ।

শোখনো জরতুকারো মূর্ছায়ঃ কণ্ডুকাপিজিৎ । ১৭

বিগ্নদ্রুহ্লদসংশোধী অত্যর্ধঃ স চ সেবিতঃ । মণ্ডাসক্তাংক্ষিপকান্তি-শিরঃশূলত্রণাদিহ্রৎ । ১৮

ত্রিকলা-শল্লকী-জম্বু-আম্রাভক-বটাদিকম্ ।

ভিন্দুকং বকুলং শালং পালঙ্ক-মুগং চিল্লকম্ । ১৯

কষাঘো গ্রাহকো রোপী শুভ্রনঃ ক্লেশশোষণঃ । একোহস্তার্থং সেবামানো হৃদয়ে চাপ পীড়কঃ ।

মুখশোষকরাধান-মণ্ডাসক্তাদি-কারকঃ । ২০

হরিদ্রা-কুষ্ঠ-লবণং মেঘশৃঙ্গী বলাধরম্ । কঙ্কুরা শল্লকী চৈব পুনর্নবা শতাবরী । ২১

অগ্নিমহো ব্রহ্মদত্তী হৃদংষ্ট্রৈরশুকে তথা । যব-কোল-কুলখাদি-কর্ষণী দশমূলকম্ ।

পৃথক্ সমস্তো বাতাস্তঃ কক-পিত্তহরস্তথা । ২২

শতাবরী বিদারী চ বালকোশীরচন্দ্রমম্ । দূর্ঝা বটঃ পিঞ্জলী চ বদরী শল্লকী তথা । ২৩

আলস্য, ক্রিমি, মেদ ও তৃকের বিরোধী । পূর্বেোক্ত দ্রব্যসকলের মধ্যে কোন একটি দ্রব্য অধিক পরিমাণে সেবন করিলে ভ্রম ও বাহাদি উৎপন্ন হয় । সৌদাল, বংশাজ্বর, হরিদ্রা, ইজবব, বইচ, ককবেজ, বৃহতী, কণ্টকারী, চৌরপুষ্পী, শুভ্রী, দ্রবতী, ভেউতী, ধূলকুড়ি, করলা, বার্তাক, করবীর, বাসক, মঞ্জিষ্ঠা, শঙ্খপুষ্পী, কাঁকড়, অরুণী, জাতি, বক্রণ, নিম্ব, জ্যোতিষতী, পুনর্নবা, এই সমস্ত দ্রব্য ভিক্ষুরস । ১১-১৬

ইহারা কটিকারক ও অগ্নিদীপক, শরীরশোধক, জ্বর, তৃক্ষা, মূর্ছা ও কণ্ডুবিমাশী । এই সমস্ত দ্রব্য অধিকপরিমাণে সেবন করিলে মলমূত্র রোধ, শরীরের ক্রিয়তা, শোষ, হনুস্তম্ভ, আক্ষেপ, শিরঃশূল ও ত্রণাদিরোগ উৎপাদন করে । ত্রিকলা, বাবলা, জাম, আমড়া, বট, গাব, বকুল, শাল, পালঙ্ক চিল্লক ও মুগ এই সমস্ত দ্রব্য কষায়রস, গ্রাহী, ব্রণরোপক, শুভ্রক, ক্লেশকারক ও শোষক । ইহাদিগের কোন একটি দ্রব্য অধিক সেবন করিলে হৃদয়-পীড়া, মুখশোষ, জ্বর, আধান, হনুস্তম্ভ এই সমস্ত রোগ জন্মিয়া থাকে । ১৭-২০

হরিদ্রা, কুড়, লবণ, মেঘশৃঙ্গী, বেড়েলা, শ্বেতবেড়েলা, শূকশিখী, বাবলা, পুনর্নবা, শতমূলী, গণিয়ারী, ব্রহ্মদত্তী, গোকুর, এরণ্ড, যব, বহরী, কদবেল, এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেক এককর্ষ আর দশমূল এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেক পৃথক্ কিংবা একত্র সেবন করিলে বায়ু, পিত্ত ও কক যাবতীর দোষের সমতা হয় । শতমূলী, ভূমিকুমাণ্ড, বালা, বেণার মূল, চন্দন,

১। সংশোধো হত্যর্ধঃ । ২। হনুস্তম্ভা । ৩। হনুস্তম্ভাদি ।

কদলী চোৎপলং পদ্মমুদ্গুর-পটোলকম্ । অথ মেঘহরো বর্ণো হরিদ্রা-ওড়-কুঠকম্ ॥ ২৪
শতপুষ্পী চ জাতী চ বোম্বারগুধলাঙ্গলী । সপিত্তৈল-বসা-মজ্জা-স্নেহেহু প্রবরং শৃতম্ ॥ ২৫

তথা ধী-শ্মৃতি-মেধাগ্নিকাঙ্কিণাং শস্যতে ঘৃতম্ ।

কেবলং পৈত্তিকে সপির্বাতিকে লবণান্নিতম্ ॥ ২৬

দেয়ং বহুকফে বাপি বোম্ব-কারসমাহৃতম্ ।

গ্রহি-নাড়ী-ক্রিমি-মেঘ-মেদো-মারুতরোগিণ্যু ॥ ২৭

তৈলং লাম্ববদাঢ্যায় কুরকোষ্ঠেহু দেহিহু । বাতাতপানু-ভার-ক্রী-ব্যারাম-ক্ৰীণধাতুহু ॥ ২৮

রৌক্ষক্লেশক্ষহাত্যাগ্নি-বাতাবৃত্তপথেহু চ । অথ দহু, শিরাজালং যোনিকর্ম্ম শিরোরুজি ॥ ২৯

উত্তমশ্চ পলং যাত্রা ত্রিভিষ্ঠাকৈশ্চ মধ্যমে । অল্পশ্চ পলার্দ্ধেন স্নেহকাথৌষধেহু চ ॥ ৩০

জলমুক্ষং ঘৃতে দেয়ং পৃথক্ তৈলে তু শস্যতে ।

স্নেহে পীতে তু তৃক্ষায়াং পিবেদ্রক্ষোদকং নরঃ ॥ ৩১

বাতানুলোমং দীপ্তাগ্নের্বর্জঃ স্নিগ্ধশ্চ তদ্ব্যতম্ । রুক্ষশ্চ স্নেহনং কার্য্যমতিরিগ্ধশ্চ রুক্ষণম্ ॥ ৩২

শ্যামাককোরদোষায়-তক্র-পিণ্যাক-শতদুভিঃ ।

বাতস্নেহাণি বাতে বা কফে বা স্নেদ ইচ্ছতে ॥ ৩৩

দুর্ধ্বা, বট, পিঙ্গলী, বদরী, বাবলা, কদলী, উৎপল, পদ্ম ও ডুমুর, পটোল, হরিদ্রা, ওড় ও কুড় এই সমস্ত দ্রব্য স্নেহা নিবারণ করে । ওলুকা, জাতীপুষ্প, ত্রিকটু, সৌদালু, লাজলিয়া এই সমস্ত দ্রব্য ঘৃত, তৈল, বসা মজ্জা প্রভৃতি স্নেহপাকে প্রস্তুত । যাহারা বৃদ্ধি, শ্মৃতি, মেধা ও অগ্নিবৃদ্ধি কামনা করেন, পূর্ব্বোক্ত ঘৃত ঔহাদিগের পক্ষে বিশেষ হিতকর । ২১-২৬

পৈত্তিকরোগে কেবল ঘৃত, বায়ুরোগে লবণান্নিত ঘৃত, আর কফের প্রাবল্যে ত্রিকটু ও বহুকারমুক্ত ঘৃত প্রয়োগ করিবে । গ্রহিরোগ, নাড়ীরোগ, ক্রিমিরোগ, মেঘরোগ, মেদোরোগ ও বাতরোগেও উক্ত ঘৃত সেবন করা কর্তব্য । উদরাময়রোগী এবং বাতাতপসেবা, ভারবহন, ক্রীসন্তোষ ও ব্যারামাদিতে ক্রীণধাতু ব্যক্তির শরীর লঘু হইলে তাহার দৃঢ়তাসম্পাদনার্থ তৈলসেবা বিধেয় । রুক্ষতা, ক্লেশ, ক্ষয়, অত্যগ্নিপ্রভৃতি কারণে বায়ু কুপিত হইয়া শিরাপথ আবৃত করিলে শিরা দহু করিঙা দিবে ; শিরোরোগে যোনিকর্ম্ম করিবে । স্নেহ, কাথ ও দীপ্তিাদি ঔষধের উত্তম, মধ্যম, অধম ত্রিবিধমাত্রা উক্ত আছে, উত্তম মাত্রার পরিমাণ একপল (৮ তোলা), মধ্যমমাত্রা তিন অঙ্ক (৬ তোলা), অধমমাত্রা পলার্দ্ধ (৪ তোলা) ।

২৭-৩০

ঘৃত, তৈল ও স্নেহপাকে জলদান করিতে হইলে উষ্ণ জল দিবে । পিত্তজন্ম তৃক্ষা উপস্থিত হইলেও উষ্ণ জলপান করা ব্যবস্থা । দীপ্তাগ্নি ব্যক্তির বাতানুলোম, স্নিগ্ধব্যক্তির দীপ্তিশোধন, রুক্ষব্যক্তির স্নেহন ও অতি স্নিগ্ধব্যক্তির পক্ষে রুক্ষণ কর্তব্য । বাতস্নেহরোগে, বাতরোগে বা কফরোগে শ্যামাক, কোরদোষ, তক্র, পিণ্যাক (খৈল) অথবা শতদুবারা

ন যেদয়েদতিস্থল-রুক্ষ-দুৰ্বল-মূৰ্ছিতান্ । ৩৪

ইতি ঐগারুড়ে মহাপুরাণে পূৰ্ব্বখণ্ডে যোগসারাদিকথনং নাম সপ্তসপ্তত্যাধিক-
শততমোহধ্যায়ঃ । ১৭৭ ।

অষ্টসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ধনুস্তরিকবাচ

ঘৃততৈলাদি বক্ষ্যামি শৃণু সুকৃত রোগবিৎ । শম্বপুঙ্গবী বচা সোম্য ত্রাস্তী ত্রাস্তসুবৰ্জলা । ১
অভয়া চ ওড়ুচী চ অটরুধক-বাগুজী । এতৈরুক্ষসমৈর্ভাগৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ । ২
কণ্টকার্যা রসপ্রস্থঃ কীরপ্রস্থসমমিতঃ । এতদ্ভ্রাস্তীঘৃতং নাম কৃতি-মেধাকরং পরম্ । ৩
ত্রিকলা-চিক্কক-বলা-নিওঁতী-মিহ-বাসকাঃ । পুনর্নবা ওড়ুচী চ বৃহতী চ শতাবরী ।
এতৈর্ঘৃতং যথালভং সর্বরোগবিনশ্চিনম্ । ৪
বলাশতকযায়ে তু তৈলস্যাচ্ছাটকং পচেৎ । কষ্টৈর্মধুক-মজিষ্ঠা-চন্দনোৎপল-পদ্মকৈঃ । ৫

যেদপ্রদান বিহিত ; কিন্তু অতিস্থল, রুক্ষ, দুৰ্বল ও মূৰ্ছিত ব্যক্তিকে কখনও যেদপ্রদান
করিবে না । ৩১-৩৪

ঐগরুড়পুরাণে পূৰ্ব্বখণ্ডে যোগসারাদিকথন নামক সপ্তসপ্তত্যাধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭৭ ।

অষ্টসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায়

ধনুস্তরি বলিলেন,—সুকৃত । অনন্তর রোগনাশক ঘৃততৈলাদি বলিতেছি । শম্বপুঙ্গবী, বচ,
সোমলতা, ত্রাস্তী, সৌবৰ্জল, হরীতকী, ওড়ুচী, বাসক, সোমরাখী, এই সমস্ত-দ্রব্য প্রত্যেক
দুই তোলা পরিমাণে লইয়া একপ্রস্থ (৪ সের) ঘৃত পাক করিবে । পাককালে কণ্টকারীর
রস চারিসের এবং দুগ্ধ চারি সের দিবে । ইহার নাম ত্রাগ্নীঘৃত ; এই ঘৃত সেবন করিলে
শ্রুতি ও মেধা বৃদ্ধি পায় । ত্রিকলা, চিক্কক, বেড়েলা, নিসিন্দা, মিহ, বাসক, পুনর্নবা, ওড়ুচী,
বৃহতী ও শতমূলী, এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত ঘৃতপাক করিয়া সেবন করিলে সর্বরোগ নাশ
পায় । ১-৪

বেড়েলার কাথ শত সের ও তৈল ষোল সের একত্র করিবে । পাককালে মতিমধু,

সুশৈল্য-পিপ্পলী-কুষ্ঠ-ভৃগুলাওরু-কেশরৈঃ ।

গন্ধানলীবনীরৈশ্চ কীরটিকসমাস্ত্রিতম্ ॥ ৬

এবং যুগ্মিণা পকং হাপয়েদ্রজতে শুভে । সর্ববাত্তবিকারান্ত সর্ববাত্তরাময়ান্ ।

তৈলমেতৎ প্রশময়েচ্ছলাসং রাজবল্লভম্ ॥ ৭

শতাবরীষসগ্রহং কীরগ্রহং ভৈব চ । শতপুষ্পা দেবদারু মাংসী শৈলৈরকং বলা ॥ ৮

চন্দনং তগরং কুষ্ঠং জ্যোতিষ্মতী মনঃশিলা ।

এতৈঃ কর্ষসটমৈঃ কটৈশ্চ তগ্রহং বিপাচয়েৎ ॥ ৯

কুজ-বামন-পদ্মনাং বহির-বাজ-কুষ্ঠিনাম্ । বায়ুনা ভৃগুগাজানাম্ যে চ সীদতি মৈথুনে ॥ ১০

অরাজক্জ্বরগাজাগামাশ্বানমুখশোষিনাম্ ।

ভৃগুগজাশ্চাপি যে রোগা শিরাস্ত্রাস্ত্রগজাশ্চ যে ॥ ১১

সর্বাংস্তান্ নাশয়ন্ত্যাত্তৈলং রোগকুলান্তকম্ । নারায়ণমিদং তৈলং বিষ্ণুশোভনং কৃগর্জনম্ ।

পৃথক্ তৈলং ঘৃতং কুর্য্যান্ সমষ্টৈরৌষধৈঃ পৃথক্ ॥ ১২

শতাবর্য্য গুড়চো বা চিত্রকৈর্ব্যোষনিষ্টকৈঃ ।

নিষ্ঠুগো বা প্রসারণ্য কটকার্য্য রাসাদিভিঃ ॥ ১৩

বর্ষাক্তবালরা বাপি বাসকেন ফলত্রিকৈঃ । ত্র্যঙ্গিকৈরঙকেনাপি ভৃগুরাজেন যতিনা ॥ ১৪

দুশল্যা দশমূলেন ঋনিরেশ বটাদিভিঃ । বটিকা মোদকো বাপি চূর্ণং স্ত্যং সর্বরোগনুৎ ॥ ১৫

মজিষ্ঠা, চন্দন, উৎপল, পদ্ম, ছোট এপাচ, পিপ্পলী, কুড়, দারুচিনি, এলাচ, অণ্ডরু, নাগকেশর, অম্বগন্ধা, জীবনীমগণ, এই সমস্ত কন্ধদ্রব্য এবং দুগ্ধ বজ্রিশ সের দিবে । ইহ অগ্নিতে পাক করিয়া রোপ্যময় পাत्रে রাখিবে । এই তৈল সর্ববিধ বাত রোগ এবং সর্বপ্রকার বাতরোগ নাশ করিয়া থাকে । ইহার নাম রাজবল্লভতৈল ; এই তৈলসেবনে বলাসরোগের নাশি হয় । ঘৃত চারি সের ; শতমূলীর রস চারি সের, দুগ্ধ চারি সের, গুল্ফা, দেবদারু, জটা-মাংসী, শৈলৈরক, বেড়েলা, চন্দন, তগর, কুড়, মনঃশিলা, জ্যোতিষ্মতীলতা এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেক দুইতোলা পরিমাণে লইয়া তৈল ষোল সের পাক করিবে । ৫-৯

এই তৈল সেবনে কুজ, বামন, পদ্ম, বহির, বাজ ও কুষ্ঠরোগ বিদূরিত হয় । বায়ুতর্জক বাহাদিগের হাজ ভগ্ন হইয়াছে, বাহারা মৈথুনে অসক্ত, বাহাদিগের গাত্র জরাস্বারা জর্জরিত, তাহাদিগের পক্ষে এই তৈল সবিশেষ উপকারী । এই তৈল আশ্বান, মুখশোষ, চর্ম্মগত, শিরোগত ও স্নায়ুগতরোগ সত্ত্বর বিনাশ করে । এই তৈল রোগকুলের সমস্তরূপ । ইহার নাম নারায়ণতৈল । এই তৈল বিষ্ণু স্বয়ং বলিয়াছেন । উক্ত ঔষধ ঘৃত ও তৈল পৃথক্ পৃথক্ পাক করিয়া পরে মিলিত করিয়া পুনঃ পাকান্তে সেবন করিতে হয় । শতমূলী, গুড়চী, চিতা, ত্রিকটু, নিম্ব, নিসিন্দা, পেছাইল ও কটকারী ইহাদিগের রসে পুনর্নবা, বালা, বাসক, ত্রিকলা, জাম্বী, এরণ্ড, ভৃগুরাজ, যতিমধু, তালমূলী, দশমূল, ঋনির ও বটাকর এই

ঘূতেন মধুনা বাপি অতিঃ খণ্ড-ভুতাদিভিঃ । লবণৈঃ কট্টকৈর্ভুজৈঃ যথালভক রোগনুৎ ॥ ১৮

চিহ্নকার্কৈ জিবুংগাঠৈ মলপুং হস্তমারকম্ ॥

সুধাং বচাং লাজলকীং সন্তপৰ্ণং সুবক্তিকাম্ ॥ ১৭

জ্যোতিষভীক সন্তুভা তৈলং বীরো বিপাচয়েৎ ।

এতন্নি স্তম্ভনং তৈলং ভূশং দন্দাদ্ ভগন্দরে ॥ ১৮

শোধনং রোগশকৈব সৰ্ববর্ণকরং পরম্ । চিহ্নকান্দং মহাতৈলং সৰ্বরোগপ্রভজনম্ ॥ ১৯

অজমোদঃ সিন্দূরো হরিভাল-নিলাধরম্ । ক্ষারধরং ফেনযুতমার্ককং সরলোদ্ভবম্ ॥ ২০

ইন্দ্রবাকুণ্ডাপামার্গ-কন্দলৈঃ কন্দলৈঃ^৩ সমম্ । এতিঃ সৰ্ষপজং তৈলমজামুত্রৈশ্চ যোজিতম্ ॥ ২১

যুগ্মগ্ননা পচেদেতদ্ গব্যাকীরেণ সংযুতম্ ।

অজমোদাদিকং তৈলং গণ্ডমালাং ব্যাপোহতি ॥ ২২

বিদহন্ত পচেৎ পকং পক্কৈব বিশোধয়েৎ । রোগশং যুতভাবক তৈলেনানেন কারয়েৎ ।

অজমোদাদিকং তৈলং মহাবীর্যক রোগনুৎ ॥ ২৩

ইতি শ্রীগরুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে ঘূততৈলাদিকথনং নামাষ্টসপ্তত্য়াদিক-

শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭৮ ॥

সমস্ত দ্রব্য ভাবনা দিয়া ঝটিকা মোদক অথবা চূর্ণ করিয়া ঘূত, মধু, জল, খণ্ড, ভুত, লবণ ও কট্টকী ইহাদিগের সহিত সেবন করিলে সৰ্বরোগ নাশ পায় । ১০-১৬

চিতা, আকন্দ, তেউড়ী, যমানী, করবী, বিষ, বালা, যুথী, ছাতিম, সাজিহাটী ও জ্যোতিষভীলতা এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত তৈলপাক করিবে । ইহার নাম নিষ্কন্দন তৈল । এই তৈল ভগন্দরে পুনঃপুনঃ দিলে ক্ষতশোধন হইয়া রোগনাশ হয় । আর এই তৈল সেবনে শরীরের কাতিবৃদ্ধি পায় । এই চিহ্নকান্দ তৈল সৰ্বরোগনিবারণ করিয়া থাকে । কৃষ্ণজীরা, সিন্দূর, হরিভাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যবক্ষার, সজ্জিকাক্ষার, সমুদ্রফেন, আদা, সরলকাঠ, রাখালশলা, অপামার্গ, কন্দলী, এই সমস্ত সমপরিমাণে লইয়া সৰ্ষপতৈল পাক করিবে । যুগ্ম অগ্নিতে পাক করা বিধেয় । পাককালে ছাপযুজ ও তুক্ষ দিবে । ইহার নাম অজমোদাদিতৈল ; এই তৈল গণ্ডমালাদি রোগ নাশ করে । বিচক্ষণ চিকিৎসক এই তৈল পাক করিয়া সেবন করাইলে রোগশোধন ও রোগরোগনাশ হইয়া থাকে । ১৭-২৩

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে ঘূততৈলাদিকথনং নামক অষ্টসপ্তত্য়াদিক

শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৮ ॥

১। চিহ্নকার্কজিবুংগাপি যমানীহস্তমারকম্ । ২। সুধাং চ বালাং গনিকাং ।

৩। কন্দলৈঃ ।

একোনাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

এবং ধ্বস্তরিবিধুঃ সূক্ষ্মতাদীনুবাচ । হরিঃ পুনরুইরায়াহ নানাযোগান্ রুগর্দনান্ । ১

হরিরুবাচ

সর্বজ্বরেণু প্রথমং কাথ্যং শঙ্কর লজ্বনম্ । কথিতোদকপানক তথা নির্ঝাতসেবনম্ । ২

অগ্নিবেদো জ্বরাত্তেবং নাশমায়ান্তি হীশ্বর । বাতজ্বরহরঃ কাথো শুদ্ধো মূতকস্ত চ । ৩

চুরালভৈঃ কৃতঃ কাথঃ পিত্তজ্বরহরং শৃণু । শুষ্কী-পর্ণট-মুস্তৈশ্চ বালকোশীর-চন্দনৈঃ । ৪

সাজ্যঃ কাথঃ স্নেহকস্ত সন্ততিঃ সহপটঃ সুহুরালভঃ ।

সবালকঃ সর্বজ্বরং সন্ততিঃ সহপর্ণটঃ । ৫

কাথশ্চ তিত্তকৈরত-শুদ্ধ-শুষ্কী-শুষ্কী-মুস্তকৈঃ ।

পিত্তজ্বরহরঃ স্তাচ্চ শৃণু যোগমুত্তমম্ । ৬

বালকোশীরপাঠাভিঃ কষ্টকারিকমুস্তকৈঃ ।

জ্বরনুচ্চ কৃতঃ কাথস্তথা বৈ সুরদারুণা । ৭

ধতাক-নিম্ব-মুস্তানাং সমধুঃ স তু শঙ্কর । পটোলপত্রমুস্তস্ত শুদ্ধ-শুষ্কী-ত্রিকলাবৃত্তঃ ।

পীতভোহখিলজ্বরহরঃ স্তুধাকৃত্বাতনুং জরম্ । ৮

সূত বলিলেন,—হে শোনক । ধ্বস্তরিরূপধারী হরি সূক্ষ্মতাদির নিকট এই প্রকার রোগ ও ঔষধাদির কথা বলিয়াছিলেন । হরি আবার তাহা হরকে বলেন । হরি হরকে পুনরায় রোগনাশক বিবিধ যোগ বলিয়াছিলেন । হরি कहিলেন,—হে শঙ্কর । সর্বপ্রকার জ্বরের প্রথমাবস্থার লজ্বন বিধের ; পরে কাথবারিপান করিয়া নির্ঝাত হানে অবস্থান করিবে । পূর্বোক্ত লজ্বন ও কাথপান করিয়া জ্বররোগী নিজ শরীরে অগ্নিবেদ দিবে, তাহা হইলে সর্ববিধ জ্বর বিনাশ পায় । শুদ্ধ-শুষ্কী ও মুখার কাথ বাতিকজ্বর সংহার করে । চুরালভার কাথ পান করিলে পিত্তজ্বর নাশ পায় । শুষ্কী, কেতপাপ্‌ড়া, মুখা, বালা, বেণার মূল ও চন্দন এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ করিয়া মৃতসহযোগে শুষ্কী প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে স্নেহজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে । বালা, শুষ্কী ও কেতপাপ্‌ড়া ইহাদিগের কাথ সর্ববিধ জ্বর হরণ করে । তিরতা, এরত, শুদ্ধ-শুষ্কী, শুষ্কী ও মুখা ইহাদিগের কাথ করিয়া পান করিলে পিত্তজ্বর নাশ পায় । ১-৬

অতঃপর অন্যান্য অত্যুত্তম যোগ প্রবণ কর । বালা, বেণার মূল, আকনাদি, কষ্টকারী, মুখা এই সকলের কাথ পান করিলে সর্ববিধ জ্বর নাশ পাইয়া থাকে । ধনিয়া, নিম্ব, মুখা, পটোলপত্র ; শুদ্ধ-শুষ্কী ও ত্রিকলা এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ করিয়া মৃতসহযোগে পান করিলে সর্ববিধ জ্বর বিনাশ হয়, স্তুধাবৃদ্ধি হয় ; বাতরোগ বিনষ্ট হয় । ধনিয়া, বেণার মূল ও

হরীতকী-পিপ্পলীনাথামলী-চিত্রকোষম্ ।

চূর্ণং জলক কথিতং বক্তাকোশীর-পৰ্পটৈঃ । ৯

আমলক্য। ওড়ুচী চ মধুসুতং সচন্দনম্ । সমস্তজ্বরনুচ্চ স্থাৎ সন্নিপাতহরং শৃণু । ১০

হরিদ্রা-নিম্ব-ত্রিফলা-মুস্তকৈর্দেবদারুণা । কষায়ং কটুরোহিণ্যা সপটোলং সপত্রকম্ ।

ত্রিদোষজ্বরনুচ্চ স্থাৎ পীতজ কথিতং জলম্ । ১১

কণ্টকারীনাগরেণ ওড়ুচী পুষ্করেণ চ । জঙ্ঘা নাগদল'চূর্ণং' শ্বাস-কাসাদিনুস্তবেৎ । ১২

ককষাতজ্বরং দেহং জলমুক্ষং পিপাসিনে । মস্তো বা মূলায়ুধং বা শাল্যায়ুধং বাথ যুববৎ ।

জ্বরার্থমানুষে দেহং জ্বরানিস্তদা ভবেৎ । ১৩

বিষ-পৰ্পটকোশীর-মূল চন্দনসাবিতম্ । দণ্ডাং মূশীতলং বাক্রি তুট্'ছন্দিজ্বরনাহনুৎ ।

বিষাদিপক্ষমূলক কথং শাখাভিকৈ জ্বরৈঃ । ১৪

পাচনং পিপ্পলীমূলং ওড়ুচী-বিষভেষজম্ । বাতজ্বরং হরং কথো দন্তঃ শান্তিকরঃ পরঃ ।

পিত্তজ্বরনুৎ সমধুঃ কথং পৰ্পট-নিম্বরোঃ । ১৫

বিধানেন ক্লিষ্টমাণেহপি যন্ত সংজ্ঞা ন জায়তে ।

প'দয়োস্ত ললাটে বা দহেজ্জৌহল্যাকরা । ১৬

ক্ষেতপাপ্কার কথের সহিত হরীতকী পিপ্পলী, আমলকী ও চিত্রা ইহাদিগের চূর্ণ পান করিলে জ্বর বিনাশ পাইয়া থাকে । আমলকী, ওড়ুচী ও রক্তচন্দন ইহাদিগের কাথ মধুসংযোগে পান করিলে সর্ববিধ জ্বর বিনাশ পায় । অতঃপর সান্নিপাতিকজ্বরনাশক যোগ প্রবণ কর । হরিদ্রা নিম্ব, ত্রিফলা, মুখা, দেবদারু, কটুকী, পটোল, পটোলপত্র এই সমস্ত দ্রব্যের কাথপান করিলে ত্রিদোষজ্বর বিনাশ পাইয়া থাকে । ৭-১১

কণ্টকারী, তুষ্টি, ওড়ুচী, কুড়, খোরকচাকুলিয়া এই সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করিয়া সেবন করিলে শ্বাস, কাস প্রভৃতি রোগ নাশ পায় । জ্বরার্থ মানবকে যত্ন, যুগের যুব, শালি তুটুগের জল, অথবা যুববৎ তরল শালি অল্পের মত পথ্য দিবে, তাহাতে জ্বরনাশ পায় । বাতজ্বর-জ্বরে রোগীর পিপাসা হইলে উষ্ণজল দিবে । পিত্তাবিকজ্বরে তুষ্টি, ক্ষেতপাপ্‌ড়', বেণার মূল, মুখা ও রক্তচন্দন এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া তাহাকে সমধিক খীতল করিয়া পান করিতে দিবে; তাহাতে তৃষ্ণা, ছন্দি, জ্বর ও দাহ নাশ পায় । বাতিকজ্বরে বিষাদি পক্ষমূল (বিষ, শোণাইল, গাস্তারী, পারলী ও গণিরারী) কাথ পান করা বিধেয় । ১১-১৪

পিপ্পলীমূল, ওড়ুচী ও তুষ্টি ইহাদিগের কাথ পান করিলে পরিপাক হর ও বাতিকজ্বর নাশ পাইয়া থাকে । ক্ষেতপাপ্‌ড়' ও নিম্ব ইহাদিগের কাথ মধুসংযোগে পান করিলে পিত্তজ্বর নষ্ট হয় । জ্বরাদিরোগে রোগী অচেতন হইলে যদি ঔষধাদিগ্রন্থোপে সংজ্ঞালাভ

১। নাগরচূর্ণক্ষেতি পাঠস্তরং কচিৎ ।

তিকা পাঠা পটোলক বিলালা ত্রিফলা ত্রিফল ।

সকীৰো ভেদনঃ কাথঃ সৰ্বজ্বরবিশোধনঃ ॥ ১৭

ইতি শ্রীগক্কে মহাপুৰাণে পূৰ্বখণ্ডে নানাযোগাদিকথনং নামৈকোনাশীত্যধিক-
শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭৯ ॥

অশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

হরিকবাচ

লগুনায়াং প্রদায়ন্তে খসীটস্থ কচাঃ শুভাঃ । দক্ষহস্তিদন্তলোপাং সাক্ষাকীরবসাজনাং ॥ ১

ভুসারাজরসেনৈব চতুর্ভাগেণ সাধিতম্ । কেশবৃদ্ধিকরং তৈলং গুজ্জাচূর্ণান্বিতেন চ ॥ ২

এলা-মাংসী-কুষ্ঠ-মূরা-যুক্তমভুঙ্গ ৩৭ শিরঃ । গুজ্জাকলং সমাদেয়ং লেপনকেন্দ্রলুপ্তনুং ॥ ৩

আত্মাহিচূর্ণলেপাধৈ কেশাঃ সূক্ষ্মা ভবন্তি চ ।

করজামলকৈলাঃ স লাকালোপোহরুণাপহঃ ॥ ৪

১। হর, তপ্ত লৌহশলাকাধারা তাহার পাদ ও ললাটস্থান দক্ষ করিয়া দিবে । কটুকী, জাকনাগি, পটোল, গোরক্ষকর্কটী, ত্রিফলা, ভেউড়া, ইহাদিগের কাথ দুধের সহিত পান করিলে উদরভেদ হইয়া সর্ববিধ জ্বরের শান্তি হয় । ১৫-১৭

শ্রীগক্কেপুৰাণে পূৰ্বখণ্ডে নানা যোগাদিকথন নামক একোনাশীত্যধিক শততম

অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭৯ ।

অশীত্যধিক শততম অধ্যায়

হরি কহিলেন,—হস্তিদন্ত দক্ষ করিয়া সেই তপ্ত ও রসাজন ছাগীদুগ্ধের সহিত মণ্ডকে লেপন করিলে খসীটরোগীর কেশ পরিষ্কৃত হইয়া থাকে । তৈল একভাগ ও ভুসরাজরস ত্রিভাগ একত্র পাক করিবে ; পাককালে গুজ্জাচূর্ণ দিবে । এই তৈল সেবনে কেশবৃদ্ধি হয় । এলাচ, অটামাংসী, কুড়, মূরামাংসী, ও গুজ্জাকল এই সমস্ত দ্রব্য পেষণ করিয়া মণ্ডকে লেপন করিলে ইন্দ্রলুপ্ত (টাকরোগ) বিনাশ পায় । আত্মাহিচূর্ণ মস্তক লেপন করিলে কেশ সূক্ষ্ম হয় । করজ, আমলকী এলাচ, লাকল এই সমস্ত দ্রব্য পেষণ করিয়া মণ্ডকে লেপন করিলে কেশের তাস্তবর্ণতা দোষ নষ্ট পায় । ১-৪

১ । লেপনং চন্দ্রলুপ্তনুং ।

আম্রাশ্চিমজ্জামলকলেপাৎ কেশা ভবন্তি বৈ ।

বহুমূল্য বন্য দীর্ঘাঃ স্নিগ্ধাঃ সূ্যার্নোৎপত্তস্তি চ ॥ ৫

বিভ্রঙ্গগন্ধপাষণ-সাহিত্যং তৈলমুত্তমম্ । স চতুর্ভাগগোমূত্রং মনসঃ শিলমেব বা ।

শিরোহস্তাঙ্গাচ্ছিরোজগ্ন-যুগাণিধাৎ ক্ষয়ং নয়েৎ ॥ ৬

মহাদক্ষঃ শম্বচূর্ণং কুষ্ঠসীসকলেপিতম্ । কচাঃ শ্লক্ষা মহাকৃক্ষা ভবন্তি বুধভক্ষক ॥ ৭

ভৃঙ্গরাজঃ লোহচূর্ণং ত্রিফলা বীজপুরুষম্ । নীলী চ করবীরক গুড়মেতৈঃ সঠৈঃ শূতম্ ।

পলিতানীহ কৃকানি কুখ্যাংলৈপায়মহৌষধম্ ॥ ৮

আম্রাশ্চিমজ্জা ত্রিফলা নীলী চ ভৃঙ্গরাজকম্ ।

জীর্ণং পত্রলোহচূর্ণং কাঞ্জিকং কৃক্ষকেশকং ॥ ৯

চক্রমর্দকবীজানি কুষ্ঠমেরুশূলকম্ । সাত্যককাঞ্জিকং পিষ্টং লেপায়ন্তকরোগিনুং ॥ ১০

সৈন্ধবক বচা হিঙ্গু কুষ্ঠং নাগেশ্বরং তথা । শতপুষ্পা দেবদারু এতিষ্টলস্ত সাধিতম্ ॥ ১১

গোপুত্রীষরসেনৈব চতুর্ভাগেন সংযুতম্ । তৎকর্ণভরণাদ্রাক্ষকর্ণশূলং ক্ষয়ং নয়েৎ ॥ ১২

যেযমূত্রসৈন্ধবাত্ম্যং কর্ণরোষ্ঠরগাচ্ছিব ।

কর্ণরোঃ পুত্তিনাশঃ স্তাৎ ক্রিমিস্রাবাদিকস্ত চ ॥ ১৩

মালতীপুষ্পদলয়ো রসেন ভরণাত্তথা । গোমূত্রেণৈব পূরণে পুষ্পস্রাবো বিনশতি ॥ ১৪

আমের আঠির মজ্জা ও আমলকী দ্বারা মস্তকে প্রলেপ দিলে কেশ উৎপন্ন হয়। সেই সমস্ত কেশ দীর্ঘ, ঘন, বৃহৎ এবং স্নিগ্ধ হইয়া থাকে। বিভ্রঙ্গ গন্ধপাষণ ইহাদিগের সহিত তৈল পাক করিবে। পাককালে তৈলের চতুর্ভাগ গোমূত্র ও মনঃশিলা দিতে হইবে। এই তৈল মস্তকে মর্দন করিলে মস্তকস্থ যুকা লিখ্যাদি বিনাশ পাইয়া থাকে। দক্ষ শম্বচূর্ণ ও সীস ঘর্ষণ করিয়া মস্তকে লেপ দিলে কেশসকল স্নিগ্ধ ও মহাকৃক্ষবর্ণ হয়। ভৃঙ্গরাজ, লোহচূর্ণ, ত্রিফলা, লেবু, নীল, করবী ও গুড় এই সমস্ত একত্র পাক করিবে। এই মহৌষধ লেপন করিলে কেশের গুরুভাণাশ পায়, কেশসকল উজ্জ্বল ও কৃক্ষবর্ণ হইয়া থাকে। ৫-৮

আমের আঠির মজ্জা, ত্রিফলা, নীল, ভৃঙ্গরাজ, লোহচূর্ণ ও কাঁজি এই সমস্ত দ্রব্য কেশের কৃক্ষভাণাধক। চাকুশাবীজ, কুড়, এরুশূল, এট সমস্ত দ্রব্য অত্যাঙ্গ কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া মস্তকে লেপন করিলে সর্কবির শিরোরোগ নাশ পায়। সৈন্ধব, বচা, হিঙ্গু, কুড়, নাগকেশর, শুল্কা, দেবদারু, এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত তৈলপাক করিবে। পাককালে তৈলের চতুর্ভাগ গোমূত্রের রস দিবে। এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে প্রবল কর্ণশূল বিনাশ পাইয়া থাকে। যেযের মূত্র ও সৈন্ধব একত্র করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণের ক্রিমি ও পুষ্পস্রাবাদি নাশ পায়। ৯-১৩

মালতীপুষ্পের পত্ররস গোমূত্রের সহিত কর্ণে পূরণ করিলে পুষ্পস্রাবাদি কর্ণরোগ বিনষ্ট হয়। মালতীকুমুম ও মালতী পত্রের রস কর্ণে পূরণ করিলেও ঐরূপ ফল হইয়া

কুষ্ঠমাষামরীচানি ভগবৎ মধু পিঙ্গলী । অপামার্গোহম্বগন্ধা চ বৃহতী সিতসর্ষপাঃ । ১৫
যবাস্তিলাঃ সৈন্ধবকৈতেষামুর্ধনং শুভম্ । লিঙ্গবাহুস্তনানাং কর্ণয়োর্বৃদ্ধিকৃৎ ভবেৎ । ১৬
কটুতৈলং ভল্লাতকং বৃহতীফলদাড়িমম্ । বহুতৈলং সাধিতং লিপ্তং লিঙ্গং তেন বিবঙ্কতে । ১৭

ইতি শ্রীমাকড়ৈ মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে নানারোগকথনং
নামাশীত্যধিক-শততমোহধ্যায়ঃ । ১৮০ ॥

একাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

হরিরুবাচ

শোভাক্ষনপত্ররসং মধুযুক্তং হি চক্ষুযোঃ । ভগ্নপাত্রোহগহরণং ভবেন্নাস্য সংশয়ঃ । ১
অশীতিভিলপুল্পানি জাত্যাশ্চ কুসুম্যানি চ । উষনিদ্রামলাওষ্ঠীপিঙ্গলী-ততুলীয়কম্ । ২
ভার্যাতক্যং বটীং কুর্ধ্যাৎ পিষ্ট্য, ততুলবারিণী । মধুনা সহ সা চাক্ষো রজনাস্তিমিরাদিনুৎ । ৩
বিভীতকাস্বিমজ্জস্ত' শঙ্খনাভির্দনঃশিলা । নিদ্রপত্রমরীচানি অজামুত্রেন পেষয়েৎ ।
পুল্পং রাজ্যাক্ত্যং হস্তি ভিমিরং পটলস্তথা । ৪

থাকে । কুড়, মাষ, মরীচ, ভগবৎ, মধু, পিঙ্গলী, অপামার্গ, অম্বগন্ধা, বৃহতী, সৈতসর্ষপ, যব,
ভিল, সৈন্ধব এই সমস্ত দ্রব্যের উর্ধ্বর্জন করিলে লিঙ্গবাহুস্তন ও বাহুস্তন নাশ পায়,
অম্বগন্ধার শক্তিবৃদ্ধি হয় । কটুতৈল, ভেলা, বৃহতীফল ও দাড়িম এই সকল দ্রব্য
পেষণ করিয়া লেপন করিলে লিঙ্গবৃদ্ধি হইয়া থাকে । ১৪-১৭

শ্রীমাকড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে নানা রোগকথন নামক অশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮০ ।

একাশীত্যধিক শততম অধ্যায়

হরি বলিলেন,—সজিনাপাত্রর রস মধুর সহিত চক্ষুতে দিলে চক্ষুরোগ নিশ্চয় বিনষ্ট
হয় । অশীটি ভিলপুল্প এবং অশীটি জাতীপুল্প, গুগ্গলু, নিদ্র, আমলকী, ওষ্ঠী, পিঙ্গলী,
নাট্যাক, এই সমস্ত দ্রব্য ততুলোদকের সহিত পেষণ করিয়া বটিকা করিবে । এই বটিকা
ভার্যাতক করিয়া মধুর সহিত চক্ষুতে অঞ্জন করিলে ভিমিরাদিরোগ নাশ পায় । ভেলার
আটির লাস, নাতিশঙ্খ, মনঃশিলা নিদ্রপত্র ও মরিচ এই সমস্ত দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া

চতুর্ভাষাণি শব্দস্য তদর্থেন মনঃশিলা । সৈন্ধবস্তদর্থেন এতৎ পিষ্টোদ্যমকেন তু ॥ ৫
 হার্যাত্তকাত্ত বটিকাং কৃতা নরনমজ্জহেৎ । তিমিরং পটলং হস্তি পিষ্টটক্য মহৌষধম্ ॥ ৬
 ত্রিকটু ত্রিফলা তৈব করঞ্জস্য কলানি চ । সৈন্ধবং রজনী য়ে চ ভৃঙ্গরাজরসেন হি ।

পিষ্টো, তদজ্ঞানাদেব তিমিরাদিবিনাশনম্ ॥ ৭

অটরুসকমূলস্ত কাঞ্জিকাপিষ্টমেব তু । হেনাক্কাভূ'রিলেপাক চক্ষুঃশূলং বিনশতি ॥ ৮

শতক্রবদরীমূলং পীতম্‌ক্ষিবাখ্যং হরেৎ । সৈন্ধবং কটুতৈলক্য অপামার্গস্ত মূলকম্ ॥ ৯

ক্ষীরকাঞ্জিকসংযুক্তঃ সাত্তপাত্রে তু তেন চ । অজ্ঞানং পিষ্টটক্যেব নাশো ভবতি শঙ্কর ॥ ১০

ওঁ নক্ষত্র সর জীং হ্রীং ঠঃ ঠঃ নক্ষত্র সর হ্রীং হ্রীং ওঁ উং উং সর জীং জীং ঠঃ ঠঃ আশি
 বশমার্যাস্তি যস্ত্রেনানেন চাক্ষনাৎ ॥ ১১

বিশ্বকনীলিকামূলং পিষ্টমন্তাজ্ঞেন চ । অনেনাঙ্কিতযাত্রেণ নশ্যতি তিমিরানি হি ॥ ১২

পিপ্পলীতপদকৈব হরিত্রামলকং বচা । খদিরপিষ্টবস্তিষ্ট অজ্ঞানারোহরোগনুৎ ॥ ১৩

নীরপূর্ণমুখো যোতি কিপ্তজলেন যোহক্ষিপী ।

প্রভাতে নেত্ররোগৈশ্চ নিত্যাং সর্ষেঃ প্রমুচাতে ॥ ১৪

ভট্টকরগুণ মূলেণ পত্রোণাপি প্রদারিতম্ । হাগংদ্রাসকযুক্তাকক্ষুযোর্বাতরোগনুৎ ॥ ১৫

চক্ষুতে অজ্ঞান দিলে পুষ্প, রাত্নাক্ততা, পটল ও তিমির এই সকল রোগ নষ্ট হয় । শতভঙ্গ
 চারিভাগ, মনঃশিলা দুইভাগ এবং সৈন্ধব একভাগ এই সমস্ত দ্রব্য জলে পেষণ করিয়া বটিকা
 করিবে । এই বটিকা হার্যাত্রে শুষ্ক করিয়া চক্ষুতে অজ্ঞান করিলে চক্ষুরোগ নাশ পায় ।
 এই বটিকা তিমির, পটল ও পিছুটির মহৌষধ । ১-৬

ত্রিকটু, ত্রিফলা, করঞ্জা, সৈন্ধব, হরিত্রা, মারুহরিত্রা এই সমস্ত দ্রব্য ভৃঙ্গরাজের
 রসের সহিত পেষণ করিয়া চক্ষুতে অজ্ঞান দিলে তিমিরাদি চক্ষুরোগ নাশ পাইয়া থাকে ।
 বাসকের মূল কাঞ্জিতে পেষণ করিয়া চক্ষুতে প্রলেপ দিলে চক্ষুঃশূল নষ্ট হয় । শতমূলী
 ও বদরীমূল পান করিলে চক্ষুঃশূল নাশ পায় । সৈন্ধব, কটুতৈল, অপামার্গের মূল, এই
 সমস্ত দ্রব্য সাত্তপাত্রে দ্রুৎ ও কাঞ্জির সহিত পেষণ করিবে । ইহা দ্বারা চক্ষুতে অজ্ঞান
 করিলে চক্ষুর পিছুটি নষ্ট হয় । ৭-১০

“ওঁ নক্ষত্র সর” ইত্যাদি যন্ত্রে চক্ষুতে অজ্ঞানাদি করিতে হয় । চিহ্ন ও নীলবৃক্ষের মূল
 পেষণ করিয়া অজ্ঞান করিলে চক্ষুর তিমিরাদিরোগ নাশ পায় । পিপ্পলী, ভগব, হরিত্রা,
 আমলকী, বচ ও খদির এই সমস্ত দ্রব্য পেষণ করিয়া বস্তি করিবে । এই বস্তি দ্বারা চক্ষুতে অজ্ঞান
 করিলে নেত্ররোগ নষ্ট হয় । প্রভাতকালে জলদ্বারা মুখ পূর্ণ করিয়া যে ব্যক্তি জলের ঝাপটায়
 চক্ষু ধোত করে, সে সর্বপ্রকার নেত্ররোগ হইতে মুক্ত হয় । শ্বেত এরণ্ডের মূল ও পত্রের সহিত
 হাগংদ্রা পাক করিয়া চক্ষুতে দিলে বাতজ চক্ষুরোগ নাশ পায় । ১১-১৫

চন্দনং সৈন্ধবং বৃদ্ধপলাশঞ্চ হরীতকী । পটোলকুমুদং^১ নীলী চক্রিকাঃ হরহেহরনাং । ১৬

গুজামূলং ছাগমূত্রে ঘৃষ্টং তিমিরবহনুং । ১৭

রৌপ্যতাম্রসুবর্ণানাং হস্তঘৃষ্টশলাকরা । তৃতমুদ্বর্তনং ক্রম কামলাব্যাধিনাশনম্ । ১৮

ঘোষাকলমখাশ্রিতং পীতং কামলনাশনম্ । পূর্বা দাড়িমপুষ্পক অলক্তকহরীতকী ।

নাসার্শোবাতরক্তক নস্তেধৈ বরসেন হি । ১৯

মুপিষ্টং জিজিণীমূলং উদ্রসেন বৃষধ্বজ । নশাদানাদিনশেত নাসার্শো নীললোহিত । ২০

গদাং তৃতং সর্জ্বরসং ক্রম ধন্যাকসৈন্ধবম্ । ধুতুরকং গৈরিকক এতৈঃ সাধিতসিদ্ধকম্ ।

সতৈলং ত্রণনুং স্তাক্ষ শ্ফুটিভোক্তটিতাধরে । ২১

জাতীপত্রক চক্ৰিতা বিধৃতং মুখরোগনুং । ভক্ষণাং কেশবীজস্য দন্তাঃ স্যুল্ললিতাঃ স্থিরাঃ । ২২

মুক্তকং কুষ্ঠমেলা চ যক্ষিকং মধুবালাকম্ । ধন্যাকমেতদদনাস্থধর্গদ্বন্দ্বনুত্তর । ২৩

কদারং কটুকং বাপি তিক্তশাকস্য ভক্ষণাং । তৈলযুক্তস্য নিত্যং স্তাস্থধর্গদ্বন্দ্বতাকরঃ ।

দন্তত্রণানি সর্বাণি ক্ষয়ং গচ্ছন্ত্যনেন তু । ২৪

কাঞ্জিকস্য সতৈলস্য গন্তুবকবলাদিত্তিঃ^২ । তাচ্ছলচূর্ণদ্রব্য মুখস্য ব্যাধিনুচ্ছিব । ২৫

পরিভ্যক্তিঃ স্নেহমশ্চ গুষ্ঠীচর্কণতো যথা । মাদুলুঙ্গদলাশ্চৈলা ধর্মীমধু চ পিঙ্গলী । ২৬

চন্দন, সৈন্ধব, বৃদ্ধ পলাশ বৃক্ষের মূল, হরীতকী এই সমস্ত দ্রব্য পেষণ করিয়া অঞ্জন করিলে পটোলপুষ্প, নীলী, চক্রিকা প্রভৃতি চক্ষুরোগ নিবারিত হয় । গুজামূল ছাগমূত্রে ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন করিলেও তিমিরাদি চক্ষুরোগ নাশ পায় । রৌপ্য, তাম্র বা সুবর্ণের শলাকা হস্তে ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে উদ্বর্তন করিলে কমল-রোগ নাশ পায় । ঘোষাকল আশ্রাণ করিলে কিংবা ভক্ষণ করিলে কমল-রোগ বিনষ্ট হয় । পূর্বা, দাড়িমপুষ্প, অলক্তা, হরীতকী ইহাদিগের বরসের নস্তুগ্রহণ করিলে নাসার্শ ও বাতরক্ত নিবারণ হয় । জিজিণীমূল উত্তমরূপে পেষণ করিয়া সেই রসদ্বারা নস্তু গ্রহণ করিলে নীল ও লোহিত্যাদি নাসার্শ বিনাশ পায় । ১৬-২০

গদাঘৃত, ধূপ, ধনিয়া, সৈন্ধব, ধুতুরবীজ, গৈরিক ও রোম ইহাদিগের সহিত তৈল পাক করিয়া ত্রণে দিলে ত্রণশোণন হয় । জাতীপত্র চর্কণ করিয়া মুখে ধারণ করিলে মুখরোগ নাশ পায় । কেশববীজ ভক্ষণ করিলে চলদন্ত স্থির হয় । মুখা, কুড়, এলাচ, যক্ষিমধু, মধু, বালা ও ধনিয়া এই সমস্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিলে মুখের দ্বর্গদ্ব দূরীভূত হয় । তিক্তশাক ও কটুকী ইহার কাথ তৈলযুক্ত করিয়া পান করিলে মুখের দ্বর্গদ্ব দূরীভূত হয় । প্রতিদিন এই ঔষধ সেবন করিলে দন্তত্রণ নাশ পায় । বাহার মুখ তাম্বুলসহ চূর্ণে দক্ষ হইয়াছে, সেই ব্যক্তি কাঞ্জি ও তৈলের গভূষ কিংবা কবল করিলে সেই মুখগত ব্যাধির শান্তি হয় । ২১-২৫

স্নেহমশ্চ গুষ্ঠী চর্কণ করিলে স্নেহা পরিভ্যাগ হয়, গোঁড়ালেবুর পাতা, যক্ষিমধু, পিঙ্গলী ও

জাতীপত্রমথৈষাঞ্চ চূর্ণং নীচং তদা কৃতম্ ।

শেফালিকাঙ্কটায়াম্ চ চৰ্ষণং গলগণ্ডনুং ॥ ২৭

নাশাশিরারক্তকর্ষারশ্চোদ্ধর জিহ্বিকা । রসঃ শিরীষবীজানাং হরিদ্রারাম্ভূর্ণণঃ ।

ভেন পকেন ভূতেশ নম্যং মলকরোগনুং ॥ ২৮

গলরোগা বিনশ্যন্তি নম্যমাত্রেন তৎক্ষণাৎ । দন্তকোটবিনাশঃ শ্যাদ্ গুজামূলম্ চ চৰ্ষণাৎ ॥ ২৯

কাকজজ্বান্দুহীনীলীকষারো মধুযোজিতঃ ।

দন্তাক্রান্তান্ দন্তজাংশ্চ ত্রিমীমাশয়তে শিব ॥ ৩০

ঘৃতে কৰ্কটপাদেন দ্বন্ধমিশ্রেন সাধিতম্ । ভেন চাভ্যর্জিতা দন্তাঃ কুৰ্ব্বাঃ কটকটা ন হি ॥ ৩১

লিঙ্গা কৰ্কটপাদেন কেবলেনাথবা শিব । ত্রিসপ্তাহং বারি পিষ্টে জ্যোতিষভ্যাঃ কলানি হি ।

গুজামূলমজ্জলেপাদিস্তস্যাককলঙ্কনুং ॥ ৩২

লোথুকুম্মমজ্জিষ্ঠালোহকালেকানি চ । যবততুলমেতৈশ্চ যক্ষীমধুসমমিতৈঃ ।

বারিনিষ্টৈর্ককুলেপঃ স্ত্রীণাং শোভনবস্তুকুং ॥ ৩৩

ষিডাগং ছাগদুগ্ধেন তৈলপ্রস্তুত সাধিতম্ । রক্তচন্দনমজ্জিষ্ঠালাকাণাং কর্ণকেশ বা ।

যক্ষিমধুকুম্মভ্যাং সপ্তাহান্থখকাস্তিকুং ॥ ৩৪

ভৃগুপিপ্লগীচূর্ণম্ ওড়ুচী কটেকারিকা । এতিশ্চ কথিতং বারি পীতং চান্নিং কয়োতি বৈ ॥ ৩৫

জাতীপত্র ইহাদের চূর্ণ লেহন করিলেও সেইরূপ রোগা নির্গত হইয়া থাকে । শেফালিকার মূল চৰ্ষণ করিলে গলগণ্ডীরোগ নাশ পায় । হে শঙ্কর ! নাসা ও শিরা হইতে রক্তকর্ষণ করিলে জিহ্বিকারোগ নাশ পায় । শিরীষবীজের রস একভাগ, হরিদ্রার রস চারিভাগ একত্র করিয়া পাক করিবে । ইহাধারা নস্যগ্রহণ করিলে শিরোরোগ নাশ পায় । ঐ নস্যগ্রহণে তৎক্ষণাৎ গলরোগ বিনষ্ট হয় । গুজামূল চৰ্ষণ করিলে দন্তকোট নাশ পায় । কাকজজ্বা, সিং ও নীল ইহাদের কষার মধুসহযোগে পান করিলে দন্তাক্রান্ত ও দন্তজাত ক্রিমি নাশ পায় । ২৬-৩০

ঘৃতের চতুর্থাংশ কৰ্কটপাদ ও দ্বন্ধ একত্র পাক করিয়া দন্তে মর্দন করিলে দন্তকটকটী নাশ পায় । জ্যোতিষভীক্ষণ ও কৰ্কটপাদ একত্র জলে পেষণ করিয়া দন্তে লেপন করিলে সপ্তাহ মধ্যে দন্তরোগ নাশ পাইয়া থাকে । গুজাহরীতকীর মজ্জা লেপন করিলে দন্তের জ্বর ও কলঙ্ক নষ্ট হয় । লোথ, কুম্ম, মজ্জিষ্ঠা, কুম্ভচন্দন, লোহ, যব, ততুল, যক্ষিমধু, এই সমস্ত দ্রব্য পেষণ করিয়া মুখে লেপন করিলে স্ত্রীলোকের মুখশোভা বৃদ্ধি পায় । ছাগদুগ্ধ হইভাগ, তৈল একপ্রস্থ এবং রক্তচন্দন, মজ্জিষ্ঠা, লাক। ইহাদের প্রত্যেকে এককর্ষ (দুই তোলা) এবং যক্ষিমধু ও কুম্ম এই সমস্ত একত্র পাক করিয়া মুখে লেপন করিলে সপ্তাহ মধ্যে মুখকাতি বৃদ্ধি পায় । ভৃগু, পিপ্লগীচূর্ণ, ওড়ুচী ও কটেকারী এই সমস্ত দ্রব্যের ঋষি পান করিলে জঠরাগ্নির বৃদ্ধি হয় । ৩১-৩৫

বাতশূলক্ষয়কৈব কৰোতি প্রমথেশ্বর । করজকর্কটোশীরং বৃহতী কটুরোহিনী । ৩৬

গোক্ষুরং কথিতং ত্বেতি কীরিপিভং শ্রমাপহম্ ।

দাহং পিত্তজ্বরং শোথং মূর্ছাতৈকৈব ক্ষয়ময়েৎ । ৩৭

মক্ষাক্যপিপ্ললীচূর্ণং কথিতং কীরসংযুতম্ । পীতং হ্রদ্রোগকাসস্ত বিষমজ্বরমুত্তবেৎ । ৩৮

কাথোষধীনাং সর্কাসাং কষাঙ্গিং গ্রাহ্যমেব চ ।

বয়োনিরূপতো জ্যৈয়ো বিশেষো বৃষভক্ষয়ঃ । ৩৯

দুগ্ধং পীতন্ত সংযুক্তং গোপুত্রীঘরসেন চ । বিষমজ্বরনুং স্মাচ্চ কাকজজ্বারসন্তথা । ৪০

সত্তর্ভীকথিতং কীরং বিষমজ্বরমুত্তবেৎ । যক্ষীমধুকমুস্তক সৈন্ধবং বৃহতীফলম্ । ৪১

এতৈর্নস্যপ্রদানাচ্চ নিদ্রা স্মাৎ পুরুষস্ত চ । মরীচমধুযুক্তানাং নস্যান্নিদ্রা ভবেচ্ছিব । ৪২

মূলন্ত কাকজজ্বার্য নিদ্রাকৃৎ স্মাচ্ছিব স্থিরম্ ।

সিদ্ধং তৈলং কাঙ্জিকেন তথা সর্জয়সেন চ । ৪৩

শীতোদকসমাবৃত্তং লেপাৎ সস্তাপনাশনম্ । শোণিতজ্বরদাহেভ্যো জাতসস্তাপনুস্তথা । ৪৪

শিলাশৈবাল্যগ্নিমহুঃ শুষ্ঠীপাষাণভেদকম্ । শোভাজনং গোক্ষুরং বা বরুণচ্ছয়মেব চ । ৪৫

শোভাজনস্ত মূলক এতৈঃ কথিতবারি চ । দণ্ডা হিঙ্গুমবক্ষারং পিত্তবাতবিনাশনম্ । ৪৬

উক্ত কাথ বাতশূল ক্ষয় করিয়া থাকে । করজা, কর্কট, বেণার মূল, বৃহতী, কটুকী, গোক্ষুর এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ পান করিলে পরিশ্রম নিমিত্ত ক্রেশের নিবারণ হয় । উক্ত কাথ দাহজ্বর, পিত্তজ্বর, শোথ, মূর্ছা প্রভৃতি ক্ষয় করিয়া থাকে । মধু, ঘৃত, পিপ্পলীচূর্ণ ও দুগ্ধ এই সমস্ত দ্রব্য একত্র পাক করিয়া সেই কাথ পান করিলে হ্রদ্রোগ, কাস ও বিষমজ্বর নাশ পায় । কাথ ও ঔষধের পরিমাণ অর্দ্ধকর্ণ (এক তোলা) জানিবে । রোগীর বয়স অনুমান করিয়া ঔষধের মাত্রা নির্ণয় করিতে হয় । দুগ্ধ কিংবা কাকজজ্বার রস গোময় রসের সহিত পান করিলে বিষমজ্বর পলায়ন করে । ৩৬-৪০

তর্ভী ও দুগ্ধ একত্র পাক করিয়া সেই কাথ পান করিলে বিষমজ্বর নাশ পায় । যক্ষী-
মধু, দুগ্ধ, সৈন্ধব, বৃহতীফল, এই সমস্ত দ্রব্যের নস্যগ্রহণ করিলে পুরুষের নিদ্রা হইয়া থাকে ।
মরীচ ও মধু একত্র করিয়া নস্যগ্রহণ করিলেও অধিক নিদ্রা হয় । কাকজজ্বার মূল মস্তকে
কাগিপান করিলে অধিক নিদ্রাকর্ষণ হয় । কাঙ্জি ও ধূপের সহিত তৈল পাক করত
শীতল জল মিশ্রিত করিয়া অঙ্গ লেপ দিলে শারীরিক সস্তাপ নাশ পায় । বৃহত-
কোষ, জ্বর ও দাহরোগাদি জনিত সস্তাপ এই ঔষধ সেবনে নিবারিত হইয়া থাকে ।
শিলাজতু, শৈবাল, অগ্নিমহু, শুষ্ঠী, পাষাণভেদী, সজিনা, গোক্ষুর, বরুণছাল, সজিনামূল এই
সমস্ত দ্রব্যের কাথ করিয়া তাহাতে হিঙ্গ ও যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাত-পিত্ত-
রোগ নাশ পায় । ৪১-৪৬

১ । •জ্বরস্থিতম্ ।

কপূৰ্ণগণ্যমপিভাং প্রহারঃ পূৰিতো হয় । শস্ত্রোক্তনো বিদ্ধবচ্চ^১ তুৰ্ব্বাশ্ৰেণ^২ শঙ্কর ।

পাকঞ্চ বেদনা চৈব ন স্পৃশেদ্ বৃষভক্ষক । ৫৮

অস্ত্রমূলরসেনৈব শস্ত্রঘাতঃ প্রপূৰিতঃ । চৌহতে শস্ত্রঘাতঃ স্থাং নিবারণে যুপূৰিতঃ । ৫৯

শরপুন্ড্রাঃ লজ্জামূলকা পাঠা চাঘাত^৩ মূলকম্ । ভলপিষ্টে তস্য লেপাৎ শস্ত্রঘাতঃ প্রণামাতি । ৬০

মূলক কাকভজ্যাদিরাশ্ত্রোক্তেনৈব শোধিতঃ । পাকপুষ্টিবেদনাঞ্চ হন্তি বৈ দোষিত্তে ব্রণে । ৬১

সজলঃ তিলতৈলক অপায়ার্গম্ মূলকম্ । তৎসেকদানাদ্রশ্যেচ্চ প্রহারোক্তববেদনা । ৬২

অভরাষ্টৈশ্চনং শুষ্টিবেতৎ পিষ্টৌদকেন তু । ভক্ষয়িত্বা হৃদ্যৈর্গম্য নাসো ভবতি শঙ্কর । ৬৩

কটিবন্ধঃ নিম্নমূলমক্ষিপ্তমূলহরং ভবেৎ । শণমূলং সত্যমূলং দক্ষমিল্লিযবজ্জহৎ । ৬৪

অন্নবিহীনচবিদ্রা চ শ্বেতসর্ষপমূলকম্ । বীজানি মাতুলুঙ্গম্ এষামুৎকৃৎ^৪ সমম্ ।

সপ্তবাত্রপ্রয়োগেণ শুভদেহকরং ভবেৎ । ৬৫

শ্বেতাপরাভিতাপত্রং নিম্নপত্ররসেন তু । নস্যনানাত্ ডাকিনীনাং মাতৃগণাং ব্রহ্মা^৫ ক্ৰসাম্ ।

যোক্ষঃ স্যামধুসাধেণ নস্যচ্চ বৃষভক্ষক । ৬৬

মূলং শ্বেতভজ্যস্তাম্ভ পুষ্টিক্ষ^৬ তু সমাহৃতম্ । শ্বেতাপরাভিতার্কম্ চিত্রকম্ চ মূলকম্ ।

কৃত্ব তু বটিকাং নারী তিলকেন বশীভবেৎ । ৬৭

কথিবে । এই ঔষধের নস্য ও লেপ দিলে ব্রণ ও হাড়ুগ নাশ পায় । কোন স্থানে অধিক প্রহার অথবা শস্ত্রজন্য আঘাত লাগিলে সেই স্থান গবমূত ও কপূর দ্বারা পূরিত করিয়া তুৰ্ব্বাশ্রয় দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিবে । ইহাতে সেই স্থান পাকিতে পারে না, অথবা তথায় বেদনা হয় না । শস্ত্রাঘাতস্থান দূত ও অস্ত্রমূলের রসদ্বারা পূরিত করিলে উহা মিলিত হয়, সে স্থানে আর ক্ষত হইতে পারে না । শরপুন্ড্রা, লজ্জামূলতা ও আকনাদি ইহাদের মূল জলে পেষণ করিয়া লেপন করিলে শস্ত্রাঘাতজনিত ক্ষত শান্তি হয় । ৫৮-৬০

অন্যস্থানে ত্রিরাত্র কাকভজ্যের মূল পূরিত করিয়া রাখিলে পাক, দুৰ্গন্ধ ও বেদনা নিবারিত হয় এবং শীঘ্র ব্রণশোধন হয় । ভল, তিলতৈল ও অপায়ার্গের মূল এই সমস্ত দ্বারা সেক দিলে প্রহারজনিত বেদনা শান্তি হইয়া থাকে । হরীতকী, নৈম্বব ও শুষ্টি সমস্ত দ্রব্য জলে পেষণ করিয়া লক্ষণ করিলে অজীর্ণদোষ নিবৃত্তি হয় । নিম্নমূল কটিতে বন্ধন করিলে চক্ষুঃমূল বিনাশ পায় । শণমূল ও তামূল দক্ষ করিয়া সেবন করিলে ইজিয়াধিকার নাশ পায় । অন্নের সহিত হরিদ্রা সিদ্ধ করিয়া তৎসহ শ্বেতসর্ষপমূল ও লেদুৰীজ পেষণ করিবে, এই ঔষধিদ্বারা সাতদিনস অন্ন উপর্জন করিলে দেহের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি পায় । ৬১-৬৫

শ্বেত অপরাভিতার পত্র নিম্নপত্রের সহিত পেষণ করিয়া মধুসহযোগে তদ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে ডাকিনী, পিতৃগণ ও ব্রহ্মরাক্ষসাদির উপদ্রব শান্তি হয় । শ্বেতজরতী, শ্বেত

পিপ্পলীলোহচূর্ণস্তু শুষ্টিশ্চামলকানি চ । সমানি কুপ্ত জানীয়াৎ সৈন্ধবং মধুশর্করা ॥ ৬৮

উড়ুঘরপ্রমাণেন সপ্তাহভক্ষণাৎ সমম্ । পুমাংস্চ বলবান্ স স্তাৎ জীবের্ষণতত্ত্বম্ ।

ঐ ঠ ঠ ঠ ঠতি । সর্ষবশ্চ প্রয়োগেষু প্রযুক্তঃ সর্ষকামকৃৎ ॥ ৬৯

সংগৃহ্য বৃক্ষাং কাকস্য নিলয়ং প্রদেহেচ্চ তৎ । চিত্তাগ্রৌ ভস্ম তচ্ছজ্জোদিতং শিরসি শস্তর ॥ ৭০

তদুচ্চাটয়তে কুপ্ত শূণ্ড তদ্ বোগমুস্তমম্ । নিক্ষিপ্তক পুরীষং বৈ বনমূষিকচৰ্ম্মণি ।

কটিভস্তনিবদ্ধস্থে কুর্য্যান্নলনিরোধনম্ ॥ ৭১

কৃষ্ণকাকস্য রক্তেন যস্য নাম প্রলিখাতে । চূতদলেহমেধামথো ভভো নিক্ষিপাতে হর ।

স খাদতে কাকবৃন্দৈর্নারী পুরুষ এব চ ॥ ৭২

শর্করামধবজাকীরং তিলগোক্ষুরকং সমম্ । ষণ্ডভং^১ নাশয়েচ্ছদ্র আরাতিতমিদং^২ হর ॥ ৭৩

উল্লুক-কৃষ্ণকাকস্য বিলম্বাধ সমিচ্ছতম্ । কুধিরেণ সমাবুজং বরোর্নাম্না তু হুয়তে ।

ভল্লোর্মথো মহাবৈবরং ভবেন্নাস্ত্যজ সংশয়ঃ ॥ ৭৪

ভাবিতং ত্বং কহ্মদেন রোহিতস্য ধ্বমস্ত চ । মাংসং তৎসাবিতং তৈলং তদভ্যাজ্যচ্চ রোগনুৎ ॥ ৭৫

চন্দ্রনোদকনস্ত্যক্তং রোমোখানং ভবেৎ পুনঃ ॥ ৭৬

অপরাজিতা, আকন্দ এবং চিত্তা পুষ্টিমানক্রে ইহাদিগের মূল উত্তোলন করিবে। উহা একত্র পেষণ করিয়া বটিকা করিবে। এই বটিকা ঘর্ষণ করিয়া তিলক করিলে নারীকে বশীভূত করিতে পারে। পিপ্পলী, লোহচূর্ণ, শুষ্টি, আমলকী, সৈন্ধব ও মধু এই সমস্ত দ্রব্য সমতানে লইয়া উড়ুঘর-প্রমাণ বটিকা নির্মাণ করিবে। এই বটিকা ভক্ষণ করিলে সমধিক বলশালী হইয়া যিশতবর্ষ জীবিত থাকে। 'ঐ ঠ ঠ' ইত্যাদি মন্ত্র সর্ববিধ বশীকরণকার্যো প্রয়োগ করিবে, ইহাচার্য্য সর্ষকামনা সিদ্ধ হয়। ৬৮-৬৯

বৃক্ষ হইতে কাকের বাসা আনিয়া তাহা চিত্তাগ্নিতে দহ করিবে, সেই ভস্ম শস্ত্রের মস্তকে নিক্ষেপ করিলে শস্ত্রের উচ্চাটন হইয়া থাকে। কুপ্ত। অন্য বোগোস্তম শ্রবণ কর। শস্ত্রের বিষ্ঠা বনমূষিকের চৰ্ম্মে নিক্ষেপ করত সূত্রধারা বন্ধনপূর্বক কটিতে ধারণ করিলে সেই শস্ত্রের মলরোধ হয়। আত্মপদে কৃষ্ণকাকের রক্তদ্বারা নারী-কিংবা পুরুষের নাম লিখিয়া অপবিত্র স্থানে নিক্ষেপ করিলে তাহাকে কাকগণ ভক্ষণ করিয়া থাকে। শর্করা, মধু, হাগধ্বক, তিল ও গোক্ষুর এই সমস্ত সমপরিমাণে লইয়া প্রয়োগ করিলে শস্ত্রগণ উচ্চাটিত হইয়া নাশ পায়। একপাত বিল্বসমিধ্ কৃষ্ণকাকের রক্তমিশ্রিত করিয়া হোম করিবে। যাহার নাম উল্লেখে জাহতি দেওয়া যায়, সেই হই ব্যক্তির মথো মহাবিধেব জগ্নে। রোহিত মংস্যের মাংস তল্লুকের দ্বন্ধে ভাবনা দিয়া তৎসহ তৈলপাক করিবে। এই তৈল অঙ্গে মর্দন করিলে সর্বরোগ নাশ পায়। ৭০-৭৬

কোন স্থানের রোম পতিত হইলে চন্দ্রনজলের ন্যায়গ্রহণ করিবে। ইহাতে পতিতরোম

পিপ্পলীলোহচূর্ণস্ত গুণ্ডীচামলকানি চ । সমানি রুদ্র জানীয়াং সৈন্ধবঃ মধুশর্করা ॥ ৬৮

উড়ুঘরপ্রমাণেন সপ্তাহভক্ষণাং সমম্ । পুমাংসঃ বলবান্ স স্তাং জীবৈর্ঘর্ষণভয়ম্ ।

ঐ ঠ ঠ ঠ ঠ ইতি । সর্ববস্ত্রপ্রয়োগেষু প্রযুক্তঃ সর্বকামকং ॥ ৬৯

সংগৃহ্য বৃক্ষাং কাকস্য নিলয়ং প্রদেহেচ্চ তৎ । চিতাগ্নৌ ভস্ম তচ্ছত্রোদ্ভূতং শিরসি শঙ্কর ॥ ৭০

ভয়চ্চাটয়তে রুদ্র শূণ্ণ তদ্ বোগমুত্তমম্ । নিক্ষিপ্তক পুরীষঃ বৈ বনমূষিকচর্ষণি ।

কটিভক্তনিবদ্ধৈশ্চ কুর্খ্যান্মলনিরোধনম্ ॥ ৭১

কৃষ্ণকাকস্য রক্তেন যস্য নাম প্রলিখ্যতে । চূতদলেহমেধামধো ভক্তৌ নিক্ষিপ্যতে হর ।

স খাদ্যতে কাকবৃন্দৈর্নারী পুরুষ এব চ ॥ ৭২

শর্করামধবজাঞ্জীরং তিলগোক্ষুরকং সমম্ । ষণ্ডভং^১ নাশয়েচ্ছত্র আবাদিতমিদং^২ হর ॥ ৭৩

উল্লুক-কৃষ্ণকাকস্য বিলম্বাধ সমিচ্ছতম্ । কুধিরেন সমাযুক্তং যরোর্নায়া তু হুয়তে ।

ভরোর্মধো মহাটৈবরং ভবেন্নাস্তাত্ত সংশয়ঃ ॥ ৭৪

ভাবিতং হু ক্রুদ্ষেন রোহিতস্য ধ্বংস চ । যাংসং তৎসাবিতং তৈলং তদভ্যাজ্যচ্চ রোগিনুং ॥ ৭৫

চন্দ্রনোদকনস্তাত্ত রোমোৎথানং ভবেৎ পুনঃ ॥ ৭৬

অপরাজিতা, আকম্প এবং চিতা পুচ্চামক্রে ইহাদিগের মূল উত্তোলন করিবে। উহা একত্র পেষণ করিয়া বটিকা করিবে। এই বটিকা ঘর্ষণ করিয়া তিলক করিলে নারীকে বশীকৃত করিতে পারে। পিপ্পলী, লোহচূর্ণ, গুণ্ডী, আমলকী, সৈন্ধব ও মধু এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া উড়ুঘর-প্রমাণ বটিকা নির্মাণ করিবে। এই বটিকা ভক্ষণ করিলে সমধিক বলশালী হইয়া দ্বিগুণতর্য জীবিত থাকে। 'ঐ ঠ ঠ' ইত্যাদি মন্ত্র সর্ববিধ বশীকরণকার্য্যে প্রয়োগ করিবে, ইহাচার্য্য সর্বকামনা সিদ্ধ হয়। ৬৬-৬৯

বৃক্ষ হইতে কাকের বাসা আনিয়া তাহা চিতাগ্নিতে দহ করিবে, সেই ভস্ম শঙ্কর মন্তকে নিক্ষেপ করিলে শঙ্কর উচ্চাটন হইয়া থাকে। রুদ্র ! অগ্নি বোগোত্তম শ্রবণ কর। শঙ্কর বিষ্ঠা বনমূষিকের চর্মে নিক্ষেপ করত সূত্রধারা বন্ধনপূর্ব্বক কটিতে ধারণ করিলে সেই শঙ্কর মলরোধ হয়। আত্মপদে কৃষ্ণকাকের রক্তদ্বারা নারী-কিংবা পুরুষের নাম লিখিয়া অপবিত্র স্থানে নিক্ষেপ করিলে তাহাকে কাকগণ ভক্ষণ করিয়া থাকে। শর্করা, মধু, ছাগদুগ্ধ, তিল ও গোক্ষুর এই সমস্ত সমপরিমাণে লইয়া প্রয়োগ করিলে শঙ্করণ উচ্চাটিত হইয়া নাশ পায়। একশত বিস্তমিহ্ কৃষ্ণকাকের রক্তমিশ্রিত করিয়া হোম করিবে। যাহার নাম উল্লেখে আহুতি দেওয়া যায়, সেই দুই ব্যক্তির মধ্যে মহাবিরোধ জন্মে। রোহিত মৎস্যের মাংস ভল্লকের দ্বন্ধে ভাবনা দিয়া তৎসহ তৈলপাক করিবে। এই তৈল অশ্রে মর্দন করিলে সর্বরোগ নাশ পায়। ৭০-৭৬

কোন স্থানের রোম পতিত হইলে চন্দ্রনজলের নস্যগ্রহণ করিবে। ইহাতে পতিতরোম

হস্তে লাক্ষলিকাকলং গৃহীতং তেন লেপিতম্ ।

শরীরং যেন স পুমান্ বুদ্ধৈর্দর্পং ব্যপোহতি ॥ ৭৭

ময়ূরকধিরেণৈব জীবং সংহরতে শিব । অলতান্ত ভুজঙ্গানাং বিলস্থানামপীশ্বর ॥ ৭৮

দেহশ্চিত্তাগ্নৌ নক্ষত্ সৰ্পস্তাজগরস্য হি । তন্তস্মৈ সন্মুখে ক্ষিপ্তং শত্রুণাং ভুজকৃন্তবেৎ ॥ ৭৯

মন্ত্ৰেণানেন তৎ ক্ষিপ্তং মহাভয়করং ত্রিপোঃ । ওঁ ঠ ঠ ঠ চাহীহি চাহীহি স্বাহা ।

ওঁ উদরং পাহিহি পাহিহি স্বাহা ॥ ৮০

সুদর্শনাম্বা মূলন্ত পুণ্যক্ষেত্রে তু সমাহৃতম্ ।

নিক্ষিপ্তং গৃহমধ্যে তু ভুজঙ্গা বর্জয়ন্তি তৎ ॥ ৮১

অর্কমূলেণ রবিণা অর্কাগ্নিভ্রলিতা শিব । মুক্তা সিদ্ধার্থতৈলেণ বস্ত্রির্মার্গাহিনাশিনী ॥ ৮২

মার্জ্জারপললং বিষ্ঠা হরিভালক ভাবিতম্ ।

হাগমূত্রেণ তল্লিপ্তো মৃষিকো মৃষিকান্ হরেৎ ॥ ৮৩

মুক্তো হি মন্দিরে রুদ্র নাত্র কার্য্য্য বিচারণা । ত্রিকলার্জ্জুনপুষ্পাপি ভল্লাতকশিরীষকম্ ॥ ৮৪

লাক্ষা সর্জ্জরসশ্চৈব বিড়ঙ্গশ্চৈব গুগ্গলুঃ । ঐতৈর্ধূপো মক্ষিকাণাং মশকানাং বিনাশনঃ ॥ ৮৫

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে নানা-যোগকথনঃ

নাম একাশীত্যাধিক-শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮১ ॥

পূর্ববার উদ্গত হয় । লাক্ষলিগামূল হস্তে ধারণ করিয়া তদ্বারা অঙ্গলেপন করিলে সেই ব্যক্তি বুদ্ধিরোগের দর্প নাশ করিতে পারে । হে শিব । ময়ূর-কধিরদ্বারা জীবসংহার হইয়া থাকে । বিলস্থিত প্রকুপিত সর্প কিংবা অজগরসর্পের দেহ চিত্তাগ্নিতে নষ্ট করিয়া সেই ভস্ম সন্মুখে নিক্ষেপ করিলে শত্রু ভস্ম হয় । পূর্বে যে সকল প্রক্রিয়া কথিত হইল, "ওঁ ঠ ঠ ঠ" ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রদ্বয়ে সেই সকল কার্য্য করিতে হয় । ৭৬-৮০

সুদর্শনামূল পুণ্যক্ষেত্রে আহরণ করিয়া গৃহমধ্যে নিক্ষেপ করিলে ভুজঙ্গগণ সেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে । রবিবার আকম্মমূল উত্তোলন করিয়া তৎসহ সর্ষপতৈল লাগ করিবে, সেই তৈলে আকম্মতুলানির্মিত সিন্ত বস্ত্রি করিয়া অগ্নিকুণ্ডের অগ্নিতে প্রজ্বালিত করিবে । এই প্রদীপ পঞ্চগত সর্পভয় নাশ করে । মার্জ্জারের মাংস ও বিষ্ঠা হরিভালে ভাবনা দিয়া তাহা হাগমূত্র দ্বারা পেষণ করত একটি ইন্দুরের গাত্রে লেপন করিয়া গৃহমধ্যে ছাড়িয়া দিলে, সেই ইন্দুর অশ্রুত ইন্দুরদিগকে নিশ্চয় বিনাশ করিয়া থাকে । ত্রিফলা, অর্জ্জুনপুষ্প, ভেলা, শিরীষবৃক্ষ, লাক্ষা, ধূপ, বিড়ঙ্গ, গুগ্গলু এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া ধূপ দিলে মক্ষিকা ও মশক নাশ পাইয়া থাকে । ৮১-৮৫

শ্রীগারুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে যোগকথন নাম একাশীত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮১ ।

দ্ব্যশৌচ্যধিকশততমোঃধ্যায়ঃ

হরিকবচ

ব্রহ্মদত্তী বচা কুষ্ঠং প্রিয়ঙ্গুনাকেশরম্ । দক্ষাং তাবলসংযুক্তং জীর্ণাং যন্ত্রেণ উদ্বলম্ ।

ওঁ নারায়ণীঃ স্বাহা । ১

তাবলং দীপ্তে যন্ত্রে স বশী স্তাৎ সমস্ততঃ । ওঁ হরিঃ হরিঃ স্বাহা । ২

গোদন্তং হরিতালকং সংযুক্তং কাকজিহ্বা । চূর্ণং কৃৎবা যন্ত্রে দীপ্তে স বশী ভবেৎ ।

শ্বেতসর্ষপনির্মাল্যং যদ্বগ্নং তদ্বিনাশকং । ৩

বৈভীতকং শাকোটকং মূলং পত্রকং সংযুক্তম্ । স্থাপ্যতে যদ্বগ্নং তত্র বৈ কলহো ভবেৎ । ৪

অগ্নরীটম্ মাংসস্ত মধুনা সহ পেষয়েৎ । অতুকাংলৈঃ যোনিগোপাং পুঙ্খমো দাসভামিহাৎ । ৫

অগ্নরুং ওগ্নং নীলোৎপলসম্মিশ্রিতম্ । ওড়েন ধূপরিষা তু রাজস্বাং প্রিয়ো ভবেৎ । ৬

শ্বেতাপরাধিতামূলং পিষ্টং রোচনম্ । যং পাক্ষতিলকেনৈব বশীকুর্য্যাম্পাদয়েৎ । ৭

কাকজজ্বা বচা কুষ্ঠং নিম্বপত্রং স্কন্ধম্ । আত্মরক্তসমাসুতং বশীভবতি মানবঃ । ৮

আরব্যস্য বিড়ালস্য গৃহীত্বা কুধিরং ততম্ । করঞ্জতৈলে তক্তাবাং কুট্রায়ৌ কজ্জলং ততঃ ।

শাতস্বৈং পদ্মপদ্মেণ অদৃশ্যঃ স্যাদ্তদগ্গনাৎ । ৯

হরি কহিলেন,—ব্রহ্মদত্তী, বচ, কুড়, প্রিয়ঙ্, নাকেশর এই সমস্ত দ্রব্য তাবলের সহিত মিলিত করিয়া অর্পণ করিলে সেই জী বশীভূত হয় । “ওঁ নারায়ণী স্বাহা” এই মন্ত্রে উক্ত কার্য্য করিবে । “ওঁ হরি হরি স্বাহা” এই মন্ত্রে স্বাহাকে তাবল প্রদান করা যায়, সে বশীভূত হয় । গোদন্ত, হরিতাল, কাকজিহ্বা, এই সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করিয়া স্বাহার মস্তকে নিক্ষেপ করা যায়, সে বশীভূত হইয়া থাকে । শ্বেতসর্ষপ ও বিম্বপত্র একত্র করিয়া স্বাহার গৃহে নিক্ষেপ করা যায়, তাহার নাল হইয়া থাকে । বিভীতকবৃক্ষ ও শাকোট (সেঁড়া) বৃক্ষের মূল ও পত্র যে গৃহস্থারে স্থাপন করা যায়, সেই গৃহে নিরন্ত কলহ হইতে থাকে । অগ্নরক্ষীর মাংস মধুর সহিত পেষণ করিয়া অতুকাংলৈঃ যোনিগোপন করিলে পুঙ্খ দাসবৎ বাধ্য হইয়া থাকে । ১-৫

অগ্নরু, ওগ্নং, নীলোৎপল ও ওড় এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া ধূপপ্রদান করিলে সেই ব্যক্তি রাজস্বাং প্রিয় হইতে পারে । শ্বেত অপরাধিতার মূল গোদন্তের সহিত পেষণ করিয়া কপালে তিলক দিয়া রাজস্ববনে স্বাহাকে দর্শন করিবে সেই ব্যক্তিই বশীভূত হইবে । কাকজজ্বা, বচ, কুড়, নিম্বপত্র, স্কন্ধ ও আত্মরক্ত এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া তিলক করিলে বশীকরণ হয় । বন বিড়ালের কুধির গ্রহণ করিয়া তাহা করঞ্জতৈলে তক্তাবাং দিবে ; ঐ তৈলে পদ্মপদ্মে লেপন করিয়া অগ্নিশিখার কজ্জলপাত করিবে ।

১। নারায়ণ্যে ।

ওঁ নমঃ ঋগ্বেদাঙ্গপাণয়ে মহাযজ্ঞসেনাপত্যয়ে স্বাহা । ওঁ কদ্‌ হ্রাং হ্রীং বরশক্তা ত্বরিতা
বিতা । ওঁ মাতরো বঃ স্তম্বা স্বাহা । ১০

মহাসুগন্ধিকামূলং তুক্রং শুভ্রং কটৌ স্থিতম্ ।

ওঁ নমঃ সর্বসত্ত্বেভ্যো নমঃ সিদ্ধিং কুরু কুরু স্বাহা ॥

সপ্তাভিমন্ত্রিতং কৃতা করবীরশ্চ পুষ্পকম্ ।

ত্রীণামগ্রে জাময়েচ্চ কণাঠৈ সা বশা ভবেৎ ॥ ১১

অন্নদত্তী বচা পত্রং মধুনা সহ পেষয়েৎ । অঙ্গলেপাচ্চ বনিতা নাশ্চং শর্ত্তারমিচ্ছতি ॥ ১২

অন্নদত্তীশিবা বস্ত্রে ক্রিষ্টা তুক্রশ্চ শুভ্রনম্ ।

মূলং জয়ন্তী বস্ত্রে বাবহারে জয়প্রদম্ ॥ ১৩

ভুলরাজশ্চ মূলত পিষ্টং তুক্রেন সংযুতম্ । অক্ষিপী চাক্ষুশিত্বা তু বশী কুর্য্যন্নরং কিল ॥ ১৪

অপরাজিতাশিকান্ত নীলোৎপলসমবিতাম্ । তাবুলেন প্রদানাত্ত বশীকরণমুত্তমম্ ॥ ১৫

অকুঠে চ পদে ওল্ফে জানৌ চ জঘনে তথা ।

নাভৌ বক্ষসি কুক্ষৌ চ কক্ষে কঠে কপোলকে ।

ওঠে নেত্রে ললাটে চ মূর্ধ্নি চৈকলাঃ স্থিতাঃ ॥ ১৬

ত্রীণাং পক্ষে সিতে কৃষ্ণে উর্দ্ধাধঃ সংস্থিতা বৃণাম্ ।

বামাক্ষে দক্ষিণাক্ষে চ ক্রমাচ্চন্দ্রঃ প্রবাসিকৃৎ ॥ ১৭

এই কঙ্কলদ্বারা অঙ্গন করিলে সর্বজনসমক্ষে অশুভ হইতে পারে । “ওঁ নমঃ ঋগ্বেদাঙ্গপাণয়ে” ইত্যাদি মন্ত্রে মহাসুগন্ধিকামূল অভিমন্ত্রিত করিয়া কটিতে ধারণ করিলে তুক্রতত্তন হইয়া থাকে । ৬-১০

“ওঁ নমঃ সর্বসত্ত্বেভ্যঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে করবীরপুষ্প সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া যে ত্রীর সমক্ষে পরিজ্ঞামিত করিবে, সে তৎক্ষণাৎ বশীভূত হইবে । অন্নদত্তী, বচ ও মিষপত্র এই সমস্ত দ্রব্য মধুর সহিত পেষণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে সেই ব্যক্তির ত্রী অস্ত্র শর্ত্তা অভিলষ করে না । অন্নদত্তীবৃক্ষের মূল মূখে ধারণ করিলে তুক্রতত্তন হয় । জয়ন্তীমূল মূখে ধারণ করিলে বাবহারে (মোকর্দ্দমার) জয়লাভ হইয়া থাকে । ভুলরাজের মূল বীর তুক্রের সহিত পেষণ করিয়া নেত্রদ্বয়ে অঙ্গন দিলে সকল মনুষ্য বশীভূত হয় । অপরাজিতার মূল ও নীলোৎপল এই দুই দ্রব্য তাবুলের সহিত প্রদান করিলে উত্তম বশীকরণ হইয়া থাকে । ১১-১৫

অকুঠ, পদ, ওল্ফ, জানু, জঘা, বক্ষঃ, কুক্ষি, কক্ষ, কঠ, কপোল, ওঠ, নেত্র, ললাট ও মূর্ধ্ব এই সমস্ত স্থানে চৈকলা অবস্থিত করে । ত্রীদিগের তুক্রপক্ষে উর্দ্ধভাগে ; কৃষ্ণপক্ষে অধোভাগে ; এবং পুরুষের তুক্রপক্ষে অধোভাগে ও কৃষ্ণপক্ষে উর্দ্ধভাগে কলা থাকে । হে ত্রী । ত্রীদিগের বামাক্ষে এবং পুরুষদিগের দক্ষিণাক্ষে কাম বাস করে বলিয়া গেই গেই

চতুঃষটিকলাঃ প্রোক্তাঃ কামশাস্ত্রে বশীকরাঃ ।

আলিঙ্গনাদ্যা নারীগাং কুমারীগাং বশীকরাঃ । ১৮

বোচনাগন্ধপুষ্পাণি নিম্বপুষ্পং প্রিয়ঙ্গবঃ । কুঙ্কমং চন্দনকৈব তিলকেন জগদ্বশেৎ । ১৯

ও হ্রীং গৌরি দেবি সৌভাগ্যং পূজনশ্রাদি দেহি মে ।

ও হ্রীং লক্ষ্মি দেবি সৌভাগ্যং সর্বং ত্রৈলোক্যমোহনম্ । ২০

সুগন্ধঃ হরিদ্রা চ কুঙ্কমানি চ লেপতঃ । বশয়েজ্জল ধূপঞ্চ পুষ্পধূপং সুগন্ধিকম্ । ২১

দুর্গালতা বচা কুষ্ঠং কুঙ্কমঞ্চ শতাবরী । তিলতৈলেন সংযুক্তং ঘোনিলেপাঘশো নরঃ । ২২

নিম্বকাষ্ঠস্য ধূমেন ধূপয়িত্বা ভগং স্থিরঃ ।

সুভগা স্যাৎ সান্তি রুদ্র পতির্দাসো ভবিষ্যতি । ২৩

মাহিষং নবনীতঞ্চ কুষ্ঠঞ্চ মধুযুক্তিকা ।

সৌভাগ্যং ভগলেপাৎ স্যাৎ পতির্দাসো ভবেৎ তথা । ২৪

মধুযুক্তিক গোক্ষীরং তথা চ কণ্টকারিকা । এতানি সমভাগানি পিবেদ্ব্যঞ্জন বারিণা ।

চতুর্ভাগাবশেষেণ গর্ভসম্ভবমুত্তমম্ । ২৫

মাতুলুঙ্গস্য বীজানি ক্ষীরেণ সহ ভাবয়েৎ ।

ভৎ পীত্বা লভতে গর্ভং নাজ কার্য্য। বিচারণা চ ২৬

মাতুলুঙ্গস্য বীজানি মূলান্তেরণ্ডকস্য চ ।

ঘৃতেন সহ সংযোগ্য পায়য়েৎ পুত্রকামিণী । ২৭

অঙ্গে আলিঙ্গনাদি করিলে স্রবীভূত হয় । কামশাস্ত্রে বশীকারক চতুঃষটি কলা উক্ত আছে । কুমারীগণের গন্ধে আলিঙ্গনাদি বশীকারক । বোচনা, গন্ধপুষ্প, নিম্বপুষ্প, প্রিয়ঙ্গু, কুঙ্কম ও চন্দন এই সমস্ত দ্রব্যের তিলক করিলে জগৎ বশীভূত হয় । “ও হ্রীং গৌরি” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা এই কার্য্য করিতে হয় । ১৬-২০

সুগন্ধ, হরিদ্রা, কুঙ্কম ও পুষ্পধূপ এই সকল দ্রব্য অঙ্গে লেপন করিলে ত্রিজনৎ বশীভূত হইয়া থাকে । দুর্গালতা, বচা, কুড়, কুঙ্কম, শতমূলী, এই সমস্ত দ্রব্য পেষণ করিয়া তিল-তৈলের সহিত মিশ্রিত করিবে । এই তৈল গোপ্য অঙ্গে লেপন করিলে নারী পুরুষকে বশীভূত করিতে পারে । নিম্বকাষ্ঠের ধূমদ্বারা স্বীয় অঙ্গ ধূপিত করিলে নারী সুভগা হইতে পারে ; তাহার পতি দাসবৎ বাধ্য হইয়া থাকে । মাহিষ নবনীত, কুড়, যুক্তিমধু এই সমস্ত দ্রব্যদ্বারা বরাঙ্গলেপন করিলে তাহার পতি দাসবৎ বাধ্য হইয়া থাকে । ২১-২৪

যুক্তিমধু ও কণ্টকারী এই দুই দ্রব্য গব্যদুগ্ধে পাক করিবে । দুগ্ধের চারিভাগ অবশিষ্ট থাকিতে পাকশেষ করিয়া উহা উষ্ণজলের সহিত পান করিবে । ইহাতে স্ত্রীদিগের গর্ভধারণ হয় । গোঁড়ালেবুর বীজ দুগ্ধে ভাবনা দিয়া পান করিলে, নারী নিঃসংশয় গর্ভগ্রহণ করে । গোঁড়ালেবুর বীজ ও এরণ্ডের মূল ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে । ইহা সেবন

অগ্নগন্ধাৎ তৎ হৃদঃ কথিতং পুত্রকারকম্ । পলাশস্য তু বীজানি ক্রৌঞ্চেন সহ পেষয়েৎ ।
রজযলা তু গৌড়া স্তাৎ পুষ্পগৰ্ভবিবজ্জিতা ॥ ২৮

ইতি জীগরুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে নানাযোগকথনং নাম ত্র্যশীত্যধিক-
শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮২ ॥

ত্র্যশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

হরিকষাচ

হরিভালং যবক্ষারং পত্রাঙ্গং রক্তচন্দনম্ ।
জাতি-হিঙ্গুলকং লাক্ষাং পক্ঠৈতলেন পেষয়েৎ ॥ ১
হরীতকীকষায়েণ ঘৃষ্টা দন্তান্ প্রলেপয়েৎ ।
দন্তাঃ স্যুর্লোহিতাঃ পুংসঃ শ্বেতা কুস্ত্র ন সংশয়ঃ ॥ ২
মূলকং শ্লিষ্ট মন্দাগ্নৌ রসং তপ্ত প্রপূরয়েৎ ।
কর্ণয়োঃ পূরণাৎ তেন কর্ণপ্রাবো বিনশ্যতি ॥ ৩
অৰ্কপত্রং গৃহীত্বা তু মন্দাগ্নৌ তাপয়েচ্ছনৈঃ ।
নিষ্পীড়্য পূরয়েৎ কৰ্ণং কৰ্ণশূলং বিনশ্যতি ॥ ৪

কহিলে নারী পুত্রপ্রসব করে । অগ্নগন্ধা ও ঘৃত হৃদয়ের সহিত পাক করিয়া সেই কাথ পান
কহিলে পুত্র জন্মে । পলাশের বীজ মধুর সহিত পেষণ করিয়া রজযলা নারী পান করিলে
পুষ্পগৰ্ভ-বিজ্জিতা হয় । ২৮-২৮

জীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে নানা যোগকথন নামক ত্র্যশীত্যধিক
শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮২ ।

ত্র্যশীত্যধিক শততম অধ্যায়

হরি কহিলেন,—হরিভাল, যবক্ষার, তেজপত্র, রক্তচন্দন, জাতিফল, হিঙ্গুল, লাক্ষা এই
সমস্ত দ্রব্য পক্ঠ তৈলসহ পেষণ করিবে । হরীতকীর কষারদ্বারা দন্তমার্জনপূর্বক পূর্বোক্ত
ঔষধ লেপন করিলে রক্তবর্ণ দন্ত শ্বেতবর্ণ হয় । মন্দ মন্দ অগ্নিতে মূলক সিদ্ধ করিয়া তাহার
রস গ্রহণ করিবে, তদ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণপ্রাব নিবারিত হয় । আকন্দের পাতা
মন্দাগ্নিতে তপ্ত করিয়া নিষ্পীড়নপূর্বক রস গ্রহণ করিবে, তদ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণশূল

১। পক্ঠা দন্তান্ প্রলেপয়েৎ ।

প্রিয়ঙ্গুমধুকামৃতি-ধাতুকাংপলপঙ-স্তিভিঃ । মঞ্জিষ্ঠালোহলাক্ষাভিঃ কপিথস্ত রসেন চ ।

পচেন তৈলং তথা ত্রীণাং নস্তেন জৈবঃ প্রাপুরণাৎ ॥ ৫

তুঙ্গমূলক-গুণ্ডীনাং কারো হিঙ্গু মহৌষধম্ ।

শতপুষ্পা বচা কুষ্ঠং দারু-শিগ্রু-রসাজনম্ ॥ ৬

সৌবর্জলং যবক্ষারং তথা সর্জক-সৈন্ধবম্ । তথা গ্রহিবিড়ং মুস্তং মধুযুক্তং চতুর্ভুগম্ ॥ ৭

মাড়ুলজ্বরসস্তম্বং কদল্যাশ্চ রসো হি তৈঃ । লকটৈলং হরেন্দ্রাণ্ড জাবাদীংশ্চ ন সংশয়ঃ ॥ ৮

কর্ণরোগাঃ ক্রিমিনাশঃ ক্কাং কটুতৈলস্য পুরণাৎ ॥ ৯

হরিদ্রা-নিম্বপত্রাণি পিঙ্গল্যা মরিচানি চ । বিড়ঙ্গভদ্রং মূলক সপ্তমং বিশ্বভেষজম্ ॥ ১০

গোমূত্রেণ চ লিষ্ঠৈব কৃত্বা চ বটিকাং হর । অজীর্ণকৃন্তবেচ্চৈকং বহুং বিসূচিকাপহম্ ॥ ১১

পটোলং মধুনা হতি গোমূত্রেণ তথাক্ষুদ্রম্ । এবা চ শঙ্করী বন্তিঃ সর্ষপেন্দ্রাময়াপহা ॥ ১২

ইতি জীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে নানাব্যোগকথনং নাম

ত্ৰাশীত্যধিক-শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮৩ ॥

নাম পায় । প্রিয়ঙ্গু, মৃতিমধু, ধাতুকী, উৎপল, মঞ্জিষ্ঠা, লোহ, লাক্ষা ও কদবেলের রস, এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত তৈলপাক করিয়া সেই তৈল পূরণ করিলে জীদিগের জাবদোষ নিবারিত হয় । ১-৫

তুঙ্গমূলক ও গুণ্ডির কার, হিঙ্গু, গুণ্ডি, তুলকা, বচ, কুড়, দারুহরিদ্রা, সজিনা, রসাজন, সৌবর্জল, যবক্ষার, ধূপ, সৈন্ধব, পিঙ্গলী, বিড়ঙ্গ মুখা এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত চতুর্ভুগ মধু, লেবুর রস ও কদলীর রস একত্র করিয়া তৈলপাক করিবে । এই তৈল ব্যবহার করিলে জীদিগের জাবাদোষ নাশ পায় । কর্ণে কটুতৈল পূরণ করিলে কর্ণের ক্রিমি নষ্ট হয় । হরিদ্রা, নিম্বপত্র, পিঙ্গলী, মরিচ, বিড়ঙ্গ, মুখা ও গুণ্ডি এই সমস্ত দ্রব্য একত্র গোমূত্রেণ সহিত সেষণ করিয়া বটিকা করিবে । ইহার একটি সেবন করিলে অজীর্ণরোগ নাশ পায়, আর দুইটি ভক্ষণ করিলে বিসূচিকা নষ্ট হয় । ৬-১১

উক্ত বটী মধুর সহিত ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে দিলে পটল (ছানি) এবং গোমূত্রেণ সহিত ব্যবহার করিলে অক্ষুদ্ররোগ নাশ পায় । ইহার নাম শঙ্করীবন্তি, এই বন্তি সর্ষপে নেত্ররোগ বিনষ্ট করে । ১২

জীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে নানাব্যোগকথনং নামক ত্ৰাশীত্যধিক-

শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮৩ ।

চতুরশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

হরিকবাচ

বচা মাংসী চ বিহ্বল উপরঃ পদ্মকেশরম্ । নাগপুষ্পং প্রিয়ঙ্গুঞ্চ সমভাগানি চূর্ণয়েৎ ।

অনেন ধূপিতো মর্ত্তাঃ কামবহিচরেন্নহীম্ ॥ ১

কপূরং দেবদারুঞ্চ মধুনা সহ যোজয়েৎ । লিঙ্গলেপাচ্চ তেনৈব বশীকুর্য্যাৎ স্ত্রিয়ং কিল ॥ ২

মৈথুনং পুরুষো গচ্ছেদ্ গৃহীয়াৎ বকমিল্লিরম্ ।

বামহস্তেন বামক হস্তং যস্তা স্ত্রিয়া লিপেৎ ।

আলিঙ্গ্য স্ত্রী বশং য়াতি নাশ্চ পুরুষমিচ্ছতি ॥ ৩

ঐ রক্তচাকিকৈঃ অমুকং যে বশমানয় আনয় ঐ স্ত্রীং স্ত্রীং হুঃ কট্ ।

ইমং জগদ্রামুত্তং মদ্রং তিলকেন চ শঙ্কর । গোবোচনাসংযুক্তেন বরজেন বশী ভবেৎ ॥ ৪

সৈন্ধবং কৃষ্ণলবণং সৌবীর্যং মৎস্তপিত্তম্ । মধুসপিঃ সিংহামুত্তং স্ত্রীনাং ভক্তগলেপনম্ ॥ ৫

যঃ পুমান্ মৈথুনং গচ্ছেৎ স্ত্রীনাং নারীঃ গমিচ্ছতি ॥ ৬

পদ্মপুষ্পী বচা মাংসী সোমরাজী চ ফল্লকম্ । হাং হমং নবনীতঞ্চ গাঢ়ীকরণমুত্তমম্ ॥ ৭

সনালানি চ পদ্মানি কীরেণাচ্ছান পেষয়েৎ ।

ভটিকাং শোধিতাং কুস্তা নারীবেদনাং প্রবেশয়েৎ ।

দশবারং প্রসূতাপি পুনঃ কুস্তা ভবিচ্ছতি ॥ ৮

চতুরশীত্যধিক শততম অধ্যায়

হরি বলিলেন,—বচ, জটামাংসী, বিহ্ব, উপর, পদ্মকেশর, নাগপুষ্প, প্রিয়ঙ্গু, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণের ধূপ গ্রহণ করিলে মানব পৃথিবীতে যথেষ্ট বিচরণ করিতে পারে। কপূর ও দেবদারু এই দুই দ্রব্য মধুর সহিত পেষণ করিয়া পুরুষাঙ্গে লেপন করিলে সেই পুরুষ সকল স্ত্রীকে বশীভূত করিতে পারে। পুরুষ সকল স্ত্রীসংযোগকালে ইজির গ্রহণ করিয়া স্ত্রীর বামহস্ত গ্রহণপূর্বক তাহাতে লেপন করিবে। এইরূপ করিলে সেই স্ত্রী অল্প পুরুষ কামনা করে না। “ঐ রক্তচাকিকৈঃ” ইত্যাদি মন্ত্র দশসহস্র অঙ্গ করিয়া গোবোচনা ও বীর রক্তদ্বারা তিলক করিলে বশীকরণ হয়। সৈন্ধব, কৃষ্ণলবণ, সৌবীর্যজন, মৎস্তপিত্ত, মধু, ঘৃত ও শর্করা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া স্ত্রীর অঙ্গে লেপন করিবে, যে পুরুষ সেই স্ত্রী সংযোগ করে সেই পুরুষ অল্প রমণী কামনা করে না। ১-৬

পদ্মপুষ্পী, বচ, জটামাংসী, সোমরাজী, আবির ও মাহিষ নবনীত মিলিত করিয়া ভক্ত মটিকা প্রস্তুত করিবে। নালের সহিত পদ্মপুষ্প ও ঘৃতসহ পেষণপূর্বক মটিকা

সর্ষপাশ্চ বচা চৈব মদনফলফলানি চ । মার্জ্জারবিষ্ঠাধুত্বং ত্রীকেশেন সমন্বিতঃ ।

চাতুর্ভকহরো ধূপো ভাকিনীজরনাশকঃ । ৯

অর্জুনস্ত চ পুষ্পানি ভক্সাতরু-বিভঙ্গকে । বাল্য চৈব সর্জ্বরসং সৌবীর-সর্ষপান্তথা ।

সর্প-যুকা-মক্ষিকাণাং ধূমে মশকনাশনঃ । ১০

ভুলতাশ্চ চূর্ণেন স্তম্ভঃ শ্যাম্ যোনিপুরণাৎ ।

ভেন লেপনতো হোনৌ ভগন্তস্তত্ আয়তে । ১১

ইতি শ্রীগারুড়ো মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে নানাবোগকথনং নাম

চতুর্দশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৮৪ ।

পঞ্চাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ভাবুলফলং ঘৃতং কোদ্রং লবণং ভাজতাম্বলম্ । ঘৃহৈঃ পরঃসমাবৃতঃ চক্ষুঃশূলহরং পরম্ । ১

নিভীতকস্ত বীজানি হরিভালঃ মনঃশিলা । সর্ষাপকিরোগান্ মলেক্ষয়তাকীরসমন্বিতাঃ । ২

ভংকণাং পুষ্পনাশঃ শ্যামালতীকুসুমাজনাৎ । ৩

প্রস্তুত করিবে । ভাবুলফল, ঘৃত, মধু ও লবণ এই সকল ভাজনাতে হুগ্গসহ ঘর্ষণ চক্ষুতে দিলে চক্ষুঃশূল নাশ পায় । বহেড়াবীজ, হরিভাল ও মনঃশিলা এই তিন স্রব্য ছাগহস্তে পেষণপূর্বক অত্রন করিলে সর্ষাবিধ নেত্ররোগ দূরীভূত হয় । শ্যামালতীপুষ্প দ্বারা অত্রন প্রদান করিলে ভংকণাং চক্ষুর ছাঁনি দূর হয় । হরীতকী, বচ, কুড়, ত্রিকটু, হিঙ্গু,

শ্রীগারুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে নানাবোগকথন নামক চতুর্দশীত্যধিক শততম

অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮৪ ।

পঞ্চাশীত্যধিক শততম অধ্যায়

হরি বলিলেন,—ভাবুল, ঘৃত, মধু ও লবণ এই সকল ভাজনাতে হুগ্গসহ ঘর্ষণ

চক্ষুতে দিলে চক্ষুঃশূল নাশ পায় । বহেড়াবীজ, হরিভাল ও মনঃশিলা এই তিন স্রব্য ছাগহস্তে পেষণপূর্বক অত্রন করিলে সর্ষাবিধ নেত্ররোগ দূরীভূত হয় । শ্যামালতীপুষ্প দ্বারা অত্রন প্রদান করিলে ভংকণাং চক্ষুর ছাঁনি দূর হয় । হরীতকী, বচ, কুড়, ত্রিকটু, হিঙ্গু,

হরীতকী বচা কুষ্ঠং বোম্বং হিঙ্গু মনঃশিলা ।

কাসে শ্বাসে চ হিকায়াম্ লিহ্যাম্ কোদ্রং ঘৃতপ্লুতম্ ॥ ৪

পিপ্পলী-ত্রিকলার্চুণং মধুনা লেহয়েন্নরঃ । নশ্বতে পীনসঃ কাসঃ শ্বাসশ্চ বলবত্তরঃ ॥ ৫

সমূলচিত্রকং ভৃশ্য পিপ্পলীচূর্ণকং লিহেৎ । শ্বাসং কাসঞ্চ হিকাকঞ্চ মধুমিশ্রং বৃষস্বজ ॥ ৬

মৌলোৎপলং শর্করা চ মধুকং পদ্মকং সমম্ । তত্ত্বজাবকসংমিশ্রং প্রশনেদ্রক্তবিক্রিয়া ॥ ৭

ভৃগী চ শর্করা চৈব তথা কোদ্রেণ সংযুতা । কোকিলদ্বয় এব শ্বাদ্ ঔড়িকাভুক্তিমাত্রতঃ ॥ ৮

হরিভালং শঙ্খচূর্ণং কদলীনলভৃশ্মনা । এতদ্ভূবোণ চোদ্বর্তা লোমশাতনমুত্তমম্ ॥ ৯

লবণং হরিভালঞ্চ তুস্বীকশ্চ ফলানি চ । লাক্ষারসসমাম্বুজং লোমশাতনমুত্তমম্ ॥ ১০

মুখা চ হরিভালঞ্চ শঙ্খভৃশ্ম মনঃশিলা । সৈন্ধবেন সহৈকত্র ছাগমূত্রেণ পেষয়েৎ ।

তৎক্ষণোদ্বর্তনাদেব লোমশাতনমুত্তমম্ ॥ ১১

শঙ্খমামলকং পত্রং ধাতক্যাঃ কুমুমানি চ ।

পিষ্ট্বা তৎ পরস্য সার্জং সপ্তাহং ধাত্রয়েদ্ব্যুতং ।

দ্বিদ্ধাঃ শ্বেতাশ্চ দন্তাশ্চ ভবন্তি বিমলপ্রভাঃ ॥ ১২

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে নানাযোগকথনং নাম

পঞ্চাশীত্যাধিক-শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮৫ ॥

মনঃশিলা এই সমস্ত দ্রব্য ঘৃত ও মধুসহযোগে লেহন করিলে কাস, শ্বাস ও হিকারোগ নষ্ট হয় । পিপ্পলী ও ত্রিকলা চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে বলবান শ্বাস, কাস ও পীনস নাশ পায় । চিতামূল ভৃশ্ম এবং পিপ্পলীচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে শ্বাস, কাস ও হিকারোগ নষ্ট হয় । ১-৬

মৌলোৎপল, শর্করা, মধু ও পদ্ম এই সমস্ত দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া তত্ত্বলোদকের সহিত পান করিলে রক্তবিকার শান্ত হয় । ভৃগী ও শর্করা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ওড়িয়া করিবে । ইহা ভক্ষণে কোকিলের ন্যায় বর্ধন্য হয় । হরিভাল, শঙ্খচূর্ণ ও কদলীনলভৃশ্ম এই সমস্ত একত্র করিয়া অগ্নে লেপন করিলে লোমসকল পণ্ডিত হয় । হরিভাল, লবণ, তুস্বীকল এই সমস্ত দ্রব্য লাক্ষারসের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেপন করিলে লোমপাতন হয় । বিষ, হরিভাল, শঙ্খভৃশ্ম, মনঃশিলা ও সৈন্ধব এই সমস্ত দ্রব্য একত্র ছাগমূত্রের সহিত পেষণ করিবে । ইহা দ্বারা গাত্রলেপন করিলে শরীরের লোমপাতন হয় । শঙ্খ, আমলকী-পত্র, বাইফুল এই সমস্ত দ্রব্য বৃদ্ধের সহিত পেষণ করিয়া সপ্তাহ যুখে ধারণ করিলে দন্তসকল দ্বিদ্ধ, শ্বেতবর্ণ ও বিমলপ্রভ হয় । ৭-১২

শ্রীগারুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে নানাযোগকথনং নামক

পঞ্চাশীত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮৫ ।

ষড়শীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

হরিকথাঃ

শরৎঐশ্বর্যবসন্তেহু প্রায়শো দধি গর্হিতম্ । হেমন্তে শিশিরে চৈব বর্ষাসু দধি শক্যতে । ১
 তুস্তে তু শর্করা পীতা নবনীতেন বৃদ্ধিকৃৎ । শুভম্ তু পুরাণস্য পলমেকস্ত ভক্ষয়েৎ । ২
 প্রত্যাহং বর্ষমেকস্ত নিরন্তরমথো হর । ত্রীসহস্রক গচ্ছেক পুমান্ বলযুতো হর । ৩
 কুষ্ঠং মূচুণিতং কুড়া ঘৃত-মাংসিকসংযুতম্ । ভক্ষয়েৎ বসন্তবেলায়াং^১ বলী-পলিতমাশনম্ । ৪
 জতসী-মাষ-গোধূম-চূর্ণং কুড়া তু শিথলীম্ । ঘৃতেন লেপয়েদ্ গাত্রমেভিঃ সার্বং বিচক্ষণঃ ।
 কন্দর্পসদৃশো মর্তোঃ। মিতাং ভবতি শকর । ৫
 যবান্তিলাষগছা চ যুযলী সরলা শুভম্ । এভিচ্চ বটিকাং^২ অঙ্কু, তুর্ণণো বলবান্ ভবেৎ । ৬
 হিঙ্গুং সৌবর্জলং শুষ্কং পীড়া তু কথিতোদকৈঃ । পরিণামাখ্যশূলক অজীর্ণকৈব নশ্যতি । ৭
 বাতকীং সোমরাজীক কীরেণ সহ পেষয়েৎ । দুর্বলস্ত ভবেৎ শুলো নাত্র কার্য । বিচারণা । ৮
 শর্করা-মধুসংযুক্তং নবনীতং বলী লিহেৎ ।
 কীরানী চ ক্ষয়ী পুষ্টিং মেধাকৈবাতুলাং লভেৎ । ৯
 কুলীর্চূর্ণং সক্ষীরং পীতক ক্ষয়রোগনুৎ । ১০

ষড়শীত্যধিক শততম অধ্যায়

হরি বলিলেন,—শরৎ, ঐশ্বর্য ও বসন্ত এই ঋতুদ্বয়ে দধিভক্ষণ গর্হিত ; কিন্তু হেমন্ত, শিশির ও বর্ষা এই তিন ঋতুতে দধি প্রশস্ত । নবনীতের সহিত শর্করা পান করিলে বৃদ্ধিবৃদ্ধি হয় । হে হর ! যদি কোন মানব প্রতিদিন নিরন্তর একবর্ষ যাবৎ একপল পরিমাণে পুরাণ্ডন শুভ ভক্ষণ করে, তবে সেই ব্যক্তি এইরূপ বলবান্ হয় যে, সহস্র ত্রীসহস্রোপেক্ষেও ক্লান্ত হয় না । কুড় চূর্ণ করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত নিদ্রাকালে ভক্ষণ করিলে সেই ব্যক্তির বলীপলিতাদি বৃদ্ধভলক্ষণ নাশ পায় । তিসী, মাষ, গোধূম ও শিথলী, এই সকল চূর্ণ করিয়া ঘৃতসংযোগে প্রতিদিন অগ্রে লেপন করিলে সেই ব্যক্তি কন্দর্পতুলা কান্তিসম্পন্ন হয় । ১-৫

যব, তিল, অম্বগছা, তালমূলী, সরলকাষ্ঠ ও শুভ এই সমস্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিলে শুক্লপুরুষ সমধিক বলবান্ হয় । হিঙ্গু, সৌবর্জল, শুষ্ক এই সমস্ত দ্রব্যের কাথজল পান করিলে পরিণামশূল ও অজীর্ণরোগ নাশ পায় । বাইফুল ও সোমরাজী হুঙ্কের সহিত পেষণপূর্বক ভক্ষণ করিলে দুর্বল ব্যক্তিও সমধিক বলবান্ হইতে পারে । শর্করা ও মধুর সহিত নবনীত সেহনপূর্বক কীর পান করিলে ক্ষয়রোগী অতুল পুষ্টি ও মেধালাভ করিতে পারে । কুলীর্চূর্ণ হুঙ্কের সহিত পান করিলে ক্ষয়রোগ নাশ পায় । ৬-১০

ভোজ্যকং বিড়ম্বকং ববকারকং সৈন্ধবম্ । মনঃশিলা-শঙ্খচূর্ণং তৈলপকং তথৈব চ ।

লোমানি শাণ্ডিত্যেব নাজ কার্য্যা বিচারণা ॥ ১১

মালদ্রব্য রসং গৃহ জলৌকাং তজ্জ পেষয়েৎ । হস্তৌ সংলপয়েৎ তেন অগ্নিস্তম্ভনমুত্তমম্ । ১২

শাল্মলীরসমাদায় ধরমুজ্রে নিধায় তম্ । অগ্ন্যাদৌ বিক্ষিপেৎ তেন অগ্নিস্তম্ভনমুত্তমম্ । ১৩

বায়সী-উদরং গৃহ মণ্ডুকবসরা সহ ।

ওটিকাং কারয়েৎ তেন ভেতোহিগ্নৌ সংক্ষিপেৎ সুধীঃ ॥ ১৪

ও অগ্নিস্তম্ভনং কুরু কুরু ॥

এবমেতৎ প্ররোগেণ অগ্নিস্তম্ভনমুত্তমম্ ॥ ১৫

মুণ্ডীভকবচামুত্তং মরীচং তগরং তথা । চক্ষিহা চ ইমং সদ্যো জিহ্বয়া জলনং লিহেৎ ॥ ১৬

গোরোচনাং ভৃঙ্গরাজং চূর্ণীকৃত্য দৃষ্টং সমম্ । দিব্যাস্তমঃ স্তম্ভনং স্তান্নস্ত্রোণামেন বৈ তথা ॥ ১৭

ও নমো ভগবতে জলং স্তম্ভয় স্তম্ভয় সং সং সং কেক কেক চর চর ।

জলস্তম্ভনমস্ত্রোহিরং জলং স্তম্ভয়তে শিব ॥ ১৮

গৃধ্রাহিক গবাহিক তথা নিশ্চল্যেব চ । যস্তারে নিধনেদ্ধারে পঞ্চদ্রব্যপযাতি সঃ ॥ ১৯

পঞ্চরক্তানি পুষ্পানি পৃথগ্জাতাঃ সমাগতেঃ । কুঙ্কমেণ সমাযুক্তমাক্ষরক্সমযুক্তম্ ॥ ২০

পুষ্পেণ তু সমং পিষ্ট্য রোচনায়্যাঃ পটেককতঃ ।

ত্রিমা পুংসা কৃতো রুদ্র তিলকোহিব বশীকরঃ ॥ ২১

ভোজ্য, বিড়ম্ব, ববকার, সৈন্ধব, মনঃশিলা, শঙ্খচূর্ণ এই সমস্ত দ্রব্য তৈলপক করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে লোমসকল পতিত হইয়া যায়। বিষমূলের রসের সহিত জলৌকা পেষণ করিয়া উদ্ধারা উত্তমরূপে হস্তলেপন করিবে। এই যোগ উত্তম, ইহাতে অগ্নিস্তম্ভন হইয়া থাকে, সেই হস্ত দ্বারা অনারাসে অগ্নিগ্রহণ করা যায়। শাল্মলীর রস ও গর্দভের মূত্র একত্র করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে অগ্নিস্তম্ভন হয়। বায়সীর উদর ও মণ্ডুকের বসা একত্র করিয়া ওটিকা করিবে, পরে “ও অগ্নিস্তম্ভনঃ” ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক সেই ওটিকা অগ্নিহোম নিক্ষেপ করিলে অগ্নিস্তম্ভন হইয়া থাকে। ১১-১৪

মুণ্ডীভক, বচ, মুখা, মরীচ, তগর এই সমস্ত দ্রব্য চর্ষণ করিয়া তারপর অবিলম্বে জিহ্বা দ্বারা অগ্নিলেহন করিতে পারে। গোরোচনা, ভৃঙ্গরাজ এই দুই দ্রব্য চূর্ণ করিয়া হস্তের সহিত সমপরিমাণে মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধে জলস্তম্ভন হয় “ও নমো ভগবতে” ইত্যাদি মন্ত্রে জলস্তম্ভন কার্য্য করিবে। ইহার নাম জলস্তম্ভন মন্ত্র। এই মন্ত্রে জলস্তম্ভন করিলে অবশ্য জল স্তম্ভিত হইয়া থাকে। গৃধ্রের অস্থি, গরুর অস্থি এবং নিশ্চল্য এই সমস্ত দ্রব্য যে শক্তের দ্বারে নিধনন করা যায়, সেই শক্ত নিশ্চয় নিধন পাইয়া থাকে; পৃথক রকমের পাঁচটি রক্তবর্ণপুষ্প, কুঙ্কম, আক্ষরক্স, পুষ্প ও গোরোচনা এই সমস্ত দ্রব্য।

ব্রহ্মদত্তী তু পুণ্যেণ ভক্ষ্য পানে বশীকরঃ । বহীমধুপটৈলকেন পকমুক্ষোদকং পিবেৎ ।
বিষ্টেভিকাক ক্ৰচ্ছুলং হবভ্যোষ মহেশ্বর । ২২

ওঁ ব্রুং জঃ

মস্তোহরং হরতে ক্রজ সৰ্ববৃষ্টিকজং বিষম্ ॥ ২৩

পিপ্পলীং নবনীতক শৃঙ্গবেরক সৈন্ধবম্ । মরীচং দধি কুষ্ঠক নস্তে পানে বিষং হরেৎ ॥ ২৪
ত্রিকলার্জককুষ্ঠক চন্দনং ঘৃতসংযুতম্ । এতৎপানাত্ত^১ লেপাত্ত বিষনাশে ভবেচ্ছিব ॥ ২৫
পারাবতস্ত চাক্বীণি হরিভালং মনঃশিলা । এতদ্ব্যোমো বিষং হন্তি যৈনভেদে ইবোরগনি ॥ ২৬
সৈন্ধবং ক্র্যমলচূর্ণং দধিমক্ষাক্যসংযুতম্ । বৃষ্টিকস্ত বিষং হন্তি লেপোহয়ং বৃষভক্ষজ ॥ ২৭
ব্রহ্মদত্তী তিলান্ কাথ্য চূর্ণং ত্রিকটুকং পিবেৎ ।

নাশয়েচ্ছন্ন গুল্মানি নিরুদ্ধং বৃন্তমেব চ ॥ ২৮

পীত্বা কীরং কোম্মযুতং নাশয়েদসৃজঃ ক্রতিম্ ॥ ২৯

অটকবকমূলেণ ভগং নাভিক লেপয়েৎ । সুখং প্রমুদতে নারী নাত্ত কার্য্য বিচারণা ॥ ৩০
শর্করাং মধুসংযুতাং পীত্বা ভক্ষুসবারিণা । ব্রতান্তিসারথমনং ভবতীতি বৃষক্ষজ ॥ ৩১

ইতি জীগাকুড়ে মহাপুরাণে পূৰ্ব্বংস্তে নানাযোগকথনং নাম

ষট্শীত্যাধিক-শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৬ ॥

প্রত্যেক এক একপল পরিমাণে লইয়া পেষণ করিবে । ইহাধারা কপালে তিলক করিলে
কি ত্রী, কি পুরুষ সকলেই তাহার বশীভূত হইয়া থাকে । ১৮-২১

পুষ্যানক্ষত্রে ব্রহ্মদত্তীমূল উত্তোলন করিয়া খাল অথবা পানীয় দ্রব্যের সহিত সেবন
করাইলে বশীকরণ হয় । বহীমধু এক পল উকজলের সহিত পান করিবে, ইহাফে বিষ্টেভ ও
ক্ৰচ্ছুল নিবারিত হয় । “ও ব্রুং জঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে সৰ্ববিধ বৃষ্টিক বিষ নষ্ট হয় । পিপ্পলী,
নবনীত, আদা, সৈন্ধব, মরীচ, দধি ও কুড় এই সমুদায় দ্রব্য নস্তগ্রহণ বা পান করিলে বিষদোষ
নষ্ট করে । ত্রিকলা, আদা, কুড়, চন্দন ও ঘৃত এই সমস্ত দ্রব্য একপল (৮ তোলা) পরিমাণে
লইয়া লেপন করিলে বিষদোষ নাশ করে । ২২-২৫

পারাবতের চক্ষুঃ, হরিভাল ও মনঃশিলা এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া সেবন করিলে
গরুড় যেমন সর্পগণ বিনাশ করে, সেইরূপ বিষদোষ সংহরণ করিয়া থাকে । সৈন্ধব
ও ত্রিকটু, চূর্ণ করিয়া দধি, মধু ও ঘৃতের সহিত লেপন করিলে বৃষ্টিকবিষ নাশ পায় ।
ব্রহ্মদত্তী ও তিল ইহাদের কাথ করিয়া তৎসহ ত্রিকটুচূর্ণ পান করিবে । ইহাতে ক্রজ
ও বৃষদোষজনিত রোগ শান্তি হয় । মধু ও ব্রহ্ম একত্র করিয়া পান করিলে বৃন্তদ্রব্য
নিবারিত হয় । বাসকের মূল পেষণ করিয়া নাভিতে ও যোনিতে লেপ দিলে নারীদিগের

সপ্তাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

হরিকুবাচ

মরীচঃ শৃঙ্গবেরক কুটজত্বচমেব চ । পানার্জি গ্রহণী নস্তেজশাক্তাকৃতিশেখর । ১
 পিঙ্গলী পিঙ্গলীমূলং মরীচঃ তগরং বচা । দেবদারু রসং পাঠাং ক্ষীরেণ সহ পেযয়েৎ । ২
 অনেনৈব প্রয়োগেণ অতীসারো বিনশতি । মরীচ-ভিলপুষ্পাভ্যামঞ্জনং কামলাপহম্ । ৩
 হরীতকী সমগুড়া মধুনা সহ যোজিতা । বিরেচনকরী ক্রম ভবতীতি ন সংশয়ঃ । ৪
 ত্রিফলা-চিত্রকং চিত্রং তথা কটুকরোহিণী । উষ্ণশুভ্রহরো হ্রেষ উত্তমস্ত বিরেচনম্ । ৫
 হরীতকী শৃঙ্গবেরং দেবদারু চ চন্দনম্ । কাথয়েচ্ছাগহৃৎকেন অপ্যামার্গস্ত মূলকম্ ।
 জম্বাশূলমূকুতঃ^১ সপ্তরাত্রেণ নাশয়েৎ । ৬
 অনন্ত-শৃঙ্গবেরক শৃঙ্গদূর্ণানি কারয়েৎ । শুণ্ডগুণ্ডঃ শুড়তুলাক গুলিকামূলমুখ্য চ ।
 বায়ুং স্নায়ুগতকৈব অগ্নিমান্দ্যক নাশয়েৎ । ৭
 লবঙ্গপুষ্পীক পুষ্পেণ সমুদ্ধতা সপত্রিকাম্ । সমুলাং ছাগহৃৎকেন অপস্মারহরাং পিবেৎ । ৮
 সুখপ্রসব হইয়া থাকে । শুণ্ডগুলের সহিত শর্করা ও মধুপান করিলে বস্তাতিসার
 লাভি হয় । ২৬-৩১

শ্রীগুরুপুরাণে পূর্ব্বধত্তে নানামোগকথন নামক বড়শীত্যধিক

শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮৬ ।

সপ্তাশীত্যধিক শততম অধ্যায়

হরি বলিলেন,—হে শশাঙ্কশেখর । মরীচ, আদা, কুটজের ছাল সেবন করিলে গ্রহণীরোগ
 নাশ পাইয়া থাকে । পিঙ্গলী, পিঙ্গলীমূল, মরীচ, তগর, বচ, দেবদারু, রস, আকনাদি এই
 সমস্ত দ্রব্য হৃৎকের সহিত পেষণ করিবে । এই ঔষধ সেবন করিলে অতীসাররোগ নাশ পায় ।
 মরীচ ও ভিলপুষ্পদ্বারা অঞ্জন করিলে কামলারোগ নষ্ট হয় । হরীতকী ও শুড় সমভাগে
 মধুসংযোগে ভক্ষণ করিলে, বিরেচন হইয়া থাকে । ১-৫

ত্রিফলা, চিত্রা, কটুকী এই সমস্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিলে বিরেচন হয়, তাহাতে উষ্ণশুভ্ররোগ
 নাশ পায় । হরীতকী, আদা, দেবদারু, রক্তচন্দন, অপ্যামার্গের মূল ও জরতী মূল এই
 সমস্ত দ্রব্য ছাগহৃৎকের সহিত পাক করিয়া সেই কাথ পান করিবে । সপ্তাহকাল এই কাথ
 পান করিলে উষ্ণশুভ্র নাশ পায় । অনন্তমূল ও আদা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তাহার
 কুলাপরিমাণে শুণ্ডগু ও শুড় মিশ্রিত করিয়া গুলিকা সেবন করিলে বায়ুরোগ, স্নায়ুগতরোগ
 ও অগ্নিমান্দ্য নাশ পায় । পুস্তানক্রে লবঙ্গপুষ্পীক উত্তোলনপূর্ব্বক তাহার মূল ও

অম্বগন্ধাম্রাঃ চৈব উদকেন সমং পিবেৎ । রক্তপিত্তং বিনশ্যেত নাত্র কার্য্য্য বিচারণা ॥ ৯
 হরীতকী-কুষ্ঠচূর্ণং কৃত্বা আকৃত্য পূরয়েৎ । শীতং শীতাত্ত পানীয়ং সর্বজ্বহ্নিনিবারণম্ ॥ ১০
 শুষ্কচী-পদ্মকার্ষিক-ধন্যাকং রক্তচন্দনম্ । পিত্তশ্লেষ্মাজ্বর-হৃদ্বি-দাহ-তৃষ্ণামগ্নিকৃৎ ॥ ১১

ওঁ হুং নম ইতি ।

শ্রোত্রে বদ্ধা শঙ্খপুষ্পী জ্বরং যজ্ঞেণ বৈ হরেৎ ॥ ১২
 ওঁ জজিনী শুভিনী মোহয় সর্বব্যাধীন্ । মে বজ্জেন ঠঃ ঠঃ সর্বব্যাধীন্ বজ্জেন কড়িতি ।
 পুষ্পযজ্ঞশতং জপ্ত্বা হন্তে মৃত্যু নমঃ স্পৃশেৎ । চাতুর্থকো জ্বরো রক্ত অস্তে চৈব জ্বরাসুখা ॥ ১৩
 জপ্ত্বকলং হরিদ্রা চ সর্পৈশ্চৈব চ কঙ্করম্ ।
 সর্বজ্বরানাং ধূপোহয়ং হরশ্চাতুর্থকম্ ॥ ১৪
 করবীৰং ভৃঙ্গপত্রং লবণং কুষ্ঠ-কর্কটম্ । চতুর্গুণেন যুজ্ঞেণ পচেৎ তৈলং হরেচ্চ তৎ ।
 পামাং বিচক্ষিকাং কুষ্ঠমভ্যাজ্যতি ত্রণানি বৈ ॥ ১৫

পিপ্পলী-মধুপানাত তথা মধুরভোজনাত । প্লীহা বিনশ্যতে রক্তঃ তথা শূরণসেবনাত ॥ ১৬
 পিপ্পলীক হরিদ্রাক গোমুত্রেন সমন্বিতাম্ । প্রক্ষিপেচ্চ শুদধারে অর্ধাংসি বিনিবারয়েৎ ॥ ১৭
 অজাহ্নমার্জকক শীতং প্লীহাদিনাশনম্ । সৈন্ধবক 'বড়গানি' সোমরাজী তু সর্বপাঃ ॥ ১৮

পত্রের সহিত ছাগদুগ্ধ পান করিলে অপস্মার রোগ নাশ পায় । অম্বগন্ধা ও হরীতকী এই দুই দ্রব্য জলের সহিত পান করিলে নিশ্চয় রক্তপিত্তরোগ নষ্ট হয় । হরীতকী ও কুষ্ঠ চূর্ণ করিয়া মুখে পূরণ করিবে, তৎপরে শীতল জলপান করিলে সর্ববিধ জ্বদ্বিরোগ নিবারিত হয় । ৬-১০

শুষ্কচী, পদ্মগাঠ, কুড়, ধনিয়া, রক্তচন্দন, এই সমুদয় দ্রব্য পিত্তশ্লেষ্মাজ্বর, হৃদ্বি, দাহ ও তৃষ্ণানিবারক, অগ্নিবৃদ্ধিকারী । “ওঁ হুং নমঃ” এই মন্ত্রে পূর্বেস্তু কার্য্যাসকল করিতে হইবে । “ওঁ জজিনী শুভিনী” ইত্যাদি মন্ত্রে শঙ্খপুষ্পী কর্ণে বন্ধন করিলে জ্বর নষ্ট হয় । পূর্বেস্তু মন্ত্রে অষ্টোত্তরশতপুষ্প অভিযন্ত্রিত করিয়া রোগীর হস্তে প্রদানপূর্ব্বক তাহার লবম্পর্শ করিবে । ইহাতে চাতুর্থক প্রভৃতি জ্বর জ্বরার পলায়ন করে । জাম, হরিদ্রা, সাপের খোলস এই সমস্ত দ্রব্যের ধূপ দিলে চাতুর্থক জ্বর নাশ পায় । করবী, ভৃঙ্গরাজপত্র, লবণ, কুড়, কর্কট, এই সমস্ত দ্রব্য এবং তৈলের চতুর্গুণ গোমুত্র, সমুদায় দ্রব্য একত্র করিয়া তৈলপাক করিবে । এই তৈল মর্দন করিলে পামা, বিচক্ষিকা ও কুষ্ঠজন্য প্রভৃতি রোগ নাশ পায় । ১১-১৫

পিপ্পলী, মধুপান, মধুরদ্রব্য-ভোজন অথবা শুষ্ক ভোজন করিলে শীঘ্র প্লীহারোগ নাশ পায় । গোমুত্রের সহিত পিপ্পলী ও হরিদ্রা পেষণ করিয়া মলবারে স্থাপন করিলে অর্শোরোগ নিবারিত হইয়া থাকে । ছাগদুগ্ধ ও আদা পান করিলে প্লীহাদিরোগের শান্তি

হজনী বে বিষকৈব গোমুজ্জৈণেব পেযয়েৎ । কুষ্ঠনাশক্ তল্লোপাশ্লিষপত্রাদিনা তথা । ১১

ইতি ত্রীগন্ধপুৰাণে পূৰ্বখণ্ডে নানাযোগকথনং নাম
সপ্তাশীত্যধিক-শততমোহধ্যায়ঃ । ১৮৭ ।

অষ্টাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

হরিকবাচ

হজনীকদলীক্ষারলেপঃ সিদ্ধবিনাশনঃ । কুষ্ঠস্ত ভাগমেকস্ত পথ্যাভাগদ্বয়ং তথা ।

উকোদকেন সম্পীড়া কটিশূলবিনাশনম্ । ১

অভয়ানবনীভক শর্করাশিগ্ধলীযুতম্ । পানাসর্ষোহরং স্ফাচ্চ নাত্র কার্য্যা বিচারণা । ২

অটরুযকপজেণ ধূতং যুগ্মগ্নিনা পচেৎ । চূর্ণং কুড়া তু লোপোহরং অর্ষোরোগহরঃ পরঃ । ৩

ওগুণ্ডলু-ত্রিকলাযুতং পীড়া নস্তেদ্ ভগন্দরম্ । ৪

অলালী-মুজ্জবেরক দধা যন্তুং বিপাচয়েৎ । লবণেন তু সংযুক্তং মূত্রকৃচ্ছুবিনাশনম্ । ৫

যবক্ষারং শর্করা চ মূত্রকৃচ্ছুবিনাশনম্ । ৬

হয় । সৈন্ধব, বিড়ঙ্গ, সোমরাজী, সর্ষপ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বিষ ও নিম্বপত্র এই সমস্ত দ্রব্য গোমুজ্জের সহিত পেষণ করিয়া কুষ্ঠস্থানে লেপন করিলে কুষ্ঠরোগ নাশ পায় । ১৬-১১

ত্রীগন্ধপুৰাণে পূৰ্বখণ্ডে নানাযোগকথনং নামক সপ্তাশীত্যধিক
শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮৭ ।

অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায়

হরি বলিলেন,—হরিদ্রা ও কদলীর জ্বর লেপন করিলে সিদ্ধরোগ বিনাশ পায় । কুড় একভাগ, হরীতকী দুইভাগ একত্র করিয়া উকড়ালের সহিত পান করিলে কটিশূল বিনষ্ট হয় । হরীতকী, মবনীভ, শর্করা, শিগ্ধলী এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে একত্র করিয়া তক্ষণ করিলে সিদ্ধর অর্ষোরোগ নাশ পায় । বাসকের পাতা ঘুতের সহিত যুগ্ম অগ্নিতে পাক করিবে । তৎপরে ঐ পাতা চূর্ণ করিয়া লেপন করিলে অর্ষোরোগ নাশ হয় । ওগুণ্ডলু ও ত্রিকলা তক্ষণ করিলে ভগন্দররোগ নাশ পায় । জীরা, আদা ও দধি এই সমস্ত একত্র করিয়া মতপাক করত লবণের সহিত পান করিলে মূত্রকৃচ্ছুরোগের শান্তি হয় । যবক্ষার ও শর্করা এই দুই দ্রব্য সেবনেও মূত্রকৃচ্ছু নিবারণ হয় । ১-৬

চিতায়াঃ খঞ্জরীটস্থ বিষ্ঠা ফেনো হয়ন্ত চ । শোভাজনং চামনেত্রং^১ নর এতৈস্ত যুগিতঃ ।

অদৃশ্তস্ত্রিদেশৈঃ সর্কৈঃ কিং পুনর্মানবৈঃ শিব । ৭

ভিলতৈলং যবান্ দধ্না মসৌ কৃত্বা তু লেপয়েৎ ।

ভেনৈব সহ তৈলেন অগ্নিদধ্নঃ সুখী ভবেৎ । ৮

লজ্জালুঃ শরপুষ্ণা চ লেপঃ সাজ্যোহগ্নিনাশনঃ ।

ও নমো ভগবতে ঠ ঠ দ্বিদ্ধি দ্বিদ্ধি জগনঃ প্রজ্জলিতং নাশয় নাশয় হুং ফট্ । ৯

করে বদ্ধন্ত নিষ্ঠু^২ত। মূলং জ্বরহরং ক্ষতম্ । ১০

মূলঞ্চ শ্বেতগুজায়াঃ কৃত্বা তৎ সপ্তপত্রকম্ । হস্তে বদ্ধঃ নাশয়েচ্চ অর্শোঃশ্বেত ন সংশয়ঃ । ১১

বিষ্ণুক্ৰান্তাজমুত্তেণ চৌর-বাস্ত্রাদিরক্ষণম্ । ১২

ব্রহ্মদত্তাশ্চ মূলানি সর্ষকর্ষণানি কারয়েৎ । ত্রিফলায়াস্তু চূর্ণস্ত সাজ্যং কুষ্ঠবিনাশনম্ । ১৩

আজ্যং পুনর্নবাবিষ্টৈঃ পিঙ্গলৌভিষ্ঠ সংযুতম্ ।

হরেতিজাং শ্বাস-কাসং পীতং ক্রীণাক গর্ভকৃৎ । ১৪

ভক্ষয়েচ্চৈবমানীনি পয়সাজ্যেন পাচিতম্ । ঘৃতশর্করয়া যুক্তং শুক্রং শ্যাদক্ষয়ং উতঃ । ১৫

বিড়ঙ্গং যধুকং পাঠাং মাংসীং সর্জ্জ্বরসং তথা ।

হরিদ্রাং ত্রিফলাংকবমপামার্গং মনঃশিলাম্ । ১৬

চিতা, খঞ্জনপক্ষীর বিষ্ঠা, অশ্বফেন, সন্নিহা, চামপক্ষীর নেত্র এই সমস্ত দ্রব্যের যুগগ্রহণ করিলে সেই ব্যক্তি দেবগণেরও অদৃশ্য হইতে পারে মানুষের ত কথাই নাই। ভিলতৈল দ্ব্যকিত যব দধ্ন করিয়া সেই ভক্ষ্যগ্রহণপূর্বক ভিলতৈলের সহিত মসী প্রস্তুত করিবে। এই মসী লেপন করিলে অগ্নিদধ্ন ব্যক্তি সুস্থ হইতে পারে। লজ্জালুলতা ও শরপুষ্ণা এই দুই দ্রব্য পেষণপূর্বক তাহার সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া লেপন করিলে অগ্নিদাহের জ্বালা প্রশান্ত হয়। “৬” নমো ভগবতে” ইত্যাদি যন্ত্রে পূর্বোক্ত কার্যসকল করিতে হয়। নিসিন্দার মূল হস্তে বদ্ধন করিলে জ্বরশান্তি হয়। শ্বেতগুজার মূল সপ্তপত্র করিয়া হস্তে বদ্ধন করিলে নিষ্ঠুর অর্শোরোগ নাশ পায়। অপরাধিতার মূল ও ভাগমুক্ত এই দুই দ্রব্য চৌরবাস্ত্রাদির ভয় নিবারণ করে। ৭-১২

ব্রহ্মদত্তীর মূল সর্ষকর্ষণসাধন করিয়া থাকে। ত্রিফলা চূর্ণ ঘূতের সহিত সেবন করিলে কুষ্ঠরোগ নাশ পায়। পুনর্নবা, বিজ্ঞ ও পিঙ্গলৌ এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে হিঙ্গা, শ্বাস ও কাসরোগ নষ্ট হয়। এই ঘৃত পান করিলে নারীর গর্ভগ্রহণ হইয়া থাকে। পূর্বোক্ত দ্রব্যসকল দুগ্ধ কিংবা ঘূতের সহিত পাক করিয়া ঘৃত ও শর্করা-সহযোগে পান করিলে তাহার কখনও শুক্রক্ষয় হয় না। বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, আকনাদি, কটামাংসী, মূপ, হরিদ্রা, ত্রিফলা, অপামার্গ, মনঃশিলা, ভূম্বর ও বাইফুল এই সকল দ্রব্য

উভয়ং বাতকীক তিলতৈলেন পেয়য়েৎ ।

যোনিং লিঙ্গক স্বেদেত ত্রীপুংসোঃ স্তাৎ শ্রিয়ং মিথঃ । ১৭

নমস্তে ইশ বরদায় আকৰিষি বিকৰিষি যুদ্ধে বাহা ইতি ।

যোনি-লিঙ্গক তৈলেন শঙ্কর স্বেদনাৎ উত্তঃ ॥ ১৮

পুনৰ্নবায়ুতা দুৰ্ব্বা কনককোমলবাকুণী । বোজেনৈবাং জাতিকায়া রসেন করমর্দনম্ । ১৯

মুবায়া মধাপং কৃত্বা রসং মারণমৌচিতম্ । মধ্বাজ্যসহিতং দ্বন্ধং বলীপলিতনাশনম্ । ২০

মধ্বাজ্যং গুড়তাস্তক কারবেজ্জরসস্তথা । দহনাচ্চ ভবেদ্রোপাং সুবর্ণকরণং শৃণু । ২১

পীতং ধূতুরপুষ্পক সীসকক ফলং মতম্ । লাজলিকায়ঃ শাখাঞ্চ বর্ণক দহনাস্তবেৎ । ২২

তৈলং ধূতুরবৃক্ষক তেন দীপং প্রদীপয়েৎ । সমাধাবুপবিষ্টোত্ত গগনস্থো ন পশ্যতি । ২৩

বৃষক যুগ্মগৈব যুক্তো ভেকো নিগৃহ্যতে । শঙ্করাবয়বৈব যুক্তো ধূপং স্রাজ্জা চ গর্জতি ।

বিশ্বয়ং কুরুতে চৈব বৃষব্রাহ্ম সংলব্ধঃ । ২৪

বাজৌ চ সার্ষপং তৈলং কীটং খণ্ডোত্তনামকম্ ।

ভাভাং দীপঃ প্রজ্জ্বলিতো বাগ্নিহোলাকলাপবৎ । ২৫

বর্ণং কুঙ্কুমরৌদেহং দধ্বা কুপ্প প্রলেপয়েৎ । তপস্তে তৎকলাদধ্বা যদি সম্যক প্রলেপয়েৎ ।

চন্দনেন ভবেদ্রোক্ষঃ পানাজ্লেপাং সুখী ভবেৎ । ২৬

তিলতৈলের সহিত পেষণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে ত্রী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যে সবিশেষ প্রণয় হয় । “নমস্তে ইশ বরদায়” ইত্যাদি যন্ত্রে ত্রী ও পুরুষ তৈলধারা যন্ত্রে অঙ্গলেপন করিলে উভয়ের পরমপ্রীতি হয় । পুনৰ্নবা, গুড়টী, দুৰ্ব্বা, ধূতুর, বাখালশলা এই সমস্ত বীজ ও জাতিপত্রের রসের সহিত পারদ মর্দন করিবে । ঐ পারদ দুয়ামধ্যে স্থাপন করিয়া অগ্নিতে দহন করিবে । এইরূপ করিলে সেই পারদ মারিত হয় । মধু ও ঘূতের সহিত দ্বন্ধ পান করিলে বলীপলিত (চন্দ্রশিখিলতা) নাশ পায় । ১৩-২০

মধু, ঘূত, গুড়, তাজ ও করলাই রস এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া দহন করিলে রৌপ্য হইয়া থাকে । অনন্তর সুবর্ণকরণ প্রবণ কর । পীতধূতুরের পুষ্প ও ফল, সীস, লাজলিয়া বৃক্ষের শাখা এই সমস্ত একত্র করিয়া অগ্নিতে দহন করিলে সুবর্ণ উৎপন্ন হয় । ধূতুরফলের তৈলে প্রদীপ জ্বালিয়া সমাধিস্থিত হইলে তাহাকে কোন খেচর প্রাণীরাও দেখিতে পায় না । একটি ভেককে যন্ত্রের বৃষের অঙ্গযুক্ত করিয়া তাহাকে ধূপ প্রদান করিবে । ধূপ আশ্রয় করিয়া সেই ভেক বৃষের দ্বার গর্জন করিতে থাকে । ইহা অতি বিশ্বয়জনক বাণী । সার্ষপতৈল ও জোনাকিপোকা একত্র করিয়া বাজে দীপ প্রজ্জ্বলিত করিলে সেই দীপ অগ্নি-শাশিবৎ দৃষ্ট হয় । ২১-২৫

একটি টুকুড়া দহন করিয়া চূর্ণ করিবে, পরে ঐ চূর্ণদ্বারা শরীরের কোন স্থান লেপন

১। পলং । ২। তৈলং ।

কুষ্ঠীরকস্য মদার্তস্য যস্য নেত্রে শিবাঙ্করেৎ । সংগ্রাহং ক্ষতে মোহপি মহাপ্রশস্ত আকতে ॥ ২৭

তুচৎ^১ তুণ্ডসর্পস্য মুখে সংগৃহ্য বৈ ক্লিপেৎ ।

তিষ্ঠতে জলমধ্যে তু নিম্বিকল্পং স্থলে যথা ॥ ২৮

কুষ্ঠীরনেত্রদংষ্ট্রানি সাহস্রানি ক্লিষ্যৎ তথা । বসাত্তৈলসমাহৃত্যৈকত্র ত্রিম্বোজয়েৎ ।

আত্মানং ব্রহ্মহোং তেন জলে তিষ্ঠেদ্ধিনত্রয়ম্ ॥ ২৯

কুষ্ঠীরকস্য নেত্রানি ছদ্যৎ কচ্ছপস্য চ । মূষিকস্য বসাহস্রানি পিত্তমাত্রবসা তথা ।

এতান্নেকত্র সংলপ্যজলে তিষ্ঠেদ্ যথা গৃহে ॥ ৩০

লৌহচূর্ণং তক্রপীতং পাতুরোগহরং ভবেৎ ॥ ৩১

তণ্ডুলীরক-গোক্ষুর-মূলং পীতং পরোহ্মিতম্ ।

কামলাদিহরং পীতং মূষরোগহরং তথা ॥ ৩২

সতক্র-কুশমূলং বা বাকুচীমূলমেব বা । কাঙ্কিকেন চ বাকুচা মূলং বৈ দত্তরোগমূঃ ॥ ৩৩

তথৈক্সবাকুণীমূলং বারিণীতং বিষাদিহরং । সুরভিকামূলপানাদাতনাশো ভবেচ্ছিব ॥ ৩৪

শিরোরোগহরং লেপাদ্ ওষাচূর্ণং সকাঙ্কিকম্ । বলা চাতিবলা যক্ষী শর্করা মধুসংযুতা ।

বহ্যাগর্ভকরং পীতং নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥ ৩৫

করিলে সেই স্থান তৎক্ষণাৎ জ্বলিতে থাকে । ঐ স্থানে চন্দন লেপন করিলে সেই জ্বালার নিবৃত্তি হয় ; সেই ব্যক্তি চন্দন জল পান করিলে সুস্থ হইয়া থাকে । মদমত্ত হস্তীর চক্ষুর অঞ্জিত করিলে সংগ্রাহে অয়লাভ হয় ; সেই ব্যক্তি মহাবলবান্ হইতে পারে । মুখমধ্যে চোড়াসাপের দাঁত রাখিলে সেই ব্যক্তি স্থলের গায় জলোপরি স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইতে পারে, কুষ্ঠীরের চক্ষু, দন্ত, অস্থি, ক্লিষ্য, বসা ও তৈল এই সমস্ত একত্র করিয়া যৌগ দেহে লেপন করিলে সেই ব্যক্তি তিনদিন জলে অবস্থিতি করিতে পারে । কুষ্ঠীরের চক্ষু, কচ্ছপের ছদ্য, মূষিকের বসা ও অস্থি এবং পিত্তমাত্রের বসা এই সমস্ত একত্র করিয়া জলে লেপন করিলে সেই ব্যক্তি গৃহের গায় জলে অবস্থান করিতে পারে । ২৬-৩০

ভক্তের সহিত লৌহচূর্ণ পান করিলে পাতুরোগ নাশ পায় । নটেশাক ও গোক্ষুরের মূল দুয়ের সহিত পান করিলে কামলা ও মূষরোগ নাশ পায় । ভক্তের সহিত জার্তামূল ও বদরীমূল পান করিলে অজীর্ণরোগ দূর হয় । কুশমূল ও সোমরাজী বৃক্ষের মূল ভক্তের সহিত পান করিলে কিংবা সোমরাজীবৃক্ষের মূল কাঙ্কির সহিত পান করিলে দত্তরোগ নষ্ট হয় । রাখালেশবার মূল জলের সহিত পান করিলে বিষদোষ নাশ হয় । চন্দকবৃক্ষের মূল পান করিলে বাতরোগ নাশ পায় । ওষাচূর্ণ কাঙ্কির সহিত মিশ্রিত করিয়া মস্তকে লেপন করিলে শিরোরোগ নাশ পায় । বেড়েলা, গোবোন্ধচাকুলে, যক্ষিমধু এই সমস্ত জব্য শর্করা ও মধুসংযোগে সেবন করিলে বহ্য নারীও গর্ভগ্রহণ করিতে পারে । ৩১-৩৫

১। দত্তমিতি কচিং পাঠঃ ।

শ্বেতাপরাজিতামূলং পিঙ্গলী-তুষ্টিকাযুতম্ । পরিপিত্তং শিরোলেশাদ্ভিরঃশূলবিনাশনম্ । ৩৭

অরুচিকামূলপানিং তালুশোভা ভবেচ্ছিব ।

শিরোরোগহরং লেশাদ্ গুড়ামূলং সকাঙ্কিকম্ । ৩৮

নিম্বাতিকাশিকাং পীড়া গুণমাল্যবিনাশনম্ । ৩৯

কেতকীপত্রম্ ক্কারং শুভেন সহ ভক্ষয়েৎ ।

ভক্রেণ শরপুষ্ণাং বা পীড়া গ্লীহাং বিনাশয়েৎ । ৪০

যাতুলুঙ্গম্ নির্যাসং শুভাভ্যেন সমন্বিতম্ । বাতপিত্তজশূলানি হন্তি বৈ পানযোগতঃ । ৪১

তুষ্টিং সৌবর্জলং হিঙ্গুং পীড়া হৃদয়রোগমূৎ । ৪২

ইতি শ্রীগুরুভে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে বৈদ্যশাস্ত্রেহষ্টাশীত্যধিক-শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮৮ ॥

একোনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

হরিকৃষাচ

আং গং গণপতয়ে বাহা ইতি । অন্নং গণপতয়েনো ধন-বিদ্যাপ্রদায়কঃ । ১

ইমমষ্টসহস্রক জপ্তা বজ্রা শিখাং ততঃ । ব্যবহারে অন্নঃ স্মারু শতজাপারূপাং প্রিয়ঃ । ২

ভিলানাত্ত ঘৃতাত্তানাং কৃকানাং কুস্ম হোময়েৎ । অষ্টোত্তরসহস্র বাহা বস্ত্রজিহ্মিনৈঃ । ৩

শ্বেত অপরাজিতার মূল, পিঙ্গলী, তুষ্টি এই সমস্ত স্রব্য পেষণ করিয়া শিরোলেশ করিলে শিরঃশূল নাশ পায়। অরুচী বৃক্ষের মূল পান করিলে টাক রোগ দূরীভূত হয়। কাঙ্কিক সহ গুড়ামূল পেষণ করিয়া মস্তকে লেপন করিলে শিরোরোগ বিনষ্ট হয়। নিম্বাতিবৃক্ষের মূল পান করিলে গুণমাল্যরোগ প্রশান্ত হয়। কেতকীপত্রের ক্কার শুভের সহিত কিম্বা শরপুষ্ণা ভক্রেণ সহিত ভক্ষণ করিলে গ্লীহারোগ নাশ করিতে পারে। যাতুলুঙ্গের রস শুভ ও শুভের সহিত পান করিলে বাতপিত্তজ শূলরোগ নাশ পায়। তুষ্টি, সৌবর্জল ও হিঙ্গু, এই সমস্ত স্রব্য পান করিলে হৃদয়রোগ নষ্ট হয়। ৩৭-৪২

শ্রীগুরুভে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে বৈদ্যশাস্ত্রনামক অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮৮ ॥

উননবত্যধিক শততম অধ্যায়

হরি কহিলেন,—“ও গণপতয়ে” এই গণপতিমন্ত্র ধন ও বিদ্যা প্রদান করে। উক্ত মন্ত্র অষ্টোত্তরসহস্র জপ করিয়া শিখাবন্ধন করিলে ব্যবহারে অন্নলাভ হয়, উহা শতবার জপ করিলে সর্কজনের প্রিয় হইতে পারে। বাহা মন্ত্র কৃক ভিল ঘৃতাত্ত করিয়া উক্ত মন্ত্রে

অষ্টম্যাক চতুর্দশামুপোষ্যাভ্যাক্য বিদ্বরাট্ । তিলাকতানাং জুহ্বাদ্যৌত্তরসহস্রকম্ ।

অপরাজিতঃ স্যাদ্ যুদ্ধে সর্বৈ তজ্জ নিবেধিরে ॥ ৪

অণ্ডা চাক্ষুসহস্রস্ত তত্শচাক্ষুশভেন হি । লিখাং বস্ত্রা রাজকূলে বাবহারে জয়ো ভবেৎ ॥ ৫

হ্রীঙ্কারং সবিসর্গক প্রাতঃকালে নরস্ত যঃ । স্ত্রীণাং ললাটে বিদ্বস্ত বস্ত্রতাং নয়তি ধ্রুবম্ ॥ ৬

মুসমাহিতচিত্তেন স্তম্ভ তু প্রমদাভ্যে । সোৎকামাঃ কামিনীং কুর্যাৎ স্থলশ্রবজলাকুলাম্ ॥ ৭

জুহ্বাদ্যবৃত্তং যস্ত তচিঃ প্রযতমানসঃ । দৃষ্টিমাত্রে সদা তস্ত বস্ত্রমারাদি যোষিতঃ ॥ ৮

মনঃলিপ্যত্রকক সগোরোচনকুঙ্কমম্ । এভিঃ কৃতে চ তিলকে বস্ত্রমারাদি যোষিতঃ ॥ ৯

সহদেবা ভৃগুরাজঃ শ্বেতাপরাজিতা বচা ।

ভেনৈব তিলকং কৃতা ত্রৈলোক্যাং বস্ত্রতাং নয়েৎ ॥ ১০

গোরোচনা মীনপিত্তমাভ্যাক্য কৃতবস্তিকাম্ । যঃ পুমাংস্তিলকং কুর্যাৎশ্রামহস্তকনিষ্ঠয়া ।

স করোতি বশং সর্বৈ ত্রৈলোক্যাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১

গোরোচনা মহাদেব জুহুশোণিতভাবিতা । ততঃ কৃতাক্ত তিলকায়রং যং সা নিরীকতে ।

ভংগণাং তং বশং কুর্যাম্নাত্ কার্য্যা বিচারণা ॥ ১২

নাগেশ্বরক শৈলেশঃ ত্রুপত্রক হরীতকী । চন্দনং কুষ্ঠসুশ্রোলা বস্ত্রশালিসমব্রিতা ।

এতৈর্দুপো বশকরঃ শ্রবণ ইবেশ্বরঃ ॥ ১৩

হোম করিবে ; তিনদিন অষ্টৌত্তরসহস্র হোম করিলে রাজা বশীভূত হয় । অষ্টমী ও চতুর্দশীতে উপবাস করিয়া বিদ্বরাজের পূজাপূর্বক তিল ও তুল মিশ্রিত করিয়া অষ্টৌত্তরসহস্র হোম করিবে । এই কার্য্যদ্বারা সর্বত্র বিজয়ী হইতে পারে, তাহাকে সকলে সেবা করিয়া থাকে । পূর্বোক্ত গণপতিমন্ত্র অষ্টৌত্তরসহস্র জপ করিয়া পরে অষ্টৌত্তরশত জপদ্বারা লিখাবদ্ধন করিবে । এইরূপ কার্য্য করিলে রাজকূলে ও বাবহারে জয়লাভ হইয়া থাকে । ১-৫

প্রাতঃকালে স্ত্রীর ললাটে “হ্রীঃ” এই মন্ত্র লিখিলে সেই স্ত্রীকে বশীভূত করিতে পারা যায় । সংযতচিত্তে উক্ত মন্ত্র অভিলষিত কামিনীর গৃহে বিগ্রাস করিলে সে কামাভুরা হইয়া পুরুষের বশীভূতা হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি তদুচিত্ত ও তুচি হইয়া উক্ত মন্ত্র বশ সংগ্রহ জপ করে, সে দৃষ্টিমাত্র স্ত্রীদিগকে বশীভূত করিতে পারে । মনঃলিলা, ভেজপত্র, গোরোচনা, কুঙ্কম এই সমস্ত একত্র পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে সেই পুরুষ সমস্ত নারীকে বশীভূত করিতে পারে । সহদেবী, ভৃগুরাজ, শ্বেতাপরাজিতা ও বচ এই সমস্ত মন্ত্র একত্র করিয়া ললাটে তিলক করিলে ত্রিভুবন তাহার বশীভূত হয় । ৬-১০

গোরোচনা ও মংস্ত পিত্তদ্বারা বস্তি প্রস্তুত করিবে ; এই বস্তি ঘর্ষণ করিয়া শ্রামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বারা তিলক করিলে সেই ব্যক্তি ত্রিজগৎ বশীভূত করিতে পারে, তাহাতে সন্দেহ

১। নাত কার্য্যা বিচারণা । ২। কৃত্তিলকসা । ৩। যাতু-।

রতিকালে মহাদেব পার্শ্বতীপ্রিয় শঙ্কর ।

নিজগুহুং গৃহীত্বা তু বামহস্তেন যঃ পুমান্ ।

কামিনীচরণং বামং লিপ্যেত স্যাৎ স্ত্রিয়াঃ প্রিয়ঃ ॥ ১৪

সৈতবক মহাদেব পারাবতমলং মধু । এভিলিপ্তস্ত লিঙ্গং বৈ কামিনীবশকৃতবেৎ ॥ ১৫

পুষ্পাণি পকু রক্তানি গৃহীত্বা যানি কানি চ ।

ভক্তুল ক প্রিয়ঙ্গুক পেষয়েদেকযোগতঃ ।

অনেন লিপুলিঙ্গস্য কামিনৌ বশভামিহাৎ ॥ ১৬

হৃদগন্ধা চ যজ্জিষ্ঠা মালতীকুসুমানি চ ।

শ্বেতসর্ষপ এতৈশ্চ লিপুলিঙ্গঃ স্ত্রিয়াঃ প্রিয়ঃ ॥ ১৭

মূলন্ত কাকজজ্বায়া হৃদপীতন্ত শোষনুৎ ॥ ১৮

অশ্বগন্ধা-নাগবল-গুড়-মাষনিষেবিনঃ । রূপং ভবেদ্ বথা ভবনবযৌবনচারিণাম্ ॥ ১৯

লৌহচূর্ণসমামৃতং ত্রিকলাচূর্ণমেক বা । মধুনা সেবিতং রুদ্র পরিণামাধামূলনুৎ ॥ ২০

কথিতোদকপানন্ত শত্বককারকং তথা । যুগশ্চক্ষুঃ অগ্নিদগ্ধং গবাজ্যেন সমন্বিতম্ ।

পীতং স্রংপৃষ্ঠশূলানাম্ ভবেদ্রাশকরং শিব ॥ ২১

নাই । হে হর ! গোবোচন, গুড় ও শোণিত একত্র করিয়া কপালে তিলক করিবে ; নারী এইরূপ তিলক করিয়া বাহার প্রতি বিলোকন করিবে, তাহাকেই বশীভূত করিতে পারে ; টহাতে সন্দেহ নাই । নাগেশ্বর, শৈলেশ্বর, নারুচিনি, তেজপত্র, হরিতকী, রক্তচন্দন, কুড় ছোট এলাচ ও রক্তশালি এই সমস্ত একত্র করিয়া ধূপ দিবে । যেমন মহেশ্বর কামবাণে বশীভূত হইয়াছিলেন, সেইরূপ লোকসকল এই ধূপ দ্বারা বশীভূত হইয়া থাকে । হে শঙ্কর ! রতিকালে নিজ গুহুং বামহস্তে গ্রহণপূর্বক কামিনীর বাম চরণ প্রলিপ্ত করে, সে সেই নারীর চির প্রিয় হয় । সৈতব, পারাবতের মল ও মধু একত্র করিয়া শুদ্ধাৱা লিঙ্গ প্রলিপ্ত করিলে যুগতী জনের প্রিয় হইতে পারে । ১১-১৫

যে কোন রকমের পাঁচটি রক্তবর্ণ পুষ্প এবং তৎসম পরিমাণ প্রিয়ঙ্গু লইয়া একত্র পেষণ করিবে । ইহা দ্বারা লিঙ্গ প্রলিপ্ত করিলে কামিনীগণ বশীভূত হয় । অশ্বগন্ধা, যজ্জিষ্ঠা, মালতীপুষ্প ও শ্বেত সর্ষপ মিলিত করিয়া শুদ্ধাৱা লিঙ্গ লেপন করিলে স্ত্রীজনের প্রিয় হইয়া থাকে । কাকজজ্বামূল হৃদয়ের সহিত পান করিলে শোষণোপ লাভ পায় । অশ্বগন্ধা, গোবল, চাকুলিয়া, গুড়, মাষকলাই, এই সমস্ত দ্রব্য সেবন করিলে নবীন যুগার স্মার রূপ ও যৌবন হইয়া থাকে । লৌহচূর্ণ ত্রিকলাচূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে পরিণামধূপ লাভ পায় । ১৬-২০

শত্বককারের কাথজল পান করিলে অথবা যুগশ্চক্ষুঃ অগ্নিদগ্ধ করিয়া সেই তন্ময় গবাসূতের সহিত পান করিলে স্রংশূল ও পৃষ্ঠশূল নাশ পায় । হিঙ্গুল, সোবর্জন, গুপ্তী ইহার। মহৌষধ-

হিঙ্গুঃসৌবর্চলঃ শুষ্ঠী বৃষক্ষজ মহৌষধম্ ।
 এতিষ্ঠ কথিতং বারি পীতং বৈ সর্ববৃক্ষম্ ॥ ২১
 অপামার্গস্ত বৈ মূলং সামুদ্রলবণায়িতম্ ।
 ইহাদিতমকীর্ণস্ত মূলস্ত স্তাদিমর্দনম্ ॥ ২২
 বটেরোহাঙ্কুরো ক্রম তত্তুলোদকায়িতঃ ।
 পীতঃ সত্যক্রোহতিসারং ক্রমং নরতি শক্লর ॥ ২৩
 অকোড়মূলকর্ম্মাঙ্কঃ পিষ্টং তত্তুলবারিণা ।
 সর্বাতিসারগ্রহণীং পীতং হরতি কৃতপ ॥ ২৪
 মরীচ শুষ্ঠী-কুষ্ঠজত্বকচূর্ণক শুভায়িতম্ ।
 ক্রমাং তদ্বিগুণং পীতং গ্রহণীবাণিনিশানম্ ॥ ২৫

শ্বেতাপরাজিতামূলং হরিদ্রাসিক্ততত্তুলম্ । অপামার্গত্রিকটুকমেঘাক্ষ বটিকাং শিব ।
 বিসৃটিকামহাব্যাধিং হরত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ২৬
 ত্রিকটু ত্রিফলা চৈব শিলাজতু হরীতকী । এতৈককমেঘাং চূর্ণস্ত মধুনা চ বিমিশ্রিতম্ ।
 পীতং সর্বক মেহস্ত ক্রমং নরতি শক্লর ॥ ২৭

অর্ককীরং প্রমথেকং তিলতৈলং তথৈব চ ।
 মনঃশিলামরীচানাং সিন্দূরস্য পলং পলম্ ॥ ২৮
 চূর্ণং কৃত্বা ভাষ্যপাত্রে ভাতটৈঃ শোষয়েৎ শুভঃ ।
 পীতং মূত্রপিত্তং হৃৎ সৈন্দবং মূলমুত্তমং ॥ ২৯

বক্রপ ; এই সমস্ত পুর্বোক্ত ক্রাথজল পান করিলে সর্ববিধ মূলরোগ নষ্ট হয় । অপামার্গের
 মূল ও সামুদ্রলবণ একত্র করিয়া তুলন করিলে অকীর্ণজনিত মূল বিনাশ পায় । বটের অঙ্কুর
 তত্তুলোদকের সহিত পেষণ করিয়া ঘোলের সহিত পান করিলে অতিসাররোগ বিনষ্ট হয় ।
 অকোড়মূলের মূল একতালি তত্তুলোদকের সহিত পান করিলে সর্ববিধ অতিসার ও গ্রহণী-
 রোগ সংহরণ করে । ২১-২২

মরীচ একভাগ, শুষ্ঠী দুইভাগ, কুরচির ছাল চারিভাগ, এই সমস্ত চূর্ণ করিয়া
 শুভের সহিত পান করিলে গ্রহণীরোগ প্রশান্ত হয় । শ্বেতাপরাজিতার মূল, হরিদ্রা,
 মোম, তত্তুল, অপামার্গ, ত্রিকটু এই সমস্ত দ্রব্য পেষণ করিয়া বটিকা করিবে । এই বটিকা
 সেবনে বিসৃটিকারোগ নষ্ট হয়, সন্দেহ নাই । ত্রিফলা, অঙ্কুর, শিলাজতু ও হরীতকী
 ইহাদিগের চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে সর্ববিধ প্রমেহরোগ কম পায় ।
 অর্ককীর কীর চারিসের, তিল তৈল চারিসের, মরিচ, মনঃশিলা ও সিন্দূর প্রত্যেক এক
 একপল (৮ তোলা), এই সমুদায় একত্র করিয়া ভাষ্যপাত্রে রৌদ্রে শুষ্ক করিবে । শিলের
 কীর ও সৈন্দবের সহিত এই ঔষধ পান করিলে মূলরোগ নাশ পায় । ২৬-৩০

ত্রিকটু ত্রিফলাগুণ্ডা তিলতৈলং তথৈব চ । মনঃশিলা নিম্বপত্রঃ জাতীপুষ্পমজাপরঃ । ৩১

চক্ষুঃ শল্যনাভিচ্চ চন্দনং ঘর্ষয়েৎ ততঃ । এভিচ্চ বর্ত্তিকাং কৃদ্ধা তক্ষিণী চাক্ষয়েৎ ততঃ ।

নস্ততে পটলং কাচং পুষ্পক তিমিরাদিকম্ । ৩২

বিভীতকম্বু বৈ চূর্ণং সমধু শ্বাসনাশনম্ । ৩৩

পিপ্পলী ত্রিফলাচূর্ণং মধুসৈন্ধবসংযুতম্ । সর্ব্বরূপজ্বর-শ্বাস-শোথ-পীনসহস্তবেৎ । ৩৪

দেবদারোচ্চ বৈ চূর্ণমজামুত্রেন ভাবয়েৎ । একবিংশতি বৈ বারমক্ষিণী তেন চাক্ষয়েৎ ।

রাত্রাচ্ছতা পটলতা নস্তেগিলোমতা তথা । ৩৫

পিপ্পলী কেতকং রুদ্র হরিদ্রামলকং বচা । সর্ব্বাক্ষিরোপা নস্তেযুঃ সক্ষীরাদ্রব্যাং ততঃ । ৩৬

কাকজজ্বা শিগ্রামূলে যুথেন বিধৃত্ত শিব । চক্ষিণী দন্তরোগাণাং^২ বিনাশো হি ভবেত্তর । ৩৭

ইতি ঐগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নানাযোগকথনং নামো

নবত্যধিকশততমোহ্যায়ঃ । ১৮১ ।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, জাগতা, তিল তৈল, মনঃশিলা, নিম্বপত্র, জাতীপুষ্প, জাগমূত্র, জাগমূত্র, শল্যনাভি ও রক্তচন্দন এই সকল দ্রব্য পেষণপূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে । এই বর্ত্তি ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে পটল, কাচ, পুষ্প ও তিমিরাদি চক্ষুরোগ নাশ পায় । ভেগরি চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে শ্বাসরোগ নষ্ট হয় । পিপ্পলী ও ত্রিফলাচূর্ণ মধু ও সৈন্ধবের সহিত সেবন করিলে সর্ব্ববিধ জ্বর, শ্বাস, শোথ, পীনস-প্রভৃতি রোগ নাশ পায় । দেবদারু চূর্ণ করিয়া জাগমূত্রে একবিংশতিবার ভাবনা দিবে । তৎপরে এই ঔষধদ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন করিলে রাত্রাচ্ছতা, পটল ও যোমপাতন প্রভৃতি চক্ষুরোগ নাশ পায় । পিপ্পলী, কেতকীপুষ্প হরিদ্রা, আমলকী ও বচ এই সমস্ত দ্রব্য হস্তের সহিত পেষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে সর্ব্ববিধ চক্ষুরোগ নাশ পায় । কাকজজ্বা ও শজিনার মূল যুখে ধারণ করিলে কিম্বা চর্কণ করিলে দন্তকোট নাশ পাইয়া থাকে । ৩১-৩৭

ঐগারুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নানাযোগকথন নামক ঊননবত্যধিক

শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮১ ।

নবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

হরিকবাচ

পীতং সারং গুড়চাঁচ মধুনা চ প্রমেহনং ।

পীতং গোহালিকামূলং তিলদধাজ্যসংস্থতম্ ॥ ১

নিরুজ্জ্বলং কথিতং নিবর্তয়তি শঙ্কর । তথা হিকা হরং পীতং সৌবর্জসমুত্তমং বৈ ॥ ২

গোরক্ষ-কর্কটীমূলং পিষ্টং বাস্কোদকেন চ । পীতং তিনত্রয়েণৈব নাশয়েদন্তশর্করাম্ ॥ ৩

পিষ্টং বৈ মালতীমূলং গ্রীষ্মকালে সমাহিতম্ । সাধিতং হাগহৃৎকেন পীতং শর্করয়াচিতম্ ।

হরেন্দ্রনিরোধকং হরৈবৈ পাণ্ডুশর্করাম্ ॥ ৪

ব্রহ্মযজ্ঞ্যচ বৈ মূলং পিষ্টং তণ্ডুলবারিণা । গণ্ডমালাং হরেন্নেপাং কুরগু-গলগতকো ॥ ৫

রসাজনং হরীতক্যাশ্চূর্ণং ভেনৈব গুণ্ঠনাং । নশ্টেইব পুরুষাধীনো নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥ ৬

করবীরমূলেপায়েপাং পুণফলশ্চ চ । পুংব্যাধিনশ্চতে রুদ্র যোগমহৎ বদামাহম্ ॥ ৭

দন্তিমূলং হরিদ্রা চ চিত্রকং তস্য লেপনাং । ভগন্দরবিনাশঃ স্তাদন্তং যোগং বদামাহম্ ॥ ৮

জলৌকাজঙ্ঘরক্তক ভগন্দরমুমাপতে* । ত্রিফলাজলঘৃষ্টক যার্জ্জবাহ্নিবিলেপিতম্ ॥ ৯

ভতো ন প্রসবেদন্তং নাত্র কার্য্য বিচারণা । হরিদ্রানেকবারক মূহীক্ষীরেণ ভাবিতা ॥ ১০

হরি বলিলেন,—গুড়চাঁচ সার মধুর সহিত পান করিলে প্রমেহরোগ নষ্ট হয় । গোহালিকামূলের কাথ করিয়া তিল, দধি ও ঘৃতসংযোগে পান করিলে মূত্ররোধ নাশিত হয় ; ঐ কাথ সৌবর্জলের সহিত পান করিলে হিকারোগ নাশ পায় । গোরক্ষকর্কটীর মূল পেষণ করিয়া বাসিকলের সহিত পান করিলে তিন দিনে শর্করারোগ নাশ পায় । গ্রীষ্মকালে মালতীমূল হাগহৃৎকের সহিত সিদ্ধ করিয়া শর্করার সহিত পান করিলে মূত্ররোধ, শর্করা ও পাণ্ডুরোগ নিবারিত হয় । ব্রহ্মযজ্ঞীর মূল তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ করিয়া লেপন করিলে গণ্ডমালা গলগণ্ড ও কুরগুরোগ নাশ পাইয়া থাকে । ১-৫

রসাজন ও হরীতকী চূর্ণ করিয়া তন্দ্বারা অবগুণ্ঠন করিলে পুরুষাঙ্গগত সর্ববিধ ব্যাধিশান্তি হয় ; ইহার অন্যথা হয় না । করবীর মূল ও সুপারীর ফল পেষণ করিয়া লেপন করিলে পুরুষাঙ্গের সর্ববিধ ব্যাধি নিবারিত হয় । এক্ষণে অস্তান্ত যোগ বলিতেছি । ৬-৭

দন্তিমূল, হরিদ্রা, চিত্রা, এই সমস্ত একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ভগন্দররোগ নাশ পায় । জলৌকার ভক্ষিত রক্ত নির্গত করিয়া লেপ দিলে ভগন্দররোগ উপশান্ত হয় । ত্রিফলা ও বিড়ালের অস্থি একত্র জলের সহিত পেষণ করিয়া লেপন করিলে রক্তদ্রাব

১। নাশয়েদ্রুদ্র । ২। পীতং । ৩। ভগন্দরবিনাশনম্ ।

বটিকাশোষিনাশায়^১ ভজেপাদ্ বৃষভক্ষণ ।

ঘোষাকলং সৈন্ধবক পিষ্ট^২ চার্শোহরং পরম্ । ১১

গব্যাজ্যং সাধিতং পীতং পলাশকুণ্ডারবাণিণ্য ।

ত্রিগুণেন ত্রিকটুকমর্শাংসি ক্ষয়য়েচ্ছিব । ১২

বিষক চ কলং দক্ষং রক্তার্শঃপ্রবিনাশনম্ । কক্ষা কক্ষতিলান্তেব নবনীতমুতাপি । ১৩

যবক্ষারং শুষ্কীচূর্ণং মুক্তং তুল্যগুড়ায়িতম্ । লীড়মগ্নিং^৩ করোতোষ প্রত্যাষে বৃষভক্ষণ । ১৪

শুষ্ঠা চ কথিতং বারি পীতক্যাগ্নিং করোতি বৈ । ১৫

হরীতকীং সৈন্ধবক চিত্রকং কুল পিঙ্গলী । ১৬

চূর্ণমুক্ষোদকেনৈবাং পীতক্যাতিক্ষুধাকরম্ ।

সাক্ষ্যং শুকরমাংসং বৈ পীতক্যাতিক্ষুধাকরম্ । ১৭

ইতি শ্রীগুরুভে মহাপুরাণে পূৰ্ণবচনে নানাযোগকথনং নাম

নবভাষিক-শততমোহাধ্যায়ঃ । ১২০ ।

নিধারিত হয় । ইহার অস্তথা হয় না । হারিত্রা সিজের দ্বারা অনেকবার ভাবনা দিতা
বটিকা করিবে । এই বটি ঘর্ষণ করিয়া লেপন করিলে, অর্শোরোগ নাশ পায় । ঘোষাকল
ও সৈন্ধব একত্র পেষণ করিয়া লেপন করিলে অর্শোরোগ নষ্ট হয় । পলাশবৃক্ষের ফল
করিয়া তাহার কাথ করিবে ; এই কাথের সহিত গব্যমুত পাক করিবে, ত্রিগুণ ত্রিকটু চূর্ণের
সহিত এই মূত পান করিলে অর্শোরোগ ক্ষয় পায় । ৮-১২

বিষকল দক্ষ করিয়া সেবন করিলে রক্তার্শঃ শান্তি হয় । নবনীতের সহিত কক্ষতিল
ভক্ষণ করিলেও অর্শোরোগ নাশ পায় । যবক্ষার, শুষ্কীচূর্ণ ও গুড় এই সমস্ত ম্রব্য সমপরিমাণে
মইয়া প্রত্যাষকালে ভক্ষণ করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হয় । শুষ্কীর কাথ করিয়া সেই কাথজল পান
করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হয় । হরীতকী, সৈন্ধব, চিত্রা, পিঙ্গলী এই সমস্ত ম্রব্য চূর্ণ করিয়া উকজল
সহ পান করিলে অতিশয় ক্ষুধাবৃদ্ধি হয় । মূতপক শুকরের মাংস ভক্ষণ করিলে ক্ষুধাবৃদ্ধি
হইয়া থাকে । ১৩-১৭

শ্রীগুরুভ পুরাণের পূৰ্ণবচনে নানাযোগ কথন নামক নবভাষিক

শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১২০ ।

একনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

হরিকণ্ঠাচ

হস্তিকর্ণম্ বৈ মূলং গৃহীত্ব চূর্ণয়েৎকর । সর্বরোগবিনিমুক্তং চূর্ণং পলশতং শিব ॥ ১
সক্ষীরং ভক্ষিতং কুর্ধ্যাৎ সপ্তাহেন বৃষধ্বজ । নরং জ্ঞতিধরং ক্রম যুগেন্দ্রগতি বিক্রমম্ ॥ ২
পদ্মরাগপ্রভীকশং যুক্তং দশশতায়ুসা । বোড়শাকাকৃতিং ক্রম সত্ততং হৃদ্যভাজনাৎ ॥ ৩
মধু-সর্পিঃসমাযুক্তং জন্মায়ুধরং ভবেৎ । তজ্জল্লং মধুনা সার্কং দশবর্ষসহস্রিকম্ ।
কুর্ধ্যাৎকরং জ্ঞতিধরং প্রমদাজনবল্লভম্ ॥ ৪

নম্রা নিত্যং ভক্ষিত্ব বজ্রদেহকরং ভবেৎ । কেশবাক্তিসমাযুক্তং নরং বর্ষসহস্রিকম্ ॥ ৫

উক্ত কাঙ্কিকসংযুক্তং নরং কুর্ধ্যাচ্চ ভক্ষিতম্ ।

শতবর্ষং দিবাদেহং বলীপলিতবর্জিতম্ ॥ ৬

ককঃ ত্রিফলয়া যুক্তং চক্ষুঃকরং করোতি বৈ । অক্লঃ পশ্যেৎ তু চূর্ণম্ সাক্ষ্যাত্মকং তু ভক্ষণাৎ ॥ ৭
মহিবীক্ষীরসংযুক্তস্তলেপঃ কৃষ্ণকেশকরঃ । খণ্ডীটম্ চ বৈ কেশা ভবন্তি বৃষভধ্বজ ॥ ৮
তৈলযুক্তেন চূর্ণেন বলী-পলিতনাশনম্ । তদ্বর্জনমাজ্ঞেয় সর্বরোগৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৯
সজ্জাগক্ষীরচূর্ণেন দৃষ্টিঃ স্ফায়াসতোহজনাৎ ॥ ১০

হরি বলিলেন,—হস্তিকর্ণপলাশের পত্র চূর্ণ করিয়া হৃদের সহিত ভক্ষণ করিলে সপ্তাহ-
মধ্যে সর্বরোগ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। উক্ত ঔষধের পূর্ণমাত্রা একশতপল। এই
ঔষধ সেবনে মনুষ্য জ্ঞতিধর হইতে পারে, তাহার গতি বিক্রম যুগেন্দ্রের জায় হয়, পদ্মরাগের
জায় শরীরকান্তি হয়, সহস্রবর্ষ জীবিত থাকে; এই ঔষধ সেবন করিয়া হৃদ্যপান করিলে বৃদ্ধ
মনুষ্যও বোড়শবর্ষীয় যুবাব্দের জায় আকৃতিধারণ করে; মধু ও ঘূতের সহিত ভক্ষণ করিলে
পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, উক্ত হস্তিকর্ণপলাশের পত্রচূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে দশসহস্রবর্ষ
জীবিত থাকে, সেই পুরুষ জ্ঞতিধর ও প্রমদাজনের অতি প্রিয়পাত্র হয়। দধির সহিত সেবন
করিলে তাহার দেহ বজ্রতুল্য হয়, কেশবৃদ্ধি হয়, সে ব্যক্তি সহস্রবর্ষ জীবিত থাকে। ১-৫

কাঙ্কির সহিত পান করিলে দিবাদেহে বলীপলিতাদি বৃদ্ধতচ্ছ-বিনিমুক্ত হইয়া শতবর্ষ
জীবিত হইতে পারে; ত্রিফলাচূর্ণের সহিত ভক্ষণ করিলে চক্ষুর জ্যোতির্বৃদ্ধি হয়; ঘূতের সহিত
সেবনে অক্ষবাক্তি দর্শন করিতে পারে; মহিব হৃদের সহিত মর্দন করিয়া লেপন করিলে
তরুলেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়। ইহাধারা খণ্ডীটরোগীর কেশ উৎপন্ন হয়। ঐ চূর্ণ তৈলের সহিত
সেবন করিলে বলীপলিতাদি নাশ পায়; ঐ চূর্ণ গাড়ে উত্তর্জন করিলে সর্বরোগ হইতে মুক্ত
হয়। জাগহৃদের সহিত অঞ্জন করিলে মাসমধ্যে দৃষ্টিশক্তি পরিনব্বিত হয়। ৬-১০

পলাশস্ত চ বীজানি আবণে বিতুষানি চ । গৃহীত্বা নবনীতেন তেষাং চূর্ণক ভক্ষয়েৎ । ১১
কর্ষার্জমেকং সেবেত^১ নত্ৰা নিভাং হরিং প্রভু^২ । যতিপুরাণাশ্রিতস্ত পথ্যমব-বজ্জিতং হু^৩ ।
জীবেত্বর্ষসংস্রাণি বলীপলিতবজ্জিতঃ । ১২
কৃষ্ণরাজস্ত বৈ মূলং পুষ্টক্ষে^৪ তু সমাহৃতম্ । বিড়ালপদমাত্রস্ত^৫ সসৌধীরক ভক্ষয়েৎ । ১৩
মাসমাত্রপ্রয়োগেণ বলীপলিতবজ্জিতঃ । শতানি পক্ষ জীবেত নরো নাগবলো ভবেৎ ।
ভবেচ্ছু^৬তিথরো রুদ্র পুষ্টক্ষে^৭ চৈব ভক্ষণাৎ । ১৪

ইতি শ্রীমারুতে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে নানাযোগকথনং নামৈকনবত্যধিক-
শততমোহধ্যায়ঃ । ১২১ ।

দ্বিনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

হরিকবাচ

নিব্র^১ণঃ শ্রাৎ পূরহীনো প্রহারো ঘৃতপূরিতঃ । অপামার্গস্ত বৈ মূলং হস্তাত্যাক বিমান্তম্ ।
ভক্ষ্যসেন প্রহারস্ত রক্তস্রাবো ন পূরণাৎ । ১

আবণমাসে পলাশের বীজগ্রহণ করিয়া তাহাকে তুষহীন করিবে । তৎপরে ঐ বীজ চূর্ণ করিয়া নবনীতের সহিত ছন্নমাস যাবৎ ভক্ষণ করিবে । ভক্ষণের পরিমাণ এক তোলা । হরিকে নমস্কার করিয়া এই ঔষধ সেবন করিবে । এই ঔষধ সেবন করিয়া পুরাতন যতিধাতোর অন্ন পথা করিবে ; এই ঔষধ সেবনে জলপান করিবে না । ইহাতে সেই ব্যক্তি বলীপলিতাদিহীন লইয়া সহস্রবর্ষ জীবিত থাকিতে পারে । বিড়াল-পদপ্রমাণ কৃষ্ণরাজের মূল, পুষ্টানক্রে উদ্ধৃত করিয়া চূর্ণ করত কাঁড়ির সহিত পান করিলে মাসমধ্যে বলীপলিত-বজ্জিত হইয়া পক্ষশতবর্ষ জীবিত থাকিতে পারে । এই ঔষধ সেবনে পুরুষ হস্তীর গায় বলশালী হয় । উক্ত ঔষধ পুষ্টানক্রে সেবন করিলে মানব ক্ষুতিধর হইতে পারে । ১১-১৪

শ্রীমারুতপুরাণে পূর্বখণ্ডে নানাযোগ কথন নামক একনবত্যধিক-
শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১২১ ।

দ্বিনবত্যধিক শততম অধ্যায়

হু^৩ বিলিলেন,—ভ্রমমধ্যে ঘৃতপূরণ করিয়া রাখিলে শীঘ্র সেই ক্ষত নাশ পায় ।

১। বর্ষার্জমেকং জ্ঞাবমিতি পাঠান্তরম্ । ২। গৃহীত্বা বৈ ভক্ষু^৩র্নত ।

কুস্ত্র লাললিকামূলং হিঙ্কলম্ভ তথৈব চ । তেন ত্রণমুখং লিষ্টং শল্যো নিঃসরতি তথা ৷ ১ ৷

চিরকালপ্রবিষ্টোহপি তেন মার্গেণ শঙ্কর ৷ ২ ৷

বালমূলং মেঘশৃঙ্গী-মূলং বা বারিষবিত্তম্ ।

তেন লিষ্টং চিরং জাতং নাড়ীত্বং প্রদায়াতি ৷ ৩ ৷

মাহিবদহিহুস্তেন জঙ্ঘং কোদ্রবভক্তকম্ । কঙ্কমূলম্ভ বৈ চূর্ণং দত্তং নাড়ীত্বং পহম্ ৷ ৪ ৷

অশ্মযষ্টিফলং পিষ্টং বারিণা তেন লেপিতম্ ।

তেন ঘৃষ্টং রক্তদোষঃ প্রশান্তি ন সংশয়ঃ ৷ ৫ ৷

যবভস্ম বিড়ঙ্গক গন্ধপায়াপমেব চ । শুষ্টিরেবাতৈকব চূর্ণং ভাবিতং কুধিরেণ বৈ ।

কৃকলাসম্ভ তল্লিষ্টং বিজ্রিণি নাশয়েচ্ছিব ৷ ৬ ৷

শোভাঞ্জনম্ভ মূলম্ভ অতসীমসিনা সহ । গৌরসর্ষপমুক্তানি সর্বাণ্যেতানি শঙ্কর ৷

পিষ্টাণ্ডনম্নতক্রৈণ গ্রহিকং নাশয়েচ্ছিব ৷ ৭ ৷

শ্বেতাপরাভিতামূলং পিষ্টং তপ্তুলবারিণা । তেন নস্তপ্রদানং স্তাস্তুতব্ধনম্ভ বিজ্রবঃ ৷

অগস্ত্যাপুস্পনম্ভ বৈ সমরীচম্ভ শূলম্ভ ৷ ৮ ৷

ভুজঙ্গবম্ভ বৈ হিঙ্গু নিম্বপত্রানি বৈ যবাঃ । গৌরসর্ষপ এভিঃ স্তান্নেপো ভূতহরঃ শিব ৷ ১০ ৷

গোরোচনা মরীচানি পিষ্টগৌ মৈন্ধবং যধু । অঞ্জনং কৃতমেভিঃ স্তাদ্ গ্রহভূতহরঃ শিব ৷ ১১ ৷

অপামার্গের মূল উভয় হস্তে মর্দন করত সেই রস ক্ষতস্থানে পূরণ করিলে রক্তদ্রাব নিবারিত হয় । লাললিকাইক্ষ ও হিঙ্কলবৃক্ষের মূল একত্র পেষণ করিয়া ত্রণমুখ লেপন করিলে ত্রণমধ্যগত শলাকটেকাদি বহির্গত হয় । ইহাতে চিরকাল প্রবিষ্ট শলাও নিঃসারিত হইয়া থাকে । বালামূল ও মেঘশৃঙ্গীর মূল জলে ঘর্ষণ করিয়া অণে লেপ দিলে চিরকালীন নাড়ীচা আরোগ্য হয় । কোদ্রবান্ন মাহিবদবির সহিত ভুজঙ্গপুষ্কক কাকনিদানার মূল চূর্ণ করত অণে প্রদান করিলে নাড়ীত্ব শাস্তি হয় । ফলের সহিত অশ্মযষ্টি জলদ্বারা পেষণ করিয়া ত্রণস্থানে লেপন করিলে নিঃসংশয় রক্তদোষ প্রশান্ত হয় । যবভস্ম, বিড়ঙ্গ, গন্ধপায়া ও শুষ্টি এই সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করিয়া কৃকলাসের রক্তদ্বারা ভাবনা দিবে । এই ঔষধ লেপন করিলে বিজ্রবিরোগ শান্ত হয় । ১-৬

সজিনার মূল, তিসি, মসিনা, শ্বেতসর্ষপ এই সমস্ত দ্রব্য একত্র অনন্নতক্রের সহিত পেষণপুষ্কক লেপন করিলে গ্রহিকরোগ নাশ পায় । শ্বেতাপরাভিতার মূল তপ্তুলাদকের সহিত পেষণপুষ্কক নস্তগ্রহণ করিলে ভূতোপদ্রব শাস্তি হইয়া থাকে । বৎপুস্পর রস ও মরিচ একত্র পেষণপুষ্কক নস্তগ্রহণ করিলে শূলরোগ নিবারিত হয় । সাপের খোলস, হিঙ্গু, নিম্বপত্র, যব, শ্বেতসর্ষপ, এই সকল একত্র পেষণপুষ্কক লেপন করিলে ভূতাবেশ দূর হয় । গোরোচনা, মরীচ, পিষ্টগৌ, মৈন্ধব, যধু, এই সমস্ত দ্রব্য পেষণ করিয়া অঞ্জন করিলে গ্রহভূতাদিদোষ শাস্তি হয় । শুণ্ডুল ও পেচকের পুচ্ছ একত্র করিয়া

কৃষ্ণকপুৰাণাং ধূপাদ্ গ্রহহরো ভবেৎ । চাতুৰ্ধকজ্বৈরমুজ্ঞো কৃষ্ণবজ্রাবণ্ঠিতঃ । ১১

ইতি শ্ৰীগুরুভ্যে মহাপুৰাণে পূৰ্বখণ্ডে নানাযোগকথনং

নাম ত্ৰিণবত্যাধিক-শততমোহধ্যায়ঃ । ১২২ ।

ত্ৰিণবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

হরিকৃষ্ণাচ

শ্বেতাপরাজিতাপুষ্প-রসেনাক্রান্ত পুরণে । পটলাং মাশমায়াতি নাজ কার্যা বিচারণা । ১

মূলং গোক্ষুরকঠৈব চৰ্ব্বিত্বা নীললোহিত । দন্তকোটব্যাথা নস্তেন্দ্রজাসুরবিমর্দনঃ । ২

নারী পুষ্পাদি লেপিত্বা গোক্ষীরেণোপবাসতঃ । শ্বেতাক্রান্ত তু বৈ মূলং তস্তান্দ্রদণ্ডকপুলনুৎ । ৩

শ্বেতাক্রান্তপুষ্পং বিধিনা গৃহীতং পূৰ্বমস্তিতম্ । ঋতুতত্তা চ ললনা কটৌ বদ্ধা নরোহধবাঃ । ৪

নারী পুরং হি লভতে সুরতে বৃষভক্ষয়ঃ । ৫

হস্তবজ্রং পলাশস্ত অপামার্গস্ত বা হর । মূলং সৰ্ব্বজ্বরহরং ভূতপ্রেতাভিনুস্তবেৎ । ৬

পীতং বৃষ্টিকমূলক পমু্যাবিতজলেন বৈ । সার্কং বিনাশয়েদ্ধাহ-জ্বরক পরমেশ্বর । ৭

শিখারাকৈব তদ্রস্তুং ভবেদৈকাহিকাদিনুৎ । এতৎ সকাঙ্ক্ষিকং পীতং বৃষ্টকুষ্ঠজ্বরাদিনুৎ । ৮

যাস্তোদকেন পীতং তদ্বৃহদ্রিষহরং ভবেৎ । ৯

ধূপপ্রদান করিলে গ্রহদোষ শান্তি হয় । আর কৃষ্ণবজ্রদ্বারা অবগুঠন করিয়া উহাঘাতা ধূপ
দিলে চাতুৰ্ধকজ্বর নাশ পায় । ১-১২

শ্ৰীগুরুভ্যে মহাপুৰাণে পূৰ্বখণ্ডে নানাযোগ কথন নামক

ত্ৰিণবত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১২২ ।

ত্ৰিণবত্যাধিক শততম অধ্যায়

হরি বলিলেন,—শ্বেতাপরাজিতাপুষ্পের রস চক্ষুতে পুরণ করিলে পটলাদি চক্ষুরোগ
নাশ পায় । গোক্ষুরমূল চৰ্ব্বণ করিলে দন্তকোট ও দন্তব্যথা নাশ পায় । নারী যীর রক্ত দ্বারা
শ্বেতাক্রান্তের মূল লেপন করিয়া দুইয়ের সহিত পেষণ করিবে । তারপর উপবাসপূৰ্বক এই
ঔষধ সেবন করিলে গুল্মরোগ শান্তি হয় । পূৰ্বদিন শ্বেত আক্রান্তের পুষ্প অভিষিক্ত
করিয়া রাখিবে, পরে যথাবিধি সেই পুষ্প গ্রহণ করিবে । পরে ঋতুসাত্তা নারী ঐ পুষ্প
কঠিতে ধারণ করিলে পুত্রপ্রসব করিতে পারে । পলাশ ও অপামার্গের মূল হস্তে বদ্ধন
করিলে সৰ্ববিধ জ্বর ও ভূতপ্রেতাভি দোষ শান্তি হয় । ১-৩

বৃষ্টিকমূল বাসিজলের সহিত পান করিলে দাহজ্বর নাশ পায় । বৃষ্টিক মূল শিখাতে

১। দন্তা সুরাসুরবিমর্দন । ২। প্রসূরতে । ৩। তৎ সৰ্ববিষহরং ।

যস্য লজ্জানুলুকাশূলং দীপ্যতে চ যবেতদা ।

সার্দ্ধং স বৈরং সংযাতি পুমান্ ত্রী বা ন সংশয়ঃ । ৮

শিক্টা গব্যাবৃতেনৈব পাঠাশূলং শিবেৎ তু যঃ ।

সর্বং বিষং বিনশ্যেত নাত্র কার্য্যা বিচারণা । ৯

শাস্তোদকমুত্তং শূলং শিরীষশ্চ যথা তথা । রক্তচিত্রকমূলশ্চ রসশ্চ ভরণাক্তর ।

কর্ণরোগঃ কামলাব্যাধি-নাশঃ স্ত্যায়াজ সংশয়ঃ । ১০

শ্বেতকোকিলাকমূলং ছাগীক্ষীরেণ সংযুতম্ ।

ত্রিসপ্তাহেন বৈ পীতং ক্ষররোগং ক্ষয়ং ময়েৎ । ১১

নারিকেলশ্চ বা পুষ্পং ছাগীক্ষীরেণ সংযুতম্ । শিবেত ত্রিবিধস্তস্য বাতরক্তো বিনশ্যতি । ১২

কুর্ধ্যাৎ সুদর্শনামূলং মাংসেন সুসমাহৃতম্ । কঠবন্ধং ত্রাহিকাদি-গ্রহভূতবিমাণনম্ । ১৩

পুষ্যো যবলগ্ণায়া গৃহীতং শূলমুত্তমম্ । যুগে তু নিহিতং রক্ত হরেন্নানাবিষং বহু । ১৪

হস্তে বন্ধং কাণ্ডমুত্তং কণ্ঠে বন্ধং গ্রহাদিহুৎ । কৃষ্ণায়াক্ত চতুর্দশাং কটিবন্ধং সমাহৃতম্ ।

সিংহাদিশ্বাপদাভীতিং হরেচ্চ নীললোহিত । ১৫

বিষ্ণুজ্ঞানামূলমীশ কৰ্ণবন্ধস্ত ধারয়েৎ । পটুসূত্রেণ ভূতেশ মকরাভিভয়ং ন বৈ । ১৬

ইতি শ্রীগরুড় মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে বৈদ্যশাস্ত্রং নাম

ত্ৰিবিংশত্যধিক-শততমোহধ্যায়ঃ । ১২৩ ।

ধারণ করিলে ত্রেকাঙ্কিকস্তর নাশ পায় । ঐ শূল বাসিজলের সহিত পান করিলে সর্ববিধ বিষদোষ হয়ন করে । ত্রী কিংবা পুরুষ যাহার হস্তে স্বীয় স্ত্রীর সহিত লজ্জানুলতার মূলপ্রদান করা যায়, তাহাদিগের মধ্যে মহান্ বৈরভাব হইয়া থাকে । আকনাদির মূল পেষণ করিয়া গব্যাবৃতের সহিত পান করিলে সর্বপ্রকার বিষবিনাশ হয়, ইহার অন্তথা হয় না । শিরীষবৃক্ষের মূল বাসিজলের সহিত পান করিলেও বিষদোষ নাশ পায় । রক্তচিত্রার মূলের রস কর্ণে পূরণ করিলে কামলারোগ বিনষ্ট হয়, মন্দেহ নাই । ৬-১০

শ্বেত কুলেখাড়ার মূল ছাগীক্ষীরের সহিত পান করিলে তিন সপ্তাহ মধ্যে ক্ষররোগ নাশ পায় । নারিকেল পুষ্প ছাগীক্ষীরের সহিত পান করিলে ত্রিবিধ বাতরক্ত রোগ নষ্ট হয় । সুদর্শনামূল মাংসের মধ্যে করিয়া কণ্ঠে ধারণ করিলে ত্রাহিক জ্বর ও গ্রহভূতাদিদোষ নাশ পায় । শ্বেতগ্ণার মূল পুষ্যানক্ষত্রে তুলিয়া ধারণ করিলে সর্বপ্রকার বিষ বিনষ্ট হয় । শ্বেতগ্ণার মূল হস্তে বা কণ্ঠে ধারণ করিলে গ্রহদোষাদি নিবারণ হয় । ঐ মূল কৃষ্ণচতুর্দশীতে আহরণ করিয়া কটিতে ধারণ করিলে সিংহাদি হিংস্রজন্তুর ভয় নিবৃতি পাইয়া থাকে । অপরাধিতার মূল পটুসূত্রদ্বারা কর্ণে ধারণ করিলে মকরাপি অলঙ্কার ভয় থাকে না । ১১-১৬

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে বৈদ্যশাস্ত্র নামক ত্ৰিবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১২৩ ।

চতুর্নবত্যধিকশততমোঃধ্যায়ঃ

হরিকথাচ

১. পরাজিতার। মূলক গোমূত্রেণ সমন্বিতম্ । পীতক্যাপি হরতোব গণ্ডমানাং ন সংশয়ঃ ॥ ১
অথেষ্রবাকৃণীমূলং বিধিনা পীতমীশ্বর । জিজ্ঞাস্তেবওকঃ^১ রুদ্র শূকশিখ্যা সমন্বিতম্ ।
শীতোদকঞ্চ তন্নস্তো বাহু-গ্রীবাবাখ্যং হরেৎ ॥ ২
মাহিষং নবনীতক অম্বগন্ধা চ পিঙ্গলী । বচা-কুষ্ঠদ্বয়ং লেপো লিঙ্গশ্রোতঃস্তন্যভিহৎ ॥ ৩
কুষ্ঠ-নাগবলাচূর্ণং নবনীতসমন্বিতম্ । তন্নেপো যুবতীনাঞ্চ কুৰ্য্যান্ননোহরং স্তনম্ ॥ ৪
ইন্দ্রবাকৃণিকামূলং যন্ত নায়া সুদূরতঃ । নিক্শিপ্যন্তে সমুৎপাটো তস্য প্রীহা বিনশতি ॥ ৫
পুনর্নবারাঃ গুড়ার। মূলং তণ্ডুলবারিণা । পীতং বিদ্রবিনুং স্তাচ্চ নাজ কার্য্য। বিচারণা ॥ ৬
কদলীপত্রকারক পানীয়েন প্রসাবিতম্ । তস্যাদনাধিনশতি উদরবাধমোহখিলাঃ ॥ ৭
কদল্যা মূলমাদার গুড়াজ্ঞান সমন্বিতম্ । অগ্নিনা সাবিতং জঙ্ঘমুদরস্থক্রিমীন্ হরেৎ ॥ ৮
নিত্যং নিম্বপলানাঞ্চ চূর্ণমামলকম্ চ । প্রত্যাষে ভক্ষয়েচ্চৈব তস্য কুষ্ঠং বিনশতি ॥ ৯
হরীতকী বিড়ঙ্গক হরিদ্রা সিতসর্ষপাঃ । সোমরাজস্য বীজানি^২ করজস্য চ সৈন্ধবম্ ।
গোমূতপিষ্টান্তেতানি কুষ্ঠরোগহরানি বৈ ॥ ১০
একচ্চ ত্রিফলাভাগস্তথা ভাগদ্বয়ং শিব । সোমরাজস্য বীজানাং তদ্বৎ পথ্যয়া দক্ষনুৎ ॥ ১১

হরি বলিলেন,—অপরাজিতার মূল গোমূত্রেণ সহিত পান করিলে গণ্ডমানারোগ হরণ করে, সংশয় নাই । রাখালশখার মূল, কিসার রস, শূকশিখী এই সমস্ত একত্র শীতলজলে সহিত পেষণ করিয়া পান বা নস্যগ্রহণ করিলে বাহু ও গ্রীবার বাধা হরণ করে । মাহিষ নবনীত, অম্বগন্ধা, পিঙ্গলী, বচ, কুড় এই সমস্ত দ্রব্য পেষণ করিয়া লিঙ্গ, শিরা ও স্তনগত রোগ নাশ পায় । গোবরুচাকুলিয়া ও কুড় এই দুই দ্রব্য চূর্ণ করিয়া নবনীতের সহিত লেপন করিলে যুবতীদিগের স্তন, অতিমনোহর হয় । ১-৫

মাহার নামে রাখালশখার মূল উৎপাটন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করা যায়, তাহার প্রীহারোগ নাশ পায় । শেতপুনর্নবারমূল তণ্ডুলোদকে সহিত পান করিলে বিদ্রবিরোগ নষ্ট হয়, ইহার অস্তথা হয় না । কদলীপত্রের ক্ষার ভলে সিদ্ধ করিয়া পান করিলে সর্ষপকার উদররোগ নাশ পায় । কদলীর মূল, গুড় ও ঘৃত একত্র অগ্নিপক করিয়া ভক্ষণ করিলে উদরস্থ ক্রিমি হরণ করে । প্রতিদিন প্রত্যাষে নিম্বপত্র আমলকীচূর্ণ ভক্ষণ করিলে তাহার সর্ববিধ কুষ্ঠরোগ অপহৃত হয় । ৬-১০

ত্রিফলা একভাগ ও সোমরাজীবীজ দুইভাগ হরিতকীর সহিত ভক্ষণ করিলে দক্ষা ॥ ১১

১ । জিজ্ঞাস্য। রসকঃ । ২ । মূলানীতি বা পাঠঃ ।

অন্নতক্রং সগোমূত্রং কথিতং লবণাস্বিতম্ ।

কাংসঘৃষ্টং খরং লেপাৎ কুষ্ঠরোগবিনাশনম্ । ১২

হরিদ্রা হরিভালক দুর্ঝাগোমূত্রসৈন্ধবম্ ।

অন্নং লেপো হস্তি দক্রং পাম্যমেব গরং তথা ॥ ১৩

সোমরাজস্য বীজানি নবনীতযুতানি চ । মধুনাস্বিতানি স্যাৎ শুক্লকুষ্ঠহরিণি বৈ ।

ভক্তান্নপানভো ক্রম নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥ ১৪

শ্বেতাপরাজিতামূলং বস্তিতক্যাত্ত বারিণা । ভল্লপো ক্রম মাসেন শুক্লকুষ্ঠবিনাশনঃ ॥ ১৫

মাহিষং নবনীতক্ সিন্দূরণ মরীচকম্ । পাম্য বিলেশনান্নশ্বেদনান্যামা বৃষভধ্বজ ॥ ১৬

বিশুদ্ধগাঙ্গারীমূলং পকং কীরেণ সংবৃতম্ ।

ভক্ষিতং শুক্লপিত্তস্য বিনাশকরমীশ্বর ॥ ১৭

মূলকস্ত তু বীজানি অপামার্গরসেন বৈ । পিষ্টানি ভেন লেপেন শিহ্লিকা ক্রম নশ্বতি ।

কদলীকারসংবৃত্তহরিদ্রা শিহ্লিকাপহা ॥ ১৮

বৃদ্ধাপামার্গয়োঃ কার এরণ্ডেন বিমিশ্রিতঃ । উদভাজান্নহাদেব সন্মঃ সিদ্ধ বিনশ্বতি ॥ ১৯

কুশ্মাণ্ডলতাকারশ্চ সগোমূত্রশ্চ তদ্রুচঃ^১ । জলপিষ্টো হরিদ্রা চ সিদ্ধা যন্দানলেন হি ॥ ২০

মাহিষেণ পুরীষেণ বেষ্টিতা বৃষভধ্বজ । অস্যা উৎকর্ষনং কুর্ঘ্যানদ্রুণৌষ্ঠবমীশ্বর ॥ ২১

নষ্ট হয় । অন্নতক্র ও গোমূত্র একত্র কথি করিয়া লবণের সহিত কাংসপাত্রে ঘর্ষণ করিয়া তাহা কুষ্ঠরোগ নাশ পায় । হরিদ্রা, হরিভাল, দুর্ঝা, গোমূত্র ও সৈন্ধব এই সমস্ত দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া লেপন করিলে দক্র, পাম্য ও বিষরোগ নষ্ট হয় । সোমরাজীবীজ, নবনীত ও মধুর সহিত ভক্ষণ করিলে শুক্লকুষ্ঠ (ব্রিত্ররোগ) নাশ পায় । এই ঔষধ সেবন-সময়ে তক্রের সহিত অন্নপথ্য করিবে, ইহার অস্তথা করিবে না । অপরাজিতার মূল তাহার রসের সহিত পেষণ করিয়া বস্তি প্রস্তুত করিবে । এই বস্তি ঘর্ষণ করিয়া লেপ দিলে একমাসমধ্যে শ্বেতকুষ্ঠ নাশ পায় । ১২-১৫

মাহিষ নবনীত, সিন্দূর, মরিচ এই সমস্ত দ্রব্য একত্র পেষণপূর্বক লেপন করিলে পাম্য ও হ্রন্যামারোগ নষ্ট হয় । শুক্লগাঙ্গারীমূল হৃৎকের সহিত পান করিবে । ইহাতে শ্বেতপিত্ত নাশ পায় । মূলাব বীজ অপামার্গের রসে পেষণপূর্বক লেপন করিলে শিহ্লিকারোগ বিনষ্ট হয় । কদলীর কার ও হরিদ্রা এই দুই দ্রব্য একত্র সেবন করিলে শিহ্লিকারোগ নাশ পায় । বৃদ্ধা ও অপামার্গের কার এরণ্ডতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া গাত্রে অভ্যঙ্গ করিলে তৎকথাৎ সিদ্ধরোগ নষ্ট হয় । গোমূত্রপিষ্ট কুশ্মাণ্ডলতার কার ও জলপিষ্ট হরিদ্রা এই দুই দ্রব্য যন্দান্নিতে পাক করিয়া মাহিষবিষ্ঠাঘাতা বেষ্টন করিয়া রাখিবে । এই ঔষধদ্বারা গাত্রে উৎকর্ষন করিলে অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি পায় । ১৬-২১

ভিলসর্ষপসংযুক্তং হরিদ্রাংগকুষ্ঠকম্ । ভেনোদন্তিতদেহঃ স্যাদ্ভক্ষ্যলঃ' সুরভিঃ পুমান্ ॥ ১২
মনোহরশ্চান্দিমং দুর্বাণাং কাকজজ্বলা । অর্জুনস্য তু পত্রাণি অম্বুপত্রমুতানি চ ।
মলোদ্রাণি চ তল্লোপো দেহদুর্গন্ধতাং হরেৎ ॥ ১৩

যুক্তং লোদ্রভবৈনৌবৈশ্বর্পক কনকস্য চ ।

ভেনোদন্তিতদেহস্য ন স্তাদ্ গ্রীষ্মপ্রবাহনম্ ॥ ১৪

তদ্বেনোদ্রাসি সেকশ্চ ঘর্ষদোষশ্চ নশ্যতি ।

কাকজজ্বোদন্তনস্ত অঙ্গরাগকরং ভবেৎ ॥ ১৫

যষ্টিমধু শর্করা চ বাসকস্য রসো মধু । এতৎ পীতং রক্তপিত্ত-কামলা-পাতুরোগনৃৎ ॥ ১৬

রক্তপিত্তং হরেৎ পীতো বাসকস্য রসো মধু ।

প্রাতঃকালে ভোজ্যশানাং পীনসং দারুণং হরেৎ ॥ ১৭

বিভীতকস্য বৈ চূর্ণং পিঙ্গলাঃ সৈন্ধবস্য চ ।

পীতং সকাঞ্জিকং হস্তি স্বরভেদং মহেশ্বর ॥ ১৮

চূর্ণমামলকং সেবাং পীতং গব্যাপরোহণিতম্ ।

মনঃশিলা বলামূলং কোলপর্ণক গুণ্ডুলঃ ॥ ১৯

জাতিপত্রং কোলপত্রং তথা চৈব মনঃশিলা । এভিষ্টৈশ্চ কৃতা বন্তির্বদ্যাণ্যৌ মহেশ্বর ।

ধূমপানং কাসহরং নাত্র কার্য্যং বিচারণা ॥ ৩০

ভিল, সর্ষপ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও কুড় এই সমস্ত দ্রব্য একত্র পেষণপূর্বক গাত্রোদন্তন করিলে তাহার গাত্রে অতিশয় দুর্গন্ধ, সেও অতি সঙ্গন্ধযুক্ত হয় । দুর্বা, কাকজজ্বা, অর্জুনপুষ্প, জামের পাতা ও লোদ্র এই সমস্ত দ্রব্য পেষণ করিয়া অন্তঃপান করিলে তাহার গাত্রদুর্গন্ধ নাশ হয় ; দিন দিন তাহার শরীর মনোরম কান্তি ধারণ করে । ধূতুরার চূর্ণ লোদ্রের ক্রাথে পেষণ করিয়া গাত্রোদন্তন করিলে তাহার শরীরে গ্রীষ্ম বাধা দিতে পারে না । প্রত্যুষে হস্তদ্বারা গাত্রে সেক করিলে ঘর্ষদোষ লাভ হয় । কাকজজ্বা দ্বারা গাত্রোদন্তন করিলে শরীরের সমধিক কান্তি বৃদ্ধি পায় । যষ্টিমধু, শর্করা, বাসকের রস ও মধু এই সমস্ত একত্র পান করিলে রক্ত, কামলা ও পাতুরোগ নাশ পাইয়া থাকে । বাসকের রস ও মধু পান করিলে রক্তপিত্তরোগ দূরীভূত হয় । প্রাতঃকালে জলপান করিলে সুদারুণ পীনসরোগ নিবারিত হয় । ২২-২৭

যহেড়া, পিঙ্গলী ও সৈন্ধব একত্র চূর্ণ করত কাঁজির সহিত পান করিলে স্বরভজ রোগ নিবারিত হয় । আমলকীর চূর্ণ, মনঃশিলা, বেড়েলামূল, বদরীপত্র, গুণ্ডুল, এই সমস্ত গব্যপুত্রের সহিত পান করিলেও স্বরভজরোগ বিনাশ পায় । জাতিপত্র, বদরীপত্র এবং মনঃশিলা এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া বস্তি প্রস্তুত করিবে । এই বস্তি

১। স্তাদ্ দুর্গন্ধঃ ।

ত্রিফলঃ-পিপ্পলীচূর্ণঃ শুষ্কিতঃ মধুনা স্তুতম্ ।

ভোজনাদৌ হি সমধু পিপাসাক্ষরিতং হরেৎ ॥ ৩১

বিষমূলক সমধু শুভ্রচৌক্যখিতং জলম্ । পীতং হরেচ্চ ত্রিবিধং হৃদ্বিঃ নৈবাত্ৰ সংশয়ঃ ।

পীত্বা দুৰ্ব্বা হৃদ্বিমুৎ শ্যামং পিষ্ট্বা ততুলবারিণা ॥ ৩২

ইতি শ্রীগরুড় মহাপুরাণে পূৰ্ব্বখণ্ডে নানারোগকথনং নাম

চতুৰ্নবত্যধিক-শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৫ ॥

পঞ্চনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

হরিকবাচ

পুনর্নবারা মূলক শ্বেতং পুণ্ড্রং সমাহৃতম্ । বারিপীতং তস্মৈ পার্থে ভবেনেব ন পয়থাঃ ॥ ১

ভাষ্ক'যুষ্টিং বহেদ্ যো বৈ শুক্লকদন্তনিপ্পিতাম্ ।

স পরৈর্দৈর্ন দন্তেভ যাবজ্জীবং বৃষধ্বজ ॥ ২

পিবেচ্ছান্নমূলং যঃ পুণ্ড্রাঙ্কে ক্রজ বারিণা ।

ভঙ্গিরপাস্তমশনা নাগাঃ সূর্নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥ ৩

বদরীকাঠের অগ্নিতে নিক্ষেপপূর্বক সেই ধূমপান করিলে কানরোগ হরণ করে ; ইহার অস্তথা হয় না । ত্রিফলা ও পিপ্পলী চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত ভোজনের আদিত পান করিলে পিপাসা ও জ্বরশান্তি হয় । বিষমূল ও শুভ্রচৌর কাথ করিয়া মধুর সহিত পান করিলে ত্রিবিধ হৃদ্বি (বমিরোগ) বিনাশ পায় । দুৰ্ব্বা ততুলোদকের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে হৃদ্বিরোগ নিবারিত হয় । ২৮-৩২

শ্রীগরুড়পুরাণে পূৰ্ব্বখণ্ডে নানা রোগকথন নামক চতুৰ্নবত্যধিক

শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৬ ॥

পঞ্চনবত্যধিক শততম অধ্যায়

হরি বলিলেন,—পুনর্নবার মূল পুণ্ড্রানক্রে আহরণপূর্বক জলের সহিত পান করিলে তাহার নিকটে অথবা গৃহে সর্প থাকিতে পারে না । শুক্লকের দন্তদ্বারা গরুড়ের প্রতিমূর্তি করিয়া ধারণ করিলে যাবজ্জীবন তাহাকে সর্পে দংশন করিতে পারে না । শান্মলিমূলক মূল পুণ্ড্রানক্রে আহরণ করিয়া জলের সহিত পান করিলে তাহার নিকটে সর্পের দন্ত

পুষ্ক্রে লজ্জালুকামূলে হস্তবস্ত্রে তু পন্নগান্ ।

গৃহীয়াৎপ্লপতো বাপি নাজ কার্য্য বিচারণা ৷ ৪

পুষ্ক্রে যেতাকমূলত পীতং শীতলবারিণা । নশ্বেত দংশকবিষং করবীরাদিজং বিষম্ ৷ ৫

মহাকালত বৈ মূলং পিষ্টং তং কার্জিকেন বৈ ।

বোভাণাং ভূতানাঞ্চ তল্লোপো হরতে বিষম্ ৷ ৬

ভূতপীড়কমূলক পিষ্টং ভূতলবারিণা । ঘৃতেন সহ পীতস্ত হরেৎ সর্ববিষাণি চ ৷ ৭

নীলীলজ্জালুকামূলং পিষ্টং ভূতলবারিণা ।

পীত্বা তদংশকবিষং নশ্বেদেকেন চোভয়োঃ ৷ ৮

কুশ্মাণ্ডকম্ব সরসঃ সগুড়ঃ সহশর্করঃ । পাতঃ সঙ্কো নাশঃ স্যাদংশকম্ব বিষম্ব বৈ ।

তথা কোদ্রবমূলক মোহম্ব হর এব চ ৷ ৯

যষ্টিমধুসমাম্বুজা তথা পীত্বা চ শর্করা । সহজা চ ত্রিরাত্রৈণ মূষাবিষহরা ভবেৎ ৷ ১০

চুলুকজয়পানাক্ত বারিণঃ শীতলম্ব বৈ । তাহলেদক্ষম্বুজা জালাস্ত্রাবো বিনশ্চতি ৷ ১১

ঘৃতং সহশর্করং পীত্বা মদ্যপানমনো ন বৈ ৷ ১২

কৃষ্ণাকোঠম্ব মূলেণ পীত্বং মুকথিতং জলম্ । ততো নশ্বেদ গরবিষং ত্রিরাত্রৈণ মহেশ্বর ৷ ১৩

উষ্ণং গবাম্বুতৈকৈব সৈন্ধবেন সমন্বিতম্ । নাশয়েত্তস্মাদেব বেননাঃ হৃষ্টিকোভবাম্ ৷ ১৪

অকর্ণণ্য হইয়া যায়, অথবা হয় না । পুস্তানক্রে লজ্জালুলতার মূল আহরণ করিয়া হস্তে বদ্ধন কিম্বা লেপন করিলে সেই ব্যক্তি সর্প ধরিতে পারে, ইহাতে সন্দেহ নাই । পুস্তানক্রে যেত আকন্দের মূল শীতল জলের সহিত পান করিলে দংশকবিষ ও করবীরাদিবিষ নষ্ট হয় । ১-৫

মহাকাল লতার মূল কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে বোড়া ও গোড়া সাপের বিষ নাশ পায় । নটেলাকের মূল ভূতলোদকের সহিত পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত পান করিলে সর্ববিধ বিষ নষ্ট হইয়া যায় । নীলীবৃক্ষ ও লজ্জালুলতার মূল ভূতলোদকের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে সর্ববিধ দংশকবিষ নাশ পায় । ইহাদিগের কোন একটি পান করিলেও উত্তরূপ ফল হয় । কুশ্মাণ্ডের রস, গুড়, শর্করা ও ঘৃতের সহিত পান করিলে সর্ববিধ দংশকজন্তুর বিষ নাশ পায় । কোদ্রবের মূল মোহরোগহরণ করে এবং যষ্টিমধু, শর্করা ও ঘৃত এই সমস্ত পান করিলে ত্রিরাত্রমধ্যে মূষিকবিষ নাশ করে । ৬-১০

তাহলেদক্ষে মূষ নষ্ট হইলে যে জালাস্ত্রাব হয়, তিনগুণ শীতলজল পান করিলে তাহা নিবারিত হইয়া থাকে । শর্করার সহিত ঘৃতপান করিলে মদ্যপান জন্ত মত্ততা হয় না । কৃষ্ণ আকোড়বৃক্ষের মূলের কাথ করিয়া সেই কাথবারি পান করিলে ত্রিরাত্রমধ্যে গরবিষ নাশ পায় । গবাম্বুত উষ্ণ করিয়া সৈন্ধবের সহিত পান করিলে হৃষ্টিকবিষজনিত বেদনা

১। মধুনোতি পাঠান্তরম্ ।

কুমুদঃ কুমুদৈকব হরিভালঃ মনঃশিলা । করঞ্জঃ শিখিতঃ চৈব জর্জরুলক শঙ্কর ।

বিষং নৃপাং বিনশ্বেত এতেষাং ভক্ষণাচ্ছিব । ১৫

দীপতৈলপ্রদানাত দংশৈর্বৃষ্টিকটৈঃ^১ শিব । ঋকুর্জরকবিষং নশ্বেৎ তদা বৈ নাত্ত সংশয়ঃ । ১৬

দংশনস্থানং বৃষ্টিকস্ত রুদ্র গুণ্ডলুধুপিতম্ । বিষং নশ্বেত্ততো রুদ্র নাত্ত কার্য্যা বিচারণা । ১৭

অকোঠপত্রধূপেন নশ্বেদ্যুযিকজং বিষম্ । ১৮

নাগেশ্বর-মরীচানি শুষ্ঠী তগরপাদিকা । নশ্বেদ্যধুমক্ষিকায়্যা এতেষাং লেপতো বিষম্ ।

শতপুষ্পা সৈন্ধবঃ সাজ্যং বা তেন লেপয়েৎ । ১৯

শিরীষস্ত তু বীজং বৈ সিদ্ধং ক্ষৌদ্রেণ বর্ষিতম্ । ভল্লপেন মহাদেব নশ্বেদ্যনুরজং^২ বিষম্ ।

জলিতাগ্নিকারিসেকী তথা দর্দূরজং বিষম্ । ২০

ধুতুরকরসমিশ্রং কীরাজ্যগুড়পানতঃ । শুনাং বিষং বিনশ্বেত শলাঙ্ককৃতশেখর । ২১

বটনিম্বশমীনাং বকুলৈঃ কথিতং জলম্ । তৎসেকান্যুধদন্তানাং নশ্বেদে বিষবেদনা । ২২

লেখনাদ্ দেবদারোশ্চ পৈরিকস্ত চ লেপনাং । নাগেশ্বরো হরিদ্রে হে তথা চৈব মজ্জিষ্ঠিতা ।

এভিলেপাবিনশ্বেত লুভাবিষমুমাপতে । ২৩

করঞ্জস্ত তু বীজানি বরুণচ্ছদমেব চ । তিলশ্চ সর্ষপা হন্যাবিষং বৈ নাত্ত সংশয়ঃ । ২৪

নষ্ট নয় । কুমুদ, কুমুদ, হরিভাল, মনঃশিলা, করঞ্জা ও আকশের মূল এই সমস্ত পেষণ করিয়া পান করিলে বিষদোষ নাশিত হয় । ১১-১৫

দংশনস্থানে প্রদীপের তৈল লেপন করিলে কীটাদির দংশনজন্য বেদনা নাশ পায় । ইহাতে ঋকুর্জরকবিষও নাশ পাইয়া থাকে, সম্ভেদ নাই । বৃষ্টিক-দষ্ট স্থান গুণ্ডলু দ্বারা ধুপিত করিলে সেই বিষ নষ্ট হয় ; হে রুদ্র ! ইহাতে সম্ভেদ নাই । তীকোড় বৃক্ষের পুষ্প প্রদানে মৃষিকদংশনজন্য বিষ বিনষ্ট হয় । ধুমক্ষিকা দংশন করিলে ভাগেশ্বর, মরীচ, শুষ্ঠী ও তগরপাদিকা পেষণপূর্বক দংশন লেপ দিবে । ইহাতে দংশনের জ্বালা নিবারিত হয় । জলফা ও সৈন্ধব একত্র পেষণ করিয়া বৃত্তপহযোগে লেপন করিবে, কিংবা শিরীষবীজ দুইয়ের সহিত সিদ্ধ করিয়া বর্ষণ করিবে । পরে তাহা দংশনস্থানে লেপন করিলে মৃষিকদংশনজনিত বিষ নাশ পায় । অগ্নিকালী কিংবা শীতলজলের সেক করিলে ভেকের বিষ নষ্ট হয় । ১৬-২০

হে শলাঙ্কশেখর ! ধুতুরার রসের সহিত গুড়, বৃত্ত ও গুড় মিশ্রিত করিয়া পান করিলে কুকুরবিষ নাশ পায় । বট, নিম্ব ও শমীদ্রু ইহাদিগের বকুলের কাথজল দ্বারা সেক করিলে মূষ ও দস্তুর বিষবেদনা নাশ পায় । দেবদারু, পেরিমাটী, নাগেশ্বর, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও মজ্জিষ্ঠা এই সমস্ত দ্রব্য পেষণ করিয়া লেপ দিলে লুভা (মাকড়সা) বিষ নাশ পাইয়া থাকে । করঞ্জাবীজ, বরুণবৃক্ষের পত্র, তিল ও সর্ষপ এই সমস্ত দ্রব্য মিলিত বিষ বিনাশ করে ।

১। দংশনাকীটকটৈঃ । ২। নশ্বেৎ কুকুরজং ।

যন্ত্রকুমারীগণং বৈ দত্তং সলবণং হর । তুরঙ্গমশরীরগাং কতূর্নশ্চেন্দ্রশাহতঃ । ২০

ইতি ত্রীগুরুতে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে নানাবোধকথনং নাম
পঞ্চনব্যতিক্রমতত্ত্বমোহ্যায়ঃ । ১১৫ ।

যন্ত্রব্যতিক্রমতত্ত্বমোহ্যায়ঃ

হরিকৃষ্ণাচ

একং পুনর্নবামূলমপ্যামার্গস্ত বা শিব । সরসং যোনিবিক্ষিপ্তং বরাঙ্গত ব্যথাং হরেৎ । ১
ভূমিকুমারীমূলং বৈ শালিচূর্ণমথ্যপি বা । সপ্তাহং দ্বন্দ্বপীড়ং স্তাং ত্রীগাং বহুপরকরম্ । ২
কুম্ভেজবাকুণীমূলং লেপাং ত্রীস্তনবেদনা । নশ্বেত যন্ত্রপক্ষা চ কার্যাবশ্যস্ত পালিকা । ৩
ভক্ষিতা সা মহেশান যোনিমূলং বিনাশয়েৎ । ৪

প্রলেপিতা কারবেল্ল-মূলে নৈব বিনির্গতা ।

যোনিঃ প্রবেশমায়ান্তি নাত্ কার্য্য বিচারণা । ৫

সবণের সহিত যন্ত্রকুমারীর পত্র মিশ্রিত করিয়া লেপন করিলে দশদিন মধ্যে অশ্রের
পাতকত্ব নিবারিত হয় । ২১-২৫

ত্রীগুরুপুরাণে পূর্বখণ্ডে নানাবোধকথন নামক
পঞ্চনব্যতিক্রম তত্ত্বম অধ্যায় সমাপ্ত । ১২৫ ।

যন্ত্রব্যতিক্রম তত্ত্বম অধ্যায়

হরি বলিলেন,—হে শিব ! পুনর্নবা কিংবা অপ্যামার্গের সরস প্রবেশিত করাইলে
নারীদিগের বরাঙ্গের বেদনা শান্তি হয় । এই প্রক্রিয়া দ্বারা প্রসূতিদিগের বেদনা ও
ভ্রূণাদিগের বেদনা নাশ পায় । সপ্তাহকাল দ্বন্দ্বের সহিত ভূমিকুমারী চূর্ণ কিংবা শালিচূর্ণ
ভক্ষণ করিলে নারীদিগের শুক্রহৃৎ বৃদ্ধি পায় । ইজবাকুণীর মূল লেপন করিলে ত্রীদিগের
ভ্রম-বেদনা দূরীকৃত হয় । পালিকা যন্ত্রপক্ষ করিয়া ভক্ষণ করিলে বরাঙ্গের মূল বিনষ্ট হয় ।
কারবেলের মূলের প্রলেপ দিলে বরাঙ্গের সঙ্কোচ হয় । তাহাতে সন্দেহ নাই । ১-৫

১। শালিচূর্ণলবারিণেতি পাঠান্তরম্ ।

নীলী-পটোলমূলানি সাজ্যানি তিলবারিণা ।

পিষ্টোক্তেযাং প্রলেপো বৈ জ্বালা-বর্জিতরোগমুৎ । ৬

পাঠামূলং ক্রম পীতং পিষ্টং ততুলবারিণা । পাপরোগহরণং স্মৃতি কুষ্ঠপানং তথৈব চ । ৭

বাস্তোদকঞ্চ সমধু পীতমন্তর্গতম্ বৈ । পাপরোগস্ত সন্তাপ-নিবৃদ্ধিং কুরুতে শিব । ৮

ঘৃততুল্যা ক্রম লাক্ষা পীতা কীর্ষণ বৈ সহ ।

এদরং হরতে রোগং নাত্র কার্য্য বিচারণা । ৯

ত্রিভবঙ্গী-ত্রিকটুকং চূর্ণং পীতং হরেচ্ছিব । তিলক্কাথেন সংযুক্তং রক্ততুল্যাং ত্রিমা হর । ১০

কুমুমস্য নিবন্ধঞ্চ তরুণীনাং মহেশ্বর । রক্তোৎপলম্ বৈ কন্দং শর্করাতিলসংযুতম্ ।

পীতং সশর্করং জ্বীপাং বারযেদগর্ভপাতনম্ । ১১

রক্তশ্রাবস্য নাশঃ স্মাচ্ছীতোদকনিষেবণাৎ । ১২

পীতম্ কাঙ্জিকং ক্রম কথিতং শরপুষ্কারা । হিঙ্গুসৈন্ধবসংযুক্তং শীঘ্রং জ্বীপাং প্রসূতিকৃৎ ।

মাতুলুলম্ বৈ মূলং কটিবন্ধং প্রসূতিকৃৎ । ১৩

অপামার্গম্ বৈ মূলে গর্ভবত্যাশ্চ নামতঃ । উৎপাট্যামানে সকলে পুত্রঃ স্যাদনুধা সূতা । ১৪

অপামার্গম্ বৈ মূলে নারীণাং শিরসি স্থিতে ।

গর্ভমূলং বিনশ্বেত নাত্র কার্য্য বিচারণা । ১৫

নীলিঙ্ক ও পটোলমূল ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তিলের কাথের সহিত পেষণ করিবে ; ইহা দ্বারা প্রলেপ দিলে গাত্রজ্বালা নিবারণ হয় । হে ক্রম । ততুলজল দ্বারা পেষণ করিয়া আমরুলের মূল পান করিলে অথবা কুড় পান করিলে কুষ্ঠ নিবারণ হয় । হে শিব । মধুমহ বাসীজল পান করিলে জর্ডগত পাপরোগের সন্তাপ বিনাশ করে । সমপরিমাণে ঘৃত ও লাক্ষা দ্বন্দ্বমহ পান করিলে এদররোগ হরণ করে ; সন্দেহ নাই । ত্রিভবঙ্গী ও ত্রিকটু সমপরিমাণে চূর্ণ করিয়া তিলক্কাথের সহিত পান করিলে নারীদিগের রক্তশ্রাব বিনাশ হয় । ৬-১০

হে মহেশ্বর ! তরুণীদিগের রক্ত-প্রবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে রক্ত উৎপলের মূল, শর্করা ও তিল একত্র মিলিত করিয়া তিলি শরবতের সহিত পান করিবে । ইহা দ্বারা গর্ভপাতও নিবারিত হয় । শীতল জল পান করিলে জ্বীদিগের রক্তশ্রাব নিবারিত হয় । শরপুষ্কার কাথ কাঙ্জির সঙ্গে মিশাইয়া তাহাতে সৈন্ধব ও হিঙ্গু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে । তাহাতে সত্তর জ্বীদিগের প্রসব হয় । বাতাবী লেহুর লিকড় কটিদেশে বন্ধন করিলে রমণীদিগের সত্তর প্রসব হয় । গর্ভবতীর নামোচ্চারণপূর্বক অপামার্গের মূল উৎপাটন কারবে । একটানে যদি সম্পূর্ণ মূলটি উৎপাটন করিতে পারে, তবে পুত্র অনুধা কন্যা সন্তান উৎকণ্ঠা প্রসূত হয় । অপামার্গের মূল নারীদিগের মস্তকে থাকিলে গর্ভমূল বিনষ্ট হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই । ১১ ১৫

কপূর-মদনফল-মধুকৈঃ পুরিতঃ শিব । যোনিঃ শুভঃ শ্যাদ্ বৃদ্ধায়া যুবত্যাঃ কিং পুনর্হর । ১৬
বস্ত্র বালকঃ তিলকঃ কৃতো গোবোচনাখ্যয়া । শর্করা-কুষ্ঠপানকং দত্তং স শ্যচ্চ নির্ভয়ঃ ।
বিষ-ভূত-গ্রহাদিত্যো বাধিত্যো বালকঃ শিব ॥ ১৭

শঙ্খ-নাভি-বচা-কুষ্ঠ-লোহানাং ধারণং সদা ।

বালানামুপসর্গেভ্যো রুদ্র রক্ষাকরং ভবেৎ ॥ ১৮

পলাশচূর্ণং সমধু গব্যাক্যামলকাদ্রিতম্ । সবিড়ঙ্গং পীতমাত্রং নরং কুর্য্যান্নহামতিম্ ॥ ১৯
মাসৈকেন মহাদেব জরা-মরণবর্জিতঃ ॥ ২০

পলাশবীজং সমুত্তং তিল-মধ্বদ্রিতং সমম্ ।

সপ্তাহং ভক্ষিতং রুদ্র জরাং মরতি সংকরম্ ॥ ২১

রুদ্রামলকচূর্ণং বৈ মধু-তৈল-বৃত্তাদ্রিতম্ ।

জঙ্ঘা মাসং যুবা শ্যচ্চ নরো বাগীশ্বরো ভবেৎ ॥ ২২

শিবামলকচূর্ণং বৈ মধুনা উদকেন বা । বলানি কুর্য্যান্নাসায়া প্রত্যাশে ভক্ষিতং শিব ॥ ২৩

কুষ্ঠচূর্ণং সাক্ষ্য-মধু প্রাতর্ভক্ষ্যং ভবেন্নরঃ । সাক্ষ্যং সুরভিদেহো বৈ জীবের্ষ্যসহস্রকম্ ॥ ২৪

মায়স্য বিদলান্তেব বিজুয়ানি মহেশ্বর । বৃত্তভাবিতশুভানি পরমা সাধিতানি বৈ ॥ ২৫

সমধ্বাজ্যপরোভিষ্ণ ভক্ষয়িত্বা চ কাময়েৎ ।

ত্রীণাং শতং মহাদেব ভংকণান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৬

হে শিব । কপূর, মদন ফল ও মধুক একত্র চূর্ণ করিয়া পূরণ করিলে বৃদ্ধা ব্রমণীরও বরাজ সঙ্কোচ হয় ; যুবতীদিগের কথা আর কি বলিব ? যে বালকের ললাটে গোবোচনা দ্বারা তিলক দিয়া শর্করা ও কুড় মিলিত করিয়া পান করান হয়, সেই বালকের গ্রহভূত বিষ ব্যাধি প্রভৃতি কোন প্রকার ভয় থাকে না । শঙ্খ, যুগনাভি, বচ, কুড়, লোহ, এই সকল দ্রব্য নিরুত ধারণ করা কর্তব্য, বালকগণের পক্ষে ইহা উত্তম রক্ষা । পলাশচূর্ণ, আমলকী, বিড়ঙ্গ ইহার সহিত গব্য বৃত্ত ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে মানব অল্পদিন মধ্যেই মহামতি (মেধাবী) হইতে পারে । হে মহাদেব । উক্ত ঔষধ একমাস কাল ব্যবহার করিলে মনুষ্য জরা-মরণ-বর্জিত হইয়া থাকে । ১৬-২০

সমপরিমাণে পলাশবীজ, তিল, বৃত্ত ও মধু এই কয়েকটি দ্রব্য সপ্তাহকাল ভক্ষণ করিলে জরা জর পায় । আমলকীচূর্ণ, মধু, তৈল, বৃত্ত একত্র মিলিত করিয়া একমাস কাল ভক্ষণ করিলে মনুষ্যের বৌবন স্থির থাকে ; এই ঔষধে মনুষ্য বাগীশ্বর তুল্য হইতে পারে । মধু ও জলের সহিত আমলকী ও হরীতকী সমপরিমাণে চূর্ণ করিয়া প্রত্যাশে ভক্ষণ করিলে মনুষ্যের বলবৃদ্ধি ও নাসারোগ বিনাশ হয় । কুড়চূর্ণ বৃত্ত-মধু সহযোগে প্রাতঃকালে ভক্ষণ করিলে মনুষ্য দেবতার জ্ঞান সুরভি-দেহধারী হইয়া দুইশত বৎসর জীবিত থাকিতে পারে । আমলকী তাইল তুষহীন করিয়া বৃত্ত দ্বারা ভাবিত করত শুদ্ধ করিয়া দুগ্ধ দ্বারা পাক

ব্রহ্মচর্যতৈলেন গন্ধকেন ততো ভবেৎ ।

ত্রিকালোদকসম্মুখৌ বলকৃত্যপাতবেৎ ॥ ২৭ ॥

হৃদয়ং বিতুষমাশৈশ্ব শিশ্বীবৌজৈশ্ব সাধিতম্ । অপামার্গত্ব তৈলেন পীতং ত্রিশতকামকৃৎ ॥ ২৮ ॥

ইতি ঐশ্বর্যক্বে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে নানায়োগকথনং নাম ষষ্ঠ্যধ্যায়িক-

শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৬ ॥

সপ্তদশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

হরিকথাচ

যা গোহেতি হকং বৎসং তত্ৰা বেরং হকং পরঃ ।

লবণেন সমাযুক্তং তত্ৰা বৎসঃ প্রিতো ভবেৎ ॥ ১ ॥

জনোহহি কঠবজ্জং হি মহিষাগং গবং তথা ।

কুমিষ্মালং পাতয়তি সকলং নান্ন সংশয়ঃ ॥ ২ ॥

গোজলনাতিপাতঃ স্তাদ্ তদ্বামূল্য তত্ৰাং ॥ ৩ ॥

করিবে, পরে মধু যুত ও হৃদয় সহ ভক্ষণ করিয়া ভক্ষণার্থ শত কামিনী কামনা করিতে পারে ; হে মহাদেব ! ইহাতে সন্দেহ নাই । ২১-২৩

ব্রহ্ম ও গন্ধক একত্র এরও তৈলসহ ত্রিকলার জলে মর্দন করিয়া ভোজন করিবে । ইহা অত্যন্ত বলকারক । তুষ্টীস মাষকলাই এবং শিশ্বীবৌজ একত্র হৃদয় সহ পাক করিবে, পরে তাহা অপামার্গ-তৈলের সহিত পান করিবে । ইহাতে মানব শত ব্রহ্মণীর কামপুরণে সমর্থ হয় । ২৭-২৮

ঐশ্বর্যক্বে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে নানায়োগকথনং নামক ষষ্ঠ্যধ্যায়িক শততম

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৬ ॥

সপ্তদশত্যাধিক শততম অধ্যায়

হরি বলিলেন,—যে গাভী নিজ বৎসকে বেধ করে, তাহাকে তাহার স্বকীয় হৃদয়ে লবণ মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে ; ইহাতে বৎস তাহার প্রিয় হইবে । গো-মহিষগণের কঠে কুকুরের অস্থি বন্ধন করিয়া দিলে তাহাশিগের মেহের সমস্ত ক্রিমি পতিত হয় । কুঁচের মূল

বৰুণকলন্ত রসং কৰেণ যথিতং শিব ।
 চতুৰ্দ্দশ-দ্বিপদরোঃ ক্ৰিমিকালং নিপাতয়েৎ । ৪
 ব্ৰহ্মণ্ড শময়েজ্জ্বল জৱাৱাঃ পূৰ্ণাং তথা ।
 গজমূত্ৰং বৈ পানং গো-মহিষাদিপসৰ্গনুৎ । ৫
 সমসুৰং শালিবীজং শীতং তক্তেণ বৰ্ণিতম্ ।
 ক্ষীৰে গোমহিষৈশ্চৈব গোঃ পুংসক্ হিতং ভবেৎ । ৬
 শতপুংগৱাঃ শতং সলবণং শিব ।
 বারিশ্ফোটং হৃদানাং কেশৱাণাং বিনাশয়েৎ । ৭
 বৃতকুমাৰীপত্ৰমেব শতং সলবণং হর ।
 তুৰজম-কেশৱাণাং কণ্ঠন'ষ্ট্ৰেণ সংশয়ঃ । ৮

ইতি ত্ৰীগৰুড় মহাপুৰাণে পূৰ্বখণ্ডে নানাযোগকথনং নাম
 সপ্তনবত্যাধিক-শততমোহাৰ্য্যঃ । ১১৭ ।

ভক্ষণ কৰাইলে গো-মহিষাদি পতঙ্গপেৰ শৰীৰৰ গোজঙ্গন কীটপাত হয় । বৰুণ কলেৰ রস
 হস্তে মৰ্দ্দন কৰিয়া প্রয়োগ কৰিলে চতুৰ্দ্দশ দ্বিপদ সমস্ত প্রাণীৰ শৰীৰৰ ক্ৰিমিকাল বিনষ্ট
 হয় । ১-৪

জৱতীৰস ঘাৱা পূৰ্ণ কৰিলে পতঙ্গপেৰ শৰীৰেৰ ক্ষত ব্ৰণ প্রশমিত হয় । গজমূত্ৰ
 পান কৰাইলে গো-মহিষাদি পতঙ্গ নানবিধ ৰোগ বিনষ্ট হয় । শালিবীজ ও মসূৰ একত্ৰ
 খোলেৰ সহিত পেষণ কৰিয়া পান কৰাইবে । ইহাতে গো-মহিষাদি পতঙ্গ সবিশেষ পুষ্টি
 হয়, ত্ৰী পতঙ্গপেৰ হৃদ বৃদ্ধি হয় । হে শিব । শতপুংগৱ পত্ৰ, জলশ্ফোটা, অম্বগছা এই সমস্ত
 জ্বোৰ সহিত লবণ মিলিত কৰিয়া খাইতে দিবে । ইহাতে কেশৱগত কীট বিনষ্ট হয় ।
 হে হর । বৃতকুমাৰীপত্ৰ লবণেৰ সহিত খাওৱাইলে তুৰজপেৰ কেশৱগত কণ্ঠ বিনাশ পায় ;
 ইহাতে সংশয় নাই । ৫-৮

ত্ৰীগৰুড়পুৰাণে পূৰ্বখণ্ডে নানাযোগকথনং নামক সপ্তনবত্যাধিক
 শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১৭ ।

অষ্টনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

হরিকুবাচ

চিহ্নকম্বাইভাগানি শূরপক্ষ চ যোড়শ ।

তুষ্ঠাশ্চত্বারি ভাগানি মরীচানাং দ্বয়ং তথা । ১

ত্রিতয়ং পিপ্পলীমূলং বিড়ঙ্গনাং চতুর্ভয়ম্ ।

অষ্টৌ মুখলিকাভাগানি কলারান্চতুর্ভয়ম্ । ২

দ্বিগুণেন গুড়েনৈবাং মোদকানি হি কারয়েৎ ।

ভক্তকণমজীর্ণঃ হি পাণ্ডুরোগক কামলাম্ ।

অতিসারানি মন্দাশ্লিৎ প্রীহাশ্চৈব নিবারয়েৎ । ৩

বিদ্যাগ্নিমন্ডঃ শ্রোণাক-পাটলাপারিতদ্রকম্ । প্রসারণাশ্বগন্ধা চ বৃহতী কণ্টকারিকা । ৪

বলা চাতিবলা রাস্না শ্বদংষ্ট্রী চ পুনর্নবা । এরণ্ডঃ শারিবা পর্নী ওড়ুচী কপিকঙ্কুকা । ৫

এষাং দশ পলান্ ভাগান্ কাথয়েচ্ছলিলেহংসলে ।

ভেন পাদাবশেষেণ তৈলপাত্রে বিপাচয়েৎ । ৬

অঙ্কং বা যদি বা গব্যং ক্ষীরং নস্তা চতুর্ভগম্ ।

শতাবরীং সৈন্ধবক তৈলতুল্যং প্রদাপয়েৎ । ৭

দ্রব্যানি যানি পেয়াণি ভানি বক্ষ্যামি তচ্ছৃণু । শতপুষ্পা দেবদারু বলা পর্নী বচাশুরু । ৮

কুষ্ঠং মাংসী সৈন্ধবক পলমেকং পুনর্নবা । পানে ন্যস্তে তথাভাত্রে তৈলমেত্তং প্রদাপয়েৎ । ৯

হরি বলিলেন,—চিতা আটভাগ, ওল বোলভাগ, তুষ্ঠী চারিভাগ, মরীচ দুইভাগ, পিপ্পলী-মূল তিনভাগ, বিড়ঙ্গ চারিভাগ, এই সমস্ত দ্রব্যের দ্বিগুণ পরিমাণে গুড় মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক ভক্ষণ করিলে অজীর্ণ, পাণ্ডুরোগ, কামলা, অতিসার, অগ্নিমান্দ্য ও প্রীহা এই সমুদয় রোগ নিবারিত হয়। বিল্বমূল, গণিয়ারি, মৌদাল, পারুলী, নিম্বজাল, পেছাইল, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, কণ্টকারী, বেড়েলা, গোরক্ষকর্কটী, রাস্না, গোক্ষুর, পুনর্নবা, এরণ্ড, অনন্তমূল, শালপাণী, ওড়ুচী, শুকশিখী, এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেক দশপল পরিমাণে লইয়া নির্মল জলে কাথ করিবে। এই কাথ পাদমাত্র অবশিষ্ট থাকিলে তাহা তৈলপাত্রে পাক করিবে। পাককালে গব্য অথবা ছাগদুগ্ধ তৈলের চতুর্ভগ পরিমাণে দিবে এবং তৈলের তুল্য পরিমাণে শতমূলী ও সৈন্ধব প্রদান করিবে। ১-৭

অতঃপর যে সমস্ত দ্রব্য পেষণ করিয়া দিতে হইবে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। তলুকা, দেবদারু, বেড়েলা, শালপাণী, বচ, অণ্ডক, কুড়, জটামাংসী, সৈন্ধব ও পুনর্নবা এই

হৃজ্জলং পার্শ্বশূলক গণ্ডমালাক্ নাশকরং । অপম্মারং বাতরক্তং বপুশ্চৈব পুমান্ তথৈব । ১০
 গর্ভমখতরী বিলম্বাৎ কিং পুনর্মানুযী হব । অশ্বানাং বাততপ্তানাং কুজরাণাং নৃণাং তথা ।
 তৈলমেজ্জং প্রয়োজ্যবাং সর্কবাতবিকারিণাম্ । ১১
 হিঙ্গুঃ তুঙ্গুঃ শুষ্ঠী চ সাধাং তৈলজ্ঞ সার্ষপম্ । - এতচ্চি পূরণং শ্রেষ্ঠং কর্ণশূলোগহং পরম্ । ১২
 তক্তমূলক শুষ্ঠীনাং কারো হিঙ্গুলনাগরম্ । তক্তং চতুর্ভুগং দদ্যৎ তৈলমেজ্জত্বিপাচয়েৎ । ১৩
 বাধির্থাং কর্ণশূলগ্ পূষ্পাবণ্ড কর্ণযোগঃ । ক্রিময়শ্চ মিলম্মতি তৈলম্মাস্ত্ৰ প্রপূরণাৎ । ১৪
 তক্তমূলক শুষ্ঠীনাং কারো হিঙ্গুলনাগরম্ । শতপুষ্পা বচা কুষ্ঠং দারুশিগ্রুরসাজনম্ । ১৫
 সৌবর্জলং যবকারং স্নানুজ্জং সৈন্ধবং তথা । গ্রন্থিকং বিড়মূলগ্ মধু শুভ্রং চতুর্ভুগম্ । ১৬
 মাতুলুঙ্গরসশ্চৈব কদলীরস এব চ । তৈলমেজ্জিবিপক্তবাং কর্ণশূলোগহং পরম্ । ১৭
 বাধির্থাং কর্ণনাশ্চ পূষ্পাবণ্ড দারুণম্ । পূষণাহম্ তৈলজ্ঞ ক্রিময়ঃ কর্ণরোহিব । ১৮
 সন্ধ্যো বিনাশমায়াতি শশাককৃত্তম্বেষর । ফারিতৈলমিদং শ্রেষ্ঠং মুখদন্তমলাপহম্ । ১৯
 চন্দনং কুঙ্কমং মাংসী কর্পূরো জাতিপত্রিকা । জাতীককোলপুগানাং লবঙ্গস্ত ফলানি চ । ২০
 অণুরশারককুর্মাঃ কুর্মাঃ তগরপাদিকা । গোব্রোচনা প্রিষ্টম্ চ বলা চৈব তথা নখী । ২১

সমস্ত স্রবা প্রত্যেক একপল পরিমাণে তৈলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে । এই তৈল যথাবিধি পাক করিয়া পানে, নস্যে ও অভ্যঙ্গে প্রয়োগ করিবে । ইহাতে হৃজ্জল, পার্শ্বশূল, গণ্ডমালা, অপম্মার, বাতরক্ত প্রভৃতি রোগ নাশ পায় এবং শরীরের পুষ্টি হয় । এই তৈল সেবন করিলে অখতরীও গর্ভগ্রহণ করে; মানুষ্যের গর্ভগ্রহণে অণুমাত্রের সন্দেহ নাই । অশ্ব বা হরীও যদি বাতরোগে আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে এই তৈল সেবনে প্রতীকার হইয়া থাকে ।
 বিশেষজ্ঞঃ সর্কপ্রকার বাতরোগেই এই তৈল প্রয়োগ করিবে । ৮-১১

হিঙ্গু, তুঙ্গু, শুষ্ঠী এই তিন স্রবোর সহিত সার্ষপ তৈল পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল নাশ পায় । তক্তমূলক ও শুষ্ঠীর ফার, হিঙ্গু, শুষ্ঠী এই সমস্ত স্রবোর সহিত তিলতৈল পাক করিবে । পাককালে তৈলের চতুর্ভুগ কাঁজি দিয়া যথাবিধি পাক সমাপ্তি করিবে । এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে বধিরতা, কর্ণশূল, পুষ্পাব ও কর্ণ-ক্রিমি এই সমস্ত নাশ পাইয়া থাকে । তক্তমূলক ও শুষ্ঠীর ফার, হিঙ্গু, শুষ্ঠী, গুল্ফা, বচ, কুড়, দেবদারু, সজিনা, বসোজন, সাজিমাটী, যবকার, করকচ, সৈন্ধব, শিঙ্গল, বিটলবণ, যুথা, মধু এই সমস্ত স্রবোর সহিত তৈল পাক করিবে । পাককালে চতুর্ভুগ পরিমাণ কাঁজি, লেবুর রস ও কদলীরস দিবে । এই তৈল যথাবিধি পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে বধিরতা, কর্ণনাশ, পুষ্পাব ও কর্ণক্রিমি তৎক্ষণাৎ নাশ পায়, ইহার নাম ফারিতৈল; এই তৈল সেবন করিলে মুখ ও দন্তের মল নাশ পায় । ১২-১৯

হৃজ্জল, কুঙ্কম, জটামাংসী, কর্পূর, জাতীফল, ককোল, শুপারি, লবঙ্গ, অণুর, ককুরী, কুড়, তগরপাদিকা, গোব্রোচনা, প্রিষ্টম্, বেডেলা, নখী, সরলকাঠ, ছাতিম, লাক্ষ, আমলকী

সহস্রং সপ্তপর্ণকং তাম্রা চামলকী তথা । তথা তু পদ্মকটকৈব এতৈস্তৈলৈঃ প্রসাধয়েৎ ॥ ২২

প্রসেদামলদুর্গন্ধ-কণ্ডুকুঠহরং পরম্ । স্ত্যং পুষ্পাংষ্টৈব তুক্রাফাঃ স্ত্রীণাকাত্যভবনভঃ ।

স্ত্রীশতং গজ্জন্তে রক্ত বজ্রাণি লভতে সূতম্ ॥ ২৩

যমানী চিত্রকং ধনং জ্বাহণং জীৱকং তথা । সৌবর্জলং বিড়ঙ্গক পিঙ্গলীমূলরাশিকম্ ॥ ২৪

এতিঃ পচেদ্ ঘৃতপ্রহং জলপ্রহাউসংযুতম্ ।

তথার্শোগলধরপুং হস্তি বহিং করোতি বৈ ॥ ২৫

মস্তিচং জিহুতং কুঠং হরিভালং মনঃশিলা । দেবদারুহরিদ্রে তে কুঠং মাংসী চ চন্দনম্ ॥ ২৬

বিশালা করবীৱক অর্ককীৱং শকুদ্রসম্ । এবাক কাষিকো ভাগো বিষভার্জপলং ভবেৎ ॥ ২৭

প্রহং কটুকটৈলস্য গোমূত্রেহুউত্তমং পচেৎ ।

মৃৎপাত্রে লৌহপাত্রে বা শনৈর্মুগ্ধগ্নিনা পচেৎ ॥ ২৮

পামা বিচর্জিকা টেব দ্রু বিস্ফোটকানি চ । অভ্যাজেন প্রযততি কোমলত্বক জারিতে ॥ ২৯

প্রকৃত্যন্তপি শিথ্যানি তৈলেনানেন দ্রবয়েৎ ।

চিরোথিতমপি দ্বিত্বং বিনষ্টং তৎক্ষণাৎ ভবেৎ ॥ ৩০

পটোলপত্রং কটুকা মজ্জিষ্ঠা শারিবা নিশা । জাভীশমীনিম্বপত্রং মধুকং কথিতং সূতম্ ।

এতির্লোপাং সূত্ররুজো ব্রণা বিপ্রাধিঃ শিব ॥ ৩১

ও পদ্মকাঠ, এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিবে । এই তৈল সেবন করিলে বর্ষা-অনিত পাত্তগন্ধ, কণ্ডু ও কুঠরোগ নাশ পায় । ইহা দ্বারা অত্যন্ত তুক্রবৃদ্ধি হয়, এই তৈল পুরুষে সেবন করিলে সে নারিগণের অত্যন্ত প্রিয় হয়, শতস্ত্রীগমন করিতে পারে ; ইহা সেবন করিলে বজ্রানারীও গর্ভবতী হয় । যমানী, চিতা, ধনিয়া, জিকটু, জীৱা, সাজিমাসী, বিড়ঙ্গ, পিঙ্গলীমূল ও মর্ষপ এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত একপ্রহ ঘৃত পাক করিবে । পাককালে অষ্টপ্রহ জল দিবে । এই তৈল যথাবিধি পাক করিয়া সেবন করিলে অর্শ, গুল্ম ও শোথ এই সমস্ত রোগ নাশ করে ; ইহা দ্বারা জঠরগত অগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে । ২০-২৫

মরীচ, তেউড়ী, কুড়, হরিভাল, মনঃশিলা, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়, জটামাংসী, রক্তচন্দন, গোয়ককর্কটী, করবীৱ, আকন্দের কীর ও গোময়রস এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেক দুই তোলা, বিষ চারি তোলা মিলিত সমুদায় দ্রব্যের সহিত কটু তৈল একপ্রহ পাক করিবে ; পাককালে তৈলের আটগুণ গোমূত্র দিবে । মৃৎপাত্রে বা লৌহপাত্রে ঘৃত অগ্নিতে পাক করা বিধেয় । এই তৈল সেবন করিলে পামা, বিচর্জিকা, দ্রু ও বিস্ফোটকাদি রোগ নষ্ট হয় । পাত্রে মর্দন করিলে পাত্ত কোমল হয়, সর্কাসব্যাপ্ত চিরকালীন শিথরোগও নাশ পায় । ২৬-৩০

পটোলপত্র, কটুকী, মজ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, হরিদ্রা, জাভীপত্র, নিম্বপত্র, শমীপত্র ও যজ্জীমু এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ করিয়া সেই কাথদ্বারা ঘৃতসংযোগে রূপে লেপ দিলে বেদনা ও

শম্বপুন্দ্রী বচা সোম ত্রাশ্বীহুতস্বর্চনাঃ ।

অন্তরা ৫ শুভ্রুচী ৫ অটকবকবাঙলী । ৩২

এতৈরকসমৈর্ভাগৈর্ঘৃতপ্রহং বিপাচয়েৎ । কণ্টকার্য্যারসপ্রহং ক্ষীরপ্রহসমযুক্তম্ ।

এতদ্ভ্রাশ্বীহুতং নাম স্মৃতিমেধাকরং পরম্ । ৩৩

অগ্নিমহো বচা বাসা পিঙ্গলীমধুসৈন্ধবম্ । সপ্তরাত্রপ্রযোগেণ কিমরৈরিব গীয়েতে । ৩৪

অপামার্গো শুভ্রুচী ৫ কুষ্ঠং শতাবরী বচা । শম্বপুন্দ্রাভয়া সাজ্যং বিড়ঙ্গং ভক্ষিতং সমম্ ।

ত্রিভির্দিনৈর্নরং কুর্য্যান্ গ্রহাষ্টশতধারিণম্ । ৩৫

অস্তিবা পরসাক্ষ্যেন মাসমেকস্ত সেবিতা । বচা কুর্য্যান্নরং প্রাজ্ঞং ক্রতিধারণসংযুক্তম্ । ৩৬

চক্ষ-সূর্য্যগ্রহে পীতং পলমেকং পয়োযুক্তম্ ।

বচাভাস্তংক্ষণং কুর্য্যান্নহাপ্রজ্ঞাহুতং নরম্ । ৩৭

ফুনিম্ব-নিম্ব-ত্রিকলা-পর্পটৈশ্চ শৃতং জলম্ । পটোলী-মুস্তকাভ্যাক বাসকেন চ নাশয়েৎ ।

বিশ্ফোটকানি ব্যস্তানি নাত্র কার্য্যা বিচারণা । ৩৮

কেতকস্ত ফলং শম্বং সৈন্ধবং জায়ণং বচা । কেনো রসাজ্ঞনং কোগ্রং বিড়ঙ্গানি মনঃশিলা ।

এষাং বর্জিহতি কাসঃ^১ তিমিরং পটলং তথা । ৩৯

পুষ্পাব নিবারিত হয় । শম্বপুন্দ্রী, বচ, কর্পূর, ত্রাশ্বীহুত, সাজিমাটি, হরীতকী, শুভ্রুচী, বাসক ও সোমরাজী ইহাদিগের প্রত্যেক দুই তোলা পরিমাণে লইয়া একপ্রহ ঘৃতসহ পাক করিবে, পাককালে কণ্টকারীর রস এক প্রহ ও ঘৃত একপ্রহ দিবে । ইহার নাম ত্রাশ্বীহুত ; এই ঘৃত সেবন করিলে স্মৃতি ও মেধা বৃদ্ধি হয় । গনিয়ারি, বচ, বাসক, পিঙ্গলী, মধু ও সৈন্ধব এই সমস্ত দ্রব্য একত্র সেবন করিলে কিম্বরের ভায় কণ্ঠহর হয় । অপামার্গ, শুভ্রুচী, কুড়, শতমূলী, বচ, শম্বপুন্দ্রী, হরীতকী ও বিড়ঙ্গ এই সমস্ত দ্রব্য ঘৃতের সহিত তিন দিন ভক্ষণ করিলে তাহার একপ মেধাশক্তি হয় যে, সে অষ্টোত্তরশত গ্রহ কণ্ঠ করিতে পারে । ৩১-৩৫

জল, দুগ্ধ কিম্বা ঘৃতের সহিত একমাস বচ ভক্ষণ করিলে সেই ব্যক্তি ক্রতিধর হয়, সে বাহা জ্ঞাপন করে, তাহা বিশ্বৃত হয় না । চক্ষগ্রহণ বা সূর্য্যগ্রহণকালে যে ব্যক্তি জলের সহিত একপল বচ ভক্ষণ করে, সে ব্যক্তি মহাপ্রাজ্ঞ (শাস্ত্রে অধিকারী) হয় । চিরতা, নিম্ব, ত্রিকলা, ক্ষেতপাপড়া, পটোল, মুখা ও বাসক এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ করিয়া সেই কাথজল পান করিলে বিশ্ফোটক ও বৃক্ষস্রাব নিবারিত হয় ; ইহার অন্তথা হয় না । কেতকীফল, শম্ব, সৈন্ধব, ত্রিকটু, বচ, সবুজকেনা, রসাজ্ঞন, মধু, বিড়ঙ্গ, মনঃশিলা এই সমস্ত দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া বর্জি প্রস্তুত করিবে, এই বর্জিধারা নেত্রে অঞ্জন দিলে কাচ, তিমির ও পটল প্রভৃতি চক্ষরোগ নাশ পায় । ৩৬-৩৯

এতদ্ব্যয়ং মাসকম্ কাথঞ্চ স্রোণমন্তসাম্ । চতুৰ্থাপাবলেষেণ তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ । ৪০

কাঙ্কিকচ্চাকং দত্বা পিষ্টোক্তেতানি দাপয়েৎ ।

পুনর্নবা গোক্ষুরকং সৈন্ধবং ক্রাষণং বটং । ৪১

লবণং সুরদাকু চ মজ্জিষ্ঠা কণ্টকারিকা । নম্রাং পানাস্তরতোব কর্ণশূলং সুদারুণম্ । ৪২

ব্যাধির্ষাং সর্বরোগাংশ্চ অভ্যাজ্যেচ মহেশ্বর । পলদ্বয়ং সৈন্ধবঞ্চ শুষ্ঠীচিৎকপককম্ । ৪৩

সৌবীরপঞ্চপ্রস্থকঃ তৈলপ্রস্থং পাচেৎ ততঃ ।

অসৃগ্দর-স্বর-প্লীহা-সর্ববাতবিকারনৃৎ । ৪৪

উডুদ্বয়ং বটং প্লকং জম্বুদ্বয়মথার্জুনম্ ।

শিল্পগন্ধ কদম্বঞ্চ পলাশং লোত্রতিন্দুকম্ । ৪৫

মধুকম্ভাসমর্জকং বদরং পদ্মকেশরম্ । শিরীষবীজং কেতকমেতৎ কাথেন সাধিতম্ ।

তৈলং হস্তি ত্রণান্ লেপাচ্চিরকালভবানপি । ৪৬

ইতি শ্রীগরুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে নানাব্যোগকথনং নামাষ্টমবত্যাধিক-

শততমোহধ্যায়ঃ । ১১৮ ।

দুই প্রস্থ মাষকলাই একদ্রোণ জলে কাথ করিবে ; জলের চতুর্থাংশনাত্র অবশিষ্ট থাকিতে তাহাতে একপ্রস্থ তৈল দিয়া পাক করিবে । পাককালে কাঁজি এক আঢ়ক (আটসের) দিবে । অতঃপর যে সমস্ত দ্রব্য পেষণ করিয়া দিতে হইবে, তাহা শ্রবণ কর । পুনর্নবা, গোক্ষুর, সৈন্ধব, ত্রিকটু, বট, লবণ, দেবদাক, মজ্জিষ্ঠা, কণ্টকারী এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত মথাবিধি পাক করিবে । এই তৈলের নস্যগ্রহণ অথবা পান করিলে সুদারুণ কর্ণশূল নাশ পায় । এই তৈল মর্দন করিলে বহিরতা এবং অন্ত্রাশ্র রোগরাশি নাশ পাইয়া থাকে । সৈন্ধব দুইপল, শুষ্ঠী ও চিতা পঞ্চপল, কাঁজি পাঁচপ্রস্থ এই সমুদায় দ্রব্যের সহিত এক প্রস্থ তৈল পাক করিবে । এই তৈল অসৃগ্দর, স্বরভঙ্গ, প্লীহা ও সর্ববিধ বাতরোগ নাশ করে । জম্বুদ্বয়, বট, পাকুড়, বিবিধ জাম, অর্জুনবৃক্ষ, অশ্বথ, কদম্ব, পলাশ, লোত্র, গাব, মধুক, আম্র, মঞ্জী, বদরী, পদ্ম, নাগকেশর এবং শিরীষবীজ ও নিম্বালী ফল এই সমস্ত কাথের সহিত তৈল পাক করিয়া ত্রণে লেপন করিলে চিরকালজাত ত্রণ নষ্ট হয় । ৪০-৪৬

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে নানাব্যোগকথন নামক অষ্টমবত্যাধিক

শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১৮ ।

নবনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

হরিকৃষাচ

পাঠাৎ রজনীঃ কুষ্ঠমশ্মগন্ধাজমোদকম্ । বচা ত্রিকটুকৈকব লবণং চূর্ণমুত্তমম্ ॥ ১
জাক্কোরসৈর্ভাবিতঞ্চ সপির্মধুসমম্বিতম্ । সপ্তাহং ভক্ষিতং কুর্য্যান্নির্ম্মলাঞ্চ মতিং পরাম্ ॥ ২
সিদ্ধার্থকং বচা হিঙ্গুঃ করঞ্জঃ দেবদারু চ । মঞ্জিষ্ঠা ত্রিফলা বিশ্বং শিরীষো রজনীন্দ্রম্ ॥ ৩
প্রিয়ঙ্গু-নিম্ব-ত্রিকটু-গোমূত্রেণৈব ঘষিতম্ । নস্যমালেপনকৈব তথা চোষর্ভনং হি তৎ ॥ ৪
অপস্মারবিষোন্মাদ-শোথালক্ষ্মীছরাপহম্ । ভূতেভ্যশ্চ ভয়ং হন্তি রাজধ্বারে তু পুঙ্জনম্ ॥ ৫
নিম্বং কুষ্ঠং হরিত্রে ঘে শিগ্র-সর্ষপজং তথা । দেবদারু পটোলক ধনুঃ তক্রৈণ ঘষিতম্ ॥ ৬

দেহং তৈলাস্তগাত্ৰং বৈ অনেনোষর্ভনং তথা ।

পায়াঃ কুষ্ঠানি নশোমুঃ কণ্ডুং হন্তি চ নিশ্চিতম্ ॥ ৭

সামুদ্রং সৈন্দবং ক্ষারং রাজিকা লবণং বিড়ম্ । কটুলোহরকটৈশ্চৈব ত্রিবৃক্ষুরণকঃ^১ সমম্ ।

দধি-গোমূত্র-পয়সা মন্দপাবকপাচিতম্ ॥ ৮

এতচ্চাপ্রবলং চূর্ণং পিবেদ্রক্ষেন বারিণা । জীর্ণে জীর্ণে^২ তু ভুঞ্জীত মাসাদি ঘৃতভোজনম্ ॥ ৯

হরি কহিলেন.—পিঙ্গলী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, কুড়, অশ্মগন্ধা, যমানী, বচ, ত্রিকটু ও লবণ এই সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করিয়া জাক্কোরসে ভাবনা দিবে, তারপর এই চূর্ণ মধু ও ঘূতের সহিত সপ্তাহ ভক্ষণ করিলে তাহার বৃদ্ধি নিশ্চল হইয়া থাকে । সর্ষপ, বচ, হিঙ্গু, করঞ্জ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিফলা, তণ্ডী, শিরীষ, হরিত্রা, দারুহরিত্রা, প্রিয়ঙ্গু, নিম্ব ও ত্রিকটু এই সমস্ত দ্রব্য গোমূত্রের সহিত ঘর্ষণ করিবে ; পরে ইহার নস্য গ্রহণ করিলে কিংবা গাত্রলেপ ও ঔষর্ভন করিলে অপস্মার, বিষোন্মাদ, শোথ, অলক্ষ্মী ও ছর নাশ পায় । তাহার কোন ভূতের ভয় থাকে না ; সে রাজধ্বারে পুঙ্জনীয় হয় । ১-৫

নিম্বপত্র, কুড়, হরিত্রা, দারুহরিত্রা, সজিনা, সর্ষপ, দেবদারু, পটোল, ধনিয়া এই সমস্ত দ্রব্য ঘোলের সহিত ঘর্ষণ করিবে ; পরে শরীরে তৈলর্ক্ষন করিয়া এই ঔষধদ্বারা ঔষর্ভন করিবে । ইহা দ্বারা পায়, কুষ্ঠ, কণ্ডুপ্রভৃতি রোগ নাশ পায় । করকচ, সৈন্দব, যবক্ষার, সর্ষপ, লবণ, বিটুলবণ, কটুকী, লোহচূর্ণ, তেউড়ী, রসোনি এই সমস্ত দ্রব্য দধি, গোমূত্র ও ঘূতের সহিত মৃৎ অগ্নিতে পাক করিবে । এই ঔষধ ঔষজ্যলের সহিত পান করিলে অগ্নি ও বল বৃদ্ধি পায় । একমাস ভক্ষণ করিয়া নিজ পরিপাকশক্তি-অনুসারে

১। পলাতুক্ষীরকে ইতি কচিং পাঠঃ । ২। ত্রিহং সুবর্ণকং ।

৩। জীর্ণেহজীর্ণে ।

নাভিশূলং মূত্রশূলং ওষ-প্লীহভবকং যৎ । সৰ্বং শূলহরং চূর্ণং কঠকানলদীপনম্ ।

পরিণামসমুৎপত্ত শূলস্ত চ হিতং পরম্ ॥ ১০

অভ্রামলকং জ্বাকা পিঙ্গলী কণ্টকারিকা । শূলী পুনর্নবা ওষি জঙ্ঘা কাসং নিহতি বৈ ॥ ১১

অভ্রামলকং জ্বাকা পাঠা চৈব বিভীষকম্ । শর্করা চ সমকৈব জঙ্ঘা জ্বরহরং ভবেৎ ॥ ১২

ত্রিকলা বদরং জ্বাকা পিঙ্গলী চ বিরেচকং । হরিতকী সোফনীর-লবণক বিরেচকং ॥ ১৩

কুম্ভ-মংস্তাশ্ব-মহিষ-গো-শৃগালাশ্চ বামরাঃ ।

বিড়াল-বর্হি-কাকাস্চ বরাহোলুককুট্টাঃ ॥ ১৪

হংস এবাক বিগ্রহাং মাংসং বা রোম-শোণিতম্ ।

ধূপং দক্ষাঙ্কুরার্ভেভ্য উগ্রপ্তেভ্যশ্চ শান্তয়ে ॥ ১৫

এতান্নোষধজাতানি ধূপিতানি^১ মহেশ্বর । নিহতি^২ তানি রোগানি বৃক্ষমিস্রাশনির্যথা ॥ ১৬

ঔষধে ভগবান্ বিষ্ণুঃ স শৃভো রোগমুভবেৎ ।

ধ্যাতোহর্জিতঃ স্তুতো বাপি নাজি কার্য্য বিচারণা ॥ ১৭

ইতি শ্রীগরুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে নানায়োগকথনং নাম নবনবত্যাধিক-

শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২১ ॥

শুভভোজন করিবে । ইহাতে নাভিশূল, মূত্রশূল, ওষ ও প্লীহা জন্ত শূল, পরিণামশূল প্রভৃতি
নাশ পায় এবং কঠরাশ্রি সন্নিপিত হইয়া থাকে । ৬-১০

হরিতকী, আমলকী, জ্বাকা, পিঙ্গলী, কণ্টকারী, কাকড়াশূলী, পুনর্নবা ও ওষি এই
সমস্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিলে কাসরোগ নাশ পায় । হরিতকী, আমলকী, জ্বাকা, আব্দনাধি
ভেলা ও শর্করা এই সমস্ত দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া ভক্ষণ করিলে জ্বররোগ নষ্ট হয় ।
ত্রিকলা, বদরী, জ্বাকা, পিঙ্গলী, হরিতকী ও লবণ এই সমস্ত দ্রব্য উষ্ণজলসহ ভক্ষণ করিলে
বিরেচন হয় । কুম্ভ, মংস্ত, অশ্ব, মহিষ, গো, শৃগাল, বানর, বিড়াল, ময়ূর, কাক, শূকর,
পেচক, কুকুট, হংস এই সমস্ত প্রাণীর বিষ্ঠা, মূত্র, শোণিত, মাংস ও রোম সংগ্রহ করিয়া
জ্বররোগী ও উগ্রাদরোগীর শান্তির নিমিত্ত ধূপপ্রদান করিবে । এই সকল ঔষধ নানাবিধ
রোগ নাশ করিয়া থাকে । যেমন ইত্যের অশনি বৃক্ষ নিপাতিত করে, সেইরূপ উক্ত ঔষধ
রোগরাশি নাশ করিয়া থাকে । ঔষধ সেবনকালে ভগবান্ বিষ্ণুকে স্মরণ করিলে এই
ঔষধ রোগহারী হয় । অতএব বিষ্ণুর ধ্যান ও পূজা করিয়া ঔষধ সেবন করিবে, ইহার
অন্তথা করিবে না । ১১-১৭

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে নানায়োগকথনং নামক নবনবত্যাধিক

শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১২১ ।

১। স্তুতি রোগান্ ।

২। নিহতি ।

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

হবিক্রবাচ

সর্বব্যাবিহরং বক্ষ্যে বৈকবং কবচং শুভম্ ।

যেন রক্ষা কৃত্বা শস্তোর্নাভ্য কার্য্যা বিচারণা ॥ ১

এণম্য দেবমীশানমজং নিত্যমনাময়ম্ । দেবং সর্বেশ্বরং বিষ্ণুং সর্বব্যাপিনমব্যয়ম্ ॥ ২

ব্রাহ্ম্যহং প্রতীকারং নমস্কৃত্য জনার্দনম্ । অমোঘাপ্রতিমং সর্বং সর্বভূতনিবারণম্ ॥ ৩

বিষ্ণুর্মামগ্রাতঃ পাতু কক্ষো রক্ষতু পৃষ্ঠতঃ । হরির্মৈ রক্ষতু শিরো হৃদয়ঞ্চ জনার্দনঃ ॥ ৪

মনো মম হৃদীকেশো জিহ্বাং রক্ষতু কেশবঃ ।

পাতু নেত্রৈ বাসুদেবঃ স্রোত্রৈ সঙ্কর্যণো বিষ্ণুঃ ॥ ৫

গ্রহায়ঃ পাতু মে জ্ঞানমনিরুদ্ধন্ত চন্দ্র' চ । বনমালী গলস্থান্তং জীবৎসো রক্ষতামধঃ ॥ ৬

পাশ্ব'ং রক্ষতু মে চক্রো' বামং দৈত্যানিবারণঃ । দক্ষিণন্ত গদা দেবী সর্কাসূরনিবারিণী ॥ ৭

উদরং মুষলং পাতু পৃষ্ঠং মে পাতু লাক্ষলম্ ।

উর্দ্ধং রক্ষতু মে শার্ঙ্গ'ং জন্তে রক্ষতু নন্দকঃ ॥ ৮

পার্শ্বিকং রক্ষতু শঙ্খাশ্চ পদ্মং মে চরণাবৃত্তৌ । সর্বকার্য্যার্থসিদ্ধার্থং পাতু মাং গরুড়ঃ সদা ॥ ৯

বরাহো রক্ষতু জলে বিষমেযু চ বামনঃ ।

অটব্যাং নারসিংহশ্চ সর্বভূতঃ পাতু কেশবঃ ॥ ১০

হরি কহিলেন,—অন্তঃপর সর্বব্যাবিহরক শুভপ্রদ জীবিসু-কবচ বলিব । এই রক্ষা-কবচদ্বারা শত্রুরও রক্ষাকার্য্য সাধিত হইয়াছে । আমি অনাময়, অজ, সনাতন ঈশান দেবকে ও সর্বদেবেশ্বর জনার্দনকে নমস্কার করিয়া এই সর্বরোগ-প্রতীকারক কবচ বন্ধন করিতেছি । বিষ্ণু আমার সগ্রভাগ রক্ষা করুন, কক্ষ পৃষ্ঠদেশ, হরি শির ও জনার্দন হৃদয় রক্ষা করুন । হৃদীকেশ আমার মন, কেশব জিহ্বা, বাসুদেব নেত্রদ্বয় ও সঙ্কর্যণ কর্ণদ্বয় রক্ষা করুন । গ্রহায় আমার নাসিকা, অনিরুদ্ধ চন্দ্র, বনমালী গণ্ড ও জীবৎস অধোভাগ রক্ষা করুন । দৈত্যাসূদন চক্র আমার বামপাশ্ব' ও সর্কাসূর-নিবারিণী গদা আমার দক্ষিণপাশ্ব' রক্ষা করুন । মুষল আমার উদর, লাক্ষল পৃষ্ঠ, শার্ঙ্গ' উর্দ্ধ ও নন্দক জন্তাদ্বয় রক্ষা করুন । শঙ্খ আমার পার্শ্বিক ও পদ্ম আমার চরণদ্বয় রক্ষা করুন, গরুড় আমার সর্ব'কার্য্য সিদ্ধি করুন । ১-১০

বরাহ আমাকে জলমধ্যে রক্ষা করুন ; বামন বিষম সঙ্কটে, নরসিংহ বনমধ্যে, আর

হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ হিরণ্যং মে প্রযচ্ছতু । সাংখ্যাচার্যাস্ত কপিলো ধাতুসাম্যং করোতু মে ॥১১

শ্বেতদ্বীপনিবাসী চ শ্বেতদ্বীপং নম্রভুজঃ । সর্বান্ শত্রুন্ সূদয়তু মধু-কৈটভদুদনঃ ॥ ১২

বিষ্ণুঃ সদা বিকিরতু^১ কিম্বিশং মম বিগ্রহাং ।

হংসো মৎস্যস্তথা কূর্ম্যঃ পাতু মাং সর্বতো দিশঃ ॥ ১৩

ত্রিবিক্রমস্ত মে দেবঃ সর্বান্ পাপান্ নিকৃন্ততু^২ ।

তথা নারায়ণো দেবো বুদ্ধিং পালয়তাং মম ॥ ১৪

শেষো মে নির্মলং জ্ঞানং করোতুজ্ঞাননাশনম্ ।

বভ্রবামুখো মাময়তু কল্মষং যং কৃতং ময়া ॥ ১৫

পত্ন্যাং সদাতু পরমো মুখং মুদ্রি মম প্রভুঃ । দত্তাত্রেয়ঃ কলয়তু সপুত্র-পুত্র-বান্ধবম্ ॥ ১৬

সর্বানরীন্ নাশয়তু রামঃ পরন্তো মম । রক্ষোদ্রস্ত দাশরথিঃ পাতু নিত্যং মহাভুজঃ ॥ ১৭

শত্রুন্ হলেন মে হস্তাশ্রমো যাদবনন্দনঃ । প্রলম্ব-কেশি-চাগুর-পুতনা-কংসনাশনঃ ।

কৃষ্ণশ্চ যো বালভাবঃ স মে কামান্ প্রযচ্ছতু ॥ ১৮

অঙ্ককারভমোঘোরং পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্ । পত্ন্যমি ভরসহস্রঃ পাশহস্তমিবাস্তকম্ ॥ ১৯

ভতোহহং পুণ্ডরীকাক্ষমুচ্যতং শরণং গতঃ ।

যন্তোহহং নির্ভয়ো নিত্যং যস্ত মে ভগবান্ হরিঃ ॥ ২০

কেশব সর্বত্র রক্ষা করুন । ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ আমাকে হিরণ্যপ্রদান করুন, সাংখ্যাচার্য্য কপিলদেব আমার ধাতুসাম্য নিধান করুন । শ্বেতদ্বীপবাসী অজ আমাকে শ্বেতদ্বীপে নয়ন করুন ; মধুকৈটভনাশন বিষ্ণু আমার সর্বশত্রু বিনাশ করুন । বিষ্ণু সর্বদা আমার শরীর হইতে পাপসকল আকর্ষণ করুন । হংস, মৎস্য ও কূর্ম্য আমার সর্বদিক্ রক্ষা করুন । ত্রিবিক্রম আমার সর্বপাপ নাশ করুন । নারায়ণ আমার বুদ্ধি পালন করুন । অনন্ত আমার অজ্ঞান নাশ করিয়া নির্মল জ্ঞান প্রদান করুন । আমি যে সকল পাপ করিয়াছি, বভ্রবামুখ তৎসমুদায় নাশ করুন । ১০-১৯

পরমদেব আমার যন্তকে পদধর স্থাপনপূর্বক মুখবিধান করুন । দত্তাত্রেয় আমার পুত্র, পুত্র ও বান্ধব প্রদান করুন । পরশুরাম পরশুদ্বারা আমার সর্বশত্রু নাশ করুন । রাক্ষসহস্ত দাশরথি মহাবাহু জীরাণ আমাকে সর্বদা পালন করুন । যাদবনন্দন বলরাম হলধারী আমার শত্রুসংহার করুন । প্রলম্ব, কেশী, চাগুর, পুতনা ও কংসামিনাশন জীকৃষ্ণের বালাভাব আমার সর্বকামনা পূরণ করুন । আমি অঙ্ককারের দ্বার ভয়োক্রমী পাশহস্ত যমসদৃশ ঘোরকৃষ্ণ পিঙ্গল পুরুষ দর্শনে সন্ত্রস্ত হইরাছি, অতএব পুণ্ডরীকাক্ষ অচ্যুতঃ শরণাগত হইলাম ; ভগবান্ হরি আমার আশ্রয় হইলেন ; অতএব আমি যন্ত ও নিত্য ভয়হীন হইলাম । ১৬-২০

১। চাক্ষুঃ । ২। নিকৃন্ততু ।

ভক্তকরণং বোধয়ে। অভবৎ দিশতু চ্যুতঃ; ভক্তদরমখিলং বিশত্বং নৃপপরিবর্ত-
সহস্রসংখ্যোহোহন্তমলমিব প্রবিশন্তি বৃক্ষরঃ । ৩১

বাসুদেব-সর্কার্ণ-প্রহ্লাদাষ্টানিরুদ্ধকঃ । সর্কার্ণরান্ মম বৃত্ত বিকুর্নায়ারণো হরিঃ । ৩২

ইতি শ্রীগারুড় মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে বৈষ্ণবকবচকথনং নাম বিশততমোহধ্যায়ঃ । ২০০ ॥

একাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

হরিকুবাচ

সর্কার্ণকামপ্রদাং বিদ্যাং সপ্তরাজেন তাত্ নুত্ । ১

মমভ্যক্ত্যং ভগবতে বাসুদেবার্ণ ধীমহি । প্রহ্লাদাষ্টানিরুদ্ধায় নমঃ সর্কার্ণায় চ ।

নমো বিজ্ঞানদাত্রে চ পরমানন্দমূর্তয়ে । ২

আত্মারামায় শান্তায় নিবৃত্তাবৈতদৃষ্টয়ে ।

ত্বং কপাণি চ সর্কার্ণাণি তস্মাৎ ভূক্ত্যং নমো নমঃ । ৩

শ্রীকেশায় মহতে নমস্তেহনন্তমূর্তয়ে । যন্নিমিত্তং যতশ্চৈতৎ তিষ্ঠত্যাতোহপি জারতে । ৪

চৌরভয়ে, সর্কার্ণগ্রহনিবারণে, বিদ্যাংগাতে, সর্পবিশোধনে, রোগে, বিষসঙ্কটে, শারীরিকভয়
হইলে “ও” অনান্তত” ইত্যাদি মন্ত্র জপ করা বিধেয়, এই ভগবান্নর সর্কার্ণ মন্ত্র প্রধান; এই
কবচবিশ্বাস অতিশয় গোপনীয় এবং সর্কার্ণপাপনাশন । ২১-৩২

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে বৈষ্ণবকবচকথনং নামক বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২০০ ॥

একাধিক দ্বিশততম অধ্যায়

হরি বলিলেন,—সর্কার্ণকামপ্রদ বিদ্যা বলিতেছি, গ্রহণ কর । সপ্তরাজ এই বিদ্যার
উপাসনা করিলে সর্কার্ণবিধ কামনা সিদ্ধ হয় । হে ভগবন্ । তোমাকে নমস্কার করি ;
হে বাসুদেব । তোমাকে ধ্যান করি । প্রহ্লাদ, অনিরুদ্ধ ও সর্কার্ণকে নমস্কার করি ।
তুমিই বিজ্ঞান প্রদান কর । তুমিই পরমানন্দমূর্ত্তি । তুমি আত্মারাম ও শান্তমূর্ত্তি, তোমাতেই
জৈতজ্ঞান নিবৃত্ত হইরাছে ; তুমি ভিন্ন এই জগতে আর কিছুই নাই ; তোমাকে
নমস্কার । ১-৪

মুখ্যরীং বহুং কৌণীং তৈশ্চ তে ত্রয়শ্চ নমঃ । ৫

যন্ন স্পৃশতি ন বিহ্বলনোদুকোল্লিঙ্গাসবঃ । অন্তর্কর্ষিত্ত বিতস্তং বোমতুলাং নমামাহম্ । ৬

ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় মহাকৃতপত্রে সকলসাত্ত্ব-পরিহৃত'-নিকর-কমলবৈপুল-
নিভবর্ণাখাবিন্দয়া চরণাবিন্দয়ুগল পরমেশ্তিন্ নমস্তে । ৭

অবাণ বিদ্যাবরতাং চিত্তকেতুশ্চ বিন্দয়া । ৮

ইতি শ্রীগুরুপু্রাণে পূর্বখণ্ডে সর্বকামপ্রদবিদ্যাবর্ণনং
নামৈকাদিক-দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ । ২০১ ।

দ্ব্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

হরিকৃষ্ণাচ

অবাণ জগৎ, চেষ্টত্বং বিদ্বৎস্বর্গাখাবিন্দয়া ।

সর্বান্ শক্রান্ বিনিজ্জিত্য তাক বন্দ্য মহেশ্বর । ১

পাদরোজ্যানুনোক্তকৌরুদরে হৃদাধারসি । মুখে শিরস্ত্যানুপূর্বমোক্ষারাদীনি বিস্তসেৎ । ২

হে হৃদীকেশ । তুমি অনন্তমূর্তি, তোমাতেই এই চরাচর জগৎ বিদ্যমান আছে, তুমি সর্ব-
কৃতের আশ্রয় ও উপস্থিতিস্থান, তোমাকে নমস্কার । তুমি এই মুখ্যরী পৃথিবী বহন করিতেছ,
তুমিই ত্রয়রূপ ; তোমাকে নমস্কার । তোমাকে পাণিপাদাদি কন্মোক্ষিত, যন্ন বুদ্ধি
ব্রহ্মকর্ণাদি জ্ঞানেক্ষিত ও গ্রাণ ইহারা জ্ঞানিতে পারে না ; তুমি সর্বকৃতের অস্তরে ও
বাহিরে বিচরণ করিতেছ । তুমি আকাশের দ্বার অনন্ত, তোমাকে নমস্কার করি । এই শুভ
করিয়া “ওঁ নমো ভগবতে” ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে উপাসনা করিবে । ইহাতে সর্বকামনা
পরিপূর্ণ হয় । ৩-৮

শ্রীগুরুপু্রাণে পূর্বখণ্ডে সর্বকামপ্রদবিদ্যাবর্ণন নামক একাদিক দ্বিশততম

অধ্যায় সমাপ্ত । ২০১ ।

দ্ব্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়

হরি বলিলেন,—হে মহেশ্বর । যে বিদ্বৎস্বর্গাখা বিদ্যা জপ করিয়া সর্বশক্তি পরাজয়
পূর্বক ইন্দ্রভগাভ করা যায়, সেই বিদ্বৎস্বর্গাখা বিদ্যা বলিতেছি, শ্রবণ কর । পাদদ্বয়ে,
জালদ্বয়ে, উৎপাদে, উপবে, হৃদয়ে, মুখে, বক্ষঃস্থলে ও মস্তকে ওকারাদি মন্ত্রবর্ণনমূহ বখ্যাজ্জবে

১ । সকলমণ্ডিতাবদ্রীড়- ।

নমো নারায়ণায়ৈতি বিপর্যাসমথাপি চ । করুণাসং ততঃ কুর্যাদ্ ভাদশাক্ষরবিদগ্ধা ৷ ৩
প্রণবানি-যকারান্তঃ কৃৎসনঃ পদম্ । ক্রমেচ্ছন্দঃ ওঙ্কারং মনুং যুগ্মি সমস্তকম্ ৷ ৪
ওঙ্কারন্তু জঃ বার্মথো গিথানেজাদিমূর্ত্ততঃ । ঐ বিষ্ণবে নম ইতি ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ৷ ৫

আত্মানং পরমং বাগ্নেচ্ছেষৎ যদৈশক্তিভিযুক্তম্ ৷

যম রক্ষাং হরিঃ কুর্যাদ্ভ্যন্তমুত্তির্জলেহবতু ৷ ৬

ত্রিবিক্রমভূতাকাশে স্থলে রক্ষতু বামনঃ । অটব্যাং নরসিংহস্ত রামো রক্ষতু পর্বতে ৷ ৭

ভূমৌ রক্ষতু বারাহো ব্যোমি নারায়ণোহিবতু ।

কর্ণবদ্ধাচ্চ কপিলো দত্তো যোগাংশ্চ বক্ষতু ৷ ৮

হরগ্রীবো দেবতানাং কুমারে মকরধ্বজঃ ।

নারদোহস্তার্চনাং পারাং কুশ্মাৎ বৈ নৈর্জতে সদা ৷ ৯

ধ্বজস্ত্রিষ্ঠাপথ্যাক্ত নাগঃ ক্রোধবশাং কিল ।

যজ্ঞো বৌধাং সমস্তাক্ত বাসোহজ্ঞানাক্ত রক্ষতু ৷ ১০

বুদ্ধঃ পাবণসম্বাদাং বজ্রিবতু বজ্রধাং ।

পাশাশ্বখান্ধিনে বিষ্ণুঃ প্রাতর্নারায়ণোহিবতু ৷ ১১

শ্রাস করিবে । অনন্তর “নমো নারায়ণায়” বিপর্যায়ক্রমে (মন্ত্রের শেষভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া) এই মন্ত্র শ্রাস করিবে ; পরে ভাদশাক্ষর মন্ত্রে করুণাসং ও অজুগাস করিবে । অজুলী ও অজুঃষ্ঠর পর্কসংহিত প্রণবানি যকারান্ত মন্ত্রনর্গমমন্ত শ্রাস করিয়া ছন্দে ওঙ্কার ও মন্তকে সমস্ত মন্ত্র শ্রাস করিবে । তারপর জমথো ওঙ্কার এবং গিথা নেজাদিতে ‘ঐ বিষ্ণবে’ এই মন্ত্র শ্রাস করিবে । ১-৫

অতঃপর পরমাশ্রয় ধ্যান করিয়া পাঠ করিবে ।—হরি আমার সর্ববিষয়ে রক্ষা করুন, তাঁহার মংসুষ্টি আমাকে জলে রক্ষা করুন, তাঁহার ত্রিবিক্রমমুষ্টি আকাশে, বামনমুষ্টি স্থলে, নরসিংহরূপ অরণো এবং রামরূপ আমাকে পর্বতে রক্ষা করুন । বরাহদেব আমাকে ভূমিতে রক্ষা করুন ; নারায়ণ আমাকে ব্যোমে রক্ষা করুন ; কপিল আমাকে কর্ণবদ্ধ হইতে রক্ষা করুন । হরগ্রীবরূপী বিষ্ণু দেবতানগণের নিকট হইতে আমাকে কুমারাদি দেবমুষ্টি হইতে রক্ষা করুন ; নারদ আমাকে অস্তার্চনা দোষ হইতে রক্ষা করুন । কুশ্ম আমাকে নৈর্জতদিকে সর্বদা পালন করুন । ৬-১১

ধ্বজস্ত্রি আমাকে অপথ্য হইতে, শেষ মাপমুষ্টি ক্রোধ হইতে এবং যজ্ঞ আমাকে সর্বরোগ হইতে রক্ষা করুন । বাস আমাকে অজ্ঞান হইতে রক্ষা করুন । বুদ্ধদেব আমাকে পাবণ হইতে রক্ষা করুন । বজ্র আমাকে কলিদোষ হইতে রক্ষা করুন । বিষ্ণু আমাকে মধ্যাহ্ন সময়ে রক্ষা করুন ; নারায়ণ আমাকে প্রাতঃকালে রক্ষা করুন ; মধুদ্বন্দ আমাকে অপরাত্রে

মধুহ' চাপরাহ্নে চ সায়ং রক্ষতু মাধবঃ ।
 জ্বীকেশঃ প্রদোষেহব্যাহ প্রভৃষেহব্যাহনার্জিনঃ । ১২
 জীৱোহব্যাহর্জিত্রাজে পদ্মনাভো নিশান্তকে ।
 চক্রকৌমোদকীবান্ রত্ন শঙ্করঃ রাক্ষসান্ । ১৩
 শম্বাঃ পদ্মক শঙ্কভাঃ শাক'ং বৈ গরুড়কথা ।
 বৃহদীন্দ্রিয়মনঃপ্রাণান্ পাত্ত পার্শ্বদৃশময়' । ১৪
 শেখঃ সর্ব'শ্চ রূপ'শ্চ সদা সর্ব'ত্র পাত্ত মাম্ ।
 বিদিশু দিশু চ সদা নারসিংহ'শ্চ রক্ষতু । ১৫
 এতচ্চারমণিস্ত যং যং পশ্যতি চক্ষুযা ।
 স বনৌ স্তাধিপাপু চ যোগযুক্তো দিবং ভবেৎ । ১৬

ইতি জীমাক্ষকে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে বিষ্ণুধর্মোধ্যায়বিদ্যাবর্ণনং নাম
 দ্বাদশ-তত্ত্বমোহন্যায়ঃ । ২০২ ।

রক্ষা করুন ; মাধব আমাকে সায়ংকালে রক্ষা করুন ; জ্বীকেশ আমাকে প্রদোষকালে
 রক্ষা করুন ; জনার্দন আমাকে প্রভৃষকালে রক্ষা করুন । ১০-১২

জীৱর আমাকে অর্জিত্রাজি সময়ে রক্ষা করুন ; পদ্মনাভ আমাকে নিশান্তকালে রক্ষা
 করুন । চক্র, গন, বাণ, আচার রাক্ষসাদি সর্ব'শ্চ নাশ করুন । শম্বা, পদ্ম, শাক' ও গরুড়
 আমাকে সর্ব'শ্চ হইতে রক্ষা করুন ; বাসুদেব-পার্শ্বদৃশ ভূবনসমস্ত আমার বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন
 ও প্রাণ রক্ষা করুন । ভগবান্ বাসুদেবের নরসিংহ ও অস্তাগ্র রূপসকল আমাকে দিক্ ও
 দিকিকে সর্ব'দা রক্ষা করুন । বাসুদেবের এই মন্ত্রধর কবচদ্বারা আশ্রয় করা করিয়া চক্ষুদ্বারা
 যে যে ব্যক্তিকে দর্শন করে, সেই সেই ব্যক্তি বশীভূত হয় । যে ব্যক্তি এই স্তব পাঠ করে,
 তাহার পাপসমূহ বিনষ্ট হয় ; সে রোগ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করে । ১৩-১৬

জীমাক্ষপুত্রাণে পূর্বখণ্ডে বিষ্ণুধর্মোধ্যায়বিদ্যাবর্ণনং নামক দ্বাদশ তত্ত্বম
 অন্যান্য সমাপ্ত । ২০২ ।

ত্ৰাধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ

ধৰত্ববিকৃতি

গাৰুড়ং সন্ত্ৰবক্ষ্যামি গৰুড়েন উদীৰিতম্ । কশ্যপায় সুমিত্ৰেণ বিব্রহদ্ যেন গাৰুড়ী ॥ ১
পৃথিৱীপশুখা ভেজো বায়ুৱাকাশমেব চ । কিত্যাদিহেব বৰ্ণাশ্চ এভে বৈ মণ্ডপাধিপাঃ ॥ ২
পক্ষতন্ত্ৰে স্থিতা দেৱাঃ সৰ্বথাঃ শিববাচকঃ ১ । দীৰ্ঘবত্ৰিভিন্নশ্চ নপুংসকবিবক্ষিতঃ ॥ ৩

সমুদ্রঃ শিরঃ প্রোক্তো হ্রচ্ছিন্নশ্চ শিখা ক্রমাৎ ।

কবচং নেত্রমস্ত্ৰং স্তাণ্মাসঃ স্বস্থলসংস্থিতিঃ ॥ ৪

সৰ্বসিদ্ধিপদশাস্ত্ৰে কালবহ্নিঃখোহনিলঃ । বৰ্ণবৰসমায়ুক্তমৰ্কেন্দুসংযুতং পরম্ ॥ ৫
পরাপরবিভিন্নশ্চ শিবস্তোত্রায় ঈৰিতঃ । বৈফল্যক্ৰমেণ সৰ্বত্র শাস্ত্ৰং কুৰ্যাদ্ যথাবিধি ॥ ৬
হৃদি পাদিতলে দেহে কর্ণে নেত্রে কথোক্তি চ ।

অপাং তু সৰ্বসিদ্ধিঃ স্তাচ্চতুৰ্ভুজসমায়ুতম্ ॥ ৭

চতুৰ্ভুজাং সুবিস্তাৰাং পীতবৰ্ণাচ্চ চিত্তৱেৎ । পৃথিৱীকেন্দ্ৰদৈবত্যাং মধ্যে বৰুণমণ্ডলম্ ॥ ৮
মধ্যে পদ্মং তথা মূৰ্ত্তমৰ্কক্ৰেৎ সূনীতলম্ । ইল্লনীলৱাতিং সৌম্যমথবাগ্নেয়মণ্ডলম্ ॥ ৯

ত্রিকোণং বস্তিকৈরুৰ্জং জ্বালামালাকুলং শ্বৱেৎ ।

ভিন্নাজননিভাকারং সবৃত্তং বিন্দুভূষিতম্ ॥ ১০

ধৰত্ববি বৰ্ণনেন,—একণে গৰুড়োক্ত গাৰুড়ী বিদ্যা বৰ্ণিতেন্দ্ৰি। এই গাৰুড়ীবিদ্যা
সুমিত্ৰ কশ্যপেৰ নিৰ্দ্ধিষ্ট বৰ্ণিতাৰেন। এই বিদ্যা সৰ্ববিধ বিবহৰণ কৰিবা থাকে। পৃথিৱী, জল,
ভেজ, বায়ু, আকাশ, ইহাৱাই মণ্ডলেৰ অধিপতি; ইহাৱাই কিত্যাদিক্ৰমে বৰ্ত্তমান আছে।
ঐ কিত্যাদিকে পক্ষতন্ত্ৰ বুলে। ঐ পক্ষতন্ত্ৰে দেৱগণ অবস্থিত আছে। যাৱাৱা বিষ্ণুৰ
সেৱক, তাৱাৱাই ঐ পক্ষতন্ত্ৰ জাত হইতে পাৱে। বক্ষ্যমাণমন্ত্ৰে ঋতু বৰ্জিত দীৰ্ঘবত্ৰ
যোজন। কৰিবা হ্রদয়, শিৱ, শিখা, কবচ ও ক্ৰমানুসাৰে এই বৰুণশাস্ত্ৰ কৰিবে। ১-৫

এই বৰুণ-শাস্ত্ৰাৱা স্বস্থানে স্থিতি হয়। '৬' সৰ্বসিদ্ধি কুং কং যুং' এই মন্ত্ৰ পরম্পর
ভিন্ন ভিন্ন শিবেৰ উক্ত ও অধোদেশে বিন্যাস কৰিবে। পৰে '৭' হ্রদয়ায় নমঃ'
ইত্যাদিক্ৰমে যথাবিধি সৰ্ব শৰীৰে ন্যাস কৰিবে। তাৱণৰে হ্রদয়ে পাদিতলে, দেহে,
কৰ্ণে, নেত্ৰে, এই মন্ত্ৰ জপ কৰিবে। এইৰূপ জপ কৰিলে সৰ্ববিধ সিদ্ধিলাভ হইবা
থাকে। চতুৰ্ভুজা সুবিস্তাৰী পীতবৰ্ণা ও ইল্লদৈবত্যা পৃথিৱীকে চিত্তা কৰিবা তাৰ মধ্যে
বৰুণমণ্ডল ব্যাস কৰিবে। পৰে সেই বৰুণমণ্ডলমধ্যে অৰ্কচন্দ্ৰমূৰ্ত্ত সূনীতল পদ্ম কিংবা
ইল্লনীলমণিগ্ৰভ সৌম্য আগ্নেয়মণ্ডল চিত্তা কৰিবে; উহা ত্ৰিকোণাকার, বস্তিকমূৰ্ত্ত
জ্বালামালাকুল, দলিতাজনগ্ৰভ, সবৃত্ত এবং বিন্দুভূষিত। ৬-১০

১। আপ্যক্তে বিষ্ণুসেবকৈঃ ।

২। ভিন্নাজনানীকারং সবৃত্তং ।

বায়ুযন্তুসং বাপা তীক্ষ্ণবেগং ভয়ঙ্করম্ । কীরোহ্মিসদৃশাকারং শুভশ্চটিকবর্তনম্ ।

প্রাথমিকং জগৎ সর্বং ব্যোমায়ুতমনুঃ^১ স্মরেৎ ॥ ১১

বায়ুকিঃ শঙ্খপালশ্চ স্থিতৌ পাখিবমন্তলে ।

কর্কোটঃ পদ্মনাঃ^২ চ বাক্ষশ্চৈতৌ ব্যবস্থিতৌ ॥ ১২

আগ্নেয়েন তু কুলিকতক্ষকশ্চ মহাজ্ঞানকৌ ।

বায়ুযন্তুসংস্থৌ চ পক্ষ ভূতানি বিস্তসেৎ ॥ ১৩

অঙ্গুষ্ঠাদি-কনিষ্ঠান্তমূলোম-বিলোমতঃ ।

পর্কসদ্বিশু চ জ্ঞাত্য জরা চ বিজ্ঞাত্য তথা ॥ ১৪

আস্তানি যপুস্তানে শ্যামাঃ শিবমঙ্গলকম্ ।

কনিষ্ঠাদৌ হৃদাদৌব শিখারায় করয়োত্তমসেৎ ॥ ১৫

বাপকস্ত ততঃ পূর্বং ক্রমাদঙ্গুলিপর্কসু ।

ভূতানাক পুনশ্চ^৩াসঃ শিখাঙ্গানি তথৈব চ ॥ ১৬

প্রণবাদি-নমস্চান্তে নাত্মৈব চ সমন্বিতাঃ ।

সর্বমন্ত্রেষু কথিতৌ বিধিঃ স্থাপনপুজনে ॥ ১৭

অষ্টাদশকং তন্মাস্তশ্চ মন্ত্রোহ্ময়ং পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।

অষ্টানাম্ নাগজাতীনাম্ মন্ত্রঃ সান্নিধ্যকারকঃ ॥ ১৮

ভদ্রনন্তর তীক্ষ্ণবেগসমন্তিত ভয়ঙ্কর দিগন্তবাপী বায়ুযন্তুসং ধ্যান করিবে । অনন্তর
কুলিককনিষ্ঠ বিত্তর শ্চটিকবৎ প্রদীপ্ত, ত্রিভুবনপ্রাবনশীল, ব্যোমায়ুতরূপ মন্ত্র স্মরণ করিবে ।
বায়ুকি ও শঙ্খপাল এই দুই নাগ পৃথিবীমণ্ডলে অবস্থিত আছে । কর্কোটক ও পদ্মনাভ এই
দুই নাগ বক্রমণ্ডলে অবস্থিতি করেন । কুলিক ও তক্ষক এই দুই নাগ আগ্নেয়মণ্ডলস্থিত ;
পদ্মনাগ বায়ুযন্তুসং অবস্থিতি করেন । এইরূপে নাগের ভক্ত জানিয়া পক্ষভূতনাস করিবে ।
অঙ্গুষ্ঠাদি কনিষ্ঠান্ত অনুলোমবিলোমক্রমে পূর্বোক্ত সঙ্ঘসমূহে জরা ও বিজরা নাস করিবে ।
নারীরের মুখাদি অঙ্গরবে শিবের মঙ্গল্যাস করিবে । কনিষ্ঠাদি অঙ্গুলি, হৃদয়াদি অঙ্গ,
শিখা ও কর এই সমস্ত স্থানে শ্যাম করা কর্তব্য । ১১-১৫

অনন্তর ক্রমতঃ অঙ্গুলিপর্কে বাপকস্তাস করিবে । পুনরায় ভূতনাস ও শিবের
অঙ্গস্তাস করিবে । সর্ববিধ দেবতার পূজা ও শিবের অঙ্গস্তাস করিবে । সর্ববিধ
দেবতার পূজা ও প্রতিষ্ঠা কার্যে সেই সেই দেবতার নামের আদিত্তে প্রণব (ঐ) ও
অন্তে "নমঃ" শব্দ যোগ করিয়া কার্য্য করিবে, এইরূপ বিধি উক্ত আছে । দেবতার
নামের আদিত্তে সেই নামের আদি বর্ণ যোগ করিলেও মন্ত্র হইয়া থাকে । পূর্বে যে
অষ্টাদশকের মন্ত্র কথিত হইয়াছে, ঐ সকল মন্ত্রে পূজাদি কার্য্য করিলে নাগগণের সান্নিধ্য

৩^১ স্বাহা ক্রমশঃ চৈব পঞ্চভূতপূরোপভাস্য । এষ সাক্ষাৎস্বয়ং ভাস্করঃ সর্বকর্মপ্রসারকঃ ॥ ১৯

করুণাসং স্রবৈঃ কৃত্বা শরীরে তু পুনর্ভূতসেৎ ।

কলন্তঃ চিত্তয়েৎ প্রাণমাখ্যাসংসৃষ্টিকারকম্ ॥ ২০

বীজন্ত চিত্তয়েৎ পল্কাধর্মাস্তমস্বহাযকম্ ।

এবকাপ্যায়নং কৃত্বা মূর্ধ্নি সক্ষিত্য চাক্ষুশঃ ॥ ২১

পৃথিবীং পানদৈর্দীপ্যং তপ্তকাকনসপ্রভাম্ । অশেষভবনাকীর্ণাং লোকপালসমম্বিতাম্ ।

এত্যাং ভগবতীং পৃথ্বীং যদেহে বিস্ত্রসেদ্ মুখঃ ॥ ২২

ভক্ত আশং প্রসন্নাক্ষ বোধ্যা হৃদ্যান্তি চান্তরা ।

স্ত্যামবর্ণময়ং বাহ্যেৎ পৃথিবীদ্বিগুণং ভবেৎ ॥ ২৩

জ্বালামালাকুলং দীপ্তমাত্রম্-ভুবনান্তিকম্ ।

নাভিগ্রীবান্তরে তস্য ত্রিকোণং মণ্ডলং রবেৎ ॥ ২৪

ভিষ্মাজননিভাকারং নিখিলং বাণ্য সংস্থিতম্ ।

আখ্যমুত্তিহিতং বাহ্যেৎকারবাং তীক্ষ্ণমণ্ডলম্ ॥ ২৫

শিখোপরি স্থিতং দিব্যং শুভ্রশ্চটিকবর্জসম্ ।

অপ্রমাণমহাবোমম বাণকঙ্কামুতোপমম্ ॥ ২৬

ভূতভাসং পূরা কৃত্বা নাগানাক যথাক্রমম্ । লকারাণ্যঃ^১ বিন্দুযুক্তা মন্ত্রা ভূতক্রমেণ তু ॥ ২৭

হইয়া থাকে । পঞ্চভূতের পূর্বে যথাক্রমে ‘৩^১ স্বাহা’ বোপ করিলে যে মন্ত্র হয়, তাহা সাক্ষাৎ গরুড়রূপ, এই মন্ত্র সর্বকর্ম সাধন করিয়া থাকে । এষ্ট মন্ত্রের অপাধিকার্য্যে স্বরবর্ণদ্বারা করুণাস করিয়া পুনরায় শরীরেও ঐরূপ ভাস করিবে । অনন্তর প্রাণকে কলন্ত চিত্তা করিবে, ইহাতেই আখ্যমুত্তি হইয়া থাকে । ১৯-২০

তৎপরে অমৃতাত্মক বীজ চিত্তা করিবে । এই প্রকারে আখ্যায়ন করিয়া বীজ মণ্ডকে আখ্যচিত্তা করিবে । তৎপরে তপ্তকাকনপ্রভ লোকপালসমম্বিত অশেষভবনাকীর্ণা পৃথিবীকে পানদ্বয়ে প্রদান করিবে । বীজানু ব্যক্তি এইরূপে আখ্যদেহে ভগবতী পৃথিবীকে ভাস করিবেন । তার পর ক্রমশঃ ও নাভির মধ্যভাগে সুপ্রসন্ন জলভূতের বাস করিবে । অনন্তর স্ত্যামবর্ণ, পৃথিবী হইতে দ্বিগুণ প্রদীপ্ত, তেজস্বী, আত্মজ ভুবনবাণী ত্রিকোণ রবিমণ্ডল নাভি ও গ্রীবার অন্তরে ভাস করিবে । তারপর দলিত অঞ্জনপ্রভ, সমস্ত ভুবনবাণী, আখ্যমুত্তিহিত তীক্ষ্ণ বায়ুমণ্ডল চিত্তা করিবে । ২১-২৫

তৎপরে শিখোপরিস্থিত বিগুহ শ্চটিকের আর সমুচ্ছল অমৃতোপম সর্বব্যাপী প্রমাণরহিত মহাবোমমণ্ডল চিত্তা করিবে । এইরূপে প্রথমতঃ ভূতভাস করিয়া যথাক্রমে নাগগণের ভাস করিবে । লকারান্ত ‘বিন্দুযুক্ত বীজ’ হুত্বি যথাক্রমে ভূতগণের মন্ত্র ।

শিববীজং ততো দক্ষাং ততো ধাতোচ্চ মণ্ডলম্ ।
 যদ্ব্যস্ত ক্রমমাখ্যাতং মণ্ডলস্য বিচক্ষণঃ ।
 তন্ত তচ্চিহ্নেধ্বং কৰ্মকালে বিধানবিৎ । ২৮
 পাদপঙ্কজত্বা চকু-কৃষ্ণনাগৈর্বিভূষিতম্ ।
 ভাঙ্ক'ং য'য়েততো নিতাং বিবে স্বাবরজসমে । ২৯
 গ্রহভূত-পিলাটে চ ডাকিনী-যক্ষ-রাকসে ।
 নানৈর্বিবেষ্টিতং কৃত্বা যদেহে বিস্তপেজ্জিবম্ । ৩০
 দ্বিধাক্ষাসঃ সমাখ্যাতো নাগানাকৈব ভূকরোঃ ।
 এবং ধাত্বা কৰ্ম কুৰ্য'দাখ্যাতকাদিকং ক্রমাৎ । ৩১
 ত্রিতক্ প্রথমং দত্তা শিবতত্ত্বং ততোপরি ।
 যথা দেহে তথা দেবে অঙ্গুলীনাঞ্চ পৰ্কসু । ৩২
 দেহস্তাসং পুরা কৃত্বা অনুলোমবিলোমতঃ ।
 কক্ষং নালং তথা পদ্যং ধর্ম'ং জ্ঞানাদিমেষ চ । ৩৩
 দ্বিতীয়ব্রহ্মসঙ্কল্পং বর্ণান্তেন তু পূজয়েৎ ।
 কৌমিতি কণিকামধ্যে মুগ্ধি কেকেশ সংযুতম্ । ৩৪
 অ ক চ ট ত প য খা বর্ণাঃ পূর্বাণিকৈ ক্রমেৎ ।
 পত্রান্তকেশরাক্তে তু ঘো ঘো পূর্বাণিকৌ তথা । ৩৫
 কেশরে তু বরা শ্যাতা ঈশান্তান্ যোড়শার্চয়েৎ ।
 বামাক্ষাঃ শক্তয়ঃ প্রোক্ষান্তিতত্ত্বং ততো ক্রমেৎ । ৩৬

উক্ত ভূতমন্ত্ৰের অন্তে শিববীজ যোগ করিয়া মণ্ডলের ধ্যান করিবে । ক্রমানুসারে যে যে বীজ উক্ত আছে, বিধানক্রম বিচক্ষণ সাধক কৰ্মকালে সেই সেই বীজের বর্ণ ধ্যান করিবে । পদপঙ্কজের পাদ, পঙ্ক ও চকু এই সমস্ত স্থান কৃষ্ণনাগদ্বারা বিভূষিত । স্বাবর, জহ্ম বিবে, গ্রহ, ভূত ও পিলাচাদির অধিষ্ঠানে ; ডাকিনী, যক্ষ ও রাক্ষসাদির ভরে আত্মদেহে উক্তরূপে নানাবেষ্টিত করত্বে ধ্যান করিবে । ২৬-৩০

নাগব্রহ্মের ও ভূতব্রহ্মের বিবিধ স্তাস উক্ত আছে । উক্তরূপে ধ্যান করিয়া আখ্যাতকাদি কৰ্ম করিবে । প্রথমতঃ ত্রিতক্, পরে শিবতত্ত্ব স্তাস করিবে । আত্মদেহে ও অঙ্গুলিপর্কে যোগ্য স্তাস করিবে, সেইরূপ দেবদেহে ও অঙ্গুলিপর্কেও স্তাস করিবে । প্রথমে অনুলোম-বিলোমক্রমে দেহস্তাস করিয়া কক্ষ, নাল, পদ্য, ধর্ম' ও জ্ঞানাদির স্তাস করা কর্তব্য । দ্বিতীয় ব্রহ্মসঙ্কল্প বর্ণান্ত বর্ণদ্বারা পূজা করিবে । 'কৌ' মন্ত্রে কণিকামধ্যে ও মস্তকে স্তাস করিবে । পূর্বাণিক্রমে অবর্ণ, কবর্ণ, টবর্ণ, তবর্ণ, পবর্ণ, যবর্ণ ও শবর্ণ, এই অষ্টবর্ণ স্তাস করিয়া পুনরায় পূর্বাণিক্রমে পত্রান্তে ও কেশরাক্তে দুই দুই বর্ণের স্তাস করিবে । ৩১-৩৬

আবাহয়েৎ ততো মূর্তি, শিবমগ্নং ততোপরি ।
 কণিকায়াং শ্রমেদেবং সাক্ষং তত্র পুরঃসরম্ । ৩৭
 পৃথিবী পশ্চিমে পত্রে অপশ্চোত্তরসংস্থিতাঃ ।
 তেজস্ত দক্ষিণে পত্রে বায়ু পূর্বেণ পূজয়েৎ । ৩৮
 যবীজং মূর্তিরূপত্ৰ প্রাপ্ততং পরিকল্পয়েৎ ।
 যং বায়ুমূলং নৈর্ঋতে রেকস্ত নলসংস্থিতঃ । ৩৯
 বং চ ঈশে সৰ্বা পূজ্য ঐ হৃদিস্থক পূজয়েৎ ।
 তন্মাজ্জান্ ভূতমাজ্জান্ বহিরেব প্রপূজয়েৎ । ৪০
 শিবংগানি ততঃ পশ্চাৎকাত্য সম্পূজয়েৎ ততঃ ।
 আগ্নেয়াং হ্রবং পূজ্য শিব ইশানগোচরে । ৪১
 নৈর্ঋতে তু শিবাং দদ্যাৎগরব্যং কবচং শ্রমেৎ ।
 অগ্নস্ত বাহ্যতো দদ্যাৎপ্রেতমৃত্তরসংযুতম্ । ৪২
 পত্ন্যাগ্নে কণিকাগ্নে তু বীজানি পরিপূজয়েৎ ।
 অনন্তাদিকুলীরাভা অকৌ নাগাঃ ক্রমাৎ স্থিতাঃ । ৪৩
 পূর্বাণিকক্রমেণৈব ইদমর্থাভ্যাসমেব চ ।
 পূজয়েচ্চ সৰ্বা যন্তী বিধানেন পৃথক্ পৃথক্ । ৪৪
 হৃদি পদে বিধানেন শিলাদৌ যন্তমন্তলে ।
 এতৎ কার্যং সমুদ্বিক্টং নিত্য-নৈমিত্তিকেষুপি চ । ৪৫

ইশানকোণ হইতে কেন্দ্রে ষোড়শ স্তরের শ্রাস করিয়া তাহাদিগের অর্চনা করিবে ।
 তারপর বামাদিক্রমে শক্তিশ্রাস করিয়া ত্রিভুজ শ্রাস করিবে । অনন্তর যন্তকে আবাহন
 করিয়া তৎপরে শিবের অঙ্গশ্রাস করিবে । অতঃপর কণিকাতে অঙ্গশ্রাস পুরঃসর দেবের
 শ্রাস করিবে । পশ্চিমপত্রে পৃথিবী, উত্তরপত্রে জল, দক্ষিণপত্রে তেজঃ ও পূর্বপত্রে বায়ুর
 পূজা করিবে । অতঃপর পূর্কোক্ত যবীজ ও মূর্তি পরিকল্পনা করিবে । 'যং' এই বায়ুবীজ
 নৈর্ঋতে, যং এই বহুবীজ বায়ুকোণে, 'বং' এই বীজ ইশানে পূজা করিয়া হ্রব্রে ও এই
 বীজের অর্চনা করিবে । পরে বাহ্যে ভূতসকল ও ভূতভ্রাতৃদের পূজা করিবে । ৩৬-৪০

তারপর শিবের বড়শ্রাস করিয়া ধ্যানপূর্বক পূজা করিবে । অনন্তর অগ্নিকোণে
 হ্রব, ইশানকোণে শিব, নৈর্ঋতে শিবা ও বায়ুকোণে কবচ, বাহ্যে অগ্ন ও উত্তরে নেত্র-
 বিগ্রহশ্রাস করিয়া পত্ন্যাগ্নে ও কণিকাগ্নে বীজের পূজা করিবে । পূর্ব হইতে ইশানকোণ
 পর্যন্ত যথাক্রমে অনন্তাদি অর্চনাদি অবস্থিত আছেন ; জানবান্ সাধক ঐ নাপসকলের পৃথক্
 পৃথক্ পূজা করিবে । নিত্য-নৈমিত্তিকাদি সকল কার্যেই উক্ত বিধানক্রমে হ্রবপদে,
 শিলাদি মূর্তিতে ও মন্তলে পূর্কোদ্বিক্ট কার্যসমুদায় করিবে । ৪১-৪৫

আত্মানং চিত্তয়েন্নিত্যং কামরূপং মনোহরম্ ।

প্রাবরুতং জগৎ সৰ্ব্বং সৃষ্টি-সংহারকারকম্ । ৪৬

জালামালাভিরুদীপ্তং আত্মক ভুবনান্তিকম্ ।

দশবাহুং চতুর্ভুজং পিতৃকং শূন্যপাণিনম্ । ৪৭

দঃস্ত্রীকরালমত্যাগং ত্রিনেত্রং শশিলেখরম্ ।

ভৈরবস্ত স্মরেৎ সিদ্ধো গুরুভং সৰ্ব্বকামম্ । ৪৮

নাগানাং নাশনার্থায় গুরুভং ভীমভীষণম্ ।

পাদৌ পাভালসংস্থৌ চ দিশাং পক্ষান্ত সংপ্রিতাঃ । ৪৯

সপ্ত বর্গা উরসি চ ত্র্যক্ষাণ্ডং কঠমাল্লিতম্ । ক্রমাদি ঈশপর্যন্তং শিরতন্তু বিচিত্রয়েৎ । ৫০

সদাশিবানুষ্ঠানং শক্তিচিত্রয়মেব চ । পরাংপরং শিবং সাক্ষাৎ তাক্ষ্যং ভুবননারকম্ । ৫১

ত্রিনেত্রমুগ্ররূপকং বিষনাংকরকরম্ । ঈশস্তং ভীমরুদ্রকং গুরুভং মন্ত্রবিগ্রহম্ ।

কালাগ্নিমিব দীপ্তকং চিত্তয়েৎ সৰ্ব্বকামম্ । ৫২

এবং শ্রাসবিধিং কৃত্বা যং যং মনসি চিত্তয়েৎ ।

তৎ তু সৈব ভবেৎ সাধাং নরো বৈ গুরুভারতে । ৫৩

প্রোতা ভূতাত্ত্বা বক্ষা নাগা গছর্ষগ্রাক্ষগাঃ । দর্শনাৎ তন্তু নমন্তি জ্বালাচ্চাতুর্ধিকাদয়ঃ । ৫৪

সর্বদাই কামরূপী মনোহর আত্মাকে চিত্তা করিবে। এই আত্মাই সমগ্র জগৎ আত্মাবিত্ত করেন; ইনি সৃষ্টি সংহারের কারণ, স্বীয় জালামুহে উদীপ্ত, আত্মক ভুবনান্তিকারী, দশবাহুভুজ ও চতুর্ভুজ। ইহার পিতৃলবর্ণ, হস্তে শূল, দন্তসকল ভয়ঙ্কর। ইনি উগ্রমুষ্টি, ত্রিনয়ন ও শশিলেখর। ভৈরবের এইরূপ ধ্যান করিয়া সর্বকাম্যসিদ্ধার্থ গুরুভের ধ্যান করিবে। নাগগণের ভয়োৎপাদনার্থ গুরুভ ভীমরূপ ধারণ করিয়াছেন। ইহার পাদদ্বয়ে গুরুসকল সংস্থিত দিক্‌সকল পক্ষ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে; বক্ষঃস্থলে সপ্তবর্গ, কঠে ত্র্যক্ষাণ্ড বিরাজিত। ক্রমাদি ঈশপর্যন্তকে ইহার মন্তকাশ্রিতরূপে ধ্যান করিবে। ৪৬-৫০

সদাশিব ও শক্তিভূত গুরুভের শিখায় ইহরা বিদ্যমান আছেন। গুরুভদেব পরাংপর; ভুবনের অধাক্ষ। ইনি ত্রিনয়ন, উগ্রমুষ্টি ও নাগগণের ভয়ঙ্কর। ইহার শ্রাস ও বদন উভয়ই ভীষণকার; ইহার দেহ মন্ত্রময়; ইনি কালাগ্নির শায় প্রদীপ্ত। সর্বকাম্যেই উক্তরূপ গুরুভকে ধ্যান করিবে। উক্তরূপে শ্রাস পূজাদি করিয়া বাহাকে বাহাকে চিত্তা করা যায়, সেই সেই ব্যক্তি বশীভূত হয়; ইহার ফলে সাধক গুরুভের শায় ইহঁত পারে। যে ব্যক্তি উক্ত রূপে সাধন করেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে ভবকণাৎ ভূত, প্রেত, যক্ষ, নাগ, গছর্ষ ও গ্রাক্ষসগণ পলায়ন করে, এবং চাতুর্ধিকাদি জ্বরও নাশ পায়। ধন্যস্ত্রি বলিলেন, এইরূপে

১। পাদৌ পত্রাদি সংস্থাপ্য।

এবং স গরুড়ঃ প্রোচে গরুড়ঃ কস্তপায় চ ।

মহেশ্বরো যথা গোষ্ঠীং প্রাহ বিদ্যাং তথা শৃণু ॥ ৫৫

ইতি শ্রীগরুড়ো মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে ত্র্যধিক-দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০৩ ॥

চতুরধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

ভৈরব উবাচ

নিভাক্রিয়াযথো যক্ষো ত্রিপুরাং তু'স্তি-মুক্তিদাম্ ।

ও হ্রীং আগচ্ছ মেবি চ এং হ্রীং হ্রীং রেখাকরণম্ ॥ ১

ও হ্রীং ত্রেমিনি তে নমঃ মদনকোত্তিগৌ তথা ।

এং যং ক্রীং বা গনরেখয়া হ্রীং মদনান্তরে চ ॥ ২

এং হ্রীং হ্রীং চ নিরঞ্জন ॥ ৩

বাগতি মদনান্তরে যে খনেজাবলীতি চ । বেগবতি মহাপ্রোভাসনার চ প্রপূজয়েৎ ॥ ৪

ও হ্রাং হ্রীং ক্রৈং নৈং ক্রৈং নিরন্ত্য মদন্তবে ক্রীং

হ্রীং নমঃ । এং হ্রীং ত্রিপুরারৈ নমঃ ॥ ৫

ও হ্রীং ক্রীং পশ্চিমবজ্রং ও এং হ্রীং চ তথোত্তরম্ ।

এং হ্রীং দক্ষিণং পূর্বমুক্ত'বজ্রং পশ্চিমম্ ।

*পাশায় ক্রীং অঙ্কণায় এং কপালায় বৈ নমঃ ॥ ৬

গরুড়ের নিকট উক্তবিদ্যা কথিত হইলে গরুড় কান্তপকে উপদেশ করেন । অনন্তর মহেশ্বর গোষ্ঠীকে কহেন, এইকণ আদিত উক্ত গারুড়ীবিদ্যা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৫১-৫৬

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে ত্র্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০৩ ॥

চতুরধিক দ্বিশততম অধ্যায় .

ভৈরব বলিলেন,—অনন্তর তু'স্তিমুক্তিপ্রদায়িনী নিভাক্রিয়া ত্রিপুরাদেবীর পূজাদি বলিতেছি শ্রবণ কর । “ও হ্রীং আগচ্ছ মেবি” ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্র ও তামাসা দ্বিগুণিতা নিভাক্রিয়া ত্রিপুরাদেবীর অর্চনা করিবে । কান্তপর আবেদনপূজা করিবে ।

আনন্ড ভবঃ ঐং হ্রীং হ্রীং চ তথা শিরস্তথা শিখাঠৈঃ কবচে । ঐং হ্রীং ক্রীং অস্তায় যট্ ॥ ৭
পূর্বৈ চ কামরূপায় অসিতাক্ষায় বৈ নমঃ । ব্রহ্মাঠৈঃ দক্ষিণে চৈব বৈশ্বানরায় বৈ নমঃ ॥ ৮

কুরুভৈরবায় মাহেশ্বর্যৈ তথা পশ্চিমে চতায় বৈ নমঃ কৌমার্যৈ । উত্তরে চোদায়
ক্রোধায় নমো বৈষ্ণবৈ ॥ ৯

অগ্নিকোণে অঘোরায় বাহনকায়িকোণকম্ । উন্নতভৈরবায়ৈতি বায়ুদেবায় বান্ধবায়ৈ ॥ ১০

কুলান্তকা বিলীনা চ মাহেশ্বরী বায়ুকোণকম্ ।

জালঙ্করং ভীষণাক চামৃত্য চৈশুকোণকে ॥ ১১

দেবীকট্যায় সংহারক চতিকায়া প্রপূজয়েৎ । রুতিপ্রীতিকামদেবান্ পঞ্চ বাণান্ যজ্ঞেদথ ॥ ১২

ওঁ হ্রীং কামদেবায় ঐং হ্রীং হ্রীং হ্রীং হ্রীং ঠং নমঃ ।

হুং নমো কঙ্কেতপালাঃ পূজ্যা উর্ধ্বে স্তবজ্ঞে তাম্ ॥ ১৩

যানার্চনাজপাহোমাদেবী সিতা চ সর্বদা ।

নিত্যা চ ত্রিপুরা ব্যাধিং হস্তাঙ্কালান্ধনী ক্রমাৎ ॥ ১৪

জালান্ধনীক্রমং বক্ষ্যে সা পূজ্যা মহাতঃ শুভা ।

নিত্যাক্রমা মদনাতুরা মদা মোহা প্রকৃত্যপি ॥ ১৫

কলনা স্তীতারতী চ আকর্ষণী মাহেশ্বরী । ব্রহ্মাণী চৈব মাহেশ্বরী কৌমারী বৈষ্ণবী তথা ॥ ১৬

বারাহী চৈব মাহেশ্বরী চামৃত্য চাপরাজিতা ।

বিজয়া চাজিতা চৈব মোহিনী ত্রিভুতা তথা ॥ ১৭

তন্তিনী জুস্তিনী পূজ্যা কালিকা পদ্মবাহুতঃ । জালান্ধনীক্রমং পূজ্যা বিবাদিহরণং শুভেৎ ॥ ১৮

ইতি শ্রীগুরুভে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে নিত্যক্রিয়াত্রিপুরাজালান্ধনীবিদ্যা

নাম চতুর্বিংশতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০৪ ॥

পূর্বদিকে “কামরূপায় অসিতাক্ষভৈরবায় ব্রহ্মাঠৈঃ নমঃ”, দক্ষিণে “কলার কুরুভৈরবায়
মাহেশ্বর্যৈ নমঃ”, পশ্চিমে “চতুভৈরবায় কৌমার্যৈ নমঃ”, উত্তরে “উদায় ক্রোধভৈরবায়
বৈষ্ণবৈ নমঃ”, অগ্নিকোণে “অঘোরায় উন্নতভৈরবায় বারাহ্যৈ নমঃ”, নৈঋতকোণে “সারায়
কপালিভৈরবায় মাহেশ্বর্যৈ নমঃ”, বায়ুকোণে “জালঙ্করায় ভীষণভৈরবায় চামৃত্যঠৈঃ নমঃ”,
ইদানকোণে “বটুকায় সংহারভৈরবায় চতিকাঠৈঃ নমঃ” এইরূপে পূজা করিবে । পরে
রুতি, প্রীতি, কাম ও পঞ্চবাণের পূজা করিলে । ১-১০

এইরূপে ধ্যান, অর্চনা, জপ ও হোম করিলে দেবী প্রসন্ন থাকেন । নিত্যা, ত্রিপুরা
ও জালান্ধনী ইহারা ব্যাধিনাশ করেন, অতএব জালান্ধনী প্রকরণ বলিতেছি । নিত্যা, অরুণা,
মদনাতুরা, মদা, মোহা, প্রকৃতি, কলনা, তারতী, আকর্ষণী, মাহেশ্বরী, ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী,

পঞ্চাধিক দ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ

ভৈরব উবাচ

অপি চূড়ামণিং বক্ষ্যে শুভাশুভবিভক্তয়ে । সূর্য্যং দেবীং গণং সোমং স্মৃতা তু বিলিখেন্নরঃ ॥ ১

ত্রিবেদা গোমূত্রিকাভা অথবা প্রস্রবাক্যভঃ ।

দিশদ্বানপ্রসূতো বা ধ্বজানীন্ গণয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ২

ধ্বজো মূঃস্তাহং সিংহং স্বাঃ বৃষঃ খরনভিনঃ ।

ধ্বাজ্জচ্চ অষ্টঃমাঃ জ্যৈয়ো নাম-মষ্টৈশ্চ তান্ন সেনং ॥ ৩

কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, মাহেশ্বরী, চামুণ্ডা, অপরাজিতা, বিজয়া, অজিতা, মোহিনী, তুরিতা, তুঙ্গিনী, তৃঙ্গিনী, কালিকা এই সমস্ত দেবতাকে পদ্যবাহে পূজা করিবে। এইরূপে জালামুখীর আরাধনা করিলে বিষাদি হরণ হয়। ১৪-১৮

ঈগরুড়পুরাণে পূর্ব্বথণ্ডে নিতাক্রিয়াত্রিপুরাজালামুখীবিদ্যা নামক

চতুর্বিধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২০৪ ।

পঞ্চাধিক দ্বিশততম অধ্যায়

ভৈরব বলিলেন,—চূড়ামণিস্তানুসারে ধ্বজাদি গণনা বলিব। এই গণনাঘারা মনুষ্যের ভাবী শুভাশুভ জানা যায়। সূর্য্য, দেবী ভগবতী, গণেশ ও সোম এই সমস্ত দেবতাকে স্মরণ করিয়া ধ্বজাদি অঙ্কিত করিবে। ধ্বজাদি অঙ্কিত করিয়া প্রস্রবাক্যের আদি অক্ষরানুসারে ধ্বজাদিগণনা করিবে। যথা—অ আ ই ই উ উ ঋ ঋ ২ ২ এ ঐ ও ও এই সমস্ত বর্ণ ধ্বজ। ক খ গ ঘ ঙ ধ্রুয়। চ ছ জ ঝ ঞ সিংহ। ট ঠ ড ঢ ণ দ্বান। ত থ দ ধ ন বৃষ। প ফ ব ভ য খর। য র ল ব পত্র। ল ব স হ এই চারি বর্ণ ধ্বাজ্জচ্চ। অকারাদি প্রস্রাবকরদ্বারা যথা—ক্রমে ধ্বজাদি গ্রহণ করিবে। প্রস্রকর্ত্তা যে দিকে অবস্থিত হইয়া প্রস্র করিবে, সেই সেই দিক অনুসারেও ধ্বজাদি গ্রহণ করিতে পারা যায়। পূর্ব্বদিকে ধ্বজ, অগ্নিকোণে ধ্রুয়, দক্ষিণে সিংহ, নৈঋতকোণে দ্বান, পশ্চিমদিকে বৃষ, বায়ুকোণে খর, উত্তরদিকে গজ, ইশানকোণে ধ্বাজ্জচ্চ। এইরূপে ধ্বজাদিগণনা করিয়া প্রস্রের কল নিরূপণ করিবে। ধ্বজ, ধ্রুয়, সিংহ, দ্বান, বৃষ, খর, গজ ও ধ্বাজ্জচ্চ ইহারাই ধ্বজাদি। ১-৩

ধনহানে ধনং দৃষ্ট্য, রাজ্যচিন্তাদিনাদিকম্ ।

ধনহানে স্থিতে ধূম্রা বাতুচিন্তা চ লাভকম্ ॥ ৪

ধনহানে স্থিতে সিংহে ধনলাভাদিকং ভবেৎ ।

ধনহানে স্থিতে স্থানে দাসীচিন্তাসুখাদিকম্ ॥ ৫

ধনহানে বৃষং দৃষ্ট্য, স্থানচিন্তা চ লাভকম্ ।

ধনহানে খরং দৃষ্ট্য, চঃখল্লেশাদিকং ভবেৎ ॥ ৬

ধনহানে গজং দৃষ্ট্য, স্থানচিন্তা-অগ্নাদিকম্ ।

ধনহানে তথা ধাতুক্ষেপে ক্লেপচিন্তা-ধনক্ষয়ঃ ॥ ৭

ধূম্রহানে ধনং দৃষ্ট্য, পূৰ্ব্বং হঃখং ততো ধনম্ ।

ধূম্রে ধূম্রং তথা দৃষ্ট্য, কলিহঃখাদিকং ভবেৎ ॥ ৮

ধূম্রহানে স্থিতে সিংহে মনশ্চিন্তা-ধনাদিকম্ ।

ধূম্রহানে স্থিতে স্থানে অগ্নিলাভাদিকং ভবেৎ ॥ ৯

ধূম্রহানে বৃষং দৃষ্ট্য, নারী-গোহস্তনাদিকম্ ।

ধূম্রহানে খরং দৃষ্ট্য, বাণিষ্ঠাপি ধনক্ষয়ঃ ॥ ১০

ধূম্রহানে গজং দৃষ্ট্য রাজ্যলাভজ্ঞাদিকম্ । ধূম্রহানে স্থিতে ধাতুক্ষেপে ধনরাজ্যবিনাশনম্ ॥ ১১

সিংহস্থানে ধনং দৃষ্ট্য, রাজ্যলাভাদি নির্দিষ্টম্ ।

সিংহস্থানে স্থিতঃ ধূম্রঃ কলিহঃখাদিনাদিকম্ ॥ ১২

নিকৃপণনার প্রসঙ্গক ধনহানে থাকিয়া প্রসঙ্গ করিলে যদি প্রসঙ্গকর পণনারও ধন হয়, তবে প্রসঙ্গকর রাজ্য ও ধনাদি চিন্তা জানা যায়। নিকৃপণনার ধনহানে প্রসঙ্গকর অসম্বিত হইলে, প্রসঙ্গকরে ধূম্র দৃষ্ট হইলে, প্রসঙ্গকর বাতুচিন্তা লাভাদি জানিবে। ধনহানে সিংহ হইলে ধনলাভ, আর ধনহানে স্থান হইলে দাসী ও সুখাদি চিন্তা জানা যায়। ধনহানে বৃষ হইলে স্থানচিন্তা ও লাভ এবং ধনহানে খর হইলে চঃখল্লেশাদি হইয়া থাকে। ধনহানে গজ হইলে স্থানচিন্তা ও অগ্নিাদি বুঝায়; ধনহানে ধাতুক্ষেপ হইলে ক্লেপ, চিন্তা ও ধনক্ষয় জানা যায়। ধূম্রহানে ধন হইলে পূৰ্ব্ব হঃখ, পশ্চাৎ ধনাপন্ন জানা যায়। ধূম্রহানে ধূম্র হইলে কলিহঃখাদি হইয়া থাকে। ধূম্রহানে সিংহ হইলে মনসিক চিন্তা ও ধনক্ষয় হয়। ধূম্রহানে স্থান হইলে অগ্নি ও লাভাদি জানা যায়। ধূম্রহানে বৃষ হইলে নারী, গো, অশ্ব ও ধনাদি লাভ বুঝিতে হইবে। ধূম্রহানে খর হইলে বাণিষ্ঠ ও ধনক্ষয় জানা যায়। ৪-১০

ধূম্রহানে গজ হইলে রাজ্যলাভ ও অগ্নিাদি হইয়া থাকে। ধূম্রহানে ধাতুক্ষেপ হইলে ধন ও রাজ্য নষ্ট হয়। সিংহস্থানে ধন হইলে রাজ্যলাভাদি নির্ণয় করিবে। সিংহস্থানে ধূম্র

সিংহস্থানে স্থিতে সিংহে অয়ো মিত্রসমাগমঃ ।

সিংহস্থানে স্থিতে স্থানে ত্রীচীতাগ্রামলাভকম্ ১৩

সিংহস্থানে বৃষং দৃষ্টে, গৃহক্ষেত্রার্ঘলাভকম্ । সিংহস্থানে খরং দৃষ্টে, গ্রামবাসিসম্ভব চ ১৪

সিংহস্থানে গজং দৃষ্টে, আরোগ্যায়ুঃসুখাদিকম্ ।

সিংহস্থানে স্থিতে ধ্বাজে কন্যাধাপ্তগানিকম্ ১৫

স্থানস্থানে ধ্বজং দৃষ্টে, স্থানচিন্তাসুখাদিকম্ ।

স্থানস্থানে স্থিতে ধ্বজে কলহং কার্যনাশনম্ ১৬

স্থানস্থানে স্থিতে সিংহে কার্যাসিদ্ধির্ভবিষ্যতি ।

স্থানস্থানে স্থিতে স্থানে ধননাশো ভবিষ্যতি ১৭

স্থানস্থানে বৃষং দৃষ্টে, রোগী রোগাধিযুচ্যতে ।

স্থানস্থানে খরং দৃষ্টে, কলহশ্চ ভরং ভবেৎ ১৮

স্থানস্থানে গজং দৃষ্টে, পুত্রভার্যাসমাগমঃ ।

স্থানস্থানে স্থিতে ধ্বাজে পীড়া শাস্তসনাশনম্ ১৯

বৃষস্থানে ধ্বজং দৃষ্টে, রাজপূজাদিকং ভবেৎ ।

বৃষস্থানে স্থিতে ধ্বজে রাজপূজাসুখাদিকম্ ২০

বৃষস্থানে স্থিতে সিংহে সৌভাগ্যং ধনাদিকম্ ।

বৃষস্থানে স্থিতে স্থানে বলস্রীকাম ঈরিতঃ ২১

হইলে কন্যাপ্রাপ্তি ও ধনাগম জানিবে । সিংহস্থানে সিংহ হইলে অর ও মিত্রসমাগম বুঝায় । সিংহস্থানে স্থান হইলে ত্রীচীতা ও গ্রামলাভ জানা যায় । সিংহস্থানে বৃষ হইলে গৃহ, ক্ষেত্র ও অর্ঘলাভ হয় । সিংহস্থানে খর হইলে গ্রামবাসিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে । সিংহস্থানে গজ হইলে আয়ু, আরোগ্য ও সুখাদি বৃদ্ধি পায় । সিংহস্থানে ধ্বাজ হইলে কন্যা, ধাতু ও ভগ্নাদি হইয়া থাকে । ১১-১৫

স্থানস্থানে ধ্বজ হইলে স্থানচিন্তা ও সুখাদি জানা যায় । স্থানস্থানে ধ্বজ হইলে কলহ ও কার্যনাশ বুঝিবে । স্থানস্থানে সিংহ হইলে কার্যাসিদ্ধি হইবে । স্থানস্থানে স্থান হইলে ধননাশ জানা যায় । স্থানস্থানে বৃষ হইলে রোগী ব্যক্তি রোগ হইতে মুক্তি পাইবে । স্থানস্থানে খর হইলে কলহ ও ভর হইয়া থাকে । স্থানস্থানে গজ হইলে পুত্র ও ভার্যার সহিত সমাগম হয় । স্থানস্থানে ধ্বাজ হইলে পীড়া ও কুলনাশ জানা যায় । বৃষস্থানে ধ্বজ হইলে রাজসন্মান ও সুখাদি হয় । বৃষস্থানে ধ্বজ হইলে রাজপূজা ও সুখাদিলাভ হইবে । ১৬-২০

বৃষস্থানে সিংহ হইলে সৌভাগ্য ও ধনাদি লাভ জানা যায় । বৃষস্থানে স্থান হইলে বল,

ব্রহ্মহানে ব্রহ্মং দৃষ্টে, কীর্ত্তিভূক্তিসুখাদিকম্ ।

ব্রহ্মহানে ব্রহ্মং দৃষ্টে, মহালাভাদিকং ভবেৎ ॥ ২২

ব্রহ্মহানে গজং দৃষ্টে, ত্রীপদাদিসমাগমঃ ।

ব্রহ্মহানে হিতে ধাতুজ্ঞে হানমানসমাগমঃ ॥ ২৩

ব্রহ্মহানে ধাতুং দৃষ্টে, রোগলোকাদিকং ভবেৎ ।

ব্রহ্মহানে হিতে ধূম্র উদরাদিভয়ং ভবেৎ ॥ ২৪

ব্রহ্মহানে হিতে সিংহে পুণ্ড্রাভীবিজয়াদিকম্ ।

ব্রহ্মহানে হিতে শ্বানে সত্তাপধননাশনম্ ॥ ২৫

ব্রহ্মহানে ব্রহ্মং দৃষ্টে, সুখং প্রিয়সমাগমঃ । ব্রহ্মহানে ব্রহ্মং দৃষ্টে, হৃৎকণীড়াদি নির্দ্দিনেৎ ॥ ২৬

ব্রহ্মহানে গজং দৃষ্টে, সুপুত্রাদিকং ভবেৎ ।

ব্রহ্মহানে হিতে ধাতুজ্ঞে কলহো ব্যাধিরেব চ ॥ ২৭

গজহানে ধাতুং দৃষ্টে, ত্রীপদত্রীসুখাদিকম্ । গজহানে হিতে ধূম্রে ধনভাগ্যসমাগমঃ ॥ ২৮

গজহানে হিতে সিংহে জয়সিদ্ধিসমাগমঃ ।

গজহানে হিতে শ্বানে আরোগ্যসুখসম্পদঃ ॥ ২৯

গজহানে ব্রহ্মং দৃষ্টে, রাজমানধানাদিকম্ ।

গজহানে ব্রহ্মং দৃষ্টে, পূর্বং হৃৎকণীড়ভয়ং ভবেৎ ॥ ৩০

গজহানে গজং দৃষ্টে, ক্ষেত্রভাগ্যসুখাদিকম্ ।

গজহানে হিতে ধাতুজ্ঞে ধনভাগ্যসমাগমঃ ॥ ৩১

৩১ ও কামলাভ বৃত্তিবে । ব্রহ্মহানে ব্রহ্ম হইলে কীর্ত্তি, সত্তোষ ও সুখাদি লাভ হয় । ব্রহ্মহানে ব্রহ্ম হইলে মহালাভ জানা যায় । ব্রহ্মহানে গজ হইলে ত্রী ও গজাদিসমাগম হয় । ব্রহ্মহানে ধাতুজ্ঞ হইলে হানলাভ ও সম্মান হয়, বৃত্তিবে । ব্রহ্মহানে ধাতু হইলে রোগলোকাদি হইয়া থাকে । ব্রহ্মহানে ধূম্র হইলে উদরাদির ভয় জানা যায় । ব্রহ্মহানে সিংহ হইলে সম্মান, বিজয় ও ত্রীলাভ হয় । ব্রহ্মহানে শ্বান হইলে সত্তাপ ও ধননাশ বৃত্তিবে । ২১-২৫

ব্রহ্মহানে ব্রহ্ম হইলে সুখ ও প্রিয়সমাগম জানা যায় । ব্রহ্মহানে ব্রহ্ম হইলে হৃৎকণীড়াদি নির্দ্দিন করিবে । ব্রহ্মহানে গজ হইলে সুখ ও পুত্রাদিলাভ হয় । ব্রহ্মহানে ধাতুজ্ঞ হইলে কলহ ও ব্যাধি নির্দ্দিন করিবে । গজহানে ধাতু হইলে ত্রী, জয়, ত্রী ও সুখাদিলাভ জানা যায় । গজহানে ধূম্র হইলে ধনভাগ্যসমাগম হইয়া থাকে । গজহানে সিংহ হইলে জয় ও কার্য্যসিদ্ধি হয় ; গজহানে শ্বান হইলে আরোগ্য ও সুখসম্পদ হইয়া থাকে । গজহানে ব্রহ্ম হইলে রাজসম্মান ও ধনাদিলাভ হয় । গজহানে ব্রহ্ম হইলে পূর্বং হৃৎকণীড়ভয় ভবেৎ সুখ জানা যায় । ২৬-৩০

গজহানে গজ হইলে ক্ষেত্র, ভাগ্য ও সুখাদিলাভ জানিবে । গজহানে ধাতুজ্ঞ হইলে

ধ্বাজকহানে ধ্বজং দৃষ্টে, কার্যানাশো ভবিষ্যতি ।
 ধ্বাজকহানে স্থিতে ধ্বজ কলিহঃখং গমিষ্যতি ॥ ৩২
 ধ্বাজকহানে স্থিতে সিংহে বিগতো দ্বঃখমেব চ ।
 ধ্বাজকহানে স্থিতে স্থানে গৃহভক্তভয়াদিকম্ ॥ ৩৩
 ধ্বাজকহানে যুযং দৃষ্টে, স্থানভ্রংশস্তাদিকম্ ।
 ধ্বাজকহানে খরং দৃষ্টে, ধননাশপরাজয়ঃ ॥ ৩৪
 ধ্বাজকহানে গজং দৃষ্টে, ধনকীর্ত্যাদিকং ভবেৎ ।
 ধ্বাজকহানে স্থিতে ধ্বাজে বিদেশগমনাদিকম্ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমারুতে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে পঞ্চাষিক-দ্বিশততমোহিধ্যায়ঃ ॥ ২০৫ ॥

ষড়ধিকদ্বিশততমোহিধ্যায়ঃ

তৈত্তর্য উবাচ

বক্ষ্যে বায়ুজয়ং দেবি অরাজরবিদেশকম্ । বায়ু, গ্নি, জল, শক্রাখ্যং মঙ্গলানাং চতুর্ভুজম্ ॥ ১
 বায়বক্ষিপদং হস্ত বায়ুশ্চ বহুলো ভবেৎ । উর্দ্ধবাহী ভবেৎ গ্নিরবস্ত বক্রণো ভবেৎ ॥ ২

বনবান্ধ সযাগম জানা যায় । ধ্বাজকহানে ধ্বজ হইলে কার্যনাশ জানা যায় । ধ্বাজকহানে
 ধ্বজ হইলে কার্যনাশ জানা যায় । ধ্বাজকহানে ধ্বজ হইলে কলহ ও দ্বঃখ প্রাপ্ত হয় ।
 ধ্বাজকহানে সিংহ হইলে বিগ্রহ ও দ্বঃখ হইরা থাকে । ধ্বাজকহানে স্থান হইলে গৃহভক্ত ও
 কলহাদি জানা যায় । ধ্বাজকহানে যুয হইলে স্থানভ্রংশ ও স্থানভোগ হইরা থাকে ।
 ধ্বাজকহানে খর হইলে ধননাশ ও পরাজয় জানা যায় । ধ্বাজকহানে গজ হইলে ধন ও
 কীর্তিনাশ হইবে । ধ্বাজকহানে ধ্বাজ অবস্থিত হইলে বিদেশগমনাদি হইরা থাকে ।
 এইরূপে ফল নির্ণয় করিতে হয় । ৩১-৩৫

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে ধ্বজাদি নির্ণয় নামক পঞ্চাষিক দ্বিশততম

অধ্যায় সমাপ্ত । ২০৫ ।

ষড়ধিক দ্বিশততম অধ্যায়

তৈত্তর্য বলিলেন,—অনন্তর বায়ু জয়দ্বারা অর, পরাজয় ও বিদেশগমনাদি নির্ণয় করিবে ।
 বায়ু, অগ্নি, জল ও ইন্দ্র এই মঙ্গলচতুর্ভুজ উক্ত আছে । প্রাণীর শরীর হইতে বায়ু ও দক্ষিণ

মাহেন্দ্রো মধ্যসংস্থত গুরুপক্ষে তু বায়বঃ । কৃষ্ণপক্ষে দক্ষিণপ উদয়ত গ্রাহম্ জাহম্ ॥ ৩
বহেৎ প্রতিপদাদ্যো চ বিপরীতে ভবেন্নতিঃ । উদয়ং সূর্য্যমার্গেণ চলেণাস্তময়ো যদি ॥ ৪
বর্জ্জন্ত গুণসম্বাতা অন্তথা বিদ্রমৌচিতম্ । সংক্রান্তাঃ বোড়শ প্রোক্তা দিনবাত্তৌ বয়ামনে ॥ ৫
যদা চ সংক্রমেণায়ুর্দ্ধাৰ্দ্ধগ্রহরে হিতঃ । বাহ্যাহানিস্তদা জেরা বায়ুত্রমতি দেদেয় ॥ ৬
দক্ষিণে চ পুটে বায়ুহিতো ভোজনমৈখুনৈ । খড়্গহস্তো জয়েন্ যুদ্ধে রিপুন্ কামসমমিতঃ ॥ ৭
বায়েন গমনং শ্রেষ্ঠং সৰ্ব্বকার্যেহু কৃতম্ । বায়ো বহতি^১ তজ্জহঃ প্রয়ো ভবতি^২ শোভনঃ ॥ ৮
মহেন্দ্রে বাক্ষ্যে বাতে কোহপি দোষো ন জায়তে । অনাবৃষ্টির্দক্ষবাহে বৃষ্টিঃ স্যাদামবাহকে ॥ ৯

ইতি ঐগুরুড় মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে বায়ুজ্ঞানাদিকথনং নাম বহুধিক-

ষিণততমোহধায়ঃ ॥ ২০৬ ॥

নাসাধার। বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে । উর্দ্ধবাহী বায়ুর নাম অগ্নি (নাসিকার উর্দ্ধদিক্ বায়ু প্রবাহিত হইলে অগ্নিতত্ত্বের উদয় জানা যায়) । নাসিকার অধোগত বায়ুতে জলতত্ত্ব, মধ্যগত বায়ুতে মহেন্দ্রতত্ত্ব বলিয়া নির্ণয় করিবে । বায়ু গুরুপক্ষে বায়নাসার ও কৃষ্ণ পক্ষে দক্ষিণনাসার উদিত হয় । এইরূপে তিনদিন বায়ু উদিত হইয়া পরিবর্তিত হয় । গুরুপক্ষের প্রতিপদ হইতে বায়ুর এইরূপ উদয় আরম্ভ হইয়া থাকে (গুরুপ্রতিপদ হইতে তিনদিন বায়নাসার, পরে তিন দিন দক্ষিণনাসার, এই ক্রমে পূর্ণিমাপর্য্যন্ত উদয় হইয়া অপর কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হইতে তিনদিন দক্ষিণনাসার, তৎপর তিনদিন বায়নাসার উদিত হয়) । ইহার বিপরীত্যা ঘটিলে যুক্ত হইয়া থাকে । যদি বায়ু সূর্য্যমার্গে উদিত হইয়া চন্দ্রমার্গে অস্ত যায়, তবে সেই মনুষ্য নানা প্রকারে বৃষ্টি পায় ; কিন্তু নিয়মের অন্তথা হইলে বিপরীত হইয়া থাকে । ১-৫

দিবাধাত্রির মধ্যে বোড়শবার বায়ুর সংক্রমণ (এক এক প্রহর অস্তে বায়ুর নাসিকা পরিবর্তন) হয় । যখন অর্দ্ধপ্রহরের পর বায়ুর পরিবর্তন হয়, তখন তাহার বাহ্যাহানি ঘটিয়া থাকে । এইরূপে দেহীর শরীরে বায়ু ভ্রমণ করে । বায়ু যখন দক্ষিণনাসাপুটে বহিতে থাকে, তখন ভোজন ও মৈথুনকার্য্য করিবে ; তখন খড়্গ হস্তে করিয়া রিপুবিকার্য্য বহির্গত হইলে যুদ্ধে জয়লাভ হয় । বায়নাসার বায়ু প্রবহণকালে গমনাদি কার্য্য শুভপ্রদ হয় । বায়নাসায় বায়ু বহনকালে কোন ব্যক্তি প্রণয়ের ফল শুভ জানা যায় । যে সময়ে মহেন্দ্র অথবা বরুণতত্ত্বের উদয় হয়, তখন কোনরূপ দোষ ঘটিতে পারে না । দক্ষিণনাসার বায়ুর প্রবহণকালে অনাবৃষ্টি ও বায়নাসার বায়ু বহনকালে অতিবৃষ্টি হইয়া থাকে । ৬-৯

ঐগুরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে বায়ুজ্ঞানাদিকথনং নামক বহুধিক

ষিণততম অধায়ঃ সমাপ্ত । ২০৬ ।

সপ্তাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

বহুভূতবিক্রমঃ

হর্যায়ুর্কৈদমাধ্যাক্তে হরঃ সর্কার্ধরক্ষণম্^১ । কাকতুণ্ডী কৃকজিহ্বা বৃকান্তলোকাভালুকঃ । ১
করালী হীনদন্তশ্চ শৃঙ্গী চাধিকদন্তকঃ^২ । একাতলৈব জাতাতঃ কঙ্করী ত্রিপুরী ত্তনী । ২
মার্জ্জারপাদো ব্যাত্রাতঃ কূষ্ঠবিষ্মবিসম্মিতঃ । বমজো বামনলৈব মার্জ্জারঃ কপিলোচনঃ । ৩
এতদ্বোষী হরত্যাভ্য উত্তমোর্ধ্বচতুষ্করঃ । মধ্যোহর্ধ্বহস্তহীনোহশ্বো মৃগীঃশুবিহীনকঃ^৩ । ৪
কনীয়াংলচাক্ষমানঃ স্যামর্ধ্বসপ্তদ্বীর্ঘতঃ । যক্ষুষ্টিহীনঃ পকোন উত্তমাত্যাভ দীর্ঘতঃ । ৫
অসংযত। যে চ বাহা হ্রস্বকর্ণান্তথৈব চ । শবলাভাঃ প্রভাবেষু ন দীনাশ্চিরজীবিনঃ । ৬
বেবতপূজনাচ্ছোমাদৃ বৃক্যাশ্চ বিজন্তোজনাং । ৭
সবলং নিষপত্রাণি শুগ্ণলুঃ সর্বণা বৃতম্ । তিলকৈব বচা হিঙ্গু বধীরাভাজিনাং গলে । ৮
আগন্তকং দোষভক্ত ত্রণং দ্বিবিধমীরিতম্ । চিরপাকং বাতজন্ত স্নেহজং কিপ্রণাদিকম্ । ৯

বহুভূতি বলিলেন,—অন্যায়ুর্কৈদ তলিতেছি । এই পাঠে সর্বপ্রকার অশ্বের লক্ষণ ও আয়ুর্বিজ্ঞান হইয়া থাকে । কাকতুণ্ডী, কৃকজিহ্বা, বৃকান্ত, উকাভালুক, করালী, হীনদন্ত, শৃঙ্গী, অধিকদন্ত, একাত, জাতাত, ক্রীব, ত্রিপুর, ত্তনবান্, মার্জ্জারপাদ, ব্যাত্রাত, কূষ্ঠবিষ্মবিসম্মিত, বমজ, বামন, মার্জ্জারাকৃতি, কপিলোচন এই সকল দোষে দোষী অশ্বমিথকে পরিচয় করিবে । সার্ধচারি হস্ত উচ্চ অশ্বই উত্তম ; এতদপেক্ষা অর্ধহস্ত পরিমাণে তীন হইলে মধ্যম, উচ্চ পরিমাণ অপেক্ষা মুষ্টিহস্ত (তিন পোয়া) পরিমাণ হ্রস্ব হইলে সেই অশ্ব কনিষ্ঠ, আর উচ্চ অপেক্ষা অর্ধ পরিমাণ হইলে সেই অশ্বকে অধম বলিয়া জানিবে । দীর্ঘের পরিমাণ বধা—সার্ধ সপ্ত হস্ত উত্তম, হ্রস্ব হস্ত হইলে মধ্যম, হ্রস্ব হস্ত অপেক্ষা মুষ্টিহীন হইলে কনিষ্ঠ এবং পোনে পাঁচ হাত অধম পরিমাণ । ১.৫

যে সকল অশ্ব অসংযত, হ্রস্বকর্ণ ও কক্ষুর্ববর্ণ, তাহারা অতিশয় প্রভাবশালী ও দীর্ঘজীবী । অশ্বের মঙ্গলকামনার পূজা ও হোম করিয়া ত্রাণভোজন করাইলে অশ্বের সর্কার্ধীন রক্ষা হইয়া থাকে । সবল কাঠ, নিষপত্র, শুগ্ণলু, সর্বণ, বৃত, তিল, বচ ও হিঙ্গু এই সহস্র দ্রব্য একত্র করিয়া অশ্বের গলার বহন করিলে অশ্বের মঙ্গল হইয়া থাকে । অশ্বশরীরে যে সকল ত্রণ হ্রস্ব তাহা আগন্তক ও দোষভেদে দ্বিবিধ । বাতজ ত্রণ দীর্ঘকালে পরিপাক পায়,

১ । হ্রস্বসর্কার্ধলক্ষণমিতি কৃচিং পাঠঃ । ২ । বিরলদন্তক ইতি চ পাঠঃ ।

৩ । এতদ্বোষী হরত্যাভ্য উত্তমোহর্ধ্বচতুষ্করঃ । মধ্যমঃ পক্ষহস্তশ্চ কনীয়াংলজিহ্বতকঃ । ইতি পাঠান্তরম্ ।

কঠিনাহাৰ্যকং পিত্তাজ্জ্বাণিতান্নবেদনম্ । বনং কফাৎ সন্নিপাতাৎ সৰ্ব্বরূপং বিদ্যমানম্ ।
আগন্তবন্ত শত্ৰানৈর্ভিষগবিশোধনম্ ॥ ১০

দন্তীমূলং^১ হরিদ্রে ঘে চিত্রকং বিশ্বভেষজম্ । বসোনাং সৈন্ধবং বাপি তক্তকাজিকপেশিতম্ ॥ ১১

ভিলপক্তুকপিঠীকা দধিযুক্তা সসৈন্ধবা । নিষপজযুতং পিত্তং ব্ৰণশোধনরোপণম্ ॥ ১২

করবীর-কদল্যক-সুহী-কুটজচিত্রকৈঃ । ভল্লাভস্ত পচেৎ তৈলং নাড়ীব্রণহরং পরম্ ॥ ১৩

পঞ্চবস্তুলকন্ধেন ঘৃতেন চ প্রলেপয়েৎ । ঘে হরিদ্রে বিড়ঙ্গানি তথা লবণপঞ্চকম্ ॥ ১৪

পটোলং নিষপজকং বচা চিত্রকমেব চ । পিঙ্গলীশুকবেরক চূর্ণমেকত্র কারয়েৎ ।

এতৎ পানং ক্রিমিহ্রেন্ন-মদানিলবিনাশনম্ ॥ ১৫

নিষপজং পটোলকং ত্রিফলা খনিরং তথা । কাথয়িত্বা ততো বাহং সূত্রভ্যং বিচক্ষণঃ ।

ব্রাহ্মেব প্রদাতব্যং হরকুষ্ঠোপশান্তয়ে ॥ ১৬

সত্ৰণেবু চ কুষ্ঠেবু তৈলং সৰ্ষপজং হিতম্ । লণ্ডনানিকষায়ন্ত পানভুক্ত্যোপশান্তয়ে ॥ ১৭

মাড়ুলুঙ্গরসোপেতং মাংসীনাং রসকেন বা । সন্ধ্যা দক্ষাৎ তত্র নক্তমন্যোৰ্বা ভিলসংযুতৈঃ^২ ॥ ১৮

জৈয়জ ব্রণ শীঘ্র পাকিয়া থাকে । পিত্তজ ব্রণে কঠে দাহ হয় । শোণিতদোষে যে ব্রণ
জন্মে, তাহাতে মন্দ মন্দ বেদনা অনুভূত হয় । কফদোষে ব্রণ ঘন (মূঢ়) হয় ; ঘুই বাতুর
দোষে ব্রণ হইলে সেই সেই বাত পিত্তাদি বাতুর ব্রণ প্রকাশ পায় । আর যদি ত্রিদোষে
উৎপন্ন হয়, তবে সমস্ত লক্ষণই ব্যক্ত হইয়া থাকে । ৬-১০

আগন্তক হৃষ্টব্রণ শত্ৰাদিহারা উপাটনপূৰ্ণক তাহাতে এরতমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা,
চিতা, তণ্ডী, বসোনা ও সৈন্ধব এই সমস্ত দ্রব্য তক্ত ও কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ
দিবে । ভিল, শক্তু, দধি, সৈন্ধব, নিষপজ এই সমস্ত দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া পিত্তাকার
করিবে । এই পিত্ত দ্বারা অন্তের ব্রণরোপণ হয় । করবীর, কদলী, আকন্দ, সিঁজ, কুটজ
ও চিতার সহিত ভেলার তৈল পাক করিবে ; এই তৈল অশ্বনিগের নাড়ীব্রণ (নাণীয়া)
রোপণ করে । পঞ্চবস্তুলের কন্ধ ও ঘৃতদ্বারা প্রলেপ দিলে নাড়ীব্রণ আরোণ্য হত । হরিদ্রা,
দারুহরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, পঞ্চলবণ, পটোল, নিষপজ, বচ, চিতা, পিঙ্গলী, আদা এই সমস্ত দ্রব্য
একত্র চূর্ণ করিয়া অন্ধকে পান করাইলে ক্রিমি, জৈয়া, মদ ও অনিলরোগ নাশ পায় । ১১-১৫

নিষপজ, পটোল, ত্রিফলা, খনিরকাষ্ঠ এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ করিয়া অন্ধকে পান
করাইলে অন্তের বস্ত্রশ্রাব নিবারণ হয় ; এই কাথ তিন দিবস সেবন করাইলে অন্তের
কুষ্ঠরোগ নাশি হয় । অন্তের কুষ্ঠব্রণে সৰ্ষপতৈল প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার দর্শে ;
লণ্ডনানিকাথ পান করাইলে পানভোজনজন্য ঘোষের শান্তি হইয়া থাকে । গোড়ালেবুর
রস ও জটায়াসীর রস ভিল সহ মিলিত করিয়া অন্ধকে নস্ত প্রদান করিবে । ইহাতে অন্তের
ব্রণি ভংগনাং নাশ পায় ; কিংবা অজান্ত রস সহযোগে নস্তপ্রয়োগ করিলেও অশ্বরোগ নষ্ট

পলময়ং প্রথমেক্ষি একেকপলবৃদ্ধিতঃ । যাবদ্বিনানি পূর্ণানি পলাশ্চষ্টাদশোত্তমৈঃ । ১৯
অথমেহষ্টপলানি সূর্যময়ং সূক্ষ্ণতুর্দশ । পরমিদাঘটো নৈব দেহো নৈব তু দাপয়েৎ । ২০

তৈলেন বাতিকৈ রোগে শর্করাভাপয়োহুদিতৈঃ ।

কটুতৈলৈঃ কফে ঘোঠৈঃ পিত্তে ত্রিফলাবারিভিঃ । ২১

শালিবৃদ্ধিকৃদ্ধাশী হরো হি ন ক্ষুণ্ণজিতঃ । পকমহুনিভো হেম-বর্ণোহিহো ন ক্ষুণ্ণজিতঃ । ২২

অর্দ্ধপ্রহরং ধূর্যে গুণ্ণলুং প্রাশয়েৎকরম্ ।

ভোজয়েৎ পায়সং হৃৎকং সত্বরং সূহিরো হযঃ । ২৩

বিকারে ভোজনে হৃৎকং শালিগ্রং বাতুলে দদেৎ ।

কর্ম্মমাংসরসৈঃ পিত্তে মধু-মুদগরসাজ্যৈকৈঃ । ২৪

কফে মুদগান্ কুলশান্ বা কটুতিক্তান্ কফে হরে ।

বাধির্ঘো ব্যাধিতে গ্রাসে ত্রিদোষাদৌ তু গুণ্ণলুঃ । ২৫

ঘাটসদূর্কী সর্বরোগে প্রথমেক্ষি পলং দদেৎ ।

বিবর্জয়েৎ ভৃত্তো কর্ম্মমেকাঙ্কি পলপঞ্চকম্ । ২৬

পানে চ ভোজনে চৈব অশীতিপলকঃ বরম্ । যথো বক্তিস্থাবয়েতু চত্বারিংশচ্চ ভোগিহু । ২৭

অপে কুঠেহু যথেষ্টে ত্রিফলাকাথসং যুগম্ । মন্দাগ্নৌ শোথরোগে চ পবাং যুজ্ঞেণ যোজিতম্ । ২৮

হয় । অথরোগ নিবারণার্থ ঔষধপ্রয়োগ সময়ে প্রথমদিন এক একপল পরিমাণে ঔষধ দিবে ।
তৎপরে প্রতিদিন একপল বৃদ্ধি করিয়া ঔষধের মাত্রা অষ্টাদশপলপর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবে । উক্ত
অষ্টাদশপলই প্রথমমাত্রা, অষ্টপল অধ্যমমাত্রা, চতুর্দশপল মধ্যমমাত্রা । পরে ও গ্রীষ্মকালে
অশ্বের রোগ বিনাশার্থে কোন ঔষধ প্রয়োগ করিবে না । ১৯-২০

অশ্বের বাতিকরোগে শর্করা, ঘৃত ও হৃৎকুস্ত তৈলমাত্রা, রৈম্মিকরোগে তৈলমুক্ত
ত্রিকটুধারা, আর পৈত্তিকরোগে ত্রিফলাকলধারা নম্র প্রয়োগ করিবে । অশ্বকে শালিধাতু,
বক্তিস্থ ও হৃৎকপান করাইলে সেই অশ্ব সমধিক উৎকর্ষলাভ করে । যে অশ্বের বর্ণ পক
অশ্বকলের মত, সেই অশ্বের কোন দোষ দেখা যায় না । ভারবাহী অশ্বকে গুণ্ণলু ভোজন
করাইবে । পায়স ও হৃৎকপান করাইলে অশ্ব শীঘ্রই সুস্থির হয় । অশ্বের শরীরে বাতিক
বিকার উপস্থিত হইলে হৃৎক ও শালি অন্নভোজন করিতে দিবে । পৈত্তিকবিকারে হুইতোলা
পরিমিত মাংসরসের সহিত ঘৃষ ও ঘৃত পান করাইবে । কফবিকারে ঘৃণ, কুলশ বা কটু
ও তিক্তদ্রব্য ভোজন করাইবে । বধিরতাব্যাহিক্রান্ত বা ত্রিদোষবিকারাবিশিত অশ্বকে গুণ্ণলু
ভোজন করাইবে । ২১-২৬

সর্ববিধ রোগে প্রথমদিন একপল পরিমিত দুর্জাঘাস ভোজন করিতে দিবে । পরে
প্রতিদিন হুইতোলা পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া পঞ্চপল পর্য্যন্ত ভক্ষণ করাইবে । অশ্বের
পানে ও ভোজনে অশীতিপল ত্রৈষ্ঠমাত্রা, বক্তিপল মধ্যমমাত্রা, আর চত্বারিংশৎপল

বাতপিত্তে ত্রণে বাধৌ গোক্ষীরঘৃতসংযুক্তম্ ।

দেয়ং কৃশানাং পুষ্টিৰ্যং মায়ৈষ্যু'ক্তঞ্চ ভোজনম্ ॥ ২৯

সপিক্টায়াঃ প্রদাতবাং শুভ্রুচ্যাঃ পলপঞ্চকম্ ।

প্রভাতে ঘৃতসংযুক্তং শরদ্রীর্ণে চ বাজিনাম্ ॥ ৩০

রোগগ্রং পুষ্টিদক্ষাণি বল-ভোজোবিসর্জনম্ । ভদেবান্নার দাতবাং ক্ষীরঘৃতমখাপি বা ॥ ৩১

শুভ্রুচীকৃত্ত্বাণেন শতাবর্য্যগ্নগুরুয়োঃ । চত্বারি ত্রীণি মধ্যস্থ জঘন্যস্ত পলানি হি ॥ ৩২

অকশ্মাদ্ যত্র বাহানামেকরূপং যদা ভবেৎ । স্মিধতে চ যদা ক্ষিপ্ৰমুপসর্গং তদামিশেৎ ॥ ৩৩

হোমাদৈঃ রক্ষয়্য বিপ্র-ভোজনৈর্বলিকর্ষণা । শান্ত্যোপসর্গশান্তিঃ শান্ত্রীতকাণিকক্লতঃ ॥ ৩৪

হরীতকী গবাং মূত্রৈস্তৈলেন লবণাব্রিতা । আদৌ পঞ্চ ততঃ পঞ্চ বৃত্ত্যা পূর্ণনভাবধিঃ ।

উত্তমশ্চ শতং মাত্রা ত্বশীতিঃ যতিরেব বা ॥ ৩৫

গজায়ুর্কৈদমাখ্যাসো উক্তাঃ কল্পা গজে হিতাঃ । গজে চতুর্গা মাত্রা তান্তির্গজকর্ণকর্দনম্ ॥ ৩৬

গজোপসর্গব্যাবীনাং শমনং শান্তিকর্ম চ ।

পুষ্করিত্বা সুরান্ বিশ্রান্ রতৈর্গর্গং কপিলং দদেৎ ॥ ৩৭

অধমমাত্রা জানিবে । জগ, কুষ্ঠ ও খজুরোগে অশ্বকে ত্রিকলাক্রাথ পান করাইবে ; মক্ষারি ও শোধরোগে গোমূত্রের সহিত ত্রিকলার ক্রাথ পান করাইবে । বাতপিত্তজ্বররোগে অশ্বকে ঘৃতঘৃত্ত্ব গবাহৃত্ত্ব পান করাইবে । কৃশ অশ্বের শরীরপুষ্টির জন্য ভোজ্য দ্রব্যের সহিত মাংসরস পান করাইবে । কৃশ অশ্বের শরীরের পুষ্টিসাধন জন্য শরৎ ও গ্রীষ্মকালে প্রভাত সময়ে পঞ্চপল পরিমিত শুভ্রুচী পেষণপূর্বক ভোজন করাইবে । ২৬-৩০

অশ্বের পুষ্টিসাধন করিতে হইলে যে সমস্ত দ্রব্য রোগগ্র, পুষ্টিকারক, বলপ্রদ ও ভোজ্যবর্ধক, সেই সমস্ত ঔষধের সহিত দৃঢ় মিলিত করিয়া ভোজন করাইবে । অশ্বের রোগশান্তির জন্য শুভ্রুচীকৃত্ত্ব, শতাবরীকৃত্ত্ব ও অশ্বগন্ধাকৃত্ত্ব সেবন করাইবে । এই ঔষধ সেবন বিষয়ে চারিপল উত্তমমাত্রা, তিনপল মধ্যমমাত্রা ও একপল অধমমাত্রা জানিবে । যখন অশ্বসকলের এক প্রকার রোগ উপস্থিত হইয়া তাহাতে তাহাদিগের মৃত্যু হয়, সেই রোগকে উপসর্গ বলে । অশ্বের উপসর্গশান্তির জন্য হোমাদি দ্বারা রক্ষা বিধান করিবে ; আর গ্রীষ্মপ্ৰভোজন ও বলিকর্ষণাদি শান্তি দ্বারা উপসর্গশান্তি করিবে । পরে হরীতকাদিকল্প সেবন করাইবে । অশ্বরোগশান্তির জন্য গোমূত্র, তৈল ও লবণযুক্ত হরীতকী ভোজন করাইবে । এই ঔষধ সেবনকালে প্রথমদিনে পাঁচটি হরীতকী সেবন করিতে দিবে, তারপর প্রতিদিন পাঁচ পাঁচটি বৃদ্ধি করিয়া একপতটি পর্য্যন্ত সেবন করাইবে । এই হরীতকী সেবন বিষয়ে একপত উত্তমমাত্রা, অশীতি মধ্যমমাত্রা, আর যতি অধমমাত্রা জানিবে । ৩১-৩৭

অনন্তর গজায়ুর্কৈদ বলিব । পূর্বে যে সমস্ত কল্প উক্ত হইয়াছে, এই সমুদয় গজের পক্ষেও বিত্তকর জানিবে । বিশেষ এইমাত্র যে, অশ্বের চতুর্গামাত্রার গজে ঔষধ প্রয়োগ করিতে

দন্তিদন্তদ্বয়ে মালাং নিবরীয়াত্বেপোষিতঃ । মন্ত্ৰেণ মন্ত্ৰিতা বৈদৈর্ঘ্যচা সিদ্ধার্থকাত্মক্যা ॥ ৩৮

সূর্য্যাদি-লিঙ্গ-দুর্গা-ঈ-বিষ্ণু-র্চা রক্ষয়েদ্ গজম্ ।

বলিং দদ্যচ্চ ভূতেভ্যঃ স্নাপয়েচ্চ চতুর্ঘটৈঃ ॥ ৩৯

ভোজনং মন্ত্ৰিতং দদ্যচ্চান্ননোজনয়েদ্ গজম্ । ভূতরক্ষা শুভা মেধ্যা বারহং রক্ষয়েৎ সপা ॥ ৪০

ত্রিকলা-পঞ্চকোলে চ দশমূলং বিভজ্যকম্ । শতাবরী শুভ্রা চ নিম্ব-বাসক-কিংগুকাঃ ॥ ৪১

গজরোগবিনাশায় হিতো রুক্ষঃ কষায়কঃ । আতুর্কৈদো গজাশানামুভূতঃ সঙ্ক্ৰপসারিতঃ ॥ ৪২

ইতি ঈশারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে অশ্বপজাযুর্কৈদকধনং নাম

সপ্তাদিক-দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০৭ ॥

হইবে । এইরূপে ঔষধ সেবন করাইলেই গজের রোগনিবারণ হয় । গজের ঔপসর্গিক বাবির শান্তি নিমিত্ত দেবার্চনাদি শান্তিকর্ম্ম করিয়া স্নানভোজন করাইবে এবং রক্ত, গো ও কপিল প্রদান করিবে । অনন্তর উপবাসী স্নান গজের দন্তদ্বয়ে মালাবন্ধন করিয়া মন্ত্ৰপুত্ৰ বচ ও সর্ষপদ্বারা রক্ষাধিধান করিবে । সূর্য্যাদি নবগ্রহ, শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, বিষ্ণু এই সমুদয় দেবতার অর্চনা করিলে ইহারা হস্তীকে রক্ষা করেন । পরে ভূতদিশকে বলিপ্রদান করিয়া ষটচতুর্দশদ্বারা গজকে স্নান করাইবে । তারপর মন্ত্ৰপুত্ৰ ভোজ্যস্রব্য প্রদান করিয়া শুশ্রূষা গজের পাত্রমার্জন করিবে । এইরূপে ভূতরক্ষা বিধান করিলে দেবগণ গজপক্ষকে রক্ষা করিয়া থাকেন । ত্রিকলা পঞ্চকোল, দশমূল, বিভজ, শতমূলী, শুভ্রা, নিম্বপত্র, বাসক, পলাশ এই সমুদায় দ্রব্যের কষায় পান করাইলে গজরোগ নাশ পায় । অশ্ব ও গজ এই উভয়ের আতুর্কৈদ কথিত হইল । ৩৬-৪২

ঈশারুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে অশ্বপজাযুর্কৈদকধনং নামক

সপ্তাদিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০৭ ॥

অষ্টাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

এবং ধনুস্তরিঃ গ্রাহ মুক্তভাস চ বৈদ্যকম্ । ১
 হিরা বিদ্যাবিগছা চ শালপর্ণাংস্তমভাপি । লাক্ষ্মী কলসী চৈব ক্রোড়েপূজা ওহা মতা । ২
 পুনর্নবাথ বর্ষাভূঃ কারবিহ্নঃ কঠিল্লকঃ ৩ । এরুশ্চোরুবুকঃ স্থাপামভো বর্জমানকঃ । ৩
 কষা নাগবলা জেয়া শ্বদংষ্ট্রা গোক্ষুরো মতঃ । শতাবরী বরা ভীকু পীবরীক্ষীবরী বরী । ৪

ব্রাহ্মী তু বৃহতী কৃকা হংসপাদী মধুশ্রবা ।

ধামনী কণ্টকারী শ্যং ক্ষুদ্রা সিংহী নিদিদ্ধিকা । ৫

বৃশ্চিকালাম্বতা কালী বিষরী সর্পদংষ্ট্রিকা । মর্কটী চান্ডগুপ্তা স্থাপার্ষেরী কপিকঙ্কুকা । ৬

মুদগপর্ণী ক্ষুদ্রসহা মাষপর্ণী মহাসহা । অগ্নোদন্ত বটো জেয়ো জ্বল্লবঃ কপিলো মতঃ । ৭

প্রক্ষোদথ গর্দভাভূঃ শ্যং পর্কটী চ কপীতনঃ ।

পার্বস্ত ককুভো ধনী নিজেয়োহর্জুননামভিঃ । ৮

নন্দীবৃক্ষঃ প্রয়োহী শ্যং পুষ্টিকারীতি চোচ্যতে ।

বজ্রলো বেতসো জেয়ো ভল্লাতশ্চাপাকঙ্করঃ । ৯

সূত বলিলেন,—ধনুস্তরি মুক্তভকে পূর্বাঙ্ক প্রকারে বৈদ্যকশাস্ত্র বলিয়াছিলেন ; এক্ষণে সংক্ষেপত ঔষধিসকলের নাম বলিব। হিরা, বিদ্যাবিগছা, শালপর্ণী ও অংস্তমভী এই চারিটি শব্দ শালপর্ণীবাচক। লাক্ষ্মী, কলসী, ক্রোড়েপূজা ও ওহা এই সকল শব্দে শিঠানী বুঝায়। পুনর্নবা, বর্ষাভূ, কঠিল্লক ও কারবিহ্ন এই চারিটি শব্দ পুনর্নবাবাচক। এরু, উরুবুক আম্র ও বর্জমানক এই চারিটি শব্দে এরুত বুঝায়। কষা ও নাগবলা এই দুইটি শব্দ অশ্বমছাবাচক ; শ্বদংষ্ট্রা এই শব্দে গোক্ষুর বুঝায়। শতাবরী, বরা, ভীকু, পীবরী, ইক্ষীবরী ও বরী এই সকল শব্দ শতমুগীবাচক। ব্রাহ্মী, বৃহতী, কৃকা, হংসপাদী মধুশ্রবা এই কয়েকটি বৃহতীর নাম। ধামনী, কণ্টকারী, ক্ষুদ্রা, সিংহী, নিদিদ্ধিকা এই সকল শব্দে কণ্টকারী বুঝিবে। ১-৫

বৃশ্চিকালী, অম্বতা, কালী, বিষরী, সর্পদংষ্ট্রিকা এই পাঁচটি শব্দ বিছাতি-বাচক। মর্কটী, চান্ডগুপ্তা, আর্ষেরী, কপিকঙ্কুকা এই সকল শব্দে শুকশিখী বুঝায়। মুদগপর্ণী ক্ষুদ্রসহা এই দুই শব্দ মুগানীবাচক। মাষপর্ণী ও মহাসহা এই দুই শব্দে মাষানী বুঝিবে। অগ্নোদন্ত ও বট এই দুই শব্দে বটদৃক্ষ বুঝায়। জেয়ো কপিল এই দুই শব্দে অশ্ববৃক্ষ বুঝিবে। প্রক্ষ, গর্দভাভূ, পর্কটী, কপীতন এই সমস্ত শব্দ পাকুড় গাছের নাম। পার্ব, ককুভ, ধনী, অর্জুন-বাচক সকল শব্দ অর্জুনবৃক্ষের নাম। নন্দীবৃক্ষ, প্রয়োহী পুষ্টিকারী এই সমস্ত শব্দ

লোম্বঃ সারবকো ধূম্বন্তিরেটশাপি কৌন্তিতঃ । বৃহৎফলা মহাঅম্বঃ^১ বালফলা পরা । ১০

তৃতীয়া অলম্বঃ সারাদেশী সা চ কৌন্তিতা ।

কণা কৃফোপকূল্যা^২ চ শৌভী মাপধিকৈতি চ । ১১

কথিতা পিঙ্গলী তজ্জৈজ্ঞান্যদুগং গ্রাহিকং শ্বভম্ ।

উবণং মরিচং জেরং শুষ্ঠী বিশ্বং মহৌষধম্ । ১২

ব্যোষং কটুজরং বিদ্যাং জ্যাবণং তচ্চ কৌন্তিতে ।

লাঙ্গলী হলিনী চ স্যাজ্জেরসী গজপিঙ্গলী । ১৩

জারভী জারমাণা স্যাহংসা বহুবহা^৩ শ্বভা । চিত্রকঃ স্যাজ্জিখী বহ্নিরগ্নিসংজ্ঞাভিরুচ্যতে । ১৪

বড়গ্রন্থোগ্রা বচা জেয়া শ্বেতা হৈমবভীতি চ ।

কুটজো বৃক্ষকঃ শক্রো বৎসকো গিরিমল্লিকা । ১৫

কলিজৈজ্ঞান্যবারিষ্টং তস্ত বীজানি লক্ষয়েৎ ।

মুস্তকো মেঘনামা স্তাং কৌন্তী জেরা হরেণুকা । ১৬

এলা চ বহলা প্রোক্তা সূতৈশ্চলা চ তথা ক্রটিঃ ।

পদ্মা ভার্গী তথা কাঞ্জী জেরা^৪ ব্রাহ্মণযজ্ঞিকা । ১৭

যেবশ্বসীবাচক । বজ্রম ও বেতস এই দুই শব্দ বেতসার বৃক্ষিবে । ভল্লাভক, অরুণক এই দুই শব্দ ভেলা বৃক্ষার । ৬-১

লোম্বঃ, সারবক, ধূম্বঃ, তিরীট এই চারি শব্দ লোম্ববাচক । বৃহৎফলা, মহাঅম্বঃ, এই দুই শব্দ গোলাব জার বৃক্ষার । বালফলা, নাদেশী, অলম্বঃ এই সকল শব্দ ক্ষুদ্র অম্বফল বৃক্ষার । কণা, কৃফা, উপকূল্যা, শৌভী ও মাপধী, তৈষজ্যবিং পণ্ডিতগণ এই সমস্ত শব্দ পিঙ্গলীবাচক বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন । গ্রাহিকশব্দে পিঙ্গলীমূল বৃক্ষিবে । উবণ শব্দ মরিচবাচক । বিশ্ব মহৌষধ এই দুই শব্দ শুষ্ঠীবাচক । ব্যোষ, কটুজর, জ্যাবণ এই তিনটি শব্দে ত্রিকটু (মরিচ, পিঙ্গলী, শুষ্ঠী) বৃক্ষিবে । লাঙ্গলী, হলিনী, জেরসী, গজপিঙ্গলী, জারভী, জারমাণা, উৎসা, বহুবহা এই সমস্ত শব্দ গজপিঙ্গলীবাচক । চিত্রক, শিখী, বহ্নি ও অগ্নিবাচকশব্দ সকল চিতার নাম । বড়গ্রন্থা, উগ্রা, বচা, শ্বেতা, হৈমবভী এই সমস্ত শব্দ বচের নাম । কুটজ, বৃক্ষক, শক্র, বৎসক, গিরিমল্লিকা এই সমস্ত শব্দে কুটজবৃক্ষ বৃক্ষার ।

১০-১৫

কলিজ, ইজ্ঞান্য, অরিষ্ট এই তিনটি শব্দে কুটজবীজ বৃক্ষিবে । মুস্তক ও মেঘবাচক শব্দ মুখার বাচক হয় । কৌন্তী হরেণুকা এই দুই শব্দে রেণুকা নামক ওষধি বৃক্ষিবে । এলা বহলা এই দুইটি শব্দ বড় এলাচাবাচক । সূতৈশ্চলা ক্রটি এই দুই শব্দে ছোটএলাচী বৃক্ষিবে । পদ্মা, ভার্গী, কাঞ্জী, ব্রাহ্মণযজ্ঞিক এই সমস্ত শব্দে বামনহাটী বৃক্ষার । মূর্খা, মধুরসা, ভেজনী,

মূৰ্খাঃ মধুরসো জ্ঞেয়া তেজসী তিস্তবন্তুলাঃ^১ । মহানিষো বৃহন্নিষো দীপ্যকঃ কান্দ যমানিকা ॥ ১৮

বিড়ঙ্গঃ ক্ৰিমিশক্তঃ স্তাম্রামঠঃ হিঙ্গুচাভে ।

অজাকী জীৱকঃ জ্ঞেয়ঃ কাৱবী চোপকুক্ষিকা ॥ ১৯

বিজ্ঞেয়া কটুকী তিক্তা তথা কটুকরোহিণী ।

তগরঃ স্তাম্রতঃ চক্ৰঃ চোচঃ ভ্ৰূচবরাঙ্গকম্ ॥ ২০

উদীচ্যঃ বালকঃ প্রোক্তঃ হ্রীবেবঃ চান্দুনামভিঃ ।

পত্রকঃ দলসংজ্ঞাভিশ্চৈৱকঃ ভঙ্করাস্বয়ম্ ॥ ২১

হেমাতঃ নাগসংজ্ঞাভিৰ্নাগকেশৱ উচ্যতে ।

অস্কৃকুঙ্কুমমাখ্যাতঃ তথা কান্দীরবাহ্লিকম্ ॥ ২২

অরো গুরুঃ^২ সমুদিকটো যৌগিকো লোহনামভিঃ ।

বৰিষ্ঠা চ তথা চৈব প্রাচীনা কেলিকৈতি চ ॥ ২৩

সূৰ্যবী ভোষনাশা স্তাদ্ৱজা চ কদলী যতা । পুৰঃ কুটগ্রটে বিদ্যান্ৱহিষাকঃ পলঙ্কবা ॥ ২৪

কান্দরী কটুকলা জ্ঞেয়া জীপনী চেতী কীৰ্ত্তিতা ।

শল্লকী গজভক্ষ্যা চ পত্ৰী চ সূরভী শ্রবাঃ ॥ ২৫

খাজীমামলকীঃ বিদ্যান্ৱজশ্চৈব বিভীতকঃ । পথ্যাত্তৱা চ বিজ্ঞেয়া পৃথনা চ হরীতকী ॥ ২৬

তিস্তবন্তা এই কয়েকটি শব্দ মূরগাপাছের নাম । মহানিষ, বৃহৎনিষ এই দুই শব্দে মহানিষ বুঝায় । দীপ্যক যমানী এই দুইটি শব্দ যমানীবাচক । বিড়ঙ্গ, ক্ৰিমিশক্ত এই দুই শব্দে বিড়ঙ্গ বুঝায় । হিঙ্গু রামঠ এই দুই শব্দে হিঙ্গু বুঝায় । অজাকী, জীৱক, কাৱবী ও উপ-কুক্ষিকা এই চারিটি শব্দ জীৱার নাম । কটুকী, তিক্তা, কটুকরোহিণী এই তিন শব্দে কটুকী বুঝায় । তগর, নভ ও বক্র এই তিন শব্দে তগরপানিকার নাম । ভ্ৰূচ, চোচ, বরাঙ্গ এই তিন শব্দে দারুচিনি বুঝিবে । ১৬-২০

উদীচ্য, বাচক, হ্রীবেবঃ ও জলবাচক শব্দ সমুদায় বালার নাম । পত্র ও পত্রবাচক শব্দে তেজপত্র বুঝায় । চোচ ও ভঙ্কর এই দুইটি শব্দে কৃষ্ণশস্ত্রীবাচক । হেমাতঃ ও নাগবাচক শব্দে নাগকেশৱ বুঝিবে । অস্কৃ, কুঙ্কুম, কান্দীর, বাহ্লিক এ সমস্ত শব্দে কুঙ্কুমবাচক । অরো, গুরু, যৌগিক ও লোহবাচক শব্দ, সমুদায় শব্দেই লোহ বুঝিবে । বৰিষ্ঠা, প্রাচীনা, কেলিকা, সূৰ্যবী, ভোষনাশ, এই সকল শব্দে বিকটী বাচক । রক্তা কদলী প্রভৃতি শব্দে কদলীর নাম । পুৰ, কুটগ্রটে, বহিষাক ও পলঙ্কবা এই সমস্ত শব্দে গুগ্গুলু বুঝায় । কান্দরী, কটুকলা ও জীপনী এই তিনটি গান্ধারীর নাম । শল্লকী, গজভক্ষ্যা, পত্ৰী, সূরভী ও শ্রবাঃ এই সমস্ত শব্দে গজাতিবৃক্ষ বুঝায় । ২১-২৫

খাজী ও আমলকী এই দুই শব্দে আমলকীবাচক । অক্ষ বিভীতক এই দুই শব্দে বহেড়া

ত্রিফলা ফলম্বেবোক্তা তচ্চ জ্যৈষ্ঠং ফলত্রিকম্ ।

উদকৌর্যো দীর্ঘবৃন্তঃ করঞ্জশ্চেতি কৌন্তিতঃ । ২৭

মহী যক্যাস্থরং প্রোক্তং যধুকং যধুযুক্তিকা । ষাভকৌ ভাস্রপণী য়াং সমঙ্গা কুঞ্জরা মতা । ২৮

সিতং মল্লরজং শীতং গোশীর্ষং সিতচন্দনম্ । বিদ্যাস্রজং চন্দনকং দ্বিতীয়ং রক্তচন্দনম্ । ২৯

কাকোলী চ শ্রুতা বীরা বরুয়া চার্কপুষ্পিকা । শূরী কর্কটশূরী চ মহাঘোষা চ কৌন্তিতা । ৩০

ভূগাক্ষরী শুভা বাংশী বিজেরা বংশলোচনা ।

মুদ্রিকা চ শ্রুতা জ্রাক্ষা তথা গোস্তনিকা মতা । ৩১

শ্রাদ্ধশীরং যুগালকং সেবাং লামজ্জকং তথা ।

সারক গোপবল্লী চ গোপী ভদ্রা চ কথ্যতে । ৩২

মস্তী কটকটেরী চ জ্যৈষ্ঠা দারু নিশেতি চ ।

হরিদ্রা রজনী প্রোক্তা পীড়িকা রাজিনামিকা । ৩৩

বীরবৃক্ষো বরুতকুত্থা বীরতকঃ শ্রুতঃ ।

বৃক্ষাদনৌ ছিন্নকুহা নীলবল্লী রসাম্বতা । ৩৪

কপোতা চৈব সংজ্ঞা চ সূর্য্যভক্তাভিধীয়তে ।

কঠভল্লা কঠশালা কটপং পরিকীৰ্ত্ততে । ৩৫

বৃক্ষাঃ । পথ্যা, অভয়া, পুতনা ও হরীতকী এই সমস্ত শব্দে হরীতকী বৃক্ষাঃ । হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ইহাদিগকে ত্রিফলা ও ফলত্রিক বলিয়া থাকে । উদকৌর্য, দীর্ঘবৃন্ত ও করঞ্জ এই সমস্ত করঞ্জা বৃক্ষের নাম, মহী, যক্যাস্থর, যধুক ও যধুযুক্তিকা এই সমস্ত নামে যুক্তিমধু বৃক্ষিবে । ষাভকৌ, ভাস্রপণী, সমঙ্গা ও কুঞ্জরা এই সমস্ত বাইফুলের নাম । সিত, মল্লরজ, শীত, গোশীর্ষ ও সিতচন্দন এই সমস্ত নামে শ্বেতচন্দন বৃক্ষিবে । রক্ত, চন্দন, রক্তচন্দন এই সকল শব্দ রক্তচন্দনের নাম । কাকোলী, বীরা, বরুয়া ও অর্ক-পুষ্পিকা এই সকল কাকোলীর নাম । শূরী, কর্কটশূরী, মহাঘোষা এই তিনটি শব্দে কাকড়াশূরী বৃক্ষাঃ । ২৬-৩০

ভূগাক্ষরী, শুভা, বাংশী ও বংশলোচনা এই সকল শব্দে বংশলোচন জানিবে । মুদ্রিকা, জ্রাক্ষা ও গোস্তনৌ এই তিনটি কিস্মিসের নাম । উশীর, যুগাল, সেবা ও লামজ্জক এই চারিটি শব্দে বেণার মূল জানা যায় । সার, গোপবল্লী, গোপী ও ভদ্রা এই সমস্ত নামে শ্যামলতা জানিবে । মস্তী ও কটকটেরী এই দুই শব্দ দস্তিবাচক । দারুহরিদ্রা, রজনী, পীড়িকা ও রাজিবাচক শব্দ এই সমস্তই হরিদ্রার নাম । বীরবৃক্ষ, বরুতকু, বীরতকু, এই তিন শব্দে সেগুদক্ষ বৃক্ষাঃ । বৃক্ষাদনৌ, ছিন্নকুহা, নীলবল্লী, রসা ও অম্বতা এই সমস্ত শব্দে শুভ্রী বৃক্ষিবে । কপোতা, সংজ্ঞা, সূর্য্যভক্তা, এই তিন শব্দ একার্থবাচক । কঠভল্লা, কঠশালা, কটপ, এই তিন শব্দ একার্থবাচক । ৩১-৩৫

বসুকোটক বিজ্ঞোয়া বাশিরঃ কাম্পিকো মতঃ ।

পাখাপভেদকোঃরিষ্টোঃ জ্ঞাতিং কটভেদকঃ । ৩৬

যটোকঃ শুককো জোয়া বচোঃখ সূচকো মতঃ ।

সগঙ্ঘ কুসুঙ্ঘ জ্ঞাকি জ্ঞাসংজকঃ । ৩৭

মুরসো বীজকটক পীতশালোঃভিহীয়েতে । বজ্জবৃক্ষো মহাদক্ষঃ শুহী ক্রম সূখা শুভা । ৩৮

শালঙ্ঘ বক্ষবৃক্ষঃ স্তাদনিশক্তিনিশো মতঃ । তুলসীং মুরসাং বিদ্যাংপদেতি চ কথ্যতে । ৩৯

এতৈরেব চ পর্যাংগৈঃভিত্তীয়া কথিতা মিভা ।

কুঠেরকোঃপ্যর্জুনকঃ পণী সৌগন্ধিপণিকঃ । ৪০

নীলশ্চ সিদ্ধুবারশ্চ নিও'ত্তীতি সুগন্ধিকা । জোয়া সুগন্ধিপণীতি বাসন্তী কুলজোতি চ । ৪১

কালীয়কং পীতকাঠং কতকাখাঃ পুনঃ শ্রুতঃ ।

গায়ত্ৰী খদিরো জেয়ন্তেন্দ্রঃ কন্দরো মতঃ । ৪২

ইন্দীবরং কুবলয়ং পদ্মং নীলোৎপলং শ্রুতম্ । সৌগন্ধিকং শতদলমজ্ঞং কমলমুচ্চাতে । ৪৩

অজকর্ণো ভবেদুর্জো বাজিকর্ণোঃশ্বকর্ণকঃ । মেঘাতকস্তথা শেলুর্বহবারশ্চ কথ্যতে । ৪৪

অলবুখমুগেচ্ছাতঃ কুলাঙ্গন ইতি শ্রুতঃ ।

সুনন্দকঃ ককুদ্ভঙ্গঃ হজাকী জ্ঞাসংজকঃ । ৪৫

বসুকোট, বাশির, কাম্পিল এই তিন শব্দে শুভারোচনী লতা বুঝিবে । পাখাপভেদক, জরিষ্ট, অশ্রুভিৎ ও কটভেদক এই সমস্ত শব্দ পাখবৃক্ষাবাচক । শুকক, যটোক, বচ ও সূচক এই চারি শব্দ যটোপাকুলীর নাম । সগঙ্ঘ ও কুসুঙ্ঘ এই দুই শব্দে কুসুমফুল বুঝায় । জ্ঞাকি, জ্ঞাসংজক এই দুই শব্দে জ্ঞাকের নাম । মুরস, বীজক ও পীতশাল এই তিনটি শব্দ পীতবর্ণ শালবাচক । বজ্জবৃক্ষ, মহাদক্ষ, শুহী, ক্রম, সূখা ও শুভা এই সমুদায় শব্দে সিদ্ধবৃক্ষ বুঝায় । অনিশ, ভিনিশ এই দুইটি শব্দ সরল বৃক্ষের নাম । তুলসী, মুরসা ও উপহা এই তিন শব্দ তুলসীর নাম । এই সমস্ত শব্দেই শ্বেত তুলসী বুঝায় । কুঠেরক, অর্জুনক, পণী ও সৌগন্ধিপণিক এই সমস্ত নামে বাবুই তুলসী বুঝায় । ৩৬-০

নীল, সিদ্ধুবার, নিও'ত্তী ও সুগন্ধিকা এই সমস্ত নামে নিসিন্দাবৃক্ষ বুঝায় । সুগন্ধিপণী, বাসন্তী ও কুলজা এই তিন শব্দে মাধবীলতা জানা যায় । কালীয়ক, পীতকাঠ ও কতকাখা এই তিনটি শব্দে কালিয়কাঠের নাম । গায়ত্ৰী ও খদির এই দুই শব্দে খয়ের বৃক্ষ কথিত আছে । কন্দর শব্দে খদিরবৃক্ষ বিশেষ বুঝায় । ইন্দীবর, কুবলয়, পদ্ম ও নীলোৎপল-বাচক । সৌগন্ধিক, শতদল, অজ, কমল এই সমুদায় নামে পদ্ম কথিত । অজবর্ণ, উর্জ, বাজিকর্ণ ও অশ্বকর্ণ এই চারি শব্দে অশ্বকর্ণবৃক্ষ উক্ত হয় । মেঘাতক, শেলু ও বহবার এই শব্দ তিনটি চালিতাবৃক্ষের নাম । অলবুখা, মুগেচ্ছাত, কুলাঙ্গন এই তিনটি শব্দ এক পর্যায়ায় । সুনন্দক, ককুদ্ভঙ্গ, হজাকী ও হজবাচক শব্দ ধান্যের নাম । ৪১-৪৫

কবরী কুন্তকো দৃষ্টেঃ^১ স্মৃদ্বিধো ধনকুং তথা ।

কৃষ্ণার্জকঃ করানশ্চ কামমানঃ প্রকৌস্তিতঃ । ৪৬

প্রাচী বলা নদীক্রান্তা কাকজজ্বাথ বায়সী । জেয়া মৃষিককর্ণা তু ম্রবতী চান্দ্রকর্ণিকা । ৪৭

বিষমুষ্টির্জাবণক কেশমুষ্টিরুদাহতা । কিলিহী কটুকীং বিদ্যাদন্তকলচান্নবেতসঃ । ৪৮

অশ্বখা বহুপুত্রা চ বিজেরা চামলক্যাপি । অরুযকং পত্রশুকং ক্ষীরী রাজাদনং মতম্ । ৪৯

মহাপাত্রক দাড়িহং তমেব করকং বমেৎ । মসুরী বিদলী শল্যা কালিন্দীতি নিকৃচ্যতে । ৫০

কণ্টকাখ্যা মহাশ্যামা বৃক্ষপাদীতি বক্ষ্যতে ।

বিদ্যা কুন্তী নিকুন্তা চ ত্রিভঙ্গী ত্রিপুটী ত্রিবৃৎ । ৫১

সপুলা যবতিক্তা চ চর্ণা চর্ণকষেতি চ^২ ।

শঙ্খিনী মুকুমারী চ তিক্তাকী চাক্ষিপীলুকম্ । ৫২

গবাকী চাম্বতা শ্বেতা গিরিকর্ণী গবাদনী ।

কাম্পিল্লকোহথ রক্তাঙ্গো শুভা রোচনিকেষি চ । ৫৩

হেমকীরী শূভা পীতা গৌরী চ কালহৃদিকা ।

পাল্লেককী নাগবলা বিশালা চেল্লবারুণী । ৫৪

কবরী, কুন্তক, দৃষ্টে, স্মৃদ্বিধ ও ধনকুং এই সমস্ত শব্দে কাকোলী বুঝায়। কৃষ্ণার্জক, করান, কামমান এই তিন শব্দ অনন্তমূলের নাম। প্রাচী, বলা, নদীক্রান্তা, এই তিন শব্দে বেড়েলী বুঝায়। কাকজজ্বাথ বায়সী এই দুই শব্দে কেউরাঠেজা বৃক্ষ বুঝিবে। মৃষিকর্ণ, ম্রবতী ও চান্দ্রকর্ণিকা এই তিনটি ইন্দুরকর্ণীর নাম। বিষমুষ্টি, জাবণ ও কেশমুষ্টি এই সমস্ত নামে মহানিষ বৃক্ষ উক্ত হয়। কিলিহী, কটুকী, এই দুই শব্দে কটুকী বুঝায়। অন্তক, অন্নবেতস এই দুই শব্দে অন্নরসমুক্ত লতাবিশেষ বুঝায়। অশ্বখা ও বহুপুত্রা এই দুই নামে বন-আমলকী জানিবে। অরুযক, পত্রশুক, ক্ষীরী ও রাজাদান এই সমস্ত নামে পিঠালবৃক্ষ বুঝায়। মহাপাত্র, দাড়িহ ও করক এই সমস্ত শব্দ দাড়িহবাচক। মসুরী, বিদলী, শল্যা ও কালিন্দী এই সমুদয় শব্দে মসুর কথিত হয়। ৪৬-৫০

কণ্টকাখ্যা, মহাশ্যামা ও বৃক্ষপাদী এই সকল নামে কণ্টক বৃক্ষ বুঝায়। বিদ্যা, কুন্তী, নিকুন্তা, ত্রিপুটী ও ত্রিবৃৎ এই সকল শব্দে তেউড়িবাচক। সপুলা, যবতিক্তা, চর্ণা ও চর্ণকসা এই সমস্ত নামে চামারকসা কথিত হয়। শঙ্খিনী, মুকুমারী, তিক্তাকী, অক্ষিপীলুক এই সমুদায় শব্দে চোরপুল্লী লতা বুঝায়। গবাকী, অম্বতা, শ্বেতা, গিরিকর্ণী গবাদনী এই শব্দে অপরাজিতা বুঝিবে। কাম্পিল্ল, রক্তাঙ্গ, শুভা, রোচনী এই চারিটি রোচনী বৃক্ষবাচক। হেমকীরী, পীতা, গৌরী ও কালহৃদিকা এই সমস্ত শব্দে প্রিয়ঙ্গু জানিবে। পাল্লেককী,

ভাক্যং শৈলং নীলবর্ণমঙ্গলক রসাজনম্ ।
 নির্ঘাসো যশ শাল্লল্যাঃ স মোচরসসংজকঃ । ৫৫
 প্রত্যাক্পুল্পী খরী জেরা অপামার্গো ময়ূরকঃ ।
 সিংহাস্ত-বৃষ বাসাকমটক্রয়কমাদিশেৎ । ৫৬
 জীবকো জীবশাকচ্চ কৰ্করুশ্চ শটীং বিহঃ ।
 কট্টফলং সোমবৃক্ষঃ সাদাগ্নিগন্ধা সুগন্ধিকা । ৫৭
 শতাজং শতপুল্পা চ মিসির্মথুরিকা যতা ।
 জেরং পুষ্করমূলক পুষ্করং পুষ্করাঙ্করম্ । ৫৮
 বাসোহথ ধর্যাসচ্চ হৃৎস্পর্শোহথ হরালভা ।
 বাঙচী সোমরাজী চ সোমবল্লীতি কীৰ্ত্তিতা । ৫৯
 মার্করঃ কেশরাজচ্চ ভৃঙ্গরাজো নিখদ্যতে ।
 প্রোক্তস্তে রসজন্তুঃ স্তৈজস্ক্রমর্দকসংজকঃ । ৬০

সূর্য্যী ভগবঃ স্নায়ুঃ কলনাসা তু বারসী । মহাকালঃ শ্বতো বেলন্ততুলীযো ঘনন্তনঃ । ৬১
 ইক্ষাকুন্তিকতুহী স্যাৎ তিত্তালাবুনিগদ্যতে ।
 ধামার্গবোহথ বিজেরঃ কোষাতকাথ জামিনী । ৬২
 বিহ্যৎ কোষাতকীভেদং কৃতভেদনসংজকম্ ।
 তথা জীমূতকাথ্যা চ খুড্ডাকো দেবতাড়কঃ । ৬৩

শাগবলা, বিশালা, ইক্ষাকুন্তী এই সমস্ত শব্দ রাখালশসাবাচক । ভাক্য, শৈল, নীলাঙ্কন, রসাজন এই সমস্ত শব্দে রসাজন কীৰ্ত্তিত হয় । শাল্ললীর নির্ঘাসকে মোচরস বলে । ৫১-৫৫
 প্রত্যাক্পুল্পী, খরী, অপামার্গ ও ময়ূরক এই সমস্ত শব্দ অপামার্গবাচক । সিংহাস্ত, বৃষ, বাসক ও অটক্রয়ক এই সমস্ত নামে বাসক বুঝিবে । জীবক, জীবশাক, কৰ্করু ও শটী এই সকল শব্দে শটী জানা যায় । কট্টফল, সোমবৃক্ষ, অগ্নিগন্ধা ও সুগন্ধিকা এই সমস্ত শব্দে কট্টফলের নাম । শতাজ ও শতপুল্পা এই দুই শব্দে শুল্কা বুঝায় । মিসি ও মথুরিকা এই দুই শব্দে মোরী জানিবে । পুষ্করমূল, পুষ্কর ও পুষ্করাঙ্কর এই তিন শব্দে পুষ্কর জানা যায় । বাস, ধর্যাস, হৃৎস্পর্শ ও হরালভা এই চারি শব্দে হরালভাবাচক । বাঙচী, সোমরাজী, সোমবল্লী এই তিনটি শব্দে সোমরাজীবাচক । মার্কর, কেশরাজ, ভৃঙ্গরাজ এই তিন শব্দে ভৃঙ্গরাজ বুঝায় । এরগজ, চক্রমর্দক এই দুই শব্দে চাকুন্দাবৃক্ষ জানিবে । ৫১-৬০

সূর্য্যী, ভগবঃ, স্নায়ু, কলনাশা, বারসী এই সমস্ত শব্দে কাকতুলী বৃক্ষ বুঝায় । মহাকাল, বেল, ততুলী ও ঘনন্তন এই সমুদয় শব্দে চাপানটে শাক বুঝায় । ইক্ষাকু, তিত্ততুহী, তিত্তা ও জলাবু এই সকল শব্দে তিত্তালাউ বুঝিবে । ধামার্গব, কোষাতকী, জামিনী এই সমস্ত শব্দে কোষাতকীবাচক । বিহ্যৎ ও কৃতভেদন এই দুই শব্দে কোষাতকীবিশেষ জানা যায় ।

গৃহাদনা গৃহনখী হিঙ্গু কাকাদনী মতা । অম্মারিষ্টৈব বোদ্ধবাঃ করবীরোহিষ্মারকঃ । ৬৪
জেরা কপিথপুত্রী চ তুরসী কুলজৈতি চ । সিদ্ধু-সৈন্ধব-সিদ্ধু-মনিমহ্মুদাক্রতম্ । ৬৫
কারো যবাগ্রজশ্চৈব যবক্ষারোহিষ্মারকঃ ।

সম্বিত্তা সম্বিত্তাকারো বিতীৰ্ণঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ । ৬৬

উষ্ট্রকারক নিঃসারমূষরোহিষ্মাদিশেৎ । তুখকং লিখিকঠাভং চিত্রমাকমিতি স্মৃতম্ । ৬৭

কাশীশং পুষ্পকাশীশং বিজ্ঞেয়ং নেত্রভেদম্ ।

ধাতুকাশীশকাশী চ সংজ্ঞেয়ং তুচ্চ কীর্ত্তিতম্ । ৬৮

সৌরাষ্ট্রী যুত্তিকা কারং কাকী চ পঙ্কপর্ণজি ।

বিষ্ঠাৎ সমাক্ষিকা ধাতু-তাপাৎ তাপাখসম্ভবম্ । ৬৯

শিলা মনঃশিলা জেরা নৈপালী কুনটীতি চ ।

জালং মনজালকং বা হরিভালং বিনিদ্ধিশেৎ । ৭০

গন্ধকো গন্ধপাষাণো রসঃ পারদ উচ্যতে ।

ভাস্মমৌড়বরং শূষং যিষ্ঠান্নেজ্জম্বুখং তথা । ৭১

অত্রিসারভূরক্তকং লৌহকক্ষাপি কথ্যতে ।

মাক্ষিকং মধু চ কৌষ্মং তুচ্চ পুষ্পরসং স্মৃতম্ । ৭২

জীৰুতাখ্য, খুডডাক, দেবতাড়ক এই সকল ভাড়াবৃক্ষের নাম । গৃহাদনা, গৃহনখী, হিঙ্গু ও কাকাদনী এই সকল শব্দে স্নেহতত্ত্বা জানিবে । অম্মারি, করবীর ও অম্মারক এই সকল নামে করবীরূক্ষ বুঝায় । কপিথপুত্রী, তুরসী, কুলজা এই তিনটি শব্দ এক পর্যায়ে । সিদ্ধু সৈন্ধব, সিদ্ধু ও মনিমহ্ম এই সকল শব্দে সৈন্ধবলবণের নাম । ৬১-৬৫

কার, যবাগ্রজ, যবক্ষার এই সমস্ত যবক্ষারবাচক । সম্বিত্তা ও সম্বিত্তাকার এই দুই শব্দে সারিমাটি জানা যায় । উষ্ট্রকার, নিঃসার, উষরোহিষ এই তিনটি কার যুত্তিকার নাম । তুখক, লিখিকঠাভ, চিত্রমাক এই তিনটি ভূতের নাম । কাশীশ, পুষ্পকাশীশ ও নেত্রভেদম এই তিন শব্দে পুষ্পকাশীশ নামক উপধাতু বুঝায় । ধাতুকাশীশ এই শব্দে হীরাকস জানা যায় । সৌরাষ্ট্রী, যুত্তিকাকার, কাকী, পঙ্কপর্ণজি এই সকল শব্দে সৌরাষ্ট্রী-যুত্তিকাবাচক । সমাক্ষিকা, তাপা, তাপাখসম্ভব এই সমস্ত নামে বর্ণমাক্ষিক বুঝিবে । শিলা, মনঃশিলা, নৈপালী ও কুনটী এই সমস্ত শব্দে মনঃশিলা কথিত হয় । জাল, মনঃ, ভাল, হরিভাল এই সমস্ত শব্দে হরিভাল বাচক । ৬৬-৭০

গন্ধক, গন্ধপাষাণ, এই দুই শব্দে গন্ধক বুঝায় । রস ও পারদ এই দুই শব্দে পারা জানা যায় । ভাস্ম, মৌড়বর, শূষ, রেজম্বুখ এই সমস্ত শব্দে ভাস্ম কথিত হয় । অত্রিসার, অরঃ, ভীক ও লৌহ এই সকল শব্দে লৌহবাচক । মাক্ষিক, মধু, কৌষ্ম ও পুষ্পরস এই

জ্যোষ্ঠং সোদকং তৎ স্যৎ কাঞ্জিকং সৌবীরকম্ ।

সিতা সিতোপলা চৈব সংযতী শৰ্করা শ্মৃতা ॥ ৭৩

ত্বেগেনাপত্রকৈস্তলৈস্তিসুগন্ধি ত্ৰিজাতকম্ ।

নাগকেশরসংযুক্তং তচ্চতুৰ্জাতমিহভে ॥ ৭৪

পিপ্পলী লিঙ্গগীমূলং চব্য-চিত্তক নাপঠৈঃ ।

কথিতং পক্ষকোলক কোলকং কোলসংজ্ঞয়া ॥ ৭৫

ভৰ্জুগাজে মহালক্ষ্মী নীবারঃ শালিকা শ্মৃতা ।

শ্ৰিয়ঙ্কুঃ কঙ্কাকী জেয়া কোরদুযশ্চ কোদ্রবঃ ॥ ৭৬

ত্ৰিপুটঃ পুটসংজ্ঞা কলাপো লাজকো মতঃ ।

সতীনো বৰ্জুনশ্চৈব বেণুশ্চাপি প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৭৭

পিচুকং পিত্তকক্ষাকং বিড়ালপাদকং তথা ॥ ৭৮

বিদ্যাং কৰ্ম্মং তথা চাপি সুবর্ণং কবলগ্রহম্ । পলার্জং তক্তিমিচ্ছতি তমাক্ষমাষকত্বিতি ॥ ৭৯

পলং বিষক মুক্তিঃ স্যাদ্বে পলে প্রসূতিং বদেৎ ।

অজলিং কুড়বৈকৈব বিদ্যাং পলচতুৰ্ভয়ম্ ॥ ৮০

অষ্টমানং পলাতুষ্ঠৌ তচ্চ মানমিতি শ্মৃতম্ ।

চতুৰ্ভিঃ কুড়বৈঃ প্রহং প্রহাশ্চত্বার আঢ্যকঃ ॥ ৮১

সমস্ত শব্দে মধু জানিবে । জ্যোষ্ঠ, সোদক, কাঞ্জিক, সৌবীর এই সমস্ত শব্দে কাঁজি বুঝিবে । সিতা, সিতোপলা, ও শৰ্করা এই সকল শব্দে চিনি জানিবে । নাকচিনি, এলাচী ও ত্বেগপত্র এই তিন দ্রব্য সমপরিমাণে মিলিত করিলে তাহাকে ত্ৰিসুগন্ধ ও ত্ৰিজাত বলে । উক্ত ত্ৰিজাতের সহিত নাগকেশর যুক্ত করিলে তাহাকে চতুৰ্জাত বলা যায় । পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চৈ, চিত্তা ও শুষ্কি এই সকল দ্রব্য পক্ষ কোল ও কোল এই দুই নামে উক্ত হয় । ৭১-৭৮

ভৰ্জুগাজ, মহালক্ষ্মী, নীবার, শালিকা, এই কর্জী শব্দে নীবার বাত বুঝায় । শ্ৰিয়ঙ্কু কঙ্কাকী এই দুই শব্দে শ্ৰিয়ঙ্কু এবং কোরদুয ও কোদ্রব এই দুই শব্দে কোদো দান বুঝায় । ত্ৰিপুট, পুটসংজ্ঞা, কলাপ, লাজক এই সমস্ত শব্দে এরও বুঝ জানিবে । সতীন, বৰ্জুন, বেণু এই তিনটি কলার নামে অভিহিত হয় । পিচু, পিত্তল, অক্ষ, বিড়ালপাদক এই সমস্ত দুই ভোলাবাচক । বক, সুবর্ণ ও কবলগ্রহ এই সমস্ত শব্দেও দুই ভোলা বুঝায় । পলার্জ, তক্তি ও অষ্টমাষক এই সমস্ত শব্দে আটমাষা জানা যায় । পল, বিষ ও মুক্তি এই তিন শব্দ একপলবোধক । প্রসূতি শব্দে দুই পল বুঝিবে । অজলি ও কুড়ব এই দুই শব্দ চারি-পলবাচক । ৭৯-৮০

অষ্টপলকে অষ্টমান ও মান বলা যায় । চারি কুড়বে এক প্রহ হয় । চারি প্রহে

কাংশপাতিশ্চ সশ্রেষ্ঠো স্রোণক চতুরাটকে ।

তুলা পলকতং প্রোক্তং ভারো বিংশতপলঃ স্মৃতঃ । ৮২

মানমেবংবিধং প্রোক্তং গ্রহদ্রবে যু পণ্ডিতৈঃ ।

দ্রবদ্রবে যু চোদ্দিকৈঃ দ্বিগুণং পরিকীৰ্ত্তিতম্ । ৮৩

বলং তুরুকমেবোক্তং দারু স্তাদ্বেদদারু চ ।

গ্রহিহৌণেয়কং বিদ্যাস্থমিকং বাসকং ত্বণম্ । ৮৪

কুষ্ঠমামরমাধ্যাতং মাংসী চ নলদংশনম্ ।

তক্তিঃ শুক্তিনথঃ শঙ্খো ব্যাঘ্রো ব্যাঘ্রনথঃ স্মৃতঃ । ৮৫

পুরু পলকযং বিদ্যাস্থিহিষাক্ষক গুণ্ডলুম্ ।

রসং গজরসো বোলং সর্জঃ সর্জরসো যতঃ । ৮৬

কুম্ভং কুম্ভককং দৃষ্টং দিব্যং ত্রীবেষ্টকং যতম্ ।

প্রিয়ঙ্গুঃ ফলিনী শ্যামা গৌরীকান্তেতি গোচ্যতে । ৮৭

জানার্ভগণনামার্ভ-ভীষণো বহুকণ্টকঃ । সৈরীরকঃ সহচরো দ্বিতীরো বাণসংজকঃ । ৮৮

করঞ্জো নক্তমালঃ স্তাৎ পুতিকশ্চিরবিষকঃ ।

শিগ্রুঃ শোভাক্সনো নাম জ্বালো মাংসশ্চ কীৰ্ত্তিতঃ । ৮৯

জরা জরন্তী শরণী নিষ্ঠাওঁী সিকুবারকঃ ।

মোরটো পিলুপণী চ তুণ্ডী স্তাৎ তুণ্ডিঃকরিকঃ । ৯০

এক পাটক জানিবে । চারি আটক এ স্রোণ, ইহাকে কাংশপাতিও বলে । একশত পলে এক তুলা হয় । বিংশতিপলকে ভাগ বলিয়া থাকে । গ্রহ দ্রব্য সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ এইরূপ পরিমাণ নির্ণয় করিয়াছেন । দ্রবদ্রবোর পরিমাণ ইহার দ্বিগুণ জানিবে । বল ও তুরুক এই দুই শব্দেও কঙ্কম বুঝায় ; দারু ও দেবদারু এই দুই শব্দে দেবদারু বুঝ বুঝায় । গ্রহি শব্দে হৌণেয়ক ত্বণ এবং স্থমিক শব্দে বাসকও বুঝায় । কুষ্ঠ ও আমর এই দুই শব্দে কুড় কথিত হয় । মাংসী ও নলদংশন এই দুই শব্দ জটামাংসীবাচক । তক্তি, শুক্তিনথ এই দুই শব্দ শঙ্খের নাম । ব্যাঘ্র ও ব্যাঘ্রনথ এই দুই শব্দে নখী বুঝায় । ৮১-৮৫

পুরু, পলকয, হিষাক্ষ ও গুণ্ডলু এই সমস্ত শব্দ গুণ্ডলুবাচক । ক্লীবলিঙ্গ রসনাক পাবদ-বাচক । পুংলিঙ্গ রসনাকে বোলরস বুঝায় । সর্জ ও সর্জরস এই দুই শব্দে ধূনা বুঝিবে । কুম্ভ, কুম্ভকক, দৃষ্ট, দিব্য, ত্রীবেষ্ট এই সকল শব্দে সরল ধূপ বুঝায় । প্রিয়ঙ্গু, ফলিনী, শ্যামা ও গৌরীকান্তা এই সমস্ত শব্দ প্রিয়ঙ্গু বৃক্ষের নাম । আর্ভগণ, নামার্ভ, ভীষণ, বহুকণ্টক, সৈরীরক, সহচর দ্বিতীর এবং বাণবাচক শব্দ এই সমস্ত শব্দ রহনা বৃক্ষের নাম । করঞ্জ, নক্তমাল, পুতিক ও চিরবিষ এই সমস্ত শব্দে করজাঙ্ক বুঝায় । শিগ্রু, জ্বাল, মাংস ও শোভাক্সন এই চারি শব্দে সজিনাবৃক্ষ বুঝায় । জরা, জরন্তা, শরণী এই তিনটি শব্দ জরন্তী-

মদনো গালবো বোবো ঘোটা ঘোটা চ কথাতে ।

চতুরঙ্গলসম্পাকো ব্যাধিঘাতাভিসংজ্ঞকঃ । ১১

বিদ্যাদারদ্বয়ং রাজবৃক্ষং বৈবতসংজ্ঞকম্ ।

দষ্টকা চাতিতিজ্ঞা স্তাৎ কষ্টকী চ বিকল্পতঃ । ১২

নিবোহরিষ্টঃ সমাখ্যাতঃ পটোলং কোলকং বিহঃ ।

বরঃহা চৈব বিদ্যা চ ছিন্না ছিন্নরুহা মতা । ১৩

বংসাদনমুতা চেতি শুদ্ধচীনাঃসংজ্ঞহঃ । কিরাতিতিজ্ঞকশ্চৈব ভূনিহঃ কাণ্ডতিজ্ঞকঃ । ১৪

মৃত উবাচ

নামান্তেভ্যানি চ হরে বক্তানাং ভেষজাং তথা ।

অতো ব্যাকরণং বক্ষ্যে কুমারোত্তম শোনক । ১৫

ইতি ঐশ্বর্যকণ্ডে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে ঐষধনামকথনং

নামাষ্টাধিক-শ্লিততমোঃখ্যায়ঃ । ২০৮ ।

বৃক্ষবাচক ; নিভৃতা ও সিদ্ধবারক এই দুই শব্দে নিসিন্দা বৃক্ষ বুঝায় । ঘোরাটা ও পৌলপনী এই দুইটি ইন্দুমূলের নাম । তুণ্ডী ও তুণ্ডিকেরী এই দুই শব্দে কার্পাসবৃক্ষ বুঝায় । ৮৬-৯০

মদন, গালব, বোব, ঘোটা ও ঘটি, এই সমস্ত শব্দে মরনাবক্ষ জ্ঞানো যায় । চতুরঙ্গল, সম্পাক, ব্যাধিঘাত, আরদ্র, রাজবৃক্ষ ও বৈবত এই সমস্ত শব্দে শোণাল বৃক্ষের নাম । দষ্টকা, অতিতিজ্ঞা, কষ্টকী ও বিকল্পত এই সমস্ত নামে বঁইচ গাছ বুঝায় । নিহ, অরিষ্ট এই দুইটি নিহবৃক্ষের নাম । পটোল ও কোলক এই দুই শব্দে পটোল কথিত হয় । বরহা, বিদ্যা, ছিন্না, ছিন্নরুহা, বংসাদনী ও অমুতা এই সকল শব্দে শুদ্ধচী কথিত হয় । কিরাতি, তিজ্ঞক, ভূনিহ, কাণ্ডতিজ্ঞ এই সমুদায় শব্দ ভূমিকুম্মাণ্ডবাচক । ঐষধ সকলের নাম এই কীর্তন করিলাম । অনন্তর কুমারোত্তম ব্যাকরণ কীর্তন করিব । ১১-১৫

ঐশ্বর্যকণ্ডপুরাণে পূর্বখণ্ডে ঐষধনাম-কথন নামক অষ্টাধিক শ্লিততম

অধ্যায় সমাপ্ত । ২০৮ ।

নবাধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ

কুমার উবাচ

অথ ব্যাকরণং বক্ষ্যে কাভ্যায়ন সমাসতঃ । সিদ্ধমকবিবেকায় বালব্যাংপত্তিহেতবে । ১

সুতিভক্তং পদং খ্যাতং সুপঃ সপ্ত বিভক্তয়ঃ ।

ষৌজসঃ প্রথম্য প্রোক্তা সা প্রাতিপদিকাশ্রকে । ২

সম্বোধনে চ লিঙ্গাদানুজ্ঞে কর্মণি কর্তরি । অর্থবৎ প্রাতিপদিকং দাতৃপ্রত্যয়বজ্জিতম্ । ৩

অমৌশসো দ্বিতীয়া স্তাৎ ভৎ কর্ম ক্রিয়তে চ বৎ ।

দ্বিতীয়া কর্মণি প্রোক্তান্তর্যাত্তরেণ সংযুতে । ৪

চাভ্যাত্তিসম্বৃতীয়া স্তাৎ করণে কর্তরীরিতা । করণং ক্রিয়তে যেন কর্তা যচ্চ কবোতি সঃ । ৫

ভেত্যাভ্যাসম্ভূতী স্তাৎ সম্প্রদানে চ কারকে ।

যস্মৈ দিৎসা ধারয়তে বোচতে সম্প্রদানকম্ । ৬

পঞ্চমী স্তান্ভসিত্যাভ্যোঃ অপাদানে চ কারকে ।

যতোহট্টৈপতি সমাদতে অপাদতে ভরং যতঃ । ৭

কুমার বলিলেন—হে কাভ্যায়ন । অনন্তর সংক্ষেপে ব্যাকরণ বলিতেছি, এই ব্যাকরণ-
দ্বারা প্রসিদ্ধ পদসকলের বিচারপূর্বক বালকদিগের ব্যাংপত্তি হইতে পারে । সুবৃত্ত ও ভিত্ত
নক সকলকে পদ বলে । সুপাদি বিভক্তির সংখ্যা সপ্ত ; যথা—সু, ভে, জন্ ইহাদিগকে
প্রথম্য বিভক্তি বলে । এই প্রথম্য বিভক্তি প্রাতিপদিকে, সম্বোধনে, লিঙ্গার্থে ও উক্তকর্মে
প্রযুক্ত হয় । দাতৃ ও প্রত্যয়বজ্জিত অর্থবান্ শব্দকে প্রাতিপদিক বলে । অন্, ভে, নন্
ইহাদিগকে দ্বিতীয়া বিভক্তি বলে, এই দ্বিতীয়া বিভক্তি কর্মকারকে এবং অন্তরা ও অন্তরেণ
এই দুই শব্দের যোগে প্রযুক্ত হয় । বাহা কিছু করা যায়, তাহাকেই কর্মকারক বলে ।
টা, ভ্যাৎ, ভিস্ ইহাদিগকে তৃতীয়া বিভক্তি বলা যায় । করণ ও কর্তৃকারকে তৃতীয়া বিভক্তি
হয় । যদ্বারা কার্য্যসম্পাদন হয়, তাহাকে করণকারক বলে । যিনি ক্রিয়া করিয়া থাকেন,
তাহাকে কর্তৃকারক বলে । ১-৫

ভে, ভ্যাৎ, ভ্যন্ ইহার চতুর্থী বিভক্তি । সম্প্রদানকারকে এই চতুর্থী বিভক্তির প্রয়োগ
হয় । বাহাকে দান করিতে ইচ্ছা হয়, বাহাকে ধারণ করান যায়, আর বাহার কচি
উৎপাদন করা হয়, তাহারই নাম সম্প্রদান । ওসি, ভ্যাৎ, ভ্যন্ ইহার পঞ্চমী বিভক্তি ।
অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ হয় । বাহা হইতে ভর উপস্থিত হয়,
বাহার নিকট গ্রহণ করা যায়, আর বাহা হইতে অন্তর্হিত হয়, তাহাকে অপাদান

ভসোসামন্ত যদী ক্রাৎ স্বামিসম্বন্ধমুখ্যকে ।

ভোঃনুপশ সপ্তমী ক্রাৎ সা চাধিকরণে ভবেৎ । ৮

অধিকারচাধিকরণে স্বকার্থানাং প্রয়োগতঃ । ইল্লিতকানৌল্লিতং যত্নদপাদানকং শ্রুতম্ । ৯

পঞ্চমী পর্যাপাত্ত্বযোগে ইতরর্থেহুত্বমিচ্ছ্যে ।

এনযোগে দ্বিতীয়া ক্রাৎ কর্মপ্রবচনীয়েকৈঃ । ১০

বীণেশবভাবচিহ্নেহুতির্ভাগে চৈব পরিপ্রভৌ । অনুরেযু সহার্ধে চ হীনেহনুপশ কথ্যতে । ১১

দ্বিতীয়া চ চতুর্থী ক্রাচ্ছেদ্যোয়াং পতিকর্মণি । অপ্রাণে হি বিভক্তী য়ে মন্যকর্মণ্যানাদরে । ১২

নমঃ বস্তি স্বা বাহালং বষট্ বোণ-ইরিতা । চতুর্থী চৈব ভাদর্থে ভূমর্থাভাববাচিনঃ । ১৩

তৃতীয়া সহযোগে ক্রাৎ কুৎসিতেহুত্ব বিশেষণে ।

কালে ভাবে সপ্তমী ক্রাদেতৈর্যোগেহপি বর্ত্যপি ।

স্বামীশ্বরাদিগতিভিঃ সাক্ষাদানাদসুতকৈঃ । ১৪

নির্জারণে য়ে বিভক্তী যদী হেতুপ্রয়োগকে ।

শ্রুতর্পকর্মণি তথা করোতেঃ প্রতিষত্বকে । ১৫

কারক বলে । ওসু, ওসু, আম্, ইহারা যদী বিভক্তি । নির্জারণ ও সম্বন্ধাদি অর্থে যদী বিভক্তির প্রয়োগ হয় । ভি, ওসু, যুগ্, ইহারা সপ্তমী বিভক্তি । অধিকরণকারকে সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ হয় । ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ বলা যায় । স্বকার্থ বাতুর প্রয়োগে বাহা ইল্লিত কি অনৌল্লিত, তাহাকেও অপাদান কারক বলে । পরি, অপ, আং, ইতর, ওতে, অন্ত, দিক্ ও যুগ্ এই সমুদয় শব্দের যোগেও পঞ্চমী বিভক্তির বিধান আছে । এন শব্দের যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় । কর্মপ্রবচনীয়েযোগেও দ্বিতীয়া বিভক্তির বিধান আছে । ৬-১০

বীণা, ইখভাব ও চিহ্ন এই সমস্ত অর্থে অভি ; ভাগার্থে পরি ও প্রতি ; পূর্বোক্ত সমুদায় অর্থে ও সহার্ধে অনু আর হীন অর্থে অনু এবং উপশব্দ কর্মপ্রবচনীর বলিয়া কথিত হয় । চেষ্টা ও গমনার্থ বাতুর কর্মে দ্বিতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তি হয় । অনাদর অর্থে মন বাতুর অপ্রাপিকর্মে দ্বিতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তি হইয়া থাকে । নমঃ, বস্তি, স্বা, বাহা, অলং ও বষট্ এই সমস্ত শব্দের যোগে ও নিমিত্তার্থে চতুর্থী বিভক্তি হয় । ভূমর্থাভাববাচী শব্দের উত্তরেও চতুর্থী বিভক্তি হইয়া থাকে । সহ শব্দের যোগে, কুৎসিত অঙ্গ বৃক্কাইলে ও বিশেষণে তৃতীয়া বিভক্তি হয় । কালার্থে ও ভাবার্থে সপ্তমী বিভক্তির বিধি জানিয়ে ; কিন্তু ঐ সকল শব্দের যোগে যদী বিভক্তিও হয় । স্বামী, শ্বর, অধিপতি, সাক্ষাৎ, দানাদ, প্রসূত প্রভৃতি শব্দের যোগে যদী বিভক্তি হয় । নির্জারণ বৃক্কাইলে যদী ও সপ্তমী উভয় বিভক্তিই হয় । বেতুলক প্রয়োগে কেবল যদী বিভক্তি হইয়া থাকে । স্বরগার্থ বাতুর কর্মকারকে ও কৃ বাতুর প্রতিষত্ব অর্থে যদী বিভক্তি হয় । ১১-১৫

হিংসার্বাণাং প্রয়োগে চ কৃতি কর্মণি^১ কৰ্ত্ত্বি ।

ন কৰ্ত্ত্বকৰ্মণোঃ যতী নিষ্ঠরোঃ প্রতিপাদিতা^২ । ১৬

ত্রিবিধং প্রতিপাদিকং নাম বাতুত্বৈব চ । কুবাদিত্যন্তিতো লঃ স্তাল্লকারা নশ বৈ, স্বতাঃ^৩ । ১৭

তিগুসতি প্রথমো মধ্যঃ সিপ্-থস্-খোস্তমপুরুষঃ ।

মিপ্-বস্-মঃ পরশ্চৈ তু পদানাক্ষাণেনপদম্ । ১৮

তে আতে অতে প্রথমঃ সে আথে ক্ষে চ মধ্যমঃ ।

এ বহে মহে উত্তমঃ পুরুষো হি নিরূপ্যতে । ১৯

নামি প্রযুজ্যামানেহপি প্রথমঃ পুরুষো ভবেৎ ।

মধ্যমো যুগ্মদি প্রোক্ত উত্তমঃ পুরুষোহন্যদি । ২০

কুবাদা বাতবঃ প্রোক্তাঃ সমান্ততাত্বা ভবঃ । লড়োরিতে বর্ত্তমানে শ্রেনাতীতে চ বাতুতঃ । ২১

কুতেহনন্ততনে লট্ বা লিঙানিষি চ বাতুতঃ ।

বিখাদাভেবানুযতো লোট্ বাচ্যো ময়্যপে ভবেৎ । ২২

নিমজ্জনাধীক্সম্প্রায়ে প্রার্থনেষু তথানিষি ।

লিঙতীতে পরোক্ষে স্যাদ্ভূতে লুট্ ভবিষ্যতি । ২৩

হিংসার্ব বাতুর প্রয়োগে যতী বিভক্তি হইয়া থাকে । কদন্ত বাতুর কৰ্ত্তা ও কর্ণেও যতী বিভক্তির বিধান জানিবে । নিষ্ঠাদিপ্রত্যয়ান্ত বাতুর যোগে কৰ্ত্তা বা কর্ণে যতী হয় না । প্রতিপাদিক ত্রিবিধ : নাম ও বাতু । কুবাদিতি বাতুর উত্তর তিঙ্ বিভক্তি হয় । এই তিঙ্ বিভক্তিকে লকার বলে । লকার দশবিধ । এতোক লকারে পরশ্চৈপদ ও আক্ষাণেনপদ আছে । পরশ্চৈপদ ও আক্ষাণেনপদ উত্তরই তিন তিন পুরুষ । তিপ্-তস্ অতি ইহাদিগকে প্রথম পুরুষ ; সিপ্-থস্, থ ইহাদিগকে মধ্যম পুরুষ ; মিপ্-বস্, মস্ ইহাদিগকে উত্তমপুরুষ বলে । এই তিন পুরুষই পরশ্চৈপদের অন্তর্গত । তে, আতে, অতে ইহারা প্রথমপুরুষ, সে, আথে, ক্ষে ইহারা মধ্যমপুরুষ ; এ, বহে, মহে ইহারা উত্তমপুরুষ । ইহাদিগকে আক্ষাণেনপদ বলা যায় । নাম (যুগ্মদ্বয়দতিরিক্ত শব্দ) প্রযুজ্যমান হইলে প্রথমপুরুষ হয় । যুগ্মদ্বয় প্রযুজ্যামানে মধ্যমপুরুষ হয় । অন্যদ্বয় প্রযুজ্যামানে উত্তমপুরুষ হয় । ১৬-২০

কু প্রকৃতি কডকগুলি শব্দকে বাতু বলে । সনাদিপ্রত্যয়ান্ত শব্দও বাতুসংজ্ঞক জানিবে । বর্ত্তমান কালে বাতুর উত্তর লট্ বিভক্তি হয় । অন্যকালের যোগে অতীতকালেও লট্ বিভক্তি হইয়া থাকে । অনন্ততন অতীতে লঙের বিধান আছে । আশীর্বাদ অর্থে বাতুর উত্তর লিঙ্ বিভক্তি হইয়া থাকে । বিবি অনুমতি প্রকৃতি অর্থে লোট্ বিভক্তি হয় । নিমজ্জন, অধ্যয়ন, সংগ্রহ, প্রার্থনা ও আশীর্বাদ অর্থেও লোট্ বিভক্তি হইয়া থাকে । পরোক্ষে অতীতে লিট্ বিভক্তি হইয়া থাকে । অনন্ততন অতীতে লুট্ বিভক্তির বিধান জানিবে ।

১। প্রতিকর্মণি ।

২। প্রতিপাদিকে ।

ভবিষ্যৎপরোক্ষে লুট্, লুট্, পরোক্ষে ভবিষ্যতি ।

ধাতোর্ম্, ক্, ক্রিয়াভিপত্তৌ লিট্, প্রকীৰ্ত্তিতঃ । ২৪

কৃতদ্বিষপি বর্তন্তে ভাবে কর্ম্মনি কৰ্ত্তরি ।

ত্ণ, তব্য-মঙনীয়ঃ স্তাৎ শত্ৰুভ্যাম্ভাৎ ভাতুতঃ । ২৫

ইতি ত্রীণাক্ষরে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে ব্যাকরণানুশাসনবর্ণনং নাম নবাধিক-
দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ । ২০৯ ।

দশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

সিদ্ধোদাহরণং বক্ষ্যে সংহিতাদিপুরঃসরম্ ।

বিপ্রাণ্ডং সাগতা বীদং সূত্রমং স্তাৎ পিতৃর্ষভঃ । ১

অকারো বিপ্রভাণ্ডেবং লাক্ষণীয়া মনীয়মা । গন্ধোদকং তবদ্ধার ঋণার্ণং প্রাৰ্থমিত্যপি । ২

শীতার্ঘ্বে তবদ্ধারঃ সৈলী সৌকার ইত্যপি ।

বধাসনক পিতৃর্ধো লম্ববক্ষো নয়ে অয়েৎ । ৩

নায়কো লবণং গাবন্ত এতে ন ত ইন্দ্রবাঃ ।

দেবীগৃহং অধো অত্র অ অব্যেহি পট্, ইমৌ । ৪

সামান্ততঃ ভবিষ্যৎকালে লুট্, হয় । অল্পভবিষ্যৎ কালে লুট্, বিভক্তি হইয়া থাকে ।
ক্রিয়াভিপত্তি (ক্রিয়ার অনিষ্পত্তি) হইলে ভাতুর উত্তর লুট্, বিভক্তি হয় । কোন কোন
স্থলে লিট্, বিভক্তির বিষয়ে লোই বিভক্তি হয় । কৃৎপ্রত্যয় তিন কালেই হইয়া থাকে ।
ভাতুর উত্তর ভাবে, কর্ম্ম ও কৰ্ত্তাভে ত্ণ, তব্য মঙ, অনীয় শত্ৰু, প্রভৃতি কৃৎপ্রত্যয় হইয়া
থাকে । ২১-২৫

ঐশ্বর্যপুুরাণে পূর্বখণ্ডে ব্যাকরণানুশাসন বর্ণন নামক নবাধিক দ্বিশততম
অধ্যায় সমাপ্ত । ২০৯ ।

দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়

কুমার কহিলেন,—অতঃপর ব্যাকরণসিদ্ধ কতিপয় প্রসিদ্ধ উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে ।
(মূলের লিখিত শ্লোকে দৃষ্টিপাত করিলেই ঐ সকল উদাহরণ অক্লেশে বুঝা যায় ; সুতরাং

অসী অস্মাঃ বড়ন্তেতি তন্ন বাক্ বড়ন্তানি চ ।

ভক্তরেতস্বনাভীতি ভক্তলং ভক্ত্যুপানকম্ ॥ ৫

সুগমত্র পচমত্র ভবাংছাদয়তীতি চ ।

ভবাক্ষনংকরশ্চৈব ভবাংস্তরতি সংসৃতম্ ॥ ৬

ভবাল্লিখতি তাহেতে^১ ভবাঞ্জেতেইপ্যমীদৃশম্ ।

ভবাতীমং বৃত্তরসি বৃত্তরোষি সদাৰ্জনম্ ॥ ৭

কশ্চরেৎ কঠকারেৎ কঃ কুর্যাৎ কশ্চকলে স্থিতঃ ।

কশ্শেতে চৈব কশ্শতঃ কোহর্থঃ কো যাতি গৌরবম্ ॥ ৮

ক ইহাত্র ক এবাহর্দেবা আহচ্ ভো ব্রহ্ম । অপূৰ্ণিকুত্রকতি চ নীলপতিশ্চৈব ধূমপতিঃ ॥ ৯

অশ্রানেষ ব্রজেৎ স কাদুক্‌সাম স চ ব্রজতি ।

কুটীল্‌হারা তথা হারা সঙ্করোহন্তে ভখেদুশাঃ ॥ ১০

সমাসাঃ বট্ সমাখ্যাতাঃ সন্ধিভঃ কৰ্মধারয়ঃ ।

বিভক্তিবেন্দী প্রায়শ্চ^২ অন্নং তৎপুরুষঃ স্মৃতঃ ॥ ১১

ভৎকৃতন্ত ভদ্বৰ্শন্ত বৃকভীতিশ্চ বক্তনম্ । জ্ঞানদক্ষেণ তদ্বজ্জো বহুব্রীহিরথাব্যস্তী ।

ভাবোহিহি যথোক্তি চ ব্রহ্মো দেববিমানবাঃ ॥ ১২

ভক্তিভাঃ পাণ্ডবঃ শৈবো ব্রাহ্মণ্যক ব্রহ্মভাবয়ঃ ॥ ১৩

দেবাগ্নিসমিগত্যংত-ক্রোষ্ঠদ্বারদ্ববঃ পিতা ।

না প্রশস্তা চ বা গোমৌ^৩ বড়জস্তাশ্চ^৪ পুংস্তপি ॥ ১৪

হলন্তশ্চান্বক্ কাদুক্ তথা কব্যান্‌গ্যবিধঃ । আত্মা রাজা যুবা পত্নাঃ পুং-ব্রহ্মহনৌ নশী^৫ ।

বিবেদা উপনানডান্ মধুলিট্ কাঠভট্ তথা ॥ ১৫

বনবার্যাহিবজ্জুনি জগৎ সামাহনৌ তথা । কৰ্মসর্পির্বপুস্তেজঃ অজ্‌বলতা নপুংসকে^৬ ॥ ১৬

জায়া জরা নদী লক্ষ্মীঃ স্ত্রীঃ স্ত্রী কুর্নির্বহুরপি ।

জঃ পুনর্ভুতথা ধেনুঃ বসা মাতা চ নৌঃ স্তিরঃ ॥ ১৭

বাক্‌স্মিক্কুধঃ প্রায়ো ব্রুততিঃ কুকুভন্তথা ।

দ্যৌ-ধৃতি-প্রাহুবশ্চৈব উকিক্ সুমমসঃ স্তিরাম্ ॥ ১৮

তপস্ব্যক্রিয়াযোগা স্তীলিজাস্ত বদামি তে ।

গুরুঃ কৌলপাশ্চৈব^৭ শুচিচ্চ গ্রামণীঃ সুধীঃ ॥ ১৯

বাহুঃ কমলভুঃ কৰ্ণা সুমত্তো বহবঃ সুনৌঃ ।

সত্যা সাগ্যাস্তথা পুংসো মধুভক্ চ দীর্ঘপাৎ ॥ ২০

১। তাৎশক্রে । ২। গ্রামশ্চ । ৩। বাগমৌ বটজস্তাশ্চ ।

৪। পুংসু ব্রহ্মহনোহনী । ৫। যজ্ঞা সজ্ঞানসংসরঃ । ৬। কৌলপাশ্চৈব ।

সর্ববিশ্বোত্তরে চোত্তো তথাশ্রাভুতরাপি চ ।

উত্তরো উত্তমো নৈমন্তসমোহিথ সিমন্তথা । ২১

পূর্বপরাবরাট্টৈব দক্ষিণশ্চোত্তরাবরৌ ।

অপরশ্চোত্তরোহপোতদ্ বদন্তদ্বিক্রমসো বয়ম্ । ২২

সুশ্রবশ্চ প্রথমশ্চ চরমাজ্ঞে তথার্জকে । একঃ কতিপয়ো হৌ চ ত্বরং সর্বাদয়ন্তথা । ২৩

সর্বৈ ভিষ্ঠন্তি সর্বৈশ্চ সর্বশ্চাৎ সর্বতো গতাঃ ।

সর্বৈবাট্টৈব সর্বশ্চিন্নৈবং বিশ্বাদয়ন্তথা । ২৪

পূর্বৈ পূর্বশ্চ পূর্বশ্চাৎ পূর্বশ্চিন্ পূর্বৈ ঈরিতঃ । ২৫

দীর্ঘবিদ্যা কুহোতিশ্চ অহাতিশ্চ দধাত্যপি । দীপাতি ত্বরতিশ্চৈব পুজীয়তি বনায়তি । ২৬

জটাত্তি ত্রিযতে চৈব চিচীযতি নিবীযতি ।

সনিঃ কয়োতি ক্রীণাতি হৃণোতি দতিবর্জতি । ২৭

কার্য্যং কৃত্বা কৃত্য চ প্রভায়াঃ স্যাস্থথাপরে ।

সূর্য্যাহারৌ সূর্য্যঃ সন্তি দেববিপ্রবনাগজাঃ । ২৮

নরেশ কার্য্যং বেদৈশ্চ ক্রিয়তে দেহি ভোজনম্ ।

দ্বিজাশ্চ চ বরিষ্ঠাভ্যাং মা ভেত্তোহিথ সমাগতাঃ । ২৯

তীর্থাং তথাস্রমাত্যাক পঞ্চভ্যাঃ স্বত্বরশ্চ চ ।

জানন্তত্বেহু চেত্তোবমন্তে নেরা যথামতি । ৩০

সূক্ত উবাচ

সুপ্তিগুণং সিদ্ধরূপং নামমাজ্ঞেয় দর্শিতম্ ।

কাত্যায়নঃ কুমারীং তু জ্ঞাত্বা বিস্তরমব্রবীৎ । ৩১

ইতি ঐগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে সিদ্ধোদাহরণ-বর্ণনং নাম দশাধিক-

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ । ২১০ ।

সিদ্ধপ্রয়োজন বোধে উহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল না।) কুমার-প্রদর্শিত উদাহরণসমূহ সংক্ষেপে कहिलাম। কুমারের নিকট জ্ঞাপন করিয়া কাত্যায়ন ইহা বিস্তরক্রমে বলিয়া-
ছিলেন। ১-৩১

ঐগারুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে সিদ্ধোদাহরণ বর্ণন নামক দশাধিক দ্বিশততম

অধ্যায় সমাপ্ত । ২১০ ।

একাদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

৭১২

বাসুদেবঃ গুরুঃ নম্রা গণং লঘুঃ সরস্বতীম্ ।
মাত্রাবর্ণপ্রভেদেন ছন্দো বক্ষ্যেহলবুতরে ॥ ১
সর্কাদিমধ্যান্তগলো স্রো ভো জো ভৌ ত্রিকা গণাঃ ।
আর্য্য চতুষ্কলাপ্তসর্কমধো চতুর্গণাঃ ॥ ২
বাক্যনাভো বিসর্গান্তো দীর্ঘা যুক্তপরো গুরুঃ ।
সানুসারন্ত পাদান্তো বা ইত্যুক্তো দ্বিমাত্রকঃ ॥ ৩
যদা নাপি ক্রমং যোগে লঘুতাপি কচিৎ গুরোঃ ।
শ্লোকচার্কাদিসংজ্ঞা স্তাদ্ভতিবিচ্ছেদসংজ্ঞিকা ॥ ৪
জেরঃ পাদন্ত তুর্বাংশো বুক্ সমং বিষমত্ববুক্ ।
সমমর্দসমং যুক্তং বিষমক্ তৃতীরকম্ ॥ ৫

ইতি ঐগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে ছন্দঃশাস্ত্রে একাদশাধিক-দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১১ ॥

সূত বলিলেন,—বাসুদেব, গুরু গণপতি, লঘু ও সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া অলবুতি ব্যক্তিদ্বিগের বিশিষ্ট বোধের জন্য মাত্রা ও বর্ণভেদ অনুসারে ছন্দঃ বলিতেছি । লঘু (হ্রস্ব) বর্ণকে 'ল' এবং দীর্ঘ বর্ণকে 'দ' বলা যায় । তিনটি গুরু বর্ণকে 'স', তিনটি লঘুকে 'ন', প্রথমটি গুরু ভংপরে দুইটি লঘু হইলে তাহাকে 'ভ', আদি লঘু ও পরবর্তী দুইটি গুরু হইলে তাহাকে 'ব', মধ্যবর্ণ গুরু, দুই দ্বিগের দুইটি লঘু হইলে 'জ', মধ্যবর্ণ লঘু আর দুইদ্বিগের দুইটি গুরু হইলে তাহাকে 'র', অন্ত বর্ণ গুরু, ভংপূর্ববর্তী দুইটি লঘু হইলে 'স', আর অন্তবর্ণ লঘু ও ভংপূর্বের দুইটি বর্ণ গুরু হইলে তাহাকে 'ত' বলা হইয়া থাকে । তিন তিন বর্ণে এক একটি গণ হয় । আর্য্য চতুষ্কলা—ইহার আদি অন্ত মধ্য সর্কত্র চারিটি গণ থাকে । বাক্যনাভ, বিসর্গান্ত, অনুসারযুক্ত বা দীর্ঘ ও সংযুক্তবর্ণের পূর্ববর্ণ গুরু বলিয়া জানিবে । পাদেব অন্তে স্থিত বর্ণ বিকল্পে গুরু হয় । গুরুবর্ণ দ্বিমাত্রাসমবিত । শ্লোকের ক্ষতিমধুরতাদি নিমিত্ত কখন কখন গুরুবর্ণও লঘুরূপে ব্যবহৃত হয় । বিচ্ছেদস্থানকে যতি বলিয়া থাকে । নিরূপিত স্থানে যতি না হইলে তাহাকে যতিচ্ছেদ বলে । শ্লোকের চতুর্বাংশকে পাদ বলে । সম (২য়, ৪র্থ) পাদ বুক্, আর বিষম (১ম, তৃতীর) পাদে অবুক্ বলিয়া উক্ত হয় । বৃত্ত অর্থাৎ বাহার অক্ষরসংখ্যা নিরূপিত থাকে, সেই ছন্দ ত্রিবিধ—সমবৃত্ত, অর্ধসমবৃত্ত ও বিষমবৃত্ত । ১-৩

ঐগারুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে ছন্দঃশাস্ত্র নামক একাদশাধিক দ্বিশততম

অধ্যায় সমাপ্ত । ২১১ ।

দ্বাদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

আর্য্যালক্ষ্যং যষ্ঠং গণাঃ সদা জো বিষমে ন হি ।
যষ্ঠে জোনুলো বাপি ভবেৎ পদং যষ্ঠে দ্বিতীয়নাৎ । ১
আদিতঃ সপ্তমে হ্রস্বা দ্বিতীয়ার্দ্ধে শব্দে ততঃ ।
ত্রিগণাভিচ্ছিন্ন পথ্যা স্তাষিপুলা বহুলজ্যনাৎ । ২
গৃম্বো বিতুর্যো জো চপলা যুধপূর্বাদিচাপলা ।
দ্বিতীয়ার্দ্ধে সজখনা আর্য্যাজাতেন্দ্র লক্ষণম্ । ৩

আর্য্যাপ্রথমার্দ্ধলক্ষ্য গীতিঃ কাতেন্দ্রলক্ষ্যে । উপগীতিদ্বিতীয়ার্দ্ধলক্ষ্যগীতিব্যত্যাগভবেৎ ।

আর্য্যগীতিচ্ছান্তকুরুগীতিজাতেন্দ্র লক্ষণম্ । ৪
যট্ কলা বিষমে যদি সমেহকৌ ন নিরন্তরাঃ ।
সমা পরাশ্রিতা ন স্তাষিতালীয়ে বলৌ গুরুঃ । ৫
অন্তে যো পূর্ববদ্বিম্বোপজ্জন্মসিকং যতম্ । ৬
ভানলৌ স্তাদাপাতলিকা জেয়াথো দক্ষিণাত্তিকা ।
পরাস্রিতো দ্বিতীয়ে লঃ পাদেন্দ্র নিখিলেষপি । ৭

সূত বলিলেন,—আর্য্যার লক্ষণ এই যে, ইহাতে আটটি গণ থাকে ; বিষম পাদে ‘জ’ গণ থাকে না। আর যষ্ঠে ‘জ’ গণ বা ‘ল’ গণ থাকে না, দ্বিতীয় ‘স’ গণের পর যতি হয়। তিন গণে যদি একপাদ হয় তবে তাহাকে পথ্যা বলে। পঞ্চগণে পাদ হইলে তাহাকে বিপুলা বলা যায়। আর্য্যার প্রথমার্দ্ধের স্তার শেষার্দ্ধও হইলে তাহাকে গীতি বলা যায়। আর শেষার্দ্ধের স্তার পূর্বার্দ্ধও হইলে তাহাকে উপগীতি বলে। ইহার বিপরীত হইলে তাহাকে উদ্গীতি বলা যায়। আর্য্যা ও গীতি হ্রস্বের অন্ত বর্ণ গুরু থাকে। গীতি জাতীর এই লক্ষণ উক্ত হইল। যদি বিষম পাদে ছয়টিগণ আর সমপাদে আটটিগণ হয় এবং পূর্বার্দ্ধের স্তার পরার্দ্ধ না হয়, কিংবা য গণ, ল গণ ও একটি গুরু বর্ণ না থাকে, তবে তাহাকে বৈতালীর বলা যায়। পূর্বোক্ত হ্রস্বের অন্তে যদি জ গণ না থাকে, তবে তাহাকে উপজ্জন্মসিক বলে। ১-৬

ত গণের পর দুইটি গণ থাকিলে তাহাকে আপাতলিকা বলা যায়। সকল পাদেই দ্বিতীয় এবং অন্তগণ যদি ল হয় তবে তাহাকে দক্ষিণাত্তিকা বলে। যদি বিষমপাদ সমপাদবৎ আর সমপাদ বিষমপাদবৎ হয় এবং পঞ্চম ও চতুর্থে ত গণ হয়, তবে তাহাকে

উদীচ্যবৃদ্ধিরসমে প্রাচ্যবৃদ্ধিঃ যুগ্মকে । সপঞ্চমচতুর্থাংশে যুগ্মপংক্তৌ প্রবৃত্তকম্ ॥ ৮

উদীচ্যবৃদ্ধিসংযোগাদ্ যুগ্মপাদৈকপাদিকাঃ ।

চাক্রহাসিন্ধুগ্ৰাহ্যে বৈতালীয়াসংগ্রহঃ ॥ ৯

বক্তুর নাক্ষত্রমৌ স্মাতাং চতুর্থাৎ যগণো ভবেৎ ।

পথ্যাবজ্ঞং জেন সমে বিপরীতাদিরস্তথা ॥ ১০

অসমে নক্চ চপলা বিপুলা লঘুসপ্তমা । নিখিলে বা সৈতবস্ত্র সৌ সৌ চাক্ষেপূর্বকৌ ॥ ১১

যোড়শলোহচলধৃতির্মাত্রাসমকমুচ্যতে ॥ ১২

নবমলস্তথা গোহস্তাঃ জো নলৌ বাখানুবেদ্যথা ।

বিম্লোকঃ স্মাতচতুর্কধিগুণানবাসিকা ॥ ১৩

বাখানুবেদ্যে স্মাতাশ্চিহ্না যোড়শাশ্বিকা । সমমাত্রাসমাদিক্ষে পদাকুলকমীকৃতম্ ॥ ১৪

বৃত্তমাত্রা বিনা বর্ণৈর্ন বর্ণা চক্ৰভির্বিনা । গুরুবো লৈর্দলে নিভাং প্রমাণমিতি নিশ্চিতম্ ॥ ১৫

অষ্টাবিংশতিলা গতা প্রথমার্ধে দ্বিতীয়েকে ।

ত্রিংশদস্তাং লিখা গতা ত্রয়া তদ্ব্যতীতাবেৎ ॥ ১৬

যোড়শাননক্ৰীড়া গা দ্বাত্রিংশচ্চরবে চ লঃ ।

সপ্তবিংশতিলা গতা দলয়ো কুচিরা দ্বয়োঃ ॥ ১৭

প্রবৃত্তক বলা যায় । শেষ পাদের স্মার প্রথমার্ধ এবং দ্বিতীয় পাদের স্মার শেষার্ধ হইলে তাহাকে একপাদিকা বলে । অযুগ্মপাদের স্মার যুগ্মপাদ হইলে তাহাকে চাক্রহাসিনী বলে, বৈতালীয়ার ভেদ এই কথিত হইল । প্রথমে ন গণ ও চতুর্থ বর্ণের পর য গণ হইলে তাহাকে বক্তুর বলা যায় । সমপাদসময়ের চতুর্থ বর্ণের পর অ গণ হইলে তাহাকে পথ্যাবজ্ঞবৃত্ত বলে । বিবমপাদে ঐক্য চতুর্থবর্ণের পর ম গণ হইলে তাহাকে চপলা বলা যায় । এইরূপ সপ্তম বর্ণ লঘু হইলে তাহাকে বিপুলা বলে । ৭-১১

নবম বর্ণ লঘু ও অন্ত্যবর্ণ গুরু হইলে আর চতুর্থ বর্ণের পর অগণ কিবা ন গণ বা লঘু বর্ণ থাকিলে তাহাকে বিম্লোক বলে । এই হ্রস্ব যোড়শবর্ণাশ্বক । ইহার পঞ্চম, অষ্টম ও নবম বর্ণ লঘু হইলে তাহাকে চিহ্না বলা যায় । উহার চতুর্থ ও অষ্টম বর্ণ লঘু হইলে বমবাসিকা হ্রস্ব হয় । যাত্রাবৃত্ত সকলের প্রথমার্ধে যদি অষ্টাবিংশতি আর দ্বিতীয়ার্ধে ত্রিংশৎ লঘু বর্ণ থাকে, তবে তাহাকে লিখা বলা যায় । ঐক্য লঘুবর্ণ না হইয়া গুরুবর্ণ হইলে তাহাকে ত্রয়া বলে । প্রথমার্ধে যোড়শটি গুরুবর্ণ আর শেষার্ধে দ্বাত্রিংশৎ লঘুবর্ণ থাকিলে তাহাকে অননক্ৰীড়া বলা যায় । এইরূপ উভয়ার্ধে সপ্তবিংশতি লঘুবর্ণ থাকিলে

মাত্ৰাশুভানি চোক্তানি বর্ণবৃত্তানি বচ্মি বৈ ॥ ১৮

ইতি জীপাক্ষড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে ছন্দঃশাস্ত্রে ত্রয়োদশাধিক-দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১২ ॥

ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

জীৰুক্ষা গেন সা জেয়া অত্যাখা স্ত্রী গুরুধরম্ ।
মো নারী যো যুগী মধ্যা মগো কণ্ডা প্রতিষ্ঠয়া ॥ ১
ভো নো পংক্তিঃ সূপ্রতিষ্ঠা তনুমধ্যা তয়ো শ্বতা ।
নযাভ্যাং বালললিতা গায়ত্রীচ্ছন্দ এব হি ॥ ২
মসগৈর্মদলেখা স্তাঙ্কিক্ছন্দঃ শ্বতং বৃধৈঃ ।
ভো নো চিত্রপদা খাতা বিদ্যানালা মমো মগো ॥ ৩

তাহাকে কুচিরা বলা যায় । মাত্ৰাবৃত্তের বিবরণ এই সংক্ষেপে কহিলাম । এক্ষণে তোমাকে বর্ণবৃত্ত কহিতেছি । ১২-১৮

জীপকড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে ছন্দঃশাস্ত্র নামক ত্রয়োদশাধিক দ্বিশততম
অধ্যায় সমাপ্ত । ১১২ ।

ত্রয়োদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়

সূত কহিলেন,—একটি গ গণ হইলে তাহাকে জী এবং উক্ষা বলে । দুইটি গ গণ হইলে তাহাকে অত্যাখা বলে । ব গণ হইলে নারী, র গণ হইলে যুগী, ম ও গ হইলে কণ্ডা বৃত্ত হয় । ভ ও দুইটি গ হইলে পংক্তি এবং ত ও ব হইলে তনুমধ্যা বৃত্ত হয় । ন ও য গণ হইলে বালললিতা হয় ; ইহাকে গায়ত্রী ছন্দঃ বলে । ম স ও গ হইলে মদলেখা হয় ; ইহাকে ঊক্ষিক্ ছন্দ বলা যায় । ভ ও গ গ হইলে চিত্রপদা এবং ম ম গ গ হইলে তাহাকে বিদ্যানালা বলা যায় । শু ভ ল গ হইলে তাহাকে মানবক বলে । ম ন গ গ হইলে তাহাকে

১ । চওরসেতি প্রাকৃতপৈকলে নাম, শশিবদনেতি হস্তরত্নাকরাদৌ ।

মানবকং ভাং তলগা য়ো গো হংসকৃতং শ্বতম্ । সমানিকা রজগলা জরলা গঃ প্রমানিকা ।

আত্মামক্ৰিয়িতানং স্যাদনুষ্ঠেপ্ হৃদম্ ইবিতম্ । ৪

রনসৈঃ স্যাক্রলমুখী নৌ মঃ শিঙড়তা ভবেৎ ।

বৃহতীচ্ছন্দ ইত্যুক্তং সমো জগো বিরাজিতম্ । ৫

পণবং স্যাম্ননযৈগর্ময়ুরসারিণী ভবেৎ । রজাত্যাক রপাত্যাক কৃষ্ণবতী ভমো সগো । ৬

মত্তা মত্তসগৈবুজ্জা নরজা গো মনোরমা ।

পঙ্ক্তিচ্ছন্দঃ সমাখ্যাতং জসতা গাবুপস্থিতম্ । ৭

ভৌ ভৌ গাবিল্লবজ্জা স্যাক্রতজ্জা ওপপৃক্ষিকা । ৮

উপজাতরোহিতাদমতাঃ সুমুখী নজজা লগো ।

ভভভা গো দোধকং স্যাক্রালিনী মত্ততা সগো । ৯

অকিলোটেকশ্চ বিচ্ছেদো বাভোম্মী মত্ততা সগো ।

ঐর্ভতো ননগাঃ প্রোক্তা পঞ্চভিঃ বড়্ভিরেব চ । ১০

সগনা নৌ গো জমরবিলাসিতমুদাহৃতম্ । রখোক্ততা নৌ বলগাঃ আগতা রনতা সগো । ১১

বৃত্তা ননৌ সগো গঃ স্যারো বলৌ গঃ সমুদ্রিকা ।

রজরাগ্নৌ শেনিকা স্যাক্রসতা গো শিখণ্ডিতম্ ।

ত্রিষ্টপ্ হৃদম্ সমাখ্যাতং পিঙ্গলেন মহাশ্বনা । ১২

হংসকৃত বলা যায় । র জ গ গ হইলে সমানিকা এবং য র ল গ হইলে প্রমানিকা বলে । এতদ্বির অস্ত্র অষ্টাকর বৃত্তকে অনুষ্ঠেপ্ বলে । র ন স হইলে হৃদমুখী, ন ম ম হইলে শিঙড়তা বলে ; ইহার বৃহতীচ্ছন্দ । ১-৫

স ম গ হইলে পণব, এবং ম ন য গ হইলে ময়ুরসারিণী ছন্দঃ হয় । র জ র গ হইলে কৃষ্ণবতী, ভ ম স গ হইলে মত্তা, ম ত স গ হইলে বুদ্ধা এবং ন র জ গ হইলে মনোরমা ছন্দা হয় । এই সকল পংক্তি ছন্দঃ । জ স ত গ হইলে তাহাকে উপহিত বলা যায় । ভ ত জ গ গ হইলে তাহাকে ইল্লবজ্জা বলা যায় । জ ত জ গ গ হইলে উপেল্লবজ্জা হয় । ইহাদিগের মিলনে উপজাতি হয় । ভ ভ ভ গ গ হইলে দোধক, ম ভ ভ গ গ হইলে শালিনী এবং ম ভ ত গ গ গগ এবং চতুর্থ ও সপ্তমে যতি হইলে তাহাকে বাভোম্মী বলা যায় । ভ ভ ন ন গ হইলে তাহাকে ত্রী বলে । ইহার পঞ্চম ও একাদশে যতি থাকে । ৬-১০

ম গ ন ন গ হইলে জমরবিলসিত হয় । ন ন র ল গ হইলে রখোক্ততা এবং র ন ত গ গ হইলে আগতা হয় । ন ন স গ গ হইলে বৃত্তা ও ন ন র ল গ হইলে সমুদ্রিকা ছন্দঃ হয় । র জ র গ ল হইলে শেনিকা এবং জ স ত গ গ হইলে তাহাকে শিখণ্ডিত বলে । মহাশ্বা

রনৌ ভসৌ চন্দ্রবর্ষা বংশস্থং স্তাঙ্কভৌ জরৌ । ভভৌ জরাবিলবংশা বেদসৈস্তোটকং যুজম্ ।
নভৌ ভৌ ক্ষতবিলম্বিতং পুটশ্চ স্তান্ননৌ মমৌ ॥ ১৩

বসু-বেদৈশ্চ বিরতিযু'দিতবদনা ত্রিহম্ । ননররৈঃ সমাখ্যাতা নরনা যজ্ঞথা ভবেৎ ॥ ১৪

সা তু কুমুদবিচিত্রা জলোদ্ধিতগভী রসৈঃ ।

জসৌ জসৌ চ পাদেশু চতুরৈঃ স্রগ্বিনী মতা ॥ ১৫

ভুজঙ্গপ্রস্রাতং বৃত্তং চতুর্ভির্ধৈঃ প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।

প্রিয়ংবদা নভজ্জৈশ্চ মনিমালা ভযৌ ভযৌ ॥ ১৬

ভববৈজ্জৈশ্চ সরিত্রা ললিতা স্তাৎ ভভৌ জরৌ ।

প্রমিতাকরা সজসসৈরুজ্জলা তু ননৌ ভরৌ ॥ ১৭

যযৌ যযৌ বৈশ্বদেবী পঞ্চাঐশ্চ যতির্ভবেৎ ।

যভৌ সমৌ জলধরমালাক্যৈর্ভ্যতির্ভবেৎ ॥ ১৮

নৌ ভভৌ গঃ ক্ষমাবৃত্তং তুরগৈশ্চ রসৈর্মতিঃ ।

প্রহর্ষিনী মনৌ জ্জরৌ গা বহির্ভির্দশভির্মতিঃ ॥ ১৯

জভৌ সজৌ গো রুচিরা চতুর্ভিষ্ঠ গ্রহৈর্মতিঃ । যজ্ঞময়ূরং যজ্ঞমাঃ সগৌ বেদগ্রহৈর্মতিঃ ॥ ২০

যজ্ঞভাষিনী সজ্জা জ্জগৌ সুনন্দিনী সজ্জা মগৌ ।

ননৌ ভভৌ চল্লিকা গঃ সপ্তভিষ্ঠ রসৈর্মতিঃ ॥ ২১

অসম্বাধা যতনসা গগৌ বাণগ্রহৈর্মতিঃ । ননরাঃ সো লঘুশুক্লরৈঃ প্রোক্তাপরাজিতা ॥ ২২

শিঙ্গল এই প্রকার ত্রিষ্টুপ্ হ্রস্বঃ কীৰ্ত্তন করিয়াছেন । র ন ভ স হইলে চন্দ্রবর্ষা, জ ভ জ র হইলে বংশস্থ, ভ ভ জ র হইলে ইন্দ্রবংশা এবং চারিটি স হইলে স্তোটক হয় । ন ভ ভ র হইলে ক্ষতবিলম্বিত, ন ন ম য হইলে পুট এবং ইহারই অষ্টম ও চতুর্থে যতি হইলে যুদিতবদনা বলা যায় । ন ন র র হইলে কুমুদবিচিত্রা এবং ন ব ন য হইলে তাহাকে জলোদ্ধিতগভী বলে ; ইহার ষষ্ঠস্থানে যতি হয় । জ স জ স হইলে স্রগ্বিনী বলে । ১১-১৫

চারিটি য হইলে ভুজঙ্গপ্রস্রাত হয় । ন ভ য র হইলে প্রিয়ংবদা, ভ য ভ জ হইলে মনিমালা এবং ভ ভ জ র হইলে সরিত্রা হ্রস্ব হয় । ইহার ষষ্ঠবর্ণে যতি থাকে । স জ স স হইলে প্রমিতাকরা এবং ন ন ভ র হইলে উজ্জলা হয় । ম য য য হইলে বৈশ্বদেবী হ্রস্বঃ হয় । ইহার পঞ্চম ও সপ্তম বর্ণে যতি থাকে । য ভ স য হইলে জলধরমালা হয় ; ইহার সপ্তম ও অষ্টম বর্ণে যতি থাকে । ন ন ভ ত গ হইলে ক্ষমাবৃত্ত হয় ; ইহার সপ্তম ও ষষ্ঠবর্ণে যতি থাকে । জ ভ স জ গ হইলে তাহাকে রুচিরা বলে ; ইহার চতুর্থে ও নবমে যতি হইয়া থাকে । য ভ য স গ এবং চতুর্থ ও নবমে যতি হইলে যজ্ঞময়ূর হ্রস্ব হয় । ১৬-২০

স জ স জ গ হইলে যজ্ঞভাষিনী এবং স জ স ম গ হইলে সুনন্দিনী হয় । ন ন ভ ত গ এবং সপ্তম ও তৎপরবর্তী ষষ্ঠে যতি হইলে চল্লিকা হ্রস্ব হয় । য ত ন স গ গ হইলে তাহাকে

ননৌ ভনৌ প্রহরণকলিকৈয়ং লগৌ ভথা ।

বসন্তভিলকং সিংহোন্নতা ভক্তা জগৌ গুরুঃ । ২৩

ভজৌ সনৌ পগাবিন্দুবদনাথ সুকেশরম্ । নরনা বনগাঃ পাদে শর্করী প্রতিপাদিতা । ২৪

চতুর্দশলবুঃ স্তাচ্চ শ্রেষ্ঠা শনিকলা সগা । বসন্তহবতিঃ স্তব্ধ সা বসুশৈলবতিস্তথা । ২৫

স্তান্নপিত্তপনিকরো মালিনী ননমায়বৌ । বসুহবতিঃ স্তাচ্চ নজৌ ভক্তাঃ প্রভঙ্গকম্ । ২৬

এলা সজৌ ননৌ যঃ স্যচ্চিৎসলেখা বরাট্টকৈঃ ।

মরৌ মরৌ যচ্চ ভবেচ্ছৈয়মভিশর্করী । ২৭

বরাৎ যৎ বৃষভগজজ্জ্বলিতং জননা লগৌ । নমস্তজ্জ্বা বাণিনী গঃ পিত্তলেনাতিরীষিতা । ২৮

বসন্তকৈঃ শিখরিণী যমৌ মসভলা গুরুঃ ।

বসুহবতিঃ পৃথী জসৌ জসযলা গুরুঃ । ২৯

দশদ্বৈতৈর্বংশপত্রপতিভ্যং জৌ ননভা লগৌ । বক্তৃবেদ্যটৈশ্চ হরিণী মসমা বসলা গুরুঃ । ৩০

মন্দাক্রান্তাভিবক্তৃনৈর্মমভনাত্তগা গুরুঃ । নর্কটকং নজভা জগৌ পৌ যতিরেব চ । ৩১

সপ্তদ্বৈতৈঃ কোকিলকমত্যটিঃ স্তাচ্চ পূর্ববৎ ।

ভূতত্বৈঃ কুমুমিত্তলতা মৃতৌ কৌ যমৌ ধৃতিঃ । ৩২

বসন্তৈশ্চর্যমৌ নসৌ রৌ মেঘবিন্দুজ্বিতা বরৌ ।

শার্ঙ্গুলবিক্রীড়িতং যঃ সূর্য্যটৈঃ সজ্জসজ্জাতগৌ । ৩৩

অসম্বাদা বলা যারঃ ইহার পঞ্চম ও নবমে যতি হয়। ন ন ব ল গ হইলে তাহাকে অপরাধিতা বলে। ন ন ভ ন ল গ হইলে তাহাকে প্রহরণকলিকা বলে। ভ ভ জ জ গ গ হইলে তাহাকে বসন্তভিলক বা সিংহোন্নতা বলা যায়। ভ জ স ন গ গ হইলে ইন্দুবদনা এবং স র ন ব ল গ হইলে তাহাকে সুকেশক বলে। এই শর্করী হস্তঃ কথিত হইল। ২৩-২৫

ন ন ম ম য য এবং অষ্টম ও পঞ্চদশে যতি হইলে মালিনী হস্ত হয়। ম জ ভ জ র এবং অষ্টমে যতি হইলে তাহাকে প্রভঙ্গক বলে। স জ ন ন য হইলে এলা এবং ম র ম য য হইলে তাহাকে চিত্রলেখা বলা যায়, এই অতিশর্করী হস্ত উক্ত হইল। ভ র ন স ন গ হইলে বৃষগজজ্জ্বলিত হস্ত হয়। ন জ ভ জ র গ হইলে বাণিনী হস্তঃ হয়। য ম ন স ভ ল গ এবং ষষ্ঠ ও একাদশে যতি হইলে শিখরিণী হয়। অষ্টমে যতিযুক্ত জ স জ স য ল গ হইলে পৃথী হস্তঃ হয়। ভ র স ন ভ ল গ ও দশমে যতি হইলে বংশপত্রপতিত হস্ত হয়। ষষ্ঠ ও দশমে যতিযুক্ত ন স ম র স ল গ হইলে তাহাকে হরিণী বলা যায়। ২৬-৩০

ম ভ ন ভ ভ গ গ এবং চতুর্থ ও দশমে যতি হইলে তাহাকে মন্দাক্রান্তা বলে। ম জ ভ জ ল গ হইলে তাহাকে নর্কটক বলা যায়। এই অষ্টাতি কথিত হইল। ম ভ ম য য য এবং পঞ্চম ও একাদশে যতি হইলে তাহাকে কুমুমিত্তলতা হস্ত বলে। এই ধৃতি হস্তঃ কথিত হইল। য ম ন স র র গ এবং ষষ্ঠ ও দ্বাদশে যতি হইলে মেঘবিন্দুজ্বিত হস্ত হয়।

হ্রস্বো অতিশ্রুতিঃ প্রোক্তমত উক্তং কৃতির্ভবেৎ । সপ্তাশ্রুতঃ সুবদনা স্রো ভনৌ যন্তলা ওক্তঃ । ৩৪

বৃত্তং রজো রজো পাদে রজো গো লঃ কৃতির্ভবেৎ ।

ত্রিসপ্তকৈঃ স্রগ্বরা স্রাৎ প্রকৃতিশ্রুতেনৈবৈঃ । ৩৫

দ্বিগৈর্ভবকং জো নৌ নরনা গো যথাকৃতিঃ ।

নজো ভল্লাল্ললিতং ভলৌ ভল্ললগা ভবেৎ । ৩৬

মতাক্রীড়শ্রুতবাণদশকৈর্মৌ ভনৌ ননৌ । নলৌ ওক্তশ্চ বিকৃতিশ্রুতঃ সঙ্কৃতিরুচ্যতে । ৩৭

পক্ষাশ্রুতৈর্ভবৌ ভরী নমভা ভনয়া গণাঃ । ক্রৌঞ্চপদা বাণদশবসুতৈর্ভবৌ সমৌ । ৩৮

নৌ নৌ গোহতিকৃতিঃ প্রোক্তা হ্রস্বো হ্রস্বকৃতিরুচ্যতে ।

বরীশাটৈর্মমতনৈঃ স্রাভুজ্জবিজ্জিতম্ । ৩৯

ননরসৈর্মমতৈশ্চ অপবাহায়াং যতিঃ । ওঠৈঃ যজ্জী স্রৈসর্বাটৈর্মৌ নাঃ যট্টে সপ্তা গণাঃ । ৪০

চতুস্তিপ্রপাতোহসৌ দণ্ডকো নৌ ভবৌ গণাঃ ।

বেফব্রহ্মান্তকাদন্ত ব্যালজীমূতকাদয়ঃ । ৪১

ইতি ঈগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে সমবৃত্তকখনং নাম ত্রয়োদশাধিক-
শ্লোকভাষ্যায়ঃ । ২১০ ।

ম স জ স ত ত গ এবং ণাদশে যতি হইলে শার্দূলবিক্রীড়িত হইল হয় । এই অতিশ্রুতি হ্রস্বঃ কথিত হইল । অতঃপর কৃতি হ্রস্বঃ কহিতেছি । ম র ভ ন য ত ল গ এবং সপ্তম ও চতুর্দশে যতি হইলে তাহাকে সুবদনা বলা যায় । র জ র জ র জ গ ল হইলে কৃতি হ্রস্ব হয় । প্রকৃতিহ্রস্ব কথিত হইতেছে । ম র ভ ন য য য এবং সপ্তম ও চতুর্দশে যতি হইলে তাহাকে স্রগ্বরা হ্রস্ব কহে । ৩১-৩৫

ভ র ন র ন র ন গ এবং দশম বর্ণে যতি হইলে তাহাকে ভল্লক বলে । ন জ ত জ ত জ ভ ল গ হইলে অল্ললিত হ্রস্বঃ হয় । য য ত ন ন ন ল ল গ এবং অষ্টম ও ত্রয়োদশে যতি হইলে মতাক্রীড় হ্রস্ব হয় । এক্ষণে সঙ্কৃতি হ্রস্বঃ বলা যাইতেছে । ম ত ন ভ স ত স য এবং পঞ্চম ও ষাটশে যতি হইলে ভরী হ্রস্ব হয় । ভ ম স ত ন ন ন ল গ এবং পঞ্চম, দশম ও অষ্টাদশে যতি হইতে তাহাকে ক্রৌঞ্চপদা বলা যায় । এই অতিকৃতি হ্রস্বঃ কথিত হইল । এক্ষণে উৎকৃতি হ্রস্বঃ কথিত হইতেছে । য য ত ম ন ন র স ল গ এবং ষট্ট, ষাটশ ও অষ্টাদশে যতি হইলে তাহাকে ভুজ্জ-বিজ্জিত বলা যায় । হ্রস্বটি ম, হ্রস্বটি ন এবং হ্রস্বটি গ হইলে তাহাকে চতুস্তি বলা হইয়া থাকে । এতদ্বিত্ত ব্যাল জীমূত প্রকৃতি আরও নানা প্রকার দণ্ডক হ্রস্ব আছে । ৩৬-৪১

ঈগারুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে সমবৃত্তকখনং নামক ত্রয়োদশাধিক
শ্লোকভাষ্যায়ঃ সমাপ্ত । ২১০ ।

চতুর্দশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

সসসলগান্ধ বিষমে পাদে যদ্যপচিত্রকম্ । সমে ভৌ ভগগাঃ স্মৃষ্ট ক্রতমধ্য্য ভভৌ ভগৌ । ১

গঃ পদে বিষমেহস্ত্র নভৌ ভৌ চ গগৌ শ্বভৌ ।

বিষমে বেগবভৌ সা গঃ সমে ভৌ ভৌ গগৌ গগাঃ । ২

পাদেহসমে ভভৌ রো গঃ সমে যদৌ ভগৌ ভ্রুঃ ।

ভবেহস্ত্রবিরাটু কেতুমভৌ তু বিষমে সভৌ । ৩

সগৌ সমে ভৌ নগগা আখ্যানকী ত্বথাসমে ।

ভৌ ভৌ গগৌ সমে পাদে ভভভা ভ্রুককম্ । ৪

বিপরীতাখ্যানকং স্তাধিবমে ভভভৌ গগৌ ।

ভভৌ ভগৌ সমে গঃ স্তাৎ পিজলেন হ্যদ্যভভম্ । ৫

পাদেহধ বিষমে চৈব পুষ্টিভায়া ননৌ রযৌ ।

সমে নভৌ ভরৌ গন্ত বৈভালীহ্মৎ বদন্তি হি । ৬

বৃত্তকানপরবক্তাখ্যায়োপলক্ষনসিকং পরম্ । বাহ্যভৌ বক্তরা যঃ স্তাৎপুণ্ড্রে ভরভা রগৌ । ৭

ইতি ঐগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বধত্তে অর্জুনমবৃত্তকথনং নাম

চতুর্দশাধিক-দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ । ২১৪ ।

সূত কহিলেন,—যদি বিষম পাদে স স স ল গ এবং সমপাদে ভ ভ ভ গ হইলে তাহাকে ক্রতমধ্য্য বলা যায় । ভ ভ ভ গ গ সম পাদে এবং বিষমপাদে ন ভ ভ য হইলে তাহাকে বেগবভৌ বলে । বিষমপাদে ভ ভ ভ র গ এবং সমপাদে য স ভ গ গ হইলে তাহাকে ভ্রবিরাটু বলা যায় । বিষমপাদে স ভ স গ এবং সম পাদে ভ র ন ন গ হইলে তাহাকে কেতুমভৌ বলা যায় । বিষমপাদে ভ ভ ভ গ গ এবং সমপাদে ভ ভ ভ গ গ হইলে তাহাকে আখ্যানকী বলা যায় । বিষম পাদে ভ ভ ভ ভ গ গ এবং সমপাদে ভ ভ ভ গ গ হইলে তাহার নাম বিপরীতাখ্যানক । পিজলহ্মনি ইহা বলিয়াছেন । বিষমপাদে ন ল র য এবং সমপাদে ন ভ ভ র গ হইলে তাহাকে পুষ্টিভায়া বলে । বৈভালীহ্মনকেই অপরবক্তা এবং উপলক্ষনসিক বলিয়া থাকে । বিষমপাদে র ভ র এবং সমপাদে ভ র ভ র গ হইলে তাহাকে বাহ্যভৌ বলা যায় । ১-৭

ঐগারুড়পুরাণে পূর্বধত্তে অর্জুনমবৃত্তকথনং নাম চতুর্দশাধিক

দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২১৪ ।

পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

প্রথমোহষ্টাকরৈঃ পাদো দ্বিতীয়ে বাদনা করৈঃ । তৃতীয়ঃ বোদ্ধশাধৈশ্চঃ বিংশদৈশ্চতুর্থকঃ ।
সাম্যাকলক্ষণং পদচতুর্ভুক্তিবেদনং হি ॥ ১

আপীড়ঃ সর্বলঃ প্রোক্তঃ পূর্বপাদান্তগতঃ ॥ ২
দ্বিতীয়েহষ্টাকরৈঃ পাদে কলিকা প্রথমোহষ্টকে ।
সবলী স্তাৎ তৃতীয়েহথ পূর্ববচোষ্টকা করে ।
প্রোক্তা চামৃতধারেরং চতুর্ভুক্তিকরে সতি ॥ ৩
ইতি পদচতুর্ভুক্তিপ্রকরণম্ ।

সজৌ সলৌ চ প্রথমে নসজা গো দ্বিতীরকে ।
তৃতীয়ে জনতা গন্ত চতুর্থে সজসা জগৌ ॥ ৪
পূর্ববৎ স্তাৎ সৌরভকং তৃতীয়েহজ্যৌ রনৌ ভগৌ ।
ললিতকোদ্ধিতাবৎ স্তাৎ তৃতীয়েহজ্যৌ ননৌ সসৌ ॥ ৫

ইত্যঙ্গরতাপ্রকরণম্ ।

উপস্থিতগ্রন্থপিভং প্রথমোহজ্যৌ মসৌ জভৌ । গো দ্বিতীয়ে সনজরা পতৃতীয়ে ননৌ চ সঃ ।
সৌ সজা বচতুর্থে স্তাৎসেবপাদান্ত পূর্ববৎ ॥ ৬
তৃতীয়েহজ্যৌ বিংশদৈশ্চ বৃত্তং স্তারৌ সনৌ নসৌ ॥ ৭

সূত কহিলেন,—প্রথমপাদে অষ্টাকর, দ্বিতীয়পাদে বাদনা কর, তৃতীয়ে বোদ্ধশাধৈঃ এবং চতুর্থপাদে বিংশদৈশ্চ হইবে । বিবসবৃত্তহনঃ সম্বন্ধে ইহাই নিয়ম । এই ছন্দের প্রথম পাদে যদি সমস্ত বর্ণ লঘু এবং অন্ত দুইটি বর্ণ গুরু হয়, তবে তাহাকে আপীড় হনঃ বলে । এইরূপ দ্বিতীয় পাদে যদি অষ্টাকর হয় তবে তাহাকে কলিকা হনঃ বলে । ঐ পূর্বোক্ত হনঃই যদি তৃতীয় পাদে অষ্টাকর হয়, তবে তাহাকে সবলী বলে । যদি উহার চারি পাদেই অষ্টাকর থাকে তবে তাহাকে অমৃতধারা বলা যায় । প্রথমপাদে স জ স ল, দ্বিতীয় পাদে ন স জ গ, তৃতীয় পাদে ভ ন ভ গ এবং চতুর্থপাদে স জ স জ গ থাকিলে তাহাকে উদ্গতা হনঃ বলে । উক্ত ছন্দের তৃতীয় পাদে র ন ভ গ থাকিলে তাহাকে সৌরভক বলা যায় । ১-৫

যদি তৃতীয় পাদে ন ন স স থাকে, তবে তাহাকে ললিত বলে । প্রথম পাদে ম স জ ভ, দ্বিতীয় পাদে গ গ স ন জ র, তৃতীয়ে গ ন ন স এবং চতুর্থে ন ন ন জ হইলে তাহাকে

অর্থঃ তত্কাঃ পাদে তৃতীয়েহগচ্চ পূৰ্ব্ববৎ ।

পূৰ্ব্ববৎ প্রথমং শেষে তত্কাঃ তত্কাং বরাট্ ভবেৎ ॥ ৮

ইত্যাশ্রিতপ্রচুপিতপ্রকরণম্ ।

বিষয়াকরণাদি বা পক্ষপট্ কাদি বাবকম্ ।

হনোহজ নোক্তা যাত্যেতি দশবর্গাদিবস্তবেৎ ॥ ৯

ইতি ঐগারুড়ে মহাপুরাণে পূৰ্ব্ববত্তে বিষয়বৃন্তকথনং নাম পঞ্চদশাধিক-
ত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১৫ ॥

ষোড়শাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ

মূত উবাচ

প্রস্তার আশ্রিতোহধ্যায়ঃ পয়তুলোহথ পূৰ্ব্বমঃ ।

মুঠেদধ্যায়ঃ সমেহেহে লঃ সমেহেহে বিষয়ে গুরুঃ ॥ ১

প্রতিলোমগুণং লাগুং বিকৃদ্ধিক একমুৎ ॥ ২

উপস্থিত প্রচুপিত বলা যায় । অত্যাশ্রিত সকল পূৰ্ব্ববৎ এবং তৃতীয় পাদে ন ন স ন ন স
হইলে তাহাকে আর্হিত বৃন্ত বলা যায় । যদি তৃতীয় পাদে ত ত ক র থাকে, তবে তাহাকে
তত্কাং বরাট্ হন্য বলিয়া জানিবে । বিষয়াকর, বিষয়পাদ, পক্ষপাদ, বট্-পাদ প্রভৃতি যে
সকল হন্য আছে, তাহাদিগের সাধারণ নাম পাখা । সেই সকল হন্য নানাবিধ হইয়া
থাকে ; বাহ্যল্যবোধে সে সকলের উল্লেখ করা গেল না । ৬-৯

ঐগরুড়পুরাণে পূৰ্ব্ববত্তে বিষয়বৃন্ত কথনং নামক পঞ্চদশাধিক ত্রিশততম

অধ্যায়ঃ সমাপ্ত ॥ ২১৫ ॥

ষোড়শাধিক ত্রিশততম অধ্যায়

মূত কহিলেন,—অনন্তর সর্কোক্তম প্রস্তারহন্য বলিতেছি । ইহাতে হ্রস্ব-দীর্ঘ-সংখ্যা
এবং বর্ণসংখ্যা উত্তরবিধ সংখ্যাই থাকে । পূৰ্ব্বার্কেই তার পরার্কে হয় । প্রথম গুরু হইলে
পরে লঘু থাকে, প্রথমে লঘু হইলে পরে গুরু থাকে, ইত্যাদি নানাবিধ ভেদ আছে ; তুলতঃ

সংখ্যা-বিবর্ধে রূপে তু মূৰং মূৰ্ত্ত বিদীৰিতম্ ।

নাবর্ধে তদুত্তমিতং বিবর্ধনং তদন্ততঃ ॥ ৩

পরে পূর্ণং পরে পূর্ণং যেরুঃ প্রত্যরতো ভবেৎ ॥ ৪

লগসংখ্যা বৃদ্ধসংখ্যা চাদ্যাক্ষয়যোজিতঃ ।

সংখ্যায় বিবর্ধনৈকোনা জ্ঞানঃসারোহয়মীরিতঃ ৫

ইতি শ্রীগুরুকে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে ছন্দঃপ্রকরণং নাম যোক্তাধিক-
দ্বিশততমোহ্যায়ঃ ॥ ২১৬ ॥

সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোহ্যায়ঃ

মৃত উবাচ

হবেঃ স্রষ্টাব্রবীদ্ ভক্সা যথা ব্যাসায় শৌনক । ব্রাহ্মণাদিসম্বাচারং সর্বদং তে তথা ববে ॥ ১

অতিশ্রুতী তু বিজ্ঞায় শ্রোতং কৰ্ম সমাচরেৎ ।

শ্রোতং কৰ্ম ন চেচ্ছন্তং তদা স্মার্ত্তং সমাচরেৎ ।

ভজাপাশস্তঃ করণে সমাচারং চরেদুযঃ ॥ ২

যদি মাত্রা ইত্যাদি নিদিষ্ট পরিমাণ থাকে, কৃত্যপি তাহার বাস্তব হয় না । প্রতিপাদে
যতগুলি মাত্রা বা বর্ণের পরিমাণ আছে, তাহার বাস্তব হয় না হইলেই এই প্রস্তাব হ্রস্ব হইয়া
থাকে । ইহা ছন্দঃসমূহের সারস্বরূপ । ১-৫

শ্রীগুরুকপুরাণে পূর্বখণ্ডে ছন্দঃপ্রকরণ নামক যোক্তাধিক দ্বিশততম

অধ্যায় সমাপ্ত । ২১৬ ।

সপ্তদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়

মৃত বলিলেন,—হে শৌনক ! ব্রহ্মা হরির বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যাসের নিকট ব্রাহ্মণাদি
সর্বের আচার বেরূপ কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি সেই সমস্ত তোমার নিকট বলিতেছি ।
অতি ও শ্রুতি শাস্ত্র সমাক্রান্ত হইয়া অতিবিহিত ক্রিয়া করিবে । যে যে সময়ে অত্যাশ
কার্য্য উক্ত নাই, সেই সেই সময়ে স্মার্ত্ত কৰ্ম্ম আচরণ করিবে । যদি স্মার্ত্ত কৰ্ম্মে অন্তত হত;

কৃতিশ্রুতীহ বিপ্রাণাং লোচনে ধর্মদর্শনে ।

কাণঃ শ্রীধেক্ষা হীনো বাভ্যামহুঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ । ৩

কৃত্যুক্তঃ পরমো ধর্মঃ শ্রুতিশাস্ত্রগতোহপরঃ ।

শিষ্টাচারশ্চ শিষ্টানাং ত্রয়ো ধর্ম্মাঃ সনাতনঃ । ৪

সত্যং দানং দয়ালোভো বিদ্যেজ্ঞা পূজনং দমঃ ।

অষ্টৌ ভানি পবিত্রানি শিষ্টাচারস্ত লক্ষণম্ । ৫

ভেজোময়ানি পূর্বেবাং শরীরাদিত্রিগাণি চ । ন চ লিপ্যতি পাপেন পদ্মপত্রমিবাত্মনা । ৬

নিবাসমুখ্য্য ধর্ম্মানাং ধর্ম্মাচারঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ । সত্যং যজ্ঞস্তপো দানমেতদধর্ম্মস্ত লক্ষণম্ । ৭

অদন্তস্তানুপাদানং দানমধ্যয়নং তপঃ । অহিংসা সত্যমক্রোধ ইজ্ঞা ধর্ম্মস্ত লক্ষণম্ । ৮

বিদ্যা বিত্তং তপঃ শৌর্য্যং কুলে জন্ম তরোণিতা ।

সংসারোচ্ছিত্তিহেতুশ্চ ধর্ম্মাদেব প্রবর্ত্ততে । ৯

ধর্ম্মাং সুখক জ্ঞানক জ্ঞানাত্মোকহবিগম্যতে । ইজ্ঞাধ্যয়নদানানি যথাশাস্ত্রং সনাতনঃ ।

ব্রহ্মকত্রিরবৈশ্বানারং সামান্তো ধর্ম্ম উচ্যতে । ১০

যাজ্ঞনাম্যয়নে তত্তে বিত্তত্বাচ্চ প্রতিগ্রহঃ । বৃত্তিত্রয়মিদং প্রাহশ্রুতয়ো জ্যেষ্ঠবর্ষিনঃ । ১১

শস্ত্রেনাশ্রীযনং রাজ্ঞো ভূতানাকান্তিরকলম্ ।

পাতপালাং কৃষিঃ পণ্যং বৈশ্বস্ত্যাজীবনং শ্রুতম্ । ১২

তখন সবাচার করিবে । কৃতি শ্রুতি এই দুইটিই আশ্রয়নিগের লোচনরূপ । আশ্রয়গণ উক্ত লোচন দ্বারা কর্ম্মদর্শন করিয়া থাকেন । কৃত্যুক্ত ধর্ম্মই প্রবান ধর্ম্ম বলিয়া পণ্য ; শ্রুতিশাস্ত্রোক্ত কর্ম্মও পরম ধর্ম্ম । ইহার একটি না থাকিলে সে ব্যক্তি কাণ, আর দুইটিই যদি না থাকে তবে সে অন্ধ বলিয়া কীর্ত্তিত হয় । শিষ্টাচারও উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম । এই ত্রিবিধ ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম । সত্য, দান, দয়া, অলোভ, বিদ্যা, যজ্ঞ, পূজা ও দম এই আটটি পবিত্র শিষ্টাচার । এই সমস্ত শিষ্টাচার যথাবিধি আচরণ করিবে । ১-৫

পূর্ব্বতন বোধিগণের শরীর ও ইন্দ্রিয় ভেজোময় । পদ্মপত্রে যেমন জল সংলগ্ন হয় না, সেইরূপ তাঁহাদিগের শরীরে পাপ লিপ্ত হইতে পারে না । নিবাসাদি কতিপয় ধর্ম্মাচার কীর্ত্তিত আছে । সত্য, যজ্ঞ, তপস্যা ও দান এই সকলই ধর্ম্মের লক্ষণ । অদন্ত সর্ব্বোচ্চ অনুপাদান, দান, অধ্যয়ন, তপস্যা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, যজ্ঞ, এই সমূহের ধর্ম্মের লক্ষণ । বিদ্যা, বিত্ত, তপঃপ্রভাব, সংকূলে জন্ম, অরোগ, সংসারবন্ধনের উচ্ছেদ হেতু ধর্ম্ম হইতে প্রবৃত্ত হয় । ধর্ম্ম হইতে সুখ ও জ্ঞান উৎপন্ন হয়, আর জ্ঞান হইতে যোকলাভ হইয়া থাকে । যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত এই সমস্তই সনাতন ধর্ম্ম । উক্ত যজ্ঞাদি আশ্রয়, কত্রির ও বৈশ্বদিগের সাধারণ ধর্ম্ম । ৬-১০

যাজ্ঞন, অধ্যয়ন, সংপ্রতিগ্রহ শ্রুতিগণ এই বৃত্তিত্রয়কে জ্যেষ্ঠবর্ষের (আশ্রয়ের) ধর্ম্ম বলিয়া

শুভকৃত্ত্বিকত্বাৎ বিজ্ঞানাসম্পূর্ণত্বঃ । তুরো বাসোহগ্নিতত্ত্বাৎ স্বাধ্যায়ো ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ১৩

ত্রিস্রাতা স্রাপিতা ভৈক্ষ্যং তুরো প্রাণাভিকৌ হিতিঃ ।

সমেখলো জটী দণ্ডী মৃত্তী বা গুরুসংশয়ঃ ॥ ১৪

অগ্নিহোত্রোপচরণং জীবনক স্বকর্ম্যভিঃ । বর্ষদ্বৈতক কল্লভ পর্ববর্জং রতিক্রিয়া ॥ ১৫

দেবপিতৃভিত্তিভিঃ পূজা দ্বিধনুকল্পনম্ । অতিশুভার্থসংস্থানং বর্ষোহয়ং গৃহমেধিনঃ ॥ ১৬

জয়িত্বমগ্নিহোতৃত্বং ভূশয্যাজিনধারণম্ । বনে বাসঃ পশ্চোমূলনীবারফলবৃদ্ধিতা ॥ ১৭

প্রতিষিদ্ধাগ্নিবৃদ্ধিঞ্চ ত্রিস্রাত্যনং ব্রতধারণিতা । দেবভাতিভিপূজা চ বর্ষোহয়ং বনবাসিনঃ ॥ ১৮

সর্বকর্মপরিভ্যাগো ভৈক্ষ্যশ্চ বৃক্ষমূলজা । নিম্পরিগ্রহতোম্রোহঃ সমতা সর্বজন্তু ॥ ১৯

প্রিয়প্রিয়পরিষঙ্গে সুখদঃখবিকারিতা* । সবাছাত্তান্তরং শৌচং বাগ্‌যমো ধ্যানচাচারিতা ॥ ২০

সর্বকল্মষসমাহারো ধারণা ধ্যাননিভাতা । ভাবসংভাবিত্তেয পরিভাঙ্কবর্ষ উচ্যতে ॥ ২১

অহিংসা সূত্বতা বাণী সত্যশৌচে কমা দয়া ।

বর্ষিনাং লিঙ্গিনাকৈব সামাশ্রো বর্ষ উচ্যতে ॥ ২২

বখোক্তকারিণঃ সর্বৈ প্রযান্তি পরমাং গতিম্ ।

আ বোধ্যং স্বপনং যাবদ্ গৃহস্থবর্ষ বচ্যমি তে ॥ ২৩

নির্দেশ করেন। শস্ত্রধারণা প্রাণিবর্গের রক্ষাই কত্রিয়দিগের বৃত্তি। পশুপালন, কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্য এই সমস্ত বৈশ্যদিগের কর্তব্য কার্য্য। ব্রাহ্মণাদিরা উক্তরূপ স্ব স্ব কর্তব্য কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে। দ্বিজতত্ত্বাৎ শূদ্রের বর্ষ*। ব্রাহ্মণগণ ক্রমশঃ গুরুকূলে বাস, অগ্নিহোত্রাৎ ও স্বাধ্যায় এই সমস্ত কার্য্য করিবে; ব্রহ্মচর্যাৎবলহনও ব্রাহ্মণের বর্ষ বলিয়া জানা যায়। ত্রিস্রাত্য স্রান, ভিক্ষাচরণ, আত্মজীবন গুরুকূলে বাস, মেখলা, জটী ও দ্বিধধারণ, মৃত্তন, গুরুসেবা, অগ্নিহোত্রাচরণ, যৌর বৃদ্ধিগারা জীবিকানির্ব্বাহ, পর্ব্বাতিবিস্তৃকালে বর্ষগত্বোত্তে রতি, দেবতা পিতৃ ও অতিথির অর্চনা, অতিশুভিবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান, এই সমস্ত গৃহস্থদিগের বর্ষ। ১১-১৬

জয়, অগ্নিহোত্রাচরণ, ভূশয্যা, অজিনধারণ, বনে বাস, বৃদ্ধ, ফল, মূল নীবারাদি ভক্ষণ, নিষিদ্ধাচরণে নিবৃত্তি, ত্রিস্রাত্য স্রান, ব্রতধারণ, দেবতা ও অতিথি পূজা, এই সকল বনবাদীদিগের বর্ষ। সর্বকর্ম্য পরিভ্যাগ, ভিক্ষাভোজন, বৃক্ষমূলে বাস, নিম্পরিগ্রহতা, অম্রোহ, সর্বজন্তুতে সমজ্ঞান, প্রিয় ও অপ্রিয় সমাগমে সুখদঃখের তুল্যতা, বাছাত্তান্তর শৌচ, বাগ্‌যসংযম, ধ্যানাচরণ, সর্বকল্মষ নিগ্রহ, ধারণা-ধ্যানে তৎপরতা ও ভাবভক্তি এই সমুদয় পরিভাঙ্কদিগের বর্ষ বলিয়া কথিত হয়। ১৭-২১

অহিংসা, সূত্ববাক্য, সত্য, শৌচ, কমা, দয়া, এই সমস্ত ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদিগের সামান্ত বর্ষ বলা যায়। যে যে বর্ণের যেরূপ বর্ষ কথিত হইল, তাহারা সেই সেই রূপে

১। জটীক-। ২। ভৈক্ষ্যং। ৩। সুখদঃখাবিকারিতা।

ব্রাহ্মে বৃহুর্ভে বৃহোত্তম বর্ষাধৌ চানুচিভয়েৎ । শর্কর্যাস্তে সমুখাঃ কৃতশৌচঃ সমাহিতঃ ॥ ২৪
 স্নাত্বা সঙ্ক্যামুপাসীত সর্ককালমতশ্চিতঃ । প্রাতঃসঙ্ক্যামুপাসীত দন্তধাবনপূর্বিকাম্ ॥ ২৫
 উভে মৃতপূরীষে চ দিবা কুর্ধ্যাদ্ভদ্রমুখঃ । রাত্রৌ চ দক্ষিণে কুর্ধ্যাদ্ভতে সঙ্কো বথা দিবা ॥ ২৬
 হাতিরাসক্তকারে বা রাত্রাবহনি বা দ্বিভঃ । যথাসুখমুখঃ^১ কুর্ধ্যাৎ প্রাণাবাধভয়েষু চ ॥ ২৭

গোময়াজার-বন্যক-ফালকৃষ্টে জলে শুচৌ ।

সারোগপজীবাচ্ছায়াম্ ন মেহেতু সভাদিকে^২ ॥ ২৮

অতর্জগাদ্ভেবগুণামলোকাস্থিতিকম্ভাৎ । পরেখাঃ শৌচশিষ্টোক্ত শ্মশানাচ্চ মৃদং ভ্যজেৎ ॥ ২৯
 একাং লিঙ্গে মৃদং দন্তাধামসংস্তে মৃদং ভ্রমশ্চ । উত্তরোর্ধ্বে চ দাতব্যে মৃতশৌচং প্রচক্রেতে ॥ ৩০
 একাং লিঙ্গে শুদে তিস্রস্তথা বামকরে দশ ।

পক পাদে দশৈকশ্মিন্ করয়োঃ সপ্ত মৃতকাঃ^৩ ॥ ৩১

অর্ধপ্রসূতিযাজা তু প্রথমা যুক্তিকা শ্রুত্যা । দ্বিতীয়া চ তৃতীয়া চ তদর্জ'র্জা প্রকীর্তিতা^৪ ॥ ৩২
 উপবিস্তেজ বিম্বজং কর্ত্ব্যং যন্ত ন বিন্ধতি । স কুর্ধ্যাদর্জ'শৌচস্ত অস্ত শৌচস্ত সর্কদা ॥ ৩৩

বর্ষাচরণ করিলে পরমা পতি লাভ করিতে পারে । এক্ষণে জাগরণ হইতে নিদ্রাকালপর্যন্ত
 গৃহস্থদিগের বিহিত বর্ষ বলিতেছি । গৃহস্থ ব্রাহ্ম বৃহুর্ভে নিদ্রা পরিহার করিয়া বর্ষ ও
 অর্ঘচিন্তা করিবে । রাত্রিসম্বন্ধে পাত্রোপান করিয়া শৌচাদি কার্য্য নির্বাহ করিবে । পরে
 দন্তধাবনপূর্বক স্নান করিয়া সঙ্ক্যাপাসনা করিবে । ব্রাহ্মণ দিবাতে উত্তরাভিমুখ ও
 রাত্রিকালে দক্ষিণমুখ হইয়া মৃতপূরীষত্যাগ করিবে । উত্তর সঙ্ক্যাসময়েও দিবার জ্ঞান
 কর্তব্য । দিবা বা রাত্রিকালে জায়াতে, অস্থকারে, প্রাণসঙ্কটে ও ভয় উপস্থিত হইলে
 যথেষ্টমুখে মলমূত্র ত্যাগ করিতে পারে ॥ ২২-২৭

গোময়ে, অজারে, বন্যক, ফলাকৃষ্ট ভূমিতে, জলে, শুচিস্থানে, পথে উপজীবিকাদির
 দ্বারাতে মলমূত্র ত্যাগ করিবে না । স্ত্রী প্রভৃতি ভয় সমাজ মধ্যে মল-মূত্র ত্যাগ করা
 অকর্তব্য । যুক্তিকানৌচকালে জলের মধ্য, দেবগৃহ, বন্যক, মুষিকস্থান ও শ্মশান হইতে
 যুক্তিকাগ্রহণ করিবে না । অপরের শৌচাবশিষ্ট যুক্তিকাও পরিহার করিবে । মৃতত্যাগ
 করিয়া লিঙ্গে একবার, বামহস্তে হৃইবার এবং উত্তরহস্তে হৃইবার যুক্তিকা লেপন করিবে ।
 অনন্তর জল দ্বারা ধৌত করিয়া আচমন করিবে, মুনিগণ মৃতশৌচ এইরূপ করিয়া থাকেন ।
 ২৮-৩৩

পূরীষশৌচকালে, একবার লিঙ্গে, তিনবার গুহে, দশবার বাম করে, পাঁচ পাঁচবার এক
 এক পদে এবং হৃইহস্তে সপ্তবার যুক্তিকা লেপন করিবে । প্রথমবার অর্ধপ্রসূতিযাজ, দ্বিতীয়
 ও তৃতীয়বার জাহার অর্ধপ্রসূতিযাজে যুক্তিকা লইয়া শৌচকার্য্য করিবে । কোন ব্যক্তি
 উপবেশন করিয়া আছে, এমন সময় যদি অজাতগারে মৃত-পূরীষত্যাগ হয়, তবে পূর্বোক্ত

১। যথা তু মূখঃ । ২। ন মৃতক পূরীষকসিদ্ধি চ পাঠঃ । ৩। তদর্জা পরিকীর্তিতা ।

দিবা শৌচস্ত রাজার্জং যদা পাদো বিবীরতে ।
 যদ্যন্ত তু যথোক্তিকৈবার্জঃ কুর্য়াদ্ যথাবলম্ ॥ ৩৪
 বসা-তুক্রমসৃজ্ঞা-লালা-শিষ্ণু-কৰ্ণকটীঃ ।
 স্নেহাভ্যঙ্গং বকা যেনো হাননৈন্তে মূলাং যনাঃ ॥ ৩৫
 যাবতা শুদ্ধিং যন্তেতৎ তাবচ্ছৌচং সমাচরেৎ ।
 প্রমাণং শৌচসংখ্যায়ান্নানিষ্টৈরুপনিষ্তেতৎ ॥ ৩৬
 শৌচস্ত দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাত্মনরং তথা ।
 মূচ্ছলান্ভাং শ্বতং বাহ্যং ভাবতুষ্টিবাস্তবম্ ॥ ৩৭
 ত্রিরাচামেদপঃ পূৰ্ব্বং ত্রিঃ প্রমুখ্যাস্ততো মূখম্ ।
 সম্মুখ্যাস্তমূলেন ত্রিভিরাস্তম্প্পৃশ্যেৎ ॥ ৩৮

অঙ্গুষ্ঠেন প্রদেহিতা হ্রাণং পশ্চাৎপনস্তবম্ । অঙ্গুষ্ঠানামিকাতাক চক্ষুঃশ্রোত্রে পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৯
 কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠয়োর্নাভিং হৃদয়ন্ত তলেন বৈ । সর্বাভিত্ত শিরঃ পশ্চাদ্ভাঙ্গু চাশ্রোণ সংস্পৃশ্যেৎ ॥ ৪০
 কচো যজুঃশি সামানি ত্রিঃ শিবন্ প্রৌণয়েৎ ক্রমাৎ ।
 অধর্ক্যাজিবসো পূৰ্ব্বং ত্রিঃ প্রমার্জ্যানয়েৎ মূখম্ ॥ ৪১

শৌচের অর্ধশৌচ করিলেই শুদ্ধি হইতে পারে । শৌচক্রিয়া যেমন উক্ত হইল, ইহা দিবাতে জানিবে, রাত্তিকালে ইহার অর্ধ কিংবা পাদশৌচ করিবে । মূখ ব্যক্তির পক্ষে উক্তরূপ শৌচকার্যের ব্যবস্থা ; রোগী ব্যক্তি যথাশক্তি শৌচক্রিয়া করিলেই শুদ্ধ হইবে । বসা, তুক্র, রক্ত, সৃজ্ঞা, লাল্য, শিষ্ণা, মূত্র, কর্ণমল, স্নেহা, অক্র, পুথিকা ও ঘর্ম্ মনুষ্যের মল এই ষাট প্রকার । ৩১-৩৪

যাবৎ অন্তিবিষাৎ হয়, তাবৎকালই শৌচাচরণ আবশ্যক । শৌচসংখ্যায় প্রমাণ সম্পূর্ণ উপদিষ্ট হইল, আর কিছুই অবশিষ্ট নাই । শৌচকার্য্য দ্বিবিধ, বাহ্য ও আত্মাত্মিক । বাহ্যিক ও জলদ্বারা বাহ্যশৌচ এবং ভাবতুষ্টিদ্বারা আত্মাত্মিক শৌচ হইয়া থাকে । এইরূপে শৌচক্রিয়া করিয়া আচমন করিবে । প্রথমতঃ তিনবার জলপান করিয়া দুইবার মূখমার্জন করিবে । তৎপনস্তর অঙ্গুষ্ঠমূলদ্বারা মূখমার্জন করিয়া তিনবার মূখস্পর্শ করিবে । পরে অঙ্গুষ্ঠ ও তুচ্ছনা দ্বারা নাসিকা স্পর্শ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা চক্ষু ও কর্ণ প্রত্যেক দুইবার স্পর্শ করিবে । তারপর কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে নাভি স্পর্শ করিয়া করতলদ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে । তৎপরে সর্বাঙ্গুলিদ্বারা মস্তক স্পর্শ করিয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা বাহুদ্বয় স্পর্শ করিবে । ৩৫-৪০

একপে এইরূপ আচমনের সারমর্ম্ম কথিত হইতেছে । তিনবার জলপানে ঋক্ বজ্রঃ ও সাম এই বেদত্রয় শ্রীত হইবে । মূখমার্জনে অধর্ক্যাজিবস পাঠের কল হয় এবং

১। কর্ণকটী । ২। তুষ্টিমন্তেত । ৩। উপনিষ্তেত । ৪। পঠন ।

সেতিহাসপুৰাণানি বেদাঙ্গানি বখাক্রমম্ :

অং যুখে নাসিকৈ বায়ুং নেত্রে সূৰ্য্যং জ্ঞাতী মিশঃ ॥ ৪২

প্রাণগ্রহিষথো নাভিঃ কক্ষাণং হৃদয়ে স্পৃশেৎ ।

কটুং মূৰ্দ্ধানমালতা প্রোণাতাথ শিখায়ুযৌন্ ॥ ৪৩

বাহু যমেজ্ঞ-বক্রণ-কুবের-বসুধানলান্ । অঙ্কুরা চরণৌ বিষ্ণু-মিত্রং বিষ্ণুং করষরম্ ॥ ৪৪

বাসুকিপ্রমুখান্ নাগান্ জলং ক্ষিপতি যং কিতৌ ।

যেহুয়া বিন্দবো যান্তি ভূতগ্রামঞ্চ তৈরিজ ॥ ৪৫

অতিবায়ুশ্চ সূর্য্যোজ্ঞৌ গিরয়োহঙ্কুলিপর্কসু । তলে সোমঃ সতীর্ধশ্চ স্মৃতোহিতঃ পাবনঃ করঃ ।

গজাঢ্যঃ সরিতস্তাসু বা রেখাঃ করমধাগাঃ ॥ ৪৬

উষঃকালে তু সম্প্রাপ্তে শৌচং কৃত্বা যথার্থবৎ । ততঃ স্থানং প্রকুরীত মন্ত্রধাবনপূর্ব্বকম্ ॥ ৪৭

যুখে পশু্যমিতে নিত্যং ভবতাঃপ্রযতো নবঃ । তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্বেন ভক্তয়েদ্ধব্যাবনম্ ॥ ৪৮

কদম্ব-বিম্ব-খমির-করবী-বটার্জুনঃ । যুগী চ বৃহতী জাতী করজাক্রান্তিযুক্তকাঃ ॥ ৪৯

অশ্ব-মধুকাপামার্গ-নিরৌষ-উড়ুবরাসনাঃ । কীরি-কটকিৎকাক্ষাঃ প্রপতা মন্ত্রধাবনে ॥ ৫০

কটুতিক্তকষায়াক্ষ বনারোণাসুখপ্রদাঃ ।

প্রক্ষাণা ভূক্তা চ ততো দেশে ভ্যক্তা তদাচমেৎ ॥ ৫১

যথাক্রমে ইতিহাস, পুৰাণ, বেদ, বেদাঙ্গ, পাঠের কলও বুঝিবে । যুখে আকাশ, নাসিকাতে বায়ু, নেত্রে সূর্য্য, কর্ণে মিশ, নাভিতে প্রাণগ্রহি, হৃদয়ে কক্ষা, মস্তকে কটু এবং শিখা স্পর্শ অম্বিনের প্রাণন করা হয় । বাহু স্পর্শে যম, ইজ, বক্রণ, কুবের, পৃথিবী, অনল এবং চরণের অঙ্কুরে বিষ্ণু ও মিত্র ; ভুতলে যে জলক্ষেপ করা হয়, তদ্বারা বাসুকিপ্রমুখ নাগগণ এবং যে সমস্ত জলবিন্দু ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্ত হয় তাহা দ্বারা সর্ব্বভূতের তৃপ্তি হইয়া থাকে । ৪২-৪৫

অগ্নি বায়ু সূর্য্য ইজ পর্ব্বতসমূহ ইহারা ভঙ্কুলির পর্বে অবস্থান করেন । করতলে যে রেখাসকল আছে, তাহাতে গজাদি সরিৎ সমস্ত বাস করেন । করতলে সর্ব্বতীর্ধ সহিত সোম বাস করেন । এই জনৈক করষর পাবন বলিয়া উক্ত হয় । আচারদি প্রাক্ষণ প্রভৃ যকালে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে শৌচকার্য্য করিয়া মন্ত্রধাবনপূর্ব্বক স্থান করিবে । প্রাতঃকালে যুখ ধৌত না করিলে মানুষ সংযমী হইতে পারে না । অতঃপর সর্ব্বপ্রযত্নে মন্ত্রধাবন করিবে । কদম্ব, নিম্ব, খমির, করবী, বট, অর্জুন, যুগী, বৃহতী, জাতী, করজা, আকাশ, অতিযুক্ত, অশ্ব, মধুক, অপামার্গ, নিরৌষ, উড়ুবর, অনল ও সমস্ত কীরিবৃক্ষ মন্ত্রধাবনকার্য্যে প্রপত । ৪৬-৫০

কটু, তিক্ত বা কষায় দ্রব্য দ্বারা মন্ত্রধাবন করিলে বন, আরোণা ও সুখলাভ হয় । মন্ত্রধাবন করিয়া পবিত্রস্থানে মন্ত্রকাষ্ঠ পরিত্যাগপূর্ব্বক যুখ প্রক্ষালন ও আচমন করিবে ।

অমাস্যং বা তথা যষ্ঠ্যাং নবম্যাং প্রতিপদ্যপি ।

বর্জয়েদ্বক্যার্থক্য তথৈবাক্ষ্য বাসরে ॥ ৫২

অভাবে দন্তকাঠক্য নিষিদ্ধায়াং তথা তিথৌ ।

অপাং দ্বাদশম্যদুর্ভেদঃ কুক্ষোত মুখশোধনম্ ॥ ৫৩

প্রাতঃস্নানং প্রশংসন্তি দৃষ্টাদৃষ্টকরং হি তৎ ॥

সর্বমর্হতি শুদ্ধায়া প্রাতঃস্নাত্ত্বী অপাদিকম্ ॥ ৫৪

অত্যন্তমলিনঃ কায়ো নবজিহ্মসংব্রিতঃ । অংভেদ্য দিব্যরাজ্যৌ প্রাতঃস্নানং বিশোধনম্ ॥ ৫৫

মনঃপ্রসাদজননং রূপসৌভাগ্যবর্জনম্ । শোক-দুঃখপ্রশমনং গঙ্গাস্নানবদ্যতঃ ॥ ৫৬

অন্য হস্তে তু নক্ষত্রে দশমাং জৈষ্ঠকে মিতে । দশপাপহর্যাক্ষ অদন্তা দানকল্যায়ম্ ॥ ৫৭

বিকৃতচরণং হিংসা পরদারোপসেবনম্ । পারুক্ষ্যানুত্পৈত্তমসম্বন্ধাভিভাষণম্ ॥ ৫৮

পরস্রব্যাবিধানক মনসানিষ্টেচ্ছনম্ । এতদশাযযাত্যর্থং গঙ্গাস্নানং কয়োম্যহম্ ॥ ৫৯

প্রাতঃ সংক্ষেপতঃ স্নানং যথাক্ষে বিধিবিস্তরম্ ।

প্রাতর্মধ্যাহ্নয়োঃ স্নানং বানপ্রস্থগৃহস্থয়োঃ ॥ ৬০

যতেগ্নিযবনং স্নানং সফ্রং তু ব্রহ্মচারিণঃ ।

আচম্য তীর্থমাযাজ্ঞ স্নাত্যে শূদ্ধাবাস্তং হরিম্ ॥ ৬১

অমাবস্তা যষ্ঠী নবমী ও প্রতিপদ এই সমস্ত তিথিতে বা রবিবারে দন্তধাবন করিবে না । দন্তকাঠের অভাবে কিম্বা নিষিদ্ধ দিনে দ্বাদশম্যদুর্ভেদ জলদ্বারা মুখশোধন করিবে । প্রাতঃস্নান দৃষ্টাদৃষ্টে হিতকর এ নিমিত্ত প্রাতঃস্নাত্ত্বী ব্যক্তিতেই প্রাতঃস্নানের প্রশংসা করেন । প্রাতঃস্নাত্ত্বী ব্যক্তি শুদ্ধায়া হইয়া অপাদি করিলে সকলপ্রকার মঙ্গলভাজন হয় । শরীর অত্যন্ত মলিন এবং মনুষ্য নানাবিধ নোষে দূষিত ; দিবা ব্যক্তিতেও কত অহিতাচরণ হইয়া থাকে, প্রাতঃস্নান দ্বারা সেই সকলের শোধন হয় । ৫১-৫৫

প্রাতঃস্নান করিলে মন প্রশস্ত হয়, রূপসৌভাগ্য বৃদ্ধি পায় এবং শোকদুঃখের শান্তি হইয়া থাকে ; এ নিমিত্ত গঙ্গাস্নানের দ্বারা প্রাতঃস্নান করিবে । "অন্য জৈষ্ঠ মাসের বৃন্তানন্তরমুহুর্ত্ত তুরু দশমীতিথিতে, দশবিধ পাপ কর কামনাস্থ অর্থাৎ চৌর্যা, বিক্রম আচরণ, হিংসা, পরদারসেবা, পারুক্ষ্য, অনুত, পৈত্তম, অসম্বন্ধভাষণ, পরস্রব্যে অভিল্য, মনে মনে পরের অনিষ্টেচ্ছা এই দশপ্রকার পাপের বিনাশার্থ আমি গঙ্গাস্নান করিতেছি" একশ মন্ত্র ক'রয়া গঙ্গাস্নান করিবে । বানপ্রস্থ ও গৃহস্থ ব্যক্তিদিগের প্রাতঃকালে ও মধ্যাহ্নকালে স্নান আবশ্যক । ৫৬-৬০

প্রাতঃস্নান সংক্ষেপে করিতে পারে ; কিন্তু যথাক্ষেপ্তানি বিস্তারক্রমে করাই বিধি । যতিরা ত্রিসঙ্খ্য স্নান করিবে । ব্রহ্মচারীর একবার স্নান করিলেই হইতে পারে । আচমন-

তিত্তঃ কোটাস্ত বিজ্ঞেয়া নন্দেহা নাম রাক্ষসঃ ।
 উপরন্তং হুয়াখানঃ সূর্য্যমিচ্ছন্তি খাদিতুম্ । ৬২
 ন ইতি সূর্য্যং সঙ্ঘায়াং নোপাস্তিঃ কুরুতে তু যঃ ।
 বজ্জন্তি সত্বপুতেন তোয়েনানলরূপিণা । ৬৩
 অহোরাত্রিক যঃ সন্তিঃ সা সঙ্ঘা ভবতীতি চ ।
 শিনাডিকা ভবেৎ সঙ্ঘা বাবদাভোতির্দর্শনম্ । ৬৪
 সঙ্ঘাকর্ম্মাবসানে তু বরং হোমো বিচীক্শতে ।
 বরং হোমে ফলং যত্নং তদন্তেন ন জায়তে । ৬৫
 অতিক্ পুত্রো গুরুজাতা ভাগিনেরোহম বিটপতিঃ ।
 এতিবৈব হুতং যত্নং তদন্তং বরমেব হি । ৬৬
 ব্রহ্মা বৈ গার্হপত্যাগ্নির্দক্ষিণাগ্নিষ্টিলোচনঃ ।
 বিষ্ণুরাহবনীরোহগ্নিঃ কুমারঃ সত্য উচ্যতে । ৬৭
 কৃত্বা হোমং যথাকালং শৈবান্ মত্ৰান্ জপেত্ততঃ ।
 সমাহিতাক্ষা সাবিজ্রীং প্রণবক যথোদিতম্ । ৬৮

প্রণবৈর্নিভামুক্তস্ত ব্যাহতীহ চ সপ্তম্ । ত্রিপদায়াক সাবিজ্রীং ন ভরং বিদ্যতে কচিৎ । ৬৯
 গারজীং যো অপেন্নিত্যং কলামুখায় মানবঃ । লিপাতে ন স পাপেন পশুপত্রমিবাভুসা । ৭০

পূর্বক তীর্থাবাহন করিয়া স্নান করিবে । এবং অব্যয় হরিকে শ্রাবণ করিবে । যেমন নন্দেহ
 নামক সার্বজিকোটী হুয়াখা রাক্ষস উপরশীল সূর্য্যের হিংসা করে, যে ব্যক্তি উক্তরূপ
 আচারোপাসনা করে না, সেও সেইরূপ সূর্য্যখাতক হয় । প্রাতঃস্নানাদি কার্য্যে পরাখ্যু
 ব্যক্তিকে জলসকল অনলরূপী হইয়া দগ্ধ করে । দিবা ও রাত্রির বে সন্তিহান, তাহাই
 সঙ্ঘা, এই সঙ্ঘা হুইদণ্ডব্যাপিনী ; অর্থাৎ যাবৎ সূর্য্য দর্শন হয়, তাবৎকালই সঙ্ঘা জানিবে ।
 সঙ্ঘার অবসানে বরং হোমকার্য্য করিবে । হোম বরং করিলে যেরূপ ফল হয়, অস্ত কর্ত্তক
 তত ফল হইতে পারে না । ৬১-৬৫

পুরোহিত, পুত্র, গুরু, জাতা, ভাগিনের ও কামাতা ইহারা হোম করিলেও বরংকৃত
 হোমের স্মার ফল হইয়া থাকে । গার্হপত্যাগ্নি ব্রহ্মা, দক্ষিণাগ্নি মহেশ্বর, আহবনীয়াগ্নি
 বিষ্ণু এবং কুমারকে সত্য বরূপ বলা যায় । যথাকালে হোম করিয়া সূর্য্যমগ্ন জপ করিবে
 এবং সমাহিত হইয়া সাবিজ্রী ও প্রণব জপ করিবে । সপ্ত ব্যাহতি ও ত্রিপদা গারজীতে
 প্রণবযোগ করিয়া জপ করিলে তাহার কদাচ ভয় থাকে না । যে মনুষ্য প্রাতঃকালে
 গায়োত্রী করিয়া জপ করে, তাহার সাত্রে পশুপত্রের জলের স্মার পাপ স্পর্শ হইতে পারে
 না । ৬৬-৭০

১। সৌরানিতি পাঠঃ ।

শ্বেতবর্ণা সপ্তদ্বীপা কোষেবসনা তথা । অক্ষমুদ্রা দেবী পদ্মাসনগতা ৩৩ । ১১

আবাহু যজুৰ্যামেন তেজোহসীতি বিধানতঃ ।

এতদ্বাক্তুঃ পুরা দেবৈবৃষ্টিদর্শনকাত্ত্বিকিতিঃ ৥ ৭২

আদিত্যমতলাতঃস্থানং ব্রহ্মলোকস্থিতামপি ।

তজ্জাবাহু অপিভ্যন্তো নমস্তারাবিসর্জয়েৎ ৥ ৭৩

পূর্বাঙ্কু এব কুর্কাত দেবতানাক পূজনম্ ।

ন বিক্ষোঃ পরমো দেবতান্যাত্তং পূজয়েৎ সদা ৥ ৭৪

ব্রহ্মবিষ্ণুশিবান্ দেবান্ পৃথগ্ ভাবয়েৎ সুধাঃ ।

লোকেহ'স্মিগ্জলান্যুক্তৌ ব্রাহ্মণো গোহ'ভাশনঃ ৥ ৭৫

হিরণ্যং সপিগাদিত্য আ'পা রাজা তথাক্ষয়ঃ ।

এতানি সত্ততং পশ্চো'র্জয়েচ্চ প্রদক্ষিণম্ ৥ ৭৬

বেদস্তাধ্যয়নং পূর্বং সর্বদাভ্যাসনং জপঃ ।

তদানন্তৈব লিঙেভ্যো বেদাভ্যাসো হি পঞ্চমা ৥ ৭৭

বেদার্থং যজ্ঞশাস্ত্রানি বর্ষশাস্ত্রানি চৈব হি ।

মূল্যেন লেখয়িত্বা যো দদ্যাদ্ যাতি স বৈদিকম্ ৥ ৭৮

ইতিহাসপুরাণানি শিখিত্বা যঃ প্রযচ্ছতি । ব্রহ্মদানসমং পুণ্যং প্রাপ্নোতি বিত্তবীকৃতম্ ৥ ৭৯

সাবিত্রীদেবী শ্বেতবর্ণা, কোষেবসনাবৃতা । ইনি অক্ষমালাবারিণী এবং পদ্মাসনে উপবিষ্টা । এইরূপে সাবিত্রীর ধ্যান করিবে । অনন্তর যজুর্কীর্ত্তনোক্ত “তেজোহসি” ইত্যাদি মন্ত্র বিহিত প্রকারে আবাহন করিয়া যথাবিধানে তেজোরূপ চিত্তা করিবে । পূর্বকালে প্রত্যক্ষদর্শনাকাত্ত্বৌ দেবগণ এইরূপ করিয়া সফলকাম হইয়াছেন । তৎপরে আদিত্যমতল-মধ্যবসিনী ব্রহ্মলোকস্থিতা দেবীকে আবাহনপূর্বক জপ ও নমস্কার করিয়া বিসর্জন করিবে । দেবতাদিগের অর্চনা পূর্বাঙ্কুই করিবে । বিষ্ণু হইতে পরমদেব আর কেহ নাই বলিয়া সর্বদা বিষ্ণুর পূজা করিবে । ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব ইহাদিগকে বিভিন্ন ভাবনা করিবে না । ৭২-৭৫

এই লোকে ব্রাহ্মণ, গো, অগ্নি, হিরণ্য, মৃত, আদিত্য, জল ও রাজা ইহাদিগকে অষ্টমঙ্গল বলে । সর্বদা এই অষ্টমঙ্গল দর্শনপূর্বক প্রদক্ষিণ করিয়া অর্চনা করিবে । অনন্তর প্রথমে বেদাধ্যয়ন করিয়া সেই বেদ সর্বদা অভ্যাস করিবে । তারপর শিখ্যাদিগকে বেদশিক্ষা প্রদান করিবে । এই বেদাভ্যাস পঞ্চ প্রকার জানিবে । বেদার্থ, যজ্ঞশাস্ত্র ও বর্ষশাস্ত্র এই সমুদয় পুস্তক যিনি মূল্যদ্বারা লিখিত করিয়া প্রদান করেন, তিনি সমুদয় বৈদিক কপ্তের ফল ভোগ করিয়া থাকেন । যিনি ইতিহাস পুরাণাদি গ্রন্থ যত্নে লিখিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তিনি ব্রহ্মদানের বিত্তপুণ্য লাভ করেন । ৭৬-৭৯

তৃতীয়ে চ ভ্রাতা ভাগে পোষ্যবর্গাধিসাধনম্ । ৮০

মাতা পিতা শুক্লব্রাতা প্রজা বীনাঃ সমাশ্রিতাঃ ।

অভ্যাগতোহতিথিচ্চাশ্রিঃ পোষ্যবর্গা উদাহৃত্যঃ । ৮১

ভরণং পোষ্যবর্গস্য প্রপত্তং বর্গসাধনম্ । ভরণং পোষ্যবর্গস্য ভ্রাতাদৃ যত্নেন কারয়েৎ । ৮২

স জীবতি নরশ্চৈক্যং বহুভির্যোগজীবতি ।

জীবন্তো যুতকাত্ত্বেন পুরুষাঃ যোদরন্তবাঃ । ৮৩

যকীরোদরপূর্ণক কুকুরস্তাপি বিলভে । ৮৪

অর্থেভ্যোহপি বিব্রজেদ্রাঃ সন্তুভেভ্যস্ততততঃ ।

ক্রিয়াঃ সর্করাঃ প্রবর্তন্তে সর্করভ্রাতা ইবাপগাঃ । ৮৫

সর্বরত্নাকরা ভূমির্ধানানি পশবঃ স্থিরঃ । অর্থস্য কার্যাবোধ্যদর্থ ইত্যভিধীয়তে । ৮৬

আত্মোদ্রোহৈব কৃত্তানাং মজ্জোদ্রোহেণ বা পুংসঃ ।

যা বৃত্তিভ্যং সমাশ্রায় বিপ্রো জীবেননাপিহি । ৮৭

ধনস্ত ত্রিবিধং জ্ঞেয়ং শুক্লং শবলমেব চ ।

কৃষ্ণক শুভ্র বিজ্ঞেয়ো বিচাখঃ সন্তুষ্টা পৃথক্ । ৮৮

ক্রমাত্ত্বং প্রীতিদায়কং প্রাপ্তকং সহ ভার্যয়া ।

অবিশেষেণ সর্বেষামং বর্ণানামং ত্রিবিধং ধনম্ । ৮৯

বৈশেষিকং ধনং দৃষ্টং ভ্রাতৃপুত্র ত্রিগুণম্ । যাজ্ঞনাথ্যাপনে নিত্যাং বিত্তদাত্ত্বং প্রতিগ্রহঃ । ৯০

দিবসের তৃতীয় ভাগে পোষ্যবর্গের পোষণসাধন কর্ম করিবে। মাতা, পিতা, শুক্ল, ভ্রাতা, প্রজা, বীনা, আশ্রিত, অভ্যাগত, অতিথি ও অগ্নি চহায়া পোষ্যবর্গ বলিয়া উক্ত হয়। পোষ্যবর্গের ভরণ করাই বর্গসাধনের প্রপত্ত উপায়; এ নিমিত্ত যত্নপূর্বক আশ্র পোষ্যবর্গের ভরণপোষণ করিবে। অনেকের মিনি ভরণপোষণ করেন; তাঁহাদের জীবন সার্থক। যাহারা কেবল আশ্রোদরমাত্র ভরণ করিরাই সন্তুষ্ট, তাহারা জীবদবস্থাতেও যুতকন্ত; কুকুরও আপন উদর পূর্ণ করিতে পারে। অমাবস্থা ও পূর্ণিমাতে নদীসকল যেমন বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ অর্থ বৃদ্ধি পাইলেই সেই অর্থ হইতে ক্রিয়া সমুদায় হইয়া থাকে। ৮০-৮৯

ভূমি সর্বরত্নের আকর। ধাতু, পশু ও ত্রী ইহারা অর্থের কার্যকারী; এ নিমিত্ত ধাতু প্রভৃতিকে অর্থ বলা যায়। ভ্রাতৃপুত্র অন্যপংকালে যে বৃত্তিতে কোনরূপ দ্রোহপ্রসঙ্গ নাই, অথবা অজ্ঞমাত্র দ্রোহ আছে, সেই বৃত্তি আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকিবে। ধন ত্রিবিধ,—শুক্ল, শবল ও কৃষ্ণ। এই ত্রিবিধ ধনের প্রত্যেকের সমুদায় অর্থবিভাগ আছে। পিতৃপিতামহ-ক্রমে প্রাপ্ত, পারিতোষিক ও যৌতুক, এই ত্রিবিধ ধন সর্ব বর্ণেরই হইয়া থাকে। ভ্রাতৃপুত্র বৈশেষিক ধনও ত্রিবিধ দৃষ্ট হয়। যথা—যাজ্ঞন, অধ্যাপন ও সংপ্রতিগ্রহবারী লভ্য। ৮৬-৯০

১। প্রীতিদাত্ত্বং। ২। বিত্তদাত্ত্বং।

ত্রিবিধং কত্রিস্তাপি প্রাহৈকৈশেষিকং ধনম্ ।

ভূদার্বককরজং মণ্ডাপ্তং জরজং তথা ॥ ১১

বৈশেষিকং ধনং দৃষ্টং বৈশেষ্যাপি ত্রিলক্ষম্ । কৃষিগোপালবাণিজ্যং শূদ্রৈশ্চৈভাষ্যনুগ্রহাৎ ॥ ১২

কুসীদকৃষিবাণিজ্যং প্রকৃষ্যতি স্বয়ং কৃতম্ ।

আপংকালে স্বয়ং কুর্কস্ব নৈনসা শূদ্র্যভে দ্বিজঃ ॥ ১৩

বহবো বর্জনোপায়। অবিভিঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ।

সর্কেষামপি চৈবৈষাং কুসীদমধিকং বিদ্বঃ ॥ ১৪

অনাবৃষ্ট্যা রাজতরাস্থমিকাদৌরুপগ্রবৈঃ ।

কৃষ্ণানিকে ভবেদাথা সা কুসীদে ন বিদ্যতে ॥ ১৫

ভূরুপক্ষে তথা কৃষ্ণে রজস্যাং দিবসেসহি বা ।

উক্ষে বর্ষতি শীতে বা বর্জনং ন নিবর্ত্ততে ॥ ১৬

দেশং গভানং বা বৃদ্ধির্নানাপণ্যোপকীর্ণিনাম্ ।

কুসীদং কুর্কস্বঃ সম্যক্ সংস্থিতৈশ্চৈব জ্ঞাতৈঃ ॥ ১৭

লবলাভঃ পিতৃনু দেবানু জ্ঞানগাংস্চৈব পূজয়েৎ ।

তে তৃপ্তাস্তস্তু তদ্ব্যয়ং লম্বয়তি ন সংশয়ঃ ॥ ১৮

বণিক্ কুসীদং মন্যাত্ত্ব বস্ত্রং গাং কাকনাদিকম্ ।

পাদক প্রার্থ্যমানস্য মূলভূতং বিবর্ত্তয়েৎ ॥ ১৯

কত্রিরের বৈশেষিক ধনও ত্রিবিধ,—করলক্ষ, মণ্ডলক্ষ ও জরলক্ষ । এইরূপ বৈশেষিক বৈশেষিক ধনও তিন প্রকার—কৃষি, গোপালন ও বাণিজ্যদ্বারা প্রাপ্ত । শূদ্রের কেবল এক প্রকার ধনই বৈশেষিক ।—জ্ঞান, কত্রিয় ও বৈশ্য ইহাদিগের অনুগ্রহে যে ধনলাভ করে, তাহাই শূদ্রের ধন । যদি জ্ঞান আপংকালে কুসীদ, কৃষি বা বাণিজ্য করে, তাহাতে সেই জ্ঞানের পাপ স্পর্শ হয় না । মুনিগণ শূদ্রের জীবনোপায়রূপ অনেক বৃত্তি নিরূপণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কুসীদবৃত্তিই শ্রেষ্ঠ । অনাবৃষ্টি, রাজতর ও মৃষিকাদির উপদ্রব বশতঃ কৃষিকার্যাদিতে বাধা আছে, কিন্তু কুসীদবৃত্তিতে এই সমস্ত উপদ্রব নাই । ১১-১৫

কালভেদে জগতের বাবতীর পদার্থেরই হ্রাস এবং বৃদ্ধি উভয় ব্যাপারই হইয়া থাকে, পরন্তু কি ভূরুপক্ষ, কি কৃষ্ণপক্ষ, কি দিবা কি রাত্রি, কি গ্রীষ্ম বর্ষা শীত, কোন কালেই কুসীদের বৃত্তির বাধা হয় না । পণ্যোপকীর্ণিনগকে মানাদেশে গমন করিয়া ধনোপার্জন করিতে হয়, কিন্তু কুসীদজীবীরা গৃহে অবস্থান করিয়াই ধনোপার্জন করিতে পারে । জ্ঞানাদিবর্ণ য য বৃত্তি-দ্বারা ধনলাভ করিয়া পিতৃদেব ও জ্ঞানগণের অর্চনা করিবে । তাহা হইলে পিতৃগণ প্রকৃতি সন্তুষ্ট হইয়া বৃত্তি প্রকৃতির দোষ নাশ করেন । বণিক্ ব্যক্তি রাজাকে আবশ্যক যত ধন দিবে এবং ঘর, গো, কাকনাদি বাহার বাহ্য দেওয়া অনায়াসসাধ্য তাহাই প্রদান করিবে । রাজা

কৃষীবেলোহিতপানাদিযানশয্যাসনানি চ ।

ব্রাহ্মভোজ্যং বিঃশক্তির্জিত্বা পত্ন্যর্ধাদিকং শতম্ ॥ ১০০

বিদ্যা শিক্ষা ভূতিঃ সেবা গোরক্ষা বিপণিঃ কৃষিঃ ।

বৃত্তির্ভিক্ষা কুসীনক দশ জীবনহেতবঃ ॥ ১০১

প্রতিগ্রহাচ্ছিত্তা বিদ্রে কত্রিয়ে শত্ননিচ্ছিত্তাঃ ।

বৈশ্বেভ্যাক্ষিত্তাচ্ছিত্তাঃ শূদ্রে ভুজ্জবরাচ্ছিত্তাঃ ॥ ১০২

অম্বী বহুদক্য শাকমুংগণানি সমিৎকুশাঃ । অগ্নয়ো ব্রাহ্মণোবশ্চ বিপ্রাণাং ধনযুক্তমম্ ॥ ১০৩

অযাচিতোপপন্নে তু নাতি দোষঃ প্রতিগ্রহে ।

অমৃতং তং বিদুর্ধেবান্ত্রাস্ত্রৈব বর্জয়েৎ ॥ ১০৪

ভুরুভুত্যাং শ্চোচ্ছিত্তাইবু-র্ভুক্তিত্তন্ দেবভাতিথৌ ।

সর্বভঃ প্রতিগৃহীয়াৎ তু^১ তুণোং বহুং ভতঃ ॥ ১০৫

সামুতঃ প্রতিগৃহীয়াৎখবাসামুতো বিজঃ । ভগবানব্রাহ্মণোবশ্চ নিভূ^২ণো হি নিবজ্জতি ॥ ১০৬

এবম্ভক্ষরমুত্যা বা কৃত্য ভরণমাশ্রয়ঃ । কুর্ঘ্যাচ্ছিত্তিং পতন্তঃ প্রায়শ্চিত্তং বিজোক্তমঃ ॥ ১০৭

চতুর্ধে চ তথা ভাগে স্তানার্ধং মৃদমাংসরেৎ । তিলপুষ্পকুশাদৌনি স্তানকাকৃত্রিয়ে জলে ॥ ১০৮

প্রার্থনা করিলে মূল ধনের চতুর্থাংশ প্রদান দ্বারা তাঁহার সাহায্য করিবে। কৃষক ব্যক্তি
অন্নপানাদি, যান, শয্যা, আসন, পত্ন ও ধর্মাদি এই সমস্ত ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে।

১০৬-১০৮

বিদ্যা, শিক্ষা, বেতন, সেবা, গোরক্ষা, বাণিজ্য, কৃষিকার্য্য, বৃত্তি, ভিক্ষা ও কুসীন এই দশবিধ
জীবনোপায় জানিবে। বিপ্রগণ প্রতিগ্রহরূক, কত্রিয় শত্ন-নিচ্ছিত্ত এবং বৈশ্বগণ ভায়াচ্ছিত্ত
ধন গ্রহণ করিবে। শূদ্রগণ বর্জয়েৎ সেবা দ্বারা ধনোপার্জন করিয়া থাকে। বহুভলপূর্ণ
মদী, শাক, পত্র, সমিধ, কুশা, অগ্নি ও ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণদিগের এই সমস্তই উত্তম ধন। তাহা-
বিগের পক্ষে অযাচিত ধনগ্রহণে দোষ নাই, বর্জ্য না করিয়া অসংপ্রতিগ্রহ করিলেও পাপ
হইবে না। দেবগণ অযাচিত ধনকে অমৃততুল্য বলিয়া থাকেন, অতএব তাহা কখনও বর্জ্য
করিবে না। তাহারা ভুরু ও প্রতিপাল্য পরিজনবিগের পোষণ এবং দেবতা ও অতিথির
অর্চনার নিমিত্ত প্রয়োজনরূপ সর্বত্র প্রতিগ্রহ করিতে পারে। কিন্তু ঐ সকল প্রয়োজন
ব্যতীত কেবল মাত্র নিজ তৃপ্তি সাধনার্থ ঐরূপ প্রতিগ্রহ করিবে না। ১০১-১০৫

ব্রাহ্মণ সজ্ঞানের নিষ্ঠ প্রতিগ্রহ করিবে; পত্ন অসংপ্রতিগ্রহ করিলেও ব্রাহ্মণের দোষ
হইবে না। ভগবান্ ব্যক্তির অন্নদোষ থাকিলে তাহা নিম্ন হইয়া যায়। উক্তপ্রকার বৃত্তি
অবলম্বনপূর্বক জীবিকা নির্বাহ করিবে। ভুক্তিকামনার প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা দোষকালন
করিবে। দিবসের চতুর্ভাগে স্তানার্ধ বৃত্তিকা আহরণ করিবে; পরে তিল, পুষ্প, কুশাদি

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ক্রিয়াজ্ঞং মলকর্ষণম্ ।

ক্রিয়াজ্ঞানং তথা যত্নং সে'চা স্নানং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ১০৯

অস্নাতস্ত পুণ্যমাহে। অপাশ্চিবনাদিশু ।

প্রাতঃস্নানং তদৰ্থং নিত্যস্নানং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ১১০

চাক্ষুণ্যববিষ্ঠানান্ স্পৃষ্টে, স্নানং রজস্বলাম্ ।

স্নানাহন্ত যদা স্নাতি স্নানং নৈমিত্তিকং হি তৎ ॥ ১১১

পুণ্যস্নানাদিকং স্নানং দৈবজ্ঞবিধিচোদিতম্ ।

ভক্তি কাম্যং সমুচ্ছিতং নাকাম্যন্তঃ প্রযোজ্যতঃ ॥ ১১২

অহংকাম্যঃ পবিত্রাণি অতিথ্যান্ দেবতাভিধীন্ ।

স্নানং সম্যচরেদ্ যত্নং ক্রিয়াজ্ঞং তচ্চ কীৰ্ত্তিতম্ ॥ ১১৩

মলাপকর্ষণং নাস্না স্নানমভ্যাস পূর্বকম্ । মলাপকর্ষণার্থায় প্রযুক্তিত্বজ্ঞ নাশ্রুতম্ ॥ ১১৪

যত্নঃসু দেবধাতেশু তীর্থেষু চ নদীষু চ । স্নানমেব ক্রিয়া যস্যং ক্রিয়াজ্ঞানমতঃ স্মৃতম্ ॥ ১১৫

অভির্গাজ্ঞানি তথাপি তীর্থস্নানান্তবেৎ ফলম্ ।

মার্জনাধাক্রমৈর্মত্রেঃ পাপমাত্ত প্রযুক্তম্ ॥ ১১৬

নিত্যং নৈমিত্তিককালি ক্রিয়াজ্ঞং মলকর্ষণম্ ।

তীর্থভাষে তু কৰ্ত্তব্যমুকোদকপরোদকৈঃ ॥ ১১৭

আহরণ করিয়া নদী প্রভৃতির অকৃত্রিম ভালে স্নান করিবে । নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, ক্রিয়াজ্ঞ, মলাপকর্ষণ, মার্জন, আচমন, অবগাহন, এই অষ্টবিধ স্নান কথিত আছে । অস্নাত ব্যক্তি অপপুতাদি কার্যে অনধিকারী, অতএব প্রাতঃকালে অবশ্য স্নান করিবে । ইহাকেই নিত্যস্নান বলিয়া থাকে । ১০৬-১১০

চতাল, শব, বিষ্ঠাদি অশুচিব্য ও রজস্বলা স্ত্রী এই সমস্ত স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয় । এই স্নানই নৈমিত্তিক স্নান বলিয়া উক্ত হয় । দৈবজ্ঞেরা যে নক্ষত্রযোগে ফলাধিক্যপ্রযুক্ত স্নানের বিধি দিয়া থাকেন, সেই সমস্ত যোগস্নানকে কাম্যস্নান বলে ; নিষ্কাম ব্যক্তি কাম্যস্নান করিবে না । অপহোমাদি করিবার নিমিত্ত কিংবা দেবতা অতিথিপূজনার্থ যে শুদ্ধিস্নান করে, তাহাকেই ক্রিয়াজ্ঞস্নান বলা যায় । পারীৱিক মলাপনস্নানার্থ নদী, সরোবর, দেবধাত ও তীর্থাদিতে যে স্নান করা হয়, সেই স্নানকে মলাপকর্ষণ স্নান কহে । যে স্থলে কেবল স্নান করাই উদ্দেশ্য, তাহাই ক্রিয়াজ্ঞস্নান । ১১১-১১৪

কেবল অলাবগাহনে শুদ্ধি বোধ হইলে তীর্থস্নানের ফলাভ হইয়া থাকে । স্নানকালে মার্জন, মজ্জন ও মূষপাঠ করিলে তৎক্ষণাৎ পাপ বিনাশ হয় । নিত্য, নৈমিত্তিক, ক্রিয়াজ্ঞ ও মলাপকর্ষণ, এই সকল স্নানকালে তীর্থাদির অভাবে উজ্জলধারা অথবা অপর কোনরূপ

১। মার্জনাচ্যমাবগাহন্ত্যহ্নস্নানম্ ইতি পাঠান্তরম্ ।

তুষ্টিৰ্ভুক্ততাং পুণ্যং ততঃ প্রজ্ঞবগাদিকম্ ।

ভতোহপি সারসং পুণ্যং ভক্ষ্যমাংসেভ্যুচ্যতে ॥ ১১৮

ভীৰ্ঘতোয়ং ততঃ পুণ্যং গাজং পুণ্যম্ সৰ্বতঃ ।

গাজং পরঃ পুনাভ্যাত্ত পাপমামরুণাত্তিকম্ ॥ ১১৯

গয়ায়াক কুরুক্ষেত্রে যন্তোন্নং সমুপহিতম্ ।

ভক্ষ্যাত্ত গাজমপরং জানীয়াৎ ভোজমুত্তমম্ ॥ ১২০

সৰ্বভীৰ্ঘাভিষেকাচ্চ পবিত্রং বিহ্বাং গিরিঃ ।

বর্ণান্নবৎসেগারীং বিপ্রো বাসমতে স্থিতঃ ॥ ১২১

পুত্রজন্মনি যোগেষু তথা সংক্রমণে রবেঃ । রাহোল্ল দর্শনে স্নানং প্রশস্তং নিমি নাতথা ॥ ১২২

উষস্বাসি বৎ স্নানং সন্ধ্যারামুদিত্তে রবৌ ।

প্রাক্ষাপন্তোন তৎ তুলাং মহাপাতকনাশনম্ ॥ ১২৩

বৎ ফলং দ্বাদশাঙ্গানি প্রাক্ষাপন্তেভ্যঃ কুটৈর্ভবেৎ ।

প্রাতঃস্নানী ভদ্রাপ্রোতি বর্ষেণ অক্ষয়তিতঃ ॥ ১২৪

য ইচ্ছেদ্বিপুলান্ ভোগাংস্কল্পসূর্য্যগ্রহোপমান্ ।

প্রাতঃস্নানী ভবেন্নিত্যং যৌ যাসৌ মাঘকাক্ষনৌ ॥ ১২৫

যট্টভিলী মাঘমাসস্ত প্রাতঃস্নানী হবিষভুজ্জ ।

জতিপাণং মহাঘোরং মাসাদেব বাপোহতি ॥ ১২৬

পুষ্করিণী প্রকৃতির জলসারা স্নান করিতে হয় । ভূমিপত জল হইতে উদ্ধৃত জল পবিত্র, উদ্ধৃত জল হইতে প্রজ্ঞবগজল, প্রজ্ঞবগজল হইতে সরোবরজল, সরোবরজল হইতে নদীজল, নদীজল হইতে ভীৰ্ঘজল এবং সৰ্বপ্রকার ভীৰ্ঘজলের মধ্যে গজাজলই পবিত্র । গজাজল মরুণাত্তিক পাপ নাশ করে । গজা এবং কুরুক্ষেত্রে যে জল বিদ্যমান আছে, গজাজল তাহা হইতেও উত্তম বলিয়া জানিবে । ১১৮-১২০

সৰ্বভীৰ্ঘস্নান অপেক্ষাও বেদবিৎ জ্ঞানজননের বাক্য পবিত্র । বর্ণ্যকথা কখনকালে জ্ঞানাপ বাস সদৃশ হইয়া থাকেন । পুত্রজন্ম, যোগ, ব্রহ্মসংক্রমণ ও রাহুদর্শন (চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণ) সময়ে স্নান প্রশস্ত জানিবে । এই সকল স্নান রাত্রিকালেও করিবে । প্রতিদিন উষা, সন্ধ্যা ও সূর্যোদয়কালে স্নান করিলে, প্রাক্ষাপন্ত্যজ্ঞেয় ফল হয় এবং মহাপাতক নাশ পায় । দ্বাদশবৎসর প্রাক্ষাপন্ত্যজ্ঞাচরণ করিলে যে ফল, একবৎসর প্রতিদিন অষ্টাধিক হইয়া প্রাতঃস্নান করিলে সেই ফল হইয়া থাকে । যিনি চন্দ্রসূর্য্যাদিগ্রহের দ্বারা বিপুলভোগ ইচ্ছা করেন, তিনি মাঘ ও ফাল্গুন এই দুই মাস প্রতিদিন প্রাতঃস্নান করিবেন । ১২১-১২৫

যিনি মাঘমাসে হবিষাশী হইয়া প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করেন, তিনি মাসমধ্যে মহাঘোর

মাতরং পিতরংকপি জাতরং সূত্রদং তু কাম্ ।
 যমুদ্ভিগ্ন নিমজ্জিত দাদশাংশং লভেত্তু সঃ ॥ ১২৭
 তুহ্যতামলকৈবিকুরেকাদস্তাং বিশেষতঃ ।
 স্ত্রীকামঃ সর্বদা স্নানং কুরুতামলকৈর্নরঃ ॥ ১২৮
 সন্তাপঃ কীর্তিরজ্জামুর্ধনং নিধনমেব চ ।
 আত্মোপাং সর্বকামাপ্তিরভ্যাস্তাক্ষরাণিহু ॥ ১২৯
 উপোষিতস্য ভতিনঃ কৃতকেশস্য নাপিঠৈঃ ।
 ভাবজ্জীতিষ্ঠতি প্রীতা যাবৎ তৈলং ন সংস্পৃশেৎ ॥ ১৩০
 এবং স্নাত্বা পিতৃন্ দেবাণ্ মনুষ্যাংশুপঃশররঃ ।
 নাভিমাতে জলে স্থিত্বা চিত্তেহুর্জমানসঃ ॥ ১৩১
 আগচ্ছত মে পিতর ইমং গৃহস্থপোহগ্রসিহ্ম ।
 ত্র্যংশ্বীনক্সগীন্ দম্যাদাকালে দক্ষিণে তথা ॥ ১৩২
 অসিত্বঃ বসনং তুহঃ স্থলে চাত্তৌর্ণবহিষি । বিবিজ্যাত্তর্পণং কুর্য়ুর্ন পাতে তু কদাচন ॥ ১৩৩
 মদপাং কুরমাংসস্ত যদমেধ্যান্ত কিঞ্চন । অশাঙ্কং মলিনং যচ্চ তৎ সর্বমপগচ্ছতু ॥ ১৩৪
 গৃহীত্বানেন যস্ত্রেণ ভোজ্যং সর্বান পাণিনা ।
 প্রকিপেদ্বপি নৈর্জাত্যাং রক্ষোপহতয়ে তু তৎ ॥ ১৩৫

অতিপাপ নাশ করিতে পারেন । মাতা, পিতা, জাতা, সূত্রদ বা তু ক প্রভৃতিকে উদ্দেশ্য করিয়া
 প্রাতঃস্নান করিলে তাঁহারা দাদশাংশ ফলভাগী হইয়া থাকেন । একাদশীদিনে বিধিকে
 আমলকী প্রদান করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, অতএব স্ত্রীকামী ব্যক্তি আমলকীদ্বারা
 প্রাতঃস্নান করিবে । রবিবারে অভ্যঙ্গ করিলে সন্তাপ, সোমবারে কীর্তি, মঙ্গলবারে আয়ুঃকর,
 বুধবারে ধন, বৃহস্পতিবারে নিধন, শুক্রবারে আত্মোপা এবং শনিবারে সর্বকামপ্রাপ্তি হয় ।
 উপবাসভক্তের পর ক্ষৌরকর্মাবসানে যাবৎ তৈল স্পর্শ না করে, তাবৎ তাহার শরীরে
 লক্ষীর অধিষ্ঠান থাকে । অতএব তৈল ব্যবহার করিবে না । ১২৬-১৩০

উক্তপ্রকার স্নান করিয়া দেবতা, পিতৃ ও মনুষ্যদিগের তর্পণ করিবে । পরে নাভিমাতে
 জলে অবস্থিত হইয়া উর্জমানে চিত্তা করিবে । হে পিতৃগণ । আপনারা আশ্রয়ন করিয়া
 আমার এই জলাঞ্জলিগ্রহণ করুন । এই বলিয়া উর্জমুখে দক্ষিণভাগে তিন তিন অঙ্গুলি
 জল দিবে । অনন্তর স্থলে উত্তৌর্ণ হইয়া শুক্রবস্ত্র পরিধান করিবে । পরে কুশাদি আসনে
 উপবেশন করিয়া তর্পণ করিবে । “জলে যে কুরমাংসাদি দোষ আছে, বাহা কিছু অপবিত্র
 দ্রব্য আছে, আর বাহা কিছু মালিগাদিদোষ আছে, আর যে জল কোনও কারণে দূষিত
 হইয়াছে, সেই সকল দোষ বিদূরিত হউক” এই মন্ত্র পাঠপূর্বক দক্ষিণহস্ত দ্বারা নৈর্জাত্যদিকে
 ফিফিং জল নিক্ষেপ করিবে । ইহাতে রাকসাদি হত হয় । ১৩১-১৩৫

নিষিদ্ধভক্ষণাদ্ যচ্চ পাপাদ্ যচ্চ প্রতিগ্রহম্ ।

হৃদ্যভ্যং যচ্চ যৈ কিকিচ্ছাখ্যনঃকারককর্মভিঃ । ১৩৬

পুনাত্ম যৈ ভবিষ্যন্ত বরুণঃ সবিস্তা চ ভগশ্চৈব যুগলঃ সনকাদয়ঃ । ১৩৭

আব্রহ্মভূতপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যত্বিত্তি ক্রবন্ ।

ক্ষিপেদপোহজলীংজ্রীংস্ত কুৰ্ব্বন্ সঙ্কেপভূতপনম্ । ১৩৮

সুবাণামর্চনং কুর্যাদ্ ব্রহ্মাদীনামমংসরী ।

ব্রাহ্ম-বৈকব-রৌদ্রেণ সান্বিতৈর্মৈত্রবাকুণৈঃ । ১৩৯

ভগ্নৈর্জরৈর্জয়েনৈঃ সর্বদেবান্ নমস্ত চ ।

নমস্কারেণ পুষ্পাণি বিস্তসেতু পৃথক্ পৃথক্ । ১৪০

সর্বদেবময়ং বিষ্ণুং ভাক্তবক্ষ্যে চার্চয়েৎ । সম্যং পুরুষসূক্তেন যঃ পুষ্পাণাং এব বা । ১৪১

অচ্চিতং স্তাঙ্কগমিদং ভেন সর্বং চরাচরম্ ।

অশ্বেশ্চ ভাত্রিকৈর্মৈত্রৈঃ পূজয়েচ্চ জনাৰ্দ্ধনম্ । ১৪২

আদাবর্ষ্যং প্রদাতব্যং ততঃ পশ্চাদ্বিলেপনম্ ।

ততঃ পুষ্পাঞ্জলিং ধূপমুপহারফলানি চ । ১৪৩

স্নানমন্ত্ৰকালে চৈব মার্জনাচমনং তথা । জলাভিময়গং যচ্চ ভৌর্য্যং পরিব্রজনম্ । ১৪৪

অঘমর্ষণসূক্তেন ত্রিরাবর্তেত^১ নিভাষঃ । স্নানে চরিতমিত্যেতৎ সমুদ্রকটং মহাশক্তিঃ । ১৪৫

“নিষিদ্ধভব্য ভক্ষণ, অসং-প্রতিগ্রহ এবং বাখ্যনঃকারককর্মদোষে উৎপন্ন যে হৃদ্যভ্যং আমাশ-
শরীরে বিদ্যমান আছে, সেই সমুদ্র পাপ হইতে ইন্দ্র, বরুণ, বৃহস্পতি, সবিতা, ভগ এবং
সনকাদি মুনিগণ আমাদের পবিত্র করুন। আব্রহ্মভূত পর্য্যন্ত জগৎ পরিতৃপ্ত হউক” এই মন্ত্র
পাঠ করিতে করিতে তিন অঞ্জলি জল নিক্ষেপ করিবে। ইহাই সংক্ষেপ ভূতপন। অতঃপর
ব্রাহ্মণ ভক্তিমুক্ত মনে ব্রহ্মাদি দেবগণের অর্চনা করিবে। ব্রাহ্মণ, বৈকব, রৌদ্র, সান্বিত,
মৈত্র ও বাকুণ মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, সবিতা, মিত্র ও বরুণদেবের অর্চনা করিয়া উক্ত
দেবসকলকে নমস্কার করিবে। নমস্কার সময়ে পৃথক্ পৃথক্ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান
করিবে। ১৩৬-১৪০

যে ব্যক্তি সর্বদেবময় বিষ্ণু এবং ভাক্তরের অর্চনা করিয়া পুরুষসূক্তমন্ত্রে পুষ্প ও
জল প্রদান করেন, তিনি সমস্ত জগতের অর্চনাজনিত ফললাভ করিয়া থাকেন। অতঃপ
সমস্ত ভাত্রিকমন্ত্রেই জনাৰ্দ্ধনের অর্চনা করিতে পারে। প্রথমতঃ অর্ঘ্য প্রদান করিয়া
বিলেপন, পুষ্পাঞ্জলি, ধূপ ফলাদি উপহার প্রদান করিবে। অন্তর্জলে স্নান, মার্জনা,
আচমন, জলাভিময়গ, ভৌর্য্যবাহন ও অঘমর্ষণ এই কার্য্য প্রতিদিন তিনবার করিবে।
মহাশ্মা মুনিগণ স্নানবিধি উক্তপ্রকার নিরূপণ করিয়াছেন। ১৪১-১৪৫

১। ত্রিবারং ভেব ।

ব্রহ্ম-কজ-বিশাকৈব মজ্জবং সানমিহন্তে । তুক্ষোমেব তু শূন্যস্ত সনমকারকং শ্রুতম্ । ১৪৬

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্ত তর্পণম্ ।

হোমো দৈবো বলিভৌতো নৃযজ্ঞোহতিথিপূজনম্ । ১৪৭

গৃহে ত্বেকগুণং অপ্যাং ন্যাস্তি দ্বিগুণং শ্রুতম্ ।

পবাং গোষ্ঠে দশগুণমগ্ন্যাগারে শতাধিকম্ । ১৪৮

সিক্কেজ্রেষু তীর্থেষু দেবতারভনেষু চ । সহস্রং শতকোটীনাশনস্তং বিষ্ণুসন্নিধৌ । ১৪৯

পঞ্চমে চ ভূখা ভাগে সংবিভাগো যথার্থতঃ ।

পিতৃ-দেব-মনুষ্যাণাং কীটানাকোপনিহন্তে । ১৫০

ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদাত্যন্নং যঃ সৃষ্টিঃ মহান্মতে । স শ্রেষ্ঠ্য লভতে স্বর্গমন্নানং সমাচরন্ । ১৫১

পূর্বং মধুরমগ্নীয়াবশ্যায়ৌ চ মধ্যাতঃ । কটু-তিক্ত-কষায়ান্শ্চ পরশ্চৈব তথাস্ততঃ । ১৫২

শাকক রাজিভূমিষ্ঠমভ্যন্নক^১ বিবর্জ্যৈরং । ন চৈকরসসেবাত্যং প্রসজ্জন্ত কদাচন । ১৫৩

অমৃতং ব্রাহ্মণস্তান্নং ক্ষত্রিয়ান্নং পয়ঃ শ্রুতম্ ।

বৈশ্যস্ত চান্নমেদান্নং শূদ্রান্নং কৃষিরং শ্রুতম্ । ১৫৪

অমাবাসীং^২ বসেদ্বস্ত একহরিনমেব বা । তত্র ঐশ্বেব লক্ষীশ্চ বসন্তে নাত্র সংশয়ঃ । ১৫৫

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের উক্তরূপ মন্ত্রপ্রান কথিত আছে । শূদ্রগণ প্রানকালে কোন মন্ত্র পাঠ করিবে না, কেবল নমস্কার করিবে, ইহাই শূদ্রের পক্ষে বিধি । অধ্যাপনা ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণ পিতৃযজ্ঞ, হোম দৈবযজ্ঞ, ভৌতবলি ভূতযজ্ঞ এবং অতিথিপূজা । মানুষযজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হয় । গৃহে থাকিয়া জপ করিলে সেই অপের একরূপই ফল হইয়া থাকে কোন বৈশিষ্ট্য হয় না ; তিষ্ঠ নদীতে জপ করিলে তদপেক্ষা দ্বিগুণ ফল হইয়া থাকে । গোষ্ঠস্থানে জপ করিলে দশগুণ, অগ্নিগৃহে শতগুণ, সিক্কেজ্রে সহস্রগুণ, তীর্থে লক্ষগুণ ও দেবমন্দিরে কোটিগুণ এবং বিষ্ণুসন্নিধানে জপ করিয়া অনুষ্ঠিত হইলে অনন্তফল হইয়া থাকে । দিবসের পঞ্চমভাগে যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া পিতৃগণ, দেবগণ, মনুষ্যগণ পক্ষি কীটাদিকে ভোজ্য দান করিবে । ১৪৬-১৫০

পরে প্রথমতঃ ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া যিনি সূহৃদর্পের সহিত ভোজন করেন, তিনি পরলোকে স্বর্গধামে বসতি করিতে থাকেন । ভোজনের পূর্বে মধুরভ্রবা ভক্ষণ করিবে ; মধ্যভাগে লবণান্ন^১ : কটু তিক্ত ও কষায়াদি ভক্ষণ করা কর্তব্য । অবসানকালে জলপান করিবে । রাজিগলে ভূমিভলে রক্ষিত পণ্য^২ যত শাক ও অতিশীতল বস্তু ভক্ষণও মিথিহ জানিবে । ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃতভূনা, ক্ষত্রিয়ের অন্ন তৃপ্তবরূপ, বৈশ্যের অন্ন অন্নমাত্র এবং শূদ্রের কৃষিবৎ জ্ঞান করিবে । যে ব্যক্তি একবৎসর পর্য্যন্ত অমাবস্তাদিবসে কিছুই খাওয়াই না কবে, তাহাতে ঐ ও লক্ষী নিশ্চল হইয়া বাস করেন । ১৫১-১৫৫

১। রাজ্যৌ ভূমিষ্ঠমভ্যন্নক । ২। অমাবাসী ।

উদরে গার্হপত্যাগ্নিঃ পৃষ্ঠদেশে তু দক্ষিণঃ । আন্তে আহবনীয়াগ্নিঃ সত্যঃ সৰ্বত্র^১ মূৰ্দ্ধনি ।

যঃ পক্ষাশ্বীমিমান্ বেদ আহিতাগ্নিঃ স উচ্যতে ॥ ১৫৬

শরীরমাণঃ সোমশ্চ বিবিধকামমুচ্যতে । প্রাণো হুগ্নিত্বাদিত্যাদিত্রিভোক্তা এক এব তু ॥ ১৫৭

অগ্নিঃ বলান্ন মে কুমেয়পামণ্যানিলশ্চ চ । ভবভোক্তং পরিণতৌ মযাপ্যব্যাহতং^২ সুখম্ ॥ ১৫৮

হস্তেন পরিমার্জ্যাস্থ কুৰ্য্যাস্থ তাম্বুলভক্ষণম্ ।

জ্বলনক্লেতিহাসশ্চ তং কুৰ্য্যাস্থ সুসমাহিতঃ ॥ ১৫৯

ইতিহাস-পুরাণানৈঃ বৰ্ত্তমশ্বমকৌ নরঃ ।

ভক্তঃ সদ্ধামুপাসীত স্নাত্তা বৈ পশ্চিমাং নরঃ ॥ ১৬০

এতদ্বন্দ্বেনতঃ প্রোক্তমনুষ্ঠানং ময়া দ্বিজ ।

যঃ পঠেদগাচরেষিমান্ শূণ্ডতাং স দিব্যং ব্রজেৎ ॥ ১৬১

আচারাদির্বিধর্ম্মব্যবস্থা চ কেশবঃ^৩ । প্রারম্ভিতাদিকং বিজি স্বর্গমর্থাদিকং হরিঃ ॥ ১৬২

ইতি লীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বর্ণাশ্রমধর্ম্মাদিবিবর্ণনং নাম

সপ্তদশাধিক-দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১৭ ॥

উদরে গার্হপত্যাগ্নি, পৃষ্ঠে দক্ষিণাগ্নি, মুখে আহবনীয়াগ্নি, মস্তকে সত্যাগ্নি ও শিখায় সর্বাগ্নি অবস্থিত আছে। যিনি উক্তপ্রকার পক্ষাগ্নি জানেন, তাঁতাকে আহিতাগ্নি বলা হয়। শরীর, জল ও সোম ইহাদিগকে ত্রিবিধ অন্ন বলিয়া থাকে। প্রাণ, অগ্নি, আদিত্য ইহারা সেই ত্রিবিধ অন্নের ভোক্তা। ভূমি, জল, অগ্নি ও অনিল এই সকলে অগ্নিই বন। অগ্নি ভোজন করিয়া পরিণাক করিতে পারিলেই অব্যাহত সুখ হইয়া থাকে। ভোজনাভ্যে হস্তদ্বারা মুখমার্জন করিয়া তাম্বুল-ভক্ষণ করিবে। দিবসের বৰ্ত্ত ও সপ্তম ভাগে সুসমাহিতচিত্তে ইতিহাস ও পুরাণাদি জ্বলন দ্বারা কালযাপন করিবে। দিবসের অষ্টম ভাগে স্নান করিয়া সারংসদ্ধা উপাসনা করিবে। দিবসের অনুষ্ঠান এই উক্ত হইল। যে ব্যক্তি এই দিবসের কর্তব্য আচার পাঠ করে, কিংবা জ্বলন করে, তাহার স্বর্গপুরে গতি হইয়া থাকে। হরিই এই সকল আচারধরূপ। হরিই ধর্ম্মাধর্ম্মব্যবস্থা। সেই হরিই প্রারম্ভিতাদিধরূপ; অধিক কি, সেই কেশবকেই এই স্বর্গ মর্ত্ত্যাদিধরূপ জানিও। ১৫৬-১৬২

লীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে বর্ণাশ্রমধর্ম্মাদিবিবর্ণন নামক সপ্তদশাধিক দ্বিশততম

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১৭ ॥

১। সত্যে সর্বত্র । ২। সমাপ্তব্যাহতং ।

৩। আচারাদিধর্ম্মব্যবস্থা কেশবো হি শ্রুতো দ্বিজ ।

অষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোহ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

অথ জ্ঞানবিধিং বক্ষ্যে জ্ঞানমূল্য ক্রিয়া যতঃ ।

মৃদগোময়ভিলান্ দর্ভান্ পুষ্পাণি সুরভীণি চ ॥ ১

আহরেণ জ্ঞানকালে চ জ্ঞানার্থী প্ররতঃ তুচিঃ ।

গছোদকান্তং বিবিজ্যং স্থাপয়েত্তাত্তথ কিত্তো ॥ ২

ত্রিধা কৃত্বা মৃদং তান্ত গোময়কং বিচক্ষণঃ । অস্তিমুন্তিচ চরণৌ প্রক্ষাল্যাম্ব করৌ তথা ।

উপবীতী বহুশিখঃ সমাগচ্চম্য বাগ্‌যতঃ ॥ ৩

উরুং রাজেভ্যচা তোরম্পহার প্রদক্ষিণম্ । আবর্তয়েত্তদুদকং যে তে শতমিতি ত্বৃচা ॥ ৪

ওঁ উরুং হি রাজা বরুণশ্চকার, সূর্য্যায় পশ্চাময়েত বা উ ।

অপরে পাদা প্রতিপাতবেহর্কঃ, উতাপ বক্তা হৃদয়াবিপশ্চিৎ ॥ ৪

নমো বরুণায়ান্তিষ্ঠিতো বরুণস্ত পাতঃ বরুণায় নমঃ ॥ ৫

ওঁ যে তে শতং বরুণস্ত যে সহস্রং, বজ্রীয়াঃ পাতা বিভক্তা মহাতঃ ।

তেভিনোহস্য সবিতোন্ত বিষ্ণু-বিঃস্ব মুকুত্ব মরুতঃ বর্কাঃ ভাহা ॥ ৬

সুমিঞ্জিয়া ন ইত্যপোজ্জলিমাকৃত্যোত্তরেণ ভোয়ং পশ্চাধিরাজ্যে চৈব বিনিষ্কিপেৎ ॥ ৭

ওঁ সুমিঞ্জিয়া ন আপ ওষধয়ঃ সন্ত হৃন্মিঞ্জিয়া-স্তনৈ সন্ত যোহশ্বান্ ঘেতি বক্ষ বয়ং বিদ্বঃ ।

পাদৌ জজ্বে কটিকৈব পূর্কমুত্তিস্তিস্তিভিঃ । প্রক্ষাল্য হস্তাভ্যচম্য নমস্কৃত্য জলং ততঃ ॥ ৮

ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্ । সমুচ্চমস্ত পাংস্তলে ॥ ৯

ব্রহ্মা বলিলেন,— অনন্তর জ্ঞানবিধি বলিতেছি । সমস্ত ক্রিয়াই জ্ঞানমূলক, অর্থাৎ জ্ঞান ব্যতিরেকে কোন ক্রিয়াই সফল হইতে পারে না ; জ্ঞানার্থী ব্যক্তি যুজিকা, গোময়, তিল, দর্ভ, সুরভিপুষ্প এই সমস্ত দ্রব্য স্নাত, সংযত ও তুচি হইয়া আহরণ করিবে । প্রথমত কোন গছোদক-বোত বিত্ত্ব স্থানে উক্ত দ্রব্য সকল স্থাপন করিবে । পরে বিচক্ষণ ব্যক্তি অশ্বত্ব যুজিকা ও গোময় ত্রিধা বিভক্ত করিয়া যুজিকা ও জলদ্বারা পাদদ্বয় ও করদ্বয় প্রক্ষালন করিবে । অনন্তর বামহস্তে উত্তরীয় রাখিয়া নিধাবক্লনপূর্ব্বক সম্যক আচার সহকারে বাক্যসংঘম করত “উরুং রাজা” ইত্যাদিমন্ত্রে দক্ষিণ ভাগে জলস্থাপন করিবে । পরে “যে তে শতং” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত সেই জল আবর্তন করিবে । তৎপরে “উরুং রাজা” ইত্যাদি মন্ত্রে বরুণের নমস্কার করিবে । ১-৭

অনন্তর “যে তে শতং” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠ করত পাদদ্বয়ে, জজ্বায় ও কটিতে যুজিকা-দ্বারা তিল তিনবার মার্জন করিবে । তারপর হস্তদ্বয় প্রক্ষালনপূর্ব্বক আচমন করিয়া জলের সংস্কার করিবে । তদনন্তর “ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া সংযতচিত্তে

মহাব্যাহতিঃ পশ্চাদাচামেং প্রসতোহপি সন্ ।

মার্কিয়েনৈ যদাঙ্গানি ইদং বিমুরিতি ত্বাচা ।

ভাস্তরাভিমুখো মজ্জদাপো অঙ্গানিতি ত্বাচা ॥ ১০

ও আপো অঙ্গানাতরঃ তদন্তরং, যুন্তেন নো যুন্তপঃ পুনন্ত ।

বিশ্বং হি বিপ্রং প্রবহন্তি দেবী-রুদিতাত্যঃ তচিদ্ভা পুতয়ামি ॥ ১১

ভতোহবদ্ব্য পাঙ্গানি নিমজ্জ্যাঙ্গজ্য বৈ ননৈঃ ।

গোময়েন বিলিপ্যাথ মানন্তোক ইতি ত্বাচা ॥ ১২

ও মা নন্তোক তনয়ে মা ন জামুবি, মা নো গোবু মা নো অশেবু যীরিষঃ ।

মা নো যীরান্ রুদ্রভামিনোহবদী-ইবিমন্তঃ সদসি ত্বা হবামহে ॥ ১৩

ভতোহভিমিকেন্দ্রৈস্তে বাকুগৈস্ত যথাক্রমম্ । ইমং যবরুণ ভাত্যাং তন্ন স তন্ন ইত্যপি ।

আপো বরুণোহুত্তমং মুকত্ববত্বোতি চ ॥ ১৪

ও ইমং যে বরুণ জধী হবমতা চ যুতর । জামবদ্ব্যভাচকে ॥ ১৫

ও তৎ ত্বা বামি ব্রহ্মণা বন্দমান-ভদ্রাভাস্তে যজমানো ইবিতিঃ ।

অহেলমানো বরুণেহ বোমু-রুস মা ন জামুঃ প্রমোখীঃ ॥ ১৬

ও ত্বয়ো অগ্রে বরুণস্ত বিদ্বান্, দেবস্ত হেলো অবধাসিসীতা ।

যজিষ্ঠো বক্রিতমঃ পোতুচানো, বিশ্বা জেবাংসি ত্রুমুদ্ব্যঙ্গং ॥ ১৭

ও ন ত্বয়ো অগ্রে অবমো ভবোভী, নেদিষ্ঠো অস্তা উষসো ব্যাভী ।

অববন্ত নো বরুণং বরাণো, জীহিবলীকং সুবহো ন এবি ॥ ১৮

ও আপো নৌমিহিংসির্জায়ো রাজং-ভতো বরুণো নো মুকা যদাহবতা ইতি ॥ ১৯

ও বরুণেতি নপামহে ভতো বরুণ নো মুক ॥ ২০

ও উত্তমং বরুণপাশমঙ্গদবাধমং বিমধ্যম ব্রধায় ।

অথাবয়মানিত্যভতে ভবানাপসো অনিত্তেহে স্তামঃ ॥ ২১

মুকত্ব মামপ্যাথবরুণস্ত ত্বং । অহো যমস্ত পত্নী সা নঃ সর্ক্যঙ্গাদেব কিশিবাং ॥ ২২

অবকৃথ নিচুখন নিচেক্রসি নিভাং প্রঃ ।

অবদেবৈর্দেবকৃত মেহনোমাসি যমবমর্জ্যৈর্মর্জ্য কৃতং পুরুতাবে, দেবরোষঃ পাহি ॥ ২৩

“ও ত্বঃ বাহা, ও ত্ববঃ বাহা, ও যঃ বাহা” ইত্যাদি মহাব্যাহতি মন্ত্রে আচমনপূর্বক “ইদং বিমুরিচক্রমে” ইত্যাদি মন্ত্রে যুক্তিকারী অঙ্গমার্জন করিবে । ৯-১০

তৎপরে সূর্যাভিমুখ হইয়া “আপো অঙ্গান্” ইত্যাদি মন্ত্রে জলে মগ্ন হইবে । তারপর পাঙ্গাবধর্ষণ ও পুনঃপুনঃ নিমজ্জন করত জ্ঞান করিবে । অনন্তর “মা নন্তোক” ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠপূর্বক গোময়দ্বারা অঙ্গলেপন করিবে । “ইমং যে” ইত্যাদি বরুণমন্ত্রে যথাক্রমে দ্বীত মন্তকে অভিব্যেক করিবে । (বাকুণ মন্ত্র সকল মূলে প্রুটব্য ।) পূর্বোক্ত

- অতিথিচা শুভাশ্রয়ঃ নিমঃ চাচা বৈ পুনঃ । দর্ভেণ পারয়েন্যৈরলিঙ্গৈঃ পার্যৈরিটমঃ । ২৪
 আপো হি তেতি তিস্তিবিদমপো হবিস্তী ।
 দেবীরাপ ইতি ভাভ্যং আপো দেবা ইতি ভূচা । ২৫
 রূপদাদিব ইতি চ শয়ো দেবীরূপাং রসঃ ।
 আপো দেবীঃ পাবমান্তঃ পুনস্তাস্তাস্তাচো নব । ২৬
 চিত্তাতির্থেতি চ শনৈঃ প্রাব্যাস্থানং সমাহিতঃ । হিরণ্যবর্ণা ইতি চ পাবমান্তস্তথাপরাঃ । ২৭
 তরং সামা শুভবতাঃ পবিত্রাণি চ শক্তিতঃ ।
 বাকুপ্যা বহবঃ পূণাঃ শক্তিতঃ সম্প্রযোজয়েৎ । ২৮
 ওঙ্কারেণ ব্যাকৃতিভির্গায়ত্র্যা চ সমন্বিতঃ । আদ্যবন্তে চ কুর্কীত অভিষেকং যথাক্রমম্ । ২৯
 জলমধ্যস্থিতস্তেব মার্জ্জনক বিধৌরতে । অন্তর্জলে জপেশ্বরং ত্রিঃ কৃত্বা অঘর্মণম্ । ৩০
 রূপদাস্তা ত্রিরাবর্তেদগ্নং গৌরিত্তি চেত্যাচম্ ।
 অগ্ন্যংষ্ট্রব তু মন্ত্রান্ বা শ্রুতিদৃষ্টান্ সমাহিতঃ । ৩১
 সর্বাশ্রুতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীং বা জপেশ্বরঃ । আবর্তয়েদ্বা প্রণবং শ্রবৈষা বিষ্ণুমব্যম্ । ৩২
 বিষ্ণোরায়ন্তনং আপঃ স এবাপ্লুত্বিচ্চাতে ।
 তস্মৈবং তমবন্তেতস্তস্মাত্ত্বং জপ্ চ সংশ্রবৎ । ৩৩
 তদ্বিকোঃশ্রুতি মন্ত্রেণ নিমজ্যাক্ত পুনঃ পুনঃ ।
 গায়ত্রী বৈষ্ণবী হোবা বিষ্ণোঃ সংশ্রবণাং বৈ । ৩৪

মন্ত্রে আশ্রাকে অভিষেক করিয়া নিমজ্জনপূর্বক পুনর্বার আচমন করিয়া দর্ভদ্বারা “আপো হিঠা” ইত্যাদি মন্ত্রে মন্তকে জলসেক করিবে । ১১-২৪

“আপো হিঠা” ইত্যাদি মন্ত্রজর, “ইদমাপো হবিস্তী” ইত্যাদি মন্ত্রজর, “আপো দেবা” ইত্যাদি, “রূপদাদিব” ইত্যাদি, “শয়ো দেবী” ইত্যাদি মন্ত্রে জলসেক করিয়া “হিরণ্যবর্ণা” ইত্যাদি ত্রিসূক্ত, পাবমানী সূক্ত, শুভবতা সূক্ত ও অন্তান্ত বাকুপমন্ত্রে যথাশক্তি জলসেক করিবে । ২৫-২৮

উক্ত মন্ত্রজ্ঞানের আদিতে ও অন্তে ওঙ্কার ও ব্যাকৃতিসমন্বিত গায়ত্রী পাঠপূর্বক পূর্ববৎ দর্ভদ্বারা জলসেক করিবে । জলমধ্যে অবস্থিত হইয়াই মার্জ্জন করা বিধেয় ; জলমধ্যেই মন্ত্রজ্ঞান করিয়া তিনবার অঘর্মণ করিতে হয় । ২৯-৩০

পরে রূপদাদিব ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া “অগ্নং গোঃ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে । তৎপরে সমাহিত হইয়া অন্তান্ত শ্রুতিদৃষ্ট সমস্ত পাঠ করিবে । তারপর মহাব্যাকৃতি ও সপ্রণবা গায়ত্রী জপ করিয়া প্রণব আবৃত্তি করত অব্যাহত বিষ্ণুকে শ্রবণ করিবে । ৩১-৩২

জলই বিষ্ণুর আয়তন ; সেই বিষ্ণুই জলের অধিপতি ; সুতরাং জলই বিষ্ণুরূপ । এই নিমিত্ত জলরূপে বিষ্ণুকে শ্রবণ করিবে । “তদ্বিকোঃ পরমং পদং” ইত্যাদি মন্ত্রে বারংবার

ঐ ইদমাণঃ প্রবহতা যদজ্ঞানং মলং হি তৎ । যথা কুহোজাবৃতং যচ্চ শোকে অভীষণম্ ।
আপো মা তাদেনসঃ পাবমানচ্চ মুকতু । ৩৫

হবিগ্নভী বিনা আপো হবিগ্নান্ আবিরাসতি ।

হবিগ্নান্ নো বা অপ্রবো হবিগ্নান্ অস্ত সূর্য্যঃ ।

দেবীরাপো অপা পত্না। যচ্চ উর্ষির্হবিগ্নঃ । ইজিরাবান্দিভ্যাস্তনঃ তৎ দেবেভ্যো দেবতা
হাভুতক্লেভ্যঃ তেষাং ভাগকবিবসিসমুজ্জত । দক্ষিণ্যাগ্রানিসিমনাপোঃপ্রতিরশ্মভমোদীঃ ।

আপো দেবী মধুমতীঃপুত্ৰঃ হরভী রাজহতিলাঃ । যাতির্মিত্রাবরুণস্ত সিকরাতিরিজ-
মনরত্যম্বাতীৰ জপদাং শরো দেবী অপামসৃগৃহরসংসূর্য্যো সত্তং সমাহিতমপাং রসক বো
রশ্ময়ো গৃহাস্যুজমম্ ।

আপো দেবীরূপসূর্য্য মধুমতী বরস্তার প্রজাভ্যঃ ভাসামাহামাভিহত্যামোষধরঃ
সাপিগ্নলাঃ ।

পুনস্ত মা পিতরঃ সৌম্যাসঃ পুনস্তনাপি পিতা সহস্রাঃ পবিত্রেণ পত্নাহুবা । পুনস্ত মা
পিতামহাঃ পুনস্ত প্রপিতামহাঃ পবিত্রেণ পত্নাহুবা বিশ্বমাহুবা বৈষ্ণবৈঃ ।

অগ্ন আয়ুৰি পরসক্যাক্তরৌর্জমিহক তচে বাবরুজ্জুনাম্ । পুনস্ত মা দেবজনাঃ পুনস্ত মাং
যাসাধিরঃ পুনস্ত বিদ্বা ভুতানি জাতবেদ পুনীহি মাম্ ।

পবিত্রেণ পুনীহি বা তুজ্রেণ দেবদী অগ্নে কৃত্বা ক্রতুধরঃ । যন্তে পবিত্রমচ্চিহ্নয়ে
বিত্ততমস্তরাব্রজা তেন পুনাতু মা । পবমানঃ সোহন্য নঃ পবিত্রেণ বিচ্যবণীর ।

গোভা মা পুনাতু মা । উভাভ্যাং দেব সবিভঃ পবিত্রেণ হংসন চ মাং খনীবিশ্বতঃ ।
বৈশ্বদেবী পুনতা দেব্যা গৃহাস্তামিসাবক্যাত্যায়োবীত পূজ্যাঃ । তময়ামস্তবধমাদেশু বরং
স্তাব পতয়ো রয়োণাম্ ।

চিংপতির্মা পুনাতুচ্ছিত্রেণ পবিত্রেণ সূর্য্যাক্ত রশ্মিভিঃ । তস্ত তে পবিত্রপতে পবিত্রপুত্ৰস্ত
যৎকামঃ ।

পুনেতচ্ছকেয়ম্ বাকপতির্মা পুনাতুচ্ছিত্রেণ পবিত্রেণ সূর্য্যাক্ত রশ্মিভিঃ ।

তস্ত তে পবিত্রপতে পবিত্রপুত্ৰস্ত যৎকামঃ । পুনেতচ্ছকেয়ম্ হাপতিময়ং গোঃ
পুন্নিবক্রমীসদশলভং পুনঃ পিতরুণ প্ররশ্নঃ ।

দেবো মা সবিভা পুনাতুচ্ছিত্রেণ পবিত্রেণ সূর্য্যাক্ত রশ্মিভিঃ । তস্ত তে পবিত্রপতে পবিত্র-
পুত্ৰস্ত যৎকামঃ পুনেতচ্ছকেয়ম্ ।

ঐ তদ্বিকোঃ পরমঃ পদং সদা পশুস্তি সুররঃ । দিবীৰ চকুরাভিতম্ । ৩৬

যজ্ঞনরান করিবে । এই বৈষ্ণবী গারজীই বিষ্ণু শরণের নিমিত্তরূপ । “ইদমাণঃ প্রবহত”
ইত্যাদি বস্ত্রে ছীর মলকালন করিবে । অমন্তর “ঐ তদ্বিকোঃ পরমঃ পদং” ইত্যাদি মন্ত্র
পাঠ করিবে । ৩৩-৩৬

শ্রাট্বেবং বাসনী ধৌতে অচ্ছিন্নে পরিধায় চ ।

প্রক্ষাল্য চ যদ্যচ্ছিত্ব হন্তৌ প্রক্ষাল্য বৈ শুদা ॥ ৩৭

আচাতে পুনরাচামেৎ মন্ত্রেণ স্নানভোজনে ।

ক্রপদাক জিরাবর্ত্য তথা চৈবামমর্ষণম্ ॥ ৩৮

আচম্যাপ্রাযা চাখ্যানং জিরাচম্য শনৈরসূন্ ।

ভতোপভিষ্ঠেদানিত্যং মৃগ্নি পুষ্পাঘ্রিতাজলিঃ ॥ ৩৯

প্রক্ষিপ্যাদকমুত্থুর উদৈত্যং চিত্রমিত্যপি ।

ভক্তকুর্দেব ইতি চ হংসঃ শুচিসদিত্যপি ॥ ৪০

এতাং জপেদুর্জবাহঃ সূর্যমৌক্য সমাহিতঃ ।

গায়ত্রীক তথা শক্ত্যা উপহার দিবাকরম্ ॥ ৪১

বিজ্ঞাতিত্যানুবাকেন সূক্তেন পুরুষম্ চ । শিবসঙ্কল্পেন তথা মণ্ডলরাক্ষসেন চ ॥ ৪২

দিবা কিমুক্তথা চাত্তৈঃ সৌরেশ্বরৈশ্চ শক্তিতঃ । অপমজ্ঞস্ত কৰ্ত্তব্যঃ সৰ্বদেবপ্রীতকৈঃ ।

অধ্যায়বিদ্যা বিধিবজ্ঞপেয়া অপসিতয়ে ॥ ৪৩

সবাং কৃত্বা জিরাচম্য জিহ্বং মেধাং ধৃতিং ক্রিত্তিম্ ।

বাচং বাগীশ্বরং পৃষ্ঠিৎ তুষ্টিঞ্চ পরিতর্পয়েৎ ॥ ৪৪

উমামরুদ্রভীকৈব শচীং মাতৃগমেব চ । জয়্যাক বিজয়্যাকৈব সাবিজীং শান্তিম্বেব চ ॥ ৪৫

স্বাহাং স্বধাং ধৃতিকৈব ভূধৈবাদিত্তিমুত্তমম্ ।

ঋষিপত্নীশ্চ কন্যাশ্চ তর্পয়েৎ কামাদেবতাঃ ॥ ৪৬

পূর্বোক্ত প্রকারে স্নানক্রিয়া সমাধান করিয়া ধৌত অচ্ছিন্ন বস্ত্রদ্বয় পরিধানপূর্বক মৃত্তিকা ও জলদ্বারা হস্তপদ প্রক্ষালন করিবে। স্নান ও ভোজনকালে একবার আচমন করিয়া পুনরায় মন্ত্র দ্বারা আচমন করিতে হয়। তৎপরে তিনবার “ক্রপদাদিব” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া অমমর্ষণ করিবে। পুনর্বার আচমনপূর্বক শরীরকে জলদ্বারা আশ্লুভ করিবে, এইরূপ তিনবার আচমন করিতে হয়। অনন্তর ধূতপুষ্পাজলি উর্দ্ধহস্ত হইয়া সূর্যোপহাসন করিবে। পরে উর্দ্ধবাহু হইয়া সূর্য্য নিরীক্ষণ করত “উদৈত্যঃ” ইত্যাদি, চিত্রং দেবানামিত্যাদি, ভক্তকুর্দেবহিতং ইত্যাদি এবং হংসঃ শুচি ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। এইরূপে সূর্য্যোপহাসন করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে। ৩৭-৪১

উদনন্তর বিজ্ঞাতিদি অনুবাক, পুরুষসূক্ত, শিবসঙ্কল্প মন্ত্র, মণ্ডলরাক্ষসাদি সর্বদেবপ্রীতিকর অগ্ন্যাদি সৌরমন্ত্র পাঠ করিয়া যথাশক্তি অপমজ্ঞ করিবে। পরে সিদ্ধিকামনার বিধিবৎ অধ্যায়বিদ্যা জপ করিবে। বারত্বেয় আচমন করিয়া ত্রী, মেধা, ধৃতি, ক্রিত্তি, বাক, বাগীশ্বর, পৃষ্ঠি, তুষ্টি, উমা, অরুদ্রভী, শচী, মাতৃগণ, জয়্যাক, বিজয়্যাক, সাবিজী, শান্তি, স্বাহা, স্বধা, ধৃতি, ঋষিভি, ঋষিপত্নী, ঋষিকন্যা ও অন্যান্য কামাদেবতা এই সমুদয়ের তর্পণ করিবে। তৎপরে

দেবলোকা বসন্তৈব বসুন্ত্যো সমাহিতঃ । সৰ্ব্বমঙ্গলকামস্ত তৰ্পয়েৎ সৰ্ব্বমঙ্গলাম্ । ৪৭

অত্রৈব শুভপৰ্য্যন্তং জগৎ তু পাত্ত্বিতং ক্রবন্ ।

কিপেদগোহস্ত্রীংস্ত্রীংশ্চ কুৰ্ব্বন্ কাক্ষেত তৰ্পণম্ । ৪৮

ইতি ঐশ্বর্যপুৰাণে পূৰ্ব্বধৰ্ম্মে জ্ঞানবিধিবৰ্ণনং নামাষ্টোদশাধিক-

ত্রিশততমোহধ্যায়ঃ । ২১৮ ।

একোনিবিংশত্যধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ

ব্রাহ্মোবাচ

তৰ্পণং সন্ত্ৰবক্ষ্যামি দেবাদিপিভূতুতিনম্ । ১

ওঁ মোদাতৃপাত্তাম্ । ওঁ প্রমোদাতৃপাত্তাম্ । ওঁ সুমুখাতৃপাত্তাম্ । ওঁ হৃষীকাতৃপাত্তাম্ ।
ওঁ বিদ্যাতৃপাত্তাম্ । ওঁ অবিদ্যাতৃপাত্তাম্ । ওঁ বিদ্যকর্তারূপাত্তাম্ । ওঁ হলাংসি তৃপাত্তাম্ ।
ওঁ বেদাতৃপাত্তাম্ । ওঁ ওষধাতৃপাত্তাম্ । ওঁ সমাতনতৃপাত্তাম্ । ওঁ ইতরাচার্যাতৃপাত্তাম্ ।
ওঁ সংবৎসরভাবরবাতৃপাত্তাম্ । ওঁ দেবাতৃপাত্তাম্ । ওঁ অপ্সরসতৃপাত্তাম্ । ওঁ দেবাত্তকা-
তৃপাত্তাম্ ।

ওঁ সাগরাতৃপাত্তাম্ । ওঁ নাসাতৃপাত্তাম্ । ওঁ পৰ্ব্বতাতৃপাত্তাম্ । ওঁ সরিনুভা
বকাতৃপাত্তাম্ । ওঁ রক্তাংসি তৃপাত্তাম্ । ওঁ পিশাচাতৃপাত্তাম্ । ওঁ সুপৰীতৃপাত্তাম্ ।
ওঁ ভূতানি তৃপাত্তাম্ । ওঁ ভূতজামাশ্চতুর্বিধাতৃপাত্তাম্ ।

সমাহিতচিত্তে সৰ্ব্বমঙ্গল-কামিনার দেবগণ, চতুর্দশ বস, অষ্টবসু ও সৰ্ব্বমঙ্গলার তৰ্পণ
করিবে । অনন্তর “অত্রৈব শুভপৰ্য্যন্তং জগৎ তু পাত্ত্বিতং” এই মন্ত্রে তিন অঞ্জলি জলক্ষেপণ-
পূৰ্ব্বক অতিলাভিত তৰ্পণক্রিয়া সমাপন করিবে । ৪২-৪৮

ঐশ্বর্যপুৰাণে পূৰ্ব্বধৰ্ম্মে জ্ঞানবিধিবৰ্ণন নামক অষ্টোদশাধিক ত্রিশততম

অধ্যায় সমাপ্ত । ২১৮ ।

উনবিংশত্যাধিক ত্রিশততম অধ্যায়

ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর তৰ্পণবিধি বৰ্ণন করিতেছি । এই বিধি অনুসারে তৰ্পণ
করিলে দেবগণ ও পিতৃগণের ভূতি হইয়া থাকে । প্রথমতঃ “ওঁ মোদাতৃপাত্তাম্” ইত্যাদি
মূলের লিখিত মন্ত্রদ্বারা এক এক অঞ্জলি জলপ্রদান করিবে । অনন্তর যজ্ঞোপবীত মালাবৎ

ও মনকত্বপাত্যাম্ । ও প্রচেতাত্বপাত্যাম্ । মরীচিত্বপাত্যাম্ । ও অমিত্বপাত্যাম্ ।
ও অক্লিৰাত্বপাত্যাম্ । ও পুলকাত্বপাত্যাম্ । ও পুলহত্বপাত্যাম্ । ও ক্লত্বপাত্যাম্ । ও
নারদত্বপাত্যাম্ । ও ভুত্বপাত্যাম্ । ও বিশ্বামিত্বপাত্যাম্ । ও কলপত্বপাত্যাম্ । ও
জমদগ্নিত্বপাত্যাম্ । ও বশিষ্ঠত্বপাত্যাম্ ।

ও ষায়ত্বপাত্যাম্ । ও ষরেচিষত্বপাত্যাম্ । ও তামসত্বপাত্যাম্ । ও রৈবতত্বপাত্যাম্ ।
ও চান্দ্রত্বপাত্যাম্ । ও মহাতেজাত্বপাত্যাম্ । ও বৈবৰতত্বপাত্যাম্ । ও ধ্রুৱত্বপাত্যাম্ ।
ও ধবত্বপাত্যাম্ । ও অনিসত্বপাত্যাম্ । ও প্রভাবত্বপাত্যাম্ ॥ ২

নিবীৰ্তী—ও সনকত্বপাত্যাম্ । ও সনন্দত্বপাত্যাম্ । ও সনাতনত্বপাত্যাম্ । ও কপিল-
ত্বপাত্যাম্ । ও আমুরিত্বপাত্যাম্ । ও বোদ্ধত্বপাত্যাম্ । ও মনুজ্ঞানং কৰাবালত্বপাত্যাম্ ।
ও সৌমত্বপাত্যাম্ । ও যমত্বপাত্যাম্ । ও অৰ্য্যমা ত্বপাত্যাম্ ॥ ৩

প্রাচীনাবীৰ্তী—ও অগ্নিহোতাঃ পিতরত্বপাত্যাম্ । ও সৌম্যাঃ পিতরত্বপাত্যাম্ । ও
হবিষ্মতঃ পিতরত্বপাত্যাম্ । ও উদ্রপাঃ পিতরত্বপাত্যাম্ । ও সুকালিনঃ পিতরত্বপাত্যাম্ ।
ও বহিষদঃ পিতরত্বপাত্যাম্ । ও অজ্যপাঃ পিতরত্বপাত্যাম্ ॥ ৪

যমায় নমঃ । ষ্মরাজায় নমঃ । যুতাবে নমঃ । অত্কার নমঃ । বৈবৰতায় নমঃ ।
কাণায় নমঃ । সৰ্বভূতক্ষয়ায় নমঃ । ঔদ্রৱায় নমঃ । দগ্নায় নমঃ । নীলায় নমঃ ।
পরমেষ্ঠিনে নমঃ । বৃকোদয়ায় নমঃ । চিত্রায় নমঃ । চিত্রকণ্ঠায় নমঃ ॥ ৫

ব্রহ্মাদিস্তত্বপর্য্যন্তং অগং ত্বপাত্য ॥ ৬

ও পিতৃভাঃ স্বধা নমঃ । ও পিতামহেভ্যঃ স্বধা নমঃ । ও প্রপিতামহেভ্যঃ স্বধা নমঃ । ও
মাতৃভাঃ স্বধা নমঃ । ও পিতামহীভ্যঃ স্বধা নমঃ । ও মাতামহেভ্যঃ স্বধা নমঃ । ও প্রমাতা-
মহেভ্যঃ স্বধা নমঃ । ও বৃদ্ধপ্রমাতামহেভ্যঃ স্বধা নমঃ ॥ ৭

ত্বপাত্যমিতি উদীরতামববত্তং পরামতশ্রব্যায়াঃ পিতরঃ সৌম্যাসঃ । অগ্নং য ইতর বহ্না
বহ্নজ্ঞাতো নোহবত্ত পিতরো হবে অপোজ্যোচ্চারণপ্রথমাজ্জলিং পিতৃঃ অক্লিৰসো নঃ ।
পিতরো ন বহ্না সুপৰ্ব্বাণো ভৃগবঃ সৌম্যাসঃ । তেষাং বহ্নজ্ঞং প্রমত্তৌ বজ্জিয়ানাম্ অপিত্তজে
সৌনসঃ সৌনসঃ সেন্ধ্যাৱ ॥ ৮

আয়াত্ব নঃ পিতরঃ সৌম্যাসো অগ্নিহোতাঃ পশিভির্দেবধানৈরশ্বিন্ যজ্ঞে স্বধয়া
সমতোহধিকবত্ত তে অববৃশ্মান্ ।

করিয়া “সনকত্বপাত্যাম্” ইত্যাদি যন্ত্রে তর্পণ করিবে । পরে দক্ষিণহস্তে যজ্ঞোপবীত ধারণ
করিয়া “ও অগ্নিহোতা পিতরত্বপাত্যাম্” ইত্যাদি মূলের লিখিত যন্ত্রে তর্পণ করিবে । অনন্তর
“ও যমায় নমঃ” ইত্যাদি যন্ত্রে এক এক অঙ্গলি অঙ্গলি তর্পণ করিবে । ১-৫

তারপর “ব্রহ্মাদিস্তত্বপর্য্যন্তং অগং ত্বপাত্য” ইত্যাদি যন্ত্রে এক এক অঙ্গলি অঙ্গলি
করিয়া “ও ত্বপাত্যমিতি” ইত্যাদি “অববৃশ্মান্” পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ করিবে । পরে

উৰ্জং বহুতীৰযুতং দৃতং পয়ঃ কীলালং পরিক্রতম্ যথা হু তৰ্পয়ত মে পিতৃ নৃ । পিতৃভ্যাঃ
যথা নমঃ । পিতামহেভ্যাঃ যথা নমঃ । প্রপিতামহেভ্যাঃ যথা নমঃ । মাতামহেভ্যাঃ যথা নমঃ ।
প্রমাতামহেভ্যাঃ যথা নমঃ । বৃদ্ধপ্রমাতানহেভ্যাঃ যথা নমঃ ॥ ৯

পিতামহস্য অক্ষয়ঃ পিতরো অমীষদন্ত পিতরো অমী তৃপ্যন্তঃ পিতরঃ স্বাক্ষরং পিবেহ
পিতরোহপি যানত্রয়াংশ্চ বিবজ্রয়াংশ্চ ভবনপরিভ্রতা রথপতি তে জাতবেদাঃ যথাভিৰ্যজ্ঞং
সুকৃতং কুমম্ ।

ওঁ মধুবাভা কতাস্তে মধু ক্ষরন্ত সিদ্ধবঃ । মাক্ষার্নঃ সন্তোষদীঃ ॥ ওঁ মধুনক্তমুতোষসো
মধুমং পার্থিবং বজঃ । মধু দৌরন্ত নঃ পিতা । ওঁ মধুমারো বনস্পতির্মধুমান্ অস্ত সূর্য্যঃ ।
মাক্ষীপাবো ভবন্ত নঃ ॥ ১০

প্রপিতামহস্যাজলিভ্রদানম্ । নমো বঃ পিতরো বসার । নমো বঃ পিতরঃ শুসার ।
নমো বঃ পিতরো জীবার । নমো বঃ পিতরঃ যথারৈ । নমো বঃ পিতরো যোবার ।
নমো বঃ পিতরো মত্তবে । নমো বঃ পিতরো গৃহারঃ পিতরো দন্ত । নমো বঃ পিতরো
দন্তে । ওঁ এতৎ পিতরো বাসঃ ॥ ১১

মাতামহানাং ত্রিরঞ্জলিঃ । ভক্তো মাতাদীনাং ॥ ১২

যে চান্সাকং কুলে জাতা অপুত্রা গোত্রিণো যুতাঃ ।

তে তৃপ্যন্ত ময়া দত্তং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকম্ ॥ ১৩

ইতি শ্রীগরুড়ো মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে তৰ্পণবিধিকথনং

নামৈকোনিবিশতাধিক-ত্ৰিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১৯ ॥

“ওঁ উৰ্জং বহুতীৰযুতং” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া “ওঁ পিতৃভ্যাঃ যথা নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে
অলাঞ্জলিযারা পিতৃতৰ্পণ করিবে । তারপর “ওঁ অক্ষয়ঃ পিতরো” ইত্যাদি এবং মধুবাভা
কতাস্তে ইত্যাদি মন্ত্রম্বর পাঠ করিয়া পিতামহতৰ্পণ করিবে । প্রপিতামহতৰ্পণ সময়ে
নমো বঃ পিতরো বসার ইত্যাদি মন্ত্রপাঠান্তে এক অঞ্জলি জলপ্রদান করিবে । মাতামহাদিরও
এইরূপে তৰ্পণ করিয়া মাতা পিতামহী প্রভৃতিরও তৰ্পণ করিবে । “যে চান্সাকং কুলে জাতা”
ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া বস্ত্রনিষ্পীড়ন-জলদ্বারা তৰ্পণ করিবে । ৯-১৩

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে তৰ্পণবিধিকথন নামক

উনিবিশতাধিক ত্ৰিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২:১ ॥

বিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

বন্দোবাচ

বৈশ্বদেবঃ প্রবক্ষ্যামি হোমলক্ষণমুত্তমম্ । ১

প্রজ্ঞান্য চাগ্নিং পশুং ক্য—ক্রব্যাদমগ্নিং প্রোতিশোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহ । ২

ওঁ ইহ বসুমিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যঃ বহতু প্রজানন্ । ওঁ পাবক বৈশ্বানর ইদমাসনবনৌপর্জসংকৃতম্ । ভেজোকপ মহাত্রকসমুহুর্ভাস্ত্রিষু বৈশ্বানরং প্রতিবোধয়ামি । ওঁ বৈশ্বানরো ন উভয়ং আপ্রাতু পরাততঃ অগ্নির্নবহ্যাতীরুপপৃষ্ঠো দিবি পৃষ্ঠোহগ্নিঃ পৃথিব্যাং পৃষ্ঠা বিবেবা ওষধী চাবিবেশ বৈশ্বানরঃ সহ সা পৃষ্ঠোহগ্নিঃ নমো দিবাসোষসা স যষ্ঠাং নক্তম্ । ৩

ওঁ প্রজাপত্যে বাহা । ওঁ সোমায় বাহা । ওঁ বৃহস্পত্যে বাহা । ওঁ অগ্নীষোমাত্যো বাহা । ওঁ ইন্দ্রাগ্নিত্যো বাহা । ওঁ মাতাপৃথিবীত্যো বাহা । ওঁ বরুণায় বাহা । ওঁ ইন্দ্রায় বাহা । বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো বাহা । ওঁ ব্রহ্মণে বাহা । ওঁ অশ্বাঃ বাহা । ওঁ ওষধিবনস্পতিভ্যো বাহা । ওঁ গ্রহায় বাহা । ওঁ দেবদেবতাত্যো বাহা । ওঁ ইন্দ্রায় বাহা । ওঁ ইন্দ্রপুরুষেভ্যো বাহা । ওঁ বসায় বাহা । ওঁ বরপুরুষায় বাহা । ওঁ সর্কেভ্যো কুতেভ্যো দিবাচারিভ্যো বাহা । ওঁ বসুধাপিতৃভ্যো বাহা । ওঁ যে কৃত্য প্রচরতি দিবা চ নিমিহতো ভুবনস্ত মধ্যো ভেভ্যো বলিং পুতিকামো নমামি মগ্নি পুষ্টিং পুষ্টিপতির্দদাতু । ওঁ আচাণ্ডাল পতির্দদাতু আচাণ্ডাল পতিভবারমেভ্যো । ৪

ইতি শ্রীগুরুভে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে বৈশ্বদেববিধিকথনং

নাম বিংশত্যধিক-দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ । ২২০ ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর হোমলক্ষণ, বৈশ্বদেববলিবিধি বলিতেছি, প্রথমতঃ অগ্নিপ্রজ্ঞালনপূর্বক অগ্নিপশুং ক্য করিয়া ক্রব্যাদমগ্নিং ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নির ক্রিয়দংশ পরিভ্যাগ করিবে । অনন্তর ওঁ ইহ বসুমিতরো ইত্যাদি, ওঁ পাবক বৈশ্বানর ইত্যাদি এবং বৈশ্বানরো ন উভয়ং ইত্যাদি মন্ত্রত্রয় পাঠ করিয়া ওঁ প্রজাপত্যে বাহা ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে প্রত্যেকে এক এক আহুতিপ্রদানপূর্বক ওঁ যে কৃত্য প্রচরতি ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে । ১-৪

শ্রীগুরুপুুরাণে পূর্বখণ্ডে বৈশ্বদেববিধিকথন নামক বিংশত্যধিক দ্বিশততম

অধ্যায় সমাপ্ত । ২২০ ।

একবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

অম্বোবাচ

অথ সত্য়াবিধিং বক্ষ্যে দ্বিজাভীনাং সমাসতঃ । ১

অপবিজঃ পবিজো বা সৰ্বস্বাবস্থায় গতোহপি বা ।

যঃ শ্রবণে পুণ্ডরীকাকং স বাধ্যভ্যন্তরঃ শুচিঃ । ২

দ্বিজাভীক্ষ্মো বিশ্বামিত্র ঋষিঃ পিতৃপিতৃণাম্ সমুজ্জ্বলঃ কৃষ্ণকল্মাষিত্যো লোচনে অগ্নির্ভূতঃ বিশ্ব-
জ্জ্বলঃ ত্র্যম্বকো নিরো রুদ্র শিবা উপনয়নে বিনিয়োগঃ । ওঁ ভূঃ পাদে । ভুবঃ জাম্বুনি ।
স্বঃ হৃদয়ে । মহঃ শিরসি । জনঃ শিখারাম্ । তপঃ কণ্ঠে । সত্যং ললাটে । ওঁ হৃদয়ান্ন
নমঃ । ভূঃ শিরসে বাহা । ভুবঃ শিখায়াং ববুহ । স্বঃ কবচায় হুং । ওঁ ভূভুবঃ স্বঃ
অস্তায় কটু । ৩

ওঁ ভূঃ । ওঁ ভুবঃ । ওঁ স্বঃ । ওঁ মহঃ । ওঁ জনঃ । ওঁ তপঃ । ওঁ সত্যং ।
ভক্তপ্রিয়ম্ । ওঁ তৎসবিতুর্ভরগো ভর্গো দেবস্ব যোমহি । যিরো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ।
ওঁ আপো জ্যোতী রসোহমৃতং ব্রহ্ম ভূভুবঃ স্বরোম্ । ৪

ওঁ সূর্য্যস্ত মা মন্যস্ত মন্যপত্যস্ত মন্যকুলেভ্যঃ পাপেভ্যো ব্রহ্মভ্যং যদ্রাজ্য পাপমকার্যং
মনসা বাচা হস্তাভ্যং পশ্চাদ্ভ্যং পশ্চাদ্ভ্যং পশ্চাদ্ভ্যং পশ্চাদ্ভ্যং পশ্চাদ্ভ্যং পশ্চাদ্ভ্যং পশ্চাদ্ভ্যং
মাপোহমৃতবোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি পরমাশ্রয়ি জুহোমি বাহা । ৫

ওঁ আপঃ পুনস্ত পৃথিবীং পৃথ্বী পৃথ্বী পুনাতু মাম্ । পুনস্ত ব্রহ্মণস্পতিব্রহ্মপুত্রা পুনাতু
মাম্ । বহুচ্ছিত্তমভোজ্যাক্ষম বহা দ্ধনরিতং মম ।

সৰ্বং পুনস্ত মামাপো অসত্যাক প্রতিজ্ঞহং বাহা । ৬

ওঁ অগ্নিস্ত মা মন্যস্ত মন্যপত্যস্ত মন্যকুলেভ্যঃ পাপেভ্যো ব্রহ্মভ্যং যদ্রাজ্য পাপমকার্যং
মনসা বাচা হস্তাভ্যং পশ্চাদ্ভ্যং পশ্চাদ্ভ্যং পশ্চাদ্ভ্যং পশ্চাদ্ভ্যং পশ্চাদ্ভ্যং পশ্চাদ্ভ্যং পশ্চাদ্ভ্যং
মাপোহমৃতবোনৌ সত্যে জ্যোতিষি পরমাশ্রয়ি জুহোমি বাহা । ৭

ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর দ্বিজাভিগণের সত্য়াবিধি কীর্তন করিতেছি । অপবিজ বা
পবিজ যে অবস্থাপন্ন হউক না কেন, পুণ্ডরীকাককে একবার মাত্রও শ্রবণ করিলে বাহ্যে ও
অভ্যন্তরে শুচি হইতে পারা যায় । দ্বিজাভীক্ষ্মো বিশ্বামিত্র ঋষিঃ ইত্যাদিরূপে ঋষিদি
শ্রবণপূর্বক পাদে ওঁ ভূঃ, জাম্বুতে ওঁ ভুবঃ, হৃদয়ে ওঁ স্বঃ, শিরে ওঁ মহঃ, শিখাতে ওঁ
জনঃ, কণ্ঠে ওঁ তপঃ, হৃদয়ে ওঁ সত্যং, এই ক্রমে শ্রাস করিয়া ওঁ হৃদয়ান্ন নমঃ ইত্যাদিরূপে
শ্রাস করিবে । ১-৪

অনন্তর ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ইত্যাদি মন্ত্রে প্রাণারাম করিয়া প্রাতঃকালে সূর্য্যস্ত
মা মন্যস্ত ইত্যাদি মন্ত্রে, মধ্যাহ্নে ওঁ আপঃ পুনস্ত ইত্যাদি মন্ত্রে, এবং সন্ধ্যাহ্নে অগ্নিস্ত মা

আরাভু বরদা দেবী পূর্বাঙ্কে ব্রহ্মদেবতা । গারভী নাম বা সন্ধ্যা রক্তাকী রক্তধাসনা । ৮

হংসরূপে সমাকৃতা শ্রীমৎপুঙ্করসংযুতা । কমণ্ডলুধরা শান্তা অক্ষমুদ্রধরা পরা । ৯

আরাভু বরদা দেবী মধ্যাঙ্কে বিষ্ণুরূপিণী । অন্তসীকুসুমপ্রাচ্যা সাবিদ্রী গরুড়াসনা ।

পীতবস্ত্রা শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-সমন্তিতা । ১০

শ্বেতবর্ণা সমুদ্রিকী রবিমণ্ডলসংস্থিতা । শ্বেতপদ্মসমাসীনা শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা । ১১

মাহেশ্বরী বৃষাকৃতা ত্রিশূল-বরদারিণী । আরাভু বরদা দেবী অপরাঙ্কে সরস্বতী । ১২

ওঁ আপো হি ঠা ময়ে জুবন্তা ন উর্জ্জ্ব বধাকন । মহেশ্বরা চক্ষসে । ওঁ যো বঃ শিব-
তমো রসন্তস্ত ভাঙ্গরভেহ নঃ । উলতীরিব মাতরঃ । ওঁ তন্মা অরং গমাম বো যন্ত কয়ান্ন
জিহ্বথ । আপো জনয়থা চ নঃ । ১৩

ওঁ সুমিত্রিয়া ন আপ ওমধরঃ সন্ত । ওঁ হুশ্রিত্রিয়াতশ্চৈ স তু যোহশ্বান্ শ্বেতি বক বরং
দ্বিগঃ । ১৪

ওঁ ক্ষপদাদিব মুমুচানঃ দ্বিগঃ স্নাতো মলাদিব । পুতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ তদন্ত
মৈনসঃ । ১৫

ওঁ ঋতক সত্যকাভীক্ষাং তপসোহ্যাকারত ততো রাজ্যাকারত তন্তঃ সমুদ্রোহর্ণবঃ
সমুজ্জানর্গবাদহিসংবৎসরোহ্যাকারত অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিহস্তা মমন্তো বর্ষা সূর্যাচক্ষমসৌ ঋত
যথাপূর্বমকল্পয়ৎ দিবক পৃথিবীকান্তরীক্ষরীক্ষমথো যঃ । ১৬

গারভ্যা বিশ্বামিত্র ঋষির্গারভ্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপে বিনিয়োগঃ ।

মন্ত্রাচ্চ ইত্যাদি যন্ত্র আচমন করিবে । তৎপরে আরাভু বরদা দেবী ইত্যাদি যন্ত্র পাঠপূর্বক
প্রাতঃকালে গারভীর, মধ্যাঙ্কে সাবিদ্রীর ও সারংকালে সরস্বতীর ধ্যান করিবে । ৫-৭

প্রাতঃসন্ধ্যার রক্তবর্ণা, রক্তভূষণশোভিতা হংসাকৃতা মনোহর-কমলমালা-মণ্ডিতা, হস্তবহে
কমণ্ডলু ও অক্ষমালাধারিণী, শান্তমূর্ত্তি গারভী দেবী আগমন করুন । এই বলিয়া প্রাতঃ-
সন্ধ্যাতে আবাহন করিবে । ৮

মধ্যাঙ্কে বরদারিণী, বিষ্ণুরূপিণী অন্তসীকুসুমবর্ণা, গরুড়াসনা, পীতবস্ত্রপরিধানা,
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণী সাবিদ্রী দেবী আগমন করুন । এই বলিয়া আবাহন করিবে । ৯

সারংক্ষে বরদারিণী, শ্বেতবর্ণা, শ্বেতপদ্মাসীনা, ত্রিশূল-বরমুদ্রা-ধারিণী, বৃষাকৃতা, শ্বেত-
পুষ্পোপশোভিতা সরস্বতীকৃপা মহেশ্বরী দেবী আগমন করুন, এই বলিয়া আবাহন করিবে ।
১০-১২

তৎপরে ওঁ আপো হি ঠা ময়ে জুব ইত্যাদি, ওঁ যো বঃ শিবাতমো রস ইত্যাদি ওঁ তন্মা
অরং গমাম বো ইত্যাদি ওঁ সুমিত্রিয়া ন আপ ইত্যাদি, ওঁ হুশ্রিত্রিয়া ইত্যাদি, ওঁ ক্ষপদাদিব
ইত্যাদি এবং ওঁ ঋতক সত্যক ইত্যাদি যন্ত্রে অপোমার্জ্জন করিবে । ১৩-১৬

পরে গারভ্যা বিশ্বামিত্রঋষি ইত্যাদিরূপে ঋতাদি শ্রবণ করিয়া উক্তাং জাতবেদসং

দেবতা যুনয়ে। নাগা গন্ধৰ্বা গুহুকা হরঃ ।
 ধান্মিকং পূজয়ন্তীহ ন ধনাঢ্যং ন কামিনম্ । ১০
 ন মন্থবলবীৰ্য্যোণ প্রজয়া পৌরুষেণ বা ।
 অলভ্যং লভতে মৰ্ত্তাস্তত্র কা পরিদেবনা । ১৪
 যথামিহং জলে মৎস্তৈষ্ঠ্যাত্তে স্থাপদৈতুর্বি ।
 আকাশে পক্ষিতিনিভ্যং তথা সৰ্ব্বত্র বিস্তবান্ । ১৫
 সৰ্ব্বসত্ত্বদয়াশূভ্রং সৰ্ব্বৈল্লিঙ্গনিবিন্ধ্যহঃ ।
 সৰ্ব্বজ্ঞানিত্যবুদ্ভিষং শ্রেয়ঃ পরমিদং স্মৃতম্ । ১৬
 গম্যস্মিবাগ্ৰতো যুত্যাং যো বশ্মরং নাচরেন্নরঃ ।
 অজাগলন্তনস্তেব তস্য জন্ম নিবৰ্ণকম্ । ১৭
 জগহা বশ্মহা গোমঃ পিতৃহা গুরুভক্ষণঃ ।
 ভূমিং সৰ্ব্বভূগোপেতাং বশ্মা পাটৈঃ প্রমুচ্যাতে । ১৮
 ন গোদানাং পরং দানং কিঞ্চিদন্তীহ মে মতিঃ ।
 বা গোৰ্নিগ্ৰাহ্যজিতা দত্তা কংয়াং ভারয়তে কুলম্ । ১৯

হয়। অতএব লোভ পরিত্যাগ করিবে। যে লোভ ব্যক্তি লোভ পরিত্যাগ করেন, তিনি সৰ্ব্বপ্রকার গাণহীন হইয়া পরম লোক প্রাপ্ত হইবেন। হে হর। দেবতা, মুনি, নাগ, গন্ধৰ্ব ও গুহুকগণ, সকলেই ধান্মিকের অর্চনা করিয়া থাকেন, ধনাঢ্য বা কামীর অর্চনা কখন কেহ করে না। মন্থ বল বীৰ্য্য প্রজা ও পৌরুষ দ্বারাও যদি কোন মনুষ্য অলভ্য দ্রব্য লাভ করিতে না পারে, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে পরিতাপ করা অকর্তব্য। যাংসখণ্ড যেমন জলে থাকিলে মৎস্তে খায়, স্থলে থাকিলে স্থাপদ জন্তুগণ খায় এবং আকাশে থাকিলে পক্ষীরা খাইয়া কেলে, তদ্রূপ বিস্তবান্ ব্যক্তিও যেখানেই থাকুক না কেন কেহ না কেহ তাঁহাকে ভোগ করিবেই করিবে। সেই ব্যক্তি চিরকালই দরিদ্রের উপজীবিকা হইয়া থাকেন। ১১-১৫

সকল প্রাণীর প্রতি দয়া, ইল্লিঙ্গনিগ্রহ, সৰ্ব্ববস্তুরে অনিত্য-বুদ্ভি এই সমস্ত মনুষ্যের পরম শ্রেয়স্কর। সম্মুখে যুত্যা বিদ্যমান আছে, এইরূপ জ্ঞান করিয়া যিনি ধর্মাচরণ না করেন, ছাগীর গলস্থিত তনের দ্বায় তাঁহার জন্ম বিফল জানিবে। জগহতা, বশ্মহতা, ৫ পিতৃহত্যাকারী এবং গুরুপত্নীদামী ইহারা মহাপাপী বলিয়া পরিগণিত। সৰ্ব্বভূগোপেতা ভূমি প্রদান করিলে ঐ সকল পাপী পাপ হইতে মুক্তি পাইতে পারে। হে বৃষধ্বজ। আমি নিশ্চয় জানি, ইহলোকে গোদান হইতে অস্ত কোন প্রধান কার্য্যই নহে। যিনি বায়োপার্জিত গোপ্রদান করেন, তিনি সকল পাপ হইতে নিজকুল পরিত্যাগ করিবে। ১৬-১৯

নরঃ ইতি পাঠঃ।

২। অনন্তবলবীৰ্য্যোণ।

নাশদানানং পরং দানং কিঞ্চিদস্তি বৃক্ষজ । অন্নেন ধার্যতে সর্বং চরাচরমিদং ভগৱৎ । ২০
কৃত্তাদানং বৃষোৎসর্গে! ভগন্তীর্ষং! ঋতং তথা । হস্ত্যশ্বরথদানানি মণিরত্নবস্তুদ্বয়ং । ২১

অন্নদানস্ত সর্বানি কল্যাণং নাইতি বোদ্ধবীম্ ।

অন্নং প্রাণা বলং তেজস্কামাদীর্ঘ্যং ধৃতিঃ স্মৃতিঃ । ২২

কুপ-বাপোভৃগাদি আয়ামানি চ কারয়েৎ । ত্রিঃসপ্তকুলমুদ্ভূত্যা বিষ্ণুলোকে মহীযতে । ২৩

সাধুনাং দর্শনং পুণ্যং তীর্থাদপি বিশিষ্টতমং । কালেন ফলতে তীর্থং সচঃ সাধুসমাগমঃ । ২৪

সত্যং দয়ন্তপঃ শৌচং সন্তোষস্ত কষাৎকবম্ ।

জ্ঞানং শমো দয়া দানমেব ধর্মঃ সনাতনঃ । ২৫

ইতি ঈগরুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে ধর্মসারকথনং নাম পঞ্চবিংশত্যধিক-

ত্ৰিশততমোহ্যায়ঃ । ২২৫ ।

হে বৃষবাহন । অন্নদান হইতে প্রধান দান আর কিছুই নাই; এই সচরাচর ভগৱৎ অন্নদানই প্রতিষ্ঠিত আছে । কৃত্তাদান, বৃষোৎসর্গ, ভগ, তীর্থসেবা, বেদাধ্যয়ন, গজ-
বাজি-রথাদিদান, মণিরত্ন ও পৃথিবীদান, এই সমস্ত কর্মও অন্নদানের বোদ্ধশাংগ ফল প্রদান
করিতে পারে না । অন্ন হইতেই প্রাণিগণের প্রাণ, বল, তেজ, বীৰ্য্য, ধৃতি, স্মৃতি, এই
সমুদয় প্রতিষ্ঠিত হয় । কুপ, পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা ও উপবন নির্মাণ করিয়া যিনি লোকের
সন্ততির নিমিত্ত প্রদান করেন, তিনি নিজ ত্রিঃসপ্ত কুল উদ্ধার করিয়া বিষ্ণুলোকে বাস
করিতে পারেন । সাধুসঙ্গ অতি মহৎ পুণ্য, ইহা সর্ববিধ তীর্থ হইতেও বিশেষ ফল প্রদান
করে । তীর্থসেবা করিলে কালান্তরে তাহার ফললাভ হয়, কিন্তু সাধুসঙ্গ ভৎকথাৎ ফল
প্রদান করে । সত্য, দান, তপস্বী, শৌচ, সন্তোষ, কষা, সরলতা, জ্ঞান, শম, দয়া ও
দান এই সমস্ত সনাতন ধর্ম বলিয়া কীৰ্ত্তিত আছে । ২০-২৫

ঈগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে ধর্মসার কথন নামক পঞ্চবিংশত্যধিক ত্ৰিশততম

অধ্যায় সমাপ্ত । ২২৫ ।

ষড়্বিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

প্রারম্ভিক্তাদি বক্ষ্যাহং নরকাধৌরমর্দনম্ ।

মক্ষিকা বিপ্রমো নারী ভূবি তোরং হতাশনঃ ।

মার্জারো নকুলশ্চৈব শুচীশ্চেতানি নিত্যম্ ॥ ১

যঃ শূদ্রোচ্ছিষ্টসংস্পৃষ্টং প্রমাদাদ্ভুঞ্জতে বিজঃ ।

অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পক্ষগবোন শুধ্যতি ॥ ২

বিপ্রো বিপ্রেন সংস্পৃষ্ট উচ্ছিষ্টেন কদাচন ।

স্নানং জপাঞ্চ কর্তব্যং দিনান্তে চ ভোজনম্ ॥ ৩

অগ্নং সমক্ষিকাকেশং শুধোদ্বাভেন তৎক্ষণাৎ । যচ্চ পানিতলে ভূক্তে অভূক্ত্য বাহন্য চ যঃ ।

অহোরাত্রোঃ শুধোত পিবেৎ পতিতবার্যুত ॥ ৪

পীতশেষত যৎ তোরং বামহস্তেন মন্যবে ।

চর্মমধ্যগতং তোরমত্টি কায় তৎ পিবেৎ ॥ ৫

অন্ত্যজাতিরবিজ্ঞাতো নিবাসেদ্ যন্ত বৈশ্যনি ।

চাক্ষারিণং পরাকং বা দ্বিজাভীনাং বিশোধনম্ ॥ ৬

প্রাকপত্যন্ত শূদ্রস্ত পশ্চাচ্চাক্ষাতে তথাপরে ॥ ৭

ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর প্রারম্ভিক্তাদি কহিতেছি । এই প্রারম্ভিক্তসমূহের নরকভোগের হেতু পাপ বিনাশ করে । মক্ষিকা, জলবিন্দু, স্ত্রী, জল, অগ্নি, মার্জার ও নকুল ইহারা সর্বদাই শুচি । কোন ব্যক্তি প্রমাদবশতঃ শূদ্রের উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিয়া ভোজন করিলে, অহোরাত্র উপবাস করিয়া পক্ষগব্য পানদ্বারা শুদ্ধ হইতে পারেন । কোন ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট বিপ্র কর্তৃক সংস্পৃষ্ট হইলে স্নান ও জপ করিয়া দিনান্তে ভোজন করিলেই শুদ্ধ হইতে পারেন । মক্ষিকা ও কেশযুক্ত অগ্ন ভোজন করিলে তৎক্ষণাৎ বমন করিয়া শুদ্ধ হইবে । হস্ততলে ও অভূলীতে অথবা বাহতে কোন দ্রব্য রাখিয়া ভোজন করিলে, অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া জলপানদ্বারা শুদ্ধ হইবে । কোন ব্যক্তির পীতাবশিষ্ট জল পান করিলে যন্ত পানতুলা পাপ হয় . বামহস্তে জলপান করিলেও উক্তরূপ ব্যবস্থা জানিবে । চর্মমধ্যগত জল সর্বদা অশুচি, অতএব তাহা পান করিবে না । ১-৫

কোন অন্ত্যজজাতি অজ্ঞানপূর্বক যদি ব্রাহ্মণের গৃহে প্রবেশ করে, সেই ব্রাহ্মণ চাক্ষারিণ অথবা পরাকরত আচরণ করিলে শুদ্ধ হইরা থাকে । শূদ্রের গৃহে অন্ত্যজজাতি প্রবেশ করিলে শূদ্র প্রাকপত্যন্ত হত দ্বারা শুদ্ধ হয় । অন্ত্যজজাতি গৃহে প্রবেশ করিলে যিনি সেই গৃহে

নরকাধৌরমর্দনম্ ।

যত্-ভুক্ত প্ৰকারং কৃচ্ছাৰ্জং তত্ দাপয়েৎ ।
 তেষামপি চ যো ভুক্তো কৃচ্ছপাদো বিধীয়তে ॥ ৮
 রজকানাক শৈলুৰী-বেণু চন্দ্রোপজীবিনাম্ ।
 এতদয়ক যো ভুক্তো বিজ্ঞান্যস্মারং চরেৎ ॥ ৯
 চাণ্ডালকৃপভাঙেহু অজ্ঞানাং পিবতে জলম্ ।
 কুর্যাৎ সান্তপনং বিশ্রুতদৰ্জক বিশঃ শ্রুতম্ ॥ ১০

পাদং শূদ্রস্ত দাণ্ডব্যমজ্ঞানাদভাবেশ্চনি । প্রারম্ভিতং ত্রিকৃচ্ছং স্তাৎ পরাকমজ্ঞানাতকেঃ ॥ ১১
 অন্ত্যজোচ্ছিষ্টভুক্ শুভোদ্ভিজ্ঞান্যস্মারপেন চ ।
 যত্-রাজাদিশ্চ বিপ্রাদেৰ্বা পীতে যন্ত্যবেশ্চনি ॥ ১২
 চাণ্ডালায়ং যদা ভুক্তো প্রমাদাদেতদ্যচরেৎ ॥
 ক্ষত্রজাতিঃ সান্তপনং যট্ ত্রিরাত্রং পরে তথা ॥ ১৩
 একবৃক্ষে তু চণ্ডালঃ প্রমাদাদ্ ব্রাহ্মণো যদি । ফলং ভক্ষয়তে তত্র অহোরাত্রেণ তথাতি ॥ ১৪
 ভুক্তোচ্ছিষ্টো হৃদাচাণ্ডশাণ্ডালং স্পৃশতে যদি ।
 গায়ত্রীকৈসহস্রক্ ক্রপদাং বা শতং অপেৎ ॥ ১৫

প্ৰকার ভোজন করেন, তাঁহার কৃচ্ছাৰ্জ ব্রতচরণ করা কর্তব্য । অন্ত্যজাতি-প্রবিষ্টগৃহে অন্ন-
 ভোজী ব্যক্তির যিনি অন্ন ভোজন করেন, তাঁহাকে কৃচ্ছপাদ আচরণ করিতে হয় । ব্রাহ্মণ
 যদি রজক, নট, বেণু ও চন্দ্রোপজীবীর অন্ন ভোজন করেন, তবে তিনি চান্দ্রায়ণ ব্রত করিলে
 শুদ্ধ হইতে পারেন । অজ্ঞানবশতঃ যদি কোন ব্রাহ্মণ চণ্ডালের কূপে কিংবা ভাঙে জলপান
 করেন, তাহা হইলে তিনি সান্তপন ব্রত আচরণ করিবেন । বৈশ্ব উক্তরূপ জলপান
 করিলে ব্রাহ্মণের অর্ধপ্রারম্ভিত করিবে । ৬-১০

কোন শূদ্র অজ্ঞানবশতঃ অন্ত্যজাতির গৃহে ভোজনাদি করিলে ব্রাহ্মণের চতুর্থাংশ
 প্রারম্ভিতচরণ করিবে । অন্ত্যজাতির স্ত্রীগমন করিলে ব্রাহ্মণ কৃচ্ছত্রয় প্রারম্ভিত করিয়া
 শুদ্ধ হইবে । ব্রাহ্মণ চণ্ডালাদি অন্ত্যজাতির উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণদ্বারা শুদ্ধ
 হইতে পারে । বিপ্রাদি বর্ষ যদি অন্ত্যজগৃহে জলপান করে তবে ব্রাহ্মণের ছয় রাত্র,
 কত্রিয়ের চারি রাত্র, বৈশ্বের দুই রাত্র উপবাসদ্বারা শুদ্ধি হয় । ক্ষত্রিয় প্রমাদবশতঃ চণ্ডালান্ন
 ভোজন করিলে সান্তপন ব্রত আচরণ করা বিধেয় । ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ব যথাক্রমে চয় রাত্র ও
 ত্রিরাত্র উপবাসব্রত করিয়া শুদ্ধ হইতে পারে । ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল এক বৃক্ষে থাকিয়া ফল
 ভক্ষণ করিলে সেই ব্রাহ্মণ অহোরাত্র উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইতে পারে । ব্রাহ্মণ যদি
 ভোজন করিয়া উচ্ছিষ্টমুখে চণ্ডালকে স্পর্শ করে, তবে সেই ব্রাহ্মণ অষ্টোত্তরসহস্র গায়ত্রী
 দ্বারা শতসংখ্যক ক্রপদাদি মন্ত্র জপ করিলে শুদ্ধ হইয়া থাকে । ১১-১৫

চাতাল-স্বপচায়ে বা বিদুজে তু কুতেহথবা^১ ।

প্রায়শ্চিত্তং ত্রিরাত্রং স্থাং পরাক্ষাত্যজাগতো^২ । ১৬

অকামতদ্বিরো গতা পরাকং তত্র সাধকম্ । অস্ত্রাজ্ঞাপ্রসূতস্য প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে । ১৭

মদ্যাদিহৃষ্টভাণ্ডেহু ইদাপং পিবতে দ্বিমঃ । কৃচ্ছ্রপাদেন শুধ্যত পুনঃ সংস্কারকর্মণা । ১৮

যে প্রজ্যাবসিতা বিপ্রা প্রজ্যাবসিতাদিযু^৩ । অন্নপানাদি সংগৃহ্য চিকীর্ষতি গৃহান্তরম্ । ১৯

চান্নয়েং ত্রীণি কৃচ্ছ্রাণি ত্রীণি চান্নায়ণানি বৈ ।

জাতকর্মাদিসংস্কারং বসিষ্ঠো মুনিরব্রবীৎ । ২০

প্রাজ্ঞাপত্যাদিভির্ভ্রষ্টা ত্রী শুধ্যত্বিকভোজনায়^৪ । ২১

উচ্ছ্রিক্টোচ্ছ্রিক্টসংস্পৃষ্টঃ শুনা শূদ্রেণ বা বিজঃ । উপোহ্য ব্রহ্মনীমেকাং পক্ষগব্যেন শুধ্যতি । ২২

বর্ণবাছন সংস্পৃষ্টঃ পক্ষরাত্রেন বৈ তথা । অহৃষ্টাঃ সমুত্তা দ্বারা বাতোদুত্তাশ্চ রেণবঃ ।

ত্রিরো বালাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ ন দৃশ্যন্তি কদাচন । ২৩

নিভ্যম্যস্যং শুচি ত্রীণাং শকুন্তৈঃ পাতিতং ফলম্ ।

প্রসবে^৫ চ শুচির্বৎসঃ স্বা যুগগ্রহণে শুচিঃ । ২৪

চাতাল ও ব্যাধের অন্ন, বিষ্ঠা বা মূত্র স্পর্শ করিলে ত্রিরাত্র উপবাসরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। অস্ত্রাজ্ঞীগমন করিলে পরাক্ষতই সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আনিবে। অকামতঃ পরস্ত্রীগমন করিলে পরাক্ষতরূপ প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করিলে শুদ্ধ হইবে। অস্ত্রাজ্ঞাপ্রসূত ব্যক্তির কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত উক্ত নাই। ব্রাহ্মণ মদ্যাদিদূষিত ভাণ্ডে অন্নপান করিলে কৃচ্ছ্রপাদ রক্ত আচরণ করিয়া পুস্ক্যার সংস্কার দ্বারা শুদ্ধ হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ যদি ভোজন করিতে করিতে বজ্রপাত, অগ্ন্যুৎপাত বাত্যাদি উপহিত হইলে সেই অন্ন-পানাদি লইয়া গৃহান্তরে গমন পূর্বক ভোজন করেন, তবে সেই ব্রাহ্মণ তিনটি কৃচ্ছ্র রক্ত ও তিনটি চান্নায়ণরক্ত আচরণপূর্বক পুনর্বার জাতকর্মাদি সংস্কার করিবেন। বলিষ্ঠ মুনি এই ব্যবস্থা নিরূপণ করিয়াছেন। ১৬-২০

উচ্ছ্রিক্ট ব্রাহ্মণকে যদি অন্য উচ্ছ্রিক্ট ব্যক্তি, কুকুর বা শূদ্র স্পর্শ করে, কিংবা ব্রাহ্মণ যদি একাদিভ্যো বিভোজন করে, তবে সেই ব্রাহ্মণ এক রাত্রি উপবাস করিয়া পক্ষগব্য পানদ্বারা শুদ্ধ হইবেন। ব্রাহ্মণত্রী উক্তদ্বোয়ে হৃষ্টা হইলে প্রাজ্ঞাপত্যাদি দ্বারা শুদ্ধ হইবে। বর্ণবাছ (বর্ণসঙ্কর) জাতি উচ্ছ্রিক্টমুখ ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিলে সেই ব্রাহ্মণ পক্ষরাত্রি উপবাস দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিতে পারেন। এবিচ্ছিন্ন ধারাজল ও বাতোদুত্ত মূলিসকল অহৃষ্ট বসিয়া আনিবে; ত্রী, বালক ও বৃদ্ধ ইহারা কদাচ দূষিত হয় না। ত্রীর মুখ সর্ষদা শুচি; পক্ষিগণ ঐ সকল ফল পাতিত করে, সেই সকল ফলও শুচি। বৎসগণ মুখদ্বারা যে দৃচ্ছ্র প্রাবিত করে সেই দৃচ্ছ্র অশুচি হয় না। যুগ যাহা কিছু গ্রহণ করে, তাহাও শুচি বলিয়া পরিগণিত।

১। কুন্তেন বা। ২। বজ্রাগ্নিপবনাদিযু। ৩। শুধ্যত বিভোজনায়। ৪। প্রসবে।

উদকে চো-কহন্ত হলেষু হলজং শুচি ।

পানৌ স্থাপ্যো চ তত্রৈব আচান্তঃ শুচিতামিহাং । ২৫

ভক্ষ্যনা তথ্যন্তে কাংস্তং সুরয়া যন্ন লিপ্যাতে । যুজ্ঞেণ সুরয়া মিশ্রং ভাপনৈঃ খলু তথাতি । ২৬

শবাস্রাতানি কাংস্তানি শূদ্রোচ্ছিষ্টানি যানি চ । কাক-স্বানহত্যান্তেব তথ্যন্তে দশভক্ষ্যনা । ২৭

শূদ্রভক্ষনভোক্তা যঃ পক্ষগব্যামুপোষিতঃ । উচ্ছিষ্টং স্পৃশতে বিপ্রঃ শ্বশূদ্রশ্রাপনাদিকম্* ।

উপোষিতঃ পক্ষগব্যাকুধ্যোং স্পৃষ্টো বজ্রম্বল্যাম্ । ২৮

অনুদকেষু দেশেষু চৌরব্যাস্রাকুলে পথি । কৃত্বা মূত্রপূরীষস্ত দ্রব্যচন্তো ন হস্ততি । ২৯

ভূমৌ নিক্রিপা তদ্রব্যং শৌচং কৃত্বা সমাহিতঃ । ৩০

আন্ননালং দধি ক্ষীরং তক্রন্ত কৃশরঞ্চ বৎ ।

শূদ্রাদপি চ উদ্ভ্রাস্তং মাংসং মধু তথাস্ত্যজাং । ৩১

গৌড়ীং পৈণ্ডীক মাধ্বীকং বিপ্রাদির্ঘঃ সুরাং পিবেৎ ।

সুরাং পিবন্ দ্বিজঃ শুধোদগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেৎ ।

গোমূত্রমুদকং বাপি অন্তঃ শুদ্ধতাং ত্রজেৎ । ৩২

জলজাত কোন অপবিত্র বস্তু দ্বারা সেই জল অশুদ্ধ হয় না । স্থলে অপবিত্র বস্তু থাকিলেও অন্য স্থলস্থ বস্তু অশুদ্ধ হয় না ; কিন্তু সেই সকল বস্তুতে পানস্থাপন করিলে আচমন করিয়া শুদ্ধ হইবে । ২১-২৫

যে কাংস্তপাত্র সুরালিপ্ত হয় নাই, কিন্তু অন্য কোন প্রকারে অশুদ্ধ হইয়াছে, তাহা ভক্ষ্যদ্বারা মার্জন করিলেই শুদ্ধ হইবে । মূত্র এবং সুরালিপ্ত কাংস্তপাত্র অগ্নিপ্রভাপদ্বারা শুদ্ধ করিবে । গো কর্তৃক আশ্রাত, শূদ্রোচ্ছিষ্টসংলগ্ন এবং কাক ও কুকুরোচ্ছিষ্ট কাংস্তপাত্র ভক্ষ্যদ্বারা দশবার মার্জন করিলে শুদ্ধ হইবে । ব্রাহ্মণ শূদ্রের ভাজনে ভোজন করিলে একরাত্রি উপবাস করিয়া পক্ষগব্যপানে শুদ্ধ হইয়া থাকেন । ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্টমুখে অপরের উচ্ছিষ্ট, কুকুর বা শূদ্র স্পর্শ করিলেও পূর্বোক্ত প্রায়শ্চিত্তদ্বারা নিষ্পাল হইবে । বজ্রম্বল্যাদ্বারা স্পর্শ করিলে পক্ষগব্য পান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারে । জলহীন প্রদেশে কিংবা চৌরব্যাস্রাদিসমাকুল পথে কোন দ্রব্য হস্তে করিয়া মূত্রপূরীষ পরিত্যাগ করিলেও সেই দ্রব্য দূষিত হয় না ; পরে সেই দ্রব্য ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া স্বয়ং শৌচানি কার্য্য সমাধান-পূর্বক সেই দ্রব্য গ্রহণ করিবে । ২৬-৩০

কীজি, দধি, ক্ষীর, ঘোল ও কৃশর এই সকল দ্রব্য শূদ্রের নিকটে গ্রহণ করিতে দোষ নাই । মাষ ও মধু এই দুই দ্রব্য অন্ত্যজাতির নিকটে গ্রহণ করা যায় । ব্রাহ্মণ গৌড়ী, পৈণ্ডী ভক্ষ্য মাধ্বী সুরাপান করিলে অগ্নিবর্ণ সুরাপান করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে । গোমূত্র কিংবা জল অগ্নিবৎ উত্তপ্ত করিয়া পান করিলেও সেই পাপী শুদ্ধ হইতে

১। শ্বশূদ্রশ্রাপরাধিকঃ ।

নজিঃ নৈমুখিকীটকব রজকীং বেণুজীবিকাম্ ।

মাতুলকৃত্য সূতাং গতা মাতুলানীং ব্রজন্ নরঃ । ৩৩

গুরুপুত্রীং ভ্রাতৃতার্থ্যাং সখ্যাং ক্রাৎ তপ্তকৃচ্ছকম্ ।

মাতৃবৃদ্ধহিতুশ্চ গচ্ছতে। নাস্তি নিষ্কৃতিঃ । ৩৪

শৃগালশুকরোচ্ছিষ্টভোজী বড়ব্রাতৃকচ্ছুতিঃ । তপ্তকৃচ্ছাকচ্ছুতিতুর্ভা কবচং শুভমাসকম্ । ৩৫

অগ্নিদো গরদশ্বেদী তপ্তকৃচ্ছেন শুধ্যতি ।

সূতকে সূতকে তুণ্ডে শূদ্রসাক্ষিন্তং অপেৎ । ৩৬

বৈশ্ত পঞ্চদশং অগ্ন্যাং গারজাঃ কজিরস ৫ ।

শতং বিশেষত তুণ্ডায়ং প্রাপ্যপাতেন সূতকে । ৩৭

তুচির্বিপ্রো দশাহেন কজিরো দ্বাদশাহতঃ ।

বৈশ্তঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি । ৩৮

ব্রাহ্মাং যুজ্যেয় যজ্ঞাদৌ দেশান্তরগতেষু ৫ ।

বালে প্রোচে ৫ যজ্ঞাসে সন্তঃ শৌচং বিধীয়তে । ৩৯

অবিবাহা তথা কন্যা দ্বিজো যো যৌদ্ধিবর্জিতঃ ।

জাতদন্তশ্চ বালশ্চ^১ কুমারী ৫ ত্রিবর্ষিকা । ৪০

ভেষাং শুদ্ধিপ্রাপ্ত্যেণ গর্ভপ্রায়ে ৫ রাজিতিঃ । সূতকে মাসতুল্যাভি^২শ্চতুর্ধেহি রজসলা । ৪১

পারে । নজি, নৈমুখিকী, রজকী, বেণুজীবিনী, মাতুলকন্যা, মাতুলানী, ভ্রাতৃতার্থ্যা, কন্যা বহুপত্নী গমন করিলে তপ্তকৃচ্ছ আচরণ দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারে । মাতৃবৃদ্ধের কন্যা ও নিজ কন্যা গমনে কোনরূপ নিষ্কৃতি বিহিত হয় নাই । দ্বিজ শৃগাল কিংবা শূকরের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে বড়ব্রাতৃ উপাধাসাম্বন্ধে ব্রত করিবে । ৩১-৩৫

গৃহে অগ্নিপ্রদাতা, বিষদাতা, অথবা কাহারও কোন অঙ্গচ্ছেদকারী ব্যক্তি তপ্তকৃচ্ছব্রত আচরণ দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারে । শূদ্রের সূতকালোচে বা সূতালোচে ভোজন করিলে বৈশ্ত আটশত বার, কজির পঞ্চদশবার এবং ব্রাহ্মণ শতবার গারজী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে । জনন্যশৌচ উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ দশাহে, কজির দ্বাদশাহে, বৈশ্ত পঞ্চদশাহে ও শূদ্র একমাসে শুদ্ধ হইয়া থাকে । কজির যদি হৃদ্রে, যজ্ঞাদিতে কিংবা দেশান্তর গমনে প্রাপ্যভাগ করে, তাহা হইলে সন্তঃ শৌচ বিধান আছে । যজ্ঞাসের বালক যরিলে জাতিগণ সন্তঃ শুদ্ধ হইয়া থাকে । অবিবাহিতা কন্যা, অনুপনীত ব্রাহ্মণ, জাতদন্ত বালক ও ত্রিবর্ষিকা বালিকা ইহাদিগের ত্রিরাতি অশৌচ হইয়া থাকে । গর্ভপ্রায়ে হইলেও দৈরাতি অশৌচ ব্যবস্থা আছে । কন্যাজননে সর্ববর্ণের মাতার মাসাশৌচ হয় । রজসলা নারি চতুর্ধ দিবসে শুদ্ধিলাভ করে । ৩৬-৪১

১. জাতদন্তশ্চ বালশ্চ । ২. সূতারায় ।

হুতিক্তে রাষ্ট্রসম্পাতে সূতকে মৃতকেহপি বা । নিরমাস্ত ন হুযাতি দানধর্মপরাস্থখা ।
দীক্ষিতান্ভাতিবিক্রান্ত ত্রুততীর্থপরাস্থখা ॥ ৪২

দীক্ষাকালে বিবাহাদৌ দেবদ্বিজনিমন্ত্রিতে ।

পূর্বসঙ্কল্পিতে বাপি নান্যোচং মৃতসূতকে ॥ ৪৩

প্রসূতপত্নীসংস্পর্শাদন্তচিঃ স্তাৎ তথা দ্বিজঃ ॥ ৪৪

অথায়ো বজ্র হুয়ন্তে বেদো বা বজ্র পঠান্তে । সন্ততং বৈশ্বদেবাণি ন ভেবাং সূতকং ভবেৎ ॥ ৪৫

শূদ্রো ধর্মমত্ৰপুতঃ সার্ব্বমাসেন তথ্যতি । বিপ্রাদীনাং বিপন্নানামেকরাত্রমশৌচকম্ ।

অগ্নিহোত্ৰী ত্রুতী মত্ৰী ন ভেবাং সূতকং ভবেৎ ॥ ৪৬

রজস্বলা যদা স্পৃষ্টা স্নান-চণ্ডাল-পূক্তনৈঃ ।

নিরাহারা ভবেৎ তাবৎ স্নানকালেন তথ্যতি ॥ ৪৭

ভয়া কৃতে গৃহে কৰ্ম্ম পাপিত্বং তৎকৃতকং বৎ ।

অন্তরে চ গৃহে ভুঙক্তে ত্রিরাত্রাজুযাতি দ্বিজঃ ॥ ৪৮

ব্রাহ্মণী কত্রিয়া বৈশ্ণা শূদ্রা চৈব রজস্বলা । অগ্নোন্তস্পর্শনাৎ তত্র ব্রাহ্মণী তু ত্রিরাত্রাতঃ ॥ ৪৯

দ্বিরাত্রাতঃ কত্রিয়া চ ত্রুতী বৈশ্ণা হাপোষিতা ।

শূদ্রা স্নানেন তথ্যেত জোণায়ং^১ ন বিসর্জয়েৎ ॥ ৫০

হুতিক্তে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, জননাশোচে, মরণাশোচে,—দানধর্মপরায়ণ, দীক্ষিত, অভিবিক্ত ত্রুতসমযুক্ত, তীর্থপ্রবৃত্ত, এই সমস্ত ব্যক্তিদ্বিগের দান ধর্মাদি নিরমস্তক হইলেও কোন দোষ হয় না । দীক্ষাকালে, বিবাহাদিতে, আত্মার্থ ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইলে এবং পূর্বসঙ্কল্পিত কার্য্যে মৃতশোচ বা সূতকাশোচ প্রতিবন্ধক হয় না । ব্রাহ্মণ প্রসূতা পত্নীকে স্পর্শ করিলে অন্তচি হয় । নিত্যাহোমে, বেদপাঠে অথবা বৈশ্বদেববলিকার্য্যে সূতকাশোচের দোষ গণনা করিবে না । শূদ্রও যদি ধর্ম্মাচরণ ও মত্ৰ অপাদি দ্বারা পবিত্র পুণ্যাভা হয়, তবে পঞ্চদশ দিনেই শুদ্ধিলাভ করিতে পারে । দ্বিজগণ যদি কোন কারণে বিপন্ন হইয়া পড়ে, তখন একরাত্র অশৌচগণনা করিলেই চলিবে । অগ্নিহোত্ৰী ত্রুতী, পুরুষচরণাদি মত্ৰ সাধন কার্য্যে নিরত ব্যক্তিগণের সূতকাশোচ হয় না । ৪২-৪৬

রজস্বলা রমণী যদি কুকুর, চণ্ডাল কিম্বা পুঙ্গব দ্বারা দৃষ্ট হয়, তবে যাবৎ স্নান না করিবে তাবৎ নিরাহার থাকিয়া স্নানান্তে শুদ্ধি লাভ করিবে । তাহার কৃত গৃহকার্য্য সমুদয় নাপকমক হইয়া থাকে ; অতএব সেই নারী স্নান না করা পর্য্যন্ত কোন গৃহকার্য্য করিবে না । ব্রাহ্মণ অন্তঃ গৃহে ভোজন করিলে ত্রিরাত্র উপবাস ত্রুতের পর শুদ্ধ হইতে পারে । ব্রাহ্মণী, কত্রিয়া, বৈশ্ণা ও শূদ্রাণী, ইহারা রজস্বলা হইয়া পরস্পরকে স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণী ত্রিরাত্রে, কত্রিয়া দ্বিরাত্রে, বৈশ্ণা উপবাস করিয়া এবং শূদ্রাণী স্নানমাত্রে শুদ্ধ হইয়া

কাকস্থানোপনীতস্ত অন্নং বাহুস্ত তৎ ত্যজেৎ ।

সুবর্ণাস্তিঃ সমভূক্ষ্য হতাশে চ প্রতাপয়েৎ ৷ ৫১

কূপে চ পতিতো দৃষ্টো শ্ব-শৃগালৌ চ মৰ্কটম্ । তৎকূপস্তোদকং পীত্বা তথোদ্বিগ্নস্তিভিনৈঃ ।

ক্ষত্রিয়োহহম্বৈরনৈব বৈশ্বঃ শুভোদ্বিনৈকতঃ ৷ ৫২

অস্থি চৰ্ম্ম মলং বাপি মূষিকং যদি কূপতঃ ।

উদ্ধৃত্য চোদকং পক্ষগব্যাকুধোত শোধিতম্ ৷ ৫৩

ভুতান্নে পুষ্করিণ্যানৌ ভক্ষ্যাদিপতিতে তথা ।

যষ্টিকুষ্ঠাপ^১ উদ্ধৃত্য পক্ষগব্যেন তথ্যতি ৷ ৫৪

স্ত্রীরজঃপতিতেহমেঘো ত্রিংশৎকুস্তান্ সমুকরেৎ । অগম্যাগমনং কৃত্বা মদগোমাংসভক্ষণম্ ৷ ৫৫

তথোচ্চাভ্রায়ণাশিপ্রঃ প্রাক্ষাপতোন ভূমিপঃ ৷ ৫৬

বৈশ্বঃ^২ সান্তপনাচ্ছূদ্রঃ পক্ষাহোভিবিভূষ্যতি ।

প্রায়শ্চিত্তে কৃতে দক্ষাদক্ষবাং ত্রাঙ্গণভোজনম্ ৷ ৫৭

ক্রীড়ায়াম্ শয়নৌরাদৌ নীলীবস্ত্রং ন হস্ততি ।

নীলীবস্ত্রং ন স্পর্শেচ্চ নীলৌ চ নিরস্তং ত্যজেৎ ৷ ৫৮

থাকে। কাক ও কুকুর অন্ন ভক্ষণ করিলে সেই অন্ন বহির্দেশে পরিত্যাগ করিবে। কাক-কুকুরস্পৃষ্ট অন্ন সুবর্ণজলদ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া অগ্নিতে তাপিত করিয়া লইবে। ৪৭-৫১

কুকুর, শৃগাল ও বানরকে কূপে পতিত দর্শন করিয়া সেই কূপে জলপান করিলে ত্রাঙ্গণ ত্রিবাতে, ক্ষত্রিয় দুই বাতে ও বৈশ্ব এক বাতে শুদ্ধ হইতে পারে। যদি কূপমধ্যে অস্থি, চৰ্ম্ম, বিষ্ঠা কিম্বা মূষিক দৃষ্ট হয়, তবে সেই কূপের জল উদ্ধৃত করিয়া তাহাতে পক্ষগব্য নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ করিলেই সেই জল শুদ্ধ হয়। ঐরূপ দূষিত দৌৰিকা ও পুষ্করিণী প্রভৃতিতে বাসুকী নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর তাহা হইতে জল কলসী জল উদ্ধৃত করিয়া তাহাতে পক্ষগব্য নিক্ষেপ করিবে। ঐরূপ করিলেই সেই দৌৰিকা ও পুষ্করিণী প্রভৃতির জল শুদ্ধ হয়। দৌৰিকা প্রভৃতির জলে যদি রজস্বলা স্ত্রীর শোণিতপাত হয়, তবে তাহা হইতে ত্রিংশৎ-কুস্ত জল উদ্ধৃত করিয়া ফেলিলে ঐ দৌৰিকা প্রভৃতি শুদ্ধ হইয়া থাকে। অগম্যাগমন, মদগোমাংস বা গোমাংসভক্ষণ করিলে ত্রাঙ্গণ চাক্ষায়ণ ত্রত, ক্ষত্রিয় প্রাক্ষাপতা ত্রত, বৈশ্ব সান্তপনত্রত এবং শূদ্র পক্ষাহ উপবাস করিলে পাপ হইতে শুদ্ধ হইয়া থাকে। ত্রাঙ্গণাদি সকল বর্গই পাপের যথোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গোত্রাঙ্গ প্রদানপূর্বক ত্রাঙ্গণ ভোজন করাইবে। নীলবস্ত্র ক্রীড়াকালে ও শয়নৌর উপাধানাদিতে দূষিত নহে, অগ্নত নীলবস্ত্র স্পর্শও করিবে না। কেহ নীলবস্ত্র ব্যবহার করিলে তাহাকে নরকে গমন করিতে হয়।

ব্রহ্মশূচ্য সুরাপাণ্ড স্তেয়ী চ গুরুভজগঃ ।

(সেতুং) স্বকং দৃষ্ট্বা বিজ্ঞানেন তৎসংযোগী চ পঞ্চমঃ ॥ ৫৯

ভাতো ধেনুশতং দদ্যাদ্ ব্রাহ্মণানান্ত ভোজনম্ ।

ব্রহ্মহা ভাদশাকানি কুটীং কৃত্বা বনে বসেৎ ॥ ৬০

ভৈক্ষ্যস্তান্নবিভক্ত্যৰ্থং কৃত্বা শবশিরোক্ষজম্ ।

প্রাশ্তেনাস্থানমগ্নৌ বা স মূধে দ্বিজকারণে ॥ ৬১

> সৰ্বস্বং বা বেদবিদে ব্রাহ্মণায়োপপাদয়েৎ । ভ্রমোদাস্থানমগ্নৌ বা সুসমিদ্ধে সুরাপী তু ॥ ৬২

স্তেয়ী সৰ্বং বেদবিদে ব্রাহ্মণায়োপপাদয়েৎ ।

বৃষভৈকসহস্রং গাং দদ্যাক্ গুরুভজগাঃ^১ ॥ ৬৩

কৃচ্ছপাদং চরেদ্রোধে দ্বৌ পাদৌ বহুনে পশোঃ ।

সৰ্বকৃচ্ছং নিপাতে স্তাং কাশ্তারে গৃহদাহতঃ ॥ ৬৪

যষ্ঠাভরণদোষেণ কৃচ্ছপাদং যুক্তে গবি ॥ ৬৫

অস্থিভঙ্গং গবাং কৃত্বা শৃঙ্গভঙ্গমথাপি বা ।

তৃণভেদং পুচ্ছনাশং বা মাসার্জং যাবকং পিবেৎ ॥ ৬৬

ব্রহ্মহত্যাকারী, সুরাপী, স্বর্ণচোর ও গুরুপত্নীগামী ইহারা মহাপাপী বলিয়া খ্যাত, যে ব্যক্তি উক্ত মহাপাপীগণের সংসর্গ করে, সেও ঐরূপ পাপী হইয়া থাকে । উক্তরূপ পাপীরা প্রায়শ্চিত্তান্তে নাক্স দর্শন করিয়া শুদ্ধ হইতে পারে । ব্রাহ্মণবধরূপ মহাপাপে লিপ্ত হইলে একশত ধেনু দান করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে ; তারপর কুটীর নিৰ্ম্মাণ করিয়া ভাদশ বর্ষ বনে বাস করিবে । যাহাকে হনন করিয়াছে, তাহার মস্তক অথবা ব্রহ্মহত্যার চিহ্ন স্বরূপ কোনও দ্রব্য প্রকাশরূপে লইয়া ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে ; এরূপ করিলে ভাদশ বর্ষান্তে পাপমুক্ত হইতে পারে । অথবা ব্রহ্মহাতী ব্যক্তি বেদবিদ ব্রাহ্মণকে সৰ্বস্ব দানপূর্বক ব্রাহ্মণের নিমিত্ত যুদ্ধে প্রাপত্যাগ করিবে । কিম্বা প্রজলিত অনলে দেহ বিসর্জন এই সকলের যে কোন কল্প দ্বারাই ব্রহ্মহা ব্যক্তি পবিত্র হইতে পারে । সুরাপানী ব্যক্তি জলীপ্ত অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিবে । ৫৯-৬২

চৌরব্যক্তি বেদবিদ ব্রাহ্মণকে সৰ্বস্ব প্রদান করিলে শুদ্ধ হইতে পারে । গুরুপত্নীগামী যিভাতির নিমিত্ত একশত ধেনু ও একটি বৃষ ব্রাহ্মণকে করিবে । রক্তাবস্থায় কোন পত্নর মরণ হইলে পত্নস্বামী সেই পত্নহত্যার মথোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে । বহুনাশহার পত্নর যত্না হইলে অৰ্জ প্রায়শ্চিত্ত জানিবে । হৃগ্ৰমস্থানে অথবা অগ্নিদাহে যদি পত্নর মরণ হয়, তবে পত্নস্বামী সৰ্বকৃচ্ছ প্রায়শ্চিত্ত করিবে । ভরণ পোষণ দোষে গবাদি পশু মরিলে এক পাপ প্রায়শ্চিত্ত বিধি । গোরুর অস্থিভঙ্গ, শৃঙ্গভঙ্গ, চন্দ্রবেধ, পুচ্ছকর্তন অথবা নাসাজ্ছেদ করিলে

১ । দদ্যাদিপ্রায় তত্বে ইতি পাঠান্তরম্ ।

সর্কং হস্তান্নত্ৰাট্টৈর্নিশ্চয়ং কৃচ্ছমেব চ ।
 অজ্ঞানাং প্রাক্ত বিগ্ৰহেং সূর্যাসংস্পৃষ্টেমেব চ ।
 পুনঃ সংস্কারমর্হতি ত্রয়ো বর্ণা বিজাতয়ঃ । ৬৭
 বপনং মেখলা দণ্ডো ভৈক্ষ্যচর্যা তন্তানি চ ।
 নিবর্ত্তন্তে বিজাতীনাং পুনঃ সংস্কারকর্মণি । ৬৮
 আশ্বমাংসং ঘৃতং কৌশ্লং শ্বেহাশ্চ ফলসম্ভবাঃ ।
 অস্ত্যস্তাভুত্বিতাঃ সর্কো নিজ্জাতাঃ শুচয়ঃ শূভাঃ । ৬৯
 একভুক্তং ক্রম্যগ্ৰভুক্তমেককাহমস্যাচিভম্ ।
 উপবাসঃ পাদকৃচ্ছং কৃচ্ছার্ছং ত্রিভুগং হি তং । ৭০
 প্রাজাপত্যং ত্রিভুগং সর্কপাতকনাশনম্ ।
 কৃচ্ছং সন্তোপবাসৈশ্চ মহাসান্তপনং শূভম্ । ৭১
 জাহ্মকং পিবেদাপস্ত্যাহ্মকং পয়ঃ পিবেৎ ।
 জাহ্মকং পিবেৎ সপিত্তশুকৃচ্ছমসাপহম্ । ৭২
 ছাদশাহোপবাসেন পরাকঃ সর্কপাপহা ।
 ঐকৈকং বর্জয়েৎ পিঙং শুক্রে কৃক্ষে চ ত্রাসয়েৎ । ৭৩

অর্ধমাস বাষকপানরূপ প্রারম্ভিত করিবে । যদি খত্ৰাদির আঘাতে পতন হেদ করে তবে
 পূর্ণ প্রারম্ভিত করিতে হয় । যদি অজ্ঞানবশতঃ বিষ্ঠা, মূত্র বা সূর্যাসংস্পৃষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করে,
 তাহা হইলে জাহ্মন, কজির ও বৈশ্য এই বিজাতিগণ পুনর্বার বীর বিহিত সংস্কার করিবে ।
 ৬৩ ৬৭

পুনরায় শিরোমুগ্ধন, মেখলাধারণ, দণ্ডগ্রহণ, ভিক্ষাচরণ প্রভৃতি কার্য অনুষ্ঠিত হইলেই
 বিজাতিদিগের সংস্কার হইয়া থাকে । অপর মাংস, ঘৃত, মধু ও শ্বেহ দ্রব্য যাবৎ অস্ত্যজ জাতির
 ভাণ্ডে অবস্থিত থাকে, তাবৎ উহার্য্য অন্তত্ব, কিন্তু ঐ ভাণ্ড হইতে নিজ্জাত হইলেই উহার্য্য শুদ্ধ
 হইয়া থাকে । এক দিন একাহার শুৎপর দিন নস্তভোজন ভারপরদিন অবাচিভাহার,
 তদন্তদিন উপবাস এইরূপ চারি দিবস আহারসংবম করিলেই পাদকৃচ্ছ হইয়া থাকে ।
 পাদকৃচ্ছের ত্রিভুগ হইলেই এক প্রাজাপত্য হয়, এই প্রাজাপত্য তত সর্কপাপ নাশ করে ।
 সন্তুদিন উপবাস করিলে এক মহাসান্তপন তত হয় । তিন দিন উষ্ণ জলপান, শুৎপর তিনদিন
 উষ্ণ দুগ্ধপান, পরবর্ত্তী তিন দিন উষ্ণ ঘৃতপান করিলে শুকৃচ্ছ তত হইয়া থাকে ।
 এই তত সর্কবিধ পাপনাশ করে । ৬৮-৭৩

ছাদশদিন উপবাস করিলে এক পরাকতত হয় । পরাকতত সর্কপাপনাশক । গুরু
 পক্ষের প্রতিপদ দিন একগ্রাসমাত্র ভক্ষণ করিবে ; শুৎপর পূর্ণিমা পর্য্যন্ত প্রতিদিন এক এক
 গ্রাস বৃদ্ধি করিবে, পরে কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে অমাবস্তা পর্য্যন্ত এক এক গ্রাস হ্রাস

পদ্মঃ কাঞ্চনবর্ণায়াঃ শ্বেতবর্ণোৎপাদনম্^১ ।
 গোমূত্রং তাম্রবর্ণায়া নীলবর্ণাভবং ঘৃতম্ । ৭৪
 দধি স্যাৎ কৃষ্ণবর্ণায়া নর্ভোদকসমামৃতম্ ।
 গোমূত্রমাবকাক্ষকৌ গোময়স্ত চতুর্করম্ । ৭৫
 কীরক্য দাদশ প্রোক্তা দ্বয়ন্ত দশ উচ্যতে ।
 ঘৃতস্ত মাষকাঃ পক্ষ পঞ্চগব্যং মলাপহম্ । ৭৬
 মুনিভিঃচরিতা ষম্^২ ভক্ত্যা ব্যাস মরোদিতাঃ ।
 বৈক্লিষ্টকৃত্যে চৈব সুখাদিপরিচারকাঃ । ৭৭
 তর্পণেন চ হোমেন সন্তোষা বন্দনেন চ ।
 প্রাপ্যতে ভগবান্ বিমুর্ধ্যমাংসমার্ষয়োক্ষদঃ । ৭৮
 যশো^৩ বিমুর্ধ্যতো বিষ্ণুঃ পূজা বিমুস্ত তর্পণম্ ।
 হোমঃ সন্তোষা ভূত্যা ধ্যানং ধারণা সকলং হরিঃ^৪ । ৭৯

ঐগরুড় মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে প্রারম্ভিতকথনং নাম ষড়্বিংশত্যাবিক-
 শিততমোঃধ্যায়ঃ । ২২৬ ।

করিতা ভক্ষণ করিবে, ইহার নাম চাত্তারপত্রত । কাঞ্চনবর্ণা গাভীর ঘৃত, শ্বেতবর্ণা
 গাভীর গোময়, তাম্রবর্ণা গাভীর মূত্র, নীলবর্ণা গাভীর ঘৃত, কৃষ্ণবর্ণা গাভীর দধি ও
 নর্ভোদক এই সকলকে পঞ্চগব্য বলা যায় । পঞ্চগব্য গ্রহণ করিতে হইলে গোমূত্র আট
 মাষা, গোময় চারি মাষা, ঘৃত দাদশ মাষা, দধি দশ মাষা এবং ঘৃত পাঁচ মাষা পরিমাণে
 লইবে । পঞ্চগব্য সর্বপ্রকার আন্তরিক মল বিনাশ করে । ৭৩-৭৯

ঐগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে প্রারম্ভিতকথনং নামক ষড়্বিংশত্যাবিক শিততম
 অধ্যায় সমাপ্ত । ২২৬ ।

১। শ্বেতবর্ণে চ গোময়ম্ ।

২। ৭৭ হইতে ৭৯ শ্লোকগুলি অন্ত পুত্রকে নাই । এখানেও বলাযুবান নাই ; কিন্তু
 পরের অধ্যায়ের প্রথমে দেখা যাইতেছে । মনে হয় উহাই ঠিক ।

সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

অশ্বোবাচ

মুনিভিষ্টিরিতা ধর্ম্যে ভক্ত্যা ব্যাস মরোদিতাঃ ।

বৈবিস্কৃত্যতে চৈব সুখাদিপরিচরকাঃ ॥ ১

তর্পণেন চ হোমেন সন্ধ্যায় বন্দনেন চ । প্রাপ্যতে ভগবান্ বিষ্ণুর্ধর্ম্যকার্যমোক্ষদঃ ॥ ২

ধর্ম্যে হি ভগবান্ বিষ্ণুঃ পূজা বিষ্ণুস্ত তর্পণম্ ।

হোমঃ সন্ধ্যা তথা ধ্যানং ধারণা সকলং হরিঃ ॥ ৩

সূত উবাচ

প্রলয়ং ভগতো বক্ষ্যে ভৎ সর্বং শূন্য শৌনক ।

চতুর্দশসহস্র কলেকাজদিনং শ্রুতম্ ॥ ৪

কৃত-শ্রোতা-ধাপরাদি-মূল্যবহাঃ নিবোধ মে ।

কৃতং ধর্ম্যশ্চতুষ্পাচ সত্যং দানং তপো দয়া ॥ ৫

ধর্ম্যপাতা হরিঃ শ্রেষ্ঠঃ সন্তো জ্ঞানিনো নরাঃ ।

চতুর্দশসহস্রাণি নরা জীবন্তি বৈ তদা ॥ ৬

কৃতান্তে কজিরৈবিপ্রা বিহুশ্রাস্ত জিতা দ্বিজৈঃ ।

শূন্যতাভিবলো বিষ্ণু রক্ষাসি চ জঘান হ ॥ ৭

শ্রোতায়ুগে জ্ঞাপিত্বঃ সত্যদানদয়াশ্রয়কঃ । নরা যজ্ঞপরাস্তম্যন্তথা কতোক্তবং ভগবৎ ॥ ৮

অশ্বা বলিলেন,—হে ব্যাস । মুনিগণ ভক্তিপূর্ব্বক যে সকল ধর্ম্ম আচরণ করেন, আমি তাহা বলিয়াছি । এই সকল ধর্ম্ম আচরণ করিলেই বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইবেন, তাহাতেই লোকের সুখ হইয়া থাকে । তর্পণ, হোম ও সন্ধ্যাবন্দন দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিবে । তাহাতেই হরি সন্তুষ্ট হইয়া ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ প্রদান করেন । ভগবান্ বিষ্ণুই পূজা, বিষ্ণুই হোম, বিষ্ণুই সন্ধ্যা, বিষ্ণুই ধারণা ; সকলই বিষ্ণুময় জ্ঞান করিবে । সূত কহিলেন, হে শৌনক । ভগবতের প্রলয় কহিতেছি শ্রবণ কর । চারি সহস্র যুগে এক কল্প হয়, ইহাই অশ্বার একদিন । এক্ষণে সত্য, শ্রোতা ও ধাপরাদি যুগের অবস্থা কহিতেছি, শ্রবণ কর । সত্যযুগে চারিপাদ ধর্ম্ম জানিবে । সত্য, দান, তপস্যা ও দয়া ইহারাই বর্ধার্য ধর্ম্ম । ১-৫

হরিই ধর্ম্মপালন করেন । সে সকল মনুষ্য এইরূপে হরিকে জানেন, তাহার চারিসহস্র বর্ষ জীবিত থাকিতে পারেন । সত্যযুগের অবসানকালে কজিরসকল বিপ্রগণকে পরাজিত করিবে, আর বৈশ্য ও শূদ্রগণ ভ্রাস্ত্রণ কর্তৃক পরাজিত হইবে । অমিতবলশালী বিষ্ণু রক্ষস-দিগকে বিনাশ করিবে । শ্রোতায়ুগে সত্য, দান ও দয়া এই পাদত্রয়ায়ক ধর্ম্ম বিদ্যমান

১। হরিশ্চেতি ।

রক্তো হরির্নরৈঃ পূজ্যো নরো দশশতাবুধঃ ।

তত্র বিষ্ণুভীমবধঃ কজিরো রাক্ষসানহন ॥ ৯

ধিপাদবিগ্রহো বশ্মঃ পীতভাক্রাচ্যুতে গতে ।

চতুঃশতাবুধো লোকা বিজ্ঞকজ্যোস্তবাঃ প্রজাঃ ॥ ১০

তত্র বৃষ্টিজবৃষ্টিংক বিষ্ণুর্ব্যাসরূপধৃক্ ।

ভদ্রেকস্ত চতুর্বেদং চতুর্ভা ব্যভজৎ পুনঃ ॥ ১১

শিষ্টানধ্যাপয়ামাস নামস্ততান্ নিবোধ মে ।

ঋগ্বেদমথ পৈলস্ত সামবেদক জৈমিনিম্ ॥ ১২

অথর্ক্যাপং সূমস্তস্ত যজুর্বেদং মহামুনিম্ । বৈশম্পায়নসংজ্ঞস্ত পুরাণং সূক্তমেব চ ।

অষ্টাদশপুরাণানি যৈর্বেদো হরিরেব হি ॥ ১৩

সর্গস্ত প্রতिसর্গস্ত বংশো মন্বন্তরাণি চ ।

বংশানুচরিতকৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥ ১৪

ব্রাহ্মণং পাদ্যং বৈকবক শৈবং ভাগবতং তথা ।

ভবিষ্যং নারদীয়ক্ কল্মষং লৈল্যং বরাহকম্ ॥ ১৫

মার্কণ্ডেয়ং তথ্যগ্নেয়ং ব্রহ্মবৈবর্তমেব চ । কোর্ম্যং মৎস্যং গারুড়ক বারবীষমনন্তরম্ ।

অষ্টাদশং সমুদিতং ব্রহ্মাণ্ডমিতি সংজ্ঞিতম্ ॥ ১৬

থাকিবে ; মনুষ্যসকল যজ্ঞপরায়ণ হইবে ; পৃথিবীতে কজিরপ্রজার সংখ্যাবৃদ্ধি পাইবে । এই যুগে সকল মনুষ্যই বিষ্ণুতে অনুরক্ত থাকিবে ; মনুষ্যের আয়ুর সংখ্যা সহস্রবর্ষ জানিবে । কজিরেরা রাক্ষসকে বিনাশ করিবে । দ্বাপরযুগে বশ্মের হইপাদমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে ; এই সময় অচ্যুত পীতবর্ণ হইবেন । এই যুগে লোকের আয়ুঃসংখ্যা চারিশতবৎসর । ব্রাহ্মণ ও কজিরপ্রজাতে পৃথিবী পরিপূর্ণ থাকিবে । ৯-১০

এই যুগে বিষ্ণু মনুষ্য সমুদয়কে অস্তবৃদ্ধি দেখিয়া ব্যাসরূপ বারণপূর্বক এক বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করেন । ব্যাসরূপী বিষ্ণু শিষ্যদিগকে ঐ বেদ অধ্যাপনা করেন, এক্ষণে তাহার বিশেষ প্রবণ কর । ব্যাসদেব পৈলনামক ঋষিকে ঋগ্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ, সূমস্তকে অথর্কবেদ, মহামুনি বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ এবং সূক্তকে অষ্টাদশ মহাপুরাণ অধ্যায়ন করাইয়াছিলেন । উক্ত বেদে অষ্টাদশ মহাপুরাণে একমাত্র হরিই প্রতিপাদ্য হইয়াছেন । তাহাতে আদি সৃষ্টি, প্রজাসৃষ্টি, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত বর্ণিত আছে, তাহাকেই পুরাণ বলা যায় অর্থাৎ উক্ত লক্ষণাবিহীন শাস্ত্রই পুরাণ বলিয়া বিখ্যাত । সমস্ত মহাপুরাণের সংখ্যা অষ্টাদশ—ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, ভাগবত, ভবিষ্য, নারদীয়, কল্মষ, লিঙ্গ, বরাহ, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ব্রহ্মবৈবর্ত, কুর্ম, মৎস্য, গারুড়, বায়ু এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ । এই অষ্টাদশপুরাণই মহাপুরাণ বলিয়া প্রসিদ্ধ । ১১-১৬

অষ্টান্যুপপুরাণানি মুনিভিঃ কথিতানি তু । আশ্চ সনৎকুমারোক্তং নারসিংহমখ্যাপরম্ । ৭
তৃতীয়ং কাম্মুদ্বিক্তং কুমারেণ তু ভাসিতম্ । চতুর্থং শিবধর্ম্মাখ্যং সাক্ষাৎসমীপভাবিতম্ । ৮
ধর্ম্মাসোসোক্তমাশ্চর্য্যং নারদোক্তমতঃ পরম্ ।

কাপিলং বামনকৈব ভট্টবোশনসেবিতম্ । ১৯

ব্রহ্মাণ্ডং বাকুণকখ্যং কালিকাহ্রস্ময়েব চ । মাহেশ্বরং তথা শাহস্ময়েবং সর্বার্থসকরম্ ।

পরানরোক্তমপরং মারীচং ভার্গবাহ্রস্মম্ । ২০

পুরাণং ধর্ম্মশাস্ত্রকং বেদান্তজ্ঞানি যস্যুনে । জ্ঞায়ঃ শৌনক মীমাংসা আয়ুর্বেদার্থশাস্ত্রকম্ ।

গাছকশ্চ ধনুর্বেদো বিদ্যা জ্যোতিষ স্মৃতিভিঃ । ২১

দ্বাপরাশ্চেন চ হরির্ভুবো ভারমহাপাহরং । একপাদস্থিতে ধর্ম্মে কৃষ্ণতাক্ষাচূড়ে গতে । ২২

অনান্তদা হুরাচার্য্য ভবিষ্যতি চ নির্দিষ্টাঃ । সত্ত্বং রজস্তম ইতি দৃষ্টান্তে পুরুষে গুণাঃ ।

কালসঙ্কোচিতান্তেপি পরিবর্তন্ত আত্মনি । ২৩

প্রভুত্বকং যদা সত্ত্বং যদোবৃত্তীক্ৰিয়ানি চ । তদা কৃতদুগং বিদ্যাক্রানে তপসি যজ্ঞতিঃ । ২৪

যদা কশ্মসু কামোবু শক্তির্যশসি মেহিনাম্ ।

তদা ত্রেতা বজ্রোভূতিধিতি জানীহি শৌনক । ২৫

উক্ত অষ্টাদশ মহাপুরাণ ব্যতীত অষ্টাদশ অনেকানেক উপপুরাণ মুনিগণ কীর্তন করিয়াছেন। উপপুরাণেও মধ্যে প্রথম সনৎকুমারোক্ত সনৎকুমারসংচিতা, দ্বিতীয় নারসিংহপুরাণ, তৃতীয় কুমারোক্ত কল্পপুরাণ, শিবধর্ম্মাখ্য নন্দীশ্বরভাষিত নন্দীশ্বরপুরাণ এই চতুর্থ উপপুরাণ। এতদ্ভিন্ন ধর্ম্মাসোসোক্ত ও নারদোক্ত উপপুরাণ আছে। আর কাপিল-পুরাণ, বামনপুরাণ ও উপনোক্ত ভট্টনস পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, বাকুণ পুরাণ, কালিকাপুরাণ, মাহেশ্বরপুরাণ, শাহপুরাণ এই সকল উপপুরাণমধ্যে পরিগণিত হয়। এই সমস্ত গ্রন্থে অনেকানেক বিষয় বর্ণিত ও মীমাংসিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পরানরোক্ত, মারীচিকখিত ও ভূত-প্রণীত অনেকানেক ধর্ম্মশাস্ত্র কথিত হয়। ১৭-২০

পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, চারি বেদ, যজুজ, জ্যোতিষ, মীমাংসা, আয়ুর্বেদ, অর্থশাস্ত্র, গাছকশাস্ত্র ও ধনুর্বেদ ইহারা অষ্টাদশবিদ্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ। দ্বাপরযুগের অবসানে হরি পৃথিবীর ভারহরণ করেন; পরে ধর্ম্মের একপাদমাত্র অবশিষ্ট থাকে। অচ্যুত হরি যখন কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইলেন। ততঃপর লোকসকল হুরাচার্য্য নির্দিষ্ট হয়। সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয় পুরুষে বিদ্যমান আছে, কালসহকারে সেই সকল গুণের পরিবর্তন হইয়া থাকে। যখন লোকসকল প্রভুত্ব শক্তিবিশিষ্ট হয়, লোকের বুদ্ধি, ইচ্ছা, ঘন প্রভৃতি প্রবল থাকে, তাহারই নাম সত্যযুগ। এই যুগে সমস্ত লোক ভগবন্তের রক্ত হয়। বেকালে প্রাণিমাণ্ডের কাম্যকশ্মে ও যশে শক্তি হয়, সেই কালে ত্রেতাযুগের আবির্ভাব জানিবে। এই যুগে বজ্রোক্তের প্রাবল্য হইয়া থাকে। ২১-২৫

একভো দানমেবাহঃ সমগ্রবরদক্ষিণম্ । একভো ভরভীতস্ত প্রাণিনঃ প্রাণরক্ষণম্ ॥ ৫

তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ যজ্ঞৈঃ জ্ঞানেন বা পুনঃ ।

ধর্ম্মস্য নানকা য়ে চ তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৬

যে চ হোম-জপ-জ্ঞান-দেবতার্চনভংগরাঃ ।

সত্য-কমা-দয়াযুক্তান্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৭

ন দাতা সুখ-দুঃখানাং ন চ হর্ষান্তি কন্দন ।

যকৃতান্তেব ভুঞ্জন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ ॥ ৮

ধর্ম্মার্থং জীবিতং যেষাং সন্তানার্থক মৈথুনম্ ।

দেবার্থং তপসং যেষাং দুর্গাণ্যভিতরতি তে ॥ ৯

সন্তকঃ কো ন শক্নোতি ফলমূলৈশ্চ বর্ত্তিতুম্ ।

সর্ব্বং এব হি সৌখ্যেন সন্তটীস্তবগাহতে ॥ ১০

এব এব হি লোভস্ত কার্য্যোহমমতিদুহরঃ ॥

লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি লোভান্দেহাঃ প্রবর্ত্ততে ।

লোভান্দোহশ্চ মায়া চ মানো মংসর এব চ ॥ ১১

রাগ-প্রেমাত্ত-ক্রোধ-লোভ-মোহমদোজ্জিতঃ ।

যঃ শান্তঃ স পরং লোকং যান্তি পাপবিবর্জিতঃ ॥ ১২

পুরুষের সর্ব্ববিধ অভিলষিত লাভ হয় ; দানই পুরুষকে স্বর্গ ও রাজ্যপ্রদান করে ; অতএব দানবগণ অবশ্য দান করিবে । পণ্ডিতেরা সমগ্র দক্ষিণার সহিত দান একপক্ষে ও ভরভীত প্রাণীর প্রাণরক্ষা অপর পক্ষে এই উভয়কে তুল্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । ১-৫

তপসা, ব্রহ্মচর্য্য, যজ্ঞ, জ্ঞান এই সমস্ত কার্য্য করিয়াও যাহারা প্রকৃত ধর্ম্মের নাশ করেন, তাঁহারা চিরকাল নরকগামী হইয়া থাকেন । যাহারা হোম, জপ, জ্ঞান, দেবতার্চন প্রভৃতি সংকার্য্যে ভংগর থাকিয়া সত্য, কমা, দয়া প্রভৃতি সমুত্তমে অলঙ্কৃত করেন, তাঁহারা স্বর্গগামী হইতে পারেন । কেহ কাহাকে সুখ বা দুঃখ দান করিতে পারে না, সকলেই যকৃত কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে । যাহারা ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত জীবন দান করেন, তাঁহারা সকল দুর্গতি হইতে পরিজ্ঞান পাইয়া থাকেন । যাহাদিগের চিত্ত সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, তাঁহারা ফলমূল শাকাদি দ্বারা জীবন ধারণ করিয়াও সুখ অনুভব করেন । সুখের লালসায় সকল ব্যক্তিই দুহর কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় । ৬-১০

লোভপরভ্র হইলেই মনুষ্য দুহর কার্য্য করিয়া থাকে । মনুষ্যের চিত্তে লোভ উপস্থিত হইলেই ক্রোধ প্রবল হইয়া উঠে । মনুষ্য লোভবশতঃ হিংসাদি গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় । মোহ, মায়া, অভিমান, মাংসর্ষা, রাগ, মেঘ, মিথ্যাচরণ, এই সকল লোভ হইতে উৎপন্ন

১ । ইদমেব হি লোভস্ত কার্য্যং তাদতিদুহরম্ ।

দেবতা মুনয়ো নাগা গন্ধৰ্বা ওহকা হরঃ ।
 ধান্মিকং পূজয়ন্তীহ ন বনাঢ্যং ন কামিনম্ ॥ ১৩
 ন অনন্তবলবীৰ্য্যোণঃ প্রজয়া পৌরুষেণ বা ।
 অলভ্যং লভতে মৰ্ত্ত্যকৃত্র কা পরিদেবনা ॥ ১৪
 যথামিষং জলে মৎস্যৈর্ভক্ষ্যতে স্থাপদৈর্ভূবি ।
 আকাশে পক্ষিভিনিভ্যং তথা সৰ্বত্র বিস্তবান্ ॥ ১৫
 সৰ্বসত্ত্বদ্রাব্যলুপ্তং সৰ্বৈশ্চিহ্নবিনিগ্ৰহঃ ।
 সৰ্বজ্ঞানিত্যবুদ্ভিষং জ্ঞেয়ঃ পরমিদং শূন্তম্ ॥ ১৬
 পশুশ্চিহ্নাশ্রিতো যুক্ত্যং যো ধর্ম্মং নাচরেন্নরঃ ।
 অজ্ঞানলুপ্তনস্তেব তস্ত জন্ম নিরর্থকম্ ॥ ১৭
 জ্ঞানহা অজ্ঞহা গোহঃ পিতৃহা গুরুভক্ষণঃ ।
 ভূমিঃ সৰ্বগুণোপেতাং দত্তা পাতৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৮
 ন গোদানাং পশুং দানং কিঞ্চিদন্তীহ মে মতিঃ ।
 বা গোৰ্ন্যারাজ্জিতা দত্তা কুংসং ভারহতে কুলম্ ॥ ১৯

হয়। অতএব লোভ পরিত্যাগ করিবে। যে শাস্ত ব্যক্তি লোভ পরিত্যাগ করেন, তিনি সর্বপ্রকার পাপহীন হইয়া পরম লোক প্রাপ্ত হইবেন। হে হর। দেবতা, মুনি, নাগ, গন্ধৰ্ব ও ওহকগণ, সকলেই ধান্মিকের অর্চনা করিয়া থাকেন, ধনাঢ্য বা কামীর অর্চনা কখন কেহ করে না। মন্ব বল বীৰ্য্য প্রজা ও পৌরুষ দ্বারাও যদি কোন মনুষ্য অলভ্য স্রব্য লাভ করিতে না পারে, তাহা হইলে ভবিষ্যে পরিতাপ করা অবশ্যক। মাংসখণ্ড যেমন জলে থাকিলে মৎস্যে খাও, স্থলে থাকিলে স্থাপদ অন্তগণ খায় এবং আকাশে থাকিলে পক্ষীরা খাইয়া ফেলে, তদ্রূপ বিস্তবান্ ব্যক্তিও যেখানেই থাকুক না কেন কেহ না কেহ তাঁহাকে ভোগ করিবেই করিবে। সেই ব্যক্তি চিরকালই পরিদ্রের উপজীবিকা হইয়া থাকেন। ১১-১৫

সকল প্রাণীর প্রতি দয়া, ইচ্ছানিগ্ৰহ, সর্ববস্তুরে অনিত্য-বুদ্ভি এই সমস্ত মনুষ্যের পরম শ্রেয়স্কর। সম্মুখে যুক্ত্য বিন্দমান আছে, এইরূপ জ্ঞান করিয়া যিনি ধর্মাচরণ না করেন, হাগীর গলহিত স্তনের দ্বারা তাঁহার জন্ম বিফল জানিবে। ক্রপহত্যা, অজ্ঞহত্যা, ও পিতৃহত্যাকারী এবং গুরুপত্নীগামী ইহারা মহাপাপী বলিয়া পরিগণিত। সর্বগুণোপেতাঃ ভূমি প্রদান করিলে ঐ সকল পাপী পাপ হইতে মুক্তি পাইতে পারে। হে বৃষধ্বজ। আমি নিশ্চয় জানি, ইহলোকে গোদান হইতে অণু কোন প্রধান কার্য্যই নহে। যিনি জায়েপারজিত গোপ্রদান করেন, তিনি সকল পাপ হইতে নিজকুল পরিদ্ধাপ করিতে পারেন। ১৬-১৯

১। নরঃ ইতি পাঠঃ।

২। অনন্তবলবীৰ্য্যোণ।

নাশদানানং পরং দানং কিঞ্চিদন্তি বৃষভজ । অগ্নেন ধার্য্যতে সর্ষং চরাচরমিদং জগৎ ॥ ২০

কন্ডাদানং বৃষোৎসর্গে! জগত্তীর্থে! ক্ষতং তথা । হস্ত্যশ্বরথদানানি মণিরত্নবসুধরাঃ ॥ ২১

অগ্নদানস্ত সর্ষাদি কল্যাং নাইতি বোদ্ধবীম্ ।

অগ্নাং প্রাণা বলং তেজশ্চান্নাধীর্ষ্যং ধৃতিঃ শ্রুতিঃ ॥ ২২

কূপ-বাণীভূতাদি আরাণ্যনি চ কারয়েৎ । ত্রিঃসপ্তকূলমুদ্ভূতা বিষ্ণুলোকে মহীযতে ॥ ২৩

সাধুনাং দর্শনং পুণ্যং তীর্থাদপি বিশিষ্টতঃ । কালেন কলতে তীর্থং সতঃ সাধুসমাগমঃ ॥ ২৪

সত্যং দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষস্ত কথ্যমুদয়ম্ ।

জ্ঞানং শমো দয়্যা দানমেব ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ২৫

ইতি শ্রীগুরুডে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে বর্ষসারকথনং নাম পঞ্চবিংশত্যাধিক-

ত্রিশততমোহ্যায়ঃ ॥ ২২৫ ॥

হে বৃষবাহন । অগ্নদান হইতে প্রধান দান আর কিছুই নাই ; এই সচরাচর জগৎ অগ্নদানই প্রতিষ্ঠিত আছে । কন্ডাদান, বৃষোৎসর্গ, জগ, তীর্থসেবা, বেদাধ্যয়ন, গজ-বাজি-রথাদিদান, মণিরত্ন ও পৃথিবীদান, এই সমস্ত কর্ম্মও অগ্নদানের বোদ্ধশাংশ বল প্রদান করিতে পারে না । অগ্ন হইতেই প্রাণিগণের প্রাণ, বল, তেজ, ধীর্ষ্য, ধৃতি, শ্রুতি, এই সমুদয় প্রতিষ্ঠিত হয় । কূপ, পুন্ডরিণী, দীর্ঘিকা ও উগবন নির্মাণ করিয়া যিনি লোকের সমুদয়ের নিমিত্ত প্রদান করেন, তিনি নিজ ত্রিঃসপ্ত কূল উদ্ধার করিয়া বিষ্ণুলোকে বাস করিতে পারেন । সাধুসঙ্গ অতি মহৎ পুণ্য, ইহা সর্ববিধ তীর্থ হইতেও বিশেষ বল প্রদান করে । তীর্থসেবা করিলে কালান্তরে তাহার ফললাভ হয়, কিন্তু সাধুসঙ্গ ভৎকথাৎ ফল প্রদান করে । সত্য, দান, তপস্তা, শৌচ, সন্তোষ, কথ্য, সরলতা, জ্ঞান, শম, দয়্যা ও দান এই সমস্ত সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া কীৰ্ত্তিত আছে । ২০-২৫

শ্রীগুরুডপুরাণে পূর্বখণ্ডে বর্ষসার কথন নামক পঞ্চবিংশত্যাধিক ত্রিশততম

অধ্যায় সমাপ্ত । ২২৫ ।

ষড়্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

প্রারম্ভিত্তাদি বক্ষ্যে২২ং নরকাণ্যোঘমর্দনম্ ১।

মক্ষিকা বিপ্রেষো নারী ভূবি ভোয়ং হতাশনঃ।

মার্ক্যারো নকুলশৈব তচীক্রেতানি নিত্যম্ ২।

যঃ শূদ্রোচ্ছিষ্টসংস্পৃষ্টঃ প্রমাদাদুজতে বিজঃ।

অহোরাত্রোবিভো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ৩।

বিপ্রো বিপ্রেন সংস্পৃষ্ট উচ্ছিষ্টেন কদাচন।

স্নানং জপাক কৰ্ত্তব্যং মিনস্তান্তে চ ভোজনম্ ৪।

অয়ং সমক্ষিকাকেশং শুধ্যোদ্যন্তেন তৎকরণং। যচ্চ পানিতলে ভূত্বং অকুল্যা বাহনা চ যঃ।

অহোরাত্রোপবাসং পিবেৎ পতিতবাহু্যত ৫।

পীতশেষত যৎ ভোয়ং বামহন্তেন মন্যবৎ।

চর্ম্মধ্যগতং ভোয়মতুচি স্মার তৎ পিবেৎ ৬।

অন্ত্যজাতিরবিজ্ঞাতো নিবসেদ্ যত বৈশ্যনি।

চাক্ষারগং পরাকং বা দ্বিজাভীনাং বিশোধনম্ ৭।

প্রাকপত্যন্ত শূদ্রস্ত পশ্চাৎ জাতে তথাপরে ৮।

ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর প্রারম্ভিত্তাদি কহিতেছি। এই প্রারম্ভিত্তসমূহের নরকভোগের হেতু পাপ বিনাশ করে। মক্ষিকা, জলবিন্দু, ক্রী, জল, অগ্নি, মার্ক্যার ও নকুল ইহারা সর্বদাই তুচি। কোন ব্যক্তি প্রমাদবশতঃ শূদ্রের উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিয়া ভোজন করিলে, অহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পানিহারা শুদ্ধ হইতে পারেন। কোন ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট বিপ্র কর্তৃক সংস্পৃষ্ট হইলে স্নান ও জপ করিয়া দিনান্তে ভোজন করিলেই শুদ্ধ হইতে পারেন। মক্ষিকা ও কেশবৃক্ষের অন্ন ভোজন করিলে তৎকরণং বমন করিয়া শুদ্ধ হইবে। হস্ততলে ও অকুলোতে অথবা বাহুতে কোন দ্রব্য রাখিয়া ভোজন করিলে, অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া জলপানদ্বারা শুদ্ধ হইবে। কোন ব্যক্তির পীতাবশিষ্ট জল পান করিলে মন্য পানতুল্য পাপ হয়। বামহন্তে জলপান করিলেও উক্তরূপ ব্যবস্থা জানিবে। চর্ম্মমধ্যগত জল সর্বদা অতুচি, অতএব তাহা পান করিবে না। ১-৪

কোন অন্ত্যজজাতি অজ্ঞানপূর্ব্বক যদি ব্রাহ্মণের গৃহে প্রবেশ করে, সেই ব্রাহ্মণ চাক্ষারগ অথবা পরাকরত আচরণ করিলে শুদ্ধ হইয়া থাকে। শূদ্রের গৃহে অন্ত্যজজাতি প্রবেশ করিলে সেই শূদ্র প্রাকপত্য ব্রত ধারী শুদ্ধ হয়। অন্ত্যজজাতি গৃহে প্রবেশ করিলে যিনি সেই গৃহে

যজ্ঞে তু ভুক্তে পকায়ং কৃচ্ছাৰ্দ্ধং তত্ৰ দাপয়েৎ ।
 তেষামপি চ যো ভুক্তে কৃচ্ছপাদো বিধীয়তে ॥ ৮
 রজকানাক শৈলুখী-বেণু চশ্মোপজীবিনাম্ ।
 এতদগ্ৰহ যো ভুক্তে বিজ্ঞানান্নায়ং চরেৎ ॥ ৯
 চাণ্ডালকুণ্ডান্তেহু অজ্ঞানান্ পিবতে জলম্ ।
 কুর্যাৎ সান্তপনং বিপ্রপুত্রকৃৎ বিশঃ শ্রুতম্ ॥ ১০

পাদং শূদ্রস্ত দান্তবানজ্ঞানাদন্ত্যবেশনি । প্রায়শ্চিত্তং ত্রিকৃচ্ছং তাং পরাকমন্ত্যাত্মকে ॥ ১১
 অন্ত্যজোচ্ছিষ্টভুক্ তথোচ্ছিষ্টজ্ঞানান্নায়নে চ ।
 যজুঃরাজাদিশ্চ বিপ্রাদেবী পীতে তন্ত্যবেশনি ॥ ১২
 চাণ্ডালান্নং যদা ভুক্তে প্রমাদাদেতদাচরেৎ ॥
 কজ্জজাতিঃ সান্তপনং যচ্ ত্রিরাত্রং পরে তথা ॥ ১৩
 একবৃক্ষে তু চণ্ডালঃ প্রমাদাদ্ ব্রাহ্মণো যদি । ফলং ভক্ষয়তে তত্র অহোরাত্রেণ শুভাতি ॥ ১৪
 তুচ্ছোচ্ছিষ্টো হুনাচাণ্ডাল্যণ্ডালং শৃণতে যদি ।
 গারল্লাষ্টসহস্রং ক্রপদাং বা পতং জপেৎ ॥ ১৫

পকায় ভোজন করেন, তাঁহার কৃচ্ছাৰ্দ্ধ তত্ৰাচরণ করা কর্তব্য । অন্ত্যজাতি-প্রবিষ্টগৃহে অন্ন-
 তোষী ব্যক্তির যিনি অন্ন ভোজন করেন, তাঁহাকে কৃচ্ছপাদ আচরণ করিতে হয় । ব্রাহ্মণ
 যদি রজক, নট, বেণু ও চশ্মোপজীবীর অন্ন ভোজন করেন, তবে তিনি চান্দ্রায়ণ ব্রত করিলে
 শুদ্ধ হইতে পারেন । অজ্ঞানবশতঃ যদি কোন ব্রাহ্মণ চণ্ডালের কূপে কিংবা ভাতে জলপান
 করেন, তাহা হইলে তিনি সান্তপন ব্রত আচরণ করিবেন । বৈশ্ব উক্তরূপ জলপান
 করিলে ব্রাহ্মণের অর্ধপ্রায়শ্চিত্ত করিবে । ৬-১০

কোন শূদ্র অজ্ঞানবশতঃ অন্ত্যজাতির গৃহে ভোজনাদি করিলে ব্রাহ্মণের চতুর্থাংশ
 প্রায়শ্চিত্তাচরণ করিবে । অন্ত্যজাতির স্ত্রীগমন করিলে ব্রাহ্মণ কৃচ্ছত্রয় প্রায়শ্চিত্ত করিয়া
 শুদ্ধ হইবে । ব্রাহ্মণ চণ্ডালাদি অন্ত্যজাতির উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণদ্বারা শুদ্ধ
 হইতে পারে । বিপ্রাদি বর্গ যদি অন্ত্যজগৃহে জলপান করে তবে ব্রাহ্মণের ছয় রাত্রি,
 ক্ষত্রিয়ের চারি রাত্রি, বৈশ্বের দুই রাত্রি উপবাসদ্বারা শুদ্ধি হয় । ক্ষত্রিয় প্রমাদবশতঃ চণ্ডালান্ন
 ভোজন করিলে সান্তপন ব্রত আচরণ করা বিধেয় । ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ব যথাক্রমে ত্রয় রাত্রি ও
 ত্রিরাত্রি উপবাসব্রত করিয়া শুদ্ধ হইতে পারে । ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল এক বৃক্ষে থাকিয়া ফল
 ভক্ষণ করিলে সেই ব্রাহ্মণ অহোরাত্রি উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইতে পারে । ব্রাহ্মণ যদি
 ভোজন করিয়া উচ্ছিষ্টমুখে চণ্ডালকে স্পর্শ করে, তবে সেই ব্রাহ্মণ অষ্টোত্তরসহস্র গায়ত্রী
 কিংবা পতসংখ্যক ক্রপদাদি মন্ত্র জপ করিলে শুদ্ধ হইয়া থাকে । ১১-১৫

১. -মন্ত্যজাগতো । ২. প্রমাদাদৈকমনকরেৎ ।

চাতাল-দ্বন্দ্বচারে বা বিদুজে তু কৃতেন্থবা^১ ।

প্রাশস্তিত্বং জিরাভ্যং স্যাৎ পরাক্ষাত্যভ্যাগতো^২ । ১৬

অকামতদ্বিরো নত্ৱা পরাকঃ তত্র সাধকম্ । অভ্যাজ্যতিপ্রসূতস্ত প্রাশস্তিত্বং ন বিদ্যতে । ১৭

যদ্যদ্বিহৃষ্টভাভেষু যদাপঃ পিবতে দ্বিজঃ । কৃচ্ছ্রপাদেন তথ্যেত পুনঃ সংস্কারকর্মণা । ১৮

যে প্রত্যবসিতা বিপ্রা প্রতজ্যাপিত্তাদিষু^৩ । অন্নপানাদি সংগৃহ্য চিকীর্ষতি গৃহান্তরম্ । ১৯

চারয়েৎ জীণি কৃচ্ছ্রাণি জীণি চাত্মারণানি বৈ ।

জাতকর্মাধিসংস্কারং বসিষ্ঠো মুনিরব্রবীৎ । ২০

প্রাজাপত্যাদিভিজ্জী^৪ষ্ঠী ত্রী তথ্যেতদ্বিজভোজনাত্^৫ । ২১

উচ্ছ্রিকৌচ্ছ্রিকসংস্পৃষ্টঃ শুনা শূদ্রেণ বা দ্বিজঃ । উপোহ্য ব্রহ্মণীমেকাং পঞ্চপবোন তথ্যতি । ২২

বর্ণবাহুেন সংস্পৃষ্টঃ পঞ্চরাত্রেণ বৈ তথা । অহুষ্ঠাঃ সত্ততা ধারা বাতোহুতান্ত রেণবঃ ।

দ্বিরো বালাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ ন দৃশ্যতি কদাচন । ২৩

নিত্যমাত্মং শুচি জীণাং শকুন্তৈঃ পাতিতং ফলম্ ।

প্রসবে^৬ চ তচির্বৎসঃ স্বা যুগগ্রহণে শুচিঃ । ২৪

চাতাল ও ব্যাধের অন্ন, বিষ্ঠা বা মূত্র স্পর্শ করিলে জিরাভ উপবাসরূপ প্রাশস্তিত্ব করিতে হয়। অভ্যাজ্যতীপন্ন করিলে পরাক্ষতই সেই পাপের প্রাশস্তিত্ব জানিবে। অকামতঃ পরজীপন্ন করিলে পরাক্ষতরূপ প্রাশস্তিত্ব আচরণ করিলে শুদ্ধ হইবে। অভ্যাজ্যতিপ্রসূত ব্যক্তির কোনরূপ প্রাশস্তিত্ব উক্ত নাই। জাম্বন মৃতাদিদূষিত ভাণ্ডে জলপান করিলে কৃচ্ছ্রপাদ তত আচরণ করিয়া পুনর্বার সংস্কার দ্বারা শুদ্ধ হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ যদি ভোজন করিতে করিতে বজ্রপাত, অগ্ন্যুৎপাত বাত্যাদি উপহিত হইলে সেই অন্ন-পানাদি লইয়া গৃহান্তরে গমন পূর্বক ভোজন করেন, তবে সেই ব্রাহ্মণ তিনটি কৃচ্ছ্র তত ও তিনটি চাত্মারণরত আচরণপূর্বক পুনর্বার জাতকর্মাধি সংস্কার করিবেন। বলিষ্ঠ মুনি এই ব্যবস্থা নিরূপণ করিয়াছেন। ১৬-২০

উচ্ছ্রিক্ত ব্রাহ্মণকে যদি অন্য উচ্ছ্রিক্ত ব্যক্তি, কুকুর বা শূদ্র স্পর্শ করে, কিংবা ব্রাহ্মণ যদি একাদিত্যে বিশোধন করে, তবে সেই ব্রাহ্মণ এক রাত্রি উপবাস করিয়া পঞ্চপব্য পানদ্বারা শুদ্ধ হইবেন। ব্রাহ্মণত্রী উক্তদোষে হুষ্ঠা হইলে প্রাজাপত্যাদি দ্বারা শুদ্ধ হইবে। বর্ণবাহু (বর্ণসকর) জাতি উচ্ছ্রিক্তমুখ ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিলে সেই ব্রাহ্মণ পঞ্চরাত্রি উপবাস দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিতে পারেন। এবিজিন্ন ধারাজল ও বাতোহুত ধূলিসকল অহুষ্ঠে বলিয়া জানিবে; জী, বালক ও বৃদ্ধ ইহার কদাচ দূষিত হয় না। জীর মূখ সর্বদা শুচি; পক্ষিগণ যে সকল ফল পাতিত করে, সেই সকল ফলও শুচি। বৎসগণ মুখদ্বারা যে দৃচ্ছ্র প্রাবিত করে সেই দৃচ্ছ্র অশুচি হয় না। যুগ যাহা কিছু গ্রহণ করে, তাহাও শুচি বলিয়া পরিগণিত।

১। কৃতেন্থবা। ২। বজ্রাগ্নিপবনাদিষু। ৩। তথ্যেত বিশোধনাত্। ৪। প্রসবে।

উদকে চৌ-কহন্ত স্থলেহু স্থলজং তুচি ।

পাদৌ হাপৌ চ তত্রৈব আচাত্তঃ তুচিতামিহাং । ২৫

ভস্মনা তথ্যন্তে কাংস্তাং সুরমা যন্ন লিপ্যতে । মূত্রেণ সুরমা মিশ্রং তাপনৈঃ খলু তথাতি । ২৬

গবাদ্রাতানি কাংস্তানি শূদ্রোচ্ছিষ্টানি যানি চ । কাক-স্থানহতাশ্চেব তথ্যন্তে দশভস্মনা । ২৭

শূদ্রভাজনভোজ্য যঃ পক্ষগব্যামুপোষিতঃ । উচ্ছিষ্টং স্পৃশতে বিপ্রঃ শূদ্রস্থাপনাদিকম্ ।

উপোষিতঃ পক্ষগব্যাজুধ্যোং স্পৃষ্টে । রজস্বলাম্ । ২৮

অনুদকেহু দেশেষু চৌরব্যাত্তাকুলে পথি । কৃত্বা মূত্রপূরীষন্ত দ্রব্যাহন্তো ন দৃশ্যতি । ২৯

ভূমৌ নিক্ষিপ্য তদ্রূপাং শৌচং কৃত্বা সমাহিতঃ । ৩০

আবনালং দধি ক্ষীরং তক্রক্ক কৃশরক্ক যৎ ।

শূদ্রাদপি চ তদ্গ্ৰাহ্যং মাংসং মধু তথাভাজ্যং । ৩১

গৌড়ীং পৈণ্ডীক মাধ্বীকং বিপ্রাদির্ঘঃ সুরাং পিবেৎ ।

সুরাং পিবন্ দ্বিজঃ শুভোদগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেৎ ।

গোমূত্রমুদকং বাপি অন্তঃ তদ্রূপাং ত্রজেৎ । ৩২

জলজাত কোন অপবিত্র বস্তু দ্বারা সেই জল অশুদ্ধ হয় না । স্থলে অপবিত্র বস্তু থাকিলেও অশুদ্ধ হয় বস্তু অশুদ্ধ হয় না ; কিন্তু সেই সকল বস্তুতে পাদস্থাপন করিলে আচমন করিয়া শুদ্ধ হইবে । ২১-২৫

যে কাংস্তপাত্র সুরালিপ্ত হয় নাই, কিন্তু অন্য কোন প্রকারে অশুদ্ধ হইয়াছে, তাহা ভস্মদ্বারা মার্জন করিলেই শুদ্ধ হইবে । মূত্র এবং সুরালিপ্ত কাংস্তপাত্র অগ্নিপ্রতাপদ্বারা শুদ্ধ করিবে । গো কর্তৃক আত্মাত, শূদ্রোচ্ছিষ্টসংলগ্ন এবং কাক ও কুকুরোচ্ছিষ্ট কাংস্তপাত্র ভস্মদ্বারা দশবার মার্জন করিলে শুদ্ধ হইবে । ব্রাহ্মণ শূদ্রের ভাজনে ভোজন করিলে একরাত্রি উপবাস করিয়া পক্ষগব্যপানে শুদ্ধ হইয়া থাকেন । ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্টমুখে অপরের উচ্ছিষ্ট, কুকুর বা শূদ্র স্পর্শ করিলেও পূর্বোক্ত প্রায়শ্চিত্তদ্বারা নিস্পাপ হইবে । রজস্বলা নারী স্পর্শ করিলে পক্ষগব্য পান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারে । জলহীন প্রদেশে কিংবা চৌরব্যাত্তাদিসমাকুল পথে কোন দ্রব্য হস্তে করিয়া মূত্রপূরীষ পরিত্যাগ করিলেও সেই দ্রব্য দূষিত হয় না ; পরে সেই দ্রব্য ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া স্বয়ং শৌচাদি কার্য্য সমাধান-পূর্বক সেই দ্রব্য গ্রহণ করিবে । ২৬-৩০

কীজি, দধি, ক্ষীর, ঘোল ও কৃশর এই সকল দ্রব্য শূদ্রের নিকটে গ্রহণ করিতে দোষ নাই । মাষ ও মধু এই দুই দ্রব্য অন্ত্যজাতির নিকটে গ্রহণ করা যায় । ব্রাহ্মণ গৌড়ী, পৈণ্ডী অথবা মাধ্বী সুরাপান করিলে অগ্নিবর্ণ সুরাপান করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে । গোমূত্র কিংবা জল অগ্নিবৎ উত্তপ্ত করিয়া পান করিলেও সেই পাপী শুদ্ধ হইতে

১ । শূদ্রস্থাপনবিধিঃ ।

নটীং নৈলুসিকীকৈব রজকীং বেণুজীবিকাম্ ।

মাতুলক সূতাং গতা মাতুলানীং ত্রয়ন্ নরঃ । ৩৩

ভরপুজীং ভাত্তভার্যাং লভ্যাঃ স্তাং তপ্তকৃষ্ণকম্ ।

মাতৃসুপ্তং হিতুং গচ্ছতো নাস্তি নিষ্কৃতিঃ । ৩৪

শৃগালমুকরোচ্ছিষ্টভোজী বড়ব্রাজকচ্ছুচিঃ । তপ্তকৃষ্ণাচ্ছুচির্ভূত্বা কবচং তুচ্ছমাংসকম্ । ৩৫

অগ্নিদো গরদশ্বেদী তপ্তকৃষ্ণেণ ভবতি ।

সূতকে সূতকে ভুঙ্জে সূতকাষ্টলভং অপেং । ৩৬

বৈশ্ব পঞ্চশতং লপ্যং গারজাঃ কজিরস ৫ ।

শতং বিশস্ব ভুজ্যায়ং প্রাণপাতেন সূতকে । ৩৭

তচির্বিপ্রো দশাহেন কজিরো দ্বাদশাহতঃ ।

বৈশ্বঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন ভবতি । ৩৮

রাজাং মুদেয় যজ্ঞাদৌ দেশান্তরগতেষু ৫ ।

বালে প্রোচে ৫ যগ্নাসে সন্ধ্যাঃ শৌচং বিধীয়তে । ৩৯

অবিবাহা তথা কন্যা বিজ্ঞো যো মৌলিবর্জিতঃ ।

জাতদন্ত বালক^১ কুমারী ৫ ত্রিবর্ষিকা । ৪০

ভেদাং তদ্বিত্তিরাশ্রেণ গর্তপ্রাবে ৫ রাজিভিঃ । সূতকে মাসভুজ্যাতি^২ চতুর্থের্থি রজয়লা । ৪১

পারে । নটী, নৈলুসিকী, রজকী, বেণুজীবিনী, মাতুলকতা, মাতুলানী, ভাত্তভার্যা, কিম্বা বহুপত্নী গমন করিলে তপ্তকৃষ্ণ আচরণ দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারে । মাতৃসুপ্ত কন্যা ও নিজ কন্যা গমনে কোনরূপ নিষ্কৃতি বিহিত হয় নাই । হিত শৃগাল কিংবা মুকরের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে বড়ব্রাজ উপাধাসাম্রাজ্য ভক্ত করিবে । ৩১-৩৫

গৃহে অগ্নিপ্রদাতা, বিবদাতা, অথবা কাহারও কোন অজ্ঞেয়কারী ব্যক্তি তপ্তকৃষ্ণভক্ত আচরণ দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারে । শূদ্রের সূতকাশৌচে বা সূতানশৌচে ভোজন করিলে বৈশ্ব আটশত বার, কজির পঞ্চশতবার এবং ব্রাহ্মণ শতবার গারজী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে । জননানশৌচ উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ দশাহে, কজির দ্বাদশাহে, বৈশ্ব পঞ্চদশাহে ও শূদ্র একমাসে শুদ্ধ হইয়া থাকে । কজির যদি মুদ্রে, যজ্ঞাদিতে কিংবা দেশান্তর গমনে প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে সন্ধ্যাঃ শৌচ বিধান আছে । যগ্নাসের বালক মরিলে জাতিগণ সন্ধ্যাঃ শুদ্ধ হইয়া থাকে । অবিবাহিতা কন্যা, অনুপনীত ব্রাহ্মণ, জাতদন্ত বালক ও ত্রিবর্ষিকা বালিকা ইহাদিগের ত্রিরাত্রি অশৌচ হইয়া থাকে । গর্তপ্রাব হইলেও ত্রিরাত্রি অশৌচ ব্যবস্থা আছে । কস্তাজননে সর্ববর্ণের মাতার মাসাশৌচ হয় । রজয়লা নারী চতুর্থ দিবসে শুদ্ধিলাভ করে । ৩৬-৪১

১। জাতদন্ত বালক । ২। সূতান্য ।

হৃৎকিঞ্চৈ রাষ্ট্রসম্প্রদে সূতকে যতকেহপি বা । নিরম্যাস্ত ন হ্য্যতি দানধৰ্মপরাভধা ।
দীক্ষিতাশ্চাভিষিক্তাশ্চ ত্রততীৰ্থপরাস্থধা । ৪২

দীক্ষাকালে বিবাহাদৌ দেববিজ্ঞানিমন্ত্রিতে ।

পূৰ্বসঙ্কল্পিতে বাপি নান্যোচং যতসূতকে । ৪৩

প্রসূতপত্নীসংস্পর্শাদন্তচিঃ স্তাৎ তথা বিজঃ । ৪৪

অগ্নয়ো যত্র হুয়ন্তে বেদো বা যত্র পঠান্তে । সন্ততং বৈশ্বদেবাদি ন তেষাং সূতকং ভবেৎ । ৪৫

শূদ্রো ধৰ্মমত্ৰপুতঃ সার্কিমাসেন ত্বাতি । বিপ্রাদীনাং বিপন্নানামেকরাত্রমশৌচকম্ ।

অগ্নিহোত্ৰী ত্রতী যন্তী ন তেষাং সূতকং ভবেৎ । ৪৬

রজস্বলা যদা স্পৃষ্টা স্নান-চতাল-পুতশৈঃ ।

নিরাহারা ভবেৎ ভাবৎ স্নানকালেন ত্বাতি । ৪৭

তত্রা কৃতে গৃহে কর্ম পাণিভ্যং তৎকৃতক মৎ ।

অন্ততে চ গৃহে ভুক্তং ত্রিরাত্রাচ্ছুযাতি বিজঃ । ৪৮

ব্রাহ্মণী কলিয়া বৈশ্ণা শূদ্রা চৈব রজস্বলা । অগ্নোন্তস্পর্শনাং তত্র ব্রাহ্মণী তু ত্রিরাত্রতঃ । ৪৯

দ্বিরাত্রতঃ কলিয়া চ ত্রতী বৈশ্ণা হ্যাপোষিতা ।

শূদ্রা স্নানেন শুধ্যন্ত স্রোণায়ং ন বিসর্জয়েৎ । ৫০

হৃৎকিঞ্চৈ, রাষ্ট্রবিপ্রবে, জননালোচে, মরণালোচে,—দানধৰ্মপরাভধা, দীক্ষিত, অভিষিক্ত
ভ্রতসময়িত, তীৰ্থপ্রযুক্ত, এই সমস্ত ব্যক্তিদ্বিগের দান ধৰ্মাদি নিরম্যস্তজ হইলেও কোন দোষ
হয় না । দীক্ষাকালে, বিবাহাদিতে, আকার্ণ ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইলে এবং পূৰ্বসঙ্কল্পিত কার্য্যে
যতানৌচ বা সূতকানৌচ প্রতিবদ্ধক হয় না । ব্রাহ্মণ প্রসূতা পত্নীকে স্পর্শ করিলে অন্তচি
হয় । নিত্যাহোমে, বেদপাঠে অথবা বৈশ্বদেবতলিকার্য্যে সূতকানৌচের দোষ গণনা করিবে
না । শূদ্রও যদি ধৰ্ম্মাচরণ ও মত্ৰ জপাদি দ্বারা পবিত্র পুণ্যাভ্যা হয়, তবে পঞ্চদশ দিনেই
তুলিলাভ করিতে পারে । বিজগণ যদি কোন কারণে বিপন্ন হইয়া পড়ে, তখন একরাত্র
অশৌচগণনা করিলেই চলিবে । অগ্নিহোত্ৰী ত্রতী, পুরুষচরণাদি মত্ৰ সাধন কার্য্যে নিরত
ব্যক্তিদ্বিগের সূতকানৌচ হয় না । ৪১-৪৬

রজস্বলা রমণী যদি কুকুর, চতাল কিম্বা পুতশ দ্বারা স্পৃষ্ট হয়, তবে যাবৎ স্নান না
করিবে ভাবৎ নিরাহার থাকিরা স্নানান্তে তুলি লাভ করিবে । তাহার কৃত গৃহকার্য্য সমুদয়
পাপজনক হইয়া থাকে ; অতএব সেই নারী স্নান না করা পর্য্যন্ত কোন গৃহকার্য্য করিবে
না । ব্রাহ্মণ অন্তত গৃহে ভোজন করিলে ত্রিরাত্র উপবাস ত্রতের পর শুদ্ধ হইতে পারে ।
ব্রাহ্মণী, কলিয়া, বৈশ্ণা ও শূদ্রাণী, ইহারা রজস্বলা হইয়া পরস্পরকে স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণী
ত্রিরাত্রে, কলিয়া দ্বিরাত্রে, বৈশ্ণা উপবাস করিরা এবং শূদ্রাণী স্নানমায়ে শুদ্ধ হইরা

কাকখানোপনীতম্ অন্নং বাহুভ্য উৎ তাজ্জং ।

সূর্য্যাস্তিঃ সমভ্যক্ষ্য হতাশে চ প্রতাপয়েৎ ॥ ৫১

কূপে চ পতিতো দৃষ্টো মৃগালো চ মর্কটম্ । তৎকূপস্তোদকং পীত্বা তথোদিত্তিভির্ভিনৈঃ ।

ক্ষত্রিয়োহুহুর্ভয়েনৈব বৈশ্বঃ তথোদিত্তিকতঃ ॥ ৫২

অগ্নি চর্ম্ম মলং বাপি মূষিকং যদি কূপতঃ ।

উদ্ধৃতা চোদকং পক্ষগব্যাঙ্কুধোত শোষিতম্ ॥ ৫৩

তদাশ্বে পুষ্করিণ্যাণৌ ভ্রামাদিপতিভে তথা ।

যষ্টিকুস্তাপঃ উদ্ধৃতা পক্ষগব্যোন তথ্যতি ॥ ৫৪

স্ত্রীরজঃপতিভেহমেধো ত্রিংশৎকুস্তান্ সমুজ্জরেৎ । অগম্যাগমনং কৃত্বা মন্যপোমাংসভক্ষণম্ ॥ ৫৫

তথোচ্চাচ্চারণাধিপঃ প্রাক্ষাপতোন ভূমিপঃ ॥ ৫৬

বৈশ্বঃ^১ সাত্তপন্যঙ্কুরঃ পক্ষাহোতিবিভৃধ্যতি ।

প্রারম্ভিত্তে কৃতে দন্ডান্নবাং ভ্রাক্ষণভোজনম্ ॥ ৫৭

ক্রীড়ার্য্য শয়নীরাদৌ নীলীবস্ত্রং ন হৃষতি ।

নীলীবস্ত্রং ন স্পর্শেচ্চ নীলৌ চ নিরয়ং ভ্রাজেৎ ॥ ৫৮

থাকে । কাক ও কুকুর অন্ন ভক্ষণ করিলে সেই অন্ন বহির্দলে পরিত্যাগ করিবে । কাক-কুকুরস্পর্শে অন্ন সূর্য্যজলদ্বারা প্রাক্ষণ করিয়া অগ্নিতে তাপিত করিয়া লইবে । ৫১-৫৯

কুকুর, মৃগাল ও বানরকে কূপে পতিত মর্শন করিয়া সেই কূপে জলগান করিলে ভ্রাক্ষণ জিরায়ে, ক্ষত্রিয় হুই স্বাত্রে ও বৈশ্ব এক স্বাত্রে শুদ্ধ হইতে পারে । যদি কূপমধ্যে অগ্নি, চর্ম্ম, বিষ্ঠা কিম্বা মূষিক দৃষ্ট হয়, তবে সেই কূপের জল উদ্ধৃত করিয়া তাহাতে পক্ষগব্য নিক্ষেপ করিবে । এইরূপ করিলেই সেই জল শুদ্ধ হয় । ঐরূপ দূষিত দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী প্রভৃতিতে বালুকা নিক্ষেপ করিবে । অতঃপর তাহা হইতে ধর কলসী জল উদ্ধৃত করিয়া তাহাতে পক্ষগব্য নিক্ষেপ করিবে । ঐরূপ করিলেই সেই দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী প্রভৃতির জল শুদ্ধ হয় । দীর্ঘিকা প্রভৃতির জলে যদি বজ্রবল্য স্ত্রী শোণিতপাত হয়, তবে তাহা হইতে ত্রিংশৎ-কুস্ত জল উদ্ধৃত করিয়া ফেলিলে ঐ দীর্ঘিকা প্রভৃতি শুদ্ধ হইয়া থাকে । অগম্যাগমন, মন্যপান বা গোমাংসভক্ষণ করিলে ভ্রাক্ষণ চাক্ষায়ণ ব্রত, ক্ষত্রিয় প্রাক্ষাপতা ব্রত, বৈশ্ব সাত্তপনব্রত এবং শূদ্র পক্ষাহ উপবাস করিলে পাপ হইতে শুদ্ধ হইয়া থাকে । ভ্রাক্ষণাদি সকল বর্ণই পাপের যথোক্ত প্রারম্ভিত্ত করিয়া গোত্রাঙ্গ প্রদানপূর্ব্বক ভ্রাক্ষণ ভোজন করাইবে । নীলবস্ত্র ক্রীড়াকালে ও শয়নীর উপাধানাদিতে দূষিত নহে, অতএব নীলবস্ত্র স্পর্শও করিবে না । কেহ নীলবস্ত্র ব্যবহার করিলে তাহাকে নরকে গমন করিতে হয় ।

৫১-৫৮

১। যষ্টিকুস্তানপ । ২। বৈশ্বো বৈফাহিত পরম্ ।

ব্রহ্মব্রহ্ম সুরাপাশ্চ স্তেয়ী চ গুরুভজনঃ ।

(সেতুং) স্বকং দৃষ্ট্বা বিত্তধ্যাত্তে ভৎসংযোগী চ পতমঃ । ৫৯

ভতো ধেনুশতং দদ্যাদ্ ব্রাহ্মণানান্ত ভোজনম্ ।

ব্রহ্মহা ভাদশাকানি কুটীং কৃত্বা বনে বসেৎ । ৬০

ভৈক্ষ্যস্তাখ্যবিত্ত্যর্থং কৃত্বা শবশিরোধ্বজম্ ।

প্রাশ্তেনাখ্যানমগ্নৌ বা স মৃষে দ্বিজকারণে । ৬১

* সর্বস্বং বা বেদবিদে ব্রাহ্মণায়োপপাদয়েৎ । স্তেয়নাখ্যানমগ্নৌ বা সুসমিত্তে সুরাপী তু । ৬২

স্তেয়ী সর্বং বেদবিদে ব্রাহ্মণায়োপপাদয়েৎ ।

বৃষভৈকসহস্রং গাং দদ্যাদ্ গুরুভজনাঃ^১ । ৬৩

কৃচ্ছ্রপাদং চত্রেজ্রোষে ধৌ পাদৌ বহুনে পশোঃ ।

সর্বকৃচ্ছ্রং নিপাত্তে স্তাং কান্তাবে গৃহনাহতঃ । ৬৪

ঘণ্টাভরণদোষেণ কৃচ্ছ্রপাদং মৃতে গবি । ৬৫

অহিভজং গবাং কৃত্বা শৃঙ্গভজমথাপি বা ।

ভৃগুভেদং পুচ্ছনাশং বা মাসার্দ্ধং যাবতং শিবেৎ । ৬৬

ব্রহ্মহত্যাকারী, সুরাপী, স্বর্ণচোর ও গুরুপত্নীগামী ইহারা মহাপাপী বলিয়া খ্যাত, যে ব্যক্তি উক্ত মহাপাপীদের সংসর্গ করে, সেও ঐরূপ পাপী হইয়া থাকে । উক্তরূপ পাপীরা প্রারম্ভিকভাবে নক্ষত্র দর্শন করিয়া শুদ্ধ হইতে পারে । ব্রাহ্মণবধরূপ মহাপাপে লিপ্ত হইলে একশত ধেনু দান করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে ; তারপর কুটীর নির্মাণ করিয়া ভাদশ বর্ষ বনে বাস করিবে । যাহাকে হনন করিয়াছে, তাহার মস্তক অথবা ব্রহ্মহত্যার চিহ্ন স্বরূপ কোনও দ্রব্য প্রকান্তরূপে লইয়া ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে ; একরূপ করিলে ভাদশ বর্ষান্তে পাপমুক্ত হইতে পারে । অথবা ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তি বেদবিদ ব্রাহ্মণকে সর্বস্ব দানপূর্বক ব্রাহ্মণের নিমিত্ত মৃত্ত্রে প্রাণত্যাগ করিবে । কিম্বা প্রজ্জলিত অনলে দেহ বিসর্জন এই সকলের যে কোন কল্প ঘাইয়াই ব্রহ্মহা ব্যক্তি পবিত্র হইতে পারে । সুরাপায়ী ব্যক্তি প্রণীত অগ্নিসম্বন্ধে প্রবেশ করিবে । ৫৯-৬২

চোরব্যক্তি বেদবিদ ব্রাহ্মণকে সর্বস্ব প্রদান করিলে শুদ্ধ হইতে পারে । গুরুপত্নীগামী যিত্ত্বির নিমিত্ত একশত ধেনু ও একটি বৃষ ব্রাহ্মণকে করিবে । রক্তাবহার কোন পতর মরণ হইলে পত্নীসহ সেই পত্নীর যথোক্ত প্রারম্ভিক করিবে । বহুনাভহার পতর যত্ন হইলে অর্ধ প্রারম্ভিক জানিবে । চূর্ণমহানে অথবা অগ্নিদাহে যদি পত্নী মরণ হয়, তবে পত্নীসহ সর্বকৃচ্ছ্র প্রারম্ভিক করিবে । ভরণ পোষণ দোষে গবাদি পশু মরিলে এক পাদ প্রারম্ভিক বিধি । গোব্রহ্ম অহিভজ, শৃঙ্গভজ, চন্দ্রবেধ, পুচ্ছকর্তন অথবা নাসাচ্ছেদ করিলে

১ । দদ্যাদিপ্রারম্ভিকভাবে ইতি পাঠান্তরম্ ।

সৰ্বং হস্তাশ্বশস্ত্রাষ্টনিশ্চয়ং কৃচ্ছমেব চ ।
 অজ্ঞানাং শ্রান্ত বিগ্নং সূর্যাসংস্পৃষ্টমেব চ ।
 পুনঃ সংস্কারমৰ্হতি ত্রয়ো বর্ণা বিজাতরঃ । ৬৭
 বপনং মেখলা দন্তো ভৈক্ষুচর্যা ততানি চ ।
 নিবৰ্ত্ততে বিজাতীনাং পুনঃ সংস্কারকৰ্মণি । ৬৮
 আময়াংসং ঘৃতং কোদ্রং রেহাশ্চ ফলসম্ভবাঃ ।
 অজাতাভুজিতাঃ সৰ্বৈ নিজ্জাতাঃ শুচয়ঃ শূভাঃ । ৬৯
 একভুজং ক্রমায়ত্তমেতৈককাহমযাচিতম্ ।
 উপবাসঃ পাদকৃচ্ছং কৃচ্ছার্জং ত্রিগুণং হি ভৎ । ৭০
 প্রাক্কাপত্যং ভজিগুণং সৰ্বপাতকনাশনম্ ।
 কৃচ্ছং সপ্তোপবাসৈশ্চ মহাসান্তপনং শূভম্ । ৭১
 ত্র্যাহমুকাং পিবেদাপস্ত্র্যাহমুকাং পরঃ পিবেৎ ।
 ত্র্যাহমুকাং পিবেৎ সপ্তিস্তপ্তকৃচ্ছমযাপহম্ । ৭২
 ষাটশাহোপবাসেন পরাকঃ সৰ্বপাপহা ।
 ঐকৈকং বর্জয়েৎ পিত্তং শুক্রে কৃক্ষে চ ক্রাসয়েৎ । ৭৩

অর্ধমাস বাবকপানরূপ প্রারম্ভিত করিবে । যদি পশ্চাদির আশাভে পণ্ডর ছেদ করে তবে
 পূর্ণ প্রারম্ভিত করিতে হয় । যদি অজ্ঞানবশতঃ বিষ্ঠা, মূত্র বা সূর্যাসংস্পৃষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করে,
 তাহা হইলে ত্র্যাহম, কত্রিয় ও বৈশ্ব এই ত্রিবিধাভিগণ পুনর্বার স্বীয় বিহিত সংস্কার করিবে ।
 ৬৩ ৬৭

পুনরায় শিরোমুণ্ডন, মেখলাধারণ, দন্তদ্রবণ, ভিক্ষাচারণ প্রভৃতি কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলেই
 ত্রিবিধাভিগণের সংস্কার হইয়া থাকে । অপক মাংস, ঘৃত, মধু ও রেহ দ্রব্য বাবৎ অজ্ঞান জাতির
 ভাণ্ডে অবস্থিত থাকে, তাবৎ উহার। অস্ত্র, কিন্তু ঐ ভাণ্ড হইতে নিজ্জাত হইলেই উহার। শুদ্ধ
 হইয়া থাকে । এক দিন একাহার তৎপর দিন নস্তভোজন ভারপরদিন অযাচিতাহার,
 তদন্তদিন উপবাস এইরূপ চারি দিবস আহারসংযম করিলেই পাদকৃচ্ছ হইয়া থাকে ।
 পাদকৃচ্ছের ত্রিগুণ হইলেই এক প্রাক্কাপত্য হয়, এই প্রাক্কাপত্য তত সৰ্বপাপ নাশ করে ।
 সপ্তদিন উপবাস করিলে এক মহাসান্তপন তত হয় । তিন দিন উষ্ণ জলপান, তৎপর তিনদিন
 উষ্ণ দুগ্ধপান, পরবর্তী তিন দিন উষ্ণ ঘৃতপান করিলে তপ্তকৃচ্ছ তত হইয়া থাকে ।
 এই তত সৰ্ববিধ পাপনাশ করে । ৬৮-৭৩

ষাটশদিন উপবাস করিলে এক পরাক্রম হয় । পরাক্রম সৰ্বপাপনাশক । শুক্রে
 পাকের প্রতিপদ দিন একগ্রাসমাত্র ভক্ষণ করিবে ; তৎপর পূর্ণিমা পর্য্যন্ত প্রতিদিন এক এক
 গ্রাস বৃদ্ধি করিবে, পরে কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত এক এক গ্রাস ক্রাস

পয়ঃ কাঞ্চনবর্ণায়াঃ শ্বেতবর্ণোথগোময়ম্^১ ।
 গোমূত্রং তাম্রবর্ণায়া নীলবর্ণাভবং ঘৃতম্ ॥ ৭৪
 দধি স্তাং কৃষ্ণবর্ণায়া নর্ভোদকসমামৃতম্ ।
 গোমূত্রমাবকাশ্যকৌ গোময়স্য চতুষ্ঠমম্ ॥ ৭৫
 কীরক্বাদিশ প্রোক্তা দধন্ত দশ উচ্যন্তে ।
 ঘৃতস্য মাষকাঃ পঞ্চ পঞ্চগব্যং মলাপহম্ ॥ ৭৬
 মূনিভিষ্চরিতা ঋশী^২ ভক্ত্যা ব্যাস মরোমিতাঃ ।
 বৈকিঞ্চুস্তৃণ্ডে চৈব সুখাদিপরিচারকাঃ ॥ ৭৭
 তর্পণেন চ হোমেন সঙ্ঘায়া বন্ধনেন চ ।
 প্রাপ্যতে ভগবান্ বিমুক্তশ্চ^৩ কামার্থমোক্ষদঃ ॥ ৭৮
 ঋশে^৪ বিমুক্তভো বিমুক্তঃ পূজ্য বিমুক্ত তর্পণম্ ।
 হোমঃ সঙ্ঘা তথা ধ্যানং ধারণা সকলং হরিঃ^৫ ॥ ৭৯

ঐগরুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে প্রামাণ্ডিত্তকথনং নাম ষড়্বিংশত্যধিক-
 ত্রিশততমোহ্যায়ঃ ॥ ২২৬ ॥

করিয়া ভক্ষণ করিবে, ইহার নাম চাত্তারগরুত । কাঞ্চনবর্ণা গাভীর দুগ্ধ, শ্বেতবর্ণা
 গাভীর গোময়, তাম্রবর্ণা গাভীর মূত্র, নীলবর্ণা গাভীর ঘৃত, কৃষ্ণবর্ণা গাভীর দধি ও
 নর্ভোদক এই সকলকে পঞ্চগব্য বলা যায় । পঞ্চগব্য গ্রহণ করিতে হইলে গোমূত্র আট
 মাষা, গোময় চারি মাষা, দুগ্ধ দ্বাদশ মাষা, দধি দশ মাষা এবং ঘৃত পাঁচ মাষা পরিমাণে
 লইবে । পঞ্চগব্য সর্বপ্রকার আন্তরিক মল বিনাশ করে । ৭৩-৭৯

ঐগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে প্রামাণ্ডিত্তকথন নামক ষড়্বিংশত্যধিক ত্রিশততম
 অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২৬ ॥

১ । শ্বেতবর্ণে চ গোময়ম্ ।

২ । ৭৭ হইতে ৭৯ শ্লোকগুলি অস্ত পুস্তকে নাই । এখানেও বঙ্গানুবাদ নাই ; কিন্তু
 পদের অর্থের প্রথমে দেখা যাইতেছে । মনে হয় উহাই ঠিক ।

সপ্তবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

মুনিভিষ্করিতা ধর্ম্য তত্ভ্যা ব্যাস মরোনিভাঃ ।

বৈবিক্তুস্ততে তৈব সুখাদিপরিচায়কাঃ ॥ ১

তর্পণেন চ হোমেন সন্ত্যায় বন্দনেন চ । প্রাপ্যতে ভগবান্ বিদুর্ধর্মকামার্থমোক্ষদঃ ॥ ২

ধর্ম্যে হি ভগবান্ বিদুঃ পূজা বিদুস্ত তর্পণম্ ।

হোমঃ সন্ত্যায় তথা ধ্যানং ধারণা সকলং হরিঃ ॥ ৩

সূত উবাচ

প্রলয়ং জগতো বক্ষ্যে তৎ সর্বং শৃণু শৌনক ।

চতুর্দশসহস্রং কঠোরকাজদিনং শ্রুতম্ ॥ ৪

কৃত-জ্ঞেতা-ছাপরাদি-বুণাবহাং নিবোধ মে ।

কৃতং ধর্ম্যচতুষ্পাদে সত্যং দানং তপো দয়া ॥ ৫

ধর্ম্যপাতা হরিঃ শ্রেষ্ঠঃ সন্ত্যো জানিনো নরাঃ ।

চতুর্দশসহস্রাণি নরা জীবন্তি বৈ তদা ॥ ৬

কৃতান্তে কত্রিরৈবিপ্রা বিটুশ্রুশ্চ জিতা যিভৈঃ ।

শ্রুশ্চাতিবলো বিদুঃ রক্ষাংসি চ জঘান হ ॥ ৭

জ্ঞেতাযুগে জিপাতর্পঃ সত্যদানদয়াশ্রয়কঃ । দয়া যজপরাশ্রয়িত্ত্বা কত্রোক্তবৎ জগৎ ॥ ৮

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে ব্যাস । মুনিগণ ভক্তিপূর্বক যে সকল ধর্ম্য আচরণ করেন, আমি তাহা বলিয়াছি । এই সকল ধর্ম্য আচরণ করিলেই বিদুঃ সন্তুষ্ট হইবেন, তাহাতেই লোকের সুখ হইয়া থাকে । তর্পণ, হোম ও সন্ত্যাবন্দন দ্বারা ভগবান্ বিদুর আরাধনা করিবে । তাহাতেই হরি সন্তুষ্ট হইয়া ধর্ম্যার্থকামমোক্ষ প্রদান করেন । ভগবান্ বিদুই পূজা, বিদুই হোম, বিদুই সন্ত্যায়, বিদুই ধারণা ; সকলই বিদুম্বর জ্ঞান করিবে । সূত কহিলেন, হে শৌনক । জগতের প্রলয় কহিতেছি শ্রবণ কর । চারি সহস্র যুগে এক কল হর, ইহাই ব্রহ্মার একদিন । এক্ষণে সত্য, জ্ঞেতা ও ছাপরাদি যুগের অবস্থা কহিতেছি, শ্রবণ কর । সত্যযুগে চারিপাদ ধর্ম্য জানিবে । সত্য, দান, তপস্যা ও দয়া ইহারাই বর্ধার ধর্ম্য । ১-৫

হরিই ধর্ম্যপালন করেন । সে সকল মনুষ্য এইরূপে হরিকে জানেন, তাহার চারিসহস্র বর্ষ জীবিত থাকিতে পারেন । সত্যযুগের অবসানকালে কত্রিসকল বিপ্রগণকে পরাজিত করিবে, আর বৈশ্য ও শূদ্রগণ ব্রাহ্মণ কর্তৃক পরাজিত হইবে । অমিতবলশালী বিদুঃ রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিবে । জ্ঞেতাযুগে সত্য, দান ও দয়া এই পাদত্রয়াশ্রয়ক ধর্ম্য বিদ্যমান

১। হরিশ্চেতি ।

রক্তো হরির্নরৈঃ পূজ্যো নরা দশশতাবুধঃ ।
 তত্র বিষ্ণুভীমরথঃ কজ্রিয়ো রাক্ষসানহন ॥ ৯
 হিশাদবিগ্রহো ধর্ম্যঃ পীতভাকচ্যুতে গতে ।
 চতুঃশতাবুধো লোকা বিজ্ঞকজ্যোস্তবাঃ প্রজাঃ ॥ ১০
 তত্র দৃষ্টান্নবৃদ্ধৌশ্চ বিষ্ণুর্ভ্যাসরূপধৃক্ ।
 ভদ্রেকস্ত চতুর্বেদং চতুর্জা ব্যভজৎ পুনঃ ॥ ১১
 শিষ্টানধ্যাপয়ামাস নামতস্তান্ নিবেদ য়ে ।
 অথেনমথ পৈলস্ত সামবেদক জৈমিনিম্ ॥ ১২

অধর্মানং সূমন্তস্ত যজুর্বেদং মহামুনিম্ । বৈশম্পায়নসংজ্ঞস্ত পুরাণং সূতমেব চ ।

অষ্টাদশপুরাণানি যৈর্বেদো হরিরেব হি ॥ ১৩

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মনন্তরাপি চ ।
 বংশানুচরিতকৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥ ১৪
 ব্রাহ্মং পান্ডুং বৈষ্ণবক শৈবং ভাগবতং তথা ।
 ভবিষ্যৎ নারদীয়ক কাম্যং লৈঙ্গং বরাহকম্ ॥ ১৫

মার্কণ্ডেয়ং তথাগ্নেয়ং অশ্ববৈবর্তমেব চ । কোর্মাং মাংস্তং গারুড়ক বায়বীয়মন্তরম্ ।

অষ্টাদশং সমুদিতং ব্রহ্মাণ্ডমিতি সংজ্ঞিতম্ ॥ ১৬

ধাকিবে ; মনুষ্যসকল যজ্ঞপরাশ্রয় হইবে ; পৃথিবীতে কজ্রিয়প্রজার সংখ্যাবৃদ্ধি পাইবে । এই
 যুগে সকল মনুষ্যই বিষ্ণুতে অনুরক্ত থাকিবে ; মনুষ্যের আয়ুর সংখ্যা সহস্রবর্ষ জানিবে ।
 কজ্রিয়েরা রাক্ষসকে বিনাশ করিবে । ভ্রাপরযুগে ধর্ম্মের দুইপাদমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে ;
 এই সময় অচ্যুত পীতবর্ণ হইবেন । এই যুগে লোকের আয়ুঃসংখ্যা চারিশতবৎসর । ব্রাহ্মণ
 ও কজ্রিয়প্রজাতে পৃথিবী পরিপূর্ণ থাকিবে । ৬-১০

এই যুগে বিষ্ণু মনুষ্য সমুদয়কে অন্নবৃদ্ধি দেখিয়া বাসরূপ ধারণপূর্বক এক বেদকে চারি
 ভাগে বিভক্ত করেন । বাসরূপী বিষ্ণু শিষ্টদিগকে ঐ বেদ অধ্যাপনা করেন, একপে তাহার
 বিশেষ প্রবণ কর । বাসদেব পৈলনামক জনিকে অথেন, জৈমিনিকে সামবেদ, সূমন্তকে
 অধর্গবেদ, মহামুনি বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ এবং সূতকে অষ্টাদশ মহাপুরাণ অধ্যায়ন
 করাইয়াছিলেন । উক্ত বেদে অষ্টাদশ মহাপুরাণে একমাত্র হরিই প্রতিপাদ্য হইয়াছেন ।
 তাহাতে আদি সৃষ্টি, প্রজাসৃষ্টি, বংশ, মনন্তর ও বংশানুচরিত বর্ণিত আছে, তাহাকেই
 পুরাণ বলা যায় অর্থাৎ উক্ত লক্ষণাবিত শাস্ত্রই পুরাণ বলিয়া বিখ্যাত । সমস্ত মহাপুরাণের
 নামা। অষ্টাদশ—ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, ভাগবত, ভবিষ্যৎ, নারদীয়, কাম্য, লিঙ্গ, বরাহ,
 মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, অশ্ববৈবর্ত, কুর্মা, মাংস্ত, গারুড়, বায়ু এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ । এই অষ্টাদশপুরাণই
 মহাপুরাণ বলিয়া প্রসিদ্ধ । ১১-১৬

অত্যান্যপুৰাণানি মুনিভিঃ কথিতানি তু । আচ্যঃ সনৎকুমারোক্তঃ নারসিংহমখ্যপম্ ৷ ৭
তৃতীয়ঃ ক্ৰান্তমুদ্বিষ্টঃ কুমারেণ তু ভাবিতম্ । চতুর্থঃ শিবধৰ্ম্মাখ্যঃ সাক্ষাৎসমীপভাবিতম্ ৷ ১৮

দুৰ্ব্বাসসোক্তমাক্ষ্যঃ নারদোক্তমতঃ পরম্ ।

কাপিলঃ বামনকৈব ভট্টবোশনসেবিতম্ ৷ ১৯

ব্রহ্মাণ্ডঃ বাকুণকখ্য কালিকাস্থরমেব চ । মাহেশ্বরঃ তথা শাশ্বমেবঃ সৰ্ব্বার্থসংকরম্ ।

পরশরোক্তমপরং মারীচং ভার্গবাস্থরম্ ৷ ২০

পুরাণং ধৰ্ম্মশাস্ত্রক বেদান্তজ্ঞানি যদ্ব্যনে । জ্ঞানঃ শৌনক মীমাংসা আত্মকোদার্বশাস্ত্রকম্ ।

গাছকশ্চ ধনুর্কোদো বিদ্যা হুয়োদশ স্মৃতাঃ ৷ ২১

দ্বাপরযুগেন চ হরির্ভূবো ভারমহপাহরঃ । একপাদস্থিতে ধনো কৃষ্ণভাক্ষাচূতে গতে ৷ ২২

অনাভদ্রা দ্রাচারা ভবিষ্যতি চ নির্দয়াঃ । সত্বঃ রজস্তম ইতি দৃশ্যতে পুরুষে গুণাঃ ।

কালসকোদিতান্ত্রেপি পরিবর্তন্ত আয়নি ৷ ২৩

প্রভুতঞ্চ যদা সত্বঃ মনোবুদ্ধীক্ষিয়ানি চ । তদা কৃতযুগং বিদ্যাকালে তপসি যত্নতিঃ ৷ ২৪

যদা কশ্ম্বগু কামোবু শক্তির্য়শসি দেহিনাম্ ।

তদা ত্রেতা রজোভূতিরিতি জানৌহি শৌনক ৷ ২৫

উক্ত অষ্টাদশ মহাপুরাণ ব্যতীত অষ্টাশ্চ অনেকানেক উপপুরাণ মুনিগণ কীৰ্ত্তন করিয়াছেন। উপপুরাণের মধ্যে প্রথম সনৎকুমারোক্ত সনৎকুমারসংহিতা, দ্বিতীয় নারসিংহপুরাণ, তৃতীয় কুমারোক্ত ক্রন্দপুরাণ, শিবধৰ্ম্মাখ্য নন্দীশ্বরভাবিত নন্দীশ্বরপুরাণ এই চতুর্থ উপপুরাণ। এতদ্ভিন্ন দুৰ্ব্বাসোক্ত ও নারদোক্ত উপপুরাণ আছে। আর কপিল-পুরাণ, বামনপুরাণ ও উশনোক্ত ঔশনস পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, বাকুণ পুরাণ, কালিকাপুরাণ, মাহেশ্বরপুরাণ, শাশ্বপুরাণ এই সকল উপপুরাণমধ্যে পরিগণিত হয়। এই সমস্ত গ্রন্থে অনেকানেক বিষয় বর্ণিত ও মীমাংসিত হইয়াছে। ভক্তিম পরশরোক্ত, মরীচিকখিত ও তৃত-প্রণীত অনেকানেক ধৰ্ম্মশাস্ত্র কথিত হয়। ১৭-২০

পুরাণ, ধৰ্ম্মশাস্ত্র, চারি বেদ, যজুস, জায়, মীমাংসা, আত্মকোদ, অর্থশাস্ত্র, গাছকশাস্ত্র ও ধনুর্কোদ ইহারা অষ্টাদশবিদ্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ। দ্বাপরযুগের অবসানে হরি পৃথিবীর ভারহরণ করেন; পরে ধনো'র একপাদমাত্র অবশিষ্ট থাকে। অচূড় হরি যুগে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইলেন। অতঃপর লোকসকল দ্রাচার নির্দয় হয়। সত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয় পুরুষে বিদ্যমান আছে, কালসহকারে সেই সকল গুণের পরিবর্তন হইয়া থাকে। যখন লোকসকল প্রভুত শক্তিবিশিষ্ট হয়, লোকের বুদ্ধি, ইচ্ছা, মন প্রভৃতি প্রবল থাকে, তাহারই নাম সত্যযুগ। এই যুগে সমস্ত লোক তপস্তার রত হয়। যেকালে প্রাণিমাণ্ডের কাম্যকশ্ম' ও যশে শক্তি হয়, সেই কালে ত্রেতাযুগের আবির্ভাব জানিবে। এই যুগে রজোভূতের প্রাবল্য হইয়া থাকে। ২১-২৬

যদা লোভদ্বন্দ্বসন্তোষো যানো দন্তোহথ মৎসরঃ ।

কন্দর্পাণ্যাপি কাম্যানাং তাপরং তদ্রজন্তমঃ ॥ ২৬

যদা সদানৃতং তজ্জা নিদ্রা হিংসাদিসাধনম্ ।

লোকমোহো ভয়ং দৈন্তং স কলিভূমসি নৃতঃ ॥ ২৭

যশ্মিন্ জনাঃ কামিনঃ সূ্যঃ শশ্বৎ কটুকভাবিণঃ ।

দস্যুৎকৃষ্টা জনপদা বেদাঃ পাষণ্ডদ্বিভাঃ ॥ ২৮

রাজানন্ত প্রজাভক্কাঃ শিক্শোদরপরা দিভাঃ ।

অত্রতা বটবোহশৌচা ভিক্ষবন্ত কুটুম্বিনঃ ॥ ২৯

তপস্বিনো গ্রামবাসা শ্যামিনো হর্ষলোলুপাঃ ।

ব্রহ্মকায়ী মহাহারাক্ষৌর্য্যমায়োকুসাহসাঃ^১ ॥ ৩০

ভ্যক্ষ্যন্তি ভৃত্যান্ত পতিং তাপসা হৃথিলং ব্রতম্^২ ।

শূদ্রাঃ প্রতিগ্রহীযন্তি তপোবেশোপজীবিনঃ^৩ ॥ ৩১

উদ্বিগ্নান্ভানসক্কারাঃ পিশাচসনৃশাঃ প্রজাঃ । অগ্নাতভোজনেনাগ্নি-দেবতাতিথিপূজসম্ ।

কস্মিচ্ছন্তি কলৌ প্রাপ্তে ন চ পিতৃদকক্রিয়াম্ ॥ ৩২

শ্রীপরাশ্র জনাঃ সর্বে শূদ্রপ্রাশ্রান্ত শৌনক ॥ ৩৩

যে সময়ে লোভ, অসন্তোষ, মান, বস্ত, মাৎসর্য্য ও কাম্যকন্দর্প প্রবল হইয়া উঠে, সেই কালে তাপরত্বের উৎপত্তি নিশ্চয় করিবে । এই কালে বজ ও তমোভূত প্রবল হয় । যে কালে সর্বদা মিথ্যা আচরণ, তজ্জা, নিদ্রা, হিংসাদির কারণ স্বরূপ সূয ও মোহ, ভয়, দৈন্ত এই সমস্ত প্রবল হইয়া উঠে, তাহাকে কলিকাল বলা যায় । এই কালে লোক-লকল কাম্য ও অবিরত কটুভাবী হয় । দস্যুৎকৃষ্ট জনপদসকল ও পাষণ্ড কটুক বেদসকল দ্বিভিত হইবে । কলিকালে রাজগণ প্রজার সর্বত্র হরণ করিবে, লোকসকল শিক্ত ও উদর কটুক পরাজিত হইবে । রাজগণ ব্রতবিহীন ও সর্বদা অশুচি থাকিবে ; ভিক্ষুকগণ সন্তত বহু কুটুম্ববর্ণে পরিবৃত্ত হইবে ; তপস্বীগণ গ্রামে বাস করিতে থাকিবে ; সম্যাসীরা অর্থলোভী হইবে । মনুষ্যগণ ব্রহ্মকায় হইয়াও অধিক আহার করিতে পারিবে ; চৌর্য্য কাপটা হিংসা, অনৃত, পারদার্য্যাদি সাহসিক কার্য্যে নিরত হইবে । ২৬-৩০

কলিযুগে ভৃত্যগণ প্রভুকে এবং তপস্বীরা ব্রতকার্য্য সকল পরিত্যাগ করিবে । শূদ্রগণ প্রতিগ্রহ করিবে । বৈশ্যগণ তপস্তার রত হইবে । কলিকালে লোক সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকিবে, প্রজাসকল পিশাচবৎ ব্যবহারে রত হইবে ; সকলেই অশ্রাঘোপাজিত স্রবাকারা অগ্নি, দেবতা ও অতিথির অর্চনা করিবে । কলিকালে কেহই পিতৃলোকের তর্পণাদি ক্রিয়া করিবে না ;

১ । ক্ষৌর্য্যাস্ত সাধবঃ নৃত্যঃ । ২ । ভৃত্যং ভূতীর এব চেতি কচিং পাঠ্য ।

৩ । বৈশ্বতপঃপরায়ণঃ ।

বহুপ্রকারভাগ্যান্ত ভবিষ্যতি কলৌ ত্রিরঃ ।
 শিরঃকতুরনপরা আজ্ঞাং ভেৎসতি সংপতেঃ^১ । ৩৪
 বিষ্ণুং ন পূজয়িত্ব পামত্তোগহতা জনাঃ । ৩৫
 কলেদৌষনিধেবিপ্রা অস্তি হেহো মহাভগঃ ।
 কীৰ্ত্তনাদেব কৃকন্ত মুক্তবহঃ পরং ব্রজেৎ^২ । ৩৬
 কুতে যজ্ঞানতো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতঃ ফলম্^৩ ।
 দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ ভক্তিকীৰ্ত্তনাং ।
 ভক্ত্যাদ্যোহো হরিনিত্যং ধ্যেয়ঃ পূজ্যান্ত শৌনক । ৩৭

ইতি শ্রীগরুড়ো মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে যুগধর্ম কথনং নাম সপ্তবিংশত্যধিক-
 দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ । ২২৭ ।

সকলে শ্রীবলীকৃত ও পূজপ্রার হইবে । কলিমুখে লোকের বহু সন্তান জন্মিবে, কিন্তু সকলেই
 অন্নভাগ্য হইবে । শ্রীসকলও ভাগ্যহীন হইয়া মৃতকে করাধাত করিতে থাকিবে ; শুভ
 তিরকার করিলেই শুভার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে । কলিকালে বিষ্ণুর অর্চনা কেহই করিবে
 না ; সকলেই পামত্ত হইয়া নাশ পাইবে । বিপ্রগণ দ্বীপ কর্ণমোষে দূষিত থাকিবে । কিন্তু
 কলিকালে সকলেরই একটি মাত্র মহাভগ বিদ্যমান থাকে । এই কালে লোকসকল কৃকনাম
 কীৰ্ত্তন করিলেই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করিতে পারে । সত্যযুগে
 যজ্ঞাদি দ্বারা, ত্রেতাযুগে জপ দ্বারা, দ্বাপরে হরির পরিচর্যা দ্বারা ফললাভ হয়, আর
 কলিকালে কেবল হরিনাম কীৰ্ত্তন করিলেই উক্ত সমস্ত কার্য্যে ফললাভ করিতে পারে ।
 অতএব হে শৌনক । সর্বদা হরির ধ্যান ও হরির অর্চনা করা কর্তব্য । ৩১-৩৭

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে যুগধর্ম কথন নামক সপ্তবিংশত্যধিক দ্বিশততম
 অধ্যায় সমাপ্ত । ২২৭ ।

৬

- ১। ভৎসিতাঃ । ২। মহাবহুং পবিত্র্যভেৎ ।
 ৩। কুতে যজ্ঞাদিনা বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতঃ ফলম্ ।

অষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ

সূক্ত উবাচ

চতুর্দশসহস্রাব্দে ব্রাহ্মো নৈমিত্তিকো জগৎ । অনাবৃষ্টিশ্চ কল্লাভে জাগতে শতবার্ষিকী ॥ ১

উদ্ভিষ্ঠতি তদা বৌদ্ধা দিবি সপ্ত দিবাকরাঃ ।

তে তু পীড়া জনং সর্বং শোষণন্তি জগদ্রম্ ॥ ২

ভূর্ভুবঃ স্বর্গহলোকসংহা যাতি জনং জনাঃ^১ ।

রুদ্রো ভূতা ভূসৌ বিষ্ণুঃ পাতালানি দহত্যধঃ ॥ ৩

বিষ্ণুর্দহেৎ ত্রিলোকক মুখান্দ্ৰবান্ সৃজত্যলম্ ।

বর্ষন্তে চ বর্ষশতং নানাবর্ণা মহাযনাঃ ॥ ৪

বিষ্ণুশ্যামঃ শতং যাতি বর্ষাণাং বায়ুর্জ্বলিতঃ ।

বিষ্ণুরেকার্ণবে পীড়া সর্বং ভ্রম্বররূপমৃক্ ॥ ৫

শেতেহনন্তাসনে বিষ্ণুর্নষ্টে স্বাবরজজমে । সূক্তা বর্ষসহস্রং স জগদ্রবোহসৃজজরিঃ ॥ ৬

অথ প্রাকৃতিকং বাক্যে প্রলয়ং সূক্ত শোনক ।

পূর্বে সংবৎসরশতে সংজ্ঞাত্য সকলং জগৎ ॥ ৭

ব্রহ্মাণং কৃত্য দেহে হি যুক্তো যোগেন বৈ হরিঃ^২ ।

যে গতা ব্রহ্মণঃ স্থানং তেহপি যাতি পরং পদম্ ॥ ৮

সূক্ত বলিলেন,—চারি সহস্রবৃষের পর ব্রহ্মার নৈমিত্তিক প্রলয় উপস্থিত হয় । কল্লাবসানে শতবর্ষ পর্যন্ত অনাবৃষ্টি হয় । তখন প্রথরকিরণ সপ্ত দিবাকর উদ্ভিত হইয়া থাকেন । ইহারা সমস্ত জগতের জলপান করিয়া ত্রিজগৎ শুষ্ক করেন । এক বিষ্ণুই রুদ্ররূপ ধারণ করিয়া ভূলোক, ভূবলোক, স্বর্লোক, জনলোক, তপোলোক, মহর্লোক ও পাতাল দহ করেন । তখন বিষ্ণুর মুখ হইতে প্রবল বায়ু উৎপন্ন হইয়া থাকে । পরে ত্রিলোক দহ করিতে করিতে বিষ্ণুর মুখ হইতে নানা প্রকার মোহরূপ মহামেঘের সৃষ্টি হয় ; সমুৎপন্ন মেঘেরা শতবর্ষ বাবৎ বর্ষণ করিতে থাকে । পূর্বোক্ত মেঘ নিরন্তর বর্ষণ করিয়া জগৎ জলপ্লাবিত করিলে, স্বাবর জগৎ সমুদার নষ্ট হইয়া একার্ণব হয় । তদ্বোধে ব্রহ্মরূপী বিষ্ণু অনন্তশয্যায় শয়ন করেন । জগদ্বাসী এইরূপে সহস্রবর্ষ শয়ান থাকিয়া পুনরায় জগৎ সৃষ্টি করেন । ইহা নৈমিত্তিক প্রলয় । ১-৬

হে শোনক । এক্ষণে প্রাকৃতিক প্রলয় বলিতেছি, শ্রবণ কর । ব্রহ্মার শত বৎসর পূর্বে হইলে হরি যোগবলে জগৎ সংহার পূর্বক স্বীয়দেহে ব্রহ্মসংক্রান্ত করিয়া অবস্থান করেন । এই সময় বাহারা ব্রহ্মলোকে যাইয়া বাস করিতেছিল, তাহারাও সেই বিষ্ণুর পরম পদে

১ । -মহলোকং চরাচরং জনং তথা । ২ । যুক্তো যোগবলৈর্হরিঃ ।

অনাবৃষ্ট্যাক্ষম্পন্নয়া আসন্ মেঘাস্তথা স্থিত ।
 শতং বর্ষানি বর্ষন্তির্মৈবৈবতং প্রপূর্য্যতে ॥ ১
 অন্তর্গতেন তোরেন ভিন্নমণ্ডং জগৎপতেঃ ।
 পূর্ণে বজ্রায়ুধি গতে ভিন্নভেদভূমিসি লীলতে ॥ ১০
 এবং সা জগদাধারা তোরৈ চোৰ্বী প্রলীলতে ।
 আপত্তেজসি লীলতে ভেজো বারৌ প্রলীলতে ॥ ১১
 বায়ুঃ খে খলু ভূতানৌ ভূতানিবিধিতে মহান্^১ ।
 মহান্ প্রপদ্যতেব্যাক্তং প্রকৃতিঃ পুরুষে পরে^২ ॥ ১২
 শতবর্ষং হরিঃ শেতে সৃজতেহথ বিনাগমে ।
 অব্যক্তানিক্রমেণৈব ব্যক্তীকৃতং চরাচরম্ ॥ ১৩

ইতি জীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নৈমিত্তিকপ্রলয়কথনং
 নাব্যাক্তাবিশত্যাধিক-বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২৮ ॥

লীন হয়। অনন্তর অনাবৃষ্টি হওয়াতে নভোমণ্ডলে বর্ষনকারী বহুমেঘের সঞ্চার হয় এবং
 শতাব্দী নিরন্তর বারিবর্ষণ হইয়া বজ্রাণ্ড পরিবাস্ত হয়। পরে অন্তর্গত জলধারা জগৎপতির
 সেই অণ্ড ভিন্ন হয়। বজ্রার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলে সেই ভিন্ন অণ্ড জলে, সেই জল ভেজে,
 ভেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে এবং আকাশ ভূতানি অর্থাৎ জামস অহঙ্কারে প্রবেশ করে।
 এই জামসাহঙ্কার মহত্ত্ব প্রকৃতিতে লীন হইয়া প্রকৃতি পুরুষে লীন হইলে হরি শতবর্ষ শয়ন
 করিয়া পুনর্বার বিনাগমে সৃষ্টি আরম্ভ করেন। প্রথমতঃ অব্যক্ত (সূক্ষ্ম ভূতসকল) সৃষ্টি
 করিয়া ত্রয়োদশঃ ব্যক্ত (স্থূল ভূত) সৃষ্টি করিতে থাকেন। এইরূপে পুনরায় চরাচর ব্যক্ত
 হয়। ৭-১৩

জীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে নৈমিত্তিকপ্রলয়কথন নামক অষ্টাবিশত্যাধিক
 বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২৮ ॥

একোনত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

আধ্যাত্মিকাদিতাপাংস্ত্রীন্ জাহ্নবী সংসারচক্রবিং ।

উৎপন্নজানিবৈরাগ্যঃ প্রাপ্তোভ্যাত্যন্তিকং লব্ধম্ ১ ।

সংসারচক্রং বক্ষ্যেহহমাদিবুৎক্রান্তিকালতঃ ।

যদ্বিজ্ঞানাত পুরুষো^১ লীনঃ স্যাৎ পরমাশ্রয়নি ২ ।

উর্ধ্বে, বারো তনুভ্যক্ত^১, দেহমশ্যৎ প্রপশ্যতে ।

নীলভে ঘাদশাহেন যমস্ত যমপুরুষৈঃ ৩ ।

তত্র যদ্বাচবাক্যোন্নং প্রযচ্ছতি তিলৈঃ সহ । যচ্চ পিতৃং প্রযচ্ছতি যমলোকে তদম্বুতে ৪ ।

গতন্ত নরকং পাপাৎ স্বর্গং যাতি যপুণ্যতঃ ।

পাপকৃদ্ যাতি নরকং পুণ্যকৃদ্ যাতি বৈ দিবম্ ৫ ।

স্বর্গাত নরকাৎ ভ্যক্তঃ স্ত্রীণাং গর্ভো ভবত্যপি ।

নাভিভূতক ভূম্যেব যাতি বীজরূপং হি তৎ ৬ ।

কললং বৃদ্ধদৃশক^১ ততঃ শোণিতমেব চ । পেশ্যা পলসমোহতঃ স্তাদিকুরন্তত উচ্যতে ৭ ।

উপাঙ্গাশুস্কলী-নেত্র-নাসাস্ত-শ্রবণানি চ । প্রবোহং যাতি চাক্ষেভ্যস্তৎপরন্ত নখাদিকম্ ৮ ।

সূত বলিলেন,—মনুষ্য সংসারচক্রে ভ্রমণ করিয়া আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধি-
দৈনিক এই তাপত্রয় ভোগ করে, তাহাদিগের জ্ঞান উপস্থিত হইলে সংসারে বৈরাগ্য জন্মে,
বৈরাগ্য হঠাৎ পৰমপদে লীন হইয়া থাকে । এক্ষণে সেই সংসারচক্র (কিরূপে প্রাণিগণ
জন্ম মরণ স্বীকার করিয়া পুনঃপুনঃ ভ্রমণ করিতেছে তাহা) বলিতেছি, এই সংসারচক্রের
গতি না জানিলে পুরুষের পুরুষার্ধসিদ্ধি এবং পরমাশ্রয়তে লব্ধ হইতে পারে না । মনুষ্যগণ
দেহ পরিত্যাগান্তে পরলোকে গমন করিয়া দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে । প্রাণিগণের মরণ
হইলে যমপুরুষেরা ঘাদশাহের পর তাহাকে লইয়া যমের নিকট অর্পণ করে, সেই মনুষ্যের
সেই সময় বান্ধবগণ যে তিলোদক ও পিণ্ড প্রদান করে, যমলোকে থাকিয়া তাহাই সেই
মনুষ্য ভোজন করে । মনুষ্যগণ যমলোকে গমন করিয়া পাপবশত নরকে এবং পুণ্যবশতঃ
স্বর্গে বাস প্রাপ্ত হয় । পাপী মনুষ্য নরকে এবং পুণ্যশীল ব্যক্তি স্বর্গে যাইয়া থাকে । ১-৫

যখন পাপপুণ্যভোগ শেষ হয়, তখন ভ্রষ্ট হইয়া জ্বর গর্ভমধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে ।
জরভর নাভিভূত দুইটি বীজরূপে উৎপন্ন হয় । সেই বীজরূপ বৃদ্ধবৃদ্ধাকার হইয়া শোণিতরূপে
সঞ্চিত হইয়া থাকে ; তাহা হইতে পেশী ও মাংস উৎপন্ন হইয়া পিণ্ডাকার হয় ; ক্রমে সেই
পিণ্ড হইতে অঙ্গুর জন্মিতে থাকে । ক্রমশ অঙ্গসকল জন্মে ; অঙ্গুলি, মুখ, নেত্র, নাসা কণাদি

১ । যদ্বিনা পুরুষার্ধো । ২ । বৃদ্ধবৃদ্ধময়ং ।

যতো রোমাণি জায়তে কেশাশ্চৈব ততঃ পরম্ ।

নরশাধোমুখঃ স্থিতা দশমে চ স জায়তে ॥ ৯

ততস্ত বৈষ্ণবী সারাহবৃণোভ্যভ্যামোহিনী ।

বালকস্ত কুমারস্ত যৌবনং বৃদ্ধতামপি ॥ ১০

ততস্ত মরণং ততঃশ্রমাপ্নোতি মানবঃ ।

এবং সংসারচক্রেহস্মিন্ ভ্রাম্যতে ঘটবন্তবৎ ॥ ১১

নরকাৎ প্রতিমুক্তস্ত পাপযোনিয়ু জায়তে ।

পতিতাৎ প্রতিগৃহ্যথ অধোযোনিং ত্রজেদ্ বৃধঃ ॥ ১২

নরকাৎ প্রতিমুক্তস্ত ক্রিমির্ভবতি পাচকঃ ১ ।

উপাধ্যায়বালীকস্ত কৃত্বা ন্য ভবতি দ্বিজঃ ॥ ১৩

ভক্ষ্যায়ান্ মনসা বাহুংসু কু বাৎ বাপ্যাসংশয়ম্ ।

গর্দভো জায়তে কন্তুমিত্তৈবাপমানকং ॥ ১৪

পিতরো পৌত্রস্থিতা তু কচ্ছপশ্চক জায়তে । গুৰ্ভঃ পিতৃশূণ্যস্থো হিষ্টাঙ্গানি নিবেদয়েৎ ২ ।

মোহপি মোহসমাপন্নো জায়তে বানরো যুতঃ ॥ ১৫

ভাসোপহৃতা নরকাস্থিযুক্তো জায়তে ক্রিমিঃ ॥ ১৬

উৎপন্ন হয়; ক্রমে বলসকার হইতে থাকে, পরে তাহাতে নখানি উৎপন্ন হয় । অনন্তর চর্মলোম জন্মে, তৎপরে কেশ উৎপন্ন হয় । এইরূপে সেই জীব মনুষ্যাকার হইয়া গর্ভমধ্যে অধোমুখে অবস্থিতি করে । তারপর দশমাসান্তে মাতৃগর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিবারাত্র মোহিনী বৈষ্ণবীসারা তাহাকে আবৃত্ত করে । সে ক্রমশঃ বাল্য, কৌমার, যৌবন ও বৃদ্ধতা প্রাপ্ত হয় । পুনরায় সেই বৃদ্ধ স্বেদামুখে পতিত হইয়া থাকে । মানব ঘটবন্তের স্থায় এইরূপে এই সংসারচক্রে ভ্রমণ করে । ৬-১১

পাপী ব্যক্তি নরকভোগানন্তর পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করে । পতিতের নিকট প্রতিগ্রহ স্বীকার করিলে, সেই ব্যক্তি নিকৃষ্টজাতি হইয়া জন্মগ্রহণ করে । পাচক ব্যক্তি নরকভোগান্তে ক্রিমি হইয়া জন্মগ্রহণ করে । উপাধ্যায়ের সহিত শঠতা আচরণ করিলে সেই ব্যক্তির কুকুরযোনি প্রাপ্তি হয় । মনে মনে গুরুপত্নী বা গুরুস্রব্য অভিলাষ করিলে তাহাকে গর্দভ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয় । মিত্রের অপমানকারী ব্যক্তি নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করে । পিতাকে মাতাকে ভাঙন করিলে তাহার কচ্ছপযোনি প্রাপ্তি হয় । ভর্তাকে বঞ্চনা করিয়া তাহার অন্ন গ্রহণ করিলে সেই মহাপাপী বানর-যোনিতে জন্মগ্রহণপূর্বক মূঢ় হইয়া থাকে ।

১২-১৫

কোন ব্যক্তির নিকট ধনাদি গচ্ছিত রাখিলে, যদি সেই ব্যক্তি তাহা অপহরণ করে, তবে

১। পাচকঃ । ২। বৃষ্টিস্থিতা তমেব যঃ ।

অস্মকঞ্চ নরকান্থজ্ঞো ভবতি রাক্ষসঃ । বিশ্বাসহর্তা চ নরো যীনযোনৌ প্রজায়তে । ১৭

যবধানানি সংহৃত্য জায়তে মৃষকো যুতঃ ।

পরদারাভিমর্ষাত্ শূকো ঘোরোহভিজায়তে । ১৮

ভ্রাতৃত্য্যাগ্ৰসঙ্কর্ষে কোকিলো জায়তে নরঃ ।

গুর্কাদিভায়াগমনাক্রুরো জায়তে নরঃ । ১৯

যজ্ঞ-দান-বিবাহানাং বিয়কর্তা ভবেৎ ক্রিমিঃ । দেবতা-পিতৃ-বিপ্রাণামদত্তা যঃ সমগ্নুতে ।

প্রমুজ্ঞো নরকাত্মাপি বায়সঃ স প্রজায়তে । ২০

জ্যেষ্ঠভ্রাতৃপমানাক্র জ্যেষ্ঠকযোনৌ প্রজায়তে । ২১

শূদ্রস্ত ব্রাহ্মণীং পত্নী ক্রিমিযোনৌ প্রজায়তে ।

তন্মামপত্যমুৎপাদ্য কাষ্ঠান্তঃকীটকো ভবেৎ । ২২

কৃত্রয়ঃ ক্রিমিকঃ কীটঃ পতঙ্গো বৃশ্চিকস্তথা ।

অশস্ত্রং পুরুষং হত্বা নরঃ সজায়তে খরঃ । ২৩

ক্রিমিঃ স্ত্রীবধকর্তা চ বালহস্তা চ জায়তে ।

ভোজনং চোরচিহ্না তু মক্ষিকা জায়তে নরঃ । ২৪

শ্রুতান্নৈব মার্জারস্তিলশ্রুতৈব মৃষিকঃ । ঘৃতং শ্রুত্বা চ নকুলঃ কাকো মদগুরমামিষম্ । ২৫

উক্ত পাপী নরকভোগান্তে ক্রমিক্রমে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । সর্বদা লোকের সহিত অস্মা করিলে, সেই ব্যক্তির নরকভোগান্তে রাক্ষসযোনি প্রাপ্তি হয় । বিশ্বাসঘাতী ব্যক্তি যীন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে । পরদারাপহারী ব্যক্তি নরক ভোগের পর ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্ররূপে উৎপন্ন হয় । ভ্রাতৃত্য্যাগ্ৰসঙ্কর্ষ করিলে সেই পাপিষ্ঠ কোকিলযোনিতে উৎপন্ন হয় । গুরুভায়াপহারী শূকর হইয়া জন্মগ্রহণ করে । যে ব্যক্তি যজ্ঞ, দান, বিবাহ প্রভৃতির বিয় উৎপাদন করে, সে ক্রিমিরূপে জন্মগ্রহণ করে । যে ব্যক্তি পিতৃ, দেবতা ও ব্রাহ্মণকে দান না করিয়া অন্নভোজন করে, সে নরকভোগান্তে কাকযোনিতে জন্মগ্রহণ করে । ১৬-২০

জ্যেষ্ঠভ্রাতার অপমান করিলে তাহার বকযোনিপ্রাপ্তি হয় । শূদ্রব্যক্তি ব্রাহ্মণীগমন করিলে সে ক্রিমিযোনিতে জন্মগ্রহণ করে ; যদি শূদ্র ব্রাহ্মণীতে সন্তান উৎপাদন করে, তবে সে কাষ্ঠকীট (বুন) হইয়া থাকে । কৃত্রয় ব্যক্তি ক্রিমি, কীট, পতঙ্গ বা বৃশ্চিক হইয়া থাকে । নিরস্ত্র পুরুষের প্রাণসংহার করিলে সে নরকভোগের পর গর্দভযোনিতে উৎপন্ন হয় । স্ত্রীবহতা ও বালবধকারী পুরুষ নরকভোগ করিয়া ক্রিমিযোনি প্রাপ্ত হয় । খাদ্য দ্রব্য ভুজি করিলে সে নরকভোগান্তে মক্ষিকা হইয়া জন্মে । অন্নগ্রহণ করিলে সেই পানীর মার্জারযোনি প্রাপ্তি হয় । যে তিলগ্রহণ করে, সে নরকভোগ করিয়া মৃষিকযোনিতে জন্মগ্রহণ করে । ঘৃতগ্রহণ করিলে নকুলযোনিপ্রাপ্তি হয় । যে ব্যক্তি মৎস্য ও মাংস অপহরণ করে, তাহার কাকযোনি প্রাপ্তি হয় । ২১-২৫

মধু হস্তা নরো মৎসঃ পূপং হস্তা পিপীলিকঃ ।

অপো হস্তা তু পাণায়া বারসঃ সন্প্রজায়তে ॥ ২৬

হস্তে কাংথো^১ চ হারীতঃ কপোতো বা প্রজায়তে ।

হস্তা তু কাঞ্চনং ভাণ্ডং ক্রিমিবোনৌ প্রজায়তে ॥ ২৭

কার্ণাসিকে হস্তে ক্রৌঞ্চো বহ্নিহর্তা বকস্তথা ।

ময়ূরো বর্ণকং হস্তা শাকং পত্রঞ্চ জায়তে ॥ ২৮

জীবজীবকতাং যাতি রক্তবস্ত্রপহরঃ । বুভুক্ষরিঃ শুভান্ গচ্ছান্ বংশং হস্তা নশো ভবেৎ ॥ ২৯

যশঃ কলাপহরণে কাঠহর্য কাঠকীটকঃ । পুষ্পং হস্তা দরিস্তস্ত পঙ্কুর্যাবকহরঃ ॥ ৩০

শাকহর্তা চ হারীতজোহরহর্তা চ চাতকঃ । গৃহহরকান্ গতা রৌরবাদীন্ সুদারুণান্ ॥ ৩১

তৃণ-গুল্ম-লতা-বল্লী-তৃক-সারভকতাং ব্রজেৎ ।

এব এব ক্রমো দুষ্টো গো-সুবর্ণাদিহারিণাম্ ॥ ৩২

বিদ্যাপহারী মুকচ্চ গতা চ নরকান্ বহুন্ । অসমিদ্ধে হস্তে চাতকৌ মন্দাগ্নিঃ সন্প্রজায়তে ॥ ৩৩

পরিনিক্ষা কৃত্যন্তং পরমর্ঘ্যাবধাতনম্^২ । নৈর্দৃগ্যং নিবৃণক্তঞ্চ পরদারোপসেবনম্^৩ ॥ ৩৪

মধু অপহরণ করিলে, তাহার মৎসকযোনি প্রাপ্তি হয় । পিপীলিক অপহরণ করিলে সে পিপীলিকায়োনিতে অন্তর্গত হয় । জল অপহরণ করিলে সেই পাণায়া বারসযোনিতে অন্তর্গত হয় । কাঠাপহারী ব্যক্তি হারীত পক্ষী বা কপোতরূপে উৎপন্ন হয় । কার্ণাস বস্ত্র অপহরণ করিলে ক্রৌঞ্চ হয় । বহ্নিহর্তা ব্যক্তি বকরূপে উৎপন্ন হয় । বর্ণকস্ত্রব্য কিংবা শাকপত্রাদি অপহরণ করিলে নরক ভোগান্তে ময়ূরযোনি প্রাপ্ত হয় । রক্তবস্ত্র অপহরণ করিলে তাহার চকোরযোনি প্রাপ্তি হয় । কোন্ সদৃশ বস্ত্র অপহরণ করিলে তাহাকে দু'চো হইয়া অন্তর্গত করিতে হয় । শাক অপহরণ করিলে, সেই ব্যক্তি শাক-যোনিতে উৎপন্ন হয় । কলাপ (ময়ূরপুচ্ছ) অপহরণ করিলে নরকভোগান্তে সেই পাণী যশস্ প্রাপ্ত হয় । কাঠ অপহরণ করিলে, সেই ব্যক্তি তৃণকীটরূপে অন্তর্গত হয় । পুষ্পাপহারী ব্যক্তি দরিস্ত হইয়া অন্তর্গত হয় । যাবক অপহরণ করিলে তাহার পঙ্কু-প্রাপ্তি হয় । ২৬-৩০

শাক হরণ করিলে, হারীতযোনিতে এবং জল হরণ করিলে চাতকযোনিতে অন্তর্গত করিতে হয় । গৃহাপহারী ব্যক্তি ঘোরতর রৌরবাদি নরকভোগ করে । তৃণ, গুল্ম, লতা ও বল্লী অপহরণ করিলে নরকভোগান্তে বৃক্ষযোনি প্রাপ্তি হয় । গো-সুবর্ণাদি অপহরণে পাপের পরিণাম এইরূপ জানিবে । বিদ্যাপহারী ব্যক্তি বহুকাল নরকভোগের পর মুক্ত হইয়া অন্তর্গত হয় । যিনি শিখাবিহীন অগ্নিতে আহুতিপ্রদান করেন, তাহার জঠরাগ্নি চিরকাল মন্দীভূত থাকে । যে ব্যক্তি পরের নিন্দা করে, উপকার গণনা করে না, পরের মর্যাদা নষ্ট

১। কাঠে । ২। পরমর্ঘ্যাবধাতনম্ । ৩। পরদারোপসেবিনাম্ ।

পরমহরশাশোচং দেবতানাক কুৎসনম্ । নিকৃত্য বকনং নৃণাং কার্পণ্যক নৃণাং মূখ্য ।
উপলক্ষণাদি জানীয়াশ্চুজানাং নরকাদনু ॥ ৩৫

দয়া ভূতেষু সংবাদঃ পরলোকং প্রতিক্রিয়া ।

সত্যং হিতার্থতা চৌক্তির্বৈদপ্রামাণ্যদর্শনম্ ॥ ৩৬

গুরুদেবর্ষিসিদ্ধর্ষিসেবনং সাধুসঙ্গমঃ । সংক্রিয়ান্ত্যসনং মৈত্রী বর্ণিণাং লক্ষণং বিদুঃ ।
অষ্টাঙ্গযোগবিজ্ঞানাং প্রাপ্নোত্যাত্যন্তিকং ফলম্ ॥ ৩৭

ইতি ঐগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে পাপপরিণামকথনং

নামৈকোনত্রিংশদধিক-দ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ ॥ ২২৯ ॥

ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ

মুত উবাচ

যস্যো সাক্ষং মহাযোগং ভুক্তিমুক্তিকরং পরম্ । সর্বপাপপ্রশমনং ভক্ত্যানুপঠিতং শৃণু ॥ ১

মমেতি মূলং হৃৎখ্য ন মমেতি নিবর্ততে । দত্তাজ্ঞেয়ো ফলকায় ইমমাহ মহামতিঃ ॥ ২

করে, কিহা যে নির্ভর, নির্দয়, পরদারোপসেবী, পরমাপহরণকারী ও দেবতার নিন্দক, সর্বদা লোককে বঞ্চনা করিয়া থাকে ; যে কার্পণ্যদোষে দূষিত, ইহাদিগের নরকভোগের পর উক্তরূপ সেই সেই পাপমূচক চিহ্ন সকল প্রকাশ পায় । যন্থ পূর্বোক্ত পাণে পঠিত হইলে সর্বভূতের প্রতি দয়াপ্রকাশ এবং পরলোকের প্রতীকারে যত্ন করিবে । সর্বদা সত্য ও পবের হিতকরবাক্য করিবে ; বেদের সত্যতা নির্ণয় করিবে, গুরু, দেবর্ষি ও সিদ্ধর্ষিগণের সেবা করিবে ; সর্বদা সাধুসমাগমে রত থাকিবে, সংকার্যের অনুষ্ঠান করিবে, সাধারণের দ্বিষ্ট মৈত্রীস্থাপনে তৎপর থাকিবে ; এই সমস্তই সাধুদিগের লক্ষণ । উক্তরূপ সাধু ব্যক্তির অষ্টাঙ্গ যোগসাধন করিলে সদগতি লাভ করিতে পারেন । ৩১-৩৭

ঐগারুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে পাপপরিণামকথন নামক উনত্রিংশদধিক

দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২৯ ॥

ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়

মুত বলিলেন,—একণে সাক্ষ মহাযোগ বলিতেছি । এই যোগ অভ্যাস করিলে সাধকের ভুক্তিমুক্তি লাভ হয় । ইহা ভুক্তিপূর্বক পাঠ করিলে সর্ববিধ পাপ নিবৃত্ত হইয়া থাকে ।

অহমিত্যাকুরোংপন্নো মমেতি স্তম্বান্ মহান্ । গৃহকেন্দ্রোপশাখাশ্চ পুত্রদারাদিপল্লবঃ^১ । ৩
 ধনধান্যমহাপত্রোহনেককালার্হবর্জিতঃ । পুণ্যাপুণ্যসুপ্পাশ্চ সুখদুঃখমহাকলঃ ।
 বিবিধং সুখশান্ত্যর্থং জাতো জ্ঞানমহাতরুঃ । ৪

সংসারাদ্ব্যপরিভ্রান্তা যেষাম্ জ্ঞানং সমাপ্রিভাঃ ।

জ্ঞানিজ্ঞানসুখাসীনাশ্চেষামাত্যন্তিকং কৃতঃ । ৫

হিন্নো বিদ্যাকূঠায়েণ তে গতাঃ লম্বমীশ্বরে । প্রাপ্য ব্রহ্মরসং পীত্ব নীরবকমণ্ডকম্ । ৬
 প্রাপ্তবন্তি পরাঃ প্রাজ্ঞাঃ সুখনির্বৃতিমেব চ । মূর্ত্তেজ্জিন্নলম্ নুনং ন ত্বং রাজা ন চাপ্যহম্ । ৭
 ন তন্মাত্রাদিকং বাচ্য নৈবাস্তঃকরণং তথা । কং বা পশ্যসি রাজেন্দ্র প্রধানমিদমাবরোঃ । ৮

মৃতঃ পরেহি ক্ষেত্রজঃ সজ্জাতেহিহং গুণাশ্রকঃ ।

একত্বেহপি পৃথগ্ভাব-স্তথা ক্ষেত্রাত্মনো নৃপ । ৯

জ্ঞানপূর্ব্ববিরোগোহসৌ জ্ঞানে নষ্টে চ যোগিনঃ ।

সো মুক্তির্ভ্রামণ্য চৈক্যমনৈক্যং শূত্র তে শুভৈঃ । ১০

‘আমি, আমার’ ইত্যাদি জ্ঞানই দুঃখের হেতু, সংসারবদ্ধ জীবের কদাচ উক্ত জ্ঞান নিবৃত্ত হয় না। মহামতি দত্তাত্রেয় অলঙ্কারে এই যোগ বলিয়াছেন। প্রথমতঃ অহঙ্কাররূপ অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া “এই বস্তু” আমার ইত্যাকার জ্ঞানরূপ মহান্ স্তম্ব অশ্রু। উক্ত জ্ঞানদ্বয়ই অজ্ঞানবৃক্ষের অঙ্কুর ও স্তম্ব। ঐ বৃক্ষের গৃহকেন্দ্রাদি শাখা, দারাপুত্র প্রভৃতি পল্লব, ধন ধান্যাদি পত্র; উহা সুদীর্ঘকালে বর্জিত হইয়া থাকে। পাপ পুণ্য তাহার পুষ্প স্বরূপ; সুখ-দুঃখই সেই মহাতরুর মহাকলস্বরূপ। সংসারপথে পরিভ্রান্ত হইয়া সুখশান্তি কামনার বাহারা এই তরুর ছায়া আশ্রয়পূর্ব্বক জ্ঞানিজ্ঞানে আকুল হইয়া নিশ্চেষ্ট থাকে, প্রকৃত সুখশান্তির অনুসন্ধান করে না; সেই সকল মুক্ত মানবগণের সেই জ্ঞানিসমুত্ত কলিক সুখশান্তি বাস্তবিক আত্মাত্মিক সুখশান্তির সম্ভাবনা কোথায়? ১-৫

যাহারা বিদ্যারূপ কূঠারদ্বারা উক্ত বৃক্ষকে ছেদন করিতে পারে, তাহারাষ্ট পরমব্রহ্মে লীন হইয়া নির্মল ব্রহ্মরস পান করিতে থাকে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তির উক্তরূপ ব্রহ্মরস পান করিয়াই পরম নিবৃতিলাভ করেন, অন্য কোন বিষয়েই তাঁহাদিগের স্পৃহা থাকে না। তখন এই মূর্ত্তিমান ইন্দ্రిয়সকল বিলীন হয়। রাজন্। তুমি কিংবা আমি কিন্তু উক্ত ব্রহ্মরসপানের অধিকারী নহি। কেহই উন্মাত্ত ও অন্তঃকরণকে বাক্যে ব্যক্ত করিতে পারে না। হে রাজন্। তুমি আমাদের মধ্যে কাহাকে প্রধান বলিয়া জানিতেছ? জীব মরণান্তে গুণশালী হইয়া পরদিবস জন্মগ্রহণ করে। রাজন্। জীব ও আত্মা উভয়ের ঐক্য থাকিলেও অজ্ঞানবশতঃ পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়। অজ্ঞান বাবৎ থাকে, তাবৎ আত্মা ও জীব উভয়ের পার্থক্যবোধ হয়, অজ্ঞান বিনষ্ট হইলেই পার্থক্যবোধও দূর হইয়া

১। গৃহকেন্দ্রাশ্চ শাখাশ্চ যত্র দারাদিপল্লবঃ ।

ভদ্রগৃহং যত্র বসতি ততোজ্যং যেন জীবতি । যদ্বক্তৱে ভদ্রবোক্তং জ্ঞানমজ্ঞানমশ্রুতম্ ॥ ১১

ভবভোগেন পুণ্যানামপুণ্যানাক পার্থিব । কৰ্ত্তব্যানাক নিত্যানাং কৰত্বকৰণাত্মকম্ ॥ ১২

অহিংসা সত্যমন্তেষং ব্রহ্মচৰ্য্যাপরিগ্রহৌ ।

যমাঃ পক্ষাথ নিরমাঃ শৌচং ত্ৰিবিধযৌৰিতম্ ॥ ১৩

সন্তোষস্তপসা শান্তিৰ্ভাসুদেবার্চনং দমঃ । আসনং পদ্মকাস্তং প্রাণায়ামো যক্ষ্মণঃ ॥ ১৪

প্রত্যেকং ত্ৰিবিধং সৌহৃদি পূৰ্বকৃত্তকরেচকৈঃ । লঘুৰ্যো দশমাত্রস্ত ত্ৰিগুণঃ স তু মধ্যমঃ ॥ ১৫

ত্ৰিগুণাভিস্ত মাত্রাভিকৃতমঃ স উদাহৃতঃ । অপধ্যানযুক্তো গৰ্ভো বিপরীতত্বগৰ্ভকঃ ॥ ১৬

প্রথমে জনয়েৎ যত্র মধ্যমেণ চ বেপথুঃ । বিপাকং হি তৃতীয়েন জয়েদোষাননুক্রমাৎ ॥ ১৭

আসনস্থস্ত যুঞ্জীত কৃত্বা চ প্রণবং হৃদি । পার্শ্বভ্যাং লিঙ্গবৃষণৌ স্পৃশয়েৎকাঙ্ক্ষমানসঃ ॥ ১৮

রজসা তমসৌ বৃত্তিং সত্ত্বেন রজসন্তপা ।

নিরুধ্য নিশ্চলো বৃত্তিং স্থিতৌ যুঞ্জীত যোগবিৎ ॥ ১৯

ইন্দ্ৰিয়ানীন্দ্ৰিয়ার্থেভ্যঃ প্রাণাদীন্ মন এব চ । নিগৃহ্য সমবায়েন প্রত্যাহারমুপক্রমেৎ ॥ ২০

যায় । বৎস । তদনন্তর ত্রৈলোক্য সহিত ঐক্যভাব উপস্থিত হইলে মুক্ত হইয়া থাকে । যাহাতে বাস করা যায়, তাহাই গৃহ, যাহাদ্বারা জীবন রক্ষা হয় তাহাই ভোজ্য, আর যাহাদ্বারা মুক্তি হয়, তাহাকেই জ্ঞান বলা যায় । তন্ত্ৰিগুণ আর সমস্তই অজ্ঞান জানিবে । ৬-১১

ভবভোগ ঘরাই পুণ্যাপুণ্যের, আর অনুষ্ঠান দ্বারা কৰ্ত্তব্য নিত্যকৰ্ম্মের কৰ্ম হয় । অহিংসা, সত্য, অস্তেষ, ব্রহ্মচৰ্য্য, অপরিগ্রহ এই পঞ্চ প্রকার সংযমকে নিরম বলা যায় । শৌচ ত্ৰিবিধ বলিয়া কীৰ্ত্তিত । ভপক্ষাদ্বারা যে সন্তোষ হয়, তাহাই শান্তি, বাসুদেবার্চনাই দম । আসন পদ্মকাদি অনেকপ্রকার উক্ত আছে । বায়ুজরকে প্রাণায়াম বলে ; প্রত্যেক প্রাণায়ামই পূৰ্বক, কৃত্তক ও রেচকভেদে ত্ৰিবিধ । মাত্রায়ুক্ত প্রাণায়ামকে লঘু প্রাণায়াম, উহার ত্ৰিগুণমাত্রা হইলে মধ্যম প্রাণায়াম এবং ত্ৰিগুণমাত্রা প্রাণায়ামই উত্তম প্রাণায়াম বলিয়া খ্যাত । ১২-১৫

উক্ত প্রাণায়ামের মধ্যে যাহা অপ-ধ্যানযুক্ত, তাহাই গৰ্ভপ্রাণায়াম এবং ইহার বিপরীত হইলে তাহাকে অগৰ্ভপ্রাণায়াম বলে । প্রাণায়ামের প্রথম অবস্থায় স্বপ্নদর্শন, মধ্যমাবস্থায় গাত্রকম্পন, তৃতীয়াবস্থাতে বিপাক ভঞ্জে । প্রাণায়ামের প্রথম হইতে এই ত্ৰিবিধ দোষ সমুৎপন্ন হয় । সাধক আসনস্থ হইয়া হৃদয়ে প্রণবের যোগ করিবে । পার্শ্বভ্যাং- দ্বারা লিঙ্গ ও বৃষণ স্পর্শ করিয়া একাক্ষমানে উপবেশন করিবে । যোগবিৎ সাধক রজোগুণ- দ্বারা তমোগুণের ও সত্ত্বগুণদ্বারা রজোগুণের বৃত্তিনিবোধ করিয়া নিশ্চলভাবে অবস্থান করিবে । বিষয়সমূহ হইতে ইন্দ্ৰিয়গণকে এবং মন হইতে প্রাণাদিকে নিগৃহীত করিয়া সমবায়রূপে প্রত্যাহার করিবে । ১৬-২০

১। জ্ঞানাজ্ঞানেন চান্তথা ।

২। জাতা দোষাত্তনুক্রমাৎ ।

প্রাণায়ামা দশাষ্টৌ চ ধারণা সা বিধীয়তে ।

যে ধারণে শ্বতো যোগো যোগিভিস্তত্তদপিতিঃ ॥ ২১

প্রাণ্ণাত্যাং^১ হ্রদয়ে চাজ তৃতীয়া চ তথোরসি ।

কণ্ঠে মূখে নাসিকাগ্রে নেত্রে জমধ্যমূর্দ্ধনু ॥ ২২

কিকিং তস্মাৎ পরশ্চিংশ ধারণা দশধা শ্বতাঃ ।

দশৈতাদ ধারণাঃ প্রাপ্য প্রাপ্নোত্যাকরূপতাম্ ॥ ২৩

যথাগ্নিরগ্নৌ সংকিশ্ততথাক্ষা পরমাত্মনি । ব্রহ্মরূপং মহাপুণ্যমোষিত্যেকাক্ষরং অপেৎ ॥ ২৪

অকারশ্চ তথোকারৌ মকারশ্চাক্ষরত্বম্ । ইতোত্তমক্ষরং ব্রহ্ম পরমোক্তারিসংজ্ঞিতম্ ॥ ২৫

অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ সূক্ষ্মদেহবিবজ্জিতম্ ।

অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্জরামরণবজ্জিতম্ ॥ ২৬

অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ পৃথিব্যা মলবজ্জিতম্ ।

অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্বায়ুতাপবিবজ্জিতম্ ॥ ২৭

অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ সূক্ষ্মদেহবিবজ্জিতম্ ।

অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ স্থানাস্থানবিবজ্জিতম্ ॥ ২৮

অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্গন্ধমাত্রবিবজ্জিতম্ । অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতী রূপমাত্রবিবজ্জিতম্ ॥ ২৯

অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ শব্দতস্মাত্রবজ্জিতম্ ।

অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্বাকৃপাণ্যাদিবিবজ্জিতম্ ॥ ৩০

অষ্টাদশবার প্রাণায়াম করিলেই ধারণা হইয়া থাকে ; তত্ত্বদর্শী যোগিগণ ধারণাধরকে যোগ বলিয়া নির্ণয় করেন । নাড়ী, হ্রদয়, বকঃস্থল, উদর, মূখ, নাসিকাগ্র, নেত্র, মূর্দ্ধস্থান এবং সহস্রার এই সকল স্থানে ধারণা করিবে । উক্ত দশস্থানে দশবিধ ধারণা করিলে সাধক পরমাক্ষর (পরব্রহ্ম) পাইতে পারেন । অগ্নিতে অগ্নি নিক্ষেপ করিলে যেমন এক হইয়া যায়, সেইরূপ আত্মা ও জীবের যোগ করিতে পারিলেই ঐক্যজ্ঞান জন্মে । সাধক মহাপুণ্যপ্রদ, ব্রহ্মরূপী 'ওঁ' এই একাক্ষর মন্ত্র জপ করিবে । অকার, উকার ও মকার এই অক্ষরত্ৰয় মিলিত হইলে ওক্তার হয় ; ওক্তার পরব্রহ্মরূপ । "আমি সূক্ষ্ম দেহবিবজ্জিত পরব্রহ্ম ; আমি জ্যোতির্ময় পরব্রহ্ম ; আমার জরা মরণ নাই, আমি জ্যোতির্ময় পরব্রহ্ম ; আমাতে কোনরূপ পৃথিব্যাদি মল-সম্পর্ক নাই । আমি জ্যোতির্ময় পরব্রহ্ম ; আমি বায়ু আকাশাদি পঞ্চভূত বিহীন । আমি জ্যোতির্ময় পরব্রহ্ম ; আমার সূক্ষ্মদেহও নাই, আমি জ্যোতির্ময় পরব্রহ্ম ; আমার স্থানাস্থান নাই । আমি সর্বত্র বিদ্যমান আছি । আমি জ্যোতির্ময় পরব্রহ্ম ; আমাতে কোনরূপ গন্ধসম্বন্ধ নাই । আমি জ্যোতির্ময় পরব্রহ্ম ; আমাতে রূপসম্পর্ক নাই । আমি জ্যোতির্ময় পরব্রহ্ম ; আমাতে শব্দ-সম্বন্ধ নাই । আমি

অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ শ্রোতৃহৃৎপরিবর্জিতম্ ।

অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্জিহ্বা-গ্রাণবিবর্জিতম্ । ৩১

অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ প্রাণাপ্রাণবিবর্জিতম্ ।

অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্ব্যানোদানবিবর্জিতম্ । ৩২

অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিরজ্ঞানপরিবর্জিতম্ ।

অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ স্ত্রীময়ং পরমং পদম্ । ৩৩

দেহেন্দ্রিয়-মনো-বুদ্ধি-প্রাণাহঙ্কারবিবর্জিতম্ । নিত্যভুক্তবুদ্ধিবৃত্তমহমানন্দময়ম্ ।

অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্জ্ঞানরূপো বিমুক্তয়ে । ৩৪

সূত উবাচ

ইত্যষ্টাঙ্গো ময়া যোগ উক্তঃ শৌনক মুক্তিদঃ ।

নিত্যনৈমিত্তিকং প্রাপ্ত্বা লয়ং প্রাকৃতবন্ধনাঃ । ৩৫

উৎপত্তে হি সংসারে নৈকং প্রাপ্ত্বা পরাশ্রয়িনী ।

বিমুক্তান্তে বিমুক্তাস্তে জ্ঞানানন্দজ্ঞানমোহিতাঃ । ৩৬

ভতো ন ভীষতে হৃদী ন রোগী ন চ বদ্ধবান্ ।

ন পাপৈশ্বর্যজ্ঞাতে যোগী নরকে ন বিপচ্যতে । ৩৭

নর্ভবাসে মহাহৃদী ন স্ত্রীসারায়ণোহব্যয়ঃ । ভুক্ত্যা ভননয়া লভ্যো ভগবান্ মুক্তিমুক্তিদঃ । ৩৮

জ্যোতির্ময় পরব্রহ্ম ; আমার বাকুপাণি প্রভৃতি নাই । আমি জ্যোতির্ময় পরব্রহ্ম ; আমি বৃক্ প্রভৃতি সর্ববিধ ইন্দ্রিয়বিহীন । আমি জ্যোতির্ময় পরব্রহ্ম ; আমি জিহ্বা গ্রাণাদি বিবর্জিত ; আমি জ্যোতির্ময় পরব্রহ্ম ; আমি প্রাণাপ্রাণাদি বায়ুবিহীন । আমি জ্যোতির্ময় পরব্রহ্ম ; আমার ব্যান কিংবা উদান বায়ুর সম্বন্ধ নাই । আমি জ্যোতির্ময় পরব্রহ্ম । আমি সর্বপ্রকার অজ্ঞানরহিত । আমি জ্যোতির্ময় পরব্রহ্ম ; প্রকৃতি আমার পরমপদ ; দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও প্রাণ ইহাদিগের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই । আমি জ্যোতির্ময় পরব্রহ্ম ; আমি নিত্যভুক্তবুদ্ধি আনন্দময় অদ্বিতীয় জ্ঞানরূপ । যিনি এইরূপে ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনি মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন । ২১-৩৪

সূত বলিলেন,—হে শৌনক । তোমাকে অষ্টাঙ্গযোগ কহিলাম, এই যোগ সাধককে মুক্তিপ্রদান করে । বাহারা যাত্রাপাশে বদ্ধ, তাহারা নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য করিয়া উক্ত যোগসাধনপূর্বক পরব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হইয়া, বাহাদিগের ঐক্যজ্ঞান হয় নাই, তাহারাষ্ট সংসারে জন্মিয়া থাকে । বাহারা অজ্ঞানমোহিত, তাহারা জ্ঞানযোগবশতঃ সংসার চক্রে মুক্তি পাইতে পারে । বাহারা পূর্বোক্ত অষ্টাঙ্গযোগ অভ্যাস করেন, তাহাদিগের কখনও বন্ধা হয় না, হৃদযন্তোগ হয় না, রোগ হয় না ; তাহাদিগের কোনরূপ সংসারবন্ধনেও গড়ন

১ । পরাশ্রয়িনী ।

ধ্যানেন পূজয়া জপোঃ সম্যক্ স্তোত্রৈর্ষত্বভৈঃ ।

যতৈর্দর্শনৈশ্চিত্তভক্তিত্তয়া জ্ঞানক লভ্যতে । ৫৯

শ্রববাদিকমষ্টৈশ্চ জপৈর্যুক্তিং গতা বিজাঃ ।

ক্রব আরাধ্য ভক্ত্যা চ বিমুঃ প্রাপ্তঃ পরম পদম্ । ৬০

প্রচেতসশ্চ ব্রহ্মারঃ কণ্ঠস্থারণ্যভক্তিদঃ ।

পুরুষোত্তমমীশেশং যুক্তিং প্রাপাদ্যনির্মলঃ । ৬১

উদ্ববোহপি পরম হানং নারদাচাঃ পরম পদম্ ।

ইজোহপি পরমং হানং গন্ধর্ব্বাঙ্গরসো বরাঃ । ৬২

প্রাপ্তা দেবাশ্চ দেবত্বং যুনিভ্যং যুনয়ো গতাঃ । গন্ধর্ব্বভক্ষ গন্ধর্ব্বা রাজর্ষক নৃপাদয়ঃ ।

স্বর্গং স্বর্গেজবঃ প্রাপ্তান্তমারাধ্য অনার্দনম্ । ৬৩

ইতি শ্রীগরুড় মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে অষ্টোজযোগকথনং নাম

ত্রিংশদধিক-ত্ৰিশততমোহধ্যায়ঃ । ২৩০ ।

হর না । অষ্টোজযোগী ব্যক্তি কখনও পাটপে লিপ্ত হন না, নরকে পাচিত হন না । অষ্টোজযোগ সাধন করিলে, তিনি কদাচ গর্ভবাসজনিত হঃখভোগ করেন না, সেই ব্যক্তি স্বয়ং অব্যয় নারায়ণ তুল্য হন । উক্তরূপ যোগ অভ্যাস করত একান্ত ভক্তিসহকারে ধ্যান করিলে ভুক্তিমুক্তিপ্রদ নারায়ণকে লাভ করিতে পারেন । ৩৫-৩৮

ধ্যান, পূজা, জপ, স্তোত্র, ব্রত, ব্রজ, দানাদিধারা চিত্তভক্তি হয় । চিত্ত ভক্তিধারা জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে । বিজগৎ শ্রববাদিমগ্ন জপ করিলে যুক্তিলাভ করে । মহাত্মা ক্রব এই যোগ দ্বারা ভক্তিসহকারে আরাধনা করিয়া বিমুর পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, প্রচেতস যুনিগণ সৃষ্টিসামর্থ্য লাভ করিয়াছেন, কণ্ঠস্থনি পুরুষোত্তমকেই ভক্তিসহকারে আরাধনা করিয়া যুক্তিলাভ করিয়াছেন ; উদ্ববও ইহার প্রভাবে পরম হান লাভ করিয়াছেন । আর নারদাদি মহর্ষিগণও পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন । এই অষ্টোজযোগ দ্বারা ইন্দ্র অব্যয় হরির আরাধনা করিয়া স্বর্গহান লাভ করিয়াছেন । এই যোগবলেই দেবগণ দেবত্ব পাইয়াছেন ; যুনিগণের যুনিভ্য-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে ; গন্ধর্ব্বগণ গন্ধর্ব্ব লাভ করিয়াছে, রাজগণ রাজত্ব পাইয়াছেন, স্বর্গার্থী ব্যক্তির স্বর্গলাভে সমর্থ হইয়াছেন । ৩৯-৪৩

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে অষ্টোজযোগ কথন নামক ত্রিংশদধিক-

ত্ৰিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৩০ ।

একত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

বিষ্ণুভক্তিং প্রবক্ষ্যামি যন্না সৰ্বমবাধ্যতে ।

যথা ভক্ত্যা হরিত্যশ্রয়ে তথা নাশ্রয়েন কেনচিৎ । ১

মহন্তঃ শ্রেয়সো মূলং প্রসবঃ পুণ্যসত্ততেঃ ।

জীবিতস্য ফলং যাহ নিরন্তরমরণং হরেঃ । ২

ভজ ইত্যেব বৈ ধাতুঃ সেবারাং পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।

ভক্ত্যাং সেবা বৃষেঃ প্রোক্তা ভক্তিসাধনভূয়সী । ৩

ভে ভক্ত্যা লোকনাথস্ত নামকৰ্ম্মাদিকীৰ্ত্তনে ।

মুক্ত্যাক্রান্তি সংহর্ষাদ্ বে প্রজ্জ্বলন্তনুক্রহাঃ । ৪

জগদ্বাত্তর্মহেশস্য দিব্যজ্ঞাচরণাব্যয়াঃ ।

ইহ নিত্যক্রিয়াঃ কুৰ্ব্বাঃ স্নিহ্বা যে বৈষ্ণবাস্ত তে । ৫

ব্রহ্মাকরণং ন শৃণু বৈ তথা ভগবত্তেজিতম্ ।

প্রণামপূৰ্ব্বকং ভক্ত্যা যো বদেদৈকবো হি সঃ । ৬

উত্তমজনবাৎসল্যং পুণ্ডারীকানুমোদনম্ । তৎকথাশ্রবণে প্রীতিঃ স্বরনেজ্ঞাধিক্রিয়াঃ । ৭

যেন সৰ্বান্ননো বিষ্ণৌ ভক্ত্যা ভাবো নিবেশিতঃ ।

বিপ্রেদীশ্বরদৃষ্টিঃ* মহাভাগবতো হি সঃ । ৮

সূত বলিলেন—একপ্রকারে বিষ্ণুভক্তি কীৰ্ত্তন করিতেছি । এই বিষ্ণুভক্তি দ্বারা সৰ্ব্বাভীষ্ট লাভ হয় । বিষ্ণু ভক্তি দ্বারা যেমন পরিতুষ্ট হইলেন, অন্য কোনরূপেই তাঁহার তাদৃশ সম্ভাব হইতে পারে না । এই বিষ্ণুভক্তি মহামঙ্গলের মূল ; বিষ্ণুভক্তি হইতে মহাপুণ্য হয় । নিরন্তর হরির স্মরণ করিলেই জীবনের ফল সাধিত হয় । ভজ ধাতুর অর্থ সেবা ; অতএব সুধী সাধক সৰ্ব্বপ্রবর্তে বিষ্ণুর সেবা করিবে । বিষ্ণুসেবা করিলেই বিষ্ণুতে দৃঢ়ভক্তি জন্মে । যাহারা ত্রিলোকনাথ বিষ্ণুর নাম-কৰ্ম্মাদিকীৰ্ত্তনে হর্ষপ্রকাশ করত অক্ষপরিভ্যাগ করে এবং যোগাঙ্কিত শরীরে যাহারা জগতের বিধাতা মহেশ্বর বিষ্ণুর চরণযুগলে নিরত, তাহারা ই প্রকৃত বিষ্ণুভক্ত । যাহারা বিষ্ণুর সেবাদি ও নিত্যক্রিয়াদি করেন, তাহরাই বৈষ্ণব । ১-৫

উত্তমরূপ বৈষ্ণবদিগের ব্রহ্মাকরণের অর্থ অথবা ভাগবত পাঠ করিতে হয় না । যিনি প্রণামপূৰ্ব্বক ভক্তিসহকারে হরিসঙ্কীৰ্ত্তন করেন, তিনি বৈষ্ণবোক্তম বলিয়া পরিগণিত হইবে । ভক্তজনের প্রতি বিষ্ণুর বাৎসল্যভাব আছে, এই জ্ঞানে বিষ্ণুর অর্চনা করত তাঁহার অনুমোদন করিবে । বিষ্ণুর কথা শ্রবণে যাহার প্রীতি হয়, স্বর-নেত্রাদির বিকার জন্মে,

১। জামদং চরণস্পর্শম্ । ২। শ্রবণং সফলং ভবেৎ । ৩। বিশেষতঃ কৃত্যধিপ্রাৎ ।

বিক্ষোশ কারণে নিত্যং তদয়ং দত্তবর্জিতম্ ।

স্বয়মভ্যর্চনৈকৈব যো বিমুক্তকোণজীবতি ।

ভক্তিরস্টবিধা হ্রেয়া যশ্চিন্ শ্লোচ্ছোহপি বর্ততে ॥ ৯

স বিপ্রোক্তো মুনিঃ স্রীমান্ স যাতি পরমাং গতিম্ ।

ভস্ম দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ ॥ ১০

শ্রুতঃ সস্তাষিতোহকাপি পূজিতো বা দ্রিষ্টোত্তম ।

পুনাতি ভগবন্তস্তচ্চতালোহপি বদচ্ছয়া ॥ ১১

প্রণতায় প্রণমায় তবান্মীতি চ যো বদেৎ ।

অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদ্যাদেতদ্ব্রতং হরেঃ ॥ ১২

মন্ত্রবাক্তিসহস্রেভ্যঃ সর্ববেদান্তপারগঃ । সর্ববেদান্তবিংকোটিয়া বিমুক্তস্তো বিশিষ্টতে ॥ ১৩

ঐকান্তিনশ্চ পুরুষা গচ্ছন্তি পরমং পদম্ । একান্তেনাসমো বিমূৰ্খশ্চাদেবাং পরায়ণঃ ।

তস্মাদৈকান্তিনঃ প্রোক্তান্তস্তাগবন্তচেতসঃ ॥ ১৪

প্রিয়ানামপি সর্বেষাং দেবদেবস্ত সুপ্রিয়ঃ । আপংহপি সদা যস্ত ভক্তিরব্যাতিচারিণী ॥ ১৫

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিশ্বস্রজনপায়িনী । বিমূৰ্খং সংস্রবতঃ সা মে হৃদয়ান্নোপসর্পতু ॥ ১৬

তাহার জ্ঞান সফল । যিনি ভক্তিপূর্বক বিমুক্তে সর্বাঙ্গরূপে ভাবসম্মিষেণ করেন, এবং জ্ঞানগণের প্রতি বিমুক্ত হৃদিতে ব্যবহার করেন, তিনি মহাভাগবত বলিয়া খ্যাত । যিনি স্বয়ং বিমুক্ত অর্চনা করেন, তিনি বিমুক্ত অনুজীবী হইয়া থাকেন । যদি শ্লোচ্ছও উচ্চ ভক্তিবিধ ভক্তির অধিকারী হইতে পারে, তাহা হইলে সে বিপ্রোক্ত মুনি হইয়া হইয়া পরমগতি লাভ করে । যে ব্যক্তি প্রকৃত বিমুক্তভক্তির পাত্র, সে শ্লোচ্ছ হইলেও তাহাকে হরিমন্ত্র দিতে পারে ; সেই ব্যক্তির নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে ; সেই হরিতত্ত্ব বিমুক্ত তার পূজনীয় । ৯-১০

সেই ব্যক্তি শ্রুত বা সস্তাষিত হইলেও তাহাতে হরির প্রীতি হয় । যদি চতালও ভগবন্ত হইয়া, তবে সে যথেষ্টক্রমে জগৎ পবিত্র করিয়া থাকে । “আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম” যে ব্যক্তি এইরূপ বলে, তাহার প্রতি দয়াপ্রকাশ করিবে । সর্বপ্রাণীকে অভয় প্রদান করিবে, ইহাই হরির ব্রত । সহস্রমন্ত্রজ্ঞানী হইতে সর্ববেদান্তপারগ শ্রেষ্ঠ, কিন্তু কোটিবেদান্ত পরাগ হইতেও এক বিমুক্তস্ত শ্রেষ্ঠ । যাহারা বিমুক্তে একান্ত অনুরক্ত, তাহারা পরমপদ প্রাপ্ত হইবেন । একান্ত অনুরক্তের প্রতি হরি প্রসন্ন হইবেন ; অতএব সকলেরই হরিপরায়ণ হওয়া বিধেয় । যাহার চিত্ত হরিতে একান্ত অনুরক্ত, তিনিই ভগবৎ পরায়ণ বলিয়া কীর্তিত । যাহারা ভগবানের প্রতি চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন, যাহার আপংকালেও হরিতত্ত্বের কিঞ্চিদাত্ম অগাধ ভাব না হয়, হরির সমস্ত প্রিয় ব্যক্তি হইতেও সেই ব্যক্তি অধিকতর প্রিয়পাত্র । ১১-১৬

অবিবেকী ব্যক্তিদিগের বিষয় ভোগে যেকোন প্রবল আসক্তি উৎপন্ন হয়, আমি সর্বদা হরিকে শরণ করিতেছি, আমার হৃদয়ে যেন হরিতত্ত্ব সেইরূপ দৃঢ়ভাবে বর্তমান থাকে, কখনও যেন

অন্তর্গতোহপি বেদানাং সর্বশাস্ত্রার্থবেদ্যপি^১ । যো ন সর্বৈশ্বরে ভক্তস্তং বিদ্যাং পুরুষাণমম^২ ১৭
নাথীতবেদশাস্ত্রোহপি ন কৃতোহধ্বরসম্ভবঃ ।

যো ভক্তিং বহতে বিকৌ ভেন সর্বং কৃতং ভবেৎ । ১৮

যজ্ঞানঃ ক্রতুযুখ্যানাং বেদানাং পারগা অপি ।

ন ভাং যান্তি গতিং ভক্তা বাং যান্তি মুনিসত্তমাঃ ।

যঃ কশ্চিৎকোষো লোকে মিথ্যাচারোহপ্যনাশ্রমী । ১৯

পুনাতি সকলান্ লোকান্ মহত্মাঃ সুরিবোদিতঃ ॥ ২০

যে নৃশংসা হরাখ্যানঃ পাপাচাররতাতথা । তেহপি যান্তি পরং স্থানং নারায়ণপরায়ণাঃ । ২১

দৃঢ়া জনাধিনে ভক্তির্ঘৈদেবাব্যভিচারিণী । তদা কিং বর্গমুখং সৈব নির্ঝাণহৈতুকী । ২২

জাম্যতাং তজ সংসারে নরাণাং কর্মধর্মমে । হস্তাবলম্বনো হ্যেকো ভক্তিতুষ্ঠো^৩ জনাধিনঃ ॥ ২৩

ন মৃণোতি গুণান্ দিব্যান্ দেবদেবস্ত চক্রিণঃ । স নরো বধিরো জ্ঞেয়ো সর্বধর্মবহিষ্কৃতঃ । ২৪

নাস্মি সঙ্কীর্ণিতে বিকোর্মস্ত পুংসো ন জায়তে ।

শরীরং পুলোকোস্তাসি ভক্তবেৎ কৃৎপোপমম্ । ২৫

অপসৃত হয় না। যিনি এইরূপ দৃঢ়ভক্তির আধার, তিনি বেদাদি সর্বশাস্ত্রপারগ হইতে পারেন। সর্বৈশ্বর্য হরিকে যে ভজনা করে না, তাহাকে পুরুষাধম বলিয়া জানিবে। বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নে কিবা কোনরূপ যজ্ঞাদি আচরণেও যাহার অনুরাগ নাই, সেই ব্যক্তি^১ যদি হরির ভজনা করে, তাহা হইলে বেদাদি ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন ও সর্বপ্রকার বাগজনিভ ফললাভ করিতে পারে। হরিভক্তি মুনীগণ যেমন সঙ্গতি লাভ করেন, সমস্ত যজ্ঞানুষ্ঠানী, সর্ববেদান্তপারগ জমিতাও সেইরূপ সঙ্গতির অধিকারী হইবেন না। মিথ্যাচারপরায়ণ, জাম্যমী, ব্যক্তিরাত্ত যদি হরিভক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার লোক সকল পবিত্র করিতে পারে। যেমন দিবাকর উদিত হইয়া লোক প্রকাশ করেন, হরিভক্ত ব্যক্তি সেইরূপ ত্রিলোক পবিত্র করিয়া থাকেন। ১৬-২০

যাহারা নৃশংস, হরাখ্যা ও পাপকার্যে রত, নারায়ণপরায়ণ হইলে তাহারাও পরমপদ লাভ করিতে পারে। যখন জনাধিনে অচলা ভক্তি জন্মে, তখন বর্গমুখ অকিঞ্চিংকর বলিয়া বোধ হয়; সেই হরিভক্তিযারাই নির্ঝাণপদ পাইতে পারে। যাহারা ক্রিয়ামাগরত, তাহারা কর্মধর্ম সংসারে পুনঃপুনঃ ভ্রমণ করিতে থাকে। হরিভক্ত ব্যক্তি হস্তপ্রসারণ করিলেই জনাধিন সন্নিহিত হইয়া সেই ভক্তের হস্তগত স্রব্যাগ্রহণ করেন। যে মানব দেবদেব জ্ঞানধারী মারাবলের গুণানুবাদ শ্রবণ করে না, সেই নর বধির ও সর্বধর্মবহিষ্কৃত। হরিনাম সঙ্কীর্ণন করিলে যে শরীর পুলকিত হয় না, সে ব্যক্তির শরীর শববৎ জ্ঞান করিবে। যে

১। দৃঢ়ভক্তোহপি বেদাদি-সর্বশাস্ত্রার্থপারগঃ ।

২। হস্তাবলম্বনো হ্যেকো ভুক্ত, ভক্তে তুষ্ঠো ।

যস্মিন্ শ্বতে দ্বিজশ্রেষ্ঠ যুক্তিরপাচিরাভবেৎ ।
 বিক্ষৌ নিবিকটমনসাঃ কিং পুনর্বজিনক্ষয়ঃ ॥ ২৬
 যপুরুষমভিবীক্ষ্য পাশহন্তঃ, বদতি যমঃ কিল উক্ত কৰ্ণমূলে ।
 পরিহর যথুসূদনপ্রপন্নান্, প্রভুবহমন্তনুনাং ন বৈকবানাম্ ॥ ২৭
 অপি চেৎ সুহৃতাচারো ভজতে ভমনস্তভাক্* ।
 সাধুরেব স যন্তব্যঃ সমাধাবসিতো হি সঃ ॥ ২৮
 কিপ্রং ভবতি ধৰ্ম্মাখ্যা শত্রুচ্যুতিং স গচ্ছতি ।
 বিশেষজ্ঞ প্রতিজানৌহি বিজ্ঞভক্তো ন নস্ততি ॥ ২৯
 ধৰ্ম্মার্থকাঠৈঃ কিং উক্ত যুক্তিভুক্ত করে শ্রিতা ।
 সমস্তজগতাং মূলে যন্ত ভক্তিঃ হিরা হরো ॥ ৩০
 দৈবী হেবা ভগময়ী হরেমারা হরভ্যয়া । তমেব বে প্রপদ্যতে যারামেভাঃ ভবতি তে ॥ ৩১
 কিং যজ্ঞারামেনে পুংসাং সিধ্যতে হরিমেধসঃ ।
 ভক্ত্যবাসাধাতে বিজ্ঞানাত্মং উত্তোপকারকম্* ॥ ৩২
 ন দাতৈর্বিবিধৈর্দৈত্তৈর্ন পুটৈর্নানুলেপনৈঃ* ।
 তোষমেতি মত্যাগমৌ বধা ভক্ত্যা জনার্দনঃ ॥ ৩৩

পুরুষে হরিভক্তি বিদ্যমান আছে, তাঁহার অচিরকালে যুক্তিলাভ হয় । যাহারা হরিতে
 মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাহাদিগের সমস্ত পাপ ক্ষরপ্রাপ্ত হয় । ২১-২৫

যমরাজ পাশহন্ত বীর দূতদিগের কর্ণে বলিয়া থাকেন “তোমরা শীঘ্র এই যথুসূদনের
 ভক্তদিগকে পরিত্যাগ কর, আমি অস্ত্রাভ পুরুষের অধীশ্বর সত্য, কিন্তু হরিভক্তদিগের প্রতি
 আমার কোন অধিকার নাই ।” যথু হরি বলিয়াছেন, হরাচার ব্যক্তিও যদি অন্য কাহাকেও
 ভজনা না করিয়া কেবল আমারই ভক্তি কর, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে সাধু বলিয়া
 জানিবে ; সেই ব্যক্তিই সম্যক্‌প্রকারে সৰ্ব্বকর্ম সমাচরণ করিয়াছে, ইহা বুঝিবে । যিনি
 হরিভক্ত ব্যক্তি, তিনি নিত্য শান্তিসুখ লাভ করেন ; তিনি শীঘ্র ধৰ্ম্মাখ্যা হইতে পারেন ।
 হে বিজ্ঞেজ্ঞ । হরিভক্ত ব্যক্তির কদাচ বিনাশ হয় না । সমস্ত জগতের মূলীভূত হরিতে যাহার
 হির ভক্তি আছে, ধর্ম্ম অর্থ কামে তাহার কোন প্রয়োজন নাই ; যেহেতু হরিভক্তের
 করতলে যুক্তি সর্বদা বিরাজিত রহিয়াছে । ২৬-৩০

ত্রিভুগময়ী হরিমারা হরভিক্রম্যা, কেহই সেই মারার হস্ত হইতে যুক্তি পাইতে পারে
 না ; যিনি হরির শরণাগত হইয়াছেন, কেবল তিনিই উক্ত মারাকে অতিক্রম করিতে
 পারেন । যাহারা হরিভক্ত, দারা ধনাদিবারা তাহাদিগের কি কার্যাসিদ্ধ হইতে
 পারে ? (হরিভক্ত ব্যক্তির। ত্রীপুত্রকে অকিঞ্চিৎকর জান করিয়া থাকে ।) কেবল ভক্তি-

১। মামনস্তভাক্ । ২। নাত্মং উত্তোপকারকম্ । ৩। ন পুটৈর্নানুলেপনৈঃ ।

সংসারবিষকৃত্য যে কলে জন্মভোগমে । কদাচিত্বে কেশবে ভক্তি-ভক্তভৈরবী সমাগমঃ ॥৫৯

পত্রে পুষ্পে কলে ভোরে ধকলভোয় সদৈব সংসৃ ।

ভক্তাকলভো পুরুষে পুরাণে, মূর্ত্ত্যু কথং ন^১ ত্রিহতে প্রমত্তঃ ॥ ৬০

আক্ষোটিভক্তি পিতরঃ প্রমত্তাভি পিতামহাঃ ।

বৈকবো মংকুলে জাতঃ স নঃ সম্ভারমিচ্ছতি ॥ ৬১

অজ্ঞানিনঃ সুরবরং সমধিক্ষিপতো, যং পাপিনোহপি শিতপালমুখোদনাতাঃ ।

মুক্তিং গতাঃ অরণমাত্রবিমুক্তপাপঃ, কঃ সংশয়ঃ পরমভক্তিযতাং জনানাম্ ॥ ৬২

শরণং তং প্রপন্না যে ধ্যানযোগবিবক্ষিতাঃ ।

ভেদপি মৃত্যুমতিক্রম্য যান্তি ভৈকবং পদম্ ॥ ৬৩

ভবোত্তরেকেশবতাহততথা, পরিভ্রময়িত্তিররক্তকৈঃ পথৈঃ^২ ।

নিরমাতাং^৩ মাধব যে মনোহর-ভূদক্ষিণেছো মূঢ়ভক্তিবন্ধনে ॥ ৬৪

বিষ্ণুরেব পরং ব্রহ্ম ভূভেদমিহ^৪ পঠাতে । বেদসিদ্ধান্তমানেষু^৫ ভন্ন আনন্তি মোহিতাঃ ॥ ৬০

যাহাই হরির আরাধনা হইতে পারে ; তাহাতে অল্প উপকরণের প্রয়োজন কি ? অনাঙ্গিনকে ভক্তি করিলে তাঁহার বেকপ সম্ভাষ হয়, পুষ্প ও চন্দনাদি অনুলেশম দ্বারা অথবা অক্টকোন মত্ত প্রদানে সেইরূপ ভূতিলাভন হয় না । সংসাররূপ বিষকৃষ্ণের হুইটিমাত্র অমৃততুল্য ফল আছে, প্রথমটী কেশবভক্তি ; দ্বিতীয়টী হরিভক্তজনের সহিত সমাগম । পত্র, পুষ্প, কল, জল এই সমস্তই অনাগ্নাসলভা ; কেবল পত্রাদিপ্রদান দ্বারা মুক্তিলাভের আশা নাই, পরন্তু পুরাণপুরুষ হরিতে ভক্তিসংস্থাপন করিতে পারিলেই মুক্তিলাভ হইতে পারে । ৩১-৩৫

হরিভক্তি লাভে সকলেই অবশ্য যত্ন করিবে । বংশমধো কেহ হরিভক্ত হইলে শিতলোক ভাহাকে দেখিয়া বাহুতাকনপূর্বক নৃত্য করিতে থাকেন ; তাঁহারা মনে করেন, আমাদিগের ঙ্গে হরিভক্ত জন্মিয়াছে এই ব্যক্তি অবশ্য আমাদিগকে পরিভ্রাণ করিবে । বাহারা অজ্ঞান, তাহারা এই সেই সুরেশ্বরের প্রতি ঘেব করে, দয়াময় ভগবান তথাপি তাহাদিগকে মুক্ত করেন । পাপাত্মা শিতপাল ও হৃদ্যোধন প্রভৃতিও বিষ্ণুর কৃপায় মুক্তিলাভ করিয়াছে ; মুক্তরাং বাহারা জ্ঞানী ও ভক্তিভাজন, তাঁহারা যে সেই মুক্তিদাতাকে শরণ করিয়া মুক্তিলাভ করিবেন, তাহাতে সংশয় নাই । বাহারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হয়, তাহারা ধ্যানযোগরিণীন হইলেও মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া বৈকবপদ পাইতে পারে । আমার মন সংসারোত্তর শত শত কেশভোগে অপহৃত হইয়াও ইচ্ছিররূপে বারংবার পরিভ্রমণ করিতেছে, হে মাধব । আমার মনোরূপ অন্তকে মূঢ়ভক্তিরূপ বন্ধনদ্বারা আপনার চরণশব্দে বদ্ধ করিয়া রাখুন । মন বেশ চরণকমল পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্র হাইতে না পারে । একমাত্র বিষ্ণুই পরব্রহ্ম ।

১। মূর্ত্ত্যাকলভো । ২। হরৈঃ । ৩। নিরম্য মাং । ৪। ভিভেদমিহ ।

৫। ভানেষু ।

বসতি হৃদি সনাতনে চ তন্মিন্, ভবতি পুমান্ অগতোহস্ত সৌম্যরূপঃ ।

ক্ৰিতিরসম্ভতিরম্যমাশ্বনোহস্তঃ, কথয়তি চাক্রতয়েব সালপোতঃ । ৪১

ইতি ঐগরুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে ভগবন্তুক্তিকথনং নামৈকত্রিংশদধিক-
বিশততমোহধ্যায়ঃ । ২৩১ ।

ত্রিংশদধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ

সূক্ত উবাচ

মুক্তিহেতুমনাস্ত-মজসব্যসমকরম্ ।

যো নমেৎ সর্বলোকস্ত নমস্তো জায়তে নরঃ । ১

বিষ্ণুমানসমধৈতৎ বিজ্ঞানং সর্বগং শ্রুতম্ ।

প্রণয়ামি সদা ভক্ত্যা চেতসা হৃদয়ালয়ম্ । ২

যোহন্ততিষ্ঠন্নশেষস্য পশুতীশঃ শুভাশ্রয়ম্ ।

ভং সর্বসাক্ষিণং বিষ্ণুং নমস্তু পরমেশ্বরম্ । ৩

বেদসিদ্ধান্ত প্রমাণে সেই বিষ্ণুর ত্রিধাতুভেদ পঠিত হয়, যাঁহারা ভেদজ্ঞানী, তাঁহারা কিম্বই জ্ঞানে না, তাঁহাবিগকে মোহিত বলিয়া জানিবে । সেই সনাতন পরব্রহ্ম হরি যাঁহার হৃদয়ে বাস করেন, সেই বানব অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন, সকলেরই হিতকারী, প্রিয়বর্ধন হয় । শালবৃক্ষের পোত (কোড়) দেখিলেই তদ্রূপ ভূমির কিরূপ রস আছে তাহা জানা যায় ।

৩৬-৪১

ঐগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে ভগবন্তুক্তিকথন নামক একত্রিংশদধিক-

বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৩১ ।

ত্রিংশদধিকবিশততম অধ্যায়

সূক্ত বলিলেন,—যিনি মুক্তির কারণ, যাঁহার আদি অন্ত নাই, যিনি অজ, সেই অবার জ্ঞকর হরিকে যে ব্যক্তি নমস্কার করে, সে সর্বলোকের নমস্ত হইতে পারে । অদ্বিতীয়, অনন্দবরূপ, বিজ্ঞানময়, সর্বগ অগৎকর্তা দারাদ্রণকে শুদ্ধিপূর্বক মনে মনে নমস্কার করি ।

শক্তৌ নাপি নমস্কারঃ প্রযুক্তচক্রপাণয়ে । সংসারতৃণবর্গাণামুদ্বেজনকরো হি সঃ ॥ ৪

কৃক্ষে ক্ষুরজলধরোদরচাক্রকৃক্ষে, লোকাধিকারপুরুষে পরমপ্রমেষে ।

একোহপি চাক্রগুণমাত্রকৃতপ্রণামঃ^১, সন্ধ্যাঃ স্বপাকমপি সাধয়িতুং সমর্থঃ^২ ॥ ৫

প্রণম্য দত্তবস্ত্রমৌ নমস্কারেণ যোহর্চয়েৎ ।

স বাৎ গতিমবাগ্নোতি ন ভাৎ কৃতশঠৈরপি ॥ ৬

দুর্গসংসারকান্তারাকুপারানভিধাবতাম্^৩ ।

একঃ কৃক্ষে নমস্কারো যুক্ত্যা ভাংস্তারয়িতুম্ভি ॥ ৭

আসীনো বা শয়ানো বা তিষ্ঠন্ বা যত্র তত্র বা ।

নমো নারায়ণায়ৈতি মন্ত্রৈকশরণো ভবেৎ ॥ ৮

নারায়ণেতি শকোহস্তি বাগ্ভক্তি বশবর্ত্তিনী ।

তথাপি নরকে মূঢ়াঃ পতন্তীতি কিমভুতম্ ॥ ৯

চতুর্দ্বারে বা যদি কোটিবক্তো, ভবেন্নরঃ কোহপি বিত্তদ্বচেতাঃ ।

স বৈ গুণানামমূর্ত্তৈকদেশং, বদেন্ন বা দেববরস্ত বিখ্যোঃ ॥ ১০

তিনি হৃদয়ে বাস করিতেছেন । যে ঈশ্বর অশেষ জীবের হৃদয়ে অবস্থানপূর্বক তত্তাত্ত্বিক দর্শন করেন, সেই পরমেশ্বর সর্বসাক্ষী হরিকে নমস্কার করি । শক্তিসত্ত্বেও যে ব্যক্তি চক্রপাণিকে নমস্কার করে না, সে সংসারমধ্যে তৃণাদিরও উদ্বেগকারণ (সেই পাশাপাশি অগ্নিতে অনিষ্টসাধনই করিতে থাকে) । নবজলধরোদরবৎ সুদৃষ্টি নীলকলেবর সর্বলোকের অধীশ্বর পরমপুরুষ অগ্রমের কৃক্ষে যে ব্যক্তি দৃঢ়ভক্তিসহকারে একবার মাত্র প্রণাম করিয়াছে, সে স্বপচাপি পাণিষ্ঠবর্গকেও পরিজ্ঞান করিতে পারে । ১-৫

যিনি ভূমিতে দত্তবৎ পতিত হইয়া প্রমাণপূর্বক নারায়ণের অর্চনা করেন, তিনি যেমন উত্তম গতিলাভ করেন, শত শত যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেও তাদৃশী সদ্গতিলাভ হইতে পারে না । যাহারা কুপোদ্ভাটাদিযুক্ত সংসাররূপ দুর্গমারণ্যে ধাবমান হইলেন, তাহারাও যদি একমাত্র কৃক্ষে প্রণাম করেন, তাহা হইলে সংসার হইতে পরিজ্ঞান পাইয়া থাকেন । উপবেশন কিংবা শয়ন করিয়া থাকুক, অথবা যে কোন অবস্থায় থাকুক, সকল সময়েই “ও নমো নারায়ণায়” এই মন্ত্রের শরণাপন্ন হইবে । ‘নারায়ণ’ এই শব্দও আছে, আপন যশীভূত বাক্যও (শকোচ্চারণশক্তি) বিদ্যমান আছে, তথাপি মূঢ়লোকেরা নরকে পতিত হয়, ইহা অতি অভূত ব্যাপার । একবারমাত্র “নারায়ণ” এই শব্দ উচ্চারণ করিলে আর সেই ব্যক্তির নরক দর্শন হইতে পারে না । কোন শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি চতুরাসন অথবা কোটিবদন হইলেও সেই অনন্তগুণের আধাররূপ দেববর নারায়ণের তৃণানুবাদ করিতে সমর্থ হয় না । ৬-১০

১ । ভাবগুণমাত্রকৃতপ্রণামঃ । ২ । প্রশস্তঃ । ৩ । -কান্তারাকুপারামেহপি ধাবতাম্ ।

ব্যাসান্যাস্তান্নঃ সৰ্বকোত্তমো মধুসূদনম্ ।
 সত্যিকল্পান্নিবৰ্ত্ততে ন গোবিন্দকৃৎকরাৎ ॥ ১১
 অবশেনাপি যস্যাপি কীর্তিতে সৰ্বপাতকৈঃ ।
 পুমান্ বিমুচ্যতে সত্যঃ সিংহহস্তৈশ্চাপো যথা ।
 বহুঃ পরিকরন্তেন যোক্ষায় গমনং প্রতি ॥ ১২
 যথেষ্টপি নাম স্পৃশতোহপি পুংসঃ, করং করোত্যক্ষরপাপরাশিম্ ।
 প্রত্যক্ষতঃ কিং পুনরত্র পুংসা, প্রকীর্তিতে নাস্তি জনার্কিনম্ ॥ ১৩
 নমঃ কৃষ্ণাচ্যুতানন্ত-বাসুদেবে হৃদীশ্বরিতম্ ।
 যৈৰ্তাবতাবিতৈর্বিপ্র ন তে যমপুরং যমুঃ ॥ ১৪
 করো ভবেদ্বথা বহুস্তমসো ভাক্করোদরে ।
 তথৈব কল্পমৌষম্ নামসঙ্কীৰ্ত্তনাতরেঃ ॥ ১৫
 ক নাকপৃষ্ঠগমনং পুনরাহুতি ন করম্ ॥ ১৬
 গচ্ছতাং দূরমধ্বানং কৃষ্ণমুজ্জিতচেতসাম্ ।
 পাথেরং পুণ্ডরীকাক্ষনামসঙ্কীৰ্ত্তনং হরেঃ ॥ ১৭

ব্যাসাদি মুনিগণ মধুসূদনের স্তব (গুণবর্ণনা) করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সকলেই স্তব
 করিতে করিতে বুদ্ধি ক্ষয় হইলেই নিবৃত্ত হইয়াছেন, কেহই তাহার গুণ বর্ণন করিয়া শেষ
 করিতে পারেন নাই । কোন অবশ ব্যক্তি নারায়ণের নাম করিলে, সেই পুরুষ ভৎকণাৎ
 সৰ্ববিধ পাতক হইতে মুক্ত হইতে পারে । সিংহের হস্ত হইতে যেমন যুগ পরিচাপ পায়,
 সেইরূপ হরিণাম কীর্তনে পানী পাণের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকে; আর
 সেই পানী যোক্ষমায়ে গমনের নিমিত্ত বহুপরিকর হয় । যথাবহাতেও যদি কোন পুরুষ
 নারায়ণের নাম স্মরণ করে, তাহা হইলে সেই পুরুষের পাপরাশি ক্ষয় পায়; আর যে
 ব্যক্তি জাগ্রদবস্থায় জনার্কিনের নাম কীর্তন করে, তাহার সিদ্ধি না হয় এমন কার্য্যই নাই ।
 (হরিণাম শ্রবণে সৰ্বকর্য্যাই সিদ্ধ হয় ।) বাহারা ভক্তি-পূর্ব্বক “হে কৃষ্ণ । হে অচ্যুত ।
 হে অনন্ত । হে বাসুদেব । তোমাকে সমস্তার করি” এইরূপে ভগবানের নাম কীর্তন
 করে, তাহাদিগকে কখনও যমপুর দর্শন করিতে হয় না । অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে অথবা
 সূর্য্যের উদয় হইলে যেমন অন্ধকার নাশ পায়, সেইরূপ হরিণাম সংকীর্তন করিলে
 পাপরাশি বিনষ্ট হয় । ১১-১৭

স্বর্ণপুরে গমন করিলেও কোন ফল নাই, কারণ স্বর্ণগামীও পতন হইয়া থাকে; কিন্তু
 বাহারা নারায়ণে চিত্তসমর্পণ করিয়াছে, তাহাদিগের আর পুনরাবৃতি হয় না; তাহারা
 সংসার অতিক্রম করিয়া অনেক দূরে অবস্থান করিতে থাকে । হরির যে “পুণ্ডরীকাক্ষ”
 এই নাম আছে, তাহাই সংসারাতিক্রমণের পাথেররূপ । সংসাররূপ সর্প বাহাকে ধংশন

সংসারসর্পসন্দষ্ট-বিষচেষ্টৈকভেষজম্ ।

কৃফেতি বৈষ্ণবং শান্তং^১ জগৎ, মৃত্যৌ ভবেন্নরঃ । ১৮

যাংন কৃতে জপন্নৈস্ত্রেতায়াং যাপরেহর্চরন্ ।

যদাপ্নোতি ভদাপ্নোতি কলৌ সংশ্রুত্য কেশবম্ । ১৯

জিহ্বাগ্রে বর্ষতে যন্ত হরিরিত্যকরষম্ ।

সংসারসাপরং তীৰ্ণং স পশ্যেৎবৈষ্ণবং পদম্ । ২০

বিজ্ঞাতদুষ্কৃতিসহস্রসমাবৃত্তোহপি, ত্রৈলোক্যপুরুষঃ পরমঃ পরিশুদ্ধিমনীশমানঃ ।

যদ্যন্তরে ন হি পুনশ্চ ভবং স পশ্যেৎ-স্মারায়ণমুত্তমকথাপরমো মনুষ্যঃ । ২১

ইতি শ্রীগুরুভ্যে মহাপুত্রাণে পূর্বখণ্ডে নারায়ণনমস্কারো নাম

ষাট্রিশদধিকখিলতত্তমোহধ্যায়ঃ । ২৩২ ।

করিয়াছে, তাহার বিষপ্রতিকার বিষয়ে একমাত্র হরিনামই মহৌষধ । “কৃক” এই নাম সর্বশান্তিপ্রদ, এই নাম জপ করিলে মনুষ্য মুক্ত হইতে পারে । হরিকে সত্যরূপে ধ্যান দ্বারা, ত্রেতাযুগে নামজপ দ্বারা, যাপরযুগে অর্চনা দ্বারা এবং কলিযুগে কেবল নাম শ্রবণ দ্বারা আরাধনা করিবে । তাহা হইলেই নরপণ মুক্তিলাভ করিতে পারে । যিনি “হরি” এই দুইটি বর্ণ জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ করেন, তিনি সংসার সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিষ্ণুপুরে গমন করিয়া থাকেন । কোন ব্যক্তি যদি আপনাকে সহস্র সহস্র দুষ্কৃতিসম্মিত জানিয়াও অন্তরে বাহিরে জাগ্রৎরূপে সর্বকালে হরিকথাপঠায়ণ করেন, তাহা হইলে তিনি পুনরায় সংসার দর্শন করেন না । ১৮-২১

শ্রীগুরুপুত্রাণে পূর্বখণ্ডে নারায়ণ-নমস্কার নামক ষাট্রিশদধিক

খিলতত্তম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৩২ ।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

অসারভূতে সংসারে সারমেকং বিনির্দ্দেশেৎ ।
 অসারশেষলোকস্য^১ সারমারামনং হরেঃ । ১
 দদ্যাৎ পুরুষসূক্তেন যঃ পুষ্পাণ্যপ এব বা ।
 অর্চিতং শ্রীজগদিদং তেন সর্বং চরাচরম্ । ২
 মাতৃবৎ পরিরক্ষতং সৃষ্টিসংহারকারকম্ ।
 যো ন পূজয়তে বিষ্ণুং তং বিদ্যাৎ ব্রহ্মঘাতকম্ । ৩
 যতঃ প্রবৃতির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ভূতম্ ।
 তং যো ন ধ্যায়তে বিষ্ণুং স বিষ্ঠার্নাং ক্রিমির্ভবেৎ । ৪
 নরকে পচ্যমানস্ত যথেন পরিভাষিতঃ ।
 কিত্বয়া নাচিঁতো দেবঃ কেশবঃ কেশিনাশনঃ^২ । ৫
 উদকেনাপাতাবেন দ্রব্যাপামর্চিতঃ প্রভুঃ ।
 যো দদাতি স্বকং লোকং স ত্বয়া কিং ন চার্চিতঃ । ৬
 ন তং করোতি বা^৩ মাতা ন পিতা নাপি বাহুবঃ ।
 যং করোতি হৃষীকেশঃ সত্ত্বকৈঃ শ্রদ্ধয়াহিতঃ^৪ । ৭

সূত বলিলেন,—অসার সংসারে একটী মাত্র সার আছে, সারহীন অশেষ লোকের অধীশ্বর হরির আরাধনাই এই অগতে সার কার্য্য। পুরুষসূক্তমন্ত্রে নারায়ণকে যিনি পুষ্প অথবা জল প্রদান করেন তিনি স্বয়ং নারায়ণ হইয়া থাকেন। যিনি নারায়ণের অর্চনা করেন, তিনি সচরাচর অগতের অর্চনাজনিত ফল লাভ করেন। যে মানব বিষ্ণুর অর্চনা করে না, তাহাকে ব্রহ্মঘাতক বলিয়া জানিবে। যে নারায়ণ হইতে অনন্ত জীবের জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত আছেন, যে পাপাত্মা সেই হরির ধ্যান করে না, সে বিষ্ঠাতে ক্রিমিরূপে অগ্নিশ্রবণ করে। যখন পাপিষ্ঠসকল নরকে পচ্যমান হয়, যম তখন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, “তুমি কি সর্বক্লেশনাশন কেশবের অর্চনা কর নাই? অর্চনোপযোগী দ্রব্যের অভাব হইলে কেবল জলদ্বারা অর্চনা করিলেও যিনি পূজকে স্বীয় লোক প্রদান করেন, তুমি কি সেই সর্বক্লেশনাশন দেবকে অর্চনা কর নাই?” ১-৬

হৃষীকেশ সত্ত্বকৈ হইলে শ্রদ্ধাসমবৃত্ত হইয়া ভক্তের যেকোন উপকার করিয়া থাকেন, মাতা, পিতা কিবা যজ্ঞ বাহুব কেহই তাদৃশ কার্য্য করিতে পারে না। অনুষ্ঠ বর্ণাশ্রমচার-পরায়ণ

১। অশেষলোকনাশক। ২। ক্লেশনাশনঃ। ৩। মা। ৪। শ্রদ্ধয়াহিতঃ।

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ শ্রুমান্ ।
 বিষ্ণুরাধ্যাতে পত্না নাভস্তোমকারকঃ ॥ ৮
 ন দানৈবিবৈধৈর্দৈবৈর্ন পুষ্পৈর্নানুলেপনৈঃ ।
 তোষমেতি মহাত্মানো যথা ভক্ত্যা জনাৰ্দ্দিনঃ ॥ ৯
 সম্পদৈশ্চর্য্যমাহাটোয়াঃ সন্তত্যা ন ন কৰ্ম্মণা ।
 বিমুক্তৈশ্চকতা লভ্যা মূলমারাধনং হরেঃ ॥ ১০
 প্রণামৈস্তত্বতে বিষ্ণুরেতর্থে পরমং ধনম্ ।
 অথবা বা বিশেষেণ কন্তমর্চিভুমর্হতি ॥ ১১

ইতি শ্রীগুরুডে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে পূজাস্তুতিকথনং নাম অন্নত্ৰিংশদধিক-
 দ্বিশততমোহ্যায়ঃ । ২০২ ।

হইয়া পুরুষোত্তম বিষ্ণুকে আরাধনা করিলে নারায়ণের যে রূপ সন্তোষ হয়, অন্য কোন উপায়ে তাদৃশ সন্তোষ জন্মে না। কেবল ভক্তিধারা মহাত্মা জনাৰ্দ্দিনের যে রূপ সন্তোষ সাধিত হইতে পারে, পুষ্প, মৃগন্ধি অনুলোপন বা অস্ত্রাদি দ্রব্য দান দ্বারা বিষ্ণুর তাদৃশ সন্তোষ হয় না। ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, মাহাত্ম্য, সন্ততি ও কৰ্ম্মদ্বারা বিষ্ণুর একতা লাভ হয় না; কেবল বিমুক্ত ব্যক্তিরাই হরির সহিত একতা লাভ করিতে পারে। ইহা দ্বারা জানা যায় যে, হরির আরাধনাই ইহার মূল, যেহেতু প্রণাম দ্বারা বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইলেন; বিষ্ণুকে প্রণাম করা কার্য্যটি একটি পরম ধন; যদি তাহা না হইবে, তবে অস্ত্রাদি সেবতা অপেক্ষা সকল লোকই হরিকে বিশেষরূপে অর্চনা করিত না। ৭-১১

শ্রীগুরুডপুরাণে পূর্বখণ্ডে পূজাস্তুতিকথনং নামক অন্নত্ৰিংশদধিক
 দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২০৩ ।

চতুস্ত্রিংশদধিকদিশততমোহধ্যায়ঃ

সূক্ত উবাচ

আলোক্য সৰ্বশাস্ত্রানি বিচার্য চ পুনঃ পুনঃ ।

ইদমেকং সুনিষ্কলং যোয়ো নারায়ণঃ সত্বা ১

কিং তন্ত দানৈঃ কিং তীৰ্থৈঃ, কিং তপোভিঃ কিমধ্বনৈঃ ।

যো নিত্যং ধ্যায়তে দেবং, নারায়ণমনন্তরীঃ ২

অতিশীর্ষসংস্রাণি অতিশীর্ষশতানি চ । নারায়ণপ্রণামস্ত কলাং নার্কতি যোড়শীম্ ৩

প্রায়শ্চিত্তান্ত্রশেষানি তপঃকৰ্মাদিকানি বৈ* । যানি তেষামশেষাণাং কৃকানুশ্রবণং পরম্ ৪

কৃত্তে পাপেহনুতাপস্ত* যস্ত পুংসঃ প্রজায়তে ।

প্রায়শ্চিত্তস্ত তদৈকং হরেঃ সংশ্রবণং পরম্ ৫

মুহূৰ্ত্তমপি যো ধ্যায়েন্নারায়ণমতচ্ছিত্তঃ । সোহপি তদনুভিযাপ্তোতি* কিং পুনস্তৎপরায়ণঃ ৬

জাগ্রৎস্বপ্নসুশুপ্তেযু যোগস্থস্ত চ যোগিনঃ ।

যা কাচিৎকালমো বৃত্তিঃ সা ভবত্যচ্যুতাত্মনা ৭

সূক্ত বলিলেন,—আমি সৰ্বশাস্ত্র বিলোকনপূৰ্বক পুনঃপুনঃ বিচার করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে আমার এই দৃঢ় জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়াছে যে, কেবল নারায়ণকেই সৰ্বদা ধ্যান করিবে । যে ব্যক্তি নিত্য অনন্তচিত্তে নারায়ণকে ধ্যান করে, তাহার দান, তীৰ্থপর্যটন, তপস্তা ও যজ্ঞাদি কোন ফল নাই । হরিধ্যানপরায়ণ ব্যক্তির দানাদিজনিত ফলকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকে । ভূমণ্ডলে অতিসংখ্যক ও অতিশীঘ্র ভীৰ্ঘ বিদ্যমান আছে । তীৰ্থসকল সেই হরিপ্রণামের যোড়শাংশ ফলপ্রদান করিতে পারে না ; অর্থাৎ ভক্তিপূৰ্বক একবারমাত্র নারায়ণকে প্রণাম করিলে বেক্রম পুণ্যসঞ্চয় হয়, তীৰ্থভ্রমণে তাহার যোড়শাংশ পুণ্যান্ত হয় না । প্রায়শ্চিত্ত ও অন্তর্য প্রকার তপস্তা বিদ্যমান আছে ; কিন্তু সৰ্ববিধ তপস্তার মধ্যে কৃকানুশ্রবণই পরম তপস্তা বলিয়া পরিগণিত । যাহারা নিরন্তর পাপকার্য্যে নিরন্তর আছে, কিংবা যাহাদিগের পাপাচরণে সমধিক অনুরাগ আছে, একমাত্র হরিনামশ্রবণই তাহাদিগের উত্তম প্রায়শ্চিত্ত । ১-৫

অবহিতচিত্তে মুহূৰ্ত্তকালমাত্র নারায়ণের ধ্যান করিলে স্বৰ্গলোকে গমন করিতে পারে ; পরন্তু যাহারা নারায়ণ-পরায়ণ, তাহাদিগের সৌভাগ্য অবর্ণনীয় । যাহারা সৰ্বদা যোগে ব্রত থাকে, তাহাদিগের জাগ্রৎ স্বপ্ন সুশুপ্তি সৰ্বকালে নারায়ণকে আশ্রয় করিটাই মনোবৃত্তিসকল উপহিত হইয়া থাকে । উথান, পড়ন, প্রলপন, প্রবেশ, ভোজন, আগরণ

১। তপঃকৰ্ম্মানি যানি বৈ । ২। অনুরক্তিস্ত । ৩। স্বৰ্গভিঃ ।

উত্তিষ্ঠন্ নিপতন্ বিষ্ণুং প্রলপন্ বিবিশংস্তথা ।

ভুঞ্জনং স্বপংক্ জাগ্রচ্চ গোবিন্দং মাধবং স্মরেৎ ॥ ৮

যে যে কর্ণশাভিবভতঃ কুর্য্যচ্চিত্তং জনার্দনে ।

এবা শাস্ত্রানুসারোক্তিঃ কিমত্বের্বহভাবিতৈঃ ॥ ৯

ধ্যানমেব পরো ধর্মো ধ্যানমেব পরং তপঃ ।

ধ্যানমেব পরং শৌচং তস্মাচ্ছানপরো ভবেৎ ॥ ১০

নাশ্চি বিক্ষোঃ পরং ধ্যেয়ং ভূপো নানলনাং পরম্ ।

তস্মাৎ প্রধানমজ্যোক্তং বাসুদেবস্য চিত্তনম্ ॥ ১১

যক্ষুর্লভং পদং প্রার্থ্যং মনসো যন্ন গোচরম্ । তদপ্যপ্রার্থিতং ধ্যাতো দদাতি যধুসূদনঃ ॥ ১২

প্রমাদাৎ কুর্য্যতাং পুংসাং প্রচ্যবেতাশ্বরেবু যৎ ।

স্মরণাদেব উদ্ভিক্ষোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি ঋতিঃ ॥ ১৩

ধ্যানেন সঙ্গুণং নাশ্চি শোধনং পাপকন্ম'ণাম্ ।

আগামিদেহহেতুনাং দাহকো যোগপারকঃ ॥ ১৪

বিনিম্পন্নসমাদিত্ত যুক্তিমত্বেব জন্মনি । প্রাপ্নোতি যোগী যোগাগ্নিদহকর্ম্মা চ যোহচিরাত্ ॥ ১৫

যথাগ্নিকৃতভূমিঃ কক্ষং দহতি সানিলঃ ।

তথা চিত্তস্থিতো বিষ্ণুর্যোগিনাং সর্বকিস্বিয়ম্ ॥ ১৬

যে কোন অবস্থার যতকুলপতি স্রীপতি গোবিন্দকে স্মরণ করিবে । মানবগণ যত কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াও জনার্দনে চিত্তসমর্পণ করিবে, ইহাই শাস্ত্রবাক্য । কেবল গোবিন্দনাম কীর্ত্তনেই সঙ্গুতি লাভ হইয়া থাকে, অজ্ঞাত বহুভাবণে কোনও ইচ্ছালাভ হয় না । নারায়ণের ধ্যানই পরমধর্ম্ম ; এই ধ্যানই পরম তপস্যা, ইহাই মনুষ্যের শৌচসম্পাদন করে ; অতএব সর্বদা নারায়ণের ধ্যানপরায়ণ হইবে । ৬-১০

বিষ্ণু অপেক্ষা পরম ধ্যেয় আর কিছুই নাই ; অনশন হইতেও পরম তপস্যা আর নাই ; অতএব বাসুদেবের চিত্তাই প্রধান কার্য্য বলিয়া জানিবে । যাহা অতি দুর্লভ, অপ্রাপ্য ও মনের অগোচর, যধুসূদনের ধ্যান করিলে তিনি ভক্তকে সেই সেই অপ্রার্থিত প্রদান করেন । অজ্ঞাদি কন্ম' সাধন করিতে করিতে প্রমাদবশতঃ যদি সেই যজ্ঞ পরিভ্রষ্ট হয়, তবে বিষ্ণুর নাম স্মরণ করিলে সেই যজ্ঞ সম্পূর্ণ ফলপ্রদ হইয়া থাকে । ইহা ঋতিতে কথিত আছে । নারায়ণের ধ্যান করিলে যেকণ পাপকন্মের শাস্তি হয়, এরূপ পাপলোধন কন্ম' আর নাই । এই ধ্যান-যোগাগ্নি আগামী বেহ (পুনর্জন্ম) দাহ করিয়া থাকে । বিনি নারায়ণের ধ্যান করিতে করিতে সমাধিসম্পন্ন হইয়াছেন, তিনি ইহজন্মেই যোগাগ্নিযারা কন্ম' দহ করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারেন । উক্ততথিখ অগ্নি বায়ুসহযোগে যেমন তৃণকাষ্ঠাদি দহ করিয়া থাকে, সেইরূপ যোগিগণের হৃদয়স্থ বিষ্ণু সর্বপ্রকার পাপ দহ করেন । ১১-১৬

যথাগ্নিসংযোগাৎ কনকমমলং সম্প্রজায়তে । সংশ্লিষ্টে^১ বাসুদেবেন মনুষ্যানাং তথা মনঃ^২ । ১৭

গঙ্গাস্নানসহস্রেষু পুঙ্করস্নানকোটিষু । যৎ পাপং বিনশ্যৎ যাতি শ্মৃতে নশ্যতি ভক্তরো । ১৮

প্রাণায়ামসহস্রৈস্তু যৎ পাপং নশ্যতি ধ্রুবম্ ।

ক্ষণমাত্রেন তৎ পাপং হরেধ্যানাত্ প্রশস্যতি । ১৯

একশ্লিষ্টপাতিক্রান্তে মুহূর্ত্তে ধ্যানবজ্জিতে । দম্বাভির্মথিতেনেব যুক্তমাক্রান্তিত্বং ভূশম্ । ২০

কলিপ্রভাবো দুষ্টোক্তিঃ পামশূন্যাত্ ভথোক্তরঃ ।

ন ক্রামেন্মানসং তস্য যস্য চেতসি কেশবঃ । ২১

স্যা তিথিভ্বেদহোরাত্রং স যোগঃ স চ চন্দ্রমাঃ ।

লগ্নং তদেব বিখ্যাতং যত্র প্রস্মর্যতে হরিঃ । ২২

স্যা হানিস্তদ্ব্যহিষ্ণুং স্যা চার্ঘ্যভক্ষমুক্তা । যদ্বহুর্ভুজং ক্ষণং বাপি বাসুদেবো ন চিন্ত্যতে । ২৩

কলৌ কৃতযুগস্তস্য কলিতস্য কৃতে যুগে । হৃদয়ে যস্য গোবিন্দো যস্য চেতসি নাচ্যুতঃ । ২৪

যদ্যত্রভক্তত্বা পৃষ্ঠে গচ্ছতস্তিষ্ঠতোহপি বা ।

গোবিন্দে নিরন্তরং চেতঃ কৃতকৃত্যঃ সদৈব সঃ । ২৫

বাসুদেবে মনো যস্য অপহোমার্কনাদিষু । ভক্তান্তরাঙ্কো বিপ্রেক্ষ দেবেস্তদাদিকং কলম্ । ২৬

সুবর্ণ যেমন অগ্নিসংযোগে নিষ্ফল হইয়া থাকে, সেইরূপ বাসুদেব মনুষ্যের পাপসমস্ত দহ করিয়া থাকেন। সহস্রবার গঙ্গাস্নান কিবা কোটিবার পুঙ্করতীরে স্নান করিলে যে সকল পাপ বিনষ্ট হয়, নারায়ণকে একবারমাত্র স্মরণ করিলে মনুষ্যের সেই সকল পাপ লয় পাইয়া থাকে। মনুষ্যের সহস্র প্রাণায়ামদ্বারা যে পাপ বিনাশ পায়, ক্ষণমাত্র হরির ধ্যান করিলে সেই পাপ নষ্ট হইতে পারে। যাহার এমন প্রভাব, যদি সেই হরির ধ্যান বাতীত একমুহূর্ত্তও অতিক্রান্ত হয় তৎক্ষণ দম্বা কর্তৃক হৃদসর্বস্ব ব্যাধের দ্বার বোদন করা কর্তব্য; কারণ যে সময়টী গিয়াছে, তাহা ত আর কিরিয়া পাওয়া যাইবে না। ১৭-২০

যাহার চিন্তে কেশব বিদ্যমান আছেন, কলিপ্রভাব ও পামশূন্যদিগের দুষ্টোক্তি তাহার চিত্ত আক্রমণ করিতে পারে না। যে সময়ে হরিকে স্মরণ করা যায়, সেই তিথি, সেই অহোরাত্র, সেই যোগ, সেই চন্দ্র ও সেই লগ্ন সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হয়। যে ক্ষণে বা মুহূর্ত্তে হরির চিন্তা হয় না, তাহা নিষ্ফল; সেই সময়কে মহাহানিকর জানিবে; মনুষ্যকে সেই সময়ে জড়তা ও মুকতা আশ্রয় করে। যাহার হৃদয়ে গোবিন্দ বিদ্যমান আছেন, তাহার পক্ষে কলিযুগও সত্যযুগের দ্বার; যে ব্যক্তি চিন্তে অচ্যুতকে স্মরণ করে না, তাহার পক্ষে সত্যযুগও কলিযুগতুল্য। যিনি অগ্রে ও পশ্চাত্তানে হরিকে ধ্যান করেন, গমনকালে ও অবস্থানকালে যাহার চিন্তে গোবিন্দ নিরন্তর বাস করেন, সেই ব্যক্তি কৃতকৃত্য হইয়াছেন।

২১-২৫

১। সংশ্লিষ্টো। ২। সদা মনঃ।

অসন্তোষাচ্চ গার্হস্থ্যং স তপ্তাচ্চ মহৎ তপঃ । হিনস্তি বৈষ্ণবীঃ^১ যাসাং কেশবাশ্রিতমানসঃ ॥২৭
 ক্রমাৎ কুর্কন্তি ক্রুদ্ধেযু দয়াং মূর্খেযু মানবঃ । মূঢ়ক ধর্ম্মশীলেযু গোবিন্দে হৃদয়স্থিতে ॥ ২৮
 ধ্যায়ৈশ্বারায়ণং দেবং স্নানদানাদিকর্ম্মণু । প্রায়শ্চিত্তেযু সর্ব্বেষু চক্রেভ্যু বিশেষতঃ ॥ ২৯
 লাভস্তেষাং ক্ষয়স্তেষাং কুতস্তেষাং পরাভবঃ । যেষামিন্দীবরশ্যামো হৃদয়স্থো জনার্দিনঃ ॥ ৩০
 কীটপক্ষিগণানাকং হরৌ সমাস্তচেতসাম্ । উর্দ্ধামেব গতিং যন্তে^২ কিং পুনর্জানিনাং নৃণাম্ ॥৩১
 বাসুদেবতরুচ্ছারী নাতিশীতো ন ধর্ম্মণা^৩ । নরকদ্বারগমনো সা কিমর্থং ন সেব্যতে ॥ ৩২
 ন চ দুর্কাসনঃ শাপো বজ্রকাপি শচীপতেঃ । হন্তং সমর্থো বিপেক্ষ হৃৎকৃতে মধুসূদনে ॥ ৩৩
 বদন্তিষ্ঠতোহিগদা হেচ্ছরা কর্ণ কুর্কতঃ । নাপযাতি যদা চিত্তা সিদ্ধাং যন্তেত ধারণাম্ ॥ ৩৪
 ধ্যায়ঃ সদা সবিত্তমণ্ডলমধ্যবর্তী, নারায়ণঃ সন্নিসিদ্ধাসনসন্নিবিষ্টঃ ।
 কেয়ুরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী-ধারী হিরণ্যবপুর্ধ্বতলশ্রবণৈঃ ॥ ৩৫
 কিমত্র বহুনোক্তেন শূন্যাকমধুনা হরিম্ । স্মরতাংহিনিগং বিষ্ণুমশেষহরিতাপহম্ ॥ ৩৬

জপ, হোম ও অর্চনা প্রভৃতিতে যাহার চিত্ত বাসুদেবে স্থিত আছে, ইচ্ছাদি লাভ তাঁহার অন্তরায়রূপ অর্থাৎ যিনি সর্ব্বদা বিষ্ণুকে চিন্তা করেন, তিনি ইচ্ছাদি পদ পাইলেও তাহাতে সন্তুষ্ট হন না; পরন্তু সেই ইচ্ছাদিকে বিষ্ণুচিন্তনের বিষয় বলিয়া মনে করেন। যিনি কেশবে চিত্তসমর্পণ করিয়াছেন, তিনি গার্হস্থ্য কর্ম্ম পরিত্যাগ না করিয়াও মহাতপত্যা সমা-
 চরণপূর্ব্বক পৌরুষী মায়ী ছেদ করিতে পারেন। যাহাদিগের হৃদয়ে গোবিন্দ অবস্থান করেন, তাঁহারা ক্রুদ্ধ ব্যক্তির প্রতি ক্রমা, মূর্খের প্রতি দয়া ও ধর্ম্মশীলের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। স্নান, দান, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি সংকর্মে কিংবা চৌর্যাদি দৃষ্টিয়াতে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র নারায়ণদেবকে চিন্তা করিবে। যাহার হৃদয়ে নীলোৎপল স্তামকলেবর জনার্দিন অবস্থান করেন, সর্ব্বদা তাহার লাভ ও ক্ষয় হইরা থাকে, কখনও পরাভব হয় না। ২৬-৩০

পক্ষিকীটাদি জীবগণ যদি হরিতে চিত্তসমর্পণ করে, তবে তাহাদিগেরও সন্মতি লাভ হয়; পরন্তু যে সকল মনুষ্য জ্ঞানপূরঃসর বিষ্ণুতে চিত্তসমর্পণ করে, তাহাদিগের যে কিরূপ সঙ্গতিলাভ হয়, তাহা বর্ণনাভীত। বাসুদেবরূপ তরুচ্ছারী অতি শীতল বা উষ্ণ নহে; ঐ ছায়া আশ্রয় করিলে নরকদ্বারে গমন করিতে হয় না; অতএব সর্ব্বদা উক্ত ছায়া সেবন করা কর্তব্য। মধুসূদন হৃদয়ে অবস্থিত থাকিলে মহামুনি দুর্কাসার শাপ কিংবা শচীপতি ইন্দ্রের বজ্র কিছুই তাহাকে বিনাশ করিতে পারে না। কখন, অবস্থান বা ইচ্ছাপূর্ব্বক অগ্ন্যাদি স্পর্শাচরণকালে যাহার হৃদয় হইতে বিষ্ণুচিন্তা অপসৃত হয় না, তাহার প্রকৃত ধারণা হইরাছে, সুস্থিতে হইবে। সর্ব্বদা পদ্মাসনে সন্নিবিষ্ট সবিত্তমণ্ডলমধ্যবর্তী, কেয়ুর-কনককুণ্ডলধারী, কিরীট ও হারভূষণে বিভূষিত, স্বর্ণময়শরীর, শঙ্খচক্রধর নারায়ণকে ধ্যান করিবে। ৩১-৩৬

হে মুনিগণ। আপনাদিগের নিকট অধিক আর কি বলিব। হরিকে অহর্মিণ স্মরণ

১। পৌরুষীং । ২। উর্দ্ধা এব গতিশ্চাপ্তি । ৩। নাতিশীতোত্তাপদা ।

ন হি ধ্যানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যাতে । অপরচায়ানি ভূতানো ন পাপেনৈব^১ লিপ্যাতে । ৩৭
সদা চিত্তং সমাসক্তং জ্ঞাতোবিষয়গোচরে । যদি নারায়ণেহপোষং কো ন দ্রুচোত বক্তনাং । ৩৮
প্রত্যক্ষমিতভেদং যং সত্যমাত্মমগোচরম্ । বচসামাত্মসংবেদ্যং তজ্জ্ঞানং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্ । ৩৯

তজ্ঞানম্ বা ব্রহ্মণম্ বাগিনো যান্তি যে লবম্ ।

সংসারকর্মণোহপ্যেতে যান্তি নিবীজতাং বিজাঃ । ৪০

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে ধ্যানস্ততির্নাম চতুস্ত্রিংশদধিক-বিংশততমোহধ্যায়ঃ ৥২৩৬৥

পঞ্চত্রিংশদধিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ

শ্রুত উবাচ

বিমুক্তস্তির্মম চিত্তে কং বা জীবো নমেষং সদা ।

স ভাবয়তি চাত্মনং ভবৈব হ্রিত্তার্ণবাং । ১

তজ্জ্ঞানং যত্র গোবিন্দঃ সা কথা যত্র কেশবঃ ।

তং কর্ম যং তদর্থায় কিমন্যৈর্বহুভাষিতৈঃ । ২

সা জিহ্বা বা হরিং শ্রোতি তচ্চিত্তং যং তদপিতম্ ।

তাবেব কেবলৌ ব্রাহ্মণৌ যৌ তৎপূজাকরৌ করৌ । ৩

কহিলে তাহার অশেষ হ্রিত বিনষ্ট হয় । বিমুক্তধ্যানের সদৃশ পবিত্রতাজনক কার্য আর আর নাই, হ্রিধ্যানপরায়ণ নর চতুলায় তজ্জ্ঞান করিলেও পাপে লিপ্ত হয় না । প্রাণিগণের চিত্ত সর্বদা বিষয়ভোগে অনুরক্ত আছে, নারায়ণে যদি সেইরূপ চিত্ত অনুরক্ত হয়, তাহা হইলে ভববন্ধন হইতে কে না মুক্ত হইতে পারে । হে ব্রহ্মগণ ! বাহাতে ভেদজ্ঞান অন্তর্মিত হয়, যাহা সত্যমাত্ম, যাহা বাগিজিরের অগোচর, সেই কেবলমাত্র ব্রহ্মসংবেদ জ্ঞানকে ব্রহ্ম বলা যায় । উক্ত প্রকার ধারণানুসারে সেই ব্রহ্মেতে যে কোন যোগী চিত্ত লব করিতে পারেন, তাহার সৎসারের হেতুভূত কর্মবীজহীন হইয়া বিমুক্ত হবেন । ৩৬-৪০

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে ধ্যানস্ততি নামক চতুস্ত্রিংশদধিক বিংশততম অধ্যায় সমাপ্ত ৥২৩৬৥

পঞ্চত্রিংশদধিক বিংশততম অধ্যায়

শ্রুত কহিলেন,—হে মুনিগণ ! যাহার চিত্তে বিমুক্তজি বিদ্যমান আছে, কিংবা যে ব্যক্তি সর্বদা বিমুক্তকে নমস্কার করে, সে মুক্তি হইতে আত্মাকে পরিজ্ঞান করিতে সমর্থ হয় । যে জ্ঞানের বিষয় বিমুক্ত, সেই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান ; যে কথায় হরিকথায় প্রসঙ্গ আছে, তাহাই

১। পাপী নৈবাত্ম ।

প্রণামমৌল্য শিরঃফলং বিহু-স্তদর্চনং পানিফলং দিব্যৌকসঃ ।

মনঃফলং তদুত্তমকর্মচিন্তনং, বচস্ত গোবিন্দস্তপস্তবঃ-ফলম্ ॥ ৪

যে কুরুমঙ্গরমাজ্জোহিপি রাশিঃ পাপস্য কর্মণঃ । কেশবং বৈদ্যমাসাদ্য হৃদ্যাধিরিব নশ্যতি ॥ ৫

যং কিঞ্চিৎ কুরুতে কর্ম পুরুষঃ সাধবসাধু বা ।

সর্বং নারায়ণে কৃত্য কুর্ক্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৬

তুণাদিচতুরাশ্যস্তং ভূতপ্রাণং চতুর্কিঞ্চম্ । চরাচরং জগৎ সর্বং প্রসুপ্তং মায়য়া ভবঃ । ৭

যস্মিন্ শতমতির্ন বাতি নরকং যর্গোহপি যচ্চিন্তনে,

বিদ্যো যত্র ন বেশিতাস্মিনসো ব্রাহ্মোহপি লোকোহঙ্করঃ ।

মুক্তিং চেতসি সংস্থিতো জড়ধিরাং পুংসাং দদাত্যব্যয়ঃ,

কিং চিত্রং হৃদিভং প্রবাতি বিলয়ং ভ্রাতৃচ্যুতে কীর্তিতে ॥ ৮

মহতা পুণ্যপুঞ্জে ন যেন ক্রীড়োহবিলং ক্রবম্ ।

ভক্ত্য বিক্ষোঃ প্রসাদেন ইহ কশ্চিৎ প্রবুধ্যতি ॥ ৯

অগ্নিকার্য্যং জপঃ স্নানং বিক্ষোর্থ্যানক পূজনম্ ।

নতং হৃৎখাদযেঃ পারং কুর্হুর্দ্যেহত্র ভরতি তে ॥ ১০

সংকথা মধ্যে পরিগণিত । কেবল বিষ্ণুকথাতেই মনুষ্যের কার্য্য সাধন হইতে পারে, অন্য
কিছ বাক্যে কোন ফল নাই । যে জিহ্বাতে হরির স্তব করা যায়, সেই জিহ্বাই জিহ্বা ;
যে চিন্তে হরির অধিষ্ঠান আছে, সেই চিন্তাই চিন্তা ; যে করতল বিষ্ণুপূজাতে কার্য্যকর
হয়, তাহাই প্রকৃত কর । ঈশ্বরের প্রণামই মস্তক ধারণের ফল, দেবতার অর্চনাই হস্তদ্বয়ের
কার্য্য, ঈশ্বরের গুণকর্মচিন্তনই মনের প্রয়োজন, গোবিন্দের স্তবই বাক্যের ফল জানিবে ।
বৈষ্ণবগণী কেশবের আশ্রয় পাইলে হৃদে ব্যাধি যেমন নষ্ট হয়, তদ্রূপ যেক-মঙ্গরাজ-
পরিমিত পাপরাশিও কেশবের স্মরণমাত্র নাশ পায় । ১-৫

মানব সাধু কি অসাধু যে কিছু কন্ম করুক না কেন, সেই সমুদায় নারায়ণে বিশ্বস্ত
করিলে কখনও সেট কন্মে লিপ্ত হয় না । তুণাদি ত্রুণপর্য়াস্ত চতুর্কিঞ্চ প্রাণিগণ সহ চরাচর
জগৎগুল বিষ্ণুর মায়াতে প্রসুপ্ত আছে । যাহাতে মন সমর্পণ করিলে কদাচ মনুষ্যের মরকে
ভয় হয় না, যাহাকে চিন্তা করিলে বর্গলাভ হয়, যাহাতে মনোনিবেশ করিলে কোন বিষই
খিন্ন বলিয়া গণ্য হয় না এবং ত্রল্ললোকও তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়, সেই নারায়ণ চিন্তে বিরাজ-
মান হইলে জড় পুরুষও মুক্তিলাভ করে ; সুতরাং সেই হরিনাম কীর্তনে যে সমস্ত পাপকর্ম
বিলয় পাইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি । যাহারা মহাপুণ্যপুঞ্জের বিনিময়ে সেই ভগবান
হরিকে স্মরণে ধারণ করিতে পারেন, সেই বিষ্ণুর প্রসাদে তাহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি
জানলাভে সমর্থ হইয়া মোক্ষপদ পাইতে পারে । যাহারা হৃৎখনিহৃতির নিমিত্ত বিষ্ণুর হোম,
জপ, স্নান, ধ্যান এবং অর্চনা করে, তাহারা সেই হৃৎখসাগর হইতে পরিজ্ঞান পায় । ৬-১০

ব্রাহ্মৈশ্বর্যং ব্রাহ্মা পিতরো বালকস্ত চ । ধর্ম্যশ্চ সর্বমর্ত্যানাং সর্বম্ভ্য নরগং হরিঃ ॥ ১১

যে নমস্তি জগদ্যোনিং বাসুদেবং সনাভনম্ ।

ন ভেভো ॥ বিদ্যতে তীর্থমধিকং যুনিসত্তম ॥ ১২

অনর্থরত্নপূজাক কুর্য্যাৎ স্বাধ্যায়মেব চ ।

তমেবোদ্ভিক্ত গোবিন্দং ধ্যানং নিত্যমভ্যজিতং ॥ ১৩

শূদ্রঃ বা ভগবন্তস্তং নিবাদং স্বপচং তথা । বিজজ্ঞাতিসমং যন্তে ন যাতি নরকং মরঃ ॥ ১৪

আদরেণ সদা জ্যোতি ধনবন্তং ধনেচ্ছয়া ।

তথা বিশ্বস্ত কর্তারং কো ন ন মুচ্যতে বন্ধনাং ॥ ১৫

বথা জাতবনো বহির্দহত্যর্দ্রমগৌদ্ধনম্ ।

তথাবিধঃ শ্বতো বিকুর্যোগিনাং সর্বকিক্রিয়ম্ ॥ ১৬

আদীপ্তং পর্বতং যজ্ঞশ্রাদ্ধমুত্তমং যুগাদয়ঃ ।

ভবং পাপানি সর্বাণি যোগাভ্যাসরতং নরম্ ॥ ১৭

বস্ত বাবাংশ্চ বিশ্বাসস্তস্য সিদ্ধিষ্ঠ তাবতী । এতাবানৈব কৃষ্ণস্ত প্রভাবঃ পরিমীর্যতে ॥ ১৮

বিদেযাদপি গোবিন্দং দমযোযাশ্রয়ঃ শরন্ ।

শিতপালো প্রভুস্তত্বং কিং পুনস্তৎপরায়ণঃ ॥ ১৯

ব্রাহ্মার আশ্রয় ব্রাহ্মা, বালকের আশ্রয় পিতা, সর্বলোকের আশ্রয় ধর্ম ; কিন্তু একমাত্র বিষ্ণু সকলেরই আশ্রয় । বাহারা জগতের কারণীভূত সনাভন বাসুদেবকে নমস্কার করে, তাঁহারা তীর্থরূপ, মুক্ত নরগণের পরিভ্রমণের হেতু হইলেন । বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তি অপ্রমত্তচিত্তে প্রতিদিন গোবিন্দের উদ্দেশে অমূল্য রত্নস্বরূপ পূজা, স্বাধ্যায় ও ধ্যান করিবে । শূদ্র, নিষাদ ও চণ্ডাল ইহারাও যদি ভগবান্ বিষ্ণুর ভক্তিভাজন হয়, তবে তাহারা জাহ্নবের সাম্যলাভ করিতে পারে ; কদাচ নরকে গমন করে না । ধনলোলুপ ব্যক্তি যেমন ধনকামনার যত্নপূর্বক ধনশালী ব্যক্তির সেবা করে, বিশ্বকর্ভা নারায়ণের তদ্রূপ আরাধনা করিলে ভববন্ধন হইতে কে না মুক্ত হইতে পারে ? ১১-১৫

বহি যেমন বনে প্রবেশ করিলে আর্দ্র তৃণাদিও দগ্ধ করে, সেইরূপ বিষ্ণু যোগীদিগের হৃদয়স্থিত হইয়া তাহাদিগের সর্বপাতক দগ্ধ করেন । যুগানি যেমন প্রজ্জলিত পর্বত আগ্রস করে না, পাপসকলও সেইরূপ যোগাভ্যাসরত মনুষ্যকে আশ্রয় করিতে পারে না । মনুষ্যগণের মধ্যে বিষ্ণুতে বাহার যেরূপ বিশ্বাস, তাহার সেইরূপ সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে । ইহাই সেই নারায়ণের প্রভাব । দমযোযতনর শিতপাল বিদেঘ করিয়া গোবিন্দকে লাভ করিয়াছিল ; অতএব বাহারা ভৎপরায়ণ, তাহারা যে ভগবান্ নারায়ণের ভক্ত জানিতে পারিয়া তাহার সামুদ্য লাভ করিতে পারিবে, তাহার সংশয় নাই । মামবগণ বাবং তাঁহার অর্চনা না করে,

অন্নং দেবো য়নির্বন্দ্য এব ত্র্যম্বা বৃহস্পতিঃ ।

ইত্যাখ্যা জায়তে তবিন্ বাবল্যার্চয়তে ইন্নিম্ ২০

ইতি শ্রীগুরুভ্যে মহাপুরাণে পূৰ্বখণ্ডে বিষ্ণুসাহস্রনাম্যাকথনং নাম
পঞ্চত্রিংশদধিক-দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ । ২০৫ ।

ষট্ৰিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

মুত উবাচ

নারসিংহস্ততিং বক্ষ্যে শিবোক্তং শৌনকাধুনা ।

পূৰ্বং মাতৃগণাঃ সৰ্ব্বং লঙ্ঘনং বাক্যমব্রুবন্ । ১

ভগবন্ শুক্লব্রিহতামঃ স দেবানুন্নয়মানুষম্ ।

ত্বংপ্রাসাদাঙ্গনং সৰ্বং তদনুজাতুমর্হসি । ২

শঙ্কর উবাচ

ভবভীতিঃ প্রজাঃ সৰ্ব্বা রক্ষণীয়া ন সংশয়ঃ ।

তস্মাদ্ যোরতরপ্রারং যমঃ শীঘ্রং শিবর্ত্যতাম্ । ৩

তাৎপৰ্য্য তাহারা “এই দেবতা, ইনি মুনি, উনি বন্দনীয়, তিনি ত্র্যম্বা, অমুক বৃহস্পতি” ইত্যাদি
ভাবে বিহ্বল হইয়া থাকে । ১৬-২০

শ্রীগুরুপুৰাণে পূৰ্বখণ্ডে বিষ্ণুসাহস্রনাম্যাকথন নামক পঞ্চত্রিংশদধিক
দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২০৫ ।

ষট্ৰিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়

মুত বলিলেন,—শৌনক । এক্ষণে শিবোক্ত নারসিংহস্ততি বলিতেছি । পূৰ্ব্বে মাতৃগণ
লঙ্ঘনকে কহিয়াছিলেন, ভগবন্ । আমরা আপনার প্রসাদে দেবানুর মানুষ প্রকৃতির
স্বীকৃত অঙ্গ শুক্ল করিব, আপনি আমাদের আত্মা প্রদান করুন । শঙ্কর কহিলেন,
মাতৃগণ, । আপনারাই প্রজা সকলকে রক্ষা করিতেছেন, অতএব এই যোরতর অভিপ্রায়

সূত উবাচ

ইত্যেবং শঙ্করেণোক্তমনাদৃত্য তু তদ্বচঃ । ভক্তরামাসুরব্যাগ্রাষ্ট্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ৫

ত্রৈলোক্যে ভক্ত্যমাণে তু তদা মাতৃগণেন বৈ ।

নৃসিংহরূপিণং দেবং প্রদৰ্শ্যো ভগবান্ শিবঃ ॥ ৬

অনাদিনিধনং দেবং সৰ্বভূতভবোত্তমম্ । বিদ্যাচ্ছিন্নং মহাদংষ্ট্রং ক্ষুরকেশরসঙ্কটম্ ॥ ৭

কল্লাতমাকুতক্ষুর-সপ্তার্ণবমহাম্বনম্ ॥ ৮

বজ্রাততীক্ষ্ণনখর-চাক্ষুণ্য দারিত্র্যাননম্ । মেরুশৈলপ্রতীকাশমুদয়াক্ষদর্শীকশম্ ॥ ৯

হিমাদ্রিশিখরাকারং চাক্ষুণ্যং ক্রৌঞ্চজালাননম্ ।

ভক্তবিতাতিরোহাগ্নি-জ্বালাকেশরমালিনম্ ॥ ১০

বজ্রাক্ষয়ং মুমুকুটং হেমকেশরভূষিতম্ । শ্রোণিসূত্রেণ মহতা কাঞ্চনেন বিরাজিতম্ ॥ ১১

নীলোৎপলদলস্তায়ং বভূবুর্ভূষিতম্ । তেজসাক্রান্তসকল-ব্রহ্মাণ্ডোদরমণ্ডপম্ ॥ ১২

আবর্তসমূহাকটৈঃ সংযুক্তং দেহরোমভিঃ । সৰ্বপুষ্পবিচিত্রাক্ষ বারয়ন্ত মহাত্মকম্ ॥ ১৩

স ধাতুমাত্ৰো ভগবান্ প্রদৰ্শ্যো ভয় দর্শনম্ ।

বাসুশেনৈব রূপেণ ধাতো কটৈস্ত ভক্তিভঃ ॥ ১৪

ভাসুশেনৈব রূপেণ হুনিরীকোণ দৈবভৈঃ ।

প্রাণিপত্য তু দেবেশং তদা তুষ্ঠাব শঙ্করঃ ॥ ১৫

পরিভ্যাগ করুন । সূত কহিলেন,—অনন্তর মাতৃগণ শঙ্করের বাক্য অনাদর করিয়া সচরাচর ত্রিভুবন ভ্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন । মাতৃগণ ত্রিভুবন ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে ভগবান্ শিব নৃসিংহরূপী বিষ্ণুদেবের স্তব করিতে লাগিলেন । ১-৫

নৃসিংহদেব আদি-অন্তহীন, তাঁহা হইতেই সৰ্বভূতের উদ্ভব হইতেছে, তাঁহার ত্রিহা বিদ্যায় সমুজ্জ্বল অতি ভয়ঙ্কর ; কেশরমালা ক্ষুরিত হইতেছে । তদীর পর্জন কল্লাত-কালীম মাকুত-বিষ্ণু-সপ্তসমুদ্র-সিংহনবং পতীর ; তদীর দেহ উদীরয়ান সূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত সুবের পর্বতবং দীপ্যমান । হিমাদ্রিশৃঙ্গকূল্য পংক্তীদ্বারা তাহার মুখমণ্ডল সমুজ্জ্বল । কোণে তাঁহার কেশরনিকর হইতে জ্বালামালা নির্গত হইতেছে । নৃসিংহদেব বভূবুর্ভূষিত অঙ্গদ, শোভন মুকুট ও হেমময় কেশরসমূহে বিভূষিত ও কাঞ্চনময় কটিসূত্রে বিরাজিত । তিনি নীলোৎপলের গার স্তায়বর্ণ, বভূবুর্ভূষিত, বীর তেজোদ্বারা অগ্ন আক্রমণ করিয়া অবস্থিত আছেন ; ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার উদরমণ্ডপে রহিয়াছে । আবর্তসম রোমরাজিভারা তাঁহার দেহ ব্যাপ্ত হইয়াছে, তিনি সৰ্বপুষ্পরচিত বিচিত্র মালা বারণ করিয়া আছেন । ৬-১১

মহাদেব এইরূপে নৃসিংহদেবের ধ্যান করিলে নরসিংহ তৎক্ষণাৎ শিবকে দর্শন দিলেন । মহাদেব যে রূপের ধ্যান করিয়াছিলেন, তাদৃশরূপ দেবগণেরও হুনিরীক্য । তৎপরে শঙ্কর

শঙ্কর উবাচ

নমস্তেহৈব জগন্নাথ নরসিংহবপুর্ভর । দৈত্যোত্তরাত্তসম্পূর্ণ^১-নখত্তিবিরাজিত । ১৪

নমঃ সকলসংলগ্ন-হেমপিঙ্গলবিগ্রহ ।

নমোহস্ত পদ্মনাভায় শোভনায় জগদুত্তরো । ১৫

কল্যাণাভোদনির্বোধ সূর্য্যাকোটিসমপ্রভ । সহস্রধনসঙ্গাস সহস্রৈজপরাক্রম । ১৬

সহস্রধনসম্বীত সহস্রবর্ণাশ্রক^২ । সহস্রচন্দ্রপ্রতিম সহস্রগ্রহবিক্রম^৩ । ১৭

সহস্রকল্যেভেজ্ঞ সহস্রব্রহ্মসংস্কৃত । সহস্রকল্পসমুৎপন্ন সহস্রাকনিরীক্ষণ । ১৮

সহস্রকল্পমখন সহস্রবহুমোচন । সহস্রবায়ুবেগোগ্র সহস্রাক কৃপাকর । ১৯

সূত উবাচ

তুহৈক দেবদেবেশং হৃসিংহবপুং হরিম্ । বিজ্ঞাপয়ামাস পুনর্ভিনয়ানতঃ শিবঃ । ২০

শঙ্কর উবাচ

অককশ্য বিনাশায় য়াঃ সৃষ্টা যাতরো ময়া ।

অনাদৃত্য তু মজাক্যং ভক্সত্যমুতাঃ প্রজাঃ । ২১

সৃষ্টা ভান্চ ন শক্তোহহং সংহর্ত্তমপরাজিতঃ ।

পূর্বকং কৃত্বা কথং ভাসাং বিনাশমভিরোচয়ে । ২২

সেই দেবেশ্বরকে প্রণাম করিয়া তব করিতে লাগিলেন । শঙ্কর বলিলেন,—হে হৃসিংহরূপধারিন্ । জগন্নাথ । আপনাকে নমস্কার করি । আপনি দৈত্যোত্তর হিষ্ণ্যকশিপুকে নখঘাতা বিদীর্ণ করিয়া, শোভা পাইতেছেন । দেব । আপনার নখকমলে হেমপিঙ্গলদেহ দৈত্য বিরাজিত আছে । হে জগদুত্তরো । আপনি পদ্মনাভ, অতি সুশোভন আপনাকে নমস্কার করি । ১২-১৫

আপনি কল্যাণে সমুদ্র নির্বোধ ও কটি সূর্য্যসম প্রভামুক্ত, আপনি সহস্র ধনের আস উৎপাদন করেন, সহস্র ইন্ড্রের দ্বারা পরাক্রমশালী, সহস্রধনদবৎ বর্দ্ধিত, আপনি সহস্র চরণাশ্রক ; সহস্র চন্দ্রতুল্য যশস্বী, সহস্রাংগ আদিত্যের দ্বারা পরাক্রমশালী ; সহস্রকল্যেভেজ্ঞ দ্বারা ভেজস্বী । দেব । আপনি সহস্র ব্রহ্মসংস্কৃত, সহস্র কল্প আপনার মত জপ করেন ; সহস্রাক সর্ব্বদা আপনাকে দর্শন করেন । হে দেব । আপনি সহস্র বায়ুর দ্বারা বেগবান্, আপনি সহস্রাককে কৃপা করিয়া থাকেন । দেবদেবেশ্বর হৃসিংহরূপী হরিকে এইরূপে তব করিয়া বিনয়ানত শিব যাতৃগণের চেষ্টিত বিজ্ঞাপন করিলেন । ১৬-২০

আমি অককাসুরের নাসার্ধ যে যাতৃগণ সৃষ্টি করিয়াছিলান, তাহারা আমার বাক্যে আনন্দপূর্ব্বক প্রজাসকল উৎসব করিতেছে । আমি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, সুতরাং আর তাহাদিগের বিনাশে সমর্থ হইতেছি না ; পূর্ব্ব তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া এক্ষণে আর

১। দৈত্যোত্তরেজ-সংহার- । ২। সহস্রচরণাশ্রক । ৩। সহস্রাংগবিক্রম ।

সপ্তত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহ্যায়ঃ

সূত উবাচ

জানাম্যুতং^১ প্রবক্ষ্যামি তোত্রং যত্ত্বং হরোহিববীং ।

পৃষ্ঠেঃ শ্রীনারদেদৈব নারদাং তথা শৃণু । ১

নারদ উবাচ

যঃ সংসারে সবা ঘনৈঃ কামক্রোধৈঃ শুভাত্তৈঃ ।

শকাদিবিশয়ৈর্বন্ধঃ পীড়্যমানঃ স দুর্নতিঃ । ২

কথং^২ বিমুচ্যতে জন্তুর্মৃত্যুসংসারসাগরাং ।

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি ততো হি ত্রিপুরাস্তক । ৩

ভস্ম ভগবচনং শ্রুত্বা নারদস্য ত্রিলোচনঃ ।

উবাচ ভৃগুশিঃ শত্ৰুঃ প্রসন্নবদনো হরঃ । ৪

মহেশ্বর উবাচ

জানাম্যুতং পরং শুভং বহুশৃণুসত্তম ।

বক্ষ্যামি শৃণু হঃখরং জববদ্ধভয়াপহম্ । ৫

তৃণাদি-চতুরাস্তাভং কুতগ্রামং চতুর্বিধম্ ।

চরাচরং জগৎ সর্বং প্রসুপ্তং যন্ত মায়য়া । ৬

সূত বলিলেন,—এক্ষণে কুলাম্যুত তোত্র কহিতেছি । নারদ মহাদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে মহেশ্বর নারদকে এই শুভ বলিয়াছিলেন ; শোনক । সেই তোত্র শ্রবণ কর । নারদ কহিয়াছিলেন, যে দুর্নতি এই সংসারে কাম ক্রোধ, শুভ অশুভ, শক বিষয় প্রভৃতি দন্দুবারা আক্রান্ত হইয়া পরিপীড়িত হইতেছে, হে ভগবন্ । সেই ব্যক্তি কি কার্য্য করিলে জগন্মাজে মুক্যময় সংসারসাগর হইতে মুক্ত হইতে পারে ? আমি আপনার নিকট তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি । ত্রিলোচন নারদের সেই বাক্য শ্রবণে প্রসন্নবদনে নারদ ঋষিকে কহিলেন, হে ঋষিষয় । জানরূপ অমৃত পরম শুভ । এই জানাম্যুত সর্বদুঃখ নাশ করিয়া জনগণকে সংসারবন্ধন হইতে ত্রাণ করিয়া থাকে । তোমার নিকট আমি সেই জানাম্যুত বলিতেছি ।

১-৫

হে নারদ । যে বিমূঢ় মায়াজে জ্ঞানাদি তৃণ পর্য্যন্ত সচরাচর চতুর্বিধ জগৎ প্রসুপ্ত আছে, সেই মায়ারূপের প্রসাদে যদি কেহ জানী হইতে পারে, তবেই সেই ব্যক্তি দেবদুত্তর সংসার-

১। কুলাম্যুতং । ২। কথং ।

ভক্ত বিমোহঃ প্রসাদেন যদি কলিঃ প্রবুধ্যতি ।

স নিস্তরতি সংসারং দেবানামপি হস্তরম্ । ৭

ভোতৈশ্চর্য্যামমোদিত-ভক্তজ্ঞানপরায়ণঃ ।

সংসারমোহপক্ষে বৈ জীবো গৌরিব যজ্ঞতি ॥ ৮

পুত্রদারকুটুম্বেষু সন্তাঃ^১ সৌমতি জন্তবঃ ।

সর্ব একাৰ্ণবে যগ্না জীর্ণা বনগজা ইব ॥ ৯

যত্নাশ্রানং^২ নিবহ্নতি হৃদ্রতিঃ কোষকারিবৎ ।

ভক্ত যুক্তিং ন পশ্যামি অশ্রুকোটিশৈতরপি । ১০

ভক্তাঙ্গারম সর্বেশঃ^৩ দেবানাং দেবমব্যয়ম্ ।

আরাধয়েৎ সদা সমাগু ধ্যায়ৈতিমুঃ সমাহিতঃ^৪ ॥ ১১

যত বিদ্বদানন্তমজমাশ্রয়নি সংস্থিতম্ । সর্বজমচলং বিমুঃ সদা ধ্যায়ন্ বিমুচ্যতে ॥ ১২

ক্রতুং মর্ত্যপন্নং জেত্বং ব্যক্তাব্যক্তং সনাতনম্ ।

নিহলং নীরুজং বিমুঃ সদা ধ্যায়ন্ বিমুচ্যতে ॥ ১৩

সুভহং শক্তরং নিত্যং নিভু পর ভ্রমসঃ পরম্ ।

সর্বদৃক্শাস্ত্রতং বিমুঃ সদা ধ্যায়ন্ বিমুচ্যতে ॥ ১৪

অশরীরং বিধাতারং সর্বজ্ঞানমনোরতিম্ । অচলং সর্বগং বিমুঃ সদা ধ্যায়ন্ বিমুচ্যতে ॥ ১৫

সাগর হইতে নিতার পাইরা থাকে । প্রাণিগণ ঐশ্বর্য্যভোগে মত্ত হইরা গো যেমন পক্ষে মগ্ন হয়, তদ্রূপ সংসারমোহপক্ষে মগ্ন হইরা থাকে । তাহারা পুত্র দারা কুটুম্বাদিতে অনুরক্ত হইরা একাৰ্ণবমগ্ন বনগজবৎ মগ্ন হইরা নানাপ্রকার ক্লেম ভোগ করে । যে হৃদ্রতি কোষমধ্যগত কীটের তার আপন মূণ বন্ধ করে (জানলাভে পরায়ণ হয়) সে সংসারসাগরে মগ্ন হইরা থাকে । কোটি কোটি জনেও তাহার মুক্তি লাভের সম্ভাবনা দেখা যায় না । ৬-১০

যাহারা পুত্র-কলত্র-কুটুম্বাদির মারাগালে মগ্ন হইরা সংসারে নিমগ্ন থাকে, দেবদেব মারাগণকে তাহারা কদাচ আরাধনা করিতে কিংবা ভক্তিব্রজচিহ্নে সমাক্ষ প্রকারে সেই নারায়ণের ধ্যান করিতে সমর্থ হয় না । যে ব্যক্তি বীর হৃদয়ে বিদ্বরূপ আত্মতর্জিত সর্বজ্ঞ সৎকল্প, যজ্ঞযুক্তি, অগ্নিপালনভংগর, ব্যক্তব্যক্ত অথচ অব্যক্ত, সনাতন, জেয়, নিহল, সুখ-দুঃখ-বন্দ্যহীন হরিকে ধ্যান করে, সে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে । নিভা, নিভু^১, ভ্রমঃপরবর্তী, সর্বদর্শী, শাস্ত্রত, মহিমামগ্ন বিমুকে সদা ধ্যান করিলে যমুত মুক্ত হইতে পারে । অশরীরী, অগধিধাতা, সর্বজ্ঞানের এক সমুদ্র মনের বিরতিহীন, অচল, সর্বগ বিমুকে যাহারা ধ্যান করে তাহারা মুক্ত হইতে পারে । ১১-১৫

১। সন্তাঃ । ২। যত্নাশ্রানং । ৩। সর্বেশ্বর । ৪। মুদাহিতঃ ।

নির্বিকল্পং নিরাভাসং নিশ্চলং নিরাময়ম্ ।

বাসুদেবং শুদ্ধং বিষ্ণুং সদা ধ্যানম্ বিমুচ্যতে ॥ ১৬

অতীন্দ্রিয়নির্দেশ্যচিন্তামপরাধিতম্ । তৎ বিজ্ঞানমজং বিষ্ণুং সদা ধ্যানম্ বিমুচ্যতে ॥ ১৭

নির্ময়ং নিরহঙ্কারং নির্বন্দ্যং নিরন্তেলিয়ম্ ।

নিশ্চলোপাধিকং বিষ্ণুং সদা ধ্যানম্ বিমুচ্যতে ॥ ১৮

জন্ম-মৃত্যু-জরাভীতং নিক্সিকারং সনাভনম্ ।

নিক্সীকমভয়ং বিষ্ণুং সদা ধ্যানম্ বিমুচ্যতে ॥ ১৯

সর্বভাববিনিমুক্ত-অগ্রমেষমলকণম্ । নিক্সীকমভয়ং বিষ্ণুং সদা ধ্যানম্ বিমুচ্যতে ॥ ২০

অমৃতং পরমানন্দং সর্বপাপবিবর্জিতম্ । অপ্রতর্ক্যং মহাবিষ্ণুং সদা ধ্যানম্ বিমুচ্যতে ॥ ২১

উভাত্তত্ত্ববিনিমুক্ত-মূর্খিষট্কবিবর্জিতম্ । তৎ বেদমমলং বিষ্ণুং সদা ধ্যানম্ বিমুচ্যতে ॥ ২২

শুদ্ধপং সত্যসঙ্কল্পং শুদ্ধমাসনভং পরম্ । একাগ্রমনসা বিষ্ণুং সদা ধ্যানম্ বিমুচ্যতে ॥ ২৩

বাগভীতং ত্রিকালজং বিশেষং লোকসাক্ষিপম্ ।

সর্বশ্রাদ্ধমং বিষ্ণুং সদা ধ্যানম্ বিমুচ্যতে ॥ ২৪

অবিতর্ক্যাবিজ্ঞেয়মকরাণ্যমসংহতম্ । একং নিরন্তরং পুংসাং সদা ধ্যানম্ বিমুচ্যতে ॥ ২৫

বিশ্রাখ্যং বিশ্বগোপ্তারং সুহৃদং সর্বকামমম্ । স্থানত্রয়াভিগং বিষ্ণুং সদা ধ্যানম্ বিমুচ্যতে ॥ ২৬

সর্বভুঃস্বক্ষয়করং সর্বশান্তিকরং হরিম্ । সর্বপাপহরং বিষ্ণুং সদা ধ্যানম্ বিমুচ্যতে ॥ ২৭

নির্বিকল্প, নিরাভাস, নিশ্চল, নিরাময়, জগদশুদ্ধ, বাসুদেবকে সর্বদা ধ্যান করিলে মুক্ত হইতে পারে । অতীন্দ্রিয় অনির্দেশ্য অচিন্ত্য অপরাধিত বিজ্ঞানরূপী অজ বিষ্ণুকে সদা ধ্যান করিলে মুক্ত হইতে পারে । নির্ময় নিরহঙ্কার নির্বন্দ্য ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা নিক্সপাদি বিষ্ণুকে সদা ধ্যান করিলে মুক্ত হইতে পারে । জন্ম-মৃত্যু-জরাভীত বিকারপরিশুদ্ধ সনাভন কারণরূপী অন্তর্যময়রূপ বিষ্ণুকে সদা ধ্যান করিলে মুক্ত হইতে পারে । সর্বভাববর্জিত অগ্রমেষ অনির্দেশ্য নিক্সারণ শুদ্ধ বিষ্ণুকে সদা ধ্যান করিলে মুক্ত হইতে পারে । ১৬-২০

পরমানন্দ অমৃতরূপ সর্বপাপসম্পর্করহিত অপ্রতর্ক্য (বাহার কোনও কারণ কল্পনা করা যায় না) সেই মহাবিষ্ণুকে সদা ধ্যান করিলে মুক্ত হইতে পারে ; উভাত্তত্ত্ব বোধহীন শূণ্য-বেদাদি-বহিত অমল জ্ঞানরূপ বিষ্ণুকে সদা ধ্যান করিলে মুক্ত হইতে পারে । সত্যসঙ্কল্পরূপ শুদ্ধ সত্ত্বামাত্র বিষ্ণুকে একাগ্রমনে সদা ধ্যান করিলে মুক্ত হইতে পারে । বাগভীত ত্রিকালজ লোকসাক্ষী সর্বোত্তম বিশেষর বিষ্ণুকে সর্বদা ধ্যান করিলে মুক্ত হইতে পারে । অবিতর্ক্য অবিজ্ঞেয় অশুভ অসংহত প্রণবরূপ বিষ্ণুকে নিরন্তর ধ্যান করিলে মুক্ত হইতে পারে । ২১-২৫

জগতের সংহার-পালনকর্তা, সুহৃদের (ভক্তজনের) সর্বকামনাপূরক, স্বর্গ মর্ত্য রসাতল এই স্থানত্রয় অতিক্রম করিয়া অবস্থিত বিষ্ণুকে সদা ধ্যান করিলে মুক্ত হইতে পারে ।

ব্রহ্মাদিদেবগণৈর্কৈ-মুনিভিঃ সিদ্ধচারণৈঃ ।

যোনিভিঃ সেবিতং বিষ্ণুং সদা ধ্যানন্ বিমুচ্যতে ॥ ২৮

সংসারবন্ধনামুক্তিমিচ্ছন্ কামাংশ্চ পুঙ্কলান্ । তুষ্ণৈবং বরদং বিষ্ণুং সদা ধ্যানন্ বিমুচ্যতে ।

সংসারবন্ধনাং সোহপি মুক্তিমিচ্ছন্ সমাহিতঃ ॥ ২৯

বিক্ষৌ প্রতিষ্ঠিতং বিশ্বং বিষ্ণুর্বিষ্মে প্রতিষ্ঠিতঃ ।

বিশ্বেশ্বরমজং বিষ্ণুং সদা ধ্যানন্ বিমুচ্যতে ॥ ৩০

সূত উবাচ

নারদেন পুরা পৃষ্ঠে এবং স বৃষভধ্বজঃ । যতেন তস্মৈ ব্যাখ্যাতং তদুত্তরায় কথিতং তব ॥ ৩১

তমেব সত্ততং ধ্যানন্ নির্বাণং ব্রহ্ম নিষ্কলম্ । অব্যাসি ক্রবং তাত শাস্তং পদমব্যয়ম্ ॥ ৩২

অন্যমেবমহ্যোপি বাজপেয়শতানি চ । কণথেকাচিত্তস্ত কলাং নাইতি বোদ্ধবীম্ ॥ ৩৩

ব্রহ্মা মুরগবিবিক্ষৌঃ প্রাধান্যমিদমীশ্বরায় ।

স বিষ্ণুং সম্যগারাম্য সিদ্ধেঃ পদমব্যয়বান্ ॥ ৩৪

যঃ পঠেচ্ছ্রুত্বাযাপি নিত্যমেব স্তবোত্তমম্ । কোটিব্রহ্মকৃতং পাপমপি তত প্রণশতি ॥ ৩৫

বিক্ষৌঃ স্তবমিদং দিবাং মহাদেবেন কীৰ্ত্তিতম্ ।

প্রবক্তাদ্ যঃ পঠেন্নিত্যমমৃতত্বং স গচ্ছতি ॥ ৩৬

ইতি শ্রীনারদে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে জ্ঞানামৃতকথনে সপ্তত্রিংশদধিক-

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩৭ ॥

সর্বগুণ-করকারী সর্বশক্তিপ্রদ সর্বপাপহর বিষ্ণুকে সদা ধ্যান করিলে মুক্ত হইতে পারে । ব্রহ্মাদিদেব গণের মুনি, সিদ্ধ, চারণ ও যোগিগণ কর্তৃক পরিসেবিত বিষ্ণুকে সর্বদা ধ্যান করিলে মুক্ত হইতে পারে । সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিপ্রার্থী কিম্বা অথবা যে কোন কামনা-বান্ মানব বরপ্রদ বিষ্ণুকে এইরূপ স্তব করিয়া সর্বদা সমাহিতচিত্তে ধ্যান করিলে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিকারী ব্যক্তি মুক্ত হইতে পারে । বিষ্ণুতেই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই বিষ্ণুও বিশ্বেই প্রতিষ্ঠিত আছেন, সেই বিশ্বেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণুকে ধ্যান করিলে মুক্তিকারী ব্যক্তি সংসার হইতে মুক্তি পাইরা থাকে । ২৬-৩০

সূত বলিলেন,—পূর্বকালে নারদ জিজ্ঞাসা করিলে বৃষভধ্বজ নারদকে যেক্ষণ উপদেশ করিয়াছিলেন, আমি ভোগ্য নিকট তাহাই বলিলাম । সেই নিষ্কল নির্বাপ্ত ব্রহ্মরূপী সনাতন হরিকে সত্তত ধ্যান করিয়া অব্যয়ব্রহ্মপদ লাভ কর । সহস্র সহস্র অন্বমেব এবং শত বাজপেয় বজ্রের অনুষ্ঠান করিলে যে ফল হইরা থাকে, তাহা ভগবান বিষ্ণুর প্রতি একাধি-
চিত্ত ব্যক্তির ফলের বোড়শাংশতুল্য নহে । দেবর্ষি নারদ মহাদেবের মূখে হরির এই স্তব শ্রবণ করিয়া নারায়ণের আরাধনা করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইরাছেন । যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই

অষ্টত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

স্তোত্রং তৎ সম্প্রবক্ষ্যামি মার্কণ্ডেয়েন ভাষিতম্ । নারায়ণং সহস্রাক্ষং পদ্মনাভং পুরাতনম্ ॥

প্রণতোহস্মি হৃদীকেশং কিং মে যত্নাঃ করিস্ততি । ১

গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষমনন্তমক্ষমব্যয়ম্ ।

কেশবক প্রণয়োহস্মি কিং মে যত্নাঃ করিস্ততি । ২

বাসুদেবং জগন্নাথং ভাস্করমন্তরীজিয়ম্ ।

দামোদরং প্রণয়োহস্মি কিং মে যত্নাঃ করিস্ততি । ৩

শঙ্খচক্রধরং দেবং ব্যক্তরূপিণমব্যয়ম্ ।

অধোক্ষজং প্রণয়োহস্মি কিং মে যত্নাঃ করিস্ততি । ৪

বরাহং কামনং বিষ্ণুং নারসিংহং জনার্দনম্ ।

মাধবক প্রণয়োহস্মি কিং মে যত্নাঃ করিস্ততি । ৫

পুরুষং পুচ্চরং পুণ্যং ক্ষেত্রবীজং জগৎপতিম্ ।

লোকনাথং প্রণয়োহস্মি কিং মে যত্নাঃ করিস্ততি । ৬

তব পাঠ অথবা শ্রবণ করে, তাহার কোটিজন্মকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ বিনাশ পায় । মহাদেব-
কীর্তিত এই দিব্য হরিতব ধিনি যত্নপূর্বক পাঠ করেন, তিনি মুক্তি পাইয়া থাকেন । ৩১-৩৬

ঐগরুড়পুরাণে পূর্বধণ্ডে জানামৃত কথন নামক সপ্তত্রিংশদধিক
দ্বিশততমো অধ্যায় সমাপ্ত । ২৩৭ ।

অষ্টত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়

সূত বলিলেন,—একপে মার্কণ্ডেয়-ভাষিত স্তোত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর । আমি সহস্রাক্ষ
পুরাতন পদ্মনাভ হৃদীকেশ নারায়ণকে প্রণাম করি; যত্ন আমার কি করিতে পার ? আমি
গোবিন্দ অক্ষ অব্যয় অনন্ত পুণ্ডরীকাক্ষ কেশবের শরণাগত হইলাম, যত্ন আমার কি
করিবে ? আমি অন্তীজিয় হৃতিশালী জগন্নাথ বাসুদেব দামোদরের শরণাগত হইলাম,
যত্ন আমার কি করিবে ? আমি শঙ্খচক্রধারী ব্যক্তরূপী সনাতন হরিকে প্রণাম করি,
যত্ন আমার কি করিতে পারিবে ? আমি বরাহ, কামন ও নরসিংহরূপী জনার্দন মাধবকে
প্রণাম করি, যত্ন আমার কি করিতে পারিবে ? ১-৬

১ । কিং মে ইত্যত্র কিয়ো—ইতি পাঠঃ সর্বেষু মোকেষু দৃশ্যতে ।

সহস্রশিরসং দেবং ব্যক্তাব্যক্তং সনাতনম্ ।

মহাযোগং প্রপন্নোহস্মি কিং মে যত্নাঃ করিষ্যতি । ৭

ভূতান্যানং মহাখ্যানং বজ্রবোনিমবোনিজম্ ।

বিশ্বরূপং প্রপন্নোহস্মি কিং মে যত্নাঃ করিষ্যতি । ৮

ইত্যানীরিতমাকৰ্ণ্য ভোক্ত্রং তস্য মহাখ্যানঃ । অপব্যক্তস্ততো যত্নাবিস্মৃদুতৈঃ প্রণীড়িতঃ । ৯

ইতি তেন জিতো যত্নমার্কণ্ডেয়েন ধীমতা । প্রসন্নো পুত্তরীকাক্ষে নৃসিংহে নাস্তি দ্বন্দ্বভয়ম্ । ১০

স্বহৃদ্যকমিদং পুণ্যং যত্নাপ্রশমনং শুভম্ । মার্কণ্ডেয়হিতার্থায় স্বয়ং বিষ্ণুরুবাচ হ । ১১

ইদং যঃ পঠতে ভক্ত্যা ত্রিকালং নিরন্তরং ততিঃ ।

নাকালে তস্য যত্নাঃ স্মারকস্মৃতিভেদতঃ । ১২

জংগলমধ্যে পুরুষং পুরাণং, নারায়ণং শাস্ত্রভূমাদিদেবম্ ।

বিচিন্ত্য সূর্যাদতিরাজমানং, যত্নাং স যোগী জিতবাংস্তথৈব । ১৩

ইতি শ্রীগরুড় মহাপুরাণে পূৰ্ব্বখণ্ডে যত্নাষ্টকভোক্ত্রকথনং নামাষ্টত্রিংশদধিক-

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ । ২৩৮ ।

আমি খুণ্ডাপ্রদ পুরুষজ্ঞেয়ের বীজভূত লোকনাথ পুরাণপুরুষ জগৎপতিকে নমস্কার করি, যত্না আমার কি করিতে পারিবে? যিনি ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপী, সনাতন আদিদেব, আমি সেই সহস্রশীর্ষা মহাযোগেশ্বর হরিকে প্রণাম করি, যত্না আমার কি করিতে পারে? যিনি সৰ্বভূতময় বজ্রবোনি ও অবোনিজ, আমি সেই মহাখ্যা বিশ্বরূপ বিষ্ণুকে প্রণাম করি, যত্না আমার কি করিতে পারিবে? মহাখ্যা বিষ্ণুর এই স্তব শ্রবণে যত্না বিস্মৃদুতকর্তৃক পরিণীড়িত হইয়া পলায়ন করে । ৭-৯

ধীমান্ মার্কণ্ডেয় এই স্তব পাঠ দ্বারা যত্নাকে জয় করিয়াছিলেন । এই স্তব পাঠ করিলে পুত্তরীকাক্ষ হরি প্রসন্ন হইলেন ; সুতরাং এই জগতে আর কিছুই দ্বন্দ্বভয় থাকে না । যত্নাষ্টক স্তব যত্নাপ্রশমন ও শুভপ্রদ । মার্কণ্ডেয় মুনির হিতার্থ নারায়ণ স্বয়ং এই স্তব বলিয়াছেন । যিনি প্রতিদিন ত্রিসঙ্কায় নিরন্তরচিত্তে এই স্তব পাঠ করেন, সেই অচ্যুতান্বিতচিত্ত ব্যক্তির অকালমৃত্যু হয় না । যিনি জংগলমধ্যে পুরাণপুরুষ সনাতন অপ্রমের নারায়ণকে ভাবনা করেন, সেই যোগিবর সূর্য্য হইতেও সমধিক তেজস্বী হইয়া যত্নাকে জয় করিতে পারেন । ১০-১৩

শ্রীগরুড়পুরাণে পূৰ্ব্বখণ্ডে যত্নাষ্টকভোক্ত্র কথন নামক অষ্টত্রিংশদধিক

দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৩৮ ।

একোনচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ

বক্ষোহহমচ্যুতস্তোত্রং শৃণু শোনক সৰ্বদম্ ।

অক্সা পৃষ্ঠৌ নারদায় বধোবাচ তথাপরম্ ॥ ১

নারদ উবাচ

বধাঙ্করোহবারো বিষ্ণুঃ স্তোতবো। বরদো মম।

প্রত্যহকার্চনাকালে তথা ত্বং কৰ্ত্ত্বমহঁসি । ২

তে হস্তান্তে সূক্ষ্মানন্তে হি সৰ্বসুখপ্রদাঃ ।

সকলং জীবিতং তেষাং যে স্তবন্তি সদাচ্যুতম্ । ৩

অক্সোবাচ

মুনে স্তোত্রং প্রবক্ষ্যামি বাসুদেবস্য মুক্তিদম্ ।

শৃণু যেন স্তুতঃ সম্যক্ পূজাকালে প্রসীদতি । ৪

৫ ভগবন্তে বাসুদেবায় নমঃ সৰ্বপাপহারিণে । নমো বিত্তকদেহায় নমো জ্ঞানহরুপিণে । ৫

নমঃ সৰ্বসুহৃদায় নমঃ জীবৎসধারিণে । নমঃ সৰ্বাঙ্গসিহস্তায় নমঃ পদ্মজমালিনে । ৬

নমো বিশ্বপ্রতিষ্ঠায় নমঃ পীতাম্বরায় চ । নমো নৃসিংহরূপায় বৈকুণ্ঠায় নমো নমঃ । ৭

সূত বলিলেন,—শোনক । এক্ষণে সৰ্বদ অচ্যুতস্তোত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর । নারদ অক্সাকে জিজ্ঞাসা করিলে, অক্সা তাঁহাকে এই স্তব যেরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন ; সেই পদ্য স্তব কীৰ্ত্তন করিতেছি । নারদ বলিলেন,—অক্সন্ । প্রতিদিন বরপ্রদ অক্সর নারায়ণের আৰ্চনা করিলে যেরূপ স্তব করিতে হয়, তাহা আমার নিকটে কীৰ্ত্তন করুন । যাহারা অচ্যুতের স্তব করেন, তাহারা ধন, তাহাদিগের জন্যই সার্থক ; তাহারা ই সৰ্বসুখযুক্ত হন । অক্সা বলিলেন,—বাসুদেবের স্তব বলিতেছি, এই স্তব সাধককে মুক্তি প্রদান করে । এই স্তব যিনি পূজাকালে পাঠ করেন, নারায়ণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন । ভগবান বাসুদেবকে নমস্কার করি, যিনি সৰ্ব পাপ হরণ করেন, তাঁহাকে নমস্কার । যিনি বিত্তক দেহধারী, সেই হরিকে নমস্কার । যিনি জ্ঞান প্রদান করেন, সেই হরিকে নমস্কার । ১-৫

যিনি সমস্ত সুরগণের ঈশ্বর, সেই হরিকে নমস্কার । যিনি জীবৎসধারী সেই হরিকে নমস্কার । যিনি চক্রে নৈত্যাদি সংহার নিমিত্ত চৰ্ম্ম ও অসি ধারণ করেন, সেই হরিকে নমস্কার । যিনি পদ্মজমালা ধারণ করেন, সেই হরিকে নমস্কার । যিনি এই জগতের একমাত্র

১ । সৰ্বপাপহারিণে ।

নমঃ পঞ্চজনাভ্য নমঃ ক্ষীরোদশাসিনে । নমঃ সহস্রশীর্ষায় নমো নাগপৰ্য্যাক্ষশাসিনে ॥ ৮

নমঃ পরশুহস্তায় নমঃ ক্ষত্রাস্তকারিণে । নমঃ সত্যপ্রতিজ্ঞায় পুজিতায় নমো নমঃ ॥ ৯

নমঃ ত্রৈলোক্যানাথায় নমঃ চক্রধারায় চ । নমঃ শিবায় সূক্ষ্মায় পূৰ্ণায় নমো নমঃ ॥ ১০

নমো বামনরূপায় বলিরাজ্যাপহারিণে । নমো বজ্রবরাহায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ১১

নমস্তে পরমানন্দ নমস্তে পরমাক্ষর । নমস্তে জ্ঞানসম্ভাব নমস্তে জ্ঞানদায়ক ।

নমস্তে পরমাত্মৈব নমস্তে পুরুষোত্তম ॥ ১২

নমস্তে বিশ্বকর্মে নমস্তে বিশ্বভাবন । নমস্তেহস্ত বিশ্বনাথ নমস্তে বিশ্বকারণ ॥ ১৩

নমস্তে মধুদৈত্যায় নমস্তে বাবণাস্তক । নমস্তে কংস-কেশিন্য নমস্তে কৈটভার্জিন ॥ ১৪

নমস্তে শতপত্রাক্ষ নমস্তে গরুড়ধ্বজ । নমস্তে কালনেমি নমস্তে গরুড়াসন ॥ ১৫

নমস্তে দেবকীপুত্র নমস্তে বৃক্কিনন্দন । নমস্তে কুল্লিণীকান্ত নমস্তেহদিভিনন্দন ।

নমস্তে গোকুলবাস নমস্তে গোকুলপ্রিয় ॥ ১৬

অয়ং গোপবধূঃ কৃষ্ণ অয়ং গোপীজনপ্রিয় । অয়ং গোবর্জননাথ অয়ং গোকুলবর্জন ॥ ১৭

অবলম্বন, সেই হরিকে নমস্কার । যিনি পীতাম্বরধারী সেই হরিকে নমস্কার । যিনি নৃসিংহরূপধারী, সেই হরিকে নমস্কার । যিনি বৈকুণ্ঠ মূর্তি সেই হরিকে নমস্কার । পদ্মনাভকে নমস্কার করি ; ক্ষীরোদশাসীকে নমস্কার । সহস্রশীর্ষাকে নমস্কার ; নাগপৰ্য্যাক্ষশাসীকে নমস্কার । পরশুধারীকে নমস্কার । ক্ষত্রাস্তকারীকে নমস্কার । সত্যপ্রতিজ্ঞ রামচন্দ্রকে নমস্কার । যিনি অগ্নিপূজ্য তাঁহাকে নমস্কার । যিনি ত্রৈলোক্যানাথ, তাঁহাকে নমস্কার । যিনি চক্রধারী সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার । যিনি সূক্ষ্ম শিবস্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার । যিনি পূর্ণায়ু পুরুষ তাঁহাকে নমস্কার । ৬-১০

যিনি বামনরূপ ধারণপূর্বক বলি রাজার রাজ্য অপহরণ করিয়াছিলেন, সেই হরিকে নমস্কার । যিনি বজ্রবরাহরূপী, সেই গোবিন্দকে নমস্কার । যিনি পরমানন্দরূপী পরমাক্ষর, তাঁহাকে নমস্কার করি । হে জ্ঞানময় । তোমাকে নমস্কার । হে পুরুষোত্তম । তোমাকে নমস্কার । হে বিশ্বকারি । তোমাকে নমস্কার । হে বিশ্বভাবন । তোমাকে নমস্কার । হে বিশ্বনাথ । তোমাকে নমস্কার । হে বিশ্বকারণ । তোমাকে নমস্কার । হে মধুসূদন । তোমাকে নমস্কার । হে কংসনাশন । তোমাকে নমস্কার । হে কেশিসূদন । তোমাকে নমস্কার । হে কৈটভারে । তোমাকে নমস্কার । হে পদ্মলোচন । তোমাকে নমস্কার । হে গরুড়ধ্বজ । তোমাকে নমস্কার । হে কালনেমিনাশন । তোমাকে নমস্কার । হে গরুড়াসন । তোমাকে নমস্কার । ১১-১৫

হে দেবকীভনয় । তোমাকে নমস্কার । হে বৃক্কিনন্দন । তোমাকে নমস্কার । হে কুল্লিণীকান্ত । তোমাকে নমস্কার । হে অদিভিনন্দন । তোমাকে নমস্কার । হে গোকুলবাসিন্ । তোমাকে নমস্কার । গোপকুল-প্রিয় । তোমাকে নমস্কার । হে গোপদেহধারিন্ ।

অন্ন বাণেশ্বরীরন্ন অন্ন চাপুরনাশন । অন্ন বৃক্ষিকুলোলোভ অন্ন কালিরমর্দন । ১৮
অন্ন সত্য অগ্ন্যসাক্ষিন্ অন্ন সর্বার্থসাধক । অন্ন বেদান্তবিদেষ্য অন্ন সর্বদ মাধব । ১৯
অন্ন সর্বাশ্রয়াবাস্ত অন্ন সর্বগতাবাস । অন্ন সূক্ষ্ণচিদানন্দ অন্ন চিত্তনিরঞ্জন । ২০

অন্নন্তেহস্ত নিরালম্ব অন্ন শান্ত সনাতন ।

অন্ন নাথ অগ্ন্যপুত্র্য অন্ন বিক্ষো নমোহস্ত তে । ২১

ত্বং গুরুত্বং হরে শিষ্যত্বং দীক্ষামন্ত্রমণ্ডলম্ । ত্বং ক্রাসমুদ্রাসময়ত্বক পুষ্পাদিসাধনম্ । ২২

অনাধারত্বমনস্তত্বং কুর্মত্বং ধরাধ্বজঃ । ধর্মজ্ঞানাদয়ত্বং হি বেদিমণ্ডলশতকম্ । ২৩

ত্বং প্রভো হলভ্রামত্বং পুনঃ শব্দরাস্তকঃ । ত্বং ব্রহ্মবিশ্ব দেবত্বং বিষ্ণুঃ সত্যপরাক্রমঃ । ২৪

ত্বং হৃসিংহঃ পরানন্দো বরাহত্বং ধরাধরঃ । ত্বং সূবর্ণস্তথা চক্রত্বং গদা শঙ্খ এব চ । ২৫

ত্বং শ্রীত্বক প্রভো পুষ্টিত্বং মালা দেব শাস্ত্রভী ।

শ্রীবৎসঃ কোস্তভত্বং হি শাক্ষং ত্বক তথৈবুধী । ২৬

ত্বং ঋজুচর্মণা সার্কং ত্বং দিকৃপালান্তথা প্রভো ।

ত্বং বেধাত্ত্বং বিধাতা চ ত্বং বমত্বং হস্তাশনঃ । ২৭

হে কৃক । তুমি অন্নযুক্ত হও ; হে গোপীজনবজ্রভ । তুমি অন্নযুক্ত হও ; হে গোবুলবর্জন ।
তুমি অন্নযুক্ত হও, হে রাবণারে । তুমি অন্নযুক্ত হও, হে চাপুরঘাতক । তুমি অন্নযুক্ত হও ;
হে বৃক্ষিবংশাবতংস । তুমি অন্নযুক্ত হও, হে কালিরদমন । তুমি অন্নযুক্ত হও ; হে অগ্ন্য-
সাক্ষিন্ । তুমি অন্নযুক্ত হও ; হে সর্বার্থসাধক । তুমি অন্নযুক্ত হও ; হে বেদান্তবেদ্য । তুমি
অন্নযুক্ত হও ; হে সর্বদ । তুমি অন্নযুক্ত হও ; হে মাধব । তুমি অব্যক্তরূপে সর্বকৃতের
আশ্রয়রূপে বিলম্বমান আছ, তুমি অন্নযুক্ত হও ; হে চিদানন্দ । হে সূক্ষ্মরূপিন্ । তুমি অন্নযুক্ত
হও ; হে নিরঞ্জন ! তুমি অন্নযুক্ত হও । ১৬-২০

হে নিরালম্ব । তোমার অন্ন হোক, হে সনাতন । তুমি অন্নযুক্ত হও ; হে নাথ । তুমি
অন্নযুক্ত হও ; হে অগ্ন্যপালক । তুমি অন্নযুক্ত হও ; তোমাকে নমস্কার করি । হে হরে ।
তুমিই অগ্ন্যের গুরু, তুমিই শিষ্য, তুমিই দীক্ষা, তুমিই মন্ত্র, তুমিই মণ্ডল, তুমিই ক্রাস, তুমিই
কুদ্রা, তুমিই সময়, তুমিই পুষ্পাদি পূজ্যস্রব্য, তুমিই আধারশক্তি, তুমিই অনন্ত, তুমিই কুর্ম,
তুমিই ধরা, তুমিই পদ্ম এবং ধর্মজ্ঞান বেদিমণ্ডলাদি সকলই তুমি । প্রভো । তুমি হলধর,
তুমি শ্রীরাম, তুমি শব্দরাস্তক, তুমি ব্রহ্মবিশ্ব, তুমি দেব, তুমি বিষ্ণু, তুমি সত্যপরাক্রম, তুমি
হৃসিংহ, তুমি পরানন্দ, তুমি বরাহ, তুমি ধরাধর, তুমি সূবর্ণ, তুমি চক্র, তুমি গদা এবং তুমিই
শঙ্খ । ২১-২৫

প্রভো । তুমি শ্রী, তুমি পুষ্টি, তুমি বনমালা, তুমি শ্রীবৎস, তুমি কোস্তভ, তুমি শাক্ষ,
তুমিই ইবুধি । প্রভো । তুমি ঋজুচর্মধারী, তুমি দিকৃপাল, তুমিই বিধাতা, তুমি ঋক্ষা, তুমি

১ । অন্ন সর্বদা মাধব । ২ । অগ্ন্যপুত্র্য ।

ত্বং ধনেন্দ্রশত্ৰীশানন্তুমিত্তমপাং পতিঃ ।

ত্বং বশোহধিপতিঃ সাধ্যস্ত্বং বাহুস্ত্বং শিশাকরঃ ॥ ২৮

আদিত্য্যঃ বসবো রুদ্রাশ্চমন্নিদো মরুদগণাঃ ।

ত্বং দৈত্য্যঃ দানবো নাগাশ্চ যক্ষরাক্ষসীঃ খণ্ডাঃ ॥ ২৯

গন্ধৰ্বাশ্চরসঃ সিদ্ধাঃ পিতৃরস্ত্বং সহামরাঃ । ত্বতানি বিহরস্ত্বং হি তুমব্যাক্তেজ্জিহাশি চ ॥ ৩০

মনো বুদ্ধিরহঙ্কারঃ ক্লেদস্ত্বং হৃদীশ্বরঃ । ত্বং বজ্রস্ত্বং বমট্টকারস্ত্বমোক্তারঃ সমিৎ কুলঃ ॥ ৩১

ত্বং বেদী ত্বং হরে দীক্ষা ত্বং যুগস্ত্বং হতাননঃ ।

ত্বং হবিস্ত্বং ত্বং পুরোভাশস্ত্বং শলি ত্বং ঋকঃ ঋবঃ ॥ ৩২

স্রাববশ্চমনস্ত্বং হি সদন্তস্ত্বং সদক্ষিণঃ । ত্বং শূৰ্পাদিস্ত্বং রজ্জ্বা যুগলোশুখলে ঋবন্ ॥ ৩৩

ত্বং হোতা বজ্রমানস্ত্বং ত্বং বাস্ত্যঃ পশুযাজকঃ ।

তুমক্ষ্মাশ্চাত্তমুগাতা ত্বং বজ্রঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৩৪

দিক্-পাতাল-মহী-বোম-দ্যৌঃ সনকজ্ঞাতারকাঃ १ । দেবতীৰ্থান্মনুজৈর্জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ৩৫

যং কিকিচ্ছত্বে দেব ব্রহ্মাত্মমখিলং জগৎ । তব রূপমিদং সৰ্ব্বং দৃষ্ট্যৰ্থং সম্প্রকাশিতম্ ॥ ৩৬

নাথ যং ভে পবং রূপং ২ দেবৈবরপি হরাসদম্ ।

কন্তুজ্ঞানান্তি বিমলং যোগিগম্যমভীজিহ্ম ॥ ৩৭

অব্যয়ং পুরুষং নিভামব্যাক্তমজমবাস্তম্ । প্রলয়োৎপত্তিরহিতং সৰ্বব্যাপিনমৌশ্বরম্ ॥ ৩৮

বম, তুমি হতানন, তুমি কুবের, তুমি ইশান, তুমি ইজ, তুমি বরুণ, তুমি সাধ্য, তুমি বাহু, তুমি শিশাকর, তুমি আদিত্য, তুমি অশ্বিনীকুমার, তুমি মরুদগণ, তুমি দানব, তুমি নাগ, তুমি যক্ষ, তুমি রাক্ষস, তুমি খণ্ড, তুমি গন্ধৰ্ব, তুমি অশ্বর, তুমি সিদ্ধ, তুমি পিতৃগণ, তুমি অমর, তুমি ভূত, তুমি বিহর এবং তুমিই অব্যাক্ত ইজিহ্ম । ২৬-৩০

তুমি মন, তুমি বুদ্ধি, তুমি অহঙ্কার, তুমি আত্মা, তুমি হৃদয়েরশ্বর, তুমি বজ্র, তুমি বমট্টকার, তুমি ওক্তার, তুমি সমিৎ, এবং তুমিই কুল । হরে । তুমি বেদী, তুমি দীক্ষা, তুমি যুগ, তুমি হতানন, তুমিই শূৰ্পাদি যজ্ঞীর উপকরণ, তুমি রজ্জ্বা, তুমি যুগল, তুমি উদুখল, তুমিই হবিঃ, তুমি পুরোভাশ, তুমি বজ্রশালা, তুমি ঋক্, তুমি ঋব, তুমি সদন্ত, তুমিই দক্ষিণা, তুমি হোতা, তুমি বজ্রমান, তুমি বাস্ত্য, তুমি যাজক, তুমি অক্ষমূর্খ, তুমি উগাতা, তুমি বজ্র, তুমি পুরুষোত্তম, তুমি দিক্, তুমি পাতাল, তুমি পৃথিবী, তুমি আকাশ এবং তুমিই নকজ্ঞাতারক । দেব তীৰ্থ্যক্ মনুজাদি চরাচর বাহা কিহু দৃষ্টে হয়, সমুদয় অখিল ব্রহ্মাত্মই তুমি, পরিদৃষ্টমান এই চরাচর জগৎই তোমার রূপ । ৩১-৩৫

হে নাথ ! তোমার সৰ্বব্যাপক ব্রহ্ম রূপ দেবগণেরও অগম্য । যোগিগম্য, অভীজিহ্ম বিমলবতাব, অব্যয়, সনাতন, অব্যাক্ত, অজ, পুরুষ, প্রলয়োৎপত্তিরহিত, সৰ্বব্যাপী, ঐশ্বর্য,

পূর্বকথম্ । একোনচত্বারিংশদধিকষিণততমোহধ্যায়ঃ

সর্বজ্ঞং নিৰ্ভয়ং শুদ্ধমানন্দমজরং পরম্ । বোধরূপং ধ্রুবং শান্তং পূর্ণমষ্টৈভ্যমকরম্ ¹ । ৭৯

অবতারেষু বা মূর্তির্বিদুরে² দেব দৃশ্যতে ।

পরং ভাবমজানন্তত্বাং ভক্তিঃ দিবৌকসঃ । ৪০

কথং ভামীদৃশং স্মরং শক্ৰোমি পুরুষোত্তম । আরাধয়িতুমীশান মনোগম্যমগোচরম্ ³ । ৪১

ইহ যন্তত্তলে নাথ পূজ্যতে বিধিবদ্ভ্রষ্টমৈঃ । পুষ্পদুপাদিভির্যত্তং তব সৰ্ব্বা বিদুত্তরঃ ।

সহস্রাদিভেদেন তব যং পূজিতা ময়া । ৪২

যং কৃতং জপহোমাদি অসাধ্যং পুরুষোত্তম ।

কৃতমহঁসি তৎ সৰ্ব্বং যং কৃতং ন কৃতং ময়া । ৪৩

ন শক্ৰোমি বিভো সম্যক্ তব পূজাং বধোদিতাম্ ।

বিনিপাদয়িতুং ভক্ত্যা অতত্বাং কমরাম্যহম্ । ৪৪

নিবারাত্নৌ চ সন্ধ্যারাত্ সৰ্ব্বাবস্থাসু চেষ্টিতঃ ।

অচলা তু হরে ভক্তিস্তবাক্সি মুগলে মম । ৪৫

শরীরে ন তথা প্রীতির্ন চ ধর্মাদিকেহু চ ।

তথা ত্বরি জগন্নাথ প্রীতিরাত্যাত্তিকী মম । ৪৬

কিং তেন ন কৃতং কর্ণ বর্গমোকাদিসাধনম্ ।

যন্ত বিকৌ দৃঢ়া ভক্তিঃ সর্বকামফলপ্রদে । ৪৭

সর্বজ্ঞ, শুদ্ধাভীত, শুদ্ধ, পরমানন্দময়, জরাবিহীন, জরহৃতিরহিত, শান্ত, জ্ঞানময়, পূর্ণ অষ্টৈভ্য
সেই ব্রহ্মমূর্তিকে কে ধ্যান করিতে পারে? দেব! তোমার যে যে মূর্তি অবতারে দৃষ্ট
হয়, দেবতারা সেই সমুদায়ই ভজনা করিয়া থাকেন, যেহেতু তাঁহারাও তোমার সেই পরম-
জ্ঞান ভাব জানেন না । ৩৬-৪০

হে পুরুষোত্তম! আমি তোমার সেই মনোগম্য অথচ অগোচর ব্রহ্মমূর্তির আরাধনা
করিতে কিরূপে সক্ষম হইব? হে দেব! আমি যে যন্তত্তলে বিধানানুসারে বৃকজাত পুষ্প
দুপাদি লৌকিক উপহারে তোমার সহস্রাদি বিদুত্তি সকলকে পূজা করিয়াছি এবং আমি
যে জপ হোমাদি আমার অসাধ্য হইলেও করিয়াছি, হে পুরুষোত্তম! তাহাতে আমার
যে দোষ ঘটিয়াছে, তুমি তাহা ক্ষমা কর। বিভো! আমি যথাবিধি তোমার পূজা
সম্পাদন করিতে সর্বথা অক্ষম; হে পুরুষোত্তম! আমি সেই জন্ত ভক্তিপূর্বক তোমার
মিষ্টি ক্ষমা প্রার্থনা করি। হে হরে! এক্ষণে আমি এই প্রার্থনা করিতেছি যে, দিবা স্নান
মুখ্য সকল সময়েই যেন তোমার চরণমুগলে আমার অচলা ভক্তি থাকে। ৪১-৪৫

জগন্নাথ! তোমাতে আমি যেক্রপ প্রীতি প্রার্থনা করিতেছি শরীরে বা ধর্মাদিতে
আমি তাদৃশী প্রীতি অনুভব করি না। সর্বকামফলপ্রদ বিদুত্তে যাহার দৃঢ়া ভক্তি

১। অকরম্। ২। বিহরেদেব।

পূজাং কর্ত্ব্যং তথা স্তোত্রং কঃ শক্লোতি ভবাচ্ছত ।
 স্তম্ভ পূজিতং মেহন তৎ কস্যন নমোহস্ত তে ॥ ৪৮
 ইতি চক্রধরস্তোত্রং সন্ন্যাসাশ্রমদাহতম্ ।
 স্তুতি বিম্বং যুনে স্তম্ভা বদীচ্ছসি পরং পদম্ ॥ ৪৯
 স্তোত্রেশামেন যঃ স্তোতি পূজাকালে অগদগুরুম্ ।
 অচিরান্নভতে মোক্ষং হিত্বা সংসারবন্ধনম্ ॥ ৫০
 কল্যাণি হো অপেনস্তম্ভা ত্রিসঙ্খ্যং নিরতঃ স্তুতিঃ ।
 ইদং স্তোত্রং যুনে সোহপি সর্বকামম্বাপ্নুরাৎ ॥ ৫১
 পুজার্থী লভতে পুজান্ বস্তো যুচোত বন্ধনাৎ ।
 রোগাভিসূচ্যতে রোগী নির্ধনো লভতে ধনম্ ॥ ৫২
 বিদার্থী লভতে বিদ্যাং যশঃ কীর্ত্তিক বিদ্যতি ।
 জাতিশ্রবণং মেধাবী মদ্যমিচ্ছতি চেতসা ॥ ৫৩
 স যতঃ সর্ববিৎ প্রাজ্ঞঃ স সাধুঃ^১ সর্বকৰ্ম্মকর ।
 স সত্যবাক্ স্তুতির্দাতা যঃ স্তোতি পুরুষোত্তমম্ ॥ ৫৪
 অসম্ভাষ্য^২ হি তে সর্বে সর্বধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ ।
 মেধাং প্রবর্ত্তনং নাশ্চি হরিমুদিতং সংক্রিয়াঃ ॥ ৫৫

আরে, বর্ণ-মোক্ষাদিসাধক কোন্ কর্ম তাহার অনুষ্ঠিত হয় নাই? (একমাত্র বিম্বস্তুতি থাকিলেই বর্ণ-মোক্ষাদি অতীত লাভ হইতে পারে।) হে অচ্ছত। তোমার পূজা কিছা শুধ করিতে কাহারও শক্তি নাই। তথাপি যে আমি তোমার পূজা ও শুধ করিতে উদ্যত হইয়াছি, আমার এই অপরাধ ক্ষমা কর। হে শৌনক। আমি তোমার নিকট চক্রধর-স্তোত্র এই বলিলাম; যুনে। তুমি যদি পরমপদ ইচ্ছা কর, তাহা হইলে ভক্তিপূর্বক নারায়ণের শুধ কর। যে ব্যক্তি পূজাকালে অগদগুরুকে এই স্তোত্র দ্বারা শুধ করে, সে অচিরে সংসার-বন্ধন হেদমপূর্বক মোক্ষলাভ করিতে পারে। ৫৬-৫০

যুনে। যে ব্যক্তি স্তুতি হইয়া ভক্তিপূর্বক ত্রিসঙ্খ্য এই স্তোত্র পাঠ করে, সে সর্বপ্রকার কামনা সকল করিতে পারে। এই শুধ পাঠ করিলে পুজার্থী ব্যক্তি পুজ লাভ করে, বন্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, রোগী রোগ হইতে মুক্তি পায়, নির্ধন ধন লাভ করে, বিদার্থী ব্যক্তি বিদ্যা প্রাপ্ত হয়, এবং অন্যান্য সকলেই অভিলাষানুসারে আয়, যশ ও কীর্ত্তি লাভ করিতে পারে। আর মেধাকামী ব্যক্তি বিপুল মেধা এবং জাতিশ্রবণ প্রাপ্ত হয়; ফলতঃ যে ব্যক্তি চিত্তে যাহা অভিলাষ করিয়া এই শুধ পাঠ করে, সেই সকল ফললাভ করিয়া থাকে। যে পুরুষোত্তমকে শুধ করে, সে অমৃত হইলেও সর্ববিৎ প্রাজ্ঞ হইয়া থাকে;

১। প্রাজ্ঞত্বসাধুঃ। ২। সাধুশীলাঃ।

নানোচং বিদ্যতে তস্য মনো বাধ চ হরাখনঃ ।

যস্য সৰ্বার্থদে বিকো ভক্তির্নাব্যভিচারিণী ৷ ৫৫

আরাধ্য বিবিবন্ধেবং হরিং সৰ্বসুখপ্রদম্ ।

প্রাপ্নোতি পুরুষঃ সমাগ্ৰ্যম্যং প্রার্থয়তে কলম্ ৷ ৫৬

অসুর-বিদ্বদসিদ্ধৈর্জায়তে যন্ত নাহং,

সকলমুনিভিরাদ-শ্চিত্যতে যো হি সিদ্ধঃ ।

নিখিলহৃদি নিবিষ্টো বৈষ্ণু যঃ সৰ্বসাকী,

ভক্তজয়মুত্তমীশং বাসুদেবং নতোহহিঃ ৷ ৫৮

নিখিলজুবননাথং শাস্ত্রতঃ সুপ্রসন্নম্,

অতিবিমলবিত্ততঃ নিত্বং ভাবপূনৈঃ ।

সুখমুদিতসমস্তং পূজয়াম্যস্বভাবং,

বিনত্বং হৃদয়পদ্মে সৰ্বসাকী চিদাম্বা ৷ ৫৯

এবং মরোক্তং পরমপ্রভাব-মান্যত্বহীনম্ পরম বিকোঃ ।

ভক্ত্যবিচিন্ত্যঃ পরমেশ্বরোহসৌ, বিমুক্তিকামেব মরেন সম্যক্ ৷ ৬০

বোধরূপং পুরুষং পূর্ণ-মানিত্যবর্ণং বিমলং বিত্ততম্ ।

সকিন্ধ্য বিষ্ণুং পরমধিতীয়ে, কস্তত্র বোধী ন জ্ঞায় প্রয়াতি ৷ ৬১

অসাধু হইলেও সৰ্বসংকরকারী, সত্যবাদী ভক্তি ও দাতা হইতে পারে। নারায়ণকে উদ্দেশ্য করিয়া সংক্ৰিয়া করিতে বাহার প্রবৃত্তি নাই, সাধুশীল হইলেও তাহাদিগকে সৰ্বধর্মবহিষ্টত জানিবে । ৫১-৫৫

সৰ্বার্থপ্রদ বিষ্ণুতে যে ব্যক্তির অচলা ভক্তি আছে, সে হরাখা হইলেও তাহার মন কিম্বা ভাক্য অশুচি না । যদি কোন ব্যক্তি বিবিপূর্বক সৰ্বসুখপ্রদ হরির আরাধনা করেন, তাহা হইলে তিনি বাহা বাহা প্রার্থনা করেন, সেই সেই কল পাইয়া থাকেন । অসুর মূর সিদ্ধগণ বাহার অস্ত আসিতে পারেন নাই, যে যতঃসিদ্ধ আদি পুরুষকে সমস্ত মূনিগণ চিন্তা করিয়া থাকেন, যে সৰ্বসাকী পুরুষ নিখিল প্রাণীর হৃদয়গত সমুদয় ভক্ত জামেন, আমি সেই অজ অমৃত পরমেশ্বর বাসুদেবকে নমস্কার করি । সমস্ত অগতের অধীশ্বর সুপ্রসন্ন সনাতন অতি-বিমল বিত্তত নিত্বং আদ্যরূপ সৰ্বসুখবিধাতা নারায়ণকে ভক্তিরূপ পূজারী পূজা করি, সেই চিদাম্বা সৰ্বসাকী হরীকেশ আমার হৃদয়ে প্রবেশ করুন । ৫৬-৫৯

আমি আদ্যত্ববিহীন পরমাশ্রয়ণী বিষ্ণুর মহাপ্রভাবসম্পন্ন তব এই তোমার নিকট কীটন করিলাম । মোক্ষকামী মনুষ্য পরমেশ্বর হরিকে সম্যক্ প্রকারে চিন্তা করিবে । জ্ঞানময় পুরুষ বিমল বিত্তত আদিত্যবর্ণ অদ্বিতীয় পরমাশ্রয়রূপ বিষ্ণুকে সম্যক্ প্রকার চিন্তা

১। বৃত্তরমরগহীনং নিত্যমানন্দরূপম্—ইত্যধিকঃ পাঠঃ দৃষ্টতে ।

ইমং স্তবং যঃ সততং মনুষ্যঃ, পঠেচ্চ তদ্বৎ প্রযতঃ প্রযাতঃ ।
 স যৌক্তপাপ্য। বিততপ্রভাবঃ, প্রয়াতি লোকং বিততং মুরারে: ॥ ৬২
 যঃ প্রার্থয়ত্যর্থমশেষমৌষ্যং, ধর্মক কামক তথৈব মোক্ষম্ ।
 স সর্বমুৎসৃজ্য পরং পুরাণং, প্রয়াতি বিমুক্তং শরণং বরেন্যম্ ॥ ৬৩
 বিভূং প্রভুং বিশ্বধরং বিতত-মশেষসংসারবিনাশহেতুম্ ।
 যো বাসুদেবং বিমলং প্রপন্নঃ, স মোক্ষমাপ্নোতি বিমুক্তসদঃ ॥ ৬৪

ইতি শ্রীগরুড়ো মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে শ্রীবাসুদেবস্তোত্রকথনং নামৈকোদ-
 চছারিংশদধিক-বিংশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫৯ ॥

করিলে কোন্ যোগী না হইতে লয় পাইতে পারে? যে মনুষ্য প্রয়াত হইয়া ব্রতসহকারে
 সতত এই স্তোত্র পাঠ করে, সে সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত ও মহাপ্রভাবশালী হইয়া
 বিমুক্তলোকে গমন করে। যে সকল ব্যক্তি অর্থ, সুখ, ধর্ম, কাম ও মোক্ষ প্রার্থনা
 করে, সে সকল পরিত্যাগ করিয়া বরেন্য পুরাণপুরুষ বিমুক্ত শরণাপন্ন হইয়া থাকে।
 যিনি প্রভু, বিশ্বধর, অশেষ সংসারনাশের হেতু, বিতত, বিমল বাসুদেবের শরণাপন্ন হইলে,
 তিনি বিমুক্তসদ সংসারবন্ধনহীন হইয়া মোক্ষপদ পাইতে পারেন। ৬০-৬৪

শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে শ্রীবাসুদেবস্তোত্রকথন নামক উনচছারিংশদধিক-
 বিংশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬৯ ॥

চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ

অশ্লোকাঃ

বেদান্ত-সাংখ্যাসিন্ধান্ত-ব্রহ্মজ্ঞানং বদাম্যহম্ ।

অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্বিষ্কুরিত্যেব চিন্তয়ন্ ॥ ১

সূর্যেন্দ্রবোদ্ধি বহ্নৌ চ জ্যোতিরেকং ত্রিধা স্থিতম্ ।

যথা মপিঃ শরীরস্থং গবাং ন কুরুতে বলম্ ।

নির্গতং কর্মসংযুক্তং নৃত্যং তাসাং মহাবলম্ ॥ ২

তথা বিষ্ণুঃ শরীরস্থো ন করোতি হিতং নশাম্ । বিনারাদনয়া দেবঃ সর্বগঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৩

আকুরুক্ষুমভীনাং কর্মজ্ঞানমুদাহৃতম্ । আকুরুষোঃ পুরুষাণাং জ্ঞানং জাগঃ পরং মতম্ ॥ ৪

জাতুমিচ্ছতি শকাণীন্ রাগদ্বেষোহিথ জায়তে ।

লোভমোহৌ ক্রোধ এতৈর্যুক্তঃ পাপং নরশচরেৎ ॥ ৫

হস্তানুপহৃদয়ং বাক্ চতুর্থী চতুষ্ঠয়ম্ । এতৎ সুসংযতং যস্য স বিপ্রঃ কথ্যতে বুধঃ ॥ ৬

পরবিত্তং ন গৃহীতি ন হিংসাং কুরুতে তথা । নাকক্রীড়ারতো যন্ত হস্তৌ তন্ত সুসংযতৌ ॥ ৭

পরস্ত্রীর্জ্ঞানরতস্তস্যোপহৃৎ সুসংযতম্ । অলোমুপবিত্তং ভুক্ত্যেত জঠরং তন্ত সংযতম্ ॥ ৮

সূত্র বলিলেন,—এক্ষণে বেদান্ত, সংখ্য ও সিদ্ধান্ত শাস্ত্রপ্রতিপাদিত ব্রহ্মজ্ঞান বলিতেছি । “আমিই জ্যোতির্শর পরব্রহ্ম স্বরূপ বিষ্ণু” এই প্রকার চিন্তা করিবে । এক জ্যোতিই ত্রিধা বিস্তৃত হইয়া সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নিতে অবস্থিত আছে । যেমন গরুর শরীরে ঘৃত বিদ্যমান থাকিলেও তাহার বলাধান করে না, পরন্তু সেই ঘৃত নিষ্কান্ত করিয়া যথাবিধি প্রয়োগ করিলে সেই ঘৃত মহাবলপ্রদ হয়, সেইরূপ বিষ্ণু সর্বজীবের শরীরে বিদ্যমান আছেন বটে, কিন্তু তাঁহার আরাধনা ব্যতীত কেহই সেই সর্বগ পরমেশ্বরকে জানিতে পারে না । যাহারা জ্ঞানলাভেরূপ তাহাদিগের কর্মজ্ঞান আবশ্যক, কর্মজ্ঞান হইলে পরে যোগভরতে আরোহণ করিলে যখন জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তখন কর্মত্যাগ হইবে । যাহারা শমাদি জানিতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগের রাগদ্বেষাদি অশ্লো : সূত্রায়ঃ মনুষ্য লোভ, মোহ ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া পাপাচরণ করিতে থাকে । ১-৫

যাহার হস্ত, উপহৃৎ, উদর ও বাক্য সংযত আছে, তাহাকেই বুধ বলা যায় । যে পর-
ব্রহ্ম গ্রহণ করে না, অকক্রীড়্যতে অনুরক্ত হয় না, কিংবা কোনরূপ হিংসাব্যাপারে প্রযুক্ত
হয় না, তাহার হস্তদ্বয়কে সুসংযত বলা যায় । যে ব্যক্তি পরস্ত্রীতে রতিকামনা করে না
তাহারই উপহৃৎ সুসংযত হয় । আর যে অলোমুপ হইয়া পরিমিত ভোজন করে, তাহার

সত্যং হিতং মিতং ক্রতে যঃ সদা তস্য বাগ্‌বতা ।
 যস্য সংবতান্তেতানি তস্য কিং তপসাধরৈঃ ॥ ৯
 একাং যদ্‌ বুদ্ধি-মনসোরিষ্টিরাণাক সৰ্ব্বদা ।
 বিশেষতঃ পরে দেবে ধ্যানমেতৎ প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ১০
 ক্রবোর্মধ্যে হিতাং বুদ্ধিং বিষয়েষু মুনক্তি যঃ ।
 ইন্দিরাণামুপরমে মনসি জ্ঞানবাহিতে ॥ ১১
 যপ্তান্‌ পশুভ্যসৌ জীবো বাহ্যানাভ্যন্তরানথ ।
 জীবো জাগ্রদবহারামেবমাহৰ্ষিপশ্চিত্তঃ ॥ ১২
 হ্রদি হিতঃ স তমসা মোহিতো ন সতত্যপি ।
 যদা তস্য ক্রতো বেতি স্মৃতিরিতি কথ্যতে ॥ ১৩
 জাগ্রতো যস্য তজ্জী ন^১ ন মোহো ন জমতথা ।
 উৎপদ্যতে ন জামাতি শব্দার্থবিষয়ান্‌ যশী ॥ ১৪
 ইন্দিরাণি সমাহৃত্য বিষয়েভ্যো মনস্তথা ।
 বুদ্ধ্যাংকারমপি চ প্রকৃত্যা বুদ্ধিবেষ চ ॥ ১৫
 সংযম্য প্রকৃতিঞ্চাপি চিৎকৃত্যা কেবলে হিতঃ ।
 পশুভ্যামনি চাখ্যানমাখ্যন্য বপ্রকাশকম্ ॥ ১৬

উদরকে সংবত বলা যায় । যিনি হিত, পরিব্রিত ও সত্য বাক্য বলেন, তাঁহার থাকাই সংবত কীৰ্ত্তিত হয় । যাহার হস্ত প্রকৃতি সংবত হইরাছে, তাহার তপতা বা যজ্ঞাদি দ্বারা কোন প্রয়োজন নাই, অর্থাৎ এই সকল সংকার্যে যে কল হয়, হস্ত উপর ও বাক্য সংবত করিলেও সেই কলই হইরা থাকে । বুদ্ধি মন ও অজ্ঞান ইন্দিরগণকে সংযমনপূর্বক পরম পুরুষ বাসুদেবের প্রতি নিবেশিত করাকে ধ্যান বলা যায় । ৯-১০

জাগ্রদবহার কিয়ৎ নিদ্রাকালে যে কোন সময়ে জমবাহিতা বুদ্ধিকে চঞ্চল মনের সহিত যুক্ত করিলে মনুষ্যের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক নানাবিধ দৃশ্য দর্শন হইরা থাকে । পশ্চিত্তগণ ইহা বলিয়াছেন । হ্রদিহিত জামা মোহাবৃত হইলে সকারিত হয় না ; যখন এইরূপ অবস্থা হয়, তখনই স্মৃতি ঘটিয়া থাকে । সেই আখ্যার যখন জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন তাহার জীপুজাদিতে জম থাকে না এবং সেই যশী ব্যক্তি শব্দার্থ বিষয় জানিতে পারে না । জাদী ব্যক্তি বিষয় হইতে ইন্দির ও মনকে সমাহরণপূর্বক বুদ্ধিয়ারা অহঙ্কারকে এবং প্রকৃতিয়ারা বুদ্ধিকে সংযমন করিয়া চিৎপক্তি দ্বারা প্রকৃতির সংযম করত কেবল আখ্যাতে অবহিত হইবে । তখন আখ্যা (মন) দ্বারা আখ্যাকে দেখিতে থাকিবে । ১১-১৬

চিহ্নপমমৃতং শুদ্ধং নিষ্ক্রিয়ং ব্যাপকং শিবম্ ।

তুরীয়ারামবহারামাহিতোহসৌ ন সংশয়ঃ । ১৭

শব্দাদয়ো গুণাঃ পঞ্চ সত্যাকান্ত গুণাত্মকঃ । পূর্য্যষ্টকস্ত পদ্বস্ত পত্রাণ্যষ্টৌ চ তানি হি । ১৮

সাম্যাবহা গুণকৃতা প্রকৃতিশুদ্ধ কণিকা । কণিকারং হিতো দেবো দেহে চিহ্নপ এব হি । ১৯

পূর্য্যষ্টকং পরিত্যজ্য প্রকৃতিক গুণাশ্চিকাম্ ।

যদা যাতি তদা জীবো যাতি মুক্তিং ন সংশয়ঃ । ২০

প্রাণায়ামো অপশ্চৈব প্রত্যাহারোহিথ ধারণা ।

ধ্যানং সমাধিরিত্যেতে যচ্ যোগস্ত প্রসাধকাঃ । ২১

পাপকরে দেবতানাং প্রীতিরিত্তিসংযমঃ । অপধ্যানমুক্তো গর্ভো বিপরীতভুগর্ভকঃ । ২২

বহুজিৎশাস্ত্রাত্মকঃ^১ শ্রেষ্ঠশত্বর্জিৎশক্তিমাত্রকঃ । মথো দ্বাদশমাত্রস্ত ওঙ্কারং সততং অপেৎ । ২৩

বাচকে প্রণবে অশ্বৈ^২ বাচ্যং ব্রহ্ম প্রসীদতি । ২৪

ও নমো বিষ্ণবে ।

যড়করশ্চ জপব্যো গায়ত্রী দ্বাদশাকরা । ২৫

সর্ব্বোমামিত্তিগাণস্ত প্রবৃতিবিসময়েষু চ । নিবৃতির্মনসা তত্যাং প্রত্যাহারঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ । ২৬

চিহ্নপ, অমৃত, শুদ্ধ, নিষ্ক্রিয়, সর্বব্যাপী, শিবপ্রদ আত্মাকে জানিয়া তুরীয়া অবস্থাতে অবস্থিত হইবে। শব্দস্পর্শাদি পঞ্চগুণ ও সত্যাদি গুণত্রয় মিলিত সমুদয়ে অষ্টপুরাণ্ডক চিহ্নপদ্বয়ের অষ্ট পত্র স্বরূপ; গুণত্রয়ের সাম্যাবহাই প্রকৃতি; এই প্রকৃতিই উক্ত পদ্বয়ের কণিকা; দেহমথো কণিকাতে চিহ্নপী দেব অবস্থিত আছেন। জীব যখন এই পূর্য্যষ্টক এবং গুণাশ্চিকা প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া নিঃসংসার প্রাপ্ত হয়, তখনই সেই জীব মুক্ত হইতে পারে, ইহাতে সংশয় নাই। ১৭-২০

প্রাণায়াম, জপ, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি এই ছয়টি যোগের সাধক। পাপকর হইলেই দেবতার প্রীতি হয়; তাহা হইলেই ইন্দ্রিয়সংযম করিতে পারে। প্রাণায়াম দ্বিবিধ, গর্ভ ও অগর্ভ। অপধ্যানমুক্ত যে প্রাণায়াম, তাহাই গর্ভ এবং তাহার বিপরীত হইলে অগর্ভ প্রাণায়াম হয়। যে প্রাণায়াম বহুজিৎশাস্ত্রাত্মক তাহাই শ্রেষ্ঠ, আর বাহা চত্বর্জিৎশক্তিমাাত্রাত্মক তাহা মধ্যম এবং যে প্রাণায়াম দ্বাদশমাত্রাত্মক তাহা অধম। সতত ওঙ্কার জপ করিয়া প্রাণায়াম করিবে। ওঙ্কার পরব্রহ্মের বাচক। সেই ব্রহ্মবাচক ওঙ্কারের পরিজ্ঞান হইলেই বাচ্য ব্রহ্ম প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ২১-২৪

“ও নমো বিষ্ণবে” এই যড়কর ও দ্বাদশাকর গায়ত্রী জপ করিবে। বিষয়েতে ইন্দ্রিয়-সকল প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, মনোযোগ সেই বৃত্তির যে নিবৃতি, তাহাই প্রত্যাহার। প্রত্যাহার-কালে মন বিষয় হইতে বৃত্তির সহিত ইন্দ্রিয়সকলকে সমাহরণ করিয়া অবস্থিতি

চিহ্নপমমৃতং শুদ্ধং নিষ্করং ব্যাপকং শিবম্ ।

তুরীয়ারামবহারামাহিতোহসৌ ন সংশয়ঃ । ১৭

শব্দানুরো গুণাঃ পঞ্চ সত্যাকান্ত গুণাত্মকঃ । পূর্য্যষ্টকস্ত পদ্বস্ত পত্রাণ্যষ্টৌ চ তানি হি । ১৮

সাম্যাবহা গুণকৃতা প্রকৃতিশুদ্ধ কণিকা । কণিকারং হিতো দেবো দেহে চিহ্নপ এব হি । ১৯

পূর্য্যষ্টকং পরিত্যজ্য প্রকৃতিক গুণাশ্চিকাম্ ।

যদা যাতি তদা জীবো যাতি মুক্তিং ন সংশয়ঃ । ২০

প্রাণায়ামো অপশ্চৈব প্রত্যাহারোহিথ ধারণা ।

ধ্যানং সমাধিরিত্যেভে যচ্ যোগস্ত প্রসাধকাঃ । ২১

পাপকরে দেবতানাং প্রীতিরিত্তিসংযমঃ । অপধ্যানমুক্তো গর্ভো বিপরীতস্তদগর্ভকঃ । ২২

বহুজিৎশাস্ত্রাত্মকঃ^১ শ্রেষ্ঠশ্চতুর্জিৎশক্তিমাত্রকঃ । মথো দ্বাদশমাত্ৰস্ত ওঙ্কারং সততং অপেৎ । ২৩

বাচকে প্রণবে অশ্লো^২ বাচ্যং ব্রহ্ম প্রসীদতি । ২৪

ওঁ নমো বিষ্ণবে ।

যড়করশ্চ জপব্যো গায়ত্রী দ্বাদশাক্ষরা । ২৫

সর্বকামমিল্লিঙ্গাণস্ত প্রবৃতিবিসময়েষু চ । নিবৃতির্মনসা তত্যাং প্রত্যাহারঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ । ২৬

চিহ্নপ, অমৃত, শুদ্ধ, নিষ্কর, সর্বব্যাপী, শিবপ্রদ আত্মাকে জানিয়া তুরীয়া অবস্থাতে অবস্থিত হইবে। শব্দস্পর্শাদি পঞ্চগুণ ও সত্যাদি গুণত্রয় মিলিত সমুদয়ে অষ্টপুরাণ্ডক চিহ্নপদ্বয়ের অষ্ট পত্র স্বরূপ; গুণত্রয়ের সাম্যাবহাই প্রকৃতি; এই প্রকৃতিই উক্ত পদ্বয়ের কণিকা; দেহমথো কণিকাতে চিহ্নপী দেব অবস্থিত আছেন। জীব যখন এই পূর্য্যষ্টক এবং গুণাশ্চিকা প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া নিঃসংসার প্রাপ্ত হয়, তখনই সেই জীব মুক্ত হইতে পারে, ইহাতে সংশয় নাই। ১৭-২০

প্রাণায়াম, জপ, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি এই ছয়টি যোগের সাধক। পাপকর হইলেই দেবতার প্রীতি হয়; তাহা হইলেই ইন্দ্రిয়সংযম করিতে পারে। প্রাণায়াম বিবিধ, গর্ভ ও অগর্ভ। অপধ্যানমুক্ত যে প্রাণায়াম, তাহাই গর্ভ এবং তাহার বিপরীত হইলে অগর্ভ প্রাণায়াম হয়। যে প্রাণায়াম বহুজিৎশাস্ত্রাত্মক তাহাই শ্রেষ্ঠ, আর বাহা চতুর্জিৎশক্তিমাাত্রাত্মক তাহা মধ্যম এবং যে প্রাণায়াম দ্বাদশমাত্রাত্মক তাহা অধম। সতত ওঙ্কার জপ করিয়া প্রাণায়াম করিবে। ওঙ্কার পরব্রহ্মের বাচক। সেই ব্রহ্মবাচক ওঙ্কারের পরিজ্ঞান হইলেই বাচ্য ব্রহ্ম প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ২১-২৪

“ওঁ নমো বিষ্ণবে” এই যড়কর ও দ্বাদশাক্ষর গায়ত্রী জপ করিবে। বিষয়েতে ইন্দ্రిয়সকল প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, মনোযোগ সেই বৃত্তির যে নিবৃতি, তাহাই প্রত্যাহার। প্রত্যাহার-কালে মন বিষয় হইতে বৃত্তির সহিত ইন্দ্రిয়সকলকে সমাহরণ করিয়া অবস্থিতি

ইন্দিরাণীন্দিরার্থেভ্যঃ সমাহৃত্য হিতো হি সঃ ।
 মনসা সহ যুক্ত্য চ প্রত্যাহারেণ সংহিতঃ ॥ ২৭
 প্রাণারামৈর্বাশিষ্যভির্থাবৎকালঃ কৃতো ভবেৎ ।
 যজ্ঞাবৎকালপর্য্যন্তং মনো ব্রহ্মণি ধারয়েৎ ।
 স্তম্ভৈব ব্রহ্মণা প্রোক্তং ধ্যানং দ্বাদশ ধারণাঃ ॥ ২৮
 ধ্যানম্ চলতে যত মনোহুতিধ্যানতো কৃদয় ।
 প্রাণ্যাবাহকৃতং কালং যাবৎ সা ধারণা শ্রুতা ॥ ২৯
 ধ্যেয়ে সক্তং মনো যত ধোয়মেবানুপশুতি ।
 নাক্তং পদার্থং জানাতি ধ্যানমেতৎ একীভূতম্ ॥ ৩০
 ধোয়ে মনো নিশ্চলতাং যাতি ধোয়ং বিচিন্তয়ন্ ।
 যজ্ঞদ্যানং পরং প্রোক্তং মুনিভির্ধ্যানচিন্তকৈঃ ॥ ৩১

ধোয়মেব হি সর্বত্র ধ্যানো ভক্ত্যভ্যাসঃ । পশুতি যৈতরহিতং সমাধিঃ সোহুতিবীজতে ॥ ৩২
 মনঃ সংকল্পরহিতমিন্দিরার্থান্ ন চিন্তয়ন্ । যত ব্রহ্মণি সংলীনং সমাধিহঃ স উচ্যতে ॥ ৩৩
 ধ্যানভঃ পরমাশ্রয়মাশ্রয়ং যত যোগিনঃ । মনস্তন্ময়তাং যাতি সমাধিহঃ স কীর্তিতঃ ॥ ৩৪
 চিন্তয়ন্তি হিরতা ভ্রান্তির্দোষনস্তং প্রমত্ততা ।
 যোগিনাং কথিতা দোষা যোগবিহ্বপ্রবর্তকাঃ ॥ ৩৫

করে । ধ্যানকার প্রাণারাম করিতে যত সময় অভিলাষ হয়, যে ব্যক্তি তাবৎকালপর্য্যন্ত
 ব্রহ্মে মনোনিবেশ করে, তাহার দ্বাদশধারণাসাধ্য ধ্যান সিদ্ধ হইয়া থাকে । নিরন্তর ব্রহ্মেতে
 যুক্ত হইলে যে সন্তুষ্টি অনুভূত হয়, তাহাকে সমাধি বলে । ধ্যান করিতে করিতে বাহার
 মন চলল হয় না, অথচ সর্বদা ধ্যান করিতে থাকে, অভীকপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত সেই ধ্যান হইতে
 নিবৃত্ত হয় না, তাহারই নাম ধারণা । ধোয় পদার্থে যাহার মন আসক্ত থাকে, সর্বদা ধোয়
 পদার্থই দেখিতে পায়, অথচ কোন পদার্থের বোধ হয় না, তাহাই ধ্যান বলিয়া কীর্তিত ।

২৫-৩০

ধোয় পদার্থ চিন্তা করিতে করিতে মন সেই ধোয়েতে নিশ্চল থাকে । ইহাকেই ধ্যান-
 পরায়ণ মুনিগণ পরম ধ্যান বলিয়া থাকেন । ধ্যান করিতে করিতে যখন সর্বত্র ধোয় পদার্থ
 ভূত হইবে, অথচ তন্ময় বলিয়া প্রভীত হইবে, কোনরূপ যৈতজ্ঞান থাকিবে না, তাদৃশ
 অবস্থাকেই সমাধি বলা যায় । যাহার ইন্দির বিষয়চিন্তা হইতে বিরত হইলে মন সংকল্প-
 রহিত হইয়া ব্রহ্মে লীন হয়, তাহাকে সমাধিহ বলিয়া নির্দেশ করা যায় । যে যোগীর মন
 পরমাশ্রয়ে ধ্যান করিতে করিতে তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়, সেই যোগী সমাধিহ বলিয়া কীর্তিত
 হইয়া থাকেন । চিন্তের অধিরতা, ভ্রান্তি, দোষনস্ত ও প্রমত্ত এই সমস্ত যোগবিষয়কারক
 দোষ । ৩১-৩৫

হিত্যর্থঃ মনসঃ সর্বং স্থূলরূপং বিচিন্তয়েৎ ।

তদন্তঃ নিশ্চলীভূতং সূর্য্যং হিরতাং ত্বেৎ ৷ ৩৬

ন বিনা পরমাখ্যানং কিঞ্চিজ্জগতি বিদ্যতে । বিশ্বরূপং তমেবেহ ইতি জ্ঞাত্বা ন মুক্তিঃ^১ ৷ ৩৭

ওঙ্কারং পরমং ব্রহ্ম ধ্যানেদজহিতং বিদুঃ । ক্ষেত্রাক্ষেত্রজ্বরহিতং অপেরদ্রাঘ্যায়িতম্^২ ৷ ৩৮

হৃদি সঙ্কিতয়েৎ পূর্বং প্রধানং তস্য চোপরি ।

তমো রক্তস্তম্বা সত্ত্বং তৃতীয়ং মণ্ডলং ক্রমাৎ ৷ ৩৯

কৃষ্ণ-রক্ত-সিতং তন্নিম্ন পুরুষং জীবসংজ্ঞিতম্ ।

তস্যোপরি ত্রৈলোক্যমষ্টপত্রং সরোরুহম্ ৷ ৪০

জ্ঞানক কণিকা তত্র বিজ্ঞানং কেশরং শূভম্ ।

বৈরাগ্যং নালং তৎকল্যাণং বৈষ্ণবো বর্ষ উত্তমঃ ৷ ৪১

কণিকার্যং হিতং তত্র জীববিস্ত্রলং ততঃ । ধ্যানেহরসি সংযুক্তমোক্ষারং মুক্তিসাধকম্ ৷ ৪২

ধ্যায়ন্ যদি ত্বেৎ প্রাণান্ যাতি ব্রহ্মস্তু সন্নিবিম্ ।

হরিং সংস্থাপ্য দেহাত্তে ধ্যায়ন্ যোগী চ মুক্তিভাক্^৩ ৷ ৪৩

আখ্যানমাখ্যনা কেচিৎ পশ্যতি ধ্যানচক্ষুঃ^৪ ।

সাধ্যাবৃত্ত্যা তথৈবান্তে যোগেনানেন যোগিনঃ ৷ ৪৪

মনের স্থিতির নিমিত্ত প্রথমতঃ স্থূলরূপ চিন্তা করিবে, তদনন্তর মন নিশ্চল হইলে তেজঃ-রূপে অনুরক্ত হইয়া স্থির হইবে । অন্তে পরমাখ্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে । সেই পরমাখ্যাই বিশ্বরূপ । এইপ্রকার নিশ্চয় করিয়া পরমাখ্যাতিরিক্ত সকল পদার্থকে অসং-জানিয়া পরিহার করিবে । হৃদয়লগ্নহিত ওঙ্কাররূপী বিভূ পরব্রহ্মকে ধ্যান করিবে । সেই ওঙ্কার ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্বরহিত ; অতএব সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপী ওঙ্কার জপ করিবে । প্রথমতঃ হৃদয়ে ওঙ্কাররূপী সেই প্রধানপুরুষ পরমাখ্যাকে চিন্তা করিবে । অনন্তর তাহার উপরি ক্রমাৎ কৃষ্ণবর্ণ তমোমণ্ডল, রক্তবর্ণ রজোমণ্ডল ও শুভ্রবর্ণ সত্ত্বমণ্ডল চিন্তা করিয়া তাহাতে জীবসংজ্ঞক পুরুষের ধ্যান করিবে । তদুপরি ত্রৈলোক্যমষ্টপত্রসম্বিত পদ্য চিন্তা করিবে । ৩৬-৪০

ঐ পদের জ্ঞান কণিকা, বিজ্ঞান কেশর, বৈরাগ্য নাল এবং বৈষ্ণববর্ষ মূল । ঐ পদের কণিকাতে জীবের শর নিশ্চল মুক্তিসাধক ওঙ্কারের ধ্যান করিবে । ওঙ্কাররূপী ব্রহ্মের ধ্যান করিতে করিতে যদি কেহ প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তিনি ব্রহ্মসামুদ্র্য লাভ করিতে পারেন । যোগী দেহগত পদমধ্যে হরিকে সংস্থাপনপূর্বক ধ্যান করিলে মুক্তিভাগী হইতে পারেন । কোন ব্যক্তি ধ্যানচক্ষু দ্বারা আপনিই আপনাকে দেখিতে পার । সাধ্যায়োগীদিগের মুক্তিদ্বারা আত্মদর্শন হয়, অন্তান্ত যোগীরা যোগ দ্বারা আত্মাকে দর্শন করিতে পারেন ।

১। বিমুক্তি । ২। মদ্রদ্রাঘ্যায়িতম্ । ৩। ভক্তিভাক্ । ৪। ধ্যানচক্ষুঃ ।

ব্রহ্মপ্রকাশকং জ্ঞানং ভববন্ধবিভেদনম্ ।

ভূতৈকচিত্ততা যোগো মুক্তিদো নাত্র সংশয়ঃ । ৪৫

কিত্তৈল্লিখ্যাকরণো জ্ঞানদৃশো হি যো ভবেৎ ।

স মুক্তঃ কথ্যতে যোগী পরমাশ্রয়বহিতঃ । ৪৬

আসনস্থানবিষয়া ন যোগস্ত প্রসাধকাঃ । বিলম্বজনকাঃ সর্কে বিস্তরাঃ পরিকীর্ণিতাঃ । ৪৭

শিতপালঃ সিদ্ধিমাণ স্মরণাত্যাসমৌরবাৎ ।

যোগভ্যাসং প্রকুর্ষতঃ পশুত্যাশ্বানমাশ্বনা । ৪৮

সর্বভূতেষু কারুণ্যং বিদেহং বিষয়েষু^১ চ ।

লুপ্তশিল্পোদয়াদিশ্চ কুর্ষন্ যোগী বিমুচ্যতে । ৪৯

ইল্লিখৈল্লিখ্যার্থাংস্ত ন জ্ঞানান্তি নরো যদা ।

কাষ্ঠবদ্ ব্রহ্মসংলীনো যোগী মুক্তস্তদা ভবেৎ । ৫০

সর্ববর্ণঃ^২ ত্রিঃ সর্বাঃ কৃত্য পাপানি ভ্রমসাৎ ।

ধ্যানাগ্নিনা চ মেধাবী লভতে পরমাং গতিম্ । ৫১

মহুনাশ্চ ততে হৃদিস্তব্ধায়েন বৈ হরিঃ । ব্রহ্মান্ননোর্মদৈকত্বং স যোগশ্চোত্তমোত্তমঃ । ৫২

বাহুরূপৈর্ন মুক্তিস্ত চান্তঃকৈঃ স্তাদ্ যদাদিভিঃ । সাত্বিকজ্ঞানেন যোগেন বেদান্তশ্রবণেন চ । ৫৩

জ্ঞানই ব্রহ্মের প্রকাশক; জ্ঞানই ভববন্ধন ছেদন করে, অতএব জ্ঞানসাধনে একচিত্ততাই প্রধান যোগ। এই যোগই যোগীদিগকে মুক্তিপ্রদান করে; সংশয় নাই। ৪১-৪৫

যিনি ইল্লিখ প্রভৃতিকে অর করিয়া জ্ঞানদ্বারা প্রদীপ্ত হইরাছেন, পরমাশ্রান্তে অবস্থিত সেই যোগীকে মুক্ত বলা যায়। আসন, স্থান ও বিষয় ইহারাই যোগের সাধক হয় না, উহারা বরং যোগসিদ্ধির ব্যাঘাতজনক। যোগবিষয় এইরূপ অনেক কীর্ণিত আছে। শিতপাল স্মরণ ও অত্যাশ্রয়ের প্রভাববশতঃ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। বস্তৃতঃ যোগাভ্যাস করিলে জ্ঞাননিই আপনাকে দেখিতে পায়। যাহার সর্বভূতে করুণা ও বিষয়ে বিদেহ হয় এবং শিল্পোদয়াদির চরিতার্থতা সাধনে যে ভ্রমপর নহে; সেই যোগী মুক্ত হইতে পারে। যখন যোগী মনুষ্য ইল্লিখদ্বারা ইল্লিখের বিষয় জানিতে পারে না, তখন যেমন অগ্নিতে কাষ্ঠ সংলীন হয়, সেইরূপ ব্রহ্মে লীন হইয়া থাকে। ৪৬-৫০

সর্ববিধ বর্ণাশ্রমচার, ত্রীসম্পর্ক ও পাপ সকলকে জ্ঞানাগ্নি দ্বারা ভ্রমসাৎ করিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিলে সাধকের পরমা গতি লাভ হয়। যেমন কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিলে অগ্নিদর্শন হয়, সেইরূপ ধ্যানদ্বারা পরমাশ্রুতী হরিকে যে ব্যক্তি দর্শন করিতে পারে, আর যে সময়ে ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বজ্ঞান হয়, তখনই যোগের উৎকর্ষ হইরাছে জানিবে। বাহ্য কোন উপারে মুক্তিলাভ হইতে পারে না, পরন্তু আন্তরিক ব্রহ্মনিয়মদ্বারাই মুক্তিলাভ হয়।

প্রত্যকভাষ্যনো বা হি সা মুক্তিরভিধৌরতে । অনাখ্যাতাশ্চরূপত্বমসতঃ সংস্করণতা । ৫৫

ইতি শ্রীনারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে ব্রহ্মবিজ্ঞানকথনং নাম
চত্বারিংশদধিক-বিংশততমোহধ্যায়ঃ । ২৪০ ।

একচত্বারিংশদধিকবিংশততমোহধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ

আখ্যজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি শৃণু নারদ তত্ত্বতঃ । অধৈতং সাখ্যামিত্যাহ্ব্যেণতত্রৈকচিত্ততা । ১
অধৈতযোগসম্পন্নান্তে মুচ্যন্তেহতিবন্ধনাং । অতীতারকমাপ্যামি কর্ম নশ্বতি বোধতঃ । ২
সম্ভিচারকুষ্ঠারেণ হিন্নসংসারপাদপঃ । জ্ঞানবৈরাগ্যভীর্ধেন লভতে বৈকবং পদম্ । ৩
জ্ঞানং ব্রহ্মপ্রসূতঞ্চ যান্নাতিপথমুচ্যতে ।
অত্রৈবান্তর্গতং সর্বং শাস্ত্রভেদান্বয়ে পদে । ৪

সাংখ্যজ্ঞান, যোগাভ্যাস ও বেদান্তপ্রবণাদিধারা আশ্রয় যে প্রত্যক হয়, তাহাকেই মুক্তি
বলা যায় । মুক্তি হইলে অনাখ্যাতে আখ্যজ্ঞান এবং অসং-পদার্থে সংস্করণ জ্ঞান হয় ।
৫১-৫৪

শ্রীনারুড়পুরাণে পূর্বখণ্ডে ব্রহ্মবিজ্ঞানকথন নামক চত্বারিংশদধিক বিংশততম
অধ্যায় সমাপ্ত । ২৪০ ।

একচত্বারিংশদধিক বিংশততম অধ্যায়

ব্রহ্মা বলিলেন—হে নারদ । অনন্তর আখ্যজ্ঞান বলিতেছি, শ্রবণ কর । অধৈতজ্ঞানকে
সাংখ্যযোগ বলা যায় ; বাস্তবিক পরমাখ্যাতে যে একচিত্ততা, তাহাকেই যোগ বলে ;
যাহারা অধৈতজ্ঞানসম্পন্ন, তাহারা ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে ; পরমাখ্যাতত্ব পরিজ্ঞাত
হইলে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল কর্ম নষ্ট হইয়া যায় । জ্ঞানী ব্যক্তি সম্ভিচাররূপ
কুষ্ঠারদ্বারা সংসারপাদপকে ছেদ করিয়া জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভীর্ধদ্বারা বৈকবপদ লাভ
করিতে পারে । জ্ঞানং ব্রহ্ম ও মূহুতি এই ত্রিবিধ অবস্থাপন্ন যাহাই সংসারের মূল । এই
১ । ত্রিপুরমুচ্যতে ।

নামরূপক্রিয়াহীনং সৰ্বং তৎ পরমং পদম্ ।

অগং কৃতেশ্বরোহিনন্তং স্বয়মত্র প্রবিষ্টবান্ ॥ ৫

বেদাহমেতং পুরুষং চিত্তপং ভ্রমসঃ পরম্ ।

সোহহমশ্রীতি মোক্ষায় নাত্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে ॥ ৬

শ্রবণং মননং ধ্যানং জ্ঞানানাটিকৈব সাধনম্ । যজ্ঞ-দান-তপস্তীর্থ-বৈদৈর্ঘ্যভির্ন লভ্যতে ॥ ৭

জ্যোগেন কেনচিত্ত্যান-পূজাকৰ্মাদিভির্ন চ । বিবিধং বেদযচনং কুরু কৰ্ম ভাষেতি চ ॥ ৮

যজ্ঞাদয়ো বিমুক্তানাং নিষ্কামানাং বিমুক্তয়ে ।

অন্তঃকরণভ্যর্থমুচুরেবাজ কেচন ॥ ৯

একম জ্ঞানা জ্ঞানানুভূতির্ন বৈভভাবিনাম্ ।

যোগভ্রষ্টাঃ কুযোগান্ত বিপ্রা যোগিকুলোদ্ভবাঃ ॥ ১০

কৰ্মণা বধ্যতে অন্তর্জানানুভূক্তো ভবান্তবেৎ ।

আত্মজ্ঞানযাত্রায়েনৈব অজ্ঞানং বদন্তোহিত্থা ॥ ১১

যদা সৰ্ব্বং বিমুচ্যতে কামা বেহন্ত হৃদি স্থিতাঃ ।

ভদ্রায়ুতত্ত্বমাপ্নোতি জীবয়েব ন সংশয়ঃ ॥ ১২

ব্যাপকত্বাৎ কথং বাতি কো বাতি ক স বাতি চ ।

অনন্তত্বান্ন কোহপ্যতিঃ অমূর্তত্বাদগতিঃ কুতঃ ॥ ১৩

মান্না যাবৎ বিদ্যমান থাকে, সংসার ভাবৎ সং বলিয়া বোধ হয়, পরন্তু অধর পরমপদ প্রাপ্তি হইলে কোন সংশয় থাকে না। পরব্রহ্ম নাম-রূপক্রিয়াহীন। ইন্দ্র এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং তাহাতেই প্রবিষ্ট আছেন। ১-৪

“আমি যাত্রাভীত, চিত্তপ পুরুষকে জানি, আমি সেই আত্মরূপ” এই প্রকার জ্ঞানই মুক্তির পন্থা। মোক্ষলাভে এতস্তিন্ন অত্র কোন উপায় নাই। শ্রবণ, মনন, ধ্যান এই সমস্তই জ্ঞানের সাধন। জ্ঞানদ্বারাই জীবের মুক্তি হইয়া থাকে। যজ্ঞ, দান, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন ও তীর্থসেবাাদি মুক্তিলাভ হয় না; বান, ধ্যান কিবা পূজাদি কৰ্মদ্বারাও মুক্তি হয় না। মুক্তিলাভার্থ বিবিধ কৰ্ম বেদে উক্ত আছে; যথা—সকাম কৰ্ম ও নিষ্কাম কৰ্ম। সকাম যজ্ঞাদি কৰ্মানুষ্ঠানে চিত্তভ্রষ্ট হইলে ক্রমে নিষ্কামতা প্রাপ্ত হইয়া নানব মুক্তিলাভ করিতে পারে; আর নিষ্কাম কৰ্ম সাধ্যেই আনোৎপাদনপূর্বক মোক্ষ দান করে। অদ্বৈত জ্ঞানদ্বারা এক কালেই মুক্তি হয়; বৈভজ্ঞানীদিগের এককন্মে মুক্তি হইতে পারে না। সেই সকল কুযোগী বা ভ্রষ্টযোগীরা যোগিকূলে জ্ঞানরূপে অন্তগ্রহণ করে। ৬-১০

জীবসকল কৰ্মদ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকে, জ্ঞান হইলেই সংসার হইতে মুক্ত হয়; অতএব আত্মজ্ঞান আশ্রয় করিবে। যাহারা আত্মজ্ঞানে অনধিকারী, তাহারাই অজ্ঞান বলিয়া

অধরায় কোহ্যন্তি বোধভাজতা কৃতঃ^১ ।

একোদ্বিষ্টং বদন্ত্যন্তি গতিরাগতিসংস্থিতিঃ^২ । ১৪

কথমাকাশকল্পত^৩ গতিরাকাশসংস্থিতিঃ ।

জাগ্রৎপ্রপ্লবনুগুণ মায়য়া পরিকল্পিতম্ । ১৫

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ববর্তে আত্মজ্ঞানকথনং নামৈকচত্বারিংশদধিক-
দ্বিশততমোহ্যায়ঃ । ২৪১ ।

অভিহিত । যখন জগদস্থিত কামনা সকল বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন সেই ব্যক্তি জীবদবহাতেও
অমৃতত্ব লাভ করে অর্থাৎ সেই ব্যক্তিকে জীবমুক্ত বলা যায় । পরব্রহ্ম সর্বব্যাপী সুতরাং
কোনও স্থলে তাঁহার গমনাগমন সম্ভব না । তিনি অনন্ত, অতএব তাঁহার বাসস্থান নির্দেশ
করা বাইতে পারে না ; তিনি অমৃত, সুতরাং কোনরূপে তাঁহার গতিও হইতে পারে না ।
পরব্রহ্ম অধর, সুতরাং তিনি ভিন্ন বিত্তীয় কিছুই নাই । তিনি বোধরূপ ; সুতরাং তাঁহার
জড়তা হইবে কিরূপে ? এক পদার্থের মতি-গতি-স্থিতিাদি দ্বারা অস্তের মতি-গতি-স্থিতি
কিরূপে হইবে ? বস্তুতঃ তিনি আকাশসদৃশ ; তাঁহার গতি-স্থিতিাদি আকাশের ভায় হয়
জানিবে । জাগ্রৎ প্রপ্লবনুগুণাদি অবস্থা মায়া দ্বারা পরিকল্পিত—মিথ্যা । ১১-১৫

শ্রীগারুড়পুরাণে পূর্ববর্তে আত্মজ্ঞানকথনং নামক একচত্বারিংশদধিক
দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৪১ ।

দ্বিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

গীতাসারং প্রবক্ষ্যামি অৰ্জুনায়োদিতং পুরা ।

অষ্টোদশোদ্যুতশাখা সৰ্ববেদান্তপারগঃ ॥ ১

আত্মলাভঃ পরা নাশ আত্মা দেহাদিবর্জিতঃ ।

রূপাদি-মান^১-দেহান্তঃকরণতাদিলোচনম্ ॥ ২

বিজ্ঞানরহিতঃ প্রাণঃ সুবুত্তোহহং প্রতীয়তে ।

নাহমাত্মা চ হৃৎখাদি সংসারাদিসমগ্রবাৎ ॥ ৩

বিধুম্ ইব দীপ্তাভিরানীত ইব দীপ্তিমান্ ।

বৈদ্যতোহগ্নিরিবাকালে হ্রৎসজে আত্মনাথনি ॥ ৪

জ্যোত্বানীনি ম পশ্যতি স্বং সমাখ্যানমাখ্যনা ।

সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্বদর্শী চ জ্যেষ্ঠজ্ঞতানি পশ্যতি ॥ ৫

যদা প্রকাশতে হাত্মা পটে দীপো জলগ্নিব ।

জ্ঞানসুৎপন্নতে পুংসাং কল্যাণে পাপস্ত কর্শনঃ ॥ ৬

যথাদর্শতলপ্রাখ্যে পশ্যত্যাত্মানমাখ্যনি । ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থাংশ্চ মহাত্মতানি পশ্যকম্ ॥ ৭

ভগবানু বলিলেন,—এক্ষণে আমি গীতাসার বলিব। ইহা পূর্বে অৰ্জুনের নিকট কীর্তন করিয়াছিলাম। অষ্টোদশোদ্যুতশাখা ও সৰ্ববেদান্তপারগ মানবের পক্ষে আত্মলাভ সম্ভব। আত্মলাভই পরম লাভ, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট লাভ আর কিছুই নাই। আত্মা দেহাদি-বর্জিত, রূপাদিহীন, দেহান্তরস্থ-লোচনাদি-ইন্দ্রিয়াভীত। প্রাণ বিজ্ঞানরহিত হইলেই “আমি সুবুত্ত হিলাম” এইরূপ প্রতীতি হয়। আমি আত্মা, সংসারাদি সংসর্গবশতঃ আমার কোনরূপ হৃৎ হই না। ধুমহীন অগ্নি যেমন দীপ্তি পায়, আত্মা সেইরূপ স্বয়ং প্রদীপ্ত হয়েন। আর আকাশে যেমন বিদ্যুতগ্নির প্রকাশ হয়, সেইরূপ হৃদয়ে আত্মা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। জ্যোত্বাদি ইন্দ্রিয়গণের কোনরূপ জ্ঞান নাই, তাহারা আপনাকেও জানিতে পারে না। সৰ্বজ্ঞ, সৰ্বদর্শী আত্মাই সেই ইন্দ্রিয়সকলকে দর্শন করেন। আত্মা উজ্জ্বল প্রদীপের দ্যায় চিত্তপটে প্রকাশ পাইলেই পুরুষের-পাপকর্ম কম পাইয়া জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়। ১৬

যেমন আদর্শতলে দৃষ্টি করিলে আপনাকে দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ আত্মাতে দৃষ্টি

মনো বুদ্ধিরহঙ্কারমবাস্তুং পুরুষং তথা ।

এসংখ্যায় পরাব্যাপ্তৌ বিমুক্তো বক্তনৈর্ভবেৎ । ৮

ইঞ্জিরগ্রামমখিলং মনস্তত্ত্বিনিবেশ্য চ । মনৈশ্চবাণ্যহঙ্কারে প্রতিষ্ঠায়া চ পাণ্ডব । ৯

অহঙ্কারং তথা বুদ্ধৌ বুদ্ধিক্ প্রকৃতাৰপি ।

প্রকৃতিং পুরুষে স্থাপ্য পুরুষং ব্রহ্মণি ভূসেৎ ।

অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ এসংখ্যায় বিমুক্তোঃ । ১০

নবহারমিদং গেহং তিসৃণাং পক্ষসাক্ষিকম্ ।

কেব্রজ্যাবিষ্ঠিতং বিদ্বান্ যো বেদ স বরঃ কবিঃ । ১১

অব্রহ্মেবসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ ।

জ্ঞানবজ্রস্ত সৰ্ব্বাণি কলাং নার্হতি বোড়নৌম্ । ১২

ইতি শ্রীগুরুভ্যে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে গীতাসারবর্ণনং নাম দ্বিচত্বারিংশদধিক-
ত্ৰিশততমোহধ্যায়ঃ । ২৪২ ।

কহিতে পারিলেই পক্ষ মহাকৃত্তের দর্শন হইয়া থাকে । মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও অব্যক্ত পুরুষ এই সকলের এসংখ্যানথারা সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারা যায় । মনে ইঞ্জিরসকলের অভিিনিবেশ করিয়া মনকে অহঙ্কারে স্থাপিত করিবে ; সেই অহঙ্কারকে বুদ্ধিতে, বুদ্ধিকে প্রকৃতিতে, প্রকৃতিকে পুরুষে এবং পুরুষকে পরব্রহ্মে বিলীন করিবে । এইরূপ কহিতে পারিলেই ‘অহং ব্রহ্ম’ এইরূপ জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রকাশ পায় ; তাহাতে তখনই সেই পুরুষ মুক্ত হইয়া থাকে । নবহারবিশিষ্ট গুপ্তভবের আশ্রয় পক্ষভূতাঙ্কক আখ্যাভিষ্ঠিত বেহকে যে জানী ব্যক্তি জানিতে পারেন, তিনিই মহাকবি । শত অব্রহ্মেব বা সহস্র বাজপেয় বজ্রও এই জ্ঞান-বজ্রের বোড়নাংশ কল প্রদান কহিতে পারে না । ৭-১২

শ্রীগুরুভ্যুবাণে পূর্বখণ্ডে গীতাসারবর্ণনং নামক দ্বিচত্বারিংশদধিক
ত্ৰিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৪২ ।

শ্রীভগবানুবাচ

যমশ্চ নিরমঃ পার্থ আসনং প্রণমং যমঃ । প্রত্যাহারস্তথা ধ্যানং ধারণাঞ্চু'ন সন্তমী । ১
সমাধিব্রিতি চাক্ষৌষো যোগ উক্তো বিমুক্তয়ে । কর্শণা মনসা বাচা সর্বভূতেষু সর্বদা । ২

হিংসাবিরামকো বর্ষো অহিংসা পরমং সুখম্ ।

বিধিনা যা ভবেত্তিংসা সা অহিংসা প্রকীর্তিতা । ৩

সত্যং ক্রমাৎ প্রিয়ং ক্রমাৎ ক্রমাৎ সত্যমপ্রিয়ম্ । প্রিয়ক নানৃতং ক্রমাদেষ ধর্মঃ সনাতনঃ । ৪
যচ্চ দ্রব্যাপহরণং চৌর্যাখ্যং বলেন বা । তেষু তস্তানচিত্রণমন্তেষু ধর্মসাধনম্ । ৫
কর্শণা মনসা বাচা সর্বাংহাসু সর্বদা । সর্বত্র মৈথুনত্যাগং ব্রহ্মচর্য্যং প্রচক্ষতে । ৬
দ্রব্যাপানপানাদানমাপংষপি ভবেচ্ছয়া । অপরিগ্রহমিত্যাহমং প্রযত্নেন বর্জয়েৎ । ৭
বিধা শৌচং যজ্ঞলাভ্যং বাহু ভাবাদিখ্যাতরম্ । যদুচ্ছালাভতত্ত্বতিঃ সন্তোষঃ সুখলক্ষণম্ । ৮
মনসন্তেজিরাগাক লৈকাগ্র্যং পরমং তপঃ । শরীরশোষণং বাপি কৃচ্ছ্রচাক্ষারগাদিভিঃ । ৯
বেদান্তশতরুদ্রীর-প্রণবাদিকপং বুধাঃ । সমুত্তমিকরং পুংসাং সাধ্যায়ং পরিচক্ষতে । ১০
ভূতিস্বরূপপূজাদি-বাঙ্ মনঃকারকর্মভিঃ । অনিচ্ছা হরৌ ভক্তিরেতদীশ্বরচিহ্ননম্ । ১১
আসনং যত্নিকং প্রোক্তং পুণ্ডরীকাসনং তথা । প্রাণঃ যদেহকো বায়ুরায়ামন্তমিরোধনম্ । ১২

ভগবানু কহিলেন,—হে অর্জুন ! যম, নিরম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি এই অষ্টাঙ্গযোগ যুক্তির নিমিত্ত উক্ত হইয়াছে । কামমনোবাক্যে সর্বদা সর্বভূতে হিংসার নিবৃত্তি করিবে ; কারণ অহিংসাই পরমধর্ম, উহাতেই পরমসুখ । বিধিবিহিত (সাগামিতে যে পত্তবলিদানাদিরূপ) হিংসা করা যায়, তাহা হিংসা নহে । সর্বদা সত্য ও প্রিয়বাক্য বলিবে, কদাচ সত্য-অপ্রিয়বাক্য বলিবে না, পরম প্রিয় মিথ্যাবাক্যও বলিবে না ; ইহাই ধর্ম । চৌর্য বা বলপূর্বক যে পরদ্রব্যের অপহরণ, তাহাকেই তেজ বলে ; তেজ কার্য্য কখনও করিবে না ; যেহেতু অন্তেরই ধর্মসাধন । ১-৩

সর্বদা ও সর্বাংহাসু কামমনোবাক্যে মৈথুন পরিভ্যাগ করিবে, ইহাকে ব্রহ্মচর্য্য বলা যায় । আগংকাল উপহিত হইলেও ইচ্ছাপূর্বক দ্রব্য গ্রহণ না করাকেই অপরিগ্রহ বলা যায় । সাধু ব্যক্তির যত্নপূর্বক পরিগ্রহ বর্জন করিবে । শৌচ বিবিধ ; বাহ্য ও আভ্যন্তর । যুক্তিকা জলধারা বাহ্য এবং ভাবতত্ত্বিয়ারা অভ্যন্তরশৌচ হইয়া থাকে । যদুচ্ছালাভে যে ভূতি, তাহার নাম সন্তোষ । এই সন্তোষ সর্ববিধ সুখের কারণ । মন ও ইন্দ্রিয়গণের যে একাগ্রতা তাহাই পরম তপতা, কৃচ্ছ্রচাক্ষারগাদিযারা যে দেহশোষণ, তাহাকেও তপতা বলিয়া থাকে । পুণ্ডরীক সমুত্তমিকর নিমিত্ত যে বেদান্তপাঠ ও ওঙ্কারাদি মন্ত্রজন, পণ্ডিতগণ তাহাকেই সাধ্যায় বলিয়া কীর্ত্তন করেন । ৬-১০

স্বব, দান, স্মরণ, পূজাদি কার্য্য এবং কামমনোবাক্যে যে হরিতে অচলা ভক্তি, তাহাকেই ইশ্বরচিন্তা বলা যায় । যত্নিকাসন, পদ্মাসন ও অর্দ্ধাসন প্রভৃতি আসন দল প্রতিপাদ ।

ইন্দ্ৰিয়ানাং বিচৰতাং বিষয়েষু ক্ৰসংবিব । নিরমঃ প্রোচ্যতে সন্তিঃ প্রত্যাহারস্ত পাণ্ডব । ১৩
মূৰ্ত্তামূৰ্ত্তব্ৰহ্মৰূপ-চিন্তনং ধ্যানমুচ্যতে । যোগারম্ভে মূৰ্ত্তহরিসমূৰ্ত্তমপি চিন্তয়েৎ । ১৪
অগ্নিমন্তলমবাহো বাসুদেবস্ততুৰ্দ্ধকঃ । শঙ্খ-চক্ৰ-গদা-পদ্মযুক্তঃ কৌন্তভসংযুতঃ । ১৫
বনমালী কৌন্তভেন যুক্তোহহং ব্রহ্মসংজ্ঞকঃ । ধারণেভূচ্যতে চেতং ধাৰ্য্যতে যন্ননোলম্বে । ১৬
অহং ব্রহ্মজ্ঞাবস্থানং সমাধিরভিধীয়তে ।

অহং ব্রহ্মস্মি বাক্যাক্ত জ্ঞানম্বোক্তো ভবেন্নাম্ । ১৭

অতরানন্দচৈতন্যং লক্ষয়িত্বা স্থিতস্ত চ । ব্রহ্মাহমস্ম্যহং ব্রহ্ম অহং ব্রহ্মপদার্থয়োঃ । ১৮

হরিকুবাচ

পূৰ্বাণং গারুড়ং প্রোক্তং বিধিনাপি মন্তা তব ।

যঃ পঠেচ্ছূরাধাপি সোহপি মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ । ১৯

ইতি শ্ৰীগারুড়ে মহাপুরাণে পূৰ্ব্বখণ্ডে বিবিধযোগকথনং নাম

ত্ৰিচছাৰিংশদধিক-ষিণততমোহাধ্যায়ঃ । ২৪০ ।

যাঁর দেহগত বায়ুর নাম প্রাণ ; সেই বায়ুনিরোধকে প্রাণারাম বলা যায় । হে পাণ্ডব । ইন্দ্ৰিয়গণ অসংবিষয়ে বিচরণ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে বিষয় হইতে নিবারণ করিবে । সাধুগণ এইরূপ ইন্দ্ৰিয়নিরোধকে প্রত্যাহার বলিয়া থাকেন । মূৰ্ত্ত ও অমূৰ্ত্তরূপ ব্রহ্মচিন্তনকে ধ্যান বলা যায় ; যোগারম্ভকালে মূর্ত্তিমান্ হরিকে চিন্তা করিতে হইবে । ১১-১৪

তেজোমন্তলযন্তী শঙ্খচক্ৰগদাপদ্মধারী চতুৰ্দ্ধক কৌন্তভচিহ্নরাজিত বনমালী বায়ুরূপ ব্রহ্মসংজ্ঞক দেব বিদ্যমান আছেন, মনকে লয় করিয়া উক্ত দেবকে ধারণ করিতে পারিলেই ধারণা হয়, উক্ত ধারণাকেই ধারণা বলা যায় । “আমি ব্রহ্ম” এইরূপ অবস্থানকে সমাধি কহে । “আমিই ব্রহ্ম” এইরূপ জ্ঞান হইতেই মনুষ্যের মোক্ষ হইয়া থাকে । ব্রহ্মপুত্রঃসর লক্ষিদানন্দ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া অবস্থিত হইলে “আমিই ব্রহ্ম” “ব্রহ্মই আমি” এইরূপ অহং ও ব্রহ্মপদার্থের পরিজ্ঞান হয় । হরি বলিলেন, আমি তোমার নিকট যথাবিধি গারুড়পুরাণ কহিলাম, যিনি এই গারুড়পুরাণ পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি মোক্ষপদ পাইয়া থাকেন । ১৫-১৯

শ্ৰীগারুড়পুরাণে পূৰ্ব্বখণ্ডে বিবিধযোগ কথন নামক ত্ৰিচছাৰিংশদধিক

ষিণততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৪০ ।

সমাপ্তমিদং পূৰ্ব্বখণ্ডম্

গল্প-পୁରାণ।

উত্তর-খণ্ড।

গরুড়-পুরাণম্।

উত্তরখণ্ডম্।

প্রথমোঃধ্যায়ঃ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমম্।

দেবীং সরস্বতীকৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

ঋষ্যমুচ্যতমূলো বৈদ্যকঃ পুরাণশাখাঢাঃ।
কত্বকুসুমো যোককলো মধুহৃদনপানপো জযতি
নৈমিষেহনিমিষকৈতে শোনকাদ্যা মুমৌষরাঃ।
কর্ষ্যামকরে সূতং স্বাসীনমিদমব্রুবন ॥ ২
সূত জ্ঞানানি সকলং বস্ব বা।সপ্রসাদতঃ।
ভেন নঃ সাল্লহানানাঃ সন্দেহং ছেতুমর্হসি ॥ ৩
যথা ত্বগজমৌকেতি জায়মাত্রিত্য কৈচন।
দেহিনেহন্ততমুপ্রাপ্তিঃ কেচিৎ দেব বহুস্থি চি

কেচিৎ পুনর্ধাতনানাং স্বামীনাশুপভোগতঃ।
পশ্যামহেহাশ্রয়প্রাপ্তিঃ বহুস্থি কিম্ব তন্ন সৎ ॥ ৪
সূত উবাচ।
সাবু পূর্বে মহাভাগাঃ শূদ্রাঃ ভবতাং পুনঃ।
সন্দেহো নোপপদ্যোত লোকার্থং কিম্ব পুঙ্খভান
ভনহঃ কৃক-গুরুভুসংবাদদ্বারয়া বিজাঃ।
অপাক্রিয়ো সন্দেহঃ ভবতাং ভাবিতাশ্বনায ॥
নমঃ কৃকাঃ মুনয়ে য এনং সবুপাশ্রিতাঃ।

প্রথম অধ্যায়ঃ।

নারায়ণ নর নরোত্তম ও দেবী সরস্বতীকে
নমস্কার করিয়া জয়-প্রতিপাদক পুরাণাদি গ্রন্থ
পাঠ করিবে। দেবতাদিগের অধিষ্ঠানভূমি
নৈমিষারণ্যে তখন শোনকাদি মর্ষিগণ
মিত্যকর্ণ সমাপনান্তে বিজ্ঞানবসরে সুবোধ-
বিত্ত সূতকে বলিলেন,—হে সূত। তুমি
বাসির প্রসাদে সকল তবুই অবগত আছ;
অতএব তুমি আমাদিগের যে সকল সন্দেহ
আছে, তাহা ছেদন কর। দেহিগণ দেহ
পরিভাগ করিয়া জলোকা যেমন এক ত্বগ
বহুতে ত্বগান্তরে গমন করে, ত্বজ্ঞপ এক দেহ

বহুতে অস্ত্র দেহ আশ্রয় করে। কোন কোন
পাণ্ডিতগণ এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া
ধাকেন। আবার অপর পাণ্ডিতেরা বলেন
যে,—জীবাত্মা দেহ ত্যাগ করিয়া যমযান্ত্র
ভোগান্তে দেহান্তর গ্রহণ করে। এই দুই
মতের মধ্যে কোন মতটী সৎ, তুমি তাহা
আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া বল। সূত
কহিলেন,—হে মহাভাগ মুনিগণ। আপনারা
সাবু প্রশ্ন করিয়াছেন; শ্রবণ করুন, পরলোক-
সংস্কে আপনাদিগের কোন সন্দেহই থাকিবে
না। হে ভাবিতাশ্বা মুনিগণ! আমি কৃক-
গুরুভু-সংবাদ বর্ণনা দ্বারা আপনাদিগের দেহ

অকৃত্যস্তি সংসার-সাগরং কু-নদৌমিব । ৮
 একদা বৈনতেষু লোকানাং লোকনাম্পূৰ্ণা ।
 বহুব্রাহ্মণৈঃ বভূবুঃ তেষু নাম যথৈর্গুণৈঃ ।
 স পাতালঃ কুৰ্ব্বৎ স্বৰ্গং ভ্রাম্যন্ত লোকমাশ্রয়ঃ ।
 লোকপুংসেভ্যোহুঃখী পুনর্বৈকুণ্ঠমাগমৎ ॥ ১০
 ন ব্রজো ন তমৈশ্চৈব সৰ্বং তাত্যাক্ষ মিচ্ছত ॥
 যত্র প্রবর্ততে নৈব সৰ্বমেব প্রবর্ততে ॥ ১১
 ন যত্র মায়া নাশচ ন চ বাগাদয়ো যগাঃ ॥ ১২
 জ্ঞানাবদাতাঃ সুকৃত্যঃ শতপত্রবিলোচনাঃ ।
 সুবাসুদার্কিতা যত্র গণা নিকোঃ সুকেশসঃ ।
 শিশুভবহৃদ্রবণা যশিষুষ্ঠানিককৃষিতাঃ ।
 চতুর্ভুজাঃ কুণ্ডলিনো ঘোষিনো মালিনশ্রবণা ।
 ভ্রাজিষ্কৃতিজ্ঞানানাং পদ্মজিভির্ধে মহাশ্রবণা
 দ্যোতন্তে দ্যোতমানানাং প্রদানাক
 পদ্মজিভিঃ ॥ ১৫

সন্দেহ নিরাস করিতেছি। ঐহিকে আশ্রয়
 করিয়া মানবগণ কু নদী পার হইবার কায়
 অক্রেমে এই সংসার-সাগর পার হইয়া যাই-
 তেছে, সেই কুণ্ডলেশ্বরান মুনিকে নমস্কার
 করি। একদা বৈনতেষু গরুড়ের জগৎ পরি-
 ভ্রমণ করিতে বাসনা হয়; তখন তিনি হরি-
 নাম কীৰ্ত্তন করিতে করিতে জগতে পরিভ্রমণ
 করিতে লাগিলেন। তিনি পাতাল, ভূতল
 ও স্বৰ্গ পরিভ্রমণ করিলেন; কিন্তু কুত্রাপি
 চিন্তে শান্ত পাইলেন না; লোক সকলের
 কুখলপর্শনে নিত্যই দুঃখিত হইয়া পুনরায়
 বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। ১—১০। যে স্থানে
 ভয় ও রক্ত এই গুণদ্বয় পরস্পর মিশ্রিতভাবে
 বিদ্য পৃথক ভাবেও প্রবৃত্ত হয় না, ইহাদের
 মিশ্রিত ভাবে সবুজও যেখানে প্রবৃত্ত হয়
 না, কিন্তু কেবল বিস্কম সবুজই প্রবৃত্ত হইয়া
 থাকে, যেখানে বায়ু নিঃস্রব মায়া কিংবা নাশ
 নাই, যেখানে জ্ঞানাবদাতা, সুন্দরকারী, পদ্ম-
 পল্লবলোচন, সুদৃশ্য, শিশুভবহৃদ্রবণসম্পন্ন,
 যশি-নিককৃষিত, মুকুট-কুণ্ডলধারী, বনমালা-
 শোভিত, বিষ্ণুপার্বদগণ মনোহর প্রদানপাণ্ডি-
 যারা পরিবেষ্টিত হইয়া ভাস্বর বিমানশ্রেণীতে

জীর্ণ নানাবিভবৈর্হরেঃ পাদৌ মুনার্চতি ।
 হরিঃ গায়তি দোহন্য গীতমানসি ভঃ স্বয়ং ॥
 দদর্শ তত্র জীহরিঃ জীপতিঃ সাহস্রাং পতিম্ ॥
 জগৎপতিঃ যজ্ঞপতিঃ পার্শদৈঃ পরিবেষিতম্ ॥
 শ্রুতম্-নন্দপ্রবলাইণমুঠৈর্নিঃস্করম্ ।
 ভূতাপ্রসাদসুখমাযতাকুললোচনম্ ॥ ১৮
 ক্রীড়ীটিনঃ কুণ্ডলিনঃ ত্রিভা বক্ষসি লকিতম্ ।
 পীতাংকুঃ চতুর্ভাঃ প্রসন্নবসিতাননম্ ॥ ১৯
 অর্ধাঙ্গাসনশ্চাভিষ্ঠাভিঃ শক্তিভিরাবৃতম্ ।
 প্রধানপুরুষাত্যাক মহতা চাভ্যা তথা ॥ ২০
 একাদশৈর্ভ্রাজিষ্টৈশ্চ পদ্মভূতৈস্তথৈব চ ॥
 স্বরূপে রমমাণঃ তদৌষরঃ বিনতাসুতঃ ॥ ২১
 তদর্শনঃস্লামবুহস্যাক্তো হৃষ্যস্তমুততঃ ।
 লোচনাত্যামলঃ সুকল প্রেমময়ো ননাম হ ॥ ২২
 তথাগতঃ নতঃ স্বীয়বাচনং বিষ্ণুঃস্ববী ॥

আরোহণপূর্বক বিহার করিয়া থাকেন;
 যেখানে লক্ষ্যদেবী নানাবিধ বিভবে সমুত্ত
 জীহরিব চরণার্চন-পরায়ণা থাকিয়া দোহা-
 রোহণপূর্বক সমীপবর্তী হইতে হরিশ্রবণ গান
 করেন, সেই বৈকুণ্ঠধামে যাইয়া গরুড় দেখি-
 লেন,—জীপতি যজ্ঞপতি জগৎপতি সাহস্র-
 পতি জীহরি, শ্রুতম্ নন্দ প্রবল অর্ধ প্রভৃতি
 পার্শদগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বিরাজিত
 আছেন। তিনি প্রসন্নানন, অকণায়তলোচন
 ক্রীড়ীটী, কুণ্ডলধারী, জীবৎস-চিহ্নিত, পীতাবর,
 চতুর্ভা, হস্তপ্রসন্নদন, মহাঙ্গ আসনস্থ শক্তি-
 গণদ্বারা সমাবৃত, প্রকৃতি, পুরুষ, স্বয়ং,
 অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পদ্মভূত দ্বারা
 আবৃত; স্বরূপে রমমাণ সেই ঈশ্বর জীহরিকে
 দেখিয়া বিনতানন্দন গরুড় আহ্লাদিতাৎ-
 করণ গোমার্কিতদেহে প্রেমে মগ্ন হইয়া অঙ্গ
 বিসর্জন করিতে করিতে নমস্কার করিলেন।
 ১১—২২। ভগবান্ বিষ্ণু সমাগত প্রণত

* অতঃ পরং কাচৎ পুস্তকে—“দৈনসর্গিটক
 ১১শ্লোকঃ বাজভূতাদিভিঃ” ইতি পদ্যার্থ-
 মধিবৎ দৃষ্টতে ।

ভূমিঃ কা নভিষতা পকিংঃ স্বরেনঃ সমনেনসন্ ।

গকন্ত উবাচ ।

তবৎপ্র সান্দ্রৈশ্চকৃষ্ট ত্রৈলোক্যঃ সচরাচরম্ ।

মহা ত্রৈলোক্যিকঃ সর্গমুখ্যমধন-মধ্যমম্ । ২৪

ভূলোকঃ সত্যপর্ষাস্তঃ পুরঃ যঃমাং বিনা প্রভো

ভূলোকঃ সর্বলোকানাং প্রচুরঃ সর্গজন্তুম্ । ২৫

মাহুয়াঃ সর্গভূতানাং ভুক্তিসুক্ষ্মালায় গুভম্ ।

অন্তঃ স্মৃতিমানঃ লোকে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি

গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি

যন্ত্যন্ত যে ভারতভূমিভাগে ।

স্বর্গাপবর্ষস্ত ফলার্জনায়

তবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরায়াং । ২৭

মাহুযঃ লভেৎ কাম্যাত্মাং প্রাপ্নোতি তৎ

কথম্ ।

ত্রিযতে কঃ সুরশ্রেষ্ঠ দেহমাত্রিত্য কুত্রচিৎ । ২৮

ক যাস্তি ঐশ্বর্যাপাত্ত অম্পৃষ্টঃ স কথঃ তবেৎ ।

নিজবাহন পত্তগেন্ত গরুড়কে দেখিয়া বলিলেন,—হে পকিন্! তুমি এই কয়দিনে কত ভূমি ভ্রমণ করিয়াছ? বল। গরুড় কহিলেন,—হে বৈকুণ্ঠ! আপনার প্রসাদে আমি সচরাচর সমগ্র ত্রৈলোক্য ভ্রমণ করিয়াছি। ভূলোক হইতে সত্য লোক পর্যন্ত উত্তম মধ্যম অধম সমস্তই দেখিয়াছি, কেবল যম-লোক দেখি নাই। ভূলোক, সর্গ-ভূতে পরিপূর্ণ, উহা মাহুয়ালোক, ভুক্তিলোক দ্বাক্ষনিকৈতম। ঐ ভূত লোকই স্মৃতিগণের লোক, উহার মত উত্তম লোক আর হয় নাই, চাইবে না। দেবতারা এইরূপ গান করিয়া থাকেন যে,—যাহারা ভারতবর্ষে বাস করে তাহারা এই ধন্ত, স্বর্গবাসীরা কেবল স্বর্গকলই ভোগ করিয়া থাকেন, কিন্তু ভারতবাসীরা স্বর্গ ও অপবর্গ উভয় ফলই ভোগ করিতে সমর্থ হয়। অতএব দেবস্ব অপেক্ষাও ভারত ভূমিতে মাহুয়রূপে জন্মগ্রহণ করা ভাল। হে সুরশ্রেষ্ঠ! ভাবনা কি কারণে মাহুয়া লাভ করে? আবার সেই মাহুয যত্নানুযেই বা পণ্ডিত হয় কেন? দেহ আশ্রয় করিয়া যে

ক কর্মাণি কৃতানৌহ কথং কুত্তেজ্ঞ জগলীজ । ২৯

ভূম্যাঃ প্রাক্ষিপতে কাম্যং পকরতঃ মুখে কথম্ ।

অবস্তাচ্চালিতা দর্ভাঃ পাদৌ যাম্যোঃ বাযাশ্চকৌ

কিমর্ঘঃ পুত্রপৌত্রান্ত তন্ত তিষ্ঠাশ্চ চাগ্রভাঃ । ৩০

কিমর্ঘঃ দৌহতে দানং গোদানময়ি কেশব ।

বদ্ধমিভ্রাণ্যামিভ্রাশ্চ কাম্যপয়তি তৎ কথম্ । ৩১

ভিললোহং তিরণাশ্চ কার্ণাসং লবণং তথা ।

সপ্তধান্তঃ ক্রিতির্গর্ভো দৌহতে কেন হেতুনা । ৩২

কথং হি ত্রিযতে জন্তুম্ভেতৈ বৈ কুত্র গচ্ছতি ।

অতিবাহনরৌরক কথং বিজ্ঞাতে ভদ্রা । ৩৩

শবঃ স্বহে কহেৎ পুত্রো অরিদাতা চ পৌত্রকঃ ।

আভ্যোনাভাঘ্ননং কাম্যাদেকাহতিক্রিয়া কুতঃ । ৩৪

বহুভরা কিমর্ঘক কুতঃ শ্রীশবকৌর্ভনম্ ।

যশ্চক্ৰঃ কিমর্ঘক উদীচ্যাং দিশমাহরেৎ । ৩৫

মৃত হয়, সে কে? তাহার ইচ্ছা সকল কোথায় যায়? সে অম্পৃষ্টই বা হয় কেন? পূর্জনৈতে যে সকল কষ্ট করা যায়, মরণান্তেও জীব সেই সকল ভোগ করে কিরূপে? কোথায়ই বা যায়? মৃত ব্যক্তিকে ভূমিতে স্থাপিত করে কেন? তাহার মুখে পকরত বা দেয় কি জন্ত? কুশোপরি স্থাপন করেই বা কেন? দক্ষিণদিকে পদযয় স্থাপন করেই বা কি নিমিত্ত? তাহার পুত্র পৌত্র-গণই বা কি জন্ত তাহার অগ্রভাগে বর্তমান থাকে? ২৩—৩০। মৃত্যুকালে গোদানই বা করা হয় কি নিমিত্ত? আত্মীয় বন্ধু মিত্রামিত্র সকলেই তাহার মিকট পরিহার প্রার্থনা করে কিজন্ত? তিল, লোহ, স্বর্ণ, কার্ণাস, লবণ, সপ্তধান্ত, ভূমি, গো এই সকল দ্রব্য দান করে কি নিমিত্ত? প্রাপিসকল মৃত হয় কেন? মরিয়া কোথায়ই বা যায়? অতিবাহিক শরীরই বা তখন কোথায় থাকে? পুত্র পৌত্র প্রভৃতি শবকে স্বহে করিয়া বহনই বা করে কেন? আর তাহাকে ইহারা অগ্নি দেয় কেন? শব দ্বারা অশ্লিষ্ট করিতে হয়ই বা কেন? একাচতি কোমক্রিভাই বা করা হয় কেন? ভূমিশর্প, হ্রী শব কৌর্ভন, উত্তরাদিকে যমশবক

পানৌষধেববহুত্বং শূৰ্য্যবিষনিরীক্ষণম্ ।
 যবসৰ্পপদুৰ্দ্ধাশ্চ শাযণে নিষপজ্ঞকম্ । ৩৬
 বহুত্বং নরশ্চ নারী চ বিদধ্যাদধরৌত্তমম্ ।
 অন্নাদাং গৃহমাগতা ন ভোক্তব্যং জটৈঃ সহ ।
 নবকাষ্টৈশ্চ পিণ্ডাংশ্চ কিমৰ্থং দদতে সূতাঃ । ৩৭
 কিমৰ্থং চবয়ে হৃৎকং পায়ে পক্ষে চ মূত্রে ।
 কাষ্ঠজয়ঃ শুণ্যবকং কুমাৰাভ্যৌ চতুষ্পদে । ৩৮
 নিশায়াঃ ক্ষয়ন্তে দীপো যাবদকং দিনে দিনে ।
 দাহোদিকং কিমৰ্থকং কিমৰ্থকং জটৈঃ সহ । ৩৯
 ভগবন্তাতিবাহুশ্চ নব পিণ্ডান্ প্রদাপয়েৎ ।
 কথং দেবঃ পিতৃভাশ্চ বাহস্তাবাহনং কথম্ । ৪০
 ইদংক্বে ক্রিয়তে দেব কস্মাৎ পিণ্ডং প্রদাপয়েৎ
 কিং ভৎ প্রদীয়তে তস্ত পিণ্ডদানাদানমন্তরম্ । ৪১

পাঠ, এ সকল কাণ্ডই বা করিবার কি
 প্রয়োজন? মৃতব্যক্তিকে ভূর্ণব-জল দেওয়াই
 বা কেন? শূৰ্য্যবিষ নিরীক্ষণ, যব সৰ্প পদুৰ্দ্ধা,
 প্রকরস্থিত নিষপজ্ঞ এ সমস্ত জব্য পূর্ণ
 করায় কারণ কি? নব সংকারান্তে নরনারী
 সকলেই উর্দ্ধবাস এবং অধোবাস এই দুই
 বানি বহু ব্যবহার করবে, গৃহে আসিয়া
 কাহারও সহিত অন্নাদি ভোজন করিবে না,
 এ সকল বিধানই বা কি নিমিত্ত? প্রেতের
 উদ্দেশে নক্ষত্র পিণ্ড দেওয়া হয় ইহারই বা
 কি কারণ? চতুরোশরি মূরয় পায়ে করিয়া
 হৃৎ ও জলই বা দেওয়া যায় কেন? বহু-
 বার্য্য তিনখানি কাষ্ঠ বন্ধন করিয়া তাহা
 চতুষ্পদে স্থাপনপূর্ব্বক এক বৎসর যাবৎ
 প্রতিরাজিতে তত্পরি প্রদীপ দান করে,
 ইহারই বা কারণ কি? হে ভগবন!
 আতিবাহিক দেহের উদ্দেশে যে নক্ষত্র পিণ্ড
 প্রদান করা যায়, তাহারই বা কি প্রয়োজন?
 মৃত ব্যক্তিকে পিতৃপুরুষ কর্ত্তব্য করিয়া
 উদ্দেশে আচ্ছাদি দান করা যায় কি জন্ত?
 আতিবাহিক দেহের আবাহন বা কিরূপে
 হইতে পারে? ৩১—৪০। হে দেব! প্রেত-
 বৃত্তি ও পিতৃহরণাণ্ডর জন্ত যদি এই সকল
 কার্য্য করা যায়, তবে আবার পিণ্ডদান করি-

অস্থিসকলনৈকৈব ঘটফোটং তথৈব চ ।
 দ্বিতীয়ৈহি কৃতঃ স্নানং চতুর্থে সাত্তিকে দ্বিজে
 দশমে কিং মলস্নানং কাৰ্য্যং সমাজটৈঃ সহ ।
 কস্মাৎ তৈলোদ্বর্ত্তনকং শুদ্ধবাহগৃহং নবেৎ ৪৩
 তৈলোদ্বর্ত্তনককাপি দ্ব্যঃ সূপজলাশয়ে ।
 দশমেহহান যৎ পিণ্ডং তদগাদানামিষেণ তু ৪৪
 পিণ্ডকৈবাদ্যে কস্মাদ্ ব্রহ্মোৎসর্গস্ত পূর্ব্বকম্ ।
 ভাজনোপানহৌ চ্ছত্রং বাসাংসি তস্মগৌষকম্ ।
 ত্রয়োদশৈহি দেবঃ স্নাদ্যদা দানং কিমৰ্থকম্ ।
 শ্রাজ্ঞানি যোক্তৈশ্চতানি অদং যাবৎ কুতো ঘটঃ
 অন্নাদ্যোনৌনকটৈব যষ্ট্যাধিকশতজয়ম্ । ৪৬
 দিনে দিনে চ দাতব্যং ঘটরং প্রেতভুঞ্জয়ে ।
 প্রাপ্তে কালে স্মরিতে বা অমিত্যা মানবাঃ

প্রত্যো ৪৭

বার আবশ্যকতা কি? পিণ্ডদানাদির অস্তে
 আরও যে সকল কর্ত্তব্য করা হয়, সে সকল
 কার্য্যেরই বা কি প্রয়োজন? অস্থি-পঙ্কজ,
 ঘটফোট, সাত্তিক দ্বিজগণের পক্ষে দ্বিতীয়
 দিবসে ও চতুর্থ দিবসে স্নানাবধি, আর দশম
 দিনে সমস্ত স্নানবন্ধুর সহিত মলস্নান করিতে
 হয়। যাহারা মৃত ব্যক্তিকে সংকারার্থ শুদ্ধ
 করিয়া লইয়া যায়, তাহাদিগের গৃহে তৈল
 উদ্বর্ত্তন পাঠাইয়া দিতে হয়। সকলে মিলিয়া
 উদ্বর্ত্তন তৈলাদি গায়ে প্রক্ষাণ্ডে বৃহৎ জলা-
 শয়ে স্নান করিতে হয়। এই সকল কার্য্যের
 প্রয়োজন কি? দশম দিনে দেহ পিণ্ড
 আশ্রয় দ্বারা দিতে হয়। একাদশ দিনে
 ব্রহ্মোৎসর্গ এবং পিণ্ডদান করা হয় কি
 নিমিত্ত? তারপর আবার ত্রয়োদশ দিবসে
 ভোজ্য, পাক্য, ছত্র, বহু, অসুগৌষ এই সকল
 জব্য যে প্রদান করা যায়, ইহাও কি নিমিত্ত
 করা হয় বুঝিতে পারা যায় না। এই সকল
 মিলিয়া সমুদয়ে যোক্তশতী শ্রাজ্ঞ এক বৎসর
 যাবৎ করিতে হয়। প্রতিদিন এক একটী
 ঘট জলপূর্ণ করিয়: অন্নাদির সহিত প্রদান
 করিতে হয়। এই প্রকার সমুদয়ে ৩৬-টী
 ঘট মৃত ব্যক্তির ভূর্ণি উদ্দেশে এক বৎসরে

ছিন্নমূল নৈব পশ্যামি কুতো জীবঃ স নির্গতঃ ।
কুতো গচ্ছন্তি ভূতানি পৃথিব্যাংগা মনস্তথা ॥৪৮॥
তোজো বদন্ত মে নার বায়ুরাকাশমেব চ ॥ ৪৯ ॥
কুঃ পঞ্চেন্দ্রিয়াণীহ পঞ্চ বুদ্ধৌল্লিখানি চ ।
বায়বৈশ্বাশ্বৈ পঠ্যতে কথং গচ্ছন্ত চাত্মনাম ॥ ৫০ ॥
লোভমোহাদয়ঃ পঞ্চ শরীরে চৈব তস্করাঃ ।
ভুজা কামো লব্ধকাঃ কুতো যাতি জনাধিন ॥৫১॥
পুণ্যং বাপ্যথকপুণ্যং যৎকিঞ্চিদ শ্রুতং তথা
নষ্টে দেশে কুতো যাতি নানানি বিবিধানি চ ।
সপিওনঃ কিমর্থক পূর্বে সংবৎসরেহাপ বা ।
প্রভন্ত মেজনং কেবাং কিং বিধিং তত্র

কারয়েৎ ।

মূর্ছমাং তপনংহাপি বিপত্তির্বিদি জায়তে ॥ ৫৩ ॥
যে দৃষ্টা যে হৃদস্তাশ্চ পতিতা যে নরা ভুবি ।
যানি চাক্তানি ভূতানি তেযামন্তে ভবেচ্চ কিম
পাপিনো যে হ্রাচারে যে চান্তে গন্তবুদ্ধয়ঃ ।

প্রদান করিতে হয় । হে প্রভো ! মানব-
গণ নিশ্চয়ই অনিত্য, পরন্তু কোন্ ভিত্তি
দিয়া যে জীব নির্গত হইয়া যায়, তাহা
ত কিছই বুঝিতে পারি না । কিত্তি
অপ্তভেজ মরুৎ বোম দেহমধ্যাগত এই পঞ্চ
ভূত, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় সকল, প্রাণাদি পঞ্চ-
বায়ু ইহারাই বা কেমন করিয়া বহির্গত হইয়া
যায় ? ৪১—৫০ । শরীরে তস্কররূপী লোভ
মোহ ভুজা কাম ও অস্ত্রাদি আছে, হে
জনাধিন ! ইহা কিরূপে কোথায় যায় ? দেহ
নষ্ট হইলে অহুষ্টিত পাপপুণ্যানি যাহা কিছু
কর্ম থাকে, তাহাষ্ট বা কোথায় যায় ? সংবৎসর
পূর্ণ হইলে তবে সপিওন করিতে হয় ; এরূপ
বিধিই বা কি নিষিদ্ধ ? সপিওনান্তে সেই
প্রেরিত ব্যক্তি কাহার সহিত মিলিত হয় ? মূর্ত্তা
হেতু কিংবা পতনাদি দ্বারা যদি মৃত্যু হয়,
তবে কোন বিধান অনুসারে তাহার অস্ত্রোষ্টি-
ক্রিয়া করিবে ? মরণান্তে যে সকল ব্যক্তির
দেহানি সংকার হইয়াছে, আর যাগদের
দেহানি সংকার হয় নাই, যে সকল ব্যক্তির
দেহানি মাটিতেই বিলীন হইয়া গিয়াছে এবং

আশ্বাতী ব্রহ্মণ চ স্তেদী বিখ্যাসঘাতকঃ ॥ ৫৫ ॥
কপিগায়াঃ পিবেচ্ছত্রো যঃ পঠেদিদমক্ষয়ম্ ।
ধারয়েদ্ব্রহ্মহৃত্তং বা কা গতিস্তস্য মাধব ॥ ৫৬ ॥
শূদ্রস্ত ব্রাহ্মণী ভাৰ্য্যা সংগ্রহীতা যদা ভবেৎ ।
তস্ত পাপস্ত ভীতোহহং তন্মে বদ জগৎপ্রভো
অত্রচ্চ শূরু বিদ্বান্ধন মদা কৌতুকিনা এযাৎ ।
লোকান লোকততা লোকে জগাহে বিশ্বমণ্ডলম্
তত্রাজনি জনান দৃষ্টা হৃদেধেষেব নিমজ্জতঃ ।
অজানি স্বস্তে মে পীড়া তৎপীড়াতো গরীয়সী ।
ত্রিদিবে দিতিজাতভো ভূমৌ মৃত্যুরগাদি : :
ইষ্টবজ্রবিয়োগৈশ্চ পাতালে মামকং ভয়ম্ ॥ ৬০ ॥
এবং ন নির্ভয় স্থানমন্তনৌশ্চ স্তবৎপদাৎ ।
অসত্যং স্বপ্নমায়াবৎ কালেন কবলৌকিকম্ ॥৬১॥

মহুয়া ব্যতীত অস্ত্র যে সকল জীব আছে,
তাহাদিগের কি গতি হয় ? যাহারা পাপী
হ্রাচার, বিরুদ্ধবুদ্ধি, আশ্বাতী, ব্রহ্মঘাতী,
চোর, বিখ্যাসঘাতক, আর যে শূদ্র ব্যক্তি
কপিলা গাভীর দুগ্ধ পান করে, কিম্বা প্রণব
(ঐ) উচ্চারণ করে, অথবা যজ্ঞোপবীত
ধারণ করে, হে মাধব ! তাহার কিরূপ গতি
হয় ? শূদ্র যদি ব্রাহ্মণী ভাৰ্য্যা সংগ্রহ করে, হে
জগৎপ্রভো ! তবে তাহার কি গতি হয় ?
তাহা আমাকে বলুন । হে বিদ্বান্ধন ! আরও
শুনুন,—আমি একদা কৌতুকবশতঃ লোক
সকল অবলোকন মানসে সবেগে বিশ্বমণ্ডলে
পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম ; নানাস্থানে পরি-
ভ্রমণ করত দেখিলাম, লোক সকল হৃদে
নিমগ্ন রহিয়াছে । তাগতে আমার অস্ত্র-
ব্রহ্মণে অস্ত্রান্ত হৃদে বোধ হইল । আমি
হৃদেবর্তিত হইতে ঘটই ভ্রমণ করিতেছিলাম, ততই
আমার হৃদয়ের রক্তি হইতে লাগিল । দেখিলাম
যর্ণেও সুখ নাই, সেখানে দৈত্যাদিগের ভয়
বিশ্যমান ; ভূমণ্ডলে মৃত্যু, রোগ, ইষ্ট পদার্থের
বিয়োগানিজনিত ভয় আছে ; পাতালে আমা
হইতেই ভয় রহিয়াছে । ৫১—৬০ । নির্ভয়-
স্থান কুত্রাপি দেখিতে পাইলাম না । আপনাব
পদযুগলই নির্ভয়স্থান, তদ্বিহীন আর সকলই

তত্রাপি ভারতে ধৰ্বে বহুঃখন্ত জ্ঞানম্ ।
 জনা দৃষ্টা ময়া রাগ-দেহ-মোহাদিবিপ্লুতাঃ ॥ ৬০
 কোচনক্ষাঃ কেকরাক্ষাঃ শূলবাচন পদবঃ ।
 ঋতাঃ কাণাস্ত বধিরা মুক্কাঃ কুষ্ঠাস্ত রোমশাঃ ।
 নানারোগপীতাস্ত বপুশাস্তাতিমানিনঃ ॥ ৬১
 তেবাং দোষস্ত বৈচিত্র্যং মৃত্যোগোচরতামপি ।
 দৃষ্ট্বা প্রষ্টুমনাঃ প্রাপ্তঃ কো মৃত্যুশ্চৈবতা কথম্ ॥
 মৃত্যুশ্চ বিধানেন মরণাদপ্যানস্তদম্ ।
 বিধিনাশক্রিয়া যন্ত ন স দুর্গতিমাণুয়াৎ ॥ ৬২
 ঋষিত্যন্ত ময়া পূৰ্ব্বমিতি সাধাস্ততঃ স্ততম্ ।
 জ্ঞানায় তবিশেষস্ত পূজ্যধীর্দায়িতি প্রভো ॥ ৬৩
 ম্রিয়মাণস্ত কিং কৃত্যং কিং দানং বাসবামুজ ।
 বাৎস্যযোঃস্বরাগ্নৌ কো বিধির্দেহনস্ত চ ॥ ৬৪

প্রবৎ ইজ্জাম তুল্য মিথ্যা ; সকলই কাল
 কর্তৃক কবলিত রহিয়াছে। তার মধ্যেও
 আবার ভারতবর্ষের অধিবাসীরাই সমধিক
 ক্লেশভাজন। আমি দেখিয়াছি, তত্রতা জন-
 গণ দেহ-মোহাদি দোষে সমাহৃত। তন্মধ্যে
 অনেকাংক ব্যক্তি অন্ধ, কেকরাক্ষ, শূলদ্বাক
 (ভোংলা), পদু, ঋজ, কাণ, বধির, মুক,
 কুষ্ঠরোগী, রোমশ ও অজ্ঞান নানা রোগে
 আক্রান্ত হইয়া সতত ক্লেশভোগ করিয়া
 থাকে। তাহারা সকলেই আকাশকুসুমবৎ
 বৃথাতিমানী, তাহাদিগের সেই বৃথাতিমান
 এবং ভ্রান্ত পরিমিত আয়ুষ্কাল ভোগের
 পূর্বেই মরণ দেখিয়া আমার মনে প্রশ্ন উদয়
 হইল যে, মৃত্যু কে? কুমণ্ডলে একপ বিচিত্র-
 তাই বা কেন? যথাবিধানে যাণ্ডার মৃত্যু হয়,
 অঙ্গ মরণের পরও যথাবিধি সপিভৌকরণান্ত
 ক্রিয়া অহুষ্ঠিত হয়, সে দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না।
 পূর্বে আমি ঋষিদিগের নিকট এই কথা
 সাধাস্ততঃ শুনিয়াছিলাম। প্রভো! সে মহা
 সবিশেষ জানিবার জন্তই আপনার নিকটে
 জিজ্ঞাসা করিতেছি। হে বাসবামুজ! মানবের
 মৃত্যুকালে কোন কার্য্য করিতে হয়? সেই
 সময়ে কোন দান বিধিত? মৃত্যু ও বহন-
 কার্যের মধ্যকালে কোন বিধান আছে?

সদ্যো বিলম্বকো বা কিং দেহমন্তঃ প্রশন্যতে ।
 সঃযমন্তাঃ কল্মাশানমাবৰ্ণঃ কা মৃতিক্রিয়া ॥ ৬৫
 প্রাশস্তিতঃ দুর্গতেঃ কিং পঞ্চকাদিমৃতস্ত চ ।
 প্রশানং কৃক মে যোহঃ ছেতুর্মহন্তশেষতঃ ॥ ৬৬
 সৰ্বমেতন্নয় পৃষ্টং ক্রহি লোকহিতার্থ্য বৈ ॥ ৭০

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে
 শ্রীকৃষ্ণ-গরুড়সংবাদে প্রশ্নপ্রণকো
 নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

সাদু পৃষ্টং হুয়া তদ যাহুযাণাঃ হিতার্থ বৈ ।
 পুণ্যাবধিতো হুয়া সৰ্বমেবোচ্চৈর্দৈবিকম্ ॥ ১
 সম্যংভেদরহিতং স্ততিস্মৃতিসমুদ্ভূতম্ ।

দাঁহ কর্ম যদি সদ্য করা হয়, কিহা বিলম্ব
 করা হয়, তাহাতেই কিরূপ ফলভেদ হইয়া
 থাকে? জীব দেহ ত্যাগ করিয়াই কি দেহান্তর
 পরিগ্রহ করে; অথবা সন্ময়নীপুত্রিতে যাব?
 এক বৎসর যাবৎ মৃতব্যক্তির জন্ত কি কি
 কার্য্য করিতে হয়? দুর্গতিবিগের প্রাশস্তিত
 কি? আর সমস্তপঞ্চকাদি স্থানে মৃত ব্যক্তি-
 দিগের কি গতি হয়? হে দেব। আমার প্রতি
 প্রশ্ন হউন; আমার এই সমস্ত সম্পূর্ণরূপে
 ছেদন করুন। হে প্রভো! আমি এই যে
 সকল প্রশ্ন করিলাম, আপনি লোক-সকলের
 হিতার্থে এই সকল প্রশ্নের সহস্তর দানে
 আমাকে কৃতার্থ করুন। ৬১—৭০।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত। ১।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে গরুড়! তুমি
 যাহুযদিগের হিতকর উত্তর প্রশ্ন করিয়াছ;
 তুমি অবাহিতচিত্তে উহা শ্রবণ কর। যাহা
 স্ততি স্মৃতি হইতে সমুদ্ভূত তার পরার্থ, যাহার

যম নৃষ্টঃ সূরৈঃ সৈশ্চৈর্যোগিতিযোগিষ্ঠকৈঃ ১২
 শুভান্শুভতরং হৃচ্চ নাখ্যাতঃ কস্তচিৎ কচিৎ ।
 শুভস্যাহ যথাভাগ বৈনতেষ্য অব্যমি তে ১৩
 অপুত্রস্ত গতির্নাস্তি স্বর্গো নৈব চ নৈব চ ১৪
 যেন কেনাপ্যপায়েন কার্যং জন্ম সূতস্ত হি ।
 তারয়েন্নরকাং পুত্রো যদি মোক্ষো ন বিদ্যতে
 স্বহঃ পুত্রেন কন্তব্যো হরিদাতা চ পৌত্রকঃ ।
 তিলমর্ভেচ্চ ভূম্যাং বৈ কুটী স্বতুমতী ভবেৎ ।
 পঞ্চ রত্নানি বজ্রে তু যেন জীবঃ প্ররোহতি ১৫
 যদা পুণ্যং প্রদষ্টং হি ক তদা গর্তধারণম্ ।
 আদরাস্ত ততো ভূমৌ যেন গর্তঃ প্রদাধ্যতে ।
 লেপ্যা তু গোময়ৈর্ভূমিস্তিলান্ মর্ভান
 বিনিক্ষিপেৎ ।

তস্তামেবাতুরো মুক্তঃ সর্বঃ মর্ভতি কিমিষম্ ১৬

কোনরূপ বিলম্ব নাই, যাহা ইচ্ছাদি দেব-
 গণ অথবা যোগচিন্তক যোগিগণও জানিতে
 পারেন নাই; যে শুভাশিষ্টত্ব তব কালাকেও
 প্রদত্ত হয় নাই; হে বৈনতেয়! তুমি শুভ
 বলিয়া তোমাকে সেই পরলোকতব সমস্ত
 বলিতেছি। গরুড়! অপুত্র ব্যক্তির গতি
 নাই, স্বর্গও নাই; অতএব পিতার ঔর্ধ্বেদেহিক
 কার্য করা কর্তব্য। যে কোন প্রকারে অমু-
 চ্ছিত হউক না কেন, সেই কার্য যদি মোক্ষ
 প্রদান করিতে নাও পারে, তথাপি পিতৃ-
 লোককে নরক হইতে জ্ঞাপ করে, সন্দেহ নাই।
 কহে বহন করা পুত্রের কর্তব্য; পৌত্র মুখাগি
 করিবে। তিলমর্ভ সহযোগে ভূমিতে মৃত-
 দেহ রাখিতে হয়; উহাতে সেই কুটী (বাতী)
 স্বতুমতী হয়। মুখে পঞ্চরত্ন দেওয়া হয়,
 তজ্জন্ত জীব প্ররোহ হইয়া থাকে। যদি
 স্বতুপুণ্য বিনষ্ট হয়, তবে গর্ত ধারণ হইতে
 পারে না; সূতরাং বংশ নাশ হয়। বংশনাশ
 হইলে পৃথিবীর আকর্ষণ বশতঃ পুনরায় ভূতলে
 জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। গোময় দ্বারা ভূমি
 লেপনপূর্বক তাহাতে কুশ তিল আন্তরণ
 করিয়া রোগীকে তদুপরি শায়িত করিবে।
 রোগী তদুপরি জীবন ত্যাগ করিলে সর্বপাপ-

মর্ভভুলী নয়েৎ স্বর্গং মাতুরস্ত ন সংশয়ঃ ।
 মর্ভাংস্তত্র কিমপেবাথ ভুলীগম্যকমধ্যাতঃ ১৭
 সর্বত্র বসুধা পুত্রা যত্র লেপো ন বিদ্যতে ।
 যত্র লেপঃ স্থিতস্তত্র পুনর্লেপেন শুধ্যতি ১৮
 যাভূধানাঃ পিশাচাস্ত ব্রাক্ষসাস্ত কুরকর্ষিণঃ ।
 অলেপঃ হাতুরঃ মুক্তঃ বিশ্বস্তোতে বিযোমঃ ১৯
 নিত্যাগেমস্তথা শ্রাক্ষঃ পাশশৌচঃ বিজে তথা ।
 যত্রলেন বিনা ভূম্যামাতুরো মুচ্যতে ন হি ২০
 ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ ক্রতুশ্চ জিহ্বাতাশস্তথৈব চ ।
 যতুলে চোপতিষ্ঠন্তি তস্মাৎ কুরীত যতুলম্ ২১
 অস্তথা ম্রিষতে বালো বৃদ্ধস্তাক্ষী বুবাধবা ।
 যোন্তস্তহং ন গচ্ছেৎ স ক্রৌড়তে বায়ুনা সহ ।
 মিথিতং লোহতামিথং তদেবং জন্ম জায়তে ।
 তস্মৈব বায়ুভূতস্ত ন শ্রাক্ষঃ নোদকক্রিচ্ছা ২২
 যম শ্বেদসমুদ্ভূতাস্তিলান্তাক্ষী পবিত্রকাঃ ।

বিশ্রীণ হয়। রোগীকে পূর্বোক্ত প্রকার
 ভূমিতে তুলি আন্তরণপূর্বক তদুপরি কুশ তিল
 আন্তরণ করিয়া শায়িত করিবে। মর্ভভুলিতে
 রোগীর প্রাণ বিয়োগ হইলে স্বর্গবাস হয়,
 তাহাতে সংশয় নাই। সেই তুলি ও কুশ-
 তিল স্থানে পরিভাগ করিবে। বসুধা
 প্রলিপ্ত স্থান ব্যতীত সর্বত্রই পবিত্রা, কহ
 যেখানে লেপ দেওঁ না আছে, সেখানে পুনরায়
 লেপ দিলেই পবিত্র হয়। ১—২০। অলিপ্ত
 স্থানে রোগী যদি প্রাণত্যাগ করে, তবে কুর-
 কর্ষী পিশাচ-মক ব্রাক্ষসাদি আবিষ্ট হইয়া
 তাহাকে নিকট-যোগিতে আনয়ন করে।
 নিত্য হোম, জাপ, অত্যাগত ত্রাণকে পাশ-
 শৌচ দান, অপরিভুক্ত যতুলহীন ভূমিতে প্রাণ-
 ত্যাগ এই সকল পুনর্জন্মগ্রহণের কারণ।
 ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ক্রতু, লক্ষ্মী, হতাশন ইহারা
 যতুলে অধিষ্ঠান করেন, অতএব যতুল করা
 কর্তব্য। নচেৎ কি বালক, কি বুবা, কি বৃদ্ধ,
 যাহারই মৃত্যু হউক, তাহার অস্ত্র যোমিতে
 গতি হয় না; সে বায়ুভূত হইয়া বায়ুগুণে
 বায়ুসহ ক্রৌড়া করে। তাহার আকর্ষণ
 নাই, ভর্ণনও নাই। হে তাক্ষী! তিল

অমুরা দানবা দৈত্যা বিদ্রবন্তি তিলৈলক্ষণা ॥১৬
 তিলাঃ শ্বেতাঞ্জিলাঃ কৃষ্ণাঞ্জিলা গোমুত্রলক্ষণাঃ ।
 তে মে দহন্তু পাপানি শরীরেষু কৃতানি বৈ ॥১৭
 এক এব তিলো দন্তো হেমজোপতিলৈঃ সমঃ ।
 তর্পণে দানহোমেযু দন্তো ভবতি চাক্ষয়ঃ ॥ ১৮
 দর্ভা রোমসমুদ্ভূতাঞ্জিলাঃ শ্বেদেষু নাক্তথা ।
 দেবতা দানবাস্তপ্তাঃ শ্রাদ্ধেন পিতরস্তথা ।
 প্রয়োগবিধিনা ব্রহ্মা বিশ্বতাপ্যপজীবনাৎ ॥১৯
 অপসব্যাদিতো ব্রহ্মা পিতরো দেবদেবতাঃ ।
 তেন তে পিতরস্তপ্তা অপসব্যো কুন্তে সতি ॥ ২০
 দর্ভমূলে স্থিতো ব্রহ্মা মধ্যে দেবো জনাৰ্দ্দিনঃ ।
 দর্ভাগ্রে শঙ্করঃ বিদ্যাং ত্রয়ো দেবাংকুশে স্মৃতাঃ
 বিপ্রা মজ্জাঃ কুশা বহিষ্কলসী চ খগেশ্বর ।
 নৈশ্চৈ নিখীলাস্তাঃ যান্তি ক্রিয়মাণাঃ পুনঃপুনঃ
 তুলসী আক্ষণা গাবো বিষ্ণুরেকাদশী খগ ।

সকল আমার শ্বেদে সমুৎপন্ন হইয়াছে ;
 স্মৃতরাং উহা অস্তিত্ব পাইয়া । আর সেই
 লক্ষণে অমুর দৈত্য দানবাদি তিলের ভয়ে
 দশ দিকে পলায়ন করে । তিল সকল শ্বেত
 বর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ ; উহার গোমুত্রে উৎপন্ন হয় ।
 উহার আমার কায়কৃত পাপরাশি নাশ
 করুক । তর্পণে, দানে এবং হোমকার্য্যে
 একটি মাত্র তিল প্রদত্ত হইলেও হেমজোপ
 তিলদানের স্থায় অক্ষয় ফললাভ হয় । আমার
 হোমে দর্ভ সকল এবং শ্বেদে তিল সকল
 উৎপন্ন হইয়াছিল ; ইহাতে সন্দেহ করিও না ।
 শ্রাদ্ধে অপসব্যাদি বিধান অনুসারে তিল
 কুশ ব্যবহার করিলে দেবতা ও পিতৃলোক
 তৃপ্তি হইবেন, ব্রহ্মা ও বিশ্বদেবগণও তাহার
 প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন । ১১—২০ । কুশমূলে
 ব্রহ্মা অবস্থান করেন, মধ্যভাগে জনাৰ্দ্দিন,
 অগ্রভাগে শঙ্কর, এই তিন দেবতাই কুশে
 বাস করেন । খগেশ্বর ! বিপ্র, মজ্জ, কুশ,
 অগ্নি ও তুলসী ইগরা ক্রিয়ার্থ পুনঃপুন ব্যবহৃত
 হইলেও নিখীলা হয় না । হে খগ ! তুলসী,
 আক্ষণ, গো, বিষ্ণু, একাদশী, এষ্ট পাঁচটা
 ভবসাগরময় জনগণের পোত স্বরূপ । বিষ্ণু,

পঞ্চ প্রবর্ণান্তে : ভবাকৌ মজ্জতাঃ নৃণাম্ ॥২৩
 বিষ্ণুরেকাদশী গীতা তুলসী বিপ্র-ধেনবঃ ।
 অসাবে দুর্গমসারে বটপলী মুক্তিদায়িনী ॥ ২৪
 তিলাঃ পবিত্রতুলং দর্ভাশ্চাপি তুলস্তথা ।
 নিবারয়ন্তি চৈতানি দুর্গতিং যান্ত্যাতুরম্ ॥২৫
 হস্তান্তামুদ্বরেদর্ভাঃস্তোয়েন প্রোক্ষয়েদ্বি ।
 মৃত্যুকালে কিপেনদর্ভান করযোরাবুদন্ত ॥২৬
 দর্ভৈশ্চ কিপাতে যোহনৌ দর্ভৈশ্চ পরিবেষ্টিতঃ
 বিষ্ণুলোকে স বৈ যান্তি মজ্জতীনোহপি মানবঃ ॥
 তুলীং কুশা কুন্তো পানৌ সংশ্রুতো ধরপৃষ্ঠতঃ ।
 প্রায়শ্চিত্তঃ বিস্তৃজ্জাগ্রী সঃসারেহসংসারগরে ॥
 গোময়েনোপলপ্যেৎ তু দর্ভাঃ করযোঃপিত্তে ।
 যেন দন্তেন দানেন সর্গঃ পাপং বাপোহর্ষিত ॥ ২২
 লবণং তদ্রসং দিব্যং সর্বকামপ্রদং নৃণাম্ ।
 যম্মাদম্বরসাঃ সর্গে নোৎকটা লবণং বিনা ॥ ৩০
 পিতৃণাঞ্চ প্রিয়ং ভব্যাং তস্যাং স্বর্গপ্রদং ভবেৎ
 বিষ্ণুদেহসমুদ্ভূতো যতোহয়ং লবণো বসঃ ॥ ৩১

একাদশী, গীতা, তুলসী, বিপ্র ও ধেনু এই
 ছয়টা অসার সংসার-দুর্গে মুক্তিদায়ক । পরম
 পবিত্র তিল সমুদয়, কুশ এবং তুলসী ইগরা
 আতুর ব্যক্তির দুর্গতি নিবারণ করে । হস্তময়
 দ্বারা কুশ সমুদয় উত্তোলন করত জলপ্রোক্ষিত
 করিয়া ভূভাগে স্থাপন করিতে হয় । যোগীর
 মৃত্যুকালে করযয়ে কুশ স্থাপন করিবে । যে
 ব্যক্তি কুশম্বায কুশ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া
 প্রাণভাগ করে, সেই মানব যদি মজ্জতীও
 হয়, তথাপি বিষ্ণুলোক লাভ করিয়া থাকে ।
 দর্ভতুলীতে শয়ান থাকিয়া পানদ্বয় যদি ধরা-
 পৃষ্ঠে রাখিত হয়, তবে উহা এই অসার
 সংসারে অগ্নিবৎ পাপনাশক বিস্তৃক্ত সার
 প্রায়শ্চিত্ত । গোময়োপলিপ্ত কুমিতে কুশ-
 স্তবনপূর্বক তদুপরি অবস্থান করিয়া যাহা
 কিছু দান করা যায়, তাহাতেই সমুদয় পাপ
 দূরীভূত হয় । ২১—২২ । লবণ রসই দিব্য
 রস, যেহেতু যাবতীয় অম্বরসই লবণরস
 ব্যতিরেকে উত্তমরূপে প্রকাশ পায় না ।
 আর লবণ রস পিতৃলোকেরও সমধিক প্রিয় ।

এতৎ সসবনং নানং তেন শংসন্তি যোগিনঃ ।
 ব্রাহ্মণ-কত্রিয়-বিশাং স্ত্রীণাং শূদ্রজন্মস্ত চ ॥ ৩২
 আতুঃস্ত যদা প্রাণা ন যান্তি বসুধাতলে ।
 লবণস্ত তদা দেহং হারস্ত্যাদঘাটনং দিবঃ ॥ ৩৩
 অস্তচ্চ শূণ্ পক্ষীন্ম মূগ্যাং রূপং প্রপঞ্চতঃ ।
 যন্ত কালেন নো যাত্যদ্বিযোগঃ প্রাণ-বেচয়োঃ
 প্রাণিনস্ত স্বময়ে মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতিঃ ৩৪
 যদা বায়ুর্জলধরান বিকর্ষতি বহুস্ততঃ ।
 তদ্বজ্রলবণং ত্বাক্ষ্য কানৈশ্চৈব বশামুগাঃ ॥ ৩৫
 সাস্তিকা রাজসাতৈশ্চৈব তামসা যে চ কেচন ।
 ভাবাঃ কালান্বক্যঃ সর্বে প্রবর্তন্তে হি জন্তবু ॥
 আদিত্যশম্ভবঃ শতুরাপো বায়ুঃ শতক্রতুঃ ।
 অগ্নিঃ খং পৃথিবী মিত্রা ওষধ্যা বসবস্তথা ॥ ৩৬
 সরিতঃ সাগরাতৈশ্চৈব ভাবান্তাবৌ চ সর্পিন্ ॥

বিশেষত লবণ রস বিক্ষুদ্রিত হইতে উদ্ধৃত
 হইয়াছে, এ জন্ত লবণ রস স্বর্গপ্রদ হইয়া
 থাকে । এ নিমিত্ত যোগিগণ সসবণ দানকে
 প্রশংসা করিয়া থাকেন । ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্য
 বিন্দা শূদ্র, স্ত্রী বা পুরুষ যদি রোগে ভুগিতে
 থাকে, প্রাণ বর্হির্গত না হয়, এমন অবস্থার
 ক্ষুত্রে হাষিচা লবণ দান করিবে; তাহাতে
 পরলোকেঃ হার উদঘ টিত হয় বলিয়া আশু
 প্রাণবিযোগ হইয়া থাকে । হে ঋগেশ্ব !
 তুমি এ সম্বন্ধে সর্বিস্তর জ্ঞান কর । কালই
 মৃত্যুরূপী, উপযুক্তকাল উপস্থিত হইলেই প্রাণ-
 বিযোগ হয়, নচেৎ রোগী রোগে ভুগিতে
 থাকে । জীবের অহাশ্ব বিস্মৃতিবৈই মৃত্যু
 বলা যায় । বায়ু যেমন জলধরমণ্ডল ইত্যন্ত
 বিকর্ষণ করে, তদ্রূপ কালও জীবসমূহকে বনী-
 ক্ষুত করিয়া এক দেহ হইতে দেহান্তরে
 আকর্ষণ করিয়া থাকে । কি সাস্তিক; কি
 রাজস, কি তামস সকল প্রকার ভাবই
 কালান্বক; উদারা জীবগণের উপর নিজ
 প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে । আদিত্য,
 চন্দ্রমা, শতু, ইন্দ্র, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ,
 পৃথিবী, মিত্র, ওষধী, অষ্টবসু, সরিত, সাগরাদি
 যাহা কিছু ভাবাতাব পদার্থ আছে, হে

সর্বে কালেন সজায়ে গচ্ছিত্যন্তে যদা পুনা ।
 কালেন সংহ্রিগন্তে চ নুনং মৃত্যাবুপস্থতে ॥ ৩৭
 দৈবযোগাৎ তদা ব্যাধিঃ কচ্ছিত্যন্ত্যতে খণ
 বৈকল্যমিচ্ছিয়াপাঞ্চ বলৌজোরংসঃ ভবেৎ ॥
 যুগপদ্বৃষ্টিককোটি-শৃকংশো ভবেদ্যদি ।
 তদানুমায়তে তেন শীতা মৃত্যুভবা খণ ॥ ৪১
 ততঃ কপেন চৈতন্তে বিকলে জন্ততাঃ গতে ।
 প্রচালায়ে ততঃ প্রাণা যাত্মানিকটবর্তিতাঃ ॥
 বীভৎসস্ত তদা রূপং প্রাণৈঃ কষ্টং চৈতর্ভবেৎ ।
 কেনমুদগিরতে সোহথ মুখং জালা কুনং ভবেৎ
 অকুষ্ঠমাজপুরুষো হাহা কুর্কঃস্ততস্তনোঃ ।
 তদৈব নীয়তে দৃষ্টেঘাম্যবীকন্ পঞ্চ গৃহম্ ॥ ৪৪
 ভূম এব হিতে তাত মৃত্যুকালদশামিমাম্ ॥ ৪৫
 উদ্যা প্রকৃপিতঃ কায়ে তীব্রবায়ুসম রিতঃ ।

পরগেশ্বর ! সকলই কাল কর্তৃক সৃষ্ট হয়,
 আবার কাল কর্তৃকই সংহৃত হইয়া থাকে ।
 মৃত্যুকালে কালই সকলকে সংহার করে । হে
 ঋগ ! কাল যখন যাহাকে সংহার করিবে
 তাহার কিঞ্চিপূর্বে কোনও কুপথ্যাদি সেবনে
 দৈবযোগে ব্যাধি উৎপন্ন হয় । তাহাতে
 ক্রমে ইন্দ্রিয়-নিচয়ের বিকলতা এবং ওজো-
 বলবীর্ষের হানি হইয়া থাকে । ৩৭—৪০ ।
 কাহারও যদি সহসা শত শত বৃষ্টিকদংশনবৎ
 যন্ত্রণা অনুভব হইতে থাকে, তবে তাহার
 মারাত্মক রোগ হইবে ইহা অনুমান করিবে ।
 তখন কণমাজে রোগী বিকল জন্ত হইয়া
 পড়ে । তাহার চৈতন্ত লোপ হয় । তখন
 নিকটবর্তী যমদূতগণ পক্ষ প্রাণকে সবলে
 আকর্ষণ করিতে থাকে; তখন রোগীর রূপ
 বীভৎস হয়, প্রাণ বর্হাগত হয়; সে তখন
 মুখে কেন উদগিরণ করিতে থাকে, তাহার মুখ
 লালাসমাকুল হয়, জীব তখন ভয়ে জ্ঞানে
 হাহাকার করিতে থাকে । যমদূতগণ সেই
 অকুষ্ঠমাজ পুরুষকে লইয়া যমান্থে প্রস্থান
 করে । তাত গরুড় ! তোমাকে আর এক-
 প্রকার মৃত্যুকালাবস্থা বলিতেছি । প্রকৃপ
 প্রবল বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া দৈবিক উদ্যা

ভিন্নস্তি মৰ্ম্মস্থানানি দীপ্যমানো নিরুদ্ধনঃ । ৪৬।
 উদ্যানো নাম পবনস্তত্শোভাং প্রবর্ততে ।
 ভক্তানামবুদ্ধকাণামধোগতিনিরোধকঃ । ৪৭।
 কৈৰ্দ্দানুতানি চোক্তানি ক্রীতিভেদঃ কৃতো ন চ
 আন্তিকঃ শ্রদ্ধাধানশ্চ ন শূখঃ মৃত্যুমুচ্ছতি । ৪৮।
 যো ন কাম্যায় সঃস্তায় যেষাংকৰ্ম্মমুৎসৃজ্যেৎ ।
 যথোক্তকারী সৌম্যশ্চ ন শূখঃ মৃত্যুমুচ্ছতি ।
 মোহজ্ঞানপ্রদাতারঃ প্রাপ্তবান্ধি মহৎ তমঃ ।
 কুটসাকৌ মৃধাবাদৌ যে চ বিশ্বাসঘাতকঃ ।
 তে বোহঃ মৃত্যুমুচ্ছন্তি তথা যে বেদনিন্দকঃ ।
 বিভীষকঃ পুতিগচ্ছা যষ্টি-মৃদগরপাণয়ঃ ।
 আগচ্ছন্তি তৃণাক্তানো যমস্ত পুরুষাস্তদা । ৪৯।
 প্রাপ্তে শৌনকপথে ঘোরে জারতে তস্ত বেপথুঃ
 ক্রন্দতাবিরতঃ সোহপি পিতৃ-মাতৃ-সুতানপি ।

দেহের মৰ্ম্মস্থান সকল ভেদ করে; উদ্দা দীপ্য-
 মান হইলে তাহার নিবারণোপযোগী খাদ্য
 পান্যাদি ব্যবহার হয় না বলিয়া দেহ-ধাতু
 শোষণ করত মৰ্ম্মভেদ করিয়া থাকে। পরে
 উদ্যান বায়ু উর্দ্ধে প্রবৃত্ত হয়; ভক্তগণ ভুক্ত ও
 অভুক্ত বস্তুর অধোগতি রুদ্ধ হয়, ক্রমে
 অজ্ঞান হোয় প্রবল হইয়া রোগীর প্রাণসংহার
 করে। যাহারা মিথ্যা কথা বলে না, স্তম্ভভেদ
 ঘটায় না, আন্তিক এবং ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান
 তাহাদিগের শূখে মৃত্যু হয়। কাম, ক্রোধ,
 অবদা এবং বশতঃ যদি ধর্ম্মত্যাগ না করে,
 আর যথোপদিষ্টে কৰ্ম্মাচরণী এবং ক্ষমবান
 হয়, তবে সে শূখে মৃত্যু লাভ করে। যাহারা
 অপরকে, মোহ-জ্ঞান প্রদান করে, তাহারা
 মৃত্যুকালে অজ্ঞান হইয়া থাকে। যাহারা
 কুট সাক্ষ্য দান করে, যাহারা মিথ্যাবাদী,
 যাহারা বিশ্বাসঘাতক আর যাহারা বেদনিন্দক
 তাহারা মৃত্যুকালে জ্ঞানহীন হয়। ৪৬—৫০।
 তাহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্ত যষ্টি-মৃদগর-
 পানি ভীষণাকার যমদূতগণ আগমন করিয়া
 থাকে। তদধীনৈ ভববশতঃ সেই জীবের
 কৰ্ম্ম উপস্থিত হয়। সে অবিরত পিতা মাতা
 পুত্রাদিকে স্মরণ করত ক্রন্দন করিতে থাকে।

সান্ত বাগক্ষুটী যত্নে নৈকবর্ণা বিভাসতে ।
 দৃষ্টিবৈ ভাষাতে জাসাক্সাসাক্সুযাতি চাননম্ ।
 ন ততো বেদনাবিষ্টস্তচ্ছরীরঃ নিমুচ্ছতি ।
 অম্পৃক্তঃ কুৎসনীয়ক ভৎক্ষণাদেব ভাষতে । ৫৪।
 উক্তঃ মৃত্যোঃ স্বরূপস্ত প্রসঙ্গাদম্ভসপাথ ।
 বৈচিত্র্যস্তোক্তরঃ প্রমত্তিতীয়স্ত বদ্যামি তে । ৫৫।
 কৰ্ম্মণাং প্রাক্তনানাস্ত তদনুযেন ভেদতঃ ।
 ভবেদ্বোগস্ত বৈচিত্র্যং ভাষাতাং প্রাণিনামিহ ।
 দেবত্মসুরবক্ষ্য যক্ষহাদিসুখপ্রদম্ ।
 মাহুযত্বং পশুত্বক পক্ষিহাদ্যাতিক্ৰোধদম্ ।
 কৰ্ম্মণাং ভারতম্যেন ভবতীহ যোগেশ্বর । ৫৭।
 অত্র তে কীৰ্ত্তয়িষ্যামি বিপাকঃ কৰ্ম্মণামহম্ ।
 বৈচিত্র্যস্ত ক্ষুটংহায় যৈজীবঃ সংসরকারম্ । ৫৮।
 মহাপাতকজান ঘোরান্ নরকান্ প্রাপ্য দাক্ষ্যন
 কপ্পকরাং প্রজারম্ভে মহাপাতকিনঃ কিংতো । ৫৯।
 জারম্ভে লক্ষণৈর্ধৈম্য তানি মে শুন সত্তম ।

তখন সে বহু যত্ন করিলেও তাহার একটা
 বর্ণমাত্র বাক্যও পরিক্ষুট হয় না। জাস হেতু
 দৃষ্টি যুগিত হইতে থাকে; শূখ বিস্তৃত হইয়া
 যায়। সে অতিশয় বেদনায় তখন সেই শরীর
 পরিত্যাগ করে। সেই দেহ তখনই অম্পৃক্ত
 কুৎসনীয় হয়। হে গরুড়! এই তোমাকে
 প্রসঙ্গক্রমে মৃত্যুরূপ বর্ণনায়, এক্ষণে
 জগতের বৈচিত্র্য বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব উক্ত
 বলিতেছি। পূর্বকৃত কৰ্ম্মের সত্তা-অসত্তা
 বিভিন্নতা হেতু জগতে ভ্রাম্যমান প্রাণিগণের
 ভোগের বৈচিত্র্য হইয়া থাকে। দেবত্ম, অশু-
 রত্ম, যক্ষহাদি জন্ম শূখপ্রদ; আর মাহুযত্ব,
 পশুত্ব, পক্ষিহাদি জন্ম ক্রোধপ্রদ। হে যোগেশ্বর!
 কৰ্ম্মের ভারতম্যেই এই সকল জন্মের ভারতম্য
 হইয়া থাকে। এই কৰ্ম্ম-বৈচিত্র্যবিষয়ক পরি-
 ক্ষুট বোধের নিমিত্ত কৰ্ম্ম সকলের বিপাক
 কীৰ্ত্তন করিতেছি। কৰ্ম্মবশেই জীব সংসারে
 বদ্ধ হয়। মহাপাতকী ব্যক্তি মহাপাতকজ
 ঘোর নরকভোগাঙ্গে ডুতলে জন্মগ্রহণ করে।
 তাহাদিগের যে সকল লক্ষণ হয়, তাহা শ্রবণ

সুগাংলুকরোষ্ট্রোণাঃ ব্রহ্মণা যোনিমুক্ততি । ৬০
 ক্রিমি-কীট-পতঙ্গঃ স্বর্ণহারী সমাপ্রুযাৎ ।
 ভৃগু-শূল-লতাবক ক্রমশো গুরুভয়গঃ । ৬১
 ব্রহ্মণা কয়রোগী স্ত্রাৎ সুরাপঃ স্ত্রাবদম্বকঃ ।
 হেমহারী তু কুমখী হৃৎশ্যঃ গুরুভয়গঃ । ৬২
 যো যেন সংবসন্তোযাং স ত্রিহিঙ্গোহভিজায়তে
 সংবৎসরেণ পতন্তি পতিতেন সগাচরন । ৬৩
 সংলাপ-স্পর্শ-নিশ্বাস-সহযানামনাসনাৎ ।
 যাজ্ঞান্যাপনাদ্যৌনাৎ পাপং স-ক্রম্যতে নৃশাম
 গচ্ছা দাণান্ পরেযাক ব্রহ্মসমপদতা চ ।
 অরপো নির্জনে দেশে জায়তে ব্রহ্মরাক্ষসঃ ।
 চৌনজাতৌ প্রজায়েত রত্নানামপহারকঃ ।
 পতঙ্গ শাখিনো হৃদা গচ্ছাংচুচ্ছন্দরী পুমান ।
 মুষিকো ধাত্তহারী স্ত্রাদ্ধানমুদ্রঃ কলঃ কপিঃ ।
 নির্ঘ্রহভোজনাত্ কাকো গৃধ্রো হৃদা কুপক্ষরম

কর । যে সন্তুষ্ট । ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তি যুগ অশ
 শূকর ও উষ্ট্রে যোনিতে জন্ম লাভ করে ।
 ৪১—৬০ । স্বর্ণহারী ব্যক্তি ক্রমশঃ ক্রিমি,
 কীট ও পতঙ্গযোনিতে জন্মে । গুরুভয়গামী
 ব্যক্তি যথাক্রমে ভৃগু শূল ও লতা জন্ম প্রাপ্ত
 হয় । ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তি কয়রোগী হয় ।
 সুরাপায়ী ব্যক্তি স্ত্রাবদম্ব হয় । স্বর্ণচোর
 ব্যক্তি কুমখী হয় । গুরুভয়গামী হৃৎশ্যঃ
 (কর্কশগাত্র) হয় । এই সকল পাপীর যাহার
 য'হার সহিত সংসর্গ করা যায়, তাহার সেই
 পাপে পাপী হইতে হয় । পতিত ব্যক্তির
 সহিত সংবৎসরকাল সহবাস করিলে পতিত
 হইতে হয় । কথোপকথন, স্পর্শ, নিশ্বাস,
 একখানে একাধানে বা একশয্যায় উপবেশন,
 যাজ্ঞন, অধ্যাপন এবং বিবাহাদি-যে'ন সহস্র-
 বশতঃ মানবগণের পরস্পর পাপ সক্রামিত
 হয় । পরদার গমন বা ব্রহ্মর অপহরণ করিলে
 সে ব্যক্তি নির্জনে অরপো ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া
 থাকে । রত্নাপহারী ব্যক্তি নিকৃষ্ট যোনিতে
 জন্মগ্রহণ করে । বৃক ধরণ করিলে পক্ষী
 গচ্ছ ধরণ করিলে চুচ্ছন্দরী (চুঁচো) ধাত্ত-
 ধরণে মুষিক, যান ধরণে উষ্ট্রে, কলধরণে বানর,

যমু দংশঃ কলঃ গর্দো গাং গোবাখিঃ বকলখা ।
 স্ত্রাজ্জৈতকুষ্ঠী চ বহুং হরুচী রসহাবকঃ । ৬৬
 কাংস্তহারী তু হংসঃ বা পরমশ্র চ ধারক্য ।
 অপস্মারী গুরোইস্তা কুরকর্ম্যামনো ভবেৎ । ৬৭
 ধর্মপত্নীং ত্যজন্ শকবেধী প্রাণী ভবেৎ কিতৌ
 দেবকি স্রাপহারী পাণ্ডুরঃ পরমাংসভুক । ৭
 ভক্যাতকো গণ্ডমানী মহারোগঃ প্রজায়তে ।
 স্রাপহারী কাং স্ত্রাৎ স্রীজীবঃ বভকো ভবেৎ
 কোমারদারভাগী চ হৃভগোহৈধকর্ম্মটভুক ।
 বাতশূল্যো বিপ্রযোধিনাগারী বা জঘুকো ভবেৎ
 শযাংহর্ষা কপণকঃ পতঙ্গো বহুহারকঃ ।
 মাংসধাদপি জাত্যাকো কপালী নোপহারকঃ । ৭০
 কোণিকো মিত্রচক্ৰা চ কদ্রী পিত্তাদিনিদকঃ ।
 শলঘাতনুভবানী চ কুটমাঙ্কী জলোদরী । ৭৪

গৃধ্রের উপকরণ (সরঞ্জাম) ধরণে গৃধ্র, যমু
 ধরণে দংশ, ব্রহ্ম ধরণে গর্দভ, গো ধরণে,
 গোবা, অগ্নি ধরণে বক, বহু ধরণে হেতকুষ্ঠী,
 রস ধরণে অক্টকুষ্ঠ, কাংস্ত-ধরণে হংস, এবং
 পরম ধরণে কুকুর হইয়া জন্মগ্রহণ করে ।
 মদ্যদীন ভোজনে কাক, গুরুঘাতী অপস্মার-
 রোগযুক্ত, কুরকর্ম্মকারী বামন এবং ধর্ম-
 পত্নীকে ত্যাগ করিলে সে ব্যক্তি কিতিলে
 মুক হইয়া জন্মলাভ করে । দেবক ও বিপ্র
 ধরণে পাণ্ডুরবর্ণ ক্রিমিরূপে জন্ম হয় ।
 ৬১—৭০ । অতক্য ভক্ষণ করিলে গণ্ডমালা
 মহারোগ হইয়া থাকে । স্রাপ্য ধন ধরণে
 কাং হয় । স্রী দ্বারা স্রীজীবক নির্ভাহ করিলে
 বভ হয় । কোমরাফল হইতে স্রী বজ্রন
 করিলে সেই ব্যক্তি হৃভগ হয় । একাকী
 মিত্রভোজন করিলে বাতশূল্য রোগ হয় ।
 স্রাপ্য গমন করিলে সে ব্যক্তি জঘুক হইয়া
 জন্মে । শযাংহারী ব্যক্তি কপালক-গম্যানী,
 বহুহারী ব্যক্তি পতঙ্গ, মাংসধর্ম্মীল পাত্ত
 জঘাক, নোপহারী ব্যক্তি কপালভূত-রোগ-যুক্ত
 হয় । মিত্রভোজনকারী ব্যক্তি পেচক, গুরুজনের
 নিন্দাকারী ব্যক্তি কদ্র রোগী, মিথ্যাবাদী
 ব্যক্তি শলদ্বাক (তোংলা), হইয়া থাকে ।

মশকঃ সোহব ছিন্নোষ্ঠো বিবাহে বিপ্রঃ স্তবেৎ ।
 স্ত্রীযাং বৃষলঃ সোহব চব্রে চ বিপ্রঃ স্তবেৎ ॥ ৭০
 মূত্রকক্ষী দৃষকঃ কক্ষায়াঃ ক্রীড়াশ্রমিয়াৎ ।
 বীণী স্ত্রীঃ দ্বিভ্রেক্তা বরাহোহযাজ্যাম্বকঃ ॥
 যতন্তেহন্ন মার্জারো ধনোহিতো বনদাহকঃ ।
 ক্রিমিঃ পূর্বাশ্রমঃ স্ত্রীয়াংসী ভ্রমরো জ্যৈষ্ঠঃ ।
 অগ্নীয়াসাদী তু কুটী স্ত্রীয়াংসাদানকো বৃষঃ ।
 সূর্ণী গোষ্ঠারকোহন্নক চারকঃ স্ত্রীয়াংসাদানকো বৃষঃ ।
 জনচাটী তু মৎস্তঃ স্ত্রীয়াংসাদানকো বলাকিকা ।
 অগ্নিঃ পূর্বাশ্রমঃ বিপ্রঃ প্রদমন কুজফলঃ ব্রজঃ ।
 ফলানি চরকে যত সন্ততিস্রিতে বগ ।
 অগ্নিঃ উচ্চাশ্রমঃ পত্নীঃ স্ত্রীয়াংসাদানকো ॥ ৮০
 প্রজ্ঞাগমনঃ স্ত্রীয়াংসাদানকো ভবেদকপিণ্ডকঃ ।
 চাতকো ভলকঃ স্ত্রীয়াংসাদানকো পুস্তকঃ চরন ॥ ৮১

মিথ্যা-সাক্ষ্যবাদী ব্যক্তি প্রথমে জলোদয়রোগী
 হয়, তৎপরে মশক হইয়া জলগ্রহণ করে ।
 বিবাহে বিপ্রকারী ব্যক্তি প্রথমে চিত্রাশ্রম এবং
 পরে বৃষল হইয়া জন্মে । চব্রে মল মূত্র
 ভাগ করিলে সে ব্যক্তি মূত্রকক্ষ গোষ্ঠক
 হয় । কক্ষাশ্রমক ব্যক্তি ক্রীড়া হইয়া থাকে ।
 বৈদিক্যী ব্যক্তি বীণী, অযাজ্যযাজী ব্যক্তি
 বরাহ, যত-ভ্রম-ভোজনকারী ব্যক্তি মার্জার,
 বনদাহকারী ধনোহিত, পূর্বাশ্রম-ভোজী
 ক্রিমি, মৎসরী ব্যক্তি ভ্রমর, অগ্নিভাতা ব্যক্তি
 কুটরোগী, অগ্নি জলোদয় আদানকারী ব্যক্তি
 বৃষ, গো-হরককারী সূর্ণ, অগ্নিভাতী ব্যক্তি
 অজীর্ণ রোগাক্রান্ত হয় । জলাগহারী ব্যক্তি
 মৎস্ত ও চুড়চরণকারী হসরতেন জল গ্রহণ
 করে । ভ্রমরকে পূর্বাশ্রম ভোজন করাইল
 সে ব্যক্তি কুজ হইয়া থাকে । ব্রজ ! যে
 ব্যক্তি ফল গ্রহণ করে, তাহার বংশ থাকে
 না । আর যদি উৎকৃষ্ট খাদ্য দ্বারা উষ্টজনকে
 বা সর্পীশয় ব্যক্তিকে না দিয়া ভোজন করে,
 তবে সেও নিকর হয় ॥ ৭১—৮০ ॥ অবি-
 ধানে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে সে মলমূত্রিতে
 পিণ্ড হইয়া থাকে । জলাগহারী ব্যক্তি চাতক
 এক পুস্তককর্তা ব্যক্তি জগাধ হইয়া থাকে ।

প্রতিজ্ঞতা বিজ্ঞেভ্যোহর্ষমদমন জলকোহস্তবেৎ
 পরিবানাদ্বিজাতীনাং লভতে কাচ্চপীঃ ভ্রমঃ ।
 তর্জগঃ কলবিভ্রেক্তা বৃকশ বৃষলীপতিঃ ।
 মার্জারোহায়াং পদা স্পৃষ্টা রোগবান পর-
 মাংসভুক
 জলপ্রস্রবণঃ যত ভিক্ষান্নংস্তো ভবেদ্রবঃ ॥ ৮৪
 ধরঃ কথ্যঃ ন শৃণোতি যে ন সাধুজনস্তবম্ ।
 তান নরান্ কর্ণমূলোহয়ং ব্যাপ্তব্রহ্মতরান্ জনান্
 পরস্তাননসংস্থঃ যো গ্রাসে হরতি মন্দবীঃ ।
 দেবোপকরণান্তেনঃ গুণমালিনমোহতে ॥ ৮৬
 দন্তেমাচরতে ধর্ম্যঃ গজচর্ম্মা ভবেৎ তু সঃ ।
 শিবোহর্ষপ্রমুখা রোগা যান্তি বিশ্বাসঘাতকম্ ॥
 লিঙ্গপীড়া শিবম্বক শিবনিষ্ঠালামেব চ ।
 দ্রিয়োহপ্যবক কলেন হৃদা দোষমবাপুযুঃ ॥ ৮৮
 এতেষামেব জচ্চনাঃ জায়াঃ সমুপজাত্যে ।
 ভোগান্তে নরকেষ্টে চৈব সন্নিহিত্যবধায় ॥ ৮৯

ব্রহ্মপকে প্রতিজ্ঞতা দ্বারা দান না করিলে অশুক
 হইয়া থাকে । বিজ্ঞাতগণের পরিবানকারী
 ব্যক্তি কচ্চপয়ানি প্রাপ্ত হয় । কলবিভ্রেক্তা
 ব্যক্তি তর্জগ হয়, ব্যক্তিচারিণীর পতি বৃক-
 শপে জন্মে । পদদ্বারা আগ্র স্পর্শ করিলে
 মার্জার হয় । পরকীয় মাংস ভোজন করিলে
 রোগী হয় । যে ব্যক্তি জলপ্রস্রবণ কর
 সে মৎস্ত হয় । যাহারা হরিকথা ও সাধুজনের
 আতিবাসে আভিনন্দন না করে, তাহাদিগেরই
 কর্ণমূল রোগ হইয়া থাকে ; এই রোগ অস্ত
 মজ্জাগণের হয় না । যে মন্দবুদ্ধি মানব পরের
 মুখের গ্রাস গ্রহণ ও দেহদ্রব্য গ্রহণ করে,
 তাহার গুণমালা রোগ হয় । যে ব্যক্তি দন্ত-
 সহকারে ধর্ম্ম আচরণ করে, তাহার গজচর্ম্ম
 গজচর্ম্মঃ কর্ণ হয় । বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি-
 দিগকে শিবপীড়াধিরোগ আক্রমণ করে ।
 শিবম্ব অথবা শিবনিষ্ঠালা গ্রহণ করিলে তাহার
 লিঙ্গপীড়া জন্মিয়া থাকে । নারীগণও পূর্বোক্ত-
 রূপ দোষাদ্বারা কলভোগ করিয়া থাকে ।
 তাহারা এই সকল জন্মের জায়াই প্রাপ্ত হয় ।
 যে গরুড় ! এই যে পাপকল কীর্জন করিলান,

প্রদর্শ্য খগম্ভেতং তু যয়োক্তং তে সমাসকঃ ।
 জ্বাপ্রকাঃ হি যথা তথৈব প্রাণিজাতকঃ । ১০
 এবং বিচিত্রৈর্নিজকর্মাভিনৃণাং
 সুখস্ত দুঃখস্ত চ জন্মানামপি ।
 বৈচিত্রমুক্তং শুভকর্মাভ্যাহুতঃ
 তথাশুভাকাশুভমৌরযন্তি । ১১
 এতৎ তে সর্গমাখ্যাতং যৎ পৃষ্ঠোহহমিহ ব্রহ্মা ।
 ইতি ত্রিগুরুভে মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে ত্রিকুরু-
 গুরুভসংবাদে কশ্যাপপাকবর্ণনং নাম
 দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

এবমুৎসাহিতঃ পক্ষী স্বরূপং নিরুদ্ভুত ।
 পশুচ্ছ নরকান্যেবং ক্ষত্র চোৎকলিতাকুলঃ । ১

তত্ত্বং পাপের বিহিত নরক ভোগান্তে
 হয় জানিবে । হে খগ ! আমি তোমাকে
 দৃষ্টান্ত মাত্র প্রদর্শন দ্বারা বলিলাম ; সংসারে
 জ্বা যেমন বহু, প্রাণিজাতিও ঐরূপ অসংখ্য ;
 এবং পাপানুসারে সেই সেই জাতিকে জন্ম
 হইয়া থাকে । মানবগণের নিজ নিজ কৰ্ম্মাঙ্কু-
 লারে যে শুভ অশুভ ও জন্ম মৃত্যু বিচিত্রতা
 ঘটিয়া থাকে, তাহা বলিলাম । শুভকর্মে
 শুভ জন্ম অশুভ কর্মে অশুভ জন্ম হইয়া
 থাকে । হে গুরু ! তুমি আমাকে যাহা প্রশ্ন
 করিয়াছিলে, আমি তাহা সমস্তই এই কীৰ্ত্তন
 করিলাম । ৮১—৯২ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । ২ ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—সেই পক্ষী শুগবান বিকুর
 ঐরূপ সহস্ররূপে উৎসাহিত হইয়া পুনরায়
 সাংসার চক্রে নরক সকলের বিবরণ

গুরু উবাচ ।

নরকানাং স্বরূপং মে বদ যেমু বিকশ্চিণঃ ।
 পাত্যন্তে দুঃখভূমিষ্ঠান্তেহাং ভেদাংচ কীৰ্ত্তয় । ২
 ত্রিভগবানুবাচ ।
 নরকানাং সংখ্যানি বর্ত্তন্তে হরুণামুজ ।
 শকাং বিস্তরতো নৈব বক্তুঃ প্রাধান্ততো ত্রয়ে
 রৌরবং নাম নরকং মুখ্যং তথৈব নিবোধ মে ।
 রৌরবে কুটসাক্য তু যান্তি যচ্চানুতো নরঃ । ৪
 যোজনানাং সহস্রে ঘে রৌরবো হি প্রধাপতঃ ।
 জাহ্নুগাত্রপ্রমাণস্ত তত্র গর্ভঃ পুণ্ড্রস্তয়ম্ ।
 তত্রাকারচয়োষেন কতং কঙ্করগীসমম্ । ৫
 তত্রাগ্নিনা সূতীত্রেণ তাপিতাকারভূমিণা ।
 তত্রাধো পাপকর্মাণাং বিমুক্তান্তি যমাসুগাঃ । ৬
 ন দহমানস্তীত্রেণ বহিনা পরিধাবাত ।
 পদে পদে চ পাদোহস্ত জায়তে শীঘ্রতে পুংঃ
 অহোরাত্রোণোকরণং পাদস্তাসং ন গচ্ছতি ।

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । গুরু কহিলেন, হে
 উপেন্দ্র ! পান্দিগকে ক্রেশ দিবার জন্য
 তাহাদিগকে যে সকল নরকে পাতিত করা
 হয়, সেই সকল নরকের স্বরূপ এবং তাহা কত
 প্রকার ইত্যাদি আমার নিকট কীৰ্ত্তন করুন ।
 শুগবান বলিলেন, হে গুরু ! অনেকানেক
 নরক আছে ; তাহা সমস্ত বলিতে পারা যায়
 না । অতএব প্রধানত তাহাদের বিবরণ
 কহিতেছি । রৌরব নামে যে নরক আছে,
 তাহাই সর্গপ্রধান । মিথ্যাসাক্ষ্যাতা কিম্বা
 মিথ্যাবাদী ব্যক্তি রৌরব নরকে পতিত হয় ।
 রৌরব নরকের পরিমাণ দুই সহস্র যোজন ।
 সেই স্থানে জাহ্নুপ্রমাণ গর্ভ করিয়া তত্রাধো
 অকার আকৃত হইয়াছে । তাহা অগ্নিসংযোগে
 স্তব্ধ হইয়া অতি তীব্রতর হইয়াছে । পান্দি
 ব্যক্তিকে যমদূতগণ তত্রাধো ছাড়িয়া দেয় ।
 সে তত্রাধো দহমান হইয়া ইতস্তত ধাবিত হয়,
 মুহূর্ত্তঃ তাহার পদাঙ্গুলন হস্তাঙ্গুল সর্জাদ বহু
 হইয়া যায় । এইরূপে একবার উত্থিত ও
 একবার পতিত হইতে হইতে যখন সমস্ত
 যোজন অতিক্রম করা হয়, তখন তাহাকে সে

এবং সহস্রং বিস্তীর্ণং যোজনানাং বিমুচ্যতে ॥ ৮
 ততোহস্তং পাপভক্ষারং তাদৃশনিরমসকৃতি ।
 রোরবস্তে সমাখ্যাতঃ প্রথমো নরকো ময়া ॥ ৯
 মহারোরবসংক্রান্ত শৃণু নরকং ধ্বগ ।
 যোজনানাং সহস্রানি তৎ তু শক্য সমস্ততঃ ॥ ১০
 তত্র তাম্রযযী ভূমিরধস্ততা হতাশনঃ ।
 তথা তপস্তা সা সর্গা প্রোদ্যাবিহাৎসমপ্রভা ।
 বিস্তাবাতে মহারোজা পাপিনাং দর্শনাদিযু ॥ ১১
 তস্তাং বন্ধকরাভাক পদ্যাতৈকব যমাসুগৈঃ ।
 বৃচাতে পাপক্লম্বাধো লুপ্তমানঃ স গচ্ছতি ॥ ১২
 কাটেকটিকৈর্বতোলৈকৈর্বনৈকৈর্কিটৈকস্তথা ।
 ভক্ষ্যমানৈকধারোদৈর্গতে মার্গে বিক্লম্ব্যতে ॥ ১৩
 লহমানো গতমতিত্রাসিত্যভ্যন্তেতি চাকুলব ।
 বন্ধতাসক্লম্বিযো ন শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥ ১৪
 এবং তদ্বারৈর্বনৈকক্লম্বিতফাটৈস্তরবাপ্যতে ।
 বর্ষাশুচ্যাবুতৈঃ পাপং যৈঃ কৃতং হৃষ্টবুদ্ধিভিঃ ॥ ১৫

স্থান হইতে উল্লেখন করে। যদি তাহার
 অস্ত পাপ থাকে, তবে সেই পাপ শেষনার্থ
 নরকান্তরে নিক্ষেপ করে। এই তোমার
 নিকট রোরব নরক কীর্ণন করিলাম। ইহা
 প্রথম নরক। ১—৯। হে গরুড়! এক্ষণে
 মহারোরব নামক বিস্তীর্ণ নরকের বিবরণ
 শ্রবণ কর। উহা চতুর্দিকে পঞ্চসহস্র যোজন
 পরিমাণ। সেখানে তাম্রযযী ভূমি; তন্নিম্নে-
 অগ্নি বিদ্যমান, সেই অগ্নির তাপে উহা উত্তপ্ত
 হওয়ায় বিহ্বাৎ সদৃশ দৃষ্ট হয়। পাপীদিগের
 নয়নে উহা মহাক্লেণজনক। যম দূতগণ
 পাপীকে হস্তপদ বন্ধ করিয়া তন্মধ্যে নিক্ষেপ
 করে; পাপী তাহাতে লুপ্ত হইতে হইতে
 ইতস্ততঃ গমন করিতে থাকে। তন্মধ্যে
 আবার উগ্ররূপ কাক বক বৃক উল্লুক মশক
 বৃশ্চিকাদি প্রাণী আছে, তাহারা সেই ব্যক্তিকে
 ভক্ষণ করিতে থাকে। সে তখন বিকৃতমতি
 হইয়া হা তাত! হা মাতঃ! বলিয়া আকুল-
 ভাবে ক্রন্দন করিতে থাকে। কিকিয়াজও
 শাস্তি পায় না। এই প্রকারে সে অব্যতাবৃত্ত
 বৎসর গমন করিয়া তথা হইতে নিক্ষেপ

তস্তান্তস্ত ততো নাম সৌহৃতিশীতঃ খভাবতঃ ।
 মহারোরববন্দীর্ঘস্তথাখভতমসাবুতঃ ॥ ১৬
 নীভার্ভান্তস্ত বধ্যস্তি মহাস্তমসি দারুণে ।
 পরস্পরং সমাসাদ্য পরিভ্রাত্যগ্রযন্তি তে ॥ ১৭
 দস্তাক্তেবাক ভক্ষ্যন্তে নীভার্ভিপরিকল্পিতাঃ ।
 ক্ষুদ্রমতিবলাঃ পক্ষিবৎ তত্রাপ্রাপদ্রবাঃ ॥ ১৮
 হিমখণ্ডবহো বায়ুর্ভিনস্তাশ্বীন দারুণঃ ॥ ১৯
 মজ্জাস্থগন্ধিগলিতমগ্রান্ত চ কুধাবিতাঃ ।
 আলোহমানা ভ্রাম্যন্তে পরস্পরসমাগমে ॥ ২০
 এবং তত্রাপি সুমহান ক্লেশস্তমসি মানবৈঃ ।
 প্রাপ্যতে শতনৈস্তে বোহবহুঃ কৃতমক্লম্বঃ ॥ ২১
 নিকন্তন ইতি খ্যাতস্ততোহকো নরকোত্তমঃ ।
 তত্র কুলালচক্রানি ভ্রাম্যন্তাবিরতং ধ্বগ ॥ ২২
 তেহারোণা নিক্ষ্যন্তে কালহুজেণ মানবাঃ ।
 যমাসুগাসুলিঙ্গেন আপাণতলমস্তকম্ ॥ ২৩

হইতে পারিলেই মুক্তি পাইয়া থাকে। অপর
 নরকের নাম সৌহৃতিশীত; সে খভাবতই অতি-
 শীতল। উহা মহারোরববৎ দীর্ঘ এবং ঘোর
 অন্ধকারে আবৃত। যমদূতগণ তাহাতে পাপী-
 দিগকে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। সেই সকল
 পাপী দারুণশীতে কল্পিতকলেবর হইয়া পর-
 স্পর আলিঙ্গন করত কথকিৎ শীত নিবারণের
 চেষ্টা করে; তাহাদিগের দন্তসমূহ শীত-
 জনিত ক্লম্ববশতঃ ভগ্ন হইয়া যায়। তাহারা
 কুধা তুকার অত্যন্ত কাতর হয়। ভীতি
 আরও অনেক উপদ্রব আছে;—বায়ুর সঞ্চিত
 হিমখণ্ড প্রবাহিত হয় বলিয়া তাহাদের
 দেহাঙ্গিগণের চূর্ণ হইতে থাকে। তাহারা
 কুধাবিত হইয়া তত্রতা মনুষ্যদিগের গলিত
 মজ্জা অস্থি রক্তাদি ভক্ষণ করিতে থাকে।
 সেই নরকে পাপী মানবেরা এই প্রকার
 পাপাত্মসারে দারুণ ক্লেশ ভোগান্তে পরিভ্রাণ
 পায়। ১০—২১। অপর নরকের নাম নিক-
 স্তন। সেখানে কুলালচক্র সকল আরোপিত
 আছে। কালহুজ দ্বারা সেই চক্রে বন্ধন-
 পূর্বক নিরন্তর ভ্রামিত করাইয়া পাপীদিগের
 শরীর উল্লেখন করা হয়। তাহাদের পদতলা-

ন তেষাং জীবিত্ত্বং যো জায়তে পক্ষিস্তম ।
 ছিন্নানি তেষাং শতশঃ খণ্ডাষ্টক্যাং ত্রয়স্তি হি
 এবং বধস্যস্মিণ ভ্রাম্যন্তে পাপকর্ষিণঃ ।
 তাবদ্যাবদশেষক তৎপাপং সাক্ষ্যং গতম্ ॥ ২০ ॥
 অপ্রতিষ্ঠ নরকং শূন্য গদতো মম ।
 তাতৈর্নীরকৈর্ভুংখসমহমভ্যভূতৈঃ ॥ ২১ ॥
 তাত্তেব তত্র চক্রাণি ঘটীয়হাণি চান্ততঃ ।
 ভুংখস্ত হেতুভূতানি পাপকর্ষকৃতাং নৃণাম্ ॥ ২২ ॥
 চক্রেষাবোপিতাঃ কেচিদ্ভ্রাম্যন্তে তত্র মানবাঃ ।
 যাবচ্চক্ষুঃস্যানি ন তেষাং স্থিতিরন্তরা ॥ ২৩ ॥
 ঘটীয়ন্তেব বদ্ধান্তে বদ্ধান্তোদঘটা যথা ।
 ভ্রাম্যন্তে মানবা রক্তমুদগিরস্তঃ পুনঃপুনঃ ॥ ২৪ ॥
 অতৈর্দুর্খাবনিষ্কৃতৈর্নৈর্জৈরভাবলম্বিতৈঃ ।
 ভুংখানি প্রাপ্তবতীং যাত্তসহানি জন্তুতৈঃ ॥ ২৫ ॥
 অসিপত্রবনং নাম নরকং শূণ্য চাপরম্ ।
 যোজমানাঃ সন্ত্যং খো জলভাগ্যানুভাবনিঃ ।
 অতি দীর্ঘকৈশ্চৈতৈর্ভুংখৈর্ভীরে স্পদাক্রমে ।

প্রতপস্তি সদা তত্র প্রাণিনো নরকৌকসঃ ॥ ২৬ ॥
 তন্মধ্যে চরণঃ শীতঃ স্নিগ্ধপত্রঃ বিভ্রান্ততৈঃ ।
 পত্রাণি যত্র খণ্ডানাং কলানি পক্ষিস্তম ॥ ২৭ ॥
 বানশ্চ তত্র শুবলাশ্চরন্ত্যামিষভোজনাঃ ।
 মহাবজ্রা মহানঃষ্ট্রা ব্যাভ্রা ইব মহাবলাঃ ॥ ২৮ ॥
 ততশ্চ বনমালোকা নিশিরজ্জায়মগ্রতঃ ।
 প্রযাস্তি প্রাণিনস্তত্র কুস্তাপপারিত্তিকিতাঃ ॥ ২৯ ॥
 হা যাত্তত্রাত্তস্তাত্তৈতি ক্রন্দমানাঃ সুহুংখিতাঃ
 দহমানাশ্চিযুগলা ধরণিশ্চৈব বহিনা ॥ ৩০ ॥
 তেষাং গতানাং তত্রাসীদযত্র যাত্ত সমীরণঃ ।
 প্রযাস্তি তেন পাত্যন্তে তেষাং খণ্ডগাস্তথোপরি
 ছিন্নাঃ পতন্তি তে ভূমৌ জলংপাবকসক্রে ॥ ৩১ ॥
 জেনিক্রমানে চান্তত্র হস্তাশেষমদীতলে ॥ ৩২ ॥
 সারমেচাশ্চ তে শীঘ্রং শান্তয়ন্ত শরীরতঃ ।
 তেষাং খণ্ডান্তনেকানি কদতামতিভীষণৈঃ ॥ ৩৩ ॥
 অসিপত্রবনং তাত্ত মরৈতৎ পরিকীর্তিতম্ ।
 অতঃপরং ভীমতরং তন্তুভুংখং নিবোধ মে ॥ ৩৪ ॥

যদি মন্তকান্ত সমাবয়ব উল্লেখঃ হওয়ায় তাহা-
 দিগের অঙ্গমাত্র অবশেষ থাকে; তথাপি
 কিন্তু ইহাদিগের জীবননাশ হয় না। তাহা-
 দের দেহের নানা স্থান শতশতবার ছিন্ন
 হইয়াও পুনরায় স্বয়ং মিলিত হয়। তাহার
 এইরূপে সংস্রব জন্ম করিতে থাকে; যাহার
 যখন পাপ কর হয়, তখন তাহাকে মোচন করা
 হয়। এক্ষণে অপ্রতিষ্ঠ নরকের বিবরণ প্রবণ
 কর। তত্র শূণ্য পাপীরা ২২ ভুংখ অমৃতব করে।
 সেখানেও পূর্ববৎ চক্র সকল বিদ্যমান,
 অধিকন্তু অনেকানেক ঘটীয়দ্রব্য যত্র
 বিদ্যমান আছে। কেহ কেহ চক্রে
 আরোপিত হইয়া ভ্রামিত হয়, কেহ বা
 খটীধনে আরোপিত হইয়া রক্তধমন করিয়া
 ভ্রামিত হইতে থাকে। তাহাদিগের অঙ্গ
 সকল মুখদ্বারা নিষ্কৃত হইয়া পড়ে;
 রেত্রধর বহির্গত হইয়া আইসে; এই-
 রূপে তাহার শান্তির ক্রম পাইয়া থাকে।
 উপর নরকের নাম অসিপত্রবন। উহা
 সমস্ত যোজনব্যাপী অগ্নির ভূমি। সেই অতি

ভীম অগ্নিস্তাপে সন্তপ্ত হইয়া প্রাণিগণ মহ-
 ক্রমে পাইতে থাকে। সেই নরকের মধ্যস্থানে
 স্নিগ্ধ পত্র বিদ্যমান; সেই পত্র খণ্ডদ্বারবৎ
 ধারসম্পন্ন, সেখানে ঘাইলে মানবের পদদ্বয়
 শীতল হইয়া পড়ে। সেখানে ব্যাভ্রবৎ মহাবল
 মহানঃষ্ট্রা—দীর্ঘধনু সারমেয় সকল মাংসলোভে
 বিচরণ করে; প্রাণিগণ সেই বনে নিক্ষেপ
 হইয়া নিষ্কজ্জায়মধ্য বন দর্শনে সকলেই সেই-
 দিকে ধাবিত হয়। তাহার ঘাইতে ঘাইতে
 ক্রমা-ক্রমায় নিত্য ত্রিষ্ট হইয়া যা তাত! হঃ
 যাতঃ! বলিয়া আর্তনাদ করিতে থাকে।
 ভূমির অগ্নিতে তাহাদিগের পদদ্বয় দগ্ধ হইয়া
 যায়। তাহার ঘাইতে ঘাইতে যখন প্রবল বায়ু
 প্রবাহিত হয়, তখন সেই খণ্ডাকার পত্র সকল
 তাহাদিগের উপরি পতিত হওয়ায় তাহা-
 দিগের শরীর ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া সেই জলৎ-
 পাবক মধ্যে পতিত হয়। সেই ঘোর সারমেয়-
 গণ তাহাদিগের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ
 করিতে থাকে, তাহারা যত্রণায় জন্মদম করিতে
 থাকে। ২২—৩৩। তাত্ত গরুড়। অসিপত্র-

সমস্ততন্তুপুঙ্খা বহিঃসামসমাধিতাঃ ।
 জলমগ্নিচয়ান্তপ্ত-তৈলান্যচূর্ণপূরিতাঃ ॥ ৪১
 এষু তন্তুতকর্ণাণো যাট্ম্যোঃ ক্ষিপ্তাঃ অধোমুখাঃ ।
 কাথ্যন্তে বিক্ষুণ্ণপাত্ৰাঃ গলন্যজ্জালাবিহাঃ ॥ ৪২
 ক্ষুণ্ণকপালিনেত্রাশ্চি-চ্ছিদ্যমানা বিভীষণৈঃ ।
 গুণ্ডিকংপাটা যুগান্তে পুনঃস্বেষেব বেগিটৈঃ ॥
 পুনঃশিচিমিচিমায়ে তৈঃ সেনৈক্যং ব্রজন্তি চ ।
 ভ্রুবীভূতৈঃ শিরোগাটৈঃ স্নায়ুমাঃ সহগাশ্চিতিঃ ॥
 ততো যাট্ম্যান্ভৈরাস্ত দক্ষ্যা ঘট্টাঘট্টিতাঃ ।
 কৃতাবর্তে মহাট্টেনে কাথ্যন্তে পাপকর্ষণঃ ।
 এষ তে বিজ্ঞপ্তেণোক্তস্তপ্তকুস্তো মদ্রা খণ্ড ॥ ৪৫
 আদিমো রৌরবঃ প্রোক্তো মহারৌরবকোহপরঃ
 অতিশীতকৃৎ হীমন্ত চতুর্থো হি নিকুন্তনঃ ॥ ৪৬
 অপ্রতিষ্ঠঃ পঞ্চমঃ স্তাহসিপজবনোহপরঃ ।
 সপ্তমস্তপ্তকুস্তো স্টেপ্তো নরকা মতাঃ ॥ ৪৭

বনের বিবরণ এই কহিলাম ; একপে তপ্তকুস্ত
 নরকের বিবরণ প্রবণ কর । উহার চতুর্দিকে
 বাহুজালাময় কুস্ত সকল রহিয়াছে ; এই সকল
 কুস্ত তপ্ত তৈল ও লৌহচূর্ণে পূরিত । যম-
 দূতগণ পানীদিগকে অধোমুখে সেই সকল
 কুস্ত মধ্যে নিক্ষেপ করে, তাহাদিগের সর্ব
 শরীর দহ হইয়া যায় ; মজ্জা পর্যন্ত জলিতে
 থাকে । তাহাদিগের কপাল নেক্র অস্থাদি
 ক্ষুণ্ণিভ হয় । ভয়ঙ্করাকার গুণ্ডগণ তাহাদিগের
 গাত্রে মাংস ছিন্ন করিয়া ভক্ষণ করিতে
 থাকে ; কাহাকেও বা সবেগে উত্তোলন
 করিয়া পুনরাবৃত্তমুখেই নিক্ষেপ করে ।
 এই কুস্ত মধ্যে পুঙ্খ হইয়া তাহার ভ্রুবীভূত
 হয় ; চিমি চিমি শব্দে ভীষিত হইতে থাকে ।
 যমদূতগণ মধ্যে মধ্যে এক একবার দক্ষী দ্বারা
 ঘট্টন করিয়া দেয় ; এইরূপে পানীরা তন্তুশ্রেণী
 কলতোগ করে । হে গরুড় । এই আমি
 তোমার নিকট তপ্তকুস্তের সবিস্তর বিবরণ
 কীৰ্ত্তন করিলাম । প্রথম নরকের নাম রৌরব ;
 দ্বিতীয়ের নাম মহারৌরব ; তৃতীয়ের নাম
 অতিশীত ; চতুর্থের নাম নিকুন্তন ; পঞ্চমের
 নাম অপ্রতিষ্ঠ ; ষষ্ঠের নাম অসিপজবন ;

অষ্টমোহপি চ ক্রমন্তে নরকাপি নরাধমাঃ ।
 কৰ্ণণাং তারহম্যান তেষু তেষু পতন্তি হি ॥ ৪৮
 তথা হি নরকো বেধঃ শূকরস্তাল এব চ ।
 তপ্তখণ্ডো * মহাজালঃ শবলোহথ বিমোহনঃ ॥
 ক্রিমী চ ক্রিমিতক্কচ্চ লালাতক্কো বিসর্জনঃ ।
 অধঃশিরাঃ পৃথবহো কধিরাঙ্কচ্চ বিজ্জুজঃ ॥ ৫০
 তথা বৈতরণী মুক্ত-ব্রপজবনঃ তথা ।
 অগ্নিজালো মহাঘোরঃ সন্দঃশোহথ যতোজ্ঞনঃ
 তনচ্চ কালহৃতচ্চ লোহিতাপ্যন্তিদন্তথা ।
 অপ্রতিষ্ঠোহপ্যবীচচ্চ নরকা এবমানয়ঃ ॥ ৫২
 তামসা নরকাঃ সর্কে যমস্ত বিষয়ে স্থিতাঃ ॥ ৫৩
 যেষু তন্তুতকর্ণাণঃ পতন্তি হি পৃথক্ পৃথক্ ।
 ভূমেরদন্তান্তে সর্কে রৌরবাদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
 বোধে গোয়ো জগথা চ অগ্নিদাতা নরঃ পতেৎ
 শূকরে ব্রহ্মহা যজ্ঞেৎ সুরাপঃ সর্বতক্করঃ ॥ ৫৫
 তালে পতেৎ কজ্জিহ্বা হস্তা বৈশ্বক জগতিঃ ।

সপ্তমের নাম তপ্তকুস্ত । এই সপ্ত নরকেই
 সমস্ত নরকের প্রধান । আরও অনেকানেক
 নরক আছে ; পানী জনগণ পাপকর্ম্মানুসারে
 সেই সেই নরকে পতিত হইয়া যাতনা ভোগ
 করে । রোধ, শূকর, তাল, তপ্তখণ্ড, মহাজাল,
 শবল, বিমোহন, ক্রিমিতক্ক, লালাতক্ক, বিসর্জন,
 অধঃশিরা, পৃথবহ, কধিরাঙ্ক, বিজ্জুজ, বৈতরণী,
 মুক্তকুণ্ড, অগ্নিজাল, করপজবন, মহাঘোর
 সন্দঃশ, যতোজ্ঞন, তম, কালহৃত, লোহিতাপী
 ভেদন, অপ্রতিষ্ঠ, অবীচি প্রভৃতি আরও
 অনেকানেক নরক আছে । ৪০—৫২ । নরক
 মাত্রই তামস, উহা যমের অধিকারে বর্তমান
 রহিয়াছে । এই সকল নরক কৃমির অধো-
 ভাগে বর্তমান । পাপানুসারে পানীদিগকে
 তাগতে যাতনা প্রদান করা হয় । রোধ
 নরকে গোয়, জগথা এবং আগ্নিদাতা ব্যক্তি
 পতিত হয় । ব্রহ্মহাতী ব্যক্তি শূকর নরকে
 মজ্জিত হয় । সুরাপাদী এবং সর্বতক্কর ব্যক্তি
 তালনরকে নিক্ষিপ্ত হয় । কজ্জিহ্বা-হস্তা,
 বৈশ্বক ইতি কচিৎ পাঠঃ ।

অন্যতঃ যঃ কৰ্মাদ্যন্ত স্তাদ্ভুক্তভগ্নঃ । ৫৬
 পুণ্ড্রকৌ শস্যগামী তথা রাজভট্টঃ যঃ ।
 তপ্তলোহিত বিক্রেতা তথা বহ্ননরক্ষিতা । ৫৭
 মাধবীবিক্রমকর্তা চ যন্ত ভক্তঃ পরিতাজেৎ ।
 মহাজনো হৃদিতরং সুর্য্যং গচ্ছতি যন্ত দৈব ।
 বেদো বিক্রীয়েতে যৈশ্চ শ্রেয়ঃ দৃশ্যতে তু যঃ ।
 ভক্তকৈবাবমস্তো বাক্যদৈবোক্তযন্তি চ । ৫৮
 অগম্যাগামী চ নরো নরকং শবলঃ ভজেৎ ।
 বিমাহে পততে শূরে মৰ্যাদাঃ যো ভিমতি বৈ
 হরিষ্টঃ কুরুতে যন্ত কুমিতকং প্রপদাতে ।
 দেবব্রাহ্মণবিদেষ্টো লালাতকে পততাপি । ৫৯
 কুণ্ডকর্তা কুলান্চ স্তাসকর্তা চিকিৎসকঃ ।
 আশ্রমেষাশ্রিতা চ এতে যা'ন্ত বিস্কনে । ৬০
 অসংপ্রতিগ্রহী যন্ত ভৈববাযাজাযাজকঃ ।
 নকটৈজীবতে যন্ত নরো গচ্ছেদধোমুখম্ । ৬১

বৈষ্ণবতা এবং ব্রহ্মচর্য্য ও ভক্ত-
 ভগ্নগামী ব্যক্তি তপ্তবহ্ন নরকে
 নিমজ্জিত হয়। শস্যগামী কিংবা যাহারা
 রাজরক্ষী পুণ্ড্র, তাহার তপ্তলোহে নিমজ্জিত
 হয়। নিষিক্ত দ্রব্য বিক্রয়, মদ্যবিক্রয় কিংবা
 অশাস্ত্যবিরুদ্ধ কাহাকেও বন্দী করিলে অথবা
 প্রকৃত অন্ন দত্তমোহাদিবশতঃ পরিত্যাগ
 করিলে সে ব্যক্তি মহাজল নরকে যায়। কস্তা
 কিংবা পুত্রবধূ-গমনকারী, বেনবিক্রয়ী, বেদ-
 দ্রব্যক, গুরু অবমানকর্তা, বাক্য দ্বারা পর-
 নীতিক, অগম্যাগামী ইহারা শবল নরকে যায়।
 মুছকানীন যুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করিলে সে ব্যক্তি
 বিমোহ নরকে পতিত হয়। ৫৬-৬০।
 পরানিষ্টকারী ব্যক্তি ক্রিমিতক নরকে যায়।
 দেবব্রাহ্মণদেষ্টা ব্যক্তি লালাতক নরকে
 নিপতিত হয়। কুণ্ড অর্থাৎ পরনারীর পতি
 মর্ত্যলানে তাহাতে যে ব্যক্তি পুত্র উৎপাদন
 করে, স্ববাবসায় পরিত্যাগপুষ্টক কুন্তকার
 বাহস্যধী, স্থাপাখনকর্তা, আক্ষণ চিকিৎসক ও
 আশ্রমে আশ্রিতাতা এই সকল ব্যক্তি বিস্কনে
 নরকে পতিত হয়। অসংপ্রতিগ্রহকারী,
 অযাজাযাজক ও দৈবজ্ঞ বাবসায়ী ব্যক্তিগণ

কৌরু সুর্য্যক মাংসক লাক্ষাং গচ্ছঃ যস্য তিলান
 এবমাদীনি বিক্রীণন ঘোরে পুণ্ড্রবহ্নে পতন্তে । ৬২
 যঃ কৰ্কটান নিবধ্রাতি মার্জারান শূকরাং চান
 পক্ষিণশ্চ মৃগাংশ্চাগান মোহপাবঃ নরকঃ
 ভজেৎ । ৬৩
 আজাবিকো মাহিমিকস্তথা চক্রী ধ্বজী চ যঃ ।
 রঙ্গোপজীবিকো বিপ্রঃ শাক্তিনিগ্রামযাজকঃ । ৬৪
 আগারদাহী গহদঃ কুণ্ডাশী সোমবিক্রয়ী ।
 সুরাপো মাংসভক্ষী চ তথা চ পতঘাতকঃ । ৬৫
 কধিরাঙ্ক পতন্তোহে এবমার্জুনীষিণঃ । ৬৬
 উপবিষ্টৈকপতন্ত্য বিষ্ণু সন্তোজযন্তি যে ।
 পতন্তি নিরয়ে ঘোরে বিভ্ৰুজ্ঞে নাত্র সংশয়ঃ ।
 মধুগ্রাহো বৈতরণীমাক্রোশী মূত্রসংজ্ঞকে ।
 করপত্রবনেহশোচী ক্রোধনশ্চ পতেনপি ।
 অগ্নিজালেমৃগব্যাহো ভোজ্যভে যত্র বান্ধসে ।
 ইজ্যাঢাঃ ব্রহ্মলোপাচ্চ সন্দঃ শে নরকে পতন্তে
 যন্ততে যদি বা যত্রে যতিনো ব্রহ্মচারিণঃ । ৭১

অধোমুখ নরকে যায়। হৃদ, সুর্য্য, মাংস, গচ্ছ-
 ভব্য, রস, তিল প্রভৃতি দ্রব্য বিক্রয় করিলে
 পুণ্ড্রবহ্ন নরকে পতিত হয়। যাহারা কৰ্কট,
 মার্জার, শূকর, পক্ষী, মৃগ, ছাগ, ইহাদিগকে
 বহ্নন করিয়া ক্রোশ দেয়, তাহার উক্ত নরকে
 যায়। ছাগ-মেঘাশ্রিত পালক, মাহিমজীবী, চক্র-
 জীবী, ধ্বজজীবী, রঙ্গোপজীবী, গণনাভীবী,
 গ্রামযাজী, গৃহদাহকারী, বিষপ্রদাতা সোম-
 বিক্রেতা, সুরাপায়ী, কুণ্ডমাংসভোজী ও কুণ্ডা-
 পতঘাতী ব্যক্তিগণ কধিরাঙ্ক নরকে নিপতিত
 হইয়া থাকে। যাহারা একপতন্তিতে উপবিষ্ট
 ব্যক্তিকে জ্ঞানতঃ বিষভোজন করায়, তাহার
 ঘোর বিভ্ৰুজ্ঞ নরকে যায়। মধুচোর ব্যক্তি
 বৈতরণী নরকে, অপরের প্রতি আক্রোশকারী
 ব্যক্তি মূত্রকুণ্ডে, অশোচী ও ক্রোধন ব্যক্তি
 করপত্রবনে এবং কুণ্ড মৃগহিংসক ব্যক্তি অগ্নি-
 জাল নামক মতামোর নরকে পতিত হয়।
 সেখানে ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণ তাহাকে ভক্ষণ
 করিতে থাকে। ৬০-৭০। অসংপ্রতিগ্রহ
 হইয়া জ্ঞানতঃ ক্রিয়ালোপ করিলে তাহার

পুণ্ডরিকচাপিতা যে চ পুণ্ডরিকচাপিতাস্তে যে ।
 তে সৰ্ব্বং নরকং যান্তি নিরবকন্তোজানম্ ৷ ১২
 বর্ণাশ্রমবিকলানি ক্লেবদ্বর্ষসমাধিতাঃ ।
 কৰ্ম্মাপি যে তু সূৰ্য্যন্ত সৰ্ব্বং নিরবকাসিনঃ ৷ ১৩
 উপরিষ্টোং স্থিতো ঘোর উকাশঃ রোরযো মহান
 স্নানকণঃ সূৰ্য্যতাস্তা তন্তাধস্তামসঃ শ্বতঃ ৷ ১৪
 একদ্বিক্রমেণৈব সৰ্ব্বোদ্বোধঃ পরিহিতাঃ ।
 হুংখোংকৰ্ষন্ত সৰ্ব্বৈষু কৰ্ম্মস্বপি নিমিত্ততঃ ।
 সূৰ্য্যোংকৰ্ষন্ত সৰ্ব্বৈষু ধৰ্ম্মস্তেহ নিমিত্ততঃ ৷ ১৫
 পশ্চান্ত নরকান্ দেবা হুংখোংকৰ্ণান স্নানকণানি ।
 নর কান্তাপি তে দেবান্ সৰ্ব্বান পশ্চান্ত উৰ্দ্ধগান্
 এতাক্ষতানি শতশো নরকানি বিদগন্তে ৷ ১৬
 দিনে দিনে তু নরকে পচ্যন্তে দহন্তেহস্ততঃ ।
 নীৰ্য্যন্তে শুদ্যন্তেহস্ততঃ চূৰ্য্যন্তে ক্রিধ্যন্তেহস্ততঃ ৷
 কখ্যন্তে দীপ্যন্তেহস্ততঃ তথা বাতহন্তোহস্ততঃ ।
 একং দিনং বর্ষণতপ্রমাণং নরকে ভবেৎ ৷ ১৭

সকল নরক নরকে যায়। যতি বা ভ্রমচারী
 ব্যক্তি যদি নিজাকালে উকপাত করে, যাহারা
 পুণ্ড সন্নিধানে অধ্যয়ন করে, যাহারা পুণ্ডের
 আদেশপালনে তৎপর, তাহারা সকলেই
 স্বতোজান নরকে যায়। যাহারা ক্লেব বিকা
 রবশতঃ বর্ণাশ্রম-বিকল কার্য্য করে, তাহারাও
 পুৰ্ব্বোক্ত নরকে যায়। সমস্ত নরকের উপর
 দিকে ঘোর উক রোরয নরক বিদ্যমান।
 তদন্তোভাগে মহারোরয; তারয়ে অতি দীত।
 এইক্রমে পরপর নরক সকল অবস্থিত। কৰ্ম্মের
 ভারতমা যেতু সেই সকল নরকে হুংখের
 উৎকর্ষাপকর হইয়া থাকে। দেবগণ সেই
 অধোমুখ নরকগুল দৌখতে পাইয়া থাকেন।
 নরকস্থ ব্যক্তরাও উৰ্দ্ধগত দেবগণকে
 দৌখিতে পায়। এই সকল ব্যতীত আরও
 শত শত নরক আছে, সেই সকল
 নরকে প্রতিদিন কত কত পাপী কোথায়
 পচামান, কোথায় দহমান, কোথায় বা তিনা-
 মান, কোথায় বা চূর্ণমান, কোথায় বা ক্রিধ্য-
 মান, কোথায় বা কখ্যমান, কোথায় বা দীপ্য-
 মান হইয়া থাকে। নরকমধ্যে একটি দিনও

ভতঃ সৰ্ব্বৈষু নিভীকঃ পাপী ত্রিধিকমদুভে ।
 ক্রিমি-কীট-পতঙ্গৈষু হাব্যৈকশব্দকৈষু চ ।
 গব্যা বনগজাভ্যেযু সৌকৰ্ষেযু ভবেৎ চ ৷ ১৮
 ঋষোহশ্বোহবহরো গৌরঃ শরভশ্চমরী তথা ।
 এতে চৈকশব্দাঃ যট চ শূনু পকনখাতরঃ ৷ ১৯
 অজানু বহপাপানু হুংখদানু চ যোনিষু ৷ ২০
 যানুয্যংপ্রাপ্যন্তে কুজো কুংগিতো

বায়নোহপি বা ।

চতাল-পুতলাদ্যনু নরযোনিষু জায়তে ৷ ২১
 মুহুর্গর্ভে বসন্তোব জিয়ন্তে চ মুহুর্গুহঃ ।
 অবশিষ্টেন পাপেন পুণ্যেন চ সম্বিতঃ ৷ ২২
 ততশ্চারোহিলীং যোনিং শূনু-বৈশ্ণ-নৃগাদিকম্
 বিশ্বেদেবেশ্রুতাকাপি কদাচিদবরোহতি ৷ ২৩
 এবম্ পাপকর্মাণো নিরমেযু পতন্ত্যবঃ ।
 যথা পুণ্যকতো যান্তি তন্মৈ নিগমতঃ শূনু ৷ ২৪
 তে যমেন বিনির্দিষ্টাঃ যোনিং পুণ্যগতিং নরাঃ
 প্রাপ্তিগচ্ছন্তিগণা নৃত্যোংসবনমাহুনাঃ ৷ ২৫

শতবর্ষসম জ্ঞান হইয়া থাকে। যাতনা-
 ভোগান্তে সেই সকল নরক হইতে নিজার
 পাইয়া পাপিগণ ক্রিমি-কীট পতঙ্গাদি ত্রিধা-
 যোনি এবং হাবর ও একশব্দ (গর্ভজাদি)
 যোনি প্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ বা বনগজ গো
 অশ্বাদি জন্মলাভ করে। ১১—২০। গর্ভত,
 অশ্ব, অশ্বতর, গৌরনামক প্রাণী, শরভ ও
 চমরী, এই ছয় রকম প্রাণী একশব্দ বলিয়া
 জানিবে। পাপী ব্যক্তরা এতদ্বিতর পকনখাদি
 যোনিতেও জন্মিয়া থাকে। তারপর যজ্ঞ-
 জন্ম লাভ করিয়া কুংগিত কুজ বায়নাদিভাবে
 চতাল পুতলাদি যোনিতে জন্মিয়া থাকে।
 ইহারা অবশিষ্ট পাপ-পুণ্যের কলে মুহুর্গুহ
 জন্মগ্রহণ করে এবং মুহুর্গুহ মৃত্যুক্রমে পতিত
 হয়। পরে আবার শূনু বৈশ্ণ কজিয় জ্ঞানাদি
 ক্রমে উচ্চযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ক্রমে
 দেবর ইন্দ্রাদিও লাভ করিয়া থাকে। এই
 প্রকারে পাপী ব্যক্তিগণ নরকভোগ ও
 পুণ্যভোগ ব্যক্তিগণ স্বর্গভোগ করিয়া থাকে;
 আমি তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

হারনুপুরমাধুর্ঘ্যে: শোভিতাস্তমলানি তু ।
 প্রযুক্তাঃ বিমানানি দিব্যগন্ধবস্ত্রজা: ॥ ৮৮
 তস্মাক প্রচুতা রাজ মন্ত্ৰেযাক মহামনাম ।
 জাহন্ত নৌকজা: গেহে সমন্তপরিপালকা: ॥ ৮৯
 ভোগান্ সম্প্রাপ্ত্বা গ্রান্ ততো যান্ত্যর্কমন্তব্য
 অবরোহণী: সম্প্রাপ্য পুণ্ড্রবদ্যন্তি মানবা: ॥ ৯০
 জাতস্য মৃত্যুলোকে বৈ প্রাণিনো মরণং ক্রমম্
 পাপিষ্ঠ: নামহোমাসী জীবো নিষ্কমন্তে ক্রমম্ ।
 পৃথিব্যা: লৌহে পৃথ্বী আপট্টেব তথাপসু চ ।
 হেতুস্তেজসি লৌহেত সমীরে চ সমীরণ: ।
 আকাশে চ তথাকাসং সর্বব্যাপি নিশাকরে ॥
 তত্র কামস্তথা ক্রোধ: কায়ে পক্ষেশ্রিয়ানি চ ।
 এতে তাক্য সমাযাতা দেহে ভিত্তিঃ শুকরা:
 কা: ক্রোধো হৃদহারো ম: স্ত্রেব নায়ক: ।
 সংহারট্টেব কালোহসৌ পুণ্যপাপেন সমুত: ॥
 পক্ষেশ্রয়সমাসক্ত: সকলৈবিবৃধৈ: সহ ।

ভাৱা পুণ্যবান্, তাহারা যম-নির্দিষ্ট গন্ধর্ব-
 গণের নৃত্যোৎসবে সমাকুল, হার-নুপুরাদি
 বিবিধ অলঙ্কারে শোভিত, অমল বিমানে
 আরোহণপূর্বক দিব্যগন্ধ-চন্দনে অলঙ্কৃত
 হইয়া বিহার করিয়া থাকে। কর্কশ হইলে
 তাহারা তথা হইতে বিচ্যুত হইয়া রাজা বা
 অজ্ঞাত রোগধীন সাধু মহাদ্বাদিগের কলে
 জঘনাত করে এবং সমাচারপালক হইয়া
 থাকে। তাহারা অতুস্তম নানাবিধ ভোগ
 গ্রাস্ত হয়; পরে কৰ্ম্মানুসারে কেহ বা তদ-
 পেকা উৎকৃষ্টে যোনিতে, কেহ বা নিকৃষ্টে
 যোনিতে জন্মিয়া থাকে ৮১—৯০। জন্মিলেই
 মৃত্যু নিশ্চিত। পাপিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের অধোমার্গ
 দ্বারা জীব নিষ্কান্ত হয়। শরীরগত পঞ্চভূতের
 ক্রান্ত অংশ পৃথিবীতে, জলীয়াংশ জলে,
 তৈজসাংশ তেজে, বায়বীয়াংশ বায়ুতে,
 আকাশাংশ আকাশে লীন হইয়া থাকে। হে
 তাক্য। দেহে যে কাম ক্রোধাদি বিদ্যমান
 থাকে, তাহারা চোর স্বরূপ। মনই উক্ত কাম-
 ক্রোধাদির নায়ক। পুণ্য-পাপমুক্ত কালই

প্রবিশেষে সর্ববে দেহে গৃহে দহে গৃহী যথা ।
 শরীরে যে সমাসীনা: সর্বে চ সপ্ত বাহবা: ।
 যাট্টকৌশিকো হৃদ্য: কা: সর্বে বাতান্তদেহিনাম্
 মূত্র: পুরীষ: তদ্ব্যোগাদ্যে চান্তে বায়বন্থথা ।
 পিত্ত: শ্লেষা তথা মজ্জা মাংস: বৈ মেদ এব চ ।
 অস্থি শুক্র: তথা স্নায়ুর্দেহেন সহ দহতি । ৯৮
 এব তে কর্কশতাক্য বিনাশ: সর্বদেহিনাম্ ।
 কথয়ামি পুনস্তেষা: শরীরক যথা ভবেৎ ॥ ৯৯
 একস্তম: স্নায়ুবন্ধ: সৃণাক্রবিকৃষণম্ ।
 ইন্দ্রিয়ৈশ্চ সমাসক্ত: অবহারং শরীরকম্ ॥ ১০০
 বিষয়ৈশ্চ সমাক্রান্ত: কাম-ক্রোধসমাকুলম্ ।
 রাগ-দেহ-সমাকীর্ণ: তুকা-দুর্গমতদরম্ ॥ ১০১
 লোভজালপরিচ্ছিন্ন: মোহবস্ত্রেণ বেষ্টিতম্ ।
 সুবন্ধ: মায়ায়া চৈতদ্ব্যক্তোভেনাধিষ্ঠিত: পুরম্ ॥ ১০২

সকলকে সংহার করিয়া থাকে। গৃহ দহ
 হইলে গৃহী ব্যক্তি যেমন গৃহান্তরে প্রবেশ
 করে, তদ্রূপ জীবও পঞ্চ কৰ্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ
 জ্ঞানেন্দ্রিয়মুক্ত হইয়া একদেহে পরিভ্রমণান্তে
 দেহান্তরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। শরীরে অস্থি-
 সপ্ত বাত, যাট্টকৌশিক এই দেহ, বাত পিত্ত-
 শ্লেষা মূত্র পুরীষাদি এবং তৎসহযোগে উৎপন্ন
 অস্ত যে সকল বায়ি, মজ্জা, মাংস, মেদ, অস্থি,
 শুক্র, স্নায়ু প্রভৃতি সকলই দেহের সঙ্গে বিনাশ
 পায়। হে গুরু! এই আমি তে:য়ার নিকট
 দেহীদিগের বিনাশপ্রক্রম কীর্তন করিলাম;
 একদে আবার তাহাদিগের উৎপত্তিপ্রক্রম
 বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই শরীর একটি
 অক্ষসমাক্রান্ত বহুবাস স্বরূপ। ইহার একটি
 মাত্র স্তম (মধ্যস্থাবলম্বন), ইহা স্নায়ুবন্ধ,
 সৃণাক্রমে বিকৃষিত, নব দ্বারাবিশিষ্ট। প্রহরি-
 স্বরূপ ইন্দ্রিগণ ইহাতে বিদ্যমান, ইহা
 বিষয়রূপ বচি:শক্রগণে এবং কামক্রোধাদি
 অকৃ:শক্রগণে সমাকুল, রাগ-দেবাদি ক্রোধে
 ব্যাপ্ত, তুকাই তদ্ব্যে দুর্গম তদরম্ ।
 উহা লোভজাল দ্বারা বেষ্টিত; মোহ-
 বস্ত্রে আচ্ছাদিত, মায়া দ্বারা দৃঢ়বন্ধে

এতদ্ব্যপেক্ষমাকীর্ণঃ পরীক্ষঃ সৰ্বদেহিনাম্ ।
 আত্মানং যে ন জানন্তি তে নরাঃ পশবঃ স্মৃতাঃ
 এষমেব সমাখ্যাতঃ পরীক্ষঃ তে চতুর্বিধম্ ॥ ১০৪
 চতুর্নৈতি লক্ষ্যানি নির্মিতা যোনয়ঃ পুবা ।
 যেনজা উত্তিষ্ঠাশ্চৈব অশুজাশ্চ জরায়ুজাঃ ॥ ১০৫
 এতৎ তে সৰ্বমাখ্যাতঃ নিরমৃত প্রপঞ্চতঃ ।
 কথ্যামি ক্রমপ্রাপ্তঃ প্রষ্টঃ বা বৰ্ত্ততে শ্রুতা ॥

ইতি জীগাক্ষে মনাপুৰাণে উত্তরখণ্ডে
 জীকৃক-গরুড়সংবাদে নরকবর্ণনঃ
 নাম তৃতীয়াধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

শ্রুত উবাচ ।

এবমুৎসাহিতঃ পক্ষী স্বর্গাচ্চ নরকানপি ।
 নৃণাং গৰ্ভগতিং জ্ঞাপুচ্ছৎগৰ্ভবিধিং বিবৃৎ ॥

আবহ। যে সকল ব্যক্তি আত্মাকে উত্তম-
 রূপ গণ্যবিশিষ্ট বলিয়া না জানে, তারাই
 যন্ত্ররূপী পশু। এই আমি তোমার নিকট
 চতুর্বিধ পরীক্ষত্ব কীৰ্ত্তন করিলাম। পূবা-
 কালে চতুর্নৈতি লক্ষ্য যোনি নির্মিত হইয়া-
 ছিল। সমুদয়ে পাকী চতুর্বিধ—যেনজা,
 উত্তিষ্ঠা, অশুজা, জরায়ুজা। এই আমি
 তোমার নিকট সমুদায় নিরমৃতপ্রপঞ্চ কীৰ্ত্তন
 করিলাম। যদি এ সম্বন্ধে তোমার আর কিছু
 জিজ্ঞাস্ত থাকে, তবে তাহা বল। ১১—১০৬।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায় ।

শ্রুত কছিলেন,—পক্ষিরাও গরুড়! বিষ্ণু
 কর্তৃক এইরূপে উৎসাহিত হইলেন। বিষ্ণু
 মুখে জীবগণের স্বর্গ ও নরক হইতে গৰ্ভগতির
 বিষয় শ্রবণ করিয়া উৎসুক্য বশতঃ কি প্রকারে
 গৰ্ভোৎপত্তি হয়, তাহাই শ্রবণ করিলেন।

গরুড় উবাচ ।

কথমুৎপদ্যতে জন্তুর্ভূতগ্রামে চতুর্বিধে ।
 যচা রক্তঃ কৃৎস্না মাংসঃ যেনো মজ্জা ত্রিজৌগিকম্
 পানো পাকী তথা শুভ্রঃ ত্রিহ্মা কেশা নখা শিরঃ
 সন্ধিমার্গাশ্চ বহনো হেনা নৈকবিধাকৃত্য ॥ ৩
 কাম্যঃ ক্রোধো ভয়ং লজ্জা মানো হর্ষঃ সুখাশুখম্
 ত্রিবিধং ছিত্তিককাপি নানাভালেন বেষ্টিতম্ ॥ ৪
 ইন্দ্রজালমহং যন্তে স সাংরেহ বিনাগারে ।
 কর্ত্তা কোহয় মহাবাহো সঃস বে হৃৎকঃ স্তনে ॥ ৫

জীকৃক উবাচ ।

সাঁ পৃষ্ঠে ত্রয়া লোকে সন্যঃ জীবকাবণম্ ।
 বৈনতেষ শৃণুয অমেকাগরুড়মানসঃ ॥ ৬
 ঋতুকালে তু নারীণাং তাজ্জেনচতুর্দৈবম্ ।
 যতন্তামিন্ ব্রহ্মহত্যা পুণ্যং ব্রহ্মসংখ্যতা ॥ ৭
 সস্তালাৎ পিতৃদেবানাং ভাবদ্যোগ্যা অত্যাচ্চনে
 সস্তাৎমধ্যে যো গৰ্ভস্তৎসপ্তাহৈর্জিহ্মুতা ॥ ৮

গরুড় বলিলেন, হে ভগবন্! জীব চতুর্বিধ
 কৃতগ্রামে কি প্রকারে উৎপন্ন হয়? হৃৎ, রক্ত,
 মাংস, যেন, অকি, মজ্জা, শ্রাব, পান, পাকী,
 শুভ্র, ত্রিহ্মা, কেশ, নখ, মস্তক, সন্ধিমার্গ
 বিবিধ হেনা, কাম, ক্রোধ, ভয়, লজ্জা, অস্তি-
 মান, হর্ষ, সুখ, অশুখ প্রভৃতিতে সমাকুল—বাস্ত-
 পিত্ত-কফ-রূপ ত্রিবিধ ছিত্তযুক্ত, শিরাজালে
 বেষ্টিত, এই দেহ ইন্দ্রজালবৎ বিস্ময়জনক।
 হৃৎসলজল অসার সাগর তুল্য এই সংসারে হে
 মহাবাহো! ইহার কর্ত্তা কে? জীকৃক কহি-
 লেন,—হে বৈনতেষ! তুমি জীবগণের প্রতি
 দয়াপরবশ হইয়া এই যে প্রশ্ন করিয়াছ, ইহা
 আতি উত্তম প্রশ্ন। আমি বলিতোছি, তুমি
 একাগ্রচিত্তে তাহা শ্রবণ কর। নারীদিগের
 ঋতুকালের দিনচতুর্দৈব পরিভাগ করিবে।
 কারণ পূর্বকালীন রক্তাশ্রববধজনিত ব্রহ্মহত্যা
 পাতক এই সকল দিনে নারীদিগকে আশ্রয়
 করিয়া অবস্থিতি করে। রক্তাশ্রব নারী
 সস্তাভাঙ্গে পিতৃদেবগণের ত্রুতে ও অচ্চন
 ব্যাপারে যোগ্য হয়। সস্তাৎমধ্যে যে গৰ্ভ
 উৎপন্ন হয়, সে সন্তান মন্যমানবৎ দৈব শৈশ

পূর্বসংকল্পিতকৃত্যে তাহা যুগ্মসংকল্পিতঃ ।
সোপাশকৃত্যনিশাঃ স্রোণাঃ সামান্যতঃ সমুদায়তঃ ।
তু ক্রমশঃ পিত্তোৎপত্তিঃ

প্রজায়তে ।

বর্ধতে জ্বরে জন্তুস্বারা পতিরিবাহরে । ১০
তু ক্রমশঃ পূরজ্ঞো স্রোণাঃ পুমান্ তু ক্রমশঃ
ভবেৎ ।

সুত্রশোণিতয়োঃ সাম্যো গর্ভে যদুৎপাদ্যুৎপাদ্যে ।
অসংযতঃ কললঃ বৃদ্ধঃ পক্বনির্মিতঃ ।
চতুর্দশভবেয়াঃ সং যিহ্নঃ খাতুমমিহ্নম্ । ১২
যদুৎপাদ্যুৎপাদ্যে গর্ভস্থঃ বর্ধতে ক্রমশঃ ।
পক্বনির্মিতপূর্ণাহে বলাঃ পুষ্টিঃ প্রজায়তে । ১৩
তাক্ষা মাসে তু সম্পূর্ণে পক্ব তদানি ধায়য়েৎ ।
মাসদ্বয়ে তু সপ্তাহে তু মেদস্ত জায়তে । ১৪
মজ্জাশ্চৌনি রিতির্মিতঃ কেশান্ কললান্ চতুর্থকে ।
কর্ণে চ নাসিকা বক্রে বক্তঃ মাসে চ পক্বে ।

কার্যের অযোগ্য । অথবা সপ্তাহের মধ্যে
পূর্বক যুগ্মদিনে স্রোণ করবে । সামান্যতঃ
নাশীদিগের প্রথম সোপাশ দিনই ঋতুকাল ।
তু ক্রমশঃ পিত্তের যোগে পিত্তোৎপত্তি
হইয়া থাকে । তারাপতি যেমন তু ক্রমশঃ
আকাশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ জীবও সেই
পিত্তমধ্যে বর্ধিত হইতে থাকে । ১—১০ ।
রক্তাধিকো স্রোণ ও তু ক্রমশঃ পূরক হইয়া
থাকে, তু ক্রমশঃ পিত্তের পরিমাণ তুল্য হইলে
জীব হয় । উহা অহোরাত্রে কললাকার ও
পক্ব দিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে । চতুর্দশ
দিনে উৎপত্তি মাংস এবং অস্ত্রান্ত বাতু
উৎপন্ন হয় । বিংশতি দিবসে সেই মাংস
দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয় ; তখন গর্ভ ক্রমশঃ বৃদ্ধি
পাইতে থাকে । পক্ববিংশতি দিবস পূর্ণ
হইলে তাহার বলাকার হয় ও পুষ্টি হইতে
থাকে । একমাস পূর্ণ হইলে তাহাতে পক্ব
হয় উৎপন্ন হয়, দুই মাসে তু ক্রমশঃ এবং
মেদ জন্মে, তিনমাসে অস্থি ও মজ্জা, চতুর্থ
মাসে কেশ ও অঙ্গুলি, পঞ্চম মাসে কর্ণ,
নাসিকা, বক, মুখ, এই সকল উৎপন্ন হয় ।

কর্করজোদিতঃ পুষ্টি পাদুভুক্তক সপ্তাহে ।
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসম্পূর্ণে গর্ভে জীবন্ত সপ্তাহে । ১৫
অষ্টমে চলতে জীবো ধাতুগর্ভে পুমান্ পুমান্ ।
নবমে মাসি সম্প্রাপ্তে গর্ভস্থান্ত বিকৃতিঃ খয়ম্ ।
মজ্জাশ্চৌনির্মিতাঃ সানি রোম বক্তঃ বলাঃ তথা ।
বাটকৌশিকমিহ্নঃ পিত্তঃ তদন্তঃ পাক-

জৌতিকম্ । ১৬

নবমে দশমে বাপি কায়তে পাকজৌতিকম্ । ১৭
কিষ্কিৎসারি তর্জিতোক্তা পবনাকামমেব চ ।
এতির্মিতঃ পিত্তিকস্ত নিবন্ধঃ শ্রাব্যবন্ধনঃ । ২০
বর্গনির্মিতো রোম মাংসকৌশিক পক্বমম্ ।
এতে পক্ব গুণাঃ প্রোক্তা ময়া ক্রমশঃ যোগেশ্বর ।
তথা পক্ব গুণাঃ অস্ত্রান্তথা তু ক্রমশঃ কায়তে । ২১
লালা মুত্রঃ তথা শুক্রঃ মজ্জা বক্তক পক্বমম্ ।
অপাং পক্ব গুণাঃ প্রোক্তা জাতব্যাতে প্রযত্নতঃ
কৃথা তথা তথা নিজা আলস্তঃ কাঙ্ক্ষিতমেব চ ।
তেজঃ পক্বগুণাঃ প্রোক্তাঃ তাক্ষা সর্বত্র

যোগিজিহ্বাঃ । ২৩

কর্করজ, উদর, উপর, তু ক্রমশঃ এই সকল সপ্তম
মাসে জন্মে । সপ্তম মাসে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ
হয়, তখন সজীব প্রাণিক্রমে জন্মিত হয় ।
অষ্টম মাসে সেই জীব মাতৃগর্ভে বৃদ্ধি
লাভিত হইয়া থাকে । নবম মাস প্রাপ্ত হইলে
অপেক্ষাকৃত দৃঢ়াবয়ব হইয়া যায় অর্থাৎ
হইতে পারে । রোম (ত্বক), রক্ত, মাংস,
অস্থি, মজ্জা, শুক্র, বলাসম্বিত এই সকলকে
বাটকৌশিক বলে, ইহার মধ্যে পাকজৌতিক
জীব বাস করে । সেই পাকজৌতিক জীব
নবম কিংবা দশম মাসে জন্মিত হইয়া থাকে ।
কিষ্কিৎসা, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, পিত্ত
এই পক্বভূত দ্বারা দৃঢ় শ্রাব্যবন্ধনেই শরীর
উৎপন্ন । ১১—২০ । হে যোগেশ্বর । ত্বক, অস্থি,
নাভী, রোম, মাংস এই পাঁচটি কৃমির গুণ ।
জলের যে পাঁচটি গুণ তাহা অবন কয় । ললা,
মুত্র, শুক্র, মজ্জা, রক্ত, এই পাঁচটি জলের
গুণ । কৃথা, ত্বক, নিজা, উৎসাহ, কাঙ্ক্ষিত এই
পাঁচটি তেজের গুণ বলিয়া যোগেশ্বর কীর্তন

ভাগ-যেথো তথা যজ্ঞা তদ-মোহো তদৈব চ ।
 ইত্যোতং কথিতং তাক্য বায়ুজং গুণপককম্ ।
 ধাবনং চালনটৌব আকৃকনপ্রসারণম্ ।
 নিরোধঃ পকমঃ প্রোক্তো বায়োঃ পক গুণাঃ

শ্লোকঃ ২৪

ঘোষশিঙা চ গাভীর্ঘাঃ শ্রবণং সবসংক্রমঃ ।
 আকাশস্ত গুণাঃ পক জাতবাস্তাক্য যদুহঃ ।
 প্রাণাপানৌ সমানন্ত উদানো বায়ন এব চ ।
 নাগঃ কূর্মিচ কুকরো দেবদন্তো ধনঞ্জয়ঃ ২৭
 আহারো ভুজ্যমাভ্যস্ত বায়ুনা ত্রিতয়ে বিধা ।
 সম্প্রসিক্ত গুণে সম্যক পৃথগবঃ পৃথগ্জলম্ ।
 রোমকোট্যন্তথা তিশ্রোহপ্যর্ককোটিসমবিতাঃ ।
 বিংশতিস্ত নখাঃ কেশাঃ সপ্তাবংশতিকোটয়ঃ ।
 মাংসং পলসহস্রকং সামান্তে দেহসংস্থিতম্ ।
 রক্তং পলশতং তাক্য বস্তমেবং পুরাতনৈঃ ৩০
 পলানি দশ মেদন্ত যচা চৈব কু তৎসমা ।
 অন্ত্রাঃ বি আদিকঃ প্রোক্তাঃ বষ্টাধিকশতজ্ঞয়ম্ ।
 এবং সজ্জয়তে তাক্য মর্জ্যে জন্তুঃ স্বতর্কতিঃ ।
 উৎপন্ন। যে হি সংসারে মিয়ন্তে তে ন সংশয়ঃ ।
 আয়ুঃ কর্ম চ বিজ্ঞক বিদ্যা নিবনম্বেব চ ।

করেন । বাগ, ঘেথ, পকযতা, তদ, মোহ এই
 পাঁচটা বায়ুর গুণ । যে গরুড় ! ধাবন, চালন,
 আকৃকন, প্রসারণ, নিরোধ, বায়ুর অপর এই
 পাঁচটা গুণও আছে । শব্দ, চিন্তা, গাভীর্ঘা,
 শ্রবণ, সবসংক্রম, আকাশের এই পাঁচটা গুণ ।
 প্রাণ, অপান, সমান, উদান, বায়ন ; নাগ,
 কূর্ম, কুকর, দেবদন্ত, ধনঞ্জয় ; এই দশ প্রকার
 বায়ু প্রাণিশরীরে বিদ্যমান । ইহারা প্রাণি-
 গণের পান, ভোজন, পরিপাক পোষণাদি
 সমস্ত কার্য নিরূপ করে । শরীরে সার্ক
 ত্রিকোটি রোমকূপ আছে । নখ বিংশতি
 কোটি । মনুষ্যশরীরে সাধারণতঃ তেজ সপ্ত-
 বিংশতি কোটি, মাংস সহস্রপল, রক্ত শতপল,
 মেদ দশপল, বৃক দশপল, অস্থি বিবষ্টাধিক
 শতজ্ঞয় পল । যে তাক্য ! মর্ত্যলোক নিজ
 কর্ম্মাক্ষসারে এইরূপে সজ্জগ্রহণ করিয়া থাকে ।
 আয়ু, কর্ম্ম, বিদ্যা, বিহু, মর্ত্য, এই পাঁচটা

গটিকতানি হি সৃজ্যন্তে গর্তম্ভৈব বৈহিনঃ । ৩৩
 কর্ম্মণা জায়ন্তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব হি লংঘ্যে ।
 সুখ-দুঃখ-ভয়ঃ কেমং কর্ম্মণৈব হি প্রাপ্যতে ।
 অধোমুখমূর্ছপানং গর্তাবায়ুঃ প্রকর্ষতি ।
 তলে ত্ জাহ্নপার্শ্বাতাং করতোর্নাস্ত বর্জতে ৩৫
 অমূর্ছৌ চোপরিভন্তৌ জাহ্নহারথ কনাসুলৌ ।
 জাহ্নপৃষ্ঠে তথা নেত্রে জাহ্নমধ্যে চ নাসিকা ৩৬
 এবং বুদ্ধিং ক্রমাদযাতি জন্তুঃ শ্রীগর্তসংস্থিতঃ ।
 কাঠিকমহীভায়াস্তি ভুজপীতেন কীৰ্ত্তি । ৩৭
 নাভৌ বাপ্যানৌ নাম নাস্ত্যাঃ তস্ত নিবধ্যতে
 শ্রীণাং তথাহুতয়িরে স নিবদ্ধঃ প্রজ্যতে ৩৮
 ক্রমাগ্নি ভুজপীতানি শ্রীণাং গর্তোদরে তথা ।
 তৈরাপ্যায়িতদেহোহঙ্গৌ জন্তুর্বিষ্মপৈতি চ ।
 স্মৃত্যন্তত্র প্রযাত্যন্ত বহ্ন্যাঃ সংসারভুতক ।

জীবের গর্তাবস্থায়ই মৃত্যু হইয়া থাকে । জন্তু
 কর্ম্ম দ্বারা উৎপন্ন হয়, কর্ম্ম দ্বারাষ্ট বিনষ্ট হয় ।
 সুখ, দুঃখ, ভয়, ভক্ত সবুদয় কর্ম্মদ্বারাষ্ট লাভ
 হইয়া থাকে । বায়ু গর্তস্থ জীবকে অধোমুখ
 উর্দ্ধগাদ করিয়া কর্ম্মপূর্ব্বক নিঃসারিত করে ।
 গর্তমধ্যে সেই জীব যখন বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়
 তখন জাহ্নপার্শ্ববয়ের তলে করতর হাপন-
 পূর্ব্বক বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । জাহ্নর উপরিভাগে
 অমূর্ছদ্বয়, জাহ্নপৃষ্ঠোপরি কনাসুলি সকল
 বিস্তৃত থাকে । নেত্রদ্বয় জাহ্নপৃষ্ঠ ও নাসিকা
 জাহ্ন মধ্যে অবস্থিত থাকে । এই প্রকার
 থাকিয়া ক্রমে ক্রমে বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । মাতার
 ভুজ-পীতাদি জ্বোয়র রস তকন করিয়া
 জীবিত থাকে ; তাহাতেই তাহার বুদ্ধির
 সঞ্চিত অস্থিসমূহ কঠিন হইতে থাকে । তাহার
 নাভিতে আপ্যায়নো নামে একটা নাভী
 আবদ্ধ থাকে, ঐ নাভীর অপর ভাগ মাতার
 অগ্রচ্ছিত্রে সংলগ্ন থাকে । মাতার ভুজ-
 পীতাদি জ্বোয়র রস সেই নাভী দ্বারা সংসারিত
 হয় । জীব তাহা দ্বারা আপ্যায়িত হইয়া
 বুদ্ধি পাইতে থাকে । তখন তাহার সংসার-
 ঘটিত বহাবধ স্মৃতি হইতে থাকে এবং গর্ত-

হতো নির্বেকমায়াতি পীড়ামান ইত্যন্তঃ । ৪০
 পুনর্নৈব করিষ্যামি মৃত্যুমাত্র ইত্যোহরাৎ ।
 অথ তথা পতিষ্যামি গর্ভঃ নাপ্রোম্যঃ যথা ।
 ইতি সাক্ষ্যম্ কীবো মৃত্যুঃ জন্মশতানি বৈ ।
 যানি পূর্বাশুভানি মৈবভূতান্মজানি বৈ । ৪১
 ততঃ কামক্রমাজ্জন্তুঃ পদ্বিস্তৃত্যধোমুখঃ ।
 নবমে দশমে বাপি মাসি সঙ্গায়তে ততঃ । ৪২
 নিজ্জন্মানাগে বাহেন প্রাজ্ঞাংস্তোম পীড়তে ।
 নিজ্জন্মাস্তে চ বিগতম্ তদা হুঃখমিষ্টীড়িতঃ । ৪৩
 নিজ্জন্মাস্তোদগানুচ্ছ্বাসমহাঃ প্রতিপদ্যতে ।
 প্রাপ্নোতি চেতনাক সৌ বায়ুস্পর্শবুধাবিতঃ ।
 ততস্তং বৈকুণ্ঠী মায়া সমাস্কল্যতি মোহিনী ।
 তদা বিমোহিতায়াসৌ জ্ঞানভ্রমমবাপ্নোতে । ৪৪
 ভট্টজ্ঞানং বালভাবং হতো জন্তুঃ প্রপদ্যতে ।
 ততঃ কৌমারকাবস্থাং যৌবনং বৃদ্ধতামপি । ৪৫
 পুনশ্চ তদনন্তরং জন্ম প্রাপ্নোতি মানবঃ ।
 ততঃ সঙ্গসংসারক্রোধান্নিন ভ্রাম্যতে ঘটিষত্ববৎ । ৪৬
 কদাচিৎ স্বর্গমাপ্নোতি কদাচিৎশিরঃ নয়ঃ ।

যজ্ঞপায় অসাক্ষ পীড়ামান হইয়া সে মনে করে
 যে, গর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইলে আর কোনও
 কৰ্ম্ম করিব না, যে সকল কৰ্ম্ম করিলে গর্ভে
 প্রবেশ করিতে হয় না, সেই স্তেই কৰ্ম্ম করিব ।
 ২১—৪১ । জীব এইরূপ স্রবণ করত দেব-
 তির্থাঙ্কমমুখাদি পূর্বাশুভ অতীত শত শত
 জন্ম স্রবণে নিতান্ত ব্যথিত হয় । পরে তখন
 ক্রমে নবম মাস উপস্থিত হইলে সেই জীব
 অধোমুখ হইয়া নিজ্জন্ম হয় । নিজ্জন্ম কালে
 প্রাজ্ঞপত্য নামক বায়ু দ্বারা পৃথিত হয়,
 তাহাতে সে কণে কণে মুচ্ছিত হইতে থাকে ।
 সেই সময়ে বৈকুণ্ঠী মায়া তাহাকে আক্রমণ-
 পূর্বক মোহিত করে । তখন তাহার পূর্বজ্ঞান
 সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় । তার পর আবার সেই
 জীব বাল্য, কৌমার, যৌবন, বৃদ্ধতা প্রভৃতি
 মন্য ভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় ।
 তৎপরে পুনরায় তাহার জন্ম এবং পুনর্মৃত্যু
 ঘটিয়া থাকে । তাহার এই প্রকারে সংসার-
 ক্রমে ঘটি যত সদৃশ ভ্রমণ করিতে হয় । নিজ

শিরঃকৈব স্বর্গক স্বকর্মানলয়মুত্তে । ৪৭
 কদাচিৎস্বর্গকর্মা চ ভূবঃ স্বয়েন গচ্ছতি ।
 স্বর্গোকে নরকে চৈব ভুক্তপ্রায়ে যিজোতসম ৪৮
 নরকেষু মহচ্ছুঃখমেতদ্যৎস্বর্গবাসিনঃ ।
 দৃশ্যন্তে তাত মোদন্তে পাতামানৈস্ত নারকৈঃ ।
 স্বর্গেহপি হুঃখমতুলং যদারোহণকালতঃ ।
 প্রভুতাকঃ পতিষ্যাম্যোত্যন্তর্যমসি বর্ষতে । ৪৯
 নারকান্তেচব সন্তোষকা মহচ্ছুঃখমবাপ্যতে ।
 এবং গতিমহাঃ গন্তেত্যহর্নিশমনির্বৃত্তঃ । ৫০
 গর্ভবাসে মহচ্ছুঃখঃ জায়মানস্ত যোনিজম্ ।
 জাতস্ত বালভাবেহপি বৃদ্ধয়ে হুঃখমেব চ । ৫১
 কামেখ্যাক্রোধমহচ্ছুঃখঃ যৌবনেহপি চ হুঃসহম্ ।
 হুঃসপ্রো যা বৃদ্ধতা চ মরণে হুঃখমুৎকটম্ । ৫২
 কামাশ্রয়শ্চ যাম্যৈঃ স নরকেহপি চ যাত্যমঃ ।
 পুনশ্চ গর্ভাজ্জন্ম স্তাদ্বরণং হুঃখং তথা । ৫৩
 এবং সংসারক্রোধান্নিন জন্তুবো ঘটিষত্ববৎ ।
 ভ্রাম্যতে প্রাকৃতনৈবাকবকা বিখ্যাত চাস্কৃতঃ । ৫৪

কর্মাঙ্গুসারে সে কখন কখন স্বর্গে যায় ; কখন
 বা নরকে যায় ; স্বর্গ-নরকের কৰ্ম্ম ভোগ হই-
 লেই অবশিষ্ট কৰ্ম্মভোগার্থে স্তূতলে গমন
 করে । ৪২—৫০ । হে গুরু ! এই বে পোষিত
 পাণ্ড নরকে মহাছুঃখ, আর স্বর্গে বড় সুখ, ইহা
 মিত্যা । স্বর্গে আরোহণের দিনাবধি “তখন না
 জানি পতন হই” এই চিন্তায় সতত ব্যাকুল
 থাকিতে হয় । তাহার স্বর্গ হইতে নরকগত
 ব্যক্তিদিগের দাক্ষন ক্রেশদর্শনে “আমারও ক
 এইরূপ হুঃখ হইবে” এই ভাবনার ব্যথিত
 হইতে হয় । গর্ভবাস কালে মহাছুঃখ, তারপর
 জন্মগ্রহণকালে বোনিপেষণজনিত মহাক্রেশ,
 তৎপরে বাল্যভাব হেতু নানা কষ্ট, যৌবনেও
 কামক্রোধ ঈর্ষ্যানি বশতঃ হুঃখপ্রাণি মহাছুঃখ
 পাষ্টতে হয় ; বৃদ্ধাবস্থায় ক্রেশের অবধি নাই ।
 মরণের হুঃখ অত্যাৎকট ; তখন জন্মদাক্ষণ
 যমদূতগণ আসিয়া বনপূর্বক জীবকে আকণ
 করিয়া লইয়া যায় ; কৰ্ম্মাঙ্গুসারে স্বর্গে বা
 নরকে নিষ্কপ করে । জীব সংসারক্রোহ এই-
 রূপ ঘটিষত্ব বৎ প্রাকৃত কৰ্ম্মমুত্তে বদ্ধ হইয়া

নাশ্তি পক্ষিঃ স্তব্ধঃ কিঞ্চিৎ ক্ষেত্রে হৃৎকণ্ঠতাকুলে
বিনতাস্তত মোক্ষায় যতিতব্যঃ ততো নরৈঃ ।
এতৎ তে সৰ্বমাখ্যাতং যথা গৰ্ভসংস্থিতিঃ ।
কথয়ামি ক্রমশঃ প্রটুঃ বা বৰ্জতে স্মৃণু ॥ ৫০
গরুড় উবাচ ।

মধ্যে কৃতমতাপ্রব্রবন্তাপ্তং যথোক্তম্ ।
তৃতীয়তাপি প্রব্রত উত্তরং বিধীয়তাম্ ॥ ৬০
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

ত্রিঘমাণস্ত কিং কৃত্যমিতি ত্রং পৃষ্টবানসি ।
শুণু ততোত্তরং বৎস কথয়ামি সমাসতঃ ॥ ৬১
আসন্নমরণং হা পুরুষঃ স্থাপয়েৎ ততঃ ।
গোমূত্র-গোময়-শুষ্কতীর্থোদক-কুশোদকৈঃ ॥ ৬২
বাসনী পরিবার্য্যধা ধৌতে তু শুচিনী শুভে ।
দৰ্ভাণ্যাদৌ সমাশ্রীণ্য দক্ষিণাগ্রান বিকীৰ্ণা চ ।
স্তিলান শোময়লিপ্তাণাং ভূমৌ তত্র নিবেশয়েৎ ॥
প্রান্তদক্ষিণসং বাপি মুখে স্বর্ণং বিনিৰ্দ্ধিপেৎ ॥

বারংবারি যাতারাত করিয়া থাকে । হে পক্ষি-
রাজ ! জগৎক্ষেত্রে হৃৎকণ্ঠে আকুল ; ইহাতে
কিছুমাত্র শ্রুতি নাই ; অতএব মনুষ্যমাত্রেয়ই
মোক্ষলাভার্থে যত্ন করা একান্ত কর্তব্য । এই
আমি তোমার নিকট গৰ্ভসংস্থিতির বিষয়
কৌতুহল করিলাম । তোমার যদি আর কোন
জিজ্ঞাস্ত থাকে, তবে তাহা বল । গরুড় কহি-
লেন,—হে কৃষ্ণ ! আদ্যন্ত প্রব্রবন্তের উত্তর
প্রাপ্ত হইয়াছি ; এক্ষণে মধ্যপ্রব্রবন্তের উত্তর
বিধান করুন । ৫১—৬০ । শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,
হে গরুড় ! তুমি ত্রিঘমাণ ব্যক্তির কর্তব্য কি,
তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছ । হে বৎস !
ত্রিঘমের উত্তর শ্রবণ কর ; আমি তোমাকে
সংক্ষেপে বলিতেছি । পুরুষকে আসন্নমরণ
জানিয়া গোমূত্র, গোময়, গজামৃতিক, তীর্থ-
জল ও কুশোদক দ্বারা তাড়কে স্নান করা-
ইবে । ধৌত ও চৈবহুয় পরিধান পুরুষকে
শোময়লিপ্ত ভূমিতে দক্ষিণাগ্রে দৰ্ভ আশ্রয়ণ
করিয়া শুষ্কপরি হিল বিকিরণ করত পূৰ্ব বা
উত্তরদিকে দ্রৌণীকে শাসিত করিবে । দ্রৌণীর

শালগ্রামশিলা তত্র তুলনী চ ধগেবর ।
বিধেয়া সন্নিধৌ সৰ্পিনীপশু জলনং পুনঃ ॥ ৬৫
নমো ভগবতে বাসুদেবায়ৈতি জপস্তথা ।
আদৌ তু প্রণবঃ কৃদা পূজাদানে ততঃ স্মৃতে ॥
সমভার্তা হৃদীকেশঃ পুষ্পদূপাদিস্তিতঃ ।
প্রশিপাটৈঃ স্তবৈঃ পুণ্যধীনমোগেন পূজয়েৎ
দ্রবা দানক বিপ্রভ্যো দীনানাবেভা এব চ ।
পুত্রো মিত্রে কলত্রো চ ক্ষেত্র-খাত্ত-ধনাদি- ॥
নিবর্তয়েন্নমহক বিকোঃ পাদৌ হৃদি স্মরন্ ॥ ৬৮
উট্টৈঃ পুরুষহৃক্তক যদি শ্রেষ্ঠাশনস্তথা ।
পুত্রাদ্যাঃ প্রপাঠয়ন্তে ত্রিঘাণে নিজে জনে ॥
এতৎ তে সৰ্বমাখ্যাতং কৃত্যং মৃদ্যাবুপাশ্রিতে ।
কলমপ্যস্ত কংকশ্চ সমাসাৎ তে বদাম্যহম্ ॥ ৭০
স্নানেন শুচিতাপ্রাপ্তিরপাবিত্যহুতস্তিতঃ ।
ততো বিকোঃ স্মৃতিস্তস্তাভ্যন্তিঃ সৰ্বকলপ্রদা ॥
দৰ্ভতুলী নয়েৎ স্বৰ্গমাকুরন্ত ন সংশয়ঃ ।
তিলাদর্ভৈশ্চ নিকটৈস্তে স্নানং ক্রতুমহং তবেৎ

মুখে স্বর্ণস্থাপন করিবে । সেই স্থানে শাল-
গ্রামশিলা, তুলনী ও বৃহদ্রদীপ স্থাপন
করিবে । “ও নমো ভগবতে বাসুদেবায়”
এই মন্ত্র যথাশক্তি জপ করিবে । পরে ধ্যান-
পুরুষক পুষ্প-দূপাদি উপহারে বিষ্ণুর পূজা ও
ও স্তব পাঠ করিয়া নমস্কার পুরুষক দানীয়
দ্রবা উৎসর্গ করিবে । বিপ্র দীন অনাথাদিগকে
যথাশক্তি ধন দান করিয়া আসন্নমৃত্যু মানব
পুত্র মিত্র কলত্র ক্ষেত্র ধন ধাত্মাদিতে সমস্ত
পরিহারপুরুষক বিষ্ণুর চরণ কমল-ধানে রক্ত
হইবে । দ্রৌণী অত্যন্ত পীড়িত হইলে পুত্রাদি
ইষ্টজনেরা উট্টৈঃ-বরে পুরুষহৃক্ত মন্ত্র পাঠ
করিবে । এই তোমার নিকট মৃত্যুকালীন
কর্তব্য কৌতুহল করিলাম, এক্ষণে এই সকলের
যথোক্ত কলত্র কৌতুহল করিতেছি । ৬১—৭০ ।
স্নান দ্বারা শুচিতা প্রাপ্ত হয়, অপাবিত্যতা
দূরীভূত হয় । বিষ্ণুর আদেশেই সৰ্বকল
কলপ্রদ হইয়া থাকে, একান্ত বিষ্ণু স্মরণ
করিতে হয় । দৰ্ভতুলীতে শয়নে আতুর
ব্যক্তি স্বৰ্গলাভ করে । তিলদৰ্ভবৃক্ত স্নানে

ব্রহ্মা বিষ্ণু ক্রতুঃ স্রীচৈতন্যৈব চ ।
 মণ্ডলে চোপকিষ্টস্থি ভস্মঃ কুবীজ মণ্ডলম্ ॥ ১৫ ॥
 প্রাণকথ্যঃ ক্রতেনৈত শিরসা সৌকবৃত্তমম্ ।
 ব্রহ্মে যদি পাপস্তাঃ পুংসো ভবেৎ খগ ॥
 পঞ্চরত্নঃ যুগে যুক্ত স্রীবে জ্ঞানঃ প্ররোচতি ॥ ১৬ ॥
 তুঙ্গসী ব্রাহ্মণ্য গাবো বিষ্ণুরেকাদনী খগ ।
 পঞ্চ প্রবচনাত্মন ভবাক্কো মজ্জতাঃ নৃণাম্ ॥ ১৭ ॥
 বিষ্ণুরেকাদনী-স্রী ৭-তুঙ্গসী-বিপ্র-ধেনবঃ ।
 কসারে তুর্গসংসারে বটপদী যুক্তিদায়িনী ॥ ১৮ ॥
 নামা ভগবতঃ বাসুদেবায়ৈকি জপন মতঃ ।
 শুদ্ধারপূজাঃ সাযুজ্যঃ প্রাপ্তুং যচ্ছাস্ত্র সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥
 পঞ্চমাপি চ যমোক্ত প্রাণির্দীর্ঘাঙ্গিনঃ ব্রহ্মে ॥
 বহুভাবো যমোহে তু জ্ঞানঃ পুরুষসূক্ততঃ ॥ ২০ ॥
 যন্ত যন্তাদিকন্তু সাধনেষেব কাঞ্চন ।
 তন্তুং কলস্রাপানিকাং ভবতীত্যবধারণ ॥ ২১ ॥
 সাতব্যানি যথানজ্ঞা স্রীতোহসৌ স্রীমিতো
 ভবেৎ ।

সর্বযজ্ঞকল্প লাভ ইব । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ক্রতু, লক্ষ্মী, হতাশন, ইহার মণ্ডলে অধিষ্ঠান করেন, অতএব মণ্ডল অঙ্কিত করিবে । পূর্বা বা উত্তরদিকে শিরঃস্থাপন করিলে উত্তমলোক লাভ হয় এবং সেই ব্যক্তির পাপনাশ হইয়া থাকে । ত্রোগিব যুগে স্বর্ণ নিষ্কিণ্ড হইলে তাহার জ্ঞান জন্মে । তুঙ্গসী, ব্রাহ্মণ, গো, বিষ্ণু ও একাদনী, ভবসাগরময় ব্যক্তিগণের পক্ষে এই পাঁচটি পোহস্বরূপ । বিষ্ণু, একাদনী, গীতা, তুঙ্গসী, বিপ্র ও ধেনু ; অপার তুর্গসংসারে এই বটপদী যুক্তিদায়িনী । মনুষ্য "ও নমো ভগবতে বাসুদেবায়" এই মন্ত্র জপ করত প্রাণত্যাগ করিলে বিষ্ণুসায়ুজ্য প্রাপ্ত হয় । দান করা হেতু স্বর্গলোকে পূজা লাভ করিয়া থাকে । পুরুষসূক্ত পাঠে যমভূ জ্ঞান বিমষ্ট হইয়া যায় বলিয়া যুক্তি পাইয়া থাকে । হে গুরুত ! এই সকলের মধ্যে যাহার যে কার্যের উপকরণাদি ভালরূপ হয়, তাহার কলস্রাপিকা জানিও । যথানজ্ঞা দান

এতৎ তে সর্বযজ্ঞাতঃ স্থানান্তি কল্পা যথা ।
 দানস্তাপি বিধিঃ বচ্মি যত্নাশ্রয়নঃ খগ ॥ ২২ ॥
 ইতি স্রীগুরুভ্যে মহাপরাং উত্তরখণ্ডে
 স্রীকৃষ্ণ-গুরুভ্যং বাদে গর্ভবসন্তিযণমা
 নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

স্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

জ্ঞানভোহজ্ঞানভো বাপি যন্নরৈঃ কলুষঃ কৃতম্ ।
 তন্তু পাপস্ত তৎকার্যং বিধেয়া নিকৃৎনিরৈঃ ॥ ১ ॥
 ভস্মাদিস্তাননশক্যমাত্মো কুর্যাদিচক্ষণঃ ।
 যথানজ্ঞি যত্নাদি প্রত্যাশাশাঙ্করেদপি ॥ ২ ॥
 তদর্ঘ্যং বা তদর্ঘ্যং বা তদর্ঘ্যাদিযথানি বা ।
 যথানজ্ঞা ততঃ কুর্যাদন দানানি বৈ শৃণু ॥ ৩ ॥
 গো-হু-ভিল-হিরণ্য-বাসো ধাতু-তদাত্তথা

করিবে, তাহাতে বিষ্ণু স্রীচ চইয়া তাহার সকল কামনা পূর্ণ করেন । হে গুরুত ! এই আমি তোমার নিকট মুমুকুত্ব্য কীর্তন করিলাম ; এখন যত্নাকালীন দান সহজীয় বিধান কহিতেছি, শ্রবণ কর । ১১—৪২ ।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায় ।

স্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—নরগণ জ্ঞানত বা অজ্ঞানত যে কিছু পাপকর্ম্ম করে, সেই পাপের বিমুक्ति নিমিত্ত নিকৃত (প্রত্যাশত) করা কর্তব্য । বিচক্ষণ ব্যক্তি প্রথমে ভস্মাদিধারা দশবিধ দান সম্পাদন করিবে । ছয় বৎসর যাবৎ যথানজ্ঞি শাস্ত্র প্রাতিদিন পাঠ করিবে । অশক্ত পক্ষে ইহার অর্ধ অথবা একপাদ অজ্ঞানত করিবে । তাবপর যথানজ্ঞি দশদান জব্য বিতরণ করিবে । সেই দশ জব্য শ্রবণ কর ;—গো, হু, ভিল, বা, ধাতু, ধাতু,

রজতঃ সৰণকৈব দানানি দশ বৈ বিদুঃ । ৪
 প্রায়শ্চিত্তসাপত্তা যে তানি দদ্যাদ্রয়ো দশ । ৫
 ততো যযদ্বারপথে পুষ-শোণিতসঙ্কুলে ।
 নদীং বৈতরণীং তুর্জুঃ দদ্যট্টৈতরণীক গাঘ ।
 কৃকন্তনো মুকৃফাকী সা বৈ বৈতরণী শ্রুতা । ৬
 তিলা লোহঃ স্রিণাক কাপাসঃ সৰণঃ তথা ।
 সপ্তধাতুঃ কিত্তির্গাঘ ঐকৈকং পাবনং স্মৃতম্ । ৭
 এতাক্ষরৌ বদানান্যাস্তমায় বিজ্ঞাস্থে ।
 আতরেণ তু দেহানি পদরূপাবি যে শূ । ৮
 হ্রোপানক-দশাশি মুদ্রিকা চ কলশমুঃ ।
 আগ্নেয়ঃ তাজনঃ ভোজ্যঃ পদকাষ্টিকিঃ স্মৃতম্
 তিলপাত্রঃ সর্পিঃপাত্রঃ শয্যা । সোপকরা তথা ।
 এতৎ সর্বং প্রদাতব্যং যদিষ্টেকাক্ষনোহপি তৎ
 অথো যথাক্ত যতিষী বাজ্ঞনঃ বস্তুমেব চ ।
 আত্মপেত্যঃ প্রদাতব্যঃ ত্র্যম্পূর্বকমপি স্বয়ম্ । ১০
 দানান্যস্তান্তপি বগ তর্পণে যৌশ্চিহ্নতঃ । ১১
 প্রায়শ্চিত্তং কৃতং যেন দশ দানান্যপি ক্রিটৌ ।

ধাতু, তুর্জু, রজত ও সৰণ, এই দশদ্রব্য দশ-
 দান বলিয়া উক্ত হয় । প্রায়শ্চিত্তার্থী ব্যক্তি
 এই দশটি দান প্রদান করিবে । তারপর
 যযদ্বারপথে পুষশোণিতসঙ্কুল বৈতরণী নদী
 পার হইবার নিমিত্ত বৈতরণী গাভী প্রদান
 করিবে । কৃকন্তন স্তনবিশিষ্টা মুকৃফাকী
 গাভীকেই বৈতরণী বলা যায় । তিল, লোহ,
 স্বর্ণ, কাপাস, সৰণ, সপ্তধাতু, তুর্জি, গো,
 ইহারা এক একটীই সর্বশেষ পবিত্রতা সাধক ।
 আতুর ব্যক্তি এই অষ্ট মহাদান পবিজ্ঞ বিজ্ঞকে
 প্রদান করিবে । হ্র, পাত্ৰকা, বজ্র, মুদ্রিকা,
 কলশমু, আগ্নেয়, ভোজ্য, ভোজনপাত্র, এই
 অষ্টবিধ দ্রব্যকে পদদান বলে । তিলপাত্র,
 স্তপপাত্র, সপরিচ্ছদ শয্যা, এই সকল এবং
 আরও যাহা যাহা নিজের প্রিয়, সেই সকল
 দ্রব্যই দান করিতে হয় । ১—১০ । অব, বধ,
 যতিষী, বাজ্ঞন, বহু, যোগী স্বয়ং ওকার উচ্চা-
 রণপূর্বক এই সকল দ্রব্য প্রদান করিবে ।
 অগ্নিও যে সকল দান আছে, যৌর শক্তি অমু-
 সারে সে সকলও প্রদান করিবে । যে ব্যক্তি

দান গোটৈতরণ্যাশ্চ দানাক্ষরৌ তথাপি বা ।
 তিলপাত্রঃ সর্পিঃপাত্রঃ শয্যাদানং তৈবৈব চ ।
 পদদানক বিধিবদ্রাসৌ নিরয়গর্তগঃ । ১৩
 হাতদ্রোণাশি সৰণ-দানমিচ্ছন্তি পুংসঃ ।
 বিকুদেহসমুৎপন্নো যতোহহং সৰণো যঃ । ১৪
 আতুরস্ত যদা প্রাণা ন যাস্তি বসুধাকুলে ।
 সৰণক তদা দেহং দারস্তোদঘাটনং দিবঃ । ১৫
 যানি কানি চ দানানি স্বয়ং দদ্যানি মানবৈঃ ।
 তানি তানি চ সর্বাণি উপতিষ্ঠন্তি চাক্রতঃ । ১৬
 প্রায়শ্চিত্তং কৃতং যেন সাক্ষং বগ স বৈ পুমান্
 পাণানি ভবসাৎ কৃদ্বা স্বর্গলোকে মহীয়তে । ১৭
 অমৃতস্ত গবাং কৌরঃ যতঃ পতঙ্গসত্তম ।
 তদ্বাদ্ধনাতি যো দেহুয়তত্বং স গচ্ছতি । ১৮
 দানাক্ষরৌ তু দদ্বা বৈ গচ্ছন্তি নিম্নে বসেৎ । ১৯
 আলম্বস্তত্র রৌদ্রে বি দহতে যেন মানবঃ ।
 ছত্রদানেন শূচ্ছাত্রা জায়তে পথি তুষ্টিনা । ২০

বিধিপূর্বক প্রায়শ্চিত্ত, দশ-দান, বৈতরণীদান,
 অষ্টদান, তিলপাত্র, স্তপপাত্র, শয্যাদান ও
 পদদান করিয়াছে, সে নিরয়ে যায় না ।
 পণ্ডিতগণ সৰণদান যথেষ্ট ভাবে করিতেও
 বিধি দিয়া থাকেন, কারণ সৰণরস বিকুদেহ
 হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে । সুমুর্ষু দশায় যখন
 প্রাণ আর থাকির হয় না দেখা যায়, তখন
 সৰণদান করা কর্তব্য ; তাহাতে পরলোকের
 দ্বার উদঘাটিত হয় । মানবগণ যে সকল দান
 নিজেই সম্প্রদান করে, পরলোকে সেই সকল
 দ্রব্য সর্বাংশে নিজ সমুখে আশ্রয় উপস্থিত
 হয় । যে গরুড় ! যে ব্যক্তি সাক্ষ প্রায়শ্চিত্ত
 করিয়াছে, সে ব্যক্তি যে পাপনিচয় ভবসাৎ
 করিয়া স্বর্গ লোকে সুখে বাস করিবে, তাহাতে
 সন্দেহ কি ? গোহুয়ই অমৃত স্বরূপ ; অতএব
 যে ব্যক্তি দেহদান করে, সে অমৃতও প্রাপ্ত
 হয় ; অষ্টদান প্রদানে গচ্ছন্তি প্রাপ্ত হয় ।
 সেই পথে ধরতর রৌদ্র বিদ্যমান, নরগণ
 তাহাতে দহ হইয়া যায় ; যদি ছত্র দান করে,
 তবে পথে গমনকালীন ঐতিকরা হয় । প্রাপ্ত

অসিপত্রবনং ঘোরমতিক্রমতি বৈ পুথম্ ।
 অশ্বাচ্চন্দ্র ব্রজতে চন্দ্রে ব্রহ্মপানকৌ ৷ ২১ ৷
 ভোজনাসম্বাদনেন সুখং মার্গে ভূনক্তি বৈ ।
 প্রদেশে নির্জনে নাতা শ্রমী স্ফটিক কমণ্ডলোঃ
 সমদৃশ্য মহারৌদ্রাঃ করাসাঃ কৃষ্ণপিঙ্গলাঃ ।
 ন পীড়য়ন্তি দাক্ষিণ্যভ্রাত্তরগদানতঃ ৷ ২০ ৷
 তিলপাত্রকু বিপ্রায় নতঃ পত্ররথ কথম্ ।
 নাশযেৎ জিবিধং পাপং বাহনঃ কার্ণাসম্ভবম্ ।
 সূতপাত্রপ্রদানেন কুন্তলোকে বসেন্নরঃ ৷ ২৫ ৷
 সর্কোপকরস যুক্তাঃ শয্যাঃ নহু বিজাতয়ে ।
 নানাপ্রসাদিরাধিকঃ বসানমধিরোহতি ৷ ২৬ ৷
 ষষ্টিবর্ষমত্মাশি ক্রোড়িয়া শক্রমন্দিরে ।
 ইন্দ্রলোকাৎ পণ্ডিত ইন্দ্রলোকে নৃপা ভবেৎ ।
 সর্কোপকরণোপেতাঃ যুগ্মাঃ দোষবর্জিতম্ ।
 যোহনঃ নপাতি 'বপ্রায় স্বর্গলোকে চ তিষ্ঠতি ৷
 যাবন্তি রোমাশি তয়ে ভবন্তি হি স্বর্গেশ্বর ।
 তাবতো রাজিতান লোকানঃপুংস্বন্তি হি পুংসান
 চতুর্ভিঃসংগৈর্গুহ্যঃ সর্কোপকরণৈর্গুহ্যম্ ।

হয়। ১১—২০। ঘোর অসিপত্রবন পার হওয়া অতি ত্বর, যাহারা পাত্রকা প্রদান করে, তাহার পথে অথ লাভ করিয়া তাহাতে আরোহণপূরক অভিপ্রেতি পার হইয়া যাই। ভোজ্য ও ভোজনপাত্র প্রদানে পথে উত্তম রূপে আহার করিয়া যাউতে পারে। কমণ্ডলু-নাভা জলহীন পথে তৃষ্ণাদি ক্রমিত ক্রম পায় না। বসন ও আভরণদাতাকে ক্রম কৃষ্ণপিঙ্গল সমদৃশ্য সন্তুষ্ট হইয়া উৎসীড়ন করে না। অশ্বপকে তিলপাত্র প্রদান করিলে বাক্য-মনঃ-কার্ণ্য-সম্বাদ পাপ সকল বিনষ্ট হয়। সূতপাত্র প্রদানে মানব কুন্তলোকে বাস করিতে পারে। বিজাতিকে সর্কোপকরণযুক্ত শয্যা দান করিলে অপ্সরোগণে সমাকীর্ণ বিমানে বিহার করিতে পারে। সে ব্যক্তি ষষ্টিমত্স বর্ষ ইন্দ্রলোকে বাস করত তথা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ইন্দ্রলোকে গাজা হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সর্কোপকরণ-যুক্ত দোষবর্জিত যুগ্ম অথ অশ্বপকে প্রদান করে, সে স্বর্গলোকে সম্মানিত হয়। যে

ব্রহ্ম বিজাতয়ে নবা রাজস্বরকলং লভেৎ ৷ ৩০ ৷
 হৃদ্যধিকাক মহিষীঃ নবমেঘবর্ণাঃ
 সন্তুষ্টতর্পকবতীঃ জঘনান্তিরামায ।
 নবা পুংসবন্তিকারঃ বিজপুংসবায়
 লোকোদয়ঃ স জঘতীতি কিমত্র চিত্রম্ ৷ ৩১ ৷
 তালবৃক্ষস্ত মানেন বায়ুনা বীভাতে পথি ।
 কাঙ্ক্ষিত্বক সুভগঃ জীমান ভবতাপরদানঃ ৷ ৩২ ৷
 বশ্যমোপকরণযুক্তঃ গৃহং বিপ্রায় যোহর্পয়েৎ ।
 ন কীমতে তস্ত বংশঃ স্বর্গং প্রাপ্নোতাসুতমম্ ৷ ৩৩ ৷
 ভগতাত্ত্বং বগলোকে কলগৌরবলাঘবম্ ।
 অত্যাধিক্যাবিভেদেন দানগৌরব-লাঘবাৎ ৷ ৩৪ ৷
 ততো যেনাভুদানানি কৃতান্তত্ব রসান্তথা ।
 তদা পগ তথাহ্লাদমাশি প্রতিপদাতে ৷ ৩৫ ৷
 অন্নানি যেন দদ্যানি অতাপূতেন চেতসা ।
 সোহপি তৃপ্তিমবাশ্রোতি বিনাপ্যয়েন বৈ তদা
 আসন্নৈ মরণে কৃষ্যাৎ সন্ন্যাসঃ চেদিধানতঃ ।
 আবর্তেত পুনর্নাসৌ ব্রহ্মভূময় করতে ৷ ৩৬ ৷

গরুড়! সেই অশ্ব যত সম্বাক রোম থাকে, তত কাল তাহার স্বর্গে বাস হয়। ২১—৩০। যাহি কেহ অশ্বপকে নবমেঘবর্ণা সমধিক হৃদ্য-বতী বৎসসমধিতা পুংসবন্তিকাক মহিষী প্রদান করে, তবে সে সর্কলোক ভয় করিয়া চিরকাল সুখে বাস করিবে, তাহাতে বিচিহ্ন কি? বাজান দান করিলে সেই পথে নিম্ন বায়ু দ্বারা বীজিত হয়। বহুদানে পরলোকে কাঙ্ক্ষিত সুভগ জীমান হইয়া থাকে। রস অন্ন ও অন্নাত্ত উপকরণসহ গৃহ প্রদান করিলে তাহার বংশও বংশনাশ হয় না; সে ব্যক্তি স্বর্গে বাস করে। হে বগেশ্বর! এই সকল দানের মধ্যে অত্যাধিক্য তাহতম্য বশতঃ কলগৌরব তাহতম্য ঘটিয়া থাকে। ইন্দ্রলোকে যাহারা রস কিংবা জল দান করে, পরলোকে তাহার তৃষ্ণায় ক্রম পায় না; প্রত্যাগত সন্ন্যাস আনন্দিত থাকে। যে ব্যক্তি অন্ন দান করে সে পরকালে অন্নতোজন ব্যতীতও ভোজন-জনিত তৃপ্তি অনুভব করে। মরণকাল আসন্ন হইলে যদি যথাবিধি সন্ন্যাস গ্রহণ করে, তবে

আনন্দরূপো মর্ত্যক্ষেণ তীর্থং প্রতি নীচতঃ ।
 তীর্থপ্রাপ্তৌ ভবেনুজ্জ্বল্যন্তে যদি মার্গগাঃ ।
 পদে পদে ক্রতুসমং ভবেৎ কৃত্ব ন সংশয়ঃ ॥ ৩৮
 গৃহীরাচেনঃ শনং ব্রজঃ বিধিঃ প্ৰগতে ।
 মৃত্যৌ ন মোহপি সংসারে ক্ৰুঃ পৰ্যটন্তি দ্বিজ
 কিং দানমিতি তুৰ্য্যস্ত প্রকৃত্যন্তরিতং যত ।
 দ্বৈতমৃত্যোরন্তরে কিমতি প্রকৃত্যন্তরং শূন্য ॥ ৪০
 গতপ্রাণঃ ততো জীবাত্মা পুত্রাধিরাজতম্ ।
 শবং জলে ন ভবেন কালমেঘবিচারণম্ ।
 পরিষাপাততে বস্ত্রে চক্ষুর্দৈঃ প্রোক্ষয়েৎ কক্ষম্
 কতো মৃতস্ত স্থানে বৈ একো দ্বিষ্টঃ সমাচরেৎ ।
 প্রয়োগপূৰ্ণং দাতব্যং যোগাক্ষিপিকো ভবেৎ ॥
 আসনং প্রোক্ষণঞ্চ স্থানং স্তাদ্বেতচ্চতুষ্টয়ম্ ।
 আবাহনার্চনে নৈব পাত্ৰান্ধাবগাহনে ॥ ৪৩

সে একে লীন হয়, তাহার পুনরাবর্তন হয় না ।
 মরণ আসন্ন হইলে যদি রোগীকে তীর্থে
 লইয়া যায়, তবে তাহার সেই তীর্থে মৃত্যু
 হইলে মুক্তি হয়, আর যদি পথি মধ্যে ই মৃত্যু
 ঘটে, তবে সে যত পদ পথ অতিক্রম করি-
 য়াছে, তত যজ্ঞের ফলপ্রাপ্ত হয় । মৃত্যুকাল
 সমাগত জানিয়া যদি অনশনব্রত অবলম্বন
 করে, তবে সে পুনরায় সংসারে প্রত্যাবর্তন
 করে না । “মৃত্যুকালে কি দান করা কর্তব্য ?”
 তুমি যে এই প্রশ্ন করিয়াছিলে, এই তাহা
 কহিলাম । “মৃত্যু ও দাতব্য মধ্যকালে কি কি
 কার্য্য করিতে হয়” এই প্রশ্নোত্তর শ্রবণ কর ।
 ৩১—৪০ । রোগীকে গতপ্রাণ জানিয়া
 পুত্রাদি দানপূৰ্ণক সেই শবকে শুদ্ধ জল দ্বারা
 স্নান করাইয়া অচ্ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করাইবে ;
 তাহার দেহে চক্ষুনাশুলেপন করিবে, তৎপরে
 সেই মৃতের স্থানে যথাবিধি একোদ্বিষ্ট করিবে,
 বক্ষ্যমাণ বিধি অহুসারে একোদ্বিষ্ট করিলে
 তবে দ্বিষ্টে অধিকার জন্মে । সাধারণ বিধি
 অহুসারে সমস্ত কার্য্য করিবে । বিশেষ এই
 যে,—আসন ও প্রোক্ষণ দিবে, কিন্তু আবাহন,
 অর্চন, পাত্ৰালম্বন ও অবগাহন, এই চারিটি

ভবেদান্যত্র সঙ্কল্পঃ পিণ্ডদানং সৰ্বা ভবেৎ ।
 পদার্থপঞ্চকং ন স্তাদ্বেথা প্রত্যবনেজ্ঞনম্ ॥ ৪৪
 দদ্যানকস্যামৃদকং ন স্তাদ্বেতচ্চয়ঃ পুনঃ ।
 স্বধাবধনমাসীচ্চ তিলকঞ্চ যোগোত্তম ॥ ৪৫
 ঘটং দদ্যাৎ সমায়াত্রঃ দদা দ্বৈতম্ দক্ষিণাম্ ।
 পিণ্ডস্ত চালনং প্রোক্তং যৈব প্রোক্তমিহঃ

ত্রিকম্ ১

প্রচ্ছাদন-বিসর্গে ১ চ স্বস্তিবাচনকং তথা ।
 ঐশ্ব মৃদুস্থ বিধিঃ প্রোক্তঃ স্বাদ্বেব মলিনেষু তে
 যন্তেব মরণস্থানে দ্বারি চত্বরকে তথা ।
 বিশ্রামে কঠিনস্থানে ততঃ সঞ্চরনে বঙ্গ ॥ ৪৮
 মৃতিস্থানে শবো নাম ভূমিস্থবাতি দেবতা ।
 পদো দ্বারি ভবেত্তেন ত্রীতা স্তাদ্বেতদেবতা ॥
 চত্বরে খেচরস্তেন তুবোদভূতানি দেবতা ।
 বিশ্রামে কৃতসংজ্ঞোহয়ং তুষ্টিস্তেন দিশো দদা ।
 চিত্রায়াং সাধক ইতি সঞ্চিত্তৌ প্রেত উচ্যতে ॥
 ত্রিষ্ট-দর্ভ-স্বতৈর্বাংস গৃহীত্ব তু সূতাদয়ঃ ।

কার্য্য করিবে না । দান সঙ্কল্প এই দুই কার্য্য
 হইবে না, কিন্তু পিণ্ডদান হইবে । যেরূপকরণ
 ও প্রত্যবনেজ্ঞন হইবে না, কিন্তু অকর্য্যোদক
 দান করিবে । স্বধাবাচন, আসীর্বাদ ও
 তিলক এই তিনটি কার্য্য করিবে না । মায়া-
 যুক্ত ঘট প্রদান করবে । লৌহ দ্বারা দক্ষিণা
 প্রদান করা কর্তব্য । পিণ্ড চালন করিবে,
 কিন্তু দীপাচ্ছাদন, বিসর্জন ও স্বস্তিবাচন এই
 তিন কার্য্য করিবে না । মরণস্থান, দ্বার, চত্বর,
 বিশ্রামস্থান, স্থান ও চিত্রা ; এই ছয় স্থানে
 উক্ত একোদ্বিষ্ট করা কর্তব্য । যে স্থানে
 মৃত্যু হয়, সে স্থানে শ্রাদ্ধ করিলে তদ্রূপ ভূমি-
 দেবতা তুষ্ট হইবে । দ্বারে শ্রাদ্ধ করিলে
 বায়ুদেবতা তুষ্ট থাকেন । চত্বরে শ্রাদ্ধ করিলে
 কৃতাদি খেচরগণ সন্তুষ্ট হয় । বিশ্রামস্থানে
 শ্রাদ্ধ করিলে পঞ্চভূতসংক্রক দশ দিক্ সন্তুষ্ট
 হয় । স্থানে শ্রাদ্ধ করিলে সাধকগণ সন্তুষ্ট
 হইবে ; আর চিত্রা শ্রাদ্ধ করিলে প্রেত বদ্য
 ভূমি লাভ করে । ৪১—৫০ । পুত্রাদি
 সংকারার্থ গমনকালে তিল, কুশ, যুত ও কাষ্ঠ

গাথাঃ কন্যাস্বয়ং বা পাবীয়াশা ব্রজতি হি ।
অন্যত্রানীয়াশো গামবাঃ পুরুষাঃ পশুযুঃ ।
বৈবস্বতো ন তপোত সুবরা ইব তুর্জতিঃ ॥ ৫২
ইথাং গাথামুপেতেতি স্বয়ং বা পাথ সম্পঠেৎ
দক্ষিণতাং দিক্তরতাং ব্রজেয়ুঃ সৰ্ব্ববান্ধবাঃ ।
পরি জ্ঞানবান্ কুর্যাৎ পুরোক্তবিধিনা খণ্ড ॥ ৫৪
ততঃ শনৈর্ভূতলে বৈ দক্ষিণাশিরসঃ শবম্ ।
স্বাপরিজ্ঞা চিত্তাভূমৌ পুরোক্তাং জ্ঞানমাচরেৎ ॥
তৎকঠিতলাজাদি ধ্বং নিম্নাঃ স্তুতাদয়ঃ ।
শূদ্রানীতৈঃ কৃতং বর্ষ সৰ্বং ভবতি নিফলম্ ॥
প্রাচীনাবীতিনা ভাব্যং দক্ষিণাভিমুখেন চ ।
বেদী তত্র প্রকর্তব্যা যথাশাস্ত্রমথাশুভ ॥ ৫৭
প্রেতবস্ত্রং দিবা কৃত্বাৰ্জ্জেন তং জ্ঞাপয়েৎ ততঃ ।
অৰ্ঘ্যং শ্মশানবাসার্থং কুমাৰেব বিনিষ্কিপেৎ ॥ ৬০

প্রথমপূর্বক স্বয়ং বা অন্য কোন যমগাথা
পাঠ করিবে। “যম্যপান করিয়া কোন তুর্জতি
ব্যক্তির যেমন তৃপ্তি হয় না, তেমনি যমেরও
প্রতিদিন গো, অশ্ব, মহুয়া, পশু প্রভৃতি শত
সংখ্য গ্রহণ করিলেও কিছুতেই তৃপ্তি হয়
না,” এই গাথা কিংবা “ও উপেত” ইত্যাদি
স্বয়ং পাঠ করত যত ব্যক্তির মস্তক দক্ষিণ
দিকে রাখিয়া সৰ্ব্ববান্ধবগণ মিলিত হইয়া
শ্মশানে গমন করিবে। হে গুরু! পুরোক্ত
বিধানে দুইটি আত্ম করিতে হয়। মৃত্যুস্থানে
আত্ম করিয়া শব লইয়া শ্মশানে আসিয়া
আবার আত্ম করিবে। শ্মশানে আসিয়া
চিতার উপর ধীরে ধীরে দক্ষিণ-শিরে শবকে
স্থাপন করিয়া পুরোক্ত আত্ম করিবে। ত্বণ,
কাঠ, তিল, স্তুত ইত্যাদি দ্রব্য পুত্রাদির স্বয়ংই
মেওয়া কর্তব্য। এই সকল দ্রব্য শূদ্রানীত
হইলে তদ্বারা কৃতকর্ম নিফল হয়। প্রাচীন-
বীতী দক্ষিণাভিমুখ হইয়া কার্য্য করিবে।
তথায় যথাশাস্ত্র একটা বেদী রচনা করিবে।
শ্রোতের বস্ত্র দিবা ছিন্ন করিয়া অৰ্ঘ্য দ্বারা
সেই শবকে আচ্ছাদন করিবে, আর অপর
অর্ধাংশ শ্মশান ভূমিতে প্রেতাবান নিষিক্ত

ততঃ পুরোক্তবিধিনা পিতৃং শ্রোতকরে ভসেৎ
আজ্যেনাভ্যাজনং কার্য্যং সৰ্ব্বাণ্যেবশবস্ত চ ॥ ৬২
মাহ-মৃত্যোরন্তরালে বিধির্দাহস্ত তং শূন্য ।
পুরোক্তৈঃ পকতিঃ পিণ্ডৈঃ শবস্তাহতি-
যোগাত্তা ॥
অন্তথা চোপঘাতায় রাক্ষসাদ্যা ভবন্তি হি ॥ ৬০
সমুজ্জা চোপলিপ্যাৎ উল্লিখ্যোদ্ধব বেদিকাম ।
অভ্যাকোপসমাধায় বহিঃ তত্র বিধানতঃ ॥ ৬১
পুন্ধ্যাকটৈস্ত সম্পূজ্য দেবং ক্রব্যাৎসমুজ্জকম্ ।
শ্রোতেন তু বিধানেন আহিতাগ্নিঃ দত্তেব্দুঃ ।
চণ্ডালাগ্নিঃ চিত্তাগ্নিক পতিত্যাগ্নিঃ পরিতাজেৎ
তং ভূতকৃষ্ণগদ্যোনিষং লোকপরিপালকঃ ।
উপসংহারসে যস্মাস্তস্মাদেনং নরামৃতম্ ॥ ৬৩
ইতি ক্রব্যাৎসমুজ্জা শরীরাহতিমাচরেৎ ।

পরিভ্যাগ করিবে। অনন্তর পুরোক্ত-
বিধানে প্রেতকে পিণ্ডদান করিয়া স্তুত দ্বারা
শবের সর্বাঙ্গ অভ্যক্ত করিবে। একপে
মাহবিধান গ্রহণ কর। পুরোক্ত পক পিণ্ড
প্রদান করিলে, তবে শবের আত্মতা যোগাত্তা
হয়, নচেৎ রাক্ষসাদিরা উপহত করিয়া
থাকে। ৫১—৬০। মার্জ্জন উপলপনাদি
দ্বারা বেদী শোধনপূর্বক তাহাতে বিধানানু-
সারে বহিঃ প্রজ্জালিত করিয়া তাহাকে ক্রব্যাৎ
নামকরণ ও পুজাপূর্বক তদ্বারা মাহ কার্য্য
করিতে হয়। আহিতাগ্নি ব্যক্তিকে শ্রোতায়ি,
দ্বারা দাহ করা কর্তব্য। চণ্ডালাগ্নি চিত্তায়ি ও
পতিত্যাগ্নি অন্ত কোন কার্য্যে ব্যবহার করিতে
নাই। “তুমিই ভূতকৃষ্ণ জগদ্যোনি, তুমিই
লোক সকলের পরিপালক, তুমি জগতের
উপসংহার করিয়া থাক; অতএব হে অগ্নে।
তুমি ইহাকে বর্গে নবন কর।” এই মন্ত্র
পাঠপূর্বক ক্রব্যাৎ অগ্নিকে পুজা করিয়া শব-
শরীরে অগ্নি প্রদান করিবে। দেহ যখন
অর্ধদগ্ধ হইবে, তখন “ও অশ্মাব” ইত্যাদি মন্ত্র
পাঠপূর্বক নামোচ্চারণ সহকারে তিলমিমা
স্তুতাহতি দিবে। এইরূপ আজ্যাহতিশ্রদানান্তে
গাঢ় রূপে রোদন করিবে; তাহাতে যত

অর্চন্যে তথা দেহে দদ্যাদাজ্যাহতিং ততঃ ৬৪
 অম্মাং অম্বিজাতোহসি তদয়ং জাহতঃ পুনঃ
 অসৌ অর্গায় লোকায় স্বাহেহাক্ষা তু নামতঃ ।
 এবমাজ্যাহতিং দত্তা তিসামিষ্ঠাং সমমকম্ ।
 রোদিতবাং ততো গাচমোবাং তস্ত শুবঃ ভবেৎ
 দাঃস্তানন্তরং তত্র কৃষা সঞ্চয়নক্রিয়াম্ ।
 প্রোতপিত্তং প্রদদ্যাক্ষ দাহান্তিশমনং খগ ৬৭
 ততঃ প্রবক্ষিণাং মুক্তা চিত্তাং প্রতানবেক্ষকাঃ ।
 কনিষ্ঠপূর্বাঃ স্নানার্থঃ গন্ধেযুঃ সূক্ষ্মজাপকাঃ ॥
 ততো জলসমীপে তু গত্ত্বা প্রক্ষাল্য চাংতকম্ ।
 পারিধেয়ং পুনস্ততঃ সূচুস্তঃ পুরুষাঃ প্রজি ॥
 উদকস্ত করিষ্যামঃ সচৈলঃ পুরুষো বদেৎ ।
 কুরুষ্যামিতোব বদেচ্ছতবর্ষাবধে মৃত্যে ৭০
 পুত্রাদ্যা বৃদ্ধপূর্বাশ্চে একবঙ্গাঃ শিখাঃ বিনা ।
 প্রাচীনাবীতীঃ সর্ষে বিশেষ্যুর্নৌমিনো জলন ॥
 অপ নঃ শোভনচয়নেন পিতৃবিমুখঃ ।
 জগাবঘটনৈকৈব ন কুপ্যঃ স্নানকারকাঃ ৭২

ব্যক্তির শুব যোগ হয়। যে গরুড়।
 দাহান্তে সঞ্চয়ন ক্রিয়া সম্পাদন করিবে।
 তৎপরে দাহান্তি-প্রশমনকর প্রোতপিত্ত প্রদান
 করিবে। তারপর চিত্তাংশবক্ষিণ ক্রিয়া
 কনিষ্ঠাঙ্গ ক্রমে যমসূক্ত জপ করিতে করিতে
 স্নানার্থ গমন করিবে। অনন্তর জল সমীপে
 যাইয়া পরিধেয় বস্ত্র প্রক্ষালন করত সেই মৃত
 ব্যক্তির প্রশংসাসূচক বধোপকথন করবে।
 ৬১—৬২। তদ্বাধ্যে এক ব্যক্তি বলিবে “আমরা
 অম্বকের তর্পণ করিব?” অস্ত্র ব্যক্তি “কর” এই
 অম্বমতি হিলে পুত্রাদি সকলেই বৃদ্ধপূর্বক্রমে
 প্রাচীনাবীতী যোনী হইয়া জলে অবগামন
 করিবে। “অপ নঃ” ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্রে
 দক্ষিণমুখে জল আলোড়ন না করিয়া
 স্নান করিবে। পরে তাঁরে উখানপূর্বক
 শিখাবদ্ধন করিয়া উভয় হস্ত একত্রিত করত
 দক্ষিণ হস্তের অগ্রভাগ দ্বারা শীতল জল
 গ্রহণপূর্বক পিতৃতীর্থে একবার কিবা তিনবার
 অথবা দশবার তর্পণ করিবে। তর্পণ জল
 কুঠলে বা পাষাণোপরি নিক্ষেপ করিবে।

ততস্তটে সধাগত্য শিখাঃ বদ্ধা বজ্রম্ কুশান ।
 দক্ষিণঃপ্রহস্তযোন্ত কৃতাধ সতিলং জলম্ ৭২
 আদ্যাজ্যজিনা য য্যাং শুঃশী পৈতৃককীর্ত্তং ।
 একবাং ত্রিবারং বা দশবারমথাপি বা ৭৪
 কৃমাবশুনি বা সর্ষে ক্রিপেযুর্বাগ্ভতাঃ খগ ।
 তপ্যন্ত তপ্যতাং বাপি তর্পয়ায়াপতিষ্ঠতাম্ ।
 প্রোতহমমুগোত্রোক্তোক্তেবেকং সবুদ্ধরেৎ ৭৫
 জলাভলৌ ক্রুতে পশ্চাদ্বিধেয়ং দত্তবাবনম্ ।
 ত্যজ্যন্ত গোত্রিণঃ সর্ষে দিমানি নব কাণ্ডপ ॥
 তত্র উকীর্যোনকটৈ বস্ত্রাণি পরিধায় চ ।
 স্নানবস্ত্রং সক্রম পীড্য বিশেষ্যুঃ শুচিত্তলে ৭৭
 অক্ষপাতং ন কুরীত দত্তা দাহজলাজলিম্ ।
 স্নেদাশ্চ বস্ত্রবৈবৃক্তং প্রোতঃ কুতস্ত

যতোহবশঃ

অতো ন রোদিতবাং হি ক্রিয়াঃ কার্যাঃ

যশক্তিহঃ ৭৮

“তপ্যন্ত” “তপ্যতাং” “তর্পয়া” “উপ-
 তিষ্ঠতাং” ইহার কোনও শব্দ অস্ত্রে যোগ
 করিয়া “অম্বক গোত্র প্রোত” এই শব্দ উচ্চা-
 রণান্তে যথাযোগ্য তর্পণবারে তর্পণ করিবে।
 যে কাণ্ডপ! সগোত্রগণ নব দিন পর্যন্ত চতু-
 ধাবন পরিভ্যাগ করিবে। তর্পণান্তে তাঁরে
 উপ্ত হইয়া বস্ত্র পরিধানপূর্বক স্নানবস্ত্র এক-
 বার পীড়ন করত শুচি ভূমিতলে উপবেশন
 করিবে। দাহান্তে মৃত ব্যক্তির জন্ত
 অক্ষপাত করিতে নাই, বাক্তবগণ যে
 স্নেদাশ পাতি করে, পরাধীন প্রোত
 তাহা ভোজন করিয়া থাকে। এই জন্ত
 অক্ষপাতাদি না করিয়া শক্তি অম্বসারে
 প্রোতের কার্য্য সকল করিবে। তাহার সন্ধে
 উপবিষ্ট হইলে কোনও পুরাণবৃত্তান্তের ব্যক্তি
 তাহানিগের শোকাপনোদনের জন্ত পৌরাণিক
 বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিবে এবং বক্ষ্যমাণ উপদেশ
 দিবে।—মম্বস্য দেহ কদলীস্তম্ভ সঙ্গম নিত্যমুই
 অসার; ইত্যন্তে যাকার্য্য সারাবেষণ করে,
 তাহার নিত্যমুই মূঢ়; যেহেতু মম্বস্যাজীবন
 জগবৃদ্ধবৎ কণস্যয়া। নিজ দর্শকলে পদ-

ততঃশ্চমুণ্ডবিষ্টেষু পুণ্যপঙ্কজঃ স্মৃকং স্বকঃ ।
 শোকাননোদয় কুস্মাত সংসারানিত্যতাং ত্রবন্
 মাছুষ্যো কলীভুক্তে অসারে সারমার্গণম্ ।
 করোতি যঃ স সস্মৃটো জলবৃক্ষসামুদ্রে ॥ ৮০
 পঞ্চাঙ্গা সস্মৃকঃ কাশো যঃ স পঞ্চমার্গতঃ ।
 কুর্মাভিঃ বশরোয়োঽষ্টৈশ্চত্বা কা পরিদেবনা ॥ ৮১
 গম্ভী বসুমতী নানমুণ্ডবিষ্টেদবতানি চ ।
 কেনপ্রথ্যঃ কথং নাশং মর্ত্যালোকে ন যাস্তাত
 এবং সংশ্রবয়েৎ তত্র মুহুর্নামলসঃস্থিতান্ ।
 তেহপি সংশ্রুতা গচ্ছেয়ুর্গৃহং বালপুরুষাঃ ॥
 বিদগ্ধা নিদ্রপত্রাপি নিদ্রতা যানি বেষ্মনঃ ।
 আচম্য বহ্নিসলিলং গোময়ং গোবর্ষপান্ ॥ ৮৪
 দুর্কী প্রবালং কুব্জমস্তনপাথ মঞ্চলম্ ।
 প্রাশেষেচ্চ সমালভ্য কুহাশানি পদং শব্দে ॥ ৮৫
 ভ্রোতেন তু বিধানেন আকিতাশ্রিং গচ্ছেৎ ॥
 জনৈববৎ নিধনেন কুর্ধ্যাক্ষকঃ ততঃ ॥ ৮৬
 যোহিৎ পতিব্রতা যা স্তাত্তর্জারং যামুগচ্ছতি ।
 প্রয়োগপূর্বাঃ তর্জারং নমস্কৃত্যাকচেচ্চিতিম্ ॥ ৮

কুটের সমষ্টি এই মন্তব্য দেহ যদি পঞ্চাঙ্গ পায়,
 তাহাতে ত্র্যম্ব প্রকাশ করার কি ফল? এই
 পৃথিবীও একদিন বিনাশ পাইবে, সমুদ্রও নষ্ট
 হইবে, দেবতাসমূহও একদিন নাশ হইবে,
 সুতরাং কেন তুমি এই মন্তব্য শরীর যে নাশ
 পাইবে তাহাতে বিচিন্তিত কি? তাহাঙ্গিকে
 এইরূপ উপদেশ সকল শ্রবণ করাইবে। পরে
 গৃহধারে যাইয়া নিদ্রপত্র দংশন এবং আচমন
 পুঙ্খক বহ্নি, জল, গোময়, খেত সর্ষপ, দুর্কী,
 প্রবাল কুব্জ এবং অস্ত্রাক্ষ মাঞ্চল্য ত্র্যম্ব সমুদয়
 স্পর্শ করিয়া প্রস্তরোপরি পাদস্তাস করত শব্দে:-
 শব্দে গৃহে প্রবেশ করিবে। স্ত্রী মানব আকি-
 তার ব্যক্তিকে শ্রোতায় দ্বারা বাক্য করিবে।
 দুই বর্ষের নান বহু ব্যক্তিকে মুক্তিকায়
 প্রোথিত করিবে; তাহার তর্পণও করিবে না।
 পতিব্রতা নারী যদি পতির সহিত গমন করিতে
 ইচ্ছা করে, তবে সে বিধানানুসারে পতিকে
 মন্দিরাদিতে চিত্তারোহণ করিবে। যে নারী

চিত্তিব্রতা তু বা যোহিৎ সা প্রাজাপত্যমাচরেৎ
 তিশ্রঃ কোট্যর্ককোটি চ যানি লোমানি মাছুষ্যে
 তাবৎকালং বসেৎ স্বর্গে তর্জারং যামুগচ্ছতি ॥
 ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বিলাসকরতে বলাৎ ।
 তদ্বৎকৃত্য সা নারী তেনৈব সহ মোদতে ॥ ২০
 তত্র সা তুহুপরম্য কুয়মানাপ্সযোগৈঃ ।
 ক্রোড়তে পাতন্য সার্কং যাবদিলান্চতুর্দশ ॥ ২১
 ব্রহ্মস্রো বা কুতস্রো বা মিত্রস্রো বা ভবৎ পাতঃ
 পুনাত্যাবধবা নারী তমাদায় মুক্তা তু যা ॥ ২২
 মুতে তর্জার যা নারী সমারোহেচ্ছতানম্ ।
 সাক্ষতাসমাকারো স্বর্গলোকে মহাধতে ॥ ২৩
 যাবজাগ্রো মুতে পত্যো স্ত্রী নানানং প্রদাহয়েৎ
 তাবৎ মুচ্যতে সা হি ত্রাশরোয়াৎ কথকন ॥ ২৪
 মাতৃকং পৈতৃকৈকং স্বত্ব চৈব প্রদায়তে ।
 কুলত্রয়ং পুনাতোষ্য তর্জারং যামুগচ্ছতি ॥ ২৫
 আস্তার্কে মূদতে যত্র প্রোথিতে মলিনা কুশা ।

চিত্তারোহণাদি চিত্তা হইতে ব্রতা হয়, তাহার
 প্রাজাপত্য আচরণ দ্বারা তর্জা হইয়া থাকে।
 যে নারী পতির সহমতী হয়, মাছুষের শরীরে
 যে সাক্ষ্যকোটি লোম আছে, সেই লোম-
 সংখ্যক বর্ষ সে স্বর্গে বাস করিতে পারে।
 ব্যালগ্রাহী (সাপুচ্ছ) যেমন গর্ভমধ্য হইতে
 সর্পকে উদ্ধার করে, তদ্রূপ সেই নারীও
 নরকস্থ নিজপতিককে উদ্ধারপূর্বক স্বর্গে গিয়া
 তাহার সহিত জীবিত থাকে। ৮১—২০। সেই
 নারী সেখানে অপর্যোগণ কর্তৃক কুয়মানা হইয়া
 চতুর্দশ হস্তের অবস্থান কাল পর্যন্ত স্নেহ
 জ্ঞাপন করে। পতি যদি ব্রহ্মহত্যা, কুতস্র
 দ্বিবা মিত্রহত্যাও হয়, তথাপি সেই নারী
 তাহাকে নিজ প্রভাবে পবিত্র করিয়া থাকে।
 যে নারী পতির সহমতী হয়, সে স্বর্গে অকল-
 তীর ভ্রাতৃ সম্মানে বাস করিতে পারে।
 পতির মরণান্তে নারী যাবৎ চিত্তারোহণ না
 করে, তাবৎ তাহার দেহ অপবিত্র থাকে।
 পতি সহমতী হইলে সেই নারী পিতৃকুল, মাতৃ-
 কুল ও স্বগুরুকুল এই তিন কুলই পবিত্র
 করিয়া থাকে। যে নারী পতি আর্জ হইলে

মুঠে স্নিগ্ধেত বা পতো) না হই স্নেহা পশ্চিমতা।
 পৃথক্ চিত্তাঃ সমাকৃষ্ট ন প্রিয়া গন্তমর্হতি।
 কত্রিয়াদ্যাঃ সৰ্বাশ্চ আরোহেয়বীজ্যৈঃ ॥ ৯৭
 চাণ্ডালৌঘবহিঃ কুহা ত্রাশ্বপীহঃ সমো বিধিঃ।
 অগর্ভিণীনাং সৰ্বাসামবালতোজ্ঞানায়পি ॥ ৯৮
 নহনস্ত বিধিঃ প্রোক্তঃ সামান্তেন যয়া যম।
 বিশেষমপি তস্তাপি কচিৎশ্রেয়োভূমিচ্ছসি ॥ ৯৯
 গরুড় উবাচ।

প্রোষিতে তু মুঠে ষামিচ্ছান্নানাপনুপেয়ুবি।
 কথং দাতঃ প্রকর্তব্যস্তস্মৈ বদ জগৎপতে ॥ ১০০
 ঈরুক উবাচ।

অস্বীনি টের লভ্যস্তে প্রোষিতস্ত নরস্ত চ।
 তেষাঞ্চ হি গতিস্থানং বিধানং কথ্যাম্যাহম্।
 শূন্য ভাক্য পরং গোপাং পত্ন্যর্শ্বরূপেণৈব যৎ।
 লক্ষ্যনৈবে মুতা জীবা দর্শ্য ঈড়চাতিঘাতিভাঃ।

আর্য্য, মুঠে হইলে মুঠে, পতি প্রবাসগত
 হইলে মমিন ও কুল হয় এবং পতির
 মুতা হইলে অমৃততা হয়, সেই নারীকেই
 পতিব্রতা বলিয়া জানিবে। পত্নী পৃথক্
 চিত্তারোহণ করিয়া পতির সহিত মিলিত
 হইতে পারে না। কত্রিয়াদিরও স্ব স্ব বর্ণা
 নারীগণ নিজ পতির চিত্তারোহণ করিবে।
 সম্বরণবিধরে ত্রাশ্বপাদি চণ্ডালাস্ত সকলেরই
 বিধি সমান। যাহারা গর্ভিণী কিম্বা নিত
 সমানবতী, তাহারা ব্যতীত আর সকলেরই
 উক্ত বিধানে অমৃততা হওয়া কর্তব্য। ইহাই
 সামান্ত বিধি। আমি তাহা সংক্ষেপে এই
 বলিলাম। এক্ষণে তুমি কি তাহা সবিস্তরে
 শ্রবণ করিতে চাহ? গরুড় কহিলেন,—হে
 ভগবন্! প্রবাসগত ব্যক্তির মুতা হইলে যদি
 তাহার অস্থিও না পাওয়া যায়, তবে তাহার
 দাহাদি কৰ্ম্ম কিরূপে করিতে হইবে, তাহা
 বীৰ্ত্তন করুন। ঈরুক কহিলেন,—প্রবাস-
 গত ব্যক্তির অস্থিও যদি না পাওয়া যায়,—
 তবে তাহার সদগতির জন্ত বিধান বলিতেছি।
 হে গরুড়! পতির দর্শন (অপমৃত্যু) ঘটিলে
 যে কি কর্তব্য, এবিষয় অতিশয় গোপনীয়।

কণ্ডগ্রহে বিলম্বানাং কীণানাং তুণ্ডঘাতিনাম্।
 বিষাঢ়ি-বৃষ-বিপ্রভো। বহুচা চান্ধাতকাঃ।
 পহনোত্তমজলৈমু তানাম্ শূন্য সংক্ৰিতিম্ ॥ ১০৩
 সর্প-ব্যাঘ্র শৃঙ্গাভিচ্চ উপসর্গোপলোদভেঃ।
 ত্রাশ্বপীহঃ স্বাপট্টৈশ্চ পহট্টৈর্ব কবেদ্যট্টৈঃ ॥ ১০৪
 নটৈর্লোঠৈর্গর্গৈঃ পাট্টৈর্ভাতিপাট্টৈর্ভূগোস্তথা।
 গদ্যায়ামস্তরৌক্ষে চ চোরচাণ্ডালস্তথা ॥ ১০৫
 উদক্যঃ-স্বকী-শূন্য-রজকান-বিভ্রাটকাঃ।
 উজ্জ্বাচ্ছিত্তাধরোচ্ছিত্তোভযোচ্ছিত্তাঃ যে মৃত্যুঃ
 শূন্যট্টৈর্মৃত্যু। যে চান্ত্রস্পৃষ্টান্তৈব চ ॥ ১০৬
 তৎ তু দৃশ্যমং স্নেহং যচ্চ জাতং বিধিঃ বিনা
 তেন পাপেন নরকান্ ভুক্তা শ্রেতবজাগিনঃ।
 ন তেষাং কার্ষেদ্বাহং হৃতকং নোদকজিহ্বাম্।
 ন বিধানং মৃত্যুদাতা ন কৃত্যাদৌর্জদেহিকম্।
 ন পিণ্ডদানং কর্তব্যং প্রমাণাচ্চৈব কবোতি হি

যাহারা অনশনে কিম্বা দঃপ্রী প্রাপ্ত কর্তব্য নিহত
 হইয়াছে; যাহারা নবতুণ্ডাঘ্র প্রাপ্ত কর্তব্য
 বিনষ্ট হইয়াছে; বিষ, অগ্নি, বৃষ ও বিপ্র দ্বারা
 যাহারা পক্ক পাইয়াছে; যাহারা বিষচিকা
 দ্বারা মরয়াছে, যাহারা আন্ধাতী হইয়াছে,
 যাহাদের পতন, উদ্বলন কিংবা জল দ্বারা
 মুতা ঘটিয়াছে; যাহারা সর্প, ব্যাঘ্র, শৃঙ্গী
 কিংবা যজ্ঞপাতাদি দ্বারা অথবা প্রস্তর-
 দির আঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে; অথ-
 যাতে, লোহাঘাতে, পর্বত হইতে পতনে,
 বৃক্ষ হইতে পতনে, কিম্বা খট্টার উপরি বা অন্ত-
 রীক্ষে যাহারা জীবন ত্যাগ করিয়াছে, যাহারা
 কতুমতী নারী, কুকুর, শূন্য, রজক দ্বারা স্পৃষ্ট,
 অধরোচ্ছিত্ত কিম্বা উজ্জ্বাচ্ছিত্ত হইয়া মৃত
 হইয়াছে, আর যাহারা শরাঘাতে প্রাণত্যাগ
 করিয়াছে, সেই সকল ব্যক্তির মরণই দৃশ্যরূপে
 বলিয়া জানিবে। তাহারা সেই পাপে শ্রেতব
 প্রাণ হইয়া নরক ভোগ করে। ইহাদিগের
 দাহ করিবে না; অশৌচ গ্রহণ করিবে না;
 তর্পণ করিবে না; পিণ্ড দান করিবে না;
 যাহা কিছু মৃতকৃত্য আছে, তাহার কিছুই
 করিবে না। প্রমাণবশতঃ যদি কোন কার্য

নোপহিষ্টেতি তৎ সর্গসম্বন্ধীকে বি-স্তৃতি । ১০১
অন্তস্তা পুটেতঃ পৌলৈঃ সপিটৈঃ শুভমিচ্ছতিঃ
নারায়ণবলিঃ কার্যো লোকগর্হাভিহা খগ । ১১০
তথা হেষাং ভবেচ্ছৌচঃ নাস্তথেত্যববীদ্যমঃ ।
কুন্তে নারায়ণবলাবৌদ্ধদেহিকযোগ্যতা ।
ভুজা শুকিকরং কণ্ঠ্য ভুজবের তদন্তথা । ১১২
নারায়ণবলিঃ সম্যক্ তৌর্ধে সর্গঃ প্রকল্পয়েৎ ।
কুকাগে কারয়েধিষ্টেপ্রথেন পুতো ভবেদ্রঃ ।
পূর্বস্ত তর্পণং কার্যং বিষ্টেঃ পৌরানবৈদিতৈঃ ।
সকৌষধ্যাকটৈর্বিষ্টৈর্কিষ্কুমুদিশ্চ তর্পয়েৎ । ১১৪
কার্যং পুরুষহৃজেন মষ্টৈর্বা বৈকটৈবরপি ।
দক্ষিণাভিমুখো ভূত্বা প্রেতঃ বিষ্ণুমিতি শ্রবন্ ।
অনাদিনিধনো দেবঃ শম্ব-চক্র-গদাধরঃ ।
অক্ষয়ঃ পুণ্ডরীকাকঃ প্রেতমোকপ্রদো ভব ।
তর্পণস্তাবসানে স্তাবীতরাগো বিমৎসরঃ ।
জিতেন্দ্রিয়মনা ভূত্বা ভূচিগ্নান ধর্মতৎপরঃ । ১১৭

করে, তবে তাহা সে ব্যক্তির হিতকর হয় না, অন্তরীক্ষেই তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। যে গুরু! অতএব সেই ব্যক্তির শুভাকাঙ্ক্ষী পুত্র পৌত্র সপিণ্ডাদি ব্যক্তি লোকগর্হণ ভয়ে নারায়ণবলি প্রদান করিবে। ইরূপ করিলেই তাহাদিগের শৌচ হয়, অন্তথা তাহারা প্রত্যা-
যায়তগী হইয়া থাকে। যম এই কথা বলিয়া-
ছেন। ১১—১১১। নারায়ণবলি অমুষ্ঠিত
হইলে নারায়ণের প্রসাদে মৃতের ঔর্দ্ধদেহিক
কার্য্য করিবার যোগ্যতা জন্মে। কোন তৌর্ধে
যদি মৃত্যু ঘটে, তথাপি নারায়ণবলি দেওয়া
বিধেয়। কুম্মুর্জির সম্মুখে বিপ্রগণের দ্বারা
কার্য্য করাইলে এই কার্য্য পুত্ৰ হয়; অতএব
জ্ঞানগণ করাই এই কার্য্য করান কর্তব্য।
দক্ষিণমুখে উপবেশনপূর্বক সকৌষধি ও
অকট দ্বারা “ও প্রেতঃ বিষ্ণু” ইত্যাদি মন্ত্র
শ্রবণপূর্বক পুরুষহৃজ অথবা অস্ত্র কোন,
বিষ্ণুমন্ত্রে তর্পণ করিবে। তর্পণান্তে “ও
অনাদিনিধনো” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে।
তর্পণাবসানে রাগধীন, মৎসরভাবহীন, জিতে-
শ্রিয়, ধৈর্য্যবান, শৌর্য্যসম্পন্ন ও ধর্মতৎপর

ভুজা স্বয়ং প্রকল্পিত শ্রাদ্ধান্তেকান্টৈব তু ।
সকলকর্ম্মনিধানেন এটেককাগ্রে সমাচিতঃ । ১১৮
ভোয়-ত্ৰীহি-যবান দদ্যাদেগাধমাক্ত প্রিয়দ্রবঃ ।
হবিষ্যারং শুভং মৃদ্রাং ছত্রোকৌষে চ দাপয়েৎ
দাপয়েৎ সর্গশস্তানি কৌরঃ কোদ্রসমাবতম ।
বস্তোপানতসংযুক্তং দদ্যাদন্তবিধং পশু । ১২০
দাপয়েৎ সর্গপাপেভ্যো ন কুর্ধ্যাৎ পটিক-

বকল্পম ।

ভূতৌ স্থিতেষু পিণ্ডেষু গন্ধপুষ্পাঙ্কতাং বিহত্ব ।
হাতব্যাং সর্গাং প্রেভ্যো বৈদশাস্ত্রবিধানতঃ ।
শম্বে খণ্ডেগহববা তাম্বে তর্পণক পৃথক পৃথক ।
ধান-ধারণসংযুক্তো জাহৃত্যামবনীং গতঃ ।
খচা বৈ দাপয়েদর্ঘ্যমর্ঘ্যোদ্বিষ্টং পৃথক পৃথক । ১২৩
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ কদ্রশ্চ যমঃ প্রেতশ্চ পক্ষমঃ ।
পৃথক্ কুন্তে ততঃ স্থাপ্যাঃ পক্ষরত্নসম্বিতাঃ ।
বহুযন্তোপবীতানি পৃথক্ পৃথক্ পণানি চ ।
পক্ষ শ্রাদ্ধানি কুবদীঃ দেবতানাম্ যথাবিধি ।
জলধারাং ততঃ কুর্ধ্যাৎ পিণ্ডে পিণ্ডে পৃথক
পৃথক ।
শম্বে বা ভাজপাত্রে বা অলাভে মুরয়েৎপি বা

ধাকিবে। বিধান অনুসারে একাদশটী শ্রাদ্ধ
করিবে। সমস্ত কার্য্যই যথাবিধানে করিতে
হয়। একাত্তিষ্টে সমাধিত হইয়া জল, ত্রীহি,
যব, গোধূম, প্রিয়দ্রু, হবিষ্যার, উত্তম অঙ্গু-
রীয়ক, ছত্র, উকৌষ, সর্গবিধ শস্ত, হৃদ, মণু,
বহু, পাহুকা, ও অষ্টবিধ পদ দান করিবে।
১১২—১২০। সর্গবিধ পাপের জন্তই যথো-
চিত দান কার্য্য করাইবে। কোনও পাপ
তুচ্ছ বলিয়া উপেক্ষা করিবে না। শম্বে
খকো (গতীর শূদ্রে) অথবা তাম্বে পৃথক
পৃথক তর্পণ করিবে। জাহৃত্য তুমিতে স্থাপন-
পূর্বক ধ্যানধারণা সমাধিত হইয়া উদ্ভিষ্ট ব্যক্তির
নাম উল্লেখপূর্বক এক মন্ত্র দ্বারা পৃথক পৃথক
অর্ঘ্য দিবে। তার পর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কদ্র,
যম ও প্রেত, ইত্যাদিগের পৃথক পৃথক কুন্তে
পক্ষরত্নসহ স্থাপন করিবে। এই সকল দেবতার
পৃথক পাঁচটী শ্রাদ্ধ করিবে। প্রত্যেক পিণ্ডে

তিলোদকং সমাদার সর্কৌষধিসমধিতম্ ।
 তাম্রপাত্রং তিষ্টেঃ পূর্ণং সহিরণ্যং সনক্ষিপম্ ॥
 দদ্যাৎস্রাক্ষণমুখায় পদদানং তথৈব চ ।
 যমোক্ষেণে তিলান্ লৌহং ততো দদ্যাচ্চ
 দক্ষিণায় ॥ ১২৮

এবং বিষ্ণুর্বাণিঃ দদ্যাৎ যথাশক্তিঃ বিধানতঃ ।
 সমুত্তরতি তৎক্ষিপ্তং নাত্র কার্য্যং বিচারণ্যং ।
 নাগদংশান্নভো যন্ম বিশেষস্তরং য়ে শূনু ॥ ১২৯ ॥
 সুবর্ণভারনিশায়াং নাগং কৃত্বা তথৈব গাম্ ।
 বিপ্রায় দদ্যাৎ বিধিবৎ পিতৃবানুগাম্যাপুয়াৎ ॥ ১৩০ ॥
 এবং সর্পবাণিঃ দদ্যাৎ সর্পদোষাধিসূচ্যতে ।
 পশ্চাৎ পুস্তলকং কার্য্যং সর্কৌষধিসমধিতম্ ।
 পলাশস্ত চ যুজ্যানাং বিভাগং শূনু কাশ্মপ ॥
 কৃষ্ণাঙ্কনং সমাস্তৌর্ণ কুশৈশ্চ পুরুষাকৃতিম্ ।
 শতজরযতিবৃন্তবৃন্তৈঃ প্রোক্তোহন্বিসংকরঃ ॥ ১৩১ ॥

পৃথক্ পৃথক্ জলদ্বারা দিবে। শব্দে অথবা
 তাম্রপাত্রে অলাভে মৃৎপাত্রে তিলোদক ও
 সর্কৌষধি লইয়া তিলপূর্ণ তাম্রপাত্র প্রদান
 করিবে। ইহা শূন্য এবং দক্ষিণার সহিত দিতে
 হয়। এই দান এবং পদদান উত্তম ভ্রাতৃগণকেই
 দিবে। পরে যবের উচ্ছেদে তিল ও লৌহ
 প্রদানপূর্ব্বক তাহার দক্ষিণা দিবে। এই
 প্রকারে যথাশক্তি যথাবিধি বিষ্ণুর্বাণি দান
 করিলে তৎপ্রভাবে যুত ব্যক্তি নরকস্থ হইলেও
 অবিলম্বে নরকস্থ হয়, ইহাতে আর বিবেচনার
 প্রয়োজন নাই। যে গরুড়! যে ব্যক্তির
 নাগদংশনে যুত্বা মটিয়াছে, তাহার সহস্র
 বাহা বাহা বিশেষ কর্তব্য, অবশ্য কর'।
 ১২১ ১৩০। এক তরি স্বর্ণের দ্বারা নাগ-
 প্রতিমা এবং গো-প্রতিমা নির্মাণ করাইয়া
 ভ্রাতৃগণকে যথাবিধি দান করিবে। এরূপ
 করিলে পুত্র পিতার ধনশোধ করিতে পারে।
 ইহার নাম সর্পবাণি। এই সর্পবাণি-প্রদানে
 সর্পদোষ হইতে মুক্ত হয়। অনন্তর সর্কৌষধি-
 যুক্ত একটা পুস্তল নির্মাণ করিবে। গরুড়!
 পলাশবৃন্তের বিভাগ বলিতেছি।—সমাস্তৌর্ণ
 কৃষ্ণাঙ্কনোপরি কুশান্বিত পুরুষমূর্ত্তি স্থাপন-

বিষ্ণুস্ত তানি বৃন্তানি অদেবেষু পৃথক্ পৃথক্ ।
 চ'দারিং শক্তির্ভোভাগে গ্রীবায়াঃ দশ বিষ্ণুসেৎ
 বিংশত্বারঃস্থলে দদ্যাৎবিংশতির্জটরে তথা ।
 বাহুদয়ে শতং দদ্যাৎ কটিদেশে চ বিংশতিম্
 উরুদয়ে শতকাপি ত্রিংশজ্জ্বাঘরে স্তম্বেৎ ।
 দদ্যাচ্চতুষ্টিং শিরে যজ্জদদ্যাদ্রুঘণদয়ে ॥ ১৩২ ॥
 দশ পাদাঙ্গুলীভাগে এবমযৌনি বিষ্ণুসেৎ ।
 নারিকেল শিরঃস্থানে তুং দদ্যাচ্চ তালুকে ।
 পকরত্নং মুখে দদ্যাৎজিহ্বায়াঃ কদলীকলম্ ।
 অস্ত্রেষু নালিকং দদ্যাৎতালুকাং ভ্রাগমেব চ ॥
 বসায়ঃ মূর্ত্তিকাং দদ্যাৎকরিতালমঃশিলাঃ ।
 পারদং রেতসঃ স্থানে পুরীষে পিত্তলং তথা ।
 মনঃশিলা তথা গাত্রে হিনপকস্ত সাক্ষিযু ।
 যবপিষ্টে তথা মাংসে যবু শোণিতমেব চ ॥ ১৩৩ ॥
 কেশে চ জটাজুটে হস্তাঘাত যুগচর্ম্ম ।
 কর্ণযোস্তালপত্রক স্তনভেদে চ তক্ষিকা ॥ ১৩৪ ॥
 নাগায়াং শতপত্রক কমলং নতিমণ্ডলে ।
 বৃন্তাকং বৃষণদন্তে লিঙ্গে স্তাদ্গুগ্জনং শুভম্ ।
 বৃত্তং নাভ্যাং প্রদেয়ং 'ত্রাৎ কোপীনে চ ত্রপুঃ
 শূভম্ ॥

পূর্ব্বক যষ্টাধিক ত্রিশত পলাশবৃন্ত তাহার অস্ত্রে
 বিস্তার করিবে। শিরোভাগে চ'দারিং১২,
 গ্রীবার দশ, বকঃস্থলে বিংশতি, উরুদে
 বিংশতি, বাহুদয়ে শত, কটিদেশে বিংশতি,
 উরুদয়ে শত, জজ্বাঘরে ত্রিশ, শিরে চারি,
 বৃষণদয়ে ছয়, পাদাঙ্গুলি সকলে দশ; এই
 প্রকারে পলাশবৃন্ত বিস্তারপূর্ব্বক শিরঃস্থানে
 নারিকেল এবং তালুস্থানে তুং ফল (লাঠি),
 মুখে পকরত্ন, জিহ্বায় কদলী কল, অস্ত্রসমূহে
 নালিক এবং নাসিকায় বাজুকা স্থাপন করত
 বসায়স্থানে মূর্ত্তিকা, করিতাল ও মনঃশিলা
 প্রদান করিবে। রেতঃস্থানে পারদ, পুরীষ-
 স্থানে পিত্তল, গাত্রে মনঃশিলা, সাক্ষিসমূহে
 তিলপক, মাংসে যবপিষ্ট, শোণিতে যবু, কেশে
 জটাজুট, হকে যুগচর্ম্ম, কর্ণে তালপত্র, স্তন-
 ঘে তক্ষিকা, নাসিকায় শতপত্র, নতিমণ্ডলে
 কমল, বৃষণদন্তে বৃন্তাক, লিঙ্গে গুগ্জন, নাভিতে

যোক্তিকং স্তনয়োবুর্জি কুহুবেন বিশেষনম্ ।
 কর্ণব্রাতকধূটৈশ্চ শুভৈর্মটিল্যঃ স্নগভিত্তিঃ ।
 পরিধানং পটব্রতঃ কলয়ে দায়কং স্তসেৎ ॥ ১৪৪
 অতিবৃদ্ধৌ ভুজৌ যৌ চ চকুর্ভ্যাঞ্চ কর্ণদ্বয়ম্ ।
 দন্তেবু দাক্ষিণ্যবীজাতুলীমু চ চন্দ্রকম্ ॥ ১৪৫
 সিন্দূরঃ নেত্রকোণে চ তানুভ্যাংচাপহারকম্ ।
 সর্কৌ বধিবৃত্তং প্রেতং কৃদ্বা পূজাং যথোদিতাম্
 সারিকে চাপি বিধিনা যজ্ঞপাত্রং স্তসেৎ ক্রমাৎ
 অগ্নিঃ পুনস্ত মে শির ইমং মে বরুণেন চ ।
 প্রেতস্ত পাবনং কৃদ্বা শালগ্রামশিলোনৈকৈঃ ।
 বিকুহুদ্বিষ্ট ভাতব্যা স্নানীনা গোঃ পয়স্বিনী ।
 ভিলা লৌহং ত্রিণ্যঞ্চ কার্পাসং লবণং ভদ্রা ।
 সপ্তধাতুং কিত্তির্গাব ঐককং পাবকং স্মৃতম্ ।
 তিলপাত্রং ভতো দদ্যাৎ পদদ্যানং তুর্ধিব চ ।
 কর্ণব্যং বৈককং শ্রাকং প্রেতদুস্ত্যর্থমাশ্রয়ঃ ॥

বৃহৎ, কৌশলীনে এপু, জনহরে মুক্তা এবং মতকে
 মুক্তম দ্বারা বিলম্বন দিবে। কর্পূর, অঙ্কুর,
 ধূপ, সুগন্ধি গুণ্ডমালা, পরিধের পাটবস্ত্র, এই
 সকল তাহার হৃদয়ে বিস্তার করিবে। বাহ্যিক
 কাঙ্ক্ষি বৃত্তি, চক্ষুদ্বয়ে কর্ণদ্বয়, নাস্তে নাভিসীবাঁজ,
 অঙ্গুলিসমূহে চম্পক, নেত্রকোণে সিন্দূর
 প্রদানানন্তর তাহুলাদি উপহারদ্বারা সেই
 মনের অর্চনা করিয়া সঙ্কৌষবিমুক্ত করিবে।
 ১৩১—১৪৬। মৃতব্যক্তি যদি সায়িক হয়,
 তবে যথাক্রমে যত্রপাত্র বিস্তার করিতে
 হইবে। “শ্রিক্স পুনস্ত মে শিরঃ” “ইমং মে
 বক্ষণেন” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠে শালগ্রাম-
 শিলাজলদ্বারা পর্ণমল্লধোর উপরি অঙ্কু-
 রণ করত বিষ্ণুর ঐতি উদ্দেশে হৃদযতী
 গাত্তদান করিবে। তিল, লৌহ, স্বর্ণ, কার্পাস
 লবণ, সপ্তধাতু, ফুমি, গো, ইহার যে কোন
 একটি দান করিলেও পরলোকে প্রেতের
 মঙ্গল হইবে। অনন্তর তিলপাত্র এবং পদদান
 করিয়া বৈষ্ণব আশ্ব করিবে। পরে হৃদয়ে
 বিষ্ণুর ধ্যান করত প্রেতমোক্ষ কার্য সমাধান-

• उद्यमोति दहपुच्छकोशः पार्थः ।

প্রোক্তমোক্ষং ততঃ কুৰ্যাদি বিক্ৰং প্রকল্পা ৫ ।
 এবং পুস্তকং কুৰ্ব্বা দ্ব্যর্থোদ্বিগ্নকৰ্ম্ম ১৫১
 তদুদ্বিগ্নে তু সংকল্পা পুত্রাদির্নিকৃতিং চরেৎ ১
 ত্রীন্ কল্পান্ বজ্রবাদনং চ তথা পকলশাপি ৫
 প্রায়শ্চিত্তনিমিত্তাহ্বসারেণ বিপ্রবৎ স্মৃতঃ ।
 অশক্তৌ গোহিৰণ্যাদি প্রত্যাগাদ চরেদপি ১
 আত্মনোহননিকারিণে তদ্বিমেবং চরেতুঃ ১৫৪
 অশক্তেন তু বহুতদুদ্বিগ্নতদ্বিমেব চ ।
 নোপতিষ্ঠতি তৎ সৰ্ব্বমন্তরীক্ষে বিনষ্টতি ১৫৫
 তদ্বিৎ সম্পাদা কৰ্ত্তব্যং দহনাদ্যৌর্দ্ধদেহিকম্ ।
 অকুৰ্ব্বা নিকৃতিং যত কুরুতে দহনাদিকম্ ।
 মতিপূৰ্ব্বমমত্যা চ জন্মাৎ তদ্বিকৃতিং শূ ১৫৭
 কুৰ্ব্বাণমুদকং স্নানং স্পৰ্শনং বহনং কথাম্ ।
 ব্রহ্মজ্ঞেদাশপাতকং তদুদ্বিগ্নেণ তদ্বিতি ১৫৮
 এবামন্তস্তমঃ প্রোক্তং যো বহেত দহেত বা ।
 কটোদকজিমাং কুৰ্ব্বা কল্পং সাক্ষপনং চরেৎ ১

পূর্বক সেই পূর্বের দ্বারা করিবে। পুত্রাদি
দাহকর্তা ব্যক্তি তত্ত্ব নিমিত্ত যথোক্ত আ-
শীস্ত করিবে। তিন, ছয়, আশ্রয় কিংবা পুত্র-
দশী কল্পে বস্ত করিবে। কলকঃ পাণের
গুরুত্ব অনুসারে উক্ত প্রাশস্তিত্বের ভাবতম
জানিবে। প্রাশস্তিতে অসমর্থ হইলে গো-
হিগ্ণাদি দান অথবা প্রত্যাশায় বস্ত আচরণ
করিবে। ইহা কেবল স্বীয় অনধিকারিতা
দোষ বিনাশের জন্য করিতে হয়। অতঃ-
ব্যক্তি যাহা দান করে, তাহা যাহার উদ্দেশ্যে
প্রদত্ত হয়, তাহার ঐতি উৎপাদন করিতে
পারে না, কারণ উহা অন্তরীক্ষেই বিনষ্ট হইয়া
যায়। এ নিমিত্ত স্বীয় তত্ত্ববিধানান্তে
উচ্চদেহিক কার্য করিবে। যে ব্যক্তি এই
বিধানের অনুষ্ঠান করে, তাহার নিকৃতি ভরণ
কর। অগ্নিদান, দান, তর্পণ, স্পর্শন, বহন,
রক্ষুচ্ছেদ ও অক্ষপাত এই সকল কাণ্ড
করিলে তত্ত্বকল্পে দ্বারা তত্ত্ব লাভ করিবে।
এই সকল পান্দিগের কেহ মৃত হইলে,
তাঁহাকে যে দহন বহনাদি করে, সে কল্প-

নিমিত্তে লঘুনি বহ্নাঃ শব্দবহতি কল্পয়েৎ । ১৬০

গরুড় উবাচ ।

কঙ্করী তপ্তকঙ্করী কঙ্করীস্তুপনম্ ৮ ।

লক্ষণং ত্রিবিধং যামিনী ত্রয়াণামপি সুব্রত । ১৬১

ঐত্বক উবাচ ।

ত্র্যহং ত্র্যস্তিহাং সাহং ত্র্যক্ষমহাদযাচিতম্ ।

উপবাসস্বাহকৈব এষ কঙ্ক উদাহৃতঃ । ১৬২

তপ্তকীর-স্বহাখনানেকৈকঃ প্রত্যহং শিবেৎ ।

একব্রাহ্মোপবাসক তপ্তকঙ্ক উদাহৃতঃ । ১৬৩

গোমূত্রং গোময়ং কীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্

অষ্টা পবেরহুপবসেৎ কঙ্করী সান্তপনঃ চরন ।

মহা তেহৎ সমাখ্যাতো ত্বনৃত্য বিধিঃ খগ ।

তদা যুতং বিজানীয়াকীর্ণানিগণমাগতঃ । ১৬৪

অগ্নিদাহং ততঃ কুর্য্যাৎ যুতকঞ্চ দিনত্রয়ম্ ।

দশাহং গর্ভপিণ্ডক কৰ্তব্যং প্রৈতপুষ্ককম্ । ১৬৫

সান্তপন করিবে। লঘু নিমিত্তে লঘু এবং
তপ্তকর নিমিত্তে তপ্তকর প্রাশস্তিত কল্পনা
করিবে। ১৬১—১৬০। গরুড় কহিলেন, হে
তপসবন! কঙ্করী, তপ্তকঙ্করী ও কঙ্করীস্তুপন ত্রয়ের
লক্ষণ আমাকে বলুন। ঐত্বক কহিলেন,
তিন দিন ত্র্যাহংকালে, তিন দিন সাহংকালে,
তিন দিন ত্র্যাক্ষমহাদযাচিত এবং তিন দিন উপবাস
করিলে তাহাকে কঙ্করী বলা যায়। একদিন
কঙ্করী, একদিন তপ্তকঙ্করী, একদিন কঙ্করীস্তুপন
পান করিবে; পরদিন উপবাস করিবে।
ইহাকে তপ্তকঙ্করী বলা যায়। গোমূত্র, গোময়,
গব্য দুগ্ধ, গব্য দধি, গব্য যুত ও কুশোদক
এক একদিন এক একটী দ্রব্য পান করিয়া
থাকিবে এবং শেষ দিন উপবাস করিবে।
ইহাকে কঙ্করীস্তুপন বলে। হে গরুড়! এই
আমি তোমার নিকটে অপমৃত্যুর নিষ্কর্তি বিধান
বর্ণন করিলাম, এই বিধি অনুসারে সংস্কার
করিলে দীপ যেমন নিৰ্কাণ হইয়া যায়, সেই
যুত ব্যক্তিও তেমনি নিৰ্কাণ প্রাপ্ত হয়। অগ্নি-
দাহকাণ্ড সম্পন্ন করিয়া তিন দিন অনৌচ
প্রতিপালন করিবে। দশদিন যাবৎ গর্ভ
যথো প্রৈতশব্দ উচ্চারণপূর্বক পিণ্ডদান

এবং বিধি ততঃ কুর্য্যাৎ ততঃ প্রৈতশব্দ

যুক্তিভাক ।

মহিভাষ্য প্রতিষ্ঠিতঃ কৃত্যে দাহে সৰ্বৈব গমি ।

আয়াতি হেন কৰ্তব্যং মজ্জনঃ যুতকৃৎকে । ১৬৬

জাতকর্ণাদিসংস্কারাঃ কৰ্তব্যাঃ পুনবেব তু ।

উচ্যেব যথাঃ ভাষ্যাদুদাহৃত্যিবৎ পুনান্ । ১৬৭

যদে পঞ্চদশে পশ্চিন্ যাদশে বা গতে সতি ।

অজাতস্ত্রয়োবিংশ্ত কৃয়া প্রতিষ্ঠিতং নহেৎ ।

ব্রহ্মহত্য-স্মৃতিকরোবিশেষঃ মরণে শূন ।

স্মৃতিকার্যং যুতাস্তু এবং কুর্য্যাৎ যাজ্ঞকাঃ ।

কৃত্যে সলিলমালার পঞ্চগব্যং তথৈব চ ।

পুণ্যভিরতিমজ্জাপো বাচ্য স্তিকিঃ লভেৎ ততঃ

শতশূর্ণোদিকেনাদো নাপরিহা যবানিবি ।

করিবে। অনন্তর সাধারণ শাস্ত্রবিধি অনুসারে
অজাত কার্য। যদ্যপি প্রতিপালন করিতে
থাকিবে। এইরূপ করিলেই সেই যুত ব্যক্তি
যুক্তিলাভের যোগ্যপাত্র হইতে পারে। মতি-
ভদ্র বশতঃ যদি কাহারও প্রতিষ্ঠিত দাহ করা
হয়; তৎপর সেই মহত্যা উপাধিত হইলে
তাহাকে যুতকৃৎকে মজ্জন করাইবে। সে পুনরায়
জাতকর্ণাদি সংস্কারে সংযুক্ত হইয়া বিবাহিতা
মহীয়া ভাষ্যাই গ্রহণ করিতে পারিবে।
১৬১—১৬২। হে গরুড়! কঙ্করী বহন যখন
পঞ্চদশ বা দ্বাদশ বৎসর, সেই সময় হইতেই
যদি পুরুষের অনর্শন ঘটে, পুরুষ যদি অজাত
ও প্রবাসী হয়, অর্থাৎ যে পুরুষের সঙ্গে
কঙ্করী সর্বেশ্বর সংসর্গ ঘটে নাই, এইরূপ
ব্যক্তির প্রতিষ্ঠিত দাহ করিলে উক্ত বিধি
অনুসারে কার্য করিবে। ব্রহ্মহত্য ও স্মৃতিকা
নারী সহজে যাহা বিশেষ কষ্টসা, তাহা গ্রহণ
কর। স্মৃতিকার পশ্চিম মধ্য মরণে ব্যক্তিক-
গণ বক্ষ্যমাণরূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।
পূর্বক পূর্বক কৃত্যে জল ও পঞ্চগব্য আনয়ন-
পূর্বক পুণ্য মঙ্গলসুখদ্বারা অতিশয়িত করিবে।
সেই সকল মঙ্গল উচ্চারণ দ্বারা পবিত্রতা জন্মে।
তারপর প্রথমতঃ কুশপুস্তালিকাকে শত শূর্ণো-
দক দ্বারা একবার খান করাইয়া তলনত

তেনৈব প্রাপয়িত্ব তু দাহং কুর্য্যৎ যোগেশ্বর ।
 পঞ্চভিঃ প্রাপয়িত্ব তু গটৈঃ প্রেক্ষ্যঃ ব্রহ্মজ্ঞান-
 ব্রহ্মসংস্কারাভ্যং কুর্য্য দাহয়েদ্বিধিপূৰ্ব্বকম্ ॥ ১৭৪
 মৃতস্ত পঞ্চকে দাহ-বিধিং বচমি শৃণুয মে ।
 আদৌ কুর্য্য ধনিষ্ঠাৰ্দ্ধমন্তঃপঞ্চকপঞ্চকম্ ॥ ১৭৫
 রেবতাস্তং সন্য দ্ব্যামন্তস্তং সৰ্ব্বদা ভবেৎ ।
 দাহন্ত্যত্র ন কৰ্ত্তব্যো বিধাদঃ সৰ্ব্বজন্তম্ ॥ ১৭৬
 ন জলং দীপ্ততে তেষু অন্তস্তং সৰ্ব্বদা ভবেৎ ।
 পঞ্চকানন্তরং সৰ্বং কার্য্যং কৰ্ত্তব্যমন্তথা ॥ ১৭৭
 পুজাণাং গোত্রিণাং তস্ত সস্তাপোহপ্যুপজায়তে
 গৃহে হানিভবত্যেব যৎকেন্দ্রেষু মৃতস্ত চ ॥ ১৭৮
 অথবা অক্ষমধ্যে চ দাহন্ত্য বিধিপূৰ্ব্বকঃ ।
 ক্রিয়তে মাহুযাণাস্ত স বা আহতিকারিণাং ।
 বিপ্রৈর্বিধিরহঃ কার্য্যো মট্টমন্ত বিধিপূৰ্ব্বকম্ ।
 শবস্তাবসমীপে তু কেষুবা পুস্তলাস্তহঃ ॥ ১৮০
 দৰ্ভকুণ্ডাচ্চ চব্বার অক্ষমঙ্গাভিমুখিতাঃ ।
 হতো দাহঃ প্রকৰ্ত্তব্যাত্তচ্চ পুস্তলকৈঃ সহ ॥ ১৮১

যথাবিধি জ্ঞান করাইয়া পরে দাহ করিবে।
 ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মসংস্কার মৃত্যু হইলে তাহাকে পঞ্চগব্যে
 স্নান করাইবে। বহুদ্বারা তাহার একটি
 আকৃতি নির্মাণ করিয়া বিধিপূৰ্ব্বক দাহ
 করিবে। হে গুরু! মৃতের পঞ্চমদিনসে দাহ
 করিতে যে বিধি অল্পসারে করা কৰ্ত্তব্য, তাহা
 তোমাকে বলিতেছি। ধনিষ্ঠাদি রেবতাস্ত
 মন্ত্র সন্য দ্বা; তজ্জন্ত তাহা বর্জন
 করিবে; উহাতে অন্তত হয়। মৃতরাং তাহাতে
 দাহ করিবে না। পঞ্চ দিনসের পর সৰ্ব্বকার্য্য
 করিবে; ইহার অস্তথা করিলে তাহার পুত্র
 পৌত্রাদির বংশে সস্তাপ উপস্থিত হইতে
 পারে। এ সকল নক্ষত্রদ্বায়ে দাহ কারলে
 সে গৃহে সস্তাপ অবশ্যস্তাবী। সারিক, বিজ-
 দিগের দাহকার্য্য পঞ্চমদিনে নক্ষত্রদ্বায়ে
 থাকিলেও হইয়া থাকে; তাহা আহতির
 নিমিত্ত জানিবে। বিপ্রগণ বিধি অল্পসারে
 সমস্ত কার্য্য নিক্ষেপ করিবেন। সুশ ভাষা
 আর চারিটি পুস্তকিকা রচনা করিয়া অক্ষমন্ত্রে
 আভিমুখিত করিয়া সেই মন্ত্রের সহিত দাহ

মৃতকালে তদা পুটৈঃ কার্য্যং আভিকপৌষ্টিকম্
 পঞ্চকেষু মৃতো যোহসৌ ন গতিং নস্ততে ময়ঃ
 তিলান গাক সূৰ্য্যক তদ্ব্যক্শে মৃতং মদেৎ ।
 বিপ্রাণাং দাপদেদানং সৰ্ব্ববিধিবিধানম্ ॥ ১৮৩
 ভোজনোপানহো ছত্রং হেমমুদ্রা চ বাসনী ।
 দক্ষিণা দীপ্ততে বিপ্রৈ পাতকস্ত ক্ষমোচনম্ ।
 ময়া তেহমঃ সমাখ্যাতো বিধিঃ পঞ্চকরঃ ক্রিতঃ ।
 সংযমিত্তাং যথাযানং যথাবধমুক্তক্রিয়া ॥ ১৮৫

ইতি ত্রিগাক্ষে মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে
 ত্রিকক-গুরুভসংবাদে দহনবিধি-
 নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

ত্রিকক উবাচ ।

এবং দক্ষা নরং প্রেতং স্নাত্বা কুর্য্য তিলোদিকম্ ।
 অগ্নতঃ শ্রীললনো গচ্ছেক্ষত্রেদেহুঃ পুস্তলা নরাঃ ॥

করিবে। অশোচ্যেতে পুজগণ আশ্রিত এবং
 পৌষ্টিক কার্য্য করিবে। উক্ত নক্ষত্র দোষ-
 পঞ্চকে যে সকল নরের মৃত্যু হয়, তাহারা
 গতি লাভ করিতে পারে না। তাহার উদ্দেশ্যে
 তিল, গো, হিরণ্য ও মৃত দান করিবে;
 ইহাতে সৰ্ব্ববিধ দূর হয়। ভোজ্য, পাতক,
 ছত্র ও অর্পাজুরীষ ভ্রাঙ্কণকে দক্ষিণা দিবে।
 তাহাতে সৰ্ব্বগাণ নাশ হয়। হে গুরু!
 তোমার নিকট মৃতমন্ত্রের যমলোকে গতি-
 প্রকার ও বৎসর ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া
 সকলই এই বলা হইল। ১৭০—১৮৫।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

মৃত মন্ত্রকে এই প্রকারে সংকার করিয়া
 স্নানপূৰ্ব্বক তর্পণ করণানন্তর শ্রীলোক অগ্নে
 করিয়া তৎপশ্চাৎ পুরুষগণ গমন করিবে।

প্রাণমৈত্রিযশসীনি ক্রমন্তে। নামপূর্বকম্ ।
 আচমনং বিধাতব্যং পান্যণোপরি সংস্থিটম্ ॥
 তে প্রবিষ্টা গৃহং সর্কে পুত্ৰাদ্যন্ত সপিতৃকাঃ ।
 ভবেদুর্দশরাজং বৈ যত আশৌচনং যুগ ॥ ৩
 ক্রৌঞ্চলক্ষ্যনাঃ সর্কে যপেযুস্তে পৃথক্ পৃথক্ ।
 অকারলবণায়াঃ স্যুনিমজ্জয়ন্ত তে জাহম্ ॥ ৪
 অমাংসভোজনাস্থাঃ শরীরম্ অক্ষসারিণঃ ।
 পরস্পরং ন সংস্পৃষ্টা দানাদায়নবর্জিতাঃ ॥ ৫
 মলিনাধোমুখা দীনাঃ সর্কভোগবিবর্জিতাঃ ।
 অঙ্গসংবর্জনং কেশমার্জনং বর্জয়ন্তি তে ॥ ৬
 মূত্রমে পত্রমে বাপি ভূজীরংস্তে চ ভোজনে ।
 উপবাসন্ত তে কুর্য়ুরেকাহমথবা জাহম্ ॥ ৭

গরুড় উবাচ ।

আশৌচিন ইতি প্রোক্তমশৌচন্ত চ কিং প্রভে
 লক্ষণং কিং কিমংকালং ভাব্যং বা
 তদুত্তরৈর্নরৈঃ ॥ ৮

নামোত্তমপূর্বক বোধন করত নিম্নপত্র দংশন
 করিবে। পান্যণোপরি অবস্থানপূর্বক আচমন
 করিবে। অনন্তর গৃহে প্রবেশ করিবে। পুত্রাদি
 সপিতৃবর্গের দশরাজ অশৌচ পালনীয়।
 ক্রমলক জ্বালাত ব্যবহার করত সকলে
 পৃথক্ পৃথক্ শয়ন করিবে। অকার-লবণ
 ভোজন করিবে। প্রতিদিন তিনবার স্নান
 করিবে। (অকার লবণভোজনে অসমর্থ পক্ষ)
 মাংসবর্জন বিধেয়। সকলেই ভূতলে শয়ন
 করিবে; অক্ষর্ষ্য পালন করিবে। আপনারাও
 পরস্পর সংসর্গ করিবে না। দানাদায়ন
 বর্জন করিবে। মলিনভাবে অধোমুখে দীন-
 ভাব প্রকাশ করত সর্কভোগ পরিহারপূর্বক
 অবস্থান করিবে। অঙ্গমর্জন, কেশমার্জন
 প্রভৃতি ত্যাগ করিবে। তাহার। মূত্রমপাত্রে
 বা কৃষ্ণপাত্রে ভোজন করিবে। ঐ তথ্যদিনের
 মধ্যে একদিন কিংবা তিনদিন উপবাস করিবে।
 গরুড় কহিলেন,—হে প্রভো! অশৌচী অর্থাৎ
 বাহার নিমিত্ত অশৌচ হইয়াছে, তাহার সহজে
 বাহ্য কর্তব্য তাহা বলিয়াছেন; এক্ষণে অশৌচ
 সহজে উহা কতকাল থাকিবে, অশৌচকৃত

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

অপনোদ্যন্তিকং কালানিত্যবাস্ত নিবেদকম্ ॥
 পিতৃদায়নদানাদেঃ পুংগভোহতিশয়ো হি তত
 দশাহং শাবণাশৌচং সাপিতৃষু বিধীয়তে ।
 জন্মভেদঃপাবমেব স্মারিপুংস্ তদ্বিমজ্জিতাম্ ॥ ১০
 জন্মভেদকোদকানান্ত জিহাজ্জচ্ছুত্বিরিষ্যতে ।
 শবস্ত শেযাচ্ছুধ্যস্তি জাহান্তকদায়িনঃ ॥ ১১
 আ দন্তজননাং সদ্য আ চৌলাটৈরনিকৌ স্মৃতাঃ ।
 জিহাজ্জনা অতাদেশাদশরাত্রমন্তঃ পরম্ ॥ ১২
 আশৌচং তে সমাখ্যাতং সংজ্ঞাপাৎ

প্রকৃতং ভবেৎ ।

জলং ত্রিবিধ্যমাক্রান্তে স্থাপ্যং কীর্তক মূত্রে ॥ ১৩
 অত্র স্মৃতি পিধাজ্যেতি মন্ত্রোপায়েন কান্তম্ ।
 কাষ্ঠজয়ে শুণৈর্বদ্ধে শ্রীতেত্য ব্রাহ্মো চতুঃপদে ॥ ১৪
 প্রথমোহপি তৃতীয়ে বা সপ্তমে নবমে তথা ।
 অহিসকয়নং কার্যং দিনে তদঙ্গোদ্যৈকঃ সহ ॥

ব্যক্তির কি তাবেই বা থাকিতে হইবে, তাহা
 কীর্তন করুন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—এই
 যে অশৌচ ইহা কালব্যাপী অপনোদনযোগ্য
 বটে, কিন্তু ইহা ঠাণ্ডা পিতৃদান, অদায়ন ও
 দানাদি কার্যের বাধা জন্মাইয়া থাকে; ইহা
 সেই পুরুষগত শক্তিপ্রভাব। সপিতৃবর্গের
 মরণাশৌচ দশাহ; যাচার। নিপুণভাবে তদ্বি
 আকাক্ষ্য করেন, তাহার। পুত্রানিত্যনৈও
 দশাহ অশৌচই পালন করেন। ১—১০।
 একোদকনিগের জন্মাশৌচ তিন দিন। কিন্তু
 মরণাশৌচ পূর্ববৎ দশদিন। দন্তোদগম
 পর্যন্ত সন্ত; চুড়াধারণ পর্যন্ত একরাত্র;
 উপনয়ন পর্যন্ত ত্রিরাত্র; তৎপরে দশরাত্র।
 অশৌচ সহজে কহিলাম, এক্ষণে প্রকৃত বিষয়
 বলিতেছি।—তিন খানি কাষ্ঠ একত্রিত করিয়া
 তত্পর চতুঃপদে শূণ্ডমর্গে মূত্রে স্থাপন-
 পূর্বক তাহাতে হস্ত ও জল পৃথক্ পৃথক্
 রাখিয়া “অত্র স্মৃতি” “ইদং পিব” ইত্যাদি মন্ত্রে
 নিবেদন করিয়া দিবে। প্রথম, তৃতীয়, সপ্তম,
 কিংবা নবম দিনে স্মৃতিগণ সহ অহিসকয়ন

অমৃতসংস্পর্শঃ সপিণ্ডানাং বিধীকৃতঃ ।
 যোগ্যাঃ সর্গক্রিয়ণাক সন্ধানসালিস্তথা । ১৬
 প্রোক্তপিণ্ডঃ বহির্দগ্ন্যাকর্তব্যবিবর্জিতঃ ।
 প্রাপ্তবীচ্যাং চক্ষুঃ কৃদা নাসা প্রযতমানসঃ । ১৭
 কুম্ভাবলংকৃতানক সংকৃতানাং কুশেবু চ ।
 নবভিদিবসৈঃ পিণ্ডান নব দগ্ন্যাং সমাহিতঃ ।
 দশমঃ পিণ্ডমুৎস্রজ্য রাজিশেষে শুচিভবেৎ ।
 অমৃতগোত্রঃ সগোত্রো বা যদি হ্রী যদি বা পুমান
 প্রথমমেহনি যো দগ্ন্যাং স দশাহং সমাপয়েৎ ।
 শালিনা শকুন্তির্বাপি শাটকর্বাণাথ নির্বণেৎ ।
 প্রথমমেহনি যদুবাং তদেব স্তাদ্ধনাতিকম্ ।
 বাবদাশৌচমৈককস্তাঙ্গলোদানমুচ্যতে । ২১
 যদা যস্মিন্ দিনে দানং তস্মিন্ তদিনসম্বায়া ।
 দশাহংজলয়ঃ পক্ষিন্ পক্ষপকাশনতিথে । ২২
 বিবৃদ্ধা বা ভবেৎ পক্ষিগলীনাং শতং পুংসঃ ।

যদা হি ত্র্যম্বদাশৌচঃ তদা বাঙ্গলযোগে দশ । ২৩
 ত্রয়োহঙ্গলয় এবম্ প্রথমমেহনি বৈ তদা ।
 চত্বারং দ্বিতীয়েহহি তৃতীয়ে ত্র্যাহংজলয়া । ২৪
 যদা শতাঙ্গলিং পক্ষিগাদ্যে ত্রিংশৎ তদা তান ।
 চত্বারিংশদ্বিতীয়েহহি ত্রিংশদহি তৃতীয়ে । ২৫
 একং জলস্তাঙ্গলযোগে বিভাজ্যাঃ পক্ষযোগেদোঃ ।
 সর্গেষু পিতৃকার্যেযু পুত্রো মৃত্যোহধিকারবান ।
 পিতৃপ্রসেকতুকাং পুন্স-ধূপাদিকং তথা ।
 দশমেহনি সস্ত্রাণ্ডে শ্রানং গ্রামাঘটিকরেৎ ।
 শুক্ল তাজ্যানি বাসাংসি কেশ-শ্রাজ্জ-নথানি চ ।
 বিপ্রঃ শুভাতাপঃ স্পৃষ্টা কজিরো বাহনং তথা ।
 বৈষ্ণবঃ প্রতোদঃ রশ্মীন বা শূদ্রো যষ্টিং কৃতক্রিয়ঃ
 মৃতদানবয়োতিষ্ঠ সপিণ্ডৈঃ পরিবাপনম্ । ২৬
 কার্যক্ বোক্তব্যী যজ্ঞভ্যঃ পিণ্ডৈর্দক্ষতিরেব চ ।
 প্রথম মালিনা হোতেরাদশাহং বৃতেভবেৎ । ৩০

কার্য করিবে । এতদূর্ধ্বে সপিণ্ডদিগের অস্থি
 সংস্পর্শ কার্য করিবে । তাহাতে তাহার
 এবং যাহারা সমান লালিত, সকলেই ক্রিয়ার
 অধিকারী হইতে পারে । বহির্ভাগে প্রোক্ত-
 পিণ্ড দিবে । কিন্তু তাহাতে কুশের সহিত
 রাখিবে না । শুচি ও সংযতচিত্তে পূজা বা
 উত্তরস্থে চকু পাক করিয়া একাদিক্রমে নয়
 দিন নবটি পিণ্ড দিবে । অসংকৃত ব্যক্তি-
 দিগের ক্ষুদ্র কুহলে এবং সংকৃত ব্যক্তিদিগের
 কুশোপরি প্রদান করিতে হয় । স্রগোত্র, অস-
 গোত্র, হ্রী কিংবা পুরুষ প্রথম দিন যে ব্যক্তি
 পিণ্ড দিবে, দশম পিণ্ডান্ত সমস্ত পিণ্ডই তাহার
 দেওয়া কর্তব্য । দশম পিণ্ডনানান্তে রাজি-
 শেষে শুচি হইয়া থাকে । শালি তণুল, শকু
 অথবা শাক দ্বারা পিণ্ডদান করিবে । ১১—২০
 প্রথম দিবস বাহা দ্বারা পিণ্ড দিবে, দশ দিনই
 সেই ত্রব্য দ্বারা পিণ্ড দান করা কর্তব্য ।
 অশৌচকাল যাবৎ এক এক অঙ্গলি জল দান
 করা বিধেয় । প্রথম দিন হইতে দিনসংখ্যা
 অনুসায়ে অঙ্গাঙ্গলি সংখ্যা জানিবে । দশম
 দিনে পক্ষপকাশং সংখ্যক হয় । বৃদ্ধি ক্রমায়-

সারে অঙ্গলি সহসংখ্যকও হইতে পারে । তিন
 দিন অশৌচ হইলে অঙ্গলিসংখ্যা দশ জানিবে ।
 তাহার ক্রম যথা—প্রথম দিন তিন অঙ্গলি,
 দ্বিতীয় দিন চারি অঙ্গলি, তৃতীয় দিন তিন
 অঙ্গলি । যদি শতাঙ্গলি দেওয়া হয়, তবে
 তাহার নিয়ম এই যে, প্রথম দিবস ত্রিংশৎ
 দ্বিতীয় দিনে চত্বারিংশৎ, তৃতীয় দিনে
 ত্রিংশৎ । উত্তর পক্ষে এইতপ অঙ্গাঙ্গলি
 বিভাগ করিয়া কার্য করিবে । সমস্ত প্রোক্ত-
 কার্যে পুত্রই মূখ্য অধিকারী জানিবে । পিণ্ড-
 সেক কার্য তুকাং (অনঙ্ক) করিবে এবং
 পুন্স ধূপাদিও তুকাং প্রদান করিবে । দশম
 দিবসে গ্রামের বহির্ভাগে যাইয়া কেশ শ্রাজ্জ
 নথ ছেদাঙ্কে শ্রানাদি কার্য করিয়া সেই বস্ত্র
 পরিত্যাগ করিবে । বিপ্রগণ জলস্পর্শ দ্বারা,
 কজিয় বাহনস্পর্শ দ্বারা, বৈষ্ণব প্রতোদ অথবা
 রশ্মি (লাগাম) স্পর্শ দ্বারা, আর শূদ্র যষ্টিস্পর্শ
 দ্বারা শুচি হইয়া পরে অন্য কার্য করিবে । মৃত
 অপেক্ষা অঙ্গবয়স্ক সপিণ্ডগণই মৃতদান করিবে ।
 ছয় অথবা দশপিণ্ড দান সহকারে যোড়গী
 নির্বাহ করিবে । দশাহ যাবৎ যে পিণ্ড দান
 করা হয়, তাহার প্রথমটি মালিনা জানিবে ।

নিম্নানি দশ যান্ পিতান্ কুর্কস্তাঃ স্তুতাদয়ঃ ।
 প্রত্যহং তে বিস্তৃত্যস্তে চতুর্ভাগৈঃ খগোক্তম ॥
 ভাগবৎসমং দেহঃ স্তাৎ তৃতীয়েন যমাত্মগাঃ ।
 তৃণাতি হি চতুর্থেন বহুমণ্ডাপজোদিত ॥ ৩২
 অহোব্রাহ্মণ্যে নবজিহ্বেদেহো নিপতিতাপুণ্ডাৎ ।
 শিরঃপাদান পিণ্ডেন শ্রেষ্ঠস্ত জিহ্মতে তথা ॥ ৩৩
 বিত্তীয়েন তু কণাঙ্কি-নাসিকাঃ সমাসতঃ ।
 গলাংসভুজবক্ষাংসি তৃতীয়েন তথা ক্রমাৎ ॥ ৩৪
 চতুর্থেন চ পিণ্ডেন নাভিলিঙ্গকানি চ ।
 জাহ্নুভক্তে তথা পাদৌ পঞ্চমে তু সর্বদা ॥ ৩৫
 সর্বমঙ্গানি যঠেন সপ্তমে তু নাভুঃ ।
 দন্তলোমাস্তষ্টমে ন বীৰ্যাস্ত নবমে চ ॥ ৩৬
 দশমে তু পূর্ণং তুলাতী কৃকিপৰ্য্যকঃ ।
 ব্রহ্মাণ্ডঃ সৌভাগ্যঃ বচসি বৈনতেষ্য শৃণু মে ॥ ৩৭
 বিজ্ঞানি-বিষ্ণুপৰ্য্যস্তাঃ স্তোত্রকামশ তথা খগ ।
 স্তোত্রানি পঞ্চ দেবানামিতোষা মধ্যমোক্তনী ॥ ৩৮
 মিমিক্তং তুর্গতিং কৃদ্য যদি নারায়ণো বলিঃ ।
 একাদশাহে কৰ্ত্তব্যো বৃষোৎসর্গোহপি তত্র বৈ

২১—৩০ । পুত্রাদি দশ দিন যে পিতৃদান
 করে, তাহা প্রত্যহ চতুর্ভাগে বিস্তৃত হয় ।
 হে খগোক্তম ! ওই ভাগ দ্বারা আতিবাহিক
 দেহ গঠিত হয় । তৃতীয় ভাগে যমদূতগণ
 তাহাকে উৎসীদন করে না । চতুর্থ ভাগ
 শ্রেষ্ঠ সত্তা উপজীব্য করে । নয় দিবা রাত্রে
 ঐ দেহ পূর্ণাবয়ব হয় । প্রথম পিণ্ডে মস্তক ;
 দ্বিতীয়ে কণ, অঙ্কি, নাসিকা, তৃতীয়ে গল,
 অংস, ভুজবহ, বক্ষঃ ; চতুর্থে নাভি, লিঙ্গ,
 জহ্নু ; পঞ্চমে জাহ্নু, জজ্বা, পাদবহ ; ষষ্ঠে
 সমস্ত মধ্যস্থান ; সপ্তমে নাভীসমূহ ; অষ্টমে
 দন্ত, লোম ; নবমে বীৰ্য্য ; দশমে পূর্ণতা,
 তুলাতা, কৃষাভাব জাহ্নুতা থাকে । হে বৈন-
 তেষ্য ! তোমাকে মধ্যমা সৌভাগ্যী বলিতেছি,
 শ্রবণ কর । বিষ্ণুকে আদি করিয়া বিষ্ণু পর্য্যন্ত
 একাদশটি এবং দেবতাদিগের পাঁচটি মিলিত
 সমুদয়, ইহা দেবতাদিগের অতিমত্ত মধ্য-
 সৌভাগ্যী । হুনিমিত্ত নিবারণার্থ যদি নারায়ণ
 বলি দিতে হয়, তবে তাহা একাদশাহেই

একাদশাহে শ্রেষ্ঠস্ত যন্তোৎসর্গোক্ত নো বৃষঃ ২
 শ্রেষ্ঠস্তঃ স্তুতিতঃ তস্ত নৈত্তেঃ আকর্ষতৈরপি ৩০-
 অহোব্রাহ্মণ্যেৎসর্গঃ কৃতঃ তে পিতৃপাতনম্ ।
 নিফলং সৰ্বলং বিজ্ঞাৎ প্রমীতায় ন ভববেৎ ৩
 বৃষোৎসর্গাদৃতে নাস্তৎ কিঞ্চিদস্তি মহীতজে ।
 পুত্রঃ পত্নীথ দৌহিত্যঃ পিতা বা বহিতাথবা ।
 স্তুতাদনস্তবং তস্ত এবং কার্যো বৃষোৎসবঃ ৩২
 চতুর্ভাগসত্তরৌদুস্তো যন্তোৎসর্গোক্ত বা বৃষঃ ।
 অলঙ্কৃতো বিধানেন শ্রেষ্ঠস্তঃ তস্ত নো জতেৎ
 একাদশেহহি সস্তাপ্তে বৃষাভাবো ভবেদযদি ।
 দর্ভৈঃ পিষ্টৈষ্টে সম্পাদ্য তং বৃষং মোচয়েদবৃষঃ
 বৃষোৎসর্জনবেলায়াং বৃষাভাবঃ কথঞ্চন ।
 স্তুতিকান্তিঃ দর্ভৈর্ক বৃষঃ কদা বিমোচয়েৎ ৩৫
 যদিষ্টে জীবতস্তস্ত দদ্যাদেকাদশেহহি ।
 স্তুতযুক্তিঃ দাতব্যঃ শ্রদ্ধাধেয়াদিকঃ তথা ৩৬
 বিপ্রান্ বহুন্ ভোজয়ীত শ্রেষ্ঠস্তঃ স্তুতিশাস্তয়ে ।
 তৃতীয়াং সৌভাগ্যীঃ বচসি বৈনতেষ্য শৃণু তাম্ ॥

কৰ্ত্তব্য । বৃষোৎসর্গ উক্ত দিনেই করিবে ।
 যে শ্রেষ্ঠের উদ্দেশে একাদশাহে বৃষোৎসর্গ
 না হয়, তাহার উদ্দেশে শত শত জাক
 করিলেও শ্রেষ্ঠের বিমুক্তি হয় না । ২১—৩০ :
 বৃষোৎসর্গ না করিয়া গয়াক্ষেত্রে পিতৃ প্রদান
 করিলে তাহাও নিফল হয় ; তাহা শ্রেষ্ঠের
 কোন উপকার করিতে পারে না । বৃষোৎসর্গ
 বাস্তব হুতলে শ্রেষ্ঠত্বকর আর কোন
 কার্যই নাই । পুত্র, পত্নী, দৌহিত্য, পিতা,
 কস্তা, যেই হউক একজনে অথবা বৃষোৎসর্গ
 করিবে । যাহার নিমিত্ত বৎসতরৌচতুষ্টয় সঙ্কিত
 বৃষ উৎসর্গীকৃত হয়, তাহার শ্রেষ্ঠত্ব থাকে
 না । একাদশাহে যদি বৃষের অভাব হয়,
 তবে দর্ভপিষ্ট দ্বারা বৃষ নির্মাণ করিয়া
 তাহাকেই উৎসর্গ করিবে । স্তুতিকা কিংবা কুশ
 দ্বারা বৃষ নির্মাণ করিলেও হয় । স্তুতবাস্তির
 যাহা যাহা প্রিয় ছিল, একাদশ দিনে সেই সেই
 দ্রব্য দান করিবে । স্তুতের উদ্দেশে শ্রদ্ধা,
 বেদ প্রভৃতি প্রদান করিতে হয় । শ্রেষ্ঠের
 স্তুতানিবারণার্থ বহু জাহ্নুপক ভোজ

দ্বাদশ প্রতিমাস্তানি আদ্যঃ ষাণ্মাসিকে তথা ।
 সপ্তমীকরণৈকৈব তৃতীয়া যোড়শী যজ্ঞা ॥ ৪৮
 দ্বাদশাহে ত্রিপক্ষে ৫ যগ্নাসে মাসিকেহবিকে ।
 তৃতীয়াং যোড়শীমেবাং বদন্তি মন্ত্রভেদতঃ ॥ ৪৯
 যজ্ঞেষ্ঠানি ন দন্তানি প্রেক্ষ্যাক্তানি যোড়শ ।
 পিণ্ডাচ্ছঃ স্থিঃ হস্ত দষ্টেঃ শ্রাদ্ধশতৈরপি ॥ ৫০
 একাদশে দ্বাদশে বা দিন আদ্যঃ প্রকৌষ্ঠিতম্ ।
 মাসাদৌ প্রতিমাসক শুদ্ধং মৃততিথৌ খগ ॥ ৫১
 একেনাহা ত্রিভির্বাপি হৌনেযু বিনতান্নত্ ।
 মাসযগ্নাসবর্গেষু ত্রিপক্ষেযু ভবন্তি হি ॥ ৫২
 শ্রাদ্ধান্ত্রাং স্যাপিণ্ডাং পূর্বে বর্ষে তদন্থকে ।
 ত্রিপক্ষেহুদয়ে বাপি দ্বাদশাহেহথবা নৃণাম্ ।
 আনন্ত্যাং কুলধর্ম্মাণাং পুংসার্কৈবায়ুযঃ ক্ষয়াৎ ।
 অস্তিত্বাক্ররোরস্ত দ্বাদশাহে প্রশস্ততে ॥ ৫৪
 সপ্তমীকরণেষেবং বিধিঃ পক্ষৌল মে শুণু ।
 একোদ্বিষ্টবিধানেন তর্ঘ্যাং তদপি কান্তপ ॥ ৫৫
 ত্রিলগ্নোদ্যাদকৈর্ধুত্বং কুর্ঘ্যাৎ পাত্তচতুষ্টিম্ ।
 পাত্তং প্রেক্ষ্য তত্রৈকং পৈত্ৰ্যং পাত্তজয়ং তথা

সেচয়েৎ পিতৃশ্রাদ্ধেষু প্রেক্ষ্যপাত্তঃ খগ জিযু ।
 চতুরো নির্জপেৎ পিণ্ডান পূর্ষঃ তেষু সমাপয়েৎ
 ততঃ প্রভৃতি বৈ প্রোক্তঃ পিতৃশ্রাদ্ধমন্ত্রযুক্তে ॥ ৫৮
 ততঃ পিতৃশ্রাদ্ধাপরে তন্মিন প্রোক্তে খগোখয় ।
 শ্রাদ্ধধর্ম্মেরশেষেষু তৎপূর্ব্বানর্চয়েৎ পিতৃম্ ॥ ৫৯
 একচিত্ত্যারোহণে চ একাহ্নিমরণে তথা ।
 সপ্তমীকৃত শ্রাদ্ধা নান্তি কুন্তে তর্কুঃ স্থিধা তবেৎ
 পাত্তৈক্যমথ কলৈক্যং কলৈক্যক তবেৎ খগ
 শ্রাদ্ধাদৌ সহদাহে চ পতিপিত্ত্যর্ম্ম সংশয়ঃ ॥ ৬১
 ভদ্রমৃততিথেরক্ষ-তিথৌ চিতিমথাকহেৎ ।
 তাং মৃতাহনি সন্ত্রাণ্ডে পৃথক্পিত্তেন যোজয়েৎ
 প্রত্যঙ্গক নবশ্রাদ্ধং যুগপৎ কু সমাপয়েৎ ॥ ৬৩
 যন্ত সংবৎসরানর্ক্যক সপ্তমীকরণং তবেৎ ।
 মাসিককোনকৃতক দেযঃ তস্তাপি বৎসরম্ ॥ ৬৪
 নবশ্রাদ্ধং সপ্তমীকৃত শ্রাদ্ধান্ত্রাণি চ যোড়শ ।
 একেনৈব তু কার্য্যানি সংবিত্তকৃতমেষপি ॥ ৬৫
 পিতামহীতিঃ সপ্তমীকৃত তথা মাতামহীঃ সহ ।
 উক্তঃ ভদ্রাণি সপ্তমীকৃত শ্রাদ্ধা বিহতভেদতঃ ॥

করাইবে। দ্বাদশটি মাসিক, প্রথম ষাণ্মাসিক,
 সপ্তমীকরণ, তৃতীয়া যোড়শী, দ্বাদশাহে,
 ত্রিপক্ষে, যগ্নাসে, মাসিকে, বাৎসরিকে যে
 শ্রাদ্ধ, তাহাকেই তৃতীয়া যোড়শী বলে। যাহার
 নিমিত্ত এই যোড়শ প্রেক্ষ্যশ্রাদ্ধ প্রদত্ত হয় না
 অস্তান্ত শত শ্রাদ্ধ করিলেও তাহার প্রেক্ষ্য
 স্থির থাকে। ৪১—৫০। একাদশ অথবা
 দ্বাদশ দিন আদ্য শ্রাদ্ধের দিন। প্রতিমাসের
 শুদ্ধ মৃততিথিতে মাসিক শ্রাদ্ধ করিবে। এক
 দিন বা তিন দিন হীন হইলে মাস, যগ্নাস,
 কিংবা ত্রিপক্ষে করিবে। পূর্ব্বসংবৎসর, তদন্থ,
 ত্রিপক্ষে কিংবা দ্বাদশাহেও হইতে পারে, যদি
 আকুর্মান্থিক কার্য্য উপস্থিত হয়। কুলধর্ম্ম
 অনন্ত, মথব্যের আয়ু অনিশ্চিত, শরীরের
 স্থিরতা নাই, এই সকল বিবেচনা করিয়া
 দ্বাদশাহেও বিধি দেওয়া হয়। হে পক্ষৌল !
 এই সপ্তমীকরণের বিধি বলিলাম ; একোদ্বিষ্ট
 বিধিও শ্রবণ কর। ত্রিলগ্নোদ্যাদকবুদ্ধ চারিটি
 পাত্ত করিবে। তাহার একটা পাত্ত প্রেতের,

অপর তিনটি পিতৃগণের। প্রেতপাত্ত-জল
 পিতৃপাত্তদ্বয়ে সেচন করিবে।, বাক্তী পিণ্ড
 করিবে ; তারপর হইতে সেই প্রেত পিতৃ-
 লোকের মধ্যে পরিগণিত হয়। অতঃপর
 শ্রাদ্ধানি কার্য্যে তাহাকে প্রথমে গণনা করিয়া
 অন্ত পিতৃদিগের অর্চনা হইয়া থাকে। এক-
 চিত্ত্যারোহণ কিংবা একদিনে মরণ ঘটিলে
 ত্রীলোকের সপ্তমীকরণ নাই, তর্কীর সপ্তমীকরণ
 তাহার কার্য্য হইবে। ৫১—৬০। পতি পত্নী
 একত্র দাহ হইলে কাল, কর্জা ও পাক-কার্য্যের
 একা হইবে, সংশয় নাই। তর্কীর মৃততিথির
 অন্ত তিথিতে যদি চিত্ত্যারোহণ করে, তবে
 তাহাকে মৃততিথি প্রাপ্ত হইয়া পৃথক পিতৃ-
 করণক যোজনা করিবে। বার্ষিক ও নবশ্রাদ্ধ
 একত্র করিবে। সংবৎসরের পূর্বেই দ্বাদশ
 সপ্তমীকরণ হয়, তাহারও মাসিক জলকৃত্তদান
 কার্য্য প্রতিবৎসরই করিবে। দ্বাদশগণ পৃথগ্ন
 হইলেও নবশ্রাদ্ধ সপ্তমীকরণ ও যোড়শ শ্রাদ্ধ
 এসকল কার্য্য একজনেরই কর্তব্য। হে কান্তপ ।

নবপ্রাক্তন তে কালং বক্ষ্যামি শৃণু কাণ্ডপ ।
 মরণাহি মৃত্তিকানে শ্রাদ্ধং পশ্বিন প্রকল্পয়েৎ ।
 দ্বিতীয়কৃত্তো মার্গে বিজ্ঞানো যত্র কারিতঃ ।
 ততঃ সঞ্চয়নস্থানে তৃতীয়কৃত্তো মৃত্তিকাতে । ৬৮
 পঞ্চমে সপ্তমে তদনন্তরে নবমে তথা ।
 দশমৈকাদশে চৈব নব শ্রাদ্ধানি বৈ খগ ॥ ৬৯
 শ্রাদ্ধানি নব চৈতানি তৃতীয়া বোদ্ধন্যে শ্রুতা ।
 একোদ্বিষ্টবিধানেন কাণ্ডানি মনুজৈস্তথা ॥ ৭০
 প্রথমেনহি তৃতীয়ে বা পঞ্চমে সপ্তমে তথা ।
 নবমৈকাদশে চৈব নবপ্রাক্তনঃ প্রকীর্তিতম্ ॥ ৭১
 উচ্যন্তে যজ্ঞমানোহ নব স্মারপি যোগতঃ ।
 উক্তানি চে যথা তানি ধর্মীণাঃ মতভেদতঃ ॥ ৭২
 ক্রটিঃ পক্ষো যমাক্ষৌটো যোগঃ কৈশ্চিদ্বিধেযাতে
 আদ্যে দ্বিতীয়ে দাতব্যাক্ষৌটৈবৈকং পরিভ্রকম্ ॥
 প্রেতায় পিতো দাতব্যো ভুক্তবৎশু বিজাতিযু
 প্রস্তুতপ্রাতিরম্যোতি যজমানবিজ্ঞানানাম্ ॥ ৭৩

তোমাকে বিবর্ত্তনে পিতামহ প্রভৃতির,
 মাতামহাদির ও হ্রীদিগের তর্জার সহিত
 সাপিণ্ড বলিলাভ; এক্ষণে নবপ্রাক্তনের কাল
 কহিতেছি। মরণদিনে মরণস্থানে শ্রাদ্ধ
 করণ করিবে। দ্বিতীয় শ্রাদ্ধ পঞ্চমধ্যে
 (যেখানে বিজ্ঞান করা হইয়াছিল সেই স্থানে)
 এবং তৃতীয় শ্রাদ্ধ সঞ্চয়ন স্থানে সম্পাদন
 করিবে। পঞ্চমে, সপ্তমে, অষ্টমে, নবমে,
 দশমে, একাদশে, আর নব শ্রাদ্ধ সমুদয়ে
 বোদ্ধন্যে হয়। মনুষ্য প্রথমতঃ একোদ্বিষ্ট
 বিধান অনুসারে কার্য্য করিবে। ৬১—৭০।
 প্রথম দিনে, তৃতীয়ে, পঞ্চমে, সপ্তমে, নবমে,
 একাদশে, নব শ্রাদ্ধ উক্ত আছে। এখানে
 ছয়টির উল্লেখ করা হইল; কিন্তু যোগ করিলেই
 বোদ্ধশটী হইবে। ঋষিদিগের এ সহস্র
 মতভেদ থাকে হেতু এইরূপ বলিলাম। ক্রটি
 পক্ষই আমার অভিযুক্ত, যোগ করা অস্তু
 কোন কোন ঋষির মত। আদ্যে এবং দ্বিতীয়ে
 এক একটি পরিভ্র প্রদান করিবে। বিজগণ
 তোমানে প্রস্তুত হইলে পিণ্ড দান করিবে।
 যজমান ও পুরোহিতের “অভিরম্য” ইত্যাদি

অক্ষয়মুৎকৃতি বক্তব্যং বিবর্ত্তো তথা ।
 একোদ্বিষ্টে নিবোধ যে ইন্দ্ৰযাবৎসরঃ স্মৃতম্ ।
 সপিণ্ডীকরণাদৃষ্টং যানি শ্রাদ্ধানি বোদ্ধম্ ।
 একোদ্বিষ্টবিধানেন চবৈবা পার্শ্বণানুতে ।
 প্রত্যক্ষং যো যথা কুর্য্যাৎ তথা কুর্য্যাৎ

ন তাত্তপি

একাদশে ঋষিগণে প্রেতো ভুক্তি নিবন্ধম্
 যোহিতঃ পুরুষস্তাপি পিণ্ডঃ প্রেতেহতিমর্কশেৎ
 সাপিণ্ডো ভুক্তিতে তন্ত প্রেতশব্দো নিবর্ত্ততে ।
 দীপদানং প্রকর্তব্যমাবধন্ত গৃহাধিঃ ॥ ৭৮
 অন্নং দীপো জলং বহুমন্ত্রা দীপতে চ যৎ ।
 তুষ্টিদং প্রেতশব্দেন সপিণ্ডীকরণাবধি ॥ ৭৯
 অন্নকৃত্যং যদ্যুক্তং তে সমাসাধিনতাস্মত ।
 বৈবহতগৃহে যানং যথা তত্তু নিবোধ যে ॥ ৮০
 অযোদশেনহি অবশ্যং কর্ণানন্তরন্ত সঃ ।
 যদগৃহীতাবিবৎ তাক্ষং গৃহীতে যদ্বিকটৈঃ ॥

এবং “অক্ষয়” উৎকৃষ্ট অক্ষকালে এই
 প্রস্তোত্তর হইবে। এই বিধানে প্রতিবৎসর
 একোদ্বিষ্ট করিতে হইবে। সপিণ্ডীকরণের পর
 যে বোদ্ধশ শ্রাদ্ধ কল্পিত হয়, পার্শ্বণ ব্যতীত
 সমস্তই একোদ্বিষ্ট বিধানে করিবে। যজ্ঞার
 বার্ষিক কার্য্য যে রীতি অনুসারে চলিয়া থাকে,
 সে তদনুসৃত করিবে। একাদশ এবং দ্বাদশ
 এই দুই দিন প্রেত ভোজন করে; অতএব
 এই দুই দিন স্ত্রী কিম্বা পুরুষ প্রেতের উদ্দেশে
 পিণ্ডদান করিবে। সপিণ্ডন কৃত হইলেই
 প্রেত শব্দে নিবৃত্তি হইয়া থাকে। একবৎসর
 যাবৎ গৃহের বহির্ভাগে দীপ দান করিবে।
 সপিণ্ডীকরণ পর্যন্ত অন্ন, দীপ, জল, বহু ও
 তুষ্টি আর যাহা যাহা প্রেতের উল্লেখ করিয়া
 দেওয়া যায়, তাহাতে প্রেতের সর্বশেষ তুষ্টি
 হইয়া থাকে। হে গরুড়! এই আমি তোমাকে
 বার্ষিক কৃত্য কহিলাম; এক্ষণে বৈবহত গৃহে
 যেক্ষণে জীব গমন করে, তাহা অবশ্য কর।
 ৭১—৮০। অযোদশ দিবসে তাহার শ্রাদ্ধ
 কার্য্যের পর তোমা কর্তৃক গৃহীত পরগের জাহ্ন
 সেই জীব ভীতচিত্তে যদ্বিকট কর্তৃক দ্রুত

ভস্মিন্ মার্গে অজত্যেকো গৃহীত ইব মৰ্কঃ ।
 বায়ুপ্রসারি তজ্জং দেহমজ্ঞং প্রপদ্যতে ৷ ৮২
 তৎপি তজ্জং পাতনার্থং যমতা পিতৃসন্তবম্ ।
 তৎপ্রদানবহোহবহা-সংস্থানানি প্রাপ্তবো যথা
 বচনীতিসংস্থাপি যোজনানানি প্রমাণতঃ ।
 অজ্যাতরালিকো জ্যেয়ো যম-মাহুযলোকয়োঃ ৷ ৮৪
 সাধিকার্ককৌশলুত-যোজনানি শতধমম্ ।
 চত্বারিংশৎ তথা সপ্ত প্রত্যহং যতি তজ্জং ।
 অষ্টচত্বারিংশতা চ ত্রিংশতী মিবদৈমরিত্তি ।
 বৈবস্বতপুৰং যতি কৃত্যমাণো যমাস্তগৈঃ ৷ ৮৬
 এবং ক্রমেন যাতব্যো মার্গে পাপরতৈস্ত যৎ ।
 জায়তে সপ্রপকং তজ্জুং যমকণাযুজ ৷ ৮৭
 ত্রয়োদশদিনে দমঃ প শৈবক্কাতিলাকটৈঃ ।
 যমস্তাঙ্কশব্দো বৈ ভূকুটীকুটিলাননঃ ।
 দণ্ডপ্রহারমস্তাঙ্কঃ কৃত্যতে কক্ষিণাং দিশম্ ৷ ৮৮
 কৃশ-কণ্টক-বস্ত্রীক-শলু-পাষাণকৰ্কশে ।
 তথা প্রদীপ্তজলানে কচিচ্ছূদ্রশতোংকটে ৷ ৮৯

হইয়া বন্দী মৰ্কটবৎ যাইতে থাকে ; পিণ্ডদান-
 কার্যের ফলে তাহার তখন বায়ু অপেক্ষাও
 লঘু ক্ষুদ্রগামী দেহ উৎপন্ন হয় । সেই দেহ
 আকাশ-বহন ; এই দেহ পুরুষদেহের বহন
 অবস্থাদির সমান অল্পরূপ হইয়া থাকে ।
 যমলোক ও মাহুযলোক এতদ্ব্যতয়ের ব্যবধান
 পথ বচনীতিসময়ে যোজন । সেই জীব
 বহনুভর সবে প্রতি দিন প্রায় ন্যূনাধিক সার্ধ
 সপ্তচত্বারিংশতিকক্ষিণ যোজন পথ গমন
 করিয়া থাকে । ত্রিংশতাধিক অষ্টচত্বারিংশৎ
 দিবসে সেই জীব যমপুরে যাইতে পারে ।
 এই ক্রমে গমনপথে পাণ্ডিদিগের যে অবস্থা
 হয়, তাহা সখিতরে প্রবণ কর । জ্যেয়োদশ
 দিনে তাহাকে দূর পাপ দ্বারা বহনপুরুষ
 অল্পশব্দ ভূকুটী-কুটিলবহন যমদূত দণ্ড
 প্রহারে সস্ত্রান্ত সেই জীবকে লইয়া দাক্ষিণিকে
 কৃশ, কণ্টক, বস্ত্রীক, শলু ও পাষাণময় এবং
 দ্বাদশে দ্বাদশে অগ্নিময়, কচিৎ পত শত গর্ভভূক্ত
 অতি দাক্ষিণ পথ দিয়া যাইতে থাকে ।
 সেই পথ আদিত্যতাপে অতীব উত্তপ্ত ; এবং

প্রদীপ্তাদিত্যতপে চ বহ্যমামঃ সনৎকরকৈ ।
 কৃত্যতে যমদূতৈস্ত শিবাবদানভীষনৈঃ ৷ ৯০
 প্রযতি দাক্ষিণে মার্গে পাপকৰ্ম্ম যমালয়ে ।
 কলেবরে দহ্যমানে মণ্ডিতঃ কদমুচ্ছ্রিত ৷ ৯১
 তজ্জামাণে ততৈবযাকৈ তিন্যামানে চ দাক্ষিণম্ ।
 তিন্যামানে চিরন্তনঃ জন্তুর্ভূতমবাপুতে ৷ ৯২
 যেন কৰ্ম্মবিপাকেন দেহান্তরগতোহপি স্ম ৷ ৯৩
 পুরাপি যোক্তশামুগ্মিন্ মার্গে তানি চ মে শৃণু ৷
 যামাং সৌরিপুৰং নগেন্দ্রভবনং
 গজবর্জৈলাগম্যো
 ক্রৌঞ্চং কুরপুৰং বিচিত্রভবনং
 বহ্মাপদং হৃৎখণ্ডম্ ।
 নানাকন্দপুৰং স্নাতপ্তভবনং
 রৌজং পদ্মোববনং
 শীতাচং বহুভীতিযোক্তশপুৰা-
 প্যোতান্তদৃষ্টানি তে ৷ ৯৪

ঘোরদংষ্ট্র মশকাদি দংশক জীবে পরিপূর্ণ ।
 সেই পথে যমদূতগণ বেগে তাহাকে আকর্ষণ
 করিতে থাকে । সে শিবাবদ সন্ধান চীৎ-
 কার করিতে করিতে অতিক্রমে তাহার
 সঙ্গে যাইতে থাকে ৷ ৮১—৯০ ৷ সেই পথে
 পাণ্ডি ব্যক্তি কচিৎ দহনোহ, কচিৎ ছিন্নকর,
 কচিৎ কুজরাদি দ্বারা তজ্জামাণ, কখনও
 যমদূত কর্তৃক তিন্যামান ও তিন্যামান হইয়া
 থাকে । জীব নিজ কৰ্ম্মবশে পরলোকে
 যাইয়া এইরূপ ক্রম পায় । সেই পথে
 যোক্তশপুৰ আরোহ ; তাহা প্রবণ কর । যামা,
 সৌরি, নগেন্দ্র, গজবর্জ, নৈলাগম, ক্রৌঞ্চ,
 কুর, বিচিত্র, বহ্মাপদ, হৃৎখণ্ড, নানাকন্দ,
 স্নাতপ্ত, রৌজ, পদ্মোববন, শীতাচ, বহুভীতি
 এই যোক্তশপুৰ । জীব এইরূপে “পুত্র, পুত্র”

* কচিৎ পুত্রকে নগেন্দ্রভবনমিত্যত্র ব্যবস্ত্র-
 ভবনমিত্তি, বিচিত্রভবনমিত্যত্র বরেন্দ্রভবনমিত্তি
 চ পাঠঃ । দাক্ষিণাত্যাত্ম সৌম্যং সৌরিপুৰমিত্যা-
 পক্রম্য শীতাচাং বহুভীতিযোক্তশবনং যামাং
 পুরকাক্রান্ত ইতি পঠতি ।

তত্র যাম্যপুরং গচ্ছন পুত্র পুত্রোতি চ ক্রবন ।
 কা হেতি ক্রমন্তে নিত্যং স্বকৃতং হৃদয়ং স্বরন
 অষ্টোদশদিনে তাক্য তৎ পুনঃ প্রাপ্যমানসো ।
 পুষ্পভদ্রা নদী যত্র স্তম্ভোদ্যঃ প্রিদ্দর্শনঃ ।

বিজ্ঞানমেচ্ছাং করোতিত্র কারয়াস্ত ন স্তে ভটাঃ
 কিতৌ নতঃ স্তুতৈস্তস্ত স্নেহায়া কৃপয়া তথা ।
 মাসিকং পিতৃমন্ত্রাতি ততঃ সৌরিপুরং ব্রজেৎ ।
 ব্রজস্নেহং প্রলপতে মদগাহাহকীর্ষিততঃ ॥ ৯৯

জলাশয়ো নৈব কৃতো যত্র তদা

মহুবাভূষ্টো পশুপক্ষিতৃপ্তয়ে ।

গোতৃপ্তিরেভ্যো চ গোচরঃ কৃতঃ ।

শরীর হে নিস্তর যৎ তদা কৃতম্ * ॥ ১০০

তত্র নাস্য তু রাজ্যাসৌ জঙ্গমঃ কামরূপধৃক্ ।

ভদ্রাৎ তদদর্শনাজ্জাতাদ্ভুতৈক পিতৃং স

শক্তিকঃ ॥ ১০১

ত্রিপক্ষ জলসংযুক্তঃ কিতৌ নতঃ কৃতো ব্রজেৎ

ব্রজস্নেহং প্রলপতে বক্তাব্যাতপ্রশীড়িতঃ ১০২

করিতে করিতে নিজ হৃদয়স্বরূপে কাহাকাহে
 বোলন সহকারে অষ্টোদশ দিবসে যাম্যপুরে
 যায় । সেখানে পুষ্পভদ্রানদী মনোহরা নদী
 এতে প্রিদ্দর্শন স্তম্ভোদ্য বৃক্ষ আছে ; তাহা
 দেখিয়া তাহার বিজ্ঞানমেচ্ছা হয়, কিন্তু সমুদ্র
 বিজ্ঞান করিতে দেয় না । তাহ'র পুত্রাদিরা
 কুলে নেহ বা কৃপা করিয়া যে মাসিক পিতৃ-
 দান করে, সে তাহাই ভোজন করিয়া সেখানে
 হইতে সৌরিপুরে যায় । যাইতে যাইতে সে
 এইরূপ বিলাপ করিতে থাকে—হায় ! আমি
 মহুবা পশুপক্ষীর তৃপ্তির জন্য জলাশয় খনন
 করি নাই, গোতৃপ্তির জন্য গোচরও নির্মাণ
 করি নাই । হে শরীর ! তুমি যাহা করিয়াছ,
 এখন তাহার ফল হইতে নিস্তারের উপায় কি
 করিবে । ৯৯—১০০ । তথায় জঙ্গমনাম
 কামরূপী রাজা আছেন, তাহার ভয়ে শক্ত-
 তিতে ত্রিপক্ষ প্রদত্ত জলযুক্ত পিতৃ ভক্ষণ-
 পূর্বক যাইতে যাইতে এইরূপ বিলাপ করিতে

ন নিত্যদানং ন গবাহিকং কৃতং

পুস্তং ন দত্তং ন হি বেদ-শাস্ত্রয়োঃ ।

পুরাণদৃষ্টৌ ন হি সেবিতৌহুত্বা

শরীর হে নিস্তর যৎ তদা কৃতম্ ॥ ১০৩

নগেশ্বরনগরং গয়া ভূক্ষা চারং তথাবিধম্ ।

মাসি দ্বিতীয়ে বদন্তঃ বান্ধবৈস্ত ততো ব্রজেৎ ।

ব্রজস্নেহং প্রলপতে কৃপাণং দক্ষতাত্তিতঃ ।

পর্যাবীনমভুৎ সর্কং মম মূর্খনিরোমণেঃ ।

যহতা পুণ্যযোগেন মাসুয়াং লববানহম্ ॥ ১০৪

তৃতীয়ে মাসি সস্ত্রাপ্তে গঙ্ঘর্কনগরে শুভম্ ।

তৃতীঃমাসিকং পিতৃং তত্র ভুক্তা ব্রজত্যাসৌ ।

ব্রজস্নেহং বিলপতে তদাগ্রেণাহতঃ পথি ॥ ১০৫

ময়ান দত্তং ন দত্তং হতাপনে

তপো ন তপ্তং ত্রিষ্টৈলগম্ভব্রে ।

ন সেবিতং গাঙ্গমহো মহাজলং

শরীর হে নিস্তর যৎ তদা কৃতম্ ॥ ১০৬

তুর্থে শৈলাগমং মাসি প্রাপ্যুয়াং তত্র বধম্ ।

থাকে—আমি নিত্য দান, গবাহিক, পুস্তক-
 দান, বেদশাস্ত্রাদি কিছুই করি নাই ;
 পুরাণোপদিষ্ট পঞ্চাঙ্গসরণও করি নাই ; হে
 শরীর ! তুমি যাহা করিয়াছ, এক্ষণে (তদ্বারা)
 নিস্তার হও । নগেশ্বর নগরে যাইয়া সেইরূপ
 দ্বিতীয় মাসপ্রদত্ত পিতৃদি ভোজনপূর্বক
 সেখান হইতে যাইতে যাইতে বক্তব্যাজে
 ব্যথিত হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতে থাকে—
 আমি মূর্খনিরোমণি, তাই আমার এক্ষণে
 সকলই পর্যাবীন হইয়াছে । মহাপুণ্যকালে আমি
 মহুবাভয় লাভ করিয়াছিলাম, কিন্তু বৃথা
 আতিবাহিত করিমাছি । এইরূপে সে তৃতীয়
 মাসে গঙ্ঘর্কনগরে যায় । সেখানে তৃতীয়
 মাসিক পিতৃ ভক্ষণপূর্বক তথা হইতে যাইতে
 যাইতে সমুদ্রপ্রহারে শীড়িত হইয়া এইরূপ
 বিলাপ করিতে থাকে—আমি দান করি নাই,
 হতাপনে গেম করি নাই ; ত্রিষ্টৈলগম্ভব্রে তপ
 করি নাই, গাঙ্গার মহাজলও সেবা করি নাই,
 হে শরীর ! তুমি যাহা করিয়াছ, এক্ষণে (তদ্বারা)
 নিস্তার হও । চতুর্থ মাসে শৈলাগমপুর প্রাপ্ত

ততোশরি ভবেৎ পকিন পাযাণানাং নিরন্তরম
চতুর্থমাসিকং জ্ঞানং ভুক্ষা তত্র প্রসপতি ।

স পতন্তেব বিলপন পাযাণাদ্বাতি পীড়িতঃ ।

ন জ্ঞানমার্গো ন চ যোগমার্গো

ন কৰ্ম্মমার্গো ন চ ভক্তিমার্গঃ ।

ন সাধুসঙ্গাৎ কিমপি ক্রতং ময়া

শরীরে হে নিরন্তর যৎ ক্রমা ক্রতম্ ॥ ১১১

ততঃ ক্রুরপুং মাসি পক্ষমে যাত্রি কাশ্রপ ।

ভুবি দন্তঃ পিণ্ডজলং ভুক্ষা ক্রুরপুং ব্রজেৎ ।

ব্রজেন্নেবং বিলপতে পি টুশঃ পাটিভঃ পথি ।

হা মাঃ হা পিতৃভীতঃ স্মৃতা হা হা মম স্রিঃ ।

যুগ্মাভিনোপদিষ্টৌহুমবস্থাং প্রাপ্ত চৈন্দ্রীম ।

এবং লালপ্যমানঃ তঃ সমদুস্তা বনস্তি তি ॥ ১১৪

ক মাতা ক পিতা মূঢ় ক জায়া ক শ্রুতঃ স্মৃতঃ ।

সকলোপার্জিতং ভুক্ষ মুখ্য বাস্তবিকং পথি ।

জানাসি নহনমলঃ বলমধবগানঃ

নোহমলঃ প্রবর্ততে পরলোকগতিয়া ।

হয়। সেখানে নিরন্তর তাঁহার উপর পাবান
বর্ষণ হইতে থাকে। তথায় চতুর্থমাসিক পিণ্ড
ভক্ষণ করিয়া যাইতে যাইতে পাযাণাদ্বাতি
পীড়িত হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতে থাকে।
১০১—১১০।—জ্ঞানমার্গ, যোগমার্গ, কৰ্ম্ম-
মার্গ, সাধুসঙ্গ করিয়া আমি এ সকল সম্বন্ধে
কিছুমাত্রই জ্ঞান করি নাই। তে শরীর তুমি
যাহা করিয়াছ, এখন (তদ্বাচ্য) নিস্তীর্ণ হও।
জারপর পঞ্চম মাসে ক্রুরপুং যায়। সেখানে
পঞ্চম মাসিক জলপিণ্ড ভক্ষণার্থে যাইতে
যাইতে সমদুস্ত কর্তৃক পি টুশ দ্বারা জড়িত
হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতে থাকে। হা
মাতঃ! হা পিতঃ! হা ভ্রাতঃ! হা পুত্রগণ!
হা পতি! আমি যে এরূপ দুরবস্থায় পতিত
হইয়াছি, তোমরা তাহা জানিতেছ না!
তাঁহার এই প্রকার বিলাপ শ্রবণে সমদুস্ত
ভ্রমণ করিয়া বলে,—মুখ্য! তোর পিতা,
মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, বাছব কোথায়? নিজ
লক্ষ্যোপার্জিত কল ভোগ কর। চল বিলম্ব
করিল না। যে সকল পরলোক-পথিকের

গন্তব্যমস্তি তব নিশ্চিতমেব তেন

মার্গেণ যেন ন ভবেৎ ক্রয়বিক্রয়োহপি ॥

উনবাধ্যাসিকে ক্রৌঞ্চ ভুক্ষা পিণ্ডস্ত সোদকম

ঘটীমাত্রস্ত বিশ্রয়া বিচিহ্ননগরং ব্রজেৎ ॥ ১১৭

ব্রজেন্নেবং বিলপতে শূল্যগ্রাণ বিদারিতঃ ॥ ১১৮

কৃত্ত যামি ন হি গামি জীবিতঃ

হা মৃতস্ত মরণং পুনর্ন বৈ ।

ইখমেব বিলপন প্রোত্যাসৌ

যাতনার্হবৃতবিগ্রহঃ পথি ॥ ১১৯

বিচিহ্ননগরে তত্র বিচিহ্নো নাম পার্শ্বিকঃ ।

তত্র যম্মাসপিণ্ডেন ভুগুঃ সন্ ব্রজতে পুরঃ ॥ ১২০

ব্রজেন্নেবং বিলপতে প্রাসাগ্রাণ প্রপীড়িতঃ ।

মাতা ভ্রাতা পিতা পুত্রঃ কোহপি মে বর্ততে

ন বা ।

যো যামুদ্বরতে পাপং পতন্তঃ স্তম্ভসাগরে ।

ব্রজতন্তত্র মার্গে তু তত্র বৈতরশী শুভা ।

পুণ্য সহস আছে, তাহারাই পথে দুখে
যাইতে পারে, যাহার সে সহস নাই, সে পারে
না। যে পথে ক্রয়-বিক্রয় কার্য নাই, তোর
যাইবার জন্ত নির্দিষ্ট, সেই পথেই তোর
যাইতে হইবে, তবে বুঝা ক্রম্বন করিস্ কেন?
উনবাচ্যসে ক্রৌঞ্চপুং যাইয়া জলপিণ্ড-
ভক্ষণার্থে ঘটিকামাত্র বিশ্রাম করিয়াই পুন-
রায় বিচিহ্ননগরে গমন করিতে আরম্ভ করে।
যাইতে যাইতে সমদুস্তের শূল্যগ্রাণে বিকৃতগা
হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতে থাকে।—হায়!
কোথায় যাই, কি কর! প্রাণও ত যাইতেছে
ন। হায়! মৃতের আবার মরণ নাই! মৃত-
বাস্তবদেহ সেই জীব এইরূপ বিলাপ করিতে
করিতে বিচিহ্ননগরে যাইয়া উপস্থিত হয়।
সেখানে বিচিহ্ন নামে রাজা আছেন। তথায়
যম্মাসপিণ্ড-জল ভোজনপুঙ্ক পুনর্বার গমন
করিতে থাকে। ১১১—১২০। যাইতে যাইতে
সমদুস্তের প্রাসাগ্র-প্রহারে পতিত হইয়া এই-
রূপ বিলাপ করিতে থাকে।—হায়! এই
দুঃখ-সাগর-মজ্জমান আমাকে পিতা, মাতা,
ভ্রাতা, পুত্র কেহই নাই যে উদ্ধার করে!

শতযোজনবিশীর্ণা পৃথ-শোণিতসঙ্কলা ॥ ১২০
 আঘাতি তত্র দৃষ্টান্তে নাবিকা বীরাবাদয়ঃ ।
 তে বদন্তি প্রদস্তা গোবিন্দ বৈভবনী যথা ।
 নাবহেনাং সমারোহ পুথেনোসর বৈ নদীম্ ॥
 তত্র যেন প্রদস্তা গোঃ স পুথেনৈব তাং তরেষ
 অদাহী তত্র ক্রম্যত করগ্রাহক নাবিকৈঃ ।
 উথৈঃ কাকৈর্বকোলকৈস্তীক্ষ্ণভূতৈর্বিভূদ্যতে ।
 মনুজানাম্ হিতং নানমন্ত বৈভবনী যথা ।
 দস্তা পাপং দণ্ডে সর্বং যম লোকন্ত সা নরেষ ॥
 সপ্তমে মাসি সপ্তাংশে পুরে বহ্ন্যপদে মৃতঃ ।
 ব্রজতে সোনকং ভূক্সা পিণ্ডং বৈ সপ্তমাসিকম
 জজ্ঞেবঃ বিলপতে পরিঘাহতিশীড়িতঃ ॥ ১২১
 ন দন্তঃ ন হন্তঃ তপ্তঃ ন স্নাতঃ ন কৃতঃ হিতম্
 যাদৃশং চরিতং কণ্ঠ মূঢ়াশ্বান্ স্তূড়ক্ তাদৃশম্ ॥

যাইতে যাইতে সেই পথে পৃথ-শোণিত-
 সঙ্কলা ভীষণাকারা বৈভবনী নদী দর্শন-
 গোচর হয়। তাহাতে বীরাবাদি নাবিক-
 গণ আছে, তাহারা বলে,—“যদি তুমি
 বৈভবনী গাতী দান করিয়া থাক, তবে এই
 নৌকার আরোহণ কর। যে ব্যক্তির জন্ত
 বৈভবনী গাতী প্রদান হইয়াছে, সেই ব্যক্তি
 পুথি পায় হইতে পারে। যাহাদিগের বৈভবনী
 দান হয় নাই, সেই নাবিকগণ তানাদিগকে
 করে আকর্ষণপূর্বক টানিয়া লইয়া যাউতে
 থাকে, নৌকার উঠিতে দেয় না। তখন
 তাহাকে কাক উলুকাদি ভীষণভূত পক্ষিগণ
 লক্ষণ দ্বিষ্টে থাকে। মনুষ্যাগণের অন্তকালে
 হিতের জন্ত বৈভবনী দান করা নিতান্ত
 আবশ্যক। উহাতে প্রেতের পাপ নাশ পায়;
 স্তূড়মাং আমার লোকে যালের বোগাতা
 পাইতে পারে। সপ্তম মাসে বহ্ন্যপদপুর্বে
 যাইয়া সপ্তমাসিক জলপিণ্ড ভক্ষণ করিয়া
 পুনরায় যাইতে যাইতে যমদূতের পরিঘ-
 প্রহারে কাতর হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতে
 থাকে।—আমি দান করি নাই, হোম করি
 নাই, তপস্তা করি নাই, পুণ্যজনক জ্ঞান করি
 নাই, কোন হিতকর কার্যই করি নাই, হে

যান্তষ্টমে ভূধনে তু পুরে ভূক্সাথ সোনকম্ ।
 পিণ্ডং প্রযাত্যামৌ তাক্য নানাক্রন্দপুরে ততঃ
 প্রযাণে চ প্রবদতে মুখলাঘাতশীড়িতঃ ।
 ক জায়া চট্টলৈচ্চাটু-পটুতিবচেনর্মম ।
 ভোজনং ভরতশ্রীতির্মুখলৈচ্চ ক মারণম্ ॥ ১০২
 নবমে মাসি দন্তং বৈ নানাক্রন্দপুরে ততঃ ।
 পিণ্ডমপ্রাতি কক্ণং নানাক্রন্দান্ করোতাপি ॥
 দশমে মাসি দন্তং বৈ স্তূড়পদগরং ততঃ ।
 নরমেবং বিলপতে হল্লাহতিহন্তঃ পার্থ ॥ ১০৪
 হ স্তূড়শেলকটৈঃ পাদসংবাহনং যম ।
 ক দূতবজ্রপতিম-কটৈর্মপদকর্ষণম্ ॥ ১০৫
 দশমে মাসি পিণ্ডানি তত্র ভূক্সা প্রদর্শতি ।
 মাসে চৈকাদশে পূর্ণে পুরং যোজং স গচ্ছতি ॥
 গচ্ছয়েবং বিলপতে যথঃ পৃষ্ঠে প্রসীড়িতঃ ।
 কাহং সতুলীশয়নে পরিবর্তঃ কণে কণে ॥

মূঢ় আশ্বন! তুমি যেমন কণ্ঠ করিয়াছ, তাহার
 অনুরূপ কল এক্ষণে ভোগ কর ॥ ১২১—১৩০।
 অষ্টম মাসে ভূধনপুর্বে যাইয়া অষ্টম মাসিক
 জলপিণ্ড ভক্ষণান্তে সে নানাক্রন্দপুরে প্রদান
 করে। পথে মুখলাঘাতে তাড়িত হইয়া এই-
 রূপ বিলাপ করিতে থাকে। হায়! কোথায়
 আমার সেই চট্টলাকী জায়া। আর কোথায়
 আজি এই যমদূতের মুখলপ্রহার! সে নান-
 ক্রন্দপুরে নবম মাসপ্রদন্ত পিণ্ডজল ভক্ষণ
 করত অতি হুঃখে কাটাইয়া স্তূড়পদ ভবনে
 প্রস্থিত হয়। পথে যাইতে যাইতে যমদূতের
 হল্লাঘাতে ব্যথিত হইয়া এইরূপ বিলাপ
 করিতে থাকে।—হায়! কোথায় হালক্রন্দ-
 কোমল করপল্লবের পাদসংবাহন। আর
 কোথায় আজি যমদূতের বজ্রপর্শ কর দ্বারা
 আকর্ষণ। দশম মাসে সেখানে দশম মাসিক
 জলপিণ্ড ভক্ষণান্তে তথা হইতে প্রস্থিত হইয়া
 পূর্ণ একাদশ মাসে সে যোজপুরে উপস্থিত
 হয়। পথে যাইতে যাইতে সে এইরূপ বিলাপ
 করিতে থাকে—হায়! কোথায় আমার সেই
 সতুলী শয্যোপরি কণে কণে পার্শ্বপরিবর্তন,

ভট্টহস্তত্রয়টি-কর্তৃক পৃষ্ঠে ক বা পুনঃ ॥ ১৩৭
 কিতৌ নন্তক পিণ্ডাদি ভূক্ষা তত্র ততো অজ্ঞে
 পয়োবর্ণনমিত্যুত্তরায়কং পুরমণ্ডল ॥ ১৩৮
 অজ্ঞেৎকং বিলপতে কুঠারে মূর্ধ্ণি ভাতিতঃ ।
 ক ভূত্যকোষলকর্গৈর্গুণৈতলাবসেচনম্ ।
 ক কীনাশান্নুগৈঃ জ্ঞোষণং কঠারৈঃ শিরসি ব্যাধা
 নানান্নিকঞ্চ যজ্ঞাকং তত্র ভূত্রেফ্র সুদুঃখিতঃ ।
 সম্পূর্ণে তু কতো কবে নীতাঢ্যং নগরং ত্র জ্ঞং
 গচ্ছত্রেবঃ ছুরিকয়া ছিন্নজিহ্বাস্ত রোদিতি ।
 প্রিয়াল্পৈঃ ক চ বসমধুরংস্ত বর্ণনম্ ।
 উক্তমাত্রেহনিপজ্ঞাদি-জিহ্বাচ্ছেদনঃ ক চৈব হি ।
 বাধিকং পিণ্ডনানাদি ভূক্ষা তত্র প্রসর্পতি ।
 বহুভীতিকরং ভক্তং পিণ্ডজং দেহমাক্তিতঃ ॥ ১৪২
 প্রকাশয়তি পাপপানমাচ্ছানকং বিনিম্বতি ।
 যোষিদপোবমেভ্যম্নি মার্গে বৈ পরিদেবতি ।
 ভতো যামাং নাতিদূরে নগরং স হি গচ্ছতি ।
 চদারিংশদবোজনানি চতুর্ভুজাভিবদ্ধতম ॥ ১৪৪

আর কোথায় বা এই পৃষ্ঠপাতিত যমদূতের
 হস্তস্থ যষ্টাখ্যাত-ছত্র । সেখানে পৃথিবীতে
 নন্ত পিণ্ডাদি ভোজনপূর্বক পয়োবর্ণনপূরে
 প্রস্থিত হয় । যাইতে যাইতে পথে যমদূত
 কর্তৃক কুঠার দ্বারা ভাঙিত হইয়া থাকে ।
 সেখানে যাইয়া নানা কক (বিতীয় যাগানিক)
 আক্ষে নন্ত জলপিণ্ডাদি ভক্ষণান্তে নীতাঢ্য
 নগরে প্রস্থিত হয় । ১৩১—১৪০ । যাইতে
 যাইতে যমদূত কর্তৃক ছুরিকা দ্বারা ছিন্নজিহ্বা
 হইয়া রোদন করিতে থাকে ।—হায় ! প্রিয়-
 লাপ মধুরাদি রসান্বাদনই বা কে-খায়, আর
 এই অসিধনে বাক্য উচ্চারণ মাত্রই জিহ্বা-
 ছেদনই বা কোথায় ! সেখানে বাৎসরিক
 আকনন্ত জলপিণ্ডাদি ভোজন করত বহু-
 ভীতিকর পূরে প্রস্থিত হয় । পথে সে আত্ম-
 নিশা করিতে করিতে নিজ পাপ কর্ম সকল
 প্রকাশ করিয়া দেয় । হীলোকেরও এইরূপ
 গতি হইয়া থাকে ! তারপর সে অনতিদূরে
 বামানগর দর্শন করিয়া থাকে । উহা দীর্ঘ
 আশে চতুশ্চদারিংশদ বোজন । সেখানে

অয়োদশ প্রভীকারাঃ অবণা নাম তত্র বৈ ।
 অবণাৎকর্তৃত্বম্যজ্ঞাক্ষা কোষমাপ্রমাঃ ॥ ১৪৫
 ততস্তত্রাণ্ড রক্তাকং তিগ্রাজনচয়োপনম্ ।
 মৃত্যুকালান্তিকাদীনাং মথো পততি বৈ যমম্ ।
 বংষ্ট্রাকরালবদনং ভূকুটীদাকপাকৃতিম্ ।
 বিকুটৈপতীবগৈবৈক্রেমুভং ব্যাধিশতৈঃ প্রভুম্ ।
 নগাসক্তমহাবাহং পাশবস্তং সুভৈরবম্ ॥ ১৪৭
 ভাগ্নির্দিষ্টাং ভতো জন্তুর্গতিং যতি ভভাত্তান
 পাপী পাপাং গতিং যতি যথা তে কথিতং পুরা
 ছত্রোপানহনাতারো যে চ বেষ্মপ্রদায়কাঃ ।
 যে তু পুণাকৃতস্তত্র তে পততি যমঃ তদা ।
 সোম্যাকৃতিং কুণ্ডলিনং মৌলিমস্তং বৃত্তশ্রিয়ম্ ॥
 এক'কশে ষাদশে হি যগ্নাসে আদিকৈ তথা ।
 বিপ্রান বহুন জোজয়েত তত্র যমহতী কুধা ।
 জীবন পুজকলজাদিপ্রবিষ্টমতিতৈঃ ধগ ।
 ঘো ন সাধয়তি স্বার্থমেবং পশ্চাদ্বিধিন্যক্তে ॥ ১৫১

অয়োদশ জন দারপাল আছে ; তাহাদিগকে
 অবণ বলে । তাহারা শাস্ত্রীয় বিধিত কৰ্ম্ম-
 চরণ করিলে সন্তুষ্ট থাকে, অন্যথা ক্রুদ্ধ হয় ।
 তার পর সেখানে মর্দিত অজ্ঞনপুত্রবৎ নীল-
 কলেবর, মৃত্যুকাল অস্তক প্রভৃতির মধ্যবর্তী
 যমকে দেখিতে পায় । তিনি বংষ্ট্রারাজি দ্বারা
 করালবদন, ভূকুটিভীষণাকৃতি ; বিরূপ বিকৃতা-
 নন ভীষণ ব্যাধিগণে সমাহৃত রহিয়াছেন ।
 তাহার এক হস্তে দণ্ড, অস্ত্র হস্তে পাশ রহি-
 য়াছে ; আকার ভয়ানক । সেই জীব ভৎসরে
 যম কর্তৃক নির্দিষ্ট গতি প্রাপ্ত হয় । পাপী
 ব্যক্তি পাপগতি প্রাপ্ত হয় ; ইহা ভোমাকে
 পূর্বে কহিয়া ছ । যাহারা ছত্র, পাত্ৰকা, গৃহ
 দান করে, সেই সকল পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ
 তখন সেই যমকে সোম্যাকৃতি, কুণ্ডলধারী,
 মুকুট-শোভিত সুশ্রী দর্শন করে । একাদশ
 দানশ যগ্নাস ও আদিক কার্যে বহু আশ্রয়
 ভোজন করাইবে । তাহাতে পরকালে সুখা-
 ক্রম দূর হয় । হে গুরু । জীবিতকালে পুজ-
 কলজাদি-সংসারারণ্য-প্রবিষ্ট মানবগণ যদি
 নিজস্বার্থ কিঞ্চিৎপ্রাণ্ড সাধন না করে, তবে

এতৎ স্তে সৰ্বমাখ্যাতং সংযমতা যথা গতিঃ ।
 প্রোক্তমাবধূত্যাং তে কিসল্লেখোভূমিচ্ছসি ॥
 ইতি জীগাক্ষে মহাপুরাণে উক্তযথেষু সাধো-
 দ্বায়ে জীকক গরুড়সংবাদে বৰ্ণকৃত্য-যম-
 মার্গযাতনা নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

গরুড় উবাচ ।

অপি সাধনযুক্তস্ত তীর্থদানরতস্ত চ ।
 অকৃতে তু যুযোৎসর্গে পরলোকগতির্ন তি ॥ ১
 তস্মাৎ কক যুযোৎসর্গঃ কৰ্ত্তব্য ইতি মে শ্রুতম্
 কিং কলং যুযযজ্ঞস্ত পুণ্য কেন কৃতো হরে ॥ ২
 অনভ্যাস কৌশলঃ প্রোক্তঃ কশ্মিন্ কালে
 বিশেষতঃ ।
 কো বিধিতস্ত নির্দিষ্টঃ সৰ্ব্বাঃ মে কৃপয়া বদ ॥ ৩

পরকালে পরিতাপযুক্ত হয়। হে গরুড়।
 এই আমি তোমার নিকটে সংযমনী পুরীতে
 জীব যে প্রকারে যায় এবং এক বৎসর
 বাবৎ তৎসংস্কৃতীয় যাবতীয় কৰ্ত্তব্য কৌশল
 করিলাম, অতঃপর তুমি কি শ্রবণ করিতে
 অভিলাষ কর? ১৪১—১৪২।

বট অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায় ।

গরুড় কহিলেন,—হে কক। অজ্ঞাত সাধন-
 সমূহ থাকিলেও যুযোৎসর্গ না করিলে তাহার
 পরলোকে সদৃগতি হয় না, এনিমিত্ত যুযোৎসর্গ
 অবশ্যকর্ত্তব্য; এই কথা আমি পূর্বে শ্রবণ
 করিয়াছি, কিন্তু হে হরে। সেই যুযোৎসর্গের
 কি কল? পুণ্যকালে প্রথমে কোন ব্যক্তি
 তাহার অজ্ঞতান করেন? সেই যুয কিরূপ
 হইবে? উহা কোন কালে করিতে হয়? উহার
 বিধি কি? ইত্যাদি সকল আশাকে কৃপা করিয়া

জীকক উবাচ ।

ইতিহাসং মহাপুণ্যং প্রবক্ষ্যামি ধর্মেধর ।
 অশ্বপুত্রোণ যৎ প্রোক্তং রাজানং বীরবাহনম্ ॥৪
 বিরোধনগরে রাজা বীরবাহনাবধূতঃ ।
 ধর্ম্মাখ্য সত্যসম্বল বদাহো বিপ্রভৃষ্টিকৃৎ ॥ ৫
 স কদাচিৎখনং বীরো মহাশ্মা খেটকং গতঃ ।
 কিকিৎ প্রষ্টুয়নাত্তাক্য বশিষ্ঠাত্মসমং যযৌ ॥ ৬
 নমস্কৃত্য যু নং তত্র কৃতাসনপরিগ্রহঃ ।
 প্রজ্ঞাবানতো রাজা পপ্রচ্ছ ধর্ম্মসংসদি ॥ ৭

রাজোবাচ

যুনে যথা কৃতো ধর্ম্মো যথাশক্তি প্রবক্তৃতঃ ।
 যমস্ত শাসনং শ্রদ্ধা বিভেদ্যি নিভর্য্যং হৃদি ॥ ৮
 যমক যমদূত্যাংচ নিয়য়ান্ ঘোড়দর্শনান্ ।
 ন পশ্যামি মহাত্মাগ তথা কক ধর্ম্মানিহব ॥ ৯

বশিষ্ঠ উবাচ ।

ধর্ম্মা বহুবিধা রাজন্ কর্য্যন্তে শাস্ত্রকোবিদৈঃ ।
 হৃদয়হার বিজানন্তি ধর্ম্মমার্গবিসোধিতাঃ ॥ ১০

বলুন। জীকক কহিলেন,—হে ধর্মেধর।
 এ সময়ে অশ্বপুত্র ও রাজা বীরবাহন ঘটিক
 একদা মহাপুণ্য ইতিহাস কৌশল করিতেছি।
 বিরোধনগরে বীরবাহন নামে ধর্ম্মাখ্য সত্যসম্বল
 বদাহো বিপ্রভৃষ্টিকারী এক রাজা ছিলেন।
 সেই মহাশ্মা একদা যুগয়া করিতে যাইয়া
 ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে নিকটে বশিষ্ঠ
 মুনির আশ্রম দেখিতে পাইয়া কোন ধর্ম্মতত্ত্ব
 জিজ্ঞাসা মানসে আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন।
 পরে ধর্ম্মমণ্ডলিবেষ্টিত বশিষ্ঠ মুনিকে
 প্রশ্নমাতে আসন পার্শ্বেরে করত সন্নিহন
 কহিলেন, হে মুনিবর। আমি দীর্ঘকাল যথা-
 শক্তি যত্নসহকারে ধর্ম্মাচরণ করিয়াছি; কিন্তু
 যমের শাসন শ্রবণে সান্তিশ্রুতীত হইয়াছি।
 হে দক্ষানিধি মুনিবর। যাক্রান্তে যমদূত, যম
 কিংবা ঘোড়দর্শন নরক সকল দেখিতে না যায়,
 এমন কোন উপায় উপদেশ করুন। ১—৯।
 বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাজন্। শাস্ত্রকোবিদেরা
 বর্গ করবিধ বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন,
 কিন্তু সেই সমস্ত অধীগণ ধর্ম্মমার্গে বিশোধিত

দান, তীর্থে তপো যজ্ঞঃ সন্ন্যাস পৈতৃকো যজ্ঞঃ
ধর্মেষু গৃহমাণেষু ব্রহ্মোৎসর্গো বিশেষিতঃ । ১১
এষ্টেয়া বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোহপি গম্যঃ ত্রয়ো
যজ্ঞে বাধ্যমেধেন নীলঃ বা ব্রহ্মসংস্রজেৎ । ১২
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি জ্ঞানাজ্ঞানকৃতানি চ ।
নীলোচ্চায়েন শুধ্যত সমুদ্রমবনেন বা । ১৩
একাদশাং রাভ্যে যজ্ঞো নোৎস্রজ্যতে ব্রহ্মঃ ।
প্রোহত্বা নিশ্চলং তস্ত কুন্তেঃ আটিক্তং কিংভবেৎ
যথাক্ষক্ষিৎ কর্তব্যাতীর্থে বা পতনেহথবা ।
ব্রহ্মহত্যৈঃ প্রমুচ্যন্ত নাক্ষথা সাধনৈঃ খগ । ১৪
ব্রহ্মতঃ পঞ্চকল্পানং দুবানং কৃককফলম্ ।
গোবৃথমধো নিহরাং বিচরন্তঃ বিধানতঃ । ১৫
চতুস্তির্ভবৎসকাতির্বাভ্যটিকৈবকম্বা খগ ।
বিবাহ মঙ্গলজ্যৈষ্ঠ্যর্ষদে তৎ সমুৎস্রজেৎ । ১৬
টৎ ব্রতীতি বহুত্বাৎকির্ভোমঃ কুর্যাদিত্যবসোঃ ।
কার্তিক্যাং মাঘবৈশাখ্যাং সংক্রমে পাতপর্কসু ।

প্রতিবাহেন ; ধর্মের সূত্র নিবন্ধন তাঁহার
তাণ জ্ঞানেন না । দান, তীর্থে, তপো, যজ্ঞ
সন্ন্যাস, পৈত্রিক-ক্রিয়াকার্যাদি ধর্ম-কর্মের
গণনা করিলে সর্বাপেক্ষা ব্রহ্মোৎসর্গই প্রধান
বলিয়া বোধ হয় । বহু পুত্র কামনা করিবে ;
কারণ, তাহারের মধ্যে কেহ না কেহ গম্য
ঘটিতে পারে, অন্যের যজ্ঞ করিতে পারে
এবং হয় ত নীল ব্রহ্ম উৎসর্গও করিতে পারে ।
ব্রহ্মহত্যাদি পাপ জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত
যেমনই হউক না কেন, নীলব্রহ্মের বিবাহকার্য
সম্পাদন কিবা সমুদ্রমবন দ্বারা বিদূরিত হয় ।
৩০ রাভ্যে ! যাহার ঈদংশে মৃত্যুর পর
একাদশ দিবসে ব্রহ্মোৎসর্গ না হয়, তাহার
প্রোহত্বা নিশ্চল জ্ঞানিণে । অনেকানেক
শ্রাক করিলে তাহার ফল কি ? কি তীর্থে,
কি পতনে, যে কোনরূপে ব্রহ্মজ্ঞ করিলেও
প্রোহত্বা বিমুক্তি হইতে পারে, নচেৎ অস্ত
কোম উপায় নাই । গোবৃথ মধ্যে বিচরণ-
নীল পঞ্চবর্ষীয় বৃষা কৃকরোমরাজি-বিরাজিত
ব্রহ্মকে চারিটা ও খগ দুইটা কিবা একটা
যথাক্ষা সহ যথাবিধি বিবাহিত করাইয়া

তীর্থে পিতৃজ্যৈষ্ঠ্যম্বা ৩ বিশেষেণ প্রাপ্যতে ।
লোহিতো বহু বর্ষেন বৃষে পুচ্ছ ৬ পাণ্ডরঃ ।
শীতঃ বৃহ-বিষাণেষু স নীলো ব্রহ্ম উচ্যতে । ১৭
বেতবর্ণো ভবেদ্বৈপ্রো লোহিতঃ কজা উচ্যতে ।
শীতবর্ণো ভবেদ্বৈপ্রঃ শূভ্রঃ কৃকঃ সূতো বৃধেঃ ।
যথাবর্ণং সমুদ্রিষ্টৌ বর্ষেষু ত্রাঙ্কণানিষু ।
অথবা রক্তবর্ণাং সর্কেষামেব শততে । ১৮
পিতা পিতামহৈশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ ।
আশান্নতে সূতঃ জাতঃ ব্রহ্মোৎসর্গঃ ক্রিয়্যতি
ধর্ম্যঃ ব্রহ্মরূপেণ জগদানন্দদায়কঃ ।
অষ্টমূর্তিরঅধিষ্ঠানমতঃ শাস্তিঃ প্রদচ্ছ মে । ২০
গঙ্গাযমুনাভ্রলং পোয়মম্বর্কেন্যাং তুণং চর ।
ধর্ম্যরাজস্ত পুরতো বাচ্যঃ যে সূকৃতঃ ব্রহ্ম । ২১
দক্ষিণাংশে জিশুগাঙ্কং বাধোরৌ চক্ৰচহিতম্
ইতি সপ্ত থা ব্রহ্মতঃ গচ্ছপুশ্যাকতাদিত্তিঃ ।

মঙ্গল জ্রব্য সহকারে যজ্ঞদ্বারা তাহাকে উৎসর্গ
করিবে । “ইহ রতি” ইত্যাদি ছয় বাক্য দ্বারা
অগ্নির হোম করিবে । কার্তিক মাঘ ও
বৈশাখ সংক্রান্তি পূর্ণমা, বাতীপাণাদি, শরদিন
ও পিতৃতিথি অবশ্যক কিবা অকম্বা দিবসে
ব্রহ্মোৎসর্গ বিশেষ প্রাপ্যত । যে ব্রহ্মের গাজ
লোহিতবর্ণ, মুখ-পুচ্ছ পাণ্ডরবর্ণ, শূর ও শূক
শীতবর্ণ তাহাকে নীল ব্রহ্ম বলে । বেতবর্ণ
ত্রাঙ্ক, লোহিতবর্ণ কজর, শীতবর্ণ বৈপ্র ও
কৃকবর্ণ শূর বলিয়া উক্ত আছে । ১০—২০ ।
ত্রাঙ্কণাদি সকলেই নিজ বর্ণানুসারে ব্রহ্মের বর্ণ
কল্পনা করিবে, কিবা সকলেই রক্তবর্ণ করিবে ।
পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহ ইহারা—সন্তান
ব্রহ্মোৎসর্গ করিবে এইরূপ আশা করেন ।
“হে ব্রহ্ম । তুমিই ধর্ম, তুমি ব্রহ্মরূপ ধারণ
করত জগতের আনন্দ বর্ধন করিতেছ । তুমি
অষ্টমূর্তির অধিষ্ঠান, অতএব আমাকে শাস্তি-
দান কর । তুমি গঙ্গা যমুনাদির জল পান
কর, বোধ বাতীত অস্ত্রদ্বানে স্তম্ভকণপূর্বক
সুদে বিচরণ কর । ধর্ম্যরাজের সমুখে আমার
সূকৃতের কথা বলিও” এইরূপ প্রার্থনাক্রমে
ব্রহ্মের দক্ষিণাংশে জিশুগাঙ্ক এবং বাম উক্তে

কৃষ্ণং বৎসভ্রীকুস্তং পূজয়িত্বা সত্বৎসজ্ঞে ॥ ২৪
 কৃত্বাভ্যাজনং বিধানেন হৃষোৎসর্গঃ সমাচর ।
 বহুসাহসবৃক্ষস্ত নানুথা সঙ্গতিস্তব ॥ ২৫
 আসীৎ ত্রেতাযুগে পূৰ্ব্বঃ বিদেহনগরে নৃপ ।
 আশ্রমো ধৰ্ম্মবৎসতি স্বকৰ্ম্মনিবৃত্তঃ শ্রুতীঃ ॥ ২৬
 বিকৃতক্লেবতিতেজস্বী যথালভেন তুষ্টিকৃৎ ।
 পিতৃপৰ্শণি সন্ত্যাজে কুশাৰ্থী কাননং যযৌ ॥ ২৭
 অটরিতস্ততস্তত্র চিহ্নং কুশপলাশকম্ ।
 সঙ্গমোপেতা পুরুষাশ্চ বারিষ্ঠাকৰ্ণনাঃ ।
 বিভ্রাজমানসঃ গৃহ প্রত্যগুজ্জ্বলিভাঙ্গমা ॥ ২৮
 বহুবৃক্ষমাকীর্ণং গিরিভূগং ভদ্রানকম্ ।
 কনাশনাস্তবঃ নিম্নান্দীনকনমাকুলম্ ॥ ২৯
 স ভদ্র নগরং রাজন বদৰ্শ বহুবিস্তরম্ ।
 গোপূরদ্বারচিত্তং সৌধ-প্রাসাদমভিত্তম্ ॥ ৩০
 চম্বরাপণপণ্যাদি-নরনারীসমাকুলম্ ।
 তুর্য্যদ্ব্যভিনির্দোষ-দীপান্ভট্টমাভিত্তম্ ॥ ৩১

চক্ৰচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া বৎসভ্রীকুস্ত কৃষ্ণকে
 গৃহ পূজা অকৃত্যদি দ্বারা পূজা করিয়া উৎসর্গ
 করিতে হয়। অতএব হে রাজন! তুমি
 বিধান অনুসারে হৃষোৎসর্গের অনুষ্ঠান কর।
 তুমি বহু সাধনযুক্ত; শ্রুতরাং তোমার পক্ষে
 তাহা নিষ্পাদন করা হৃদয় নহে, তোমার
 অস্ত্রধা গতি দেখিতেছি না। হে রাজন!
 পুরাকালে ত্রেতাযুগে বিদেহনগরে ধৰ্ম্মবৎস
 নামে স্বকৰ্ম্মনিবৃত্ত শ্রুত্ব এক ব্রাহ্মণ বাস
 করিতেন। তিনি বিকৃতক্লেব, অতি তেজস্বী ও
 যথালভে সন্তুষ্টচেতাঃ ছিলেন। তিনি একদা
 পার্শ্ব উপাশ্রিত হইলে কুশ আনন্দনার্থ
 বনে গমন করিলেন। বনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ
 করত কুশ আকরণ করিতেছেন, এমন সময়
 সতসী চারিজন চাকরদ্বারা পুরুষ আসিয়া
 বিভ্রাজিত সেই ব্রাহ্মণকে লইয়া আকাশ-
 মার্গে চলিয়া বহুবৃক্ষে সমাকীর্ণ, ভদ্রানক গিরি
 ভূগ বনাদি পরপর অতিক্রম করিয়া এক নগরে
 গেল ॥ ২৮—৩১ ॥ ব্রাহ্মণ দেখিলেন, বহু বিস্তার
 গোপূর দ্বারাদি সমাবৃত্ত, সৌধপ্রাসাদমভিত্ত
 চম্বর আশপণ্যাদি দ্রব্য ও নর-নারী দ্বারা

কাঞ্চিৎ কুখাদিত্তান্ দীপান্ভট্টান্ বিগভোজ্ঞস্ত
 ভতোহতিতুষ্ঠান মলিনান্ বহুবৃক্ষসমাবৃত্তান্ ॥ ৩২
 অগ্রতোঃ কুটপুষ্ঠাংশ্চ স্বর্ণবস্ত্রোপশোভিতান্ ।
 ভতোহপি পুরসভাংগান্ স দৃষ্টে বিম্বিতোহভবৎ
 কিং স্বপ্ন উভ মায়া তেব মদীষো মানসো ভ্রমঃ ।
 সন্নিধানং দ্বিজং নিম্নাঃ পুরুষা রাজসমিধিন্ ॥ ৩৩
 স ভদ্র সমুখে বিপ্রঃ স্বর্ণপ্রাসাদমভিরে ।
 সিংহাসনং মহাদিবাং ছত্রচামরবীজিতম্ ॥ ৩৪
 ভদ্রোপবিষ্টঃ রাজানং কিরীটকনকোজ্জলম্ ।
 মত্তত্যা চ শিরা যুক্তং সূর্যমানং সুবন্দিতঃ ॥ ৩৫
 রাজাপি দৃষ্টে তং বিপ্রং প্রত্যুখ্য কৃতাক্ষিঃ
 পুত্ররায়াস বিবিধমুপকাসনাদিত্তিঃ ॥ ৩৬
 সন্তুষ্টমনসঃ দেবমন্তৌষীং পরম মুখা ।
 অদা মে সফলং জন্ম পাবিত্রক কুলং প্রভো ॥ ৩৭
 বিকৃতক্লেবঃ স্বকৰ্ম্ম যৎ তে দৃগুগোচরং গতঃ ।

সমাকুল, বীণা পটক তুর্য্যাদি দ্বারা অলুপ-
 দিত এক সমৃদ্ধ নগর। ভদ্রো কতগুলি
 লোককে দেখিলেন, তাঁহারা কুখাদি কাস্তর
 হইয়া দীন মলিন শ্রীহীন বেশে অবস্থিত রহি-
 যাছে। কতকগুলি লোক ভদ্রপেক্ষা একটু পুষ্ট,
 বিস্তমলিন বেশ, বহুবৃক্ষ পরিধান; অগ্র-
 ভাগে কতকগুলি লোক কুট পুষ্ঠ স্বর্ণ বস্ত্রাদি
 ভূষণে ভূষিত, আর কতকগুলি লোক দেব-
 সজ্জা দৃষ্ট হইল। এইরূপ দর্শনে ব্রাহ্মণ চিত্তা
 করিতে লাগিলেন, আমি কি স্বপ্ন দেখি-
 তেছি! অথবা ইহা কি মায়া! কিদা আমারই
 মতিভ্রম ঘটিয়াছে! এইরূপ সন্নিধান সেই
 হিড়কে সেই পুরুষেরা রাজার সমুখে উপ-
 স্থাপিত করিল। সেই বিপ্র দেখিলেন,—
 স্বর্ণপ্রাসাদ মধ্যে সিংহাসনোপবিষ্ট ছত্র-
 চামরাদি শোভিত কনককিরীটোজ্জল ও মহা
 শোভা-সম্পন্ন বন্দীগণে সূর্যমান রাজা বির-
 জিত। রাজা সেই দ্বিজকে দেখিয়া গায়োধান
 করত পাদ্য অর্ঘ্য মধুপর্কাদি দ্বারা তাঁহার পূজা
 করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। রাজা কহিলেন
 —হে প্রভো! অদা আমার জন্ম সফল, অদা
 আমার কুল পবিত্র হইল; যেহেতু আপনি

নহা জ্ঞায়া বহুবিশ্ববাস্যমুৎসবন নৃপঃ । ৪০
যতঃ সমাগতো দেবঃ পুনস্তত্রৈব নীয়তাম্ ।
ইতি জ্ঞায়া বচো রাজঃ পপ্রচ্ছ দ্বিজপুত্রবঃ । ৪১

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

কোহয়ং দেশঃ কতো লোকা উহমা মধ্যমাধমাঃ
কেন পুণ্যেন তু ভবান্ পারমেষ্ঠ্যবিভূষিতঃ । ৪২
কিমর্থমহমানীতঃ পুনস্তত্রৈব নীয়তে ।
অপূজ্যমিব পশ্যামি সৰ্বং স্প্রগতো যথা । ৪৩
রাজোবাচ ।

স্বধর্মনিরতো যন্ত হরিতত্তিরতঃ সদা ।
বিরক্ত ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ স যে পূজ্যো ন সংশয়ঃ ।
তীর্থযাত্রাপরো নিত্যং ব্রহ্মোৎসর্গবিশেষবিৎ ।
সত্যদানপরো যন্ত স নমস্তো দিবৌকসাম্ । ৪৪
দর্শনার্থমিহানীতঃ পূজ্যইচ্চ পরমতপঃ ।
অমুগৃহ্যণ মাং দেব ক্ষমস্ব মম সাহসম্ । ৪৫

ধর্মাবতার স্বরূপ, আপনার দর্শন পাইলাম ।
(দূতগণের প্রতি) যেখানে হইতে ইহাকে
আনিয়াছি, পুনরায় তথায় রাখিয়া আইস ।
৩০—৪১ । রাজার এই কথা শ্রবণে সেই
দ্বিজপুত্রব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ।
এ কোন্ দেশ ? এখানে উত্তম, মধ্যম অথবা
ত্রিবিধ ব্যক্তিই বিদ্যমান রহিয়াছে, আর
আপনি তাহাদিগের প্রাধান্য গ্রহণ করিয়া
বিরাজিত আছেন । আমাতেই বা কি
নিমিত্ত এখানে আনয়ন করা হইয়াছে ;
কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না ; সকলই যেন
জগৎবৎ বোধ হইতেছে । ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ
করিয়া সেই রাজা করিলেন,—যে ব্যক্তি ধর্ম-
মিত হরিতত্ত এবং ইন্দ্রিয়ার্থে বিরক্ত, সেই
ব্যক্তিই আমার পূজ্য তাহাতে সংশয় নাই ।
যে ব্যক্তি তীর্থযাত্রাপরায়ণ, ব্রহ্মোৎসর্গতৎপর,
সত্যদানসম্পন্ন, সেই ব্যক্তি দেবতারিগেরও
পূজ্য ; সংশয় নাই । আপনি পূজ্য ব্রাহ্মণ
বলিয়া দর্শন করিবার জন্য আপনাকে এখানে
আনয়ন করা হইয়াছে । হে দেব ! আমার
জাতি অমুগৃহ্য করুন, আমার এই সাহসে

ইহাঙ্ক দর্শনীয়াম ময়িণঃ সংজ্ঞা জ্ঞায়া ।
বদিস্যতি সমগ্রং তে স্বয়ং বক্তা ন সাক্ষাতম্ ।
সামন্তঃ সর্ববেদজ্ঞো জ্ঞায়া হর্দিং নৃপাত ৪৬
বিপশ্চিহুবাচ ।

পূর্জজ্ঞানি বৈশ্ণোহয়ং বিশ্বস্তর ইতি জ্ঞাতা ।
বিরাদনগরে বিপ্র দ্বিজদেববিভূষিতঃ । ৪৭
বৈশ্ববৃত্ত্যা সদা জীবন্ কুটুম্বপরিপালকঃ ।
গবাং শুক্লবকো নিত্যং ব্রাহ্মণানাক পূজকঃ । ৪৮
পাত্তদানপরো নিত্যমতিধৈর্যেহগ্নিসেবকঃ ।
গাইক্যং বিধিবক্তক্রে ভার্যয়া সত্যমেবহা । ৪৯
স্মার্তেন লোকানজয়চ্ছ্রোতেন তু হবির্ভুজঃ । ৫০
কদাচিৎকুড়িঃ সাকং কৃৎবা তীর্থানি কুরিষ্যঃ ।
যাবদাঘাতি সদনং দৃষ্টবান্ লোমশং পথি । ৫১
দত্তবৎ প্রণিপত্যাত কৃতাজলিপয়ং স্থিতম্ ।
পপ্রচ্ছ বিনয়োপেতং করুণাবারিবারিধিঃ । ৫২
অবিক্রবাচ ।

কৃত আগ্রহাতে সাধো ব্রাহ্মণবন্ধুভিত্ত্বতঃ ।

কথা করুন । এই বলিয়া জগন্নাথ দ্বারা
মন্ত্রীকে দেখাইয়া বলিলেন,—এই মন্ত্রী আপ-
নাকে সমস্ত কৃতান্ত বলিবেন, আমি সত্য
বলিতে পারিতেছি না । ৪২—৪৮ । সেই
সর্ববেদজ্ঞ বিপশ্চিৎ মন্ত্রী রাজাদেশে বলিতে
লাগিলেন,—হে দ্বিজ ! এই রাজা দ্বিজদেব-
বিভূষিত বিরাদ নগরে পূর্জজ্ঞয়ে বিশ্বস্তর
নামে বৈষ্ণ ছিলেন । ইনি দ্বিজদেব-পূজা-
তৎপর, কুটুম্ব-পরিপালক, গোগণের শুভ্রমা-
পরায়ণ, নিত্য অগ্নি-অতিথিসেবী ও সংপায়ে
দাতা ছিলেন । এইরূপে ভার্য্যাসহ সেই
বৈষ্ণ জ্যোত স্মার্ত কর্ম অমুষ্ঠান দ্বারা বধা-
শক্তি গৃহস্থ-ধর্ম পালন করিতে লাগিলেন ।
তিনি কদাচিত্ বন্ধুজন সহ তীর্থযাত্রা হইতে
প্রত্যাবর্তন কালে পথ মধ্যে লোমশ মুনিকে
দেখিতে পাইলেন ; তদ্বর্ণনে মুনিকে দত্তবৎ
প্রণামান্তে কৃতাজলি হইয়া সত্বিনয়ে অবস্থিত
হইলে মুনিবর লোমশ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা
করিলেন,—হে সাধো ! তুমি ব্রাহ্মণ বন্ধুগণে
মিলিত হইয়া কোথা হইতে আনিতেছ ?

দৃষ্ট। ত্বাং বর্ষনিমগ্নং প্রক্ৰিয়ং মানসং মম । ৫৫

বিবস্তর উবাচ ।

শীর্ষাখ্যাপং শরীরং হি জ্যোতী মৃত্যুং পুরাণিতম্ ।

ভাৰ্য্যা বর্ষচাৰিণ্যা তীৰ্থযাত্রাং বিমিৰিতঃ । ৫৬

কৃত্বা তীৰ্থানি বিবিধবিজ্ঞান্য বিপুলং বনু ।

যাবদ্ভজাম্যহং বেষ্ম ভবান্ দৃষ্টপথং গতঃ । ৫৭

লোমশ উবাচ ।

তীৰ্থানি সন্তি কুরীণি বর্ষেহ্মিন্ তায়ন্তে শুভে

যং ব্রহ্ম হৃদ্যচীর্ণানি তানি সর্বাণি মে বদ । ৫৮

বৈষ্ণব উবাচ ।

গঙ্গা চ সূর্যাতনয়া মহাপুণ্য স্তম্বভী ।

কশ্যপমেধৈরবজ্জযত্ন ব্রহ্মা সুরেশ্বরঃ । ৫৯

তীৰ্থরাজং ততঃ কান্ধি মহাদেবো দদানিধিঃ ।

মৃতাণাং যত্র জন্মণাং কর্ণে জপতি তারকম্ । ৬০

পুন্ড্রভাষ্যং পুণ্যং কন্তুতীৰ্থক গণ্ডকী ।

চক্রতীৰ্থং নৈমিষক শিবতীৰ্থমম্বকম্ । ৬১

গোপ্রভাক-নাগেশমহোদ্যা-বিন্দুসংজিতম্ ।

যজ্ঞান্তে মুক্তিঃ সাংসারজ্যোতীঃ রাজীবলোচনঃ ।

তুমি অতিশয় বার্ষিক, তোমাকে দেখিয়া আমার অস্তঃকরণ প্রক্ৰিয় হইতেছে। বিবস্তর কহিলেন,—হে মনিবর। শরীর সন্তত শীর্ষাখ্যাপ হইতেছে, মৃত্যু মৃত্যু অপ্রজ্ঞাগে বর্ষমান জাতিয়া বর্ষচাৰিণী ভাৰ্য্যার সন্তিত তীৰ্থযাত্রায় গমন করিয়াছিল। বিবিধ তীৰ্থ করিয়া বহু ধন বিতরণপূর্বক এক্ষণে গৃহান্তিমুখে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলাম, পথে আপনায় চরণ মর্শন পাইলাম। লোমশ কহিলেন, হে সাধো! ভারতবর্ষে তীৰ্থ অনেক আছে, ভ্রমণে তুমি যে যে তীৰ্থে গমন করিচ্ছ, তাহা কীৰ্ত্তন কর। ৫৯—৬৮। বৈষ্ণব কহিল, —গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, ব্রহ্মা যেখানে কশ্যপমেধ করিয়াছিলেন—মহাদেব যেখানে মৃত জন্তুদিগের কর্ণমূলে তারক মন্ত্র প্রদান করেন—সেই কান্ধি, পুন্ড্রভাষ্য, কন্তুতীৰ্থ, গণ্ডকী, চক্রতীৰ্থ, নৈমিষতীৰ্থ, অনন্তবাধ্য শিবতীৰ্থ, গোপ্রভাক, নাগেশ, অযোধ্যা—রাজীবলোচন নাম যথার্থ সাংসার অবস্থিত,

আরোহণ বায়ু-কৌবেরং কোমারং কুরুধাং পুনঃ

শৌকরং মধুরা যত্র নিত্যং সন্নিভিতো হরিঃ । ৬৩

পুন্ড্রং সত্যতীৰ্থক জলাতীৰ্থং দিনেশ্বরম্ ।

ইন্দ্রতীৰ্থং কুরুক্ষেত্রং যত্র প্রাচী সরস্বতী । ৬৪

তাপী পরোক্ষী নিৰ্বিছা। মলয়ঃ কুরুবেণিক।

গোদাবরী মণ্ডকক তাম্রচূড়ং সন্দোদকম্ । ৬৫

দ্যাৱাকুসুমধরং দৃষ্ট। জীৱৈশলঃ পৰ্বতেশ্বরঃ ।

অসম্মানিততীৰ্থানি যত্র সন্তি সৰ্বা যুনে । ৬৬

বেতটাজী মহাতেজাঃ জীৱজাধ্যঃ স্বয়ং হরিঃ ।

বেতটী নাম তত্রৈব দেবী মহিষমর্দিনী । ৬৭

চক্রতীৰ্থং ভদ্রবটঃ কাবেরী-কুটলাচলৌ ।

অবটোদা তাম্রপণী ত্রিকুটাঃ কোমলকো গিরিঃ ।

বাসিষ্ঠং ব্রহ্মতীৰ্থক জ্ঞানতীৰ্থং মহোদধিঃ ।

হৃদীকেশং বিরাজক বিশালং নীলপর্বতম্ । ৬৯

তীমকুটঃ শ্বেতাগিরী কুন্ডতীৰ্থম্ভাবনম্ ।

অযাপ গিরিজা দেবী তপসা যত্র পঙ্কজম্ । ৭০

বাক্ষ্যং সূর্যতীৰ্থক হংসতীৰ্থং মহোদধম্ ।

নিমজ্জ্য যত্র কাকোলা রাজহংসসম্মাননম্ ।

অনুরো যত্র দেবত্মমবাপ গ্নানমাত্মতঃ । ৭১

সেই বিন্দুতীৰ্থ, আরোহণ, বায়ু, কোমার, কুরুধা, শৌকর, মধুরা, পুন্ড্র, সত্যতীৰ্থ, জলাতীৰ্থ, দিনেশ্বরতীৰ্থ, ইন্দ্রতীৰ্থ, কুরুক্ষেত্র, তাপী, পরোক্ষী, নিৰ্বিছা, মলয়, কুরুবেণী, গোদাবরী, মণ্ডকারণা, তাম্রচূড়, সন্দোদক, দ্যাৱাকুসুমধর, অসম্মানিত সম্মানিত জীৱৈশল-পর্বত, যেখানে জীৱজাধ্য হরি এবং বেতটী, নারী মহাদেবী মহিষমর্দিনী বিরাজিত সেই বেতটাজি, চক্রতীৰ্থ, ভদ্রবট, কাবেরী, কুটলাচল, অবটোদা, তাম্রপণী, ত্রিকুট পর্বত, কোমলগিরি, বাসিষ্ঠতীৰ্থ, ব্রহ্মতীৰ্থ, জ্ঞানতীৰ্থ, মহোদধি, হৃদীকেশ, বিরাজ, বিশাল, নীল-পর্বত, তীমকুট, শ্বেতাগিরি, কুন্ডতীৰ্থ, গিরিজা-দেবী যেখানে তপস্বী করিয়া শিবকে লাভ করেন সেই উমাবন, বাক্ষ্যতীৰ্থ, সূর্যতীৰ্থ, কাকোলা, যেখানে নিমজ্জন করিয়া রাজহংস প্রাপ্ত হইয়াছিল সেই মহোদধজনক হংসতীৰ্থ, যেখানে গ্নানমাত্মে অনুরণ দেবত্ম লাভ

বিবরণঃ বন্দিতীর্থঃ রত্নেশঃ কুৎসাকলঃ ।
 মর-নারায়ণঃ নৃষ্টা মুচ্যতে পাপকোটীতিঃ । ৭২
 সরস্বতী-দৃশ্যতো নন্দনা শর্দূলা নৃণাম্ । ৭৩
 নীলকণ্ঠঃ মহাকালঃ পুণ্যঃ চামরকণ্টকম্ ।
 চন্দ্রভাগা বেদবতী বীরভদ্রঃ গণেশ্বরম্ । ৭৪
 গোক্ষণঃ বিদ্যতীর্থক কর্মকুণ্ডঃ সত্যরকম্ ।
 স্নানমাত্রেন যত্রাণ্ড মুচ্যতে কর্মবন্ধনাং । ৭৫
 অস্ত্রাশ্রপি চ তীর্থানি কৃতানি কুপয়া তব ।
 উৎপন্ন্যতে শুভা বুদ্ধিঃ সাধুনাঃ যদ্রুগ্রহঃ । ৭৬
 একতঃ সর্বতীর্থানি করুণাঃ সাধবোহস্ততঃ ।
 অমৃতগ্রহাৎ কৃতানাং চরন্তি চরিতব্রতাঃ । ৭৭
 হ্রঃ শুকঃ সর্ববর্ণানাং বিদ্যায়া বয়সাদিকঃ ।
 অতঃ পূজ্যমহং কিঞ্চিদাধিকৃতং চিরন্তনম্ । ৭৮
 কিংকর্য্যং কংকু পূজ্যমহং মনো মেহতিগোমুনে
 নিম্পূহং ব্রহ্মবিষয়ে বিষদেষনিলালসম্ । ৭৯
 মনোগপি ন সহতে বিদহং তিমিরং ক্রবন্ ।

করিয়াছিল সেই তীর্থ, বিষ্ণুরূপ তীর্থ, বন্দি-
 তীর্থ, রত্নেশতীর্থ, কুৎসাকল তীর্থ, ঈহাদিগকে
 দেখিলে কোটি পাতক হইতে মুক্তিলাভ করা
 যায় সেই নরনারায়ণাধম, সরস্বতী, দৃশ্যতী,
 লোকশর্দূলা নন্দনা, নীলকণ্ঠ, মহাকাল, পুণ্য
 অমরকণ্টক, চন্দ্রভাগা, বেদবতী, বীরভদ্র,
 গণেশ্বর, গোক্ষণ, বিদ্যতীর্থ, কর্মকুণ্ড, যেখানে
 স্নানমাত্রে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়
 সেই সত্যরকুণ্ড । হে মূনে ! আপনার কুপায়
 আরও অনেক তীর্থ দর্শন করিয়াছি । সাধু-
 দিগের অমৃতগ্রহে মানবের শুভ বুদ্ধি উৎপন্ন
 হইয়া থাকে । একদিকে সর্বতীর্থ, অত্রদিকে
 করুণাচোতাঃ সাধুগণ ; ইহারা লোক সকলের
 অমৃতগ্রহের নিমিত্তই আছেন । আপনি সর্ব-
 বর্ণের শুক, বিদ্যা এবং বয়সেও শুক ; সুতরাং
 আপনাকে অধিকৃত সহস্রীর কিঞ্চিং জিজ্ঞাসা
 করিতে ইচ্ছা করি, উহা আমার অজ্ঞকরণে
 দীর্ঘকাল যাবৎ পোষিত রহিয়াছে । কি করিব,
 কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব । হে মূনে ! আমার
 মন অত্যন্ত চঞ্চল, উহা ব্রহ্মবিষয়ে নিম্পূহ,
 কিন্তু বিষয়ে অসিদ্ধ লালসা সম্পন্ন । মন

মোহিতঃ বিবিধৈর্ভাটৈঃ কৰ্মণাং ক্ষেত্রভূতমম্ ।
 শাস্তিঃ যথা সমাধাতি সম্পদমিব ভূতম্ ।
 বিবেকপ্রবণঃ শুকঃ যথা স্তাৎ কুপয়া বদ । ৮১
 কবিরূবাচ ।
 মনস্ত প্রবলং নিত্যং সবিকারং স্বভাবতঃ ।
 বশং নয়ন্তি করিণঃ প্রমত্তমপি হস্তিণাঃ । ৮২
 তথাপি সাধুসঙ্গত্যা সাধনৈরপ্যতন্ত্রিহঃ ।
 তীব্রেন ভক্তিব্যোগেন বিচারেন বশং নয়েৎ । ৮৩
 ইতিহাসঃ প্রবক্ষ্যামি তব প্রত্যয়কারকম্ ।
 নারদোহকথয়মহং শ্রবন্তগতজন্মনঃ । ৮৪
 নারদ উবাচ ।

কস্তাচিদ্বিজমুখস্ত দাসীপুত্রঃ পুরা মূনে ।
 শিকিতো বালভাবেহপি পাঠিতো নিতরামহম্
 তত্রাপি সঙ্গতির্জাতা মহতাঃ পুণ্যকর্মণাম্ ।
 প্রাবৃট্ কালে মম গৃহে স্থিতানাং ভাগ্যযোগজঃ ।

কর্মাক্ষতানের উত্তম ক্ষেত্র বটে, কিন্তু উহা
 বিবিধভাবে সতত মোহিত করিয়া কণমাত্রও
 বিষয়-বিরহ সহ করিতে পারে না । হে ব্রহ্ম !
 যাহাতে এই মন শাস্তিলাভ করিতে পারে,
 শুক বিবেকপ্রবণ হয়, কুপা করিয়া এমন
 উপায় আদেশ করুন । লোমশ কবি কহিলেন,
 —হে বৈষ্ণব ! মন স্বভাবতই প্রবল বিকার-
 সম্পন্ন । হস্তিপক যেমন হুঁট হস্তীকে বশীভূত
 করে, ইহাকেও তদ্রূপ আয়ত্ত করিতে হয় ।
 সাধুসঙ্গ, সাধন, তীব্র ভক্তিব্যোগ এবং বিচার
 দ্বারা সাধবান মানব ইহাকে বশ করিতে
 পারে । এ সম্বন্ধে তোমার বিশ্বাসোৎপাদন
 জন্য একটী ইতিহাস কৌতুক করিতেছি । নারদ
 তবীয় নিজ পূর্বজন্মবৃত্তান্ত-বর্ণিত এই ইতিহাস
 আমার নিকট কৌতুক করিয়াছিলেন । ৭১—৮৪ ।
 নারদ কহিয়াছিলেন,—হে মূনে । পুরাকালে
 জন্মান্তরে আমি কোনও সূত্রাঙ্গণের দাসীপুত্র
 ছিলাম । সেই ব্রাহ্মণ কর্তৃক আমি বাল্যকাল
 হইতে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও শ্রুতিক্রান্ত হই ।
 একদা প্রাবৃট্ কালে ভাগ্যযোগবশে আমার
 দিগের গৃহে পুণ্যকর্মী আয়িদিগের সমাগম হয়,
 তাহারা অনেক দিন থাকেন । তাহাতে

উদ্ধবশাস্ত্রকৃত্য চ প্রব্রজেৎ যমেন চ ।

সন্তোষঃ পরমঃ প্রাপ্য কৃপয়া স্নিগ্ধমব্রবন্ ॥ ৮৭

মনীষা নির্মলা যেন জাতা যম ততাবিনী ।

যয়া বিকৃষ্যঃ সর্বমাত্তেজস্ব দিগ্ভিক্ষিবান ॥ ৮৮

হুময় উচুঃ ।

পুং বৎস এবন্ধ্যামো হিতায় তব বালক ।

যেন বৈ ত্রিযমাণেন ইহামৃত সুখং ভবেৎ ॥ ৮৯

দেবভিক্ষ্যামুহ্যাস্ত সংসারে বিবিধা জনাঃ ।

নিবন্ধাঃ কৰ্ম্মণামৈতে ভুজন্ ভোগান্ পৃথ্যধান

দেবজ্ঞঃ যাতি সখেন ব্রজসা চ মহুযাতাম্ ।

তিষ্ঠ্যন্ত তমসা জন্তুর্নানামুগতোহ্বেষঃ ॥ ৯১

মাতুর্লক । পুনর্জন্ম ত্রিযজ্ঞে চ পুনঃপুনঃ ।

এবং গম্য যম-খ্যাতা যোনীতে কৰ্ম্মভূরপি ॥ ৯২

মামুহ্যঃ তুর্লভঃ লভ্যঃ কদাচিদৈবযোগতঃ ।

অমুগ্রেহেণ মহন্তাঃ হরিঃ জায়া বিমুচ্যতে ॥ ৯৩

আমার সাধুসঙ্গলাভ ঘটে। তাঁহারা আমার শুভ্রতা, আয়ুগতা, বিনয় ও সহিত্বতা কৰ্ম্মনে সম্বলিত হইয়া আমাকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহারই কসে আমার বুদ্ধি নির্মল ও শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়াছে। আমি সমস্ত জগৎ বিকৃষ্য এবং আত্মাতেই অবস্থিত দর্শন করিতেছি। সেই মূনিগণ বলিয়াছিলেন,—হে বৎস! অরণ কর; হে বালক। আমরা তোমার চিত্তের নিমিত্ত বাহাতে তোমার ইহ-পর উভয় কালেই সুখ হইতে পারে, তাহাই উপদেশ করিতেছি। এই যে দেব ত্রিধাকৃ মহুযাদি সংসারে নানা পদার্থ দেখিতেছ, ইহারা সকলেই নিজ নিজ কৰ্ম্ম দ্বারা বদ্ধ হইয়া পৃথক পৃথক কৰ্ম্মকল ভোগ করিতেছে। মূঢ় জীব বাসনার অমুগত হইয়া সবর্ণ দ্বারা দেবদ্র, ব্রজোক্তে মনুষ্য এবং তমোক্তে তিষ্ঠ্যন্ত লাভ করে। যাহা পিতা হইতে বারংবার জগন্নাশ করে, বারংবার মৃত্যুক্রমে পতিত হয়; এই প্রকার অসংখ্য যোনিতে ভ্রমণ করিতে কামতে কদাচিৎ এই কৰ্ম্মভূমিতে তুর্লভ মহুযা জন্ম প্রাপ্ত হয়। সেই ক্ষণে সে যদি দৈবযোগে সাধুদিগের অমুগ্রেহে হরিকে

রাগপ্রাণ মোহজালমপারং ভবসাগরম্ ।

ন পশ্যামি তিতীর্ঘণাং ত্রিরাম-স্বরণং বিনা ॥ ৯৩

নবনীতঃ যথা দগ্নো জ্যোতিঃ কাষ্ঠানপি কচিৎ

মহনৈঃ সাধনৈরেবং পরং জ্ঞানম্ শূন্য ভবেৎ ॥

ক যথৈ নিমিত্তং ধৈর্যমিস্ত্রজালে ক সত্যতা ।

আত্মা নিত্যোদ্যায়ঃ সত্যঃ সর্বগঃ সর্বভূমহান

অপ্রমেয়ঃ স্বয়ং জ্যোতির্গ্ৰাহো মনসাপি যঃ ॥

সচ্চিদানন্দরূপোহসৌ স মিত্রানিহৃদি স্থিতঃ ।

কিনন্তংহপি ভাবেষু ন বিনশ্চতি কচিচিৎ ॥ ৯৭

আকাশঃ সর্বভূতেষু স্থিতস্তেজোজালে তথা ।

আত্মা সর্বত্র নির্লেপঃ পার্শ্বিবেষু যথানিলঃ ॥ ৯৮

উক্তামুসম্পী ভগবান্ সাধুনাং ব্রহ্মণ্য চ ।

আবির্ভবতি লোকেষু শুণীবাঈক্যে প্রতীয়তে ।

জানিতে পারে, তবেই কৰ্ম্মবদ্ধ হইতে মুক্ত হয়। রাগপ্রাণ ও মোহজালময় অপার সংসার-সাগরে তিতীর্ঘ ব্যক্তিদিগের ত্রিরাম-স্বরণ ক্রীড়িত উপায়ান্তর দেখি না। চর্চি হইতে নবনীত এবং কাষ্ঠ হইতে জ্যোতি, যেমন মহন দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্রূপ সাধন-মহন দ্বারা আত্মাকে মখিত করিয়া পরম পুরুষ হরিকে জানিয়া মানব সুখী হইয়া থাকে। আত্মা নিত্য, অব্যয়, সত্য, সর্বত্রগামী, সর্ব-পালক, সর্বোপেক্ষা মহান, অপ্রমেয়, স্বয়ং জ্যোতিঃরূপ, তাঁহাকে মনোদ্বারাও গ্রহণ করিতে পাওয়া যায় না। তিনি সচ্চিদানন্দ-রূপী, সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে বর্তমান। ভাব পদার্থ সমুদয়ের বিনাশ হইলেও তাঁহার বিনাশ হয় না। আকাশ যেমন তেজ জল প্রভৃতি সর্বত্রই বর্তমান আছে, বায়ু যেমন পার্শ্বিক পদার্থিন্দ্ৰয়ে অবস্থিত, অথচ সকল বস্তু হই-তেই পৃথক, তদ্রূপ আত্মাও সর্বত্র বিরাজিত, অথচ কোন পদার্থেই লিপ্ত নহেন। সেই ভগবান্ শুভ জনগণের প্রীতি কৃপাপরত হইয়া আবির্ভূত হইয়া থাকেন। অজ্ঞ জনগণ সেই সকল অবতারকে সাধারণ বিলক্ষণ দৃষ্টিসম্পন্ন দর্শনে “শুণী” ব্যক্তি বলিয়া অব-

এবং বিবেকবত্যা যো বুদ্ধা সংশ্লিষ্টেহুদি ১২৯
ভক্তিয়োগেন সন্তুষ্টে আত্মানং দর্শয়েনকঃ ।
ভক্তঃ কৃতার্থো ভবতি সন। সৰ্বত্র নিম্পৃঃ ১০০
অতোহহংকারমুৎস্রজ্য সাক্ষবদে কলেবরে ।
চরেনসঙ্গো লোকেষু স্বপ্নপ্রায়েষু নির্মমঃ ১০১
ক নিত্যতা শরয়েধে ক বা সৎ কলেবরে ।
অবিদ্যাকৰ্মজনিতং দৃষ্টমানঃ চরাচরম্ ।
জ্ঞানোচ্চারবলী যোগী ভক্তঃ সিদ্ধিমবাপ্তসি ।
ইত্যুক্তা তে গতাঃ সৰ্ব্বৈ সাধবো দীনবৎসলাঃ
সোহহং ভক্তসংগার্গেণ তর্থেবাচারমবগম্য ১০৪
ভতোহচিরেনাশ্বনৌদং দৃষ্টবানহমভুতম্ ।
জ্যোতির্ময়ং সনানন্দং শরচ্ছোভাত্তনির্মলম্ ।
নিমিচ্চা সুখসন্দোহৈর্বাং কুহাদিকসম্পূহম্ ।
অস্তহিতং মহৎ তেজো যথা সৌদামিনী দিবি ।
ভক্ত্যা তদেব মনসি ভাবয়ন্নহমভুতম্ ।

ধারণ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি এইরূপ
বিবেকবতী বুদ্ধি দ্বারা ভক্তিয়োগসংকারে
ক্লময়ে সেই পরমাত্মার অঙ্গীকরণ করে, সেই
অঙ্গ হইয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে দর্শন দান
করেন। তাহাতে সেই ব্যক্তি কৃতার্থ, সৰ্বত্র
সদা নিম্পৃহ হয়। ১০০—১০১। স্বপ্নে নিরত
বৈধা কোথায়? ইন্দ্রজালে সত্যতা কোথায়?
শরৎকালের মেঘের স্থিরতা কি? কলেবরের
হাবিহই বা কি আছে? দৃষ্টমান চরাচর
সমস্তই অবিদ্যা-কৰ্মজনিত মিথ্যা; তুমি ইহা
জানিয়া আচারবান্ যোগী হইয়া সিদ্ধি লাভ
করিতে পারিবে। সেই দীনবৎসল সাধুগণ
আমাকে এইরূপ উপদেশ প্রধানপূর্বক
জ্ঞানান্তরে গমন করিলেন। আমি তদবধি
তদুপদেশানুসারে আচরণ করিতে লাগিলাম।
পরে অন্নদিনের মধ্যেই আশ্চর্য্যে সনানন্দ
শরৎকালীন শীতাত্তবৎ নির্মল অদ্ভুত জ্যোতিঃ
দর্শন করিলাম। তাহা কণমাত্রে অস্তহিত
হইয়া গেল; আমি তাহাতে অধিক উৎ-
সাহাষিত হইলাম। আকাশে সৌদামিনীর
জায় সেই তেজ কণমাত্র প্রকাশ পাইয়া
অস্তহিত হওয়াতে আমি বিস্মিতচিত্তে নিরন্তর

কালে কলেবরং তাক্ষা গন্তমান হরিমবাপম্ ।
তন্তেচ্ছয়া পুনর্যক্ষন ব্রহ্মণো মেহভবজ্ঞানি ।
অমুগ্রোহাঙ্গগবতস্ত্রিষু লোকেষু নিম্পৃহঃ ।
আপীড়য়ন মুহূর্বীণাং গায়মানশ্চরামাহম্ ১০৬
ইত্যুক্তা মে স্বাক্ষভবং যযৌ যাদৃচ্ছিকো মুনিঃ ।
মমাপি পরমার্চ্যং সন্তোষচ্চ মহানকুৎ ১০৭
অতন্তে সাধুসঙ্গত্যা ভক্ত্যা চ পরমাশ্রয়ঃ ।
বিত্তকং নির্মলং শাস্তং মনো নির্বৃত্তমেমাতি ।
অনেকজন্মজনিতং পাতকং সাধুসঙ্গমে ।
কিপ্রং নশ্ততি ধর্ম্মজ্ঞ জ্ঞানাতঃ শরণো যথা ১১১
বৈষ্ণব উবাচ ।

শীঘ্রা তে বাক্যশীঘ্রং শাস্তং মে শাস্ত্রিয়াগমৎ
সর্গভীর্ষকলং যোহদ্য সঞ্জাতং তব দর্শনাৎ ১১২
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্ত প্রোবাচ ঋষিসত্তমঃ ।
হিতায় তব ব্রাহ্মেস্ত্রিবিবর্গকলমিচ্ছতঃ ১১৩

তাহাই ধ্যান করিতে লাগিলাম; কালক্রমে
সেই কলেবর পরিহারপূর্বক অব্যয় হরি-
সম্মিধানে গমন করিলাম। হে ব্রহ্মন! তাহার
ইচ্ছানুসারে পুনরায় আমার ব্রহ্মা হইতে জন্ম
হইল। আমি সেই ভগবানের অমুগ্রোহে
নিম্পৃহভাবে বীণাবাদন সহকারে ত্রিলোকে
ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি। সেই নারদ মুনি
আমাকে এই কথা বলিয়া শ্বেতকীর্তনসারে
জ্ঞানান্তরে গমন করিলেন। আমার তাহাতে
পরমার্চ্য্য বোধ হইল, সুমহান সন্তোষ
জন্মিল। তৎকর্ত্ত বলিতেছি, সাধুসঙ্গ ও হরি-
ভক্তিপ্রভাবে তোমার মন শুদ্ধ, নির্মল, শান্ত
হইলে নিরুত্তি প্রাপ্ত হইবে। সাধুসঙ্গমহিমায়
অনেকজন্ম-সঞ্চিত পাতকসমূহ শরৎকালাগমে
যেমন বৃষ্টি দূরীভূত হয়, তেমনি সত্তর দিনের
হয়। ১০১—১১১। বৈষ্ণব কহিল, হে মুনিবর।
আপনার বাক্যানুধাপানে আমার চিত্ত শান্তি
প্রাপ্ত হইয়াছে; অদ্যই আমার সর্গভীর্ষ-
দর্শনজনিত কল প্রকৃতরূপে জাগিল। কথিবর
লোমশ এই কথা শুনিয়া বৈষ্ণবে দ্বাড়া কহি-
লেন,—তাহা ত্রিবিবর্গকল-সাত্ত্বিক তোমার

লোমশ উবাচ ।

বৎ ত্বয়া শ্রুতং তুরি যুযোৎসর্গঃ বিনা কৃতম্ ।
মস্ত্বেহকিঞ্চিৎকরং সর্গং নীহারসলিলং যথা ॥ ১১৪
যুযোৎসর্গস্যং কিঞ্চিৎ সাধনং ন মতীকলে !
অনায়াসেন গচ্ছন্তি গতিং তে পুণ্যকর্মণাম্ ।
যুযোৎসর্গঃ কৃতো যেন অশ্বমেধস্তা যাজকঃ ।
উত্তো সমো মরা দৃষ্টৌ দিবৌ তৌ শক্রনগ্নিধৌ
অতশ্চ পুংসঃ গচ্ছা যুযোৎসর্গং বিধায় চ ।
কৃতো যাহি গৃহং সাধো যেন সর্গকৃতং ভবেৎ ॥

বিপশ্চিৎস্বাচ ।

ভক্তঃ স পুনরাবৃত্তা কার্তিক্যাং পুঙ্করে বরে ।
বরাহরূপী ভগবান্ যত্রাস্তে যজ্ঞপুরকঃ ॥ ১১৮
চকার বিধিবৎ সর্গং যজ্ঞকর্ম্মমিসম্ভটমৈঃ ।
রুস্তানি বহুতীর্থানি ভক্তো লোমশসঙ্গমিঃ ॥ ১১৯
ভক্তোহধিকন্তরং ক্রান্তং পুণ্যং নীলবিবাহজম্ ।
শ্রুত্বা বিষয়ান্ দিব্যান্ বিমানবরমাস্থিতঃ ॥

ভিত্তকর । লোমশ কহিলেন, হে বৈশ্ব ! তুমি
যে যুযোৎসর্গ ব্যতীত অস্ত্রান্ত অনেকানেক
পুণ্যকার্য্য করিয়াছ, সেই সমস্তই নীহার-
জলবৎ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয় । পুণ্য-
কর্ম্মাদিগের অনায়াসে সদগতিপ্রদ যুযোৎ-
সর্গের সদৃশ পরমোত্তম কার্য্য কৃতলে আর
নাই । যুযোৎসর্গকারী আর অশ্বমেধযাজী
এই উভয়েই আমার মতে তুল্য ; উভয়েই দিবা
বেহ লাভ করত ইন্দ্রলোকে বিরাজিত হয় ।
হে সাধো ! অতএব তুমি পুঙ্করতীর্থে গমন-
পূর্ব্বক যুযোৎসর্গ সম্পাদনান্তে গৃহে গমন
কর ; তাহাতে তোমার সর্ব্বতীর্থাসুষ্ঠানের
প্রকৃত ফল হইবে । মতী বলিলেন,—তারপর
সেই বৈশ্ব পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কার্তিক-
মাসে যেখানে বরাহরূপী ভগবান্ বিরাজমান
আছেন, সেই পুঙ্করতীর্থে যাইয়া স্বধাবিধি
স্বধিকথিত যুযোৎসর্গাদি কার্য্য সমাপন করি-
লেন । সে পূর্ব্বক বহু তীর্থ করিয়াছিল, পরে
লোমশ যুনির সাক্ষাৎ লাভ করিলেন । তারপর
আবার নীলযুযোৎসর্গ করায় সর্গাধিক পুণ্য
প্রাপ্ত হইলেন । তিনি বিষয় সকল শ্রুত

ভেন রাজকুলে জন্ম বীরসেনস্ত ধর্ম্মতঃ ।

বীরপত্নিনাখ্যাতচতুর্বার্গকসাধকঃ ॥ ১২১

প্রকুর্ষতো যুযোৎসর্গঃ তত্র যে পরিচারকাঃ ।

দিব্যকণ্যভবন্ স্পৃষ্টা গোপুচ্ছোদকশীকরৈঃ ॥ ১২২

শ্রুত্বাঃ পুষ্টবপুষঃ পশ্যন্তো দূরসংস্থিতাঃ ।

ভক্তো দূরতরা যে চ দৃষ্টন্তে মলিনা জনাঃ ॥ ১২৩

হৃভগা মলিনা কৃষ্ণাঃ কৃশা বিগতবাসসাঃ ।

বৃষযজ্ঞমপশ্যন্তো যে চানুঘাং প্রকুর্ষতে ॥ ১২৪

সর্গং নিবেদিতং রাজ্যচরিতং পূর্ব্বজন্মতঃ ।

ধর্ম্মাং বিচিন্নমাখ্যানং শ্রুতং যে যৎ পরাশরাৎ ॥

অতশ্চ স্বগৃহং গচ্ছ কৃপাং কৃশা ময়োপরি ॥ ১২৬

শ্রুত্বা বিপশ্চিৎস্বাক্যং স বিস্ময়ং পবনং গতঃ ।

গৃহং জগাম বিপ্রোহসৌ প্রাপিতো রাজসেবকৈঃ

বসিষ্ঠ উবাচ ।

তস্মাদ্রাজান্ যুযোৎসর্গং বসিষ্ঠং সর্গবর্ণনাম্ ।

ভোগ করিয়া দিবা বিমানে আটোহন করত
স্বর্গ-স্বখভোগান্তে বীরসেন রাজার বংশে বীর-
পত্নিনা নামে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক চতুর্বার্গ ভোগ
করিতে লাগিলেন । ১১২-১১১ । যুযোৎসর্গ
করিবার সময় যাহারা পরিচারক ছিল, তাহারা
যাহাদিগের গাত্রে সেই গোপুচ্ছোদকবিন্দু
স্পর্শ হইয়াছিল, তাহারা দিব্যদেহে ঐ বর্তমান
রাহিয়াছে । যাহারা কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয় সেই
যুযোৎসর্গ কার্য্য দর্শন করিয়াছিল, তাহারা ঐ
হৃষ্ট-পুষ্ট-দেহে অবস্থিত আছে ; যাহারা
তদপেক্ষা দূরতর স্থানে ছিল, তাহারা ঐ মলিন
কৃশাকার লাভ করিয়াছে ; আর যাহারা সেই
বৃষযজ্ঞ না দেখিয়া তাহাতে অহুয়া প্রকাশ
করিয়াছিল তাহারা হৃভগ, মলিন, কৃষ্ণ, কৃশ,
বসনহীন, কদাকারে বর্তমান দেখিতে পাই-
তেছ । হে বিজ্ঞ ! এই আশ্রিত রাজার বৃত্তান্ত
সমস্ত যাহা পূর্ব্বক পরাশর যুখে শুনিয়াছিলাম,
কীর্তন করিলাম । অতএব তুমি এক্ষণে
আমার উপর কৃপা করিয়া নিজ গৃহে গমন
কর । সেই বিজ্ঞ রাজমন্ত্রী এই বাক্য শ্রবণে
অত্যন্ত বিস্মিত চিত্তে সেই রাজসেবক জন
কর্তৃক নিজ গৃহ প্রাপিত হইল । বসিষ্ঠ

সম্যক বিধানেন যদি ভীতো মদ্যপি ॥ ১২৮
ব্রহ্মোৎসর্গঃ কিকিৎ সাধনং ন দিবঃ পূর্য ।
যদা ধর্মরহস্যং তে কথিতং রাজসত্যম্ ॥ ১২৯
পতি-পুত্রবতী নারী ভর্তৃহরণে যুতা যদি ।
ব্রহ্মোৎসর্গং ন কুর্যাত গাং দদ্যাক পদ্বিনীম্ ॥
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

ঋত্বা বাক্যং বসিষ্ঠস্ত রাজ্য মধুপুরীং গতঃ ।
চকার বিধিবৎ সর্গং ব্রহ্মোৎসর্গমহং ধগ ॥ ১৩১
গৃহং গতা স আত্মানং কুরুতাবসম্ভত ।
কালেন নিধনং প্রাপ্তো নীতো বৈবস্বতাশ্রুগৈঃ
স কালিনগরং তিষ্ণা গতো দূরন্তরং পথি ।
শ্রীকৃষ্ণেবপূরং পূত্র ইতি দূতানপৃচ্ছত ॥ ১৩৩
পাণিনো যত্র পাত্যন্তে যট্টমোঃ পাপবিন্ধ্যকরে ।
কত্র দেবঃ স ধর্মীশ্চা ধর্মীধর্ম্যবিচেষ্টনঃ ॥ ১৩৪
গতং পাপপূরং তত্র ন জষ্টব্যং ভবানৃশৈঃ ।

কহিলেন,—হে রাজন! সর্গকর্মের মধ্যে
ব্রহ্মোৎসর্গই বড়িষ্ঠ জানিবে। তুমি যদি যত্র
হইতে ভীত হইয়া থাক, তবে সেই ব্রহ্মোৎসর্গ
অমুষ্ঠান কর। ব্রহ্মোৎসর্গ অপেক্ষা আর
কোনও স্বর্গসাধন কর্ম নাই। হে রাজসত্যম্!
এই আমি তোমাকে ধর্মরহস্য কহিলাম। যদি
পতিপুত্রবতী নারীর যুতা হয়, তবে তাহার
জন্ত ব্রহ্মোৎসর্গ না করিয়া পদ্বিনী বেহু দান
করিবে। ১২৮—১৩০। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—
হে গরুড়! সেই রাজা বসিষ্ঠের এই সকল
বাক্য শ্রবণান্তে মধুপুরীতে গমনপূর্বক বিধা-
নাম্নসারে ব্রহ্মোৎসর্গ অমুষ্ঠান করিলেন। পরে
তিনি নিজ ভবনে গমন করিয়া আত্মাকে
কৃতার্ণ বোধ করিতে লাগিলেন। কালক্রমে
তাহার যুতা হইলে যমদূতগণ তাঁহাকে লইয়া
গেল। তিনি বালিনগর অতিক্রমপূর্বক দূর
পথে যাইতে যাইতে শ্রীকৃষ্ণদেবপূর কতদূর
তাঁহা যমদূতগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। দূত-
গণ কহিল,—যেখানে যমদূতেরা পাপভক্তি
মিশ্রিত পাপীদিগকে নরকে পাতিত করে,
যেখানে ধর্মীধর্ম্যবিচারক সেই দেব অবস্থান
করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণদেবপূর পাপীদিগের বিচার

অগ্রে দৃষ্টো ধর্মরাজমুচ্যেত পদ্বিনীম্ ॥ ১৩৫
দিব্যরূপস্তদা দেবো দেব-গচ্ছকর্ণগামুতা ।
আত্মানং ধর্মরামাস তস্ত রাজো মহাত্মনা ॥ ১৩৬
প্রণম্য দণ্ডবদ্রাজ্য কৃতাজলিপুত্রাশ্রিতঃ ।
ভূষ্টাব বহবা দেবঃ হৃদপুরিত মানসঃ ॥ ১৩৭
ধর্মরাজোহপি রাজানং প্রণামেনমুবাচ হ ।
নীমতাং দেবলোকাং যত্র ভোগাঃ সুপুঙ্খলাঃ ॥
তদীরবাহনঃ ঋত্বা পপ্রচ্ছ সমবর্তিনম্ ।
ন জানে কেন পুণ্যেন স্বর্গং নধসি মাং বিতো ॥
ধর্মরাজ উবাচ ।
যদা কৃতানি পুণ্যানি দানং যজ্ঞাঃ সবিম্বরাঃ ।
মধুরায়াঃ ব্রহ্মোৎসর্গো বসিষ্ঠবদনাৎ কিল ॥ ১৪০
ধর্মঃ শ্রমোহপি নৃপতে যদি সম্যকপালিতঃ ।
বিজ-দেবপ্রসাদেন স জাতি বহুবিন্ধ্যরম্ ॥ ১৪১
ইত্যাক্ষা যমুনাজাতা কলাদন্তর্জিমাযবো ।

হান তাঁহা আপনার মত পুণ্যাদিগের দৃষ্ট
নহে। সেই সময়ে ধর্মরাজ দিব্যরূপ ধারণ-
পূর্বক দেব-গচ্ছকর্ণগণে মিলিত হইয়া রাজ্যকে
দর্শন দিলেন। দূতগণ সম্মুখে ধর্মরাজকে
দেখিয়া সাধরে দেখাইয়া দিলে, রাজা দণ্ডবৎ
প্রণত ও কৃতাজলি হইয়া সর্বমানসে ধর্ম-
রাজকে বহুবিধ কব করিলেন। ধর্মরাজও
রাজাকে প্রণাম করিয়া দূতদিগকে আদেশ
করিলেন,—ইহাকে যেখানে প্রচুর পরিমাণে
ভোগ সকল বিদ্যমান আছে, সেই দেবলোকে
লইয়া যাও। তখন সেই রাজা বীরবাহন
ধর্মরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো!
আমাকে কোন পুণ্যের ফলে স্বর্গে পাঠাইতে-
ছেন, জানিতে ইচ্ছা করি। ধর্মরাজ কহি-
লেন,—তুমি দান যজ্ঞাদি বিবিধ পুণ্য কাণ্ড
বিস্তর অমুষ্ঠান করিছ; বিশেষতঃ বসিষ্ঠের
বাক্যানুসারে মধুরাধামে ব্রহ্মোৎসর্গ করিছ।
হে নৃপতে! দেববিজ্ঞ-প্রসাদে যদি শ্রমরাজ
ধর্মও সম্যক অমুষ্ঠিত হয়, তবে সে ব্যক্তি
তাঁহার বহু বিস্তর কল লাভ করিয়া থাকে।
যমুনাজাতা যম তাঁহাকে এই বলিয়া সৎসা

বীরবাহো দিবঃ গতা দেবৈঃ সহ যুযোত ২ ১৪২
ঈকুক্ষ উবাচ ।

মহা তে কথিতঃ পশ্চিন্ যুযুজঃ সুবিস্ময়ঃ ।
প্রাণিনাং কর্ণনির্হারঃ শ্রমা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।

ইতি ঈগাক্ষতে মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে
সারোজ্যে ঈকুক্ষ-গরুড়সংবাদে
সপ্তমোহধ্যায়ঃ ১ ।

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

গরুড় উবাচ ।

অজঃ মে মহাপাখ্যানঃ যুযোৎসর্গকলঃ হরে ।
পুনরুজ্জ্বলঃ কথ্যঃ ক্রহি যত্র তে মহিমাদুতঃ ১
ঈকুক্ষ উবাচ ।

অহং তে কথ্যাম্যস্য সংবাদঃ পরমাদুতম্ ।
সম্প্রসূত চ প্রৌঢ়ত্বজ্ঞপজ্ঞাপনায় বৈ ২
বিপ্রঃ সম্প্রসূতঃ কশ্চিৎ তপসা নম্যকিঞ্চিৎ ।

অন্তর্ধান করিলেন। সেই বীরবাহন রাজ্য
অর্গে যাইয়া দেবগনসহ সুখে বাস করিতে
লাগিলেন। ঈকুক্ষ কহিলেন,—হে পক্ষিবর ।
এই আমি তোমাকে সবিস্তরে যুযুজ কীর্তন
করিলাম। প্রাণিগণের কর্ণনির্মূলনকর্ম এই
উপাখ্যান অবশ্যে মানব পাপরাশি হইতে মুক্ত
হইতে পারে। ১৩১—১৪৩।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭ ।

অষ্টম অধ্যায় ।

গরুড় কহিলেন,—আমি আপনার প্রমুখ্যৎ
মহাপাখ্যান যুযোৎসর্গকল অবশ্য করিলাম।
হে হরে। এক্ষণে যাহাতে আপনার অদুত
মহিমা কীর্তিত আছে, এমন কোন কথা
কীর্তন করুন। ঈকুক্ষ কহিলেন,—হে গরুড় ।
সম্প্রসূত নামক বিজ্ঞের কতকগুলি প্রেতের
গৃহিত যে কথোপকথন হইয়াছিল, আমি
তোমাকে অজ্ঞা সেই পরমাদুত সংবাদ বলি-

সংসারাসারতাং জাহারণোদেষ চসার ৪ ৩
বৈখানসমুনিব্রাটৈঃ প্রলিপাতকভেদকণঃ ।
স কলচিৎ তীর্থযাত্রাসুদিক্ত খাটতি বিজঃ ৪
প্রত্যকৃষ্টেগ্রিহ্যাক্ত বহিবৃ ত্তিনিবোধকঃ ।
সংসারমাত্রগমনো মার্গভ্রষ্টো বভূব হ ৫
চলন্থেবং শ্রানকালে মধ্যাহ্নেহখাতিলাবুকঃ ।
জলন্তোন্ন্যায় নগ্নেন দিশঃ সর্জাত্তানুয়ৎ ৬
স নদর্শ তদা শুশ্রৌবীকুদ্রকশতেতিচিহ্নম্ ।
সুক্শাটৈঃ শাবিশাখাভিঃ সঙ্কুলং গহনং ঘনম্ ৭
ভদ্র তালান্ধমালাশ্চ পিঙ্গালাঃ পনসাত্তথা ।
জীপনীশালশাখোটন্তননান্তিন্মুতাশ্বথা ৮
সর্জার্জুনাভাতকান্চ শ্রেয়াশ্বক-বিত্তীতকৌ ।
পিচুমর্দনচিকিনী চ কর্ককৃকর্ণিকারকাঃ ৯
এতে চাশ্বে চ বহবো বৃক্ষান্তেষু ন দৃশ্যতে ।
পশ্চিণামপি বৈ পদ্মা মহুযাক্ত কুতঃ পুনঃ ১০
ভস্মিন্ বনে মহাঘোরে সিংহ-ব্যাঘ্রসমাকুলে ।
ভরদ্ব-গবদৈর্ভরদৈর্কর্কহৈষৈচ নিষেবিত্তে ১১
কুণ্ডৈঃ কুরুভির্নাটৈর্গর্জকটৈশ্চ তথা যুগৈঃ ।

ভেছি। সম্প্রসূত নামে কোন বিপ্র ভপোহু-
ঠানে পাপহীন হইয়া সংসারের অসারতা
জানিয়া অরণ্য মধ্যেই বৈখানস মুনিগের
আচার পালনপূরক বিচরণ করিতে লাগিল।
সে একদা তীর্থযাত্রা উদ্দেশে প্রস্থিত হইয়া
ইন্দ্রিয়গণকে বহিবৃতি হইতে নিগৃহীত করত
কেবল সংসারামুসারে যাইতে যাইতে পথভ্রষ্ট
হইয়া পড়িল। এইরূপে সে যাইতে যাইতে
মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত মনে করিয়া
জলাভিলাষে নগ্ননোন্নয়ন করিয়া শুষ্ক
লতাভিতে সমাকর্ণ, বংশাদি নানা বৃক্ষে
সমাকুল গহন বন দেখিতে পাইল। তাল,
তামাল, পিঙ্গাল, পনস, জীপণ, শাল, শাখোট,
জন্দন, তিম্বুক, সর্জ, অর্জুন, আম্রাতক,
শ্রেয়াশ্বক, বিত্তীতক, নিম্ব, চিকিনী, কর্ককৃ,
কর্ণিকার প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষে সমাকুল সেই
বনে পশ্চিগণেরও যাতায়াত-পথ দৃষ্ট হয় না,
মাহুয়ের কথা আর কি বলিব? ১—১০।
সিংহ, ব্যাঘ্র, ভরদ্ব, গবদ, ঝক, মর্দেয়, কুণ্ড,

ধাপটৈল তথা চাটৈঃ পিলাটে রাবটৈল তে ।
 সন্তপ্তকো দ্বিজঃ কিঞ্চিদুদয়সন্তপ্তমানসঃ ।
 কামিনীকঃ সমস্তবদ্যদ্বিষো যযৌ পুনঃ । ১০
 স্বভাৱেযু চ ত্রিলোকাং বৃকানাং যুৎকৃতেষুপি ।
 সন্তপ্তকঃ কুলোনাঙ্গচাল পদপক্কম্ । ১১
 স তত্র বটবৃকঃ প্রায়ুবদ্ধঃ শবঃ তথা ।
 দৰ্শনং তদুজ্জৈব পক্ প্রেতান শূদাকৃণান্ । ১২
 শিৱাহিচৰ্ণশেষাদান পৃষ্ঠগয়োনরান্ যগ ।
 ত্যক্তান্ নাসিকধা নেত্রকূপপাতভয়াদিব । ৬
 সূচীক্কচকচ্ছাত-ঘাতপাতিতকৌকশান্ ।
 বলাস্তনবমস্তিকাসাদনিত্যং চোৎসবান্ । ১৩
 রণংকোটিমহানষ্টে নাস্তিগ্রন্থাবধি টুতান্ ।
 তান্ দৃষ্ট্ৱা অস্তহৃদয়ো গতিমাকুৰ্য্য সাংস্থিতঃ । ১৪
 তে কিলোকাংগতঃ বিপ্রমটবো জনবর্জিতাম্ ।
 অহং পূৰ্ব্বমহং পূৰ্ব্বং যামীত্যুচ্চা প্রকৃদ্বুঃ । ১৫

কক, নাগ, মকট, মৃগ ও অস্তান্ত পিলাট
 রাবটাদি হিংস্র প্রাণিগণে সমাকুল, সেই বন
 কর্ণনে সন্তপ্তক দ্বিজ ভয়ে সন্তপ্তমানস হইল;
 কোন দিকে ঘাইবে কিছুই স্থির করিতে
 পারিল না; শেষে “যাহা অদৃষ্টে আছে,
 তাহাই হইবে” ভাবিয়া ঘাইতে লাগিল।
 সে ত্রিলোকেব্দর কঙ্কার এবং পেচকদিগের
 যুৎকার শব্দ শ্রবণ করিতে করিতে চারি পাচ
 পদ যাত্রা গমন করিয়া দেখিল,—সমুখস্থ
 বটবৃকে প্রায়ুবদ্ধ একটা শব রহিয়াছে;
 শূদাকৃণ পাঁচটা প্রেত সেই শব শুকণ করি-
 তেছে। সেই প্রেতগণ শিৱাযাগ, অস্থি-
 চৰ্ণাশেষ-দেহ; তাহাদিগের উদর পৃষ্ঠ-
 লালয়; কূপাকার নয়ন যথো পতনস্তরেই
 যেন নাসিকা অন্তর্ভূত হইয়াছে। সূচী-
 ক্কচাদি দ্বারা খণ্ডখণ্ডীকৃতবৎ অস্থিসমূহ এবং
 বলাস্তানবমাস্তক চক্ৰেণ অম্বরক্ত ভীষণ
 দাষ্ট্র্য ও দীর্ঘাকার নখবিশিষ্ট সেই প্রেত-
 দিগকে দেখিয়া অস্তহৃদয়ে সেই আক্ষণ গতি-
 লভ্যোচ করিয়া অবস্থিত হইল। প্রেতগণ
 সেই বিজ্ঞান অরণ্যে তাহাকে সমাগত দেখিয়া
 “আমি প্রথমে যাইব, আমি প্রথমে যাইব”

তেষু ঘৌ দাবগৃহীতামস্ত হস্তাবধাপরে ।
 ঘৌ ঘৌ পাদাবগৃহীতাং মূৰ্দ্ধানঃ পদমোচগৰীৎ
 স্বজাতুচিহ্নবাকোন সূটবর্ণগতা ভবন ।
 অহং কক্ষাম্যহং শুকানীতি বর্ষণতৎপরাঃ । ২১
 সষ্টৈসব সষ্টৈষামুং গৃহীতা বাগমন বিয়ৎ ।
 কিম্বৎ স্থিতং বটৌ মাংসং কিম্বেন্তি স্তম্ভালয়ন
 হেহপশুত্রিঙ্গনং ট্রায়ঃপাটিতাম্মিমং শবম্ ।
 অবতীর্ষা ততো ব্যোমো গৃহীতা চরনৈঃ শবম্ ।
 স্বর্বাণ্ডতশরীরস্ত পুনর্যোটেমব চক্রবুঃ ।
 স নীচমানমাস্তানং বিলোক্য বিয়তি দ্বিজঃ ।
 জগাম মনসা মাং স শরণং ভববিহ্বলঃ । ২৪
 নমস্কৃত্যে চক্রধরং চেতসা চিন্ময়ং সমম্ । ২৫
 বক্রং নক্রং চক্রপাতেন দূরে
 কুয়া হুয়া তস্ত হুংখং যুক্ণঃ ।
 মাতঙ্গং যোহমুচয়ক্রবক্রাৎ
 পাশং সোহমৌ কর্ণনাং মে লুনাভু । ২৬

এইরূপ বলিতে বলিতে প্রকৃত হইল। তাহা-
 দিগের হৃদয়ে সেই আক্ষণের হস্তদর ধারণ
 করিল, হৃদয়ে তাহার পদদর; আর এক
 জনে তাহার মস্তক ধারণ করিল। ১১—২০।
 তাহারা স্বজাতুস্ত ভাষায় স্পষ্টরূপে “আমি
 ইহাকে শুকণ করিব, আমি ইহাকে শুকণ
 করিব” ইত্যাদি বলিতে লাগিল এবং
 আক্ষণকে পরস্পর আকর্ষণ করিতে লাগিল।
 পরে তাহারা তাহাকে লইয়া আকাশে উঠিল
 এবং আক্ষণের শরীরে কি পরিমাণ মাংস
 আছে, ইত্যাদি পরস্পর আলোচনা করিতে
 লাগিল। এমন সময়ে তাহারা দেখিল, বট-
 বৃকস্থ সেই শব অগ্রপাশ ছিন্ন হইয়া সূতলে
 পতিত হইতেছে। তাহা দেখিয়া তাহারা
 অবতরণপূর্বক সেই শবকে চরণে গ্রহণ করিয়া
 পুনরায় আক্ষণ সহ আকাশে উখিত হইল।
 সেই আক্ষণ তখন আপনাকে আকাশে
 নীচমান দর্শনে ভীতিবিহ্বলচিত্তে মনে মনে
 আমার শরণাপন্ন হইল। সেই আক্ষণ তখন
 দেবদেব চক্রপাণি চিন্ময় হরিকে স্তব করিতে
 লাগিল,—যিনি চক্রপাত দ্বারা বক্র ও ক্রকে

কৃত্বান্ তু কান্ তু পত্নীন মাগধেন
 সৌমেনৈনং ঘাততিহা মৃগারিঃ ।
 নির্বক্তান্ ধো ভগ্নমজ্জায় বৃক্ষান্
 চক্রী মেহমৌ কর্ণপাশং লুনাতু ॥ ২৭ ॥
 মননৈবেহ মাগধোঃ স্ত্র্যমানোহমুখিতঃ ।
 অগচ্ছং মহাসা তু যঃ প্রেতৈঃ স নীলন্তে ॥ ২৮ ॥
 দৃষ্টো তৈন্নীরমানস্ত কোতুকং মেহভবং ধগঃ ।
 পশ্যচ্ছ ন কিমস্তং বৈ কালং তান্ পৃষ্ঠতোহমগান্
 মম সন্নিবিমাজ্জেন বিজ্ঞাতিঃ তক সপহন ।
 তৎকালং শিবিভানুগ-তুপালশুধম্বাবিশং ॥ ৩০ ॥
 মণিকল্পস্ততো মেকঃ গচ্ছন দৃষ্টো যদা পথি ।
 নিকোষ্ঠ্যাকি বপার্শং স নীতো বৈ যক্ষমায়য়া ।
 ভ্রমবোচং মহাযক্ষ হা হি প্রতিভটো ভব ।
 প্রেতান নাশয় তক্ষুয়ঃ শবক তক্ষুয়ঃ হব ॥ ৩২ ॥
 ইতুস্তঃ স মহাঘোরঃ কৃষা রোহঃ শুল্কঃসহম্ ।

দূরে নিক্ষেপ করিয়া নক্ষত্রক্লগ্নস্ত মাতলকে
 সোচনপূর্বক স্তুতী করিয়াছিলেন, সেই দেব
 মুকুল আমার কর্ণপাশ ছেদন করুন। যিনি
 মগধরাজ জয়সত্ত্ব কর্তৃক কারাকঙ্ক নিরপরাধ
 তুপতিদিগকে রাজস্বয় দত্ত সম্পাদন কৃত্ত
 সীমামা জয়সত্ত্বকে সংহার করাইয়া মুক্ত
 করিয়াছিলেন, সেই চক্রী হরি আমার কর্ণ-
 পাশ ছেদন করুন। সেই বিজ্ঞ মনে মনে
 এইরূপে আমার স্তব করিলে আমি সন্তুষ্ট
 হইয়া প্রেতগণ তাহাকে বেদ্যানে লইয়া
 যাইতেছিল, তথায় উপস্থিত হইলাম। সেই
 প্রেতগণ কর্তৃক তাহাকে মীম্বমান ধর্শনে আমি
 কোতুকবশতঃ কিছুকাল তাহাদিগের পশ্চাৎ
 পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম। আমার
 সন্নিধানবশতঃ সেই ব্রাহ্মণ তখন শিবিভা-
 যক্ষমুগ্ধ তুপালবৎ পদম শুল্ক অমুভব
 করিতে লাগিল। ২১—৩০। পশ্চিমমুখ
 মণিকল্প যক্ষরাজকে মেক পক্ষান্তে যাইতে
 দেখিলাম, তাহাকে নেত্রসঙ্কোচ দ্বারা নিজ
 পার্শ্বে আনয়নপূর্বক কহিলাম,—হে যক্ষরাজ ।
 তুমি এই প্রেতদিগের প্রতিশ্রুতী হও, এই
 প্রেতদিগকে বিনাশ কর এবং উদ্ধারের ঐ

অথাহ প্রেতরূপং তৎপ্রেতানামপি বুদ্ধম্ ॥ ৩৩ ॥
 স বিবৃত্য শকো বাহু স্কন্ধনী পরিলেলিহন ।
 ভেদয়ন্নুবাতেন প্রেতাংস্তান্ সম্মুখো যযৌ ॥
 বাহুভ্যাং ধো ধো চ পশ্চ্যাং মূর্ধ্বকং স সমাহনৎ
 প্রেতানাংকপি সহস্রা জঘান দৃঢ়মুষ্টিয়া ॥ ৩৫ ॥
 তে বিবর্ণমুখাঃ সর্কে তঃ বিজ্ঞক শবং তথা ।
 একৈকং হস্তপাটৈশ্চ গৃহীয়া যোদ্ধুমারতন ॥ ৩৬ ॥
 তে নৈবন্তলঘাটৈশ্চ পাদঘাটৈশ্চৈব চ ।
 নঃপ্তাঘাটৈশ্চ সর্কে ভ্রমেকং প্রেতং ব্যাদারয়ন ।
 তেষাং প্রহারান্ বিকলান্ প্রতিরুহা চ তানথ ।
 জীব ন তু শবং তেষাং জহে প্রাণমিবাস্তকঃ ॥
 হস্তমাস্ত্রে শবে তে তু পারিপাশ্রে গিরৌ বিজন্ম
 মুক্লাধাবন প্রমুদিতা একং প্রেতং সুনাকণাঃ ॥
 স বায়ুগমনঃ প্রেতঃ প্রাপ্তৈস্তৈঃ কণম জতঃ ।
 অনৃত্ততাং যযৌ তেহথ কতানা বিপ্রমাগমন ॥

শবটী হরণ কর। এইরূপ উক্ত হইয়া সেই
 যক্ষরাজ সেই প্রেতদিগেরও হৃৎকজনক সীমণ
 প্রেতরূপ ধারণপূর্বক মহারোহে নিজ বাহুদ্বয়
 বিস্তার করিয়া ওষ্ঠপ্রান্ত লেহন করিতে করিতে
 গমনবেগ দ্বারা প্রেতগণকে চাকিত করত
 তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে বাহু-
 দ্বয় দ্বারা দুই জনকে, পদদ্বয় দ্বারা দুই জনকে
 এবং মস্তক দ্বারা অপরকে আকৃত করিল।
 প্রেতগণ তখন বিবর্ণ বদনে সেই বিজ্ঞকে এবং
 শবকে পরিত্যাগ করত প্রত্যেকে হস্ত পদ
 দ্বারা মণিকল্পের সহিত মুখে প্রবৃত্ত হইল।
 তাহার নথ, পদতল ও নঃপ্তা দ্বারা সেই প্রেত-
 রূপী মণিকল্পকে প্রহার করিতে লাগিল। মণি-
 কল্প তাহাদিগের প্রহার সকল বিকল করত
 অস্তক যেমন জীবকে প্রহণ করে, তদ্রূপ
 তাহাদিগের প্রাণতুল্য সেই শবটিকে হরণ
 করিল। প্রেতগণ তদর্শনে সেই বিজ্ঞকে পারি-
 পাশ্র্বে পক্ষান্তে পরিত্যাগপূর্বক সোৎসাহে সেই
 প্রেতরূপী মণিকল্পের প্রতি দাবিত হইল।
 মণিকল্প তাহাদিগকে আসিতে দেখিয়া বায়ুসম
 বেগে সকল্য অমুগ্ধ হইল। তখন প্রেতগণ
 হতান হইয়া পুনরায় সেই ব্রাহ্মণের নিকট

প্রারম্ভমায়ে বিপ্রস্ত পাঠনে তত্র পৰ্বতে ।
 যম স্থানস্ত বিপ্রস্ত মহিষৈব চ তৎকণে ॥ ৪১
 সদাঃ স্মৃতিঃ সমুৎপন্ন তেষাং পূৰ্ব্বস্ত জন্মনঃ ।
 বিপ্রাঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য বিজয়ন্তমথাক্রবন ॥ ৪২
 অদা নঃ কন্তুমর্হোহসীতু্যক। তে সুরদাস্তিকাঃ ।
 গিরেয়েব পরাবর্তঃ সমুদ্রস্তেব শোষণম্ ॥ ৪৩
 তেষাং তদ্বচনঃ শ্রবাহপৃচ্ছৎ কে হুমিহাথ ।
 কিং মায়া কিমু বা স্বপ্ন উতাহো চিত্তবিন্দ্রমঃ ॥ ৪৪
 প্রেতা উচুঃ ।
 অবৈহি তদ্বচনৈবৈতৎ প্রেতাঃ কৰ্ম্মজা বয়ম্ ॥ ৪৫
 ব্রাহ্মণ উবাচ ।
 কিমায়ানঃ কিমাচার্য্যঃ কথং কথমাং দশাং গতাঃ ।
 অবিনোতাঃ কথং পূৰ্ব্বং বিনীতাঃ সাঙ্গ্রভঃ
 কথম্ ॥ ৪৬
 প্রেতা উচুঃ ।
 শূণু বিপ্রেশ্চ বক্ষ্যামঃ প্রদানামমুপূৰ্ব্বকঃ ।

উত্তরাণি মহাযোগিঃ স্বদৰ্শনগতাঃ ॥ ৪৭
 অহং পৰ্য্যুষিতো নাম। এষ সূচীমুখঃ স্মৃতঃ ।
 তৃতীয়ঃ শীঘ্রগন্তর্ঘ্যো যোধকো লেখকঃ পরঃ ।
 ব্রাহ্মণ উবাচ ।
 প্রেতানাং কৰ্ম্মজাতানাং কৃতো নাম নিবৰ্ণকম্ ।
 নিকৃষ্টিমেযাং নামাং বৈ প্রেতা বদন্ত মা চিরম্
 শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।
 এবমুক্তাঃ বিপ্রেশ্চ পৃথঙন্তরমক্রবন ॥ ৪৮
 পৰ্য্যুষিত উবাচ ।
 কদাচিক্কাদ্বকালে বৈ ময়া বিপ্রো নিমজ্জিতঃ ।
 স চ কুত্বা বিলম্বেন বুদ্ধো মদগৃহমাগতঃ ॥ ৪৯
 অকৃতজ্ঞাককৰ্ম্মাহং তং পাকং ভুক্তবান্ মুখা ।
 অ। দাময়মাক্রবা বিপ্রেশ্চ পৰ্য্যুষিতং কিমুৎ ॥ ৫০
 তস্মাৎ পাপান্নতঃ পাপো যোনিং বৈ
 কুৎসিতাং গবঃ ।
 যতঃ পৰ্য্যুষিতং দন্তং ততঃ পৰ্য্যুষিতঃ স্মৃতঃ ॥

আসিল । ৩১—৪০ । সেই পৰ্বতে আসিয়া
 প্রেতগণ যখন সেই ব্রাহ্মণকে তৎকণার্গ পাঠিত
 করিতে উদ্যত হইল, মদমুগ্ধীত সেই ব্রাহ্ম-
 ণের প্রভাবে তৎকণাৎ তাহাদিগের পূৰ্ব্বজন্ম-
 স্মৃতি সমুৎপন্ন হইল । তাহারা সেই ব্রাহ্মণকে
 প্রদক্ষিণ করত বলিতে লাগিল,—“হে ব্রহ্মণ !
 আপনি আমাদের কমা করুন ।” সেই সুর-
 ঘেযী পিশাচদিগের এইরূপ আচরণ, পৰ্ব্বতের
 পরিবর্তন ও সমুদ্রের শোষণবৎ ক্ষতি বিন্ধ্য-
 জনক হইল । ব্রাহ্মণ তাহাদিগের সেই কথা
 শ্রবণে ভাবিলেন,—এ কি ! ইহা কি মায়া !
 অথবা স্বপ্ন ! কিংবা আমার মতিভ্রম ঘটিয়াছে !
 প্রেতগণ কহিল,—হে ব্রাহ্মণ ! ইহা তুমি
 লভ্য বলিয়াই জ্ঞাত হও ; আমরা কৰ্ম্মকালে
 প্রেত হইয়া প্রাপ্ত হইয়াছি । ব্রাহ্মণ কহিলেন,—
 তোমাদিগের নাম কি ? আচার্য্যই বা কি ?
 কি নিমিত্তই বা এ দশা প্রাপ্ত হইয়াছ ? পূৰ্বে
 মিতাক্ত অবিনীতবৎ ব্যবহার করিয়া এক্ষণে
 আবার বিনীতবৎ ব্যবহারই বা করিতেছ কি
 জন্ত ? প্রেতগণ কহিল,—হে বিপ্রেশ্চ ।
 তোমার প্রশ্ন সকলের আত্মপূৰ্ণিক উত্তর

শ্রবণ কর । হে মহাযোগিন ! আমরা তোমার
 দৰ্শনে নিম্মাণ হইয়াছি । আমার নাম
 পৰ্য্যুষিত ; ইহার নাম সূচীমুখ ; এই তৃতীয়
 ব্যক্তির নাম শীঘ্রগ ; এই চতুর্থের নাম যোধক
 এবং পঞ্চমের নাম লেখক । ব্রাহ্মণ কহিলেন,
 —হে প্রেতগণ ! তোমাদিগের এরূপ নাম
 হওয়ার কারণ কি ? তাণ প্রকাশ করিয়া বল ।
 শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—সেই প্রেতগণ ব্রাহ্মণ
 কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া প্রত্যেকে পৃথক্
 পৃথক্ বলিতে আরম্ভ করিল । ৪১—৪০ ।
 পৰ্য্যুষিত কহিল,—হে বিজ্ঞ ! আমি একদা
 ব্রাহ্মকালে ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম, সেই
 বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অনেক বিলম্ব করিয়া আমার
 বাটীতে উপস্থিত হইল । আমি তাহার
 আসিতে বিলম্ব দেখিয়া স্খাবশতঃ ব্রাহ্মাৰ্থে
 যে পাক করিয়াছিলাম, তাহাই ভক্ষণ করিয়া
 ফেলিয়াছি । তখন আর আর না থাকায়
 কিয়ৎপরিমাণে পৰ্য্যুষিত অন্ন ছিল, তাহাই
 সেই ব্রাহ্মণকে খাইতে দিলাম । সেই পাপে
 আমি মরণান্তে এই কুৎসিত পিশাচযোগি
 প্রাপ্ত হইয়াছি ; ব্রাহ্মণকে পৰ্য্যুষিত অন্ন

স্বচীমুখ উবাচ ।

কলাচিন্ত্রাঙ্গী কাচিৎ তীর্থং তদ্রবটং যযৌ ।
পঞ্চবর্ষমুতা বৃদ্ধা পুত্রমাত্রৈকজীবিতা ॥ ৫৪
অহং কত্রিয়দায়াদন্তস্ত্র রোমকবিষম্ ।
বনে তু বিজনে তত্র পাণাধরগতিং গতঃ ॥ ৫৫
তস্তাঃ সবন্ধঃ পাথেরং তৎসুনোর্কসনানি চ ।
গৃহীতানি ময়া বিপ্র শিরস্তাপীভ্য মৃষ্টিনা ॥ ৫৬
তুয়ার্ত্তস্তৎকণঃ বালঃ পাত্রসংস্থঃ জলং পিবন ।
তাবন্যাত্রোদকে দেশে ময়াৎকৃত্য বারিতঃ ॥ ৫৭
ময়াধ সকলঃ পীতঃ জলং পাত্রাৎ তুষাবতা ।
বালোহপি ভয়সম্বৃতঃ পিপাসূর্বানুরাপতৎ ॥ ৫৮
পুত্রশোকানমুতা মাতা কূপে প্রাপ্ত নিজং বপুঃ
এতম্মাৎ পাত্রকাষিপ্রে প্রেতহঃ প্রাপ্তবানহম্ ।
সূচাপ্রায়বিবর-মুখঃ পর্কতদেহবান্ ।
যদ্যপি প্রাপ্তুযাং ভক্ষ্যং তচ্ছিত্ত্বং ন শক্যতে ॥

খাইতে দিয়াছিলাম বলিয়া আমার নাম পর্যা-
বিত্ত হইয়াছে। স্বচীমুখ বলিল,—হে বিজ্ঞ!
আমার বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। কোন এক ব্রাহ্মণী
তদ্রবট তীর্থে গিয়াছিল। তারার সঙ্গে তদীয়
পঞ্চবর্ষ বয়স্ক একটি পুত্র ছিল। আমি কত্রিয়-
কুলে জন্মিয়াছিলাম; তারাদিগকে বিজনে
পাইয়া পান বুদ্ধিবশতঃ তারার মস্তকে মুষ্টি
প্রহার করিয়া তদীয় বস্ত্রাদি সহ পাথের ধন
এবং তারার শিশু পুত্রের বস্ত্রাদি গ্রহণ করি-
লাম। সেই বালক তুকার্ত্ত হইয়া তারাদেব
সঙ্গীর পায়ে যে জল ছিল, তাহা পান করিতে
উদ্যত হইল, কিন্তু আমি সেই বালককে
তুর্জনপূর্বক জল পান করিতে দিলাম না;
নিজেই তুকাবশতঃ সমস্ত জলটুকু পান করি-
লাম। সেই বালক ভয়ে পিপাসায় প্রাণত্যাগ
করিল। পুত্রপ্রাণা বৃদ্ধা পুত্রশোকে সন্নিহিত
কোন একটা কূপে আপনাকে নিমজ্জিত করিয়া
জীবন বিসর্জন করিল। হে বিপ্র! সেই
পাপে আমার এই অবস্থা ঘটিয়াছে। আমার
দেহ পর্কতপ্রমাণ, কিন্তু বুখটী সূচাপ্রায়
অতি শূন্য হিঙ্গসম্পন্ন; আমি এ নিমিত্ত
যদিও বাক্য ত্রব্য প্রাপ্ত হই, তথাপি ভক্ষণ

ময়া কুবানলেনাপি জলভাস্ত্রং নিকোচিতম্ ।
অত অশ্রে তু বিবরঃ সূচাপ্রাণেণ সযং যম ।
এতম্মাৎ কারণাষিপ্রে নাস্য স্বচীমুখোহম্মহম্ ॥

শীলগ উবাচ ।

পুরাণং বৈষ্ণবজাতীয়ঃ সাকং সখ্যা চ কেনচিৎ ।
বাণিজ্যং বর্জয়গম্য দেশমন্তঃ মহাধনঃ ॥ ৬২
মিত্রক মে বচনং তস্ত্র লোভো মহাস্তমঃ ।
জাতোহপাদৃষ্টেবৈমুখ্যায়ৈ নষ্টে মূলমপাত ॥ ৬৩
ততস্তম্মাৎ তু নিজ্জাতাবাবাং নাবাধ নিয়গাম
মাগর্গাং তুর্জুয়ারকৌ লোহিতায়তি ভাঙ্করে ॥ ৬৪
সখা স চ মতৎসকে সূচাপাধরক্রমাকুলঃ ।
অভূৎ তদাতিপাপস্ত্র ক্রুরা মতিবতীব মে ॥ ৬৫
তস্মৎসঙ্গগতঃ সুরে নষ্টে পুরেহপিপৎ তদা ।
ন বাসঃ মর্দতা নাবি লোকৈকম্ জাতমেব ন ॥ ৬৬
তস্ত্র তৎকালং তৎসর্কং মণিযাদায় কাকনম্ ।
আদায় শীলগস্তম্মাদেশাৎ স্বগৃহমাগতম্ ॥ ৬৭

করিতে পারি না। আমি অপরের কুবানল
জ্বলনায়ান থাকিলেও তারার মুখ সন্মুচিত্ত
করিয়াছিলাম, এ নিমিত্ত আমার মুখ স্বচীবৎ
সন্মুচিত্ত হইয়াছে। আর সেই জন্তই আমার
নামও স্বচীমুখ হইয়াছে। ৫১—৬০। শীলগ
কহিল,—হে বিজ্ঞ! আমি পূর্বেকালে বৈষ্ণব
ছিলাম। আমি আমার এক বন্ধু সহিত
দেশান্তরে বাণিজ্য করিতে যাইলাম। তাহাতে
দৈবক্রমে আমার বন্ধুর খুব লাভ হইল;
কিন্তু আমার মূলধনও বিনষ্ট হইয়া গেল। পরে
আমরা সেই দেশ হইতে বহির্গত হইয়া পথে
সন্ধ্যার সময় কোনও নদী পার হইতে আরম্ভ
করিলাম। পথক্রমশে ত্রাস্ত আমার সখা মদীয়
উৎসঙ্গে মস্তক বাধিয়া নিমজ্জিত হইল। স্বর্গ্য
যখন অস্তগত হইলেন, তখন অতি পাবণ
আমি তুর্জুদ্বিপ্লবোদিত সেই বন্ধুকে নদীতে
নিক্ষেপ করিলাম। নদীর যে স্থান দিয়া
খাইতেছিলাম, সেখানে জল মধ্যে বাস জন্মিয়া-
ছিল; তদ্ব্যবধা ফেলিয়া দিয়া আমরা বাহিয়া
চলিয়া আসিলাম, কেহই তাহা জানিতে
পারিল না। আমি তারার মণিকাকনাদি

তৎসৰ্গঃ স্বগৃহে মুক্তা তন্ত পঠিতা নবেদয়ম্ ।
 নৃত্যভির্মে হতো ভাতা ধনমার্জিতা বৈ পাথ ।
 প্রজাবতি প্রজতোহহং মা রোণীত্যেবমব্রবম্ ॥
 শাপি তৎকালং শোকাক্তা মমত্বং গৃহবন্ধু ।
 ভাতা চাক্তিপ্রিয়ান্ প্রাণান্জুহাবায়ৌ যথাবিধি
 ততো নিবৃটকং তুচ্ছি বৌক্য হৃষ্টোহহং মে হৃদম
 অভুঞ্জং গৃহমাগত্য যাবজ্জীবন্ত তত্বনম্ ॥ ১০
 মিত্রং পুরে হি নিষ্কিনা যদহং শীঘ্রমাগতঃ ।
 এতন্মাৎ কারণাৎ প্রেতঃ শীঘ্রগোহহন্ত নামতঃ
 রোধক উবাচ ।

অহন্ত শূদ্রজাতীয়ঃ পুরাতনঃ সুনীবর ।
 ব্রহ্মপ্রসাদাপ্তমগ্ন-শতগ্রামাধিকারবান্ ॥ ১২
 রক্তো মে পিতরাবাস্তাঃ লঘুরেকঃ সহোদরঃ ।
 মিত্রং স চ ময়া ভাতা শূক্ৰনৈকঃ পৃথক কৃতঃ ।
 আশুবান্ পদমং হুঃখং সৌহৃদবদ্বিবর্জিতঃ ।

স্বা লইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলাম। সমস্ত
 ধন নিজ গৃহে রাখিয়া তাহার পত্নীকে তদীয়
 মৃত্যু সংবাদ প্রদান করিয়া বলিলাম—ভাতাকে
 পঞ্চিমধ্যে দহ্মাগণ নিহত করিয়াছে, ধনরত্নাদি
 সকলই কাড়িয়া লইয়াছে; হে প্রজাবতি ।
 আমি কোনরূপে পলায়ন করিয়া প্রাণ বীচাঙ্ক-
 রাছি, তুমি রোদন করিও না, তৎপ্রবণে সেই
 পতিব্রতা পতি-শোক বিহ্বলা হইয়া, গৃহ
 বন্ধনাদির মমতা পরিহারপূর্বক যথাবিধি
 অগ্নিতে প্রণাহতি দিল । তখন আমি সমস্ত
 নিবৃটক দর্শনে সান্তিশয় হুট্ট হইলাম । যাব-
 জ্জীবন সুখে সেই ধন উপভোগ করিতে
 লাগিলাম । বন্ধুকে নদীতে নিক্ষেপ করিয়া
 পলাইয়া আসিয়াছিলাম, সেই পাপের ফলে
 আমি শীঘ্রগ নামে খ্যাত হইয়াছি ১০—১১ ।
 রোধক কহিল,—হে বিজবর ! আমি
 পূর্বজন্মে শূদ্রজাতি ছিলাম । রাজার অঙ্গুগ্রহে
 আমি শত গ্রামের অধিকারী হইয়াছিলাম ।
 আমার বৃদ্ধ পিতা মাতা এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক
 একটি কনিষ্ঠ সহোদর ছিল ; ধন লোভ বশতঃ
 আমি লীয়েই সেই ভাতাকে পৃথক করিয়া

অদস্তাং পিতরৌ চ্ছরং কিকিৎ কিকিৎ তন্ত)
 তটেন পিতৃত্য্যঃ যদন্তমাপ্তেভ্যন্তমগ্না শতম্ ।
 তৎসৰ্গঃ তবতো জাহা পিত্রো রোদমকারয়ম্ ॥
 শূক্ৰমগ্নির একস্মিন বন্ধা তু নিগতৈর্নৃপৈঃ ।
 তহন্তো জহতুঃ প্রাণান্জুধিতৌ বিষপানতঃ ॥
 সৌহপি বালোহপি বজ্রাম পিতৃত্য্যঃ

রক্তিতো যিঅ ।

পুং:পতনখর্কীটান্ খেটানপি মৃতঃ কুধা ॥ ১১
 এতন্মাৎ পাতকাবিপ্র মৃতঃ প্রেতত্বমাগতঃ ।
 রক্তো তু পিতরৌ যন্মাদ্রায়াৎ রোধকন্ততঃ ॥
 লেখক উবাচ ।

অহং বিপ্র পুরাভুবমবস্ত্যাং বিজসন্তমঃ ।
 ভদ্রস্ত রাজো দেবানাং পূজনেহধিকৃতো হৃদম্ ॥
 বহ্মাশ্ব প্রতিমাত্ত্ব বহুবুর্বহনামিকাঃ ।
 দেহন্তদঙ্গেষু বহ ব্রহ্মজাতঃ বহুব হ ॥ ১০

বিলায় । আমার চক্ষের সমক্ষেই তাহার
 অন্ন-বস্ত্রের ভগ্ন লবিশেষ কষ্ট হইতে লাগিল ।
 আমার পিতামাতা গোপনে গোপনে তাহাকে
 কিছু সাহায্য করিতেন, আমি তাহা আমার
 আত্মীয়জন মুখে জানিতে পারিয়া তাঁহা-
 দিগকে তৎসন্না করিলাম এবং বাহাতে
 তাঁহারা ঐরূপ সাহায্য করিতে না পারেন,
 তাহার ব্যবস্থা করিলাম । তাঁহাদিগকে নিগড়
 ভাষা বন্ধনপূর্বক একটি শূক্ৰগৃহে বন্দী করিয়া
 রাখিলাম । তাঁহারা সেই হুঃখে বিষপান
 করিয়া প্রাণ পরিহার করিলেন । পিতৃমাতৃহীন
 সেই বালক ভাতা কুধার জালায় গ্রামে নগরে
 ভিক্ষা করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে
 লাগিল ; অজ্ঞান মমোই কুধাক্রোশে তাহার
 মৃত্যু হইল । হে বিপ্র ! আমার সেই কুকাণ্ডের
 ফলে এই দুর্দশা ঘটিয়াছে, আমি পিতা
 মাতাকে অন্তায়পূর্বক রোধ করিয়াছিলাম
 বলিয়া আমার নাম রোধক হইয়াছে ১২—
 ১৩ । লেখক কহিল,—হে বিজবর ! আমি
 পূর্বজন্মে অবস্তী-নগরে রাজ্য হইয়া জয়গ্রহণ
 করিয়াছিলাম । আমি তদন্ত্য রাজার দেব-
 পূজা কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলাম, রাজার দেব-

তাসাং যে কুর্ষতঃ পূজাং পাণা মতিরজায়ত ।
 অবিদ্যে তীক্ষ্ণলোহেন তাসামঙ্গলান্নতঃ ॥৮১
 উল্লেকনক রত্নানাং নেত্রাদিত্যঃ কৃতং যয়া ।
 তথাঃ তান্তবানি প্রতিমানাঃ নিরীক্য চ ॥৮২
 মুদ্রাপি চ বিরতানি মৃগশ্চ ক্রোধবাক্যবঃ ।
 প্রতিজ্ঞে নৃপঃ পশ্চাদেব ব্রাহ্মণপুঙ্গবঃ ॥৮৩
 জ্ঞাতো রত্নং সুকর্ণক কৃতং যেন ভবিষ্যতি ।
 জ্ঞাতশ্চ ন হি মে বধো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।
 অহং তং সকলং জ্ঞাত্বা রাজ্যবাসধরো গৃহম্ ।
 রাজ্যে প্রবিষ্ট রাজানং পশুয়ারময়ারমম্ ॥৮৪
 গৃহীত্বাথ মণীন স্বর্ণং নিম্নীষেৎকং ততোহন্ততঃ ।
 ব্যাঘ্রেন যত্নতারণো নখটকবিটকিতঃ ॥৮৫
 লেখনং প্রতিমায়া যয়য়া লোহেন কর্তিতম্ ।
 এতস্মাৎ পাতকাৎ প্রেতো লেখকো

নামতোহস্মাহম্ ।

আসৌরকতোগান্তে নঃ প্রেতযমিতঃ বিজ ॥৮৬

মন্দিরে, নানা নাম বিশিষ্ট বহু দেবতা প্রতিমা ছিল; ঐ সকল প্রতিমা অনেকানেক বর্ণ-রত্নাদি অলঙ্কারে কুচিত ছিল। তাহাদিগের পূজা করিতে করিতে একদা আমার কুমতি জন্মিল; আমি তীক্ষ্ণ লৌহ দ্বারা সেই সকল প্রতিমার অঙ্গ হইতে উল্লেকনপুঙ্কক রত্নাদি উৎপাটিত করিয়া অপহরণ করিলাম; তাহাতে প্রতিমাতলি বিরূপ হইয়া গেল। রাজ্য তদ্বর্ণনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, এই সকল প্রতিমার রত্নাদি যে অপহরণ করিয়াছে, সে যদি ব্রাহ্মণও হয় তথাপি তাহাকে বধ করিব। আমি তাহা জানিতে পারিয়া রাজ্যিকালে রত্নগ্ৰহণপুঙ্কক রাজতবনে প্রবিষ্ট হইয়া রাজ্যকে পশুবাং সাহার করিলাম। আর আমি সেই সময় মণি-রত্নাদি লইয়া সেই রাজ্যিকালেই স্থানান্তরে পলায়ন করিলাম, কিন্তু পাঁচমধ্যে নখদংষ্ট্রাযুগ ব্যাঘ্র কর্তৃক বিদারিত হইয়া প্রাণ হারাইলাম। হে দুর্নবর! আমি যে লৌহ দ্বারা প্রতিমা সকলের লেখন করিয়াছিলাম, সেই পালের কালে নরকতোগান্তে আমার এই প্রেতঃ খটিয়াছে; আমার 'লেখক' এই

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

আখ্যাভা তাদৃশী সংজ্ঞা যথৈব। ভবতাং দশা ।
 বদন্ত্যচারমাত্মং মে প্রেতা আহারমপ্যুত ॥৮৮
 প্রেতা উচুঃ ।

বেদমার্গানুসরণং লজ্জা ধর্মো দমঃ কমা ।
 গুতির্জ্ঞানং নৈব যত্র বয়ং তত্র বশ্যমহে ॥৮৯
 তস্ত পীত্যাং বয়ং কুর্যো নৈব ভ্রাতৃং ন তর্পণম্
 যত্র গেহে তদজ্ঞাতু মাংসক কধিরং ক্রমাৎ ।
 জ্ঞক মশ্চ শিবামশ্চ উক্ত আচার এব মে ॥৯০
 শূনু চাহারমস্মাকং সর্বলোকবিগর্হিতম্ ।
 দৃষ্টেহ । কিমাংশিষ্টেহ ক্রমে জ্ঞাতং বদানম্ ॥৯১
 বমনং বিদুর্নৃষিকা চ শ্রেয়ঃ মুক্তাজ্ঞানী তথা ।
 এতন্তক্যক পানক মা পূজ্যতঃ পরং বিজ ॥৯২
 লজ্জা ন জায়তে বামিগ্রহাঃ বদতাং বকম্ ।
 অজ্ঞানাত্মায়া মন্মা কান্দিশীকা বয়ং বিতো ।
 অকস্মাক্ষয়নাং বিপ্র স্মৃতিঃ প্রাপ্তা তু
 পৌরীকী ।

নাম হইয়াছে। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—“হে প্রেত-গণ! তে,মাদেব অবস্থানরূপ নামের হেতু কীর্তন করিয়াছ, কিন্তু এক্ষণে তোমাদের বিরূপ আচার কি আহার ইত্যাদি কীর্তন কর।” প্রেতগণ বলিল,—“হে বিজ। যেখানে বেদমার্গপ্রবৃতি, লজ্জা, ধর্ম, দম, কমা, গুতি, জ্ঞান এ সকল নাই, আমরা তথায় বাস করি; আহার গৃহে ভ্রাতৃতর্পণাদি শিষ্টকাণ্ড নাই, আমরা তাহারই পীড়া করিয়া থাকি, তাহার অঙ্গ হইতে কধির মাংসাদি ক্রমে ক্রমে ভক্ষণ ও পান করিয়া থাকি, ইহাই আমাদেরই আচার। ৭৯—৯০। হে অনন্য বিপ্র! আমাদের সর্বলোক-বিগর্হিত আহারের বিবরণ অবগত কর। তুমি অসুমনেই তাহা বুঝিতেছ, তথাপি তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবরণ করিতেছি। বমন, শ্রেয়ঃ, বিটা, মুক্ত, নেত্রমলাদি আমাদেরই ভক্ষ্য পানীয় জানিবে। হে বিজ। অতঃপর আর জিজ্ঞাসা করিও না; আমাদেরই আহারের কথা বলিতে লজ্জা বোধ হয়। হে বিতো! আমরা ভামস, অজ্ঞান, জড়; বিবৃতিবিদ

বিনীতমবিনীতক নৈব জানৌম নঃ প্রভো ৷২৪
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

এবং বদৎসু প্রেতেষু তথা শ্রুতবতি বিজে ।
অদর্শয়মহং রূপং তদা তাকোদমেব বৈ ৷ ২৫
স তু দৃষ্টো বিজপ্রেষ্ঠো হৃদগতঃ পুরুষঃ পুরঃ ।
স্তোত্রৈস্তুষ্ট্যৈ পক্ষীশ দণ্ডবৎ প্রণমাম যাম ৷ ২৬
তেহপি তেপুস্ততঃ প্রেতা আশ্চর্যোৎকৃষ্টচক্ষুঃ
প্রণয়েন আলম্বাচঃ খগ নোচুঃ কিমপ্যুত ৷ ২৭
রজসা ঘোরচিত্তান্নাঃ তদগসা মূঢ়চেতশাম ।
কৃপয়া যঃ সমুকারং কুরুষে তে নমোহম্ব তে ৷ ২৮
এবং বিজ্ঞাতো ভবতি প্রকৃত-
প্রভেদে লক্ষ্যমধারিগুষ্ঠৈঃ ।
তদা যদিচ্ছাপ্রভবৈর্বিমানৈঃ
যজ্ঞাভিঃ সমস্তাকরুচে গিরিঃ সঃ ৷ ২৯
ইথাং বিমানেন মদীয়লোকে
গতো বিজস্বেতপাথ পঞ্চভৈঃ ।

জানহীন । হে বিপ্র ! অকস্মাৎ আমাদিগের
পূর্বজন্মের স্মৃতি উপস্থিত হইয়াছে । কোন
পুণ্যের ফলে এরূপ ঘটিল, তাহা জানি না ।
শ্রীকৃষ্ণ ক'হলেন,—হে গুরু ! সেই প্রেতগণ
যখন এইরূপ বলিতেছিল, আর সেই ব্রাহ্মণ
ওনিতেছিল, সেই সময় আমি আমার এই-
রূপেই তাহাদিগকে দর্শন দিলাম, সেই বিজ-
য়র তদীয় হৃদগত পরমপুরুষরূপী আমাকে
দেখিয়া দণ্ডবৎ ভূপতিত হইয়া প্রণামপূর্বক
নানাবিধ অব করিতে লাগিল । সেই প্রেত-
গণ বিশ্বমোহকুললোচনে আমাকে দর্শন
করিতে লাগিল ; অজ্ঞানগবশত যুখে বাক্য
ক্ষুরিত না হওয়ার কিছুই বলিতে পারিল না ।
হে প্রভো ! আমাদিগের চিত্ত রজোগুণদ্বারা
ঘোর এবং তমোভাবদ্বারা মূঢ় হইয়া বাহিয়াছে ;
আপনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার
করুন । আপনাকে নমস্কার । সেই বিজ ।
যখন এইরূপ বলিতেছিল, সেই সময় আমার
ইচ্ছামুসারে আমার পরিচারকবর্গে সমষ্টিত
অকু, অহংপ্রভৃতি ছদ্মখানি বিমান তথায় উপ-

প্রেতা যযুঃ স্বর্গমগণ্যপুণ্য
সংসজসঃ সর্গবশাৎ সুপর্ণ ৷ ১০০
প্রেতা প্রেতজনস্বাপুরতুলঃ
সমুপকো ব্রাহ্মণো
বিষক্সেন ইতি প্রসিদ্ধবিভবো
নাম্না গণো মেহভবৎ ।
এতৎ তে সকলঃ মদা নিগদিতঃ
যশ্চৈতদ্বৎকৌর্ভয়েন্-
যশ্চৈতদ্বৎ শূণ্যায় সোহপি পুরুষঃ
প্রেতস্বাপোতি বি ৷ ১০১
ইতি শ্রীগুরুভ্যে মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ-
গুরুভ্য-সংবাদে প্রেতোপাখ্যানং নামা-
ষ্টমোহধ্যায়ঃ ৷ ৮ ৷

স্থিত হওয়ার সেই গিরি সাতিশয় শোভা-
সম্পন্ন হইল । তাহারা সেই বিমানে আরো-
হণপূর্বক মদীয় লোকে যাইয়া যুখে বাস
করিতে লাগিল । হে গুরু ! দেখ সাধু-
সঙ্গের কি মহিমা ! বাহার ফলে সেই প্রেতগণ
অগণ্যপুণ্যলভ্য স্বর্গধাম প্রাপ্ত হইল । আমার
প্রসাদে সেই প্রেতগণ প্রেতজনাদিপতি'র
প্রাপ্ত হইল ; সেই সমুপক ব্রাহ্মণ 'বিষক-
্সেন' নামে প্রসিদ্ধ গণ হইয়াছে । হে গুরু !
এই আমি তোমার নিকট প্রেততত্ত্ব সমুদয়
কীৰ্ত্তন করিলাম ; ইহা যাচার পাঠ করে,
অথবা শ্রবণ করে, তাহার প্রেতত্ব প্রাপ্ত
হয় না । ১১—১০১ ।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ৷ ৮ ৷

নবমোঃধ্যায়ঃ ।

গরুড় উবাচ ।

যামিন বস্ত্রাধিকারোহম সৰ্ব এবৌৰ্দ্ধদেহিকৈ ।
ক্রিয়াঃ কতিবিধাঃ প্রোক্তা বদৈতৎ সৰ্বমেব মে
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

পুত্রঃ পৌত্রঃ প্রপৌত্রো বা তদ্ভ্রাতৃ

ভাতৃসন্ততিঃ ।

সপিতৃসন্ততির্বাপি ক্রিয়ার্ধাঃ খগ জাতয়ঃ ॥ ২
তেষামভাবে সৰ্বেষাং সমানোদকসন্ততিঃ ।
কুম্ভবেহৈ'প চোচ্ছ্রে হ্রীতিঃ কার্ধাঃ ক্রিয়াঃ খগ
ইচ্ছারোচ্ছিন্নবচ্ছো'চ কার্ষেদবনৌপতিঃ ।
পূৰ্বাঃ ক্রিয়া মধ্যমা'চ তথা তৈবোক্তরাঃ ক্রিয়াঃ
প্রতিসংবৎসরং পক্ষিয়েকোদ্বিষ্টবিধানতঃ ।
জাভং তত্র প্রকর্তব্যং ফলং তস্য শৃণু মে ॥ ৫
ব্রহ্মহস্ত-রুদ্র-নাসতা-সুৰ্য্যাগ্নি-বসু-মারুতান ।
বিশ্বেদেবান্ পিতৃগণান্ বরাংসি মনুজান্ পশূন
সরীসৃপান্ মাতৃগণান্ যজ্ঞাত্তদুতসংজিতম ।
জাভং জ্ঞাত্বাভিতঃ কুর্স্বন প্রীগয়তাধিনঃ জগৎ ॥

নবম অধ্যায় ।

গরুড় কহিলেন,—হে যামিন ! ঔৰ্দ্ধদেহিক
কার্যে কে অধিকারী এবং ক্রিয়াই বা কত
প্রকার, তাহা আমাকে উপদেশ করুন ।
শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র,
ভ্রাতা, ভ্রাতৃসন্ততি আর সপিতৃ-সন্ততি, ইহারা
ঔৰ্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার অধিকারী ; ইহাদিগের
সকলের অভাব হইলে সমানোদক-সন্ততি ;
কুই কুম্ভই যদি উচ্ছ্রে হয়, তবে হ্রীগণ ক্রিয়া
করিবে । যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূৰ্ব্বক এই সকল
কৃত্যগণকে পরিচাণ করিয়াছে, তাহার পূৰ্ব্ব,
মধ্য ও উত্তর ক্রিয়া সমস্তই রাজ্য করিবেন ।
হে গরুড় ! প্রাবৎসর একোদ্বিষ্টবিধানে
জাভ করিতে হয় ; তাহার ফল শ্রবণ কর ।
ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র, অগ্নিনীকুমারগণ, সুৰ্য্য, অগ্নি,
বসু, মারুত, বিশ্বদেব, পিতৃগণ, পক্ষী, মনুষ্য,
পশু, সরীসৃপ, মাতৃগণ আরও যে কিছু প্রাণী
আছে, অজ্ঞাতচিত্তে জাভ করিলে সকলেই

তে তৃণান্তপৰ্য্যন্তঃ পুত্র-দার-ধনৈশ্চ

অধিকারঃ ক্রিয়াভেদঃ সমাসঃ তে নিরূপিতঃ ৫

গরুড় উবাচ ।

উক্তেবেকোহপি চেন্ন জ্ঞাদধিকারী সু'রাতম ।

কর্তব্যঃ !কং তদা বিকো পুরুষেণ বিজ্ঞানিতঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

অধিকারী যদা নাস্তি যদি নাস্তি চ নিশ্চয়ঃ ।

জীবিতে সতি জীবায় দদা'জ্ঞাভং স্বয়ং বরঃ ।

কৃতোপবাসঃ স্মৃতাভঃ একাসদ্যঃ সমাহিতঃ ।

কর্তারমথ ভোক্তারং বিষ্ণুং সৰ্বৈষরং যজ্ঞে ৭

সদক্ষিণা'চ সতিলাভিশ্চ জনধেনবঃ ।

নিবে'য়েৎ পিতৃভ্য'চ স্বধেতি * স্মৃসাহিতঃ ॥

অগ্নয়ে কবাবাহনায় স্বধা নম ইতি স্মরন ।

সোমায় 'হা পিতৃমতে স্বধা নম ইতি স্মরন ১২

দক্ষিণেন তু দদ্যাক তৃতীয়াং দক্ষিণাভূতাং ।

যমাদাক্ষিরসে চাথ স্বধা নম ইতি স্মরন ১৪

প্রীতি প্রাপ্ত হয় । তাহার প্রীতি হইয়া শ্রাদ্ধ-
কর্তাকে পুত্রদার-ধনাদি দ্বারা সংবর্দ্ধিত
করেন । হে গরুড় ! এই আমি তোমাকে
সংক্ষেপে অজ্ঞাধিকার ও ক্রিয়া-ভেদ বলি-
লাম । গরুড় কহিলেন,—হে সুবোক্তম !
উক্ত অধিকারিগণের মধ্যে কোন অধিকারী
না থাকিলে তখন কিরূপ কর্তব্য, তাহা নির্দেশ
করুন । ১—২ । শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—যখন
অধিকারী নাই, অধিকারিসম্বন্ধে কোন
নিশ্চয়ও নাই, তখন জীবিত নর স্বধাই নিজে
ভাতী শ্রাদ্ধ করিবে । কৃতোপবাস আত
কৃত্যসম্বন্ধেতা মানব সমাহিতভাবে সকল
কার্যের কর্তা এবং সকল কার্যের ভোক্তা
সৰ্বৈষর বিষ্ণুকে যজ্ঞন করিবে । পিতৃগণের
উদ্দেশে তিল সহ সদক্ষিণ হিনটী জনধেনু
“ও পিতৃভ্যঃ স্বধা” উচ্চারণপূৰ্ব্বক প্রদান
করিবে । অনন্তর উত্তরে “ও অগ্নয়ে কবা-
বাহনায় স্বধা” দক্ষিণে “ও সোমায় 'হা পিতৃ-
মতে স্বধা নমঃ” মধ্যে “ও যমাদাক্ষিরসে স্বধা

* পাঠোচ্ছিন্নবচনঃ ।

তয়োমর্ধো তু নিবিশ্য বিপ্রান্ সমুদ্রা

ভোজয়েৎ ।

প্রথমানুস্তরে তন্তু দ্বিতীয়াং দক্ষিণে স্তম্বে ১৫

মধ্যে তৃতীয়াং বিস্তৃত্য পশ্চাদ্ভাবানাদিকম্ ।

আবাহনাদিনা পূর্বকং বিবেদেবান্ প্রপূজ্য চ ।

বসুভাস্বামহং বিপ্র ক্রদ্রেত্যস্বামহং ততঃ ।

সূর্যোত্যস্বামহং বিপ্র ভোজয়ামৌত্তি তান্ বদেৎ

আবাহনাদিকং শেষং কুর্বাচ্চ পিতৃশেষবৎ ।

সৌম্যাং ধেনুং ততো দদ্যাৎস্বদেহাং বিজায় তু

আরেণৌ চাধ বোজায়াং বাম্যাং সূর্য্যবিজায় তু

বিবেত্যশ্চাধ দেবেত্যস্তিলপাত্রঃ নিবেদয়েৎ ।

অজ্যদকং তথাকথ্যঃ জলং দদ্যাৎ তান্ বিজান্

বিসর্জয়েৎ অন্নং বিষ্ণুং দেবযষ্টাকরং বিষ্ণুঃ ।

ততঃ কামঃ কুলেশানী শিবঃ * নারায়ণঃ

অরোঃ ।

চতুর্দশাং ততো গজেন্দ্রধ্বজীশীনাং সরিষায় ।

বহ্মাশি লৌহখণ্ডানি দ্বিত্বং ত ইতি সঙ্গপন্ ।

নমঃ" মন্ত্রে বিজ্ঞান করত তদ্বাচ্যে ব্রাহ্মণগণকে আবাহনাদি করিয়া ভোজন করাইবে। প্রথমতঃ আবাহনাদিপূর্বকং বিবেদেবগণের পূজা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে "বসুভাস্বামহং বিপ্র ভোজয়ামি" "ক্রদ্রেত্যস্বামহং বিপ্র ভোজয়ামি" "সূর্যোত্যস্বামহং বিপ্র ভোজয়ামি" বলিয়া আবাহনাদি পিতৃকার্য্যবৎ শেষ কার্য্য করিবে। পরে সৌম্য ব্রাহ্মণকে বসুগণের তুলি উদ্দেশে সৌম্য ধেনু, বোজ আশ্বপকে আরেণৌ ধেনু, এবং সৌর ব্রাহ্মণকে বামা ধেনু দান করিবে। বৈবস্বতগণের উদ্দেশে তিলপাত্র প্রদানান্তে ব্রাহ্মণে অজ্যদক ও অকযোদক দানান্তে বিষ্ণু অন্ন করত অষ্টাকর মন্ত্র জপ করিয়া ব্রাহ্মণ বিসর্জন করিবে। ১০—২০। তারপর কাম, কুলেশানী, শিব ও নারায়ণ অন্ন করিবে। পরে চতুর্দশী তিথিতে বহ্মাপ্রাপ্ত নদীতীরে বস্ত্র ও লৌহখণ্ড সকল লইয়া যাইয়া "জিত্বং তে"

* পাঠোঃ সৌম্যদীচীনঃ ।

দক্ষিপাতিমুখো বহিঃ জাগয়েৎ তত্র চ বসম্ ।

পকাশতা কুশৈরীক্ষী কুবা প্রতিকৃতিং দধেৎ ।

হুতা শাশানিকং হোমং পূর্ণাহত্যন্তমেব হি ২৩

নিরগ্নিমধবা ভূমিং যমঃ ক্রদ্রকং সংসরেৎ ।

হুতা প্রাধানিকে স্থানে পশ্চাদ্ভাবায়ৈচ্চ তম্ ।

অপয়েচ্চাপরং বহ্নৌ মূলগমিষ্যং চক্ৰং ততঃ ।

তিলতুলমিষ্যকং দ্বিতীয়াং সপবিত্রকম্ ২৪ ।

ও পৃথিব্যে নমস্ত্যামিতি চৈকং নিবেদয়েৎ ।

ও যমায় নমস্চেতি দ্বিতীয়াং তদনন্তরম্ ২৫

ও নমস্ত্যামি ক্রদ্রায় অশানপত্যয়ে নমঃ ২৬

ততো দীপ্তে সমিচ্ছয়েণৌ ভূমৌ প্রকৃতিপাকম্ ।

সপ্তভো। যমসংজেতেভ্যো দদ্যাৎ সপ্ত জলাশ্রয়ী

যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ ।

বৈবস্বতায় কালায় সর্গপ্রাণহরায় চ ।

অধাকার-নমস্ত্যামি-প্রার্থনঃ সহ সপ্তবা ২৭

অমুকামুকগোত্রৈস্ততঃ তুভ্যমচ্চ তিলোদকম্ ।

প্রদদ্যাচ্চ পিতৃণাং জল-পুষ্প-সমর্পিতান্ ২৮

যুগো দীপো বলির্গন্ধঃ সর্কেকামচ্চ চাকরঃ ।

ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত দক্ষিপাতিমুখে অগ্নি আলিয়া পকাশসংখ্যক কুশ দ্বারা প্রতিকৃতি করিয়া তাহা দাহ করিবে। অশানে পূর্ণাহত্যন্ত হোম কার্য্য করিয়া "ও নিরগ্নি" ইত্যাদি অথবা যমহুত কিংবা ক্রদ্রহুত পাঠ করিবে। হোমান্তে বিশিষ্টস্থানে তাত্রার আবাহন করিবে। পরে মূলগমিষ্যত একটা এবং তিলতুলমিষ্যত একটা চক্ৰ পাক করিবে। পাককালীন তাহাতে এক একটা পয়স দিবে। "ও পৃথিব্যে নমঃ" "ও যমায় নমঃ" "ও ক্রদ্রায় অশানপত্যয়ে নমঃ" এই তিন মন্ত্রে তিনটা নিবেদন করিয়া দিবে। তারপর প্রদীপ্তাগ্নি ভূমিতলে "ও যমায় অধা নমঃ" এই ক্রমে "ধর্ম্মরাজায়, মৃত্যবে, অশকায়, বৈবস্বতায়, কালায়, সর্গপ্রাণহরায়" ইত্যাদিগকে সপ্তজলাশ্রয়ী দিবে। অনন্তর "অমুকগোত্রৈস্ততঃ তুভ্যমচ্চ তিলোদকম্" বলিয়া অগ্নিপুষ্প-সমর্পিত দশটা পিণ্ড দান করিবে। তারপর ধূপ, দীপ, বলি ও গন্ধাদির অকথ্যার্থনা

দশ পিণ্ডাংস্ত তান্ দত্তা বিধোঃ সৌমাঃ

শুখঃ শ্রব্ধে ১ ৩১

কৰ্ম্যাক্ষ মাসিকং মাসি সপিণ্ডীকরণং ততঃ ।

অশৌচান্তে ততঃ কুৰ্য্যাদান্নেনো বা পরশ্চ তু ৪

কুৰ্য্যাদাহ্নিরতাং জায়া শক্ত্যারোগ্যধনায়ুধম্ ।

এতৎ তে সৰ্ব্বমাখ্যাতং জীবদ্ধাক্ষং যদা ধগ ৫০৩

ইতি শ্রীগুরুক্ষে মহাপুরাণে উক্তম্বথো সারো-

দ্ধারে শ্রীকৃষ্ণ-গরুড়সংবাদে প্রকীর্তিকা-

খ্যানং নাম নবমোহধ্যায়ঃ ১ ২ ।

দশমোহধ্যায়ঃ ।

গরুড় উবাচ ।

উক্তমাদ্যাঃ ক্রিয়াং যাবদুপোহপীতি জ্ঞানব ।

কস্তাং কেনচিচ্ছ্রীজা কিমান্যা সা কৃতা পুরা ১০

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

সুপর্ণ পুং বক্ষ্যামি যথা রাজা ক্রিয়া কৃতা ।

বজ্রবাহনো নঃস্বা বৈ বজ্রানামোদয়েণ বৈ ২

করিয়া অজ্ঞানাজাত্যন্ত বিষ্ণু শ্রবণ করিবে ।
যাসে যাসে মাসিক করিয়া পরে সপিণ্ডীকরণ
করিলে এবং অশৌচান্তদিনে আদ্য শ্রাদ্ধ
করিবে । কি নিজেয়, কি পরের সৰ্ব্বত্রই
এই বিধি । শক্তি, আরোগ্য, ধন ও আয়ু
অহ্নিরতা চিন্তা করিয়া এই আশ্বষাদ্ধ কার্য
করা কর্তব্য । হে গরুড় ! এই আমি
তোমাকে জীবদ্ধাক্ষ বিষয় সমস্ত বলি-
লাম । ২১—৩৩ ।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত । ১ ।

দশম অধ্যায় ।

গরুড় কহিলেন,—প্রভো ! আপনি “কেহ
না থাকিলে রাজা তাহার শ্রাদ্ধ করিবেন”
এই কথা কহিলেন ; আমি জানিতে চাই,
পুরাকালে কোন রাজা তাহার এইরূপ শ্রাদ্ধ
করিয়াছেন ? শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে গরুড় !

আসৌ কৃতযুগে রাজা নঃস্বা বৈ বজ্রবাহনঃ ।

পৃথিব্যান্তত্বরতায়া গোপ্তা পক্ষীকৃৎ ধর্ম্যতঃ ৩

চতুর্ভাগাং ভুবঃ কৃত্যমাৎ স ভূত্রেফ বসুধাধিপঃ

ন পাপকৃৎ কশ্চিদাসৌ তদ্বিন রাজাঃ প্রশাসিত

নাসৌচ্চোরভয়ং তাক্য ন ক্ষুদ্রভয়মেব হি ।

নাসৌদ্যাদিতরকাপি তদ্বিন জনপদেবরে ৫

স্বধর্ম্মে রেমিয়ে চাসৌ তেজসা ভ কবোপক ।

অকৃত্যেহর্ষবসমঃ সত্বিকৃৎ ধরাসমঃ ৬

স কদাচিৎসহাবাহুঃ প্রভূতবলবাহনঃ ।

বনঃ জগাম গহনং যদানাক শট্টৈবৃত্তঃ ৭

সিংহনাদৈশ্চ যোধানাং শম্মহুক্ষুভিনিস্টেনঃ ।

আসৌ কিলকিলাশবস্ত্যশ্বিন গচ্ছতি পার্শ্বিবে ৮

ভব ভব চ বিপ্রোক্তঃ কৃত্যমানঃ সমস্ততঃ ।

নির্ঘয়ো পরয়া শ্রী ত্যা বনঃ মুগজিঘাংসয়া ৯

স গচ্ছন দৃশ্যে ধীমান্ নন্দনপ্রাতিমঃ বনম্ ।

বিদ্যাকথনিত্রাকীর্ণঃ কপিখলকসমুতম্ ১০

বিহট্টমঃ পর্ষট্টৈশ্চৈব সর্ষট্টশ্চ সমাধিতম্ ।

নির্জলং নির্জলমাক বহুযোজনমায়তম্ ১১

পূর্বকালে বজ্রেশ্বর বজ্রবাহন রাজা ঐরূপ
কার্য্য করিয়াছিলেন । নঃস্বায়ে বজ্রবাহন
নামে সঙ্গাগণ ধরাধিপতি এক রাজা ছিলেন ।
সেই কুপতি ধর্ম্মতঃ প্রজাপালন করিতেন ।
তাহার রাজ্যে কোনও পাপী ছিল না ; চৌর-
স্তম্ভ, ব্যাধিতম প্রভৃতি কোন উপদ্রব ছিল না ।
প্রজাগণ স্বধর্ম্মে থাকিয়া সুখে বাস করিত ।
সেই রাজা কেজ্জৈ তাকর সম অর্পবৎ
অকোভা পৃথার জায় সত্বিকৃ ছিলেন । সেই
মহাবাহু রাজা একদা প্রভূত বলবাহন নইরা
মুগজার্ঘগহন বনে গমন করিলেন । যোদ্ধ-
গণের সিংহনাদ শম্মশব্দ হুক্ষুভিনিস্টেনাদি
মিলিত হইয়া মহান্ কিলকিলা শব্দ উৎপাদন
করিল । তিনি স্থানে স্থানে বিজগদে কু-
দ্যান হইয়া পরমানন্দে যাইতে লাগিলেন ।
১—৯ । যাইতে যাইতে তিনি নন্দনবন-
প্রতিম বিব, অর্ক ও খনির কপিখানি বৃক্ষে
সমাধীর্ণ, ইতস্ততঃ পর্ষট্ট ব্যাণ্ড, নির্জল,

মৃগ-সিংহাদি যাঘোইবরোহিত্যপি বনেচরৈঃ ।
তখনঃ মমু কবাধঃ সতৃত্যবলবাহনঃ ॥ ১২
লীলালোভ্যামাস স্তনয়ন বিবিধান মৃগান্ ।
মৃগস্ত কচ্চিৎ কৃকিং ততো বিচাৰ ভূমিপঃ ॥
রাজা মৃগপ্রসঙ্গেন তমস্তু প্রাবিশবনম্ ।
এক এব হতবনঃ স্তুপিপাসাসমবিতঃ ॥ ১৪
স বনস্তাস্তমাসাদা মহনারণ্যামাসদং ।
তস্যয়া পরথাবিষ্টোহহিস্যজ্জলমিতস্ততঃ ॥ ১৫
স নরাৎ পুরচক্রাহঃ চংস-সারসনামিতম্ ।
সূচিতঃ সব অ'গতা সাথ এব বাগাহত ॥ ১৬
পদ্মানাক পরাগেণ টংপলানান বজ্রেন চ ।
মৃগকমলঃ শীতঃ পীতাপ্তো নির্জগাম হ ॥ ১৭
মার্গপ্রমপরিজ্ঞাতস্তভাগতটমণ্ডপম্ ।
স্তপ্রোধঃ বীকা তস্তাত্ত জটায়বঃ ববন্ত চ ॥ ১৮
স তজ্জাতব্রহ্মস্তোদা খেটকাহুপদায় চ ।
সুধাপ বায়ুনা তত্ৰ সেব্যমানস্তকা কপম্ ॥ ১৯

কণঃ স্তুপে নৃপে তত্র প্রেতো বৈ প্রেতবাহনঃ
কচ্চিদ্রাজগামাথ বৃক্ণঃ প্রেতশতেন চ ॥ ২০
অহি-চর্ম-শিবাশেষঃ শরীরঃ পরিবিভ্রমন্ ।
তজ্যাপেয়ঃ মার্গবাণো ন বধাতি ধৃতিঃ কচিৎ ॥
তমপূৰ্ণঃ নৃপো দৃষ্টাকরোদন্তঃ শরাসনে ।
দৃষ্টা সোহ'প চিরং ভূপঃ তত্শো স্বাপুরিবাশ্রিতঃ
তমবহিহমালোকা রাজা গতকৃতুহলঃ ।
পপ্রচ্ছ তৎ কোহসীতি কৃতো বা বিকৃতিঃ গন্তঃ
প্রেত উবাচ ।

প্রেতভাবো যথা তাক্তো গতিঃ
প্রাপ্তোহিস্মাহঃ পরাম্ ।
হংস-যোগান্মহাবাতো নান্তি ধন্তভবো যথা ॥ ২৪
বজ্রবাহন উবাচ ।
কিমেতদ্বিপিনে যোবে সর্বত্রাতিভয়ানকম্ ।
দোষুমানঃ বাতেন বাত্মাক্রপেণ কোণপ ॥ ২৫
পতঙ্গা যশকাঃ স্তূভা কবজাস্ত শিরাংসি চ ।

মহাবাহীন, বহুযোজনাযুক্ত, মৃগ সিংহাদি বন-
চরে পরিচ্যাপ্ত বন দেখিতে পাইলেন । রাজা
ভূতা বল বাহন সহ লীলাক্রমে সেই বন
আলোড়নপূর্বক বহুবিধ মৃগ সংহার করিলেন ।
একটা মৃগের কৃকিদেশে বাণ বিদ্ধ করাতে
সে পলায়নপরায়ণ হইলে রাজাও একাকীষ্ট
তাহার অনুসরণ করিলেন । অনুচরবীন সেই
রাজা একাকী কিয়দূর যাইয়া কুধা পিপাসায়
ক্রান্ত হইয়া পড়িলেন । দারুণ তৃষ্ণায় তিনি
জলাবেষণ করিতে করিতে নিবিড় অরণ্যমধ্যে
উপস্থিত হইলেন । সেখানে দূর হইতে পতিত
জলরেখা দর্শন এবং চংস-সারসাদি জলচর-
গণের নিবাসি ভ্রমণ করিয়া এই স্থানে সরোবর
আছে বুঝিতে পারিলেন এবং ত্বরিতগমনে
যাইয়া সরোবরে অবতরণপূর্বক পদ্মোৎপল-
পরাগে মৃগক অমল শীতল জল পান করিয়া
তটে বট মণ্ডপ দর্শনে পথপ্রবে ক্রান্ত থাকা
দেখি বিস্ময়মার্গ তাহাতে অগ্রটীকে বন্ধন করি-
লেন । পরে গাত্রাবরণ আন্তরণ করত
অগ্নি-দি উপাধায় করিয়া শয়ন করিলেন ।
তখন প্রভ বায়ু দ্বারা বীজ্যমান হওয়ায় কণ-

মায়েই তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন । তার
পর প্রেতবাহন এক প্রেত বানর যুক্ত শত
প্রেত পরিজন সহ সেখানে আসিয়া উপস্থিত
হইল । ১০—২০ । তাহাদিগের সকলেরই
শরীর অহিচর্ম-শিরাবশিষ্ট, তাহার্য তজ্যাপেয়
অবেষণ করিতে বাহির হইয়াছে ; ইত্যন্তঃ
অহির ভাবে ভ্রমণ করিতেছে । রাজা তখন
আগ্রত হইয়া সেই অপূৰ্ণ জীব দর্শনে ধমুতে
অগ্ন যোজনা করিলেন । সেই প্রেতও রাজাকে
তদবস্থ দেখিয়া অগ্রভাগে স্বাপূৰ্ণ নিশ্চল
অবস্থিত হইল । রাজা তাহাকে নিশ্চলভাবে
অবস্থিত দর্শনে কৌতুক বশতঃ জিজ্ঞাসা
করিলেন,—তুমি কে ? কেনই বা তোমার
এ প্রকার বিকৃতি ঘটিয়াছে ? প্রেত কহিল,
—হে মহাবাহো ! কোমার সংযোগে আমার
প্রেতভাব পরিভ্রান্ত হইল, আমি পরমগাঢ়
প্রাপ্ত হইলাম ; আমার ভূলা ধন্ততর ব্যক্তি
আর কেহ নাই । বজ্রবাহন কহিলেন,—এই
ধোর বনে এই সকল বিকৃতাকার দেখিতেছি
কেন ? এখানে সর্বত্রই অতি ভয়ানক ,
এখানে যে বায়ু বহিতেছে, তাহার যেন

মৎস্তঃ কুর্মাঃ কুকলাশা বৃশ্চিকা ভ্রমরা ইয়াঃ ॥ ২৬
অধোমুখোৰ্দ্ধ্বপাদান্তে ক্রন্দমানাঃ শূনাক্ষণম্ ।
প্রবালি বায়বো কক্ষা জলন্তো বিহাদরয়ঃ ॥ ২৭
ইতস্তন্তো ভ্রমন্তীব বায়ুনা তপসন্ততিঃ ।
দৃষ্টান্তে বিবিধা জীবা নাগান্ত শলভত্রয়াঃ ॥ ২৮
করন্তে বহুধা রাবা ন দৃষ্টান্তে কচিৎ কচিৎ ।
দৃষ্টেয়ং বিকৃতং সৰ্বং বেষণ্তে হৃদয়ঃ ময় ॥ ২৯
প্রেত উবাচ ।

যেষাং নৈবাগ্নিসংস্কারো ন শ্রাদ্ধং নোদকক্রিয়াঃ
মট্ঠপিণ্ডা দশগাভ্রাণি সপিণ্ডীকরণং ন হি ॥ ৩০
বিশ্বাসঘাতিনো যে চ সুরাপাঃ স্বর্ণচোরিণঃ ।
তদ্ব্যবসে মৃত্যু যে চ যে চান্দ্রমাপরা জনাঃ ॥ ৩১
প্রাশ্চিত্তবিহীনা যে অগম্যাগম্যেনে বতাঃ ।
কর্মভিত্তিম্যমাণান্তে প্রাণিনঃ স্বকৃৎকরিষ ॥ ৩২
দুর্গভাচারপানীয়া দৃষ্টান্তে পীড়িতা ভূশম্ ।
এতেষাং কৃপয়া রাজন্ ত্বং কুরুষৌর্ধ্বদেহিকম্ ॥
যেষাং ন মাতা ন পিতা ন পুত্রো ন চ বান্ধবাঃ
তেষাং রাজা স্বয়ং কুর্মাঃ কৰ্ম্মাণি তু যতো নৃপ

বাত্তাবৎ । এবানে পতঙ্গ, মশক, কবচ, কুর্মা, কুকলাশ, বৃশ্চিক, ভ্রমর, সর্প, ইত্যাদি জীবের আধিকা এবং কক্ষ বায়ু, বিহাদ, ময়ি প্রভৃতি উপজীবের এত আধিকা দেখা যায় কেন? এই সকল বিকৃত ভাব দর্শনে আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে । তুমি ইহার কারণ যথার্থ বল ॥ ২৯—৩০ ॥ প্রেত বলিল,—যাহার অগ্নিসংস্কার, শ্রাদ্ধ, তর্পণ, মট্ঠপিণ্ড, শরীরোৎপত্তি নিমিত্ত দশপিণ্ড, সপিণ্ডীকরণ কার্য্য হয় নাই, যাহারা বিশ্বাস-ঘাতক, সুরাপাদী, স্বর্ণচোর, আর বাহাদিগের অপমৃত্যু ঘটাইছে; যাহারা অসুদ্রাপরবশ, যাহারা প্রাশ্চিত্তহীন, যাহারা অগম্যাগমী সেই সকল ব্যক্তি সেই সেই স্বকৃত দুষ্টকর্মে এই সকল প্রাণিরূপে জন্ম লাভ করে । ইহা-দিগের খালা পানীয় অতিশয় দুর্লভ, তজ্জন্য ইহারা অত্যন্ত কষ্ট পায় । হে রাজন্! তুমি কৃপা করিয়া ইহাদিগের ঔর্ধ্বদেহিক কার্য্য কর । বাহাদিগের মাতা, পিতা, পুত্র কিংবা

আত্মনশ্চ শুভং কর্ম্ম কর্তব্যং পারলৌকিকম্ ।
বিমুক্তঃ সমুৎসেধেভ্যো যেনাভ্যো দুর্গতিং তরেষ
ভ্রাতরঃ কস্ত কে পুত্রাশ্রিধোহপি স্বার্থকোবিদাঃ
ন কার্য্যান্তেষু বিশ্রান্তঃ স্বকৃতং ভুঞ্জতে বহুঃ ॥ ৩৬
গৃহেদখা নিবর্ত্তন্তে শ্মশানে চৈব বান্ধবাঃ ।
শরীরং কাঠমাদন্তে পাপং পুণ্যং সহ ভজেৎ ॥ ৩৭
তস্মাদাত্ত ত্বয়া সমগাভ্রনঃ শ্রেয় ইচ্ছতা ।
অস্থিরেণ শরীরেণ কর্তব্যাকৌর্ধ্বদেহিকম্ ॥ ৩৮
বাত্তোবাচ ।

কৃশরূপ-করলাক্ষণং প্রেত ইব লক্ষণে ।
কথয়ত্ব ময় ত্রীভ্যা প্রেতরাজ যথাতথম্ ॥ ৩৯
তথা পৃষ্টঃ স বৈ রাজা উবাচ সকলং স্বকম্ ॥ ৪০
প্রেত উবাচ ।
কথয়ামি নৃপশ্রেষ্ঠ সর্বমেবাদিতত্ত্বব ।
প্রেতহে কারণং জ্ঞাত্বা দয়াং কর্তুং মহার্ষি ॥ ৪১

বান্ধব নাই, তাহাদিগের ঔর্ধ্বদেহিক কর্ম্ম রাজা স্বয়ং করিবেন । রাজা এইরূপ কার্য্য করিলে, তাঁহার নিজেরও পারলৌকিক শুভ হয় । রাজা তাহাতে সর্ব-ভুগ্নে দুঃস্থ হইয়া সর্ব দুর্গতি হইতে পরিত্রাণ পান । কে কাহার পুত্র? কে বা কাহার ভ্রাতা? সকলেই নিজ-কৃত কর্ম্মভোগ করিয়া থাকে । সুতরাং নবর দেহে বিশ্বাস কি? গৃহেই অর্থের নিবৃতি, শ্মশানেই বান্ধবের নিবৃতি হয়, শরীর কাঠরূপে বিলয় পায়; পাপ পুণ্যই সম্মে যায় । অতএব হে রাজন্! তুমি যদি আপনার শ্রেয় কামনা কর, তবে শরীরের অস্থিরতা হেতু অবিলম্বে ঔর্ধ্বদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন কর । রাজা করিলেন,—তুমি কৃশবেহ, করলাক্ষ, প্রেতবৎ লক্ষিত হইতেছ; হে প্রেতরাজ! আমার প্রতি ত্রীভি বশতঃ তুমি আমাকে মিত্রবৃত্তান্ত বল । রাজা কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই প্রেত সমস্ত নিজ বৃত্তান্ত বলিচ্ছিলেন । ৩৯—৪০ ॥ প্রেত বলিল,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ! প্রেতহেয় কারণ সমস্তই তুমি শ্রবণ করিয়াছ, অতএব এক্ষণে আমাদিগের প্রতি তোমার দয়া করা কর্তব্য । নানাজন-

বৈদিশং নাম নগরং সর্বসম্পদুপাধিতম ।
 নানাজনপদাকীর্ণং নানারত্নসমাকুলম । ৪২
 নানাপুষ্পবনাকীর্ণং নানাপুণ্যজনাবৃতম ।
 কৃত্যং কৃত্যং কৃত্যং দেবার্চনরত্নং সদা ৪৩
 বৈষ্ণবজাতিঃ শূদ্রদেবোহকং নান্য বিদিতমহু তে
 ভবোন তর্পিতা দেব্যাঃ ককোম পিতরো ময়া ৪৪
 বিবিধৈর্দানযোঃৈগচ্চ বিপ্রাঃ সন্তর্পিতা ময়া ।
 আচার্য্য বিহার্য্যচ ময়া বৈ শূনিবেশিতাঃ ৪৫
 নীলানাববিধিষ্টৈঃ সোম্য ময়া সন্তম্ননেকধা ।
 তং সর্গং নিষ্কলং জাতং মম দেবাতপাগতম ।
 ন মেহন্তি সন্ততিস্তাত ন শূদ্রা চ বান্ধবাঃ ।
 ন চ যিঃ চিত্তস্তাশ্রুক যঃ কথ্যাদৌর্দ্ধদেহিকম ।
 প্রেতং শূদ্রিং তেন মম জাতং নৃপোত্তম ৪৬
 একাদশং ত্রিংশকং যোগ্যাসিকমধাসিকম ।
 প্রতিমাস্তানি চাস্তানি হেব শ্রাদ্ধানি যোক্তব ৪৭
 যন্তৈস্তানি ন দীক্ষয়েৎ প্রেতশ্রাদ্ধানি কুশতে ।
 প্রেতং শূদ্রিং তন্ত দষ্টৈঃ শ্রাদ্ধশর্তৈরপি ৪৮

দশাকীর্ণ, নানারত্নসমাকুল, নানাপুষ্পবনাকীর্ণ,
 নানাপুণ্য-জনাবৃত, সর্বসম্পদুপাধিত বৈদিশ
 নামে এক নগর ছিল, আমি সেখানে বাস
 করিতাম। হে রাজন! আমি তখন বৈষ্ণব
 জাতি, সতত দেবার্চনরত্ন শূদ্রের নামে খ্যাত
 ছিলাম। আমি কৃত্যদ্বারা দেবগণের ও কব
 দ্বারা পিতৃগণের কৃষ্টি সাধন করিয়াছিলাম।
 বিবিধ দান দ্বারা বিপ্রগণকে তুষ্ট করিয়া
 ছিলাম। আমার আচার বিহার সাবধানে
 সম্পাদিত চইত। নীল অনাথ ও বিশিষ্ট
 পাশ্রে অনেকবার দান করিয়াছি। কিন্তু
 আমার সেই সকলই দৈবক্রমে বিকল হই-
 যাচ্ছে। আমার কোন সন্ততি শূদ্র অথবা
 বান্ধব নাই; এমন কোন হিতকারী মিত্রও
 নাই যে, আমার শ্রাদ্ধাদি করে। হে নৃপো-
 ত্তম! সেই জন্যই আমার এই প্রেত শূদ্র
 কইরা রহিয়াছে। একাদশ, ত্রিংশ, যোগ্য-
 সিক ও অধিক এবং অস্ত্র যাসিকাদি সমুদয়ে
 ষোড়শ শ্রাদ্ধ হয়। হে ভূপতে! এই ষোড়শ
 শ্রাদ্ধ দ্বারা জন্ত অশুভিত না হয়, তাহার

এবং জাতা মহারাজ প্রেতশ্রাদ্ধকরণ মাধ।
 বর্ণনাতীকব সর্গেবাং রাজা বন্ধুরিহোচ্যতে ।
 তন্মাং তায়ম রাজেন্দ্র মণিরত্নং দদামি তে ৪০
 যথা মম শুভাবলির্ভবেদুপবোধোত্তম ।
 তথা কার্ঘ্যং মহীপাল দদ্যৎ কৃত্য মমোপরি ৪১
 সপিতৃর্বা মগোজৈর্বা নিষ্ঠুরৈর্ন কৃতো মি মে ।
 বৃষোৎসর্গকৃতো তুষ্টিং প্রেতং প্রাপ্তবান্ধব ৪২
 কৃত্যবিষ্টদেহচ ভক্যং পানং ন চাপুয়া ৪৩
 অতো বিকৃতিরেবা বৈ কৃশহাদিরমাংসক ।
 কৃত্য জন্তং মহাত্মঃখমন্তব্যমি পুনঃপুনঃ ৪৪
 অকলাপং তি প্রেতং বৃষোৎসর্গং কিনা কৃতম
 তন্মাদাজন দদামিহো বিনয়মি তবাপেক্ষঃ ৪৫
 রাজোবাচ ।

বর্ততে মৎকুলে প্রেত ইতি শ্রোয় কথং নষ্টৈঃ ।
 তন্মাদাকৃ হি প্রেত প্রেতবান্ধুচ্যতে কথম্ ৪৬

অস্তান্ত শত শত শ্রাদ্ধ প্রদান করিলেও
 প্রেত শূদ্রের থাকে। হে মহারাজ! ইহা
 জানিয়া আপনি আমাকে উদ্ধার করুন।
 রাজাই সর্ববর্ণের বন্ধু, অতএব হে রাজন!
 আপনি আমাকে পরিজ্ঞান করুন, আমি
 আপনাকে একটি মণিরত্ন প্রদান করিব।
 ৪১—৪০ : হে মহীপতে! আমার প্রতি
 দয়া করিয়া যাচাতে ভাল হয়, তাহা করিবেন।
 আমার নিষ্ঠুর সপিতৃ বা মগোজ কেহই
 বৃষোৎসর্গ করিল না। সেই জন্যই আমার
 এই প্রেত ঘটিয়াছে। আমি কৃশ পিপা-
 সায় আক্রান্ত হইয়াও ভক্য পানীয় লাভ
 করিতে পারি না। এই জন্যই আমার এই
 অকৃতি-বিকৃতি এই কৃশতা-কর্কশতাদি জন্মি-
 গছে। কৃষাকৃত্য জন্ত মহা তষ্ট পাইতোছি,
 বৃষোৎসর্গ না করিলে এই প্রেতঅরুণ মহা
 অকলাপ ঘটিয়া থাকে। হে দয়ালব
 রাজন! এই নিমিত্ত আমি আপনার নিকট
 বার বার এত বিনয় করিতেছি, রাজা কহি-
 লেন,—হে প্রেত! “আমার কুলে কেহ প্রেত
 আছে কি না,” মানব তাহা কিরূপে জানিতে

শ্রেত উবাচ ।

লিঙ্গেন পীতয়া শ্রেতোহম্মমাতবো নরৈঃ সঙ্গা
বক্ষ্যামি পীতাজ্জা রাজন যা বৈ শ্রেতকৃত্য তুবি
ঋতুঃ স্তানকলঃ স্তীণাং যদা বংশো ন বর্ধতে ।
ম্রিয়তে চান্নবয়সঃ সা পীতা শ্রেতসম্ভবা । ৫৮
অকস্মাদ্গৃহদাঃ স্তাৎ সা পীতা শ্রেতসম্ভবা ।
সগোহে কলচো নিভাঃ স্তাচ্চ মিথ্যাভিশঃসময়
রাজবক্ষ্যাদিসম্ভূতিঃ সা পীতা শ্রেতসম্ভবা । ৬০
অপি স্বয়ং ধনং যুক্তং প্রযজ্ঞাদমবে পথি ।
নৈব লভ্যেত নশ্রেত সা পীতা শ্রেতসম্ভবা । ৬১
সুস্কটৌ কৃষিনাশঃ স্তান্যাপি জ্ঞানতিশর্শ্ব ন ।
কলত্রং প্রতিকূলং স্তাৎ সা পীতা শ্রেতসম্ভবা ।
এবম্ পীতয়া রাজন শ্রেতজ্ঞানং ভবেদ্বয়ম্ ;
বুযোৎসর্গো যদি ভবেৎ শ্রেতজ্ঞানচাত্তে কল ।
তস্মাদ্গুণ অমপ্যোবং বুযোৎসর্গং কুরু প্রভো ।
যাদুদিত্ত নৃপংপাত্যাদিকারোহতানুকম্পয় । ৬৪

পায়ে। তাহা তুমি আমাকে বল। শ্রেত
বলিল,—নর নানা প্রকার চিহ্ন ও পীতাদৃষ্টে
শ্রেতের অনুমান করিবে। হে রাজন! আমি
শ্রেতকৃত সেই সকল পীতা বর্ণিতছি। যদি
নারীগণের ঋতু অফল হয়, বংশরক্তি না হয়,
আর অল্প বয়সেই মৃত্যু হইতে থাকে, তবে
তাহা শ্রেতকৃত পীতা বলিয়া জানিবে, স্তগুহে
নিভা কলহ, মিথ্যা অপবাদ এবং রাজঘন্টা
হইলে তাহা শ্রেতজ্ঞানিত বলিয়া নির্ণয়
করিবে। ৫১—৬০। চিরপ্রচলিত ব্যবসায়
যত্নসহকারে ধন ব্যয় করিলেও যদি তাহাতে
লাভ না হয়, সেই ধন বিনষ্ট হয়, তবে তাহা
শ্রেতকৃত পীতা জানিবে। যদি বাণিজ্যে
লাভ না হয়, সম্যক্ বৃষ্টি হইলেও কৃষিনাশ
হয়, আর পত্নী প্রতিকূলা হয়, তবে সেই পীতা
শ্রেতকৃত বলিয়া জানিবে। রাজন! এইরূপ
পীতা দর্শনে মানবগণের শ্রেতজ্ঞান হইয়া
থাকে। যদি বুযোৎসর্গ করে, তবে তাহা
হইতে মুক্তি হয়। হে প্রভো! অতএব
তুমিও বুযোৎসর্গ কর। হে নৃপ! তুমি

রাজপুত্রো হতঃ কশ্চিদ্ভৈবাপ্তস্ততো ময়া ।
কুরুষ্ব বং গৃহীত্বা মে তদ্বিনেন বুযোৎসবম্ । ৬৫
কার্তিকায় শৌৰ্য্যমাস্তাং বাবুযাধোহথবা নৃপ ।
রেবতীযুক্তদিবসে কৃষীর্থা মে বুযোৎসবম্ । ৬৬
পুণ্যান বিপ্রান সমাহুয় বহিঃ স্থাপ্য বিধানতঃ ।
মৈত্র্যেহোমস্তয়া কার্থাঃ যজ্ঞভিনূপ বিধানতঃ । ৬৭
বহুন্ বিপ্রান ভোজ্যেথাস্তজ্ঞাপুধেনম্ বৈ ।
এবং কুন্তে মহীপাল যম যুক্তির্ভবিষ্যতি । ৬৮

শ্রীকক উবাচ ।

তথেষতি প্রতিজ্ঞগ্রাহ মণিঃ রাজা ততঃ খণ ।
ক্রিয়াধিকারস্তেষ্টেব যো ধনগ্রাহকো ভবেৎ । ৬৯
কুর্ষতোহস্ত তরোবার্ভামেবং শ্রেত-মহীকিতোঃ
বনৎকারৈরস্ত ঘণ্টানাং ভেরীণাং ভাস্কতিস্তথা ।
সূচিতা রাজসেনা সা চতুরঙ্গা সমাপতৎ । ৭০
তস্তামাগতমাতায়াং শ্রেতচাদ্ভুক্তাং গতাঃ ।
তস্মাদ্ভান্যাবিনিঃসৃত্য রাজ্যাপি পুংমাগমৎ । ৭১

কৃপাপন্ন হইয়া আমার উদ্দেশে বুযোৎসর্গ
কার্যে প্রবৃত্ত হও। কোনও এক রাজপুত্রের
মৃত্যু হওয়ায় আমি তাহার একটী মণি পাই-
য়াছি। তুমি সেই মণিটী লও; সেই ধন
দ্বারা আমার বুযোৎসর্গ কর। আশ্বিন বা
কার্তিকমাসের পৌর্ণমাসীতে রেবতীযুক্ত দিবসে
আমার বুযোৎসর্গ করিও। হে নৃপ! শবিত্ত
ছয়জন ব্রাহ্মণ আবাহন করিয়া তাহাদিগের
দ্বারা যথাবিধানে যজ্ঞাদিসম্পাদিত হোম কার্য
করিবে। অনেক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে।
হে রাজন! সেই ব্রতাবিনিময়লব্ধ ধন দ্বারা
এই কার্য করাইলে আমার শ্রেতও মুক্তি
হইবে। শ্রীকক কহিলেন,—হে গরুড়! রাজা
‘তাহাই হইবে’ বলিয়া সেই মণি গ্রহণ করি-
লেন। যে ব্যক্তি ধনগ্রাহী, সেই শ্রেত-
ক্রিয়াধিকারী হইয়া থাকে। তাহাদিগের
এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইতিমধ্যে
ভেরী ঘণ্টাদির শব্দে সূচিত চতুরঙ্গ রাজসেনা
আসিয়া উপস্থিত হইল। সেনা আসিয়া
উপস্থিত হইয়াযাত্রা সেই শ্রেত অদৃষ্ট
হইল। রাজাও সেই বন হইতে নিষ্কান্ত

স কার্তিক্যঃ পুৰ্ণিমায়াঃ প্রেতমুদিত্ত স ব্যাধাৎ
 রুযোৎসর্গঃ বিধানেন তদ্ব্যাপ্যধনেন চ । ৭২
 প্রেতোহপ্যহং সদপি লব্ধমুৎসর্গদেহঃ
 কৰ্ম্মান্ত আগত ইতি প্রপনাম ভূপম ।
 দেবস্ত বদীষ্যমিহিয়ারমিতি শ্রুত্ব স
 যাতো দিবঃ গরুড় ভূপতিনা কৃতজঃ । ৭৩
 এতৎ তে সৰ্গমাখ্যাতঃ যথা ভূপতিনাপি সঃ ।
 উদ্ধৃতঃ প্রেতভানাতৈঃ কিমন্তুচ্ছোভুমিচ্ছাসি ৭৪
 ইতি ত্রিগাক্ষতে মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে সারো-
 ধারে ত্রিগক-গরুড়সংবাদে প্রেতাখ্যানং
 নাম দশমোহধ্যায়ঃ ৷ ১০ ৷

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

গরুড় উবাচ ।

সপিণ্ডীকরণে জাতে গতাদে চ স্বকৰ্ম্মভঃ ।
 দেবত্বং বা মনুষ্যত্বং পক্ষিব্যাপুর্নরঃ । ১
 তেযাং বিত্তিগ্রাহ্যরাণাং শ্রাদ্ধং বৈ তৃপ্তিদং
 কথম্ ।

হইয়া নিজপুরে গমন করিলেন । তিনি সেই
 মধি বিনিময়ের লব্ধ ধন দ্বারা কার্তিকী
 পুৰ্ণিমাত্রে সেই প্রেতের উদ্দেশ্যে যথাবিধি
 রুযোৎসর্গ করিলেন । হে গরুড় ! সেই প্রেত
 তখন সুবর্ণকান্টি দেহ ধারণপূর্বক রাজাকে
 “হে দেব ! আপনার প্রসাদে আমার
 কৰ্ম্মকর হইয়াছে” এই বালিয়া স্বর্গে চলিয়া
 গেল । রাজা দ্বারা যে প্রেতের উদ্ধার হইয়া-
 ছিল, হে গরুড় ! তাহা এই কীৰ্ত্তন করিলাম ;
 এক্ষণে আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর ? ৬১—৭৪

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ৷ ১০ ৷

একাদশ অধ্যায় ।

গরুড় কহিলেন,—হে হরে ! সপিণ্ডীকরণ
 হইলে পর জীব দেবত্ব, মনুষ্যত্ব কিংবা পক্ষি-
 ত্বের মধ্যে কোন যোনি প্রাপ্ত হয় ? তাহা-

যদপ্যট্টমিষ্টৈর্জরুজং হৃৎকেন যদি যানলে । ২
 শুভাশুভাশ্রয়ৈঃ প্রেতৈস্তদন্তঃ ভুজতে কথম্ ।
 শ্রাদ্ধস্তাবশ্যকমন্তু অমাবস্তানিষ্য শ্রুতম্ ৷ ৩
 ত্রিগবানুবাচ ।
 শূণ্ণ পক্ষীশ্চ প্রেতানিঃ যথা শ্রাদ্ধস্ত তৃপ্তিদম্ ।
 দেবো যদপি জাতিভেদঃ মনুষ্যঃ কৰ্ম্মযোগতঃ ৷ ৪
 তন্ত্ভারমমৃতঃ ভূত্বা দেবভেদপাশ্চয়াতি চ ।
 গাছকৈঃ ভোগরূপেণ পশুভ্যে চ ভূণঃ ভবেৎ ৷ ৫
 শ্রাদ্ধং হি বায়ুরূপেণ নাগভেদপাশ্চগচ্ছতি ।
 কলং ভবতি পক্ষিভ্যে শাকসেযু তথামিষম্ ৷ ৬
 দানবভ্যে তথা মাংসং প্রেতভ্যে কধিরং তথা ।
 মনুষ্যভেদরূপানাং বালাভোগরূপো ভবেৎ ৷ ৭
 গরুড় উবাচ ।

কথং কথ্যানি দন্তানি হব্যানি চ জনৈরিত ।
 গচ্ছন্তি পিতৃলোকং বা প্রাপকঃ কোহত্র গদ্যতে
 মৃতানামপি ক্ষম্যনং শ্রাদ্ধমাপ্যধনং যতঃ ।

দিগের পরস্পরের আহার ভিন্ন ভিন্ন, সুতরাং
 এক প্রকার শ্রাদ্ধ দ্বারা সকলের সমান তৃপ্তি
 হয় কিরূপে, শ্রাদ্ধে যে অন্ত বিজ্ঞ ভোজন
 করে, আর যাহা অনলে হোম করা যায়,
 প্রেতগণের শুভাশুভাশ্রয় সেই সকল কৰ্ম্ম
 দ্বারা কি প্রকারে ভোজনতৃপ্তি জন্মে ? আর
 অমাবস্তাদিতে শ্রাদ্ধের কর্তব্যতা উপদিষ্ট
 হইয়াছে, তাহারই বা কি কারণ ? প্রভো !
 দয়া করিয়া এই সকল উপদেশ করুন ।
 ত্রিগবান কহিলেন,—হে পক্ষীশ্র । শ্রাদ্ধ
 প্রেতদিগের যে প্রকারে তৃপ্তিপ্রদ হয়, তাহা
 বলিভেদে । সেই জীব যদি কৰ্ম্ম বশতঃ
 দেবতা হইয়া জন্মলাভ করে, তবে শ্রাদ্ধ তাহার
 অমৃতরূপে তৃপ্তি সাধন করে । গরুড়জন্মে
 ভোগরূপে, পশুভ্যো ভূণরূপে, নাগভ্যো বায়ু-
 রূপে, পক্ষিভ্যে কলরূপে, দানব ও শাকস-
 জন্মে মাংসরূপে, প্রেতভ্যে কধিররূপে এবং
 মনুষ্য জন্মে অন্নপানাদিরূপে তৃপ্তজনক হইয়া
 থাকে । গরুড় কহিলেন,—হে প্রভো ! ইদ-
 লোকে জন্মগণপ্রদত্ত হব্যকথ্যানি পিতৃলোকে
 যায় কিরূপে ? উহা কে লইয়া যায় ? আমার

নির্কীর্ণস্ত সঙ্গীপস্ত তৈলং সৰ্ব্বযজ্ঞিধাম ।২
মুতান্চ পুত্রব্যাঃ স্যামিন্ স্বকৰ্মজনিতাঃ গতিম্ ।
গাহবতি কে কথং নৃত্য নৃত্যং যের আশুযুঃ ১০

ঐতগবানুবাচ ।

কন্তেঃ প্রত্যক্ষতত্ত্বাক্য প্রায়াণ্যঃ বলবন্তরম্ ।
ঐত্যা তু বোধিতার্থস্ত পীযুষাদিকপতা ১১
নামগোত্রাঃ পিতৃণাঃ বৈ প্রাপকং ইবা-কথ্যেৎ
শ্রাক্ত ময়ান্তবৎ তু উপালতান্চ ভক্তিতঃ ১২
অচেতনানি চৈতানি প্রাপয়তি কথংবিত্তি ।
পুণ্য মাংগল্যব্যং প্রাপকং বচ মি ত্বেহপরম্ ১৩
অগ্নিবাস্তাদবস্তেযামাধিপত্যো ব্যবহিতাঃ ।
কালে স্তায়াগতং পাত্রে বিধিনা প্রতিপাদিতম্
অন্নং নর্যন্তি তত্ৰৈতে জন্তুর্জীবতিষ্ঠতে ।
নাম গোত্রক বস্ত্রং দত্তময়ং নর্যন্তি তে ১৪
অপি যোনিপতঃ প্রাণাংস্তাংকৃষ্ণিকপতিষ্ঠতি ।

বোধ হয় যে, নির্কীর্ণপ্রদীপে তৈলদানে তাহার
নিবারকর স্তায় আত্ম দ্বারা মৃত মনুষ্যাগণের
তৃপ্তি সাধন নিত্যই অসম্ভব । মৃত মনুষ্যাগণ
নিজ নিজ কর্মানুযায়ী গতিই লাভ করে,
নৃত্যায় পুত্রের কৃতকর্মের কলে পিতার পুত্র
হইবে কিরূপে? ১—১০। ঐতগবানু
কহিলেন,—হে গরুড়! ঐতি প্রত্যক্ষতা
কেতুই বলবন্তর প্রায়াণ্য। ঐতিবোধিত অর্থ
পীযুষরূপ অর্থাৎ প্রতিনির্দিষ্ট পথ। অমুসরণ
করিয়া কৰ্ত্তব্যাকৰ্ত্তব্য নিগূঢ়পূর্বক যথাযোগ্য
অনুষ্ঠান করিলে ইহ-পর উত্তর লোকেই পুত্রী
হইতে পারে যায়। পিতৃলোকেই নাম
গোত্রই ইবা কবোয় প্রাপক, আর তত্ত্ব-
সহকারে পঠিত শ্রাক্তের ময় সকলও প্রাপক
হইয়া থাকে। হে গরুড়! “অচেতন ময়
সকল প্রাপক হয় কি প্রকারে?” এরূপ
আশঙ্কা করিও না; অগ্নিবাস্তাদি পিতৃগণ
এই কার্যের জন্ত ব্যবহিত রহিয়াছেন।
বাহার উদ্দেশে যোগাকালে নাম গোত্র ও
যজ্ঞোচ্চারণ সহকারে স্তায়াজ্যমোদিতভাবে
যথাবিধি বাহ্য কিছু প্রদান করা যায়, তাঁহারা
সেই উদ্দিষ্টপ্রাণী যেখানে আছে, সেইখানে

তেবাং লোকাঙ্করতানাং বিবিতৈর্নামগোত্রকৈঃ
অপসব্যাং কিত্তৌ মর্তে দস্তাঃ পিতৃগণ্যস্ত বৈ ।
যান্তি তান্ তর্পয়ন্তোবঃ প্রেতস্থানস্থিতান্ পিতৃন
অপ্রাপ্তবাতনান্হানঃ শ্রেষ্ঠা যে স্তুবি পুত্রবা ।
নানাকপাঙ্ক জাতা যে তির্থাগুণোজ্জ্বলিত্যতিবু ।
যদাধারা ভবন্তোতে পিতৃবো যত্র যোনিম্ ।
তানু তানু তদাধারঃ শ্রাক্ত মনুপতিষ্ঠতে ১১
যবা গোষু প্রনষ্টোমু বৎসো বিনতি মা ইরম্ ।
ইধায়ং নর্যন্তে বিপ্র জন্তুর্জীবতিষ্ঠতে ১২
পিতরঃ শ্রাক্তোক্তারো বিবেদেবৈঃ সঙ্গা সত ।
এতে শ্রাক্তঃ সঙ্গা স্তুকা পিতৃন সন্তর্পয়ন্তাঃ ।
বশুকপ্রাদিতিস্ততাঃ পিতঃ শ্রাক্তদেবতাঃ ।
ঐগযন্তি মনুষ্যাণাং পিতৃন শ্রাক্তেষু তর্পিতাঃ ।
আত্মাং ওষিণী গর্ভমপি ঐগযন্তি বৈ যবা ।
দোহনেন তথা দেবা শ্রাক্তেঃ স্যাস্ত পিতৃন

নৃণাম্ ১৩

প্রেরণ করেন। শতযোনি ভ্রমণকারী জীবের
সেই যোনিজ সন্তানগণ যদি সেই সেই জন্মের
বিভিন্ন নাম গোত্রাদি উল্লেখপূর্বক শ্রাদ্ধ
করে, তবে তাহার প্রত্যেক আত্ম দ্বারা সেই
জীবের তৃপ্তি উপায় হইয়া থাকে। অপসবা
দান এবং কিত্তিতে কুশোপরি পিতৃদানজর
প্রেতস্থাননিবাসী জীবকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকে।
যাহারা স্ত্রীলোকে সৎকর্মকারী, সেই সকল জীব
নরক ভোগ না করিয়াই নানাবিধ যোনিতে
জন্মলাভ করে। জীব যেখানেই থাকুক, তাহারা
যে জন্মে যে জন্মভোজী হয়, শ্রাক্তীয়স্ব
তদাকারে তাহার নিকট উপস্থিত হয়। গাভী
হায়াইয়া গেলেও যেমন তদীয় বৎস তাহার
মাতাকে চিনিয়া লইতে পারে, তদ্রূপ অগ্নিবা-
স্তাদি পিতৃলোকও সেই শ্রাক্তীয়স্বকে এমন-
ভাবে প্রেরণ করেন যে, উহা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির
সন্নিধানে উপস্থিত হয়। ১১—২০। বিপ্র-
দেবগণ সহ পিতৃগণ শ্রাদ্ধ ভোজন করিয়া
থাকেন; তাহারা উদ্দিষ্ট পিতৃগণের তৃপ্তি
বিধান করেন। বশু রুদ্র দেবগণ পিতৃগণ
শ্রাদ্ধ দেবতা; ইহারা সন্তুষ্ট হইয়া পিতৃ-

তদাঙ্গি পিতরঃ শ্রীয়া শ্রীকালবর্ণনিতম্ ।
অভ্যন্তঃ মনসা ধ্যাত্বা সম্পত্তি মনোজবম্ ।
ব্রাহ্মণৈঃ সহ চাশ্রিত্য পিতরো হস্তরীক্ষণাঃ ।
বায়ুভূতান্ হিষ্টাঙ্গি ভূক্তা যান্তি পরং গতিম্ ।
নিমজ্জিতাঃ যে বিপ্রাঃ শ্রীকালপূর্ণদিনে বগ ।
প্রবিশ্য পিতরন্তেষু ভূক্তা যান্তি স্বমালয়ম্ ॥২৬॥
শ্রীকালকর্তা তু যদ্যেকঃ শ্রীকালং বিপ্রো নিমজ্জিতঃ ।
উদরম্ পিতা ভুজ্যে বামপার্শ্বে পিতামহঃ ॥ ২৭ ॥
প্রপিতামহো দক্ষিণঃ পৃষ্ঠঃ পিতৃভক্ষকঃ ।
শ্রীকালে যঃ প্রেমান পিতৃশ্রীকালং সমালয়াৎ
বিসর্জয়তি মাহুষো নিরখাদপি কাশ্মপ ।
স্বধার্তাঃ কৌর্ভযন্ত হস্ততক স্বয়ংকৃতম্ ॥ ২৮ ॥
কালকাল পুণ্ড্রপৌত্রোক্তাঃ পাদসং মধুসংযুতম্ ।
তদ্যন্তান তত্র বিধিনা তর্পয়েৎ পাদসেন ত ॥

লোকের ভূপরিবিধান করেন । গর্ভিণী রমণী
যেমন কোকিল সেবা দ্বারা নিজের ও গর্ভের
উভয়েরই পুষ্টিসাধন করে, তদ্রূপ নরগণ শ্রীকাল
করিয়া আপনার এবং পিতৃলোকের পুষ্টি
বিধান করিয়া থাকে । শ্রীকাল সমাগত
দেখিয়া পিতৃগণ হুটু হইয়া থাকেন ; পরস্পর
মনে মনে ধ্যান করিয়া সবেগে শ্রীকালকে
উপস্থিত করেন । পিতৃগণ বায়ুভূত শরীরধারী
অস্তরীক্ষণামী ব্রাহ্মণগণ সহ ভোজন করেন ।
শ্রীকাল পূর্ণদিনে যে সকল ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ
করা হয়, সে সকল ব্রাহ্মণের শরীরে পিতৃগণ
আবিস্ট হইয়া ভোজনপূর্বক নিজধামে প্রতি-
গমন করেন । শ্রীকালকর্তা যদি শ্রীকাল একজন
মাত্র ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করে, তবে তাহার
পিতা উদরম্, পিতামহ বামপার্শ্ব, আর
প্রপিতামহ দক্ষিণ পার্শ্ব পিতৃভোজী ব্যক্তির
পৃষ্ঠে অবস্থিত হয় । অতএব একাধিক ব্রাহ্মণ
নিমন্ত্রণ করা আবশ্যিক । শ্রীকাল সহজে যম
শ্রেতদিগকে নরকমধ্য হইতেও মর্ত্যলোকে
শ্রীকাল ভোজনার্থ প্রেরণ করেন । স্বধার্ত পিতৃ-
গণ নিজকৃত হস্ত কৌর্ভন করিতে করিতে
পুণ্ড্রপৌত্রাদির নিকট মধুকৃত পাদস প্রার্থনা
করেন । অতএব তাহাদিগকে শ্রীকাল যথাবিধি

গুরুত্ব উবাচ ।

স্বামিন কেনাপি তে দৃষ্টো আগতাঃ পিতরো
যিজে ।

লোকদিগুয়ানাগতা ভুজ্যে ভুবি মানম্ ॥ ২৯ ॥

শ্রীকালবাহুবাচ ।

গুরুম্বন শূন্য বক্ষ্যামি স্বধা দৃষ্টোক্ত সীতয়া ।
পিতরো বিপ্রদেহে বৈ স্বত্তর দ্যাহুঃ কাচৎ ॥৩০॥
গৃহীয়া পিতৃরাজ্যং বৈ রামো বনমুপাগমৎ ।
ভুজ্যে পুত্রবাহুদার্থং রামোহহাং সীতয়া সহ ।
ভীষ্মকাপি সমাগতা শ্রীকালং প্রারব্ধবাংস্ত সঃ ॥৩১॥
কালং পুরুষজানক্য। শিক্কে রামে নিবেদিতম্ ।
মাতা প্রিয়োক্কাবাক্যে স্মৃত্যতঃসমপালয়ৎ ॥৩২॥
নভোমধ্যাগতে সূর্যো কালে কৃতপ আগতে ।
আগতা স্বহঃ সর্কে যে রামেন নিমজ্জিতাঃ ॥৩৩॥
তান মুনীনাগতান্ দৃষ্টা বৈদেহী জনকাস্বজা ।
রামাক্ষয়ামাহার্য পরিবেষ্টুমপাগতা ॥ ৩৪ ॥
অপাসর্পৎ ততো হুবে বিপ্রদেহে তু সংহিতা ।

পাদস দ্বারা তর্পন করিবে । ২৯—৩০ । গুরুত্ব
কাহলেন,—হে মানপ্রদ স্বামিন্ ! পিতৃগণ
ইহলোকে অসিয়া পিতৃাদি ভোজন করেন,
ইহ কি কেহ দেখিয়াছে ? ভগবান্ বলি-
লেন,—হে গুরুত্ব । শ্রবণ কর ; সীতা যেজন
বিপ্রদেহে স্বত্তরাদি ভিন্ন পুরুষ পিতৃগণকে
দেখিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি । পিতার
আদেশানুসারে জীরায বনপ্রবেশপূর্বক সীতা-
এহ পুরুষভীর্থে যাত্রা করেন । সেখানে মাইয়া
রাম শ্রীকাল করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । জানকী
দেবী একটী পুরুষক শিক্কে করিয়া রামের নিকট
অর্পণ করিলেন, রাম প্রানপূর্বক প্রিয়বচন
প্রয়োগ দ্বারা স্মৃত্যতঃ পালন করিলেন ।
ক্রমে শ্রীকাল উপস্থিত হইলে রাম যাহা-
দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, সেই সকল
স্বমিগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন । কামক-
নন্দিনী সীতা মুনীগণকে আগমন করিতে
দেখিয়া রামাক্ষয়ামাহারে আর লইয়া পরিবেশন
করিতে আসিলেন ; কিন্তু সৎসা পুনরায়
প্রতিগমনপূর্বক লতাপ্রতান মধ্যে লুপ্তাশিত

কুটুম্বাচ্ছাদ্য চান্দানং নিগূঢ়ং সা স্থিতা তদা ।
 একান্তে তু তদা সীতাঃ স্রোত্বা রাঘবনন্দনঃ ।
 বিমৃষ্ট স্মৃতিরং কালমিযং কিমিতি সততম্ ॥ ৩৮
 অপসর্পগতা সাধ্বী উপায়াঃ কারণং ন তি ।
 কিং বা ন ভোজ্যেযিপ্রান সীতামবেষ্যামাহম্
 বিমুশ্নেবমেবং স পুংসং বিপ্রানভোজয়ৎ ।
 গতেষু দ্বিজমুখোষু প্রিয়াং রামোহব্রবীদ্বিনম্ ।
 কথং লভাসু লীলা বৎ মুনীন দৃষ্টৌ সমাগতান্ ।
 তৎ সর্গং মম তদ্বক্ষি কারণং বদ যা চিরম্ ॥ ৪১
 এবমুক্তা তদা ভর্তা সীতা সাধোমুখী স্থিতা ।
 মুকুটী চাক্ষসজ্যোতঃ রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৪২
 সীতোবাচ ।

শুশ্রূষং নাথ যদ্বৈশাশ্চর্যমিহ যাদৃশম্ ।
 পিতা তব যদা দৃষ্টৌ ভ্রাতৃগণাগ্রেষু বাঘব ॥ ৪৩
 সর্গান্তরণসংযুক্তো যৌ চাত্তৌ চ তথাবিধৌ ।
 দৃষ্টৌ ত্বংপিতরকাক্ষমপক্রান্তা ভবাস্তিকায়ং ॥ ৪৪
 বহলাজিনসংযুক্তা কথং রাজ্যঃ পুরঃ প্রভৌ ।
 ভবামি রিপুবীরয় নতামেতদ্বদাহুত্বম্ ।

হইয়া রহিলেন। রাম অনেকক্ষণ সীতার
 প্রতীক্ষা করিলেন; ভাবিলেন,—ইনি লুপ্ত-
 রিত হইয়াছেন কেন? এ স্থানে এমন কোন
 লজ্জার কারণ নাই যে, ভক্তস্ব লজ্জিত হই-
 বেন। শেষে নিজেরই ভ্রাতৃগণকে পরিবেশন-
 পূর্বক ভোজন করাইলেন। পরে রাম
 সীতাকে লুকাইত জ্ঞানিতে পারিয়া বলিলেন,
 —হে কুশোদরি! তুমি দুর্নিদিগকে দেখিয়া
 লুকাইত হইয়াছিলে কেন? তাহা আমাকে
 বল। ৩১—৪১। সীতা পতিকর্তৃক এইরূপ
 জিজ্ঞাসিত হইয়া অক্ষধারা ষোচন করত
 অধোমুখে বলিতে লাগিলেন,—নাথ! আমি
 যাহা আশ্চর্য্য দর্শন করিয়াছি, তাহা শ্রবণ
 কর। আমি দেখলাম, আপনার পিতা এবং
 ভ্রাতৃগণ আরও হইলেন, বোধ হয় আপনার
 পিতামহ ও প্রপিতামহ হইবেন, ইহারা সর্গ-
 ভরণে জুড়িত হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়া-
 ছেন। তাহা দেখিয়া এখানে হইতে অপক্রান্ত
 হইয়াছিলাম। প্রভো! এই বহুগধারিনী

স্বহস্তেন কথং ভেষ্যং রাজ্যে বা ভোজনং মদা ॥
 দাসানামপি যে দাসা নোপভুক্তান্তি কহিচিৎ ।
 ত্বণপাত্রে কথং কুটুম্ব অন্নং নাতুং বদন মে ॥ ৪৬
 যাহং রাজ্য পুরা দৃষ্টৌ সর্গান্তরণজুড়িতা ।
 সা বেষমলদিদ্ধাকী কথং যাস্তামি ভূপতিম্ ॥ ৪৭
 অপকুটুম্বি তেনাহং উপদ্য রঘুনন্দন ॥ ৪৮
 স্রীভগবানুবাচ ।

ইতি ক্রুদ্বা প্রিয়াবাক্যং রামো বিস্মিতমানসঃ ।
 আশ্চর্য্যমিতি তজ্জ্ঞাত্বা তদা স্বস্থানমাগমৎ ॥
 সীতয়া পিতরৌ দৃষ্টৌ যথা তন্তে নিবেদিতম্ ।
 অপঃ ভ্রাক্ষমস্তিম্য বিকিকুপু সমাসতঃ ॥ ৫০
 অমবস্তাদিনে প্রাপ্তে গৃহদ্বারে সমাশ্রিতঃ
 বায়ুভূতাঃ প্রবাহন্তি ভ্রাক্ষং পিতৃগণা নৃণাম্ ॥ ৫১
 যাবদন্তময়ঃ ভ্রানোঃ কুংপিপাসাসমাকুলোঃ ।
 ততশ্চাস্তং গতে সূর্যো নিরাশা হৃৎসববুভোঃ ॥ ৫২
 নিবসন্তুচিরং যান্তি গর্হয়ন্তু কশজম্ ।
 তস্মাক্তাকং প্রযত্নেন অমারাং কতুমর্হতি ॥ ৫৩

আমি রাজ্যের সম্মুখে যাইব কিরূপে? আর
 রাজ্যকে স্বহস্তে করিয়া এই কদর্য্য অন্ন, দাস-
 দিগের দাসগণও যাহা ভক্ষণ করে না, সেই
 অন্ন ত্বণপাত্রে করিয়া কেমনে দিব। যে রাজ্য
 পূর্বে আমাকে সর্গান্তরণে জুড়িতা দেখিয়াছেন,
 এক্ষণে বেষমলদিদ্ধাকী হইয়া তাঁহার সমক্ষে
 কিরূপে যাইব? আমি এখন নিতান্ত অপকুটুম্ব
 হইয়াছি; তাই আমি নিতান্ত লজ্জার তাঁহার
 সম্মুখে যাইতে পারি নাই।" স্রীভগবান্ কহি-
 লেন,—রাম প্রিয়ার বচন শ্রবণে বিস্মিতচিত্তে
 স্বস্থানে আগমন করিলেন। হে গরুড়! এই
 আমি তোমার নিকট বলিলাম। আত্মের
 মহিমা অপর কিছু আমি সৎক্ষেপে বলিতেছি,
 শ্রবণ কর। ৪২—৫০। অমাবস্তাদিবসে পিতৃ-
 গণ গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়া সূর্য্যাস্ত
 যাবৎ কুংপিপাসাসমাকুলচিত্তে অবস্থান
 করেন। পরে সূর্য্যাস্ত হইলে নিরাশ হৃৎখিত-
 চিত্তে বংশধরগণের নিন্দা করিতে করিতে
 ধীরে ধীরে প্রতিগমন করেন। অতএব

যদি শ্রদ্ধাং প্রকুর্নস্বি পুত্রাদ্যন্তস্ত বাঙ্কবাঃ ।
উক্ততা যে গয়াশ্রদ্ধে ত্রিলোক্যৈব তৈঃ ২৪ ৥৫৪
ভুঙ্কন্তে কুংপিপাসা বা ন তেষাং জ্ঞাত্যে কচিৎ
তস্মাৎ সর্বত্রযত্নেণ শ্রদ্ধাং কুর্য়াদ্বিচক্ষণঃ ৥ ৫৫
তস্মাদ্ভ্রাতৃঃ চরেদ্ভ্রাতৃঃ শাট্টিকরপি যথাবিধি ।
কুব্জীত সময়ে শ্রদ্ধাং কুলে কশ্চিন্ন সৌধতি ৥ ৫৬
আয়ুঃ পুত্রান্ যশঃ স্বর্গাঃ কীর্ত্তিঃ পুষ্টিঃ বলঃ

শ্রিয়ম্ ।

পশুন্ সৌখ্যং ধনং ধাত্ত্বাং প্রাপুয়াৎ পিতৃপুত্রনাং
দেবকার্যানপি সন্না পিতৃকার্যঃ বিশিষ্যতে ।
দেবভাত্যঃ পিতৃণাং হি পূর্বমাপায়নং শুভম্ ৥
যে যজন্তি পিতৃন দেবান ব্রাহ্মণাশ্চ হু শশনম্
সর্বভূতাস্তরাশ্চানঃ মামেব তি যজন্তি তে ৥ ৫৯
স্মার্ত্তেন বিধিনা শ্রদ্ধাং কুহা যথিত্বোচিতম্ ।
ব্রহ্মহবিষপর্ণাশ্চ জগৎ প্রীণান্তি মানবঃ ৥ ৬০
অন্নপ্রকিরণং যৎ তু মনুষ্যৈঃ ক্রিয়তে ভুবি ।

অমাবস্থাতে শ্রদ্ধা করা কর্তব্য। পুত্রাদি
বাঙ্কবগণ যদি গয়াধামে শ্রদ্ধা করে, তবে
তাহাদিগের সন্ততি পিতৃগণ উদ্ধার পাইয়া
ত্রিলোকে বাস করিতে থাকেন। তাহারা
কখন কখন পিপাসাক্রান্ত কোন কোন ভোগ
করেন না। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তির যত্ন-
সহকারে শ্রদ্ধা করা কর্তব্য। অজ্ঞাবপক্ষে
শ্রদ্ধা অথবা ফল দ্বারাও শ্রদ্ধা করা কর্তব্য ;
জাহাতে কুলে কেহই অবসর হয় না। পিতৃ-
লোকের পূজা করিলে আয়ুঃ, পুত্র, যশঃ, স্বর্গ,
কীর্ত্তি, পুষ্টি, বল, দ্রুতি, পুত্র, ধন-ধাত্তাদি সর্ব-
সুখ লাভ হয়। দেবকার্য অপেক্ষাও পিতৃ-
কার্য প্রশস্ত ; অতএব দেবতা অপেক্ষা পিতৃ-
গণের পূজাই অগ্রো করিবে। যাহারা দেব,
ব্রাহ্মণ, অগ্নি ও পিতৃগণের অর্চনা করে,
আমি সর্বজন-অন্তর্যামী বলিয়া তাহারা
প্রকারান্তরে আমারই পূজা করিয়া থাকে।
মানব বিত্তবাহুসারে স্মার্ত্ত-বিধানানুযায়ী
শ্রদ্ধাকার্য সম্পাদন করিলে ব্রহ্মার দ্বিতিকাল
পর্যন্ত জগৎকে তদ্বারা প্রীত রাখে ৥৫১—৬০।
মহুয়াগণ ভুতলে যে অন্ন বিকিরণ করে,

তেন তৃপ্তিমুখ্যাস্তি যে পিশাচময়গতাঃ ৥ ৬১
যচ্চাসু জ্ঞানবশেষো ভূমৌ পতিতি খেচন ।
তেন যে তরুতাং প্রাপ্তঃশ্রেষ্ঠাঃ তৃপ্তিঃ প্রতীয়তে
যানি গন্তাস্থনি চৈব পতিস্তি ধরণীতলে ।
তেন চাপ্যাপয়নঃ তেষাং যে দেবমুখ্যগতাঃ ৥
যে চাপি স্বকুলান্ধা ক্রিয়যোগ্যা হসংকৃতাঃ ।
বিপন্নাস্তে তু বিকিরসমাজ্জনজলাশিনঃ ৥ ৬৪
ভুঙ্ক্য চাচমনং যচ্চ জলং যচ্চাহি সেবিতম্ ।
ব্রাহ্মণানাং তৈধ্বান্তে তেন তৃপ্তিঃ প্রমাস্তি বৈ
পিশাচময়প্রাপ্তাঃ ক্রিমিকীটম্বেব যে ৥ ৬৫
উক্তভেদরূপিতেষু যে চান্নকার্যক্ষণো ভুবি ।
তৈরেবাপায়নঃ তেষাং যে মনুষ্যমুখ্যগতাঃ ৥ ৬৬
এবং বৈ ক্রিয়মানানাং তেষাংকৈব দ্বিজানাং ।
কশ্চিজ্জলাগ্নবিক্ষেপঃ শুচিকচ্ছিষ্টে এব বা ৥ ৬৭
তেনারেন কুলে তেষাং বে চৈ জাতাস্তরং গতাঃ
ভবত্যান্ধায়নঃ তেষাং সমাক্ শ্রদ্ধে কৃতে সতি

তদ্বারা প্রেতগণ তৃপ্ত হয়। হে খেচর ! জ্ঞান-
বহু হইতে যে সকল জল-বিন্দু ভূমিতে পতিত
হয়, তদ্বারা যাহারা বাসবীর দেহ প্রাপ্ত হই-
য়াছে, তাহারা প্রীত হয়। গছ ও জল যাহা
ভুতলে পতিত হয়, তদ্বারা যাহারা দেবদে-
লাভ করিয়াছে, তাহাদিগের তৃপ্তি হয়।
যাহারা নিজ কুলের বর্ধিত হইয়া যায়, ক্রিয়া-
যোগ্য হইলেও সংকৃত হয় নাই, তাহারা
বিকির সমাজ্জন জলপ্রাণী। ভোজনান্তে যে
আচমন করা হয়, দ্বিভাগে যে জল সেচন
করা হয়, যাহারা পিশাচ বা ক্রিমিকীট
প্রাপ্ত হইয়াছে, তদ্বারা তাহাদিগের তৃপ্তি
হইয়া থাকে। যাহারা মনুষ্যের প্রাপ্ত হয়,
পিও উক্ত অন্নদ্বারা তাহারা তৃপ্তি লাভ
করে। কলতঃ শ্রদ্ধে যে ব্রাহ্মণেরা ভোজন
করেন, তাহাদিগের এবং গৃহবাসীর পরিত্যক্ত
ভক্ষ বা অশুভ যে কিছু দ্রব্য পরিত্যক্ত হয়,
সকলই জন্মান্তরগত পূর্বপিতৃলোকের তৃপ্তি-
হেতু হইয়া থাকে। নরগণ অস্ত্রাঘোষাভিহিত
বিস্তারায় যে শ্রদ্ধা করে, তাহাতে চতাল-
পুঙ্কলাদি নিকট যোনিগত পিতৃপুত্রবৈ

অভ্যাসোপার্জিতৈর্জীবৈর্বজ্জাতঃ ক্রিয়তে নরৈঃ
তুপাতি তেন চাণ্ডালাঃ পুঙ্কসাদ্যপযোনিয়ু । ৬৯
এবং সন্তাপ্য তে পশ্বিন যক্ষসমিহ বাহুদৈবঃ ।
শ্রাকঃ কুর্কস্টিরসাদুশাটেকরপি হি জায়তে । ৭০
এতস্তে সর্বযাখ্যাতঃ যম্যঃ স্বঃ পরিপূচ্ছসি । ৭১
সদ্যো দেহান্তরপ্রাপ্তিবিলাসেনাকমোত্তলে ।
পুষ্টবানসি তৎ তেহং প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ । ৭২
সদ্যো বিলম্বিতকৈবোভয়াখাপি কলেবরম্ ।
যতো হি মর্ত্যঃ প্রাপ্নোতি তদ্বিশেষক মে শুনু ।
অপধুমজোতিরিবাসুষ্ঠমাত্রঃ পুণ্যঃস্তবঃ ।
দেহযেব সন্ম্য এব বায়বীঃ প্রপন্যতে । ৭৪
যথা তুণ্ডলোকা হি পশ্চাৎ পাদঃ তদোদরেৎ
স্থিতিরগ্রাস্ত পাদস্ত যদা জাতা দৃঢ়া ভবেৎ । ৭৫
এবং দেহী পূর্বদেহঃ তদ্বৎসজ্জাতে তথা ।
ভোগার্থমগ্রে স্মারকোহো বায়বীঃ উপস্থিতঃ । ৭৬
বিষয়গ্রাহকঃ যদনুস্রিয়মাণস্ত চেন্দ্রিয়ম্ ।
নিষাপারং তচ্চ দেহে বায়ুনৈব স গচ্ছতি । ৭৭

তুষ্টি লাভ হয়। হে গরুড়! জীব সকল
কর্মাঙ্গসারে এইরূপ বিভিন্ন প্রকার জন্মলাভ
করিয়াও বায়বপ্রসক্ত জল পিণ্ডাদি দ্বারা
পরিভোষ লাভ করে। ৬১—৭০। হে গরুড়!
তুমি যাহা শ্রবণ করিয়াছিলে, এই তাহা সমস্তই
বলিলাম। তুমি যে মরণের পর দেহান্তর-
প্রাপ্তি সম্বন্ধে কালহারভয়োর ভেদু জিজ্ঞাসা
করিয়াছ, তাহা তোমাকে সংক্ষেপে কহি-
তেছি। ধূমাক্কর জোতিঃস্বরূপ অসুষ্ঠপ্রমাণ
জীবায়া দেহ হইতে বহির্গত হইয়াই বায়বীয়
দেহ গ্রহণ করে। জলোকা যেমন এক তুণ্ড
হইতে তুণ্ডান্তরে যায়, যেমন এক পাদ স্থাপন
করিয়াই অস্ত পাদ উত্তোলন করে, তদ্রূপ
দেহী যখন দেহ পরিত্যাগ করে, তখন তাহার
ভোগার্থ বায়বীয় দেহ তাহার সম্মুখে উপস্থিত
থাকে। জীব গর্ত হইতে নিজমণের দ্বারা
এক দেহ হইতে দেহান্তরে যায়; সেই বায়বীয়
দেহেও ইন্দ্রিয়াদি সকলই এই দেহবৎ বিদ্য-
মান আছে, জীবের অধিষ্ঠানবশতঃ সেই সকল
সহ সেই দেহে সজীব হইয়া উঠে; পূর্বদেহের

শরীরঃ বনবানোতি ভজাপ্যাক্রামতি স্বয়ম্ ।
গৃহীত্বা স্বঃ বিনির্বাতি জীবো গর্ত ইবাশ্রয়াৎ ৬
উৎক্রামন্তঃ স্থিতঃ বাপি সুজ্ঞানঃ বা তুণ্ডাবিতম্
বিমূঢ়া নান্নপশ্চান্তি পশ্চান্তি জ্ঞানচক্ষুঃ । ৭২
আতিবাহিক ইত্যেবং বায়বীয়ঃ বদন্তি হি ।
এবম্ যাতুধানানাং তমেব চ বদন্তি হি । ৭৩
সুপাঃ ইনুশো দেহো নুণাঃ ভবতি পিণ্ডকঃ ।
পুত্রাদিভিঃ কৃতান্তেৎ পুণ্যঃ পিণ্ডা দশ দশাধিকা
পিণ্ডজেন তু দেহেন বায়ুজৈচ্চকতাঃ ত্রয়োৎ ।
পিণ্ডজো যাদ নৈব স্মাখ্যায়জোহর্হতি যাতনাম্ ।
দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে কোমারঃ যৌবনঃ জরা
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ পক্ষীহেতাবধায়ম্ । ৭৪
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি ।
তথা শরীরাদি বিহায় জীর্ণা-
স্তজ্ঞান স-যান্তি নবানি দেহী । ৭৫

ইন্দ্রিয় সকল নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। জীব যে
দেহ হইতে দেহান্তরে যায়, বায়বীয় দেহে
প্রবেশ করে, ভোজনাদি ক্রিয়ার অকুষ্ঠান
করে, অজ্ঞান-বিমূঢ় ব্যক্তিগণ তাহা দেখিতে
পায় না, কিন্তু যাহাদিগের জ্ঞানচক্ষু আছে,
তাহারা উহা দর্শন করিয়া থাকে। হে গরুড়!
আতিবাহিক দেহ এইরূপ বায়বীয়। বহু-
দিগেরও এই বায়বীয় দেহ! পুত্রাদি পিণ্ড
দান করিলে তাহার ফলে যে দেহ উৎপন্ন
হয়, তাণ্ড ও বায়বীয়। ৭১—৭৩। প্রথম
গৃহীত বায়বীয় দেহের সতি পিণ্ডদানক
দেহের মিলনে অপেক্ষাকৃত তুষ্টিপুষ্ট একটি দেহ
হয়। পিণ্ডক দেহ উৎপন্ন না হইলে সেই
বায়ুক দেহই যাতনা ভোগ করিয়া থাকে।
দেহীদিগের এই দেহে কোমার, যৌবন, জরা
যেমন অবস্থা-ভেদ, দেহান্তরপ্রাপ্তিও তেমন;
হে গরুড়! তুমি নিশ্চিত জানিও। নরগণ
জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া যেমন অস্ত বস্ত্র
পরিধান করে, দেহীও তেমন এক দেহ

নৈনং হিম্বতি নহ্মানি নৈনং দর্শিত পাবকঃ ।
ন চৈনং ত্রেদমস্তাপো ন শোষতি সাক্ততঃ ৮৭
বায়বীয়াং তহুং জাতি সত্য ইত্যুক্তম্বেব তে ।
প্রাণিবিলম্বতো যন্ত তং দেহং ধনু মে শূনু ৮৮
কিকিষিলম্বতো দেহং পিণ্ডজং স সমাপুয়াৎ ।
অথো গতো বায়ালোকঃ শ্বাদকর্মাশুসারহঃ ৮৯
চিরন্তনস্ত বাকোন নিরয়াপি ভুংক্তি সঃ ।
যাতনাস্তমবাণ্যাথ পশুপক্যানিকীং তহুং ৯০
যাং গুহ্যতি নরঃ সা স্তান্নোচেন মমতাপদম্ ।
ততাত্ততঃ কর্ণকলং শূক্কা মূচ্যেত মানবঃ ৯১

গুরু উবাচ ।

স্তীৰ্ণা ব্রুঃখত্বাত্তোধিঃ তবস্তঃ কথনাপুয়াৎ ।
বহুপাতকবৃক্ষোহপি তবস্তঃ কথনিধে ৯২
ভূয়ো ব্রুঃখস্ত সংসর্গো নরস্ত ন ভবেৎযথা ।
ক্রুদি তব্রহ্মমাণস্ত পৃচ্ছতো মে ব্রহ্মপতে ৯৩

হাতিয়া বেহুস্তরাশ্রয় করিয়া থাকে । আত্মাকে
অন্ন ভোজন করিতে, অগ্নি দাহ করিতে, জল
আর্জ করিতে, কিংবা বায়ু শোষণ করিতে
পারে না । জীব বায়বীয় দেহে সত্যই প্রবিষ্ট
হয়, ইহা তোমাকে বলিয়াছি, এক্ষণে বিলম্ব
হে সেই ধারণ করে, তাহা বলিতেছি । বায়-
বীয় বেহুস্তরানের পর কিকিৎ বিলম্বে সে
পিণ্ডজ দেহ প্রাপ্ত হয় । তারপর সে যম-
লোকে গমন করে । সেখানে চিরন্তনের
আজ্ঞানুসারে সে কর্ণাকরূপ নরকাদি ভোগ
করে । তারপর যে পশুপক্যানি বোনিতে
জরলাভ করে, সেই সকল বোধমমতার
আশ্রয় । মানব শুভ কিংবা অশুভ বাহাই
কর্ণকল থাকুক, সমস্ত ভোগান্তে যখন কিছু-
মাত্র কর্ণ না থাকে, তখন শূক হইয়া গুরু
কহিলেন,—হে দয়াময় ! কোন্ উপায়ে মানব
পাতকসাগর হইতে পার হইয়া আপনার চরণা-
শ্রয় প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা আমাকে উপ-
দেশ করুন । হে ব্রহ্মপতে ! মানব বাহাতে
জন্মানুসারে হুঃখে পতিত না হয়, আমি আপনার
সেবক ; আমাকে তাহা উপদেশ করুন ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

যে যে কর্ণপ্যভিরতঃ সঃসিকিঃ সততে মরঃ ।
স্বকর্মনিরতঃ সিকিঃ যথা বিলম্বতি তদ্বপু ১০২
কর্ষনিকিঞ্চকানুযো বাসুদেবচিহ্নয়া ।
বুদ্ধা বিত্তভরা বুদ্ধো বৃত্তাস্থানঃ নিরম্য চ ১০৩
শব্দাদীন বিষয়াস্ত্যক্তা রাগ-যেতৌ ব্রুদন্ত চ ।
বিবিক্তসেবী লঘুশ্চ যত্নদাক্ষায়মানসঃ ১০৪
যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ
অহঙ্কারঃ বলং দর্পং কামঃ ক্রোধঃ পরিগ্রহম্ ।
বিমূঢ়া নির্দমঃ শান্তো ব্রহ্মকৃত্যয় কল্পতে ।
অন্তঃ পরঃ নৃণাং কৃত্যং নাস্তি কল্পনমদন ১০৫
ইতি শ্রীগুরুভে মহাপুরাণে উক্তং ধ্যেও শ্রীকৃষ্ণ-
গুরুভসংবাদে আতিবাহিকবিবরণঃ নাম
একাদশোঃধ্যায়ঃ ১১ ।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে গুরু ! নরগণ স্ব স্ব
কর্মে রত হইলেই সিকি লাভ করিতে পারে ।
স্বকর্মনিরত হইলে যে কি প্রকারে সিকি লাভ
করে, তাহা অবগত কর । “সুখহুঃখে সমস্তই
কর্ষকণ” এই জানে সমস্তই কালুয্য বিব্রিত
করিয়া বাসুদেবচিহ্না দ্বারা বুদ্ধির বিত্তভর
সাধন করত বৃত্তি দ্বারা আত্মসংযমপূর্বক
শব্দাদি বিষয় এবং রাগদেবাদি পরিহার
করিয়া নির্জ্ঞান স্থান আশ্রয় করিবে । সেখানে
ধাকিরা বৈরাগ্যযুক্তচিত্তে সহিত লঘু আহার
করত কাহ্ননোবাক্য সংযমন করিয়া ধ্যান-
যোগে তৎপর হইবে । অহঙ্কার, বল, দর্প,
কাম, ক্রোধ, বিষয়পরিগ্রহ বজ্রনপূর্বক নির্দম
ও শান্তচিত্ত হইবে । এইরূপ অচর্য্য গণ দ্বারা
নরগণ মুক্তিলাভ করিতে পারে । হে গুরু !
মানবগণের ইহা অপেক্ষা উত্তম আর কোন
ক্রিয়া নাই । ৮২—১০৬ ।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১১ ।

বাদশোইখ যিঃ ।

গরুড় উবাচ ।

তব প্রশানাদৈকুষ্ঠ ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ।
 যদ্য বিলোকিতং সর্বং জগৎ স্বাবরজসমম্ ॥ ১
 ত্রৈলোক্যং সত্যপদাঙ্কং পূরং যামাং বিনা বিভো
 ত্রৈলোক্যঃ সর্বজজ্ঞানাং প্রচুরঃ সর্বজজ্ঞষু ॥ ২
 যামুখ্যঃ সর্বজজ্ঞানাং তুষ্টিযুক্ত্যলয়ং শুভম্ ।
 সন্তঃ সৃষ্টিভিনো লোকে প্রভবান্তি জনা যদি ॥ ৩
 গাথন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
 ধৃতান্ত যে ভারতভূমিতাগে ।
 অর্গাণবর্গন্ত চ হেতুভূতে
 ভবন্তি ভূঃ পুরুষাঃ সুরযাং ॥ ৪
 যামুখ্যঃ লভেৎ কামান্ তুমাপ্নোতি তৎ কথম্
 মিয়তে কঃ সুরশ্রেষ্ঠ দেহমাম্বিত্য কুর্যিৎ ॥ ৫
 ইন্দ্রিয়ানি কুতো যান্তি হৃদ্যুগ্ধঃ স কথং ভবেৎ ।

বাদশ অখ্যায়ি ।

গরুড় কহিলেন,—হে বৈকুণ্ঠনাথ ! আমি
 আপনার প্রশানে উত্তম, মধ্যম এবং অধম
 সচরাচর ত্রিভুবন অবলোকন করিয়াছি ।
 ত্রৈলোক্য, সুব্রহ্মলোক, স্বর্গলোক, মন্বলোক, জন-
 লোক, তপোলোক ও সত্যলোক এই সন্ত-
 লোকই ভ্রমণ করিয়াছি, কেবল যমলোক বর্ণন
 করি নাই । ত্রৈলোক্য সর্ববিধ লোকের শ্রেষ্ঠ ও
 সর্বপ্রকার জন্তুগণে পরিপূর্ণ । যমলোকে
 নরগণ সাধু সৃষ্টিসম্পন্ন হইলে ভোগ-মোক-
 শাদি শুভকর নিকেতন হয় । দেবগণও এই
 গাথা গান করেন যে, যাহারা ভারতভূত্যাগে
 জন্মলাভ করিয়াছে, তাহারা ধর্ম, যেহেতু
 নরগণ ভারতে জন্মলাভ করিয়া অর্গ ও অপবর্গ
 উভয় ফললাভে সমর্থ হয় । হে দেববর !
 জীবগণ কিহেতু যমলোকে জন্মলাভ করে, কেনই বা
 মৃত্যুর অধীন হয় এবং কাহারই বা মৃত্যু হয়,
 আর কেই বা কোন দেহধারণ করিয়া মৃত্যুকে
 ভঞ্জন করে, তাহাদের ইন্দ্রিয় সকল কোথায়
 যায়, কেনই বা মৃতদেহে অম্পৃক্ত হয়, জীবগণ

ক কৰ্ম্মানি রতানীঃ কথং ভূতৈক প্রসপতি ॥ ৬
 প্রশান্তঃ কুরু মে মোক্ষং হেতুমহন্তশেষতঃ ।
 কাশ্চপোহং সুরশ্রেষ্ঠ বিনতাগর্তসমুদয়ঃ ॥ ৭
 যমলোকং কথং যান্তি বিষ্ণুলোকক মানবাঃ ॥ ৮
 শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

পরন্ত যোষিতং কুহা ব্রহ্মসমপদ্যতা চ ।
 অরণ্যে নিবর্তনে দেশে জায়েতে ব্রহ্মরাক্ষসঃ ॥ ৯
 হীনজাতিঃ প্রজায়েত রতানামপহারকঃ ।
 যো যঃ কাম্যতিপতেৎ স তন্নিজোহতিজায়তে ॥
 নৈনং ছিন্ত্যন্ত শতানি নৈনং নহতি পাবকঃ ।
 ন চৈনং ক্রোধমুখ্যাপো ন শোষয়তি মাকরঃ ॥ ১১
 বাক চক্ষুর্দানিকা কপৌ গুণঃ সূত্রস্ত স্করঃ ।
 অণ্ডজানিকজজ্ঞানাং ছিডাপোতানি সর্বণঃ ॥ ১২
 নাভেহুর্কনি পদ্যন্তযুর্কচ্ছদ্রানি চাষ্ট বৈ ।
 সন্তঃ সৃষ্টিভিনো মর্ত্যা উর্কচ্ছিন্নেণ যান্তি বৈ ।

নিজকৃত কর্ম্মভোগ করিবার জন্ত, কি নিবর্তিত,
 কি প্রকারে কুহলে আগমন করে । আমি
 বিনতার গর্তসমুদয় কশ্যপের তনয়, আপনার
 বাহন ; আমার প্রতি প্রশ্নর হইয়া আমার
 অজ্ঞান নাশ করুন । মানবগণ কি হেতু
 যমলোকে এবং কি হেতুই বা বিষ্ণুলোকে গমন
 করিয়া থাকে ? ভগবন্ ! আপনি প্রশ্নর
 হইয়া তাহা কীৰ্ত্তন করুন । ১—৮ । শ্রীকৃষ্ণ
 বাণিলেন,—হে বিনতানন্দন ! আমি তোমার
 প্রতি প্রশ্নর হইয়া সমস্তই কীৰ্ত্তন করিতেছি,
 শ্রবণ কর । যাহারা পরনারী ও ব্রহ্মস্ব ভরণ
 করে, সেই নরগণ নিবর্তন অরণ্যপ্রদেশে ব্রহ্ম-
 রাক্ষস হইয়া জন্মে । রতাপহারক নরগণ
 হীনজাতিতে জন্মগ্রহণ করে । যে যে কামনা
 ধ্যান করে, সে তন্নিজ হইয়া উৎপন্ন হয় ।
 অস্ত্রশূল এই আত্মাকে ছেদন করে না, অগ্নি
 ইহাকে দাহন করে না, জল ইহাকে ক্রিয় করে
 না, মাকর ইহাকে শোষণ করে না । সমস্ত
 অণ্ডজানি জীব-শরীরে বাক, চক্ষুর্দানিক-
 ষয়, স্করণকুল ও মূত্রপূরীষের দ্বারদ্বয় এই সমস্ত
 ছিড বিদ্যমান আছে । নাভির উর্কে যতক
 পর্যন্ত অষ্ট ছিড আছে । সৃষ্টি সজ্জনগণের

অধঃস্থিতঃ যে যান্তি তে যান্তি বিকৃতি নরাঃ
মৃত্যুঃ বার্ষিকং যাবদুৎকৃষ্টবিধিনা খণ্ড ।
কুৰ্ণাৎ সৰ্গাণি কৰ্ম্মাণি নির্ভনোহপি হি মানবঃ ।
দেহে যত্র বসেন্জন্তুস্তত্র ভুঙ্ক্রে শুভাশুভম্ ।
মনোবাক্কাযজান্ দোষান্তথা ভুঙ্ক্রে-

খণ্ডেশ্বর । ১৫

মৃতঃ স পুৰুষাপ্রোতি যাতাপাঠৈর্ন বধ্যতে ।
পাশবদ্ধো নরো যত্র বিকৰ্ম্মনিরতো ভবেৎ ॥১৬
ইতি জীগাক্ষে মহাপুৰাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ-
গুরুভ-সংবাদে কৰ্ম্মবিপাকতথ্যনং নাম
দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

এবং তে কথিতং তাক' জীবিতস্ত বিনির্ভঃ ।
মাতৃবাণাং হিতার্থাং প্রেতধ্বিনিবৃত্তয়ে ॥ ১
চতুরশীতিলাকাণি চতুর্ভেদস্ত জন্তবঃ ।

জীবাত্মা ঐ উর্ধ্ব হিহুবায়া প্রয়াণ করিয়া
থাকে । যাহারা অধঃস্থিত গমন করে, তাহারা
সঙ্গাতিলাভে সমর্থ হয় না । মৃত্যু হইতে
একবর্ষ পর্যন্ত যথাবিধি নির্ধন মানবগণও
প্রেতের কার্য্য সমস্ত সম্পাদন করিবে । জন্তু-
গণ যে দেহে বাস করে, তাহাতেই বায়ন-
কাযজ শুভাশুভ কৰ্ম্মকল সকল সেই সেই
স্থানে নিম্নতই ভোগ করিয়া থাকে । যাতা-
পাশে বদ্ধ না হইলেই মৃতজীব সুখলাভে
সমর্থ হয় । পাশবদ্ধ নরগণের মন সংসারে
মিদ্ধিত কর্ত্তে ভ্রমণ করিতে থাকে । ১১—১৬ ।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১২ ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

শ্রীকৃষ্ণ-বলিলেন,—হে গুরু ! আমি
তোমার নিকট মানবগণের হিতের নিমিত্ত
এবং প্রেতধ্বিনিবৃত্তির জন্ত জীবগণের কার্য্য

অণ্ডজাঃ শ্বেদজাশ্চৈব উদ্ভিজ্জাশ্চ জরাযুজাঃ ॥২
একবিংশতিলাকাণি অণ্ডজাঃ পারিকীৰ্ত্তিতাঃ ।
শ্বেদজাশ্চ তথ্যঃ প্রোক্তা উদ্ভিজ্জাশ্চ ক্রমেণ তু ॥
জরাযুজাশ্চথা প্রোক্তা মনুষ্যাণ্যাস্তথা পরে ।
সর্গেষামেব জন্তুনাং মাতৃবহুং হি ত্বর্ণতম্ ॥ ৪
পকেশ্রিয়নিধানহং মহাপুটৈরবাপ্যতে ।
ব্রাহ্মণঃ কত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রস্তৎপরজাঃ ॥ ৫
রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বক্রভ্ৰুঃ এব চ ।
কৈবর্ত্তমেন্ভিমানশ্চ সৈশ্বেভে হস্তাজাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৬
শ্রেচ্ছত্ববিভেদেন জাতিভেদস্যনেকশঃ ।
জন্তুনাং মেব সর্গেষাং জাতিভেদাঃ সহস্রশঃ ।
একপাদানিকপেণ দেশভেদস্যনেকশঃ ॥ ৭
কুকসারো যুগো যত্র ধর্ম্মাদেশঃ স উচ্যতে ।
ব্রহ্মাদ্যা দেবতাঃ সর্গান্তত্র তিষ্ঠন্তি সর্গশঃ ॥ ৮
ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং মতিজীবিনঃ

কীৰ্ত্তন করিলাম । জন্তুগণ অণ্ডজ, শ্বেদজ,
উদ্ভিজ্জ ও জরাযুজ এই চারি প্রকারে বিভক্ত
হইয়া চতুরশীতিলাক যোনিতে ভ্রমণ করিয়া
থাকে । অণ্ডজ, শ্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, জরাযুজ
ইহারা প্রত্যেক যোনিতে একবিংশতি লক্ষবার
জন্মগ্রহণ করে । মাতৃবাণি জন্তুগণই জরাযুজ ।
সকল প্রকার জন্মের মধ্যে মনুষ্যজন্মই ত্বর্ণতম ।
জীবগণ বহুতর পুণ্যে পকেশ্রিয়নিধান মনু-
ষ্য লাভ করিতে সমর্থ হয় । মনুষ্যের মধ্যে
ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি প্রকার
জাতি আছে, তাঁহির অন্ত্যজাতিও অনেক
দেখা যায় । রজক, চৰ্ম্মকার, নট, হস্তধর,
কৈবর্ত্ত, মেন ও ভিন্ন এই সপ্তপ্রকার মনুষ্য
অন্ত্যজমধ্যে পরিগণিত । শ্রেচ্ছত্ব প্রভেদে
ত্রয়োদশ প্রকার জাতি আছে । বস্তুত
ইহলোকে জন্তুগণের সহস্র সহস্র প্রভেদ দৃষ্ট
হয় । একপাদানিতেই অনেকানেক দেশ
আছে । যেদেশে কুকসারযুগ স্বভাবতই জন্ম-
গ্রহণ করে, তাহাই ধর্ম্মাদেশের প্রশস্ত স্থান ।
ব্রহ্মাদিদেবগণ এই সকল দেশেই সৰ্ব্বদা
অবস্থান করেন । ভূতগণের মধ্যে প্রাণিগণ,

যতিমংসু নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নরেষু ভ্রাতৃণাঃ সূতাঃ ।
 মহাবাঃ যঃ সমাসাধা স্বর্গমোক্ষকসাধকম্ ।
 তয়োর্ন সাধয়েদেকং তেনাপি বহিষ্ঠো ক্রবন্ ॥
 ইচ্ছতি শতী সহস্রং সাহস্রী লক্ষমীহন্তে কর্তুন্
 লক্ষাধিশতী রাজ্যং রাজাপি সকলাঃ ধরাঃ

লক্ষম্ ॥ ১১

চক্রধরোহপি পুরহঃ পুরতাবে সকলপুরপতি-
 ভবিতুম্ ।

পুরপতিবর্জগতিহঃ তথাপি ন নিবর্ততে তুকা ।
 পিতৃ-মাতৃময়ো বালো যৌবনে দ্বিতীয়ায়ঃ ।
 পুত্রপৌত্রময়ো ক্রমে মূঢ়ো না ক্রময়ঃ কচিৎ ॥ ১৩
 লোহনাক্রমঠৈঃ পাঠৈঃ পুমান্ বহুত্বা বিমুচ্যতে ।
 পুত্রপারমঠৈঃ পাঠৈর্নৈব বহুত্বা বিমুচ্যতে ॥ ১৪
 একঃ কবোতি পাপানি কশং ভুঙ্কত মহাজনঃ
 ভোক্তারো বিপ্রমুচ্যন্তে কর্তা কোষেণ লিপ্যতে

প্রাণিগণের মধ্যে বুদ্ধিজীবীগণ, বুদ্ধিমানগণের মধ্যে নরগণ, নরগণের মধ্যেও ভ্রাতৃগণ শ্রেষ্ঠ । ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিদগণ, বিদগণের মধ্যে কৃতবুদ্ধি ব্যক্তিগণ, কৃতবুদ্ধিগণের মধ্যে ক্রিয়ান্বিতগণ, ক্রিয়ান্বিতগণের মধ্যেও ভ্রাতৃ-বাদিগণ শ্রেষ্ঠ জানিবে । স্বর্গমোক্ষপ্রদ নরহ লাভ করিয়া যে ব্যক্তি উভয়ের মধ্যে একটিকেও সাধন না করে, সে নিশ্চয়ই আত্মকে বঞ্চিত করে সন্দেহ নাই । ১—১০ । শতপুর্বর্ণশালী ব্যক্তি সহস্র পুর্বর্ণ, সহস্রী লক্ষপুর্বর্ণ, লক্ষাধি-পতি রাজ্য, রাজ্য সাম্রাজ্য, সম্রাট দেবদ, দেবতা সকল-পুরপতিহ, পুরপতিও আবার উর্জগতির লাভের অভিলাষ করেন ; তুকা কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না । জন্মগণ বাল্যকালে পিতৃমাতৃময় (সম্পূর্ণরূপে পিতামাতার অধীন) থাকে, এইরূপে যৌবনে প্রিয়াতে এক বর্জিকো পুত্র-পৌত্রে অধরক্ত হয়, তবে যুগল কখন আত্মর হইবে ? লোহনাক্রমঠ-পাশবত পুরুষ বিমুক্ত হইতে পারে, কিন্তু পুত্রপারমঠ পাশবত পুরুষ কদাপি মুক্ত হইতে পারে না । এক ব্যক্তি নরহ পুণ্যপায় পাপ করে, কিন্তু যে কলের প্রত্যাশায় পাপ করে, সে কল-

মৃত্যু ন ভয়তে কোহপি বালো বৃদ্ধো যুবাণি ব
 শুবহুঃখাধিকৈঃ বাপি পুনরাশ্রতি যান্তি চ ।
 সর্কেয়াঃ পশ্চতামেব মৃতঃ সর্কঃ পরিত্যজেৎ ॥ ১৬
 একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে ।
 একোহপি ভুতং ভুতমুতমেক এব চ হৃদতম্ ॥
 মৃতঃ শরীরমুৎসজ্জা কাষ্ঠলোষ্ট্রমঃ কিত্তো ।
 বাহবা বিমুখা যান্তি বর্ষন্তমমুগচ্ছতি ॥ ১৮
 গৃহেবর্ষা নিবর্ততে শ্মশানান্নিত্রবাহবাঃ ।
 শরীরং বহিনা দদ্যৎ পুণ্যং পাপং সহ স্মিতম্ ॥ ১৯
 যদনন্তমিতে সূর্যো ন দন্তঃ ধনমর্ষিনাম্ ।
 ন জানে তন্ত ভবিতঃ প্রাতঃ কন্ত ভবিষ্যতি ।
 রাত্রীতি ধনঃ তন্ত কো যে ভর্তা ভবিষ্যতি ।
 ন দন্তঃ বিজব্রাহ্মণাঃ পরোপকৃতয়ে তথা ॥ ২১
 ঐশ্বর্যন্ত পরিজ্ঞায় ধর্ম্মার্থে দীয়তে ধনম্ ॥ ২২
 ধনেন জ্ঞাত্তে ধর্ম্মঃ প্রজাপুতেন চেতসা ।

ভোগ করে অনেক ব্যক্তি ; সেই সকল ব্যক্তি-ইতন্তঃ বিমুক্ত হয়, কিন্তু যে সেই পাপের কর্তা, সে দোষে লিপ্ত হয় । কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ মৃত্যুকে কেহই ভয় করিতে পারে না, তাহার পুনঃপুনঃ গমনাগমন করিয়া থাকে । একটা জন্তু জন্মগ্রহণ করে, অল্প একটি মৃত্যুপ্রাণে পতিত হয়, একটি পুরুষ ও অপরটি হৃদয়ভোগ করিয়া থাকে । বাহবগণ কাষ্ঠলোষ্ট্রম মৃত শরীরকে পরিত্যাগ পূর্বক পরাশ্রয় হইয়া গমন করে ; কেবল ধর্ম্মই তাহার অধঃগমন করেন । যহুবোর জীবাত্মা যখন দেহপরিহার করে, তখন তাহার বনের নিবৃতি এবং মিত্র বাহবগণের শ্মশানে নিবৃতি হয় । সূর্য যখন অন্তর্মিত হন নাই, তখন যে ঘাটকে ধনদান করে নাই, তাহার সেই ধন পুনঃপুনঃ কহিতে থাকে যে, প্রাতঃ-কালে কে আমার স্বামী হইবে, তাহা জানি না । ১১—২০ । আমি পূর্বজন্মকৃত পুণ্যবলে অন্ন বা বহু যে কিছু ধনলাভ করিয়াছি, তাহা বিজগৎকে দান করি নাই, কিংবা পরের উপকারের জন্ত দান করি নাই, এইরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া সুযোগে সেই উপার্জিত ধন

অন্ধাবিরাজিতো ধর্মো নেহাশ্রু চ তৎকলম্ ॥২৩॥
 ধর্মাক্ত জায়তে ধর্মো ধর্মো কামোহপি জায়তে
 ধর্ম এবাণবর্গায় তস্যাস্তমঃ সমাচরেৎ ॥ ২৪ ॥
 অন্ধা সাধ্যতে ধর্মো বহুতিনাংরাশিভিঃ ।
 অকিঞ্চনং হি মুনয়ঃ অন্ধাবস্তো দিৎ গতাঃ ॥ ২৫ ॥
 অন্ধায়া হতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতকং যৎ ।
 অসদিত্যচ্যতে পকিন প্রেত্য চেহ ন তৎকলম্
 ইতি শ্রীগুরুভ্যে মতাপুরাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ-
 গুরুসংবাদে মনুষ্যদ্বৈপায়নস্য নাম
 অয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

গুরু উবাচ ।

কর্মণা কেন দেবেশ প্রেতমঃ নৈব জায়তে ।
 পৃথিব্যাং সর্গজন্তুনাং তদুক্রহি পরমেশ্বর ॥ ১ ॥

ধর্মার্থে বিসর্জন করিবেন । অন্ধাবৃত্ত মানসে
 ধনদান করিলে ধর্ম অবিচলিত থাকে ।
 অন্ধাত্মন ধর্ম ইহলোকে বৃদ্ধি পাইতে সমর্থ
 হয় না, যেহেতু ধর্ম হইতে অর্থ ও অর্থ হইতে
 কামলাভ হয় ; ধর্মই অপবর্গের কারণ, অতএব
 নিরন্তর ধর্মচরণ করিবে । বহুতর অর্থরাশি
 দ্বারাও ধর্ম হইতে পারে না । কেবল এক-
 মাত্র অন্ধা দ্বারাই ধর্ম অবিচলিত থাকে ।
 দেখ অন্ধাবান্ অকিঞ্চন মুনিগণ স্বর্গগামী
 হইয়া থাকেন । অন্ধার যে আরাতি প্রদান
 করা যায়, যে দান করা যায়, বা তপস্তা করা
 যায়, সে সমস্তই অসৎ জানিবে । হে পকি-
 রাজ ! ইহলোকে ও পরলোকে তাহার ফল-
 লাভ হয় না । ২১—২৬ ।

অয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩ ।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

গুরু বলিলেন,—হে শ্রুৎশ্রবণ ! অবনী-
 লে কোন কর্মদ্বারা সর্গবিধ জন্তুগণের

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

অথ বক্ষ্যামি সংক্ষেপাৎ করাণাদোষভেদিকম্ ।
 শ্রুতেনৈব কর্তব্যং যোক্ষ্যতাম্যন্ত মানবৈঃ ॥২॥
 শ্রীণামপি বিশেষেণ পঞ্চবর্ষাবধি পিতৃণাং ।
 ব্রহ্মোৎসর্গাদিকং কর্তব্যং প্রেতহবিনিবৃত্তয়ে ।
 ব্রহ্মোৎসর্গাদৃশ্যে নাস্তৎ কিঞ্চিদপিতৃ মনোভলে ॥৩॥
 জীবন্ বাপি মৃতো বাপি ব্রহ্মোৎসর্গ-
 করোতি হ ।
 প্রেতমঃ ন ভবেৎ তন্ত বিনা দান-মথ-অতৈঃ ।
 গুরু উবাচ ।
 কস্মিন কালে ব্রহ্মোৎসর্গ জীবন্ বাপি
 মৃতোহপি বা ।
 কুধ্যাৎ শ্রুতবরশ্রেষ্ঠ ক্রহি যে মনুষ্যদন ॥ ৪ ॥
 কিং কলন্ত ভবেন্দ্রে কুতৈঃ ক্রটিভ্য-
 যোক্তৈঃ ॥ ৫ ॥
 শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।
 ন কুত্যা তু ব্রহ্মোৎসর্গ কুরুতে পিতৃপাতনম্ ।

প্রেতমঃ হয় না, তাহা কীর্জন করুন । শ্রীকৃষ্ণ
 কহিলেন,—আমি তোমার নিকট ঐহিক
 ক্রিয়া সংক্ষেপে কীর্জন করিতেছি, শ্রবণ কর ।
 প্রেতমঃপরিহারকামী মনুষ্য শ্রুত ক্রিয়া
 নির্বাহ করিবে । শ্রীগণের ও পঞ্চবর্ষাবধি
 বয়স্ক বালকের প্রেতহবুজির নিমিত্ত ব্রহ্মোৎ-
 সর্গাদি ক্রিয়া বিশেষরূপে করিবে । ব্রহ্মোৎসর্গ
 ব্যতিরেকে অবনীস্থলে এমন কোন উৎকৃষ্ট
 ক্রিয়া নাই, যাহা দ্বারা প্রেতমঃ পরিহার হইতে
 পারে । বাচিয়া থাকিয়া যে ব্রহ্মোৎসর্গ করে,
 অথবা মৃত হইলে দ্বিতীয় উদ্দেশে ব্রহ্মোৎসর্গ-
 কৃত হয়, দান দ্বাদি না করিলেও তাহাদের
 প্রেতমঃ পরিহার হয় । গুরু বলিলেন,—হে
 শ্রুতবর মনুষ্যদন । জীবিত মানব দ্বীয় প্রেতমঃ-
 নিবৃত্তির নিমিত্ত কোন সময়ে এবং মৃত মান-
 বের প্রেতমঃ পরিহারার্থে কোন কালে ব্রহ্মোৎ-
 সর্গ করিবে, আর যোক্তব্য ক্রিয়া করিলে
 জীবগণ কি কললাত বরে, আমাকে তাহা
 বলুন । শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—ব্রহ্মোৎসর্গ না

নোপতিষ্ঠতি তজ্জৈব দাতুঃ প্রেতস্ত নিফলম্ ৷
একাদশাহে প্রেতস্ত যন্ত নোৎস্রজ্যতে দ্বয়ঃ ।
প্রেতস্য সুখিমাং তন্ত দৈত্যৈঃ স্রাক্ষশ্চৈতরপি ৷৮
গরুড় উবাচ ।

সর্গাকি প্রাপ্তকৃতানামরিদাহানি ন ক্রিয়া ।
জলেন শৃঙ্গণা বাপি শব্দাটোদ্যমিত্তে যদি ৷৯
অসমুদ্র্যবৃত্তানক কথং তর্কিতবেৎ প্রভো ।
এতন্মৈ সংশয়ঃ দেব ছেদুমহীশশেষতঃ ৷ ১০
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

যদ্যটসর্গাঙ্গণঃ তদ্বোদ্যুগে সার্কে তু বাহুজঃ ।
সার্ভমাসেন বৈভক্ত্য পুজ্যো মাসেন শুধ্যতি ৷ ১১
দহা দানাত্তপশোপি শ্রুতীর্থে স্মিত্তে যদি ।
অশ্চাচারী তর্কিত্বা ন স বাতীহ চর্গতিম্ ৷ ১২
বুযোৎসর্গানিকং কৃষা যতিবর্গং সমাচরেৎ ।
যতিষে দৃত্যমাপ্রোতি স গজেন্দ্রক পাশতম্ ।
বিকর্ণ কৃষ্ণতে যন্ত শিষ্টাচারবিবর্জিতঃ ।
বুযোৎসর্গানিকং কৃষা ন গজেন্দ্রবশশাসনম্ ৷ ১৪

করিয়া প্রেতের উদ্দেশে পিতৃদান করিলে
তাহাতে কোন ফল হয় না ; প্রদত্ত পিতৃও
প্রেতের পক্ষে নিফল হয় । মরণের পর
একাদশাহে তাহার বুযোৎসর্গ না হয়, শত শত
শ্রাক্ষ করিলেও তাহার প্রেতস্থ সুখির থাকে ।
গরুড় কহিলেন,—হে প্রভো ! সর্গ, জল,
অগ্নি, শৃঙ্গী প্রাণী দ্বারা কিংবা শব্দাঘাতাদি
জন্ত তাহার প্রাপ্ত্যাগ করে, তাহাদের অরি-
দাহাদি কাণ্ড না হয়, সেই সকল ব্যক্তির
বিক্রমে নিষ্ঠুর হয়, আমার এই সংশয় ছেদন
করুন । ১—১০ । শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—ঐরূপ
অপমুখ্য ঘটিলে ব্রাহ্মণ ছয় মাসে, কত্রির
আকাই মাসে, বৈভক্ত দেড় মাসে এবং শূদ্র এক
মাসে তর্ক লাভ করে । যদি কেহ অশ্চাচারী
তর্কিত্বা শ্রুতীর্থে শক্ত্যরূপ নানাবিধ দান
করে, সে মরণান্তে চর্গতি প্রাপ্ত হয় না ।
বুযোৎসর্গাদি কাণ্ড সমাধানান্তে যতিবর্গ
আচরণ করিবে । যতিদ্বাবস্থায় দৃত্যগ্রস্ত
হইলে সে অশেষ লীন হয় । বিকৃত কৰ্ম্মাঙ্গণ-
শীল শিষ্টাচারবিবর্জিত ব্যক্তিরও যদি

পুজ্যো বা সোদরো বাপি পৌজ্যো বহুজনস্তথা ।
গোজিগচ্চার্থভাগী চ মৃত্যে কুর্যাদবুযোৎসবম্ ৷
পুজ্যভাবে তু পত্নী স্রাক্ষোহিহো হুত্বিতাপি বা
পুজ্যেবু বিদ্যমানেষু নাস্তেন কারয়েদ্ বৃহন ৷ ১৬
গরুড় উবাচ ।

পুজ্য যন্ত ন বিদ্যতে নহা নাবাঃ পুরেশ্বর ।
এতন্মৈ সংশয়ঃ দেব ছেদুমহীশশেষতঃ ৷ ১৭
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

অপুজ্যস্ত গতির্নাস্তি স্বর্গে যগ কথঞ্চন ।
তস্মাৎ কেনাপূাপায়েন পুজ্যস্ত জননং চরেৎ ৷
যানি কানি চ দানানি স্বয়ং দস্তানি মানবৈঃ ।
তানি তানি চ সন্ধ্যাপি তুপ তিষ্ঠন্তি চাত্ততঃ ৷ ১৯
ব্যজনানি বিচিহ্নানি ভক্ষ্যভোজ্যানি যানি চ ।
বহুভেন প্রদত্তানি দেহান্তে চাক্ষয়ং কলম্ ৷ ২০
গো-কৃ-হিরণ্য-বাসাংসি ভোজনানি পদানি চ
বদ্র বদ্র বসেন্দ্র লঙ্ঘ্যস্ত ততোপতিষ্ঠতি ৷ ২১

বুযোৎসর্গাদি অমুষ্ঠিত হয়, তবে সে যমলোকে
চর্গতি পায় না । পুজ, সোদর, পৌজ কিংবা
যে কোন জাতিবদ্ধ মৃত ব্যক্তির বুযোৎসর্গ
অবশ্য করিবে । পুজ্যভাবে কতা, অথবা
কৌহিজ বা কৌহিজীও করিতে পারে ; কিন্তু
পুজাদি মুখ্যধিকারী থাকিতে ফল গোপাধি-
কারী করিবে না । গরুড় কহিলেন,—হে
পুরেশ্বর ! তাহার পুজ বর্তমান নাই, সেই নর-
নারীক কিঞ্চপ কাণ্ড কর্তব্য ; আমার এই
সংশয় নিরূপ করুন । শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—
অপুজ্যস্ত গতি নাই, তাহার স্বর্গ হয় না ;
অতএব যে কোন উপায়ে পুজ্যোৎপাদন
করিবে । মানবগণ স্বয়ং অথবা প্রেতের
উদ্দেশে যে কোন দানদ্রব্য প্রদান করিয়াছে,
তৎসমস্তই মৃতের অগ্রে উপনীত হয় । নানা-
বিধ ব্যজন, ভক্ষা, ভোজ্য যাহা কিছু বহুভে-
দে দান করিয়াছে, মরণান্তে তাহার অক্ষয়কল
ভোগ করিতে পারে । গো, কৃষি, হিরণ্য, বদ্র,
ভোজন ও আসন এই সকল দান করিলে
লঙ্ঘন যে যে স্থানে বাস করে, সেট
সেই স্থানে তৎকল বহু উপস্থিত হয় । যে

যাবৎ শরীরং হি তাবৎকর্ম সমাচরেৎ ।
অন্যহো নষ্টবিজ্ঞানো ন কিকিং কর্তুমর্হতি ॥২২॥
জীবতোহপি মৃতস্তেহ ন তুতকৌর্জদেহিকম্ ।
বায়ুভূতঃ সূৰ্য্যবিষ্টো ভ্রমতে চ দিবানিশম্ ॥ ২৩॥
ক্রিমি-কীট-পতঙ্গো বা জায়তে ম্রিয়তে পুনঃ ।
অসঙ্গতঃ ভবেৎ সোহপি জাতঃ সদ্যো

বিনশতি ॥ ২৪

যাবৎ শরীরমিহ শরীরমকরং
যাবচ্ছর্য্য দূরতো-
যাবচ্ছর্য্যশক্তিপ্রতিহতা
যাবৎ কথো নাস্থতঃ ।
আশ্রয়েহসি তাবদেব বিদুষ্য
কাৰ্য্যঃ প্রযত্নো মহান
সন্দীপ্তে ভবনে তু কুপধননং
প্রত্যাশামঃ কৌতুহলঃ ॥ ২৫

ইতি জীগাক্ষে মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে জীক-
গক্ষ-সংবাদে পুণ্ড্রপ্রয়োজনীয়তা কথনং
নাম চতুর্দশোধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পর্যন্ত শরীরের স্বাস্থ্য বর্তমান থাকে, তাবৎ
কর্মসম্পাদন করিবে, শরীর অসুস্থ হইলে নষ্টজ্ঞান
হইতে হয়; তখন অস্তকর্তৃক প্রেরিত হইয়া
কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না। যাবৎ
মৃত-জীবের ইহলোকে ঔর্জদেহিক কার্য্য হয়
না, তাবৎ সেও সূর্য্যবিষ্ট হইয়া দিবানিশি
বায়ুরূপে ভ্রমণ করিতে থাকে। মৃতের ঔর্জ-
দেহিক ক্রিয়া না হইলে সেই জীব কখন ক্রিমি,
কখন কীট, কখন বা পতঙ্গ হইয়া উৎপন্ন হয়;
অন্যকালেই মৃত্যু লাভ করে; কখন বা অসং-
গর্ভে বাস করিয়া জন্মগ্রহণে বিনাশ পায়।
যাবৎ এই শরীর সুস্থ ও নীরোগ থাকে,—
যাবৎ জরা দূরে অবস্থান করে, যাবৎ ইন্দ্রিয়-
গণের শক্তি অপ্রতিহত থাকে, যাবৎ আয়ুস্ব-
কর না হয়, সুযোগ তাবৎকালই আত্ম-
কল্যাণের নিমিত্ত মহা প্রযত্ন করিবেন। প্রদীপ্ত

পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ।

গরুড় উবাচ ।

আর্জুন মিত্রমাণেন যৎ কলং দেব তথা ।
বহাবহেন দত্তেন বিধিহীনেন বা বিতো ॥ ১॥
জীক্ণু উবাচ ।

এক গোঃ স্বহৃদিভুক্ত হাতুরক্ত চ গোশতম্ ।
সহস্রঃ মিত্রমাণস্ত তস্ত দত্তবিবর্জিতম্ ॥ ২॥
মৃতৈস্তে পুনর্লব্ধাঃ বিবিপ্লবক তৎসমম্ ।
তীর্থপাত্রসমাহোগাদেকা গোদীপপুণ্যদা ॥ ৩॥
পাণ্ডে দত্তে খগদেহে অহংহনি বর্জতে ।
দত্তে দানমপাশায় জ্ঞানিনা চ প্রতিগ্রহঃ ॥ ৪॥
বিষ-শীতাপহো মদ্র-বহৌ কিং দোষভাজনম্ ॥

ভবন মধ্যে কখনও কেহ কি কুপধননের উদ্যম
করে ? ১১—২৫ ।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়ঃ ।

গরুড় কহিলেন,—হে দেব! দীপ্ত
ব্যক্তি মৃত্যুকালে বহুতে আকর্ষণ করিলে
তাহার কি কল, পরন্তু করিলেই বা কল
কিরূপ, অজ্ঞানীর দানে কি কলভেদ হয় এই
বিধিহীন দানেই বা কিরূপ কল হয়, এই সমস্ত
কৌতুহল করুন। জীক্ণু বলিলেন, স্বহৃদিভুক্ত
ব্যক্তির এক গোদান, অন্যের শত ও
অজ্ঞানীর সহস্র গোদানের এক মৃতের লব-
গোদানের সমান। বিধিহীন দানও এইরূপ
কিকিং কলপ্রদ। তীর্থে ও সংপাতে এক
গোদান করিলে লক্ষতপ পুণ্য লাভ হয়। হে
খগরাজ! সংপাতে দানের কল দিন দিন
বদ্ধিত হইতে থাকে। পাপতঙ্কির নিমিত্ত
দাতা দান করিয়া থাকেন, জ্ঞানী ঐ প্রদত্ত

১ দাতব্য প্রত্যহং পাণ্ডে নিমিত্তে
বিশেষতঃ। না পাণ্ডে বিদুষ্য কিকিমাধনঃ
শ্রেয় ইচ্ছতা। ইত্যদিকপাঠঃ কচিদৃশ্যতে ।

অপাঙ্গে জাতু গোবিন্দা দাতারং নরকং নয়েৎ
নুনং সম্পূর্ণতাং যাতি বৃষোৎসর্গে কৃতে সতি ।
ততঃ স্বয়ং প্রকৃষীত চকলে জীবিতে সতি ॥ ৬
এবং জাহ্নবা খগজ্ঞেঃ বৃষযজ্ঞঃ সমাচরেৎ ।
অকৃষ্যা স্নিগ্ধে বহু অগুজো নৈব মুক্তিভাক্ ।
অগুজোহপি হি যঃ কৃষ্যাৎ পুংসঃ যাতি যঃ পথম
অগ্নিহোত্রাদিভির্বিদ্যৈঃ পট্টৈশ্চ বিবিধৈরপি ।
ন তাং গতিমবাগ্নোতি বৃষোৎসর্গেণ যা গতিঃ
যজ্ঞানাতৈকব সর্কেষাং বৃষযজ্ঞস্তথোক্তমঃ ।
তস্মাৎ সর্কপ্রযত্নেন বৃষযজ্ঞঃ সমাচরেৎ ॥ ৯

গরুড় উবাচ ।

কথম্ব প্রদাদেন কস্মাককৌর্জদেহিকম্ ।
কশ্মিন্ মাংসে তিথৌ কস্তাং বিধিনা কেন
তুস্তবেৎ ॥ ১০

বহু গ্রহণ করিলে প্রতিগ্রহজনিত পাপভাগী
হয় না। মদ্র বিষ নাশ করে, বহি নীত নাশ
করে; তাগতে মদ্র ও বিষ ইহারা ভখন
দোষভাগী হয় না। অপাঙ্গে গোধান করিলে
ঐ গো, দাতা এবং গৃহীতাকে একবিশিষ্ট
কুলের সহিত নরক পাতিত করে। কিন্তু
বৃষোৎসর্গ অকৃষ্টিত হইলে কশ্মের অকটৈকল্য
দোষ নাশ হয়। অতএব সকলেরই জীবন
চকল জ্বালিয়া দানাদি সংকার্য্য কর্তব্য।
এইরূপ জ্বালিয়া নরগণ বৃষযজ্ঞের অকৃষ্টিত
করিবে। বৃষোৎসর্গ ক্রিয়া যাহার অকৃষ্টিত
না হয়, সে সপুত্র হইলেও প্রেতহ হইতে মুক্তি
লাভ করিতে পারে না। আর অপুত্র হইয়াও
যে উক্ত ক্রিয়া করে, সে মহাপথে সুখে গমন
করে। বৃষোৎসর্গদ্বারা যেদ্রুপ সঙ্গতি লাভ
হয়, অগ্নিহোত্রাদি বিবিধ যজ্ঞ দানাদি দ্বারাও
সেইরূপ গতি লাভ হয় না। সর্কপ্রকার
যজ্ঞমধ্যে বৃষযজ্ঞই উত্তম, অতএব সর্কপ্রযত্নে
বৃষযজ্ঞোত্তম করিবে। ১—৯। গরুড় বলি-
লেন,—হে প্রভো! কোন মাংসে কোন
তিথিতে কিরূপ বিধি অনুসারে আত্মরক্ষা
ক্রিয়া করিতে হয়, আপনি প্রসন্ন হইয়া জাহ্ন

কবা কিং কলমাপ্রোতি এতন্মৈ বহু সান্ততম্ ।
বৎপ্রদাদেন গোবিন্দ মুক্তো ভবতি মানবঃ ॥ ১১
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

কার্ত্তিকানিষু মাংসেযু মায়ায়নগতে ববৌ ।
তুঙ্গপক্ষে তথা পক্ষিন্ দাদিত্তাদিতিথৌ শুভে ॥
শুভমগ্রে বৃহর্ষে বা শুচৌ দেনে সমাহিতঃ ।
ব্রাহ্মণস্ত মহারুয় বিধিভ্যঃ শুভলক্ষণম্ ।
জপহোমৈস্তথা দাতৈঃ কৃষ্যাদেহৈস্ত শোভনম্ ॥ ১৩
পুণ্যোহতিজিৎসুনক্সে গ্রহান্ দেবান্ সমর্চয়েৎ
হোমঃ কৃষ্যাদুঘাশাক্ত মৈত্রৈশ্চ বিবিধৈরপি ॥ ১৪
গ্রহাণাং স্থাপনং কৃষ্যাৎ পূর্কটৈকব খগেশ্বর ।
মাতৃণাং পূজনং কার্য্যং বসোধারাক পাতয়েৎ
বিধিনা প্রার্থয়েৎ সর্কান পূর্কঃ হোমস্ত কারয়েৎ
কৃকং সংস্থাপ্য তৈত্রৈব বৈকবং শাক্তসাম্যেৎ ॥ ১৬
বৃষং সম্পূজ্য তৈত্রৈব বহ্মলকারকৃষণৈঃ ।
চতস্রো বৎসতর্য্যশ্চ পূর্কঃ সমধিবাসয়েৎ ॥ ১৭

কীর্তন করুন। আর বৃষযজ্ঞের অকৃষ্টিত
করিলে কি কি কল লাভ হয়, জাহ্নও আত্মকে
বলুন। হে গোবিন্দ! আপনার প্রদাদে
মানবগণ মুক্তিলাভ করুক। শ্রীকৃষ্ণ কহি-
লেন, কার্ত্তিকাদি মাংসে, সূর্য্য উত্তরায়ণে গমন
করিলে, তুঙ্গ বা কৃকপক্ষে, দাদিত্তাদিতি শুভ
তিথিতে, শুভ রাত্রি, শুভ বৃহর্ষে, পবিত্রদেশে
সমাহিত ভাবে শুভলক্ষণ বিধি ব্রাহ্মণকে
আহ্বান করিয়া জপ, হোম, দানাদি দ্বারা দেহ
শোভন করিবে। পুণ্যদিনে শুভ মক্ষয়ে গ্রহ-
গণ ও দেবগণের অর্চনা এবং বিবিধ শুভকর্ম
মন্ত্রদ্বারা যথাশক্তি হোম করিবে। হে খগেশ্বর!
তদনন্তর গ্রহস্থাপন, গ্রহপূজন ও বোড়শ-
মাতৃকা পূজা করিয়া বসুধারা প্রদান করিতে
হয়। পরে বহ্মস্থাপনপূর্ব্বক হোমকার্য্য
সম্পাদন করিয়া পুণীছতি দিবে, পরে শাক-
গ্রামশিলা সংস্থাপনপূর্ব্বক বৈকবশাক্ত করিবে।
অনন্তর সেই স্থানে বহু, অলঙ্কার, কৃষ্যাদি-
দ্বারা বৃষের পূজা করিয়া প্রথমে চারিটি
বৎসতরীকে অধিবাস করাইবে। পরে

প্রদক্ষিণঃ ততঃ কুর্ধ্যাকোমাত্তে চ বিসর্জনম্ ।
ইমং মন্ত্রং সমুচ্চাৰ্য্য উত্তরাভিমুখঃ স্থিতঃ ॥ ১৮
ধর্ম্মং হং বৃষরূপেণ ব্রহ্মণ্য নিৰ্ম্মিতঃ পুরা ।
ততোঃ সর্গপ্রভাবান্নামিহুতরং ভবান্বিতাং ॥ ১৯
অভিষিচ্য শুভৈর্মন্ত্রৈঃ পাবনৈর্মিহিপর্য্যকম্ ।
ভেন জীভন্তি যজ্ঞেণ বৃষোৎসর্গস্ত কাময়েৎ ॥ ২০
অভিষিক্তে জতো নীলঃ কদ্রুকুস্তোদকেন তু
নাভিমূলে সমাধায় তদম্মু মূৰ্দ্ধনি স্তম্বেৎ ॥ ২১
অন্নপ্রাশনং ততঃ কুর্ধ্যাদব্যাধানং বিজ্ঞোত্তমে ।
উদকে চৈব গন্তব্যং জলং তত্র প্রদাপয়েৎ ॥ ২২
যদিষ্টং জীবিতস্তাসীৎ তচ্চ দদ্যাৎ স্বশক্তিভ্যঃ
সুতৃণোঃ স্তম্বে যার্গে যতো যাতি ন সংশয়ঃ ।
যমলোকঃ ন পশ্যন্তি সখা দানবতা নরাঃ ।
অয়োদশ তথা সপ্ত পঞ্চ জীপি ক্রমেণ তৎ ॥ ২৩
পদদানানি কুর্য্যত প্রত্যন্তজিন্সমাবিতঃ ।

তিলপাত্রাণি কুর্য্যত সপ্ত পঞ্চ যথাক্রমম্ ।
ব্রাহ্মণঃ স্তোত্রযেৎ পশ্চাদেকাং গাং প্রদাপয়েৎ
বৃষঃ হি শম্বো দেবীতি বেদোক্তবিধিনা ততঃ ।
চতুর্ভিবৎসত্তরীতিঃ পরিষ্ঠায় সমাচরেৎ ॥ ২৪
বায়ে চক্রঃ প্রদাতব্যঃ ত্রিশূলঃ দক্ষিণে তথা ।
মূল্যঃ দদ্যাৎ বৃষস্তাপি তং বৃষকং বিসর্জয়েৎ ॥ ২৫
একোদ্বিষ্টবিধানেন স্বাহাকারেণ বুদ্ধিমান ।
কুর্ধ্যাদেকাদশাংকং শ্রাদ্ধং সন্ধিপ্ৰযুক্ততঃ ॥ ২৬
সপিণ্ডীকরণানকীকৃ কুর্ধ্যাক্ষাণানি বোদ্ধশ ।
ব্রাহ্মণান্ স্তোত্রমিহ তু পদদানানি দাপয়েৎ ।
কার্পাসোপরি সংস্থাপ্য ভাস্পাত্রে তথাচ্ছাতম ।
বহুপাচ্ছাদ্য তত্র স্বমর্গং দদ্যাৎ তন্তৈঃ কটনৈঃ ।
নাবমিস্থমগ্নীং কুর্ষ্য পট্টস্থেণ বেষ্টয়েৎ ।
কাংস্তপাত্রে স্থতঃ স্থাপ্য বৈতরণ্য নিমিস্তকম্ ।
নাবমারোহণং কুর্ধ্যাৎ পূজয়েৎ গুরুভক্ষয়ম্ ।
অন্নবিস্তারনারেণ তচ্চ দানমনস্ককম্ ॥ ৩২

প্রদক্ষিণ করিয়া কোমাত্তে বিসর্জন করিবে ।
বিসর্জনকালে উত্তরাভিমুখ হইয়া এই মন্ত্র
উচ্চারণ করিবে । “হে ধর্ম্ম! পুরাকালে
ব্রহ্মা তোমাকে বৃষরূপে নির্মাণ করিয়া-
ছেন, বৃষোৎসর্গ প্রভাবে আমাকে ভবান্বিত
হইতে উদ্ধার কর ।” ততকর, পাবনমন্ত্র-
দ্বারা যথাবিধি অভিষেচন করিয়া “ভেন
জীভ” ইত্যাদি মন্ত্রে বৃষোৎসর্গ করিবে ।
১১—২০ । তৎপরে বৃষকে কদ্রুকুস্তোদক
দ্বারা অভিষেকপূর্ব্বক নাভিমূলে স্পর্শ
করাইয়া বৎসত্তরীর শিরঃসিকন করিবে । পরে
বিজ্ঞোত্তমগণকে বহুবিধ দান করিয়া আশ্বপ্রাশ
করিবে । অনন্তর জগাশয়ে গমনপূর্ব্বক তথায়
জলপ্রদান করিবে । বাহ্য কিছু আপনার
ইষ্ট বস্ত্র, শক্তি অমুসারে তৎসমুদায় দান
করিবে । এইরূপ করিলে মৃত ব্যক্তি হস্তর
পথ সুখে গমন করিতে পারে, সংশয় নাই ।
সত্তত দানবৃত্ত নরগণ যমলোক দর্শন করে
না । মৃতের পারিত্রিক সুখের নিমিস্ত শ্রাদ্ধ-
ভুক্তিসমবিত্ত চিত্তে অয়োদশবিধ, পঞ্চবিধ,
অথবা ত্রিবিধ যথাক্রমে দান করিবে ।

তিন, পঞ্চ অথবা সপ্ত তিলপাত্র প্রদান
করিবে; পশ্চাৎ ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া
একটি গাভীদান করিবে । অনন্তর “শম্বো
দেবী” প্রভৃতি বৈদিক মন্ত্রচতুষ্টয় পাঠ করিয়া
বৃষের পশ্চাদ্ভাগে বায়ে চক্র ও দক্ষিণে
ত্রিশূল অঙ্কিত করিয়া গলে মালাপ্রদানপূর্ব্বক
উৎসর্গ করিবে । বুদ্ধিমান মানব একোদ্বিষ্ট-
বিধানে স্বাহাকার মন্ত্রদ্বারা বহুসংকারে
একাদশাহে ও দ্বাদশাহে শ্রাদ্ধ করিবে ।
আন্য একোদ্বিষ্ট, চতুর্দশ শাসিক, সপিণ্ডী-
করণ এই বোদ্ধশ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণভোজন
সমাপনপূর্ব্বক দান করা কর্তব্য । ভাস্পাত্রে
কার্পাসোপরি অচ্যুতদেবকে সংস্থাপিত করিয়া
বহুপাচ্ছাদনপ্রদানপূর্ব্বক, বিষ্ণুকে ততকর
পবিত্রকলম্বারা ভাস্পাত্রে অর্ঘ্যপ্রদান
করিবে । ২১—৩০ । অনন্তর ইক্ষুমণী নৌকা
নির্মাণ করিয়া পট্টস্থে আচ্ছাদনপূর্ব্বক তদ-
পরি বৈতরণীর নিমিস্ত কাংস্তপাত্রে স্থতস্থাপন
করিবে । পরে গম্মনোপযোগী হইয়া নৌকার
আরোহণ করত গুরুভক্ষয়ের পূজা করিয়া

তিলো লোহঃ হিরণ্যকঃ কাৰ্ণাসঃ লবণঃ তথা ।
 সপ্তধাতুঃ কিত্তির্গোবো ঘেটককঃ পাবনঃ স্মৃতম্
 তিলপাড্যপি কুর্য়ীত শযাদানক দাপয়েৎ ।
 এবং যঃ কুরুতে তাক্য পুত্রবানপাপুত্রবান ৷৩৪
 স সিদ্ধিঃ সমবাপ্নোতি যথা তে অশ্বচারণঃ ৷৩৫
 নিত্যং নৈমিত্তিকং কুর্যাদ্যাবজীবতি মানসঃ ।
 যঃ কশ্চিৎ ক্রিয়তে ধর্ম্যন্তংকলকাকরং ভবেৎ
 তীর্থযাত্রাব্রতাদীনাং শ্রাদ্ধং সংবৎসরন্ত হি ।
 দেবতানাং গুরুণাক মাতাপিত্রোস্তথৈব চ ।
 পুণ্যং দেবপ্রযত্নেন প্রত্যহং বর্ধতে ধগা ৷ ৩৬
 অশ্বিন পক্ষে হি যঃ কশ্চিৎকুরিমানং প্রযচ্ছতি ।
 বরপ্রদোহং সগা তত্ত চতুর্দশকৃত্বা হরঃ ৷ ৩৭
 তে যান্তি পরম লোকানিতি সত্যং বচো মম
 উৎসৃষ্টো বুষতো যত্র পিতৃতাপো জলাশয়ে ।
 শৃঙ্গেণালিখতে বাপি ভূমিঃ নিত্যং প্রহবিতঃ ।
 পিতৃণামরপানক প্রভুত্বপতিষ্ঠতি ৷ ৪০

আত্মবিস্তারসারে সেই নৌকা দান করিবে ।
 এই দান অনন্তকলপ্রদ । তিল, লোহ,
 হিরণ্য, কাৰ্ণাস, লবণ, সপ্তধাতু, কিত্তি ও
 গো ইহাদের প্রত্যেকেই পবিত্র । শ্রাদ্ধে
 তিলপাড ও শযাদান করিবে । হে তাক্য !
 পুত্রবান্ বা অপুত্রক ব্যক্তি এইরূপে ক্রিয়া
 করিলে সে অশ্বচারণের স্তায় সিদ্ধিপ্রাপ্ত
 হয় । মানবগণ যাবজীবন নিত্যনৈমিত্তিক
 কর্ম করিবে ; যাহা কিছু ধর্ম্য করা যায়, তাহা
 অক্ষয় হইয়া শুল্কলপ্রদান করে, ইহাতে
 সন্দেহ নাই । সাংবৎসরিকাদি শ্রাদ্ধে এবং
 তীর্থযাত্রা ও চাত্রাধ্যাদিভ্রতে দেবতাগণের
 ও মাতা পিতার যত্নপূর্বক পিণ্ডদান করিবে ।
 হে ঋগেজ ! প্রত্যহ যত্নপূর্বক পুণ্য প্রদান
 করিবে, তাহা হইলে সেই পুণ্য হৃদে পাইয়া
 থাকে । যদি কেহ যজ্ঞে ভূমি দান করে,
 আমি, চতুরানন ও জিলোচন সকলেই
 তাহাকে বরপ্রদান করিয়া থাকি । উৎসৃষ্ট
 বুষ যে জলপান, ভূণাদিত্যকণ, শৃঙ্গধারা ভূমি
 উল্লেখন করে, তাহাতে পিতৃগণের অরপানাদি

পূর্ণমাত্মমহার্য বা তিলপাড্যপি দাপয়েৎ ।
 সংক্রান্তীনাং সহস্রাণি সূর্য্যশর্কশতানি চ ।
 দবা যৎ কলমাপ্নোতি তটৈব নীলবিসর্জনে ৷৪১
 বৎসতর্য্যঃ প্রদাতব্যা ব্রাহ্মণৈঃ পদানি চ ।
 তিলপাড্যপি দেয়ানি শিবভক্তবিজ্ঞেযু চ ৷ ৪২
 উমা-মহেশ্বরকৈব পরিধাপ্য প্রদাপয়েৎ ।
 অতশীপুঙ্গবসঙ্কাসং পীতবাসসমচ্যুতম্ ৷ ৪৩
 যে নমস্তস্তি গোবিন্দং ন তেষাং বিদ্যাতে ভয়ম্
 শ্রেতথান্নোক্ষমিচ্ছন্তো যে করিষ্যন্তি সংক্রিয়াম্
 যান্তি তে পরান লোকানিতি সত্যং বচো মম
 এতন্তে সর্কমাধ্যাতং ময়া টেবৌর্দ্ধদেহিকম্ ।
 যচ্ছুরা সর্কপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ।
 শ্রদ্ধা মাহাত্ম্যমতুলং গুরুঃ । ধর্ম্যমগতঃ ।

বর্ধিত হয় । গোবিন্দানীতিধি ও দেবতীনক্রে
 যে ব্যক্তি নীল বুষ উৎসর্গ করে, তাহার পরম
 লোকপ্রাপ্তি হয় । হে গুরু ! ইহা আমার
 সত্য বাক্য জানিবে । সহস্র বর্ষসংক্রান্তি
 কিংবা শতসূর্য্যগ্রহণকালে দানাদি সংক্রিয়া
 করিলে যেদ্রুপ পুণ্যলাভ হয়, একটি নীলবুষ
 উৎসর্গ করিলেই সেইদ্রুপ ফল হইতে পারে ।
 পরলোকে যত্নের উন্নতিকামনার ব্রাহ্মণ-
 দিগকে বৎসতরী দান করিবে এক শিবভক্ত
 বিজ্ঞগণকে তিলপাড প্রদান করিবে ।
 উমামহেশ্বরপ্রতিমূর্ত্তি করিয়া তাহাকে বস্ত্র
 পরিধান করাইয়া অতশীপুঙ্গবসঙ্কাস অচ্যুত-
 মূর্ত্তি স্থাপনপূর্বক সেই উমামহেশ্বর ও
 অচ্যুতদেবকে নমস্কার করিবে । যাঁহারা
 এইরূপ ক্রিয়া করে, তাঁহারা নির্ভয় হয় ।
 শ্রেতব হইতে মুক্তি পাইতে অভিলষ
 থাকিলে নিজবর্ণাশ্রমাবহিত ক্রিয়া করিবে ।
 একদা করিলে অস্ত্রে উত্তমলোক সকলে রাস
 করিতে পারে । হে ঋগ ! এই পৃথক ভোমার
 নিকট স্বীয় ঐর্দ্ধদেহিকক্রিয়া করিলাম । যে
 ইহা অবলম্বন করে, সে বিমূলোকে গমন করিয়া
 থাকে । গুরুত্ব বিমূল নিকট এইরূপ

মাহুযাণাং হিতার্থায় পুনঃ পপ্রচ্ছ কেশবম্ ॥৪৬॥
ইতি ত্রিগাক্ষভে মধ্যপুণ্যেণ উত্তরখণ্ডে ত্রিগাক্ষ-
গক্ৰুত সংবাদে বৃষোৎসর্গপ্রয়োগকথনঃ
নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

গক্ৰুত উবাচ ।

ভগবন ক্রুহি মে সন্মঃ যমলোকস্ত নিৰ্ণয়ম্ ।
জন্তোঃ প্রমাণমারভা যাহায়াং বহু বিস্তরম্ ॥ ১ ॥
ত্রিভগবানুবাচ ।

শুভাক্ষ্য প্রবক্ষ্যামি যমমার্গস্ত নিৰ্ণয়ম্ ।
প্রমাণকানি সর্বাণি তথা শ্রাদ্ধানি ষোড়শ ॥ ২ ॥
যত্নশীতিসহস্রাণ যোজ্যানানঃ প্রমানতঃ ।
যমলোকস্ত চোক্তং বৈ অম্বরঃ মাহুচস্ত চ ॥৩॥
সুকৃতং দুষ্কৃতং বাপি ভুক্তা লোকে যথার্জিতম্
কর্মযোগাদ্যদা কচ্চিৎক্যাধিকংপদাতে যগ ॥৪॥

ঐক্কেদেহিক ক্রিয়ার মাহায়া শ্রবণ করিয়া
সান্তিপর্য্য হৃদয়লাভ করিয়াছিলেন। পুনরায়
নম্রমস্তকে দেবেশ্বরকে জিজ্ঞাসা কর-
লেন । ৩১—৪৬ ।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায় ।

গক্ৰুত বলিলেন,—ভগবন! যমলোকনির্ণয়,
সুবিজ্ঞার্ণ প্রমাণ ও তাহার মাহায়া আমার
নিকট এই সমুদায় সন্দিগ্ধ কৌতুহল করুন ।
ত্রিভগবান্ বলিলেন, হে তাক্ষ্য! যমলোক-
নির্ণয়, প্রমাণ সকল ও ষোড়শ শ্রাদ্ধ এই সমস্ত
বলিতেছি, শ্রবণ কর । যমলোক ও যম-
লোক এই উভয়ের মধ্যগত পথের পরিমাণ
যত্নশীতি সহস্র যোজন । হে যগেন্দ্র! যমলো-
কে সুকৃত দুষ্কৃত বাহা কিছু উপার্জন করে,
সকলই ভোগান্তে কর্মযোগবশে ব্যাধি উৎপন্ন

নিমিত্তেনৈব সর্কেষাং কৃতকর্ম্মাহুসারতঃ ।
যজ্ঞ যো বিধিতো মৃত্যুঃ স তা জবমযাপুযাৎ ॥৫॥
কর্ম্মযোগাদ্যদা দেহৌ মুকৃত্যক্ত নিজাং যপুঃ ।
ভদ্রাঙ্কিমিগতঃ কুর্ধ্যাদেগামহেনোপলিপ্য চ ॥৬॥
তিলান্ দর্ভান্ বিকীৰ্ণ্যার্থ মুখে স্বর্ণং বিমিষিক্ষণেৎ
তুলসীসন্নিধৌ কুড়া শালগ্রামশিলাং কথ্য ॥৭॥
সেতুসামাদিস্মৃষ্টৈস্তম্র মরণং মুক্তিদায়কম্ ।
*বিকলেন্দ্রিহসজ্জাতে চৈতস্তে জড়তাং গতে ।

হয় । স্বকৃত কর্ম্মাহুসারেই উদ্ধার সম্ভব
মৃত্যুর নিমিত্ত হয় । যাহার যেরূপ মৃত্যু
বিধিত হয়, সেই ব্যক্তি সেইরূপে মৃত্যু প্রাপ্ত
হইয়া থাকে । যখন যমুদ্য কর্ম্মযোগবশে দেহ
পরিভ্রাণ করে, তখন গোমুদ্যারা লিপ্ত
ভূতলে তিলবিকিরণপূর্ব্বক ভূপরি দর্ভ
আস্তরণ করিয়া সেই মুমূর্ষুকে শয়িত করিবে
এবং তাহার মুখে স্বর্ণ নিক্ষেপ করিবে । ৩৭-
পরে তাহাকে তুলসীবৃক্ষ ও শালগ্রাম শিলা-
সন্নিধানে রাখিবে । মরণসময়ে মুমূর্ষুর নিতটে
সমাদিস্মৃক্ত পাঠ করিবে । এইরূপে যাহার
মৃত্যু হয়, তাহার মুক্তি হইয়া থাকে । যখন
হয় নিকটবর্ত্তী হয়, তখন ইন্দ্রিগণ বিকল

* ইত্যঃ প্রাগেতাভিকানি দৃষ্টান্তে।—
শলাকাস্বর্ণবিক্ষেপঃ প্রেতপ্রাণগৃহেষু চ ।
একা বক্ত্রে তু দাতব্য্য জ্ঞানযুগ্মে তথা পুনঃ ।
অক্ষৌচ কণ্ঠমোষ্টৈশ্চ বহে বহে দেয়ে যথাক্রমম্ ।
অথ লিঙ্গে তথা চৈকা চৈকা ত্র্যক্ষাঙ্কে ক্রিপেৎ
কন্ধ্যুগ্মে চ কণ্ঠে চ তুলসীঞ্চ প্রদাপয়েৎ ॥
বহুযুগ্মঞ্চ দাতব্য্যঃ কুঙ্কুমৈশ্চাকটৈর্ভুজৈঃ ॥
পুষ্পমালাযুক্তং কুর্ধ্যাদন্তহারেণ সহযেৎ ॥
পুত্রস্ত বাস্তবৈঃ সর্গিঃ বিপ্রস্ত পুরবাসিতঃ ।
পিতৃঃ প্রেতগতঃ পুত্রঃ স্বক্ৰমায়োপ্য বাস্তবৈঃ ॥
গত্বা অশানদেশে তু প্রায়ুষকোত্তরাদুদয়ম্ ।
অদগ্ধপূর্ব্বা য়া ভূমিচ্চিত্তান্তৈশ্চৈব কারয়েৎ ॥
ত্রিধণ্ডতুলসীকাষ্টসমিৎপালাশসজ্জবাৎ ॥
এবং সামাদিস্মৃষ্টৈস্তম্র মরণং মুক্তিদায়কম্ ।

প্রচলন্তি ততঃ প্রাণা যাতোমিকটবর্জিতাঃ । ৮
 একৌতুভঃ জগৎ পশ্চৈকৈবৌ নৃষ্টিঃ প্রজায়তে ।
 বাতঃসং নাকং রূপং প্রাণৈশ্চ কঠং স্মৃতেঃ ।
 কেন্দুর্গিরতে কোহপি বহুলালাকুলঃ ভবেৎ
 হুয়াস্তানশ্চ তাডঃস্তে কিকটৈঃ পাশবহনৈঃ ।
 সুখং শূকৃতিনস্তত্র নীযতে নাকনাশকৈঃ । ১০
 তুংখেন পাপিনো যান্তি যমমার্গে চ দুর্গমে ।
 যমশ্চতুর্ভুজো ভূত্বা শল্য-চক্র-গদাদিভূৎ । ১১
 পুণ্যকর্ম্মরতান্ সমাকৃ শুভান্ মিত্রবদাচরেৎ ।
 আহুয় পাপিনঃ সর্জান্ যমদণ্ডেন তর্জয়েৎ । ১২
 প্রলয়াদুদনির্বোধস্বপ্ননাড্রিসমপ্রভাঃ ।
 মহিষহো হুয়ারাধো বিহ্বলেজসমহ্রাতিঃ । ১৩
 যোজনরূপবিকার-দেহো যোত্রোহতিভীষণঃ ।
 লোহদণ্ডদধো ভীষণাশপাশিহ্নরাক্রাতিঃ ।
 বক্রেনেত্রোহতিভয়নো দর্শনং যান্তি পাপিনাম্

হইয়া চৈতন্য অকীকৃত হয়, প্রাণসকল চলিত
 হয়। তখন সে জগৎ একই প্রকার দর্শন
 করে ও তাহার দিব্য (উজ্জ্বল) নৃষ্টি জন্মে। প্রাণ
 কঠাগত হইলে সেই ব্যক্তি মূখে কেন উদ্-
 গিরণ করিতে থাকে, তাহার মূখ লাল-
 কুল, বাতঃস ও বিকৃতরূপ হয়। যাহারা অতি-
 দুর্কর্ম্মাশ্রিত, তাহার। যমদণ্ডকর্তৃক আক্রান্ত ও
 পাশবোচিত হইয়া অতিক্রমে যমপুরে নীত
 হয়। ১—১০। শূকৃতিগণ মূখে গমন করিয়া
 থাকে, পাপীরা অতিক্রমে যমমার্গে গমন
 করে। পুণ্যকর্ম্ম ব্যক্তিদিগকে যম স্বয়ং
 শল্যচক্রগদ-পদ্মধারী চতুর্ভুজমূর্ত্তি ধারণ
 করিয়া ব্রহ্ম-সম্ভাষণে মিষ্টের ভাষা আহ্বান
 করেন। পাপিগণ সর্বদা যমদণ্ডে আক্রান্ত
 হয়। যমরাজ প্রলয়কালীন মেঘের ভাষা ধ্বনি
 করেন; তিনি অস্ত্রনাড্রির ভাষা প্রভাসম্পন্ন,
 মহিষাকৃৎ, হুয়ারাধা। তাহার দেহ হইতে
 বিহ্বলেজ ভাষা প্রভা বহির্গত হয়; দেহ যোজন-
 রূপ বিভীর্ণ, বিকৃতরূপ ও অতি ভয়ঙ্কর।
 ইনি ভীষণপী, লোহদণ্ডধারী, পাশবহন, অতি
 দুর্দর্শন। তিনি বক্রেনেত্র ও ভয়দ। পাপি-

অশূষ্ঠমাঃ পুরুষো হৃদা কুর্কম্ কলোবরাৎ ।
 তদৈব নীযতে ভূতৈর্যাতোমাদীকম্ যকং গৃহম্ । ১৪
 নিষিচ্চেষ্টে শরীরস্ত প্রাণৈশ্চৈকং জুড়ং পিতম্ ।
 অম্পৃষ্টং জায়তে তুণং দুর্গমং শবনিম্বিতম্ । ১৫
 ত্রিধাবস্থা বি দেহস্ত কৃমিবিহু তন্মসংজ্ঞতা ।
 কো গর্ভঃ জিম্বতে তাক্য কণবিধং সিঞ্জনৈঃ
 দানং বিস্তানুতা বাচঃ কীর্ত্তিধন্থৌ তথাযুধঃ ।
 পরোপকরণং কায়াদসতঃ সারস্বততম্ । ১৬
 তদৈকং নীয়মানস্ত নৃতাঃ সঙ্কল্পয়ন্তি তি ।
 দর্শয়ন্তো ভয়ং ভীতঃ নরকায় পুনঃপুনঃ । ১৭
 শীঘ্রং প্রচল হুস্তোপ্তন গতোহসি হং যমালয়ে ।
 কুস্তোপাকাশিনয়কান্ ত্বাং মেঘাশ্চ মা চিরম্ ।
 এবং বাচন্তনা শৃণু বহুনাং কথিতং তথা ।
 উচ্চৈর্হাষেতি বিলপন নীযতে যমকিকটৈঃ । ১৮

গণ যমরাজকে এইরূপে দর্শন করিয়া থাকে।
 অশূষ্ঠমাঃ জীব যমপুরে সর্বদা হৃদাকার করি-
 তেছে। যখন যমদণ্ডগণ মনুষ্যদিগকে লইয়া
 যায়, তখন তাহার। ভীম গৃহ দর্শন করত
 হুস্তিত হয়; তাহাদের শরীর নিষিচ্চেষ্টে, প্রাণ-
 বিহীন ও নিম্বিত হইয়া থাকে। জন্তুর দেহ
 প্রাণবিহীন হইলে ভৎকণাৎ দুর্গম ও সকলের
 নিকট নিম্বিত হইয়া থাকে; ক্রমশঃ উল-
 দিগের জিম্বি, বিষ্ঠা ও তন্ম এই ত্রিবিধ
 রূপ উপস্থিত হয়। কণবিধংসৌ নর কেন
 নিবর্ধক গর্ভ করিয়া থাকে? যাহারা বিস্ত
 দান করে নাই, আবুকাল পর্য্যন্ত কীর্ত্ত ও ধর্ম্ম
 করে নাই, শরীর দ্বারা পরোপকার করে নাই,
 অসারসংসার হইতে সারোদ্ধার করে নাই, যম-
 দণ্ড তাহাদিগকে যমপুরে আনয়নকালে তর্জন
 করিয়া থাকে। আর যমদণ্ডগণ তাহাদিগকে
 “আরে পাপিষ্ঠ! শীঘ্র গমন কর, তোকে শীঘ্রই
 যমালয়ে গমন করিতে হইবে। তোকে অচির-
 কালে কুস্তোপাক নরকে পাতিত করিব।”
 ২১—২০। এই কথা কহিয়া পুনঃপুনঃ নর-
 কের ভয়প্রদর্শন করে। যমদণ্ডের এইরূপ
 বাক্য ও বহুগণের রোদন শব্দ করিতে

স্থানে আত্ম প্রকৃতি তথা চৈক্যাদেশহীন ।
মৃত্যোৎক্রান্তিময়ান্বষ্টপিণ্ডানুক্রমশো নন্দেৎ
মৃতস্থানে তথা ঘরে চব্বরে তাক্য কারণে ।
বিজ্ঞানে কাষ্ঠচয়নে তথা নক্ষত্রে চ বট । ২০
শুণু তৎকারণে তাক্য বট পিণ্ডানু পরিবর্তনে
মৃতস্থানে শবো নাম তেন নাম প্রদীয়তে ।
তেন নন্তেন তুপাতি গৃহে বাস্বদেবতাঃ ॥ ২১
ঘরে তু পিণ্ডং দেবক্য পান্থমিত্যভিধায় তু ।
তেন নন্তেন ত্রিগতি ধারয়্য গৃহদেবতাঃ ॥ ২২
চব্বরে খেচরো নাম তদুদ্ভিষ্ট প্রদাপয়েৎ ।
ন চোপঘাতঃ কুর্যতি কৃতাদ্যা দেবধোনয়ঃ ॥ ২৩
বিজ্ঞানে কৃতসংক্রোহঃ তেন তত্র প্রদাপয়েৎ ।
পিণ্ডাচ্য রাক্ষস্য যক্ষা য়ে চাষ্টে দ্বিষি বাসিনঃ

করিতে এবং উচ্চৈঃস্বরে বাহ্যকার করিয়া
বিলাপ করিতে করিতে যদন্ত কর্তৃক সে নাশ-
মান হয় । অতএব মৃত ব্যক্তির সমপূরে গমন-
কালে ক্রমশ বটপিণ্ড প্রদান এবং বিহিত
আবশ্যাদি দিনে আত্ম করিবে । মরণস্থানে
মৃতব্যক্তির ধারদেশে, চব্বরে, বিজ্ঞান স্থানে,
কাষ্ঠচয়ন প্রদেশে ও মৃতের স্থাপন ভূমিতে
এই ছয় স্থানে ছয় পিণ্ড দিতে হইবে । যে
তাক্য । যে কারণে উক্ত ছয় স্থানে পিণ্ড
প্রদান করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি, অবশ
কর । মৃতস্থানে শবো অধিষ্ঠান থাকে
বলিয়া সেই স্থানে মৃতের নামে এক পিণ্ড
প্রদান করিবে । মৃতস্থানে পিণ্ড অর্পণ করিলে
সেই ভূমি ও তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা কুটী হইয়া
থাকেন । মৃতব্যক্তি ধারদেশে পান্থরূপে উপ-
স্থিত হয়, এই নিমিত্ত সেই স্থানে তাহার নামে
পিণ্ড দিতে হয় । চব্বরে পিণ্ড প্রদান করিলে
গৃহাধিষ্ঠাত্রী বাস্বদেবতা কুটী হইয়েন, এই
নিমিত্ত সেই স্থানে পিণ্ডদান করিবে । বিজ্ঞান-
স্থানে পিণ্ড প্রদান করিলে কৃতগণ কোন উপ-
শান্ত করে না । অতএব সেই স্থানে পিণ্ড
প্রদান করিবে । পিণ্ডাচ্য, রাক্ষস, যক্ষ ও
অন্ত দিবাগী যে সকল কৃতগণ আছে, ইহারা

তন্ত্র হোতবান্বেশ নৈবযোগ্যাদকারকঃ ॥ ২৮
চিত্তাপিণ্ডপ্রভৃতিতঃ প্রেতসমুপজায়তে ।
চিত্তায়াং সাধকং নাম বনজ্যোকে খগেন্দর ॥ ২৯
কেচিৎ তং প্রেতমেবার্হব্যং কল্পবিদো বৃথৈঃ ।
তদাদি তত্র তত্রাপি প্রেতনাশ প্রদীয়তে ॥
ইত্যেবঃ পঞ্চতিঃ পিঠৈঃ শবসাহিত্যযোগাৎ ॥
অন্তথা চোপঘাতায় পুরোক্তান্তে ভবন্তি ॥
সংযজ্য চোপলিপ্যাথ উল্লিখ্যাদবৃত্তা বৈদিকাম
অন্যাক্ষোপনমাধায় বহিঃ তত্র বিধানতঃ ।
পুষ্পাঙ্কটৈশ্চ সম্পূজ্য দেবঃ ক্রব্যানসংক্রম ॥
স্বঃ কৃতকৃজগদযোনে স্বঃ লোকপরিপালকঃ ।

তাচার হোতবা দেহের অযোগ্যতা প্রতি-
পাদক হয় না । যে খগেন্দ্র ! মৃতের চিত্ত-
কার্য সমাপন হইলেই প্রেতক জন্মে । কেহ
কেহ বলেন চিত্তাকার্যের বিদ্যমানাবস্থাতেই
প্রেতক প্রাপ্তি হয় । প্রেতকল্পবিৎ কোন
কোন পণ্ডিত বলেন, যে সময়ে মৃত ব্যক্তিকে
প্রেত নামে উল্লেখ করিয়া পিণ্ডাদি প্রদান
করা যায়, তখনই তাহার প্রেতক প্রাপ্তি হয় ।
২১—৩০ । এইরূপে পঞ্চপিণ্ডদ্বারা শবের
আহুতি যোগ্যতা জন্ম । নচেৎ উপবাতের
নিমিত্ত পুরোক্তরূপ প্রেতক হইয়া থাকে ।
চিত্তাবোধী প্রজ্ঞাত করিয়া তাহা মার্জন ও
লেপন করত অত্মাক্ষণ করিয়া তাহাতে
প্রেতকে স্থাপনপূর্বক বিধি অনুসারে অগ্নি-
প্রদান করিবে । অনন্তর পুষ্প ও অকৃত
দ্বারা ক্রব্যানসংক্রম অগ্নিদেবের অর্চনা
করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিবে । যে অগ্নে ।

• ইতঃ পরং কচিনধিকঃ পাঠঃ—

উৎক্রামে প্রথমং পিণ্ডং তথা চাষ্টপথেন চ ।
চিত্তায়াস্ত কৃতীয়ঃ স্তাৎ জয়ঃ পিণ্ডাশ্চ করিতাঃ
বিধাতা প্রথমে পিণ্ডে দ্বিতীয়ে গুরুভক্ষণম্ ।
কৃতীয়ে যমদূতান্চ প্রয়োগঃ পারিকীর্তিত্য ॥
নন্তে কৃতীয়ে পিণ্ডেহগ্নিন্ দেবদোষ্টব্যঃ প্রবৃত্ত্যভে
আধারকৃতজীবন্ত অলম্ আলম্ব্যতিতাম্ ॥

উপসংহারকৃত্যাদেনং স্বর্গঃ যুতঃ নমঃ ৩৩
ইতি ক্রব্যানমভ্যর্চ্য এবং তস্ত সুখং ভবেৎ ।
অর্চনম্ তথা দেহে দদ্যান্যজ্যাহতিঃ

ততঃ (১) ॥ ৩৪

দত্তজানন্তরং তত্র কৃৎবা সঞ্চয়নক্রিয়াম্ ।
প্রের্তাপিত্বং প্রদদ্যাচ্চ দাহার্চিশমনং নগ ॥ ৩৫
তাবদুভাঃ প্রতীকন্তে তং প্রেতঃ বাহুবর্হিনম্
দহনানন্তরং কাধ্যং পুট্রৈঃ শ্রানং সচেলক্ষম্ ৩৬
তিলোদকং ততো দদ্যান্যামগোপেণ তিষ্ঠতু (২)

তুমি ভূতকারী, জগতের কারণ, তুমিই লোক-
পালন এবং লোকের সংহার করিয়া থাক।
অতএব তুমি এই প্রেতকে স্বর্গে নম্নন কর।
এইরূপে ক্রব্যান্য অগ্নিতে পূজান্তে সেই
যুতের দেহ দাহ করিবে। ইহাতে সেই
প্রেতের সুখ বোধ হয়। সেই দেহ অর্চন দত্ত
হইলে তাহাতে যুতাহতি প্রদান করিবে।
এইরূপে দাহ করিয়া অগ্নি সঞ্চয়নাদি কার্য
করিবে। হে যগ! প্রেতের উদ্দেশে পিতৃ
দান করিলে তাহার দাহজনিত ক্রোধ শাস্তি
হয়। এই নিষ্টি যমাত সকল অপেক্ষা
করিয়া থাকে। অতএব বহুগণ প্রেতকে
পিতৃ প্রদান করিবে। পুত্র বহু সহিত শ্রান
করিবে এবং প্রেতের নাম গোত্র উল্লেখ

(১) ইত্যঃ পরমেতানি কচিৎ পঠ্যে—

গোমতাস্থমুবাঃকান কুধ্যাক্কামং যথাবিধি ।
চিতামারোপা তং প্রেতং হনেনাজ্যাহতিতুতঃ ।
যস্য চান্তকার্যোতি যুতাবেৎ স্বর্গং তথা ।
জাতবেদোমুখে দেবী হুত্ব প্রেতমুখে তথা ।
উর্দ্ধ্ব জালয়েৎপিং পূর্নভাগে চিতাং পুনঃ ।
অম্মাহমবিজাতোহাস হনং জারিতাং পুনঃ ।
অসৌ স্বর্গাং লোকাং শাসা জলতি পাবকঃ ।
এবমাজ্যাহতিঃ দহা তিলমিচ্ছাং সমহকাম্ ।
ততো দাহঃ প্রকর্তব্যঃ পুত্রেন কিল নিশ্চিতম্ ।
রোদিতব্যঃ ততো গাঢ়ঃ এবং তস্ত সুখং ভবেৎ

(২) কচিৎ অষ্টোত্তাভিকানি পঠ্যে—

ততো জনপটৈঃ সৈর্দধাতব্যং করতাকনৌ ।

কেচিদুন্মেন সিকন্তি চিতাহানং নগেশ্বর ॥ ৩৭
অক্ষপাতং ন কুর্বীত দদ্যানদৈশ্জলাঞ্জলীন্ ।
শ্রেয়াংক বাহুবর্হিতঃ প্রেতঃ ভুতুজে

যতোহবশঃ ॥ ৩৮

অতো ন রোদিতব্যং হি জিহ্বাঃ কার্ধ্যাঃ

স্বশক্তিতঃ ।

হৃদক যস্যমে পাতে তোরঃ দদ্যানদ্বিন্দ্রহম্ ।

সূর্যো চান্তঃ গতে তাক্য বনভ্যাং

চবরেংপি বা ॥ ৩৯

বহুঃ সমুচ্ছদয়ে দেহমিচ্ছন কুতাহুগঃ ।

শ্রাশানং চবরং গেহং বীকন্য যামাঃ স নীকতে ॥

গর্ভে পিতৃ দশাহক দাতব্যাস্ত দিনে দিনে ।

জলাঞ্জলীঃ প্রদাতব্যাঃ প্রেতমুদিত নিত্যশঃ ॥

করিয়া তিলোদক প্রদান করিবে। হে
যগেন্দ্র! তৎপরে কচিৎ বহু হৃদয়ারা চিতা-
সেচন করিবে। প্রেতের উদ্দেশে জলাঞ্জলি
প্রদান করিবে, কিন্তু অক্ষপাত করিবে না।
বহুগণ রোদন করিয়া রেয়া ও অক্ষপাত
করিলে প্রেত সেই রেয়া ও অক্ষপাত করে,
অতএব প্রেতের নিষিদ্ধ রোদন করিবে না;
কীর শক্তি অহুসারে যথাবিধি তাহার ঔর্ধ্ব-
দেহিক কার্য করিবে। সূর্যাস্তগমন সময়ে
মুৎপাতে হৃদ ও জল প্রদান করিবে। হে
তাক্য! এইরূপে তিন দিন চবরস্থানে
প্রেতের নিষিদ্ধ প্রদান করিতে হইবে।
সংসারবদ্ধ মুচ্ছকর ব্যক্তিরা পুনরায় দেহ ইচ্ছা
করত শ্রাশান, চবর ও গৃহ দর্শন করিতে
করিতে যমদূতকর্তৃক নীত হয়। ৩১—৪০ ।
মরণের পর দশাহপর্যন্ত প্রতিদিন প্রেতের
উদ্দেশে পিতৃ ও জলাঞ্জলি দান করিবে।

বিকুর্বিবিকুরিত ক্রমাৎ শুণৈঃ প্রেতমুদীরয়েৎ ॥

জ্বলং নর্কে সমাস্তান্ত গৃহমাগতা সর্কশঃ ।

দ্বারস্ত দক্ষিণে ভাগে গোময়ং গোবর্ষপান্ ॥

নিধায় বহুং দেবমন্ত্রজায় স্ববেশনি ।

তকমেহিহপত্নাণি যুতং প্রাপ্ত গৃহং ত্রয়েৎ ॥

ভাবদ্বিগ্ধিষ্ঠ কর্তব্য। যাবৎ পিণ্ডঃ দশাহিকম্ (১)
অশানে চান্ততীর্থে বা জলঃ পিণ্ডক দাপয়েৎ ।
ওদনামিষশকুনাঃ শাকমূলফলাদিনা ।
প্রথমেহহনি যদদ্যাৎ তদদ্যাৎতবেহহনি ॥ ৪৩
দিনানি দশ পিণ্ডাংশ কুশস্তাত্ম সুতাদাঃ ।
প্রত্যহং তে বিভজ্যন্তে চতুর্ভাগান্ যগেশ্বর ॥ ৪৪
ভাগদ্বয়ং দেহার্থং ক্রীত্বিত্যং ভূতপাককম্ ।
তৃতীয়ঃ যদদ্যাদানঃ চতুর্থকোপজীব্যাত ॥ ৪৫
অশোবিতৈস্ত নবাতঃ প্রেতৈঃ নিম্পত্তিমাশ্রুয়াৎ ।
জন্তোনিম্পন্নদেহস্ত দশমে বলবৎ কৃদা ॥ ৪৬
ন বিধিনৈব যজ্ঞচ্চ ন স্বধাবাহনানিষঃ ।
নাম গোত্রঃ সমুচ্চাৰ্য্য যজ্ঞস্তঃ তদশাহিকম্ ॥ ৪৭
দেষ্টে দেহে পুনর্দেহমেবমুৎপদ্যতে নগ ।

দশাহপর্ষদ পিণ্ড প্রদান করিয়া এক এক
অঞ্জলি বৃদ্ধি করিতে হইবে, অর্থাৎ প্রথমদিবসে
এক অঞ্জলি, দ্বিতীয় দিবসে দুই অঞ্জলি
এবং তৃতীয় দিবসে তিন অঞ্জলি জলপ্রদান
করিবে। অশানে বা অস্ত তীর্থে জল ও
পিণ্ড প্রদান করিবে। অন্ন, শকু, শাক, মূল
ফলাদি প্রদান করিবে। প্রথম দিবসেও
সেইরূপ দিবে। পুত্রাদিরা দশদিন প্রত্যহ
পিণ্ডদান করিবে। হে যগেশ্বর! সেই পিণ্ড
প্রতিদিন চতুর্ভাগে বিভক্ত হয়। তাহার
ভাগদ্বয় দেহক্রীতি অর্থাৎ পুরুষের পুষ্টি
নিমিত্ত, তৃতীয়ভাগ যদন্তের নিমিত্ত এবং
চতুর্থভাগ আপন উপজীবিকা নির্বাহের
নিমিত্ত হইবে। নয় দিবস ও নয় রাত্রে
প্রেতের দেহনিম্পত্তি হয়। এইরূপে
দেহ নিম্পন্ন হইলে দশম দিবসে সেই জন্তর
কৃদা সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রত্যেক দশাহে
যাহা কিছু প্রদান করা যায় তাহাতে ব্রাহ্মণ
স্থাপন, অস্ত যজ্ঞ, স্বধাশক প্রয়োগ, আবাহন
ও আশীর্বাদ করিবে না, কেবল নাম ও গোত্র

(১) অত্রায়মধিকঃ পাঠঃ—

পুত্রেণ বিক্রিয়া কার্য্য ভাৰ্য্যায় বদভাবতঃ ।
তদভাবে চ শিষ্যেণ শিষ্য্যভাবে সহোদরঃ ।

প্রথমেহহনি যঃ পিণ্ডেহন মূর্ধা প্রজায়েত ॥ ৪৮
গ্রীবা-ভ্রুয়ো দ্বিতীয়ে চ তৃতীয়ে বদনা ভবেৎ ।
চতুর্ধেন ভবেৎ পৃষ্ঠো পঞ্চমে নাভিরেণ চ ॥ ৪৯
ষট্শপ্তমে কটি-ভুজমূর্ধ চাপ্যষ্টমে তথা ।
তালু পাদৌ চ নবমে দশমেহহ কৃদা ভবেৎ ॥ ৫০
দেহঃ প্রাপ্তঃ কৃদাবিষ্টো গৃহঘারে চ তিষ্ঠাত ।
দশমেহহনি যঃ পিণ্ডস্তঃ দদ্যাদামিষেণ তু ॥ ৫১
যতো দেহে সমুৎপন্নৈ প্রেতৈঃতীব্রকৃদাবিতঃ ।
অতর্ক্যামিববাহেন কৃদা ভুজ্য ন নশ্যতি ॥ ৫২
একাদশ-দ্বাদশাহে প্রেতৌ ভুজ্যন্তে দিনদ্বয়ম্ ।
যোষিতং পুরুষস্তাপি প্রেতশকং সমুচ্চরেৎ ॥ ৫৩
দীপয়ন্তঃ জলং বহুং যৎ ক্রীত্বদন্ত দীহতে ।

উচ্চারণ করিয়া পিণ্ডদান করিবে। মৃত্যুর
মরণের পর দেহ দৃষ্ট হইলেই তাহার দেহান্তর
প্রাপ্ত হয়। হে যগেশ্বর! প্রথম দিবস যে পিণ্ড
প্রদান করা যায়, তাহাতে মূর্ধা উৎপন্ন হয়,
দ্বিতীয় দিবসের পিণ্ড হইতে গ্রীবা ও ভ্রু, তৃতীয়
পিণ্ডে জননদেশ, চতুর্থদিবসীয় পিণ্ড
হইতে হস্ত, পঞ্চম দিবসে যে পিণ্ড দেওয়া
যায়, তাহাতে নাভি, ষষ্ঠদিনে যে পিণ্ড প্রদত্ত
হয়, তাহাতে কটি, সপ্তমদিবসীয় পিণ্ড হইতে
ভুজ, অষ্টমদিবসে যে পিণ্ড দেওয়া যায়,
তাহাতে উরুদ্বয়, নবমদিবসের পিণ্ডে জাহ্নু ও
চরণদ্বয় উৎপন্ন হয়। দশমদিবসে সেই জীব
দেহধারী ও কৃদাবিষ্ট হইয়া আরম্ভে বর্তমান
থাকে। দশম দিবসে যে পিণ্ডপ্রদান করিবে,
তাহা আমিষসংযোগ দিবে। ঐ দিবস দেহ
সমুৎপন্ন হয়, অতএব তাহার তীব্র কৃদা হইয়া
থাকে। আমিষ তির পিণ্ডপ্রদান করিলে
প্রেতের কৃদা নান পাশ না। ৪১—৫২।
একাদশাহ ও দ্বাদশাহ এই দুই দিবসই প্রেত
ভক্ষণ করিয়া থাকে। শ্রী ও পুরুষ উভয়েই
প্রেতশব উচ্চারণ করিয়া পিণ্ড দিবে। দীপ,

* নবতির্দেহ্যাসাদ্য দশমেহহি ভবেৎ
কৃদা। ইতি কটিং পাঠঃ।

প্রেতশব্দেন তদ্বৎ যতশ্চানন্দদায়কম্ ॥ ৫৪
 ত্রয়োদশেহহি স প্রেতা নৌতে চ মধ্যপথে ।
 পিতৃজং দেহমাবৃত্তা দিবানন্তঃ বুভুক্ষিতঃ ॥ ৫৫
 নীতোক-শঙ্কু-ক্রবাদবদ্বির্বাটৈর্গন্ত পাণিনাম্ ।
 শ্ববাভুক্ষাংকি। চৈব সর্বং সৌম্যং কৃতান্বনাম্
 মার্গে চৈতানি স্থানানি অসিপত্নবনাবিহিতৈঃ ।
 স্কৃৎপিপাসাদ্বিতো নিত্যং প্রেতো মার্গে

প্রযাতি হি ॥ ৫৬

অহন্তহনি বৈ প্রেতা যোজনানান্ শতদ্বয়ং ।
 চত্বারিংশৎ তথ্য সপ্ত অহোরাত্রেণ গচ্ছতি ॥ ৫৭
 গৃহীতো যমপাশে'চ হাহেতি কপিতে তু সঃ ।
 শ্বগৃহস্থ পরিভ্রাজ্য যাম্যং পুংস্বল্পবজ্রে ॥ ৫৮
 ক্রমেণ যাতি স প্রেতঃ পুংস্ব যাম্যং শুভাশুভম্
 অশীতা তানি তাত্তেব মার্গে পুংস্বরাপি চ ॥ ৫৯
 যাম্যং সৌরিপুংস্ব বরেভ্রতবনং গচ্ছক্সিসিদ্ধাগমে
 ক্রোকঃ ক্রুরপুংস্ব বিচিত্রভবনং বহ্মাপদং

দুঃখদম্ ॥ ৬১

অন্ন, জল, বস্ত্র ও অস্ত্র যাহা কিছু দেওয়া যায়, তৎসমুদায়েই প্রেতশব্দ উল্লেখ দিতে হয়, প্রেতশব্দ উচ্চারণ করিয়া যাহা দেওয়া যায়, তাহা প্রেতের আনন্দদায়ক হয়। ত্রয়োদশে প্রেতকে মধ্যপথে লইয়া যায়। প্রেত পিতৃ-জন্ত দেহ পাইয়া ক্রাবৃত্ত হইয়া অতি দীর্ঘ, অতি উচ্চ, তত্ত্বশব্দাদিসমূহ, ক্রবাদ প্রাণি-সমাকুল পথে যমলোকে যাইতে থাকে। যাহারা পুণ্যাশ্রা, তাহারা কৃণা তৃকা রহিত সর্বসুখসমবিত হইয়া উত্তমপথে গমন করে। দিবা রাত্রিতে অসিপত্নবনাবিত পথে গমন-কালীন স্কৃৎপিপাসাবিত ও যমদূতকর্তৃক পরি-দ্বিষ্ট হইয়া প্রতিদিন ধ্বংসভয়াজর গমন করে। পানী নরসকল যমপাশে পরিগৃহীত হইয়া হাহা শব্দে রোদন করিতে করিতে সপ্ত-চত্বারিংশৎ অহোরাত্র গমন করে। প্রেত শ্বগৃহ পরিভ্রাজ্য করিয়া যমপুরে গমন করে, অমন্তর বৈবস্বত ভবনে উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ যাম্যপুর, পরে সৌরিপুর, সুরেন্দ্রভবন, গচ্ছক্সি-

মানাকন্দপুরং স্মৃতপ্তভবনং বৌদ্ধং পয়োবর্ষণং
 নীতাঢ্যং বহুবর্ষভীতিভবনং যাম্যং পুরকাগ্রতঃ
 ত্রয়োদশেহহি স প্রেতো গৃহীতো যমকিঙ্করৈঃ ।
 ভস্মিন্ মার্গে ব্রজত্যেকো গৃহীত ইব মর্কটঃ ৩২
 তথৈব স ব্রজন্ মার্গে পুত্র পুত্র ইতি ক্রবন্ ।
 হাহেতি ক্রনতে নিত্যং কৌদৃশস্ত যমা কৃতম্ ॥
 মাহুয্যং লভাতে কন্দাপিতি ক্রতে প্রমর্শতি ।
 মহতা পুণ্যযোগেন মাহুয্যং জয় লভাতে ৩৪
 ন তৎ প্রাণ্য প্রসুতং হি যাচকেভ্যঃ স্বকং ধনম্
 পরাধীনং ভদ্রভবদ্বিতি বৌদ্ধি সগগগদঃ ॥ ৩৫
 কিরুরৈঃ নীতাতেহতর্কঃ স্রবতে
 পুরুদৈহিকম্ (১) ॥

শৈলাগম, ক্রুরপুর, ও ক্রোকপুরাদি এই সকল পুর বিদ্যমান আছে। ইহাদিগের মধ্যে কোন পুর নানাপ্রকার বিচিত্র ভবনবিশিষ্ট, কোন পুর বহু আপদবুদ্ধ ও দুঃখজনক। কোন কোন পুরে পাণিগণের আক্রমণ হইতেছে, কোন কোন পুরে গৃহসকল অতিশয় প্রতপ্ত। কোন পুরে অতি ভয়ঙ্কর বারিবর্ষণ হইতেছে। কোন কোন পুরে ভবন সকল নীতাঢ্য, বহু ভীতিযুক্ত ও অতিশয় গ্রীষ্মপূর্ণ। এই সকল পুর অতিক্রম করিয়া ত্রয়োদশ দিবসে সেই প্রেতকে যম-কিঙ্করো লইয়া যায়। সেই প্রেত যমদূতকর্তৃক পরিগৃহীত হইয়া মর্কটবৎ গমন করে। প্রেত যমমার্গে গমনকালে “পুত্র পুত্র” বলিয়া হাহাকার করত রোদন করে, আর বলিতে থাকে যে, “আমি এমন কি কর্তৃক করিয়াছি, যাহাতে এইসম দুর্ভোগ হইতে পারে। প্রেত ঐ সময়ে এই বলিয়া গমন করিয়া থাকে যে, আমি কি প্রকারে পুন্নার্য মাহুয্য লাভ করিতে পারিব। মহৎ পুণ্য-

(১) ইত্যং পদং সচিদ্রিকঃ পাঠঃ ;—

সুখত দুঃখত ন কোহপি দাতা পরো বদা-
 ভীতি কুবুভিরেবা। পুরাকৃতং কর্ত্ত্ব সর্বৈব
 কৃত্যতে শরীরে হে নিত্যং যমরা কৃতম্ ।

ময়া ন দত্তং ন হৃতং হতাননে
তপো ন তপ্তং হিমশৈলগহ্বরে ।
ন সেবিতং গাঙ্গমতো মহাজলং
দেহিন্ কচিৎ নিস্তর যৎ ত্রয়া কৃতম্ (১) ।
ন নিত্যদানং ন গবাহিকং কৃতং
ন বেদদানং ন চ পাত্তপুস্তকম্ ।
পূর্যাপুচ্ছা ন চ সেবিতোদধা
দেহিন্ কচিন্নিস্তর যৎ ত্রয়া কৃতম্ ॥ ৬৮
ময়া ন ভুক্তং পতিসঙ্গসৌখ্যং
যহিপ্রবেশো ন কৃতো মৃতে সতি ।
তস্মিন্ মৃতে তদ্রতপালনং বা
দেহিন্ কচিন্নিস্তর যৎ ত্রয়া কৃতম্ ॥ ৬৯

কলেই মানুষজনসভা হইয়াছে। যাচকদিগকে
যে খীর ধনপ্রদান করে না, সে তাহা পাইতে
পারে না, যেহেতু সকলই পরাবীন। গঙ্গাদে-
বাক্যে এই কথা বলিতে বলিতে প্রেত গমন
করে এবং যমকর্তৃক পূর্ণিত হইয়া
পূর্ণদেহকৃত কর্ম স্বরণ করে। আমি কখনও
দান করি নাই, অগ্নিতে আহুতি প্রদান করি
নাই, হিমালয়ের গহ্বরে বাসিয়া কোনরূপ
তপস্তা করি নাই, কদাচ গঙ্গাজল সেবা করি
নাই। হে শরীর! তুমি যেদ্রুপ কর্ম করি-
য়াছ, তদ্রুপ কলভোগ কর। আমি নিত্য
দান করি নাই, গোকে আর্হিক আহার
প্রদান করি নাই, বেদদান কিংবা পুস্তক
প্রদান করি নাই, পূর্বকালে কোন যজ্ঞসম্পাদন
করি নাই, অথবা কোন সংগ্ৰহা আশ্রয় করি
নাই, অতএব হে শরীর! তুমি যেদ্রুপ কর্ম
করিয়াছ, তদ্রুপ কলভোগ কর। (দ্বীলোক
হইলে বলে) আমি পতিসঙ্গ সৌখ্য ভোগ
করি নাই। পতির মরণে তৎসহ যহিপ্রবে-

(১) অতঃপরামর্থাৎ কচিৎ পঠ্যতে—

জলাধরো নৈব কৃতো হি নির্জলে মনুষ্য-
শ্রেতোঃ পতপক্ষিহেতবে। গোভূতিহেতোর্ম
কৃতং হি গোচরং শরীরং হে নিস্তর মনুষ্য
ভব ।

মাসোপবাসৈর্ন বিশোধিতং যপু-
শ্চাত্মাংগৈর্কা নিদ্র্যৈশ্চ সংহতৈঃ ।
নারীশরীরং বহুভুক্তাজনং
লব্ধং ময়া পূর্বকৃতৈর্কিঁকর্ষতিঃ ॥ ৭০
উক্তানি বাচ্যানি ময়া নরাণা-
মতঃ শৃণুহাবহিতোহপি পাকিন ।
দ্রীণাং শরীরং প্রতিলভ্য দেহী
অবাতি কর্ষ্যপি কৃতানি পূর্বম্ (১) ॥ ৭১

ইতি শ্রীগুরুভ্যে মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ-
গুরুভ্য-সংবাদে প্রেতবিজয়নবর্ণনং নাম
ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

শুণ করি নাই। তাহার পরকালহিতকর
নিয়মানুষ্ঠান পালন করি নাই; অতএব হে
শরীর! তুমি যেদ্রুপ কর্ম করিয়াছ, তদ্রুপ
কল ভোগ কর। (পুরুষ বলে) আমি
মাসোপবাস অথবা চাত্মাংগাদি ত্রতাচরণ-
ধারা শরীর শোধন করি নাই, কেবল বহুভুক্ত-
জন নারীশরীর উপভোগ করিয়াছি;
অতএব হে শরীর! তুমি যেদ্রুপ কর্ম করি-
য়াছ; তদ্রুপ কলভোগ কর। হে পাকি-
ন! আমি মনুষ্যগণের হিতার্থে যাহা যাহা
বলিতেছি, তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।
মনুষ্যগণ শ্রীদিগের শরীর লাভ করিয়া
তাহাতে নিহৃত থাকে, কোন সংকার্ষ্যে প্রবৃত্ত
হইয়া না। ৬৩—৭১।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

(১) বিষয়মোকাদিপৌনরুক্ত্যমিদং বোধব্য-
বৃদ্ধিবশিষ্ঠ্যায় শ্রুপানিধনমত্যাগেনোদ্যো-
বদম্ ।

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

ঐতগবানুবাচ ।

এবং বিদগচ্ছন্ত প্রেতশ্চৈবঃ যগেশ্বর ।
 ক্রন্দমানস্ত নিতরাং পীড়িতস্ত চ কিঙ্করৈঃ ॥ ১
 সপ্তদশ দিনান্তেকো বায়ুমাগে বিকৃত্যতে ।
 অষ্টাদশে অহোরাত্রে পূৰ্ণে যাম্যপুরং ত্রয়েৎ ॥ ২
 তস্মিন্ পূরবরে রম্যে প্রেতানাক গণো মহান ।
 পুষ্পভদ্রা নদী তত্র স্তপ্রোধঃ প্রিয়দর্শনঃ ॥ ৩
 পূরে স তত্র বিশ্রামঃ প্রাপ্যতে যত্র কিঙ্করৈঃ ।
 ভায়াপুত্রাদিকং সোধাঃ অরতে তত্র হুঃখিতঃ ॥ ৪
 ক্রমতে ককণৈর্বাটিক্যকুসুমৈঃ স্রমপীড়িতঃ ।
 অধনং অকল্যাণি গৃহং পুত্রাঃ সুখানি চ ॥ ৫
 ভূতা-মিত্রাণি চাস্তজ সর্গং শোচতি বৈ তদা ।
 স্মৃতিস্মৃত পূরে তস্মিন্ কিঙ্করৈস্তত্র চোচাতে ॥ ৬
 কিঙ্করা উচুঃ ।

ক ধনং ক সূতা জায়া ক গৃহং ক অমীদৃশঃ ।

সপ্তদশ অধ্যায়ঃ ।

ঐতগবান্ বলিলেন,—হে ষগরাজ ।
 প্রেতগণ এইরূপে সেই পথে পরিভ্রান্ত ও যম-
 কৃতকৃত প্রধারে অতি হুঃখিত হইয়া আকুল-
 লোচনে কান্নিতে কান্নিতে গমন করিয়া
 থাকে । সপ্তদশ দিন একাকী বায়ুমার্গে
 গমন করিয়া অষ্টাদশ দিনে যমের পূর্বপূরে
 নীত হয় । সেই পূর্বে প্রেতগণের মহাকোলা-
 হল হইতেছে দেখিতে পায়া । সেই স্থানে
 পুষ্পভদ্রা নামে নদী প্রবাহিত হইতেছে ও
 একটী প্রিয়দর্শন বটবৃক্ষ বিদ্যমান রহিয়াছে ।
 প্রেত সেই পূরে উপস্থিত হইলে যমকিঙ্করেরা
 তাহাকে বিশ্রাম করিতে দেয় । প্রেতগণ এই
 সময়ে শ্লথিত হইয়া হ্রীপুত্রসুখাদি অরণ
 করিতে থাকে । প্রেতগণ এই পূরে থাকিয়া
 ককণবাক্যে ক্রন্দন করে এবং ভুস্তু ও স্রম-
 পীড়িত হইয়া আপন ধন, স্ত্রীসুখ, গৃহ, পুত্র,
 ভূতা, মিত্র, ধাতাদি নিমিত্ত শোক করিতে
 থাকে । স্মৃতিস্মৃত হইয়া তথায় অবস্থিতি করে ।

যমকিঙ্করৈঃ স্তম্ভ চিরং গচ্ছ মহাপথে ॥ ৭
 জানামি সখলমলং বলমধবগানঃ
 নোহশ্বদলঃ প্রযততে পরলোকগটো ।
 গম্ব্যামস্তি তব নিশ্চিতমেব হেন
 মার্গেণ যত্র ভবন্তঃ ক্রমবিক্রমো ন ॥ ৮
 যমগীতাভবং বাক্যং পকিষ্টৈবং ত্বয়া ক্ষতম্ ।
 এবমুক্তস্ততঃ সর্কৈর্হস্তমানঃ সমুদগরৈঃ ॥ ৯
 অত্র দন্তঃ সূতৈঃ পাঠ্যৈঃ স্বেদাঙ্গা কুপদাথবা ।
 মাসিকং পিণ্ডমশ্রাতি ততঃ সৌরিপুরং ত্রয়েৎ ॥
 তত্র নায়া তু রাজা বৈ জঙ্গমঃ কালকপধুক্ ।
 ভং দৃষ্ট্য ভয়ভীতস্ত বিধামে কুরুতে মতিম্ ।
 উদংকামসংযুক্তঃ ভুংক্তে তস্মিন্ পূরে গতঃ ।

এ সময়ে যমকিঙ্করেরা তাহাদিগকে এইরূপ
 বলিয়া থাকে,—অরে সূত ! তোমার ধন
 কোথায় ? তোমার পুত্র কোথায় ? তোমার
 জায়া কোথায় ? তোমার বন্ধু কোথায় ? অরি
 তুমিই বা কোথায় ? একপে ধনপুত্রাদিবারা
 তোমার কোন উপকার সাধিত হইবে না ।
 আপনার কর্ম্মার্জিত কলভোগ কর । হে
 পরলোক-পথিক ! তুমি জান, পথে গমন
 করিতে হইলে সখল আবশ্যক ; তোমাদিগের
 কিছুমাত্র সখল নাই, অথচ এই দুর্গম পথে
 গমন করিতে হইবে । এই দুর্গম মার্গে ক্রম-
 বিক্রম স্থান নাই, পাথের সখল সংগ্রহ করা
 যায় এমন উপায়ান্তরও নাই । যম্বালোকে
 কখনও তোমরা যমবাক্য শ্রবণ কর নাই ।
 এই বলিয়া যমকিঙ্করগণ পাণ্ডিট প্রেতকে
 মুদগরদ্বারা প্রহার করে । প্রেতগণ যমপুরী
 গমন করিলে তাহাদের পুত্র, পৌত্র ও বাক-
 বেরা স্বেদবশতঃ মাসে মাসে যে পিণ্ডপ্রদান
 করে, প্রেত তাহা ভক্ষণপূর্বক মলোকে বাস
 করিয়া সৌরিপুরে প্রস্থান করে ১২—১০ । এই
 স্থানে কালকপধারী জঙ্গম যমরাজ আগমন
 করেন, তাহাকে দর্শন করিয়া প্রেতগণ ভীত
 হয় এবং ক্রিয়াকাল বিশ্রাম কর্তব্য করিবে ।
 প্রেতগণ যমের পূর্বপূরে গমন করিয়া পুত্র-

ত্রেপাংদিকে তু যক্ষসং তৎ পুরং স ব্যতিক্রমেৎ
নগেন্দ্রনগরে রমো প্রেতো যান্তি দিব্যানিষদ ।
গচ্ছন বনানি রৌদ্রাণি দৃষ্ট্বা ক্রমতি তত্র সঃ ।
ভীষণৈঃ ক্রিষ্টমানস ক্রমতে চ পুনঃপুনঃ ।
মাসদ্ব্যাবসানে তু তৎ পুরং সোহতিগচ্ছতি ॥১৪
কুক্ষা চারং জলং পীত্বা যক্ষসং বাহুবৈরিহ ।
ক্রিষ্টমানস তঃ পাটেশনীয়েতে যমকিঙ্করৈঃ ॥ ১৫
তৃতীয়ে মাসি সস্ত্রাণ্ডে গচ্ছস্ব নগরং শুভম্ ।
তৃতীয়ঃ মাসিকঃ কুক্ষা তত্র গচ্ছতাসৌ পুরঃ ।
শৈলাগমঃ চতুর্থে স মাসে প্রাপ্তোতি বৈ পুরম্
পাষণ্ডাস্তত্র বর্ষন্তি প্রেতস্তোপরি সংস্থিতাঃ ॥১৬
চতুর্থমাসিকে শ্রাদ্ধে কুক্ষে তত্র হুত্বা ভবেৎ ।
ভতো যান্তি পুরং প্রেতঃ কুরং মাসে তু পকমে
ইহ দত্তং শ্রুতৈর্ভুক্তৈঃ প্রেতো বৈ

তৎপরে স্থিতঃ ।

ষষ্ঠে মাসি ততঃ প্রেতো যান্তি

কৌক্যভিঃ পুরম্ ॥ ১৯

প্রদত্ত অন্নসমূহ উৎকর্ষ করে । তিনপক্ষ
পর্যন্ত এইরূপে পুত্রাদিপ্রদত্ত পিতৃদারা পরি-
কৃত হইয়া সেই পুর অতিক্রম করিয়া থাকে ।
তারপর প্রেত দিব্যরাজিতে সুরেন্দ্রনগরে
গমন করে । সেই স্থানে ভয়ঙ্কর বনসকল
দর্শন করিয়া এবং ভীষণাকার দূতাদিকর্তৃক
ক্রিষ্টমান হইয়া পুনঃপুনঃ ক্রমণ করে । এই-
রূপে মাসদ্বয় অতীত হইলে সেই পুর অতিক্রম
করে । সেখানেও প্রদত্ত অন্ন জলাদি
তৎকালে যতদূতগণ কর্তৃক ক্রিষ্টমান হইয়া
তৃতীয় মাসে সুরেন্দ্রনগরে উপস্থিত
হয় এবং পুত্রাদিরা তৃতীয়মাসে যে পিতৃদান
করে, তাহাই ভোজন করিয়া থাকে । চতুর্থ-
মাস সমাগত হইলে শৈলাগমনামক পুরে উপ-
স্থিত হয় । সেই স্থানে প্রেতের উপরি ও
পৃষ্ঠদেশে পাষণ্ড সকল পতিত হইতে থাকে ।
চতুর্থমাসে পুত্রাদিরা যে শ্রাদ্ধ করে, তাহা
ভোজন করিয়া প্রেত-কথঞ্চিৎ সুখলাভ কতে
পকমমাস উপস্থিত হইলে ঐ প্রেত কুংপুণে
গমন করে । সেখানে পকমমাসিক পিও

বক্ত দন্তেন পিণ্ডেন শ্রাদ্ধেনাপ্যায়িতঃ পুরে ।
মুহূর্তাৰ্দ্ধন্ত বিজয়া কল্পমানঃ স্তম্ভবিহঃ ॥ ২০
তৎ পুরং স ব্যতিক্রম্য ভর্জিতে যমকিঙ্করৈঃ ।
প্রযান্তি চিত্রনগরং বিচিত্রৈঃ যত্র পার্শ্বিকঃ ॥ ২১
যমৈশ্চবাহুজঃ সৌরীর্ধ্ব রাজ্যং প্রশান্তি বি ।
মাসৈস্ত পকতিঃ সাংকৈকনমাপ্যায়িকো ভবেৎ ॥
উনবাধ্যাসিকঃ তত্র ভুক্ত্য যাম্যসমাহতঃ ।
মার্গে পুনঃপুনস্তন্ত বৃক্ষকা পীড়যজ্যলম্ ॥ ২৩
সান্তীকিতে যতে কোহপি মদীয়ঃ স্তম্ভবাহবঃ ।
সৌখ্যং যো মে জনয়তি পততঃ শোকসাগরে ॥
এবং বিলপতে মার্গে বার্যমাণস্ত কিঙ্করৈঃ ।
আয়ান্তি সন্মুখাস্তত্র কৈবর্তীস্ত সহস্রাঃ ॥ ২৫
বহঃ তে ভর্তৃকামায় মহাবৈভবীনীঃ নদীম্ ।
শতযোজনাবিস্তীর্ণাঃ পুষ্পোণিতসঙ্কলাম্ ॥ ২৬

ভোজন করে । প্রেত যখনই কৌকপুর্বে
বাইয়া উপস্থিত হয় । এই লোকে উক্তরূপে
শ্রাদ্ধ ও পিতৃদারা আপায়িত হইয়া অর্ধমুহূর্ত
বিজয়পূর্বক পুনর্বার স্থিতি ও কল্পমান
হয় । ১১—২০ । অনন্তর উক্ত পুর পরিত্যাগ-
পূর্বক যমকিঙ্কর কর্তৃক ভর্জিত হইয়া চিত্র-
নগরে গমন করে । বিচিত্র নামে রাজ্য এই
নগরের অধিপতি । উক্ত বিচিত্ররাজ যমের
অহুজ, ইনিই এই রাজ্যশাসন করিয়া
থাকেন । এই মার্গে প্রেতের পুনঃপুনঃ সান্তি-
শয় স্থা উপস্থিত হইয়া থাকে । প্রেত তখন
বলিয়া থাকে যে, “আমার পুত্র, পৌত্র অথবা
এমন কোন বাহুব আছে যে, আমাকে স্তম্ভ-
প্রদান করিতে পারে ? এক্ষণে আমি শোক-
সাগরে পতিত আছি ।” প্রেত এইরূপ বিলাপ
করিতে থাকিলে যমকিঙ্করগণ তাহাকে নিবারণ
করে । অনন্তর প্রেতের সন্মুখে সহস্র সহস্র
কৈবর্ত উপস্থিত হয় । তাহারা বলে, “আমরা
তোমাকে এই মহ বৈভবীনী পান করিবা ।
বৈভবীনী শতযোজন বিস্তীর্ণ ; ইহা পুষ্প-

* কচিদমমধিকঃ পাঠঃ—

১৩ বহু দপিণ্ডেন ভুক্তঃ সন কৃত্যতে মহা ।

নানাবসমসাকীর্ণাঃ নানাপক্ষিপৈশ্বৰ্য্যভাষা ।
 বহুং স্তাঃ স্তারিষ্যামঃ স্তুধেমতি বদন্তি তে ।
 যেন তত্র প্রদত্তা গোস্তয়া নাবা প্রসপতি ।
 মনুজানাঃ কিতং পানমন্তে বৈতরণী স্মৃতা ৷ ২৮
 দত্তা পাপং দত্তং সপ্তং বিম্বলোকস্ত স্য নয়েৎ
 নানস্তা চেৎ সপ্তশ্রেষ্ঠে তাত্ সমেতা স মজ্জতি ৷
 স্ত্রীষাবহে শরীরেহত্র বৈতরণ্যা তত্রং চরেৎ ।
 দেয়া চ বিবৃষে ধেনুভ্যাং নদীঃ তর্জুমিচ্ছতা ৷ ৩০
 অবদম্মজ্জমানাঃ নিন্দতাঃ স্তানমাবদনা ।
 পাণ্ডেযার্থঃ যদা কিকির প্রদত্তং দ্বিজাঃ কয়ে ৷ ৩১
 ন দত্তং ন হতং জপ্তং ন স্নাতং ন কৃতং স্ততম্
 যাদৃশঃ কৰ্ম্ম চরিতং মূঢ় ভুঙ্কতি তাদৃশম্ ৷ ৩২
 হা দৈব হৃদি সমুদ্ভূতাহিতো ভাবতে ভট্টেঃ ।

শোণিতধারা পরিপূর্ণ; বিবিধ পক্ষিপণ এই
 নদীকে সযাকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে; ইহাতে
 শত শত জলজন্তু বাস করে। কিন্তু আমরা
 তোমাকে স্তুধে পার করিব। যে ব্যক্তি
 পূর্বকালে গোপ্রদান করিয়াছেন, তাঁহাকে
 সেই গো বিম্বলোকে লইয়া যায়। মনুষ্যা-
 গণের অস্তকালে বৈতরণী গাভী প্রদান হিত-
 জনক। বৈতরণী দত্তা হইলে পাপরাশি ধ্বংস
 করিয়া বিম্বলোকপ্রাপ্ত করায়, কিন্তু প্রদত্তা
 না হইলে প্রেতবান্ধু তাহাকে মজ্জিত হয়।
 বাহারা বৈতরণীনদীর পরিজ্ঞাপ ইচ্ছা করেন,
 তাঁহারা স্ত্রীষাবহাতে বিদ্যান আগমনকে ধেনু
 দান করিয়া বৈতরণীতর অচরণ করিবেন।
 ২১—৩০। ধেনু প্রদান না করিলে যখন
 বৈতরণীতে নিমগ্ন হয়, তখন সেই মূঢ় ব্যক্তির
 আমাকে এইরূপ নিন্দা করিয়া থাকে;—
 আমি পরলোকগমনের পাণ্ডেয় সন্মুখ
 আশ্রয়দিগকে কিছুই প্রদান করি নাট, তপস্বী
 করি নাই, ধোম করি নাই, জপ করি নাই,
 স্নান করি নাট, অস্ত কোন সংস্কারও করি
 নাই। তখন যমদিক্‌বংশ বলে—রে মূঢ়!
 তুমি যেমন কৰ্ম্ম অচরণ করিয়াছ, তাদৃশ
 কলভোগ কর। তখন প্রেত "হা দৈব"

বৈতরণ্যাঃ পরতটে ভুঙ্কন্ত দত্তং ঘটাদিকম্ ।
 উনম্যাসিকজাতং ভুক্তা গচ্ছন্ত চাক্রতঃ ।
 ভাক্য তত্র বিশেষেণ ভোজ্যাত দ্বিজান

ভুতান ৷ ৩৪

চহারিংসৎ তথা সপ্ত যোজনানি শতবদম্ ।
 প্রযাতি প্রভাৎ তাক্য অশোহায়েন কবিতঃ ।
 সপ্তমে মাসি সম্প্রাপ্তে পুরং বহ্মাপদং ব্রজেৎ ।
 তত্র ভুক্তা প্রদত্তং যজ্ঞাদং সপ্তমাসিকম্ ৷ ৩৬
 অষ্টমে মাসি সম্প্রাপ্তে নানাকন্দপুং

ব্রজেৎ (১) ।

নানাকন্দগগান্ দৃষ্ট্বা কন্দমানান্ সূদাকগান্ ।
 স্বয়ং শূক্ৰহৃদয়ঃ স্মাকন্দতি হৃদিভতঃ ৷ ৩৭
 তন্মাসিকং যজ্ঞাদং ভুক্তা তত্র পুণী ভবেৎ ।
 বিহার তৎ পুরং প্রোতো যাতি তত্র পুং প্রতি
 সূতপুত্রগরং প্রাপ্য নবমে মাসি সোৎসুতে ।

বলিয়া মুচ্ছিত হয়। ভীষণাকার যমদূত সকল
 তাহাকে বৈতরণীর পরতটে ভাঙন করিতে
 থাকে। এই সময় যাম্যাসিক প্রাকপ্রভাত
 পিত্তাশি ভোজন করিয়া গমন করে। হে
 গরুড়! এই নিমিত্ত প্রেতের উদ্দেশে বহু
 আশ্রয় ভোজন করাইবে। প্রতিদিন যমদূত-
 কর্তৃক পরিক্রিষ্ট হইয়া হইলত সপ্তচহারিংসৎ
 যোজন গমন করে। সপ্তম মাস উপস্থিত
 হইলে সেই পুর পরিভাগ করিয়া বহ্মাপদপুরে
 গমন করিয়া থাকে। সেই সময় সপ্তমাসিক
 প্রদত্ত পিত্তাশি ভক্ষণ করে। পরে এই পুর
 পরিভাগ করিয়া নানাকন্দপুর অশ্রয় করে।
 তথায় নানাকন্দপুর্ববাসীদিগকে অতিদুর্দশা-
 পন্ন ও রোদন-তৎপর দেখিয়া স্বয়ং বহুদুঃখে
 হৃদিভত ও হতাশ হইয়া রোদন করিতে
 থাকে। সেইখানে নবম মাসিক প্রদত্ত অশ্র-

(১) ইত্যঃ স্রমেতাঃ ভূতিকাণি—

মৎস্রঃ স্রমেতাঃ স্রমেতাঃ স্রমেতাঃ স্রমেতাঃ
 স্রমেতাঃ স্রমেতাঃ স্রমেতাঃ স্রমেতাঃ
 স্রমেতাঃ স্রমেতাঃ স্রমেতাঃ স্রমেতাঃ

ভিজভোজ্যপিণ্ডানং কৃতং আত্মং শ্রুতেন যৎ ।
মাসি বৈ দশমে প্রাপ্তে রৌদ্রস্থানং স গচ্ছতি
দশমে মাসি যদন্তঃ শুভ্রা চ প্রযাতি সঃ ॥৪০॥
দশমমাসিকং শুভ্রা পয়োবর্ষণমুচ্ছতি ।

মেঘান্তর প্রবর্ষান্তি প্রেতানাং হুঃখদায়কঃ ॥৪১॥
তন্তঃ প্রচলিতো প্রেতো বহুঘর্ষঃ তুর্ধাদিতঃ ।
হুঃখশ্চ মানি যচ্ছ্রাঙ্কঃ তত্র ভূচ্চক্রে হুঃখবিতঃ
কিঞ্চিদ্রূপে ততো বর্ষে সার্ধে চৈকাদশেহথবা
যাতি নীতপুং তত্র নীতঃ যজ্ঞাতিহুঃখদয়ঃ ॥৪২॥
নীতার্হঃ কুণ্ঠিতঃ সোধথ বৌকতে বি বিণো দশ
ত্রিষ্টতে বাহুসঃ কোহপি যো মে হুঃখঃ

ব্যপোহতি ॥৪৩॥

কিচ্ছ্রাঙ্কঃ বদন্ত্যেবং ক তে পুণাং হিতাদৃশম্ ।

জলাদি ভক্ষণ করিয়া সেই পুর পরিভ্যাগ-
পূর্বক তপ্তপুরে গমন করে। দশমমাসে
শ্রুতগুনগর পাইয়া দশমমাসিকপ্রদত্ত পিণ্ডাদি
ভক্ষণ করে। দশমমাসিকপ্রদত্ত জলপিণ্ডাদি
ভোজন করিয়া দশমমাস পূর্ণ হইলে রৌদ্রপুরে
গমন করে। তথায় একাদশমাসিক প্রদত্ত
দ্রব্য ভোজন করিয়া পয়োবর্ষণপুরে গমন
করে। ৩১—৪১। তখন প্রেতের সমীপে
অতি হুঃখপ্রদ মেঘসকল বর্ষণ করিতে থাকে।
সেখান হইতে প্রচলিতকুইয়া বহুঘর্ষপূরাতি-
মুখে যাইতে থাকে। পথে তুর্ধা অত্যন্ত
শীতিল হয়। সেইখানে আদিক আকের
পুরুশ্রাঙ্কপ্রদত্ত পিণ্ডাদি ভোজন করিয়া প্রেত
অতিশয় কুণ্ঠিত থাকে। অনন্তর বর্ষ পূর্ণ
হইলে প্রেত নীতপুরে গমন করে। এই পুর
অতিশয় শীতযুক্ত; প্রেত এই স্থানে গমন
করিয়া নীতার্হ ও কুণ্ঠিত হয় এবং ইতস্ততঃ
অবলোকন করিতে থাকে। প্রেত উক্তরূপে
ত্রিষ্ট হইয়া বলিতে থাকে, “আমার এমন
বাহুব কে আছে? যে, এষ্ট হুঃখ হইতে মুক্ত
করে।” তখন সমুদ্র স্রবণ প্রেতকে সন্ধান
করিয়া বলে,—“তোমার এমন কি পুণ্য
আছে? যে, তুমি এই হুঃখ হইতে মুক্ত

হইয়া তেবান্তু তদ্বাক্যং হং দৈব ইতি ভাবতে ॥
দৈবঃ হি পূর্বপুরুতঃ ভাব্যো নৈব সক্ষিতম্ ।
এবং সক্ষিত্য বহুশো ধৈর্যমানসতে পুনঃ ॥৪৪॥
চত্বারিংশদ্বোজনানি চতুষ্টুজানি বৈ ততঃ ।
ধর্ম্মরাজপুং রম্যঃ গচ্ছসীপসরসাকুলম্ ॥৪৫॥
চতুরনীতিলক্ষং চ মূর্ত্যমুর্জৈরধিষ্ঠিতম্ ।
অয়োদশ প্রতীহার্য ধর্ম্মরাজপুরে স্থিতাঃ ॥৪৬॥
শুভাশুভস্ত যৎ কৰ্ম্ম তে বিচার্য পুনঃপুনঃ ।
অবগা ব্রহ্মণঃ পুত্রা মমুখ্যাণাক চেষ্টিতম্ ।
কথয়ন্তি তদা লোকে পুঞ্জিতাঃ পুঞ্জিতাঃ শয়ম্ ।
মর্জৈরুর্জৈঃ চ পুর্জৈঃ চ যৎ প্রোক্তক কৃতক যৎ ।
সর্বমাবেদয়ন্তি স চিত্তভঞ্জে যমে চ তৎ ॥৪৭॥

দুর্বাদ্রবণবিজ্ঞানঃ দুর্বাদ্রবণগোচরম্ ।
এবংচেষ্টোক্ত তে হৃষ্টৌ স্বর্ভূপাতালচারিণঃ ॥৪৮॥
তেষাং পত্ন্যস্তদৈবোত্রো অবগাঃ পৃথগাহুয়াঃ ।
এবং তেষাং শাক্তিরস্তি মর্জো মর্ত্যাধিকারিণঃ ॥

হইতে পার।” তখন সেই প্রেত সমুদ্র-
বাক্য অবগণ করিয়া আপন অমূর্ত্ত
বলিতে থাকে যে “মমুখ্যলোকে পূর্বপুরুতঃ
দৈব। আমি সেই দৈব সক্ষয় করি নাই।
এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রেত পুনরায় ধৈর্য্য-
লবন করে। চতুঃচত্বারিংশৎ বোজন-
ব্যাগ ধর্ম্মরাজপুর দিব্যস্থান। ইহা গচ্ছসী
ও অঙ্গরোগণে সমাকুল এবং মূর্ত্ত ও
অমূর্ত্ত চতুরনীতিলক্ষ প্রাণিগণে অধি-
ষ্ঠিত। এই ধর্ম্মরাজপুরে দ্বাদশ প্রতী-
হার অবস্থিত আছে, এই সময়ে ত্রা-
তনয় অবগণ মমুখ্যর শুভাশুভ কৰ্ম্ম বিচার
করিয়া থাকে। তদনুসারেই ফলভোগ হইয়া
থাকে। মমুখ্যাগণ কুষ্ঠে অথবা কুষ্ঠে হইয়া যাহা
কিছু বলে, সেই সমুদায় চিত্তভঞ্জে ও যমে
নিকট আবেদন করে। যাহারা স্বর্গচারী
ভূচারী ও পাতালচারী, তাহারা দূর হইতে
ভূমিতে পায় ও বেধিতে পায় এবং এইরূপ
তাহাদিগের চেষ্টা হয়। ঐ অবগণ অতি
উগ্রপ্রযত্নশালী, তাহাদিগের নামক পৃথক
পৃথক। তাহারা নিম্নশক্তি প্রভাবে মর্ত্যা-

ত্ৰৈলোক্যৈঃ স্তবৈৰ্ভক্ত পূজয়েদ্বিধ মানবঃ ।
নৌষন্তে তন্ত তে সৌম্যাঃ সুখবৃত্ত্যপ্রদায়িনঃ ॥৫৩
ইতি জীগাক্ষে মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে জীকক-
গরুড়সংবাদে মাসিকাদিশ্রাদ্ধকলনির্ণয়ো
নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ । *

জীভগবান্‌বাচ ।

অথ বক্ষ্যামি সংক্ষেপাদ্যমমার্গস্ত নিষ্কতিম্ ।
ব্রহ্মোৎসর্গস্ত পুণ্যেন পিতৃলোকং স গচ্ছতি ॥১
একাদশাহপিণ্ডেন শুদ্ধহেতু ভবেৎ তন্তঃ ।
উদকুস্তপ্রদানেন কিঙ্করাকৃষ্টিমাশুযুঃ ॥ ২

লোকে মহাযাগের উপকার সাধন করিতে
পারে। যাহারা অতদানানি দ্বারা যেকপে
দেবতার অর্চনা করে, এই সমলোকে তাহা-
দিগের সেইরূপ সুখ, সুখ ও মুক্তা হইয়া
থাকে। ৪২—৫৩।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

জীভগবান্‌ কহিলেন,—অতঃপর সংক্ষেপে
যমমার্গের নিষ্কতি কহিতেছি। ব্রহ্মোৎসর্গ
করিলে সেই পুণ্যে সে ব্যক্তি পিতৃলোকে
যায়। একাদশ পিণ্ডদ্বারা শুদ্ধহেতু হয়।
উদকুস্ত প্রদান করিলে যমকিঙ্করগণ কৃষ্টি

* কচিদিং পঠাতে ;—

গরুড় উবাচ ।

একো মে সংশয়ো দেব হৃদয়েহতীত বর্ষতে ।
অবণাঃ কস্ত পুত্রাশ্চ কথং যমপুরে স্থিতাঃ ॥
মাহুর্ভৈশ্চ কৃতঃ কৰ্ম্ম কস্মাক্সান্নাস্তি তে প্রভো ।
কথং পৃথগ্ধি তে সর্গে কস্মাক্সজ্ঞানং সমাগতম্ ।
কুস্ত ভুঞ্জসি দেবেশ কথমস্তু প্রসাদতঃ ।
পাক্ষিকাজবচঃ কথং জগবান্‌ বাক্যমব্রবীৎ ॥

শযাদানাদিমানদেহা যাতি অর্গেবু মানবঃ ।
তদহি দৌষতে সর্গং দাদশাহে বিশেষতঃ ॥ ৩
পদানি সর্গবতুনি বারিষ্ঠানি জয়োদশ ।
যো দদাতি মুক্তশ্চেহ জীবরপ্যাস্ত্রভেতবে ॥ ৪
তদাশ্রিতো মহামার বৈনতেষ স গচ্ছতি ।
এক এবাস্তি সর্গস্ত ব্যবহারঃ খগাধিপ ॥ ৫
সুতমাদ্যমধ্যান্নাং তন্তদাবর্জকং ভবেৎ ।
যাবজাগাং ভবেদ্যন্ত তাবদাগেহতিরিচ্যতে ॥ ৬
স্বয়ং স্বয়েন যদন্তঃ তৎ তত্রাধিকরোতি তম্ ।
মুক্তে বধাক্টবৈবন্তঃ তদাশ্রিত্য শুরী ভবেৎ ॥ ৭

লাভ করে। শযাদান করিলে বিমানারো-
হণে অর্গে যায়। সেট দিনই সকল প্রকার
দান করা হয়। দাদশাহে বিশেষ দানই
করিবে। পদানি এবং অস্ত্র জয়োদশবিধ
উৎকৃষ্ট দান করিবে। জীবিত কালে অথবা
মরণান্তেও যদি এই সকল দান প্রদত্ত হয়,
তবে তাহার পারিত্রিক সুখ ও যমমার্গে সুখে
গমন হইয়া থাকে। উত্তম মধ্যম অবম যে
যেমন দান করে, যমমার্গে তাহার তাদৃশ সুখ
হয়। স্বয়ং যাহা দান করা যায়, মরণান্তে
তাহাই ভোগার্থ লাভ হয়। বাক্যবগণ দ্বারা
দান করে, তাহা দ্বারা প্রেতের সুখ হইয়া

জীকক উবাচ ।

শৃণু বচনং সত্যং সর্গেবাং সৌখ্যদায়কম্ ।
তদহং কথয়িষ্যামি অবণান্নাং বিচেষ্টিতম্ ॥
একোভুতং বদ্য সর্গং জগৎস্বাবরজজবম্ ।
কীবোদশাগরে সন্মঃ ময়ি সূত্রে জগৎপতো ।
নাভিহোহজস্তপস্তপে বর্ষণি শুবহুজপি ।
একোভুতং জগৎস্বষ্টং ভুতপ্রায়কতুসিধম্ ॥
অক্ষণ্য নির্মিতং পূর্কং বিকুন্না পালিতং তদা ।
কত্রাঃ সংহারমুর্জিত নির্মিতো অক্ষণ্য ততঃ ॥
ব্রহ্মঃ সর্গগতঃ সৃষ্টেঃ স্বর্ঘ্যস্তেজো বিবৃদ্ধিমান্ ।
ধর্ম্মরাজততঃ সৃষ্টশ্চিহ্নভূতেন সংযুতঃ ॥
সৃষ্টৈবমানিকং সন্মং তপস্তপে কু পদ্যজঃ ।
গতানি বহুবর্ষণি অক্ষণো নাতিপতজে ॥
যো যো হি নির্মিতং পূর্কং তন্তঃ কৰ্ম্ম সমাচরেৎ

গরুড় উবাচ ।

কশ্যপঃ শ্রবণানি দেয়ানি কথিত্বা চ ব্রহ্মোদয় ।

দীপ্তে কস্ত সৌভাগ্যে তদনন্ত যথা তথ্যম্ । ৮

শ্রীভগবানুবাচ ।

ছয়োশানহবস্তাণি মুদ্রিকা চ কমণ্ডলুঃ ।

আসনঃ ভোজনকৈব পদং সপ্তবিধং স্মৃতম্ । ৯

জাতপত্তত্র যো বোদ্ধো দদতে যেন মানবঃ ।

ছত্রদানেন সুজ্ঞায়া জায়তে প্রেততুষ্টিদা । ১০

অসিপত্রবনং ঘোষং সৌভাগ্যকামতি বৈ কশ্যপঃ

অশ্বারুঢ়াশ্চ গচ্ছন্তি দদতে য উপানবো । ১১

আসনে স্বাগতে চৈব দদতে তস্ত বিজাতয়ে ।

সুখেন ভুঞ্জতে প্রেতঃ পৃথি গচ্ছন্ত শঠৈঃ শঠৈঃ

বহুধর্মসমাকীর্ণে নিক্ষাতে নোপবর্জিতে ।

কমণ্ডলুপ্রদানেন পুণী ভবতি নিশ্চিতম্ । ১২

মৃতোদ্ধেশেন যো দদ্যাদ্ভদ্রপাত্তস্ত তাম্রজম্ ।

প্রপাদানসহস্রস্ত তৎকলং সৌভাগ্যে কশ্যপঃ ১১৪

থাকে । গরুড় কহিলেন,—শ্রবণান এবং
ব্রহ্মোদয় প্রকার দান করিবার কথা যে বলি-
লেন, হে দেবেশ ! তাহা কাহাকে দেওয়া
যায় ? যথাযথ উপদেশ করুন । শ্রীভগবান
কহিলেন,—ছত্র, পাত্রকা, বস্ত্র, অমূল্যীয়, কম-
ণ্ডলু, আসন, ভোজ্যপাত্র, পদ এই সপ্তবিধ
দান কথিত আছে । যে পথে দারুণ রোজ,
ছত্র দান করিলে তথায় প্রীতিকরী ছায়া প্রাপ্ত

হওয়া যায় । ১—১০ । পাত্রকা প্রদানে ঘোর
অসিপত্রবনে অশ্বারোহণপুঙ্গব পার হইতে
পারে । বিজাতিকে আসন ও স্বাগত দান
করিলে প্রেত পথে যাইতে যাইতে সুখে
ভোজন করিতে পারে । কমণ্ডলু দান করিলে
বায়ুহীন তাপ-সম্মত সেই পথে ভ্রমাক্রম
পায় না । মৃতের উদ্ধেশে তাম্রনির্মিত জল-
পাত্র দান করিলে সহস্র প্রপাদানের কল হয়

কশ্যপঃ সময়ে তত্র ব্রহ্মলোকসমুদিতঃ ।
ব্রহ্মো বিমুক্তথা ধর্মঃ শাসয়তি বসুধরাম্ ।
নজামৌল্যে বন্ধু কিঞ্চিৎকৃত্যমিহোচ্যতাম্ ।
ইতি চিন্তাপরাঃ সর্কে দেবা বিমমুত্তমদা ।
সকিঞ্চ্য ব্রহ্মণো যত্রঃ বিবৃধৈঃ প্রেরিতস্তদা ।
গৃহীত্বা কুশপত্রাণি সৌম্যজদ্দাদি শাস্ত্রজান্ ।
চেজোরানীন্ বিশালাকান্ ব্রহ্মণো বচনাঙ্কু তে
যো যঃ বদন্তি লোকেহস্মিন্ শুভং বা

যদি বাস্তবম্ ।

প্রাপয়ন্তি ততঃ শীঘ্রং ব্রহ্মণঃ কর্ণগোচরে ।
দূরাক্কেবণবিজ্ঞানং দূরাদর্শনগোচরম্ ।
সর্কে শ্রুতিস্ত যৎ পক্ষিঃস্তেনৈব অবণা মতাঃ ।
হিমা চৈব তথা কালে জন্ম্নাকোষ্টিতস্ত যৎ ।
তজ্জ্ঞানস্য ধর্ম্মরাজাগ্রে মৃত্যুকালে বদন্তি চ ।
ধর্ম্মকার্যক কামক মোক্ষক কথয়ন্তি তে ।
একো হি ধর্ম্মমার্গশ্চ দ্বিতীয়শ্চার্থমার্গকঃ ।
অপরঃ কামমার্গশ্চ মোক্ষমার্গশ্চ তুর্থকঃ ।
উত্তমার্থমমার্গেণ যৈনতেষ প্রযান্তি হি ।
অর্থদাতা বিমাতেনস্ত অষ্টৈঃ কামপ্রদাদকঃ ।
কামসুখবিমাতেনস্ত মোক্ষদাত্তী প্রসপতি ।

ইতরঃ পাদচারেণ হৃসিপত্রবনানি চ ।
পাষাণৈঃ কণ্টকৈঃ ক্রিষ্টৈঃ পাশবদ্ধোহিহ ততি চৈব
যঃ কশ্যপাহুযে লোকে অবণান্ পূজয়েদ্বিধঃ ।
বর্জনী জলম্পূর্ণা পত্রায়পরিপূরিতা ।
অবণান্-পূজয়েত্তত্র ময়া সহ যোগেশ্বর ।
তস্তাহং তৎ করিষ্যামি যৎ পুত্রৈরপি দুর্গতম
সম্বোজ্য ব্রাহ্মণান্ ভক্ত্যা একাদশতুস্তান্ শুভান
দাদাম্যঃ সকলত্রক মম প্রীত্যৈব পূজয়েৎ ।
দেবৈঃ নৈর্দেবৈঃ সম্পূজ্যাঃ সর্গাঃ যান্তি সুখেন্দ্রায়
তৈঃ পুষ্টিতৈঃ বহুস্তৈঃ চিত্রকণ্ঠেন ধর্ম্মরাষ্ট্র ।
তৈস্তৈঃ সর্গপুং যান্তি লোকা ধর্ম্মপরায়ণাঃ ।
অবণানাক মাহাশ্রমুৎপত্তিকোষ্টিতঃ শুভম্ ।
শ্রুণোতি পক্ষিণাদর্শ স চ পাটৈর্ন লিপ্যতে ।
ইহ গৌকে সুখং ভুক্ত্য সর্গলোকে মলীষতে ॥
অবণান্যঃ বচঃ শ্রুত্বা কণঃ ধাত্বা পুনর্ধমঃ ।
যৎ কৃত্ব মমুদেষাশ্চ পুণ্যঃ পাপমহর্নিশম্ ।
ইৎ সমুপরিজায় চিত্রকণ্ঠে নিবেদয়েৎ ।
চিত্রকণ্ঠতঃ সর্গাঃ কশ্য তেষ বদন্ত্যসি ॥
বাটচৈব যৎ কৃত্ব কশ্য কৃত্বোহ্য তু কাঞ্চিকম্ ।
মানসকৈঃ কশ্য কৃত্বঃ ভুক্ত্য শুভাত্তমম্ ।

সমুদ্রা মহারৌদ্রাঃ করালঃ কৃকপিপ্লবাঃ ।
ন পীড়য়ন্তি দাক্ষিণ্যাদহাতরপণানহঃ । ১৫
গম্যমাণাবমানান্দ ন মার্গে দৃষ্টিগোচরম্ ।
প্রবৃষ্টি সমুদ্রান্তে মুদ্রিকাসাঃ প্রদানহঃ । ১৬
ভাজনানসনদানেন সোমোদ্রোহেন চ ।
অজ্য-যজ্ঞোপবীতভ্যাং পদং সম্পূর্ণতাং ত্রয়ো
এবং মার্গে গচ্ছমানস্তদ্ব্যক্তঃ শ্রমশীলিতঃ ।
মহিবীজ্ঞদানাক্ষ শ্রুতী ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ ১৮

বহ্নাতরপ দানে মহারৌদ্রঃ কৃকপিপ্লব সমুদ্র-
গণ প্রেতকে পীতা দেয় না। মুদ্রিকাদানে
সমুদ্র প্রেতকে অপেক্ষাকৃত বীরে বীরে লইয়া
যায়। ভোজ্যপাত্র, আসন, আমার ভোজ্য,
যজ্ঞ ও যজ্ঞোপবীত দান করিলেই পদদান
সম্পূর্ণ হয়। মহিবীজ্ঞ দান করিলে মানব

এবং কথিতঃ তাক্ষা প্রেতমার্গস্ত নিৰ্ণয়ম্ ।
বিশ্রান্তকানি সর্গানি স্থানানি কথিতানি তে ॥
তদুদ্ভিক্ত দদাত্যত্রঃ শ্রুতং যানি মহামনি ।
দ্বিবারাত্রঃ তদুদ্ভিক্ত স্থানে দীপপ্রদো ভবেৎ ॥
অন্ধকারে মহাঘোরে স্বপূর্বে লক্ষবর্জিত্তে ।
দীপেহুৎস্বনি চ তে যান্তি দীপো দত্তস্ত যৈনরৈঃ
কার্ত্তিকে চ চতুর্দশ্যঃ দীপদানং শ্রুতম্ বৈ ।
অথ বক্ষ্যামি সঙ্কেপাৎ যমমার্গস্ত নিরুতিম্ ।
রমোৎসর্গস্ত পুণ্যেন পিতৃলোকঃ স গচ্ছতি ।
একাদশাহনিভেন শুদ্ধদেহো ভবেত্ততঃ ॥
উৎকৃষ্টপ্রদানেন কিত্তরাপ্তিমাশ্রুতঃ ।
অযাদানৈর্কিমানহো যান্তি মার্গে খগেশ্বর ।
তন্মিনে দীপ্তে সর্কঃ শাসনাৎ নিশেষতঃ ।
ত্রয়োদশ বরিষ্ঠানি বজ্রবস্তি পদানি বৈ ॥
যো দদতি মৃতস্তেহ জীবন্তেবাস্তেহেতবে ।
তদ্ব্যজিতো মহামার্গে বৈনতেয় স গচ্ছতি ।
এক এবান্তি সর্কত্র ব্যবহারঃ খগেশ্বর ।
উৎকৃষ্টমমদানং তদুদা বর্জিত্তঃ ভবেৎ ॥
যাবস্তাগাং ভবেদ্যস্ত্র্যাবমাগঃ প্রকীর্ত্ততে ।
স্বয়ং স্বস্তেন যদন্তঃ তদ্ব্যজিতাঃ কথোতি তৎ ॥
মতে যদ্ব্যজিতৈর্দত্তং তদ্ব্যজিতা শ্রুতী ভবেৎ ।
ইত্যুক্তো বাসুদেবেন গরুড়স্তমথাব্রবৎ ॥

গরুড় উবাচ ।

মৃতোদ্রেশেন যৎ কিকিদ্দীয়তে শ্রুতে বিতো ।
স গচ্ছতি মহামার্গে তদন্তঃ কেন গৃহতে ॥ ১৯
শ্রীভগবানুবাচ ।
গৃহ্যতি বক্রণো দানং যম হন্তে প্রযচ্ছতি ।
অত্রক তাক্ষরে দেবে তাক্ষরাৎ সোমশ্রুতে শ্রুতম্
বিকল্পণঃ প্রভাবেন বংশচ্ছেদে কিত্তাবিহ ।
সর্কঃ স্রবকঃ বাস্তু যাবৎ পাপস্ত সঙ্করঃ ॥

সেই পথে আশ্রয় ক্রান্ত হয় না। গরুড় কহি-
লেন,—হে বিতো! মৃতের উদ্দেশে যাহা কিছু
দান করা যায়, সেই সকল দান সেই পথে
যায় কিরূপে? তাহা কে গ্রহণ করে?
১১—১৯। শ্রীভগবানু কহিলেন,—বক্রণ সেই
দান গ্রহণ করিয়া, আমার হস্তে প্রদান করে,
আমি তাহা তাক্ষরের হস্তে প্রদান করিয়া
ধাকি। তাক্ষর তাহা প্রেত ব্যক্তিকে প্রদান
করে। কুৎসিত কর্ম্মের ফলে এই কিত্তিকলে
বংশচ্ছেদ হয়, বংশের সকলোই পাপক্ষয় যাবৎ

গরুড় উবাচ ।

কম্যাৎ পদানি দেহানি কিংবিধানি ত্রয়োদশ ।
দীপ্তস্তে দেবদেবেশ তদন্তঃ যথাতথম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

ছত্রোপানহবস্ত্রানি মুদ্রিকা চ কমণ্ডলু ।
আসনং ভাজনকৈব পদং সঙ্কবিধং স্মৃতম্ ॥
আতপস্তত্র যো রৌদ্রো দহন্তে যেম দানবাঃ ।
ছত্রদানেন সুচ্ছাদ্য জায়তে প্রেতভূতিদা ।
অসিপজবনে ঘোরে শর্করাকর্টকৈর্যুতে ।
অখারুচাচ্ছ তে যান্তি দদতি যে হ্যপানহো ॥
আসনং ভাজনকৈব বো দদতি দ্বিজাতয়ে ।
সুখেন ভুঞ্জমানস্ত পথি গচ্ছচ্ছনৈরপি ।
বহুধর্ম্মসমাকীর্ণে মার্গে বৈ ভোদবর্জিত্তে ।
কমণ্ডলুপ্রদানেন শ্রুতী ভবতি নিশ্চিতম্ ॥
মৃতোদ্রেশেন যো দদাত্তদপাত্তস্ত ভাজনম্ ।
প্রদানানস্রবস্ত্র তৎকলং সোমশ্রুতে কলম্ ॥
যমদুহঃ মহারৌদ্রাঃ করালঃ কৃকপিপ্লবাঃ ।
ন পীড়য়ন্তি দাক্ষিণ্যাদহাতরপণানহঃ ॥

কশ্মিংশিৎ সময়ে পূর্ণে মহিষাসনসংস্থিতঃ ।
নরকান্ বীক্ষ্য ধর্ম্মাচ্ছা নানাক্রন্দনসমাকুলান্ ॥২২॥
চতুরশীতিলকাণাং নরকাণাং স দৈবরঃ ।
তেষাং মধ্যে শ্রেষ্ঠতমা ঘোরে যা একবিংশতিঃ
তামিশঃ লোহশঙ্খ মহারৌরব-শাল্মলী ।
রৌরবঃ কুণ্ডলঃ কালহর্যকঃ পুতিমৃত্তিকা ॥২৩॥
সজ্জাতঃ লোহতোদধিঃ সবিষঃ সম্প্রতাপনম্ ।
মহানরককাকোলঃ সঙ্গীবনমহাপথঃ ॥ ২৪ ॥
অবীচিরম্ভতামিশঃ কুন্তীপাকস্তথৈব চ ।

নরকে বাস করে । যমরাজ সময়ে সময়ে
সেই নরক সকল দর্শন করিয়া থাকেন । তিনি
চতুরশীতিলক নরকের অধিপতি । সমস্ত
নরকের মধ্যে একবিংশতি নরক প্রধান ।
যথা—তামিশ, লোহশঙ্খ, মহারৌরব, শাল্মলি,
রৌরব, কুণ্ডল, কালহর্য, পুতিমৃত্তিকা, সজ্জাত,
লোহতোদ, সবিষ, সম্প্রতাপন, মহানরক,
কাকোল, সঙ্গীবন, মহাপথ, অবীচি, অম্ভ-

মাসুখা বহুপাশ্চ নামার্গে দৃষ্টিগোচরে ।
প্রয়াস্তি যমুতাস্ত মুদ্রিকায়াঃ প্রদানতঃ ।
ভাজনাসনদানেন হামাট্রৈর্ভোজনেন চ ।
আর্জ্যযজ্ঞোপবীতাদ্যাং পদং সম্পূর্ণতাং ত্রয়ো
এবং মার্গে গম্যমানস্তৃণার্হঃ শ্রমপীড়িতঃ ।
ঘটান্নদানযোগেন বঙ্গদন্তেন নিভাশঃ ।
মহিবীরথগোদানাং সুখী ভবতি নিশ্চিতম্ ॥
গরুড় উবাচ ।

মৃতোদদেশেন যৎ কিকিনীয়েতে শৃগুহে বিভো ।
স গচ্ছতি মহামার্গে তদন্তঃ কেন গৃহতে ॥
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

গৃহীতি বহুণো দানং মম হস্তে প্রযচ্ছতি ।
অহং ভাস্বরে দেশে ভাস্বরাং সোহম্মতে কলম্
বিকর্ম্মণঃ প্রভাবেণ বংশচ্ছেদঃ কিতাবিহ ।
সর্কে তে নরকং যান্তি যাতং পাপস্ত নক্ষত্রঃ ।
কশ্মিংশিৎ সুখরূপেণ মহিষাসনসংস্থিতঃ ।
নরকান্ বীক্ষ্য ধর্ম্মাচ্ছা নানাক্রন্দনসমাকুলান্ ।
চতুরশীতিলকাণাং নরকাণাং স দৈবরঃ ।
তেষাং মধ্যে শ্রেষ্ঠতমা ঘোরে যো একবিংশতিঃ ।

অসিপত্রবনকৈব পতনকৈকবিশংকিতঃ ॥ ২৫ ॥
যেহাস্ত নরকে ঘোরে বহুমানি গতানি তৈব ।
সন্ততির্নৈব বিদ্যোত দূতত্বং তে তু যান্তি হি ॥২৬॥
যমেন প্রেযিতান্তে বৈ মাসুখস্ত মৃতস্ত তু ।
দিনে দিনে প্রগৃহ্ণন্তি কন্তমদ্রাদ্যাপানকম্ ॥ ২৭ ॥
প্রেতশ্চৈব বিলুপ্তান্তি মধ্যে মার্গে বুদ্ধিক্রিতাঃ ।
মাসান্তে ভোজনং পিণ্ডমেকৈ যচ্ছন্তি তত্র বৈ ।
ভূক্তিং প্রয়াস্তি তে সর্কে প্রত্যহকৈব বৎসরম্ ।
এবমাদিক্রুতঃ পুটৈঃ ক্রমাৎ সৌরিপুরং ত্রয়ো
ততঃ সংবৎসরস্তান্তে প্রভা সম্রে যমালয়ে ।

তামিশ, কুন্তীপাক, অসিপত্রবন ও পতন এই
একবিংশতি নরক প্রধান । যাহাদিগের
পুত্রাদি নাই এবং নরকে দীর্ঘকাল বাস কর্তে-
রাছে, তাহারা দূতত্ব প্রাপ্ত হয় । তাহারা যম
কর্তৃক প্রেরিত হইয়া মৃত মনুষ্যদিগের কন্ত
প্রদত্ত অন্নপানাদি দিনে দিনে ভক্ষণ করিয়া
থাকে । তাহারা ক্রমিক হইয়া মধ্য পথে
প্রেতের জল-পিণ্ডাদি লুপ্তন করিয়াও থাইয়া
থাকে । যাহারা মাসান্তে খাদ্য পানীয় পাইয়া
থাকে, তখন তাহা পরিতোষসহকারে ভোজন
করে । এইরূপে তাহারা দিন মাস বৎসর
অন্তর্বাহিত করে । এইভাবে জীব সৌরি-

তামিশঃ লোহশঙ্খ মহারৌরবশাল্মলী ।
রৌরবঃ কুণ্ডলঃ পুতিমৃত্তিকঃ কালহর্যকম্ ।
সজ্জাতো লোহতোদধিঃ সবিষঃ সম্প্রতাপনম্ ।
মহানরককাকোলঃ সঙ্গীবক মহাপথম্ ।
অবীচিমম্ভতামিশঃ কুন্তীপাকঃ তথৈব চ ।
অসিপত্রবনকৈব পতনকৈকবিশংকিতম্ ॥
যেহাস্ত নরকে ঘোরে গতান্তঘনতানি বৈ ।
সন্ততির্নৈব বিদ্যোত দূতত্বং তে প্রয়াস্তি হি ॥
যমেন প্রেযিতান্তে বৈ মাসুখস্ত মৃতস্ত চ ।
দিনে দিনে প্রগৃহ্ণন্তি দীপমন্নং ঘটাদিকম্ ।
প্রেতশ্চৈব প্রযচ্ছন্তি হর্যকামস্ত সন্তমঃ ।
মাসান্তে ভোজনং পিণ্ডমেকমিচ্ছন্তি তত্র বৈ ।
ভূক্তিং প্রয়াস্তি তে সর্কে প্রত্যহকৈব বৎসরম্ ।
এবমাদিক্রুতঃ পুটৈঃ ক্রমতো বৎসরং ত্রয়ো

বহুভীতিকরে প্রেতো হস্তমাত্রং সমুৎসৃজেৎ । ৩১
দ্বিসৈর্মদনতিজ্ঞাতং তং দেহং দশপিণ্ডজম্ ।
জামদগ্ন্যন্তেব রামঃ দৃষ্টো তেজঃ প্রসপতি । ৩২
কর্ষজং দেহমাজিত্য পূর্বদেহং সমুৎসৃজেৎ ।
অদৃষ্টমাজে বায়ুশ্চ শ্মশীপত্রং সমাক্রহেৎ । ৩৩
ব্রজংস্তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি ।
যথা তৃণজলোকেব দেহী কর্ম্মাঙ্গগোহবশঃ । ৩৪
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণতি নরোহপরাণি ।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
স্তক্তানি সংযাতি নবানি দেহী । ৩৫

ইতি ত্রিগাকুডে মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে ত্রিকক-
গরুড়সংবাদে ষমলোকনিকৃতিকথনং
নামাষ্টাদশোধ্যায়ঃ । ১৮ ।

পুরাণি জমণ করিয়া ক্রমে বহুভীতিকর পুরে
উপস্থিত হয়। তথায় সেই পিণ্ডদেহ পরি-
ত্যাগান্তে কর্ষজ দেহান্তর ধারণ করে।
জলোকা যেমন তৃণ হইতে তৃণান্তরে গমন
করে, নরগণ যেমন একপদ ভূমিতে স্থাপনান্তে
অন্য পদ উত্তোলন করে, তেমনি সেই জীবও
কর্ম্মাঙ্গসারে অবশভাবে দেহ হইতে দেহান্তর
আশ্রয় করিয়া থাকে। যেহিগণ জীর্ণ বস্ত্র
পরিত্যাগ করিয়া যেমন নূতন বস্ত্র পরিধান
করে, তেমনি জীবও জীর্ণ শরীর পরিত্যক্তপূর্বক
নূতন শরীর গ্রহণ করিয়া থাকে । ২০—৩৫ ।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮ ।

ততঃ সংবৎসরস্তান্তে প্রত্যাসন্নো যমালয়ে ।
বহুভীতিপূরে রম্যে হস্তমাত্রং সমুৎসৃজেৎ ।
দশভিদ্ভিসৈর্মজ্ঞাতং তং দেহং দশপিণ্ডজম্ ।
জামদগ্ন্যন্তেব রামঃ দৃষ্টো তেজঃ প্রসপতি ।
কর্ষজং দেহমাজিত্য পূর্বদেহং সমুৎসৃজেৎ ।
অদৃষ্টমাজঃ পুরুষঃ শ্মশীপত্রং সমাক্রহেৎ ।
ব্রজংস্তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি ।
যথা তৃণজলোকেব দেহী কর্ম্মাঙ্গগোহবশঃ ।

একোনবিংশোধ্যায়ঃ ।

ত্ৰিভগবানুবাচ ।

বায়ুভূতঃ সূৰ্য্যবিষ্টঃ কর্ষজঃ দেহমাজিতঃ ।
তং দেহং স সমাসাদ্য যমেন সহ গচ্ছতি । ১
চিহ্নগুপ্তপূরং তত্র যোজনানাস্ত বিংশতিঃ ।
কার্ষ্ণাত্তত্র পশ্যতি পাপপুণ্যানি সর্বশঃ । ২
মহাদানেষু দত্তেষু গতস্তত্র সূৰী ভবেৎ ।
যোজনানান্ চতুর্কিংশংপূরং বৈবস্বতং শুভম্ ।
লৌহং লবণকাপীসং তিলপাত্রকৈর্মরিঃ ।
দত্তং তেনৈব তৃপ্যতি যমস্ত পূরচারিণঃ । ৪
গতা চ তত্র তে সৰ্কে প্রতিহারং বদন্তি হি ।
ধর্ম্মধ্বজপ্রতিহারস্তত্র তিষ্ঠতি সর্বদা । ৫

উনবিংশ অধ্যায় ।

ত্ৰিভগবান্ বলিলেন,—প্রের বায়ুকণী ও
সূৰ্য্যবিষ্ট হইয়া কর্ষজ দেহ আশ্রয় করে;
সেই দেহ পাইয়া যমের সহিত গমন করিতে
করিতে চিহ্নগুপ্তপূরে উপস্থিত হয়; চিহ্ন-
গুপ্ত-পূর বিংশতিযোজন বিস্তীর্ণ; সেখানে
কার্ষ্ণগণ সর্বপ্রকার পাপপুণ্য দর্শন করে।
মহাদান প্রদান করিলে তথায় গমন করিয়া
সূৰী হয়। শুভকর বৈবস্বতপূর চতুর্কিংশতি-
যোজন বিস্তীর্ণ। লৌহ, লবণ, কাপীস এবং
তিলপাত্র সকল প্রদান করিলে যমপূরবাসীরা
সকলেই তৃপ্ত হয়। তাহারা সকলে তথায়
গমন করিয়া ষারশালকে প্রেতের শুভাশুভ
বলিয়া থাকে। ধর্ম্মধ্বজ তারশাল সর্বদাই

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণতি নরোহপরাণি ।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
স্তক্তানি গৃহ্ণতি নবানি দেহী ।

ইতি ত্রিগাকুডে মহাপুরাণে প্রেতকণ্ডে
পিণ্ডদেহোৎপত্তিসম্বন্ধাষ্টাদশো-
ধ্যায়ঃ । ১৮ ।

সপ্তবাহু দানেন শ্রীতো ধর্মধ্বজো ভবেৎ ।
 তত্র গহা প্রতীকারো ক্রতে তস্য শুভাশুভম্ ॥
 ধর্মধ্বজস্ত যজ্ঞপং শস্ত্রঃ সূকৃতিনো জনাঃ ।
 পশুস্তি চ পুরাণানো যমরূপং সুভীষণম্ ॥ ৭
 তং দৃষ্ট্বা ভয়ভীতস্ত শাপেতি বদতে জনঃ ।
 কৃতং দানঞ্চ যৈর্দৈর্গাহেযাং নাস্তি ভয়ং কচিৎ
 প্রাপ্তঃ সূকৃতিনঃ দৃষ্ট্বা স্থানাকলতি সূর্য্যজঃ ।
 এব মে যশস্ ভব। অঙ্গলোকং প্রযাস্তি ॥
 দানেন সুলভো ধর্মো যমমার্গঃ সুখাবহঃ ।
 এব মার্গো বিশালোহয় ন কেনাপ্যমুগমাতে ।
 দানপুণ্যং বিনা বৎস ন গচ্ছেক্ষমক্ষিরম্ ॥ ১০
 তন্মিন মার্গে তু যোজ্যে বৈ ভীষণা যমকিঙ্করাঃ ॥
 গুহুস্তি মাসমাসান্তে পাদশেষস্ত যন্তবেৎ ॥ ১১
 ঔরুদৈহিকদানানি যৈর্ন মৃত্যুনি কাশ্তপ ।

তথায় অবস্থিতি করে। সপ্তবাহু প্রদান
 করিলে ধর্মধ্বজ শ্রীত হয়। সেখানে যাইয়া
 দ্বারপাল তাহার শুভাশুভ কীর্তন করে।
 সূকৃতি ও সজ্জনগণ, ধর্মধ্বজের সৌম্যরূপ
 এবং পুরাণগণ ভয়ঙ্কররূপ দর্শন করিয়া
 থাকে। তাঁহাকে দেখিয়া গুহুস্তিগণ, ভীত
 হইয়া ছাড়াকারে রোদন করিতে থাকে।
 যাহারা দানাদিসংক্রিয়া করিয়াছে, তাহাদের
 কোনও ভয় নাই। সূর্য্যনন্দন যম সূকৃতি-
 গণকে উপস্থিত দেখিয়া স্বস্থান হইতে উখিত
 হইয়া বলেন, এ ব্যক্তি আমার যশস্ভেদ
 করিয়া অঙ্গলোকে বাইতেছে।" দানদ্বারা
 ধর্ম পুনত হয়, সূক্ততাঃ যমমার্গ সুখকর হয়।
 এই বিশাল পথে কেহই অমুগমন করে না।
 সম্যক দান ও পুণ্য-ব্যতিরেকে কেহই ধর্ম-
 ক্ষিত্রে গমন করিতে পারে না। ১—১০।
 এই মার্গে প্রচণ্ড ও ভয়ঙ্কর যমকিঙ্করগণ

• দর্শনমধিকঃ পাঠঃ—

দানদণ্ডধরা ধোরাঃ সহস্রাণি চ বোক্তব।
 একৈক্য পুরস্কারে সহস্রকক তিষ্ঠতি ।
 দানিনঃ প্রাপ্য পাচান্তে উদকে দাতনাকরাঃ ॥

মহাকষ্টেন ভে যান্তি তস্মাদেদানি শক্তিভাঃ ॥১২
 অদ্বা পশুবদ্যান্তি গৃহীতো বধবদনৈঃ ॥ ১৩
 এবং কৃতেন সম্প্রাপ্তেং স নঃ কৃতকর্ণণা ।
 দৈবিকীং পৈতৃকীং যোনিং মাহুযীঃ বাথ
 নারকীম্ ॥ ১৪
 ধর্মধ্বজস্ত বচনামুক্তির্ভবতি বা ততঃ ।
 যমুযাযং ততঃ প্রাপ্য সপুত্রঃ পুত্রতাং ব্রজেৎ ॥
 যথা যথা কৃতং কর্ত্ব তাতঃ যোনিং ব্রহ্মেরবঃ
 তৎ তদৈব চ ভুজানো বিচরেৎ সর্বলোকতঃ ॥
 অশাশ্বতং পরিজায় সর্বলোকোত্তরং সুখম্ ।
 যদা ভবতি মাহুযাং তদা ধর্মঃ সমাচরেৎ ॥ ১৭
 ক্রিময়ো ভস্ম বিষ্ঠা বা দেহানাং প্রকৃতিঃ সদা ।

বিদ্যমান রহিয়াছে। হে কাশ্তপ! যাহারা
 পরলোকের উদ্দেশ্যে ঔরুদৈহিক ক্রিয়া করে
 না, তাহাদের অতিকষ্টে গমন করিতে হয়;
 অতএব নিজ শক্তি অমুসারে দানাদি ক্রিয়া
 করা কর্তব্য। দানাদি না করিলে বধবদনার্ণ
 গৃহীত হইয়া পশুর দ্বার গমন করে। এই-
 রূপ করিলে সেই যমুযা নিজকৃত কর্মফল
 দেখিতে পায়। তাহার ধর্মধ্বজের বচনে
 দৈবী, পৈতৃকী, মাহুযী বা নারকী যোনিলাভ
 করে, কিংবা তাহা হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হয়।
 তদনন্তর যমুযা লাভ করিয়া সং কি অসং-
 কুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক যে ব্যক্তি যেদণ্ড কর্ত্ব
 করে, পুনর্বার সেই ব্যক্তি তদনুসরণ যোনি
 প্রাপ্ত হয়। জীব যে যে যোনিপ্রাপ্ত হয়, সেই
 সেই যোনিবিহিত ভোগাদ্রব্য ভোগ করিয়া
 সর্বত্র বিচরণ করে। তার পর 'সেই সকল
 লৌকিক সুখ অনিত্য' ইহা অবগত হইয়া যখন
 যমুযা লাভ করে, তখন ধর্মগ্রহণ করিতে
 থাকে। ক্রিমি, ভস্ম ও বিষ্ঠা এই সমস্তই
 দেহের নিয়ত প্রকৃতি। স্মৃতরাং দেহের যমতা
 পরিহার করিয়া যাহাতে চিরসুখশান্তিময় পরম-
 ধামে যাওয়া যায়, তাহারই চেষ্টা করা কর্তব্য।
 যেহেতু সংসার বিপদসঙ্কুল মহারৌদ্র অন্ধরূপ
 স্বরূপ। স্মৃতরাং ইহা অতিক্রম করিবার অত
 বিশেষ উৎসাহ হইবে। আমি সাবধান আছি,

অন্ধকূপে মহারৌদ্রে দীপহস্তঃ পতেৎ তু বৈ ।
মহাপুণ্যপ্রভাবেণ মানুষাঃ জন্ম লভাতে ॥ ১০
যন্তঃ প্রাপ্য চত্রেতঃ স গচ্ছৎ পরমাং গতিম্
অবিজানন যথা ধর্মঃ হুঃখমায়ান্তি যান্তি চ ॥ ১১

জাতীশতেন লভতে কিল মানুযস্বঃ
তত্রাপি দুঃখভরং খগ ভো বিজয়ম্ ।
যন্তঃ পালয়তি লালয়তি ততানি ।
তস্যায়তঃ তবতি হস্তগতঃ প্রসাদাৎ ॥ ১২

ইতি জীগাক্ষে মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ-
গরুড়সংবাদে কৰ্ম্মজদেহাদিপ্রাপ্তিবর্ণনং
নামৈকোনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

বিংশোহধ্যায়ঃ ।

গরুড় উবাচ ।

যে কেচিৎ প্রেতরূপেণ কুত্র বাসঃ লভন্তি তে ।
প্রেতলোকাধিনির্মুক্তাঃ কথং কুত্র ব্রজন্তি চ ॥ ১

সুতরাং আমার কোন ভয় নাই, এরূপ ধারণা
করিবে না। বিশেষজ্ঞ অন্ধকূপ অতিক্রম
করিতে হইলে দীপহস্ত ব্যক্তিরও পতন
অসম্ভব নহে। যে নর যজ্ঞবাহলাভ করিয়া
ধর্মোৎসেহ করে, সে পরম গতি প্রাপ্ত হয়।
“ধর্ম যথা” এই প্রকার জ্ঞান হইলে হুঃখভোগ
হয়; সে সংসারে বারবার যাতায়াত করিতে
থাকে। শতযোনি পরিভ্রমণের পর যজ্ঞবাহ
লাভ হয়। হে গরুড়! যজ্ঞবাহের মধ্যে বিজয়
লাভ করিয়া যে ধর্মপালন করে না, পরজ
ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হইয়া কালযাপন করে,
প্রমাদবশে তাহার হস্ত হইতে অমৃত ক্রান্ত
হইয়া পড়ে, সন্দেহ নাই (সেই যোক্ষমার্গে
গমন করিয়াও তথা হইতে ভ্রষ্ট হয়) ১১—১২

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

বিংশ অধ্যায় ।

গরুড় বলিলেন,—হে প্রজ্ঞো! যে কেহ
প্রেতরূপ প্রাপ্ত হয়, তাহার কোন স্থানে বাস

চতুর্ভুজাশীতিলৈক্যনরৈকঃ পূর্ণপানিতাঃ ।
যমেন ব্রহ্মিত্যন্তত ভূতৈশ্চৈব সহস্রশঃ ॥ ২
বিচরন্তি কথং লোকে নরকাক্ষিণির্গতাঃ ॥ ৩
গরুড়োদীরিতঃ কথং লক্ষ্মীনাথোচ্চরবৌদিনম্ ॥ ৪
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

পক্ষিরাজ শৃণু হঃ যত্র প্রেতাশ্চরন্তি বৈ ।
পর্যায়ায়ত্ত্বং লোকে হারিশাচরাঃ ॥ ৪
ভূতৈব সর্গপাপিষ্ঠাঃ স্বাস্থজাধেষণে বতাঃ ।
বিচরন্ত্যশরীরান্তে কুংপিপাসাদিতা কৃশম্ ॥ ৫
বন্দীগৃহবিনির্মুক্তা যেত্যো নরকান্তি জন্মবঃ ।
তে ব্যবস্তন্তি চ প্রেতা বধোপায়ক বহুবু ॥ ৬
পিতৃধারায় কল্যণি তন্মার্গোচ্চেকান্তথা ।
পিতৃভাগান্ বিপুস্তি পাশেষান্তকরা ইব ॥ ৭
সং বেশ পুনরাগত্য মুক্তস্থানে বিশন্তি তে ।

করে? আর প্রেতলোক হইতে বিমুক্ত হইয়া
কোন স্থানে কি প্রকারে গমন করে? প্রেতগণ
চতুর্ভুজাশীতিলৈক্য নরক ভোগ করে। কয় এবং
তদীয় সংস্র সহস্র কিঙ্কর প্রেতগণকে রক্ষা
করে। তবে কিরূপে তাহার নরক হইতে
বহির্গত হইয়া লোক মধ্যে বিচরণ করে?
শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে পক্ষীধর! প্রেতগণ
যেভাবে বিচরণ করে, তাহা শ্রবণ কর। তাহার
পর্যায়গ্রহণ পরশ্রী গ্রহণ ও পরজন্মোৎসেহ
জন্ত রাহিতে বিচরণ করে এবং তাহার আশ্রয়
অধেষণে তৎপর, সেই সকল অনার্য পাপিষ্ঠ
প্রেতগণ কুংপিপাসায় অত্যন্ত পীড়িত হইয়া
বিচরণ করিয়া থাকে। বন্দীগৃহ হইতে নির্মুক্ত
ব্যক্তি যেমন লক্ষবিমাণে তৎপর হয়, তদ্রূপ
সেই প্রেতও পলায়নপূর্বক নিজ বন্ধুজনের
অনিষ্ট চেষ্টা করে। প্রেতগণ পিতৃধার সকলের
রোধক ও উচ্ছেদক হয়। তদ্বৎ যেমন পক্ষি-
কের সর্গস্ব গ্রহণ করে, প্রেতগণও সেইরূপ
পিতৃভাগ গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রেত সকল
পুনর্বার নিজগৃহে আগমন করিয়া যুক্রোৎ-

৩ কাচিদমর্ষিকঃ পাঠঃ—

ব্রহ্মিত্য নরপাটলচ বিচরন্তি দিবানিশম্ ।
পক্ষীক্ষেপে যিৎ পৃষ্ঠো লক্ষ্মীনাথোচ্চরবৌদিনম্ ॥

তত্র হিতা নিরীক্ষতে রোগশোকাদিবন্ধনাঃ ।
শীতয়ন্তি অরীক্ষয় একান্তমিষেণ তু ।
তৃতীয়কল্পে তু ত্বা শীতবাতাদিশীতনম্ ॥ ৯
অন্তাংস্চ বিবিধান রোগান শিরোহর্ষিষ্ক

বিস্ফটিকাম্ ।

চিহ্নয়ন্তি সর্গা তেষামুচ্ছিষ্টাদিশূলহিতাঃ ॥ ১০
আত্মজানাং ছলালোকা ভূতসংলগ্না রক্তিতাঃ ।
শিবন্তি তে চ পানীয় ভোজনোচ্ছিষ্টয়োজিতম্
এবং প্রেতাঃ প্রবর্তন্তে নানাদোষৈর্বির্কর্ষণঃ ॥

গুরু উবাচ ।

কথং কুর্যন্তি তে প্রেতাঃ কেন রূপেণ কন্ত কিম্
জায়তে কেন বিধিনা জন্মন্তি ন বদন্তি বা ॥ ১০
এনং হিঁক মনোবোহঃ মম চেদিক্সিসি প্রিয়ম্ ।
কলিকালে হব্যীকেশ প্রেতঃ জায়তে বহু ॥ ১৪

শ্রীকক উবাচ ।

সকলঃ শীতয়েৎ প্রেতঃ পরচ্ছিদ্রেণ শীতয়েৎ ।

সর্গাদির স্থানে অবস্থিত হয়। সেখানে
ধাকিরা জনগণকে রোগশোকাদিহারা শীতিত
করিবার চেষ্টা করে। অনন্তর একান্তরিত
অরূপে তাহাদিগকে শীতা প্রদান করে।
তৃতীয়ক (অ্যাংক) অর হইয়া শীতকম্পাদি
দ্বারা শীতন করিয়া থাকে; শিরঃশীতা ও
বিস্ফটিকা অগ্ন্যহিরা প্রীতি প্রাপ্ত হয়। তাহা
দের উচ্ছিষ্টাদিশূলে অবস্থিত হইয়া নিম্নতই
চিন্তা করিতে থাকে। ১—১০। তথায় ভূত-
গণ কর্তৃক রক্তিত হইয়া পুণ্ড্রগণের ছলাবেষণ-
পূর্বক উচ্ছিষ্টভোজনযুক্ত পানীয় পান করে।
এইরূপে সেই প্রেতগণ নানাবিধ ছল পাইয়া
লোক সকলের ও আত্মীয়গণের শীতা করিয়া
থাকে। গুরু কহিলেন, প্রেতগণ কোনরূপ
পরিগ্রহ করিয়া কি প্রকারে কাহার কি কার্য
করিয়া থাকে? কিরূপেই বা তাহা পরিজ্ঞাত
হওয়া যায়? এবং তাহারা কিরূপ ভ্রমণ করে,
কেনই বা বাক্য উচ্চারণ করে না। হে মধু-
হৃদম্! যদি আমার প্রিয়কামমা আপনার
মনে থাকে, তবে আমার এই মোহ ছেদন
করুন। হব্যীকেশ। কলিকালে অনেকেরই

জীবন স দৃষ্টতে মেহী যতো হষ্টমাপুখাৎ ॥ ১৪
কমজাপী ধর্ম্মরতো দেবতাতিথিপূজকঃ ।

সত্যবাক্ প্রিয়বাদী চ ন প্রেতৈঃ স হ

শীততে ॥ ১৫ ॥

সর্বক্রিয়াপরিব্রষ্টো নাস্তিকো ধর্ম্মনিষ্ঠকঃ ।
অসত্যবাদিনিরতো নরঃ প্রেতৈঃ স শীততে ॥ ১৭
কলৌ প্রেতদমাপ্রোতি তাক্ষ্যাত্তকক্রিয়াপরঃ ।
কৃত্যদো ঘাপরাতে চ ন প্রেতো নৈব শীতনম্
বহুনামেকজাতানামেকঃ সৌখ্যঃ সমুদ্ভূতে ।
একো হুতকর্ত্ত্বা চ একঃ সন্ততিমান জনঃ ॥ ১২
একঃ সম্পীডাতে প্রেতৈরেকঃ স্তুতধনাবিতঃ ।
একস্ত পুত্রনাশঃ স্তাদেকো হুত্বেতমান ভবেৎ ।
বিরোধো বক্রুতিঃ সাক্ষিঃ প্রেতদোষেণ কাশ্যপ

প্রেতদ্ব প্রাপ্ত হয়। শ্রীকক বলিলেন, প্রেত-
গণ নিজকুলের শীতা উৎপাদন করে, ছিদ্র
পাইলে অপরেরও শীতন করিয়া থাকে।
যে অল্পগণ বাচিয়া থাকিয়া গ্রেহ করে,
তাহারাই মরণান্তে আত্মার বিকৃত হয়।
বাহারা ক্রমবশ্তর অপ করে, ধর্ম্মরত, দেবতা ও
অতিথির পূজক, সত্যবাক্, প্রিয়বাদী, ইহা-
দিগকে প্রেতগণ শীতা দিতে পারে না। সর্ব-
ক্রিয়া হইতে মুক্ত, নাস্তিক দেবনিষ্ঠক ও
মিথ্যাবাদী নরগণকে প্রেতগণ অধিকতর
শীতাদান করিয়া থাকে। কলিকালেই অত্যধিক
ক্রিয়াচারী মানবগণ প্রেতদ্ব লাভ করে।
কিন্তু সত্য ভ্রোতা ও ঘাপরযুগে প্রেতদ্ব অথবা
শীতন কিছুই ছিল না। এক জাতীয় বচস্তর
জনগণের মধ্যেও একজন সুখভোগ করে,
একজন পানকার্যে রত থাকে, অপরে সন্ততি-
মান হয়। কেই বা প্রেতগণকর্ত্তক শীতিত হয়,
একজন পুত্রসমবিত হইয়া থাকে, একজনের
পুত্রনাশ হয় এবং একজন বা হুত্বেতমান হয়।
১১—২০। প্রেতদোষে বক্রুগণের সাক্ষিত

• কচিদমধিকঃ পাঠঃ—

গান্ধীজাপানিরতো বৈবদেবরতো পুতী ।
আত্মকর্ত্তীর্ষসেবী চ ন স প্রেতৈঃ শীততে ।

সমুদ্ভিদৃষ্টান্তে নৈব সমুৎপত্তা বিনশ্চতি ।
 পশুপদ্যাবিনাশস্ত সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ২১
 প্রকৃতেঃ পরিবর্তঃ স্তাদ্বিষেযঃ সহ বন্ধুভিঃ ।
 অকস্মাদ্যসনপ্রাপ্তিঃ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ২২
 নাস্তিক্যং হস্তিলোপন্ত মহালোভস্তথৈব চ ।
 স্তাদ্ভক্ষকলহো নিত্যং সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ২৩
 পিতৃমাতৃনিহত্যা চ দেব-ত্র জননিককঃ ।
 ইত্যাদ্যোষমবাপ্রোক্তি সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ২৪
 নিত্যকর্ম্মবিনিমূকো জপহোমবিবর্জিতঃ ।
 হর্ষা চ পরজ্ঞাপ্যাসাং সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ (১)
 সুরভৌ কুসিনাশস্ত ব্যবহারো বিনশ্চতি ।
 লোকে কলহকারী চ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ২৬
 মার্গে চ গচ্ছমানস্ত পীড়য়েদাত্মনঃসৌ ।
 প্রেতপীড়া তু সা ক্ষেদা সত্যং সত্যং
 খগেশ্বর (২) ॥ ২৭

হীনজাত্যা চ সহজে হীনকর্ম্ম করোতি যঃ ।
 অধর্ম্মে হমতে নিত্যং সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ২৮
 বাসনৈর্জব্যনাশঃ স্তাদ্ভুপক্রান্তঃ বিনশ্চতি ।
 চৌর্য্যগির্য্যজ্ঞতিহানিঃ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ২৯
 মহারোগোপপত্তিস্ত বাসনানাক পীড়নম্ ।
 আগ্রাসং পীড়ান্তে যচ্চ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ৩০
 জ্ঞতি-স্মৃতি-পুরাণেষু ধর্ম্মশাস্ত্রসমুদ্ভবে ।
 অজ্ঞাবো জ্ঞাতে ধর্ম্মে সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ৩১
 দেব-ভৌর্য্য-বিজ্ঞানান্ত নিন্দাং যঃ কুরুতে নরঃ ।
 প্রত্যক্ষং বা পরোক্ষং বা সা পীড়া প্রেতসম্ভবা
 স্বহৃতিবরণং যচ্চ স প্রতিষ্ঠাহিত্ত্বা ।
 বংশচ্ছেদঃ প্রদূষেত প্রেতদোষাঙ্কি নাস্তথা ।
 স্ত্রীণাং গর্ভবিনাশঃ স্তাদ্ভুপুংসু দৃষ্টতে তথা ।
 বালানাং মরণং যচ্চ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ৩৪
 ভাবতক্যা ন কুরুতে স্তাদ্ভুপুংসু সাংবৎসরাণিকম্ ।

নিরোধ হয়। কাহারও সমুদ্ভি দৃষ্ট হয় না।
 কাহারও সম্ভান উৎপন্ন হইয়া নষ্ট হয়। কাহার
 পশুবিনাশ ও জব্যনাশ জনিত ক্রোধভোগ
 ঘটে, এই সকলই প্রেতদোষ হইতে উৎপন্ন।
 প্রকৃতির বিপর্য্য ও বন্ধুর সহিত বিদ্বেষ, সহসা
 বিপৎপাত এই সকল প্রেতসম্ভব পীড়া
 জানিবে। নাস্তিক্য, ত্রতলোপ, দস্ত ও
 নিত্যকর্ম্ম এই সমস্ত প্রেতকৃত জানিবে।
 মাতৃপিতৃহিন্দা, দেবনিদা, ত্রাফণের দোষ-
 কীর্তন, ইত্যাদি এই সমস্তই প্রেতদোষে উৎপন্ন
 হয়। নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ ও জপহোমবর্জন,
 পরজ্ঞাপনকরণ এই সমস্ত প্রেতসম্ভব পীড়া
 জানিবে। সুরভৌ কুসিনাশ, সখ্যবহার নাশ,
 লোকের সহিত কলহ, এই সমস্ত প্রেতদোষে
 উৎপন্ন হয়। হে খগেশ্বর। পথে যাইতে

যাইতে যদি পথিক জনমণ্ডলী পীড়ন করে
 তবে তাহা প্রেতদোষ। আমার এই বাক্য
 সত্য জানিবে। হীনজাতির সহিত বন্ধুতা-
 বন্ধন এবং হীন কর্ম্মে অমুরাগ, অধর্ম্মে রতি
 ইত্যাদি প্রেতদোষ জানিবে। বাসনে জব্য-
 নাশ, কার্য্য আরম্ভ করিলে তাহার ধ্বংস,
 চৌর, রাজা ও অগ্নিবারা হানি, এই সমস্ত
 প্রেতপীড়া জানিবে। মহারোগের উৎপত্তি,
 নিজদেহের পীড়ন ও জায়াপীড়ন এই সকল
 প্রেতসম্ভব পীড়া জানিবে। ২১—৩০।
 কোনবংশে যদি জ্ঞতি, স্মৃতি, পুরাণ ও ধর্ম্ম-
 শাস্ত্রে ক্রমাগত জ্ঞানের হানি হইতে থাকে,
 যেখানে সর্ব্বদা অজ্ঞাব, তাহা প্রেতদোষে
 সমুৎপন্ন। দেবতা, ভৌর্য্য ও বিজ্ঞানগণের
 প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিন্দা প্রবৃত্ত থাকিলে
 তাহা প্রেতকৃত জানিবে। স্বহৃতিচ্ছেদ, স্বকীয়
 প্রতিষ্ঠানাশ যদি হয়, আর যদি বংশবিচ্ছেদ
 পরিবৃষ্ট হয়, তবে তাহা প্রেতপীড়া জানিবে।
 স্ত্রীগণের গর্ভ বিনাশ এবং তাহাদিগের
 পুংসুর অদর্শন, বালকগণের মরণ এই সকল
 প্রেতপীড়া জানিবে। শুদ্ধভাবে পিতৃগণের

(১) কচিদম্মধিকঃ পাঠঃ,—

ভৌর্য্যং গদ্যা পরাসক্তঃ স্বকৃত্যাক পরিত্যজেৎ ।
 ধর্ম্মকার্য্যো ন সম্পত্তিঃ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥

(২) কচিদম্মধিকঃ পাঠঃ,—

তত্র সা পীড়াতে প্রেতৈরিত্তি সত্যং বচো যম ।

স্বয়ং ন কুরীত সা পীড়া প্রেতসম্ভবা । ৩৭
 তীর্থে গতা পরামজ্ঞঃ স্বকৃত্যক পরিভ্রাজেৎ ।
 ধর্মকার্যো ন সম্পাদ্যঃ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা । ৩৮
 সম্প্রত্যোঃ কলশৈশ্চ ভোজনে কোপসংযুতঃ ।
 পরজোহে মাতশ্চৈব সা পীড়া প্রেতসম্ভবা । ৩৯
 পুণ্যং যত্র ন দৃষ্টেত ন দৃষ্টেত ফলং তথা ।
 বিরহো ভাৰ্য্যা যত্র সা পীড়া প্রেতসম্ভবা । ৪০
 যেথাং বৈ জায়েত চিহ্নং সন্দোচ্চাটপঃ নৃণাম্
 শক্রেত্রে নিফলং তেজঃ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ।
 স্বগোত্রহাং কশৈশ্চ হস্ত শক্রমিবাস্ত্রজম্ ।
 ন ঐতির্নাপি সৌখ্যক সা পীড়া

প্রেতসম্ভবা (১) । ৪০

পিতৃবাক্যঃ ন কুরুতে অপদ্রোক ন সেনতে ।

সাংসারিক শ্রাদ্ধ না করিলে প্রেতপীড়া হয়
 জানিবে । যদি অল্প ব্যক্তির সহযোগে তীর্থে
 গমন ঘটে, তবে তখন মনুষ্য যদি নিজ কৃত্য
 না করে, তাহা প্রেতকৃত জানিবে । সম্প্রতির
 কলহ, ভোজনকালে ক্রোধ, পরজোহে মতি,
 এ সকল প্রেতকৃত জানিবে । যেখানে নারীর
 পুণ্য (রজঃ) কিংবা ফল (সন্তান) দৃষ্ট হয়
 না, অথবা ভাৰ্য্যাসিহ বিরহ, এ সকল প্রেত-
 কৃত পীড়া জানিবে । যে সকল নরগণের সদা
 চাকলা দৃষ্ট হয়, শক্রেত্রে তেজ বিকল হয়,
 তাহারিও প্রেতপীড়াবিষ্ট । যাহারা স্বগোত্র-
 হাতক কিংবা পুত্র ও আত্মজগণের সহিত
 শক্রবৎ ব্যবহার করে, যাহাদের ঐতি ও
 পুণ্যের অভাব এই সকল প্রেতপীড়া জানিবে ।
 ৩১—৪০ । যাহারা পিতা মাতার বাক্য
 অবণ করে না, সর্বদা পরদারে আকৃষ্ট হয় ও

* পুণ্যঃ প্রদৃষ্টতে যত্র ফলঃ নৈব প্রদৃষ্টতে ।
 বিরোধো ভাৰ্য্যাসাধ্বঃ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ।
 ইতি চ পাঠঃ ।

(১) কচিদধমধিকঃ পাঠঃ,—

বৃহে দম্বকলিশ্চৈব ভোজনে কোপসংযুতঃ ।
 পরজোহমতিশ্চৈব সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ।

সদা কুরমতিব্যগ্রঃ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা । ৪১
 বিকর্ষা জায়তে প্রেতো হর্ষবিজিয়য়া তথা ।
 তৎকালদৃষ্টসংসর্গামৃষোৎসর্গাদৃতে তথা । ৪২
 দৃষ্টমৃত্যুবশাখাপি অনন্তবপুষস্তথা ।
 প্রেতশ্চ জায়তে ভাক্য পীড়াশ্চ যেন

অন্তঃ (১) । ৪০

এবং জায়া খগজেষ্ট প্রেতমুক্তিং সমাচরেৎ ।
 যো বৈ ন মন্ততে প্রেতাশ্রুতঃ প্রেতশ্রমাশ্রুতঃ
 প্রেতদোষঃ কুলে যন্ত শ্রবঃ তন্ত ন বিদ্যতে ।
 মতিঃ ঐতি রতিবু হির্লক্ষীঃ পকবিনাশনম্ । ৪৩
 তৃতীয়ে পকমে পুংসি বংশচ্ছেদো হি জায়তে ।
 দরিদ্রো নির্ধনশ্চৈব পাপকর্ম্মা ভবে ভবেৎ । ৪৪
 যে কোচৎ প্রেতরূপা বিকৃতমুখমুশো-

রৌহরুপাঃ করাল্য

মন্ততে নৈব গোত্রাশ্রুত হৃদিত-পিতৃন

ভ্রাতৃজায়াক বন্ধব ।

আপনার পত্নীর সহিত যাহাদিগের সঙ্গম ঘটে
 না, ইহাও প্রেতপীড়া জানিবে । নিশিত
 কর্ম্মদ্বারা কিংবা বিবিধীন ক্রিয়াদ্বারা আকৃষ্ট
 থাকে ; জীবদবদ্বায় দৃষ্টসংসর্গ ও মরণান্তে
 বুযোৎসর্গাতক, দৃষ্টমৃত্যু এবং মৃতদেহের দাহ-
 তাক, এই সকল কারণেই মনুষ্য প্রেত হইয়া
 জন্তগণের পীড়া উৎপাদন করে । খগজেষ্ট ।
 এই সকল জানিয়া প্রেতের মুক্তির নিমিত্ত
 (শ্রাদ্ধাদি) অহুধান করা কর্তব্য । যে
 প্রেতগণকে মনে করে না, সেই ব্যক্তি
 মরণান্তে প্রেত হয় । যে কুলে প্রেতদোষ
 উৎপন্ন হয়, সেই কুলে শ্রব থাকে না ;
 তথায় মতি, ঐতি, রতি, বুদ্ধি ও লক্ষী
 এই পক বিনষ্ট হয় । আর তৃতীয় ও
 পকমপুরুষে বংশবিচ্ছেদ হয় । সেই কুলে
 সকলেই দরিদ্র, নির্ধন ও পাপকর্ম্মা হইয়া
 থাকে । বিকৃতবদন ও বিকৃতনয়ন ভয়ঙ্কর-

(১) কচিদধমধিকঃ পাঠঃ,—

দাহক্রিয়ালোপন্ত খদ্বাদিমুক্তিদোষতঃ ।

প্রেতশ্চ হৃদিতঃ তন্ত বাক্চেষ্টাদিবিবর্জিতম্ ।

কৃত্বা কামাক্রপঃ সুখগতিবিস্তা-

ভাষমাণা যথেষ্টং

হা কষ্টং ভোক্তুকামা বিধিবশপতিতাঃ

সংস্রান্তি বশাক্ষ ৷ ৪৭ ৷

ইতি শ্রীমারুতে মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ-

গরুড়সংবাদে প্রেতসম্বৎসরীকা কারণকথনং

নাম বিংশোধ্যায়ঃ ৷ ২০ ৷

একবিংশোধ্যায়ঃ ।

গরুড় উবাচ । *

এতচ্চ লক্ষণৈর্দেব পিতৃত্যক্তা প্রেতজা যদা ৷

তেষাং কদা ভবেচ্ছক্তিঃ প্রেতযঃ ন কথং

ভবেৎ ৷ ১ ৷

প্রেতহে কিং প্রমাণক কতি বর্ষানি সংখ্যা ৷

দংষ্ট্রা-সম্বিত, করালভর যে প্রেত আপনায়
গোত্র, পুত্র, ছদ্মিতা, পিতা, ভ্রাতা, জায়া
ও বন্ধুগণকে মনে করে না, সে কামাক্রপ
ধারণ করত সুখ ও সঙ্গতি বিবাহিত ও
বিধিবশে নিপতিত এবং ভোজনোচ্চুক হইয়া
যথেষ্ট ভ্রমণ করিতে করিতে নিজ কর্মবিপাক
স্বয়ং করিতে থাকে । ৪১—৪৭ ।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ৷ ২০ ৷

একবিংশ অধ্যায় ।

গরুড় বলিলেন,—হে দেব । এই সকল
লক্ষণদ্বারা প্রেতপীড়া জানা যায়, কিন্তু তাহা-
দের কখন মুক্তি হয় এবং কি প্রকারেই বা
আর প্রেতয না হয় ? প্রেতদের প্রমাণ কি ?
এবং প্রেতযভোগের বৎসরসংখ্যাই বা কত ?

* কতিদ্রুমবিকঃ পাঠঃ—

মুক্তিঃ যান্তি কথং প্রেতাত্তমঃ শ্রীদ্রুমবিকঃ ।

কয়ুভো চ ময়্যাণাং ন পীড়া জায়তে তু সা ।

চিরং প্রেতযমাণসঃ স কথং মুক্তিমাশ্রুয়াৎ ৷ ২ ৷

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

মুক্তিঃ প্রযান্তি তে প্রেতাত্তমঃ কথয়ামি তে ।

যদেব ময়্যজোহমর্ত্যা ময় পীড়া কৃত্য বিধম্ ।

পূজার্থং হিতমবিচ্ছন্ন দৈবভো বিনিবেদয়েৎ ৷ ৩ ৷

স্বপ্নে দৃষ্টো ভুক্তো বৃক্ষঃ কলিতচ্চূতচম্পকঃ ।

বিপ্রো বা হৃষভো দেবো ভ্রমতে তীর্থগো যদি ৷

এবং দৃষ্টো যদা স্বপ্নো মৃতঃ কোহপি

অগোত্রজঃ ।

স্বপ্নে সত্যং পরিজায় দৃষ্টো প্রেতপ্রভাবতঃ ।

অমৃতানি প্রদৃশ্যন্তে প্রেতদোষাবিনিশ্চিতম্ ৷ ৪ ৷

তীর্থস্থানে মতির্ধারি চতুঃ বর্ষপরাশ্রমম্ ।

বয়োপায়ঃ প্রকৃকৃত প্রেতপীড়া তদা

বজ্রং ৷ ৫ ৷

তদা ভক্ত্য বিনাশায় চিন্তিতকং করোতি সা ।

শ্রেয়াংসি বহুবিদ্যানি সন্তবন্তি পদে পদে ৷ ৬ ৷

অশ্রেয়াংসি প্রমুক্তিঞ্চ প্রেরয়ন্তি পুনঃপুনঃ ।

যদি চিরকাল প্রেতয প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে
কি প্রকারেই বা মুক্তিলাভ করে ? শ্রীকৃষ্ণ
বলিলেন, হে গরুড় । প্রেতগণ যে প্রকারে
মুক্তিপ্রাপ্ত হয়, তাহা আমি তোমাকে বলি-
তেছি । ময়্যা যখন বুদ্ধিতে পারিবে যে,
কোন দৈব পীড়া হইয়াছে, তখন দৈবজ্ঞকে
তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে । স্বপ্নে যদি কলবান
ভুক্ত চূতচম্পকাদি বৃক্ষ, বিপ্র, হৃষভ, দেবতা
দৃষ্ট হয়, অথবা তীর্থ ভ্রমণ করে, তবে কোন
জাতির বৃত্তা হইয়াছে জানিবে । স্বপ্নে যদি
আপনাকে অমৃত প্রেতাদি রূপ দর্শন করে,
তবে তাহা প্রেতপীড়াভক্ত জানিবে । যখন
তীর্থস্থানে বা বর্ষ কর্যে মতি হয়, বর্ষাশ্রম
করে, তখন প্রেতপীড়া দূরীভূত হয় । যতকণ
প্রেতাদির আবেশ থাকে, ততকণ উক্ত
কাথ্যাদিতে মতি হয় না, হইলেও কণমধ্যে
সেই প্রেত চিন্তিতকং ঘটায়; শ্রেয়োজনক
কার্যে বহু বিদ্যা ঘটয়া থাকে । সে পুনঃপুনঃ
অশ্রেয়স কর্যেই প্রেরণ করিতে থাকে । যে

উচ্চাটনক ক্রুরতঃ সর্বং প্রেক্ষতঃ পগ * ১২
সর্ববিষ্মানি সন্তোজ্য মৃত্যুপায়ঃ কথোতি য় ।
তস্ত কৰ্মফলঃ সাধু প্রেক্ষতিষ্ঠ শাদতী ১১০
স তবেৎ তেন মুক্তস্ত মতঃ প্রেক্ষতঃ পরম্ ।
অয়ং তুপ্যতি ভোঃ পক্ষিন্ যন্তোদেশেন দৌহতে
শৃণু সতামিদং তাক্য্যং ফলমতি ভুনক্তি সঃ ১১১
আত্মানং শ্রেয়সা যুজ্যাতঃ প্রেক্ষতৃপ্তিঃ চিরঃব্রজেৎ
তে তৃপ্তাঃ শুভমিচ্ছন্তি নিজবন্ধু সর্বদা ১১২
অজাতরহঃ যে তৃপ্তাঃ পীড়ন্তি স্ববংশজান্ ।

ব্যক্তি প্রেক্ষত ক্রুরতা উচ্চাটনাদি বিব্র
পীড়া উপেক্ষা করিয়া প্রেতের মুক্তির উপায়
করে, হে তাক্য্য! তাহার সেই কাহা
হিতকর এবং প্রেতের তৃপ্তির হেতু হয়।
সেই কর্মফলে প্রেত মুক্ত হয়। হে গরুড়!
ইহা আমি সত্য বলিতেছি। যে যে কর্ম
করিতে হইবে, তাহা অবগত কর। যিনি প্রেতের
মুক্তির নিমিত্ত নানাদি করেন, তিনি অয়ংও
ভুক্ত হইয়া থাকেন। বন্ধুগণ প্রেতের মুক্তির
নিমিত্ত কার্য্য করিলে তাহাতে চিরকালের
জন্ত প্রেতের তৃপ্তি হয়, আপনারও শুভসাধন
হইয়া থাকে, এই নিমিত্তই সর্বদা লোকে
বন্ধুগণের শুভ কামনা করে। যাহারা বর্জ-

নিবারয়ন্তি তৃপ্তান্তে জায়মানানুকম্পকাঃ ১১৩
পশ্যন্তে মুক্তিমায়াস্তি কালপ্রাপ্তৌ অপুত্রতা ।
সদা বন্ধু বচ্ছন্তি বুদ্ধিমুক্তিঃ খগাধিপ ১১৪
দর্শনাত্মাবগাদ্যন্ত চেষ্টাতঃ পীড়নাপগতিম্ ।
ন প্রাপয়তি মৃত্যুত্বা প্রেতশাটৈঃ স লিপ্যতে ১১৫
অপুত্রকোহপুত্রশ্চৈব দরিদ্রো ব্যাধিতস্তথা ।
বৃষ্টিগৌনশ্চ হৌনশ্চ ভবেজ্জন্মনি জন্মনি ১১৬
এবং ক্রবন্তি তে প্রেতাঃ পুনর্দীপ্যঃ সমাধিতাঃ ।

মান উপভব সমস্ত দর্শন করিয়াও নিবারণ
করে না, সেই সকল পাপাশয় ত্রাসাচার
স্ববংশজ বন্ধুদিগকে ক্রেশপ্রদান করিয়া থাকে।
প্রেতগণ কালসহকারে পুত্র হইতে মুক্তিলাভ
করে। এই নিমিত্ত সর্বদা বন্ধুগণের সুখ-
সমৃদ্ধি ইচ্ছা করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি
প্রেতের দর্শন, কখন, চেষ্টা ও পীড়ন অনু-
ভব করিয়াও তাহার মুক্তির উপায় না
করে, সেই মূঢ় প্রেতপাপে লিপ্ত হয়।
প্রেতের মুক্তির উপায় না করিলে সে
জন্মে জন্মে অপুত্রক, দরিদ্র, ব্যাধিপীড়িত,
বৃষ্টিগৌন ও দৈন্যাবস্থ চইয়া থাকে; তাহার
পশুযোনিপ্রাপ্তি হয়। প্রেতগণ পুত্রাদির প্রতি
অধিষ্ঠিত হইয়াও যদি মুক্তিলাভ করিতে না

* কচিদয়মধিকঃ পাঠঃ—

যদ্যং কুর্ষন্তি তে প্রেতাঃ প্রিণাচয়ে

বাবহিতাঃ ।

তেষাং স্বরূপং বক্ষ্যামি চিহ্নং স্বপ্নং যথাতথম্ ।
কুংপিপাসাদ্বিতান্তে বৈ প্রবিপ্লবঃ স্ববেশ্মনি ১
প্রবিত্তা বাহুদেহেন শরানান্ স্ববংশজান্ ।
তস্ত লিঙ্গানি বচ্ছন্তি নির্দ্দিনস্তি খগেশ্বর ২
অপুত্র-স্বকলজানি স্ববন্ধু তে প্রয়াস্তি বৈ ।
গজো বহো যুষো ভূয়া মৃত্যুতে বিকৃতাননঃ ৩
শরনং বিপরীতং বা আত্মানক বিপর্যায়ম্ ।
উখিতঃ পশ্যতি তু যঃ স প্রেতৈঃ পীড়্যতে ভূশম
মিগটৈর্কর্কষ্যতে খন্ড বধ্যতে বহধা যদি ৪
অরহ যাত্যতে স্বপ্নে কুত্বতে পাপমাত্মনা ৫

কুয়মানস্ত যঃ স্বপ্নে গৃহীত্বায়ং পলায়তে ।
আত্মনস্ত পরজাপি ভূবার্ত্তন্ত জলং পিবেৎ ৬
বৃষভাঘোষণাং স্বপ্নে বৃষতৈঃ সহ গচ্ছতি ।
উৎপত্য গগনং যাতি তীর্থে যাতি দুধাতুরঃ ৭
স্বকলজঃ স্ববন্ধুঃ স্বমুতঃ স্বপতিং বিভ্রুম্ ।
বিদ্যমানঃ মৃতং পশ্যেৎ প্রেতদোষেণ নিশ্চিতম্
বদ্রপো যাচ্যতে স্বপ্নে কুত্বাত্যাঃ পরিপ্লুতঃ ৮
তীর্থে যাতি মদেৎ পিণ্ডান্ প্রেতদোষৈর্ম সশবঃ
নির্গচ্ছতো গৃহাজ্ঞাজ্ঞো স্বপ্নে পুত্রাংস্তথা পশুন ৯
পিণ্ডজাতকলজানি প্রেতদোষৈঃ স পশ্যতি ১০
চিহ্নান্যেতানি পক্ষীস্ত গণকায় নিবেদয়েৎ ১১
কুরা স্বানং গৃহে তীর্থে জীবুকে তর্পণকরেৎ ১২
ককধাত্যানি সম্পূজ্য জ্ঞানদ্যাঘোষপদারগে ১৩

ভক্তহান্যঃ ভবেমুক্তিঃ স্বকালে কর্তব্যমক্ষয়ে ১
গরুড় উবাচ ।

নাম গোত্রং ন দৃষ্টেত প্রতীতির্নৈব জায়তে ।
কেচিৎকত্রি নৈবজ্ঞাঃ পীতাঃ প্রেতসমুদ্ভবাঃ ১৮
ন স্বপ্নঃ চেষ্টিতঃ নৈব দর্শনঃ ন কদাচন ।
কিং কর্তব্যং সুরশ্রেষ্ঠ তত্র মে ব্রূহি নিশ্চিতম্ ।
শ্রীভগবানুবাচ ।

সত্যং বাপানুভং বাপি বদন্তি কিত্তিদেবতাঃ ।
তদা সঞ্চিন্ত্য হৃদয়ে সত্যমেতচ্চিৎকরিতম্ ২০
ভাবচ্চিন্ত্য পুরস্কৃত্য পিতৃভক্তিপরায়ণঃ ।
কুতঃ কুতবলিতেন পুরস্করণপূর্বকম্ ২১
জপ-হোমৈস্তথা দাতৈঃ প্রকৃদ্যাদেহশোধনম্ ।
কুতেন তেন বিদ্বানি বিনষ্টান্তি ধগেবয় ২২
ভূত-প্রেত-পিশাচৈর্বা স চেনৈভৈঃ প্রসীদ্যতে ।
পিচ্ছদেপেন বৈ কুর্ধ্যান্নায়াগবলিঃ তদা ।

পারে, তাহা হইলে পুনরায় বমলোক আশ্রয়
করিয়া থাকে, কারণ ভক্তহ হ্যক্তিদিগের
কালসংকারে কর্তব্য হইলেই মুক্তি হইতে
পারে। গরুড় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেব !
কোন কোন দৈবজ্ঞেরা যে প্রেতের পীড়া দর্শন
করিয়া তাহার মুক্তির নিমিত্ত পিতৃপ্রদান-
ব্যবস্থা করেন; তাহাতে যাহার প্রতীতি হয়
না এবং নাম গোত্র জ্ঞাত নাই, স্বপ্নাদি দর্শন
ও অস্ত কোনরূপ চেষ্টাও হয় না, তাহার
উদ্ধারার্থ কিরূপ কার্য্য করিতে হয়। তাহা
আমাকে নিঃসংশয় উপদেশ করুন। শ্রীকৃষ্ণ
বলিলেন, ব্রাহ্মণগণ সর্বদা সত্যবাক্য বলিয়া
ধাকে, কদাচ মিথ্যা কথা কহে না, অতএব
ব্রাহ্মণগণের বাক্য সত্য, ইহাই হৃদয়ে চিন্তা
করিবে। মানবগণ ঈশ্বরভক্তিপূরণের পিতৃ-
ভক্তিপরায়ণ হইয়া বিষ্ণুপূজা, পুরস্করণপূর্বক
জপ, হোম ও দানদ্বারা আত্মদেহ শোধন
করিবে। ধগেবয়! এইরূপ করিলে তাহার
সর্ববিধ বিষয় নষ্ট পায়। যে ব্যক্তি পিতৃ-
গণের উদ্দেশে নারায়ণের অর্চনা করে, সে
কদাচ ভূত, প্রেত, পিশাচ কিংবা অন্য কোন

বিষয়কঃ সর্বপীড়াত্য ইতি সত্যং বচো মম ২৩
পিতৃপীড়া ভবেদযত্র কতোইষ্টৈর্ন মুচ্যতে ।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন যদ্বি ভক্তিপরায়ো ভবেৎ ২৪
নবমে দশমে বর্ষে পিচ্ছদেপেন বৈ পুমান্ ।
গায়ত্রীমুহুতং জপ্ত্বা দশাংশেন চ হোময়েৎ ২৫
কুতঃ কুতবলিঃ পূর্বং ব্রূহোৎসর্গাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ।
সর্বোপজবহীনস্ত সর্বসৌখ্যমবাধুয়াৎ ।
উক্তমঃ লোকমাপ্রোক্তি জাতিপ্রাধাত্ময়ে চ ২৬
পিতৃমাতৃসমং লোকে নাস্ত্যন্তৈবদত পরম্ ।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন পূজয়েৎ পিতরৌ সদা ২৭
হিতানাহুপদেটো হি প্রত্যাকনৈবতঃ পিতা ।
অন্তা য় দেবতা লোকে ন মেবদ্যতঃ ২৮
শরীরমেব জন্তুনাং স্বর্গমোটেকসাধনম্ । (১)

ভক্ত কর্তব্য পীড়িত হয় না। অস্তান্ত পীড়া
হইতে বিমুক্ত হইয়াও যখন পিতৃপীড়া উপ-
স্থিত হয়, তখন সেই ব্যক্তি অন্য কোন পীড়া
হইতে মুক্ত হইতে পারে না। ধগেবয় !
আমার এই বাক্য সত্য, অতএব সর্বপ্রযত্নে
পিতৃভক্তিপরায়ণ হইবে। যে পুরুষ নবম
কিংবা দশম বর্ষে অমৃত গায়ত্রী জপ করিয়া
তাহার দশাংশ হোম করে এবং পিতৃদেবতার
পরিজ্ঞানার্থ ব্রূহোৎসর্গাদি সমস্ত ক্রিয়া সম্পা-
দনপূর্বক বিষ্ণু অর্চনা করে, সে সর্বপ্রকার
উপজববিহীন হইয়া সুখলাভ করিতে পারে;
তাহার উক্তমলোক প্রাপ্তি এবং জাতিপ্রাধাত্ম
লাভ হয়। কোন লোকেই পিতামাতার তুল্য
পরমদেবতা কেহ নাই; অতএব সর্বপ্রযত্নে
পিতামাতার সেবা করিবে। পিতা সর্বদা
হিতোপদেশ প্রদান করেন, অতএব তিনি
প্রত্যেক দেবতারূপী ৩৬। অস্ত অন্য দেবতার
ইহলোকে শরীর-প্রভব নহে। শরীরই জীব-

* কচিদধমধিকঃ পাঠঃ,—

প্রভুঃ শরীরপ্রভবঃ প্রত্যাকনৈবতঃ পিতা ।

(১) কচিদধমধিকঃ পাঠঃ,—

শরীরঃ সম্পদো দ্বারাঃ সূতা লোকাঃ ন্যাতনাঃ
যত প্রসাদাৎ প্রাপ্যন্তে কোহিতঃ পূজ্যতমততঃ

নেহো নন্তো হি যেনৈবঃ কোহন্তঃ পুজ্যাতমন্তঃ ।
ইতি সন্ধিত্য হৃদয়ে পঙ্কিন্ যদ্যৎ প্রযচ্ছতি ।
তৎ সৰ্বসামান্যং ভুক্ত্যে দানং বেদবিদো বিতুঃ
পুণ্যমনরকাদৃশ্যমাং পিতরং জ্ঞায়তে সূতঃ ।
তস্যাং পুত্র ইতি প্রোক্ত ইত চাপি পরজ চ ১৩১
অপমৃত্যুমন্তো জ্ঞাতাঃ পিতরো কস্তচিৎ খগ ।
বর্ষ-ভৌব-বিবাহাদি-শ্রাদ্ধঃ সাংবৎসরঃ

ভ্যজ্যেৎ (১) ১৩২

ইতি জীগাক্ষে মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে জীকৃষ্ণ-
গুরুসংবাহে প্রেতকৃষ্টিকলকথনং ন্যায়িক-
বিংশোহধ্যায়ঃ ১২১ ।

গণের নরকভোগ, স্বর্গলাভ ও মোক্ষপ্রাপ্তির
হেতু, সেই শরীর যিনি প্রদান করিয়াছেন ;
ভদ্রশেখা পুজ্যাতম আর অধিক কে হইতে
পারে ? ঐয় হৃদয়ে এইরূপ চিন্তা করিয়া যিনি
পিতৃগণের উদ্দেশে দানাদিক্রিয়া করেন, পর-
কালে তিনি সেই সকল দানীর জন্য স্বয়ং
ভোজন করিতে পারেন । বেদবিৎ পণ্ডিতেরা
ইহাকেই দান বলিয়া থাকেন । পুত্রগণ পুণ্যম
নরক হইতে পিতাকে পরিজ্ঞান করে বলিয়াই
স্বয়ং “পুত্র” এই নাম নির্দেশ করিয়াছেন ।
যদি কাহার পিতার কিংবা মাতার অপমৃত্যু
ঘটনা হয়, তাহা হইলে ভৌবপৰ্য্যটনাদি ধর্ম-
কার্য, বিবাহাদি মাতুলিক কার্য ও সাংবৎ-
সরিক শ্রাদ্ধ পরিত্যাগ করিবে । ২১—৩২ ।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২১ ।

(১) কটনরমধিকঃ পাঠঃ,—
অম্বাধ্যায়মিদং যজ্ঞ প্রেতজিহ্মেন দর্শিতম্ ।
যা পঠেৎপুণ্যবাশি প্রেতচিরং পশ্যতি ।

দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

গুরুত উবাচ ।

সম্ববান্ত কথং প্রেতাঃ কেবাঃ কৌতুক
গতির্ভবেৎ ।

কৌতুক তেবাঃ ভবেজ্জগং ভোজনং কিং
ভবেৎ প্রভো ১

সুখীভ্যন্তে কথং প্রেতাঃ ক তিষ্ঠন্তি সুরেশ্বর ।
প্রসন্নঃ কৃপয়া দেব প্রসন্নোহং বদস্ব মে ২

জীভগবানুবাচ ।

পাপকর্মরতা যে বৈ পূর্বকর্মবশাংগাঃ ।
জ্বায়ন্তে তে মৃত্যুঃ প্রেতাস্তান শৃণুস্ব বদাম্যহম্ ।
বাপী-কূপ-ভাগাঃ স্ত আরাগ্নঃ সুরমন্দিরম্ ।
প্রপান্যসুহৃৎকক তথা ভোজনশালিকাঃ ৪
পিতৃ-পৈতামহং ধর্ম্যং বিক্রীণ্যতি স পাপভাক
মৃতঃ প্রেতব্রহ্মাণোতি বাবদাহুতসংগ্রবম্ ৫
গোচর-গ্রামসীমাক তত্ভাগারামগহ্বরম্ ।

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন,—বিভো !
কিভাবে প্রেতের উৎপত্তি হয় ? কি প্রকারেই
বা তাহাদিগের গতি হইয়া থাকে ? প্রেত-
গণের রূপ কি প্রকার, তাহারা কিই বা
ভোজন করিয়া থাকে ? হে সুরেশ্বর !
প্রেতেরা কি হেতু ঐত হইয়া কোথায় অব-
স্থিতি করে ? আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই
সকল প্রশ্নের সহস্র প্রদান করুন । জীকৃষ্ণ
কহিলেন, গুরু । অবশ্য কর, আমি বলি-
তেছি । তাহারা সর্বদা পাপকর্মে রত থাকে,
তাহারা পূর্বকৃত কর্মের বশবস্তী হইয়া প্রেত-
রূপে উৎপন্ন হয় । তাহারা পুত্রহীন, কূপ,
দৌর্ভিক, উপবন, দেবালয়, পানীয়শালা,
সুহৃৎ, ভোজনশালা কিংবা পিতৃপিতামহের
বর্ষ বিক্রয় করে, সেই পাপিষ্ঠেরা মরণান্তে
মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত প্রেত হইয়া থাকে । তাহারা
লোকপরতন্ত্র হইয়া গোচরণস্থান, গ্রামসীমা,
ভাগ, উপবন, গহ্বর এই সমস্ত করণ

কৰ্মবস্তি চ যে লোভাৎ প্রেতাশ্চে বৈ ভবন্তি হি
চণ্ডালাশুদকাঃ সৰ্পান্ভ্রাক্ষণাঈবদ্যতঃ গিতঃ ।
দৰ্শং ট্রৈভাশ্চ পতুভাশ্চ মরণং পাণকৰ্ম্মিণাম্ ॥ ৭
উষম্ভবত্যে যে চ বিকৃশ্মরণবৰ্জিতাঃ ।
মৃতকান্ যদি সম্প্রাপ্য প্রেতভাব ইহ কিতৌ
এবমাবিস্তিৰ্ভৈশ্চ কুমৃত্যবশগাশ্চ যে ।
তে সৰ্বৈ প্রেতযোনিহা বিচরন্তি মক্ৰহলে ॥ ৯
মাক্ষরঃ ভগিনীঃ ভাৰ্যাঃ স্রুমাঃ হৃদিতরঃ তথা
অদৃষ্টদোষাঃ তাস্মতি স প্রেতো জায়তে কবম্
ভাতৃকৃৎসনহা গোম্ভঃ সুরাপো শুকতরুগঃ ।
হেম-কৌমহরস্তাক্য স বৈ প্রেতযমাশুতাং ॥ ১১
ভালাপহন্তা মিত্রকৃ পরম্পরবতস্তথা ।
বিবাসঘাতী কুরম্ভ স প্রেতো জায়তে কবম্ ।
কুলমার্গাশ্চ সন্ত্যজ্য পরধৰ্ম্মরতস্তথা ।
বিদ্যাবৃন্তিবিহীনশ্চ স প্রেতো জায়তে কবম্ ॥ ১৩

করে, তাহার প্রেত হু পাইয়া থাকে।
চণ্ডালের আঘাতে, জলপতনে, সর্পাঘাতে,
ভ্রামণ হইতে, বিদ্রুপাঘাতে, দংশকজন্তু
হইতে ও পতঙ্গের আঘাতে যে সকল
পাণকৰ্ম্ম ব্যক্তিরিগের মৃত্যু হয়, যাহারা
উষম্ভনে কিংবা বিব ও পতঙ্গাদিহারা প্রাণত্যাগ
করে, যাহারা আত্মঘাতী, তাহার কিত্তিতলে
প্রেতভাব প্রাপ্ত হয়। যাহারা এই সকল
ও অন্যান্য অপঘাতবশত প্রাণত্যাগ করে,
তাহারা সকলেই প্রেত হু লাভ করিয়া মৃত্যু
বিচরণ করে। কিনাদোষে মাক্ষা ভগিনী
পুত্রবধু বা কস্তা ত্যাগ করিলে সে প্রেত হয়;
ভাতৃশ্রোত্রী, অশ্বঘাতী, মিত্রভেদী, বিবাস-
ঘাতক ইহারা প্রেত হয়। যাহারা কুলমার্গ
পরিত্যাগ করিয়া অস্ত ধৰ্ম্ম আশ্রয় করে,
যাহারা বিদ্যাহীন, তাহার প্রেত হয়; সন্ধ্য

• কচিদ্রমমধিকঃ পাঠঃ,—

মহাব্রোটেগম্ভা যে চ পাণঘোটেগশ্চ দম্ব্যতিঃ ।
অসংকৃতপ্রমৃত্যশ্চ বিহিতাচারবৰ্জিতাঃ ।
রহোৎসর্গাদিসংঘাটৈলুপ্তাঃ শিষ্টৈশ্চ মাসিকৈঃ

অত্রৈবোদাহরন্তীমতিহাসঃ পুরাণম্ ।
যুধিষ্ঠিরস্ত সংবাদঃ ভীষ্মেণ সহ শ্রুতঃ ।
ভদ্রকঃ কথয়িষ্যামি যজুৰ্বা সৌখ্যমাশুতাং ॥ ১৪
যুধিষ্ঠির উবাচ ।
কেন কৰ্ম্মবিশাংকেন প্রেতহৃদুপজায়তে ।
কেন বা মৃত্যুতে কস্মাৎ তন্মৈ ক্রহি পিতামহ ।
যজুৰ্বা ন পুনর্মোহমেবং বাস্তামি শ্রুতঃ ॥ ১৫
ভীষ্ম উবাচ ।
অহং তে কথয়িষ্যামি সৰ্ব্বমেকম্ভবেত্ত্বতঃ ।
যেনৈব জায়তে প্রেতো যেনৈব স বিমূচ্যতে ।
প্রাপ্তোক্তি নরকং ঘোরং হৃদয়ং নৈবভৈরগি ॥
মতস্তং শ্রবণাদ্যন্ত পুণ্যশ্রবণকীর্তন ।
মানবা বিপ্রমূঢ়াস্তে আপন্নঃ প্রেতযোনিম্ ॥ ১৭

নাই। হে শ্রুত! এই বিষয়ে একটি উদাহরণ
আছে, সেই পুরাতন ইতিহাস ভীষ্ম-
যুধিষ্ঠির-সংবাদ বলিতেছি। ইহা শ্রবণ করিলে
লোকে সুখলাভ করে। একদা যুধিষ্ঠির
ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতামহ! কি
কারণে লোকসকল প্রেত হু প্রাপ্ত হয় এবং কি
উপায়ে বা সেই প্রেতযোনি হইতে মুক্তি
পায়। ভীষ্ম কহিলেন,—আমি তোমার
জিজ্ঞাসিত সমুদায় বিষয় বলিতেছি। যে
ব্যক্তি ঘেরূপে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয় এবং যে
প্রকারে তাহা হইতে মুক্তি পায়, তৎসমুদায়
কীর্তন করিতেছি। কৰ্ম্মবশে প্রাপ্ত সেই
সমস্ত ঘোরতর নরক দেবতাদিগেরও হৃদয়।
সৰ্বদা বিদ্যুৎ নাম অরণ এবং পুণ্যপ্রদ ভীষ্মের
কীর্তন করিলে প্রেতভাব হইতে মুক্ত হইতে

যজ্ঞানয়তি শৃঙ্গোহরিং তুণং কাষ্ঠং হবোংযি চ ॥
পতনং পৰ্বতানিভ্যো ভিত্তিপাতেন যে মৃত্যুঃ ।
রজশ্বলানিহোষ্টৈশ্চ ন ভূমৌ অয়তে যদি ।
অস্তরীক্ষে মৃত্যু যে চ বিকৃশ্মরণবৰ্জিতাঃ ।
মৃতকানিহু সম্পর্ক্য হৃষ্টশল্যাবতাস্তথা ॥
এবমাবিস্তিৰ্ভৈশ্চ কুমৃত্যবশগাশ্চ যে ।
তে সৰ্বৈ প্রেতযোনিহা বিচরন্তি মক্ৰহলীন ॥

কৃতজ্ঞত্বে হি পুরা বৎস ব্রাহ্মণঃ শংসিতব্রতঃ ।
 নান্না সমুপবঃ খ্যাতস্তপোহর্ষে বনমাজিতঃ । ১৮
 আধ্যাত্মযুক্তো হোমেন যাগযুক্তো দয়াবিতঃ ।
 যজ্ঞন্ স সকলান্ যজ্ঞান্ যুক্ত্য কালঞ্চ বিক্ৰিপন
 ব্রহ্মচর্য্যসমায়ুক্তো বৃক্কস্তপসি মার্জবে ।
 পরলোকভয়োপেতঃ সত্য-শৌচৈশ্চ নির্ম্মলঃ । ২০
 যুক্তোহ'প গুরুবাক্যেণ বৃক্কস্তাতিথিপূজনে ।
 আশ্রয়োগে সদোদযুক্তঃ সর্ব্বদন্দবিবর্জিতঃ । ২১
 যোগাভ্যাসে সদা যুক্তঃ সংসারবিজিগীষয়া ।
 এবং বৃক্কঃ সদাচারো মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জিতেন্দ্রিয়ঃ
 বহুশ্রুতানি বিজনে বনে তস্ত গত্যনি যৈ ।
 তস্ত বৃক্কস্ততো জাতা তীর্থার্থগমনঃ প্রভি । *

পারে। বৎস! আমি জানিচ্ছি, পূর্ব্বকালে
 অতিশুভ্রত সমুপব নামে এক ব্রাহ্মণ
 ছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ, একদিবস তপশ্চরণ-
 মানসে তীর্থে গমন করেন। সেই ব্রাহ্মণ
 আধ্যাত্মযুক্ত হোমতৎপর, যোগাবিত ও দয়া-
 ঈশ ছিলেন; তিনি সকল যজ্ঞ আচরণ করিয়া
 যোগাবলম্বনপূর্ব্বক কালযাপন করিতেছিলেন।
 সেই বিজবর ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্বীত্বে নিযুক্ত
 থাকিয়া পরলোকভয়ে, সর্ব্বদা ভীত ও সত্য-
 ব্রতে এবং শৌচ-পালনে তৎপর ছিলেন।
 ১১—২০। সর্ব্বদা গুরুবাক্য পালন ও
 অর্তিপূজাতে তাঁহার দৃঢ় অনুরাগ ছিল।
 তিনি আশ্রয়পরিজানার্থ নানাবিধ যোগাশ্র-
 ঠান করিতেন, তাঁহার স্মৃতিঃ, রাগবেদাদি
 কোনরূপ হ্রদ্ব ছিল না। সংসার-জন্মানসে
 যোগাভ্যাস করিতে তাঁহার অতিশয় মনোযোগ
 ছিল; তিনি এইরূপ নানাবিধ সংকারণের
 অনুষ্ঠান করিয়া জিতেন্দ্রিয় ও মোক্ষাকাঙ্ক্ষী
 হইয়াছিলেন। বনে বাস করিতে করিতে
 বহু বৎসর অত্যন্ত হইলে তীর্থপর্য্যটনে তাঁহার

* কচিদ্রমধিকঃ পাঠঃ,—

পুণোত্তীর্থজটেলেরেব ধোয়য়িষ্যে কলেবরম্ ।
 স তীর্থে যাবিতঃ প্রাত্য তপস্বী ভাকরোদয়ে ।

কৃতজ্ঞাণ্য-নমস্কারো অধ্বানঃ প্রত্যপদ্যত । ২৩
 একান্তেন দিবসে বিপ্রো মার্গভ্রষ্টো মহাতপাঃ ।
 দর্শনধ্বনি গচ্ছন্ স পকপ্রতান্ স্মৃৎকণান্ ।
 অরণ্যে নির্জনে দেশে সন্মটে বৃক্কবর্জিতে ।
 পক তান বিকৃতাকারান্ দৃষ্ট্বা বৈ ঘোরদর্শনাম্
 দ্রবৎসমুদ্ভূতদ্যোহতিঃসুদীপ্য লোচনে । ২৪
 অবলম্ব্য ততো দৈর্ঘ্যং ত্রাসদুঃস্বপ্না দূরতঃ ।
 পপ্রচ্ছ মধুরাতাবী কে যুগ্মং বিকৃতাননাঃ । ২৫
 কিকাকুভঃ কৃতঃ কৰ্ম্ম যেন প্রাপ্তাঃ হ বৈকৃতিম্
 কথং বা চৈকতঃ কৰ্ম্ম প্রস্থিতাঃ কুত্র নিশ্চিতম্ ।
 প্রেতরাজ উবাচ ।

বৈঃ বৈশ্ব কৰ্ম্মতিঃ প্রাপ্তাঃ প্রেতকঃ হি বিজ
 কবম্ ।

পরলোকধরতাঃ সর্কে পাপকৃত্যবশং গতাঃ । ২৬
 কুণ্ডলিপালাদিতা নিত্যং প্রেতকঃ সবুশাগতাঃ

অভিজ্ঞাব অস্মে । তিনি সর্ব্বদা জপ ও নম-
 স্কারাদি করিয়া প্রস্থান করিলেন। একদিবস
 সেই মহাতপা ব্রাহ্মণ খাইতে খাইতে দৈর্ঘ্যং
 অরিতগমনে মার্গভ্রষ্ট হইয়া ইত্যদ্যং নির্জনে
 করিতেছেন, এমন সময় পশ্চিমদেহে স্মৃৎকণ
 পকপ্রতকে দেখিতে পাইলেন। নির্জনে
 অরণ্যময় বৃক্কবর্জিত কণ্টকময়দেশে তাহার
 নানাপ্রকার ক্রেশভোপ করিতেছে। তাপন
 বিকৃতাকার তরুদ্বয়দর্শন জে পকপ্রতকে দর্শন
 করিয়া উদ্বিগ্নহৃদয়ে নয়নদুগল মুদ্রিত কদল
 ধ্যান করিতেছিলেন। কিম্বৎকাল পরে দৈর্ঘ্য-
 বলম্বন করিয়া ত্রাসপরিহাৎপূর্ব্বক দূর হইতে
 তাহাদিগকে মধুরবাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন,
 তোমরা কে? কি নিমিত্তই বা এইরূপ বিকৃত-
 তাব প্রাপ্ত হইয়াছ? তোমরা এমন কি দৃকর্ম্ম
 করিয়াছ, যাহাতে এইরূপ বিকৃততাবাপন্ন হই-
 য়াছ? কেনই বা তোমরা একরূপ কৰ্ম্ম কা-
 রেছ? কোথায় প্রস্থান করিতেছ? তপস্বী
 এক প্রেতরাজ কহিল; হে বিজবর। আমরা
 কল্পীস্বারে আমাদিগের প্রেতক টংপর হই-
 য়াছে, এই সকলই পরদ্রোহ ও ঘোরদুষ্কার
 কল। এই নিমিত্তই কুণ্ডলিপালায় পরি-

হতবাক্য হতশ্রীক হতসংজ্ঞা বিচেতনঃ ॥ ২১ ॥
 ন জানৌমো দিশং তাত্ত্বিক বিশেষ্যাত্ত্বিকঃ ॥
 ক হু গচ্ছামহে মূঢ়াঃ শিশাচাঃ কৰ্মজা বয়ম্ ॥ ৩০ ॥
 ন মাতা ন পিতা স্বাকং প্রেতহং কৰ্মজিঃ স্বকৈঃ
 প্রাপ্তাঃ স সহস্রা জাতঃ দুঃখোষণেগম্যাকুলম্ ॥
 দর্শনে চ তে অস্মন্ মুহিতাপ্যায়িতা বয়ম্ ॥
 বহুভুং তিষ্ঠ বক্ষ্যামি বৃন্তাস্তঃ সৰ্মমাদিতঃ ॥ ৩২ ॥
 অহং পৰ্য্যুষিতো নাম এষ সূচীমুখজবা ॥
 নীলগো রোধকট্টব পঞ্চমো লেখকঃ স্মৃতঃ * ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

প্রেতানাং কৰ্মজাতানাং কথং বৈ নামসম্ভবঃ ।
 কিকিং কারণমুদ্ভিষ্ট যেন ক্রমাঃ পনামকান্ ॥ ৩৪ ॥
 প্রেতরাজ উবাচ ।

ময়া ব্রাহ্ম সনা কৃত্তং দত্তং পৰ্য্যুষিতং বিজ্ঞে ।
 পীড়িত হইয়া প্রেততাব প্রাপ্ত হইয়াছি ।
 আমরা সকলেই হতবাক্য, নষ্টসংজ্ঞা ও
 বিচেতন । তাত্ত্বিক । আমরা দিক্‌বিদিক্ কিছুই
 জানি না, সূতরাং অতিদুঃখে কালঘাপন করি-
 তেছি । আমরা মূঢ়, কৰ্ম্মদোষে শিশাচর প্রাপ্ত
 হইয়াছি; কোথায় গমন করিতেছি কিছুই
 জানিতেছি না । আমাদের পিতা মাতা
 কিছুই নাই, স্বীয় কৰ্ম্মদোষে শিশাচ-যোনি
 প্রাপ্ত হইয়া নানাবিধ দুঃখ ও উষেগভোগ
 করিতেছি । আমরা আপনার দর্শনলাভ
 করিয়া আশ্লাদিত ও আশ্বাসিত হইয়াছি ।
 আপনি কিয়ংকাল অরণ্যে কল্পন, আশ-
 দিগের আদ্যোপান্ত বৃন্তাস্ত নিবেদন করি-
 তেছি । আমার নাম পৰ্য্যুষিত, ইহার নাম
 সূচীমুখ, তৃতীয়ের নাম নীলগ, চতুর্থের নাম
 রোধক, পঞ্চম লেখক । ২২—৩৩ । ব্রাহ্মণ
 কহিলেন,—প্রেতগণ সকলেই স্বকৰ্ম্মজাত,
 অতএব কিক্রমে ভাণ্ডিগের নাম সম্ভব হইতে
 পারে । অতএব তোমরা কি উদ্দেশ্য করিয়া
 স্বীয় নাম প্রকাশ করিতেছ । প্রেতরাজ
 কহিল, আমি সূতাহু অথবা সূতঃ ভোজন করিয়া

* এবং নাম চ সর্কে বৈ সম্প্রাপ্তাঃ
 প্রেততাং বয়ম্ । ইত্যধিকঃ পাঠঃ কচিৎ ।

এতৎ কারণমুদ্ভিষ্ট নাম পৰ্য্যুষিতং যম ॥ ৩৪ ॥
 নীলঃ গচ্ছতি বিশেষণ যাচিতঃ স্মৃতিভেদে বৈ ।
 এতৎ কারণমুদ্ভিষ্ট নীলগোহয়ং বিজ্ঞোক্তম্ ॥ ৩৬ ॥
 সূচিতা বহুবোহনেন বিপ্রা অত্রাদিকাঙ্করা ।
 এতৎ কারণমুদ্ভিষ্ট এষ সূচীমুখঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৭ ॥
 একাকী বিষ্টমস্মাতি পোষাবর্ণমুতে সনা ।
 ব্রাহ্মণানামভাবেন রোধকস্তেন চোচ্যতে ॥ ৩৮ ॥
 পুরাণঃ যৌনযাত্রায় যাচিতো বিনিবেদ্যম্ ।
 তেন কৰ্ম্মবিপাকেষ লেখকো নাম চোচ্যতে ॥ ৩৯ ॥
 প্রেতহং কৰ্ম্মজাতেন প্রাপ্তা নামানি চ বিজ্ঞাঃ
 মেমানেনো লেখকোহয়ং রোধকঃ পৰ্ম্মতাননঃ ॥ ৪০ ॥
 নীলগঃ পশুকল্প চ সূচকঃ সূচিবক্তৃদান্ ।
 দুঃখিতা নিত্যতাং স্বামিন্ পশু রূপবিপর্যায়ম্ ॥ ৪১ ॥
 কুবা মায়াসমঃ রূপং বিব্রামো মনোভলে ।
 সর্কে চ বিকৃতাকারী লঘোষ্ঠা বিকৃতাকারী ॥ ৪২ ॥

বিপ্রগণকে পৰ্য্যুষিতদ্রব্য প্রদান করিতাম,
 হে বিজ্ঞোক্তম্ ! এই কৰ্ম্মবিপাকবশত আমার
 পৰ্য্যুষিত নাম হইয়াছে । ইনি অন্নকাষনার
 সমাপ্ত অনেক ব্রাহ্মণকে সূচিত অর্থাৎ
 তিরস্কৃত করিয়াছেন, এই হেতু ইহার এই
 সূচীমুখ নাম নির্দিষ্ট হইয়াছে । বিজবর ।
 কোন ব্রাহ্মণ স্মৃতিত হইয়া ইহারে প্রাৰ্শনা
 করিলে, ইনি তথা হইতে নীল প্রদান করিয়া-
 ছিলেন, এই কারণে ইহার নীলগ নাম হই-
 য়াছে । এই ব্যক্তি সন্নদা ব্রাহ্মণকে প্রদান
 না করিয়া দৈব ও টেন্ড্র মিষ্টার ভক্ষণ করিত ।
 এই হেতু রোধক নামে বিখ্যাত হইয়াছে ।
 পূর্বকালে বিপ্রগণ ইহার নিকট যাচ্ঞা
 করিলে ইনি যৌনী হইয়া পৃথিবীতে লেখন
 করিতেন, এই কৰ্ম্মবিপাকে ইহার নাম লেখক
 হইয়াছে । ৩৪ । বিজ্ঞ ! জীবগণ কৰ্ম্মবশে
 প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়া মেমানন, লেখক, রোধক,
 পৰ্ম্মতানন, নীলগ, পশুকল্প, সূচক, সূচীবক্তৃ,
 পৰ্য্যুষিত ও বলগ্রীব এই সকল নামে বিখ্যাত
 হয় । এক্ষণে ইহাদিগের রূপবিপর্যায় দর্শন
 কর । প্রেতগণ মায়ায় রূপধারণ করিয়া
 হৃৎকলে বিচরণ করে । ইহারা সকলেই বিকৃত-

জ্বরদর্শং ব্রুখা যোত্রা জাতাঃ শ্বৈনৈব কর্শ্বণা ।
এতন্তে সর্কমাখাতঃ প্রেতশ্চ কারণং মহা ॥৪৩
জানিনোহপি বয়ং সর্কৈ জাতাঃ শ্ব তব দর্শনাৎ
যদি তে শ্ববণে শ্রদ্ধা তৎ পৃচ্ছ কথয়ামি তে ॥৪৪
ব্রাহ্মণ উবাচ ।

যে জীবা ভূবি জীবন্তি সর্কৈঃপাণ্ডুরমূলকাঃ ।
মুমাকমপি চাণ্ডারঃ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ৪৫
প্রেতরাজ উবাচ * ।

শৃণু চাহারমশ্মাকঃ সর্কসকুবিগর্হিতম্ ।
যচ্ছুভা গর্হণে ব্রহ্মন কুয়ো ভূশ্চ গর্হিতম্ ॥৪৬
শ্লেষ-মূত্র-পূরীষোখঃ শরীরগাং মর্শনঃ মহ ।
উচ্ছিষ্টৈষ্টৈশ্চ চাটৈশ্চ প্রেতানাং ভোজনং
ভবে ॥ ৪৭

কার ও বিকৃতানন, ইহাদিগের ওষ্ঠগুলি লম্ব-
মান বহিরাছে । প্রেতগণ স্ব স্ব কর্শ্বাঙ্গসারে
বৃহৎশরীর, বৃহদন্ত ও বক্রাঙ্গ হয় । হে বিজ্ঞ !
প্রেতস্বপ্রাপ্তির এই সকল কারণ আমি
তোমার নিকট কীৰ্ত্তন করিলাম । ৩৪—৪৩ ।
আমরা সকলেই আপনার দর্শনে জ্ঞানলাভ
করিয়াছি, যাহা যাহা আপনার শ্ববণ করিতে
ইচ্ছা হয়, তাহা আপনাকে পৃথক পৃথক
বলিতেছি । ব্রাহ্মণ কর্ত্ত্বলেন, যে সকল জীব
পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, সকলেই আহার-
মূলক, কেহই আহার ব্যতীত জীবিত থাকিতে
পারে না । এক্ষণে তোমাদিগের আহার
গুণিতে ইচ্ছা করি, যথার্থরূপে তাহা বল ।
প্রেতরাজ কহিল, আমরা যাহা আহার করি
থাকি, তাহা সর্কপ্রাণীর বিগর্হিত । ব্রহ্মন !
আপান এই কুৎসিত আহার শ্ববণ করিলে
অনেক নিন্দা করিবেন । শ্লেষা, মূত্র, পূরীষ,

* কচিলয়মণিকঃ পাঠঃ,—

যদি তে শ্ববণে শ্রদ্ধা আহারঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ।
অশ্মাকম্ মহাভাগ শৃণু শ্বসমাধিতঃ ।
ব্রাহ্মণ উবাচ ।

কথয় প্রেতরাজ অমাহারক পৃথক পৃথক ।
ইত্যুক্তা ব্রাহ্মণেনেদমুচুঃ প্রেতাঃ পৃথক পৃথক ॥

গৃহাণি চাত্তশৌচানি প্রকীর্ত্তোপকরণানি চ ।
মলিনানি প্রসূতানি প্রেতা ভুঞ্জন্তি তত্র বৈ ॥
নাতি সত্যং গৃহে যত্র ন শৌচং ন চ সন্ধ্যায়া ॥
পক্টিতৈর্দগ্ধ্যাভিঃ সন্ধ্যাঃ প্রেতা ভুঞ্জন্তি তত্র বৈ ॥
বলিমজ্জবিহীনানি হোমহীনানি যানি চ ।
স্বাধ্যায়ব্রতহীনানি প্রেতা ভুঞ্জন্তি তত্র বৈ ॥৪৮
ন লজ্জা ন চ মর্যাদা যদাত্ত জীজিতো গৃহী ।
ভরবো যত্র পূজ্যা ন প্রেতা ভুঞ্জন্তি তত্র বৈ ॥৪৯
যত্র লোভস্তথা ক্রোধো নিদ্রা শোকো

ভয়ঃ মদঃ ।

আলস্যঃ কলহো নিত্যঃ প্রেতা ভুঞ্জন্তি তত্র বৈ
ভর্জ্যহীনা চ বা নারী পরবীৰ্যাঃ নিবেষতে ।
বীজঃ মূত্রসমামুক্তঃ প্রেতা ভুঞ্জন্তি তত্র বৈ ॥৫০
লজ্জা প্রজাহতে ভয়ং বদতো ভোজনং অকম
যৎ স্ত্রীরজো ঘোনিগতঃ প্রেতা ভুঞ্জন্তি তত্র বৈ

যেচক, মল ও উচ্ছিষ্ট পকাদিগারা প্রেতগণের
ভোজন হইয়া থাকে । যে সকল গৃহ শৌচ-
বর্জিত ও সর্কপ্রকার উপকরণবিহীন অথচ
মলিন, সেই সকল স্থানেই প্রেতগণের
ভোজনক্রিয়া সম্পন্ন হয় । যাহার গৃহে শৌচ,
সত্য ও সন্ধ্যা নাই এবং যে গৃহে পাকিত
দগ্ধ্যাগণ ভোজন করে, তাহার গৃহেই প্রেত-
গণের ভোজনক্রিয়া সম্পন্ন হয় । যে গৃহে
বলি, হোম, স্বাধ্যায় ও ব্রতাদি কিছুই হয় না,
সেই গৃহেই প্রেতগণ ভোজন করিয়া থাকে ।
যে গৃহী ব্যক্তি অতি কুৎসিত ; যাহার লজ্জা,
মর্যাদা কিছুই নাই, যাহার গৃহে দেবান্দের
সংকর্ষা অসুষ্ঠিত হয় না, সেই গৃহে প্রেতগণ
ভোজন করিয়া থাকে । যে গৃহে লোভ,
ক্রোধ, নিদ্রা, শোক, ভয়, মত্ততা, আলস্য,
কলহ ও মাদা সমস্ত বিদ্যমান আছে, প্রেত-
গণ সেই গৃহে ভোজন করিয়া থাকে । যে
নারী ভর্জ্যহীনা হইয়া পরপুরুষের সেবা করে,
সেই গৃহে প্রেতগণ বীৰ্য্যমুক্তগামাক্ত অন্ন
ভোজন করে । ৫১ বিজ্ঞোত্তম ! স্বকীয় ভোজন
বর্জন করিতে আমার লজ্জা বহুতর ।
স্ত্রীগণের ঘোনিগত যে রজ, তাহাই আমরা

নপুং প্রেতভাবেন পৃচ্ছামি ত্বাং মৃতব্রত ।
যথা ন ভবিতা প্রেতভয়ে বধ ভগোদন ।
নিত্যং মৃত্যুর্ধ্বং জ্ঞেতাঃ প্রেতভ্যঃ সা

ভবেৎ ক'৫৭ ॥ ৫৫

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

উপবাসপরো নিত্যং ব্রহ্মচাৰ্য্যভেদে রতঃ ।
ব্রহ্মচর্য্য বিধির্ভেদঃ পুত্রো ন প্রেতো জায়তে নরঃ
একাদশাং ব্রতঃ কুর্ক্বানু আগবেণ সমাধিতম্ ।
অশর্ভেঃ শূক্রেভ্যঃ পুত্রো ন প্রেতো জায়তে নরঃ
ইষ্টা বৈ বাসুদেবাদীন দদাদানানি যো নরঃ ।
অন্নামোদ্যানবাণ্যাদেঃ প্রপার্য্যৈশ্চৈব কারকঃ ।
কুমারীঃ ব্রাহ্মণানাঞ্চ বিদ্যাভ্যাসি শক্তিতঃ ।
বিদ্যাভ্যাসৈশ্চৈবৈশ্চৈব ন প্রেতো জায়তে নরঃ ॥
পূজায়েন তু ভক্তেন ভক্তিযজ্ঞেন যো মৃতঃ ।

গ্রহণ করিয়া থাকি। ভগোদন! আমরা
প্রেতরূপে নির্জিহ্ব হইয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা
করিতেছি। যে ব্রত আচরণ করিলে আর
প্রেতত্ব ভোগ করিতে হয় না, তাহার উপদেশ
প্রদান করুন। প্রতিদিন মৃত্যুযজ্ঞাও বধঃ
সেবকর, তথাপি কখন যেন প্রেতত্বভোগ না
হয়। ৪৪—৫৫। ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রতিদিন
উপবাসরত হইয়া ব্রহ্ম চাৰ্য্যভেদে আচরণ
করিলে প্রেতত্ব নিবৃত্ত হয়। প্রেতত্ববিমোচনে
অত্যন্ত পুণ্যকর কার্য্য নিম্প্রয়োজন। সেই
সকল কার্য্যে কখন প্রেতত্ব নিবৃত্তি হয় না।
একাদশী ব্রত করত আগবেণপূরক নিধিতে
হবন করিলে; ইহাতে প্রেতত্বশূন্য হয়, অস্ত
জুহুতের প্রয়োজন নাই। যে ব্যক্তি অশ-
ম্ভেদাদি মহাব্রত, বিবিধ দান, মঠপ্রতিষ্ঠা,
আশ্রম, জলাশয় ও গোষ্ঠাদি নির্মাণ করে,
শর্ভজি অহুসারে কুমারী ও ব্রাহ্মণগণের
বিবাহকার্য্য সম্পাদন করে, শিষ্যগণকে বিদ্যা
প্রদান করে, ভীত ব্যক্তিকে অস্ত্র প্রদান
করে, সে ব্যক্তির কখন প্রেতত্ব প্রাপ্তি হয়
না। পতিভের অন্ন ভোজন করিয়া সেই অন্ন
ভিক্ষা দ্বারা খাতিতে থাকিতেই যাহার মৃত্যু হয়,

হৃদয়ান। মৃতো যন্ত স প্রেতো জায়তে নরঃ ।
অযাজ্যযাজকৈশ্চৈব যাজানাক বিবর্জকঃ ।
কাকভিষ্ঠ রতো নিত্যং স প্রেতো জায়তে নরঃ
কৃত্বা মদ্যপসম্পর্কঃ মদ্যপত্নীনিবেষণম্ ।
অজ্ঞানাত্মকয়নু মাংসং স প্রেতো জায়তে নরঃ
ব্রহ্মহত্যং দেবদ্রব্যঞ্চ শুক্লদ্রব্যং তদৈব চ ।
কৃত্বাৎ দদাতি বিদ্বেন স প্রেতো জায়তে

নরঃ ॥ ৬৩

ভীষ্ম উবাচ ।

একং ক্রবতি বৈ বিপ্রো আকাশে হৃদয়ভিননঃ ।
অপত্যং পুণ্যবর্ধকং দেবৈহ ত্রিভিঃ পুরি ॥ ৬৩
পঞ্চ দেববিমানানি প্রেতানামাগতানি বৈ ।
স্বর্গং গতা বিমর্শনস্তে দিষ্টব্যঃ সাংপৃচ্ছ্য তং
মুনিম্ ॥ ৬৫

জানঃ বিপ্রস্ত সত্যাত্মং পুণ্যং সর্গকীর্তনে চ ।

নরঃ পাপবিনির্মুক্তঃ পরং পদমবাপুয়াৎ ॥ ৬৬

যে ব্যক্তির পাপরোগান্বিত মরণ হইয়া থাকে,
সে ব্যক্তি নিশ্চয় প্রেতত্বলাভ করে। যে
ব্যক্তি অযাজ্যযাজক এবং যাজ্যব্যক্তিদিগকে
বর্জন করে, যে শিল্পীগণের সহিত সর্বদা
বিচরণ করে, তাহাদিগেরও নিশ্চয় প্রেতত্ব-
প্রাপ্তি হয়। অজ্ঞানতঃ মাংস ভক্ষণ, মদ্য-
পাত্রীয় সংসর্গ এবং মদ্যপাত্রিনী নারী সেবন
করিলে প্রেতত্ব হয়। যে ব্যক্তি ব্রহ্ম, দেব-
দ্রব্য ও শুক্লদ্রব্য ভ্রমণ এবং শুক্লগ্রহণ করিয়া
কৃত্য প্রদান করে, নিশ্চয় তাহার প্রেতত্বপ্রাপ্তি
হয়। ভীষ্ম কহিলেন,—সেই ব্রাহ্মণ এইরূপ
বলিতেছেন, এমন সময় আকাশে হৃদয়ভিনদা
হইল; দেবগণ সেই ব্রাহ্মণের উপরি পুণ্য-
বর্ধক করিতে লাগিলেন। প্রেতগণের স্তম্ভ
পঞ্চ দেববিমান আগমন করিল; তাহারা
মুনির নিকট পুণ্যকর্ম্ম কীর্তন করিয়া বিমান
দ্বারা স্বর্গপুরে গমন করিল। সেই ব্রাহ্মণের
বচন এবং পুণ্যসংকীর্তন দ্বারা প্রেতগণ পাপ-
নির্মুক্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

৬ কাকভিষ্ঠমধিঃ পাঠঃ—

বর্তী হে' চ কুশেচ স প্রেতো জায়তে নরঃ ॥

মৃত উবাচ ।

ইদমাখ্যানকং ক্ষত্বা কল্মাভোহম্বশপজ্ঞবৎ ।
মাহুবাণাং হিতার্থায় গরুড়ঃ পৃষ্ঠবান পুনঃ ॥ ৬৭ ॥

ইতি জীমাক্ষকে মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে ভীষ-
মুধিষ্ঠিরসংবাদে পঞ্চপ্রত্যোপাখ্যানং
নাম দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

—

ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ।

গরুড় উবাচ ।

কিং কিং কুরুন্তি বৈ প্রেতাঃ পিশাচ-
ব্যবহিতাঃ ।

বদন্তি বা কদাচিত্ কিং ভবদত্ত সুত্রেবর । ১

জীভগবানুবাচ ।

তেহাং স্বরূপং বক্ষ্যামি তিহং স্বপ্নং যথাতথম্ ।
কুংপিণাগাধিতাস্তে বৈ প্রবিশেষয়ঃ স্ববেশনি ॥২॥
প্রতিষ্ঠা বায়ুদেহেষু শয়ানাঃস্ত স্ববংশজান্ ।
ভ্যম্ গচ্ছন্তি লিঙ্গানি ধর্মযন্তি খগেশ্বর । ৩
স্বপুত্র-স্বকলজানি স্ববন্ধুস্তত্র গচ্ছন্তি ।

মৃত কহিলেন,—এই আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়া
গরুড় অম্বশপজ্ঞবৎ কাপিতে লাগিলেন ।
তিনি মাহুবের হিতসাধনার্থ পুনর্বার জিজ্ঞাসা
করিলেন ॥ ৬৬—৬৭ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

—

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

গরুড় কহিলেন,—জীব পিশাচ প্রাণ
হইয়া কি কি কার্য করে, ১ক বলে, হে সুত্রে-
বর । দয়া করিয়া তাহা বলুন । জীভগবান
কহিলেন,—হে গরুড় ! পিশাচদিগের স্বরূপ
এবং তিহাদি যথার্থ বলিতেছি । তাহারা
কুংপিণাগাধিত হইয়া নিজ গৃহে প্রবিষ্ট হয় ।
তাহারা নিদ্রিত নিজ বন্ধুজনকে নানা
আকারে দর্শন দিয়া থাকে, পুত্র কলজ বাহুব-

হমো গজো বৃষো মূর্ত্যা মৃত্যুতে বিকৃতামন্য ॥
শয়নং বিপরীতস্ত আশ্বানকং বিপর্যায়ম্ ।
উখিতঃ পঙ্কতে যন্ত তদ্বিন্যাসং প্রেতনির্মিতম্
স্বপ্নে নরো বি নিগঠৈর্ভব্যাতে বহুধা যবি ।
অগ্নঞ্চ যাচতে স্বপ্নে কুবেরঃ পূর্বজো মৃত্যু ॥ ৬
স্বপ্নে যো কুলমানস্ত গৃহীত্বাঙ্গং পলায়তে ।
আশ্বনস্ত পরো বাপি ভূবার্ত্তস্ত জনং পিবেৎ ॥৭॥
বৃষভারোহণং স্বপ্নে বৃষভৈঃ সহ গচ্ছন্তি ।
উৎপত্তা গগনং যান্তি তীর্থে যান্তি কৃষাসুরঃ ॥ ৮
স্ববাচাং বদতে যন্ত গো-বৃষ-ঘিঙ্গ-বাজিযু ।
লিঙ্গে গজে তথা দেবে ভূতে প্রেতে লিঙ্গায়
স্বপ্নমধ্যে তু পক্ষীস্ত প্রেতলিঙ্গাস্তনেকধা ।
স্বকলত্রং স্ববন্ধুং বা স্বপুত্রং স্বপতিং বিদুঃ ।
বিন্যাসনং মৃতং পঙ্কতে প্রেতদোষেণ নিশ্চিতম্
যাচতে যঃ পথং স্বপ্নে কুরুত্ব্যাকং পরিদ্রুতঃ ।
তীর্থে গতা দদেৎ পিতৃন প্রেতদোষৈর্ন সংশয়ঃ
নির্গচ্ছেৎ মৃতাণ্যপি স্বপ্নে পুঙ্খজ্ঞা পতঃ ।
পিতা ভাতা কলত্রঞ্চ প্রেতদোষৈস্ত পঙ্কতি ॥১২॥

দিগকে কখন কখন অথ গজ বৃষ ও অস্ত
নানাবিধ বিকৃতাকারে দর্শন দেয় । নির্জিত
ব্যক্তি জাগ্রত হইয়া শয্যা ও আশ্ববিপর্যয়
দর্শনে প্রেতপীড়া নিরূপণ করিবে । প্রেতগণ
স্বপ্নে নানাক্রপ ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকে,
প্রেতাবিষ্ট ব্যক্তি কখন কখন নিগড় অরা
আপনাকে বহু দর্শন করে । প্রেত কখন
অগ্ন যাচ্ঞা করে, কখন বা কুলমান অগ্ন
লইয়া পলায়ন করে । ভূবার্ত্ত হইয়া জনপান
করে । কখন বৃষে আরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ
ভ্রমণ করে । কখন আকাশে উখিত হয় ।
কখন তীর্থে গমন করে । উহার কখন বা
গোবৃষাদি মূর্তিতেই মাহুব তাহার বাসুবিলাস
করিয়া থাকে । ১—১২ ॥ হে পক্ষী ! সুপ্ন-
মধ্যে প্রেতচিহ্ন অনেকরূপ দৃষ্ট হয় । জীবিত
পতি পুত্র কলজ বন্ধু প্রভৃ প্রকৃতিকে মৃতবৎ
লক্ষিত করায় ; প্রেত স্বপ্নাবস্থায় কখন কখন
অগ্নাহি যাচ্ঞা করে । প্রেতাবিষ্ট ব্যক্তি,
স্বপ্নে পিতৃদান করিয়া থাকে । কখন কখন

চিহ্নাঙ্কিতানি পক্ষীশ্চ প্রায়শ্চিত্তং নিবেদয়েৎ ।
 কৃষা শ্রানং গৃহ তীর্থে জীহৃৎকৈ তর্পণং কটৈঃ ॥
 কৃষাশ্রানানি পূজাক প্রদদ্যাৎবেদপারগে ।
 হোমঃ কৃষাদৃষদাশক্তি সম্পূর্ণো বাচয়েৎ সুধাঃ
 এতচ্ছি অক্ষরা যন্ত প্রেতলিঙ্গনিদর্শনম্ ।
 পঠতে শৃণুতে বাপি প্রেতচিহ্নং বিনষ্টতি ১৫
 ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে জীহৃৎক-
 গরুড়সংবাদে প্রেতলক্ষণকথনং নাম
 অষ্টোবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

গরুড় উবাচ । *

যজ্ঞস্তং ব্রহ্মণা পূর্বমবৃত্তং তচ্ছি দৃষ্টতে ।
 বৈদৈক্যজ্ঞানং যথাক্যং শতং জীবতি মাহুযঃ ১

যজ্ঞে পিতা ভ্রাতা পুত্র কলজাদি স্থানান্তরে
 বাইয়া থাকে । হে গরুড় ! প্রেতচিহ্ন দর্শন
 হইলে প্রেতদোষ নিবারণ জন্ত প্রায়শ্চিত্ত
 করিবে । তীর্থে শ্রানপূর্বক বিধবৃদ্ধে জন
 প্রদান করিবে । বেদপারগ ব্রাহ্মণকে পূজা-
 পূর্বক কৃষাদৃষ প্রদান করিবে । যথাশক্তি
 হোম করিয়া অচ্ছিন্নাবধারণ করিবে । হে
 গরুড় ! যে মানব অক্ষা সহকারে এই প্রেত
 নিদর্শন পাঠ করে অথবা শ্রবণ করে, তাহার
 প্রেতদোষ বিনষ্ট হয় । ১০—১৫ ।

অষ্টোবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৩ ।

চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

গরুড় বলিলেন,—ভগবন্ । বেদে কথিত
 আছে যে, মানব শতবর্ষ জীবিত থাকে ।

* কঠিনয়মধিকঃ পাঠঃ,—

নাকালে জিহৃতে কচ্ছিদিতি বেদাশ্রয়শ্রমম্ ।

কন্মান্নভ্যমবাগ্নোতি রাজা বা

জোজিহ্মোহপি বা ।

জীবন্তি মাহুযে মোকে সর্কে বর্ণা বিজাতয়ঃ ।
 অস্ত্যজাষ্টৈব ম চিরং খণ্ডে ভারতসংজকে ২
 কলৌ তচ্চ ন দৃষ্টেত কন্মান্নেব সমাশ্রম ।
 আধানান্নভ্যমবাগ্নোতি বালো বা জ্ববিমো যুবা
 সবনো নির্ধনো বাপি সুরূপঃ সুরূপবান্ ।
 অবিবাষ্টৈব বিবাষ্ট ব্রাহ্মণস্তিতয়ো জনঃ ৩
 তপোরতো যোগশীলো মহাজানী চ যো নরঃ ।
 সর্বজানব্রতঃ জীমান্ জীমান্তুলবিজয়ঃ ৪
 সর্বমেতদশেষেণ জায়তে বসুধাতলে ।
 কন্মান্নভ্যমবাগ্নোতি রাজা বা

জোজিহ্মোহপি বা ।

জীভগবানুবাচ ।

সাধু সাধু মহাপ্রাজ যন্ত ভক্তোহসি মে প্রিয়ঃ ।
 জায়তাং বচনং শুভং নানাদেশবিনাশনম্ ৬
 বিধাতৃবিহিতো মৃত্যুঃ নীত্বমাদায় গচ্ছতি ।
 তৎ প্রবক্ষ্যামি পক্ষীশ্চ কাণ্ডপেয় মহাক্ষতে ৮
 মাহুযঃ শতজীবীতি পূর্বা বেদেন ভাবিতম্ ।

কলিকালে ভারতবর্ষবাসী ব্রাহ্মণাদি কোন
 বর্ণই ততকাল জীবিত থাকে না ; সুতরাং এই
 বেদাশ্রয়শ্রম কলিকালে দেখিতেছি না । কি
 কারণে এইরূপ অঘটন ঘটতেছে, তাহা
 আমাকে উপদেশ করুন । জীভগবান্ কহি-
 লেন,—গর্তস্থ বালক, যুবা, যুত, ধনী, নির্ধন,
 সুরূপ, বিরূপ, পাণ্ডিত, মূর্খ, ব্রাহ্মণ ও ভদ্রভর
 সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয় । যদি কেহ
 মহাজানী জীমান্ অতুলবিজয় রাজা বা
 জোজিহ্মো বয়, তথাপি তাহারও মৃত্যু
 নিশ্চিত । হে প্রভো ! কৃত্তলে এরূপ ব্যত্যয়
 হয় কি নিমিত্ত ? জীভগবান্ কহিলেন,—
 সাধু সাধু হে গরুড় ! তুমি মহাপ্রাজ ; আমার
 প্রতি তোমার দৃঢ় ভক্তি আছে । এক্ষণে
 আমার বাক্য শ্রবণ কর, ইহাতে নানা যোনি
 গমন বিনাশ পাইয়া থাকে । বিধাতা মৃত্যুকে
 সৃষ্টি করিয়াছেন, সে মৃত্যু জীবকে গ্রহণ করিয়া
 শীঘ্র গমন করে । হে কল্পশনকন ! যেভাবে
 জীবের মৃত্যু ঘটনা হয়, তাহা তোমাকে বলি-
 তেছি । বেদে মাহুযের শতবর্ষ জীবন নিরূ-

বিকল্পণঃ প্রত্যবেণ শীত্ৰাণি বিনস্ততি । ১

বেদানন্ত্যাসনেনৈব কুলাচাঃ ন সেবতে ।

অলিন্তাৎ কৰ্ম্মণাং ত্যাগো নিষিদ্ধোপাধায়ঃ

সন। ১০

যত্র তত্র গৃহেহস্ত্রাতি স্বতন্ত্ৰ পরতন্ত্ৰা ।

এতৈর্ভৈরবান্বিতৈর্বজায়তে চাহুঃ কল্পঃ ১১

অশ্রদ্ধানমস্তুতিং নাস্তিক্যং ভাস্করমঙ্গলম্ ।

পরজ্যোতানুতকবঃ ত্রাস্তবঃ যতমঙ্গিরম্ । ১২

অবককঃ বাসনিনঃ মূৰ্খঃ বেদবহিকৃতম্ ।

প্রজাপীড়কর্তারঃ রাজানঃ যমশাসনম্ ।

প্রাপয়ন্ত বশং যতোহ্যন্ততো বাতি চ বাতনাম্

স্বকৰ্ম্মাণি পরিত্যজ্য মুখবৃত্তানি যানি চ † ।

পরকৰ্ম্মরতো নিত্যং যমলোকং স গচ্ছতি ১৪

পিত আছে সত্য বটে, কিন্তু সেই মহুমাগণ
খীর গতিত বর্ষবশত শীত্ৰ বিনাশ পাইরা
থাকে। পান্ঠি ব্যক্তির। বেদান্তাস কিংবা
কৌলিকাচার পালন করে না, তাহারা আলস্ত
বশত সংকৰ্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়া পাশা-
চরণ করিতে রত থাকে। পান্ঠিরা সাধারণের
গৃহে ভোজন করে এবং পরকেতে রত
থাকে। এই সকল কারণে ও অজ্ঞান হেতুতে
তাহাদিগের আয়ুঃক্লম হয়। যে সকল ব্রাহ্মণ
দেদান্তে অস্বাধীন, অস্তি, অপকৰ্ম্ম পরি-
ত্যাগী, মাজলিক-কার্য-বহির্ভূত ও সুবাসন্ত,
তাহাদিহি যমশাসনের বশীভূত হয়। যে রাজা
প্রজাপাতনে বিমুগ্ধ, সর্বদা বাসনাসক্ত, মূৰ্খ,
ক্রুর, বেদবাক্যে অস্বাধীন, প্রজাপীড়নতৎপর,
অভিক্রোধী ও বুকপরাধু, তাহারা যমশাস-
নের বশীভূত হইয়া থাকে। যে বৈষ্ণব স্বকায়া
পরিত্যাগ করিয়া নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম আচরণ করে
এবং সর্বদা পরকৰ্ম্মে রত, সেই ব্যক্তি যম-

* কচিদময়বিকঃ পাঠঃ,—

অরকিতারঃ রাজানঃ নিত্যং ধর্ম্মবিবর্জিতম্ ।

ক্রুরঃ বাসনিনঃ মূৰ্খঃ বেদবানবহিকৃতম্ ।

† নিষিদ্ধং বৈষ্ণব আচর্যেৎ । ইতি চ পাঠঃ ।

শূদ্রঃ কহোতি যৎ কিকির্দ্বিজতজ্ঞাবণাং বিনা ।

উত্তমাদিমমধ্যং বা যমলোকং স গচ্ছতে । ১১

জ্ঞানং দানং জপো হোমো শ্রাদ্ধাদি

দেবতার্চনম্ ।

যম্মিন দিনে ন সেবতে স বৃথা দিবসো মুণাম্

অনিভ্যমক্রবঃ দেহমনাধারঃ রসোত্তমম্ ।

অন্নোদকময়ো দেহো জ্ঞানবৈতি চাহুঃ ১২

যৎ জ্ঞাতঃ সংকৃতং সারং নুনময়ং বিনস্ততি ।

তদীদ্রসসম্পূটকায়ে কা বত নিত্যতা । ১৮

গতং জ্ঞাতা তু পকীল বপুর্ভবঃ স্বকৰ্ম্মভিঃ ।

নরঃ পাপবিনাশায় কুর্কীত পরমৌষধম্ । ১৩

দেহঃ কিমন্নাতুঃ বিরিবিভৈকর্মাভূতব্রবীৎ ।

উভয়োবাপি বলিনো জলস্তায়েঃ তুনোহপি বা

কন্তু পরমো যন্তঃ ক্রিমিবিভূতশ্বসংজ্ঞকে ।

কর্তব্যঃ পরমো ধর্ম্মঃ পাতকস্ত বিনাশনে । ২১

অনেকতবসকৃতং পাতকস্ত ত্রিধাকৃতম্ ।

বদা প্রাপ্নোতি যাহুধ্যঃ তদা সর্বং তপতাপি ।

লোকে গমন করে। যে সকল শূদ্র ব্রাহ্মণসেবা
করে না, অথচ অজ্ঞান কৰ্ম্ম করে, সেই শূদ্রকে
যম দর্শন করিয়া থাকে। যে দিনে জ্ঞান, দান,
তপস্তা, হোম, শ্রাদ্ধ ও দেবতার্চনা হয় না,
সেই দিবস বৃথা জানিবে। এই দেহ অনিত্য,
চঞ্চল, অনাধার, রসোৎপন্ন, উচ্চরূপ অন্ন-
শিঙমর দেহে যে সকল গুণ আছে, তাহা
বলিতেছি। অন্ন সকল প্রাতঃকালে প্রস্তুত
করিলে তাহা সায়ংকালে বীৰ্য্যহীন হয়, সেই
অন্নসম্পূট দেহের কিরূপে নিত্যতা সম্ভবিত্তে
পারে? এই দেহ মহুস্যের কৰ্ম্মবন্ধন স্বরূপ,
ইহাকে গতপ্রায় জানিয়া বাহ্যতে পাপবিনাশ
হয়, উদ্বলরূপ পালন করা পুরুষের কর্তব্য।
দেহ কি অন্নদাতার অথবা অন্নদাতার কিংবা
মাতার? অথবা উভয়েরই? দেহ ত ক্রিমি
বিষ্ট ও তদ্বরূপেই পরিণত হইবে; সুতরাং
তাহা রক্ষার জন্ত এত প্রযত্ন করা বৃথা,
বাহ্যতে পাতকনাশ হয়, তদ্বিনশ চেষ্টা করা
কর্তব্য। জন্মজন্মেই জিবিদ পাপ লকিত হয়,
যখন জীবের মানসজয়প্রাপ্ত হয়, তখনই

সর্বজ্ঞানানি সংস্মৃতা বিশদীকৃতচেতনঃ ।
 অবৈক্য গর্ভবাসাংস্ত কৰ্মজ্ঞা গত্যন্তথা ॥ ২৩ ॥
 যাহুঘোদধবাসী চেৎ তদা ভবতি পাতকী ।
 অণুজাদিষু কৃতেষু বহু বহু প্রসপ্তি ॥ ২৪ ॥
 আবহো ব্যাধয়ন্ততঃ জরা রূপবিপর্যয়ঃ † ।
 গর্ভবাসাধিনিপুণত্বজ্ঞানতিমিরায় ততঃ ॥ ২৫ ॥
 ন জ্ঞানতি যগশ্চৈব বালভাবঃ সযাধিতঃ ।
 যৌবনে তিমিরাক্ষয়ঃ পশুতি স মুক্তিভাক্ ॥
 বিনা যাহুঘোদেহস্ত মুখঃ হৃৎ ৭ বিস্মতি ॥

পাপ সকল উপস্থিত হইয়া থাকে । কেবল
 মহুঘোদেই পাপভোগ হয়, অন্য জন্মে পাপ-
 ভোগ হয় না । মহুঘা গর্ভাবস্থাতেও জন্ম-
 ভুক্ত কৰ্ম্মমুহুঃ স্মরণ করত বিবাদময় হইয়া
 বিলাপ করে, কিন্তু পরে আবার যে পাপ করে
 তৎকালে অণুজাদি দেহ সমুৎপন্ন হইলে সেই
 সেই পাপ আসিয়া উপস্থিত হয় । আধি,
 ব্যাধি, ক্রেশ, জরা, রূপবিপর্যয়, এই সমুদায়ই
 গর্ভবাসামুদায় হইয়া থাকে । গর্ভবাসকালে
 সে অজ্ঞানে আবৃত্ত হইয়া শুভাশুভ দর্শন
 করিতে পারে না, পরে গর্ভবাস হইতে
 বিনিপুণ হইলে অজ্ঞানতিমিরে আবৃত্ত হইতে
 হয় । যগরাজ ! যাবৎ বাল্যাবস্থা বর্তমান
 থাকে, তাবৎ সে অজ্ঞানবশতঃ কিছুই বুঝিতে
 পারে না এবং যৌবনকালেও বিনিত-
 প্রভৃতিতে আসক্ত হয়, তখনও জ্ঞান জন্মে
 না । যে ব্যক্তি এই সকল জানিতে পারে,
 সে মুক্তিভাগী হয় । কোন ব্যক্তিই মহুঘোদেহ
 ব্যতীত কোনরূপ সুখলাভ করিতে পারে

* কচিদযমধিকঃ পাঠঃ—

মাহুঘে জ্ঞাননি কৃত্তে তত্র তত্র সমাপ্তয়াৎ ।

† কচিদযমধিকঃ পাঠঃ—

গর্ভবাসে তু যজ্ঞজ্ঞান জাতং যাসাবু সন্তমাৎ
 ভেন পশুতি সর্গন্ত প্রাকৃতঃ পশুতাত্তম ॥

‡ গর্ভবাসাধিনিপুণো যজ্ঞানতিমিরাবৃত্তঃ ।

ইত্যধিকঃ পাঠঃ কচিৎ ।

প্রাকৃতৈঃ কৰ্ম্মপাঠৈশ্চ মৃত্যুমাশ্রোতি মানবঃ ॥ ২৬ ॥
 আবানায় পঞ্চ বহানি স্বপ্নপাঠৈর্বিপদাতে ।
 পঞ্চবর্ষধিকে। কুৰা মহাপাঠৈর্বিপদাতে ॥ ২৭ ॥
 যোনিং পূর্যতে যস্মান্নতোহপ্যযাতি যাতি চ
 মৃতো দানপ্রভাবেন জীবন্ মর্ত্যশ্চিৎ ভূবি ॥ ২৮ ॥
 মৃত উবাচ ।

ইতি কুরুবচঃ শ্রুত্বা গরুড়ো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩০ ॥
 মৃতো বালে কথং কুৰ্য্যৎপিণ্ডনানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ
 গর্ভেষু চ বিশ্রানামাহুড়াকরণাচ্ছিশোঃ ॥ ৩১ ॥
 কথং কিং কেন দাভব্যঃ মৃতাস্তে কো বিধিঃ

মৃতঃ ।

গরুড়োত্তমিতি শ্রুত্বা নিমুঘাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩২ ॥
 ত্রীবিধুকবাচ ।

যদি গর্ভে বিপদোত্ত পুত্রতে বাপি ঘোষিতঃ ।
 যাবদ্যাসাংস্তো গভস্তাবদ্বিনমশৌচকম্ ॥

না । মহুঘা প্রাক্তন কৰ্ম্মবিপাক বশত সুখ-
 লাভ করে । জন্ম হইতে পঞ্চবর্ষপর্যন্ত মানব
 যম্ন পাণে লিপ্ত হয় । পঞ্চবর্ষের পর হইতেই
 মহুঘা মহাপাণে বিশ্র হয় । যেহেতু মহুঘা
 যোনিপূরণ করে, অতএব তাহার পুনঃপুনঃ
 যাজ্যাত করে । দানাদি সদমুদানপ্রভাবে
 মানবগণ চিরকাল জীবিত থাকিতে পারে ।
 মৃত কছিলেন,—ককের এই বাক্য শ্রবণ
 করিয়া গরুড় জিজ্ঞাসা করিলেন, বাল্যাবস্থায়
 মৃত্যু হইলে কিরূপে তাহার পিণ্ডনাদি
 ক্রিয়া করিতে হয় ; গর্ভে যাবৎ মৃত্যু হয়,
 তাহার পিণ্ডনাদিই বা কি প্রকারে করিবে ?
 আর চূড়াকালের মধ্যে কোন বালকের স্মরণ
 হইলে তাহার কাঘাই বা কি নিয়মে করিবে ?
 কে তাহার পিণ্ডনাদি ব্যবস্থা করিবে ?
 কি নিয়মেই বা তাহা করিতে হয় ? গরুড়ের
 এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কক কহিতে লাগি-
 লেন,—যদি গর্ভে কোন বালকের মৃত্যু
 হয়, অথবা কোন স্ত্রীর গর্ভপ্রাব হয়, তাহা
 হইলে বহু মাস গর্ভ সময়ে গর্ভস্থ সন্তানের
 মৃত্যু ও গর্ভপ্রাব হয়, জাতিগণের শুভদিন

কিঞ্চিৎ কৰ্ত্তব্যম্ । ৩০
ততো জাতে বিপত্তৌ তু আ চূড়াকরণাচ্ছিশোঃ
হৃৎ ভোজ্যং যথাবুক্তি বালানাক প্রদীয়তে ।
আ চূড়াং পঞ্চবর্ষক দেহধাতো বিধীয়তে ।
হৃৎ তন্ত প্রদেয়ং স্ত্রীদালনাং ভোজনং শুভম্
পাণ্ডুধিক প্রেতে স্বজাতিবিহিতান চ ।
কুর্ধ্যাৎ কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বাণি চোদকুষ্ঠাদিপায়সম্ । ৩১
মাতব্যস্ত থগ্বেষ্ট মনসঃকৰ্ম্ম সং ।
জাতস্ত বি ক্ৰবেঃ মৃত্যুক্রবঃ জন্ম মৃত্যু চ ৩২
কৰ্ত্তব্যং পক্ষিশাক্ষি পুনর্দেহকথায় বৈ ।
তন্ত যদ্রোচতে দেয়মদক্ নিৰ্দ্ধনে কুলে । ৩৩
স্বজাতিনিৰ্দ্ধনে কুৰ্ব্বা রতিভক্তিবিবৰ্জিতঃ ।
পুনর্জন্মাপ্রদায়ত্বাদ্যাদেহমুতে শিশোঃ । ৩৪
পুরাণে গীয়েতে গাথা সৰ্ব্বথা প্রতিষ্ঠাতি য়ে ।

মিষ্টান্নং ভোজনং দেহং দানং শক্তিঞ্চ তুর্ণতা ।
ভোজ্যং ভোজনশক্তিঞ্চ রতিশক্তি বৈশিষ্ট্যঃ ।
বিতবে দানশক্তিঞ্চ নান্নস্ত তপসঃ কলম্ । ৪১
দানান্তোগানবাপ্রোক্তি সৌখ্যং তৌৰ্দ্ধনং সৌখ্যং
সুভাষণানুভবে যন্ত স বিদ্যান বর্ধবিভমঃ । ৪২
অনন্তদানাক ভবেদরিজো
চরিত্তাভাক করোতি পাপম্ ।
পাপপ্রভাবায়বকং প্রয়াতি
পুনর্জন্মঃ পুনরেব পাপী । ৪৩
ইতি জীগাক্ষি মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে জীগাক্ষি-
গুরুসংবাদে বালকানীনাং ক্রিয়াবিধিকথন-
নাম চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ । ২৪ ।

অশৌচ থাকে । গর্ভে মৃত্যু অথবা গর্ভপ্রাব
হইলে তাহার উদ্দেশে পিণ্ডদানাদি কিছুই
করিতে হয় না । আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী
ব্যক্তি জন্মের পর চূড়াকালের মধ্যে কোন
শিশুর মৃত্যু হইলে মৃত বালকের তুষ্টির নিমিত্ত
যথশক্তি হৃৎ ভোজ্য প্রদান করিবে । চূড়া-
কালের পর পঞ্চবর্ষ মধ্যে মৃত বালকের যথা-
বিধি দাহ করিবে, সেই বালকের ভোজনের
নিমিত্ত হৃৎপ্রদান কর্ত্তব্য । পঞ্চবর্ষাধিক বয়স
মৃত বালকের উদ্দেশে স্বজাতিবিহিত ক্রিয়া
করিতে হয় । উক্তরূপ মৃত বালকের উদ্দেশে
জলকুষ্ঠাদি ও পায়স প্রদান বিধেয় । থগবর ।
পঞ্চবর্ষাত্ত বালকের অনসবন্ধ আছে,
অতএব তাহার উদ্দেশে জলদানাদি করিবে ।
জন্ম হইলেই তাহার মৃত্যু হয়, মৃত ব্যক্তিরও
পুনর্জন্ম জন্ম হইয়া থাকে; মৃত ব্যক্তির
যা যা প্রিয়, সেই সেই জন্ম দান করিবে ।
মহা স্বজাতি, নির্ধন ও রতিভক্তিবিবৰ্জিত
হইয়া পুনঃপুনঃ জন্মলাভ করে, অতএব
শিশুগণ মরিলে তাহার দেহকরার্থ পিণ্ড-
দানাদি কর্ত্তব্য । যে উক্তরূপ দানাদি না
করে, সে নির্ধনমূলে জন্মিয়া থাকে । পুরাণে

এইরূপ কীর্ত্তিত আছে যে, মৃত ব্যক্তির
উদ্দেশে মিষ্টান্ন ভোজন প্রদান করিবে ।
নাহে লিখিত আছে যে, দানশক্তি অতি
তুর্ণত, ভোজ্যবস্তুর সত্তাব, ভোজনশক্তি,
রতিশক্তি, উত্তম স্নোভ, বিতব, দানশক্তি,
এই সকল অল্প তপস্তার ফল নহে । যে ব্যক্তি
দান করে, তাহারই ভোগশক্তি হইয়া থাকে;
যে তৌৰ্দ্ধনবা করে, তাহারই সুখভোগ হয় ।
আর যে ব্যক্তি লোকের সহিত সুখের
আলোপ করে, সে পরকালে বিদ্যান ও ধার্মিক
হইতে পারে । দান না করিলে সেই ব্যক্তি
মরিলে জন্ম, মরিলে হইলেই পাপাচরণ করিয়া
থাকে, সেই পাপবশতঃ নরকে গমন করে,
তারপর পুনর্জন্ম মরিলে ও পাপী হইয়া
থাকে । ৩১—৪৩ ।

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৪ ।

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীবিষ্ণুকথা ।

অতঃপর প্রবক্ষ্যামি পুরুষ-স্ত্রী-নির্ণয়ম্ ।
 জীবন বাপি মৃত্যু বাপি পঞ্চবর্ষাধিকোহপি বা
 পূর্বে তু পঞ্চমে বর্ষে পুষ্যাষ্টম্যে প্রতিষ্ঠিতঃ ।
 সূর্যোজ্জিগ্মসি জ্ঞানান্তি রূপাক্রপবিপর্বায়ে ॥ ২ ॥
 পূর্যকর্মবিপার্কেন প্রাণিনাং বহুনাং ভবেৎ ।
 বিপ্রাদীনস্ত্যজান্ সর্গান্ পাপমাক্রামতি ধ্রুৱম্
 গর্তে নষ্টে ক্রিয়া নান্তি হুম্মং দেৱং মৃত্যে শিশোঃ
 পরঞ্চ পায়সং কৌরং মন্যাস্তালবিপর্জিতঃ ॥ ৪ ॥
 একাদশাহং দ্বাদশাহং বৃহস্ত বিসর্জ্যনং বিনা ।
 মহাদানবিহীনঞ্চ কুমারং কৃত্যমাদিশেৎ ॥ ৫ ॥
 কুমারাণ্যঞ্চ বালানাং ভোজনং বহুবৈষ্টনম্ ।
 বালে বা তরুণে বৃদ্ধে ঘটৌ ভবতি বৈ মৃত্যে ।
 ভূমৌ বা নিকিপেদ্যালং হিমাসোনন্যিবার্ষিকে ।
 ততঃ পরঃ বগজ্জেষ্ট দেহদাহো বিধীয়তে ॥ ৭ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

শ্রীবিষ্ণু কহিলেন,—অতঃপর স্ত্রী-পুরুষ-
 নির্ণয় বলিব । জীবিত বা মৃত যে পুরুষ পঞ্চ-
 বর্ষাধিক তাহারই নির্ণয় করিতেছি । পঞ্চবর্ষ
 পূর্ণ হইলেই পুরুষরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় । তখনই
 সকল ইন্দ্রিয় ও রূপাক্রপাদির নির্ণয় জানিতে
 পারে । পূর্যার্জিত কর্মবিপার্কই প্রাণি-
 হিংসের বহুবহন হয় ; পাশই বিপ্রাদি অস্ত্যজ-
 জাতি পর্যন্ত সকলকে নাশ করে । গর্ত নষ্ট
 হইলে কোনরূপ ক্রিয়া নাই । শিশুর মরণ
 হইলে জনপূর্ণ ঘট, পায়স ও হুম্মন্দান
 করিবে । বালকের মরণমাত্রাই এইরূপ বিধি
 জানিবে । কৌমারাবস্থায় মৃত্যু হইলে একা-
 দশাহ বা দ্বাদশাহে বৃষোৎসর্গ ও মহাদান
 ব্যতিরেকে অস্ত্যাজ কার্য্য করিবে । কুমার
 ও বালকের ভোজন বহুবৈষ্টন করিয়া দিবে ।
 বালক, বৃদ্ধ কিংবা তরুণদেহীর ঘট্টেই ভোজন
 হয় । দুই বর্ষপর্যন্ত বালকের মৃত্যু হইলে
 তাহাকে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিবে । হে

শিশুরা নস্তজননাখ্যাতঃ স্ত্রীস্বাবনাশিবম্ ।
 কথ্যতে সর্গশাস্ত্রেষু কুমারো যৌজিবহনঃ ॥ ৮ ॥
 শূদ্রাদীনাম্ কথং কুর্ঘ্যাৎ সশব্দে যৌজিবহনঃ
 গর্তীচ্চ নবমং ত্রিষা শিশুরা মাসসোক্তবন ॥ ৯ ॥
 বালন্তাধ স্টেরজেষু অ্য মাসসোক্তবিন্ধতঃ ।
 অ্য পঞ্চবর্ষাৎ কৌমারঃ পোগন্তো নবহারনঃ ।
 কিশোরঃ সোক্তশব্দঃ স্ত্রীং ততো

যৌবনমাদিশেৎ ॥ ১০ ॥

মতোহপি পঞ্চমে বর্ষে অরুতঃ সন্ততোহপি বা ।
 পূর্বে ভূমেব কর্তব্যমীহতে ধর্মাণ্ডকম্ ॥ ১১ ॥
 শ্লোকর্মপ্রসঙ্গাচ্চ শ্রদ্ধাধিবহনঃ ॥
 শ্রদ্ধাধপুয়ি বহ্নীচ্চ ক্রিয়াঃ শ্রদ্ধামষ্টীজ্জতি ॥ ১২ ॥
 যাতক্রপবয়োজ্ঞস্তর্ষাবধিবহবেষ্টিতঃ ।
 যাবদ্যশ্রোণজীবাঃ স্ত্রীং তন্ত্বেহমিহেজ্জতি ॥
 ত্র্যম্ববীজোক্তবাঃ পূজা দেবযৌনাক বহ্নতাঃ ।
 যেন যমদূতৈর্ন শাস্ত্রে নিশ্চিতং বগ ॥ ১৪ ॥

ধগেশ্বর ! দুই বর্ষের পরই মনুষ্যের দেহ নষ্ট
 করিবে । সর্গশাস্ত্রেই লিখিত আছে যে, নস্ত-
 জনন পর্যন্তই শিশু, শিশোৎপত্তি পর্যন্ত
 বালক এবং উপময়ন পর্যন্ত কুমার । শূদ্র-
 হিংসের সংকার করণে করিবে, তাহা বাল-
 কেরই । গর্তপ্রস্থত হইয়া যৌকল মাস বাবৎ
 শিশু, তৎপরে সন্তবিন্ধ মাস পর্যন্ত বালক ;
 পরে পঞ্চবর্ষ বাবৎ কৌমার, নববর্ষ পর্যন্ত
 পোগন্ত, সোক্তশব্দ পর্যন্ত কিশোর, তার পর
 তাহার যৌবনকাল । পঞ্চম বর্ষে অরুণীত
 কিংবা উপনীতের মৃত্যু হইলে পূর্যোক্ত বিধান
 কার্য্য করিবে । এইরূপ ব্যক্তি ধর্মপিতৃ জন্ত
 ভোজন কামনা করে । যে অন্নকর্মপ্রসঙ্গী,
 অন্নবিষয়সংসক্ত ও অন্নপরীরবালী, সে ক্রিয়াও
 অন্ন ইচ্ছা করিয়া থাকে, এই নিমিত্তই বালক-
 হিংসের অন্নক্রিয়া উক্ত হইল । পঞ্চবর্ষের
 মধ্যে বালকের মরণ হইলে যে যে বালকের
 যাহা যাহা উপজীবী, তাহার সেই সেই জব্য
 প্রদান ইচ্ছা করে । ত্র্যম্ববীর্ষপ্রভব পুত্রই
 দেবহিংসের শ্রিয়, ইহা কম ও যমদূতগণ

বাণো বৃক্ষো বুবা বাপি ষটমিচ্ছন্তি দেহিনঃ ।
 সুখং দুঃখং সদা বেত্তি দেহী চ সৰ্বগাম্বিত ॥ ১৫
 পরিত্যজ্য ভদ্রাশ্রয়ঃ জীর্ণাঃ শুচিমিবোদগঃ ।
 অশ্রুতমাত্রঃ পুরুষো বায়ুভূতঃ কৃদাশ্রিতঃ ॥ ১৬
 তস্মাদ্বেদানি দানানি যতে কালে স্তুনিচ্ছন্তম্ ।
 জগতঃ পঞ্চ বর্ষাণি শুক্লদত্তমসংকৃতম্ ॥ ১৭
 পঞ্চবর্ষাধিকে কালে বিপত্তির্ধদি জায়তে ।
 বৃষোৎসর্গাদিকং কৰ্ণং সপিণ্ডীকরণং বিনা ॥ ১৮
 অশ্রুতমি সস্ত্রাণ্ডে কুর্যাদ্ভ্রাতৃকানি যোক্তব্য ।
 পায়সেন শুভেনাপি পিতৃণাং দদ্যাদৃযথাক্রমম্ ॥
 উদকপ্ৰদানঞ্চ পদদানানি চৈব হি ।
 ভোজনানি ত্রিভেদদ্যাদ্যন্যদানানি শক্তিতঃ ।
 দীপদানানি যৎ কিঞ্চিৎ পঞ্চবর্ষাধিকে

সদা ॥ ২০

কর্তব্যঞ্চ খগশ্রেষ্ঠ ব্রতাক্ষীক্ প্রেতভূতয়ো ।

সকলোই মনে করিয়া থাকে ; যাহারা ব্রহ্মবীৰ্য্য-
 প্রভব, তাহাদিগকে যম ও যমদুতগণ ক্রম-
 প্রদান করিতে পারে না । বালা, বার্কতা ও
 ঘোবন দেখিয়াত্রেই এই তিন অবস্থা হইয়া
 থাকে । দেহীরা সকল অবস্থাতেই সুখ-
 দুঃখভোগ করিয়া থাকে । সর্গগণ বেধন
 জীর্ণচৰ্ম্ম পরিত্যাগ করে, সেইরূপ বায়ুভূত
 অশ্রুতমাত্র পুরুষরূপী জীব দেহ পরিত্যাগ
 করিয়া কৃদাশ্রিত হইয়া থাকে ; অভাব মরণের
 পর তাহার কৃদানিবৃতির নিমিত্ত বিবিধ দান
 করিবে । জন্মাবধি পঞ্চবর্ষপর্যন্ত প্রদত্ত
 অসংকৃত বস্ত্র ভোজন করে । পঞ্চবর্ষাধিক
 বালকের মরণ হইলে সপিণ্ডীকরণ ব্যক্তিরূপে
 বৃষোৎসর্গাদি সমস্ত কার্য্য করিবে । একা-
 দশাহে যোক্তব্যাক্রম করিবে এবং পায়স ও
 শুক্ল দ্বারা যথাক্রমে পিতৃদান করিবে । জল-
 কুস্ত প্রদান ও অজ্ঞাত দান সকলও করিতে
 হইবে । আশ্রুদিবসে ব্রাহ্মণভোজন ও যথা-
 শক্তি দানাদানাদি করিবে । পঞ্চবর্ষাধিক
 বালকের মরণে দীপ প্রদান করাও বিধেয় ।
 খগরাজ । প্রেতের তৃপ্তির নিমিত্ত অবশ্য

যদা ন ক্রিয়তে সৰ্ব্বং মৃদালখ্যং স গচ্ছতি * ।
 ব্রতাক্ষীগেব দেয়ন্ত ততঃ পিতৃগণস্ত চ ।
 স্বাতাকারেণ বৈ কুর্যাদেকোদ্বিষ্টানি যোক্তব্য ॥
 অশ্রুদৈর্ভক্তিগৈঃ সূক্তৈঃ প্রাচীনাবীতিনিষ্ঠিতম্
 অপসব্যঞ্চ কর্তব্যং কৃতে যান্তি পরাং গতিম্ ॥
 পুনশ্চিরায়ুৰ্যো কুৰ্বা জায়তে স্বকূলে কবম্ ।
 সৰ্ব্বসৌখ্যপ্রদাঃ পুত্রাঃ পিতৃভোঃ

শ্রীতিবিরচনাঃ † ॥ ২৪

আকাশমেকং হি যথা চন্দ্রাদিত্যৌ যদৈককতঃ ।
 ষটাদিশু পৃথক্ সৰ্ব্বৈ পশ্যন্ত রূপক তৎসমম্ ।
 আত্মা তদৈব সৰ্ব্বেষু পুত্রেষু বিচরেৎ সদা ॥ ২৫
 যা যন্ত প্রকৃতিঃ পূৰ্ব্বং শুক্র-শোণিতসঙ্গমে ।
 সা তেন ভাবযোগেন পুত্রান্তৎকৰ্ম্মকারিণঃ ॥ ২৬

ক্রিয়া করিবে । যদি প্রেতের উদ্দেশে কোন
 ক্রিয়া না করা যায়, সেই প্রেত তৎকথাৎ
 পিশাচরূপ প্রাপ্ত হয় । ১—২১ । ব্রতের পূর্বেই
 দানীয় দ্রব্য সকল প্রদান করিবে । পরে পিতৃ-
 গণের যোক্তব্য একোদ্বিষ্টাঙ্ক দ্বারা শবযোগে
 নিক্ষেপ করিবে । প্রাচীনাবীতী হইয়া অশ্রু
 কুশ তিলাদি দ্বারা সূক্ত পাঠপূর্ব্বক অপসব্যাদি
 সমস্ত কার্য্য করিবে । এইরূপ করিলে সেই
 প্রেত পরম গতি প্রাপ্ত হয় । পুনর্বার সেই
 সেই কূলে জন্মগ্রহণ করিয়া নিশ্চয় চিরকাল
 জীবিত থাকে । পুত্র পিতামাতার সৰ্ব্বপ্রকার
 সুখ প্রদান করে ও শ্রীতি বর্দ্ধন করে । যেমন
 এক আকাশ, এক চন্দ্র ও এক সূর্য্য ইহারা
 ষটাদি উপাধিভেদে সৰ্ব্বত্র পৃথক্ পৃথক্ দৃষ্ট
 হয়, সেইরূপ একই আত্মা সকল পুত্রে বিচরণ
 করে, কেবল তাহাদিগের জন্মের পূর্বে শুক্র-
 শোণিত সংঘর্ষে বৈষম্যবশত পৃথক্ পৃথক্
 প্রকৃতি হয় । আত্মা নিজের ভাবযোগবশত

* ইতঃ পরমেষ্ঠং কচিৎ পঠাতে ।—

এবং কৃতে তু স প্রেতভূতে যান্তি পরাদিতম্ ।

† আত্মা বৈ জায়তে পুত্র ইতি বেদেযু নিশ্চিতম্

ইত্যাদিকঃ পাঠঃ কচিৎ ।

পিতৃরূপং সমাদার কৃতচিক্রায়তে স্মৃতঃ ।
পিতৃতঃ কোহপি রূপাচো ভগ্নভো দানতৎপরঃ
সদৃশঃ কোহপি লোকেহ্যনন ন স্মৃতো ন
ভবিষ্যতি ।

অদ্বাদেহো ন ভবতি মুকামুকে । ন জায়াতে । ২৮
বধিরাবধিরো নৈব বিদ্যাযান্ বিদুষো ন হি ।
অজরুণা ন স্মৃতন্তে মদীয়বচনং শৃণু । ২৯
গরুড় উবাচ ।

ঐরসকেত্রজান্যাস্ত পুত্রা বশবিধাঃ স্মৃতাঃ ।
সংগৃহীতসুতো দ্বা দাসীপুত্রস্ত তেন কিম্ । ৩০
কাং কাং গতিমবাশ্রোতি জাতো
স্মৃতাবশং গতঃ ।

ভবেতি হুহিতা যন্ত ন দৌহিত্যো ন বা স্মৃতঃ ।
আত্ম তন্ত কথং কার্য্যং বিধিনা কেন তত্তবেৎ
শ্রীভগবানুবাচ ।

বৃকং বৃষ্টা তু পুত্রস্ত স্মৃতাতে পৈতৃকাদৃশাৎ ।
পৌত্রস্ত দর্শনাজ্ঞানভূত্যাতে সর্ককিবিবাৎ ।

সংক্রিয়ানিরন্ত পুত্র হইতে পিতৃরূপ গ্রহণ
করিয়া পুত্ররূপে ভগ্নগ্রহণ করে। পিতা
হইতেই পুত্রের রূপাদি হয় (পিতা যেমন
রূপবান, ভগ্নী ও দানতৎপর থাকে, পুত্রও
সেই প্রকার রূপবান, ভগ্নী ও দানশীল হয়।)
এই লোকে কোন ব্যক্তিও এইরূপ হয় নাই
কিংবা হইবে না। কিন্তু অজরুণ সন্তান
জন্মিতে দেখা যায় না। যেহেতু অজর পুত্র
অন্ত, বৃকের পুত্র বৃক, বধিরের পুত্র বধির ও
সূর্যের পুত্র সূর্য হয় না। ২২—২৯। গরুড়
বলিলেন,—ঐরস কেত্রজ প্রকৃতি বশবিধ পুত্র
প্রসিদ্ধ আছে; কিন্তু যে পুত্র সংগৃহীত, সেই
জনম দাসীপুত্র; না। তাহাওয়া কি কার্য্য
হইতে পারে? বাবার পুত্র জন্মিয়াই বৃত্তার
বশভাগর হয়, বহুতর কতা জন্মিলেও বাবার
দৌহিত্র না জন্মে, তাহার আত্ম কে করিবে
এবং কোন বিধি অজ্ঞানারে হইবে? শ্রীক
কহিলেন, পিতা পুত্রের বৃকদর্শন করিলেই
পৈতৃক ভব হইতে মুক্ত হইতে পারে। জীব

লোকানভাদিবঃ প্রাপ্তিঃ পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রৈকঃ
অন্তকেত্রোক্তবাণ্য। যে ভুক্তিমাভ্যপ্রদাঃ স্মৃতাঃ
কুর্স্বীত পার্শ্বপশ্চাত্তমোরসো বিধিবৎ স্মৃতঃ । ৩৩
কুর্স্বীতান্তে স্মৃতাঃ প্রাক্রমেকোদ্ধিষ্টঃ ন পার্শ্বপশ্চ
শাক্রঃ সাংবৎসরং কুর্স্বীত জায়াতে নরকায় বৈ ।
সংগৃহীতানি দেয়ানি অরদানাদৃতে খগ । ৩৪
সংগৃহীতস্মৃতঃ কুর্স্বাদেকোদ্ধিষ্টঃ ন পার্শ্বপশ্চ ।
প্রত্যকঃ পিতৃমাতৃভ্যাং শাক্রঃ দ্বা ন লিপ্যতে
একোদ্ধিষ্টঃ পরিত্যজ্য পার্শ্বপশ্চ বৃকতে যদি ।
আত্মানক পিতৃশৈব ন নরেন্দ্রমমন্দিরম্ । ৩৫
সংগৃহীতাজ যে কেচিদাসীপুত্রাভ্যন্ত যে ।
তীর্থে কুর্স্বাঃ পিতৃশাক্রঃ দানং দহ্যচ্ছ্রীমদে । ৩৬

পুত্রবধ দর্শনে সর্কপাপমুক্ত হয়। পুত্র পৌত্র
প্রপৌত্র হইতে অনন্তকাল বর্গবাস লাভ করে।
কেত্রজাদি অস্ত্র প্রকার পুত্র সকল পিতার
ভুক্তিমাভ্য প্রদান করিতে পারে; ঐরসপুত্র
বিধিপূর্বক পার্শ্বপশ্চাত্ত করিবে। অস্ত্র
প্রকার পুত্রেরাও এইরূপ একোদ্ধিষ্ট আত্ম
করিতে পারে; কিন্তু পার্শ্বপশ্চাত্ত করিতে পারিবে
না। তাহারা সাংবৎসরিক আত্ম করিলেও
পিতৃলোকের অধোগতির হেতু হইয়া থাকে।
খগেন্দ্র। সংগৃহীত পুত্র অরদানাদি সর্কপ্রকার
দান করিতে পারে, কিন্তু পার্শ্বপশ্চাত্ত কিংবা একো-
দ্ধিষ্ট আত্ম করিতে তাহার অধিকার নাই।
প্রতিবর্ষে পিতামাতার আত্ম করিলে সে ব্যক্তি
কখন পাপে লিপ্ত হয় না। যদি একোদ্ধিষ্ট
আত্ম না করিয়া পার্শ্বপশ্চাত্ত করে, তাহা হইলে
সেই ব্যক্তি আপনাকে ও পিতৃগণকে বশভাগ-
নের বশীভূত করিয়া থাকে। সংগৃহীত পুত্র
ও দাসীপুত্রেরাই এইরূপ করিয়া থাকে। যে
সংগৃহীত পুত্র হইয়া তীর্থে দানমপূর্বক আত্ম

৩ পৌত্রস্ত দর্শনাজ্ঞানভূত্যাতে ন ভগ্নভয়াৎ ।
লোকাভ্যে চ দিবঃ প্রাপ্তিঃ পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রৈকঃ
বহুপুত্র উদযতি সংগৃহীতবধো নরেন্দ্র ।
ভক্তিহমধিক্য পাঠ্য ।

সংগৃহীতমুতো কুহা পাকং বা যঃ প্রযচ্ছতি ।
ন প্রীণতি তচ্ছাকং পিতামহমুখান্ পিতৃন ॥
এবং জ্ঞাত্বা খগশ্চেঠ হীনজাতিন মুতাংস্তাজেৎ
ব্রাহ্মণ্যঃ ব্রাহ্মণ্যজ্ঞাতৃচাণ্ডালানধমঃ স্মৃতঃ ॥ ৪০
যন্ত প্রব্রজিতাজ্ঞাতো ব্রাহ্মণ্যঃ শূদ্রহৃৎ যঃ ।
দ্বাবেতো বিদ্ধি চাণ্ডাগৌ সগোত্রাদ্যন্ত জ্ঞায়তে
স্বজাতিবিহিতান পুত্রান সমুৎপাদ্য খগেশ্বর ।
তৈঃ স্মৃতৈঃ স্মৃৎ প্রাণ্য কুর্ন্তে নরকং ত্রয়েৎ
হীনজাতিসমুদৈঃ স্মৃতৈঃ স্মৃৎমেধতে ॥ ৪৩
কলিকলুষবিমুক্তঃ পুঞ্জিঃ সিদ্ধমুদৈভ্য
রমরবজ্জমানো বীজামনোহম্মরোতিঃ ।
পিতৃশতমপি বন্ধু ন পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্র-
নপি নরকনিমগ্নানুজ্বরেদেক এব ॥ ৪৪

ইতি ত্রীগাক্ষে মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে ত্রীকৃষ্ণ
গুরুভগবাদে সাধারণৌর্দ্ধদেহিকাক্ষিকথনং
নাম পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

করে ও বিজগণকে আমার প্রদান করে সে
পাকশাক করিতে পারে। তাগতে তবীয়
পিতৃগণ প্রীত হইল। খগরাজ! এইরূপ
জানিয়া হীনজাতি মুতাদিগকে পরিত্যাগ
করিবে। ব্রাহ্মণীতে গোপনে ব্রাহ্মণ দ্বারা
উৎপন্ন সন্তান চণ্ডালেরও অধম। শূদ্র হইলে
ব্রাহ্মণীতে এবং সগোত্র কস্তার গর্ভে যে
সন্তান উৎপন্ন হয়, এই উভয়কেই চাণ্ডাল
বলিয়া জানিবে। হে খগেন্দ্র! স্বজাতি-
বিহিত পুত্র সমুৎপাদন করিলে যদি সেই পুত্র
শুশীল হয়, তাহা হইলে পিতৃলোকের সুখ
হইতে পারে, তাহার হৃদয় হইলে পিতৃলোক
নরকে গমন করে। হীনজাতিসমুৎপন্ন পুত্র-
শুশীল হইলে পিতৃলোকের সুখবৃদ্ধি হইয়া
থাকে। যে ব্যক্তি কলিকলুষ হইতে বিমুক্ত
হইয়াছে, সে সিদ্ধগণকর্তৃক পুজিত ও
অমরোৎসবকর্তৃক অমরচামরধৌষধি। বীজা-

৪ কুহা শাকং বিজানীয়াৎ শূদ্রায়েন যথা বিজ্ঞঃ
ভেন দন্তঃ ন গৃহীত্ব পিতামহমুখান্ বে ।
ইত্যধিকঃ পাঠঃ কচিৎ ।

ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

গুরুভ উবাচ ।

মত্যাং কহি সুরশ্রেষ্ঠ কৃণাং কুহা যমোপরি ।
মৃতানটিকব জন্তানাং কদা কুৰ্ব্বাৎ সপিণ্ডনম ॥
সপিণ্ডয়ে কুতো যাতি অসপিণ্ডে কুতো গতিঃ
কেনৈব মহাপিণ্ডঃ স্ত্রী পুমান্ বকুর্মর্গসি ২
স্ত্রী-পুমান্দৌ স্টেহকৃত্য প্রাপ্তাঃ কথমুত্তমম ।
জীবন্তর্জার নারীণাং সপিণ্ডীকরণং কুতঃ ৩
ভকুলোকঃ কথং যাতি স্বর্গলোকঃ সুরেশ্বর ।
অগ্ন্যারোহে কথং শাক্তং ব্রহ্মোৎসর্গঃ কথং
ভবেৎ ৪
ঘটদানং কথং কাৰ্য্যং সপিণ্ডীকরণে কুতে ।

মান হইয়া শত শত পিতৃলোক, বন্ধু, পুত্র,
পৌত্র ও প্রপৌত্রদিগকেও নরক হইতে উদ্ধার
করিতে পারে। ৩০—৪৪ ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্বিংশ অধ্যায় ।

গুরুভ বলিলেন,—হে সুরেশ্বর! আমার
প্রতি কৃণা করিয়া মৃতপ্রাণিগণের সপিণ্ডন
কোন কালে করিতে হয়, তাহা উপদেশ
করুন। মৃতের সপিণ্ডন হইলে তাহাদিগের
কিরূপ গতি হয়? সপিণ্ডীকরণ না হইলেই
বা প্রেতের কি গতি হইয়া থাকে? কি
প্রকারে স্ত্রীপুরুষের সপিণ্ডীকরণ হইবে, তাহা
আমাকে বলিতে হইবে। পতি ও পত্নী
কিরূপে সমানপিণ্ডভাগী হয়? ভর্তার জীব-
দবস্থায় নারীদিগের সপিণ্ডীকরণ কি প্রকার
করিবে? তাহাও জানিতে ইচ্ছা করি।
সুরেশ্বর। নারীরা কি প্রকারে পতিলোকে
গমন করে? চিত্তারোহণ করিলে তাহার
শাক্ত কি প্রকার করিবে? সেই দিনে ব্রহ্মোৎ-
সর্গই বা কিভাবে হইতে পারে? সপিণ্ডীকরণ
হইলে তাহার ঘটদানই বা কি প্রকারে করিতে

কথয়ত্ব প্রসাদেন হিতায় জগতাং প্রভো ॥ ৫

শ্রীভগবানুবাচ ।

যথাবৎ কথয়িষ্যামি সপিণ্ডীকরণং খগ ।

বর্ষং যাবৎ খগজ্ঞেঃ সর্গাচরতি মানবঃ ॥ ৬

সপিণ্ডেন ততো বৃন্তে পিতৃলোকং স গচ্ছতি ।

তস্মাৎ পূজেন কর্তব্যং সপিণ্ডীকরণং পিতুঃ ॥ ৭

সংবৎসরে তু সম্পূর্ণে কুর্য্যাৎ পিণ্ডপ্রবেশনম্ ।

পিণ্ডপ্রবেশবিধিনা তস্ত নিত্যং মৃত্যাহিকম্ ॥ ৮

নিশ্চিতং শঙ্কির্নার্জুন বর্ষান্তে পিণ্ডমেলনম্ ।

সহপিণ্ডে কৃতে প্রেতস্ততো যাতি পরাং গতিম্

তস্মাৎ সম্প্রিত্যজা ততঃ পিতৃগণো ভবেৎ ।

ত্রিপক্ষে বাপি যগ্নাসে মেলয়েৎ প্রপিতামহৈঃ ।

জাত্য বৃদ্ধিবিবাহাদি-অগোত্রবিহিতানি চ ।

বিবাহং নৈব কুর্যাত মৃত্যু চ বৃহস্পতিনি ।

হইবে? প্রভো! জগতের হিতার্থ অমুগ্ৰহ-
পূর্বক এই সকল আমার নিকট কৌতুহল
করুন। ভগবানু কহিলেন, হে খগ! বৎসরে
সপিণ্ডীকরণ করিতে হয়, আমি তাহা তোমার
নিকট সত্য বলিতেছি। মানবগণ মরণের
পর একবৎসর আকাশমার্গে গমন করে,
তৎপরে পিতৃগণের সহিত পিতৃলোকে গমন
করিয়া থাকে। অতএব পুত্র পিতার সপিণ্ডী-
করণ করিবে। মরণের পর সংবৎসর পূর্ণ
হইলে পিতৃলোকের সহিত সমান পিণ্ডভাগ
নির্দেশ করিবে। যাহার যে বিধানে পিণ্ড
প্রবেশন করিবে, তাহার মৃত্যাহিক আশ্রয়
সেই বিধানে করিতে হইবে। শঙ্কির্নার্জুন!
বর্ষান্তে প্রেতের পিণ্ড মিলন হয়; সপিণ্ডী-
করণ হইলেই প্রেত পরমগতি লাভ করে।
যাবৎ যে প্রেতের সপিণ্ডীকরণ না হয়, তাবৎ
তাহার নাম পরিভ্যাগ করিয়া পিতৃলোকের
গণনা হইয়া থাকে; অতএব ত্রিপক্ষে, যগ্নাসে
অথবা বৎসরান্তে সপিণ্ডীকরণ করিয়া পিতাকে
পিতামহাদির সহিত মিলিত করিবে। ১—১০

পুত্র পিতার মরণের পর সপিণ্ডীকরণ না
হইলে অগোত্রবিহিত বৃদ্ধি ত্রিগাংকলাপ উপ-

তিশুদ্ধিকার্য ন গৃহ্যতি যাবৎ কুর্য্যাৎ সপিণ্ডনম্
অগোত্রোপাশ্রয়চিন্তাবদ্যাবৎ পিণ্ডং ন মেলয়েৎ

যেলনাৎ প্রেতশব্দস্ত নিবর্ত্তেত খগেখর ॥ ১২

আনন্ত্যাৎ কুলধর্ম্মাণাং পুংসাংৈকবায়ুঃ কন্ধ্যাৎ

অস্থিরবাক্করৌহস্তা দাদশাহে প্রশস্ততে ॥ ১৩

নিরায়িকঃ সায়িকঃ বা দাদশাহে সপিণ্ডয়েৎ ॥ ১৪

দাদশাহে ত্রিপক্ষে বা যগ্নাসে বৎসরেহপি বা ।

সপিণ্ডীকরণং প্রোক্তমুদ্বিভিক্তমুদর্শিতম্ ॥ ১৫

সপুত্রস্ত ন কর্তব্যমেকোদ্বিষ্টঃ কদাচন ।

সপিণ্ডীকরণাৎকুর্য্যৎ যত্র যত্র প্রশীয়তে ॥ ১৬

তত্র তত্র ত্রয়ং কার্যমশ্রুত্বা পিতৃঘাতকঃ ॥

ত্রিভিঃ কুর্যাদশস্তম্চ পার্শ্বণং মুনিনোবিতম্ ॥ ১৭

হিত আনিয়া বিবাহাদি করিবে না; যাবৎ
সপিণ্ডীকরণ না হয়, তাবৎ সেই গৃহস্থের গৃহে
তিশুদ্ধকরণ চিন্তাগ্রহণও করিবে না। খগে-
খর! যাবৎ পিতৃলোকের সহিত পিণ্ডমিলন
না হয়, তাবৎ তাহার অগোত্রের নিকট
অশ্রয় থাকে। সপিণ্ডীকরণ হইলেই তাহার
প্রেতশব্দ নিবৃত্ত হয়, সপিণ্ডীকরণের পূর্বে
প্রেতশব্দ উল্লেখ আচ্ছাদি করিবে; কিন্তু
সপিণ্ডীকরণ হইলে আর প্রেতশব্দ উল্লেখ
করিবে না। কুলধর্ম্ম অনন্ত; সর্বদা পুত্র-
য়ের আয়ুঃকর্য হয়, বিশেষত শরীর অস্থির,
অতএব মরণের পর দাদশ দিনই সপিণ্ডী-
করণের প্রশস্তকাল জানিবে। নিরায়িক
কিংবা সায়িক ২কলেই দাদশাহে সপিণ্ডী-
করণ করিবে। দাদশাহে অশস্ত হইলে
ত্রিপক্ষে যগ্নাসে অথবা সংবৎসরে সপিণ্ডী-
করণের ব্যবস্থা জানিবে। তদ্বদনী মূনি-
গণ বলিয়াছেন, কদাচ সপুত্রক ব্যক্তির
একোদ্বিষ্ট করিবে না। সপিণ্ডীকরণের পর
মৃত্যু ব্যতীত যেকোনো যে যে দিনে আশ্রয় করিবে,
সেই সেই দিনেই ত্রৈপুত্রিক আশ্রয় করা

* পিতা পিতামহশ্চৈব তত্বেব প্রপিতামহঃ ।

একোদ্বিষ্টঃ ত্রয়াণাং স্তানস্তথা পিতৃঘাতকঃ ॥

ভদ্রদিনে ভদ্রদিনে কুৰ্ঘ্যং পিতৃমহত্বাচ্ছতঃ ।
অজ্ঞানাদিনহাসানং তস্মাৎ পার্শ্বমিযাতে ॥ ১৬
অমৃতপন্নয়ীরস্ত ন নানং পিতৃভিঃ সত ।
এতৈঃ যোভুভিঃ শ্রীকৈঃ প্রোক্তা মুক্তা

ভায়তে ॥ ১৭

অপুত্রস্ত সপিণ্ডং নৈব কুৰ্ঘ্যং হিহাশ্চ বা ।
যাবজ্জীবং প্রকৃতে ন কুৰ্ঘ্যং সর্পিণ্ডতাম্ ॥ ১৮
ব্রাহ্মাদিষু বিবাহেষু বা বধূরিত্ব সংক্ৰম ।
ভর্ষগোত্রেন কৰ্ত্তব্যং তস্তাঃ পিতৃদাকক্রিয়া ।
আম্রবাদিবিবাহেষু বা বৃতা কস্তকা ভবেৎ ।
তস্তাশ্চ পিতৃগোত্রেন কুৰ্ঘ্যং পিতৃদাকক্রিয়াম্
পিতৃঃ পুত্রেন কৰ্ত্তব্যং সপিণ্ডীকরণং সদা ।
পুত্রাতাবে তু পত্নী স্তাৎ পত্নাতাবে সর্হোদরঃ ।
ভ্রাতা বা ভাতৃপুত্রো বা সপিণ্ডঃ শিষ্য এব বা
সপিণ্ডনক্রিয়াং কৃয়া কুৰ্ঘ্যান্দৌষধং ততঃ ॥ ২০
জ্যেষ্ঠৈঃ কনিষ্ঠৈঃ ভাতৃপুত্রেন তার্থয়া ।
সপিণ্ডীকরণং কাৰ্য্যং পুত্রহীনে নরৈ খগ ॥ ২১
ভ্রাতৃণামেকজাভানামেকশ্চেৎ পুত্রবান্ ভবেৎ ।

বিধেয়। ব্রুনিগণ ত্রৈলোক্যিক পার্শ্বশ্রাদ্ধ
নিরূপিত করিয়াছেন; অশ্রুত ব্যক্তি, পার্শ্ব-
দিবসে পিতামহ প্রতীতির শ্রাদ্ধ করিবে।
মৃতদিন ও মৃত্যুসময় অজ্ঞাত থাকিলে পার্শ্ব-
শ্রাদ্ধই বিধেয়। কারণ শ্রাদ্ধদ্বারা শরীর
উৎপন্ন না হইলে, সে পিতৃগণের সহিত দান-
গ্রহণ করিতে পারে না। যোভুশ শ্রাদ্ধ কৃত
হইলেই সে পিতৃগণের সহিত আয়োদ
করিতে পারে। অতএব পুত্র অবশ্য পিতার
সপিণ্ডীকরণ করিবে। পুত্রের অভাবে পত্নী
শ্রাদ্ধ করিবে, পত্নীর অভাবে সর্হোদর ভ্রাতা,
সর্হোদরের অভাবে ভাতৃপুত্র, তাহার অভাবে
সপিণ্ড এক সপিণ্ডের অভাবে শিষ্য শ্রাদ্ধাদি
কাৰ্য্যের অধিকারী। সপিণ্ডীকরণ করিয়াই
আত্মদায়িককাৰ্য্য করিবে; কনিষ্ঠ সর্হোদর,
ভ্রাতৃপুত্র ও তার্থ্য। ইহারাই অপুত্রক ব্যক্তির
সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করিবে। একগর্ভজাত
ভ্রাতৃগণের মধ্যে যদি এক ভ্রাতা পুত্রগান্ হয়
তাহা হইলে সেই পুত্রদ্বারা সকল ভ্রাতাই পুত্র-

সর্বৈ তে তেন পুত্রেন পুত্রিণো মম্বরমধীৎ ॥ ২২
সর্বৈষাং পুত্রহীনানাং পত্নী কুৰ্ঘ্যং সপিণ্ডনম্ ।
অত্রিযা কার্ষেযাপি পুরোহিতমথ্যপি বা ॥ ২৩
কৃতচূড়পনীতশ্চ পিতৃঃ শ্রাদ্ধং সমাচরেৎ ।
উচ্চারণেৎ অধাকারং ন তু বেদাক্ষয়ানামৌ ।
ভর্ষাদিত্তিহিতিঃ কাৰ্য্যং সপিণ্ডীকরণং ত্রিণাঃ ।
পিতৃব্রাতৃপুত্রেন সর্হোদরেন কনৌয়সা ॥ ২৪
অর্ষাক্ষং বৎসরাৎসর্হো পূর্ণসংবৎসরেহপি বা
যে সপিণ্ডীকৃতঃ প্রোক্তান্তেষাং নস্তাৎ

পৃথক্ক্রিয়া ॥ ৩০

সপিণ্ডনে কৃতে বৎস পৃথক্ কৃত্ত্ব বিগঠিতম্ ।
যত্ কুৰ্ঘ্যং পৃথক্ পিতৃঃ পিতৃহা সে হতিজাততে
সপিণ্ডীকরণে কৃতে পৃথক্ নোপপদ্যতে ।
পৃথক্ পিতৃঃ কৃতে পত্নাৎ পুনঃ কুৰ্ঘ্যং সপিণ্ডনম্
সপিণ্ডীকরণং কৃয়া একোদিত্তিঃ কথোতি যঃ ।
আত্মানক তথা প্রোক্তং স নরৈদ্বয়মালমম্ ॥ ৩০

বান বলিয়া পরিগণিত। ইহাই মম্ব বলিয়া-
ছেন ১১—২৫। পত্নীই পুত্রহীন ব্যক্তিনিগের
সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধ করিবে। পত্নী অথবা সপিণ্ডী-
করণশ্রাদ্ধ করিতে অসমর্থ হইলে, সেই পত্নী
অথবা অথবা পুরোহিতদ্বারা সেই সপিণ্ডী-
করণ করাইবে। কৃতচূড় পুত্রও পিতৃশ্রাদ্ধ
করিতে পারে। কিন্তু অধাকার অথবা বেদাক্ষর
উচ্চারণ করিবে না। দ্বীর সপিণ্ডনকালে
ভর্ষপ্রভৃতি তিন পুরুষের পিতৃমিশ্রণ করিবে।
পুত্র যেমন পিতৃসপিণ্ডন করিবে, সেইরূপ
কনিষ্ঠ সর্হোদর জ্যেষ্ঠের সপিণ্ডীকরণ করিতে
পারে। সংবৎসরমধ্যে বা পূর্ণ সংবৎসরে
সপিণ্ডীকরণ করিবে। যে প্রোক্তের সপিণ্ডী-
করণ হইয়াছে, তাহার আর পৃথক্ ক্রিয়া
করিতে হয় না। সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ হইলে
তাহার পৃথক্ শ্রাদ্ধ অতি গঠিত জানিবে।
সপিণ্ডীকরণ হইলেও যে তাহার পৃথক্ শ্রাদ্ধ
করে, সে পিতৃবধের পাপভাগী হয়। সপিণ্ডী-
করণ কৃত হইলে তাহার পৃথক্ শ্রাদ্ধ করিতে
নাই। পৃথক্ শ্রাদ্ধ করিলে পুনর্বার সপিণ্ডী-
করণ করিতে হয়। সপিণ্ডীকরণ করিয়া যে

বর্ষং বাবৎ ক্রিয়া কার্যং নামগোত্রৈব বীমতা ।
 ঘটাদিতাজনঃ নিত্যং পদপানানি যানি চ ।
 সপিত্তকরণে বৃন্তে একশ্চৈব তু দাপয়েৎ ॥ ৩৪ ॥
 অন্নং পানীয়সহিতং সংখ্যাং কৃত্বাশ্বকম্ ৮ ।
 দাতব্যং ত্রাঙ্কণে পশুনি জলপূর্ণঘটাদিকম্ ॥ ৩৫ ॥
 পিত্তান্তে তন্ত সন্না বর্ষবৃন্তিঃ স্তম্ভিতঃ ।
 দিব্যাদেহো বিমানকঃ স্তবঃ যান্তি যমালয়ম্ ॥ ৩৬ ॥
 জীবমানে চ পিত্তরি ন হি পুত্রে সপিত্ততা ।
 স্রোণং সপিত্তনং নাশি তথা তর্জয়ি জীবতি ॥
 ইত্যংশং যা সমাকটো চতুর্বেহহি পতিতস্তা ।

একোদ্বিষ্টে আত্ম করে, সে আপনাকে এবং
 প্রেতকে সমশাসনের অধীন করিয়া রাখে ।
 এক বৎসর পর্য্যন্ত প্রেতের নিবৃত্তির নিমিত্ত
 নাম গোত্রধারা ক্রিয়া সকল করিবে ।
 ঘটাদিধান, ভোজন আর দীপধান প্রভৃতি
 যে সকল কার্য উক্ত আছে, সপিত্তকরণ
 সম্পন্ন হইলে একের উদ্দেশে সেই সকল
 দিতে হইবে । বর্ষসংখ্যাতে পানীয় সহিত
 অন্নপ্রদান করিতে হইবে । যে ধর্ম্ম ।
 এইরূপে ত্রাঙ্কণকে জলপূর্ণ ঘটাদি অথবা
 তাহার নিষ্কিয় দিবে । যশক্তি অহুসারে
 পিত্তদান করিলে বর্ষপর্য্যন্ত তাহাই প্রেতের
 জীবনবৃদ্ধি হয় ; সেই প্রেত দিব্যাদেহধারী ও
 বিমানক হইয়া ধর্ম্মশাসনে পরিতুষ্ট থাকে ।
 পিতা বর্ত্তমানে পুত্রের সপিত্তকরণ নাই, আর
 আমীর মাতার জীবিতাবস্থায় স্রীর সপিত্তন
 হইতে পারে না । যে পতিততা রহিত পতির
 মরণের পর চতুর্দশদিবসে অগ্নিপ্রবেশ করে,

০ যুতা মাতা পিতা তিষ্ঠেৎজীবনপি পিতামহী
 সপিত্তনঃ ততঃ কৃত্বাৎ প্রাপিতামহা মর্হেব চ ।
 সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং অমৃত্যং বচনং মম ।
 ন পিত্তো মেলিতো বেদাং যুতানাত্ত নৃণাং সুবি
 উপতিষ্ঠেৎ বৈ তেষাং পুত্রৈর্দেহমনেকথা ।
 কলকারত্বদ্বয়েণ আত্ম নৈব জগাভক্তিঃ ।
 ইত্যাবিকঃ পাঠঃ কতিকুপ্তে ।

তস্তা তর্জয়িবে কার্যং বৃষোৎসর্গাদিকম্ ৮ ।
 পুত্রিকা পতিগোত্রা স্তাদবস্তাৎ পুত্রজয়নঃ ।
 পুত্রোৎপত্তেঃ পুরস্তাৎ সা পিত্তগোত্রাঃ অজ্ঞেৎ
 পুনঃ ॥ ৩৭ ॥
 পতিপত্ন্যোঃ স্টেদকৃতং চত্বাশং বাধিগোহতি ।
 পুত্রৈগৈব পৃথক্ভাঙ্কং কথ্যেণো তন্ত বাসবে ।
 অপুত্রো বৈ মৃতৌ স্তাতামেকচিত্ত্যাং সমেহহনি
 পৃথক্ ভাঙ্কানি কুস্মীত সপিত্তং পতিনা সহ ॥ ৩৮ ॥
 পৃথক্ পৃথক্ চ পিত্তেন দম্পতী পতিনা সহ ।
 ন লিপাতে মহাকোটেষুভেদং সত্যং বচো মম ।
 একচিত্ত্যাং সমাকটো দম্পতী নিধনং গতো ।
 একপাকং প্রকুস্মীত । পিত্তান দম্পত্যাং পৃথক্ পৃথক্
 একাদশে বৃষোৎসর্গে প্রেতভাঙ্কানি বোদ্ধব ।
 ঘটাদিপদনানি মহাদানানি যানি চ ।
 বর্ষং বাবৎ পৃথক্ কৃত্বাৎ প্রেতকৃষ্টিং ত্রৈলোক্যব

ভর্তার আকদিবসেই তাহার বৃষোৎসর্গাদি
 আত্ম করিবে, সেই দিবসেই অশৌচ নিবৃত্তি
 হইবে । পুত্রজয়ের পর কত পতির নাম
 গোত্রভাগিনী হয় । পুত্রোৎপাদন না করিলে
 সে পুনর্বার পিত্তগোত্রে গমন করে ॥ ৩৭-৩৮ ॥
 যে ভাৰ্য্যা পতির সহিত অগ্নিপ্রবেশ করে,
 সেই পতির আকদিবসেই পুত্র মাতার পৃথক্
 আত্ম করিবে । যদি অপুত্রক স্ত্রী-পুরুষ এক-
 দিবসে মরে এবং এক চিত্তাতে তাহাদিগের
 দাহন হয়, তাহা হইলে তাহার পৃথক্ আত্ম
 করিবে না এবং পতির সহিতই সেই স্রীর
 সপিত্তন হইবে । দম্পত্যকে পৃথক্ পিত্ত
 যোজিত করিলে, সেই ব্যক্তি মহাদোষে লিপ্ত
 হয়, ইহা সত্যবাক্য জানিবে । যদি স্ত্রী ও
 পুরুষ একচিত্তাতে সমাকট হইয়া প্রাণত্যাগ
 করে, তাহা হইলে একপাকেই তাহাদিগের
 আত্ম হইবে ; কিন্তু পিত্তদান পৃথক্ পৃথক্
 করিবে । বৃষোৎসর্গ, নবজাত ও বোদ্ধ
 আত্ম এই সকলই পৃথক্ করিবে । আর ঘটাদি
 বিবিধধান ও যে সকল মহাদান উক্ত আছে,
 বর্ষমধ্যে সেই সমুদায়ই পৃথক্রূপে করিবে ;

একগোত্রমুতানাস্ত্রি যি বা পুরুষস্ত বা ।
 হৃদিলৈককঃ কুৰ্যাদ্ভ্যাম্ কুৰ্য্যৎ পৃথক্ পৃথক্
 একাদশেহি যজ্ঞাক্ষঃ পৃথক্ পিতৃশ্চ ভোজনম্
 পাঠকেন পতিস্বীণামন্তেষাক বিগর্হিতম্ ॥ ৪৬
 একেনৈব তু পাকেন ঋগানি কুরুতে বহু ।
 একস্ত বিবিধঃ কুৰ্য্যৎ পিতৃশ্চ দদ্যাৎকুর্নপি ।
 তীর্থে চাপরপক্ষে বা চন্দ্র-স্বর্ঘ্যগ্রহেহপি বা ॥ ৪৭
 নারী ভর্তারমাসাদ্য কুণপং দহতে ঘদা ।
 অগ্নির্দহতি গাত্রানি আত্মানং নৈব স্তীকৃত্বৈৎ ॥ ৪৮
 দহতে ধায়মানানঃ ধাতুনাং হি যথামলম্ ।
 তথা নারী দহেদেহং হত্যাশে হমুতোপমে ॥ ৪৯
 দিব্যাদৌ দিব্যেহেহস্ত শুদ্ধো ভবতি পুরুষঃ ।
 তপ্ততৈলেন লোহেন বহিনা নৈব দহতে ॥ ৫০
 তথা সা পতিসংযুক্তা দহতে ন কদাচন ।
 অন্তরাষ্ট্রা মৃতে ভাস্মিন মৃতোহপ্যেকহমাগতঃ ॥

ভর্তৃসকলঃ পরিত্যজ্য বাস্তব্র মিথ্যে ভবতি ।
 ভর্তৃলোকং ন সা যতি যাবদাভূতগঃপ্রবম্ ॥ ৪৬
 লক্ষ্মীমুতান পতিভ্যাজ্য মাতরং পিতরং তথা ।
 মৃতং পতিমন্ত্রজ্য সা চিরং সুখমেবতে ॥ ৪৭
 দিব্যঃপ্রমাণেন তস্যঃ কোটোহর্জকোটম্ ।
 তাবৎকালং বসেৎ স্বর্গে : কটৈঃ সহ সর্বদা ॥ ৪৮
 হৃদস্তে চরতে গোকে কুলে ভবতি ভোগিনাম্
 সা হি লক্ষ্মীমহাশ্রীতির্ভজা সত পতিব্রতা ॥ ৪৯
 এবং ন কুরুতে নারী যশ্মোঢ়া পতিসঙ্গমে ।
 জগজ্জগনি হুঃখার্তা হুঃশীলা প্রিয়বাদিনী ॥ ৫০
 ব্রহ্মণী গৃহগোধা বা গোধা বা বিদুধী ভবেৎ ।
 স্বভর্তারং পরিত্যজ্য পরপুংস্তুবর্তনী ॥ ৫১
 তস্যায় সর্বপ্রযত্নেন অপতিং স্ত্রী নিষেবতে ।
 মনসা বর্ষণা বাচা মৃতং জীবন্তমেব বা ॥ ৫২
 জীবমানে মৃতে বাপি কিল্বিষঃ কুরুতে তু বা ।

তাহা হইলেই প্রেতের চিরকালীন ভূখি হয় ।
 যদি একগোত্রমুত স্ত্রী কিংবা পুরুষের একদা
 মৃত্যু হয়, তাহা হইলে একহৃদিলে উভয়ের
 পৃথক্ পৃথক্ হোম করিবে । একাদশাহে পৃথক্
 শ্রাদ্ধ, পৃথক্ পিতৃ এবং পৃথক্ ভোজন করা
 ইবে । স্ত্রী ও পুরুষ ইহাদিগেরই একপাকের
 শ্রাদ্ধ করিতে পারে, অন্তান্তের একপাকশ্রাদ্ধ
 অতিগর্হিত জানিবে । একপাকে বহু শ্রাদ্ধ
 করিলেও একবারেই বিকিরহান করিবে, কিন্তু
 বহু পিতৃদান করিতে হইবে । তীর্থে, প্রেত-
 পক্ষে, চন্দ্রস্বর্ঘ্যগ্রহণেও একপাকে বহু শ্রাদ্ধ
 করিবে । নারী ভর্তাকে পাঠিয়া যদি তাহার
 মৃত শরীর দাহ করে, তাহা হইলে অগ্নি কেবল
 সেই মৃত গাত্রমাত্র দহ করে, তাহার আত্মাকে
 পীড়ন করিতে পারে না । যেমন অগ্নিতে
 ধাতুসকল দহ করিলে অগ্নি কেবল ধাতুর মল-
 মাত্র দাহ করে, সেইরূপ অগ্নিতে মৃত ব্যক্তির
 শরীরমাত্র দহ হইয়া থাকে । আত্মা দিব্যরূপী
 ও শুদ্ধ, কখন সে তপ্ততৈল, তপ্তলৌহ কিংবা
 দাহকারী দহ হয় না । পতির সহস্রতা হইলে
 যেমন পতির আত্মা দহ হয় না, সেইরূপ পতি-

সংযুক্তা নারীর আত্মাও দহ হয় না । মরণের
 পর অন্তরাষ্ট্রা বিদ্যমান থাকে এবং স্ত্রী ও
 পুরুষ উভয়ের আত্মা একীভূত হয় ॥ ৪০—৪১ ॥
 যে নারী পতিসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র
 প্রাপত্যাগ করে, সে মহাপ্রলয় পর্যন্ত পতি-
 লোকে গমন করিতে পারে না । যদি নারী
 পুত্র, মাতা, পিতা পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর
 অন্তঃগমন করে, তাহা হইলে সেই নারী চির-
 কাল সুখভোগ করিতে পারে । পতির অমু-
 গামিনী নারী নক্ষত্রগণের সহিত স্বর্গলোকে
 দিব্যপ্রমাণে সার্বজিকোটিবৎসর বাস করিয়া
 থাকে ; পরে মহাভোগসম্পন্ন কুলে জন্মগ্রহণ
 করিয়া পতির সহিত মহাশ্রীতি অনুভব
 করিতে থাকে । যে বর্ষশীলা নারী উক্ত
 প্রকারে পতিসঙ্গ করে না, সে সপ্তজন্ম পর্যন্ত
 হুঃখভোগ করে, হুঃশীলা ও আশ্রয়বাদিনী
 হয় । যে নারী স্বভর্তাকে পরিত্যাগ করিয়া
 অন্য পুরুষগামিনী হয়, সে টিকটিক, গোধা
 অথবা জলোকা হইয়া জন্মগ্রহণ করে, অতএব
 সর্বপ্রযত্নে কায়মনোবাক্যে পতিসেবা করিবে ।
 ভর্তৃপরায়ণা নারী পতির মরণান্তেও পতিব্রতা

সাত বৈদ্যমাপ্রোতি জগদ্ভয়নি হুর্ভগা ॥ ৫১
 যদেবেত্যো যৎ পিতৃভ্যঃ শত্ৰুৈষ্য প্রদীয়তে ।
 তৎ কলঃ তর্জপুজাতঃ কুর্ধ্যাচ্ছত্ৰার্চনং ততঃ ॥ ৫২
 এবং ক্রতে যগশ্চৈত পিতৃলোকে চিরং বসেৎ ।
 যাবদাভিত্যচশ্রৌ চ তাবদেবসমা শ্রিবি ॥ ৫৩
 পুনশ্চিরায়ুষো হুঁহা জায়ন্তে বিপুলে কুলে ।
 পতিব্রতা যথা নারী তর্জপুজাং ন বিকলতি ॥ ৫৪
 সর্কমেতদ্ধি কথিতং যথা তব খগেন্দ্র ।
 বিশেষঃ কথয়িষ্যামি যুহন্তৈব সুখপ্রদম্ ॥ ৫৫
 ষাণ্মশাৎ কৃত্যং সর্কং বর্ষং যাবৎ সপিণ্ডনম্ ।
 পুনঃ কুর্ধ্যাৎ সপা নিত্যং ঘটান্নঃ প্রতিমাসিকম্
 কৃত্যং করণং নাস্তি শ্রেষ্ঠকাৰ্য্যাদৃশে যগ ।
 যঃ করোতি নরঃ কলিৎ কৃত্যং পূর্বং বিনশতি ।

হইয়া জীবিত থাকে । যে নারী পতির বিদ্যা-
 মানে কিংবা মরণের পর ব্যক্তিচারিত্রী হয়, সে
 পরজন্মে হুর্ভগা হইয়া থাকে, পতিলাভ করিতে
 পারে না । দেবগণ ও পিতৃগণের অঙ্কাসঙ্-
 কারে আর্চনা করিলে যে কল, পতিব্রতা নারী
 তর্জসেবা দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হয় ॥ ৫১—৫০ ।
 পিতৃপূজা অতিথি সংকার প্রভৃতি সংক্রিয়া
 দ্বারা যে কললাভ হয়, অনন্তরিতে তর্জপুজা
 করিলে তাহার দ্বিগুণ কলভোগ করিতে
 পারে । পতিসেবা করিলেই নারীগণ তর্জ-
 লোকে চিরকাল বাস করিতে পারে, যাবৎ
 চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যমান থাকে, সে তাবৎ স্বর্গ-
 লোকে বসতি করে । যে নারী পতিব্রতা,
 সে ও তাহার স্বামী বিপুলকুলে জগদ্ভয়
 করিয়া চিরকাল জীবিত থাকে, সেই নারী
 কল্যাণ তর্জপুজা অমুত্তম করে না । হে খগেন্দ্র !
 আমি এই সমস্তই তোমার নিকট কহিলাম ।
 অনন্তর যুহন্ত্যতির সুখপ্রদ বিশেষ কাৰ্য্য
 বলিতেছি । মরণের পর ষাণ্মশাহোক্ত সমস্ত
 কাৰ্য্য করিয়া বর্ষান্তে সপিণ্ডন করিবে এবং
 প্রতিমাসেই ঘট-অন্নাদি দান করিবে । শ্রেষ্ঠ-
 কাৰ্য্য ব্যক্তিরেক একবার কৃতকাৰ্য্য পুনর্বার
 করিবে না । যদি পুনর্বার কৃতকাৰ্য্যের অমু-

যুহন্তৈব পুনঃ কুর্ধ্যাৎ শ্রেষ্ঠোহকমমবাধুয়াৎ ।
 প্রতিমানঃ ঘটান্নেয়া সোদনা জনপুত্রিতাঃ ॥ ৫৬
 অর্ধাক চ বৃত্তেঃ করণাচ্ছ তাক্ষি
 সপিণ্ডনং যঃ কুরুতে বি পুত্রঃ ।
 তথাপি মাসঃ প্রতিপিণ্ডমেক-
 মম্বক কুন্তঃ সজলক দদ্যাৎ ॥ ৫৭
 ইতি ত্রীগাকডে মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে ত্রিগক-
 গরুড়সংবাদে সপিণ্ডীকরণবিধিকর্ণন
 নাম ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ।

তাক্ষি উবাচ ।

কথং শ্রেষ্ঠা বদন্ত্যত্র কৌদৃগৃকণা ভবন্তি তে ।
 মহাপ্রোক্তাঃ পিশাচাচ্ছ তৈঃ কৈঃ কৰ্ম্মকলৈর্বিভো
 সর্কেষামম্বকম্পাৰ্থং ক্রহি মে মধুসূদন ॥ ১
 শ্রেষ্ঠত্বানুচ্যতে যেন দানেন চ শুভেন চ ।

জান করে, তাহা হইলে পূর্বকৃত কাৰ্য্য সকল
 বিফল হইয়া যায় । শ্রেষ্ঠের উদ্দেশে পুনঃ-
 পুনঃ পিতৃদানাদি কাৰ্য্য করিবে, মাসে মাসে
 ভোজ্যসহ জনপুত্র ঘট দান করিবে ।
 পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে সমস্ত কাৰ্য্য সম্পাদন
 করিয়া সপিণ্ডন ক্রিয়া সাধন করিবে । যুদ্ধি
 উপলক্ষে বর্ষমধ্যে সপিণ্ডন করিলেও প্রতি-
 মাসে এক একটী পিতৃপ্রদান, অন্ন ও সজল
 কুন্তদান করিবে ॥ ৫১—৫৭ ।

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

গরুড় বলিলেন,—শ্রেষ্ঠা! শ্রেষ্ঠ, মহা-
 শ্রেষ্ঠ ও পিশাচ ইহারা কোন কোন কৰ্ম্মকলে
 শ্রেষ্ঠলোকে বাস করে? তাহাদের ঘরপাই বা
 কৌদৃগ? হে মধুসূদন! সকলের প্রতি অমু-
 কম্পা প্রকাশ করিয়া যে দানাদি পুণ্যকৰ্ম্মদ্বারা

তবে কথন দেবেণ যম চেদিক্খি প্রিয়ম্ ॥ ২
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

সাব পৃষ্ঠং ত্বয়া তাক্য মাছুযাণাং হিতায় বৈ ।
পুণ্যবাহিতো ত্বা যচ্চি প্রেতলক্ষণম্ ॥ ৩
জ্ঞানগুহ্যত্বং হে তস্মাখ্যায়ং যন্ত কস্তচিৎ ।
জ্ঞাত্বং হি মহাবাহো তেন তে কথ্যাম্যহম্ ॥ ৪
পুরা ত্রোতাধুগে তাত রাজাসী জবাহনঃ ।
মহোদধপুত্রো ভ্রমো ধর্ম্মনিষ্ঠো মহাবলঃ ॥ ৫
যজ্ঞা দানপতিঃ শ্রীমান্ ব্রহ্মণ্যঃ সাধুসম্বৃতঃ ।
শীলাচরিত্রোপেতো দয়ালোকিন্যাসমুতঃ ॥ ৬
প্রজাঃ পালয়ন্তে নিত্যং পুত্রানিব মহাবলঃ ।
কল্পধর্ম্মরতো নিত্যং স দণ্ড্যান দণ্ডমুপঃ ॥ ৭
স কদাচিন্মহাবাহুঃ সৈশ্চো যুগ্মাং গতঃ ॥ ৮
বনং বিবেশ গগনং নানাবৃক্ষসমবিতম্ ॥ ৮

প্রোতম্ হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহা উপ-
দেশ করুন । দেব ! যদি আমার প্রিয়সাধনে
আপনার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আমার
প্রশ্ন সকলের সহস্র প্রদান করুন । শ্রীকৃষ্ণ
বলিলেন,—হে গরুড় ! তুমি মাছুষগণের হিত-
সাধনার্থ অতিপ্রশস্ত প্রশ্ন করিয়াছ । আমি
যে প্রেতলক্ষণ বলিতেছি, তাহা অবহিতচিত্তে
শ্রবণ কর । তুমি আমার নিকট যে প্রশ্ন
করিয়াছ, তাহা অতি গুহ্য, কদাচ সাধারণের
নিকট তাহা প্রকাশ করিবে না । তুমি
আমার ভক্ত, এই নিমিত্তই আমি তোমাকে
বলিতেছি । হে গরুড় ! পূর্বে ত্রোতাধুগে
বক্রবাহন নামে কোন রাজা ছিলেন । সেই
ধর্ম্মনিষ্ঠ মহাবল রাজা মহোদধপুত্রে বাস করি-
তেন । তিনি যাগশীল, দানতৎপর, শ্রীমান্,
ব্রহ্মনিষ্ঠ, সাধুসম্বৃত, শুলীল, উদারগুণবান্ ও
দয়ালোকিন্যাদি সদৃশগুণের আধার ছিলেন ।
সেই মহাবলপরাক্রান্ত রাজা পুত্রের জ্ঞান
প্রজাপালন করিতেন । তিনি একদিন
যুগ্মাগমনে সমুদ্রান্ত হইয়াছিলেন । অনন্তর
সেই রাজা যুগ্মায়াত্রা করিয়া নানাবৃক্ষসম-

শার্দ্দুলমতসজ্জুটং নানাপক্ষিনিবাসিতম্ ।
বনমধ্যে তদা রাজা যুগ্মং দূরাদগচ্ছত ॥ ৯
তেন বিকো যুগোহিতৌব বাণেন সুদৃঢ়েন চ ।
বাণমাদায় তং ভক্ত স বনেহর্ষণনং যযৌ ॥ ১০
কক্ষে ভ্রচ্ছোণিতশ্রাবাৎ স রাজাভ্রম্যগাম ভ্রম
ভতো যুগপ্রসঞ্জন বনমস্তম্ভিবেশ সঃ ॥ ১১
কুৎক্ষামোৎকর্ষণপতিঃ শ্রমসস্তাপমুর্চ্ছিতঃ ।
জলস্থানং সমাসাদ্য সাধু এবাবগাহত ॥ ১২
শীত্বা বৃহদকং শীতং পদ্মগন্ধাধিবাসিতম্ ।
তত উত্তীৰ্ণা সলিলাধিমলাবক্রবাহনঃ ॥ ১৩
স্তম্ভোদবৃক্ষমাসাদ্য নীতচ্ছায়াং মনোহরম্ ।
মহাবিটপিনং হৃদাং পক্ষিসম্মাতনাদিতম্ ॥ ১৪
বনস্ত তন্ত সর্বম্ভ কেহুত্বমিবেচ্ছিতম্ ।
তং মহাতক্রমাসাদ্য নিষসাদ মলীপতিঃ ॥ ১৫
অথ প্রোতং ধর্ম্মাসৌ কুত্বাব্যাকুলেস্ত্রিয়ম্ ।

কৌণ, শার্দ্দুলাদি হিংস্রজন্তুগণে পরিপূর্ণ, বিবিধ
পক্ষিগণের কলরবে নিবাসিত গহনবনে
প্রবেশ করিলেন । তিনি বনমধ্যে প্রবেশ
করিয়া দূর হইতে একটি যুগ্ম দেখিতে পাঠ-
লেন এবং সুদৃঢ় বাণদ্বারা সেই ভীতগামী
হরিণকে বিদ্ধ করিলেন । সেই বাণবিদ্ধ
হরিণ সহস্র অরণ্যমধ্যে অস্তমিত হইল ।
১—১০ । রাজা সেই হরিণের শোণিতাক্র-
মার্গ অনুসরণ করিয়া তাহার অঙ্গুগমন করি-
লেন । এইরূপে যুগ্মানুসরণ করিতে করিতে
রাজা বনান্তরে প্রবিষ্ট হইলে, ক্রমাৎ পিপা-
সায় ভীহার কষ্ট তৎক হইল, তিনি শ্রমসস্তাপে
মুর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন ; অনন্তর জলাশয় অঙ্গু
সন্ধান করিয়া অব্যরোহণে ক্রমবশত তথায়
গমনপূর্বক পদ্মসৌগন্ধপূর্ণ শীতল জলপান
করিলেন । পরে বিমল জলাশয় হইতে উত্তীর্ণ
হইয়া বহুতা বটবৃক্ষের নীতলচ্ছায়া আশ্রয়-
পূর্বক উপবেশন করিলেন । সেই সময়ে
বৃক্ষে পক্ষিগণ সর্বদা কলরব করিতেছে,
দেখিলে বোধ হয়, ঐ বৃক্ষটি যাবতীয় ধর্ম্ম-
স্পতির পতাকাবরূপে অবস্থিত করিয়াছে ।
কুপতি বক্রবাহন সেই বৃক্ষছায়া আশ্রয়

উৎকটং মলিনং কুজং নির্জাংসং ভীমদর্শনম্ *
 তং দৃষ্ট্বা শিক্তং ঘোরং বিস্মিতে। বক্রবাহনঃ।
 প্রত্যোহপি দৃষ্ট্বা তাং ঘোরামটবীমাগতং নৃপম্
 ভদ্রা হৃষ্টমনা ভূবা তস্তাশ্চিকমুশাগতঃ।
 অত্রবীং স তদা তাক্য প্রেতরাজো নৃপং বচঃ
 প্রেতভাবো ময়া ত্যক্তঃ প্রাণোহস্মি পরমাং
 গতিম্।

২৭ সংযোগান্নহাংহো নাস্তি বস্তুরো মম।
 নৃপত্রিকবাচ।

কৃষ্ণবর্ণঃ কদালান্তরং প্রেত ইব লক্ষণেন।
 কথয়ত মম ক্রীড়্য যথাসকাসি তদ্বৎঃ * ২০
 তথা পৃষ্টঃ স বৈ রাজা প্রোবাচ সৎসং স্বকম্।
 প্রেত উবাচ।

উদয়ামি নৃপশেষে সর্বমেবাদিতত্ত্বম্।

করিয়া উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় তিনি
 কদালান্তর বা কালোস্তর এক প্রেতকে
 দেখিতে পাইলেন। সেই প্রেত যুক্তকেশ,
 মলিনবেশ, কৃষ্ণকৃষ্ণ, মাংসবিকীনদেহ ও
 ভীমদর্শন। তাহার চরণদ্বয় নাযুখার। অস্থিতে
 বক্র রহিয়াছে; সে প্রেত ইতস্ততঃ দাংমান
 হইতেছে। অতীত বহু প্রেত তাহার চতু-
 র্দ্ধিক পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। বক্র-
 বাহন এইরূপ প্রেতকে সমুখাগত দেখিয়া
 বিস্মিত হইলেন। সেই প্রেতরাজ বক্র-
 বাহনকে সেই ঘোরতর অরণ্যমাধ্যগত দেখিয়া
 হৃষ্টচিত্তে তাহার সমীপে উপবিষ্ট হইল এবং
 বক্রবাহন নৃপত্রিকে কহিল, অদ্য আমি প্রেত-
 ভাব পরিত্যাগ করিয়া পরমগতি প্রাপ্ত হই-
 লাম। মহাশয়! অদ্য আমি আপনার দর্শন
 পাইয়া বহু হইলাম। রাজা কহিলেন, তুমি
 কৃষ্ণরূপ ও কদালনদন, তোমাকে প্রেতের
 কাহ দেখিতেছি, তুমি আমার নিকটে যথার্থ
 পরিচয় প্রদান কর। ১১—২০। প্রেত কহিল,

* স্নায়ুবক্রাশ্চিকরণং ধাবমানমিত্তত্ত্বম্।

অন্তেষ্ট বহুস্তিঃ প্রেতঃ সমস্তাং পরিবারিতম্
 ইত্যধিকঃ পাঠঃ কচিং।

প্রেতবে কারণং জন্ম দয়া বর্তুং যমাইসি ২২
 বৈদিশং নাম নগরং সর্বসম্পৎসমবিতম্।
 নানাজনপদাকীর্ণং নানাবৃক্ষসমাকুলম্।
 নানাপুণ্যসমাবৃত্তং নানাবৃক্ষসমাকুলম্ * ২৩
 ভদ্রাহং শুবসং ভূয়ো দেবার্চয়ন্তঃ সদা।
 বৈশ্ণো জাত্য। সূদেবোহহং নামা বিদিতমন্ত তে
 হবোন তর্পিভ্য দেবাঃ কবোন পিতরন্তথা।
 বিবৈদৈর্দানমোগৈশ্চ বিপ্রাঃ সতর্পিভ্য ময়া * ২৪
 জাবাশ্চ বিবাহাশ্চ ময়া বৈ সুনিবেশিতাঃ।
 দীনানার্থাদিশিষ্টেভ্যো ময়া দত্তমনেকধা * ২৫
 তৎ সর্বং বিকলং তাত মম দৈবানুগাগতম্।
 যথা মে নিফলং জাতং সূকৃতং তদ্যদ্যপি তে।
 ন মেহস্তু সন্ততিস্তাত ন সূহস চ বাচবা।
 ন চ মিত্রং কি মে তাংগুণ্যঃ কুর্ঘাদৌর্জদেহিকম

হে নৃপবর! আমি আদোপাত্ত সমস্ত বৃত্তান্ত
 আপনার নিকট বলিতেছি, আপনি আমার
 প্রেতর প্রাপ্তির কারণ শ্রবণ করিয়া আমায়
 প্রতি দয়া প্রকাশ করুন। আমি মহাসমৃদ্ধি-
 সম্পন্ন নানাজনপদাকীর্ণ, বিবিধবৃক্ষসম্পূর্ণ
 অনন্তপুণ্যসম্পন্ন নানাপ্রকার বৃক্ষসমূহে সমা-
 কুল বৈদিশনামক নগরে বাস করিতাম।
 রাজন! আমি সর্বদা দেবতার্চনে রত
 ছিলাম। আমি বৈশ্যজাতিতে জন্মগ্রহণ
 করিয়া সূদেব নামে খ্যাত ছিলাম। আমি
 ভব্যকবচাধার দেবতা ও পিতৃগণের অর্চন
 করিতাম এবং বিবিধ দানদ্বারা বিপ্রবর্গের
 আরাধনা করিয়াছি। আমার আহার-
 বিহারাদি সকলই সুসম্পন্ন হইত। আমি
 দীন ও অনাথদিগকে বিবিধ জব্য প্রদান
 করিয়াছি। রাজন! দৈবদক্ষিণাকবচত
 আমার সেই সকল পুণ্যক্রিয়া বিকল হই-
 যাছে। আমার সেই সমস্ত সূকৃত ক্রিয়ণে
 বিকল হইয়াছে, তাহা বলিতেছি। আমার
 এমন কোন সন্ততি, সূহস বাচব কিংবা মিত্র

* দীনানুকরণেনত্যশ্চ দত্তমগ্রমনেকধেতি
 পাঠঃ কাচিংকঃ।

প্রেতঃ সুহিরঃ তেন মম জাতঃ নৃপোত্তম ॥২১॥
একাদশঃ ত্রিংশক বাগ্মাসিকমর্থাসিকম্ ।

প্রতিমাস্তানি চাস্তানি একা শ্রাদ্ধানি

বোদ্ধম ॥ ৩০ ॥

যশৈস্তানি ন দীপ্যন্তে প্রেতশ্রাদ্ধানি ভূপতে ।

প্রেতঃ সুহিরঃ তন্ত দত্তৈঃ শ্রাদ্ধশৈতরপি ॥৩১॥

একঃ জাতঃ মহারাজ প্রেতহৃদয়ঃ মম ।

বর্ণানাকাপি সর্কেবাঃ রাজা বহুরিহোচ্যতে ॥৩২॥

তন্নাং তদ্রম রাজেশ্ব মণিরত্নং দদামি তে ।

যথা মম ততাবাপ্তির্ভবেদুশবরোত্তম ॥ ৩৩ ॥

তথা কার্যং মহাবাহো কৃপা যদি যমোপরি ।

অামনশ্চ কুরু কিপ্রঃ সর্বমেবৌর্দ্ধদেহিকম্ ॥ ৩৪ ॥

নৃপতিব্রবাচ ।

কথং প্রেতা ভবন্তীহ কুটৈরপৌর্দ্ধদেহিকৈঃ ।

নাই যে, কেহ আমার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া করে ।
অ.মি ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াবিহীন হইয়া প্রেতঃ
প্রাপ্ত হইয়াছি । আমার একাদশকতা,
বাগ্মাসিক বা আদিক শ্রাদ্ধানি কোন প্রকার
পারিত্রিক কার্য হয় নাই । হে নৃপবর !
আমার প্রতিমাসবিহিত মাসিক শ্রাদ্ধ হয় নাই,
এইরূপে আমার বোদ্ধশ্রাদ্ধই পতিত হই-
য়াছে । আমার বোদ্ধশ্রাদ্ধ হয় নাই, তাহার
উদ্দেশে শত শত শ্রাদ্ধ করিলেও সে প্রেত-
ভূত হইয়া থাকে । রাজন ! আমার ভ্রুবহা
আপনাকে জানাইলাম, আপনি আমাকে
প্রেতঃ হইতে উদ্ধার করুন । রাজন !
শাস্ত্রে নির্ণীত আছে যে, রাজাই সর্ববর্ণের
বহু ; অতএব আপনি আমাকে পরিভ্রাণ
করিয়া বহুকারণ্য সাধন করুন, আমি আপ-
নাকে মহামূল্য মণিরত্ন প্রদান করিতেছি ।
নৃপবর ! যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা
হইয়া থাকে, তবে যেরূপে আমার শুভপ্রাপ্তি
হইতে পারে, তাহার অমুষ্ঠান করুন এবং
নিজের ঔর্দ্ধদেহিক কার্যে তৎপর হউন ।
২১—৩৪ । রাজা কহিলেন,—ঔর্দ্ধদেহিক
কার্য করিলেও কি কারণে প্রেতঃ প্রাপ্তি হয়,

পিশাচাশ্চ ভবন্তীহ কথ্যন্তিঃ কৈশ্চ তৎসম ॥ ৩৫ ॥

প্রেত উবাচ ।

ব্রহ্মহং দেবদ্রব্যক স্বীণাঃ বালধনং তথা ।

যে হরন্তি নৃপশেষে প্রেতযোনিঃ ব্রহ্মন্তি তে ॥৩৬॥

তাপসীক সগোত্রাক অগম্যাঃ যে তজন্তি হি ।

অবন্তি তে মহাপ্রেতা অমুজা নিহরন্তি যে ॥ ৩৭ ॥

প্রবালবজ্রহর্তাঃ যে চ বহুপহারকাঃ ।

তথা হিরণ্যহর্তাঃ সংযুগেহসমুখাগতাঃ ॥ ৩৮ ॥

কৃত্রা নান্তিকা রৌদ্রান্তথা সাহসিকা নরাঃ ।

পঞ্চযজ্ঞবিনিষ্টক্কা মহাদানবরতাশ্চ যে ।

এবমান্য মহারাজ জাহন্তে প্রেতযোনিমঃ ॥ ৩৯ ॥

রাজোবাচ ।

কথং যুক্তা ভবন্তীহ প্রেতহাঃ ত্বক তেহপি চ ।

কথকাপি ময়া কার্যমৌর্দ্ধদেহিকমাস্তনঃ ।

বিধিনা তেন তৎ কার্যং সর্বমেতদ্বদন্ত মে ॥ ৪০ ॥

প্রেত উবাচ ।

সচ্ছাত্রধ্বংসঃ বিকোঃ পুত্রা সজ্জনসদৃশিতাঃ ।

অ। কি হেতু মমুখাগণ প্রেত হইয়া থাকে,
তালা আমার নিকট কীৰ্ত্তন কর । প্রেতবাজ
কহিল,—যে ব্রহ্মহ, দেবদ্রব্য, দ্রাঘন ও বালক-
ধন হরণ করে, নৃপবর ! সেই ব্যক্তি নিশ্চয়
মরণান্তে প্রেতভাবাপন্ন হইয়া থাকে । যাহারা
তাপসী, স্বগোত্রা ও অগম্যা নারীতে গমন
করে, তাহার মহাপ্রেত হয় ; যাহারা অমুজা
হরণ করে, তাহার প্রেতভূত হয় । যাহারা
প্রবাল, হীরক ও বজ্র হরণ করে, যাহারা
হিরণ্যপহর্তা ও যুদ্ধে অসমুখে আহত হয়,
যাহারা কৃত্র, নান্তিক, কুরঙ্গ, সাহসিক,
শঠ, যাহারা মহাদানসম্পন্ন হইয়া পঞ্চযজ্ঞ-
বিহীন হয়, রাজন ! এই সকল লোকই প্রেত-
ভাবাপন্ন হয় । রাজা কহিলেন,—কিরূপে
প্রেতঃ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে,
আমার প্রতি কৃপা করিয়া সেই প্রেতঃ-
বিমুক্তির উপায় বল ; আর আমি কি প্রকারে
তোমার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া করিব, তাহাও
উপদেশ কর । প্রেত কহিল,—নৃপবর ।

প্রেতযোনিবিনাশায় ভবন্তীতি ময়া কৃতম্ ॥ ৪১
অতো বক্ষ্যামি তে বিষ্ণুপূজাং প্রেতহনানিনীম
সুবর্ণমাস্ত্রম্ মূর্তিঃ ত্বং প্রকল্পয়েৎ .
নারায়ণস্ত দেবস্ত সর্গাত্মগভূষিতাম্ ।
শীতবস্ত্রযুগাচ্ছ্রীং চন্দনাকুচচর্চিত্বাম্ ॥ ৪৩
আপদোহিবিধৈস্তোত্রৈরধিবাস্ত যজ্ঞে ততঃ ।
পূর্বে তু জীহবং দেবং দক্ষিণে মধুসূদনম্ ॥ ৪৪
পশ্চিমে বামনং দেবমুত্তরে চ গদাধরম্ ।
অথ্য পিতামহং পূজ্য তথা দেবং মহেশ্বরম্ ।
পূজয়েচ্চ বিধানেন গজপুষ্পাদিভিঃ পৃথক্ ॥ ৪৫
ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য অগ্নৌ সমুপ্য দেবতাঃ ।
সুতেন দত্তা কীরেণ বিশ্বেদেবাস্তথা নৃপ ॥ ৪৬
ততঃ স্নাতো বিনীতাস্থা যজমানঃ সমাহিতঃ ।
নারায়ণাগ্রে বিধিবৎ স্বক্ৰিয়ামোর্জদেহিকীম্ ॥
আবতেত বিনীতাস্থা ক্রোধ-লোভবিবর্জিতঃ

প্রেতবিষমুক্তির বিধি সংক্ষেপে প্রবণ কর।
সংশাস্ত প্রবণ, বিষ্ণুপূজা, সমাজনসক, এই
সকল প্রেতহনাশের কারণ, আমি ইহা শুনি-
যছি। অতএব তোমাকে প্রেতহনানিনী
বিষ্ণুপূজা বলিতেছি। হুইটি সুবর্ণ আনিয়া
তাহা দ্বারা মূর্তি নির্মাণ করিবে। এই মূর্তিকে
নারায়ণের প্রতিরূপ করিবে। উহা সর্গ-
প্রকার আভরণে বিভূষিত, শীতবস্ত্রযুগলে
সমাক্ষাতিত ও চন্দনাকুচচর্চিত করিবে।
অনন্তর এই নারায়ণ-প্রতিমূর্তিকে বিবিধ জল-
দ্বারা অভ্যষেক করিয়া যন্ত্রপূর্বক অধিবাস
করিবে। পরে পূর্বাধিকে জীহব, দক্ষিণে
মধুসূদন, পশ্চিমে বামন, উত্তরে গদাধর, মধ্যে
অথ্য ও মহেশ্বরকে গজ পুষ্পাদি উপচারে
পূজা করিবে। অনন্তর সেই দেবমূর্তিকে
প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্নিতে দেবতানিগের তর্পণ-
পূর্বক হুত, দধি, কীরদ্বারা বিশ্বদেবগণের
তর্পণ করিয়া স্নানপূর্বক শুদ্ধাস্থা সমাহিতচিত্ত
ও জপতৎপর হইয়া নারায়ণের অগ্রে বিধিবৎ
ওর্জদেহিক ক্রিয়া করিবে। বিনীত ও ক্রোধ-
লোভবিবর্জিত হইয়া ক্রিয়া আরম্ভ করিবে।

আত্মানি কুর্যাৎ সর্গানি বৃষতোঃসর্জনং তথা .
জয়োদশীনাং বিশ্রাণাং যুগচ্ছ্রীপুষ্পানহৌ ।
অঙ্গুলীয়কযুক্তানি তাজনাসনতোজটৈঃ ॥ ৪২
সাম্রাশ্চ সোদকা দেয়া ঘটঃ প্রেতহিতায বৈ ।
শয্যানানমথো দত্তা ঘটঃ প্রেতস্ত নিরূপেৎ ॥ ৪০
নারায়ণেতি সন্মায় সম্পূটস্থং সমর্চয়েৎ ।
এবং কৃদাধি বিধিবচ্ছ্রীভাভকলং সতেৎ ॥ ৪১
রাজোবাচ ।

কথং প্রেতঘটং কুর্যাদদ্যাৎ কেন বিধানতঃ ।
ক্রহি সর্গাত্মকম্পাথং ঘটং প্রেতবিমুক্তিদম্ ॥ ৪২
প্রেত উবাচ ।

সাধু পূটং মহারাজ কথয়ামি নিবোধ তে ।
প্রেতহং ন ভবেদ্যেন দানেন সূদৃঢ়েন চ ॥ ৪৩
দানং প্রেতঘটং নাম সর্গাত্মবিনাশনম্ ।
হুর্গতং সর্গলোকানাং হুর্গতিক্রয়কারকম্ ॥ ৪৪
সমুপহাটকমদন্ত ঘটং বিধায়
ব্রহ্মেশ-কেশবমুতং সত্ লোকপাটৈঃ ।

সর্গবিধ শাস্ত্র করিয়া বৃষোৎসর্গ করিবে
অনন্তর জয়োদশী বিশ্রাণে ছয়, উপানহ, অঙ্গু-
লীয়ক, যন্ত্রভাজন, কাসন ও ভোজনদ্রব্য
প্রান করিবে। প্রেতের দিহের নিমিত্ত
অন্ন ও জলপূর্ণ কুন্ড, শয্যা, ঘট প্রভৃতি দান
করিবে। অনন্তর আপনার নাম “নারায়ণ”
এই নাম দ্বারা সম্পূটিত করিয়া উচ্চারণ
করিবে। বিবিধপূর্বক এইরূপ কার্য করিলে সে
শুভকল পাইতে পারে। রাজা কহিলেন,—
প্রেতের মুক্তিপ্রদ প্রেতঘট কিরূপে দান
করিতে হয়, কোন বিধানেই না উহা করিতে
হয়? সাধারণের তিতার্ত তাহা কীর্তন কর।
প্রেত কহিল,—হে মহারাজ! আপনি উত্তর
প্রশ্ন করিয়াছেন, যে দান দ্বারা সূদৃঢ় প্রেত
নষ্ট হয় বাহা সর্গাত্মক নাশ করে, যাহা সর্গ-
লোকে হুর্গত এবং সর্গহুর্গতিক্রয়ক, সেই
প্রেতঘটদান কীর্তন করিতেছি। হে রাজন!
তুমি স্বপ্নময় একটা ঘট প্রস্তুত করিয়া ব্রহ্মা
বিষ্ণু মহেশ্বর ও লোকপাল প্রতিমূর্তিসহ ঘট-

কৌরাজ্যপূর্ববিরঃ প্রণিপত্য ভক্ত্যা

বিপ্রাঃ দেহি তব দানশঠৈঃ কিস্টৈঃ । ৫৫

অম্বা যথো তথা বিক্ৰঃ শকরঃ শকবোধব্যাক ।

প্রাচ্যাদিমু চ তৎকণ্ঠে লোকপালান্ ক্রমেণ তু

সম্পূজ্য বিধিবৎ জন ধূমৈঃ কুসুমচন্দনৈঃ ।

ততো হুত্বাজ্যসহিতঃ ঘটং দেহ্যঃ দ্বিরগ্নয়ন ॥ ৫৭

সর্বদানাদিকৈকৈঃ সহ পাতকনাশনম্ ।

কর্তব্যং অকৃত্য রাজান প্রেতহবিনিবৃত্তয়ে । ৫৮

শ্রীভগবানুবাচ ।

এবং সংকল্পতস্তত্র প্রেতেন নিযতাক্ষনঃ ।

সেনাজগামাশ্রুপদং হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুল ॥ ৫৯

ততো বলে সমাধাতে যথা রাজেন মহামনিম্ ।

নমস্কৃত্য পুনঃ প্রার্থ্য প্রেতোহদর্শনমীদ্রিযিবান ॥ ৬০

তদ্ব্যবসাদিনিব্রজ্য রাজাপি স্বপুরুঃ যযৌ ।

স্বপুরুঃ স সমাসান্য সর্বঃ তৎ প্রেতভাষিতম্ ।

চক্ষুর বিবিধং পক্ষিগোষ্ঠদেহাদিকং বিবিন্ ।

তত পুণ্যপ্রদানেন প্রেতো মুক্তো দিব্য যযৌ ॥

যথা হুত্বায়া পূরণ করত ভক্তিসহকারে

অনতিপূরক বিক্রেতে দান কর । তত পুণ্যে

কি প্রয়োজন ? উহার মধ্যে অম্বা বিক্ৰ মহে-

শ্বর এবং মন্দিকে লোকপালগণের যথাবিধি

পঞ্চপুল ধূপাদি উপচারে পূজা করত হে

রাজন ! হুত্বত সমাধিত সেই ঘট দান

করিলে । ইহা সর্বদানাদিক, মহাপাতক-

নাশক । রাজন ! অম্বা সতকারে প্রেতহ

বিনাশ জন্ত এই কল্প করিতে হয় । শ্রীভগ-

বান্ কহিলেন,—হে বৈনতেয় ! রাজা বক্র-

বাহন প্রেতরাজের সহিত এইরূপ কথোপকথন

করিতেছেন, এমন সময় হস্তি-ঘেটকসংকুল

সেনা তাঁহার অনুসরণ করিতে করিতে সেই

স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল । তখন সেই

প্রেত তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল ।

রাজাও সেই বন হইতে নিজান্ত হইয়া স্বপুরে

প্রস্থান করিলেন । রাজা স্বীয় রাজধানীতে

উপস্থিত হইয়া সেই প্রেতবাক্যানুসারে বিধি-

পূরক ঔর্দ্ধনৈমিক ক্রিয়া করিলেন । সেই

আজ্ঞেন পরদন্তেন গতঃ প্রেতোহপি সঙ্গতিম্ ।

কিং পুনঃ পুত্রদন্তেন পিতা যাতীত চাঙ্ক চম্ ॥

ইতিহাসমিহ পুণ্যঃ শৃণোতি শ্রাবয়েচ্চ যঃ ।

ন তৌ প্রেতদ্বয়মাতঃ পাণাচারযুতাবপি ॥ ৬৪

ইতি শ্রীগুরুক মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ-

গুরুসংবাদে বক্রবাহনপ্রেতসংবাদো

নাম সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ । ২৭ ॥

পুণ্যের কলে প্রেত মুক্ত হইয়া স্বর্গে গেল ।

পরদন্ত আজ্ঞের কলেও প্রেতের সঙ্গতি

হইল । পুত্র-দন্ত আজ্ঞের কলের কথা আর

কি বলিব ? যাহারা এই ইতিহাস শ্রবণ করে

বা করায়, তাহার পাপী হইলেও প্রেতহ

প্রাপ্ত হয় ন । ৩৫—৬৪ ।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

• অন্তঃপরঃ কচিহিৎ পঠ্যতে,—

শ্রুত উবাচ ।

এবং বিপ্রাঃ সমাদিষ্টে বিকুনা প্রভবিকুনা ।

গকড়ঃ প্রেতচরিতঃ অত্র সন্তটমানসঃ ॥

অততীর্থাদিকং পুণ্যং পুনঃ পপ্রচ্ছ কেশবম্ ।

যাত্য়া মনসি সর্বেশ্বর সর্বকারণকারণম্ ।

অযয়ঃ সময়েহৈব জন্তুনাং প্রেতবাপ্যয়ম্ ।

যয়া প্রোক্তং হি বৈ মুক্তৌ প্রেতহ চৌর্দ্ধনৈমিকম্

লাভন্তেবাঃ জয়ন্তেবাঃ কুন্তন্তেবাঃ পরাজয়ঃ ।

যেযামিন্দাবরজ্যামো হনন্তেবাঃ জনান্নিনঃ ।

বিকুর্ভাতা পিতা বিকুর্ভিকৃঃ বজনবাক্তবঃ ।

যেযামেবং হিরা বুভুর্ন তেযাং দুর্গতিভবেৎ ॥

মঙ্গলং ভগবান্ বিকুর্ভজলং গকড়ধ্বজঃ ।

মঙ্গলং পুণ্ডরীকাকো মঙ্গলায়তনং চারঃ ॥

হরিভাগীরথী বিপ্রা বিপ্রা ভাগীরথী চারঃ ।

ভাগীরথী হরিসিঙ্গাঃ সারযেহজগত্রে ॥

অপবিজঃ পবিজো বা সর্বাযযাঃ গতোহপি বা

যা অয়েৎ পুণ্ডরীকাকং স বাহ্যভাক্তবঃ চারঃ ॥

অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ । *

গরুড় উবাচ ।

কিমন্তং কথিতং দেব বিজ্ঞপ্তং বদস্ব মে ।
আম্মিকোঃ ক্রিধাঃ দেব উৎক্রান্তিসমগ্রাদনু ॥ ১ ॥
সংসারমাধু মে নাথ ক্রীড় কৃষ্ণাঃ জনাধিন ।
যথা কার্য্যো নরৈঃ সম্যক্ ক্রিয়াঃ চৈবৌরুদেহিকৌ
কথং শ্রেষ্ঠা মহাকাব্যো রৌদ্রকণা ভয়ানকাসাঃ ।
সম্ভবান্তঃ সুরশ্রেষ্ঠ কৰ্ম্মাভিঃ কৈঃ শুভাশুভৈঃ ॥ ৩ ॥
পিশাচাঃ সম্ভবন্তঃ কন্তেদং কৰ্ম্মণঃ ফলম্ ।
হমে কথয় দেবেশ অঃমিচ্ছামি বোধিতুম্ ॥ ৪ ॥
ভূম্যাঃ প্রাক্ষিপাতে কৰ্ম্মাৎ পকরত্নং কুতো মুণে

অষ্টাবিংশ অধ্যায়ঃ ।

গরুড় কহেলেন,—হে দেব । মৃত্যুর পর
পারলৌকিকী ক্রিয়া কিরূপ করিতে হয়, ময়া
করিয়া তাহা আমাকে বলুন । ঔরুদেহিকী
ক্রিয়া কিরূপ করিতে হয়, হে নাথ । আমি
তাহা আপনার নিকট জানিতে চাহি । জীব
সকল কিরূপ শুভাশুভ কৰ্ম্মে ভদ্রভরাকার
মহাকাব্য শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে ? কোন কৰ্ম্মের
ফলে পিষাচ হয় ? আমি তাহা জানিতে
চাহি ; কৃপা করিয়া তাহা আমাকে উপদেশ
দেন । মৃত ব্যক্তিকে ভূমিতে স্থাপিত করে

* কৰ্চদিত্বং পঠাতে :—

গরুড় উবাচ ।

সৰ্ব্বেষামমুকম্পকঃ ক্রীড় মে মধুসূদন ।
শ্রেষ্ঠহানুচাতে যেন মানেন সুরকেন বা ॥

ঐকুঞ্চ উবাচ ।

শুণু দানং প্রবক্ষ্যামি সঙ্গাভূতাবিনাশনম্ ।
সম্ভবন্তাটকমদ্র ঘটকং বিধায়
ব্রহ্মেশকেশবধূতং সহ লোকপাটক ।
কোণাজপূর্ণবিবরং প্রলিপত্য ভক্ত্যা
বিশার দেহি তব দানশরীতঃ কিমন্তে ॥

গরুড় উবাচ ।

কিমন্তং কথিতং দেব বিজ্ঞপ্তং বদস্ব মে ।

অধস্তাক তিলা নর্ভাঃ পাদৌ যাম্যাং

ব্যবাস্তভাঃ ॥ ১ ॥

কিমন্তং মণ্ডলং ভূমৌ গোমদে নোপলিপাতে ।
কিমন্তং স্মৃতে বিকৃষ্টকৃষ্ণক পঠাতে ॥ ২ ॥
কিমন্তং পুত্রপুত্রান্ত তিষ্ঠন্তি তন্ত চাশ্রিতঃ ।
কিমন্তং দীপদানক কিমন্তং বিকৃপুজনম্ ॥ ৩ ॥
কিমন্তমাতুরো দানং নদাতি বিজপুদবে ।
বকুন্মিহাণ্যমিত্রং স্ত কমাপয়তি তৎ কথম্ ॥ ৪ ॥
তিলা লোহঃ সুর্য্যক কার্পাসঃ লবণং তথা ।
সম্ভবন্তঃ কিত্তির্গাবো দীপতে কেন হেতুনা ॥ ৫ ॥
কথং স্মৃতে জন্তমৃতে তন্ত কুতো গতিঃ ।

কেন ? তাহার মূলে পকরত্ন বা দেয় কি জন্ত ?
তিলাকুশোণরি স্থাপন করেই বা কেন ?
দক্ষিণদিকে পদময় স্থাপন করেই বা কি
নিমিত্ত ? ভূমি গোময় দ্বারা লেপন করিয়া
তাহাতে মণ্ডল করাই বা হয় কেন ? বিকৃ-
ষ্টরূপ ও বিকৃষ্ণক পাঠ করা হয় কি নিমিত্ত ?
তাহার পুত্রপৌত্রগণই বা কি জন্ত তাহার
চক্রভাগে বর্তমান থাকে ? আত্মীয় বন্ধু মিহা-
মিত্র সকলেই তাহার নিকট পরিহার প্রার্থনা
করে কি জন্ত ? তিলা, লোহ, স্বর্ণ, কার্পাস,
লবণ, সম্ভবন্ত, ভূমি, গো এই সকল জ্বা
হান করে কি নিমিত্ত ? প্রাণিসকল মৃত হয়

ভূম্যাঃ প্রাক্ষিপাতে কৰ্ম্মাৎ পকরত্নং কুতোমুখে
অধস্তাদাস্তভা নর্ভাঃ পাদৌ যাম্যাং ব্যবাস্তভৌ
কিমন্তং মণ্ডলং ভূম্যাং গোমদেনোপলিপাতে ।
কিমন্তং স্মৃতে বিকৃষ্টকৃষ্ণক পঠাতে ।
কিমন্তং পুত্রপৌত্রান্ত তিষ্ঠন্তি তন্ত চাশ্রিতঃ ॥
কিমন্তং দীপদানং স্তাৎ কিমন্তং বিকৃপুজনম্ ।
কিমন্তমাতুরে দানং নদাতি বিজপুদবে ।
বকুন্মিহাণ্যমিত্রাণি কমাপয়তি তৎ কথম্ ।
তিলা লোহঃ সুর্য্যক কার্পাসঃ লবণং তথা ।
সম্ভবন্তঃ কিত্তির্গাবো দীপতে কেন হেতুনা ।
কথং স্মৃতে জন্তমৃতে তন্ত কুতো গতিঃ ।
অতিবাহঃ শরীরক কথং বিশ্রমতে তদা ।
সৰ্ব্বমেতন্ময়া পৃষ্টো ক্রীড়ি লোকহিতায় তৈব ॥

অতিবাহনরীক্ষক কথং বিশ্রমতে তদা । ১০
শবঃ ক্লেবে বহেৎ পুত্রো বহিনাতা চ পৌত্রক ।
কিমর্থং দেবদেবেশ আজ্যানাভ্যঞ্জনং কুতঃ । ১১
যমহুতঃ কিমর্থক উদীচীঃ দিশমাহরেৎ ।
পানৌদ্ভেদকবস্ত্রেণ হৃদ্যাবিশ্বনিরীক্ষণম্ । ১২
যব-সর্বপ-দূর্জাশ্চ পান্যাপে নিম্বেচক্ৰণম্ ।
বহুঃ নরশ্চ নারী চ বিনধ্যাদধরোত্তরম্ । ১৩
অন্নাদ্যঃ গৃহমাগত্য ভোক্তব্যঃ গোত্রিভিঃ সহ ।
নবকানি চ পিণ্ডানি কিমর্থং বিতরেৎ স্মৃতঃ । ১৪
কিমর্থং চবরে হুতঃ পাত্রে পকে চ যুগ্ময়ে ।
সাত্ত্বিকঃ শুণে বজ্রা কৃষা রাজো চতুশ্পথে । ১৫
নিশায়াঃ দীপ্যন্তে দীপো যাবদদ্যঃ দিনে দিনে ।
নাহোনকঃ কিমর্থকং সংবাদঃ স্বজ্ঞৈঃ সহ । ১৬
ভগবন্ততিবাহন্ত নবপিণ্ডেভ্যঃ কিং ভবেৎ ।
কথং দেবপিণ্ডভ্যশ্চ বাহন্তাবাহনং কথম্ ।

কেন ? মরিয়া কোথাই বা যায় ? আতি-
বাহিক শরীরই বা তখন কোথায় থাকে ?
১—১০ । পুত্র পৌত্র প্রভৃতি শবকে ক্লেবে
করিয়া বহনই বা কবে কেন ? আর তাহাকে
উদীচী অগ্নি দেখে কেন ? স্মৃত দ্বারা অঙ্কিত
করিতে হয়ই বা কেন ? উত্তরদিকে যমহুত
পাঠ করিবার কি প্রয়োজন ? মৃতব্যক্তিকে
তর্পণ-জল দেওয়াই বা কেন ? হৃদ্যাবিশ্ব
নিরীক্ষণ, যব-সর্বপ-দূর্জা স্পর্শ এবং প্রস্তরস্থিত
নিম্পত্র চক্ৰণ এ সমস্ত করার কারণ কি ?
শব-সংকারান্তে নরনারী সকলেই উর্দ্ধবাস
এবং অধোবাস এই দুইখানি বস্ত্র ব্যবহার
করিবে ; গৃহে আশ্রিয়া কাহারও সহিত
অন্নাদি ভোজন করিবে না ; এ সকল বিধা-
নই বা কি নিমিত্ত ? প্রেতের উদ্দেশ্যে নয়টী
পিণ্ড দেওয়া হয়, ইহারই বা কি কারণ ?
চবরোপরি যুগ্মপ পাত্রে করিয়া হুত ও জলই
বা দেওয়া যায় কেন ? রজ্জুদ্বারা স্তন্যদ্বানি
কাঁ বন্ধন করিয়া তাহা চতুশ্পথে স্থাপনপূর্বক
এক বৎসর যাবৎ প্রতিবাহিতে তদুপরি
প্রদীপ দান করে, ইহারই বা কারণ কি ? হে
ভগবন্ । আতিবাহিক দেহের উদ্দেশ্যে হে

ইদং ক্রিয়তে দেব কস্মাৎ পিতৃং প্রদাপয়েৎ ।
কিং ভৎ প্রদীপতে তন্ত পিণ্ডানাদনস্তরম্ ।
অস্থিসঞ্চয়নৈকৈব শয্যাংগানঃ কিমর্থকম্ । ১৮
দ্বিতীয়েহ হু কুতঃ জ্ঞানং চতুর্থে সায়িকৈ বিজ্ঞে
নশমে কিং মলজ্ঞানং কার্ধ্যাং সর্কজ্ঞৈঃ সহ । ১৯
কস্মাৎ তৈলোদ্বর্তনং ক কল্পবাতান্ গৃহং নয়েৎ ।
তৈঃ স্মৃৎস্বর্তনকাপি দত্তাঃ স্থল-জলাগ্নয়ে । ২০
দশমেহহনি যঃ পিণ্ডস্তং দদ্যাদামিষেণ তু ।
পিণ্ডশ্চৈকাদশে কস্মাদবুযোৎসর্গঃ কথং ভবেৎ
শ্রাদ্ধানি যোড়শেভ্যনি অন্নং যাবৎ কুতো বদ
অন্নাদৌ নোনকেটেনব যদৌধিকশতজ্ঞম্ । ২২
দিনে দিনে চ দাতব্যং ঘটাদ্যঃ প্রেতভূগ্নয়ে ।

নয়টী পিণ্ড প্রদান করা যায়, তাহারই বা কি
প্রয়োজন ? মৃত ব্যক্তিকে পিতৃপুরুষ কল্পনা
করিয়া তদুদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধানি দান করা যায় কি
কৃত ? আতিবাহিক দেহের আবাহন বা
কিভাবে হইতে পারে ? হে দেব । প্রেত-
বৃত্তি ও পিতৃব্রতাদির ভঙ্গ যদি এই সকল
কার্য্য করা যায়, তবে আবার পিণ্ডদান করি-
বার আবশ্যকতা কি ? পিণ্ডদানাদির অন্তে
আরও যে সকল কর্ম করা হয়, সে সকল
কার্য্যেরই বা কি প্রয়োজন ? অস্থিসঞ্চয়ন,
শয্যাগান, সায়িক বিজ্ঞগণের পক্ষে দ্বিতীয়
দিবসে ও চতুর্থ দিবসে জ্ঞানবিধি, আর দশম
দিনে সমস্ত শ্রাদ্ধানবজুর সহিত মলজ্ঞান করিতে
হয় । যাহারা মৃত ব্যক্তিকে সংকারার্থ ক্লেবে
করিয়া লইয়া যায়, তাহাদিগের গৃহে তৈল
উদ্বর্তন পাঠাইয়া দিতে হয় । সকলে মিলিয়া
উদ্বর্তন তৈলাদি গাত্রে অঙ্গপাশে বৃহৎ জলা-
শয়ে জ্ঞান করিতে হয় । এই সকল কার্য্যের
প্রয়োজন কি ? ১১—২০ । দশম দিনে দেয়
পিণ্ড আমিষ দ্বারা দিতে হয় । বুযোৎসর্গ
করিতে হয় কি নিমিত্ত ? সেই সকল মিলিয়া
সমুদয়ে যোড়শটী শ্রাদ্ধ এক বৎসর যাবৎ
করিতে হয় । প্রতিদিন এক একটী ঘট জল-
পূর্ণ করিয়া অন্নাদির সহিত প্রদান করিতে হয় ।
এই প্রকার সমুদয়ে ৩৬০টী ঘট মৃত ব্যক্তির

প্রাপ্তে কালে চ স্রিষ্টে অনিত্যো মানবঃ

প্রভো ॥ ২৩

হিহন্ত নৈব পশ্যামি কৃতো জীবঃ স নির্গতঃ ।

কুতো গচ্ছন্তি কুহানি পৃথিব্যাণো মনস্তথা ॥ ২৪

ভেক্সো বনম্ 'ম নাথ বায়ুরাকাশমেব চ ।

বায়বৈশ্বেব পৈকৈরে কথং গচ্ছন্তি চাপ্যে ॥ ২৫

লোভমোহাদয়ঃ পঞ্চ শরীরে চেব তদ্বরাঃ ।

তুকা কামোহপাঙ্গারঃ কুতো যান্তি জনাৰ্দ্দন ॥

পুণ্যং বাপাথবাপুণ্যং যৎ কিঞ্চিৎ পুরুতং তথা

নষ্টে দেবে কুতো যান্তি নানানি বিধিযানি চ ।

সপিণ্ডনঃ কিমর্থক পূৰ্ণে সংবৎসরেহপি বা ।

শ্রেয়স্ত মেজনং সার্বং নৈকঃ সমঃ তন্ন কো বিধিঃ

যে দধ্যা যে বসন্তাস্ত পঠিত্য যে নয়া জীব ।

যানি চাস্তানি কুহানি তেষামন্তে ভবেচ্চ তম্ ॥

পাপিনো যে হুয়াচার্য মুগলগদক যে গহাঃ ।

তুষ্টি উদ্দেশে এক বৎসরে প্রদান করিতে হয় । হে প্রভো! মানবগণ নিশ্চয়ই অনিত্য ; পরন্তু কোন্ হিহু দিয়া যে জীব নির্গত হইয়া যায়, তাহা ত কিছুই বুঝিতে পারি না । কিস্তি অন্মু হেজ মকং বোম দেহমধ্যগত এই পঞ্চ ভূত, প্রাণাদি পঞ্চদশ ইহারাই বা কেমন করিয়া বহির্গত হইয়া যায়? শরীরে তদ্বর-রূপী লোভ মোহ তুকা কামোহপাঙ্গারাদি আছে, হে জনাৰ্দ্দন ! ইহারা কিরণে কোথায় যায়? দেহ নষ্ট হইলে অল্পপ্রিত পাপপুণ্যাদি যাচা কিছু কর্ত্ত্ব থাকে তাহাই বা কোথায় যায়? সংবৎসর পূর্ণ হইলে তবে সপিণ্ডন করিতে হয়; একুণ বিধিই বা কি নিযুক্ত? সপিণ্ডনাঙ্কে সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কাহার সহিত মিলিত হয়? তাহার বিধিই বা কিরণ? মরণান্তে যে সবল ব্যক্তির দাহাদি সংস্কার হইয়াছে, আর যাহাদের দাহাদি সংস্কার হয় নাই, যে সকল ব্যক্তির শরীর মাটিতেই বিলীন হইয়া গিয়াছে, এবং সমুদ্রা ব্যতীত অন্য যে সকল জীব আছে, তাহাদিগের কি গতি হয়? যাহারা শাস্ত্রী হুয়াচার্য, আর যাহারা মুগলগদ

আচাৰ্য্যাদী অক্ষর্য চ তেহী বিবাসঘাতকঃ ॥ ৩০

কপিলাং যঃ পিবেচ্ছ্রো যঃ পঠেৎসদমকরম্ ।

ধারয়েদ্বা ব্রহ্মহুতং কা গতিস্তস্য মাধব ॥ ৩১

শূদ্রস্ত ব্রাহ্মণী ভার্যা সংগ্রহীতা যদা ভবেৎ ।

ভদ্রাৎ পাপাক ভীতোহহং তন্মৈ বদ জগৎপতে

সৰ্বমেতন্ময়া পৃষ্টো বদ লোকহিতায় বৈ ॥ ৩২

ইতি ত্রীগুরুভে মহাপুরাণে উক্তবচনৈঃ ত্রিকৃষ্ণ-

গরুড়স্য বাণে নানাবিধক-নানাবিধপ্র-

জিজ্ঞাসা নামাষ্টাবিংশো-

অধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

একোনিবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ত্রিকৃষ্ণ ইবাচ ।

সাদু পৃষ্টং ত্বয়া ভদ্র মাংসুধানঃ হিতায় বৈ ।

শৃণুযাবহিতো ভূদা সৰ্বমেবোচ্চদেহিকম্ ॥ ১

সমাধিত্তদবচনিতঃ শ্রুতিস্মৃতিসমুদ্ভূতম্ ।

প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহারা আচাৰ্য্য, অক্ষর্য্য, কৌর, বিবাসঘাতক, আর যে শূদ্র ব্যক্তি কপিলা গাড়ীর ছয় পান করে, কিবা প্রণব (ওঁ) উচ্চারণ করে অথবা যজ্ঞোপবীত ধারণ করে, হে মাধব ! তাহার বিকল্প গতি হয়? শূদ্র যদি ব্রাহ্মণী ভার্যা সংগ্রহ করে, হে জগৎপতে! তবে তাহার কি গতি হয়? তাহা আমাকে বলুন । হে ব্রহ্মো! আমার জিজ্ঞাসিত এই সকলের যথার্থ উত্তর প্রদান করুন । ২১—৩০ ।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

উনবিংশ অধ্যায় ।

ত্রিকৃষ্ণ বাণলেন, ভদ্র । তুমি সৰ্বলোক-হিতার্থ অতি সংপ্রসন্ন করিয়াছ । এখন অব-হিতচিন্তে প্রবণ কর, আমি সৰ্বপ্রকার ঔর্দ্ধ-দেহিক ক্রিয়া বাণীভেছি । বৎস ! শ্রুতিস্মৃতিতে

যস্মৈ দৃষ্টঃ সূর্যঃ সৌর্যো যোগিভির্যোগচিহ্নকৈঃ ।
 তদ্বাদ্যতঃ বৎস নাথ্যাতঃ কস্তচিৎ কচিৎ ।
 ভক্তস্য হি মহাভাগ সর্বঃ ত্তে কথমাশ্রম ॥ ৩
 অপুত্রস্ত গতির্নাশ্চ স্বর্গো নৈব চ নৈব চ ।
 যেন কেনাপ্যপায়েন কার্য্যঃ ক্ষয় স্তুতস্ত চ ॥ ৪
 তারেষ্বরকাং পুত্রো যদি মোক্ষং ন বিদাতে ।
 দাঃ পুত্রেন কর্তব্যো দেহঃ পৌত্রেন পাবকঃ ॥
 তিলৈর্দর্ভৈশ্চ ভূম্যাং বৈ কুটী ধাতুহী ভবেৎ ।
 পঞ্চ ব্রহ্মণি বক্তে তু যেন জীবঃ প্ররোচতি ॥ ৬
 লিপ্যন্তু গোময়ৈর্ভূমিঃ তিলান দর্ভা চ

নিষ্কপেৎ ।

তস্তামেবাতুরো মূকঃ সর্বঃ দহতি পাতকম ॥ ৭
 দর্ভতুলী নদ্যে স্বর্গঃ সঙ্কিতঃ নাত্ত সংখ্যে ।
 দর্ভাঃস্তত্র হি যে ভূম্যাং তিলযুক্তাঃ সংখ্যে ॥ ৮
 সর্বস্য বস্তুধা পুত্রা যস্ম লেপো ন বিদাতে ।

যাচা উদ্ধৃত আছে, তাহাতে কোনপ্রকার ভেদ
 নাই । তোমার জিজ্ঞাস্ত বিষয় ইন্দ্রাদি দেবগণ
 কিংবা যোগচিহ্নক যোগিগণের জ্ঞানিতে
 পারেন না । বৎস ! ইহা অতিশয় বিষয়,
 কদাচ কাহার নিকট কথিত হয় না, মহা-
 ভাগ ! তুমি আমার অতিভক্ত, এই নিমিত্ত
 তোমার নিকট বলিতেছি । বৎস ! অপুত্র
 ব্যক্তির স্বর্গেও সদৃগতি হয় না । যে কোন-
 রূপেই চেষ্টা অবশ্য পুত্রোৎপাদন করিবে ।
 পুত্র হইতে মোক্ষ না হইলেও নরক হইতে
 পরিজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে । পুত্র পিতার
 দায়কার্য্য করিবে, পৌত্র অগ্নিপ্রদান করিবে ।
 দায় করা পুত্রেরই কর্তব্য । অগ্নিদান কার্য্যটী
 পৌত্রই করিবে । মরণকালে ভূমিতে তিল বৎস
 আস্তরণ করিলে প্রেতের বৈকুণ্ঠগমনে যতি
 হয় । মরণ সময়ে পঞ্চরত্ন মুখে প্রদান করিলে
 সে উৎকৃষ্ট গতিলাভ করে ; অতএব ভূমি
 লেপন করিয়া তাহাতে তিল ও দর্ভাভ্রণ
 করিবে । ইহা আতুর ব্যক্তিকে বৃত্তিপ্রদন
 ও সর্বপাপ তস্মীভূত করে । দর্ভতুলী আস্তরণ
 করিলে সেই দর্ভতুলী আতুরকে স্বর্গে নরন
 করে, অতএব দর্ভ তিল নিষ্কপ করিবে ।

যত্র লেপঃ স্থিতস্তত্র পুনর্লেপেন তথ্যতি ॥ ৯
 যাতুরানাং পিশাচাশ্চ রাক্ষসাঃ কুরকর্ষিণঃ ।
 অলিপ্তে আতুরঃ মূকঃ বিশস্তোভে ন সংখ্যঃ ॥
 নিতাণ্যেমে তথা শ্রীক্ষে বিপ্রাণাঃ পাদশোধনে
 মণ্ডলেন বিনা ভূম্যাং কর্কশোভে ত্যপদ্রবম* ॥
 ব্রহ্মা কুড্রশ্চ বিকৃশ্চ ক্রীড়তাশন এব চ ।
 মণ্ডলে চোপহিষ্ঠস্তস্যস্মৈ কুর্য্যত মণ্ডলম ॥ ১২
 অস্তথা স্নিহেত যন্ত বালো বৃদ্ধো বুবাপি বা ।
 যোক্তব্যঃ স বৈ গচ্চেৎ ক্রৌড়তে বায়ুনা সঃ ॥
 মিশ্রিতং লোহিতাম্ভুত তৈবৈব জন্ম জায়তে ।
 তৈস্তৈব বায়ুভূত ম শ্রীক্ষং নোদকক্রিয়া ॥ ১৪
 যস্মৈ সেনসমুদ্ভূতাস্তিলান্তাক্ষা পবিত্রকাঃ ।
 অমুরা দানবা নৈতাক্ষ্যন্তি তিসদানন্তঃ ॥ ১৫
 তিলাঃ শ্বেতাঙ্কিলাঃ কৃকাঙ্কিলা গোমূত্রসমিতাঃ

পৃথিবীর যে যে স্থলে লেপ নাই, অর্থাৎ
 যাতাবিক ভূমি সর্বদাই পবিত্র ; যে স্থানে
 লেপ আছে, সেই স্থানে পুনর্বার লেপ
 করিলেই শুদ্ধ হয় । পিশাচ, রাক্ষস, ইহারা
 সকলেই কুরকর্ষী ; অলিপ্তস্থানে যমুর্
 আতুরকে স্থাপন করিলে তাহাতে পিশাচাদি
 প্রবেশ করে । ১—১০ । পৃথিবীতে মণ্ডল নঃ
 করিয়া নিতাণ্যে, শ্রীক্ষে পাদশোচাদি করিলে,
 তাহা অকৃতব্য হয় । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কুড্র, ক্রী-
 ততাশন ইহারা মণ্ডলাবিত্ত ভূমিতে অবস্থিতি
 করেন, অতএব সেই ভূমিতে মণ্ডল করিবে ।
 অস্তথা বৃদ্ধ, বালক, বুবা কাণ্ডারও তথায় মৃত্যু
 হইলে যোক্তব্য প্রাপ্তি হয় না, সে বায়ুর
 সহিত ক্রৌড়া করিতে থাকে, সুতরাং সেই
 কর্কশস্বাবে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করে । তাহার
 শ্রীক্ষ বা উদকক্রিয়ার আবশ্যকতা নাই । কে
 গরুড় । তিল সমস্ত আহার কর্তব্যবিশুদ্ধকৃত,
 অতএব তিল সর্বদা পবিত্র ; সুতরাং তিলে
 যমুর্ অবস্থিত হইলে অমুর, দানব ও দৈত্য
 ইহারা পদারন করে । “হিন্দবেতা” ইত্যাদি

* আতুরো মূচ্যতে নৈব মণ্ডলেন বিদ্যা ভূমি ।
 কচিদমবিকঃ পাঠঃ ।

তে মে দত্তস্ত পাপানি শরীরেণ কৃতানি চ ॥১৬
এক এব তিলদ্রোণো হেমদ্রোণস্তিষ্ঠৈঃ সমঃ ।
তর্পণে দানহোমে চ দত্তো ভবতি চাক্ষুঃ ॥ ১৭
দর্ভা মন্মোহসমুত্থিতাঃ শ্বেদসমুদ্ভবাঃ ।
তুলাঃ স্মার্দেবতা দানৈঃ স্নাত্তেন পিতৃবস্তবা ।
প্রয়োগবিধিমা ব্রহ্মা বিষ্ণুকাপ্যপজীবনাং * ॥
অপসব্যাদিতো ব্রহ্মা দত্তমধ্যে তু কেশ : ।
দর্ভাশ্চে শকবাঃ বিদ্যাং জ্ঞানো দেবাঃ কুশোত্তিতাঃ
বিপ্রা ময়াঃ কুশা বহিষ্ঠলমৌ চ বগেশ্বর † ।
নৈতে নির্মাল্যতাঃ সান্তি ক্রিয়মাণাঃ পুনঃপুনঃ
তুলসী ব্রাহ্মণা গাবো বিষ্ণুরেকাদনী খগা ।
পঞ্চ প্রবহণং দেব ভবাকৌ মজ্জতাং সত্যম্ ॥২১
বিষ্ণুরেকাদনী গীতা তুলসী বিপ্র-ধেনবঃ ।
অপারে হর্গসংসারে বহুপদৌ মুক্তিদায়িনৌ ॥ ২২

মহাপূর্বক তিল স্থাপন করিবে । একটি তিল-
দান করিলে এত দ্রোণ হেমদানের সমান ফল
হয় ; অতএব তর্পণে ও হোমে তিলদান
করিলে অক্ষয়ফল হইয়া থাকে । দর্ভ গোম-
সমুত্থ এবং তিল শ্বেদোৎপন্ন, ব্রহ্মা এই
উভয়ের প্রয়োগবিধিধারা জগতকে উপজীবী
করিয়া রাখিয়াছেন । অপসব্য দ্বারা পিতৃ-
দেবতাদিগের পবিত্রীকৃত হয় । বগেশ্বর ।
বিপ্র, ময়, কুশ, বহিষ্ঠ, তুলসী ইহারা কদাচ
নির্মাল্য হয় না, পুনঃপুনঃ ভোগেও বিপ্র-
জন্মভিত্তি কোষ হইতে পারে না । ১১—২০ ।
হে খগ ! ব্রাহ্মণ, তুলসী, গো, বিষ্ণু ও
একাদনী এই পাঁচটা ভবমাগরে মজ্জনশীল
ব্যক্তিদিগের আশ্রয় । যাহারা ব্রাহ্মণাদি পঞ্চ
আশ্রয় করে, কদাচ তাহারা সংসারমাগরে
হয় হয় না । বিষ্ণু, একাদনী, গাবা, গো,

* সব্যবজ্ঞোপযৌক্তেন ব্রহ্মাদ্যাস্তিষ্ঠিমাণুষুঃ ।

কচিনয়মধিকঃ পাঠিঃ ।

† কুশাঃ পিতৃণ্যু নির্মাল্যতাঃ ব্রাহ্মণাঃ

প্রত্যতোজনে ।

ময়াঃ শূদ্রেণ পতিতান্দিচ্ছায়াং হতাননঃ ।

কচিনয়মধিকঃ পাঠিঃ ।

তিলাঃ পবিত্রাঃ পবিত্রাঃ দর্ভাশ্চ তুলসীরাপি ।
নির্মাল্যস্তি চৈতানি হর্গতিঃ সান্তমাত্মনাম্ ॥ ২৩
হস্তাত্মাশুভবদর্ভাঃ স্তোম্যেন প্রোক্ষয়েজুবি ।
মুতাক লে অপেনদর্ভানাতুদন্ত করষয়ে ॥ ২৪
দর্ভেবু কিপাতে যোহমৌ দর্ভেবু পরিবেষ্টিতঃ
বিষ্ণুলোকে স বৈ সান্তি ময়দীনাংহপি মানবঃ ॥
দর্ভতুলীগতো তুমৌ দর্ভপানিক্ত যো মুতঃ ।
প্রায়শ্চিত্তবিক্রোহমৌ সংসারেহপারমাগরে ॥২৫
গোমদেনোপলিপ্তে তু দর্ভস্তান্তরপে স্থিতঃ ।
ভক্ত দত্তেন দানেন সর্বং পাপং ব্যাপোহতি ॥২৬
লবণং হস্তমং দিবাং সর্বকামপ্রদং নৃণাম্ ।
হৃদ্যাদ্রবঙ্গাঃ সর্বৈ নোৎকট্য লবণং বিনা ॥ ২৮
পিতৃণ্যক পিতৃঃ ভবাং তস্মাৎ সর্বপ্রদং ভবেৎ
দিকৃদেচসমুদ্ভূতো যতোহয়ং লবণো বসঃ ॥ ২৯
বিশেষামলবণং দানং কেন লসন্তি যোগিনাঃ ।

তুলসী ব্রাহ্মণ ও ধেনু অসার হর্গসংসারে এই
ছয় পদার্থ জীবগণকে মুক্তিপ্রদান করে ।
তিল, কুশ ও তুলসী ইহারা সর্বদাই পবিত্র ।
যখন আত্মার হর্গতি আশ্রিত উপস্থিত হয়,
তখন তিল প্রভৃতি সেই হর্গতি নিবারণ করে ।
উক্ত হস্তদ্বারা দর্ভপ্রদান করিয়া জলদ্বারা
কুমিপ্রোক্ষণ করিবে । পরে মুতাকালে
আত্মার লবণে সেই দর্ভ নিক্ষেপ করিবে ।
মানব মরণকালে ময়দীন হইলেও যদি দর্ভো-
পরি উপস্থিত ও দর্ভদ্বারা পরিবেষ্টিত হয়, তবে
সে বিষ্ণুলাকে গমন করে । যদি কোন প্রাণী
মরণকালে কুতলে দর্ভ আশ্রয়ণ করিয়া
তত্পরি অবস্থিতি করে, তাহা হইলে সে
প্রায়শ্চিত্তবিক্র হইয়া এই সংসারমাগর
হইতে পরিভ্রাণ পায় । মরণকালে কুতগি
গোমদেনো লেপন করিয়া তত্পরি দর্ভান্তরণ-
পূর্বক ভাষাতে অবস্থিত হইয়া দান করিলে
সকল পাপ বিনাশ করিতে পারে । যেহেতু
লবণ ব্যতীত কে কোন বসই উৎকট হয় না,
অতএব লবণই এই লোকে ময়দোর সর্বকাম-
প্রদ । লবণ পিতৃদেবগণেরও প্রিয়, অতএব
তাহা সর্বকামপ্রদ হয় ; বিষ্ণুদেহোৎপন্ন বিদ্যার

ব্রাহ্মণ-কত্রিহ-বিদ্যাঃ শ্রীণাঃ শূদ্রজনস্ত চ ॥ ৩০ ॥
 আতুরাণাং বদা প্রাণাঃ প্রদানি বখুধাতলে ।
 লবণস্ত তদা দেহঃ স্বাস্তোদ্যটনঃ শিবঃ ॥ ৩১ ॥
 ইতি শ্রীগোক্কে মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ
 গরুড়সংবাদে বিবিধ নিম্নশংসাক্ষয়ঃ
 নার্মেকোনত্রিশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ত্রিশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

পুণ্ড্রাক্ষ্য পুণ্ড্রাক্ষ্যঃ পুণ্ড্রাক্ষ্যঃ পুণ্ড্রাক্ষ্যঃ ।
 পুণ্ড্রাক্ষ্যঃ পুণ্ড্রাক্ষ্যঃ পুণ্ড্রাক্ষ্যঃ পুণ্ড্রাক্ষ্যঃ ।
 দেহমেকং মহাদানং কার্পাসকোস্তমোস্তমম * ।
 যেন দত্তেন শ্রীকৃষ্ণে কুর্ভুবঃস্মরিত ক্রমাৎ ॥ ২ ॥
 অক্ষায়া দেবতাঃ সর্গাঃ কার্যাপু শ্রীতিমাগুয়ঃ

ইহা সর্গসোস্তমঃ ; অতএব গুণবাল্যবশত
 লবণসংযুক্ত দানই যোগিগণ প্রাণংসা করিয়া
 থাকেন । ব্রাহ্মণ, কত্রিহ, বৈশ্য, শূদ্র ও
 শ্রী যখন ইহাদিগের প্রাণ পৃথিবীতলে নীচ-
 মান হয়, তখন লবণদান কর্তব্য, তাহাতে
 বর্ণের আর উদ্ভাটিত হয় । ২১—৩১ ।

উনত্রিশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রিশ অধ্যায় ।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে গরুড় ! আমি
 সর্গদানের মধ্যে যাহা উত্তম দান, তাহা কহি-
 তোছি, শ্রবণ কর । এই দান সর্গদান মধ্যে
 স্রেষ্ঠ, পরমগোপ্য, দেবতাদিগকে দেওয়ার
 যোগ্য । কার্পাসই একটী মহাদান, ইহাই
 উত্তমোত্তম । এই দান করিলে কুঃস্বপ্ন ও
 স্বপ্নলোক প্রীতিলাভ করে । অশ্বা, ৫০০,
 ১০০০ ও দেবগণ ও অস্ত্রাদি ইত্যাদি দেব-

* ইত্যাদ্য দেবতাঃ সর্গে দানার্থে শ্রীতিমাগুয়ঃ
 কতিপয়বিধাঃ পাঠ্যঃ ।

দেহমেকং মহাদানং প্রেতোবরণং তথৈব ॥ ৩ ॥
 চিরং বসেদ্রুদ্রলোকে ততো রাজা ভগেনদিক ।
 রূপবান্ সুভগো বাগ্মী শ্রীমান্ভুলবিজ্ঞানঃ ।
 যমলোকং বিনির্জিত্য স্বর্গং তাক্ষ্য স গচ্ছতি
 গাং তিলান্শ্চ ক্ষিত্তিঃ হেম যো দদাতি বিজ্ঞানে
 তস্ত জন্মার্জিতঃ পাপঃ তৎকালাদেব নশ্বতি ॥ ৪ ॥
 তিসা গাংব্যঃ মহাদানং মহাপাতকনাশনম্ ।
 বিতীক্য দীপ্যক বিপ্রো নান্তবর্ণে বদাচন ॥ ৫ ॥
 কামিতং দীপ্যতে দানং তিসা গাংচ মেদিনী ।
 অস্তেবু নৈব বর্ণেন পোষ্যবর্ণে কদাচন ॥ ৬ ॥
 পোষ্যবর্ণে তথা শ্রীবু দানং দেহমকল্পিতম্ ।
 আতুরে বোপবাগে চ স্বয়ং দানং বিশিধ্যতে ।
 আতুরে দীপ্যতে দানং তৎকালে চোপাধিষ্ঠিত ॥ ৭ ॥
 জীবন্ত পুনর্জন্মপতিষ্ঠিত্যসংকৃতম্ ।

গণ সকলেই এই দানে পরিভূক্ত হইয়া থাকেন,
 প্রেতের উদ্ধারের নিমিত্ত মহাদান করিলে
 প্রেতের মুক্তি হয় ; দাতা চিরকাল ; রুদ্রলোকে
 বাস করিয়া রাজকুলে জন্মগ্রহণ করে । যে
 ব্যক্তি মহাদান করে, সে রূপবান, সৌভাগ্য-
 শালী, বাগ্মী, শ্রীমান ও অতুলবীৰ্য্যশালী হয়
 এবং সেই ব্যক্তি যমলোক পরিত্যাগ করিয়া
 স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি
 তিল, গো, ভূমি ও সুবর্ণ এই সকল ব্রাহ্মণকে
 দান করে, তাহার জন্মার্জিত পাপরাশি কণ-
 মায়ে বিনষ্ট হইয়া যায় । তিলদান ও গোদান
 এই সকলেই মহাদান । উক্ত মহাদান সকল
 মহাপাপ নাশ করে । উক্ত উত্তম দান
 ব্রাহ্মণকে দিতে হয়, কদাচ উক্ত দানদ্বয় অস্ত্র
 বর্ণে দিবে না । তিল, গো ও ভূমি এই সকল
 কল্পনা করিয়া ব্রাহ্মণকেই দিতে হইবে ।
 পোষ্যবর্ণ বা অস্ত্র কোন বর্ণকে এই সকল মহা-
 দান করিবে না । পোষ্যবর্ণ ও শ্রী ইত্য-
 াদিগকে অকল্পিত দান করিতে পারে । আতুরে
 ও গ্রহণকালে অশেষ দান করিবে । যাহা
 আতুরের বেহু সজীব থাকে, তাহাও তাহাকে
 দান করিবে । জীবনবহায় দান করিলে
 পুনরায় তাহা অবাধে উপাধিত হয় । আবার

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং যদ্ব্যক্তং বিকলেপ্রিয়ৈঃ ।
যচ্চাভ্যুদয়তে পুত্রস্তক দানমনস্ককম্ ।
অন্তো মদ্যাৎ স পুত্রো বা যাবজ্জীবত্যসৌ চিরম্
অতিবাঞ্ছন্য প্রেতো ভোগাংস্চ লভতে যতঃ ॥
পদাবক্ষে চ কাণে চ অর্দ্ধোন্নীলিতলোচনৈঃ ।
ভিলেযু দর্ভদংসারে দানভুক্তং তদক্ষয়ম্ ॥ ১১
ভিলা লোহং ত্রিগুণক কার্পাসং লবণং তথা ।
সপ্তধাতুং কিত্তির্গাণ এটেকং শাবনং শ্মৃতম্ ॥ ১২
লোহদানাদম্যমস্তম্যেকপদাংস্তিলদানপর্ণাৎ ।
লবণে দীপ্যমানে তু ন তস্য বিদ্যাতে যমাৎ ॥ ১৩
কার্পাসস্ত তু দানেন ন কুচেত্যো ভুং ভবেৎ
তারিফ্যন্ত নরঃ গাবস্ত্রিবিধাচ্চৈব পাতকাৎ ॥ ১৪
সকলৈশ্চ যমদূতান্চ যমরূপা বিজীযমাঃ * ।
সূর্যে তে বরদা বাস্তি সপ্তধাতুেন প্রীণিতাঃ ॥ ১৫
বিষ্ণোঃ শ্রবণমারোহ প্রাপ্যতে পরমা গতিঃ ।

এতৎ তে সর্বদাখ্যাতং মর্ত্যার্থা গতিরাপ্যতে ।
তস্যাং পুত্রঃ প্রশংসন্তি দদাতি পিতুরাজস্বা ।
ভূমিষ্ঠং পিতরং দৃষ্ট্বা অর্দ্ধোন্নীলিতলোচনম্ ॥ ১৭
ভূমিন্ কালে সূতো যন্ত সর্বদানানি দাপয়েৎ
গদাশাক্ষাণিশযোক্ত স পুত্রঃ কুলনন্দনঃ ॥ ১৮
যদানাকলিতচান্দো বিকলস্ত পিতৃস্তদা ।
পুত্রৈর্ঘোড়েন কর্তব্য্য পিতরং তারিফ্যন্তি তে ॥ ১৯
কিং মতেবহুভির্দাতৈঃ পিতুরম্বোষ্টিমাচরেৎ ।
অথমেধো মহাবজঃ কলাঃ নাহাতি বোভনীম্ ॥
ধর্ম্মাশ্বা স ন পুত্রো বৈ দেবৈরপি স পূজ্যতে ।
দাপয়েদ্যন্ত দানানি হাতুরং পিতরং ভূবি ॥ ২১
লোহদানক দাতব্যং ভূমিদুস্তেন পাণিনা ।
যমঃ ভীমক নাথোতি ন গচ্চেৎ তস্ত বৈশ্বানি
কুঠারো মুবলো দণ্ডঃ বজ্রাশ্চ ক্ষুরিকা তথা ।
এতানি যমদ্বন্দ্বেষু দৃষ্টানি পাপকর্ম্মণাম্ ॥ ২৩

এই বাক্য সত্য সত্য জানিবে । বিকলেপ্রিয়
ব্যক্তিকে যাঁহা দান করা যায় এবং যাঁহা দান
করিলে প্রীতি আনন্দময় করে, সেই দান
অনন্তকলপ্রদান করে । দানদার প্রেতের সুখ-
বৃদ্ধি হয়, অতএব যাবৎ পিতা জীবিত থাকে
তাবৎ সুপুত্র দান করিবে । যেকোন প্রেত
অতিবাহিক দেহ আশ্রয় করিয়া ভোগ করে ।
১-১০। পদ্ম, অম্ব, কাণ্ড ও অর্দ্ধোন্নীলিতলময়
ব্যক্তিগণকে কুলসহযোগে তিলদান অক্ষয়
কলপ্রদ । তিল, লোহ, ত্রিগুণ, কার্পাস, লবণ,
সপ্তধাতু, ভূমি, গো এই সকলের কোন একটি
বস্তু দান করিলেই প্রেত পবিত্র হইতে পারে ।
গোদান যজ্ঞাদিগকে ত্রিবিধ পাতক হইতে
পরিদ্ধাপ করিতে পারে । যম ও যমদূত
সকলে তাঁহার প্রতি প্রশংসা হইয়া বরপ্রদান
করে । ভূমি পিতৃলোককে উদ্ধারোচন
দেখিয়া বিষ্ণু শ্রবণপূর্বক সপ্তধাতু প্রা

করিলে তৎকণাৎ সেই পিতৃলোকের পরমা
গতি লাভ হয় । হে গরুড় ! এই আশি
তোমাকে মর্ত্যদিগের গতির বিষয় কীর্তন
করিলাম । এই নিমিত্তই পুত্রের এত প্রশংসা ।
আর যখন পিতৃলোককে ভূমিগত দেখিবে,
তখন সর্ববিধ বস্তু প্রদান করিবে । সেই দান
স্বাক্ষ অপেক্ষাও বিশিষ্ট কলজনক হয় ।
আর আত্মরের দ্বারা স্থান হইতে চলিত হই-
লেই দানকর্মে প্রবৃত্ত হইবে । এইরূপ করিলে
পিতৃলোকের পরিদ্ধাপ হয় । অস্ত্র নানা-
বিধ দানে কি প্রয়োজন ? পিতার অম্বোষ্টি
আচরণ করিবে ; তাহাতে যেমন পুণ্যসঞ্চয়
হয়, অথমেই মহাবজ্র তাহার বোভনীম্ কল
প্রদান করিতে পারে না । ১১-২০ । যে পুত্র
উক্তরূপ দান করে, দেবগণ সেই ধর্ম্মাশ্বকে
পূজা করিয়া থাকেন । যে পুত্র আত্মর পিতার
উদ্দেশে দান করিতে ইচ্ছা করে, সে লোহ-
দান করিবে । এই দানের সময় ভূমিতে হস্ত-
সংযোগ করিয়া দান করিতে হইবে ! যম-
কালে দান করিলে সেই ব্যক্তি যমের পর
ভীমাকার যমকে দেখিতে পার না এবং
যমপুরে গমন করে না । কুঠার, মুবল,

* হেমদানাতঃ সুখং শর্গে ভূমিদানাদুপো ভবেৎ
হেমভূমিপ্রদানাত্ত ন শীত্বে নরকে ভবেৎ ॥
সূর্য্যপি যমদূতান্চ যমরূপাভিভীষমাঃ ।
কচিত্তদম্যধিকঃ পাঠঃ ।

অসামান্য দানস্বৰ্গায়াতুরে নদেৎ ।
 যমায়ুধানাং সন্তুষ্টো দানমেতদুদাহৃতম্ ॥ ২৪
 গৰ্ভহাঃ শিশবেণ যে চ যুৱানঃ স্থবিৰাশুত্বা ।
 এতিৰ্গানবিশেষৈশ্চ নিৰ্দ্ধেয়ঃ স্বপাতকম্ ॥ ২৫
 ছুৰিণঃ জ্ঞানশবলাঃ বণামৰ্কা উজ্জৱাঃ ।
 শবলাঃ জ্ঞানমূৰ্তা য় লোহনানেন প্রীণিতাঃ ॥ ২৬
 পুত্রাঃ পৌত্রাসুত্বা বন্ধুঃ সগোত্রাঃ স্নেহনসুত্বা ।
 নমন্তে নাতুরে দানং ব্রহ্মৈশ্চ সমা বি তে ॥ ২৭
 শকুন্তিলিখিতশ্চ শূন্য তস্ত চ যা গতিঃ ।
 অতিবাহঃ পুনঃ প্রেত্য বৰ্ষোৰ্দ্ধঃ স্কৃতঃ সন্তেৎ
 অতিব্রহ্ম জ্যেষ্ঠো লোকোহুযো বেদোহুযোহুযাঃ ।
 কালব্রহ্ম জিসজ্যক জ্যেষ্ঠো বর্ণাহুযজ্ঞয়ঃ ॥ ২৮
 পাদান্দো চ কটিঃ যাবৎ তাবৎস্বৰ্গাধিষ্ঠিত্তি ।
 জীবাত যাবৎকিৰ্ণিত্তেঃ শরীরে মমুজ্ঞস্ত চ ॥ ৩০
 যতকে তিষ্ঠতীশানো ব্যক্তাব্যক্তো মহেশ্বরঃ ।

দত্ত, ধন্য, ছুরিকা এই সকল যমের অঙ্গ,
 এই সকল অঙ্গ পাণকর্ম্মাদিগের নিগ্রহ করে;
 অতএব আতুরের পরমোকার্থ লৌক্যদান
 করিবে। যমের অঙ্গ সকলের তুষ্টির নিমিত্ত
 পূৰ্ব্বোক্ত দান সকল কথিত হইল। গৰ্ভহ
 শিত, যুবা ও বৃদ্ধ সকলেই উক্ত দান দ্বারা
 পাণরাশি দক্ষ করিয়া থাকে। আর ছুরিণ,
 জ্ঞানশবল, বণ, অমর্ক, উজ্জৱ, শবল, জ্ঞান
 মূর্ত প্রভৃতি সমকিঙ্করগণ লৌক্যদানে সন্তুষ্ট
 হইয়া থাকে। পুত্র, পৌত্র, বন্ধু, সগোত্র,
 স্নেহ ও শ্রী ইহারা আতুরের পরমোকার্থ দান
 করিবে; কিন্তু যাহারা ব্রহ্মঘাতী, তাহারা
 কোমরুপ দান করিতে পারিবে না। ভূমি-
 গুপ্ত ব্যক্তির মরণ হইলে তাহার যে গতি হয়,
 জ্ঞাপন করে। প্রেত আদিবাহিক দেহে বর্ষ-
 কাল অতীত হইলে পুনর্জন্ম স্কৃতিলভ্য
 করিবে। তিন অঙ্গ, তিন লোক, তিন বেদ,
 তিন দেব, তিন কাল, তিন সন্ধ্যা, তিন বর্ণ
 এবং তিনটীই শক্তি দৃষ্ট হয়। পাদে কটি
 কটিপৰ্য্যন্ত ব্রহ্মা অধিষ্ঠান করেন, নাতি হইতে
 জীব পৰ্য্যন্ত মাহুৰ শরীরে হরির অবস্থান
 থাকে, যতকে ক্রম বাস করেন। ২১—৩০।

এ মূর্তেহুযো ভাগা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ ॥ ৩১
 অহং প্রাণঃ শরীরশ্চো ভূতশ্চামচতুর্দেহে ।
 প্রাণধর্ম্মে মতিঃ সন্ধ্যাৎ সুখহৃৎখে কৃতাক্তে ॥ ৩২
 জন্তে বুদ্ধিঃ সমাহার পূৰ্ব্বকর্ম্মাধিবাসিতাম্ ॥
 অর্গে চ নরকে মোক্ষঃ প্রযান্তি প্রাণিনো জবম্
 স্বর্গহঃ নরকহঃ বা শ্রদ্ধে বাপায়নং তেনেৎ ।
 ত্র্যম্বজ্ঞানানি কুসীত জিবিধানি বিচক্ষণঃ ॥ ৩৪
 মংস্তঃ কুর্শ্বক বরাহঃ নারসিংহক বামনম্ ।
 রামঃ রামক কৃষ্ণক বৃদ্ধকৈব সর্ককঃম্ ।
 এতানি দশ নামানি শ্রবণানি সদা বৃত্তেঃ ॥ ৩৫
 স্বর্গঃ জীবাঃ সুখঃ যান্তি চূতাঃ স্বর্গাচ্চ মানবাঃ
 লক্ষ্য পুংক বিহক দধা-দাক্ষিণ্য-স দূতাঃ ।
 পুত্র-পৌত্রৈর্বনৈরাঢ়া জবেয়ঃ শরদাৎ নতম্ ॥

মহেশ্বর ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে জীবের যতকে
 বাস করিয়া থাকেন। এই রূপে এক-
 মূর্তিরই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই জিবিধ
 বিভেদ জানিবে। হে গরুড়! আমিই ব্রহ্ম-
 গণের শরীরই প্রাণের এবং ভূতচতুর্দেহের
 অধিপতি। আমিই প্রাণিগণকে বর্ষাধর্ম্মে
 মতিপ্রদান করি এবং আমিই সুখহৃৎখের
 নিধাতা। আমিই জন্তগণের বুদ্ধি আশ্রয়
 করিয়া পূৰ্ব্বকর্ম্মাঙ্গসারে কলপ্রদান করি।
 প্রাণিসকল, স্বর্গ, মোক্ষ অথবা নরকভোগ
 করে, তাহাদিগের মধ্যে যাহারা স্বর্গহ ও
 নরকহ, তাহাদিগের আচ্ছাদিত্তি হয়;
 অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি পিতৃগণের উদ্দেশে
 শ্রদ্ধা করিবে। মংস্ত, কুর্শ্ব, বরাহ, নৃসিংহ,
 বামন, জীৱায়, পরশুরাম, কৃষ্ণ, বৃদ্ধ ও
 কদী পণ্ডিতগণ সর্বদা এই দশ নাম
 শ্রবণ করিবেন। যে উক্ত দশ নাম
 শ্রবণ করে, সেই মানব স্বর্গে বাস করে,
 এবং স্বর্গভূত হইয়া পুনরায় মাহুৰযোনি
 প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ মানব বহুবিধ লাভ
 করিয়া পরম সুখভোগপূৰ্ব্বক দধাদাক্ষিণ্যাদি

০ অহমের তথা জীবান প্রেরয়ামি চ কর্ণম্ ॥
 হৃদিতমধিক্য পাঠঃ ।

আতুরে চ দদেদানং বিষ্ণুপূজাং কারয়েৎ ।
 অষ্টোক্ষং তথা মন্ত্রং জপেদ্য বাণশাক্ষরম্ ॥ ৩৭
 পুজয়েচ্ছূকপুটপেচ নৈবেদ্যৈঃ স্তুতপাচকৈঃ ।
 তথা গঠৈশ্চ ধূপৈশ্চ স্তুতি-স্মৃতি-বনুদিতৈঃ ॥ ৩৮
 বিষ্ণুর্দাতা পিতা বিষ্ণুর্বিষ্ণুঃ স্বজনবান্ধবঃ ।
 যত্র বিষ্ণুঃ ন পশ্যামি তেন বাসেন কিং মম ॥ ৩৯
 জলে বিষ্ণুঃ স্থলে বিষ্ণুঃ বিষ্ণুঃ পরীতমস্তকে ।
 জালাখালকূলে বিষ্ণুঃ সর্বঃ বিষ্ণুশব্দঃ সগাৎ ॥
 বহুমাণো বহু পৃথ্বী বহুঃ দর্ভো বহুঃ তিলাঃ ।
 বহুঃ গাভো বহুঃ রাজা বহুঃ বায়ুর্বহুঃ প্রজাঃ ॥ ৪০
 বহুঃ হেম বহুঃ ধাতুঃ বহুঃ মধু বহুঃ ঘৃতম্ ।
 বহুঃ বিপ্র বহুঃ দেবঃ বহুঃ শত্ৰুশ্চ কুর্ভুযঃ ॥ ৪১
 অহং দাতা অহং গ্রাহী অহং যজ্ঞা অহং ক্রতুঃ
 অহং হর্তা অহং ধর্মো অহং মনো হহং জলম্ ॥

সদৃশসম্পদ ইহ; পূজ্যশৌভবমবিত্ত হইয়া
 নতবৎসর জীবিত থাকে। আতুরের মরণ
 নিশ্চয় হইলে বিষ্ণুপূজা করিয়া অষ্টোক্ষ বা
 বাণশাক্ষর বিষ্ণুর মহামন্ত্র জপ করিবে। শুক-
 পুষ্প স্তুতাপ্ত নৈবেদ্য, গন্ধ ও ধূপদ্বারা বিষ্ণুর
 পূজা করিয়া পুনঃপুনঃ স্তুতিস্তুত পাঠপূর্বক
 স্তব করিবে। বিষ্ণু মাতা, বিষ্ণু পিতা, বহু-
 বান্ধব সকলই বিষ্ণু; অতএব যে স্থানে
 বিষ্ণুকে দোষিত পাই না, সেই স্থানের কোন
 প্রয়োজন নাই। জলে স্থলে পরীতমস্তকে
 সর্বত্রই বিষ্ণু বিদ্যমান আছেন; জালাখাল-
 কূল স্থানেও বিষ্ণু আছেন; সর্বত্রই বিষ্ণু
 রহিয়াছেন, সমস্ত জগৎই বিষ্ণুময় আনিবে।
 ৩১—৪০। হে গরুড়! আমরা জন,
 আমরা পৃথিবী, আমরা দর্ভ, আমরা তিল,
 আমরা গো, আমরা রাজা, আমরা বায়ু,
 আমরাই প্রজা। আমরা বর্ণ, আমরা ধাতু,
 আমরা মধু, আমরা ঘৃত, আমরা জ্ঞান,
 আমরা দেবতা, আমরা শত্রুক, আমরাই
 কুর্লোক, আমরাই কুবল্লোক। আমি দাতা,
 আমি গ্রাহী, আমি যজ্ঞী, আমি বহু, আমি
 হর্তা, আমি হর্তা, আমি ধর্ম, আমিই ক্রতু।

ধর্মার্থে মতিং দদ্যাৎ কৰ্ম্মতিষ্ঠন্ত ততাত্তৈঃ ।
 যৎ কৰ্ম্ম ক্রিয়তে কাপি পূৰ্ণজন্মার্জিতং যথা ॥ ৪৪
 ধর্মো মতিমহং দদ্যামধর্মোহপাহমেব চ ।
 দাতন্যং কুরুতে মোহপি ধর্মো মতিং
 দদ্যামহম্ ॥ ৪৫
 মনুজানাং হিতং ত্যক্ত্য অস্তে বৈতরণী শূতা ।
 তদ্ব্যবসৃত্য পাপৌঘং বিকুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৪৬
 বালদেব যচ্চ কোমারে যচ্চ পরিপতৌ চ যৎ ।
 সর্গাবহাকৃতং পাপং যচ্চ জন্মান্তরেহপি ॥ ৪৭
 যত্রিশারাং তথা প্রাতঃকাল্যাপরাহ্নয়োঃ ।
 সন্ধ্যারোহে কৃতং কৰ্ম্ম কৰ্ম্মণা মনসা শিলা ॥ ৪৮
 দদ্য বরাং সৰ্বদপি কপিলাঃ সৰ্বকামিকাম্ ।
 উত্তরেদন্তকালে স আত্মানং পাপসকলম্ ॥ ৪৯
 গাভো মমাগ্রহঃ সন্ত পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বতস্তথা ।
 গাভো মে হৃদয়ে সন্ত গবাং মধো বনাম্যহম্ ॥ ৫০
 যা লক্ষ্মীঃ সর্বভূতানাং যা চ দেবে ব্যবহিতা ।

হে গগ! আমি ধর্মার্থে মতিপ্রদান করি,
 আমি জন্তুগণকে ততাত্ত কৰ্ম্মে নিবৃত্ত করিয়া
 থাকি। যে ব্যক্তি যে স্থানে পূর্ণার্জিত কৰ্ম্ম
 করে, আমিই তাহার বিধানকর্তা। ধর্মো যে
 জীবের চিন্তা হয়, আমিই তাহার কর্তা। অধর্ম
 কৰ্ম্ম করিলে যম সেই অধর্মিককে দাতনা-
 প্রদান করেন, আমি ধর্মিককে মতিপ্রদান
 করি। হে গরুড়! মনুষ্যের হিতসাধনের
 নিমিত্ত বৈতরণী নদী আছে, জীবগণ ঐ
 নদীতে পাপকালন করিয়া বিকুলোকে গমন
 করে। বালো, যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে য'চ
 কিছু পাপকৰ্ম্ম করে, পুণ্যবহাতে অথবা
 জন্মান্তরে যে পাপ করিয়া থাকে, নিশাকালে,
 প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নকালে, অপরাহ্নে এবং
 সন্ধ্যাবেলায় কামেনোবাৎক্যে যে যে পাপ করে,
 সর্বকামপ্রদা কপিলা প্রদান করিলে সেই সকল
 পাপ হইতে আত্মাকে উদ্ধৃত করিতে পারে।
 গো সকল আমার অগ্রে ও পৃষ্ঠে বিদ্যমান,
 গো আমার হৃদয়ে রহিয়াছে, আমি গোমধ্যে
 বাস করিয়া থাকি। যিনি সর্বভূতের লক্ষী-

ধেহুৰূপেণ স দেবী মম পাপং ব্যপোহতু । ৪১

ইতি শ্রীগুরুভ্যে মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ-
গুরুভ্যঃসংবাদে বিবিধদানপ্রশংসাকীৰ্ত্তনং
নাম ত্রিংশোহধ্যায়ঃ । ৩০ ।

একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীবিষ্ণুস্তবঃ ।

যে নরাঃ পাপসংযুক্তান্তে গচ্ছন্তি বমালয়ম্ ।
মুখাং মৎসাকিকং দন্তমনস্তকলদং ভবেৎ । ১
পানকস্ত প্রমাণ্যাকং স্বর্গে তিষ্ঠতি কৃমিদঃ ।
অদ্বারচাশ্চ তে যাস্তি দদতে যে চাপ্যনহৌ । ২
জাতপে শ্রমযোগেণ ন দদ্যন্ত চ কুত্রচিৎ ।
হুতদানেন বৈ শ্রেষ্ঠা দিচরন্তি সুখং পথি । ৩
যদুদ্বিষ্ট দদাত্যনং তেন চাপ্যায়িতো ভবেৎ । ৪
অদ্বকারে মহাঘোরে অমূর্তে লক্ষ্যবর্জিতে ।

ধরুপা, যিনি সর্বদেবে অবস্থিতি করেন,
সেই দেবী ধেহুরূপে আমার পাপবিনাশ
করুন । ৪১—৪১ ।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩০ ।

একত্রিংশ অধ্যায় ।

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—যে সকল মনুষ্য
পাপাচরণে নিযুক্ত আছে, তাহারা বমালয়ে
গমন করে; তাহারা যদি অদ্বকালে গোদান
করে, তবে অনন্তফল হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি
যতপাদ ভূমিদান করে, সে ততবর্ষ স্বর্গে বাস
করিতে পারে । যে ব্যক্তি উপানহদয় প্রদান
করে, সে অবারোহণে গমন করিয়া থাকে ।
পাপাত্মারা যমলোকে গমন করিয়া রৌদ্রে
পরিভ্রান্ত ও দহ হইয়া, কিন্তু হুতদান করিলে
সে পরম সুখে গমন করে । মৃত ব্যক্তির
উদ্দেশে অন্নদান করিলে সেই অন্নদাতা শ্রেষ্ঠ
আপায়িত হয় । শ্রেষ্ঠের উদ্দেশে দীপদান

উদ্দেশ্যেভৈনব যে যাস্তি দীপদানেন মানবাঃ । ৫
আশ্বিনে কার্ত্তিকে বাপি মাঘে দ্ব্যধিবাষপি ।
চতুর্দশ্যাক দীয়েত দীপদানং সুখায় ৭ । ৬
প্রত্যহক প্রদাতব্যং মার্গে সুবিধয়ে নরৈঃ ।
যাবৎ সংবৎসরং বাপি শ্রেষ্ঠস্ত সুখতিপদয়া ৭
কুসে দ্যোতিতি তদ্বাস্ত প্রকাশয়ঃ স গচ্ছতি ।
জ্যোতির্দ্যোহসৌ পজ্যোহসৌ দীপদান-

প্রদো নরঃ । ৮

প্রাকুখোদযুখং দীপং দেবাগারে বিজাতবে ।
কুর্ধ্যাদ্বাষাযুখং পিজে অস্তিঃ সঙ্করা শুধিবম্ । ১০
সর্কোপহারযুক্তানি পদান্তত্র ত্রয়োদশ ।
যো দদতি মৃতস্তেজ জীবনপ্যাক্ষতেবে ।
স গচ্ছতি মহামার্গে মহাকষ্টেবিবর্জিতঃ । ১০
আসনং ভোজনং ভোজ্যং দীয়েত যাদ্বিজাতয়ে
সুধেন ভুঞ্জমানস্ত তেন গচ্ছত্যলং পথি । ১১
কমণ্ডলুপ্রদানেন ভূষিতঃ পিষতে জনম্ । ১২

করিলে মহাঘোরতর অদ্বকারপূর্ণ প্রাণিবর্জিত
লক্ষ্যশূন্য স্থানে আলোকে গমন করিতে
পারে । আশ্বিন, কার্ত্তিক বা মাঘমাসে যাহা-
দিগের মৃত্যু হয়, তাহারা পরলোকহিতার্থে চতু-
র্দশীতে দীপদান করিবে । প্রতিদিন শ্রেষ্ঠ-
মার্গে দীপদান করিবে । এইরূপে শ্রেষ্ঠের
সুখলাভদানসে সংবৎসর প্রদীপ প্রদান
করিতে হয় । উক্ত প্রকারে দীপদান করিলে
শ্রেষ্ঠ বিভক্তাত্মা হইয়া প্রকাশিত শ্রেষ্ঠমার্গে
গমন করিতে পারে । দীপদানরত মনুষ্য
জ্যোতিষ্কগণের পূজিত হয় । জীবদবস্থায়
আপনার হিতার্থ দেব-তিজগণের আশ্রয়ে
পূরুষ্মখে অথবা উত্তরমুখে যে ব্যক্তি দীপদান
করে, আর শ্রেষ্ঠের হিতার্থ দক্ষিণমুখে বসিয়া
জলদ্বারা সংকল্পপূর্বক নিরুচিত্তে সর্কোপহার-
যুক্ত পদদান করে সে সর্কভ্রংশযুক্ত হইয়া
মহামার্গে সুখে গমন করিতে পারে ১—১০ ।
আসন, ভোজন ও ভোজ্যদ্রব্য যাদ্বগকে
প্রদান করিলে ভোজন করিতে কার্য্যকর মন-
পথে সুখে গমন করে । শ্রেষ্ঠের উদ্দেশে

ভোজনঃ বস্ত্রদানঞ্চ কুমুদপাণ্ডুলৌকিকম্ ।
 একাদশাহে দাতব্যঃ প্রত্যেকদ্বয়ং তে ১০
 অয়োদশ পদানীখঃ প্রত্যেক শুভমিচ্ছতা ।
 দাতব্যানি যথাপিত্বা প্রত্যেকোহসৌ
 স্ত্রীপিত্তোত্তবে ১৪
 ভোজনানি তিলাশৈব উৎকৃষ্টাঃ স্নেহোদয় ।
 মুদ্রিকাঃ বস্ত্রদ্বয়ঞ্চ তথা দাতব্য গতিম্ * ১৫
 ঘোষণং নারঃ গজঃ বাপি জ্ঞানেন প্রতিপাদয়েৎ
 স মহিষোহুহুসায়েণ তত্ত্বং পুণ্ড্রপাপুতে ১৬
 নানালোকান বিচরতি মহিষীক দদতি যঃ ।
 যমবাহুঃ বা মাতা মহিষী পুণ্ড্রগতিপ্রদা ১৭
 ভাস্করঃ কুমুদঃ বেগঃ বায়ানাং হর্ববর্দ্ধনম্ ।
 তেন সম্প্রীণিতাঃ সর্বে তস্মিন্ ক্লেশঃ ন কুর্যতে
 গো-কু-তিল-হিরণ্যানি দানাত্মকঃ যশস্তিতঃ ১৮

মৃতোদ্যোতেন বা দদ্যাজ্জপাতঞ্চ মুদ্রয়ম্ ।
 উদপাতসহস্রঞ্চ কলমাপ্রোক্তি মানবঃ ২০
 যমদূত্য মণ্ডারোদ্রাঃ কবীলাঃ কৃষ্ণপিঙ্গলাঃ ।
 ন ভীষয়ন্তি তং বায়া বস্ত্রদানে কৃতে সতি ২১
 মার্গে হি গচ্ছমানস্ত ত্বর্কাতঃ অমণীভিতঃ ।
 ঘটায়দানযোগেন সুখী ভবতি নিশ্চিতম্ * ২২
 শয্যা দক্ষিণদা বৃক্ষা আয়ুধাধরসংযুতা ।
 তৈষ্যঃ স্ত্রীপাতিনা যুক্তা দেহা বিপ্রায় স্বর্ণমে ।
 তথা প্রেতবৃক্ষোহসৌ যোগতে স্তব্দৈবতৈঃ
 এতন্তে কথিতঃ তর্কা দানমন্তোষ্টিকর্ষজম্ ।
 অধুনা কথয়িষ্যেহমন্তদেহপ্রবেশনম্ ২৩
 জাতস্ত্র যুত্যালোকৈকৈব প্রাণিনো যমপং প্রবম্ ।
 মৃতঃ কুখ্যাৎ স্বর্গমর্হেৎ যান্ততে চ পরন্তপ ২৪
 পূর্বকালে মৃতানাক প্রাণিনাক যোগেশ্বর ।

কমণ্ডলুপ্রদান করিলে সেই প্রেত যমপুরে
 তুষিত হইয়া জলপান করিতে পারে ।
 ভোজনদান, অন্নদান, পুষ্পদান ও অঙ্গুরীয়দান
 করিবে । প্রেতের শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি একা-
 দশাহে উক্ত অয়োদশ প্রকার জব্য প্রদান
 করিবে, তাহাতে প্রেত পরমগতি লাভ করে ।
 প্রেতের উদ্দেশে যথাপিত্তি দান করিবে,
 তাহাতে সেই প্রেত পরিতুষ্ট থাকে ।
 ভোজনপাত্র, অয়োদশ কুট, মুদ্রা, বস্ত্রদ্বয়, হস্ত,
 উপানয়নগল এবং অঘ, বধ অথবা হস্তীও
 জ্ঞানকে প্রদান করিবে । যাহার উদ্দেশে
 মহিষী দান করে, সে বীর বাহাব্যাহুসারে
 বিবিধ সুখভোগ করিতে করিতে নানালোকে
 বিচরণ করিতে থাকে । মহিষী যমবাহনের
 জননী ; সে উৎকৃষ্ট গতিপ্রদান করে । ভাস্কর
 ও পুষ্পপ্রদান করিলে যমদূতদিগের স্ত্রীতিবৃদ্ধি
 হয় । ভাস্কর ও পুষ্পদানদ্বারা যমদূতেরা সন্তুষ্ট
 হইয়া প্রেতকে ক্লেশপ্রদান করে না ; অতএব

নিজ শক্তি অল্পসারে গো, কুনি, তিল,
 হিরণ্যাদি বিবিধ জব্য দান করিবে । যে ব্যক্তি
 মৃতের উদ্দেশে মুদ্রা জলপাত্র প্রদান করে,
 সে সহস্র উৎকৃষ্টপাত্রদানের কল পাইয়া থাকে ।
 ১১—২০ । যমদূতগণ মহাত্মকর, বিকৃতরূপ
 কৃষ্ণপিঙ্গললোচন । যাহার উদ্দেশে বস্ত্রদান
 করা যায়, তাহাকে উক্ত যমদূতগণ ভয়প্রদর্শন
 করিতে পারে না । ঘটদান ও অন্নদান করিলে
 মহামার্গে গমনকালে ত্বর্কাত ও অমণীভিত
 হইলেও সে সুখী হইয়া থাকে । প্রেতের
 উদ্দেশে আচ্ছাদন ও উপাধানাদি সজ্জিত
 শয্যা এবং স্বর্ণনির্মিত বিকুমুতি জাকনকে
 প্রদান করিলে সেই শয্যাদানকালে প্রেতও
 হইতে মুক্ত হইয়া দেবগণের সহিত স্ত্রীভা
 করিতে পারে । যে গরুড় এই পর্য্যন্ত
 প্রেতের অস্তোষ্টিকর্ষ করিলাম, অতঃপর
 কিরূপে মৃত্যু জীবের দেহে প্রবেশ করে, তাহা
 বলিতেছি । হে যোগেশ্বর ! এই মর্ত্যালোকে
 জাত জন্তুজাতের মরণ হইয়া থাকে । অতএব
 স্বর্গমুখ অল্পসারে মৃত ব্যক্তির আত্মাদি কণ্ঠ

* এতাবতঃ পদার্থা হি প্রত্যেকোদ্যোতেন দাপয়েৎ
 যুযোৎসর্গে কৃতে তর্কা প্রত্যেকো দাতব্য
 পদার্থ গতিম্ ।
 কতিদধমধিকঃ পাঠঃ ।

* শয্যা তুলীপটবৃত্তা দদ্যাদেবদেহজাতয়ে ।
 কতিদধমধিকঃ পাঠঃ ।

স্বস্বীকৃত্য হনৌ বায়ুনির্গচ্ছত্যাস্তমণ্ডলাৎ । ২৬
 নবদ্বারৈ হোমতিষ্ঠ জনানাং তালুগজ্জকে ।
 পাপিষ্ঠানামপানেন জীবো নিষ্ক্রান্তি এবম্ ৷ ২৭
 শরীরক পতেৎ পশ্চাৎনির্গতে যকৃতীকরে ।
 বাতাহতঃ পততোব নিরাধারো যথা ক্রমঃ ৷ ২৮
 পৃথিব্যাং লীয়তে পৃথ্বী আপটৈশ্চব তথাপুং চ ।
 তেজঃস্তজ্জসি লীয়তে সমীরণঃ সমীরণে ।
 আকাশে চ তথাকশঃ সর্বব্যাপী চ শব্দরে ৷ ২৯
 তত্র কামস্তথা ক্রোধঃ কামে পকেশ্রিয়ঃপি চ ।
 এতে তাক্য সমাধা হা দেহে তিষ্ঠন্তি তত্ত্বরাঃ
 কামঃ ক্রোধো হৃহত্বারো মনস্তজৈব নায়কঃ ।
 সংহারটৈশ্চব কালোহমঃ পুণ্য-পাপসমমিতঃ ৷ ৩০
 জগতস্তত্ত্বরপত্ত নিশ্চিহ্নঃ সেন কৰ্মণা ।
 পুনর্দেহান্তরং যাতি পুরুটৈহুর্দৈতনরঃ ৷ ৩১
 পকেশ্রিয়সমাবুজঃ সকলৈর্বিষয়ৈঃ সহ ।
 প্রবিশেৎ স নবঃ দেহং গৃহে দৃষ্টে যথা গৃহী ৷ ৩২

করিতে । প্রাণিগণ মরণান্তে স্বস্বীকৃত বায়ু
 হইয়া তাহার গলদেশ হইতে নির্গত হয় ।
 দেহের কণ, নাসা প্রভৃতি নবদ্বার, হোমকূপ ও
 তালুগজ্জকোণ প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়া
 থাকে । বায়ুর সহিতই জীব দেহ হইতে
 নিষ্ক্রান্ত হয় । যাহারা পানী, তাহাদিগের
 অপানবায়ুর সহিত জীব নির্গত হইয়া যায় ।
 দেহ হইতে জীব বহির্গত হইলে শবমাজ
 পতিত থাকে । জীব বহির্গত হইলে দেহ হির-
 মূল তরুর স্থায় পতিত হয় । তখন শারীরিক
 পক্কত্বও স্ব স্ব কারণে (পৃথিবীতে পৃথিবী,
 জলে জল, ভেজে তেজ, বায়ুতে বায়ু এবং
 আকাশে আকাশ) বিলীন হইয়া থাকে ;
 সেই সর্বব্যাপী আত্মাও শব্দরে বিলীন হইয়া
 যায় । যে গুরু । কামাদি পঞ্চ এবং ইন্দ্রিয়
 পঞ্চ ইহার দেহমধ্যে তত্ত্বরের স্থায় অবস্থিতি
 করে । ২১—৩০ । মনই কাম, ক্রোধ ও অহ-
 কার ইত্যাদিগের নায়ক । কাল পাপপুণ্যজ-
 নারে সকলকে সংহার করিয়া থাকে । স্ব স্ব
 কৰ্ম্ম দ্বারা জগতের স্বরূপ নিশ্চিত হয় । জীব
 পুরুট হুত্বাহুসারে দেহমধ্যে প্রবেশ করে ।

শরীরে যে সমাসীনা সমস্তদেং সৰ্বদেহিনাম্ ।
 বাটকৌশিকে হুং কামো মাতাপিত্যোশ্চ
 ধাতবঃ ৷ ৩৩
 সমস্তদেহান্তর্গতাক্য সর্বো বাতাস্ত দেহিনাম্ ।
 মূঃ পুরীষঃ তদ্যোগা যে চাস্তে বায়বস্তথা ।
 অস্থি শুক্রঃ তথা স্নায়ু দেহেন সহ দৃষ্টতে ।
 এষ তে কথিতস্তাক্য বিনাশঃ সর্বদেহিনাম্ ।
 কথ্যামি পুনস্তেযাং শরীরক যথা ভবেৎ ।
 একস্তম্ভঃ স্নায়ুবকঃ স্তৃণাশ্রয়সমুদ্ভূতম্ ৷ ৩৪
 ইন্দ্রিয়ৈশ্চ সমাবুজঃ নবদ্বারঃ শরীরকম্ ।
 বিষয়ৈশ্চ সমাক্রান্তঃ কাম-ক্রোধসমাকুলম্ ৷ ৩৫
 রাগ-দেহসমাকীর্ণঃ তুকাহুর্গমুহুস্তরম্ ।
 লোভজালসমাবুজঃ পুরঃ পুরুষসংজিতম্ * ৷ ৩৬
 এতদ্বশমসমাবুজঃ শরীরঃ সর্বদেহিনাম্ ।
 তিষ্ঠন্তি দেবতাঃ সর্বা ভুবনানি চতুর্দশ ৷ ৩৭

গৃহী যেমন পুরাতন গৃহ দখ হইলে নতুন গৃহে
 প্রবেশ করে, জীবও সেইরূপ পকেশ্রিয়সমাবুজ
 ও সকল বিষয়সহ দেহে প্রবিষ্ট হয় । মূত্র,
 পুরীষ, স্নেহা, মজ্জা, মাংস, হেদ প্রভৃতি এবং
 বাতপিত্তাদি দোষহেতু নানাবিধ ব্যাধি উৎপন্ন
 হয় । অস্থি, শুক্র, স্নায়ু এবং অস্ত্রান্ত যে
 সকল দাতু শরীরমধ্যে বর্তমান আছে, তৎ-
 সমস্তই দেহের সহিত দখ হইয়া যায় । যে
 গুরু । এই তোমার নিকট দেহিগণের সা-
 দৃশ্য কহিলাম, এক্ষণে পুনরায় তাহাদিগের
 শরীর ক্রিয়, তাহা বলিতেছি । দেহাদিগের
 শরীর একস্তম্বরূপ স্নায়ুদ্বারা বদ্ধ, স্তৃণাশ্রয় দ্বারা
 বিদূষিত, ইন্দ্রিয়সমূহে সমাবুজ, নবদ্বারাবিশিষ্ট,
 বিষয়স্পৃহাদ্বারা সমাক্রান্ত, কামক্রোধসমাকুল,
 রাগদেহসমাকীর্ণ, লোভজালে পরিচ্ছিন্ন, মোহ-
 বশে বেষ্টিত । যাবতীয় দেহিগণেরই শরীর এই
 সকল ভাবে সমাবুজ জানিবে । এই শরীর-
 মধ্যে যাবতীয় দেবতা ও চতুর্দশ ভুবন বিদ

* স্তম্ভকঃ স্নায়বঃ চৈব চেতনাবিধিতঃ পুণম
 বাটকৌশিকসমুৎপন্নঃ পুরঃ পুরুষসংজিতম্
 কচিদমেধিকঃ পাঠ

আত্মানং যে ন জানন্তি তে নরাঃ পশবঃ স্মৃতাঃ
এবমেতন্ন্যথাখ্যাতং শরীরং তে চতুর্বিধম্ * ৪১
৫০ শীতিলক্ষণাণি নির্মিতা যোনয়ঃ পুরা।

উষ্ণিকঃ কেমজাশ্চিব অণ্ডজাশ্চ জরাযুজাঃ ৪২

শি শ্রীগারুড় মহাপুরাণে উল্লংগণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ-
গরুড়সংবাদে বিবিধলানপ্রশংসাকথনং
নাম একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ৩১।

ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

ভাষ্য উবাচ ।

কথং পুনর্যন্তে জন্তুর্ভূতগ্রামে চতুর্বিধে ।
যচা বক্তব্যং তথা মাসং যেনো যজ্ঞাশ্চ জীবিতম্
পানিপানৌ তথা গৃহং জিহ্বা কেশা নখাঃ শিরঃ
সন্ধিসার্গাশ্চ বহুশো রেখা নৈকনিধাতুখা ২
কামকোমৌ ভরং লজ্জা মানো হর্ষঃ সুখানুখম্

মান রহিয়াছে! যে সকল ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব
জ্ঞাত নহে, তাহার পতনশ্রী। হে গরুড়!
এই তোমার নিকট চতুর্বিধ শরীর কণন করি
লাম। আমি পূর্বে চতুর্বিধীভিন্নক শরীর
স্থলন করিয়াছি। জীবগণ কেমজ, উষ্ণিক,
অণ্ডজ ও জরাযুজ-ভেদে চতুর্বিধ। হে অনন্স!
তুমি বাহ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎসমস্তই
কীর্তন করিলাম। ৩১—৪২।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ৩১।

ত্রিংশ অধ্যায় ।

গরুড় বলিলেন,—ভগবন! কিরূপে ভূত-
চতুর্বিধে জন্তু উৎপন্ন হয়; চর্ম, বস্ত্র, মাস,
মেদ, যজ্ঞা, অস্থি ও জীবন এই সকলই বা কি
প্রকারে উৎপন্ন হয়? হস্ত, পদ জিহ্বা, গৃহ,
কেশ, নখ, শিরঃ, সন্ধিসার্গ এক দেহগত

চিহ্নিতং ছিদ্ৰিতং বাপি নানাভালেণ বেষ্টিতম্
ইন্দ্রজালমিদং যন্ত্রে সংসারেহসারগাগরে।

কর্তা কোহত্র হযৌকেশ সংসারে কুঃখসঙ্কুলে ৪৩
শ্রীবিষ্ণুকবাচ ।

কথয়ামি পরং গোপ্যং কোষস্তান্ত্র্যং বিনির্গদম্ ।
যেন বিজ্ঞাতমাত্রেণ সর্বজ্ঞব্যং প্রজ্ঞামতে ৪৪
সাবু পৃষ্টং যদ্য লোকে সত্যং জীবকারণম্ ।
বৈনতেষ শৃণুয যমেকাগ্রকৃতমানসঃ ৪৫
ঋতুকালে চ নারীণাং বর্জ্যং দিনচতুষ্টয়ম্ ।
যতস্তম্বিন্ ব্রহ্মহত্যাং পুরা বৃদ্ধসমুচ্ছিতাম্ ৪৬
ব্রহ্মা শক্রাৎ সমুভাষ্য চতুর্থাংশেন দত্তবান্ ।
ভাবনালোক্যাক্তে বক্তব্যং পাপং যাবৎ বপুঃস্থিতম্
প্রথমেনহনি চাণ্ডালী দ্বিতীয়ে ব্রহ্মঘাতিনী।

নানাপ্রকার রেখা, কাম, কোম, ভর, লজ্জা,
মন, হর্ষ, সুখ, অসুখ এই সমস্তই বা কিরূপে
উৎপন্ন হইয়া থাকে? আর জন্তুগণের শরীর
কিরূপে উৎপন্ন হয়। উক্ত শরীর কিরূপে
নানারূপ ও ছিদ্ৰিত হয় আর কিরূপেই বা
সেই শরীর বসাস্থিতে বেষ্টিত হইয়া থাকে?
অসার সংসারগাগরে সকলই ইন্দ্রজালময়
দেখিতেছি। হে মহাবাহো! এই সংসারে
কর্তা কে? এই সত্যের আমার নিকট কীর্তন
করুন। ভগবান বলিলেন, আমি তোমার
নিকট পরমগুহ্য কোষ-নির্গম বলিতেছি, এই
কোষ-নির্গম জানিলে মনুষ্য সর্বজ্ঞ হইতে
পারে। হে বৈনতেষ! তুমি অতি সংপ্রভ
করিয়াছ, এই প্রথম জীবের নিত্য কারণ;
ইহা তুমি একাগ্রমনে শ্রবণ কর। নারীর
ঋতুকালে তাঁহাকে তিন দিবস পরিত্যাগ
করিবে; কারণ ঐ তিন দিন সেট নারীতে
ব্রহ্মহত্যা বর্তমান থাকে। নিগাতা শক্র
হইতে সমুৎসারণ করিয়া ব্রহ্মবধ-জনিত ব্রহ্ম-
হত্যার চতুর্থাংশ ঋতুকালে নারীদিগকে প্রদান
করিয়াছেন। যাবৎ নারীতে পাপ বর্তমান
থাকে, তাবৎ তাঁহার যথাগত ম করিবে
না। নারীর ঋতু হইলে প্রথম দিনে চাণ্ডালী,

* এহমে সর্বমাত্মাত্মং যৎ পৃষ্টোহ-ভগবানন্স ।

কচিদসমধিকঃ পাঠঃ ।

তৃতীয়ে রজকী প্রোক্তা চতুর্বেহনি শুধাতি ।১
সপ্তাহাৎ পিতৃদেবানাং ভবেদযোগ্যা।

অতীতেনে ।

সপ্তাহমধ্যে যো গর্তস্তৎসমুত্তির্ভলিমলুচা । ১০
নিষেকসময়ে পিত্রোর্ধানুক চিত্তবিকল্পনা ।
তাদৃগ্গর্তসমুৎপত্তির্জারিতে নাত্ সংশয়ঃ । ১১
যুগ্মাশু পুত্রা জায়ন্তে শ্রিরোহুগ্মাশু রাজিষু ।
পূর্বসপ্তকমুৎসজা ততো যুগ্মেষু সংবিশেৎ । ১২
যোড়শতুর্নিশাঃ শ্রীনাং সামান্তাৎ সমুদাহতাঃ ।
যা চতুর্দশমী রাজিগর্ভস্তিষ্ঠতি তত্র চেৎ । ১৩
গণভাগানিধিস্তত্র পুত্রো জায়েত ধার্মিকঃ ।
সানিশা তত্র সামান্তৈর্ন লভ্যেত খগাধিপ ।
প্রায়শঃ সম্ভবতাত্ত গর্তস্তটাহ ধাতঃ । ১৪
পঞ্চমেহহনি নারীণাং কার্যং মাধুর্যভোজনম্ ।
কটুকায়ক তীক্ষক তাজামুকক দুরতঃ । ১৫
তৎ ক্ষেত্রমোষবীপাত্রঃ বীজকাপ্যমভ্যবিতম্ ।

বিভীষণে ব্রহ্মস্বাতিনী তৃতীয় দিনে রজকী
ফুল্যা হয়। নিষেককালে দম্পতির চিত্তে
যেমন ভাব থাকে, সন্তান ভদ্ররূপ হয়, সংশয়
নাই। চতুর্থদিনে ঋতুমতী নারী শুদ্ধ হইয়া
থাকে; সপ্তাহ পরে দেবার্চন ও অতাদিতে
যোগ্যা হয়। ঋতুর প্রথম দিবস হইতে
সপ্তাহমধ্যে যে গর্ত হয়, তাহা প পসমুত্ত
জামিবে। ১—১০। যুগ্মদিবসে গর্ত হইলে
পুত্র এবং অযুগ্ম দিবসে গর্ত হইলে কন্যার
জন্ম হয়। অতএব ঋতুর প্রথম সপ্তদিবস
পরিভ্রাণ করিয়া যুগ্মদিবসে শ্রীগমন করিবে।
যোড়শ রাজিই সামান্ততঃ শ্রীদিগের ঋতুকাল
বলিয়া কীর্তিত। তন্মধ্যে চ দশ রাজিতে
যদি গর্তসকার হয়, তবে সেই গর্তে উৎপন্ন
সন্তান ভাগ্যবান, গুণবান ও ধার্মিক হইবে।
সাধারণে ঐরূপ নিশা কলিচ লাভ করিতে
পারে না। প্রায়শঃ অষ্টাহমধ্যেই গর্ত সকার
হইয়া থাকে। পঞ্চদিনে মধুরজবা ভোজন
করিলে তাহা গুণজনক হয়। শ্রী ঋতুকালে
কটু ও তীক্ষ্ণস্বাদ পুত্রের সহিত ভক্ষণ করিবে।

তদ্বিশিষ্টা নরঃ স্বামী সম্যক কলমবাণুয়াৎ * ।
তাদৃশপুংসস্ত্রীখটোঃ সংযুক্তঃ শুচিবহুভুৎ ।
ধর্ম্মদায়ক মনসি স্তুতঃ সংবিশেৎ পুমান । ১৭
নিষেকসময়ে যাদৃক্ত নরচিত্তে বিকল্পনা ।
তাদৃকস্বভাবসমুত্তির্জন্মসতি কুশিগঃ । ১৮
শুক্লশোণিতসংযোগে পিত্তোৎপত্তিঃ প্রজায়তে
বর্জতে জঠরে জন্তস্তারাপতিরিবামরে । ১৯
চৈতন্য বীজরূপং হি শুক্রে নিত্যং ব্যবহিতম্
কাষণ্ডিক শুক্লক যদা হেকতমাপ্রযুঃ ।
তদা জীবমবাপ্রোতি যোষাগর্ভাশয়ে নরঃ । ২১
রক্তাধিক্যে ভবেন্নারী শুক্রাধিক্যে ভবেৎপুমান
শুক্লশোণিতয়োঃ সাম্যে গর্ভঃ যন্তমাপ্রুয়াৎ ।
অহোরাত্রেণ কলমঃ বৃহৎ পকতির্দ্বিনৈঃ ।
চতুর্দশে ভবেন্নাংসঃ মিশ্রভাতৃসমবিতম্ । ২৩

শ্রী ক্ষেত্ররূপ, ওষধি পাত্র এবং অমৃতানন
বীজরূপ। জন্তগণ মনে মনে ধর্ম্মচিন্তা সহ-
কারে স্তুতপ্রোপরি শয়নপূর্বক উক্তরূপ ক্ষেত্রে
নিষেকরূপ বীজ বপন করিবে। তাহুল, গন্ধ-
প্রভৃতি সেবন করত শুভদিনে সন্মম করিবে।
নিষেকসময়ে পুরুষের চিত্তের বেকরণ অবস্থা
থাকে, সন্তান সেইরূপ অবস্থাপন্ন হয়। শুক্র
ও শোণিত একত্র মিলিত হইয়া একটি পিত্ত
উৎপন্ন হয়। যেমন আকাশে চন্দ্র হুঁচি পায়,
সেইরূপ গর্তগত সন্তানের বুদ্ধি হইয়া থাকে।
বীজভূত শুক্রে সর্বদা চৈতন্য অবহিত
আছে। ১১—২০। যখন কাম, চিত্ত ও শুক্র
ইহারা একীভাব প্রাপ্ত হয়, নর তখনই শ্রীর
গর্ভাশয়ে জীবতাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্রী-
পুরুষের সন্মমকালে রক্তাধিক্য থাকিলে সেই
গর্তে শ্রী এবং শুক্রাধিক্য থাকিলে তাহাতে
পুরুষ জন্মে, যদি শুক্রশোণিতের সমতা থাকে,
তাহা হইলে সেই গর্তে স্ত্রীব্র প্রাপ্ত হয়।
সন্মমের পর সেই শুক্রশোণিত এক অহো-
রাত্রে মিশ্রিত হয়, পঞ্চম দিবসে বৃহৎপাকার

* কচিদম্যধিকঃ পাঠঃ,—

ভক্তাষ্টৈবাতপো বর্জ্যঃ শীতলঃ কেবলকরেৎ ।

মনঃ মাংসকং বিংশতিঃ গর্ভস্থো বর্জতে ক্রমাৎ
 পঞ্চবিংশতিমে চার্হি বলং পুষ্টিং জায়তে ॥ ২৪ ॥
 সক্রমাসে তু সম্পূর্ণে পঞ্চতন্ত্রং নিধায়ত ॥
 মাসস্যে তু সম্পূর্ণে অচা মেঘন্ত জায়তে ॥ ২৫ ॥
 মজ্জাহীনী দ্বিতীয়াঃ কেশাঙ্গুল্যন্তত্বকে ॥
 কর্ণে চ নাসিকে বক্ষে জায়েরন মাসি পঞ্চমে
 কঠরজ্জোদরঃ স্তন্যে ওদাদি মাসি সপ্তমে ॥
 অঙ্গপ্রত্যঙ্গসম্পূর্ণো গর্ভো মাসেরখাষ্টমিঃ ॥ ২৬ ॥
 নবমে মাসি সন্তাণ্ডে গর্ভস্তোজো দৃঢ়ঃ স্তবেৎ
 চিকিৎসা জায়তে তন্ত গর্ভবাসপরিচয়ে ॥ ২৮ ॥
 নারী বাধ নরো বাধ নপুংস্বঃ বাতিজায়তে ॥
 শক্তিজন্যঃ বিশালাক্ষঃ বাটুকৌশিকসমাবৃত্তম্ ॥
 পক্ষেত্রিয়গমোপেতঃ দশনাভীবিভূষিতম্ ॥
 দশপ্রাণগণোপেতঃ ধো জানাতি স যোগবিৎ
 মজ্জাহিতক্রমাঙ্গানি রোম রক্তং বলং তথা ॥
 বাটুকৌশিকমিদং পিত্তং স্ফাজ্জকোঃ

পাকভৌতিকম্ ॥ ৩১ ॥

বাধন করে, দশম দিবসে মাংসমিষ্ট ও বাতু-
 সম্বিত হয়; বিংশতি দিবসে তাহাতে মন-
 মাংস সমুৎপন্ন হয়, এইরূপে গর্ভ ক্রমশঃ বৃদ্ধি
 পায়। পঞ্চবিংশতি দিবসে বলপুষ্টি জন্মিয়া
 থাকে। একমাসে পঞ্চতন্ত্র ধারণ করে, দুই-
 মাসে চর্ম ও মেঘ জন্মে, তিনমাসে মজ্জা ও
 অস্থি উৎপন্ন হয়, চতুর্থমাসে কেশ ও অঙ্গুলি
 জন্মে, পঞ্চমমাসে কর্ণ, নাসিকা, বক্ষ জন্মে,
 ষষ্ঠমাসে স্তন্য ও উপর এই সকল জন্মিয়া
 থাকে। সপ্তমমাসে কঠরজ্জ, পৃষ্ঠ, উদর এই
 সমস্ত জন্মে। অষ্টমমাসে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উৎপন্ন
 হইয়া গর্ভ পূর্ণ হয়। নবমমাসে গর্ভস্থ সন্তানের
 দৃঢ়তা জন্মে। তৎকালে গর্ভবাস হইতে
 বিনিঃসৃত হইতে তাহার ইচ্ছা হয়। নবম
 কিংবা দশমমাসে নারী, নর কিংবা নপুংসক
 ভূমিষ্ট হইয়া থাকে। বাটুকৌশিক, শক্তি-
 জন্মযুক্ত, পক্ষেত্রিয়বান্, দশনাভী ও দশপ্রাণে
 সম্পন্ন, মজ্জা অস্থি ও কেশ মাংস রোম রক্ত
 সম্বুক্ত এই বাটুকৌশিক (পাকভৌতিক)।
 এই হেতু-বৃত্ত বে জানে সেই যোগবিৎ।

নবমে দশমে বাপি জায়তে পাকভৌতিকঃ।
 হৃতিবাতৈঃ সমাকৃষ্টঃ শীতল্য বিহীনীকৃতঃ ॥ ৩২ ॥
 পুষ্ঠো নাজ্যাঃ সুষ্মায়া যোষিদগর্ভস্থিতয়ন ॥
 কিতিকারি কবির্তোক্তা পবনাকাম এব চ ॥ ৩৩ ॥
 এতিভূতৈঃ শীতিতন্ত নিবদ্ধঃ শ্রায়বদ্ধনৈঃ ॥
 মূলভূতা ইমে প্রোক্তাঃ সন্ত নাজ্যস্তরে স্থিতাঃ
 অচাহিনাভো রোম্যাপি মাংসকৈবাত্র পঞ্চম ॥
 এতে পঞ্চগণাঃ প্রোক্তা ময়া ভূমেঃ বগেবর ॥ ৩৪ ॥
 যথা পঞ্চগণাচ্চাপস্তথা শূণ চ কান্তপ ॥
 লাল্য-মূত্রস্তথা শুক্রং মজ্জা রক্তক পঞ্চম ॥
 আপঃ পঞ্চগণাঃ প্রোক্তা জাতব্যাভে প্রযুক্ততঃ
 সূধ্যা নিজা চ তৃকা চ আলস্তঃ কাষ্ঠিগেব চ ॥
 তেজঃপঞ্চগণং প্রোক্তং তাক্ষ্য সর্বত্র

যোগিগতিঃ * ॥ ৩৭ ॥

রাগ-দেহো তথা লজ্জা ভয়ং মোহস্তথৈব চ ॥

২১—৩১। ভৌতিককারণেই শ্রী পুং নপুং-
 সকাদি হইয়া থাকে। গর্ভস্থ সন্তান প্রসব
 বায়ুতে আকৃষ্ট হইয়া শীতল্য বিহীন হয়।
 তখন পুষ্টি জন্ত জননীর সুষ্মানাতীতে লয়
 হয়। কিত্তি, অঙ্গ, তেজ, বায়ু ও আকাশ
 ইহারাই পঞ্চভূত। গর্ভস্থসন্তান উক্ত পঞ্চ-
 ভূতবর্জক শীতিত এবং শ্রায়বদ্ধনে বদ্ধ হইয়া
 থাকে। চর্ম, অস্থি, নাজী, রোম ও মাংস
 ইহারাই দেহের মূল অবলম্বন। আমি উক্ত
 চর্ম প্রভৃতিতে ভূমির গুণ বলিয়া নির্দেশ
 করিয়াছি। সেইরূপ জলেরও পঞ্চ গুণ
 আছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। লাল্য,
 মূত্র, শুক্র, মজ্জা ও রক্ত এই সকলকে জলের
 গুণ বলিয়া জানিবে। সূধ্যা, নিজা, তৃকা,
 আলস্ত ও কাষ্ঠি এই সকল তেজের গুণ, হে
 গরুড়! যোগিগণ এইরূপ নির্দেশ করিয়া-
 ছেন। রাগ, দেহ, লজ্জা, ভয় ও মোহ এই

* কচিদয়মধিকঃ পাঠঃ,—

বাধনং বসনকৈব আকৃকনপ্রসারণম্ ॥

নিরোধঃ পঞ্চমঃ প্রোক্তো বায়োঃ পঞ্চগণাঃ

স্বভাঃ ॥

ইত্যেতৎ কথিতং তাক্য বায়ুজং গুণশব্দকম্ ।
আকৃষ্ণং বাবনক মজ্জনক প্রসারণম্ ।
নিরোধঃ পক্ষমঃ প্রোক্তো বায়োঃ পঞ্চগুণাঃ

শ্লুতাঃ । ৩১

ষোড়শিভ্য চ গাত্তীর্ধাঃ শ্রবণঃ সস্বসঃক্রমঃ ।
আকাশস্ত গুণাঃ পঞ্চ জ্ঞাতব্যাস্তাক্য যতুহঃ ।
প্রোক্তঃ চক্ চক্ৰযৌ জিহ্বা নাসা বুদ্ধীশ্রিয়ানি চ
পানী পানৌ শুভপ্রাক্ চ শুভ্রং কৰ্ণেস্ত্রিয়ানি চ
ইভ্য চ পিঙ্গলা চৈব শ্রুত্বা চ তৃতীয়কা ।
গাছারী গজজিহ্বা চ পুষা চৈব যশা ভবা ॥৪২
অলম্বা কুহুশ্চৈব শাখিনী দশমী শ্লুতা ।
পিণ্ডমধ্যে স্থিতা হেতাঃ প্রধানা দশ নাভয়ঃ ॥৪৩
প্রাণাপানৌ সমানস্ত উদানো বায়ন এব চ ।
নাগঃ কূর্শ্চ কুকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৪৪
কেবলং ভুক্তমন্নক পুষ্টিদং সৰ্বদেহিনাম্ ।
নয়তে প্রাণদো বায়ুঃ শরীরে সৰ্বসন্ধিবু ॥ ৪৫
আহারো ভুক্তমাত্রা বায়ুনা ক্রিয়তে বিধা ।
স প্রবিক্ত ভদ্রে সম্যক পৃথগন্নং পৃথগ্জলম্ ॥ ৪৬

পঞ্চ বায়ুর গুণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে । বাবন, মজ্জন, শ্রবণ, আকৃষ্ণন, প্রসারণ, নিরোধ এই পঞ্চ বায়ুর গুণ বলিয়া কথিত আছে । শব্দ, ছিন্ন, গাত্তীর্ধা, শ্রবণ, সস্বসঃক্রম, এই পঞ্চ আকাশের গুণ । ৩১—৪০ । প্রোক্ত, চক্, চক্, জিহ্বা, নাসিকা, ইহার্য বুদ্ধীশ্রিয় ; হস্ত, পান, শুভ্র, বাক্য উপর ইহার্য কৰ্ণেস্ত্রিয় ; ইভ্য, পিঙ্গলা, শ্রুত্বা, গাছারী, বজ্জিজিহ্বা, পুষা, যশা, অলম্বা, কুহু ও শাখিনী প্রধানতঃ এই দশ নাভী দেহপিণ্ডমধ্যে অবস্থিত আছে । প্রাণ, অপান, সমান, উদান, বায়ন, নাগ, কূর্শ, কুকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই দশবিধ বায়ু দেহমধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে । কেবল মাত্র ভুক্ত অন্নই জন্তুগণের দেহের পুষ্টিসাধন করে । প্রাণবায়ু শরীরের সৰ্বসন্ধিতে গমন করে এবং ভোজনের অব্যবহিত পরেই সেই ভুক্ত অন্নাদি বায়ুকর্তৃক বিধা বিস্তৃত হয় । ভুক্ত দ্রব্যসকল ভদ্রেদেহে প্রবেশ করিয়া অন্ন

উর্দ্ধমগ্নেজ্জলং কৃদা তদন্নক জলোপরি ।
অগ্নেচ্চাধঃ বহু প্রাণজময়িক যমেচ্ছনৈঃ ॥ ৪৭
বায়ুনা ধম্যমানোহগ্নিঃ পৃথকীটপৃথগ্রসম্ ।
ঘাটৈর্দ্বাদশভিঃ কীটঃ তিন্নদেহাৎ পৃথগ্ভবেৎ
কর্ণাকি নাসিকা-জিহ্বা হস্ত-নাভি-বপুর্ভদম্ ।
নখা মলাশ্রয়া হেতে বিগ্ৰহকৃত্যনন্তকম্ ॥ ৪৮
শুক্র-শোণিতসংযোগাদেতৎ ঘাটকৌশিকঃ
শ্লুতম্ ।

ব্রোমণাঃ কোট্যন্তথা তিস্রোহপ্যর্ককোটি-
সমবিতাঃ । ৪৯

দ্বাত্রিংশদশনাঃ প্রোক্তাঃ সামান্তাধিনতাস্তুত ।
সমস্ত লক্ষানি কেশাঃ স্মার্বনাঃ প্রোক্তাস্ত
বিংশতিঃ । ৫১
মাংসং পলমহৈকং সামান্তাদেহসংস্থিতম্ ।
বক্তং পলশতং তাক্য বুদ্ধমেব পূর্বতিনৈঃ ॥৫২
পলানি দশ মেদস্ত ত্বেচা চৈব তু ভৎসমম্ ।
পলদ্বাদশকং মজ্জা বহরভং পলজয়ম্ ॥ ৫৩
শুক্রং বিকৃতং ত্বেদং শোণিতং কৃৎসনং শ্লুতম্ ।

ও জল পৃথক পৃথক হয় । ঐ বায়ু অগ্নির উর্দ্ধে জল এবং জলের উপরি অন্ন স্থাপন করে । প্রাণবায়ু অগ্নির অধোদিকে থাকিয়া বারংবার সেই অগ্নিকে প্রজ্বালিত করে । বায়ুকর্তৃক প্রজ্বালিত অগ্নি মল ও রসকে পৃথক করে । উহা দ্বাদশবিধ মল হইতে পৃথক থাকে । কৰ্ণ, চক্, নাসিকা, জিহ্বা, হস্ত, নাভি, শুভ্রাঙ্গ ও নখ ইহারাই মলের আশ্রয় । মলই বিষ্ঠা ও মূত্রাদিক্রমে পরিণত হইয়া থাকে । শুক্র-শোণিতসংযোগে এইরূপে ঘাটকৌশিক দেহ উৎপন্ন হয় । মজ্জাব্যের শরীরে সার্বত্রিকোটি লোম বিদ্যমান আছে । হে বৈনতেয় ! ঐ শরীরে সামান্ততঃ দ্বাত্রিংশৎ দন্ত, বিংশতি নখ, এবং মুখে মস্তকাদিতে তিনলক্ষ কেশ আছে । দেহে সামান্ততঃ সহস্রপল মাংস অবস্থিত এবং দেহ-মধ্যে একশত পল রক্ত থাকে ; প্রাণীম পণ্ডিতগণ এইরূপ দেহনির্ণয় করিয়াছেন । হে গরুড় ! দেহে যেদ দশপল, চক্ দশপল, মজ্জা

স্নেহাশ্চ বহুর্ভুক্ত বিগ্নুত্রঃ তৎপ্রমাণতঃ । ৫৪
 এবং পিতৃঃ সমাখ্যাতো বৈভবঃ সস্ত্রচক্ষুঃ ।
 ব্রহ্মাণ্ডে যে ভূতানি সন্তি শরীরে তে ব্যবস্থিতাঃ
 পাতালভূতানি লোকান্তরাণ্যে দ্বীপসাগরাঃ ।
 আদিত্যানাং গ্রহাঃ সর্কে পিতৃমধ্যে ব্যবস্থিতাঃ
 পাদাধস্ত তলং জেহ্য পাদোর্ধ্বং বিতলং তথা ।
 জাহ্নুভ্যাং সূতলং বিকি সর্কধিদেশে মহাতলম্
 তথা তলাতলকোঠৌ গুহদেশে রসাতলম্ ।
 পাতালং কটিদেশে পাদানৌ লক্ষ্যেভুঃ । ৫৮
 ভূলোকং নাভিমধ্যে তু ভুবলোকং তদুর্দ্ধতঃ ।
 স্বলোকং হৃদয়ে বিদ্যাৎ কণ্ঠদেশে মহন্তথা । ৫৯
 জনলোকং বক্রদেশে তপোলোকং ললাটকে ।
 সত্যলোকং মহারাজে ভুবনানি চতুর্দশ । ৬০
 ত্রিকোণে সংস্থিতো মেরুধরকোণে চ মন্দরঃ ।
 দক্ষিণে দৈব কৈলাসো বামভাগে হিমাচলঃ ।
 নিবেশশ্চোর্ধ্বভাগে চ দক্ষিণে গন্ধমাদনঃ ।
 মলয়ো বামবেদ্যাং সন্তেভে কুলপর্কতাঃ । ৬২

ষাটশপল, মহারাজ তিনপল, দশকুড়ব তরু, এককুড়ব শোণিত, স্নেহা সার্বভট্টকুড়ব এবং বিগ্নুত্র সার্বভট্টকুড়ব। এইরূপে দেহপিণ্ড কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডেতে যে যে ভূত আছে, দেহপিণ্ডেও সেই সেই ভূত আছে। পাতাল, ভূতল, লোক, সসাগর দ্বীপ, আদিত্যানি গ্রহ এই সকলই দেহপিণ্ডে অবস্থিতি করে। পাদাধোভাগ তল, পাদের উর্দ্ধ বিতল, জাহ্নুধরে সূতল, জহ্মাতে তলাতল, উক্রে রসাতল, গুহদেশে মহাতল, কটিদেশে পাতাল জানিবে। এইরূপে পাদতল হইতে দেহানগর করিবে। নাভিমধ্যে ভূলোক, নাভির উর্দ্ধে ভুবলোক, হৃদয়ে স্বলোক, কণ্ঠদেশে মহলোক, মুখে জনলোক, ললাটে তপোলোক, মহারাজে সত্যলোক; এইরূপে শরীরমধ্যে চতুর্দশভূবন বিদ্যমান রহিয়াছে। ৪১—৬০ ত্রিকোণে মেরু, অধঃকোণে মন্দর, দক্ষিণকোণে কৈলাস, বামকোণে হিমাচল, শরীরের উর্দ্ধভাগে নিবেশচল, দক্ষিণে গন্ধমাদন এবং বাম-

অস্থিহানে স্থিতো জহ্মঃ শাকো মজ্জাস্থি সস্থিতঃ
 কুশদ্বীপঃ স্থিতো মাংসে ক্রৌঞ্চদ্বীপঃ শিরাস্থিতঃ
 ভাটয়াং শাল্মলীদ্বীপো বোমে রোমে চ সর্কমম্ ।
 নখঃ পুষ্করদ্বীপঃ সাগরাস্তনন্তরম্ । ৬৪
 কারোদশ্চ তথা মূত্রে কীরে কীরোদসাগরঃ ।
 সুরোদশ্চ স্নেহে মজ্জায়াং সূতসাগরঃ । ৬৫
 রসোদশ্চ রসে বিদ্যাচ্ছোণিতে দ্বীপসাগরম্ ।
 জাহ্নুং লবিকা স্থানে গর্ভোদঃ তরুসস্থিতম্ ।
 নানচক্রে স্থিতঃ স্বর্ঘ্যো বিস্মুচক্রে চ চন্দ্রমঃ ।
 লোচনঃ কৃজো জেহ্যো হৃদয়ে চ বৃহঃ সূতঃ । ৬৭
 বিস্মুহানে গুরুং বিদ্যাচ্ছক্রে শুক্রা ব্যবস্থিতঃ
 নাভিহানে স্থিতো মন্দো মুখে রাহুঃ স্থিতঃ সমা
 পাদস্থানে স্থিতঃ কেতুঃ শরীরে গ্রহমণ্ডলম্ ।
 বিতলক সমাখ্যাতমাপাদতলমন্তকম্ । ৬৯
 উৎপন্নঃ যে হি সংসারে ত্রিযন্তে তে ন স-শক্যঃ ৬

বেদান্তে রমণপর্কত; এই সপ্ত কুলপর্কত দেহ-
 মধ্যে রহিয়াছে। নরদেহের অস্থিমধ্যে জহ্ম-
 দ্বীপ, মজ্জাতে শাকদ্বীপ, মাংসে কুশদ্বীপ,
 মস্তকে ক্রৌঞ্চদ্বীপ, চর্মে শাল্মলীদ্বীপ, বোমচর্মে
 গোমেদদ্বীপ, নখে পুষ্করদ্বীপ। এইরূপ সপ্তদ্বীপ
 ও সপ্তসাগর আছে। মূত্রে কারোদসাগর,
 গুহে কীরোদসাগর, স্নেহায় সূতসাগর, মজ্জায়
 সুরোদসাগর, রসে রসসাগর, শোণিতে দ্বীপসাগর,
 বিটস্থানে জাহ্নুদকসাগর এবং গুহেতে গর্ভো-
 দকসাগর বিদ্যমান আছে। শরীরস্থ নানচক্রে
 স্বর্ঘ্য, বিস্মুচক্রে চন্দ্র, লোচনে মন্দর, হৃদয়ে
 বৃহ, কণ্ঠস্থে বৃহস্পতি এবং গুহে তরু,
 নাভিতে শনি, মুখে রাহু, পাদস্থানে কেতু
 অবস্থিত জানিবে। এইরূপে শরীরকে গ্রহ-
 মণ্ডলরূপে নির্ণয় করিতে হইবে। পদতল
 হইতে মস্তক পর্যন্ত শরীর উক্তরূপে
 বিভক্ত হইয়াছে। যাঁহারা সংসারে উৎপন্ন
 হয়, তাহাদিগের নিশ্চয়ই মরণ হইয়া থাকে।

* কচিদয়মধিকঃ পাঠঃ,—

বৃহৎকা চ ভূবা বৌদ্ভালাদ্যোদ্ধুজা চ মুর্ছনা ।
 যত্র পীতাক্তিমা বৌদ্ভাঃ সর্পদ্বীপকং শক্যঃ ।

বিনাশঃ পূর্বকালে চ জায়তে সর্বদেহিনাম্ । ৭০
অগ্রে অগ্রে হি ধাবন্তি যমলোকগতস্ত বৈ ।
তপ্তবানুকমধোন প্রজগৎ কুমধ্যমঃ ।
কেশগ্রন্থৈঃ সমাক্রান্তা নীয়েন্তে যমকিঙ্করৈঃ । ৭১
পাপিষ্ঠাষষমাস্তাক্য ষা ধর্মবিবর্জিতাঃ ।
যমলোকে বসন্তোত্তে কুট্যঃ জন্ম ন বিদ্যতে ।
এবং সমায়তে তাক্য মর্ত্যে জন্তুঃ স্বকর্মভিঃ ।
আয়ুঃ কর্ম চ বিহত বিদ্যা নিধনমেব চ ।
পটেক্তানি হি সৃজ্যন্তে গর্তস্থৈস্তব দেহিনঃ । ৭২
কর্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্মণৈব প্রলীয়তে * ।
সুহৃতাভ্যুতমে ভোগী ভোগ্যবান্ সুকূলে ভবেৎ
যথা যথা হৃদ্যতঃ তৎ কূলে হীনে প্রজায়তে ।
স্ববিদ্রো বাধিতো মূৰ্খঃ পাপকন্দঃখভাজনম্ । ৭৩
অতঃ পরং কিমর্থং তে কথম মি যোগেশ্বর । ৭৪
ইতি ত্রীগাক্ষতে মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে ত্রিক্ষণ-
গুরুভসংবাদে শরীররূপক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডবর্ণন-
নাম ষাতিংশোহধ্যায়ঃ । ৩২ ।

ত্রয়স্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

গুরুভ উবাচ ।

উৎপত্তিলক্ষণং জন্তোঃ কথিতং যদি পুত্রকৈ ।
যমলোকঃ কিমস্মাত্তৈশ্চলোক্যঃ সচাচরে ।
বিস্তরং তন্ত মে ক্রহি অথবা টেব কিমান্ শৃণু
কৈশ্চ পাপৈঃ কুটৈর্দেব কেন বা শুভকর্মণা ।
গচ্ছন্তি মানবাস্তত্র কথমন্ত জনাধিন । ২

শ্রীভগবানুবাচ ।

যত্ননীতিসংস্থাপি যোজনানাম্ প্রমাণতঃ ।
যমলোকস্ত চাক্ষানবস্তরা যামুদন্ত চ । ৩
স্মাততামিমিবাতপ্তো জলদুর্গো মহাপথঃ ।
তত্র গচ্ছন্তি পাপিষ্ঠা মানবা মুচ্যেতসঃ । ৪
কটক শ্চ সুতীক্ষ্ণা বৈ বিবিধা ঘোরদর্শিনাঃ ।

জন্মগ্রহণ করিয়া পরিভ্র, ব্যাধিযুক্ত, কুর্খ,
পাপকর্মে নিরত ও দুঃখভাজন হয়। হে
গুরুভ! তোমার নিকট উৎপত্তির লক্ষণ
কীর্তন করিলাম। ৬১—৭৪।

ষাতিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩২ ।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় ।

গুরুভ বলিলেন,—ভগবন্! উৎপত্তি
লক্ষণ সমস্তই কহিয়াছেন; এক্ষণে বলুন, এই
সচরাচর জগতে যমলোকের পরিমাণ কি?
তাহার বিস্তারই বা কত? আর তাহার পথই
বা কিরূপ? হে দেব! কি কি পাপ করিলে
অথবা কোন অশুভ কর্মদ্বারা মানবগণ যম-
লোকে গমন করে? এই সমুদায় আমার
নিকট কীর্তন করুন। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—
হে গুরুভ! যত্ননীতিসংস্থায়োজন যমলোকের
পরিমাণ, মহাব্যালোকের মধ্যেই ইহার পথ।
বিদ্যমান আছে। যমলোকের মহাপথ প্রজলিত
ভাষের দ্বার প্রতপ্ত এবং সর্বদা জলিতেছে।
এই মহাপথ অতিদুর্গম। পাপিষ্ঠ ও মুচিভ
মানবগণ এই পথে গমন করে। পরলোক-
গমনের পথ তীক্ষ্ণকটকাকীর্ণ, তৎসদৃশদর্শন ও

যমকিঙ্করগণ পাপিষ্ঠগণকে কেশাকর্ষণপূর্বক
আক্রমণ করিয়া তপ্ত বালুকামধ্যে অথবা
অগ্নিমধ্যে লইয়া যাইতে থাকে, সে দৃশ্যগণের
অগ্রে অগ্রে ধাবিত হইতে থাকে। হে
গুরুভ! অমম দয়াবাক্যাদিশৃঙ্খল পাপিষ্ঠগণ
যমলোকে গমন করিয়া জন্ম জন্ম কুটিরে বাস
করে। এইরূপে মর্ত্যলোকে নীর কর্ম জন্ম-
সাথে জন্তগণ পৃথক পৃথক জন্মগ্রহণ করে।
আয়ু, কর্ম, বিহত, বিদ্যা, নিধন এই পঞ্চ
গর্তাবস্থাতেই সৃষ্টি হইয়া থাকে। কর্মবশতই
জন্তগণ উৎপন্ন হয়, এবং কর্মবশে লয় পাইয়া
থাকে। পুণ্যশীল ব্যক্তি সংকূলে জন্মপরিগ্রহ
করিয়া উন্নয়, ভোগী ও ভোগ্যবান হইয়া
থাকে। যাহারা হৃদ্যতকর্ম, তাহারাই নীচকূলে

* পুথঃ দুঃখঃ তস্য কেমঃ কর্মণৈবাত্তিপদ্যতে
অধোমুখঃ চোর্কপাদঃ গর্তাব্যয়ঃ প্রকর্ষতি ।
জন্মতো বৈকলী যাদা সন্মোহয়তি নন্দরম্ ।
স্বকর্মহৃতসম্বন্ধো জন্তুর্জন্ম প্রপদ্যতে ।
কতিদয়মধিকঃ পাঠঃ ।

তৈত্ত্ব বাসুকিবিবাপ্তা হস্তাশ্চ তথোদয়ঃ ॥৪
বৃক্ষচ্ছায়া ন তত্রাশ্চি যত্র বিশ্রমতে নরঃ ।
গৃহীতঃ কালপাটশ্চ কুটৈঃ কণ্ঠস্থিক্রবণৈঃ ॥৬
তস্মিন্ যার্গে ন চান্নাদ্যঃ যেন প্রাপান্

প্রাপোষয়েৎ ।

ন জনঃ কুন্ততে তত্র ত্বয়া যেন বিশ্রয়তে ॥ ৭
কুধরা শীতিলতা যান্তি ত্বক্স্মা চ মহাপথি ।
নীতেন কক্ষতে কাপি যমমার্গেহতিদুর্গমে ॥ ৮
বদ্যন্ত যাদৃশং পাপং ন পদান্তস্ত তাদৃশং ।
সুদীনাঃ কৃপণা মূঢ়া কুঠৈববাণ্ডাস্তরস্তি তে ॥ ৯
কলস্তি দাকৃণঃ কেচিৎ কেচিদ্বেদ্যঃ বদন্তি চ ।
আত্মকর্মকুটৈর্দোষ্টৈঃ পচ্যমানা মূর্খবৃত্তঃ ॥ ১০
ঐদৃশিষঃ ন বৈ পদা বিদ্যেযো দাকৃণঃ ধগ ।
বিভৃক্সা যে নরা লোকে স্মৃৎ তস্মিন্ ব্রজন্তি তে

অভিলাকণ; সেই পথনকল পৃথিবীবাণ্ড ।
সেই পথে সর্বজন হস্তধন প্রজলিত হইতেছে ।
সেই পথে নরগণ বিজ্ঞান করিতে পারে, এমন
বৃক্ষচ্ছায়া নাট । স্বীয় কর্মবশত মহামাগণকে
যমদূতগণ কালপাশে গ্রহণ করিয়া এই পথে
লইয়া যায় । এই মর্ত্যমার্গে আচার্য্য করিয়া
কেহ প্রার্থনোদয় করিতে পারে এমন অন্ন
নাই, বিন্দুমাত্র জল নাই যে, তাহারিরা
পথিকের শিলাসাপাশি ভয় । কুধা ও
শিলাসার শীতিলতা হইয়াই জন্ত সকল এই মহা-
পথে গমন করে । অতি দুর্গমপথে গমনকালে
মানবগণ শীতাবিকা প্রযুক্ত কল্মিত হইয়া
থাকে । যে ব্যক্তির যেরূপ পাপ, তাহার
পক্ষে যমলোকগমনের পথও সেইরূপ হয় ।
যাহারা মূঢ়া, তাহার অহিহীন ও কৃপণ-
বেশে অতিদুঃখে সেই পথ অতিক্রম করে ।
যমলোকগামী জন্তগণ আত্মকৃত কর্মদোষে
গমনকালে কেহ কেহ কল্পনায় বোধন করে,
কেহ বা তদ্বৎ চীৎকার করিয়া বারংবার
পরিতপ্ত হয় । ১—১০ । হে ঋগেজ ! যম-
লোকপদ এইরূপ অভিলাকণ । যাহারা
ন্যসারকৃকাবিনীন, তাহার এই পথে যত-

যানি যানি চ দানানি দানানি ভুবি মানবৈঃ ।
তানি তান্নাপতিষ্ঠন্ত যমলোকে পুরঃ পথি ॥১২
পাপিনাং নোপতিষ্ঠন্ত দাশজানজলাশ্রয়িণিঃ ।
ভ্রমন্তি বায়ুভূতান্তে যে ক্ষুদ্রাঃ পাপকর্মিণঃ ॥১৩
ঐদৃশং বর্ষ তদ্রোজঃ কথিতং তব শ্রুতম্ ।
পুনশ্চ কথয়িষ্যামি যমমার্গস্ত যা স্থিতিঃ ॥ ১৪
যামা-নৈর্ধৃতরোর্বো পুরং বৈবস্বতস্ত তু ।
সর্বঃ বজ্রময়ঃ দিব্যমভেদ্যঃ তৎ সুরাসুরৈঃ ॥১৫
চতুরস্রঃ চতুর্দারঃ সপ্তপ্রাকারভোরণম্ ।
অয়ং তিষ্ঠতি বৈ যন্তাঃ যমো ধুটৈঃ সমধিতঃ ।
যোজনান্নাং সহস্রং বৈ প্রমাণেন তদুচ্যতে ।
সর্বরত্নময়ঃ দিব্যঃ বিদ্যাস্বাকারভেজসম্ ॥ ১৬
তদগৃহং ধর্মরাজস্ত বিদ্যীর্ণং কাকনপ্রভম্ ।
যোজনান্নাং পঞ্চশতপ্রমাণেন সমুচ্ছিতম্ ॥ ১৭
কুটৈঃ স্তম্ভসমুদ্ভেদ্যৈঃ বৈদূর্য্যমনির্ঘণ্ডিতম্ ।
মুক্তাজানগবাকক পতাকাশতভূবিতম্ ॥ ১৮

স্বথে গমন করে । মানবগণ যে যে বস্তু প্রদান
করে, যমলোকগমন করিয়া অগ্রেই সেই সেই
দ্রব্য পাইয়া থাকে । কিন্তু পাপিগণ যমলোক-
গমন করিয়া পূর্বপ্রদত্ত দ্রব্য জলাশ্রয়িণি লাভ
করিতে পারে না । যাহারা ক্ষুদ্রাশ্রয় ও পাপ-
কর্মী, তাহার বায়ুভূত হইয়া ভ্রমণ করিয়া
থাকে । আমি এইরূপ রোজ যমবর্ষ বলিলাম,
পুনর্বার যমলোকের যে গতি তাহা বলি-
তেছি । দক্ষিণ ও নৈর্ধৃত এই উভয়দিকের
মধ্যে যমপুর বিদ্যমান আছে, এই যমপুর
সমস্তই বজ্রময়, ইহা সুরাসুরগণের অভেদ্য ।
যমপুর চতুরস্র ও চতুর্দারবিধিষ্ট, ইহার সপ্ত-
প্রাকার ও সপ্ত ভোরণ আছে । যম বজ্র-
কৃতগণে পরিবৃত্ত হইয়া এই পুরে অবস্থিতি
করেন । যমপুর সহস্রযোজন ব্যাপ্ত ; ইহা
দিব্য রত্নময় এবং সূর্য্যকিরণের ভাষ সাতিশয়
সবুজল । যে গৃহে ধর্মরাজ বাস করেন,
তাহা বিশুদ্ধিযোজন উচ্চ, অতি বিদ্যীর্ণ ও
কাকনপ্রভ । যমরাজের গৃহ সহস্রভেদে সমাবৃত্ত
ও বৈদূর্য্যমনির্ঘণ্ডিত পতাকাসমূহে অলঙ্কৃত ।
উহার গবাকসকল মুক্তাজালে বিদূষিত ।

ঘণ্টাশতনিম্নাদ্যাং তোরণানাং শতৈবৃত্তম্ ।
 এবমাদিত্তিরৈক্যে ভূষণৈর্ভূষিতং সদা ॥ ২০ ॥
 তজ্জ্যোতিঃ ভগবান্ ধর্ম্য আসনে তু সমে শুভে ।
 দশযোজনবিস্তীর্ণে নীলজৌমুতসরিভে ॥ ২১ ॥
 ধর্ম্যজ্যো ধর্ম্মশীলশ্চ ধর্ম্মযুক্তো হিতো যমঃ ।
 ভয়দঃ পাশবৃক্ষানাং ধর্ম্মিকাণাং সুখপ্রদঃ ॥ ২২ ॥
 মন্দমাকৃতসংযোগৈককংসৈবৈক্যবিধৈস্তথা ।
 ব্যাখ্যাতির্ক্যবিধৈবৃক্ভঃ শস্যবাদিজনিস্বনৈঃ ॥ ২৩ ॥
 পুরমধ্যপ্রবেশে তু চিত্রগুপ্তস্ত বৈ গৃহম্ ।
 তত্ত্ব বিংশতিসংখ্যাতং যোজনানাং সুবিস্তরম্ ।
 দশোদ্ধিতং মহাদিবাং লোহপ্রাকারবেষ্টিতম্ ।
 প্রত্যঙ্গীশতসংখ্যকং পতাকাশতশোভিতম্ ॥ ২৪ ॥
 দীপিকাশতসংখ্যকং গীতধ্বনিসমাকুলম্ ।
 বিচিত্রচিত্রকুশলৈশ্চন্দ্রকলপ্তৈ বৈ গৃহম্ ॥ ২৫ ॥
 মণিযুক্তাযমে দিবো আসনে পরমাত্মতে ।
 তজ্জ্যো গণদত্যাদির্দ্বারৈবেষিতরেষু চ ॥ ২৬ ॥

ন মুহুর্তি কদাচিত্ স শ্রুতে শুক্রেতেহপি বা ।
 যদ্যেনোপার্জিতং যাবৎ তাবদৈ বোতি
 তস্ত তৎ ॥
 দশাষ্টদোষরহিতঃ কৃতকর্ম্ম লিখত্যসৌ ।
 চিত্রগুপ্তাগমাং প্রাচ্যাঃ জরস্তান্তি মহাগৃহম্ ॥ ২৭ ॥
 দক্ষিণে চাপি শূলস্ত লুতা বিফোটকস্ত চ ।
 পশ্চিমে কালপাশস্ত অজীর্ণস্তাকচেস্তথা ॥ ৩০ ॥
 মধ্যপীঠান্তরে জ্যেষ্ঠঃ তথা চাত্তা বিমুচিকা ।
 ঐশান্যস্তাং বৈ শিরোরোগস্তি অগ্নিকোণে
 মুকতা ॥ ৩১ ॥
 অতিসারশ্চ নৈর্জাত্যাং বায়ব্যোং দাহসংজ্ঞকঃ ।
 এতিঃ পরিবৃত্তো নিত্যং চিত্রগুপ্তঃ স তিষ্ঠতি ॥
 যৎ কর্ম্ম কুরুতে কান্তং তৎ সর্বং বিলম্বত্যসৌ*
 তিষ্ঠতি পাপকর্ম্মাণঃ পচ্যমানা নরাধমাঃ ॥ ৩৩ ॥
 যমদূতৈর্মহাপাশৈশ্চৈকমাংশে মুকতৈঃ ।
 বধ্যন্তে বিবিধৈঃ পাটৈঃ পূর্বকর্ম্মকুটৈর্নরাঃ ॥ ৩৪ ॥

যমভবনে সর্বদা শত শত ঘণ্টা বাজিতেছে, উহা শততোরণে পরিবৃত্ত; সর্বদা অস্ত্রাভূষণে শোভা পাইতেছে ॥ ১১—২০ ॥ ঐ গৃহে ভগবান্ ধর্ম্মজ্ঞ, ধর্ম্মশীল, সর্বদা ধর্ম্মকর্ম্ম নিবৃত্ত ধর্ম্মরাজ শুভ আসনে উপবিষ্ট আছেন । ইনি পাপিষ্ঠ মানবের পক্ষে ভয়প্রদ এবং পুণ্যশীল ব্যক্তির পক্ষে সুখপ্রদ । যমপুরে সর্বদা মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছে, বিবিধ উৎসবক্রিয়া, সর্বদা নানাপ্রকার বেদব্যাখ্যা, এবং শস্যাদি বিবিধ বাদ্যধ্বনি হইতেছে । উহার প্রবেশস্থানে চিত্রগুপ্তের গৃহ বিদ্যমান । চিত্রগুপ্তপুর পক্ষবিংশতিযোজন বিস্তীর্ণ, গৃহ দশযোজন উচ্চ এবং লোহপ্রাকারপরিবেষ্টিত । তাহাতে শতসংখ্যক পথ আছে; ঐ সকল পথে উক্তপুরে সঞ্চরণ করিতে পারে; উহারে সর্বদা শত শত পতাকা শোভিত হইয়াছে; ঐ গৃহে শত শত প্রদীপ জলিতেছে এবং উহা গীত-বাদ্যধ্বনিতে সমাকুল হইয়াছে । গৃহ চিত্রকোণে চিত্রিত হইয়া আছে । ঐ গৃহে মণি-যুক্তানির্মিত পরমাস্কন্ধ আসন বিদ্যুত বহি-

যাছে; চিত্রগুপ্ত ঐ আসনে অবস্থিত হইয়া জীবের আয়ুর্কাল গণনা করেন । চিত্রগুপ্ত শ্রুত বা শুক্রেত কর্ম্মে মোহিত হইবেন না, আয়ুর্কালোপার্জিত সৎ, অসৎ সমুদায় কর্ম্ম নিরূপণ করেন; তিনি অষ্টাদশদোষরহিত কর্ম্মসকল লিখিয়া থাকেন । চিত্রগুপ্তগৃহের পূর্বদিকে জ্যেষ্ঠের মহাগৃহ বিদ্যমান আছে । চিত্রগুপ্তগৃহের দক্ষিণদিকে শূল, লুতা ও বিফোটকাদির গৃহ এবং পশ্চিমদিকে কালপাশ, অজীর্ণ ও অকৃচি ইহাদিগের বাসগৃহ আছে । ২১—৩০ । মধ্যপীঠের উত্তরভাগে বিমুচিকা, ঐশান্যকোণে শিরোরোগ, অগ্নিকোণে মুচ্ছা, নৈর্জাত কোণে অতিসার, বায়ুকোণে দাহ অবস্থিত করে । এই সকল রোগে পরিবৃত্ত হইয়া চিত্রগুপ্ত অবস্থান করিতেছেন । যে মনুষ্য যেরূপ কর্ম্ম করে, চিত্রগুপ্ত তাহা লিখিয়া রাখেন । যমদূতগণ পাপকর্ম্ম নরাধম পাপিষ্ঠ লোকদিগকে মহাপাশে বদ্ধ করিয়া

* ধর্ম্মরাজগৃহদ্বারি দুঃস্বাক্ষরী তথা দিশি ।
 কচিদঙ্গাধিকঃ পাঠঃ ।

নানাপ্রহরণাট্রৈশ্চ নানায়জ্ঞৈস্তথা পরে ।
 ছিদ্রাস্তে পাপকর্ষণঃ ক্রকটৈঃ কাঠবান্ধবা ॥ ৩৫
 অস্ত্র অলঙ্ঘ্যকাট্রৈর্বেষ্টিতাঃ পরিতো ভুশম্ ।
 পূর্বকর্মবিপাকেন যায়ন্তে লোহপিণ্ডবৎ ॥ ৩৬
 ক্রিষ্টান্তে চ ধরাপৃষ্ঠে কুঠারৈণ্যবকর্ষিতাঃ ।
 ক্রন্দমানাশ্চ দৃষ্টান্তে পূর্বকর্মবিপাকতঃ ॥ ৩৭
 কৈশ্চিদন্তুমধৈঃ পাটকৈস্তলপাটকস্তথা পরে ।
 পীড়ান্তে যমদূতৈশ্চ পাণিষ্ঠাঃ সূত্ৰশঃ নরাঃ ॥ ৩৮
 কণানি প্রার্থয়ন্ত্যস্তে দেহি দেহীতি কোটিশঃ ।
 যমলোকে যয়া দৃষ্টা স্বাঃসং ভুজয়ন্তি হি ॥ ৩৯
 ইত্যেবং বহুশক্ত্যাক্য বক্ষ্যামি সুখলক্ষ্যে * ॥ ৪০
 ইতি জীগাক্ষডেমহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে ত্রিকক-

গকর্তৃসংবাদে যমলোকবর্ণনং নাম

ত্ৰয়ত্ৰিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

যুগ্মরথারা পীড়ন করে এবং পূর্বকৃত কর্ম্ম-
 সারে পাশধারা বদ্ধ করিয়া রাখে । ক্রকট-
 দ্বারা কাটছেদনের ভাষ, যমদূতগণ নানা-
 প্রকার অস্ত্রশস্ত্রধারা পাপকর্ম্ম লোকদিগকে
 ছেদন করিয়া অস্ত্রান্ত যন্ত্রধারা পীড়ন করিতে
 থাকে । কোন কোন পাপী পূর্বকৃত কর্ম্মবিশে
 অলবদ্ধারায়িতে সর্ব্বতোভাবে সান্তিপর প্রজ-
 লিত হইয়া লোহজলিত পিণ্ডবৎ হয় । কেহ
 কেহ কুঠারধারা ছিন্ন হইয়া ধরাতলে পতিত
 হয়, কেহ বা পূর্বকৃত কর্ম্মবিপাকফলে রোদন
 করিতে থাকে । কোন পাপী নিগতপাশে
 বদ্ধ হইয়া পীড়িত হয় । কেহ বা তৈলপাকে
 পরিণত হয় । এইরূপে পাপিষ্ঠ নরগণ যমদূত-
 কর্তৃক সান্তিপর ক্রেশভোগ করে । যমলোকে
 অস্ত্রান্ত কোটি কোটি দেহী “দেহি দেহি”
 বলিয়া ঋণপ্রার্থনা করিতেছে । হে গরুড় !
 আমি দেখিয়াছি, যমলোকে অনেক পাপী
 নিজ নিজ মাংস ভক্ষণ করে । হে গরুড় !

* কিসেতির্নিতরপ্রোষ্টকঃ সর্ব্বশাস্ত্রেযু ভাবিতৈঃ
 দানোপকারং বক্ষ্যামি যথা তত্র সুখং ভবেৎ ।
 কচিদমমধিকং পাঠঃ ।

চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

ত্রিকক উবাচ ।

শূণ্ড ভাক্য যথাস্তাবৎ ধর্ম্মাধর্ম্মস্ত লক্ষণম্ ।
 সুকৃতং দুষ্কৃতং নুণামগ্রে ধাবতি ধাবতাম্ ॥ ১
 কৃতং তপঃ প্রশংসন্তি জ্ঞেতায়াং জ্ঞানসাধনম্ ।
 যঃ পরে যজ্ঞ-নামে চ দানমেকং কলৌ যুগে ॥ ২
 গৃহস্থানাং স্মৃতো ধর্ম্ম উত্তমানাং বিচকটৈঃ ।
 ইষ্টাপূর্ত্তো যশস্ত্যা হি কুর্য্যতাং নাস্তি পাতকম্
 বৃকস্ত রোপিতো যেন ধনি কুপ জলাশয়াঃ ।
 যমমার্গে সুখং তুস্ত অজ্ঞতো নিতরাং ভবেৎ ॥ ৪
 অগ্নিতাপঃ প্রদাতা বৈ যৈঃ শীতশীত্বিতে বিজে *

উক্তপ্রকারে অনেকানেক পাপী নরকভোগ
 করে । ৩১—৪০ ।

ত্ৰয়ত্ৰিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় ।

ত্রিকক বলিলেন,—হে গরুড় ! ধর্ম্মাধর্ম্মের
 যথার্থ লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর ! যম্বোদর
 মরণ হইলে তাহার পাপপুণ্য আগে আগে
 গমনপূর্ব্বক পরলোকে গমন করিয়া থাকে ।
 যখন সেই যম্বোদর পরলোক গমন করে, তখন
 সেই পাপপুণ্যের ভোগ হয় । সত্যযুগে তপস্তা,
 জ্ঞেতা যুগে জ্ঞান, ঋণপরে যজ্ঞ এবং কলিযুগে
 এক দানমাত্রই ধর্ম্ম । গৃহস্থগণ স্মৃতিকথিত
 ধর্ম্মের অনুসরণ করিবে; বীর শক্তি অশ্ব-
 সারে ইষ্টাপূর্ত্তাদি যাগ করিবে; তাহাতেই
 তাহাদিগের পাপ নষ্ট হয় । যে ব্যক্তি বৃক-
 রোপণ করে, অথবা তড়াগাদি জলাশয় খনন
 করে, সে সুখে যমালয়ে গমন করিতে পারে ।
 শীতশীত্বিত বিজ্ঞানে কাঠ ও অগ্নিপ্রদান

* কৃত্য যেন হি মার্গেহান্নিন্ সুখং যান্তি স
 মানকঃ ।

যিমে তুষারশীতাত্মাঃ পীড়্যন্তে ন যমালয়ে ।
 কচিদমমধিকং পাঠঃ ।

তপ্যমানাঃ সুখং যান্তি সৰ্বকাঠৈঃ প্রপূরিতাঃ *
 সুবর্ণ-মণি-মুক্তাদি-বস্ত্রাণ্যভরণানি চ ।
 তেন সৰ্বমদং দত্তং যেন দত্তা বসুন্ধরা ॥ ৬
 যানি যানি চ ভূতানি দত্তানি ভূবি দানবৈঃ ।
 যমলোকপথে তানি তিষ্ঠন্ত্যেবাং সমীপতঃ ॥ ৭
 ব্যক্তানি বিচিত্রানি ভক্যা-ভোজ্যানি যানি চ ।
 দদাতি বিধিনা পুত্রঃ প্রেতে তদুপতিষ্ঠতি ॥ ৮
 আত্মা বৈ পুত্রনামান্তি পুত্রস্বাত্মা যমালয়ে ।
 তারদেং পিতরং যোরাং তেন পুত্রঃ প্রচক্ষ্যতে
 আতো দেবক পুত্রেন জাহ্নবাজীবিতাবধি ।
 আতিবাহুস্তদা প্রেতো ভোগান বৈ লভতে
 হি সঃ ॥ ১০

দহমানস্ত প্রেতস্ত যজ্ঞৈর্নরো জলাঞ্জলিঃ ।
 দীপ্তে প্রেতরূপোহসৌ প্রীতো যান্তি যমালয়ে

করিলে সেই ব্যক্তি যমালয়ে সুখে গমন
 করে। যে ইহলোকে বসুন্ধরা দান করে, সে
 সুবর্ণ, মণি, রত্ন, বস্ত্র ও আভরণ প্রভৃতি সৰ্ব
 জ্বালানোর কল পায়। যে নর বে যে জ্বা
 দান করে, সেই সকল জ্বা যমলোকের পথে
 অগ্নে যাইয়া বর্তমান থাকে। পুত্র পিতার
 উদ্দেশে বিবিধ ব্যঞ্জন ও ভোজ্যজ্বা দান
 করিলে পিতা যখন যমলোকে গমন করে,
 তখন তাহার সমীপে সেট সকল জ্বা উপস্থিত
 হয়। আত্মাই পুত্র নামে প্রাক্কর্ভূত হয়, ঐ
 পুত্রই যমালয়ে পিতার পরিজ্ঞাপকর্তা। নরক
 হইতে পিতাকে পরিজ্ঞাপ করে বলিয়াই “পুত্র”
 এই নাম হইয়াছে; অতএব পুত্র জীবিত-
 কালাবধি পিতার শ্রদ্ধা করিবে। পিতা আতি-
 বাহিক শরীরে পুত্রপ্রদত্ত সেই জ্বা সকল
 ভোগ করে ১১—১০। প্রেত যখন যমলোকে
 গমন করিয়া দহমান হয়, তখন পুত্র পিতার
 উদ্দেশে যে জলাঞ্জলি প্রদান করে, তদ্বারা
 জীত হইয়া যমালয়ে গমন করে। পিতার

* ভূতানি বিচিত্রানি ভক্যা-ভোজ্যানি যানি চ ।
 ভূমিগাঠৈঃ সুখং যান্তি সৰ্বকাঠৈশ্চ পুরিতাঃ ।
 কাচদম্বাদিকঃ পাঠঃ ।

অপকে যুগ্মে পাঠে দুই দত্তঃ দিনত্রয়ম ।
 কাঠত্রয়ং ভূতৈর্বক্সা প্রীতো যাজ্ঞো চতুশ্চ ॥ ১২
 প্রথমোহহি দ্বিতীয়ে চ তৃতীয়ে চ তথা ২গ ।
 আকাশস্থঃ পিতৃশুভ্রঃ প্রেতো বায়ুবপুত্রঃ ॥ ১৩
 চতুর্থে সকলঃ কার্য্যশ্চতুর্থে াপি সারিকে * ।
 অহিসকলমং কার্য্যং নদ্যাাদাপোহজলিঃ ততঃ ॥
 ন পূর্বা হু ন মধ্যাহ্নে নাপরাহ্নে ন সন্ধ্যা ।
 যাতে প্রথমযামে তু নদ্যাাদাপোজলাঞ্জলী ॥ ১৪
 পুত্রেন দত্তে তে সৰ্ব্ব গোত্রিণো হিতবাহবাঃ
 যজ্ঞাটোঃ পরজাটোশ্চ দেহো নদ্যাং

জলাঞ্জলিঃ ॥ ১৬

গত্বা নৈব বিপ্রং দাতুং শীঘ্রং জলাঞ্জলিঃ ।
 নিবৃত্তান্ত যদা নারীঃ লোকাচারঃ সদা ভবেৎ ॥
 পঞ্চদশ গতে শূদ্রে যঃ কাঠঃ নরকে চিত্তাম্ ।

মরণের পর তিন দিবস অপক যুগ্মপাঠে
 দুইদান করিবে। তিনটি বাট বসুন্ধরা বন্ধ
 করিয়া চতুশ্চ স্থাপনপূর্বক তদুপরি দুইদান
 করা বিধেয়। আকাশ প্রেত বায়ুতপ ধারণ
 করিয়া প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবসে
 সেই দুই পান করিবে। মরণের পর
 চতুর্থ দিবসে সকল জাতিবর্গ অহিসকল
 করিবে। সারিকেরা দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা
 চতুর্থ দিবসে অহিসকল করিয়া জলাঞ্জলি
 প্রদান করিবে। পূর্বাহ্নে, মধ্যাহ্নে বা সায়াহ্নে
 সন্ধ্যাসময়ে প্রেতকে জলাঞ্জলি প্রদান করিবে
 না। প্রাতঃকালের প্রথম ভাগে প্রেতের
 উদ্দেশে আদ্য জলাঞ্জলি প্রদান করিবে।
 পুত্রগণ জলাঞ্জলি প্রদান করিলে জাতিগণ
 বন্ধ, বাহব, যজ্ঞাতি ও পরজাতি সকলেই
 আদ্য জাঞ্জলি দিবে। বিপ্রগণ শূদ্রের
 উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে গমন করিবে
 না, পুত্রাদির দাতাক্রম্যে নদ্যাতির জীর
 হইতে প্রতিবৃত্ত হইয়া লোকাচার করিবে।

* ততঃ সকলঃ কার্য্যঃ গজোশ্চাৰ্য্যো বিধীয়তে ।
 দ্বিতীয়ে চ তৃতীয়ে চ চতুর্থে বাপি সারিকৈঃ ।
 ক্রিয়ামধিকঃ পাঠঃ ।

অমুখজেন্দ্র্যদা বিপ্রঃ প্রারাম্যতু চিৰ্ত্তবেৎ ॥ ১৮
 ত্রিরাত্রৈ চ ততঃ পূর্ণে নদীঃ গচ্ছেৎ সমুদ্রগাম
 প্রাণারাম্যশতং কুহা যুতং প্রাপ্তি বিস্তৃতি ॥ ১৯
 শূদ্রেঃ গচ্ছতি সৰ্বত্র বৈশ্বক্ৰিয়ু যযোঃ পরঃ ।
 গচ্ছতি স্বীয়বর্ণেবু দাতুং প্রেতে জলাঞ্জলিঞ্চ *
 দত্তে জলাঞ্জলৌ পশ্চাদ্বিনধ্যাদ্ভবাবনম্ ।
 ত্যজন্তি গোত্রিণঃ সৰ্কে দিনানি নব কাণ্ড ১ ॥
 জলাঞ্জলিং তথা দাতুং গচ্ছন্তি দ্বিজসন্তথাঃ ।
 যত্র স্থানে মৃতো যন্ত অশ্রুতপি গৃহেহপি বা ।
 বিপ্রেবশ্চ ততঃ স্থানান কচিবিহিতো বৃধেঃ ॥ ২২
 শ্রোজনশ্চাগতো গচ্ছেৎ পৃষ্ঠতো নবসকয়ঃ ।

শূদ্রের মরণ হইলে যদি ব্রাহ্মণ চিত্তান্তে
 কাষ্ঠানঘন করিয়া সেই সঙ্গে অমুগমন করে,
 তবে সেই বিপ্র ত্রিরাত্র অশুচি থাকে । ত্রিরাত্র
 পূর্ণ হইলে সমুদ্রগামিনী নদীতে গমন করিয়া
 শতবার প্রাণারামপূর্বক যুতপ্রাশন করিয়া
 শুদ্ধ হইবে । শূদ্র সৰ্ববর্ণের ; বৈশ্ব ব্রাহ্মণ,
 কত্রিয়, বৈশ্ব এই বর্ণত্রয়ের ; কত্রিয় ব্রাহ্মণ
 ও কত্রিয় এই বর্ণত্রয়ের ; ব্রাহ্মণ কেবল
 ব্রাহ্মণের শব্দমুগমন করিয়া জলাঞ্জলি প্রদান
 করিতে পারে । পুত্র, পিতা প্রভৃতির
 অশ্রোষ্ট্রক্রিয়া করিয়া পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্রে
 গ্রহি দিবে ; একবস্ত্রে কুশ তিলযুক্ত জলাঞ্জলি
 প্রদান করিবে । ১১—২০ । হে কাণ্ডপ !
 যাহারা প্রেতের উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান
 করিতে গমন করিলে, তাহারা নয় দিবস
 পর্যন্ত দম্বাবন পরিহার করিবে । যখন
 প্রেতের উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে
 গমন করিবে, তখন পথে কিংবা গৃহে যে
 স্থানে সকলে মিলিত হইবে, সেই স্থানে সেই
 পথে ও সেই গৃহ হইতে সকলে বিদ্রিষ্ট হইবে ;
 দাহপৰ্য্যন্ত সকলে একত্র থাকিবে । যে সকল
 লোক দাহার্থ গমন করিবে, তাহাদিগের মধ্যে

* অধ্বোক্তব্রহ্মাভ্যাং বহুগ্রন্থিক দাপয়েৎ ।

একবস্ত্রো দদেদুবা দর্ভাস্তচ্চ তিলাঞ্জলিঞ্চ ।

কচিদমধিকঃ পাঠঃ ।

আচমনং নিধাতব্যং পাবাণোপরিসংস্থিতৈঃ ॥ ২৩
 যবাঃশ্চ সৰ্গপান দূৰ্ব্বাঃ পূৰ্ণপাত্রে বিলোকয়েৎ ।
 প্রাণারাম্যপত্ন্যাবি য়েহস্থানং সমাচরেৎ ॥ ২৪
 গোত্রাভির্ন চ কৰ্ত্তব্যং গৃহারক ন ভোজয়েৎ ।
 ভূম্বীত মৃগবে পাশ্রে উস্তানক বিবৰ্জয়েৎ ॥ ২৫
 মৃতকস্ত জ্ঞা গ্রাহ্য যমগাথাং সমুদগরেৎ ।
 শুভাশুভে চ ধাতব্যো পুষ্ককর্ষোপসকিতে ॥ ২৬
 লব্ধেনৈব চ দেহেন ভূতৈস্ত পুত্ৰতপুত্রে ।
 বায়ুকণো ভ্রমত্যেব বায়ুকর্কঃ স গচ্ছতি ॥ ২৭
 দশাহকর্ষক্রিয়য়া কুটী নিম্পাদাতে ক্রবম্ ।
 নবদৈঃ বোভশ্চাক্ষিঃ প্রয়াতি হি কুটী নবঃ ॥
 তিলৈর্দর্ভৈশ্চ ভূম্যাঃ টেব কুটী ধাতুমতা ভবেৎ ।
 পঞ্চ বহ্নানি বজ্রে তু যেন জীবঃ প্ররোহতি ॥ ২৮
 যদা পুষ্পঃ প্রনষ্টে হি তদা গর্ভঃ ন ধারয়েৎ ।

গমনকালে স্ত্রীসকল অগ্রে গমন করিবে এবং
 পুষ্ক পশ্চাৎ থাকিবে । তৎপরে পাবাণো-
 পরিসংস্থিত হইয়া আচমন করিবে । পূর্ণ-
 পাত্রে যব, সর্বপ, দূৰ্ব্বা এই সকল অবলোকন
 করিবে ; নিম্নপত্র প্রাশন করিয়া যুত সর্প-
 পূর্বক স্নান করিবে । যে সকল অন্নাদি
 প্রস্তুত থাকে, তাহা ভোজন করিবে না ।
 অগোত্র ব্যক্তিমাত্রেরই এইরূপ ব্যবস্থা
 জানিবে । মরণের পর পুত্রাদিরা মৃগরণপাত্র
 ভোজন করিবে, পরন্তু উস্তানভান বর্জন
 করিবে । বাহুবগণ মৃতের জ্ঞাকীর্জন করিয়া
 যমগাথা গান করিবে । তৎপরে পুষ্ককর্ষ-
 সক্তি শুভাশুভ কৰ্ম্ম ধান করিবে । মৃত্যু
 মরণের পর অস্ত্র দেহ ধারণ না করিয়াই পুণ্য-
 পাপ ভোগ করে । মরণান্তে সেই জীব বায়ু-
 রূপে ভ্রমণ করে এবং বায়ুকূটীতে গমন করে ।
 জনস্তব দশাহে উত্তর কৰ্ত্তব্য করিবে, ইহাতেই
 সেই বায়ুকূটী নিম্পন্ন হয় । এবম্বাক ও
 বোভশ্চ আক্ষাদি দ্বারা নয় সেই বৃটীতে প্রবিষ্ট
 হয় । তিলদর্ভ আভরণ করাতে কুটী ধাতুমতী
 হইয়া থাকে । যুধে পঞ্চদশ প্রদানে জীব-
 প্ররোহ হয় । যতুপুষ্প নষ্ট হইলে গর্ভ হয় না ;

আদর্শ্য ততো ভূমৌ তিলমর্ভান বিনিক্ষিপেৎ
পত্রে স্বাবরহে চ যত্র কাপি ন জায়তে ।
তত্রৈব জন্তুচরণঃ শ্রাকং তত্রোপতিষ্ঠতি ॥ ৩১
ধ্বিনা লক্ষ্যমুদিশ্য যুক্তো বাণস্তদাপুদ্যৎ ।
যথা শ্রাকং যমুদিশ্য কৃতং তত্রোপতি তি ॥ ৩২
যাবনোৎপাদিতো দেহস্তাবজ্জাটৈর্দন প্রাণনম্ ।
গুধাবিজমমাপনো দশাহেন চ তর্পিতঃ ॥ ৩৩
পিণ্ডদানং ন যন্তাদুগাকালে ভ্রমতে তু সঃ ।
দিনত্রয়ং বসন্তোদয়ে অগ্নাবপি দিনত্রয়ম্ ।
আকাশে বসন্তে জ্বাণি দিনমেকস্ত বাসকে ।
দশে দেহে চ বহৌ চ জলে নৈব তু তর্পিতঃ ।
স্নেহস্থানং জলে নৈব পুপটকঃ কুশরৈর্গৃহে ॥ ৩৪
প্রথমেন্নি তৃতীয়ে চ পঞ্চমে সপ্তমেন্নি বা ।
নবমেকাংশে চৈব শ্রাকং নবকমুচ্যতে ॥ ৩৫
গৃহস্থায় শ্রাণানে বা তীর্থে দেবালয়েনপি বা ।
যজ্ঞাদ্যো দীপ্তে পিণ্ডস্তত্র সর্কান সমাপয়েৎ ॥
একাদশাহে যজ্ঞাঙ্কং তৎ সামান্তমুদাহৃতম্ ।

ভূতলে তিলমর্ভান্তরণে সেই দোষ দূর হয় ।
২১—৩০ । জীব পশুর অথবা যদি স্বাবরহ
প্রাপ্ত হয়, তথাপি সে যেখানেই থাকুক শ্রাক-
দ্বারা তাহার নিকটে যাইয়া উপস্থিত হয় ।
দৃঢ়ভাবে কর্তৃক নিক্ষেপ্ত বাণের স্রাব যাহার
উদ্দেশ্যে শ্রাক করা যায়, সেই শ্রাক তাহার
নিকটে উপস্থিত হয় । যাবৎ দেহান্তর উৎ-
পন্ন না হয়, তাবৎ তাহার শ্রাক দ্বারা স্রীত
করিবে । দশাহে যাহার তর্পণ হয় না, সে
কুখিত ও ভ্রান্ত হইয়া থাকে । পিণ্ডদান দ্বারা
যে অন্নপ্রদান করা যায়, সেই অন্নও আকাশে
ভ্রমণ করে । প্রেত তিন দিবস জলে, দিন-
ত্রয় অগ্নিতে, তিন দিবস আকাশে এবং এক-
দিন বাসকে বাস করে । দেহ দাহান্তে জল
দ্বারা তর্পণ, স্নেহস্থান, পুরক পিণ্ডদান, কুশর
দ্বারা গৃহে পিণ্ডদান, এই সকল কার্য্য করিবে ।
প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, নবম ও একা-
দশাহে যে শ্রাক, তাহাই নব শ্রাক । গৃহস্থায়,
শ্রাণান, তীর্থে, দেবালয় প্রভৃতি যে স্থানে প্রথমে
পিণ্ডপ্রদান করা যায়, সেই স্থানেই অস্ত্র সকল

চতুর্দশাহে বর্ণনাতঃ শুদ্ধার্থঃ শ্রানমুচ্যতে ॥ ৩৬
কুদা চৈকাদশাহক পুনঃস্রাহা তর্চির্ভবেৎ ।
দদ্যাধিপ্রায় যঃ শয্যাং যথোক্তাং প্রেতমোকনাম
ন ভবেৎ ন যদা গোত্রং পরোহপি বিধিমাচরেৎ
ভাধ্যা বা পুরুষঃ কশ্চিৎ তুষ্টিচ কুরুতে ত্রিষাম্
প্রথমেন্নি যঃ পিণ্ডো দীপ্তে বিধিপূর্ব্বকম্ ।
অন্নাদ্যেন চ তেনৈব সর্কিষাভ্যানি কারয়েৎ ॥ ৩৭
অমন্ত্রং কার্য্যেক্ষাঙ্কং দশাহং নামগোজতঃ ।
শ্রাকং কৃত্ব যৈবদ্বৈস্তানি ত্যক্তা গৃহং বিশেৎ ।
অঙ্গগোত্রঃ সগোত্রো বা যদি স্ত্রী যদি বা পুমান্
প্রথমেন্নি যঃ কুর্ধ্যাৎ ন দশাহঃ সমাপয়েৎ ॥
জীবন্ত দশাহিঃ পিণ্ডেদেহো নিশ্চাদ্যতে কবম্
বৃদ্ধিচ দশতিম্যটৈর্গর্ভস্থ যথা ভবেৎ ॥ ৩৮
অশোচং যাবদেতন্ত তাবৎ পিণ্ডোদকক্রিয়া ।
চতুর্দশপি বর্ণনামেষ এব বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৯

কার্য্য সমাপন করিবে । একাদশাহে যে শ্রাক
করা যায়, তাহা সামান্ত বলিয়া কীর্ত্তিত ।
শ্রাণাদি বর্ণচতুর্দশাহে শুদ্ধির নিমিত্ত শ্রান
কর্তব্য । একাদশাহে শ্রাক করিয়া পুনর্বার
শ্রানদ্বারা শুদ্ধ হইবে । শ্রাণকে যথোক্ত
শয্যা দান করিবে । যগোত্রাদি শ্রাকের
অধিকারী না থাকিলে অপর ব্যক্তিও
শ্রাক তর্পণাদি করিতে পারে । স্ত্রী বা
পুরুষ যে কেহ হউক প্রথমদিন যে পিণ্ড
দিবে, সেই অস্ত্রান্ত্র সমস্ত শ্রাক করিবে ।
৩১—৪১ । দশাহ যাবৎ কেবল নাম গোত্র
উল্লেখ করিয়া অমন্ত্র শ্রাক করিবে । যে বস্ত্র
পরিধান করিয়া শ্রাক করিবে, সেই বস্ত্র পরি-
তাগ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিবে । অগোত্র,
সগোত্র, স্ত্রী বা পুরুষ যে কেহ প্রথম পিণ্ড-
প্রদান করিবে, দশাহপর্য্যন্ত সেই ব্যক্তিই
পিণ্ডপ্রদান করিবে । দশ পিণ্ডদানের কালে
জীবের আতিবাহিক দেহ গঠিত হয় । গর্ভস্থ
জীবের জায় মাসিক শ্রাদ্ধাদি দ্বারা সেই
দেহের পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে । যাবৎ অশোচ
থাকে, তাবৎ পিণ্ডোদকক্রিয়া কার্য্যবে । শ্রাণপ-
কক্রিয়, বৈশ্বা ও শূদ্র এই বর্ণচতুর্দশাহে এই

যত্র ত্রিরাত্রাশোচঃ তত্রাদৌ ত্রীন্ প্রদাপয়েৎ ।
চতুর্থ্যং দ্বিতীয়েহহি তৃতীয়ে ত্রীংস্তথৈব চ ৪৮
পৃথক্ শরাবশে দদাদেকাহং কৈরমম্ব চ ।
একোদ্বিষ্টে বৈ শ্রাদ্ধং চতুর্থ্যেহহি কারয়েৎ ।
প্রথমোহহি যঃ পিতৃভ্যন দৃঢ়া প্রজায়তে ।
চন্দ্রঃ স্রোত্রঞ্চ নাসা চ দ্বিতীয়েহহি প্রজায়তে ।
পৃষ্ঠো বক্ষঃ তথা গ্রীবা তৃতীয়েহহি জায়তে ।
হৃদয়ঃ কৃক্কিঞ্চনঃ চতুর্থ্যে তথৈব হি । ৪৯
কটিপৃষ্ঠং শুদকাপি পঞ্চমেহহি জায়তে ।
যষ্ঠে উরু চ বিজ্ঞেয়া সপ্তমে শুল্কসম্ভবঃ । ৫০
অষ্টমে দিবসে শ্রাদ্ধে জজ্ঞে চ ভবতোহগুজ ।
পাদৌ চ নবমে জ্ঞেয়া দশমে বলবৎস্থবা । ৫১
একাদশাহে যঃ পিতৃভ্যঃ দদাদামিষেণ তু ।
সিদ্ধায়ৈ তন্ত্র দাতব্যং কুশলাঃ পুপকাঃ পক্ষ ।
প্রকাল্য বিপ্রচরণাবধ্যাং যুগল দীপকম্ ৫২
বাৎস প্রতীমাস্তানি শ্রাদ্ধান্তেকাদশে তথা ।
ত্রিপক্ষকাপি যথাসে যে শ্রাদ্ধানি চ বোক্তব ।
বাসঃ প্রাণি প্রদাতব্যং যুতাহে যা তিথির্ভবেৎ ।

বাবস্থা । যদি ত্রিরাত্র অশোচ হয়, তবে প্রথম দিন তিনটি, দ্বিতীয় দিনে চারটি, তৃতীয় দিনে তিনটি পিণ্ডপ্রদান করিবে। হৃদ ও অঙ্গ পৃথক্ শরাবে দিবে। চতুর্থ দিনে একোদ্বিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবে। উরু যে দশ পিণ্ডপ্রদান করা হয়, তাহার প্রথম পিণ্ডে মস্তক; দ্বিতীয় পিণ্ডে চন্দ্র কণ নাসিকা; তৃতীয় পিণ্ডে গণ্ড, মুখ, গ্রীবা; চতুর্থ পিণ্ডে হৃদয়, কৃক্কি, উদর; পঞ্চম পিণ্ডে কটি, পৃষ্ঠ, শুভ্র; যষ্ঠ পিণ্ডে উরু-বহু; সপ্তম পিণ্ডে শুল্ক; অষ্টম পিণ্ডে জজ্ঞাবহু; নবমে পঞ্চময় সম্পূর্ণ হয়, দশমে বলবৎস্থবাবে ধ হইয়া থাকে। একাদশাহে প্রেতের উদ্দেশ্যে সমস্তক পিণ্ডপ্রদান করিবে; আর সিদ্ধায়, শকরা পিষ্টক হৃদাদিহান করিবে। শ্রাদ্ধাঙ্গর পাণ্ড প্রকালনপূর্বক যথোপচারে অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে। বাৎস মাসের বাৎস মাসিক শ্রাদ্ধ, একাদশাহ শ্রাদ্ধ, প্রথম বাৎসমিক, দ্বিতীয় বাৎসমিক ও সপ্তমীকরণ এই সমুদায়ে বোক্তব শ্রাদ্ধ বহ।

স মাসঃ প্রথমো জ্ঞেয় ইতি বেদবিনো বিহঃ ৫৩
শবদন্তে চ যজ্ঞাঙ্কঃ যুতিহানে বিজ্ঞাসনে ।
তথৈব প্রথমঃ শ্রাদ্ধঃ তৎ স্তাদেকাদশেহহি ।
স। তিথির্নাসিকৈ আঙ্কে যুতো যস্মিন দিনে নরঃ
রিজ্ঞয়েচ্চ ত্রিপক্ষে চ সা তিথির্নাসিকৈ বৈ ।
পূর্ণমাস্তাং যুতো যোহসৌ চতুর্থী তন্ত্র চোনকা
চতুর্থী যুতো যন্ত নবমী তন্ত্র চোনকা । ৫৭
নবমী যুতো যন্ত রিজ্ঞা তন্ত্র চতুর্দশী ।
এতা রিজ্ঞাচ্চ বিজ্ঞেয়া অস্তোদৌ কুশলেন চ ।
একাদশাহে যজ্ঞাঙ্কঃ নরকং তৎ প্রকীর্তিতম্ ।
চতুপথে ত্রাজ্ঞেয়মঃ পুনঃ শ্রানঃ

সমাহরেৎ ৫৯ *

৪২—৫৩। যত্র দিবসে যে তিথি হয়, পুনর্বার সেই তিথি উপস্থিত হইলেই প্রথম মাস হয়, প্রতি মাসে সেই তিথিতে শ্রাদ্ধ করিবে। যুতাহানে শ্রাদ্ধ সাগ্নিযো যে শ্রাদ্ধ, তাহাই প্রথম শ্রাদ্ধ। যে তিথিতে মনুষ্যের মরণ হয়, সেই তিথিই মাসিকে প্রযুক্ত; কিন্তু রিজ্ঞা ও ত্রিপক্ষে সেই তিথি গ্রহণ করিবে না। প্রতি-মাসে যে শ্রাদ্ধবিধি আছে, তাহাতে রিজ্ঞা বর্জনীয় জানিবে। পূর্ণমাতে যাহার মরণ হয়, তাহার পক্ষে চতুর্থী, চতুর্থীতে যাহার মরণ হয়, তাহার পক্ষে নবমী, নবমীতে যাহার মরণ হয়, তাহার পক্ষে চতুর্দশী রিজ্ঞা জানিবে। এইরূপ রিজ্ঞাতেই শ্রাদ্ধ নিবেদন করিবে। বাৎস অস্তোষ্ট্রিক্রিয়ার পারদর্শী, তাহার এইরূপ বাবস্থা করিয়া থাকেন। একাদশাহে প্রেতের উদ্দেশ্যে যে অন্ন পাক করিবে, তাহা চতুপথে প্রদান করিয়া শ্রান করিতে হইবে।

* কচিদনুসংখ্যকঃ পাঠঃ;—

একাদশাহাদারভ্য যটশ্রাদ্ধঃ জলাধিতম্ ।
দিনে দিনে চ দাতব্যমদং যোগ্যজ্ঞানোত্তমম্ ।
মাহুভক্ত শরীরে তু বিদ্যাতে কৃৎসিককঃ ।
তৎসংখ্যা সর্বদেহেহু যটাদিকশতভ্রমম্ ।
উদকভক্ষন পুষ্টানি তাত্ত্বানি ভবন্তি হি ।
এতদান্যদ্যতে কুতঃ কীর্তিঃ প্রেতস্ত জায়তে ৬০

শযাদানং প্রশংসতি সৰ্বদৈব বিজ্ঞোক্তাঃ ।

অনিত্যং জীবনং যশাং পশ্চাৎ কো হু

প্রদাত্তি । ৬০

ভাববদ্ধঃ পিতা ভাবদ্বাবজীবতি মানবঃ ।

মৃত্যু মৃত ইতি জ্ঞা ত্য কণাং শ্রেহো নিবর্ততে ।

আট্টেব হ্রাস্তনো বন্ধুরেবং জ্ঞাতা মূহুর্নুহঃ ।

জীবনপীতি সঞ্চিন্তা স্বীয়ং হিতমহুশরেৎ । ৬২

মৃতানাং কঃ শ্রুতো দদ্যাৎকিমে শযাং তুলিকায়

এবং জ্ঞানদ্রিৎ সৰ্বং শ্রুতেনৈব দাপয়েৎ । ৬৩

ভাষ্টিয়াং সমাসাদ্য সারদাকমরীং দৃঢ়ায় ।

হে বিজ্ঞ ! দেবতা সকল শযাদানের প্রশংসা করেন, অতএব জীবনদেবতার শযাদান করিবে ; কারণ সকলেরই জীবন অনিত্য, মরণ হইলে পর আর কে দান করিবে ? মানব যাবৎ জীবিত থাকে, তাবৎ পিতা, বন্ধু, বাস্তব সকলের সহিত সম্বন্ধ থাকে, কিন্তু মরণের পর কণমধ্যেই শ্রেহনিবর্তিত হয় । আপনিই আপনার বন্ধু এবং আপনিই আপনার শত্রু, ইহা চিন্তা করিয়া ধর্মাচরণ করিবে । কোন পুত্র মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে শযা প্রদান করিতে নাও পারে, অতএব জীবিত থাকিতেই শ্রুতে সৰ্বদা দান করিবে । সারদান কাঠ-

যশ্চিন্ দিনে মৃত্যুঃ জন্তরট্যাং বিবমেৎপি বা

যদা তদা ভবেদাহঃ মৃতকং মৃতবাসরাৎ ।

ভিলপাভঃ ভদ্রায়াং গন্ধধূপাদিকং যৎ ।

একাদশাহে দাতব্যং তেন ততো বিজ্ঞো ভবেৎ

কজিয়ো দাদশাহে তু বৈজ্ঞঃ পঞ্চমশে তথা ।

তচ্ছিঃ শূদ্রস্ত মাসেন মৃতকে জাতমৃতকে ।

দ্বাদশাহে ত্রিরাত্রঃ স্তাৎ যগাসে ন তু পক্ষিণী ।

অহা সৰ্বৎসরাদর্কাৎ পূর্বে দদ্যেদিকং শুচিঃ ।

অনেনৈবাহুসারেণ তচ্ছিঃ স্তাৎ সার্কযণিকৌ ।

একাদশাহঃ প্রভৃতি পুরতঃ প্রতিবৎসরম্ ।

বিবেদেবাং সম্পূজ্য পিতৃমেকক নিকশেৎ ।

যদা তারাগণা সৰ্ব্বং ছাদ্যন্তে রথিরশ্রিতিঃ ।

এবং প্রজ্জাদ্যতে সৰ্বং ন প্রেতো ভবতি কচিৎ

দতাদিকচিরাং যশাং হেমপট্টৈরলঙ্কৃতম্ ০ ।

তস্তাং সংস্থাপ্য হৈমকং হরিং লম্বা সমবিতম্ ।

মৃতপূর্ণকং কলসং তজ্জৈব পরিকরয়েৎ ।

বিজ্ঞেয়ো গরুড় ঐতিহ্যে ন নিজাকলসো বৃধেঃ ।

ভাদুল-কুঙ্কমকোদ-কপূরান্ধকচন্দনম্ ।

দীপিকোপানহচ্ছত্র-চামরাসনভাজনম্ । ৬৬

পার্শ্বেষু স্থাপয়েচ্ছত্ৰা সপ্তধাত্তানি চৈব হি ।

শবনস্থত ভবতি যচ্ছাত্ত্রহপকারকম্ । ৬৭

ভূজার-করকাদর্শং পঞ্চবর্ণং বিতানকম্ ।

শযামেকং বিধাং কৃৎস্না আশ্রণায় নিবেদয়েৎ । ৬৮

সপত্নীকার সম্পূজ্য অর্শোকপুখদারিনীম্ ।

বট্টৈঃ শ্রুশোভনৈঃ পূজ্য চৈলকং পরিধাপয়েৎ

কর্ণ-কণ্ঠাকুলী-বাহুভূষণৈশ্চিহ্নভূষণৈঃ ।

গৃহোপকরণৈর্বুজ্জং গৃহং যথা সমবিতম্ । ৭০

যদী তদা মৃতপজ্ঞাদিরিচিত, হেমপট্টদ্বারা সমলঙ্কৃত শযাসংগ্রহ করিয়া তাহাতে কর্ণময়ী লম্বীসমবিত হরিমূর্তি সংস্থাপন করত সেই স্থানে মৃতপূর্ণ কলস পরিকল্পনা করিবে । হে গরুড় ! উহার নাম নিজাকলস, উহা কোরের ঐতিকর হয় । ৬৬-৬৬ । অনন্তর কুঙ্কম, কপূরযুক্ত চন্দনাজলিত ভাদুল, দীপ, পাছক, ছত্র, চামর, আসন ও ভাজন এই সকল সমাজীকৃত করিয়া সপ্তধাত্ত স্থাপন এবং অস্ত্রাশ্র উপকরণ অব্যাসকল শযায় করিয়া দান করিবে । ভূজারক, দর্পণ ও বিতানাদি দ্বারা শযাকে বিভূষিত করিয়া আশ্রণকে নিবেদন করিবে । সপত্নীক আশ্রণকে শ্রুশোভন বস্ত্রাদি দ্বারা পূজা করিয়া পটবস্ত্র পরিধাপন করত উক্ত শযা প্রদান করিলে পরলোকে সুখলাভ হয় । তৎপরে পঞ্চরত্নজল ও অকতসমবিত অর্ঘ্য প্রদান করিয়া কর্ণ, কণ্ঠ, অঙ্গুরীয়, বাহু-ভূষণ ও অস্ত্রাশ্র উপকরণ এবং একটি গাড়ী

০ রক্ততুলিপ্রতিচ্ছদাঃ শুভদীর্ঘোপধানকাম্ ।

প্রজ্জাদনপট্টবুজ্জাং গন্ধধূপাদিবাসিতাম্ ।

কচিদনযাধিকঃ পাঠঃ ।

ততোহৰ্ঘঃ সত্ৰ্যাতব্যঃ পঞ্চরসকলাকটৈঃ ॥ ১১
 যথা ন কৃকশয়নঃ শূন্তঃ সাগরকন্তয়া ।
 শয্যাং সমাপ্যশূন্তান্ত তথা জয়নি জয়নি ॥ ১২
 নৈবেদ্যং তদ্বৎসলং কামাপ্য চ বিসর্জয়েৎ ।
 তথা চৈকাদশাহে তু বিধিরেব প্রকীর্তিতঃ ॥ ১৩
 কলাতি যো হি ধর্মার্থে বাঙ্করো বাঙ্কবে মৃত্যুঃ *
 বিশেষমত্র পক্ষে তু কথ্যমানঃ ময়া শৃণু ॥ ১৪
 উপবৃক্তক তস্তাসৌৎ যৎ কিঞ্চিৎ স্বগৃহে পুরা ।
 তন্ত যজ্ঞাঙ্গসংলগ্নং বস্ত্রং ভোজন-বাহনম্ ।
 যদভীষ্টক তস্তাসৌৎ তৎ সৰ্বং পরিকল্পয়েৎ ॥ ১৫
 স্থাপয়েৎ পুরুষং হৈমং শয্যোপরি শুভং বুধঃ ।
 পূজয়িত্বা প্রকাতব্যো মৃতশয্যা যথোদিতা ॥ ১৬
 পুরন্দরগৃহে সৰ্বং পূৰ্ব্বপুজ্যমগ্রে তথা ।
 উপতিষ্ঠেৎ শুধঃ জ্যেষ্ঠোঃ শয্যানানপ্রভাবতঃ ।
 নীতহস্তি ন তং যাম্যোঃ পুরুষা ভীষণাননাঃ ।
 ন বর্ষণে ন নীতেন বাধ্যতে স নরঃ কচিৎ ॥ ১৮

শয্যানানপ্রভাবেন প্রেতো মুচ্যেত বহুনাং ।
 অপি পাপসমাক্রান্তঃ স্বর্গলোকঃ স গচ্ছতি ॥ ১২
 বিমানবরমাক্রান্তঃ সেব্যমানোহপ্সবোগগণৈঃ ।
 আভূতসংগ্রহঃ যাবৎ তিষ্ঠেৎ পাতকবর্জিতঃ ॥
 নবকঃ যোক্তশ্রাদ্ধঃ শয্যা সংবৎসরং তথা ।
 ভর্তৃগা কুরুতে নারী তস্তাঃ শ্রেয়ো ধনন্তকম্ ॥ ১৩
 উপকারায় সা ভর্তৃজীবতি ন মৃত্যু তথা ।
 উদ্ধবেজ্জীবমানা সা সত্যী সত্যবতী প্রিয়ম্ ॥ ১৪
 স্ত্রিয়া দধ্যায়শয়নে হেমকুঙ্কমযজনম্ * ।
 বস্ত্রভূষা তথা শয্যা সর্বমেতচ্চি দাপয়েৎ ॥ ১৫
 উপকারকরঃ স্ত্রীণাং যদবেদিত্ব কিঞ্চন ।
 কৃষণঃ গাঙ্গলগ্নক বস্ত্র ভোগাদিকক যৎ ॥ ১৬
 তৎ সৰ্বং মেগদিত্বা তু শ্রে শ্রে স্থানে
 নিয়োজয়েৎ ॥
 পূজয়েজ্জোকপালান্ত প্রেতান্ দেবীং বিনায়কম্ ॥
 তন্তঃ শুভাশ্রয়বরো গৃহীতকুসুমাজলিঃ ।

প্রদান করিয়া প্রার্থনা করিবে; যথা—হে
 কৃক ! যেমন কীরসাগরে তোমার অনূক্ত শয্যা
 রহিয়াছে, জন্মে জন্মে আমার সেইরূপ শয্যা
 হউক । এইরূপে কৃককে অম্বনর করিয়া
 বিসর্জন করিবে । একাদশাহে এইরূপ বিধি
 কীর্তিত হইয়াছে । যে ধর্মরাজ ! ইহার বিশেষ
 বলিতেছি, শ্রবণ কর । মৃত ব্যক্তির গৃহে
 তাহার যে কিছু উপবৃক্ত বস্ত্র থাকে, তাহার
 গাঙ্গলগ্ন বস্ত্র, পাখাদি, আর তাহারই বস্ত্র-
 সকল দান করিবে । মৃতের শয্যোপরি শুভ
 হৈম বিকুণ্ঠিত স্থাপনপূর্বক পূজা করিয়া সেই
 শয্যা প্রদান করিবে, এইরূপ করিলে সেই
 ব্যক্তির ইন্দ্রলোকে ও সূর্যলোকে বাস হয় ।
 শয্যানান করিলে সেই দানকল প্রভাবে
 ভীষণানর বমদুতগণ তাহাকে নীকন করিতে
 পারে না । প্রেতের উদ্দেশে শয্যানান করিলে
 সেই শয্যানান মাহাশ্মে সেই প্রেত বমপুত্রে

রোজ বা নীত ক্রমে পাই না এবং মুক্ত হইতে
 পারে । যোক্তশ্রাদ্ধ, শয্যানান ও বাৎসরিক
 ক্রিয়া করিলে পানী ব্যক্তিও অম্বরোগে
 সেব্যমান হইয়া বিমানারোহণে স্বর্গ লোকে
 গমনপূর্বক প্রলংকানপর্বান্ত পাপবর্জিত হইয়া
 থাকে । যে নারী ভর্তার উপকার করে,
 তাহার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হয় এবং সে স্ত্রীও
 জীবিত থাকে । সত্যবতী নারী জীবনবহুয়াই
 পতিকে উদ্ধার করিতে পারে । ১১—১২ ।
 গুণবান্ পুত্র কিংবা স্ত্রী সুবর্ণবর প্রেত প্রতিমা
 নির্মাণ করিয়া কুঙ্কম, চন্দন, অম্বন, বস্ত্র, কৃষণ
 ও শয্যা এই সকলের সহিত প্রদান করিবে ।
 স্ত্রীবিগের গৃহে তাহার উপকারক যে কিছু বস্ত্র
 থাকে, তাহার গাঙ্গলগ্ন বস্ত্র, কৃষণ ও
 ভোগ্যবস্ত্র এই সমস্ত একত্র করিয়া স্ব
 স্থানে স্থাপন করিবে । অনন্তর লোকপাল,
 ব্রহ্মদেবতা ও গণপতিকে অর্চনা করিয়া ও
 শুক্লবস্ত্র পরিধানপূর্বক প্রান করিয়া পুষ্পাজলি-

* তৈত্তিরীয়ায়্যাহিতঃ প্রেতঃ পরলোকে
 নৃবী ভবেৎ ।
 ইত্যাহিকঃ পাঠঃ কচিৎ ।

* প্রেতস্ত প্রতিমাং হৈমীং কুঙ্কমটৈবযজনম্ ।
 কণ্ঠেযযধিকঃ পাঠঃ ।

ইমুক্তারক্ষণঃ বিপ্রস্ত পুরতো বুঃ । ৮৬
 প্রেতস্ত প্রতিমা হেবা সর্কোপকরণেবুতা ।
 সর্করত্নসমাবুতা তব বিপ্র নিবেদিতা । ৮৭
 আত্মা শত্ৰুঃ শিবা গোবী শক্ৰঃ পুরগণৈঃ সহ ।
 তস্মাক্ষযাপ্রদানেন নৈব আত্মা প্রদীকৃত্য । ৮৮
 আচার্য্যায় প্রদাতব্য্য আত্মণায় কুটুস্থিনে ।
 গৃহীতে আত্মণায় কোহদানিতি চ কীর্ত্তয়েৎ
 ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য প্রণিপত্য বিসর্জয়েৎ ।
 বিধিনানেন বৈ পশ্বিন দানমেবমুত নাপয়েৎ ৯০
 বহুতো। ন প্রদেয়ানি গোগৃহং শয়নং ত্রিঘঃ ।
 বিভক্তদক্ষিণা হেতে দাতারং পাতয়তি হি ৯১
 এবং যো বিতরেৎ তাক্য পুণ তস্ত চ যৎ কলম
 সাগ্রং বর্ষণতঃ দিবাঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে ৯২
 যৎ পুণ্যন্ত বাতীপাতে কার্ত্তিক্যামঘনঘয়ে ।
 ঘরকায়াস্ত যৎ পুণ্যঃ চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহে তথা ৯৩
 প্রমাগে নৈমিষে যত কুরুক্ষেত্রে তথাক্ষুবে ।
 গন্ধারঃ যমুনায়াঞ্চ সিদ্ধু-সাগরসন্ধ্যয়ে ৯৪

তেষু যদীয়তে দানং তস্মাদপাধিকান্তিঃ ।
 এতচ্ছযাপ্রদানন্ত নাপ্রাপতি যোক্তব্যং ।
 যত্রাসৌ জায়তে প্রাণী স্তুভ্যং তদৈব
 তৎকলম ।
 কর্ত্তব্যে কিতৌ যাক্তি মাহুযঃ শুভদর্শনঃ । ৯৬
 মহাধনী চ ধর্ম্মজঃ সর্কশাস্ত্রবিশারদঃ ।
 পুণঃ স যাক্তি বৈকুণ্ঠঃ যতোহসৌ নরপুংসবঃ ৯৭
 দিবাঃ বিমানমাক্রুত্ব অপ্সরোভিঃ সমাহুতঃ ।
 অর্হোহসৌ হব্য-কব্যোষু পিতৃভিঃ
 সহ যোহসে ৯৮

ইতি জীগাক্ষে মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে জীক-
 গকৃত্তসংবাদে সপিত্তীকরণাধিকারিনির্ণয়ো
 নাম চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ । ৩৪ ।

মানাদি কল্পিলে বেরূপ পুণ্যসকল হয়, এক
 শয্যাগানপ্রভাবে মনুষ্য সেই সকল কল
 পাইয়া থাকে । যে স্থানে উক্ত ব্যক্তি জন্ম-
 গ্রহণ করে, সেই স্থানেই উক্ত কলভোগ
 করিতে পারে । পরে কর্ত্তব্য হইলে অতি-
 সুক্লম মহাধনী, ধর্ম্মজ ও সর্কশাস্ত্রবিশারদ
 হইয়া মনুষ্যালোকে জন্মগ্রহণ করে । তারপর সে
 যমগানন্তর অপ্সরোগল পরিত্যক্ত দিবা বিমানে
 আকৃত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করত পিতৃ-
 গণের সহিত হব্যকর ভোজন করিতে
 পারে । ৮০—৯৮ ।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৪ ।

* কচিদয়মধিকঃ পাঠঃ,—

অষ্টকানু কৃতঃ শাক্তম্যাবস্তাদিনে তথা ।
 মনুষ্য পিতৃপর্কানি যানি যানি চ তেযু চ ।
 পুণ তাক্য আত্মারং প্রেতেষু পিতরো যন ।
 নোপতিষ্ঠতি আত্মানি সপিত্তীকরণং বিনা ।
 সপিত্তীকরণং কার্য্যং পূর্ণে বর্ষে ন সম্পদ্য ।
 আদ্যন্ত শবদ্যার্থঃ কৃষা চৈব জিযোষ্যদ্বয় ।
 পিতৃপত্ন্যভিবিভ্যর্থঃ শতর্কেন তু স্তম্ভয়ত

গ্রহণপূর্ব্বক আত্মণের সমীপে এই মন্ত্র উচ্চারণ
 করিবে । হে বিপ্র ! সর্কোপকরণমুক্ত ও
 সর্করত্নবিভূষিত এই প্রেতপ্রতিমা তোমাকে
 নিবেদন করিলাম । আত্মা, শত্ৰু, শিবা, গোবী,
 ইন্দ্র এবং অন্তান্ত দেবগণ সকলেই শয্যা-
 প্রদান করুন ; অতএব শয্যাপ্রদান
 করিবে, তাহাতে আত্মা সন্তুষ্ট হয় । আচার্য্য
 আত্মণ ও কুটুস্থগণকে শয্যাপ্রদান করিবে,
 আত্মণ সেই শয্যাগ্রহণ করিয়া “কোহদাং”
 ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিবে । গৃহ, শয্যা ও ত্রী
 এই সকল বহু আত্মণকে প্রদান করিবে না ।
 এই সকল দ্রব্য বিভাগ করিয়া দান করিলে
 দাতা ব্যক্তি পতিত হইয়া থাকে । হে গুরু !
 যে ব্যক্তি এইরূপে দান করে, তাহার পুণ্যকল
 বলিতেছি, অবগত কর । উক্ত দানকলপ্রভাবে
 দাতা দিবা পরিমাণে শতবর্ষ স্বর্গলোকে বাস
 করে । বাতীপাতযোগে, কার্ত্তিকীপূর্ণিমাতে,
 অমঘনসংক্রান্তিতে, ঘরকাতে, চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণ-
 কালে, প্রমাগে, নৈমিষাক্ষেত্রে, কুরুক্ষেত্রে,
 অক্ষুবে, গন্ধারে, যমুনাতে, গন্ধাসাগর-সন্ধ্যয়ে

শকতিংশোধ্যায়ঃ ।

ভাক্য উবাচ ।

অপরঃ সয় সন্দেহঃ কথং জনাৰ্দ্দন ।
পুত্রবন্ত চ কস্তাপি মাতা পঞ্চমাগতা । ১
পিতামহী জীবতি চ তথা চ প্রপিতামহী ।
বৃদ্ধপ্রপিতামহী তদ্ব্যাকুলকঃ পিতা তথা । ২
প্রমাতামহ চ তথা বৃদ্ধপ্রমাতামহস্তথা ।

শকতিংশ অধ্যায় ।

গরুড় কহিলেন, হে জনাৰ্দ্দন ! আমার
অপর সন্দেহ আছে, সেই সন্দেহের যথাবৎ
সহস্র প্রদান করুন । যদি কাহারো মাতার
মরণ হইলে তাহার পিতামহী, প্রপিতামহী ও
বৃদ্ধপ্রপিতামহী এবং পিতা, পিতামহ ও বৃদ্ধ
প্রপিতামহ জীবিত থাকে, তবে কাহার সহিত

বৃদ্ধিঃ প্রাপ্যাত্তঃ কুৰ্য্যাকুজন্ত বেচ্ছতৈব হি ।
সাম্প্রজ্ঞঃ সারিকৈ কাৰ্য্যং দাদশাহে-সপিণ্ডমম্
ন চানৌ কুরুতে যাবৎ শ্বেত এব স'বহ্মিনান্
দাদশাহে ততঃ কাৰ্য্যং সারিকেন সপিণ্ডমম্ ।
অভিক্রোশো গদ্যাক্ষাৎ আত্মকাপদপকিকম্ ।
অদমধ্যে ন কুৰ্ব্বীত সপিণ্ডীকরণং বিনা ।
সপত্ন্যো যদি বহব্যঃ স্যাদেকা পুত্রবতী ভবেৎ ।
সৰ্ব্বাঙ্গাঃ পুত্রবত্যাঃ স্যান্তেনৈকেনাঙ্গজেন হি ।
নাসপিণ্ড্যারিমান পুত্রঃ পিতৃবজ্ঞঃ সমাচরেৎ ।
সমাচারান্তবেৎ পানী পিতৃণ চাপি জাহতে ।
মুতে তৰ্জরি বা নারী প্রাপাষ্টেচব পরিত্যজেৎ
তদৈব হি সমঃ তন্তাঃ প্রকুৰ্ব্বীত সপিণ্ডমম্ ।
অস্থানিকাপি বা ব্যাচা বৈজা বা কজিগাপি বা
যাঃ পত্ন্যা বৈ পিতুঃ কশ্চিৎ কুৰ্য্যৎ পুত্রঃ
সপিণ্ডমম্ ।

বিপ্রৈর্নৈব ধনা শূদ্রা পরিণীতা প্রমাদতঃ ।
একোদ্বিষ্টস্ত তজ্জাঃ সা তু জেনৈব বুজ্যতে ।
অন্তে তু দশ বে পুত্রা জাতা বর্ণচতুর্ভয়ে ।
তে নাস্তুতাপ্ত বোক্তব্যঃ সপিণ্ডীকরণে সদা ।
অবষ্টকানু বজ্রাঙ্কং বজ্রাঙ্কং বুদ্ধিহেতুকম্ ।

কেন সা মেগ্যতে মাতা এবং কথং মে প্রভো
ঈকক উবাচ ।

পুনরুতং প্রবক্ষ্যামি সপিণ্ডীকরণং ধৰ্ম্ম ।
উমা লক্ষীচ সাবিজ্ঞা সৈতাত্তির্বেলয়েৎকবম্ । ৩

সেই মাতার পিতৃসম্বন্ধ বইবে ? প্রভো ।
আপনি কৃপা করিয়া আমার এই সন্দেহ ভঞ্জন
করুন । ঈকক কহিলেন, হে গরুড় ! আমি
তোমার নিকট সপিণ্ডীকরণ কহিতেছি, শ্রবণ
কর ; এই সপিণ্ডীকরণ পূর্বেও কথিত হই-
য়াছে । মাতার মরণ হইলে যদি পিতামহী ও
পিতা প্রভৃতি জীবিত থাকে, তাহা হইলে
উমা, লক্ষী ও বানী ইহাদিগের সহিত সেই

পিতুঃ পৃথক্ প্রমাতব্যং দ্বিভাঃ পিতুঃ সপিণ্ডনে
পিতামহা সমঃ মাতুঃ পিতুঃ সহ পিতামহৈঃ ।
সপিণ্ডীকরণং কাৰ্য্যমিতি ভাক্য মতং মম ।
অপুত্রায়াঃ মৃত্যুশাস্ত পতিঃ কুৰ্য্যৎ সপিণ্ডমম্ ।
মাতাদিভিস্তৃষ্ণিঃ সার্বমেবং ধর্ষণে বোজয়েৎ ।
পুত্রো নাস্তি ন তৰ্জী চ স্ত্রীনাং ভাক্য সপিণ্ডনে
কারয়েদ্বৃদ্ধিসময়ে জাতৃজায়াং দেবরাঃ ।
পতিপুত্রবিহীনানাং গোত্রী নাস্তি ন দেবকঃ ।
একোদ্বিষ্টেন দাতব্যং পত্রেণ সহ ত্রাতৃভিঃ ।
অজানাবিহন্তো বাপি ন কুরুতেৎ সপিণ্ডমম্ ।
নবকং যৌতুশশ্রাদ্ধমেকাহে কারয়েৎ ততঃ ।
অদায়ে ন চ কর্তব্যং সদায়ে কারয়েদুৎ ।
দৰ্ভপুত্রগণকং কুৰ্য্য বহিনা দাহয়েচ্ছবম্ ।
পিতুঃ পুত্রেণ কর্তব্যং ন কুৰ্ব্বীত পিতা পুতে ।
অভিনেদ্যঃ কর্তব্যং সপিণ্ডীকরণং পুত্রে ।
বহবোহপি যদা পুত্রা বিধিমেকঃ সমাচরেৎ ।
নবম্বাঙ্কং সপিণ্ডয়ঃ আত্মান্তজানি বোক্তবঃ ।
একেনৈব তু কাৰ্য্যানি অবিতরুধনেদাপ ।
অকোটিং কুরুতে হেকো দুমিতিঃ সমদাহতম্ ।
বিত্তৈস্তে চ পৃথক্ কাৰ্য্যা ক্রিয়া সাংবসবাদিকা ।
একেকেন চ কর্তব্যং পুত্রেণ চ পুত্রং পুত্রম্ ।
যৈস্ততানি ন দত্তানি প্রেতজাতানি বোক্তবঃ ।
পিণ্ডাচর্য্য দ্বিভাঃ তন্ত কুটেতঃ আত্মশতৈবপি ।
জাতা বা জাতৃপুত্রো বা সপিণ্ডঃ শিষ্য এব বা ।

অহঃ পিতৃভূজো জ্যেষ্ঠাত্যজকাস্ত অহঃ স্মৃতাঃ ।
অহঃ পিতৃভূজেশাস্ত দশমঃ পত্নিসম্রিধঃ ॥ ৫
ইত্যেতে পুরুষাঃ খ্যাতাঃ পিতৃ-মাতৃভূজেষু চ ।
ভারয়েহ্যজমানস্ত দশপূর্বান দশাবরান ॥ ৬
সপিণ্ডঃ স ভবেদানৌ সপিণ্ডীকরণে কৃতে ।
অন্ত্যস্ত্যজকো জ্যেষ্ঠো যো বৃদ্ধপ্রপিতামহঃ ॥
অন্তিমস্ত্যজকো জ্যেষ্ঠো লেখকঃ প্রথমো ভবেৎ

লেখকব্যক্তিগো যন্ত স ভবেৎ পত্নিসম্রিধঃ ॥
যজমানো ভবেদেকো দশপূর্বে দশাবরে ।
ইত্যেতে পিতরো জ্যেষ্ঠা একবিংশতি শাখতাঃ
বিধিনা কুরুতে যন্ত সংসারে আত্মসুতমম্ ।
জানতেহহং ন সন্দেহঃ পুণ্ড্রস্তানি যৎ কলম্ ॥
পিতা দধাতি পুত্রান্ বৈ বিচ্ছিন্নসমুজ্জিৎ খগা ৬
স বসেররকে ঘোরে পড়ে মগ্নঃ করী যথা ॥১১

মাতার পিতৃসম্বন্ধ করিবে । তিনপুরুষ পিতৃ-
ভাগী, অপর তিন পুরুষ ত্যজক এবং অন্য
তিন পুরুষ লেপভাগী, আর দশমপুরুষ
পাঞ্জি-সম্রিধানবর্তী । পিতৃমাতৃভূজে এই সকল
পুরুষ খ্যাত আছে । নব যজ্ঞাধিষ্ঠাত্রী পূর্বদশ
এবং পরবর্তী দশ পুরুষকে পরিচালন করে ।
সপিণ্ডীকরণ হইলেই সে সপিণ্ড হইয়া থাকে ।
যাহার সপিণ্ডীকরণ হয় নাই, তাহাকে ত্যজক
জানিবে । ইনিই বৃদ্ধপ্রপিতামহ বলিয়া
জানিবে । যিনি অন্ত্যস্ত্যজক, তিনিই প্রথম
লেপভাগী হইবেন ; যিনি অন্তিমলেপভাগী,

তিনি পাঞ্জিসম্রিধানভাগী হইয়া থাকেন ।
যিনি যজমান, তাঁহার পূর্ব দশ পুরুষ, পর দশ
পুরুষ এবং স্বয়ং এই সমুদায়ে একবিংশতি
পুরুষ হয় । ইহারাই পিতৃলোক বলিয়া খ্যাত ।
যিনি এই সংসারে বিধিসমুদায়ের আত্ম করেন,
বিশু তাঁহাকে যে কল প্রদান করেন, তাহা
বলিতেছি অর্থ কর । ১—১০ । যে ব্যক্তি
পিতা প্রভৃতির আত্ম করে, পিতা তাহাকে
পুত্র দিয়া থাকেন । আত্মকর্তাকে স্বর্ণ দিয়া
থাকেন । এই মর্ত্যলোকে যাহার সন্ততি
নাই, সেই ব্যক্তি যেমন পঞ্চমধ্যে হস্তী মগ্ন
থাকে, সেইরূপ নরকে বাস করে । কণ্বদশত

সপিণ্ডীকরণং কুর্য্যাৎ পুত্রহীনে খগেশ্বর ।
সর্বেষাং পুত্রহীনানাং পত্নী কুর্য্যাৎ সপিণ্ডনম্ ।
অভিজ্ঞঃ কারয়েদ্যথ পুরোহিতমথাপি বা ।
মুতে পিতৃব্যসম্বন্ধে হ্যপরাগো যদা ভবেৎ ।
পার্ষণস্ত পুত্রেতঃ কার্য্যং আত্মং নান্দীমুখং ন চ ॥
তীর্থযাত্রাং গয়াযাত্রাং আত্মমস্তচ্চ পৈতৃকম্ ।
অন্যমধ্যে ন কুর্য্যীত মহাভক্তবিশস্তিযুঃ ।
যমকে চ গজচ্ছায়া-মহাবিষু যুগাদিযুঃ ।
পিতৃপিতৃণাং ন দাতব্যঃ সপিণ্ডীকরণং বিনা ॥
যন্তপুরুষস্ত যদানং দেবানীনাং যৎ তথা ।
অপূর্ণেহপাশ্রমমধ্যেহপি কর্তব্যমিতি কেন চ ।
পিতৃভ্যোহপি হি বদন্তমর্থপিতৃবিবর্জিতম্ ।
কর্তব্যং তচ্চ বৈ সর্বমেব এব বিধিঃ স্মৃতঃ ॥
দেবানাং পিতরো দেবাঃ পিতৃণামুযয়ন্তথা ।
অরীণাং পিতরো দেবাঃ পিতা অশক্তি তেন বৈ
পিতৃদেব-মহুয়াণাং যজ্ঞনাথো বিকূর্তবেৎ ।
যজ্ঞমাধস্ত বদন্তঃ তদন্তঃ সর্বদেহিনাম্ ॥
মুতে পিতৃব্যসম্বন্ধে যঃ আত্মং কারয়েৎ স্মৃতঃ ।

সন্তজয়কৃতং ধর্মং হীকৃতেন নাজ্ঞ সশব্দঃ ॥
প্রৌতীকৃতান্ত পিতরো লুপ্তপিতৃদোকজিয়াঃ ।
ভ্রমন্তি বায়না সর্কে কুত্বত্যাং পরিবীজিতাঃ ॥
পিতরি প্রেতভাপরে লুপ্যতে পৈতৃকী ক্রিয়া ।
অথ মাতৃবিপত্তিঃ স্ত্র্যাং পিতৃকার্য্যং ন লুপ্যতে
মুতা মাতা পিতা তির্য্যকীযতে চ পিতামহী ।
সপিণ্ডনস্ত কর্তব্যং পিতামহা সর্বেষু চ ॥
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং জয়ত্যাং বচনং যম ।
ন পিতৃণাং মিত্রিতো যেবাং মৃতানাং নৃণাং সুবি
উপভিষ্টেহ বৈ তেবাং পুত্রৈর্দত্তমেনেকথা ।
হস্তকারস্তদ্ব্যক্শে আত্মং নৈব জ্ঞানালিঃ ॥

৬ কচিদ্রম্যধিকঃ পাঠঃ,—

হেমদাতা ভবেৎ সোহপি যন্তস্ত প্রপিতামহঃ ॥
কৃতে আত্মে তথা ছেতে পিতৃণাং তর্পণে স্মৃতাঃ
দদ্যাৎপিপুলময়াদ্যাং বৃদ্ধস্ত প্রপিতামহঃ ॥
যন্ত পুংসচ মর্ত্যো বৈ বিচ্ছিন্না সন্ততিঃ খগা ॥

যোক্তব্যেবু জায়েত যজ্ঞ বৃক্ষসরীস্রপাঃ ।
ন সম্ভতিং বিনা সেহ্ময় বৃচাতে নরকাদ্ভবম্ ।
আচার্য্যস্ত পিষ্যা বা যো বৃক্বেহপি চ

গোজজঃ ।

নারায়ণবলিঃ কুর্ধ্যাৎ ততোদ্যেপেন ভক্তিতঃ ।
বিগৃহ্যঃ সর্গপাপেভ্যো মুক্তঃ স নরকাদ্ভবম্ ।
নিবসেন্নাকলোকে চ নাজ্জ কার্য্য বিচারণা ॥১৪
আদৌ কৃত্বা ধনিষ্ঠাক এতন্নকল্পপঞ্চকম্ ।
ব্রহ্মভাক্তং সদা দ্ব্যামৃতভং সর্বদা ভবেৎ ॥ ১৫
বলিস্তজ ন কর্তব্যো বিপ্রাদিসর্বজাতিষু ।
দীয়তে ন জলং তজ্জ অশুভং জায়তে ভবম্ ।
লোকযাত্রা ন কর্তব্যো দুঃখার্ভঃ স্বজনো যদি ॥১৬
পঞ্চকানন্তরং তন্ত কর্তব্যং সর্বমন্তথা ।
পুজাণাং গোজিণাং তন্ত সন্তাপোহিপূপ-

জায়তে ॥ ১৭

গৃহে হানির্ভবেৎ পৃষ্ঠে বৃক্বেষু মৃতশ্চ যঃ ।
অথবা যজ্ঞমধ্যেহপি দাহন্তস্ত বিধীয়তে ॥ ১৮

যে ব্যক্তি অস্তান্ত যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া
বৃক্ষ-সরীস্রপাদি হই, সেও সম্ভতি ব্যক্তিরূপে
নরক হইতে নিষ্কৃতি পায় না। সম্ভতিবিহীনের
উদ্দেশে আচার্য্য, পিষা ও স্বগোজজ ইহা-
রাই নারায়ণবলি প্রদান করিবে; তাহাতেই
পাপী সর্গপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া নরক
হইতে নিষ্কৃতি পায় এবং অনন্তকাল স্বর্গ-
লোকে বাস করিতে পারে, ইহাতে কোন
সন্দেহ করিবে না। ধনিষ্ঠাদি ব্রহ্মভী পর্যন্ত
পঞ্চ নক্স সর্বদা অন্তর্ভুক্ত। যাহারা উক্ত
ধনিষ্ঠাদি পঞ্চ নক্সে মরে, তাহাদিগের দাহ
বা জলপ্রদান করিবে না। ব্রাহ্মণাদি সকল
বর্ণেরই এইরূপ বিধি জানিবে, সকলের পক্ষেই
উক্ত পঞ্চ নক্স অন্তর্ভুক্ত। উক্ত পঞ্চ
নক্স মধ্যে লোক যাত্রা করিবে না; কেহ
দুঃখার্ভ হইলেও তাহার প্রতিকার নিষিদ্ধ,
কিন্তু উক্ত পঞ্চ নক্সের পরে সমস্ত কার্য্যই
করিবে। উক্ত পঞ্চ নক্সে মৃত ব্যক্তির পুজা
ও স্বগোজদিগের গৃহে সর্বদা মনস্তাপ ও

ক্রিয়তে মাহুযাণাম্ সদা আহতিকারণাৎ ।
সদাহতিকরং পুণ্যং তীর্থে তদাহ উক্তম্ ॥১৯
বিত্রৈনিয়মভঃ কার্য্যঃ সম্যগ্গো বিধিপূর্বকঃ ।
শবস্ত চ সমীপে তু কিপ্যতে পুত্রলাভতঃ ॥২০
দর্ভম্যশ্চ চত্বারো বিপ্রা মত্ৰাভিমুখিতাঃ ।
ততো বাদ্যং প্রকর্তব্যং তৈশ্চ পুত্রলাভকঃ সহ ॥
হৃতকাস্তে ততঃ ' যঃ কুর্ধ্যাক্কাঙ্ক্ষিকমৃতম্ ॥২১
পঞ্চকেষু মৃত্যে যোহসৌ ন গতিং লভতে নরঃ ।
তিলান্ গাশ্চ সুবর্ণঞ্চ তদুদ্দিষ্ট্য দ্বিতং দদেৎ ॥২২
বিপ্রাণাং দীয়তে দানং সন্তোষপ্রদনাশনম্ ।
হৃতকাস্তে চ সংপূজ্যঃ স প্রেতো লভতে

গতিম্ ॥২৩

ভাজনোপানহো চ্ছত্রং হেমমুদ্রাক বাসসী ।
দক্ষিণা দীয়তে বিপ্র সর্গপাতকমোচনী ॥ ২৪
বালব্রহ্মভূরাণাক মৃতান্যং পঞ্চকেষু হি ।

কতি হইয়া থাকে। যদিও উক্ত নক্স-
পঞ্চকের মধ্যে মৃত ব্যক্তির দাহ নিষিদ্ধ;
তথাপি মহুযোর হিতার্থ এবং সদা আহতি
কারণবশত যথাবিধি দাহ করিবে। উক্ত পঞ্চ
নক্সে মৃত ব্যক্তিকে বিপ্রগণ মত্ৰাভিমুখক
যথাবিধি তীর্থে দাহন করিবে, তাহাতে সদা
আহতিজন্য পুণ্য হইয়া থাকে। ১১-২০।
ঐরূপ মৃত ব্যক্তির দাহকালে দর্ভময় চারিটি
পুস্তলিকা মস্তপূত করিয়া শবের সমীপে
নিক্ষেপ করিবে। পরে সেই পুস্তলিকাসহ
দাহ করিবে, তার পর অশৌচান্তে পুত্র শাস্তি-
কার্য্য করিবে। যে মানব উক্ত ধনিষ্ঠাদি
পঞ্চ নক্সে প্রাণত্যাগ করে, সে কোন সদ-
গতি লাভ করে না; তাহার উদ্দেশে তিল,
গো, সুবর্ণ ও দ্বিতদান করিবে। পূর্বোক্ত
দানদ্রব্য সকল ব্রাহ্মণকে দান করিলে সম্মতি
উপদ্রব নাশ পায়; সেই প্রেত সম্ভতি লাভ
করে। প্রেতের উদ্দেশে উক্তরূপ ভোজন
দ্রব্য, উপানহ, চ্ছত্র, মুদ্রা ও বস্ত্রপ্রদান করিয়া
ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবে। এইরূপ করিলে
তাহার ভবপাতকবিমোচন হয়। যদি উ
নক্সপঞ্চকের মধ্যে বুবা, বৃদ্ধ অথবা বাল্যে

বিধানঃ যো ন কুক্ষীত বিপ্রশস্ত প্রজাহতে ২৬
অষ্টাদশৈব বহুনি প্রেতশাস্ত্রে বিবর্ত্যতঃ ।
আশিষো দ্বিগুণান্ মর্ত্যান্ প্রণবান্

নৈকশিঙতাং ২৭

অগ্নৌকরণমুচ্ছিষ্টঃ শ্রাদ্ধঃ বৈ বৈবশ্বেদবিক্রমঃ ।
অর্ঘ্যানক্যঃ স্বধাকারঃ পিতৃশব্দঃ ন চোচ্চরেৎ
অম্বশব্দেন কুক্ষীত নাবাহনমধোগ্যকম্ ।
আসীমাক্তঃ ন কুক্ষীত প্রদক্ষিণবিসর্জনম্ ২৮
ন কুর্যাৎ তিলহোমকং চিহ্নঃ পূণীহতিঃ তথা ।
ন কুর্যাৎ বৈবশ্বেদবাক্তে কৰ্ত্তা গচ্ছত্যধোগতিম্ ২৯
মলিনশ্রাদ্ধসংজ্ঞানে পূর্ববোভশকং তথা ।
স্থানে স্থারে চার্কমার্গে চিত্তাঃ শবহস্তয়োঃ ৩০
শশানকানিহুতেভ্যঃ পঞ্চমঃ প্রাতিবেষ্টকঃ ।
যষ্টঃ সঞ্চয়নে প্রোক্তঃ দশ পিতৃ দশাহিকাঃ ।
শ্রাদ্ধবোভশকৈকতঃ প্রথমঃ পরিকীর্তিতম্ ৩১
অম্বক বোভশঃ মধ্যে দ্বিতীয়ঃ তাক্যং য়ে শূ

কৰ্ত্তব্যানীহ বিধিনা শ্রাদ্ধাশ্রয়কাদশৈব তু ৩৩
অম্ব-বিক্র-শিবাদ্যক তদাশ্রয়কাদশৈব তু ৩৪
মধ্যঃ বোভশকঃ প্রাহরেতঃ তদ্বিধো জনাঃ ৩৫
বাদশ প্রতিমান্তানি শ্রাদ্ধমেকাদশে তথা ।
ত্রিপঞ্চমবৈক্যে ধ্যে স্ত্রিভ্যে বগ বোভশ ৩৬
আদ্যঃ শববিভক্ত্যর্থঃ কৃত্যশ্রদ্ধ ত্রিষোভশ ৩৭
পিতৃগণ্ডিকবিভক্ত্যর্থঃ শতার্ধেন তু যোভশ ৩৮
শতার্ধেন বিহীনো যো মিলিতঃ পট্ভি-

ভাঙ্গনং দি ।

চত্বারিংশৎ তষ্টৈবশ্রাদ্ধাঃ প্রেতদশাধনম্ ৩৭
সঞ্চয়নশতার্ধেন সঞ্চয়েৎ পট্ভিসমিধঃ ।
হেলনোরঃ শতার্ধেন সক্তিঃ শ্রাদ্ধেন তবতঃ ৩৮
অম্ব শববিধিঃ ।

শবস্ত শিবিকয়া করচরণবন্ধনঃ তত্র কৰ্ত্তব্যম্ ।
এব চেন্ন বিধানঃ বিধৌহতে তৎপিণাচপরি-
ভবনম্ ৩৯

মরণ হয় এবং তাহার কবিত প্রক্রিয়া না করে,
তাহা হইলে সে পদে পদে বিপ্র প্রাপ্ত হয় ।
প্রেতশাস্ত্রে অষ্টাদশ বহু পরিত্যাগ করিবে,
যথা—আশীর্বাদ, অর্ঘ্যদানে পবিত্র, স্বস্তি-
বাক্য, প্রণবোচ্চারণ, অগ্নৌকরণ, শ্রাদ্ধশেষ-
ভোজন, বৈবশ্বেদবার্চন ও বিকিরদান এবং
স্বধা শব্দ ও পিতৃশব্দ উচ্চারণ করিবে না ।
প্রেতশাস্ত্রে অম্বশব্দ প্রয়োগ ও আবাহন
নিষিদ্ধ । আর আসীমাক্ত প্রদক্ষিণ ও বিস-
র্জন করিবে না । প্রেতশাস্ত্রে তিলহোম ও
পূণীহতি দিবে না এবং বৈবশ্বেদের বলি-
প্রদানও করিবে না । প্রেতশাস্ত্রে উক্ত
নিষিদ্ধকাৰ্য্য করিলে কৰ্ত্তার অধোগতি হয় ।
২১—৩০ । যে কান্তপ ! পূর্বোক্ত বোভশ-
শ্রাদ্ধকে মলিনশ্রাদ্ধ বলে । মৃত্যুস্থানে অর্ধ
পথে, চিত্তাভে, শবহস্তে পিতৃপ্রদান করিয়া
শশানবাসী কৃতগণকে পঞ্চম পিতৃপ্রদান
করিবে । যষ্টপিতৃকে প্রাতিবেষ্টক বলা যায় ।
দশাহিকপৰ্য্যন্ত এইরূপে দশপিতৃ প্রদান করিবে ।
এই সকল আশ্রয়েই প্রথম বোভশ শ্রাদ্ধ

বলে । হে গুরুত ! দ্বিতীয় বোভশশ্রাদ্ধ
বলিতেছি ; অবগ কর । বিধানক্রমে একাদশ
শ্রাদ্ধ করিবে । অম্ববিক্রশিবাদ্য শ্রাদ্ধ এবং
অম্ব পঞ্চ শ্রাদ্ধ এইরূপে শ্রাদ্ধতত্ত্ববিদ পণ্ডিত-
গণ বোভশশ্রাদ্ধ কীর্তন করিয়া থাকেন ।
বাদশমাসের বাদশমাসিক শ্রাদ্ধ, একাদশাহ
শ্রাদ্ধ, ত্রিপঞ্চশ্রাদ্ধ এবং দুইটী দ্বিভা শ্রাদ্ধ
এই সমুদয়ে বোভশশ্রাদ্ধ হয় । আদিতে
শবশোধনার্থ কাণ্ড করিয়া তার পর বোভশ
শ্রাদ্ধ করিবে । তৎপরে পিতৃগণ্ডিকশোধনার্থ
শতার্ধশ্রাদ্ধ করিবে । শতার্ধশ্রাদ্ধহীন ব্যক্তি
পিতৃগণের সহিত মিলিত হইতে পারে না ।
চত্বারিংশৎ ও অষ্টশ্রাদ্ধদ্বারা প্রেতদশাধন হয় ।
একবারমাত্র শতার্ধশ্রাদ্ধহীন হইলে সেই ব্যক্তি
পিতৃগণের সম্মিলন পাইতে পারে না । শতার্ধ
শ্রাদ্ধ সম্পূর্ণ হইলেই সেই ব্যক্তি পিতৃগণের
সহিত মিলিত হইয়া থাকে । এক্ষণে শববিধান
কহিতেছি । শবকে শিবিকাতে আরোহণ
করাইয়া তাহার করচরণ বন্ধন করিবে । এই-
রূপ বিধান না করিলে পিণাচগণ সেই শবকে

সদাযতে বজ্রতাক শবনিগমনে হাট্টে তদন্তম
শবং ন কুরুষ্যকেচেদম্ সর্পা হুগতির্ভবেৎ ॥১০
গ্রামমধ্যে স্থিতে প্রেতে ভক্তে কুন্তং

যদৃচ্ছয়া ।

তদন্তং মাংসবজ্রতাকং ততোহ্যং কথিয়োপমম্
তাহুলা নতকঠিন্ত ভোজনং শুভসেবনম্ ।
গ্রামমধ্যে স্থিতে প্রেতে বর্জয়েৎ পিতৃপাতমম্
মানং দানং জপো হোমতর্পণং সূর্যপূজনম্ ।
গ্রামমধ্যে স্থিতে প্রেতে শুভার্থং জাতিধর্মতঃ ।
জাতিসম্বন্ধিনামেব ব্যবহারঃ খগেধর ।
বিশুণ্য জাতিধর্মক প্রেতপাশেন লিপ্যাতে ॥৪৪

ইতি ত্রিগারুড়ে মহাপুরাণে উক্তবধৌ ত্রিকক-
গরুড়সংবাদে পিতৃপিতৃনাতিপ্রমজিআসা
নাম পঞ্চত্রিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

পবিত্র কর। রজনীতে শবগমনে খেচর
প্রাণীর তম হইয়া থাকে। শূভে শব পরি-
ষোচন করিবে না, নচেৎ সেই শবকে পিশা-
চাখিয়া সর্প করিলে তাহার হুগতি হয়।
গ্রামমধ্যে শব বিদ্যমান থাকিতে যদি কেহ
বেচ্ছাছসারে ভোজন করে, তাহাতে সেই
অন্ন মাংসভুল্য এবং জল কথিয়সমান হইয়া
থাকে। গ্রামমধ্যে শব বিদ্যমান থাকিতে
তাহুলভকণ, দস্তদাবন, ভোজন, শুভসেবা ও
পিতৃপ্রদান এই সকল পরিত্যাগ করিবে।
গ্রামমধ্যে শব বিদ্যমান থাকিতে যদি কেহ
জান, দান, জপ, হোম, তর্পণ বা দেবার্চনা
করে, তবে তাহার সেই সকল কার্য ব্যর্থ হয়।
হে খগেন্দ্র। যেরূপ শববিধান কথিত হইল,
এই সকল জাতি সম্বন্ধীনিগের জানিবে। যদি
কেহ উক্ত জাতি-ধর্মের বিলোপ করে,
তাহাতে সে নিশ্চয় প্রেতপাশে লিপ্ত হইতে
থাকে। ৩১—৪৪।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

ষষ্ঠ ত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

তাক্য উবাচ ।

কস্মাদননং পুণ্যমকথাগতিমাদকম্ ।
স্বগৃহস্থ পরিভাগ্য তীর্থে বৈ শ্রিত্তে যদি ॥ ১
অপ্রাপ্য তীর্থং শ্রিত্তে গৃহে বা মৃত্যুমাগতঃ ।
কৃষা কুটীরো যন্ত স কাং গতিমবাধুয়াৎ ॥ ২
সন্ন্যাস কুরুতে যন্ত তীর্থে বাপি গৃহেহপি বা
কথং তন্ত প্রকর্তব্যমপ্রাণিনিধনেহপি বা ॥ ৩
নিয়মে চেৎ কৃতে দেব চিত্তভঙ্গে হি জারতঃ ।
কেন তন্ত কবেৎ সিদ্ধি কৃতেনাপ্যকৃতেন বা ॥ ৪
ঈক্য উবাচ ।

কৃষা নিরশনং যো বৈ মৃত্যুমাগ্নোতি
কোহপি চেৎ ।
মাহুযৌ তদ্বৎসৃজা মম তুল্যো বিরাজতে ॥৫
বাবজ্যবানি জীবন্ত ভতে নিরশনে কৃতে ।
কতুতিভানি তুল্যানি সমপ্রবরকির্টৈঃ ॥ ৬
তীর্থে গৃহে বা সন্ন্যাস নৌহা চেন্দ্রশ্রিত্তে যদি ।

ষষ্ঠ ত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

গরুড় বলিলেন, প্রেতো। কি কারণে
অনশন-পুণ্য অক্ষয়কলপ্রদ ও সহগতিদায়ক
হয়? আর যে ব্যক্তি স্বগৃহ পরিভাগ্য করিয়া
তীর্থে প্রাণত্যাগ করে, কিংবা তীর্থ না পাইয়া
স্বীয় গৃহে মৃত্যুর বশীভূত হয়, অর্থাৎ কুটীর-
চারী হইয়া যে মরে, তাহার কিরূপ গতি হইয়া
থাকে। যে ব্যক্তি তীর্থে বা স্বগৃহে সন্ন্যাস
করে, তাহার নিধন হইলে কিরূপ বিধান
কর্তব্য? আপনি আমার এই সম্বন্ধে বিনাশ
করুন। আর যে নিয়মের অনুষ্ঠান করে,
কিরূপে তাহারই বা সিদ্ধি হইয়া থাকে? এই
সকল আমার নিকট কীর্তন করুন। ঈতগ-
বান্ বলিলেন, যে কোন ব্যক্তি অনশন
করিয়া প্রাণত্যাগ করে, সে মাহুযৌ তদ্বৎ পরি-
হার করিয়া আমার তুল্য হইয়া বিরাজ করিতে
পারে। অনশনভ্রত করিয়া যতদিন জীবিত
থাকে, সেই সমস্ত দিনগুলি এক একটি

প্রত্যহং সততে সোহপি পূর্বোক্তং দিগ্ধং
কলম্ ।

মহারোগোপপত্তৌ চ গৃহীতেহনশনে কৃতে ।
পুনর্ন জায়তে রোগো দেববক্তি বিরাজতে ॥ ৮
য আতুরঃ সন্ সম্যাসং গৃহীতি যদি মানবঃ ।
পুনর্ন জায়তে ভূমৌ সংসারে দুঃখমাগরে ॥ ৯
অবস্তহনি দাতব্যং ভ্রাতৃগণানাক ভোজনম্ ।
তিলপাত্রং যথাশক্তি দীপদানং সুরার্চনম্ ॥ ১০
এবংব্রতস্ত দৃষ্টি পাপাশ্চাচ্চাচানি চ ।
মৃতো মুক্তিযথাপ্রাপ্তি যথা সর্গে মৎসরঃ ॥ ১১
ত দাননশনং নৃণাং বৈকুণ্ঠপদদায়কম্ ।
ভৃত্যং গৃহে চোত্তরে বা সাংঘোহনোজলকণম্
পুত্রমব্যাদি সন্ত্যজ্য তীর্থে ব্রজতি যো নরঃ ।
ব্রাহ্মণ্য দেবতাস্তস্ত ভবেচ্ছষ্টিপুষ্টিদাঃ ॥ ১০
যতীর্ধসমুখো কৃচ্ছ্রা ব্রতে ধনশনে কৃতে ।

সদক্ষিণ ক্রতুদ্বিসতুল্য হয় । তীর্থে বা গৃহে
সম্যাস করিয়া যে ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করে,
সে প্রতিদিন পূর্বোক্ত কলের দিগ্ধ পুণ্যলাভ
করে । মহারোগ উপস্থিত হইলেও যদি কেহ
অনশনব্রত অবলম্বন করিয়া প্রাণত্যাগ করে,
তবে সেই ব্যক্তির পুনর্জন্ম হয় না ; সে দেব-
গণের ক্ষায় স্বর্গে বিহার করিয়া থাকে । যদি
কোন মনুষ্য আতুর হইয়া সম্যাসগ্রহণ করে,
তবে সেই ব্যক্তি পুনর্বার সেই রোগগ্রস্ত
হইয়া জন্মগ্রহণ করে । প্রতিদিন ভ্রাতৃ-
ভোজন করাইবে ; তিলপাত্র দান, যথাশক্তি
দীপদান ও দেবার্চন এই সমস্ত করিলে
মণমহা পাপসকল ভস্মীভূত হয় । যেমন
মৎসিগণ মরণান্তে অমরত্ব পাইয়া থাকেন,
উক্ত ব্যক্তি সেইরূপ মরণের পর মুক্তিভাজন
হইতে পারে । ১—১১ । অনশনব্রত পম-
ষাকে বৈকুণ্ঠপদ প্রদান করে । পুত্র পরীয়ে
অনশনব্রত করিলে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে ।
যে ব্যক্তি পুত্র ও ধনাদি পরিহার করিয়া
তীর্থে গমন করে, ব্রাহ্মাদিদেবগণ তাহাকে
ভূমি পুষ্টিপ্রদান করেন । যে ব্যক্তি তীর্থবাগী

নেম্মিরেতাঙ্করালেহপি স্ববীণাং মণ্ডলেবসৎ ॥
ব্রতং নিরশনং কৃচ্ছ্রা অগৃহেহপি মৃতো যদি ।
সকলানি পরিত্যজ্য একাকী বিচরেদ্বিবি ॥ ১৪
অন্নকৈব তথা ভোজং পরিত্যজ্য নরো যদি ।
শীতমৎপাদতোযচ্চ ন পুনর্জায়তে কিতৌ ॥ ১৫
সন্ত্যাসীনং তীর্থগতং ব্রজন্তি বনদেবতাঃ ।
যমদূতা বিশেষণ ন বাধ্যাস্তস্ত পার্শ্বগাঃ ॥ ১৬
তীর্থসেবী নরো যন্ত সর্বকিঞ্চিদবর্জিতঃ ।
ভজ্য মিরেত নদেত স তীর্থকলভাগৃভবেৎ ॥ ১৭
সেবিত্তেহপি সদা তীর্থে হস্তজ মিরেতে যদি ।
ভূতে দেশে কুলে বীথান্ স ভবেদেদবিদ্বিজঃ ॥
কৃচ্ছ্রা নিরশনং তাক্য পুনর্জীবতি যানবঃ ।
ব্রাহ্মণান্ স সমাহুয় সর্বস্বং যৎ পরিত্যজেৎ ॥
চাত্রাঘণং চরৎ কৃৎসনমুজ্জাতচ্চ তৈর্দ্বিজৈঃ ।

হইয়া অনশনব্রত দ্বারা প্রাণ ত্যাগ করে, সে
সকলবিমণ্ডলে বাস করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি
অনশনব্রত আচরণ দ্বারা অগৃহে দেহত্যাগ
করে, সে আপন কুল পরিত্যাগ করিয়া
একাকী স্বর্গে বিচরণ করে । যে ব্যক্তি অন্ন
ও জল পরিত্যাগ করিয়া আমার পানোদক
পানপূর্বক প্রাণত্যাগ করে, সে কদাচ পৃথি-
বীতে জন্মপরিগ্রহ করে না । অনশনপরায়ণ
তীর্থস্থ ব্যক্তিকে কুলদেবতারা ব্রজা করেন,
যমদূতগণ তাহাকে কোনরূপ যাতনা দিতে
পারে না । যে মনুষ্য সর্বদা তীর্থসেবা করে,
তাহার সকল পাপ নাশ পায় ; মরণের পর
তাহাকে দাহ করিলে সে সর্বতীর্থের কল-
ভাগী হয় । সতত তীর্থসেবী ব্যক্তি যদি
অন্ত কোন স্থানে প্রাণত্যাগ করে, তবে সে
পুন্দেশে ও সংকুলে বেদবিস্ত্রাঙ্গন হইয়া জন্ম-
গ্রহণ করে । হে গুরু ! অনশনব্রত করি-
য়াও যদি কেহ জীবিত থাকে, তবে সে
ব্রাহ্মগণকে আহ্বান করিয়া সর্বস্ব দান
করিবে এবং সেই সকল ব্রাহ্মগণকে অন্নভোজ
হইয়া চাত্রাঘণব্রত আচরণ করিবে ; কখনও
মিথ্যাবাক্য বলিবে না ; সর্বদা ধর্ম্মাচরণ
করিবে । ১২—২০ । যে ব্যক্তি তীর্থবাগী হইয়া

অনুভূতং ন বদেৎ পশ্চাদ্ভুতং যেষাং সমাচরেৎ ॥ ২১
 তীর্থং গতা চ যঃ কোহপি পুনরায়তি তেব গৃহে
 অমুক্তাতঃ স বৈ বিপ্রৈঃ প্রায়শ্চিত্তমথাচরেৎ ॥
 মত্বা বা স্বর্ণদানানি গো-মহী-গজ-বাজিনঃ ।
 তীর্থং যদি লভেদ্যন্ত মৃত্যুকালে স ভাগ্যবান্
 যুগ্মং প্রচলিত্তীর্থং যবেণ সমুপস্থিত ॥
 পদে পদে তু গোদানং যদি হিংসা ন জায়তে ॥
 গৃহে তু যৎ কৃতং পাপং তীর্থস্থানেন শুধ্যতি *
 কুরুতে তত্র পাপকেষজ্জলেশমহং তি তৎ ॥ ২৫
 ক্রিষ্টেৎ স নাত্র সন্দেহো যাবজ্জলকর্তারকম্ ।
 তত্র দত্তানি দানানি জায়ন্তে চাক্ষুযাণি বৈ ॥ ২৬
 আতুরে সতি দাতব্যঃ নির্দৈনরপি মানবৈঃ ।
 গাবস্তিলা হিরণ্যক সপ্তধাতুঃ বিশেষতঃ ॥ ২৭
 দানবস্তঃ নবঃ দৃষ্টো হৃষ্টো সর্বৈ দিবৌকসঃ ॥

পুনরায় গৃহে আগমন করে, সে সম্ভ্রান্ত-
 কর্তৃক অমুক্তাত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে।
 অনন্তর সুবর্ণ, গো, মহিষ, হস্তী, অথ প্রভৃতি
 দান করিবে। আর যদি সেই ব্যক্তি মরণ-
 কালে তীর্থলাভ করে, তবে তাহাকে মহা-
 ভাগ্যবান্ বলিয়া জানিবে। মরণ উপস্থিত
 হইলে যদি কেহ গৃহ হইতে প্রচলিত হইয়া
 তীর্থে গমন করে, তবে তাহার পদে পদে
 গোদানের ফল হয়, কিন্তু হিংসা না হইলেই
 উত্তম ফল হয় জানিবে। যদি কেহ অগৃহে
 পাপাচরণ করে, তবে সেই ব্যক্তি তীর্থস্থান-
 যাত্রা শুদ্ধ হইতে পারে। হে খগ! তীর্থ-
 স্থানে পাপসঞ্চয় করিলে সেই পাপ বজ্রলেপ-
 বৎ অক্ষয় হয়; সেই পাপে যাবৎ মৃত্যু চক্ষু
 ও তারকাগণ বিদ্যমান থাকে, তাবৎ ক্রেশ
 পায়। যারকরোগ উপস্থিত হইলে নির্ধন
 মানবও গো, হিল, হিরণ্য ও সপ্তধাতু প্রদান
 করিবে। দানশীল ব্যক্তিকে দর্শন করিলে
 দেবতা, ঋষি, চিত্রভূষণ ও বর্ষরাজ ইহারা
 সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। মহুযা যাবৎ

ঋষিভিঃ সহ ধর্ম্মেণ চিত্রভূষণে ন সর্বদা ॥ ২৮
 আত্মারক্তং ধনং যাবৎ তাবদ্বিপ্রে সমর্পয়েৎ ॥
 পরাধীনং মৃত্যু সর্বং কৃপয়া কঃ প্রদাত্তি ॥ ২৯
 পিতৃদেবেশেন যঃ পুত্রৈর্ধনং বিপ্রকবেহর্পিতম্ ।
 আত্মানং সধনং তেন চক্রে পুত্র-প্রপৌত্রকৈঃ ॥
 পিতুঃ শতশতং দত্তং সহস্রং মাতৃকচ্যতে ।
 ভগিনী শতসাহস্রং সৌদর্ঘ্যে দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ৩১
 যদি লোভায় বচ্ছন্তি প্রমাদায়োহতোহপি বা ।
 মৃত্যুঃ শোচন্তি তে সর্বৈ কদম্বাঃ পাপিনশ্চিতি
 অভিক্রেশেন লকৃত্য প্রকৃত্যা চকলন্ত চ ।
 গহিরৈকৈব বিদুষ্ট দানমমৃত্যু বিপত্তয়ঃ ॥ ৩৩
 মৃত্যুঃ শরীরগোষ্ঠারং বস্তুং কং বস্তুত্বা ।
 হৃচ্চারিণীব হসতি বপতিং পুত্রবৎসলম্ ॥ ৩৪

জীবিত থাকে, তাবৎ তাহার ধনও স্বাধীন
 থাকে, অতএব জীবদবস্থাতেই ভ্রাতৃপুত্রাদিকে
 ধনদান করা কর্তব্য; পরন্তু যখন জীবন গমন
 করে, তখন সেই ধন পরাধীন হয়, এই সময়ে
 কৃপা করিয়া আর কে সেই ধন দান করিবে?
 যে সকল পুত্র পিতার পারিত্রিক সুখকামনার
 বিপ্রকে ধনসমর্পণ করে, সে পুত্র, পৌত্র ও
 প্রপৌত্রাদিসহ আপনার হিতসাধন করিয়া
 থাকে। ২১—৩০। পিতার উদ্দেশে দান
 করিলে শতশত, মাতার উদ্দেশে দান করিলে
 সহস্রশত, ভগিনীর উদ্দেশে দান করিলে শত-
 সহস্রশত এবং ভ্রাতার উদ্দেশে দান করিলে
 অক্ষয় ফলজনক হইয়া থাকে। আসন্ন মৃত্যু
 জানিয়াও যদি আতুর ব্যক্তিরা লোভবশতঃ
 দান না করে, তবে সেই কদম্ব পাপিষ্ঠাদিগের
 মরণের পর অমুক্তাপ করিতে হয়। ধন অতি
 ক্রেশে উপার্জিত হয়, কিন্তু তাহা কাহারও
 নিকট চিরকাল থাকে না; এই নিমিত্ত ধনের
 দানই একমাত্র সঙ্গতি, অতঃ সকলই তাহার
 বিপত্তি। কোন হৃচ্চারিণী কামিনীর পতি
 পুত্রকে লইয়া আয়োদ্য করিতে থাকিলে, যেমন
 তাহার ব্যক্তিচারিণী স্ত্রী “তুমি কাহার সন্তান
 লইয়া আয়োদ্য করিতেছ” এই বলিয়া মনে
 মনে হাসিতে থাকে, এইরূপ যে ব্যক্তি আপন

* তত্র যেদানি দানানি দক্ষয়ানি সঙ্গা খগ ।
 কচিদমধিকঃ পাঠঃ ।

উদারো ধার্মিকঃ সৌম্যঃ প্রাণ্যাপি বিপুলং ধনম্
তুণবয়স্কভে তাক্য আত্মানং বিস্তুমিত্যপি ৩৫
ন চৈবোপজবাস্তমো মোহজালো ন চৈব হি ।

মৃত্যুকালে ন চ ভয়ং যমদূতসমুদ্ভবম্ ॥ ৩৬

সমাঃ সহস্রানি চ সপ্ত বৈ জলে

দর্শকমগ্নৌ পতনে চ যোভুশ ।

মহাহবে যষ্টিব্রশীতি গোগৃহে

অনাথকে কাষ্ঠপ চাক্ষরা গতিঃ ॥ ৩৭

ইতি জীগাক্ষভে মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে জীকৃষ্ণ-
গুরুভঙ্গবাদে দানপ্রশংসাকথনং নাম
ষষ্ঠোঃশ্লোকঃ ॥ ৩৬ ।

শরীরকে চিরকাল রক্ষা করিতে বিশেষ চেষ্টা
করে, তাহাকে যমরাজ, আর যে ব্যক্তি যত্ন-
পূর্বক ধন রক্ষা করে, তাহাকে যমদূতরা উপ-
হাস করেন। যাহারা উদারবুদ্ধি, ধার্মিক ও
সৌম্য, তাহারা বিপুল ধন পাইলেও তাহা
তুণবৎ তুচ্ছজ্ঞান করে। হে গুরু! তুমিও
আপন চিত্তকে সেইরূপ জানিবে। যে ব্যক্তি
উদারবুদ্ধি ও ধার্মিক, তাহার কোনরূপ উপ-
দ্রব ঘটে না, মোহজাল তাহাকে আক্রমণ
করিতে পারে না; তাহার মৃত্যুকালে যম-
দূতের ভয় থাকে না। জলমধ্যে মৃত্যু হইলে
সপ্তসহস্রবৎসর, অগ্নিতে মরিলে একাদশসহস্র
বৎসর, তপনভাগে মরিলে যোড়শসহস্রবৎসর,
ধুকে মরিলে যষ্টিসহস্রবৎসর এবং গোগৃহে
মরিলে অশ্লীলসহস্রবৎসর স্বর্গসভা হয়; আর
অনাথনে প্রাণত্যাগ করিলে অক্ষয়গতি পাইয়া
থাকে ৩১—৩৭।

ষষ্ঠোঃশ্লোকঃ সমাপ্ত ॥ ৩৬ ।

সপ্তত্ৰিংশোঃশ্লোকঃ ।

তাক্য উবাচ ।

উদকুস্তপ্রদানং মে কথয়স্ব যথাতথম্ ।

সিহিনা কেন কর্তব্যো কৃতিরেবা জনাধিন ১

কিনলকণাঃ কেন পূর্ণাঃ কস্ত দেয়া জনাধিন ।

কস্মিন কালে প্রদাতব্যো প্রেতভূতিপ্রদায়কাঃ ২

জীকৃষ্ণ উবাচ ।

সত্যং তাক্য প্রবক্ষ্যামি উদকুস্তপ্রদানকম্ ।

প্রেতোদ্যেশেন দাতব্যো অন্নপানীয়সংকৃতাঃ ।

বিশেষেণ মহাপাশ্বিন প্রেতভূতিপ্রদায়কাঃ ৩

দাদশাহে চ যন্মাসে ত্রিপক্ষে বাপি বৎসরে ।

উদকুস্তাঃ প্রদাতব্যো মার্গে তস্ত সুখায় বৈ ৪

সপ্তত্ৰিংশ অধ্যায় ।

গুরু ভলিলেন,—প্রভো! আমার নিকট
জলকুস্ত প্রদান যথার্থরূপে কীৰ্ত্তন করুন।
কিরূপ বিধানে জলকুস্তপ্রদান করিতে হইবে
এবং কত সংখ্যক কুস্তদান করিবে? কিরূপ
লকণাবিত কুস্ত দান করা বিধেয়? কোন
দ্রব্যদ্বারা কুস্ত পূর্ণ করিয়া দান করিবে?
কিরূপ ব্যক্তি এই কুস্তদানের সম্প্রদান পায়?
কোন কালেই বা কুস্তদান করিবে? হে
জনাধিন! প্রেতের ভূতিকর কুস্তদান আমাকে
উপদেশ করুন। জীকৃষ্ণবান্ কহিলেন, হে
গুরু! জলকুস্ত প্রদান যথার্থরূপে কহিতেছি,
শ্রবণ কর। প্রেতের উদ্দেশে অন্ন ও জল-
সংযুক্ত কুস্ত দান করিতে হইবে। হে গুরু!
ইহা বুদ্ধিপ্রদায়ক। এই কুস্তদানদ্বারা প্রেতের
ভূতি হইয়া থাকে। দাদশাহে, ষষ্ঠমাসে,
ত্রিপক্ষে ও বৎসরে পরলোকগমনে প্রেতের

কচিদম্বধিকঃ পাঠঃ,—

* যাহুবন্ত শরীরে তু অস্থ্যামেব তু সঞ্চরঃ ।

সংখ্যাতঃ সর্কদেহেবু যষ্টাবিকশতায়ম্ ।

উদকুস্তেন পুটানি ভাঙ্গত্বানি তবতি হি ।

এতন্মাদীকৃত কুস্তঃ জীজি প্রেতস্ত আনতে ।

অহস্তবানি দাতব্য উৎকৃষ্টাভিগৈরুতাঃ ।
 সুলিপ্তে কৃষিতাগে তু পকায়জলপূরিতাঃ ॥ ৫
 প্রেতস্ত তত্র দাতব্য ভোজনক যদুচ্ছয়া ।
 সুশ্রীতস্তেন দস্তেন প্রেতো যাতৈঃ স গচ্ছতি ॥ ৬
 ঘাদশাধে বিশেষেণ উৎকৃষ্টান প্রদাপয়েৎ ।
 বিপ্রিনা তত্র সন্ধ্যা ঘটান্ ঘাদশসংখ্যকান্ ॥ ৭
 একাপি বর্জনী তত্র পকায়জলপূরিতা ।
 বিস্ময়দ্বিত্ব দাতব্য সন্ধ্যা আশ্রমে ততে ॥ ৮
 একে। বৈ ধর্মরাজায় তেন তুষ্টেন মুক্তিতাক্ ।
 চিত্তগুণায় চৈকন্ত গতস্তত্র সুখী ভবেৎ ॥ ৯
 বোড়শাদ্যাঃ প্রদাতব্য মাষায়জলপূরিতাঃ ॥ ১০
 উৎকৃষ্টাভিগৈরুতা আশ্রমোক্তকস্ত তু ।
 বোড়শাদ্যাদানাত্ এতৈকং বিনিবেদয়েৎ ॥ ১১
 একাদশাহাং প্রভৃতি দেহো নিত্যং দৃঢ়াহবৎ ॥
 পকায়জলপূর্ণো হি যাবৎ সংবৎসরং দিনম্ ॥ ১২

স্বপ্নে নিমিত্ত তিলযুক্ত উৎকৃষ্ট প্রতিদিন
 প্রদান করা কর্তব্য। কৃত্তাগলেপন করিয়া
 তদুপরি জলপূর্ণ পকায় সংযুক্ত হস্ত-
 স্থাপন করিবে এবং যদুচ্ছায়মে প্রেতের
 ভোজন প্রদান করিবে। উক্তরূপে উৎ-
 কৃষ্ট দান করিলে প্রেত সমুদ্রতীরে সহিত
 পরিতৃপ্ত হইয়া গমন করে। বিশেষতঃ
 ঘাদশাধে ঘাদশসংখ্যক ঘটদান করা বিধেয়।
 পকায়সংযুক্ত ও জলপূর্ণিত একটি বর্জনীদান
 করিবে। বিস্ময়ে উদ্দেশ করিয়া সন্ধ্যাপূর্বক
 ঐ বর্জনীদান করা কর্তব্য। ধর্মরাজের উদ্দেশে
 একটি বর্জনীদান করিলে প্রেত মুক্তিতাক্ত
 করে, চিত্তগুণের উদ্দেশে একটি বর্জনী দান
 করিলে প্রেত যমলোকে গমন করিয়া সুখী
 হইতে পারে। ১—৯। প্রেতের উদ্দেশে বাহ,
 জল ও অন্নসংযুক্ত বোড়শ অর্ঘ্যপ্রদান করা
 বিধেয়। উৎকৃষ্টাভিগৈরুতা আহক করিয়া বোড়শ
 আক করিলেই উক্ত দান করিবে। বোড়শ
 আশ্রমকে এক একটি অর্ঘ্যপ্রদান করিবে।
 একাদশাহ হইতে আরম্ভ করিয়া বৎসর পর্যন্ত
 প্রতিদিন এক একটি ঘটদান করিবে। এক

জলপাত্রাপি বুজানি দদাদিষটিকানি চ ।
 একা বৈ বর্জনী তত্র তত্ভাং পাক্তবৎশজম্ ॥
 বজ্রেশাচ্ছাদয়েৎ তাক্ত পূজয়িত্বা সুগচ্ছতিঃ ।
 আশ্রমেন্তো। বিশেষেণ জলপূর্ণানি দাপয়েৎ ॥ ১৪
 অহস্তবানি সন্ধ্যা বিবিপূর্বকং যোগেবম্ ।
 আশ্রমায় কুলীনায় বেদব্রতযুক্তায় চ ॥ ১৫
 বিদ্যাব্রতবতে দেয়ং সূর্যে তত্র কদাচন ।
 সমর্থো বেদব্রতাজ্ঞারপে লবণেহপি চ ॥ ১৬
 তাক্। উবাচ ।
 দানতীর্থার্থিতং যোক্ষং বর্গকং বদ মে প্রেতো ।
 কেন যোক্ষমবাপ্নোতি কেন বর্গে বসেজিরম্ ।
 কেন গচ্ছতি তেজস্ব অর্গোকাৎ

সত্যলোকতঃ * ॥ ১৭

জীবিকুর্বাচ ।

মাস্ত্বাং ভারতে বর্ষে অয়োদশম্ জাতিম্ ।

বৎসর পর্যন্ত পকায়সংযুক্ত, জলপূর্ণ, কল-
 পাত্রোপরিস্থিত করিয়া এক একটি বর্জনী
 বহুবার আচ্ছাদিত, সুগন্ধযুক্ত ও জলপূর্ণ
 করিয়া আশ্রমকে প্রদান করিবে। এইরূপে
 প্রতিদিন যথাবিধি এক একটি বর্জনী দান
 করিতে হয়। বেদব্রতপরায়ণ কুলীন আশ্রমকে
 ঐ বর্জনী দান করা কর্তব্য; সৎপাত্রকেই
 উক্ত দান করিবে, কদাচ অপাত্র দান করিবে
 না। বেদবিদ আশ্রমই তারপে, লবণে
 (উচ্ছিন্নসাধনে) সমর্থ। ১০—১৬। গরুড়
 কহিলেন, প্রেতো। দান ও তীর্থ-সেবাধারা
 যে যোক্ষ ও বর্গপ্রাপ্তি হয়, তাহা আমার
 নিকটে কীর্তন করুন। কিরূপে মাস্ত্বাং
 যোক্ষলাভ হয় আর কিরূপেই বা চিরকাল
 বর্গবাস হয়, তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি।
 আর কি কারণে মানব বর্গাদি সত্যলোক
 হইতে বিচ্যুত হয়, তাহা বর্ণন করুন।
 জীবিকাবান্ কহিলেন, ভারতবর্ষে অয়োদশ

* মাস্ত্বাং কেন সত্যতে নরকেষু নিমজ্জতি ।
 এতদে বদ নিশ্চিত্য তত্তানান্ যোক্ষদায়কঃ ।
 ক্রুহি কস্মিন্ যতে বর্গে পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ।

উদারো ধার্মিকঃ সৌম্যঃ প্রাপ্যাপি বিপুলং ধনম্
তৃণবনভূতে তাক্য আত্মানং বিস্তমিত্যপি ৩৪
ন চৈবোপজবাক্তমোহজালো ন চৈব হি ।

মৃত্যুকালে ন চ তন্ন বনদুতসমুদ্ভবম্ ॥ ৩৬

সদাঃ সহস্রাণি চ সপ্ত বৈ জলে

নৈশেকমগ্নৌ পতনে চ যোভুশ ।

মহাহবে বহিঃশীতি গোগৃহে

অনাশকে কাষ্ঠশ চাক্ষয়া গতিঃ ॥ ৩৭

ইতি জীগাক্ষে মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে জীকৃষ্ণ-

গুরুভসংবাদে দানপ্রশংসাকথনং নাম

ষট্টিত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

শরীরকে চিরকাল রক্ষা করিতে বিশেষ চেষ্টা
করে, তাহাকে যথাজ্ঞ, আর যে ব্যক্তি ধন-
পুৰুষ ধন রক্ষা করে, তাহাকে বসুন্ধরা উপ-
হাস করেন। যাহারা উদারবুদ্ধি, ধার্মিক ও
সৌম্য, তাহারা বিপুল ধন পাইলেও তাহা
তৃণবৎ তুচ্ছজ্ঞান করে। হে গুরু! তুমিও
আপন চিত্তকে সেইরূপ জানিবে। যে ব্যক্তি
উদারবুদ্ধি ও ধার্মিক, তাহার কোনরূপ উপ-
দ্রব ঘটে না, মোহজাল তাহাকে আক্রমণ
করিতে পারে না; তাহার মৃত্যুকালে যম-
দূতের ভয় থাকে না। জলমধ্যে মৃত্যু হইলে
লপ্তসহস্রবৎসর, অগ্নিতে মরিলে একাধশসহস্র
বৎসর, তপনভূমে মরিলে বোভিশসহস্রবৎসর,
যুদ্ধে মরিলে বহিঃসহস্রবৎসর এবং গোগৃহে
মরিলে অনীতিসহস্রবৎসর স্বর্গলাভ হয়; আর
অনশনে প্রাণত্যাগ করিলে অক্ষয়গতি পাইয়া
থাকে। ৩১-৩৭।

ষট্টিত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

তাক্য উবাচ ।

উদকুস্তপ্রদানং যে কথয়ন্ত যথাতথম্ ।

সিদ্ধিমা কেন কর্তব্য্য কৃতিরেষা জনাৰ্দ্ধন ॥ ১

কিংলক্ষণাঃ কেন পূর্ণাঃ কস্ত দেদ্যা জনাৰ্দ্ধন ।

কস্মিন কালে প্রদাতব্য্য প্রেতভূতিপ্রদায়কাঃ ২

জীকৃষ্ণ উবাচ ।

সত্যং তাক্য প্রবক্ষ্যামি উদকুস্তপ্রদানকম্ ।

প্রেতোদ্যেশেন দাতব্য্য অন্নপানীয়াবুত্যাঃ ।

বিশেষেণ মহাপক্ষিন্ প্রেতভূতিপ্রদায়কাঃ ৩৩

দাদশাহে চ যথাসে ত্রিপক্ষে বাপি বৎসরে ।

উদকুস্তাঃ প্রদাতব্য্য মার্গে তস্ত সুখায় বৈ ॥ ৪

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

গুরু বলিলেন,—প্রভো! আমার নিকট
জলকুস্ত প্রদান যথার্থরূপে কীৰ্ত্তন করুন।
কিরূপ বিধানে জলকুস্তপ্রদান করিতে হইবে
এবং কত সংখ্যক কুস্তদান করিবে? কিরূপ
লক্ষণাবিত্ত কুস্ত দান করা বিধেয়? কোন
জন্মধারা কুস্ত পূর্ণ করিয়া দান করিবে?
কিরূপ ব্যক্তি এই কুস্তদানের সম্ভাদান পায়?
কোন কালেই বা কুস্তদান করিবে? হে
জনাৰ্দ্ধন! প্রেতের ভূতিকর কুস্তদান আমাকে
উপদেশ করুন। জীকৃষ্ণবান্ কহিলেন, হে
গুরু! জলকুস্ত প্রদান যথার্থরূপে কহিতেছি,
শ্রবণ কর। প্রেতের উদ্দেশে অন্ন ও জল-
সংযুক্ত কুস্ত দান করিতে হইবে। হে গুরু!
ইহা মুক্তিপ্রদায়ক। এই কুস্তদানদ্বারা প্রেতের
ভূতি হইয়া থাকে। দাদশাহে, বর্ষমায়ে,
ত্রিপক্ষে ও বৎসরে পরলোকগমনে প্রেতের

কতিদম্বধিকঃ পাঠঃ,—

• মাহবন্ত শরীরে তু অম্বায়েব তু মকরঃ ।

সংখ্যাতঃ সৰ্বদেহেবু বর্ষাবিকশতভয়ম্ ।

উদকুস্তেন পুটানি তাত্ত্বানি ভবন্তি হি ।

এতসাদীকৃত কুস্তঃ জীজি প্রেতস্ত জায়তে ।

তৎ প্রাপ্য মিততে কেন্দ্রে পুনর্জন্ম ন বিদ্যাতে
অযোধ্যা মথুরা যারা কানী কাকী অবস্থিকা ।
পুরী হারবতী জেয়া সঠৈত্তা মোক্ষদায়িকাঃ ১১০
সন্ন্যাসমিতি যো ত্রয়াং প্রাপ্তৈঃ কঠগঠৈরপি ।
মৃতো বিষ্ণুপুরঃ যাতি ন পুনর্জন্মে কিতৌ ৷
সকলজন্মিতঃ যেন হরিরিত্যক্ষরবয়ম্ ।
বকঃ পরিকল্পেন যোক্ষ্য গমনং প্রতি ৷ ২১
কৃক ককোতি ককোতি যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ
জলং তিস্রা যথা পয়াং করকাক্ষরাম্যহম্ ৷ ২২
শালগ্রামশিলা যত্র যত্র হারবতী শিলা ।
উত্তরোঃ সঙ্গমো যত্র মুক্তিক্তত্র ন সংশয়ঃ ৷ ২৩
শালগ্রামশিলা যত্র পাপদোষকরাবহা ।
তৎসরিধানমরণানুজিম্বজ্ঞোঃ সুনিস্চিতা ৷ ২৪
প্রোণাং পালনাং সেকাক্যান-স্পর্শন-কীর্তনাং

তুলসী দহতে পাপং নৃণাং জন্মার্জিতং ধগ ৷ ২৫
জানক্যে সত্যজলে রাগ-দেহমলাপহে ।
যঃ প্রাতো যানসে তৌর্ধে ন স লিপ্যত পাতকৈঃ
ন কাঠে বিদ্যাতে দেবো ন শিলায়াং কদাচন ।
ভাবে হি বিদ্যাতে দেবস্তস্মাত্যাবঃ সমাচরেৎ ৷
প্রাতঃ প্রাতঃ প্রপত্ত্বি নর্মদাং মৎস্তধাতিনঃ ।
ন তে শিবপুরীঃ যাতি চিত্তবৃত্তিগরীমসৌ ৷ ২৮
যাহুক্ চিত্তপ্রতীতিঃ স্তাং তাদৃক্কর্মকলঃ নৃণাম্
পরলোকগতিতাদৃক্ সূচী-সূত্রবিচারবৎ ৷ ২৯
ব্রাহ্মণার্ধে গবার্ধে চ স্ত্রীণাং বালবধেহু চ ।
প্রোণত্যাগপরো যত্র স বৈ মোক্ষমবাধুয়াৎ ৷ ৩০
অনাশকে মৃতো যত্র স বৈ মোক্ষমবাধুয়াৎ ।
অনাশকে মৃতো যত্র স মুক্তঃ সর্ববন্ধনৈঃ ৷ ৩১
দহা দানানি বিশ্রেষ্ঠাত্ততো মোক্ষমবাধুয়াৎ ।

জাতিতে মনুষ্যহত্যাত করিয়া যদি তৌর্ধে
প্রোণত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহার পুনর্জন্ম
হয় না। অযোধ্যা, মথুরা, যারা, কানী,
কাকী, অবতী আর হারবতী এই সপ্তপুরীই
মুক্তিপ্রদায়িনী। এই সপ্তপুরীতে যদি
মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। প্রোণ কঠাগত হইলে
যাহারা “আমার সন্ন্যাস হউক” এইরূপ উচ্চা-
রণ করে, তাহারা মরিয়া বিষ্ণুপুরে যাব,
কদাচ তাহাদিগের পুনর্জন্ম হয় না। যে
ব্যক্তি “হরি” এই অক্ষরবয় একবারমাত্র
উচ্চারণ করে, সে মোক্ষলাভে বদ্ধপরিকর
হয়। যে ব্যক্তি “কৃক কৃক কৃক” এইরূপে
প্রতিদিন আমাকে স্মরণ করে, জল তেজ
করিয়া পদ্মোদগমের স্থায় আমি তাকে নরক
হইতে উদ্ধার করি। যে স্থানে শালগ্রাম-
শিলা বিদ্যমান, সেই স্থানে পাপদোষ কর
পায়। শালগ্রামশিলা-সরিধানে মরণ হইলে
তাহার মুক্তি হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই।
যে স্থানে শালগ্রামশিলা ও হারবতী শিলা
সঙ্গম আছে, কিংবা যে স্থানে উত্তর শিলা
বর্তমান থাকে, সেই স্থানে মরণ হইলে নিশ্চয়
মুক্তি হয়। তুলসীদ্বকের প্রোণ, পালন, জল-
নক ও কি প্রকারে সেই দ্বকের পুষ্টি হইবে,

যাহারা সেই চিন্তা এবং স্পর্শন ও নামকীর্তন
করে, সেই মানবের পূর্বজন্মার্জিত পাপ দহ
হয়। যিনি সত্য-জলপূর্ণ, রাগদেহাবিশলীন
জান-হৃদরূপ মানসতীর্থে স্নান করেন, কদাচ
সেই ব্যক্তি পাপে লিপ্ত হন না। কাঠে
কিংবা শিলাতে দেবতার অধিষ্ঠান হয় না,
কেবল তাবৎই দেবতার অধিষ্ঠান হয়; অত-
এব তাব (ভক্তি) মুক্তির কারণ জানিবে।
যাহাতে তাব (কাঠাদিতে দেবতাজানে
ভক্তি) আছে, তাহা করিলেই তাহার মুক্তি
হইতে পারে। মৎস্তজীবীরা প্রতিদিন প্রাতঃ-
কালে নর্মদানদীকে বর্শন করে; কিন্তু তাহার
ফলে তাহারা শিবপুরে যাব নী, কারণ সর্ব-
বিষয়েই চিত্তবৃত্তি গরীমসৌ। যাহার যেরূপ
চিত্তবৃত্তি তাহার সেইরূপ কর্মকল হয়, পর-
লোকে গতিও সূচীসূত্র বিচারে সেইরূপই
হইয়া থাকে; ব্রাহ্মণ, গো ও বালক ইহা-
দিগের জন্ম যদি কেহ আপন প্রোণ দান
করে, তাহা হইলে সেই রক্ষক ব্যক্তি মোক্ষপদ
লাভ করে। ১৭—৩০। যে মনুষ্য অনশন-
হতে প্রোণত্যাগ করে, সে সর্বপ্রকার সংসার-
বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে। আর ব্রাহ্মণ-
গণকে সর্বদা দান করিলেও সেই ব্যক্তি

ন তেষামগ্নিসংস্কারো নাপৌচঃ নোদকক্রিয়া ।
 পিঙ্গিনঃ কারবো বৈদ্যা দাসী দাসাত্তথৈব চ ।
 রাজানঃ স্রোত্রিয়াষ্টৈশ্চ সন্যাসশৌচাঃ
 প্রকীর্তিতাঃ ।

সত্ৰী চ মনুপুত্রস্ত আদিত্যাগ্নিনুপুত্রথা ।
 এযাং বৈ শূতকো নান্তি যন্ত নেচ্ছন্তি বাত্বাঃ
 প্রসবে চ সপিতৃনাং ন কুৰ্য্যাৎ সঙ্করং বিতঃ ।
 দশাষ্টাকুধাতে মাতা অবগাদ পিতা ততিঃ ৷ ৫২
 বিবাহোৎসবযজ্ঞেষু অন্তরা যুতশূতকে ।
 পূৰ্বসঙ্কলিতং বিস্তং ভোজ্যং তন্নস্বরূপী ৷ ৫৩
 অন্তর্দশাহে স্নাতাকোৎ পুনর্মরণ-জন্মণী ।
 ভাবৎ স্নানতটিকিপ্রো যাবৎ তৎ স্নাননির্দেশম্
 উদিত্তে নিম্নমে দানে আর্ন্তে বিপ্রো নিবেদয়েৎ

হইলে তাহার অগ্নিসংস্কার, উদকক্রিয়া বা
 অপৌচগ্রহণ করিবে না । কাক, পিঙ্গী, বৈদ্য
 দাসী, দাস, রাজা, ভূক্তা, ইহাদিগের জন্ম-
 মরণে সন্যাসশৌচ জানিবে । অতঃপরায়ণ,
 মনুপুত্র, সাগ্নিক ও রাজা ইহাদের অপৌচ
 নাই, আশ্রণ ইচ্ছা না করিলে কোন ব্যক্তিরই
 অপৌচ হয় না । জন্মশৌচে অপৌচসঙ্কর
 গ্রহণ করিবে না । এইরূপ অপৌচে মাতা
 দশাহে এবং পিতা স্নানমাত্র শুদ্ধ হইতে
 পারে । ময় বলিয়াছেন যে, বিবাহ উৎসব
 ও যজ্ঞে জন্ম কিংবা মরণশৌচ হইলে
 তাহাতে পূৰ্বসঙ্কলিত জব্য পরিত্যাগ
 করিবে না । এক অপৌচের মধ্যেই
 যদি অন্য জন্মমরণশৌচ উৎস্থিত হয়,
 যাবৎ সেই অপৌচের দশাহ পূর্ণ না হয়,
 ভাবৎ অন্তর্দিত্য থাকে । অগ্নিগণ বলিয়া
 থাকেন, অপৌচমধ্যে সৃষ্টিত ব্যক্তিকে তিনক-
 দান, নিরমিত কার্য্যমুষ্ঠান, আর্ন্ত আশ্রণকে

• সূর্য্যবাসেবমাপৌচঃ মাতাপিত্রোস্ত শূতকম্
 শূতকং বাত্বরেব স্নানপুণ্ড পিতা ততিঃ ।
 ইত্যধিকঃ পাঠঃ কতিং ।

তথৈব অমিত্তিঃ প্রোক্তঃ যথাকালং ন
 হুযতি ৷ ৫৬
 দানং পরিষদে দদ্যাৎ শূকরং গোরবং বিজে
 কত্রিয়ো বিত্তপং নদ্য বৈশ্বতঃ ত্রিতপং তথা ।
 চতুর্ভগ্নম্ শূদ্রেণ দাতব্যং ভ্রাতৃপে ধনম্ ।
 এবকামুজমেণৈব চাতুর্ভগ্যঃ বিভ্রাজতি ৷ ৫৮
 ভ্রাতৃপার্থে বিপন্নো যো নারীণাং গোত্রেষু চ ।
 আহবেষু বিশন্নানামেকরাজমশৌচকম্ ৷ ৫৯
 ন তেষামশূভং কিঞ্চিৎপ্রাণাং শুভকর্ম্মণি ।
 জলাবগাহনান্তেষাং সন্যাস্তত্ত্বিকদাহতাঃ ৷ ৬০
 ইতি শ্রীপুরুষোত্তমমহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ-
 গরুড়সংবাদে উদকস্নানাদিনামকধনঃ নাম
 সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ৷ ৩৭ ৷

জনদানাদিতে কোন দোষ হইতে পারে না ।
 আশ্রণ শূকর, গো ও ঘূষ এই সকল পরিষদকে
 দান করিবে । কত্রিয়ের ত্রিতপ আর বৈশ্বতের
 ত্রিতপ দান করিতে হয় । শূদ্র চতুর্ভগ্ন জন
 ভ্রাতৃপকে দান করিবে । এইরূপ ক্রমামুসারে
 চতুর্ভগ্নই শুদ্ধ হইতে পারে । যাহারা আশ্র-
 ণের ও নারীজনের নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করি-
 য়াছে, যাহারা গোরক্ষপার্থে অথবা যুদ্ধে
 মরিয়াছে, তাহাদিগের মরণে জাতিগণের
 এক দ্বাত্রি অপৌচ হইয়া থাকে । আশ্রণ
 সংকরী থাকিলে তাহাদিগের কোন অন্তত
 সংঘটন হইতে পারে না । জলাবগাহন
 করিলেই তাহাদিগের শুদ্ধি হয় ৷ ৫৩—৬০ ৷
 সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ৷ ৩৭ ৷

• যুগ্ময়েন তু পাত্রেণ তিলমিম্বজলৈঃ সহ ।
 স্তুতিক্রিয়া তথাহে চ নবঃ স্নানো তটিক্রিবেৎ ৷
 কচিদনয়মধিকঃ পাঠঃ ।
 † অনাধিপ্রেতসংস্কারঃ যে কুর্য্যন্তি নরোক্তমাঃ ।
 ইত্যধিকঃ পাঠঃ কচিৎ ।
 ‡ বিনিবৃত্তা যদা শূদ্রা উদকাস্তমুপস্থিতাঃ ।
 তদাবিপ্রোণ অষ্টব্যা ইতি বেদবিদো বিদুঃ ।
 কচিদনয়মধিকঃ পাঠঃ,—

গ্রামমাধ্যম নিয়মতো নিতাদানং করোতি যঃ ।
চতুশ্চরসংযুক্ত-বিমানেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৪
যং কৃতং হি মনুষ্যেণ পাপমায়রনাস্তিকম্ ।
তৎ সৰ্বং নাশয়াতি বর্ষদুষ্টিপ্রদানতঃ ॥ ৪৫
ভূতঃ ভব্যঃ ভবিষ্যৎ পাপং জয়ত্রয়ার্জিতম্ ।
প্রক্ষালয়তি তৎ সৰ্বং বিপ্রকল্যাপনায়নাং ॥ ৪৬
দশকুপসয়া বাপী দশবাপীসমং সরঃ ।
সর্বোত্তমদণ্ডভিচ্ছলা য়া প্রপা নির্জলে বনে ॥ ৪৭
য়া বাপী নির্জলে দেশে যদানং নির্জনে বিজে
প্রাণিনাং যো দয়াং ধন্তে স ভবেদ্রাকনায়কঃ ॥
এবমাদিত্যৈশ্চ শ্রুতৈঃ স্বর্গভাগ্যভবেৎ ।
ভূতং সৰ্বং কলঃ প্রাপ্য প্রতিষ্ঠাং পরমাং লভেৎ
যত্বেণাং পরিভাজ্য সচতং ধর্মবান ভবেৎ ।

যত ও ভুক্ত্যবিত্ত হয়, তথাপি ভক্তির অনু-
গামিনী নারী সেই সকল পাপ নাশ করিয়া
থাকে । যে ব্যক্তি প্রতিদিন এক এক গ্রাম-
মাধ্যম অন্ন প্রদান করে, সে ছত্র চারসংযুক্ত
বিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করিতে
পারে । যনুষা মরণান্ত পাপচরণ করিয়াও
যদি বর্ষদুষ্টি প্রদান করে, তবে সেই সকল
পাপ বিনাশ করিতে পারে । ৪৪—৪৫ ।
আক্ষয় কস্তার বিবাহ করাইলে ভূত, ভবিষ্যৎ
ও বর্তমান জয়ত্রয়ার্জিত পাপ নাশ পায় ।
দশটি কুপ দানে যে পুণ্য হয়, একটি পুষ্করী-
দানে সেই পুণ্য হয় ; দশটি পুষ্করীর তুল্য
একটি সরোবর দানে এবং দশটি সরোবর দান
করিলে যে পুণ্যসঞ্চয় হয়, নির্জল দেশে একটি
প্রপাদান করিলে সেই পুণ্য হইয়া থাকে ।
নির্জন ব্রাহ্মণকে ধনদান করিলে সেইরূপ পুণ্য
হয়, নির্জলপ্রদেশে প্রপাদান করিলেও সেই-
রূপ পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি
প্রাণিগণের প্রতি দয়াপ্রকাশ করে, সে সকল
লোকের অধিনায়ক হইতে পারে । পুরোক্ত
প্রকারে পুণ্য কর্ত্ত্ব করিলে, সেই ব্যক্তি স্বর্গ-
ভাগী হয় এবং সকল প্রকার ধর্মের কলমাত্ত
করিয়া অস্তে পরমা প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় । মানব-
গণ কশটাচরণ পরিভাজ্য করিয়া ধর্মজল

দামং দমো দয়া চেতি সারমেতৎ ত্রয়ং ভূবি ॥
দানং সাধোদারদ্রুত শ্রুতলিঙ্গস্ত পূজনম্ ।
অনাথপ্রের্তসংকারঃ কোটিযজ্ঞকলপ্রদঃ ॥ ৪১
ভাক্য উবাচ ।
মৃতকানাং বিধিঃ ক্রহি দয়াং কৃদা মমোপরি ।
বিবেকাধি হি চিত্তস্ত মানবানাং হিতায় চ ॥ ৪২
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।
মৃতৈ জন্মনি পকীল মৃতকং স্মৃত্যতুর্জিহম্ ।
চতুর্গামপি স্বর্ণানাং সামান্তেন বিবর্জিতম্ ॥ ৪৩
উভয়ম দশাহানি কুলক্ষত্রঃ বিবর্জয়েৎ ।
দানং প্রতিগ্রহো হোমঃ স্বাধ্যায়চ নিবর্ততে ॥
দেশং কালং তথাস্থানং দ্রব্যং দ্রব্যপ্রয়োজনম্ ।
উপপত্তিঃ ব্যবস্থাঞ্চ জ্ঞাত্বা কৰ্ম্ম সমারভেৎ * ॥
আমগর্ত্তান্ত যে জীবা যে চ গর্ত্তাধিনিঃসৃত্যঃ ।

হইবে । যিনি দানকে সত্যধর্ম বলিয়া জানেন,
তিনি জিজগতে আয়োদ্য করিতে পারেন ।
দরিদ্রকে ধনদান করিলে, নির্জনে লিঙ্গার্চন ও
অনাথ ব্যক্তির প্রের্তসংকার কার্য কষ্টল
কোটি যজ্ঞের কলমাত্ত হয় । গরুড় বলিলেন,
ভগবন্ ! মনুষ্যের হিতার্থ এবং আমার চিত্তের
বিবেকোৎপত্তির নিমিত্ত আমার প্রতি দয়া
করিয়া অশৌচবিধি বলুন । ৪১—৪২ ।
শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে পক্ষিরাজ ! মরণে ও
জন্মের সপিতৃগণের অশৌচ হইয়া থাকে ।
চারিবর্ণেরই এইরূপ অশৌচ জানিবে ; বিশেষ-
যতঃ এই অশৌচমধ্যে দান, প্রতিগ্রহ, হোম,
স্বাধ্যায় প্রভৃতি সর্বকর্ম বর্জন করিবে । দেশ,
কাল, স্বীয় আত্মা, জব্য, দ্রব্যপ্রয়োজন, উপ-
পত্তি ও অবস্থা এই সকল জানিয়াই অশৌচ-
বর্ণনা করিবে । অসংপূর্ণাবস্থায় গর্ত্ত নিঃসৃত

* মৃতৈ পত্নী বনশ্চে চ দেশান্তরমৃতৈষু চ ।
মানং সচেলং কর্ত্তব্যং সত্যঃশৌচং বিধীয়তে ॥
কচিদেবং, কচিচ্চ—
ভগবহিপ্রের্তসং চ দেশান্তরমৃতৈষু চ ।
মানং সচেলং কর্ত্তব্যং সত্যঃশৌচং বিধীয়তে ॥
ইত্যেব পাঠ্যেভ্যঃ ।

বাপী-কৃশ-গবাং গোষ্ঠে গৃহে বা প্রতিমাগয়ে ।
কৃকাগ্র কারয়েষি প্র বগিঃ নারায়ণাক্ষরম্ ।
প্রোতায় তর্পণং কার্যং মত্রেঃ পৌরান-বৈদিকৈঃ
সর্বৌষধ্যাক্ষতৈর্মিতৈর্বিকৃদুদ্ভিত্ত তর্পয়েৎ ।
কার্যং পুত্রধনুজেন মত্রেবা বৈকটেবরপি । ১৪
দক্ষিণাভিমুখো ভূত্বা * প্রোতমোক্ষপ্রদো ভব ।
তর্পণস্তাবসানে চ বীতরাগো বিমৎসরঃ । ১৫
জিতেন্দ্রিয়ঃ ক্রুদা শুচিমান ধর্মতৎপরঃ
দানধর্মবৃত্তঃ শান্তঃ প্রণয়া বাগ্‌যতঃ শু চঃ । ১৬
যজ্ঞহানো ভবেৎ তত্র শুচির্ভক্তগম্যবিতঃ ।
ভক্ত্যা তত্র প্রকুর্য্যত আকান্তেকাদশৈব তু । ১৭
সর্বকর্মবিপাকেন একক্যাগ্রে সমাহৃতঃ ।
তোষ-ত্রীহ যবান্ যষ্ট্যা গোধূমাংচ প্রিয়স্কান
হবিষ্যারং শুভং মুজাং ছজোক্ষীয়ে চ চেলকম্ ।
দাপয়েৎ সর্বগস্তানি কীর-কৌজুস্তানি চ ১২০

জল, বাপী, কৃশ, গোষ্ঠ, গৃহ, প্রতিমাগয়,
কৃকাগ্র এই সকল স্থানে বিধিপূর্বক নারায়ণ-
বলিচ্ছিন্ন করিবে। পরে পৌরানিক ও
বৈদিকমতে তর্পণ করিবে। সকৌষধি-মিশ্রিত
জলে বিকৃকে উদ্দেশ্য করিয়া তর্পণ করা
বিধেয়। অনন্তর পুত্রধনুজমত্রে বা অস্ত্র
বৈকটমত্রে প্রোতের উদ্দেশ্যে দক্ষিণাভিমুখে
তর্পণ করিয়া প্রোতকে বিকুরূপে ধ্যান
করিবে। তর্পণক্রিয়ার অবসানে বীতরাগ,
মাৎসর্য্যাবহীন, জিতেন্দ্রিয়, শুচিচিত্ত, ধর্ম-
পরাধন ও দানধর্ম-তৎপর হইয়া প্রাণসংযম-
পূর্বক সংযতবাক্, তঃ, যজ্ঞনলীল ও বহুগণে
পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিবে। পরে ভক্তিপূর্বক
এবাদনশ্রদ্ধা করিবে। সর্বকার্যবিধানেই
এক ক্যাগ্রে সমাহিত হইবে। জল, যবাণি
ত্রীহ, শয্যাণি পদ, গোধূম, প্রিয়স্ক ইত্যাদি
নানাবিধ শস্ত প্রদান করিবে; হবিষ্যার, ধন,
মুজা, উকীষ, বস্ত্র ও সর্বাধি শস্তদান করিবে।

* প্রোতঃ বিকৃ মন্তি মত্রেৎ ।

অন্যান্যদানহানো দেবঃ শম্ভুচক্ৰগদাধরঃ ।

অযায়ঃ পুণ্ডরীকাকঃ ইতি ত্রিচিৎ পাঠঃ ।

বস্ত্রোপানহসংস্কৃতং দদ্যাদষ্টবিধং পদম্ ।
দাপয়েৎ সর্গবিপ্রোক্তো ন কৃদ্যৎ পণ্ডিত্বকনম্
ভূমৌ স্থিতেষু পিণ্ডেষু গন্ধপুষ্পাক্তাবিতম্ * ।
শম্ভুপাঠে তথা তাম্রে তর্পণক পৃথক্ পৃথক্ ১২২
ধ্যানধারণসংযুক্তো জাহ্নত্যাযবনৌ গতঃ ।
দাতব্যঃ সর্গবিপ্রোক্তো বেদশাস্ত্রবিধানতঃ । ২৩
অতঃ তৈব দাপয়েদধর্মযেকোদ্ধিষ্টে পৃথক্ পৃথক্ ।
আপো দেবৌ মধুমতৌ আম্রপীঠে প্রবাসিতঃ ১২৪
উপযামগৃহীতোহসি দ্বিতীয়েহর্গে নিবেদয়েৎ ।
যেনাপাবকচক্ষুষঃ তৃতীয়ে চ সর্গজতা ১২৫
যে দেবাসচতুর্থে তু সমুদ্রঃ গচ্ছ পকমে ।
অগ্নির্কোতি ত্রিভুবা মঠে ১২৬ সপ্তমে ২৬
যজ্ঞাগ্রতোত নবমে দশমে যঃ কলীত চ ।
দদ্যাক্তি বিশ্বতচক্ষুঃ পিণ্ডে চৈকাদশে ততঃ ১২৭

যুত ও মধুমম্মিষিত্ত বিবিধ ভক্ষাদ্রব্য প্রদান
করিবে। ১১—২০। অনন্তর বহুগুণ ও
উপানযুক্ত অষ্টবিধ শস্ত দান করিবে। সকল
জ্ঞানকেই দান করিবে, পণ্ডিত্বকন করিবে
না। বস্ত্রসকল ভূমিতে রাখিবে। গন্ধপুষ্পাবিত
করিয়া দান করা বিধেয়। অনন্তর শম্ভুপাঠে
অথবা তাম্রপাঠে পৃথক পৃথক তর্পণ করিবে।
তৎপরে জাহ্নত্যা বা ভূমিতে সপ্তত হইয়া
স্মৃতিতে অর্থা প্রদানপূর্বক পৃথক পৃথক
একোদ্ধিষ্টশ্রদ্ধা করিবে। প্রথমপাণ্ডে “আপো”
দেবী ইত্যাদি ও “মধুমতী” ইত্যাদি মন্ত্র এবং
“উপযাম” ইত্যাদি মন্ত্রে দ্বিতীয় পিণ্ড নিবেদন
করিবে। তৃতীয়পাণ্ডে “যেনাপাবক” ইত্যাদি
মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া চতুর্থপিণ্ডে “যে দেবাস”
ইত্যাদি এবং পঞ্চমপাণ্ডে “সমুদ্রঃ গচ্ছ”
ইত্যাদি মন্ত্র প্রয়োগ করিবে। ষষ্ঠপিণ্ডে
অগ্নির্কোতি ইত্যাদি মন্ত্র, সপ্তমপাণ্ডে ত্রিভুবা-
গত ইত্যাদি মন্ত্র, অষ্টমপিণ্ডে যমায় ইত্যাদি
মন্ত্র, নবমপাণ্ডে যজ্ঞাগ্রত ইত্যাদি মন্ত্র, দশম
পাণ্ডে যঃ কলীত ইত্যাদি মন্ত্র, একাদশপাণ্ডে

* দাতব্যঃ সর্গবিপ্রোক্তোঃ বেদশাস্ত্রপ্রমাণতঃ ।

অতঃপদ্বিধঃ স্রোকার্কঃ কাচকৃত্তে ।

অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

তাক । উবাচ ।

ভগবন্ ব্রাহ্মণ্যঃ কোচদমুত্ৰাবশং গতাঃ ।

কথং তেষাং ভবেদ্যাগঃ কিং স্থানং কা

গতিৰ্ভবেৎ । ১

কথং বুদ্ধং ভবেৎ তেষাং বিধানক্যপি কৌদৃশম

ভবতঃ শ্রোত্ৰাঘ্রাহ্মি ক্রিমে মধুহৃদন । ২

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

শ্রেষ্ঠীকৃতবিজ্ঞাতীনাং সমুত্তে মৃত্যুবেত্তে ।

তেষাং মার্গ-গতি-স্থানং বিধানং কথয়াম্যহম্ । ৩

পুণ্ড্র তাক্য পরং গোপ্যং জ্ঞাতে হৃদয়ে সতি

লজ্যনৈর্ধে মৃত্যু বিপ্রা দংষ্ট্রীভ্যস্তাতিঘাতিতাঃ । ৪

কঠগ্রাহবিলম্বানাং কাণানাং তুণ্ডঘাতিনাম্ ।

বিষাগ্নি-বৃষ-বিপ্রভোঃ বিশ্বচ্য চাক্ষতক্যঃ ।

পতনোৎকলনজলে য় নানং পুণ্ড্র সংহিতিন্ ।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় ।

গুরুত্ব বলিলেন,—ভগবন্! যদি কোন ব্রাহ্মণ অপমৃত্যুর বশীকৃত হয়, তবে তাঁহার কোন মার্গ, কোন স্থান অথবা কি গতি হইবে। আর তাহারিগের কি বিধান কর্তব্য? হে মধুহৃদন! আমি সেই সমুদায় তনিত্তে ইচ্ছা করি। আপনি তৎসমুদায় যথাবৎ কীৰ্ত্তন করুন। আর মরণানন্তর প্রেতভাবাপন্ন ব্যক্তির কিরূপ গতি হইবে? তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে গুরুত্ব! অপমৃত্যুমৃত প্রেতভাবাপন্ন ব্যক্তিগের মার্গ, বিধান ও স্থান বলিতেছি, শ্রবণ কর; ইহা অতি গোপনীয়। যে সকল ব্রাহ্মণ লজ্যনমৃত, যাহারা হংসক অন্তর্কর্তৃক অপঘাতিত, যাহারা গলপাশদ্বারা মৃত, যাহারা তুণ্ডের আঘাতে মৃত, যাহারা ব্যাঘ্র-অগ্নি-বিষাদিদ্বারা হত, যাহারা বিশ্বচিকারোগে মৃত, যাহারা আক্ৰমণভী, যাহারা পতনে, ঈষদ্বনে ও জলে প্রাণত্যাগ করে, তাহাদিগের যেরূপ অবস্থা হয়, তাহা শ্রবণ কর। যাহারা

যাতি তে নরকে ঘোরে যে চ রেচ্ছাদিত্ত্বতাঃ
বৃগংলাদিসংস্পৃষ্টা অনন্তাঃ ক্রিমিসমূহাঃ ।

উল্লঙ্ঘিতা মৃত্যু যে চ মহারোগৈগন্ত পীড়িতাঃ । ৭

অভিশক্তাস্তথা ব্যাঘ্রা যে চ পাপায়পোষিতাঃ ।

চণ্ডালাহুদকাং সর্পাদ্ব্যাক্ষণাঐষ্যভারিতাঃ । ৮

দংষ্ট্রীভ্যস্ত পতন্ত বৃক্ষাদিপতনান্নতাঃ ।

উদক্যা-হৃতকৌ-শূদ্রী ব্রজকৌ-সঙ্গ-দূষিতাঃ । ৯

তেন পাপেন নরকানুজাঃ প্রেতভাগিনঃ ।

ন তেষাং কার্যদোহং হৃতকং নোনকক্রিয়ায়

সর্বলোকহিতার্থায় পুণ্ড্র পাপভয়াপহম্ ।

যথাসে ব্রাহ্মণে দাহহিমাসং ক্রিয়য়ে মতঃ । ১১

সার্বমাসক্ত বৈজ্ঞান সন্ধ্যাঃ শূদ্রে বিধীয়তে ।

গঙ্গায়াং যমুনায়াং নৈমিষে পুঙ্করেহপি চ । ১২

ভক্তাগে জলপূর্ণে বা হৃদে বা বিমলোদকে ।

রেচ্ছের হস্তে প্রাণত্যাগ করে, তাহারা ঘোরতর নরকে গমন করে; অথবা যাহারা কুকুর ও বৃগংলাদি-স্পৃষ্ট অদন্ত বা কীটাদি-সংকুল হইয়া মরে, তাহাদিগের উল্লঙ্ঘন গতি হইয়া থাকে। যাহারা উল্লঙ্ঘনে অথবা মহা-রোগে মৃত, যাহারা ইহলোকে অসত্য-পরাধন, ব্যাঘ্র ও শ্রীর ক্রতপাপে পীড়িত, যাহারা চণ্ডাল-জল, সর্প, ভ্রামর, বিছাৎপাত, দংষ্ট্রী, পতন্ত বৃক্ষাদিপতন দ্বারা মৃত, যাহারা ব্রজ-শলা, অতিষ্ঠ, শূদ্র ও ব্রজকাদি স্পর্শে মৃত, তাহারা সেই সকল পাপে নরকভোগ করিয়া নরকান্তে প্রেতভাগী হইয়া থাকে। উক্ত পাপীদিগের দাহ, অশৌচগ্রহণ, উদকক্রিয়া করিবে না। ১—১০। হে গুরুত্ব! এক্ষণে সংহিতার্থ পাপভয়াপহা নারায়ণবলিক্রিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণ ছয়মাসে, ক্রিয় যত্নে তিন মাসে, বৈজ্ঞান সার্বমাসে এবং শূদ্র সন্ধ্যা নারায়ণবলিক্রিয়া করিবে। গঙ্গা, যমুনা, নৈমিষ-ক্ষেত্র, পুঙ্করভীর্থ, ভক্তাগ, জলপূর্ণ হৃদ, বিমল-

* ন বিধানং মৃত্যুদাক ন কুর্ধ্যাদোহদেহিকম্ ।

তেষাং তাক্য শ্রীকৃষ্ণীত নারায়ণবলিক্রিয়াম্ ।

কচিদমধকঃ পাঠঃ

শতদ্বয়ং যষ্টিবৃত্তং বৃত্তৈঃ প্রোক্তোহহিসকঃ ৷৪২৷
 বৃত্তস্ত তানি বৃত্তানি অঙ্গেষু পৃথক পৃথক ।
 চত্বারিংশচ্ছিরে দেহঃ প্রৌবাগঃ দশ বিস্তসেৎ ৷
 বিংশত্বারঃস্থলে দদ্যাৎত্রিংশতিং জঠরেহপি চ ।
 বাহুযুগ্মে শতং দদ্যাৎ কটিদেশে চ বিংশতিম্
 উরুযুগ্মে শতকাপি ত্রিংশজজ্ঞাযুগ্মে স্তসেৎ ।
 দদ্যাচ্ছত্ৰুটং শিরঃ বহুদদ্যাৎস্বয়ম্বয়ম্ ।
 দশ পাদাঙ্গুলীভাগে এবমস্থীনি বিস্তসেৎ ৷৪৩৷
 নারিকেলং শিরঃস্থানে তুং দদ্যাচ্ছ তালুকে ।
 পঞ্চদ্বয়ং মুখে দদ্যাচ্ছিত্ত্বায়াঃ কদলীকলম্ ৷৪৪৷
 অস্ত্রেয়ু নালকং দদ্যাচ্ছালকং ভ্রাগমেব চ ।
 বসাগ্রাং মেদকং দদ্যাৎগোমুদ্রেন তু মুদ্রকম্ ৷৪৫৷
 গজকং ধাতবো দেহা হরিভালং মনঃশিলা ।
 রেতঃস্থানে পারদক পুরীষে পিত্তলং তথা ৷৪৬৷
 মনঃশিলাং তথা গাত্রৈ তিলককক সঙ্ঘিষু ।
 যবপিষ্টং তথা মাংসে মধু বৈ কোদ্রয়েব চ ৷৪৭৷
 কেশেষু চ বটজটা অচাণক যুগচরা ।
 কর্ণয়োস্তালপত্রক অনয়োশ্চৈব ভাঙ্গকা ৷৪৮৷

পুরুষ স্থাপনপূর্বক তিনশত যষ্টিদ্বয়ক
 কুশ দ্বারা তাহার অহিসকর করিবে। অনন্তর
 সেই সকল কুশ পৃথক পৃথক অঙ্গে বিস্তার
 করিয়া বন্ধন করিবে। তাহার ক্রম যথা,—
 মস্তকে চত্বারিংশৎ, প্রৌবাগে দশ, বক্ষঃস্থলে
 বিংশতি, জঠরে বিংশতি, বাহুযুগ্মে শত,
 কটিদেশে বিংশতি, উরুযুগ্মে শত, জজ্ঞাযুগ্মে
 ত্রিংশৎ, শিরঃ চারি, স্বয়ম্বয়যুগ্মে বট, পদের
 অঙ্গুলীতে দশ। এইরূপে দর্ভবিস্তার করিয়া
 অহিসকর করিতে হইবে। ৩৯—৪৮। অনন্তর
 যজ্ঞকস্থানে নারিকেল, তালুদেশে রজত, মুখে
 পঞ্চদ্বয়, জিহ্বাঃ কদলীকল, অস্থস্থানে বালুকা,
 ভ্রাগে কুম্ভম, বসাগ্রাং মুস্তিকা, মুদ্রস্থানে গো-
 মুদ্র, ধাতুস্থানে গজক, হরিভাল ও মনঃশিলা,
 মাংসস্থানে যবপিষ্ট এবং শোণিতস্থানে মধু
 প্রদান করিবে। তৎপরে কেশস্থানে বটজটা,
 চর্মস্থানে যুগচর্ম রেতঃস্থানে পারদ, পুরীষ-
 স্থানে পিত্তল, সর্গগাত্রৈ মনঃশিলা, অঙ্গসঙ্ঘাতে
 তিলপিষ্ট, কর্ণযুগ্মে তালপত্র, অনযুগ্মে যুগ্গী

নাসাগ্রাং শতপত্রক কমলং নাতিমণ্ডলে ।
 বৃত্তাকং বৃষণযুগ্মে লিঙ্গে স্তাদগ্নং শুভম্ ৷৪৯৷
 শুভং নাভ্যাং প্রদেৎ স্তাংকোপীনে চ ত্রণু স্তুতম্
 যৌক্তিকং স্তনয়োর্মুর্দ্ধি কুম্ভযুগ্মে বিলপনম্ ৷৫০৷
 কপূরাঙ্কুশূটেন চ তৈতর্নালৈঃ স্তগচ্ছিত্তিঃ ।
 পরিধানং পট্টমুদ্রং হৃদয়ে কক্ককং স্তসেৎ ৷৫১৷
 অগ্নি-বৃদ্ধী ভুক্তো যৌ চ চক্ষুষোশ্চ কপর্দকৌ
 সিন্দুরং নেত্রকোণে চ ভাবুলাগ্রাপত্রকৈঃ ৷৫২৷
 সর্কৌষধিযুগ্মং প্রেতং কুহা পূজা যথোচিতা ।
 সায়িকৈ চাপি বিধিনা যজ্ঞপাত্রং স্তসেৎ ক্রমাৎ
 শিরো মে ত্রিবিধি যচা পুনস্ত মে বক্রপেতি চ
 প্রেতস্ত পাবনং কুহা শালিশালশিলোপকৈঃ ৷৫৩৷
 বিকুম্ভদ্বিগ্ধ দাতব্য। স্তনীলা গোঃ পর্যাবনী ৷৫৪৷
 বিনঃ লোহং হিরণ্যক কার্পাসং লবণং তথা ।
 সপ্তধাতুঃ ত্রিভির্গাব একৈকং পাবনং স্তুতম্ ৷৫৫৷
 তিলপাত্রং ততো দদ্যাৎ পদদানং তদৈব চ ।
 তত্র বৈতরণী দেহা সর্গাতরপদুযিতা ৷৫৬৷

কজাকল, নাসিকাতে শতপত্রক, নাতিমণ্ডলে
 কমল, বৃষণযুগ্মে বৃত্তাককুম্ভ এবং লিঙ্গে গৃজন
 দিবে। পরে নাভিতে শুভলেপন করিয়া
 কোপীনে সৌম্যপ্রদান করিতে হইবে। স্তনযুগ্মে
 কুম্ভটি মুক্তা সংযোজিত করিয়া যজ্ঞকে কুম্ভ
 দ্বারা লেপন করিবে। পরে কপূর, অঙ্কুশ,
 ধূপ, মালা ও স্তগচ্ছিত্র দ্রব্যাদি বিস্তারিত
 করিয়া পরিধানে পট্টমুদ্র, হৃদয়ে স্বর্ণ, ভুজযুগ্মে
 কক্কি, বুদ্ধি, নেত্রযুগ্মে কপর্দক এবং নেত্রকোণে
 সিন্দুর প্রদান করিয়া ভাবুলাদি বিবিধ উপ-
 হারে অলঙ্কৃত করিবে। প্রেতমুর্দ্ধিকে সর্কৌ-
 ষধি সম্বিষ্ট করিয়া যথোক্তবিধানে পূজা
 করিবে। সায়িকেরা সেই প্রেতের সঙ্গে যজ্ঞ-
 পাত্র সকল প্রদান করিবে। তৎপরে “শরো
 দেবী পুনস্ত” ইত্যাদি এবং “ইমমে বক্রণ”
 ইত্যাদি যজ্ঞে শালগ্রামশিলাপ্রকালিত জল-
 দ্বারা সেই প্রেতকে অভিষিক্ত করিয়া পবিত্র
 করিবে। অনন্তর বিকুম্ভে উদ্দেশ করিয়া
 স্তনীলা পর্যাবনী গো, অষ্টাঙ্ক মহাদান ও
 তিলপাত্র প্রদান করিবে। তৎপরে সর্ক-

ভদ্রঃ কর্ণোত্তিরিতি চ কুর্ধ্যাৎ পিতৃবিসর্জনম ।
 কুর্থেকাদশদৈবত্যাঃ শ্রাক্তঃ কুর্ধ্যাৎ পরেহর্হনি ।
 বিপ্রানাবাহয়েৎ পশ্চাচ্চতুর্কৈনবিশারদান ।
 বিশ্বশীলগুণোপেতান স্বকীয়ান শীলসন্তানান ।
 অব্যক্তাঃ প্রশস্তাঃ চ ন তু বর্জ্যান কদাচন ।
 বিষ্ণুঃ স্বর্ণময়ঃ কার্ণেযো রুদ্রস্তাম্রময়স্তথা ।
 ব্রহ্মা রূপাময়স্তথাম্রমো লোহময়ে ভবেৎ ॥ ৩০ ॥
 শমো দেবীতি মন্ত্রেণ গোবিন্দঃ পশ্চিমে স্থলেৎ
 অথ আয়্যাহীতি কুদ্রমুত্তর এব বিস্তপেৎ ।
 অগ্নিধীশেতি মন্ত্রেণ পূর্বেণৈব প্রজাপতিম্ ॥ ৩১ ॥
 ঈষেহোর্জ্জ্বলতি মন্ত্রেণ দক্ষিণে হৃদপরেদ্যমম্ ।
 মথো মন্তলকঃ কুহা হাপ্যো দর্ভময়ো নরঃ ॥ ৩২ ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রো যমঃ প্রেতশ্চ পঞ্চমঃ ।
 পৃথক্ কুন্তে ততঃ স্থাপ্যাঃ পঞ্চমুদ্যমবিতাঃ ॥ ৩৩ ॥
 যুগযজ্ঞোপবীতানি পৃথগুদ্রাপরাণি চ ।

ভদ্রঃ কর্ণোত্তিঃ ইত্যাদি মন্ত্ৰ প্রয়োগ করিবে ।
 উক্ত মন্ত্ৰসকল উচ্চারণপূর্বক পিতৃপ্রদান
 করিয়া পিতৃবিসর্জন করিতে হয় । অনন্তর
 পরদিবসে একাদশদৈবত শ্রাক্ত করিবে । এই
 শ্রাক্তে বিপ্রাবাহন করিয়া অর্ঘ্যপ্রদান করিবে ।
 শ্রাক্তকার্যে বিদ্বান্, শুলীল, গুণোপেত, স্বকুল-
 প্রতিষ্ঠিত, অব্যক্ত, প্রশস্ত উত্তম ব্রাহ্মণদিগকে
 আবাহন করা বিধেয় ; বর্জ্যমৌর ব্রাহ্মণ কদাচ
 আবাহন করিবে না । ২১—৩০ । শ্রাক্তকার্যে
 স্বর্ণময় বিষ্ণু, তাম্রময় রুদ্র, রজতময় ব্রহ্মা,
 লৌহময় যম, শীলকময় বা দর্ভময় প্রেতমূর্তি
 নির্মাণপূর্বক “যমায় জা” ইত্যাদি মন্ত্রে সকল
 মূর্তি সমবেত করিয়া “অথ আয়্যাহি” ইত্যাদি
 মন্ত্রে পশ্চিমদিকে গোবিন্দমূর্তি বিস্তাপ
 করিবে । “অগ্নিধীশে” ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্বদিকে
 ব্রহ্মায় মূর্তিবিস্তাপ করিতে হইবে । “ঈষে-
 হোর্জ্জ্বলতি” ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণদিকে যমের
 মূর্তি স্থাপন করিবে । মধ্যস্থলে মন্তল করিয়া
 রুদ্রপার দর্ভময় প্রেতমূর্তি স্থাপন করিবে ।
 ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, যম ও প্রেত এই পঞ্চমূর্তি
 পঞ্চমুদ্যম পৃথক্ পৃথক্ কুন্তে স্থাপন করিতে
 হয় । এই প্রতিমূর্তি সকলকে পৃথক্ পৃথক্

অপাঃ কুর্ধ্যাৎ পৃথক্ ভদ্র ব্রহ্মাদৌ দেবতাসু চ
 পঞ্চ ব্রাহ্মানি কুবরীত দেবতানাং যথাবিধি ।
 জলধারাঃ ভতো দদ্যাৎ শীঠে শীঠে পৃথক্ পৃথক্
 শব্দে বা ভাস্রপাঙ্গে বা অলাভে মৃন্ময়ৈপি বা
 তিলোদকং সমাদায় সর্কৌষধিসমবিতম্ ॥ ৩৬ ॥
 আসনোপানহৌ চ্ছত্রঃ মূদ্রিকা চ কমণ্ডলুঃ ।
 ভাজনঃ ভোজনাদারাঃ বস্ত্রাণ্যষ্টবিধং পদম্ ॥ ৩৭ ॥
 ভাস্রপাঙ্গঃ তিলৈঃ পূর্ণঃ সহিবণ্যঃ সনাক্ষিনম্ ।
 দদ্যাদ্ভাস্রপমুখ্যায় বিধিকৃতং বগেশ্বর ॥ ৩৮ ॥
 যথেন্দ্রপাঙ্গে দদ্যাজ্জাতশস্তাঃ বস্তুভয়াম্ ।
 যজুর্কৈনময়ে বিশ্রে গাক দদ্যাৎ পরশ্বিনীম্ ॥ ৩৯ ॥
 সামগায় শিবোচ্চেষে প্রদদ্যাৎ কলধৌতকম্ ।
 যমোচ্চেষে তিলার্জোঃ ভতো দদ্যাচ্চ দক্ষিণায়
 তথ্য পুস্তলকং কার্ণাঃ সর্কৌষধিসমবিতম্ ।
 পলাশশ্চ চ বৃস্তানি বিভাগঃ শৃণু কাশ্তপ ॥ ৪১ ॥
 কৃষ্ণাজিনঃ সম্যকৌষধি কুর্থেচ পুরুষাকৃতিম্ ।

বস্ত্র-যজ্ঞোপবীতসংযুক্ত করিয়া পৃথক্ পৃথক্
 মূর্ত্যপ্রদর্শনপূর্বক পৃথকরূপে ভদ্রাদিদেবতার
 মন্ত্ৰ অপ করিবে । অনন্তর যথাবিধি পঞ্চ-
 দেবতার পঞ্চশ্রাক্ত করিয়া প্রতিপিত্তে পৃথক্
 পৃথক্ জলধারা দিবে । শব্দপাঙ্গে অথবা
 ভাস্রপাঙ্গে অলাভে মৃন্ময়পাঙ্গে সর্কৌষধি-
 সমবিত তিলোদক গ্রহণপূর্বক পিতৃোপরি
 জলধারা প্রদান করিয়া আসন, উপানহবস্ত্র,
 চ্ছত্র, মূদ্রিকা, কমণ্ডলু, ভাজন, ভোজ্যদ্রব্য,
 ধাতু, বস্ত্র ও অষ্টৌষধ পদ এই সকল দান
 করিবে । বগেশ্ব ! তিলপূর্ণ ভাস্রপাঙ্গে সহিবণ্য
 ও দক্ষিণাসংবিত যথাবিধি মুখ্য ব্রাহ্মণকে
 দান করিবে । ৩০—৩৮ । যথেন্দ্রাধারী
 ব্রাহ্মণকে শস্তপূর্ণা কুমি এবং যজুর্কৈনাদ্যাদি
 ব্রাহ্মণকে পরশ্বিনী গাভী প্রদান করিবে ।
 শিবের উদ্দেশে সামবেদাধারী ব্রাহ্মণকে
 বর্ণ এবং যমের উদ্দেশে দক্ষিণাসংবিত তিল
 ও লৌহ প্রদান করিবে । পরে সেই পুস্তলকে
 সর্কৌষধিসমবিত করিয়া পলাশপত্রসকল ভাগ-
 পূর্বক পৃথক্ পৃথক্ স্থাপন করিবে । তৎপরে
 কৃষ্ণাজিন আস্তরণ করিয়া তদুপরি কুম

পূজে চ তর্পণং কাৰ্য্যমুক্তিতঃ মনুপূৰ্ণকম্ ।
 আশ্বপানং ভোজয়েৎ পশ্চাদ্বিকিণাতিষ্ঠ ভোজয়েৎ
 ততঃ শ্রাদ্ধং সমাৰভ্য একোদ্ধিষ্টং যথাবিধি ।
 জলময়ং তথা দেবং প্রোতোকরণহেতবে ॥ ১২
 দাদশাৰ্হে ততঃ কুৰ্ঘ্যায়ামে যামে পৃথক্ পৃথক্
 এবং বিধিসম্যাক্তো প্রোতমোকং করোতি হি ।
 ইতি ত্রিগাক্ষকে মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে ত্রিহুফ
 গরুড়-সংবাদে ব্রহ্মোৎসর্গহোমাদিবিধি-
 কথনং নামৈকোনিচচারিংশো-
 দ্ব্যধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

চচারিংশোদ্ব্যধ্যায়ঃ ।

ত্রিবিহুত্বাচ ।

যথা বেদসময়েষু বৎসো বিদ্যতি মাতরম্ ।
 তথা পূৰ্ব্বকৃতং কৰ্ম্ম কর্তব্যমহুগচ্ছতি । ১
 আদিত্যো বরুণো বিষ্ণুর্জগা গোমো হতাশনঃ ।

করাইয়া, অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া উৎসর্গ
 করিবে, ইহাতে প্রোতের মূর্তি হয় । সেই
 বৃষপূজগলিত উৎকর্ষারা তর্পণ করিবে । পরে
 আশ্বপতোজন করাইয়া দক্ষিণা দ্বারা তাণ-
 দিগকে পবিত্রীকৃত করিবে । তারপর যথাবিধি
 একোদ্ধিষ্ট শ্রাদ্ধ অরুণ করিবে । দাদশাৰ্হে
 প্রোতের নরকজাগ জন্ত অন্ন ও জল দান করা
 কর্তব্য । এক বৎসর যাবৎ যামে যামে
 পৃথক্ পৃথক্ এইরূপে অন্নজল দান করিতে
 হয় । একপ অন্নদান করিলে প্রোত মোক-
 প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ৮—১৩ ।

উনিচচারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৯ ।

চচারিংশ অধ্যায় ।

ত্রিহুফ বলিলেন,—যেমন সহস্র বেদম ধা
 বৎসগণ স্ব স্ব মাতাকে চিনিয়া লয়, সেইরূপ
 পূৰ্ব্বজন্মকৃত তত্তাত্ত কৰ্ম্ম কর্তার অহুগমন
 করে । যিনি জীবদবদ্ধায় ভূমিপ্রদান করেন,
 মরণের পর আদিত্য, বরুণ, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, সোম,

শূলপাণিষ্ঠ ভগবান্ভিনমতি ভূমিরম্ । ২
 নাস্তি ভূমিসমঃ দানঃ নাস্তি ভূমিসমো নিধিঃ ।
 নাস্তি মহাসমো ধর্মো নানুভাৎ পাতকঃ পরম্
 অগ্নেরপত্যঃ প্রথমঃ স্রবণঃ
 ভূর্বেকবো হৃদ্যশুভাঞ্চ গাবঃ ।
 লোকত্রয়ং তেন ভবেৎ প্রদত্তং
 যঃ কাকনং গাক মণীক দণ্ডাৎ ৬ ৬
 জীপাহবতিমানানি গাবঃ পৃথী সরস্বতী ।
 নরকাস্তকবস্তোতে অশ্ব-পূজন-ভোমতঃ ॥ ৫
 কৃত্য বহুনি পাপানি যোদ্রাণি বিপুলানি চ ।
 অপি গোচর্ষমায়েণ ভূমিদানেন শুধ্যতি * ॥ ৬
 অকর্তব্যং ন কর্তব্যং প্রাণৈঃ কঠপট্টৈরাপি ।
 কর্তব্যং ব কর্তব্যমিতি ধর্মাবদো বিদুঃ ॥ ৭
 আকরপ্রবর্তনে বৈ পাপং গোসংস্রবট্টৈস্তলাম্ ।

হতাশন ভগবান্ শূলপাণি ইহার। তাঁহাকে
 আভিনন্দন করিয়া থাকেন । ভূমিদানের তুল্য
 দান আর নাই, ভূমির তুল্য নিধি নাই,
 মহাতুল্য ধর্ম নাই এবং যিহাতুল্য পাপও
 আর নাই । অগ্নির প্রথম অপত্য স্বর্ণ, বিষ্ণুর
 অপত্য পৃথিবী এবং হৃদ্যের অপত্য গো ;
 অতএব যে ব্যক্তি স্রবণ, গো ও পৃথিবী দান
 করে, সে লোকত্রয় প্রদানের কল প্রাপ্ত হয় ।
 গো, পৃথিবী ও সরস্বতী এই ত্রিবিধ দানকে
 আভিনন্দন বলা হয় । অশ্ব পূজা ও হোম-
 পূজক কৃত এই ত্রিবিধদান দাতাকে নরক
 হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে । যদি কোন
 ব্যক্তি বহাবধ পাপাচরণ কিংবা বিপুল
 ক্রুর কৰ্ম্মও করে, গোদান বা ভূমিদান
 করিলে তৎকরণে সেই ব্যক্তি শুদ্ধ হইতে
 পারে । প্রাণান্তেও অকর্তব্য কৰ্ম্ম করিবে না ।
 বেদবিৎ পাণ্ডিত্যে বালেন, সর্গদা কর্তব্য-
 কৰ্ম্মের অন্নদান করাই বিধেয় । অধর্মজনক
 কার্যের প্রবর্তনে সহস্র গোবধজনিত পাপ

* কঠিনমর্ষধিকঃ পাঠঃ ।

কঠোরপি মোক্তেন নিকৃত্যাত্তং নিবারণেৎ ।
 ন দ্যতি নরকে যোরে দত্তং ন পরিকতি ।

বর্জ্যঃ বৈকবঃ শ্রাদ্ধঃ প্রেতমুক্ত্যর্থম্ভবান ।
 প্রেতমোক্ষঃ ততঃ কুর্যাদ্ভি বিষ্ণুঃ প্রকল্প্য চ ।
 শু বিকুরিত্তি সংস্রুতা প্রেতঃ তনমৃত্যুমেব চ ।
 অগ্নিদাহঃ ততঃ কুর্যাত্ হৃতকল্ব দিনত্রয়ম্ । ৬)
 দশাহকর্তা পিতৃশ্চ কৰ্তব্যঃ প্রেতমুক্তয়ে ।
 সৰ্বঃ বর্ষবিধিঃ কুর্যাদেবঃ প্রেতশ্চ মুক্তিভাক ।
 ইতি জীগাক্ষে মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে জীৱক-
 গকল্পসংবাদে প্রেতমুক্ত্যর্থনানাবিবৰ্ণন-
 নামাষ্টক্ৰিংশোহধ্যায়ঃ । ৩৮ ।

একোনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

জীৱিকুৰ্ব্বাচ ।

ব্রহ্মোৎসর্গঃ প্রকুবীত বিধিপূৰ্ব্বঃ খগেশ্বর ।
 কার্তিকাদিষু মাসেষু পৌৰ্ণমাস্তাঃ শুভে দিনে ।
 বিবাহোৎসর্জনঃ শ্রাদ্ধঃ নান্দীমুখপূজয়েৎ ।
 কুর্যাদ্ভুবন্ত সংস্কারানগ্নিস্থাপনমেব চ । ২
 বাপ্যাং কূপে গবাং গোষ্ঠে স্থাপ্যাহ্নিঃ
 বিধিবন্তঃ ।

ভগ্নকৃষিতা বৈতরণী গো দান করিয়া প্রেতের
 মুক্তির নিমিত্ত বৈকব শ্রাদ্ধ করিবে । অনন্তর
 জ্যৈষ্ঠকে মোচন করিয়া সেই প্রেতমূর্ত্তিকে
 বিষ্ণুরূপে কল্পন। করিয়া তাহাকে মৃতজ্ঞানে
 অগ্নিতে দাহ করিবে । এইরূপে দাহাদি
 করিয়া ত্রিরাত্র অশৌচপালন করিবে । এই
 জীবাত্মমধ্যেই দশাহকর্তব্য পিতৃপ্রদানাদি
 করিতে হয় । এইরূপে বার্ষিকবিধি (মাসিক
 সপ্তাহীকরণাদি শ্রাদ্ধ) করিলে সেই প্রেত
 মুক্ত হইয়া থাকে । ৪৬—৬২ ।

অষ্টক্ৰিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

উনচত্বারিংশ অধ্যায় ।

বিষ্ণু কহিলেন,—হে খগেশ্বর ! কার্তিক-
 কাদি মাসে, শুভ পৌৰ্ণমাসী দিনে যথাবিধি
 ব্রহ্মোৎসর্গ করিবে । নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিয়া

বিবাহবিধিমা সৰ্বং কুর্যাদ্ভ্রাতৃশ্রবণচনম্ । ৩
 পাত্ৰাসাদনঃ শ্রবণমুপযমনকুশাদিকম্ ।
 পূৰ্ণাঙ্কণান্তে হোমক কুর্যাদ্ভৈ আন্ধ্রণেন তু ॥ ৪
 আঘারাজ্যভাগো চ চকুবী চ প্রদাপয়েৎ ।
 প্রথমেহহরিত্তি মন্ত্রেণ হোতব্যশ্চ যজাহতীঃ ॥ ৫
 আঘারাজ্যভাগো তু পায়সেনাদেবতাঃ ।
 অগ্নয়ে কজায় সৰ্ব্বায় পত্নপত্যয়ে উগ্রায় শিবায় ।
 ভবায় মহাদেবায় ঈশানায় যমায় চ ॥ ৬
 পিষ্টিকেন সকাঙ্ক্ষমঃ পুষাঙ্গা ইতি মন্ত্রতঃ ।
 উভয়োঃ শিষ্টিকুঙ্কোমশ্চকণা পাংসেন চ ॥ ৭
 প্রথমঃ ব্যাহ্নিঃহোমঃ প্রায়শ্চিত্তঃ প্রজাপতিঃ ।
 সংস্রাবপ্রাশনঃ কুর্যাত্ প্রণীতাপরিসৌক্যম্ ॥ ৮
 পবিত্রপ্রতিপত্তিশ্চ ত্রাঙ্কণে দক্ষিণাঃ ততঃ ।
 বক্তব্রহ্মজাপোন প্রেতো মোক্ষমবাণুয়াৎ ॥ ৯
 একবর্ণঃ বৃষকৈব স্কৃৎসন্তরীঃ খগ ।
 স্নাপহিহা ততঃ কুর্যাত্ সৰ্ব্বাঙ্গভারকৃষিতাম্ ॥ ১০
 প্রতিষ্ঠাপ্য চ তদ্বুগ্মঃ প্রেতো মোক্ষমবাণুয়াৎ ।

ভূমিসংস্কারপূৰ্ব্বক বাপী কূপ অথবা গোষ্ঠমধ্যে
 বিধিবৎ অগ্নি স্থাপন করিয়া, বিবাহবিধি অঙ্ক-
 সারে আন্ধ্রণের দ্বারা সন্তোষচন্দ্রাদি সমস্ত
 কার্য্য করিবে । পাত্ৰাসাদন, শ্রবণ, উপচয়ন
 ও কুশাদি দ্বারা পূৰ্ণাঙ্কণান্তে আন্ধ্রণাদি দ্বারা
 আঘারাজ্যভাগ প্রদান করিবে । ‘প্রথমেহ’
 ইত্যাদি মন্ত্রে যজাহতি দিবে । পায়সদ্বারা অঙ্ক-
 দেবতাগণের হোম করিয়া অগ্নি, সৰ্ব্ব, কজ,
 পত্নপতি, উগ্র, শিব, ভব, মহাদেব, ঈশান,
 যম, ইহাদেব হোম করিবে । পুষাঙ্গা’ ইত্যাদি
 মন্ত্র দ্বারা একবার পিষ্টক হোম করিবে ।
 তারপর চক ও পায়স দ্বারা এক একবার
 শিষ্টিকুং হোম করিবে । ১—৭ । পরে
 মহাব্যাহ্নি হোম, প্রায়শ্চিত্ত হোম, প্রজাপতি-
 হোম করিয়া সংস্রাবপ্রাশনপূৰ্ব্বক প্রণীতা
 মোক্ষণ করিবে । পরে ত্রাঙ্কণে দক্ষিণা দান
 ও অচ্ছিন্নাধধারণ করিয়া যজ্ঞ ব্রহ্মহুত্ৰ জপ
 করিবে । ইহাতেই প্রেতের মোক্ষপ্রাপ্তি হয় ।
 একটা একবর্ণ বৃষ ও একটি বৎসন্তরীকে স্নান

একচব্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

ত্রিবিধকথাচ ।

জলাগ্নিবহনত্রয়ো প্রব্রজ্যানাশকচ্যুতাঃ ।
 ঐশ্বর্যাত্যাগং বিত্যাগস্তি নহা ধেনুঃ তথা বৃষম্ ॥ ১ ॥
 উনম্বাদনবর্ষস্ত চতুর্দ্বাবধিকস্ত চ ।
 প্রায়শ্চিত্তং চরেন্নাতা পিতা বাভোহপি বাহুবঃ
 অতো বালনরস্তাপি নাপরাধো ন পাতকম্ ।
 রাজদণ্ডো ন তস্তান্তি প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥ ২ ॥
 বক্তৃশ্চ দর্শনে হস্তে আতুরা স্ত্রী ভবেদ্বদ্বি ।
 চতুর্থে বসনাং তাক্ষা স্তুতাং পীড়া বিত্যাগতি ॥ ৪ ॥
 আতুরে শ্রান উৎপন্নৈ বধকৃত্যো হনাতুরঃ ।
 শ্রাব্য শ্রাব্য নৃশেদেনং ততঃ শুধোৎ স

আতুরঃ ॥ ৫ ॥

ইতি ত্রিগাক্ষভে মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে ত্রিবিধক-
 গকৃতসংবাদে প্রায়শ্চিত্তবিধিকথনং নামৈক-
 চব্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪১ ॥

একচব্বারিংশ অধ্যায় ।

ত্রিবিধক বলিলেন,—যাহারা জলাগ্নিবিধি ও
 প্রব্রজ্যা হইতে পতিত হইয়াছে, তাহা-
 দিগের ইন্দ্রিয়গুণের নিমিত্ত ধেনু ও বৃষ দান
 করিবে। চতুর্দ্বাবধিকসংখ্যক পশু এক বাহুবর্ষ-
 বয়সের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি পাপাচরণ
 করে, তবে তাহার মাতা বা অস্ত্র কোন বাহুব
 সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে। যাহারা
 চতুর্দ্বাবধিক নানবয়স্ক বালক, তাহাদিগের কোন
 অপরাধ বা পাতক নাই, তাহাদিগের রাজ-
 দণ্ড বা কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিধি নাই।
 যজ্ঞোদর্শন হইলে যদি কোন স্ত্রী আতুরা হয়,
 তবে সেই স্ত্রী চতুর্দ্বাবধিক বস্ত্রত্যাগ করিয়া
 স্তুত পান দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারে। অনাতুর
 ব্যক্তি দশ বার শ্রান করিয়া আতুরকে স্পর্শ
 করিবে। এইরূপ করিলে সেই আতুর শুদ্ধ
 হইতে পারে। ১—৫।

একচব্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

বিচব্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

ত্রিবিধকথাচ ।

যেহুয়া তাক্ষা মরণং শ্রুতিন্দ্রা ট্রু-সরৌশ্রুতৈঃ ।
 চাতালাদ্যাঃ কথ্যাতৈশ্চ বিবাদৈশ্চাত্ত্বনৈশ্চ ॥ ১ ॥
 জলাগ্নিগতবাতৈশ্চ নিবাহাদিভিঃ ॥
 যেযাযেব ভবেন্নকৃত্যঃ প্রোক্তান্তে পাপকর্ম্মণঃ
 পাবণ্যমাত্রিত্যৈশ্চ যদ্যপাতকিনস্তথা ।
 স্থিত্যেব ব্যক্তিচারিণা আকটপতিতাস্থিতা ॥ ৩ ॥
 ন তেষাং স্ত্রাবব্রজাং ন সংকারঃ সপিণ্ডনম্ ।
 শ্রাদ্ধানি যোড়শোক্তানি ন ভবন্তি চ ত্র্যম্বপি
 বতনং যৎ কিমপদপুং গৃহ্যগ্নিক চতুশ্চ ॥
 পাত্মনি নির্ভয়েনগৌ সায়িকৈ পাপকর্ম্মণি ॥ ৪ ॥
 পূর্বে সংবৎসরে ভেদ্যমিখং কার্যং দয়ালুতিঃ ।
 একাদশীং সমানাদ্য গুরুপক্ষে চ কাষ্ঠপ ॥ ৬ ॥
 বিষ্ণুং যমক সম্পূজ্য গন্ধপুষ্পাকতানিভিঃ ।
 দশ পিতান্ স্তুতাক্ষাংচ দর্ভেবৃ বদুসংযুতান ॥ ৭ ॥
 যজ্ঞোপবীতৌ স তিলান্ ধ্যানেন বিষ্ণুং যমং তথা
 দক্ষিণাভিমুখমুচ্চীরেটকং নিকপেতু তান ॥ ৮ ॥

বিচব্বারিংশ অধ্যায় ।

বিষ্ণু কহিলেন,—হে গরুড়! যাহারা শ্রুতী
 দ-স্রী, সরৌশ্রুপ বা চাতালাদি দ্বারা নিহত হয়,
 যাহারা বিষ, জল, অগ্নি, বায়ু ও অংকানাশি
 দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে পাপকর্ম্ম
 বলিয়া জানিবে। পাবণ্যমাত্রিত্যক ব্যক্তি-
 চারিণী বয়নী ও পতিত ব্যক্তিগণের দাহাদি
 সংকার এবং নব শ্রাদ্ধ সপিণ্ডনাদি কার্য
 করিবে না। তাহারা সায়িক হইলে, গৃহ
 অগ্নি চতুশ্চ পবিত্রাগপূর্ব্বক অগ্নিতে পাত্র
 সকল দগ্ধ করিবে। দয়ালু ব্যক্তিগণ সংবৎসর
 পূর্ব হইলে তাহাদিগের প্রেতহনিকৃত্যের নিমিত্ত
 বজ্রাঘাত বিধান অনুসারে শ্রাদ্ধ করিবে।
 হে গরুড়! গুরুপক্ষে, একাদশী দিনে গন্ধ-
 পুষ্পাকতাদি দ্বারা বিষ্ণু ও যমকে পূজা
 করিয়া দক্ষিণাভিমুখে কুশোপরি যোনী হইয়া
 এক একটি করিয়া স্তুত-মধু-তিলসংযুক্ত দশ-

বুস্তিচ্ছেনে চ তথা বৃন্তেঃ করণে লক্ষণেষু-

দানকলম্ । ৮

বরমেকানপত্নতা ন তু দন্তঃ গবাং শতম্ ।

একাঃ হুয়া শতঃ সয়া ন হেন সমতা ভবেৎ । ৯

অথমেব তু যো দয়া স্বয়মেব প্রবোধতে ।

স পাপো নরকঃ যান্তি যাবদাকৃতসংস্রবম্ । ১০

ন চাপমেধেন তথা বিধিবদক্ষিণাবতা ।

অবুস্তিকর্ণিতে দীনে আক্ষেপে বক্ষিতঃ যথা । ১১

ন তন্তবতি বেদেষু যন্তে স্তবহদক্ষিপে ।

৫৭ পুণাঃ হুস্তিলে তন্তে আক্ষেপে পরিবক্ষিতে ।

বক্ষব্রহ্মপুস্তিঃ নি বাচনানি বনানি চ ।

বুদ্ধকালে বিনীতাস্তে সৈকতাঃ সেতুবো যথা । ১৩

সদন্তাঃ পরদন্তাঃ বা যো ধরেচ্চ বস্তুচ্ছদাম্ ।

যস্তিব্রহ্মসমস্তাঃ পি বিদ্যায়াঃ জায়তে ক্রিমিঃ । ১৪

ব্রহ্মসং প্রণয়াকৃত্য দন্ততাপ্তমং কুলম্ ।

নন্দেব চৌর্ধ্বকপেণ দন্ততাপ্ততাকম্ । ১৫

৫৪। আর কোন ব্যক্তির বুস্তিচ্ছেন করিলেও উত্তরপূ পাপ জন্মে, কিন্তু কোন ব্যক্তির বুস্তিচ্ছেন করিলে লক্ষণে ব্রহ্মদানতুল্য কল ৫৪। একটি ধেনু হরণ করিয়া শত গোপান করিলেও তাহার তুল্য হয় না। যে ব্যক্তি স্বয়ং দান করিয়া স্বয়ং হরণ করে, সে মহাপ্রণয় পর্যন্ত নরকভোগ করে । ১—১০। বুস্তিচ্ছেন দীনে আক্ষেপকে স্থাপন করিলে যেমন পুণ্য হয়, সদাক্ষপ শত অশ্বমেধযজ্ঞ করিলেও সেইরূপ পুণ্য হয় না। হুস্তিল আক্ষেপকে বক্ষা করিলে যেমন পুণ্য হয়, বেদাধ্যয়ন ও সদাক্ষিপ বহুযজ্ঞ করিলেও সেইরূপ পুণ্য হয় না। অক্ষয় অপ-হরণ করিয়া যে সকল বলবাহন পোষণ করা যায়, বুদ্ধকালে সেই সকল বলবাহন বালুকার সেতুর দ্যায় বিনীত হইয়া যায়। যে ব্যক্তি স্বদন্ত অথবা পরদন্ত দ্বারা অপহরণ করে, সে যন্তি-সংস্রবব বিষ্ঠাতে ক্রিমি হইয়া থাকে। প্রণয়-ক্রমেও যদি কেহ অক্ষয়ভোগ করে, তবে তাহার সপ্তমকুল দগ্ধ হয়। যদি কেহ চৌর্ধ্ব দ্বারা অক্ষয় উপভোগ করে, তবে সেই ব্যক্তির সপ্তমকুল পর্যন্ত দগ্ধ হয়। বরং

লোভচূর্ণাশ্চূর্ণানি কদাচিচ্ছরৎ পুমান্ ।

অক্ষয়ঃ ত্রিষু সৌকেষু কঃ পুমান্ জরায়বাত্তি ।

দেবপ্রবাবিনাশেন অক্ষয়হরণেন চ ।

কুলান্তকুলতাঃ যান্তি আক্ষেপাতিক্রমেণ চ । ১৭

আক্ষেপাতিক্রমো নান্তি বিপ্রো বিদ্যাবিবর্জিতে

অলন্তমদ্রিয়মুৎসৃজ্য ন হি তস্যনি হৃদতে । ১৮

সংক্রান্তো যানি দানানি ইব্যাকব্যানি যানি চ

সপ্তকল্পকঃ যাবদদাতার্কঃ পুনঃপুনঃ । ১৯

প্রতিগ্রহাধ্যাপনযাজনেষু

প্রতিগ্রহঃ শ্রেষ্ঠতমঃ বদান্তি ।

প্রতিগ্রহাচ্ছবাত্তি জাপাতোমৈ-

র্ন যাজনং বর্ধ পুনস্তি বেদাঃ । ২০

সদা ভাসী সদা ভোমী পরপাকবিবর্জিতঃ ।

বত্পূর্ণামপি মদীঃ প্রতিগৃহ্ন লিপ্যতে । ২১

ইতি জীগাক্ষে মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে জীক-

গকৃতসংবাদে ভূমিদানপ্রশংসাদিবরণঃ

নাম চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ । ৪০ ।

লোভচূর্ণ কিংবা বিষ জীর্ণ করিতে পারে, কিন্তু অক্ষয়ভোগ করিয়া কোন ব্যক্তি তাহা জীর্ণ করিতে পারে? দেবপ্রবাবিনাশ, অক্ষয় অপ-হরণ ও আক্ষেপে অপমান করিলে তাহার কুল নির্মূল হয়। আক্ষেপ বিদ্যাহীন হইলেও কেহ তাহাকে অতিক্রম করিবে না, কেহ কি কখন অলন্তমদ্রিয়শন পরিত্যাগ করিয়া ভ্রমে আত্মি দেয়। সংক্রান্তিতে হব্য কব্য দান করিলে সেই দাতা সপ্তকল্প পর্যন্ত স্বর্গলোকে বাস করিতে পারে। প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন ও যজ্ঞ ইত্যাদিগেই মদো মনিগণ প্রতিগ্রহকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন। কপহোমাদি দ্বারা প্রতি-গ্রহ পাপ হইতে শুদ্ধ হয়, কিন্তু বেদসকল যাজন-কর্মদোষ হইতে পবিত্র করিতে পারে না। যে পরপাকবিবর্জিত ব্যক্তি নিত্য-ভোম ও নিত্য যজ্ঞ করে, সে বত্পূর্ণা মদী প্রতিগ্রহ করিয়া পাপে লিপ্ত হয় না। ১১—২১

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪০ ।

পক্ষযোক্তকোনাগাং পক্ষযৌ প্রপূজয়েৎ ॥ ২৪
 কুর্ধ্যাৎ শিষ্টময়ীং লেখাং নাপানামাকৃতিং তুবি
 অর্কচেষ্টাং সিতৈঃ পুষ্পৈঃ সুগন্ধৈশ্চন্দনেন চ ॥
 প্রদন্যাক্ষপদীপস্ত বহুলাঃ সিতান কিপেৎ ॥
 আমপিষ্টং তদৈবান্নং কীরক গিনিবেদয়েৎ ॥ ২৫
 উপহার বসেদেবঃ যুকন যুগ্মাঃ শুকান চ ॥
 মধুরং তন্ধিনেঃ স্নায়াদেবজাভং সমাপয়েৎ ॥ ২৬
 সৌবর্ণং শক্তিভো নাগং ততো দদ্যাদ্বিজোত্তম
 বেহুং দদ্য ততো ক্রতুং কীরকং নাগরাজিতি
 যথাবিধিঃ কুব্জীত কন্ডাপ্যস্তানি পূজয়েৎ ॥
 বশাবে তদ্বিধানেন ইথাং কুর্ধ্যাদযথাহুতম্ ॥
 প্রোতবানোচেৎ ত্যাং স্বর্গমার্গং নয়েত বি ॥
 ইতি ত্রীগাক্ষে মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে ত্রীকক-
 গরুড়সংবাদে প্রোতবাকোপায়কথনং নাম
 ষিচকারিশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪২ ॥

পূর্বক জনাদি দ্বারা প্রাণভ্যাগ করে, তবে
 সে অর্গে খাইতে পারে না। উক্ত পক্ষের
 পক্ষী তিথিতে কৃতলে শিষ্টময়ী নাপাকৃতি
 রেখা অঙ্কিত করিয়া বেতপুষ্প সুগন্ধ চন্দন
 ধূপ দীপ ও শিত তুলাদি দ্বারা পূজাপুষ্পক
 আমপিষ্টক অন্ন ও অম্লী, বস্ত্র যুগ্মাদি জব্য
 নিবেদন করবে। পরে প্রণাম করিয়া আত্ম
 সমাপন করবে; সেই দিনে মধুর জব্য শুকন
 করবে। তার পরে শক্ত্যক্ষসারে সুবর্ণ-
 নির্মিত নাগমূর্ত্ত ও একটি খেজু নাগরাজ
 প্রীত হউন, যনে যনে এইকথা উচ্চারণপূর্বক
 ত্রাক্ষরকে প্রদান করিয়া বিত্তবাহুসারে পূর্ববৎ
 অন্ন কার্য সকল নির্বাহ করবে। বশাথোক্ত
 বিধানানুসারে এই কার্য যথাযথ অনুষ্ঠিত
 হইলে বৃত্ত ব্যক্তিগণ প্রোতব পায়দারপূর্বক
 স্বর্গে গমন করে। ২০ ২১।

ষিচকারিশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

ষিচকারিশোহধ্যায়ঃ ।

ত্রীবিধকবাচ ।

প্রত্যকঃ প্রাচমেবং তে কথ্যামি যগেবর ।
 প্রত্যকঃ পার্শ্বণেইব কুর্ধ্যাতাং কেজজোরসৌ
 একোদ্বিষ্টঃ ন কুর্ধ্যাতাং প্রত্যকঃ তো তু
 পার্শ্বণ ॥
 যদা হস্ততঃ সায়িঃ পুত্রো বাপ্যথবা পিতা ॥ ২
 প্রত্যকঃ পার্শ্বণঃ তত্র কুর্ধ্যাতাং কেজজোরসৌ
 অনগ্রয়ঃ সায়য়ো বা পুত্রো বা পিতরোরপি বা ॥ ৩
 একোদ্বিষ্টঃ সুতৈঃ কার্য্যং তন্ত মর্কৈঃ
 সুতৈরপি ॥

একোদ্বিষ্টমপূজ্যং পু স্যাৎ
 ত্র্যায়োবিত্যাম প ॥ ৪
 কর্তব্যো পার্শ্বণে আত্মে আশোচঃ যদি জাহতে
 আশোচাবগমে কুর্ধ্যা ক্ত কং বি তদনন্তরম্ ॥ ৫

ষিচকারিশ অধ্যায় ।

ত্রীকক হলেন,—হে পগোত্তম! অনন্তর
 বাহিকাক্ষ কহিতেছি। ঔরস ও কেজজ-
 পুত্র প্রাতঃবে পার্শ্বণপ্রাক করবে। কোন
 সাগ্রক অথবা তথাবিধ পুত্রের মরণ হইলে
 প্রাতঃবে তাহার একোদ্বিষ্ট প্রাক করবে;
 ঔরস ও কেজজ পুত্র প্রাতঃবে পার্শ্বণ প্রাক
 করবে। অনগ্রিক ও সাগ্রিক পিতার মরণেও
 একপ প্রাক করবে। পুত্রগণ মৃত্যবে একো-
 দ্বিষ্ট প্রাক করবে। পুত্রহীন হ্রী ও পুত্রবের
 বাহিকে একোদ্বিষ্ট কহা বিধেয়। পার্শ্বণ-
 প্রাকের কর্তব্যতা নিরূপিত হইলে যদি অশোচ
 উপাধিত হয়, তবে অশোচাতে প্রাক করবে।

* বিধিনা চেতৈরেবমেকোদ্বিষ্টঃ ন পার্শ্বণম্
 অনয়েচ সুতো তাতামনগ্রী কেজজোরসৌ ॥

ইতি চ পাঠঃ ।

† মর্শকালে কথো যন্ত প্রোতবদেববা পুন্সঃ
 প্রত্যকঃ পার্শ্বণঃ কার্য্যভেদ্যাং মর্কৈঃ সুতৈরপি
 † একোদ্বিষ্টে কুশা প্রোচাঃ সকুলা যজ্ঞকর্ষণ ॥
 বহিলুনাঃ সত্বজনাঃ আত্মঃ বৃদ্ধিযুক্তে সন ॥

উচ্চতা মিথিতান্ পশ্চাত্তীর্থেহঃসু বিনির্জপেৎ
কিপন সংকীৰ্ত্তয়েন্নাম গোত্রক মূঠকন্ত চ । ৯
পুনরপার্কয়েদ্বিষ্ণুঃ যমঃ কুসুমচন্দনৈঃ ।
ধূপদীপৈঃ সনৈবেদ্যৈর্ভোজ্যভোজ্যসমিধিভিঃ । ১০
তদ্বিষ্ণুপবসেদ্বিষ্ণু বিপ্রাঃশিব নিমন্ত্রয়েৎ ।
কৃৎ-বিন্যা-ভপোযুক্তান সাধুলীলসমবিতান্ । ১১
নব সস্তাথবা পক জসামধ্যাহ্নসারতঃ ।
অপরেহহনি মধ্যাহ্নে যমঃ বিষ্ণুঃ তথার্চয়েৎ ।
উদযুধাঃস্তদা বিপ্রাঃস্তান সমাগপবেশয়েৎ ।
আবাহনার্ঘ্যাদানাদৌ বিষ্ণুঃ যমসমবিতম্ । ১৩
যজ্ঞোপবীতৌ কুস্মীত প্রেতনাম প্রকীৰ্ত্তয়েৎ ।
প্রেতঃ যমক বিষ্ণুক অরন শ্রাদ্ধঃ সমাপয়েৎ । ১৪
অন্তেষ্টাশ্চাপি সর্কোভাঃ পিণ্ডদানার্থমুকরেৎ ।
পৃথগ্ দশ পিণ্ডাঃশ্চ পক দদ্যাৎ ক্রমেণ তু । ১৫
প্রথমং বিকবে দদ্যাদুত্তমেন চ শিবায় চ ।
সতৃত্যায় শিবায়ৈব প্রেতায়াপি চ পকমম্ । ১৬
নাম গোত্রঃ অরেক্তস্ত বিষ্ণুশব্দঃ প্রকীৰ্ত্তয়েৎ ।
নমস্কারঃ শিরকন্ত পকমঃ পিণ্ডমুকরেৎ । ১৭

গো-ভূমি-পিণ্ডদান-নৈমাঃ শক্ত্যা প্রেতঃ
অঃশ্চ তম্ ।
হিতৈলিত্তিলাংসু বিপ্রাণাং সতৃতৃত্তেযু পাণিযু । ১৮
দদ্যাৎ নরং বিজানাত্য তাবলং দক্ষিণাং তথা ।
এবং শিষ্টৈতমং বিপ্রং হিরণ্যেন প্রপূজয়েৎ ।
নাম গোত্রঃ অরন দদ্যাৎ দক্ষিণীর্তির্ভিঃ জবন
অমুজ্জা বিজান পশ্চাৎ হস্তাভ্যো দক্ষিণামুখঃ
কীৰ্ত্তয়েন্নামগোত্রে তু ভূবী প্রীতিবিত্তি কিপেৎ
মিত্র-বন্ধুজনেঃ সার্কঃ শেবঃ ভূজীত-কাগুযতঃ ।
প্রতিসংবৎসরাণি জ্ঞানেকোদ্বিষ্টবিধানতঃ । ২১
এবং কৃত্তে গমিষ্যন্তি স্থলোকং পাপকর্ষণঃ ।
সপিণ্ডীকরণাদৌ তু কৃত্তে চৈবাগ্নুযন্তি তে । ২২
অথ কশ্চিৎ প্রমাদেন গ্রিহতে হ্যদবান্ভিঃ ।
সংকারপ্রমুখকন্ত সর্কঃ কুর্য়াদযথাবিধি । ২৩
প্রমাদ-বিচ্ছিন্না মর্ত্য্য ন গচ্ছৎ স্বর্গসমুখঃ ।

পিণ্ড প্রদান করিবে। পরে সেই সকল
পিণ্ড উচ্চত করিয়া মূঠ ব্যক্তির নাম গোত্র
উচ্চারণপূর্বক ভীর্ধজলে নিক্ষেপ করিবে।
পুনরায় পুষ্প চন্দন ধূপ দীপ নৈবেদ্য ভোজ্য
ভোজ্যানি উপহার দ্বারা বিষ্ণু ও যমকে পূজা
করিবে। ১—১০। সেই দিন উপধানী থাকিয়া
অসামর্থ্য অমুসারে কুললীল-বিন্যা-তপঃসম্পন্ন
নব সস্তা অথবা পক ভ্রাতৃগণকে নিমন্ত্রণ
করিবে। পরদিন মধ্যাহ্নে যম ও বিষ্ণুর
অর্চন,পূর্বক যথাযোগ্য ভাবে সেই বিপ্র-
গণকে উত্তরমুখে উপবেশন করাইবে। পরে
আবাহন অর্ঘ্যদান ও প্রেত নাম কীৰ্ত্তনাদি
দ্বারা প্রেত যম ও বিষ্ণুকে অরণ করিয়া
শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পাদন করিবে। দশপিণ্ড পৃথক
পৃথক প্রদান করিবে; অথবা প্রথমে পক-
পিণ্ড প্রদান করিবে; প্রথম বিষ্ণুকে, দ্বিতীয়
ভ্রাতৃকে, তৃতীয় শিবকে, চতুর্থ শিবভৃত্যকে
এবং পঞ্চম পিণ্ড প্রেতক—‘আদিত্যে ওজার
ও অস্ত্রে নমঃ শব্দ’ যোগ করত নাম গোত্র

অরণপূর্বক বিষ্ণু শব্দ উচ্চারণ করিয়া প্রদান
করিবে। প্রেতের উদ্দেশে শক্ত্যমুসারে গো,
ভূমি ও পিণ্ডদান করিতে হয়। বিপ্রগণের
কুশলুজ হস্তে তিলমুজ অন্ন প্রদান করিবে।
পরে তাবলানি দানান্তে দক্ষিণা প্রদান
করিবে। শিষ্টৈতম বিপ্রকে স্বর্ণ দান দ্বারা
প্রেতের নাম গোত্র অরণপূর্বক ‘এই দান
দ্বারা বিষ্ণু প্রীত হইল’ মনে মনে এইরূপ
বলিয়া অর্চনা করিতে হয়। ১১—১২। পরে
ভ্রাতৃগণের অমুগমনপূর্বক দক্ষিণমুখে অব-
স্থান করত প্রেতের নাম গোত্র উদ্দেশসহকারে
“এই তর্পণ দ্বারা প্রেত ভূগিলাভ ককক”
মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া জলদ্বারা
ভূতলে তর্পণ করিবে। অনন্তর মিত্র ও
বন্ধুজনে পরিবৃত্ত হইয়া বাক্যসংযম সংকায়ে
শেয ভোজন করিবে। প্রতি বৎসর
একোদ্বিষ্টবিধানে শ্রাদ্ধ করিলে, পাপকর্মা
জনগণ স্বর্গলাভ করিতে পারে; সপিণ্ডী-
করণাদিকার্য্য করিলেও প্রেতদ মূক্তি হয়।
যদি কেহ প্রমাদবশে বিষ ভলাদিদ্বারা পক
প্রাপ্ত হয়, তবে তাহার লাদানি সমস্ত সংকারই
যথাবিধি নির্বাহ করিবে। যদি কেহ ইচ্ছা-

শ্রাদ্ধঃ প্রকৃতীয়ৈব নৈব স্ত্যক্তিকম্ । ১৫
 মাতৃভ্যাঃ কল্পয়েৎ পুৰীং পিতৃভ্যামনন্তরম্ ।
 মাতামহভ্যশ্চ তথা দদ্যাৎ পিতৃং ত্রয়োণ তু । ১৬
 মাতৃভ্যাকৈ তু বিপ্রাণামভ্যাবে তু কুলশ্রিঃ ।
 পতিপুত্রাধিতাঃ সাধেয়া যোষিতোহষ্টৌ চ
 ভাবয়েৎ ।

ইষ্টাপূর্তানিকে শ্রাদ্ধঃ কুৰ্য্যানাত্মাবয়ং তথা ।
 উৎপাতানিনির্মিত্তেষু নিত্যশ্রাদ্ধবদেব তু । ১৮
 নিত্যং দৈবকং বুদ্ধকং কামাং নৈমিত্তিকং তথা ।
 আত্মহৃতপ্রকারেণ কুৰ্ব্বন সিদ্ধিমবাশ্রুয়াৎ । ১৯
 ইতি তে কথিতং তাক্য । কিমন্তং পরিপূজ্যসি
 ইতি জিগাক্ষে মহাপুরাণে উক্তং যৎ জীকক-
 গরুড়সংবাদে আত্মিকশ্রাদ্ধাদিবিবরণং নাম
 ত্রিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ । ৪৩ ।

চতুশ্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

তাক্য উবাচ ।

সুকৃতস্ত প্রত্যবেশ বর্ণো নানাবিধো নৃণাম্ ।
 ভোগাঃ সৌখ্যানি রূপকং বলং বুদ্ধিঃ পরাক্রমঃ
 সত্যং পুণ্যবত্যাং দেব জায়তেহহং পরম্ চ ।
 সত্যং সত্যং পুণ্যং সত্যং দেববাচ্যং ন চান্তথা
 বর্ণো জয়তি নানর্থঃ সত্যং জয়তি নানৃতম্ ।
 কমা জয়তি ন ক্রোধো বিকূর্জয়তি নানুরঃ । ৩
 তদৈব সত্যং মহা জাতং পুরুষাচ্ছোভনং ভবেৎ
 যথোৎকৃষ্টতমং পুণ্যং তথোৎকৃষ্টতরং নরঃ । ৪
 এবম্ শ্রোতুমিচ্ছামি জায়তে পাপিনো যথা ।
 যেন কর্মবিপাকেন যথা নিয়মভাগ্ভবেৎ ।
 যাং যাং যোনিমবাপ্রাপ্তি যথা রূপশ্চ জায়তে ।
 তন্মে বদ সুরশ্রেষ্ঠ সমাসেনাপি কাঙ্ক্ষতম্ । ৬

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ।

গরুড় বলিলেন,—মহুয়াগণের পুণ্য-

প্রত্যবেশ নানাবিধ বর্ণ নিরূপিত আছে । এই সকল বর্ণভোগ, সুখ, বল, পুষ্টি, পরাক্রম-বর্দ্ধক । সত্যরূপ যে দেব । পুণ্যশীলদিগের ইহকালেও ভোগসুখাদি, স্বর্ণলাভ হইয়া থাকে । এই ব্যক্তি সত্য সত্য, ইহার অস্তথা হয় না । ধর্মই জয় করিয়া থাকে, অধর্ম জয় করিতে পারে না ; কমাই জয় করে, ক্রোধ কমাচ জয় করিতে সমর্থ হয় না ; বিকূই জয় করিতে পারেন, অসুরগণ পারে না । এই সকল এবং পুণ্য হইতে যে উভ হয়, তাহাও আমি জানিয়াছি । লোকের পুণ্য যেকণ উৎকৃষ্ট, সেই ব্যক্তি সেইরূপ উৎকৃষ্ট গতিলাভ করে । এই সমস্তই আমার পরিজ্ঞাত আছে, কেবল একটি বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিতেছি, পাপিষ্ঠ ব্যক্তির। যেকণে কর্মবিপাকবশত নিরমতাগী হয়, আর ঐ পাপীরা যে যে যোনি প্রাপ্ত হইয়া যেকণে উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহাই অবগত হওয়া আমার অতিলাভ । আপনি সংক্ষেপে আমার অতিলাভিত বিষয়

পরদিন মাতামহাদির শ্রাদ্ধ করা বিধেয় । একদিবসেই বিধেদেবাদিশ্রাদ্ধকর্য করবে । একদিবসে শ্রাদ্ধকর্য করিতে হইলে প্রথমে পিতৃশ্রাদ্ধ, পরে মাতৃশ্রাদ্ধ এবং সর্বশেষে মাতামহাদির শ্রাদ্ধ এই ক্রমে শ্রাদ্ধকর্য করিবে । মাতৃশ্রাদ্ধে আত্মণের অলাভে স্বকুলাধিতা পতিপুত্রবতী সাধ্বী অষ্ট স্ত্রী ভোজন করা-ইবে । ইষ্টাপূর্তানি কার্যে শ্রাদ্ধ করা বিধেয় । তাহাতে উৎপাতাদি নির্মিত ব্যাঘাত হইলে নিত্যশ্রাদ্ধকর্য জিঘ্রাক্ষণ করিবে । উক্ত প্রকারে নিত্য, দৈব, বুদ্ধি, নৈমিত্তিক ও কামাশ্রাদ্ধ করিবে ; তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করিতে পারে । হে গরুড় ! এই ভোবার জিজ্ঞাসিত সকল বিষয় কহিলাম ; একণে ভোবার আর কি জিজ্ঞাস্ত আছে ? ১০—১২ ।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৩ ।

একোদ্বিষ্টে সন্ধ্যাংশে যদি বিয়ঃ প্রজ্ঞায়তে ।
মাসেন্দ্রিয়নি তিথৌ তন্তঃ কুৰ্য্যাক্ষাকং

তদেব হি ॥

তুক্রোঃ শ্রাক্ত শূদ্রস্ত তথ্যায়াক্তং পুত্ৰস্ত চ ।

বস্তায়াক্ত দ্বিজাতীনামহুপেতাভিজন্ত চ ॥ ১

এককালে গতা হুনাঃ বহুনাযথবা যয়োঃ ।

তন্মৈব অগণং কুৰ্য্যাক্ষাকং কুৰ্য্যাক্ত পৃথক্ পৃথক্ ॥

দশ্যাক্ত পুংসঃ মৃতস্তাদৌ দ্বিতীয়স্ত ততঃ পুংসঃ ।

তৃতীয়স্ত ততঃ কুৰ্য্যাক্ত সন্নিপাতে যয়ঃ

বিধি * ১১

একোদ্বিষ্টে শ্রাক্ত উপস্থিতে যদি কোন বিয় উপস্থিত হয়, তবে অক্স মাসের সেই তিথিতে সেইরূপ আক্স করিবে। ময় বালিকা থাকেন, শূদ্র ও অমুপনীত বিজাতি হোদিগের যেন- আক্স কর্তব্য। ইহারা যত্রপাঠ না করিয়া আক্স করিলেও আক্স সিদ্ধ হইবে। এককালে দুই কিংবা বহু ব্যক্তির মরণ হইলে একত্র স্নান করাইবে, কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ আক্স করিবে। একথা বহু ব্যক্তির আক্স উপস্থিত হইলে যে ব্যক্তির প্রথমে মৃত্যু হইয়াছে, প্রথমে তাহার আক্স কর্তব্য, পরে দ্বিতীয় ব্যক্তির এবং তৎ- পরে তৃতীয় ব্যক্তির আক্স করিবে। ১—৩।

* প্রত্যক্ষমেব যঃ কুৰ্য্যাক্তব্যাক্তমভিজন্তঃ ।

ভাগ্যবিদ্যা পিতৃন সন্ধান প্রাপ্যোতি পরমাঃ

গতিম্ ॥

ন জায়তে মৃত্যুশ্চৈব গ্রহানদিনমেব চ ।

মাসশ্চৈব স্তাঃ পরিজাতস্তদুপেতাভিজন্তম্

যদা মাসো ন বিজাতো বিজাতং দিনমেব চ ।

তদা মার্গণিযে মাসি মাঘে বা ভাদ্রনং তবেৎ

দিনমাসাববিজাতৌ মরণস্ত যদা পুংসঃ ।

গ্রহানদিন-মাসৌ তু গ্রাহৌ শ্রাক্তে যমোদিতৌ

গ্রহানস্তাপি ন জাতৌ দিনমাসৌ যদা পুংসঃ ।

মৃতবার্তাশ্রিতৌ গ্রাহৌ পুংসপ্রোক্তকমেণ তু ।

অবাসমন্তরেনাপি স্তাতাং তৌ বিমুত্তৌ যদা ।

তদানীর্হাপি তৌ গ্রাহৌ পুংসবৎ তু মৃত্যুশ্চৈব ॥

গৃহে প্রোষিতে যজ্ঞ কঠির মিত্তে গৃহে ।

নিত্যশ্রাক্তেহবৎ ১ ছাটোদ্বিষ্টানত্যাচ্য তত্ত্বিতঃ
সন্ধান পিতৃগণান সন্ধান সঠিবোদিত যোজ্যেৎ
আবাহনঃ শ্রাক্তারঃ পিতৃগোষ্ঠকরণাদিকম্ ।

অক্সচর্যাদিনিময়ান্ বিবেদেবাস্তথৈব চ ॥ ১১

নিত্যশ্রাক্তে ত্যজেনেতান্ ভাজ্যমরঃ প্রবরয়েৎ

দহা তু দক্ষিণাঃ শক্ত্যা নমস্কারৈর্কিসমজ্ঞেৎ ॥ ১২

দেবানুদিত্ত বিবাদীন্ যদন্যাদিভ্যস্তোজনম্ ।

তদিত্যশ্রাক্তবৎ কার্যং দেবশ্রাক্তং হৃচ্চাতে ॥ ১৩

মাতৃশ্রাক্ত পুংসেণ কৰ্ম্মাদৌ পৈতৃকঃ তথা ।

উত্তরেহর্চনি বুদ্ধৌ স্ত্রীয়াতামরণস্ত তু * ১৪

নিত্যশ্রাক্তে আপন শক্তি অনুসারে গচ্ছাদি-
বার ব্রাহ্মণগণের অর্চনা করিয়া পিতৃগণ ও
দেবোদ্দেশে সন্ধানপ্রকারে পূজা করিবে।
আবাহন, শ্রাক্তপ্রার্থনা, পিতৃদান, অগ্নি-
করণ, অক্সচর্যাদিনিময় পালন এবং বিবে-
দেবর্চন এই সকল নিত্যশ্রাক্তে পরিত্যাগ
করিয়া ভোজ্যদান ও অন্নদান করিয়া করিবে;
দক্ষিণাদান করিবে না, কেবল নমস্কার করিয়া
বিসর্জন করিবে। বিবেদেবগণকে উদ্দেশ্য
করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে, তাহা
হইলেই নিত্যশ্রাক্ত সিদ্ধ হয়, ইহাকে দেব-
শ্রাক্তও বলিয়া থাকে। কৰ্ম্মাদৌ প্রথমে
মাতৃশ্রাক্ত করিয়া পিতৃশ্রাক্ত করিবে।

আশৌচোপগমে যত্র প্রায়শ্চিত্তকৰ্ম্মণি ॥

প্রত্যাগতশ্চেচ্ছান্নাতি তত্র মৃতং গৃহী তথা ।

আশৌচঃ গৃহিণশ্চৈব চ ন অব্যাদেত্তদা তবেৎ ॥

পুত্রাদিনা যদারকং শ্রাক্তং তবেন বাখিলম্ ।

সমাপনীযং তত্রাপি শ্রাক্তং গৃহীতি দ্রুততঃ ।

দাত্তা ভোক্তা চ ন জাতং মৃতকং মৃতকং তথা

উত্তরোদ্বিষ্ট উদ্ভোষঃ নারোপযতি কথিচৎ ॥

যদা বস্ত্রতরঙ্গানং মৃতকং মৃতকং তথা ।

ভোক্তুরেব তদা দোষো নাত্যো দাত্তা গ্রহণাতি

ইত্যাভ্যন্ত প্রকারেণ যঃ কুৰ্য্যাক্ততবাসরম্ ।

অবিজাতমৃত্যুশ্চৈব সত্যতঃ ভাগ্যত্যাগৌ ॥

* পৃথগ্গণেন ন শক্তশ্চেদকৰ্ম্মাদৌ বাসরে ।

ইতি কঠিনমাবকঃ পাঠঃ ।

প্রব্রজ্যাগমনাস্ত্রাজন তবৈশ্বর্যনিশাচকঃ । ১৬
চাংকো জলচর্য্য স্তাংকান্তর্য্য চ মুখিকঃ ।
অপ্রাপ্তযৌবনাং সেবন তবৈং সর্প ইতি ক্রটিঃ
কুরুকারান্তিলাষী চ কুৎসানো তবৈশ্বর্য্যম্ ।
জলপ্রসঙ্গং যন্ত তিস্র্যাংস্তো তবৈশ্বর্য্যঃ । ১৭
অবিক্রেয়বিক্রয়ার্থে বকো গৃধ্রো তবৈশ্বর্য্যঃ ।
অযোনিগো বকো বি স্তাহলুকঃ ক্রয়বকনাং ।
মৃতশৈক্যাদিশতে তু যুজ্ঞানচাতিজায়তে ।
প্রতিক্রতা বিজ্ঞেতোহর্থমদজ্ঞদুকো তবৈং ।
রাজ্যে গদ্য তবৈশ্বর্য্যঃ তবৈশ্বর্য্যঃ বিক্রয়বাক্যঃ *
শারিক্য কলবিক্রেতা বৃষচ্চ বৃষলীপতিঃ । ২১

হরণ করে, সে পরজন্মে গোথা হইয়া জন্মগ্রহণ
করে। যে ব্যক্তি বিষপ্রদান করে, সে সর্প-
যোনিতে উৎপন্ন হয়। যে পক্ষিরাজ।
প্রব্রজ্যা-গমনে নরনিশাচ হইয়া জন্মগ্রহণ
করে। জলাপহরণ করিলে, সে পরজন্মে চাতক
হয়। খাড়াপহরাই মানব মুখিক হইয়া থাকে।
ক্রটিতে লিপিত আছে, অপ্রাপ্তযৌবনা
নারীকে সন্তোগ করিলে সেই পাণ্ডি সর্প-
যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। কুরু-
কারাতে অতিলাষ করিলে সেই ব্যক্তি নিশ্চয়
কুরুকারযোনিতে উৎপন্ন হয়। জলপ্রসঙ্গ
ভর করিলে, সেই পাণ্ডি জন্মান্তরে মৎস্য হইয়া
জন্মে। অবিক্রেয় ভাষা বিক্রয় করিলে, সেই
পাণ্ডা বক ও গৃধ্র হয়। কুযোনি গমন
করিলে বা ক্রয় বিক্রয়ে বকনা করিলে সেই
পাণ্ডি পরজন্মে উলুকযোনি প্রাপ্ত হয়। মৃত
ব্যক্তির একাদিশায়ে তাহার গৃহে ভোজন
করিলে জন্মান্তরে কুকুর হইয়া উৎপন্ন হয়।
যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে প্রতিজ্ঞিত অর্থপ্রদান করে
না, সে অন্য জন্মে পুণ্ডরীক প্রাপ্ত হয়। রাজ-
পত্নী গমনে দাসী প্রাপ্তি এবং তবর ব্যক্তি

* সর্পঃ বদ্য তবৈশ্বর্য্যঃ শূকরো বিক্রয়বাক্যঃ ।
পরিব্রাজ্য বিজ্ঞাতীনাং লভতে কাম্বদীভূতম্ ।
লভেৎশব কল্যাক্য যোনিঃ চাণ্ডালসংজ্ঞকঃ ।
কঠিবিভেদ্যং পাঠঃ ।

মার্ক্যারোহণিং পদা শৃষ্টা যোগবান
পরমাংসভুকঃ ।
উদক্যাগমনাং যন্তো দুর্গন্ধচ্চ দুর্গন্ধহর্য্যঃ । ২২
যদ্য তদ্যপি পারিকাং বহ্নাং বা হবতে বহ্ন ।
হুয়া বৈ যোনিমাপ্রাপ্তি তৈরশ্রীঃ নাত্ম সশব্দ
এবমাদিনী চিরানি অস্ত্রাজনি বগেশ্বর ।
স্বকর্ম্মবিভক্তান্তেব দৃষ্টান্তে বৈশ্ব মানটকঃ । ২৩
এবং গৃহত শ্রীঃ হি ভূক। চ মরকান ক্রমাং ।
জায়তে কর্ম্মশেষেণ উক্ত যেতান্ন যোনিষু । ২৪
ভতো জন্মশতং মর্ত্যো সশব্দভূত কাশপ ।
জায়তে নাত্ম সশব্দঃ সমীকৃতে শুভাশুভে । ২৫
শ্রীঃ পুণ্ডরীক প্রসঙ্গেন নিকটে গুহ-শোণিতে
পক্কভূতসংযোক্তো জায়তে পাণ্ডতোভিকঃ * ২৬

প্রাপ্তশুকর হয়। কলবিক্রেতা ব্যক্তি শুকরকী
হয়। শৃঙ্গপত্নী গমন করিলে বৃষ হইয়া জন্মে।
১১—২১ । পাদহারা অগ্নিশর্প করিলে সে
মার্ক্যারোহণি প্রাপ্ত হয়। পরমাংসভোজন
করিলে সেই পাণ্ডি চিরকাল ক্রমাবহার
কালযাপন করে। যে ব্যক্তি ভগিনী
গমন করে, সে জন্মান্তরে স্ত্রী হইয়া থাকে।
দুর্গন্ধদ্রব্য অপহরণ করিলে গায়ে দুর্গন্ধ
হয়। বহ্ন হইয়া বহ্ন যে কোন পরকীয়
অবা হরণ করিলে পরজন্মে পকী হয়।
ইহাতে সন্দেহ নাই। যে বগেশ্বর। যে সকল
পাপশূঙ্ক চিহ্ন লিপিত হইল, তদ্বির অপহা-
পন চিহ্নও স্বকৃত কর্ম্মাঙ্গসারে বানবৈশ্বর্য্য শরীরে
দৃষ্ট হয়। হৃদয়কর্ম্ম। ব্যক্তির যথাক্রমে নরক-
ভোগ করিয়া পুরুষাভিত যোনিগৃহে উৎপন্ন
হইয়া থাকে। যে কাশপ। পুরুষোক্ত পাণ্ডি
মানাযোনিতে শতশতবার জন্মগ্রহণ করিয়া
থাকে। পাপ ও পুণ্যের ক্রয় জন্মই এইরূপ
হয়। শ্রী ও পুরুষসংযোগে গুহ ও শোণিত
বিভক্ত হইয়া পক্কভূতসংযুক্ত হয়, পরে উহা
পুট হইয়া পুঙ্কব উৎপন্ন হয়। অন্যত্র সেই

* ইতিহাসি মনঃ প্রাণা জানদ্যঃ পুণ্ডঃ দ্রুতিঃ ।
কটবিভেদ্যং পাঠঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

তত্তাত্তকলৈস্ত্যক্তা ভুক্তভোগা নরাধিক ।
জায়তে লক্ষ্যৈর্দেহৈস্তানি মে শূণ্ণ কাণ্ডপ ॥ ৭
শুকরাশ্বতাঃ শান্তাঃ রাজা শান্তাঃ সুরাশ্বনাশ্ব
ইহ প্রচ্ছন্নপাপানাম্ শান্তাঃ বৈবস্বতো যমঃ ॥ ৮
প্রাচিন্তৈষটীর্ণৈবু যমলোকা জনৈকধা ।
যাতনাত্তিবিবৃক্তানামেনৈ জীবসন্ততিম্ ॥ ৯
গহা মানুষ্যতাবে তু পাপচিহ্না ভবন্তি তে ।
তান্তহঃ তব চিহ্নানি কথ্যমসৌ যোগোত্তম ॥ ১০
গঙ্গাদোহনুভবানী শ্রাব্যকশ্চৈব গবানুভে ।
অথহা জায়তে কুর্গা শ্রাবদন্তশ্চ মদ্যপঃ ॥ ১১

বর্নন করিয়া চরিতার্থ করুন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে তাঁক! মানবগণ তত্তাত্ত কৰ্ম্ম-কলেঃ উপভোগের নিমিত্ত পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। স্ব স্ব কৰ্ম্মানুসারে তাহাদিগের শরীরে নানাপ্রকার চিহ্ন হয়। হে কাণ্ডপ! একগে তোমাকে সেই সকল চিহ্ন বলিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা অশ্রদ্ধাশ্রাবদন্ত, শুক ভাহাদিগের শাসন করেন; রাজা সুরাশ্বা ব্যক্তিদিগের শাসন করেন আর যাহারা শুক-ভাবে পাপচরণ করে, সুর্য্যভনয় যম তাহাদিগের পাপকর্ম্মের শাস্তি দিয়া থাকেন। পানী ব্যক্তির স্বকৃত পাপের প্রাচিন্তাচরণ না করিয়া যমলে কে গমন করিলে প্রথমতঃ বহুবিধ যাতনাত্তোগ করে; অনন্তর যমযজ্ঞ হইতে বিমুক্ত হইয়া নানাজীবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। মানুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করিলে পূর্নকৃত পাপের চিহ্নসকল প্রকাশ পায়। হে যোগেশ্বর! সেই সকল চিহ্ন তোমার নিকট বলিতেছি। ১—১০। যাহারা মিথ্যা বাক্য বলে, পরজন্মে তাহারা অব্যক্তবাক্ অথবা মুক হইয়া জন্মগ্রহণ করে। অগ্ন্যহতাকারী-দিগের ক্ষয়রোগ ও কুষ্ঠরোগ হইয়া থাকে।

• সহিষা যাতনাঃ সর্বা গহা বৈবস্বতকর্ম্মম্ ।
মিতৌর্ণযাতনাস্তে তু লোকমায়াতি চিহ্নিতাঃ ।
কচিদমমিহিকঃ পাঠঃ ।

কুনখী বর্ণহরণাদুচ্চর্য্যাক্তকত্তরগঃ ।

সংযোগী হীনযোনিঃ শ্রাব্যকশ্চৈব

দন্তদানতঃ * ॥ ১২

অম্মং পশুযিহ্নং বিদ্যে প্রদত্তং কুকুরো ভবেৎ
মাৎসর্য্যাদপি জাহ্যন্তো জন্মাকঃ পুস্তকং ধরন
কলাস্তাহরতোহপত্যং ত্রিয়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪
মৃতো বানরতাং যান্তি তন্মুখো গওবান্ ভবেৎ
অদবা তক্ষ্যমশ্রুতি অনপত্যো ভবেতু সঃ †
ধরন বহুঃ ভবেদেপাধা গরদঃ পবনাশনঃ ।

যে ব্যক্তি মদ্যপায়ী, সে শ্রাবদন্ত হয়। অশ্রাব-
হারী ব্যক্তির জন্মাত্তরে কুনখী হইয়া জন্মগ্রহণ
করে। শুকপত্নী গমন করিলে দুচ্চর্য্য হইয়া
থাকে। যাহারা সংযোগী তাহারা হীনবর্ণের
গৃহে জন্মে। অনিমন্ত্রিত হইয়া ভোজন করিলে
সে কাকযোনিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।
যাহারা ব্রাহ্মণকে পশুযিহ্নিত অন্ন প্রদান করে,
তাহারা কুকুরপ্রাপ্ত হয়। অধিক মাৎসর্য্য-
শালী হইলে কিংবা পুস্তক ধারণ করিলে সেই
ব্যক্তি জন্মাক্ত হয়। ফলধারণ করিলে, সে
অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়; সন্দেহ নাই।
সে মরণান্তে বানররূপ প্রাপ্ত হয়; পরে তাহা
হইতে মুক্ত হইয়া গলগওবোগী হইয়া থাকে
যে অশ্রুত অন্নভোজন করে, সে পরজন্মে
অনপত্যদোষে ক্রেশ পায়। যে ব্যক্তি, শ্রবণ

• গ্রামশুকরতাং যান্তি অথাজ্যাজকো বিজঃ
থরো বৈ বহুযাজী স্তাৎ কাকো নির্ম্ময়ন্তো জনাৎ
অপরীক্ষিতভোক্তারো ব্যাজাঃ স্তুনির্জনে বনে
বহুতর্জকো মার্জ্জাবঃ যদ্যোক্তঃ কক্ষদাহকঃ ।
পাত্রে বিন্যাসদাতা যো বলীবর্জো ভবেৎ তু সঃ
ইতি, কচিহ্না—

দিগবরা সুরাচারী সর্গদেবাবনিম্বকঃ ।

যান্তি তে নরকে ধোরে যে চ মিথ্যা বদতি তে
ইত্যধিকঃ পাঠঃ ।

† বণিক্ টেব মধ্যমুঢ়ঃ সর্গদর্শননিম্বকঃ ।

ধোরসাগরে পততি ন জানাতি ধর্ম্মতত্ত্বম্ ।

ইতি চ কচিদধিকঃ পাঠঃ ।

বিচর'ন্ত নিমজ্জি'স্ত মা'নিঃ গজ'ন্ত কন্তবঃ । ৪০
 চতুর্বিধৈঃ প্রাণগণৈর্দৃষ্টব্যাস্তা মহানদী ।
 তদ্বিক্রি গোপ্রদানেন অস্তথা ৫ পতন্তি তে ॥৪১
 মাং নরা যেষ্ববসন্তঃ আচার্যঃ শুকদেব ৫ ।
 অবসন্ততি যে মুচাক্তেবাঃ বাসন্ত তত্র বৈ ॥ ৪২
 পতিব্রতাঃ শাশ্বতীলামুতাঃ বর্ষে'নু নিশ্চল্যম্ ।
 প'রিত্যাগন্তি যে মুচাক্তেবাঃ বাসন্ত সন্ততম্ ॥৪৩
 বিবাসপ্রতিপন্নানঃ বাদি-মিত্র-তপস্বিনাম্ ।
 শ্রীবালবিকলাদীনাং বধঃ কুত্বা পতন্তি হি ।
 পচাস্তে তত্র মধ্যে তু ক্রন্দমানাশ্চ

পাপিনঃ ॥ ৪৬

শান্তঃ বৃত্তাক্ষঃ বিপ্রঃ যো বিপ্রায়োপসর্পতি ।
 ক্রিমিত্তির্ভক্যতে তত্র দাবদাহুতসংগ্রহম্ ॥ ৪৭

করিতে সেই নদীপ্রবাহে নিমগ্ন হইয়া যায়।
 চতুর্বিধ প্রাণিগণই এই মহানদী দর্শন করে,
 তাহাদিগের মধ্যে বাহারী দাতা, তাহারাই
 ইহার পারে গমন করিতে পারে; আর
 বাহারী দানবিপুল, তাহার উহাতে পতিত
 হয়। বিশেষতঃ যে সমস্ত মুঢ় ব্যক্তিরা দাতা,
 ৩৮ ও আচার্য ইহাদিগের অবমাননা করে,
 তাহারাই এই নদীতে সন্তত বাস করিয়া
 থাকে। ১—১০। বাহারী পতিপরাযণা, বর্ষ-
 শীলা, পরিণতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, সেই
 মুঢ় ব্যক্তিরা সকল এই বৈতরণী নদীতে বাস
 করে। বারী, মিত্র, তপস্বী, স্ত্রী, বালক ও
 বিকলাঙ্গ প্রভৃতি ব্যক্তিরা বাহুর প্রতি সম্পূর্ণ
 বিশ্বাসস্থাপন করে, সেই ব্যক্তি কোন
 ছিদ্ৰাবেষণপূর্বক বিশ্বাসভাতকতা করিলে সেই
 কৃত্রিম পানী রোপন করিতে করিতে এই
 নদীর পৃথিব্যে পতিত থাকে। কুখাতুর
 ব্রাহ্মণ ভোজনাকাজ্য হইয়া উপস্থিত হইলে
 যদি কেহ তাহার প্রতি অত্যাচার করে, তাহা
 হইলে সেই পাপীকে এই নদীমধ্যগত
 ক্রিমিগণ ভক্ষণ করিয়া থাকে, সেই পানী
 মহাপ্রলয় পর্যন্ত এইভাবে নবকভোগ করে।

ব্রাহ্মণায় প্রতিজ্ঞতা যথার্থ ন পদাতি তম্ * ।
 যজ্ঞবিধং সকলৈব হাজীগামৌ চ পৈত্তনৌ ॥ ৪৬
 কথাত্তককরলৈব স্বং দস্তাপহারকঃ ।
 ক্ষেত্রসেতুবিভেদৌ চ পরদারপ্রবরকঃ ॥ ৪৭
 ব্রাহ্মণো ধনবিক্রেতা তথা যো বৃষলীপতিঃ ।
 গোধনস্ত ত্বর্জস্ত বাপীতেদং ক্রোড়তি যঃ ॥ ৪৮
 কস্তাবিদূষকলৈব দানং দদাত্তপিকঃ ।
 শূদ্রস্ত কাশলাপায়ী ব্রাহ্মণো মাংসভোজনঃ ॥ ৪৯
 এতে বসন্তি সন্ততঃ মা বিচারং কৃথাঃ কচিৎ ।
 কৃপণো নাস্তিকঃ ক্ষুদ্রঃ স তন্তাঃ নিবসেৎ খগ ॥
 সদাসমী সদাক্রোধী নিজবাক্যপ্রমাণতঃ ।
 পরে কু্যচ্ছেনকো নিত্যং বৈতরণ্যাং বসেচ্ছিন্নম্
 যদ্বহকারবান্ পাপঃ শবিকখনকারকঃ ।

৩৪—৪৭। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে প্রতিজ্ঞত
 জ্বা প্রদান করে না, সেই পানী এবং যজ্ঞ-
 বিধকারী, রাজপতীগামী, পিতৃনাচার, প্রতিজ্ঞা
 ভঙ্গকারী, কুটসাক্যানাতা, মহাপায়ী, এই সমস্ত
 ব্যক্তিরা এই নদীতে বাস করিয়া থাকে। যে
 ব্যক্তি ক্ষেত্র ও সেতুভেদ করে, পরদারের
 অবমর্ষণ করে, যে ব্রাহ্মণ রসবিক্রয় করে,
 মাংসভোজন করে, বৃষলীগমন করে, যে ব্যক্তি
 ত্বর্জাতুর গোধনের বিভেদ করে, কস্তা বিক্রয়
 করে, দান করিয়া সেই ব্যক্তিকে তাপপ্রদান
 করে, যে শূদ্র কাশলার দুষ্টপান করে, এই
 সকল পাপীরা সকল এই ভয়াবহ বৈতরণী
 নদীর মধ্যে বাস করিয়া থাকে। ইহাতে
 কোন সন্দেহ নাই। হে খগবর! বাহারী
 কৃপণ, নাস্তিক, ক্ষুদ্রাশয়, ঘেপরাইল, ক্রোধী,
 আপনার মত রকণে ব্যস্ত এবং পরোক্তক্লেদ-
 কারী, তাহার চিরকাল বৈতরণীতে বাস
 করে। যে ব্যক্তি অহকারী এবং আপন

* আহুয় নাস্তি যো ক্রমাৎ তন্ত বাসন্ত তত্র বৈ
 অগ্নিদে' গরুড়লৈব কুটসাকৌ চ মহাপঃ ।
 আহুয় নাস্তি যো ক্রতে তন্ত বাসোহুয় সন্ততম্
 আগ্নে' গরুড়লৈব স্বং দস্তাপহারকঃ ।
 ইতি চ কচিৎ পাঠঃ ।

ধারণা প্রেরণা হুঃখমিচ্ছাহতাব এৱ চ ॥ ২৮
 প্রবর্তাতিবর্ণিত রাগভেদো ভবান্তবো ।
 তন্ত্বেদমাশ্রয়ঃ সৰ্ব্বমন্যোহোমিচ্ছতঃ ॥ ২৯
 বকর্ষবক্ৰত তদা গৰ্ভবৃদ্ধিভেদেতি ।
 পুরা যথা যুগা প্রোক্তঃ তব জন্তোহি লক্ষণম্ ।
 এবং প্রবর্তিতং চক্রং ভূতগ্রামে চতুর্বিধে ।
 সমুৎপত্তিবিলাশচ জায়তে তাক্য' দেহিনাম্ ৩০
 উর্দ্ধগতিঃ অবশেষেণ অবশেষাশাখোগতিঃ ।
 জায়তে সৰ্ব্ববর্ণানাং অবশেষচলনাং বগ ॥ ৩১
 দেবত্রে মাহুযত্রে চ দানভোগানিক্রিয়াঃ ক্রিয়াঃ ।
 যা দৃষ্টান্তে বৈদ্যতেষাং তৎ সৰ্ব্বং কৰ্ম্মজং কলম্ ।
 অকৰ্ম্মবাহিত্তে কোরে কাংকোদ্যাক্ষিত্তেভ্যস্তে
 নরকে পতিতে ভূয়ো যন্তোস্তাবো ন বিদ্যতে
 বা সা বৈতরণী নাম যথ্যমার্গে মহাসবিৎ ।

পুরুষের ধারণা, প্রেরণা, হুঃখ, ইচ্ছা, অহঙ্কার, যত্ন, আকর্ষিত, বর্ণ, রাগ, ঘেহ এই সমস্তই হইয়া থাকে । অন্যান্য আশ্রয় ইচ্ছাবশতই এই সকল হয় । সেই আশ্রয় গায় কৰ্ম্মবশতঃ গৰ্ভবধো বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । হে গুরু ! পূর্বে আমি যে তোমার নিকট জন্মের লক্ষণ বলিয়াছি, জন্মগণ সেইরূপেই চতুর্বিধ ভূত-সমূহে চক্রবৎ প্রবর্তিত হয় । হে গুরু ! দেহিনাজেয়েই উৎপত্তি ও নাশ হইয়া থাকে ; তাহার মধ্যে বিশেষ এই যে, যাহারা ধার্মিক, তাহানিগের উর্দ্ধগতি এবং যাহারা পাপী, তাহানিগের অবোগতি হয় । হে যোগেশ্বর ! এইরূপে সকল বর্ণেরই অকৰ্ম্মাচরণবশত গতি লাভ হয় বা থাকে এবং দেহমাহুযানি সকল জন্মেই দানভোগানিক্রিয়া হয় । হে বৈদ্যত্রে ! ইহলোকে বাণী যাহা দৃষ্ট হইতেছে, সেই সমুদায়ই কৰ্ম্মজত কল জানিবে । ২২—২৩ । যাহারা মিত্রত পুরুষগত, তাহারা তৎকালে যোরতর নরকে পতিত হইয়া থাকে ; তাহানিগের উদ্ধার হয় না । হে গুরু ! যদ্বারা যে বৈতরণী নামে ভরসংকুল মনোহরী আছে, তাহার যেরূপ পরিমাণ, তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি অবগত কর । এই বৈতরণী নদী

অগাধা হস্তরা পাশৈদৃষ্টিমাত্রা ভয়াবহা ॥ ৩৪
 পৃথ-শে পিত্ততোষাচা মাংসকর্ম্মসকলম্ ।
 পাপিনকাগতঃ দৃষ্টো নান্যভয়সমাহুতা ॥ ৩৫
 কাখ্যতে সৰ্ব্বং ভোয়ঃ পাতকযো যতঃ যথা ।
 ক্রিষাতিঃ সঙ্কলং পুংসঃ বজ্রহুঁতঃ সমাহুতম্ ॥ ৩৬
 শিথ্যটৈরশ্চ মকরৈরক্সকর্ষরিসংযুতৈঃ ।
 অশেষ জলজীবৈশ্চ হিংসিতর্জাংসভেদিতৈঃ ॥
 উদ্যন্তে বাণশানিত্যাঃ প্রদ্যন্তে তথা হি তে ।
 তপতি তত্র বৈ মর্ত্যাঃ ক্রন্দমানাশ্চ পাপিনঃ ৩৭
 হা ভাতঃ পুত্র ভাতৈতি প্রলপতি যুহুযুহঃ ।

মহানদী শতযোজনাবতীনা ; পাপিগণ এই নদী দর্শনমাত্র ভয়ে অতিভূত হয়, তাহারা ইহাতে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অসুখব করিয়া থাকে ; কোনরূপে এই মহানদী পার হইতে পারে না । এই বৈতরণী নদী পৃথকরূপে জলে পরিপূর্ণ ; জীবগণের মাংস এই নদীতে কৰ্ম্মরূপে বিল্যমান হইয়াছে । পাপী ব্যক্তি এই তটিনীর তীরবর্তী হইলে এবং তাহাকে দর্শন করিলে নানাপ্রকার ভয় আসিয়া উপস্থিত হয় । সেই বৈতরণীতীরে সহস্র উপস্থিত হইলে তাহার জল পাতকযাগত ঘূতের জায় দৃষ্ট হয়, বাস্তবিক এই জল ক্রিমিপারপূর্ণ ও পৃথক এবং এই নদী শিথ্যটৈরশ্চ মকরৈরক্সকর্ষরিসংযুতৈঃ । অশেষ জলজীবৈশ্চ হিংসিতর্জাংসভেদিতৈঃ ॥ উদ্যন্তে বাণশানিত্যাঃ প্রদ্যন্তে তথা হি তে । তাহাতে পতিত হইয়া “হা ভাতঃ ! হা মাতা ! হা পুত্র !” বলিয়া বাহুবাণ বিলাপ করিতে

০ ৪৭ প্রমাণা চ সা দেবী পুণ্ড্রা তৎ মে ভয়াবহান শতযোজনাবতীনা পৃথক্রে সা মহানদী ।

ইত্যেবং কাচং পাঠ্য ।

এবং কৃত্তে বৈনভেয় সা সবিৎ সূক্তা ভবেৎ ।
 সর্গান কাশানবপ্রোক্ত যো দদ্যাদ্ভুবি মানবঃ
 সূক্তস্ত প্রভা বন সূক্তকঃ পরত চ ।
 যদেব সহস্রভণিতমাতুরে শতগণিতম্ । ৬৯
 ততঃশত তু যজ্ঞানং পরোক্তে তৎ সমং স্মৃতম্ ।
 যদন্তেন ততো দেবঃ সূক্তে কঃ কস্ত দাস্ততি । ৭০
 দানধর্মবিহীনানাং কৃপণজীবিতক্ষিতৈঃ ।
 অহিরেণ শরীরেণ স্থিরং কর্ণ সমঃচরেৎ । ৭১
 অবজ্রমেব যাত্তি প্রাণাঃ প্রাচুর্বিকা ইব । ৭২
 ইতীদমুক্তং তব পক্ষিরাজ
 বিকৃত্যনং জন্তুগণস্ত সর্গম্ ।
 প্রেতস্ত মোক্ষায় তদৌক্তদেহিকং ।
 হিতায় লোকস্ত ততার্থবোধম্ । ৭৩
 সূত উবাচ ।
 এবং বিপ্রাঃ সমাদিষ্টৌ বিকুনা প্রভবিকুনা ।

যেদেব অসুগমনপূর্বক ধেনুপ্রভৃতি সমুদয় জন্ম
 আশ্রয়ের গৃহে লইয়া বাইবে । যে বৈনভেয় !
 এইরূপ করিলে সেই বৈতরণী নদী সূক্তদায়িনী
 হয় । ৬৯-৭১ । যে ব্যক্তি উক্তরূপে ধেনু-
 দান করে, সে সর্গবিধ কাম্যলাভ করিয়া
 থাকে । পুণ্যকর্ম করিলে ইহলোকে ও পর-
 লোকে সুখভোগ করিতে পারে । সূক্ত ব্যক্তি
 দান করিলে শতজন কল পায়, আতুরের
 সহস্রজন কল হয় ; সূক্ত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে
 পরোক্ত যে দান করা যায়, তাহারও পূর্ববৎ
 কল হইয়া থাকে । সকলকেই জীবনবাহার
 সহজে দান করিবে, কারণ নিজের মরণ হইলে
 তাহার মঙ্গলের নিশ্চিত কে দান করিয়া
 থাকে ? দানধর্মবিহীন যস্যস্যের জীবন
 ক্ষিতিতেই ক্রমভোগ করে ; অতএব অহির
 শরীরধারী হইতর পুণ্য সঞ্চয় করিবে ।
 যেহেতু আগন্তকের জায় প্রাণ অবজ্রই গমন
 করিবে । হে পক্ষীজ ! তোমার নিকট
 এইরূপে জন্তুগণের সর্গবিধ বিকৃত্যন্য কাহিন্য
 এবং প্রেতের মোক্ষের নিশ্চিত লোকহিতার্থ
 সূক্ত ঔক্তদেহিক কার্যও তোমার নিকট কীর্তন
 করিলাম । সূত করিলেন যে বিপ্রগণ !

গরুড়ঃ প্রেতচরিতং ক্ষণা সন্তুষ্টিমাংগতঃ । ৭৪
 ব্রহ্মতীর্থাদিকং সর্গং পুনঃ পপ্রচ্ছ কেশবম্ ।
 ধাদ্যা মনসি সন্দেশং সর্গকারণকারণম্ । ৭৫
 কথয়ন্তঃ সর্গমেতজ্জন্তুনাং প্রভবাদিকম্ ।
 মরণং জন্ম চ তথা প্রেতকৌতুহলৈকম্ । ৭৬
 লাভন্তেনাং তপশ্চেষ্টাং কৃত্তন্তেষাং পরাজয়ঃ ।
 যেসামিন্দ্রাবরষ্ঠানো হৃদয়স্থো জনাধিনঃ * । ৭৭
 বিকুর্বাতা পিতা বিকুর্বিহুঃ বজ্রনবাহবঃ ।
 যেসামেবং স্থিরা বুদ্ধির্ন তেষাং দুর্ঘতির্ভবেৎ । ৭৮
 মঙ্গলং ভগবান বিকুর্মঙ্গলং গরুড়ধ্বজঃ ।
 মঙ্গলং পুণ্ডরীকাক্ষো মঙ্গলায়তনঃ হরিঃ । ৭৯
 চরিতাগীরথী বিপ্রা বিপ্রা ভাগীরথী ধরিঃ ।
 ভাগীরথী হরিবিপ্রাঃ সারমেয়জগজ্জয়ে । ৮০
 ইতি ত্রিগারুড় মংগপুবাণে উত্তরখণ্ডে ত্রিগ-
 গরুড়সংবাদে বিবধপ্রেতচরিতাবর্ণনং নাম
 চতুস্তহারিশোহধ্যায়ঃ । ৪৪ ।

সর্গবিধের বিকু এইরূপে গরুড়ের নিকট
 প্রেতক্রিয়াদি উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে
 গরুড় সান্ত্বিত্য সন্তুষ্ট হইয়া পুনর্বার সর্গকারণ
 সন্দেশর বিকুকে ধ্যান করিয়া ব্রহ্মতীর্থাদি
 পুণ্যকর্ম জিজ্ঞাসা করিলেন । হে কেশব !
 প্রাণিবর্ষের উৎপত্তি, বিনাশ ও গতি সমুদায়
 আমি বলিয়াছি এবং প্রেতের মুক্তির নিশ্চিত
 তাহার ঔক্তদেহিকক্রিয়া বলিয়াছি । যাহার
 হৃদয়ে ইন্দ্রাবরের জায় জামকনেবর ত্রিগ-
 বাস করেন, তাহার লাভ ও জয় হয়, কদাচ
 পরাস্তব হয় না । “বিকু মাতা, বিকু পিতা,
 বিকু বজ্রন ও বাহব”, যাহাদিগের এইরূপ

* ধর্মো জয়তি নাদর্ম্যঃ সত্যং জয়তি নানৃতম্ ।
 কমা জয়তি ন ক্রোধো বিকু জয়তি নাস্রবঃ ।
 ইতি কাচৎ পাঠঃ ।

† কর্তব্যধর্মধিকঃ পাঠঃ—
 তাক্য উবাচ ।
 যে মর্ত্যালোকে নিবসন্তি মানবা-
 তে সকলজাতো নিধনং প্রযাতি ।

কৃত্রো গর্তসম্যাপী বৈতরণ্যাং স সমজ্জতি ॥ ৫২
কদাপি ভাগ্যযোগেন তরণেচ্ছা বদা ভবেৎ ।
সান্নিকুল্য ভবেদ্যেন তদাকর্ণ্য কাঞ্চপ ॥ ৫৩
অদনে বিষুবে পুণো ব্যতীপাত্তে দিনোদয়ে ।
চত্ৰহৃদ্যোপরাগে বা সংক্রান্তৌ দর্শনাসরে ॥ ৫৪
অন্তেষু পুণ্যকালেষু দীক্ষতে দানকৃতম্ব ।
বদা তদা ভবেদ্যপি অক্কা দানং প্রতি কবম্ব ।
তদৈব দানকালঃ স্তাদ্যহঃ সম্পত্তিরহিষা ।
অনিত্যানি শরীরানি বিতৰো নৈব শাশ্বতঃ ॥ ৫৫
নিত্যাং সন্নিহিতো যুত্যাঃ কৰ্ত্তব্যো ধর্মসংগ্রহঃ ।
কৃকাঃ বা পাটলাঃ বাপি কুর্ধ্যাত্বেতরনীঃ শুভাম্
স্বর্ণশুকৌ রৌপ্যধুনাঃ কাংস্তপাত্তোষদোহনাম্ ।
কৃকবর্ণমুগাচ্ছরাং সপ্তধাত্তসমমিতাম্ ॥ ৫৬
কার্পাসদ্রোণশিখরে আসীনঃ তাত্তজাজনে ।
বমঃ হৈমঃ প্রকুর্ভাত লোহদণ্ডসমমিতম্ ।
ইক্ষুদণ্ডম্বঃ বদা প্রবং পুদূচবচ্চনৈঃ ॥ ৫৭

উড়ুপোপরি তাং ধেনুং সূর্যদেহসমুভবাম্ ।
কৃকা প্রকল্পয়েদিপ্রস্ফোজোপানংসমমিতম্ ॥ ৫৮
অম্বরীষকবাসাংসি ভ্রামণায় নিবেদয়েৎ ।
ইক্ষুদণ্ডম্বঃ সপ্তধাত্ত সজ্জমান্ কুশান্ ॥ ৫৯
যমবারে মহাঘোরে অক্কা বৈতরণীঃ নদীম্ ।
তুর্জুকামো দদাম্যোনাং তুত্যাং বৈতরণীঃ নমঃ ॥
গাবো মে অগ্রতঃ সন্ত গাবো মে সন্ত পার্শ্বতঃ
গাবো মে হৃদয়ে সন্ত গবাঃ মধ্যো বদাম্যহম্ ॥ ৬০
বিষ্করুপ বিজ্ঞেষ্ঠে যাবুত্বর যমীশ্বর ।
সদক্ষিণা যদা দস্তা তুত্যাং বৈতরণী নমঃ ॥ ৬১
ধর্মরাজক সর্কেশং বৈতরণ্যাখ্যৈধেনুকাম্ ।
সর্কঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য ভ্রামণায় নিবেদয়েৎ ॥ ৬২
পুচ্ছং সপ্তধাত্ত বেষান্ত অগ্রে কৃকা তু বৈ বিজম্
ধেনুকে ত্বং প্রতীক্য যমবারে যজাতয়ে ॥ ৬৩
উত্তারপার্ক দেবেষি বৈতরণৌ নমোহস্ত তে ।
অম্বহুজ্ঞেৎ তু গচ্ছন্তঃ সর্কঃ তন্ত গৃহং নদেৎ ॥

গৌরব প্রকাশ করে, উপকার স্বীকার করে না
কিংবা যে বিশ্বাসঘাতক, তাহার। বৈতরণীতে
চিরকাল বাস করে। হে কাঞ্চপ! যদি
কখনও কাহার ভাগ্যবশত ঐ নদীতরণের
ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে যেক্রমে সেই নদী অম্ব-
কুল্য হয়, তাহা অবগত কর। দক্ষিণায়নে ও
উত্তরায়ে, ব্যতীপাত্তযোগে, দিনকরে, চত্ৰ-
হৃদ্যগ্রহণকালে, সংক্রান্তিদিবসে, অমাবস্তা
তিথিতে এবং অন্তান্ত পুণ্যকালে উত্তম উত্তম
দ্রব্য দান করিবে। যে সময়েই হউক, যখন
দানের প্রতি একান্ত ইচ্ছা হয়, তখনই দানের
প্রশস্ত কাল জানিবে। ৫৬—৫৭। জীব-
মাত্রেয়ই শরীর অস্থির, বিতবও অনিত্য;
সর্বদাই জীবের যুত্যা বিহিত রহিয়াছে, অত-
এব ধর্মসকল করিবে। কৃকবর্ণ বা পাটলবর্ণ,
হেমময়-শুকবিশিষ্ট, রৌপ্যধুবুত এবং কাংস্ত-
পাত্তসমমিত, কৃকবর্ণ বহুগুলাচ্ছাদিত, সপ্ত-
ধাত্তসমমিত বৈতরণীধেনু দান করিবে।
দ্রোণপরিমিত কার্পাসশিখরে তাত্তজাজনে
সমাধিষ্ট হেমময় লোহদণ্ডধারী যমদূর্ত্ত স্থাপন
করিবে। পরে দূচবচ্চনে ইক্ষুদণ্ডম্ব উড়ুপ-

বন্ধন করিয়া সেই উড়ুপের উপর সূর্যদেহ-
সমুভবা ধেনুস্থাপনপূর্ব্বক সেই ধেনুকে ছত্র ও
উপানহযুক্ত করিয়া অম্বরীষক ও বহুসহ
ভ্রামণকে প্রদান করিবে। পরে কুশ ও জল-
গ্রহণপূর্ব্বক “যমবারে” ইত্যাদি যম উত্তারণ
করিবে। যজ্ঞের অর্থ যথা—“মহাঘোরেতর
যমবারে তত্ত্বজলপূর্ণা বৈতরণী নদী বিদ্যমান
আছে, সেই নদী পরিজ্ঞানকাযনায় এই বৈত-
রণী ধেনু দান করিতেছি। গোসকল আমার
অগ্রে ও পার্শ্বে বিদ্যমান থাকুক, গোসকল
আমার হৃদয়ে বাস করুক; আমি গোগণের
মধ্যে বাস করিতে থাকি। হে বিজবর!
তুমি বিষ্করুণী কৃষেব, আমি এই সদক্ষিণা
বৈতরণী গাত্তী তোমাকে দান করিতেছি।
এইরূপ প্রার্থনা করিয়া সর্কেশর ধর্মরাজ ও
বৈতরণী গো প্রদক্ষিণ করিয়া ভ্রামণকে প্রদান
করিবে। পরে ধেনুর পুচ্ছধারণপূর্ব্বক ভ্রামণ
অগ্রে করিয়া বলিবে যে, হে ধেনুকে! তুমি
মহাত্ম্যসকল যমবারে আমার পরিজ্ঞানার্থ
প্রতীক্য করিয়া থাকিবে। হে বৈতরণী!
তোমাকে নমস্কার করি। এই বলিয়া ভ্রাম-

অন্যোকৃতযোশ্চৈব ন বিরোধস্তথাপি বঃ ॥ ৩
সৰ্বমাখ্যাতবাংস্তাতং কৃতো ভগবন্তোমুখাং ।
সারীচোহপি মূঢ়ঃ স্তেভে কক্কা বাক্যং কমাংসভেঃ
স্বপাকৃতস্ত সন্দেহো ভ্রান্ত্যেভ্য ভবত্যে ময়া ।

উক্তং সুপর্ণং স্তম্ভ পুরাণং পরমাত্মতম ॥ ৫
ইদমাণ হরেন্দ্রাক্ষাভ্যাক্ষাণাং ততো ভুতঃ ।
ভৃগোবশিষ্ঠঃ সত্যাপ বায়দেবসুতঃ পুনঃ ॥ ৬
পরশরমুনিঃ প্রাপ তস্মাৎসাস্ততো হরম্ ।

দেহান্তর গ্রহণ করে, তাহা ভগবৎপ্রবুখাৎ
বেদন প্রবণ করিয়াছিলেন, গরুড় তেমনই
কষ্টপক্ষে নিবেদন করিলেন। কষ্টপ তদ্রূপে
সমধিক সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন। হে বিপ্র-
গণ! আমি এই গরুড়-পুৰাণ কীৰ্ত্তন করিয়া
আপনারাঙ্গিরের সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে দূর করি-

লাম। এই পরমাত্ম পুৰাণ প্রথমতঃ হরির
নিকট গরুড় প্রাপ্ত হন। গরুড়ের নিকট
ভৃগু, ভৃগুর নিকটে বশিষ্ঠ, বশিষ্ঠের নিকটে
বায়দেব, বায়দেবের নিকটে পরশর, পরশরের

বিজ্ঞান দ্বা কনকঃ মণৌষিমাং
ভূতঃ স পশ্যন্তবতীহ লোকে ॥
দানং প্রদত্তং গ্রহণে বিজ্ঞেস্তে
স্বানং কৃতং তেন সঙ্গা সুতীর্থে ।
গম্ভা গম্ভায়াং পিতৃপিতৃদানং
কৃতং সঙ্গা হো মিয়ন্তে ন যুদ্ধে ॥
যঃ কাত্রনেহস্ত বিহায় শোচতে
রপাকটেন ঋষিবধে চ গোপ্তেহে ।
স্রীবালম্বাতে পথি সার্থক্যেভবে
ময়া স্বকোশং ন হতং ন পাত্তিতম্ ॥
বৈজ্ঞঃ স কৰ্ম্মাণি বিশোধতে তদা
পুতীতপাশো ন ময়াপি সঙ্কিতম্ ।
সত্যং ন চোক্তং ক্রম বিক্রয়েণ
মোহাধিমুঢ়েন কুটুবেহতবে ॥
শূত্রং বপুঃ প্রাপ্য বনস্করং সঙ্গা
দানং বিজ্ঞেস্তো ন কৃতং বিজ্ঞাৰ্জনম্ ।
জলাশয়ো নৈব কৃতো ধরাতলে
অসংস্কৃতো বিশ্ববরো ন সংকৃতঃ ॥
তাক্ষাহত্যজং দেহমদো ন সুস্থিতঃ
ময়া সুতীর্থে স্ববপুর্ন চোজ্জ্বলিতম্ ।
ধর্ম্মেহর্জিতো ন স্তাতিদেবপুজিতঃ
কৃতং ময়া নৈব বিমুক্তিহেতবে ॥
যেহং সমাসাদ্য তথৈব পিণ্ডজঃ
বর্ণাশ্চ সূর্য্যেহত্যজ-রোচ্ছসংস্কিতাঃ ।
মক্কাবঃ দেহমদঃ বিশান্তি
নৈবেদ্যমানাঃ পথি বর্ষদ্বয়লো ॥

পরশরঃ ধর্ম্মকৃতঃ স্বকীয়ঃ
সম্পাদ্য লক্ষ্যং পথি সঙ্করতম্ ।
মনোরমাণি প্রবদন্তি যানি
পক্ষীন্ত বাক্যানি পূনু তানি ।
সর্কেষু লোকেষু ত্রিলোকসারঃ
দীপেষু সর্কেষু চ জ্বলুকাবাম্ ।
দেবেষু সর্কেষু দেবদেবঃ
জীবেষু সর্কেষু মনুষ্যসারম্ ॥
বর্ণাশ্চ চত্বার ইহ প্রপত্তা
বর্ণেষু ধর্ম্মিষ্ঠনরাঃ প্রপত্তাঃ ।
ধর্ম্মেণ সৌম্যং সমুপৈতি সর্কঃ
জ্ঞানং সমাপ্নোতি মহাপথিস্থিতঃ ॥
দেহং পরিত্যজ্য যদা গতামুভঃ
পক্ষিস্থিতোহহং ক্রিমিকীটসংস্থিতঃ ।
সরীসৃপোহহং মশকো বিনির্ম্মিত-
শত্ৰুশ্চন্দোহহং বনশূকরোহহম্ ॥
সর্কঃ বিজ্ঞানান্তি হি গর্তসংস্থিতো
জাতশ্চ সত্যস্তবিনক বিস্মৃতঃ ।
যচ্চিচ্ছিতং গর্তসমাগতেন বৈ
বালো দুবা হৃদয়া বভূব ॥
মোহাধিনষ্টঃ যদি গর্তচিচ্ছিতঃ
কৃতং পুনরুজাগতে চ দেহে ।
তন্মিন্ প্রনষ্টে হৃদি চিচ্ছিতং গতং
কৃতং পুনরুজাগতে চ দেহে ॥
তন্মিন্ প্রনষ্টে হৃদি চিচ্ছিতং পুন-
র্ময়া স্বকোশং পরবকনং কৃতম্ ।
দ্ব্যন্তহলেনাপি চ চৌধ্যবৃত্তা
ধর্ম্মং ব্যতিক্রম্য শরীররক্ষণে ॥

পঞ্চচষাঃশৌচধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

স্বপ্নোক্তরাজ্যভবঃ ভগবতো মুখাৎ ।
অথ্য হটতহুতাকৈঃ ॥ ননাম জগদীশ্বরম্ ॥ ১

স্বপ্নবুদ্ধি আছে, কখনও তাহাদের হৃগতি হয়
না। ভগবান্ বিষ্ণুই স্বপ্ন, গুরুত্বপূর্ণই স্বপ্ন,
পুণ্ডরীকাক ভগবান্ হরিই স্বপ্নাভ্যন্তর। হরি
ভাগীরথী বিশ্ব ; বিশ্ব ভাগীরথী ও হরি এবং
ভাগীরথী হরিও বিশ্ব ; ত্রিজগতে এই তিনিই
সারতর । ৬-৮০ ।

চতুঃষাঃশৌচ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৪ ।

পঞ্চচষাঃশৌচ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—হে মহাবিশ্বনাথ ! গুরুত্ব
হরিপ্রসূতান্ স্বকীয় প্রসঙ্গসূতের সিদ্ধান্ত অবশ্যে
হট হইয়া সেই জগদীশ্বরকে প্রণাম করিলেন ।

কালে স্বকীয়ে নিজপুণ্যসংখ্যায়
বদন্তি লোকে কথয়ত তস্মৈ ।
গচ্ছন্তি মার্গেণ সুহৃৎস্বপ্নেণ
বিবাক্তনিপাত্তবাক্তনি হিতাঃ ।
কেনৈব পুণ্যেন মুখং প্রসাদি
তিষ্ঠাৎ কেনৈব কুলং বলাং বয়ঃ ।

সূত উবাচ ।

অথ্য দেবো গুরুত্ব বাক্যঃ
সুতঃ বপুঃ কর্মময়ক রূপম্ ।
সুপ্তো বহু বেন চরাচরং জগৎ
স বেন শ্যক্তা বিকিতো যথো বিভূঃ ।

ঐতগবাহুবাচ ।

ধর্ম্মা কাং চিরমোক্ষসকর-
মতঃ বিজীযঃ স্বমার্গগামিণাম্ ।
প্রাবর্ত্ততেহুতমমে স তত্র বৈ
ভুং প্রাণ্য দেহং তপুঃ স্বমশিরম্ ।
পৃথীতপাশা কবতে পুণঃপুণ-
র্দেপে হুপুণ্যে বিজ্ঞদেহসংহিতে ।

সন্দেহো মে মহান্ নষ্টো ভবদ্যাকাবিবোচনাৎ
ইত্যুক্তা বিষ্ণুশাস্ত্রা স গতঃ কল্পপাশময় । ২
সদ্যো দেহান্তরং যাতি যথা যাতি বিলম্বতঃ ।

বলিলেন,—“হে ষ্ট্রে ! আপনার প্রসাদে
আমার মহান্ সন্দেহ বিনষ্ট হইল। আমি
আপনাকে প্রণাম করি” গুরুত্ব এই বলিয়া
কল্পপাশমে গমন করিলেন । হে স্ববিগণ
দেহো দেহত্যাগান্তে সদ্যই অথবা কালবিলম্বে

দেবেশ্বপুজা পিতৃদেবতৃপ্তিং
মোহায় চেষ্টে ন চ পুণ্ড্রসমুত্তিঃ ।
ন মেহন্তি বন্ধুর্মমার্গগামিণো
মদ্য ন কৃত্যং বিজ্ঞদেহলিপ্সয়া ।
সত্যাণ্য বিপ্রস্বপ্তৌব হৃগতঃ
নাধীতবান্ বেদপুরাণসংহিতাঃ ।
প্রাপ্তঃ সুবক্তা কর্মসংহিতং গুহ্যং
দেহিন্ কচিরিত্তর যৎ স্বদ্য কৃতম্ ।
যঃ কচ্ছিয়ো বাহবলেন সংযুগে
ললাটদেশাচ্ছিন্নঃ মুখাগতম্ ।
ভুং লোমপানঃ হি কৃত্যঃ মহামখে
জীবনমৃতঃ সোহপি হি যাতি মুক্তিম্ ।
হানাত্তনেকানি কৃতানি তানি
পীতাত্তনেকাত্তপি পহিতানি ।
শত্রুং গৃধীয়া সময়ে ত্রিপুণাং
বঃ সমুখং বাতি স মুক্তপাণঃ ।
কচ্ছিয়ো বাপি বিদ্যাবয়ো বা
শূদ্রাবয়ো বাপি হি নীচবর্গঃ ।
সংগ্রামেবাবিজবালবাহতে
ত্রী-বৃক্-শৌ-দী-ক-তপাবিনশ্চ ।
উপকৃত্তেবেষু পরাশুখে যঃ
সু্যকৃত্ত দেবাঃ সকলাঃ পরাশুখাঃ ।
তিমোহকং নৈব পিবাৎ পূর্বে
হতং ন গৃহীতি হতাননাহতিঃ ।
যেবাতিদ্যাবা সময়ে সমাগতে
শত্রুং গৃধীয়া পরমৈশ্বর্যমুখঃ ।
ন যাতি পক্ষীয়া মুক্তত পশ্যাৎ
কচ্ছিয়ঃ বলাং কৃত্য গতং ভট্টেব ।

যা তু ভবতাং প্রোক্তং পরং কথং হরেবিক্রম
য ইদং পুণ্যায়ত্তো বা বাপ্যতিদধাতি চ ।
ইদাম্ভুত চ লোকে স সৰ্ব্বত্র সুখমাপুমাং । ৮
ব্রহ্মতঃ সত্যমজ্ঞাং বক্ষুঃখমজ্ঞ নিরূপিতম্ ।

নিকট বাস এবং সেই ব্যাসের নিকট আমি
প্রাপ্ত হইয়াছি । আমি সেই পরমশুদ্ধ হরি-
প্রোক্ত গুরুপুৰাণ আপনাদিগকে শ্রবণ
করাইলাম । যে মানব ইহা শ্রবণ করে, অথবা
পাঠ করে, সে ইহালোকে পরলোকে সৰ্ব্বত্র
সুখ প্রাপ্ত হয় । সংযমী পুরীতে বাইতে পথে

কুঙ্কণ লব্ধীঃ সযুপাঙ্কিতা বরা
যয়া ন ভুজঃ মনসেঙ্গিতঃ ধনম্ ।
তান্মৃৎময়ঃ মধুরং সগোবিন্দ
দম্বাগ্নিদেবাত্তিথিবন্ধবর্ণে ।
সৌম্যরূপে সূর্য্যসমাগতেন বা
ন সেবিতঃ তীর্থবসিষ্ঠমুতমম্ ।
কোশং ব্রহ্মীয়াঃ মঙ্গল্যপুত্রিতঃ
দেহিন্ কচিগ্নিত্তর যৎ অথ কৃতম্ ।
যয়া ন দৃষ্টা ন নতা ন পূজিতা
ত্রৈলোক্যী মূর্ত্তি ধরাভলে স্থিতা ।
প্রভাসনাথো ন চ ভক্তিসম্ভবতো
দেহিন্ কচিগ্নিত্তর যৎ অথ কৃতম্ ।
গয়া বসিষ্ঠে ভুবি তীর্থসম্মিলনো
ধনং ন দত্তং বিদুষাং করে যয়া ।
আপুতা দেহং বিধিনা বিজ্ঞে ভরো
দেহিন্ কচিগ্নিত্তর যৎ অথ কৃতম্ ।
ন মাতৃপূজা ন চ বিকৃশকরো
ন গোত্রচ্যুতী ন চ ভাতরোহপি বা ।
পকোশচাটৈর্বলিয়ুক্তচন্দ্রনৈ-
দেহিন্ কচিগ্নিত্তর যৎ অথ কৃতম্ ।
লকং যয়া মানব দেবতোপমে
মৈহাদিত্যং সৰ্ব্বমিদং পার্শ্ববিন্ ।
গতির্ন বীক্ষেত স বে নিমুচ্যৌ-
দেহিন্ কচিগ্নিত্তর যৎ অথ কৃতম্ ;
এতানি পশ্বিন্ মনসা বিচিন্ত্য
বাক্যানি ধর্ম্মার্থবন্ধরাণি ।

অন্ত শ্রবণতঃ পুণ্যং ভগ্নভোজ্য জারতে পুনঃ ।
অভ্যাসককর্ম্মণাকাহিষ্যবশাচ্চ নৃণামিহ ।
বৈরাগ্যমাবহেদ্যস্মাত্ত্যমাত্ত্যেত্যবশেব চ ॥ ১০

যে ক্রম উক্ত হইয়াছে, এই গুরু পুৰাণের
শ্রবণজনিত পুণ্যে মানব সেই ক্রম হইতে মুক্ত
হয় । এই গুরু পুৰাণোক্ত কর্ম্মবিশাকানি
শ্রবণ করিলে, নরগণের বৈরাগ্য আসে ।
অতএব এই পুৰাণ সকলেরই শ্রোতব্যঃ

মুক্তিং সমাশ্রিত্য মন্ত্রযাগলোকে
বসতি যে ধর্ম্মরতাঃ সুদেশে ।
ইতি ক্রবাটৈর্ধর্ম্মদূতবর্গৈ-
বিহন্ততে কালময়ৈশ্চ কুলারৈঃ ।
হা দৈব হা দৈব ইতি অরন বৈ
ধনং ন দত্তং স্বর্গমর্জিতং যৎ ।
ন কুশিলানং ন চ গোপ্রদানং
ন বারিলানং ন চ বস্ত্রদানম্ ।
কলং সত্যমূলবিলেপনং বা
অথ ন দত্তং ভুবি শোচসে কথম্ ।
পিতা মৃতভে চ পিতামহো বা
যয়া ধৃতো বাপুদরে ককীয়ে ।
মৃতৌহন্যসৌ বন্ধুজনঃ সমস্তো
দৃষ্টং অথ সৰ্ব্বমিদং গতাযুঃ ।
কোশং ব্রহ্মীয়াঃ জলিতকং বহিনা
পুত্রৈর্গৃহীতো ধনধাত্তসকমঃ ।
সুভাবিতঃ ধর্ম্মচরঃ কৃতক যৎ
ভদেব গজেন্দ্রবনপৃষ্ঠসংস্থম্ ।
ন দৃষ্টতে কোহপি মৃতঃ সমাগতো
রাজ্য বতির্বা বিজপুত্রবোহপি বা ।
যো বৈ মৃতঃ সাহসিকঃ স বর্ত্যকো
নাশং গতো যোহপি ধরাভলে স্থিতঃ ।
এবং গণান্তে ক্রবতে সবিদরা-
বৈধ্যং সমালম্ব্য বিবাদপুত্রিতঃ ।
অবৌতি পক্ষীন্ম মন্ত্রযাতা তদা
অথ গণানাং বচনং মতাকুতম্ ।
দানপ্রদানেন বিদানসংস্থিতো
ধর্ম্ম পিতা মাতৃদেবরাজপিতৃ ।

অপুণ্যমুত্তে নুয়ন্তলানী-

মুদারবাণ্ডির্মুহুরেব হৃতম্ ।

ধস্তোহঁস হৃত বসিহেতুদৈবমন

বাসক্করুতক নিবর্তিত্তেহধরে । ১৫

শৌনকাদি ব্রহ্মিণাং "হে হৃত ! তুমি ধস্ত" ইত্যাদি উদারবাক্যে হৃতকে প্রংসা করিতে লাগিলেন । তাঁহাদিগের বক্তৃতা নিবর্তিত হইলে, হৃত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । এই

স্রী-মাতৃ-পিতৃ-পুত্রাদিসম্বন্ধঃ কেন হেতুনা ॥
স্বঃস্বলং হি সংসারঃ স যজ্ঞান্তি স দ্বঃখিতঃ ।
ভক্ত ভ্যাগঃ ক্রতো যেন স সুখী নাপবঃ কচিৎ ॥
প্রভবঃ সর্বদুঃখানাশায়ঃ সকলাপদায় ॥
অশ্রয়ঃ সর্বপাপানাম্ সংসারঃ বর্জয়েৎ কণাৎ
লোক-দাক্ষম্যৈঃ পাটৈঃ পুমান্ বন্ধো বিমুচ্যতে
পুত্রদারম্যৈঃ পাটৈশ্চ্যতে ন কদাচন ॥
যাবতঃ কুরুতে ভক্তঃ সমস্তানসঃ প্রিয়ান
তাবজ্যেহস্ত নিখন্তে হৃদয়ে শোকশকরঃ ॥
বক্তিশেষবিত্তৈস্তৈর্নিহাঃ লোকে বিন্যাসিতঃ
তা হস্ত্যবিহরাহট্টৈর্দেহেষু স্ত্রিয়তকরৈঃ ॥
মাংসলুকে যথা মৎস্তো লোহশকুঃ ন পশ্চতি ।
সুখলুপ্তথা দেহী যমবাধাঃ ন পশ্চতি ॥
হিতাহিতং ন জানন্তো নিত্যমুদ্যোগগামিনঃ ।
কুক্ষিপূরণনিষ্ঠা যে তে নরা নারকাঃ খগ ॥
নিদ্রাদিমৈথুন্যভাঃ সর্জবাঃ প্রাণিনাঃ সমাঃ ।
জানবান্মানবঃ প্রোক্তো জানহীনঃ পতঃ স্মৃতঃ
প্রভাতে মলমূত্রাত্মাক্ষুভ্ভ্যাম্ মধ্যগে রবৌ
রাজৌ মনন-নিদ্রাত্মাঃ বাধ্যস্তে মৃতমানবঃ ॥
বদেহধনদারাদিনিরতাঃ সর্বজন্তবঃ ॥
জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ তা হস্তাজনিমোহিতাঃ ॥
তস্মাৎসজঃ সখা ভ্রাতৃভ্যাঃ সর্বজন্তুঃ ন শক্যতে
সহস্তিঃ সহ কর্তব্যঃ সন্তঃ সন্তস্ত ভেষজম্ ॥
সৎসজস্ত বিবেকস্ত নির্ম্মলং নয়নধরম্ ॥
যস্ত নাস্তি নরঃ সোহক্ষঃ কথং ন স্তাদমার্গগঃ ॥
স্ববর্ণাশ্বাচার-নিরতাঃ সর্বমানবঃ ॥
ন জানন্তি পরং ধর্মং বৃথা নস্তস্তি দান্তিকাঃ ॥
ক্রিয়াদাসপরাঃ কেচিদ্ব্রতচর্যাদিসংযুতাঃ ॥

পুরাণং গরুড়ং পুণ্যং শবিত্তং পাপনাশনম্ ।

শ্রুতং বামনাপুরং শ্রোতব্যং সর্বদৈব হি ১১৬

গরুড়পুরাণ শ্রোতাदिগের পাপনাশক, পুণ্য-
প্রদ ও বামনাপুরক, অতএব সর্বদা সকলেরই

অজ্ঞানসংযুতান্নাং সর্বদা প্রচারকাঃ ॥
নামমাজ্ঞেয় সমুদ্রাঃ কক্ষিকাগুরতা নরাঃ ॥
মজ্জোকারণহোমাদিন্যভ্যাসিতাঃ ক্রতুবিহীনৈঃ ॥
একমুক্তোপবাসাদিন্যর্নয়মৈঃ কাশোষবৈঃ ॥
মুঢ়াঃ পরোক্ষমিচ্ছন্তি মম মায়াবিমোহিতাঃ ॥
দেহদণ্ডনমাজ্ঞেয় কা মুক্তিবিবেকিনাম্ ॥
বশীকৃতাক্রমাদেব মৃতঃ কুত্র মহোরগঃ ॥
জটাতারাজিটৈর্নৃত্য দান্তিকা বেশধারিণঃ ॥
ভ্রমন্তি জ্ঞানিবজ্রোকে ভ্রামন্তি জনানপি ॥
সংসারজশ্রুণাসক্তঃ অন্ধজোহস্রীতিবাদিনম্ ॥
কর্ম-অজ্ঞোভয়ভ্রষ্টঃ তং তাজ্ঞেনস্ত্যজং যথা ॥
গৃহারণ্যসখা লোকে গতজীভা দিগধরাঃ ॥
চরন্তি গর্দিতাদ্যাশ্চ বিরক্তান্তে ভবন্তি কিম্ ॥
মৃতশ্চোদুলনাদেব মুক্তাঃ স্মার্যদি মানবাঃ ॥
মৃতস্বাসী নিত্যং স্তাৎ স কিং মুক্তো ভবিষ্যতি
তুণ-পর্ণোষকাহারীঃ সততং বনবাসিনঃ ॥
জম্বুকাধুমগাদ্যাশ্চ তাপসান্তে ভবন্তি কিম্ ॥
আজ্ঞায়মরণাক্তক গদ্যাদিতটিনীহিতাঃ ॥
মতুসকমন্তপ্রমুখা যোগিনস্তে ভবন্তি কিম্ ॥
পারাবতাঃ শিলাহারীঃ কদাচিদপি চাতকাঃ ॥
ন পিবন্তি মরীতোহং অতিনস্তে ভবন্তি কিম্ ॥
তস্মাদিত্যাদিকং কর্ম লোকরঞ্জনকারকম্ ॥
মোক্ষস্ত কারণং সাক্ষাৎ ভবজ্ঞানং খগেশ্বর ॥
বক্তৃদর্শনবাক্যকূপে পতিতাঃ পদবঃ খগ ॥
পরমার্থং ন জানন্তি পতপাশনিরজিতাঃ ॥
বেদশাস্ত্রার্থবে ঘোরে উদ্যমানা ইতস্ততঃ ॥
বহুর্শ্রুতিনিগ্রহপ্রস্তান্তিষ্ঠন্তি হ কুতর্কিকাঃ ॥
বেদাগমপুণ্যগতঃ পরমার্থং ন বেত্তি যঃ ॥
বিভ্রমকস্ত তন্তৈব তং সর্ম কাকভাষিতম্ ॥
ইদং জ্ঞানমিদং জ্ঞেয়মিতি চিন্তাসংকুলঃ ॥
পঠন্তাহর্নিশং শাস্ত্রং পরতত্পরাযুধাঃ ॥
বাক্যজ্ঞানোনিবন্ধেন কাব্যালঙ্কারপোষিতাঃ ॥

প্রশংসাপ্রদ্বাণোক্তং হৃতং সর্বার্ধনর্শিনম্ ।
প্রবক্ষ্যমুভয়ং প্রাপুর্নয়ঃ শৌনকাদয়ঃ । ১৩

অনন্তর শৌনকাদি মহর্ষিগণ পরম সন্তুষ্ট হইয়া
সর্বার্ধনশী হৃতকে পরম্পর প্রশংসা করিতে
লাগিলেন। সেই মুনিবর শৌনক হৃতের

সোপানকৃতং যোক্তুমারূঢ়াং প্রাপ্য ক্লান্তম্ ।
বহুরয়তি নান্যনং তস্যং পাপতরোহিতম্ ॥
মরঃ প্রাপ্যোক্তঃ ক্ষয় লভ্য চেষ্মিন্যসৌভবম্ ।
ন বেত্যাং হিতং যত্ন স তত্তবেদ্রক্ষণাতকঃ ।
বিনা বেহেন কস্তাপি পুরুষার্থো ন বিদ্যতে ।
তস্যাক্ষেপং ধনং রক্তং পুণ্যকর্ম্মাণি সাধয়েৎ ॥
রক্তমেৎ সর্করাশ্চানমাশ্বা সর্করা ডাক্ষনম্ ।
রক্তপে যত্নমাতিলেজীবন তজ্জাণ পশুতি ॥
পুনঃপ্রায়ঃ পুনঃ কেত্রঃ পুনঃবিত্তং পুনঃগৃহম্ ।
পুনঃ স্ততাগতং কর্ম্ম ন শরীরঃ পুনঃপুনঃ ।
শরীরবক্ষণোপায়াঃ ক্রিয়ন্তে সর্করা বুধৈঃ ।
মেচ্ছন্তি চ পুনঃপ্রায়ঃ পুনঃ কুর্ভাদিরোগিণঃ ॥
তসোপিপিতং স্তাং কর্ম্মার্থং বর্ষে জ্ঞানার্থমেব চ ।
জ্ঞানন্ত ধ্যানযোগার্থমচিরাৎ প্রবিযুচ্যতে ॥
আটেরব যদি ন্যস্তানমাহতেভ্যো নিবারয়েৎ ।
কোহন্তো হিতকরস্তস্যার্থানং কারয়িষ্যতি ॥
ইতৈব নরকবার্ষিকিকিংসাং ন করোতি যঃ ।
গচ্ছা নিরৌষধং দেশং ব্যাধিতঃ কিং কারয়তি
ব্যাধীবাতে জরা চা বুধাতি তিরস্কাট্যবৎ ।
নির্যাস্তি বিপুলজাগাত স্যাক্ষয়ঃ সমভ্যাসেৎ ॥
যাবদ্ব্যজ্ঞতে হুঃখং যাবদ্ব্যজ্ঞান্ত চাপদঃ ।
যাবদ্ব্যজ্ঞয়েবকল্যং তাবদ্ব্যজ্ঞঃ সমভ্যাসেৎ ॥
যাবৎ তিষ্ঠতি দেহে হিহং তাবৎ তস্য সমভ্যাসেৎ
সমীপকোপকরেন কুপং ধনতি হুর্য়তিঃ ॥
কালো ন জায়তে নানাকার্য্যৈঃ সংসারসন্তপৈঃ ।
হুঃখং হুঃখং জনো হন্ত ন বেতি হিতমাত্মনঃ ॥
জাতানার্ভান যুজানাপদ্ভটান দৃষ্ট্বা চ হুঃখিত ন
লোকো মোহনুহাং পীষা ন বিভেতি কদাচন
সম্পদঃ যত্নসম্পাদা যৌবনং কুশুমোপমম্ ।
ভুক্তিপলমারূঢ়াং কস্ত স্তা জ্ঞানতো ধৃতিঃ ॥
মৃতঃ জীবিতমত্যয়ঃ নিদ্রালটেক্তমর্ককম্ ।

ইতি হরিবচনানি হৃতবাণী
ধগপতিসংযুক্তকানি যানি ।
স মুনিরাপ নিশায়া শৌনকেভ্যো
বহুতরমানয়তি স আশ্বনি শ্রম ॥ ১৪

নিকট ধগপতির স-শরক্ষেত্রী হরি-বচনাকলী
শ্রবণে সমধিক আনন্দিত হইলেন। সেই

বাণ্য-রোগ-জরা-হুঃখরূপং তদপি নিবলম্ ॥
প্রারকব্যো নিরুদ্যোগো জাগর্তব্যো প্রস্তুতকঃ
বিবস্তব্যো ভয়হানে হা মরঃ কো ন রক্ততে ॥
কৌরবেনসমে দেহে জীবেনাক্রম্য সংস্থিতে ।
অনিত্যপ্রিয়ং বাসে কথং তিষ্ঠতি নির্ভয়ঃ ॥
অহিতে হিতসংকটঃ স্তামক্বেৎ কবসংকটকঃ ।
অনর্থে চার্থবিজ্ঞানঃ শ্রমর্থে যো ন বেতি সঃ ॥
পশুত্বপি প্রস্তুততি শৃণুত্বপি ন বুধ্যতি ।
পঠত্বপি ন জ্ঞানতি সেবয়ামিষ্যাহিতঃ ॥
কুরিমজ্জজগদিনং গচ্ছতীয়ে কালসাগরে ।
মৃত্যু-রোগ-জরা-প্রাণৈর্ষ কচ্ছদপি বুধ্যতে ॥
প্রতিক্রময়ঃ কালঃ কৌরমাপো ন লক্যতে ।
আমকুন্ত ইবাতঃশ্বো বিদীর্ণো ন বিভাষ্যতে ॥
বুধ্যতে বেষ্টনঃ বায়োরাকশস্ত চ বগুনম্ ।
প্রথমক তরঙ্গাণামাশ্বা নাশ্বিষ বুধ্যতে ॥
পৃথিবী দক্ষতে যেন মেচ্ছত্বপি বিদীর্ঘতে ।
তব্যতে সাগরজলঃ শরীরস্ত চ কা কথ্য ॥
অপত্যং মে কুলজং মে ধনং মে বাহুবান্ধ মে ।
জন্মমুখিত মর্ত্যাজং হন্তি কালবৃকো বলাৎ ॥
ইদং কৃতমিদং কার্য্যমিদমন্তং কৃতাকৃতম্ ।
এবমীহাসমারূঢ়ং কৃতাতঃ কুরুতে বশম্ ॥
যঃ কার্য্যমদ্য কুরীত পুরাত্নে চাপরাধিকম্ ।
ন বি মৃত্যুঃ প্রভী-কত কৃতং বাপাধবাকৃতম্ ॥
জরাধর্ষিতপহানং প্রচণ্ডব্যাধিসৈনিকম্ ।
মৃত্যুশকমধিষ্টোহসি জাতারঃ কিং ন পশুতি ॥
তৃকাসুচীর্ষিনির্ভিঃ সিক্তঃ বিষয়গর্পিষ্য ।
রাগদেহানলে পকঃ মৃত্যুরয়াতি মানবম্ ॥
বালাংক যৌবনহাংক বুদ্ধান গর্তগতানপি ।
সর্করানাবিশতে মৃত্যুরেবমুভয়মিদং জগৎ চ
যদেহমপি জীবোহনং বুদ্ধা যাতি বয়ালয়ম্ ।

অথানানি দেয়ানি যাচকায়াখিলানি চ ।
পূৰ্বোক্তশব্দানানি নাস্তথা সকলং ভবেৎ ॥ ১৭

পূৰ্বাণ পূজয়েৎ পূৰ্বং বাচকং তদনন্তরম্ ।
বহ্নালঙ্কারগোদাটৈর্দক্ষিণাভিচ্চ সাধরম্ ॥ ১৮

ইহা শ্রোতব্য । পূৰ্বাণ-অবগাস্তে বাচকে
পূৰ্বোক্ত শব্দাদি দানীয় অবাসকল প্রদান

করিবে ; নচেৎ অবগনের ফল হয় না । প্রথমতঃ
পূৰ্বাণ গ্রন্থের পূজা করিয়া বাচকের পূজা
করিবে । অনন্তর সাধরে বহ্নালঙ্কার, গো

চিন্তা হুঃখিতা মুঢ়ান্তিষ্ঠতি ব্যাকুলেশ্রিয়াঃ ।
অন্তথা পরমং তবঃ জনাঃ ক্রিষ্টান্তি চান্তথা ।
অন্তথা শাস্ত্রসম্ভাবো ব্যাখ্যাং কুর্কন্তি চান্তথা ॥
কথয়ন্তাননীতাবং স্বয়ং নাস্তত্বং চ ।
অহঙ্কাররতাঃ কেচিৎপদেশাদিব্যুজ্জিতাঃ ॥
পঠন্তি বেদশাস্ত্রানি বোধয়ন্তি পরস্পরম্ ।
ন জানন্তি পরং তত্ত্বং নবৌ পাকরসং যথা ॥
শিরো বহতি পুষ্পানি গজং জানাতি নাসিক্য ।
পঠন্তি বেদশাস্ত্রানি হৃদয়ে ভাববোধকঃ ॥
তত্ত্বমাশ্রয়মজ্ঞাতা মুঢ়াঃ শাস্ত্রেণ যুজ্জতি ।
গোপাঃ কুকিগতে জাগ্রে কুপে পশ্যন্তি হৃদয়িতঃ ।
সংসারমোহনাশায় শব্দবোধো ন হি কথং ।
ন নিবর্তেত তিমিরং কদাচিদৌপবার্তমা ॥
প্রজাহীনস্ত পঠনং যথাক্তং চ দর্শনম্ ।
অতঃ প্রজাবিতাঃ শাস্ত্রং তত্ত্বজ্ঞানস্ত লক্ষণম্ ॥
ইদং জ্ঞানমিদং জ্ঞেয়ং সর্বত্র শ্রোতুমিচ্ছতি ।
দিক্যবর্ষসংস্রায়ঃ শাস্ত্রাভ্যং নৈব গচ্ছতি ॥
অনেকানি চ শাস্ত্রানি স্বভাববিরকোটয়ঃ ।
তন্মাৎ সারং বিজানীয়াৎ কীরং হংস ইবাভ্যসি
অভ্যস্ত বেদশাস্ত্রানি তত্ত্বং জ্ঞাত্বাথ বুদ্ধিমান্ ।
পলালমিব ধাত্তাণী সর্বশাস্ত্রানি সম্যজ্জ্ঞেৎ ॥
যথায়তেন তুণ্ডস্ত নাহারেণ প্রয়োজনম্ ।
তত্ত্বজ্ঞস্ত তথা তাক্য ন শাস্ত্রেণ প্রয়োজনম্ ॥
ন বেদাধ্যয়নাবুজ্জির্ন শাস্ত্রপঠনাদপি ।
জ্ঞানাদেব হি কৈবল্যং নাস্তথা বিনতাশ্রয় ॥
নাশ্রয়ঃ কারণং মুক্তেদর্শনানি ন কারণম্ ।
তথৈব সর্বকর্মাণি জ্ঞানমেব হি কারণম্ ॥
যুক্তিমা শুকবাগেকা বিদ্যা সর্বা বিকৃতিকা ।
কাঠভাটসহস্রেণ হেকং সঞ্জীবনং পরম্ ॥
অথৈতং হি শিবং প্রোক্তং ক্রিয়ামাসবিবর্জিতম্
কুরুবজ্জেন লভ্যেত নারীতাগমকোটিভিঃ ॥
আগমোক্তং বিবেকোৎসং বিধাজ্ঞানং প্রচকতে

শব্দব্যাগমময়ং পরব্রহ্ম বিবেকজম্ ॥
অথৈতং কেচিদিচ্ছন্তি বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে ।
সমং তত্ত্বং ন জানন্তি বৈতাতৈক্যবিবর্জিতম্ ॥
যে পদে ব্রহ্মমোক্ষায় ন মমেতি মমেতি চ ।
মমেতি বধ্যতে জন্তুর্ন মমেতি প্রমুচ্যতে ॥
তৎ কৰ্ম্ম যন্ন বধ্যায় সা বিদ্যা যা বিমুক্তিদা ।
আত্মসাধাপরং কৰ্ম্ম বিদ্যাভ্যাশ্রিতেনপুণম্ ॥
যাবৎ কৰ্ম্মাণি ক্রিয়ন্তে যাবৎ সংসারবাসনা ।
যাবদিশ্রিয়চাপল্যং তাবৎ তত্ত্বকথা কুতঃ ॥
যাবদেহান্তিমান্চ মমতা যাবদেব হি ।
যাবৎ প্রযত্নবেগোহস্তি যাবৎ সঙ্কল্পকল্পনা ।
যাবরো মনসঃ টেহৃত্যং ন যাবচ্ছান্তিচিন্তনম্ ।
যাবন্ন শুককাকল্যং তাবৎ তত্ত্বকথা কুতঃ ॥
তাবৎ তপো ভক্ত্য ভীর্ণ্য জপহোমার্চনাদিকম্
বেদশাস্ত্রাধ্যয়নকথা যাবৎ তত্ত্বং ন বিকতি ॥
তন্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন সর্বাবস্থায় সর্বদা ।
তত্ত্বনিষ্ঠো ভবেৎ তাক্য যদৌচ্ছৈর্যোক্ষমাত্মনঃ
ব্রহ্মজ্ঞানপ্রসূনস্ত স্বর্গমোক্ষফলস্ত চ ।
তাপব্রহ্মানিসত্তপ্তশাস্ত্রাঃ মোক্ষতরোঃ শ্রেয়ঃ ॥
তন্মাজ্জ্ঞানেনাস্ততত্ত্বং বিজ্ঞেয়ং শ্রীকৃষ্ণোমুখাৎ
সুধেন মুচ্যতে জন্তুর্হোত্রসংসারবন্ধনাৎ ॥
তত্ত্বজ্ঞস্তাভিযং কৃত্যং শৃণু বধ্যায় তেহবুনা ।
যেন মোক্ষমবাগ্নোতি ব্রহ্ম নির্বাণসংপ্রদকম্ ॥
অন্তকালে তু পুরুষ আগতে গতসাধকঃ ।
হিন্মাদিসঙ্গশস্ত্রেণ স্পৃহং দেহেহহং যে চ তম্ ॥
গৃহাৎ প্রব্রজিতে ধীরঃ পুণ্যতীর্থজলাপ্লুতঃ ।
উচৌ বিবিষ্ট আসীনো বিধিবৎ কল্পিতাস্থনে ।
অভ্যাসেয়নসা শুদ্ধং ত্রিবিদব্রহ্মাকরং পরম্ ॥
মনো যচ্ছৈজ্জিতবাসো ব্রহ্মবীজমবিময়ন ॥
নিযচ্ছৈঃস্বহেতোহকান মনসা বুদ্ধিসারথিঃ ।
মনঃ কৰ্ম্মভিরাকিণ্ডং শুভার্থে ধারয়েচ্ছিয়া ॥

অষ্টৈশ্চ হেয়দ্যৈশ্চ ভূমিদ্যৈশ্চ ভূমিভিঃ ।
পুণ্ডরোচকং ভক্ত্যা বহুপুণ্যকলাপয়ে ॥ ১১

প্রকৃতি দক্ষিণা প্রদান করিবে। অন্ন, স্বর্ণ
ভূমি বখাশক্তি এই সকল দ্রব্য দান দ্বারা
ভক্তি সত্বকরে বাচকের পূজা করিতে হয়।
একপ করিলে সমধিক পুণ্যলাভ হইয়া থাকে।

অহং ব্রহ্ম পরং ধাম ব্রহ্মাঃ পরমং পদম্ ।
এবং সমীক্ষ্য চান্ধানমাত্ত্বাধাঃ নিরুলে ॥
ওমিতোক্তাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন মামহুশ্রবন ।
যঃ প্রযাতি ত্যক্তন দেহং স যাতি পরমাং গতিম্
ন যত্র দান্তিকা যান্তি জ্ঞানবৈরাগ্যাবর্জিতাঃ ।
সুধিবক্তা গতিং যান্তি তানকং কথয়ামি তে ॥

নির্বানমোক্ষা জিতসকলদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ ।

ভৈরববিমুক্তাঃ সুখ-কুঃখসংগে-
র্গচ্ছতামুতাঃ পদমবায়ং তৎ ॥

জ্ঞানহৃদে সত্যজলে রাগ-দেহমলাপহে ।
যঃ যাতি মানসে তীর্থে স তেই যোকমবাধুয়াৎ
প্রোতবৈরাগ্যামাহার ভজতে মামনস্ততাক ।
পূর্ণদৃষ্টিঃ প্রসন্নাত্মা স তেই যোকমবাধুয়াৎ ॥
তাক্য গুরু যতীর্থে নিবসেন্নরপোৎসুকঃ ।
মিহতে দৃষ্টিকক্রেতু স তেই যোকমবাধুয়াৎ ॥
অযোধ্যা মথুরা মায়া কালী কালী অবন্তিকা ।
পুরী ভারবতী জেয়াঃ সতৈস্ততা যোকদারিকাঃ ॥

যশ্চৈবং পুণ্যমার্গো যচ্চাপি পরিকীর্তয়েৎ ।
বিহায় যাতনাং যে য়াং ধূতপাপো দিবঃ

ব্রজেৎ ॥ ২০

ইতি ত্রীগারুড়ে মহাপুরাণে উত্তরখণ্ডে সারো-
দ্ধারে ত্রীকাক পঞ্চদশাবধৌ উপসংহারো নাম
পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

যে মানব এই গরুড়পুরাণ শ্রবণ করে, অথবা
কীর্তন করে, সে নিম্পাপ হইয়া যের যম-
যাতনা পরিহার করত স্বর্গপুরে যাস করিতে
পারে ॥ ১১—২০ ॥

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

ইতি তে কথিতং তাক্য যোকমবর্জং সনাতনম্
জ্ঞান-বৈরাগ্যসংহিতং ব্রহ্ম যোকমবাধুয়াৎ ॥
যোকং গচ্ছতি তব্রহ্ম ধার্মিকঃ স্বর্গতিং নদ্যো
পাপিনো হুর্গতিং যান্তি সঃসরতি যোগাবয়ঃ ॥
সর্কেয়াঃ মঙ্গলং কুয়াৎ সর্কে সন্ত নিরায়মাঃ ।
সর্কে ভক্তাপি পশ্যন্ত বা কশ্চিদুৎসাহগতবেৎ ॥

ইতি গরুড়পুরাণে প্রোতব্রহ্মে প্রজামাং
হিতযতিহিতমাদৌ হুতপুণ্ড্রেন পুণ্যম্ ।
কৃতকরণগতানাং নৈমিষে সন্মুখীনাং
শ্রবণগতমকুর্জন কিং বিজানান্তি বর্তাঃ ॥

সমাপ্তমিদমুত্তরখণ্ডম্ ॥

সমাপ্তকেন্দং গরুড়পুরাণম্ ॥